তৃতীয় বর্ষ] পৌষ, ১৩৩৫ [৯ম সংখ্যা

আর্থিক উন্নতি

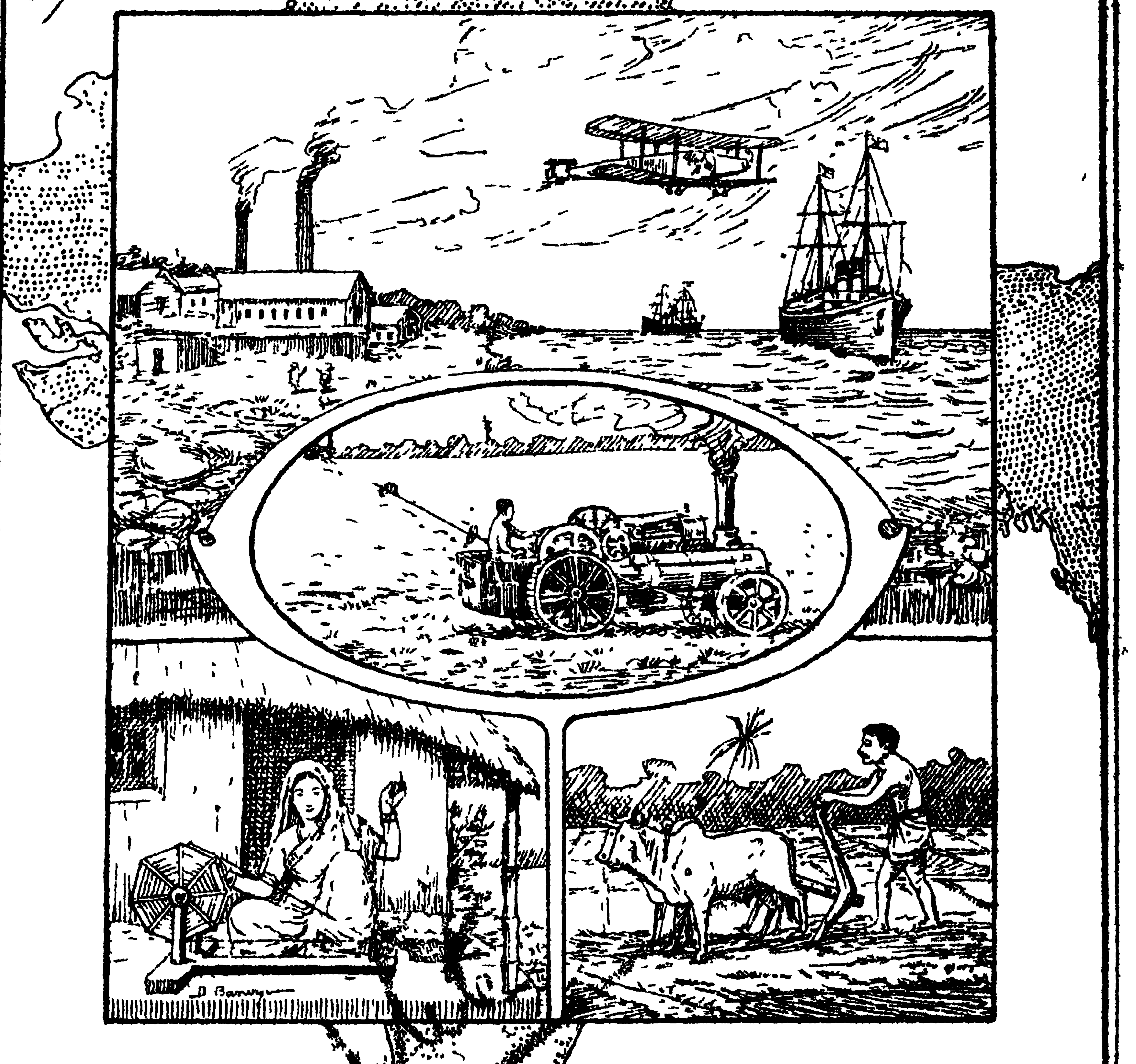

সম্পাদক
শ্রীবিনয় কুমার সরকার

বার্ষিক মূল্য ৪।০ সাড়ে চারি টাকা প্রতি সংখ্যা ।৶০ আনা

ARTHIK UNNATI

(Economic Progress)

A monthly journal, in **Bengali,** on economics (theoretical and applied), the applications of industrial research and scientific inventions for social welfare and material progress.

The object of the journal is to function as an organ of banking, foreign trade, money-market, insurance, industrialization, agricultural enterprises, railway and shipping economics, public finance, economic legislation, national health, technical education, rural reorganization, municipal administration and other civic interests.

Edited by Professor BENOY KUMAR SARKAR

Section 1 deals with the *wealth of Bengal,* profession by profession. The data are furnished by the reports of correspondents specially employed for the purpose. Tha standard of life prevailing among cultivators, artisans, fishers, boatmen, leather-workerse weavers, shopkeepers, merchants, land-owners, exporters, importers, industrial workers, sailors, clerks, directors and founders of modern industries, banks and other business establishments—all classes of the Bengali population,—is the main theme of these statistical and objective investigations.

Section 2 deals with the agricultural, manufacturing and *commercial activities of India* (excluding Bengal, but including the Indian states).

Section 3 deals with the *economic developments of the world.* It seeks to interpret the movements in foreign finance, industries and commerce to the Indian businessmen and economists. India's opportunities for co-operation with foreigners in all spheres of international trade and investment constitute likewise a special subject of study. The facts of 'world-economy' involving, as they do, the intimate interdependence of India and the other countries in regard to economic functions and material welfare are placed before the readers in the form of a regular news-service.

Section 4 deals with the movements and pronouncements of the world's prominent bankers, captains of industry, engineers, chemists, experts in technical, commercial and agricultural education, statisticians, economists, finance-ministers and so forth. The *programmes of learned societies,* businessmen's associations, and bankers' institutes etc. fall within this section.

Section 5 is given over to "*interviews*" with specialists on problems of applied economics and economic thought.

In all these sections *Arthik Unnati,* although a monthly, intends to acquire the dynamic character of a weekly or even a daily newspaper.

Special Features :

1. A tabular statement of the contents (with occasional synopsis) of the economic, financial, export-import, statistical and allied journals in the Indian and foreign languages including *French, German, Italian,* and whenever possible, *Russian, Japanese* and *Turkish*).
2. Review of books.
3. A serial announcement of Indian and foreign books on economics, banking, commerce, technical education and all other branches of material and social welfare.

N.B. About *fifty per cent* of the monthly devotes itself to **essays and discussions of permanent value** bearing on the methods and problems of the economic sciences. **Bengali translation** or summaries of the views and theories of foreign economists of the present or preceding generations form a marked characteristic of this journal.

Not less than 80 pages every month. Annual subscription Rs. 4-8.

Directors : *Office : 107, Mechuabazar Street, Calcutta.*

Sj. Narendra Nath Law (Calcutta). Sj. Satya Charan Law (Calcutta).

Sj. Tulsichandra Goswami (Serampore). Sj. Taraknath Mukherjee (Uttarpara).

Sj. Gopaldas Chowdhury (Mymensingh).

আর্থিক উন্নতি

ধনবিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক পত্র

৮০।৩

শ্রীবিনয়কুমার সরকার
সম্পাদিত

৩য় বর্ষ—১৩৩৫

কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস
১০৭, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচিপত্র

বাংলার সম্পদ্

অ

অনুন্নত সমাজ সম্মেলন (১১)।

আ

আগাছা, জঙ্গল, ঘাসের সার (১৩)। আবর্জ্জনার সদ্ব্যবহার (৬৪১)। আর্থিক বাঙলার সমাজ-কথা (৬৪৭)। আশী লাখ টাকার পাটের কল (৮১)। আসানসোলে জল-সরবরাহের নূতন স্কীম (২৫০)।

ই

ইউনিয়ান বোর্ড (৪৮৬)। ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কে ডিভিডেণ্ড (১০)।

উ

উন্মাদ রোগীর সংখ্যা (২৫৫)।

ক

কচুরী পানা (২৪৬)। কন্‌ষ্টেব্‌ল ও সার্জ্জেণ্টদের মাহিয়ানা (৪০২)। কলিকাতা কর্পোরেশানে নয়া পুরাণা (৪৮৫)। কলিকাতা কর্পোরেশনের আয়ের পথ (৮১)। কলিকাতা লোন্ অফিস লিঃ (২৪৪)। কলিকাতা বন্দর (৫৬৪)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা (২৫০)। কলিকাতায় আবার মেথর ধর্ম্মঘট (২৫৫)। কলিকাতায় কাপড়ের ব্যবসা (৭২৮)। কলিকাতায় গঙ্গাজল (২৪৫)। কলিকাতার আমদানি রপ্তানি (১২)। কলিকাতার মৃৎ-শিল্প (১৬৮)। কলিকাতা হাইকোর্টের আয়=ব্যয়ের ৩।৪ গুণ (৪০৪)। কংগ্রেস শিল্প-প্রদর্শনী (৫৬১)। কৃষি-শিক্ষার্থী ছাত্রের অভাব (৯)। কো-অপারেটিভ ষ্টোরস (২৪৪)। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের জমীদারি (২৫১)।

ঘ

ঘটক আয়রণ ওয়ার্কস্ (৭২৫)।

চ

চটকলে কার্য্যকাল (২৪২)। চটকলের আর্থিক কথা (২৪২)। চট্টগ্রাম বন্দরের বাড়তি (৪৮৪)। চট্টগ্রামে বাণিজ্য-বৃদ্ধি (১৩)। চট্টগ্রামে বিজলী (৪৮১)। চা-কুলী সংগ্রহ (৪০২)। চা রপ্তানি (১২)।

ছ

ছাত্রদের ভ্রমণ (৬)।

জ

জন-সংখ্যায় বাঙালী (২৫৪)। জলপাইগুড়ি চা-বাগানের লভ্যাংশের হার—১৯২৭ (৮০২)। জলপাইগুড়ি পোষ্টাল্ ডিভিশান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ সোসাইটি লিমিটেড্ (৪০৫)। জাহাজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে আন্দোলন (৪০৪)। জাহাজীদের কথা (২৫৭)। জিলাবোর্ডসমূহের কার্য্য (১৭৮)।

ট

টাকা খাটাইবার উৎকৃষ্ট পন্থা (৯)। টিউবওয়েল স্কুল (৩৩২)। ট্রাম কোম্পানীর চেয়ারম্যানের বক্তৃতা (২৪৭)।

ড

ডালহৌসী স্কোয়ারে সভা—সত্যাগ্রহের সঙ্কল্প (১৬৬)।

ঢ

ঢাকা রায়ত কনফারেন্স (৫৬৪)। ঢাকেশ্বরী কটন মিল (১৭১)।

ত

তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায় (৬৪৮)। ত্রিপুরায় বসন্ত (৮)।

দ

দি অল ইণ্ডিয়া টি অ্যাণ্ড ট্রেডিং কোং লিমিটেড্ (৬৪২)। দি ইষ্ট বেঙ্গল জুটমিলস্ লিমিটেড (৭২১)। দি চিটাগং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী

লিমিটেড্ (৪৮১)। দি টিপারা টিম্বার কোম্পানী (৬৪৩)। দিনাজপুরে গোল আলুর আবাদ (১৭৯)। দিনাজপুরে শঙ্কর (৪০৬)। দি ফরওয়ার্ড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড্ (১৬৭)। দি মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড্ (১৮১)। দি বেঙ্গল ডেয়ারী অ্যাণ্ড ক্যাট্‌ল্ ব্রিডিং লিমিটেড্ (৬৪৩)। দুর্ভিক্ষে ঢাকার ঠাঁই (২৫৬)। দেশীয় পাটকলওয়ালাগণের সঙ্কট (৫৬৫)।

ন

নারায়ণগঞ্জ ষ্টীমার ঘাট (২৫৩)। নারীগণের জীবিকার্জনের নূতন উপায় (২৫১)।

প

পঞ্চ-বার্ষিক শিক্ষা-বিবরণী (৪৮৬)। পদ্মার ভাঙ্গন ও তাহার প্রতীকার (৮৮৪)। পল্লীগ্রামের জল-সরবরাহ (৪০৩)। পল্লীমঙ্গল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্ (৬৪৪)। পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে কৃষির অবনতি (৮৫)। পশ্চিম বাংলায় নদীসংস্কার (৮০৬)। পাটকলে মজুর-লড়াই (৫৬২)। পাট কলের লাভ (৭২৩)। পাটের আমদানি (১৭৪)। পাটের কলের শতকরা বার্ষিক লভ্যাংশ বিতরণ (৭২২)। পাটের বাজারে ফড়িয়া (৬৪৩)। পাবনায় জোতদার ও রায়ত (২৫৩)। পাবনায় হিন্দুপল্লী উজাড় (১৭৪)। পাবনায় দুর্ভিক্ষের সূচনা (১১)। পাবনা সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্ (২৪৩)। "পোর্ট ট্রাষ্ট" ও আর্থিক বাংলা (১)। পাঁচ লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা দান (৫৬৭)। পূর্ববঙ্গের জমির উর্ব্বরতা (৮৫)। পোর্ট-ট্রাষ্টের আয়-ব্যয় (২)। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে কলিকাতা কর্পোরেশান (৪০২)। প্রেমচাঁদ জুটমিল লিমিটেড্ (১৬১)।

ফ

ফরিদপুরের গবর্ণমেণ্ট ফার্ম্ম (৬)।

ব

বগুড়ার বাজার (৮)। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ (৮০৩)। বঙ্গীয় গো-রক্ষা আইন (৩২৮)। বঙ্গে মাদক দ্রব্য ব্যবহার হ্রাস (৮০৪)। বঙ্গে মৃত্যুহার বৃদ্ধি (৮০৪)। বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্‌এর প্রসপেকটাস্ (৭২৫)। বস্ত্র রপ্তানি (২৪৯)। বরিশালে ট্যাক্স-বন্ধের আন্দোলন (৫৬৭)। বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর ব্যবসা-ক্ষেত্র (৩৩২)। বাঙ্গালার খাদিপ্রীতি (৮৯)। বাঙ্গালার স্বাস্থ্য (২৫১)। বাঙ্গালীর চা কোম্পানী (১৭২)। বাঙ্গালীর জাহাজ কোম্পানী (৪০১)। বাঙ্গালীর মরা বাঁচা (৮৯)। বাল্যবিবাহ (২৫৫)। বাংলায় অনাবাদি জমি (৮৫)। বাংলায় জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী (১৮০)। বাংলায় ১৭,৯৬০ মাইল রাস্তা (৪০৪)। বাংলায় তুঁতের আবাদ (৮৮৬)। বাঙলায় ভারতীয় কোম্পানী (১৭৫)। বাংলার আয়-কর (৮০৫)। বাংলার চিনি (৮৭)। বাংলার জন্মহার (২৫৪)। বাংলার জিলা বোর্ড (৩২৪)। বাংলার দুর্ভিক্ষে সরকারী সাহায্য (১৭৭)। বাংলার ধান (৭)। বাংলার পল্লীগ্রামসমূহের লোকসংখ্যা (৪০৪)। বাংলার পাট (৮০৮)। বাংলার মিউনিসিপ্যালিটি (২৪৮)। বাংলার সমবায় (২৪৬)। বাংলার স্বাস্থ্য (৮০৪)। বাংলার হাটবাজার (৮৮১)। বায়স্কোপে যুবক বাংলা (১০)। বাস্‌এ লোকসান (২৪৮)। বিদেশে পাট রপ্তানি (১৭৪)। বোলপুরে দুর্ভিক্ষ (৭)। ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় বাঙ্গালী (১৬৯)।

ভ

ভেজাল খাদ্য বিক্রয়ে দণ্ড (১৬৮)। ভেজাল ঘৃত (৪)। ভেজাল তেল (৫)। ভেজাল দুগ্ধ (৪)। ভেজাল ময়দা (৫)।

ম

মজুরবৃন্দের দাবী (১৬৫)। মজুরের ধর্ম্মঘট (২)। মাছের ব্যবসা (৬৪৬)। মূক বধিরের সংখ্যা (২৫৫)। মালদহ ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর পাঁচ বৎসর (৩২১, ৩২৪)। মালদহ সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড (৮৮২)। মেঘনায় নূতন পুল (৮০২)। মেয়েদের শিল্পকর্ম্ম (২৪৪)। মেরিণ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ান (১)।

য

যশোহরে কৃষক-জাগরণ (২৫৮)। যশোহরের চাকুরো (৮)।

র

রাজমহল আর্থেন অয়্যার কোং লিঃ (৮৬)।

ল

লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিল্‌স্ লিমিটেড্ (৮০১)। লিলুয়ায় ধর্ম্মঘট (৮৫, ১৬৫)।

শ

শিল্পে সাহায্য (৫৬৩)। শিশু বিধবার তালিকা (২৫৫)। শিশুমৃত্যুর কথা (২৫২)। শ্রমিক হাঙ্গামা (২৫৬)। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল (৮৮)।

ষ

ষ্টীল কনষ্ট্রাকশান কোম্পানী লিমিটেড্ (৮০৫)।

স

সরকারী কৃষিক্ষেত্র (৮০৪)। সরকারী বনবিভাগ ও গোচারণ (৪৮৪)। সরকারী শিল্প-বিভাগ (৫৬২)। সাঁতরা-গাছির ওল (৮৮৫)। সিগারেটের চাহিদাবৃদ্ধি (৭)। সিরাজগঞ্জের উপর যমুনা নদীর আক্রমণ (২৪৯)। সেয়ার মার্কেট—কলিকাতা (৩২৬)।

হ

হাওড়া পুলের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী (৪০)। হুগলী মিউনিসিপ্যালিটি (৬)।

আর্থিক ভারত

আ

আসামে কুলী চালান (৫৭১)। আসামে চায়ের অবস্থা (৪৯৩)। আহাম্মদাবাদে ধর্ম্মঘটের আশঙ্কা (৫৭৩)।

ই

ইক্ষু গুড় (৮১২)। ইণ্ডিয়ান জেনারেল্ ন্যাভিগেশান্ অ্যাণ্ড রেলওয়ে কোম্পানী—১৯২৭ (৩৩২)। ইম্পীরিয়্যাল ব্যাঙ্ক (৪৯৩)। ইয়োরোপে চাউল উৎপাদন (৪৯১)। ইয়োরোপে ভারতীয় চাউলের কাটুতি (৪৯১)। ইয়োরোপে ভারতীয় মাল (৮১৫)। ইংলণ্ডে ভারতীয় কাষ্ঠ আমদানি (৮১৮)। ইংলণ্ডের পাট, তুলা, পশম, রেশম যোগানে ভারতের ঠাঁই (৮১৯)।

উ

উৎপন্ন চায়ের কম্‌তি (৫৯৪)। উত্তর আমেরিকার সঙ্গে ভারতের কারবার (৮২০)।

এ

এপ্রিল মাসে ভারতে কাপড়ের আমদানি (২৭২)। এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ অ্যাশিওরেন্স (৯৩)।

ক

কফি, চা ও তামাক (৮১৮)। কফির চাষ (৪১৫)। কয়লার খাদে কাজে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা (৬৫৭)। কয়লার খনির মজুর (৮৮৭)। কাণপুরে ধর্ম্মঘট—শ্রমিকে কর্ম্মচারীতে দ্বন্দ্ব (৯৩)। কাশ্মীরের রেশমশিল্প (৫৭৩)। কাঁচা চামড়া (৮১৭)। কৃষি ও ইঞ্জিনিয়ারিং (২৬০)। কোন্ কোন্ দেশ ভারতের তুলা ক্রয় করে (৮১৫)। কোন্ কোন্ দেশ ভারতের সূতা যোগায় (২৬৮)। ক্রয়-ক্ষমতায় ভারত ও পশ্চিম এশিয়া (৮১৩)।

খ

খনির খাদে স্ত্রী-মজুর নিয়োগ নিষেধ—পার্ল্যামেণ্টে প্রশ্ন (২৬৪)। খাদি উৎপাদন ও বিক্রয় (৩৪১)।

গ

গম (৮১৬)। গম আমদানি ও রপ্তানি (২৭০)। গবর্ণমেণ্ট অধিকৃত রেলওয়ের আয় (৩৩৭)। গুড়-প্রস্তুতে অপচয় (৯০০)। গোসাপের চামড়ার ব্যবসা (৩৩৫)।

ঘ

"ঘী" "মাখনে" ভেজাল (৯২)।

চ

চাউল (৮১৬)। চাউল আমদানি ও রপ্তানি (১৮৬) চামড়া রপ্তানি (২৬৮)। চায়ের চাষ ও ব্যবসা (৪১৫)। চীনামাটির বাসন আমদানি (৪৮৭)।

ছ

ছাগ চামড়া (৮১৯)। ছাগলের চামড়া (২৬৯)।

জ

জগতের দীর্ঘতম খাল ভারতে (৭৩৩)। জাপানের প্রতিশোধ (৪৯২)। জামসেদপুর ষ্টীল মিলের শ্রমিকগণ বরখাস্ত (৯৭)। জার্ম্মাণ শাল ও কার্পেট (৬৫৮)। জীবনবীমা (২৬৫)।

ট

টাটা কোম্পানীর ইস্তাহার (১৮৫)। টাটা লৌহ ও

ইস্পাত কোম্পানী (৪৯৩)। টাটার মজুরদের মধ্যে কারখানার মুনাফার অংশ বিতরণ (২৬২)। ট্যান করা চামড়া (২৬৯)। ট্যানকরা চামড়ার বাজার-দর (২৭০)। ট্যানকরা গো-চামড়া (২৬৯, ৮২০)। ট্যান করা ছাগ-চামড়া (২৬৯, ৮২০)। ট্যান করা মেষ চামড়া (৮২০)।

ত

তামাক পাতা রপ্তানি (৯১)। তাঁতের পশমী কাপড় (৬৫৯)। তিন মাসের আমদানি রপ্তানি (২৭০)। তুলা এবং নকল রেশমজাত কাপড় (৫৭৪)। তুলার বীজের অপব্যবহার (১৭)। তৈলবীজ হইতে তৈল বাহির করিবার উপায় (১৭)। তৈলবীজের রপ্তানি (১৬, ৮১৬)। তৈল দৃঢ় করিবার প্রণালী (১৮)। তৈল পরিষ্কার করিবার প্রণালী (১৮)। ত্রিবাঙ্কুরের বৈদেশিক বাণিজ্য (৩৩৮)।

দ

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বাণিজ্য (৮১৫)। দি ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়েগান কোম্পানী লিমিটেড্—১৯২৭-২৮, (৩৩৯)। দেশী কোম্পানীগুলির আয় (৪১২)। দেশী কোম্পানীর বার্ষিক বীমার পরিমাণ (৪১৬)। দেশীয় রাজ্যে চা (৫৭৩)। দেশের কাঁচা মাল দিয়া বিদেশের প্রস্তুত মালের আমদানি (৫৬৯)।

ন

নাসিকে গবর্মেণ্টের ছাপা বিভাগ (২৬২)। নীল ও রেশম চাষ (৪১৪)।

প

পশম ও নকল রেশম আমদানি (৫৭৩)। পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় ভূমি-রাজস্ব বিল (৯৩)। পাটনাই মেষ উৎকৃষ্ট (৬৫৮)। পাটের দাম পড়িয়া গিয়াছে (৮১৬)। পাটের চাষ (২৬৪)। পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভারতের সুযোগ (৮১৪)। পেট্রল ব্যবসা হইতে কাহার কিরূপ লাভ হয় (২৬৩)। পোষ্ট আফিসের হিসাব (২৬৮)। প্রধান প্রধান কয়লা-খনিসমূহের উৎপাদন-হার (৫৬৮)।

ফ

ফিজিদ্বীপে ভারতীয় কুলী (১৮৫)।

ব

বন্যপশু ও সর্প রপ্তানি (১৮২)। বাংলা ও আসামের ফ্যাক্টরি (৪৯২)। বারদোলী সত্যাগ্রহ (৯৫)। বার্ম্মার চাউল-সমস্যা (৪৯১)। বার্ম্মার বৈদেশিক বাণিজ্য (৩৪০)। বিদেশী সিগারেটের দুষমনি (৯৬)। বিদেশী সূতা ও কাপড় কত আমদানি হয় (২৬৭)। বিদেশে চাউল রপ্তানি (১৮৬)। বিলাত ও মিশরে ভারতীয় চাউল আমদানি (৪৯২)। বিলাতী পশমী কাপড় (৬৫৮)। বিলাতের কাঁচা চামড়া (৮১৯)। বিহার পটারিজ লিমিটেড্ (৪৮৯)। বিহারে লাক্ষার চাষ (৯৭)। বীমাকারীদের কোম্পানী (৪১২)। বীমার আয় (১৯)। বৃটিশ বেলুচিস্থানের খনিজ পদার্থ (৪১০)। বোম্বাই ধর্ম্মঘটীদের দাবী (১৮২)। বোম্বাই মিল স্বত্বাধিকারী সমিতির ইস্তাহার (৯০)। বোম্বাইয়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণী (৯৪)। ব্যাঙ্ক ভারত (৯০)।

ভ

ভারত কত সূতা রপ্তানি করে (২৬৮)। ভারত কি কি জিনিষ বিদেশে পাঠায় (৮১৫)। ভারতবর্ষের তৈলবীজ ও আধুনিক তৈলনিষ্কাসন প্রণালী (১৫)। ভারতীয় কয়লার খনি (৬৫৪)। ভারতীয় চাউল রপ্তানিতে ৬ কোটি টাকা ক্ষতি (৪৯২)। ভারতীয় মজুরের জন্য রুশের টাকা (৯৩)। ভারতীয় রেলের অতীত ও ভবিষ্যৎ (২১)। ভারতীয় রেলপথের অর্ডারসমূহ (২৭২)। ভারতীয় শিল্প-মিশন (৮১৩)। ভারতীয় শস্যের রূপান্তর (৭২৯)। ভারতে আকের চাষ (৪১০, ৬৫৯)। ভারতে কত সূতা ও কাপড় প্রস্তুত হয় (২৬৭)। ভারতে কফি উৎপাদন (১৮৪)। ভারতে কয়লা উৎপাদন (৫৬৮)। ভারতে কয়লার ব্যবহার (৬৫৪)। ভারতে কাপড়ের কাটতি (৮২০)। ভারতে ৩ মাসে কতগুলি শ্রমিক বিবাদ হইয়াছে (২৬৫)। ভারতে কি কি নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে (২৫৯)। ভারতে কৃষির জন্য খরচ—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের খরচের $\frac{1}{15}$ ভাগ (২৭৩)। ভারতে চীনামাটির জোগান (৪৮৭)। ভারতে জীবন-বীমার প্রসার (১৯)। ভারতে মার্কিণ মালের চাহিদা-বৃদ্ধি (৫৭০)। ভারতে পশমী মিল (৬৫৮)। ভারতে বিলাতী কাপড়

(৮২১)। ভারতে বীমা কোম্পানী (৪১১)। ভারতে মেষ (৬৫৮)। ভারতে মোট বীমা কাজের বহর (১৯)। ভারতে লোহা, ইস্পাত এবং কল-কব্জার আমদানির পরিমাণ (৩৩৪) ভারতে সিমেণ্ট আমদানি (৯০১)। ভারতের আমদানি-বাণিজ্যে বিলাতের স্থান (৪০৮)। ভারতের কার্পেট ও কম্বল-শিল্প (৬৫৮)। ভারতে কৃষিজাত দ্রব্যের অপচয় (৯০০)। ভারতের খনিজ সম্পদ্ (৪৮৯, ৮১১)। ভারতের ডাক বিভাগ (৯২)। ভারতের চিনি শিল্প (১৫)। ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য (৮১৭, ৪০৮)। ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে বিদেশী জাহাজের টনেজ (৭৩২)। ভারতের বাণিজ্য-বৃদ্ধিতে বৃটীশ সাম্রাজ্যের বাহিরের দেশের স্থান (৫৬৯)। ভারতে ১৯২৮-২৯ সনের আউশ ও আমন ধানের আনুমানিক হিসাব (৬৫১)। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জন্মমৃত্যু-হার (৪২১)। ভারতের সহিত মার্কিণের পরস্পর বিনিময়ে ব্যবসা (৫৭০)। ভারতের সাধারণ স্বাস্থ্য (৬৫০)। ভারতে রুশিয়ার কাপড় (৫৭১)। ভারতে সমবায় আন্দোলনের বিস্তার (৩৪২)। ভারতের সামরিক ব্যয় (২৬৩)। ভারতে সুপারীর চাষ (৬৫৯)। ভারতে সেতুনির্ম্মাণ (২৬৩)। ভারতোপকূল নৌ-বাণিজ্য বিল (১৮৩)। ভেড়ার চামড়া (২৭০)।

ম

মদ্যপান নিবারণের বাধা—গবর্মেণ্টের আয় হ্রাস (২৭২)। মহিষ চামড়া রপ্তানি (২৬৯)। মহীশূর দেওয়ানের আদর্শ পল্লী (১৮৩)। মহীশূর রাজ্যের আর্থিক অবস্থা (১৮২)। মহীশূরে জঙ্গলের উন্নতি (২৬০)। মাদ্রাজ বন্দরে বাণিজ্যের প্রসার (৪০৮)। মাদ্রাজী তাঁতীদের অবস্থা (৪১০)। মাদ্রাজে চন্দন কাঠের ব্যবসা (২৬০)। মাদ্রাজে শামুকের ব্যবসা (২৬১)। মাদ্রাজে নকল চা (৫৭২)। মাদ্রাজে তামাক-ব্যবসায় (৯৭)। মার্কিণের সহিত ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য (৫৬৯)। মিহিজামে চীনা-বাসনের কারখানা (৪৮৮)। মূলধনীদের কোম্পানী (৪১২) মেহগিনি ছাড়া অন্যান্য করাতে কাটা কাঠ (৮১৯)।

য

যুক্তপ্রদেশে নূতন আকের ব্যবসা (২৬১)। যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের বিশিষ্ট জিনিষগুলি ভারতে পাঠায় (৫৭০)। যৌথ কারবারের উন্নতি (৯৩)।

র

রবারের চাষ (৪১০)। রেলওয়ের কাজে কয়লা খরচ (৬৫৫)। রেল ও কৃষি (২১)। রেলওয়ের ছায়াচিত্র প্রদর্শনী (২৫৯)। রেলে মাল-চলাচলের হিসাব (৩৩৭)।

ল

লয়েড বাঁধ (৫৬৮)।

শ

শস্য ফলনের ভবিষ্যদ্বাণী (৩৪৩)। শুকনা কিপস্ (৮১৯)। শ্রমিকদের বেতন-বৃদ্ধি (৮১২)। শ্রমিকদিগের দাবী (৯২)।

ষ

ষ্টেট্ রেলওয়েগুলির আয় (৭৩৩)।

স

সত্যসুন্দর দেবের কৃতিত্ব (৪৮৮)। সরকারী রেলওয়ের খরচ (৩৩৬)। সর্ষপ, তিসি (৮১৬)। সাবান ও রং শিল্পের মশলা (৮১৮)। সাড়ে বাইশ কোটি গজ কোরা বস্ত্র (৮১৪)। সিংহল বার্ম্মার প্রতি বিরূপ (৪৯২)। সিন্ধু প্রদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্য (৩৩৬)। স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাজার (২৭০)।

দুনিয়ার ধনদৌলত

অ

অভ্র-উত্তোলনের নূতন যন্ত্র (৪৯৫)। অভ্রের ব্যবসায় ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী (৪৯৬)। অষ্ট্রীয়াকে রেল-লাইন আমদানি করিতে হইবে (৩৫৩)। অষ্ট্রীয়ার 'নাট' ও 'বোল্ট' ব্যবসা (৩৫৩)। অষ্ট্রেলিয়ায় বিদেশী পর্য্যটক (২৭৮)। অষ্ট্রেলিয়ায় বিবিধ পেনশান ও তাহার সংখ্যা (৫৭৮)। অষ্ট্রেলিয়ার আর্থিক সংবাদ (১০৩)। অষ্ট্রেলিয়ার মাখন পনিরের জাহাজ ভাড়া (৫৭৮)। অষ্ট্রেলিয়ায় সংরক্ষণ শুল্কের ফল (১০২)।

আ

আটলাণ্টিকে নূতন ষ্টীমার কোম্পানী (১০৩)। আফগানিস্থানে নূতন রেলপথ নির্ম্মাণ (৬৬৮)। আফগানিস্থানে রুশিয়ান মেলা (২৮৩)। আমেরিকা ও রুশিয়ায় চায়ের

কাটতি (৬৬২)। আমেরিকা বনাম ইংলণ্ড (১৮৭)। আমেরিকায় চা আমদানি (৬৬৬)। আমেরিকায় বায়স্কোপের "ফিল্‌ম্‌" ব্যবসা (৫৭৯)। আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়ান (২৯)। আমেরিকার লেবার ফেডারেশুন (২৯)। আমেরিকার লেবার ব্যাঙ্ক (২৯)। আমেরিকার শিল্প-সম্পদ্‌ (২৮)। আর্জ্জেন্টিনাতে কার্ডবোর্ডের আমদানি (৭৩৬)। আর্জ্জেন্টিনাতে ছাপিবার কালির আমদানি (৭৩৬)।

ই

ইংরেজ কোথায় বাজার হারাইয়াছে (৩৫০)। ইংরেজ প্রতিযোগিতায় টি'কিতেছে না (৬৭০)। ইংরেজের বস্ত্রশিল্পে সমবায় (৯০৯), ইংরেজের রপ্তানি বৃদ্ধি (৫৮৩)। ইংরেজের স্বাস্থ্যোন্নতি (৭৩৮)। ইংলণ্ডের বস্ত্র-শিল্পের কাটতি কোথায় কমিয়াছে (৬৭০)। ইতালিতে সাত লক্ষ শিল্পকারখানা (৮২৩)। ইতালির আর্থিক অবস্থা (১০০)। ইন্দোচীনে তুলার চাষ (৮২৩)। ইন্দোচীনে মৎস্য-শিল্প (৯০৯)। ইয়োরোপে যুবক পারশু (১৯০)। ইস্পাত রপ্তানিতে ফরাসী (২৮০)।

এ

একর-প্রতি তুলা উৎপাদন (৭৩৯)। এডেনের ব্যবসা ,২৮১)। এনামেলের উপর আমদানি শুল্ক (৬৬০)।

ক

কম খাটুনিতে বেশী কাজ (২৮৫)। কাচ ব্যবসায় বিদেশী প্রতিযোগিতা (২৮৪)। কানাডায় প্লাটিনাম (৫৭৭) কানাডায় ফরাসী রেশম ফ্যাক্টরী (৮২৫)। কানাডায় বিট চিনি উৎপাদন (৫৭৯)। কানাডায় হোসিয়ারি শিল্প (৭৪১)। কানাডার ইস্পাত জোট (১০২)। কানাডার গম শস্য (৬৬৫) কানাডার রেলওয়েগুলির সচ্ছলতা (৮২৫)। কানাডার বস্ত্র শিল্প (৭৪১)। কানাডার শ্রী-বৃদ্ধি (৯০৩)। কার্টেল পুলের পথে নয়া দুনিয়া (৬৬৪)। কিউবার চিনি (৫৮২)। কৃত্রিম রেশম শিল্প (৩০, ১০১)। কেরোসিন তেলের শেয়ার বিক্রয় (৬৬৩)। 'ক্যানবেরা' নির্ম্মাণে খরচ (৭৩৯)।

গ

গ্রীসের বন্দর উন্নতি (৮২৫)।

চ

চা-ব্যবসা (২৮৩)। চিনি উৎপাদন (৭৩৯)। চিনির বাজার (৫৮০)। চিনির বাজার (১০৩)। চিলিতে কাপড়ের আমদানি (৭৩৬)। চিলিতে মোটর কাটতি (৬৬৮)। চিলির আর্থিক উন্নতির জন্য ইংরেজের সাহায্য ভিক্ষা (১৯০)। চীন ইংরেজের বস্ত্র কেনে না (৩৫০)। চীনদেশে ধর্ম্মঘট (২৭৪)। চীনদেশে বাইসাইকেলের ব্যবসা কাদের হাতে (১৮৯)। চীনদেশের ব্যবসাতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বিলাত (২৭৫)। চীনা সিল্ক (৬৬৭)। চীনে নকল রেশমের চাহিদা (৩৪৭)। চীনের নতুন ঋণ (৬৭১)। চুরুট সেবন বাড়িতেছে (৭৩৮)। চেকোশ্লোভাকিয়ায় গৃহ-নির্ম্মাণ (৮২৮)। চেকোশ্লোভাকিয়ায় রেশম উৎপাদন (১০১)। চেকোশ্লোভাকিয়ায় মোটর-বীমা (৩৪৯)। চেকোশ্লোভাকিয়ায় রেডিয়াম (৬৬৫)।

জ

জগতের বৃহত্তম ভাসমান ডেকের ৮০০০ মাইল সমুদ্র-যাত্রা (২৫৭)। জাতীয় ঋণ (৯০৫)। জাপানী মজুর গুনতিতে ১৪ লাখ (২৩)। জাপানের আর্থিক উন্নতি (১০০)। জাপানের বস্ত্র-শিল্প (৬৭০)। জাপানের বহির্ব্বাণিজ্য (৫৮৩)। জাপানের ব্যবসা-বাণিজ্য (৩৫৩)। জাপানে স্বদেশী আন্দোলন (৫৭৫)। জাভাই চিনি (৩৪৫)। জার্ম্মাণির ঘরবাড়ী (৫৮৪)। জার্ম্মাণ ছুরি কাঁচি শিল্প (১০৪)। জার্ম্মাণ লৌহ-ইস্পাত-শিল্প (৪৯৯)। জার্ম্মাণিতে গ্রামোফোন শিল্প (২৮২)। জার্ম্মাণিতে নকল রেশম উৎপাদন (৯০৫)। জার্ম্মাণি ধার লইয়াছে ৫ কোটি ডলার (১৯০)। জার্ম্মাণির তুলা ও লিনেন শিল্প (৯০৩)। জার্ম্মাণির নৌ-বহর (২৭)। জার্ম্মাণির বহির্ব্বাণিজ্য (৫৮৪)। জার্ম্মাণির সাইকেল শিল্প (৬৬৫)। জাহাজী ব্যবসাতে আশার ক্ষীণালোক (৪৯৭)। জিব্রাল্টার সুরঙ্গ (২৮২)।

ড

ডেয়ারি-জাত মাল (৭৪২)। ডানজিগে রুশিয়ার জাহাজ নির্ম্মাণ (১০৫)।

ত

তামাক উৎপাদন (৭৩৭)। তামাকখোর ইংরেজ

(৬৬৭)। তুর্কির যন্ত্রপাতি শিল্প (৮২৩)। তুর্কির রেল সড়ক প্রচেষ্টা (৮২২)। তুরস্কের নূতন রেলপথ ও বন্দর (৪১৭)। তুরস্কের সিমেণ্ট ফ্যাক্টরী (৮২৪)। তুলার বাজারে বিভিন্ন দেশের স্থান (৭৪০)। তুলার বীজের সার (২৪)।

দ

দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষি-শিল্প মেলা (১০২)। দক্ষিণ আফ্রিকায় নূতন ফ্যাক্টরি (৯০৯)। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত হইতে আমদানি (৩৪৭)। দক্ষিণ আফ্রিকার আমদানি-বাণিজ্যে বিলাতের অবনতি (৯০৪)। দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ানের বহির্ব্বাণিজ্য (৭৩৮)। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবসা-বাণিজ্য (৩৪৬)। দক্ষিণ আফ্রিকার হীরাকাটা শিল্প (৩৫২)। দুনিয়ার আমদানি ও রপ্তানি কারবার (৬৬০)। দেশে দেশে মাথা পিছু খাজনা (২৭৬)।

ন

নূতন চীনের সংস্কার-প্রচেষ্টা (২৭৫)। নেস্‌লের দুধ (২৮৫)।

প

পঞ্চাশটি বড় বড় দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য—১৯২৭, ১৯২১, ১৯১৩ (৬৬০)। পারস্যে নতুন তৈলকূপ (২৮৩)। পারস্যে সড়ক ও রেল (২৭৫)। পাঁচলক্ষ পাউণ্ডের অর্ডার (৮২৫)। প্যান আমেরিকান কনফারেন্স (৯৯)। প্যারার (ব্রেজিল) আমদানি বাণিজ্যে বিলাতের স্থান (৬৬৭)। প্রাচ্যের সঙ্গে রুশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য (২৮২)।

ফ

ফরাসী-জার্ম্মাণ রসায়ন সমঝৌতা (২৪)। ফরাসী ফ্রাঁ (৯৯, ৫৮৩)। ফরাসী ফ্রাঁর স্থিতিকরণ (৪৯৭)। ফরাসী তৈল-শিল্প (৯৯)। ফরাসীর বহির্ব্বাণিজ্য (৫৮৪)। ফরাসী বাজেট (৪১৬)। ফ্রান্সে কাগজের জুতা (৪৯৮)। ফ্রান্সে কৃষির উন্নতি (১০৩)। ফ্রান্সের বহির্ব্বাণিজ্য (৯৯)। ফ্রান্সের ব্যবসাবাণিজ্য (৯১০)।

ব

বস্ত্র রপ্তানিতে বিভিন্ন দেশের স্থান (৬৬৯)। বস্ত্রশিল্পে জাপান (৩৫১)। বাকুতে নূতন তৈলখনি (৯০৯)। বাঘা বাঘা ১০টা ব্যাঙ্ক (২৩)। বাণিজ্য বাড়াইবার জন্য মার্কিণ প্রচেষ্টা (৫৭৭)। বাস্তশিল্পের উৎসাহদাতারূপে বিলাতী ব্যাঙ্ক (৪১৮)। বার্লিন ও মস্কোর মধ্যে রেডিও সম্বন্ধ (১০১)। বিজলী-সংক্রান্ত কাজে অভ্রের ব্যবহার (৪৯৫)। বিদেশে চা কাটতি (২৮৪)। বিভিন্ন দেশে তুলা-উৎপাদনের পরিমাণ (৪২১)। বিভিন্ন দেশের তুলার ক্ষেতের পরিমাণ (৪২০)। বিলাতী রেলের আয় (৯০৬)। বিলাতী রেলের খরচ কমাইবার জন্য মাহিয়ানা হ্রাস (৭৩৮)। বিলাতী রেশম (৮২৫)। বিলাতী শিল্প-প্রদর্শনী (১৯১)। বিলাত হইতে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতির রপ্তানি (৭৪০)। বিলাত হইতে কৃত্রিম রেশমের মিশ্রণে প্রস্তুত বস্ত্রের রপ্তানি (৫৭৫)। বিলাতে এরোপ্লেন ব্যবহারের প্রসার (৩৪৫)। বিলাতে কয়লার ব্যবসায় (১০৩)। বিলাতে কাঠ আমদানি (৫৮০)। বিলাতে চিনি প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্য-মিশ্রিত জিনিষের উপর কাষ্টম্‌সের শুল্ক-পরিবর্ত্তন (৩৫৫)। বিলাতে জন্ম-মৃত্যুর হার (৭৩৯)। বিলাতে জাভাই চায়ের আমদানি (২৮০)। বিলাতে জাহাজ-নির্ম্মাণ (৪২০)। বিলাতে রুশ পেট্রল (৭৫২)। বিলাতে বেকার কমাইবার চেষ্টা (৭৩৫)। বিলাতে সংরক্ষণনীতির প্রসারের চেষ্টা (৪১২)। বিলাতের পাঁচটা "বাঘা বাঘা" ব্যাঙ্কের হিসাব-নিকাশ (১০৫)। বিলাতের পুঁজি রপ্তানি (৯০)। বিলাতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (৫৮১)। বিলাতের রপ্তানি-বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস (৭৪০)। বিলাতের বেকার—১৩ লক্ষের উপর (৪১৮)। বৃটেনের মোটর গাড়ী উৎপাদন (৭৪১)। বৃটিশ কারেন্সি বিল (৩৪৭)। বৃটিশ কৃত্রিম রেশমের তৃতীয় প্রদর্শনী (১৯১)। বৃটিশ বাণিজ্যের ওঠানামা (৪৯৩)। বৃটেনকে ভারতীয় মাল ক্রয়ের পরামর্শ (২৮৩)। বুলগেরিয়ায় আমদানি শুল্কের হার-বৃদ্ধি (৪৯৭)। বুলগেরিয়ায় রেশম চাষ (১০৪)। বেলজিয়ামের বহির্ব্বাণিজ্য বাড়াইবার চেষ্টা (৭৩৯)। বৈদেশিক মূলধনের আমদানি বন্ধ করিবার চেষ্টা (৯০৬)। ব্যাধি, বার্দ্ধক্য ও দৈব বীমা (২৫)। ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাটালগ (২৮৪)। ব্রাজিলে কোকোর চাষ (৪৯৬)।

ভ

ভদ্রার বাঁধ (৩৪৯)। ভারতে জাপান (৩৫১)। ভিন্ন ভিন্ন দেশের মজুরের কয়লা তোলার শক্তি (৬৭১)।

ম

মজুরদের ক্ষতিপূরণ (১৯০)। মাথাপিছু খাজনা (৯০৬)। মার্কিণ চাষের ফিরিস্তি (৯০৭)। মজুত মালের পরিমাণ হ্রাস (৫৮১)। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও মোটরগাড়ী নির্ম্মাণ (৪৯৭)। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে দুইটী ইস্পাত কোম্পানীর মিল (২৮৫)। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে জাপানী অর্ডার (২৭৯)। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ছাগ-চর্ম্মের আমদানি (১৮৮)। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আকাশ-পথে মাল, চিঠি ও যাত্রী চলাচল (২৭৭)। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার আর্থিক সম্বন্ধ (২৭৮)। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কয়লার পুঁজি কমিতেছে (২৭৭)। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ময়দা রপ্তানি বাড়িতেছে (৪১০)। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্বে ঘাটতি (৭৩৯)। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মূলধন খাটানো (৪১৬)। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির রপ্তানি (৪১৭)। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত কানাডার বহির্ব্বাণিজ্য (৭০৫)। মার্কিণ ব্যাঙ্কের উঠানামা (২২)। মার্কিণে অভ্রের ব্যবহার (৪৯৫)। মার্কিণে ভারতীয় অভ্রের কাটতি (৪৯৫)। মার্চ্চ মাসে এডেনের ব্যবসা (১৮৭)। মিউনিসি-প্যাল ব্যাঙ্ক (২৬)। মিকানাইট নির্ম্মাণ-প্রণালী (৪৯৫)। মিশরীয় সরকারী রেলওয়ের কয়লার অর্ডার (৪৯৭)। মিশরে ১০০টি নূতন হাঁসপাতাল (৬৬৮)। মিশরে বিলাতী টাইপরাইটারের অভাব (২৭৫)। মিশরে বিলাতী কাপড়ের কাটতি কমিয়াছে (৬৭১)। মিশরের বহির্ব্বাণিজ্য (৪২১)। মোটর গাড়ীর সংখ্যাবৃদ্ধি (৬৬৪)। মোটর জাহাজ বনাম ষ্টীমার (৪১৯)। মোটর-শিল্পে জোট (৬৬৪)। মোশুল তৈলখনির খাজনা পাইবে ইরাক (৯০৬)। মোসাফিরের সুবিধা (৩৫৫)।

য

যুক্তরাষ্ট্রে বিজলীর রেওয়াজ (৩৫১)। যুক্তরাষ্ট্রে মোটর গাড়ী শিল্প (২৮৫)। যুগোশ্লাভিয়ার আর্থিক অবস্থা (৪৯৮)।

র

রবার দুনিয়া—১৯২৭ (২৬)। রাসায়নিক দ্রব্য রপ্তানি করিবার উপযোগী ট্যাঙ্ক (৭৪২)। রাস্তা তৈয়ারীর জন্য ধার ১ কোটি ডলার (১৯০)। রাস্তা নির্ম্মাণে সুতার ব্যবহার (৩০)। রাস্তা সম্বন্ধে ২৪টি দেশে অনুসন্ধান (৪১৮)। রুশ-জার্ম্মাণ বাণিজ্য-সন্ধি (৯০৪)। রুশিয়ায় চায়ের প্রচার (৬৬৩)। রুশিয়ায় রেশম-শিল্প (১০১)। রুশিয়া হইতে অষ্ট্রীয়ায় মালের অর্ডার (৫৮২)। রোম নগরীর আধুনিকতা (৪১৯)। রোমের জল-সরবরাহ (৮২৩)।

ল

লাইপৎসিগের আন্তর্জ্জাতিক মেলা (৩৪৫)। লেনিন-গ্রাডের বিদ্যুৎ সরবরাহ (৮২৪)। লোকসংখ্যার তুলনায় রাস্তা (৪৯৮)। লৌহ ও কয়লা শিল্প (৫৮২)। ল্যাঙ্কা-শিয়ারের দুরবস্থা (৬৬৯)। ল্যাটিন আমেরিকায় জার্ম্মাণ গাড়ী (৬৬৪)।

শ

শিল্প কারখানা পরিচালনা (২৯)। শিল্প-বাণিজ্যে জাপানের উন্নতি (৫০০)। শিল্প মেলা (৬৬৪)। শেফিল্ডের ছুরি, কাঁটা ও প্লেটের ব্যবসা (১৯২)। শেফিল্ডের যন্ত্র-ব্যবসা (১৯১)। শ্রমিকদিগের ক্ষতিপূরণ (২৭৬)।

স

সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজের রপ্তানি (৭৩৭) সাই-বেরিয়ায় সার-ভূমি (৯০৯)। সুইডেনে অটোমেটিক পাওয়ার ষ্টেশন (৩৪৯)। সুইডেনে টেলিফোন (৩৪৯)। সুইডেনের মোটরগাড়ী শিল্প (৮২৬)। সুয়েজ খালে মাল-চলাচলের পরিমাণ (২৭৭)। সোভিয়েট রুশিয়া (১০২)। সোভিয়েট রুশিয়ায় উৎপাদন খরচা (৯১০)। সোভিয়েট রেশম কমিশন (৬৩৫)। সোভিয়েট সরকারের রাস্তা নির্ম্মাণে দেড়শ' কোটি রুব্‌ল (৬৬৫)। স্বর্ণ-মানের পুনঃ প্রতিষ্ঠা (৬৬৮)। স্পেন হইতে ফল রপ্তানি (১৮৯)। স্পেনে বৈদ্যুতিক রেলওয়ে (৩০, ৯০৯)। স্পেনের কর্ক শিল্প (১০৪)। স্পেনের জুতা-শিল্প (১০২)। স্বেনস্কা দিয়াশলাই কোম্পানী (২৭৯)।

হ

হাওয়ায় হাওয়ায় মাল চলাচল (৩৪৪)।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

অ

অপেরা নাৎশুনাল দোপোলাভোরা বা ইতালির জাতি

গঠন প্রতিষ্ঠান (৯১৩)। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা (১৯৭)। অবৈধ প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বাণিজ্যের স্বার্থ-হানি (৬৮৫)। অষ্ট্রীয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ড লৌহ সমঝোতা (৩৬)। অষ্ট্রেলিয়ায় আমদানি মালের সহিত খড়ের প্যাকিং নিষিদ্ধ (১১২)। অষ্ট্রেলিয়ায় বিরাট পশমের ব্যবসা (৬৮৯)।

আ

আগরতলা ষ্টেট ব্যাঙ্ক (৭৫১)। আগামী কংগ্রেস-প্রদর্শনী (১৯৪)। আন্তর্জ্জাতিক শিপিং কনফারেন্স (২৮৬)। আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন (২০১)। আফগান রাজের ভ্রমণ-ফল (৫০৫)। আফগানিস্থানের রেলওয়ে (৫০৪)। আফিসের কাজকর্ম্মে ওস্তাদ সৃষ্টি (৪২৯)। আমেরিকান্ ইকনমিক এসোসিয়েশন (৮২৯)। আমেরিকার কেরোসিন তেল (৫০৪)।

ই

ইরাকে ভারতীয় পুঁজির ঠাঁই (৩২)। ইংরেজ মার্কিণ পুঁজি-সঙ্ঘ (৩৫)। ইংলণ্ডে চাষীদের কৃষিবিষয়ে অর্থ-সাহায্য (১১২)। ইংলণ্ডে ভারত-বিদ্বেষ (৬৮৬)।

উ

উৎপাদন-সমস্যা (২০৪)। উপযুক্ত মাল সরবরাহের ব্যবস্থা (১১৫)। উন্নতিশীল মার্কিণ (২০৩)। উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ ও বিদেশী বেপারী (৫৮৯)।

এ

এশিয়ার জাতি-সঙ্ঘ (৫০৫)।

ক

কয়লার খনির মজুর (৮৪৮)। কর্জ্জ লইবার নূতন উপায় (১১৩)। কলিকাতা কংগ্রেস প্রদর্শনী (৬৭৪)। কলিকাতায় অষ্ট্রীয়ান বিজ্ঞানবীর ডাঃ মোলিশ (৭৪৯)। কলিকাতার পুলিশ (৬৮০)। কংগ্রেসে শ্রমিক অভিযান (৬৭৩)। কংগ্রেস ভাণ্ডারে দান (৯১৭)। কাপড়ের কলের বিলাতী ট্রাষ্ট (৯১৪)। কারখানা শিল্প বাড়িলে কি তৈরী মালের আমদানি কমে (৯১৪)। কার্ণেগি ট্রাষ্টের শিক্ষা-ব্যবস্থা (২০২)। কৃষক ও শ্রমিকদল সম্মিলন (৫৮৮)। কৃষিকার্য্যে সাম্রাজ্যের সাহায্য (৩৭)। কৃষি বিষয়ে রুশিয়ার নতুন মতলব (৬৮৯)। কৃষি-সমস্যা (১৯৬)।

গ

গবেষকদের কার্য্য-প্রণালী (৭৫৭)। গরীব চাষীদের উপায় (৬৮৯)। গাদায় গাদায় মাল তৈরির দোষ (৬৮৪)। গুরুকুলের জন্য দেড় লক্ষ টাকা আদায় (১১)। গৃহস্থালীর জন্য নরম কোক কয়লা (৬৮০)।

চ

চটের থলে বনাম কাগজের থলে (৬৮২)। চরকার প্রয়োজনীয়তা (১০৯)। চাই বাঙ্গালায় অর্থকরী শিক্ষা (৩৬১)।

জ

জগদীশচন্দ্রের সত্তর বৎসর (৫৯১)। জগদীশ-সম্বর্দ্ধনা (৫৯৩)। জাপানী কমলার দক্ষিণ মার্কিণ বাণিজ্য-পরিষদ (২৯০)। জাপানের রপ্তানি-সঙ্ঘ (২৮৮)। জাপানের সুজুকি কোং (১১১)। জামসেদপুরে সীট মিল ও বয়লার বিভাগে কাজ বন্ধ (৩৪)। জার্ম্মাণ চাষের যন্ত্রপাতি (৫৯৫)। জার্ম্মাণিতে সৌখিন জিনিষ চেয়ে দরকারী জিনিষের আদর বেশী (৬৮৭)। জীবনবীমার নূতন ক্ষেত্র (৩৬১)।

ট

টেক্‌নিক্যাল স্কুল (৪২৮)।

ড

ডক্টর দেশমুখ (৬৭৭)। ডেয়ারী কংগ্রেস (২৮৬)।

ত

তাতার লোহার কারখানা (৯১৬)। তুলা ও পাটের প্রতিদ্বন্দ্বী (৬৮১)। তুলার কলের মিলনে খরচের হ্রাস (২০১)। ত্রিনিদাদে ভারতবাসী (২৮৭)।

দ

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতের বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ (৫০৩)। দি আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ (৮৩৬)। দুনিয়ার সর্ব্বত্র অর্থনৈতিক আন্দোলন (১১৪)। দেশ-বিদেশের সংবাদপত্র (৫৯৬)। দেশীয় জীবনবীমার অবস্থা (৩৬১)।

ন

নকল রেশম (৪২৫)। নগর সেবায় নারী (১৯৫)।

নবীন তুরস্ক (৭৫৩)। নারী মহলে ইতিহাস প্রচার (১০৭)। নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সমিতি (৩৩)। নিখিল ভারতীয় চিকিৎসক সম্মেলন (৬৭৭)। "নিম্ন-মধ্যশ্রেণী" ও মজুর (৩৫৭)। নৌ-বাণিজ্য (৬৮৮)।

প

পাঞ্জাব চাষী সম্মিলন (৫৯০)। পাট আমদানিকারীদের আপত্তি (৩৩)। পাট চাষীকে বাঁচাইবার প্রস্তাব (২০০)। পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দির (৩৫৭)। পুসা সরকারী কৃষি-গবেষণাগার (৭৪৮)। পোর্টট্রাষ্ট কর্ত্তৃক দেড় কোটি টাকা ঋণ (৬৭৯)। প্রজাস্বত্ব আইন (৫৯০)। প্রদর্শনীতে বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন (১৯৪)। প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য (১৯৪)। প্রাইভেট টেকনিক্যাল স্কুল (৪৩০)। প্রাচ্য জাতি-সঙ্ঘ (৫০৫)। প্রাচ্য দেশ-সমূহের গর্ব্ব ও আনন্দ (৫০৬)। যুক্তপ্রদেশে দান খয়রাত (৫৮৬)।

ফ

ফরিদপুর জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন (১৯৬)। ফিজিতে প্রবাসী ভারত-সন্তান (২৮৭)।

ব

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের কার্য্য-বিবরণী (৬৯০, ৭৫৫)। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ (৮৪৭)। বঙ্গীয় বৈশ্যতন্তুবায় সম্মিলন (৩৫৯)। বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস সম্মেলন (৬৭৮)। বঙ্গের শিল্পোন্নতি-বিধায়ক আইনের খসড়া (৭৫১)। বণিক্ সভায় কৃষি বক্তৃতা (১০৯)। বসরায় ভারতীয় ট্রেড মিশন (৩১)। বসরায় ভারতীয় বণিক (৩০)। বাঙ্গালীর খাদ্য (৫৮৯)। বাঙ্গালীর খাদ্য-সমস্যা (৭৫০)। বাণিজ্য পর্য্যটক মরসি (২০২)। বাণিজ্যে স্বাধীনতার প্রতি লক্ষ্য (১১৩)। বাণিজ্যের অসুবিধা (৭৫৫)। বারাণসী জেলা সম্মিলনে পণ্ডিত জহরলালের বক্তৃতা (১০৯)। বাংলা গবর্মেণ্টের শিল্প বিভাগ (৭৪৪)। বিজ্ঞান ও নূতন শিল্প (৬৮৪)। বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করায় জাতীয় ক্ষতি (৩৬০)। বিদেশী ভাষার উপকারিতা (১১৫)। বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন (৭৫১)। বিদেশে ইংরেজ রপ্তানি (৩৬৪)। বিভিন্ন জাতির সহিত সন্ধি-স্থাপন (৫০৫)। বিরাট আর্থিক জোট (২৮৬)।

বিলাতী বাজারে ভারতের বাণিজ্য (৬৮০)। বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য শিক্ষা (৪৩২)। বিলাতী রমণী ও ন্যাশনালিটি (৩৬২)। বিলাতে অর্থকরী শিক্ষা (৪২৬)। বিলাতে বণিক্ সমিতি ও আর্থিক ভারত (৬৮৮)। বিলাতে শিল্প-জগতে নবযুগ আনিবার চেষ্টা (৬৮৫)। বিলাতের ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ কোং (৩৬৩)। বিলাসিতা-সংক্রান্ত শিল্প-বাণিজ্যের জোয়ার (৪২৩)। বীমা প্রচারে বাংলা ভাষা (৩৬১)। বীমার প্রিমিয়াম কমানো উচিত কি (৯১৮)। বীমা-সংগ্রাহকের শিক্ষা (৩৬১)। বে-আইনী অস্ত্র আমদানি (৬৮১)। বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট্ (১৯৫)। বেঙ্গল ব্যাঙ্কার্স ফেডারেশন (১১১)। বোম্বাই বস্ত্র-শিল্পের দুঃসময় (৬৭৬)। বোম্বাইয়ে বেলজিয়ান কলকারখানার আমদানি (১১২)। বোম্বাইয়ে ৩০,০০০ হাজার মজুর বেকার (৩৬)। বোম্বে ধর্ম্মঘটের অবস্থা (১৯৭)। বৈকুণ্ঠপুর অবৈতনিক কৃষি শিল্প বিদ্যালয় (৫০২)। বৈশ্য সাহা মহাসভা (৬৭৮)। ব্যবসা-বাণিজ্য-শিক্ষার পরীক্ষা (৪২৮)। ব্রাড্‌ফোর্ড টেক্‌নিক্যাল কলেজ (৪৩১)। ব্রাজিলে কৃষির জন্য মজুর আমদানি (১১১)। ব্রাজিলে যুক্তরাষ্ট্র বনাম বিলাত (৭৫২)।

ভ

ভারতবর্ষীয় রেল-কর্ম্মচারিগণের দাবী (৫০১)। ভারতীয় চা-সঙ্ঘ (৯১৬)। ভারতীয় নারীদের শিক্ষাকল্পে বিলাতে অর্থভাণ্ডার (১১০)। ভারতীয় বণিক্-সভা-সঙ্ঘ (৬৭৫)। ভারতীয় বণিক্‌সভা-সঙ্ঘে বড়লাটের বক্তৃতা (৬৭৬)। ভারতীয় বাণিজ্য-পোত (৯১৭)। ভারতীয় বীমা কোম্পানী সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ (১০৮)। ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের গতি (৪২৩)। ভারতীয় সামাজিক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ (৬৭৪)। ভারতে জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (৭৪৯)। ভারতে জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক জোমার-ফেল্ড (৫৯৪)। ভারতে জীবনবীমা—সংখ্যা-পত্রের অভাব (৩৬০)। ভারতে মার্কিণ ফিল্‌ম্ (৭৪৭)। ভারতের কেন্দ্রীয় তুলা সমিতির অধিবেশন (৭৪২)। ভারতের শণ চাষী সাবধান (৩৬)। ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের জোয়ারের কোন আশা নাই (৪২৪)। ভেজাল খাদ্য (১১০)।

ম

মজুর-বিভ্রাট (৬৮১)। মজুর-সেবক কিরণচন্দ্র মিত্র (১৯৩)। মধ্যবঙ্গীয় নমঃশূদ্র সম্মেলন (১০৮)। মহীশূর ইকনমিক কনফারেন্স (৩৬২)। মালদহ জিলা যুবক সঙ্ঘ (৯১৭)। মালবিতরণের উপায় (১১৪)। মার্কিণ রুশ বাণিজ্য-ভবন (৩৬)। মিঃ হাজীর উপকূল-বাণিজ্য-সংরক্ষণ বিল (৩৫৯)। মেথর ও ধাঙ্গড় (৫৮৯)। মাদ্রাজে যক্ষ্মা উপনিবেশ (১১১)। ম্যানচেষ্টার উচ্চ বাণিজ্য-বিদ্যালয় (৪৩০)।

র

রবার-গবেষণা আইন (৫০৬)। রিজেন্ট ষ্ট্রীট পলিটেক্‌নিক্ (৪১৩)। রুশিয়ায় ইস্পাত ব্যবসায়ে মার্কিণের অনুকরণ (১১৩)। রেলওয়ে কেরাণী (৪৩১)।

ল

লণ্ডন সভায় মাদ্রাজের কৃষি প্রতিনিধি (৩৪)। লণ্ডনস্থ ভারতীয় সওদাগরী সভার কার্য্যকলাপ (৬৮৫)। লণ্ডনে সাম্রাজ্যিক কাষ্ঠ-প্রদর্শনী (৬৮৩)। লাইপৎসিগের হেমন্ত মেলা (৬৮৭)। লাজপত রায়ের মৃত্যু (৫৮৫)। লিচেষ্টারে চামড়া-শিল্প শিক্ষা (৪৩১)। লিভারপুল বাণিজ্য-বিদ্যালয় (৪৩০)। লিলুয়ায় শ্রমিক ধর্ম্মঘট (৩৫)। ল্যাঙ্কাশিয়ার ও চেশিয়ার ভবন (৪১৩)। ল্যাঙ্কাশিয়ার টেক্‌সটাইল কর্পোরেশান (৫৯)।

শ

শিল্প-পরিচালনা (৪৩০)। শিল্প-বাণিজ্য-বৃদ্ধির সম্ভাবনা (৪২৪)। শোষণ-তত্ত্ব (১৯৯)। শ্রমিক হাঙ্গামা (৬৭৬)। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থি-আশ্রম (১৯৯)।

স

সমবেত ব্যবসার উপকারিতা (১১৫)। সমাজ সংস্কার (৩৫৮)। সমুদ্র ও খনির কাজ (৪৩১)। সহবাস সম্মতি আইন (২৯০)। সংখ্যা বিজ্ঞান সম্বন্ধে আন্তর্জ্জাতিক চেষ্টা (৯১৩)। সংবাদপত্র জগৎ (৯১৫)। সংবাদপত্র ট্রাষ্ট (৯১৬)। সংবাদপত্রের ব্যবসা (৫৯৬)। সাহারায় রেলপথ সম্বন্ধে ফরাসী পার্ল্যামেণ্ট (৭৫৪)। সাঁওতাল জাতির নবজাগরণ (১০৭)। সিন্থেটিক্ কয়লা (৫৯৫)। সেকালের বসরা (৩২)। সোলাপুরে ৩টী মিলের কার্য্য বন্ধ (৩৭)। স্বর্ণ ও তৈল ব্যবসায়ের উন্নতি (১১৩)। স্মিথফিল্ড ভবন (৪৩১)। স্যর আল্‌ফ্রেড মণ্ডের বক্তৃতা (২০১)। স্যালফোর্ড কলেজ (৪৩১)।

হ

হাজির বিল বনাম ফিনান্‌শ্যাল টাইম্‌স্ (৫০২)। হুগলীতে স্বদেশী প্রচার (১০৮)। হুগলী জেলা কৃষক রায়ত সম্মেলন (১০৬)।

মোলাকাৎ

ক

কমার্শ্যাল মিউজিয়াম (৮৫৮)। কলিকাতায় খাবারের দোকান—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত কথোপকথন (৪৩৯)।

চ

চা-ব্যবসায় বাঙ্গালী—বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কথোপকথন (২৯২)।

ধ

ধনবিজ্ঞানের গবেষণা-প্রণালী—স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সহিত কথোপকথন (৯২০)।

ব

বর্ত্তমান বাংলার আর্থিক অবস্থা—ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার সহিত কথোপকথন (১১৬)। বাঙ্গালী হিন্দুর মুরগী-পোষা—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ঘোষের সহিত কথোপকথন (৩৬৫)। বোম্বাইয়ে বাঙ্গালী গহনাশিল্পী—বোম্বের শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ কর্ম্মকারের সহিত কথোপকথন (৭৬৬)। ব্যবসানবিশ বাঙ্গালী—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর সহিত কথাবার্ত্তা (২০৫)।

ভ

ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী সার—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর দাসের সহিত কথাবার্ত্তা (৩৮)।

ম

মফঃস্বলে মুদীগিরি (৫০৮)। মৃৎ-শিল্পের ব্যবসা—বেহার

পটার্সের প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেবের সহিত কথোপকথন (৫৯৯)।

য

যন্ত্রপাতির কারখানায় নকরি চুঁড়া (৬৯২)।

পত্রিকা-জগৎ

আ

আনন্দবাজার (২১৪)। আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ (৬০৪)। আয়রণ এজ (১২৪, ৩৭৪)।

ই

ইউবারসি পোষ্ট (৩৭৩)। ইকনমিক জার্ণাল (৪৫, ৩৭৪ ৩৭৬)। ইকনমিকা (৫০)। ইন্টারন্যাশনাল লেবার রিভিউ (৫০, ২১০, ২৯৮, ৪৪৬, ৫০৯, ৭৬৮)। ইণ্ডাষ্ট্রী (৮৬৫)। ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইষ্টার্ণ ইঞ্জিনিয়ার (১২৪, ২৯৯)। ইণ্ডিয়ান এঞ্জিনিয়ারিং (১২৬)। ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইষ্টার্ণ ড্রাগিষ্ট (৯২৬)। ইণ্ডিয়ান জার্ণাল অব্ ইকনমিক্স (২১১)। ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইল জার্ণাল (১২৩, ৩৭১, ৬৯৮)। ইণ্ডিয়ান পোলট্রি গেজেট (৯২৬)। ইণ্ডিয়ান ফরেষ্টার (৩৭১, ৬৯৯, ৯২৫)। "ইণ্ডিয়া রাবার জার্ণাল (৯২৬)। ইণ্ডিয়ান রিভিউ (৫০)। ইম্পিরিয়াল ফুড জার্ণাল (৯২৭)। ইয়োরোপীয়ান ফিনান্স (৬৯৮)। ইলেক্ট্রিশিয়ান (৭৭০)।

এ

এম্পায়ার প্রোডাকশন্ অ্যাণ্ড এক্সপোর্ট (২১০, ৬০৯)। এম্পায়ার রিভিউ (৩৭৪)।

ও

ওয়াল্ড´ পাওয়ার (৫০)। ওয়েষ্টঃ হাউস ইন্টার্ণ্যাশনাল (৬৯৭)।

ক

কমার্শ্যাল আমেরিকান (৬৯৮)।

জ

জাপান ক্রনিক্ল (৫০)। জার্ণ্যাল অব্ দি মিনিষ্টার অব্ এগ্রিকালচার (৭৭১, ৯২৭)। জার্ণ্যাল অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি (৫০, ৭৭১)। জুর্ণাল দেজ একোনোমিস্ত (১২৪)।

ট

টয়-ট্রেডার (২১০, ৩৭৩)। টাইমস ট্রেড অ্যাণ্ড এঞ্জিনিয়ারিং সাপ্লিমেণ্ট (২১১)। টাইমস্ (৬০৬)। টিম্বার ট্রেডস্ জার্ণাল (৩৭৩)। টেক্স্টাইল জার্ণাল অব অষ্ট্রেলিয়া (৩৭২)। ট্রপিক্যাল এগ্রিকালচার (৩৭৩)।

ড

ডিস্কাভারি (৩৭৭)।

দ

দি আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ (৪৫)। দি আয়রণ অ্যাণ্ড কোল্ ট্রেডস্ রিভিউ (২৯৮)। দি ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট ট্রেড ডেভেলপার (৩৭২)। দি টেক্স্টাইল রেকর্ডার (৬৯৫)। দি ব্যাঙ্কার (৪১)। দি ষ্টেটিষ্ট (৩৭০)।

ন

নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি (৬৯৭)। নিয়ার ইষ্ট অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া (৭৭০)।

ব

বার্কলেজ্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্ (৮৫৪)। বার্লিনার টাগেব্লাট (৬০১)। বুলেটিন অব্ দি ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট্ (২১০)। ব্যাঙ্কার্স´ ম্যাগাজিন (৫০৯)।

ম

মান্থ্লি লেবার রিভিউ (২০৮, ৬৯৬, ৯২২)। মিড্‌ল্যাণ্ড রিভিউ অব্ বিজ্‌নেস (৮৫৫)। মিল্ক ইণ্ডাষ্ট্রী (২১০)।

ল

লেবার গেজেট (৫০৯, ৯২৫)। লেদার ম্যানুফ্যাকচারার (৯২৭)।

স

সঞ্জীবনী (২১২)।

সমালোচনা

অ

অধ্যাপক উয়ালিদ (১২৫)। "অমিশ্র" ধনবিজ্ঞান (৫৩)। অর্থকরী ভূগোল-বিদ্যা (৫৬)। অর্থশাস্ত্রীর প্রতিবাদ (৯২৮)। অষ্ট্রেলিয়ার একটী শিল্প-প্রধান জেলার আর্থিক পরিচয় (৬১০)।

আ

আদিগুরু ফরাসী কুর্ণো আর জার্ম্মাণ গস্‌সেন (৫৬)। আধুনিক পুঁজি-তন্ত্রের স্বরূপ (৫১৩)। আন্তর্জ্জাতিক জাহাজ চলাচলের দুরবস্থা (৫১৪)। আন্তর্জ্জাতিক মজুর-প্রতিষ্ঠান (৩০০)। আমেরিকান আয়-কর আদায়ের গলদ (৪৫০)। আমেরিকান প্রথার বিরুদ্ধে নালিশ (৪৫২)।

ই

ইকুয়েশুন বা সাম্যসম্বন্ধ (৫৫)। ইয়োরোপে ভূমি-সংস্কার (৮৫৬)।

এ

একটি নিগ্রো ব্যাঙ্কের কাহিনী (৭০২)। একালের গণিত-নিষ্ঠা (৫৬)। এজওয়ার্থ-পান্তালেঅনি-লাদ্রি (৫৬)।

ক

কর-আদায়ের খরচা (৪৫৪)। কাটিং শিক্ষা (৩৮০)। ক্যানাডায় মজুর-আইন (৩৮০)। কামন্দকীয় নীতি-সার (৫৮)। কিস্তিবন্দিতে ক্রয়-বিক্রয় (৯৩১)। কুর্ণোর গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান (৮৫৬)।

গ

গতিবিধি ও স্থিতিসাম্য (৫৩)।

জে

জেহ্বন্‌স্‌-মেঙ্গার-হ্বালরার গণিত-নিষ্ঠা (৫৫)।

ট

ট × গ'এর সঙ্গে "পরিমাণে"র সম্বন্ধ (১২৭)। টাকাকড়ির তত্ত্ব-কথা (১২৬)।

দ

দরিদ্র বৃদ্ধদের সেবা (৭০০)।

ধ

ধনবিজ্ঞানে "যুক্তিনিষ্ঠা" কি চীজ (৫২)। ধনোৎপাদনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র (৩৭৯)।

প

পদার্থবিদ্যায় মিশ্র ও অমিশ্র (৫৩)। পুসা সরকারী কৃষি-গবেষণালয়ের কার্য্য-বিবরণী (৭৭৩)। প্যান্টুলিওর নূতন বই ও তাঁহার সমালোচক (৪৫০)।

ফ

ফরাসী অর্থ-সাহিত্যে টাকাকড়ির আলোচনা (১২৫)। ফরাসী লেখক দিহ্বিজিয়ার গ্রন্থ (৫৪)। ফ্যাক্টরী শাসনের ভিতরকার কথা (৯২৯)। ফ্যাক্টরী সংক্রান্ত ভারতীয় আইনসমূহ (৫১৩)।

ব

বহুসংখ্যক বাজারের সূচী-সংখ্যা (১২৬)। বাজার-দর ও টাকার গতিবিধি (১২৭)। বিদেশী বিনিময় (২১৬)। বিনিময়ের হারে উঠানামা (১২৭)। বুদ্ধিমানের মত টাকা খাটানো (৭৭৫)।

ভ

ভারতীয় চিনির ভবিষ্যৎ (৮৫৮)। ভারতের লোক-সংখ্যা সমস্যা (৩৭৮)।

ম

মজুর সমস্যা (৯০০)। মধ্যশ্রেণী ও মজুর-সমাজ (২১৪)। মার্কিণ অনাথ আশ্রম (৭০১)। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মদ্যপান-নিবারণের ফলাফল (৩৮১)। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তৈল-নীতি (৩০১)। মার্শাল-পিগু-ফিশার-মুর (৫৬)। মুদ্রা, দর, ঋণ ও ব্যাঙ্কিং (৬১২)। মুদ্রাবিজ্ঞানের পরিমাণ-তত্ত্ব (১২৭)।

য

যান্ত্রিক আবিষ্কার (২১৪)। যুক্তরাষ্ট্র কি ইংল্যাণ্ডের অনুকরণ করিবে (৪৫৬)। যুক্তরাষ্ট্রে মেয়ে চাকুরে (৬১১)। যুক্তিনিষ্ঠ বনাম বস্তুনিষ্ঠ (৫২)।

র

রেল মাশুলের হার (৭৭২)। রকমারি টাকাকড়ি (১২৬)।

ল

ল্যাটিন-আমেরিকা (৫৭)। "লেঁস" জাতীয় টেক্‌স্টবুক (১২৫)।

শ

শাসন-ব্যবস্থার কথা (৪৫৪)। শিল্প-সঙ্ঘসমূহের শাসন (৩০০)।

ষ

ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্‌ বনাম গণিত-নিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান (৫৪)।

স

সহর-ভেদে খরচের প্রার্থক্য (৭৭৪)। সহুরে হওয়ায় ক্ষতি নাই (৭০১)। সংরক্ষণ-শুল্ক (৮৫৬)। সোনার সীমানা (গোল্ড পয়েণ্ট) (১২৮)। সোনা পাঠাইবার খরচ (১২৮)। সোহ্বিয়েট রুশিয়ায় আর্থিক ব্যবস্থা (৮৫৭)। স্পণ্ডিংএর কেতাবের দর-যাচাই (৪৫৬)।

গ্রন্থপঞ্জী

(৫৯, ১২৯, ২১৭, ৩০২, ৩৮২, ৪৫৭, ৫১৫, ৬১৪, ৭০৩, ৭৪৬, ৮৫৯, ৯৩৪)

প্রবন্ধাবলী

আ

আমদানি, রপ্তানি ও উৎপাদন
শ্রীসুকুমার মিত্র ৩৮৯
আয়ের পথে পিপুল
শ্রীঅসিতরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ... ৪৮৯
"আর্থিক উন্নতি"র গবেষণা-প্রণালী ... ৬৭
আর্থিক এশিয়ার ভাঙ্গন-গড়ন ... ৭১৭
আর্থিক চিন্তায় রোম ও মধ্যযুগের ইয়োরোপ
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্, এ, বি, এল্ ১৩৪
আর্থিক চিন্তার ইতিহাস
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ, বি, এল... ৬০
আসামের চা-শিল্প ৭৮৮
অ্যাডাম স্মিথ ও শিল্প-বিপ্লব
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম,এ, বি,এল ... ৬২৮

ই

ইতালির অলিভ তেল ৭১১
ইতালির ব্যবসা-বাণিজ্য ৯৫৯

ক

কয়লার দুনিয়া
তাহেরউদ্দিন আহ্মদ ৩৮৬
কয়লার ব্যবসার বর্ত্তমান অবস্থা ... ৩১৯
কয়েকটি ব্যবসায়ের ইঙ্গিত
শ্রীসুকুমার মিত্র ২২২
কাচ-কারখানায় সাপ্তাহিক বিরাম
শ্রীরামচন্দ্র বসাক ৭৭৫
কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ ... ৪৭০
ক্যাপিট্যাল লেহ্বি
শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম, এ, বি, এল ... ৩০৫
"ক্যামেরালিজম্"
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ, বি, এল ৩৯৭

খ

খনির খাজনা (ডেহ্বিড্ রিকার্ডো)
শ্রীসুধাকান্ত দে, এম, এ, বি, এল্ ... ২০৯

চ

চাষবাসের কয়েকটি কথা
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস ২৩৬

জ

জাপানের আর্থিক জাগরণ ৯৫৬
জাপানের ওসাকা বন্দর ৬৬
জাপানের ধনদৌলত
তাহের উদ্দিন আহ্মদ ... ১৪১
জার্ম্মাণির অবস্থা
শ্রীপ্রভাতকুমার ব্যানার্জী ... ৭০৬
জীবন বীমা এবং বর্ত্তমান ভারত
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম,এ, বি,এল ৩১৩
জীবন-বীমায় জার্ম্মাণি ৭৯১

ড

ডিজেল ইঞ্জিন ও ধনোৎপাদন
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, ডক্টর ইঞ্জ্ (বার্লিন) ২১৮

ত

তুরস্কে মার্কিণ পুঁজি ২৩৮

দ

দারিদ্র্য-বিজ্ঞান ৮৭১, ৯৪৪
দুনিয়ার আর্থিক সমৃদ্ধি ও শান্তি ৭৯৭, ৮৬৬, ৯৪৯
দুনিয়ার জাহাজ ৯৪৬

দুনিয়ায় সমাজ-বীমার সূত্রপাত
শ্রীবিনয়কুমার সরকার (বক্তৃতা) ... ৪৫৮

ধ

ধনবিজ্ঞানে পরিভাষার মামলা ৭১২

ন

নয়া ঢঙের জমীদারি
শ্রীবিনয়কুমার সরকার (বক্তৃতা) ৭১৭ ৭৯৩, ৮৬১, ৯৪০

প

পাখার ব্যবসা
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস ৮৭০

ফ

"ফিজিঅক্রেসি" বা প্রকৃতি-নিষ্ঠার অর্থশাস্ত্র
শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঘোষ, এম,এ, বি,এল ... ৫৩৬
ফ্রান্সে সমাজ-বীমা বিষয়ক আইন ... ৭১৪

ব

বঙ্গ-দৈনিকে অর্থকথা ১৫৬
বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ ৯৩৫
বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত ... ৫৪৯
বঙ্গের অন্যতম ক্ষয়িষ্ণু জেলা—যশোহর
শ্রীসুকুমার মিত্র ৬২৬
বয়নশিল্প
শ্রীসুধীরকুমার নন্দী মজুমদার ... ৩৮৮
বাংলায় কৃষির ভবিষ্যৎ
অধ্যাপক শ্রীসিদ্ধেশ্বর মল্লিক, চুঁচুড়া কৃষিবিদ্যালয় ১৩০
বাংলার পাটকল
তাহের উদ্দিন আহ্‌মদ ... ৭০৮
বিলাতী ও মার্কিণ অর্থশাস্ত্র (১৯২৭)
শ্রীসুধাকান্ত দে, এম, এ, বি, এল ৩৯১, ৪৭৪, ৫৫১

ভ

ভারতবর্ষে বীজতৈল কারখানার ভবিষ্যৎ
শ্রীজিতেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত, এম, এ, বি, এল ৫৩০
ভারতীয় আর্থিক বৎসরের ঋতুভেদ ... ৩০৩
ভারতীয় ফ্যাক্টরী আইন
শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম, এ, বি, এল ... ৫১৬
ভারতে মাছের চাষ ৮৬৩

ম

মার্ক্যান্টিলিজ্‌ম্ বা বাণিজ্যবাদ
শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঘোষ, এম,এ, বি,এল ৬০৭
মাছের ব্যবসা
শ্রীশরৎচন্দ্র ব্রহ্ম ৬১৮
ম্যালথাস ও জনবল-তত্ত্ব
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম,এ, বি,এল ... ৭৮০

য

যন্ত্রবীর জগদীশচন্দ্র
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৬১৪

র

রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্ব
শ্রীসুধাকান্ত দে, এম,এ, বি,এল ... ১৪৬

স

সমবায়ে দোকানদারি
শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম,এ, বি,এল ... ২২৩
সরকারী গৃহস্থালীর খরচ
শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, বি,এ ... ৪৭১
সোভিয়েট রুশিয়ায় বয়ন-শিল্প ... ৭০৪
সংরক্ষণ শুল্কের কুফল—কৃষকের সর্ব্বনাশ
শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম,এ, বি,এল ... ৩৮৩
স্বর্ণ-জগৎ ৬২১
স্বাভাবিক দর ও বাজার-দর (ডেভিড্ রিকার্ডো)
শ্রীসুধাকান্ত দে, এম,এ, বি,এল্ ... ৬২৪

হ

হরীতকীতে অর্থাগম
শ্রীঅসিতরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন ১৩৯
হাউস্ অব্ লেবারার্স লিমিটেড্, কুমিল্লা
শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, এম,এ, বি,টি ৫৫৮

তর্ক-প্রশ্ন

(১৬০, ৪৮০, ৯৬০)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

আর্থিক উন্নতি

বৈশাখ—১৩৩৫ ৩য় বর্ষ—১ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্‌।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি ॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে ;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

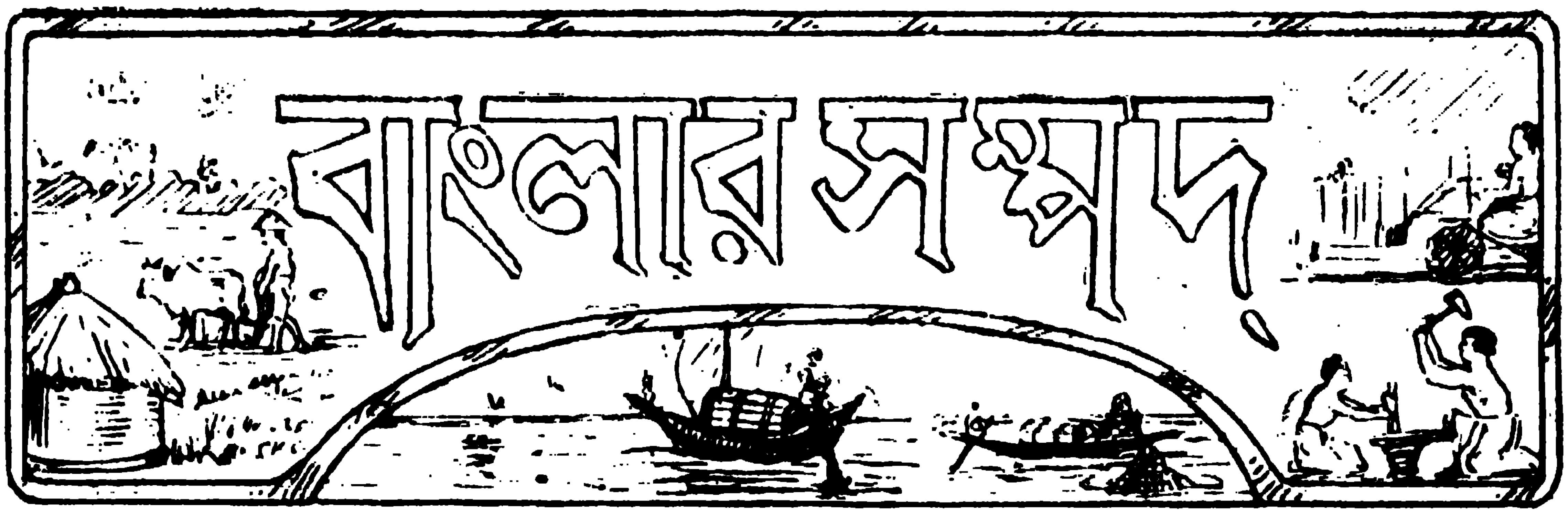

"পোর্ট ট্রাষ্ট" ও আর্থিক বাংলা

কলিকাতার পোর্ট ট্রাষ্ট বা বন্দর-শাসন-সঙ্ঘ এক বিরাট কারবার। ইহার শাসন-সংক্রান্ত কর্ম্মকাণ্ডে বাঙালীর এক্তিয়ার অতি অল্প। সে কথা সম্প্রতি তুলিব না। ইহার আয়ব্যয় এলাহি কারখানা। কলিকাতা কর্পোরেশন নামক নগর-শাসন-সঙ্ঘের আয়ব্যয় সম্বন্ধে বাঙালীরা আজকাল কিছু কিছু খবর রাখিতেছে। তাহার আকার প্রকার দেখিয়া অনেকেই কর্পোরেশনের মহত্ব উপলব্ধি করিতেছে। কিন্তু পোর্টট্রাষ্ট এই কর্পোরেশনেরই সমান। গোটা বাঙলা সরকারের আয়ব্যয়ের বাজেট সম্বন্ধে যে সকল বাঙালী অল্প-বিস্তর জানেন শুনেন তাঁহারাও পোর্ট ট্রাষ্টের আর্থিক বহর দেখিলে বিস্মিত হইবেন।

এই বন্দর-শাসন-সঙ্ঘের তাঁবে কয়েক কোটি টাকা উঠে ও খরচ হয়। অর্থাৎ মজুর ও মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের হাজার হাজার পরিবারের অন্ন-বস্ত্র এই সঙ্ঘের আওতায় পরিচালিত হইতেছে। অধিকন্তু বহুসংখ্যক বাঙালী আর অ-বাঙালী ভারতীয় বেপারীর লাভ-লোকসান এই সঙ্ঘের উন্নতি-অবনতির সঙ্গে সুজড়িত। সুতরাং যে সকল বাঙালী স্বরাজ চাহিতেছেন আর আর্থিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে পোর্ট ট্রাষ্টের অর্থ-কথা সর্ব্বদাই বিবেচনার যোগ্য। বেঙ্গল গবর্মেণ্ট বস্তুটা বাঙালীর আর্থিক জীবনে একটা জবর শক্তি। কলিকাতার পোর্ট ট্রাষ্টকেও অন্যতম জবর শক্তি বিবেচনা করিতে শিখিলেই বাংলার নরনারীর জীবনে একটা নব-জাগরণ দেখা দিবে।

মেরিণ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন

কিছুদিন হইল "বাংলার কথা"য় "পোর্ট ট্রাষ্ট মেরিণ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন" সম্বন্ধে একটা চিঠি বাহির হইয়াছিল। তাহার ভিতর এমন অনেক তথ্য আছে যাহা সাধারণতঃ

অতি উচ্চশিক্ষিত বাঙালীরও জানা নাই। সেই তথ্যগুলা মূল চিঠির মারফৎ প্রকাশ করা যাইতেছে।

১৭০০ মজুরের ধর্ম্মঘট

মজুর-তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগণ একযোগে ধর্ম্মঘটে যোগদান না করা পর্য্যন্ত পোর্ট-ট্রাষ্টের কর্ত্তৃপক্ষগণ কখনও তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করেন না। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কিছুদিন ধর্ম্মঘটের পর তাহাদের বেতন বৃদ্ধি হয়। তদবধি তাহাদের বেতন সমভাবেই আছে। এই দীর্ঘ ৭ বৎসরের পর তাহারা কঠোর অন্ন-সমস্যা-হেতু প্রত্যেকের দশ টাকা হারে বেতন বৃদ্ধির জন্য দাবী করিতেছে। তাহাদের বহুপ্রকার সঙ্গত আবেদন নিবেদন গ্রাহ্য না হওয়ায় তাহারা চারিমাস পরে কর্ত্তৃপক্ষকে রীতিমত জ্ঞাপন করিয়া ধর্ম্মঘটে যোগদান করিতে বাধ্য হয়। আজ (২৫ পৌষ, ১৩৩৪) ধর্ম্মঘটের ত্রয়োদশ দিবস। অনূন ১৭০০ দক্ষ শ্রমিক এই ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষগণ মজুরদিগের আবেদন উপেক্ষা করায় আমরা এক্ষণে জনসাধারণ, ট্রেড্ ইউনিয়ন এবং গবর্ণমেন্টের সমক্ষে ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দের শাসন রিপোর্ট হইতে প্রাপ্ত পোর্ট-ট্রাষ্টের আর্থিক অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছি।

পোর্ট-ট্রাষ্টের আয়-ব্যয়

১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট হইতে বুঝা যায় যে, আজ কয়েক বৎসর হইতেই বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। বিগত যুদ্ধের অবসানে যে ভীষণ অন্ন-সমস্যা হইয়াছিল অধুনা তাহার কথঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে। ১২৭৪ খানি বাণিজ্য-পোত গত বৎসর কলিকাতা বন্দরে আসে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে এত বেশী টনের জাহাজ কলিকাতা বন্দরে আসে নাই। এবৎসর কলিকাতার বিভিন্ন জেটীতে ৫৩৬২৫২২ টন মাল নামে। ১৯২৫-২৬ অব্দে ৪৫৯৫০০৭ টনের হিসাব দেখিয়া বুঝা যায় যে, ১৯২৬-২৭ অব্দ আর্থিক হিসাবে ভাল ছিল। মোট আয় প্রায় ৩০৪ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা। ব্যয় ২৮৬ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। অন্যান্য আয় প্রভৃতি লইয়া ৩১শে মার্চ্চ তারিখে জমার থাকে দাঁড়ায় ৩০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। ইহাই পোর্ট কর্ত্তৃপক্ষের ঐ বৎসরের আর্থিক অবস্থা। ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে অত্যধিক পরিমাণে মাল আমদানি হওয়ায় পোর্ট-ট্রাষ্টের আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

ইহাতে শ্রমিকদিগের পক্ষ হইতে দেখা যায় যে, পোর্ট কমিশনারের বিভিন্ন জাহাজ ও কল কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদিগকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বকার বৎসরের তুলনায় কার্য্য-বৃদ্ধির সহিত তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় নাই। বাৎসরিক নিকাশের তালিকায় দেখা যায় যে, পোর্ট কমিশনারের বিভিন্ন জাহাজে নিযুক্ত স্বল্পবেতনভোগী ভারতীয় খালাসী, টিণ্ডাল, মাঝি ও সারেংগণ ওভারটাইম পায় না। কেন তাহারা অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পায় না পোর্ট কমিশনারের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহার সদুত্তর দিবেন কি? কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে নানা প্রকারে শোষণ করিতেছেন। ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে পোর্ট ট্রাষ্টের আয় প্রায় ২৯৪ লক্ষ হইতেছে। এক্ষণে অতিরিক্ত সময়ের পারিশ্রমিক না পাওয়ায় ১৭০০ শত লোকের পক্ষে প্রত্যেকের ১০৲ টাকা হারে ২ লক্ষ ৪ হাজার টাকার দাবী কি অসঙ্গত হইতে পারে?

নিম্নোক্ত সংখ্যা হইতে সহজেই অনুমান হয় যে, এই দীর্ঘ ৭ বৎসর পরে শ্রমিকদিগের ১০৲ টাকা হারে বেতন-বৃদ্ধির দাবী অসঙ্গত নহে।

সাল	আয় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)
পোর্ট—		
১৯২৩—২৪	৭,৮০,০০০	১৪,১১,০০০
১৯২৪—২৫	৭,৭৮,০০০	১৪,৪৪,০০০
১৯২৫—২৬	১২,০০,০০০	১৩,৭৬,০০০
১৯২৬—২৭	১২,৭০,০০০	১৪,৮১,০০০
পোর্ট এপ্রোচেস্—		
১৯২৩—২৪	৭,৫৪,০০০	১৮,৪১,০০০
১৯২৪—২৫	৮,৫৪,০০০	২০,০৫,০০০
১৯২৫—২৬	৮,৩৮,০০০	১৯,১৭,০০০
১৯২৬—২৭	৯,০৮,০০০	১৬,৪৬,০০০

সাল	আয় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)
ওয়েট্ ডক্—		
১৯২৩—২৪	৫৬,০৭,০০০	৫২,১৬,০০০
১৯২৪—২৫	৫৮,৮৪,০০০	৫৫,০৪,০০০
১৯২৫—২৬	৫৮,৫৫,০০০	৫৭,৭৬,০০০
১৯২৬—২৭	৬১২০,০০০	৫৮,৭৩,০০০
শুকো ডক্—		
১৯২৩—২৪	৪,১৯,০০০	১,৪১,০০০
১৯২৪—২৫	৪,১৪,০০০	১,৯০,০০০
১৯২৫—২৬	৪,৬৯,০০০	১,৪৮,০০০
১৯২৬—২৭	৪,৬৩,০০০	১,৭৫,০০০
জেটীস্—		
১৯২৩—২৪	৩০,৯৮,০০০	২০,৯৫,০০০
১৯২৪—২৫	৩৬,৪৯,০০০	২৯,৭৭,০০০
১৯২৫—২৬	৩৯,৩৮,০০০	২১,২১,০০০
১৯২৬—২৭	৪০,৮৯,০০০	২০,৮১,০০০
টিওয়্যার হাউস্—		
১৯২৩—২৪	৩,৪৫,০০০	২,৩৯,০০০
১৯২৪—২৫	৩,৪৮,০০০	২,৭০,০০০
১৯২৫—২৬	৫,৪৬,০০০	২,৫৫,০০০
১৯২৬—২৭	৫,৮৬,০০০	২,৮৫,০০০

বর্ত্তমান বেতন

টগ্ বোট্ লঞ্চ, হপার বার্জেস এবং ড্রেজারসের খালাসী-দিগের বেতন ২০৲টাকা। লক্ গেট মেসিনারী খালাসী, কয়লাওয়ালা ও আগুনওয়ালাদের বেতন ১৬৷৷০টাকা হইতে ২১৷৷০টাকা। জলীবোট খালাসী, খিদিরপুর ডক্ খালাসী, শুকো ডক্ খালাসী ও হসার বোট খালাসীদের বেতন ২২৲ টাকা ২৩৲ টাকা এবং হিয়াবোট খালাসীরা ৩০ হইতে ৪০ ফুট জলের নিম্নে জাহাজ বাঁধিবার ও খুলিবার কার্য্য করা সত্ত্বেও মাত্র ৩২৲ টাকা বেতন পায়। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে, পোর্ট-ট্রাষ্ট কর্ত্তৃপক্ষগণ এই সকল স্বল্প-বেতনভোগী শ্রমিকদিগকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন, উপরন্তু তাঁহারা লী কমিশনের নির্দ্দেশ অনুসারে শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারিগণের বেতন-বৃদ্ধির জন্য আরও ৫০,০০০৲ টাকা ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই সকল শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারিগণের পরিচালকের বেতন বাৎসরিক ৭২,০০০৲ টাকা। ইহা প্রায় বাঙ্গালার লাট বাহাদুরের বেতনের অর্দ্ধেক হইতেছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে সহরের শ্রমিকগণ প্রত্যহ দুই পেয়ালা চা ও ধূমপানে অভ্যস্ত হইয়াছে। প্রথমে ইহারা ইহাকে বিলাসিতার একটি অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিত; কিন্তু অভ্যাসক্রমে ইহা এখন জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়াছে। ইহাতে তাহাদের মাসিক ৪৲টাকা ব্যয় হয়। এই সামান্য বেতন হইতে ৪৲টাকা গেলে অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা দ্বারা স্ত্রী-পুত্র দূরের কথা নিজেরই ভরণ পোষণ চলে না। যদি কর্ত্তৃপক্ষগণও শ্রমিকদের ১০৲ টাকা বেতন বৃদ্ধির সঙ্গত দাবী অগ্রাহ্য করেন তাহা হইলে ইউনিয়ন শ্রমিকদিগের ঐ প্রস্তাব অনুসারে তাহাদিগকে কৃষিকার্য্যে পাঠাইবার সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন।

অত্যধিক কাজ এবং অতিরিক্ত বেতন

কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের গত চারি বৎসরের হিসাব তালিকায় দেখা যায় যে, অতিরিক্ত পারিশ্রমিক কেবল মাত্র শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীদিগকেই দেওয়া হয়। বিভিন্ন জাহাজে নিযুক্ত ভারতীয় শ্রমিকগণ তাহা পায় না। গবর্ণমেণ্ট-নির্ব্বাচিত কমিশনারদিগের দ্বারা পরিচালিত চট্টগ্রামের মত ক্ষুদ্র বন্দরের শ্রমিকগণ অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে। সন্ধ্যা ৬টা হইতে সকাল ৬টা পর্য্যন্ত অতিরিক্ত রাত্রের কাজের জন্য তাহারা তাহাদের বেতনের দ্বিগুণ পায়। প্রত্যেক বন্দরে ।০ আনা হিসাবে পুরস্কার পায়। হিয়াবোট এবং হসারবোটের শ্রমিকগণ পোর্ট কমিশনারের ১০নং (তারিখ ৩-১২-২০) রেজলিউসন্ অনুসারে বন্দরের সীমার বাহিরে কার্য্যকালে প্রত্যহ ৷৵০ আনা হিসাবে খোরাকী পায়। ষ্টীমলঞ্চ ও ড্রেজারসের শ্রমিকগণ পোর্ট কমিশনারের ১২নং (তারিখ ৫-৮-২১) রেজলিউসন্ অনুসারে মাসিক ২০০ শত ঘণ্টার অতিরিক্ত প্রত্যেক ঘণ্টার জন্য ৵০ আনা

হিসাবে পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে। ১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দের চট্টগ্রামের-পোর্ট কমিশনারের শাসন-রিপোর্ট দ্রষ্টব্য।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কলিকাতার ন্যায় বিরাট বন্দরে হিয়াবোট, হসারবোট, মোঙ্গরবোট ও টগ রেসকিউর শ্রমিকগণকে দিবারাত্র কাজ করিতে হয়। খিদিরপুর ডক খালাসীদের প্রত্যহ ১২ ঘণ্টার অধিক কার্য্য করিতে হয়। এখানে ইহাই বাঞ্ছনীয় যে, তাহাদিগের কার্য্যকাল পোর্ট কমিশনারের কর্ত্তৃপক্ষগণ নির্দ্ধারিত করিবেন এবং চট্টগ্রামের মত তাহাদের কার্য্যের সময় মাসিক ২০০ ঘণ্টার অধিককাল হইবে না।

বহুদিন হইতে শ্রমিকদিগের বেতন এবং নির্দ্ধারিত কার্য্যের সময় লইয়া তাহাদিগকে উৎপীড়ন করা হইতেছে। ইহাই এক্ষণে বাঞ্ছনীয় যে, অনতিবিলম্বে কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অভাব অভিযোগ মোচন করিবেন। আমরা এই ধনিক ও শ্রমিক দ্বন্দ্বে ভারতের ও ইউরোপের জনসাধারণের এবং গভর্ণমেণ্টের সহানুভূতি জ্ঞাপনের জন্য আবেদন পাঠাইতেছি। আবদুল হালিম, এম্, আজিজুর রহমান,—জয়েণ্ট সেক্রেটারী। ৭নং একবালপুর লেন, খিদিরপুর, কলিকাতা।

ভেজাল দুগ্ধ

দুগ্ধ আমাদের প্রধান খাদ্য। ইহা প্রয়োজন মত আমরা পাইতেছি না। যাহা পাইতেছি তাহাও ভেজাল ও কৃত্রিম। বৎসর বৎসর বহু লক্ষ উৎকৃষ্ট গাভী ইংলণ্ডের মিত্ররাজ্য সমূহে রপ্তানি হইয়া যাইতেছে। যাহা অবশিষ্ট থাকিতেছে তাহার একটা মোটা অংশ ইংরেজ সৈনিকদের খাদ্যের জন্য হত্যা করা হইতেছে। সর্ব্বশেষে যে কয়টী নিকৃষ্ট রুগ্ন গাভী দেশে পড়িয়া থাকিতেছে সে কয়েকটীও খাদ্যাভাবে ভাল দুধ দিতে পারিতেছে না। দেশের সমুদয় গোচারণ ভূমি শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, গ্রামে গ্রামে এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় দুগ্ধবতী গাভী দেখিতে পাওয়া যায় না। সহরে আমরা যে দুগ্ধ পাইতেছি তাহার অধিকাংশই ভেজাল। কলিকাতাতে দুগ্ধ যে ভাবে ভেজাল করা হইতেছে মফঃস্বলের সহরে ঠিক সেইভাবে ভেজাল করা না হইলেও বিশুদ্ধ দুগ্ধ এখন আর মিলিতেছে না। দুগ্ধের মূল্য অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় বিক্রেতাগণ জল মিশাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছে না। মিউনিসিপ্যালিটী হইতে দুগ্ধ পরীক্ষার যে ব্যবস্থা আছে তাহা আদৌ সন্তোষজনক নহে। একসের দুগ্ধে এক পোয়া জল থাকিবেই। দুগ্ধের পরিমাণ অনুসারে ইহাতে ছানা এবং মাখনের অল্পতাই ইহার অবিশুদ্ধতার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ। এরারুট এবং শটীচূর্ণও মিশ্রিত করা হইতেছে; কৃষক এবং গোয়ালা উভয়েই এখন চতুর হইয়াছে। মাঠা তোলা দুধ এবং বাসী দুধ বাজারে বিক্রয় হইতেছে। সাধারণ চক্ষে ইহা ধরিবার উপায় নাই। এই দুগ্ধ পান করিয়া শিশুগণ নানা প্রকার অসুখে ভুগিতেছে ও অকালে মারা যাইতেছে। প্রত্যেক ব্যবসায়ে সর্ব্বত্র প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবন রক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান যে দুগ্ধ তাহাতেও এই প্রকার ভেজাল বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঙ্গালী কিঞ্চিদধিক ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাইত। এখন তাহা না পাওয়াতে জাতি ক্রমশঃ রুগ্ন, ক্ষীণজীবী, অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছে।

ভেজাল ঘৃত

বিশুদ্ধ ঘৃত আমরা একেবারেই পাইতেছি না। ঘৃত কতটা সাঙ্ঘাতিকভাবে ভেজাল হইয়া বিক্রয় হইতেছে যদি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহাকে আমরা এই পাবনা সহরেরই খাবারের দোকানগুলির পাশ দিয়া একবার যাইতে অনুরোধ করিব। জিনিষগুলি ভাজিবার সময় এমন একটা বিকট দুর্গন্ধ দোকান হইতে বাহির হয় যে, সেখানে কিছুকাল অপেক্ষা করাও কষ্টকর হইয়া উঠে। কলিকাতাই ভেজালের কেন্দ্রস্থান। সেখান হইতে এই সব ঘৃত আমদানি হইয়া সহর ও মফঃস্বল ছাইয়া ফেলিতেছে। এই ঘৃত কিভাবে ভেজাল হইতেছে অনেকে হয় ত জানেন না। আমরা সেগুলির মোটামুটী উল্লেখ করিয়া সহর ও পল্লীর অধিবাসিগণকে সতর্ক করিয়া দিতেছি। ছোট নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে মহুয়া নামক এক প্রকার ফল আছে। তাহার তেল, চিনা বাদামের তেল, পোস্ত বীজের

তেল কলিকাতার ব্যবসায়িগণ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিতেছে। নেপাল প্রভৃতি পার্ব্বত্য অঞ্চলে বড় বড় সাপ পাওয়া যায়। সেই সব সাপের তেল, শূকর ইত্যাদি জন্তুর চর্ব্বি এবং গন্ধহীন জমাট পেট্রল অবাধে ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করা হইতেছে। বৃক্ষের রস হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জার্ম্মাণি প্রভৃতি দেশে এক প্রকার উদ্ভিজ্জ ঘৃত প্রস্তুত হইতেছে। গব্য ঘৃতের যে সমুদয় গুণ আছে ইহাতে তাহার কিছুই নাই। স্বাস্থ্যের পক্ষে এই উদ্ভিজ্জ ঘৃত অত্যন্ত অনিষ্টকর। ইহার মূল্য অতি সামান্য। এই ঘৃত গব্য ঘৃতের সহিত মিশাইলে আসল এবং নকল সাধারণ চক্ষে ধরিবার উপায় নাই। এই ঘৃতে বাজার ছাইয়া যাইতেছে। দোকানদার এই ঘৃত আনিয়া গোপনে গোয়ালাকে দিতেছে। গোয়ালা গব্য ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সহরে ও পল্লীতে বিক্রয় করিতেছে। আমরা এই প্রকারে অমৃতের নামে বিষ ভক্ষণ করিতেছি।

ভেজাল তেল

সর্ব্বসাধারণের রন্ধনের প্রধান উপাদান সরিষার তেল যে ভাবে ভেজাল হইতেছে তাহা মনে করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। আমরা তেলের নামে সদ্য বিষ ভক্ষণ করিতেছি। ইহার ফলও হাতে হাতেই পাইতেছি। কলের তেলে বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। শুধু সরিষা দিলে কল হইতে তেল সম্পূর্ণরূপে বাহির হয় না। এজন্য সরিষার সহিত সরগুজা মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। সহর ও পল্লীর কলুগণও চতুর হইয়াছে। তাহারাও ঘানিতে এই প্রথা অবলম্বন করিয়া ভেজাল তেল প্রস্তুত করিতেছে। কলিকাতা, কানপুর, পাটনা প্রভৃতি স্থানে বহু তেলের কল আছে। ঐ সব কলের তেল এখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আমদানি হয়। দোকানদার ঐ তেল বিক্রয় করে—কলুও ঐ তেল কিনিয়া ঘানির তেল নাম দিয়া বিক্রয় করে। ঐ সব কলে সরিষা ব্যবহার হয় না বলিলেই চলে। মাদ্রাজী বাদাম, পোস্ত, নিকৃষ্ট তিল, মহুয়া, তারারাজ, শিমুল, ভেরেণ্ডা ও কুসুমের বীজ ইত্যাদি কলে দিয়া তেল প্রস্তুত হয়। আমরা তাহাই সরিষার তেল বলিয়া খাইতেছি। জার্ম্মাণি হইতে গন্ধহীন প্যারাফিন নামক এক প্রকার অল্পমূল্যের তৈলজাতীয় অনিষ্টকর দ্রব্য এদেশে আসিতেছে। প্যারাফিন তেলের সহিত আধাআধি মিশ্রিত করিয়া তাহাতে সজিনার ছাল ও লঙ্কা দিয়া ঝাঁঝযুক্ত করা হয়। আমরা এই তেল খাইয়া মনে করি সরিষার তেলই খাইলাম। এই প্রকারে আমরা প্রত্যেক খাদ্যের সহিতই বিষ ভক্ষণ করিতেছি।

ভেজাল ময়দা

ময়দাও যে ভেজাল হইতে পারে ইহা আমরা জানিতাম না। কিন্তু এখন দেখিতেছি ইহাও ভেজাল হইয়াই কলিকাতা হইতে আসিতেছে। ময়দার কলের মালিকগণ অতিরিক্ত লাভ করিবার জন্য ইহার সহিত ভুষি ও সফেদা মিশ করিয়া বস্তা বস্তা বিক্রয় করিতেছে। এক প্রকার নরম পাথর পাওয়া যায়। সেই পাথর কলে গুঁড়া করিয়া তাহার শ্বেতচূর্ণ ময়দার সহিত মিশান হইতেছে। নিকৃষ্ট অল্পমূল্যের শটীর পালো এবং রামখড়ির শ্বেতচূর্ণ অবাধে ময়দার সহিত কলিকাতার ব্যবসায়িগণ মিশ্রিত করিতেছে। মফঃস্বল সহরের মহাজনগণ তাহাই আনিয়া আমাদের নিকট বিক্রয় করিতেছে। এইরূপে ভেজাল চতুর্দ্দিক হইতে আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া অকালে মৃত্যুগ্রাসে টানিয়া লইতেছে।

শুধু দুধ ঘী তেল আর ময়দাই যে ভেজাল হইতেছে তাহা নহে। প্রায় প্রত্যেক দ্রব্যই ভেজাল অবস্থায় বাজারে বিক্রয় হইতেছে। কোন মশলাই আমরা বিশুদ্ধ অবস্থায় পাইতেছি না। খয়েরের সঙ্গে বালি এবং বৃক্ষের আঠা মিশান হইতেছে। কর্পূরের আর এখন সুগন্ধ নাই। ইহাকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করিয়া অল্পমূল্যের অন্য দ্রব্য ইহার সহিত মিশাইয়া বিক্রয় করা হইতেছে। সুপারীগুলি প্রথমতঃ ছাল দিয়া কাথ নিষ্কাশিত করা হয়। এই কাথ রঞ্জন কার্য্যে ব্যবহার করিয়া ছোবড়াগুলি বাজারে বিক্রয়ার্থ পাঠান হয়। লবঙ্গ, এলাচি, দারুচিনি ইত্যাদি মশলারও কাথ বাহির করিয়া ছোবড়াগুলি আমাদের জন্য রাখা হয়। চিনি, বালি, এরারুট সাগু, লবণ ইত্যাদিও

নানাপ্রকারে ভেজাল করা হইতেছে। এই প্রকারে আমরা নিত্য ব্যবহার্য্য অতি প্রয়োজনীয় প্রত্যেক দ্রব্যই কৃত্রিম অবস্থায় পাইতেছি। (স্বরাজ)

হুগলী মিউনিসিপ্যালিটি

হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির এক অধিবেশনে ১৯২৮-২৯ সনের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করা হইয়াছিল।

হিসাবে দেখা যায়, আলোচ্য বর্ষে আয়ের পরিমাণ ১,৮৪,৩০০৲ টাকা। তন্মধ্যে বাড়ীর ট্যাক্স ৪৮,৭৫০৲ টাকা, জলের ট্যাক্স ৪৮,৮৫০৲ টাকা, আলোর ট্যাক্স ১১৫,৩৫০৲ টাকা, জন্তু এবং যানবাহনের ট্যাক্স ৬,২০০৲ টাকা, রাস্তা, বাজার ইত্যাদির শুল্ক ৬,০৮৪৲ টাকা, অগ্রিম এবং জমা ১০,০০০৲ টাকা এবং পায়খানার ট্যাক্স ২৭,২৫০৲ টাকা।

ব্যয়ের পরিমাণ ১,৭৪,৫২৫৲ টাকা। তন্মধ্যে প্রধান খরচের বিষয় হইতেছে :—

সাধারণ পরিচালনা বাবদ ৪,২১০৲ টাকা, আলোর খরচ ১১৭,৯০৬৲ টাকা, সাধারণের স্বাস্থ্য ২৭,১৪৫৲ টাকা, নর্দ্দমা ইত্যাদি ৬,৮৯৬৲ টাকা, সংরক্ষণ ১৯,৫৫০৲ টাকা, ঋণ পরিশোধ ১৩,৪৮০৲ টাকা এবং অতিরিক্ত কর্জ্জ ৩২,৬৪০৲।

রিপোর্টে বকেয়া ট্যাক্স আদায় সম্পর্কে কোন সন্তোষজনক উন্নতি দেখা যায় না।

ছাত্রদের ভ্রমণ

"ফ্রী প্রেস" জানিতে পারিয়াছেন যে, ছাত্রদের ভ্রমণের বিশেষ সুযোগ দেওয়ার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ আয়োজন করিতেছেন। কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃকপক্ষ প্রেরিত, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের পরামর্শ সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্ম্মণের পরামর্শ অনুসারে রেল কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন যে, যদি যথেষ্টসংখ্যক ছাত্র পাওয়া যায়, তাহা হইলে ২রা এপ্রিল তারিখে হাওড়া ষ্টেশন হইতে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর স্পেশাল ট্রেণ ছাড়া হইবে।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, শিল্পকলা, ভাস্কর্য্য এবং পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে কৌতূহলী ছাত্রগণ এই সুযোগে অনেক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান পরিদর্শন করিতে পারেন। এই স্পেশাল ট্রেণ ২রা এপ্রিল তারিখে হাওড়া হইতে যাত্রা করিয়া কাশী, হরিদ্বার, দিল্লী, আগ্রা ও বিন্ধ্যাচলে গমন করিবে। এই কার্য্যে প্রায় এক সপ্তাহ কাল লাগিবে।

প্রত্যেক ছাত্রের নিকট হইতে ৬০৲টাকা ভাড়া গ্রহণ করা হইবে। ছাত্রগণ ২য় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিবেন, রাত্রিতে শুইবার স্থান পাইবেন এবং যথারীতি দুইবার খাদ্য পাইবেন। ১০ই এপ্রিল মধ্যে এই স্পেশাল ট্রেণ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবে।

সঙ্গে দুই একজন বিশিষ্ট অধ্যাপককেও গ্রহণ করা হইবে। যে সমস্ত ছাত্র পূর্ব্বেই আবেদন করিবেন, তাহারা বিনা ভাড়ায় স্ব স্ব সাইকেল লইতে পারিবেন। যাহারা এই সুযোগ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে অন্ততঃ ১৪ দিন পূর্ব্বে নিজ নিজ স্কুল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের মারফতে আবেদন করিতে হইবে।

ফরিদপুরের গবর্ণমেণ্ট ফার্ম্ম

গত ২৯শে জানুয়ারী ফরিদপুরে একটী "কৃষি প্রদর্শনী" খোলা হইয়াছিল। তাহা এক সপ্তাহ কাল ছিল। ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ও সভ্যদের বার্ষিক সভার অধিবেশনও উক্ত তারিখেই হইয়াছিল। তাহাতে গৃহপালিত পশু ও নানাবিধ গৃহশিল্প প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সেখানে একটী স্বাস্থ্য ও সমবায় বিভাগও ছিল। সব চেয়ে ভাল জিনিষ যাহারা দেখাইয়াছিল তাহাদিগকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল।

বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট যে স্কীম তৈয়ারী করিয়াছেন গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাহা অনুমোদিত হইয়াছে। সেই স্কীম অনুসারে এক বৎসর গভর্ণমেণ্টের কৃষি-ফার্ম্মে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। ঐ শিক্ষা শেষ হইলে প্রত্যেক যুবককে ১৫ বিঘা খাসমহালের জমি এবং দুইশত টাকা দেওয়া হইবে। ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা ঐ জেলার প্রধান কৃষি-কর্ম্মচারীর নিকট

আবেদন করিলে উক্ত শিক্ষা-সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জানান হইবে। ১লা মার্চ্চ হইতে প্রথম দল শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করা হইয়াছে।

কৃষি-শিক্ষাবিস্তারের জন্য জেলার মধ্যে ৫টী উপযুক্ত ইউনিয়ন বোর্ডকে বাছাই করা হইয়াছে এবং এইরূপ প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডের জন্য গভর্ণমেণ্ট একজন করিয়া ডিমন্‌স্ট্রেটার নিযুক্ত করিবে। প্রত্যেক বোর্ডের সভাপতি ও মেম্বারদিগকে কৃষি-বিষয়ে উপদেশ দেওয়াই তাহার কর্ত্তব্য।

রাজবাড়ীতে ৩০ বিঘা জমি লইয়া একটী প্রদর্শনী ফার্ম্ম খোলা হইবে। সেইখানকার স্থানীয় লোকেরাই ঐ জমির দাম দিয়াছে। উপযুক্ত স্থান বাছাই করা হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে শীঘ্রই ফার্ম্ম খোলা হইবে।

ফরিদপুরের গভর্ণমেণ্ট ফার্ম্ম দিন দিনই লোকের নিকট প্রিয় হইয়া উঠিতেছে এবং বহুসংখ্যক দর্শক প্রতিদিন উহা দেখিয়া যাইতেছে।

উক্ত বিভাগীয় পাট, ধান, আক এবং তামাক দিন দিনই প্রসার লাভ করিতেছে এবং ক্রমশই লোক বেশী পরিমাণে বীজ দাবী করিতেছে।

বাংলার ধান

বাংলাদেশে এই সনে কি পরিমাণ ধান জন্মিবে সরকার তাহার একটা আনুমানিক হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে প্রকাশ, এবার ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৯১ হাজার ৭ শত একার জমিতে (৪৮৪০ বর্গ গজে এক একার) আমন ধান রোপণ করা হইয়াছে। গত সনে ১ কোটি ৫৪ লক্ষ ৪৮ হাজার ৩ শত একার জমিতে আমান ধান উৎপন্ন করা হইয়াছিল। সুতরাং এবার ১৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬ শত একার জমিতে আমন ধানের চাষ কম হইয়াছে। সুতরাং প্রতি একারে যদি পাকা ১২ মণ করিয়া ধান জন্মে তাহা হইলে ধানের উৎপাদন এবার কত কম হইবে তাহা সহজেই বোঝা যায়। এবার জলপাইগুড়ি ভিন্ন অন্য কোথায়ও সম্পূর্ণ ধান্য জন্মে নাই। বাংলায় এবার ৪৬ লক্ষ ১১ হাজার ৯ শত টন ধান জন্মিবে। গত সন জন্মিয়াছিল ৫৬ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩ শত টন।

বোলপুরে দুর্ভিক্ষ

১। বাহাদুরপুর—৩৪টি পরিবারে ১২০ জন অর্দ্ধাশনে ও ১০টি পরিবারে ৩৬জন ২ দিন অনশনে আছে।

২। লোহাগড়—৬০টী পরিবারে ২১৩ জন লোক অর্দ্ধাশনে ও ১১টি পরিবারে ২৯ জন ২ দিন অনশনে আছে।

৩। ইস্‌লামপুর—৬টি পরিবারে ২১ জন লোক অর্দ্ধাশনে ও ৩টি পরিবারে ৯জন লোক ২দিন অনশনে আছে।

৪। ইস্‌লামপুর মাঝিপাড়া—১০টি পরিবারে ৪৬জন লোক অর্দ্ধাশনে আছে ও ৯ জন লোক গ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছে।

৫। বেনুড়ি—১৯টি পরিবারে ৬১ জন লোক অর্দ্ধাশনে, ১৭জন লোক অনশনে আছে এবং ১৩জন গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে।

৬। বেনুড়ি মাঝিপাড়া—২টি পরিবারে ৪ জন লোক অর্দ্ধাশনে আছে এবং ৯ জন লোক গ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছে।

শ্রীনিকেতনের কর্ত্তৃপক্ষ এইসকল শ্রমজীবীদিগের সাহায্যের জন্য বর্ত্তমানে যে রিলিফ কার্য্য খুলিয়াছেন, তাহাতে ৫০ জন শ্রমজীবী দৈনিক একসের চাউল ও তিনটি করিয়া পয়সা লইয়া কার্য্য করিতেছে।

সিগারেটের চাহিদাবৃদ্ধি

একা ইম্পিরিয়াল টোবাকো কোম্পানী এক ডিসেম্বর মাসে ঢাকা কেন্দ্রে ৩,৬৬,০০০৲ টাকার সিগারেট বিক্রয় করিয়াছে। এই ব্যবসায়িগণ বঙ্গদেশে ১৩টী কেন্দ্র খুলিয়াছে। তাহার এক কেন্দ্রেই ৩॥০ লক্ষাধিক টাকার সিগারেট বিক্রয় হইয়াছে। বাকী কয়েক কেন্দ্রে সিগারেট ক্রয় করিয়া বাঙ্গালী যে কত টাকা বিদেশী বণিকদের হাতে তুলিয়া দিয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই। জলপাইগুড়ি কেন্দ্রেও প্রতি মাসে ৩ লক্ষ টাকার সিগারেট বিক্রয় হয়। বিদেশী বর্জ্জনের চেষ্টা বৃথা।

যশোহরের চাকুরিয়া

জনাব মিঃ এ, কে ফজলল হকের সভাপতিত্বে নিখিল বঙ্গ জিলা বোর্ড কর্ম্মচারী সম্মেলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গদেশের বিভিন্ন জিলাবোর্ড হইতে প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি এই সভায় যোগ দিয়াছেন। দর্শকগণসহ প্রায় ৪০০ লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন।

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং এই সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন বলিয়া কথা ছিল। কিন্তু তিনি উপস্থিত হইতে না পারায়, যশোহর জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান বাবু বিজয়কৃষ্ণ মিত্র ঐ কার্য্য সম্পন্ন করেন।

যশোহরের প্রাচীন কীর্ত্তি-কাহিনী বর্ণনা করিয়া বাবু রাজকৃষ্ণ ব্যানার্জ্জী প্রতিনিধিদিগকে অভ্যর্থনা করেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ একটী সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। তিনি বর্ত্তমান যশোহরের অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলেন যে, যশোহর এক্ষণে 'মরা গাঙের দেশ'রূপে পরিণত হইয়াছে। ব্যাধির প্রকোপে এই জিলায় লোকসংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। অতঃপর তিনি জিলা বোর্ডের কর্ম্মচারীদের অভাব অভিযোগের বর্ণনা করিয়া বলেন যে, তাহাদের চাকুরী অস্থায়ী, কখন চাকুরী যায় ঠিক নাই। তাহার উপর তাহাদের বেতন সন্তোষজনক নহে। যদিও তাহাদের দায়িত্ব সরকারী চাকুরিয়াদের অপেক্ষা কম নহে, তথাপি বেতন প্রমোশন, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড সম্বন্ধে সরকারী চাকুরিয়াদের তুলনায় তাহাদের সুবিধা অনেক কম।

সভাপতি মহোদয় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া জিলা বোর্ডের কর্ম্মচারীদের দুর্দ্দশার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

বগুড়ার বাজার

জেলার প্রধান ফসল ধান্য ও পাট। রবিশস্যের পরিমাণ খুব বেশী নয়, তন্মধ্যে সরিষাই শ্রেষ্ঠ।

ধান্যের অবস্থা এবৎসর মন্দ ছিল না। পশ্চিম বগুড়ায় পূর্ব্বাঞ্চল অপেক্ষা ধান্য ভাল জন্মিয়াছিল। পূর্ব্বে চাউলের দর কাঁচি ওজনে টাকায় ৭সের ৭।০সের ছিল। অধুনা কিছু সস্তা হইয়াছে। এখন টাকায় ৮ সেরও কোন কোন দিন পাওয়া যায়।

গতবৎসর পাটের আবাদ খুব বেশী হইয়াছিল, অথচ পাটের দাম খুব কম হওয়ায় গৃহস্থের ঘরে মজুত পাটের পরিমাণ খুব বেশী। এখনও ৫৲ টাকার বেশী দরে পাট বিক্রয় হইতেছে না। অথচ পূর্ব্বাঞ্চলে পাটের আবাদের পরিমাণ এবারও বেশী হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। সে আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হইলে দেশে এবার অন্নাভাবে কৃষকের ঘরে যে হাহাকার উঠিবে তাহা ভাবিতেও হৃদয় কাঁপিয়া উঠে।

সরিষার দর কিছু সস্তা আছে। তেলও ২০৲ টাকা মণ (কাঁচি) পাওয়া যায়। সহরে ও পল্লীতে কোথাও কোথাও ঘানির ভাঙ্গা তেল পাওয়া যায় বটে কিন্তু অসাধু ধনী মহাজনের হীনতায় কলের ভেজাল তেল বাজারে নানাভাবে বিক্রীত হইতেছে এবং কোন কোন অসাধু তৈলিক ঘানির তেলের সহিত উহা মিশ্রিত করিয়া চালাইতেছে। স্বাস্থ্যবিভাগের খরতর দৃষ্টি ও বিচারবিভাগের কঠোরতর শাস্তি এবং বিশেষবিভাগের উচ্চতর সাধুতা আর দেশবাসীর স্বল্পতর অর্থলোলুপতা না হইলে এ পাপের লোপ হইতে পারে না।

সহরের বাজারে দুধের দাম ২ আনা ৩ আনা সের (কাঁচি); তবে দুধের মধ্যে জলের পরিমাণ বেশ বেশী। মৎস্য ক্রমশই স্বল্পতর হইতেছে এবং দামও চড়িতেছে। তরিতরকারীর অবস্থাও তদ্রূপ।

(বাংলার কথা)

ত্রিপুরায় বসন্ত

ত্রিপুরা জেলার চান্দিনা থানার ৮নং সুনীলপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত সাতগাঁও ও বাতাঘাসী প্রভৃতি গ্রামে গত এক সপ্তাহ যাবৎ বসন্তের ভীষণ প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে। এ পর্য্যন্ত এ পীড়া বহুপরিমাণে সংক্রামিত হইয়াছে এবং অত্যল্প কাল মধ্যেই ৫০।৬০ জন লোক পীড়াক্রান্ত হইয়াছে। উপরোক্ত গ্রামদ্বয়ের অধিবাসিগণ সকলেই

অশিক্ষিত মুসলমান। তাহারা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম এবং এই পীড়ার কারণ ও চিকিৎসাদি সম্বন্ধে খুব কমই বিদিত আছে। কলেরাই হউক, বসন্তই হউক তাহারা এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকে 'কুবাতাস'। এইরূপ ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে ও পীড়া দেশশুদ্ধ ছড়াইয়া দিয়া গ্রাম উজাড় করে। মাছি যে আমাদের প্রধান শত্রু ইহা তাহাদের নিকট বলিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, এইরূপ সংস্কার নিয়াই তাহারা কালগ্রাসে পতিত হয়। যে জল পান করে, সেই জলেই আবার রোগের বীজ ঢালিয়া দেয়। সুচিকিৎসকের ধারও ধারেনা; গো-বৈদ্যের হস্তেই তাহাদের সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে। এইরূপ অশিক্ষিত সমাজের হিতকল্পে পীড়ার প্রারম্ভেই সদুপদেষ্টা ও সুচিকিৎসক প্রেরণ করিয়া তাহাদের যথাবিহিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া ইউনিয়ান বোর্ড, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উচিত। তাহা হইলেই তাহারা রক্ষা পায়। আমাদের যতটুকু বিশ্বাস মূর্খ বৈদ্যের হাতে পড়িয়াই সুচিৎসার অভাবে পল্লীগ্রামে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে ও কলেরা প্রভৃতি পীড়া মৌরশী পাট্টা নিয়া বসিয়াছে। গ্রামে কলেরা আরম্ভ হইল, আর মূর্খ বৈদ্য 'আলি' 'আলি' করিয়া হৈ হৈ করিয়া সব রাত্রি জাগিল! ইহাতে পীড়ার কি উপশম হয়? বরং বৃদ্ধি পায়। এইরূপ মূর্খ বৈদ্যগুলির ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিবার জন্যই নাকি সম্প্রতি সরকার বাহাদুর ইউনিয়ান বোর্ডের যোগে এক রিপোর্ট গ্রহণ করিয়াছেন। যদি তাই হয় তবে আমরা রক্ষা পাই; মূর্খ বৈদ্যরূপ যমের হস্ত হইতে নিস্তার পাইব। দেশেও শান্তির স্রোত ফিরিয়া আসিবে। বর্ত্তমানে আমরা উপরোক্ত গ্রামদ্বয়ের বসন্তের নিবারণ জন্য ডিঃ বোর্ডের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করি।

(ত্রিপুরা হিতৈষী)

কৃষি-শিক্ষার্থী ছাত্রের অভাব

বঙ্গের কৃষি-বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টে কৃষির উন্নতি-

কর বড় একটী আবশ্যক বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী হইয়াছেন দেখিতে পাইতেছি।

কৃষিকার্য্য এবং ফুলফলাদির চাষ শিক্ষার জন্য এ বৎসর কতকগুলি কৃষক-সন্তানকে গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত কৃষিক্ষেত্রে এবং নার্সারিতে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহাদিগকে সরকার হইতে দৈনিক ভাতা এবং শিক্ষার জন্য কিছু পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে।

পরীক্ষার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট বঙ্গের তিনটী স্থানে তিনটী কৃষিশালা ও কৃষি-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বিদ্যালয় কয়টী কৃষক-সন্তানদিগের জন্যই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। যাহারা আধুনিক প্রণালীতে কৃষি-শিক্ষার ইচ্ছা করিবে, এ স্কুল তাহাদেরই জন্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

গবর্ণমেণ্টের এ ব্যবস্থা যে অতি উত্তম হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এই আশার মধ্যে বিশেষ নিরাশার বিষয় এই যে, অধিক-সংখ্যক শিক্ষার্থী মিলিতেছেনা। আর যাহারা শিক্ষার জন্য যাইতেছে, তাহারা বাড়ী ফিরিতেছে না। উন্নত প্রণালীতে কৃষি-বিদ্যা লাভ করিয়া, দেশের কৃষির উন্নতি-সাধনে প্রযত্নপর হইবে,—ইহাই প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু যদি শিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষার্থী গৃহেই না ফিরিল, তাহা হইলে সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইল। এ অবস্থায় কর্ত্তব্য—শিক্ষার সময় নির্দ্দেশ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর শিক্ষার্থীকে গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য করা। নচেৎ আদৌ সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই। (শান্তিবার্ত্তা)

টাকা খাটাইবার উৎকৃষ্ট পন্থা

ষ্টক ও শেয়ারসমূহে টাকা খাটাইতে গেলে অনেক সময়ে বিশেষ স্পেকুলেশন ক্ষমতার আবশ্যক হয়। বিশ্বাস-যোগ্য টাকা খাটানোর অর্থ যাহাতে কোন প্রকার অযথা হানির আশঙ্কা বা অনিশ্চিত ভাব থাকে না। আমরা আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ফল আমাদের দেশে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি, তাঁহাদিগকে আর অনিশ্চয়তার উপরে নির্ভর করিতে হইবে না।

দেশের ভিতর স্বদেশী ভাবের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ভারতীয় শিল্প-ব্যবসায়কে সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন;

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদিগকে শেষে দুঃখিত হইতে হইয়াছে।

অন্যান্য শিল্প-ব্যবসায়ের মধ্যে ভারতবাসিগণ চা-বাগানের পরিচালনা ব্যাপারে খুব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা শেয়ার-হোল্ডারগণকে শতকরা ৫০ হইতে ৩৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত ডিভিডেণ্ড দিয়াছেন।

পৃথিবীর পণ্য দ্রব্যের মধ্যে চা নিত্য-ব্যবহার্য্য এবং ইহার বিক্রয়ও বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার চাহিদা এত বেশী হইতেছে যে, সরবরাহ করিয়া উঠিতে পারা যাইতেছে না। চা-ব্যবসায়ে বৃটিশ-মূলধন খাটিতেছে ৩৬ কোটি টাকা, আর ভারতীয় মূলধন খাটিতেছে মাত্র ৩ কোটি টাকা;—যদিও ভারতীয় চা-বাগানগুলিকে সচরাচর উচ্চ ডিভিডেণ্ড দিতে হয়। বর্ত্তমানে বাঙ্গালাদেশ ও আসামে মূলধন খাটাইবার খুব বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। সেই জন্য আমরা ভারতের জনসাধারণের মধ্যে যাঁহারা টাকা খাটাইতে চাহেন, ভারতীয় চা-ব্যবসায়ে উৎসাহ দিবার জন্য তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমরা চা-ব্যবসায়ের শেয়ার ব্যাপারে কাজ করিতেছি বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে উৎকৃষ্ট এবং কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য সুপরামর্শ ও আবশ্যক সংবাদাদি দিতে পারিব।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

আপার আসাম প্লাণ্টার্স এজেন্সী
৬ বি, হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইম্পীরিয়্যাল ব্যাঙ্কে ডিভিডেণ্ড

আজ ইম্পীরিয়্যাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার গভর্ণরদের সেণ্ট্রাল বোর্ডের সভায় ১৯২৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে ছয় মাস শেষ হইল, সেই সময়ের অংশীদারদের শতকরা বার্ষিক ১৬ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হয়। এই টাকা ১৯২৮ সালের ১৬ই জানুয়ারী বা তাহার পরে দেওয়া হইবে।

পূর্ব্ব ছয় মাসে যে ৩০,১৪,৮০০, টাকা লাভ ছিল তাহা লইয়া মোট ৬৪,৯৬,৬০০ টাকা লাভ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৪৫ লক্ষ টাকা বিনা ইনকাম ট্যাক্সে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইবে, ৫ লক্ষ রিজার্ভ ফণ্ডে রাখা হইবে, ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা পেন্‌শন্ ভাণ্ডারে যাইবে এবং বাকী ১১,৫৬,৬০০ টাকা পরবর্ত্তী ৬ মাসের হিসাবে ফেলা হইল। —এ, পি।

বায়স্কোপে যুবক বাংলা

ফরিদপুর সহরে কতিপয় শিক্ষিত যুবক ও ব্যবসায়ী সম্মিলিত হইয়া চলচ্চিত্র দেখাইবার নিমিত্ত একটি যৌথ কোম্পানী গঠন করিয়াছেন।

সহর ক্রমান্বয় বিস্তৃত হইতেছে এবং লোক-সংখ্যা তাড়াতাড়ি বাড়িতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের কোনরূপ ব্যবস্থা নাই। তাই বারোয়ারী যাত্রা থিয়েটারে প্রচুর ভিড় লক্ষিত হয়। এখানে বায়োস্কোপ প্রভৃতির মত একটি প্রতিষ্ঠানের অভাব তীব্র অনুভূত হইতেছিল। এতদিনে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল দেখিয়া আমরা আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি। শিক্ষিত যুবকগণের কর্ম্মপ্রবৃত্তির সহিত ব্যবসায়ী মহাজনের অভিজ্ঞতা যুক্ত হইলে আমরা ভরসা করি, কোম্পানীটি বেশ দাঁড়াইয়া যাইবে। তার পর সহরে যখন ফুটবল খেলায় টিকেট করিয়া ভীষণ দর্শকের ভিড় হয়, তখন বায়োস্কোপে—এত বড় সহরে—দর্শকের অভাব কিছুতেই হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না।

হাওড়ায় মেথর-ধর্ম্মঘট

বঙ্গীয় ঝাড়ুদার সমিতির হাওড়া শাখার সেক্রেটারী জানাইতেছেন:—

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর ২টী ওয়ার্ডের মেথর ও ঝাড়ুদারগণ ৫ই এপ্রিল সন্ধ্যা হইতে ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিয়া কার্য্য বন্ধ করিয়াছে। ধর্ম্মঘটের উদ্দেশ্য হইতেছে বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য অভিযোগের প্রতিকার। ধর্ম্মঘট প্রথমতঃ ঝাড়ুদার সমিতি কর্ত্তৃক আরব্ধ হয় নাই। উহারা নিজেরাই উহা আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে সমিতি নৈতিক হিসাবে এই ধর্ম্মঘটের ভার লইতে বাধ্য

এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে সমস্ত ওয়ার্ডের সকল মেথরই ধর্ম্মঘটে যোগ দিবে। এরূপ ধর্ম্মঘটের ফলে সহরের স্বাস্থ্য যে বিপন্ন হয় এবং অন্যান্য অসুবিধার সৃষ্টি হয়, সমিতি তাহা অবগত আছেন। এজন্য মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন ধর্ম্মঘটীদিগের ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলি যথাসম্ভব শীঘ্র পূরণ করেন। ধর্ম্মঘটীদিগের দাবী এইরূপ :—

(১) মেয়ে পুরুষ সমস্তেরই মাসিক বেতন ন্যূনপক্ষে ১৫ টাকা (২) ঘুষ বন্ধ করা (৩) পূর্ণ বেতন সহ দেড়-মাসের ছুটি (৪) স্বাস্থ্যের অনুকূল আবাস নির্ম্মাণ (৫) বিনা পয়সায় চিকিৎসা ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা।

অনুন্নত সমাজ সম্মেলন

গত ৮ই এপ্রিল তারিখে কাঁচড়াপাড়া শিব মন্দিরে বাঙ্গলার অনুন্নত সমাজের লোকদের একটি সভা হয়। সভায় বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে নমঃশূদ্র, তেলী, ভুঁইমালী পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়, ব্যগ্র ক্ষত্রিয়, ধুবি, সভাসুন্দর, ঋষি, তিয়র, রাজবংশী, জালি কৈবর্ত্ত, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি জাতির প্রায় ৫ শত প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভায় খুব উৎসাহ দেখা গিয়াছিল।

কাঁচড়াপাড়া মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার শ্রীযুক্ত জি, এম, সাধুখান (তেলী) অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হিসাবে প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করিয়া বলেন যে, অনুন্নত সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় স্বার্থ-রক্ষা করিতে হইলে তাহাদের একটা পৃথক প্রতিষ্ঠান গঠন করা দরকার। তিনি বলেন যে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কোন কোন বিষয়ে অনুন্নতদের স্বার্থহানি-কর কাজ করিতেছে এবং তাহাদিগকে কুপথে চালিত করিতেছে।

সভাপতি মিঃ এম, বি, মল্লিক হাইকোর্টের উকিল মহাশয় বলেন—আমাদের মধ্যে অর্থ বা শিক্ষা কিছুই নাই। উহাই উন্নতির মূল। সুতরাং সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া ভিন্ন আমাদের আর কোন গতি নাই। তিনি বলেন যে, তথাকথিত উচ্চ-বর্ণের হিন্দুরা অনুন্নতগণকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিতেছে এবং অনুন্নতদের সম্বন্ধে সাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিতেছেন। তিনি সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সংগ্রাম চালাইতে উপদেশ দেন।

সভাপতির অভিভাষণের পর আরও অনেকে সভায় বক্তৃতা দেন। সভায় একতাবদ্ধ হওয়া, অনুন্নতদের নিজেদের মধ্য হইতে জাতিভেদ ও পারস্পরিক হিংসা দ্বেষ ত্যাগ করা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ, ষ্টাটিউটারি কমিশন সমর্থন প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। মিঃ মল্লিককে সভাপতি করিয়া এবং মিঃ ডি, রায় এম-এ বি-এল ও বাবু মদন মোহন দাসকে সম্পাদক করিয়া একটী সমিতি গঠিত হয়। সাইমন কমিশনের নিকট একটী আবেদন উপস্থিত করিবার জন্য সভায় একটী সব-কমিটীও গঠিত হইয়াছে।

পাবনায় দুর্ভিক্ষের সূচনা

গত বৎসর পাবনায় হৈমন্তিক ধান্য ভাল না হওয়ায় লোকের অশেষ কষ্ট হইয়াছিল। এবার উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টির অভাব এবং অসময়ে অতিবর্ষার ফলে সমগ্র জিলায় এক প্রকার অজন্মা হইয়াছে বলিলেই চলে। গত বৎসর ঠিক এইসময়ে যে মোটা চাউলের দর ৬৸০ ছিল আজ ঠিক সেই চাউলের মণপ্রতি দর হইতেছে ৮৲টাকা। চতুর্দ্দিকে অবস্থা দেখিয়া আশঙ্কা হইতেছে মাঘ মাসের পর হইতেই মোটা চাউল টাকায় চারি সের বিক্রয় হইতে থাকিবে। পাট আবাদ করিয়া কৃষিজীবী এবার অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ঘরে কাহারও অন্নের সংস্থান নাই, তারপর হৈমন্তিক ধান জন্মিল না। পল্লী অঞ্চলের অনেক স্থান হইতে এখনই একাহারের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ইহার পর ক্ষেতের ধান মহাজনের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা মিটাইবার জন্য তাহার গোলাজাত হইবে। তখন অবস্থার ভীষণতা কি আকার ধারণ করিবে এখন হইতেই আমরা তাহার কতকটা অনুমান করিতে পারিতেছি।

পাবনার একটু বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ সিরাজগঞ্জ রেল লাইন পত্তন হইবার পর হইতেই পাবনাতে

ক্রমান্বয়ে অজন্মা চলিতেছে। সাধারণতঃ যে পরিমাণ খাদ্যশস্য পাবনায় জন্মিতেছে তাহাতে জেলার অভাব পূরণ হইতেছে না। তারপর যাহা জন্মিতেছে তাহার অধিকাংশ সিরাজগঞ্জ রেল লাইনে চালান হইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, এই জেলার খাদ্যশস্যের অভাব পূরণ করিবার জন্য বাহির হইতে আমদানি করিবারও বিশেষ কোন সুবিধা নাই। পাবনা সহরের সহিত রেলওয়ের সংযোগ নাই। নৌকাপথে এখানে ধান, চাউল আমদানি করিতে হয়। রাজসাহী জেলার পদ্মা-তীরস্থ নবাবগঞ্জ এবং গোদাগাড়ী হইতেই পাবনার সমুদয় ধান চাউল নৌকাযোগে আমদানি হয়। কিন্তু এবার বরুণদেবের অকৃপায় শস্য-শালিনী বরেন্দ্রভূমি শস্যহীনা হইয়াছেন। কর্তৃপক্ষের আদেশে রাজসাহী হইতে চাউল রপ্তানি বন্ধ হইয়াছে। কাজেই পাবনার অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। নবাবগঞ্জ হইতে চাউল এখন আর পূর্ব্বের মত আসিতেছে না। রাঢ় দেশের কঙ্করপূর্ণ চাউল পাবনাতে আমদানি হইয়া উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। পাবনার অধিবাসী এই চাউলে অনভ্যস্ত, কাজেই তাহারা খুবই কষ্ট বোধ করিতেছে। ধান, চাউলের মরসুমের সময়েই যখন পাবনার এই অবস্থা তখন আর দুই এক মাস পরে কি অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা চিন্তা করিয়া অনেকেই উদ্বিগ্ন হইতেছেন।

(সুরাজ)

কলিকাতার আমদানি রপ্তানি

১৯২৮ সালে জানুয়ারী মাসে কলিকাতার সহিত বিদেশের ব্যবসায়ের যে বিবরণ বাহির হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, আগের মাসের চেয়ে এ মাসে আমদানি ও রপ্তানি দুই-ই কম হইয়াছে। আগের মাসে আমদানি হইয়াছিল .৬৮২ কোটি টাকার মাল, এ মাসে সে তুলনায় ৬৭৩ কোটি টাকার মাল আমদানি হইয়াছে। রপ্তানিও হইয়াছে আগের মাসের ১৪.২৯ কোটি টাকার মালের তুলনায় মাত্র ১১.২০ কোটি টাকার।

গত বৎসর এই মাসে কিন্তু আমদানি হইয়াছিল আরো কম। এবার সে তুলনায় ১৯ লক্ষ টাকার মাল বেশী আমদানি হইয়াছে। রপ্তানি হইয়াছে সে তুলনায় আরো ৪৩ লক্ষ টাকার মাল।

নীচে আমদানির তালিকা দেওয়া হইল। যে সমস্ত জিনিষ আমদানি হইয়াছে তাহা আগের মাসের তুলনায় কত বেশী বা কত কম হইয়াছে দেখাইবার জন্য যথাক্রমে যুক্ত ও বিযুক্ত চিহ্ন ব্যবহার করা হইল।

তুলা নির্ম্মিত দ্রব্য	১৯৩	লাখ টাকার	(+১৯)
চিনি	৬২	"	(− ৪)
লৌহ ও ইস্পাত	৫৮	"	(− ৩)
তৈল ও ধাতব দ্রব্য	৫৮	"	(− ১)
যন্ত্রপাতি ইত্যাদি	৪৪	"	
অন্যান্য ধাতু	২০	"	(− ৩)
খাদ্য দ্রব্য ইত্যাদি	১৬	"	(৩)
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	১১	"	
মদ্য ইত্যাদি	৯	"	(− ১)
তেলের জিনিষ পত্র	৮	"	(— ২)

রপ্তানি

পাট হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি	৪.০৯	"	(— ৫)
পাট	২৮৫	"	(−১৩)
চা	১৫০	"	(+১১)
লাক্ষা	৬২	"	(+১৯)
চামড়া ইত্যাদি	৫৩	"	(+১৬)
শস্য, ডাল, ময়দা	২১	"	
তিল	১৬	"	
লৌহ	১৪	"	(+ ২)
অসংস্কৃত লৌহ	১২	"	(+ ৭)

চা রপ্তানি

এপ্রিল হইতে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত চা রপ্তানি :—১৯২৭এর ১লা এপ্রিল হইতে ১৯২৮এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কলিকাতা ও চট্টগ্রাম হইতে ২৬৪,৫২৬,০৪৫ পাউণ্ড চা রপ্তানি হইয়াছে। গত বৎসর ঠিক ঐ সময় মধ্যে ২৪৯,৮০৩,৪১৪ পাউণ্ড চা রপ্তানি হইয়াছিল।

চট্টগ্রামে বাণিজ্য-বৃদ্ধি

চট্টগ্রামের চেম্বার অব্ কমার্সের বাৎসরিক মিলন সভা ৮ই মার্চ্চ তারিখে হইয়া গিয়াছে। সভাপতি মিঃ লিস্‌ম্যান সভায় বলিয়াছেন ১৯২৬-১৯২৭ সনে চট্টগ্রামে ১৪ কোটি ১৮ লক্ষ ৩১ হাজার ৯ শত ৬৩ টাকার বাণিজ্য হইয়াছিল। এবং কাস্‌টম্‌সের কালেক্টরের হিসাব অনুসারে আগামী ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইবে তাহার মোট বাণিজ্যের মূল্য প্রায় ১৮ কোটি টাকা হইবে।

এই সংখ্যা বেশ সন্তোষজনক এবং ইহাতে চট্টগ্রামের বাণিজ্যের বরাবর বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি গত বৎসর এখান হইতে যে পরিমাণে চাউল ও ধান রপ্তানি হইয়াছে অনেক সময় বর্ম্মার বন্দর হইতেও এত রপ্তানি হয় না। কলকব্জা, গ্যালভানাইজ্‌ড্ লোহা এবং রেলপথের যাবতীয় সামগ্রীও গত বৎসরে সাধারণ হিসাব অপেক্ষা বেশীই আমদানি হইয়াছিল। ইংলণ্ডে গ্যাল্‌ভানাইজ্‌ড্ লোহার দর হঠাৎ পড়িয়া যাওয়ায় এখানকার বাজারেও ইহার দর খুব কমিয়া গিয়াছিল। চট্টগ্রামে সে সময় এই গ্যালভানাইজ্‌ড্ লোহা সবার ঘরে প্রচুর মজুত ছিল এবং পশ্চিমে এই মাল চালানের সীমা বাঁধা ছিল বলিয়া তখন বহু সওদাগর বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

যাহা হউক্ চট্টগ্রামে গ্যালভানাইজ্‌ড্ লোহার আমদানি ইহাতে কমে নাই। এ সময় আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের কাজ বৃদ্ধি পাওয়ায় চট্টগ্রাম হইতে গ্যালভানাইজ্‌ড্ পাত খুব বিক্রী হইয়াছিল। এবং সভাপতি আশা করেন যে, এবৎসরের শেষে করোগেট্ লোহার ব্যবসায়ীরা তাহাদের ক্ষতির কতক অংশ পূরণ করিয়া লইতে পারিবেন।

মিঃ লিস্‌ম্যান আরও বলিয়াছেন যে, চা রপ্তানিও এবার গত বৎসরের মত হইবে। কারণ যদিও এবার ফসল ভাল হয় নাই তবুও উত্তর ভারতে ফসল খুব কম জন্মায় ১৯২৬ সনের মত ইণ্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন এবারও নবেম্বর মাসে চা তোলা বন্ধ করেন নাই। ফলে বৎসরের প্রথম দিক্‌টায় খারাপ আবহাওয়ার জন্য যে চা চালান কমতি পড়িয়া গিয়াছিল, শেষ দিকে তাহা পোষাইয়া গিয়াছে।

চট্টগ্রাম হইতে বরাবর আমেরিকায় পাট বেশী চালান হওয়ার দরুণ এবং অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এবার বেশী কাট্‌তি হওয়ায় পাটের রপ্তানিও বেশ বাড়িয়া গিয়াছে।

এবৎসর এখানে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় তুলা বিদেশে ১·৬৭ লক্ষ টাকা এবং বন্দরে বন্দরে ১১·০১ টাকা কম রপ্তানি হইয়াছিল। বিদেশী ধাতুর আমদানি এবার ৩৮·১৮ লক্ষ টাকা বাড়িয়া গিয়াছিল, এবং বিভিন্ন বন্দর হইতে তেল এবার ৩·৩৫ লক্ষ টাকা বেশী আমদানি হইয়াছিল। চিনির আমদানিও এবার ·৭৫ লক্ষ টাকার বেশী হইয়াছিল। এবং বিভিন্ন বন্দর হইতে মসলার আমদানিও এবার বেশ বাড়্‌তির দিকে ছিল। ১৯২৬-২৭ সনে চট্টগ্রামে মোট ১৯·৪৩ লক্ষ টাকার ব্যবসা বাড়িয়াছে বলিয়া জানা যায়।

বাণিজ্য এইরূপ বাড়িয়া যাওয়ায় মাল রপ্তানির বাড়্‌তির কয়েক মাস ধরিয়া ষ্টীমারের যাওয়া আসায় ভয়ানক দেরী পড়িয়া যাইতেছিল। ফলে স্থানীয় ব্যবসাদারেরা তাহাদের দরকারমত সমস্ত মাল তাড়াতাড়ি পাইতে বিশেষ কষ্ট পাইতেছিল। তাহাদের কমিটি হইতে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কর্ত্তাদের নিকট অবিলম্বে জেটির সংখ্যা বাড়াইয়া দেবার জন্য একটা খবর পাঠান হয়।

বাঙ্গালার গভর্ণর চট্টগ্রাম বন্দর দেখিয়া গিয়া আগর-তলায় এক বক্তৃতায় বলেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট চট্টগ্রামকে একটা বড় বন্দর রূপে ঘোষণা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। চট্টগ্রামের এইরূপ বাণিজ্য-বৃদ্ধির ফলে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে নিম্নলিখিত শাখা রেলপথগুলি খুলিবার অনুমতি দিয়াছেন। ফুরকাটিং-বাদলিপাড়া-জোড়হাট রেলওয়ে ৪২·১৭ মাইল। করিমগঞ্জ-লঙ্গাই ভ্যালি রেলওয়ে—৪৭·৫২ মাইল। হবিগঞ্জ-সায়েস্তা গঞ্জ—৯·০০। নেত্রকোণা-মোহনগঞ্জ ১১৬·১৩ মাইল।

আগাছা, জঙ্গল, ঘাসের সার

জমিতে সার প্রয়োগ করিলে যে সকল প্রকার ফসলের ফলন বাড়াইতে পারা যায় ইহা এ দেশের সকল কৃষকই জানে। গোবরই এ দেশের প্রধান সার; কিন্তু

বর্ত্তমান সময়ে জ্বালানী কাঠের অভাবে অধিকাংশ কৃষকেরই গোবর শুকাইয়া ঘুটে অথবা ঘসী করিয়া রন্ধন কার্য্যে ব্যবহার করিতে হইতেছে এবং সেই জন্য সকলে উপযুক্ত পরিমাণ গোবর সার জমিতে প্রয়োগ করিতে পারিতেছে না। বিলাতী সার ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যায় বটে; কিন্তু সকল কৃষক উহার মূল্য বহন করিতে পারে না এবং অনেকেই কোন্ বিলাতী সার কোন্ সময়ে ও কি প্রণালীতে জমিতে প্রয়োগ করিতে হয় তাহা জানে না। কৃষকদিগের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন হইলে যে বিলাতী সারের ব্যবহার বাড়িবে ইহাতে সন্দেহ নাই। কিরূপে অল্প চেষ্টায় কম খরচে সকলেই মূল্যবান সার প্রস্তুত করিতে পারে এ বিষয়ে কৃষি-বিভাগের তত্ত্বাবধানে ঢাকার কৃষি-ক্ষেত্রে অনেক দিন হইতে অনুসন্ধান চলিতেছে এবং বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ নিম্নলিখিত প্রণালীতে সার প্রস্তুত করিবার জন্য সকলকে উপদেশ দিতেছেন।

সর্ব্ব প্রকারের ছোট ছোট জঙ্গল, জমির নিড়ানী ঘাস, গাছের পাতা, আগাছা ইত্যাদির দ্বারা মূল্যবান সার প্রস্তুত হইতে পারে। ৪ হাত লম্বা ও ৪ হাত চওড়া একখণ্ড সমান জমির উপর ঐ সকল জঙ্গল, ঘাস, আগাছা ইত্যাদি বিছাইয়া আধ হাত উচু একটী স্তর করিবে। ঐ স্তরটি পা দিয়া বা কোদালের পিছন দিয়া ভাল করিয়া চাপিয়া দিবে। ঐ স্তরের উপর এক সের পরিমাণ হাড়ের গুড়া ছিটাইয়া দিবে। গরুর চোনা দশগুণ পরিমাণ জলের সহিত মিশাইয়া স্তরটী ভাল করিয়া ভিজাইয়া দিতে হইবে। যদি প্রচুর পরিমাণে চোনা না পাওয়া যায় তবে তাজা গোবর জলের সঙ্গে মিশাইবে। ৯ হইতে ১০ সের জলের সঙ্গে ১ সের গোবর দেওয়া দরকার। এই প্রথম স্তরটীর উপর ঠিক পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতেই দ্বিতীয় আর একটী স্তর করিবে ও তাহার উপর আবার দেড় সের পরিমাণ হাড়ের গুড়া ও উপযুক্ত পরিমাণ জল মিশ্রিত চোনা দিবে। এই ভাবে উপরি উপরি আটটি স্তর করিবে। এখন ৪ হাত লম্বা, ৪ হাত চওড়া ও ৪ হাত উচ্চ ঘাস জঙ্গলের একটি ঢিপি হইল। এই ঢিপিটীর উপর ও চারিপাশে, ঘাসের চাপড়া দিয়া ঢাকিয়া দিবে। এই ভাবে ঢিপিটী দেড় মাস রাখিয়া দিবে ও তাহার পর উহাকে ভাঙ্গিয়া ওলট পালট করিবে ও উহার দ্বারা পুনরায় একটি ঢিপি প্রস্তুত করিবে। ওলট পালট করিবার সময় উপযুক্ত পরিমাণ জল মিশ্রিত চোনা দিয়া ভিজাইয়া দিবে। ইহার দেড় মাস বাদে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সমস্ত আগাছা জঙ্গল পচিয়া কাল রংয়ের সাররূপে পরিণত হইতেছে। তখন ইহাকে জমিতে প্রয়োগ করিবে ও লাঙ্গল দিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া দিবে।

কাঁচা জঙ্গল, ঘাস পাতা ইত্যাদি দিয়া সারের ঢিপি করিলে তিন মাসের মধ্যেই উহা পচিয়া সার হইবে। শুকনা জঙ্গল, ঘাসপাতা ইত্যাদি দিয়া ঢিপি করিলে উহা সারে পরিণত হইতে ৪।৫ মাস সময় লাগিবে। কাঁচা ঘাস জঙ্গলের ঢিপিতে গরুর চোনা কম লাগে; কিন্তু শুক্না ঘাস জঙ্গলের ঢিপিতে চোনা বেশী দিতে হইবে।

ঢাকা কৃষি-ক্ষেত্র ও অন্যান্য জেলার কৃষি-ক্ষেত্রে এইরূপ ভাবে সার প্রস্তুত করা হইতেছে। যে কেহ নিজ নিজ জেলার কৃষি-ক্ষেত্রে আসিয়া উহার প্রস্তুত করিয়া প্রণালী দেখিয়া বুঝিয়া লইয়া যাইতে পারে।

প্রত্যেক জেলার কৃষি-আফিসে হাড়ের গুড়া পাওয়া যায়। দাম প্রতি মণ ৫৲ টাকার উপর নহে।

যাহাদের প্রচুর পরিমাণে গরুর চোনা ও টাটকা গোবর না থাকিবে তাহারা একশত সের জলের সঙ্গে এক সের এমোনিয়া সালফেট চোনার পরিবর্ত্তে মিশাইবে। সালফেট অব্ এমোনিয়া জেলা কৃষি-কর্ম্মচারীর নিকট পাওয়া যায়।

আর, এস, ফিনলো,
বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর।

ভারতের চিনি শিল্প

প্রত্যেক ভারতবাসী বৎসরে প্রায় ১০ সের গুড় ও ৩০ সের চিনি খায়। আমেরিকানরা এই তুলনায় চিনি খায় ৫০ সেরের উপর। মোটামুটি ভাবে দুনিয়ার লোকে ২৪০ লক্ষ টন চিনি খায়। ইহার মধ্যে ১৬০ লক্ষ টন ইক্ষু হইতে পাওয়া যায় এবং অবশিষ্ট ৮০ লক্ষ টন বীট হইতে উৎপন্ন হয়। গোটা দুনিয়ায় যত চিনি ব্যবহৃত হয় তাহার ছয় ভাগের এক ভাগ হয় ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ। অন্যান্য সকল খাদ্য-শস্যই ভারতে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা হয়, যাহাদ্বারা দেশের লোকের চাহিদা মিটাইয়াও উদ্বৃত্ত অংশ বিদেশে রপ্তানি করা হইয়া থাকে। কেবল চিনির বেলায় ভারতবাসীকে বিদেশের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। ভারতবর্ষে ৩০লক্ষ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইলেও ভারতকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। গত ৩ বৎসরের প্রতিবৎসরে ভারতবর্ষকে গড়ে ১৮·৬ কোটী টাকা খরচ করিয়া বিদেশ হইতে ৮,১৯০০০ টন করিয়া চিনি আমদানি করিতে হইতেছে। রপ্তানি করা দূরের কথা ভারতবর্ষ প্রত্যেক বৎসর বিদেশী চিনি আমদানি করিয়া বিদেশীর পকেটে সাড়ে আঠার কোটী টাকার উপর তুলিয়া দিতেছে। ভারতবর্ষ কৃষি-কার্য্যে বর্ত্তমানের উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করার দরুণই তাহার অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। কইম্বাটোর ইক্ষু গবেষণা-কেন্দ্রের উন্নত ধরণের ইক্ষু সমগ্র উত্তর ভারতে প্রচলিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ভারতের সরকারী সুগার বিউরো এই ভার লইয়াছেন। শীঘ্রই ভারতবর্ষ চিনি বিষয়ে অনেকটা স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে বলিয়া আশা করা যায়। কইম্বাটোর ইক্ষু প্রচলনের ফলে ফসলের পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি সুগার ফ্যাক্টরিও চলিতেছে। কিন্তু এগুলির কাজ আশানুরূপ ভাবে অগ্রসর হইতেছে না। ভারতের কৃষক এখনও গুড় ও চিনি প্রস্তুত ব্যাপারে আদিম সাজসরঞ্জামেরই আশ্রয় লইয়া থাকে। কৃষক মহলে উন্নত ধরণের নয়া যন্ত্রপাতির প্রচলন না হইলে ব্যাপকভাবে উন্নতির আশা করা যায় না।

ভারতবর্ষের মোটামুটিভাবে ৪০ লক্ষ টন চিনির প্রয়োজন। বর্ত্তমানে যে জমিতে ইক্ষু উৎপাদন করা হয় তাহা হইতেই এ পরিমাণ চিনির চাহিদা মিটান সম্ভব। কিন্তু ইক্ষুচাষের কার্য্যে যথেষ্ট টাকা খরচ করা দরকার। ৩০ লক্ষ একর ইক্ষুর চাষের জমির প্রতি একরে ১০০ টাকা খরচ করিতে হইবে। ইহাতে মোট ৩ কোটী টাকা দরকার হইবে। এই অর্থ ব্যয় করিতে পারিলে সাধারণ উৎপাদনের হার অনেক বৃদ্ধি করা যাইবে। একর প্রতি কমসে কম দুই টন করিয়া গুড় উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। তারপর ৩০ লক্ষ একর ইক্ষু ভূমির সারের জন্য ১৫ লক্ষ টন সালফেট অ্যামোনিয়া ও ৬০ লক্ষ টন খৈল ব্যবহার করিতে হইবে। তবেই দেশকে চিনি ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী করা সহজসাধ্য হইবে।

ভারতবর্ষের তৈলবীজ ও আধুনিক তৈলনিষ্কাসন প্রণালী

ভারতবর্ষের পরিমাণফল প্রায় ১,৮০৫,৩৩২ বর্গ মাইল; তন্মধ্যে সাধারণতঃ প্রায় ১২০,০০০,০০০ বিঘা জমির উপর তৈল-বীজের চাষ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে যত বিভিন্ন

প্রকার তৈলের বীজের আবাদ হয় এবং যত পরিমাণ তৈল-বীজ উৎপন্ন হয়, দুনিয়ার অন্য কোনও দেশেই তাহা হয় না। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষই তৈলবীজ যোগাইবার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র।

মোটের উপর ভারতবর্ষে বাৎসরিক ৫০০০,০০০ টনেরও অধিক তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। এই পরিমাণ বীজের দাম প্রায় ৭৫০,০০০,০০০ টাকা। এই উৎপন্ন বীজের প্রায় এক-চতুর্থাংশ বিদেশে রপ্তানি হয়। বিদেশে যে তৈলবীজ, তৈল ও তেলের খৈল রপ্তানি হয়, তাহাতে ভারতবর্ষের প্রায় ২৭০,০০০,০০০ টাকা বাৎসরিক আয় হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত তৈলবীজগুলি আমাদের দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে :—নারিকেল, মহুয়া, তূলার বীজ, রায়সরিষা, তিল, রেড়ী, মসিনা, পোস্ত, চিনা-বাদাম, চা'র বীজ তামাকের বীজ, সূর্য্যমুখী ফুলের বীজ ইত্যাদি। ইহা ছাড়া জীবজ তৈলত আছেই।

মোটামুটি বলিতে গেলে তৈলের ব্যবহার দুই রকমের; যথা—(১) খাদ্যের জন্য (২) শিল্পের জন্য। খাদ্যের জন্য আমরা অনেক প্রকার তৈলের ব্যবহার করিয়া থাকি; যথা—কাঁচা তৈল, ছাঁকা তৈল, পরিস্কৃত তৈল, কৃত্রিম ঘী, কৃত্রিম মাখন ইত্যাদি। শিল্পের জন্য তৈলের সাহায্যে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি তৈয়ার হইয়া থাকে : যথা—সাবান, মোমবাতি, রং, বার্ণিশ, ছাপাখানার কালি, তেলা-কাপড় কৃত্রিম রবার, কৃত্রিম চামড়া ইত্যাদি।

তেলের কারবারে তেলের খৈল উপ-উপোৎপাদন (বাই-প্রডাক্ট) ভাবে পাওয়া যায়। এই খৈল অত্যন্ত দরকারী ও দামী জিনিস। ইহার ব্যবহার সাধারণতঃ দুই প্রকার দেখা যায়; যথা—গরুর খাদ্য এবং জমির সার। এই দুইটি ব্যবহারের জন্য পৃথিবীতে যে খৈলের প্রয়োজন হইয়া থাকে তাহার বাৎসরিক মূল্য বহু টাকা এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে অনেক খৈলের রপ্তানি হয়।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের প্রায় শতকরা পঁচাশী জন লোক কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকেরা সারের ব্যবহার এক রকম জানে না বলিলেই চলে। তবে আশা করা যায় যে, পাশ্চাত্য দেশের মত এদেশের কৃষিপ্রণালীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সারের আবশ্যকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈল নিষ্কাসন-পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে ভবিষ্যতে তৈলের ব্যবসায়ে বেশী লাভের সম্ভাবনা থাকিবে।

আমাদের দেশে শিল্পবিজ্ঞানের চর্চ্চা নাই বলিলেই চলে। সার উৎপাদন করিবার কারবারই অদূর ভবিষ্যতে এদেশের রাসায়নিক শিল্পবিজ্ঞানের গোড়া পত্তন করিবে বলিয়া মনে হয়। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশে এরূপ ঘটিয়াছে।

তৈলবীজের রপ্তানি

নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, পৃথিবীর মধ্যে তৈলের ব্যবসায়ে ভারতবর্ষের স্থান বহু উচ্চে।

তৈলবীজ	দুনিয়ায় যত তৈল-বীজের রপ্তানি হয়, ভারতবর্ষ হইতে তাহার শতকরা	ভারতবর্ষে যত তৈল-বীজ উৎপন্ন হয়, রপ্তানি তাহার শতকরা
নারিকেল	৭	অঙ্ক পাওয়া যায় না
মহুয়া	১০০	ঐ
তূলার বীজ	৩১	৫ হইতে ১০
তিল	৪২	১৭
রেড়ী	৯৮	অঙ্ক পাওয়া যায় না
রায় ও সরিষা	৬৫	১১
চিনাবাদাম	৪৫	৮০
মসিনা	২০	৮০
পোস্ত	৭৫	অঙ্ক পাওয়া যায় না

উপরের অঙ্কগুলি হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে, মহুয়া ও রেড়ীর বীজ আমাদের একচেটিয়া। মসিনার বীজেও আমাদের এইরূপ স্থান ছিল বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে; কিন্তু রুশিয়া, আর্জেন্টিনা, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে মসিনার আবাদ আরম্ভ হওয়ায় আমরা এখন সেই স্থান হারাইয়াছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের দেশে যে তৈলবীজ উৎপন্ন

হয়, তাহার প্রায় এক-চতুর্থাংশ রপ্তানি হয়, আর অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশ দেশেই থাকে। যাহা দেশে থাকে, তাহার অধিকাংশই নানাপ্রকারে অপব্যবহৃত হয়। বীজ হইতে তৈল বাহির করিবার জন্য এখন পর্য্যন্তও আমাদের দেশে মান্ধাতার আমলের ঘানি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই ঘানির মত তৈল বাহির করিবার অকর্ম্মণ্য যন্ত্র আর দ্বিতীয় নাই। ইহার ফলে বীজের মধ্যে যে তৈল থাকে, তাহার শতকরা দশ হইতে ত্রিশ ভাগ পর্য্যন্ত খৈলের মধ্যে থাকিয়া যায়, বাহির হইয়া আসে না। তৈলপূর্ণ খৈল গরুকে খাওয়াইলে গরুর অপকার হয়, আর সার ভাবে ব্যবহার করিলে জমিরও অপকার হয়। কাজেই এই তৈল সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায়, এবং ইহা দ্বারা কোন উপকার পাওয়া যায় না।

ইয়োরোপ ও আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট তেলের রপ্তানির উপর অতি উচ্চ হারে শুল্ক স্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু তথায় তৈলবীজ ও খৈলের রপ্তানির উপর কোন শুল্ক নাই। ইহাতে ভারতবর্ষের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। কারণ ভারতবর্ষীয় বীজ হইতে ভারতবর্ষে তৈল তৈয়ারী করিয়া বিদেশে রপ্তানি করিলে শুল্ক দেওয়ার পর লাভ থাকে না। কিন্তু বিদেশীদের তৈলবীজ ও খৈলের দরকার। কাজেই তাঁহারা আমাদের দেশ হইতে সেগুলি ক্রয় করেন এবং তাহাদের উপর কোন শুল্ক স্থাপন করেন নাই। ভারত-গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিলে এই বাধা দূর করিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা ভারতবর্ষে তৈলের ব্যবসায়ের উন্নতির সহায়তা ও ভারতবাসীর তৈলের ব্যবসায়ে লাভ করিবার পথ প্রশস্ত করিতে পারেন।

তৈলবীজ হইতে তৈল বাহির করিবার উপায়

অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস "প্রকৃতিতে" বলিতেছেন যে,—আজকাল অনেক উপায়ে বীজ হইতে তৈল বাহির করা হইয়া থাকে। আধুনিক উপায়ের সকলগুলিই আমাদের দেশী ঘানি অপেক্ষা ভাল। এই প্রণালীগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে; যথা—(১) চাপ "এক্স্প্রেশন" দ্বারা তৈল-নিষ্কাসন; (২) রাসায়নিক দ্রাবকপুট "কেমিক্যাল সলভেণ্ট" সাহায্যে। চাপ দিয়া বীজ হইতে তৈল বাহির করিবার প্রথাটা অতি প্রাচীন; তবে চাপ দিবার জন্য অনেক নূতন নূতন যন্ত্রাদি আজকাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা তৈল বাহির করিবার প্রথাটা খুব আধুনিক; আর এই প্রথার ব্যবহার খুব দ্রুতভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই প্রণালীতে প্রায় সম্পূর্ণ তৈল (৯৯%) বাহির হইয়া আসে এবং খৈলে একটুও তৈল থাকে না। এই প্রণালীতে তৈল বাহির করিবার জন্য কয়েকটা কারখানা আমাদের দেশে অল্প দিন হইল স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের ভবিষ্যৎ ভাল বলিয়া মনে হয়।

চাপ দ্বারা তৈল বাহির করিবার প্রণালীতে যে সকল যন্ত্রের ব্যবহার হইয়া থাকে, তন্মধ্যে তিনটী উল্লেখযোগ্য; যথা—(১) ঘানি; (২) জলচাপযন্ত্র বা হাইড্রলিক প্রেস এবং (৩) এক্সপেলার। দুই নম্বর প্রণালীর সহিত তুলনায় এক্স্পেলারের সাহায্যে বীজ হইতে বেশী তৈল পাওয়া যায় এবং তৈলের ধর্ম্ম বা গুণও ভাল থাকে। তিন নম্বর যন্ত্রটার ব্যবহারে অনেক সুবিধা আছে। অধিক জায়গার প্রয়োজন হয় না; অত্যধিক শক্তি দরকার করে না; লোকবলও অল্পই আবশ্যক হয়। এই প্রণালীতে যে খৈল পাওয়া যায় তাহাতে ৫% হইতে ৭% মাত্র তৈল থাকে। তৈলবীজ ও ঘানির খৈল উভয় হইতেই 'একসপেলার'এর সাহায্যে তৈল বাহির করা যাইতে পারে। সকল দিক্ দিয়া তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ঘানি ও প্রেসের তুলনায় একস্পেলার ব্যবহারে অনেক বেশী লাভ করা যায়।

সার ও গরুর খাদ্যের জন্য ২নং প্রণালীর খৈল সর্ব্বোৎকৃষ্ট; কারণ ইহাতে অতি সামান্য তেল থাকে। একস্পেলার ও প্রেসের খৈলের স্থান তাহার পরেই। ঘানির খৈলের স্থান সকলের নীচে; কারণ তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তৈল থাকিয়া যায়।

তুলার বীজের অপব্যবহার

তৈলবীজের অপব্যবহারের মধ্যে তুলার বীজের অপ-

ব্যবহারের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে যত রকম তৈলবীজ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে তুলার বীজের উৎপাদন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। আর এই বীজের রপ্তানি অন্যান্য বীজের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা কম। কাজেই যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার প্রায় সমস্তই এদেশে থাকিয়া যায়। এই বীজ ভারতের মধ্যপ্রদেশে জন্মায়। শুনিয়াছি যে, যুদ্ধের সময় এই বীজ হইতে তৈল বাহির করিবার জন্য একটী কারখানা মধ্যপ্রদেশে স্থাপন করা হইয়াছিল; কিন্তু তাহা এখন বন্ধ আছে। হয়ত আমেদাবাদের তৈলের কলসমূহে অল্প সামান্য বীজ হইতে প্রেসের সাহায্যে তৈল বাহির করা হয়। বাকী প্রায় সমস্ত বীজ জ্বালানিরূপে কিংবা গরুকে খাওয়াইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই বীজ খাইলে গরুর যথেষ্ট অনিষ্ট হয়। বীজের পরিবর্ত্তে বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া খৈল গরুকে খাওয়ান উচিত। কিন্তু আমাদের দেশীয় কৃষকেরা এখন পর্য্যন্ত এবিষয়ে সম্যক শিক্ষিত হয় নাই।

তুলার বীজ হইতে যে তৈল পাওয়া যায়, তাহা হইতে সহজেই ষ্টিয়ারিণ বাহির করা যাইতে পারে। এই ষ্টিয়ারিণ কৃত্রিম মাখন প্রভৃতি তৈয়ারকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। বাকী তৈল পরিষ্কার ও দৃঢ়ীকরণ করিবার পর খাদ্য ভাবে এবং সাবান প্রভৃতি তৈয়ার করিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। যে খৈল পাওয়া যায়, তাহাতে কৃষির উপযোগী সারপদার্থ খুব বেশী থাকে এবং সেই জন্য এই খৈলের দাম অন্যান্য খৈল অপেক্ষা বেশী। তুলার বীজের খৈলে যে পরিমাণ সার থাকে, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

নাইট্রোজেন	... ...	৬·৭৯%
ফস্ফরিক অ্যাসিড্	... ...	২·৮৮%
পটাস	... ...	১·৭৭%

ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশে এইরূপ দামী সারের অপব্যবহার একান্ত অমার্জ্জনীয়।

তৈল পরিষ্কার করিবার প্রণালী

প্রত্যেক উদ্ভিজ্জ তৈলের একটা বিশেষ স্বাদ ও গন্ধ আছে। প্রত্যেক তৈলেই নানা প্রকার রাসায়নিক বস্তু থাকার জন্য স্বাদ ও গন্ধের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সকল রাসায়নিক বস্তুর মধ্যে কতকগুলি জিনিষ আছে যাহা তেলের খুবই অনিষ্টকারক। ইহাদের ফলেই তেলের মধ্যে দুর্গন্ধ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। এই সকল বস্তুর দূরীকরণ ও তৈলের রংএর উন্নতি-সাধন এই প্রণালীর উদ্দেশ্য। এই পরিষ্করণ-প্রণালী সম্পূর্ণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা সাধিত হয়। পরিষ্করণের ফলে তেলের গুণ অনেক বৃদ্ধি পায় এবং তাহা উত্তমরূপে অনেক দিন পর্য্যন্ত রাখা যায়। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কৃত তৈলের আদর ও আবশ্যকতা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৈলপরিষ্কার করিবার সময় আনুষঙ্গিক ভাবে এক প্রকার উপ-উৎপাদন (বাই-প্রডাক্ট) পাওয়া যায় যাহা দ্বারা সাবান তৈয়ারী হয়।

তৈল দৃঢ় করিবার প্রণালী

তরল তৈলকে দৃঢ় করিবার প্রণালীর নাম হাইড্রোজেনেশন। এই প্রণালীর আবিষ্কার মাত্র পনর কুড়ি বৎসর হইল হইয়াছে। কিন্তু ইহার ফলে এই অল্প সময়ের মধ্যেই তেলের ব্যবসায়ে অনেক পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। এই প্রণালীর সাহায্যে অনেক নিকৃষ্ট তৈলকে উৎকৃষ্ট তৈলে পরিণত করা যায় এবং ইহা দ্বারা তৈলকে ভাল ভাবে অনেক দিন (বৎসরাধিক কাল) রাখা যায়। ইহার ফলে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে তৈল পাঠাইতে কোন লোকসান হয় না। কারণ সাধারণ তরল তৈল স্থানান্তরিত করিবার কালে টিনের ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া নষ্ট হইয়া যায়।

এই তৈল-দৃঢ়ীকরণ সম্পূর্ণভাবে রাসায়নিক প্রণালীতে হইয়া থাকে। মানুষের খাদ্য-হিসাবে ইহার ব্যবহার আছে; কিন্তু সাবান, লুব্রিকেটর এবং ঐ জাতীয় অন্যান্য জিনিষ তৈয়ারী করিবার জন্যও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ইহার প্রচলন আমেরিকা ও ইউরোপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমেরিকায় ৬০,০০০,০০০ পাউণ্ড দৃঢ়ীভূত তৈল প্রতি বৎসর প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে এই তৈল-দৃঢ়ীকরণ-শিল্পের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক অর্থাভাবে

তৈলের উপযুক্ত পরিমাণ ব্যবহার করিতে পারে না। শরীরধারণ করিতে যে পরিমাণ তৈলের দরকার হয় তাহাও অনেকের ভাগ্যে জোটে না। ঘৃতের ব্যবহার কেবল অবস্থাপন্ন লোকের মধ্যে আছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কোন একটা ভাল কৃত্রিম ঘী সস্তা দরে বাজারে দিতে পারিলে ইহার খুব বিক্রয় হইবে এবং ইহা দ্বারা গরিবের যথেষ্ট উপকার হইবে আশা করা যায়। ভেজিটেব্‌ল ঘী রূপ কৃত্রিম ঘী আজকাল বাজারে দেখা দিয়াছে এবং ইহা হল্যাণ্ড দেশ হইতে আমদানি হয়। গত দুই বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে ইহার ব্যবহার যারপরনাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবল কলিকাতা বন্দরেই মাসিক প্রায় ৫০,০০০ মণ এই কৃত্রিম ঘী'র আমদানি হয়। ইহা হইতেই জিনিসটার কাট্‌তি কিরূপ এবং আরও কত বেশী হইতে পারে, তাহা সহজেই হৃদয়াঙ্গম হইতে পারে। ইহা পূর্ব্বোক্ত দৃঢ়ীকরণ প্রণালী দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে ; এবং ইহা তৈয়ার করা শক্ত নহে। ইহার প্রস্তুতোপকরণসমূহ এদেশে পাওয়া যায় অথবা তৈয়ার করা যায়। আমাদের দেশে তৈয়ার করিলে আমরা বিদেশী জিনিসের অপেক্ষা কম দামে বিক্রয় করিতে পারিব এবং লাভও যথেষ্ট থাকিবে। ইহার ফলে সাবান-প্রস্তুত ব্যবসায়েরও অনেক সহায়তা হইবে। দুই তিন লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া আরম্ভ করিতে পারিলে এই কারবারে যথেষ্ট লাভ হইবার সম্ভাবনা।

ভারতে জীবন-বীমার প্রসার

"দি ইণ্ডিয়ান্ লাইফ্ এশিওর‍্যান্স ইয়ার বুক, ১৯২৭" বা ভারতে জীবন-বীমার খতিয়ান, ১৯২৭" নামে শ্রীযুক্ত মিকুলে এক বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে ৬০ টা ভারতীয় জীবন-বীমা কোম্পানীর (অবশ্য অ্যাক্টের অধীন বণ্টন সমিতিগুলি ধরিয়া) ও ২৩ টা অ-ভারতীয় কোম্পানীর কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

অ-ভারতীয় ২৩টা কোম্পানীর মধ্যে ৪টা গত বছর হইতেই এদেশে কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

৬০টা ভারতীয় কোম্পানীর মধ্যে ২১টা মিউচুয়্যাল, বাকীগুলি প্রোপ্রাইটরি বা সম্পত্তিমূলক।

মিউচুয়্যাল ২১ কোম্পানীর ২টা সর্ব্বসাধারণের জন্য, বাকী ১৯টা বিশেষ বিশেষ জাতির, ধর্ম্মের বা চাকুরের জন্য মার্কামারা রহিয়াছে।

সম্পত্তিমূলক কোম্পানীতে ভারতীয় দেশগুলির স্থান নিম্নরূপ :—

প্রথম	বোম্বাই,	অফিসের	সংখ্যা ১৪
দ্বিতীয়	বঙ্গদেশ,	"	" ১০
তৃতীয়	পঞ্জাব,	"	" ৫

যুক্তপ্রদেশের অবস্থা শোচনীয়। এত বড় দেশে একটাও আফিস নাই।

বীমার আয়

১৯২৬ সনে মোট প্রিমিয়াম আয় ৩·৩২ কোটি টাকা। এই আয়টা ১৯২৫ সনে ১৪%, ও ১৯১০ সনে ১০% যথাক্রমে কম ছিল। ১৯২৬ সনে ভারতীয় জীবন-বীমা অফিসগুলিতে নূতন বীমার পরিমাণ ১০·৩৪ কোটি টাকা। এই পরিমাণ ১৯২৫ সনে ২৬% ও ১৯১৭ সনে প্রায় ৫০০% যথাক্রমে কম ছিল।

এনডাওমেণ্ট যে সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বীমা, তাহা কাজের পরিমাণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়। এইরূপ বীমা বাবদ বাৎসরিক প্রিমিয়ামের হার গড়ে ৫৪ হাজার টাকা।

ভারতে মোট কাজের বহর

জীবন-বীমার কোম্পানীগুলি এক বছরে গোটা ভারতে যে বীমা সম্পাদন করে, তার মোট আদায়টা (বোনাস্ যোগ করিয়া) কত ? ১৯২৬ সনে ছিল ১১০ কোটি টাকা। ইহার ⅔ অংশ ভারতীয় কোম্পানীর তাঁবে ও বাকী ⅓ অংশ অ-ভারতীয় আফিসের তাঁবে বাহির হইয়াছে। মোট প্রিমিয়াম আয় ৫ কোটি টাকার উপর।

বৃটিশ কোম্পানীর সঙ্গে তুলনা

বৃটিশ কোম্পানীগুলি ভারতে তাদের কারবার চালাইতেছে। পরপৃষ্ঠায় লিখিত টেব্‌ল হইতে মোট কারবারটা বুঝা যাইবে।

কোম্পানীর নাম	বৎসরের শেষ	পলিসির সংখ্যা	বীমা ও বোনাস্ (পাউণ্ড)	আফিস বাৎসরিক প্রিমিয়াম (পাউণ্ড)	নিট্ অ্যাক্চুরিয়াল দেনা (পাউণ্ড)
কমার্শ্যাল	১৯১২	৬১২	৩,৫৪,৫৩৯	১৫,৬৭১	১,৫৮,৮১০
ইউনিয়ান	১৯১৭	৫৫০	৬,১১,৮৯৪	১২,৬২৭	১,৫৬,৪৭৪
	১৯২২	৫২৫	২,৮২,০০৮	১২,৬৬৪	১,৩৬,৬৩৬
গ্রেসাম	১৯১৪	৫,৪৬১	৮,৮৮,০৫২	৪৫,৮৮৬	১৮৮,৯৭৫
	১৯১৯	৫,৯৮১	১০,১৭,৪৯৭	৫১,৬৪৭	২,৮২,০৮৪
	১৯২৪	৭,৪৭৪	১৩,২৬,৫৪৭	৬৫,৩২১	৪,০৯,৭৬৭
নর্থ বৃটিশ অ্যাণ্ড	১৯১৫	৬,১০০	২০,৫৬,৮০৭	৯৬,৯৫২	৬,৫৩,৪৫৪
মারক্যান্টাইল	১৯২০	৭,৬৬২	২৭,৪১,১০৮	১,২৫,৩৮৪	৯,৪৫,৪১০
	১৯২২	৮,১১০	২৮,৬২,৯৯০	১,৩১,১৬৭	১০,৪২,০৩১
	১৯২৫	৮,৮০৭	৩১,১৬,৯৬৫	১,৩৮,৩১৯	১২,৩৭,৪৪৫
নরউইচ্ ইউনিয়ান্	১৯১৬	৩,৭৫৯	৮,৩০,৭০১	৪৬,৫৩৫	১,৪৪,৯৮৮
	১৯২০	৬,১১৪	১৪,৫৭,৭৩৫	৮২,১৬৭	৩,৯৫,৩০১
	১৯২৫	৮,৮৯০	২১,৮৯,৬৩৯	১,১৯.২১১	৬.২৩,০৪০
ফিনিক্স	১৯১৫	২,৯৫৪	৭,৫৫,৫৪৫	৩৬,২১৯	১,৬১,২০৭
	১৯২০	৩,৮৯২	১০,২০,৪৮৬	৪৯,৮৬২	২,৮৬,০৪৫
	১৯২৫	৪,১৪১	১১,০৫,২০৫	৫১,৬৭৯	৩,৮২,৪৮৬
প্রুডেন্শ্যাল	১৯২৫	৪০	২৫,৭৩১	১,৬২৮	১,৪২৭
	১৯২৬	২১০	৮২,৯৮৫	৫,০০৬	৫,৫৪০
রয়্যাল	১৯১৪	২,২৫০	৮,২০,৫৫৮	৩৭,৯৫৬	২,১৬,২৪১
	১৯১৯	২,৬২৩	১৩,০৩,১৩১	৫৮,৩৫১	৪,১০,৬৪০
	১৯২৪	৪,১৮৭	১৫,১৩,০২৭	৭১,৮১৯	৪,২৪,০৪৩
রয়্যাল এক্সচেঞ্জ	১৯১৫	৭৩১	৬,৪৩,৩১৬	৬,৩১৮	৩৭,০০৮
	১৯২০	৮৬৭	১,৭০,৯১৬	৭,৬৭২	৪৭,৭৮৮
	১৯২৫	৯০৩	২,৩৬,২৬৮	১০,৬৫৯	৬৮,১৭৮

কোম্পানীর নাম	বৎসরের শেষ	পলিসির সংখ্যা	বীমা ও বোনাস (পাউণ্ড)	অফিস বাৎসরিক প্রিমিয়াম (পাউণ্ড)	নিট্ অ্যাকচুরিয়্যাল দেনা (পাউণ্ড)
রয়্যাল লণ্ডন অক্সিলারি	১৯১৯	৩০	৬,৯৫৩	৪০৯	৬৮৩
	১৯২৫	২৮	৭,১১৫	৪২৭	১,৮৬৩
স্কটিশ ইউনিয়ান্ অ্যাণ্ড ন্যাশনাল	১৯১৪	৪,৯৯৫	৬৩২১,৮১০	৭৭,৫৫০	৫,৬৩,০৩১
	১৯১৯	৪,৮০৪	১৫,৭৪,৩১১	৭৬,৬৮৩	৮.৭২,৬১৩
	১৯২২	৪,৭২০	১৫,৪৭,১৪৯	৭৫,৪৮৬	৭,৩৮,৫২৬
ইয়র্কশায়ার	১৯১৪	৭৯	২২,৬৮৬	১,০৩৭	৩,৭৪০
	১৯১৯	১৮২	৯১,৭৬৫	৪,৩৭৭	১৮,২২৮
	১৯২৩	২১৬	১,৪৯,৭৯২	৭,৭৩৯	৩০,৯১৯

ভারতীয় রেলের অতীত ও ভবিষ্যৎ

প্রতি বছর ভারতে রেল লাইনের বিস্তার বাড়িতেছে। নূতন নূতন লাইন খোলা হইতেছে। গত আট বছরের হিসাব নিম্নরূপ :—

সন	নূতন রেলওয়ে (মাইল)	নূতন কন্‌ষ্ট্রাক্‌শনে খরচ (কোটি টাকা)
১৯১৯-২০	২০০	.৫৯
১৯২০-২১	৩৬৫	১.৩৪
১৯২১-২২	২৬৮	২.৫৬
১৯২২-২৩	৩৮২	৩.৫৮
১৯২৩-২৪	৪৩০	২.৭০
১৯২৪-২৫	২৩৩	২.৭৫
১৯২৫-২৬	৩৫২	৪.৩৮
১৯২৬-২৭	৩৩৪	৬.৪৭

আগামী ১৯২৭-২৮ সনে ৯০০ মাইল নূতন লাইন খুলিবার কথা। তার পরবর্ত্তী দুই বছরেও এই হার বজায় থাকিবে বলিয়া বিশ্বাস। ১৯২৭-২৮ সনে খরচের বরাদ্দ হইয়াছে ৭½ কোটি টাকা।

১৯২৩ সনের জানুয়ারী হইতে বিশেষ হিসাব রাখা হইতেছে। ঐ সময় হইতে আজ অবধি ষ্টেট্ লাইনের জন্য (কোম্পানী ও সরকারী) যে ষ্টোর দরকার হইয়াছে তন্মধ্যে ভারতের বাহিরে অর্ডার গিয়াছে ২৪ কোটি টাকার। এই অর্ডারের অন্ততঃ ৮৫% গ্রেটবৃটেন পাইয়াছে।

রেল ও কৃষি

ভারতে রেলওয়ের দৈর্ঘ্য বর্ত্তমানে ৩৯,০০০ মাইল। কিন্তু এখনও রেলের বহুল প্রসারের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে।

রেলওয়ে বোর্ড রেল-বিস্তারের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছে। কৃষি-প্রধান আয়তনগুলির উন্নতির জন্য শাখা ও ছোট লাইনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কৃষি ও কৃষিজাত ফসলের ব্যবসা-বৃদ্ধির দিকেও লক্ষ্য রাখা হইতেছে।

যুদ্ধের পর কয়েক বৎসর পুরাতন লাইনের উন্নতি-সাধনের দিকেই ঝোঁক দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি ১৯২১ হইতে ১৯২৬ সন অবধি প্রতি বছর গড়ে ভারতের রেলওয়ে ৩০০ মাইল করিয়া বাড়িয়াছে।

বর্ত্তমানে রেলের আর্থিক অবস্থা ভাল বলিয়া রেলের প্রসার দ্রুত হইতেছে। ১৯২৫-২৬ সনের আর্থিক বৎসরান্তে মোট ২,৪৪৬ মাইল লাইন নির্ম্মাণ হইতেছিল। পর বছর ৪২১ মাইলে চলাচল আরম্ভ হইয়াছিল। ১৯২৭ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে ২৫৬৪ মাইল নির্ম্মাণ চলিতেছিল।

বর্ত্তমানে ৩,২০০ মাইল নূতন রেলওয়ে নির্ম্মিত হইতেছে। যে সব লাইন জরীপ হইতেছে ও যেগুলির সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতেছে সব মিলাইয়া ৫ বছরে ৭,০০০ মাইল খুলিবার কথা।

মার্কিণ ব্যাঙ্কের উঠানামা

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের সব চেয়ে বড় বড় ১০০টা ব্যাঙ্কের তালিকা পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় সেখানকার বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি কেমন তাড়াতাড়ি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। অবশ্য ব্যাঙ্ক অব্ ইতালি ও নিউইয়র্কের ব্যাঙ্ক অব্ আমেরিকার সম্প্রতি যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই। ১৯২৭ সনের শেষে সমস্ত ব্যাঙ্কের মোট জমা দৃষ্টে এই তালিকা করা হইয়াছে। সে সময় সমস্ত ব্যাঙ্কের সবশুদ্ধ জমা ছিল ১৮,১৯১,৯৫৮,৮৮৫ ডলার। ইহাতে দেখা যায় যে, এক বৎসরে প্রায় ১,৪০০,০০০,০০০ ডলার এবং দুই বৎসরে প্রায় ২,২০০,০০০,০০০ ডলার বাড়িয়া গিয়াছে। এই বৃদ্ধির কিছু কিছু সঙ্ঘবদ্ধ ব্যাঙ্কগুলিতে দেখা যায়; কিন্তু বড় বড় ব্যাঙ্কগুলিই বিশেষ তাড়াতাড়ি বাড়িয়া যাইতেছে।

শাখা ব্যাঙ্কগুলি এ হিসাবে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। কারণ এইসব শাখা ব্যাঙ্কের জমার পরিমাণ মোট জমার শতকরা ১০ ভাগ মাত্র।

সাধারণতঃ বড় বড় সহরেই বড় বড় ব্যাঙ্ক থাকে। প্রথম ১০টী ব্যাঙ্কের মধ্যে ৭টী নিউয়র্কে, ২টী শিকাগোতে এবং ১টী স্যানফ্রান্সিস্কোতে স্থাপিত। তালিকার ১০০টী ব্যাঙ্কের মধ্যে নিউইয়র্কে ২৮টী, শিকাগোতে ১১টী, স্যান ফ্রান্সিস্কোতে ৯টী, ফিলাডেল্ফিয়াতে ৮টী, বোষ্টনে ৬টী, এবং অন্যান্য ২০টী সহরে ১টী থেকে ৪টী পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক আছে।

১০০টা বড় ব্যাঙ্ক

এই ১০০টা বড় বড় ব্যাঙ্কের মধ্যে মাত্র ৩৯টী "ন্যাশন্যাল" চার্টারের অন্তর্গত; বাকী ৬১টী "ষ্টেট্" ব্যাঙ্ক। তালিকার এই ১০০টী ব্যাঙ্ক মোট ব্যবসা কেমন করিতেছে এবং তাহাদের কেমন উন্নতি হইতেছে তাহা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

	মূল ধন (ডলার)	অতিরিক্ত ও অবিভক্ত লাভ (ডলার)	জমা (ডলার)
১৯২৭ সনে	৯৩০,৯৫০,০০০	১,৪২৮,৪২২,০১১	১৮,১৯১,৯৫৮,৮৮৫
১৯২৬ "	৮১১,৭২৫,০০০	১,২২৮,২৮৬,৮৪৩	১৬,৭৯৪,২০৩,০০৮
১৯২৫ "	৭৫০,০৫৫,০০০	১,১১৪,০৬৪,৬৮২	১৫,৯৯৩,৮২০,১১৯
১৯২৪ "	৭০৫,১৪৯,৯৯০	১,০৬৯,৯৯৭,৬২২	১৫,১৫৩,২৫৫,৮৫৫

এই ১০০টী বড় বড় ব্যাঙ্কের দ্বারা সমগ্র দেশে কি পরিমাণ ব্যবসা হয় দেখা যাউক। গভর্ণমেণ্টের সরকারী বিবরণ থেকে জানা যায় যে, গত জুনের শেষে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ এবং তার আশে পাশে মোট ২৭,২৬১টী ব্যাঙ্ক ছিল। এবং ইহাদের জমার পরিমাণ ছিল ৫৬,৭৩৫,৮৫৮,০০০ ডলার। এখন, বৎসরের শেষে এই ১০০টী বড় বড় ব্যাঙ্কের জমার পরিমাণ ১৮,০০০,০০০,০০০ ডলারেরও কিছু বেশী হওয়াতে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের সর্ব্বশুদ্ধ ২৭,০৬১টী

ব্যাঙ্কের মোট জমার তুলনায় ইহা প্রায় শতকরা ৩২ ভাগ। মোট জমা থেকে তুলিয়া লওয়া অংশ বাদ দিলে, বাকী জমার অংশ ধরিতে গেলে শতকরা ভাগ কিছু কমিয়া আসিবে। সুতরাং যে পরিমাণে এই সকল বড় বড় ব্যাঙ্ক উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে ইহাদের শতকরা হিসাব বৎসর বৎসর না কমিয়া যে বাড়িয়া যাইবে তাহাতে কিছু আশ্চর্য্য নাই।

বাঘা বাঘা ১০টা ব্যাঙ্ক

প্রথম ১০টী "বাঘা বাঘা" ব্যাঙ্কের ব্যবসার ফলাফল নিম্নে দেওয়া গেল :—

পর্য্যায় (১৯২৭)	নাম	মূলধন ডলার	মোট জমা ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৭	মোট জমা ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৬	পর্য্যায় (১৯২৬)
১।	ন্যাশনাল সিটি, নিউইয়র্ক	৭৫,০০০,০০০	১,২৭৫,০৪১,৯৬৪	১,০৮৩,৫৯৯,১৫৯	১
২।	কেজ্ ন্যাশানাল „	৫০,০০০,০০০	৭৯২,৩৩৯,৪৯১	৮৫২,৪৫৬,১১৪	২
৩।	গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট্ কোম্পানী „	৩০,০০০,০০০	৭২০,০২৯,১৭১	৬৩৯,৩৬৯,৮৭৭	৩
৪।	ব্যাঙ্ক অব ইতালী, এন, টি, আই, এস, এ, স্যান ফ্রান্সিস্কো	৩৭,৫০০,০০০	৬৪৫,০০২,১৩৮	৪১৬,৬৫৬,৫১১	৯
৫।	আমেরিকান্ এক্স-আরর্ভিং, নিউইয়র্ক	৩২,০০০,০০০	৬২২,১৭৬,৬৬৬	৬২৮,৮৮৬,২১৪	৪
৬।	ব্যাঙ্কারস্ ট্রাষ্ট কোঃ, নিউইয়র্ক	২০,০০০,০০০	৫৬২,০৬৯,০৭১	৪৫৮,৫২৮,৬৮৩	৬
৭।	কণ্টিনেণ্টাল্ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অ্যাণ্ড ট্রাষ্ট কোং, সিকাগো	৩৫,০০০,০০০	৫৪১,৩২২,৩৩৫	৫২৮,৯৪১,২১৭	৮
৮।	ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব্ কমার্স, নিউইয়র্ক	২৫,০০০,০০০	৫৩৭,২৬২,৩৮৭	৫৬৩,৩৫৬,০২২	৫
৯।	ইকুইটেবল্ ট্রাষ্ট কোং, নিউইয়র্ক	৩০,০০০,০০০	৪৭৮,৮৫২,২৯৪	৪৩০,৯৭২,৩৫০	৭
১০।	ইলিনয়স মারকাণ্টাইল কোং শিকাগো	১৫,০০০,০০০	৩৮৩,৩৩৪,৫১০	৩৭৩,৬০৪,১৭৯	১০

১৯২৬ এবং ১৯২৭ এই দুই সনের মধ্যে ব্যবসার পর্য্যায় তুলনা করিলে কয়েকটি বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। প্রথমতঃ স্যানফ্রান্সিস্কোর ব্যাঙ্ক অব্ ইতালি ১৯২৬ সনে নবম স্থানে থাকে। ১৯২৭ সনে একেবারে চতুর্থ স্থানে উঠিয়াছে। বড় বড় ১০০টা ব্যাঙ্কের তালিকা করার পর এবারেই প্রথম দেখা গিয়াছে যে, কোন ব্যাঙ্কের হেড আফিস নিউইয়র্কে না থাকিলেও পর্য্যায় প্রথম ৫টি স্থানের একটী অধিকার করিতে পারে। এ বৎসরে ১০০টী বড় বড় ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রথম ৭টী সবই নিউইয়র্কের ব্যাঙ্ক নহে।

জাপানী মজুর গুনতিতে ১৪ লাখ

১০ই অক্টোবর (১৯২৭) তারিখে জাপান গবর্ণমেণ্টের "ষ্ট্যাটিসটিক্স বিউরো"র শ্রমজীবীদের দ্বিতীয় হিসাব অনুসারে জাপানের কারখানা, খনি এবং তাহার শ্রমজীবীদের যে হিসাব পাওয়া যায় তাহা নীচে দেওয়া গেল :—

সমগ্র দেশে মোট ৭,৫১১টী কারখানা ছিল। ইহার মধ্যে ওসাকা বিভাগে ১,২৭৪টী ও টোকিও বিভাগে ১০৬৬টী কারখানা ছিল। কারখানার শ্রমজীবীদের সংখ্যা মোট ১,৩৭৮,৩৯০ ছিল। ইহার মধ্যে পুরুষ ৬২৫,৩৯০ জন এবং স্ত্রী ৭৫৩,০৬৭ জন। গভর্ণমেণ্টের অধীনে মোট ১৬০টী কারখানা ছিল এবং শ্রমজীবী ছিল ১৩৫,৯৯১ জন। অন্যান্য কারখানার সংখ্যা ৭৩৫১ ছিল এবং ইহার শ্রমজীবীর সংখ্যা ছিল ১,২৪২,৪৬৬ জন।

খনির সংখ্যা সমগ্র দেশে ছিল মোট ৩২২টী। ইহাতে শ্রমজীবী ২৮২,৪৮২ জন ছিল। পুরুষ ২২০,৭৮২ জন স্ত্রী ৬১,৭০০ জন। গভর্ণমেণ্টের অধীনে মোট ৪টী খনি ছিল এবং অন্যান্য খনির সংখ্যা ছিল ৩১৮টী।

১৯২৭ সনের ১০ই অক্টোবরের হিসাবের তুলনায় মোট ৩৮১টী কারখানা বাড়িয়াছে এবং ইহার শ্রমজীবী বাড়িয়াছে ৫২,১৬৮ জন। খনির সংখ্যা ১৯টী কমিয়াছে এবং ইহার শ্রমজীবী ১০৩৫৩ জন কমিয়াছে।

তুলার বীজের সার

যুক্তরাজ্যের কৃষি বিভাগের অধীন "বিউরো অব্ দি এগ্রিকালচারাল একনমিক্‌স্"এর মতে গত বৎসর প্রায় ৪৫০,০০০ টন তুলার বীজের সার ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহা ১৯২৬-২৭ সালের তুলার সারের প্রায় শতকরা ১৬ ভাগ ধরা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে প্রায় ৩৩০,০০০ টন কৃষকরা ব্যবহার করে এবং বাকী ১২০,০০০ টন কারবারীরা সারের জন্য ব্যবহার করে।

১৯২৭ সালের উৎপন্ন তুলার বীজ হইতে প্রায় ২,৮৩৮,০০০ টন সার প্রস্তুত হয়। ইহার মধ্যে এ বৎসরে প্রায় ৫০১,০০০ টন বাহিরে রপ্তানি হয়। এবং প্রায় ১,৮৮৭,০০০ টন সারের জন্য খাদ্যরূপে ও অন্য কারণে ব্যবহৃত হয়।

ফরাসী-জার্ম্মাণ রসায়ন-সমঝোতা

প্যারিস, ১৪ই নভেম্বর। ফ্রান্স ও জার্ম্মাণির ভিতর রসায়ন সম্বন্ধে একটা বন্দোবস্ত আগামী ১০ দিনের মধ্যেই প্যারিসে ঠিক হইয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়। নূতন বন্দোবস্তে ১,০০০,০০০,০০০ ডলার লইয়া একটা রাসায়নিক সমিতি স্থাপিত হইবে। ইংলণ্ড, বেলজিয়াম এবং সম্ভবতঃ সুইজারল্যাণ্ড ও ইতালির ব্যবসাও ইহার মধ্যে আসিবে।

ফ্রান্স ও জার্ম্মাণির রসায়ন সম্বন্ধীয় বাণিজ্য এই বন্দোবস্তের সর্ত্তগুলি সর্ব্বান্তঃকরণে মানিয়া লইয়াছে। এমনি এখন হইতেই রং ও নকল রেশম সংক্রান্ত সব রসায়ন দ্রব্য ব্যাপারে এই সব সর্ত্ত অনুযায়ী কাজ করা হইতেছে। ১৯২৬২৭ সালের রপ্তানি ও বিক্রীর বহর অনুসারে আগামী বৎসরের জন্য বিদেশী বাজার দর ঠিক হইয়াছে। সাধারণ দর কষাকষি ব্যাপারের জন্য সব জিনিষের একটা ঠিক দাম ধার্য্য হইয়াছে। তবে যারা সব বিষয়ে খবর রাখেন তাদের পক্ষে একটা বিস্তারিত মূল্যের বন্দোবস্ত বিশেষ কাজে আসিয়াছে। প্রথমতঃ এই বন্দোবস্ত অক্টোবর মাসের শেষে অথবা নভেম্বরের প্রথমে পাকা-পাকি ঠিক হইবে, এইরূপ কথা ছিল। কিন্তু যে যে দেশ লইয়া এই সমিতির গঠন হইবে তাহাদের বাজার-দরের, বিশেষতঃ রাসায়নিক দ্রব্য বিষয়ে, ফ্রান্সের সেণ্ট্রাল কমিটি থেকে একটা নূতন বিবরণের দরকার হওয়ায় ইহার দিন পিছাইয়া গিয়াছে। ২৪শে নভেম্বরের মধ্যে এই বিবরণ শেষ হইবে আশা করা যায়। এই বন্দোবস্ত স্থায়ী ভাবে স্থির হইবার পূর্ব্বে সমিতির প্রত্যেক সভ্যের বহির্ব্বাণিজ্যের সীমানা নির্দ্দিষ্ট হইবে।

ফ্রেঞ্চ সেণ্ট্রাল কমিটি ফ্রান্সের প্রধান প্রধান ১৫টী রসায়ন কোম্পানী লইয়া গঠিত। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সভ্য যে পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্স ও জার্ম্মাণির কথা বার্ত্তা আরও একটা পাকা ভাবে ঠিক না হইতেছে সে পর্য্যন্ত এই বন্দোবস্ত স্থায়ী ভাবে স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। ইহার কারণ এই বন্দোবস্ত সমগ্র ইউরোপীয় সমিতির একটা অংশ হইবে।

যাহা হউক, ফ্রান্সের রাসায়নিক নেতৃগণ এ বিষয়ে জার্ম্মাণির বন্দোবস্ত মানিয়া লইতে ইচ্ছুক। এই সমিতির গঠনকার্য্য ঘটনা পরম্পরায় যে দিকে টানিয়া লইয়া যায়

যাউক, এইরূপ তাহাদের মনের ভাব। নাইট্রেট্ লইয়া একটু গোলমাল দেখা যাইতেছে। কিন্তু ফরাসী, জার্ম্মাণ ও বৃটিশ বাণিজ্যে এ গোলমাল শীঘ্রই মিটিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

ব্যাধি, বার্দ্ধক্য ও দৈব বীমা

ভারতবর্ষের গবর্মেণ্ট যখন দেশের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলা কায়েম করিবার চেষ্টায় সকল শক্তি নিয়োজিত করিতেছেন, দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র তখন জাতিগঠন ও জাতীয় আর্থিক উন্নতির চেষ্টায় ব্রতী আছেন। বিদেশী রাষ্ট্রগুলির বাজেট বা আয়ব্যয় আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ঐ সকল দেশ আইন শৃঙ্খলা নামক সরকারের প্রাথমিক অনুষ্ঠান লইয়া আর ব্যস্ত নহে। তাহারা গোটা জাতির আর্থিক ও অন্যবিধ উন্নতির দিকে আজকাল বেশী মনোযোগ দিতেছে। জার্ম্মাণ জাতিই এই ব্যাপারে সকলের অগ্রণী। ১৮৭৮ সনের ঐ দিকে নয়া জার্ম্মাণির প্রাণদাতা বিসমার্ক জার্ম্মাণিতে বীমার কথা লইয়া আলোচনা আরম্ভ করেন। তাঁহার চেষ্টার ফলেই জার্ম্মাণিতে ব্যাধি, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি সমাজ-বীমা-প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্ম্মাণির আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ইয়োরোপের অনেক দেশই আজকাল ঐ সকল মহা কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছে। ইয়োরোপের অনেক দেশেই আজকাল ব্যাধি বার্দ্ধক্য, দৈব দুর্ঘটনা, বেকার অবস্থা প্রভৃতির বাধ্যতা-মূলক বীমা-প্রতিষ্ঠান চলিতেছে। যেসকল দেশে ঐরূপ বাধ্যতামূলক সামাজিক বীমার প্রথা প্রচলিত আছে সেই সকল দেশের শ্রমজীবিগণের ব্যাধি, বার্দ্ধক্য, বা দৈব দুর্ঘটনার জন্য বেকার অবস্থায় বসিয়া থাকার সময় ঐ সকল-বীমা প্রতিষ্ঠান হইতে উপযুক্ত ভাতা মিলে। অনাহারে তাহাদিগকে মরিতে হয় না। পরিবারের উপার্জ্জনক্ষম লোক মারা গেলে তাহার বিধবা স্ত্রী বা সন্তানসন্ততি বা পরিবারের অন্যান্য লোককে পথের ফকির সাজিতে হয় না। সরকার হইতে বা সরকার-পরিচালিত ঐ সকল বীমা-প্রতিষ্ঠান হইতে তাহাদের অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়।

ইংলণ্ডের ওল্ড এজ পেনশন অ্যাক্ট বা বার্দ্ধক্য ভাতা আইনের কথা সুবিদিত। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া বা সাহায্য করা প্রত্যেক সুসভ্য সরকারের প্রাথমিক কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডের মিনিষ্ট্রী অব্ হেলথ বা স্বাস্থ্য-মন্ত্রী বিভাগ গার্জ্জিয়ান বোর্ডের দ্বারা বিলাতের দীন-দুঃখীদিগকে সাহায্য দেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। গত ১৯২০ সনে দীনদুঃখীর সাহায্য বাবদ ইংলণ্ডের ২৬০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হয়।

ফরাসী দেশে "কুমুন" ও "দেপার্ৎমা" নামক স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী তত্ত্বাবধানে ঐ সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে। জার্ম্মাণিতেই এই পদ্ধতি সর্ব্বপ্রথম উদ্ভাবিত ও প্রচলিত হয় এবং বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মাণিতে ইহা খুবই প্রসার লাভ করিয়াছে। জাপানে মাত্র ১৮৯৯ সন হইতে এই ধরণের সামাজিক আইনকানুন প্রণয়ন করা হয়। বর্ত্তমানে জাপানও এ বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। দুঃস্থ দুঃখীকে সাহায্য করাটা আর ঐ সকল দেশে খয়রাৎ বলিয়া কথিত হয় না—ইহা সরকারের অন্যতম প্রাথমিক কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

গত ১৯২২ সনে গ্রেটবৃটেনে বেকার বীমাকারিগণকে ৪৮০ লক্ষ পাউণ্ড ভাতা দেওয়া হয়। ইহার ১৮০ লক্ষ পাউণ্ড পুঁজিপতিগণ প্রদান করে। শ্রমজীবিগণ ১৬০ লক্ষ পাউণ্ড প্রদান করে এবং অবশিষ্ট ১২০ লক্ষ ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হয়। মোট ১২,০০০,০০০ জন বেকার বীমাকারী ঐরূপ বেকার বীমার সুবিধা গ্রহণ করে। তারপর স্বাস্থ্য বীমা বিভাগ বা হেলথ ইনশিওর্যান্স ডিপার্টমেণ্ট ১৫,০০০,০০০ জনের ভার গ্রহণ করিয়াছে। ১৯২১-২২ সনের বার্দ্ধক্য-বীমা-বিভাগ হইতে ২৬০ লক্ষ পাউণ্ড প্রদান করা হয় এবং প্রায় ১০ লক্ষ লোক ইহার সুবিধা গ্রহণ করে।

১৯১৯ সনে জার্ম্মাণিতে ১৭,০০০,০০০ জন ব্যাধি বীমা করেন, ২৩,০০০,০০০ দৈব দুর্ঘটনার জীবন-বীমা করেন, এবং ১৭,০০০,০০০ জন বার্দ্ধক্য বীমা করেন। এই সকল বীমার আইনকানুন ও অবস্থা সম্বন্ধে যে

এদেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে অনেকেই জানেন না ইহা বলাই বাহুল্য।

জাপানে এই সকল বীমার আইন কানুন খুব ভাল। ইহাতে জটিলতা একটুও নাই। এজন্য জাপানীরা অধিক সংখ্যায় এইসকল জীবন বীমা করিতেছে। ১৯১৬ সনে জাপানে পপুলার লাইফ ইনশিওর্যান্স ল ও পপুলার লাইফ অ্যাসুওর্যান্স অ্যাকাউন্ট ল নামক কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। এই আইনগুলির ব্যবস্থায় জীবনবীমা সাধারণতঃ পোষ্ট আফিস লাইফ অ্যাসুওর্যান্স নামে বিখ্যাত। কারণ সরকারের এই জীবন বীমা বিভাগ সাধারণতঃ জাপানের ডাকঘর-গুলি কর্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। জাপানের কতক-গুলি ভারি চমৎকার জীবন বীমা আইন আছে। জীবন বীমাকারীকে কোন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইবার প্রয়োজন করেনা এবং জীবন বীমাকারী স্ত্রী বা পুরুষের বয়স ১২ হইতে ৬০ এর মধ্যে হইলেই চলিবে।

বীমাকারী জীবন-বীমার চুক্তি শেষ করিয়াই যদি অন্ধ হইয়া পড়ে বা তাহার দুই হস্তই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার আর প্রিমিয়ামের টাকা দিবার প্রয়োজন হইবে না। এমন কি ঐ বীমাকারী যদি আর্থিক সাহায্যের জন্য সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করে তাহা হইলে সরকার হইতে তাহাকে উপযুক্ত ভাতাও দেওয়া হয়; কিন্তু এক্ষেত্রে তাহার জীবন বীমা ক্যানসেল হইয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত জীবন বীমাকারিগণের স্বাস্থ্য পরিদর্শন ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ১৯২৬ সনে জাপানে ঐ ধরণের ৫০টি স্বাস্থ্য-কেন্দ্র ছিল। ভারতে ঐ সকল বীমা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

রবার দুনিয়া—১৯২৭

মেসার্স সাইমিংটন সিনক্লেয়ার কর্তৃক ১৯২৭ সনের রবার বাজারের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। মোটের উপর ১৯২৭ সন রবার শিল্পের অনুকূল ছিল না। বৎসরের কতক সময় রবার শিল্পের শ্রমজীবিগণকে কাজ অভাবে বেকার বসিয়া থাকিতে হয়। মূল্যের উঠা-নামার তারতম্য ততটা পরিলক্ষিত হয় না। আলোচ্য সনের মার্চ্চ মাসে রবারের দাম চড়িয়া যায়।

বিভিন্ন দেশের ক্রয়-শক্তির কথা উল্লেখ করিয়া রিপোর্ট বলিতেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র খুব কম মাল খরিদ করিয়াছে। আলোচ্য সনে আমেরিকা ৩৭১,০০০ টন রবার ক্রয় করে। ১৯২৬ সনের তুলনায় ইহার ক্রয়-ক্ষমতা মাত্র ৩০০০ টন বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় মাত্র শতকরা এক ভাগ বেশী রবার আমেরিকা ক্রয় করিয়াছে। মেসার্স সাইমিংটন সিনক্লেয়ারের হিসাবে ১৯২৭ সনে দুনিয়ায় মোট ৫৮১,০০০ টন রবার খরচ হয়। ইহাতে একা আমেরিকার হিস্যা শতকরা ৬৪ ভাগ। ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত বিগত ৭ বৎসরে আমেরিকা গড়ে রবার দুনিয়ার শতকরা ৭০ ভাগ ক্ষয় করিয়া আসিতেছিল। ১৯২৬ সনে ঐ হিস্যা শতকরা ৬৭½ ভাগে পড়িয়া যায়। রবার ব্যবসায়ের দিক্ দিয়া এ পতন ভালই। কারণ রবারের কাটতি কোন বিশিষ্ট দেশের মধ্যে নিবদ্ধ থাকা উচিত নয়।

১৯২২ হইতে ১৯২৬ সন এই ৫ বৎসরে রবার বেশী কাটতি হইতে থাকে। পূর্ব্বের তুলনায় রবার কাটতি ৪০৮,০০০ টন হইতে ৫৮১,০০০ টনে বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ প্রতি সনে শতকরা ৭½ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া মোট বৃদ্ধি ১৭৩,০০০ টনে দাঁড়ায়। ১৯২৬ সনে দুনিয়ার রবার কাটতির হার কমিয়া যায়; কিন্তু গত ১৯২৭ সনে উহা আবার বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৮ সনে আনুমানিক ৬২৫,০০০ টন রবার কাটতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অর্থাৎ ১৯২৭ সনের তুলনায় ৪৫,০০০ টন বা শতকরা ৭½ ভাগ বেশী রবার বিক্রী হইবে। ১৯২৮ সনে আমেরিকার মোটর-শিল্পে একটা জোয়ার আসিবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহার ফলে রবার-শিল্পেরও দ্রুত উন্নতি হইবে।

মিউনিসিপ্যাল ব্যাঙ্ক

বিলাতে একমাত্র বার্ম্মিংহাম সহরে মিউনিসিপ্যালিটী কর্তৃক একটি ব্যাঙ্ক পরিচালিত হইয়া থাকে। ১৯১৬ সনে

বার্ম্মিংহাম মিউনিসিপ্যাল ব্যাঙ্কটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগত ১৯২৭ সনের ৩১শে মার্চ্চের রিপোর্টে দেখা যায়, ঐ সনে ঐ ব্যাঙ্কের অধীনে ২,২৫,৭৬০ জন লোকের আমানত জমার পরিমাণ ছিল ৭,৮০০,২২১ পাউণ্ড। এবং গত সনে ঐ ব্যাঙ্ক কমসে কম ১,৩৬৪,০৬১টা লেন-দেন কারবার করিয়াছে।

উপরোক্ত আমানতী জমার টাকা হইতে ১,৫৬৭,৩৫৮ পাউণ্ড জমাকারী ব্যক্তিগণকে তাহাদের নিজ নিজ গৃহ খরিদের জন্য ধার দেওয়া হয়। অবশিষ্ট অর্থের অর্দ্ধেক ট্রাষ্টিজ সিকিউরিটিজের হাতে শিল্প ব্যবসায় খাটানোর জন্য দেওয়া হয়। অবশিষ্ট প্রায় ৩০ লক্ষ পাউণ্ড সিটি কর্পোরেশনের ব্যাঙ্ক লোন ও ওভার ড্রাফ্‌ট শেষ করিবার জন্য কর্পোরেশনের হাতে দেওয়া হয়।

কর্পোরেশন শতকরা ৩½ ভাগ ইহার জন্য সুদ দেয়। অন্যান্য খরচা বাবদ ½ ভাগ ধরিলে কর্পোরেশনের ঋণ শোধ করিতে মাত্র শতকরা ৪ ভাগ সুদ দিতে হয়। কিন্তু সাধারণভাবে কর্পোরেশনকে শতকরা ৫ ভাগ সুদ দিতে হয়। এই ৩০ লক্ষ পাউণ্ডে শতকরা ১ পাউণ্ড সুদ কম দিতে হইলে বার্ম্মিংহামের করদাতাগণের বাৎসরিক ৩০ হাজার পাউণ্ড বাঁচিয়া যায়।

জার্ম্মাণির নৌ-বহর

হাম্বুর্গ-আমেরিকান লাইন কন্টিনেণ্টাল শিপিং লাইন-গুলির মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ। ঐ কোম্পানী সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি লইয়া "নিউইয়র্ক" জাহাজে এক প্রীতি সম্মিলনীর বৈঠক করেন। ইহাতে ঐ কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাক্তার কুনো জার্ম্মাণির নৌবহর-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন।

গত এক বৎসরের মধ্যে জার্ম্মাণ জাতির মার্কাণ্টাইল মেরিণে এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে। গত আগষ্ট মাসে জার্ম্মাণ জাহাজ কোম্পানীগুলির অধীনে মোট ৩,৪০১,০০০ টনেজের জাহাজ ছিল। ১৯১৩ সনে জার্ম্মাণ জাতির যে নৌবহর ছিল ইহা, তাহার শতকরা ৬৫ ভাগ মাত্র। হাম্বুর্গ জার্ম্মাণির শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-বন্দর। এই বন্দরের এলাকায় জার্ম্মাণির শতকরা ৫৫ ভাগ জাহাজ আনাগোনা করে। ইহার মধ্যে হাম্বুর্গ-আমেরিকান লাইনের জাহাজই বেশী। গত আগষ্ট মাসে ঐ কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে যতগুলি জাহাজ চলিত তাহাদের টনেজের পরিমাণ ছিল ৫২২০০০। বর্ত্তমান সময়ে ঐ সংখ্যা ডবল হইয়াছে। কোম্পানী কর্ত্তৃক অনেকগুলি নূতন জাহাজ নির্ম্মাণই এই বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

বিগত সনের মধ্যে হাম্বুর্গ লাইন অন্য কয়েকটি জাহাজ কোম্পানী খরিদ করিয়া ফেলিয়াছে। বৎসরের প্রথম ভাগে ইহা উত্তর আমেরিকার হারিম্যান লাইনের ৩ খানি জাহাজ খরিদ করে। পরে গোটা জাহাজ কোম্পানীটাই ইহাদের হাতে আসে। ইহা ছাড়া হুগো-ষ্টাইনস লাইনও ইহাদের হাতে আসে। হাম্বুর্গ লাইনের ইহা একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

জার্ম্মাণিতে নূতন জাহাজ নির্ম্মাণ

হাম্বুর্গ শিপিং লাইনের নূতন ব্যবস্থানুযায়ী জার্ম্মাণিতে ২০ খানি ১৫০,০০০ টনেজের নূতন জাহাজ নির্ম্মাণ করা হইবে। এই জাহাজগুলির নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইলে কোম্পানীর জাহাজগুলির টনেজের ক্ষমতা ১০ লক্ষ টনে বৃদ্ধি পাইবে। জার্ম্মাণির জাহাজ কোম্পানীগুলির মধ্যে হাম্বুর্গ লাইনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং দুনিয়ার জাহাজ কোম্পানী-গুলির মধ্যে ইহা একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রিমেনের বিখ্যাত নর্থ জার্ম্মাণ লয়েড লাইনের মত ইহাও যুদ্ধের পূর্ব্ব অবস্থার সচ্ছলতায় ফিরিয়া আসিয়াছে। জার্ম্মাণ-অষ্ট্রেলিয়ান লাইন ও বাসমস লাইন হামবুর্গ লাইনের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়ায় এই তিনটি কোম্পানীর সম্মিলিত নৌবহর ১,৮০০,০০ টনে পৌছিয়াছে। জার্ম্মাণির অন্যান্য জাহাজ কোম্পানীগুলিও এক একটা বড় কোম্পানীর সঙ্গে এইরূপভাবে মিলিত হইয়া যাইতেছে। ইহাদের উদ্দেশ্য শিপিং লাইনগুলিতে অযথা প্রতিযোগিতা হ্রাস করা। রোলাণ্ড লাইন নর্থ জার্ম্মাণ লয়েড লাইনের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়ায় বর্ত্তমানে ঐ জাহাজ কোম্পানীর জাহাজ ৮৫০,০০০ টনেজে দাঁড়াইয়াছে। নর্থ আটলাণ্টিক

সার্ভিসের জন্য এই জাহাজ কোম্পানী আরও দুইখানি দ্রুত জাহাজ নির্ম্মাণের অর্ডার দিয়াছে। হানসা ষ্টীমশিপ কোম্পানীর অধীনে বর্ত্তমানে যতগুলি জাহাজ খাটিতেছে তাহার মোট টনেজের পরিমাণ ২৭০,০০০। হ্যাম্বুর্গ সাউথ আফ্রিকান এস, এস, কোম্পানী ও আফ্রিকা লাইনে যথাক্রমে মোট ২০০,০০০ ও ১২৬,০০০ টনের জাহাজ চলিতেছে।

জার্ম্মাণরা জাহাজ-শিল্প পরিচালনায় ওস্তাদ। কি ভাবে জাহাজ ব্যবসায়ে টাকা রোজগার করিতে হয় তাহা ইহারা জানে। ভার্সাইএর সন্ধির ফলে জার্ম্মাণ জাতির সমস্ত সমুদ্রগামী জাহাজ মিত্রশক্তির হস্তে অর্পণ করিতে হইলেও তাহার কোষ্টাল ট্রেড অক্ষুণ্ণ থাকে এবং বর্ত্তমানে সে তাহার সামুদ্রিক জাহাজ ব্যবসাও অধিকার করিয়া বসিতেছে।

আমেরিকার শিল্প-সম্পদ্

যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প অবস্থা সম্পর্কে ইণ্টারন্যাশনাল লেবার আফিস সম্প্রতি একটি বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা আট ভাগে বিভক্ত এবং শেষে ৪টি পরিশিষ্ট যোগ করা হইয়াছে। প্রথম ভাগে যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের হিসাব দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে ঐ সকল শিল্পকারখানার কাজের ঘণ্টা ও বেতনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রমজীবিগণের প্রতিনিধিত্ব-প্রথা তৃতীয় অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং চতুর্থ ভাগে এম্প্লয়ি ষ্টকওনারসিপ ও মুনাফা-ভাগাভাগি প্রথার উল্লেখ করা হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রকে একটা দেশ বলিলে ভুল করা হয়। ইহা একটা মহাদেশের তুল্য। সেইজন্য সাধারণ ভাবে ইহার শিল্প সম্বন্ধীয় কথা আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। দেশটা খুবই বড় আর খুব জটিল এবং এখানে ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুটন খুব বেশী। এখানকার শিল্প কারখানার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের জন্যই সাধারণ একটা বাঁধাবাঁধি ব্যবস্থা ধরিয়া লইলে ভুল করা হইবে। এক কারখানায় বা এক স্থানে যাহা নাই অন্যটিতে তাহা আছে। মোটের উপর এখানে একটা মোটামুটি চলতি অবস্থার বিবরণ দেওয়া হইল।

যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রধানতঃ শিল্প কারখানার প্রসারের জন্যই দেশটা এরূপ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিয়াছে। ১৯১৩ সনে দুনিয়ার উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের খাতায় যুক্তরাষ্ট্রের হিস্যা ছিল শতকরা ৩৫·৯। গত ১৯২৫ সনে ঐ সংখ্যা ৩৮·৭ হইয়াছে। কাঁচা মাল ও গৃহশিল্পজাত মালের চাইতে কারখানাজাত দ্রব্যের উৎপাদন হার খুব বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আমেরিকার সাধারণ শ্রমজীবী ও সুদক্ষ শ্রমজীবিগণের মজুরীর মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী মালুম হয়। সেখানে সুদক্ষ কারিগরের অভাব খুব বেশী। ইহার ফলে সুদক্ষ লোকের মজুরী সাধারণ লোকের মজুরীর চাইতে খুব বেশী। বিশেষতঃ, যে সকল বিভাগে শ্রমজীবিগণের সঙ্ঘ বা জোট আছে ঐ সকল বিভাগে শ্রমজীবিগণের মজুরীর হার সাধারণতই একটু চড়া। স্ত্রী-মজুরের মজুরীর হার সুদক্ষ শ্রমজীবীর চাইতে খুব কম। আমেরিকার উত্তরাঞ্চলে স্ত্রী-মজুরের সাপ্তাহিক মজুরীর হার সাধারণতঃ ১৫·৫৫ ডলার বা প্রায় ৫০৲ টাকা। অলঙ্কার-শিল্পে ম্যাসাচুসেট ওয়েজ বোর্ড স্ত্রী-মজুরের সাপ্তাহিক পারিশ্রমিক কম পক্ষে ১৪·৪০ ডলার স্থির করিয়া দিয়াছেন। অন্যান্য শিল্পে স্ত্রী-মজুরীর হার ১৩ ডলার হইতে ২০ ডলার। ইহার তুলনায় পুরুষদের পারিশ্রমিক কম পক্ষে ২৪-২৮ ডলার।

বিগত দশ বৎসরের মধ্যে আমেরিকান মজুরের কর্ম্ম-ক্ষমতা নিম্নলিখিত হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯১৪ সনে প্রত্যেক আমেরিকান মজুরের উৎপাদন-ক্ষমতা যদি ১০০ ধরা হয়, তাহা হইলে বিগত দশ বৎসরে নিম্নলিখিত হারে উহা এই সকল শিল্পে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

লৌহ ইস্পাত শিল্পে	১৫৯
মোটরগাড়ী "	২৭২
বুট ও জুতা "	১০৬
কাগজ ও পাল্প "	১৩৪
সিমেণ্ট "	১০১
চামড়া "	১২৬
ময়দার কারখানায়	১৪০
আক গুড় পরিষ্কারের কারখানায়	১২৮

কসাইখানা ও মাংস প্যাকিং শিল্পে ১২৭
পেট্রোলিয়াম রিফাইনিং ... ১৮৩

আমেরিকার লেবার ফেডারেশ্যন

অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়ন সমিতি লইয়া আমেরিকান লেবার ফেডারেশ্যন নামক একটা শ্রমিকসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে এই সকল ট্রেড ইউনিয়ন সমিতি ছাড়া আরও ৩৮০টি স্থানীয় শ্রমিক শাখা সমিতি ইহার অন্তর্গত আছে। এইগুলিও লেবার ফেডারেশ্যনের কেন্দ্রীয় আফিস দ্বারা পরিচালিত হয়।

সাধারণতঃ সকল ট্রেড্ ইউনিয়নই স্বাবলম্বী। স্থানীয় শিল্প বিবাদ বিসম্বাদ ঐ সকল স্থানীয় সমিতি দ্বারাই নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে আমেরিকান লেবার ফেডারেশ্যনটি খাস আমেরিকান মজুর লইয়াই গঠিত। বিদেশী শ্রমজীবী এখনও এইদলে লওয়া হয় নাই। আমেরিকান লেবার ফেডারেশ্যনের বাহিরেও ১০ লক্ষ মজুর সঙ্ঘবদ্ধভাবে ইউনিয়নের এলাকায় বাস করিতেছে। ইহাদের মধ্যে রেলওয়ে ব্রাদারহুডস ও অ্যামালগ্যামেটেড ক্লোদিং ওয়ার্কার্স উল্লেখযোগ্য।

আমেরিকার শ্রমিকগণ রুশিয়া বা ইংলণ্ডের শ্রমিকগণের মত বিপ্লবপন্থী নহে, কারণ ইহাদের আর্থিক অবস্থা ইয়োরোপের শ্রমিকগণের চাইতে সচ্ছল। আমেরিকান শ্রমজীবী বর্ত্তমানে প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা একেবারে উল্টাইয়া ফেলিবার পক্ষপাতী নহে। কোন শিল্প-দুর্ঘটনার সময় বা কোন শিল্পের অসচ্ছলতার সময় ঐ শিল্প কারখানার বেকার শ্রমজীবিগণের সাহায্য করিবার ইচ্ছা লইয়াই আমেরিকায় প্রথম প্রথম মিউচুয়াল বেনিফিট সোসাইটি গড়িয়া উঠে। ইহাই বর্ত্তমানে লেবার ইউনিয়ন বা ট্রেড ইউনিয়নে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

আমেরিকার লেবার ব্যাঙ্ক

শ্রমজীবিগণ কর্তৃক পরিচালিত লেবার ব্যাঙ্ক শিল্প-প্রধান যুক্তরাষ্ট্রের একটা বিশেষত্ব। আমেরিকার ক্লিভল্যাণ্ড সহরে ১৯২০ সনে লোকোমোটিভ এঞ্জিনিয়ার্স ব্রাদারহুড কর্তৃক সর্ব্বপ্রথম একটি লেবার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ঐ সঙ্ঘের এলাকায় যে কয়েকটি লেবার ব্যাঙ্ক পরিচালিত হইতেছে, তাহার সম্মিলিত পুঁজি ৫,১৫০,০০০ ডলার। ইহা ছাড়া ঐ সকল ব্যাঙ্কের আমানতী টাকার পরিমাণ চারি কোটী ডলার। উক্ত ব্রাদারহুড আরও ১০টি ইনভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশন পরিচালনা করেন। এগুলির মূলধন ২৬৫ লক্ষ ডলার। লোকোমটিভ এঞ্জিনিয়ারগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আরও অনেকে লেবার ব্যাঙ্ক গড়িয়া তুলিয়াছেন। বর্ত্তমানে আমেরিকার লেবার ব্যাঙ্কগুলির মিলিত মূলধন ১২ কোটি ডলার বা ৩৬ কোটি টাকার উপর গিয়া ঠেকিয়াছে। লেবার ব্যাঙ্ক-গুলির লভ্যাংশের হার শতকরা ১০ ভাগে সীমাবদ্ধ; কারণ সাধারণ শ্রমজীবিগণের কল্যাণার্থই এগুলি প্রতিষ্ঠিত। লাভ করিবার উদ্দেশ্যে এগুলি গড়িয়া তোলা হয় নাই।

আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়ন

১৯২৬ সনের হিসাবে দেখা যায়, ঐ সনে আমেরিকার ট্রেডইউনিয়ন সঙ্ঘগুলিতে মোট ৪,৪৪৩,৫২৩ জন সভ্য ছিল। ইহার মধ্যে আমেরিকান লেবার ফেডারেশনের ৩,৩৮০,৯৯৭ জন সভ্য ধরা হইয়াছে। আমেরিকার শিল্প কারখানার শ্রমজীবিগণের শতকরা ২৫ জন মাত্র ট্রেড-ইউনিয়ান বা লেবার ফেডারেশনে সঙ্ঘবদ্ধ। ইহারা সকলেই সুদক্ষ শ্রমজীবী বা কারিগর। সাধারণ শ্রমজীবি-গণের মধ্যে কোন সঙ্ঘ বা জোট নাই বলিলেই চলে।

শিল্পকারখানার মালিকগণের নিকট শ্রমজীবিগণের অভাব অভিযোগের কথা পেশ করিবার জন্য প্রতিনিধি প্রথা বর্ত্তমান আছে। ১৯২৪ সনে ১১,৭৭,০০০ শ্রমজীবীর তরফ হইতে কথা বলিবার জন্য ৪১৪ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়।

শিল্প কারখানা পরিচালনা

আমেরিকার পুঁজিপতিগণ অনেকেই তাঁহাদের শিল্প-কারখানাগুলি নিজেরাই তদারক করেন। বড় বড়

কর্পোরেশন বা শিল্প-যৌথভবনে ঐ কাজের জন্য এক একজন লেবার ম্যানেজার আছেন।

রাস্তা নির্ম্মাণে সূতার ব্যবহার

তুলার সূতায় রাস্তা নির্ম্মাণের কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। বর্ত্তমানে আমেরিকার কটন টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউটের নয়া ব্যবহার বিভাগ হইতে রাস্তা-নির্ম্মাণের কাজে সূতা ব্যবহারের চেষ্টা চলিবে। ইট সুরকির গাঁথুনি ও রাস্তার উপরিভাগের পাত ইহার মধ্যে সূতার চাপ রাখিয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে রাস্তার উপরিভাগ পিস বা রবারের পাত নষ্ট হইয়া গেলেও তাহা উঠাইয়া ফেলিবার সময় আসল ইট পাথরের রাস্তার বনিয়াদ নষ্ট হইবে না। সূতার উপর থাকার নিমিত্ত অনায়াসে উপরের জীর্ণ পাত উঠিয়া আসিবে এবং তাহার পরিবর্ত্তে নূতন পাত বিন্যস্ত করা সম্ভব হইবে। বর্ত্তমান সনে এই কাজের জন্য ১০ লক্ষ গজ সূতা ব্যবহার করা হইবে। ইহার তিন বৎসর পরে প্রতি সনে ঐ কাজের জন্য ৫০ লক্ষ গজ করিয়া সূতা ব্যবহার করা হইবে।

কৃত্রিম রেশম-শিল্প

কৃত্রিম রেশম-শিল্প যেরূপ অল্প দিনে দুনিয়ার বাজার দখল করিয়া বসিয়াছে অন্য কোন শিল্প এরূপ করিতে সক্ষম হয় নাই। গত সনে দুনিয়ায় কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের পরিমাণ অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৭ সনে আনুমানিক ২৪০, ০০০,০০০ পাউণ্ড কৃত্রিম রেশম উৎপন্ন হইবার কথা, কিন্তু ঐ সনে ঐ সংখ্যার চাইতে বেশী রেশম উৎপন্ন হইয়াছে। দুনিয়ার এই উৎপন্ন কৃত্রিম রেশমের ছয় ভাগের এক ভাগ গ্রেটবৃটেনে উৎপাদন করা হইয়াছে। ১৯২৭ সনে গ্রেটবৃটেনে ৩৮,৮০২,৫৬৬ পাউণ্ড কৃত্রিম রেশম উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯২৬ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ২৫,৪৮৭,৫৫১ পাউণ্ড। গত সনে ইংলণ্ডে কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের হার এরূপ অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি পাইলেও বর্ত্তমানে উহাদ্বারা বাজারের চাহিদা সম্পূর্ণ মিটান যাইতেছে না।

ল্যাঙ্কাশায়ার তুলা বস্ত্রশিল্পে আজকাল অধিক পরিমাণে কৃত্রিম রেশম সূতা ব্যবহার করা হইতেছে। গত সনে এইরূপ মিশ্রিত সূতি ও রেশম বস্ত্র ৭২,০০০,০০০ বর্গ গজ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ইহা ল্যাঙ্কাসায়ারের এই ধরণের মিশ্রিত বস্ত্রের তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র।

স্পেনে বৈদ্যুতিক রেলওয়ে

স্পেনের ক্যাটালান রেলওয়ে কয়েকশত কিলোমিটার পরিব্যাপ্ত। বর্ত্তমানে এই লাইনগুলির গাড়ী কয়লার ষ্টীম শক্তিতে চলে। ঐ গাড়ীগুলিকে বৈদ্যুতিক শক্তিদ্বারা পরিচালনা করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে অষ্ট্রীয়ার কয়লা কাটতি খুব কমিয়া যাইবে; কারণ স্পেনের রেলগাড়ীর ইঞ্জিনগুলিতে অষ্ট্রীয়ান কয়লা বেশী পোড়ে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

বসরায় ভারতীয় ট্রেড্ মিশন

ডাক্তার মিক (ভারত সরকারের কমার্শ্যাল ইণ্টেলিজেন্স দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল), শ্রীযুক্ত টি ম্যালোনি (বোম্বাই মিলওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি, এবং শ্রীযুক্ত জিওন দাস পুরুষোত্তম দাতিয়া (কমার্শ্যাল অ্যাডভাইসর) প্রভৃতিকে লইয়া যে ভারতীয় ট্রেড্ মিশন গঠন করা হয়, ঐ মিশন সম্প্রতি বিশ্বপর্য্যটনে বাহির হইয়াছে। মিশন বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে বসরা ও বাগদাদে পৌঁছে।

"টাইম্স অব মেসোপোটেমিয়া" পত্রিকায় দেখিতেছি যে, বসরাতে মিশন বিপুল সম্বর্দ্ধনা পাইয়াছিল। জাহাজ হইতে অবতরণ কালে তাঁহারা শ্রীযুক্ত চার্লস উইলস (চেয়ারম্যান, ব্রিটিশ চেম্বার অব কমার্স এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মেসপোটেমিয়া পারস্য কর্পোরেশন), শ্রীযুক্ত কিম্বারনান্দার (বসরার ইরাক রেলওয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর) এবং মেসার্স শিউজি যাদবজি এণ্ড সন্সের শ্রীযুক্ত জেথলাল শিউজির নেতৃত্বে ভারতীয় ব্যবসায়ী সঙ্ঘের ৮ জন সভ্যও বসরা ও করাচীর বিখ্যাত বিখ্যাত ভারতীয় ব্যবসায়িগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হন। বসরা চেম্বার অব কমার্সের কোন প্রতিনিধি ঐ সম্বর্দ্ধনায় উপস্থিত ছিলেন না।

"টাইমস্ অব মেসোপোটেমিয়া"

"ইরাক ভারতের দ্বার" নামক এক প্রবন্ধে "টাইমস অব মেসোপোটেমিয়া" মিশনের সম্পর্কে উৎসাহভরে লিখিয়াছেন যে, ইহার ফলে ভারত ও ইরাকের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের আদান প্রদান আরও বৃদ্ধি পাইবে। ইরাকে ভারতীয় মালের বাজার সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা ছাড়া ইরাকের উপর দিয়া ভারতগামী বিশাল পথ শীঘ্রই প্রস্তুত হইবে। এক্ষেত্রে ইরাককে ভারতের প্রবেশদ্বার বলিতে হইবে।

বিগত ১১ শতাব্দী ধরিয়া ইরাক ও ভারতের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যে আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছে। ইংরেজ ঐতিহাসিক স্যর ফ্রেডারিক চার্লস ড্যানভার সাহেব বলিয়াছেন যে, ভারত আবিষ্কারের সময় ভাস্কোডাগামা যখন ১৪৯৮ সনে কেপ অব গুড হোপ ঘুড়িয়া কালিকটে অবতরণ করেন তাহারও ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে আরবগণের হাতেই একচেটিয়া ভাবে ভারত ও ইয়োরোপীয় দেশের মধ্যকার ব্যবসা-বাণিজ্য নিবদ্ধ ছিল। সেকালের ব্যবসা-কেন্দ্র কালিকাটে বহু আরব সন্তান ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে বসবাস করিত।

বসরায় ভারতীয় বণিক

বসরায় বোরা ও খোজা জামাতখানা বা তীর্থযাত্রী নিবাসও বসরার সঙ্গে ভারতের আদান-প্রদানের সাক্ষ্য দিবে।

বর্ত্তমানে বসরায় যে ভারতীয় বণিক-সম্প্রদায় আছেন, তাঁহাদের মধ্যে তেমন একতা নাই। কোন স্বদেশবাসী নূতন ব্যবসায়ীকে তাঁহারা তেমন উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করেন না। সিউজি যাদবজি, মোহাম্মদ ইসাক এণ্ড কোং, জেথাভাই গোখলে প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত ভারতীয় ফার্ম্মগুলির অবস্থা খুবই সচ্ছল। ইঁহাদের কারবার খুবই বেশী। কিন্তু দুঃখের বিষয় নূতন ভারতীয় ব্যবসায়ী ইঁহাদের নিকট হইতে তেমন কোন সহৃদয়তার পরিচয় পান না।

ভারতে উৎপন্ন বস্ত্রাদির বসরায় কিরূপ কাটতি হইতে পারে তাহা অনুসন্ধান করা বর্ত্তমান ট্রেড্ মিশনের একটি প্রধান কার্য্য। এই অল্পদিনের কথা—বিগত মহাযুদ্ধের সময় বসরার সৈন্য সামন্তের রসদ ভারতবর্ষ যোগাইয়াছে। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ইসমাইল আলানা নামক জনৈক ভারত সন্তান বসরায় বসবাস করিতেন। বসরায় ইনিই একমাত্র ভারতীয় বণিক ছিলেন এবং ভারতবর্ষ হইতে শস্য, ঘী, কয়লা ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি ব্যবসায় ইসমাইল আলানার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলনা। ইনি যেমন ভারতবর্ষ হইতে ঐ সকল দ্রব্য রপ্তানি করিতেন অন্যদিকে ইরাকের পণ্য সম্ভারও ভারতের বাজারে আমদানি করিতেন। বর্ত্তমানে বসরায় বৃটিশ কনসাল যে স্থানে বাস করেন, ঐ স্থান পূর্ব্বে ঐ বিখ্যাত ভারতীয় ব্যবসায়ীর সম্পত্তি ছিল। বসরার বিখ্যাত মুসাফিরখানা ঐ ভারতীয় ব্যবসায়ীর নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

সেকালের বসরা

উক্ত ইংরেজ ঐতিহাসিকের নজিরে আরও দেখা যায় যে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্য খলিফা ওমর সাতিল আরবের পশ্চিম পারে তাইগ্রিস, ইউফ্রেটিজের ও পারস্য উপসাগরের সঙ্গম স্থলে বসরানগরী স্থাপন করেন। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার মত বসরাও একটা প্রধান সামুদ্রিক ব্যবসাকেন্দ্র। বসরা অল্পদিন মধ্যেই ভারতীয় পণ্য দ্রব্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিবার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। সেকালে বসরা হইতে ভারতীয় পণ্য দ্রব্য-সম্ভার উষ্ট্র পৃষ্ঠে করিয়া ত্রেবিজন্দ, আর্মেনিয়া, টাটারি আলেপ্পো প্রভৃতি ব্যবসা অঞ্চল দিয়া বায়রুত বাণিজ্য নগরীতে লইয়া যাওয়া হইত। সেখান হইতে ইয়োরোপের ভিনিসিয়ান, জেনোইজ প্রভৃতি বণিক জাতি ঐ সকল মাল ইয়োরোপে রপ্তানি করিত।

বসরার ভারতীয় বণিক ও ব্যবসায়িগণ বস্ত্র ব্যবসায়ের দিকে তেমন দৃষ্টি দেন নাই। তবে মেসার্স ই, ডি, স্যাসুন ও ডেভিড সেসুন কিছুদিন হইতে বসরায় যেরূপ অধিক পরিমাণে বস্ত্র রপ্তানি আরম্ভ করিয়াছেন ও তাহা যেরূপ বাজারে বাজারে কাটতি হইতেছে তাহাতে মনে হয় বসরাতে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প একটা বড় রকমের সহানুভূতি পাইবে। ভারতীয় পিসগুডের চেহারাও পূর্ব্ব হইতে অনেকটা উন্নতি লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান উন্নত সাজসরঞ্জাম দ্বারা এগুলি প্রস্তুত হওয়ায় পূর্ব্বের চাইতে এগুলি অনেক সূক্ষ্ম। ইরাকীরা প্যারিসবাসীর মত খুব সৌখীন। ভারতীয় শিল্প বস্ত্র ও কাশ্মিরী উলেন বস্ত্র তাহাদের নিকট আদর পাইবে। বসরার ভারতীয় বণিকগণ বর্ত্তমানে চীন জাপান হইতে সিল্ক আমদানি করিয়া ইরাকবাসিগণের চাহিদা মিটায়। ঢাকা, বেনারস বা কাশী সিল্ক একদিন ইহাদের আদরের সামগ্রী ছিল। বর্ত্তমানে ভারতে রেশম শিল্পের যেরূপ উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ইরাক অঞ্চলে ভারতীয় রেশম বস্ত্রের প্রাধান্য হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ইরাকে ভারতীয় পুঁজির ঠাঁই

ভারতবর্ষে অনেক তুলা ও পশম মিল স্থাপিত হইয়াছে। পরন্তু ইরাকে একটিও কটন বা উলেন মিল নাই। ধনী ভারত-সন্তান পুঁজিপাটা লইয়া ইরাক ভূমিতে ঐপ্রকার মিল স্থাপন করিলে খুব ভাল হয়।

পিসগুডস ছাড়াও ইরাকে অন্যান্য কয়েকটি লাভজনক ব্যবসা আছে। ইরাকে যে চাউল উৎপন্ন হয় তাহাদ্বারা ইরাকবাসীর অন্ন-সংস্থান হয় না। এজন্য তাহাকে বার্ম্মা ও ভারতবর্ষ হইতে প্রভূত পরিমাণে চাউল আমদানি করিতে হয়। বস্তার চটও প্রভূত পরিমাণে ভারতভূমি হইতে ইরাকে চালান করা হয়। এতদ্ব্যতীত কাঠের এক বড় ব্যবসা আছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে সুইডেন, রুমানিয়া, ফিনল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে ইরাকের টিম্বার আমদানি হইত। যুদ্ধের সময় হইতে সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশ হইতে টিম্বার ইরাকে চালান করা হইতেছে। সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশের শাল সেগুন কাঠ জগদ্বিখ্যাত। ইহার মালও যেমন সরেশ দামও সস্তা। ইহা ছাড়া ভারতের খনিজ পদার্থও ইরাকে চালান হইতে পারে।

কিন্তু ইয়োরোপের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বসরা বন্দরে

মাল আমদানি করিতে যে জাহাজ-ভাড়া লাগে ভারত বা ব্রহ্মদেশ হইতে মাল আমদানি করিতে তাহার চাইতে ঢের বেশী জাহাজ-ভাড়া লাগে। ফলে ইয়োরোপীয় মালের সঙ্গে ভারতীয় মাল প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারে না। ভারতীয় ট্রেড্ মিশন এদিকে একটু দৃষ্টি দিলে ভাল হয়।

আরও এমন অনেক পণ্য-সম্ভার আছে যাহাদ্বারা ভারত ও ইরাকের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত আদান প্রদান চলিতে পারে। ইরাক হইতে আরবীয় ঘোড়া ও মেসোপোটেমিয়ান খেজুর ভারতবর্ষে আমদানি করা যাইতে পারে। ভারত ও ইরাকবাসী উভয়েই এরূপ আদান প্রদানের কার্য্যে অগ্রসর হইলে উভয় দেশেরই উন্নতি হইবে।

ভারতের শণ চাষী সাবধান !

'অ্যাডভাইসরি কমিটি অন্ ভেজিটেবল ফাইবার'এর সভাপতি মিষ্টার অ্যালফ্রেড উইগিলসওয়ার্থের মতে ভারতীয় শণ খুব শক্ত করিয়া গাঁট বাঁধা হয় এবং তাহার মধ্যে ভাল মন্দ মিশান থাকে এবং তাহাতে ভয়ানক ধুলা ভর্ত্তি থাকে।

ভারত যদি তাহার শণের পরিমাণ এবং গুণ না বাড়ায় তবে আরও অনেক দেশ ভারতের এ ব্যবসায় অধিকার করিতে পারে। ব্যবসায়ে যে যে প্রদেশ অথবা জেলার নামে শণ প্রচলিত, সেই সেই প্রদেশ অথবা জেলার নামে তাহা চালান হওয়া উচিত, এবং সে শণের মধ্যে খারাপ জিনিষ মিশাইতে কিংবা বদলে দিতে দেওয়া উচিত নয়। ভারতের কৃষি-বিভাগ সম্বন্ধে, বীজ বপন প্রভৃতি বিষয়ে ঠিক খবর এবং শণ প্রস্তুত করিবার প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণকে সাহায্য করা উচিত। ভারতের চাষীদের পক্ষে এ বিষয়ে ইতালীর কার্য্যকলাপ মানিয়া চলা উচিত।

মিষ্টার উইগ্গিলস্ওয়ার্থ আরও বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন জেলার শণ আলাদা আলাদা রাখিবার জন্ত বোম্বাইয়ের বাজারে আরও নজর রাখা দরকার।

পাট আমদানিকারীদের আপত্তি

পূর্ব্ব-ভারতীয় ব্যবসায়ী হীল ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানীর মিষ্টার জে, এ, সোয়ান ভারতীয় কৃষি-বিভাগের রয়্যাল কমিশনের নিকট বলিয়াছেন যে, যখন বৃটিশ জাহাজের এবং জার্ম্মাণ জাহাজের খরচ একই রকম সস্তা তখন বৃটিশ জাহাজের মালিকেরা যে ডেফার্ড রিবেট প্রণালী (অথবা মোট দামের উপর শতকরা একটা ফেরত দাম কিছু দিন পরে পাওয়ার নিয়ম) ধার্য্য করিয়াছেন তাহার মতে তাহা কিছুই কষ্টসাধ্য নহে।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মাল চালানের বেশ সুবন্দোবস্ত আছে। বর্ম্মা তুলার এখনও বেশ কাটতি আছে এবং তিনি আশা করেন যে, এই তুলার রপ্তানি দিন দিন আরও বাড়িয়া যাইবে।

জুট ইম্পোর্টারস্ এসোসিয়েশন'এর মিষ্টার এ, ডি, অ্যানডারসন বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান কয়েক বৎসর ধরিয়া পাট খারাপ হইয়া যাইতেছে। তিনি সরকারী ভবিষ্যৎ বাণী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অঠিক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, তাহারা সৎ উপায়ে ব্যবসা চালাইতে সাহায্য না করিয়া বরং অসদুপায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন। মিষ্টার কামাট মিষ্টার অ্যাণ্ডারসনকে বলিয়াছেন যে, কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর সমস্ত ব্যবসায়ীদের একটা অ্যাডভাইসরি কমিটি গড়িয়া কাজ করিতেছেন এবং বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্ট যাহাতে সব ভবিষ্যদ্বাণী যতদূর সম্ভব সফল হয় সেরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং সে বিষয়ে কার্য্যে পরিণত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সমিতি

নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় ঝল্ল-মল্ল-ক্ষত্রিয় (ঝাল ও মাল), ক্ষত্রিয় (রাজবংশী), পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় (পোদ) করণ ক্ষত্রিয় (করণ), জেলে কৈবর্ত্ত, কৈবর্ত্ত (মাহিষ্য), নমঃশূদ্র (নমঃব্রহ্ম), মাঝি, গঙ্গাপুত্র, সুব্র-

মাহিষ্য, নিখাদ, বিন, তিওর মালা, তুড়ো, ভড়, রাজভড়, দুলে, ব্যাগ্র-ক্ষত্রিয় (বাগদি) শুড়ি জিয়ানি, নিকারী কাটারু, কারাল, দেউলি, পাতর, মাইফোর প্রভৃতি জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রকৃত মৎস্যজীবী ভ্রাতা-ভগ্নীগণের নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, তাহারা যেন তাহাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানার্থ, ও আমাদের এই বিক্ষিপ্ত মৎসজীবি-সম্প্রদায়সমূহকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া আমাদের আত্মরক্ষার ও আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য দয়া করিয়া বিভিন্ন স্থানে (১) সসীমদায়িত্ব-বিশিষ্ট অসীম সংখ্যক সভ্য লইয়া গঠিত ও অংশ বিক্রয়ের দ্বারা স্থাপিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া তাহার সভ্য হন ও তৎ-সাহায্যে জলকরের সরাসরি বন্দোবস্ত লন।

(২) শিক্ষা-সমস্যার নির্দ্ধারণের জন্য গ্রামে গ্রামে মুষ্টিভিক্ষা, স্কুলবৃত্তি, সামাজিক বৃত্তি বিবাহের সামাজিক বৃত্তি প্রভৃতি বিভিন্ন বৈধ উপায়ে সামাজিক তহবিল গঠন করিয়া তৎসাহায্যে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সামাজিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করেন।

(৩) মৎস্যজীবীদিগের উন্নতিকল্পে প্রতি জিলা সমিতি এবং প্রতি গ্রামে গ্রাম্য সমিতি স্থাপন করেন এবং প্রত্যেক সমিতির একটি তহবিল গঠন করিয়া উক্ত তহবিলের টাকা সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা রাখেন। প্রত্যেক সমিতি যেন একজন সভাপতি, একজন সম্পাদক ও একজন কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন করেন। গ্রাম্য সমিতি জিলা সমিতির অধীনে থাকিবে সত্য; কিন্তু জিলা সমিতি অধিকসংখ্যক গ্রাম্য সমিতির মতানুসারে গ্রাম্য সমিতি-সমূহের নির্দ্ধারিত উপায়ে কার্য্য করিবেন। কার্য্যকরী সমিতির বিনানুমতিতে কেহই তহবিলের টাকা খরচ করিতে পারিবে না এবং উহা কেবল মাত্র মৎস্যজীবী-দিগের হিতার্থেই ব্যয়িত হইবেক। এই সমস্ত সমিতি সামাজিক ও অন্যান্য বিষয়ের মীমাংসা করিবেন।

(৪) সামাজিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতিবিধানার্থ বর্ত্তমান দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী বিধি-ব্যবস্থা ও সামাজিক আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন ও প্রবর্ত্তন করিবার জন্য নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নির্দ্ধারিত অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন, উপবীত গ্রহণ, অশৌচ গ্রহণ, বাল-বিধবা-বিবাহ, প্রভৃতি বিভিন্ন সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রচলন করেন।

(৫) তাহাদের পরিচিত উৎসাহী সমাজহিতৈষী মৎস্যজীবী ভ্রাতাদিগের (১) নাম (২) পিতার নাম (৩) সাকিন (৪) পোষ্টাফিস (৫) থানা (৬) জিলা ইত্যাদি সবিশেষ নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানাইয়া অনুগৃহীত করেন।

(৬) জাতীয় হিতসাধনার্থ গণদেবতার মুক্তির জন্য দধিচিমুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

(৭) সমাজকে ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য নরকের পথ প্রদর্শক অমানুষিক অবিচার, অনাচার ও অত্যাচারমূলক বর্ব্বরোচিত বরপণ বা কন্যাপণ উভয়ই সমভাবে বর্জ্জন করেন।

মৎস্যজীবীদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধানার্থ সর্ব্ববিধ যথাযোগ্য সাহায্য ও মৎস্যজীবীদিগের সম্বন্ধে যে কোন তথ্য সাদরে গৃহীত হইবেক।

নিবেদক

শ্রীরমণীমোহন বিশ্বাস, সম্পাদক

নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎসজীবী সমিতি,

সভাপতি, বরিশাল জিলা মল্লক্ষত্রিয় সমিতি,

পোঃ, সাং খাঞ্জাপুর, জিঃ বরিশাল।

লণ্ডন সভায় মাদ্রাজের কৃষি প্রতিনিধি

লণ্ডনের আগামী সাম্রাজ্যিক সভায় কৃষিসম্বন্ধে গবেষণায় সমকক্ষতা প্রতিষ্ঠার জন্য মাদ্রাজ হইতে, কৃষি এবং খাদ্য বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর মিষ্টার আর, ডব্লিউ, লিট্‌ল্‌-উড্‌ এবং ভেটারিনারি কলেজের অধ্যক্ষ মিষ্টার এফ. আয়ারকে প্রতিনিধিরূপে পাঠান হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

জামসেদপুরে সীট মিল ও বয়লার বিভাগে কাজ বন্ধ

এখনও মেথর ও ঝাড়ুদারদিগের ধর্ম্মঘট চলিতেছে। ধর্ম্মঘটী ও কর্ত্তৃপক্ষ কেহই কাহারও জিদ ছাড়িতেছে না।

অন্য স্থান হইতে লোক আনাইবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু উহা সফল হয় নাই।

সীট মিল বিভাগের লোকেরা অকস্মাৎ ধর্ম্মঘট করিয়াছে, তাহারা বেতন বৃদ্ধি ও বোনাসের জন্য দাবী করিয়াছিল। ধর্ম্মঘট করিবার সময় শ্রমিক-সঙ্ঘের পরামর্শ লওয়া হয় নাই।

এদিকে আজ সকালে বয়লার বিভাগের লোকেরাও কাজ বন্ধ করিয়াছে। তথায় তাহাদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে ৫ দিন পূর্ব্বে এক আবেদন করিয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়াছেন যে, তাহাদের সম্বন্ধে বিবেচনা হইতেছে এবং সময় হইলেই তাহাদিগকে সমস্ত কথা জানান হইবে। কিন্তু তাহারা দেরী করিতে না পারিয়া ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

গত মঙ্গলবার ধাঙ্গড় ও ঝাড়ুদারগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছে এখন পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট চলিতেছে। তাহাদের টলিবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। সহর আবর্জ্জনায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সহরবাসীদের স্বাস্থ্য বিপন্ন। ফলে সকলেরই বিশেষ অসুবিধা হইতেছে।

গোল মৌড়ী এবং পূর্ব্বাঞ্চলের আনুষঙ্গিক কারখানা এলাকার ধাঙ্গড়েরাও ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ অটল। তাঁহারা মনে করেন যে ধর্ম্মঘটীরা বেশী দিন বসিয়া থাকিতে পারিবে না। সহরে রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। কোন প্রকার লোভে পড়িয়াও কোন ধাঙ্গড় বা ঝাড়ুদার কাজে যোগ দেয় নাই। ধর্ম্মঘটকারীদের পক্ষ হইতে একটা মিটমাট করিয়া ফেলিবার জন্য স্থানীয় শ্রমিকসঙ্ঘ যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

(ফ্রী প্রেস, ২৩শে এপ্রিল)

ইংরেজ মার্কিণ পুঁজি-সঙ্ঘ

২,০৪০,০০০ পাউণ্ড মূলধন লইয়া কয়েকটা বৃটিশ ও আমেরিকান বড় বড় ধনশালী কোম্পানী একত্রে ব্যবসা করিবার জন্য মিলিত হইয়াছে। এই মিলিত সঙ্ঘের নাম হইয়াছে "ফেনাস্ কোম্পানী অব্ গ্রেট বৃটেন্ অ্যাণ্ড অ্যামেরিকা"। এই মূল ধন "ইম্পীরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীস্ লিমিটেড্" এবং নিউ ইয়র্কের "চেজ সিকিউরিটী কর্পোরেশন" সমান সমান ভাগ করিয়া দিয়াছেন। স্যর অ্যালফ্রেড্ মণ্ড, লর্ড রেডিং, লর্ড কল্‌ওইন, আমেরিকার ব্যাঙ্কার মিঃ অ্যালবার্ট উইগ্গিন্, ডেট্রয়েটের মোটররাজ মিঃ অ্যালফ্রেড্ শ্লোন্স্, বেথেল্‌হেম ষ্টীল্ কোম্পানীর সভাপতি মিঃ কার্লস্ স্বয়াব্, স্যর হেন্‌রী ম্যাক্ গোয়ান প্রভৃতি অন্যান্য বড় বড় অ্যাংলো আমেরিকান ধনকুবের এই সঙ্ঘের সভ্য হইয়াছেন।

এই সঙ্ঘের ধনের পরিমাণ ৫০০,০০০,০০০ পাউণ্ড। ইহার উদ্দেশ্য রুশিয়া বাদে পৃথিবীর সমস্ত দেশের ভিতর ভাল ভাল ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করা। জার্ম্মাণ ধনশালীরাও এ সঙ্ঘে যোগদান করিতে পারেন।

এই সঙ্ঘের সভাপতি স্যর অ্যালফ্রেড্ মণ্ড বলিয়াছেন যে, অন্যান্য সব দেশ অপেক্ষা বৃটেনের ব্যবসার উন্নতির দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হইবে।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সমস্ত ধনবান সঙ্ঘের মধ্যে এটী সম্ভবতঃ সব চেয়ে বড়, কারণ সব চেয়ে বড় বড় ব্যবসায়ী ও ধনশালী লোকেরা এই সঙ্ঘের সভ্য হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন এই সঙ্ঘ দ্বারা বৃটিশ রাজত্বের মধ্যে, ইউরোপে এবং যুক্তরাজ্যের ভিতর ব্যবসায়ে ও শিল্পে অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করা হইবে।

ইহা হইতে একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে এবং ইউরোপ মহাদেশে এত টাকা মূলধন লাগান আমেরিকার পক্ষে এই প্রথম। এত টাকা এই রকম লাভবান ব্যবসায়ে ঢালার অন্য একটী উদ্দেশ্য আছে। ইহাতে উভয় দেশের বড় বড় শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে বরাবর নিয়মিত সহযোগ থাকায় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ের এবং নূতন নূতন মতলবের দিন দিন উন্নতি হইবে।

এই নূতন সঙ্ঘ বৃটিশ রাজত্বের ভিতর, ইউরোপে এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ইংলণ্ড ও আমেরিকার স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য ব্যবসায়ে ও শিল্পে রীতিমত অর্থ সাহায্য করিবে, এবং আন্তর্জ্জাতিক শিল্পের উন্নতির জন্য এ সব দেশের মধ্যে ব্যবসায়ে পাকাপাকি বন্দোবস্ত বাড়ান হইবে।

লিলুয়ায় শ্রমিক ধর্ম্মঘট

লিলুয়ার শ্রমিকেরা ৪২ দিন ধরিয়া অটলভাবে

দাঁড়াইয়া আছে। রেল কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী স্বীকার করা দূরে থাক, সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, খরচ কমাইবার জন্য ২৬০০ শ্রমিক তাঁহারা বরখাস্ত করিবেন। এই ঘোষণা ও বামুনগাছির গুলি মারা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কর্তৃপক্ষের মিটমাট করিবার কোন ইচ্ছাই নাই। হয় শ্রমিকদের জয়লাভ করিতে হইবে, নয় তাহাদের বিনাসর্ত্তে কাজে ফিরিয়া যাইতে হইবে। শেষেরটার কথা ত ভাবাই যায় না। প্রথমটাও সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতীত সম্ভব নয়। সাধারণের কাছে আমাদের অনুরোধ এই যে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া দুঃস্থ শ্রমিকগণকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হউন। শ্রমিকদের যে ধনিকের বিরুদ্ধে যুঝিতে হইতেছে, তাহার পিছনে রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি সাহায্যার্থ প্রস্তুত। শ্রমিকদের এই সংগ্রামে তাঁহাদের সাহায্য করুন। টাকা কড়ি ২।১ টাউনসেন রোড ভবানীপুর শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, সভাপতি,
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি।
শ্রীমৃণালকান্তি বসু, সভাপতি, বঙ্গীয় ট্রেড ইউনিয়ন সঙ্ঘ।

অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ড লৌহ সমঝোতা

অষ্ট্রীয়া, চেকোশ্লোভিয়া ও পোল্যাণ্ডএর মধ্যে ১৯২৮ সালের শেষ পর্য্যন্ত লৌহ বাণিজ্যের আমদানি ও রপ্তানি সম্বন্ধে ঐ তিন দেশের প্রতিনিধিদিগের মধ্যে একটা বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে।

ইণ্টারন্যাশানাল র ষ্টিল ইউনিয়ান সংক্রান্ত পোলাণ্ড বাসীর এ বিষয়ে কিছু কারসাজী আছে বলিয়া বোধ হয়।

র ষ্টিল ইউনিয়নের ইচ্ছা পোলাণ্ডবাসীর বিষয়ে যাহোক একটা রফা হইয়া যায়। এবং এজন্য পোলিস্ আইরন সিণ্ডিকেট্‌কে লুক্‌সেম্‌বুর্গ'এর এই ইউনিয়নের একটী সভার আহ্বান করা হয়।

সিণ্ডিকেট ক্রাকোতে এই সভায় যোগদানের অধিকার পাইয়া সত্বর লুক্‌সেমবুর্গ যাত্রা করে।

মার্কিণ রুশ বাণিজ্য-ভবন

আমেরিকান-রুশিয়া চেম্বার অব কমার্স বলিয়াছেন যে, বড় বড় ব্যবসায়ের জন্য রুশিয়ার কল কব্জার খরিদ, বিশেষতঃ ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্‌এ এবার অধিক হইবে। তাহার বিবরণীতে প্রকাশ যে, ১৯২৬ সালের অক্টোবরে আমেরিকায় যত অর্ডার পাঠান হইয়াছিল, এ অক্টোবরে তাহার তিনগুণ অর্ডার আমেরিকায় পাঠান হইয়াছে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকেই যাইবে বলিয়া মনে হয়। আমেরিকার কলকব্জার ব্যবহার রুশিয়ায় বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহাদের ধারণা হইয়াছে যে, অন্যান্য দেশের কল্‌কব্জার তুলনায় ইহার দাম বেশী হইলেও, ইহার গড়ন ঢের মজবুত টিঁকেও অনেক দিন। গত বৎসরে এদেশে প্রধানতঃ আমদানি হইয়াছিল, তূলা, পশম, খনিজ ধাতু এবং ইহাতে প্রস্তুত সামগ্রী, কল কব্জা ও সব কসমের সাজসজ্জা, রাসায়নিক দ্রব্য, খাদ্য ও চামড়া প্রভৃতি।

আগামী বৎসরে রুশিয়ায় গবর্ণমেণ্ট রেল লাইন স্থাপনে প্রচুর অর্থব্যয় করিবেন। এজন্য দেশী ও বিদেশী জনসাধারণকে মাল চালানের জন্য ৬০,০০০,০০০ ডলার ধার দেওয়া হইবে। রুশিয়ার কতকগুলি ইঞ্জিনিয়ার নিয়ম কানুন শিক্ষা করিবার জন্য ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্‌এ গিয়াছেন। এখন গাড়ীতে যে কলকব্জা ব্যবহার হয়, ১৯৩৫ সালে মধ্যে তাহা বদলাইয়া অটোমেটিক্ কপলার নিয়ম করা হইবে এইরূপ স্থির হইয়াছে। এখন থেকে সমস্ত গাড়ী এই অটোমেটিক্ কপ্‌লার ও এয়ার ব্রেক্ সহ নির্ম্মিত হইবে। যাত্রী গাড়ীও এই ভাবে নির্ম্মিত হইবে। ভারি গাড়ীর প্রয়োজনীয়তা রক্ষার্থে লোকোমোটিভ্ গড়নও বদ্‌লান হইবে।

বোম্বাইয়ে ৩০,০০০ হাজার মজুর বেকার

বর্ত্তমানে ২১টি মিল বন্ধ আছে। ফলে ৩০,০০০ হাজার লোক বেকার বসিয়া আছে। একটি মিলে ইট ছুড়িবার সময় ৮ জন ধর্ম্মঘটী ধৃত হইয়াছে। দুইটী মিলের দুই দল শ্রমিকের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। ধর্ম্মঘটী দল অন্য শ্রমিকদিগকে

ধর্ম্মঘটে যোগদানের জন্য বাধা করিতে চেষ্টা করায় এই সংঘর্ষ বাধে। ৫ জন ধর্ম্মঘটী ঘোরসওয়ারী পুলিশ কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে। সেসুন মিলে পুনরায় ধীরে ধীরে ধর্ম্মঘট দেখা দিতেছে—মেয়ার সেসুন মিলটিও তাঁতীও সূতাকাটুনীদের মধ্যে সংঘর্ষ হওয়ার ফলে অংশত বন্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছে।

(২১ এপ্রিল)

আটজন গ্রেপ্তার

ধর্ম্মঘটকারীরা কৃবিমিলসএ প্রস্তর নিক্ষেপ করিতেছিল বলিয়া পুলিশ ৮ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদিগকে বিচারার্থ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করা হইবে।

প্রাতে ধর্ম্মঘটকারীদের এক সভা হয়। জনসাধারণের সহানুভূতি পাইবার জন্য রবিবার দিন একটি বিরাট মিছিল বাহির করার সঙ্কল্প হয়। পুলিশ কমিশনার নাকি এই মর্ম্মে এক আদেশ দিয়াছেন যে, এই মিছিল বাহির করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইবে না। শ্রমিক নেতারা নাকি এই আদেশ অমান্য করা স্থির করিয়াছেন। ৪০টি কলের মধ্যে মাত্র ১১টি কল চলিতেছে।

সোলাপুরে ৬টী মিলের কার্য্য বন্ধ

বোম্বাইতে যে ধর্ম্মঘটের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা সোলাপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ, তথাকার ৬টি কাপড়ের কলের শ্রমিকেরা অকস্মাৎ কোন কারণের উল্লেখ না করিয়া ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

কৃষিকার্য্যে সাম্রাজ্যের সাহায্য

সাম্রাজ্যের কৃষিকার্য্যের এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতির দিকে লোভাট কমিটির নজর পড়িয়াছে। এই কমিটির বিবরণে এই উন্নতিসাধনের খরচ ১২৭,০০০ পাউণ্ড ধরা হইয়াছে।

এই কমিটি এজন্য একটি "জয়েণ্ট কাউন্সিল" ও দুইটি কমিটি স্থাপনের কথা বলিয়াছেন। এই দুইটি কমিটী কৃষিও পশুস্বাস্থ্য আলোচনা করিবেন। ইহারা "ইম্পীরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউট"এ মিলিত হইবেন। এবং এখানে কৃষি বিষয়ে পরামর্শদাতাদের জন্য কলোনিয়াল অফিসার একটা ঘর তাহারা পাইবেন। ইহার প্রধান পরামর্শদাতা একজন খুব বড় বৈজ্ঞানিক হইবেন। তাহার মাহিয়ানা হইবে ২৫০০ পাউণ্ড এবং একজন সহকারী ২০০ পাউণ্ড মাহিয়ানায় রাখা হইবে।

এই কমিটির মতে ভাল ভাল লোকের মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করিতে পারিলে সুফলের আশা করা যাইতে পারে।

"এম্পায়ার মার্কেটিং বোর্ড" ইহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মোটা রকমের সাহায্য করিতে রাজী হইবেন। সমস্ত বিভাগকেও এবিষয়ে অর্থ সাহায্য করিতে অনুরোধ করা হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

মোলাকাৎ

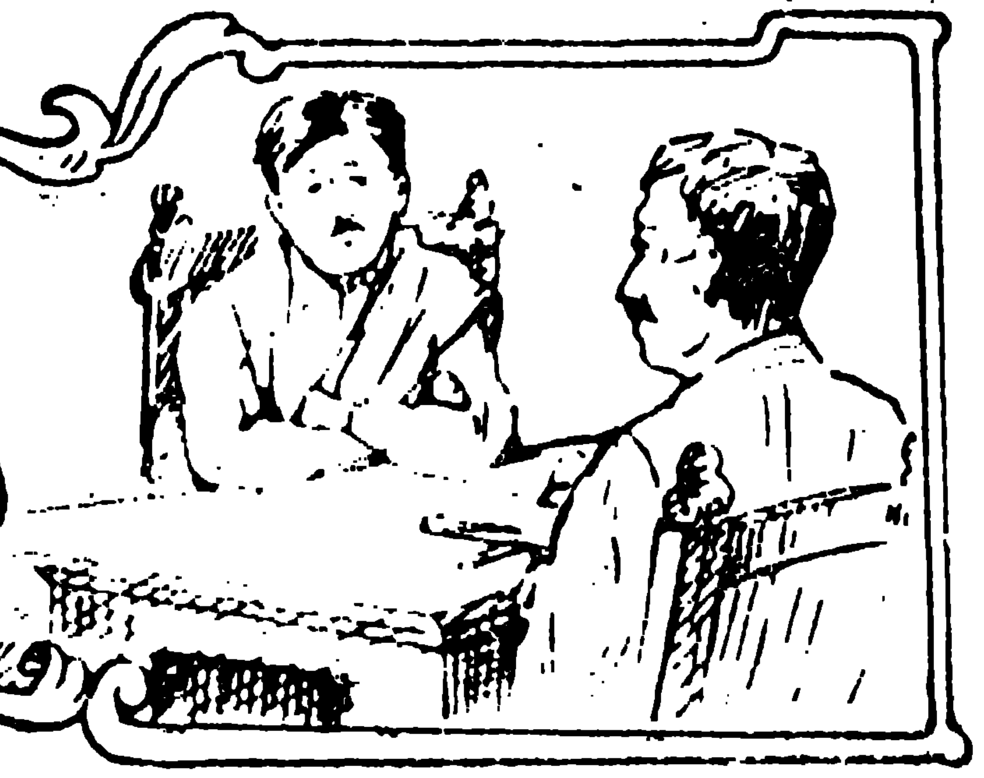

ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী সার

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর দাস মহাশয়ের সহিত আমার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তার মর্ম্ম নীচে প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীসুধাকান্ত দে।]

প্রঃ—আপনি কৃষির উন্নতি কিসে হইতে পারে সে বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান করিয়াছেন কি?

উঃ—আমাদের দেশের শতকরা ৮৫ জন লোক কৃষিকর্ম্মের দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। সুতরাং কৃষির উন্নতিই সর্ব্বাগ্রে চাই। দুইটা দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। (১) দেশের জমি-জোতগুলি ক্রমাগত ভাগ হইয়া যাইতেছে। পিতার সম্পত্তি পুত্রদিগের মধ্যে সমভাবে বর্ত্তে বলিয়া পুরুষ পরম্পরায় জমির বিভাগ বাড়িয়া যাইতে বাধ্য। (২) জমির উর্ব্বরা শক্তি ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে।

প্রঃ—প্রতীকারের উপায় কি?

উঃ—আমাদের দেশের বর্ত্তমান চাষের অবস্থার দিকে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তার প্রমাণ, রাজকীয় কৃষি-কমিশন নিয়োগ।

প্রঃ—জমির উর্ব্বরা শক্তি বাড়াইবার জন্য অথবা চাষে বেশী ফসল পাইবার জন্য এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করা দরকার বলিয়া মনে করেন?

উঃ—আমি দুইটা উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি। (১) চাষের সম্পর্কে যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ব্যবহার করিতে হইবে। আজকাল মজুরই বলি আর বলদই বলি, উভয়ই আক্রা। ইহাদের দাম পূর্ব্বের তুলনায় অনেকগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান যুগে যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের অনেক কাজ সারিতে হইবে। এবিষয়ে গবর্ণমেন্টের আদর্শ কৃষিক্ষেত্রগুলি হইতে আমরা কিছু কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পারি। যন্ত্রের সম্পর্কে একটা কথা মনে রাখিবেন। ছোট জোতে কল চালাইয়া লাভ নাই। সুতরাং জোতের আয়তন বড় করা বা জোত ভাঙ্গিতে না দেওয়া বর্ত্তমান কালের উত্তরাধিকার আইনের একটা সমস্যা বটে। (২) জমিতে যথোপযুক্ত পরিমাণে ভাল সার দিতে হইবে। সার সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় যে বাঙ্গালার মাটিতে আদৌ কি করিয়া এত ফসল উৎপাদিত হইতেছে। কিন্তু এরূপ করিলে চলিবে না। আমাদের সারের বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে।

প্রঃ—আপনার নিকট সার সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। আচ্ছা, জমিতে সার দেওয়া হয় কেন?

উঃ—উদ্ভিদ্ তার নিজের খাদ্য জমি হইতে টানিয়া বাহির করে। এই খাদ্যের উপর উদ্ভিদের পুষ্টি ও উন্নতি নির্ভর করে। জমিতে সার দিলে তাহা জমির অন্তর্গত পদার্থসমূহের সহিত মিলিত হওয়ায় শস্যের খাদ্যের সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। যে জমি হইতে শস্য একবার তাহার খাদ্য টানিয়া বাহির করিয়াছে, সেই জমিতে সার না দিয়া পুনরায় শস্যবপনের অর্থ শস্যের অধোগতি।

প্রঃ—সারে কোন্ কোন্ পদার্থ থাকা দরকার?

উঃ—(১) নাইট্রোজেন

(২) ফস্‌ফোরাস্

(৩) পটাশ

প্রঃ—আপনি বলিতেছেন সারের ভিতর এই কয়টা জিনিষ থাকা চাই, তবেই ফসলের উন্নতির আশা করা যায় ?

উঃ—প্রত্যেক সারের ভিতর ৩টা একসঙ্গে বর্ত্তমান নাও থাকিতে পারে। এই গুণগুলির যোগাযোগেই সারের গুণে ইতরবিশেষ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যে সারে এই তিনটার একটাও নাই, তা ব্যবহারের যোগ্য নহে। এই প্রসঙ্গে আপনাকে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, মাটী-বিশ্লেষণ একটা বড় রকম বিজ্ঞান। জমিতে সার-দানের পূর্ব্বে মৃত্তিকা-বিজ্ঞানটাকে আয়ত্ত করিবার বিশেষ সার্থকতা আছে। মৃত্তিকা-বিশ্লেষণে পোক্ত হইলে জমির চেহারা দেখিয়াই বলা চলে জমি কোন্ শ্রেণীর এবং কোন্ প্রকার সারের দরকার হইবে। আমাদের দেশের অভিজ্ঞ কৃষকেরা এবিষয়ে কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক শিক্ষা না পাইয়াও অনেকটা সঠিক খবর দিতে পারে।

প্রঃ—সারের কথা বলিলেন ; কিন্তু এই সারগুলি কোন্ কোন্ আকর হইতে পাওয়া যায়, জানিতে পারি কি ?

উঃ—নাইট্রোজেন পাওয়া যায় প্রধানতঃ—

(ক) বায়ুমণ্ডল হইতে

(খ) চিলির সল্টপিটার (সোডিয়াম্ নাইট্রেট্) হইতে

(গ) পটাশিয়াম্ নাইট্রেট্ হইতে

(ঘ) কোক্ অভেন-জাত অ্যামুনিয়াম সালফেট হইতে

(ঙ) খইল হইতে

(চ) মাছের স্ক্র্যাপ হইতে

ফস্‌ফোরাস্ পাওয়া যায় প্রধানতঃ—

(ক) জীবজন্তুর হাড় ও রক্ত হইতে

(খ) ফস্‌ফেট পাহাড় হইতে

(গ) খইল হইতে

(ঘ) মাছের স্ক্র্যাপ হইতে

পটাশ পাওয়া যায় প্রধানতঃ—

(ক) ষ্ট্রাস্‌ফোর্ড পটাশ হইতে

(খ) পাহাড় হইতে

(গ) খইল হইতে

(ঘ) মাছের স্ক্র্যাপ হইতে

প্রঃ—দেখিতেছি সারের বহুপ্রকার শ্রেণী-বিভাগ হইয়া গেল।

উঃ—আসলে কিন্তু যতগুলি আকরের কথা বলা হইল, তার কতকগুলি কৃত্রিম আর অন্য কতকগুলি অকৃত্রিম বা প্রকৃতিজ।

প্রঃ—নাইট্রোজেনের আকরগুলির কোন্‌টা আমাদের দেশে কি পরিমাণে বর্ত্তমান আছে ?

উঃ—বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন অবশ্য পৃথিবী ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ধরিয়া কাজে লাগাইলেই হইল। এই নাইট্রোজেন প্রতি বর্গ মাইলে ২ কোটি টন করিয়া আছে। সুতরাং ইহা ব্যবহার করিয়া কেহ কোনদিন শেষ করিতে পারিবে না। জগতের বৈজ্ঞানিকেরা বহু কাল ধরিয়া মাথা খাটাইতেছিলেন কি করিয়া এই নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডল হইতে আহরণ করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিগত যুদ্ধের সময় "এক্সপ্লোসিভ্‌স্" তৈয়ারী করিবার জন্য এই দিকে মনোযোগ ও শক্তি দেওয়া দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। হাবার এই উদ্দেশ্যে এক নূতন প্রণালীতে নাইট্রোজেন বাহির করিতে সমর্থ হন। এখন ইহা সারের কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে এই নাইট্রোজেন অবিরাম গতিতে উৎপাদন করা হইতেছে দুই উদ্দেশ্যে— সারের জন্য ও এক্সপ্লোসিভ্‌ তৈয়ারী করিবার জন্য। ইহাতে এই কৃত্রিম সারের উৎপাদন এরূপ বাড়িয়া গিয়াছে যে, তারা নিজ দেশের বাহিরে অন্যান্য সর্ব্বত্র আপনাদের বাজার ঢুঁড়িয়া বেড়াইতেছে।

(খ) চিলির সল্টপিটার হইতে যে নাইট্রোজেন পাওয়া যায় তা পরিমাণে সীমাবদ্ধ। (গ) পটাশিয়াম্ নাইট্রেটের আমাদের দেশে ব্যবস্থা হওয়া উচিত। (ঘ) "কোক্ অভেন" হইতে অ্যামুনিয়াম্ সাল্‌ফেট্ পাওয়া যায় "বাই-প্রডাক্ট" বা আনুষঙ্গিক রূপে। কোক্ অভেনের দরকার হয় "মেটালার্জ্জিক্যাল ব্যবসায়ের জন্য। কিন্তু আমাদের দেশে ঐ ব্যবসায় খুবই কম। সুতরাং আমাদের দেশের অভাব মিটাইবার জন্য অ্যামুনিয়াম্ সালফেটের উপর আর কি করিয়া নির্ভর করা চলে? নাইট্রোজেনের এই আকরগুলির বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, সবগুলিই অল্পবিস্তর বাহিরের জিনিষ। বিদেশ হইতে কিনিয়া না আনিলে চলিবে না।

প্রঃ—আপনি বলিয়াছেন খইল হইতে নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। খইল ত দেশী জিনিষ।

উঃ—হাঁ, এই একটা মাত্র নিতান্ত "স্বদেশী" জিনিষ আছে যা হইতে নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। খইল আমাদের দেশে যথেষ্ট আছে। আর সমগ্র দেশের পক্ষে যত দরকার, ততটা আমরা জমিতে তৈল-বীজ জন্মাইয়া তাহা হইতে পাইতে পারি। আজও বিদেশীরা আমাদের দেশে আসিয়া খইল কিনিয়া নিজের দেশে পাঠাইতেছে ও তাহা জমিতে সাররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। অথচ আমাদের কৃষি-প্রধান দেশে আমরা ইহার ব্যবহার জানি না।

প্রঃ—ফস্‌ফোরাস আমাদের দেশে আছে কি? থাকিলে কোথায় কি পরিমাণে আছে?

উ.—ফসফোরাসের যে সব আকরের কথা আগে উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে জন্তুর হাড়গোড় প্রধান। ইয়োরামেরিকায় যথেষ্ট "শ্লটার হাউস" বা কসাই-খানা আছে, কারণ সেসব দেশের অধিবাসীরা মাংসাশী। জন্তুর হাড় হইতে ঐ সব দেশে সুপার ফসফেট তৈয়ারী করিয়া জমিতে দেওয়া হয়। আমাদের দেশে যা হাড় পাওয়া যায়, বিদেশের তুলনায় কম হইলেও তার পরিমাণ বড় কম নয়। আমাদের দেশের রীতি হইতেছে মৃত জানোয়ারকে গর্ত্তের ভিতর ফেলিয়া দেওয়া। ইহাতে অসংখ্য হাড় নষ্ট হইয়া যায়। আজকাল একশ্রেণীর লোক এই সব হাড় কিছু কিছু জোগাড় করিয়া বিক্রী করে। সেই হাড় সাররূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য বিদেশে চালান যায়। অথচ আমরা এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। হাড় থেকে সুপার ফস্‌ফেট্ তৈয়ারী করিতে হইলে সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের দরকার। ইহা খুব সস্তা হওয়া চাই। তাহা না হইলে সুপার ফস্‌ফেট্ সস্তা হয় না। আমেরিকাতে যত সালফিউরিক্ অ্যাসিড তৈয়ারী হয় তার অর্দ্ধেকের বেশী এই সার তৈয়ারীর জন্য বিক্রী হয়। কাজেই আমাদের দেশে এই সার ব্যবহার করিতে গেলে যথেষ্ট সালফিউরিক অ্যাসিড্ সস্তায় মিলা চাই। সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড্ সস্তা করিতে হইলে এটাকে "মেটালার্জিক্যাল" ব্যবসায়ের "বাই-প্রডাক্ট" হিসাবে তৈয়ারী করিতে হয়। যে দেশে মেটালার্জিক্যাল ব্যবসায় নাই, সেদেশে সাল্‌ফিউরিক্ অ্যাসিড্ হয় না। বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের দেশে এই জিনিষ তৈয়ারী করা এক বিশেষ সমস্যা। কিন্তু হাড়কে খুব সুচারু রূপে গুড়া করিয়া জমির উপর ছড়াইয়া দিলে সারের কাজ পাওয়া যায়। এই উপায়টা অবিলম্বে গ্রহণ করা যাইতে পারে। (খ) দেশের মধ্যে কোথাও ফসফেট্ পাহাড় থাকিলে তাহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। (গ) তবে খইলে ফসফোরাস পাওয়া যায়। ইহা ব্যবহার করিতে কোন প্রকার আপত্তি বা দ্বিধা কিছুতেই হওয়া উচিত নয়।

প্রঃ—আমাদের দেশে পটাশের অবস্থাটা কি প্রকার?

উঃ—দুনিয়ার অধিকাংশ পটাশ ষ্ট্রাস্‌ফোর্ডের খনি হইতে আসে। এ বিষয়ে সকল দেশই ষ্ট্রাসফোর্ডের মুখাপেক্ষী। আমাদের দেশে নানা প্রকার ছাই হইতে কতকটা পটাশ পাওয়া যাইতে পারে। কচুরি

পানাতেও কতক পটাশ আছে। পটাশ সল্টের রক্ কোথাও পাওয়া গেলে তারও ব্যবহার হওয়া উচিত। কিন্তু সব চেয়ে পটাশ জোগাড় করিবার সহজ উপায় হইতেছে খইলের শরণাপন্ন হওয়া। তাতে যা পটাশ আছে তা অনায়াসে কাজে লাগান যাইতে পারে।

প্রঃ—কৃত্রিম সার ব্যবহার করা সম্বন্ধে আপনার মত কি? আপনি কি কৃত্রিম সারের পক্ষপাতী নন?

উঃ—না। আমি এতক্ষণ যা বলিলাম তাতে বুঝিতে পারিবেন যে, সারের যত প্রকার আকর থাকিতে পারে তার অধিকাংশ আমাদের দেশে নাই, অথবা থাকিলেও কাজে লাগান হইতেছে না। বিদেশ হইতে যে সার আসে তার দাম বেশী। বিদেশী সারের উপর নির্ভর করিতে পারি না, করা উচিত নয়। আমাদের দেশে সারের ব্যবহার আরম্ভ হইলে ইহার টান খুব দ্রুত বাড়িয়া যাইবে। সেই কথা চিন্তা করিয়া নিজের দেশে যাতে যোগানটা ঠিক মত হয় ও থাকে সেদিকে নজর দিতে হইবে। তারপর কৃত্রিম সারের ব্যবহারে কতকগুলি আপত্তি রহিয়াছে। হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে ইহা ব্যবহার করিয়া প্রথমে সুফল পাইয়াছে বটে, কিন্তু পরে জমির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তার প্রমাণ আছে। কৃত্রিম সারের একটা প্রধান দোষ এই যে, ইহাতে হিউমাস্ অর্থাৎ সজী-প্রধান দ্রব্যের অভাব রহিয়াছে। কাজেই জমির হিউমাস কমিয়া গেলে এ জিনিষ দিলে জমিতে উৎপাদন ভাল হয় না। সেই জন্য দেখা যায় যে, যে সব কোম্পানী কৃত্রিম সার বিক্রয় করে তারা ঐ সারের সঙ্গে লতাপাতা মিশাইয়া দিয়া দিতে উপদেশ দেয়।

প্রঃ—তাহলে দাঁড়াইল এই যে, খইল আমাদের দেশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী সার।

উঃ—হাঁ। সস্তা, প্রচুর টানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছামত যোগান বাড়ান চলিবে, বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। এই সব কারণে খইলকে আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী না বলিয়া উপায় নাই।

প্রঃ—কিন্তু দেশের পক্ষে যতটা প্রয়োজন, ততটা অয়েল-কেক্ বা খইল দেশের ভিতর উৎপাদন করা সম্ভবপর কি?

উঃ—আমাদের দেশে যত তৈল-বীজ উৎপন্ন হয়, দুনিয়ার আর কোথাও তত হয় না। সুতরাং খইলের ভাবনা কিছুই নাই। কিন্তু একটা কথা জানিয়া রাখা দরকার। খইলের উৎকৃষ্টতা নির্ভর করে তার তৈল-হীনতার উপর। অর্থাৎ প্রত্যেক তৈল-বীজ হইতে উন্নত প্রণালীতে তৈল নিষ্পেষণ করিলে, খইলে আর কিছু তৈল অবশিষ্ট থাকে না। এই প্রকার খইলই সারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

প্রঃ—ঘানিতে তৈল বাহির করিয়া যে খইল বাজারে বিক্রী হয়, সে খইল সারের জন্য ব্যবহার করা চলে না কি?

উঃ—আমরা তাই ব্যবহার করিয়া থাকি বটে। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য আমরা যে প্রণালীতে বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া থাকি তাহা আদিম ও মামুলী প্রথা। ইহাতে খইলে অনেকখানি করিয়া তৈল থাকিয়া যায়। বিদেশীরা এই খইল কিনিয়া লইয়া উহা হইতে তেল টুকু বাহির করিয়া লয় ও অবশিষ্ট খইল সারের জন্য লাগায়। কার্য্যতঃ তেলটা কিন্তু বিনা পয়সায় লাভ হইয়া যায়। তাহা হইতে সাবান তৈয়ারী করিয়া আবার আমাদের দেশেই বিক্রী করে। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে ওদের সঙ্গে টক্কর দেওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

প্রঃ—কিন্তু এই খইলগুলি আমরা বিদেশীদের হাতে তুলিয়া দি কেন? এগুলিকে রক্ষা করিবার উপায় নাই কি?

উঃ—আমাদের অজ্ঞতার দরুণই ত বিদেশীরা লাভবান

হইতেছে। আমাদের দেশের তৈলের ব্যবসায়ের এক প্রধান অন্তরায় হইতেছে এই খইল। খইল-টাকে বিক্রী করিয়া ফেলা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। সে জন্য আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিদেশীদের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। বিদেশীরা না কিনিলে খইল পড়িয়া থাকে ও তৈল-ব্যবসায়ীরা লাভ করিতে পারে না। অথচ দেখুন দেশের মধ্যেই খইলের কত দরকার রহিয়াছে।

প্রঃ—আপনি তাহলে ভারতে সার ব্যবহারের জন্য খইলের স্বপক্ষে রায় দিতেছেন?

উঃ—সারের কাজে খইল ব্যবহারের আমি অত্যন্ত পক্ষপাতী। আমার বিবেচনায় ইহাদ্বারা দুই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। (১) তৈল ব্যবসার অবস্থার উন্নতি ঘটিবে ও বিশুদ্ধ তৈল কম দামে পাওয়া যাইবে। (২) খইল সার ব্যবহারে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে ও ৮৫% কৃষকের অবস্থার উন্নতি সাধিত হইবে। সাররূপে খইলের ব্যবহার প্রচলিত হইলে টান অনুসারে তৈল বীজের উৎপাদন বাড়ান চলিবে ও বর্দ্ধিত টানের জন্য ভাবনায় পড়িতে হইবে না। মোটামুটি ভাবে তৈল-বীজের ⅓ অংশ তৈল আর ⅔ অংশ খইল। এই খইলের ভিতর হিউমাস্ খুব বেশী। তাছাড়া, নাইট্রোজেন ফস্‌ফোরাস, পটাশ যথাযোগ্য পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। কোন বীজের খইলে কম আছে। জমিতে ব্যবহার কালে জমির গুণটা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে একটা জিনিষ লক্ষ্য করুন। তৈল-বীজ জমিতে উৎপন্ন হয়, আর খইল জমিতে ফিরিয়া যায়। এর চেয়ে স্বাভাবিক সহযোগিতা আর কি হইতে পারে?

প্রঃ—আপনি কোন কোন খইল-বিশ্লেষণের ফল জানাইবেন কি?

উঃ—কতকগুলি খইলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ দিয়ে দেওয়া হইল। তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, তাহাদের মধ্যে কত সার আছে।

	কাপাসবীজের খইল	কাপাসবীজের খোসা
নাইট্রোজেন	৬·৭৯%	·৬৯%
ফসফোরিক এসিড	২·৮৮%	·২৫%
পটাশ	১·৭৭%	১·০২%

	রাইয়ের খইল	রেড়ীর খইল
নাইট্রোজেন	৪·৩১%	৩·৭০%
ফসফোরিক এসিড	২·৪৩%	১·৫২%
লাইম	১·৩০%	১·০৮%
পটাশ	১·৩০%	১·৬৮%

প্রঃ—তৈল-বীজগুলির মধ্যে কোন্‌টার খইল সব চেয়ে ভাল সার?

উঃ—আমি আপনার নিকট যে তৈল-বিশ্লেষণ উপস্থিত করিয়াছি তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, তুলার বীজের ভিতর সব চেয়ে বেশী সারের উপকরণ রহিয়াছে এবং সারের উপাদানগুলি যথোপযুক্ত পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভারতের উৎপন্ন তৈল-বীজের অর্দ্ধেক এই তুলার বীজ। তুলার বীজে তৈলের অংশ মাত্র ১৫% হইতে ২০% পর্য্যন্ত। বাকী সবটা খইল। অথচ এই তৈল-বীজের কি অপব্যবহারই না হইতেছে! লোকে ইহা কেবল গরুর খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। অথচ দেখুন এই বেশী তৈলওয়ালা খইল খাইয়া আমাদের দেশের গরুগুলির গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে।

প্রঃ—তুলার বীজ হইতে যে সার পাই সেই সার ব্যবহারে আমরা কোন্ কোন্ দিকে উপকৃত হইতে পারি, তা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন কি?

উঃ—তৈল-বীজের সারমাত্রকেই আমি উত্তম বলিয়া বিবেচনা করি; কিন্তু তন্মধ্যে নানা দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে তুলার বীজের উপর মনোযোগ দেওয়াটা আশু দরকার বলিয়া বোধ হইতেছে। এখন যদি আমাদের দেশে সারের ব্যবহার বাড়ে তবে তুলার বীজ বিশেষ কাজে লাগিবে। তুলার বীজকে আমরা বাজে মাল বলিয়া গরুর খাদ্যরূপেই মাত্র ব্যবহার করিতেছি। অথচ ইহার সাহায্যে জমির উর্ব্বরা শক্তি বহুগুণ বাড়ান

যাইতে পারে। তুলার বীজের দাম বর্ত্তমানে ২৲টাকা হইতে ২॥৹টাকা মণ। প্রচলিত প্রণালীতে প্রস্তুত ১০ মণ বীজ হইতে যদি ১ মণ তৈল পাওয়া যায়, তবে প্রতি ১০ মণে ৯ মণ খইল পাওয়া যাইবে। এই খইল যদি প্রতি মণ ৩৲ টাকা হইতে ৩॥৹ টাকা দরে বিক্রী করা যায়, তবে তৈলটা বিনা পয়সায় লাভ হইয়া যায়। এই তৈলের দ্বারা "সব্জী ঘী," সাবানের মাল ইত্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে। এইরূপ সস্তা কাঁচা-মাল ব্যবসায়ে লাগাইতে পারিলে বিদেশীর প্রতিযোগিতার আর ভয় থাকিবে না। আমরা সমানে সমানে পাল্লা দিতে পারিব। দেশে এক বড় রকমের নূতন শিল্প গড়িয়া তুলিবার সুযোগও ঘটিবে।

প্রঃ—আপনি খইলের সারের কথা বলিতেছেন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কৃত্রিম সারই কি সস্তা দাঁড়ায় না?

উঃ—মোটেই না। আমাদের দেশে কৃত্রিম সার যে দামে বিক্রী হয় তার তুলনায় হিসাব করিলে বুঝা যাইবে যে, তুলার বীজ ৩৲।৩॥৹ টাকায় পাইলে আমাদের সারের খরচাটা খুব সস্তা হইয়া পড়িবে। এ অবস্থায় বিদেশ হইতে কৃত্রিম সার কিনিবার আবশ্যকতা আছে কি? তা ছাড়া, এই একটি জিনিষের ভিতর যখন তিনটি গুণ একত্র পাইতেছি, হিউমাস্ পাইতেছি, তখন ইহাকে গ্রহণ না করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। আমেরিকানরা ইহা হইতে তৈল বাহির করিয়া নানা প্রকার কাজে লাগায় ও খইল সাররূপে ব্যবহার করে।

প্রঃ—তা হইলে আমাদের দেশে কৃত্রিম সারের প্রয়োজন কোন ক্ষেত্রেই নাই, আপনি এই কথা বলিতে চাহেন?

উঃ—না, ঠিক সে কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়। তুলার বীজ সম্বন্ধে যা বলিয়াছি, অন্যান্য অনেক বীজ সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। কিন্তু যে সমস্ত খইলে সারের উপাদান কম, যেমন মহুয়া খইল। এগুলিকে সাররূপে ব্যবহারের পূর্ব্বে কৃত্রিম সার যোগ দিবার দরকার আছে। খইলের দ্বারা হিউমাসের অভাব দূর হইবে আর কৃত্রিম সারের দ্বারা সারের গুণগুলি পাওয়া যাইবে। এ ছাড়া অন্য কোন কারণেই কৃত্রিম সার ব্যবহার করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না।

প্রঃ—আপনি মনে করেন কি রাজকীয় কৃষি-কমিশন হইতে আমাদের দেশের কৃষির উন্নতি হইবে? আপনার মনে হয় কি কমিশন কৃত্রিম সারের চেয়ে খইলের উপযোগিতা বেশী বলিয়া স্বীকার করিবেন?

উঃ—রাজকীয় কৃষি-কমিশন অনেক খাটিয়াছেন ও কৃষির উন্নতির উদ্দেশ্যে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। বিবরণীতে সেগুলি প্রকাশিত হইলে আমার বিশ্বাস কৃষিসম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যাইবে ও কৃষির মঙ্গল হইবে। সারের সম্বন্ধে কমিশনারদের মন্তব্য কি প্রকারের হইবে বলিতে পারি না। কিন্তু যদি তাঁরা কৃত্রিম সারের বিপক্ষে ও খইলের স্বপক্ষে মত না দেন (অবশ্য কয়েকটি ব্যতিক্রমের কথা আপনাকে বলিয়াছি), তবে বুঝিব যে গবর্ণমেণ্ট বৃথা এত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তাঁদের এইরূপ মন্তব্যের ফলে বিদেশী কৃত্রিম সার বিক্রেতারই মাত্র উদর পূর্ণ হইবে, দেশের বিশেষ উপকার হইবে না। আশা করি কৃষি কমিশনের রায় এরূপ হইবে যে, তাতে আমাদের দেশের তৈলের ব্যবসায় সংরক্ষিত হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে দেশের কৃষির উন্নতি এবং দেশের লোকের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

সাল তামামি

আর্থিক উন্নতির দুই সংখ্যায় "দি ইকনমিক জার্ণাল" ও "দি আমেরিকান্ ইকনমিক রিভিউ" লইয়া নাড়াচাড়া করা গিয়াছে। এই দুই পত্রিকা লইয়া ভবিষ্যতে আরও প্রসঙ্গ করিতে হইবে। বিগত ডিসেম্বর মাসে দুই পত্রিকারই বছর শেষ হইয়াছে। দুই পত্রিকাতেই গোটা বছরের লেখা, সমালোচনা ইত্যাদির নির্ঘণ্ট বাহির হইয়াছে। পাঠকদের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

বলা বাহুল্য এক বছরের পুরাহিসাবের সমালোচনা করা এখানে সম্ভবপর নয়। কিন্তু নির্ঘণ্টের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ও মিলাইয়া পড়িলে আর্থিক রচনার বিপুলতার সঙ্গে সঙ্গে দুই পত্রিকার তথা দুই দেশের চিন্তার ধারারও মোলাকাৎ মিলিবে বলিয়া মনে করি।

অথ কথারম্ভঃ—প্রবন্ধের বিষয়

গোড়াতেই একটা বিষয় লক্ষ্য করা দরকার। ইয়োরামেরিকার আর্থিক পত্রিকাতে গণ্ডা গণ্ডা প্রবন্ধ বাহির হয়, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। এই দুই পত্রিকায় প্রবন্ধের সংখ্যাই কম। ৪ সংখ্যাতে ইকনমিক জার্ণালে প্রকাশিত হইয়াছে ২৪ টা প্রবন্ধ। তন্মধ্যে আবার কতকগুলিকে খাঁটি প্রবন্ধ মনে না করিয়া সমালোচনা বিবেচনা করিলে অধিক সঙ্গত হয়; আর আমেরিকান ইকনমিক রিভিউতে বাহির হইয়াছে ১৬টা প্রবন্ধ। তার মধ্যেও সমালোচনা আছে।

বলা বাহুল্য, দুই পত্রিকার নির্ঘণ্ট সাজান হইয়াছে দুই কায়দায়। ইংরেজেরটায় প্রথমে লেখকের নাম, তারপর গোটা প্রবন্ধের নাম, তারপর পৃষ্ঠা বসিয়াছে। আমেরিকান বসাইয়াছে আগে প্রবন্ধের প্রধান কথাটা, তারপর নামের অন্যান্য অংশ, তারপর লেখকের নাম, তারপর পৃষ্ঠা।

ইংরেজের প্রবন্ধাবলী :—

১। বার্ক, অধ্যাপক এল্‌ভি,—অতি-উৎপাদনের তত্ত্বাবলি।

২। বাউঈ, জে, এ—বৃটিশ কয়লার ব্যবসায়ে প্রচলিত মজুরি-প্রণালীর আধুনিক ইতিহাসের আলোকে মজুরি স্থিরীকরণের নূতন ধরণ।

৩। ক্যাম্পবেল, আর, এম্—নিউজিল্যাণ্ডে পারিবারিক ভাতা।

৪। ক্লে, অধ্যাপক, এইচ্—বণ্টনে কর্ত্তার হাত।

৫। কপ্‌ল্যাণ্ড, অধ্যাপক ডি, বি—অষ্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রগুলির ও কমন্‌ওয়েল্‌থের আর্থিক সম্বন্ধ নির্ণয়।

৬। ডেনিয়েল্‌স, অধ্যাপক জি, ডব্লিউ ও জিউকেস, জে — ল্যাঙ্কাশায়ার তুলার ব্যবসায়ে বাণিজ্য-সন্ধি

৭। ডসন, ডব্লিউ, এইচ্—প্যান্ ইউরোপীয়ান আন্দোলন।

৮। আর্ণলে, লর্ড—রাজনীতি ও জমি।

৯। ফক্সওয়েল, অধ্যাপক এইচ্, এস্—বার্কলেস ব্যাঙ্কের ইতিহাস।

১০। গুবস্কি, এন্—সোভিয়েট রুশিয়ায় আর্থিক আইন।

১১। কেইন্‌স, জে, এম্‌—জাতীয় ঋণ করাদায় সম্বন্ধে কলহ্বিন রিপোর্ট।

১২। ঐ —বৃটিশ ব্যালান্স অব ট্রেড ১৯২৫-২৭।

১৩। ম্যাক্‌গ্রেগর, অধ্যাপক ডি, এইচ্‌—কার্টেল সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধাবলী।

১৪। ঐ ব্যবসায় যুক্তি-প্রয়োগ নীতি।

১৫। জ্যাক্সটন, জে, লি—যুদ্ধকালে স্কটল্যাণ্ডের গ্রামদেশ।

১৬। পিগু, অধ্যাপক এ, সি—নিম্নগ ও উর্দ্ধগ খরচার নিয়ম।

১৭। ঐ মজুরি-নীতি ও বেকারসমস্যা।

১৮। রামসে, এফ্‌, পি—কর-তত্বে নূতন আলোক বিকীরণ।

১৯। রবার্টসন, ডি, এইচ্‌—কলহ্বিন কমিটি, আয় কর, ও দরের গতি।

২০। রো, জে, ডব্লিউ এফ্‌—উৎপাদনের প্রকৃত পরিমাণের সূচী সংখ্যা।

২১। শানহান্‌ ই ডব্লিউ—শহর ও গ্রামের লোক-বলের ভিতর অদল-বদলের আর্থিক কারণ বিশ্লেষণ।

২২। শিরাস, অধ্যাপক জি এফ্‌—স্বর্ণ ও ভারতীয় সিক্কার ভবিষ্যৎ।

২৩। ষ্টকিং, অধ্যাপক জি, ডব্লিউ—আমেরিকান কয়লার ব্যবসায়ে মজুর-সমস্যা।

২৪। হেবন, জে এ—ইংল্যাণ্ডে শস্যের পূর্ব্বাভাষ।

আমেরিকানরা লিখিয়াছে—

১। কাঁচের বোতলের ব্যবসায়ে মজুরদের চুক্তির শক্তি; কোন্‌ কোন্‌ দফা ইহাতে ইতর-বিশেষ ঘটাইতেছে—এইচ্‌ লা রু ফ্রেইন

২। যুক্তরাষ্ট্র ব্যবসার জোয়ার ভাঁটা ১৯১৯-২৫, তার আর্থিক তত্ত্ব—মণ্টগোমারি ডি, অ্যাণ্ডারসন।

৩। বাণিজ্য কি "ডলারের পাছে পাছে ধায়?"—এ, পি, উইনষ্টন

৪। ব্যবসা "অভিসারের" আর্থিক তত্ব, নব নব দিক্‌নির্দ্দেশ—ফ্রেডারিক্‌ বার্ণার্ড হলে।

৫। "এণ্টার প্রাণার' তার কাজ কি—চার্লস এ টাট্‌ল।

৬। ফ্রেডারিক্‌ ফোন হ্বিসেন—ওসকার মোরগেনষ্টের্ণ

৭। "চলন্ত" দাম—বেন ডব্লিউ, লিউইস

৮। "উপযোগিতার" দিক্‌ হইতে দাম কমিবার ফলে চলন্ত দাম—এস, সি, ওয়াটারাসডোর্ক

৯। গবর্ণমেণ্ট সমূহে, আর্থিক পরামর্শ—ই, ডব্লিউ কেমেরার।

১০। "উত্তরাধিকার" কর, তার আর্থিক ফলাফল—গ্লেন ই, হুভার।

১১। সুদ তত্ব ও তত্বাবলি—এইচ্‌ জে, ডাহ্বেনপোর্ট।

১২। জমির খাজনা ও পণ্যাদির দর—এইচ, গর্ডন, হেইস।

১৩। ম্যাকফাডেন ব্যাঙ্কিং অ্যাক্ট—এইচ, এইচ, প্রেষ্টন।

১৪। আর্থিক ও ব্যবসায় সংখ্যা—বিজ্ঞানে অঙ্ক—ডব্লিউ, এল, ক্রাস

১৫। রবার-দৃষ্টান্ত বিশেষ—উইলিয়াম ওটন।

১৬। ইকোয়াডারে লবণের দুর্ভিক্ষ—এফ্‌, ডব্লিউ ফেটার।

আমেরিকান ইকনমিক রিহ্বিউর ৪ সংখ্যায় এই ১৬টী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে বটে। কিন্তু এতৎ সম্পর্কে যে চারখানা চিঠি ছাপা হইয়াছে সেগুলিকেও প্রবন্ধ হিসাবে গণনা করা যাইতে পারে। সেগুলির নাম—

১। মজুরদের ষ্টক অধিকারিত্ব তার বণ্টন—উইলার্ড দি ফিশার।

২। গবর্ণমেণ্ট বণ্ডকে কর দিতে হয় না—হ্বিলটর রোজওয়াটার।

৩। মজুরির হার ও কলকজা—জর্জ্জ ই বিগে।

৪। কল ব্যবহারে মজুরির হার ফলাফল—উইলিস উইসলের।

এসোসিয়েশনের বাৎসরিক সভা

আরও একটা বিষয়ের পরিচয় দিবার দরকার আছে। এই পত্রিকা যে প্রতিষ্ঠানের বাহন, তার বাৎসরিক অধিবেশনটা মস্ত বড় একটা জিনিষ। প্রতি বৎসর ডিসেম্বরের শেষ ৩।৪ দিন ওয়াশিংটনে সকালে, বিকালে, সন্ধ্যায় ৩ বেলা এই সভার অধিবেশন হয়। তাতে প্রত্যেক বেলায় এক বা ততোঽধিক ব্যক্তি নিজেদের প্রবন্ধ পাঠ করেন ও আলোচনা হয়।

ডিসেম্বরের সম্মেলনে পঠিত এই প্রবন্ধাবলী মার্চ্চ মাসের এক ক্রোড় পত্ররূপে বাহির হয়। গত বছরের ক্রোড়পত্রে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির নাম পাইতেছি :—

১। ব্যবসা-কর্ম্মের হিসাব নিকাশ, প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক হওয়ার গুণাগুণ—কিউ ফরেষ্ট ওয়াকার।

২। ব্যাঙ্কিংএর অবস্থা ও আধুনিক কর্পোরেট হিসাব প্রণালী—লিওনার্ড এল্ ওয়াটকিনশ।

৩। সুদ-তত্ত্ব ও দরের উঠানামা—ফ্রাঙ্কএ একটার।

৪। যুক্তরাষ্ট্রে মোটর যান—জে ই স্কেটার।

৫। রেলওয়ে পুঁজিপাটা ১৯২০ সনের ট্রান্সপোর্টেশন অ্যাক্টের পর, খরচ কত?—এইচ্ বি ডোরার্ড।

৬। হোল্ডিং কোম্পানীগুলির সিকিউরিটি ও ইন্‌ভেষ্টর—ডব্লিউ এফ গেফ হার্ট।

৭। তারপর "রাউণ্ড টেবল" বা পরস্পর আলোচনা—

(ক) বিদেশে কাঁচা মাল শাসনের তুল্য আমেরিকানরা কি করে—বি বি ওয়ালেস (চেয়ারম্যান)

(খ) আর্থিক ইতিহাস—আইজাক্ লিপিনকোট (,,)

(গ) পারিবারিক বাজেট—জে, বি, প্রিস্লটো (,,)

(ঘ) উপনিবেশ বাটা আর্থিক ফলাফলও ভবিষ্যৎ—এডিথ এবট্ (,,)

(ঙ) বাজারে মাল ফেলা—এল্, এস, লায়ন (,,)

(চ) বর্ত্তমান কালের কর্পোরেশন-সমস্যা—এম্, লোরেন্‌জ (চেয়ারম্যান)

(ছ) আমদানি বাধা, আর্থিক তত্ত্ব—আরভিং ফিসার (,,)

(জ) জন-হিত-সাধন-সম্পর্কিত আইন কার্য্যকরী করিবার উপায়—জন বার্ডনার (,,)

(ঝ) আর্থিক তত্ত্ব গঠনে "সংখ্যকতা" প্রণালী, তার সার্থকতা—হোলব্রুক্ ওয়ার্কে (,,)

এই দুই কাগজের প্রবন্ধাবলি পরস্পর তুলনা করিলে কয়েকটা কথা বুঝা যাইবে।

তুলনায় সমালোচনা

১। গোটা বছরে আমেরিকানদের মোট প্রবন্ধের সংখ্যা ইংরেজদের সমান বা খুব কম নয়।

২। ইংরেজ ও আমেরিকান্ কোন কোন প্রবন্ধের সার "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত হইয়াছে। তা ছাড়া দুয়ের নামগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে যে, দুই দেশের লোকেরাই বস্তুনিষ্ঠভাবে আধুনিক তথ্য, দলিল দস্তাবেজ লইয়া যত মাথা ঘামাইয়াছে, তত্ত্ব লইয়া তত মাথা ঘামায় নাই। বস্তুতঃ, দুই পত্রিকাই চরম টেক্‌নিক্যাল বটে।

৩। বলা বাহুল্য, কোন দুই দেশের সমস্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক প্রকারের নয়। যেখানে সমস্যা এক প্রকারের সেখানেও ভিন্ন ভিন্ন দেশ ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে সমাধান খুঁজিয়া থাকে। দুই কাগজের বেলাও দেখিতেছি ইংরেজ মজুর ও বেকার লইয়া যত বিব্রত আমেরিকা তত নয়। আবার আমেরিকা সুদ, খাজনা মুনাফা ইত্যাদি লাভের অঙ্ক গনিতে ব্যস্ত। কিন্তু ইয়োরামেরিকার কোন আর্থিক পত্রই দাম তত্ত্ব ব্যাঙ্ক, ব্যবসার জোয়ার ভাঁটা, বাণিজ্য সন্ধি, যানবাহনের আর্থিক তত্ত্ব ইত্যাদি ও প্রচলিত আইন কানুনের আলোচনা বাদ দেয় না।

৪। আমেরিকান পত্রিকার লেখকদের বিশেষত্বটা উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ আমেরিকায় যেরূপ গণ্ডা গণ্ডা অর্থনৈতিক লেখক ইত্যাদি মিলে ইংলণ্ডে সেরূপ মিলে না।

দ্বিতীয়তঃ সেই জন্য প্রতি সংখ্যা আমেরিকান পত্রিকার জন্য যত লেখক দেখা যায় ইংরেজী পত্রিকার জন্য তত দেখা যায় না। ইহার ফল শুধু প্রবন্ধ-বৈচিত্র্য নহে আর্থিক সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টিও বটে। বস্তুতঃ আর্থিক সাহিত্যের প্রতি বিভাগে কত আমেরিকান খাটিতেছে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তৃতীয়তঃ ইংরেজ লেখকেরা অধিকাংশই কুলীন লেখক, কেহ কেহ বিশ্ব-বরেণ্য। আমেরিকান লেখকরা পাকা হইয়া উঠে নাই, অন্ততঃ অনেকের নাম ইংরেজের মত বহু দেশে বিস্তৃত নয়। কিন্তু এই কাগজের পৃষ্ঠায় যারা হাত মক্স করিতেছে তাদের পরকাল "ইনশিওরড্" হইয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতে ইহাদের নামজাদা হইবার জন্য বেগ পাইতে হইবে না।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখযোগ্য। বিদ্যার জগতে আমাদের ইংরেজের মোহ কাটে নাই। কিন্তু দুনিয়াটা শুধু মাত্র ইংরেজের দুনিয়া নয়। বস্তু ও চিন্তা জগতে আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইতালী, রুশিয়া, জাপান ইত্যাদি দেশও অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। তাদের বিদ্যাগুলিও আয়ত্ত না হোক চাখিয়া দেখিবার আবশ্যকতা আছে। আর্থিক সাহিত্যও বটে। ভাষার সুগমতার দিক্ হইতে বিচার করিলে আমেরিকান আর্থিক সাহিত্যের পরিচয় লওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার। ভারত-সন্তানের অবিলম্বে এইদিকে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ এই দিকে আমাদের অজ্ঞতাকে কোন ক্রমেই ক্ষমা করা বা প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

আমেরিকান্ আর্থিক সাহিত্যের সহিত পরিচিত হওয়ার অর্থ চোখের সামনে এক বিস্তীর্ণ জগৎ আবিষ্কার করা, তাতে বাঙ্গালী ও ভারতীয় চিন্তায় ও কার্য্যে অগ্রসর হইবার যথেষ্ট মাল মসলা জোগাড় করিতে পারিবে বলিয়া মনে করি।

বাঙ্গালী আমরা

আমেরিকান্ ও ইংরেজের তুলনা-প্রসঙ্গে আমাদের নিজের ঘরের দিকে দৃষ্টি পড়িতেছে। বাঙ্গালী আমরা, শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানে সমুজ্জ্বল আমরা, আমরা কোথায় রহিয়াছি?

আমরা পশ্চাৎপদ বা আমরা কিছু করিতেছি না, শুধু এই কথা বলিয়া লাভ নাই। আমাদের পরিচালিত আর্থিক সাহিত্য কিরূপ হওয়া উচিত ও কিরূপ হইলে আমরা উহাদের সমকক্ষ না হই, অন্ততঃ কাছাকাছি আসিতে পারি—এই কথাটাই সর্ব্বাগ্রে প্রণিধানযোগ্য। বলা বাহুল্য প্রণিধানের অর্থ সেইরূপ লোক ও লেখা চাই।

সম্প্রতি চারিদিকে "পাট" "পাট" বলিয়া একটা রব উঠিয়াছে। এখানে সেখানে ২।৪টা বক্তৃতা ও লেখালেখিও হইয়াছে। বাস্ ঐ পর্য্যন্ত। পাট ত রাজ-নৈতিক জিনিস নয়, বাঙ্গালার নিজস্ব কাঁচা মাল বিশেষ। ইয়োরামেরিকায় ঠিক আমাদের মত অবস্থায় আজ গণ্ডা গণ্ডা বুলেটিন গণ্ডা গণ্ডা সুযুক্তি, বিচার ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ ইত্যাদি দেখা দিত। রাতারাতি আর্থিক সাহিত্যের একটা বিভাগ পুষ্ট হইয়া যাইত। সেখানে আমরা কি করিতেছি? তারপর "যারকাজ তার সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।" এটা মিথ্যা কথা নয়। পাট লইয়া আলোচনা করিবে কে? যার সাক্ষাৎ জ্ঞান আছে সে করিতে পারে; চাষী হইতে পাটের কলের মালিক পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই দু'কথা বলিবার আছে। সরকারেরও হয়ত ২।১ বাত থাকিতে পারে। সব কথা শুনিতে হইবে। কিন্তু সমস্যাটা অর্থনৈতিক সমস্যা। সেই জন্য সংখ্যা বৈজ্ঞানিক, আর্থিক ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক, আর্থিক এঞ্জিনিয়ার, আর্থিক হিসাবনবীশ ইত্যাদি ইত্যাদি সকল প্রকার অর্থ-নীতিজ্ঞ ওস্তাদের যুক্তি-পরম্পরা বাঙ্গালা ভাষার মারফৎ জানিতে চাই।

হিল্টন ইয়ং কমিশন এদেশে আসিল, রিপোর্ট লিখিল, চলিয়া গেল। কিন্তু কয়টা বাঙ্গালীর ছেলে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতেছে?

ব্যাঙ্ক আন্দোলন, সমবায় আন্দোলন, বীমা-বিজ্ঞান মনিব-মজুর সম্পর্ক ইত্যাদি ইত্যাদি কত প্রশ্ন ও সমস্যা দেখা দিতেছে। কিন্তু কোনটা লইয়াই আলোচনা এখনও হয় নাই।

আর পুঁথি বাড়াইতে চাই না। দুনিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছে, ছুটিয়া চলিয়াছে। ইয়োরামেরিকা জীবন-যাত্রার প্রতিদিনকার জটিল প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করিতেছে। আর্থিক সাহিত্যের পুষ্টি হইতেছে। আর্থিক সাহিত্যের পুষ্টিতে আবার নব নব প্রশ্নের জন্ম হইতেছে। সেই সব প্রশ্ন আর্থিক সাহিত্যের অধিকতর বিকাশ সাধন করিতেছে। এই কথা মনে রাখিলে বুঝা যাইবে, কেন তথ্য ও বর্ত্তমানের প্রতি অবজ্ঞাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করি। বুঝা যাইবে কেন বাঙ্গালীর ছেলেকে সজাগ দৃষ্টিতে আপনার চারিদিকে চাহিয়া চলিতে আহ্বান করিতেছি।

সমালোচনা ও সমালোচক

ইংরেজরা সমালোচনা করিয়াছে ১৩০ খানা বইয়ের। আর আমেরিকান্‌রা ছোট বড় সমালোচনা লিখিয়াছে ২০৬ খানা কেতাবের। এ ছাড়া দুই পত্রিকাতে অনেক বইয়ের নামোল্লেখ করা হইয়াছে। সেগুলি এখানে ধরা হইতেছে না।

ইংরেজী কাগজের সমালোচকের সংখ্যা পাইতেছি ৬৭ জন আর অমেরিকান্ কাগজের ৮১ জন। অর্থাৎ গড়ে ইংরেজীর বেলা প্রতি ব্যক্তি প্রায় ২ খানা বই বছরে সমালোচনা করিয়াছে, আর আমেরিকানের বেলা প্রতি ব্যক্তি ২৫ খানা বই সমালোচনা করিয়াছে। বলা বাহুল্য এই গড় দ্বারা প্রত্যেক কাজের পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। কোন কোন ইংরেজ বা আমেরিকান ৩।৪।৫ বা ততোঽধিক পুস্তকেরও সমালোচনা লিখিয়াছে।

এই দুই কাগজের ভিতর ভারতীয় কেতাবের সমালোচনাও স্থান পায়। নিম্নলিখিত কেতাবগুলির সমালোচনা হইয়াছে—

		সমালোচকের নাম	কেতাবের নাম	গ্রন্থকারের নাম
ইকনমিক জাঃ	১।	এইচ্ আর সি হেইলি	ভারতীয় মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের কন্‌ষ্টিটিউশন কার্য্য ও অর্থ-ব্যবস্থা	কে, বি, সাহা ও জি, ভাদুড়ি
	২।	ডব্লিউ এস্ থ্যাকার	ভারতে ইয়োরোপীয়ান্ ব্যাঙ্কিংএর প্রথমাবস্থা	এইচ্, সিংহ
	৩।	ঐ	বাংলার আর্থিক কাহিনী	জে, সি, সিংহ
আমেরিকান্ রিঃ	৪।	এম্ এন	ভারতে কাগজের সিক্কা	দাশগুপ্ত
	৫।	এ পি আশার	ভারতের গ্রাম্য অর্থনীতি	মুখার্জ্জি

দেশ-বিদেশের চিন্তার ধারা

দেশ-বিদেশের চিন্তার বাহন হইতেছে ভিন্ন ভিন্ন দেশের আর্থিক পত্রিকাগুলি। এই পত্রিকাগুলির চুম্বক দুই পত্রিকাতেই বাহির হয়। কিন্তু আমেরিকান্‌রা বেশী বিস্তৃত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ।

আমেরিকান্ ১৬টা বিভাগের জন্য ১৬ জন লোকের উপর সারা বছরের কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রত্যেকে প্রতি পত্রিকা হইতে তাঁর নিজের বিষয়টি চুনিয়া বাহির করিয়াছেন। বিষয়গুলি এই :—

১।	হিসাব নবিশী	এ, ডব্লিউ, হ্যান্‌সান	৪ সংখ্যায়
২।	কৃষি সম্বন্ধীয় অর্থনীতি	এ, জে, ড্যাভিস্‌ম্যান	৪ „
৩।	ব্যবসা পরিচালনা বা তত্ত্বাবধান		৪ সংখ্যায়
৪।	বাণিজ্যের লেনদেন	এইচ্, আর, টোস্‌ডপ	৩ „
৫।	আর্থিক ইতিহাস বিদেশী		৪ „
৬।	ঐ যুক্তরাষ্ট্র	এমেলিয়া, ডি ফোর্ড	৪ „
৭।	বীমা	এফ্ ই উলফ	৪ „
৮।	মজুর ও মজুর সংগঠন	ওয়াল্টার জে কাউপার	৪ „
৯।	মুদ্রা, দর, ক্রেডিট্ ও ব্যাঙ্কিং	উইলিয়াম ও ওয়েফোর্থ	৪ „
১০।	দারিদ্র্য, দান ও সাহায্য ব্যবস্থা	জর্জ বি ম্যানগোল্ড	৩ „
১১।	লোক সমস্যা	এ, বি, উল্‌ফ	২ „
১২।	সরকারী কোষ	চার্লস পি, হিউস্	৪ „

১৩। সাধারণের হিতসাধন—চার্লস এম, মর্গান ৪ সংখ্যায়
১৪। রেলওয়ে ও যানবাহন—জুলিয়াস্ এইচ্, বার্সিলি ৪ „
১৫। ষ্ট্যাটিষ্টিক হ্যারি জেরোম্ ৪ „
১৬। তত্ত্ব মরিস্ এ কোপল্যাণ্ড ৪ „

ইংরেজদের দস্তুর অবশ্য আলাদা রকমের। ইংরেজ এক একটা কাগজ ধরিয়া তার প্রবন্ধাবলীর সার কথা চোখের সাম্‌নে খাড়া করিয়াছে। কিন্তু এজন্য কত লোক খাটে জানা যায় না।

সমালোচনা ও পত্রিকার প্রসঙ্গে একটা কথায় জোর দেওয়ার আবশ্যকতা আছে। ভারতীয় পণ্ডিতদের লেখা বাত ও কেতাব আর্থিক দুনিয়ায় গুণানুসারে যথাযোগ্য সম্মান ও সমাদর লাভ করিয়া থাকে। এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, আর্থিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে জাতিভেদটা বাঁচাইয়া চলা হয় এবং বাঙ্গালী বা ভারতীয়ের লেখা কোন কালে আদর পাইবে না। এই সম্পর্কে আমাদের লেখাগুলি আমেরিকার দরবারে যাচাই হওয়াটা বিশেষ বাঞ্ছনীয় ও মঙ্গলজনক বিবেচনা করি। আমাদের সহিত আমেরিকান্‌দের কোন রাজনৈতিক স্বার্থ-সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ভাবে বর্ত্তমান নাই। সেজন্য তাদের সমালোচনা ইত্যাদি পক্ষপাত-দুষ্ট হইবার সম্ভাবনা খুব কম।

অন্যান্য বিষয়

ইংরেজের সরকারী কাগজপত্রের সহিত আমেরিকান্ দলিল, দস্তাবেজ ও আইন অধ্যায়ের তুলনা করা চলে। আমেরিকান্ কিন্তু এদিকেও নিম্নরূপ শ্রেণীবিভাগ করিয়াছে।

১। ব্যবসা ও বাণিজ্য
২। মজুর
৩। মুদ্রা ও ব্যাঙ্কিং
৪। সরকারী কোষ
৫। জনহিতসাধন

কিন্তু ইংরেজী কাগজের মস্ত বড় এক অধ্যায় নোটস ও মেমোরেণ্ডা। ইহাকে যথেষ্ট গুরুত্ববিশিষ্ট মনে করিতে হইবে। আমেরিকান্ কাগজে ইহার পাল্টা কিছু নাই। এক বছরের ৪ সংখ্যায় আলোচ্য বিষয় এইরূপ :—

	লেখকের নাম	বিষয়
১।	বার্গম্যান্, এইচ্	আন্তর্জ্জাতিক মজুর-সংগঠনের আর্থিক সার্থকতা।
২।	—	বৃটিশ এসোসিয়েশন—উত্তরাধিকার সম্বন্ধে অনুসন্ধান।
৩।	ব্রাইন্‌স, অধ্যাপক জি, ডব্লিউ, জে,	নেদারল্যাণ্ডস্ ব্যাঙ্ক ১৯২৬-২৭।
৪।	ক্যাম্পবেল্ সি ডি	দেশের জলপথগুলির উপর রেলওয়ের কর্তৃত্ব।
৫।	কার সণ্ডারস্, অধ্যাপক এ, এস্,	জেনেহ্বায় লোক-সমস্যা সম্মেলন।
৬।	—	অর্থশাস্ত্র-শিক্ষাদাতাদের সম্মেলন।
৭।	ডিয়ারাল এ, বি,	বেকার-বীমা।
৮।	আইনজিগ্, পল	—আধুনিক বিনিময়ের স্বর্ণ রপ্তানি "সীমা।"
৯।	ঐ	—বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বর্ণ রপ্তানি সীমা।
১০।	হ্যারিমান সি, বি,	—শস্য ভবিষ্যৎ শাসন।
১১।	জে, এম্, কে,	—আন্তর্জ্জাতিক ব্যালান্স বুঝাইবার আদর্শ কি হইতে পারে?
১২।	কির্ণ্যান্, টি, জে,	—জুতার উপর আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের টারিফ।
১৩।	ম্যাক্‌গ্রেগর, অধ্যাপক ডি, এইচ,	—সমবায়ে কয়লা বিক্রয়।
১৪।	ঐ	—ব্যবসা ও বাণিজ্য।
১৫।	রাথিম্যান, ডব্লিউ এল্	—জেনেহ্বায় আর্থিক সম্মেলন।
১৬।	—	যুক্তরাজ্যের ব্যালান্স আর ট্রেড, ১৯২৪, ১৯২৫, ১৯২৬।
১৭।	হ্বেন্, জে, এ,	—ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের কৃষি ফার্ম্ম আদায়, ১৯২৫।

"ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার রিভিউ"

জেনেভার আন্তর্জ্জাতিক লেবার আফিস হইতে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ১৮ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, মার্চ্চ (১৯২৮) সংখ্যায় আছে—(১) নিম্নতম মজুরি নির্দ্ধারণ-আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা (ডাক্তার কার্ল প্রাইব্রাম, ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার আফিসের ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল বিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা) (২) শিল্প কারখানায় দৈব দুর্ঘটনা নিবারণের উপায়—ডাক্তার রিজম্যান—লেবার আফিসের সেফটি সার্ভিসের কর্ম্মকর্ত্তা। (৩) বেকার সমস্যার ওঠা-নামা। জার্ম্মাণি, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য শিল্প-প্রধান দেশের বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে লেবার আফিস গভীর গবেষণা চালাইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধটি প্রস্তুত করিয়াছেন ইহাতে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়ের বেকার অবস্থার ওঠানামা প্রভৃতি আলোচনা করা হইয়াছে। (৪) সোভিয়েট ইউনিয়নের শিল্প কারখানার কাজের ঘণ্টা—ইহাতে জারের রুশিয়া ও বলশেভিক রুশিয়ার শিল্প প্রতিষ্ঠান ও তাহাদের শ্রম-ঘণ্টার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। (৫) রিপোর্ট ও অনুসন্ধান বিভাগ (ক) গ্রেটবৃটেনে বন ও কৃষিতে নিযুক্ত লোকসংখ্যা।

"জার্ণাল অব্ পোলিটিক্যাল ইকনমি"

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ৩৬ খণ্ড। প্রথম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারীতে অনেকগুলি গবেষণামূলক প্রবন্ধ দেখিতেছি। মূল প্রবন্ধটি বার্ম্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত জে, স্মিথের রচনা,—গ্রেট বৃটেনের ব্যবসা শিক্ষা। এই ৫২ পৃষ্ঠার প্রবন্ধে লেখক ইংলণ্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও চেম্বার্স অব্ কমার্স বা বাণিজ্য-সভার উদ্যোগে পরিচালিত শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য শিক্ষার আখড়াগুলির পরিচয় দিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি আমেরিকার রেলওয়ে সংক্রান্ত আইন কানুন বিষয়ক, ১৯২৬ সনের রেলওয়ে লেবার অ্যাক্ট। লেখক নর্থওয়েষ্টার্ণ ইউনিভারসিটির শ্রীযুক্ত এ, আর এলিংউড। তৃতীয় রচনায় ভার্ম্মণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আলফ্রেড জি, বুসলার বিভিন্ন দেশের বিক্রয় ট্যাক্স সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জর্জ্জ জি, টানেল এই সংখ্যায় তাঁহার কর নির্দ্ধারণ ও আয় নামক প্রবন্ধটি সমাপ্ত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সি, ই, ড্যানকার্ট কানাডার শিল্পবিরোধ আইন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া হেনরী ব্রাউনের জমির কর নামক প্রবন্ধটিও উল্লেখযোগ্য।

(খ) ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের শ্রম অবস্থা

(গ) কুইনসল্যাণ্ডে বেকার বীমা, ১৯২৬-২৭।

(ঘ) পেনিসিলভানিয়া কাঁচ শিল্পের শ্রমজীবিগণ।

"ওয়ার্ল্ড পাওয়ার"

বৈদ্যুতিক শক্তি ও ইঞ্জিনিয়ারিংএর উন্নতি-বিষয়ক মাসিক। ১৪ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। মার্চ্চ সংখ্যায় আছে (১) সম্পাদকীয়—বৃটিশ শিল্প মেলা। ভবিষ্যতের গ্যাস কারখানা। দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইংলণ্ডের বৈদ্যুতিক মোসাবিদা। (২) বৃটিশ সাম্রাজ্যের বৈদ্যুতিক শক্তি—কুইনসল্যাণ্ডে বৈদ্যুতিক উন্নতি (৩) সূর্য্য-শক্তি। এই প্রবন্ধে সূর্য্য-রশ্মির কর্ম্মক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। (৪) টেলিফো তার।

"জাপান ক্রনিক্‌ল"

কোবে হইতে প্রকাশিত জাপানের আর্থিক সাপ্তাহিক। ২২শে মার্চ্চ সংখ্যায় আছে—(১) টারিফের রাজনৈতিক দিক্ (২) ব্যবসা ফল (৩) জাপানের স্থানীয় রাজস্ব (৪) রুশ "ষড়যন্ত্র" (৫) দুনিয়াকে ঠিক করা চাই (৬) জার্ম্মাণি ও তাহার বৈদেশিক ঋণ (৭) কোবের মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স।

"ইণ্ডিয়ান রিভিউ"

মার্চ্চ সংখ্যায় আছে—(১) ভারত সরকারের বাজেট, (স্যর পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস, এম, এল, এ) (২) সাগর পারে ভারতীয়গণের অবস্থা (পোলক) (৩) নূতন রেলওয়ে বাজেট (এন, সি, কেলকার, এম, এল্, এ) (৪) ভারতীয় স্থপতি-শিল্প (মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার

গঙ্গানাথ ঝা) (৫) বড়োদা রাজ্যের সংস্কার (বি, টি, কেল) (৬) সিলোনে ভারতীয় কুলী (বিশেষ সংবাদদাতা)।

"ইকনমিকা"

লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিকস অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স ভবন হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। মার্চ্চ, (১৯২৮) সংখ্যায় আছে—(১) ইংরেজের ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র (লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল ইকনমির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এ, এ, ইয়ং) (২) শিল্প আদালত (স্যর হ্যারল্ড মরিস) (৩) জনসংখ্যা সমস্যা (ডাক্তার হিউ ড্যালটন, এম, পি) (৪) বিরাট বিরাট সহর ও তাহাদের আর্থিক সমস্যা (ই, ডব্লিউ স্যানাহান) (৫) ব্যাঙ্কিং পলিসি সম্বন্ধে রবার্টসনের মতামত (এম, ট্যাপান)।

"ব্যাঙ্কার্স ম্যাগাজিন"

১৯২৮ মার্চ্চ সংখ্যায় আছে:—(১) দুনিয়ার কৃষি, শিল্প বাণিজ্য ও আর্থিক আলোচনা (বড় বড় ব্যাঙ্কারগণের অভিমত কৃষি সম্বন্ধে ব্যাঙ্কার শ্রীযুক্ত গুড এনাফের মতামত, সাম্রাজ্য উন্নতি, ব্যবসা সম্বন্ধে ম্যাককেনা, আমেরিকার প্রভূত পরিমাণ মজুত স্বর্ণ, মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের শ্রীযুক্ত হলাণ্ড মার্টিনের মতামত, বৈদেশিক প্রতি-যোগিতা, কটন ডিপ্রেশন, ব্যাঙ্কারের কাজ, শিল্প সমস্যা, করভার (২) শ্রীযুক্ত যুই চি সুশিমা, লণ্ডন, প্যারি ও নিউইয়র্কে জাপান সরকারের ফিনানশ্যাল কমিশনার) (৩) জাপানে ব্যাঙ্ক সংস্কার, (যুইচি সুশিমা)। জাপানে ৪ প্রকার ব্যাঙ্ক আছে—স্পেশাল ব্যাঙ্ক, সাধারণ ব্যাঙ্ক, সেভিংস ব্যাঙ্ক ও ট্রাষ্ট কোম্পানী। এই প্রবন্ধে লেখক জাপানের উল্লিখিত সকল প্রকার ব্যাঙ্কের গোটা পরিচয় দিয়াছেন।

"দি ব্যাঙ্কার"

বিলাতী মাসিক। ১৯২৮ মার্চ্চ সংখ্যায় আছে—(১) ব্যাঙ্কারের ডায়েরী। (২) ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (৩) দক্ষিণ আফ্রিকার সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিংএর ভবিষ্যৎ (অধ্যাপক আর্ণল্ড প্লাণ্ট) (৪) মিউনিসিপ্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। (জে, পি, হিলটন), (৫) ফরাসীর মূলধন বাজার, (জোসেফ কেলাঁ) (৬) লেবার সারট্যাক্স (ডব্লিউ, এইচ, কোট্স পি-এইচ, ডি) (৭) আমেরিকায় ব্যাঙ্কিংএ ওলটপালট (এইচ, পার্কার উইলিস)। (৮) ব্যাঙ্কিং ইতিহাস আলোচনা, জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কিং। (৯) আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কিং রিভিউ, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালী, বেলজিয়াম, সুইট্জার্লাণ্ড, ডেন্মার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, স্পেন, পর্ত্তুগাল, মিশর, তুরস্ক, রুমানিয়া, হাঙ্গারী, চিলি, মেক্সিকো, চীন প্রভৃতি দেশের ব্যাঙ্কিং অবস্থার আলোচনা। (১০) বীমা ডায়রী।

ধনবিজ্ঞানে "যুক্তিনিষ্ঠা" কি চীজ ?

ফরাসী ধনবিজ্ঞান-সাহিত্যে একটা পারিভাষিক শব্দ সুপ্রচলিত। তাহার সঙ্গে ইংরেজিতে মোলাকাৎ খুব কমই ঘটে। তবে ইংরেজি অর্থশাস্ত্রীরা সেই শব্দের অন্তর্গত বস্তুটার সহিত সুপরিচিত বটে। ১৯২৭ সনে প্যারিসের দোআঁ কোং "একোনোমিক্ র‍্যাসনেল" নামে একখানা বই প্রকাশ করিয়াছে। লেখকের নাম দিহ্বিজিয়া। গ্রন্থকারের "র‍্যাসনেল" শব্দটার কথাই বলিতেছি। এই শব্দ অবশ্য ইংরেজি ভাষার একটা সুপ্রচলিত শব্দ। বাংলায় তাহার প্রতিশব্দ বলা যাইতে পারে যুক্তিযুক্ত, যুক্তিসঙ্গত, যুক্তিনিষ্ঠ ইত্যাদি। এই "যুক্তিনিষ্ঠ" "একোনোমিক" বা ধনবিজ্ঞান কি চীজ? বলা বাহুল্য, যুক্তির উপর ভর না করিলে কোনো বিদ্যারই চলে না। অর্থশাস্ত্রও যে যুক্তির উপর ভর করিয়া চলে একথা ত প্রথমেই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে একটা "র‍্যাশন্যাল ইকনমিক্স্" (ইংরেজি) অথবা "একোনোমিক র‍্যাসনেল" (ফরাসী) শ্রেণীর অর্থশাস্ত্র বাজারে দেখা দিতেছে কেন?

এইখানে ধনবিজ্ঞানবিদ্যার যুক্তি, যুক্তিনিষ্ঠা ইত্যাদির আসল ঠাঁই আলোচনা করা আবশ্যক। যুক্তি ছাড়া যখন ধনবিজ্ঞান চলিতেই পারে না, তখন যেখানে যুক্তি নাই সেখানে ধনবিজ্ঞানই নাই। একথা সহজেই বুঝা যাইতেছে। ধনবিজ্ঞান মাত্রই যুক্তিনিষ্ঠ। সুতরাং "যুক্তি-নিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান" বলিলে একটা বাগাড়ম্বর জাহির করা হয় মাত্র। "টটলজি" বা পুনরুক্তি দোষের একটা দৃষ্টান্ত ছাড়া এখানে আর কিছু দেখিতে পাই না। কিন্তু অর্থশাস্ত্রের যে সকল বেপারীরা "যুক্তিনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান" বোল আওড়াইতেছেন তাঁহারা তর্কশাস্ত্রে নাবালক নন। তাঁহারা "টটলজি", পুনরুক্তি বা বাগাড়ম্বর ইত্যাদি ন্যায়শাস্ত্রের দোষ সামলাইয়া চলিতে সুপটু। তাঁহাদের "যুক্তিনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান" শব্দে বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ কোনো দোষ নাইও।

অতএব বুঝিতে হইবে যে, "যুক্তিনিষ্ঠ" ধনবিজ্ঞানের যুক্তির ভিতর একটা হাতীঘোড়া কিছু আছেই আছে। "যুক্তিনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানে"র যুক্তিতে আর অন্যান্য ধনবিজ্ঞানের যুক্তিতে মাল হিসাবে প্রভেদ বিস্তর। দুই ক্ষেত্রের যুক্তি এক চীজ নয়। অর্থাৎ যুক্তি শব্দের অর্থ দুই শ্রেণীর ধনবিজ্ঞানে দুই প্রকার।

যুক্তিনিষ্ঠ বনাম বস্তুনিষ্ঠ

যুক্তিনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানের বাহিরে যে ধনবিজ্ঞান বা যে সকল ধনবিজ্ঞান বিরাজ করিতেছে তাহার ভিতর যে ঢঙের যুক্তি খেলিতেছে তাহাকে "র‍্যাসনেল"-বাদীরা হয়ত যুক্তিই বলিবেন না। সেই সকল ধনবিজ্ঞানকে মোটের উপর সহজে এক কথায় "রিয়্যালিষ্টিক" বা "বস্তুনিষ্ঠ" ধনবিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। তাহার ভিতর যতখানি বা যে প্রকারের যুক্তি খেলিতেছে, তাহাকে বস্তুনিষ্ঠার যুক্তি বলা হইবে। কিন্তু "যুক্তিনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানের" বেপারীরা তাহাকে "আমলই দিতে" অভ্যস্ত নন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন:—"আমরা যে যুক্তির কেনাবেচা করি সে যুক্তি বিলকুল নিছক যুক্তি। তাহার ভিতর বস্তুর চাপ আধ কাঁচ্চাও নাই। আর অন্যান্যেরা আর্থিক গবেষণার যে সকল আলোচনাপ্রণালী কায়েম করে তাহাতে বস্তুর গন্ধই প্রধান এবং বেশী। তাহার ভিতর যতখানি যুক্তি আছে সবই বস্তু-ঘেঁসা, বস্তুমিশ্রিত। আমরা "অমিশ্র" বা "পিওর" যুক্তির সেবক আর তাহারা হইতেছে মিশ্র বা মিক্সড্ যুক্তির সেবক।"

"অমিশ্র" ধনবিজ্ঞান

বস্তুতঃ ফরাসীরা যে সকল ধনবিজ্ঞানকে "র‍্যাসনেল" বলে ইংরেজরা সাধারণতঃ সে সকলকে "র‍্যাশন্যাল" না বলিয়া "পিওর" বলিয়া থাকে। ইতালিয়ান ভাষায়ও তাহার প্রতিশব্দ "পুরা"। জার্ম্মাণ পারিভাষিকে তাহার নাম "রাইণ"। এই "রাইণ" শব্দটা ইংরেজি "পিওর" শব্দের প্রতিশব্দ। ইহার সঙ্গে "র‍্যাসন্যাল" বা "র‍্যাসনেল" শব্দের অন্তর্গত যুক্তির যোগাযোগ নাই। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত "যুক্তিনিষ্ঠ" বা "অমিশ্র" বিশেষণের দ্বারা এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর ধনবিজ্ঞান-সাহিত্য চিহ্নিত করা সুধীজগতের দস্তুর দেখিতে পাইতেছি।

পদার্থবিদ্যায় মিশ্র ও অমিশ্র

এই "অমিশ্র যুক্তির" প্রয়োগ কিরূপ? বস্তুনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানের বস্তুগুলা উড়াইয়া দিলে থাকে অঙ্কের ছড়াছড়ি। একমাত্র সেই অঙ্কগুলা লইয়া মাতামাতি করা হইতেছে "অমিশ্রের" কাজ। পদার্থজগৎ হইতে একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। দুনিয়ায় দেখিতেছি গাছ খাড়া আছে, দরিয়া বহিয়া যাইতেছে, মেঘগুলার মিছিল বাহির হইয়াছে, ঝড়ের ঝাপটায় ঘরের ছাদ মাইল দেড়েক দূরে উড়িয়া গেল, ভূমিকম্পে ঘরবাড়ী লোপাট হইল, রূপরঙওয়ালা গ্রহনক্ষত্র ঘুরাফিরা করিতেছে, ঘরামি খুঁটা গাড়িয়া আটচালা তৈয়ারী করিল। ইত্যাদি ইত্যাদি। দুনিয়ার এই সবই হইতেছে বস্তু—বস্তুর সঙ্গে বস্তুর যোগাযোগ। কিন্তু প্রত্যেক বস্তুর ভিতরেই, আর বস্তুতে বস্তুতে প্রত্যেক যোগাযোগের ভিতরেই মাপজোক আছে, সংখ্যা আছে, অঙ্ক আছে। হিমালয়ের বরফ গলিয়া কয়েকটা ধারা চীনা মুল্লুকে কেন গেল, আর কয়েকটা ধারা ভারতভূমিতে কেন আসিল, আর এই সকল ধারার কতটা কোন্ মুল্লুকে কত বেগে চলিল,—সবই গতিবিধির খেলা। এই গতিবিধিটা আর তাহার আনুষঙ্গিক স্থিতিসাম্যটা অঙ্কের অন্তর্গত। অর্থাৎ যদি কোনো পণ্ডিত বলিতে চাহেন যে, "দুনিয়ার ভিতর বস্তু আছে কিনা জানিনা। কিন্তু তাহার ভিতর অঙ্ক আছেই আছে। অতএব দুনিয়া-বিষয়ক পদার্থ-বিজ্ঞানে অঙ্কশাস্ত্রই আসল কথা, আর গ্রহনক্ষত্র, ঘরবাড়ী নদীপাহাড় ইত্যাদির কথা ভুলিয়া দুনিয়াখানাকে অঙ্কশাস্ত্রের গোলাম রাখা সম্ভব", তাহা হইলে তাঁহাকে নেহাৎ আনাড়ি "পণ্ডিতমূর্খ" বিবেচনা করিবার কারণ নাই। তাঁহাকে অমিশ্র গণিতশাস্ত্রের বেপারী বিবেচনা করাই দস্তুর।

গতিবিধি ও স্থিতিসাম্য

ধনবিজ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিতেছে। একদল পণ্ডিত বলিতেছেন "ওরে বাপু, তোরা দামের কথা বলিতেছিস, মুদ্রার হ্রাসবৃদ্ধি মাপিতেছিস, আমদানি-রপ্তানির বহর জরীপ করিতেছিস, পাটের কল, তেলের কল প্রতিষ্ঠা করিতেছিস, ব্যাঙ্ক কায়েম করিতেছিস, গরু-বীমার চাঁদা তুলিতেছিস, সুদ খাইতেছিস, ডিভিডেণ্ডের হার ঠিক করিতেছিস, মুনাফার টাকা পকেটস্থ করিতেছিস। ভাল কথা। মনে কর্, তোরা মুদ্রা, আমদানি-রপ্তানি, পাট, তেল, ব্যাঙ্ক, গরু, ইত্যাদির চর্চ্চা যেমন করিতেছিস তেমনই করিয়া চল। আর আমরা আলোচনা করিতে থাকি "বস্তুহীন" ভাবে বহরটা, হারটা, হ্রাসবৃদ্ধিটা, ওঠানামাটা, পরিবর্ত্তনটা, এক কথায় গতিবিধিটা আর তাহার আনুষঙ্গিক স্থিতিসাম্যটা। আর্থিক জীবনের গতিবিধি ও স্থিতিসাম্য বিলকুল নিছক বা অমিশ্র রূপে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। অর্থাৎ "ধনবিজ্ঞানের" 'ধন'টা বাদ দিয়া একমাত্র বিজ্ঞান লইয়া মাতামাতি করা সম্ভব। আর সেই বিজ্ঞান আগাগোড়া অঙ্কশাস্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়।"

অতএব যেমন "পদার্থবিজ্ঞানের" বেলায় "পদার্থ"-হীন বিজ্ঞান কল্পনা করা সম্ভব আর তাহা হইতেছে অমিশ্র অঙ্কশাস্ত্র। ধনবিজ্ঞানের বেলায়ও ঠিক সেইরূপ ধন-বিবর্জ্জিত বিজ্ঞান গড়িয়া তোলা সম্ভব। আর তাহারই নাম অমিশ্র, র‍্যাসনেল, যুক্তিনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান। সহজে অনেকে তাহাকে গণিত-নিষ্ঠ অর্থশাস্ত্র বলিয়া থাকে। "ম্যাথম্যাটিক্যাল ইকনমিক্স্" নামে আজকালকার বাজারে সেটা বেশ চলিতেছে।

ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ বনাম গণিত-নিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান

"গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান" শব্দ কায়েম করা মাত্রই ধাঁ করিয়া যে-কোনো লোক বলিবে,—"ওঃ হরি! এ যে ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের কথা বলা হইতেছে।" বস্তুনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানে ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের অঙ্ক ত সর্ব্বদাই চলিতেছে। তাহা হইলে গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানের আবার বিশেষত্বটা কোথায়?

রাশি-পর্য্যায়, যোগবিয়োগ, গুণভাগ, অনুপাত, দশমিক, ত্রৈরাশিক ইত্যাদি অঙ্কশাস্ত্রের মাল ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ বিদ্যার সামিল সন্দেহ নাই। আর সেই সব ছাড়া মামুলি ধনবিজ্ঞান চলিতেই পারে না। "আর্থিক উন্নতি"র যে কোনো অধ্যায় খুলিলেই তাহা মালুম হইবে। কিন্তু একমাত্র এই সকল অনুপাত বা অনুপাত-বোধক ছবি, চার্ট, গ্রাফ, "কার্ভ" ইত্যাদির যেখানে যেখানে ব্যবহার আছে সেই সকল স্থলে গণিত-নিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান চলিতেছে এরূপ বলা চলিবে না। ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের "ডালভাত" হজম করিবার পর আর এক ধাপে পা ফেলিবার পূর্ব্বে কেহ "ম্যাথ্ম্যাটিক্যাল," "র‍্যাসন্যাল" বা "পিওর" ইকনমিক্সের চর্চ্চা করিতে সমর্থ নয়। কেননা ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের তথ্য ও অঙ্কগুলা সবই আগাগোড়া বস্তুনিষ্ঠ। বস্তু ছাড়া ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ দাঁড়াইতেই পারে না। কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠ, গণিতনিষ্ঠ অমিশ্র ধনবিজ্ঞান বিদ্যা "বস্তুর মায়া" আর বস্তুর কাঠাম ফেলিয়া দিয়া "শূন্যের" উপর,—একমাত্র সংখ্যার উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে প্রয়াসী। কাজেই ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ আর গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান এক চীজ কোনো মতেই হইতে পারে না।

জ্যামিতি-বীজগণিত-ক্যালকুলাসের দাবী

গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানটাকে পাটীগণিতের এলাকার বহির্ভূত বিবেচনা করিলেই সুবিচার করা হইবে। ইহার ভিতর জ্যামিতি, কনিক্ সেক্শ্যন্স, বীজগণিত ও ক্যালকুলাস এই সব গণিতের খেলা। কাজেই যাঁহারা এই সকল গণিতে খেলোয়াড় নন তাঁহাদের পক্ষে "যুক্তিনিষ্ঠ" বা "অমিশ্র" ধনবিজ্ঞানে দন্তস্ফুট করা কঠিন। দুঃখের কথা, দুনিয়ার ধনবিজ্ঞানসাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত যত বড় বড় মাথাওয়ালা পণ্ডিত হাত দেখাইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই জ্যামিতি, ক্যালকুলাস, বীজগণিত ইত্যাদির ধার ধারেন নাই। তাঁহারা গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানে আনাড়ি, অতএব গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানের বেপারীরা দুনিয়ার অধিকাংশ "বাঘা বাঘা" ধনবিজ্ঞানসেবীকে যুক্তিনিষ্ঠার বহির্ভূত বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত।

এদিকে যাঁহারা "যুক্তিনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান" বিদ্যায় আনাড়ি তাঁহারা জ্যামিতি-বীজগণিতওয়ালাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাইয়া থাকেন। তাঁহাদের বক্তব্য এই:—"বীজগণিত আর ক্যালকুলাসের দোহাই দিয়া তোরা এমন কোন্ সূত্রটা আবিষ্কার করিয়াছিস যাহা আমাদের জানা নাই?" গণিতনিষ্ঠেরা জবাবে বলেন, "আমরা নতুন কিছুই আবিষ্কার করি নাই, করিতে পারিব বলিয়াও বিশ্বাস করি না। তোরা যাকিছু করিতেছিস সেই সবই আমরা ক্যালকুলাস আর বীজগণিতের ক-ঙ (গ) ইত্যাদির সঙ্কেতে ধরিয়া রাখিতেছি। তোরা যা কিছু বুঝাইবি দশ পৃষ্ঠা বক্তৃতার সাহায্যে আমরা তাহা বুঝাইব একটা মাত্র দাঁড়ি টানিয়া অথবা তিন চারটা অক্ষরের সাহায্যে।"

ফরাসী লেখক দিভিজিয়ার গ্রন্থ

এইবার ফরাসী পণ্ডিত দিভিজিয়ার বইটার যৎকিঞ্চিৎ খতিয়ান করা যাউক। বইটা ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত,—"(১) সাধারণ কথা, (২) বিনিময়, দাম ও মূল্য, (৩) ধনোৎপাদন, (৪) ধনবিতরণ, (৫) টাকাকড়ি, (৬) অর্থনৈতিক স্থিতিসাম্য (ইকুইলিব্রিয়াম)।

ধনবিজ্ঞানে গণিতের আসল কেরদানি অথবা এমন কি একমাত্র প্রয়োগক্ষেত্র হইতেছে, এই "সাম্য" তত্ত্বে। "ইকুয়েশ্যন" বা "সাম্য" সম্বন্ধটা আর্থিক জীবনের যতক্ষেত্রে পাওয়া যায় সেই সকল ক্ষেত্রে গণিতনিষ্ঠার জয়জয়কার। তিন টাকা খরচ করিবামাত্র এক জোড়া জুতা পাইলাম। এইদরে আজকার তারিখে ঠনঠনিয়ার বাজারে এক হাজার জোড়া জুতা বিক্রী হইয়া গেল। দেখা যাইতেছে যে, এক হাজার ক্রেতার পকেটস্থ তিন হাজার টাকা বাটখারার একদিকে যত ভারী, মুচীর দোকানগুলার এক

হাজার জোড়া জুতা বাটখারার অপর দিকে ঠিক সেই পরিমাণই ভারী। অতএব একটা ইকুয়েশ্যন (সাম্যসম্বন্ধ), ইকুইলিব্রিয়াম (স্থিতি-সাম্য) ইত্যাদি পাওয়া গেল। কিন্তু দাম যদি সাড়ে তিন টাকা হয় তাহা হইলে কত জোড়া জুতা বিক্রী হইবে? কে জানে? তখন হয়ত আবার অন্য রকমের একটা ইকুয়েশ্যন পাওয়া যাইবে। ইত্যাদি।

ইকুয়েশ্যন বা সাম্যসম্বন্ধ

গণিত-নিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান এই ইকুয়েশ্যন-তত্ত্বেরই প্রচারক। আর্থিক জীবন, অর্থনৈতিক ওঠানামা সবই এই বিজ্ঞানের আলোচনায় ইকুয়েশ্যন মাত্র। পৃথিবীর যা কিছু বৈষয়িক অভাব অভিযোগ, সাম্পত্তিক সুখ-দুঃখ সবই কোনো না কোনো ইকুয়েশ্যনের তাঁবে আনিয়া হাজির করা সম্ভব। বলা বাহুল্য, ইহা এক প্রকার চরম মতের "শূন্যবাদ" "অ্যাবস্ট্র্যাক্‌শন" "বস্তু ছাড়িয়া হাওয়ায় ঘুরিয়া বেড়ানো" সন্দেহ নাই। ইহাকে বৈদান্তিক অদ্বৈতনিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করা চলে। এইরূপ কল্পনা করিতে পারা বাহাদুরির কথা বটে। কাজেই গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানের কিম্মৎ লাখ টাকা।

টাকার বাজার হইতে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। দেশের ভিতর যতগুলা টাকা চলিতেছে তাহার কোনোটা টাকশালে ফিরিয়া আসে এক ঘণ্টার ভিতর আর কোনটা হয়ত একদম ফিরিয়াই আসেনা। সেটা হয়ত কোনো পল্লীর কিষাণ-ঘরে হাঁড়ীর ভিতর গর্ত্তস্থ হইয়া টাকা-লীলা সংবরণ করিল। আবার কখনো হয়ত একটা টাকা চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর পঞ্চাশ জন লোকের হাত বদলাইয়া দিগ্বিজয় চালাইল। অর্থাৎ একটা মাত্র টাকার দ্বারাই পঞ্চাশটা টাকার কাজ চালানো হইল। অপর দিকে কখনো হয়ত একটা টাকা চব্বিশ ঘণ্টায় মাত্র একবার একজন মাত্র বেপারীর বা গৃহস্থের কেনা বেচায় ব্যবহৃত হইল। দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেক টাকারই গতিবিধি আছে আর গতিবিধিগুলা সর্ব্বত্র একরূপ নয়। কিন্তু কেহ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আজকার তারিখে কলিকাতার বাজারে যত সব কেনাবেচা হইয়া গেল তাহার কিম্মৎ কতখানি। তাহা হইলে তাহার জবাব দেওয়া কঠিন হইবে কি? কঠিন হইবার কথা নয়। কেননা একটা ইকুয়েশ্যনের শরণাপন্ন হওয়া সম্ভব। ধরা যাউক যেন টাকার নাম 'ট' আর গতি বিধির নাম গ'। তাহা হইলে কেনা বেচার দাম (অর্থাৎ দ) সম্বন্ধে নিম্নলিখিত "সাম্য" পাওয়া যাইতেছে :—

$$ট \times গ = দ$$

ইকুয়েশ্যন আর ফর্ম্মুলা নামক সূত্রের কিম্মৎ খুব বেশী। আর্থিক দুনিয়ায় যতই ওলট-পালট বা ওঠানামা চলুক না কেন, ট×গ=দ ইত্যাদি শ্রেণীর নিয়ম চলিবেই চলিবে। এই জন্যই গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানের বেপারীরা নিজ আলোচনা-প্রণালীকে আসল বা চরম "যুক্তির" কর্ম্মক্ষেত্র বিবেচনা করেন। অন্যান্য ধনবিজ্ঞানের আলোচনা-প্রণালীর ভিতর যে সকল যুক্তি আছে তাহা এইরূপ চরম নয়। তাহার ভিতর ধোঁআটে ভাব, গোলমেলে, বা অসম্পূর্ণ চিন্তা থাকা সম্ভব; কিন্তু বীজগণিতের ফর্ম্মুলা চাঁছাছোলা বার্ণিশকরা সুনির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ যন্ত্রবিশেষ। ইহার ভিতর গোঁজামিলের ঠাঁই নাই। এই ধরণের বিজ্ঞানকে ইংরেজি-ফরাসী-ইতালিয়ান পরিভাষিকে "এক্‌জ্যাক্‌ট্" "একজাকৎ"—"এজাত্তা" বলে। রসায়নের মেলমেশ ভাঙাচুরার ভিতর যেমন কোনো প্রকার বুজরুকি বা হযবরল চলা অসম্ভব। গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানও সেই কোঠায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

জেহ্বন্‌স্-মেঙ্গার-হ্বালরার গণিত-নিষ্ঠা

গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান নেহাৎ কচি-শিশু নয়। অনেক দিন হইতেই ইহার রেওয়াজ চলিতেছে। তবে ইহার জন্মকালে বিজ্ঞান মুল্লুকে বড় একটা সাড়া পাওয়া যায় নাই। আসল ক্রমবিকাশের ধারা নিম্নরূপ :—

১। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ :—ইংরেজ পণ্ডিত জেহ্বন্‌স (১৮৩৫-১৮৮২) প্রণীত "থিয়োরি অব্ পোলিটিক্যাল ইকনমি" (ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বকথা) নামক গ্রন্থ এই বিভাগের এক বড় খুঁটারূপে আজও আদৃত হইতেছে।

২। ১৮৭১-৭২ :—অষ্ট্রীয়ান পণ্ডিত মেঙ্গার (১৮৪০-১৯২২) প্রণীত "গ্রুণ্ড্‌সেট্‌সে ডার ফোল্‌কস্‌-ভির্ট শাফ্‌ট্‌-সলেরে" (ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার মূলসূত্র) নামক জার্ম্মাণ গ্রন্থের ইজ্জৎও এইরূপ।

৩। ১৮৭৪-৭৭,—ফরাসী পণ্ডিত হ্বালরা (১৮৩৪-১৯১০)—প্রণীত "এলমাঁ দেকোনোমী পোলিটিক পি্যুর" (অমিশ্র ধনবিজ্ঞান) নামক গ্রন্থ আজও প্রথম ক্লইটার মতনই চলিতেছে।

আজকাল এই তিন খানা বইকেই গণিতনিষ্ঠ অমিশ্র ধনবিজ্ঞানের প্রধান স্তম্ভ বিবেচনা করা হইয়া থাকে। দেখা যাইতেছে যে ১৮৭০-৭৫ সনের ভিতর এই সাহিত্যের পুষ্টি সাধিত হইয়াছে।

আদিগুরু ফরাসী কুর্ণো আর জার্ম্মাণ গস্‌সেন

কিন্তু এই বিদ্যার নামজাদা জন্মদাতাদের ভিতর সর্ব্বপ্রসিদ্ধ হইতেছেন ফরাসী পণ্ডিত কুর্ণো (১৮০১-১৮৭৭)। ১৮৩৮ সনে তাঁহার "রেশের্শ্‌ সির লে প্র্যাঁসিপ্‌ মাৎমাতিক দ্য লা তেওরী দে রিশেস্‌" (ধন-তত্ত্বে গণিত-সূত্র বিষয়ক গবেষণা) বাহির হইয়াছিল। অন্যান্য ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যার ক্ষেত্রে ইংরেজ অ্যাডাম স্মিথের "হ্বেলথ অব্‌ নেশুন্‌স্‌" (১৭৭৬) যেমন একপ্রকার আদি-গ্রন্থ; গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কুর্ণোর বইও সেইরূপ। এইসঙ্গে ১৮৫৪ সনে প্রকাশিত জার্ম্মাণ পণ্ডিত গস্‌সেন (১৮১০-১৮৫৮) প্রণীত "এণ্টহ্বিকলুঙ ডার গেজেটসে ডেস মেনশলিখেন ফার্কেয়ার্স" (মানবীয় লেনদেন বিষয়ক নিয়মের ক্রমবিকাশ) উল্লেখযোগ্য।

একালের গণিত-নিষ্ঠা

একালে অর্থাৎ ১৮৭০-৭৫ সনের পরে অনেক ধন-বিজ্ঞানসেবীই অল্প-বিস্তর এই গণিতমহলে ঢুঁ মারিয়াছেন। তাঁহাদের ভিতর নামজাদা হইতেছেন (১) অষ্ট্রীয়ান বোম-বাহ্বার্ক (২) জার্ম্মাণ হ্বীজার (৩) জার্ম্মাণ শুমপেটার (৪) ইংরেজ মার্শ্যাল (৫) ইংরেজ এজওয়ার্থ (৬) ইংরেজ পিগু (৭) ইতালিয়ান পান্তালেঅনি (১৮৫৭-১৯২৪) (৮) ইতালিয়ান পারেত (১৮৪৮-১৯২৩) (৯) মার্কিণ জন বেট্‌স্‌ ক্লার্ক (১০) মার্কিণ ফিশার, (১১) মার্কিণ মুর (১১) ফরাসী লাঁদ্রি ইত্যাদি।

এজওয়ার্থ-পান্তালেঅনি-লাঁদ্রি

এই সকল লেখকদের গণিত-চর্চ্চা অবশ্য কোনো কোনোক্ষেত্রে অবান্তর মাত্র। খাঁটি গণিত-নিষ্ঠার নিদর্শন স্বরূপ নিম্নলিখিত বইগুলা উল্লেখযোগ্য :—

(১) ১৮৮১:—এজওয়ার্থ প্রণীত "ম্যাথম্যাটিক্যাল সাইকিক্‌স" (২) ১৮৮৯,—পান্তালেঅনি প্রণীত "প্রিঞ্চিপি দি একনম্যা পুরা"। (৩) ১৮৯৬-৯৭ পারেত প্রণীত "কুর দেকোনোমী পোলিটিক" (লেখক ইতালিয়ান; কিন্তু বই ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত)। (৪) ১৯০৪ লাঁদ্রি-প্রণীত "ল্যাঁতারে দ্য কাপিতাল" (পুঁজির সুদ)।

মার্শাল-পিগু-ফিশার-মুর

মার্শ্যাল পিগু, ফিশার, মুর ইত্যাদির বইগুলার ভিতর যতখানি গণিতনিষ্ঠা আছে তাহার চাপে সাধারণ বস্তুনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানের অস্তিত্ব লোপ পায় না। অর্থাৎ গণিত সম্পর্কিত অংশটুকু বাদ দিয়াও স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের প্রচারিত মতামতের অধিকাংশই বুঝা যায়। তাঁহাদিগকে কট্টর গণিতপন্থী বলা চলিবে না।

——o——

অর্থকরী ভূগোল-বিদ্যা

ভূগোলবিদ্যাটার সঙ্গে আজকাল আমাদের দেশে শুনিতে পাই "অসহযোগের" লড়াই চলিতেছে তুমুল ভাবে। কিন্তু আর্থিক উন্নতির নানা মহলে যাঁহারা বাহাল আছেন তাঁহাদের পক্ষে ভূগোল, ভৌগোলিক পর্য্যটন, ভৌগোলিক ইতিহাস ইত্যাদি সব কিছুই ডালভাতের সমান জরুরি। আসল কথা এই বিদ্যাটা যারপর নাই অর্থকরী। আজ-কালকার দিনে সকল দেশেই বহির্ব্বাণিজ্য সম্পদ্‌ বৃদ্ধির একমাত্র উপায়। বাঙালীরাও একালে আর নেহাৎ "ঘরকুনো" কূপমণ্ডূক নয়। এশিয়া, ইয়োরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা সকল মহাদেশের সঙ্গেই বাঙালীর কারবার

চলিতেছে। কাজেই "কেজো" লোকেরা আর্থিক আর বাণিজ্যিক ভূগোলটাকে আটপৌরে জীবনের সঙ্গী সমঝিতে বাধ্য। তবে আমাদের মাথা খেলে বড় অলসভাবে, এই যা। কাজেই যে যে দেশের সঙ্গে আমাদের কারবার চলিতেছে আমাদের বেপারীরা না জানে তাহাদের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের কথা, না জানে তাহাদের সহর পল্লীর আর্থিক অবস্থা, না জানে তাহাদের আমদানি রপ্তানির আইন কানুন। নেহাৎ অন্ধের মতন আমরা দেশ বিদেশের সঙ্গে লেনদেন চালাইয়া আসিতেছি।

"আর্থিক উন্নতি"র নানা অধ্যায়ে বিশেষতঃ "দুনিয়ার ধনদৌলত" আর "ব্যক্তি ও সঙ্ঘ" অধ্যায়ে আমরা "নমো নমঃ" করিয়া শিল্প-ভূগোল, বাণিজ্য-ভূগোল ইত্যাদি ভূগোলের যৎকিঞ্চিৎ ছড়াইতেছি। কিন্তু তাহার পরিমাণ সমগ্র বাঙালী সমাজের পক্ষে যথেষ্ট নয়। অন্যান্য মাসিক পত্রের এই দিকে ঝোঁক দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্যান্য ধন-সাহিত্যের মতন এই বিষয়েও বাঙালী লেখকদিগকে বিদেশীর নিকট হইতেই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

ল্যাটিন-আমেরিকা

একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বেপারীরা দক্ষিণ আমেরিকার মুল্লুকগুলায় বাণিজ্য পাতাইবার ফিকির ঢুঁড়িতেছে, এই সকল দেশে ইংলণ্ডের আর জার্ম্মাণির পসার খুব বেশী। মার্কিণরা বহুকাল ধরিয়া নাকে তেল দিয়া ঘুমাইয়াছে। কিন্তু আস্তে আস্তে তাহাদের ঘুম ভাঙিতেছে। ঘুম ভাঙিবামাত্রই সুরু হইয়াছে দক্ষিণ-আমেরিকায় মার্কিণ পর্যাটন—দক্ষিণ আমেরিকা সম্বন্ধে মার্কিণ মুল্লুকে লেখাপড়া, অনুসন্ধান-গবেষণা, বক্তৃতা। সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাদি প্রকাশও চলিতেছে দস্তুর মতন।

আমেরিকায় বসবাস করিবার সময় ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানসেবীদের মহলে এই আন্দোলনের প্রভাব স্পর্শ করিয়া আসিয়াছি। সেই প্রভাবের জের আজকাল বেশ মোটা আকারেই দেখা যাইতেছে। প্রতি মাসে অনেক বই ছাপা হইতেছে। ধনবিজ্ঞান, ব্যাঙ্ক, শিল্পবাণিজ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিক-ত্রৈমাসিক বিপুল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার চুম্বক প্রকাশ করা অথবা খতিয়ান করা অনেক সময়েই ক্ষুদ্র "আর্থিক উন্নতি"র পক্ষে সম্ভবপর নয়। এযাত্রায় একখানা বইয়ের নাম করিতেছি। লেখক কুপার। বইটার নাম "ল্যাটিন আমেরিকা,—মেন অ্যাণ্ড মার্কেটস।" প্রকাশক নিউ-ইয়র্ক ও লণ্ডনের গিন কোম্পানী। আমেরিকা-মহাদেশের যে-যে অঞ্চলে ল্যাটিন-সন্তান স্পেনিশ ও পর্ত্তুগীজ ভাষার চল আছে সেই সকল অঞ্চলকে "ল্যাটিন" বলা হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আর ক্যানাডা ছাড়া আমেরিকার অন্যান্য অংশ সবই ল্যাটিন,—যথা মেক্সিকো, আর্জ্জেন্টিনা, ব্রেজিল, চিলি ইত্যাদি। একমাত্র ব্রেজিল হইতেছে পর্ত্তুগীজ-ভাষী। অন্যত্র চলে স্পেনিশ। বইএর নামেই বুঝা যাইতেছে যে ল্যাটিন আমেরিকার ব্যক্তি ও বাজার এই বৃত্তান্তের কথাবস্তু। মার্কিণ চোখে তথ্যগুলা দেখা হইয়াছে। অর্থাৎ কোন্ কোন্ গলিঘোঁচে মার্কিণ বেপারীদের কিরূপ সুযোগ তাহা ঢুঁড়িয়া বাহির করাই গ্রন্থকারের মতলব। ফলতঃ অবশ্য গোটা দেশের কৃষিশিল্পবাণিজ্য রাস্তাঘাট, যানবাহন, দোকান-হাট, ব্যাঙ্কবীমা সবই আসিয়া পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্টের কথা, রাজস্ব ব্যবস্থা, আমদানি রপ্তানি, শুল্কের আইন ও হার কিছুই বাদ পড়ে নাই।

ল্যাটিন আমেরিকার নরনারী মার্কিণ মাপে অর্থাৎ ইয়োরামেরিকার উচ্চতম সভ্যতার মাপকাঠিতে নেহাৎ নীচু। ইয়োরোপের বলকান জনপদ, রুশিয়া ইত্যাদি, মেক্সিকো, ব্রেজিল, চিলি ইত্যাদি জনপদের আর্থিক অবস্থাও তাই। এক কথায় ভারতের নরনারীরা ল্যাটিন আমেরিকার নরনারীকে মাসতুত ভাইবোন বিবেচনা করিলে ভুল হইবে না। কাজেই ল্যাটিন আমেরিকার নামে নাক-শিঁটকানো ইংরেজ-মার্কিণ ফরাসী জার্ম্মাণ পণ্ডিত-ব্যবসায়ী-রাষ্ট্রিকের স্বধর্ম্ম। এই সব ছোটলোকগুলার সঙ্গে কারবার করা ঝকমারি,—ইহারা না জানে ব্যাঙ্কের কিস্মৎ না বুঝে সময়ের মূল্য। এই হইতেছে উচ্চতম মাপকাঠিতে ল্যাটিন আমেরিকার "নৈতিক" অবস্থা। কিন্তু কুপার বলিতেছেন,—"এইরূপ" নাক শিঁটকাইলে ব্যবসা চলিবেনা। লোকগুলা উন্নত হউক

অবনত হউক তাহাতে বেপারীদের বেশী কিছু যায় আসে না। তাহাদের সঙ্গে সহৃদয়তার সহিত কথাবার্ত্তা চালানো উচিত। ইয়োরামেরিকার যে জাত সহৃদয়তার সহিত এই সব জাতির সঙ্গে লেনদেন চালাইতে অভ্যস্ত তাহাদের ব্যবসা ফুলিয়া উঠিতেছে। তাহাদের বিচারে ল্যাটিন আমেরিকার বেপারীরা বিশ্বাসযোগ্য ভদ্রলোকই বটে। ভাবার্থ,—"অতএব মার্কিণ বেপারী ধাওয়া কর ল্যাটিন আমেরিকার বাজার লুটিতে। জার্ম্মাণ আর ইংরেজকে ঢিট করা চাই-ই চাই।

—•—

কামন্দকীয় নীতি-সার

শ্রীগণপতি সরকার কর্ত্তৃক অনূদিত। ১৩৩১ কলিকাতা, মূল্য এক টাকা।

লেখক মহাশয় এই অনুবাদ গ্রন্থ ছাপাইয়া বাঙ্গালী পাঠক সমাজকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। অনুবাদ বেশ প্রাঞ্জল হইয়াছে। যাঁহারা প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনীতি বুঝিতে চাহেন তাঁহারা এই পুস্তক হইতে অনেক সাহায্য পাইবেন।

পুস্তকের ভিতর প্রবেশ করিতে না করিতেই এই সত্য মালুম হইবে যে, হিন্দু নরনারী শুধু আধ্যাত্মিক জানোআর ছিল না, তাহাদের হাড় মাসে লড়াই, রক্তারক্তি, রাজস্বের লেনদেন, টাকা পয়সার বড়াই সহজে বরদাস্ত হইত। কূটনীতি-বিশারদের উপদেশাবলী হিন্দুরা কর্ম্মক্ষেত্রে আর চিন্তাক্ষেত্রে বেশ উপভোগ করিতে অভ্যস্ত ছিল।

সংস্কৃতের মূল পুস্তক পড়িবার সুযোগ সকলের হয় না। ক্ষমতাও সকলের নাই। সেজন্য অনুবাদ সাহিত্যের যথেষ্ট দরকার আছে।

"কামন্দকী"তে অর্থকথা অবশ্য বেশী নাই। ইহা প্রধানতঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্গত। প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকদের প্রচারিত ধনবিজ্ঞান বুঝিতে হইলে আর তাহার সঙ্গে গ্রীক, রোমাণ, মধ্যযুগের ইয়োরোপীয়ান চিন্তার ধারা তুলনা করিয়া দেখিতে হইলে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অথবা শুক্রনীতি ইত্যাদি গ্রন্থ পড়া আবশ্যক হইবে। যাঁহারা প্লেটো, অ্যারিষ্টটল, জেনোফোন, টমাস্ অ্যাকুইনাস ইত্যাদির পাশে হিন্দু চিন্তাবীরদিগকে বসাইয়া এক সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দিকে নজর ফেলিতে সমর্থ, তাঁহারা প্রাচীন হিন্দুদের অর্থনিষ্ঠায় "বিষয়"-নিষ্ঠায় আর সংসারনিষ্ঠায় পাশ্চাত্য নরনারীর তথাকথিত বিশেষত্বগুলাই পাকড়াও করিতে পারিবেন। অর্থাৎ তাঁহারা প্রাচীন ভারতকে একটা সৃষ্টিছাড়া মুল্লুক বা জগতের অদ্বিতীয় কিছু ভাবিয়া আহাম্মুকির পরিচয় দিবেন না। "কামন্দকী"র মতন বই আজ যুবক বাংলায় বিস্তর চাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

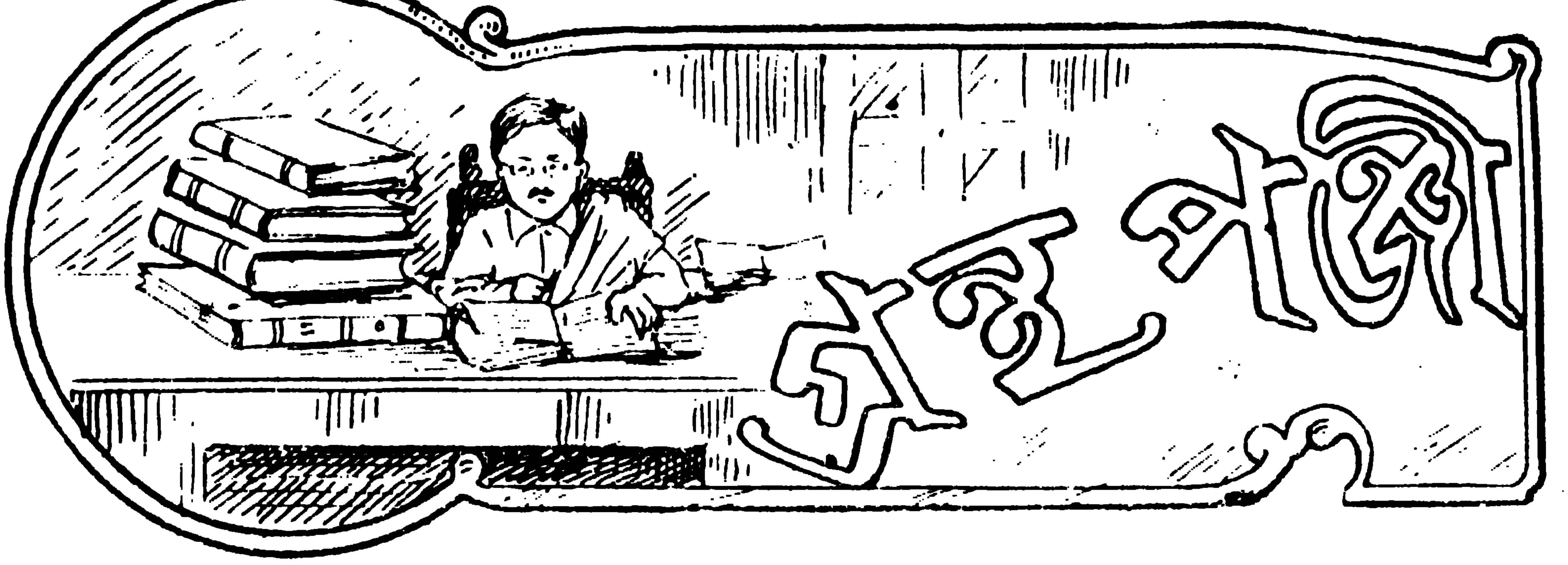

১। গ্রুণ্ড্রিস্ ডার ফিনান্ৎস্ হ্বিসেন্শাফ্ট্” (রাজস্ব-বিজ্ঞানের বনিয়াদ),—ফোন এহেব্যর্গ, ডাইখার্ট কোং, লাইপৎসিগ, ১৯২৭,৬ মার্ক ৫০ ফেন্নিগ।

২। “অঁ্যাত্রোডুক্সিওঁ আ লেতুদ ডু মানুয়েল দ’ পারেত” (ইতালির গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানসেবী পারেত প্রণীত ফরাসী ধনবিজ্ঞান গ্রন্থের ফরাসী ব্যাখ্যা ও ভূমিকা) —বুস্কে, জিয়ার কোং প্যারিস, ১৯২৭,৬ ফ্রাঁ।

৩। “সেফ্গার্ডিং :—হোয়াট ইট্ ইজ অ্যাণ্ড হোয়াট ইট্ ড্যজ্” (শিল্প বাণিজ্যের বাঁচোআনীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ), ব্রাঙ্কার, লণ্ডনের ফ্রী ট্রেড (অবাধ-বাণিজ্য) ইউনিয়ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৯২৭,১ শিলিঙ্।

৪। “হ্বেজেস্ অ্যাণ্ড লেবার কষ্ট্স্” (মজুরি ও মজুর খরচ), ডেন, ম্যাকমিলান কোং, লণ্ডন, ১৯২৭ ৪ শি ৬ পে।

৫। “ডী গেজেটস্-মেসিগকাইট ইন্ ডার হ্বির্ট-শাফ্ট” (আর্থিক জীবনে নিয়ম-তন্ত্র), ডোব্রেট্সব্যর্গার, স্প্রিঙ্গার কোং হ্বিয়েনা, ১৯২৭,৬ মার্ক ৫০ ফেন্নিগ।

৬। “বৃটিশ ওয়ার-ফিনান্স” (ইংরেজের লড়াই-রাজস্ব) —গ্রেডি, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, নিউইয়র্ক, ১৯২৭ ৫ ডলার।

৭। “লে শেমঁ্যা স্থ’ ফ্যার আল্মাঁ এ লা গেয়্যার” (জার্ম্মাণ রেল ও লড়াই),—পেশো, লাভোজেল কোং, প্যারিস, ১৯২৭।

৮। “ল্য প্রোব্লেম ডু লোজমাঁ” (ঘরবাড়ীর সমস্যা), সেলিয়ে,—লে প্রেস য়ুনিভার্সিতেয়ার, প্যারিস, ১৯২৭ ২০ ফ্রাঁ।

৯। “লেজ্ এতাজ্ যুনি দোরোপ” (ইয়োরোপের যুক্তরাষ্ট্র), হ্বোই তিন্স্কি, লেগ্লাঁতিন কোং ব্রুসেল্স, ১৯২৭, ১২ ফ্রাঁ।

১০। “ফিনান্সিং অটোমোবিল সেল্স্ বাই দি টাইম-পেমেণ্ট প্ল্যান” (অটোমোবিল বিক্রীর কৌশল,—কিস্তি মাফিক দাম আদায়) গ্রাইম্স্, শ’ কোং, শিকাগো, ১৯২৬, ২·৫০ ডলার।

১১। “লা রেনেসাঁস ডু ক্রেদি আন্ আলমাঞ” (জার্ম্মাণির টাকার বাজারে নবজীবন),—স্থাণি, লে প্রেস য়ুনিভারসিতেয়ার, প্যারিস ১৯২৭।

১২। “দি লিহ্বিং হ্বেজ” (জীবনধারণোপযোগী মজুরি), ব্রেইল্স্ফোর্ড, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টি, লণ্ডন, ১৯২৬, ৬ পেন্স।

১৩। “পোষ্টপোনিং ষ্ট্রাইক্” (ধর্ম্মঘট কিছু কালের জন্য স্থগিত রাখা), সেলেক ম্যান,—রাসেল সেজ ফাউণ্ডেশ্যান, নিউইয়র্ক, ১৯২৭, ২·৫০ ডলার।

১৪। “লা ক্যাস দেস্কঁৎ (১৭৭৬-১৭৯৩) এ লেজ্ অরিজিন স্থ লা বাঁক্ দ’ ফ্রাঁস” (ক্যাস্দেস্কঁৎ নামক ব্যাঙ্কের বৃত্তান্ত ও ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স নামক নেপোলিয়ান-প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের জন্মকথা),—বিগো,—লে প্রেস য়ুনিভার্সিতেয়ার, প্যারিস, ৩১৭ পৃষ্ঠা, ৩৫ ফ্রাঁ।

১৫। “ড্যার গেল্ড্-উণ্ড কাপিটাল-মার্কট্ ড্যার শোআইট্স্” (সুইট্সার্ল্যাণ্ডের টাকার বাজার ও পুঁজির বাজার), হেহ্বেলার, স্প্রিঙ্গার কোং বার্লিন, ১৯২৭, ১১১ পৃষ্ঠা, ৮ মার্ক।

আর্থিক চিন্তার ইতিহাস

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ, বি, এল

প্রথম অধ্যায়

আর্থিক চিন্তার উৎপত্তি

ঠিক কোন্ সময় হইতে আর্থিক চিন্তা মানবের মনে প্রথম উদিত হইয়াছিল, সে কথা বলিতে না পারিলেও ইহা সহজেই বলা যায় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই সকল দেশের লোক কিছু কিছু আর্থিক চিন্তা করিত। বিধি-প্রণেতা ও পুরোহিতদিগের আচার ব্যবহারের নিয়ম কানুন বা নীতিসংহিতাতেই প্রথম আর্থিক চিন্তা একটা বিশিষ্ট আকার ধারণ করে। নীতিসংহিতাগুলি দুনিয়ায় মানবের স্থান, জন্ম-মৃত্যু, বাঁচিয়া থাকিবার উদ্দেশ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বলিবার সময় অর্থনীতি সম্বন্ধেও দু'চার কথা বলিয়াছে। সে যুগে ধর্ম্ম ও নীতির মধ্যেই অর্থনীতির সূত্রগুলি স্থান পাইয়াছিল। যে পর্য্যন্ত উপনিবেশ, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য, মুদ্রা প্রভৃতি সম্বন্ধে সমস্যা উপস্থিত না হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত গ্রীকেরা অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতি বিশেষ মন দেয় নাই।

প্রাচীনকালে আর্থিক চিন্তার বিকাশ না হইবার মূল কারণ প্রাচীন পণ্ডিতদিগের শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অবজ্ঞা। গ্রীক্ দার্শনিক সক্রেটিস্ বলিতেন যে, অভাব কমাইয়া আনাই ঐশী শক্তিলাভের প্রকৃষ্ট উপায়; হিন্দু পণ্ডিতেরাও ঐ একই কথা বলিতেন। যে কালে এই ধারণা প্রবল সে কালে যে বিজ্ঞান অভাব-পূরণের কথাই বলিয়া থাকে সে বিজ্ঞানের বিকাশ হওয়া কঠিন।

অধিকন্তু প্রাচীন কালে নীতির স্থান উচ্চে ছিল। সে যুগে নীতি ও অর্থনীতি মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে যাহা আমাদের আর্থিক অবস্থার পক্ষে মঙ্গলকর তাহাই সাধারণতঃ নীতিসঙ্গত বলিয়া থাকি অর্থাৎ অর্থনীতিকে নীতি হইতে পৃথক করিয়া উচ্চে আসন দিয়া থাকি। কিন্তু প্রাচীনেরা আর্থিক অবস্থার দিকে বড় একটা নজর দিতেন না। তাঁহারা "সৎ" জীবনের মধ্যে সুখ খুঁজিতেন—"পরিপূর্ণ" ভাবে বাঁচিয়া থাকার মধ্যে নয়। সমাজের অন্তরের সুর ছিল নীতি।

এমন কি, যে সকল বিষয় একান্তই অর্থনীতির অন্তর্গত, প্রাচীন পণ্ডিতেরা সে সকলেরও নিন্দা করিয়াছেন। মজুর-শ্রেণীর উন্নতিবিধান আর্থিক চিন্তার অঙ্গবিশেষ। প্রাচীন দার্শনিকেরা কিন্তু বলেন যে, কৃষি ব্যতিরেকে সকল শিল্পই বুদ্ধি ও শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। গ্রীক্ ও রোমানেরা মজুর শ্রেণী ও ব্যবসায়ীদের রীতিমত ঘৃণা করিতেন। প্লেটোর মত বিচক্ষণ ব্যক্তিও আদর্শ ষ্টেটের কথা বলিতে গিয়া কোথাও শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের নাম করেন নাই।

প্রাচীন কালে রাষ্ট্রই সর্ব্বশক্তিমান ছিল। যে কালে ও দেশে রাষ্ট্রই পণ্ডিত এবং দার্শনিকের মন হরণ করে, সে কালে ও দেশে আর্থিক চিন্তার স্ফুরণ অসম্ভব।

প্রাচীনেরা দেশ জয় করিয়া অর্থ-সংগ্রহ করিতেন, তাই আর্থিক চিন্তার প্রতি মনোনিবেশ করেন নাই।

দূরের বস্তুর সম্মোহিনী শক্তি যতটা নিকটের বস্তুর ততটা নহে। তাই স্থিতিশীল সহজ জীবনে আর্থিক চিন্তা বিশেষ স্থান পায় নাই। কারণ ইহা একেবারে ঘরোয়া জিনিষ।

যে দেশ যত বাসোপযোগী ছিল, সেই দেশে সভ্যতা ততটা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সেই সকল দেশের জন-সংখ্যা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। একদল প্রতাপশালী, অপর দল আজ্ঞাবহ দাস মাত্র। পণ্ডিতেরা এই প্রতাপশালীর দলভুক্ত। তাঁহারা মজুর শ্রেণীর দিকে বা অভাব অভিযোগের দিকে মন দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেন না।

সমাজ-বিজ্ঞান হিসাবে মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধই অর্থনীতির বিষয়। প্রাচীন কালে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির

পরিবারের সহিত পরিবারের, দেশের সহিত দেশের সম্বন্ধ ছিল সহজ, আজকালকার মত জটিল ছিল না। তাই অর্থনীতির সমস্যাও ছিল সহজ।

প্রাচীনকালে জীবন বা ধন বিশেষ নিরাপদ ছিল না। বিনিময় ও সঞ্চয় তাই গড়িয়া ওঠে নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, অবস্থা অনুকূল থাকায় এবং চিন্তা প্রতিকূল থাকায় প্রাচীন কালে আর্থিক চিন্তা বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচ্যের আর্থিক চিন্তা

পূর্ব্ব এবং পশ্চিমের প্রাচীন কালের আর্থিক চিন্তা তুলনা করিলে দুয়ের মধ্যে বেশ একটু তফাৎ দেখা যায়। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে পূবের লোক পশ্চিমাদের অপেক্ষা বৈষয়িক জীবনকে বেশী অশ্রদ্ধার চোখেই দেখিত। তাঁহারা নীতি ও ধর্ম্মকেই উচ্চে স্থান দিয়াছিল।

পূর্ব্ব বলিতে চীন, জাপান, পারশ্য, আরব প্রভৃতি বুঝাইলেও আমরা হিব্রু ও হিন্দুদিগেরই আর্থিক চিন্তার কথা আলোচনা করিব। যে হেতু এই দুই জাতির আর্থিক চিন্তাই একটু পরিস্ফুট।

হিব্রু ও হিন্দু এশিয়ার প্রাচীন সভ্যজাতি। কৃষিই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল। ধর্ম্ম ইহাদের জীবনের সহিত ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত ছিল বলিয়া পুরোহিত ও বিধি-প্রণেতাদের লেখা হইতেই আমাদের রসদ জোগাড় করিতে হইবে। এই সকল বিধি-ব্যবস্থার মধ্যেই কৃষি, সুদ, মজুর ও মজুরী, কর, স্বত্বাধিকার প্রভৃতি সম্বন্ধে মতবাদ পাই। সকল বিষয়ের আলোচনা করা সম্ভব নহে বলিয়া প্রধান বিষয়গুলির আলোচনা করিয়া আর্থিক চিন্তার মূল ধারা ধরিতে চেষ্টা করিব।

সুদ

মোসেস সুদ গ্রহণের বিরোধী ছিলেন; তবে অপরিচিতের নিকট হইতে সুদ গ্রহণ সমর্থন করিতেন। অপরিচিতের কাছ হইতে সুদ গ্রহণ সম্ভব ছিল বলিয়া একজন অপরিচিতকে মাঝে রাখিয়া সুদের লেনদেন চলিত। কিন্তু দরিদ্রের নিকট সুদ লওয়া নিষিদ্ধ ছিল।

অর্থনীতিতে সুদ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, মোসেস-বিধিতে সে অর্থে উহার ব্যবহার নাই, কারণ পুঁজির কথাই নাই। মোসেস-বিধিতে ঋণদাতা এই মনে করিয়া কর্জ্জ দিত যে, অল্প পরিমাণের পরিবর্ত্তে অধিক পরিমাণ ফিরাইয়া পাইবে।

উত্তমর্ণ বন্ধকী না রাখিয়া কর্জ্জ দিতে চাহিত না। এই বন্ধকী সম্বন্ধেও বিশেষ বিধি ছিল। একটা বিধি এইরূপ—"অধমর্ণের গৃহে যাইবে না, সে আপনা হইতেই বন্ধকী আনিয়া দিবে এবং যদি সে দরিদ্র হয় ত রাত্রের পূর্ব্বে তাহাকে বন্ধকী ফিরাইয়া দিতে হইবে।" "বুক্ অব্ জব"এ বিধবার ষণ্ড বন্ধকী লওয়ার বিরুদ্ধে বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মণ্য বিধিতে উচ্চ জাতি ধার কর্জ্জ দিতে পারিত না। সুদখোরদিগের মত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়েরা সুদ লইয়া কর্জ্জ দিতে পারিত না। যে সকল অসৎ লোক ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছে, তাহাদেরই পক্ষে কেবল সেরূপ ভাবে ধার দেওয়া সম্ভব ছিল। বশিষ্ঠ (২।৪০) বলিয়াছেন, "যে সস্তায় বিষয় খরিদ করিয়া উচ্চ হারে বিক্রয় করে তাহাকে সুদখোর বলে, এবং যাঁহারা বেদ পাঠ করেন তাঁহারা তাহার নিন্দা করেন।" প্রতিভূ না রাখিয়া কর্জ্জ দেওয়া সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়ম বিধিবদ্ধ ছিল (বশিষ্ঠ ২।৪৭)—"সোনার বেলায় দামের দ্বিগুণ, শস্যের বেলায় তিনগুণ, ওজন হিসাবে দিলে দামের আটগুণ"।

প্রতিভূ রাখিয়া কর্জ্জ দিলে বশিষ্ঠ মতে বিশ মাশায় ৫ মাশা অর্থাৎ ২৫% পর্য্যন্ত সুদ ন্যায্য ছিল।

সুদের মাত্রা সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা একমত ছিলেন না। কেহ কেহ বলেন এক বৎসরের অধিক সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ। আবার কেহ বলেন, সুদ আসলের সমান হইলে স্থগিত হইবে। কিন্তু রাজার মৃত্যু হইলে সুদ বন্ধ হইবে, এ বিষয়ে সকল পণ্ডিতই একমত।

বিভিন্ন প্রকারের সুদেরও চলন ছিল। মজুর খাটিয়া সুদ শোধের নাম শারীরিক সুদ। গরু-গাধা প্রভৃতি

বন্ধকী বস্তু ঋণদাতা ব্যবহার করিতে পারিতেন বলিয়া, এই প্রকারে সুদ গ্রহণের নাম "বন্ধকী-ব্যবহার"।

লোক হিসাবে সুদের বিভিন্ন হারের প্রচলন ছিল। অসৎ লোককে অধিক পরিমাণে সুদ দিতে হইত। বস্তু হিসাবেও সুদের পার্থক্য ছিল। যথা, শস্য নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য বলিয়া কম সুদ লাগিত।

সুদ সম্বন্ধে হিব্রু ও হিন্দুমতে মিল এই যে উভয় বিধানেই সুদের একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল। উভয় বিধানেই এমন একটা সময় উপস্থিত হইত যে সে সময়ে সুদ বন্ধ হইয়া যাইত—সে রাজার মৃত্যুতেই হউক বা জুবিলি বর্ষেই হউক বা সুদ আসলের সমান হইলেই হউক। উভয় দেশেই ঋণ গ্রহীতার মধ্যেও একটু পার্থক্য করা হইয়াছে। একদেশে অপরিচিতের কাছে সুদ গ্রহণ ন্যায্য, অপর দেশে অসৎ লোক এবং নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তির কাছে সুদ গ্রহণ বিধেয়।

ব্যবসা

ক্রয়-বিক্রয়ের আইন কানুন হইতে প্রাচীন কালের ব্যবসা-সংক্রান্ত জ্ঞানের ধারণা জন্মে। যাহাতে ওজন ঠিক থাকে এবং ভেজাল দেওয়া না হয় সে বিষয়ে প্রাচীনদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। রাবি ফটকাবাজীতে (স্পেকুলেশ্যনে) বাজার-দর চড়ানোর বিরুদ্ধে বলিয়াছেন। খাদ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইত না। দুর্ভিক্ষের সময় পুঁজি করিয়া রাখাও অসম্ভব ছিল। খুচরা বিক্রেতারা ১৬⅔% এর বেশী লাভ রাখিতে পারিত না। ব্রহ্মণ্য বিধিতে বাজার-দর অপেক্ষা কম দর বা অধিক দরে বিক্রয় করিলে বণিককে দণ্ড দিতে হইত।

তখন প্রতিযোগিতা ছিল না বলিয়া ক্রেতাদিগকে ঠকাইবার যথেষ্টই সুবিধা ছিল। সেইহেতু এই সকল বিধানের প্রয়োজন হইয়াছিল। কৃত্রিম ওজন, অধিক সুদ, অন্যায় মূল্য, অধিক লাভ প্রভৃতির হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া যাহাতে লোকে "উচিত মূল্যে" সকল দ্রব্য ভোগ করিতে পারে সেই হেতু এই সকল বিধানের উৎপত্তি।

শ্রমজীবী

এখনকার মত প্রাচীনকালে শ্রমিক-সমস্যা ছিল না। ব্রহ্মণ্য বিধিতে শ্রমিক যদি চুক্তির কাজ শেষ না করিয়াই পলাইত তবে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ চুক্তি-মজুরী মালিককে দিতে হইত এবং রাজাকেও কিছু দণ্ড দিতে হইত। কিন্তু মালিক যদি শ্রমিককে তাড়াইয়া দিত তাহা হইলে তাহাকেও চুক্তি মজুরি শ্রমিককে দিয়া রাজাকেও দণ্ড স্বরূপ কিছু দিতে হইত।

শ্রম-দ্বারা জীবিকা-অর্জ্জনকারীকে হিব্রুরা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিলেও কৃষি ভিন্ন অপর কোন শিল্পকে তাহারা উৎসাহ দেয় নাই।

এইখানে অতি সংক্ষেপে হিন্দুদের জাতিভেদের আর্থিক ব্যাখ্যা দেওয়া বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। হিন্দু জাতিভেদ প্রথা অনেকটা শ্রমবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুরা চারিভাগে বিভক্ত ছিল। সমাজে স্থান-হিসাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি। ব্রাহ্মণ বেদ-পাঠ করিবে, শিক্ষা দিবে ও ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিবে। ক্ষত্রিয় রাজ্য জয়, প্রজা পালন ও কর আদায় করিবে। বৈশ্য চাষ আবাদ, গো-মহিষাদি পালন ও যান বাহন চালনা করিবে। শূদ্র মজুরি করিবে ও উচ্চ জাতিগণের সেবা করিবে। প্রত্যেক জাতিকে আপন আপন কর্ম্মে লিপ্ত রাখা রাজার অন্যতম কর্ত্তব্য ছিল।

কৃষি

ইস্রেলবাসীদের জাতীয় জীবনের মূলে কৃষি। প্রাচীন সভ্যতার গাথা, সূত্র, বিধি যে সময়ে প্রণয়ন করা হয়, সে সময়ে লোকে পশু-পালন ত্যাগ করিয়া কৃষি আরম্ভ করিয়াছে, মাত্র। সেই জন্য কৃষির স্থান জাতীয় জীবনে এত উচ্চে ছিল। রাবির সূত্রে আছে "যদিও বাণিজ্যে লাভ বেশী তবু মুহূর্ত্তেই সব নষ্ট হইতে পারে। অতএব ভূমি ক্রয় করিতে দ্বিধা করিও না।"

পক্ষান্তরে বাণিজ্য ও শিল্প অশ্রদ্ধার বস্তু ছিল। কিষাণ-বৈশ্যের স্থান সমাজ-স্তরে শিল্পী শূদ্রের উপরে। ইহুদিরা বণিকদিগকে তাচ্ছিল্যের সহিত ক্যানানাইট বলিতেন।

বুক অব্ ম্যাক্কাবিসে কৃষির উল্লেখ থাকিলেও বাণিজ্যের উল্লেখ কোথাও নাই। জোসেফাস বলেন যে, তাঁহার সময় পর্য্যন্ত ইহুদিরা বাণিজ্যে মন দেয় নাই।

যে কালে কৃষির গুণগান এত উচ্চস্বরে গীত হয়, সে কালে শিল্প-কারখানা বা বাণিজ্য বিস্তার লাভ করিতে পারে না।

সপ্তম বর্ষ এবং জুবিলি বর্ষ

এই দুইটাই হিব্রু বিধানের বিশেষত্ব। ভগবানই সমস্ত ভূমির মালিক, এই ভাবের উপর ইহার স্থিতি। "ভূমি চিরকালের জন্য বিক্রয় হ'তে পারে না, কারণ ভূমি আমার।" মোসেস তাই অনুজ্ঞা দিলেন যে, প্রতি জুবিলি বর্ষে "প্রত্যেককে নিজ স্বত্বে ফিরিয়া যাইতে দাও।" প্রতি সপ্তম বর্ষে ভূমি পতিত থাকিত। রাবি ধর্ম্মের উপরই জোর দিয়াছেন; কিন্তু আর্থিক হিসাবেও ভূমির বিশ্রাম যে প্রয়োজন সে কথাও যে মনে হয় নাই তাহা বলা শক্ত। দেশ হইতে দারিদ্র্য বিতাড়িত করিবার জন্য সপ্তম বর্ষে অধমর্ণকে মুক্তি দিবার জন্য উত্তমর্ণের প্রতি অনুজ্ঞা ছিল।

উপরের কথাগুলি আলোচনা করিলে প্রাচ্যের আর্থিক চিন্তা ও জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে কতকগুলি মূল সূত্র ধরা পড়ে। যথা—

১। প্রাচীনকালের সমাজ-দর্শনের প্রধান কথা ছিল সরলতা। সামাজিক জীবন অপরিস্ফুট বলিয়া সমাজ বিজ্ঞানও বিকাশ লাভ করে নাই। ধর্ম্ম, নীতি, বিধি, অর্থনীতি, দর্শন পরস্পর মিশ্রিত ছিল।

২। সামাজিক জীবনে নীতি ও ধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। সমাজে একদল প্রতাপশালী পুরোহিত ছিলেন। তাঁহাদের অনুজ্ঞা অনুশাসনই আর্থিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিত। উভয় বিধিতেই সকল আর্থিক বিষয়ের একটা ধর্ম্মগত অর্থ ছিল। এই সকল বিধান পালন করিলে প্রধানতঃ আর্থিক উন্নতি না হইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতিই হইত। যে কোন আচার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহা প্রমাণ হয়।

৩। দৈনন্দিন জীবন নিখুঁত নিয়মে বাঁধা ছিল। দন্ত-ধাবন হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত ব্যক্তির সৎকার পর্য্যন্ত সকলই বিধিতে বাঁধা। আর্থিক জীবনের খুঁটিনাটিটি পর্য্যন্ত এইরূপ নিয়মে বাঁধা।

৪। গোঁড়ামী ছিল প্রচুর। সামাজিক সংহতি রাখিবার জন্যই সমাজ-বিধান এবং এই সকল বিধানও স্থিতিশীল আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জাতিভেদ প্রথা ও বিচ্ছিন্ন জাতীয় জীবন হইতে এটা স্পষ্ট বুঝা যায়। সেই জন্যই প্রাচীন সভ্যতা দীর্ঘকাল অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় ছিল।

৫। ব্যক্তিগত অধিকারের প্রতি তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য না থাকিলেও সমাজ-কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি ছিল। স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় আইন ইহার বিশেষ প্রমাণ।

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রীসের আর্থিক চিন্তা

প্রাচ্যের পর গ্রীসের কথা আসে। গ্রীক্ সভ্যতার উপর হিব্রু ও হিন্দু সভ্যতার প্রভাব যথেষ্ট ছিল। প্রাচ্যের সভ্যতার সহিত যেমন গ্রীক্ সভ্যতার মিল আছে, তেমনি পার্থক্যও আছে। বর্ত্তমান যুগের সকল চিন্তার উপর গ্রীক্ দার্শনিকদের প্রভাব আছে।

ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা

ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা গ্রীক্ দার্শনিকদিগের একটা বিশেষ দান। প্লেটো বলেন যে, মানুষের প্রয়োজন হইতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি। প্রত্যেক মানুষেরই বহু প্রকারের অভাব আছে; এই সব অভাব মিটানোর জন্য বহু লোকের প্রয়োজন। একলা কেহ সকল অভাব মিটাইতে পারে না বলিয়া অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়; এই সব লোক ও সাহায্যকারীরা একটা স্থানে মিলিত হইলে তাকে রাষ্ট্র বলে। তারা পরস্পরের মধ্যে জিনিষ বিনিময় করে এই জন্য যে, বিনিময়ের দ্বারা সকলেরই লাভ হইবে (রিপাব্লিক বুক্ ২)। অতএব দেখা গেল যে, ব্যক্তিগত অভাব একলা মিটানো অসম্ভব হওয়ায় ও বিনিময়ের সুবিধা বুঝিতে পারাতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি। এইরূপ যুক্তি আর্থিক বিশ্লেষণের প্রসারের সহায়তা করিয়াছে।

শ্রম বিভাগ

হাচিসন, হিউম, আডাম স্মিথ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের শ্রম-বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনার মূলে গ্রীক্ দার্শনিকদের শ্রম-বিভাগের ধারণা বর্ত্তমান। প্লেটো বলিয়াছেন যে, সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ও শ্রেষ্ঠতর রূপে উৎপাদিত করা যাইতে পারে, যদি নাকি যাহার পক্ষে যাহা স্বাভাবিক সে তাহা সময়মত করে। এখনকার মত সেকালে শ্রমিক-সমস্যা জটিল ছিল না বলিয়া এরূপ সহজ কর্ম্ম-বিভাগ সম্ভব হইয়াছিল।

তাঁহাদের শ্রম-বিভাগের ধারণা মানুষের অভাব-বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা বলিতেন যে মানুষের তিনটি প্রধান অভাব, যথা—খাদ্য, পরিচ্ছদ ও আশ্রয়। এইগুলির পূরণ করিবার জন্য কৃষক, তাঁতি ও মুচি এবং রাজমিস্ত্রি চাই। আবার কৃষকের সাহায্যের জন্য ছুতার ও লোহার চাই। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিনিময়ের জন্য বণিক্ চাই। আবার স্বদেশ সকল অভাব পূরণ করিতে অক্ষম বলিয়া বিদেশী বেপারী ও নাবিকের প্রয়োজন।

কম্যুনিজ্‌ম্

"কম্যুনিজ্‌ম্" বা সাম্যবাদ সম্বন্ধে প্লেটো এবং এ্যারিস্টটলের ভিন্ন মত। প্লেটো সকল বিষয়েই সাম্য চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, সম্পত্তি সাধারণের বস্তু; তিনি একথাও বলিয়াছিলেন যে, স্ত্রীপুত্রও ব্যক্তি-বিশেষের নহে, সাধারণের সামগ্রী। বলিবার হেতু এই যে, সম্পত্তি সাধারণের হইলে তাহা লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ বা মামলা-মোকদ্দমা হইবে না। এবং স্ত্রী পুত্রের উপর যদি কাহারো বিশেষ অধিকার না থাকে ত দ্বেষ হিংসা কমিয়া যাইবে এবং সুপ্রজননের দ্বারা জন-সংখ্যাও নিয়মিত করা সম্ভব হইবে।

এ্যারিষ্টটল গ্রীসের অত্যধিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিপক্ষে হইলেও স্ত্রীপুত্র যে সাধারণের বস্তু হইবে এ ধারণা পোষণ করিতে পারিতেন না। তিনি অনেক বিষয়ে সাম্য চহিলেও সকল বিষয়ে সাম্য চাহেন নাই। উপায়ের সহিত উদ্দেশ্যের গোলমাল তিনি করেন নাই। তিনি জানিতেন আমাদের উদ্দেশ্যই সুখ-শান্তি অন্বেষণ। তাই তিনি সকল দ্রব্য সমান ভাবে বণ্টন করিয়া দিতে চান নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন সকলের অভাব সমান ভাবে মিটাইতে। বিভিন্ন লোকের যে বিভিন্ন প্রকারের অভাব সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন।

গ্রীকরা কম্যুনিজ্‌ম্ সম্বন্ধে বলিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের জন্য সাম্যের পক্ষপাতী ছিলেন মনে করা ভুল। দেশে সে সময়ে তিন শ্রেণীর লোক ছিল। দার্শনিক, যোদ্ধা এবং শিল্পী ও বণিক। প্রথম দুই শ্রেণীর প্রতিই এই সাম্য-বাদ প্রযুজ্য ছিল, তৃতীয় শ্রেণীর প্রতি নহে। অর্থাৎ সেটা ছিল কুলীন সাম্যবাদ বা "এ্যারিষ্টক্র্যাটিক্ কম্যুনিজ্‌ম্"।

মূল্য

মূল্য সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণার বিষয়ে যেটুকু পাওয়া যায় তা নীতি বা ন্যায়ের দিক্ হইতেই। এ্যারিষ্টটল বলিতেন যে, দ্রব্যের মূল্য তার প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে। অতএব যদি কিষাণের উৎপন্ন-দ্রব্য অপেক্ষা মুচির উৎপন্ন দ্রব্য বেশী প্রয়োজন থাকে তবে জুতার বিনিময়ে অধিক পরিমাণে শস্য দিতে হইবে। টাকার মধ্যবর্ত্তিতার দ্বারাই অভাবের তুলনা হইত।

মুদ্রা ও সুদ

মুদ্রা সম্বন্ধে আর্থিক চিন্তা গ্রীক্‌দের একটি বিশেষ দান। এ্যারিষ্টটলের বাণী এ বিষয়ে পরিষ্কার। তিনি বলিয়াছেন যে, বাণিজ্য প্রসারের সহিতই মুদ্রা প্রচলনের সূত্রপাত। সকল বস্তু নাড়াচাড়া করিবার সুবিধা না হওয়ায় বিনিময়ের জন্য এমন একটা বস্তুর সৃষ্টি হইল যা অতি সহজেই হেরফের করা চলে, যেমন লোহা বা রূপা। প্রথম প্রথম দ্রব্যের বিনিময়ে রূপা বা লোহা ওজন করিয়া লেন-দেন চলিত। ওজন করার অসুবিধা যথেষ্ট; তাই মুদ্রার উপর একটা বিশিষ্ট ছাপ দিয়া এই অসুবিধা দুর করা হইল। (পলিটিক্‌স্ বু ১ পরি ৯)। মুদ্রা এবং ধন যে এক নয়, মুদ্রা

শুধু বিশেষ এক প্রকারের ধন, এ কথাও তিনি জানিতেন। মুদ্রাকে বিনিময়ের "মধ্যবর্ত্তী" বলিয়াই জানিতেন। ইহার কোনরূপ যে উৎপাদিকা শক্তি আছে তাহা জানিতেন না বা স্বীকার করিতেন না। সে সময়ে পুঁজির চলন ছিল কম; তাঁহারা জানিতেন মুদ্রা দেওয়া দুস্থকে বাঁচাইবার জন্য, তাহা যে দ্রব্য উৎপাদনের জন্য দেওয়া যাইতে পারে তা জানিতেন না। এ্যারিষ্টটল্ বলেন যে, মুদ্রায় মুদ্রা উৎপাদন করিতে পারে না, অতএব সুদ-গ্রহণ নিষিদ্ধ। তাই সুদের চলন ছিল না।

শিল্প

পূর্ব্বের লোকদের মত গ্রীকরা কোন কোন শিল্পকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। কৃষিকেই আর সকল শিল্প অপেক্ষা বেশী শ্রদ্ধা করিতেন। এ্যারিষ্টটল্ বলেন যে, প্রকৃতি পূর্ব্ব হইতেই জীবন-ধারণের উপায় করিয়া রাখিবেন; কারণ প্রকৃতির কাজই হইতেছে নবজাতকে খাদ্য দেওয়া: তাই শিশুর খাদ্য মাতার বক্ষে সঞ্চিত হইতে থাকে; সেই হেতু ফল ও পশু হইতে টাকাকড়ি করা স্বাভাবিক। তাই কৃষি ও পশু-পালন স্বাভাবিক এবং বিনিময়, বাণিজ্য প্রভৃতি স্বাভাবিক নহে।

ধন-দৌলত

দারিদ্র্যকে তাঁহারা যতটা অশ্রদ্ধা করিতেন, প্রচুর ঐশ্বর্য্যকেও ততটা অবজ্ঞা করিতেন। দুই কারণে তাঁহারা ঐশ্বর্য্যের বিরোধী ছিলেন—(১) আর্থিক (২) নৈতিক।

(১) আর্থিক—বেশী ঐশ্বর্য্যশালী হইলে উৎপাদনের উৎকর্ষ হ্রাস হয়। প্লেটো নিম্নরূপ প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে এ কথা বুঝাইয়াছেন।

শিল্পের অপকৃষ্টতার দু'টী কারণ আছে বলে মনে হয়।

কি কি?

ধন ও দারিদ্র্য।

কেমন করে?

এই রকমে—একজন কুম্ভকার ধনী হ'লে, তোমাদের কি মনে হয়, সে শিল্পের প্রতি পূর্ব্বের মত যত্নবান হবে?

কখনই না।

দিন দিন অলস ও অমনোযোগী হবে?

খুব সত্যি।

ফলে সে খারাপ কুম্ভকার হবে?

হাঁ, সে অপকৃষ্ট হবে।

পক্ষান্তরে যদি তার টাকাকড়ি না থাকে এবং যন্ত্রপাতি না পায়, তবে পূর্ব্বের মত ভাল ভাবে কাজ করতে পারে না, বা ছেলেপিলেদের সে রকম ভাবে কাজ শেখাতে পারে না।

(২) নৈতিক—প্রচুর ধন সুখের বিরোধী: কারণ ধনী মহৎ হইতে পারে না। যেহেতু কিয়দংশ সে অন্যায় ভাবে আহরণ করিয়াছে এবং কিয়দংশ অন্যায় ভাবে খরচ করিবে। প্লেটোর মত ছিল এইরূপ।

নীতি

মোটকথা, গ্রীক্ দার্শনিকরা নীতিবাদী ছিলেন। তাঁহারা বলিতেন যে, সুখী হইতে হইলে মহৎ হওয়া চাই এবং আত্মার কল্যাণই সকলের চেয়ে বড় কল্যাণ। এ্যারিষ্টটল্ বলিয়াছেন যে মহৎ জীবনের জন্যই রাষ্ট্র, শুধু বাঁচিয়া থাকিবার জন্য নহে। প্লেটোও বলিয়াছেন যে, আর্থিক উন্নতি সাধন নিম্নস্তরের জিনিষ, উচ্চস্তরের জিনিষ হ'ল আত্মার উন্নতি সাধন।

হিব্রু ও হিন্দুর সহিত তুলনা

নীতির স্থান হিব্রুহিন্দুর মতন গ্রীক বিধিতেও সর্ব্বোচ্চ। গ্রীকেরা অর্থ-নীতিকে রাষ্ট্র ও নীতি হইতে পৃথক্‌ভাবে দেখিতে জানিতেন না। কৃষিই সকল শিল্পের চেয়ে শ্রদ্ধেয় বস্তু ছিল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

জাপানের ওসাকা বন্দর

ওসাকার নৌ বাণিজ্য

জাপান সাম্রাজ্যে ওসাকার স্থান বেশ উঁচু। ইহা জল ও স্থল বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত। সুতরাং মান্ধাতার আমল থেকেই জাপানের অন্যান্য অংশের এবং বিদেশের সহিত ইহার বাণিজ্যিক যোগাযোগ চলিয়া আসিতেছে।

ওসাকার বর্ত্তমান লোক-সংখ্যা ২১ লক্ষের কিছু বেশী। এখানে যে শুধু মালের কাটতি বেশী তা নয়, ইহার আশে পাশে বহু সহর আছে এবং তাহাদের লোক-সংখ্যাও খুব বেশী বলিয়া ওসাকা একটি শিল্প ও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র রূপে পরিগণিত।

ওসাকা সহরের সদর দরজা ওসাকা বন্দরে (হারবার) অন্তর্গামী ও বহির্গামী সমস্ত মাল জাহাজ আসিয়া লাগে এবং এই বন্দর বাণিজ্যের একটা প্রধান স্থান বলিয়া এখানে সমস্ত খাদ্য-ভাণ্ডার কাঁচা মাল এবং মণিহারী জিনিষ আসিয়া মজুত হয় এবং শেষে সর্ব্বত্র সরবরাহ হইয়া থাকে।

১৯২৫ সনে ওসাকার নৌ-বাণিজ্যের বহর নিম্নরূপ। অন্তর্গামী মালের পরিমাণ ৭,৯৪৯,০০০ টন। মূল্য ১,৪৩৬,০০০,০০০ ইয়েন। বহির্গামী মালের পরিমাণ ৩,৪০৪,০০০ টন। মূল্য ১,৭২০,০০০,০০০ ইয়েন।

অন্তর্গামী মালের পরিমাণ বহির্গামী মালের চেয়েও ৪,৫৪৫,০০০ টন বেশী হইলেও বহির্গামী মালের মূল্য অন্তর্গামী মালের মূল্য হইতে ২৮৪,০০০,০০০ ইয়েন অধিক। কারণ অন্তর্গামী মাল প্রধানতঃ খাদ্য-ভাণ্ডার এবং কাঁচামাল থাকে আর বহির্গামী মাল বেশীর ভাগ মণিহারী জিনিষ থাকে।

উপরোক্ত সংখ্যার ভিতর কোসেন (কোরিয়া) এবং বিদেশের সহিত ওসাকার কি পরিমাণ ব্যবসায় হইয়া থাকে তাহা নীচে দেওয়া গেল।

আমদানি

	পরিমাণ	মূল্য
কোসেন (কোরিয়া)	৩৯৯,৪৪১ টন	৯৩,৬৩৬,০০০ ইয়েন
বিদেশ ...	২,৩৪১,৫৭৭ „	৪৫৭,৯২৪,০০০ „

রপ্তানি

	পরিমাণ	মূল্য
কোসেন (কোরিয়া)	২১৮,৪৫৯ „	৯৭,১৪৫,০০০ „
বিদেশ	৮৪৯,৪৯২ „	৭০৩,৯৩৩,০০০ „

কোরিয়া থেকে ওসাকায় বেশীর ভাগ আমদানি হইয়া থাকে চাউল, খোয়া, বিন নামক শস্য এবং খাদ্য সামগ্রী। রপ্তানির অধিকাংশ জাপানে প্রস্তুত সামগ্রী। দেখা যাইতেছে কোরিয়া ওসাকার একটী প্রধান খরিদ্দার।

ওসাকার বিদেশী বাণিজ্যের খরিদ্দারের মধ্যে, চীন, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ ও উত্তর আমেরিকাই প্রধান। জাপানের প্রাচ্য বাণিজ্যের পক্ষেও ওসাকা প্রধান বন্দর।

মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত ট্রাম বিজলীবাতি ও কল কারখানা

ওসাকা বহুকাল ধরিয়া জাপানের দ্বিতীয় বৃহত্তম সহর বলিয়া পরিগণিত হইলেও ১৯২৫ সনের ১লা এপ্রিল থেকে ইহার নগরের সীমানা বাড়িয়া যাওয়াতে বর্ত্তমানে ইহা সমস্ত সাম্রাজ্যের ভিতর সর্ব্ববৃহৎ সহর। ইহার ৪ লক্ষ ৮০ হাজার ঘর বসতিতে লোকসংখ্যার পরিমাণ ২১ লক্ষ ১০ হাজার এবং ইহার পরিধি ৬৫·৯০ বর্গ মাইল। ইহার ট্রামওয়ে বিজলীবাতি ও শক্তি-সরবরাহের ব্যবসায় "ওসাকা মিউনিসিপ্যাল ইলেক্‌ট্রিক্ বিউরো"র তত্ত্বাবধানে চলে।

১৯০৩ সনের মে মাসে ওসাকা মিউনিসিপ্যালিটী গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে সহরে বিজলীচালিত ট্রাম চালাইবার অনুমতি পান এবং ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে সর্ব্বপ্রথম ট্রাম লাইন খোলা হয়। সে সময় মোট ২ লক্ষ ৯০ হাজার ঘর বসতিতে লোক সংখ্যা ছিল ১২ লক্ষ ৭০ হাজার এবং প্রত্যহ ৪ হাজার লোক ট্রামের যাত্রী ছিল। তখন থেকেই রাস্তায় ব্যবহৃত গাড়ীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ সহরের ট্রাম লাইনের উন্নতি সাধন করিতে এবং বাড়াইতে যত্নের কোন ত্রুটী করেন নাই। এইরূপে বর্ত্তমানে (সিঙ্গল্ ট্রাক্ রেলওয়ে অনুসারে মাপিলে) সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১১০ মাইল ট্রাম লাইন খোলা হইয়াছে।

গত কয়েক বৎসরে যাত্রীর সংখ্যা কিরূপ বাড়িয়া গিয়াছে নীচের হিসাব থেকে তাহা বুঝিতে পারিব।

সমস্ত লোকসংখ্যার তুলনায় সাধারণ হিসাবে ১৯২১ সনে প্রত্যেক লোক ২০৬বার গাড়ী চড়ে।

১৯২২ সনে	২১৩ বার,
১৯২৩ সনে	২১৭ বার,
১৯২৪ সনে	২১০ বার,
১৯২৫ সনে	২২৯ বার।

রাস্তার সমস্ত গাড়ীতে যাত্রীর ভিড় কমাইবার জন্য ১৯২৭ সনের মার্চ্চ মাসের প্রথমে "মিউনিসিপ্যাল বাস্ সার্ভিস" খোলা হয়। মিউনিসিপ্যালিটি চালিত ট্রাম ও বাসের সংখ্যা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে সহরের, কর্তৃপক্ষ এবং বাসেন্দারাও উপর দিয়া কিংবা মাটির নীচ দিয়া কোন প্রকার বেগবান যানের দরকার অনুভব করিতেছে।

ওসাকা হারবারে জাহাজ-সংখ্যা

১৯১২ সন হইতে ১৯২৫ সন এই চোদ্দ বৎসরে ওসাকা হারবারে কত জাহাজ যাতায়াত করিয়াছে, তাহাদের মোট টনেজ কত, এবং শতকরা কত বাড়িয়াছে তাহার একটা হিসাব নীচে দেওয়া গেল :—

বৎসর	জাহাজ সংখ্যা	মোট টনেজ	জাহাজের সূচীসংখ্যা	টনেজ
১৯১২ সনে	১২২,১২৪	৮,৩৬৮,৯৫৬ টন	১০০	১০০
১৯১৩ "	১১৬,১৬০	৮,৯১৮,৪৯৪ "	৯৫	১০৭
১৯১৪ "	১১১.৪৩৯	৯,৫০৯,৮০৮ "	৯১	১১৪
১৯১৫ "	১১৫,০৬৭	১০,০১৭,২৪২ "	৯৪	১২০
১৯১৬ "	১২৯,৬৮৪	১০,৩২৭,৪৩৫ "	১০৬	১২১
১৯১৭ "	১৩৫,২৫৩	৯,৯৫০,২১২ "	১১১	১১৯
১৯১৮ "	১৫৯,১৬৬	১০,২৫৭,৪৬২ "	১৩০	১২৩
১৯১৯ "	১৫১,৬৯১	১১,২২২,৬৮৪ "	১২৪	১৩৪
১৯২০ "	১৭৭,১৯৬	১২,২০৭,৭৪৪ "	১৪৫	১৪৬
১৯২১ "	১৭০,৭০৪	১৩,৫৯৫,০৮০ "	১৪০	১৬২
১৯২২ "	১৭৬,৩৬৭	১৫.৯৬৩,৯৯১ "	১৪৪	১৯২
১৯২৩ "	১৮১,৬৬৯	১৯,৩৩১,৫৮০ "	১৪৯	২৩১
১৯২৪ "	১৮১,১০৫	২২,২২৪,৭২৫ "	১৪৮	২৬৬
১৯২৫ "	১৭৩,৯৮১	২২,৫০৬,১৮৬ "	১৪২	২৬৯

দেখা যাইতেছে যে, জাহাজের সংখ্যা শতকরা ৪২ এবং মোট টনেজ শতকরা ১৫৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯২১ সনে ৩৫টা লাইনের জাহাজ এখানে যাতায়াত করিত বর্ত্তমানে এইরূপ লাইনের সংখ্যা ৭৯।

"আর্থিক উন্নতি"র গবেষণা-প্রণালী

"আর্থিক উন্নতি"র দুই বৎসর খতম হইল। এবার তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ। পাঠক-লেখক-পরিচালকদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

কোনো মতে বাঁচিয়া থাকা আর সকাল-সন্ধ্যায় দিন গণা কোনো জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না। মানুষ চায় প্রতি মুহূর্ত্তেই কোনো না কোনো উপায়ে জগৎকে প্রভাবান্বিত করিতে। দুনিয়ার উপর একটা মোটা বা সরু দাগ রাখিয়া যাইতে চেষ্টা করা জ্যান্ত রক্তমাংসের স্বধর্ম।

ইয়োরামেরিকা (১৮৭০)=যুবক ভারত (১৯২৮)

বলা বাহুল্য দেশ আজকাল যেরূপ সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক অবস্থায় রহিয়াছে সেই অবস্থার উপযোগী সম্পদ-

বৃদ্ধির হদিশ আবিষ্কার ও প্রচার করা অপেক্ষা "আর্থিক উন্নতি"র সম্মুখে আর কোনো মহত্তর লক্ষ্য থাকিতে পারে না। দুই বৎসর ধরিয়া আমরা সর্ব্বদাই সংবাদ-প্রবন্ধ-মোলাকাতের সাহায্যে এই "কর্ম্মকাণ্ডে"র নয়া নয়া পথ "যথাসাধ্য" দেখাইয়া আসিতেছি।

ইয়োরামেরিকা আজকাল যাহা কিছু আর্থিক কর্ম্মক্ষেত্রে সাধন করিতেছে তাহার অনেক কিছুই বাঙালীর পক্ষে বর্ত্তমানে সম্ভবপর নয়। ইয়োরামেরিকার নর-নারী ১৮৭০ সনের সমসমকালে অথবা এদিক্ ওদিক্ যে ধরণের আর যে গড়নের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য চালাইয়াছে বর্ত্তমান ভারতের নরনারী আজ ১৯২৮ সনে মোটের উপর তাহারই উপযুক্ত।

অতএব দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতিগুলার বিগত ৫০।৬০ বৎসরের রোজনামচাটা যদি যুবক বাঙ্‌লা শক্ত মুঠার ভিতর পাকড়াও করিতে পারে তাহা হইলেই আমাদের আর্থিক উন্নতির পথ পরিষ্কার ও চওড়া হইয়া আসিবে। এই সকল কথা "আর্থিক জীবনে পরের ধাপ" এবং "যুবক বাঙ্‌লার অর্থশাস্ত্র" নামক প্রবন্ধে খুলিয়া বলা হইয়াছে। প্রত্যেক সংখ্যায় "দুনিয়ার ধনদৌলত" নামক অধ্যায়ের সঙ্গে "বাংলার সম্পদ্" ও "আর্থিক ভারত" অধ্যায় দুইটা তুলনা করিয়া পড়িলেই যে কোনো পাঠক আমাদের এই "ফর্ম্মুলা"র তাৎপর্য্য সহজে বুঝিতে পারিবেন।

ধনবিজ্ঞানের জ্ঞানকাণ্ড

তৃতীয় বৎসরের জন্য হালখাতা খুলিবার সময় আজ সেই কথার পুনরুক্তি আর করিতে চাই না। এইবার ধনবিজ্ঞানের "জ্ঞান-কাণ্ড" সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলিব।

বাঙলাদেশে আজ হাজার অভাব। তাহার ভিতর একটা হইতেছে আর্থিক জীবন সম্বন্ধে চর্চ্চার অভাব। অর্থনৈতিক চিন্তায় মাথা খেলানো বা ঘামানোর দিকে বাঙালী জাতির খেয়াল নেহাৎ কম। বাংলার নরনারীকে এই সকল কর্ম্মক্ষেত্রে ও চিন্তাক্ষেত্রে মগজ চালাইবার কাজে উদ্বুদ্ধ করা "আর্থিক উন্নতি"র এক বড় ধান্ধা। বাঙালীর মেজাজ এ দিকে ঘুরিলেই "আর্থিক উন্নতি"র অন্যতম লক্ষ্য সাধিত হইবে।

চাই পঞ্চাশটা আর্থিক পত্রিকা

"আর্থিক উন্নতি"র আটটা আলাদা আলাদা বিভাগ। তা ছাড়া প্রবন্ধ বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগ লইয়াই এক একটা স্বাধীন মাসিক চালাইবার দায়িত্ব বাঙালী জাতিকে লইতে হইবে। "বাংলার সম্পদ্", "আর্থিক ভারত" "দুনিয়ার ধন দৌলত", "অর্থনৈতিক সাহিত্য" ইত্যাদি বিষয়গুলা আমরা কোনো মতে "নমো নমঃ" করিয়া সারিতেছি। তাহাতে দেশের জন্য বেশী কাজ করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক আলোচ্য বিষয়েই বিপুল সাহিত্য সৃষ্ট হইতে পারে। দেশে আজ তাহার প্রয়োজনও আছে।

আর এক কথা। কি "আর্থিক ভারত," কি "দুনিয়ার ধনদৌলত,"—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বহুসংখ্যক বিভিন্ন রকমের কারবার আলোচনা করা "আর্থিক উন্নতি"র কাজ। ব্যাঙ্ক, বীমা, ফ্যাক্টরি, মজুর, আবাদ, চাষী, রেল, খনি, বন, দালালি, আমদানি-রপ্তানি, বন্দর, জাহাজ, ট্রাম, নৌকা, নদী, খাল, ঘর-বাড়ী, ধর্ম্মঘট, ট্যাক্‌স্, নগর-শাসন, সম্পত্তির আইন-কানুন, ইত্যাদি নানা প্রকার আর্থিক তথ্য প্রত্যেক সংখ্যায়ই আমরা আলোচনা করিয়া থাকি। কিন্তু তাহাতে পেট ভরে না,—কেন না কোনো দফায়ই বেশী বেশী ঘটনা, সমস্যা বা মীমাংসার বৃত্তান্ত আনিয়া হাজির করা সম্ভবপর নয়। অর্থাৎ বাঙ্‌লা সাহিত্যকে আজ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে বীমা, সম্বন্ধে, মজুর সম্বন্ধে, চাষী সম্বন্ধে, বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে, এক কথায় আর্থিক জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি সম্বন্ধে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পত্রিকা চালাইবার কথা ভাবিতে হইবে।

প্রায় পাঁচ কোটি বাঙালী আমরা। কম্ সে কম পঞ্চাশ খানা বাঙালী-পরিচালিত আর্থিক পত্রিকা বাংলা ভাষায় সম্পাদিত হইলে আমাদের ইজ্জৎ রক্ষা হইতে পারে। সেই ইজ্জৎ রক্ষার কাজে বাংলার নরনারীকে চাঙ্গা করিয়া তোলা "আর্থিক উন্নতি"র অন্যতম ধান্ধা।

ধনবিজ্ঞানের এম্, এ-পাঠ্য

"আর্থিক উন্নতি"র বিভিন্ন অধ্যায়ে কি দরের মাল বাহির হয় তাহা কোনো কোনো পাঠকের হয়ত বুঝিবার

সুযোগ নাই। যাঁহারা ধনবিজ্ঞানে বা ব্যবসা-বাণিজ্যে বি, এ, এম্, এ পাশ করিয়াছেন অথবা যাঁহারা এই সকল বিষয় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে পড়াইয়া থাকেন তাঁহাদের পক্ষে দরটা কষিয়া দেওয়া সহজ। যে ধরণের তথ্য ও তত্ত্ব এই পত্রিকার মারফৎ সংক্ষেপে সংবাদ-সমালোচনা-প্রবন্ধের আকারে বাহির হইতেছে সেই ধরণের তথ্য ও তত্ত্ব ছাড়া বি, এ, এম, এ ক্লাশের পাঠ্যপুস্তকে আর কোনো মাল থাকে না। ধনবিজ্ঞানের নানা বিভাগে যে সব টেক্স্ট্ বুক চলিতেছে তাহার লেখকেরা এই সব তথ্য ও তত্ত্বই সাজাইয়া গুছাইয়া ব্যাখ্যা করিয়া পালিশ করিয়া গ্রন্থস্থ করিতে অভ্যস্ত। বস্তুতঃ, টেক্স্ট্‌বুকের মাল-গুলা অনেক সময়ে নীরস ও "সেকেলে" চীজ, কম্‌সেকম্ দশবার বৎসরের বাসি জিনিষ। "আর্থিক উন্নতি"র তাজা তথ্যের সাহায্যে পাঠ্য পুস্তকগুলার সজীব হইয়া উঠিবারই কথা। প্রকৃত পক্ষে, বইগুলা যেখানে খতম, "আর্থিক উন্নতি" সেইখানে সুরু হয়। অর্থাৎ প্রকারান্তরে এম্, এ'র পরবর্ত্তী ধাপের পঠন-পাঠনে সাহায্য করা "আর্থিক উন্নতি"র স্বাভাবিক কর্ম্মগণ্ডীরই অন্তর্গত।

এইখানে আর একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। বি, এ, এম, এ'র বই বলিলে বুঝিতে হইবে যে, দুনিয়ার সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ধন-সাহিত্যের কথা বলা হইতেছে। তবে বি, এ, এম, এ ক্লাশে ছাত্রেরা পড়িবার সুযোগ পায় মাত্র দশ বিশ খানা বাছা বাছা বই। একমাত্র তাহার জোরে দুনিয়ার আর্থিক সমস্যা সহজে কব্জায় আনা সম্ভবপর নয়। তাহার জন্য ঐ ধরণের এবং ঐ শ্রেণীর আরও অনেক বই মুখস্থ করা দরকার। যে সকল এম, এ উপাধিধারী লোক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইবার পর এই সমুদয় বই অনেকগুলা হজম করিতে চেষ্টা করে তাহারাই যথাসময়ে সংসারে ধন-বিজ্ঞানের ওস্তাদরূপে দাঁড়াইয়া যায়। অন্যান্য দেশের দস্তুর এইরূপ। আমাদের দেশেও এইরূপ দস্তুর দাঁড়াইয়া গেলেই সুখের কথা হইবে।

এই সর্ব্বোচ্চ মাপকাঠি হাতে লইয়াই "আর্থিক উন্নতি" চালানো যাইতেছে। এখানে ওখানে ঢুঁ মারিয়া একদিকে খবর রাখিতেছি দেশে বিদেশে, বাঙালী-অবাঙালী, ভারতীয়-অভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা কি দরের বই মুখস্থ করিতেছে আর মুখস্থ করিয়া ডিগ্রী পাইতেছে। অপরদিকে খোঁজ লইতেছি কবে কোথায় কোন্ ভাষায় কি বই বাহির হইল। এই দুই তরফের কিছু কিছু খতিয়ান "আর্থিক উন্নতি"র পাঠকদের সম্মুখেও নিয়মিতরূপেই ধরা হইয়া থাকে।

"আর্থিক উন্নতি" সম্পাদনের মাপকাঠি

আর একটা উপায়ে মাপকাঠিকে লম্বা রাখিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। দুনিয়ার ধনবিজ্ঞান-সাহিত্যে যে কয় খানা নং ১ শ্রেণীর পত্রিকা বাজার-প্রসিদ্ধ, সেইগুলার প্রায় সব কয়টাই আমাদের নিত্য-ভক্ষ্য পদার্থ। তাহা হইতে নিংড়াইয়া নিংড়াইয়া "কস"টা উদরস্থ করা হইতেছে সম্পাদকের আধ্যাত্মিক কর্ম্ম। আর তাহার ভিতর যা-কিছু "রস" সবই বাঁটিয়া দেওয়া হইতেছে বাঙালী জাতিকে "আর্থিক উন্নতি"র মারফৎ। এই কাগজগুলা প্রতিদিন না পড়িলে আর পড়িয়া রোজ রোজ খানিকটা বিদ্যা না বাড়াইলে "আর্থিক উন্নতি"র সাদা পাতাগুলা কাল হরপে ভরিয়া দেওয়া অসম্ভব। বলা বাহুল্য কাগজটা বহরে মাত্র ৮০ পৃষ্ঠা। কাজেই আমাদের সীমানা সম্বন্ধে জ্ঞানটা আমাদের সর্ব্বদাই টন্‌টনে।

অনেকে ভাবিতে পারেন যে, "পত্রিকা-জগৎ" অংশটার কথাই বোধ হয় বলা হইতেছে। তাহা নয়। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যেখানে যতটুকু তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে তাহার প্রায় বার আনা চোদ্দ আনা আসে ফরাসী-জার্ম্মাণ-ইতালিয়ান-জাপানী-ইংরেজ-মার্কিণ পত্রিকাবলী হইতে। অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক বইগুলার লেখক যাঁহারা তাঁহাদের সাপ্তাহিক-মাসিক-ত্রৈমাসিক রচনাবলীর সঙ্গেই "আর্থিক উন্নতি"র পাঠকদের মাস মাস মোলাকাৎ হইতেছে। অবশ্য "ডোজ"টা হোমিওপ্যাথিক বটে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে বিপুল বিশ্ববিদ্যালয়

"আর্থিক উন্নতি" যে আদর্শে পরিচালিত হইতেছে সেই আদর্শে যদি বাঙালী লেখকেরা পঞ্চাশখানা পত্রিকা

চালাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে তাহা হইলে কি দেখিতে পাইব? দেখিব যে, ইস্কুল-পাঠশালার বাহিরে এক সঙ্গে পঞ্চাশ, পঁচাত্তর হাজার, বাঙালী নরনারী বাংলা ভাষার সাহায্যে নিয়মিতরূপে ধনবিজ্ঞান বিস্তার ক্ষেত্রে এম, এ পড়িতেছে। এতগুলি বাঙালীকে এক সঙ্গে নিত্য নৈমিত্তিক ভাবে ঘরে ঘরে এম, এ পড়ানো যেদিন সম্ভবপর হইবে সেইদিন, বাঙ্‌লার স্বদেশ-সেবকেরা বিশ্ববিদ্যালয়েকে "কলা দেখাইতে" অধিকারী হইবে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের দেড় শ, পাঁচ শ, পনর শ, বা দুই হাজার ছাত্রছাত্রীর উপর বাংলার ধন-সাহিত্য, অর্থনৈতিক গবেষণা, বা আর্থিক উন্নতি নির্ভর করিবে না। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরেই একটা বিপুল বিশ্ববিদ্যালয় বিরাজ করিতে থাকিবে। আগামী আটদশ বৎসরের ভিতর বাংলা দেশে সেই অবস্থা ঘটাইয়া তোলাই "আর্থিক উন্নতি" একটা কাজের মতন কাজ বিবেচনা করে।

মফঃস্বলের পত্রিকা

ফরাসী-জার্ম্মাণ-ইতালিয়ান ইত্যাদি নানা বিদেশী ভাষায় প্রচারিত গ্রন্থ-পত্রিকার রস-কস গলাধঃকরণ করা আমাদের দৈনিক কাজ সন্দেহ নাই। কিন্তু চোখ আমাদের ভারত-মুখো, বাস্তবিক পক্ষে বাংলা-মুখো, একথা বলাই বাহুল্য। কাজেই বাংলা আর ভারতীয় গ্রন্থ-পত্রিকাদির ইজ্জৎ দেওয়া আমাদের স্বধর্ম্ম। বস্তুতঃ মফঃস্বলের সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলাকে "আর্থিক উন্নতি" প্রকারান্তরে "নিজ সংবাদদাতা"রূপে সদ্ব্যবহার করিতেই অভ্যস্ত। দুঃখের কথা, বাঙালী, অবাঙালী, ভারতীয় দৈনিক-সাপ্তাহিক মাসিকে তথ্যনিষ্ঠা, বস্তুনিষ্ঠা অঙ্কনিষ্ঠা, এখনো বড় কম। বক্তৃতার ঝোঁক, লম্বা লম্বা কর্ত্তব্য-তালিকা প্রচার করা, দায়িত্ব-জ্ঞানশূন্য মত জাহির করা, না বুঝিয়া শুনিয়া কর্ম্মপ্রণালী বাত্‌লানো অথবা সমালোচনা করা আজও ভারতীয় সুধী-অসুধী সকল সমাজেই বেশ চলিতেছে। কাজেই "আর্থিক উন্নতি"র বাংলা আর ভারতীয় অধ্যায় দুইটা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অভাবে খানিকটা খাটো থাকিয়া যাইতেছে। বাঙ্‌লার জেলায় জেলায় আজকাল অনেক সুশিক্ষিত এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ স্বদেশসেবক আছেন। তাঁহারা খানিকটা "গা করিয়া" যদি নিরেট কাজের তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহের দিকে মাথা খেলাইতে রাজি হন তাহা হইলে যুবক বাঙ্‌লার আর্থিক সাহিত্য অচিরেই যারপর নাই পুষ্ট হইবার পথে আসিয়া দাঁড়াইবে।

আর্থিক গতিভঙ্গীর ফটোগ্রাফ

এই বিষয়ে আমরা আমাদের পাঠকদের নিকট হইতেও নানাপ্রকার সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি। নিজ চোখে দেখিয়া অথবা কানে শুনিয়া তাঁহারা নিজ এলাকার ভিতরকার গরু, ক্ষেত, মাঠ, শাকসব্জী, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, খাল, দরিয়া, রেল, নৌকা, তাঁতী, মজুর, কারখানা, ট্যাক্‌স ইত্যাদি বিষয়ক বাড়াকমা বা অন্য কোনো পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে মাঝে মাঝে "সংবাদ" পাঠাইলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব। সংবাদ রচনায় ভাব-প্রবণতা অথবা "দেশোদ্ধারের" ফরমায়েস দরকার হয় না। আর্থিক জীবনের গতিভঙ্গীগুলা,—ঠিক যেন ফটোগ্রাফের সাহায্যে,—যেমনটি তেমন ধরিয়া রাখিতে পারিলেই সাংবাদিকদের কাজ হাসিল হইবে। ব্যাখ্যা-সমালোচনা-টীকা-টিপ্পনীর ক্ষেত্র "বাঙ্‌লার সম্পদ" অথবা "আর্থিক ভারত" নামক দুই অধ্যায়ে বিলকুল নাই।

চাই নং ১ শ্রেণীর ডজন ডজন গবেষক

এই গেল "আর্থিক উন্নতি"র এক তরফের সাধনার কথা। বাঙ্‌লা ভাষায় উচ্চ শ্রেণীর ধন-সাহিত্য সৃষ্টি করা আর হাজার হাজার বাঙালী পাঠকের পাতে এই সাহিত্য নিয়মিতরূপে পরিবেষণ করা যাহাতে সহজসাধ্য হয় তাহার জন্য আন্দোলন জাগাইয়া রাখা আমাদের এক প্রধান লক্ষ্য। শক্তি ও সুযোগ আমাদের কতটা আছে সেদিকে অবশ্য ভ্রূক্ষেপ করা আমাদের দস্তুর নয়। দেশে এই অভাবটা আছে, অতএব সেই অভাব মোচনের চেষ্টা করিতেই হইবে এই হইতেছে "আর্থিক উন্নতি"র মূলমন্ত্র। পারা না পারা পরের কথা।

আর এক তরফের সাধনাও এই সঙ্গে উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রশ্ন হইতেছে বাঙ্‌লা ভাষায় ধনবিজ্ঞান

বিষয়ক সর্ব্বোচ্চ সাহিত্য সৃষ্টি করিবে কাহারা? আজকালকার বাংলায় এইরূপ লেখক ত বড় একটা চোখে পড়িতেছে না। থাকিলেও তাঁহাদের লেখালেখির স্বভাব বোধ হয় নাই অথবা হয়ত খুবই কম। কাজেই সমস্যা দাঁড়াইতেছে বাঙালী সমাজে এক দল উচ্চশ্রেণীর গবেষক, লেখক, অনুসন্ধিৎসু সাহিত্য-স্রষ্টা গড়িয়া তোলা। এমন লোক চাই যাহারা ইয়োরামেরিকান ধনবিজ্ঞানসেবীদের মোটা মোটা বই দেখিবা মাত্র আঁৎকাইয়া উঠিবে না, যাহারা তাহাদের সঙ্গে সমানভাবে তর্কাতর্কি চালাইতে পারিবে, যাহারা তাহাদেরই মতন সকল প্রকার আর্থিক ও অর্থনৈতিক রচনা প্রকাশ করিয়া বাঙালী মগজের কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইবে। অন্যান্য বিষয়ের মতন এই বিষয়েও আমাদের মাপকাঠি বেশ লম্বা। জগতের ধনবিজ্ঞান সভায় বাঙালী মুড়োকে লড়িতে হইবে দুনিয়ার অন্যান্য মুড়োর সঙ্গে। সেই ধরণের মুড়ো, সেই ধরণের পঠন-পাঠন, সেই ধরণের অনুসন্ধান-গবেষণা, সেই ধরণের প্রবন্ধ-গ্রন্থ-প্রকাশ আগামী আটদশ বৎসরের ভিতর বাঙালী চিন্তা-ক্ষেত্রের একটা নতুন বিশেষত্ব হওয়া চাই।

পাঁচকোটি বাঙালীর দেশে অন্ততঃ পক্ষে একশ'জন গবেষক উচ্চতম ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চায় হামেশা মোতায়েন থাকিলে একটা চলনসই কাজ চলিতে পারে। আট দশ বৎসরের ভিতর এইরূপ লেখক-গবেষকের সংখ্যা গোটা শ'য়ে আসিয়া যাহাতে ঠেকিতে পারে তাহার দিকে নজর রাখা "আর্থিক উন্নতি"র অন্যতম মস্ত ধান্ধা। অবশ্য নজর রাখিলেই যে পয়লা নম্বরের ডজন ডজন ধনবিজ্ঞান-গবেষক হাজির হইবে এমন কোন কথা নাই। কেননা এখানে টাকাকড়ির মামলা। খরচ পত্র করিতে পারিলে লোক তৈয়ারি করা হয়ত কঠিন নয়। তবে এই শ্রেণীর লেখক কোন্ উপায়ে সৃষ্ট হইতে পারে তাহার আধ্যাত্মিক হদিশগুলি ঠারে ঠোরে পরোক্ষভাবে প্রত্যক্ষভাবে "আর্থিক উন্নতি"র পাতায় পাতায় প্রচার করা যাইতেছে।

উচ্চাঙ্গের গবেষণা-প্রণালী

নং ১ শ্রেণীর ধনবিজ্ঞান-গবেষক বা ধন-সাহিত্যস্রষ্টা বা অর্থনৈতিক রচনার লেখক কাহাকে বলে? জবাব অতি সোজা। দুনিয়ায় এই বিভাগে যে সকল লোক হোমরা-চোমরা তাহাদের নাম করিলেই হইল। সেই সব নাম আমাদের উচ্চশিক্ষিত সমাজে কতকগুলা জানা আছেই আছে। কাজেই পয়লা নম্বরের লোক কী চীজ তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু বুঝা যাইতেছে না একটা আসল কথা। পয়লা নম্বরের লেখক-গবেষক হওয়া যায় কি করিয়া? তাহাদের ভিতরকার কথাটা কি? সেইটাই হইতেছে সমস্যা। যে দিন কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় কায়েম হইয়াছে সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত যুবক বাঙলার অনেক লোকই পয়লা নম্বরের ধনসাহিত্য-স্রষ্টাদের নাম-কামের সহিত পরিচিত রহিয়াছে। কিন্তু এই নামজাদা গবেষকগুলা "কি খাইয়া" নামজাদা হইল তাহার সন্ধান করা বোধ হয় কোনো বাঙালী নিজ কর্ত্তব্য বিবেচনা করে নাই। করিলেই পয়লা নম্বরের গবেষকদের "হাঁড়ীর খবর" আমরা পাইতাম। আর তাহা হইলে এই শ্রেণীর গবেষক এতদিনে বাংলা দেশেও হয়ত অনেক পয়দা হইতে পারিত।

আবার বলিয়া রাখি যে, বিদেশী গবেষকেরা যে যে প্রণালীতে মানুষ হইয়াছে, সেই প্রণালীগুলার কথা জানা থাকিলেই বাঙালী সমাজেও আপনা আপনিই উচ্চ শ্রেণীর গবেষক দেখা দিতে বাধ্য জোর করিয়া এমন কথা বলা আমাদের মতে যুক্তিসঙ্গত নয়। বাঙালী সমাজে ধন-সাহিত্যের ক্ষেত্রে চিন্তাশীল লোক ঝুঁকিতেছে না কেন তাহার কারণ হয়ত একাধিক। এই জটিল প্রশ্নের আলোচনা সম্প্রতি করিতেছি না। কিন্তু যদি দু চার জন ঝুঁকিতে চায় অথবা ঝুঁকিয়া থাকে তবে তাহাদের সাহিত্য চর্চ্চাটা উচ্চশ্রেণীর হইবে কিনা তাহাই সম্প্রতি বিবেচনার বস্তু। এই বিচারে বসিলে বলা যাইতে পারে যে, পয়লা নম্বরের বিদেশী গবেষকদের ধরণধারণগুলা রপ্ত করাই হইতেছে পয়লা নম্বরের গবেষক হইবার প্রধান উপায়। আমাদের বিশ্বাস এই যে ৬০।৭০ বৎসর ধরিয়া আমরা নামজাদা ধনবিজ্ঞানসেবীদের কেতাব মুখস্থ করিয়া আসিতেছি মাত্র কিন্তু তাঁহাদের কেতাব-রচনা-প্রণালী অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক

গবেষণা-প্রণালীটা পাকড়াও করিতে সচেষ্ট হই নাই। এই জন্যই যেটুকু বাঙালী-লিখিত ইংরেজি বা বাঙলা ধন-সাহিত্য আছে তাহার অধিকাংশেরই দর বেশী উঁচু নয়। বাঙালী সমাজকে আজ বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে কথঞ্চিৎ উচ্চাঙ্গের পরীক্ষায় পাশ করিতে হইবে। এই জন্য চাই উচ্চ শ্রেণীর গবেষণা-প্রণালীর সঙ্গে ঘন ঘন মোলাকাৎ আর সেই আলোচনা-পদ্ধতির সদ্ব্যবহার।

অতএব আবশ্যক ধনবিজ্ঞান বিষয়ক মহত্ত্বের চাবীটা ঢুঁড়িয়া বাহির করা। জিজ্ঞাস্য,—বড় বড় গবেষক হইবার কলকব্জা কিরূপ? কোন্ কোন্ কৌশল কায়েম করিয়া নামজাদা ধনবিজ্ঞান-বীরেরা বীরত্ব লাভ করিয়াছে? পয়লা নম্বরের গবেষণা-পদ্ধতির যন্ত্রপাতি কি কি? উচ্চ-শ্রেণীর প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনার ভিতর "মিষ্ট্রি" গুপ্তবিদ্যা, রহস্যটা কোথায়?

ফিশারের সাজঘর

"ম্যাথ্ম্যাটিক্যাল ইকনমিক্স্" বা গণিত-নিষ্ঠ ধন-বিজ্ঞানের আলোচনা করিবার সময় দু'একবার মার্কিণ পণ্ডিত ফিশারের নাম উল্লেখ করিয়াছি। ফিশার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। দেখা যাউক ফিশার কি খাইয়া মানুষ।

দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক সকল প্রকার কাগজেই ফিশারের কলম চলে। একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা হিসাবে তাঁহার খ্যাতি আছে। "ইণ্ডেক্স-নাম্বার" (সূচী-সংখ্যার) বিদ্যায় ফিশার একজন ওস্তাদ। "পার্চেজিং পাওয়ার অব মানি" (টাকাকড়ির ক্রয়-শক্তি) নামক তাঁহার অন্যতম বই ভারতে সুপ্রসিদ্ধ। এইটা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১১ সনে। এই বই লিখিবার পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে ফিশার "নেচার অব ক্যাপিট্যাল অ্যাণ্ড ইনকাম" (পুঁজি ও আয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ) গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। "রেট অব ইণ্টারেষ্ট" (সুদের হার) নামক বই ও "টাকাকড়ির ক্রয়-শক্তি"র পূর্ব্বে দেখা দিয়াছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থে যে সকল অধ্যায় আছে তাহার কোন কোনটা ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক এবং রাশিবিজ্ঞান বা ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ বিষয়ক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। একটা প্রবন্ধ ১৮৯৪ সনে ছাপা হইয়াছিল। অর্থাৎ কমসে কম সতের বৎসরের লেখালেখির অভিজ্ঞতা এই বইটার ভিতর দেখা যাইতেছে। বইটা মোটা হরপের শ'পাঁচেক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

বইটার সমালোচনা করা অথবা চুম্বক প্রকাশ করা সম্প্রতি আমাদের মতলব নয়। আমরা চাই ফিশারের মগজের ভিতরকার ধাঁচা বাহির করিয়া তাহার গতিবিধির ধরণ-ধারণ বিশ্লেষণ করিতে। বিজ্ঞান সাধনার জন্য কিরূপ সরঞ্জাম লইয়া ফিশার সাহিত্য-সংসারে দাঁড়াইয়াছিল তাহাই এই ক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয়। যে-সব লোক আত্মজীবন চরিত লিখিয়া থাকে আর বেশ খুঁটিনাটির সহিত নিজ জীবনের প্রত্যেক ঘটনাটা বিশ্লেষণ করিতে অভ্যস্ত তাহাদের বই হাতে ধরিলেই তাহাদের মগজের ঢঙ্ ও গড়ন পাঠকদের নিকট খোলসা হইয়া আসে। কেননা লেখকেরা নিজেই নিজ নিজ ল্যাবরেটরীর সাজগোছ, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা সব কিছুই খুলিয়া দেখাইতেছেন। কিন্তু আত্মজীবনচরিত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না। আর প্রত্যেক বইয়েই একটা করিয়া আত্মজীবনচরিত জুড়িয়া দেওয়া সম্ভবপর ও নয়। অধিকন্তু অনেক সময়েই লেখকেরা ফুটনোটের সাহায্যে প্রত্যেক আলোচ্য বস্তুর অথবা আবিষ্কৃত সিদ্ধান্তের জন্মকোষ্ঠী দিতে অভ্যস্ত নয়। তাহা হইলে লেখকদের মাথাটা জরীপ করা অসম্ভব কি? কখনই নয়। জরীপ করা খুবই সম্ভব। লেখাটা ছুঁইবা মাত্রই অথবা লেখাটার ভিতর প্রবেশ করিলেই তাহার ওজন মালুম হইতে পাকে। আর তাহার আগাপাছা,—"অলিখিত অংশ" "সাজঘরের আসবাবপত্র", ইত্যাদি ল্যাবরেটারি-সংক্রান্ত অনেক-কিছুই জানা হইয়া যায়। এইগুলাকে "ইণ্টার্ণ্যাল এভিডেন্স" আভ্যন্তরীণ প্রমাণাবলীর সামিল করিতে পারি।

ফিশারের বইয়ে অবশ্য ফুটনোট দস্তুর মতনই আছে। সেইগুলির পিছু পিছু ছুটিলেই "টাকাকড়ির ক্রয়শক্তির" "রহস্য"টা একদম জলবৎ তরল হইবারই কথা। কিন্তু

দৌড়াদৌড়ি হাঁটাহাঁটির অভ্যাস যাহাদের নাই তাহারা একমাত্র "আভ্যন্তরীণ প্রমাণাবলীর" উপর ভর করিলেই ফিশারের সাজঘরের আসবাবপত্র অনেকটা আন্দাজ করিতে পারিবে।

টাকা-বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী

ফিশার গণিতনিষ্ঠ বটে। কিন্তু কটমট গাণিতিক যাহা কিছু সবই "পরিশিষ্টে" দ্রষ্টব্য। মামুলি শুভঙ্করী আর ধারাপাতের জোরেই তাঁহার মোটা কথাগুলির প্রায় সবই বুঝা যায়। টাকাকড়ির ক্রয়-শক্তি যাহাকে বলে তাহারই আর এক নাম হইতেছে বাজার-দর। এই বাজার-দর সম্বন্ধে বিজ্ঞান আবিষ্কার করিবার জন্য ফিশারের কিরূপ আদানুপ দরকার হইয়াছিল? দেখিতেছি যে খুঁটিয়া খুঁটিয়া হাজার বৎসর ব্যাপী বাজার-দরের ওঠানামাগুলা রপ্ত করা হইতেছে প্রধান কাজ। এই জন্য সোনারূপার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে যেখানে যাহা কিছু লিখিয়াছে সেই সবই ফিশারকে হজম করিতে হইয়াছে। ফরাসী, জার্ম্মাণ ইংরেজ, মার্কিণ কোনো তথ্যবিদের অঙ্কগুলা বাদ যায় নাই। তাঁহাকে মায় ভারতের বাজার-দর, জাপানী বাজারের ওঠানামা, এবং অন্যান্য "রূপার" দেশের দর-দস্তুর সবই ঘাঁটিতে হইয়াছে। সোনা রূপা তামা ইত্যাদি ধাতুই একমাত্র টাকাকড়ি নয়। একালে কাগজী টাকার আবির্ভাব হইয়াছে। কাজেই কাগজী টাকার আওতায় বাজার-দর আমেরিকা, ফ্রান্স, বিলাত ইত্যাদি নানা দেশে কবে কিরূপ আকার গ্রহণ করিয়াছে তাহাও ফিশারের মগজে ঠাঁই পাইয়াছে। এই অঙ্কগুলা নানা ভাবে সাজানো। সাজাইয়া সেগুলাকে গ্রাফ-ছবির আকারে ধরিয়া রাখা, আর একটা ছবির সঙ্গে অন্য একটা ছবির তুলনায় সমালোচনা করা, এই হইতেছে প্রধান বা একমাত্র কাজ।

আর্থিক "কার্ভ্" বা উৎরাই-চড়াই

মানুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যেমন ওঠানামার বা হ্রাস-বৃদ্ধির কাণ্ড ছাড়া আর কিছু নয় বাজার-দরটাও সেইরূপ কখনো বাড়িতেছে কখনো নামিতেছে। এই হইতেছে বাজারের প্রাণস্বরূপ। নরনারীর জীবনকে ছবিতে ধরিয়া রাখিতে হইলে আবশ্যক হয় পাহাড়ী শিখর-রেখার গতিভঙ্গীর মতন উৎরাই-চড়াই আঁকিয়া রাখা। বাজার-দরের বেলায়ও ঠিক সেইরূপ উৎরাই-চড়াইয়ের রেখা টানা সম্ভব। সেই রেখার ঢেউ-পরম্পরাই হইতেছে আর্থিক দুনিয়ার "কার্ভ্"। ফিশারের ল্যাবরেটরী এইরূপ "কার্ভের" পর "কার্ভ্"। কার্ভ্গুলা এখান ওখান সেখান হইতে ঢুঁড়িয়া বাহির করা আর সেইগুলাকে পাশাপাশি রাখিয়া তাহাদের ঢেউয়ের তুলনা করা টাকা-বিজ্ঞানের আর মূল্য-বিজ্ঞানের সাধনায় একমাত্র অনুষ্ঠান।

বাজারে বাজারে গন্ধ শুঁকা

দেখিতেছি ফিশারকে চৌপর দিনরাত পনর সতের বৎসর ধরিয়া মাছের দর, রুটির দর, মাংসের দর, মজুরির দর, কেরাণীগিরির দর, সুদের হার, ঘাঁটিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। বাজারে বাজারে টো টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো, বাজারের হাটুয়া-বেপারী-আড়ৎদার-দালাল ইত্যাদির সঙ্গে গা ঘেঁসা ঘেঁসি করা ছিল তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের মশলা। সোনা-রূপা-তামা-দস্তা ওজন করা, ব্যাঙ্কের নোট চেক হুণ্ডি ইত্যাদি গুনিয়া বস্তাবন্দি করা এই ধরণের "চিনির বলদের" মতন খাটুনি ছিল নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি। এদেশ ওদেশ বিদেশ সকল দেশের সকল প্রকার বাজারের গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে ফিশার মানুষ হইয়াছেন। আর নানা দেশের নানা লোক বিভিন্ন বাজার সম্বন্ধে যখন যাহা-কিছু লিখিয়াছে বলিয়াছে তাহার সঙ্গে নিবিড়-তম আত্মীয়তা কায়েম করা ছিল তাঁহার দস্তুর।

মনে রাখিতে হইবে,—ফিশার "সেকেলে" টাকাকড়ি বা বাজার-দরের "ইতিহাস" লিখিতেছেন না অথবা একালের টাকাকড়ির আর বাজার-দরের "ভৌগোলিক" বৃত্তান্ত প্রকাশ করাও তাঁহার লক্ষ্য নয়। তিনি বাজার-দরের "বিজ্ঞান-বস্তু" বা মূল্যতত্ত্বের দর্শন বিশ্লেষণ করা ছাড়া অন্য কোনো মতলব লইয়া কাজে নামেন নাই। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক সূত্র, বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম, দার্শনিক

সিদ্ধান্ত ইত্যাদি আবিষ্কার করিবার জন্যই সর্ব্বদা জমির দর, শেয়ারের দর, সুদের হার, কেরাণীর বেতন, মজুরের মাহিয়ানা, দুধের দাম, রুটির দাম ইত্যাদি ঘাঁটাঘাঁটি করিতে হইয়াছে।

কথাটা সহজেই বুঝা যাইতেছে। মিউনিসিপ্যালিটির ওস্তাদ বা নগর-শাসন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে হইল যেমন পায়খানার গন্ধ শুঁকিয়া বেড়াইতে হয়ই হয়, ফিশারকেও তেমনি বাজার হইতে বাজারে ঘুরাফিরা করিয়া সকল প্রকার মালের গন্ধ শুঁকিয়া বেড়াইতে হইয়াছে। প্রশ্ন করিয়াছি,—ফিশার কি খাইয়া টাকা-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করিল? জবাব পাইতেছি,—রোজ রোজ বাজারের গন্ধ শুঁকিয়া, বাজারে বাজারে আড্ডা কায়েম করিয়া, বাজারী নরনারীর সঙ্গে মোলাকাৎ আর দহরম মহরম চালাইয়া ফিশার মূল্যতত্ত্বের সঙ্গে টাকাকড়ির যোগাযোগ কায়েম করিতে পারিয়াছেন। এই গেল অর্থ-সাধনার এক পাকা রাস্তা। যুবক ভারতকেও এইরূপ তথ্যের শান-বাঁধানো কাটখোট্টা বস্তুময় রাস্তায়ই হাঁটিতে হইবে।

টাওসিগের রচনাবলী

এইবার আর এক মহলের এক জন "বাঘা" পণ্ডিতের মগজে প্রবেশ করা যাউক। তিনিও ভারতে সুপরিচিত। নাম টাওসিগ। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি অধ্যাপক। আগামী বৎসর তাঁহার বয়স হইবে সত্তর।

গত বৎসর,—১৯২৭ সনে বাহির হইয়াছে তাঁহার "ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল ট্রেড" (আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য)। তাঁহার প্রথম বই বাহির হইয়াছিল ১৮৮৮ সনে। তখনও তিনি ত্রিশ পার হন নাই। বইয়ের নাম "টারিফ হিষ্টরি অব্ দি ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স" (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কের ইতিহাস) এই দুইটা বইয়ের ভিতর কাটিয়াছে চল্লিশ বৎসর। সাধারণতঃ ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক টেক্‌স্‌ট্‌ বুক বলিলে যাহা বুঝা যায় সেইরূপ একখানা দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ বড় বই তাঁহার এই যুগের রচনা। অধিকন্তু "সাম্ আস্‌পেক্‌ট্‌স্ অব্ দি টারিফ কোয়েসচান" (শুল্ক-সমস্যার কয়েক দিক্) প্রথম বাহির হইয়াছে ১৯১৫ সনে। সেই বৎসরই বাহির হয় "ইন্‌ভেণ্টর্‌স্ অ্যাণ্ড মানি-মেকার্স" (আবিষ্কারক ও অর্থোপার্জ্জনকারী)। ১৯২০ সনে "ফ্রী ট্রেড, টারিফ অ্যাণ্ড রেসিপ্রোসিটি" (অবাধ-বাণিজ্য, শুল্ক ও পারস্পরিক সমানাচরণ নীতি) প্রকাশিত হইয়াছে।

আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়ায় একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। ছাত্রেরা যে-যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে লেখাপড়া করে সেই সকল বিজ্ঞান বিষয়ক পুরাণা মৌলিক বইগুলা তাহাদিগকে নিজ হাতে ঘাঁটিয়া দেখিতে হয়। কিন্তু অনেক সময়েই গোটা বইগুলা কাজে লাগে না, কোনো কোনো অংশ মাত্র পড়িলেই পরীক্ষার জন্য তৈয়ারী হওয়ার কাজ চলিয়া যায়। এই ধরণের অংশ-সঙ্কলনের দায়িত্ব থাকে অধ্যাপকদের হাতে। টাওসিগকে একখানা এই শ্রেণীর "সোর্স বুক" বা প্রমাণ-পঞ্জী জাতীয় বই সঙ্কলন করিতে হইয়াছে। নাম "সিলেক্‌টেড রীডিংস্ ইন্ ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল ট্রেড অ্যাণ্ড টারিফ প্রব্‌লেমস্" (আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ও শুল্ক-সমস্যা সম্বন্ধে নির্ব্বাচিত পাঠ-সংগ্রহ)। অবশ্য এই সঙ্কলন-বইয়ে টাওসিগের নিজস্ব কিছুই নাই। তবে নিজ রচনাবলী হইতে কয়েক অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে—এই যা।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ও শুল্কনীতি

ফিশার যেমন টাকাকড়ি, হুণ্ডি,চেক, ব্যাঙ্কের জমা, বেতন, মাহিয়ানা, মজুরি, সোনারূপার দাম, মালপত্রের দাম ইত্যাদি লইয়া কারবার করেন, টাওসিগ সেইরূপ বহির্ব্বাণিজ্যের লেনদেন, আমদানি-রপ্তানির গতিবিধি, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-বিষয়ক রাষ্ট্রনীতি লইয়া মগজ পাকাইয়া তুলিয়াছেন। অর্থাৎ দুই ধনবিজ্ঞানসেবীর কর্ম্মক্ষেত্র বিভিন্ন। তবে টাওসিগের মতন ফিশারের লেখা "ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক সংক্ষিপ্তসার" নামক টেক্‌স্‌বুকও আছে। কিন্তু এই দুই জনে আর একটা প্রভেদও দেখিতে পাই। টাওসিগ আর্থিক ইতিহাসের অন্তর্গত একখানা গোটা বই লিখিয়াছেন। ফিশার প্রত্যক্ষভাবে এইরূপ কোন ঐতিহাসিক রচনায় সময় দেন নাই।

আর একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। ফিশার অঙ্কে

একজন বড় পণ্ডিত। অঙ্কে টাওসিগের দৌড় অল্প। এইখানে অঙ্ক বলিলে বীজগণিত, জ্যামিতি, ক্যালকুলাস ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। ধারাপাত আর ত্রৈরাশিকের জোরে যতখানি ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ চলে তাহা অবশ্য ফিশারের মতন টাওসিগেরও দখলে আছে। কাজেই রাশির শ্রেণী, গ্রাফ্ চিত্র আর "কার্ভের" উৎরাই-চড়াই টাওসিগ ব্যবহার করিতে অপটু নন।

এইবার বইগুলার ভিতর পায়চারি করিব। খাঁটি ঐতিহাসিক বইটার ভিতর অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে একাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক আইন বিবৃত হইয়াছে। তুলার কারখানা, পশমের কারখানা, লোহার কারখানা সবেরই উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দেখিতে পাইতেছি। আজ চিনির উপর, কাল তামার উপর, পরশু চীনের বাসনের উপর কতহারে শুল্ক চাপানো হইল এসব কথার জন্যই বইয়ের উৎপত্তি। কাজেই লেখককে ঘুঁটিতে হইয়াছে যুগের পর যুগ ধরিয়া, বস্তুতঃ প্রায় দশকের পর দশক ধরিয়া আমেরিকার দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিক পত্র আর সরকারী দলিল-দস্তাবেজ। দেখা যাইতেছে যে, ইতিহাস রচনার পক্ষে সমসাময়িক সংবাদ, সমসাময়িক সমালোচনা তর্কপ্রশ্ন আর হাতাহাতি হইতেছে আসল প্রমাণ-পঞ্জী। এই সবে সিদ্ধহস্ত হইবার জন্য টাওসিগকে প্রত্যেক বৎসরের বা দশকের অবাধ বাণিজ্য বনাম শিল্প-সংরক্ষণনীতি সম্বন্ধে যত প্রকার আন্দোলন চলিয়াছে সবগুলার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইতে হইয়াছে। আর আইনগুলার ধারাসমূহ মুখস্থ করা ত আছেই। তথ্যনিষ্ঠা হইতেছে অন্যান্য ইতিহাসের মতন আর্থিক ইতিহাসেরও প্রাণ। তবে খাঁটি ইতিহাসের ভিতর ব্যাখ্যা কার্য্যও আছে অনেক। তাহাতে বিজ্ঞান বা দর্শনজাতীয় দস্তুল আবশ্যক হয়। তাহার কিছু কিছু টাওসিগ বিতরণ করিয়াছেনও।

কারখানা হইতে কাষ্টম হাউস, কাষ্টম হাউস হইতে কারখানা

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যবিষয়ক শুল্কনীতির ইতিহাস রচনা করাই টাওসিগের একমাত্র বা প্রধান কৃতিত্ব নয়। আমদানি-রপ্তানির ভিতর দর্শন বা বিজ্ঞান কতখানি আছে তাহা নিংড়াইয়া বাহির করাই তাঁহার বড় কাজ। বস্তুতঃ অশুল্ক বনাম সশুল্ক বাণিজ্যের তত্ত্বকথা বিশ্লেষণই টাওসিগের বিজ্ঞানসাধনার মর্ম্মকথা। এই সাধনার ভিতর যন্ত্রপাতি কিরূপ কায়েম হইয়াছে তাহা জানিয়া রাখাই যুবকবাঙ্লার পক্ষে বিশেষরূপে দরকারী। অতএব ১৯১৫ সনে প্রকাশিত "শুল্কসমস্যার কয়েক দিক্" আর ১৯২৭ সনের "আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য" এই বই দুইটার ল্যাবরেটরী কিরূপ তাহাই আমাদের জ্ঞাতব্য। টাওসিগের সিদ্ধান্ত বা সূত্রগুলার কথা সম্প্রতি বলিতেছি না। জানিতে চাহিতেছি তাঁহার গবেষণা-প্রণালীটা মাত্র। প্রশ্ন :—কি খাইয়া টাওসিগ মানুষ হইল? আবার "ইণ্টার্ণ্যাল এভিডেন্সে"র শরণাপন্ন হইতেছি।

দেখিতেছি,—লোকটা চল্লিশ বৎসর ধরিয়া নিজের দেশের আমদানি রপ্তানি, বিলাতের আমদানি রপ্তানি, ফ্রান্সের আমদানি রপ্তানি, জার্ম্মাণির আমদানি রপ্তানি ইত্যাদি নানা দেশের আমদানি রপ্তানির বহর জরীপ করিয়াছে। কখনো জরীপ করিয়াছে মালের নাম অনুসারে, কখনো জরীপ করিয়াছে মালের কিস্মৎ অনুসারে, কখনো জরীপ করিয়াছে মালের ওজন অনুসারে। বিনিময়ের হার কখন কিরূপ তাহার হিসাবও রাখিতে হইয়াছে দেশ হিসাবে, মাল হিসাবে, যুগ হিসাবে। টাওসিগকে আজ চিনির বস্তা ঝাড়িতে হইতেছে, কাল লোহালক্কড়ের মালগুদামে প্রবেশ করিতে হইতেছে; পরশু কয়লার খাদে নামিতে হইতেছে। তুলার কাপড়, রেশমের কাপড়, পশমের কাপড় যে যে কারখানায় তৈয়ারী হয়, তাহাদের কলকব্জা কোথায় কতখানি পচিয়া রহিয়াছে, কোথায় মেরামৎ করা হইতেছে তাহার সন্ধান রাখাও টাওসিগের এক আধ্যাত্মিক কর্ম্ম।

এই সব তথ্য একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পল্লী ও জেলা হইতে সংগৃহীত হইতেছে না। বিলাতী, জার্ম্মাণ, ফরাসী সকল জাতীয় তাঁতী, জোলা, কামার, কুমারের জীবনযাত্রা-প্রণালী টাওসিগকে সর্ব্বদা নখদর্পণে রাখিতে হইতেছে। সকল দেশেরই কাষ্টম হাউসের বড় বাবু, ছোট বাবু, কেরাণী, কুলী, "ক্রেণ-যন্ত্র", ছিপ্, বজরা, লঞ্চ, জাহাজ, রেল ইত্যাদির

গতিবিধিও তাঁহার চির সহচর। কোথায় হনলুলু আর কোথায় কেম্‌নিট্‌স্‌, সর্ব্বত্রই টাওসিগের গৃহস্থালী। এক সঙ্গে নানা জাতীয় নরনারীর, নানা শ্রেণীর নরনারীর জীবনের ওঠানামা বা "কার্ভ" হইতেছে টাওসিগের খেলার সামগ্রী।

এই সকল ক্ষেত্রে ইতিহাস লেখাও উদ্দেশ্য নয়, ভূগোল লেখাও উদ্দেশ্য নয়, কোনো খবরের কাগজের সংবাদদাতা রূপে টাকা রোজগার করাও উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ইতিহাস ভূগোল ছাড়া, দৈনিক সংবাদপত্রের কাটিং বা উদ্ধৃতাংশ ছাড়া, কারখানাগুলার বার্ষিক রিপোর্ট ছাড়া, আমদানি রপ্তানির ত্রৈমাসিক, বার্ষিক, পঞ্চবার্ষিক রিপোর্ট ছাড়া, আর লোহালক্কর, তুলা, পশম, ছাইভস্ম ইত্যাদি বিষয়ক কারখানার লাভলোকসান, কুলী-কেরাণী, ঘরবাড়ী আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির বিবরণ ছাড়া টাওসিগের আত্মা আর কিছুতে মস্‌গুল নয়।

বস্তুনিষ্ঠা ও দুনিয়ানিষ্ঠা

যাহা ফিশার তাহা টাওসিগ,—আলোচ্য বিষয়ের বিভিন্নতা সত্ত্বেও। ফিশারের জীবন কাটে হাটে বাজারে। টাওসিগকে জীবন কাটাইতে হয় কারখানায় খনিতে অথবা কাষ্টম-হাউসে। কারখানা হইতে কাষ্টমহাউসে আর কাষ্টমহাউস হইতে কারখানায় হাঁটাহাঁটি করা হইতেছে টাওসিগের অর্থ-সাধনা। তথ্যনিষ্ঠা বা বস্তুনিষ্ঠা হইতেছে উভয়েরই স্বধর্ম।

অধিকন্তু কি ফিশার, কি টাওসিগ দুইজনকেই এক সঙ্গে গোটা দুনিয়ার "সাংবাদিক", সংবাদ-ভক্ষক বা সংবাদ-পরিবেষক রূপে জীবন যাপন করিতে হয়। একমাত্র মার্কিণ মুলুকের তথ্যের জোরে তাঁহারা কেহই বিজ্ঞান বা দর্শন পদবাচ্য অর্থশাস্ত্র কায়েম করিতে পারেন নাই। দুনিয়া-নিষ্ঠা হইতেছে প্রত্যেকেরই বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রাণের কথা। বাঙালীকে ধনবিজ্ঞানের কোনো কোনো বিভাগে নং ১ শ্রেণীর পণ্ডিতরূপে ইজ্জৎ পাইতে হইলে সেইরূপ দুনিয়া-নিষ্ঠায়ই পাকিয়া উঠিতে হইবে। বিজ্ঞান-সাধনার পথ মার্কিণের পক্ষে যা বাঙালীর পক্ষেও তাই।

একমাত্র কয়েকটা ভারতীয় কারখানায় ঘুরাফিরা করার জোরে অথবা কয়েকখানা ভারতীয় রিপোর্ট বগল-দাবা করিয়া রাস্তায় হাঁটিবার জোরে কোনো বাঙালী ধনবিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য কিছু দেখাইতে পারিবেন না। চাই এক সঙ্গে বিদেশী "কার্ভের" সহিত ভারতীয় "কার্ভের" মেলমেশ। ফিশার-টাওসিগ আমেরিকার স্বদেশ-সেবক বটে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে অজস্র অ-মার্কিণ তথ্য, অ-মার্কিণ দলিল, অ-মার্কিণ সংবাদ, অ-মার্কিণ নরনারীর জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে চব্বিশ ঘণ্টা সজাগ থাকিতে হয়। দুনিয়ার ধনদৌলত সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিলে অথবা অবজ্ঞা প্রকাশ করিলে অথবা খানিকটা ভাসা ভাসা জ্ঞান অর্জ্জন করিলে কোনো ভারত-সন্তান ফিশার-টাওসিগের কোঠায় উঠিতে পারিবেন না।

এই বুঝিয়া ভারতীয় ইস্কুল-কলেজের পঠন-পাঠনে সংস্কার সাধন করা আবশ্যক। আর যাঁহারা যুবক ভারতকে লেখা-পড়া শিখাইবার ভার পাইয়াছেন তাঁহাদের মগজও পরিষ্কার রূপে চাঁছিয়া ছুলিয়া মেরামত করা আবশ্যক। অধিকন্তু যাঁহারা ধনবিজ্ঞানের কোনো না কোনো বিভাগে অল্প বিস্তর "লেখা-পড়া", অনুসন্ধান, গবেষণা চালাইতেছেন তাঁহারাও "কেঁচে গণ্ডুষ" করিয়া দুনিয়াখানার আর্থিক গতিবিধি, কার্ভ, উৎরাই-চড়াইয়ের সঙ্গে কুটুম্বিতা কায়েম করিতে অগ্রসর হউন।

আর্থিক দুনিয়ার "পারিপ্রেক্ষিকে" ("পার্স্পেক্‌টিভে") আর্থিক ভারতখানাকে যাঁহারা দেখিতে অভ্যস্ত নন তাঁহারা বিজ্ঞান-সেবক ত ননই, ভারত-সেবক হওয়াও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের বিবেচনায় "কম্পারেটিভ ষ্ট্যাটি-ষ্টিক্‌স্‌" (তুলনামূলক তথ্য ও অঙ্কবিজ্ঞান) বিজ্ঞান-সাধনার আর স্বদেশ-সেবার উভয়েরই একমাত্র যন্ত্র। এক সঙ্গে বহু দেশের "কার্ভ" বা জীবনের উৎরাই-চড়াই নিজ তাঁবে আনা, অর্থাৎ "কম্পারেটিভ কার্ভ-তত্ত্ব" দখল করা যুবক ভারতের পক্ষে সব চেয়ে জরুরি জীবন-সাধনা।

দুর্যোগ ও চক্র

আজকালকার ধনবিজ্ঞান সাহিত্যে "ক্রাইসিস" (সঙ্কট, দুর্যোগ বা ধূমকেতু) "সাইক্‌ল্‌" (চক্র) ইত্যাদি সম্বন্ধে গবেষণা

জোরের সহিত চলিতেছে। এই বিষয়ে আমরা "আর্থিক উন্নতি"তে একাধিক বার আলোচনা করিয়াছি। "চক্র-তত্ত্ব" বা "সঙ্কট-তত্ত্ব" সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা কে কোথায় কিরূপ গবেষণা-প্রণালী কায়েম করিতেছেন তাহার খোঁজ লইলেও যুবক বাঙলার গবেষকদের নতুন নতুন হদিশ জুটিবে। ফরাসী পণ্ডিত লেনোআ-প্রণীত "এতুদ স্যির লা ফর্মাসিয়ঁ দে প্রি" (দাম-গঠন-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী) ১৯১৩ সনে বাহির হইয়াছিল। আফতালিয়ঁ প্রণীত "ক্রীজ পেরিওদিক্ দ' স্যির-প্রোদুক্‌সিয়ঁ" (অতি-উৎপাদন ঘটিত মন্বন্তর) ফরাসী সাহিত্যের এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মার্কিণ পণ্ডিত মিচেল-প্রণীত "বিজ্‌নেস সাইক্‌ল্‌স" (শিল্প-বাণিজ্যের চক্র) ও ঐ সময়কার বই। ১৯১৪ সনে প্রকাশিত হইয়াছে মার্কিণ পণ্ডিত মুর প্রণীত "ইকনমিক সাইক্‌ল্‌স্" (আর্থিক চক্র)।

এই সকল রচনা বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত-মহলে-চক্র বিষয়ক স্বতন্ত্র পরিষৎ কায়েম করিবার খেয়াল উপস্থিত হয়। ১৯১৯ সনে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা "বিউরো" স্থাপিত হইয়াছে। তাহার পরিচালক হইতে-ছেন অধ্যাপক প্যার্সন্‌স্। এই বিউরো হইতে "রিভিউ অব ইকনমিক ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্" (আর্থিক তথ্য ও অঙ্ক পত্রিকা) সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইতিমধ্যে মুর-প্রণীত "ফোরকাষ্টিং দি য়ীল্ড অ্যাণ্ড দি প্রাইস অব কটন" (তুলার পরিমাণ ও দাম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী) নামক বই বাহির হয় (১৯১৭)। পার্সন্‌স্ এবং অন্যান্য কয়েকজনে মিলিয়া ১৯২৪ সনে "প্রব্‌লেম অব্ বিজনেস ফোরকাষ্টিং" (আর্থিক ভবিষ্যদ্বাণীর সমস্যা) সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ সম্পাদন করেন। ফরাসী পণ্ডিত লাকঁব্ প্রণীত "লা প্রেভিজিয়ঁ আঁ মাতিয়্যার দে ক্রীজ একোনোমিক" (আর্থিক চক্র বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী) বাহির হয় ১৯২৫ সনে। ১৯২৬ সনে জার্ম্মাণির বার্লিন শহরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে "ইনষ্টিটুট ফ্যির কোন্‌যুঙ্ক-টুর-ফোর্শুঙ্" (চক্র-গবেষণা-পরিষৎ)। তাহার মাথায় আছেন অধ্যাপক ভ্যাগেমান। ১৯২৭ সনে এই ধরণের এক পরিষৎ কায়েম হইয়াছে অষ্ট্রীয়ার জন্য ভিয়েনায়। সেই বৎসরই ইংরেজ পণ্ডিত পিগুর বই বাহির হইয়াছে "ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফ্লাক্‌চুয়েশুন্‌স্" (শিল্প দুনিয়ায় ওঠানামা) নামে। বিলাতেও মার্কিণ-জার্ম্মাণ ঢঙের চক্র-পরিষৎ আছে। ইতালিয়ান ভাষায় ব্রেস্যানি-প্রণীত "কন্‌সিদেরাৎস্যনি স্যুই বারমেত্রি একনমিকি" (অর্থনৈতিক চাপ-মান যন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা) নামক প্রবন্ধ "জার্ণালে দেলি একনমিস্তি" নামক পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতেছে (১৯২৮)।

পিগুর "শিল্পজগতে ওঠানামা"

এই পরিষৎ আর বইগুলার কার্য্য-প্রণালীই সম্প্রতি আমাদের লক্ষ্য করিবার বস্তু। পিগুর বই সম্বন্ধে "আর্থিক উন্নতি"তে পূর্ব্বে কিছু লেখা বাহির হইয়াছে। তাহার ভিতর একবার ঘুরিয়া আসা যাউক।

পিগু "ছেলে বেলায়" লিখিয়াছিলেন "আন্‌এম্‌প্লয়মেণ্ট" বা বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে তাত্ত্বিক গ্রন্থ। ১৯২০ সনে প্রকাশিত "ইকনমিক্‌স্ অব্ ওয়েলফেয়ার" (সমাজ-মঙ্গলের ধনবিজ্ঞান) গ্রন্থের জন্যই পিগু এতদিন বিখ্যাত ছিলেন। "ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফ্লাকচুয়েশুন্‌স্" (শিল্প-জগতে ওঠানামা) বইয়ের দরুণও তাহার কীর্ত্তি বাড়িবে। পিগু হইতেছেন মার্শ্যালের ইংরেজ চেলাদের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নামজাদা। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করা তাঁহার কাজ। আর্থিক জগতের চক্রবিজ্ঞানটা কি বস্তু তাহা পিগু-প্রণীত গ্রন্থের পাতা উল্টাইলেই অনেক পরিমাণে মালুম হইবে। গ্রন্থ দুইভাগে বিভক্ত:—প্রথমতঃ কারণ-বিশ্লেষণ, দ্বিতীয়তঃ দাওয়াই নির্দ্দেশ।

কারণের আলোচনায় আছে নিম্নের বিভিন্ন বিষয়,—(১) ওঠানামার সাধারণ লক্ষণ (২) পুঁজিপাটার সদ্ব্যবহার বা দুর্ব্যবহার (৩) লাভের আশার সু-কু প্রভাব (৪) সমাজের শ্রেণীভেদ ও তাহার প্রভাবে কেনাবেচার বাজার ও লাভ লোকসানের দৌড় (৫) শিল্প-বাণিজ্য পরিচালনায় আধুনিক যুগের জটিলতা। তাহার প্রভাবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে ব্যবস্থা করিয়া রাখা কঠিন। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্ব্ব-বিচারের ভুলের সম্ভাবনা অনেক। (৬) ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অতি-মাত্রায় আস্থাবান থাকার ফলে আবার অতিমাত্রায় সতর্ক হওয়ার বাতিক চাগিয়া যায়, (৭) টাকাকড়ির প্রভাবে

চক্র-পরিবর্ত্তন (৮) সাক্ষাৎভাবে ভোগের জন্য যে সকল শিল্প চলে তাহা হইতে অন্যান্য শিল্পের প্রভেদ, (৯) মূলধনের জোগান (১০) টাকাকড়ির প্রভাব ছাড়া অন্যান্য যেসকল কারণে চক্র প্রবর্ত্তিত হইতে পারে সেই সবের উপর ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার প্রভাব (১১) ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট কর্জ্জের জোগান, (১২) বাজার দরের ওঠানামার কারণ-বিশ্লেষণ (১৩) লাভের আশার সঙ্গে বাজার-দরের যোগাযোগ (১৪) মজুরির হার ও চক্র, (১৫) মজুরদের চলাচল অবাধ নয় (১৬) বিভিন্ন কারণের তুলনা সাধন (১৭) ওঠানামার তরঙ্গশ্রেণী।

দাওয়াই নির্দ্দেশ কাণ্ডের আলোচ্য বিষয় নিম্নরূপ :—

(১) চক্রটা সমাজের ব্যাধি সন্দেহ নাই (১) অবাধ শিল্প-বাণিজ্য-নীতিতে এই ব্যাধি-নিবারণের সম্ভাবনা খুবই কম (৩) ব্যাধির কারণগুলা নিবারিত হইতে পারে (৪) ব্যাধির চিকিৎসাও সম্ভব (৫) টাকাকড়ির প্রভাব ছাড়া অন্যান্য কারণগুলার নিবারণোপায় (৬) বহুকালব্যাপী দেনা পাওনার যুক্তি (৭) ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট কর্জ্জ জোগানের দাওয়াই (৮) ডিস্কাউন্ট-নীতি ও কেন্দ্র-ব্যাঙ্ক (৯) ডিস্কাউন্ট-কৌশলের সাহায্য—বাজারদরের ওঠানামা বন্ধ-করা (১০) টাকার বাড়তি কমতি বিষয়ক শাসন (১১ টাকার স্থিরীকরণ (১২) মজুরি স্থিরীকরণ (১৩) চক্র চিকিৎসা (১৪) মালস্রষ্টা আর ভোগ-কর্ত্তাদের স্বাধীন প্রয়াস (১৫) সরকারী হস্তক্ষেপ (১৬) শুল্ক-নীতি (১৭) বেকার খাটাইবার জন্য সরকারী তাঁবে কারবার সৃষ্টি (১৮) বেকার-বীমা।

দুর্যোগ-দৈত্য কোনো এক কারণের সন্তান নয়। কাজেই কোনো এক দাওয়াইয়ে এই দৈত্য দমন করা অসম্ভব। ইতি ভাবার্থঃ। মতামত গুলার দিকে এখন আমাদের মেজাজ খেলিতেছে না। আমরা চক্র-গবেষণার হদিশ টুঁড়িতেছি মাত্র।

হার্ভার্ড-বার্লিনের চক্র-পরিষৎ

হার্ভার্ডের ল্যাবরেটরীতে সংগৃহীত হইতেছে তিন শ্রেণীর "কার্ড্"। "ক"—কার্ডের মতলব হইতেছে "স্পেকিউলেশ্যন" বা কর্জ্জ লেনা দেনার, লগ্নী কারবারের ওঠানামা ধরিয়া রাখা। "খ"—কার্ডের সাহায্যে আর্থিক আবহাওয়ার গবেষকেরা শিল্প-বাণিজ্য-ঘটিত অর্থাৎ মালের বাজার-সম্পর্কিত হ্রাস-বৃদ্ধি জরীপ করিতেছেন। আর "গ"—কার্ড হইতেছে টাকার বাজার বা সুদের হারের উৎরাই-চড়াই বুঝিবার জন্য গঠিত। পৃথিবীর জলবায়ু সম্বন্ধে যথার্থ অবস্থা বুঝিবার জন্য আর বুঝিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিবার জন্য সকল সভ্য দেশেই "মেটেওরলজিক্যাল" বা আবহাওয়ার কর্ম্মকেন্দ্র আছে। ঝড়ঝাপটা, বৃষ্টি বরফ ইত্যাদি কবে কোথায় কতটুকু হইবে মেটেওরোলজিষ্ট বা আবহাওয়া-তত্ত্ববিদেরা সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সমর্থ। ঠিক সেইরূপ সামর্থ্য দেখাইবার জন্যই চক্র-তত্ত্ববিদেরা হার্ভার্ডের ল্যাবরেটরীতে বসিয়া আর্থিক দুনিয়ার আবহাওয়াটা জরীপ করিতেছেন। এই কাজে তাঁহাদের হাতিয়ার মাত্র তিন প্রকার "কার্ড"। এই সকল কার্ড্ টানার কাজ প্রতি মুহূর্ত্ত আর্থিক দুনিয়ার নানা প্রকার ওঠানামা বস্তুনিষ্ঠ-রূপে পর্য্যবেক্ষণ করা ছাড়া আর কিছু নয়। কেম্ব্রিজ-বার্লিন-ভিয়েনার পরিষদেও চোপর দিনরাত এই ধরণের "সংবাদ"ই সংগৃহীত, শ্রেণীবদ্ধ ও কার্ড-বদ্ধ হইতেছে। প্রভেদ এই যে, হার্ভার্ডে সব কিছুই তিন কার্ডের অন্তর্গত করা হয়। অন্যত্র কোনো এক দুই বা তিন কার্ডের মায়ায় পণ্ডিতেরা ধরা পড়েন নাই।

হ্বাগেমান-পরিচালিত বার্লিন-পরিষদের কার্য্য-প্রণালী দেখিলেই প্রভেদটা বুঝা যাইবে। তাঁহার ল্যাবরেটরীতে সংগৃহীত হয়,—(১) কর্জ্জ বিষয়ক সকল প্রকার তথ্য, (২) ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকাকড়ির হ্রাস-বৃদ্ধি (৩) সুদ আর ডিস্কাউন্টের হার (৪) শেয়ারের বাজার, ধাতু, খনি, যানবাহন ইত্যাদি সংক্রান্ত সকল প্রকার বড় বড় কারখানার শেয়ারের দর, (৫) মাল-উৎপাদনের সূচী-সংখ্যা, (৬) কুদরতী মালের সূচী, (৭) শিল্প কারখানার সূচী (৮) বেকার-সূচী (৯) বড় বড় কারখানার রোজ-নামচা :—কৃষি, খনি, ধাতু, যন্ত্রপাতি, বস্ত্র, কাগজ, চামড়া ইত্যাদি ঘটিত শিল্প-ফ্যাক্টরির আকার-প্রকার ও বর্ত্তমান অবস্থা (১০) পাইকারী ও খুচরা দোকানদারি (১১) যান-বাহনের কারবার, (১২) বিভিন্ন বিদেশের সকল প্রকার সূচী-সংখ্যা ও কার্ড,—ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ইতালি, রুশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, স্কাণ্ডিনাভিয়া, সুইটসার্ল্যাণ্ড,

এবং ইল্যাণ্ড এই কয় দেশ নিয়মিতরূপে বিবৃত হইয়া থাকে।

দেখিতেছি আচার তথ্য-নিষ্ঠা আর দুনিয়া-নিষ্ঠা। মিচেল, লার্কব্ বা পিগুর বই খুলিয়া ধরিলে তাহার প্রত্যেক পাতায়ই বৈজ্ঞানিক-সুলভ এই দুই নিষ্ঠা দেখা যাইবে। অসংখ্য জাতীয় কার্ত্তের সঙ্গে ঘরকন্না যে করে না, তাহার পক্ষে "শিল্প-বাণিজ্যের ওঠানামা" বিষয়ক বিজ্ঞান রচনা করা অসম্ভব। প্রতি মুহূর্ত্তে সাঁতার কাটা চাই নিছক নীরস বস্তুর দরিয়ায়।

"আর্থিক উন্নতি"র প্রবর্ত্তিত গবেষণা-প্রণালী

যুবক বাঙলার অর্থশাস্ত্রী মহলে এই বস্তু-নিষ্ঠা আর দুনিয়া-নিষ্ঠা প্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই "আর্থিক উন্নতি"র জন্ম। এই দুই দিকেই বাঙালী সমাজের অভাব খুব বেশী। "আর্থিক উন্নতি"র গবেষণা-প্রণালী হয়ত কিছু কিছু অভাব মোচন করিতেছে।

বস্তু-নিষ্ঠার নিদর্শন "আর্থিক উন্নতি"র "বাংলার সম্পদ" "আর্থিক ভারত", "দুনিয়ার ধনদৌলত" নামক তিন অধ্যায়। এই সকল অধ্যায়ে কিষাণ, কারিগর, জেলে, মুচী মাঝী, তাঁতী, দোকানদার, হাটুয়া, আড়তদার, জোতদার, জমিদার, আমদানি রপ্তানির ব্যবসায়ী, কেরাণী, মজুর, খালাসী, আধুনিক ব্যাঙ্ক-বীমা-বাণিজ্য-কারখানার প্রবর্ত্তক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর নরনারীর আর্থিক জীবনযাত্রা আলোচিত হয়। চতুর্থ অধ্যায় ("ব্যক্তি ও সঙ্ঘ") ও বস্তুনিষ্ঠারই প্রতিমূর্ত্তি। ইহার আলোচ্য বিষয়,—দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্কার, মহাজন, এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, কারখানা-পরিচালক, ধনবিজ্ঞান-দক্ষ পণ্ডিত, রাজস্ব-সচিব, শিল্প-বাণিজ্য-কৃষিশিক্ষার-ধুরন্ধর, মজুর-সঙ্ঘের নায়ক ইত্যাদি ব্যক্তিগণের গতিবিধি ও কথাবার্ত্তা আর সমবায়-সমিতি, শিল্প-সঙ্ঘ, গবেষণা-পরিষৎ, কিষাণ-সভা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যাবলী। পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনায়ও বস্তুনিষ্ঠা আছে। দেশী বিদেশী বিশেষজ্ঞ নরনারীর সঙ্গে সম্পাদকীয় "মোলাকাৎ" এবং মৌখিক কথোপকথনের সাহায্যে কৃষিশিল্পবাণিজ্য ও ধনবিজ্ঞানবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত এই অধ্যায়ে বিবৃত হয়। তাহার ভিতর সম্পাদকের নিজ মত বা সমালোচনার ঠাঁই নাই। এই সকল অধ্যায়ের তথ্যসমূহ দৈনিক অথবা সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রণালীতে "সংবাদের" আকারে বিলকুল "নিরপেক্ষ" ভাবে "রাগদ্বেষ-বিবর্জ্জিত" রূপে সংগৃহীত হইয়া থাকে। অধিকন্তু প্রবন্ধাংশে যে সব রচনা বাহির হয় তাহার ভিতর হাহুতাশ আর ভাবোচ্ছ্বাসের ঠাঁই নাই। যথাসম্ভব তথ্যমূলক রচনা ছাড়া আর কিছু বাহির করা "আর্থিক উন্নতি"র অভিপ্রেত নয়।

দুনিয়া-নিষ্ঠার জন্য "আর্থিক উন্নতি"র একটা গোটা অধ্যায় স্বতন্ত্রভাবে চলিতেছে। এই অধ্যায়ে "দুনিয়ার ধনদৌলত" এবং বিদেশের সঙ্গে বাঙ্গালীর ব্যবসা বাড়াইবার সুযোগ আলোচিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু "ব্যক্তি ও সঙ্ঘ" অধ্যায়ের প্রায় আধাআধি বিদেশ-সম্পর্কিত লোকজন ও প্রতিষ্ঠান-পরিষদের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। "মোলাকাৎ" অধ্যায়েও কখনো কখনো বিদেশী নরনারীর মতামত প্রচার করা হইয়া থাকে। এই গেল কর্ম্মকাণ্ডের কথা। জ্ঞানকাণ্ড, অর্থাৎ থিয়োরি, চিন্তা, দর্শন ইত্যাদির ক্ষেত্র আলাদা। তাহার জন্য আছে গ্রন্থপঞ্জী আর গ্রন্থ-সমালোচনা। বাংলা সাহিত্য আর অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্য অথবা ভারত-সন্তান-প্রণীত ইংরেজি সাহিত্য ধনবিজ্ঞানের মহলে এত কম যে এই দুই অধ্যায় প্রায় ষোল আনাই অ-ভারতীয় দুনিয়াকে, ভারতবাসীর পায়ে আনিয়া হাজির করে। চিন্তা ও দর্শন সম্বন্ধে আর একটা অধ্যায় আছে। তাহাতেও এক প্রকার সব-কিছুই বিশ্ববাণী। সেটার নাম "পত্রিকা-জগৎ"। তাহাতে প্রচারিত হয় ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান, জাপানী, মার্কিণ ও ইংরেজি কৃষিশিল্প বাণিজ্য-বিষয়ক এবং ধনবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকার সারাংশ। "আর্থিক উন্নতি"র প্রবন্ধাংশেও দুনিয়া-নিষ্ঠা পাওয়া যায় প্রবন্ধের আকারে আর তর্জ্জমার আকারে।

বাঙালীর ইজ্জৎ বাড়াইয়া দাও

মনে রাখিতে হইবে,—ফিশার, পিগু, হ্বাগেমান,

লার্ক্‌ব, ব্রেস্যানি ইত্যাদির বস্তুনিষ্ঠা ও দুনিয়া-নিষ্ঠার পশ্চাতে আছে পঞ্চাশ, পঁচাত্তর, একশ' বা দেড়শ' বৎসর ব্যাপী হাজার হাজার একনিষ্ঠ বিজ্ঞান-সেবীর সাধনা। কাজেই "আর্থিক উন্নতি"র মতন দু'চারখানা কাগজের জোরে আর গোটা কয়েক বস্তুনিষ্ঠ ও দুনিয়ানিষ্ঠ গবেষকের দৌলতে যুবক বাঙ্‌লা বড় শীঘ্র এই সব নং ১ শ্রেণীর বিজ্ঞানসেবীদিগের সঙ্গে টক্কর দিতে পারিবে না। সুতরাং "আর্থিক উন্নতি"র সংস্রবে দুই বৎসরের প্রকাশিত হাজার দুয়েক পৃষ্ঠায় কতটুকু সাধিত হইল তাহার জরীপ করিতে বসা আজ নেহাৎ আহাম্মুকি।

আগামী আট দশ বৎসরের ভিতর গোটা শ'য়েক বাঙালী গবেষক যদি ধনবিজ্ঞানের নানা বিভাগে একনিষ্ঠ সাধনায় ব্রতী হয়, তাহা হইলে আমাদের বর্ত্তমানের এই অকিঞ্চিৎকর তে, রে, কা, টা সাধা কথঞ্চিৎ সার্থক হইয়াছে এইরূপ বলিব। তবে অল্পকালের ভিতরই বাঙালী ধনবিজ্ঞান-গবেষকেরা দুনিয়ার যে-কোনো ধনবিজ্ঞান-গবেষকের সঙ্গে খোলা মাঠে দাঁড়াইয়া পাঞ্জা কষিতে সমর্থ হইবে সেই আশা, সেই আদর্শ এবং তদুপযোগী কর্ম্ম-প্রণালী আর আলোচনা প্রণালী প্রচার করা "আর্থিক উন্নতি"র নিকট মামুলী ডাল-ভাত মাত্র।

আমাদের মন্তর আমরা খোলাখুলি আওড়াইয়া থাকি। "আর্থিক উন্নতি"র কপালেই খুদিয়া রাখিয়াছি:—

অহমস্মি সহমান উত্তরোনাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ব বেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,
শ্রেষ্ঠতম নামে আমায় জানে সবে ধরাতে।
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,
জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

সেই বিপুল ভবিষ্যতের গোড়া-পত্তনের কারবারে যুবক বাঙলার সকল অর্থশাস্ত্রীকে সমবেত হইবার জন্য ডাকাডাকি করিতেছি। এস ভায়ারা, যে যেখানে আছ, লাগিয়া যাও কাজে, জ্ঞানকাণ্ডে আর কর্ম্মকাণ্ডে, বাঙালীর ইজ্জৎ রক্ষা কর, বাঙালীর ইজ্জৎ বাড়াইয়া দাও। জগতের বিজ্ঞান-সম্পদ্ বাঙালীর কৃতিত্বে পরিপূর্ণতর হইয়া উঠুক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শীল বি-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৫

আর্থিক উন্নতি

৩য় বর্ষ—২য় সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

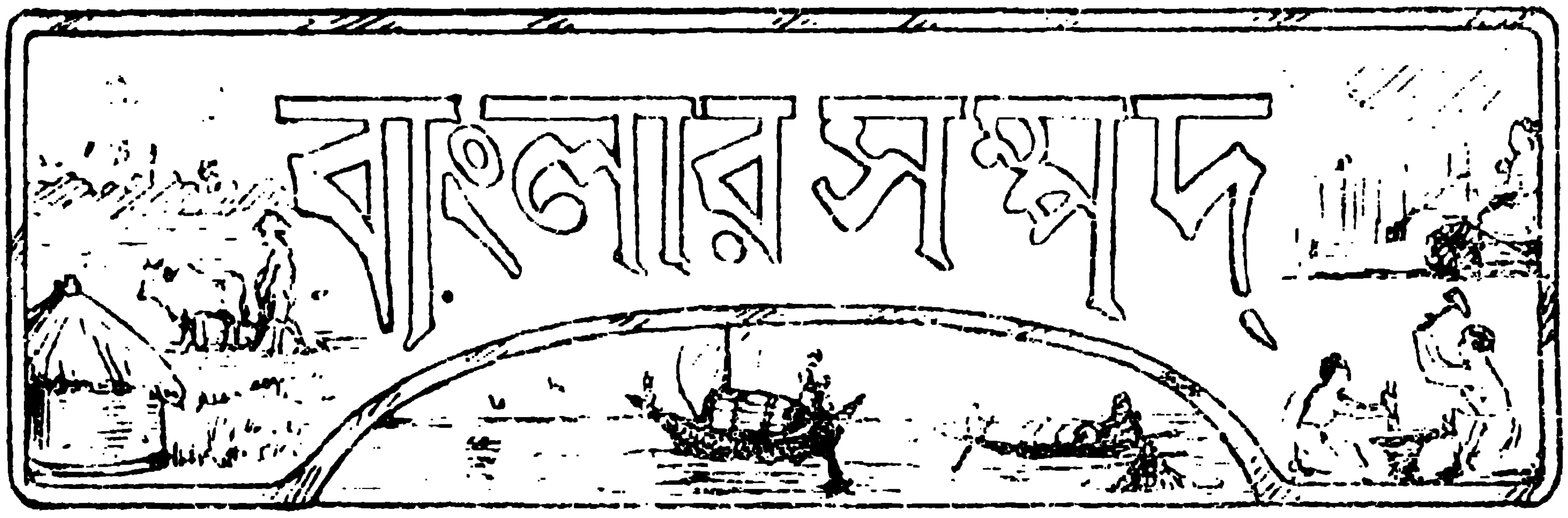

৮০ লাখ টাকার পাটের কল

বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর পরিচালিত পাটের কল একটিও নাই। যে সব কল বাঙ্গালায় আছে তাহার প্রায় সবগুলিই সাহেবদের দ্বারা পরিচালিত; ইদানীং মাড়োয়ারীদের দু'তিনটি পাটকল হইয়াছে। আমরা জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম যে, ভাগ্যকুলের স্বনাম-ধন্য ধনকুবের কুণ্ডুদের উদ্যোগে অতি শীঘ্রই বাঙ্গালায় ৮০ লক্ষ টাকা মূলধনে একটি পাটকল স্থাপিত হইতেছে। ধনকুবের লাহা মহাশয়েরাও ইহাতে যোগ দিয়াছেন। কুণ্ডু ও লাহা মহাশয়দের সমবায়ে এই পাটকল যে উত্তমরূপে চলিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে সব ব্যবসা-বাণিজ্য এতদিন বিদেশীদেরই একচেটিয়া ছিল, বাঙ্গালার ধনীরা যে ক্রমে ক্রমে সেগুলির দিকে দৃষ্টি দিতেছেন, ইহা খুব সুখের বিষয়।

(আনন্দবাজার)

কলিকাতা কর্পোরেশনের আয়ের পথ

কলিকাতা কর্পোরেশনের আয়ের পথ অনেক আছে। তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পথগুলিই প্রধান :—

(১) জমি এবং বাড়ীর উপর খাজনা। (২) মিউনিসিপালিটির অধিকৃত জমি ও বাড়ীর ভাড়া এবং বিক্রীত অতিরিক্ত জমির মূল্য। (৩) বাজার, কসাইখানা এবং ধোপাখানায় ভাড়া। (৪) সমুদ্রগামী জাহাজগুলিতে বিক্রীত জলের মূল্য; (৫) অতিরিক্ত অর্থের সুদ। (৬) মিউনিসিপাল মেজিষ্ট্রেটের আদালতে জরিমানার টাকা এবং গবর্ণমেণ্টের দান। (৭) পাবলিক্ ইউটিলিটি কোম্পানী হইতে প্রাপ্ত ফি। (৮) গাড়ী, জানোয়ার প্রভৃতির উপর খাজনা এবং পেশা, ব্যবসা প্রভৃতির উপর খাজনা, লাইসেন্স ফি। এবং (৯) অন্যান্য বিভিন্ন বিভাগ হইতে আয়।

খরচের বিভিন্ন দফা

ব্যয়ের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য :—

(১) সহরবাসীর স্বাস্থ্য-রক্ষা বিভাগ (২) রাস্তা, ফুটপাথ এবং খাল-সংস্কার বিভাগ (৩) বাজার, কসাইখানা এবং ধোপাখানা বিভাগ (৪) হাঁসপাতাল এবং আম্‌স্ হাউস্ (অর্থাৎ সরকারী ভিক্ষা-ভবন) (৫) বাতি বিভাগ (৬) জল সরবরাহ বিভাগ (৭) ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টকে দান। (৮) সাধারণ আফিস ও পরিচালনা বিভাগ। (৯) শিক্ষা বিভাগ। (১০) সুদ বিভাগ। এবং (১১) অন্যান্য বিভিন্ন বিভাগ।

ট্যাক্সের হার

আয়ের দিকে বাড়ী এবং জমির উপর খাজনার হার বেশীপক্ষে শতকরা ২৩ টাকা পর্য্যন্ত আইনতঃ ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গাড়ী ও জানোয়ারের খাজনার হারও এইরূপে স্থির হইয়াছে। বাড়ীর খাজনার দিক্ দিয়া কর্পোরেশন এখনও বেশী উপরে উঠিতে পারে নাই। আইনে শতকরা ২৩ টাকার কথা থাকিলেও কোন গৃহস্বামীকে এখনও শতকরা সাড়ে উনিশ টাকার বেশী দিতে হয় না। সম্প্রতি হাওড়া ব্রীজ আক্ট অনুসারে ইহার উপরে শতকরা আধ টাকা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এই বর্দ্ধিত অংশ নূতন হাওড়া পুল নির্ম্মাণের খরচের বাবদ দেওয়া হইবে। সুতরাং এই মিলিত খাজনার হার শতকরা ২০৲ টাকা হিসাবে ধরা যাইতে পারে এবং কর্পোরেশন এখনও এই হার শতকরা ৩৲ টাকা পর্য্যন্ত বাড়াইতে পারেন। নিম্নলিখিত উপায়ে বাড়ীর উপর খাজনা ধরা হইয়া থাকে :—

একটা বাড়ীর মাসিক ভাড়া ৫০০৲ টাকা। সুতরাং বছরে ভাড়া আদায় হয় ৬,০০০, অতএব বাড়ীর মূল্য ধরা হয় ... ৬০০০, টাকা

ইহা হইতে বাড়ীওয়ালা বাড়ী মেরামত এবং সাধারণ খরচ বাবদ ১০% বাদে পান ৬০০৲ টাকা

সুতরাং বাড়ীর প্রকৃত মূল্য ৬০০০—৬০০ টাকা =৫৪০০ টাকা

এই টাকার উপর শতকরা ২০ টাকা হিসাবে খাজনা দিতে হয় ... ১,০৮০ টাকা

এই টাকা বছরে চারিবার (তিন মাস অন্তর) সমান ভাগে দিতে হয়। সুতরাং উপরোক্ত টাকা হইতে তিন মাস অন্তর ২৭০ টাকা দিতে হয়। ইহার মধ্যে বাড়ীওয়ালা অর্দ্ধেক দেন, বাকী অর্দ্ধেক প্রজা অথবা ভাড়াটিয়াকে দিতে হয়। বাড়ী যদি ভাড়া না দেওয়া হয় তবে মেরামত ও সাধারণ খরচ বাবদ শতকরা ৫৲ টাকা ফেরৎ দেওয়া হয় আর খাজনার সব টাকাই বাড়ীওয়ালাকে দিতে হয়।

আয়-ব্যয়ের হিসাব

গভর্ণমেণ্টের সমস্ত বিভাগের মত কর্পোরেশনেরও আয়-ব্যয়ের বছর ১লা এপ্রিল হইতে আরম্ভ হয় এবং ৩১শে মার্চ্চ শেষ হয়। ১৯২৬-১৯২৭ সনের আয়-ব্যয়ের বছরে কলিকাতা কর্পোরেশনের নিম্নলিখিতরূপ আয় হইয়াছে।

বাড়ী এবং জমির উপর খাজনা		১,৫৮৫১,৪০৯ টাকা
পেশা, গাড়ী এবং জানোয়ারের উপর খাজনা	...	১৮,৫৬,৩৭৮ „
বাজার প্রভৃতি হইতে আদায়	...	১৩,২৭,৪৭৫ „
বাড়ী ও জমির ভাড়া	...	২,১৮,২৮১ „
জল বিক্রী হইতে	...	৪,৩৯,৪১২ „
পাবলিক্ ইউটিলিটি কোম্পানী হইতে ফি বাবদ	...	৮৬,২৪২ „
মিউনিসিপাল আদালতের জরিমানা প্রভৃতি আদায়	...	১,৬৭,১৬৪ „
অতিরিক্ত অর্থ হইতে সুদ আদায়	...	৬,৯৪,০২৪ „
অন্যান্য বিভিন্ন দিক্ হইতে	...	৮,২৮,৮৯৮ „
মোট		২,১১,৬৯,২৮৩ টাকা

এই বৎসরে নিম্নলিখিত রূপ খরচ হইয়াছে

স্বাস্থ্য-রক্ষা বিভাগ	৪৩,৫২,৬৪২	টাকা
রাস্তা এবং ফুটপাথ বিভাগ	১৭,১১,৫৮২	„
ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টকে দান	১৭,০২,২৮৮	„
সুদ বিভাগ	৫১,৬০,৩৮৩	„
জল সরবরাহ বিভাগ	১৮,১৪,৮১০	„
শিক্ষা বিভাগ	৪,৪৫,৭৭১	„
বাতি বিভাগ	১০,০৩,৭২৯	„
হাঁসপাতাল প্রভৃতি	৬,২১,৩৪২	„
বাজার প্রভৃতি বিভাগ	৪,৭১,৮৯৩	„
সাধারণ ও আফিস পরিচালনা বিভাগ	২৭,৬৫,৮২৬	„
অন্যান্য বিভিন্ন বিভাগ	৩,১৭,৫৪৯	„
মোট	২,০৪,২৭,৮২৫	টাকা

কর্জ্জ ও সুদ বিভাগ

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় সমান দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান আয়-ব্যয়ের বৎসরের খরচের হিসাব দাখিল করিবার সময় চিফ্ এক্সিকিউটিভ্ অফিসার স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন যে, খাজনার শতকরা হার না বাড়াইলে কোন দিকে আর কোন রকম উন্নতি সম্ভব হইয়া উঠিবে না।

কর্পোরেশনের অনেক টাকা সুদ দিতে চলিয়া যায়। কর্পোরেশনের মোট ধারের পরিমাণ ৬,৮৬,১৭,০০০ টাকা। খরচ এই রকম ভয়াবহরূপে বাড়িয়া যাওয়াতে মিঃ সি,আর, দাস এই খরচ কমানো স্থির করিয়া একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোককে কর্পোরেশনের সমস্ত বিভাগের খরচ তদন্ত করিয়া একটী খরচ কমাইবার সাধারণ খস্ড়া দাখিল করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ন্যায্য পাওনা পাওয়া সত্ত্বেও তিনি সম্পূর্ণ বিবরণ দাখিল করেন নাই।

দরমাহা বেতনাদির বহর

কর্পোরেশনের সাধারণ ও আফিস পরিচালনা বিভাগের খরচ কি বছর যে বাড়িয়াই চলিতেছে ইহা সবারই নজরে পড়ে। গত বছরের তুলনায় এ বছরে কিরূপ টাকা বেতন বাবদ ধরা হইয়াছে দেখা যাউক।

	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	বেশী ধরা হইয়াছে
উপরওয়ালা কর্ম্মচারীদের বেতন	৩,৭৪,৯২০ টাকা	৩,৮৮,০৯৯ টাকা	১২,১৭০
সাধারণ তদারককারী কর্ম্মচারীদের বেতন	১৩,৪৯,৫৪০ „	১৪,৭০,৩৯০ „	১,২০,৮৫০
কেরাণীদের বেতন	১৫,১৮,৭৮০ „	১৬,৪১,১৩০ „	১,২২,৩৫০
মুজুরদের বেতন	২৩,১৫,৪১০ „	২৪,৩৪,৬৯০ „	১,১৯,২৮০

সাধারণ ও আফিস পরিচালনা বিভাগে এক বছরে ৩ লক্ষ টাকার বেশী খরচ বাড়ান হইয়াছে। কর্পোরেশনের কাউন্সিলর মিষ্টার মর্গান এইরূপ ভীতিজনক বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া কর্ত্তারা কর্ম্মচারীদের অতিরিক্ত রকমে মাহিয়ানা বাড়াইয়া দিয়াছেন এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোক নিযুক্ত করিয়াছেন সাধারণের এইরূপ ধারণা। কর্ম্মচারীর সংখ্যা না কমাইলে, বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় সহরের আর কোন উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। এ উপায়ে ৫ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বাঁচান যাইতে পারে।

গাড়ী ও ঘোড়ার ট্যাক্স্

১৯২৮-২৯ সালের প্রথমার্দ্ধে কিরূপ হার চলিবে নিম্নের ইস্তাহারে তাহা বুঝা যাইতেছে।

মোটরকার, গাড়ী, মোটর সাইকেল, রিক্সা, দৌড়ের ঘোড়া, টাট্টু ঘোড়া, খচ্চর ইত্যাদির মালিকগণ এবং ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, ১৯২৩ সালের মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৬৮ (১) ও (২) ধারা অনুসারে তাহাদের নিজস্ব অথবা তাহাদের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত যান-বাহন এবং তজ্জন্য দেয় ট্যাক্সের বিবরণ-সম্বলিত

একখানি বর্ণনাপত্র আগামী ১৯২৮ সালের ১লা মে তারিখের পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যাল আফিসে প্রেরণ করিতে হইবে। এই বিষয়ের জন্য ছাপাকরা ফরম যদি পূর্ব্বে কেহ না পাইয়া থাকেন, তবে সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল আফিসে লাইসেন্স অফিসারের নিকট আবেদন করিলেই তাহা পাওয়া যাইবে। মোটর দ্বারা চালিত যান ও দৌড়ের ঘোড়ার মালিক ও তত্ত্বাবধানকারীদের দৃষ্টি ট্যাক্সের পরিবর্ত্তিত হারের প্রতিও আকর্ষণ করা যাইতেছে। আকারের তারতম্য-ভেদে নূতন আইন অনুসারে মোটরকারের ট্যাক্স ১৮৲টাকা হইতে ৩০৲টাকা পর্য্যন্ত প্রতি ছয় মাসের জন্য ধার্য্য করা হইয়াছে। সাইডের কারবিহীন অথবা সাইডকার-বিশিষ্ট মোটর সাইকেল ও ট্রাইসাইকেলের ট্যাক্স ১০৲টাকা এবং দৌড়ের ঘোড়ার ষাণ্মাসিক ট্যাক্স ২৪৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই সঙ্গে আরও জানান যাইতেছে যে, আগামী ৩১শে মে তারিখের মধ্যে উপরোক্ত বিবরণ যাঁহারা না পাঠাইবেন, তাঁহাদের নামে মামলা করা হইবে এবং তাঁহারা ২০৲টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য হইবেন।

কাজের সুবিধার জন্য যাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সের টাকা প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ইন্‌স্পেক্টরের নিকট তাঁহাদের দেয় অর্থ প্রদান করিতে পারেন। অর্থ গ্রহণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লাইসেন্স মঞ্জুর করার ক্ষমতা ইন্‌স্পেক্টরকে দেওয়া হইয়াছে। ১৯২০ সালের অক্সিলিয়ারী ফোর্স আইন অনুসারে যাঁহারা এই ট্যাক্স প্রদান হইতে রেহাই পাইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে জানান যাইতেছে যে, ফোর্সের মেম্বার হিসাবে চলাচলের নিমিত্ত ঘোড়া, মোটর বাইসাইকেল, মোটরকার অথবা অন্য প্রকার যান-বাহন, যাহা যাঁহার প্রয়োজন হয়, তাহা রাখিবার ক্ষমতা যে তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও সামরিক কর্ম্মচারীর প্রদত্ত সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ উপস্থিত করা রেহাই পাইবার পক্ষে প্রয়োজন। এইরূপ সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ না থাকিলে রেহাই পাইবার কোন দাবীই গ্রাহ্য করা হইবে না। ব্যবহার করা হয় নাই বলিয়া যে সমস্ত মোটরকার ও গাড়ীর ট্যাক্স রেহাই দেওয়ার দাবী করা হইবে, তাহা ১৯২৮ সালের ৩০শে জুন তারিখের পর আর গ্রহণ করা হইবে না।

গরুর গাড়ী ও মহিষের গাড়ী রেজিষ্টারী করা

১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৮৩ ধারা অনুসারে গরু ও মহিষের গাড়ীর ষাণ্মাসিক রেজিষ্টারী বিগত ২রা এপ্রিল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গরু ও মহিষের গাড়ী, হস্তচালিত গাড়ী, মোটর লরি, ঠেলা গাড়ী প্রভৃতি যে সমস্ত যান মানুষকে বহন করিবার কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না,—তাহাদের মালিকগণ যেন অগৌণে এই সমস্ত যান রেজিষ্টারী করাইয়া লন। এইরূপ রেজিষ্ট্রেশনের জন্য নিম্নলিখিত হারে ফী দিতে হইবে :—

(ক) মেসিনের দ্বারা চালিত প্রত্যেক যানের জন্য ২০ টাকা এবং যানের ভার-বহনের পূর্ণ ক্ষমতার উপর তদতিরিক্ত টন প্রতি ৫ টাকা।

(খ) যে সমস্ত ট্রেলার (গাড়ী) অন্য গাড়ী দ্বারা টানা হয় (যাহার কথা "(ক)" দফায় উল্লিখিত হইয়াছে) ২৫ টাকা।

(গ) অন্যান্য গাড়ী ৪৲ টাকা। গাড়ী বা ট্রেলারে নম্বর বুঝাইবার জন্য যে টিনের প্লেট দেওয়া হয়, তাহার জন্য অতিরিক্ত এক টাকা দিতে হইবে।

গাড়ী চালকদের টিকিট

আইনের ১৮৭ ধারা অনুসারে গাড়ীর চালকদের সকলকেই কর্পোরেশন-প্রদত্ত রেজেষ্টারী নম্বরযুক্ত একখানি টিকিট চালক হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে।

কুকুরের উপর ট্যাক্স

আইনের ১৭৩ ধারা অনুসারে কলিকাতায় রক্ষিত প্রত্যেক কুকুরের জন্য বৎসরে পাঁচ টাকা ট্যাক্স দিতে হইবে। যাঁহাদের কুকুর আছে তাঁহারা মিউনিসিপ্যাল আফিসে তাহার একটি লিষ্ট পাঠাইবেন এবং প্রত্যেক কুকুরের জন্য নির্দ্দিষ্ট ট্যাক্স কর্পোরেশনকে দিয়া আসিবেন। ট্যাক্স দিলে বর্ত্তমান বৎসরের জন্য কুকুর রাখিবার অধিকার দিয়া একখানি লাইসেন্স দেওয়া হইবে এবং কুকুরের

গলায় ঝুলাইবার জন্ত একখানি নম্বর সংযুক্ত টিকিটও দেওয়া হইবে। যে কুকুরের ঐরূপ নম্বর-টিকিট থাকিবে না তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া বা মারিয়া ফেলা হইতে পারে। সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, এখন হইতে এই আইন বিশেষ কড়াকড়ভাবে প্রয়োগ করা হইবে।

বাংলায় অনাবাদি জমি

বাংলার বিভিন্ন স্থানে যে সকল অনাবাদি জমি আছে তাহার অনুপাত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন জিলা	আবাদি জমির তুলনায় অনাবাদি জমির পরিমাণ	আবাদি জমির তুলনায় কর্ষণযোগ্য অনাবাদি জমির পরিমাণ
ফরিদপুর	৪·০	৯·৫
ঢাকা	৩·৯	২·৭
ময়মনসিংহ	২·৫	১১·৫
বরিশাল	১·৬	১১·৬
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জিলা		
মুরশিদাবাদ	৬৪·৬	৪৬·০
নদীয়া	৫৪·৬	৪০·২
বর্দ্ধমান	৪৬·০	২০·৫
হুগলী	৩৪·৯	১৭·৫

পূর্ব্ববঙ্গের জমির উর্ব্বরতা

কতকগুলি নৈসর্গিক কারণে পূর্ব্ববঙ্গের জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইতে সমর্থ হইয়াছে। ঐ সকল কারণগুলির মধ্যে প্রধানতম কারণ সময়োপযোগী বৃষ্টির প্রাচুর্য্য এবং নদীর প্লাবনে পলি পড়া। পূর্ব্ববঙ্গে কদাচিৎ বৃষ্টির অভাব ঘটিতে দেখা যায়।

পূর্ব্ববঙ্গ নদীমাতৃক

মেঘনা শতধারায় প্রবাহিত হইয়া প্রতি বৎসর পূর্ব্ববঙ্গের জমিগুলিকে জলধারায় স্নাত করিতেছে এবং জমির উৎপাদিকা শক্তিকে অমোঘ করিয়া রাখিতেছে। ধান, পাট, সরিষা প্রভৃতি মহামূল্য কৃষিজসম্পদ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে অথচ জমির উৎপাদিকা-শক্তির কোন লাঘব ঘটিতেছে না। বৎসর বৎসর পলি পড়ায় জমির উর্ব্বরতা শক্তি অক্ষুন্ন থাকিতেছে। অদ্যাপিও সারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে না।

পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে কৃষির অবনতি

পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে কৃষির শোচনীয় অবনতির মূলীভূত কারণ প্লাবনের অভাব। মধ্যবঙ্গ একদিন বেগবতী নদীসমূহের দ্বারা বেষ্টিত ছিল। পশ্চিমে ভাগীরথী, পূর্ব্বে মধুমতী, উত্তরে পদ্মা বর্ষার পর বর্ষায় জমিগুলিকে প্লাবিত করিত এবং জমির উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া দিত। কিন্তু আজ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। জমি উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে নদীর জল দুকূল প্লাবিত করিয়া ভাসিয়া যাইতে সমর্থ হয় না। নদীসকল মজিয়া গিয়াছে; এমন কি স্থানে স্থানে নদীগর্ভ চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি অপেক্ষা উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। ফলে জল-নিকাশের পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষির অবনতি ঘটিয়াছে এবং স্বাস্থ্যহানি তাহার অনুসরণ করিয়াছে। (নোয়াখালি সম্মিলনী)

লিলুয়ায় ধর্ম্মঘট

আজ (৯ মে ১৯২৮) ৬৪ দিবস অতিবাহিত হইল, লিলুয়ার শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিয়াছে। রেল কর্ত্তৃপক্ষ ধর্ম্মঘটের প্রারম্ভ হইতেই সমস্ত ব্যাপারটা বাহিরের মতলববাজ লোকের সৃষ্ট একটা কৃত্রিম গোলমাল বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিতেছেন। গবর্ণমেণ্টও সেই কথায় সায় দিয়া যাইতেছেন। ধর্ম্মঘট চালাইবার কর্ম্মকেন্দ্র ইউনিয়ন আফিসটি গোয়েন্দা পুলিশ এবং পুলিশ ইনস্পেক্টারদিগের তীক্ষ্ণ লক্ষ্যস্থল হইয়া আছে। এই শ্রমিক আন্দোলনকে গবর্ণমেণ্ট বলশেভিক প্রচেষ্টা বলিয়া মনে করেন ও আন্দোলনের নেতাগণকে বলশেভিক চর বলিয়া জানেন তাহাও জানাইয়া ভয়ার্ত্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টায় কসুর করেন না।

একমাত্র লিলুয়ার কারখানার ধর্ম্মঘটকারীর সংখ্যা ১৪০০০। তার উপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের জেনারেল ষ্টোর, হাওড়া লিলুয়ার অন্তর্বর্ত্তী লাইনের গাড়ী ধোলাই বিভাগের শ্রমিক লইয়া আরো প্রায় ৪০০০ শ্রমিক এই ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছে। এইরূপে রেলওয়ে শ্রমিক-সংখ্যা সর্ব্বসমেত প্রায় ১৮০০০। এতদতিরিক্ত বার্ণ কোম্পানীর ৮০০০ এবং জেসোফ কোম্পানীর ৬০০০ লোক পরে এই ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছে।

এই ধর্ম্মঘট কাহারও উত্তেজনায় সৃজিত নহে। শ্রমিক নেতাগণের কেহই বলিতে পারিবেন না যে, আমি এই লোকদের জাগাইয়াছি। গবর্ণমেণ্টও মিথ্যা এবং ষড়যন্ত্র ব্যতিরেকে কাহারও স্কন্ধে সে দায়িত্ব চাপাইতে অপারগ।

আমরা রেলওয়ে বোর্ডের মেম্বারদিগকে অথবা স্যর রাজেন্দ্র কিংবা জেসোফ কোম্পানীর স্বত্বাধিকারীদিগকে এই অত্যাচারের জন্য দোষ দিতেছি না; কিন্তু এই সমস্ত কারখানা যে অত্যাচারের দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা প্রমাণ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। উপরের মালিকগণ অধস্তন কর্ম্মচারীর উপর ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকায় এবং তাহাদের কেবলমাত্র কাজের জন্য দায়ী করিয়া আপনার ভৃত্যবর্গের মধ্যে শান্তি সদ্ভাব রক্ষার্থ দায়ী না করায় তাহারা সুযোগ পাইয়া বিবিধ উৎপীড়ন অবিচার জুলুমের সৃষ্টি করিতে গিয়া দরিদ্র মজুরের রক্তে নিজেদের তৃষ্ণা-নিবৃত্তির ঝোঁকে অবস্থা এইরূপ গুরুতর করিয়া তুলিয়াছে। মোটের উপর দরিদ্র শ্রমিকগণ ক্ষমতা-প্রাপ্ত মধ্যবর্ত্তী কর্ম্মচারিগণের হাতে সত্যই দিনের পর দিন নির্য্যাতিত হইয়া উঠিতেছিল। তাহাদের আত্মসম্মান লোপ পাইতে বসিয়াছিল। স্বার্থ ভয়ঙ্করভাবেই ক্ষুণ্ণ হইতেছিল। তাহারা, কষ্টের শেষ অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল।

শ্রমিকগণ যেখানে স্বতই আপনাদের প্রতি অনুষ্ঠিত অত্যাচার অবিচারের জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে তাহাদের উত্তেজিত করিবার প্রয়োজন করে না। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মিত্রের আহ্বানে শ্রমিকগণ আসিয়া নিজেদের অবস্থা ব্যক্ত করিলে তিনি এইমাত্র তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, মজুরি লইয়া কাজ করিতেছ বলিয়া তোমরা কার-খানার মালিক সাহেব মিস্ত্রি কাহারই গোলাম নহ। আইনতঃ কারখানার কর্ত্তারা নিয়মিত চুক্তির দ্বারা তোমাদের কাজ করাইতে বাধ্য। সেই চুক্তির সময় তোমাদিগেরও আপন সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করাইয়া লইবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। লিলুয়ার শ্রমিকগণ এই আশার কথা শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমবেত শক্তিপ্রয়োগে কারখানার ভিতরকার অনেক ঘুষ, জরিমানা, জুলুমের প্রতিকার করিয়া ফেলে। তাহাদের মিত্র মহাশয়ের উপর বিশ্বাস দাঁড়াইয়া যায়। সেই সঙ্গে তাহারা বুঝে যে, এখন একটা সময় আসিয়াছে, এই মুখে যা করিয়া লইতে পারি তাহাই হইবে। সেই ধারণার বশে তাহারা ১৪০০০ লোক তিন মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ একমত হইয়া যায় ও গবর্ণমেণ্টের আইন মত মনিবের সঙ্গে নিজেদের কাজের সম্পর্ক চুক্তির দ্বারা পাকা করিয়া লইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। শ্রমিকদিগের এই প্রচেষ্টা বলশেভিজম্ নহে। কোনওরূপ অন্যায় বে-আইনী বা অসত্য আবদারও নহে। এমন কি এটা রাজ-নৈতিক আন্দোলনও নহে। ধনীর জুলুম হইতে গরিবের বাঁচিবার চেষ্টা মাত্র। স্বার্থপরের লুণ্ঠন হইতে গোবেচারা-দের আপন বাঁচিবার সংস্থান রক্ষা করিবার পথ মাত্র।

এতদিনের মধ্যে লিলুয়া ধর্ম্মঘট উপলক্ষ্যে ধরপাকড় চলিত; কিন্তু পুলিশ ধনিকের খাতিরে যে কথাই বলুক, যে চালই চালুক, মনে মনে আসল ব্যাপার বুঝিতেছে। বুঝিতেছে যে এই আন্দোলন কৃত্রিম নহে, ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা সত্য সত্য কেহ নাই। অতএব এই গোলমাল বন্ধ করিতে গেলে দরিদ্রের জীবিকা-স্থলগুলির অর্থনৈতিক পদ্ধতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

শ্রীবিমল গঙ্গোপাধ্যায়,
সহঃ সম্পাদক, লিলুয়া ধর্ম্মঘট সাহায্য সমিতি
ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন।

রাজমহল আর্থেন অয়ার কোং লিঃ

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনে আর্থিক বাঙলার এক কাজের খবর পাওয়া যাইতেছে:—

মূলধন ১,০০,০০০৲ টাকা।

প্রতি সেয়ারের মূল্য ১০৲ হিসাবে ১০,০০০ সেয়ারে

বিভক্ত হইয়াছে। প্রতি সেয়ারে আবেদনের সহিত দেয় ২॥০ টাকা, সেয়ার "এলটমেণ্ট" হইয়াছে, দেয় ২॥০ টাকা।

বক্রী টাকা আবশ্যক অনুযায়ী দুই কিস্তিতে ২॥০ আড়াই টাকা হিসাবে দিতে হইবে।

চিনামাটির দ্রব্যাদি যথা :—চায়ের বাটী, প্লেট, গ্লাস, ঘটী, ফিডিংকাপ, গ্যালিপট, বেডপ্যান, মলমের বাটী, সানকী পেয়ালা, টালী, দেবদেবীর মূর্ত্তি, ইলেক্‌ট্রিক ফিটিং জন্য আবশ্যক সরঞ্জামাদি, পুতুল প্রভৃতি প্রস্তুত জন্য এই কোম্পানী কাশীমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন সেন মহাশয়গণ প্রভৃতি কয়েকজন স্বনামধন্য অভিজ্ঞ সুধীজন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

এই কারখানার স্থান কলিকাতা হইতে কেবলমাত্র ২০০ মাইল দূরে তালঝাড়ি (ই, আই, আর, লুপ) ষ্টেশনের নিকট মনোনীত করা হইয়াছে। তথায় চিনামাটী ও সাদা-বালির খনি বহুকাল হইতেই আছে এবং বিশেষ সুলভে ঐগুলি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। জন-মজুরও তথায় অতি অল্প মজুরীতে পাওয়া যায়। কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টগণ কলিকাতা পটারী ওয়ার্কসের সহিত বিশেষ কারবার সম্বন্ধে বহুদিন আবদ্ধ থাকায় চীনামাটীর দ্রব্যাদির ব্যবসার পরিচালনে বিশেষ অভিজ্ঞ।

ইতিমধ্যে অনেক সেয়ার বিক্রয় হইয়াছে। সেয়ার বিক্রয়ের জন্য বিশ্বস্ত এজেণ্ট এবং সবএজেণ্ট আবশ্যক। সত্বর সেয়ারের জন্য ও বিস্তারিত প্রস্‌পেক্টস্‌এর জন্য পত্র লিখুন।

বিনীত—এইচ, এণ্ড দত্ত কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্
৩১নং জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

কলেরায় টীকা

সবঙ্গ থানার কাপাসদা, সবঙ্গ, কাঁটাপুখুরিয়া, শ্যাম সুন্দরপুর, আমদা, বিহারীচক, মুরারীচক প্রভৃতি অনেক গ্রামেই অল্প বিস্তর কলেরা দেখা দিতেছে। সত্বর কলেরার টীকা দেওয়া হইতেছে বলিয়া অতি অল্প মৃত্যু হইতেছে। এই প্রসঙ্গে জেলাবোর্ডের একটী বন্দোবস্তের দিকে আমরা চেয়ারম্যান ও কর্ম্মদক্ষ হেলথ অফিসার মহোদয়ের কৃপা দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তাঁহাদের বন্দোবস্ত এইরূপ—কোন গ্রামে কলেরা হইলে তাহার সংবাদ উক্ত গ্রামের চৌকিদারের দ্বারা থানায় পৌঁছ হইবে। সেখান হইতে জেলা-বোর্ড অফিসে যাইবে, তৎপরে স্থানীয় ডাক্তারের প্রতি আক্রান্ত গ্রামে কার্য্য করিবার আদেশ আসিবে। তাহাতে অনেক সময় দেখা যায় আক্রমণ সামান্য হইলে সত্বর তাহা কমিয়া যাইবার পর এবং আক্রমণ ভীষণ হইলে কলেরায় সমস্ত ধ্বংস হইবার পর ডাক্তার বাবু উপস্থিত হন। এইজন্য প্রত্যেক থানায় এমন উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে ভার দিয়া রাখা দরকার যে তাহারা কলেরাদি সংক্রামক ব্যাধির সংবাদ দেওয়া মাত্র যতদূর সম্ভব শীঘ্র ডাক্তার বাবু বা ইন্সপেক্টার বাবু যেন আক্রান্ত স্থানে গিয়া তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে পারেন। বোর্ড হইতে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিলে ভাল হয়। (মেদিনীবান্ধব)

বাংলার চিনি

অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, সমগ্র বাঙ্গালায় একমাত্র যশোহরের কোটচাঁদপুর গ্রামে খেজুর গুড় হইতে দেশী প্রথায় চিনি প্রস্তুত হয়। এই চিনি দলুয়া নামে পরিচিত। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে কোটচাঁদপুরে প্রায় ১৫০টি কারখানা ছিল এবং সেই কারখানা হইতে অন্যূন ১৫০০০০ মণ চিনি প্রস্তুত হইয়া বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে বিক্রীত হইত। সে সময়ে এ চিনি ইংলণ্ডে চালান হইত এবং সেখান হইতে পরিষ্কৃত হইয়া আসিয়া কলিকাতার সাহেব-মহলে ব্যবহৃত হইত।

কি কুক্ষণেই বাঙ্গালার বাজারে জাভা চিনির আবির্ভাব হইল! দেশী চিনি লাল ময়লা, আর জাভা চিনি সাদা ধব্‌ধবে সুন্দর; সুতরাং দেশী চিনির বিক্রয় বন্ধ হইল। জাভা দেশী চিনির আসন গ্রহণ করিল। তখন কলিকাতায় টার্ণার মরিসন কোম্পানীর আফিস ছিল। তাঁহারা দেশী চিনি কিনিয়া লইয়া এখানেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিষ্কার করিয়া জাভা অপেক্ষা অধিক দরে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, তখনও দেশী চিনির ব্যবসায় চলিতে লাগিল। কিন্তু কিছু দিন পরে তাঁহারাও এখান

হইতে আফিস তুলিয়া দিলেন। সুতরাং দেশী চিনির ব্যবসায় এক প্রকার অচল হইয়া উঠিল। ১৫০টীর স্থানে কারখানার সংখ্যা হইল ৩০টি এবং ১৫০০০০ মণের স্থানে প্রস্তুত হইতে লাগিল ৩০০০০ মণ, আর সেও কেবলমাত্র সুকচরের জন্য। সুকচরের ব্যবসায়িগণ এই দেশী চিনি দেশী প্রথার পরিষ্কার করিয়া দোবরা ও একবরা নামে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু দোবরা চিনির মূল্য জাভা চিনি অপেক্ষা অনেক অধিক বলিয়া দিন দিন তাহার বিক্রয়ও হ্রাস হইতে লাগিল। আজকাল জাভা চিনির প্রতিযোগিতায় দোবরা চিনিও সম্পূর্ণ অবিক্রী হইয়া গিয়াছে। ফলে সুকচর ও চাঁদপুর উভয় স্থানের দেশী চিনির কারবারই লোপ পাইতে বসিয়াছে।

এ বৎসর চাঁদপুরে সর্ব্বশুদ্ধ ৭০০০মণ চিনি প্রস্তুত হইবে কিন্তু মনে হয় বাজারে তাহার এক-তৃতীয়াংশও বিক্রীত হইবে না। কলওয়ালারা ঐ চিনি ৫৷৶৬৲টাকা মূল্যে খরিদ করিয়া জাভার সহিত ভাঁজে পেটী নামে বিক্রয় করিবেন। ফলে চিনির ব্যবসাদার শতকরা ৫০৲টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সুতরাং আগামী বর্ষে চাঁদপুরে চিনির কারবার করিবার মত সামর্থ্য বা প্রবৃত্তি আর মহাজনদিগের থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। তাই এই বৎসরই দেশী চিনির ব্যবসায়ের শেষ বৎসর।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল

শ্রীভগবানের কৃপায় এবং দানশীল ভদ্রমহোদয়গণের সহানুভূতি ও সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইস্কুল অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে যাঁহারা আর্থিক সাহায্য দানে, মুষ্টিভিক্ষা দানে এবং ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য দানে সহায়তা করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

এই বিদ্যালয়ে বিনাবেতনে দরিদ্র অভাবগ্রস্ত বালকগণকে তাঁতের কাজ, শেলাইয়ের কাজ ও কাঠের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহাতে বালকগণ ব্যবহারোপযোগী কাপড়, গামছা, ঝাড়ন প্রভৃতি বস্ত্রাদি বয়ন করিতে পারে, পরিচ্ছদের জন্য ফতুয়া, পিরাণ সার্ট, কোট প্রভৃতি তৈয়ার করিতে পারে এবং গৃহাদির আসবাব মধ্যে আবশ্যক চেয়ার, টুল, বেঞ্চ, আলমারি প্রভৃতি তৈয়ার করিতে পারে, তাহার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

এখন বিদ্যালয়ে ১৯টি ছাত্র উক্ত প্রকার শিল্পশিক্ষা করিতেছে। এক্ষণে তাঁতের কাজের জন্য ৭।৮ খানি তাঁত এবং শেলাইয়ের কাজের জন্য তিনটী শেলাই কল ব্যবহৃত হইতেছে। কাঠের কাজ শিখাইবার জন্য উপযুক্ত যন্ত্রাদি সরবরাহ করা হইয়াছে।

বালকগণ যাহাতে হাতের কাজ ছাড়া লেখাপড়াও শিখিতে পারে, তজ্জন্য প্রাতঃকাল ও রাত্রিকালে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরাজী, ভূগোল ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।

শিক্ষার্থীদিগের সুবিধার্থ মঠের নাতিদূরে ষ্টীমার ঘাটের উপরি ভাগে একটি পুরাতন দ্বিতল বাড়ীতে ছাত্রাবাস খোলা হইয়াছে। ছাত্রাবাসের যাবতীয় কার্য্য পালাক্রমে শিক্ষার্থীদিগের উপর ন্যস্ত থাকায় অল্প বয়স হইতে ছাত্রগণ স্বাবলম্বী হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে। দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বালকগণকে ব্যায়াম, ক্রীড়া ও স্তোত্রাদি পাঠ করিতে হয়। এখানে দরিদ্র বালকগণকে বিনামূল্যে গ্রাসাচ্ছাদন সরবরাহ করা হয়।

বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যালয়ের ও ছাত্রাবাসের জন্য স্থায়ী গৃহের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুভূত হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে বেলুড় মঠের পার্শ্বে একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়া তাহাতে একখানি গৃহের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে, কিন্তু অর্থাভাবে গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্য অগ্রসর হইতেছে না। উক্ত জমিরই এক পার্শ্বে বিদ্যালয়ের জন্য একখানি চালাঘর নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু অর্থাভাব-বশতঃ উহার কার্য্যও সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। গৃহনির্ম্মাণকল্পে উপস্থিত অন্ততঃপক্ষে ১০০০০৲টাকার প্রয়োজন।

আমরা আশা করি যে সহৃদয় দেশবাসী, যাঁহাদের সাহায্যই বিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ, এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়া এই প্রতিষ্ঠানকে স্বদেশসেবার উপযুক্ত অবসর প্রদান করিবেন। প্রিয় আত্মীয়স্বজনের স্মৃতিরক্ষার্থে গৃহাদি

নির্ম্মাণের প্রস্তাবও বিদ্যালয়-পরিচালকগণ সাদরে গ্রহণ করিবেন।

যজ্ঞেশানন্দ,
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল,
বেলুড় মঠ, হাওড়া।

বাঙ্গালীর মরা বাঁচা

১৯২৬ সনের বাঙ্গালার সরকারী স্বাস্থ্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণীর সামান্য অংশ সত্য হইলেও মনে করিতে হইবে বাংলার ধ্বংসের দিন কেবল গণনাসাপেক্ষ মাত্র। এই বিবরণীতে ধ্বংসের যে ভয়াবহ চিত্র আমাদের সামনে উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা ভাবিতেও আমরা শিহরিয়া উঠিতেছি।

১৯২৬ সনে ১২,৭৬,৩৮০টি শিশু জন্মিয়াছিল। সমগ্র লোক-সংখ্যা ৪ কোটি ৬৫ লক্ষ ধরিলে জন্মের হার হইতেছে হাজার করা ২৭টী। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ১৩ লক্ষ ৭৭ হাজার শিশু জন্মিয়াছিল। সুতরাং জন্মের হার ছিল হাজার করা ২৯টী। সুতরাং এই বিবরণী হইতে দেখা যাইতেছে যে, বাংলা দেশে জন্মের হার ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে।

এই বিবরণীতে প্রকাশ আলোচ্য বর্ষে মৃত্যুর হার হাজার-করা তিন জন। জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কঠোর দারিদ্র্য, অনাহার, অর্থাভাব অর্দ্ধাহারই এই ভয়াবহ ধ্বংসের কারণ।

এই বৎসরে ১০০টী শিশুর মধ্যে ২০টী শিশু এক বৎসর শেষ করিবার পূর্ব্বেই মারা গিয়াছে। সন্তান প্রসবকালে এই বৎসর ৩৩২৮টী মাতার মৃত্যু হইয়াছে। ১৯২৪ ও ১৯২৫ সনে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৯৮১ ও ২৭৯০। সুতরাং প্রসূতির মৃত্যু-সংখ্যাও অত্যন্ত দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে।

আলোচ্য বর্ষে কলেরায় মরিয়াছে ৫০২০৬ জন লোক। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে এই ব্যাধিতে মরিয়াছিল ৩৪৭২৬ জন লোক অর্থাৎ কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা দেড় গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কলেরার টীকার বীজ এই বৎসরে পাঁচগুণ বেশী সরবরাহ করিলেও মৃত্যুর হার দেড়গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পানীয় জলের অভাব এই ভয়াবহ মৃত্যুর প্রধান কারণ। আমরা যখন দেখিতে পাই এই ধ্বংসোন্মুখ পাঁচ কোটি লোকের জলকষ্ট দূর করিবার জন্য মন্ত্রী স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র এক কোটি টাকা বিতরণের আশ্বাস দিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন এবং এই আশ্বাসে প্রলুব্ধ হইয়া কত লোক কত প্রকার আকাশ-কুসুম রচনা করিতেছেন, তখন মনে হয় এ জাতির আর উদ্ধার নাই। এক কোটি টাকার আশ্বাস যে একটা ধোকাবাজী মাত্র তাহা আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। আর সত্য হইলেই বা কি? অভাবের তুলনায় উহা ত সমুদ্রে বারিবিন্দু মাত্র।

আলোচ্য বৎসরে বসন্তে মৃত্যু হইয়াছে ২৫৫৪৮ জনের। পূর্ব্ব বৎসরে এই ব্যাধিতে মৃত্যুসংখ্যা ছিল ১৭৪৩৬। টীকার ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকিলেও এই ব্যাধিতে মৃত্যুর হার বাড়িতে বাড়িতে হাজারকরা ৬৬ জনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

জ্বরে মৃত্যুর হার যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ। পৃথিবীব্যাপী মহাসমরে বৎসরে যত লোক না মরিয়াছিল শুধু এক ম্যালেরিয়াতেই এক বৎসরে বাংলা দেশে তদপেক্ষা অধিক লোক মরিয়াছে। এই মৃত্যুর সংখ্যা ৮২২৭৭৪। এরূপ ধ্বংসলীলা পৃথিবীর কোন অসভ্য অরাজক দেশেও আছে কিনা এখনও শুনিতে পাওয়া যায় নাই। সবগুলি ব্যাধিই নিবার্য্য। সামান্য চেষ্টা করিলেই ইহার প্রতিরোধ হইতে পারে। কিন্তু দিনের পর দিন যেভাবে মৃত্যুহার বাড়িয়াই যাইতেছে তাহাতে প্রতীকারের আর সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। তবে কি এই অভিশপ্ত জাতি এই ভাবেই ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইবে?

(স্বরাজ)

বাঙ্গালার খাদি-প্রীতি

নিখিল ভারত চরকা-সঙ্ঘের নেতারা বাঙ্গালার নানা-স্থানে সফর করিয়া কিঞ্চিদধিক ৯০ হাজার টাকা সংগ্রহ

করিয়াছেন। বৎসরের এ সময়টা বাঙ্গালার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসময়। তথাপি বাঙ্গালা হইতে এই সামান্য কয়েক দিনে যে প্রায় লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ হইয়াছে তাহাতে দেশের লোকের খাদির প্রতি অনুরাগেরই একটা আভাষ পাওয়া যায়।

কিন্তু টাকা দ্বারা অনুরাগের যে চেহারাটা ধরা পড়িয়াছে, সত্যকার অনুরাগের চেহারা তাহা অপেক্ষাও ঢের বেশী উজ্জ্বল। অর্থ সকলে দিতে পারে নাই—দেওয়া সম্ভব হয় নাই, কিন্তু প্রীতির পরিচয় দিয়াছে সকলেই। জনসাধারণ নেতাদের নিকট হইতে আগ্রহের সহিত খাদির কথা শ্রবণ করিয়াছে। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ইঁহারা সাদরে অভিনন্দিত হইয়াছেন। সভা-সমিতি, চরকা প্রদর্শনী প্রভৃতিও প্রায় সকল স্থানেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাতে সাড়া দিতেও লোকে দ্বিধা করে নাই। প্রীতির পরিচয়, অনুরাগের পরিচয়, ব্যবহারের ভিতর দিয়া, উৎসাহ আগ্রহের ভিতর দিয়া এমনি করিয়া জনসাধারণ প্রদান করিয়াছে।

বাঙ্গালার এই আন্তরিকতায় নেতাদিগকে যে কিরূপ মুগ্ধ করিয়াছে, তাহার পরিচয় শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী নিজেই প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে বিদায় দিবার জন্য সোদপুরে যে সভার অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল, সেই সভাতে তিনি বলিয়াছেন—"এই কয়দিনে আমি যাহা দেখিলাম তাহাতে মনে হয় বাঙ্গালায় খাদি প্রচার মোটেই কঠিন হইবে না। কারণ বাঙ্গালার খাদিকর্ম্মীরা যেমন ভালো, তেমনি জনসাধারণেরও খাদির প্রতি প্রেম আছে। বাঙ্গালা আতিথেয়তায় অন্যান্য সমস্ত প্রদেশকেই হারাইয়া দেয়। আন্তরিকতা ছাড়া আতিথ্যকে এরূপ মনোমোহকর করিয়া তোলা সম্ভব নহে। আমি এত আনন্দ পাইয়াছি যে, একয়টি দিন আমার ছুটীর মত কাটিয়া গিয়াছে। এই কয়দিনে আমার জীবনীশক্তিও ঢের বাড়িয়া গিয়াছে।"

তিনি বাঙ্গালার খাদি-কর্ম্মীদিগকেও প্রশংসা করিতে দ্বিধা করেন নাই। তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :—

"বাঙ্গালায় যেসব যুবক খাদির কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, ভারতবর্ষে তাঁহাদের তুল্য কর্ম্মী নাই। তাঁহারা বীর। বীরের ন্যায় তাঁহারা ত্যাগের পথ বাছিয়া লইয়াছেন। যে কোনও সভ্য জাতি তাঁহাদের জন্য গৌরব বোধ করিতে পারে।"

প্রত্যেক দুরূহ কাজের সাফল্যই কর্ম্মীদের শক্তি ও সাধারণের সহানুভূতির উপরই নির্ভর করে। বাঙ্গালার কর্ম্মীরা যদি নিষ্ঠায় ও ত্যাগে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং জনসাধারণ যদি সহানুভূতি ও সাহায্য দান করিতে কার্পণ্য না করে, তবে খাদির কাজে বাঙ্গালার গতি যে কেহই রোধ করিতে পারিবে না, তাহা অসঙ্কোচেই বলা যায়। বস্তুতঃ, বাঙ্গালার বনিয়াদ দুর্ব্বল নহে। তাহার মন, ভাবের অফুরন্ত ভাণ্ডার, সৃষ্টির শক্তিও তাহার ভিতর পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই আছে। এই ভাবের সমুদ্রে দোলা জাগাইয়া, শক্তির উৎসে ঘা দিয়া, যদি তাহাকে কাজে নামান যায়, তবে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন ও খাদি গ্রহণের মন্ত্রে সমস্ত দেশকে উৎসাহিত করিয়া তোলা তাহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হয় না।

বাঙ্গালা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর উক্তির ভিতর যে যথেষ্ট সত্য আছে, তাহা অস্বীকার করিবার কারণ নাই।

এই ত্যাগসিদ্ধ জননায়কটির বিদায় বাসরের কথাগুলি স্মরণ করিয়া রাখিবার জন্য আমরা বাঙ্গালার নর-নারীকে অনুরোধ করিতেছি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কায়মনোবাক্যে ভগবানের কাছেও কামনা করিতেছি যে, নিখিল ভারতের খাদি নেতারা বাঙ্গালার মনে যে ভাবের সাড়া জাগাইয়া গিয়াছেন তাহা স্থায়ী হোক। কাজের ভিতর দিয়া ভাবের ইঙ্গিতকে যেন আমরা মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারি; তাঁহাদের আশা যেন আমাদের দ্বারা ব্যর্থ না হয়,—খাদি যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দান করিবার ভার যে বাঙ্গালাই গ্রহণ করিতে পারে।

প্রতিষ্ঠান—কলাশালা,
সোদপুর (২৪ পরগণা)

ব্যাঙ্ক ভারত

ভারতে প্রচলিত প্রধান প্রধান ব্যাঙ্কগুলি নিম্নলিখিত প্রকারের—

১। ইম্‌পিরিয়াল্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া। ১৯২১ সনের জানুয়ারী হইতে বঙ্গীয়, বোম্বেস্থ ও মান্দ্রাজী ব্যাঙ্ক একত্র মিলিত হইয়া এই ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

২। এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক। ইহাদের হেড আফিসসমূহ ভারতের বাহিরে অবস্থিত।

৩। ইণ্ডিয়ান্ জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক। এগুলি ইণ্ডিয়ান কোম্পানীজ অ্যাক্ট অনুসারে রেজিষ্টীকৃত হয়।

৪। ভারতীয় সমবায় ব্যাঙ্ক।

(ক) ইম্‌পিরিয়াল ব্যাঙ্কে ১৯২৬ সনে সরকারী আমানত বাড়িয়াছে, কিন্তু বেসরকারী আমানত কমিয়াছে। ক্যাস ব্যালান্স বাড়িয়াছে।

(খ) ১৯২৬ সনে ভারতে ১৮টা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক কারবার চালাইতে ছিল। ইহাদের পরিশোধিত পুঁজি-পাটা ও রক্ষিত ধন (রিজার্ভ) ১৪·৮ কোটি পাউণ্ড। আর ভারতে স্থিত আমানত ও ক্যাশব্যালান্স যথাক্রমে ৫·৪ কোটি ও ·৮ কোটি পাউণ্ড।

(গ) পরিশোধিত পুঁজিপাটা ও রিজার্ভ একত্রে ১ লাখ বা তদুর্দ্ধ টাকা এরূপ জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৭৩। এই ব্যাঙ্কগুলি আবার ২ ভাগে বিভক্ত (১) যেগুলির পুঁজিপাটা ও রিজার্ভ একত্রে ৫ লাখ টাকা বা বেশী, (২) যেগুলির পুঁজিপাটা ও রিজার্ভ ৫ লাখের কম কিন্তু ১ লাখ বা ১ লাখের বেশী। ১৯২৬ সনে এই সব ব্যাঙ্কের মোট পরিশোধিত পুঁজিপাটা ও রিজার্ভ একত্রে ছিল ১১·৯২ লাখ টাকা, আমানত ৬৩·০৮ লাখ টাকা ও ক্যাশ ব্যালান্স ৯·৯৩ লাখ টাকা।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর ব্যাঙ্কে ১৯১৭ সনে মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১·৬১ কোটি টাকা। ১৯২৬ সনে হইয়াছে ২·১৫ কোটি টাকা। তন্মধ্যে—

ইম্‌পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার অংশ ৩৭%

এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের ৩৩%

ইণ্ডিয়ান্ জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কের ২৯%।

১৯২৫ সনে আমানত বাবদ দেনার তুলনায় ক্যাশ ব্যালান্সের হার—

ইম্‌পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার পক্ষে ছিল ২৬%

এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের পক্ষে ছিল ১৪%

(ইহাদের বেশীর ভাগ কাজ ভারতে হইয়াছে)

১ নং ইণ্ডিয়ান্ জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কের পক্ষে ছিল ১৫%

২ নং „ „ „ ২৪%

১৯২৬ সনে জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে—

মান্দ্রাজে ৪

পাঞ্জাবে ৫

ভারতে মোট ১৪

বোম্বাই মিল স্বত্বাধিকারী সমিতির ইস্তাহার

গত বৃহস্পতিবার দিন মিল কর্ত্তৃপক্ষ ও শ্রমিকগণ প্রয়োজনীয় ইস্তাহার প্রকাশিত করিয়াছেন। একটি ইস্তাহার প্রকাশিত করিয়াছেন মিল স্বত্বাধিকারী সমিতি এবং অপরটী শ্রমিকদিগের পক্ষ হইতে সম্মিলিত ধর্ম্মঘট-সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

(৭ই মে)

নিয়ে মিল স্বত্বাধিকারী সমিতির ইস্তাহারটি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল :—

(১) দেশের ভিতরে যে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার জন্ম দায়ী কমিউনিষ্টগণ। তাঁহারা কর্তৃপক্ষের নিকট বিষয়টী ভ্রান্ত আকারে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

(২) মিল স্বত্বাধিকারিগণ এ পর্য্যন্ত শ্রমিকদিগের বেতন কোন প্রকারে হ্রাস করেন নাই; শ্রমিকদিগের দক্ষতা সম্পর্কে যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য হইল যাহাতে শ্রমিকদিগের বেতন কমান না হয় তাহার উপায় করা।

(৩) জাপানী কলের সহিত উত্তর ভারতের কলগুলির প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইবার জন্ম এই শিল্পের পুনর্গঠন একান্ত আবশ্যক।

(৪) জাপানী ও উত্তর ভারতের কলগুলি যে অনুপাতে বেতন দেন তাহার তুলনায় বোম্বাইয়ে কলসমূহ উচ্চতর বেতন দিয়া থাকেন; বোম্বাই প্রতি এক হাজার টাকুতে ৫৫০৲ টাকা এবং প্রতি একশত তাঁতে ৪৫০০৲ টাকা করিয়া দিয়া থাকেন; কিন্তু জাপানী কলগুলি টাকুর জন্ম নগদ ৫৫৪৲ টাকা মাত্র বেতন দেয় এবং উত্তর ভারতের মিলগুলি দেয় মাত্র ৩০০৲ টাকা।

(৫) অসন্তোষের কারণ অংশতঃ বেকার-সমস্যা; যদি অন্যান্য মিলের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইবার মত উপযুক্ত করিয়া শ্রমিকদিগের বেতন নির্দ্ধারিত না হয় তাহা হইলে এই বেকার-সমস্যা আরও প্রখর হইয়া দাঁড়াইবে।

শ্রমিকদিগের দাবী

সম্মিলিত ধর্ম্মঘট-সমিতি শ্রমিকদিগের পক্ষ হইতে যে সকল দাবী করিয়াছেন, নিম্নে তাহা সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল—

(১) ১৯২৫ সালে শ্রমিকদিগের বেতনের হার যেরূপ ছিল, শ্রমিকদিগের বেতন সেই হারেই নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

(২) যে স্থানে শ্রমিকদের পরিশ্রমের সময় দশ ঘণ্টার কম আছে, সেই সকল স্থানে পরিশ্রমের সময় ঐ দশ ঘণ্টার কমই রাখিতে হইবে।

(৩) শ্রমিক সঙ্ঘ ও মিল স্বত্বাধিকারী সমিতির সম্মতি ব্যতীত এই সকল ব্যাপারের কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারা যাইবে না।

(৪) শ্রমিকদিগের সম্মতি ব্যতীত প্রতি তাঁতিকে তিনটি করিয়া তাঁতে কাজ করাইবার ব্যবস্থা এবং প্রতি কাটুনিকে আরও অধিক টাকুতে কাজ করিতে দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিতে পারা যাইবে না।

(৫) যে সকল শ্রমিকের মাসিক বেতন ৩০৲ টাকার কম, তাহাদের বেতন ভাল রকম বর্দ্ধিত করিতে হইবে।

(৬) কাজের সর্ত্তসমূহের একটা নির্দ্দিষ্ট আদর্শ রাখিতে হইবে।

ভারতের ডাক বিভাগ

(১৯২৬-২৭ সালের রিপোর্ট)

ডাকঘরের সংখ্যা	২০৭৩৭
ডাকঘরের কর্ম্মচারীর সংখ্যা	১০৯৭২৫
ডাকে প্রেরিত জিনিষের সংখ্যা—১২৯৩৫ লক্ষ (তন্মধ্যে ৫৩০ লক্ষ রেজেষ্ট্রীকৃত)	
ষ্ট্যাম্প বিক্রয় (ডাকঘরে)	৬ কোটি টাকা
মনি অর্ডার	৩৭০ লক্ষ; ৮৯৭০ লক্ষ টাকা
ভিঃ পিঃ বাবদ প্রাপ্ত	২৭৩০ লক্ষ টাকা
কুইনাইন বিক্রয়	১৩৪৯৫ পাউণ্ড
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবের সংখ্যা	২৫১৮১৪২
" " জমা	২২৫০ লক্ষ টাকা

ডেডলেটার আফিস হইতে চিঠি ফেরত—১০১৪১০৪৭

বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে গড়ে প্রত্যহ ৯৫ খামা চিঠিপত্র প্রভৃতি ঠিকানা না লিখিয়াই ডাকে দেওয়া হয়।

৫টী বড় ডেডলেটার আফিসে যে সব চিঠিপত্র খোলা হয় তাহাতে চেক নোট প্রভৃতি ৮৷৷০ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

"ঘী" "মাখনে" ভেজাল

পুণা কৃষি কলেজের অধ্যাপক মিঃ সান্যাল সম্প্রতি ঘী ও মাখনে ভেজাল ধরার এক সহজ উপায় বাহির করিয়াছেন।

উপায়টী এই :—অনার্দ্র এসেটিক ইথার ও সুরাসার নির্দ্দিষ্ট উত্তাপে থাকাকালীন বিশুদ্ধ ঘী বা মাখন তাহাতে দিলে কোন প্রকার তলানী পড়ে না। কিন্তু তাহাতে জন্তর চর্ব্বি থাকিলে তলানী পড়ে ও যতটা তলানী পড়ে তাহাতে শতকরা কত পরিমাণে জন্তর চর্ব্বি আছে তাহা সহজেই ধরা পড়ে।

যৌথ কারবারের উন্নতি

বর্ত্তমান ১৯২৮ সনের জানুয়ারী মাসে সমস্ত ভারতে ১৪৭ লক্ষ টাকা মূলধনের সর্ব্বশুদ্ধ ৫৬টী যৌথ কারবার রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মাসে ১৪৩ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া ৬২ টী কোম্পানী খোলা হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরের এই মাসে ৩৮০ লক্ষ টাকা মূলধনসহ ৫০টী কোম্পানী খোলা হইয়াছিল। তন্মধ্যে বাংলায় ২৭ লক্ষ টাকা মূলধনসহ ২৩টী কোম্পানীর সৃষ্টি হয়। বোম্বেতে হয় ৮৯ লক্ষ টাকা মূলধনের ১৩টী কোম্পানী। গত জানুয়ারী মাসে যে সকল কোম্পানী খোলা হইয়াছে তন্মধ্যে অ্যাটলাস মিল কোম্পানী সকল কোম্পানী অপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধিশালী। ইহার মূলধন ৩৫ লক্ষ টাকা।

২০টী লিমিটেড কোম্পানীর কাজ বন্ধ হইয়াছে। ইহাদের মূলধন ১৫৪ লক্ষ টাকা ছিল। উক্ত ২০টী কোম্পানীর কতক লিকুইডেসনে গিয়াছে এবং কতক নষ্ট হইয়াছে।

১৯২৮ সনের ১লা জানুয়ারীর পূর্ব্বে ৬৫ লক্ষ টাকা মূলধনের ৬টী কোম্পানী লিকুইডেশনে গিয়াছিল।

১৯২৮ সনের জানুয়ারী মাসে ভারতে মোটের উপর ৫৬৮ লক্ষ টাকার ৬০টী যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কাণপুরে ধর্ম্মঘট—শ্রমিকে কর্ম্মচারীতে দ্বন্দ্ব

অদ্য ৩০শে এপ্রিল স্থানীয় এলগিন মিলের সমস্ত শ্রমিক-সংখ্যার মধ্যে প্রায় ১ হাজার তিন ঘণ্টার জন্য কাজ বন্ধ করিয়া দেয়। শ্রমিকগণ ও মিলের কর্ম্মচারীদের মধ্যে সামান্ত কিছু বিবাদ মারামারি হইবার পর অবস্থা শান্ত থাকে। মিলের এলাকার ভিতরে পুলিশ ডাকিয়া আনা হইয়াছিল। অধিকাংশ শ্রমিকই তাহাদের নিজ নিজ কারখানার মধ্যে থাকিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহাদের অভাব অভিযোগের পূরণ করা হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাজে যোগদান করিবে না বলিয়া জানায়।

কাণপুর মজদুর সভা মিলের কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিনিধিগণের সহিত লেখালেখি করিবার পর শ্রমিকগণকে কাজে যোগদান করিতে বলিয়াছেন। আশা করা যায় যে, আগামী কল্য হইতেই আবার মিলে কাজ আরম্ভ হইবে।

প্রকাশ—শ্রমিকদের মূল অভিযোগ এই যে, মিলের নূতন প্রথায় কাজ আরম্ভ হইলে অনেক শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িবে। সেইজন্যই তাহাদের ঐ আপত্তি।

পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় ভূমি-রাজস্ব বিল

অদ্য পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় ভূমি রাজস্ব বিলের সংশোধক প্রস্তাবে সরকার পক্ষ হারিয়া যান। জাতীয়-দলের সদস্য মিঃ আফজল হক সংশোধন প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলেন, গবর্ণমেণ্ট যদি নিজেদের মতিগতির পরিবর্ত্তন না করেন, তাহা হইলে পাঞ্জাবে দ্বিতীয় বারদৌলীর সৃষ্টি হইবে। সংশোধক প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হওয়ায় বিলটির মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ৪১ জন সদস্য—অধিকাংশই জমিদার—প্রস্তাবটির পক্ষে এবং ৩০ জন প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন। (৮ই মে)

ভারতীয় মজুরের জন্য রুশের টাকা

বোম্বাই বস্ত্র-শিল্পের শ্রমিক সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোশীর নিকটে মস্কো হইতে ৭৮৯০ ডলার সাহায্য আসিয়াছে। দেশী মুদ্রায় ঐ অর্থের পরিমাণ ত্রিশ হাজার টাকা।

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ অ্যাশিওরেন্স

এই বৎসর কোম্পানী ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার পলিসি বাহির করিয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসর ১ কোটি ৬ লক্ষ টাকার পলিসি বাহির করা হইয়াছিল, অর্থাৎ এ বৎসর ১০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯২৬-২৭ সনে যে সমস্ত বীমাকারী মারা গিয়াছেন, কোম্পানী তাঁহাদিগকে ৮ লক্ষ টাকা এবং যে সমস্ত বীমাকারীর পলিসির মিয়াদ পূর্ণ হইয়াছে তাঁহাদিগকে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

কোম্পানীর আয় হইয়াছে ৫৫ লক্ষ টাকা এবং কোম্পানীর সম্পত্তির মূল্য ৩ কোটি টাকা। প্রিমিয়াম বাবদ যে টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে শতকরা ২৩৲ টাকা মাত্র কোম্পানীর পরিচালনায় ব্যয় হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণী

বোম্বের লেবার আফিস্ এক মূল্যবান বিবরণী বাহির করিয়াছে। প্রকাশক গবর্ণমেণ্ট সেণ্ট্রাল প্রেস। দাম ১৶০।

১৯২১ সনে লেবার আফিস্ বোম্বাইয়ের মধ্যবিত্তদের পারিবারিক বাজেট বা আয়ব্যয়ের মোসাবিদা সম্বন্ধে অনুসন্ধান শেষ করে। বোম্বাই সহরে এইরূপ ২,০০০ বাজেট জোগাড় হইয়াছে। তন্মধ্যে ১,৩২৫ টি বাজেটকে গ্রহণ করিয়া নানা তথ্য বিবরণীর আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রের প্রত্যেক অধ্যাপক ও পড়ুয়ার নিকট আমরা অনুরোধ করিতেছি যেন তাঁরা এই বিবরণী পাঠ করেন। বাস্তবিক আর্থিক গবেষণা কাহাকে বলে তা এই পুস্তিকা হইতে বিলক্ষণ বুঝা যাইবে।

আয়ের কথা

যে সব পরিবারের আয় নির্দ্দিষ্ট ও অনুসন্ধানের উপযোগী সেইগুলি লইয়াই নাড়াচাড়া করা হইয়াছে। এই বিবরণীতে গৃহীত পরিবারদের আয়ের সীমানা হইতেছে মাসে ৭৫৲ টাকা লইতে ২২৫৲ টাকা অবধি। বিশ্লেষণের ফলে পরিবারগুলিকে এই ভাবে সাজান হইয়াছে—

মাসে ৭২৲ হইতে ১২৫৲ অবধি আয়ওয়ালা পরিবার ৪০%
„ ১২৫৲ „ ১৭৫৲ „ „ „ ৩৮%
„ ১৭৫৲ „ ২২৫৲ „ „ „ ২২%

পরিবারের আয়তন

যে সব পরিবারের খোঁজ লওয়া হইয়াছে তার ৮২% হিন্দু।

পরিবারে ব্যক্তির সংখ্যা গড়ে ৫·০৯ জন
পরিবারের ভিতর বাস করে ৪·৫৮ „
দূরে বাস করে ·৫১ „

পরিবারের ভিতরের ৪·৫৮ জনের মধ্যে
পুরুষের সংখ্যা ১·৫১ জন
স্ত্রীলোকের „ ১·৪৫ জন
১৪ বছরের অনধিক বয়সের
ছেলে মেয়ের সংখ্যা ১·৬২ জন।

পরিবারের মাসিক খরচের হার

সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার গড়ে কি কি বাবদ কত খরচ করে তার হিসাব নিম্নরূপ—

খাদ্য …	… ৪৩·৪%	অথবা মাসে	৬০৲টাকা
জ্বালানি ও আলো …	৫·৫%	„ „	৭॥৵০
বস্ত্র …	… ১০·৪%	„ „	১৪।৵০
শয্যা ও গৃহস্থালী দ্রব্য	২·৫%		
বাড়ী ভাড়া …	… ১৪·৮%	„ „	২০।৶০
বিবিধ …	… ২৩·৪%		

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে মধ্যবিত্ত পরিবারে খাদ্যের জন্য মজুর পরিবারের চেয়ে কম ব্যয় হয়। অর্থাৎ মজুররা শতকরা বেশী টাকা খাওয়ার জন্য দেয়। অন্যদিকে বাড়ী ভাড়া বাবদ শতকরা অংশটা মজুরদের চেয়ে মধ্যবিত্তদেরই বেশী যায়।

জ্বালানি ও আলোর জন্য গড়ে খরচ হয় ৫·৫%। তন্মধ্যে ৩·৬% কাঠ কয়লা ও জ্বালানি কাঠের জন্য, ১·৫% কেরোসিন ও দিয়াশলাইয়ের জন্য এবং মাত্র ৪% গ্যাস ও বিদ্যুতের জন্য ব্যয়িত হয়।

বাড়ীভাড়ার দফায়

বাড়ী ভাড়ার অনুসন্ধানের কালে আনুষঙ্গিক অনেক বিষয়ের খোঁজ করা হইয়াছে। আলো-বাতাসের অবস্থা কি

প্রকার, স্বাস্থ্যকর কিনা, কয়টা ঘরে কত জন লোক আছে ইত্যাদি বিষয়ও অনুসন্ধানকারীদের নজর এড়াইয়া যায় নাই।

মধ্যবিত্ত পরিবারের ৮১% এক বা দুইটা কুঠরিতে বাস করে। দুই কুঠরিতেই বেশী থাকে—৬০%।

এক কুঠরিতে ৩ জন লোক বাস করিতেছে, এইটাই খুব বেশী দেখা গিয়াছে। যেখানে দুইটা কোঠা ভাড়া লওয়া হইয়াছে, সেখানে ৩ অথবা ৪জন থাকে।

১ কুঠরিওয়ালা পরিবারগুলিকে সাধারণতঃ বাড়ীভাড়ার জন্য দিতে হয় ১০৲টাকা হইতে ২০৲টাকা পর্য্যন্ত। আর ২ বা ততোঽধিক কুঠরি যারা লইয়াছে তারা দেয় ১০৲টাকা হইতে ৩০৲টাকা পর্য্যন্ত।

বিবিধ খরচ কি?

খরচের দফায় বিবিধ বলিয়া একটা অঙ্ক দেওয়া হইয়াছে। এর মোটা অংশটা যায় যে সব লোক পরিবারের বাহিরে দূরে রহিয়াছে অথচ পরিবারের উপর নির্ভর করিতেছে, তাদের ভরণ-পোষণের খরচ যোগাইবার জন্য।

ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিবার অভ্যাস মধ্যবিত্তদের মধ্যে প্রবল নহে। মাত্র ৪২৭ জন বা ৩২.২৩% বীমা প্রিমিয়ামের দরুণ ব্যয় করিয়াছে, আর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে টাকা দিয়াছে মাত্র ১৮৪ জন বা ১৩.৮৯%।

যারা জীবন-বীমা করিয়াছে তারা তজ্জন্য প্রত্যেকে মাসে গড়ে ৭৷৷৹ খরচ করিয়াছে আর যারা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে টাকা দিয়াছে তারা মাসে গড়ে প্রত্যেকে ৮৲টাকা দিয়াছে।

বোম্বাইয়ের পিছনে কলিকাতা

বোম্বাই সহরের ২০০০ জনকে লইয়া এই অনুসন্ধানটা আর্থিক জগতে এক নূতন পথ খুলিয়া দিবে বলিয়া মনে করি। পারিবারিক বাজেট আলোচনার বিস্তায় পশ্চিমারা বহু দিকে বহু দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। বোম্বাইয়ের হাতে খড়ি হইতে চলিল।

কিন্তু কলিকাতা বোম্বাইয়ের পিছনে পড়িয়া গেল। আমাদের এখানে অবিলম্বে এই দিকে দৃষ্টি ও মগজ দেওয়া দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় কিছু উপায় করিতে পারেন না কি?

বারদৌলী সত্যাগ্রহ

জমি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের বিবরণ

বাঙ্গ নবাজ বাঙ্গর বালুদস্থ মদের দোকান হইতে পাঁচ পিপা মদ ক্রোক করা হইয়াছে। তাহাতে ৪৫৬ গ্যালন মদ ছিল। এই দোকান হইতে পাঁচখানি চেয়ার এবং একখানি আর্ম্ম চেয়ার ক্রোক করা হইয়াছে।

এই সম্পর্কে উক্ত দোকানের অন্যতম অংশীদার মিঃ দোরাবজী ধানজীশ উত্তর সৌরাষ্ট্রের ডেপুটী কালেক্টরকে একখানা চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, ঐ সমস্ত জিনিষ ক্রোক করা হইয়াছে, অথচ দোকান হইতে অপসারিত করা হয় নাই। সুতরাং দোকানটি বন্ধ আছে। যতদিন পর্য্যন্ত দোকান বন্ধ থাকিবে এবং ঐ সমস্ত ক্রোকী মাল দোকানে থাকিবে ততদিনের ক্ষতিপূরণ এবং মাল রাখিবার জন্য দৈনিক ৫৲ টাকা হারে ভাড়া ডেপুটী কলেক্টরকে বহন করিতে হইবে।

তুলার গাড়ী ক্রোক

গত ২৪শে তারিখ বেদচি হইতে শ্রীযুক্ত দাহ্যভাই ভাইদাসের সম্পত্তি বলিয়া যে কয় গাড়ী তুলা ক্রোক করা হইয়াছে সেই তুলার নীলামের নোটীশ শ্রীযুক্ত দাহ্যভাইর দুয়ারে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই নোটীশে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, আগামী ২রা মে তারিখ নীলাম হইবে। এই তুলার পরিমাণ ২৪/০ মণ।

জাপ্তিদারের তৎপরতা

গত ২৫শে তারিখ প্রাতে নূতন জাপ্তিদার মিঃ দাবে ক্রোকী পরোয়ানা জারি করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। দ্বিপ্রহরের সময় তিনি তাহার তৎপরতা প্রমাণ করিতে কতকটা সমর্থ হন। প্রথমে তিনি একটি লোককে স্থানীয় হাবভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতে পাঠাইয়া দেন। অতঃপর তিনি থানার নিকটস্থ প্রাণভাই ত্রিভুবন দাসের বাড়ীতে যাইয়া অকস্মাৎ হাজির হন। তাঁহার সঙ্গে

তাবাতি রসুল খাঁ এবং দুইজন পিয়ন ছিল। তাঁহারা বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সে সময় বাড়ীতে কোন লোক উপস্থিত ছিল না। বাড়ীতে তিন বস্তা জওয়ার ছিল। ঐ জওয়ার ক্রোক করা হয়। পিয়নরা কষ্টেসৃষ্টে তাহা বাহিরে আনে। কিন্তু থানায় বহন করিয়া লইয়া যাওয়া তাহাদের ক্ষমতায় কুলায় না। তখন বস্তা কয়টি রাস্তায় একজন সঙ্গীনধারী পুলিশের হেফাজতে রাখা হয়। সে বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া জওয়ার পাহারা দিতেছে! এই বাড়ী হইতে একখানি খাটিয়া ক্রোক করিয়া থানায় নেওয়া হইয়াছে।

জাপ্তিদার অতঃপর চুনীলাল রণছোড়দাস নামক এক ব্যক্তির বাড়ী যাইয়া দুইখানি কাঠের বেঞ্চ দেখিতে পান। তিনি বেঞ্চ দুইখানি ক্রোক করেন; কিন্তু থানায় লইয়া যাইবার লোক না পাইয়া ছাপ মারিয়া রাস্তায় ফেলিয়া যান।

মিঃ সোলমান নামক আর একজন জাপ্তিদার কান্তাবী গ্রামে যাইয়া এক বাড়ী হইতে দুইখানি ভারি বেঞ্চ ক্রোক করেন। কিন্তু লোকাভাবে তাহা গাড়ীতে তুলিতে অসমর্থ হন। তিনি তাঁহার মোটরচালককে বেঞ্চগুলি তুলিয়া লইতে বলেন। মোটরচালক বলে যে, তাহার কাজ মোটর চালান, বোঝা বওয়া নহে।

গত ২৬শে তারিখ মামলাৎদার মহাশয় দুইজন জাপ্তিদার সহ বারদোলী হইতে আড়াই মাইল দূরে অবস্থিত আপভু গ্রামে হাজির হন। গ্রামে উপস্থিত হইয়াই তাঁহারা একদল মহিষ দেখিতে পান। কাহার মহিষ তাহা স্থির না করিয়াই তাঁহারা মহিষগুলিকে আটক করেন। মহিষগুলিকে বারদোলীর খোঁয়াড়ে রাখা হইয়াছে। অতঃপর তাঁহারা আপভু এবং ঈশ্বরদিতে নিম্নলিখিত কয়েকজনের বাড়ীতে ক্রোকী পরোয়ানা টাঙ্গাইয়া দেন :—

ঈশ্বরদি

নাম	খাজনার পরিমাণ
(১) আমতা মাকার্ড	২৬৭৸৵৫ পাই
(২) আমতা দাহু	৬৩৬৷৵৭ „
(৩) দাহু হুরখা	২৩৭৷৵৭ „
(৪) তাল্লা কানজী	১৫৬৷৶৪ „
(৫) ছিটা নাথু	৪৫৬৸৶৯ „

আপভু

(১) গোবিন্দ উকা	১২৯৷৭ পাই
(২) খুশাল কানজী	৮১৸৵৪ „
(৩) রাজা গোপাল	৮১৸৭ „
(৪) ভিখা বাগা	১৮৮৷১০ „
(৫) ভিখা হীরা	২৫৩৷৶০ আনা
(৬) জেরানী গঙ্গারাম	১৭১৷০ „
(৭) কল্যাণ নারায়ণ	৪৬৪৷৶১১ পাই
(৮) কল্যাণ ভামা	৬৮৷৵৪ „
(৯) কালী জিরান	৬৯৷৴৪ „
(১০) কালা বিলহাল	১১৮৷৴৭ „

এই ক্রোকী পরোয়ানায় যে সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত হইল তাহার পরিমাণ ৮০০ বিঘা এবং দাম এক লক্ষ টাকার উপর।

৪১ হাজার একরে ১৫ হাজার বেল আসামী তুলা

আসামের কৃষি-ডিরেক্টার তুলা-শস্যের, ১৯২৭-২৮, তৃতীয় পূর্ব্বাভাষ প্রকাশ করিয়াছেন। তাতে জানা যায় যে, সারা বছর ধরিয়া প্রায়ই অবস্থা প্রতিকূল ছিল।

কাছাড়, নওগাঁ ও গারো পাহাড় এই তিন জিলায় বৃষ্টিপাতে শস্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। আর কাছাড়, লুসাই পাহাড়, নগাও শিবসাগর ও গাড়ো পাহাড় জিলাতেও পোকাতে শস্যের কিছু কিছু ক্ষতি করিয়াছে।

তুলার দর নামিয়াছে। সেই জন্য নাগা পাহাড় ও লুসাই পাহাড়ে তুলার চাষ কম হইয়াছে।

গত বছর তুলার চাষ হইয়াছিল ৪১,০০০ একরে। এ বছর আয়তনটা ৪৫,০০০ একর। কিন্তু আদায়টা আগের বছরের সমান রহিয়াছে—১৫,০০০ বেল (প্রতি বেল=৪০০ পাউণ্ড)।

জামসেদপুরে সীট মিলের শ্রমিকগণ বরখাস্ত

বয়লারের শ্রমিকদের মত সীট মিলের শ্রমিকদের উপরও বরখাস্তের নোটিশ জারি হইয়াছে। এই বরখাস্তের ফলে প্রায় ১৪০০ লোকের কাজ গেল। এই বরখাস্তের নোটিশে শ্রমিকরা স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মঘটকারী-দিগকে পূর্ব্বেই সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, কাজে যোগ না দিলে তাহাদিগকে বরখাস্ত করা হইবে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ যে সত্যসত্যই তাঁহাদের কথা কাজে পরিণত করিবেন শ্রমিকরা তাহা মনে করে নাই। মোটের উপর এই নোটিশের ফলে শ্রমিকরা অনেকটা দমিয়া গিয়াছে। শ্রমিকদের এই অসহায় অবস্থার প্রতি অনেকেই সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে বটে, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের আচরণে জন-সাধারণের মধ্যে বিক্ষোভের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

সীট মিলে কোন নূতন লোক ভর্ত্তি করা হইতেছে না। খুব সম্ভবতঃ এই মিলটি কিছুদিনের জন্য বন্ধই রাখা হইবে। কারণ বর্ত্তমানে লোহার পাতের বাজার নিতান্ত মন্দা।

অদ্য সীট মিল এবং বয়লার হাউসের শ্রমিকদের মজুরী দিবার তারিখ ছিল। তাহাদিগকে মজুরী লইয়া চেক ফেরৎ দিবার জন্য নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। বয়লার হাউসের মাত্র অল্প কয়েকজন লোকই মজুরী লইয়াছে।

সশস্ত্র পুলিশ সীট মিলটী পাহারা দিতেছে। (৯ মে) —ফ্রী প্রেস।

মাদ্রাজে তামাক-ব্যবসায়

মাদ্রাজের ব্যবসা-বিভাগের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, তামাক প্রধানতঃ নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে গত বছর জন্মান হইয়াছিল—

(১) গুণ্টুর জিলা
(২) মাদুরা „
(৩) ত্রিচিনপলি জিলা
(৪) গোদাবরি „
(৫) কৃষ্ণা „
(৬) কোইম্বাটুর „
(৭) সালেম জিলা

এই প্রদেশে কতকগুলি ছোট ছোট ফ্যাক্টরিতে সিগার ও সিগারেট তৈরি হয়। কিন্তু তন্মধ্যে গুণ্টুর ও মাদুরা জিলার ফ্যাক্টরিগুলিকে মাত্র ফ্যাক্টরি আইন অনুসারে চলিতে হইতেছে।

৳ কোটি টাকায় ১⅓ কোটি পাউণ্ডের উপর তামাক পাতা রপ্তানি

গত বছর এ প্রদেশ হইতে ১'৩৬,৯০,০০০ পাউণ্ড তামাক পাতা রপ্তানি হইয়াছে। দাম ৪৯,৬৬ লাখ টাকা।

ঐ সময়ে সিগার ও সিগারেট রপ্তানি গিয়াছে যথাক্রমে ৬১,১৪১ ও ২,১৬,৫০৯ পাউণ্ড।

বিদেশী সিগারেটের দুষমনি

বৃটিশ সিগারেটের দর ভয়ানক রূপে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উদ্দেশ্য ভারতের বাজার দখল করা। ইতিমধ্যেই বিদেশী সিগারেট্ বেশী বেশী আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। মাদ্রাজে সিগারেটের আমদানি বাড়িয়াছে।

দক্ষিণ ভারতের সিগার ব্যবসা আরও একটা অসুবিধা ভোগ করিতেছে। গ্রেট বৃটেনে পাঠাইতে হইলে খুব চড়া শুল্ক দিতে হয়। কাজেই লাভের অঙ্ক ক্ষীণ হইয়া যায়। ভারতে প্রস্তুত সিগার ওজনে ভারি হয়। কিন্তু হাভানা ও ম্যানিলার ওজন হাল্কা। অথচ শুল্কের নিয়মটা হইতেছে এই যে, সিগার যত ওজনে ভারি হইবে শুল্কও তত বেশী দিতে হইবে অর্থাৎ ভারতীয় সিগার বেশী শুল্ক দিয়া মরিতেছে।

বিহারে লাক্ষার চাষ

বিহারে লাক্ষা চাষের উন্নতির জন্য এক মোসাবিদা খাড়া করা হইয়াছিল। সেই মোসাবিদা অনুসারে কাজ অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

লাক্ষা চাষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালীটা কি ও কিরূপে যোগানটা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উপযোগী আয়তনে চাষীদের

বিতরণ করা যায় তাহা জানিবার জন্ত গবর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একদল প্ল্যাণ্টারকে নিয়োগ করেন। এই দলের কাজটা মোটে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই গত বছরে উন্নতি দেখা দিয়াছে। কোন কোন আয়তনে অবশ্য পরীক্ষা সফল হয় নাই দুই কারণে—(১) আকাশের অবস্থা ভাল ছিল না; (২) পালিত লাক্ষার চারা তেমন উৎকৃষ্ট পাওয়া যায় নাই।

গবেষণা ও পরীক্ষা

বিহারে লাক্ষা-চাযের পরীক্ষা ত চলিতেছেই, পরন্তু শালগাছও পুনরায় জন্মাইবার প্রচেষ্টা হইতেছে। এতদুদ্দেশ্যে ৭৫টা ক্ষেত পরীক্ষার্থ লওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩১টা "স্যাম্পলপ্লট" বা নিদর্শন ক্ষেত তৈরি হইয়াছে।

দিয়াশলাইয়ের কাঠ তৈরির চেষ্টা চলিতেছে। কাঠকে "এয়ার সিজনিং" করা হইতেছে।

সবাই ঘাস বাণিজ্যিক দ্রব্য রূপে চষা ফসলে পরিণত করিয়া জন্মান যায় কিনা তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

প্যান-আমেরিকান কনফারেন্স

এবার প্যান আমেরিকান কনফারেন্সের ষষ্ঠ অধিবেশন হাভানা সহরে বিগত ১৬ই জানুয়ারী আরম্ভ হয় ও ২০শে ফেব্রুয়ারী খতম হয়। কনফারেন্সের শেষ ভাগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণের দলপতি চার্লস্ এভানস্ হিউ নিকারাগুয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিতে আমেরিকার হস্তক্ষেপনীতির এক বর্ণনা করেন। মোটামুটি কনফারেন্সে নিম্নলিখিত কাজগুলি হইয়াছে—(১) ওয়াশিংটনে কেন্দ্র করিয়া প্যান আমেরিকান ইউনিয়নের পুনর্গঠন (২) ২১টি রাষ্ট্রের আন্তর্জ্জাতিক আইন বিধিবদ্ধ-করণ ও (৩) বাধ্যতামূলক সালিশীবোর্ড স্থাপন। ব্যক্তিগত ভাবে এরোপ্লেন চালান, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধেও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। প্যান আমেরিকান রাস্তা ঘাট ও রেলওয়ের সুবিধার বিষয়েও কনফারেন্সে আলোচনা হইয়াছিল।

ফরাসী ফ্রাঁ

গত এপ্রিল মাসের সাধারণ নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত আইন দ্বারা ফরাসী ফ্রাঁর স্থিতিকরণ ব্যবস্থা স্থগিত রাখা হইয়াছিল। গত ফেব্রুয়ারী মাসে ফরাসী প্রধান মন্ত্রী পঁয়কারে ফরাসীর আর্থিক নীতি বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। তাঁহার মন্ত্রিত্বের ১৮ মাস কিভাবে ফরাসীর আর্থিক নীতি পরিচালনা করা হইয়াছে তাহার এক বিশদ বিবরণ দিয়া পঁয়কারে সাহেব বলেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় ফ্রাঁর মূল্য পুনঃ নির্দ্ধারণ করিতে গেলে দেশের আর্থিক জীবনে একটা ওলট পালট হইয়া যাইবে। ইহাতে রাষ্ট্রের কর্ম্মচারিগণের বেতন-তালিকার সংস্কার করা প্রয়োজন হইবে। তাহাতে আবার বাজেটের নির্দ্ধারিত আয়ব্যয়-তালিকার কাট ছাঁট করা দরকার হইবে। ফলে গোটা জাতীয় খাজাঞ্চীখানার হিসাব নিকাশ নতুন করিতে হইবে। এইরূপ আর্থিক বিপ্লব সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে আনয়ন করা সমীচীন হইবে না।

ফ্রান্সের বহির্ব্বাণিজ্য

১৯২৭ সনে ফ্রান্সের বহির্ব্বাণিজ্যের যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ১৯২৭ সনে ফরাসীরা ৫২,৮৫২,৭৬০,০০০ ফ্রাঁ মূল্যের মালপত্র আমদানি করে। ১৯২৬ সনে যে মাল আমদানি করা হইয়াছিল তাহা হইতে আলোচ্য সনে ৬,৭৪৫,৫৬১,০০০ ফ্রাঁ মূল্যের মাল কম আমদানি করা হইয়াছে।

১৯২৭ সনে ফরাসীরা ৫৫,২২৪,৭১৭,০০০ ফ্রাঁ মূল্যের মালপত্র বিদেশে রপ্তানি করে; এই সনে ১৯২৬ সনের চাইতে ৪,৪৫৩,২১১,০০০ ফ্রাঁ মূল্যের ফরাসী মাল বিদেশে কম রপ্তানি হয়। কিন্তু আলোচ্য সনের আমদানির তুলনায় ফরাসীদের রপ্তানির পরিমাণ বেশী। ১৯২৭ সনে ফরাসীরা যত মূল্যের মাল দেশে আমদানি করে তাহার চাইতে ২,৩৭১,৯৫৭,০০০ ফ্রাঁর মাল বেশী রপ্তানি করিয়াছে। এই জন্য ১৯২৬এর তুলনায় এই সনে ফরাসী বহির্ব্বাণিজ্য মন্দ হয় নাই।

ফরাসীর তৈল-শিল্প

ফরাসী তৈল-শিল্পকে চাঙ্গা করিবার জন্য বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে চেম্বার অব ডেপুটিজ এক আইন পাশ

করিয়াছেন। এই আইনের বলে ফ্রান্সে আমদানিকৃত সকল বিদেশী তৈলের উপর কর ধার্য্য করা হইবে। কিন্তু ফ্রান্সের রিফাইনারীসমূহে যে সকল তৈল উৎপাদন করা হইবে তাহার উপর কোন কর ধার্য্য করা হইবে না; বরং সেগুলিকে সাহায্য করা হইবে। আমেরিকা ও বৃটিশ তৈল কোম্পানী-গুলি এই আইনের বাধা প্রদানে সচেষ্ট হইয়াছেন।

চেকো-শ্লোভাকিয়া

অষ্ট্রো-হাঙ্গারীয়ান রাজত্ব ভাঙ্গিয়া যে কয়টি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় তাহার মধ্যে ১৯২৭ সনে চেকোশ্লোভাকিয়াই সব চাইতে বেশী উন্নতি দেখাইয়াছে। চেকোশ্লোভাকিয়া জার্ম্মাণি ও হাঙ্গারীর ট্রেড বুমের সুযোগ বেশ গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। দুনিয়ার বাজারে তাহার শিল্পজাত মালের কাটতি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। দেশের আভ্যন্তরীণ ট্যাক্স হ্রাস করা হইয়াছে। চেকোশ্লোভাকিয়া তাহার আশপাশের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ব্যবসা সন্ধি স্থাপন করিয়াছে। এখানে গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড কায়েম না হইলেও দেশের কারেন্সি বা মুদ্রা বহুদিন যাবৎ ঠিক আছে। ১৯২৮ সন খুব সচ্ছলতার বৎসর হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। ব্যাঙ্কগুলি মোটা মোটা লভ্যাংশ ঘোষণা করিতেছে। বেকার-সমস্যা কুত্রাপি নাই। শিল্পের প্রত্যেক বিভাগে খুব আশা ও উৎসাহের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। আলোচ্য সনে চেকোশ্লোভাকিয়ায় খুব বেশী পরিমাণ শস্য উৎপাদন করা হইয়াছে। ঘরোয়া চাহিদা মিটাইয়াও বহু শস্য বাহিরে রপ্তানি করা দরকার হইবে। বস্ত্র-বয়নের মিলগুলিতে পুরাদস্তুর কাজ কর্ম্ম চলিতেছে। লৌহ ও কাচ কারখানা গুলিতেও কোন লোক বেকার বসিয়া নাই।

সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল দেশ

ইয়োরোপের মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়াকে প্রায় সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল দেশ বলিয়া অভিহিত করা যায়। দেশটা যেমন একদিকে প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর, অন্যদিকে ইহার উৎপাদন-শিল্পের (ম্যানুফ্যাকচারিং ইণ্ডাষ্ট্রিজ) বহরও তেমনি জাঁকাল। ভূতপূর্ব্ব অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারীর শতকরা ৭৫ ভাগ শিল্প চেকোশ্লোভাকিয়ার দখলে। কাচ দ্রব্য, তুলা, পশম ও লিনেন বস্ত্র, লোহালক্কড়, ইস্পাত, যন্ত্রপাতি চীনা মাটির তৈজসপত্র, চামড়া, কাঠ ও কাগজ প্রভৃতি চেকোশ্লোভাকিয়ার উল্লেখ-যোগ্য শিল্প। অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারীর শতকরা ৬৫ ভাগ বস্ত্র-বয়ন-শিল্প-কারখানা চেকো-শ্লোভাকিয়ার মধ্যে অবস্থিত। দেশটায় বর্ত্তমানে ৮৬টি কটন স্পিনিং মিল আছে। ইহাতে ১২ লক্ষ টাকু চলে।

ইতালির আর্থিক অবস্থা

বিগত ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ইতালিয়ান মুদ্রার মূল্য স্থিরীকরণ হয়; কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই ইতালিয়ান মুদ্রাবিষয়ে আস্থা স্থাপন হইয়া গিয়াছে। ইতালির ব্যাঙ্ক ও শিল্প প্রচেষ্টায় বেশ উন্নতি দেখা যাইতেছে।

৫ই জানুয়ারীর এক ফরমানে ইতালিয়ানদের বিদেশে কর্জ্জ লইবার অক্ষমতা দূর করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইতালিয়ান ব্যাঙ্কার ও শিল্পী বিদেশে টাকা কর্জ্জ করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে একমাত্র দেশীয় সরকারের মারফতে ঐ টাকা কর্জ্জ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

১৯২৭ সনে ইতালির বহির্ব্বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। ইতালি যে টাকার মাল আমদানি করে তাহার চাইতে ৪,৭৫৯,০০০,০০০ লিয়ার বেশী মূল্যের মাল বিদেশে রপ্তানি করিয়াছিল।

জাপানের আর্থিক উন্নতি

জাপানের আর্থিক অবস্থার বেশ উন্নতি দেখা যাইতেছে। মুদ্রা-অবস্থাও ভাল। বিগত সনে জাপানে আর্থিক সঙ্কট হওয়ায় যে ৩৬টী ব্যাঙ্ক বন্ধ হইয়াছিল, তাহার ১২টি আবার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছে। অন্য ব্যাঙ্কগুলিও শীঘ্র কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে। নবপ্রতিষ্ঠিত শোয়া ব্যাঙ্ক ঐ সকল ফেলমারা ব্যাঙ্কের কয়েকটিকে নিজের সামিল করিয়া লইয়াছে। এই শোয়া-ব্যাঙ্কে যে পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন ছিল তাহার চাইতে বেশী মূলধন সংগৃহীত হইয়াছে।

কয়েক বৎসর ধরিয়া জাপান রেশম-শিল্পে দুনিয়ার অগ্রণী হইয়া চলিয়াছে। ১৯০০ সনে জাপান ২২০ লক্ষ

ডলার মূল্যের ৬০ লক্ষ পাউণ্ড রেশম বিদেশে রপ্তানি করিয়াছিল। আর ১৯২৬ সনে জাপান ৩০ কোটি ডলার বা ৯০ কোটি টাকার ৫৮,৫৯৫,৩৫৮ পাউণ্ড রেশম রপ্তানি করিয়াছে। জাপানের রেশম শিল্পের দ্রুত উন্নতির বহর দেখুন। বিগত ৯ বৎসরে জাপানে রেশম উৎপাদনের হার ডবল হইয়া গিয়াছে। ১৯১৮-১৯ সনে জাপানের রেশম উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩২০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯২৬-২৭ সনে ইহা প্রায় ডবল হইয়া ৬১০ লক্ষ পাউণ্ডে পৌঁছিয়াছে। ইহা আবার দুনিয়ার উৎপাদনের ⅔ ভাগ।

রুশিয়ার রেশম-শিল্প

সোভিয়েট রেশম-শিল্পের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৯২৮ সনে যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়ের তুলনায় গুটিপোকার ডিম চারিগুণ বেশী হইবে এবং ইহাদ্বারা যে গুটিপোকা হইবে তাহা হইতে ১৪,৫০০ টন রেশম গুটি পাওয়া যাইবে। ইহার ৯,৬০০ টন মধ্য-এশিয়ায় ও ৪,৯০০ টন ট্রান্স-ককেশিয়ায় উৎপন্ন হইবে। রুশিয়াকে তাহার এই রেশম-শিল্পের জন্য প্রকৃতপক্ষে ১১,০০০ টন কোকুন ক্রয় করিতে হয়।

গত সনে রুশিয়ায় সিল্করিলিং ফ্যাক্টরী স্থাপনের খুব চেষ্টা চলিয়াছিল। রুশিয়ার রেশম-নিবাসগুলিতে এই ধরণের অনেকগুলি ফ্যাক্টরী স্থাপন করার ফলে রেশম শিল্পের দিকে লোকের বেশী আগ্রহ সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল ফ্যাক্টরীতে ১৯২৮ সনে ৫২৫ টন কাঁচা রেশম উৎপাদন করা হয়। ঐ সকল রেশম কারখানায় ঐ রেশম দ্বারা সূতা প্রস্তুত করা হইতেছে। এই সূতা প্রস্তুতের সঙ্গে সঙ্গে রেশম বস্ত্র প্রস্তুতের শিল্পও গড়িয়া উঠিতেছে। রুশিয়ার সিল্ক ট্রাষ্টের হিসাবে দেখা যায় ঐ ধরণের রেশম বস্ত্রের মূল্য ১৯২৫-২৬ সনে ২১০ লক্ষ রুবল বা ২১ লক্ষ পাউণ্ড ছিল। ১৯২৭-২৮ সনে রুশিয়ায় ৪১০ লক্ষ রুবল বা ৪১ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের রেশম বস্ত্র প্রস্তুত হয়। রুশিয়ার রেশম বস্ত্রের চাহিদা খুব বেশী, আবার রুশিয়াতে এই রেশম বস্ত্র কেবল মাত্র অবস্থাপন্ন লোকে পরিধান করে। এই জন্য সোভিয়েট সরকার রেশম বস্ত্রের ঘরোয়া কাটতি বৃদ্ধি পাউক ইহা ইচ্ছা করেন না। রুশিয়া যাহাতে বিদেশের হাট বাজারে প্রভূত পরিমাণে রেশম বস্ত্র প্রেরণ করিতে পারে সোভিয়েট সরকার সেই দিকে বেশী যত্নবান।

চেকোস্লোভাকিয়ায় রেশম উৎপাদন

সোপনিসের একটি ফার্ম্ম বিস্তর জমিতে মালবেরী গাছের চাষ আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমান সনে চেকোস্লোভাকিয়ার ১৩৭,৭০০ একর জমিতে রেশম চাষ করা হয়। পূর্ব্ব সনে ঐ জমির পরিমাণ ছিব ১১৬,১০০ একর।

বার্লিন ও মস্কোর মধ্যে রেডিও সম্বন্ধ

লেনিনগ্রাডে সম্প্রতি ইলেক্ট্রো টেকনিক্যাল কনফারেন্সের এক অধিবেশন হয়। ইহাতে পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগের এম, শ্যামাকোভ মস্কো ও বার্লিনের মধ্যে রেডিও যোগে ফটো প্রেরণের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বার্লিন ও মস্কোর মধ্যে রেডিওর সাহায্যে ছবি আদান প্রদানের পরীক্ষা বিগত সেপ্টেম্বর মাস হইতে আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ বার্লিন হইতে ৪২-৮২ মিটারের খাট প্রবাহ যোগে ও মস্কো হইতে ১,১৫০ মিটারের লম্বা প্রবাহ যোগে ফটো পাঠান চলিত। খবরের কাগজের সংবাদ, ছবি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় যাহা পাঠান হইত, তাহার শতকরা ৫০ ভাগ স্পষ্ট প্রকাশ পাইত, ১২ ভাগ অর্দ্ধস্পষ্ট ও ৩৮ ভাগ আবছায়া ভাবে দেখা যাইত। রুশিয়ার অল্প শক্তি উৎপাদনকারী বৈদ্যুতিক আখড়াগুলিই ইহার জন্য দায়ী। শর্ট ওয়েভলেংথ বা খাট ইথারের ঢেউ তুলিলে স্বল্প বিদ্যুৎ শক্তিতেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে এরূপ অনেকে বিশ্বাস করেন। এ বিষয়ে অনুসন্ধান চলিতেছে।

কৃত্রিম রেশম শিল্প

কৃত্রিম রেশমের আদর আজকাল খুব বেশী। ইহা আসল রেশমের মত চটকদার ও মজবুত, অন্যদিকে ইহার দাম সস্তা, তাই ইহার কাটতি খুব বেশী। দুনিয়ার সকল দেশই কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের কাজ ইংলণ্ডে জোর চলিতেছে। বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে বিলাতে উৎপন্ন রেশমের চাহিদা খুব বৃদ্ধি পায়। ভারতবর্ষ, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিস, সিলোন, কানাডা হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক অর্ডার আসিতে থাকে। একমাত্র কানাডায় এক মাসে ১০ লক্ষ গজ রেশম বস্ত্র প্রেরিত হয়। ঐ রেশম থান বস্ত্র দ্বারা কেবলমাত্র পুরুষদের পোষাক তৈয়ারী করা হয়। চীন ও অন্যান্য কয়েকটি দেশ হইতেও আশানুরূপ অর্ডার পাওয়া যায়। দুনিয়ায় প্রতিবৎসর এই ধরণের কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের পরিমাণ ১৫০ লক্ষ পাউণ্ড। কৃত্রিম রেশম উৎপাদনকারী দেশগুলির বর্ত্তমান মোসাবিদা সকল কার্য্যে পরিণত হইলে দুনিয়ার রেশম উৎপাদনের হার শতকরা ৪০০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।

কানাডার ইস্পাত জোট

কানাডার ষ্টিল কোম্পানীর মূলধন ১৮,০০০,০০০ ডলার। ১৯২৭ সনে ঐ কোম্পানী শতকরা ১১ ভাগ লভ্যাংশ দিয়াছে। কানাডার অন্যান্য ইস্পাত কোম্পানীগুলির সঙ্গে এই কোম্পানীকে মিলাইয়া দিয়া একটা জোট কায়েম করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা চলিতেছে।

বর্ত্তমান সনের প্রথম দুই মাসে কানাডায় ৩,১৪৮,০০০ জোড়া জুতা প্রস্তুত হয়। উৎপাদনের হার গত সনের এই সময়ের চাইতে শতকরা ৭·৯ ভাগ বেশী।

স্পেনের জুতা-শিল্প

স্পেনের জুতা-শিল্প সম্বন্ধে সম্প্রতি এক রাজকীয় ফরমানে কতকগুলি আইনকানুন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহার ফলে স্পেনের সকল জুতা ব্যবসায়িগণকে এক ফেডারেশ্যানের অন্তর্ভুক্ত হইতে বাধ্য করা হইবে। সরকারী ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারের শিল প্রত্যেক চামড়ার উপর থাকিবে। ইহাতে চামড়ার গুণ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ প্রভৃতিও স্পষ্টরূপে লেখা থাকিবে। ভ্যালেন্সিয়া স্কুল অব আর্টিষ্টিক ফুটওয়্যার নামক জুতা-শিল্প-শিক্ষা-বিদ্যালয়ের হাতেও কতকগুলি সরকারী ক্ষমতা দেওয়া হইবে। উল্লিখিত কাজ করিবার নিমিত্ত সরকারী ইউনিয়ন খরচা বাবদ জুতা-শিল্পীদের উপর যেরূপ ইচ্ছা কর ধার্য্য করিতে পারিবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষি-শিল্প মেলা

কেপ টাউন ও আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলে সম্প্রতি কয়েকটি কৃষি ও শিল্প মেলার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। আফ্রিকাবাসীরা এই সকল মেলা ও প্রদর্শনীর বেশ ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কেপ টাউনের নিকটস্থ একটি প্রদর্শনীতে কৃষি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য যন্ত্রের খুব কাটতি হইয়াছিল। ঐ সকল মেলায় কানাডা, জার্ম্মাণি ও যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় বৃটিশ মাল খুব কম আমদানি হইয়াছে। জার্ম্মাণি হইতে আগত কতকগুলি ক্যাটারপিলার ট্রাক্টর আফ্রিকান কিষাণ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হয়। আফ্রিকার অনেক ফার্ম্মারই চাষবাসের কাজে যন্ত্রের ব্যবহার সুরু করিয়াছেন।

যোহানসবার্গেও ঐ ধরণের কয়েকটি মেলা হইয়া গিয়াছে। ঐ সহরে ট্রান্সভ্যাল চেম্বার অব কমার্সের আয়োজনে একটি কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর অধিবেশন হয়। ঐ মেলা দেখিলে আফ্রিকার শিল্প ও কৃষির বিস্তৃতি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যায়। আফ্রিকাতেও বিভিন্ন রকমের শিল্পোন্নতি হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা সাধারণতঃ বেশ ভালই যাইতেছে। তবে সম্প্রতি হীরকখনিতে ব্যর্থ অন্বেষণের ফলে বেকার লোকের সংখ্যা একটু বাড়িয়া গিয়াছে।

সোভিয়েট রুশিয়া

দেশের আর্থিক উন্নতি ও উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার জন্য সোভিয়েট সরকার কোন আয়োজনই বাদ রাখিতেছেন না। রুশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদের সম্পূর্ণ ব্যবহার যাহাতে করা যায় সেদিকে সরকারের তীব্র দৃষ্টি আছে। কৃষি ও খনিজ সকল প্রকার সম্পদ্ আহরণের চেষ্টায় রুশগণ আপ্রাণ খাটিতেছে। সোভিয়েট সরকারের প্রধান তুলা বিভাগ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন বর্ত্তমান সনে ২,৪৫০,০০ একর জমিতে তুলা উৎপন্ন করা হইবে। কমিসেরিয়েট অব ট্রেড

কিন্তু বলিতেছেন যে কমসে কম ২,৬৫০,০০০ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইয়াছে এবং ইহা হইতে ৮৩০,০০০ টন তূলা জন্মিবে। জমিতে সার দিয়া যাহাতে মালের কিম্বৎ বৃদ্ধি করা যায়, জমি হইতে যাহাতে বেশী পরিমাণ ফসল পাওয়া যায় সেদিকেও সোভিয়েট সরকার মনোযোগ দিয়াছেন।

রুশিয়ার সর্ব্বত্র ইজিপ্সিয়ান কটন কিভাবে জন্মান সম্ভব সে বিষয়ে মাস্কো সহরে গবেষণা চলিতেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রতি সনে পঁচিশ হাজার টন ইজিপ্সিয়ান কটন দরকার হয়। মধ্য এশিয়াতে ঐ তুলার চাষ করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পূর্ব্বে ঐ তুলার চাষের এক মোসাবিদা খাড়া করা হয়; কিন্তু তখন উহা কার্য্যে পরিণত করা হয় না। রুশিয়ায় ইজিপ্সিয়ান কটনের চাষ করিবার জমির অভাব নাই। শীঘ্রই সেখানে ঐ তুলা প্রচুর পরিমাণে জন্মানো হইবে। রুশিয়ার ঘরোয়া চাহিদা মিটানোর জন্য আপাততঃ ঐ তুলার চাষ আরম্ভ করা হইবে। সেরূপ বিরাটভাবে উৎপাদন হইলে ভবিষ্যতে রপ্তানি-বাণিজ্যও করা হইবে।

ফ্রান্সে কৃষির উন্নতি

ফরাসী কৃষকেরা যাহাতে জমি হইতে বেশী পরিমাণ ফসল পায় ইহার ব্যবস্থা করিবার জন্য ফরাসী সরকার কৃষি মন্ত্রীর হাতে ৬০লক্ষ ফ্রাঁ দিয়াছেন। এই অর্থ ফ্রান্সের বিভিন্ন কৃষি-কেন্দ্রের হস্তে অর্পণ করা হইবে। তাঁহারা বেশী ফসল-দায়ক বীজ সংগ্রহ করিবেন ও কৃষিকার্য্যে সব চাইতে উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া সেগুলির পরীক্ষা চালাইবেন। এই পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল পাইলে ঐ বীজ ব্যাপক ভাবে ফরাসী কৃষকরা ব্যবহার করিবে। ইহাতে কেবল মাত্র ফরাসী কিষাণ উপকৃত হইবে না, পরন্তু অন্যান্য শস্য-উৎপাদনকারী দেশও ইহা দ্বারা উপকৃত হইবে।

বিলাতে কয়লার ব্যবসায়

বিলাতের কয়লার বাজার বর্ত্তমানে সচ্ছল। ইজিপ্সিয়ান, বেলজিয়ান ও পর্ত্তুগিজ ষ্টেট রেলওয়েগুলি কয়লার জন্য বড় বড় অর্ডার দিয়াছে। কণ্টিনেণ্টাল গ্যাস কারখানাগুলি হইতেও কয়লার সম্বন্ধে খবর দিবার তাগিদ আসিতেছে। আজকাল বহু কয়লা রপ্তানি হইতেছে।

চিনির বাজার

লণ্ডন বাজারে গুড়ের চাহিদা বাড়িতেছে। মজুত ৫০ হাজার টন কিউবা গুড় ইতিমধ্যে নিঃশেষিত হইয়াছে। চিনির দর কমিবার সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান হারে চিনির চাহিদা থাকিলে আমেরিকা তাহার হিস্যার ৩৩ লক্ষ টন চিনির উপর আরও ৫০ হাজার টন চিনি ক্রয় করিবে। ইয়োরোপে গত সনের চাইতে চিনির আবাদ শতকরা ২ ভাগ বেশী করা হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার আর্থিক সংবাদ

অষ্ট্রেলিয়ার জলবায়ুর অবস্থা এবার বেশ ভাল। মহাদেশের সকল অঞ্চলেই খুব বেশী বৃষ্টিপাত হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ায় গমের চাষ বৃদ্ধি পাইবে। ফলের ফসল খুব ভাল হইয়াছে। পশম-শিল্পের অবস্থাও আশানুরূপ। রপ্তানি-শিল্প পুরাদমে চলিতেছে। তাসমানিয়া হইতে বহু আপেলের জাহাজ আসিতেছে। এবারকার আপেলের রং খুব সুন্দর এবং এগুলি খুব সুস্বাদু। ৭খানি ফলের জাহাজ শীঘ্রই লণ্ডন, লিভারপুল ও ইয়োরোপের অন্যান্য বন্দরে ১৭৯,০০০ বাক্স ফল পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে।

আটলাণ্টিকে নূতন ষ্টিমার কোম্পানী

উত্তর আটলাণ্টিক ও ব্রাজিলের বন্দরগুলির মধ্যে জাহাজ চালাইবার জন্য একটা নূতন জাহাজ কোম্পানী খোলা হইবে। আমেরিকার কলাম্বিয়া ষ্টিমশিপ কোম্পানী এই কার্য্যে হাত দিয়াছেন। এই সার্ভিস আমেরিকান—ব্রাজিল লাইন নামে অভিহিত হইবে। ইহাতে সাধারণতঃ মাল আনা নেওয়া করা হইবে; তবে প্রত্যেক জাহাজেই কতকগুলি নির্দ্দিষ্টসংখ্যক প্রথম শ্রেণী থাকিবে। জাহাজগুলির টনেজ সাড়ে সাত হাজার করিয়া হইবে।

স্পেনের কর্ক শিল্প

স্পেনের আণ্ডালুসিয়া নামক স্থানে কর্ক প্রস্তুত হয়। বর্ত্তমানে ঐ স্থানে কর্ক প্রস্তুতের কারখানা-গুলিতে জোর কাজ চলিতেছে। বাজারে কর্কের চাহিদাও খুব বেশী। এজন্য কর্কের মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশী। অনেক ক্রেতা সুসময়ের অপেক্ষায় বসিয়া আছে, অর্থাৎ দাম একটু পড়িয়া গেলেই কিনিবে এই মতলব। কিন্তু দাম পড়িয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে না।

স্পেনের সিসটিয়ারনা হইতে প্যালাংকুইনোসের মধ্যে একটি রেলওয়ে নির্ম্মাণ করা হইবে। ইহাতে লিওঁর কয়লার ভাঁটি হইতে কয়লা সংগ্রহ করিয়া তাহা বিদেশে চালান দেওয়ার সুবিধা হইবে।

বুলগেরিয়ায় জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা

জনৈক ইতালিয়ান ইঞ্জিনিয়ার বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ায় আগমন করিয়াছেন। বুলগেরিয়ান সরকার বুলগেরিয়ার একটি অনুর্ব্বর ভূমিতে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা করিয়া উর্ব্বর করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন। এই ভূমি উদ্ধার করা হইলে এখানে বুলগেরিয়ার পলাতকদের উপনিবেশ স্থাপন করা হইবে। ইহারা সাধারণতঃ কিষাণ শ্রেণীর লোক। ইহাদের দ্বারা ঐ অঞ্চলের চাষ আবাদের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। ইহাদ্বারা একদিকে ঐ লোকগুলির ভরণপোষণ হইবে ও অন্যদিকে বুলগেরিয়া সরকারের আর্থিক উন্নতি হইবে।

তুর্কীস্থান-সাইবেরিয়ান রেলওয়ে

সোভিয়েট সরকার তুর্কীস্থান ও সাইবেরিয়ার মধ্যে রেলসড়ক নির্ম্মাণের এক মোসাবিদা স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। কমুনিকেশ্যান মিনিষ্ট্রীর রিপোর্টে দেখা যায় ঐ রেলসড়ক ১,৪৮১ কিলোমিটার বা ৯২৫ মাইল লম্বা হইবে। ঐ রেলসড়কটি নির্ম্মাণ করিতে ১৯৭,৫০০,০০০ রুবল বা ১৯,৭৫০,০০০ পাউণ্ড খরচ পড়িবে। ইহাতে রোলিং ষ্টক ও ফ্লোটিং ক্যাপিট্যাল ধরা হয় নাই। ৫ বৎসরের মধ্যে ঐ রেল নির্ম্মাণের কাজ সমাধা করিতে হইবে। ১৯৩১ সন হইতে ঐ রেলসড়কের উপর দিয়া পুরাদস্তুর গাড়ী চালান হইবে। উত্তরাঞ্চলে ১৯২৮ সনে ১৮৭ কিলো-মিটার, ১৯২৯ সনে ২৪২ কিলো-মিটার, ১৯৩০ সনে ১১৫ ও ১৯৩১ সনে ৩১ কিলোমিটার করিয়া রেল তৈয়ারীর কাজ চলিবে। দক্ষিণে ১৯২৮ সনে চু নদীর ব্রীজ পর্য্যন্ত ১১৬ কিলোমিটার প্রস্তুত হইবে। ১৯২৯ সনের মধ্যে রেল-সড়কটি আলমা আটা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। কমুনিকেশ্যান মিনিষ্ট্রী দুই মাস সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেক্‌নিক্যাল কোম্পানীর নিকট রেললাইন প্রস্তুতের মোসাবিদা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। রেলসড়কটি প্রস্তুত করিতে তাহাদের কি পরিমাণ খরচা লাগিতে পারে এবং তুর্কীস্থান—সাইবেরিয়ান রেলওয়েতে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন ব্যবহৃত করা হইবে কিনা এসম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। যে সমস্ত স্থানে জলাভাব অন্ততঃ সেই সকল স্থানে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের রেওয়াজ অবশ্যই করিতে হইবে।

জার্ম্মাণ ছুরি কাঁচি শিল্প

জার্ম্মাণির ঢালাই কাঁচি প্রস্তুতকারিগণের একটা সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে। এই কমবাইনে ১৫০টী কোম্পানী একত্রিত হইয়াছে। ইহাদের উৎপন্ন মালের মূল্য ৫০ লক্ষ ও ৬০ লক্ষ মার্কের মধ্যে। পকেট ছুরির ব্যবসা খুব ভাল চলিতেছে।

বেলজিয়ান ন্যাশনাল রেলওয়ের মালগাড়ীগুলির জন্য কতকগুলি অটোমেটিক ব্রেকের দরকার। ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণি উভয় দেশ হইতেই ইহা সরবরাহের খরচার হিসাব লওয়া হয়। জার্ম্মাণি এজন্য ২০৭,০০০,০০০ ফ্রাঁ বা ১,১৮০,০০০ পাউণ্ডের এক ফর্দ্দ হাজির করে। ইংরেজ ইহার চাইতে কম খরচায় অর্থাৎ ১৯২,০০০,০০০ ফ্রাঁ বা ১০৯৭,০০০ পাউণ্ড খরচায় ঐগুলি সরবরাহ করিবে বলিয়া টেণ্ডার দেওয়ায় ইংরেজের সঙ্গেই বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

বুলগেরিয়ায় রেশম চাষ

বুলগেরিয়ায় বিরাটভাবে রেশম প্রস্তুতের আয়োজন

চলিতেছে। এবার কৃষি-মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে প্রায় ৫৪০ একর জমিতে জাপানের আদর্শানুযায়ী গুটিপোকা লালনপালনের জন্য মালবেরী বৃক্ষ জন্মানোর চেষ্টা চলিবে। ইতিমধ্যেই অনেক জমি চাষ করা হইয়াছে ও তাহাতে ঐ চারা রোপণ করা হইয়াছে। এই ধরণের মালবেরী বৃক্ষে অধিকসংখ্যক পাতা থাকিবে ও তাহাতে অধিকসংখ্যক গুটিপোকা প্রতিপালিত হইবে।

ড্যানজিগে রুশিয়ার জাহাজ নির্ম্মাণ

১৯২৮ সনের বাজেটে রুশ সরকার জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য ১০ লক্ষ রুব্‌ল বা এক লক্ষ পাউণ্ড বরাদ্দ করিয়াছেন। ড্যানজিগ বন্দরে ঐ অর্থে রুশিয়ার জন্য জাহাজ নির্ম্মাণ করা হইবে। এজন্য রুশিয়ার জনৈক প্রতিনিধি ড্যানজিগে উপস্থিত হইয়াছেন। ড্যানজিগের তিনটি শিপ ইয়ার্ডকে ইহার প্লান ও এষ্টিমেট দিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। এই সকল প্রাথমিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে পর রুশিয়া হইতে একটা কমিশন প্রেরণ করা হইবে। ঐ কমিশন আর্থিক ও অন্যান্য বিষয়ের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিয়া আসিবেন।

বিলাতের পাঁচটা "বাঘা বাঘা" ব্যাঙ্কের হিসাব-নিকাশ

১৯২৩ হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ৫টি বিলাতী ব্যাঙ্কের অবস্থা দেখান হইল :—

	১৯২৩ (পাউণ্ড)	১৯২৪ (পাউণ্ড)	১৯২৫ (পাউণ্ড)	১৯২৬ (পাউণ্ড)	১৯২৭ (পাউণ্ড)
(১) বার্কলেজ ব্যাঙ্ক					
মুনাফা	১,৮৯১,০৬৬	২,০৬৭,২৮১	২,৮৯,৮৩৭	২,৪২৭,১৬২	২,৩০৬,৩২৮
লভ্যাংশ	১,৫৭২,৬৪৫	১,৫৮৫,৪৩১	১,৬২৩,৭৮৯	১,৬৫১,৪৬১	১,৬৬৬,৩৪১
অবশিষ্ট জমা	৩১৮,৪২১	৪৮১,৮৫০	৬৬৬,০৪৮	৭৭৫,৭০১	৬৩৯,৯৭৯
কর্ম্মচারীর ফণ্ডে জমা	——	৩০,০০০	——	——	——
(২) লয়েডস ব্যাঙ্ক					
মুনাফা	২,০৪৭,১১৬	২,৪৬৮,৯৩৪	২,৫৬৯,৩৬৬	২,৫২৩,৫৮২	২,৪৭৫,৬৭৪
লভ্যাংশ	১,৮৪১,৫৩৫	১,৮৫৬,৫০৬	১,৯০১,৪২২	১,৯৭৩,৮৮৬	১,৯৭৩,৮৮৬
অবশিষ্ট জমা	২০৫,৫৮১	৬১২,৪২৮	৬৬৭,৯৪৪	৫৪৯,৬৯৬	৫০১,৭৮৮
কর্ম্মচারীর ফণ্ডে জমা	২০০,০০০	৩৫০,০০০	৪০০,০০০	৩০০,০০০	৩০০,০০০
(৩) মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক					
মুনাফা	২,২১০,৯৭২	২,৪২৪,৯৯২	২,৫২২,৪৬৯	২,৫৩৫,৭৩০	২,৫৫৩,৬৫০
লভ্যাংশ	১,৫০২,৮৭০	১,৬৭০,৫৯৪	১,৭৬০,৭৭০	১,৮২৩,৮৭৪	১,৮২৩,৮৭৪
অবশিষ্ট জমা	৭০৮,১০২	৭৫৪,৩৯৮	৭৬১,৬৯৯	৭১১,৮৫৬	৭৩০,৭৭৬
কর্ম্মচারীর তহবিল	——	——	১৫০,০০০	২০০,০০০	২২০,০০০
(৪) ন্যাশনাল প্রভিন্‌শ্যাল ব্যাঙ্ক					
মুনাফা	১,৭৯১,২৮৭	১,৯৭৪,০৪৩	২,১৬১,৫৮০	২,১১৫,৬৫৪	২,০৯৩,৪৫২
লভ্যাংশ	১,৪৮৯,৫০৬	১,৫১৬,৭০৭	১,৭০৬,২৯৫	১,৭০৬,২৯৫	১,৭০৬,২৯৫
অবশিষ্ট জমা	৩০১,৭৮১	৪৫৭,৩৩৬	৪৫৫,২৮৫	৪০৯,৩৫৯	৩৮৭,১৫৭
কর্ম্মচারীর তহবিল	১০০,০০০	১০০,০০০	১৫০,০০০	১৫০,০০০	১০০,০০০
(৫) ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার ব্যাঙ্ক					
মুনাফা	১,৮০৪,৭৮৩	২,০১৩,৫০১	২,২০৫,৩৯৩	২,১৫৭,২৩২	২,১৩২,৮১৫
লভ্যাংশ	১,২৭২,৮৮৮	১,২৮৭,৮৮৬	১,৩১৯,০৪৫	১,৩৫৬,২৭৫	১,৩৫৬,২৭৫
অবশিষ্ট	৫৩১,৮৯৫	৭২৫,৬১৫	৮৮৬,৩৮৪	৮০০,৯৫৭	৭৭৬,৫৪০
কর্ম্মচারীর তহবিল	——	১০০,০০০	২০০,০০০	২০০,০০০	২০০,০০০

দেশী

হুগলী জেলা কৃষক রায়ত সম্মেলন

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে হুগলী জেলার চাঁপাডাঙ্গা গ্রামে হুগলী জেলার বিভিন্ন মহকুমার অধিবাসী ও অন্যান্য জেলার কৃষক রায়ত প্রজাগণের এক সভা হইয়াছিল। স্থানীয় প্রেসিডেণ্ট ডাঃ শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাল মহাশয় দেশের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করেন। চাঁপাডাঙ্গা গ্রামে পূর্ব্বে ১৩০০ ঘর লোকের বাস ছিল। রেশমজাত বস্ত্র ও পিতল কাঁসার বাসনাদি প্রচুর উৎপাদিত হইয়া বাণিজ্য চলিত। দামোদর নদের পলিযুক্ত বন্যার জল আসায় গ্রাম ধনধান্যে পূর্ণ ও লোকের জীবন ও স্বাস্থ্য সুখময় ছিল। এখন সব ধ্বংস হইয়াছে, গ্রামের বাসিন্দা ২৫০ ঘরে মাত্র পরিণত হইয়াছে এবং রোগ, শোক, অনাহারে মানুষ জর্জ্জরিত। সভাপতি মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় ইহা নিবারণের উপায় আলোচনা করেন। তিনি প্রধানতঃ বলেন যে, সকল সম্প্রদায়ের গ্রামবাসী কৃষক ও রায়তগণকে পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া পঞ্চায়েতি সালিশী মীমাংসায় সমস্ত বিষয় সদ্ভাবে মিটাইয়া কোন অত্যাচার অসুবিধা সহিব না বলিয়া ব্যক্তিগত হিসাবে ও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও সমবায় পথে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। তৎপরে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনস্থ গ্রামসমুদয়কে লইয়া একটি কৃষক রায়ত সভা গঠিত করিয়া ও প্রত্যেক গ্রামে সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবার সুব্যবস্থা করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্যসমূহ এক মতে গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত সার্কেল অফিসার মহোদয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা ও গ্রাম্য উন্নতির কার্য্যে সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

মন্তব্য

১। আগামী জুলাই মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ণমেণ্ট যে খাজানা আইন সংশোধক পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবেন, তাহাতে রায়ত প্রজার সর্ব্বপ্রকার স্বত্বসংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের যাহাতে সুব্যবস্থা হয় তাহার জন্য এই সভা সভার যাবতীয় সভ্যগণকে অনুরোধ করিতেছেন।

২। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রী স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহোদয় জলকষ্ট নিবারণের জন্য যে এককোটি টাকা ঋণের কথা ঘোষণা করিয়াছেন তাহা শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এই সভা তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছেন।

৩। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড কয়েকটি টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য একবৎসরাবধি হুগলী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের নিকট মাত্র ১৫০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব করা সত্ত্বেও উক্ত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড সে বিষয়ে মনোযোগ প্রদান না করায় বোর্ডের ঔদাসীন্যের জন্য এই সভা তাঁহাদের কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিতেছেন এবং পুনরায় এ বিষয়ে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন।

৪। বর্ত্তমান বৎসরে এই প্রদেশে ও অন্যান্য কয়েকটী জেলাতে ভীষণ জলকষ্ট ও অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু কি গবর্ণমেণ্ট, কি জমিদার-সম্প্রদায়, কি জেলাবোর্ড কেহই উহার প্রতীকার বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন না। তাঁহাদের এই ঔদাসীন্যের জন্য বর্ত্তমান সভা তাঁহাদের তীব্র নিন্দাবাদ করিতেছেন। এই সভা জেলা বোর্ডকে আরও অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন গবর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুত সাহায্য গ্রহণ বিষয়ে তৎপর হয়েন।

৫। চাঁপাডাঙ্গা গ্রামের মধ্যে দামোদরের বাঁধে যে শ্লুইস আছে তাহা প্রকৃতরূপে কল্যাণকর করিতে হইলে (ক) উহার পরিসর বৃদ্ধি করিতে ও (খ) উহাকে নিম্নতর

করিতে হইবে (গ) উহার জল নিকাশের পথে ও সংলগ্ন গ্রাম্য অন্য জল নিকাশের ও খালের পথে জমিদার ও রেলের দ্বারা যে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অচিরে বিদুরিত করিতে হইবে।

৬। বন্যার পলিযুক্ত লাল জল জমিতে না পাওয়ার জন্য এই সকল প্রদেশে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি স্থায়ী ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। সে কারণে আইন অনুসারে জোৎ-স্বত্বীয় জমিতে প্রজারা হারাহারি মতে খাজানা কমি পাওয়ার হকদার। যাহাতে প্রজারা জমিদারের স্থাপিত বাকি খাজানার মোকর্দ্দমায় এমর্ম্মে জবাব দিয়া ও সকলে একযোগে কমির মামলা স্থাপন করিয়া কমি পাইতে পারেন সে বিষয়ে সমস্ত প্রজাবর্গকে উপদেশ দেওয়া হউক ও সকল প্রজাবন্ধু এবং কৃষক রায়ত প্রজা সভ্যগণ এই বিষয়ে প্রজাগণকে ভরসা দিয়া সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করুন।

৭। কৃষক ও রায়ত সম্প্রদায়ের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত সংগঠন, সুব্যবস্থা ও কার্য্য করণের জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

(ক) প্রত্যেক ইউনিয়নে গ্রামে গ্রামে যাহাতে সমবায় গ্রাম্য ব্যাঙ্ক, ম্যালেরিয়া-নিবারণী ও স্বাস্থ্যসমিতি, শিক্ষন সমিতি, কৃষক সমিতি এবং ক্রয় বিক্রয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট এবং প্রজাপক্ষ সকলেই সচেষ্ট হউন।

(খ) কৃষক ও রায়ত সম্প্রদায়ের স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণ জন্য প্রত্যেক ইউনিয়নের প্রজাবর্গ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কৃষক ও রায়ত সভার শাখা সংস্থাপন করুন।

(গ) যাহাতে যাবতীয় ইউনিয়ন, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ও কাউন্সিলাদি স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানে কৃষক ও রায়তবর্গের নিজস্ব প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়, তাহার সুব্যবস্থায় সকলেই সচেষ্ট হউন।

(ঘ) প্রত্যেক জেলা কৃষি সমিতিতে প্রকৃত পল্লীবাসী কৃষক ও রায়তদিগকে সভ্য পদে গ্রহণ করা হউক।

সাঁওতাল জাতির নবজাগরণ

সম্প্রতি সাহারী নামক স্থানে ঝাড়গ্রামের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, এন, রায়ের সভাপতিত্বে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের একটি কনফারেন্স হয়। শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনারায়ণ সেন, শ্রীযুত জিতেন্দ্রমোহন শরণ, শ্রীযুত পদ্মলোচন নন্দী, শ্রীযুত দীনবন্ধু নন্দী এবং শ্রীযুত পরমানন্দ নন্দী প্রভৃতি এই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। বহুসংখ্যক শিক্ষিত সাঁওতাল এই সম্মিলনীতে উপস্থিত ছিলেন বিপুল উৎসাহ-উদ্যম পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সম্মিলনীতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ পরিগৃগীত হয়:—

(১) সাঁওতালগণ পচাই খাওয়া ছাড়িয়া দিবে। (২) তাহারা সাঁওতাল গৃহ ছাড়া অন্য কোথাও নাচিবে না। (৩) বিশেষ কোন গুরুতর কারণ না হইলে সাঁওতাল স্বামী-স্ত্রী বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিবে না। (৪) সাঁওতালেরা সুক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিবে না। তাহারা তুলার চাষ করিবে, চরকায় সূতা কাটিবে এবং কাপড় বুনিবে। (৫) সাঁওতালদের মধ্যে যাহারা এখনও মৃত পশুর মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা ঐ কদর্য্য অভ্যাস বর্জ্জন করিবে। (৬) সাঁওতালেরা কাচের চুড়ি ব্যবহার করিবে না।

সাঁওতালেরা এই সব সংস্কার-কার্য্যে বিশেষভাবে ব্রতী হইয়াছে। এই অঞ্চলের অনেক মদের দোকান ইতিমধ্যেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মৃত পশুর মাংস কেহ স্পর্শও করে না। (মেদিনীপুর, ৭ই মে)

নারী-মহলে ইতিহাস প্রচার

দেশপ্রীতি বা দেশাত্মবোধ জাগরিত করিতে হইলে এবং দেশকে গড়িতে হইলে ইতিহাসের জ্ঞান একান্ত আবশ্যক, স্বদেশ ও পরদেশ এতদুভয়ের ইতিহাসে অভিজ্ঞ না হইলে স্বদেশের ইতিহাস-জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। নিজকে ও পরকে উভয়কে জানিলেই তবে নিজকে ভাল করিয়া জানা যায়। কিন্তু বর্ত্তমানে ছেলেদের মধ্যেও কি স্বদেশ, কি বিদেশের ইতিহাসের চর্চ্চা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়; ঐতিহাসিক দৃষ্টিবান দেশভক্ত যুবক দেশে আজ একান্ত বিরল। এই ত্রুটি উপলব্ধি করিয়া ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল নারীদের মধ্যে ইতিহাসের জ্ঞান প্রচারের সঙ্কল্প করিয়াছেন। নারী শিক্ষিতা হইলে তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে

ঐ জ্ঞান বিস্তৃত হইবে। এতদুদ্দেশ্যে ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল ইতিহাসের বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন।

(১) প্রত্যেক জিলায় একটি করিয়া পরীক্ষা-কেন্দ্র খোলা হইবে।

(২) প্রতি দুই মাস অন্তর এই সকল কেন্দ্রে ইতিহাসের পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

(৩) বাঙ্গালা, ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোম, ইংলণ্ড ও আমেরিকা সম্বন্ধে নির্দ্ধারিত পাঠ্য পুস্তক অবলম্বনে পরীক্ষার্থিনীরা বার মাসে ছয়টি ইতিহাসের পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

(৪) পরীক্ষোত্তীর্ণদিগকে সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে। যাঁহারা উচ্চস্থান অধিকার করিবেন, তাঁহারা প্রাইজ ও মেডেল পাইবেন।

বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহে বাঙ্গালার ইতিহাসের পরীক্ষার দিন ধার্য্য হইয়াছে। পরীক্ষার্থিনীরা বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কলিকাতার বিভিন্ন পাড়ায় এবং বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলায় বা মহকুমায় কেন্দ্র খুলিবার ভার গ্রহণ করিয়া যে সকল পুরুষ বা নারী মহামণ্ডলকে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমার সহিত পত্র-ব্যবহার করিবেন।

শ্রীসরলাদেবী চৌধুরাণী

সম্পাদিকা, ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল, ৩নং সানী পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

মধ্যবঙ্গীয় নমঃশূদ্র সম্মেলন

বিগত ৬ই মে রবিবার বেলা ২ ঘটিকার সময় ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বারুইপুর মুন্সেফ কোর্ট প্রাঙ্গণে মধ্যবঙ্গীয় নমঃশূদ্র সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু মুকুন্দ বিহারী মল্লিক, এম, এ, বি, এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় প্রায় ২ হাজার লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সভায় প্রারম্ভেই সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুদীর্ঘ মর্ম্মস্পর্শী অভিভাষণে ভারতের অতীত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে জাতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বুঝাইয়া দেন। তৎপর সভার প্রধান উদ্যোক্তা বরিশাল-নিবাসী কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় মহাশয় আবেগময়ী ভাষায় জাতীয় উন্নতি ও সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব দাস উকিল, প্রসন্নকুমার দাস বি, এ, শ্রীযুক্ত বিরাট চন্দ্র মণ্ডল বি, এ, শ্রীযুক্ত রসিক লাল বিশ্বাস বি, এ, শ্রীযুক্ত রাইচরণ রায়, শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার রায় ইত্যাদি ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করেন।

ভারতীয় বীমা কোম্পানী সম্মেলনে

গৃহীত প্রস্তাব সমূহ

অদ্য (৫ই-এপ্রিল) ভারতীয় বীমা কোম্পানী সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হইয়াছে। সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি অন্যতম :—(১) এই সম্মেলন ভারতীয় জনসাধারণ ও ব্যবসা-বাণিজ্য-সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভারতীয় বীমা কোম্পানীতে বীমা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। (২) ভারতবর্ষে ভারতীয় ও অ-ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি বৎসরে কত টাকার বীমার ব্যবসায় করে তৎসম্বন্ধে প্রতি বৎসর একটি সঠিক বিবরণ প্রকাশ করিবার জন্য এই সম্মেলন ভারত সরকারকে অনুরোধ করিতেছেন। (৩) ব্যবস্থা পরিষদে বীমা কোম্পানী-সম্পর্কিত বিল আলোচনার সময়ে গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ হইতে অন্ততঃ দুইজন প্রতিনিধি যেন মনোনীত করেন।

এই সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য সম্মেলন হইতে একটি স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে।

হুগলীতে স্বদেশী প্রচার

স্বদেশী প্রচার উদ্দেশ্যে জেলা কংগ্রেস কমিটির শ্রীযুক্ত গৌরহরি সোম ও রণজিৎকুমার চাটার্জ্জি দিগসুই, ইটাচোনা, খৈস্থান, হুরা প্রভৃতি গ্রামে ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে স্বদেশী প্রচার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। দিগসুই

গ্রামের সাধন সমিতির কর্ম্মিগণ পল্লী সংগঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে বাঙ্গালার পল্লীর নিদারুণ অবস্থা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। সকল স্থানেই বেশ সাড়া পাওয়া যায়। শ্রোতৃমণ্ডলী সকলেই স্বদেশী গ্রহণের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। হোরার সভায় প্রায় ৫০ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। এখানকার দুই দলের মধ্যে বহু দিনের বিরোধের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। (৭ই মে)

বারাণসী জেলা সম্মিলনে পণ্ডিত জহরলালের বক্তৃতা

মোগলসরাই হইতে চোদ্দ মাইল দূরে সাইদরজা নামক গ্রামে বারাণসী জেলা সম্মেলনের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিরূপে পণ্ডিত জহরলাল আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন।

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু বলেন, আমি রুশিয়া ও অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণকালে দেখিয়াছি যে, তথাকার অতি দরিদ্র ব্যক্তিও এখানকার সাধারণ লোকের অপেক্ষা ভাল ভাবে দিন যাপন করে; তাহারা ভাল খাদ্য খাইতে পায় ভাল রকম কাপড় জামা পরিতে পায়, তাহাদের দরিদ্রতম ব্যক্তিও আমাদের দেশের সাধারণ লোক অপেক্ষা জীবনে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিয়া থাকে।

প্রজাতন্ত্র চাই

ক্যাপিটালিষ্ট বা ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে অনেকগুলি দেশে বিরাট অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে আমাদিগকে এই ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে।

রুশিয়া তাহার নিজের দেশে ঐ ধনিকতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়াছে; শ্রমিকগণ এবং সাধারণ জনগণই এখন রুশিয়া শাসন করিয়া থাকে।

যাহারা দেশের জন্য কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক কাজ করে না, তাহারা দেশের ভারস্বরূপ। দেশের কৃষকগণ যদি দেশের জন্য খাদ্য ও দ্রব্যাদি উৎপন্ন না করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারাও দেশের ভারস্বরূপ।

চরকার প্রয়োজনীয়তা

কৃষকগণ যদি তাহাদের অবসর সময়ে চরকা গ্রহণ করে, তাহা হইলে দেশের দারিদ্র্য অনেকটা দূরীভূত হইয়া যাইবে। যে সকল গ্রামে নরনারীগণ চরকা ধরিয়াছে সেই সকল গ্রাম হইতে ইতিপূর্ব্বেই দারিদ্র্য দূরীভূত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

বঙ্গীয় বণিক সভায় কৃষি বক্তৃতা

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের উদ্যোগে গত ২৩শে মার্চ্চ শুক্রবার বেলা সাড়ে পাঁচটার সময়ে অধ্যাপক সিদ্ধেশ্বর মল্লিক একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। নিম্নে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল।

বাঙ্গালার প্রধান সম্বল কৃষি। আমরা শিল্প-বিভাগে বিশেষ উন্নতিলাভ করি নাই; সুতরাং এত লোককে আমরা কাজ দিতে পারি না। আমাদের এ প্রদেশে খনির সংখ্যাও অধিক নহে। সুতরাং আমাদের কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে মনোযোগী হইতে হইবে।

কোটি কোটি লোকের মুখে অন্ন তুলিয়া দেওয়াই আমাদের প্রধান সমস্যা। এ দেশের লোক এত গরিব যে সস্তায় খাদ্য না মিলিলে তাহারা খাইতেই পারিবে না।

একমাত্র কৃষিই এত লোকের অন্ন যোগাইতে পারে। কি কৃষিবিদ্ কি এঞ্জিনীয়ার, এক বৈজ্ঞানিক, কি অর্থনীতিবিদ্ সকলেরই কৃষির উন্নতির প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। এ বিষয়ে আর বিলম্ব করা চলে না। আমাদের দেশে রপ্তানি কমিয়া আমদানি ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। বিদেশী আমাদের বাজার আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। বাঙ্গালা দেশের অর্দ্ধেক জমিই পতিত অবস্থায় আছে। যদি এই জমিতে চাষ করা হয়, তবে বাঙ্গালার আয় ৬০ হইতে ৭০ কোটি টাকা পর্য্যন্ত বাড়িয়া যাইতে পারে। ৪৯,১২৩,৩৯৮ একর জমির মধ্যে মাত্র ২৮,৩০৩,৮০০ একর জমিতে চাষ হয়। তন্মধ্যে ৪৪৬২৬০০ একরে দুইবার ফসল হয়; বাকী জমিতে একবার মাত্র ফসল হয়।

এক একরে ত্রিশ টাকার বেশী আয় হইতে পারে না। যদি প্রত্যেক তৃতীয় কি চতুর্থ বৎসরে ফসল না হয়, তবে কেহই লাভ করিতে পারে না। সুতরাং আধুনিক প্রণালীতে চাষ করিতেই হইবে। এজন্য জলসেচের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বর্ত্তমানে আমাদের মাত্র ১৩,৭৮,১০৮ একর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত আছে। স্যর উইলিয়ম উইলকক্সের বক্তৃতার পর আশা করা যায় যে, আমরা তাঁহার উপদেশ অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিব। খালের পর কূপ এবং পুকুরের সাহায্যে জলসেচ করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। আমাদের সমস্ত পুরাতন পুষ্করিণীগুলি খনন করা উচিত। আধুনিক নলকূপ খনন করিয়াও জলসেচের বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। আমাদের এমন যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাদ্বারা সকল ঋতুতেই কার্য্য করা যায়। ইহার পর আমাদের পাম্পের কথা ভাবিতে হইবে। একজনের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব না হইলে, সকলে মিলিয়া উহা ক্রয় করিতে হইবে। উত্তম বীজ পাওয়া আর এক সমস্যা। সরকারের বীজ বিতরণ ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নহে। ইহার পর সারের কথা। বৈজ্ঞানিক সারসমূহ প্রয়োগ করিয়া ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। বিক্রয়-সমস্যাও বড় কম নহে। সমবায় সমিতি গঠন করিয়া বিক্রয় করার উত্তম বন্দোবস্ত করিতে হইবে। জমীদার, ধনী, ব্যবসায়ী সকলে মিলিয়া কার্য্য করিলে বাঙ্গালীকে আবার জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনী করিয়া তুলিতে পারা যাইবে। (বঙ্গরত্ন)

ভারতীয় নারীদের শিক্ষাকল্পে বিলাতে অর্থভাণ্ডার

ভারতীয় নারীদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার-কল্পে বিলাতে একটী অর্থ-ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। অন্ততঃ সাড়ে ৭ লক্ষ টাকা তোলা হইবে, ইহাই উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য। উক্ত ভাণ্ডারের সম্পাদিকা সম্প্রতি "রয়টারের" কোনও প্রতিনিধির নিকট জানাইয়াছেন যে, এ পর্য্যন্ত ৭৫০০০ টাকা তোলা হইয়াছে।

অল্প সময়ের মধ্যেই যাহাতে আরও অধিক অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে তজ্জন্য একটী "কমিটি" গঠন করা হইয়াছে। স্যর ফ্রেডারিক হোয়াইট তাঁহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সদস্যদের মধ্যে লর্ড লিটন স্যর জর্জ্জ হেণ্ডারসন, লেডী এলিস প্রভৃতি আছেন।

ভেজাল খাদ্য

"কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট" খুলিলে চিত্রগুপ্তের খতিয়ানের নীচেই একটি বিশেষ সংবাদ নজরে পড়ে। সেই সংবাদটি ভেজাল খাদ্য বিক্রয়ে যাহারা দণ্ডিত হইয়াছে তাহাদের নাম, ধাম ও দণ্ডের বিবরণ। "মিউনিসিপ্যাল গেজেট" অবশ্য সংবাদটিকে যথাস্থানেই সন্নিবেশিত করেন, কারণ যাহারা চিত্রগুপ্তের খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহাদের সহিত এই ভেজাল খাদ্যের বিশেষ সম্পর্ক আছে। মিউনিসিপ্যাল গেজেটের উদ্দেশ্য বোধ হয় এই যে, এইরূপ ভাবে সংবাদ দুইটি কাছাকাছি স্থানে দিলে পাঠকবর্গ সতর্ক হইবেন। কিন্তু পাঠকদের সতর্ক হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

এই ভেজাল খাদ্য বিক্রেতাদের তালিকায় ঘৃত ও সরিষার তৈল বিক্রেতাদের সংখ্যাই সর্ব্বাধিক। দণ্ড সত্ত্বেও এই সংখ্যা হ্রাসের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ইহাদের হাত হইতে রক্ষার উপায় কি? কলিকাতায় ভেজাল ঘী তেল বিক্রয় বন্ধ করার যখন কোন উপায় নাই তখন উহার ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেওয়াই একমাত্র পন্থা। কিন্তু বাঙ্গালীর তেল-ঘী ভিন্ন চলে না। সুতরাং প্রতীকারের একমাত্র পন্থা তেল-ঘীর সমগুণ-বিশিষ্ট অন্য কোন জিনিষ ব্যবহার করা। মাদ্রাজ, গুজরাট, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে লোকে নারিকেল তেল ব্যবহার করিয়া থাকে। এই নারিকেল তেল খাদ্য হিসাবে ঘী তেল অপেক্ষা মন্দ নহে। বাঙ্গালী যদি নারিকেল তেল ব্যবহার আরম্ভ করে তবে অকালমৃত্যুর হাত হইতে কতকটা রক্ষা পাইতে পারে। নারিকেল তেল ব্যবহারে বাঙ্গালীর প্রধান অসুবিধা এই যে, উহার গন্ধ তাহারা সহিতে পারে না। এই অসুবিধার হাত হইতেও তাহারা পরিত্রাণ পাইতে পারে যদি 'কোকোজেন', 'কোকোটিন' প্রভৃতি ব্যবহার করে। এই সমস্ত জিনিষ নারিকেলের

তৈলাংশ হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ষিত। ভেজাল দিবার কোন সুবিধা নাই। ভেজালের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য বাঙ্গালীর এই সমস্ত জিনিষ ব্যবহার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

মান্দ্রাজে যক্ষ্মা উপনিবেশ

ডাক্তার সি, মুথু যক্ষ্মা রোগীদের চিকিৎসার্থ যে উদ্যানোপনিবেশ স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন অদ্য মাদ্রাজের ১৫ মাইল দক্ষিণে থারম নামক স্থানে সেই উপনিবেশের প্রথম গৃহের ভিত্তি স্থাপন স্যর সি, পি রামস্বামী কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই চিকিৎসা-কেন্দ্রের জন্য ২৫০ একর জমি লওয়া হইয়াছে। এই স্থানটির চতুর্দ্দিকে অবারিত শ্যামল প্রান্তর। ভিত্তি স্থাপন প্রসঙ্গে স্যর রামস্বামী সকলকে এই মহতী চেষ্টার সহায়তা করিতে অনুরোধ করেন। মহাত্মা গান্ধী, ডাক্তার আনসারী স্যর শিবস্বামী আয়ার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই চেষ্টার সাফল্য কামনা করিয়া ডাক্তার মুথুর নিকট তার করিয়াছেন। (৯ই এপ্রিল)

গুরুকুলের জন্য দেড়লক্ষ টাকা আদায়

গুরুকুলের বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে উহার অধ্যাপক রামদেব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সাহায্য করিতে জনসাধারণকে অনুরোধ করেন। এই আবেদনের ফলে ১ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং ২৪০ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

বেঙ্গল ব্যাঙ্কার্স ফেডারেশন

গত ৭ই এপ্রিল তারিখে কলিকাতায় ১৫নং হেয়ার ষ্ট্রীটে বাঙ্গালার বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও লোন কোম্পানীসমূহের একটি সম্মেলন হইয়াছিল; তাহাতে প্রায় পঞ্চাশ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বেঙ্গল ব্যাঙ্কার্স ফেডারেশনটি রেজেষ্ট্রী করাইয়া লওয়া এবং বেঙ্গল ফেডারাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গঠন-সম্পর্কেই এই অধিবেশন হইয়াছিল। রঙ্গপুর লোন আফিস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

নোয়াখালী লোন কোম্পানী লিমিটেডের শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ সেন প্রস্তাব করেন যে, লোন আফিসসমূহ এবং ব্যাঙ্কগুলির সমর্থন পাইবার জন্য সুবিধাজনক স্থান-সমূহে ৩০টি কেন্দ্র খুলিতে হইবে। এই প্রস্তাবটি সম্পর্কে সভাপতি বলেন যে, সভায় বিভিন্ন স্থানের প্রায় পঞ্চাশ জন প্রতিনিধি উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের সাহায্যেই এই কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। এই ব্যাঙ্কের মূলধন হইবে ১ কোটি টাকা, তাহা দশ টাকা মূল্যের ৫ লক্ষ প্রেফারেন্স শেয়ার এবং ৫০০৲ টাকা মূল্যের দশ হাজার অর্ডিনারি শেয়ারে বিভক্ত থাকিবে।

বিদেশী

জাপানের সুজুকি কোং

জাপানের প্রসিদ্ধ সুজুকী অ্যাণ্ড কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা নিজেদের কোম্পানীর "ট্রেড্‌মার্ক" এবং অন্যান্য স্বত্ব বজায় রাখিবার জন্য ঐ সকল স্বত্ব অনুযায়ী কতকগুলি স্বাধীন সমিতি খাড়া করিয়াছেন। ইহাদের দলভুক্ত টাইকোকু জিল্‌জো-কেন্‌সি কাইসা" (ইম্পিরিয়াল রয়াল কোম্পানী) স্বাধীন ভাবে নিজেদের ব্যবসায় চালাইবে বলিয়া বিশ্বাস। ব্যবসায় পুনরায় খুলিবার আগে ইহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল করিবার জন্য আবার নতুন করিয়া টাকা তুলিয়া পুঁজি বাড়াইবার চেষ্টায় আছেন।

ব্রাজিলে কৃষির জন্য মজুর আমদানি

কৃষি-বিষয়ের অভাব-মোচনের জন্য ব্রাজিলে বিদেশী মজুরের আমদানি হইতেছে। যুদ্ধের পর এইরূপ মজুরের সংখ্যা বাড়িয়া গেলেও যুদ্ধের আগেকার মত মজুরের সংখ্যা বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। দাসত্ব-প্রথা মোচনের ফলে দেশে মজুরের সংখ্যা খুব কমিয়া গেলে এই সব বিদেশী মজুর দেশের বিশেষ উপকার করিলেও ইহাদের সংখ্যা দরকার অনুযায়ী বৃদ্ধি পায় নাই। ফলে এখন মাতব্বরেরা

যন্ত্রপাতির সাহায্যে দেশের উর্ব্বরতা বাড়াইবার দরকার অনুভব করিতেছেন।

"রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন্ অব বৃটিশ পেণ্ট্, কলার অ্যাণ্ড ভার্ণিশ ম্যানুফ্যাক্চারার্স" এর বৈজ্ঞানিক পরিচালক ডাক্তার এল, এ, জর্ডন একটি ভোজন সভায় বলিয়াছেন, তিসির তৈল পরিষ্কার করিবার কতকগুলি দরকারী বিষয়ের গবেষণায় তিনি কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন এবং বার্ণিশের "বুমিং" সম্বন্ধেও ইহার স্থায়িত্বের প্রতিবন্ধক কয়েকটির বিষয়ে তিনি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। রং কতদিন পাকা ভাবে থাকিতে পারে এ বিষয়ে ঠিক ঠিক খবর জানিতে সকলেই উৎসুক। এবিষয়ে খবর জোগাড় করিতে হইলে রং প্রস্তুত করিয়াই আগে ইহার অনুসন্ধান করা উচিত। বহির্ব্বাণিজ্যের অভাবটা আমাদের খুবই আছে এবং দিন দিন ইহা বাড়িয়াই যাইতেছে। বিদেশে বাণিজ্য করিতে গেলে আমাদের অনেক বড় বড় প্রতিদ্বন্দ্বী আসিয়া জুটিবে। এসব তীব্র প্রতিযোগিতায় যাহাতে আমাদের ব্যবসায় টিঁকিতে পারে, সেই অনুরূপ নতুন নতুন পন্থা ও মাল আবিষ্কারের জন্য এই "রিসার্চ ল্যাবরেটরী"র সৃষ্টি হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে বেলজিয়ান কলকারখানার আমদানি

"বেলজিয়ান ম্যানুফ্যাকচারার্স করপোরেশন"এর ডিরেক্টর জেনারেল শীঘ্রই বোম্বাই যাত্রা করিবেন শোনা যাইতেছে। ভারতের বাজার সম্বন্ধে নাকি ইঁহার বেশ অভিজ্ঞতা আছে। বোম্বাইয়ে কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে বছরের শেষের দিকে একটি নতুন আফিস খোলা হইবে। এই ব্যাপারে তিনি সভাপতিত্ব করিবেন। এই আফিসের দুইটি বিভিন্ন বিভাগ খোলা হইবে। একটি "টেক্নিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট" অর্থাৎ যন্ত্রপাতি-সংক্রান্ত বিভাগ হইবে। এ বিভাগে বাছিয়া বাছিয়া ভাল ভাল ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করা হইবে। ইহাদের কাজ হইবে সমস্ত যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা প্রথমে পরীক্ষা করিয়া পরে সেগুলিকে বিক্রী করা। এ বিভাগে কতকগুলি মিস্ত্রীও রাখা হইবে, ইহারা সমস্ত যন্ত্রপাতি চালাইয়া দেখিবেন। আর একটী বিভাগ হইবে "প্রডাক্ট ডিপার্টমেণ্ট" অথবা প্রস্তুত মালের বিভাগ; এ বিভাগের কাজ হইবে অন্যান্য প্রস্তুত জিনিষ বিক্রী করা।

অষ্ট্রেলিয়ায় আমদানি মালের সহিত খড়ের প্যাকিং নিষিদ্ধ

১৯২৮ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে নিউজিল্যাণ্ড বাদে দুনিয়ার অন্যান্য দেশ হইতে আমদানি মালের সহিত খড়ের প্যাকিং বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গ্রেটবৃটেন, আয়ার্লাণ্ড ক্যানাডা, নরওয়ে, এবং সুইডেন, এই সমস্ত দেশের মালের সহিত কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তে খড়ের প্যাকিং চালান যাইতে পারে। ইহার বিস্তারিত বিবরণের জন্য হাই কমিশনার্স'এর সহিত লেখালেখি করিতে হইবে।

ইংলণ্ডে চাষীদের কৃষিবিষয়ে অর্থ-সাহায্য

গত ১০ই মে "হাউস্ অব কমন্স"এ ইংলণ্ডের "অ্যাগ্রিকালচারাল্ ক্রেডিট্ বিল" সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ইহাতে কৃষি-বিভাগের মন্ত্রী কর্ণেল ওয়াল্টার গুইন্নেস্ বলেন,—চাষীদের বেশী মিয়াদে এবং মাঝারী মিয়াদে টাকা ধার দেবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটী জমি বন্ধকী সমিতি খুলিবার চেষ্টায় আছেন। এই সমিতি জমি বন্ধকে অথবা জমির উন্নতিকল্পে টাকা ধার দেবেন। বড় বড় ব্যাঙ্কের সমবায়ে এই সমিতি গঠিত হইবে। ইংলণ্ডের কেন্দ্র ব্যাঙ্কের অধীনে এই সমস্ত বড় বড় ব্যাঙ্ক ৬ লক্ষ ৫০ হাজার পর্য্যন্ত থোক্ পুঁজির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সমস্ত ব্যাঙ্কের এ টাকা খাটানোতে কোন স্বার্থ নাই বরং স্বদেশ-প্রিয়তারই পরিচয় পাওয়া যায়; কারণ শতকরা মাত্র ৫৲ টাকা হারেই ইহারা টাকা ছাড়িতেছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে মাত্র ৬৫০,০০০ পাউণ্ড পুঁজি লইয়া কৃষি-বিষয়ে দরকার মত বেশী মিয়াদে টাকা ধার দেওয়া কঠিন হইবে। এবং যদি চাষীদের ধার দিতে আরও টাকার দরকার হয় তবে বাজার হইতে ডিবেনচারে টাকা ধার করা হইবে এইরূপ ঠিক করা হইয়াছে।

কর্জ্জ লইবার নূতন উপায়

এ সমস্ত ডিবেনচারের টাকা "ষ্টক এক্সচেঞ্জ"এর কাছ থেকে নেওয়াতে চাষীরা আবার নতুন করিয়া টাকা কর্জ্জ করিতে পারিবেন। ফসলের দাম হঠাৎ খুব বেশী পড়িয়া যাওয়ায় চাষীরা বেশ একটু মুস্কিলে পড়িয়া গিয়াছে। আর এ বিষয়ের উন্নতির জন্য এখন নতুন বন্দোবস্তও কাজে পরিণত করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সমস্ত কারণে চাষীদের বিশেষভাবে সাহায্য করা দরকার। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট এই সমিতিকে ইহার প্রতিভূ হিসাবে এবং ইহার কার্য্য পরিচালনার সমস্ত খরচ দিয়া সাহায্য করিতে রাজী হইয়াছেন। এই মৎলবটা যাহাতে সফল হয় এবং যাহাতে চাষীদের টাকা কর্জ্জ বিষয়ে টান থাকে সে জন্য একটী নির্দ্দিষ্ট কোম্পানীকে সস্তায় টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইবে।

গবর্ণমেণ্ট এই সমিতিকে বর্ত্তমানে ইহার পুঁজির সমান ৬৫০,০০০ পাউণ্ড "গ্যারাণ্টি ফণ্ড" দিতে রাজী হইয়াছেন। এ টাকাটার উপর ৬০ বৎসরের জন্য গবর্ণমেণ্ট কোন সুদ লইবেন না। যাহাতে গবর্ণমেণ্টের আরও সাহায্য পাওয়া যায় তাহার প্রস্তাব চলিতেছে।

রুশিয়ায় ইস্পাত-ব্যবসায়ে মার্কিণের অনুকরণ

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট ইস্পাত প্রস্তুত বিষয়ে মার্কিণের অনুকরণ করিতেছে। নিউইয়র্কের ১২০ নং ব্রডওয়ে ভবনে পারসিভাল ফারকুহারের নিকট দক্ষিণ রুশিয়ার মাকিফকা সহরে একটী ইস্পাতের কল প্রস্তুত করিবার কণ্ট্রাক্ট দিয়াছেন। এই কলের মূল্য ২ কোটী ডলারের ও বেশী পড়িবে। মিষ্টার ফারকুহার প্রথমে এই মূল্য দিতে স্বীকার করিয়াছেন। পরে রুশিয়ার গবর্ণমেণ্ট ৬ বৎসরে ইহা শোধ করিয়া কলটী নিজেরা অধিকার করিবেন। এই অর্থ-সাহায্যের বন্দোবস্ত চলিতেছে। কণ্ট্রাক্টের একটী মর্ম্ম এই যে, এই কলে ইস্পাত প্রস্তুত বিষয়ে মার্কিণের সমস্ত আধুনিক পন্থার প্রচলন করিতে হইবে এবং এই কল সমস্ত সাজসরঞ্জাম দিয়া সুসজ্জিত করিয়া দেশের মধ্যে সব চেয়ে কার্য্যকরী করিতে হইবে।

বাণিজ্যে স্বাধীনতার প্রতি লক্ষ্য

এই উপায়ে রুশিয়া লোহা এবং ইস্পাত ব্যবসায়ে স্বাধীনতার প্রথর স্তরে অগ্রসর হইতেছে। এদেশে বহু পরিমাণে লোহা পাওয়া গেলেও ইহা দিয়া ভাল ভাল জিনিষ প্রস্তুত করিতে ইহারা তত দক্ষ নয়। এখানে ইস্পাত ও লোহার বেশ কাটুতি দেখা যায় এবং সম্প্রতি এবিষয়ে ইহারা মার্কিণের ইউনাইটেড ষ্টীল করপোরেশনের বেশ বড় খরিদ্দার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কোম্পানী কোন সময় রুশিয়াতে একটী ইস্পাতের কল বসাবার প্রস্তাব করিয়াছিল; কিন্তু সে বিষয়ে পাকাপাকি কোন বন্দোবস্ত হয় নাই। এই কর্পোরেশন ইস্পাত প্রস্তুতের জিনিষপত্র রুশিয়াকে বেশ ধার দিতেছে। সোভিয়েটদের সহিত ব্যবসা সম্বন্ধে ইহারা নিউইয়র্কের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর প্রায় সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মাকিফ্কায় এই কল প্রতিষ্ঠা হইলে রুশিয়ার গবর্ণমেণ্ট দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও এইরূপ কল স্থাপন করিবেন এমন আশা করা যায়। টাকা তোলা সম্বন্ধে একটা বিশেষ গোলমাল দেখা যাইতেছে; কারণ রুশিয়া যুক্তরাজ্যের কাছে তত পরিচিত নয়। আর ব্যাঙ্কও সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টকে সোজাসুজি অগ্রীম টাকা দিতে রাজী নয়। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, জার্ম্মাণ ব্যাঙ্ক ও ব্যবসাদারেরা এই কল প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রীম টাকা দিতে পারেন। এ বিষয়ে নাকি কাথাবার্ত্তাও চলিতেছে। অটো উলফ্ নামক বার্লিনের কোন জার্ম্মাণ ব্যাঙ্ক এ বিষয়ে অগ্রসরও হইয়াছেন এইরূপ জানা গিয়াছে। রুশিয়ার কতকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠান জার্ম্মাণ ব্যাঙ্ক দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে এইরূপ জানা যায়।

স্বর্ণ ও তৈল ব্যবসায়ের উন্নতি

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট দেশের সোনার উৎপাদন বাড়াবারও চেষ্টা করিতেছেন। কতকগুলি ইঞ্জিনিয়ার

মিলিত হইয়া এক কমিশন গঠন করিয়া এদেশে মার্কিণের খনিজ সোনা সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিতেছেন। তাহারা কালিফরনিয়া, নেভাদা প্রভৃতি মার্কিণের সুবর্ণখনিবহুল স্থানসমূহে শীঘ্রই ভ্রমণে বাহির হইবেন। রুশিয়াতে সোনার উৎপাদন বেশী হইলেও অন্যান্য দেশের সমকক্ষ এখনও ইহারা হইতে পারেন নাই। দেশে সোনার খনি বেশী থাকিলে সেগুলির উন্নতি এখনও ইহারা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ইস্পাত ও সোনার প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে রুশ গভর্ণমেণ্ট তেলের উৎপাদনও যথাসম্ভব বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। কারণ প্রয়োজনীয় তেলের বেশীরভাগ মার্কিণের ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী ও ভাকুম্ অয়েল কোম্পানী সরবরাহ করিয়া থাকে। অল্প দিন হইল বাকু-বাটুম পাইপ্ লাইনের প্রথম অংশ স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মূল্য ৯ কোটী ডলার জার্ম্মাণ ব্যাঙ্ক দিয়াছে এবং শেষে ন্যাশন্যাল সাপ্লাই কোম্পানী, ডব্লিউ, এ, হ্যারিম্যান্ প্রভৃতি কোম্পানী ইহাতে আংশিক সাহায্য করিতে মনস্থ করিয়াছে।

যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কাজ চালাইবার জন্য রুশিয়ার তেলের ব্যবসায়ের উন্নতি করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, এই পাইপ্ লাইন তাহাদের মধ্যে একটি। সোভিয়েটের হাতে শাসন-ভার আসার পরেই পেট্রোলিয়াম ব্যবসায়টি তাহারা জাতীয় করিয়া লইয়াছে এবং বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের দ্বারাই ইহা চালিত হইতেছে।

১৯২৮ সনে বহির্ব্বাণিজ্যে সমৃদ্ধি

দুনিয়ার সমস্ত দেশের বাজার ঘুরিয়া ইয়র্কের রাউণ্ট্রী কোম্পানীর এক্সপোর্ট ম্যানেজার মিঃ জর্জ্জ হারবার্ট বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে যে মতামত প্রচার করিয়াছেন তাহা নীচে দেওয়া গেল :—

সম্প্রতি দুনিয়ার সমস্ত দেশের বাজার ঘুরিয়া ১৯২৮ সনে বিলাতী বহির্ব্বাণিজ্যের নতুন যুগ আসিবে বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে। তুলনায় বিলাতী জিনিষ আজকাল খুব ভালই হইতেছে। যদিও যুদ্ধের পর কয়েক বৎসর বিদেশী বাজারে বেশী দামের জিনিষ বেশী কাটে নাই, আজকাল সেসমস্ত বাজারে এমন কি দুনিয়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিষই চলিয়া যাইতেছে। এই অবসরে জার্ম্মাণি প্রভৃতি দেশের প্রস্তুত সস্তামালে বাজার এমন ছাইয়া ফেলিয়াছে যে, শেষ কালে বাধ্য হইয়া বিলাতী জিনিষের দাম কমাইতে হইবে।

দুনিয়ার সর্ব্বত্র অর্থ নৈতিক আন্দোলন

দুনিয়ার সর্ব্বত্রই আজকাল অর্থনৈতিক আন্দোলনটা জোরের সহিত চলিয়াছে। দুনিয়ার এই আন্দোলন লক্ষ করিয়া বিলাতেরও সেই ভাবে চলা উচিত। সেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিভাগের বাণিজ্যপটুতাও বাড়াইতে হইবে। আমরা দুনিয়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাল তৈয়ারী করিতে পারি এবং দামের প্রতিযোগিতায় টিঁকিতে পারিলে ভাল মালের চাহিদাও খুব বেশী থাকিতে পারে; কিন্তু প্রতিযোগিতায়ও টিঁকিতে পারে অথচ মালও ভাল হওয়া চাই এইরূপ বাণিজ্য-পটুতা আমাদের না থাকিলে এ চাহিদা জার্ম্মাণ প্রভৃতি দেশই পূরণ করিবে।

মাল বিতরণের উপায়

আমাদের এ বাণিজ্যপটুতা আছে মানিয়া লইলেও, আমার মতে মাল বিতরণ সম্বন্ধে আমাদের অনেক কিছু করিবার আছে। কারণ আমাদের মাল উৎপাদনে যতই পটুতা থাকুক না কেন, ঠিকমত মাল বিতরণ না করিতে পারিলে, আমাদের সে পটুতার কোন মূল্য থাকিবে না। রপ্তানি ব্যবসায়ীদের জন্য আমি সংক্ষেপে এবিষয়ে কয়েকটি কথা বলিব :—

১। প্রথমতঃ আমরা দেখিব বিদেশী বাজারে (ক) কি কি মালের কাটুতি বেশী, (খ) কি কি প্রণালীতে তারা মাল চায়, এবং (গ) তাহাদের ব্যবসায়ের অনুযায়ী আমাদের কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করা উচিত।

(ক) বিলাতে যে সব মালের বেশী কাটুতি দেখা যায়, বিদেশে সে সব মাল নাও চলিতে পারে। সুতরাং যে যে দেশে মাল পাঠাইতে হইবে, সেই সেই দেশের দরকার অনুযায়ী আমাদের মাল উৎপাদন করিতে হইবে। এইরূপে দরকার মত মাল উৎপাদন করিবার বেলায় আমাদের

এটাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, উৎপাদনের খরচাও যেন খুব বেশী পড়িয়া না যায়। মাল উৎপাদনের বেলায় এই সব কথাগুলি মানিয়া না চলিলে, বড় বড় বাণিজ্য বিদেশীর হাতে চলিয়া যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা।

(খ) ওজন, মাপ প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিদেশের দরকার অনুযায়ী আমাদের মাল প্যাক্ করিতে হইবে।

(গ) আমরা যে যে দেশে মাল পাঠাই সেই সেই দেশের ভাষায় আমাদের খরিদ্দারের সহিত চিঠিপত্র লেখা, তাদের মালের দাম পাঠান ও তাদের দেশীয় অর্থে ও ওজনে ইনভয়েস্ করা উচিত। আমার মনে হয় আমরা এবিষয়ে অন্যান্য দেশ থেকে পশ্চাতে পড়িয়া আছি।

বিদেশী ভাষার উপকারিতা

এসব সুবিধা বাদ দিলেও যদি দেশের লোক একাধিক ভাষায় শিক্ষিত হয়, তবে দুনিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে মেলা-মেশা ও আদান-প্রদানের বেশী সুবিধা হয়। এ মহাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যেও বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আসিয়াছে। আমার মনে হয়, (১) প্রাথমিক শিক্ষার সময় যদি ছেলেদের বেশীভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং (২) সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসায়ের উপযোগী বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে বিলাতের ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে পারে।

উপযুক্ত মাল সরবরাহের ব্যবস্থা

২। যে পর্য্যন্ত না আমরা উপযুক্ত মাল সরবরাহ করিতে সমর্থ হইব, সে পর্য্যন্ত বিদেশী বাজারের মালের রকমারী সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন প্রচার করা উচিত নয়। আমার মতে বিজ্ঞাপনের চেয়ে সরবরাহটাই মাল বিক্রীর পক্ষে বেশী দরকারী। মাল সরবরাহের যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকে, তবে শুধু বিজ্ঞাপনে বিশেষ ফল হইবে না।

সমবেত ব্যবসার উপকারিতা

৩। অনেক বিলাতী কোম্পানীর বড় বড় বিদেশী সহরে নিজ নিজ শাখা আফিস আছে। কিন্তু যাহারা এ রকম শাখা রাখিয়া ব্যবসা চালাইতে সমর্থ নন্, তাঁহারা কয়েকটি মিলিয়া তাহাদের বিদেশী ব্যবসায় স্থলে একটি সমবেত শাখা আফিস রাখিতে পারেন, ইহাতে সকলের ভাগে খরচের পরিমাণ কমই পড়িবে, অথচ উপযুক্ত পরিমাণে মাল সরবরাহেরও সুবিধা হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
গ্রোঃ সং

মোলাকাৎ

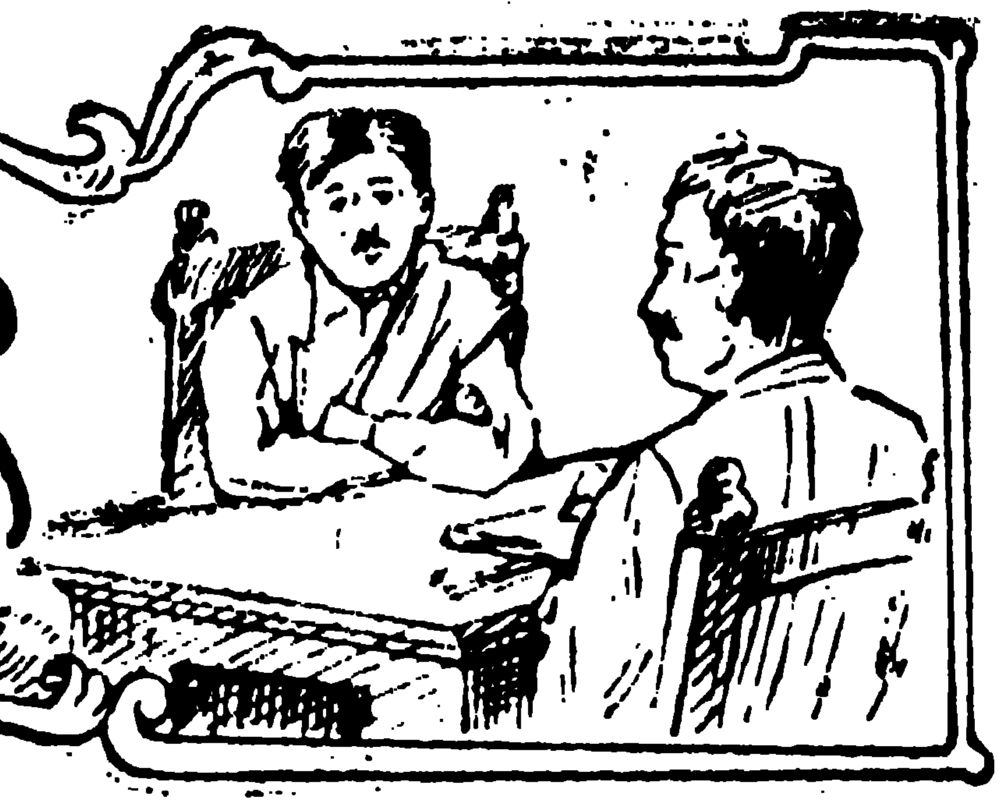

বর্ত্তমান বাংলার আর্থিক অবস্থা

[শ্রীযুক্ত ডক্‌টর নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের সহিত আমার যে কথোপকথন হইয়াছিল, তার কিয়দংশ চৈত্রের "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত হইয়াছে। বাকী অংশটা নিয়ে লিপিবদ্ধ হইতেছে। শ্রীসুধাকান্ত দে।]

প্রঃ—আপনি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সের সহযোগী সম্পাদকরূপে বাঙ্গালা দেশের শিল্প-ব্যবসাদির গতির পরিচয় কিছু পাইয়াছেন কি ?

উঃ—বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে আমি ২।১ টা কথা বলিতে পারি। বাঙ্গালা দেশের অনেক সওদাগরের সম্পর্কে আসিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছে।

প্রঃ—ব্যবসা-ক্ষেত্রে কোন্ অভাবটা আপনার চোখে সর্ব্বাগ্রে পড়িয়াছে ?

উঃ—প্রথম কথা এই যে, এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় দ্রব্য চালাইয়া লওয়ার ব্যবসাটাই লোকে বেশী বুঝে। ম্যানুফ্যাক্‌চারের দিকে তত ঝোঁক নাই। বোম্বাইয়ের লোকেরা আমাদের তুলনায় এবিষয়ে অনেক অগ্রসর। কলকারখানা-প্রীতি ও দ্রব্য উৎপাদন ইত্যাদির বৈজ্ঞানিক কাণ্ডটা এখনও আমাদের পাইয়া বসে নাই। অথচ দেখুন, ম্যানুফ্যাক্‌চারে লাভের শতকরা অংশটা বেশী, তবু লোকে সে দিকে যাইবার উৎসাহ দেখায় না।

প্রঃ—ইহার কারণটা আপনি কি বলিয়া মনে করেন ?

উঃ—কারণ অনেকগুলি আছে। প্রথমতঃ ম্যানুফ্যাক্‌চারে ঝুঁকি, দায় বা বিপদ বেশী। অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করিতে হয়, অনেক মাথা ঘামাইতে হয়। কে সে সব করিতে যায় ? তারপর আমাদের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় ধনীরা ম্যানুফ্যাক্‌চারকেই টাকা খাটাইবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় মনে করেন না।

প্রঃ—তা হলে আপনার মতে বাঙ্গালীর ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইবার প্রধান প্রতিবন্ধক কি কি ?

উঃ—আমাদের ব্যবসায় ভীরুতার একটা ঐতিহাসিক কারণ অবশ্যই আছে। বাঙ্গালী এক কালে ব্যবসায়ী মহলে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। দেশ-বিদেশে তার নাম-ডাকও ছিল। রেশমের কুঠি, মস্লিন, নীলের ব্যবসা ইত্যাদিতে বাঙ্গালী যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালীকে একে একে সবই হারাইতে হয়। অন্যান্য দেশের চেয়ে বাঙ্গালা দেশেই ইয়োরোপীয়ান্ বণিক্‌দের সঙ্গে দেশী বণিক্‌দের প্রতিযোগিতাটা খুব তীব্র হয়। তারই একটা ফল বাঙ্গালীর ব্যবসায় অধোগতি। কিন্তু এই ঐতিহাসিক কারণই একমাত্র কারণ নয়। অন্যান্য কারণও আছে। যথা :

(ক) চাকরীর মোহ।

(খ) জমির দিকে অত্যধিক টান (জমির আয় ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত স্থির বলিয়া)।

(গ) কোম্পানীর কাগজ।

(ঘ) সহরে বাড়ী ভাড়ার আয়।

প্রঃ—এই প্রতিবন্ধকগুলি সহজে দূর করিবার কোন উপায়ের কথা আপনার মনে আসে কি ?

উঃ—চাকরীর মোহ আর জমির দিকে টানের কথা অনেকে বলিয়াছেন। অন্য দুইটা দফার দিকেও দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। এই সম্পর্কে তেজারতি কাজের কথাটাও মনে রাখিবেন। তেজারতি করিলে অপেক্ষাকৃত কম ঝঞ্ঝাটে সুদ পাওয়া যায়। অনেকেই তাহা যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন ও ব্যবসা বা শিল্প কারবারের দিকে আগ্রহ দেখায় না।

প্রঃ—তবে উপায় কি ?

উঃ—উপায় অবশ্য আছে। আমাদের দেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা যদি বাড়ে এবং লোকে কম সুদে টাকা ধার করিতে পারে, তবে যারা শুধু তেজারতি করে তারা আর তেমন সুবিধা ও ক্ষেত্র পাইবে না।

প্রঃ—কোম্পানীর কাগজ আর বাড়ী ভাড়া সম্বন্ধে কি বলিতেছিলেন ?

উঃ—কোম্পানীর কাগজ কেনা আর কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া দেওয়া টাকা খাটাইবার সব চেয়ে নিরাপদ উপায়। অনেকে ইহা টাকা খাটাইবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত মনে করায়, আমাদের দেশের ক্ষতি হইতেছে। কারণ যাঁরা সক্ষম, যাঁদের বুদ্ধিবত্তা রহিয়াছে, তাঁরা এইরূপ হাত-পা গুটাইয়া শুধু কোম্পানীর কাগজে টাকা খাটাইলে তাঁদের নিজেদের ক্ষতি তাঁরা নিজেরা বুঝিতে পারুন বা না পারুন, দেশের যে সমূহ ক্ষতি তাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ শিল্প-কারবার করিতে গেলেই অনেক লোক খাটে ও তাতে অনেক লোকের অন্নের সংস্থান হয়।

প্রঃ—কোম্পানীর কাগজ ও বাড়ীভাড়ায় কি কোন ক্ষেত্রে লোকের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা হয় না ?

উঃ—বাড়ী তৈরী করিবার সময় মজুর খাটাইতে হয়, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি লাগাইতে হয়। তাহাতে কিছুদিনের জন্য কতকগুলি লোক প্রতিপালিত হয়। কিন্তু বাড়ী তৈরী শেষ হইলে ইহাদের কাজও শেষ হইয়া যায়। সুতরাং বাড়ী ভাড়াতে স্থায়ী ভাবে কতকগুলি লোকের অন্ন জোটাইয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে। তারপর কোম্পানীর কাগজে কোন কোন ক্ষেত্রে লোকের অন্ন জোটে বটে। গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে, পয়ঃপ্রণালী তৈরী ইত্যাদিতে কোম্পানীর কাগজ দ্বারা ঋণ লইয়া টাকা খাটান। তাতে বহু লোকের অন্ন জুটিতে পারে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে গবর্ণমেণ্টের এইরূপে টাকা খাটান উচিত নয়। কারণ তাহাতে ব্যক্তি-বিশেষের বা ব্যক্তি-সঙ্ঘের অনুপ্রেরণায় যে কাজ হয়, তাহা না হওয়ায় লোকের ব্যবসায়ে উদ্যম ও উৎসাহের বিকাশ হইতে পারে না।

প্রঃ—শিল্প বা ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবার পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থাটা অনুকূল কি ?

উঃ—সম্মুখে যে বিস্তর বাধা-বিঘ্ন রহিয়াছে, তাতে সন্দেহ নাই। দেশের ভিতর যতটা জিনিষের টান রহিয়াছে তার অনেকটা বিদেশে ক্রীত হয়। যতটা পাওয়া যায় ততটা এখানে ক্রীত হইলে দেশের শিল্প ব্যবসা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে বহু প্রকারে সাহায্য করিতে পারেন। সংরক্ষণ ইত্যাদির দ্বারা দেশীয় শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও সাহায্য হইতে পারে। রেলের ভাড়া আমাদের মাল চলাচলের পক্ষে অনেক সময় গুরুভার হইয়া পড়ে। রেলওয়েগুলি যদি ব্যবসায় ও বিভিন্ন স্থানের অবস্থানুসারে ভাড়ার হ্রাসবৃদ্ধি করে, তবে যে প্রতিবন্ধক ভোগ করার দরুণ আমরা অনেক সময় বিদেশী মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাই তার উপশম হয়। তারপর দেখুন ব্যাঙ্কের সুযোগ ও সুবিধাগুলি বেশী করিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে আমাদের কত বাধা-বিঘ্ন সহ্য করিতে হয়। ব্যবসায় উন্নতি লাভ করিতে হইলে অচিরে আমাদের মধ্যে ব্যাঙ্কের সুগমতা বৃদ্ধি পাওয়া দরকার। আমাদের ব্যবসায় সততার অভাবের কথাটা শোনা যায়। কিন্তু প্রকৃত কথাটা এই যে, এ বিষয়ে আমরা পশ্চাৎপদ

হইলেও আমাদের অন্য একটা মস্ত অসুবিধা ভোগ করার দরুণ একটা অকৃতকার্য্যতাও এত বড় হইয়া দেখা দেয়। সেই অসুবিধা হইতেছে, ইয়োরোপীয়দের তুলনায় আমাদের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুব কম। সেই জন্য একটা বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের পতনে চারিদিকে ধিক্কার পড়িয়া গিয়াছিল। আর, কিছুদিন আগে এলায়েন্স ব্যাঙ্কের পতনে অতটা কিছু হয় নাই। অর্থাৎ আমাদের একটা অকৃতকার্য্যতা ঘটিলেও, অকৃতকার্য্যতার অনুপাতটা খুব বড় হইয়া দাঁড়ায়; আর উহাদের বিফলতা সমস্ত কারবারের তুলনায় নেহাৎ নগণ্য হইয়া দেখা দেয়। এই কথা মনে করিয়া আমাদের খুব সাবধানে চলিতে হইবে।

প্রঃ—আচ্ছা, আমাদের দেশে কোন্ কোন্ শিল্প কারবার এখন সফল হইতে পারে বলিয়া আপনার বিশ্বাস?

উঃ—কোন প্রকার শিল্প কারবারে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, এখানে কাঁচা মাল পাইবার কি কি সুবিধা আছে। আরও দেখিতে হইবে যে দক্ষ শিল্পী যে পরিমাণে দরকার, তাহা পাওয়া যাইবে কি না। তারপর মাল তৈরী করিয়াই কাজ ফুরাইবে না। মালটাকে বাজারের প্রতিযোগিতায় দাঁড় করাইয়া কারবারটাকে জীবিত রাখিতে হইবে। অর্থাৎ সেই মাল সস্তায় বাজারে ছাড়িতে পারা চাই, যাতে দশ জনে সেটা কিনে। সেই মালের যথেষ্ট টান থাকা চাই ও উহা লোকের রুচি-অনুযায়ী হওয়া দরকার। শিল্প-ব্যবসায় পশ্চাৎপদ কোন একটা দেশ ইচ্ছা করিলেই দক্ষ শ্রমিক-পরিচালিত শিল্পে হাত দিয়া সফলতা লাভ করিতে পারে না। তাকে ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপে উঠিতে হইবে।

প্রঃ—আপনার কথাটা আর একটু খোলসা করিয়া বলিলে ভাল হয়।

উঃ—আমি বলিতেছিলাম যে, আমাদের দেশের শতকরা ৮০ জন জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভর করে। তথাপি অন্ন-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে আমাদের শিল্প-ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কিন্তু কোন্ শিল্পের প্রবর্ত্তন আগে হইবে? দেশের আধুনিক আর্থিক অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন ব্যবসা অবলম্বন করা উচিত হইবে। ধরুন আমরা যদি একেবারেই অ্যানেলিন্ ডাই বা মোটরকার বা গ্রামোফোন তৈরীর ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করিতে যাই, তা হইলে সমর্থ হইব কি? অর্থাৎ এগুলির সমস্ত বা বেশীর ভাগ অংশ নিজেদের তৈরী করার কথা বলিতেছি,—বিদেশ হইতে অংশগুলি আনাইয়া এখানে জোড়াইয়া তৈরী করার কথা বলিতেছি না,—তা হইলে আমার মনে হয় আমরা কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। সেই জন্য যে সমস্ত জিনিষের কাঁচা মাল এদেশে সস্তায় পাওয়া যায় ও যেগুলি বিদেশে রপ্তানি হইয়া রূপান্তরিত অবস্থায় ফিরিয়া আসে ও আমরাই আবার বহুগুণ দরে কিনিয়া থাকি, সেই সমস্ত ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করিলে আমাদের সফল হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

প্রঃ—এরূপ কতকগুলি শিল্প বা ব্যবসার নাম আপনি করিবেন কি?

উঃ—যেমন ধরুন (১) পাট। এখানে চাষীদের কাছে খুব সস্তায় কিনিয়া বিদেশী ব্যবসাদারেরা হেসিয়ান্ ব্যাগ ইত্যাদি তৈরী করিয়া রপ্তানি করিতেছে। কত লাখপতি ভারতবাসী আছেন, কিন্তু প্রায় কেহই এদিকে অগ্রসর হইতেছে না। (২) তুলা। ভারতে যে তুলা উৎপন্ন হয়, তার সমস্তটাই এখানে বস্ত্রে পরিণত হওয়া উচিত। আমাদের যে কালে কাপড়ের চাহিদা এত বেশী, বোম্বাইয়ের মত আমাদের এখানে যথেষ্ট কাপড়ের কল চালান আবশ্যক। বাঙ্গালা দেশে কয়লার খনি থাকায় এই কল চালাইবার একটা স্বাভাবিক সুযোগ রহিয়াছে। বঙ্গলক্ষ্মীর ২৭ লাখ টাকার রিজার্ভ জমিয়াছিল; মোহিনী মিলও ভালভাবে

চলিতেছে, ইহা দেখিয়া এ বিষয়ে সফলতা লাভের ক্ষেত্র আছে বলিয়া আশার সঞ্চার হয়। (৩) তৈল। এক্সপেলার দিয়া যদি আমরা সরিষা, মসিনা, মহুয়া তুলার বীজ ইত্যাদি রকমারি বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া লই, এই তৈলের এখানে যথেষ্ট টান আছে ও যে খইল প্রস্তুত হইবে তাহাও এই দেশের কৃষিকার্য্যের জন্য সার হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। (৪) কাপড় কাচা সাবান। গায়ে মাখা সাবান তৈরী করিয়া ইয়োরোপীয় প্রতিযোগিতায় টিঁকিয়া থাকা বড়ই দুষ্কর। কিন্তু এই সাবানের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা থাকিলেও আমাদের সফলতা লাভের সম্ভাবনা খুব বেশী। (৫) গ্লাসের কাজ। শিশি বোতল, ল্যাবরেটারিতে ব্যবহারোপযোগী কাচের সাধারণ যন্ত্রপাতি এখানে তৈরী করা যাইতে পারে এবং হইতেছেও। (৬) রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধ ইত্যাদি। গাছগাছড়া হইতে ঔষধাদি তৈরী হইতে পারে। বেঙ্গল কেমিকেল বেশ সফলতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু ঐ দিকে ঐ রূপ আরও প্রতিষ্ঠান চলিতে পারে। ইহা ছাড়া আরও অনেক কার্য্যে হাত দেওয়া যাইতে পারে।

প্রঃ—আপনি কি তাহলে বাঙ্গালীর ছেলেকে এই সব ব্যবসায়ে আগে প্রবৃত্ত হইতে বলেন?

উঃ—আমার কথা এই যে, কতকগুলি ব্যবসা আছে যা বিদেশীরা এখানে বেশ লাভের সহিত চালাইতেছে। আমাদের দেশের লোকের সেদিকে যাওয়া উচিত। বিশেষতঃ যেগুলি ভাল করিয়া চলিতে পারে অর্থাৎ যেগুলির বেষ্টনী অনুকূল ও প্রতিযোগিতা প্রবল নয়, সেগুলি ত কোন মতেই ছাড়া উচিত নয়।

প্রঃ—কিন্তু কই, জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী ত আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে না।

উঃ—জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী আমাদের দেশে একদম সফলতা লাভ করিতেছে না, এমন বলা যায় না। ছোট খাট হইলেও বাঙ্গালী বিভিন্ন দিকে কতকগুলি জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী চালাইতেছে। অন্যান্য কোম্পানী ব্যতীত বাঙ্গালা দেশে ৩।৪ শত লোন কোম্পানী চলিতেছে। এগুলির প্রত্যেকটি জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী। আর বড় গোছের জয়েণ্ট ষ্টক যদি এখন সম্ভবপর নাও হয়, তা হইলে "পার্টনারশিপ" ব্যবসা আরও বিস্তৃততর হইলেও দেশের মঙ্গল হইবে। কারণ এই পার্টনারশিপ ব্যবসায় পরস্পর বিশ্বাস রাখিয়া ভালভাবে কাজ চালাইতে পারাটা জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর ঠিক নীচের ধাপ।

প্রঃ—আমাদের দেশে জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর সফলতা লাভ কিসের উপর নির্ভর করিতেছে?

উঃ—যাঁরা বহুকাল ধরিয়া ব্যবসায় লিপ্ত আছেন অথচ যাঁদের পয়সা আছে, তাঁদের এ বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া দরকার। বাঙ্গালা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যে আন্দোলন চলিতেছে, তার প্রথম যুগে যারা যাইতে সাহস করিয়াছিলেন, তাঁদের অনেকে এ ধরণের ব্যবসায়ী ছিলেন না। সেই জন্য এই রকম আন্দোলনের গোড়ায় নানা কারণে বিফলতা ঘটে। কিন্তু ক্রমে যাঁরা কম পরিবর্ত্তন-প্রবণ তাঁরা যখন জয়েণ্ট ষ্টকের ক্ষেত্রে আসেন তখন সুফল ফলে বলিয়া মনে করি।

প্রঃ—এই প্রকার লোক কর্ম্মক্ষেত্রে বেশী দেখা দিয়াছে কি?

উঃ—দুঃখের বিষয় বাঙ্গালা দেশে যদিও একটা প্রবল ইচ্ছা আসিয়াছে যে শিল্প ব্যবসা বর্দ্ধিত হোক্ ও বাণিজ্য প্রসার লাভ করুক, তথাপি সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ কর্ম্ম-প্রচেষ্টা দেখা যায় না। রক্ষণশীল, ধনী অথচ সৎ ব্যক্তিগণ এখনও বহুল পরিমাণে শিল্প ব্যবসা ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই। অথচ আমি যে সকল শিল্পানুষ্ঠানের নাম করিয়াছি, তাহাতে যদি তাঁরা টাকা চালেন, লোকসানের সম্ভাবনা কম।

প্রঃ—ইহার কারণটা কি? আর এই অবস্থার প্রতীকারই বা কি উপায়ে সম্ভব মনে করেন?

উঃ—এইখানেই শিক্ষার কথাটা আসে। শিক্ষা-প্রণালী

বদ্লাইয়া অনুকূল শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও আব্‌হাওয়ার সৃষ্টি হইতেছে না। এই দেখুন, আমাদের দেশের লোক কর্ত্তৃক পরিচালিত ব্যাঙ্কের যেমন একদিকে আবশ্যকতা আছে, অন্য দিকে ঐ বিষয়ে টেক্‌নিক্যাল ওস্তাদের তেমনি দরকার। আমাদের দেশে ব্যবসা ব্যতীত অন্য যে সমস্ত অর্থোপার্জ্জনের পথ আছে, সেগুলির দিকেই এখন ঝোঁকটা বেশী। কিন্তু এই আব্‌হাওয়া বদলাইতে হইলে যেমন অনেক ব্যবসা খুলিতে হইবে, তদ্রূপ ছেলেবেলা হইতে ভোকেশ্যনাল ও টেক্‌নিকাল স্কুল এবং কলেজে শিক্ষা দিয়া যাহাতে বহু লোকের মনের ভাবটা ব্যবসার দিকে ফিরে, তাহা দেখিতে হইবে। তদ্রূপ ব্যবস্থা যতদিন না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত দ্রুত উন্নতির আশা করা যায় না। বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে ভোকেশ্যনাল স্কুল নাই বলিলেই চলে। তাহাতে ছেলেদের ডেস্কে বসিয়া কাজ করিবার অভ্যাসটা প্রবল হয়। তারা শারীরিক কাজকে হেয় মনে করে বা শারীরিক কার্য্য করিলে অসুস্থ হইয়া পড়ে। এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার। আর সে পরিবর্ত্তন বহুলোকব্যাপী হওয়া আবশ্যক।

প্রঃ—শিল্প শিখাইবার প্রণালী সম্বন্ধে আপনি কিছু চিন্তা করিয়াছেন কি?

উঃ—শিল্প-শিক্ষার পুঁথিগত দিক্‌টা অবশ্য টেক্‌নিক্যাল স্কুল ও কলেজে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ ধরণের প্র্যাক্‌টিক্যাল বা বস্তুগত শিল্প-শিক্ষাও চাই। এই শিক্ষা মোটামুটি ৪ প্রকারে হইতে পারে। প্রথমতঃ স্কুল-কলেজগুলিতে প্র্যাক্‌টিকাল শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা। বলা বাহুল্য, এদিকে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও ব্যবস্থা খুবই কম। দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশে যে সব কারবার প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলির সাহায্য লওয়া। কিন্তু শিক্ষানবিশ লওয়ানো এক সমস্যা। পাশ্চাত্য দেশে গবর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা কোম্পানীগুলিকে বাধ্য করে। কিংবা কোম্পানীরা নিজেরাই সাহায্য দেয়, আমাদের দেশেও সেইরূপ হওয়া উচিত। যে সব বড় বড় শিল্প কারবার আছে, সেগুলিতে আশানুরূপ সুবিধা পাওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ এই প্র্যাক্‌টিকাল শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীকে পাশ্চাত্য দেশসমূহে পাঠানো। এই বিষয়েও অবশ্য গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা অনেকটা দরকার হয়। চতুর্থতঃ চীন ও জাপানে দেখিতেছি গত ৪০।৫০ বছর ধরিয়া বহু বৃত্তির ব্যবস্থা হইয়াছে। বিদেশ হইতে ৪।৫ বৎসরের সর্ত্তে ওস্তাদ লইয়া আসা হয়, দেশী লোকেরা তাদের সহকারিরূপে সব শিখিয়া লয়। আমরাও এই উপায় অবলম্বন করিতে পারি।

প্রঃ—আমাদের দেশে ব্যবসা-বুদ্ধি বাড়িতেছে বলিয়া মনে করেন কি?

উঃ—বাঙ্গালা দেশটা আয়তনে গ্রেট বৃটেনের মত বড়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এত বড় দেশে সরকার কর্ত্তৃক চালিত প্রকৃত টেক্‌নোলজিকাল কলেজ নাই। আমাদের দেশ কৃষি-প্রধান বটে। কিন্তু আমাদের দেশে ব্যবসার,—বিশেষতঃ যেগুলি কৃষি-ব্যবসার সহিত সংশ্লিষ্ট সেগুলির,—যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমাদের দারিদ্র্য-সমস্যা ক্রমশঃ কঠিনতর হইতে থাকিলেও তার সমাধানের উপায় আছে। সেই উপায়গুলি কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, সরকারের এবং জনসাধারণের ইচ্ছা, চেষ্টা এবং আর্থিক সাহায্য টেক্‌নিকাল শিক্ষার দিকে চালান দরকার এবং ঐ শিক্ষাদানের জন্য অনেক উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত। আমাদের দেশে শ'আটেক হাইস্কুল আছে। তাহাতে অবিলম্বে কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। একটা আপত্তি এই যে, এত ছেলেকে কৃষি শিখাইলে তারা চাকরী পাইবে না। আমি বলি, নাইবা পাইল। কৃষি শিক্ষার উদ্দেশ্য চাকরী পাওয়া না, কৃষির জ্ঞান প্রয়োগ করা? সকলে চাকরী করিবে এমন কোন কথা নাই। কৃষি কাজে অনেকে যাইতে পারে।

প্রঃ—কিন্তু বাঙ্গালা দেশে টেক্‌নোলজির স্কুল ত আছে।

উঃ—হাঁ, একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান আছে, তাও খুব বড় ধরণের

নয়। এরূপ অনেকগুলি না হইলে বাঙ্গালা দেশের বিশাল জন-সমষ্টির পক্ষে যথেষ্ট হইবে না। বিলাতে আর কয়টা লোক যাইতে পারে? যাদবপুরের বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট্ দেশবাসীর প্রচেষ্টায় স্থাপিত। আগে যেখানে ১৫০।২০০ ছাত্র ছিল, এখন সেখানে ৬ শ' ছাত্র পড়িতেছে। সীট্ পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু এটা ঠিক টেক্‌নোলজিক্যাল নহে, যদিও সম্প্রতি তৈল টেক্‌নোলজি ও তদ্রূপ অন্যান্য বিষয়ের দিকে মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। এই সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। শীঘ্রই আসিবে।

প্রঃ—শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কোন্ ধরণের প্রতিষ্ঠান?

উঃ—এখানে বাড়ী ঘর দোর, রাস্তাঘাট তৈরী, মাপজোঁক, কল চালাইবার ইলেক্‌ট্রিকের সাধারণ নিয়মাদি বিষয়ে বেশ শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু পণ্যদ্রব্য তৈরী করা, বিশেষতঃ যে সব পণ্যদ্রব্য তৈরী করিলে এদেশে লাভজনক হইতে পারে, তার সঙ্গে এগুলির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। টেকনোলজিক্যাল বিজ্ঞানের প্রয়োগের দিকে বিকাশের সুযোগ দেওয়া হয় নাই। দেশের মধ্যে এখানে সেখানে ২।১টা টেক্‌নিকাল বা টেক্‌নোলজিক্যাল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই এমন বলা আমার অভিপ্রায় নয়। গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ট্যানারি স্থাপিত হইয়াছে। এখানে চামড়া ট্যান করা হয়, ট্যান্‌ড্ চামড়া বিক্রী হয় ও গবেষণা হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট মাত্র ১টি বিষয়ের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলে ফল অধিক কিছু হইতে পারে না। ই, আই, রেলওয়ের জামালপুরে প্রতি বছর শিক্ষানবীশ লওয়া হইয়া থাকে। ই, বি, রেলওয়ের কাঁচড়াপাড়াতেও এইরূপ বন্দোবস্ত আছে। শিক্ষানবীশ লওয়া হয়। কিন্তু মনে রাখিবেন এই দুই স্থানেই রেলওয়ের কার্য্যের সাহায্যের জন্যই ছেলেরা শিক্ষা পাইয়া থাকে। কর্পোরেশন ওয়ার্কশপে কয়েকজন শিক্ষানবীশ লওয়া হয়। ইহা ছাড়া ২।১টা ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানীতেও শিক্ষানবীশ লয়। সমস্ত জড়াইয়া দেখিলেও গোটা বাঙ্গালা দেশের পক্ষে আদৌ পর্য্যাপ্ত নহে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ইত্যাদি পাশ্চাত্য দেশসমূহে বহুসংখ্যক টেক্‌নোলজির স্কুল ও কলেজ বর্ত্তমান আছে। উহাদের সহিত তুলনা করিলে আমরা কিরূপ পশ্চাৎপদ তা বুঝা যাইবে। সেখানে শত শত ওয়ার্কশপ, টেক্‌নিক্যাল স্কুল ও কলেজ আছে; আর আমাদের যে ২।১টি আছে তা উহাদের ছোটগুলির তুলনায়ও নিকৃষ্ট।

প্রঃ—এই সম্পর্কে আপনি আরও কিছু বলিতে চান কি?

উঃ—একদিকে কলেজ, স্কুল ও অন্যদিকে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এই উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা চাই। ব্যবসা খোলাটা নির্ভর করিতেছে ওস্তাদ পাওয়ার উপর। অন্যদিকে ওস্তাদ ও শিক্ষানবীশ তৈরী ব্যবসার উপর নির্ভর করে। একটা বিপুল শিল্প-কেন্দ্র হইতে যে ধরণের অভিজ্ঞতা লাভ হয় একটা শিল্প কলেজ হইতে (আমেরিকার মত খুব বড় না হইলে) তাহা লাভ হয় না। তারপর ব্যবসায় উদ্যম-সৃষ্টির পক্ষে চেম্বার একটা শক্তি-বিশেষ। এই চেম্বারগুলিকে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য অর্থব্যয় করা ব্যবসার অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা উচিত। অবশেষে বক্তব্য এই যে, শিল্প ব্যবসায় চাঞ্চল্য আমাদের দেশে আসিয়াছে। আশা করা যায় একটা ভাল শিল্প ব্যবসার যুগ দেশে আসিতেছে। দেশের লোকের এই সময়টার সদ্ব্যবহার করা দরকার। ব্যবসা সম্পর্কে যে সব পত্রিকা ইত্যাদি আছে, সেগুলিরও যথেষ্ট সুযোগ লওয়া উচিত। দেশের লোকের সঙ্গে এগুলির যোগাযোগে ও সহযোগিতা হইলে বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে একটা বড় স্থান অধিকার করিবে বলিয়া আশা করি। কিন্তু বর্ত্তমান কালে সওদাগর ও ধনীদের এবিষয়ে একটা গুরুতর কর্ত্তব্য আছে। তাঁহাদের এই বেলা অবহিত চিত্তে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে।

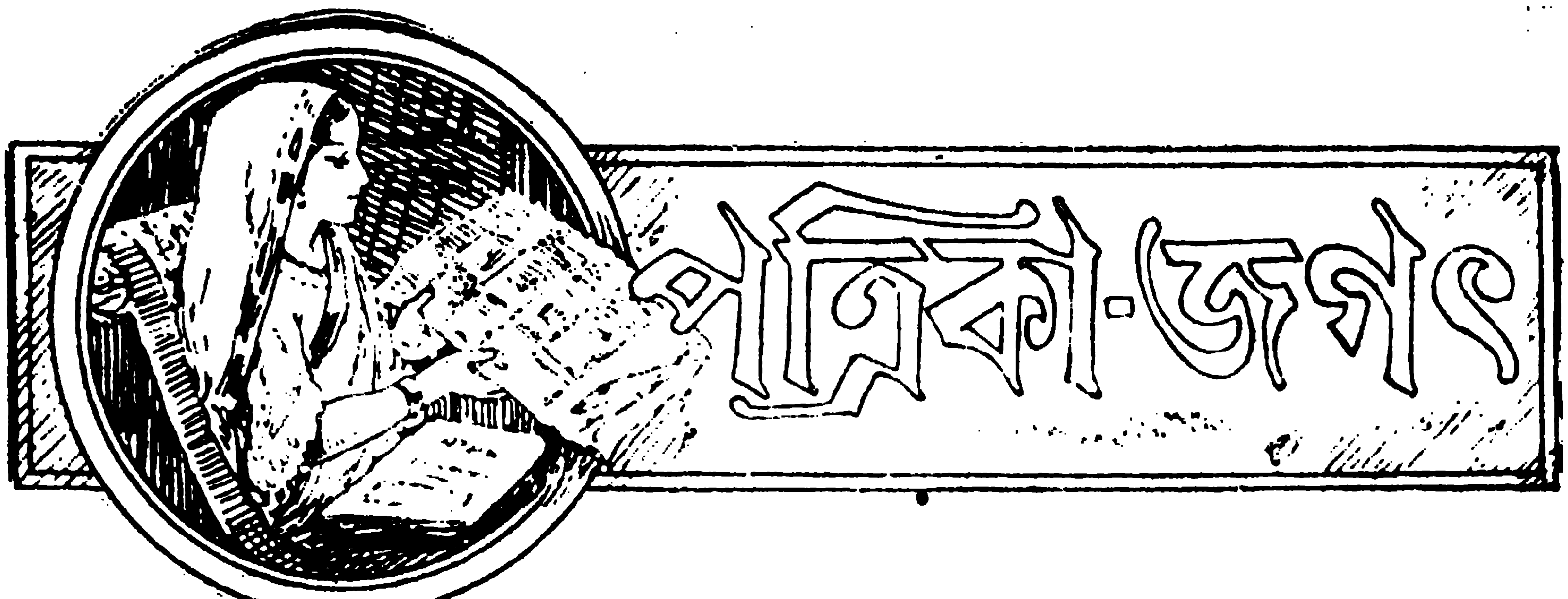

ইতালিয়ান মুদ্রায় স্থিরতা-প্রতিষ্ঠা ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাসন

এপ্রিল ১৯২৮ এর "জার্ণালে দেলি একনমিস্তি" নামক ধনবিজ্ঞান-পত্রিকায় ইতালিয়ান মুদ্রাসংস্কার-বিষয়ক তিনটা আইনের কথা-বস্তু বাহির হইয়াছে। এই সঙ্গে তিনটা পারিভাষিকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে,—(১) সাম্য-সম্বন্ধ, (২) সোনার তাল, (৩) সোনার সীমানা। এই আইন তিনটার জুড়িদার কতকগুলা আইন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মামলায়ও জরুরি। আইনগুলার তর্জ্জমা নিম্নরূপ :—

লিয়ারে-সোনায় সাম্য সম্বন্ধে সরকারী আইন, ২১ ডিসেম্বর, ১৯২৭

১। বাঙ্কা দিতালিয়া নামক সরকারী নোট ব্যাঙ্ক বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আজ হইতে প্রত্যেক নোটের বদলে জনগণকে সোনায় তাহার দাম সমঝাইয়া দিতে বাধ্য। বিদেশের যে সকল মুলুকে ব্যাঙ্ক-নোটের বদলে সোনা সমঝাইয়া দিবার রীতি আছে বাঙ্কা দিতালিয়া ইচ্ছা করিলে সোনা না দিয়া সেই সকল বিদেশী টাকাও দিতে অধিকারী।

সূক্ষ্ম সোনার ৭.৯১৯ গ্রাম=১০০ লিয়ার। এই সাম্য সম্বন্ধে সোনার ওজনমাফিক দাম স্থিরীকৃত হইল।

২। বাঙ্কা দিতালিয়ার জারি-করা নোটসমূহ আর সরকারী নোটসমূহ যতদিন পর্য্যন্ত আইনতঃ তাহাদের চালান আছে ততদিন পর্য্যন্ত ইতালির সর্ব্বত্র তাহাদের সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত মূল্য ভোগ করিবে। ১৯২৬ সনের ৭ সেপ্টেম্বর আর ১৯২৭ সনের ২৩ জুলাই তারিখের আইন অনুসারে যে সকল রূপার টাকা জারি করা হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধেও এই নিয়মই খাটিবে।

সরকারী বে-সরকারী সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানই এই সকল টাকা পূর্ব্ববৎ গ্রহণ করিতে বাধ্য। তাহাদের গতিবিধি কোনো নূতন উপায়ে নিয়ন্ত্রিত করা এই আইনের মতলব নয়।

৩। সোনায় 'অথবা বিদেশী "সোনার দেশের" মুদ্রায় বাঙ্কা দিতালিয়ার যে সব "রিজার্ভ" থাকিবে সবই তাহার লিয়ার-হিসাবের জমার খাতে গণ্য করা চলিবে। এইজন্য নং ১ ধারার সাম্য সম্বন্ধ মানিয়া চলিতে হইবে।

এই সাম্য-সম্বন্ধের হিসাবে বাঙ্কা দিতালিয়ার "রিজার্ভ যদি আইনসঙ্গত পরিমাণের চেয়ে বেশী মূল্যবান দেখা যায় তাহা হইলে অতিরিক্ত অংশটা গবর্মেণ্টের খাতায় জমা হইবে। আর তাহা হইতে নিম্নলিখিত খরচগুলা নির্ব্বাহ করা হইবে,—

(ক) বাঙ্কা দিতালিয়া নোট জারি করিয়া যে সকল কর্জ্জ লইয়াছে গবর্মেণ্টকে সেই কর্জ্জ শোধ করা যাইবে।

(খ) ১৯২৬ সনের ৬ মে তারিখের আইন অনুসারে বাঙ্কা দি নাপলি আর বাঙ্কাদি সিচিল্যা এই দুই ব্যাঙ্কের নোট জারি করিবার ক্ষমতা বাঙ্কা দিতালিয়ার হাতে আসিয়াছে। সেই সূত্রে এই দুই ব্যাঙ্কের সোনার "রিজার্ভ"ও বাঙ্কা দিতালিয়ার রিজার্ভের সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে; কিন্তু নং ১ ধারার সাম্য-সম্বন্ধের হিসাবে এই সোনার রিজার্ভের কাগজী (লিয়ার) দাম যথেষ্ট নয়। সেই খাকৃতি পূরণ করিবার জন্য "অতিরিক্ত অংশ"টা ব্যবহার করা যাইতে পারিবে।

(গ) ১৯২৬ সনের ৭ সেপ্টেম্বর তারিখের আইন অনুসারে বাঙ্কা দিতালিয়ার নিকট গবর্মেণ্টের যে ২,৫০০ মিলিয়ন লিয়ার ধার আছে তাহা ৯০ মিলিয়ন ডলারের সাহায্যে শোধ করিবার কথা। কিন্তু নং ১ ধারার সাম্য সম্বন্ধের হিসাবে এই ডলারের কাগজী (লিয়ার) দাম কিছু কমিয়া যাইবার কথা। এই খাকৃতি পুরণ করাও "অতিরিক্ত" অংশ হইতে চালানো যাইবে।

(ঘ) বাঙ্কা দিতালিয়ার হাতে গবর্মেণ্ট আর বিদেশের সঙ্গে লেনদেন সম্পর্কিত সরকারী প্রতিষ্ঠান বিদেশী "সোনার দেশের" টাকা তুলিয়া দিয়াছে। কিন্তু নং ১ ধারার সাম্য-সম্বন্ধের হিসাবে এই সব টাকার কাগজী (লিয়ার) দাম কিছু কম। এই খাকৃতি পূরণ করিবার জন্য "অতিরিক্ত অংশ" ব্যবহার করা চলিবে।

৪। আজ হইতে বাঙ্কা দিতালিয়া তাহার জারি করা নোটের ও অন্যান্য জরুরি দায়িত্বপূর্ণ বণ্ডের বা কর্জ্জের শতকরা ৪০ অংশ রিজার্ভে রাখিতে বাধ্য। এই রিজার্ভের জন্য সোনা অথবা বিদেশী "সোনার দেশের" টাকা ব্যবহার করা চলিবে।

বাঙ্কা দিতালিয়ার সকল নোটের পশ্চাতে জামিন থাকিবে এই রিজার্ভ আর তাহার অন্যান্য সকল প্রকার জমা। এই হিসাবে আজকাল যে কানুন চলিয়া আসিতেছে তাহার কোনো পরিবর্ত্তন ঘটিবে না।

"স্বর্ণ-তাল" মানের ইতালিয়ান স্বরূপ—সরকারী আইন ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮

১। ১৯২৭ সনের ২১ ডিসেম্বরের আইন মাফিক বাঙ্কা দিতালিয়া নিজ নোটের বদলে নোটের মালিককে তাল-সোনা দিবার ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু লিয়ারের পরিমাণ কম-সে-কম ৫ কিলোগ্রাম ভারি সোনার সমান না হইলে কাহাকেও সোনা দেওয়া হইবে না। সাম্য-সম্বন্ধ ১০০ লিয়ারে ৭.৯১৯ গ্রাম।

২। ঐ আইন অনুসারে বাঙ্কা দিতালিয়া ইচ্ছা করিলে বিদেশী সোনার দেশের টাকা দিয়া নোট (কাগজী লিয়ার) ভাঙাইয়া দিতে পারিবে। এই জন্য বিনিময়ের হার বাঙ্কা কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত করা হইবে। কিন্তু এই হার কখনই "সোনার সীমানার" চেয়ে অর্থাৎ যে হারে সোনা বিদেশে রপ্তানি হইতে পারে সেই হারের চেয়ে বড় হইবে না। এই "সোনার সীমানা" (গোল্ড পয়েণ্ট) নং ৪ ধারায় নির্দ্ধারিত করা হইতেছে।

৩। ইতালিয়ান মুদ্রার মূল্য বিদেশী "সোনার দেশের মুদ্রার মাপে যাহাতে "উর্দ্ধ নিম্ন" সোনার সীমানার ভিতর থাকিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য বাঙ্কা দিতালিয়া বাধ্য থাকিবে। এই উদ্দেশ্যে সোনা কেনা বেচা করা, বিনিময়ের বাজারে হস্তক্ষেপ করা তাহার অধিকারের অন্তর্গত। এই সীমানা দুইটার নির্দ্ধারণ-প্রণালী পরবর্ত্তী ধারায় বিবৃত হইতেছে।

৪। সোনা-রপ্তানি আর সোনা-আমদানির জন্য হারের সীমানা দুইটা সাম্য-সম্বন্ধের মাফিক রাজস্ব সচিব, মন্ত্রি-পরিষৎ আর বাঙ্কা দিতালিয়া কর্ত্তৃক এক সঙ্গে নির্দ্ধারিত করা হইল।

সোনার "উর্দ্ধ" ও "নিম্ন" সীমানা কাহাকে বলে সরকারী আইন, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮

সোনা রপ্তানির সীমানা আর সোনা আমদানির সীমানা সাম্য-সম্বন্ধের হিসাবে নিম্নরূপ নির্দ্ধারিত হইল,—১৯·১০ লিয়ারে এক ডলার পাওয়া গেলে সোনা রপ্তানি করিবার সীমানায় আসিয়া ঠেকিয়াছে বুঝিতে হইবে। অপর দিকে ১৮·৯০ লিয়ারে এক ডলার পাওয়া গেলে আমদানি-সীমানায় সোনা আসিয়াছে ধরিয়া লওয়া হইবে।

ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইল জর্ণাল

বোম্বাই ৩১শে মার্চ্চ ১৯২৮ সংখ্যায় আছে (১) কটন মিলসের ভবিষ্যৎ। (২) প্রতিযোগিতায় ল্যাঙ্কাসায়ার। (৩) ইণ্ডিয়ান মার্চ্চেণ্ট চেম্বার্সের প্রতিষ্ঠাতা—মান্যবর স্যার মনোমোহনদাস রামজি। ভারতীয় শ্রমিকদের কার্য্যে অপটুতা—মিথ্যাকথা (৫) ল্যাঙ্কাসায়ারে পারিশ্রমিক ও

কাজের ঘণ্টা। (৬) যুক্তরাষ্ট্রের কটন মিলে পারিশ্রমিক ও কাজের ঘণ্টা। (৭) নূতন বস্ত্র। (৮) ল্যাঙ্কাসায়ার কটন ইণ্ডাষ্ট্রী। (৯) তুলার বাজার। (১০) কৃত্রিম রেশম উৎপাদন-প্রণালী। (১১) ভারতীয় তুলা শস্য। (১২) ১৯২৭ সনের বোম্বাই শিল্পগুলি। (১৩) টেক্স্‌টাইল শিল্পগুলির কার্য্যাবলী। (১৪) ব্রিটিশ শিল্প ও ব্যবসা। (১৫) কানপুর বস্ত্র শিল্প। (১৬) কারখানার যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার। (১৭) লাট সাহেবকে বোম্বাই মিলওনার্স প্রদত্ত ভোজ। (১৮) বোম্বাই মিল কর্ত্তৃপক্ষগণের বার্ষিক সভা। (১৯) বোম্বাই চেম্বার্স অব কমার্সের সভা।

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইষ্টার্ণ ইঞ্জিনিয়ার"

মে সংখ্যা ১৯২৮। (১) ইঞ্জিনিয়ার ও ম্যালেরিয়া (২) ট্রেড ও টেকনিক্যাল বিষয় (সচিত্র) (৩) ভারতের কারেন্সি নোট প্রেস। (৪) ষ্টিল আর্চ্চ ব্রিজ (সচিত্র) (৫) টিউব ওয়েলস (সচিত্র) (৬) দক্ষিণ ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবসা। (৭) মোটরের কথা।

"ইণ্ডিয়ান এঞ্জিনিয়ারিং"

৫ই মে ১৯২৮। (১) কয়েক রকম ব্রিজ। (২) ভারতের আকাশ-পথ। (৩) রেশম পোকার পরাজয়। (৩) নদী-বন্যার প্রকোপ। (৫) ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং উন্নতি।

"আয়রণ এজ"

মার্চ্চ, ১৯২৮। (১) অল্প লোকের বেশী যন্ত্রপাতি উৎপাদন যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের উৎপাদন-ক্ষমতা ডবল হইয়া গিয়াছে (২) কনডুইট পাইপ, (৩) ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত, (৪) হুইলউইণ্ড এঞ্জিন (৫) ব্রিটিশ ইনষ্টিটিউট ও পিতল। (৬) ইয়োরোপের মিলের দর।

"জ্যর্ণালে দেলি একনমিস্তি এ রিভিস্তা দি স্তাতিস্তিকা"

এই ইতালিয়ান ধনবিজ্ঞান মাসিকের এপ্রিল সংখ্যাকে (১৯২৮) মুদ্রা-সংস্কার সংখ্যা বলিতে পারি। প্রথমেই গেল আইন তিনটার কথা-বস্তু। তাহার পর আটটা প্রবন্ধ। সবগুলাই লিয়ার, টাকাকড়ি, ব্যাঙ্ক, রাজস্ব, মূল্য, সূচী-সংখ্যা ইত্যাদি সংক্রান্ত রচনা। এই ধরণের রচনায় কোনো বাঙালী আজ পর্য্যন্ত কোনো দিন ইংরেজিতে বা বাংলায় হাত দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছে কিনা জানি না। যুবক বাঙলার অর্থশাস্ত্রীরা এই কথাটা ভাল করিয়া মনে রাখিলে দুনিয়ার বিজ্ঞান-সংসারে বাঙালীর বর্ত্তমান দুরবস্থা সহজেই আন্দাজ করিতে পারিবেন।

রচনাগুলা নিম্নরূপ :—(১) মুদ্রা-সংস্কার—রাজস্বসচিব কর্ত্তৃক আইন-বিশ্লেষণ, (২) কাগজী লিয়ারের (নোটের) বদলে সোনা দিবার ব্যবস্থায় ব্যাঙ্ক-ঘটিত কর্ম্মকৌশল (দেল ভেক্য), (৩) মুদ্রাব্যবস্থায় পুনর্গঠনের ফলে রাজস্বব্যবস্থার উনিশবিশ (বর্গাস্তা), (৪) লিয়ার-পুনর্গঠনের সাহায্যে সামাজিক সুবিচার ও সাম্য কতদূর রক্ষা করা সম্ভব (ভালুম), (৫) পাইকারি দর ও লিয়ার-পুনর্গঠন (তাল্যাকাণে) (৬) লিয়ার পুনর্গঠন, খুচরা দর ও মাহিয়ানার বাজার (মলিনারি) (৭) মুদ্রায় স্থিরতাস্থাপনের প্রভাবে ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য কোম্পানীর বর্ত্তমান অবস্থা (মাৎসুক্কেল্লি) (৮) লিয়ার-পুনর্গঠন ও বহির্বাণিজ্য (মর্ত্তারা)

"জুর্ণাল দেজ একোনোমিস্ত"

প্যারিসের ফরাসী ধনবিজ্ঞান পরিষদের মাসিক পত্রিকা। ১৫ এপ্রিল ১৯২৮ সংখ্যায় আছে,—(১) ফ্রাঁ বিষয়ক প্রথম লড়াই (লাপাপেল)। (২) বিনা অপব্যয়ে সাহারা মরুভূমির রেলপথ তৈয়ারী করা সম্ভবপর কিনা (ফালো), (৩) ফ্রান্সের সরকারী রেলপথ (সুভিরঁ) (৪) মুদ্রা-ব্যবস্থায় স্বর্ণমানের ভবিষ্যৎ (পমেরি)। লেখকের মতে পুরাপুরি স্বর্ণমানে আর স্বর্ণতাল মানে (গোল্ড-বুলিয়নষ্ট্যাণ্ডার্ডে) আসল প্রভেদ কিছুই নাই।

ফরাসী অর্থ-সাহিত্যে টাকাকড়ির আলোচনা

"গ্রন্থপঞ্জী"র ভিতর আমরা মাঝে মাঝে যে সকল বইয়ের নাম করিয়াছি তাহার ভিতর টাকাকড়ি-বিষয়ক ফরাসী গ্রন্থাবলী অন্যতম। অন্যান্য দেশের মতন ফ্রান্সেও মুদ্রা-সমস্যা যুদ্ধের পরবর্ত্তী যুগের একটা বড় কথা। বিশেষতঃ বিগত দুই বৎসর ধরিয়া এই সমস্যার একটা হেস্ত নেস্ত করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। কাজেই কারেন্সী-সাহিত্য ফরাসী ভাষায় বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে। "পত্রিকা জগতের" সূচীতেও তাহার কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছি।

অধ্যাপক উয়ালিদ

এখানে এযাত্রায় একটা বইয়ের নাম করিব। গ্রন্থকার উয়ালিদ। প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপক। ২৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ একখানা বই তাঁহার নতুন রচনা। রচনাটার সৃষ্টি বক্তৃতায়। ১৯২৬-২৭ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল বক্তৃতা দিয়াছেন সেইগুলাই বইয়ের আকারে দেখা দিয়াছে। রাজস্ব-বিষয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছে। বইটা "লে স ঁ স্যির লা মোনে এ লে প্রোবলেম্ মোনেতেয়ার" (টাকাকড়ি ও টাকাকড়ি-বিষয়ক তর্ক-প্রশ্ন সম্বন্ধে বক্তৃতা)।

"লেঁস" জাতীয় টেক্স্টবুক

"লেসঁ" জাতীয় বই ফ্রান্সে বিস্তর। ছাত্র পড়াইবার জন্য অধ্যাপক কর্ত্তৃক কখনো কখনো যে সকল প্রবন্ধ পাঠ করা হয় সেই সবই এই শ্রেণীর বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়। জার্ম্মাণিতেও এই শ্রেণীর বই অনেক। বস্তুতঃ ইয়োরামেরিকায় অধ্যাপকমাত্রেই কম সে কম নামজাদা অতি নামজাদা, বা নিম্-নামজাদা অধ্যাপকেরা ছাত্র পড়াইবার জন্য যে সব বক্তৃতা তৈয়ারী করেন সেই সবই গ্রন্থাকারে হাজির হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বক্তৃতা-গুলা একদম বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায় স্বরূপই লেখা হইয়া থাকে। আবার হয়ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে বক্তৃতাগুলা বইয়ের মশলা যোগায় মাত্র। পরে এই সব মশলা সাজাইয়া গুছাইয়া গ্রন্থস্থ করা দস্তুর। সোজা কথা অনেক বইই টেক্স্ট-বুক জাতীয় বস্তু ; অন্ততঃ পক্ষে টেক্স্টবুকের আকারে জন্মলাভ করে।

উয়ালিদের গ্রন্থে আছে কি চীজ? টাকাকড়ি সম্বন্ধে একাল-সেকালের পণ্ডিতেরা যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহার উপর বেশী কিছু বলা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। আসল কথা, বলা সম্ভবপর নয়ও। তাহা হইলে বইটা ছাপা হইল কেন? এই প্রশ্নটা যুবক বাঙলার পক্ষেও চিত্তাকর্ষক।

আমাদের দেশে একটা ধারণা আছে যে, বই যখন লিখিতে বসিয়াছ তখন এমন কিছু লেখা চাইই চাই যা "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি"। কিন্তু ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইংরেজ, মার্কিণ ইত্যাদি যুবক-ভারতের গুরু-বর্গ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কলম হাতে লয় না। তাহারা প্রত্যেক বৎসরই গণ্ডা গণ্ডা, ডজন ডজন নানা শ্রেণীর বই লিখিয়া চলিয়াছে। সেই বইগুলা যে একমাত্র ইস্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদেরই কাজে লাগে এমন নয়। উকীল, ব্যবসায়ী, হাকিম ডাক্তার সাংবাদিক, জননায়ক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকই এই সকল কেতাব ঘাঁটিয়া উপকার লাভ করে।

বাঙলায় বই লেখা

বাঙালীরা এইরূপ চেষ্টা করিবেনা কেন? দশ বিশ জন কেষ্ট বিষ্টু যাহা কিছু বলিয়া গিয়াছেন তাহা যখনই তোমার আমার মগজের ভিতর প্রবেশ করিল তখনই তোমার আমার মরমে এক একটা নিজস্ব কিছু,—অতি সামান্ত হইলেও সেটা নিজস্বই বটে,—সৃষ্টি করিয়া ছাড়ে। কাজেই এই সব বিষয়ে তোমার আমারও একটা কিছু বাঙ্‌লা ভাষায় লিখিবার অধিকার আছে।

ফরাসী পণ্ডিত উয়ালিদ টাকাকড়ি সম্বন্ধে এই ধরণের একটা নিজস্ব কিছু—অথচ একদম নিজস্ব নয়—বই ছাপিয়াছেন। আর এই বই সম্বন্ধে ফ্রান্সেরই একজন অতি নামজাদা কারেন্সী বিশেষজ্ঞ আলবেয়ার আফ্‌তালিঁ ও বলিতেছেন,—এই বইটা দু'একবার পড়িয়া গেলেই বারে বারে মনে হইবে যে, যখনই কোনো সমসাময়িক সমস্যা উপস্থিত হয় তখনই এই বইয়ের পাতা উল্টাইলে একটা না একটা যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা পাওয়া যাইবেই যাইবে। আর যত বার পাতা উল্টানো যাইবে ততবারই মনে হইবে যেন একটা নতুন কিছু শিখিতেছি।

অথচ মজার কথা, বইটার ভিতর নতুন কিছুই নাই। যুবক বাঙলায় যে সকল লোক এম, এ, বি,এল ইত্যাদি পাশের পর আজকে ৩০।৩২ বৎসরের কোঠায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহারা প্রতিদিনই এক কাঁচ্চা, আধ ছটাক, দেড় লাইন, আড়াই প্যারাগ্রাফ লিখিতে অভ্যাস করুন। তর্জ্জমাকে তর্জ্জমাই সই। সঙ্কলন বা সংক্ষিপ্ত সারই বা মন্দ কি? জগতের অতি নামজাদা লেখকেরাও নিজ নিজ বইয়ের অনেক জায়গাই (১) তর্জ্জমা আর (২) সঙ্কলন দিয়া ভরিয়া রাখেন। যে লোকটার গাঁটরি হইতে টাকাটা সিকিটা দোআনিটা বেহাত করা হইল ফুটনোটে বা ভূমিকায় তাহার নাম একবার করিলেই ল্যাঠা চুকিয়া যায়। এই প্রণালীতে হাত আর মগজ রপ্ত করিতে থাকিলে প্রত্যেকেই পাঁচসাত বৎসরের ভিতর বেশ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের প্রণেতা হিসাবে বাঙলার অর্থসাহিত্যে ইজ্জৎ পাইতে পারিবেন। চাই সম্প্রতি লেখার নেশা, বাতিক, অভ্যাস, সঙ্কল্প আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

রকমারি টাকাকড়ি

টাকাকড়ি সম্বন্ধে বই লিখিতে হইলে বলা দরকার হয় আর্থিক জীবনে টাকাকড়ির কাজকর্ম্ম। টাকাকড়ি কবে কোথায় কি আকারে দেখা দিয়াছে আর আজকাল কত ঢঙের টাকাকড়ি দেখা যায় তাহার বৃত্তান্তও চাই। এই সব কথাত উয়ালিদের বইয়ে আছেই। অধিকন্তু আছে মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জগতের কোন্ দেশে মুদ্রা ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহার আলোচনা। ভারত-সন্তান সাধারণতঃ এই বিষয়টা বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিতে অভ্যস্ত নয়। তাহা ছাড়া যুদ্ধের যুগের টাকাকড়ি আর যুদ্ধের পরবর্ত্তী যুগের টাকাকড়ি কোথায় কিরূপ আকারে দেখা দিয়াছে তাহার কথাও উয়ালিদের বইয়ে স্বতন্ত্র ঠাঁই পাইয়াছে। বইয়ের আর একটা আলোচ্য বিষয়,—"স্তাবিলিজাসিঅঁ" বা মুদ্রা-ব্যবস্থায় স্থিরতা-প্রতিষ্ঠা—ফ্রান্সে অবশ্য এখনো আসে নাই। কিন্তু অন্যান্য দেশে আসিয়াছে। অর্থাৎ যুদ্ধের যুগটা এখন সে-কেলে ইতিহাসের অন্তর্গত মাল।

টাকাকড়ির তত্ত্ব-কথা

আর একখানা ফরাসী বইয়ের কথা বলিব। লেখক টাকাকড়ি সম্বন্ধে তত্ত্বকথা প্রচার করিতেছেন। দুই খণ্ডে বড় বই লেখা হইতেছে। প্রথম খণ্ডেই আছে ৩৭০ পৃষ্ঠা। বইটার নাম "তেওরী দে ফেনোমেন মোনেতেয়ার" (টাকাকড়ি বিষয়ক ঘটনাবলীর দর্শন-কথা)। প্রথম খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে এই ঘটনাবলীর "স্তাতিক" বা স্থিতিশীল আকার প্রকার। "দিনামিক" বা গতিশীল আকার-প্রকারের দর্শন-কথা আলোচিত হইবে দ্বিতীয় খণ্ডে। লেখকের নাম রুফ্।

বহুসংখ্যক বাজারের সূচী-সংখ্যা

টাকাকড়ির চলাচল বুঝানো গ্রন্থকারের একটা

বিশেষত্ব। এই জন্য ফ্রান্সের বিভিন্ন সওদা, মজুরি, "অংশের" মূল্য ইত্যাদি বিষয়ক "কার্ভ" বা উৎরাই চড়াই-গুলা তুলনায় সমালোচনা করা হইয়াছে। সর্ব্বত্রই সূচী-সংখ্যার ছড়াছড়ি। বস্তুতঃ ছবিতে যাহা "কার্ভ" বা উৎরাই চড়াই অঙ্কে সেটা "সূচী সংখ্যা" ছাড়া আর কিছুই নয়। বহুসংখ্যক সূচী সংখ্যা একত্র করিলে একটা দেশের বাজার, টাকাকড়ি, দামের ওঠানামা, ইত্যাদি তথ্য বুঝিতে পারা যায়। ফরাসী মুল্লুকের বহুসংখ্যক বাজার এক সঙ্গে দেখানো রুফের এক বড় মতলব। আর্থিক জীবনে কেনা-বেচার সঙ্গে টাকাকড়ির "পরিমাণের" কি সম্বন্ধ তাহা বাহির করিবার জন্য এই সব বাজার-বিশ্লেষণ নেহাৎ জরুরি।

মুদ্রাবিজ্ঞানের পরিমাণ তত্ত্ব

লেখক বলিতেছেন,—"টাকাকড়ির পরিমাণের সঙ্গে কেনা-বেচার দামের যে সাম্য-সম্বন্ধ স্বীকার করা হইয়া থাকে তাহা পুরাপুরি যুক্তিসঙ্গত নয়।" এই সাম্য-সম্বন্ধটা ধনবিজ্ঞানের পারিভাষিকে "ইকুয়েশুন অব এক্‌স্‌চেঞ্জ (বিনিময়ের সাম্য-সম্বন্ধ) নামে সুপরিচিত। টাকাকড়ির "পরিমাণ-তত্ত্ব" (কোয়ান্টিটেটিভ থিওরি) নামে যে দর্শন দুনিয়ায় চলিতেছে তাহার এক বড় খুঁটা বা এক প্রকার একমাত্র খুঁটাই হইতেছে এই সাম্য-সম্বন্ধ। মার্কিণ পণ্ডিত ফিশার "বিনিময়ের সাম্য-সম্বন্ধ" নামক ইকুয়েশুনটার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বিখ্যাত।

রুফ্‌ ফিসারের বিরুদ্ধে রায় দিতেছেন;—কিন্তু এক বিচিত্র উপায়ে। তাঁহার মতে সাম্য-সম্বন্ধটা জলবৎ তরল বস্তু। তাহার জন্য কোনো প্রমাণাবলী দরকার হয় না। সেটা আবিষ্কার করার ভিতর এমন কিছু হাতী ঘোড়া নাইও। বরং এই সূত্রের ভিতর একটা গলদই আছে। কেননা তাঁহার মতে টাকাকড়ির "গতিবিধি" যতই বাড়িতে থাকে ততই এই সাম্য-সম্বন্ধে গলদ আসিয়া জুটে।

ট × গ'এর সঙ্গে "পরিমাণে"র সম্বন্ধ

মতটা অতিমাত্রায় আশ্চর্য্যজনক সন্দেহ নাই। ফিশার এই গতিবিধির কথাই এত বেশী আলোচনা করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ইকুয়েশুনের প্রধান কথাই হইতেছে এটা। যখনই আমরা টাকাকড়ি শব্দ ব্যবহার করি এখনই তাঁহার মতে আমাদের বুঝা উচিত যে, কোনো মুদ্রাটা দশ দশ বার হাত ফিরিয়া দশ দশটা মুদ্রার কাজ সারিতেছে, আবার কোনো মুদ্রাটা মাত্র একবার হাত ফিরিয়া একটা মুদ্রারই জীবন দেখাইতেছে। কাজেই ফিশার প্রত্যেক "ট"কে (অর্থাৎ টাকাকে) "গ" অর্থাৎ গতিবিধি দিয়া গুণ করিয়া বাজারে ভ্রাম্যমান "টাকার পরিমাণ" নির্দ্ধারণ করিতে অভ্যস্ত। আর এই ট × গ'এর উপরই তিনি তাঁহার সাম্য-সম্বন্ধ খাড়া করিয়াছেন। এই "গএর" ইজ্জৎ ইংরেজ পণ্ডিত কেইন্‌স্‌ এবং হট্রে এই দুই জনের চিন্তায় আর রচনায়ও খুব বেশী। অর্থাৎ এই সকল ধনবিজ্ঞানসেবীদের চিন্তায় টাকার পরিমাণের সঙ্গে টাকার গতিবিধির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্বীকার করা অতি প্রাথমিক কথা।

বাজার-দর ও টাকার গতিবিধি

এক্ষেত্রে ফরাসী পণ্ডিতের রায় মার্কিণ-ইংরেজ পণ্ডিত-দের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস করার মতন যুক্তি পাওয়া যাইতেছে না। কেননা টাকার পরিমাণের উপর যদি বাজার-দরের উঠানামা নির্ভর করে তাহা হইলে এই উঠানামা টাকার গতিবিধির উপরও নির্ভর করিতে বাধ্য। রুফ "পরিমাণ-তত্ত্ব" স্বীকার করিতেছেন অথচ "গতিবিধি"র বেলায় বাঁকিয়া বসিয়াছেন। এই চিন্তা-প্রণালীর ভিতর আসামঞ্জস্য সহজেই দেখা যাইতেছে। টাকার গতিবিধির উপর যদি বাজার-দরের উঠানামা নির্ভর না করে তাহা হইলে রুফের পক্ষে প্রথম হইতে পরিমাণ-তত্ত্বের বিরুদ্ধেই সটান খাড়া হওয়া উচিত। গতি-বিধি বাদ দিয়া টাকার পরিমাণ চিন্তা করা চলিতে পারে না।

বিনিময়ের হারে উঠানামা

বিনিময়ের অন্যান্য দফা সম্বন্ধে রুফের মতামত সুপ্রচলিত মতেরই এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। বিনিময়ের হার

উঠিতেছে নামিতেছে। কিন্তু এই উঠানামার ঝোঁক হইতেছে স্থিতিসাম্যে (ইকুইলিব্রিয়ামে) ফিরিয়া যাওয়া। দুই দেশের ভিতরকার সকল প্রকার আমদানি রপ্তানি বা কেনা-বেচা,—আসল কথা সকল প্রকার "দেনা পাওনা",—সাম্যে আসিয়া ঠেকিতে বাধ্য। আর তাহার ফলে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক দেশের বাজার-দরও অন্যান্য দেশের বাজার-দরের সঙ্গে একই আন্তর্জ্জাতিক ভূমিতে আসিয়া ঠেকে। এক দিকে স্থিতি-সাম্য অপর দিকে আন্তর্জ্জাতিক মূল্য-সাম্য বিনিময়ের ব্যবস্থায় দুইটা বড় আর্থিক তথ্য।

সোনার সীমানা ("গোল্ড পয়েণ্ট)

কথাগুলার ভিতর নূতনত্ব কিছু নাই। তবে একটা দফায় রুফ নূতন যুক্তি আনিয়াছেন। ফরাসীতে যাহাকে "পোয়া দ'র" বলে ইতালিয়ানে তাহার নাম "পুণ্ডি দেল্ অর"। ইংরাজিতে পারিভাষিক শব্দ হইতেছে "গোল্ড পয়েণ্ট"। তিনটা শব্দই এক। বাংলায় "পয়েণ্ট"কে বিন্দু বলিলে বিশেষ কিছু বুঝা যাইবে না। বিনিময়-হারের "বিন্দু" কি বস্তু? গোল্ড পয়েণ্ট"কে "সোনার সীমানা" ধরিয়া লইতেছি।

এই "সোনার সীমানা" জিনিষটা রুফ বেশ নতুন ধরণে বুঝাইয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যায় অন্যান্য বিনিময়, অদল-বদল বা কেনা-বেচা যে নিয়মে চলে দেশে দেশে সোনার কেনা-বেচা, দেনা-পাওনা, আমদানি-রপ্তানিও বিলকুল সেই নিয়মেই চলিয়া থাকে। একই অর্থনৈতিক সূত্রে অন্যান্য মালের মূল্য-সীমানার মতন "স্বর্ণ-সীমা"ও নির্দ্ধারিত হয়।

সোনা পাঠাইবার খরচ

দুই দেশের বা দুই বাজারের মালে মালে মূল্য প্রভেদ থাকিতে পারে কতটা? এক দেশ হইতে আর এক দেশে মাল পাঠাইবার খরচটা যতখানি একমাত্র ততখানি প্রভেদ থাকা স্বাভাবিক। তাহার বেশী যদি প্রভেদ থাকে তাহা হইলে মাল এক বাজার হইতে অন্য বাজারে আমদানি বা রপ্তানি হইতে বাধ্য। অর্থাৎ যান-বাহনের খরচটা হইতেছে "মালের সীমানা"র নিয়ামক। যেই সেই সীমানার কাছে বাজার-দর আসিয়া ঠেকে অথবা সেই সীমানা টপকাইয়া যায় তখনই মালের জগতে আমদানি রপ্তানি নামক ঘটনা ঘটিতে বাধ্য। মালের দুনিয়ায় যাহা ঘটিয়া থাকে সোনার দুনিয়ায়ও ঠিক তাহাই ঘটিতেছে। দুই দেশের সোনার দরে প্রভেদটা যেই সোনা পাঠাইবার খরচ অপেক্ষা কমবেশী হয় তখনই এক দেশ হইতে আর এক দেশে স্বয়ং সোনার চলাচল সুরু হয়। পাঠাইবার খরচটাই সোনার সীমানা নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেঃ সং
কলিকাতা।

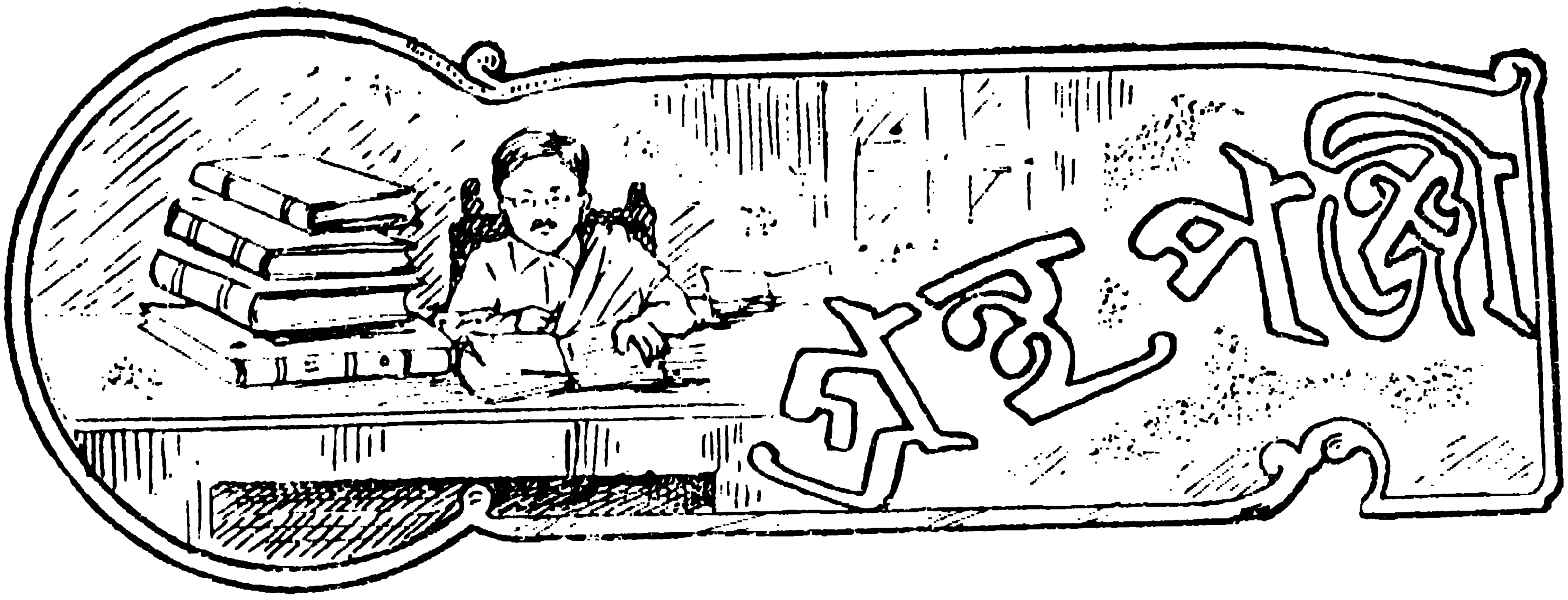

১। "গেল্ড উণ্ড আউস্সেন হাণ্ডেল" (টাকা কড়ি ও বহির্ব্বাণিজ্য),—রেৎপ্কে, ফিশার কোং, য়েনা, ১১৮ পৃষ্ঠা, ১৯২৫।

২। "ল্য প্রোব্লেম উভ্রিয়ে দেজ্ এতাজ্-উনি" (যুক্তরাষ্ট্রের মজুর-সমস্যা),—ফিলিপ, আলকাঁ কোং, প্যারিস, ৫৫৯ পৃষ্ঠা, ১৯২৭।

৩। "ল্যভ্বর সোসিয়াল ডু পারি-লিঅঁ-মার্সাই" (প্যারিস-লিঅঁ-মার্সাই রেল কোম্পানীর অনুষ্ঠিত মজুর-সেবা), —মরো,—প্যারিস, ১৯৯ পৃষ্ঠা, ১৯২৭।

৪। "লেস্ সিয়র লা মনে এ-লে প্রোব্লেম মনেতেয়ার" (টাকাকড়ি ও টাকাকড়ি বিষয়ক তর্কপ্রশ্ন),—উয়ালিদ, সিরে কোং, প্যারিস, ২২৬ পৃষ্ঠা ১৯২৭।

৫। "কেল্কেজ আস্পেক্ৎ দ' লেভোলিউসিঅঁ দে প্রি ও সিয়েক্ল্ দার্নিয়ে এ আঁ নোতর তাঁ" (বিগত শতাব্দীর ও আজকালকার মূল্য-বিষয়ক কয়েক কথা) ছিবেঁাজ্যো,—জিয়ার কোং, প্যারিস, ২২৪ পৃষ্ঠা, ১৯২৭।

৬। "তেওরী দে ফেনোমেন মনেতেয়ার (টাকা কড়ির তত্ত্ব), রুফ,—পেই ও কোং, প্যারিস, ৩৬৮ পৃষ্ঠা ১৯২৭।

৭। "ডেমক্রাসি অ্যাণ্ড ফিনান্স ইন চায়না" (চীনের গণতন্ত্র ও মুদ্রা), কিনওয়ে শা। কলাম্বিয়া য়ুনীভার্সিটী প্রেস, নিউইয়র্ক, ২১৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩·৫০ ডলার, ১৯২৬।

৮। "ল্যাণ্ড টেনিওর অ্যাণ্ড অ্যাগ্রিকালচারাল প্রডাকশুন ইন দি ট্রপিকস" (গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জমি ও কৃষি) এইচ, মার্টিন লিক, ডব্লিউ হেফার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ক্যাম্ব্রিজ, ১৩৯ পৃষ্ঠা, ৭ শিঃ ৬ পেঃ, ১৯২৭।

৯। "দি ওপিয়াম কোয়েশ্চন উইথ স্পেশ্যাল রেফারেন্স টু পার্শিয়া" (পারস্যের আফিম-সমস্যা), এ, আর, নেলিগান, জন বেল সন্স, ৮৪ পৃষ্ঠা, ১৯২৭।

১০। "রিলিজ্যন অ্যাণ্ড দি রাইজ অব ক্যাপিটালিজ্‌ম্" (ধর্ম্ম ও পুঁজি-বৃদ্ধি), আর, এইচ, টনি, জন মারে, লণ্ডন, ১০ শিঃ ৬ পেন্স, ১৯২৭।

১১। "রোমান্স অব্ দি কটন ইণ্ডাষ্ট্রী ইন ইংল্যাণ্ড" (ইংল্যাণ্ডের বস্ত্র-শিল্পের কাহিনী), এল, এস, উড অ্যাণ্ড এ, উইলমোর, অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, লণ্ডন, ২৮৮ পৃষ্ঠা, ৫ শিলিং, ১৯২৭।

১২। "হ্যাণ্ড স্পিনিং অ্যাণ্ড হ্যাণ্ড উইভিং (চরকার আর্থিক দিক্) এস, বি, পুন্তাম্বেকার ও এল, এস, ভর্দ্দারাচারী, অল-ইণ্ডিয়া-স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশ্যন, ২৩৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲ টাকা, ১৯২৬।

১৩। "এডুকেশ্যান ইন সোভিয়েট রাশিয়া" (সোভিয়েট রুশিয়ায় শিক্ষা), স্কট নিয়ারিং, দি প্লেবস্ লিগ্, লণ্ডন, ১৫৯ পৃষ্ঠা, ২ শিলিং, ১৯২৬।

১৪। "ভিলেজ আপলিফ্ট ইন ইণ্ডিয়া" (ভারতের গ্রাম্য উন্নতি) এফ, এল, ব্রাইন, রুরাল কমুনিটি কাউন্সিল, গুরগাঁও, ২১১ পৃষ্ঠা, ২৲ টাকা, ১৯২৭।

১৫। "ষ্টেট ক্যাপিটালিজম ইন রাশিয়া" (রুশিয়ার নয়া আর্থিক মতবাদের কেতাব) স্যাভেল জিমাণ্ড, রিসার্চ্চ ডিপার্টমেণ্ট, ফরেন পলিসি অ্যাসোসিয়েশ্যান নিউ ইয়র্ক, ৫০ সেণ্ট, ১৯২৬।

১৬। "সোশ্যালিজম ফর টু-ডে" (বর্ত্তমানের সমাজতন্ত্র), এইচ, এন ব্রেলস্ফোর্ড, দি নিউ লিডার, লণ্ডন, ১৪২ পৃষ্ঠা, ১ শিলিং, ১৯২৬।

বাংলায় কৃষির ভবিষ্যৎ*

অধ্যাপক শ্রীসিদ্ধেশ্বর মল্লিক, চুঁচুড়া কৃষিবিদ্যালয়

বাংলার সব চেয়ে বড় শিল্প হচ্ছে কৃষি। এই কৃষির দিকে এখন সকলের নজর দেবার সময় এসেছে। বাংলার অধিকাংশ লোকের অন্নের ব্যবস্থা হয় এই কৃষি-লব্ধ ধনে। আমাদের দেশের যন্ত্র-শিল্প এখন শিশু অবস্থায়। যন্ত্র-শিল্পে লোক খুব অল্পই নিযুক্ত আছে। অবশ্য কালে যন্ত্র-শিল্প নিশ্চয়ই বড় হয়ে উঠবে। তখনকার কথা ভিন্ন। এখন কৃষি ভিন্ন অন্য কোন অর্থ-উপার্জ্জনের পথ নাই। আর এক কথা,—আমরা যতই বর্ত্তমান যুগোপযোগী করে নিজেদের গড়ে তুলব ততই আমাদের নানারূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের দরকার। এসব জিনিষ আমাদের দেশে তৈরী হয় না। এগুলা আনতে হবে বিদেশ থেকে। কিন্তু তারাও ত বিনামূল্যে দেবে না। বিনিময়ে তাদের কিছু দিতে হবে। এখন আমরা তাদের এক কৃষিজাত শস্য ছাড়া আর কিছু দিতে পারি না। তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের নিজেদের বাঁচবার জন্যে এবং ভবিষ্যতে নিজেদের উন্নত জাতিরূপে গড়ে তুলতে—দুইয়ের জন্যে বর্ত্তমানে আমাদের কৃষির উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোন গতি নাই। এখন এই কৃষির উন্নতি কিরূপ করে সম্ভবপর তার কথা ভাবা যাক। আমার প্রথম কথা এই যে, কৃষির মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত প্রচুর খাদ্য-শস্য উৎপাদন। কারণ এই বিশাল ৫ কোটি লোকের দেশে খোরাক যোগান একটা মস্ত সমস্যা। আর এটাও ঠিক—কোন সময়ে যে এতগুলি লোকের বেশ উপযুক্ত অর্থ উপায়ের ব্যবস্থা করা যাবে তাও মনে হয় না। এরূপ লোকবহুল দেশে চিরদিনই কিছু লোক বেকার বসে থাকবে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে এদেশে যদি সস্তায় খাবার না পাওয়া যায় তাহলে অধিকাংশ লোককে অনাহারে বা অল্পাহারে দিন কাটাতে হবে। যদি সস্তায় লোকে খেতে পায় তাহলে কোন দিনই দারিদ্র্য লোককে পীড়ন করবে না। এখন তাহলে খাদ্য-শস্যের চাষের উপরই আমাদের সকল চেষ্টা প্রয়োগ করতে হবে। কি জনসাধারণ, কি সরকার সকলের সামনেই এই মহান্ উদ্দেশ্য রাখতে হবে। প্রত্যেকের জমির দুই-তৃতীয়াংশ খাদ্য শস্য এবং বাকী এক-তৃতীয়াংশ অন্য ফসলের জন্যে রাখা যেতে পারে। উপরে যা বলা হল তা হল আমাদের ঘরের সমস্যা অর্থাৎ ঘরের লোকেদের পেট পূরে খাওয়াবার ব্যবস্থা। এখন বাহিরের কথাও ত ভাবতে হবে। দেশকে ত দুনিয়ার উন্নত জাতিদের সঙ্গে টক্কর দিবার সমান শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। তার জন্যে চাই টাকা ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। এসব ত আর আমাদের দেশে নাই। এসব ত বাহির হতে আমদানি করতে হবে। বাহিরেও আমাদের এখানকার জিনিষ পাঠাতে হবে। তার জন্যে আমাদের বাহিরের সঙ্গে ব্যবসা বাড়াতে হবে। কিন্তু এখন হচ্ছে কি? দিন দিন দেখা যাচ্ছে বাহিরের সবাই আমাদের দেশের সঙ্গে কারবার বাড়াচ্ছে আর আমাদের কারবার বাহিরের লোকের সঙ্গে কমে যাচ্ছে অর্থাৎ আমরা কিনছি বাহিরের জিনিষ বেশী আর বাহিরে বেচছি কম। এই দেখুন না চালের কারবারে—এই গত সালে বাহিরে মাত্র আমরা ৪০ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬৬৩ মণ চাল পাঠিয়েছি আর ১৯২৩ সালে ১,১০,৫২,১৪০ মণ—প্রায় কোটি মণেরও উপর। অর্থাৎ বাহিরের সঙ্গে আমাদের চাউলের কারবার অর্দ্ধেক হয়ে গেছে। আর যদি ঐ সময়ে বাহিরের দ্রব্য এদেশে কিরূপ আমদানি হয়েছে দেখেন তাহলে দেখবেন যে আমদানি বেড়েছে। তাহলেই আমরা ঋণী হয়ে পড়ছি। আগে আমাদের চালের ব্যবসা পৃথিবীর সবার চেয়ে বড় ছিল; কিন্তু বর্ম্মা সায়াম, ইন্দোচীন আমাদের বাজার কেড়ে নিচ্ছে। তিসির

* "বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স"-ভবনের উদ্যোগে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

বাজারে আর্জ্জানটাইনের সঙ্গে টক্কর দিতে পারছি না। এখন এমন দুর্দ্দশা হয়েচে যে, বর্ম্মা থেকে চাল, আলু, অষ্ট্রেলিয়া থেকে গম এসব না এলে দেশের লোকে খেতে পায় না। এর প্রতীকার না করলে দেশের যে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা হবে তা ভাবতেও সাহস হয় না। এই সমস্যা সমাধানের জন্ত এখন সকলকে মনোনিবেশ করতে হবে। আজ আমরা যাহারা শিক্ষিত তাদের কাছে দেশ এই সমস্যার সমাধান চায়।

এখন আমরা বাংলায় দেখছি যে, ৮৪৯,১১,৪০০ বিঘায় —প্রায় ৮ কোটি বিঘায় চাষ হয়। আর বাংলার মোট জমির পরিমাণ হচ্ছে ১৪,৭৩,৭০,১৯৪ বিঘা—প্রায় ১৪ কোটি বিঘা। অর্থাৎ মোটামুটি বাংলায় এখনও অর্দ্ধেক জমি অনাবাদি পড়ে আছে। তার মধ্যে অবশ্য সব জমিতে কিছু চাষ করা যাবে না; কিন্তু তার সিকি জমিও যদি আবাদি জমিতে হাসিল করা যায় অর্থাৎ মোটামুটি দেড় কোটি বিঘাও চাষ করা যায়, তাহলে যদি বিঘায় ১৫ টাকাও ধরা যায় তবে প্রায় ২২ কোটি টাকা দেশের বাড়ে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের হতাশ হবার কিছুই নেই। ভগবান আমাদের সম্পদ্ দিয়েছেন যথেষ্ট; কিন্তু আমরা নিজেরা অকর্ম্মণ্য তাই এত দুর্দ্দশা। এখন এই যে জমি পড়ে আছে তার নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে। আপনি বাংলাদেশে এক এক স্থানে দেখবেন যে, সেখানে এক বিঘা জমি পাওয়াও দুষ্কর,—যেমন ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা। আবার যান মেদিনীপুর বাঁকুড়া মুর্শিদাবাদে। লক্ষ লক্ষ বিঘা পতিত পড়ে আছে। বাঙ্গালী চাষীকে যতই দোষ দিন এটা কখন বলতে পারবেন না যে, সে চাষ জানে না। যেখানে সে উপযুক্ত সুযোগ পেয়েছে সে সেখানে দুনিয়ার কোন চাষীর চেয়ে ছোট নয়। অনেক সময় আমেরিকার ও বিলাতের নজীর দিয়ে অনেকে দেখাতে আসেন যে, আমাদের চাষীরা বড়ই নিকৃষ্ট। কিন্তু যাঁরা এই দুই দেশের চাষ দেখে এসেছেন তাঁরা জানেন যেখানে উপযুক্ত সাহায্য ও সুযোগ পেয়েছে সেখানে আমাদের চাষী অন্য দেশের চাষী থেকে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। কিন্তু যেখানে সে সাহায্য বা সুযোগ পায় না সেখানে সে অন্য দেশের কাছে হেরে যায়। এই ধরুন বাঁকুড়ায় যারা চাষ করে, তাদের জল নেই। বলুন ত তারা অন্য দেশের চাষীর সঙ্গে কিরূপে টক্কর দিবে। তারপর অন্যদেশে চাষীদের সাহায্য করবার জন্যে সেখানকার সরকার আছে ও জনসাধারণ আছে। আর এখানে চাষীকে সাহায্য করবার জন্যে কি সরকার কি জনসাধারণ কেহই ব্যস্ত নয়। তবে আশা হয় বোধ হয় এখন সকলে বাধ্য হয়ে এই উপেক্ষিত চাষীর দিকে নজর দেবেন; কারণ বাংলার জীবন-কাঠি মরণ-কাঠি তারই হাতে। এ বোধটা অল্পবিস্তর সবার মনে এসেছে।

যাক এখন ঐ দেড় কোটি বিঘাকে আবাদী জমি করতে গেলে দরকার জলের। ঐসব জমি পতিত আছে জল নেই বলে। জলের ব্যবস্থা হোক ওখানে সোনা ফলবে।

বাংলা দেশে জলের ব্যবস্থা কতটুকু জমিতে আছে? মোট ৪১,২৪,৩২৪ বিঘা—প্রায় ৪০ লক্ষ বিঘায়। বাংলার চাষ হয় ৮ কোটি বিঘা জমিতে—জলের বন্দোবস্ত আছে মাত্র ৪০ লক্ষ বিঘায় অর্থাৎ কুড়ি ভাগের একভাগ জমিতে মাত্র ভাল চাষ হতে পারে। আর শুনবেন সরকার কতটুকু জমিতে জলের বন্দোবস্ত করেছেন? ৫৬১,৭৩৮ বিঘায় অর্থাৎ শতকরা ১ ভাগেও নয়। আর সরকার কথায় কথায় বলেন তাঁরা চাষীর সবচেয়ে বড় বন্ধু! এখন জলের বন্দোবস্ত না হলে বাংলায় চাষ বন্ধ হয়ে যাবে। সরকার সিন্ধুদেশে, পাঞ্জাবে অগাধ টাকা ঢালবেন আর এখানকার বেলায় টাকা নাই! বালী ব্রিজের জন্য চার কোটি টাকারও অভাব হল না। গ্রাণ্ড ক্যানালের দরদে সরকার একেবারে ভারি দরদী! আর বাংলার অর্দ্ধেক একেবারে মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে তার দিকে দৃষ্টি নাই। সেদিন মহামতি স্যর উইলিয়ম উইলকক্স তাঁর বক্তৃতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান হলে যা বলেছেন তা প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয়ে গ্রথিত থাকা দরকার। তিনি বলেছেন আজ বাংলা দেশে মরা নদীর ও বিলের উদ্ধার করার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে। বাংলা তার জলের বন্দোবস্ত চিরদিনই করে এসেছে। সে আজকার মত কোন দিন আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকে নাই। তার খালে, বিলে পুকুরে, বর্ষার ঘোলা জল আটকে থাকত। তারপর সেইজল চাষে লাগত।

এখন সেসব মজে গেছে। তার পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থাও তিনি বলেছেন। তাতে খরচ লাগবে ১৫ কোটি টাকা। অর্দ্ধেক বাংলাকে রক্ষা করবার জন্য এই ১৫ কোটি টাকা কিছুই নয়। আর বৎসরে পাট থেকে মাশুল আদায় হয় ৩ কোটি টাকা। এটাকা ভারত গবর্মেণ্টের পকেট থেকে আমাদের নিতেই হবে।

এর জন্যে লড়াই দিতে সবাইকে প্রস্তুত হতে হবে। আজ যদি বাংলাকে শ্মশান না করতে চান তাহলে বাংলায় জলের বন্দোবস্ত করবার জন্যে সরকারের নিদ্রাভঙ্গ করতে হবে। শুধু রয়েল কমিশনের ব্যবস্থা করলেই কৃষির উন্নতি হবে না। সরকারকে স্পষ্ট ভাবে বলতে হবে। জল না হলে বাংলা দেশে কৃষির উন্নতি অসম্ভব। এ ত গেল নূতন জমি হাসিল করবার কথা। এখন আমাদের যে আট কোটি বিঘা জমিতে চাষ হয় তার উন্নতির দিকেও তাকাতে হবে। কারণ নূতন জমি হাঁসিল হল ভবিষ্যতের কথা। আর বর্ত্তমানের কথা হচ্ছে যে জমিতে ফসল হচ্ছে কিরূপে তার পরিমাণ বর্দ্ধিত করা যায়।

এখন যে জমিতে চাষ হয় তার মধ্যে ভাদুই ফসল অর্থাৎ আউস, পাট, শণ হয়— ২,৫৭,৮১,৭০০ বিঘায়

অগ্রাহায়ণী ফসল—আমন ধান ৪,৭৪,৭৩,৩০০ বিঘায়

রবি ফসল—ডালকলাই, সরিষা ১,১৪,৫৬,৭০০ বিঘায়

বাংলা দেশে মোটামুটি যে জমিতে চাষ হয় তার মধ্যে:—

	বিঘা	ফসল
ধান	৬,২৬,০৭,০০০	২০,৮৪,৬৭,০০০ মণ
গম	৩,৭৮,০০০	৬,৭৫,০০০ মণ
ইক্ষু	৬,১৮,০০০	৫৬,৭০,০০০ মণ
চা	৫,৪৫,৪০০	৮৭,১২১,২০০ পাউণ্ড
তুলা	২৩,১০০	২৪,০০০ গাঁট (দুইমণি)
পাট	৭৫,৭২,০০০	৬৯,২২,০০০ গাঁট (পাঁচমণি)
তিসি	৩৬৩,০০০	৭১৩,০০০ মণ
সরিষা	২২,১১,০০০	৩২,৯৪,০০০ মণ
তিল	৪৭৭,০০০	৬৪৮,০০০ মণ
ছোলা	৩৯০,০০০	৯১৮,০০০ মণ।

উপরের ফর্দ্দ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ধানই আমাদের প্রধান শস্য। এখন দেখা যাচ্ছে যে, ধান মোট প্রায় কুড়ি কোটি মণ সাধারণতঃ বছরে জন্মায়। এই কুড়ি কোটি মণে আমাদের প্রায় পাঁচ কোটি লোকের মাত্র খাওয়া কুলাতে পারে। তাহলে আর আমরা বাহিরে কিছুই পাঠাতে পারব না। আবার দুই এক বৎসর অন্তর অজন্মা লেগেই আছে। অতএব এতে আমাদের কুলাতে পারে না। আমাদের ফলন বাড়াতেই হবে।

এখন জাপানের কথা বলি। সেখানে ২,৩০,৮৫,০০০— প্রায় আড়াই কোটি বিঘায় ধানের চাষ হয়; আর তার ফলন ২৯,১৬,৫৪,০০০—প্রায় ২৯ কোটি মণ। তাহলে দেখুন আমাদের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র জমি চাষ করে আমাদের প্রায় দেড়গুণ ফসল উৎপন্ন করে। আমাদের বিঘায় যেখানে গড়ে তিন মণ সাড়ে তিন মণ দাঁড়ায়, তাদের দাঁড়ায় প্রায় দশ মণ। বুঝবেন যে, এখনও আমরা আরও কতখানি উৎপাদন-শক্তি বাড়াতে পারি। এই এক ধান যদি আরও ২০ কোটি কি ২৫ কোটি মণ বেশী উৎপাদন করতে পারি তাহলে দেশবাসীকেও সস্তায় খাবার যোগাতে পারব আর উদ্বৃত্ত শস্য বাহিরে পাঠিয়ে সেখান থেকে টাকা আমদানি করেও দেশকে সমৃদ্ধিশালী করা যাবে। আর ধানের চাহিদা দুনিয়ায় বেড়েই চলবে। কারণ পৃথিবীর লোক-সংখ্যা যত বাড়বে খাদ্যশস্যের চাহিদাও তত বাড়বে। গমের চাষ যেখানে সেখানে হবেনা; কিন্তু ধানের চাষ সেই পেশোয়ার থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত কি ঠাণ্ডা কি গরম সকল স্থানেই চলতে পারে। সেই জন্য সবাইকে ধানের উপর নজর দিতে হবে। আমাদের তাই আজ ধানের ফলন কিরূপে বাড়ান যায় তার কথাই ভাবতে হবে।

তারপর আকের কথা। আমাদের বাংলা দেশের উত্তরে আকের চাষের উপযোগী যথেষ্ট জমি আছে। আমাদের দেশে মোট প্রায় ৬ লক্ষ বিঘায় প্রায় ৫৬ লক্ষ মণ গুড় হয়। কিন্তু

ফিজিতে প্রায় এক লক্ষ বিঘা জমিতে ৬০ লক্ষ মণ গুড় হয়। তাহলেই বুঝুন যদি আমরা গুড়ের ফলন বাড়াতে পারি আর গুড় যদি পড়তায় সস্তা হয় তাহলে সেই গুড়কে চিনিতে পরিণত করে বাজারে জাভা চিনির সঙ্গে টক্কর দেওয়া চলতে পারে; কারণ আমরা যদি গুড়ের সাড়ে তিন টাকা মণ পড়তা করতে পারি তাহলে সে গুড় পরিষ্কার করে যে চিনি হবে জাভার চিনির সঙ্গে তার একই দাম পড়বে।

তারপর তুলার কথা। আমাদের ত্রিপুরা চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনেক তুলার জমি পড়ে আছে। সেখানে উন্নত প্রকারে তুলার চাষ করতে পারলে সারা বাংলার তুলার চাহিদা মিটতে পারে। চট্টগ্রামের তুলার আঁশ ছোট। সেখানে ভাল তুলার জাত সৃষ্টি করা উচিত। তারপর যদি সেচের বন্দোবস্ত করা যায় তা হলে তুলার আঁশ বড় হতে পারে। পাটের চাষ আর বাড়ান উচিত নয় কিন্তু পাটের ফলন যাহাতে বেশী হয় তাহার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করতে হবে।

তারপর তৈলবীজের কথা। বাংলায় সরিষা, তিসি প্রভৃতির চাষ বাড়ান উচিত। বড়ই দুঃখের কথা আমরা একটি ফসল করেই সন্তুষ্ট থাকি। আমরা এক জমিতে কিরূপে একাধিক ফসল উৎপন্ন করতে পারি তার কথা ভাবি না। এখন সেই সব ভাববার সময় এসেছে।

আজ তাই একদল কর্ম্মী গড়ে উঠার সময় এসেছে যারা বিশদভাবে এই সমস্যার কথা চিন্তা করবেন এবং বাংলার প্রত্যেক প্রধান জেলায় এক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করবেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি এক একটি সমস্যা সমাধানে নিযুক্ত থাকবে।

এই ধরুন না জলের কথা। এর জন্যে বিশেষ গবেষণা হওয়া উচিত। এক একটি কূপ খননের কত ব্যয় হতে পারে বা পুষ্করিণী খনন করতে কিরূপ খরচ হওয়া উচিত, জল উত্তোলনের কিরূপ যন্ত্র হওয়া উচিত এসব সম্বন্ধে সাধারণকে উপদেশ দিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত হওয়া দরকার। আমাদের যেটুকু জ্ঞান তাতে দেখেছি একটি এক বিঘা পুষ্করিণী খনন করতে ২০০০৲ টাকা খরচ হয়। তাহা হতে দশ বিঘা জমিতে সেচ দেওয়া যেতে পারে। একটি কূপ খনন করতে ২।৩ শত টাকা খরচ হয়। তাহাতে তিন হতে চার বিঘায় সেচ চলতে পারে। টিউব ওয়েল সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অল্প, সেই জন্য কিছু বলতে পারলাম না; তবে অন্ততঃ তিন বা সাড়ে তিন ইঞ্চি টিউব ওয়েলের দরকার। খরচ দেড় হাজার টাকা। ২৫-৩০ বিঘায় সেচ হতে পারে।

জলের পরেই বীজের সমস্যা। নূতত নূতন ফসলের বীজ এদেশে প্রচলিত হওয়া উচিত। তজ্জন্য গবেষণার বিশেষ প্রয়োজন। প্রত্যেক দেশে এজন্য গবেষণা চলছে। আমাদের দেশেও চলা উচিত।

বীজের পরে সারের কথা। দেশে এক রেড়ী ও সরিষার খইল ছাড়া অন্য কোন সারের ব্যবহার হয় না। কিন্তু আরও অনেক বিভিন্ন সার আছে তাহার প্রচলন হওয়া দরকার এবং নানা সার লইয়া গবেষণা হওয়া দরকার।

তারপর কৃষিযন্ত্রের কথা। এখন দেশে নানা নূতন কৃষিযন্ত্রের প্রচলন দরকার হয়ে পড়েছে। দেশে এখন শ্রমজীবীর বেতন বেড়ে গেছে। সেই জন্য যন্ত্র-সাহায্য ভিন্ন সে উপযুক্ত কার্য্য দিতে পারে না। তাহার উপর আজকাল বৃষ্টি কমে গেছে; সেই জন্য আমাদের লাঙ্গলের পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার এবং ভারি কৃষিযন্ত্রের দরকার যাহাদ্বারা গভীর চাষ চলতে পারে। কারণ গভীর করে চাষ না দিলে গাছ নীচে শিকড় নামাতে পারবে না এবং নীচে না শিকড় নামালে সে তাহার আহার্য্য সন্ধান করতে পারবে না এবং অধিক ফল দানে সমর্থ হবে না।

শেষের কথা হল ব্যবসার কথা। উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের কথাটী বড় কম সমস্যা নয়। এ সমস্যা সমাধান করতে হলে আমাদের সমবায় সমিতি গঠন করতে হবে। এই কার্য্যে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ব্রতী হতে হবে। আজ যদি প্রত্যেক গ্রামে আমরা এক একটি সমিতি গড়ে সেই গ্রামের ফসল বিক্রয় করতে পারি, তা হলে আমরা গ্রামবাসীর অনেক উপকার করতে পারি। দশে মিলে কাজ করার যে কি সুবিধা দুনিয়ায় যাহারা উন্নত জাতি তাহারাই বুঝেছে এবং বাঙ্গালী যতদিন না দশে মিলে কাজ করতে পারবে ততদিন তাদের কোন উন্নতি নাই।

যে সব গ্রামে পতিত জমি আছে সেই সব স্থানে ভাল

জমি দেখে দুই তিনজন শিক্ষিত ব্যক্তির যুক্তভাবে কৃষিকার্য্য করতে যাওয়া উচিত। ৩০ হতে ৫০ বিঘা, জমি খরিদ করতে ২ হতে চার হাজার টাকা প্রয়োজন এবং মূলধনও ঐরূপ চাই। অর্থাৎ অন্ততঃ ৫ হাজার টাকা সর্ব্বমুদ্ধ প্রয়োজন। এই পাঁচ হাজার টাকায় বৎসর দেড় হতে দুই হাজার পর্য্যন্ত লাভ হতে পারে এবং এই কৃষিকার্য্যের সহিত তাহারা একটি সমবায় আড়ৎ রাখতে পারেন। তাহাতেও কমিশন বাবদ আরও পাঁচ ছয় শত টাকা লাভ হবে। সর্ব্বশুদ্ধ এক একজন গড়ে বৎসরে ৫ শত হতে সাত শত টাকা খাই খরচা বাদে মুনাফা করতে পারেন এবং তাঁহারা গ্রামের ও নিজেদের যথেষ্ট উন্নতি করতে পারেন; তাঁহাদের বৎসরের লাভ হতে জমিয়ে ছোট ছোট চালের ডালের কল প্রভৃতি স্থাপন করতে পারেন মোটরলরীর ব্যবসাও খুলতে পারেন। সারের কারখানা খুব লাভজনক কার্য্য। এইরূপ নানা শিল্প গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে এবং এই সব শিল্পই পরে বিরাট যন্ত্র-শিল্পে পরিণত হয়ে দেশকে জগতের মধ্যে ঐশ্বর্য্যশালী করে গড়ে তুলবে।

আর্থিক চিন্তায় রোম ও মধ্যযুগের ইয়োরোপ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্, এ, বি, এল্, হাজারীবাগ

(১)

রোমের আর্থিক চিন্তা

গ্রীসের পতনের পর রোমের অভ্যুত্থান। পতনের সহিত গ্রীসের সকল গৌরব রোমের বিরাটত্বের মধ্যে লুপ্ত হইল। তথাপি এক আইন-তত্ত্ব বা "জুরিস্‌প্রুডেন্স্" ব্যতীত রোমের সবকিছুই গ্রীক্ সাধনার ফল।

গ্রীক্ ও রোমাণদের মধ্যে তফাৎ এই যে, গ্রীক্‌রা ছিলেন ভাবুক আর রোমাণরা ছিলেন কর্ম্মবীর ও সৈনিক। গ্রীক্ সভ্যতার বিশেষ দান দর্শন, যাহা পরবর্ত্তী যুগের নীতি ও অর্থনীতি বিকাশের সাহায্য করিয়াছে, আর রোমাণ সভ্যতার বিশেষ দান "ইনষ্টিটিউশন্" বা প্রতিষ্ঠান, সভা-সমিতি ইত্যাদি স্থাপন, যাহা আইন ও রাষ্ট্রনীতি প্রসারের সহায়তা করিয়াছে।

রোমের আর্থিক চিন্তার কথা প্রধানতঃ আইনজ্ঞ দার্শনিক এবং কৃষি-বিষয়ক লেখকদের রচনা হইতেই পাওয়া যায়।

আইনজ্ঞদের আর্থিক চিন্তা

রোমাণ মৌলিক গবেষকদের অধিকাংশই আইনজ্ঞ এবং আইনের মধ্যেই উৎকৃষ্ট রোমাণ চিন্তাগুলির সহিত মোলাকাৎ হয়। তাঁহারা সাক্ষাৎভাবে ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে কোথাও কিছু না বলিলেও কতকগুলির মধ্যে আর্থিক তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—(১) "য়ুস নাতুরেল"। তাঁহারা প্রকৃতিগত নিয়ম এবং মানব-প্রবর্ত্তিত নিয়মের মধ্যে পার্থক্য করিতেন। নাগরিকদের জন্য যে বিধি ছিল তাহাকে "য়ুস সিভিল" বলা হইত। বিদেশীদের জন্য যে বিধি তাহাকে "য়ুস গেন্টিয়ুম" বলা হইত। "য়ুস সিভিলে"র উপর লৌকিক আচার-ব্যবহারের প্রভাব যতখানি ছিল, "য়ুস্ গেন্টিয়ুমে"র উপর ততখানি ছিল না। গ্রীকদের প্রকৃতিগত নিয়ম সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তাহার সহিত মিলিত হইয়া "য়ুস গেন্টিয়ুম" পরে "য়ুস নাতুরেল" নামে অভিহিত হয়। (২) সম্পত্তি ও চুক্তি। পূর্ব্বে সম্পত্তির উপর কাহারো ব্যক্তিগত অধিকার ছিল না। সম্পত্তি ছিল সমস্ত পরিবারের, কেবল মাত্র কর্ত্তাই অর্থাৎ "পাতার ফামিলিয়াস" সম্পত্তি বিলাইয়া দিতে সমর্থ ছিলেন। গ্রীক দার্শনিক-দিগের অনুপ্রেরণায় এবং "য়ুস নাতুরেলে"র আদর্শে আইনজ্ঞরা গোষ্ঠী বা পরিবারকে আর সমাজের জীবন-

কেন্দ্র বলিয়া স্বীকার করিলেন না, ব্যক্তিগত অধিকারের উপর জোর দিলেন। সুতরাং ব্যক্তিগত সম্পত্তি চুক্তি করিয়া হস্তান্তর করা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া স্বীকৃত হইল। অর্থাৎ ব্যক্তির চুক্তি করিবার ক্ষমতা অপরিমেয় হইল।

(৩) মুদ্রা ও সুদ। বিনিময়ঘটিত আর্থিক কার্য্যকলাপে মুদ্রার উপকারিতা সম্বন্ধে এই আইনজ্ঞদের ধারণা যথেষ্টই ছিল। তাঁহারা এ কথাও জানিতেন যে, দ্রব্যের মত মুদ্রার মূল্যেরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। অতি প্রাচীন কালে সুদ গ্রহণ বিধি-বিরুদ্ধ ছিল বলিয়াই মনে হয়। যেহেতু খৃঃ পূঃ ৩৫৭ অব্দে সুদের হার ছিল ১০%; খৃঃ পূঃ ৩৪৭ অব্দে সুদের হার হয় ৫%; খৃঃ পূঃ ৩৪২ অব্দে গেনুসিয়ান বিধিতে সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু যেমন সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করিতে লাগিল ঋণের বহরও বাড়িতে লাগিল। লোকে রোম নগরে ৮% সুদে কর্জ্জ লইয়া গ্রামে যাইয়া ৪৮% পর্য্যন্ত সুদে ঋণ দিয়া লাভবান হইত। অবশেষে য়ুস্তিনিয়ান বিধিবদ্ধ করিলেন যে, ৪% হইতে ৮% পর্য্যন্ত সুদ গ্রহণ ন্যায়সঙ্গত। যদ্যপি সুদের হার বিধিবদ্ধ হইল, তথাপি কার্য্যে তাহা মানা হইত না; বাজারের অবস্থার উপরই সুদের হার নির্ভর করিত।

দার্শনিকদিগের আর্থিক চিন্তা

দার্শনিক পণ্ডিতদের মধ্যে সিসেরো, সেনেকা, প্লিনি, মার্কাইস্ অরেলিয়ুস্ ও এপিকৃতেতুসের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা সকলেই সমস্বরে বিলাসিতা ও পাপকর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন; ধন-পিপাসাকেও অশ্রদ্ধা করিয়াছেন। তাঁহারা সহজ সরল কৃষি-জীবনের গুণ-গান করিতেন; যদিও আদর্শবাদী গ্রীক্ পণ্ডিতদের অপেক্ষা তাঁহারা পার্থিব সুখের বেশী পিয়াসী ছিলেন, তথাপি গ্রীক্‌দের সহিতই সমস্বরে তাঁহারাও বলিতেন যে "ধন-পিপাসাই পাপের মূল"। সুদ গ্রহণের বিরুদ্ধেও তাঁহারা গ্রীক্‌দের সহিত একমত। কাতো সুদ গ্রহণ খুন করার সমান অন্যায় মনে করিতেন। তিনি বলিয়াছেন "তুমি কি সুদ নেবে? তুমি কি একটা লোক খুন করবে?" মুদ্রা সম্বন্ধে ধারণা যে কতখানি সঙ্কীর্ণ ছিল, ইহা হইতে বোঝা যায়।

কৃষি

গ্রীক্‌দিগের মত রোমাণ দার্শনিকেরাও বলিতেন যে, কৃষিই একমাত্র সম্ভ্রমের কার্য্য। সিসেরো লিখিয়াছেন "ভাড়াটিয়া মজুরের কাজ ইতর এবং অভদ্র, কারণ নিম্ন-শ্রেণীর কাজের জন্যই তাহারা বেতন পায়। যাহারা সুবিধা মত বিক্রয়ের জন্য ক্রয় করে, তাহাদের কাজও ইতর, কারণ মিথ্যার আশ্রয় না লইলে লাভ করা যায় না; এবং মিথ্যার বাড়া নীচ কিছু নাই। সকল শিল্পীই ইতর কাজে ব্যাপৃত, কারণ কারখানার কাজে শ্রদ্ধা করিবার কিছুই নাই। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য উৎপাদনে যাহারা ব্যস্ত তাহাদের কাজও ইতর, যেমন জেলে, কসাই, রাঁধুনী ইত্যাদি। ছোট খাট ব্যবসায়ও অশ্লীল। কিন্তু সকল প্রকার লাভবান হবার উপায়ের মধ্যে কৃষিই শ্রেষ্ঠ এবং পরম আনন্দদায়ক।"

কৃষি সম্বন্ধে লেখকদের মধ্যে কাতো, ভ্যারো, ও কলুমেলার নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা প্রধানতঃ দ্রব্য উৎপাদনের কথাই বলিয়াছেন। তথাপি তাঁহারা পুস্তকের সূচনায় বা পরিশেষে ব্যক্তিগত অর্থনীতির কথা আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা "লাতি ফুন্দিয়া" (বৃহৎ জমিদারী) এবং দাসত্ব-প্রথার নিন্দা করিয়াছেন এবং ছোট ছোট চাষ-আবাদের প্রশংসা করিয়াছেন।

রোমাণরা প্রধানতঃ যুদ্ধ-প্রিয় এবং সরল-প্রকৃতির লোক। সমুদ্র সম্বন্ধে তাহাদের মনে একটা বিভীষিকা ছিল। সুতরাং বহির্ব্বাণিজ্যের দিকে তাহারা দৃষ্টি দেয় নাই। সাম্রাজ্য প্রসারের সাথে সাথে বিলাসিতা ও বাণিজ্য যেমন বাড়িল দাস-প্রথাও সেইরূপ বাড়িল; ফলে কৃষক-কুল ধ্বংস হইতে বসিল। জমিদারবর্গ সহরে আসিয়া বসবাস করিলেন এবং নায়েব গোমস্তা দ্বারা তাঁহাদের বৃহৎ জমিদারী (বা 'লাতি ফুন্দিয়া') আবাদ হইতে লাগিল। সহরে দুঃখী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে

লাগিল। জাতিভেদ ভীষণ রূপ ধারণ করিল। এরূপ অবস্থায় লোকে সহজ, সরল, গ্রাম্য কৃষি-জীবনের প্রতি ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

মূল্য

"দ্বাদশ বিধি" (টুয়েল্‌ভ টেব্‌ল) নামক আইন প্রণয়নের কাল হইতেই অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৪৫০ অব্দ হইতেই তাঁহারা বলিতেন যে, বাজারের উঠানামার উপরই জিনিষের মূল্য নির্ভর করে। বিনিময় বৃদ্ধির সহিত "উচিত মূল্যে"র ধারণা জন্মে। তাই সম্রাট দিয়োক্লেসিয়ানের মতে বিক্রেতার বিক্রীত দ্রব্য ফিরাইয়া লইবার ক্ষমতা ছিল যদি নাকি ভুলক্রমে বা কোন কারণবশতঃ আসল দামের অর্দ্ধেকে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকে।

দ্রব্যের চাহিদা এবং প্রয়োজন-সাধন-ক্ষমতাও তাঁহাদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। সিসেরো বলিয়াছেন যে ক্রয় করিবার বাসনাই দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ করে; কারণ ইচ্ছার সীমা নির্দ্ধারণ না করিলে মূল্যের সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না। এবং সেনেকা বলিয়াছেন যে, অনেক দ্রব্যের দাম যা দেওয়া হয় তাহা অপেক্ষা তার মূল্য বেশী।

রাষ্ট্র

প্রয়োজন হইলে শিল্প-বাণিজ্য ব্যাপারে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিত। আর্থিক দুর্যোগের সময় ব্যবসাদারী ব্যাঙ্কগুলার সাহায্যের জন্য রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক কায়েম করিত এবং অধমর্ণদের রক্ষার জন্য আইনকানুন জারি করিত। এক সময়ে ব্যবসায়ীরা সিসিলিয়ার খাদ্য দ্রব্য কোণ-ঠাসা বা "কর্ণার" করিয়াছিল; সিসেরো তাহাদিগকে খাদ্য দ্রব্য বিতরণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন এবং যাহারা শস্য স্তূপীকৃত করিয়া দর বাড়াইয়াছিল, তাহাদের দণ্ড দেওয়াইয়াছিলেন। বিদেশী বেপারীদের প্রতিযোগিতা হইতে স্বদেশী উৎপন্ন দ্রব্যকে বাঁচাইবার জন্য রাষ্ট্র সাহায্য করিত। এই সব শিল্প-ব্যাপারে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ করে।

রোমের প্রতাপ

রোমের প্রাচীনত্ব, সুললিত ভাষা, সামরিক এবং রাষ্ট্রিক্ প্রতাপ রোমাণ বক্তা, লেখক এবং দার্শনিকের লেখা প্রচারের সাহায্য করিয়াছিল এবং সাথে সাথে ষ্টোইক্ দর্শন ও গ্রীক্ আদর্শও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যদ্যপি তাঁহারা আর্থিক চিন্তার ক্রমবিকাশে স্পষ্ট ভাবে তেমন কিছু সহায়তা করেন নাই, তথাপি সুসঙ্গত ভাবে আর্থিক চিন্তার ইতিহাস জানিতে হইলে তাঁহাদের বাদ দিলে চলিবে না।

(২)

মধ্য যুগের আর্থিক চিন্তা

মধ্যযুগের সময় নির্দ্দেশ লইয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। আমরা রোম রাজ্যের পতন অর্থাৎ খৃঃ ৪৭৬ হইতে সুরু করিয়া খৃঃ ১৫০০ পর্য্যন্তকে মধ্যযুগ আখ্যা দিব।

চিন্তার দিক্ হইতে মধ্যযুগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) খৃঃ ৪০০ হইতে খৃঃ ১২০০ পর্য্যন্ত। এ সময়ের বিশেষত্ব রোমাণ সভ্যতার সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সংঘর্ষ। (২) খৃঃ ১২০০ হইতে খৃঃ ১৫০০ পর্য্যন্ত। এ সময়ের বিশেষত্ব জমিদার-তন্ত্র ও "স্কল্যাস্‌টিসিস্‌মের" (টুলো দর্শনের) প্রচলন।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাব

মধ্যযুগের সর্ব্ববিধ চিন্তার উপর খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাব বর্ত্তমান। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের নিম্নলিখিত সূত্রগুলি মধ্যযুগের আর্থিক চিন্তা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

(১) মানব-সমাজে সাম্য এবং মৈত্রী-ভাব প্রচার খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বিশেষ কীর্ত্তি। প্রাচীন যুগের লোক বিশ্বাস করিত যে মনুষ্য-সমাজে বৈষম্য থাকাই স্বাভাবিক এবং সেই হেতুই দাস-প্রথা, জাতি বিভাগ, লেভাইট প্রভৃতি আছে। কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্ম জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ভ্রাতৃভাব প্রচার করিল।

(২) সুতরাং ক্রীতদাস-প্রথা নিন্দিত হইল। এবং এ কথাও বলা হইল যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে ক্রীতদাস মুক্তি পাইবে—দাস-জীবনের অবসান হইবে।

(৩) সাম্যবাদের "করলারি" হিসাবে সম্পত্তি সাধারণের বস্তু হইয়া উঠিল; যেহেতু প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে আদি কাল হইতে সকল বস্তুর উপর সবার সমান অধিকার।

(৪) পরিশ্রমের মহত্ত্ব শিক্ষা দেওয়াও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের কীর্ত্তি। "মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া" উপার্জ্জন করাকে লোকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিল।

(৫) শিক্ষা দেওয়া হইল যে, দান করায় ও ভিক্ষা দেওয়ায় পুণ্য হয়। সেন্ট লুই পুত্রকে উপদেশ দিয়াছেন "প্রিয় পুত্র, ভিক্ষুক ও দুঃখীর জন্য হৃদয় শাদা কোমল রাখিও; সাধ্যমত তাদের সান্ত্বনা এবং ভিক্ষা দিয়ো"।

(৬) খৃষ্টীয় ধর্ম্ম পারিবারিক জীবনের মধ্যে শুচিতা আনিয়া দিয়াছে।

এইরূপে, রোমাণ আইন-তত্ত্বের মধ্যে যা ত্রুটী ছিল, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সে সকল সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। তথাপি ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে খৃষ্টিয়ান্ প্রভুরা অর্থনীতি বিষয়ে বেশী মাথা খেলান নাই।

"স্কলাস্টিসিস্‌ম্" বা "টুলো দর্শন"

খৃষ্টীয় ধর্ম্ম এবং আরিষ্টটলের দর্শন মিলিয়া স্কলাস্টিসিস্‌মের উদ্ভব। টমাস্ অ্যাকুইনাস্ ইহার প্রধান স্রষ্টা। তিনিই বাইবেল ও আরিষ্টটল্ দর্শনের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি "ল" বা নিয়মকে চার ভাগে বিভক্ত করেন, যথা, অনন্ত, প্রাকৃতিক, মনুষ্যসম্বন্ধীয়, ও নৈসর্গিক। ভগবানের বিশ্বশাসনের ব্যবস্থা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত; ইহার যে অংশ মনুষ্য-বোধগম্য ও ন্যায়-অন্যায় বিচারের সহায়তা করে তাহাই প্রাকৃতিক; মনুষ্যকৃত আইন কানুন তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত; এবং অনন্তের যেটুকু ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যদিয়া ব্যক্ত হইয়াছে তাহা নৈসর্গিক। মনুষ্য-সম্বন্ধীয় নিয়ম আবার দুই শ্রেণীর (১) ধর্ম্মবিধি (গির্জ্জা) (২) রাজনৈতিকবিধি। রোমাণ খৃষ্টীয়-ধর্ম্ম-বাদ, আরিষ্টটল্ দর্শন ও রোমাণ আইন-তত্ত্বের সার সংগ্রহ করিয়া বলঞা নগরের গ্রাসিয়ান্ ধর্ম্ম-বিধি শৃঙ্খলাবদ্ধ বা "কর্পুস্ য়ুরিস্ কাননিকি" (খৃষ্টীয়ান স্মৃতিশাস্ত্র) করিয়াছিলেন। এই "জুরিস্ ক্যাননিসিয়া"র মধ্যেই আর্থিক চিন্তার সহিত মোলাকাৎ হয়।

উচিত মূল্য

সংক্ষেপে উচিত মূল্য বা "য়ুস্তম্ প্রেসিয়ুম্" বলিতে এই বোঝায় যে, প্রত্যেক বস্তুরই একটা সত্যকার মূল্য আছে, যাহা বস্তুগত এবং অপরিবর্ত্তনীয় এবং উৎপাদনের খরচার শেষ বিশ্লেষণ মূল্য নিরূপণ করে।

অ্যাল্‌বার্টুস্ ম্যাগ্‌নুস্ (১১৯৩-১২৮০) ও টমাস্ অ্যাকুইনাস্ (১২২৭-১২৭৪) বলেন যে মূল্য মজুরী ও অপরাপর খরচার সমান হওয়া উচিত। অ্যাকুইনাসের মতে একজন লোক যা দাম দিয়াছে ন্যায়তঃ তাহা অপেক্ষা বেশী আদায় করিতে পারে যদি সে বস্তুটীর কোন প্রকার উৎকর্ষ-সাধন করিয়া থাকে। যদি দর মূল্য অপেক্ষা বেশী হয় বা মূল্য দর অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে ন্যায়ের সমতা থাকে না। তাই ব্যবস্থাপকদের কর্ত্তব্য ছিল দর নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া।

সহরের সংখ্যা ও আয়তন বৃদ্ধি এবং মুদ্রানীতির প্রচলনের সহিত মূল্য-নীতিরও পরিবর্ত্তন হয়। প্রয়োজনীয়তা ও যোগান সম্বন্ধে অ্যাকুইনাস সচেতন ছিলেন; বুরিদান্ (১৩০০-১৩৫৮) মূল্যের সহিত অভাব-পূরণের ক্ষমতার সম্বন্ধ স্বীকার করিতেন; তিনি বলিতেন যে দ্রব্য লইবার আকাঙ্ক্ষা যত প্রবল হইবে দ্রব্যের মূল্যও তত বাড়িবে।

সুদ

উচিত মূল্যের অধিক যে মূল্য তাহাকেই সুদ বলা হইত। গোড়ায় (খৃঃ ৩২৫) পুরোহিতরা সুদ গ্রহণ করিতে পারিত না। পরে সাধারণ লোকে সুদ লইলেও অন্যায় বলা হইত। কারণ ধারণা ছিল যে মুদ্রা কর্জ্জ দিয়া সুদ গ্রহণ মানেই উচিত মূল্যের অধিক লওয়া।

শিল্প ও বিনিময় বিকাশের সহিত এ ধারণা উল্টাইয়া গেল। অ্যাকুইনাস্ বলিতেন যে ঋণ-দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইলে অথবা লাভ ফস্কাইয়া গেলে অধমর্ণের নিকট হইতে সেই মাফিক্

অর্থ গ্রহণ করিতে পারা যায়। আবার ধারে খরিদ করিলে নগদা খরিদের দামের বেশী দেওয়া অসঙ্গত নহে। এবং বিনিময় পত্রী ভাঙ্গাইলে বাট্টা লওয়া যুক্তিসঙ্গত।

যে সমাজের সহিত আরিষ্টট্‌ল্ বা টুলো পণ্ডিতদের পরিচয় ছিল তাহা পুঁজি-নিষ্ঠ মোটেই নহে, তাহা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। বিনিময়ের প্রচলন বিশেষ ছিল না। পরিবার বা গোষ্ঠীর মধ্যে আত্মীয়তা যথেষ্টই ছিল। সাধারণতঃ আত্মীয়-স্বজনের সহিত বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপনে কুণ্ঠা আসে। সেই হেতু সে যুগে সুদের প্রতি লোকের এত বিতৃষ্ণা।

রাষ্ট্র

দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজা তাঁহার প্রজাবর্গের নিকট হইতে এখনকার মত কর আদায় করিতে পারিতেন না। তাঁহার খাস সম্পত্তি হইতেই রাজস্ব আদায় হইত।

রাজার কর্ত্তব্য ছিল প্রজাপালন, দরিদ্রকে অন্নদান, নিরাপদ সুগম পথ নির্ম্মাণ এবং ওজন ও মাপ স্থির রাখা। মুদ্রা রপ্তানি বা বৈদেশিক মুদ্রা প্রচলন হইতে না দেওয়াও তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। যে হেতু সে সময়ে যৎসামান্য মুদ্রার প্রচলন ছিল, সেজন্য মুদ্রার সামান্য ঘাটতি বা বাড়তিতে জিনিষ পত্রের মূল্যেরও হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটিত এবং যাতায়াতের সুবিধা না থাকায় সহজে সমতা-স্থাপনও হইত না।

সহর

সহরে প্রতিযোগিতার অভাব ছিল। বৈদেশিক বেপারীদিগকে নানাপ্রকারের অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইত। বিদেশী বেপারীকে কর দিতে হইত। তাহাদের পক্ষে খুচরা বিক্রয় দুঃসাধ্য ছিল। তাহারা বিশেষ বিশেষ দিনে বা বড় বড় হাটে ভিন্ন বিদেশী ব্যবসায়ীদের সহিত কারবার করিতে পারিত না। কাঁচা-মাল সহর হইতে বাহিরে যাইতে দেওয়া হইত না। সাধারণের সুবিধার জন্যই এই সকল নিয়মের প্রচলন ছিল।

সাধারণ সম্পত্তি সহর-অর্থনীতির একটা বিশেষ অঙ্গ। যেমন গোচারণ ভূমি সর্ব্বসাধারণের। হাট-বাজার প্রভৃতিও সাধারণের বলিয়া পরিগণিত হইত। দুর্ভিক্ষের সময় শস্যদান করা সহর-কর্ত্তাদের বিশেষ কর্ত্তব্য ছিল। শিল্পী ও কারিগরদের সুবিধার জন্য সহরবাসীরা একত্রে বিদেশীর সহিত চুক্তি করিত।

সহরের শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা নিজেদের সুবিধার জন্য সঙ্ঘ-কায়েম করিত। সঙ্ঘের মেম্বারদের ব্যবসা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া, পরস্পরের মধ্যে একতা স্থাপন করা এবং উৎপাদক ও খাদকের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য বাড়ান সঙ্ঘের বিশেষ কর্ত্তব্য ছিল। মূল্য-নিরূপণ, উৎপন্নদ্রব্য সম্বন্ধে অনুশাসন এবং মজুরী নির্দ্ধারণও এই সঙ্ঘের কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

উপসংহার

মধ্যযুগ এমনি জটিলতাময় যে, আর্থিক চিন্তার বিবর্ত্তনে ইহার স্থান কোথায় বা অর্থ কি বলা দুরূহ। তবে উপরের আলোচনার প্রতি দৃষ্টি করিলে মধ্যযুগের দুইটী বিশেষ লক্ষণ ধরা পড়ে—(১) সংযোগ ও সমন্বয়-স্থাপন (২) পরিবর্ত্তন। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বাদী রোমাণ আইন-তত্ব, আদর্শবাদী খৃষ্টীয় ধর্ম্ম, সাধারণের সুখ অনুসন্ধিৎসু আরিষ্টট্‌ল্ দর্শন নির্ঘণ্ট করিয়া তাহার মধ্যে সমন্বয় স্থাপন মধ্যযুগেরই কীর্ত্তি। এইযুগেই নিকোলস্ কুসা পাশ্চাত্য দর্শনে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াও প্রাচ্য শিক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি গ্রীস্ ও রোমের মিলন চেষ্টা করিয়াও ইস্‌লাম্ ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

মধ্যযুগের পরিবর্ত্তনের মধ্যে গৃহনিষ্ঠ আর্থিক ব্যবস্থার বদলে জাতি বা দেশ-নিষ্ঠ আর্থিক ব্যবস্থার উন্মেষ, চাষ-আবাদের বদলে শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশ, এবং ক্রীতদাসের বদলে স্বাধীন মজুর-শ্রেণীর উদ্ভবই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চিন্তা-জগতেও বড় কম পরিবর্ত্তন হয় নাই। রোম সাম্রাজ্য পতনের সময় বৈসয়িকতা মানুষের মন হরণ করিয়াছিল; খৃষ্টীয় ধর্ম্ম তাহার বদলে আদর্শবাদ প্রচার করিল। রোমাণরা মনে করিত যে সকল মানুষের সমান ক্ষমতা নাই এবং ক্রীতদাস রাখাও অন্যায় নহে; মধ্যযুগের লোকে ভ্রাতৃভাব হজম করিতে শিখিল এবং লোকের স্বাধীনতা স্বীকার করিল।

হরীতকীতে অর্থাগম

শ্রীঅসিতরঞ্জন মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, সরস্বতী

আমাদের দেশের আনাচে কানাচে জীবনোপায়ের প্রকৃতি-দত্ত কত উপহারই যে পড়িয়া রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বিদেশীরা আমাদের চোখের সামনে সেই সমস্ত জিনিষ লুণ্ঠন করিয়া ধনী হইতেছে। আর আমরা বিশ্বের খাতায় দেউলিয়া নাম লিখাইয়া হা অন্ন হা অন্ন হা বস্ত্র হা বস্ত্র করিয়া চীৎকার করিয়া মরিতেছি। আজ আমরা অযত্নসম্ভূত বনস্পতির একটি অতি নগণ্য দানের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

অযত্নসম্ভূত বনস্পতির সেই ক্ষুদ্র দানটি হইল হরীতকী। হরীতকী গাছ আকারে আম-কাঁটাল গাছ অপেক্ষাও বড় হইয়া থাকে। এই গাছ মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাঙ্গালা, ছোট-নাগপুর, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কোয়েম্বাটুরে একপ্রকার হরীতকী গাছ জন্মে, উহার ফল খুব ছোট; কিন্তু গাছ আমাদের দেশের বট গাছ হইতেও বড় হয়। হিন্দুরা এই ফলকে খুব পবিত্র এবং সাত্বিক ফল বলিয়া বিবেচনা করেন। হিন্দুশাস্ত্রে কথিত আছে—দেবরাজ ইন্দ্র যখন অমৃত পান করেন তখন তাঁহার মুখ হইতে এক ফোঁটা অমৃত পৃথিবীতে পড়ে, সেই একফোঁটা অমৃতই হরীতকী রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

হরীতকী গাছের ফল, ছাল, পাতা, কাণ্ড সমস্তই আমাদের কাজে লাগে। হরীতকী কাঠ খুব শক্ত এবং উহাতে উঁই ধরে না। কেহ কেহ বলেন যে, হরীতকীর পাতা খাওয়াইলে গরুর দুধ খুব বৃদ্ধি হয়। কয়েক বৎসর হইতে প্রচুর পরিমাণে হরীতকী বিলাতে চালান হওয়ায় ব্যবসা হিসাবে উহার কদর খুব বাড়িয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের বাগানের ফল সাত সমুদ্র তের নদীর পারের অধিবাসীরা আসিয়া খুঁজিয়া বাহির করিল, কি কাজে লাগান যায় তাহা উদ্ভাবন করিল, ব্যবসা-জগতে উহার একটা স্থান নির্দ্দেশ করিল; আর আমরা "ইন্দ্রের অমৃতপান" উপাখ্যানটীর অজুহাতে নিরেট একটা গাছকে কেষ্ট বিষ্টুর দলে ফেলিয়া উহার গোড়ায় গড় হইয়া প্রণাম করিয়া সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ করিতেছি এবং স্বর্গের পথ পরিষ্কার করিয়া আসিতেছি! একটা দেশ এবং একটা জাতি যখন মরণের পথে ছুটিয়া যায় তখন তাহার অবস্থা এইরূপই হয়।

জামতারা, দুমকা অঞ্চলে গন্দ নামক এক শ্রেণীর বুনো লোক বাস করে। উহারা প্রচুর পরিমাণে হরীতকী সংগ্রহ করিয়া ঔষধ এবং রং তৈয়ারী করিবার জন্য বাজারে বিক্রয় করে। ঐ সমস্ত অঞ্চলে হরীতকীর ফলন খুব বেশী এবং ফলও আমাদের দেশের ফল অপেক্ষা অনেক ভাল। কিন্তু জব্বলপুরের হরীতকীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ব্যবসায়ের পথে দিন দিন উহার খুব প্রসার হইতেছে। ঐ সকল হরীতকীবহুল স্থান হইতে হরীতকী সংগ্রহ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। সর্ব্বপ্রথমে বাগানগুলি এক বৎসরের জন্য 'বন্দোবস্ত' লইতে হয়। ফলগুলি ভালরূপ পাকিলে লোকদ্বারা পাড়াইয়া কলিকাতার বড় বাজারে হরীতকীর আড়তে চালান করিতে পারিলে প্রচুর অর্থাগম হয়।

হরীতকীর কষ চামড়া পরিষ্কার এবং সংশোধন করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হরীতকীর কষে কাপড় ছোপাইলে এক প্রকার ছাইএর রং পাওয়া যায়। হরীতকী ভিজান জলে ফিটকারী মিশাইলে উৎকৃষ্ট পীত বর্ণ পাওয়া যায়। কিন্তু কাল রং তৈয়ারী করিতেই ইহার ব্যবহার বেশী। হরীতকীর কষের সহিত একটু গুড় কিংবা নীল মিশাইলে রংএর উজ্জ্বলতা সম্পাদিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে ইহার সহিত গাবের কষ মিশাইয়া উৎকৃষ্ট কাল রং প্রস্তুত করে। হীরার কষ এবং হরীতকী মিশাইলে লিখিবার কালি প্রস্তুত হয়। ছোটনাগপুরে হরীতকীর সহিত 'কুসুম ফুল' মিশাইয়া কাল রং প্রস্তুত করা হয়। চট্টগ্রামে হরীতকী দ্বারা যে কাল রং প্রস্তুত হয়, তাহা কাপড় ছোপাইবার পক্ষে উৎকৃষ্ট। হীরা-কষ এবং হরীতকীর কষ আধাআধি মিশাইলে খাকি রং পাওয়া যায়। মান্দ্রাজ অঞ্চলে তুলা, চামড়া এবং পশমে

রং করিতে হরীতকী বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হরীতকীর কষ মিশ্রিত জলের সহিত তেঁতুল এবং নীল মিশাইয়া কাল ও সবুজ, নীল মিশাইয়া ঘন নীল এবং খয়ের মিশাইয়া পিঙ্গল রং পাওয়া যায়। কেহ কেহ হরীতকীর সহিত কাদা মিশাইয়া এক প্রকার উৎকৃষ্ট পুটিং প্রস্তুত করিয়া থাকে। হরীতকীর ছাল হইতেও কাল এবং খাকি রং পাওয়া যায়। মণিপুরে বাঁশের রং করিতে এবং আসামে তসর, কোরা, এণ্ডি, মুগা এবং পশমে রং করিতে হরীতকী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশ হইতে যে সমস্ত হরীতকী বিদেশে রপ্তানি হয় তাহা চামড়া পাকা করিবার জন্যই ব্যবহৃত হয় এবং বিদেশে শুধু এই জন্যই ইহার এত আদর।

ইংলণ্ড, অষ্ট্রীয়া, বেলজিয়াম, চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইটালি, রুশিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য বহুস্থানে প্রচুর পরিমাণে ইহার রপ্তানি হইতেছে এবং দিন দিন চাহিদা ও দর বাড়িয়া যাইতেছে। কলিকাতা হইতে রেলিব্রাদার্স, গিলেণ্ডার্স প্রভৃতি বণিকগণ হরীতকী বিদেশে চালান দিয়া থাকেন। কলিকাতা বড় বাজারের পোস্তায় ইঁহাদের আড়ৎ আছে।

বর্ত্তমানে কোন কোন দেশে হরীতকী দ্বারা এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হইতেছে কিন্তু খাদ্যরূপে ঐ তৈল ব্যবহৃত হয় না। বাজারে 'ভেজিটেব্‌ল প্রোডাক্টের' যে রাজত্ব দেখিতেছি তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে এই তৈল খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিলে আমাদের আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোনই কারণ থাকিবে না।

বৎসরে আমাদের দেশ হইতে কত হরীতকী বিদেশে চালান হইয়াছে এবং ঐ হরীতকী দ্বারা ব্যবসায়িগণ কত টাকা পাইয়াছেন নিম্নে তাহার ছোট একটু হিসাব দিলাম—

১৯২০-২১	৩৯,৬৪৭ টন	দাম ২৭১,৮৭৩ পাউণ্ড
১৯২১-২২	৬১,৯৪৭ টন	দাম ৩৯১,১০৬ পাউণ্ড
১৯২২-২৩	৭২,০৩৮ টন	দাম ৪৯৩,৪৬৭ পাউণ্ড

মাত্র তিন বৎসরে ১ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার হরীতকী আমাদের দেশ হইতে বিদেশে চালান হইয়াছে। তবু আমরা নিরন্ন। অদৃষ্টের পরিহাসই বটে!

এইবার আমরা হরীতকীর আয়ুর্ব্বেদীয় গুণাগুণের কথা বলিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। চরক বলেন—"কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা নোদরস্থা হরীতকী।" অর্থাৎ মাও মাঝে মাঝে কুপিত হন কিন্তু উদরস্থ হরীতকী কখনও কুপিত হয় না।

কোষ্ঠবদ্ধে—হরীতকীর কাথ গরমজল সহ সেব্য।
পিপাসায়—হরীতকী ভিজান জল খাইবে।
অতিজ্বরে—হরীতকীর গুঁড়া এবং মধু।
পিত্তশূলে—ঘৃতের সহিত হরীতকী চূর্ণ।
মত্ততায়—জায়ফল খাইয়া মত্ততা হইলে হরীতকী সেবন উৎকৃষ্ট ঔষধ।
আমাশয়ে—গুড়ের সহিত হরীতকী চূর্ণ।
চক্ষুরোগে—হরীতকী ঘৃতে ভাজিয়া চক্ষুর চারিপার্শ্বে প্রলেপ দিবে।
বৃদ্ধিরোগে—হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করতঃ এরণ্ড তৈলে ভাজিয়া লবণ সহ সেব্য।
শোথ রোগে—গুড়ের সহিত হরীতকীর গুঁড়া।
বাতরক্তে—হরীতকীর গুঁড়ার সহিত গুলঞ্চ।
রক্তপিত্তে—মধু, পিপুল ও বাসকের রস সহ হরীতকীর গুঁড়া।
দৌর্ব্বল্যে—ঘৃতের সহিত হরীতকীর গুঁড়া।
কণ্ঠরোগে—হরীতকীর কাথ মধুর সহিত সেব্য।
পাথুরি রোগে—হরীতকীর আঁটির সহিত সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ সেব্য।
অর্শরোগে—গোমূত্রে হরীতকী ভিজাইয়া গুড়ের সহিত সেব্য।
হিক্কা রোগে—উষ্ণজলের সহিত হরীতকী চূর্ণ।
গুল্মরোগে—গুড়ের সহিত হরীতকী চূর্ণ।
শ্লেষ্মারোগে—হরীতকী চূর্ণের সহিত গো কিংবা ছাগাদির মূত্র।
অদৃশ্য অর্শে—গুড়ের সহিত হরীতকী চূর্ণ।
সর্দ্দিরোগে—মধুর সহিত হরীতকী চূর্ণ।
পাণ্ডুরোগে—হরীতকীর কাথ এবং গোমূত্র।
পক্কাতিসারে—উষ্ণজলের সহিত হরীতকী চূর্ণ।

রক্তার্শে—গুড়ের সহিত হরীতকী চূর্ণ।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত সমস্ত ব্যাধির নাম করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব হয় না। তাই যতদূর সম্ভব তাহাই পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

সংপ্রতি ইউরোপীয় প্রধান চিকিৎসকগণ অতিসার, বিসূচিকা এবং উদরাময় রোগে জঙ্গী হরীতকী অর্থাৎ অপরিপক শুক্না হরীতকী ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা দিতেছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

জাপানের ধনদৌলত

তাহের উদ্দিন আহ্মদ

নবীন জাপানের বয়স কত? কতদিনের চেষ্টায় জাপান ইয়োরোপের একটা ফার্ষ্ট ক্লাশ পাওয়ারের সমকক্ষ হইয়াছে? কোন্ তারিখ হইতে দুনিয়া এশিয়ার এই রাইজিং সানকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছে? বিদেশে জাপানীদের ইজ্জৎ কোন্ দিন হইতে বাড়িতেছে?' নবীন এশিয়ার অগ্রদূত নবীন জাপান বড় বেশীদিনের নয়। একটা মানুষের আয়ুর চাইতেও এর বয়স কম। এটি ৭৫ বৎসরের মাল। বিগত ৭৫ বৎসরের মধ্যে জাপানে যে ভাঙ্গা গড়ার কাজ চলিয়াছে বর্ত্তমান জাপান তাহারই ফল। বিগত শতাব্দীর মধ্য বা শেষার্দ্ধ হইতে জাপানে নব জীবনের সূচনা হয়। বিগত ১৮৫৩ সন পর্য্যন্ত জাপান ইয়োরোপের মধ্যযুগের সামিল ছিল। ফিউডেটারি জমীদার ও বুভুক্ষু প্রজা—ইহারাই ছিল জাপানের অধিবাসী। তখনকার দিনের জাপানে আজকালকার মত বিরাট বিরাট সহর গড়িয়া উঠে নাই, সহরের বুকে আকাশ-ভেদকারী কলকারখানার কুতুবমিনার যোজনা হয় নাই। তখন জাপানী মাল—জাপানী কাপড় চোপড়, জাপানী সূতা রেশম, পশম, জাপানী খেলনা, জাপানী কাচ ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য—ভারতের হাটবাজার দখল করিয়া বসে নাই। তখনকার দিনে সভ্য জগতের লোক সুদূর প্রাচ্যের হাঁদামুখো জাপানীদের কোনই খোঁজ লওয়া দরকার মনে করে নাই। প্রশান্ত মহাসাগরের পরপারে সভ্যজগতের অন্তরালে বসিয়া জাপান নিজের ভাগ্য নিজে রচনা করিয়াছে।

১৮৫৩ সন জাপান ইতিহাসে একটা স্মরণীয় বৎসর। ঐ সনে কমোডোর পেরী আমেরিকার যুদ্ধ-তরণী লইয়া তোকিওর বন্দরে গোলা ছুড়িতে আরম্ভ করেন। তিনি ঘোষণা করেন জাপানের একলাটি সভ্য জগতের বাহিরে থাকিলে চলিবে না। জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদ্‌ও জাপান একা ভোগ করিবার অধিকারী নহে। ঐ সময় হইতে বিদেশীদের ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য জাপানের বন্দর বাজার উন্মুক্ত করা হইল। ইয়োরামেরিকার বণিক জাতির ব্যবসা বাণিজ্যের সকল সুবিধা ও অধিকার জাপানের মাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইল। পেরীর জাপান অভিযানের ৪ বৎসরের মধ্যে জাপানের বন্দরে বন্দরে বিদেশী বণিকের বাণিজ্যের সুবিধা-মাফিক শুল্ক-আইনকানুন তৈয়ারী হইল, সন্ধি সর্ত্তে অনেক বন্দর জাপানের হাতছাড়া হইল। বিদেশী বণিকদের জন্য অস্বাভাবিক কনসেশুন কায়েম করা হইল। অর্থাৎ গোটা জাপানকে শোষণ করিবার কাজে ইয়োরামেরিকার বণিককুল বদ্ধপরিকর হইল। এই সকল বৈদেশিক বণিকের লুণ্ঠন আয়োজন দেখিয়া জাপানী জাতি বড়ই ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইল। তখন তোকুগাওয়া বংশের জমিদারেরা "শোগুন" বা নবাব হিসাবে জাপানের এক প্রকার হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা। আসল রাজবংশ তখন নেহাৎ শক্তিহীন। ১৮৬৭ সনে বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত এই নবাববংশের পতন হয় ও জাপানের সুবিধা-ভোগকারী উচ্চ সমাজের ইজ্জৎ ও সম্মান খাট হইয়া পড়ে। দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে জাগরণের ভাব সুস্পষ্ট দেখা যায়। আসল

রাজ-বংশ তাঁহাদের সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিয়া জাগ্রত জাপানের সঙ্গে তাল দিয়া চলিতে আরম্ভ করেন। "মেইজি" বা রোশনাইয়ের যুগ সুরু হয়। ইঁহারা বিশ্বাস করেন যে, সমাজের সকল স্তরে নয়া পদ্ধতির সকল প্রকার আর্থিক প্রচেষ্টা সম্বন্ধে দেশের লোককে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাই সরকারের প্রধানতম কাজ। এই জন্য তাঁহাদের সিংহাসন আরোহণের কাল অর্থাৎ ১৮৬৭ সন হইতে নবীন জাপান গড়নের কাজ সুরু হয় বলিতে হইবে। জাপান সরকার যদি এদেশের সরকারের মত ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কমিশন, ফিসক্যাল কমিশন অ্যাগ্রিকালচারাল কমিশন প্রভৃতি কোটি কোটি টাকা ব্যয়-সাপেক্ষ কমিশন নিযুক্ত করিয়া দেশোন্নতির কাজে বিসমিল্লা করিতেন, তাহা হইলে আর ১৯০৪ সনে রুশ-জাপানের বিখ্যাত যুদ্ধে ইয়োরোপের উপর এশিয়ার জয়-দুন্দুভি বাজিত না।

জাপান সরকার অনর্থক কাজে দেশের টাকার শ্রাদ্ধ করেন নাই। কমিশন বসাইয়া বলেন নাই—জাপান কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিই এখানকার একমাত্র সম্বল। দেশটার কোন দিন ইনডাষ্ট্রীয়াল বা শিল্প কারখানার ভাঁটিতে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ দেশের লোকের তেমন উদ্যম নাই; কল কারখানা চালাইবার উপযোগী তেমন খনিজ তৈল কয়লা বা অন্যান্য রসদ জাপানের মাটিতে পোতা নাই। জাপানে এতদিন যে জমীদার আর প্রজার সম্বন্ধ চলিয়াছে তাহা কোন দিনই পুঁজিপতি ও শ্রমিকের সম্বন্ধে পরিণত হইবে না। জাপানকে কৃষিকার্য্য লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। পরোপকারী ইয়োরামেরিকার সন্তান যদি কোন সময় দয়াপরবশ হইয়া জাপানের মাটীতে টাকা ছড়াইতে পারে ও সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদের জরীপ করিতে পারে তবেই জাপানের মাটিতে সোণা ফলান সম্ভব।

জাপান সরকার বহু অর্থব্যয়ে কমিশন নিয়োগ করতঃ এই সকল মতামত প্রকাশ করিয়া তথাকথিত নেশন-বিল্ডিং এর কাজ আরম্ভ করেন নাই। জাপান জানিত তাহার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের খোঁজ লইবার জন্য বিদেশীদের দ্বারা গঠিত কমিশনের কোন প্রয়োজন নাই বা তাহার খনিজ ও প্রাকৃতির কাঁচা মালের রসদ শিল্প কাজে খাটাইবার জন্য কমিশন বসাইয়া মোসাবিদা করিবার প্রয়োজন করে না। জাপানে এই ধরণের কোন বিলাসী কমিশনের খবর আমরা রাখি না। জাপান সরকার অযথা টাকা ব্যয় করাকে অপচয় মনে করেন। দেশের মধ্যে দেশী লোক-দের দ্বারা পরিচালিত শিল্প কারখানায় সরকারের কতটা ও কতদিন সাহায্য দেওয়া দরকার জাপান তাই ভাবে। দেশীয় শিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার কার্য্যে জাপান সরকার সর্ব্বদা উদ্যোগী। কটন ও উলেন মিলগুলি কিভাবে উন্নত প্রণালীতে চালান যায়, কয়লার খনি হইতে কি ভাবে বেশী কয়লা আহরণ করা যায়, খনি হইতে কি ভাবে বেশী পরিমাণ তৈল সংগ্রহ করা যায়, লৌহ ইস্পাত ও অন্যান্য শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় এই সবই ছিল জাপান সরকারের প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়।

সন্তান লালন-পালনের কাজে মায়ের যেমন স্নেহ ও আগ্রহ দেখা যায় জাপান সরকার দেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলিকে বাঁচাইবার জন্য ঠিক সেইরূপ আগ্রহের পরিচয় দিয়া থাকেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জাপান বিদেশীদের সকল প্রকার ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া দেয়—শুল্ক ব্যাপারে তাহাদের সুবিধা রহিত করিয়া দেয়। আজ চীনে বিদেশীদের বাণিজ্য-স্বার্থ ও শুল্ক-সুবিধার বিরুদ্ধে চীনাদের যে অভিযান চলিতেছে জাপানকেও একদিন ঐভাবে বিদেশীদের সঙ্গে লড়িতে হইয়াছিল।

১৮৯৪-৯৫ সনে জাপান চীনের সঙ্গে লড়াইয়ে জয় লাভ করিয়া জগৎকে সর্ব্বপ্রথম তাহার শক্তির পরিচয় দেয়। ১৯০৪ সনের রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয় দুনিয়াকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়। এই যুদ্ধ-জয়ের মূলে ছিল জাপানের অর্দ্ধ শতাব্দীর নীরব সাধনা—দেশ-গঠনের কঠোর ব্রত।

বর্ত্তমান জাপান সাম্রাজ্য চারিটী বৃহৎ দ্বীপ ও অন্যান্য প্রায় চারিশত ছোট খাট দ্বীপ লইয়া গঠিত। উহার পরিমাণ ২৬০,১৮৩ বর্গ মাইল। বিগত ১৯২৩ সনের ডিসেম্বর মাসের হিসাবে দেখা যায় লোকসংখ্যা

৮০,১০৪,৮০০। জাপানে আগ্নেয় গিরির সংখ্যা খুব বেশী। কমসে কম ১৮টা আগ্নেয় গিরি এখনও জাপানের বুকের মধ্যে জ্বলিতেছে। কোন সময় যে ভূমিকম্প ও অন্যান্য দৈব দুর্ঘটনা জাপানে ঘটিবে তাহার ঠিক নাই। এই বিগত ৪১৫ বৎসরের মধ্যে উপর্য্যুপরি ভূমিকম্প-অগ্নিকাণ্ড ও ঝড়তুফানে জাপানের কোটি কোটি টাকা ধ্বংস হইয়াছে ও বহুলোকের জীবননাশ হইয়াছে।

জাপান দেশটায় পাহাড়-পর্ব্বত খুব বেশী। সেইজন্য ইহার ছয় ভাগের একভাগ জমি মাত্র চাষ-আবাদের কাজের উপযোগী। জাপানে বিস্তর সুন্দর সুন্দর বন্দর আছে। জাপানের জমি খুব উর্ব্বর, সকল রকম ফসলই সেখানে ফলে। খনিজ সম্পদেও জাপান সমৃদ্ধিশালী। তামা, লোহা, সালফার, সীসা, ম্যাঙ্গানিজ, টিন, দস্তা, প্রভৃতি জাপানের খনিতে বিস্তর পাওয়া যায়। কোন কোন অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম তৈলও প্রভূত পরিমাণে আহরণ করা হয়। সোনার খনিও জাপানে দুই একটা আছে।

বন-সম্পদেও জাপান কাহারও চাইতে কম নহে। জাপানের তামাক, চাউল, আলু, চা, গম ও অন্যান্য খাদ্য শস্য জাপানকে শস্যশ্যামল করিয়া রাখিয়াছে। চাউলই জাপানীদের প্রধান খাদ্য দ্রব্য। প্রতি বৎসর জাপানীরা ৩৫ কোটি বুশেল চাউল খরচ করে। এর মধ্যে প্রায় ২৮ কোটি বুশেল জাপানে জন্মে। বাকীটা ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশ হইতে আমদানি করা হয়। জাপানীদের শিল্পের প্রতি আজকাল যেরূপ ঝোঁক কৃষির প্রতি ঝোঁক তাহার চেয়ে কম নহে।

জাপানে বিভিন্ন ধরণের সুগন্ধি ফুলের চাষও খুব হইয়া থাকে। জাপানী কিষাণরা নানা রকমের ফল উৎপাদন করিতেও খুব ওস্তাদ। জাপানের সাগরোপকূলে ও অন্যান্য নদীগর্ভে বিস্তর মাছ পাওয়া যায়। সাগরোপকূল গুলি মাছে ভরপুর।

দুনিয়ার শিল্প-মহলে জাপানের নামডাক কম নহে। বস্ত্র-শিল্পই জাপানের প্রধানতম শিল্প। জাপানের কল কারখানায় রেশম, পশম, ও সুতির বস্ত্রাদি প্রস্তুত করা হয়। ইহাছাড়া দিয়াশলাই, কাগজ, কাঁচ, পোরসেলিন, চীনা মাটীর তৈজসপত্র, ভেজিটেবল অয়েল, কর্পূর প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। জাহাজ নির্ম্মাণ শিল্পও কম নয়।

জাপানের শিল্প কারখানার কাঁচা মাল যোগায় ভারতবর্ষ, আমেরিকা, মিশর ও চীন। ভারতবর্ষ হইতেই কাঁচা মাল জাপানে বেশী যায়। অনেক পিসগুডস্, ধাতু, সার, উল, ঔষধপত্র, রেল, লোকোমোটিভ, মেশিনারী প্রভৃতি যন্ত্রপাতি প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্র ও ইয়োরোপ হইতে জাপানে প্রবেশ লাভ করে। ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ ফিলিপাইন প্রভৃতি দ্বীপ জাপানের চিনি যোগায়। জাপান জার্ম্মাণি ও ভারত হইতে নীল আমদানি করে। আমেরিকা তাহার কেরোসিন সরবরাহ করে। খাদ্য শস্য প্রধানতঃ ভারতবর্ষ, কোরিয়া, শ্যাম ও চীন, হইতে আসে।

জাপান প্রধানতঃ রেশম, তুলার সুতা, সুতাবস্ত্র, চা, পরিষ্কৃত চিনি, দিয়াশলাই কয়লা ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশের হাটবাজারে রপ্তানি করে।

আঠারটি বড় বড় দেশের বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী দপ্তর হইতে এক অনুসন্ধান করা হয়। তাহাতে দেখা গিয়াছে দুনিয়ার আঠারটি বড় বড় দেশের বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ মোট ৪৩ অর্ব্বুদ ডলার। ঐ ১৮টি দেশের মধ্যে জাপান ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। ১৯২৬ সনে দুনিয়ার সাতটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-প্রধান দেশ যত টাকার বাণিজ্য করিয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

দেশের নাম	রপ্তানি (হাজার ডলার)	আমদানি (হাজার ডলার)	মোট (হাজার ডলার)
গ্রেট ব্রিটেন	৩,৭৭৬,৯০০	৬,০৩৭,৮০০	৯,৮১৪,৭০০
যুক্তরাষ্ট্র	৪,৮০৮,৫০০	৪,৪৩০,৯০০	৯,২৩৯,৪০০
জার্ম্মাণি	২,৩৫২,৪০০	২,৫১৪,৫০০	৪,৮৬৬,৯০০
ফ্রান্স	১,৯২৮,৯০০	১,৯২৮,৩০০	৩,৮৫৭,২০০
কানাডা	১,২৮৩,৯০০	১,০০৮,৩০০	২,২৯২,২০০
জাপান	৯৪৯,৯০০	১,১০৫,০০০	২,০৪৫,৯০০
ভারতবর্ষ	১,১৯৬,১০০	৮৪৮,৯০০	২,০৪৫,০০০

দেশের বৈদ্যুতিক শক্তি হইতে সে দেশের শিল্পের কতকটা পরিমাপ করা চলে। জাপানের বিদ্যুৎ-শিল্প

১৮৮৭ সনের নভেম্বর মাস হইতে সুরু হয়। ঐ সময় ৭৫ লাইট পাওয়ার প্লান্ট সম্বলিত তোকিও ইলেকৃট্রিক কোম্পানী স্থাপিত হয়। ১৮৮৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কোবে ইলেকৃট্রিক লাইট কোম্পানী গঠিত করা হয়। ওসাকা ইলেকৃট্রিক লাইট কোম্পানী ১৮৮৯ সন হইতে ওসাকার বিদ্যুৎ সরবরাহের ভার গ্রহণ করে। ইহা ছাড়া কিয়োতো নাগোয়া ও ইয়োকোহামাতেও স্থানীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানী খাড়া হইয়া উঠে। ১৮৯০ সনে জাপান ১৫০০ কিলওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করিয়াছিল। বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্র বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাপানকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যুতাগার স্থাপন করিতে হয়। ১৮৯৯ সনে পনর মাইল চৌহদ্দির বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ১০ হাজার ভোল্ট বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯০৭ সনে তোকিওতে ৫০ মাইলের জন্য ৫৫ হাজার ভোল্টের দরকার হয়।

রুশ-জাপান যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের সচ্ছলতা দেখা দেয়। জাপানের প্রত্যেক শিল্প ফাঁপিয়া উঠিতে থাকে। শিল্প-মহলে জাপান এরূপ দ্রুত উন্নতি করিয়া ফেলে যে ১৯০৩ সনে যেখানে সে ৪৪,০০০ কিলওয়াট বিদ্যুৎশক্তি খরচ করিত ১৯০৭ সনে তাহাকে ইহার ডবলেরও বেশী অর্থাৎ এক কোটি অশ্বশক্তির ৭৮০,০০০ আলো ও প্লান্টে তাহাকে ১১১,০০০ কিলওয়াট খরচ করিতে হয়। জল-শক্তির দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব কিনা ঐ সময় তাহার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ১৯১২ সনে দেখা যায় যে, হাইড্রো-ইলেক্ট্রিসিটি ও ষ্টিম-পাওয়ার ইলেক্ট্রিসিটি সমানভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ চালাইতে থাকে। ১৯১৯ সনে কিন্তু জাপান জলশক্তি হইতে ৭১০,০০০ কিলওয়াট ও ষ্টিম হইতে ৪২০,০০০ শক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে থাকে। ১৯২৫ সনে হাইড্রো ইলেকৃট্রিসিটি ও ষ্টিম ইলেকৃট্রিসিটির পরিমাণ যথাক্রমে ২,৮৯০,০৩৪ ও ১,৩৫২,৫৭০ কিলওয়াট দাঁড়ায়। বৎসরে শতকরা ১৫ ভাগ করিয়া ইলেকৃট্রিক লাইটের চাহিদা বাড়িতেছে। বর্ত্তমানে জাপানে যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলিতেছে তিন বছর পূর্ব্বে ইহার তিন ভাগের একভাগ জ্বলিত। ১৯২৫ সনের শেষভাগে জাপানে ৪৬১,০৭০,০০০ ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের ২৭,৩২০,০০০ ইলেকৃট্রিক লাইট জ্বলিত অর্থাৎ প্রতি জাপান পরিবার ৭৭২ ক্যাণ্ডল পাওয়ারের ৪৬টি ইলেকৃট্রিক লাইট ব্যবহার করিত। ১৯২৫ সনে তোকিও, ওসাকা, কিয়োতো, নাগোয়া, কোবে, ইয়াকোহামা এই ছয়টি জাপানী সহরে ১৩৪,৬৪০,০০০ ইলেকৃট্রিক লাইট জ্বলিত।

লাইটের চাইতে ইলেকৃট্রিক পাওয়ারের চাহিদা খুব বেশী। ১৯২৫ সনে জাপানে ৯২২,০০০ অশ্ব-শক্তির ২২৮,০০০ পাওয়ার প্লান্ট ছিল স্বাবলম্বী এবং ১৬৫,০০০ অশ্বশক্তির ৩৩,০০০টি প্লান্ট গবর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য শিল্প কারখানার কাজের জন্য পরিচালিত হইত। ১৯২৫ সনে মোট ২,০৮৭,০০০ অশ্বশক্তির ২৬১,০০০ পাওয়ার প্লান্ট জাপানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ করিত। এই বিদ্যুৎ নিম্নলিখিত ভাবে খরচ হইত।

	প্লান্ট	অশ্বশক্তি
ডাইং ও উইভিং	৪৫,৬০০	৩০৭,৫০০
যন্ত্রপাতি ও লৌহ কারখানা	৩৬,৪০০	৩৪৮,৭০০
কেমিক্যাল শিল্প	২১,০০০	৩২৯,৩০০
খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা	৮২,৫০০	২৩৯,৪০০
মাইনিং ও রিফাইনিং	৯,৮০০	৫০৬,৫০০
অন্যান্য শিল্প কারখানা	৬৬,৩০০	২৯৮,৯০০
মোট	২৬১,৬০০	২,০৮৭,০০০

জাপানের সুবার্ব্বাণ রেলওয়েগুলিতে বৈদ্যুতিক গাড়ীর প্রচলন হওয়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে।

জাপানের ইলেকৃট্রিক ইণ্ডাষ্ট্রিতে ১৯২৫ সনে জাপানীরা ২৮১৩,৯২১,০০০ ইয়েন পুঁজি খাটাইয়াছিল। ইহার মধ্যে ২,২১৮,৬৪৯,০০০ ইয়েনের অংশ জাপানীরা ক্রয় করে। ইহা ছাড়া ফিক্সড ক্যাপিট্যাল ২,৭৬৯,০৯৬,০০০। এই শিল্পে ১৯২৫ সনে জাপানের আয় হইয়াছে ২৫২,৯৭৭,০০০ ইয়েন। যুদ্ধের সময় ইলেকট্রো-কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রি খুব উন্নতি করে। ১৯২৫ সনে ১১৮,৪০৪,০০০ ইয়েন মূল্যের সালফেট, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্লোরেট, কপার

সোনা, রূপা, লৌহ, দস্তা, সিমেণ্ট প্রভৃতি কেমিক্যালস উৎপাদন করা হয়।

জাপানের বিখ্যাত বাণিজ্য বন্দর ইয়োকোহামার প্রভূত উন্নতি হইতে জাপানের ঐশ্বর্য্যের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধের সময় ইয়োকোহামায় উৎপন্ন শিল্প-দ্রব্যের কাটতি খুব বাড়িয়া যায়। ১৯১৩ সনে ইয়োকোহামায় ৫৭,৪০০,০০০ ইয়েন মূল্যের শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ১৯১৭ সনে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১২৪,৮০০,০০০ ইয়েনে দাঁড়ায়, এবং ১৯২০ সনে উহা ডবল হইয়া ২৪০,৩৬০,০০০ ইয়েনে পৌঁছে। ১৮৯৩ সনে ইয়োকোহামায় ৭৮৬টি ফ্যাক্টরি চলিত এবং ঐ সকল কারখানায় ১২,৯৯৬ জন শ্রমজীবী কাজ করিত। ১৯১২ সনে ঐ সংখ্যাগুলি যথাক্রমে ৩০৩৩ ও ২৯০৬৮তে দাঁড়ায়। কিন্তু ১৯২৩ সনের ভীষণ ভূমিকম্পে ঐ সংখ্যা ৯৭০টি ফ্যাক্টরী ও ১৭,৩০২ জন শ্রমজীবীতে পর্য্যবসিত হয়।

১৯২৫ সনে জাপান তাহার ভূমিকম্প কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত শিল্প আবার চাঙ্গা করিয়া তোলে। ঐ সনে জাপানে ৫,৭৯৬টি ফ্যাক্টরি চলে ও সেগুলিতে ২৩,২১২ জন মজুর খাটে।

১৯২৩ সনের বিভিন্ন শিল্পের ফ্যাক্টরী ও শ্রমজীবিগণের সংখ্যা নীচে দেওয়া হইল :—

	ফ্যাক্টরী	শ্রমজীবী
খাদ্য ও পানীয় শিল্প	১,৪৩৮	৩,১৩২
মেশিনারী ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি শিল্প	১,১৬৫	৭,৩৮৬
ডাইং অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি	৪০৩	১,৯৩৫
কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রি	১৬৯	১,২৬২
বিশেষ বিশেষ শিল্প	১৫	৭৪৩
বিবিধ	২,৬০৬	৮,৭৫৪
মোট	৫,৭৯৬	২৩,২১২

বিশেষ শিল্পের মধ্যে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য সরকারী শিল্প ধরা হইয়াছে। ১৯২৫ সনে ২,০৯৫টি ফ্যাক্টরীতে মোটর ব্যবহৃত হয়। ৩৭০১টি ফ্যাক্টরী মোটর ব্যবহার করে না।

এইবার জাপানের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা-সম্পর্কের আলোচনা করা যাউক। জাপানের বর্ত্তমান ঐশ্বর্য্যে ভারতের দান কতটুকু তাহা হিসাব করিয়া দেখা যাউক।

জাপান ভারতের কাঁচামালের অন্যতম বড় খরিদ্দার। আর ভারতবর্ষ জাপানের শিল্পজাত মালের খরিদ্দার। আপাততঃ মনে হয় জাপানের সঙ্গে ব্যবসা করিয়া ভারতবাসীর পকেটেই বেশী টাকা আসে। আমরা জাপানের নিকট বেচি বেশী ও তাহার নিকট হইতে কিনি কম। কিন্তু আমাদের আমদানি ও রপ্তানির মালগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই আমাদের ভ্রম দূর হইবে। আমরা দেশের কাঁচামাল জাপানের হাতে তুলিয়া দেই। জাপান সেগুলিকে তাহার শিল্প কারখানায় চকচকে ঝকঝকে করিয়া আমাদের নিকটই আবার উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করে। নিম্নে আমাদের সঙ্গে জাপানের গত কয়েক বৎসরের কারবারের পরিচয় দেওয়া হইল :—

	জাপানে ভারতের আমদানি	ভারতে জাপানের আমদানি	ভারতের স্বপক্ষে ব্যালান্স
১৯১৩	১৭৩,১৭৩,৮৬১ ইয়েন	২৯,৮৭৩,৪১৪ ইয়েন	১৪৩,৩০০,৪৪৭ ইয়েন
১৯১৪	১৬০,৩২৪,৪৬০ ”	২৬,০৪৮,৩৩৭ ”	১৩৪,২৭৬,৩৪৭ ”
১৯১৫	১৪৭,৫৮৫,৩১০ ”	৪২,২০২,৪৬০ ”	১০৫,৩৮২,৮৫০ ”
১৯১৬	১৭৯,৪৬৪,৫৯৩ ”	৭১,৬১৭,৪৫৪ ”	১০৭,৮৪৭,১৩৯ ”
১৯১৭	২২৩,৯৪১,৩০৪ ”	১০১,৩৬৫,১৫৪ ”	১২২,৫৭৭,১৫০ ”
১৯১৮	২৬৮,১৮৫,১৮৫ ”	২০২,৫২২,২৮৯ ”	৬৫,৬৬২,৮৯৬ ”
১৯১৯	৩১৯,৪৭৭,৫৬১ ”	১১৬,৮৭৮,৭২৯ ”	২০২,৫৯৮,৮৩২ ”
১৯২০	৩৯৪,৯৩০,২০১ ”	১৯২,২৪৯,০৮৫ ”	২০২,৬৮১,১১৬ ”
১৯২১	২১০,৩৬৫,১৯৪ ”	৮৪,৫০৩,৬৩৫ ”	১২৫,৮৬১,৫৫৯ ”

	জাপানে ভারতের আমদানি	ভারতে জাপানের আমদানি	ভারতের স্বপক্ষে ব্যালান্স
১৯২২	২৫৪,০৮৮,৮৭৯ ইয়েন	৯৭,২৩৩,৮৯৮ ইয়েন	১৫৬,৮৮৪,৯৮১ ইয়েন
১৯২৩	৩০৫,৭১৮,৬০৩ "	৯৯,৬১৯,০৯৬ "	২০৬,০৯৯,৫০৭ "
১৯২৪	৩৮৭,৭৯১,৯৩৫ "	১৩৫,৩৭৩,১২৯ "	৩৫২,৪১৮,৮০৬ "
১৯২৫	৫৭৩,৫৬৩,৮১২ "	১৭৩,৪১৩,২০৭ "	৪০০,১৫০,৬০৫ "

উপরের অঙ্কগুলি সকলই জাপানী মুদ্রা ইয়েন। আমাদের ভারতীয় মুদ্রায় এক ইয়েনের দাম প্রায় ১।/০।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ১৯২৫ সনে আমরা জাপানে ৫৭৩,৫৬৩,৮১২ ইয়েন মূল্যের কাঁচামাল প্রেরণ করি এবং ইহার পরিবর্ত্তে ১৭৩,৪১৩,২০৭ ইয়েন মূল্যের জাপানী কাপড়চোপড় মনোহারী মালপত্র প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য জাপান হইতে আমদানি করি। মোটের উপর জাপানের সঙ্গে রপ্তানি ও আমদানি কারবারে আমাদের হিসাবে ৪০০,১৫০,৬০৫ ইয়েন লাভ হয়।

এইবার রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্যগুলির খতিয়ান করিলে ভারতের আসল লাভটা বাহির হইয়া পড়িবে।

১৯২৫ সনে ভারতবর্ষ জাপানে নিম্নলিখিত মাল পাঠাইয়াছে :—

তুলা	৪৭৫,৬৬৩,০০০	ইয়েন
চাউল	৪৮,৬২৪,০০৯	„
ইণ্ডিয়া রবার	৫,৯৯২,০০০	„
পিগ্‌ লোহা	৫,১৭২,০০০	„
ক্লান্ত	৪,৯৯৩,০০০	„
খইল	৪,৪২৬,০০০	„
বিন	৪,০২৭,০০০	„
চামড়া	২,৭৭৪,০০০	„

চাউল ও খইল ছাড়া ভারতবর্ষ জাপানকে আর সবই কাঁচা মাল পাঠাইয়াছে।

জাপান ভারতের নিকট ঐ সনে কি কি মাল বেচিয়াছে ?

কটন ইয়ার্ণ	৭৮,৭০১,০০০	ইয়েন
সিল্ক সূতা	১২,৬৫৬,০০০	"
গৃহশিল্পজাত মাল	৯,৪৯৬,০০০	"
পটারী	৩,৪৭৬,০০০	"
দিয়াশলাই	২,৭৯১,০০০	"
গ্লাস ও গ্লাসঅয়ার	৮,২৪,০০০	"
বোতাম	৮০৮,০০০	"
রেশমী রুমাল	৩৫২,০০০	„
কয়লা	২৬০,০০০	„
পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট	১৪৬,০০০	„

এইবার জাপান ও ভারতের কে লাভ করিল তাহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারেন। যে দেশের কাঁচা মাল প্রভূত পরিমাণে বিদেশে প্রেরিত হয় তাহার মত দুর্ভাগা দেশ আর নাই। দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিতে হইলে দেশের কাঁচামাল যাহাতে দেশেই রক্ষা করা যাইতে পারে এবং এগুলি দ্বারা যাহাতে দেশীয় শিল্প গড়িয়া উঠে তাহার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে করা উচিত।

পরাধীন ভারতের শুল্ক দেওয়ালের গাঁথুনিগুলি যে পর্য্যন্ত মজবুত না হইবে, যে পর্য্যন্ত সেগুলি আরও উচ্চ করা না হইবে, ততদিন বিদেশীর লুণ্ঠন রোধ করা যাইবে না।

রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্ব*

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম্, এ, বি, এল

উৎপাদন করিতে কতখানি শ্রম লাগিল বা লাগিল না সেদিকে মনোযোগ না দিয়া, বিবেচনা করিয়া দেখা যাক্ ভূমির ভোগ-দখলের ফলে উদ্ভূত খাজনার দ্বারা দ্রব্যাদির আপেক্ষিক দামে কোন তারতম্য ঘটিবে কি না। এই কথাটা বুঝিতে হইলে অনুসন্ধান করা দরকার খাজনার স্বরূপ কি এবং কোন্ কোন্ নিয়ম অনুসারে ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

জমিদার মাটির আদিম ও অবিনশ্বর শক্তিসমূহকে কাজে খাটাইতে দেয় বলিয়া তাকে জমির ফসলের যে অংশটুকু দেওয়া হয়, তাই হইল খাজনা। ইহাকে অনেক সময় কিন্তু পুঁজিপাটার মুনাফা ও সুদের সঙ্গে গোল করিয়া ফেলা হয়। প্রচলিত ভাষায় এই শব্দে কোন চাষী তার জমিদারকে বছরে যা দেয় তাই বুঝায়। ধর পাশাপাশি দুইটা ক্ষেতের বিস্তার সমান, স্বাভাবিক উর্ব্বরা শক্তিও সমান; কিন্তু একটির ক্ষেত-খামারের সকল রকম সুবিধা আছে, যথারীতি ড্রেনের ও সারের বন্দোবস্ত আছে, আর সুবিধামত বেড়া, কাঁটা ও দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া আলাদা করিয়া দেওয়াও হইয়াছে; অন্যটির এসব কোন সুবিধাই নাই। তবে স্বভাবতই প্রথমটাকে ব্যবহার করিতে গেলে দ্বিতীয়টার চেয়ে বেশী "দক্ষিণা"[১] দিতে হইবে। তথাপি উভয় ক্ষেত্রেই দক্ষিণাটাকে খাজনা বলিতে হইবে। কিন্তু বুঝা যাইতেছে যে, উন্নত ক্ষেতটার জন্য বছরে যে টাকাটা দিতে হইবে তার কতক অংশমাত্র মাটির আদিম ও অবিনশ্বর শক্তিসমূহ ব্যবহার করার দরুণ দিতে হইবে। বাকী অংশটা দেওয়া হইবে জমির শ্রী-বৃদ্ধি-সাধন করিবার জন্য পুঁজিপাটা লাগিয়াছিল, তা ব্যবহার করার দরুণ, আর উৎপন্ন দ্রব্য লাভ ও রক্ষা হেতু যে খামার ইত্যাদি উঠাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল তার দরুণ। আমি ঠিক যে সীমাবদ্ধ অর্থে খাজনা কথাটা ব্যবহার করিতে অভিলাষী, অ্যাডাম্ স্মিথ কখনো কখনো সেই অর্থে উহা ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ সময় তিনি প্রচলিত অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, পূর্ব্বে নরওয়ের বনানী হইতে কোন খাজনা লাভ হইত না; ইয়োরোপের দূরতর দক্ষিণ দেশ-গুলিতে কাঠের টান[২] জন্মিবার পর কাঠের দর চড়ে ও সেখানে খাজনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু ইহা হইতে কি স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না যে, তিনি যাকে খাজনা বলিতেছেন লোকে সেই খাজনা দিতেছে এই ভাবিয়া যে, জমির উপর দামী মাল পড়িয়া আছে আর কাঠ বেচিয়া যা পাওয়া যাইতেছে তাতে লাগান টাকা শোধ হইয়া হাতে একটা মুনাফাও থাকিয়া যাইতেছে? অবশ্য এমন যদি হয় যে কাঠ সরাইয়া লওয়ার পর ভবিষ্যৎ টানের দিকে নজর রাখিয়া গাছ অথবা অন্য যে কোন দ্রব্য জন্মাইবার উদ্দেশ্যে জমি ব্যবহার করা হইতেছে ও তদ্দরুণ জমিদারকে শোধবোধ করা হইতেছে, তবে এই শোধবোধকে ন্যায়তঃ খাজনা বলা চলে। কারণ, এটা জমির উৎপাদিকা শক্তিসমূহের দরুণ দেওয়া হইবে। কিন্তু অ্যাডাম্ স্মিথ যে উদাহরণ দিয়াছেন, তাতে শোধবোধ হইয়াছিল কাঠ সরাইবার ও বেচিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া, কাঠ জন্মাইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া নহে। তিনি কয়লার খনির ও রত্ন-খনির খাজনার কথাও পাড়িয়াছেন। তৎসম্বন্ধেও ঐ মন্তব্য প্রযোজ্য। খনি বা কোয়ারির জন্য যে টাকা দিতে হয়, তা খনি বা কোয়ারি হইতে যে রত্ন উঠিবে, তারই দাম বাবদ দিতে হয়। তার সঙ্গে জমির আদিম ও অবিনশ্বর শক্তি-সমূহের কোন সম্পর্ক নাই। খাজনা ও মুনাফা সম্পর্কিত অনু-

---

* ইংরেজ ধন-বিজ্ঞান পণ্ডিত ডেভিড্ রিকার্ডো।

১ "রিমিউনারেশন"কে দক্ষিণা বলিতেছি।—অনুবাদক।

২ "ডিম্যাণ্ডে"র প্রতিশব্দরূপে টান কথাটা চাহিদার চেয়ে সঙ্গত মনে হয়। ব্যবসায়ী মহলেও এর প্রচলন দেখা যায়।—অনুবাদক।

সন্ধানে এ পার্থক্যটা খুব লক্ষ্য করা দরকার। কারণ, দেখা গিয়াছে যে, যে নিয়মে খাজনা বাড়ে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ আলাদা নিয়মে মুনাফা বাড়ে। কচিৎ উভয়ের গতি একদিকে হয়। উন্নত দেশে জমিদারকে বৎসরে যা দেওয়া হয়, তাকে খাজনা বলাও চলে, মুনাফা বলাও চলে। কারণ-পরম্পরার বলে কখনো ইহা গতি-রহিত অবস্থায় থাকে, কখনো বা এক কি অন্য কারণের গুরুত্ব লঘুত্ব অনুসারে বাড়ে বা কমে। সুতরাং এই গ্রন্থের পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাসমূহে যখনি আমি জমির খাজনার কথা বলিব, বুঝিতে হইবে যে, জমির আদিম ও অবিনশ্বর শক্তিগুলাকে ব্যবহার করিতে দেওয়ার জন্য জমির মালিককে যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, তারই কথা বলিতেছি।

যে দেশে সমৃদ্ধ ও উর্ব্বর জমির প্রাচুর্য্য রহিয়াছে, সেখানে প্রথম বসতি স্থাপন কালে প্রকৃত লোক-বল[১] পোষণের জন্য খুব অল্প পরিমাণ জমি চাষ করা দরকার হয়, অথবা ঐ লোকবলের তাঁবে যে পুঁজিপাটা আছে তদ্বারা বাস্তবিক খুব অল্প পরিমাণ জমি চাষ করা সম্ভব হয়, সেখানে খাজনা নাই। কেননা, এমন বিস্তর জমি পড়িয়া রহিয়াছে, যার মালিক নাই, যে খুসী গিয়া চাষ আরম্ভ করিয়া দিলেই হইল। ঐ জমি ব্যবহার করিবার জন্য কারও পয়সা লাগিবে না।

জল, বাতাস অথবা প্রকৃতির অন্য দশটা সীমাহীন পরিমাণে অবস্থিত দান ব্যবহার করিলে কিছু দিতে হয় না। কেন তা বলা হইয়াছে। ঐ কারণে, টান যোগানের সাধারণ নিয়মানুসারে, এইরূপ জমির জন্য কোন খাজনা দেওয়া হইবে না। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ হাতে থাকা চাই, বায়ু-মণ্ডলের চাপ ও বাষ্পের স্থিতি-স্থাপকতা সহায় হওয়া চাই, তবেই এঞ্জিনে কাজ সম্পন্ন হইতে পারে ও মানুষের শ্রম বহুল পরিমাণে সংক্ষিপ্ত হইতে পারে। কিন্তু এই সব প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগানোর দরুণ পয়সা খরচ করিতে হয় না। কারণ, এদের শেষ নাই, আর প্রত্যেক মানুষের হাতের কাছে রহিয়াছে। তদ্রূপ শুঁড়ি, মদ-নিঃসারক, রঙ্ অনুলেপক স্ব স্ব পণ্যদ্রব্য উৎপাদন কালে অবিরত জল ও বাতাস ব্যবহার করিতেছে। কিন্তু এ-গুলির যোগান অনন্ত, কোন দর দিতে হয় না[২]। যদি সব জমি এক উপাদানে গঠিত হইত, পরিমাণে অসীম ও গুণে সম-পর্য্যায়ভুক্ত হইত, তবে এক বিশেষ বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থান ব্যতীত অন্যত্র ব্যবহার কালে পয়সা লাগিত না। জমি পরিমাণে অসীম নয় ও গুণে সম-পর্য্যায়-ভুক্ত নয়; লোকবলের বৃদ্ধি হইলে নিকৃষ্ট অথবা কম সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত জমিতে চাষ দিতে হয়। এই সব কারণে জমি ব্যবহার করিলে আদৌ খাজনা দিতে হয়। সমাজের বিস্তার ঘটিলে দ্বিতীয় স্তরের জমি চাষের জন্য লওয়া হয়, আর অমনি প্রথম স্তরের উর্ব্বর জমির উপর খাজনা আরম্ভ হয়। এই দুই খণ্ড জমির গুণের ভিতর যে পার্থক্য রহিয়াছে, তারই উপর ঐ খাজনার পরিমাণটা নির্ভর করিবে।

যেই তৃতীয় স্তরের জমি চষা সুরু হয়, অমনি দ্বিতীয় স্তরের খাজনা আরম্ভ হয়। ইহাও আগের মত উৎপাদিকা শক্তির তারতম্য দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। তৎসঙ্গে প্রথম স্তরের খাজনা বাড়ে। কেননা, সম-পরিমাণ পুঁজিপাটা ও শ্রম লাগাইয়া উভয়েতে যে উৎপন্ন দ্রব্য পাওয়া যায়, তাদের পার্থক্য যতখানি, প্রথম স্তরের খাজনা দ্বিতীয় স্তরের খাজনার চেয়ে সর্ব্বদা ততখানি বেশী। বৃদ্ধির প্রতি ধাপে খাদ্যের

১ সাধারণতঃ বাঙ্গালায় "পপুলেশন"-অর্থে "লোক-সংখ্যা" কথাটা চলিয়া আসিয়াছে। ঐ কথা সর্ব্বত্র পর্য্যাপ্ত নহে। সেজন্য ঐ অর্থে "লোক-বল" বা "জন-বল" কথাটা ব্যবহার করিতে চাহি।—অনুবাদক।

২ "আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, জমি প্রকৃতির একমাত্র উৎপাদিকা-শক্তি-বিশিষ্ট যন্ত্র নয়। কিন্তু এটা একমাত্র, অথবা প্রায় একমাত্র, যন্ত্র, যা এক শ্রেণীর মানুষ আর সব ছাড়িয়া অবলম্বন করে ও সেজন্য তা থেকে যা-কিছু লাভ হয় নিজের দখলে রাখে। সাগরের জলের ও দরিয়ার জলের যে শক্তি আছে তা আমাদের কলে গতি দেয়, নৌকা চালায়, মাছ পুষ্ট করে। সে শক্তি উৎপাদিকা-শক্তি। বাতাস আমাদের যাঁতা ঘুরাইয়া দেয়। এমন কি, সূর্য্যের উত্তাপও আমাদের সেবা করে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, এ পর্য্যন্ত কেহই বলিতে সমর্থ হয় নাই যে, বাতাস এবং সূর্য্যের উত্তাপ আমার, যে ব্যবহার করিবে, তাকে পয়সা দিতে হইবে।" রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি: জি বি সে প্রণীত। দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ১২৪।

যোগান বাড়াইবার জন্য একটা দেশ উত্তরোত্তর খারাপ জমির আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর জমিগুলার উপর খাজনা বাড়িয়া চলে।

এখন মনে কর ১, ২, ও ৩ নং জমির উপর সমান পুঁজি-পাটা ও শ্রম লাগান হইলে নিট্‌ উৎপন্ন ফসল দাঁড়াইতেছে ১০০, ৯০ ও ৮০ কোয়ার্টার। নূতন দেশে লোকবলের তুলনায় উর্ব্বর জমির আধিক্য লক্ষিত হয়। কাজেই শুধু ১নং জমি চাষ করা দরকার হয়। সেখানে সমগ্র নিট্‌ উৎপন্ন ফসলটা চাষীর ভোগে পড়িবে ও তৎকর্ত্তৃক অগ্রিম প্রদত্ত পুঁজির মুনাফা স্বরূপ হইবে। তারপর লোকবল এতদূর বাড়িতে পারে যে ২নং জমি চাষ করা দরকার হইয়া পড়ে। মজুর পোষণ করিয়া তাহা হইতে পাওয়া যায় মাত্র ৯০ কোয়ার্টার। এই সময়ে ১নং জমির উপর খাজনা আরম্ভ হয়। কারণ হয় কৃষি-পুঁজিপাটার মুনাফায় দুইটা হার হইবে; নয়ত ১ নম্বরের জমিতে উৎপন্ন ফসল হইতে দশ কোয়ার্টার বা দশ কোয়ার্টারের দাম অন্য উদ্দেশ্যে সরাইয়া লইতে হইবে। এই দশ কোয়ার্টারকেই খাজনা বলিয়া ধরিতে হইবে, তা ১নং জমির মালিক নিজেই চাষ করুক বা অন্য কাউকে দিয়াই চাষ করাক্‌। কেননা, ২ নম্বর জমির চাষী দশ কোয়ার্টার খাজনা দিয়া ১নং জমি চাষ করুক্‌ বা বিনা খাজনায় ২নং জমি চাষ করুক, সে তার পুঁজিপাটা লাগাইয়া ফল একই পাইবে। এইরূপে দেখান যাইতে পারে যে, যখন ৩নং জমি আবাদ হইবে ২নম্বর জমির খাজনা দশ কোয়ার্টার অথবা দশ কোয়ার্টারের দাম হইবে; আর ১নং জমির খাজনা ২০ কোয়ার্টারে উঠিবে। কারণ, ৩নং জমির চাষী ১নং জমির খাজনা ২০ কোয়ার্টার অথবা ২নং জমির খাজনা ১০ কোয়ার্টার দিক্‌ কিংবা বিনা খাজনায় ৩নং জমি চাষ করুক, তার মুনাফা সর্ব্বত্র হরেদরে একই থাকিবে।

কখনো কখনো, বস্তুতঃ সচরাচর, এমন হইতে পারে যে, ২, ৩, ৪, ৫ নং জমি কি আরও খারাপ জমি চাষের পূর্ব্বে যে জমি চাষ হইয়া গিয়াছে তাহাতে পুঁজিপাটা লাগাইলে বেশী লাভ হয়। ২নং জমির উপর গোড়ায় যে পুঁজিপাটা ঢালা হইয়াছিল, তা দ্বিগুণ করিয়া দেখা যাইতে পারে যে, উৎপন্ন ফসলটা ডবল না হইলেও, ১০০ কোয়ার্টার না বাড়িলেও, ৮৫ বাড়িতেছে। ঐ পুঁজিপাটা ৩নং জমিতে লাগাইয়া যা পাওয়া যাইত তার চেয়ে এই পরিমাণটা বেশী।

এরূপ ক্ষেত্রে পুরাণা জমির উপর পুঁজিপাটা খাটানই লোকে সমীচীন মনে করিবে। আর এখানেও ঠিক আগের মত খাজনার সৃষ্টি হইবে। কারণ, পুঁজিপাটা ও শ্রম সম-পরিমাণে নিয়োগ করিয়াও দুই জমিতে উৎপন্ন ফসলের ভিতর যে পার্থক্য থাকে, তাই হইল খাজনা। কোন প্রজা ১০০০ পাউণ্ড পুঁজিপাটার বলে জমি হইতে ১০০ কোয়ার্টার গম পায়। দ্বিতীয় বার ১০০০ পাউণ্ড পুঁজিপাটা খরচ করিয়া সে আরও ৮৫ কোয়ার্টার "আদায়" করে। তাহলে তার পাট্টার মিয়াদ উত্তীর্ণ হইলে পর, অতিরিক্ত ১৫ কোয়ার্টার বা তত্তুল্য দাম খাজনা হিসাবে তার নিকট হইতে জোর করিয়া আদায় করিবার ক্ষমতা জমিদারের আছে। কেননা, মুনাফার দুইটা হার হইতে পারে না। দ্বিতীয় বার ১০০০ পাউণ্ড খাটাইয়া আদায়ে পনের কোয়ার্টার হ্রাস ঘটিলেও চাষীকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। তার কারণ এই যে, তার পক্ষে এর চেয়ে লাভজনক আর কোন ব্যবহার খোলা নাই। মুনাফার চলিত হার ঐ অনুপাতে হইবে। পূর্ব্ব রায়ত রাজী না হইলে, এমন লোকের অভাব ঘটিবে না যে, ঐ মুনাফার হার বাদ দিয়া যা অবশিষ্ট থাকিবে তার সবটাই তার জমির মালিককে দিতে রাজী হইবে।

উভয় ক্ষেত্রেই সকলের শেষে যে পুঁজিপাটা লাগান হয়, তার খাজনা নাই। প্রথম হাজার পাউণ্ডের উৎপাদিকা শক্তি বেশী বলিয়া ১৫ কোয়ার্টার খাজনা দিতে হয়। কিন্তু দ্বিতীয় হাজার পাউণ্ড লাগানোর জন্য কোন খাজনা দিতে হয় না। তৃতীয় হাজার পাউণ্ড ঐ জমিতে লাগাইবার পর যদি "আদায়" ৭৫ কোয়ার্টার হয়, তবে দ্বিতীয় হাজার পাউণ্ডের জন্য খাজনা দিতে হইবে; খাজনাটা এই দুয়েতে উৎপন্ন ফসলের ভিতর পার্থক্যের সমান অথবা দশ কোয়ার্টার হইবে। তৎকালে প্রথম হাজার পাউণ্ডের খাজনা পনের হইতে বাড়িয়া পঁচিশ কোয়ার্টার হইবে। আর শেষ হাজার পাউণ্ডের দরুণ কোন খাজনা পাওয়া যাইবে না।

লোকবল ক্রমাগত বাড়িতেছে। তার জন্য অন্ন উৎ-

পাদিত হওয়া চাই। এই অন্ন-উৎপাদনের জন্য যতটা দরকার, যদি তার চেয়ে অনেক বেশী ভাল জমি থাকিত অথবা যদি পুরাণা জমিতে পুঁজিপাটা অনন্তকাল ধরিয়া লাগান চলিত ও আদায়টা কোন কালে নিম্নগ[১] না হইত, তবে খাজনার বৃদ্ধি ঘটা সম্ভব হইত না। শ্রম অতিরিক্ত পরিমাণে নিযুক্ত হইতেছে, অথচ তদনুপাতে আদায়টা কম হইতেছে, এইরূপ অবস্থা হইতেই খাজনার জন্ম হয়।

যে জমি সব চেয়ে উর্ব্বর এবং সব চেয়ে সুবিধাজনক জায়গায় অবস্থিত, তার চাষ আগে হইবে। অন্য সকল দ্রব্যের বিনিময়-দাম যে ভাবে নির্ণীত হয়, এই জমির ফসলের বিনিময়-দামও ঠিক সেইভাবে স্থিরীকৃত হইবে। ফসল উৎপাদন করিতে ও বাজারে আনিতে আগাগোড়া যত রকমের শ্রম দরকার হয়, তার সমষ্টিগত পরিমাণ দ্বারা এই দাম স্থিরীকৃত হইবে। নিকৃষ্ট জমির চাষ আরম্ভ হইলে, কাঁচা ফসলের বিনিময়-দাম চড়িবে। কেননা, তাহা উৎপাদন করিতে আরও বেশী শ্রম লাগিবে।

অতীব অনুকূল অবস্থায় উৎপাদন করিলে উৎপাদনের জন্য কম পরিমাণে শ্রম লাগাইলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু সকলের ভাগ্যে এরূপ অবস্থা লাভ সম্ভব হয় না। যাদের উৎপাদনের বিশেষ বিশেষ সুগমতা আয়ত্ত হইয়াছে তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। শিল্পজাত-খনি হইতে উত্তোলিত বা জমিতে উৎপন্ন সকল প্রকার পণ্যদ্রব্যের বিনিময় দাম ঐ কম শ্রম দ্বারা নির্ণীত হয় না। কিন্তু উৎপাদনের বিশেষ সুগমতা যাদের নাই তাদের বেশী পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করিতে হয়, তাদের অতীব প্রতিকূল অবস্থাতেও উৎপাদন করিয়া যাইতে হয়, থামিবার উপায় নাই—তাদেরই শ্রম দ্বারা সকল পণ্যদ্রব্যের বিনিময়-দাম নির্ণীত হয়।* অতীব প্রতিকূল অবস্থার অর্থ যতটা ফসল পাইতে হইবে ততটা পাওয়ার জন্য যে অবস্থায় উৎপাদন করিয়া চলা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

যে কোন দাতব্য-প্রতিষ্ঠানে দাতাদের নিকট হইতে টাকা লইয়া গরিবদের কাজে নিযুক্ত করা হয়। এই লোকেরা কতকগুলি বিশেষ সুবিধা পায়। কিন্তু তাদের হাতের কাজের প্রচলিত দর তদ্বারা অবধারিত হইবে না। অবধারিত হইবে অন্য প্রত্যেক কারিগরকে সর্ব্বদা যে সাধারণ ও স্বাভাবিক কৃচ্ছ্রতার সম্মুখীন হইতে হইবে তদ্দারা। এই ভাগ্যবান কারিগরদের যোগানের ফলে যদি সমাজের সমগ্র অভাব মিটিয়া যায়, তবে যার এই সব সুযোগ সুবিধার কোনটাই নাই, তার বাজার হইতে একদম অপসারিত হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যদি সে তার ব্যবসা বন্ধ না করে, তা শুধু এই সর্ত্তে হইবে যে, তার যে পুঁজি খাটান আছে তার মুনাফাটা সে ঐ ব্যবসা হইতে প্রচলিত সাধারণ হারে পাইতেছে। দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে পরিমাণ শ্রম দরকার হয়, তার অনুপাত দরে তা বিকাইলেই শুধু তা হইতে পারে।[২]

১ ডিমিনিশ্ড্ বা ডিমিনিশিং রিটার্ণ=নিম্নগ] আদায়। ইনক্রিজিং রিটার্ণ=উর্দ্ধগ আদায়। 'ক্রমিক লাভের হ্রাস, বৃদ্ধি' (রায়, সরকার) সম্বন্ধে আমার আপত্তি দুইটা। (১) রিটার্ণকে লাভ বলিতে রাজী নহি। বস্তুতঃ লাভ না হইতেও পারে—অবশ্য লাভ যে অর্থে চলিয়া আসিতেছে সেই অর্থে। (২) হ্রাস বা বৃদ্ধিটা ধাপে ধাপে (ধাপগুলি সমান নহে) ঘটিতেছে বুঝান চাই। ব্যবহৃত প্রতিশব্দ দুটা বেশী দ্যোতক মনে হইতেছে।—অনুবাদক।

২ নিম্নোদ্ধৃত অংশে সে মহোদয় কি এই কথা ভুলিয়া যান নাই যে শেষ অবধি উৎপাদনের খরচটাই দরের নির্ণায়ক ? জমিতে শ্রম নিযুক্ত করিয়া যে ফসল জোটে তার একটা বিশেষ গুণ এই যে তাহা দুর্ল্লভ হইলেও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠে না। কারণ, অন্ন হ্রাস পাইলে লোকবল সর্ব্বদা কমিয়া যায়। সুতরাং এইসব উৎপন্ন দ্রব্যের যোগান যে কালে কমে, ঠিক সেই কালেই টানও কমে। অকর্ষিত জমি যে সব স্থানে দেদার পড়িয়া রহিয়াছে সেখানের চেয়ে গভীরভাবে কর্ষিত দেশসমূহে ফসলের দর যে বেশী এমনও দেখা যায় না। মধ্য যুগে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স এখনকার চেয়ে অনেক বেশী অগভীররূপে কর্ষিত ছিল। উভয়ে কাঁচা ফসল ঢের কম উৎপাদন করিত। তবু অন্যান্য জিনিষপত্রের সহিত যতদূর সম্ভব তুলনা করিয়া বুঝিতে পারি যে ফসল বেশী দরে বিকাইত না। ফসল কম ছিল। লোক-বল ও তাই। যোগান যেমন মৃদু ছিল, টানও তেমন ক্ষীণ ছিল "(দ্বিতীয় ভাগ, ৩৩৮)। শ্রমের দর দ্বারা পণ্যদ্রব্যাদির দর নির্ণীত হয়, এ মত সে মহাশয়ের মনে ধরিয়াছে। তিনি ঠিকই মনে করিয়াছেন যে, সকল রকম দাতব্য প্রতিষ্ঠান না থাকিলে লোক যত বাড়ে, সেগুলি থাকিলে তার চেয়ে অনেক বেশী বাড়ে ও ফলে মজুরি নামে। তিনি বলিতেছেন, "ইংল্যাণ্ডাগত জিনিষপত্র সস্তা। আমার সন্দেহ হয় তার আংশিক হেতুও দেশে অসংখ্য দাতব্য-আলয়ের অবস্থান (দ্বিতীয় ভাগ, ২৭৭)। তিনি মনে করেন মজুরি দর নির্দ্ধারণ করে ; তাঁর পক্ষে এই মত সমীচীন বটে।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট জমিতে আগের মত শ্রমে আগের সমান ফসল পাওয়া যাইবে ইহা সত্য কথা। কিন্তু যারা কম উর্ব্বর জমিতে নূতন করিয়া শ্রম ও পুঁজি লাগাইয়াছিল তারা নিম্নগ আদায় লাভ করার ফলে ঐ ফসলের দাম চড়িবে। খারাপ জমির চেয়ে উর্ব্বর জমির যে সব সুবিধা আছে, সেগুলি কোন কালেই মাঠে মারা যায় না, হাত বদ্‌লায় মাত্র। কিষাণ বা খাদকের[১] নিকট হইতে জমিদারের হাতে চলিয়া যায়। এ সত্ত্বেও নিকৃষ্ট জমি-গুলিতে বেশী শ্রম দরকার হয় বলিয়া এবং এই প্রকার জমি হইতে ছাড়া আমাদের আর অতিরিক্ত কাঁচা ফসল যোগান পাইবার উপায় নাই বলিয়া, ঐ ফসলের দামটা তুলনায়[২] বরাবর স্থায়িভাবে আগেকার চেয়ে[৩] উপরে থাকিবে। তার বদলে টুপি, কাপড়, জুতা ইত্যাদি ইত্যাদি যে সব জিনিষ উৎপাদন করিতে এরূপ কোন অতিরিক্ত শ্রম দরকার হয় না, সেগুলি বেশী বেশী করিয়া পাওয়া যাইবে।

কি কারণে কাঁচা উৎপন্ন দ্রব্যের তৌল দাম চড়ে? জবাব এই যে, সর্ব্বশেষে যা পাওয়া যায়, তা উৎপাদন করিতে বেশী শ্রম লাগে বলিয়া, জমিদারকে খাজনা দিতে হয় বলিয়া নয়। জমিতে যে গুণ থাকিলে বা পুঁজিপাটার যে ভাগের সাহায্য লইলে শস্যাদি উৎপাদন করিতে খাজনা লাগে না, সেই গুণ বা ভাগের বেলায় উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণে শ্রম দিতে হয় তাহাতেই শস্যাদির দাম নির্ণীত হয়। খাজনা দিতে হয় বলিয়া শস্যের দর চড়া নয়; পরন্তু শস্যের দর চড়া বলিয়াই খাজনা দিতে হয়। এমন যথার্থই দেখা গিয়াছে যে, জমিদারেরা যদি তাদের সমগ্র খাজনাটা মাপ করিয়াও দেয়, শস্যের দরে কোন প্রকার হ্রাস ঘটিবে না। এরূপ ব্যবস্থায় কতকগুলি চাষীকে ভদ্রলোকের মত থাকিতে সুযোগ দেওয়া হইবে মাত্র। কিন্তু তাহাতে সব চেয়ে কম স-ফল[৪] চাষের জমিতে কাঁচা উৎপন্ন দ্রব্য জন্মাইতে প্রয়োজনীয় শ্রমের মাত্রা কমিবে না।

অন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় উৎপন্ন দ্রব্যের আকরের চেয়ে জমিতে সুবিধা অনেক বেশী, এমন একটা কথা সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়। জমি হইতে একটা উপরি আয়, খাজনা, জোটে এই হইল কারণ। তবু জমি যখন প্রচুরতম, সর্ব্বাধিক উৎপাদনশীল ও উর্ব্বরতম, তখন তাহা হইতে কোন খাজনা আদায় হয় না। যখন এর শক্তিসমূহ ধ্বংস পাইতে থাকে, যখন শ্রমের পরিবর্ত্তে আদায় কমিয়া আসে, মাত্র তখন, অধিকতর উর্ব্বর অংশগুলিতে গোড়ায় যে দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে তাহা হইতে একটা ভাগ পৃথক করিয়া খাজনা বাবদ্ রাখা হয়। লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, শিল্পীরা যে সব প্রাকৃতিক শক্তির সহায়তা পায় তাদের তুলনায় জমির এই গুণ অপরিণত অবস্থার পরিচায়ক। আশ্চর্য্যের বিষয় জমির শ্রেষ্ঠতার এক নিদর্শনরূপে এই গুণটাকেই খাড়া করা হয়। যদি জল, বাতাস, বাষ্পের স্থিতিস্থাপকতা এবং বায়ু-মণ্ডলের চাপের গুণাবলী ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইত, যদি সেগুলিকে দখল করা যাইত এবং প্রত্যেকটা গুণ পরিমিত পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিত, তবে একটার পর একটা গুণ ব্যবহারে আনার সঙ্গে সঙ্গে জমির মত তাদেরও খাজনা হইত। একটা হীনতর গুণ ব্যবহার হওয়া মাত্র যে যে দ্রব্য নির্ম্মাণে তাহা ব্যবহার করা হয় তাহার দাম চড়িত। কেন না শ্রম পরিমাণে সমান থাকিলেও উৎপাদনশীলতা কমিয়া যাইতেছে। তার মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া মানুষ বেশীর ভাগ করিত,

১ কন্‌জিউমারের বাঙ্গালা কি করা যাইতে পারে? সম্প্রতি 'খাদক' চালাইতেছি। কোথাও কোথাও ভোক্তা লিখিব। অতএব, কন্‌জাম্পশন = খাদন, ভোগ।—অনুবাদক।

২ কম্প্যারেটিভ্‌ ভ্যালু কথাটাকে ভাঙ্গিয়া অনুবাদ করিতেছি তুলনায় দাম। রিলেটিভ্‌ ভ্যালুকে আপেক্ষিক দাম বলিয়াছি। কম্প্যারেটিভ্‌ ভ্যালু অর্থে তৌল দাম চলিবে কি?—অনুবাদক।

৩ লেভেলের কোন বাঙ্গালা প্রতিশব্দ আছে কি না জানি না। সমোর্দ্ধতা বা সমোচ্চতা পছন্দ হয় না। দ্যোতকও নহে। এক বন্ধু বলিলেন, "সম-রশি।" নাভি কথাটা চালাইলে কেমন হয়? সী-লেভেল = সমুদ্র-নাভি।—অনুবাদক।

৪ প্রডাক্টিভ ও আন্‌প্রডাক্টিভ অর্থশাস্ত্রের দুইটা দরকারী কথা। সাধারণতঃ প্রতিশব্দরূপে উৎপাদক ও অনুৎপাদক বা বন্ধ্যা চালাইতেছি। স্থানবিশেষে স-ফল ও বি-ফল চালাইব।—অনুবাদক।

প্রকৃতি কম ভাগ করিয়া দিত। সীমাবদ্ধ শক্তির জন্য জমির শ্রেষ্ঠতাও লোপ পাইত।

জমি খাজনার আকারে উপরি পাওনা প্রদান করে। এ যদি সুবিধা বিশেষ হয় তবে প্রতি বছর নব নির্ম্মিত কল পুরাণা কলের চেয়ে খারাপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা, তা হইলে শুধু ঐ কলে তৈরী দ্রব্য নয় কিন্তু রাজ্যের তামাম্ কলে নির্ম্মিত শিল্প-দ্রব্য নিঃসন্দেহে অধিকতর বিনিময়-দাম লাভ করিবে। আর সুর্ব্বাধিক উৎপাদনশীল কল যাদের হাতে রহিয়াছে তাদিগকে একটা করিয়া খাজনা দেওয়া হইবে।[১]

দেশের ধন বাড়ার ফলে ও লোকবলকে খাওয়াইবার কৃচ্ছ্রতার ফলে, খাজনার বৃদ্ধি ঘটে। খাজনা ধনের লক্ষণ বটে, কিন্তু ধনের কারণ কখনই নয়। খাজনা অচল, এমন কি নিম্নগামী হইলেও অনেক সময় ধন খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। বিক্রেয় জমির উৎপাদিকা শক্তি কমিতে থাকিলে খাজনা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। যে দেশে বিক্রেয় জমি উর্ব্বরতম, আমদানি সব চেয়ে কম বাধাপ্রাপ্ত, কৃষির উন্নতি দ্বারা শ্রমের হারাহারি পরিমাণ না বাড়াইয়াও উৎপাদন বহু গুণিত এবং যেখানে ফলে খাজনার বাড়টা ধীর, সেখানে ধনবৃদ্ধি খুব তাড়াতাড়ি হয়।

ফসলের চড়া দর খাজনার কারণ না হইয়া যদি খাজনার ফল হইত তবে খাজনা বাড়িলে বা কমিলে হারাহারি ভাবে দরেরও ইতর-বিশেষ ঘটিত, আর খাজনা দরের একটা অঙ্গ-বিশেষ হইত। কিন্তু যে ফসল অধিকতম পরিমাণ শ্রম দ্বারা উৎপাদিত হইতেছে তদ্দ্বারাই ফসলের দর নির্দ্ধারিত হয়। খাজনা বিন্দুমাত্রও দরের অঙ্গরূপে ঢুকে না, ঢুকিতে

১ অ্যাডাম্ স্মিথ বলেন, "কৃষিতেও মানুষের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি খাটে। তার শ্রমের জন্য কোন খরচ পড়ে না বটে, কিন্তু সব চেয়ে দামী কারিগরের উৎপন্ন দ্রব্যের মত তার উৎপন্ন দ্রব্যের একটা দাম আছে।" বেশী খাটে বলিয়া নহে, কিন্তু অল্প খাটে বলিয়া প্রকৃতির শ্রমের জন্য পয়সা দিতে হয়। প্রকৃতি তার দানে যত কার্পণ্য করিতে থাকে, তত তার কাজের জন্য বেশী দর চায়। যেখানে সে অসীম উপকারী, সেখানে সর্ব্বদা সে বিনা পয়সায় খাটিয়া দিতেছে। গো-বলদ কৃষিতে নিযুক্ত করিয়া খাটান হইতেছে। কারবারগুলিতে কারিগরদের মত এরাও নিজ নিজ পাদন যত বড় অথবা নিয়োক্তা পুঁজিপাটা ও তার মালিকের মুনাফা একত্রে যত বড়, শুধু তত বড় একটা দামের পুনরুৎপাদন ঘটাইয়া রেহাই পায় না; তার চেয়ে অনেক অধিকতর দামের পুনরুৎপাদন ঘটাইতে হয়। চাষীর পুঁজিপাটা ও সমস্ত মুনাফা ছাড়াও এবং তার উপরেও নিয়মিতভাবে জমিদারের খাজনা পুনরুৎপাদিত হওয়া চাই। জমিদার চাষীকে প্রকৃতির কতকগুলি শক্তি ব্যবহার করিবার জন্য ধার দিয়াছিল। এই খাজনাকে তারই ফল বিবেচনা করা যাইতে পারে। ঐ শক্তিগুলির কল্পিত প্রসার অনুসারে অথবা অন্য কথায় জমির কল্পিত স্বাভাবিক অথবা উন্নীত উর্ব্বরতা অনুসারে খাজনা কম বা বেশী হয়। মানুষের কাজ বলিয়া যা-কিছু ধরা যাইতে পারে, তা বাদ দিবার পর অথবা তার দাম চুকাইয়া দিবার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই প্রকৃতির কাজ। ইহাই খাজনা। ইহা কদাচ সমগ্র উৎপন্ন দ্রব্যের এক চতুর্থাংশের কম হয়। প্রায়শঃ এক-তৃতীয়াংশের বেশী হইয়া থাকে। যত না কেন সম-পরিমাণ উৎপাদক শ্রম ম্যানুফ্যাক্‌চারে লাগান যাক, কখনও এত বড় পুনরুৎপাদন ঘটিবে না। তাদের বেলায় প্রকৃতি কোন কাম করে না। মানুষকে সব করিতে হয়। আর পুনরুৎপাদন সর্ব্বদা পুনরুৎপাদনকারীদের শক্তির অনুপাতে ঘটিবে। অতএব পুঁজিপাটা শিল্পে না লাগাইয়া চাষে লাগাইলে অধিকতর পরিমাণ উৎপাদনশীল শ্রমকে চালনা করা হয়। শুধু তাই নয়। ঐ পুঁজিপাটা যে অনুপাতে উৎপাদনশীল শ্রমের পরিমাণ চালনা করে তার চেয়ে ঢের বেশী অনুপাতে দেশের জমিজমার বাৎসরিক উৎপন্ন দ্রব্যের ও শ্রমের দাম বাড়ায়, দেশের অধিবাসীদের প্রকৃত ধন ও রাজস্ব বাড়ায়। পুঁজিপাটা কাজে লাগাইবার যত প্রকার উপায় আছে তন্মধ্যে এইটা সমাজের পক্ষে সব চেয়ে উপকারী।"—দ্বিতীয় ভাগ, ৫ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১৫।

শিল্পে প্রকৃতি কি মানুষের জন্য কিছুই করে না? জল বাতাসের শক্তি আমাদের কল চালাইতেছে, নাবিকদের সাহায্য করিতেছে। তা কি কিছুই নয়? বায়ুমণ্ডলের চাপ ও বাষ্পের স্থিতিস্থাপকতা কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এঞ্জিনকে কাজে খাটাইতে সমর্থ হইতেছে। এরা কি প্রকৃতির দান নয়? ধাতু সমূহ নরম করিবার ও গলাইবার বেলা তাপ-দ্রব্যের ফলাফলের কথা, রঞ্জন ও পচন ক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের সহায়তার কথা না হয় নাই ধরিলাম। এমন কোন কারবার উল্লেখ করিতে পারি না, যেখানে প্রকৃতি মানুষকে সাহায্য করিতেছে না। আর তাহাও প্রচুর পরিমাণে ও বিনামূল্যে।

আমি অ্যাডাম্ স্মিথ হইতে যে বচনটুকু উঠাইয়া দিয়াছি, তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বুকানান্ বলেন, "সফল ও বিফল শ্রমের কথায়, আমি চতুর্থভাগে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি যে, অন্য দশটা ব্যবসার চেয়ে, কৃষি কিছু আর জাতীয় পুঁজি বেশী বাড়ায় না। খাজনার পুনরুৎপাদনকে সমাজের পক্ষে এত বড় একটা মঙ্গল বলিয়া বর্ণন করিবার সময়, ডক্টর স্মিথ একথা চিন্তা করিতেছেন না যে খাজনা হইতেছে চড়া দরের ফল। জমিদার এইরূপে যা লাভ করে তা সমগ্র সমাজের সর্ব্বনাশ করিয়া লাভ করে। খাজনার পুনরুৎপাদনে সমাজের কোন নিরবচ্ছিন্ন লাভ হয় না। শুধু এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর ব্যয়ে পেট মোটা করে। কৃষি হইতে একটা ফসল পাই; তার ফলে খাজনা পাই; কেননা চাষের সময় মনুষ্যশ্রমকে প্রকৃতি সাহায্য করিতেছে। এটা একটা ভুল ধারণা মাত্র। বস্তুতঃ, খাজনা ফসল হইতে আসে না; আসে ফসল যে দরে বিকায় সেই দর হইতে। আর এই দর পাওয়া যায় প্রকৃতি উৎপাদনে সাহায্য করিতেছে বলিয়া নয়, কিন্তু এই দরেই খাদন ও যোগান খাপে খাপে মিলিয়া যাইতেছে বলিয়া।"

পারে না[১]। অতএব অ্যাডাম্ স্মিথ যে মনে করিয়াছেন, দ্রব্যাদির বিনিময়-দাম নিয়মনের মূল নিয়ম, কি না, তুলনায় যে পরিমাণ শ্রম দ্বারা সেগুলি উৎপাদিত হইয়াছিল তাহা, জমি দখল ও তজ্জনিত খাজনা প্রদান হেতু, একটুও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তা ঠিক হইতে পারে না। বেশীর ভাগ দ্রব্যাদির গঠনে কাঁচা মাল লাগে। কিন্তু ফসলের মত ঐ কাঁচা মালের দাম নির্দ্ধারণ হয় জমির উপর সর্ব্বশেষ যে পুঁজিপাটার অংশবিশেষ নিযুক্ত হয় ও খাজনা দিতে হয় না তার উৎপাদনশীলতার দ্বারা। অতএব খাজনা দ্রব্যাদির দরের একটা অঙ্গাঙ্গী উপাদান নহে।

যে দেশে জমির উৎপাদিকা শক্তি বিভিন্ন প্রকারের, আমরা এ যাবৎ সেই দেশের খাজনার উপর ধন ও লোকবলের স্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলাফল কি, তাই আলোচনা করিতেছিলাম। জমি হইতে স-ফল আদায় কমিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিপাটা প্রয়োগের দরকার হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, এই অতিরিক্ত পুঁজিপাটার প্রত্যেক অংশের নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে খাজনা চড়িবে। সমাজের কোন অবস্থায় আগের সমান পুঁজিপাটা জমিতে নিয়োগ করা অনাবশ্যক হইতে পারে। ফলে সর্ব্বশেষ নিয়োজিত অংশের উৎপাদনশীলতা বাড়িতে পারে। তখন ঐ একই বিধান অনুসারে খাজনা নামিবে। কোন দেশের পুঁজিপাটায় বড় রকম একটা হ্রাস ঘটিয়া যদি শ্রমের পোষণের নিমিত্ত রক্ষিত মূলধনটাকে[২] বাস্তবিক কমাইয়া দেয়, তবে তার ফলও এইরূপ হওয়া স্বাভাবিক। যে মূলধন লোকবলকে কাজ যোগাইবার নিমিত্ত, লোকবল তারই বন্ধন মানিয়া চলে। কাজে কাজেই পুঁজিপাটার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকবল সর্ব্বদা কমিতেছে বা বাড়িতেছে। বস্তুতঃ পুঁজিপাটার প্রত্যেক হ্রাসের পীঠ পীঠ আসে ফসলের জন্য কম জোরাল টান, দরের পতন এবং হ্রাসপ্রাপ্ত আবাদ। পুঁজিপাটা মজুত হইলে খাজনা বাড়ে। পুঁজিপাটা কমিয়া গেলে তার ঠিক বিপরীতমুখে খাজনা নামিতে থাকে। কম উৎপাদনশীল জমিগুলি একে একে পরিত্যক্ত হয়, উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়-দাম পড়িয়া যায়, উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট জমি সর্ব্বশেষে কর্ষিত হইতে থাকে ও তখন তার জন্য কোন খাজনা লাগে না।

যখন দেশের ধনবৃদ্ধি ও লোকবৃদ্ধি ঘটে, তখন অন্য উপায়েও এই সব ফল পাওয়া যাইতে পারে। এই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিতে যদি এরূপ উন্নতি সাধিত হয় যে নিকৃষ্টতর জমিতে চাষ করিবার আবশ্যকতা কমিয়া যায় অথবা উর্ব্বরতর অংশগুলি চাষ করিবার জন্য আগের চেয়ে কম পুঁজিপাটা খরচ করা দরকার হয়, তবে একই ফল উৎপন্ন হইবে।

কোন নির্দ্দিষ্ট লোকবলকে পালন করিবার জন্য যদি দশ লক্ষ কোয়ার্টার ফসলের দরকার হয়, আর তা ১, ২, ৩ মার্কামারা জমির উপর উৎপাদিত হয়; তারপর যদি নূতন কিছু উন্নতি আবিষ্কার করার ফলে ৩নং না লইয়াও ১ ও ২নং জমির উপর সেই ফসল উৎপাদন করা যায়, তবে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে খাজনা প্রত্যক্ষভাবে পড়িয়া যাইতেছে। কেননা, তখন ৩নং জমির পরিবর্ত্তে ২নং জমি বিনা খাজনায় চষা হইবে। আর ১নং জমির খাজনাটা ৩নং ও ১নং জমির উৎপন্ন দ্রব্যের ভিতর পার্থক্যটা না হইয়া হইবে মাত্র ২নং ও ১নং জমির ভিতর পার্থক্যটা। লোকবল যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, না বাড়ে, অধিক ফসলের জন্য কোন রকম টান জন্মিতে পারে না। যে পুঁজিপাটা ও শ্রম ৩নং জমিতে নিযুক্ত হইয়াছিল তা সমাজের অন্যান্য কল্যাণকর দ্রব্য-উৎপাদনে ব্যয়িত হইবে, খাজনা বৃদ্ধির কারণ হইবে না। তবে যদি এমন হয় যে, এই সব দ্রব্য যে কাঁচা মালে তৈরী হয়, তা কম সুবিধাজনক জমিতে পুঁজিপাটা না লাগাইয়া পাইবার উপায় নাই, তবে ৩নং জমিতে অবশ্যই আবার চাষ দিতে হইবে।

একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, কৃষিতে উন্নতি হইলে, বরং বলি কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনে কম শ্রম লাগিলে, কাঁচা

১ আমি না বলিয়া পারি না যে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি বিজ্ঞানের পক্ষে এই তত্ত্বটাকে ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করার গভীর সার্থকতা আছে।

২ ক্যাপিট্যাল=পুঁজিপাটা। কিন্তু ফাণ্ডের বাংলা প্রতিশব্দ কি করা যাইতে পারে? কোন কোন স্থলে ফাণ্ড অর্থে মূলধন কথাটা খাটাইলে কেমন হয়?—অনুবাদক।

ফসলের আপেক্ষিক দর নামিবে, ও শেষ অবধি সঞ্চয় বৃদ্ধি ঘটিবে। কারণ, পুঁজির মুনাফাগুলা খুব স্ফীত হইয়া উঠিবে। এই সঞ্চয়ের ফলে হইবে শ্রমের টানে বৃদ্ধি, চড়া মজুরি, বর্দ্ধিষ্ণু লোকবল, কাঁচা মালের আরও টান এবং চাষ-আবাদের বৃদ্ধি। শুধু লোকবল বাড়িবার পর খাজনা আবার আগের মত চড়া হইবে; অর্থাৎ ৩নং জমি আবাদের জন্য লওয়া হইবার পর। ইতিমধ্যে বহুকাল ধরিয়া খাজনা হ্রাস-প্রাপ্ত অবস্থায় থাকিবে।

কিন্তু কৃষিতে উন্নতি দুই প্রকার। কোন কোন উন্নতি জমির উৎপাদিকা শক্তিগুলি বাড়ায়। অন্য কতকগুলি আমাদের যন্ত্রাদির উন্নতি করে—আমরা জমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্য কম শ্রমে লাভ করিতে সমর্থ হই। উভয়েরই ফল কাঁচা মালের দরে পতন। উভয়ে খাজনাতে পরিবর্ত্তন আনে, কিন্তু সমভাবে নয়। কাঁচা মালের দরে পতন ঘটাইতে না পারিলে এই উন্নতিগুলি উন্নতি নামের যোগ্য নয়। কারণ, একটা দ্রব্য উৎপাদন করিতে আগে যে পরিমাণ শ্রম লাগিত তা কমাইয়া দেওয়াই হইল উন্নতির আসল গুণ; আর কাঁচা মালের দরে বা আপেক্ষিক দামে কোন পতন না হইলে, এই কমানো ঘটে না।

যে সব উন্নতি জমির উৎপাদিকাশক্তিগুলাকে বাড়ায় সেগুলি এই:—নিপুণতার সহিত ফসলের "রোটেশন" বা "পাক" ও উৎকৃষ্ট সার মনোনয়ন। এই উন্নতিগুলির কল্যাণে, আমরা কম পরিমাণ জমি হইতে একেবারে আগের সমান উৎপন্ন দ্রব্য পাইতে সমর্থ হই। যদি, আমার জমিতে ফসল তুলিয়া লইয়াও, একপদ টুর্ণিপ নূতন লাগাইয়া আমার ভেড়ার পালকে খাওয়াইতে পারি, তবে পূর্ব্বে যে জমিতে ভেড়া চরাইতাম তা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে; আর তা হইলে কম পরিমাণ জমি হইতে সম-পরিমাণ কাঁচা ফসল উঠান যায়। যদি এমন কোন সার পাই যার বলে এক টুকরা জমি হইতে ২০% বেশী ফসল উৎপন্ন করিতে পারি, তবে খামারের সব চেয়ে কম উৎপাদনশীল অংশ হইতে আমার পুঁজিপাটার অন্ততঃ কিছুটা সরাইয়া লইতে পারি। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, খাজনা হ্রাস করিতে হইলে জমিকে চাষ না করিয়া ফেলিয়া রাখিবার দরকার নাই। পুঁজিপাটার ভিন্ন ভিন্ন অংশ একে একে একই জমির উপর প্রযুক্ত হইয়া বিভিন্ন ফল অর্পণ করিলেও যে অংশ সব চেয়ে কম ফল দেয় তা সরাইয়া লইলেই যথেষ্ট হইবে। যদি টুর্ণিপ ফসলের প্রবর্ত্তনে অথবা অধিক জোরাল সারের ব্যবহারে, কম পুঁজিপাটায় আগের সমান উৎপন্ন দ্রব্য পাই, আর পুঁজিপাটার ক্রমিক অংশগুলির উৎপাদিকা শক্তির ভিতর পার্থক্যটা অক্ষুন্ন থাকে, তবে আমি খাজনা কমাইয়া দিব। কেননা, তখন একটা আলাদা অধিক উৎপাদনশীল অংশ "প্রমাণ" হইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যদি পুঁজিপাটার ক্রমিক ভাগগুলি একে একে ১০০, ৯০, ৮০, ৭০ অর্পণ করে, তবে এই চারিভাগকে নিয়োগ করিলে পর আমার খাজনা হইবে ৬০, অথবা

৭০ ও ১০০ র মধ্যে পার্থক্য = ৩০	আর উৎপন্ন	১০০
৭০ ও ৯০ র মধ্যে পার্থক্য = ২০	ফসলের পরি-	৯০
৭০ ও ৮০ র মধ্যে পার্থক্য = ১০	মাণ হইবে ৩৪০	৮০
		৭০
৬০		৩৪০

এই ভাগগুলি নিয়োগ করিলে প্রত্যেকের উৎপন্ন দ্রব্য সমভাবে বাড়া সত্ত্বেও, খাজনা আগের সমান থাকিবে। যদি ১০০, ৯০, ৮০, ৭০ র পরিবর্ত্তে উৎপন্ন দ্রব্যটা বাড়িয়া হয় ১২৫, ১১৫, ১০৫, ৯৫, তবু খাজনা হইবে ৬০, অথবা

৯৫ ও ১২৫ র মধ্যে পার্থক্য = ৩০	আর উৎপন্ন	১২৫
৯৫ ও ১১৫ র মধ্যে পার্থক্য = ২০	দ্রব্য বাড়িয়া	১১৫
৯৫ ও ১০৫ র মধ্যে পার্থক্য = ১০	হইবে ৪৪০	১০৫
		৯৫
৬০		৪৪০

কিন্তু টানের কোন রকম বাড়্ ছাড়া উৎপন্নের এইরূপ বাড়্ হইলে[১], জমিতে এত বেশী পুঁজিপাটা লাগাইবার কোন সার্থকতা থাকে না। একভাগ সরান হইবে। ফলে

১ আশা করি, এরূপ কেহ বুঝিবেন না যে, জমিদারের পক্ষে সকল রকম কৃষি-উন্নতি কতটা উপকারী, তা আমি আমলে আনিতেছি না। উন্নতির প্রত্যক্ষ ফল হইতেছে খাজনা নামানো। কিন্তু উন্নতিতে লোকবল একটা প্রবল উত্তেজনা পায় বলিয়া ও সে সময় অল্প শ্রমে খারাপ জমি চষা যায় বলিয়া শেষকালে জমিদারের প্রভূত মঙ্গল হয়। অবশ্য মাঝপানে কিছুকাল ধরিয়া ক্ষতি স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

পুঁজিপাটার শেষভাগ হইতে ৯৫ র পরিবর্ত্তে ১০৫ আদায় হইবে। আর খাজনা ৩০ এ নামিয়া যাইবে, অথবা

১০৫ ও ১২৫ র মধ্যে পার্থক্য = ২০	উৎপন্ন দ্রব্যটা তবুও লোক-বলের অভাব মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট। কেননা, পাওয়া যাই-তেছে ৩৪৫ কোয়ার্টার, অথবা	১২৫
১০৫ ও ১১৫ র মধ্যে পার্থক্য = ১০		১১৫
৩০		১০৫
		৩৪৫

অথচ টানটা মাত্র ৩৪০ কোয়ার্টারের।—কিন্তু কতকগুলি উন্নতিতে ফস্‌লী খাজনা না নামিলেও উৎপন্ন দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম নামিতে পারে; জমির নগদ (মুদ্রা) খাজনা অবশ্য কমিবে। এই ধরণের উন্নতিগুলা জমির উৎপাদিকা-শক্তি বাড়াইয়া দেয় না। কিন্তু এদের সাহায্যে আমরা কম শ্রমে জমিতে দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারি। এদের লক্ষ্য জমির আবাদ্‌টার দিকে নয়, বরং জমিতে যে পুঁজিপাটা প্রযুক্ত হইতেছে, তা গঠনের দিকে। লাঙ্গল ও মাড়াই কল প্রভৃতি কৃষির যন্ত্রপাতিতে নানা উন্নতি, চাষের কাজে কম কম ঘোড়া ব্যবহার করা এবং পশুপালন-বিদ্যা আরও ভাল করিয়া জানা এই ধরণের বস্তু। কম পুঁজিপাটা আর কম শ্রম একই জিনিষ,—কম পুঁজিপাটা জমির উপর নিয়োগ করা হইবে। কিন্তু আগের সমান উৎপন্ন দ্রব্য পাইতে হইলে কম জমি চষিলে চলে না। এ ধরণের উন্নতিতে ফস্‌লী খাজনার ইতর-বিশেষ ঘটিতেছে কি? এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে এই প্রশ্নের উত্তরের উপর—পুঁজিপাটার ভিন্ন ভিন্ন ভাগ নিয়োগে যে উৎপন্ন দ্রব্য পাওয়া গেল, তাদের ভিতরে পার্থক্যটা বাড়িল, কমিল, না অটল রহিল? যদি পুঁজিপাটার চার ভাগ ৫০, ৬০, ৭০, ৮০ জমির উপর লাগাইলে প্রত্যেকে একই ফল দেয়, তারপর যদি এরূপ পুঁজিপাটার গঠনে কোন উন্নতি হইলে, প্রত্যেক ভাগ হইতে পাঁচ পাঁচ করিয়া সরাইয়া লইতে সমর্থ হই, যাতে ভাগগুলি হয় ৪৫, ৫৫, ৬৫, ৭৫, তবে ফস্‌লী খাজনার কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। কিন্তু উন্নতিগুলি যদি এমন হয় যে, পুঁজিপাটার যে ভাগটা নিয়োজিত হইয়া সব চেয়ে কম উৎপাদনশীল তার উপর দিয়াই সমস্তটা বাঁচান যাইতেছে, তবে ফস্‌লী খাজনা তখনি পড়িয়া যাইবে। কেননা, সব চেয়ে বেশী উৎপাদক ও সব চেয়ে কম উৎপাদক পুঁজিপাটার ভিতর পার্থক্যটা কমিয়া যাইবে। আর এই পার্থক্যটাই হইল খাজনার প্রাণ।

আর দৃষ্টান্ত বাড়াইবার দরকার নাই। একই জমির উপর বা নয়া জমির উপর পুঁজিপাটার ভাগগুলি একে একে নিয়োগ করিলে যে উৎপন্ন দ্রব্য পাওয়া যায়, যা কিছু তাদের ভিতর অসমতাটা কমায়, তাই খাজনা নামাইয়া দিতে চায়। কাজে কাজেই যা কিছু ঐ অসমতা বাড়ায়, তা উল্টা ফল উৎপাদন করে, খাজনা বাড়ায়। আশা করি, এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য যা বলিয়াছি, তা যথেষ্ট হইয়াছে।

জমিদারের খাজনার বিষয়ে বলিতে গিয়া, আমরা তা উৎপন্ন দ্রব্যের অনুপাত হিসাবে ধরিয়া লইয়াছি। এক নির্দ্দিষ্ট পুঁজিপাটার সাহায্যে, কোন নির্দ্দিষ্ট খামারের উপর, এই উৎপন্ন দ্রব্য পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়-দামের উল্লেখমাত্র করি নাই। একই কারণ অর্থাৎ উৎপাদন-কৃচ্ছ্রতা কাঁচা মালের বিনিময়-দাম বাড়াইতেছে, আর খাজনার জন্য জমিদারকে যে কাঁচা মাল দিতে হয় তার অনুপাত বাড়াইতেছে। এই হেতুতে উৎপাদন-কৃচ্ছ্রতার সুযোগে জমিদার যে দ্বিগুণ লাভ করিতেছে, তা স্পষ্ট বুঝা যায়। প্রথমতঃ সে ভাগ পায় বেশী। দ্বিতীয়তঃ যে দ্রব্য পায় তার দাম বেশী।[১]

১ একথা পরিষ্কার করিবার জন্য এবং ফস্‌লী ও নগদ খাজনা যে ক্রমানুসারে উঠা-নামা করে তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য, মনে করা যাক্ যেন কোন বিশেষ গুণ-বিশিষ্ট জমির উপর, দশজন লোকের শ্রমে ১৮০ কোয়ার্টার গম পাওয়া যাইবে; আর তার দাম হইবে প্রতি কোয়ার্টারে ৪ পাউণ্ড, অর্থাৎ ৭২০ পাউণ্ড। আরও মনে করা যাক্ যেন, ঐ একই জমির উপর বা অন্য কোন জমির উপর, দশজন অতিরিক্ত লোকের শ্রমে, মাত্র আর ১৭০ কোয়ার্টার উৎপাদিত হইবে। গম ৪ পা, হইতে ৪ পা, ৪ শি, ৮ পে, তে চড়িবে। কারণ, ১৭০ : ১৮০ : : ৪ পা : ৪ পা, ৪ শি, ৮ পে। অথবা ১৭০ কোয়ার্টারের উৎপাদনে একদিকে ১০ জন লোকের ও অন্য দিকে ৯'৪৪ জন মাত্র লোকের শ্রম দরকার হয়। এজন্য, বাড়্‌টা হইবে ৯'৪৪ : ১০ বা ৪ পা : ৪ পা, ৪ শি, ৮ পে'র অনুপাতে। যদি আবার দশজন লোক নিযুক্ত হয় ও আদায়টা হয়

বঙ্গ-দৈনিকে অর্থকথা

(১) দেশের দুর্দ্দিনে মিল

(শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত)

বয়কট আন্দোলন যখন আরম্ভ হইয়াছে তখন স্বদেশী মিলগুলির উপর নির্ভর করা যায় কিনা সে কথাটা বিশেষ ভাবেই বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। মিলের নিকট হইতে বস্ত্র উৎপাদনে বিশেষ বৃদ্ধির আশা করা যায় না। কারণ বাৎসরিক হিসাব-নিকাশের সাহায্যে একথা স্পষ্ট-রূপেই বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষের মিলগুলির উৎপাদন-শক্তি তাহাদের চরম সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। নূতন করিয়া তাহাদের উপর জোর দেওয়ার অর্থ বস্ত্রের মূল্যবৃদ্ধি মাত্র।

বস্তুতঃ ইহাই মিলওয়ালাদের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি। তাহাদের এই মনোবৃত্তির পরিচয় পূর্ব্বেও পাওয়া গিয়াছে। আমেদাবাদ এবং বোম্বাইয়ের মিলগুলি ১৯০৬ সালে বাঙ্গালার স্বদেশী আন্দোলনের সময় চাহিদা বাড়িয়া উঠিতেই দামও বাড়াইয়া দিয়াছিল। কেহ কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন যে, ১৯০৬ সালের পর অবস্থার ঢের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন বিদেশী বস্ত্র বহিষ্কারের এই চেষ্টায় মিলের মালিকেরা বাড়্তি আয়ের চেষ্টা হয়তো নাও করিতে পারে। সুতরাং কথাটা যাচাই করিয়া দেখা আবশ্যক।

মিল খদ্দর

খদ্দর বলিতে চরকার সুতায় হাতের তাঁতে বোনা কাপড়কেই বুঝায়। বেশী দাম দিয়া খদ্দর কিনিয়া দেশ-প্রেমিকেরা চরকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন। খদ্দরের দাম মিলের কাপড়ের দাম অপেক্ষা বেশী। এই চড়া দামের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া মিল ভেজাল খাদির সৃষ্টি করিতেও দ্বিধা বোধ করে নাই। এইরূপে তাহারা দরিদ্র নিরন্ন কাটুনীদের অন্নেও ভাগ বসাইতেছে। যেখানে খাঁটি খদ্দর মোট আধ কোটি গজ তৈরী হইয়াছে, সেইখানে এক বৎসরের মিল ৬ কোটি গজ ভেজাল খাদি তৈরী করিয়াছে। অর্থাৎ এক গজ মাত্র খাঁটি খদ্দরের বিক্রয়ের স্থানে মিলের খাদির বিক্রয়ের পরিমাণ ১২ গজ। খদ্দর কুটীর শিল্পেরই প্রতীক। দরিদ্রনারায়ণের সেবার যে ব্যবস্থা—এইরূপে তাহাও মিলওয়ালাদের লুব্ধতার হাত হইতে অব্যাহতি পায় নাই।

মিলের লাভেচ্ছা

১৯০৬ সাল হইতে বর্ত্তমান সময়ের ভিতর মিলের

১৬০	তক্কে	দর	চড়িয়া	হইবে	৪ পা	১০ শি	০ পে	
১৫০	"	"	"	"	৪ —	১৬ —	০	
১৪০	"	"	"	"	৫ —	২ —	১০	

যে জমি ১৮০ কোয়ার্টার দিয়াছিল, তার জন্য কোন খাজনা দিতে হয় নাই। তখন ফসল ছিল কোয়ার্টার প্রতি ৪ পাউণ্ড। অতএব, যখন শুধু ১৭০ পাওয়া যাইবে, তখন ১০ কোয়ার্টারের দাম খাজনা হিসাবে ধরিয়া দিতে হইবে। তাহা ৪ পা ৪ শি ৮ পে হিসাবে ৪২ পা ৭ শি ৬ পেন্সে দাঁড়াইবে,

যখন ১৬০ পাওয়া যাইবে,	২০ কোয়ার্টারের	= ৪ পা	১০ শি	০ পে	হিসাবে ৯০ পা	০ শি	০ পে
" ১৫০ "	৩০ "	= ৪	১৬	০	" ১৪৪	০	০
" ১৪০ "	৪০ "	= ৫	২	১০	" ২০৫	১৩	৪

ফসলী খাজনা এই হারে বাড়িবে	১০০ ২০০ ৩০০ ৪০০	আর নগদ খাজনা এই হারে বাড়িবে	১০০ ২১২ ৩৪০ ৪৮৫

মনোবৃত্তিকে যাচাই করিয়া লইবার আরও একটা বড় সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। মিলের মালিকদের মনে যদি শুভবুদ্ধির অনুপ্রেরণা থাকিত তবে তখন তাঁহারা লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনরক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু সেই দুঃসময়েও তাঁহারা তাঁহাদের লাভালাভের অঙ্ক লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, মানুষের জীবনের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিবার সময় পান নাই।

১৯১৭ সালে ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৩০ কোটি টাকা যুদ্ধের সাহায্যস্বরূপ ইংলণ্ডকে প্রদান করেন। শতকরা ছয় টাকা সুদে এই টাকা যুদ্ধঋণ স্বরূপ সংগৃহীত হয়। এই সুদের টাকাটা তুলিবার জন্য বস্ত্রের ও অন্যান্য জিনিষের উপর আমদানি-শুল্ক বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইংলণ্ডে তখন বাজারের অবস্থা অত্যন্ত চড়া। এই চড়া দাম এবং তাহার সহিত বর্দ্ধিত শুল্কযুক্ত হইয়া বিদেশী বস্ত্রের দাম তখন দ্বিগুণ চড়িয়া উঠিয়াছে। এই সুযোগ আসিবামাত্রই আমাদের দেশী মিলের মালিকেরাও লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারাও বস্ত্রের দাম দ্বিগুণ চড়াইয়া দিলেন। কেবলমাত্র অস্বাভাবিক লোভ ছাড়া তাঁহাদের এই দাম বাড়াইবার আর কোনোই সঙ্গত হেতু ছিল না। কারণ যে তিনটি জিনিষের উপর বস্ত্র পণ্যের মূল্য নির্ভর করে অর্থাৎ তুলা, কয়লা এবং মজুরদের মজুরী ১৯১৮ এবং ১৯১৯ সালে তাহাদের অবস্থার অনুমাত্রও পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিন বৎসর পর্য্যন্ত মিলওয়ালারা সমান ভাবে এই লাভ ভোগ করেন এবং অবশেষে যখন আমদানি মালের মূল্য কমিয়া গেল তখন বাধ্য হইয়াই তাহাদিগকে তাহাদের পণ্যের দাম কমাইতে হয়। কথাটা যে মিথ্যা নহে সরকারী হিসাব হইতেই তাহার প্রমাণ দিতেছি।

মিল যে সব বস্ত্র বিক্রয় করে তাহার প্রতি একশত টাকা মূল্যের বস্ত্রের উপর গবর্ণমেণ্ট ৩৷৷৹ টাকা হারে শুল্ক আদায় করেন। ১৯১৮ সালে ১৬১ কোটি গজ কাপড়ের উপর তাঁহাদের শুল্কের পরিমাণ ছিল ৮০ আশী লক্ষ টাকা। ১৯১৯ সালে মিল ১৪৫ কোটি গজ বস্ত্র বিক্রয় করিয়াছে। বস্ত্রের দর সমান থাকিলে শুল্কের পরিমাণ হয় ৭০ লক্ষ টাকা। কিন্তু এই ৭০ লক্ষ টাকার স্থানে মিল ১৪১ লক্ষ টাকা শুল্ক-স্বরূপ প্রদান করিয়াছে। সুতরাং দেশী মিলগুলিও যে বস্ত্রের দাম দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিয়াছিল এবং সেই জাতীয় দুর্দ্দিনেও যে তাহাদের লোভলিপ্সা কমে নাই তাহার প্রমাণ একান্তই সুস্পষ্ট।

আত্মহত্যার ফল

এরূপক্ষেত্রে বিদেশী বস্ত্রের বয়কট ঘোষণা করিয়া নেতারা যদি স্বদেশী মিলের উপরেই নির্ভর করেন তবে আর একটা মহা দুর্দ্দিন যে ঘনাইয়া আসিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্যই মহাত্মা পূর্ব্বেই সতর্কতার বাণী ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"দেশী মিলগুলি যদি আন্তরিকতার সহিত এবং সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া আমাদের সঙ্গে যোগ না দেয়, তবে মিলের বস্ত্রের সাহায্যে বয়কট করা আত্মহত্যারই অনুরূপ ব্যবস্থা হইবে। আমরা অর্থলোলুপ মিলের মালিকদের হাতেই আত্মসমর্পন করিতে বাধ্য হইব।"

"আত্মহত্যা" শব্দটি অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু মহাত্মা ইচ্ছা করিয়াই যে উহা ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, বাস্তব ঘটনার প্রতি যদি আমরা লক্ষ্য করি তবে বেশ বোঝা যায় যে, এই কঠোর সাবধানতারবাণীর সত্যই যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এ পথ ধরিলে ১৯১৯-২১ সাল পর্য্যন্ত যে দুর্দ্দশা আমরা ভোগ করিয়াছি তাহাই আবার আমাদের ভাগ্যে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে। ১৯১৯ সালে ভারতবর্ষে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা দেখা দেয়। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রধান আক্রমণ ফুসফুসের উপর। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, বস্ত্রের সেই চড়া দামের দিনে দেহকে ভাল ভাবে বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছন্ন করিবার উপায় ছিল না বলিয়াই ব্যাধির প্রকোপ অতটা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। দুই বৎসরে দুই কোটি লোক এই ব্যাধিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। প্রত্যেক পনর জন লোকের ভিতর একজন করিয়া মারা যায়। সুতরাং দরিদ্রদের দুঃখ যে কিরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। দেশের লোক যখন দুর্দ্দশার চরম সীমায় দাঁড়াইয়া ধুঁকিতেছে, বস্ত্রের প্রয়োজন

যখন তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, তখনও মিলের মালিকেরা নিজেদের লাভ লইয়াই ব্যস্ত। জনসাধারণের দুঃখের নিদারুণ হাহাকারও তাহাদের মনে ঘা দিতে পারে নাই। আপনারা শুনিলে বিস্মিত হইবেন, এই দুই বৎসরের প্রতিবৎসরই তাহারা তাহাদের মূলধনের সমান টাকা লাভ করিয়াছে। সম্ভবতঃ ইহাও একটি কারণ—যে জন্য মহাত্মা মিলের সঙ্গে আগে ব্যবস্থা না করিয়া নিগ্রহাত্মক বয়কট অন্যায় বলিয়া মনে করেন। এ ব্যবস্থার ভিতরে হয়তো তিনি জনসাধারণের ভবিষ্যৎ দুঃখের চেহারাটাই প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

বস্ত্রসমস্যায় খদ্দর

মিল যে বিশেষভাবে তাহার উৎপাদন বাড়াইতে পারিবে না তাহা নিশ্চিত। তথাপি তাহার উপর জোর দিলে বস্ত্রের দামটাই কেবল বাড়িবে মাত্র, উপকার কিছুই হইবে না। তাহা ছাড়া, মিল দাম বাড়াইলে সে সুবিধা যে ল্যাঙ্কাশিয়ার গ্রহণ করিবে না এরূপ মনে করিবারও কোনো কারণ নাই। সুতরাং মিলের উপর জোর দিলে বিদেশে আরও বেশী পরিমাণে টাকা যাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে।

বস্ত্র-সরবরাহের ব্যবস্থা না করিয়া বয়কট আন্দোলন যদি চালানো যায় তবে এইরূপে তাহার দ্বারা দেশের অপকারই সাধিত হইবে—উপকার হইবে না। কিন্তু মিলের দ্বারা সম্ভব না হইলেও, খদ্দরের দ্বারা বস্ত্রের চাহিদা মিটানো অসম্ভব নহে এবং সে পথ অবলম্বন করিলে কেবল মাত্র বস্ত্রসমস্যারই সমাধান হইবে না, তাহা দেশের গণকেও শক্তি এবং সামার্থ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে। খদ্দরের উৎপাদন অপর্য্যাপ্ত ভাবেই বাড়ানো যায়। সেজন্য প্রয়োজন কেবল দেশবাসীর নিষ্ঠা, দৃঢ়তা এবং এত বড় একটা যজ্ঞ সার্থক করিতে হইলে যে পরিমাণ দুঃখ সহ্য করা আবশ্যক তাহাই সহিবার মত মনের বল। (বাংলার কথা)

(২) বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কয়েকমাস নীরবে থাকিয়া বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলের অবস্থা এবং তৎসম্পর্কে সরকারী সাহায্যের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মোটেই সন্তোষজনক নহে। গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন যে, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, দিনাজপুর এবং মালদহ—এই আটটি জেলায় অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে; তন্মধ্যে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর এবং মালদহের স্থানে স্থানে দুর্দ্দশা খুব বেশী এবং "বেঙ্গল ফেমিন বোর্ডের" বিধান অনুসারে ঐ সব স্থানে পূর্ব্বেই সাহায্যকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

আমরা বাঙ্গলার চারিদিক্ হইতে যে সংবাদ পাইতেছি, তাহাতে বুঝিতে পারিতেছি যে, কেবল এই আটটী জেলায় নয়, পশ্চিম বঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং অংশতঃ পূর্ব্ব বঙ্গের আরও অনেক স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ খুলনা জেলার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে এই জেলার নানাস্থানে ভীষণ অন্নকষ্টের সংবাদ প্রকাশ করিয়াছি। কোন কোন স্থলে এমন শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে যে, লোকে না খাইতে পাইয়া বা স্ত্রীপুত্র-কন্যাকে না খাইতে দিতে পারিয়া মনের ক্ষোভে আত্মহত্যা করিয়াছে। খুলনার দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল হইতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নিকট যে পত্র আসিয়াছিল, তাহাতে আত্মহত্যাকারী লোক দুইটির নামধামও উল্লেখ করা ছিল এবং আমরাও তাহা প্রকাশ করিয়াছিলাম। গবর্ণমেণ্ট দুভিক্ষপীড়িত জেলাগুলির মধ্যে খুলনার নাম করেন নাই। খুলনাতে সরকার পক্ষ হইতে কোন 'রিলিফ' কার্য্য করা হইতেছে না, ইস্তাহার পড়িলে ইহাই বুঝা যায়। ইহার কারণ কি? খুলনার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীরা কি খুলনায় দুভিক্ষের অস্তিত্ব অবগত নহেন? সংবাদপত্রে ঐ বিষয়ে যে সব তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে তদন্ত করাও কি তাঁহারা কর্ত্তব্য মনে করেন নাই? গবর্ণমেণ্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত বালুরঘাটের কয়েকটী সংবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু খুলনায় যে দুইটি লোক অনাহারে আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, সে বিষয়ে তাঁহারা কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই কেন?

সরকারী ইস্তাহার হইতে জানা যায় যে, দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে নিম্নলিখিতভাবে সরকারী সাহায্য দেওয়া হইতেছে :—

জেলা,	সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা	রিলিফ ওয়ার্কের টাকা	কৃষিঋণ
বীরভুম	১৫০০	২৬ হাজার	১ লক্ষ ২০ হাজার
মুর্শিদাবাদ	১৭০০	২২ হাজার	৮৩৯৪০৲
বালুরঘাট (দিনাজপুর)	৩১০০	৪৯ হাজার	৯৫ হাজার
মালদহ	৬৪০০	৬০ হাজার	৬৭ হাজার
নদীয়া	৮৫০	৬ হাজার	৬০ হাজার
বাঁকুড়া	৪৯৫	২০ হাজার	৫০ হাজার
রাজসাহী	রিলিফ-কার্য্য খোলা হয় নাই		২৫২০০৲
বর্দ্ধমান	"		১০৫০০০৲

সরকারী ইস্তাহারে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে সাহায্যপ্রার্থীর যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ব্যাপারটা লঘু বলিয়াই মনে হইতে পারে। কিন্তু আমরা জানি যে, প্রকৃতপক্ষে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সরকারী ইস্তাহারে তাহার শতাংশের একাংশও বর্ণনা করা হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাঁকুড়া জেলার উল্লেখ সর্ব্বাগ্রে করা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট রিলিফ কার্য্যে এখানে মোটে ৪৭৭ হইতে ৪৯৫ জন লোক সাহায্য পাইতেছে। কিন্তু বাঁকুড়া জেলা রিলিফ কমিটির প্রেসিডেণ্ট এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হাণ্ট কিছুদিন পূর্ব্বে যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই তো প্রকাশ, অবস্থা কিরূপ গুরুতর। মিঃ হাণ্ট স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, যাহারা টিকেট লইয়া সাহায্য পায়, তাহাদের অপেক্ষা অন্যান্য প্রার্থীদের অবস্থা আরও শোচনীয়। তাহাদের অস্থিচর্ম্মসার দেহের প্রতি চাহিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। বাঁকুড়া সম্মিলনীর নিযুক্ত দুর্ভিক্ষ সাহায্য কমিটি যে শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। কোতলপুর, গঙ্গাজলঘাটী প্রভৃতি অঞ্চল হইতেও হৃদয়বিদারক সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সর্ব্বশেষে বড়জোড়া থানার (শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন যেখানে সাহায্য কেন্দ্র খুলিয়াছেন) অবস্থাও অতীব শোচনীয়। অথচ সরকারী ইস্তাহার পড়িয়া মনে হয় যে, বাঁকুড়ায় বিশেষ কিছুই হয় নাই।

বীরভূম-বোলপুর অঞ্চলে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের শোচনীয় কাহিনী "আনন্দবাজার পত্রিকা" এবং অন্যান্য সংবাদপত্রের ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতেছে। দিনাজপুর বালুরঘাট অঞ্চলের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী গত কয়েক মাস ধরিয়া বাঙ্গালার আকাশ বাতাস বেদনাক্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। অথচ গবর্ণমেণ্ট ইস্তাহারে ঐ সব অঞ্চলের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, অতি সামান্য অন্নকষ্টই হইয়াছে। তবে কি বুঝিতে হইবে যে, লোকে দুর্ভিক্ষপীড়িত হইয়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, সেবা সঙ্ঘ ইত্যাদির নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলেও সরকারী রিলিফ কমিটিতে তাহারা যায় না? অথবা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, এবং অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীরা দেশের অবস্থা কিছুই জানেনা, বা জানিলেও তাহা গবর্ণমেণ্ট নিকট প্রকাশ করেন না?

গবর্ণমেণ্ট সাহায্যের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই বুঝিতে বিলম্ব হয় না, দুর্ভিক্ষপীড়িতদের অন্নকষ্ট-নিবারণ ও তাহাদের প্রাণরক্ষার পক্ষে এই ব্যবস্থা কত অপ্রচুর। আটটি জেলায় রিলিফ কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট এযাবৎ মোট ২ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা দিয়াছেন এবং তাকাবি ঋণের বাবদ ১০ লক্ষ ২১ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহা কি সমুদ্রের বারিবিন্দুবৎ নহে? গবর্ণমেণ্ট যদি লোকদেখানো গোছের একটা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে সত্যই দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের সাহায্য করিতে চান, তবে সাহায্যের পরিমাণ আরও বহুগুণে বৃদ্ধি করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট অবশ্য বলিয়াছেন যে, "স্থানীয় কর্ম্মচারীরা যত টাকা চাহিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তত টাকাই দিয়াছেন বা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আরো টাকার আবশ্যক হইলে দেওয়া হইবে।" ভাল কথা; কিন্তু স্থানীয় কর্ম্মচারীরা যদি দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ বা উদাসীন হন, অথবা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের অবস্থা গোপন করিয়া গবর্ণমেণ্টকে খুসী করিতে চেষ্টা করেন, তবে কি লোকে না খাইয়া মরিবে? সুতরাং কেবলমাত্র স্থানীয় কর্ম্মচারীদের উপর নির্ভর না করিয়া বে-সরকারী লোকদের এবং সেবা-

সমিতি প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির নিকট হইতেও গবর্ণমেন্ট দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলের প্রকৃত অবস্থা জানুন এবং তদনুসারে সাহায্য করুন।

* গবর্ণর দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানসমূহ পরিদর্শন করিতে যাইতেছেন, ভাল কথা। কিন্তু তিনি মোটর গাড়ীতে ঘুরিয়া, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রভৃতির সঙ্গে মোলাকাৎ করিয়াই যেন কর্ত্তব্য শেষ না করেন। গবর্ণরের ভ্রমণ-তালিকার মধ্যে বালুরঘাটের কথা নাই। গত শীতকালে ঐসব অঞ্চলে অন্য প্রয়োজনে গিয়াছিলেন বলিয়া এবার আর যাইবেন না, এই অজুহাত নিতান্ত অর্থহীন। বালুরঘাট অঞ্চল চরমরূপে দুর্ভিক্ষপীড়িত, বর্দ্ধমানের কতকাংশের অবস্থাও ঐরূপ; সুতরাং গবর্ণর ঐসব অঞ্চল না দেখিলে দেশের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন কিরূপে? (আনন্দ বাজার)

তর্ক-প্রশ্ন

‘নিখিলবঙ্গীয় ও আসামপ্রদেশীয় মৎস্যজীবি-সমিতি’

প্রতিবাদ

বিগত বৈশাখ সংখ্যা ‘আর্থিক উন্নতি’র ৩৩ পৃষ্ঠায় উপরি উক্ত সমিতির আবেদন প্রকাশ করা হইয়াছে; উহাতে কতকগুলি জাতির উল্লেখ আছে এবং ঐ জাতি-গুলিকে মৎস্যজীবী বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। ঐ সব জাতিগুলির মধ্যে কৈবর্ত্ত (মাহিষ্য) ও লুপ্তমাহিষ্যের নাম থাকায় আমি উহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি;—কারণ কৈবর্ত্ত মাহিষ্য নহে এবং মাহিষ্য মৎস্যজীবী নহে; দ্বিতীয়তঃ লুপ্ত মাহিষ্য বলিয়া কোন জাতি নাই; অপর কোন জাতি মাহিষ্য নাম ব্যবহার করিতে পারে না, এমন কি মাহিষ্য নামের সহিত কোন শব্দ সংযোগ করিয়াও নহে। বিগত সেন্সাসের সুপারিন্টেন্ডেণ্ট সাহেবের ১৯২১ সালের ৮১৮ সি, টি এবং ৩১৪৭ সি পত্র দ্রষ্টব্য। আশা করি সমিতির সম্পাদক রমণীবাবু তাঁহার আবেদন সংশোধন করিবেন।

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সরকার
সহঃ সম্পাদক, বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শীল বি-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

আষাঢ়—১৩৩৫ | ৩য় বর্ষ—৩য় সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

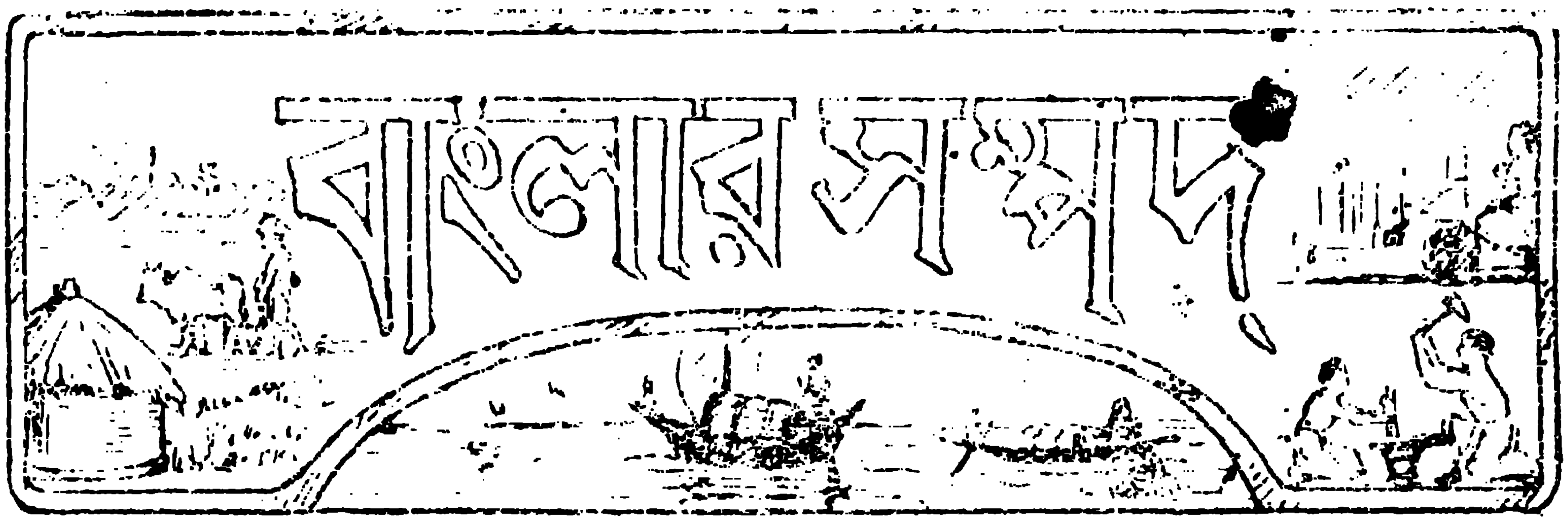

প্রেমচাঁদ জুটমিল লিমিটেড্

মূলধন ৮০,০০০০০৲

এই কোম্পানীর মূলধন ৮০ লক্ষ টাকা। উক্ত মূলধন ১ শত টাকা মূল্যের ৩০ হাজার শতকরা ৭৲ টাকা হারের প্রেফারেন্স সেয়ার এবং উক্ত মূল্যের ৫০ হাজার অর্ডিনারি সেয়ারে বিভক্ত করা হইবে। বর্ত্তমানে অর্ডিনারি সেয়ার বিক্রয় হইতেছে।

প্রেফারেন্স সেয়ারগুলির সম্বন্ধে মূলধন হিসাবে যত টাকা দেওয়া হইবে তাহার উপর শতকরা ৭৲ টাকা হারে নির্দ্দিষ্ট প্রেফারেন্স্যাল ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইবে। ডিভিডেণ্ড প্রাপ্তি সম্বন্ধে অর্ডিনারি সেয়ার অপেক্ষা প্রেফারেন্স সেয়ারের দাবী অগ্রগণ্য হইবে। কিন্তু কোম্পানীর লাভ বা কোম্পানীর সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রেফারেন্স সেয়ারগুলির কোন দাবী থাকিবে না।

ইতিমধ্যেই ৫০ হাজার অর্ডিনারি সেয়ারের ভিতর ১৫ হাজার সেয়ারের জন্য আবেদন পত্র পাওয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট ৩৫ হাজার সেয়ারের জন্য বাজারে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে। সেয়ারের জন্য দেয় টাকা নিম্নলিখিত ভাবে দিতে হইবে।

প্রত্যেক সেয়ারের শতকরা ১০ অংশ আবেদনের সঙ্গে দিতে হইবে। অ্যালটমেণ্টের সময় শতকরা ১৫ অংশ দিতে হইবে।

অবশিষ্ট টাকা ডিরেক্টরগণ-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট তারিখে কিস্তিতে কিস্তিতে দিতে হইবে। যত টাকার সেয়ার, কোন কিস্তিতে তাহার শতকরা ২৫ অংশের বেশী দিতে হইবে না এবং দুই কিস্তির ভিতর সময়ের ব্যবধান এক মাসের কম হইবে না।

১৯২৮ সনের ১৫ই জুন তারিখে যখন প্রথম অ্যালটমেণ্ট আরম্ভ হইবে তখন বা তাহার পূর্ব্বে সমস্ত কিস্তির দেয়

টাকা অগ্রেই দেওয়া চলিবে। ঐরূপভাবে প্রদত্ত টাকার উপর শতকরা ৫ টাকা হারে সুদ দেওয়া হইবে।

মিলের জেনারেল মিটিংএ অর্ডিনারি সেয়ার গ্রহণকারীদের প্রত্যেক পাঁচ সেয়ারের জন্য একটি করিয়া ভোট দিবার অধিকার থাকিবে। প্রেফারেন্স সেয়ার গ্রহণকারীদের ভোট দিবার অধিকার থাকিবে না।

ডিরেক্টরগণ

রাজা জানকীনাথ রায়—১০২নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—ব্যাঙ্কার এবং সওদাগর। ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ লাহা—৯৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা—সওদাগর। রায় দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ বাহাদুর—২৬নং গালিফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—সওদাগর। এইচ্‌, কেরি মরগান—২৬নং ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা—সলিসিটর।

ম্যানেজিং এজেণ্ট—রাজা জানকীনাথ রায় এণ্ড ব্রাদার—১০২নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্যাঙ্কার—মেসার্স লয়েড্‌স ব্যাঙ্ক লিমিটেড—কলিকাতা।

অডিটার—মেসার্স লভলক্ লিউইস—কলিকাতা।

সলিসিটার—মেসার্স স্যাণ্ডার্সন এণ্ড কোং—কলিকাতা।

প্রস্পেক্টাস

এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কোম্পানীর মেমোরাণ্ডাম অব্ এসোসিয়েশনে বিশেষভাবে বিবৃত আছে। বিশেষভাবে কলিকাতার সন্নিকটে আধুনিক ধরণের এবং বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা দ্বারা পূর্ণভাবে সজ্জিত জুট মিলের প্রতিষ্ঠাই এই কোম্পানী গঠনের উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে জুট মিলসমূহের সমৃদ্ধির ও শ্রীবৃদ্ধির কথা এতই সুবিদিত যে, তাহা এই প্রস্পেক্টাসে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা অনাবশ্যক। অধুনা জুট মিলের কাজে যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে এবং বর্ত্তমান সময়ে আধুনিক ধরণের জুট মিল স্থাপনের উপযোগী সরঞ্জাম যেরূপ সুবিধাজনক মূল্যে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে ডিরেক্টরগণ মূলধনের সম্বন্ধে বিশেষ লাভবান হইবার আশা ন্যায়সঙ্গত ভাবে করিতে পারেন।

এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, প্রথমতঃ ৫০০ তাঁত লইয়া মিলের কাজ আরম্ভ করা হইবে। তাহা হইলেও প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে তাঁতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা থাকিবে।

মিলের মালিকদিগের এবং ম্যানেজিং এজেণ্টের ফার্মের শ্রীযুত যদুনাথ রায় নামক জনৈক সদস্যের ভিতর, সুন্দররূপ বহতা কোন নদীর ধারে নিম্নলিখিত মূল্যে আনুমানিক ২২০ বিঘা জমি ক্রয়ের জন্য চুক্তি হইয়াছে।

প্রতি বিঘা ৭৫০৲ টাকা মূল্যে সেলামী এবং বার্ষিক খাজনা বিঘা প্রতি ৬৲ হিসাবে প্রায় ১৬০ বিঘা।

প্রতি বিঘা ৮০০৲ টাকা মূল্যে সেলামী এবং বার্ষিক খাজনা বিঘা প্রতি ৬৲ টাকা হিসাবে প্রায় ৬০ বিঘা।

জমি খরিদ সম্বন্ধে পাকা কথা স্থির হইলে সমস্ত সেলামীর টাকা একসঙ্গে শোধ করিতে হইবে।

যন্ত্রপাতি এবং কলকব্জা সম্বন্ধে সুবিধাজনক দর পাওয়া গিয়াছে। যে পরিমাণ অংশীদারদের জন্য বিজ্ঞাপন বাহির করা হইতেছে, ন্যূনপক্ষে তাহার শতকরা দশ অংশ অংশীদারের যোগাড় হইলেই অ্যালটমেণ্টের কাজ আরম্ভ করা যাইবে। উহার ভিতর অন্ততঃ শতকরা ৫ অংশের মূল্য আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে দিতে হইবে।

বিজ্ঞাপিত সেয়ারগুলি আণ্ডাররাইট করিবার জন্য ব্যবস্থা নাই, তবে বিশ্বাসযোগ্য জানিত দালালের সহিযুক্ত যে সকল আবেদন পাওয়া যাইবে, তাহাদের উপর শতকরা এক টাকা হিসাবে দালালী দেওয়া যাইবে। মিল প্রতিষ্ঠার সাহায্যের জন্য কোন প্রতিষ্ঠাতাকে কিছুই দেওয়া হয় নাই এবং ভবিষ্যতে দিবার সঙ্কল্পও নাই।

প্রাথমিক খরচা এবং মিল প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে আনুমানিক ব্যয় ১৬ হাজার টাকা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। ঐ ব্যয় কোম্পানী নির্ব্বাহ করিবেন।

কোম্পানীর আর্টিকেলস্ অব্ এসোসিয়েশনের ১১৫ ধারায় লিখিত সর্ত্ত অনুসারে মেসার্স জানকীনাথ রায় এণ্ড ব্রাদারের ফার্ম্মের সহিত এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্ট হইবার জন্য চুক্তি করা হইয়াছে বা শীঘ্র চুক্তি করা হইবে। ম্যানেজিং এজেণ্ট পারিশ্রমিক হিসাবে

মোট বিক্রয়ের উপর শতকরা দুই টাকা হারে কমিশন পাইবেন। খাজনা ট্যাক্স এবং কোম্পানীর কাজের জন্য সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত হউক আর নাই হউক, সকল ব্যয় কোম্পানী বহন করিবেন। কোম্পানীর কাজ চালাইবার জন্য ম্যানেজিং এজেণ্টরা যাহা ব্যয় করিবেন, কোম্পানী কর্তৃক তাহা ফেরৎ দেওয়া হইবে। ম্যানেজিং এজেণ্টগণ নিজেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক পদত্যাগ না করিলে ১৫ বৎসরকাল নিশ্চিতভাবে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। তাহার পর যদি তাঁহাদিগকে সরাইয়া দেওয়া আবশ্যক মনে হয়, তাহা হইলে ঐ উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহুত জেনেরাল মিটিংএ বিশেষভাবে গৃহীত প্রস্তাবের প্রয়োজন। ঐরূপ অতিরিক্ত জেনারেল মিটিং আহ্বান করিতে হইলে প্রত্যেক অংশীদারকে অন্ততঃ ৬ মাস পূর্ব্বে তাহা জানাইতে হইবে। সেই জেনারেল মিটিংয়ে অর্ডিনারি সেয়ার-হোল্ডারদিগের অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশ সেয়ার-হোল্ডারের উপস্থিত থাকা আবশ্যক। এই স্থলে ইহা বিশেষভাবে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ১৫ বৎসর পূর্ব্বে ম্যানেজিং এজেণ্টদিগকে পদচ্যুত করিবার কোন কথাই উঠিতে পারিবে না।

কোম্পানীর আর্টিকেল্‌স্ অব্ এসোসিয়েসনে ডিরেক্টর হইবার যোগ্যতা সম্বন্ধে এইরূপ সর্ত্ত নির্দ্দেশ করা আছে যে, তাঁহাদিগকে অন্ততঃ এই কোম্পানীর ৫০টি অর্ডিনারি সেয়ার ক্রয় করিতে হইবে। এবং তাঁহারা এই কোম্পানীর যতগুলি মিটিংয়ে যোগদান করিবেন, প্রত্যেক মিটিংয়ে যোগদানের জন্য ৫০৲টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক পাইবেন।

ডিরেক্টরদিগের স্বার্থ

রাজা জানকীনাথ রায় এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টদিগের ফার্ম্মের এবং মিঃ এইচ, কেরি মর্গান এই কোম্পানীর গঠন-কার্য্যে উদ্যোগী সলিসিটর ফার্ম্মের অন্যতম সদস্য। এই কোম্পানীর সম্বন্ধে অন্যান্য ডিরেক্টরদিগের সাক্ষাৎভাবে কোন স্বার্থ নাই।

কোন গতিকে যদি অ্যালটমেণ্ট করা না হয়, তাহা হইলে ডিপজিটের টাকা পুরাপুরি ভাবে ফেরৎ দেওয়া হইবে। আর যে পরিমাণ সেয়ার অ্যালট করা হইবে, আবেদনের সংখ্যা যদি তাহা অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে ডিপজিটের অবশিষ্ট টাকা পরবর্ত্তী দেয় টাকার হিসাবে জমা রাখা হইবে।

অ্যালট করা সেয়ারগুলির সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কোন কিস্তি খেলাপ হইলে পূর্ব্ব প্রদত্ত সমস্ত টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

প্রস্পেক্‌টাস এবং আবেদনপত্রের ফর্ম্ম পাইতে ইচ্ছা করিলে ম্যানেজিং এজেণ্টের অফিসে অফিস খোলা থাকিবার সময়ে গেলে পাইতে পারিবেন।

ডিরেক্টরগণ—

তারিখ কলিকাতা, ৩রা মে, ১৯২৮।	জানকীনাথ রায় নরেন্দ্রনাথ লাহা দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ এইচ, কেরি মর্গান

দুর্ভিক্ষের কথা

বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের আর্ত্তনাদ সমভাবেই চলিতেছে। গবর্ণমেণ্টের চূণকাম-করা রিপোর্ট, স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের সত্য-গোপনের চেষ্টা,—কিছুতেই বাঙ্গালার অনাহার-ক্লিষ্ট নরনারীর চরম দুর্দ্দশার কথা চাপা দিতে পারে নাই। বালুরঘাট হইতে সংবাদ আসিয়াছে, অনাহারের জ্বালায় কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া এক হতভাগ্য ছয় টাকা মূল্যে তাহার পুত্রকে বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। কংগ্রেস দুর্ভিক্ষ-সাহায্য-সমিতি বালুরঘাটের দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল হইতে নিম্নলিখিতরূপে শোচনীয় সংবাদসমূহ পাইয়াছেন :—

(১) ২১টি গ্রামে ৩৮ জন লোক অনাহারে মরিয়াছে ;

(২) একজন অনাহারের জ্বালায় আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল ;

(৩) একজন বৃদ্ধ স্বামী তাহার বৃদ্ধা স্ত্রীকে খাইতে দিতে না পারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে ;

(৪) পিতা অনাহারের জ্বালায় পুত্রকে বিক্রয় করিয়াছে ;

(৫) পল্লীগ্রামের শতকরা ২৫ জন অধিবাসী অনাহারে থাকিতে বাধ্য হইতেছে।

কংগ্রেস দুর্ভিক্ষ-সাহায্য-সমিতি এই সমস্ত ঘটনা বিশেষ-

ভাবে তদন্ত করিতেছেন এবং যথাযথ তথ্য শীঘ্রই তাঁহারা প্রকাশ করিবেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, কংগ্রেস দুর্ভিক্ষ-সাহায্য-সমিতি এ যাবৎ ১২টি সাহায্য-কেন্দ্র খুলিয়াছেন, তাহাতে ২৫০টি গ্রামের অধিবাসীরা সাহায্য পাইতেছে। আমরা আশা করি, অন্যান্য সেবা-প্রতিষ্ঠানও দিনাজপুরের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে কেন্দ্র খুলিয়া অনাহার-ক্লিষ্ট পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষা করিবেন।

বীরভূম—বোলপুর অঞ্চলেও অন্নকষ্ট কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নাই। পল্লীবাসীরা পূর্ব্ববৎ চরম দুর্দ্দশার মধ্যে দিনযাপন করিতেছে। "বিশ্বভারতী"র কর্ম্মিগণ কর্তৃক গঠিত বোলপুর দুর্ভিক্ষ-সাহায্য সমিতি লোকের প্রাণ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের সাধ্যেরও তো একটা সীমা আছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, গবর্ণমেণ্ট এই অঞ্চলে দুর্ভিক্ষপীড়িতের সাহায্যের জন্য প্রায় কিছুই করিতেছেন না। বীরভূমের সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা যে তাগাবী ঋণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও অতি সামান্য;—অভাবগ্রস্ত কৃষকদের অধিকাংশেরই তাহাতে কোন উপকার হইবে না। তারপর আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বোলপুর, বীরভূম অঞ্চলে যে সমস্ত লোক ধানের কল প্রভৃতিতে শ্রমিকের কার্য্য করিয়া খাইত, যাহাদের কোন জমিজমা নাই, সেই সমস্ত লোক নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বা অন্য কোন বে-সরকারী সেবা-প্রতিষ্ঠান কোন উপায় অবলম্বন করিয়াছেন কিনা এ পর্য্যন্ত তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

বাঁকুড়াতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বড়জোড়া থানার ৭৪টা গ্রাম লইয়া রিলিফ কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদের রিপোর্টে প্রকাশ যে, লোকের শোচনীয় অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই এবং আরও দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। কেবল অন্নাভাব নহে, দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে বস্ত্রাভাবের সমস্যাও দেখা দিয়াছে; লোকে বস্ত্রাভাবে ঘরের বাহির হইতে পারিতেছে না। বলা বাহুল্য, বাঁকুড়া জেলার সর্ব্বত্রই দুর্ভিক্ষ বর্ত্তমান। বাঁকুড়া সম্মিলনী অন্নকষ্ট ও বস্ত্রাভাব নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু আরো অর্থ চাই, জনবল চাই,—নতুবা অনেক লোক হয়ত না খাইয়া মরিবে।

বর্দ্ধমান, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, নদীয়া প্রভৃতি স্থান হইতেও দুর্ভিক্ষের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইতেছি। এই সব স্থানে গবর্ণমেণ্ট যথাযোগ্য সাহায্যের ব্যবস্থা করেন নাই। বে-সরকারী রিলিফ কমিটি প্রভৃতির কার্য্যের বিশেষ কোন বিবরণও আমরা পাই নাই। আমাদের মনে হয়, কংগ্রেস ও হিন্দুসভার পক্ষ হইতে এই সব স্থানের লোকের অবস্থা তদন্ত করিয়া সাহায্যকেন্দ্র খোলা উচিত।

খুলনার অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আচার্য্য রায় এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণের রিপোর্টেও এসম্বন্ধে সংবাদ বাহির হইয়াছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট খুলনা জেলায় দুর্ভিক্ষের কথা স্বীকারই করেন নাই—সাহায্যের ব্যবস্থা তো দূরের কথা। গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করুন আর নাই করুন, দেশবাসীকে খুলনার দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের প্রাণরক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

এখন বর্ষার জল পড়িয়াছে, উত্তপ্ত ধরণী একটু শান্ত হইয়াছে, সুতরাং জলাভাব কিছু দূর হইবে। লোকের চাষবাসের সময়ও উপস্থিত হইয়াছে। কেহ যেন মনে না করেন, দুর্ভিক্ষপীড়িতদের দুঃখের অবসান হইল, তাহাদিগকে সাহায্য করিবার আর প্রয়োজন নাই। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে কৃষকদিগকে আরও বেশী সাহায্য করিবার প্রয়োজন। অনেক কৃষক বীজধান বিক্রী করিয়াছে অথবা খাইয়া ফেলিয়াছে, হালের গরুও বিক্রী করিয়াছে। যদি তাহাদিগকে ঋণ দান করিয়া বীজধান ও গরু কিনিতে সাহায্য করা না হয় এবং নিজেদের ও পরিবারবর্গের আহারের ব্যবস্থা করিয়া না দেওয়া যায়, তবে চাষবাসের কাজও তাহারা করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। চাষবাসের কাজ চলিলে "চাষী শ্রমিক"দের অন্ন-সংস্থানের সুবিধা হইবে। যাহাদের নিজের জমি নাই, অন্যের জমিতে চাষসংক্রান্ত মজুরী করিয়া যাহারা দিনপাত করে, তাহাদিগকেই আমরা "চাষী শ্রমিক" বলিতেছি। বাঙ্গালা দেশে এই চাষী শ্রমিকদের সংখ্যা বিস্তর। দুর্ভিক্ষে তাহাদের কষ্টই বোধ হয় সকলের চেয়ে বেশী হইয়াছে। কৃষক ও রায়তদের

কথা ভাবিবার সময়ে এই চাষী শ্রমিকদের কথাও আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। (আনন্দবাজার)

লিলুয়ায় ধর্ম্মঘট

গতকল্য বুধবার (৮ই মে) প্রভাতে সংবাদপত্রের পাঠকগণ লিলুয়া ধর্ম্মঘটের মিটমাট প্রস্তাবের তালিকা দেখিয়া নিশ্চয়ই ভাবিয়াছিলেন যে, দীর্ঘ দুইমাস পরে বুঝি হাওড়ার এই ৩০০০০ হাজারের অধিক কর্ম্মচ্যুত লোকের দুর্দ্দশার অবসান হইল। কিন্তু ঘণ্টাকয়েক পরেই ফেয়ার্লি প্লেসে এজেন্ট আফিসে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের দৃশ্যের অভিনয় হইয়া গিয়াছে।

নির্দ্ধারণ মত বেলা ১১টায় ডগলাস সাহেব ও এজেন্ট আফিসে হাজির ছিলেন। এজেন্ট ডগলাস সাহেবের প্রতিশ্রুতি মত শ্রমিক প্রতিনিধিগণকে সাক্ষাৎ দিলেন। তাহাদের সংবাদপত্রে মুদ্রিত দাবীগুলির একে একে সমালোচনা করিয়া তীক্ষ্ণতর্কের দ্বারা তাহা খণ্ডাইতে লাগিলেন।

একে একে শ্রমিকগণের উপস্থাপিত দশটি সর্ত্তেরই বিচার হইল। কিরণচন্দ্র মিত্র এবং শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথাসাধ্য এজেন্ট সাহেবের সহিত তর্ক করিতে লাগিলেন।

গতিক দেখিয়া প্রতিনিধিগণের সহিত উপস্থিত হাওড়ার উকিল শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন পাইন অবশেষে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে মনে করাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন যে, কিসে ধর্ম্মঘটের মীমাংসা হয় তাহারই আলোচনার জন্য এই সমস্ত লোককে ডাকা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার কথার বিশেষ কোনও জবাব মিলিল না। এজেন্ট সাহেব একে একে শ্রমিক প্রতিনিধিগণের দশ দফা মিটমাটের সর্ত্ত খারিজ করিয়া সদলবলে আসন ত্যাগ করিলেন। প্রতি কথাতেই তিনি রেলওয়ে আইনের দোহাই দিয়াছেন।

এজেন্টের সহিত ধর্ম্মঘটকারীদের তৃতীয় বৈঠক এইরূপে সাঙ্গ হইল। এই বৈঠকের পূর্ব্বে সেই ২৮শে মার্চ্চ এজেন্ট অফিসে বৈঠক বসিয়াছিল। সেই বৈঠকের দিনই বামুনগাছিতে অপরাহ্নে গুলি চলে। এই বৈঠকে অকৃতকার্য্য হইলে শ্রমিকেরা হাওড়া কোর্টে অতঃপর সত্যাগ্রহ চালাইবে স্থির করিয়াছিল। অতএব ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হইবার আশঙ্কা।

শ্রমিকগণ বিষম উত্তেজিত হইয়া এজেন্ট আফিস পরিত্যাগ করিয়াছে।

মজুরবৃন্দের দাবী

ই, আই, রেলওয়ের এজেন্ট লিলুয়ার ধর্ম্মঘটের সম্পর্কে একটি ডেপুটেশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই ডেপুটেশন নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া গঠিত হইয়াছিল:—বঙ্গীয় শ্রমিক সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসু, শ্রীযুত শিবনাথ ব্যানার্জ্জী, শ্রীযুত বরদাপ্রসন্ন পাইন, ই, আই রেলওয়ে শ্রমিক-সঙ্ঘের সেক্রেটারী শ্রীযুত কিরণচন্দ্র মিত্র, ই, আই রেলওয়ে শ্রমিক-সঙ্ঘের এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী শ্রীযুত শান্তিরাম মণ্ডল এবং ২২ জন ধর্ম্মঘটকারী।

ধর্ম্মঘটকারীদের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত সর্ব্বনিম্ন দাবী জানান হয় এবং এজেন্ট ঐ সব দাবীর নিম্নলিখিতরূপ জবাব প্রদান করেন:—

(১) বরখাস্ত শ্রমিকদিগকে পুনঃ নিয়োগ অথবা তৎসম্বন্ধে প্রকাশ্য তদন্ত। এজেন্ট এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। তিনি বলেন, এই বিষয় লইয়া তিনি আর পুনর্ব্বিবেচনা করিতে চাহেন না।

(২) মাসিক সর্ব্বনিম্ন বেতন ১৬৲ ধার্য্য করুন। (৩) এবং সকলের বেতন শতকরা দশটাকা হারে বাড়ান। এজেন্ট এক সঙ্গে এই দুইটী দাবীর সম্বন্ধে বিবেচনা করেন। তিনি বলেন, সর্ব্বনিম্ন বেতনের হার এবং সাধারণভাবে সকলের বেতন ইতিপূর্ব্বেই বাড়ান হইয়াছে। ৬ই মার্চ্চ তারিখের নোটিশে উহা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। তিনি বলেন ঐ সিদ্ধান্তের তিনি পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না।

(৪) শ্রমিকদের জন্য বাসার ব্যবস্থা করা অথবা মাসিক বেতনের শতকরা ২০৲ টাকা হারে বাড়ীভাড়ার ভাতা দান। এজেন্ট এই দাবীর উত্তরে জানান যে, বিনা ভাড়ায় বাসা দেওয়া অথবা তৎপরিবর্ত্তে বাড়ীভাড়া বাবদ ভাতা দেওয়ার সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

(৫) রবিবার এবং অন্যান্য ছুটির দিনের জন্য বেতন।

এই দাবীর উত্তরে এজেণ্ট বলেন যে, বর্ত্তমানে বৎসরে ছুটির দিনের মধ্যে পনর দিনের জন্য বেতন দেওয়া হয়। তিনি ঐ সুবিধা আর বাড়াইতে প্রস্তুত নহেন কিংবা রবিবারের জন্যও বেতন মঞ্জুর করিতে প্রস্তুত নহেন।

(৬) শ্রমিক-সঙ্ঘকে সরকারীভাবে মান্য করা, সঙ্ঘের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে রেল ভ্রমণের ফ্রী পাশ দেওয়া এবং প্রত্যেক তিন মাসের মধ্যে একবার করিয়া সেণ্ট্রাল কমিটির কর্ম্মীদিগকে বিশেষ ছুটি দান এবং পাশ দান, রেলওয়ের জমি এবং বাড়ীর মধ্যে সভাসমিতি করিতে ক্ষমতা দান, জরুরী কার্য্যের স্থলে সঙ্ঘের কর্ম্মচারীদিগকে রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সুবিধা দান, সঙ্ঘের আফিস করিবার জন্য রেলওয়ে বাড়ীর মধ্যে বিনা ভাড়ায় অথবা ভাড়া লইয়া ঘর দেওয়া। এই দাবীর উত্তরে এজেণ্ট বলেন যে, সঙ্ঘটি বাস্তবিকই প্রতিনিধিমূলক তিনি নিজে যদি তাহা বুঝেন, তবে তিনি সঙ্ঘকে মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন। ঐ সম্পর্কিত অন্য দাবীর সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, রেলওয়ের কর্ম্মচারীদিগকে যেরূপ পাশ দেওয়া হয় তাহা ছাড়া সঙ্ঘের কর্ম্মচারী বলিয়া কাহাকেও পাশ দেওয়া হইবে না। সঙ্ঘের যে সব লোক রেলওয়ে কর্ম্মচারী নহে, তাহাদিগকে পাশ দেওয়া হইবে না। প্রতিনিধি-দিগকে তিনি বিশেষভাবে কোন ছুটি দিতে প্রস্তুত নহেন; তবে রেলের কর্ম্মচারী হিসাবে যে ছুটি তাহাদের প্রাপ্য, তাহারা তাহা পাইবে। ঐ ছুটি তাহাদের পাওনা ছুটি হইতে কাটা যাইবে। রেলের জমির মধ্যে সভাসমিতি করিতে দেওয়া না দেওয়া সম্বন্ধে অবস্থা বুঝিয়া বিচার করিয়া কাজ করা হইবে।

(৭) ধর্ম্মঘট কালের জন্য শ্রমিকদিগকে বেতন দেওয়ার প্রশ্নটি রেলওয়ে বোর্ডের বিবেচনাধীন হইবে। তিনি পূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, ধর্ম্মঘট কালের জন্য কোন ক্ষেত্রেই বেতন দেওয়া হইবে না। সে কথার কোন নড়চড় হইবে না।

(৮) ধর্ম্মঘটের জন্য সাজা। এই সম্বন্ধে এজেণ্ট বলেন যে, ধর্ম্মঘট কালের জন্য কোন বেতন হইতে বঞ্চিত হওয়া ছাড়া ধর্ম্মঘট করার জন্য কোন শ্রমিক কোনরূপ দণ্ডিত হইবে না। লোক যদি কিছু কমান হয়, আবশ্যক-বোধেই তাহা করা হইবে, ধর্ম্মঘট করার জন্য নহে। এইসব সুবিধা পাইবার পথ এখনও খোলা আছে, কিন্তু চিরদিন যে থাকিবে, এমন কথা তিনি দিতে পারেন না।

ডালহৌসী স্কোয়ারে সভা

সত্যাগ্রহের সঙ্কল্প

শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসুর সভাপতিত্বে লিলুয়ার ধর্ম্ম-ঘটকারীদের সাহায্যার্থ কলিকাতার ডালহৌসী স্কোয়ারে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় প্রায় তিন হাজার ধর্ম্মঘটকারী যোগদান করিয়াছিল। বহুসংখ্যক পুলিশ পাহারায় মোতায়েন ছিল।

অপরাহ্ন ৬৷৷০ ঘটিকার সময় সভার অধিবেশন হইবার কথা ছিল, তাহার পূর্ব্বে অপরাহ্ন ৫৷৷০ ঘটিকার সময় ধর্ম্ম-ঘটকারীরা মিছিল করিয়া সভাক্ষেত্রে পৌঁছে। শ্রীযুত কিরণচন্দ্র মিত্র তাহাদিগকে এজেণ্টের নিকট ডেপুটেশনের ফলাফল বুঝাইয়া বলেন। কয়েকজন গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টার চেয়ার টেবিল লইয়া সভায় প্রবেশ করিতেছিলেন, ধর্ম্মঘট-কারীরা তাহাদিগকে সভার ভিতর বসিতে দেয় না।

শ্রীযুত বিধানচন্দ্র রায় না আসাতে শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, শিক্ষিত লোকেরা "স্বরাজ" "স্বরাজ" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন; কিন্তু শ্রমিকদল সুগঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের পক্ষে স্বরাজলাভ অসম্ভব। শ্রমিকদল এজেণ্টের নিকট একটি ডেপুটেশন লইয়া গিয়াছিল, এজেণ্ট শ্রমিকদের দাবী মানিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি জানেন, শ্রমি-কেরা গরিব, বিনা সর্ত্তেই তাহাদিগকে কাজে ফিরিতে হইবে। এজেণ্টের এরূপ মতিগতির পরিবর্ত্তনসাধন করিতে হইলে জনসাধারণের উচিত শ্রমিকদিগকে সংগ্রাম চালাইতে সাহায্য করা। সভাস্থলে কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়।

শ্রমিক-সঙ্ঘের সেক্রেটারী শ্রীযুত কিরণচন্দ্র মিত্র বলেন, হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডগলাসের সহিত আমরা এজেণ্টের নিকট গিয়াছিলাম। তিনি আমাদের কোন কথা মানেন নাই। আমরাও আর তাঁহার অনুগ্রহের

ভিখারী থাকিব না। আমরা যদি আরও দুইমাস কাল ধর্ম্মঘট চালাইতে পারি, তাহা হইলে সমস্ত লাইনের কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে এবং কর্তৃপক্ষ আমাদের দাবী মানিতে বাধ্য হইবেন। রেলকর্তৃপক্ষ যাহাতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মিটমাট করিতে বাধ্য হন, আমরা ৩০ হাজার ধর্ম্মঘটী জীবন দিয়াও তাহা করিব। ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুরোধ মত সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিয়াছিলাম। আজ শেষ তারিখ। আগামী কল্য হইতে আমরা হাওড়ার আদালতে সত্যাগ্রহ করিব। আমরা উকীল, মোক্তার, মামলাকারী, ম্যাজিষ্ট্রেট ইহাদিগকে আদালতে যাইতে বাধা দিব। পুলিশ এবং গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা ধনিকদের পক্ষে, ইহা আমরা জানি। আমরা রেল কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে বুঝা-পড়া করিতেছি। পুলিশ ইহার মধ্যে আসে কেন? ম্যাজিষ্ট্রেট যদি পুলিশদিগকে সরাইয়া লন তাহা হইলে আমরা রেল কর্ত্তৃপক্ষকে যথাসম্ভব সত্বর আমাদের দাবী মানাইতে পারিব। এই জন্যই আমরা হাওড়ার আদালতে সত্যাগ্রহ করিতে চাই। যদি আমাদিগকে হাওড়ার আদালতে সত্যাগ্রহ করিতে না দেওয়া হয়, আমরা হাওড়ার পুলে সত্যাগ্রহ করিব। সেখানে যদি আমাদিগকে বাধা দেওয়া হয়, আমরা কলিকাতায় আসিয়া হাইকোর্টের সামনে, ই, আই, আরের আফিসের সম্মুখে এবং অন্যান্য স্থানে সত্যাগ্রহ করিব। আমরা সমস্তদিন সত্যাগ্রহ চালাইব। পর পর কয়েকজন বক্তার বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ হয়। (ফ্রী প্রেস)

দি ফরওয়ার্ড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড্

গত ৯ মার্চ্চ কলিকাতার ৯৮ ক্লাইভ ষ্ট্রীট ভবনে এই নামে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। তাহার দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসবে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার সভাপতি ছিলেন। ব্যাঙ্কের কার্য্যপ্রণালী নিম্নের বিজ্ঞাপনে বুঝা যাইবে :—

প্রিয় মহাশয়,

অত্র পত্র দ্বারা আপনাকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে, আমরা নিম্নলিখিত কার্য্য গ্রহণ করি। যদি আপনাদের সুবিধা বিবেচনা করেন তাহা হইলে আমাদের সহিত কাজ করিয়া বাধিত করিবেন।

১। আপনি কলিকাতার কোন খরিদ্দারকে মাল পাঠাইয়া তাহার রেলওয়ে রসিদ ও বিল আমাদের নিকট পাঠাইলে আমরা উক্ত খরিদ্দারের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া আপনাকে পাঠাইয়া দিব। তাহার জন্য আমরা শতকরা ৵০ কমিশন লইয়া থাকি। আপনার খরিদ্দার যদি মাল গ্রহণ না করে তাহা হইলে আমরা উক্ত মাল যাহাতে উচিত মূল্যে বিক্রয় হয় তাহার বন্দোবস্ত করিয়া থাকি।

২। আপনি যে কোন মাল কলিকাতা হইতে খরিদ করিতে চান তাহা যে ফারম হইতে খরিদ করিবেন তাহাকে লিখিয়া দিন যে মাল পাঠাইয়া রেলওয়ে রসিদ ও বিল আমাদের এখানে জমা দিলে আমরা তাহাকে টাকা দিব। তাহাতে আপনার ভিঃ পিঃ মনিঅর্ডার খরচ বাঁচিয়া যাইবে। ইহাতে আমরা শতকরা /০ আনা কমিশন লইয়া থাকি। এবং আপনার যে মালের দরকার সেই মাল কোথায় সুবিধা দরে পাওয়া যায় তাহা আমাদের লিখিলে আপনাদের ঠিকানা পাঠাইয়া দিব, কিংবা কোন মাল যদি কলিকাতায় বিক্রয় করিতে চাহেন ত সেই মালের খরিদ্দারদেরও ঠিকানা পাঠাইয়া দিব।

৩। বিল, সেয়ার-সার্টিফিকেট, গভর্ণমেণ্ট পেপার ও ভাল সিকিউরিটীর উপর টাকা দাদন করা হয়।

৪। চলতি খাতা (কারেণ্ট একাউণ্ট) ২০০৲ টাকায় খোলা হয়। ২০০৲ টাকা জমার উপর বার্ষিক শতকরা ২৲ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়।

৫। স্থায়ী অমানত (ফিক্সড্ ডিপজিট) লওয়া হয় এবং বিভিন্ন হারে সুদ দেওয়া হয়।

আপনার বশংবদ

ম্যানেজার।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—আমাদের উদ্দেশ্য যাহাতে মফঃস্বলের ব্যবসাদারগণ আপনার দেশে বসিয়া কলিকাতার সহিত সহজে ও নির্ব্বিঘ্নে ব্যবসার আদান-প্রদান করিতে পারেন তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা।

হে আমার দেশবাসী ব্যবসাদার ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনারা একবার মাড়োয়ারী ও অন্যান্য বিদেশীয়দিগের প্রতি লক্ষ্য করুন যে, তাহারা শূন্য হস্তে দেশ হইতে আসিয়া কেমন

করিয়া বাঙ্গালার ব্যবসা-ক্ষেত্র এক চেটিয়া করিয়া বসিয়াছে। তাহারা যে এত উন্নতি করিয়াছে তাহার কারণ এই যে, তাহাদের সোজা আদান প্রদান করিবার ক্ষমতা আছে। আর আমরা যে ব্যবসায় এত পিছনে পড়িতেছি তাহার একমাত্র কারণ আমাদের সোজা আদান প্রদান করিবার কোন উপায় নাই। আমাদের নিবেদন এই যে, যাহাতে আপনারা সোজা আদান প্রদান করিতে পারেন তাহার সুবন্দোবস্ত এই ব্যাঙ্কে হইতেছে।

কলিকাতার মৃৎ-শিল্প

হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রস্তুত ও বিক্রয় করা কুমারটুলির কুম্ভকারদের একটী লাভজনক ব্যবসা। কেবল কলিকাতা সহরেই বৎসরে প্রায় সাত হাজার সরস্বতী দেবীর মূর্ত্তি বিক্রয় হয়। দুর্গা, কালী, কার্ত্তিক, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তিরও বেশ চাহিদা আছে। এই কারবারে বৎসরে লাভের পরিমাণ অনেক লক্ষ টাকা।

এই কুম্ভকারগণ বাংলার অত্যন্ত পরিশ্রমী শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম। ইহাদের আদি বাসস্থান নদীয়া জেলায়। ইহাদের পিতৃপুরুষগণ যখন প্রথম এই কারবার আরম্ভ করে তখন কলিকাতা একটী সামান্য সহর ছিল। সহরের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাটীর মূর্ত্তির চাহিদা বাড়িয়াছে; সুতরাং কারবারটীও বাড়িয়া উঠিয়াছে। এখন কেবল কুমার-টুলিতেই প্রায় ৭০টী পরিবার বৎসরের অধিকাংশ সময় মূর্ত্তি-নির্ম্মাণের কাজেই প্রধানতঃ লাগিয়া থাকে।

পূর্ব্বে দুর্গা মূর্ত্তির চাহিদা অত্যন্ত বেশী ছিল, এখন কমিয়াছে। শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী মূর্ত্তির চাহিদা বাড়িতেছে।

নিতান্ত সাধারণ মালমসলা (যেমন খড়, কাদা, বাঁশ রং, মসিনার তেল) ও অত্যন্ত পুরাতন এবং সূক্ষ্ম কাজের একান্ত অনুপযোগী যন্ত্রপাতির সাহায্যে ইহারা মূর্ত্তিগুলি গড়িয়া থাকে। শাস্ত্রাদিতে মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে কঠোর আইনকানুনের বাঁধাবাঁধির মধ্যেও যে তাহারা সময়ে সময়ে নিপুণ দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে ইহাতেই তাহাদের বাহাদুরি বুঝা যায়।

বৎসরের ৩ মাস—যে সময় পূজা পার্ব্বণ থাকে না—তাহারা মাটীর বাসন প্রস্তুত করে। কিন্তু এই কাজে তাহারা সস্তা এলিউমিনিয়ামের বাসনের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে যাহারা বুদ্ধিমান তাহাদের ধারণা যে, এই কারবারের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়। সুতরাং তাহারা রিলিফ ম্যাপ ও দেহের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ ইত্যাদি ধরণের কাজ আরম্ভ করিয়াছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ইয়োরোপ ভারতের নরনারীর জীবনের ধরণ-ধারণ বুঝাইবার জন্য মাটীর মূর্ত্তি ও মাটীর ফল যথেষ্ট পরিমাণে কিনিত। যুদ্ধের পর একেবারেই কিনিতেছে না। ইহাও কুম্ভকারদের নিরুৎসাহ হইবার একটী বিশেষ কারণ।

ভেজাল খাদ্য বিক্রয়ে দণ্ড

গত এপ্রিল ও মে মাসে কলিকাতা সহরে ভেজাল খাদ্য বিক্রয়ের অপরাধে যে সমস্ত লোক দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। দণ্ডের পরিমাণ ১০৲ হইতে ১০০৲ পর্য্যন্ত।

বিক্রেতার নাম	ঠিকানা	ভেজাল খাদ্যের নাম
বদ্রি প্রসাদ	রসা রোড	সরিষার তৈল
পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	নেপাল ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীট	কচুরী
সত্যচরণ ঘোষ	পণ্ডিতিয়া রোড	ঐ
সুধীর রক্ষিত	আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট	মিষ্ট দ্রব্য
ফকির ঘোষ	পুরাতন বৈঠকখানা বাজার	দুগ্ধ
ফটিক ঘোষ	"	"
কীর্ত্তিবাস ঘোষ	"	"
শরত ঘোষ	"	"
ননী ঘোষ	"	"
ননী ও গোষ্ঠ ঘোষ	"	"
পাঁচু গোয়ালা	"	"
শশী ঘোষ	"	"
সতীশ ঘোষ	"	"
হাজারী ঘোষ	"	"
ধনাই মণ্ডল	"	"

(আনন্দবাজার)

ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় বাঙ্গালী*

নাম	আফিস	প্রতি অংশের মূল্য	আদায়ী মূলধন	রিজার্ভ ফণ্ড	আমানত গং	নগদ তহবিল	বর্ত্তমান বর্ষের লাভ	লগ্নী ও কর্জ্জদাদন	লভ্যাংশ (১৯২৬)	প্রতি অংশের বর্ত্তমান মূল্য
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্	কলিকাতা	১০০	১৬৪৮০৪	৮০০০০	১৭৯০৮৪৯	৩৫৭০২৫	৩৫৩০৪	১৬৬৪২৫৫		
ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন	”	১০০	১২৫০০০	২২০০০০	৩৯৩৮০০০	২৯৫০০০	৫২৮৩৮		৬	১৫০
ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক	”	১০	৫১৬২৮৮	৩৬১৯৫	৬৬০০	৩২৪০০০	৩৪০৭৬			৭৷৷০
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক	”	১০	১২০৬৮৪	৬০০০০	৭১৬৮১২	৩১০০০	১৭৫৯১	৭১৪৫০০	১৫	১০
জলপাইগুড়ি ব্যাঙ্কিং ও ট্রেডিং	জলপাইগুড়ি	৫০	৫০০০০	২৬০০০০	৪৯৩১৮৮২	৮০৫৯০৯	৯০৫৪০	৩২০৫৬৯০		
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক	চট্টগ্রাম	১০০	১৫০০০	১০০০০০	৭৮৩৬৬৭	২২৯৫১৫	২০৬৮০	৫৯৪১৬৪	১৫	
আর্য্য ব্যাঙ্ক	”	৫০	৬০৯৬৬		৬৫০২৯	৩১৯৮৩৬৬	৪৩০৫	৬০৭৪৫		
ফরিদপুর লোন আফিস	ফরিদপুর	১০	১১৮২০	১৮০৪২১	২৮১৩৪৮৪	২৩৭০৫	৪৬৭৮৩	১৮৩০৪০৯		৬০
ফরিদপুর ব্যাঙ্ক	”	২৫	৪৭৬১৩	১২৪৫৫	৯৯০৯৩৯	৮১০৬০	১০৩৬০	৭৪৬৭৫৭		২৫
কুষ্টিয়া লোন আফিস	কুষ্টিয়া	২৫	১৫০০০	৮৫০৫	১৬০২৪৭	২৯৭২০৪	৩৯০১	১২৩৮০৩		
বরিশাল লোন আফিস	বরিশাল	২৫	১৮০০০	৪৯২৬০	৯৮৩৬৩৮	১০৪৩৩৬	৯৪০৭	১০০৯৫৯৭		
ত্রিপুরা লোন আফিস	কুমিল্লা	১০	১০০০০০	৫০৪৩০	২৩০২৬০	১৪৫৭৪	২৭৯৫৭	৩৬৮৬৭৪	২৪	৫৫
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক	”	৫০	২১০৩০	২৪০০০	৭৪৬১৪২	২৫০৩৩	১৬১০৯	৬৭১২৭৩	২০	৫০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন	”	২০	১২৫০০	৪২৭৬০	৫৫৭০৮২	৮৮৭৫৭	১৪৮৪০	৪৮৫৭৩৬	৪০	৫০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া লোন আফিস	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১০	১২০০০	১৬৩৬৪৮	৫৭২৯৫৩	১৪৯২৫৩	৩০৫৯	৪৪৯৯৯৯	২০	
ব্রাহ্মণবাড়িয়া লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক	”	১০	১২০০০	৯৪৯৭	২৬০৪৬৭	৬৬২৭৩	৪৬৯৫	১৯৭৩১৮	২৫	
যশোহর ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক	যশোহর	২	১০০০০০	১৩৫২৯৭	৯২৪৫৪০	২২৭৫৫১	১৭৬১৫	৯৫৩৬৩৬	১২৷৷০	
যশোহর ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং	”	৫	৬১৫৬০	৫৭৩০৬	১৬৯৪৬৪	৬৭৯২৯	৭১৫১	৬৭২৫২৬		
যশোহর লোন কোং	”	১০	১০০০০০	৪৫৯২৫৯	৪৩৮০২২২	৩৫২৮০৯	৯০০০	৩৯৩৬৩৯১	১০	

* তালিকাটা “বাণিজ্যবার্ত্তা” হইতে সঙ্কলিত।

নাম	আফিস	প্রতি অংশের মূল্য	আদায়ী মূলধন	রিজার্ভ ফণ্ড	আমানত গং	নগদ তহবিল	বর্তমান বর্ষের লাভ	লগ্নী ও কর্জ্জ দাদন	লভ্যাংশ ১৯২৬	প্রতি অংশের বর্তমান মূল্য
গোপালগঞ্জ ব্যাঙ্কিং	গোপালগঞ্জ	৫০	১০০০০	১৬১৭৯	১৭৬৩৪৪	১৪০৫৪	৩৯৬৫	৯৮০১১	১৫	
দিনাজপুর ট্রেডিং এণ্ড ব্যাঙ্কিং	দিনাজপুর	২৫	৫০০০০	৬৭০৫৮	৬৮৫২৬৭			৫৪৯২৮৩		
নীলফামারী লোন আফিস	নীলফামারী	১০	৪০০০০	৪৬৬১০	৪৮১১২৭	৫১৪৮৮	১৩৩৫০	৪১৬৫৫৭		
নীলফামারী ব্যাঙ্ক	,,	২৫	১০০০০	৩৬০০	১৯১৫৯	১৩৭৪২	৩২৩৪	৭৯১২৯		
রংপুর লোন আফিস	রংপুর	১০	৪৭০০০	২১২১৪৬	১১৩৪৩৪৮	২২৫২৩৩	২৯১০১	৯২৪৯১৬		
কুড়িগ্রাম লোন আফিস	কুড়িগ্রাম	১০	২০০০০	৫৫০০০	৫১১২২০	৬৬৭০৬	১২১২০	৫৩৩২৫৪		
বগুড়া লোন আফিস	বগুড়া	১০	৫৯০৩০	২০৬২০০	১৫৭৯৩০৩	১২৭১২৯	২৭০১৫	১০৫০৩১০		
রাজবাড়ী ব্যাঙ্ক	রাজবাড়া	২০	২০০০০	৪৩৪৩	২৯১৮২৭	১৫৯১৪	২১৮৭	৩২০৯৮৮		
ঢাকা ব্যাঙ্ক	ঢাকা	৪০	৫১৮০০		৩৭৮২৪৬	৪০৮		৩৯০৮৯৫		
বেঙ্গল ট্রেডার্স	হাজিগঞ্জ (ত্রিপুরা)		১৭৬১৫		১১৩৯৭৬	২৯৭১৬	৮১১৩	১১৬২৫	১২	
মুন্সীগঞ্জ লোন আফিস	মুন্সীগঞ্জ	১০	১২০৬০	১২৯৭১	১৩৪৮৪১	১৩৮৮১	২৩১২	১৪৫১২৩	১৭॥০	
গাইবান্ধা ব্যাঙ্ক	গাইবান্ধা	২৫	২৯৯৫০	১৯৫০০	৬৬৫০৫৫	২৯৫৩৪৩	১৯৭৭৪	৩০২৫৮০		
গাইবান্ধা লোন কোং	,,	,,	৪০০০০	৪৭৩১৯	৫৩২৬২৭	২৯২৬৩	৪৭১২	৭৪৭৬৫৯		১২॥০
মাণিকগঞ্জ লোন আফিস	মাণিকগঞ্জ	৫০	১২৫০০	১৫৯৯০	৪৮৪৩০৭	১০৪৯৭৫	৮৯৬০	৩৬৬৫৭৯	৪০	
জামালপুর লোন আফিস	জামালপুর	১০	১০০০০	২৮০০০	৪৮৩৯৩৫।৵৬	১৫৯১৪০৵৭		৩৬১০১৯৶৩	১২০	৬০
আঞ্জুমান ট্রেডিং এণ্ড ব্যাঙ্কিং	দিনাজপুর	১০	২৫০০০	১৪০০০	৭২৪৩৪৭	১৪৩০৬১	১৩১০৮	৪৫২৬৩৯		২৫
আদমদীঘি মহাজন সমিতি	আদমদীঘি	১০	৪১২৪২	২০২২৫	৮০১৪৩	৬৪২৬	৯৬০৫	১১৮৫৬৮		২০
ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক	নাটোর	১০০	১৬৫০০	১৫০০০	২৬৭৪৩৩	১১৫৪১৬	৩৭৩৭	১৮১২৮৮		২৫
ভাঙ্গা লোন আফিস	ভাঙ্গা	২৫	১৫২২০	৫৫০০	৯৮৪৫৮	২৮১৬২	৫০৩৪	৯১৭১২		
ইষ্ট বেঙ্গল কমার্শ্যাল ব্যাঙ্ক	ময়মনসিংহ	২৫	৩৩৯৮৫	৪৫০০	৪৫২৭৭৯	১৭২৮৮	১৬৮৪২	৬৮৮০১৭	১২॥০	১১॥০
নওখিলা লোন কোং	নওখিলা (বগুড়া)	[illegible]	৫০০০০	৪০০০০	২৭১৩১১	২৮৯২৮	২৭৬৯৩	২০২৫২৭		৩০
ময়মনসিংহ লোন আফিস	জামালপুর	১০	৮০৪০০	৬২১২৬	৩৪৬১৫২।৵১	১০৭৬৪৩/৬	৭৩১৩০৸/৬	৬২১৩৯৮৸৶৯	৩০॥০	
নসিরাবাদ লোন আফিস	ময়মনসিংহ	১০	৪৫০০০	৯০১৭৬	৯৫৬৪৮	১৮১১	১১০৪২	২২০৮০৯	১৮	
শ্রীহট্ট লোন কোং	শ্রীহট্ট	১০	১৩০০০	৩৮০৯১	৩৮১৬৯৫	৩১০৪৯৬৫	৩৮৪৪	৩০০৫৮৫	২৫	

ঢাকেশ্বরী কটন মিল

বঙ্গভঙ্গের পর বাঙ্গালীর দৃষ্টি যখন গৃহাভিমুখে পতিত হইল, তখন তাহারা দেখিল যে, বস্ত্রশিল্পের ধ্বংসের উপরই এদেশে বিদেশী বণিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তখন বাঙ্গালী আবার তাহার বস্ত্রশিল্পের উদ্ধার-সাধনে মনোনিবেশ করিল। তাঁতের কাপড়ের আদর হইল। কিন্তু বাঙ্গালী দেখিল যে, দেশী কাপড় পরিতে হইলে তাঁতের কাপড় যথেষ্ট নহে। তাহাকে বোম্বাই আমেদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের কলওয়ালাদের উপর নির্ভর করিতে হয়। তখন বাঙ্গালী বঙ্গদেশেই নিজস্ব কল স্থাপনে মনোযোগী হয়। ফলে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল ও মোহিনী মিলের প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু বাঙ্গালাদেশে ৩০।৪০টা মিল অনায়াসে চলিতে পারে। বঙ্গলক্ষ্মী ও মোহিনী মিলের পক্ষে বাঙ্গালার সমস্ত অভাব দূর করা সম্ভব নহে। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গেও একটী কল স্থাপনের সঙ্কল্প হয়। ঢাকা জিলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমাটি এইরূপ কাপড়ের কল স্থাপনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বিবেচিত হয়। প্রথমতঃ জলপথে ও স্থলপথে এস্থানে মাল চলাচলের বিশেষ সুবিধা। দ্বিতীয়তঃ এই স্থানটি নদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া আবহাওয়া সর্ব্বদাই আর্দ্র থাকে। বস্ত্রশিল্পের পক্ষে এই আর্দ্রতা বিশেষ আবশ্যক। এই সমস্ত সুবিধা থাকায় ঢাকার কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্যোগে ঢাকেশ্বরী কটন মিল প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯২২ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখ এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। ২২ হাজার টাকু এবং ৪৯৪ খানি তাঁতের উপযোগী একটি কলঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে ১১ হাজার ৫শত টাকু এবং ৩১২ খানি তাঁত লইয়া কলের কার্য্য আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে এই কলে প্রত্যহ ১৩ শত জোড়া কাপড় তৈয়ারী হইতেছে। অত্যল্প-কাল মধ্যেই দৈনিক ১৫ শত জোড়া কাপড় তৈয়ারী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ইতিমধ্যেই ঢাকেশ্বরী কটন মিলের কাপড় বিশেষ সমাদৃত হইতেছে। দেশী সূতায় তৈয়ারী কোন মিলের কাপড় অপেক্ষা ঢাকেশ্বরীর কাপড় নিকৃষ্ট নহে, একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন।

দিন দিন ঢাকেশ্বরী মিলের কাপড়ের চাহিদা এরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে যে, চাহিদা পূরণ করা এই মিলের বর্ত্তমান শক্তিতে কুলাইয়া উঠিতেছে না। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ মিলটির প্রসার বৃদ্ধি করিতে মনোযোগী হইয়াছেন। এজন্য তাঁহারা আরো ২ লক্ষ টাকার অংশ বিক্রয়ার্থ বাজারে উপস্থিত করিয়াছেন। অবিলম্বে এই অংশগুলি বিক্রয় হইয়া যাইবে অনুমান করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আবশ্যক কলকব্জার অর্ডার দিয়াছেন।

দি কর্ণফুলি জুট মিল্‌স্ লিঃ

রেজিষ্টার্ড আফিস—কুমিল্লা। মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা প্রতি অংশ ২৫৲ টাকা হিসাবে এক লক্ষ অংশে বিভক্ত। প্রতি অংশের টাকা নিম্নলিখিত ভাবে দেয়:—

দরখাস্তের সহিত ২৲ টাকা। অংশ মঞ্জুর (এলটমেণ্ট) হইলে ৩৲ টাকা। বাকী ২০৲ টাকা প্রতি তলবে ৫৲ হিসাবে ন্যূনকল্পে তিন তিন মাস অন্তর দেয়। প্রবেশ ফিস ১৲ টাকা প্রত্যেক আবেদন পত্রের সহিত দিতে হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গ পাটের স্থান। এই অঞ্চলের প্রধান বন্দর চট্টগ্রামে এই মিল স্থাপিত হইবে। এ বন্দরে বহু মাল আমদানি রপ্তানি হয় এবং বহু চটের বস্তার প্রয়োজন। কর্ণফুলী নদীর তীরে জেটির অতি সন্নিকটে রেলওয়ে লাইনের উপরে এবং অয়েল কোম্পানীর তৈলের গোলার নিকটে পোর্ট জমির মধ্যে ৩৫॥ একর (প্রায় ১০০ বিঘা) জমি গবর্ণমেণ্ট হইতে বন্দোবস্ত নেওয়া হইয়াছে। মিলের ইঞ্জিন বয়লার খরিদ করা হইয়াছে এবং সত্বরই ফ্যাক্টরীর কাজ আরম্ভ হইবে।

বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ দ্বারা ডিরেক্টর-মণ্ডলী গঠিত।

সর্ব্বত্র অংশ বিক্রয়ের এজেণ্ট আবশ্যক। প্রস্পেক্টাস এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্য ম্যানেজিং এজেণ্টগণের নিকট নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এসোসিয়েশন লিঃ,
ম্যানেজিং এজেণ্টস, কুমিল্লা।

বাঙালীর চা কোম্পানী*

নাম	আফিস	আদায়ী মূলধন	রিজার্ভ	ব্লক একাউন্ট	প্রতি অংশের মূল্য	যত একর আবাদ হইয়াছে	উৎপন্ন চা (মণ) ১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬	শতকরা লভ্যাংশ (১৯২৬)	প্রতি অংশের বর্ত্তমান মূল্য
নাগাহিল	কলিকাতা	৪০০০০০	৮৮২৯৪	৪১৮২৯৪	১০	৫৩৫	৩৯৬৬	৪৯০০	৪৬০০	৪৫৬৮	১৭॥০	২০
মতিধর	,,	৩০০০০০			৫০	৫০২	১৭৫	৫৫০	১০০০			১২০
বিজনীডুয়ার্স	,,	২৪৯২০০	৩৩৬৬৬	৫৩৮৬২৬	৫০	৪৫*	১৩৩৬	১৮০১				
আমবাড়ী	আমলাসদরপুর	২০০০০০	৯৪০০০	২০০০০০	৫০	৯৮০	৮২১০	৯০১১	৭০০০	৭৯০০	৩৬	৪৫০
নদীয়া	,,	১০০০০০		২০০০০০	৫০	৭৩০	১৫০৩	৫০৫০	৪১০০	৪৪৫০	৫০	৪৫০
লক্ষ্মী	,,	১৯৯৭৩৮	৯৫৬৪০	২০০০০০	৫০	৫২৫	২৩০২	২২৭৩	২৬০০	৩৪৬০		২৩০
সাহাবাদ	,,	১৮২৮০২		২৩৪০৬৯	৫০	৪৩০	১৭৫		৭৫০			১৪৫
মনতলা	কুমিল্লা	১২৬৭৮২		২০৭৮৯৫	২৫	৩০০	১২২	৩০৮	৬৩০	১০৫০		৩৬
দার্জ্জিলিং ডুয়ার্স	কলিকাতা	১৩৭৮২৪	১৫৩৫০	২৬৫৮০৬	২৫		৩০৪	৫৫০	৩৬০			
অন্নপূর্ণা	,,	১০৪৩৮০	১২৫০০০	২৬০৪০৫	২৫	৩০০	৮১০	৯৩৫	১২৫০			২৭০
শিমুলবাড়ী	,,	৫০০০০	১৯৭৩	৬৮০০০	১০০	৫০০	৩৫৫০	২০২৪	২৬৫০			৩০০
ইউনিয়ন টি ট্রেডিং	,,	১১২৮৮	৯৪০৩	২১৫০২৮	২০	২৬৭						
বেঙ্গল টি ট্রেডিং কোং	,,	১৫০৮০৮	৯০০১৪৭	২৭১১৪৪	২৫	১৩০						
হিন্দু	দার্জ্জিলিং	৪৫০০০		৮৯৬৯০	৩৫০	২৩৪						
পলাশবাড়ী	জলপাইগুড়ি	৫০০০০		৩০৯৬২১	৫০	৫৪০	৪০৯৬	৩০৩৮	৩০৫২			৪৭৫
সুকনা	,,	১৫০০০০		২৭০৭৫৮	৫০	৪০০	৩৫০৪	৩১১১	২৪৬২		৪৬	৪০০
ডায়না	,,	১২৪৮০০		৩৭৯২৭০	৫০	৯০০	৭৪৭৫	৭৪৭৪	৫৮০০		১০০	৭০০
নর্দার্ণ বেঙ্গল	,,	৮৫৪০০	৯২০৫২	১৮৩২২২	৫০	৫৫৭	২৬৬৫	২৬০০	২৪০০		৫০	৪০০
ব্রহ্মপুত্র হিমালয়	,,	২৩০৮৭২	৩৮০৬	১৬৪৩১৪	২৫	৩১৩	১৩৬৬	১৫৬	১১৯৫			
আঁদ্ধা মাণিকর	চট্টগ্রাম	৫৩৫৯৪		১২৯৪৩৩	১০	২০০	৭৫	৬৫	২৪০	৪৩০		

* "বাণিজ্যবার্ত্তা" হইতে সঙ্কলিত।

নাম	আফিস	আদায়ী মূলধন	রিজার্ভ	ব্লক একাউণ্ট	প্রতি অংশের মূল্য	যত একর আবাদ হইয়াছে	উৎপন্ন চা (মণ) ১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬	শতকরা লভ্যাংশ ১৯২৬	প্রতি অংশের বর্ত্তমান মূল্য
জলপাইগুড়ি টি কোং লিঃ	জলপাইগুড়ি	৫০০০০	২০৬৬৯০	২০২৬৯২	২৫০	৬২০	৪৬৯৭	৪৭৭১	৩৫১৫	৪৩৩৮	২০০	৫২০০
আঞ্জুমান „	„	২৫০০০	২০৬৭২৮	৩৬৬৪২০	৫০	১০৮০	৭৭৬৬	৬৬১৮	৬২৭৮	৩৪৮৫		৪০০
চামুরচি „	„	৫০০০০	৩১০০০	২৩৪২৫০	৫০	৮৭৭	৪৪৭৫	৫৫৭০	৪৮০০	৬৭৭৪	৬০	১০৫০
গুর্জ্জুনঝোরা „	„	৫০০০০	৬০০০০	১৫৪৮৬৫	৫০	৬০০	৫০০০	৩৫৩৫	৩২৮১	৫১১৯	১২০	২০০০
কাঠালিগুঁড়ি „	„	৭৫০০০	১৬৬৮২০	২৭০০০০	৫০	৭৭৮	৬১২১	৬৪৭১	৫১১১	৬৭৫৩	২২০	২০০
চুনিয়াঝোরা „	„	„	৮০০০০	১৮৬৭৪৯	৫০	৫৫২	২১৫১	২৫৭৪	২৭৬০	৩১৭৫	৫৬	৬০০
আটিয়াবাড়ী „	„	„	১৫২৯৬০	২৭৬০৪৩	৫০	১১৩০	৮৭৭৬	১০৩০১	৮৫১৬	১০৩২০	২০৬	১৩০০
রামঝোরা „	„	১৩০০০০	৯০০০০	২৮৮২০৪	৫০	৮০৬	৮৪০৪	৬৭৮৫	৭০০০	৭৩৩২	১০০	৭০০
দেবপারা „	„	„	২৬০০০	৫৫২০৬২	৫০	৯০০	৮০৩৯	৭০২৪	৬১১৭	৬৪০০	১০০	৭০০
গোপালপুর „	„	১৫০০০০	১৮০০০০	৬০৮২৩৮	২৫	৭৪৫	৭২৪৩	৭১৩৯	৭৫৩৫	৮১৭৮	১২০	৩৫০
ইন্দ্রেশ্বর „	শ্রীহট্ট	৮৮৭৮৫	১৪৭৪২৪		২৫	৯০০	৪৬৫০	৪৮০০	৪৮০০			৩২৫
ভারত সমিতি „	„	১০০৩৪৫	১৯০৩৪৪	২৬৮৫৩৫	২৫	৫০০	২৩৮৭	২০৬০	২১৫০			১৩০
অল ইণ্ডিয়া „	„	৭১১০৪০		৬৭৪৫৭০	২৫	১৮৫০	২২৮২	৪০৮৩	৪২৩১			৩৫
কাছার নেটিভ জয়েণ্টষ্টক	শিলচর	৬৮৯০৫	৩১৪২৫৩	২৮২৮০৬	২৫	১০০০	৩৮৬৩	৩৯০০	৪৬১৩	৪৬৭৫	১০০	২৫০
নিউ ইণ্ডিয়া „	কুমিল্লা	২২৫৭	১৬২৯৯	২৫৯৪৪৭	২৫	৩৫০	৯৫৫	১০৫০	১২২৫	১৬৬৫		১২৫
আসাম সিলেট „	„	২৫১৮২	২৯০৪	১৬২৭০০	২৫	২৫০	১০০	১৬৫	২৩৬	৫৪০		৪০

পাটের আমদানি

গত ৫ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে কলিকাতা, খিদিরপুর ও হাওড়া প্রভৃতি ব্যবসা-কেন্দ্রে বাংলার মফঃস্বল হইতে ১১২ হাজার বেল পাট আমদানি হয়। ১৯২৭ সনে ঐ সময়ে ৭৭ হাজার বেল পাট আমদানি হইয়াছিল। রেল ও ষ্টীমার যোগে কলিকাতার ব্যবসা-অঞ্চলের বাহিরের মিলগুলিতে ঐ সপ্তাহে ৬৫ হাজার বেল পাট আমদানি হয়। গত সনে ঐ সময়ের আমদানির পরিমাণ ছিল ৪০ হাজার বেল। তাহা হইলে ঐ সপ্তাহে মোট ১৭৭ হাজার বেল পাট আমদানি হয় এবং পূর্ব্ব সনে ঐ সময়ে হইয়াছিল ১১৭ হাজার বেল।

১৯২৭ সনের ১লা জুলাই হইতে ১৯২৮ সনের ৫ই মে পর্য্যন্ত এবং ১৯২৬-২৭ সনে ঐ সময়ে যে পরিমাণ পাট আমদানি হয় তাহার হিসাব এখানে দেওয়া হইল।

	১৯২৭-২৮ হাজার বেল	১৯২৬-২৭ হাজার বেল
কলিকাতা, হাওড়া ও খিদিরপুর ব্যবসা অঞ্চলে	৬,২৬৮	৬,৮৭৪
ষ্টীমার ও গাড়ী যোগে কলিকাতার ব্যবসা অঞ্চল ছাড়া অন্যান্য মিল অঞ্চলে	৩,৮২৭	৪,৭৭৪
স্থানীয় আমদানি	২৮	৩৪
মোট	১০,০৬৭	১১,৬১৪

বিদেশে পাট রপ্তানি

গত ৫ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দর হইতে ৫৬ হাজার বেল পাট বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। গত সনে ঐ সময়ের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫৯ হাজার বেল।

১৯২৭ সনের ১লা জুলাই হইতে ১৯২৮ সনের ৫ই মে পর্য্যন্ত কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দর হইতে ৪,৪০৬ হাজার বেল পাট বিদেশে রপ্তানি হয়। ১৯২৬-২৭ সনে ঐ সময়ে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪,০৩৪ হাজার বেল।

এই সনের প্রথম তিন মাসে কি পরিমাণ পাট বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে তাহার হিসাব এখানে দেওয়া হইল।

	জানুয়ারী ১৯২৮	ফেব্রুয়ারী ১৯২৮	মার্চ্চ ১৯২৮	আগষ্ট ১৯২৭ হইতে মার্চ্চ ১৯২৮
	হাজার বেল			
ইউনাইটেড কিংডম	২৯	১৯	১০	১৮৬
কন্টিনেণ্ট (ইয়োরোপ)	৪৪	৪৬	৩৪	৩৯৭
উত্তর আমেরিকা	৯	৫	৪	৬৪
অন্যান্য দেশ	৮	৪	৪	৪৬
মোট—১৯২৮	৮৯	৭৪	৫২	৬৯৩
„ ১৯২৭	৮৮	৮৬	৫৮	৬১৪
„ ১৯২৬	৬১	৪৪	৩৩	৫৬২

দেখা যাইতেছে, বিদেশে পাট রপ্তানির হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং এ দিক্ দিয়া বাংলার পাটের চাষ কমাইবার আন্দোলনের যুক্তির বিশেষ মূল্য নাই।

পাবনায় হিন্দুপল্লী উজাড়

পাবনা হইতে ৪ মাইল দূরস্থিত মুনিদহ গ্রামের হিন্দু অধিবাসিগণ গত ৪০ বৎসরের মধ্যে কিরূপে উজাড় হইয়া গিয়াছে নিম্নের লোক-সংখ্যা দৃষ্টে তাহা বুঝা যাইবে।

	৪০ বৎসর পূর্ব্বে	বর্ত্তমানে
ব্রাহ্মণ	৪০০	০
কায়স্থ	৫০	১৫
কর্ম্মকার	৮০	০
চুনা	১০০	০
গোয়ালা	১০০	০
জেলে	১০০	০
মালাকর	৫০	০
ধোপা	২০	০

৪০ বৎসর পূর্ব্বে ছিল ৯০০ হিন্দু, বর্ত্তমানে আছে ১৫ জন!

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (বীরভূম বাণী)

বাঙ্‌লায় ভারতীয় কোম্পানী*

	কোম্পানীর নাম	ম্যানেজিং এজেণ্ট	আদায়ী মূলধন	প্রতি অংশের মূল্য	রিজার্ভ ফণ্ড	ব্লক একাউণ্ট	লাভ আগত	লভ্যাংশ (১৯২৬)	প্রতি অংশের বর্ত্তমান বাজার দর
চটকল	বিড়লা	বিড়লা ব্রাদার্স লিমিটেড্	২৪৩৫৬০০৲	১০৲	১৭১৮০২৮৲	৮৮১৯৬৫৮৲	৩৫৭২১৲		১১॥০
	হুকুমচাঁদ	স্যর এস, হুকুমচাঁদ এণ্ড কোং	২৯৩০৭৫৲	৭॥০	২৮৫০০০০৲	১৩৬৪৯৯৮৬	২২০৬৪৲	৬৷০	
	গুনটুর	গুনটুর মান্দ্রাজ	২৩৬৫৯১৲	১০০৲		২৭৬১।⁄	১১৭২৲		১৪॥০
কাপড়ের কল	বঙ্গলক্ষ্মী		১৭৭৮২০০৲	১০০৲	২৯২৪৫০৯৲	২২৯৫৮৭৭৲	১১৩৫৫৫৲		২৫৲
	মোহিনী	চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং	৮৮৭০০৪৲	১০৲	১১৯৫৭১৲	৫৪৪৫৮৪	৫৪৫৲		২২৲
	ঢাকেশ্বরী	রজনীমোহন বসাক ৎং	১১৯৮২০৪৲	১০৲		৮১৬৮২২	১২৯৫১		১০৲
বিবিধ	বেঙ্গল পটারী	এস, দেব	৯১৬২৭৪০৲	১০৲	৫৮১১১৲	১০০০০৫৪৲	—২০২০৩৲		২।০
	বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকেল	রাজশেখর বসু	১০০০০০০৲	১০০৲	১৪৯৭০৪১৲	২৪৩৩৬৬৩৲	২৩২৫০৲	১৩৲	১৪৩৲
	লিষ্টার এন্টিসেপটীকস এণ্ড ড্রেসিং		১০০০০০ } ৩২০০০০ }	১০৲ } ৮৲ }	১০০০৲	২৯৪২৯১	—৪৮০৬৭৯		৩॥০ } ১॥০ }
	বহরমপুর লেদার	চেরী এণ্ড কোং	২৯৯৮৭২৲	১০০৲	৯৮৩২৩৲	১২০৭২০৲	—৫৫৫২৬৲		১০০৲
	ইকনমিক হুসিয়ারী মিলস্	ডি এন ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং	১২৫০৯১ } ২৪৭৮৪৬ }	১০৲ } ৯৲ }	৪১৬৯৲	২২৫৪২৬৲			১০৲ } ৯৲ }
	জেসিমিয়া মিনারেলস মাইনিং লিঃ	বি, সিংহ	৩৮৫১১৩৲	৫৲	২১৫৭২৲	১৬৯৭৮২৲	—২০৪১৭৲		৫।০
	করস্ ব্রিক এণ্ড টাইলস্	কর এণ্ড কোঃ	৯৯৭৫০০৲	১০৲	১২৬১১৩৲	১৩৩৫৬৩০৲	১৬৯৪৲	৯৲	৬৲
	পাবনা শিল্প-সঞ্জীবনী কোং	এন্, এন্, ব্যানার্জ্জী	১৪৯৬৭৫৲	১০০৲	৭৯৩২৩	৬১৬৮২৲	১৮৮৪৯৲		২০০৲

* "বাণিজ্যবার্ত্তা" হইতে সঙ্কলিত।

মেথর ও ডোম সমিতি

ময়মনসিংহ সহরবাসীর নিকট নিবেদন

মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক নামমাত্র পারিশ্রমিকে মেথর ও ডোমদিগকে আজীবন খাটাইয়া লওয়া হয়। তাহাদের চাকুরীর মাসিক বেতনের হার দেখিলেই আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ৮ বৎসর পূর্ব্বে পুরুষের বেতন মাসিক ছিল ৭৲সাত টাকা, আর স্ত্রীলোকের ছিল ৪৲চারি টাকা। তাহা এখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পুরুষের ৯৷৹টাকা আর স্ত্রীলোকের ৬৷৹টাকা হইয়াছে। এই ৯৷৹ টাকা কিংবা ৬৷৹ দ্বারা এই দুর্ম্মূল্যের দিনে তাহাদের ছেলে-মেয়ে ও কার্য্যে অক্ষম বৃদ্ধবৃদ্ধার ভরণপোষণ, রোগে চিকিৎসা ও পথ্যের বন্দোবস্ত, থাকার আবশ্যকীয় ঘর তৈয়ারী ও মেরামত সব কিছু করিতে হয়। তারপর জীবনে একদিনও তাহারা বিদায় পায় না। কাহারও রোগ হইলে, বিবাহ কিংবা অন্য কোন ব্যাপারে কাজে যাইতে না পারিলে, মিস্ত্রী অভাবে গাড়ী, পিপা ইত্যাদি মেরামতি না হওয়ায় কাজ করিতে না পারিলে কিংবা সন্তান প্রসব হইলে কোন স্ত্রীলোক কাজে যাইতে না পারিলে ইত্যাদি আরও বহু প্রকারে গরহাজির করা হয় ও বেতন কাটা যায়। তাহাদের জীবন-যাপনের একটু নমুনা দেখুন। মিউনিসিপ্যালিটীর নিকট হইতে যে ৭ হাত প্রস্থে ও ৮ হাত দৈর্ঘ্যে কেবল একখানি ঘর পায়, তাহাতে তাহাদের সন্তান প্রসব, রোগ হইলে, মৃত্যু হইলে, অতিথি আসিলে তাহার স্থান, রান্না বাড়া সব কিছু এই একই গৃহে হইয়া থাকে। বলিতে কি, বর্ব্বর যুগেও এ দৃশ্য বিরল। যাহারা নিজের জীবনকে বিপদাপন্ন করিয়া, কলেরা, বসন্ত, আমাশয় প্রভৃতি সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মলমূত্র, আবর্জ্জনা, মৃত পশুপক্ষী এবং মানুষের শবদেহ, সমস্ত বিষাক্ত জিনিষ নিজ হাতে পরিষ্কার করিয়া সহরকে স্বাস্থ্যকর, সুখকর, সুন্দর করে এবং মানুষের নাগরিক জীবনকে সম্ভব করে, তাহাদের প্রতি এত অবহেলা এবং তাহাদের এত শোষণ কি ন্যায়সঙ্গত? তাহারা আমাদেরই মত মানুষ হইয়া যে প্রকার জঘন্য কার্য্য করিয়া মানুষের সেবা করিতেছে তাহার তুলনায় যা পায় তাতে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে না কি? সমস্ত জিনিষের দুর্ম্মূল্যতা হেতু মিউনিসিপ্যালিটীর প্রদত্ত এই সামান্য পারিশ্রমিকে আর তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে না। প্রকৃতপক্ষে তাহারা এখন অভাবের তাড়নায় না খাইয়া মরিতে বসিয়াছে। তাহারা বেতন-বৃদ্ধি ও উপরোক্ত অভাব অভিযোগগুলির প্রতিকারের জন্য মিউনিসিপ্যালিটীর দুয়ারে বহুবার ধন্না দিয়াছে এবং অন্ন দাও অন্ন দাও বলিয়া কতবার কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছে; কিন্তু সব বৃথা। শোষণবাদী পাষাণ প্রাণ একটুকুও বিগলিত হয় নাই।

গত ৩০শে বৈশাখ তাহারা নিম্নলিখিত ১৫ দফা অভাব অভিযোগের প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া মিউনিসি-প্যালিটীর নামে এক চরম পত্র দাখিল করিয়াছে। যদি ২রা জ্যৈষ্ঠ হইতে এক মাসের ভিতর তাহাদের প্রার্থিত বিষয়গুলির কোন প্রতিকার করা না হয়, তবে তাহারা তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার না হওয়া পর্য্যন্ত কার্য্য বন্ধ রাখিবে।

অতএব ময়মনসিংহের সহৃদয় সহরবাসীর নিকট নিবেদন, যাহাতে ময়মনসিংহের মেথর ও ডোমগণ তাহাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইতে পারে তজ্জন্য সাহায্য করুন।

ময়মনসিংহ মেথর ও ডোম সমিতির পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত ১৫ দফা বিষয়ের প্রতিকার মিউনিসিপ্যালিটির নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে।

১। প্রত্যেক যুবক পুরুষের বেতন মাসিক ২০৲ কুড়ি টাকা ও স্ত্রীলোকের বেতন মাসিক ১৫৲ পনর টাকা হারে ধার্য্য করার প্রার্থনা।

২। থাকিবার ঘর দৈর্ঘ্যে ১৪ হাত প্রস্থে ৮ হাত ধার্য্য করিয়া তন্মধ্যে একটী বেড়া দিয়া ২টী কোঠা দেওয়া ও তৎসহ পৃথক ৭ হাত দৈর্ঘ্যে ও ৫ হাত প্রস্থে ১ খানা পাকের ঘর দেওয়ার প্রার্থনা।

৩। তাহাদের কোন প্রকার ছুটী নাই; তজ্জন্য মিউনিসিপ্যালিটী আফিস যতদিন বন্ধ থাকে তাহারাও ততদিন বন্ধের প্রার্থনা করে। যদি বন্ধের সময় কাজ

করিতে হয় তবে ঐ সময়ের জন্য মাসিক বেতনের হার মতে অতিরিক্ত বেতন পাওয়ার প্রার্থনা।

৪। স্ত্রীলোকের সন্তান-প্রসবের পূর্ব্বে ১ মাস ও পরে ১ মাস অনুগ্রহ বিদায় পাওয়ার প্রার্থনা।

৫। প্রতি বৎসর প্রত্যেকের জন্য ১ মাস অনুগ্রহ বিদায় পাওয়ার প্রার্থনা।

৬। পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক বার্দ্ধক্য-প্রযুক্ত কাজে অক্ষম হইলে, তাহাদের পক্ষে পেন্সন স্বরূপ অর্দ্ধেক বেতন পাওয়ার প্রার্থনা।

৭। কাজের উপযুক্ত সরঞ্জাম অভাবে কাজ করিতে না পারিলে ঐ সময়ে অনুপস্থিত না করা ও ঐ সময়ের বেতন পাওয়ার প্রার্থনা।

৮। একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রতি-দিন ৫০ গামলা পরিমাণ ময়লা পরিষ্কার করার প্রার্থনা।

৯। রাস্তায় ঝাড়ু দিবার জন্য পৃথক লোক নিযুক্ত করার প্রার্থনা।

১০। কেহ কাতর হইলে তাহার চিকিৎসা ও পথ্যের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা।

১১। কেহ কাতর হইলে ঐ সময়ের জন্য অর্দ্ধেক বেতনের প্রার্থনা।

১২। কাজের জন্য গাড়ী, পিপা ইত্যাদি যে সকল সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয় তজ্জন্য মিস্ত্রী নিযুক্ত করার প্রার্থনা।

১৩। প্রত্যেক মহল্লায় একটী করিয়া অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন পূর্ব্বক বাঙ্গালা ও নাগরী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

১৪। বাসস্থানের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ স্থান ও তাহা স্বাস্থ্যকর হওয়ার প্রার্থনা।

১৫। থাকিবার ঘর প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাস মধ্যে মেরামত করার প্রার্থনা।

ফয়েজউদ্দিন হুসেন, সেক্রেটারী,
মেথর ও ডোম সমিতি—ময়মনসিংহ।

বাংলার দুর্ভিক্ষে সরকারী সাহায্য

দার্জ্জিলিংএর ২১শে মের সংবাদে প্রকাশ যে, ঐদিন বাঙ্গালা সরকারের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত ইস্তাহার জারি হইয়াছে।

গত বৎসর পশ্চিম ও উত্তর বাংলার অনেক স্থানে অনাবৃষ্টি হয়। তাহার ফলে আমন শস্য ও তাহার পরের রবিশস্য বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, দিনাজপুর ও মালদহ জিলার নানাস্থানে নষ্ট হইয়া যায়।

দুর্দ্দশা সুরু হইবামাত্র প্রত্যেক জিলার কর্ম্মচারীদের এদিকে নজর রাখিতে ও দরকারমত যাহাতে দুর্দ্দশা বাড়িতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে বলা হয়। জিলা বোর্ড-গুলিকে ঐ সমস্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত স্থানে রাস্তা তৈয়ারী, পুষ্করিণী খনন ইত্যাদি কাজ সুরু করাইয়া দিতে বলা হয়। কারণ এরূপ করিলে দুর্দ্দশাগ্রস্ত কৃষকেরা কাজ পাইতে পারিবে। সেচ ও রেলওয়ে বিভাগের কাজও ঐ সমস্ত জায়গায় আরম্ভ করিতে বলা হয়।

বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর ও মালদহ জিলার কয়েকটী স্থানে কৃষকদের দুরবস্থা বড় বেশী। বাঙ্গালা দুর্ভিক্ষ আইন অনুযায়ী ঐ সমস্ত স্থানের জিলাবোর্ডগুলি সাহায্য করিতে সুরু করে।

বিভিন্ন জিলার অবস্থা এখন এইরূপ :—

বীরভূম

বীরভূম জিলার সাহায্যের কাজ সেপ্টেম্বর মাস হইতে চলিতেছে। জানুয়ারীর শেষ পর্য্যন্ত কেহ বড় কাজের জন্য আবেদন করে নাই। তখন হইতে কাজের চাহিদা বাড়িয়াছে এবং এখন ১৫০০ লোক কাজ করিতেছে।

গত এপ্রিল মাস হইতে এই জিলার জন্য নির্দ্ধারিত ব্যয় —দুর্ভিক্ষ নিবারণ কর্ম্মের জন্য ২৬০০০৲, কৃষি ও জমির উন্নতির জন্য ঋণ ১২০০০৲।

মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদে ডিসেম্বর মাসের শেষ হইতে সাহায্য-কাজ আরম্ভ হয়। তখন দিনে প্রায় ১২০০ লোক কাজ করিত। ফেব্রুয়ারী মাসে তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া ২১০০ দাঁড়ায়।

১৮ই মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত এইরূপ চলে। মার্চ্চের শেষে এই সংখ্যা ৩০০০ দাঁড়ায়। কিন্তু এপ্রিল মাসে এই সংখ্যা কমিয়া ১৪০০ হইয়াছিল। এখন আবার ১৭০০ হইয়াছে।

এ বৎসর দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য এ জিলার ব্যয় এ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ২২০০০ টাকা। কালেক্টর কৃষি ও জমির উন্নতির ঋণের জন্য ১১৯৭৪০৲টাকা চাহিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে ৮৩৭৪০৲টাকা।

বালুরঘাট

দিনাজপুরের বালুরঘাট সবডিভিশনে গত সেপ্টেম্বর মাসের এক সপ্তাহে দিন ২৬০০ লোক কাজ করিত। সারা অক্টোবর মাস কিন্তু ১৫০০ জনের বেশী লোক কাজ করে নাই। ডিসেম্বর মাসে এই সংখ্যা কমিয়া ১২৫ দাঁড়ায়। মার্চ্চের তৃতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত কেহ কাজ চাহে নাই। পহেলা এপ্রিল ১৯০০ লোক কাজ করে এবং ৪ঠা মে ইহাদের সংখ্যা ৩১০০ হইয়াছে।

এই জিলার দুর্ভিক্ষের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত ৪৯০০০ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। কালেক্টর ১১০০০০ টাকা কৃষকদের ধার দিবার জন্য চাহিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত ৯৫০০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

মালদহ

মালদহ জিলায় নবেম্বর মাস হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত দিন ১২০০ লোক কাজ করিতে আসিত। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে এই লোকের সংখ্যা কমিয়া গিয়া ২৩৮ দাঁড়ায়। মার্চ্চ মাস হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত ২১০০ হইতে ২৫০০ লোক কাজ করিতে আসে। এখন তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া ৬৪০০ হইয়াছে। এ জিলার দুর্ভিক্ষের জন্য এ পর্য্যন্ত ব্যয় হইয়াছে ৬০৬০০ টাকা। কৃষকদের ঋণ-হিসাবে ব্যয় হইয়াছে ৬৭০০টাকা।

নদীয়া

নদীয়া জিলাবোর্ড জানুয়ারী মাসের শেষে দুর্ভিক্ষ সাহায্যের জন্য কাজ সুরু করে। ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত তাহাদের কাছে ১০০ শতের বেশী লোক কাজ করিতে আসে নাই। মার্চ্চ মাসে ১৩০ হইতে ১৭০ জন লোক আসে। এপ্রিল মাসে ৮৫০ হইতে ৯৭০ জন লোক দৈনিক কাজ করিতেছে।

এ জিলায় দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্য ৬০০০টাকা ও কৃষকদের ঋণের জন্য ৬০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

বাঁকুড়া

কালেক্টর হিসাব করিয়াছেন যে, আরো ৩০০০০৲টাকা লাগিবে। বাঁকুড়ায় সেদিন পর্য্যন্ত কাজের কোন চাহিদা ছিল না। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে আজ পর্য্যন্ত দৈনিক ৪৭৭ হইতে ৪৯৫ জন লোক কাজ করিতেছে।

এ জিলায় খরচ হইয়াছে দুর্ভিক্ষ-সাহায্যের জন্য ২০০০০ টাকা ও কৃষকদের ঋণের জন্য ৫০০০০টাকা।

রাজসাহী ও বর্দ্ধমান

রাজসাহী ও বর্দ্ধমানে স্থানীয় কর্ম্মচারীরা এখন দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্য কাজ দেওয়া দরকার বোধ করেন নাই। তাঁহারা শুধু কৃষকদের ঋণ দিবার জন্য টাকা চাহিয়াছেন। এই দুই জিলাকে যথাক্রমে ২৫২০০ ও ১০৫০০০টাকা দেওয়া হইয়াছে।

জিলাবোর্ড সমূহের কার্য্য

জিলাবোর্ডগুলির সাহায্যে দুর্ভিক্ষ-নিবারণের কাজ অনেক জায়গায় আরম্ভ করা হইয়াছে। এই জিলাবোর্ড-গুলির তহবিল বাড়াইবার জন্য সরকার সবসুদ্ধ ২৬৭০০০ টাকা দিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৮৪০০০টাকা আগের বৎসর দেওয়া হইয়াছে। এগুলি যদিও ঋণ-হিসাবে দেওয়া হইয়াছে, তথাপি সরকার এগুলি ফেরৎ দেওয়া বিষয়ে বিশেষ উদারতা অবলম্বন করিবেন।

এ পর্য্যন্ত কৃষকদের ঋণ দেওয়া হইয়াছে, ১৮২১০০০ টাকা। তাহার মধ্যে ১৯২৭ সালে দেওয়া হয় ৪৪২০৬০ টাকা ও এ বৎসর বাকী টাকা দেওয়া হইয়াছে। আগামী

ফসলের সময়ে কৃষিকার্য্যের জন্ম সরকার আরো টাকা অগ্রিম দিতে প্রস্তুত।

অনেক জায়গায় জমিদার ও অন্যান্য লোকেরা দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্যের জন্য কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাদের সাহায্যের জন্য সরকার দুই লক্ষ টাকা ধার দিয়াছেন।

স্থানীয় নানা দাতব্য সমিতিতেও সরকার প্রায় ২০০০০ টাকা দিয়াছেন। স্থানীয় রাজ-কর্ম্মচারীদের সহায়তা লইয়া দুর্ভিক্ষের পক্ষে সাহায্য-সমিতি গঠিত হইয়াছে। এপর্য্যন্ত স্থানীয় কর্ম্মচারীরা কৃষিঋণ বা দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য যখন টাকা চাহিয়াছেন, সরকার তখনই তাহাতে সম্মত হইয়াছেন।

দুর্ভিক্ষপীড়িত জিলাগুলিতে চাউলের দাম খুব বেশী হয় নাই। এখনও যথেষ্ট চাউল পাওয়া যায় ও কোন জিলার বাহিরে রপ্তানি বন্ধ করিবার মত অবস্থা হয় নাই। সম্প্রতি বৃষ্টি হওয়ায় অনেক সুবিধা হইয়াছে।

স্ত্রী বিক্রয়ের কথা মিথ্যা

এক স্বামী তাহার স্ত্রীকে বিক্রয় করিয়াছে এবং এক মা তাহার সন্তান বিক্রয় করিয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে যে সংবাদ বাহির হইয়াছিল, সরকারী ইস্তাহারে তাহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

দিনাজপুরে গোল আলুর আবাদ

দিনাজপুর জেলায় পাট ও ধানের মত আলুও একটি প্রধান ফসল বলিয়া পরিগণিত। আলুগুলি খুব বড় নয়, কিন্তু সুগোল, সাদা এবং লাল দু'রকম জন্মে। উভয় প্রকারেরই খুব আদর। লালগুলি একটু আঠালু ও মিষ্টি বেশী, তাই লালগুলি লোকে অধিক পছন্দ করে, দরও একটু অধিক। আলুগুলির ফলনও এত বেশী হইত যে চৌদ্দ পয়সা-চারি আনায় এক ভাড় (দুই ডালিতে এক ভাড়) মিলিত। কত যে অন্যত্র চালান হইত তাহার অন্ত নাই। কিন্তু কি গ্রহের ফের! এই প্রকার আলুর আবাদটি একবারে নষ্ট হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। আলুর বীজ আর কৃষকেরা কোনরূপেই রক্ষা করিতে পারিয়া উঠিতেছে না।

১৯২৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে আমাকে কিছু দিন কৃষক ও জোতদারদের মধ্যে ঠাকুরগাঁ টাউনের ৮ মাইল পূর্ব্বে গড়েয়া কাছারীতে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। একদিন তথায় ধনী দরিদ্র হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণীর লোকের বেশ সমাগম হইয়াছিল। তাহাদের গৃহস্থালীর কথা সুখ দুঃখ এবং আধিব্যাধি ইত্যাদি নানা প্রকারের গল্প-গুজবের মধ্যে হঠাৎ একটি লোক বলিয়া উঠিল "আমাদের আলুর চাষটা গেল"। কথাটা কাণে লাগিতেই প্রাণটা যেন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। আমি সাগ্রহে হেতুটা জানিতে উৎসুক হইতেই সকলেই বলিতে আগ্রহান্বিত হইল। ইহারা চিরকালই ডালিতে করিয়া আলুর বীজগুলি মাচায় রাখিয়া দিতে অভ্যস্ত। এই সময়ের ২।৩ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইহারা সকলেই লক্ষ্য করিল প্রথমে ডালির আলুর একটিতে একটুকু কাল বিন্দুগত দাগ লাগে। এটিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাছিয়া ফেলিয়া দিলেও উদ্ধার নাই। ক্রমাগত সকল আলুতেই ঐরূপ দাগ লাগিতে থাকে এবং ৫।৭ দিন মধ্যে ডালির সমস্ত আলু পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা অসহনীয় বিশ্রী দুর্গন্ধ হয় যে, তাহার ধারে পাশেও দাঁড়ান যায় না। ঠাকুরগাঁ মহকুমার সর্ব্বত্রই এই ব্যাপার বেশী হইয়াছে। যে স্থান হইতে রাশীকৃত আলু অন্যত্র চালান হইত সেই স্থানে এখন ভিন্নস্থান হইতে আলু আমদানি হইতেছে। দিনাজপুর জেলা কৃষকের দেশ। যাহারা প্রকৃত কৃষক তাহাদেরত অনেকেরই দুবেলা অন্নমুষ্টিরই সংস্থান হয় না। তাহাদের কি আবার আহার্য্য তরকারী কিনিয়া খাওয়া চলে? নিজদের ঘরে যখন জন্মিত তখন বড়গুলি বাছিয়া বিক্রয় করিয়া ছোটগুলি দ্বারা ছেলে পিলের ও নিজেদের উদর পূর্ণ করা সম্ভবপর হইত। এখন তাহারা একেবারে নিরুপায়।

ইহার দু'চার দিন পরেই আমাকে সহরে ফিরিতে হইল। আমি আসার কালে পচা ও পচিবার উপক্রম হইয়াছে এমত কতকগুলি আলু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম। আমি ফিরিয়াই স্থানীয় জমীদার সভার পক্ষ হইতে কিছু আলু

সহকারী ডিরেক্টর অব্ আগ্রিকালচারের নিকট পাঠাইয়া তাঁহাকে এ বিষয়ে সত্বর প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিলাম। আমার চিঠিখানি এবং আলুগুলি পাইয়া ডিরেক্টর মিঃ ফিন্‌লো আলুগুলি পরীক্ষা করাইলেন এবং স্থানীয় পরীক্ষার জন্য এখানে একজন ইকনমিক বটানিষ্ট পাঠাইলেন। তিনি আমার বাড়ীতে বসিয়া কয়েকটা আলু কাটিয়া দেখিলেন এবং গৃহস্থদের বাড়ী দেখার জন্য সৈয়দপুরের নিকট ভবানীপুরে মৌঃ আবদুল গফুর নামক একজন সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থের বাড়ী আমার নির্দ্দেশমত গেলেন। সেখানেও পরীক্ষাদি হইল। ব্যাধি নির্দ্ধারিত হইল "পোটেটো রট"। তিনি মত প্রকাশ করিয়া গেলেন—স্থানীয় আলুর বীজ বর্জ্জনে পাহাড়িয়া আলু দিতে পারিলে এব্যাধির ভয় আর থাকে না। ব্যবস্থাটি হইল কোন পরাধীন দেশকে স্বাধীন করিতে হইলে রুগ্ন দুর্ব্বল দেশবাসীকে একবারে বিতাড়িত করিয়া শক্তি-সম্পন্ন পুষ্টদেহ শৌর্য্যবীর্য্যশালী কোন জাতিকে আনিয়া স্থান দেওয়ার মত। ইহাতে পূর্ব্বতন বৈশিষ্ট্যটুকু একেবারেই লোপ পাইবার কথা। আলু জন্মিবে সত্য, কিন্তু যে জাতের, যে গঠনের ও যে স্বাদের আলু ছিল তাহার পরিবর্ত্তে উদ্ভব হইবে নূতন এক রকম জিনিষের। দেশের সমস্ত বীজ নষ্ট করিয়া নূতন আলুর বীজ কিনিয়া আবাদই বা কতজনের পক্ষে সম্ভব হয়?

কিছুদিন পর আগ্রিকালচার্যাল আফিস হইতে খবর আসিল একভাগ ফরমালীন নিরানব্বই ভাগ জল সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে আলুগুলি ডুবাইয়া ছায়াতে শুকাইয়া খোলা হাওয়ায় ডালিতে ঝুলাইয়া রাখিলে বীজ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। ডিপার্টমেণ্টও এ প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। জমিদার সভা হইতে এতদ্বিষয়ে বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া জেলার সকল ভূম্যধিকারী, গৃহস্থ, জোতদার এবং কৃষকদের নাম যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করিয়া ডাকে এবং থানা ও পঞ্চায়েৎ সহযোগে বিলির ব্যবস্থা করা হইল। কৃষক ও জোতদার অনেকেই অশিক্ষিত, ফরমালিন সহর ছাড়া মিলে না, মূল্যও কম নয়, এক আউন্স কিনিতে চার আনা লাগে। এই সব হইল অন্তরায়। যা হোক যাহারা একটুকু চৌকশ ও অর্থশালী তাহারা সহর হইতে ফরমালিন আনিয়া আলু সংশোধিত করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিলেন। ফল আশানুরূপ মিলিল না। অ্যাগ্রিকালচার্যাল ডিপার্টমেণ্টেরও এ পরীক্ষায় সুফল হইল না। এখন এখানেই গত দু'বৎসর যাবৎ নানা প্রকারে বীজ রক্ষার চেষ্টার জন্য স্থানীয় কৃষি ফার্ম্মে ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। নানা প্রকারে বীজ রক্ষার চেষ্টাও হইতেছে। কিন্তু সুফল হইতেছে না। ইহারা বলিতেছেন এরূপ একটা ব্যাধির প্রতিকারে সময় দরকার।

আমাদের দেশেও এখন কৃষি-বিদ্যায় অনেক সুপণ্ডিত ও অভিজ্ঞ লোক দেখা যায়। এ সম্বন্ধে কাহারও নূতন কোন অভিজ্ঞতার সুফলের বিষয় এই পত্রিকায় সাহায্যে জানিতে পারিলে স্থানীয় জমিদার সভা তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া কৃষককুলকে এরূপ গুরুতর ক্ষতির হাত হইতে মুক্তি দিতে সতত্তই উৎসুক।

শ্রীকৃষ্ণনাথ সেন

দিনাজপুর, ১০-১-৩৫।

বাংলায় জয়েণ্ট ষ্টক-কোম্পানী

১৯২৮ সনের এপ্রিল মাসে বাংলায় ১৬টি নূতন জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী খোলা হইয়াছে। এগুলির মূলধন ১৫,৩০,০০০টাকা। কোম্পানীগুলি ১৮১৩ সনের ভারতীয় কোম্পানী আইনের ৭ ধারানুযায়ী রেজেষ্ট্রীকৃত। কোন্ কোন্ বিভাগে নূতন কোম্পানী বাড়িয়াছে তাহার হিসাব এখানে দেওয়া হইল।

	মূলধন
৩টি ব্যাঙ্কিং	১,৫০,০০০৲
৬টি লোন আফিস	৩,৮০,০০০৲
২টি অন্যান্য শিল্প-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান	২,০০,০০০৲
১টি পাট কল	২,৫০,০০০৲
২টি চা কোম্পানী	৩,০০,০০০৲
১টি খনি	২,০০,০০০৲
১টি হোটেল, থিয়েটার ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদভবন	৫০,০০০৲
মোট	১৫,৩০,০০০৲

দি মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

চট্টগ্রাম

বর্ত্তমান ব্যাঙ্ক মূলধন ... ৫০০০০০্　　তলবকরা মূলধন ... ৩০০০০০্

বিক্রীত মূলধন ... ৩০০০০০্　　আদায়ী মূলধন ... ১৫০০০০্

রিজার্ভ ও কন্‌টিনজেন্ট ফণ্ড　১০০০০০্

ক্রমোন্নতি

সন	আদায়ী মূলধন	মোট কারবারের টাকা	আমানত	রিজার্ভ	শতকরা ডিভিডেণ্ড
১৯১৮	১৩০৫০্	৭৭৭০৯্	৩৫৪৯২্	১১৫৪০্	৭॥০
১৯১৯	২৫৩৩০্	১৬১২০০্	১১২৪৫৭্	১৮০০০্	৮্
১৯২০	২৫৬২০্	১৮৭২১১্	১২৫৩০২্	২৮০০০্	১৫্
১৯২১	৪৪১২০্	২৬৩২৯২্	১৭২৭৩০্	৩৮৫০০্	১৫্
১৯২২	৫৭৭৫০্	৩৩৭৬৫৯্	২১৯৩৪৮্	৪৭৫০০্	১৫্
১৯২৩ হইতে ১৯২৭ পর্য্যন্ত	১৫০০০০্	১২৬১৮৮৪্	৭৮৩৬৬৭্	১০০০০০্	১৫্

স্থির, অস্থির, সেভিংস ব্যাঙ্ক ইত্যাদি নানাবিধ আমানত গ্রহণ করা হয়। নিম্নলিখিত সুদের হারে আমানত গ্রহণ করা হয়:—

৩ মাসের নোটিশে শতকরা ৫॥০, এক বৎসরের নোটিশে শতকরা ৭॥০

৬ „ „ „ ৬্, দুই বৎসরের নোটীশে „ ৮্

সর্ব্বপ্রকার কারবার করা হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ দ্বারা ডিরেক্টরমণ্ডলী গঠিত।

শ্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী,

বোম্বাই ধর্ম্মঘটীদের দাবী

বোম্বাই বয়নশিল্প শ্রমিক-সঙ্ঘ ধর্ম্মঘটকারীদের পক্ষ হইতে কয়েকটি দাবী গঠিত করিয়াছেন এবং শ্রমিকগণ তাহাতে সম্মত হইয়াছে। দাবীগুলি এই—

(১) বর্ত্তমানে মিলকর্ত্তৃপক্ষগণ যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার ফলে মাহিয়ানা কমিয়াছে। সুতরাং মিল-কর্ত্তৃপক্ষগণের ঐরূপ আচরণ বন্ধ করিতে হইবে এবং ১৯২৫ সাল হইতে যে পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বেই হইয়াছে, তাহা পুনরায় অবলম্বন করিতে হইবে।

(২) ডবল ফ্রেম বা তিনটি তাঁতে কাজ করা প্রভৃতি সম্পর্কে যে কোন প্রকার নূতন নিয়মই প্রবর্ত্তিত হউক না কেন, ব্যবস্থা রাখিতে হইবে যে, এইরূপ পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থায় শ্রমিকদিগকে যথাযথরূপে সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে এবং অধিক মাল উৎপাদনের লাভের উপযুক্ত অংশ শ্রমিক-দিগকেও দিতে হইবে।

(৩) বর্ত্তমানে যেখানে শ্রমিকগণ দৈনিক ১০ ঘণ্টার কম কাজ করে, ভবিষ্যতে সেই সকল মিলে শ্রমিকদিগের মত না লইয়া এবং যথাযথরূপে বেতন বৃদ্ধি না করিয়া ১০ ঘণ্টা কাজ করিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে না।

(৪) মিল-কর্ত্তৃপক্ষগণ শ্রমিকদিগের মত না লইয়া শ্রমিকদিগের অসুবিধাকর কোন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিবেন না।

(৫) উপরোক্ত দাবীগুলি মিলস্বত্বাধিকারী সমিতির সমক্ষে উপস্থিত করা হইবে এবং তাঁহাদিগকে একটি মিলিত সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিতে বলা হইবে।

(৬) এই কমিটি কোন প্রকার হিংসা বা জোর জবরদস্তিতে উৎসাহ দিবেন না।

বন্যপশু ও সর্প রপ্তানি

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে প্রতিসন হাজারে হাজারে বন্যপশু ও সর্প বিদেশে চালান দেওয়া হইত। জার্ম্মাণি ছিল ইহার প্রধান খরিদ্দার। যুদ্ধের সময় এই ব্যবসাটা স্থগিত থাকে। গত কয়েক সন হইতে আবার এ ব্যবসা চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল বানরের চাহিদা খুব বাড়িয়াছে। বৈজ্ঞানিক ভার্ণহ্ভের বানরের গ্রাণ্ড থিয়োরি যত প্রসার লাভ করিতেছে, এদেশ হইতে তত বেশী বানর বিদেশে চালান হইতেছে। ৪০০।৫০০ বানর এক এক বারে ইয়োরোপ ও আমেরিকা যাত্রা করিতেছে।

এ সনে আমেরিকা ভারতের নিকট হইতে নগদ দামে বিস্তর বিষধর সর্প ক্রয় করিতেছে। দুই মাস আগে ১৮০টি সাপ আমেরিকায় চালান হইয়াছে।

আসাম, উড়িষ্যা ও বার্ম্মা হইতে হাতী বিদেশে চালান হয়। ব্যাঘ্র প্রধানতঃ আসাম, সুন্দরবন ও উড়িষ্যা হইতে বিদেশে যায়। ময়ূরভঞ্জ, বেরিলী, আসাম, চাইবাসা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও নেপাল সীমান্ত হইতে পক্ষী চালান দেওয়া হয়।

মহীশূর রাজ্যের আর্থিক অবস্থা

সম্প্রতি মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান মির্জ্জা মোহাম্মদ ইস্মাইল সাহেব রিপ্রেজেনটেটিভ এসেম্‌ব্লির জন্ম-উৎসব উপলক্ষ্যে এক অভিভাষণ পাঠ করেন। তাঁহার অভিভাষণে দেখা যায়, মহীশূর রাজ্যের আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল।

বর্ত্তমান সনে ৩৪০'১০ লক্ষ টাকা রাজ্যের তহবিলে আমদানি হইবার কথা এবং ইহার উপরই এ সনের আয়-ব্যয়ের হিসাব ধরা হয়। কিন্তু বৎসরের প্রথম দিক্ হইতেই ৯'৬২ লক্ষ টাকা বেশী আমদানি হইয়াছে। মহীশূর রাজ্যে এ সনে ৩৩৯.৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবার কথা। ইহাতে দেখা যায় মহীশূরের ব্যয় আয়ের চাইতে কম। আয়-ব্যয়ের সমতা হইতে কিন্তু একটা দেশের আর্থিক অবস্থার পরিমাপ করা চলে না। মহীশূর রাজ্যের খাজনা ও অন্যান্য ট্যাক্সের হার বৃটিশ ভারতের চাইতে বেশী বলিয়া আমাদের জানা নাই। কিন্তু মহীশূরের প্রজাদের খাজনা-ভার লাঘব করিয়া অন্যান্য উপায়ে অর্থ-সংগ্রহের পথ আবিষ্কার করিবার জন্য এক কমিটি বসান হইয়াছে। রাজ-সরকার হইতে যে সকল জন-গঠন বা নেশন-বিল্ডিংএর কাজের বড় বড় মোসাবিদা খাড়া করা হইয়াছে ও যেগুলি কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে তাহাতে যে পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামবাসিগণের দৈনন্দিন সুখ সুবিধার বন্দোবস্ত না করা হইবে, যে পর্য্যন্ত গ্রামবাসীর সকল অসুবিধা দূর না হইবে, তাহারা আর্ত্তনাদ করিতে থাকিবে, সে পর্য্যন্ত কোন গভর্ণমেণ্ট তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিল বলিয়া সুখ অনুভব করিতে পারে না। রায়তকে সমৃদ্ধিশালী ও সুখী করাই হইতেছে প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের প্রধানতম কর্ত্তব্য এবং রায়তের এই সুখ সমৃদ্ধি আনয়ন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের সকল শক্তি নিয়োজিত করা উচিত। মহীশূর রাজ্যে এমন কোন গ্রাম থাকিবে না যাহার আকাশে বাতাসে রায়তের অভাব অভিযোগের ক্রন্দন শুনা যায়। মহীশূর রাজ্যের প্রত্যেক গ্রামে পানীয় জলের একটা ভাল কূপ খনন করিতে হইবে এবং যখন জলের খুব বেশী আবশ্যক তখন উহা যাহাতে শুষ্ক না হয় ও উহাতে জল থাকে সে ব্যবস্থা করিতে হইবে। একটা পুষ্করিণী খনন করিতে হইবে এবং এটি যাহাতে ভরাট হইয়া না যায় তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। অন্ততঃপক্ষে একজন ভাল শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে একটি স্কুল চালাইতে হইবে। অদূর ভবিষ্যতে মহীশূর রাজ্যের আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল হইবে ও জনসাধারণের সুখসম্পদ্ বাড়িবে বলিয়া আশা করা যায়। এই সকল জন-হিতকর কাজে বর্ত্তমান সনে সরকার ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন।

আগামী সনে ৩৫৫ লক্ষ টাকা আমদানি হইবে এবং খরচ হইবে ৩৬৫ লক্ষ টাকা। রিজার্ভ ফণ্ড হইতে ঘাটতি ১০ লক্ষ টাকা পূরণ করা হইবে। গত সনে মহীশূর কাউন্সিলের বে-সরকারী সদস্যগণ রিজার্ভ তহবিল হইতে ঘাটতি পূরণের তীব্র প্রতিবাদ করেন। কিন্তু মহীশূর রাজ্যের রিজার্ভ সহজে নিঃশেষিত হইবার আশঙ্কা নাই। সে জন্য সরকার ঐ প্রতিবাদে কর্ণপাত করেন নাই।

মোটের উপর রাজ্যের আর্থিক অবস্থা খুবই সচ্ছল হইলেও ভবিষ্যতে অন্যান্য উপায়ে দেশের অর্থাগম করিবার দিকে দেওয়ান সাহেব চেষ্টিত আছেন। গ্রাম্য জীবনের উন্নতি-সাধনের চেষ্টায়ও তিনি বিরত নহেন। তিনি এ বিষয়ে যে কতটা যত্নবান তাহা তাঁহার নিজের প্রাণস্পর্শী ভাষায়ই প্রকাশ পায়।

মহীশূর দেওয়ানের আদর্শ পল্লী

দেওয়ান সাহেব বলিতেছেন, "আমি বলি গ্রামবাসিগণের আশা আকাঙ্ক্ষা এখনও মিটান হয় নাই। তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতি কোন সুসভ্য সরকারই উদাসীন থাকিতে পারে না। সুপরিচালিত একটা সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং উপযুক্ত ঔষধপত্র-সম্বলিত একটা দাওয়াইখানা প্রতি গ্রামে স্থাপন করিতে হইবে।

দেওয়ান সাহেবের আদর্শ পল্লীর মোসাবিদা মোটেই আড়ম্বর-পূর্ণ নয়। তাঁহার প্রস্তাবিত কয়েকটি জন-হিতকর প্রতিষ্ঠান গ্রামে থাকিলেই গ্রামের চেহারা বদলাইয়া যাইতে বাধ্য।

দেওয়ান সাহেবের এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত হইলে ও মহীশূরের বড় বড় দেশোন্নতির প্রতিষ্ঠানগুলি শেষ হইলেই মহীশূর যে-কোন ইয়োরোপীয় দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে সমর্থ হইবে।

ভারতোপকূল নৌ-বাণিজ্য বিল

ভারতীয় উপকূলসমূহে যে সমস্ত মালবাহী জাহাজ

চলাফেরা করে তৎসম্পর্কে যে বিল উপস্থিত করা হইয়াছে মহারাষ্ট্র বণিক সভা তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট নিম্নলিখিত মন্তব্য পেশ করিয়াছেন।

ভারতীয় উপকূলসমূহে যে সমস্ত মালবাহী জাহাজ চলাফেরা করে সেইগুলি যাহাতে একমাত্র ভারতীয় জাহাজ হয় তজ্জন্য মিঃ এস, এন, হাজি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে আইনের খসড়া উপস্থিত করিয়াছেন, এই সভা তাহার পূর্ণ সমর্থন করিতেছেন। বর্ত্তমান আইনে যে কোন দেশের লোকই ভারতীয় উপকূলে জাহাজযোগে মাল আমদানি রপ্তানির ব্যবসা চালাইতে পারে। এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন।

মার্কেণ্টাইল মেরিণ কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী গবর্ণমেণ্ট স্বয়ংই যে এই ধরণের একটি বিল উপস্থিত করেন নাই এবং একজন বে-সরকারী সদস্যকে যে বাধ্য হইয়া এই বিল উপস্থিত করিতে হইয়াছে কমিটি এজন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

কমিটির মত এই যে, যদি ভারতের মত বিরাট দেশের জাহাজের ব্যবসার উন্নতি করিতে হয় তাহা হইলে এই আইন পাশ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবীর সকল দেশই নিজ নিজ উপকূলে জাহাজের ব্যবসা-সম্পর্কে এই নীতিই অবলম্বন করিয়াছে।

মিঃ হাজি তাঁহার প্রস্তাবিত আইনের ২ ও ৩ ধারায় প্রস্তাব করিয়াছেন যে, জাহাজের ব্যবসা প্রধানতঃ ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত হইবে। কমিটির মত এই যে, এই ব্যবসা একমাত্র ভারতীয়গণের দ্বারাই পরিচালিত হইবার ব্যবস্থা হউক এবং ১৯২২ সনের মধ্যে যাহাতে উহা কার্য্যে পরিণত হয় তাহার বিধান করা হউক।

ভারতের জাহাজের ব্যবসায় যদি উন্নতি হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা সকল দিকেই ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ হইবে এবং দেশের উন্নতি হইবে। বিশেষতঃ এই ব্যবস্থা হইলে বিদেশী কোম্পানীগুলি ভাড়ার হার কমাইয়া দিয়া ভারতের দেশীয় জাহাজের ব্যবসাকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইবে না। অবশ্য এখনও পৃথিবীর নানাস্থানে যাইয়া ব্যবসা করিবার মত জাহাজ ভারতীয়দের নাই। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে উপকূলভাগে ভারতীয় জাহাজ দ্বারা ব্যবসা চালাইবার ব্যবস্থা অগ্রে করা কর্ত্তব্য।

যদি কোন জাহাজ কোম্পানী ভারতেই রেজেষ্ট্রীকৃত হয়, উহার মূলধন টাকার হিসাবে (পাউণ্ড বা অন্য কোন বিদেশী মুদ্রায় নহে) গণনা করা হয়, যদি উহার ম্যানেজিং এজেণ্ট, ডিরেক্টর ও অংশীদারগণ শুধু ভারতীয়দের মধ্য হইতেই গ্রহণ করা হয়, তবে ঐ কোম্পানীর জাহাজকে গবর্ণমেণ্ট লাইসেন্স দিবেন। প্রস্তাবিত আইনের এই সর্ত্তটি কমিটি সমর্থন করেন।

ভারতে কফি উৎপাদন

	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
আবাদের সংখ্যা	৩১৪৩	৩১৫২
উৎপন্ন কফির পরিমাণ (পাউণ্ড)	২২,১০৬,৭১৭	৩৪,২৮৬,৮০৬
গড়ে দৈনিক নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা	৮২,৯৭৬	৮৩,৮৮১
[স্থানীয় মজুরের সংখ্যা	৩৬,২৫২	৪১,৫৮২
বাহির হইতে আনীত মজুরের সংখ্যা	৪৬,৭২৪	৪২,২৯৯]
আবাদগুলির মোট জমির পরিমাণ	২৫৩,৪৫৫ একর	২৫৬,৩৯০ একর
চষা জমির পরিমাণ	১৪৮,৮৮১ „	১৫১,৫০৫ „

সুতরাং দেখা যাইতেছে—

আবাদের সংখ্যা বাড়িয়াছে ৯টী

উৎপন্ন কফির পরিমাণ „ ১২,১৮০,০৮৯ পাউণ্ড

গড়ে দৈনিক নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা „ ৯০৫ জন

মোট জমির পরিমাণ „ ২৯৩৫ একর

চষা „ „ „ ২৬২৪ „

চষা জমির শতকরা ৫২ ভাগ মহীশুরে

„ „ ২৩ „ কুর্গে

„ „ ২৩ „ মাদ্রাজে

„ „ ২ „ কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরে।

ফিজিদ্বীপে ভারতীয় কুলী

"সাট্‌লেজ" জাহাজ ৯৭১ জন ভারতীয় কুলী লইয়া কলিকাতায় পৌঁছিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৪৪০ জন মাদ্রাজী এবং আর সকলে যুক্তপ্রদেশ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের নিবাসী। ইহাদের অনেকেই পাঁচ বৎসরের চুক্তি করিয়া ভারতবর্ষ হইতে ফিজিদ্বীপে কুলীর কার্য্য করিবার জন্য গমন করিয়াছিল; কিন্তু চুক্তির সময় অতীত হওয়ার পর নিজেরাই ভূমির পাট্টা লইয়া ইক্ষু চাষ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহারা সুদীর্ঘ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে জন্মভূমির মুখ দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। ইহাদের অনেকে ফিজিদ্বীপে কৃষি-কার্য্য করিয়া অর্থশালী হইয়াছে। স্বদেশে তাহারা প্রতি দিন দরিদ্রতার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াও ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারিত না। স্বদেশে তাহাদের অনেক দুঃখ ক্লেশ পাইতে হইবে, অনেকেরই ভিটা-মাটির চিহ্ন নাই, আত্মীয় কুটুম্ব ধ্বংস হইয়াছে, তবুও তাহাদের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে। জন্মভূমির মত প্রিয় দেশ জগতে আর নাই।

ফিজিদ্বীপে প্রায় ৫০০০ ইংরেজ ৬১০০০ হাজার ভারতবাসী ও এক লক্ষ আদিম নিবাসী অবস্থিতি করিতেছে। ভারতবাসীদের মধ্যে গারওয়ালের বদ্রি মহারাজ ফিজির ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। স্বদেশে অবস্থানকালে ইনি সম্পূর্ণ নিঃস্বম্বল ছিলেন। কুলীর কর্ম্ম লইয়া তিনি ফিজি গমন করিয়াছিলেন। তিনি অধ্যবসায়-বলে ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। জন্মভূমি গারওয়াল দর্শন করিয়া তিনি পুনরায় ফিজি গমন করিবেন।

ফিজিদ্বীপে ভারতবাসীদের শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। আর্য্যসমাজ তথায় তিন চারিটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষক লইয়া গিয়াছেন। ফিজি গবর্ণমেণ্টও তাহাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

টাটা কোম্পানীর ইস্তাহার

সম্প্রতি টাটা কোম্পানী তাহাদের শ্রমিকদিগকে উদ্দেশ করিয়া একখানি ইস্তাহার জারি করিয়াছেন। তাহাতে শ্রমিকদিগকে বলা হইয়াছে, "কোম্পানীর লাভ হইতে তোমাদের মাহিয়ানা আসে। যদি তোমরা কাজ বন্ধ করিয়া বসিয়া থাক, তবে কিরূপে তোমাদের মাহিয়ানা দেওয়া যাইতে পারে?" ইত্যাদি।

অতঃপর গত ৮ বৎসরের মধ্যে কোম্পানী শ্রমিকদের যে সমস্ত সুখ-সুবিধা এবং বেতন-বৃদ্ধি দিয়াছেন তাহার এক ফিরিস্তি দাখিল করিয়াছেন, যথা—

(১) (ক) যে সমস্ত লোক মাসিক ৫০৲ টাকার কম বেতন পাইতেছিল তাহাদের সকলকেই শতকরা ১০৲ টাকা বৃদ্ধি দেওয়া হইয়াছে।

(খ) যে সমস্ত লোক মাসিক ৭৫৲ টাকার কম পাইতেছিল, তাহাদের শতকরা ৩৫৲ টাকা বৃদ্ধি দেওয়া হইয়াছে।

(গ) যে সমস্ত লোক মাসিক ১৫০৲টাকার কম পাইতেছিল, তাহাদের শতকরা ৩০৲ টাকা বৃদ্ধি দেওয়া হইয়াছে।

(ঘ) যে সমস্ত লোক মাসিক ১৫০ টাকার বেশী পাইতেছিল। তাহাদিগকে শতকরা ২০ টাকা বৃদ্ধি দেওয়া হইয়াছে।

(২) কর্ম্মচারিগণ প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে যত দেয় কোম্পানীও তত দেয়। (৩) পুরা মাহিয়ানায় ছুটী। (৪) মাসিক হারে যে সমস্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয়, তাহাদিগকে পুরা বেতনে মাসিক ছুটী দেওয়া হয়। (৫) বাড়ী তৈরীর জন্য শতকরা ৩৲ টাকা সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়। (৬) দুর্ঘটনা হইলে ছয়মাসের অথবা ততোঽধিক কালের পূরা বেতন দেওয়া হয়। (৭) বৃদ্ধকালের পেন্সন দেওয়া হয়। (৮) বাৎসরিক ১০ লক্ষ টাকার মাল উৎপন্ন হইলে বোনাস্ দেওয়া হয়।

তোমরা কি এই সব কথা ভুলিয়া গিয়াছ? এই সব দেখিয়াও কি তোমরা বাহিরের লোকদিগকে তোমাদের নিকট আসিয়া বলিতে দিবে যে, কোম্পানী তোমাদের কিছুই করে নাই। তোমরা কি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোম্পানীর অর্থোপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা নষ্ট করিয়া দিবে? অথচ তোমাদের বেতন দিবার জন্যই এই অর্থের প্রয়োজন। স্মরণ রাখিও মহাত্মা গান্ধী তোমাদিগকে কি বলিয়াছেন।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তোমরা টাটা কোম্পানীর সেবা করিয়া ভারতবর্ষকে সেবা করিতে সক্ষম হও। তোমরা সর্ব্বদা এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিবে যে, তোমরা এখানে মহত্তর কার্য্যের জন্য নিযুক্ত আছ—কেবলমাত্র ব্যবসার জন্য কাজ করাই তোমাদের কর্ত্তব্য নহে।"

চাউল আমদানি ও রপ্তানি

গত ৫ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে কলিকাতায় ৮,৮০২ টন চাউল আমদানি হয়। ১৯২৭ সনে ঐ সময়ে আমদানির পরিমাণ ছিল ৩,৯৮৫ টন। ঐ সপ্তাহে ১৯২৮ ও ১৯২৭ সনে রেঙ্গুন বন্দরে রেল ও নৌকাযোগে যথাক্রমে ৪৩,৩০০ টন ও ৫০,৫০০ টন চাউল আমদানি হয়।

ভারতের বিভিন্ন বন্দর হইতে ১৯২৭ ও ১৯২৮ সনের ঐ সপ্তাহের চাউল রপ্তানির হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

	১৯২৮	১৯২৮
কলিকাতা	২,৭৪৭ টন	৬৩৯ টন
চট্টগ্রাম	—	—
বোম্বাই	৭৪ ,,	১ ,,
করাচী	৩৭৪ ,,	১৮৯৯ ,,
মাদ্রাজ	—	—
রেঙ্গুন	৩২,৩৪৬ ,,	৭৪,১১৪ ,,
রেঙ্গুন হইতে ভারতের বিভিন্ন বন্দরে প্রেরিত মাল	১৯,৫১৪ ,,	১২,০৪৪ ,,

(ইহাতে বর্ম্মার বন্দর ধরা হয় নাই)

১৯২৮ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ৫ই মে পর্য্যন্ত রেঙ্গুন, বেসিন ও কলিকাতায় যে পরিমাণ চাউল আমদানি হইয়াছিল ও ঐ সকল বন্দর হইতে যে পরিমাণ রপ্তানি হইয়াছিল তাহার হিসাব এখানে প্রদত্ত হইল। এই সঙ্গে ১৯২৭ সনের ঐ সময়কার আমদানি-রপ্তানিও দেখান হইল।

	১৯২৮	১৯২৭
রেঙ্গুনে রেল ও নৌকা-যোগে আগত	১,১৪২,০০০ টন	১,৩২০,০০০ টন
বেসিনে রেল ও নৌকা-যোগে আগত	১৫৭,৩০০ টন	২৫,৩৮০০ টন
কলিকাতায় বিভিন্ন পথে	১৩১,৯১৮ ,,	১০৯,৬৫৭ ,,
রেঙ্গুন বন্দর হইতে জাহাজে বিদেশে রপ্তানি	৫২২,৫৩১ টন	৭৪৬,০২২ টন
রেঙ্গুন হইতে ভারতের অন্যান্য বন্দরে প্রেরিত	২৫০,৫৫১ টন	২১৭,৩৫৭ টন

বিদেশে চাউল রপ্তানি

	জানুয়ারী ১৯২৮	ফেব্রুয়ারী ১৯২৮	মার্চ্চ ১৯২৮	জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ ১৯২৮
ইউনাইটেড্ কিংডম	২ হাজার টন	২৪ হাজার টন	৪৩ হাজার টন	৬৯ হাজার টন
কণ্টিনেণ্ট (ইয়োরোপ)	১ হাজার টন	১২ হাজার টন	১১৯ হাজার টন	১৩২ হাজার টন
পারশ্য, আরব, এডেন, মেসোপটেমিয়া	৮ হাজার টন	৯ হাজার টন	৮ হাজার টন	২৪ হাজার টন
সিংহল	৩৮ হাজার টন	৩৪ হাজার টন	৬২ হাজার টন	১৩৪ হাজার টন
ষ্ট্রেট সেট্‌লমেণ্ট ও সুদূর প্রাচ্য	২২ হাজার টন	৩২ হাজার টন	৬০ হাজার টন	১০৪ হাজার টন
দক্ষিণ আফ্রিকা ও মরিশাস	২ হাজার টন	১৭ হাজার টন	৮ হাজার টন	২৭ হাজার টন
অন্যান্য দেশ	৮ হাজার টন	১১ হাজার টন	৬১ হাজার টন	৮০ হাজার টন
মোট ১৯২৮	৮১ হাজার টন	১২৯ হাজার টন	৩৬১ হাজার টন	৫৭১ হাজার টন
„ ১৯২৭	৮০ „ „	১১২ „ „	৪২৬ „ „	৬১৮ „ „
„ ১৯২৬	১৪২ „ „	২৪৩ „ „	৫০৮ „ „	৮৯৩ „ „

আমেরিকা বনাম ইংলণ্ড

মহাযুদ্ধের পর সকলেই জানে ইংলণ্ড আমেরিকার কাছে কোটি কোটি টাকা ঋণী। এ ঋণ পরিশোধ করিতে তাহার অনেক দিন লাগিবে। এটা যুদ্ধের ঋণ। শিল্প-ব্যবসায় এই দুইটি দেশের অর্থ দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে কি পরিমাণ খাটিতেছে তাহার হিসাব করিয়াও অনেকে বলিতেছেন যে, গ্রেটব্রিটেনকে এখন সবচাইতে বড় ফিনানশ্যাল কাণ্ট্রি বলিলে ভুল বলা হইবে। আমেরিকা তাহার এ খেতাব কাড়িয়া লইয়াছে। বড় বড় এণ্টারপ্রাইজের বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের টাকা যোগাইতে ওয়াল ষ্ট্রীট (আমেরিকার পুঁজিপতিদের আড্ডা) লম্বার্ড ষ্ট্রীটকে (বিলাতী পুঁজিপতির আড্ডা) ছাড়াইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে যে হিসাবপত্র করা হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই দেখান হইয়াছে যে, ইংলণ্ডকে এখন আর বড় ইনভেষ্টার বা মহাজন বলিয়া নির্দ্দেশ করা চলে না। ১৯২০ সন হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত ইংলণ্ড এবং যুক্তরাষ্ট্র বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যে পরিমাণ অর্থ খাটাইয়াছে তাহার তুলনা করিয়া দেখিলে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-দপ্তর কর্ত্তৃক সংগৃহীত ষ্ট্যাটিসটিক্‌সে আরও প্রকাশ যে, গত সনে ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশে খাটান পুঁজির পরিমাণ রেকর্ড সংখ্যায় গিয়া পৌঁছিয়াছিল। যদিও যুক্তরাষ্ট্র আজকাল লাটিন আমেরিকা, কানাডা এবং ইয়োরোপে ব্রিটেনের চাইতে অধিক পরিমাণ পুঁজি ঢালিতেছে, তাহা হইলেও লাটিন আমেরিকা ও সুদূর প্রাচ্যে ইংরেজ যে সম্পত্তি করিয়া ফেলিয়াছে অতখানি করিতে আমেরিকার এখনও ঢের দেরী লাগিবে। দেখা যাউক বড়তে বড়তে প্রতিযোগিতার মাঝখান দিয়া ভারতের উন্নতির পথ পরিষ্কার হয় কি না।

মার্চ্চ মাসে এডেনের ব্যবসা

মার্চ্চ মাসে এডেন বন্দরে ১২১খানি ৩'শ টনের উপর ভারবাহী জাহাজ বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া আনাগোনা করে। গত বৎসরের মার্চ্চ মাসে ঐ জাহাজগুলির মোট সংখ্যা ছিল ১৩৮। গত মার্চ্চ মাসে মোট টনেজের পরিমাণ ছিল ৪৯২,০০০ হাজার। পূর্ব্বসনে ঐ সময় টনেজের পরিমাণ ছিল ৫৫৮,০০০। কয়লা, লবণ, জালানি তেল, এবং মিলিটারী ও ন্যাভাল ষ্টোরের মাল ছাড়া মার্চ্চ মাসে মোট ১০,৭০০ টন মাল এডেনে আমদানি হয় ও ৭,২০০ টন মাল বিদেশে রপ্তানি হয়। পূর্ব্ব সনে ঐ সময়ে আমদানি ও রপ্তানি মালের পরিমাণ যথাক্রমে ৯,৬০০ ও ৬,৮০০ ছিল। গভর্ণমেণ্ট ষ্টোর ছাড়া আমদানি দ্রব্যের মূল্য ৭৪,২৫,০০০ টাকা ও রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য ৫৬,৯৩,০০০ টাকা ছিল। গত সনে ঐ সময়ে আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য যথাক্রমে ৮৩,৬৯,০০০ টাকা ও ৬৩,২১,০০০টাকা ছিল। এডেনে মার্চ্চ মাসে মোট ১,৩১,১৭,০০০ টাকার আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসা হইয়াছিল। ১৯২৭ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ১,৪৬,৯০,০০০। কফি, শস্য, কলাই, ময়দা, লোহালক্কড়, চামড়া, বীজ, চিনি, সুতার পেটী, তামাক প্রভৃতি দ্রব্যের আমদানি গত ১৯২৭ সনের মার্চ্চ মাসের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ সনের তুলনায় আটা, রেসিন ও বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্র (পিস গুড্‌স) আমদানির পরিমাণ গত সনের ঐ মাসের তুলনায় কম ছিল। কফি, শস্য, কলাই, ময়দা, গম, রেসিন, বীজ,

চিনি, টুইষ্ট এবং সুতা ও তামাক পাতা প্রভৃতি দ্রব্য গত সনের তুলনায় বেশী রপ্তানি হইয়াছিল। লোহালক্কড় চামড়া, বস্ত্র ও তামাক কম রপ্তানি হয়।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ছাগ-চর্ম্মের আমদানি

যুক্তরাষ্ট্রে যত বেশী ছাগলের চামড়া 'ট্যান' করা হয় আর কোনও দেশে তাহা হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রের ঠিক পরে উৎপাদনের পরিমাণ-হিসাবে প্রধান ৩টী দেশে ছাগলের চামড়া হইতে সর্ব্বশুদ্ধ যত পরিমাণ লেদার উৎপন্ন হয়, যুক্তরাষ্ট্রে তাহা অপেক্ষা বেশী লেদার প্রস্তুত হয়।

সমগ্র জগতে সর্ব্বশুদ্ধ যত ছাগলের চামড়া ট্যান করা হয়, তাহার শতকরা ৭০ ভাগ 'ট্যান' করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের পেনিসিলভ্যানিয়াতে।

১৯২৪, ১৯২৫ ও ১৯২৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে কতগুলি ছাগলের চামড়া 'ট্যান' করা হইয়াছিল তাহার হিসাব :—

১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬
৩৫,৮৯৫,০০০	৪২,৪৮৬,০০০	৪৯,৭৭৬,০০০

যুক্তরাষ্ট্রে চামড়া এত অধিক পরিমাণ ট্যান করা হইলেও কাঁচা চামড়া সেখানে অত্যন্ত কম, বৎসরে গড়ে ১ লক্ষের বেশী পাওয়া যায় না। সুতরাং শতকরা ৯৯ ভাগেরও অধিক চামড়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে বাহিরের উপর নির্ভর করিতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রকে ছাগলের কাঁচা চামড়া যোগাইয়া থাকে এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, মেক্সিকো।

এশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের ১৯২৪, ১৯২৫ ও ১৯২৬ সালের চামড়া আমদানির যথাক্রমে শতকরা ৫৫, ৫৭ ও ৫৮ ভাগ যোগাইয়াছিল। সুতরাং এশিয়া হইতে আমদানির পরিমাণ বাড়িয়া যাইতেছে।

এশিয়াতে বৃটিশ ভারত ও চীনদেশই যোগানের দিক্ হইতে প্রধান। বৃটিশ ভারতে প্রতি বৎসর গড়ে ৬০ লক্ষ কাঁচা চামড়া পাওয়া যায়। তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ আমেরিকায় রপ্তানি হয়। চীনদেশে প্রতি বৎসর গড়ে ১ কোটি ৩০ লক্ষ চামড়া পাওয়া যায়। ইহার শতকরা কত ভাগ আমেরিকায় রপ্তানি হয় তাহার ঠিক হিসাব পাওয়া যায় না।

কানাডা

কানাডা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা আয়তনে বড় হইলেও লোক-সংখ্যা তদনুপাতে খুব কম। যুক্তরাষ্ট্রের লোক-সংখ্যা প্রায় এগার কোটি সত্তর লক্ষ। আর কানাডার লোক-সংখ্যা কেবলমাত্র এক কোটি। ১৮৬৭ সালে কানাডার লোক-সংখ্যা পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছিল। গত ষাট বৎসরে উক্ত রাজ্যে পঁয়ষট্টি লক্ষ লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কানাডাবাসিগণ যুক্তরাষ্ট্রকে অনুকরণ করে বলিয়া অনেকে মনে করেন। বাস্তবিক তাহা নহে। কিছুদিন কানাডা-রাজ্যে ভ্রমণ করিলেই দেখা যাইবে কানাডা-বাসিগণ তাহাদের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াছে এবং তাহাদের মূল ইয়োরোপীয় সভ্যতার ধারাটুকু রক্ষা করিয়া আসিতেছে। কানাডার শিল্প-ব্যবসায়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বিদ্যমান আছে। যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রতি বৎসর নয় শত পঁচাত্তর কোটি টাকার বাণিজ্যদ্রব্য কানাডায় প্রেরিত হয়। অপর দিকে কানাডা হইতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবৎসর তিন শত কোটি টাকার জিনিষ প্রেরিত হয়। গ্রেট বৃটেন, ইটালী, আমেরিকা ও অপরাপর রাজ্যে কানাডা মোট ৪৫০ কোটি টাকার জিনিষ প্রেরণ করিতেছে। কানাডার মোট ১৮০ কোটি টাকা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্ক-সমূহে জমা আছে।

যুক্তরাষ্ট্রই কানাডার প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্র। কানাডায় যত দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৪০ ভাগ যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রয় হয়। উদ্বৃত্ত ৬০ ভাগ দ্রব্য তাহারা প্রায় ১১২টী দেশে প্রেরণ করেন।

আমেরিকার ভ্রমণকারীদের নিকট কানাডা অতি প্রিয় স্থান। প্রতি বৎসর ছুটীর সময় আমেরিকার বিভিন্ন স্থান হইতে যত ভ্রমণকারী কানাডায় সমবেত হন, কানাডা রাজ্য তাহাদের নিকট হইতে মোট ৬৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা পায়। পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহের সহিত এত মেলা মেশা থাকা সত্বেও কানাডা আমেরিকান সভ্যতা গ্রহণ করে নাই।

স্থানের অনুপাতে কানাডার লোক-সংখ্যা অতীব কম। কাজেই লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন হইয়াছে। এখনও যথেষ্ট লোক কানাডায় বাস করিতে পারে। তাহাতে অধিবাসীদের স্বচ্ছন্দতার কোন অভাব হইবে না। কানাডা-বাসী যত লোক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া গিয়াছিল তন্মধ্যে ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত দেশে স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়া ১৪৭৭৫৩ জন লোক স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রায় ১০ লক্ষ আমেরিকার বিভিন্ন দেশবাসী লোক স্থায়ী ভাবে কানাডায় বাস করিতেছে। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯১০ সাল হইতে ১৯১৪ সালের মধ্যে প্রায় ৬০৪৪৯৭ জন আমেরিকাবাসী কানাডা রাজ্যে বাস করিত। গত ১৯১৩ সালে ১৩৯০০৯ জন ইয়াঙ্কী কানাডা রাজ্যে গমন করিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে আমেরিকাবাসিগণ নিজ রাজ্যেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথ আবিষ্কার করেন। কানাডা-প্রবাসীর সংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকে।

স্পেন হইতে ফল রপ্তানি।

৫ বৎসরে (১৯২২ হইতে ১৯২৬) স্পেন ২ কোটি ২৮৫ লক্ষ ডলার দামের ফল দেশের বাহিরে বিক্রয় করিয়াছিল। অর্থাৎ প্রতি বৎসর গড়ে ৫৭ লক্ষ ডলার দামের (১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার) ফল রপ্তানি করিয়াছিল।

প্রতি বৎসর ফলের রপ্তানি হইতে গড়ে যত টাকা পাওয়া গিয়াছিল তাহার শতকরা ৮২ ভাগ আদায় হইয়াছিল কমলালেবুর রপ্তানি হইতে।

গড়ে প্রতি বৎসর ২৬ লক্ষ ডলারের আঙ্গুর রপ্তানি হইয়াছিল। ৮লক্ষ ৭৫ হাজার ডলারের ফুটি, ৫লক্ষ ৪০ হাজার ডলারের লেবু, ১ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার হইতে ২৫ লক্ষ ২৫ হাজার ডলার দামের আখ্‌রোট, কুল ও আনারস রপ্তানি হইয়াছিল।

যে সকল দেশ কমলালেবু রপ্তানি করিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে স্পেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কমলালেবু রপ্তানি করে। স্পেন ১৯২২—২৬ সালে প্রতি বৎসর গড়ে ১ কোটি ৮৫ লক্ষ বাক্স (প্রতি বাক্সের ওজন ৭০ পাউণ্ড) রপ্তানি করিয়াছিল। ইতালি গড়ে ৩৬ লক্ষ বাক্স রপ্তানি করিয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্র গড়ে ২০ লক্ষেরও উপর বাক্স রপ্তানি করিয়াছিল। প্যালেষ্টাইন প্রায় ২০ লক্ষ বাক্স রপ্তানি করে। জাপান ও দক্ষিণ আফ্রিকা অল্প পরিমাণ রপ্তানি করিয়া থাকে।

চীনদেশে বাইসাইকেলের ব্যবসা কাদের হাতে ?

সিনান—৫০ হাজার ডলার মূল্যের হাজারটী সাইক্‌ল্ ও ৫০ হাজার ডলার মূল্যের সাইকেলের যন্ত্রপাতি প্রতি বৎসর বিক্রয় হয়। যুদ্ধের সময় এই স্থানের সাইকেলের ব্যবসা জাপানীদের একচেটিয়া ছিল। যুদ্ধের পর উৎকৃষ্ট জার্ম্মাণ সাইক্‌ল্ আসিতেছে। যন্ত্রপাতির মধ্যে শতকরা নব্বইটি ফ্রেম, প্যাড্‌ল্, বসিবার সিট জাপানী। টায়ারগুলি হয় জাপানী না হয় ডানলপ। ব্রেক সাধারণতঃ জার্ম্মাণ।

নিউচুয়াঙ—বৎসরে প্রায় ৩০০টি বিক্রয় হয়। শতকরা ১০ হইতে ২০টী জার্ম্মাণ, বাকীগুলা জাপানী। প্রতি জাপানী বাইকের দাম ৩৫ ইয়েন, প্রতি জার্ম্মাণ বাইকের দাম ৫০ হইতে ৫৫ ইয়েনের মধ্যে।

সুচাও—বৎসরে প্রায় ৫০০টী সাংহাই হইতে আমদানি হয়। এগুলি ইংল্যণ্ড, আমেরিকা ও জার্ম্মাণিতে প্রস্তুত; কতকগুলি জাপানী বাইক সোজাসুজি ওসাকা হইতে জাপানীরা আনিয়া থাকে। বিলাতী ও ডান্‌লপ টায়ারেরই কাটতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

মুকডেন—শতকরা ৮০টী জাপান হইতে আমদানি হয়। প্রায় ১০ হাজার বাইক ব্যবহৃত হইতেছে।

জ্যাংচাও—সর্ব্বশুদ্ধ ১০০টী বাইক ব্যবহৃত হইতেছে। শতকরা ৬০ ভাগ জাপানী।

ফুচাও—১৯২৭ সালে বাইকগুলির ৩ ভাগের ১ ভাগ ছিল জাপানী, বাকীগুলা আমেরিকান। প্রত্যেক জাপানী বাইকের দাম ৪০ হইতে ৫০ ডলারের মধ্যে। প্রত্যেক আমেরিকান বাইকের দাম ৭০ হইতে ৮০ ডলারের মধ্যে।

নানকিং—বেশীর ভাগ জার্ম্মাণ বাইক; কয়েকটী মাত্র জাপানী। জাপানী বাইকের সংখ্যা কিন্তু বাড়িতেছে।

চুংকিং—রাস্তাগুলি বড় বড় প্রস্তরখণ্ডে নির্ম্মিত। চতুর্দ্দিকে পাহাড়, সুতরাং সাইকেলের ব্যবহার মোটেই নাই। একটী বড় মোটরের রাস্তা নির্ম্মিত হইতেছে। এটী নির্ম্মিত

হইলে ভবিষ্যতে এই স্থানে বাইকের কাটতি হইতে পারে।

চীনদেশে এখন প্রধানতঃ বিদেশ হইতে আনীত বাইকের ব্যবহার হইতেছে বটে, কিন্তু সাংহাইয়ে অল্প খরচে (কারণ মজুরি অল্প, আমদানি-শুল্কও দিতে হয় না) প্রস্তুত চীনা বাইক আমদানি-করা বাইককে প্রতিযোগিতায় হারাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইয়োরোপে যুবক পারশ্য

তেহারাণের ২২শে মে তারিখের খবরে প্রকাশ যে, ঐ দিন মজলিসে (পার্ল্যামেন্টে) এই মর্ম্মে এক বিল পাশ হয় যে, সরকারি ব্যয়ে পারশ্য হইতে প্রতি বৎসর ১০০ ছাত্র ইয়োরোপে বিবিধ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রেরিত হইবে। এই সমস্ত ছাত্র ৬ বৎসর ইয়োরোপে বিজ্ঞান শিক্ষা করিবে। ঐ একশত ছাত্রের জন্য সরকার বাৎসরিক প্রায় ৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিবেন।

জার্ম্মাণি ধার লইয়াছে ৫ কোটি ডলার

আমেরিকার ইণ্টারন্যাশন্যাল অ্যাক্সেপটেন্স ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য কয়েকটী ব্যাঙ্ক মিলিয়া জার্ম্মাণির গোল্ড ডিস্কাউণ্ট ব্যাঙ্ককে গত এপ্রিল মাসে ৫ কোটি ডলার ধার দিয়াছে। এই ধার পাইবার পূর্ব্বে জার্ম্মাণি আন্তর্জ্জাতিক বাজারে প্রভূত পরিমাণে সোনা কিনিয়াছিল। মার্চ্চ মাসে জার্ম্মাণি নিউ-ইয়র্ক হইতে ২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার দামের সোনা লইয়াছিল। সোভিয়েট ষ্টেট ব্যাঙ্ক আমেরিকাতে ৫০ লাখ ডলার দামের সোনা পাঠায়; কিন্তু 'অ্যাসে' অফিস তাহা লইতে স্বীকৃত না হওয়ায় জার্ম্মাণি ঐ সোনাটুকুও লইয়াছে।

চিলির আর্থিক উন্নতির জন্য ইংরেজের সাহায্যভিক্ষা

ন্যাশন্যাল্ লিবার্যাল্ ক্লাবের রাষ্ট্র ও ধনবিজ্ঞান বিভাগের কর্তৃত্বে গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী লণ্ডনে একটি সভার আয়োজন হয়। সেই সভায় চিলির লণ্ডনস্থ কন্সাল-জেনারেল ডন ভিনসেণ্ট একোভরিয়া ও অন্যান্য কয়েকজন বক্তা চিলির আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

একোভরিয়া ইংরেজদের চিলিতে কারখানা খুলিয়া চিলির লোহা, তামা আয়োডিন, চামড়া, কৃষিজ কাঁচা মাল প্রভৃতি হইতে পণ্য উৎপন্ন করিতে পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন যে, ইংরেজ কারখানা-চালক ও সুদক্ষ কারিগরগণের চিলিতে যাইয়া বসতি স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

বলা যাইতে পারে নিজের হাতে একটি ভবিষ্যতের প্রতিদ্বন্দ্বী গড়িয়া তুলিবার মত ইংরেজের কি স্বার্থ আছে। ইহার উত্তরে একোভরিয়া বলেন যে, চিলিকে আর্থিক দিক্ হইতে মানুষ হইতে সাহায্য করিলে ইংরেজের লাভ যথেষ্টই আছে। প্রথমতঃ, চিলিতে কারখানা খোলা হইলে সে-গুলিকে ভবিষ্যতে জিনিষ বিক্রী ও সরবরাহের ডিপো রূপেও ব্যবহার করা চলিবে; দ্বিতীয়তঃ, চিলি হইতে দক্ষিণ আমেরিকার যে কোন দেশে শীঘ্র যাইবার রেল বা ষ্টীমার পাওয়া যায়; কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার অন্য দেশগুলির মধ্যে হয় অনেক বাধা আছে, না হয় পরস্পর হইতে সেগুলি অনেক দূরে অবস্থিত; সুতরাং চিলিকে কেন্দ্র করিয়া দক্ষিণ আমেরিকার বাজার দখল করা ইংরেজের পক্ষে সহজ হইবে।

একোভরিয়া স্বীকার করেন যে, ইংরেজরা ইতিপূর্ব্বেই এদিকে নজর দিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাহারা এখনও এদিকে তেমন মন দেয় নাই; কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বেই ইংরেজের চিলিতে নিজের স্থান দখল করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

রাস্তা তৈয়ারীর জন্য ধার ১ কোটি ডলার

কিউবা গবর্ণমেণ্ট খাজনা হইতে বৎসরে ২ কোটি ডলার রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য খরচ করিতেছিল। রাস্তা তৈয়ারী শীঘ্র সমাধা করিবার জন্য সম্প্রতি আমেরিকার চেজ ন্যাশন্যাল্ ব্যাঙ্কের নিকট ১ কোটি ডলার ধার লইয়াছে।

মজুরদের ক্ষতিপূরণ

১৯২৬ সালে বিলাতে ৩৭০,৯০৮ জন মজুরের জন্য মোট ৬,০০৬,৯২১ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

খরচটা এইরূপ ভাবে ভাগ করা হইয়াছিল :—বীমা কোম্পানীগুলি দিয়াছিল শতকরা ২৪ ভাগ, যে সকল মালিকেরা কোন প্রকার বীমা করে নাই তাহারা দিয়াছিল শতকরা ২৪'৪ ভাগ, আর মিউচুয়াল ইন্‌ডেম্‌নিটি অ্যাসোসিয়েশানগুলা দিয়াছিল ৫১'৬ ভাগ।

ভিন্ন ভিন্ন কারবারগুলা মোট খরচের কতটা ভাগ দিয়াছে? জাহাজী কারবার দিয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—শতকরা ৩৬'১ ভাগ, রেলওয়েগুলি ২২'৯ ভাগ, "কোয়্যারি"-গুলি ১৭'৮ ভাগ, ইমারতের কারবার ১৫'৬, ডক ১৩'৬, ফ্যাক্টরীগুলি ৯'৪ ও খনিগুলি ৮'৫ ভাগ।

১৯২৫ সালে যতগুলি মজুরের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছিল ১৯২৬ সালে তার চেয়ে ঢের কমসংখ্যক লোকের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছিল। তার কারণ এই যে, শেষোক্ত বৎসরে কয়লার খনিগুলি অনেক দিন বন্ধ ছিল ও সেই জন্য একমাত্র খনিগুলিতে হতাহতের সংখ্যা ২১৪,৪০৫ (১৯২৫) হইতে কমিয়া ১৩১,২০১তে (১৯২৬) দাঁড়ায়।

প্রত্যেক মৃত্যু ও জখমের জন্য ১৯১৪, ১৯২৫ ও ১৯২৬ সালে গড়ে যত করিয়া ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছিল তাহার হিসাব :—

	১৯২৬	১৯২৫	১৯১৪
মৃত্যুর জন্য	২৮৮ পাউণ্ড	২৮৫ পাউণ্ড	১৬১ পা.
জখমের „	১৪ পা. ৯ শি.	১২ পা. ৪ শি.	৬ পা. ৭ শি.

দেখা যাইতেছে ১৯১৪ সালের তুলনায় ১৯২৬ সালে মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণ দেড়গুণের উপর বাড়িয়াছে, জখমের জন্য ক্ষতিপূরণ দ্বিগুণের উপর বাড়িয়াছে।

১৯২৮ সনের বিলাতী শিল্প-প্রদর্শনী

এই প্রদর্শনীর লণ্ডন বিভাগে গ্রেট বৃটেন ও আরও ৬০টি দেশ হইতে ১ লক্ষ ৩ হাজার ক্রেতা ও ৩০ হাজার সাধারণ লোক আসিয়াছিল। বার্ম্মিংহাম বিভাগে ক্রেতার সংখ্যা ছিল ১৪ হাজার।

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্রেতা আসিয়াছেন জার্ম্মাণি হইতে। তাহার পর অধিক সংখ্যক ক্রেতা আসিয়াছিল যথাক্রমে হল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, কানাডা, ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে।

ইলেক্‌ট্রোপ্লেট, চামড়ার সৌখীন দ্রব্যাদি, খেলানা, ছাপা, ষ্টেশনারি ও বেতার বিভাগে ফল সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষজনক হইয়াছে।

বার্ম্মিংহামে ভারি জিনিষের বিক্রেতারা ৫২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ডের অর্ডার পাইয়াছে।

এইবারের প্রদর্শনী এতদূর লোকপ্রিয় হইয়াছে যে, ইতিমধ্যেই আগামী বৎসরের প্রদর্শনীর ১ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গফুট জমি বিক্রেতারা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে।

বৃটিশ কৃত্রিম রেশমের তৃতীয় প্রদর্শনী

বৃটিশ কৃত্রিম রেশমের তৃতীয় প্রদর্শনী সম্প্রতি লণ্ডনে খোলা হইয়াছিল। এই প্রদর্শনী হইতে বুঝা গিয়াছে যে :—

(১) সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিম রেশমে তৈয়ারী ও প্রধানতঃ কৃত্রিম রেশমে তৈয়ারী বস্ত্রের পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়াছে।

(২) কৃত্রিম রেশম হইতে প্রস্তুত নকল 'ফারের' যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে; এই ধরণের 'ফার' ইংলণ্ডে খুব প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং কানাডায় ও যুক্তরাষ্ট্রে ইহার রপ্তানি বাড়িতেছে।

(৩) সূতা ও কৃত্রিম রেশমের মিশ্রণে প্রস্তুত বস্ত্রাদি আরও উন্নত শ্রেণীর হইয়াছে।

(৪) নানা প্রকার নূতন ও মনোহর 'ডিজাইন' দেখা দিয়াছে।

(৫) ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে প্রস্তুত কৃত্রিম রেশমের সহিত প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডের কৃত্রিম রেশম নিজের স্থান বজায় রাখিতে পারিয়াছে।

শেফিল্ডের যন্ত্র-ব্যবসা

অনেক দিন যাবৎ রাশিয়ান্ বাজার হস্তচ্যুত হওয়ায় করাত, উকো ও ইঞ্জিনিয়ারী যন্ত্র-নির্ম্মাতারা অত্যন্ত ক্ষতি ভোগ করিতেছে। ইংলণ্ডে করাত প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হইলেও পূর্ব্বের তুলনায় কম হয়। শেফিল্ডের করাতের

প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছে আমেরিকান করাত। অষ্ট্রেলিয়ায় আমেরিকান করাত শেফিল্ডের করাতের কাছে হটিয়াছে; ইংলণ্ডেও আমেরিকান্ করাতের পরিমাণ কমিয়া আসিতেছে; বিলাত আমেরিকান উকোর আমদানিরও কমিবার * চিহ্ন দেখা গিয়াছে। সুতরাং আমেরিকার প্রতিযোগিতা যে বাড়ে নাই তাহা বলা চলে। কৃষিকার্য্যে ও উদ্যানে ব্যবহার্য্য যন্ত্রগুলি ব্যবসাদারদের হাতে জমিতে থাকিলেও তাহাদের চাহিদা আছে; 'মেকানিক'দের ব্যবহার্য্য যন্ত্রগুলিরও চাহিদা বেশ।

শেফিল্ডের ছুরি, কাঁটা ও প্লেটের ব্যবসা

এই বৎসরের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে যে আশাপ্রদ অবস্থা দেখা গিয়াছিল তাহা স্থায়ী হয় নাই। উঁচুদরের রূপার জিনিষগুলির কাট্‌তি কম। সস্তা জিনিষের কাট্‌তি অপেক্ষাকৃত বেশী। বড় বড় কারখানাগুলিও খরচ অত্যন্ত কমাইয়া কোন রকমে লোকসান এড়াইতেছে। কেবল গুটি কয়েক কারখানা লাভ ভোগ করিতেছে। উৎপাদনের খরচ অনেক কমানো হইয়াছে, দামও অনেক স্থলে প্রাগ্-যুদ্ধ যুগের সমান দাঁড়াইয়াছে। উপনিবেশগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী কিনিতেছে। ছুরির রপ্তানি কমিয়াছে বটে, কিন্তু ছুরির রপ্তানি যত কমিয়াছে 'সেফটি' ক্ষুরের রপ্তানি তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী বাড়িয়াছে। কাঁচির উৎপাদন আগেকার অনেক বৎসর অপেক্ষা বেশী, কাট্‌তিও আশাপ্রদ। ছুরি কাঁচি ও প্লেটের ব্যবসা অনেক পরিমাণে জার্ম্মাণির হস্তগত হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার সংরক্ষণ-শুল্কের ফল

৩০শে জুন ১৯২৭ সালে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরের টারিফ বোর্ডের রিপোর্ট হইতে জানা যায় সংরক্ষণ-শুল্কের ফলে জিনিষের দাম সুতরাং জীবিকা-নির্ব্বাহের খরচ অত্যন্ত বাড়িয়াছে। ১৯২০ সাল হইতে বৎসরে ১০০০টী করিয়া নূতন ফ্যাক্টরীর প্রতিষ্ঠা হইলেও ফ্যাক্টরী-প্রতি মজুরের সংখ্যা ক্রমে কমিতেছে। ফ্যাক্টরীগুলিও অত্যন্ত অনুন্নত অবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু সংরক্ষণনীতি অনুসরণের ফলে এই কুফলগুলি দূর করিবার উপায়েরও সৃষ্টি হইয়াছে। সংরক্ষণ-শুল্কের সুবিধা ভোগ করিবার জন্য ও অসুবিধা এড়াইবার জন্য ইংরেজ কারখানাওয়ালারা অষ্ট্রেলিয়াতে শাখা কারখানা খুলিতেছে। অষ্ট্রেলিয়ায় আগত ইংরেজদের উৎপাদনে অভিজ্ঞতা ও তাহাদের দ্বারা উৎপন্ন পণ্যের শ্রেষ্ঠত্বের ফলে অষ্ট্রেলিয়ানদের কারখানা-গুলিতে উৎপন্ন দ্রব্যাদিরও উৎকর্ষসাধন হইবে, প্রতি-যোগিতার ফলে দরও সস্তা হইবে। উৎপাদনের লাভ কিছু কিছু বিলাতে যাইবে বটে, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি ত নাইই বরং সমূহ লাভ। কারণ, তাহাতে ইংলণ্ডের ক্রয়ের ক্ষমতা আরও বাড়িয়া যাইবে, সুতরাং অষ্ট্রেলিয়ার গম ও পশমের চাহিদাও বাড়িবার সম্ভাবনা। অপর দিকে, গম ও পশমের চাহিদা বাড়ার জন্য ও জীবিকা-নির্ব্বাহের খরচ কমার জন্য জনসাধারণ আরও উৎসাহের সহিত অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য গম ও পশমের উৎপাদনে লাগিতে পারিবে।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

(১) দেশী

মজুর-সেবক কিরণচন্দ্র মিত্র

বাঙলার শ্রমিক-শক্তি পরিচালনা করিতেছেন শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মিত্র—অজ্ঞাত, অখ্যাত, দরিদ্র এক বাঙালী। অর্দ্ধলক্ষ শ্রমিক তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করে, তাঁহার মুখের একটি কথায় সমস্ত প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া সর্ব্বপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী হয়, ক্ষুধার অন্ন মুখের গ্রাস শ্রমিক-ভ্রাতাদের ভাগ করিয়া দিয়া সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করে। খবরের কাগজে নিত্য এইসব পড়ি আর ভাবিয়া বিস্মিত হই, একেবারে নিঃস্ব অত্যন্ত সাধারণ এই বঙ্গসন্তানটী কি ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়াছে, যাহার ফলে জাতির স্বপ্ন আজ সফল হইতে চলিয়াছে?

ইংরেজিনবীশ রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত, অসাধারণ বাগ্মী কত নেতা রাজনীতি-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন ও প্রস্থান করিলেন, শিক্ষিত ভদ্র রাজনৈতিক-জ্ঞানসম্পন্ন লোকেরা কত ভাবে তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইল—কিন্তু কেহই ত এত অধিক-সংখ্যক এবং এমন নিষ্ঠাবান কর্ম্মীর নেতৃত্ব লাভ করিল না, কেহই ত মুক্তির আন্দোলনে সমাজের মূক ও বধিরদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিল না, রাজনীতিকে জাতির জীবনের সত্য বস্তুরূপে গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইল না। কিরণচন্দ্র কোন্ মন্ত্রবলে যুযুৎসু হিন্দু-মুসলমানকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহারা ভাই, সমদুঃখে দুঃখী তাহারা যন্ত্র-দানবের কারখানায় ধনিকের প্রবল অর্থ-লিপ্সায় আত্মবলি দিতে বাধ্য হইতেছে, তাহারা ভারতের নিরন্ন, গৃহহীন, আশ্রয়-বিহীন হিন্দু-মুসলমান শ্রমিক নর-নারী?

কোন অলৌকিক শক্তির সন্ধান পাইয়া যে কিরণচন্দ্র এই অসাধ্য-সাধন করিতেছেন, তাহা নয়। শ্রমিকদের সম্মুখে দুর্ব্বোধ্য কোন আদর্শ তিনি ধরেন নাই। তিনি অতি স্পষ্ট ভাষায় এবং অত্যন্ত সরল ভাবে বলিয়াছেন—দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছ না, স্ত্রীপুত্র পরিবারকে একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ হইতে বঞ্চিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছ। যদি প্রতিকার চাও, তাহা হইলে সঙ্ঘবদ্ধ হও, প্রতিজ্ঞা কর যে পীড়ন আর সহ্য করিবে না।

নির্য্যাতিত নিপীড়িত শ্রমিকদল দীর্ঘকাল যাবৎ এই কথাই ভাবিয়া আসিতেছিল—মাঝে মাঝে দেশের মুক্তিকাম নেতাদের সাহায্যের আশায় করুণ দৃষ্টিপাতে তাহাদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল, সাগ্রহে তাহাদের উপদেশ শুনিতেছিল, কিন্তু ভিতর হইতে সংগ্রামের কোন সাড়া না পাইয়া বিরাট এই শ্রমিক-শক্তি অসাড় হইয়া অসহায়ের মত দিন কাটাইতেছিল।

এমনি সময় কিরণচন্দ্র তাহাদের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখের অল্প কয়েকটি কথায় শ্রমিকরা বুঝিল যে, দরিদ্র কিরণচন্দ্রের কৃশ দেহের ভিতরে রহিয়াছে যে হৃদয়, তাহা পাষাণ নহে, পীড়িতের প্রতি সমবেদনায় তাহা ভরপুর। যখনি বুঝিল, তখনি হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলন হইল। এই মিলনই হইতেছে সব চেয়ে বড় কথা। যুক্তি নহে, তর্ক নহে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জ্ঞান নহে—সমবেদনার, সহধর্ম্মিতার এমনি পরিচয় যিনি দিতে পারিবেন, জনগণ তাঁহারই পাশে সমবেত হইবে, তাঁহারই নির্দ্দেশে অগ্রসর হইবে। কিরণচন্দ্রের নেতৃত্ব-প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ হইতেছে ইহাই। (আত্মশক্তি)

আগামী কংগ্রেস-প্রদর্শনী

করিমগঞ্জ কংগ্রেস কমিটীর সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে আগামী কলিকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতিকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন বিশুদ্ধ খদ্দর এবং স্বদেশ-জাত কুটীর-শিল্পের দ্রব্যাদির দ্বারাই আগামী কংগ্রেস প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন।

প্রদর্শনীতে বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন

আগামী ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার অধিবেশনের সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধীনে যে একটি প্রদর্শনী খুলিবার কথা হইয়াছে, তাহাতে কোন প্রকার বিলাতী দ্রব্য স্থান না পায় সেজন্য বরিশালে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। গত ১৩ই জুন অশ্বিনী কুমার হলে শ্রীযুক্ত সরলকুমার দত্ত এম, এল, সি'র সভাপতিত্বে একটি বিরাট সাধারণ সভার অনুষ্ঠান হয়। এই সভার আলোচ্য বিষয় ছিল—আগামী কংগ্রেস প্রদর্শনীতে বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন। শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন সেন তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, সারা ভারতে আজ শ্রমিকসমস্যা তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ভারতের জনসাধারণের অভাব-মোচনকল্পে তাহাদিগকে কুটীরশিল্পের আশ্রয় লইতে উপদেশ দিয়াছেন। বিদেশীর বিরাট কলকারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদি ভারতের অর্থ শোষণ করিয়া ভারতকে দিন দিন ক্রমশঃ আরও দরিদ্র করিয়া ফেলিতেছে। ইহার বিরুদ্ধে ভারতের আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় ভারতের সর্ব্বত্র কুটীর-শিল্পের প্রচলন। গত মাদ্রাজ প্রদর্শনীতে অনেক বিলাতী দ্রব্য স্থান পাইয়াছিল বলিয়া ভারতের সকল স্থান হইতে তাহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। কলিকাতায় এবার যে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইবে তাহাতে যেন মাদ্রাজের ভুলেরই পুনরভিনয় না হয়।

সভায় শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল দাস প্রস্তাব করেন যে,—কংগ্রেস প্রদর্শনীর অনুষ্ঠাতাগণকে অনুরোধ করা হউক যে, তাঁহারা যেন আগামী প্রদর্শনীতে কোন প্রকার বিলাতী দ্রব্যের স্থান না দেন। শ্রীযুক্ত মুকুন্দবাবু তাঁহার এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সময় বলেন যে, কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ যদি প্রদর্শনীতে বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন সম্পর্কে এই প্রস্তাবকে অমান্য করেন, তাহা হইলে সমগ্র বঙ্গদেশ কংগ্রেসকে সমর্থন দান স্থগিত করিবে। শ্রীযুক্ত কামিনী গাঙ্গুলী ঐ প্রস্তাবটি সমর্থন করেন এবং প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়। সভাপতিও তাঁহার বক্তৃতায় উক্ত প্রস্তাব এবং বক্তৃতা সমর্থন করেন।

প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য

কংগ্রেস প্রদর্শনীর সম্বন্ধে উক্ত প্রদর্শনীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন :—

কংগ্রেস শিল্প-প্রদর্শনীর প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানারূপ ভুল কথা প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া আমি বাস্তবিকই উদ্বিগ্ন হইয়াছি। কারণ ঐ সব কথা প্রচারিত হওয়াতে জনসাধারণের মনে নানারূপ ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে। ঐ সব বর্ণনা যে ভিত্তিহীন, তাহা ইহা হইতেই বুঝা যাইতে পারে, কোনরূপ সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার পূর্ব্বে—এমন কি, প্রদর্শনী কমিটি কোন সিদ্ধান্ত না করিতেই ঐগুলি প্রচারিত হইয়াছে। কোনরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছিল না বলিয়া আমি ইতিপূর্ব্বে ঐগুলির প্রতিবাদ করিতে পারি নাই। কমিটী স্থির করিয়াছেন যে, ভারতে প্রস্তুত এবং ভারতে উৎপন্ন সকলপ্রকার জিনিষের জন্য ঐ প্রদর্শনী উন্মুক্ত থাকিবে; কিন্তু তুলার সূত্রে নির্ম্মিত জিনিষের মধ্যে খদ্দরকেই প্রদর্শনীতে প্রাধান্য দান করা হইবে। ভারতীয় মিলের কাপড় এবং মিলের সূতায় বোনা কাপড়ের সম্বন্ধীয় প্রশ্নটি বর্ত্তমানের মত অমীমাংসিত রাখা হইয়াছে। যে সব কল-কব্জা, যন্ত্রপাতি আমাদের জাতীয় সম্পদ—বিশেষভাবে কুটীর-শিল্প এবং কৃষির সহায়ক হইতে পারে, সেগুলি ছাড়া প্রদর্শনীতে অন্য কোন বিদেশী জিনিষ স্থান পাইবে না। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোনরূপ অর্থ-সাহায্য নেওয়া হইবে না; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কৃষি এবং শিল্প-বিভাগের দ্বারা উৎপন্ন অথবা তৎসাহায্যে উৎপন্ন স্বদেশী দ্রব্য প্রদর্শনীতে নিষিদ্ধ হইবে না।

প্রদর্শনীর কর্ম্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সরকার বলেন,—ভারতে উৎপন্ন সকল প্রকার শিল্পদ্রব্য প্রদর্শনের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করাই আমাদের উদ্দেশ্য হইবে। সূত্রদ্রব্য, চামড়ার জিনিষ, ধাতু-নির্ম্মিত দ্রব্য, আসবাব, কাগজ, মনোহারী, কৃষি এবং কুটীর-শিল্প-সঞ্জাত সকল রকমের জিনিষের স্থান প্রদর্শনীতে থাকিবে।' ক্রীড়া-কৌতুক শারীরিক কসরৎ, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হইবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের দুর্ল্লভ ঐতিহাসিক এবং প্রত্ন তাত্ত্বিক জিনিষসমূহ সংগ্রহ করিবার জন্য চেষ্টা করা হইবে। অল্প মূলধন লইয়া লোকে কিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করিতে পারে তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করা হইবে। মোটের উপর শিক্ষাদান এবং মাল উৎপাদনকারী ও খরিদ্দারদের একত্র সম্মিলনের সুবিধা করা প্রদর্শনীর দুইটি উদ্দেশ্য হইবে। হোম ইণ্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশনের বাড়ীতে প্রদর্শনীর জন্য একটি সাময়িক আফিস খোলা হইয়াছে।

বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট্

ইহার পাঁচটি বিভাগ আছে :—

১। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং,

২। ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ারিং,

৩। কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং,

৪। প্রাইমারী বিভাগ (মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক সম্বন্ধীয় পাঠ),

৫। সার্ভে ও নক্সা তৈয়ারীর বিভাগ।

সুসজ্জিত বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনীয়ারিং ল্যাবরেটরী, সুসজ্জিত কারখানা, প্রাকটিক্যাল ও থিয়োরেটিক্যাল শিক্ষার উত্তম ব্যবস্থা এবং সুদক্ষ শিক্ষকগণের সমাবেশ ; তাঁহাদের মধ্যে সাতজন বিশিষ্ট পণ্ডিত শিক্ষক ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি ও আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষিত হইয়া আসিয়াছেন।

এই ইন্‌ষ্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগে ভর্ত্তি হইবার জন্য আবেদন ২৪ পরগণা, পোঃ ঢাকুরিয়া, যাদবপুরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে।

আবেদনকারিগণকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবৃত করিতে হইবে ;—(ক) শিক্ষা-বিষয়ক যোগ্যতা ; (খ) বয়স ; (গ) গত পরীক্ষার রোল নম্বর ; (ঘ) ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অতিরিক্ত (এডিশনাল) কি বিষয় ছিল ; (ঙ) আই, এস্‌সি ও বি, এস-সি পরীক্ষায় কোন্ কোন্ বিষয়ে "কম্বিনেশন" অর্থাৎ কোন কোন বিষয় পাঠ্য ছিল।

এক আনা ষ্ট্যাম্প সহ আবেদন করিয়া পাঠাইলে প্রস্‌পেক্‌টাস্ ও অন্যান্য বিবরণ দেওয়া হইবে।

যাদবপুরে হষ্টেলে স্থান খুব পরিমিত। হষ্টেলে থাকিতে ইচ্ছা করিলে একটি পৃথক আবেদন করিতে হইবে।

নগর-সেবায় নারী

ভারতের বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি এবং জিলাবোর্ডে যে সমস্ত নারী-সদস্য আছেন তাহার একখানি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

মিউনিসিপ্যালিটিতে

মিসেস দেবদাস (মাদ্রাজ), মিসেস হজকিন্সন (বোম্বাই), শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু (বোম্বাই), শ্রীমতী গোখেল (বোম্বাই), শ্রীমতী লোটাওয়ালা (বোম্বাই), মিসেস ম্যাকেঞ্জী (বোম্বাই), মিসেস হ্যানেন এঞ্জেলো (মাদ্রাজ), কুমারী শৈলবালা দাস (পাটনা), শ্রীমতী লক্ষ্মণ আয়ার (সৈয়দাপেটা), কুমারী কাশীবাই দেবধর (পুনা), শ্রীমতী আচমতা গারু (গুণ্টুর), কুমারী ম্যাকলাউড (বেলুড়, কলিকাতা), শ্রীমতী কৃষ্ণাবেনাম্মা (কোকনদ), লেডী রমণভাই নীলকণ্ঠ (আমেদাবাদ), শ্রীমতী সুশীল বাঈ (বেলারী), শ্রীমতী বাপাযাম্মা (রাজমাহেন্দ্রী), মিসেস আযা টমাস (তিনেভেলি), কুমারী জানকী (কালিকট), কুমারী লক্ষ্মী আম্মল (ভেলোর), শ্রীমতী আদিশেষিয়া (ভেলোর), মিসেস লাইন উরে (রেঙ্গুন), মিসেস বাবেটো (তাঞ্জোর), মিসেস আব্রাহাম (উৎকামণ্ড), শ্রীমতী অচ্যুত মেনন (মাদুরা), শ্রীমতী দোরাই কান্নু মুদালিয়র (মাদুরা), শ্রীমতী জ্ঞানদুরাই (ত্রিচীনপল্লী), শ্রীমতী যেশুদুরাই (ত্রিচীনপল্লী), শ্রীমতী বুদ্দী সুব্বাম্মা (নেলোর), শ্রীমতী সুগুনার (কুড্ডালোর), ডাঃ কিংস্লে (রেঙ্গুন), শ্রীমতী সুব্বারাও (মাঙ্গালোর)।

এতন্মধ্যে মিসেস হজকিন্সন, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীমতী গোখেল, শ্রীমতী লোটাওয়ালা, মিসেস হানেন এঞ্জেলো এবং মিসেস লাইন উয়ে নির্ব্বাচিতা ও অপর সকলে মনোনিতা সদস্য।

জিলাবোর্ডে

শ্রীমতী এন, কন্যাঙ্কল (উত্তরআর্কট), শ্রীমতী জয়লক্ষ্মী কুমার (চিত্তুর), ডাক্তার হার্ট (ঐ), মিসেস অষ্টিন ব্যাস (তেলিচেরি), কুমারী ই, রবার্টস (দিন্দিগুল), মিসেস সওয়ারিস (ত্রিচুর), শ্রীমতী দ্রৌপদী আম্মল (ত্রিচুর), শ্রীমতী ডি, কে, মিস্ত্রী (কানানোর), শ্রীমতী লক্ষ্মীপতি (চিঙ্গলেপুট), শ্রীমতী লক্ষ্মীবাই নারায়ণ (গুণ্টুর)।

তালুক বোর্ডে

শ্রীমতী পদ্মসানী (মদনপল্লী), শ্রীমতী জয়লক্ষ্মী (ঐ), মিসেস জুলিয়া ন্যাথানেল (ভেলোর), মিসেস ফিলিপস্ (শিবগঙ্গা)।

ফরিদপুর জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন

সভাপতি ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের অভিভাষণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

(১)

কৃষি-সমস্যা

বাঙ্গালাদেশের নদী-সমস্যার সহিত তাহার কৃষি-সমস্যা এরূপ বিজড়িত যে, তদ্বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

সমগ্র বাঙ্গালা দেশের ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫ শত লোকের মধ্যে চাষী লোকের সংখ্যা ১ কোটি ১২ লক্ষ ৪১ হাজার ২ শত এবং তাহাদের পোষ্য ২ কোটি ৪৩ লক্ষ ৯৯ হাজার ১ শত। এতদ্ব্যতীত তাহাদের বেতন-ভোগী ভৃত্যের সংখ্যা ১৮ হাজার ৯ শত এবং দিনমজুরের সংখ্যা ৪৩ লক্ষ ২১ হাজার ১ শত লোক বিশেষ বিশেষ শস্য এবং শাকসব্জীর চাষে নিযুক্ত থাকে এবং তাহাদের পোষ্যের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৫ শত। যাঁহারা এই জমি হইতে জীবিকা সংগ্রহ করেন, সেইরূপ জমিদার বা তালুকদার প্রভৃতির সংখ্যা ১৩ লক্ষ ১ হাজার ৭ শত এবং তাঁহাদের ম্যানেজার, নায়েব প্রভৃতির সংখ্যা ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৬ শত।

১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময় মধ্যে এই জমিদার ও তালুকদার বংশের শতকরা ৯জন হিসাবে বৃদ্ধি হইয়াছে আর প্রজার সংখ্যা শতকরা ৩জন হিসাবে বাড়িয়াছে। অর্থাৎ জমিদার-বংশের বৃদ্ধি প্রজা-বংশের বৃদ্ধির তিন গুণ দাঁড়াইয়াছে।

বাঙ্গালা দেশের চাষের জমির পরিমাণ ২ কোটি ৪৪ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮ একর এবং পোষ্য বাদে সর্ব্ববিধ কৃষকের সংখ্যা ১ কোটি ১৪ লক্ষ ৯১ হাজার ৭ শত অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেক কৃষকের চাষের জমির পরিমাণ দুই একর বা দুই একরের কিছু বেশী অর্থাৎ ৭ বিঘা। এই ৭ বিঘা জমিতে প্রায় ৩০ মণ ধান জন্মিয়া থাকে এবং ঐ ধান্যের মূল্য প্রায় ৬০৲ টাকা। অন্য ফসল হইলেও তাহার দাম প্রায় তদনুরূপ।

পূর্ব্ববঙ্গের জলা জমিতে কিছু বেশী ফসল জন্মিয়া থাকে। সাধারণতঃ অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রায়ই স্থান বিশেষে ফসলের বিঘ্নকারক হইয়া থাকে এবং সেই জন্য মোটের উপরে কৃষকের ২ বৎসরের আয় ৩ বৎসরে ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে প্রত্যেক চাষার আয় বৎসরে ৪০৲টাকা।

জমিদারের খাজনা, চাষের খরচা প্রভৃতি বাদ দিয়া যাহা থাকে তাহা দ্বারা কৃষকের নিজের এবং তাহার পোষ্যবর্গের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে হয়। ৭ বিঘা জমি চাষ করিতে বৎসরের মধ্যে ১ মাসের অধিক সময় লাগা উচিত নয়। দেশে কল-কারখানা ও শিল্পকার্য্যের সুবিধা থাকিলে কৃষকগণ এই অবসর সময়ে তাহাতে কর্ম্ম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে ; কিন্তু এ দেশে সে সুবিধা এখনও ঘটিয়া উঠে নাই। সুতরাং বর্ত্তমানে কৃষকের চাষের জমির পরিমাণের অত্যল্পতাকেই তাহার দরিদ্রতার মূল কারণ বলা যাইতে পারে।

এই কৃষকগণের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে তাহাদিগকে বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালীর জ্ঞান দিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশের কৃষকের আয় এ দেশের কৃষকের আয় অপেক্ষা অনেক বেশী যথা,—কানাডার কৃষকের আয় ৫৫০৲ টাকা, ইংরেজ কৃষকের আয় ৭২০৲ টাকা এবং গড়ে প্রত্যেক

কৃষকের জমির পরিমাণ বাঙ্গালার প্রত্যেক কৃষকের জমির পরিমাণের ১০ গুণেরও বেশী।

দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইয়োরোপের কৃষকের সংখ্যা সমস্ত লোক-সংখ্যার শতকরা ১২ ভাগ, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের জমির পরিমাণ ৪৬০ একর এবং তাহাদের কৃষির উপযোগী জমি বাঙ্গালার কৃষকের জমির ৩৮ গুণের বেশী।

গ্রেট বৃটেনে ও আয়র্লণ্ডে যতখানি জায়গা, ভারতের ততখানি জায়গায় ধানের চাষ হয়। চীন দেশেও ধান প্রচুর জন্মে। কিন্তু একর প্রতি ফসলের হার সব চেয়ে স্পেন ও ইটালীতেই অধিক। সমগ্র ইংলণ্ডের পরিমাণ যত ভারতে তদপেক্ষা অধিক ভূমিতে গমের চাষ হয়। ইক্ষুর আবাদেও ভারতের কম ভূমি আবদ্ধ নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতে একর প্রতি ১ টন মাত্র নিকৃষ্ট চিনি উৎপন্ন হয় আর জাভা ও মরিশাশে প্রতি একরে ৪ টন উৎকৃষ্ট চিনি পাওয়া যায়।

(২)

অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা

বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বদেশেই আছে। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসে বাস করা দরিদ্রের পক্ষে নিতান্ত কঠিন। কৃষিবিদ্যা কৃষক-সন্তানদিগকে নিজের ক্ষেতে হাতে কলমে শিক্ষা দিতে হইবে এবং তজ্জন্য এক শ্রেণীর ভ্রমণশীল শিক্ষক নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। রেভিনিউ বোর্ডের ১৮৯৯—১৯০০ খৃষ্টাব্দের "সেস রিপোর্ট" অনুসারে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার প্রজার নিকট জমিদারগণ যে খাজনা আদায় করিয়াছিলেন তাহার পরিমাণ ১৬৷৷০ কোটি টাকা এবং তাহারা গবর্ণমেণ্টকে দিয়াছিলেন চার কোটি টাকা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রজাগণ রাজ-সরকারে আঠার শত কোটি টাকা রাজস্ব দিয়াছে; কিন্তু তথাপি যখন এই সব কৃষকের ক্লেশ-নিবারণের জন্য, কৃষির উন্নতির জন্য ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতি ব্যাধির প্রতিকারের জন্য, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য বৎসর বৎসর কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট আবেদন নিবেদন করা হয়, তখন তাঁহারা অম্লানবদনে বলেন যে, যদিও তাঁহাদের এ বিষয়ে পূর্ণ সহানুভূতি আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের রাজকোষে মোটেই অর্থ নাই। অথচ আপনারা সকলেই জানেন পুলিশ ও সমর বিভাগের জন্য প্রায় প্রতি বৎসর খরচ বাড়িয়া চলিয়াছে।

সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আজ দেখা যাইতেছে, ভারতেও আজ তাহার একটি ঢেউ আসিয়াছে। বহু কালের পরাধীনতায় এতবৎসরকাল আমাদের মনের ভাব সুপ্ত ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু তড়িৎ-তরঙ্গের মত আকাশ ভেদ করিয়া আসিয়া সেই তরঙ্গ আজ আমাদের মনকে স্পন্দিত করিয়া জাগ্রত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবা যাহারা কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের এই কর্ত্তব্য-সম্পাদনের জন্য সহযোগিরূপে কৃষকের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া বর্ত্তমানে একান্ত আবশ্যক। কৃষক এখন বুঝিতে পারিয়াছে যে, তাহারা এদেশে শতকরা ৮০ জন এবং তাহারাই এ দেশের একমাত্র মেরুদণ্ড। দুঃখ-বিমুক্ত হওয়া স্বাবলম্বী হওয়া, প্রকৃত মানুষ হওয়া এবং পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করাই এখন তাহাদের দাবী। কে কত-কাল স্বাধীনতাকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে? সঙ্ঘ-শক্তিকে প্রতিহত করিতে পারে এমন শক্তি পৃথিবীতে নাই।

"গণবাণী"র মজুর-সংবাদ

(১)

বোম্বে ধর্ম্মঘটের অবস্থা

বোম্বের বস্ত্র-কলসমূহের শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের অবস্থা খুবই আশাপ্রদ। শ্রমিকরা খুবই দৃঢ়তার সহিত ধর্ম্মঘট চালাচ্ছে। কোনো প্রকার দুর্ব্বলতার লক্ষণ তাদের মধ্যে কখনো প্রকাশ পায় নি। পক্ষান্তরে কলের মালিকরা দিন দিনই দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে। বর্ষাকাল আরম্ভ হয়ে গেছে। কাজেই মালিকেরা যন্ত্রপাতিগুলিকে আর অব্যবহারে বেশী দিন ফেলে রাখতে পারবে না। রাখলে মরিচা ধরে যন্ত্রগুলি খারাপ হয়ে যাবে। আমেদাবাদ ও শোলাপুরের

কলওয়ালারা এ ধর্ম্মঘটের সুযোগে বোম্বের বাজার দখল করে নেবে, সে ভয়ও বোম্বের কলওয়ালাদের রয়েছে। তা ছাড়া মাল সরবরাহ করবার অনেকগুলি বড় বড় কণ্ট্রাক্ট তাদের আছে, অথচ ষ্টকে মাল মজুত নেই। এই অবস্থাসমূহ শ্রমিকদের অনেকটা সাহায্য করছে। বোম্বে ধর্ম্মঘটের নেতৃগণ শ্রমিকদিগকে রিলিফ দেওয়া সম্বন্ধে হাওড়ার 'জটাধারী বাবা'র মত অবিবেচকের কাজ করেন নাই। এতকাল শ্রমিকরা নিজেদের পায়েই নিজেরা দাঁড়িয়েছিল। তাদের রিলিফ সবে এখনি দেওয়া আরম্ভ হয়েছে। ধর্ম্মঘট কমিটির হাতে যা-কিছু আছে তাতে আরো ৭।৮ সপ্তাহ শুধুই তারা দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু ততদিন কলওয়ালারা বসে থাকতে পারবে কিনা তাতে খুবই সন্দেহ আছে। দু'জন শ্রমিক কাজে যেতে চেয়েছিল বলে তাদের মুখে চুনকালি লেপে দেওয়া হয়েছিল ও তাদের আটকে রাখা হয়েছিল, এই অপরাধে বোম্বের কৃষক ও শ্রমিকদলের এস, এ, ডাঙ্গে ধৃত হয়ে জামিনে মুক্ত আছেন। আদালতে সেই দু'জন শ্রমিক বলেছে যে, ডাঙ্গের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তাদের নেই। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করার কথা তারা কখনো পুলিশকে বলেনি।

(২)

লিলুয়ার ধর্ম্মঘট

লিলুয়ার ধর্ম্মঘট তেমনি চলেছে। শ্রমিকরা কাজে যায় নি, যদিও তার জন্ম রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের তরফ থেকে অনেক চেষ্টা হচ্ছে। বর্ষা নেমে গেছে। কাজ না হলে মেসিনগুলিতে মরিচা ধরে যাবে। কাজেই শ্রমিকেরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারে। তা ছাড়া ধর্ম্মঘট ক্রমশই অন্যত্র বিস্তৃত হচ্ছে। "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদল"এর সভ্যগণ ও শ্রীযুত রাধারমণ মিত্র এ জন্যে বিশেষ খাটছেন।

(৩)

চেঙ্গাইল পাটের কল

চেঙ্গাইল লাডলো জুটমিলে আবারো ধর্ম্মঘট চলেছে। এবারে ৬০০ শত নারী শ্রমিক ধর্ম্মঘট করাতেই সমস্ত মিলের কাজ অচল হয়ে গেছে। মেয়েদের মাইনে বাড়িয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করে মিলওয়ালারা সে প্রতিজ্ঞা রাখে নি। এ কারণেই মেয়েরা ধর্ম্মঘট করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের ওপরে পুলিশ-জুলুম হওয়া সত্বেও তারা একটুও দমে নি।

(৪)

কেশোরাম মিলের ধর্ম্মঘট

মাটিয়াবুরুজ কেশোরাম কটন মিলের শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করেছিল। আগে শ্রমিকরা ওজন হিসাবে মজুরী পাচ্ছিল; কিন্তু সে জায়গায় কোম্পানী গজের হিসাব প্রবর্ত্তন করেন। শ্রমিকদের ক্ষতি হচ্ছিল ব'লে তারা আপত্তি ক'রে কাজ ছেড়ে দেয়। ই, আই, রেলওয়ে ইউনিয়নের শ্রীযুত কিরণচন্দ্র মিত্র ও "বঙ্গীয় কৃষক শ্রমিকদল"এর সভ্যগণ ধর্ম্মঘট পরিচালনা করেন। ম্যানেজিং এজেন্টস্ বিড়লা ব্রাদার্স শ্রীযুত সুভাষ চন্দ্র বসুর মধ্যবর্ত্তিতায় শ্রীযুত মিত্রকে ডেকে অনুরোধ করেন যে, তিনি নূতন রেটে কাজ করতে শ্রমিকদের যেন প্রবুদ্ধ করেন। অবশ্য পুরাতন রেটের চেয়ে মজুরী যাতে কম না পড়ে সে ব্যবস্থা করবেন বলে বিড়লারা প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁদের পতিশ্রুতি অনুসারে কাজে যাবার জন্যে শ্রীযুত বসু ও মিত্র শ্রমিকদের বিভিন্ন সময়ে অনুরোধ করেন। কিন্তু, তারা কিছুতেই কাজে যেতে রাজী হয়নি। শ্রমিকরা বলে যে, পূর্ব্বের রেট থেকে কম মজুরী দেবার ইচ্ছাই যদি কোম্পানীর না থাকে তা হলে তাদের সে রেটে মজুরী দেওয়া হচ্ছেনা কেন? এর পরে ভয় দেখিয়ে লোকেদের কাজে নেবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু, কিছুতেই তারা কৃতকার্য্য হয় নি। অবশেষে ৭ই জুন তারিখে শ্রমিকদের কয়েকজন প্রতিনিধি ও তাদের নবগঠিত ইউনিয়নের সেক্রেটারী শ্রীযুত মনীন্দ্র সিংহকে আফিসে ডেকে নিয়ে বিড়লা ভ্রাতৃগণ পুরাতন হারে মজুরী দিতে রাজী হন এবং অন্যান্য অভিযোগের প্রতিকারের প্রতিশ্রুতিও দেন। ২৩শে মে তারিখে শ্রমিকরা প্রথম ধর্ম্মঘট করেছিল। মেটিয়াবুরুজের পুলিশ কোনো প্রকারে শ্রমিকদের উত্যক্ত করেনি। তবে কলিকাতা হতে আগত

একটি সার্জেণ্ট শ্রীযুত মনীন্দ্র সিংহকে পিকেটিংএর জন্য গ্রেপ্তার করেছিল। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থি-আশ্রম

এই আশ্রমে (৭ নং হালদার লেন, কলিকাতা) দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদিগকে বিনা খরচে রাখিয়া উচ্চ শিক্ষালাভের সুবিধা দেওয়া হয়। গত বৎসর এখানে ১৭ জন যুবক বিনা খরচে, ৪ জন আংশিক খরচ দিয়া, এবং দুইজন পূরা খরচ দিয়া কলিকাতার বিভিন্ন কলেজে পড়িতেছিল।

এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব এই যে, এখানে যুবকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে স্বাবলম্বী, সংযমী ও ভারতীয় সভ্যতার মূলসূত্রগুলির উপর শ্রদ্ধাবান হয়, তাহার জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ছেলেরা নিজেদের গৃহকর্ম্ম যথা—ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, বাজার করা, হিসাব রাখা—সমস্ত নিজেরাই করিয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সন্ন্যাসীর তত্বাবধানে এই আশ্রম ক্রমেই উন্নতিলাভ করিতেছে।

বর্ত্তমানে এই বিদ্যার্থি-আশ্রমের প্রধান অভাবই যে, ইহার নিজস্ব কোন বাড়ী নাই। ইহার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে এখন পর্য্যন্ত, মাত্র ১৬৯৪১৮/৩ পাই সংগৃহীত হইয়াছে। বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ এইরূপ একটী জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের অর্থ-সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

শোষণ-তত্ত্ব

পেটে ক্ষুধা রাখিয়া দেশ-সেবা করা এবং বুকে ভোগ পুষিয়া মুখে যোগ-মাহাত্ম্যের বহ্বাস্ফোটন করা—বস্তুনিষ্ঠ জগতে একদিকে যেমন অসম্ভব, অন্যদিকে তেমনি ভণ্ডামি। জগতের সর্ব্ব-মহৎ ত্যাগীরও পেটের তাড়না ছিল, আছে ও থাকিবে, তাঁহার আধ্যাত্মিক ক্ষুধার প্রচণ্ডতায় উহা নিষ্ক্রিয় হয় না। মনের খোরাক্ যে সম্পূর্ণ বস্তুনিরপেক্ষ ও সূক্ষ্ম তাহা মানি, কিন্তু পেটের ভিতর যে স্থূল বাস্তব জিনিষ পড়িয়া দেহের প্রত্যেক রক্ত-বিন্দুটির উপাদান যোগায়, তাহাই যে মানসিক খোরাকের প্রাণ-শক্তি দেয়, এ কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না। দেখিয়াছি, সাধারণ মানুষের পেট শুকায়—মস্তিষ্ক শুকায়। কায করিয়া ধনী পুরস্কার চান—যশ, দরিদ্র চাহে—অন্ন-মুষ্টি (দুইটি পুরস্কার একত্রে পাওয়া কঠিন); আর সেই পুরস্কার-বিগ্রহের আসন হইল আত্ম-প্রসাদ।

প্রকৃতির প্রেরণায় শুধু বিড়াল যে মূষিককে এক্‌স্‌প্লয়েট (শোষণ) করে—সিংহ যে শশককে এক্‌স্‌প্লয়েট করে—সর্প যে ভেককে এক্‌স্‌প্লয়েট করে, তাহা নহে; প্রকৃতি-জয়ী মানুষ পশুকে ত বটেই মানুষকেও সর্ব্ব স্তরে সর্ব্ব স্থলে সুযোগ ও সুবিধামত এক্‌স্‌প্লয়েট করিতেছে। পুরাকালে দেবতারাও দানবদিগকে এক্‌স্‌প্লয়েট করিতে কার্পণ্য করিতেন না। কিন্তু বাস্তব পক্ষে ও পুরাণে এ সৎ দৃষ্টান্তের অভাব নাই যে মূষিকও বিড়ালের গণ্ডদেশে চড় মারিয়া, শশকও সিংহকে কূপের মধ্যে ফেলিয়া, ভেকও সর্পকে নাকের-জলে-চোখের জলে করিয়া দিয়া, তাহাদের প্রকৃতি-দত্ত শিক্ষার অদ্ভুত বিকৃতি সাধন করিয়াছে। দানবও তটস্থ দেবতাকে প্রাসাদ পুরীর দ্বারী করিতে ছাড়ে নাই।

শুধু কি শাসক-সম্প্রদায়ই শাসিতদের এক্‌স্‌প্লয়েট করে? ব্রাহ্মণ কি ব্রাহ্মণেতর জাতিকে, নর কি নারীকে, ধনাঢ্য কি দরিদ্রকে, বণিক কি শ্রমিককে এক্‌স্‌প্লয়েট করে না? ধনী সম্পাদক টাকার তোড়ার উপর বক্তৃতা-মঞ্চ স্থাপন করিয়া যখন দেশ-হিতৈষিতার অনর্গল বক্তৃতায় দেশে বন্যা ছুটান্, তখন এই দরিদ্ররাই তাঁহার বক্তৃতার রূপ রস ও প্রাণ যোগাইয়া দেয়; ধনী ব্যবসায়ী যখন নূতন খালের জলকে সঞ্জীবনী সুধা বলিয়া জগতের সম্মুখে আপনার ভূয়া আবিষ্কারের ঢক্কা-নিনাদ করেন, তখন সে ঢাকের চামড়া ও কাঠি যোগায় এই দরিদ্ররাই; ধনী মহাজন যখন ত্রিতল প্রাসাদ তুলিয়া বিজলী-ব্যজনীর হাওয়া সেবন করিতে করিতে নীচের কুটীর-শীর্ষে সকৌতুকে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করেন, তখন ভাবেন কি—ঐ কুটীর-বাসীরাই এক এক ফোঁটা রক্ত দিয়া তাঁহার অট্টালিকার ইট-সুরকীকে লাল করিয়া তুলিয়াছে?

("জীবনের আলো"

পাট-চাষীকে বাঁচাইবার প্রস্তাব

উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের লোন-কোম্পানী ও ব্যাঙ্কসমূহের ম্যানেজিং ডিরেক্টার মহাশয়গণ—

মান্যবরেষু

সাদর সম্ভাষণান্তে নিবেদন, লোন কোম্পানী বা ব্যাঙ্কের সহিত সংসৃষ্ট থাকিয়া আপনারা অবশ্য লক্ষ্য করিতেছেন যে, বাংলা দেশের কতকাংশের কৃষকশ্রেণী প্রধানতঃ পাটের উপর নির্ভর করে। জমিদারের জমিতে কৃষকের পরিশ্রমে পাট উৎপন্ন হয়; ব্যাঙ্ক, লোন আফিস এবং অন্য মহাজনের নিকট টাকা ধার করিয়া তদ্দ্বারাই কৃষক গরু, বাছুর কিনিয়া থাকে, জমি রাখে এবং ফসল না পাওয়া পর্য্যন্ত ভরণ-পোষণ চালায়। পাট উৎপাদনের জন্য যে ৩টী জিনিষ আবশ্যক, অর্থাৎ জমি, পরিশ্রম এবং মূলধন, তাহা এইরূপে সংগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে বিক্রয়ের জন্য পাট বাজারে উপস্থিত হয়, তখনই তৃতীয় এক পক্ষ উপস্থিত হইয়া তাহাদের ইচ্ছামত দরে পাট খরিদ করে! সেই দরের উপর জমির মালিক জমিদারের, পরিশ্রমের মালিক কৃষকের এবং মূলধনের মালিক লোন আফিস, ব্যাঙ্ক বা মহাজনদের কোনই হাত থাকে না। গত দুই বৎসরের ন্যায় পাটের বাজার মন্দা হইলে জমিদারের খাজনা বা মহাজনের দেনাও আদায় হয় না, আর কৃষকের ত দুর্দ্দশার অন্তই থাকে না; তাহাদের পেটে অন্ন থাকে না, পরিধানে কাপড় থাকে না, তার উপর জমিদারের ও মহাজনের জুলুম ত আছেই।

নিরক্ষর কৃষকগণেরপক্ষে এই অবস্থার কোন প্রতিকার করা সম্ভব নহে। যাঁহারা প্রতিকার করিতে পারেন—শিক্ষিত জমিদার ও মহাজনগণ—তাঁহারাও এ বিষয়ে নীরব নিস্পন্দ। ইহার ফলে দেশের কৃষকগণের অবস্থা এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলেরও অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। এখন অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, অবিলম্বে এই বিষয়ের সুব্যবস্থার জন্য বদ্ধপরিকর না হইলে দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।

আমাদের বুদ্ধিতে ইহার দুই প্রকারের প্রতিকার হইতে পারে—(প্রথম) পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একটী বৃহৎ জুটমিল স্থাপন করা এবং দেশের সমস্ত পাট উপযুক্ত মূল্যে কিনিয়া লইয়া তদ্দ্বারা ব্যবহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত করা ও দেশবিদেশে তাহা চালান দিয়া অর্থ সংগ্রহ। (দ্বিতীয়) প্রত্যেক ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস হইতে নিজ নিজ খাতকদিগের পাট সংগ্রহ করিয়া গুদামজাত করিয়া রাখা, এবং সেই সব পাটের প্রতিভূতে দৈনন্দিন খরচ চালাইবার অর্থ কৃষকদিগকে দাদন করা, ও এইরূপে সমস্ত পাট সঙ্ঘবদ্ধ ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসের হস্তগত হইলে উপযুক্ত মূল্যে তাহা বিদেশী বণিকগণের নিকট বিক্রয় করা।

আপনাদিগের মধ্যে অর্থনীতি শাস্ত্রে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ অনেক ব্যক্তি আছেন; তাঁহারা অন্যবিধ উপায়ও উদ্ভাবন করিতে পারেন। সম্বৎসরে বিদেশী বণিকগণের যত পাটের প্রয়োজন থাকে তাহার অতিরিক্ত পাট যাহাতে দেশে উৎপন্ন না হয়, সঙ্ঘবদ্ধ ব্যাঙ্ক ও লোন অফিসের চেষ্টায় তাহারও উপায় অতি সহজেই করা যাইতে পারে। উৎপন্ন পাটের পরিমাণ এই ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে তাহা অনায়াসেই উপযুক্ত দরে বিক্রয় হইতে পারিবে।

সমস্ত বাংলা দেশের উপর একটী জুট এসোসিয়েশন করিয়া প্রত্যেক জেলায় এবং আবশ্যক হইলে প্রত্যেক থানায় ও ইউনিয়নে তাহার শাখা রাখিলে প্রস্তাবিত প্রণালীমত কার্য্য করা আদৌ কঠিন হইবে না। পাটের ব্যবসায়ের সঙ্গে যে সকল ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষগণের পক্ষে নারায়ণগঞ্জ, সরিষাবাড়ী অথবা অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে একটী পরামর্শ সভায় মিলিত হইয়া এই বিষয় কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করার আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। জামালপুর, নারায়ণগঞ্জ অথবা মাদারীপুরের কোন ব্যাঙ্ক এ বিষয়ে অগ্রণী হইবেন বলিয়া আশা করি। ইহার সহিত জমিদার সম্প্রদায়ের স্বার্থ জড়িত থাকায় তাঁহাদের নিকট হইতেও এ বিষয়ে উৎসাহ ও সাহায্য পাওয়া যাইতে পারিবে। নিবেদন ইতি—১১ই মে ১৯২৮।

বশংবদ—শ্রীবিমলানন্দ সেন,
নাওখিলা লোন কোং, চন্দনবাইশা (বগুড়া)।

(২) বিদেশী

তুলার কলের মিলনে খরচের হ্রাস

মাঞ্চেষ্টারের কটন ইয়ার্ণ এসোসিয়েশন যে বিবরণী প্রচার করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ যে, মার্কিণ অঞ্চলের তুলার কল সকল একত্রে মিলিত হইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। এই মিলিত ব্যবসায়ে মোট ১৩০,০০০ পাউণ্ড অথবা কল প্রতি ৬৫০০ পাউণ্ড প্রতি বছরে তাহারা উৎপাদনের খরচ থেকে বাঁচাইতে পারিবেন। ২০টী মিলের লিখিত খরচ থেকে এই সংখ্যা ধরা হইয়াছে।

কলগুলি মিলিত হওয়াতে অনেক অতিরিক্ত কর্ম্মচারীর সংখ্যা ও ফীএর পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় ঐ টাকাটা বাঁচিয়া যাইতেছে। সমস্ত মিলিত কলের তুলা এক সঙ্গে কেনায় দরের পড়তাও খুব কমিয়া গিয়াছে।

স্যর আল্‌ফ্রেড্‌ মণ্ডের বক্তৃতা

শিল্পোন্নতিতে রসায়নের দান কত বড় তাহা অনেক বড় বড় শিল্প-প্রধান দেশ সম্যকরূপে বুঝিয়াছে। কেমিক্যাল শিল্পের জোরে আজও যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ঋণ-জর্জ্জরিত জার্ম্মাণি মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জার্ম্মাণি কেমিক্যাল শিল্পে আজ দুনিয়ার সেরা। আলকাতরা হইতে কিভাবে সুগন্ধি তৈয়ারী করিতে হয়, অখাদ্যকে রসায়নের জোরে কি পদ্ধতিতে সুখাদ্যে পরিণত করা যায় জার্ম্মাণি তাহার পরিচয় দিয়াছে।

কেমিক্যাল শিল্পে ইংরেজ তৃতীয় স্থান দখল করিয়া আছে। সম্প্রতি লণ্ডন সহরে কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কনফারেন্স হইয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রধান বক্তা ছিলেন বিলাতের অন্যতম ধনপতি স্যর আলফ্রেড মণ্ড। শিল্পে কেমিষ্ট্রি ও বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার উপকারিতা কতখানি তাহা বিবৃত করিয়া স্যর আলফ্রেড মণ্ড বলেন, যেরূপ অভূতপূর্ব্ব ভাবে সায়েন্টিফিক ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ্চ চালান হইয়াছে তাহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। গ্রেটব্রিটেন বর্ত্তমানে কেমিক্যাল শিল্পে তৃতীয় স্থান দখল করিয়া সন্তুষ্ট নহে। সে দিন দিন এ লাইনে তাহার কর্ম্মক্ষমতা বাড়াইতেছে। কয়লা-শিল্পে রসায়ন বিজ্ঞানের ব্যবহার খুব আশাপ্রদ হইবে। অল্প খরচায় কয়লাকে তরল করিয়া তাহাদ্বারা তেলের কাজ চালাইলে একদিকে বিলাতের কয়লা-শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধন করা হইবে ও অন্যদিকে ইংলণ্ড তৈলের জন্য অন্যান্য দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে না। ইহা কতদিনে কার্য্যে পরিণত হইবে তাহা বলা যায় না। তবে সায়েন্টিফিক ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ্চ কমিটির রিপোর্টে দেখা যায় যে, অনুসন্ধান পরীক্ষার ফলে ইহা আশা করা যায় যে, শীঘ্রই মোটর ট্রান্সপোর্টের উপযোগী তৈল রসদ কয়লা হইতে সরবরাহ হইবে।

স্যর আলফ্রেড মণ্ড কয়লা হইতে কমার্শ্যাল স্কেলে তৈল উৎপাদনের আশা পোষণ করেন। ইহা বাস্তবে পরিণত হইলে ব্রিটিশ শিল্প-গবেষণার কৃতিত্বের প্রশংসা করিতে হইবে।

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের একাদশ অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ের বিতর্কে ভারতীয় প্রতিনিধিগণ বিশিষ্ট আসন অধিকার করেন। এই সম্মেলন বিভিন্ন বিষয়ের জন্য আটটি কমিটী গঠিত করিয়াছেন, তাহার ভিতর সাতটি কমিটীতে ভারতীয় প্রতিনিধিগণকে লওয়া হইয়াছে।

জেনেভাতে ব্যাটিমেন্ট ইলেক্‌টোরালে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক-সম্মেলনের একাদশ অধিবেশন বসে। সম্মেলনে এবার অন্যান্য বার অপেক্ষা অধিক প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সভার কার্য্যে বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ৪০টি দেশ হইতে প্রতিনিধিগণ আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা ৩২০। এই সম্মেলনে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইহাতে মহিলা প্রতিনিধিগণ বহুসংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনের পরিচালক-সমিতির সভাপতি মিঃ এ, ফণ্টেন সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। প্রতিনিধিগণকে সম্বৰ্দ্ধিত

করিবার পর মিঃ ফন্টেন সম্মেলনের কার্য্য সংক্ষেপে বিবৃত করেন।

অতঃপর আর্জেন্টাইন রিপাব্লিকের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী এম্, সাভেদ্রা লামাস্কে সভাপতির পদে বরণ করা হয়। এম্, লামাস তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে তাঁহার নিজের ও পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহের অবস্থা বিবৃত করেন। তিনি বলেন, পৃথিবীর শ্রমিকদিগের অবস্থার উন্নতিকল্পে সম্মেলনের কার্য্য উত্তরোত্তর সাফল্য-মণ্ডিত হইবে।

শ্রমিকদিগের বেতন নির্দ্ধারণ ও কারখানার শ্রমিক-দুর্ঘটনা নিবারণ সম্বন্ধে সম্মেলনের অধিবেশনে দুই দিন ধরিয়া আলোচনা হয়। উভয় আলোচনাতেই ভারতীয় প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়াছিলেন। কারখানার দুর্ঘটনা নিবারণ সম্বন্ধে আলোচনায় ভারতীয় প্রতিনিধিগণের মধ্যে মিঃ গ্রেহাম, মিঃ বসু এবং মিঃ ডি, পি, খৈতান যোগদান করিয়াছিলেন।

মিঃ খৈতান শ্রমিক দুর্ঘটনা নিবারণ সম্পর্কে একটি প্রয়োজনীয় বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন, কারখানার দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য মালিকগণ যে কোন প্রকার উপায়ই অবলম্বন করুন না কেন, উক্ত উপায় সম্বন্ধে যদি শ্রমিকগণ অজ্ঞ থাকে, তাহা হইলে কোন ফল ফলিতে পারে না। এ বিষয়ে সফলকাম হইতে হইলে শ্রমিকদিগের সহিত মালিকদিগের সহযোগিতা আবশ্যক। মিঃ খৈতান বলেন যে, শ্রমিকদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থার উপরেই শ্রমিকদিগের সকল প্রকার যোগ্যতা ও উন্নতি নির্ভর করে।

সাধারণভাবে আলোচনা শেষ হইয়া যাইবার পর আটটি কমিটি গঠিত হয়। তাহার ভিতর সাতটি কমিটিতে ভারতীয় প্রতিনিধিগণকে লওয়া হয়।

ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধি মিঃ নরোত্তম মোরারজী, ডকার্স এণ্ড সিলেক্সন কমিটিতে, মিঃ দেবীপ্রসাদ খৈতান (ভারতীয় প্রতিনিধির পরামর্শদাতা) শ্রমিকদিগের বেতন-সম্পর্কিত কমিটি ও ষ্ট্যাণ্ডিং অর্ডার্স কমিটিতে এবং অপর পরামর্শদাতা মিঃ সমুথম চেট্টি দুর্ঘটনা কমিটী, রেলওয়ে কুপ্লিং কমিটি এবং অপর একটি কমিটিতে সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ইণ্টারন্যাশনাল অর্গানিজেশন অব্ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এম-প্লয়ার্সের সহিত ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব্ কমার্সের এফিলিয়েশনের (সংযোগ) জন্য প্রতিনিধিগণের ভিতরে আলোচনা চলিতেছে।

বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ আনন্দ প্রকাশ করেন যে, সকল দেশের দেশীয় লোকগণই প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছেন। ভারতীয় প্রতিনিধিগণ চেষ্টা করিবেন যাহাতে তাঁহারা ভবিষ্যতে সম্মেলনের পরিচালক সমিতির সদস্য হইতে পারেন।

কার্ণেগি ট্রাষ্টের শিক্ষা-ব্যবস্থা

কার্ণেগি ট্রাষ্টের প্রবর্ত্তিত নিয়ম অনুসারে গত ২৫ বৎসর যাবৎ স্কচ্ম্যানদিগের সস্তায় শিক্ষার বেশ ব্যবস্থা ছিল। লণ্ডনে এই ট্রাষ্টের একটি সভায় সভাপতি লর্ড স্যাণ্ডস্ এই ট্রাষ্টের নতুন যে নিয়ম প্রচার করিয়াছেন তাহাতে শিক্ষার পূর্ব্বের সুবিধা অনেক কমিয়া যাইবে।

লর্ড স্যাণ্ডস্ বলিয়াছেন আগের মত ছাত্রদের সাহায্যের জন্য দরখাস্তের উপরই সাহায্য না করিয়া এখন হইতে ছেলেদের প্রত্যেককে তাহাদের নিজ নিজ পটুতা অনুসারে সাহায্য করা হইবে। এখন থেকে মিষ্টার কার্ণেগির ইচ্ছা অনুযায়ী মূল লক্ষ্য হইবে যাহাতে প্রকৃত অভাবগ্রস্ত ও উপযুক্ত ছাত্ররাই তাহাদের ক্লাসের ফি পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা। সাহায্য-প্রার্থীর সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় বর্ত্তমানে ছেলেদের অর্দ্ধেক ফির বেশী সাহায্য করা যাইতেছে না। শতকরা ৭০ ভাগের উপর ছেলে জানাইয়াছে যে, তাহাদের ক্লাস ফির কতক অংশ সাহায্য না করিলে তাহাদের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করা অসম্ভব। কর্ত্তৃপক্ষ এ সমস্ত ঘটনা সব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন না। এ যাবৎ ট্রাষ্ট তাহার আয় থেকে ২,৬৬৮,০০০ পাউণ্ড স্কটল্যাণ্ডে শিক্ষায় এবং গবেষণা-কার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন। ইহার বর্ত্তমান পুঁজি ২,৫৪৭,০০০ পাউণ্ড।

বাণিজ্য-পর্য্যটক মরসি

ক্রীস্লার সেলস্ কর্পোরেশন ষ্টেটেসের প্রতিনিধি

মিষ্টার ই, সি, মরসি কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। ষ্টেটসম্যান পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে মোলাকাতে তিনি ভারতের ব্যবসা সম্বন্ধে বলিয়াছেন "ভারত তাহার নিজের সিঙ্গা নিজেই ফুঁকিবেন"। অন্য কথায় ভারতীয় মালের উপযুক্ত প্রচার যাহাতে দুনিয়ার সর্ব্বত্র হয় সে ব্যবস্থা ভারতের নিজেরই করিতে হইবে।

মিঃ মরসি ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিবার জন্য দুনিয়ার বাজার ঘুরিতে বাহির হইয়াছেন। তিনি জানুয়ারীতে স্যান ফ্রান্সিস্কো থেকে যাত্রা করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যে চীন, অষ্ট্রেলিয়া, জাভা এবং মালয় ষ্টেট পরিভ্রমণ করিয়াছেন। জুলাইতে আমেরিকায় পৌঁছিবার কথা আছে।

ভারতের যে সমস্ত মাল বিদেশে রপ্তানি হয়, তাহাদের উপর মিষ্টার মরসির খুব ভাল ধারণাই আছে, কিন্তু এ সমস্ত মালের উপযুক্ত প্রচার আবশ্যক সে কথাও তিনি বলিয়াছেন। মার্কিণে ভারতের মালের খুব চাহিদা আছে; কিন্ত যদি উপযুক্তভাবে মালের প্রচার চালান যায় ও যাহাতে ভালভাবে ব্যবসা পরিচালনা হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা যায় তবে এখানে ভারতীয় মালের চাহিদা আরও বাড়িয়া যাইবে।

মার্কিণে ভারতীয় মালের আদর খুবই আছে, কিন্তু আদর আরও বেশী বাড়াইবার জন্য দর যথাসম্ভব কমাইয়া দেওয়া দরকার।

মিষ্টার মরসি একটা দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাইয়াছেন যে, মার্কিণের চেয়ে ভারতবর্ষে ইস্পাত-নির্ম্মিত রেল লাইন সস্তায় কেনা যাইতে পারে। কিছু দিন আগে পিটার্স্‌বর্গএর সমস্ত ইস্পাত-ব্যবসায়ীদের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারত কালিফর্ণিয়া থেকে একটা রেল লাইনের বড় অর্ডার যোগাড় করিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার সহিত ভারতের বাণিজ্য সমান দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে, অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণকালে মিষ্টার মরসি এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "এই দুইটী সাম্রাজ্য বাণিজ্য-বিষয়ে পরস্পর ঘনিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইবে, এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতের বাণিজ্য ভবিষ্যতে যে খুব জোর চলিবে সে বিষয়ে আমার দৃঢ় ধারণা আছে।"

২২ বৎসর আগে মিষ্টার মরসি একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে এ সহরের যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাতে তিনি বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। প্রাচ্য সহরের মধ্যে তিনি কলিকাতাকেই প্রথম স্থান দেন এবং এখানকার রাস্তা-ঘাট ও বড় বড় বাড়ী দেখিয়া বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

উন্নতিশীল মার্কিণ

মার্কিণ দূত মিষ্টার এলানসন্ বি, হাউটন প্লাইমাউথে তাহার একটী সম্মান-ভোজে বলিয়াছেন,—বৃটেন ও মার্কিণের মধ্যে সম্বন্ধের কথা বলিতে গেলে শুধু ব্যবসার কথা ছাড়া আরও কিছু মনে আসে। আমরা যেমন এক ভাষায় কথা বলি, তেমনি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যও এক, পরিণতিও সমান। কি করা কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য সে বিষয়েও আমাদের সমান চিন্তা। দুইটী বড় বড় শক্তির মধ্যে এতটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ মানুষের ইতিহাসে খুবই বিরল। আমাদের ভবিষ্যৎও খুব উজ্জ্বল এইরূপ আশা করা যায়।

তিনি আরও বলিয়াছেন, মার্কিণের অর্থনৈতিক অবস্থা কিছুই গোলমেলে নয়। ইংলণ্ড যেমন কৃষি থেকে ক্রমে শিল্পের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, মার্কিণও তেমনি কৃষি থেকে শিল্পের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এই সমস্ত আন্দোলনে যেন কেউ মনে না করেন যে, মার্কিণ যাহা করিতেছে তাহা সাময়িক অথবা ভিত্তিহীন। আমাদের মার্কিণের লোক-সংখ্যা এখন দুনিয়ার লোক-সংখ্যার তুলনায় শতকরা প্রায় ৬ ভাগ। সমস্ত দুনিয়ার শতকরা ৬ ভাগ জমি আমরা দখল করিয়া আছি। কিন্তু দুনিয়ায় যত গম কাটতি হয় আমরা তাহার শতকরা ২৫ ভাগ সরবরাহ করিয়া থাকি এবং গম বাদে অন্যান্য শস্য শতকরা ৫০ ভাগ সরবরাহ করিয়া থাকি। দুনিয়ায় যত কয়লা উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৩৮ ভাগ আমাদের দেশে জন্মে। দুনিয়ার পেট্রোলিয়ামের শতকরা ৭০ ভাগ আমাদের দেশে জন্মে, তামার শতকরা ৫৪ ভাগ এদেশে উৎপন্ন, এবং শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ লোহা এদেশে জন্মে। দুনিয়ার সমস্ত টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের শতকরা ৬০ ভাগ আমাদের দেশে আছে,

রেলরাস্তা সমস্ত দুনিয়ার তিন ভাগের এক ভাগ আমাদের, দুনিয়ার সমস্ত দূরগামী মোটরগাড়ী ও মোটর ট্রামের পাঁচ ভাগের চার ভাগ এদেশে প্রস্তুত হয়।

উৎপাদন-সমস্যা

মার্কিণের সমৃদ্ধির কথা আজকাল সবাই জানে। এই সমৃদ্ধির বহর জানিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, মার্কিণ এখন এমন অবস্থায় পৌছিয়াছে যে, এখানে প্রতি মজুরের পাছে গড়ে ১২০০ পাউণ্ডের কলকারখানা খাটে এবং ইহাতে গড়ে সে ৪ অশ্ব-শক্তির কাজ করিয়া থাকে। একটি অশ্বশক্তি ১০টি মজুর-শক্তির সমান ধরিলে, এখানে প্রতি মজুর তাহার হাতের কলকারখানার দ্বারা ৪০ গুণ বেশী কাজ করিয়া থাকে। অন্য কথায় প্রতি মজুর ৪০ জন মজুরের সমান কাজ করে। এই সংস্রবে মিষ্টার হাউটন বলিয়াছেন যে, মার্কিণের ২ কোটি মজুর ৮০ কোটি মজুরের কাজ করিয়া থাকে।

মনের প্রবৃত্তি উৎপাদন-সমস্যার আর একটি কারণ। আজকাল উৎপাদনের প্রধান অঙ্গ হইতেছে তিনটি জিনিষ—পুঁজি, পরিচালনা-শক্তি ও মজুর। এমন এক দিন ছিল যখন ইহাদের প্রত্যেকটী নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত ছিল এবং এমন কি পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবও পোষণ করিত। এইরূপ মনোভাবের ফলে ইহাই দাঁড়াইত যে, ইহাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ লভ্যাংশ অনিশ্চিত এবং সাধারণতঃ কমই থাকিত। এইরূপে কোন মতেই ইহাদের লাভ বেশী হইত না। শেষে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একতা ও সহানুভূতির প্রয়োজনীয়তা বোঝা গেল। এই একতা ও সহানুভূতির ফল ভালই দাঁড়াইল। ইহাদের মিলিত কাজের ফলে দেখা গেল ইহাদের প্রত্যেকটি উৎপাদনে যে যে পরিমাণ সাহায্য করিয়াছে ইহাদের নিজ নিজ লাভও প্রায় তদনুরূপ হইয়াছে। মার্কিণেও এখন এইরূপ সম্মিলিতভাবে কাজ করিবার প্রবৃত্তি প্রবল। এবং ইহার ফলাফল যা হইয়াছে তাহাও কারও অবিদিত নাই। এইরূপ পরস্পরের মিলিত কাজের ফলে মজুরেরা পুঁজিপতি হইয়া যাইতেছে। এইরূপে কালে শিল্প-যুদ্ধ বাধিয়া উঠিবে ও মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্যের অবসান হইবে এইরূপ আশা করা যায়।

মোলাকাৎ

ব্যবসানবীশ বাঙ্গালী

[শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর সহিত আমার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্তের কিয়দংশ নিম্নরূপ।—শ্রীসুধাকান্ত দে।]

প্রঃ—শুনিতে পাইলাম ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে আপনার অত্যন্ত ঝোঁক। তাহা কি সত্য কথা?

উঃ—হাঁ। বড় রকম কোন একটা কারবার খুলিতে পারিলে আমার অত্যন্ত আনন্দ হইবে, অবশ্য দশের সঙ্গে মিলিয়া। দেখা যাক্ কতদূর কি গড়িয়া তুলিতে পারি।

প্রঃ—আচ্ছা এই ব্যবসা করিবার সঙ্কল্পটা আপনার মাথায় কবে হইতে আসিয়াছে? এবং কেন আসিয়াছে তাও জানিতে পারি কি?

উঃ—দেখুন বলিতে গেলে আমি একেবারে ছেলে বেলা হইতেই ব্যবসায়ের গোঁড়া। যখন কলিকাতায় স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়িতাম তখন হইতেই ব্যবসা করিবার বাসনাটা আমার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। কেন তাও আপনাকে বলিতেছি। আমি চিরকালই অত্যন্ত খরচে ছিলাম। নিজের অভাব মিটাইবার জন্য যত না হোক্ পরের দুঃখ দূর করিতে গিয়া আমাকে বহুবার টাকার টানাটানি ভোগ করিতে হইত। টাকার অপ্রাচুর্য্য ঘটিত বলিয়াই আমার সর্ব্বদা মনে হইত যে, ভবিষ্যতে ব্যবসা করিয়া সচ্ছলতা আনিতে হইবে।

প্রঃ—তখনকার দিনে কোন প্রকার ব্যবসা-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কি?

উঃ—সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি, তখন আর কি ব্যবসা করিব বলুন। তবে সে সময়ে এক বিষয়ে আমার অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ম্যাকেঞ্জি লায়েলে "সেল" হইত। এই সেল্ দেখিবার জন্য যে করিয়া হোক্ আমি উপস্থিত থাকিতাম। একবার আস্‌বাব বিক্রয় কালে আমি ৯০৲ টাকা দিয়া একটি আলমারি কিনি। আমি কিনিবার পরে একজন আসিয়া উহা পাইবার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকে। তাতে আমি ১২৫৲ টাকা চাহিয়া বসি। সে ১১৫।২০ টাকায় কিনিয়া লয়। এই ব্যাপার হইতেই আমার মনে প্রথম ধারণা হইল যে এইরূপে ত টাকার যোগাড় হইতে পারে, ইহাও ব্যবসা। আর একবার আমি ৩৫০৲ টাকায় অনেকগুলি জুতার লট একসঙ্গে কিনিয়া তা ৫০০৲ টাকায় বেচিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

প্রঃ—ব্যবসা সম্বন্ধে এই সময়ে আপনার মনের জল্পনা-কল্পনা কিরূপ ছিল।

উঃ—গোড়াতে আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, ডাক্তার হইব। কিন্তু পরে মতের পরিবর্ত্তন হয়। কলেজে পড়ার সময় নানা দিকে খোঁজ খবর লইয়া আমার ধারণা হইল একজন বড় ডাক্তারের আয় সাধারণতঃ ৩।৪ হাজার টাকার অধিক নহে। উকীলও তার চেয়ে বেশী পায় না। ব্যারিষ্টার ৭।৮ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিবার আশা করিতে পারে। কিন্তু একজন ব্যবসাদারের যে কত আয় হইতে পারে

তার সীমাসংখ্যা নাই। অতএব, আমার যখন বেশী টাকার দরকার তখন সঙ্কল্প করিলাম যে ব্যবসাই করিতে হইবে।

প্রঃ—এই পর্য্যন্ত ত আপনার মনের ভাবের পরিচয় পাইলাম। কিন্তু হাতে কলমে আপনি কবে প্রথম কিছু করিলেন?

উঃ—খাঁটি ব্যবসা জীবন যাকে বলে তা আমার আরম্ভ হইয়াছে গত আট বৎসর যাবৎ। কিন্তু ১৯২০ সনের আগেও যে কিছু করি নাই এমন নয়। ব্যবসার প্রথম সমস্যা হইল কিরূপ ব্যবসা করিব? আমার মাথায় ছিল এই কথা যে, জীবনধারণ ইত্যাদির জন্য সব চেয়ে দরকারী যেগুলি সেগুলির কোনটাতেই হাত দিতে হইবে। দরকারের শ্রেণী বিভাগ করিলাম এইরূপ :—

খাওয়ার জন্য ধান, চাল ইত্যাদি।

পরার জন্য ধুতী ইত্যাদি।

আমাদের দেশে যেমন বর্ষার প্রকোপ তেমনি রৌদ্রের প্রতাপ। এই উভয় হইতেই শরীর রক্ষা করা দরকার। অতএব ছাতা চাই।

এই ভাবিয়া আমি যখন আই, এস্-সি পড়ি (১৯১৩ কি ১৯১৪ সন হইবে) তখন এক চালের দোকান খুলিয়া বসিলাম। আমার যিনি গৃহ-শিক্ষক ছিলেন তাঁর সঙ্গে দোকান খোলা হইল। তাঁর ২৫০৲ টাকা ও আমার ২৫০৲ টাকা মোট ৫০০৲ টাকা ঐ দোকানের পুঁজি। এই দোকানটাকে চালাইবার জন্য আমাকে কম পরিশ্রম করিতে হয় নাই। চাউল খরিদ করিবার জন্য হাঁটিয়া বেলেঘাটা যাইতাম। আবার হাঁটিয়া ফিরিয়া আসিতাম।

প্রঃ—মাল বিকাইত কিরূপ?

উঃ—মন্দ নয়। আমার একটা মস্ত-বড় সুবিধা এই ছিল যে, মেস্‌গুলি হাতে পাওয়া গিয়াছিল। নানা মেসে গিয়া চাল যোগাইবার ভার লইয়াছিলাম।

প্রঃ—কারবার কতদিন চালাইয়াছিলেন?

উঃ—৬ মাস।

প্রঃ—তারপর বন্ধ হইয়া গেল কেন?

উঃ—ব্যবসা যখন ভাল ভাবে চলিতেছে, একদিন আসিয়া দেখি যে দোকান ঘরে তালা-চাবি পড়িয়াছে। আমার শিক্ষক বলিলেন, "তোমার পরীক্ষা সন্নিকট-বর্ত্তী তোমাকে আর কিছুতেই এ দিকে মনোযোগ দিতে দেওয়া হইবে না। দোকান বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।" আমি বলিলাম যে, যে মালগুলি দোকানে মজুদ রহিয়াছে, অন্ততঃ সেগুলি বিক্রী হইয়া যাউক, তারপর না হয় গুটাইয়া ফেলা যাইবে। তিনি শুনিলেন না। দোকান বন্ধই থাকিয়া গেল।

প্রঃ—তারপর?

উঃ—আই, এস্-সি পাশ করিয়া মনে হইল আর পড়াশুনা করিব না, ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইব। ইচ্ছা হইল যে, বিস্তৃতভাবে চালান দেওয়ার ব্যবসাটা বাড়ী বসিয়া করিব। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ময়মনসিংহের যোগাযোগে মাল চলাচল হইবে। আমার হিতৈষী রায় বাহাদুর শ্যামাচরণ রায় মহাশয় বলিলেন, তুমি ব্যবসা করিতে চাও, ভাল কথা। কিন্তু বি, এস্-সিটা আগে পাশ করিয়া লইতে দোষ কি? বিশেষতঃ লোকে বলিবে, বড়লোকের ছেলে, পড়াশুনা হইল না, তাই ব্যবসায় নামিয়াছে। সেই কথা বলিবার সুযোগ কাহাকেও কেন দিবে?" ইত্যাদি। তাঁর পরামর্শে আবার পড়িতে আসিলাম।

প্রঃ—আপনি বলিয়াছিলেন যে, ১৯২০ সন হইতে অপনার খাঁটি ব্যবসা-জীবন আরম্ভ হইয়াছে। কোথায় কি ভাবে প্রথম আপনি কোন্ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন জানিতে ইচ্ছা করি।

উঃ—১৯২০ সনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্যবসার জন্য আমার প্রবল ঝোঁকের পরিচয় আপনি পাইয়াছেন। গিরিডির শ্রীযুক্ত এম্, এন, দত্তের নাম আপনি শুনিয়াছেন কি? ইনি এককালে খুব বড় সওদাগর ছিলেন, লাখ লাখ টাকার বাণিজ্য করিতেন। কারবার শিখিবার জন্য আমি ইঁহার সহিত গিয়া যোগ দিলাম।

প্রঃ—আপনি যে ইঁহার জন্য খাটিতে প্রবৃত্ত হইলেন কিছু মাসহারা পাইতেন কি ?

উঃ—দত্ত মহাশয় আমাকে কিছু দিতে চাহিয়াছিলেন বটে। কিন্তু আমি পদের অভিমানবশতঃ কিছু লইতে রাজী হই নাই।

প্রঃ—দত্ত মহাশয় কি প্রকার বেপারী ছিলেন? তাঁর কোন্ কোন্ মালের কারবার ছিল ?

উঃ—আমদানি-রপ্তানির বাণিজ্যে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ এই কয়টায় হাত দিয়াছিলেন—

(১) অভ্র চালান। আমেরিকায় তখন খুব টান।

(২) কাপড় আমদানি।

(৩) কয়লা। তাঁর কতকগুলি কয়লার খনি ছিল। লাখ টাকার কলকারখানা ছিল।

(৪) চুন।

(৫) সিমেণ্ট। তিনি নিজে সিমেণ্ট তৈয়ারী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রঃ—আপনি এখানে আমদানি-রপ্তানির রহস্য-কথা কিছু পাকড়াও করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কি ?

উঃ—কিছু অভিজ্ঞতা হইয়াছে বই কি। খিদিরপুর ডক হইতে কি করিয়া তাড়াতাড়ি মাল খালাস করিয়া আনিতে হয়, ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সহজে টাকা ধার লইবার উপায় কি ইত্যাদি সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

প্রঃ—আপনি এখানে কতদিন ছিলেন?

উঃ—বছর খানেক।

প্রঃ—তার পর আর থাকিলেন না কেন?

উঃ—দত্ত মহাশয়কে এক বছরের ভিতরেই কারবার বন্ধ করিয়া দিতে হইল। তাঁর ব্যবসা ফেল পড়িল।

প্রঃ—এত বড় ব্যবসা এমন ভাবে মাটি হইয়া গেল! ইহার কারণগুলি আপনি বলিবেন কি ?

উঃ—আমার ধারণায় যেসকল কারণের জন্য এই ব্যবসা মাটি হইল তা এই—

১। নন্-কো-অপারেশন। নন্-কো-অপারেশনের সময়কার কথা আপনার নিশ্চয় মনে আছে। নন্-কো-অপারেশনের ফলে দত্ত মহাশয়ের কাপড়ের কারবারে ৭ লাখ টাকা লোকসান হইল।

২। এক্সচেঞ্জে দারুণ দুর্ব্বিপাক। এই সময়টায় এক্সচেঞ্জ ২ শি হইতে ২ শি ১০ পে অবধি উঠিয়াছিল। যতদিন টাকার দাম শিলিঙে চড়িতেছিল, ততদিন বেপারীদের পোয়াবারো হইয়াছিল। কারণ এখানে দামটা টাকায় শোধ দিতে হয়। কিন্তু টাকার দাম ২ শি ১০ পে অবধি চড়িয়া ভয়ানক রকম পড়িয়া যাইতে লাগিল। তাতে দেনার ক্ষতি হইল।

৩। লোকের উপর দত্ত মহাশয়ের অতিরিক্ত বিশ্বাস-স্থাপন। এই সব লোক পরে তাঁকে সর্ব্বপ্রকারে ঠকাইয়াছে। এমন কি, মাড়োয়ারিদের যে সব "কন্ট্রাক্ট পেপার" তাঁর নিকট ছিল, তারা ঘুষ লইয়া সেগুলি চুরি করিয়া লইয়া দিয়াছিল।

৪। হেড্ আফিস হুকুম তামিল না করা। ব্যবসায়ীকে এক্সচেঞ্জের বাজারটা সর্ব্বদা নখাগ্রে রাখিতে হয়। টাকার দাম যখন শিলিঙে চড়া ছিল তখন দত্ত মহাশয় হেড্ আফিসকে ষ্টার্লিং কিনিতে বলিয়াছিলেন। ষ্টার্লিং কেনা থাকিলে পরে টাকার দর চড়িলেও ভাবনা থাকে না। ঐ ষ্টার্লিংএ দাম শোধ হয়। হেড্ আফিস তাঁর হুকুম তামিল না করায় দত্ত মহাশয়ের অর্থদণ্ড পোহাইতে হয়।

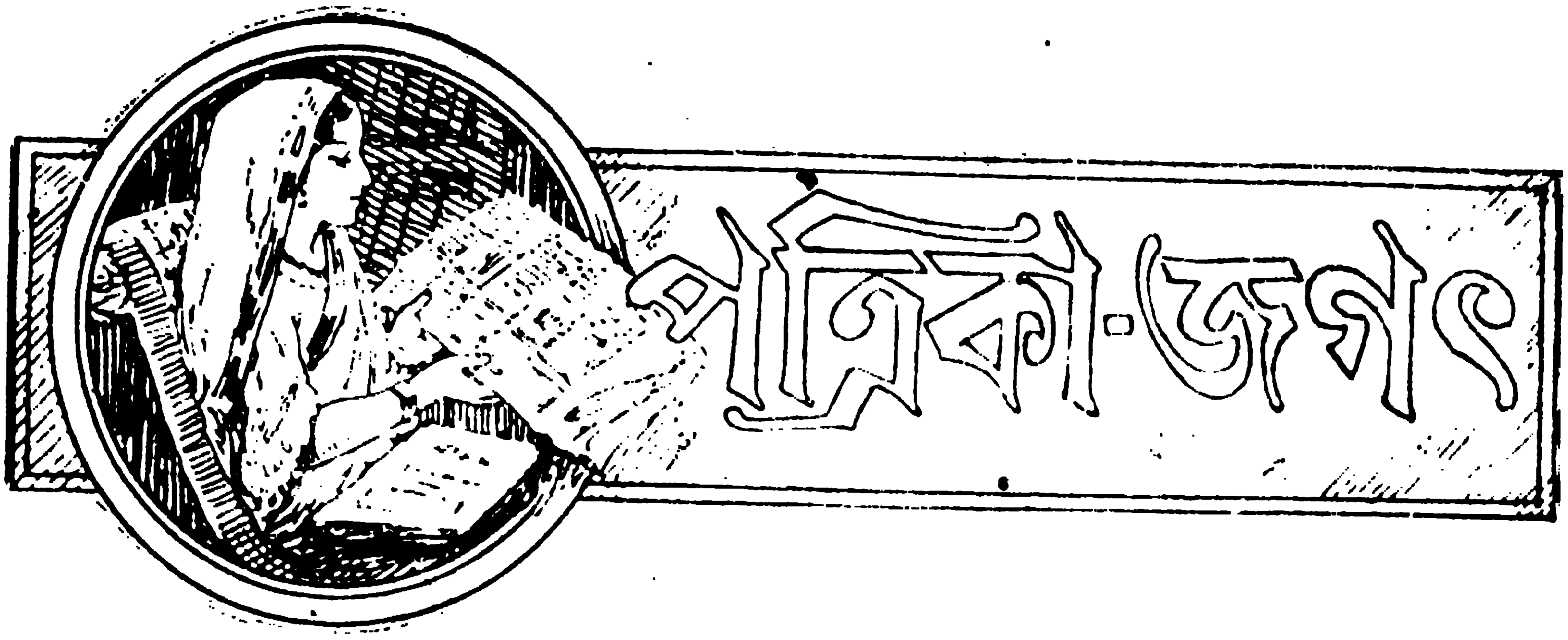

"মান্থলি লেবার রিভিউ"

যুক্তরাষ্ট্রের লেবার ষ্ট্যাটিস্‌টিকসের সরকারী মাসিক বিবরণী। ১৯২৮ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় মোট ২৬০ পৃষ্ঠা খবর আছে। প্রধান রচনা—(১) ট্রেড্‌ ইউনিয়নের বার্দ্ধক্য-বীমা এবং বৃদ্ধ ও যক্ষ্মাগ্রস্ত স্থবিরের আশ্রয়-ভবন। বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য শ্রমিকের সাহায্যের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলির দৃষ্টি দিন দিন বেশী আকৃষ্ট হইতেছে। বর্ত্তমানে ইহাদের কমসে কম ১০টি জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান ট্রেড ইউনিয়নের বৃদ্ধ স্থবির সভ্যগণের ভাতা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহা ছাড়া ঐ সকল লোককে আশ্রয় দিবার জন্ত ৫টি গৃহও আছে। দুই একটি গৃহের সঙ্গে যক্ষ্মা রোগিগণের জন্ত স্যানাটোরিয়ামও আছে। যে সকল শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বতন্ত্র স্বাস্থ্যনিবাস নাই তাহারা ঐ সকল স্যানাটোরিয়ামকে বার্ষিক সাহায্য দিয়া থাকে। প্রবন্ধটি খুবই তথ্য-সম্বলিত। বৃদ্ধ ও স্থবির শ্রমিকগণের ভাতা ও অন্তান্ত সাহায্য দিবার জন্ত আমেরিকায় কি কি বন্দোবস্ত আছে তাহা এই প্রবন্ধ-পাঠে উপলব্ধি হয়।

এই প্রবন্ধের সাবহেডিংগুলি হইতে ইহা অনেকটা বোঝা যাইবে। যথা (ক) বার্দ্ধক্য ও অক্ষমতা ভাতা (খ) পেন্সন পাইবার জন্ত কি কি গুণ দরকার? (গ) পেন্সন দিতে কত খরচ হয়? (ঘ) স্ত্রী, বিধবা ও অন্তান্তের ভাতা দিবার নিয়ম (ঙ) কোন্‌ কোন্‌ বিভাগের শ্রমিক ভাতা পায়? (চ) বৃদ্ধ, অক্ষম এবং যক্ষ্মাগ্রস্ত লোকের আশ্রয়ভবন—যথা, সূত্রধরগণের গৃহ, যক্ষ্মাগ্রস্ত ষ্টোর টাইপারগণের গৃহ, প্রিণ্টিং প্রেসম্যানের গৃহ, টিউবারকিউলোসিস স্যানাটোরিয়াম, বৃদ্ধ-ভবন, রেল কর্ম্মচারিগণের গৃহ, রেল কণ্ডাক্টরগণের গৃহ, ইউনিয়ন প্রিণ্টারগণের গৃহ, ইত্যাদি (ছ) টিউবারকিউলোসিস স্যানাটোরিয়ামের সংলগ্ন হাঁসপাতাল (জ) যক্ষ্মা চিকিৎসার অন্তান্ত ব্যবস্থা।

(২) বিজ্ঞান ও শ্রমিক (লেবার সেক্রেটারী জেমস জে, ডেভিস লিখিত)। বিজ্ঞান শ্রমিকের কি উপকার করিয়াছে? মানুষের কার্য্য-সময় ও তাহার কর্ম্মক্ষমতা কতটা বাড়িয়াছে? মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে কত নূতন নূতন শিল্পের জন্ম দিতেছে এবং দেশের সমৃদ্ধি বাড়াইতেছে? লেখক এই প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিয়াছেন।

(৩) পাব্লিক রিটায়ারমেণ্ট সিষ্টেম বা আমেরিকায় অবসর-গ্রহণের নিয়ম-পদ্ধতি। এই প্রবন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এম্‌প্লয়িজ রিটায়ারমেণ্ট অ্যাক্ট বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। আমেরিকার চাকুরেয়েরা অবসর গ্রহণের সময় কি পরিমাণে ভাতা পায় ও তাহাদের অন্তান্ত কি কি সুবিধা দেওয়া হয়, তাহা এই প্রবন্ধ-পাঠে সম্যক বুঝিতে পারা যায়। কি রকম মাহিয়ানায় কি পরিমাণ বাৎসরিক পেন্সন পাওয়া যায় তাহা এখানে অঙ্ক কষিয়া দেখান হইয়াছে। প্রবন্ধটির দ্বিতীয়ার্দ্ধে দুনিয়ার অন্তান্ত দেশের চাকুরেদের অবসর-গ্রহণের নিয়মকানুনের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

(ক) অষ্ট্রীয়ার অবসর-গ্রহণ আইনে, বিধবা ও অন্তান্ত বালক-বালিকার ভাতা।

(খ) বেলজিয়ামের সিভিল সার্ভিস চাকুরেদের পেন্সন লইবার নিয়ম—বিধবা ও অনাথগণের ভাতা।

(গ) চেকোশ্লোভাকিয়ার পেন্সন আইন—১৯২০

৫ই ফেব্রুয়ারী ও ১৯২০ ২২শে ও ৩০শে ডিসেম্বরের এবং ১৯২৪ সনের ৯ই অক্টোবরের আইন। (ঘ) জার্ম্মাণির পেন্সন আইন; (ঙ) সুইজারল্যাণ্ডে পেন্সন দিবার ব্যবস্থা। প্রবন্ধটির শেষভাগে সংলগ্ন চার্টে অষ্ট্রীয়া, বেলজিয়াম চেকো-শ্লোভাকিয়া, গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি ইয়োরোপীয় দেশের পাব্লিক সার্ভিস অবসর ভাতা ও বীমা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

(৪) অষ্ট্রেলিয়ার উৎপাদন-ক্ষমতা। এই প্রবন্ধে অষ্ট্রেলিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ্ আহরণের হার গত ১৫।১৬ বৎসরে কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

বৎসর	কৃষি	মেষপালন	ডেয়ারী পোল্ট্রি ও মক্ষিকা-পালন	কৃষি ও ঐ ধরণের শিল্প	বন ও মৎস্য শিল্প	মাইনিং	ম্যানুফ্যাক্চারিং	অন্যান্য শিল্প
১৯০৮	৯৮·৩	৮০·৭	৮২·৬	৮৫·৯	৮৭·৮	৯৪·৮	৯৮·০	৯২·০
১৯০৯	১১৬·৩	৯৩·৩	৮৫·৩	৯৮·৯	৮৩·৮	৯৪·৩	৯৮·৮	৯৯·৬
১৯১০	১২৪·৬	১০৫·২	৭৮·৭	১১১·০	৯২·৬	৯৫·১	৯৯·১	১০৫·৮
১৯১১	১০০·০	১০০·০	১০০.০	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০
১৯১২	১২৪·০	৮৫·৪	৯৬·৭	১০০·০	১০৬·৯	১০৪·৪	১০১·৫	১০০·৮
১৯১৩	১২৭·১	৯৯·১	১০২·৫	১০৮·৫	১০৯·০	১০৫·৩	১০২·৬	১০৫·৩
১৯১৪	৫৫·০	৯৭·০	১০০·২	৭৭·০	৮৭·৫	১০৪·৩	১০৩·৪	৮৬·৩
১৯১৫	১৭৬·২	৭০·৬	৮৩·৬	১০০·৪	৭৭·৬	১০১·০	১০৪·১	১০২·২
১৯১৬	১৪৪·৪	৬৯·৩	১০০·৮	৯১·৯	৬৭·৫	১০৮·১	১০৪·৯	৯৬·৪
১৯১৭	১১৮·৮	৭৫·৫	১১৬·৬	৯১·৯	৬২·৬	১০৩·৬	১০৩.৬	৯৫·১
১৯১৮	৯৪·২	৭৮·২	১১৭·৫	৮৬·৪	৬৫·৮	১১০·৪	১০০·৮	৯১·৩
১৯১৯	৭৫·২	৮৬·১	১১১·৭	৮১·৮	৭৬·৮	৮৩·৫	১০৪·৩	৮৭·০
১৯২০	১৩৯·০	৭০·৫	১২১·৯	৯৭·৯	৮৫·৩	৯১·৩	১০৩·২	৯৭·৯
১৯২১	১২৯·১	৮৭·০	১৪৮·৫	১০৭·২	৯৫·৬	১০১·৭	১০৪·৪	১০৩·২
১৯২২	১২২·০	৮৩·০	১৩৯·৯	৯৯·০	৯১·০	১১০·৩	১০৫·৪	৯৯·৯
১৯২৩	১৩১·১	৭৪·২	১৪৩·৪	৯৩·৬	৮৯·৬	১১৪·২	১০৭·২	৯৭·৬
১৯২৪	১৫০·৫	৯১·০	১৭৭·৯	১১২·২	৮৯·৬	১১৩·৯	১০৭·৫	১০৭·৯

(৫) আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ ও শ্রম-অবস্থা—(ক) আমেরিকা (খ) জাপানের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শ্রম-বিভাগ (গ) দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্যাক্টরির অবস্থা।

(৬) শিল্পে নারী—আমেরিকা।

(৭) বালক মজুর। বালক মজুরদের রক্ষা করিবার আন্তর্জ্জাতিক মোসাবিদা।

(৮) শিল্প দুর্ঘটনা—(ক) ১৯২৩ ও ১৯২৬ সনে আমেরিকার ষ্টিম রেল রোডে দুর্ঘটনা (খ) ফেডারেল দপ্তরে দুর্ঘটনার তালিকা।

(৯) স্বাস্থ্য ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অবস্থা।

(১০) শ্রমিকগণের ক্ষতিপূরণ ও সামাজিক বীমা—(ক) চিলিতে বার্দ্ধক্য ও ব্যাধি বীমা (খ) বিলাতের নয়া বীমা আইন।

(১১) শ্রমিকগণের শিক্ষা ও ট্রেনিং।

(১২) শিল্প-বিবাদ—(ক) যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২৭ সনের ডিসেম্বর মাসের ষ্ট্রাইক ও লক আউট (খ) চীনের ১৯২৫ ও ১৯২৬ সনের ধর্ম্মঘট (গ) জার্ম্মাণির সিগার-নির্ম্মাতাগণের ধর্ম্মঘট (ঘ) ভারতে ১৯২৭ সনের প্রথমার্দ্ধের ধর্ম্মঘট।

(১৩) পারিশ্রমিক ও কার্য্য-ঘণ্টা—(ক) ১৮৪০ হইতে ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত আমেরিকার বেতন-তালিকা (খ) কালিফোর্ণিয়ার গোয়ালাদের বেতন-তালিকা (গ) আট ঘণ্টার কাজের দিন সম্বন্ধে বেলজিয়াম-সরকারের রিপোর্ট; (ঘ) ব্রাজিলে ১৯২৬ সনের বেতন-তালিকা (ঙ) জার্ম্মাণিতে ওভারটাইম বা বেশী খাটুনীর পারিশ্রমিক (চ) তোকিওর ইমারত-শিল্পের সর্ব্বনিম্ন পারিশ্রমিক (ছ) সুইজারল্যাণ্ডের পারিশ্রমিক ১৯২৬।

(১৪) এম্প্লয়মেণ্টের গতি। আমেরিকার বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের চাকুরীর অবস্থা।

(১৫) আমেরিকার খাদ্যসম্ভার ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য-তালিকা, পাইকারী ও খুচরা।

(১৬) জীবন-যাত্রার মাপকাঠি—যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্ত্তন।

(১৭) শ্রম-জগতের পুঁথি-পুস্তক।

"মিল্ক ইণ্ডাষ্ট্রী"

দুগ্ধ-শিল্প-বিষয়ক একখানি প্রায় ১০০ পৃষ্ঠার বিলাতী মাসিক। লণ্ডন টেম্পল এভেনিউ হইতে প্রকাশিত। মূল্য প্রতি সংখ্যা এক শিলিং। ১৯২৮ এপ্রিল সংখ্যায় ৯৬ পৃষ্ঠার প্রায় ৪০ পৃষ্ঠাই বিজ্ঞাপনে ভরা। বিজ্ঞাপনগুলিও সংবাদাদিতে পূর্ণ। দুগ্ধ-ব্যবসার জন্য ডেয়ারীর যন্ত্রপাতি ও দুগ্ধ হইতে নানা দ্রব্য প্রস্তুতের সাজ-সরঞ্জামের বিজ্ঞাপনগুলি বিশেষ উপযোগী। প্রবন্ধের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য কথা—(১) ডেয়ারীর মালিকগণ আরও টাকা চায়, (২) ভেজাল দুগ্ধ, (৩) পারল্যামেণ্টে দুগ্ধ-সমস্যা, (৪) দুগ্ধ ব্যবসায়িগণের ভোজ, (৫) নূতন কোম্পানী, (৬) ছোট ছোট দুগ্ধ-বিক্রেতা, (৭) প্লাইমাউথ দুধওয়ালাদের সভা, (৮) ট্রেড বোর্ড, (৯) বিশুদ্ধ দুগ্ধ-প্রতিযোগিতা, (১০) ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ডেয়ারীমেন্স্ অ্যাসোসিয়েশ্বনের বার্ষিক সভা, (১১) ব্রাইটনের ডেয়ারী মালিকগণের ভোজ, (১২) ন্যাশনাল মিল্ক পাব্লিসিটি কাউন্সিল, (১৩) কি প্রকারে দুগ্ধ বিশুদ্ধ রাখিতে হয়, (১৪) ননী ও মাখন-শিল্প, (১৫) লিচেষ্টার পনির, (১৬) স্কটিশ মিল্ক এজেন্সি, (১৭) আয়ার্ল্যাণ্ডের দুগ্ধ-সরবরাহ।

"দি টয় ট্রেডার"

মার্চ্চ, ১৯২৮। কয়েকটী উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ:—(১) খেলানার 'ষ্টক্' রাখা ও মিলান, (২) আমেরিকার খেলানা শিল্প, (৩) যোগান ও বিক্রয়ের কয়েকটি সমস্যা, (৪) আধুনিকতম উদ্ভাবনসমূহ।

"এম্পায়ার প্রোডাকশ্যন্ অ্যাণ্ড এক্সপোর্ট"

এপ্রিল, ১৯২৪। কয়েকটী প্রবন্ধ:—সাম্রাজ্যের চিনি-শিল্প; ট্যাঙ্গানিকাতে রেলপথের প্রসার; ক্যানাডায় মধু উৎপাদন; ১৯২৭ সনে সাইপ্রাসের বহির্ব্বাণিজ্য; দক্ষিণ আফ্রিকার শিল্প কারবারসমূহ; পূর্ব্ব আফ্রিকার আমদানি ও রপ্তানি-শুল্ক হইতে আয়ের হিসাব।

"ইণ্টারন্যাশনাল লেবার রিভিউ"

১৯২৮ মে সংখ্যায় আছে—(১) লেবার ষ্ট্যাটিস্টিক্সে দুর্ঘটনার হিসাব (২) ইতালীতে কর্পোরেশ্যন বিস্তার। ফ্যাসিষ্ট আমলের প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত ইতালীতে ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য শ্রমিক-প্রতিষ্ঠান কিরূপ দ্রুত বেগে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে তাহা এই প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে। (৩) দুনিয়ার মাইগ্রেশ্যান-সমস্যা (৪) রিপোর্ট ও অনুসন্ধান (৫) গ্রেট ব্রিটেনের খনির শ্রমিকগণের স্বাস্থ্য ও অন্যান্য অবস্থা (৬) রুশিয়ার শিল্প-দুর্ঘটনা (৭) গ্রেট ব্রিটেনে পারিশ্রমিকের পরিবর্ত্তন—১৯২২ হইতে ১৯২৭ (৮) চাকুরী ও বেকার-সমস্যা।

"বুলেটিন অব্ দি ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট্"

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, খনিজ ও অন্যান্য আর্থিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের বিবরণী।

১৯২৮ সনের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যায় দেখিতেছি (১) জাহাজের দড়াদড়ি প্রস্তুতের জন্য মিশরে হেম্প বনে অনুসন্ধান (২) কাগজ প্রস্তুতের জন্য ব্রিটিশ গায়ানার বাঁশ পরীক্ষা (৩) কেনিয়ার খনিজ সম্পদ্ (৪) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ট্যানিং বা চামড়া-শিল্পের সাজ-সরঞ্জাম (৫) এশিয়া মাইনরের ফল-শিল্প।

(৬) সাম্রাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্যের পরীক্ষা (৭) কৃষি ও বন্য সম্পদ্।

"টাইমস ট্রেড অ্যাণ্ড এঞ্জিনিয়ারিং সাপ্লিমেণ্ট"

টাইমসের আর্থিক সাপ্তাহিক। গত মার্চ্চ মাসের আর্টিফিস্যাল সিল্ক-ওয়ার্ল্ড বা কৃত্রিম রেশম সংখ্যায় আছে:— (১) কৃত্রিম রেশমের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ। (২) রেশমের কাপড় চোপড়। (৩) কটন ও কৃত্রিম রেশম ইউনিয়ন (৪) লেস ও পর্দ্দা। (৫) কৃত্রিম রেশম যুগ। (৬) পুরুষের কাপড় চোপড়। (৭) কৃত্রিম রেশমি মোজা। (৮) সামাজিক ও আর্থিক পরিবর্ত্তন। (৯) হল্যাণ্ড পার্কে রেশম মেলা (১০) রং করিবার পদ্ধতি। (১১) রং করিবার যন্ত্রপাতি- (১২) জার্ম্মাণির কৃত্রিম রেশম মেশিনারী। (১৩) উইভিং ও নিটিং মেশিনারী। (১৪) কটন মেশিনারীতে "ফিব্রো"। (১৫) বেলজিয়ামের রেশম-শিল্পে দশ হাজার লোক খাটিতেছে। (১৬) বিদেশে ইতালীর রেশম শিল্পজাত দ্রব্যের কাটতি দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। (১৭) যুক্তরাষ্ট্রে অধিক পরিমাণ রেশম উৎপাদনের ব্যবস্থা। (১৮) সুইজার্ল্যাণ্ডে মাথা পিছু রেশম কাটতি সব চাইতে বেশী। (১৯) ফ্রান্সের কৃত্রিম রেশম শিল্প। (২০) ইংরেজের রেশম-শিল্প দিন দিন বাড়িতেছে। (২১) নেদার্ল্যাণ্ডে মাথা পিছু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রেশম উৎপন্ন হইতেছে। (২২) জার্ম্মাণির রেশম-শিল্পের অবস্থা। (২৩) অন্যান্য ছোট খাট রেশম-উৎপাদনকারী দেশ।

"ইণ্ডিয়ান জার্ণাল অব্ ইকনমিক্স"

ইণ্ডিয়ান ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশন বা ভারতীয় ধনবিজ্ঞান সমিতির ত্রৈমাসিক মুখপত্র। জানুয়ারী ১৯২৮—কনফারেন্স সংখ্যা। গত জানুয়ারী মাসে লক্ষ্ণৌ সহরে ইণ্ডিয়ান ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশনের একাদশ অধিবেশন হয়। তাহাতে যে সকল প্রবন্ধাদি পাঠ করা হয় তাহাই এই সংখ্যার মাল। (১) ভারতীয় গ্রামের আর্থিক উন্নতি (কেশব আয়েঙ্গার, হায়দ্রাবাদ নিজাম কলেজের ইকনমিক্সের অধ্যাপক)। গ্রামোন্নতি করিতে হইলে কি কি বিষয় আশু প্রয়োজনীয়, অতীতে সরকার কর্ত্তৃক গ্রামোন্নতির উল্লেখযোগ্য কোন প্রচেষ্টা সফলকাম হয় নাই কেন, তাহা এই প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে। লেখক বোম্বে স্মল হোল্ডিংস বিল, মহীশূর অ্যাগ্রিকালচারিষ্ট রিলিফ বিল, মহীশূর ভিলেজ পঞ্চায়েৎ রেগুলেশুন এবং পাঞ্জাব রেগুলেশন অব্ অ্যাকাউণ্ট্‌স্ অ্যাক্ট প্রভৃতি জন-হিতকল্পে প্রস্তাবিত আইনগুলিরও আলোচনা করিয়াছেন।

(২) কৃষি-উন্নতি (বি, জি, ভাট্‌নগর, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্সের লেকচারার)। লেখক ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপক হইলেও বিগত ৯ বৎসর ধরিয়া স্বদেশী ও বিদেশী কৃষির বিশেষ গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে বর্ত্তমানে ভারতীয় লাঙ্গলের স্থানে আমেরিকান চাষবাসের উন্নত সাজসরঞ্জাম প্রচলন করিবার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমানে ভারতে যে সকল কৃষি যন্ত্রপাতি প্রচলিত আছে তাহারই উপযুক্ত ব্যবহার হইতেছে কিনা, তাহাই সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে। তাহার পর যে পরিমাণ শস্য কৃষকেরা উৎপাদন করে তাহা কর্ত্তন মাড়াই ও গোলাবন্দী করিবার সময় অনেক নষ্ট হইয়া যায়। এইগুলি যাহাতে নষ্ট না হয়, পুরাপুরি মাঠের শস্য যাহাতে কৃষকের গোলাবোঝাই হয় তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে দরকার। পক্ষী, ইন্দুর ও অন্যান্য কীটে যেরূপ ভীষণ ভাবে শস্য ধ্বংস করে তাহার প্রতিরোধ করা আশু প্রয়োজনীয়। এই ইকনমিক ওয়েষ্ট বা আর্থিক অপব্যবহার রোধ করিতে পারিলে ভারতীয় কৃষির সবচাইতে বড় উপকার করা হইবে।

(৩) কতকগুলি জনবহুল প্রদেশে দুইবার শস্য উৎপাদনের প্রথা (বীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহকারী লেকচারার)। গঙ্গার দুই পারের কতকগুলি উর্ব্বর জমিতে বৎসরে দুইবার করিয়া শস্য উৎপাদন করা হয়। লেখকের মতে যে সকল অঞ্চলে লোক-সংখ্যা খুব বেশী ঐ সকল স্থানে বৎসরে দুইবার করিয়া শস্য-উৎপাদনের নিয়ম বাস্তবিকই দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির একটা কারণ।

(৪) গঙ্গাধৌত জনপদের কৃষি-প্রদেশ (রাধাকমল মুখার্জ্জি, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়)। মনসুনের বৃষ্টিপাতের

পরিমাণের উপর এক একটা অঞ্চলের ফসল নির্ভর করে। যে সকল স্থানে সাধারণতঃ বেশী বৃষ্টিপাত হয় সেখানকার চাষ-আবাদের জন্য ইরিগেশুনের দরকার হয় না। আবার যে সকল অঞ্চলে ইরিগেশুন দ্বারা ফসল উৎপাদন করা হয়, ঐ সকল স্থানে বেশী বৃষ্টিপাত হইলে ফসল নষ্ট হইয়া যায়। ঐ সকল অঞ্চলে যব ও গম জাতীয় শুষ্ক ফসল জন্মে। লেখক তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধে গ্যাঞ্জেস প্লেনের কৃষি-অঞ্চল তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা (ক) ক্যানাল ডিষ্ট্রীক্টস (খ) ওয়েল ডিষ্ট্রীক্টস ও (গ) প্রকৃতির উপর নির্ভরকারী কৃষি-প্রদেশ। এই সকল প্রদেশের চাষ-আবাদের সুবিধা অসুবিধার কথা তিনি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

(৫) কো-অপারেটিভ মার্কেটিং (এইচ, সিংহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্সের লেকচারার)। এই প্রবন্ধে লেখক কৃষিজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়-সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ক্রয়-বিক্রয়ের সমবায়-প্রতিষ্ঠান খুলিয়া মধ্যবর্ত্তী ফড়িয়া বা মিড্‌ল্‌ম্যানকে বাদ দিলে এ সমস্যার সমাধান হইবে।

(৬) মাদ্রাজ প্রদেশের কৃষিজাত শিল্প-অবস্থা (রামকৃষ্ণ আয়ার)।

(৭) অ্যাগ্রিকালচারাল ক্রেডিট, (এইচ, সি, শেঠ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকনমিক্সের অধ্যাপক)। ভারতের কৃষক দরিদ্র। ইংলণ্ড, আমেরিকা, কানাডা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের কৃষক ফার্ম্মারের মত তাহার আর্থিক অবস্থা নয় এবং তাহাদের মত তাহার নিজের জমি-জমাও নাই। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় কৃষককে কি ভাবে সরকার ঋণদান বা অন্য উপায়ে সাহায্য করিতে পারেন লেখক তাহাই এই প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন। ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ক্রেডিটের মত অ্যাগ্রিকালচারাল ক্রেডিট এখনও এদেশে গড়িয়া উঠে নাই। কৃষির জন্য অল্প ও বেশী মেয়াদের ঋণ-ব্যবস্থা করিতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কস, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ও অন্যান্য দেশের কৃষি-উন্নতি-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ের গবেষণাপূর্ণ আলোচনা ইহাতে আছে।

(৮) ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল মাইগ্রেশন অব ইণ্ডিয়া বা ভারতে বিদেশীদের শিল্প-অভিযান (ডাক্তার রাজবাহাদুর গুপ্ত, কানপুর ডি, এ, ভি কলেজের ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপক)।

(৯) সোশ্যাল ইনসিওর‍্যান্স বা সামাজিক বীমা (কে, বি, মাধ্যা, মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতীচ্যের তুলনায় ভারতের ব্যাধি, বার্দ্ধক্য, দৈব প্রভৃতি সামাজিক বীমার দৌড় কতখানি—তাহা এই প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে।

(১০) সোশ্যাল ইকনমিক্‌স্ (রেভারেণ্ড জেমস কেলক, উইলসন কলেজ, বোম্বাই)।

(১১) কলিকাতার রাজপথ-ভিক্ষুক (বীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

(১২) জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কিং—বাংলার সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা (জে, সি, সিংহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

(১৩) কো-অপারেটিভ ফিনান্স (ডাক্তার প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

(১৪) ভারতের প্রেম-সংস্কার (জি, বি, জ্যাথার, ডেকান কলেজ এবং এস, জি বেচি (কর্ণাটক কলেজ)।

(১৫) ভারতে সামাজিক বীমার প্রয়োজনীয়তা কেন? (ধূর্জ্জটী প্রসাদ মুখার্জ্জি, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়)। তারপর কনফারেন্সের বিবরণী, সভাপতির অভিভাষণ, ধনবিজ্ঞান-সমিতির রিপোর্ট ইত্যাদির আলোচনা। মোট পাঁচশত পৃষ্ঠার উপর রচনাসম্ভারে এই কনফারেন্স-সংখ্যা পরিপূর্ণ।

"সঞ্জীবনী"

পাটের চাষ

পাট বাঙ্গালাদেশের একটী প্রকৃতি-দত্ত কৃষি-সম্পদ্। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে পাট উৎপন্ন হয় না। দড়ি চট্ ও থলে প্রস্তুত করিবার জন্য পাটের একান্ত প্রয়োজন। বিদেশের লোকেরা পাটের জন্য সম্পূর্ণরূপে বাংলা দেশের উপর নির্ভর করে।

কিন্তু বাংলার এই গৌরবের দিন বুঝি ফুরাইয়া আসিল। ইংরেজ, আমেরিকান, জার্ম্মাণ, ফরাসী, রুশীয়ান্ প্রভৃতি সকল স্বাধীন দেশের লোকেরা স্থির করিয়াছে, আর তাহারা পাটের জন্য বাংলার উপর নির্ভর করিবে না। তাহারা এমন কার্য্য করিতেছে, যাহাতে মনে হয়,

তাহারা অচিরে সফল হইবে। সেইসকল স্বাধীন জাতি বিজ্ঞানের শক্তিতে বিশ্বাসবান। বিজ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা তাহারা অসাধ্য-সাধন করিতে অগ্রসর হয়। তাহারা উদ্যোগী পুরুষ-সিংহ। কোন প্রাকৃতিক বাধা-বিঘ্ন তাহাদিগকে দমন করিতে পারে না।

বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য,—বাঙ্গালী পাটের চাষ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর সেই বিদেশীয়দের সৌভাগ্য—তাহারা পাটের চাষ অবলম্বন করিতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে আমেরিকা হইতে কতিপয় কৃষি-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিত বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বাংলাদেশের জলবায়ু ও মৃত্তিকা ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। যেখানে পাট জন্মে বাংলার সেই সকল স্থানে তাঁহারা ভ্রমণ করিয়া পাটের চাষ সম্বন্ধে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহারা দেশে ফিরিয়া গিয়া যুক্ত-রাষ্ট্রে মিসিসিপি ও ব্রেজিলে আমাজন নদীর মোহানার ক্ষেত্রসমূহে পাটের চাষ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা সফলকাম হইবেন সন্দেহ নাই।

যবদ্বীপেও পাটের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে তথায় চা'এর চাষ আরম্ভ হইয়াছিল। ইহাতে এত সফলতা পাওয়া গিয়াছে যে, এখন ইংলণ্ডে ভারতীয় চা অপেক্ষা যবদ্বীপের চা-ই অধিক পরিমাণে চালান হয়। এইরূপ আশঙ্কা হয় প্রতিযোগিতায় ভারতীয় চা যবদ্বীপের চা'এর নিকট পরাজিত হইবে। কারণ তথায় ভারত অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে চা উৎপন্ন হয়। যবদ্বীপের চিনি বহুকাল হইল ভারতীয় চিনির ব্যবসায় নষ্ট করিয়াছে। সেই যবদ্বীপে পাটের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। বাংলার কৃষকদের পক্ষে ইহা সুসংবাদ নহে।

জার্ম্মাণি পাটের পরিবর্ত্তে অন্য এক প্রকার নূতন আঁশ-বিশিষ্ট উদ্ভিদের চাষ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা পাট অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে বলিয়া শুনা যায়। বিজ্ঞান-বলে জার্ম্মাণি কত অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছে, তাহা সকলে জানেন। সেই জার্ম্মাণির অধ্যবসায় যখন পাটের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছে, তখন বাংলার পাট আর জার্ম্মাণিতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চয়।

আজকাল বিদেশের ব্যবসায়ীরা চটের থলের ব্যবহার ক্রমশঃ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। চাউল, ময়দা, চিনি, গম, যব প্রভৃতি শস্য চটের থলের মধ্যে পুরিয়া জাহাজে বোঝাই করিয়া চালান দেওয়া হয়। তাহাতে বহুসংখ্যক থলের দরকার। এখন জাহাজের খোল এরূপ পদার্থের দ্বারা লাইনিং করিয়া নির্ম্মিত হইতেছে, যেন তাহাতে চাউল ময়দা প্রভৃতি ঢালিয়া রাখিলেও কোন প্রকারে উহা নষ্ট না হয়। সুতরাং জাহাজে আর থলে শুদ্ধ মাল বোঝাই করিতে হইবে না। চালান দিবার চাউল ময়দা ও শস্যাদি জাহাজের খোলের মধ্যে ঢালিয়া দিলেই হইল। থলেগুলি চাউলের কলে অথবা ময়দার কলে ফেরৎ গেল। আবার যেখানে জাহাজ হইতে মাল নামাইতে হইবে, সেখানে জেটিতে এমন যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে যে তদ্দ্বারা নলের সাহায্যে জল পাম্প্ করার মত চাউল ও ময়দা প্রভৃতি অল্প সময়ে যথা-ইচ্ছা তোলা যায়। সুতরাং এই প্রকার বন্দোবস্তের দ্বারা থলের আবশ্যকতা অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে।

বাংলার পাটের আর পূর্ব্বের মত আদর নাই। গুণে ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা অবনতির দিকে গিয়াছে। এখন পাট পূর্ব্বের মত লম্বা, সুন্দর বর্ণ-বিশিষ্ট ও শক্ত হয় না। ইহার কারণ এই যে, বাংলার কৃষক পাটের চাষে মনোযোগ দেয় নাই। বাংলার প্রাকৃতিক কৃষি-সম্পদ্ পাটকে চাষের দ্বারা ক্রমশঃ উন্নত করিয়া জগতের বাণিজ্যক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইব,—এই উচ্চ লক্ষ্য বাংলা দেশের কৃষকদের নাই। সুতরাং তাহার অধঃপতন হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

আরও দুঃখের বিষয়, একদল রাজনীতিক নেতা বাংলার কৃষকদিগকে উপদেশ দিতেছেন, পাটের চাষ কমাইয়া দিতে। ইহার ফলে অচিরে বাংলা দেশ তাহার প্রকৃতিদত্ত সম্পদের আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হইবে। যাঁহারা মনে করেন পাটের চাষ না করিয়া ধানের চাষ করিলে কৃষকের অবস্থা ভাল হইবে, তাঁহারা সমস্যাটির একদিক্ মাত্র দেখিতেছেন। বাংলা দেশের অনেক জমি এমন আছে, যাহাতে পাটের ফলনই বেশী হয়;—অনেক

জমি এমন আছে, যাহাতে বৎসরে একবার ধানের ও একবার পাটের ফসল পাওয়া যায়। এরূপ অবস্থায় কৃষক যদি পাটের চাষ পরিত্যাগ করে তবে তাহার আর্থিক ক্ষতি হইবে।

মিশর ও আমেরিকা তুলার চাষে, যবদ্বীপ ও মরিশাস্ চিনির ব্যবসায়ে, ফিলিপাইন ও ফরাসী কংগো রবারের চাষে, অষ্ট্রেলিয়া ফলের ব্যবসায়ে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সকলেই নিজ নিজ প্রাকৃতিক সম্পদ্ ক্রমশঃ উন্নত করিতেছে। কিন্তু বাংলা তাহার মূল্যবান কৃষিসম্পদ্ পাটের চাষে অমনোযোগী হইয়া দারিদ্র্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য কি? যাহাতে পাটের চাষের উন্নতি হয়,—যাহাতে পৃথিবীর অপর কোন দেশবাসী পাট-উৎপাদন-প্রতিযোগিতায় বাংলাকে পশ্চাতে ফেলিতে না পারে,—যাহাতে পাটের ব্যবসায়ের কর্ত্তৃত্ব বাঙ্গালীর হাতে থাকে,—যাহাতে বাংলাদেশে পাটের কল স্থাপিত হয়, এই সকল বিষয়ে বাঙ্গালীর এখন মনোযোগী হওয়া উচিত।

"আনন্দবাজার"

কৃষি-কমিশন

কিছুদিন হইতে প্রচার করা হইতেছিল যে, কৃষি-কমিশনের রিপোর্ট ভারতবর্ষে একটা যুগান্তর আনয়ন করিবে। কৃষি-কমিশনের সেই "যুগান্তরকারী" রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে ইহার সঙ্গে যেটুকু পরিচয় আমাদের হইয়াছে তাহাতে মনে হইল যে, রিপোর্টখানি "পাঁচফুলের সাজি"; ইহাতে সার ও বীজতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অর্থ-নৈতিক গবেষণা এবং পল্লীমঙ্গল সম্বন্ধে বক্তৃতা—সবই আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষে কৃষির উন্নতির সহায়তা কতটুকু ইহার দ্বারা হইবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। কমিশনের সদস্যেরা দেড় বৎসর ভারত এবং ভারতের বাহিরে হল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি, ইটালী, মিশর প্রভৃতি নানাস্থান ঘুরিয়াছেন, প্রায় ৪ শত লোকের অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন। রিপোর্টের আকার প্রায় হাজার পৃষ্ঠা হইয়াছে এবং ইহার জন্য ভারতবর্ষকে ব্যয় বহন করিতে হইয়াছে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শিল্প-কমিশনের রিপোর্টের মত ইম্পিরিয়াল লাইব্রারীর আলমারীর তাকেই হয়ত ইহার পরিসমাপ্তি হইবে। শিল্প-কমিশনও ভারতের লুপ্তপ্রায় শিল্পের উন্নতির পন্থা আবিষ্কারকল্পে অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রিপোর্টেও অনেক ভাল ভাল কথা লিখিত হইয়াছিল। ঐ কমিশনের জন্য ভারতকে অনেক খরচাও বহন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহার দ্বারা কি এদেশের শিল্পের উন্নতিকল্পে কোন কাজ হইয়াছে? গবর্ণমেণ্ট কতক বা অর্থাভাবের অজুহাতে, কতক বা ঔদাসীন্যবশতঃ, যে ভাবে শিল্প কমিশনের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, বর্ত্তমান কৃষি-কমিশনের রিপোর্টের অদৃষ্টেও তাহা অপেক্ষা বেশী কিছু সমাদর লাভ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না।

যান্ত্রিক আবিষ্কার

দিনের পর দিন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সাধিত হইতেছে। একথা উচ্চশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত ভারত-সন্তানের নিকট আজ আর অজানা কথা নয়। কিন্তু একটা কথা উচ্চতম শিক্ষিত ভারতবাসীর নিকটও আজ পর্য্যন্ত প্রায়ই অজানা রহিয়াছে। সে হইতেছে যান্ত্রিক উদ্ভাবনের কথা। কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, লোহালক্কড় ইত্যাদি যে প্রতিদিনই বদলাইয়া যাইতেছে সে বিষয়ে ভারতীয় সুধী সমাজে আলোচনা-গবেষণা এক প্রকার হয়ই না বলিলে চলে। বস্তুতঃ এই সকল যান্ত্রিক উদ্ভাবন-আবিষ্কার ইত্যাদির কথা কয় জন ভারত-সন্তান সত্য সত্যই জানেন তাহা ঠাওরানোও মহাসমস্যার কথা।

আসল কথা, এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাটা ভারত-সন্তানের পেটে পড়িয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু এঞ্জিনিয়ারিং দুনিয়ার বাড়্‌তি সম্বন্ধে সংবাদ রাখার রেওয়াজ ভারতীয় সমাজে আজও নেহাৎ কম। বাঙালী ও অ-বাঙালী ভারতীয় এঞ্জিনিয়ার-দের ভিতর "লেখক"-সংখ্যা এত কম যে, এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। আর্থিক ভারত বর্ত্তমান দুনিয়ার মাপ কাঠিতে যে বহু নীচে পড়িয়া আছে এই তথ্য তাহার অন্যতম প্রমাণ।

এ কালের আর্থিক উন্নতির আধ্যাত্মিক বনিয়াদ হইতেছে যন্ত্রপাতি আর কলকব্জা। যন্ত্র দেখিবামাত্র আঁৎকাইয়া উঠিব অথচ দেশটাকে ধনধান্যে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিব, পাড়াগাঁকে ম্যালেরিয়া হইতে উদ্ধার করিব, এরূপ চিন্তা-প্রণালী এই "কলিকালে" চলিবে না। চাই যন্ত্রবীর, যন্ত্রনিষ্ঠা, আর সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিক আবিষ্কারের সংবাদ-বিশেষজ্ঞ। অধিকন্তু যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন-আবিষ্কারে হাত দেখাইবার ক্ষমতা। ডাইনে বাঁয়ে 'শয়নে স্বপনে নিশি জাগরণে' আবশ্যক যন্ত্রপাতির ধ্যান-ধারণা-আরাধনা।

ধনবিজ্ঞানবিদ্যাটাকে আমরা রসায়ন আর এঞ্জিনিয়ারিং এই দুই বিদ্যার নানা শাখা-প্রশাখার উপর দাঁড় করাইতে প্রয়াসী। এই পত্রিকার নানা অধ্যায়ে যন্ত্রপাতির আব-হাওয়া ছড়াইয়া রাখিতে সর্ব্বদাই আমরা চেষ্টা করিতেছি। এই বার জার্ম্মাণির যন্ত্রনিষ্ঠার এক কাঁচ্চা দেখাইব।

"বাইট্রেগে ৎসুর গেশিষ্টে ডার টেখ্‌নিক উণ্ড ইণ্ডুষ্ট্রী" নামক একখানা বই বাহির হইয়াছে। প্রকাশক বার্লিনের "ফারাইন্‌ ডায়চার ইঞ্জেনিয়রে" (জার্ম্মাণ এঞ্জিনিয়ার-পরিষৎ)। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির নয়া নয়া গড়ন, ষ্টীম এঞ্জিনের একাল-সেকাল ইত্যাদি ঐতিহাসিক রূপে বিবৃত আছে। তাহা ছাড়া সূতাকাটা আর কাপড় বুনার যান্ত্রিক ইতিহাসও আছে। সম্পাদকের নাম কনরাড মাটশাস।

মধ্যশ্রেণী ও মজুর-সমাজ

ভারতের মজুর-আন্দোলনের অ, আ, ক, খ চলিতেছে। এই অ, আ, ক, খ'র যুগ ইয়োরোপের ও আমেরিকার আর্থিক ইতিহাসে "সে-কেলে" কথা। ১৮৩০-৩২ সনের "বিপ্লবযুগে বিলাতে একটা বড় গোছের মজুর-আন্দোলন দেখা দেয়। এখনকার দিনে এই আন্দোলনকে বোলশে-ভিক আন্দোলনও বলা চলে। আন্দোলনটা একটা "চার্টার" বা "দাবী-দাওয়ার দলিল" অনুসারে "চার্টিষ্ট" আন্দোলন নামে দুনিয়ায় বিখ্যাত। এই "দাবী-দাওয়ার দলিল" অবশ্য আইনে পরিণত হইতে পারে নাই। বহু-সংখ্যক ইংরেজ মজুর এই দাবীর আন্দোলনে অজস্র স্বার্থ-ত্যাগ স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, "দাবী দাওয়া"র লড়াই বা "চার্টিষ্ট আন্দোলন"টা ভাঙিয়া যাইবামাত্রই ইংরেজ সমাজে মজুর-শ্রেণী দাবিয়া গিয়াছিল। আর্থিক ইতিহাসের লেখকেরা মোটের উপর এই মত প্রচার করিয়া থাকেন। এই মত খণ্ডন করিবার জন্য এক মার্কিণ পণ্ডিত প্রায় সাড়ে তিনশ' পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এক বড় বই লিখিয়াছেন। নাম "লেবার অ্যাণ্ড পলিটিক্স ইন্ ইংল্যাণ্ড (১৮৫০-১৮৬৭) অর্থাৎ ১৮৫০ হইতে ১৮৬৭ সন পর্য্যন্ত সময়ের বিলাতী মজুর ও রাষ্ট্রনীতি।

এই যুগের বড় কথা হইতেছে "ট্রেড্ ইউনিয়নের" (মজুর সমিতির) পরিপুষ্টি। চরম আদর্শের "চার্টার"টা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল বটে (১৮১২-৫০)। কিন্তু খানিকটা নরম পথে চলিয়া মজুরেরা ইউনিয়নগুলার সাহায্যে নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধি করিতে থাকে। অধিকন্তু বিলাতের লেখাপড়িয়ে লোকেরা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত মস্তিষ্কজীবী 'বাবু সমাজ" এই যুগেই শ্রমজীবীদের সঙ্গে হামদর্দ ও মাখামাখি করিতে অভ্যস্ত হয়। ফলে মজুরে মধ্যবিত্তে অনেক বিষয় বনি বনাও ঘটিতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত ১৮৬৭ সনে বিলাতী গবর্মেণ্টের একটা সংস্কার সাধিত হয়। ১৮৩২ সনের বড় সংস্কারটার তুলনায় ১৮৬৭ সনের সংস্কার একটা "মস্ত বড়" সংস্কারই বটে। মজুরেরা এই দিকে কতকগুলা নয়া নয়া অধিকার পাইয়া বসিয়াছে। ১৮৮৪ সনের "ইউনিভার্সাল সাফ্রেজ" বা "সার্ব্বজনিক নির্ব্বাচন-অধিকার" পাইবার পথে ১৮৬৭ সনের আইন ইংরেজ জাতিকে অনেক দূর ঠেলিয়া তুলিয়াছিল।

লেখকের নাম জিলেস্পী। বইটা আমেরিকার ডিউক ইউনিভার্সিটি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। "আর্থিক উন্নতি"র পাঠকেরা জানেন যে, আমাদের মতে আজকালকার ভারত পুঁজিনিষ্ঠায়, ফ্যাক্টরি গঠনে, শিল্প বাণিজ্যের প্রসারে, ব্যাঙ্ক-বিকাশে এক কথায় আর্থিক জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ইয়োরামেরিকান জীবনের ১৮৭৫ সনের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় রহিয়াছে। মজুর জীবন, মজুর-আন্দোলন মধ্যবিত্তের ধরণ-ধারণ আর মধ্যবিত্তের সঙ্গে মজুর শ্রেণীর আধ্যাত্মিক যোগাযোগ বিষয়েও বাঙালীরা ১৮৫০-৬৭ সনের বিলাতী জীবনে নিজ জীবন বৃত্তান্তেরই অনেক কিছু পাকড়াও করিতে পারিবেন।

বিদেশী বিনিময়

লেখক শ্রীদয়াশঙ্কর দুবে, এম্. এ, এল্, এল্, বি, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক। প্রকাশক গঙ্গা পুস্তক মালা-কার্য্যালয়, লক্ষ্ণৌ। মূল্য ১৲ এক টাকা। পৃঃ ১৬০।

বিদেশী বিনিময় (ফরেন্ এক্সচেঞ্জ) সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় লেখা বই। ইহা বিশেষজ্ঞের জন্য লেখা নহে, সর্ব্বসাধারণের উপযুক্ত প্রাথমিক পাঠ। বইখানাতে দশটা অধ্যায় ও পাঁচটা পরিশিষ্ট আছে। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে। (১) কি কি কারণে এক দেশ আর এক দেশের কাছে দেনদার ও লেনদার হয়? (২) পারস্পরিক লেনদেন কেমন করিয়া মিটানো হয়? (৩) সোনার টাকশালী ও আমদানি রপ্তানি দর। (৪) বিনিময়ের উপর মুদ্রা হুণ্ডী, কাগজী মুদ্রা, ও সোনারূপার প্রভাব। (৫) বিদেশী হুণ্ডীর দর। (৬) গত বার বৎসরে ইংলণ্ড ফ্রান্স ও জার্ম্মাণির বিনিময়ের দশা। (৭) গত ৬ বৎসরে ভারতবর্ষের বিনিময়ের দশা। (৮) বিনিময়হারের বাড়তি কমতির প্রভাব। (৯) ভারতে সোনার টাকার প্রচার। (১০) পণ্যের দরের উপর টাকাকড়ির পরিমাণের প্রভাব। (১১) সূচী সংখ্যা। (১২) কাগজী মুদ্রা ও কাগজী মুদ্রাকোষ।

যাহাদের ধনবিজ্ঞানে হাতে খড়ি হয় নাই এবং ব্যবসা-পাড়ায় আনাগোনাও কম, তাঁহারাও বইখানা পড়িয়া বিদেশী বিনিময়তত্ত্ব সহজে শিখিতে পারিবেন, আর পাইবেন ভারতীয় বাণিজ্য, বিনিময় ও মুদ্রা সম্বন্ধে তথ্যের বিশ্লেষণ। প্রাথমিক পাঠ বলিয়াই লেখক বোধহয় অনেক সমস্যার কটমট আলোচনার অবতারণা করেন নাই।

পাঠকের সুবিধার জন্য পারিভাষিক শব্দের সূচী ও শব্দানুক্রমণিকা আছে। ইংরেজী ও হিন্দী সাহিত্যের কোন্ কোন্ পুস্তক ও পত্রিকাতে বিনিময় সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে তাহার একটা হিসাবও দেওয়া আছে। প্রথম শিক্ষার্থীরা বইখানা পড়িয়া উপকার পাইবেন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

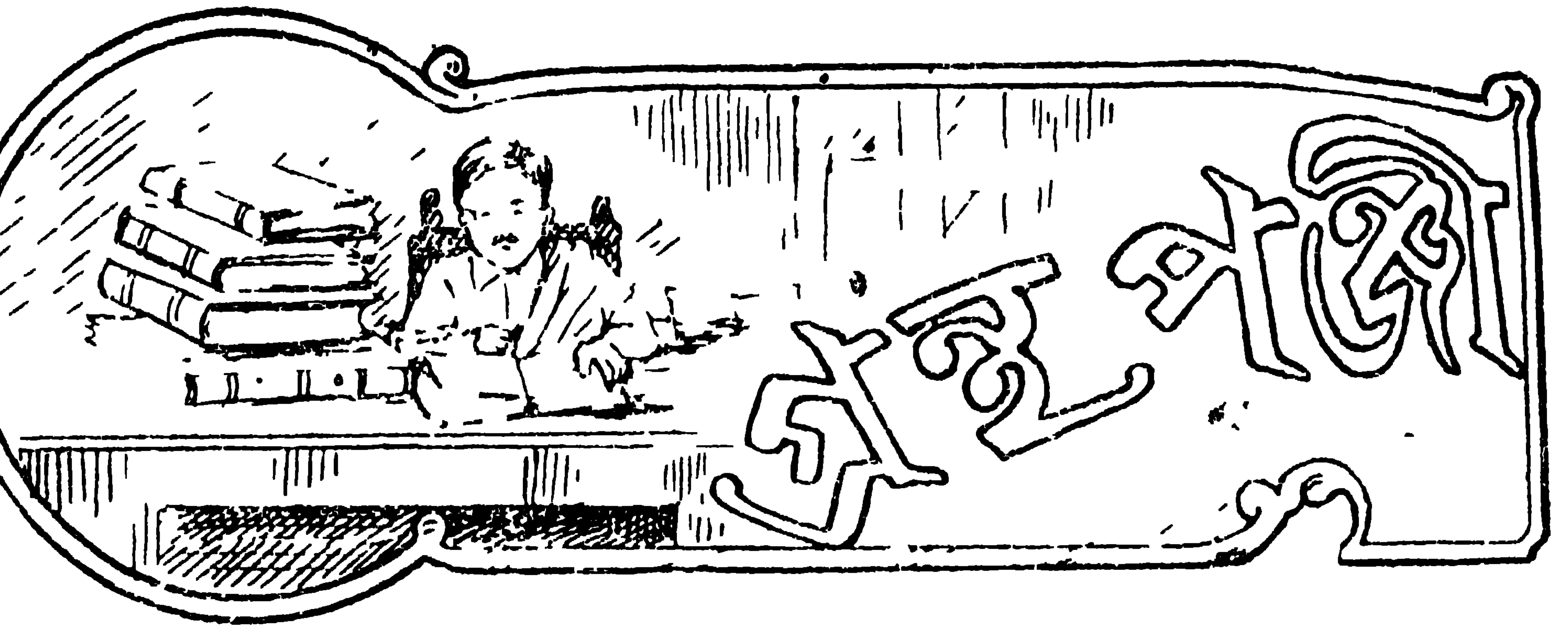

"ডী-টেখনিক ডেস হিৰ্ট্শাফ্ট লিখেন ফারকেয়াস" (আর্থিক লেন দেনের কম্ম কৌশল)—ওটেল,—ভিয়েনা, মান্ৎস কোং, ১৯২৭, ৩৩০ পৃষ্ঠা ১০ মার্ক।

"শোআইট্সারিশেস্ ষ্টয়ার-বেখট্" (সুইটসার্ল্যাণ্ডে রাজস্ব বিধি) ব্লুমেনষ্টাইন,—টুবিঙ্গেন, মোর কোং, ৮০০ পৃষ্ঠা, ১৮·৪০ মার্ক।

"কষ্ট-অ্যাকাউন্টিং অ্যাপ্লায়েড টু অ্যাগ্রিকালচার" (কৃষিকর্ম্মে খরচ মাপজোকের ব্যবস্থা),—কিং, লণ্ডন, মিলফোর্ড কোং, ২০০ পৃষ্ঠা, ৭ শি ৬ পে।

"রাষ্টিক্স অব দি ফিউচার অব্ দি কান্ট্রিসাইড" (ইংলণ্ডের গ্রাম্য প্রদেশ রক্ষণ-বিষয়ক পুস্তক,) মার্টিন, এস, ব্রিগস্, ৯৫ পৃষ্ঠা, ২ শিঃ ৬ পে।

"ওয়ার্ল্ড ক্রাইসিস্ ১৯১৬-১৯১৮" (১৯১৬-১৮ সনের বিশ্ব-বিপর্য্যয়), উইন্সটন এস, চার্চ্চিল, চার্লস স্ক্রিবনারসন্স, নিউ ইয়র্ক, ২ খণ্ড, ৩০২ ও ৩২৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ১০ ডলার, ১৯২৭।

"আমেরিকান অ্যাগ্রিকালচারাল ভিলেজেস" (আমেরিকার কৃষি-জনপদ), ব্রুনার, হিউজ অ্যাণ্ড প্যাটেন, জর্জ এইচ, ডোরিন কোং, নিউ ইয়র্ক, ৩২৬ পৃষ্ঠা, ৩·৫০ ডলার, ১৯২৭।

"ষ্টাডিজ ইন ইণ্ডিয়ান রুরাল ইকনমিকস" (ভারতের গ্রাম্য অর্থ-নীতির আলোচনা) এস, কেশব আয়েঙ্গার, পি, এস, কিং এণ্ড সন্স লিঃ, লণ্ডন, ১৬১ পৃষ্ঠা, ৮৲ টাকা, ১৯২৭।

"ল' ক্রেদি প্যুব্লিক" (সরকারী কর্জ্জ),—স্তের দখলে বফ্, লেনিনগ্রাড (সরকারী ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত রুশ ভাষায়, ফরাসী নামে),—১৬৩ পৃষ্ঠা, ২ রুবল।

"হিউম্যানিটি অ্যাণ্ড লেবার ইন চায়না" (চীনের নরনারী ও মজুর-সমস্যা),—অ্যাণ্ডার্সন, লণ্ডন, ষ্টুডেণ্ট ক্রিশ্চান মুভমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৯২৮, ৩০০ পৃষ্ঠা, ১০ শি ৬ পেন্স।

"দি ষ্টেট্স্ম্যান" (রাজনীতিজ্ঞ), হেনরী টেলর, ডব্লিউ হেফার অ্যাণ্ড সন্স, ক্যাম্ব্রিজ, ১৯১ পৃষ্ঠা, ৭ শিলিং ৬ পে, ১৯২৭।

"দি ষ্টোরি অব্ সিভিল লিবার্টি ইন্ দি ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স" (আমেরিকার গণস্বাধীনতা) লিও হুইপল, ভ্যানগার্ড প্রেস, নিউ ইয়র্ক, ৩৬৬ পৃষ্ঠা, ১৯২৭।

"সেক্স প্রবলেম ইন ইণ্ডিয়া" (ভারতের নরনারী সমস্যা) এন, এস, ক্যাডকে, ভি, বি, টর্পোরবালা সন্স অ্যাণ্ড কোং, বোম্বাই, ৩৪২ পৃষ্ঠা, ৬৲ টাকা, ১৯২৭।

"হেলথফুল ডায়েট ফর ইণ্ডিয়া" (ভারতের স্বাস্থ্য-প্রদ খাদ্য), এইচ, কার্লসন মেনকেল, সিভিল ও মিলিটারি গেজেট প্রেস, লাহোর, ১৬০ পৃষ্ঠা, ১৯২৭।

"এলিমেণ্টারী ইণ্ডিয়ান ইকনমিকস্ ফর ইণ্টারমিডিয়েট ষ্টুডেণ্টস" (ভারতীয় ধনবিজ্ঞানের অ, আ, ক, খ,) ডি, এল, দুবে, এম, এ, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিঃ, এলাহাবাদ, ২২২ পৃষ্ঠা, ৫৲ টাকা, ১৯২৭।

ডিজেল ইঞ্জিন ও ধনোৎপাদন*

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, ডক্‌টর- ইঙ্‌ (বার্লিন), অধ্যাপক বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট

অয়েল ইঞ্জিন একটা "পাওয়ার"-উৎপাদক যন্ত্র। এই 'পাওয়ার' ইণ্ডাষ্ট্রীর অত্যাবশ্যক জিনিষ। দেখা যাউক কত ভাবে আমরা 'পাওয়ার' পাইয়া থাকি।

প্রথমতঃ আমরা জল হইতে পাওয়ার পাইয়া থাকি। পুরাকাল হইতে আমরা জল হইতেই পাওয়ার উৎপাদন করিয়া আসিতেছি। জল হইতে পাওয়ার উৎপাদন করিতে হইলে অনেক রকম অসুবিধা ভোগ করিতে হয়,—যথা (১) ইহা প্রকৃতির অনুগৃহীত স্থান ব্যতীত হওয়া সম্ভব নয়। ইচ্ছা করিলেই কলিকাতায় যে পাওয়ার জেনারেটিং মেশিন বসাইতে পারিব তা নয়। আসাম কি অন্য কোথাও যেখানে প্রকৃতির সাহায্যে হইতে পারে সেখানেই সম্ভব। (২) যেখানে এই শক্তি পাওয়া যায় সেখানে ইহাকে ব্যবহার করিবার কোন রকম আয়োজন সাধারণতঃ থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে তাহা একত্র করিতে হয়। (৩) জলের পরিমাণ, প্রবাহ ও চাপ বৎসরের মধ্যে সব সময়ে সমভাবে থাকে না। (৪) এই শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রাথমিক ব্যয়ও প্রচুর। হাইড্রো ইলেকট্রিক স্কিম করিতে যথেষ্ট খরচ আছে।

দ্বিতীয় প্রকার শক্তি আমরা বাতাস হইতে পাই; কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তা চলে না। ইহারও অনেক অসুবিধা আছে। মনে করুন উইণ্ড মিল দিয়া পাওয়ার বসাইলাম। বাতাস যখন নাই তখন পাওয়ার দরকার। এখানে ডিমাণ্ড ও সাপ্লাই পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন।

আর একটা অসুবিধা এই, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাতাসের বেগ নানা রকমে পরিবর্তিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন রকম ত হয়ই। এই জন্য বাতাস 'পাওয়ার' কাজে কম ব্যবহৃত হয়। তাহা সত্বেও ছোট ছোট উইণ্ড মিল দিয়া যে পাম্প চলে তাহা দিয়া ইরিগেশনের ব্যবস্থা চলিতে পারে। কারণ জমিতে জল সেচনের জন্য আমরা অনেক সময় অপেক্ষা করিতে পারি। তাহাতে ক্ষতি হয় না, খরচও বেশী হয় না। আমার মনে হয় এই রকম জিনিষ অর্থাৎ বাতাস 'পাওয়ার' ব্যবহার করিয়া এদেশে অনেক কাজ চলিতে পারে।

তৃতীয় প্রকার শক্তি আমরা বাষ্প হইতে পাইয়া থাকি। যথা ষ্টীম ইঞ্জিন ও ষ্টীম টারবাইন। জেমস্ ওয়াট অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহা আবিষ্কার করেন। তখন হইতে ইহার সাহায্যে কাজ-কর্ম্ম চলিতে আরম্ভ করে। তারপর গ্যাস ইঞ্জিন ইত্যাদি আসিয়া আস্তে আস্তে ইহাকে কতকাংশে সরাইয়া দিয়াছে। তা হইলেও ষ্টীম ইঞ্জিন অনেক দিন পর্য্যন্ত ইণ্ডাষ্ট্রীর উপর রাজত্ব করিয়াছে, এখনও করিতেছে; যদিও তাহার প্রতিপত্তি কমিয়া আসিয়াছে।

ষ্টীম টারবাইন বড় বড় পাওয়ার প্ল্যাণ্টে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যদিও আজকাল ২।১ ক্ষেত্রে বড় বড় অয়েল বা ডিজেল ইঞ্জিন দিয়া অল্পসময়ব্যাপী অতিরিক্ত পাওয়ারের কাজ করান হয়।

চতুর্থ শক্তি গ্যাস। ইহাও অয়েল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৮৬১ খ্রীঃ একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার প্রথমে গ্যাস ইঞ্জিন তৈয়ারী করেন। তাঁহার ইঞ্জিন তত ভাল চলে না। ১৮৬৭ খ্রীঃ অটো নামক একজন জার্ম্মাণ আর এক প্রকারের গ্যাস ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। তাহারও অনেক দোষ ছিল, ভাল চলিত না। তবু তাহা হইতে ছোট ছোট পাওয়ার পাওয়া যাইত। বেশী গ্যাস খরচ হইলেও কোন রকমে কাজ দিত। তখন ইয়োরোপে নানা রকম ছোট ছোট ইণ্ডাষ্ট্রী হইতেছিল। তাহা চালাইবার জন্য পাওয়ারের দরকার ছিল। এখন যেমন যেখানে সেখানে ইলেক্‌ট্রিসিটি পাই, তখন তাহার সৃষ্টি হয় নাই। সেই জন্য ছোট ছোট ইণ্ডাষ্ট্রী এই অটো ইঞ্জিনের সাহায্যে খুব চলিয়াছিল। তাহাতে ছোট ছোট ইণ্ডাষ্ট্রীর অনেক উন্নতি হইয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারিং জগতে ইহার আবিষ্কর্ত্তা তাঁহার এই আবিষ্কারের জন্য স্বনামধন্য হইয়াছেন। অনেক ছোট

---

* "বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্‌ কমার্স"-ভবনে অনুষ্ঠিত বক্তৃতার সারাংশ। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত ইন্দ্র কুমার চৌধুরী।

ছোট শক্তি-কেন্দ্রের অভাব-মোচন তিনিই প্রথমে করেন।

১৮৯৩ খ্রীঃ ডিজেল নামে একজন জার্ম্মাণ ইঞ্জিনিয়ার নূতন ধরণের আর একটা ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। অনেক টাকা খরচ করিয়া তিনি পেটেণ্ট বাহির করেন। জার্ম্মাণির ক্রুপ এবং মাসিন ফেব্রিক আউসবুর্গ* নামক বিখ্যাত কোম্পানী তাহাকে বলিলেন—তোমার যে জিনিষ দরকার আমরা দিব। তুমি চেষ্টা কর। নানা ভাবে তিনি খাটিতে লাগিলেন। ৩।৪ বৎসর খাটিলেন। অনেক মডেল ভাঙ্গিয়া শেষ কালে কৃতকার্য্য হইলেন। ডিজেল ইঞ্জিন ভাল ভাবে চলিতে লাগিল। এই রকম না খাটিলে বোধ হয় হইত না। একটা বড় ওয়ার্কশপ পিছনে ছিল বলিয়া তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। নিজে নিজে করিতে গেলে ইহা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। ইঞ্জিনের মধ্যে তেল পুড়িবার পর টেম্পারেচার (উত্তাপ) ও প্রেশার (চাপ) অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। সেই জন্য অনেক গোলমাল হয়। ইহা লইয়া যাঁহারা কাজ করেন তাঁহাদের পক্ষে এই টেম্পারেচার ও প্রেশার সব চেয়ে বিপজ্জনক। ইঞ্জিন চলিল ক্রুড অয়েলে, যার দাম অত্যন্ত কম। খুব সস্তা তেল দিয়া চলিতে লাগিল। থারমল এফিশেন্সি অর্থাৎ অয়েলের মধ্যে যতটা হিট্ তার ৪০ পার্সেণ্ট কাজে লাগিল। ষ্টীম ইঞ্জিনে এই এফিশেন্সি ৮।১০ পার্সেণ্টের বেশী নয়। এই আবিষ্কারের জন্য ডিজেল জগতের কাছে পরিচিত। তাঁহার নাম অনুসারে ইঞ্জিনের নাম হইয়াছে। অটো ইঞ্জিন যে সব স্থানে ব্যবহৃত হইত না, ডিজেল ইঞ্জিন সে সব স্থানেও ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ইহাতে ইণ্ডাষ্ট্রীর উন্নতি ও সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা বলিতে যাহা বুঝায় তাহার অনেক সহায়তা হইল।

তারপর যখন বড় ডিজেল ইঞ্জিন তৈয়ারী করা হইল এবং তাহা যখন আশানুরূপ সফল হইল তখন তাহার সাহায্যে জাহাজ চলিতে লাগিল। আগে ষ্টীম ইঞ্জিনে যাহা হইত এখন ডিজেল ইঞ্জিনে তাহা হইতে লাগিল। এই প্রকারে ছোট ছোট অয়েল ইঞ্জিন অনেক চলিল। তাহাতে গ্যাস ইঞ্জিন স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

আজ দেখিতেছি ইণ্ডাষ্ট্রী যেখানে খুব কম সেই সকল স্থানেও ডিজেল ইঞ্জিনের ব্যবহার হইতেছে; কারণ ইহা চালান সম্বন্ধে খরচও কম।

বড় ডিজেল ইঞ্জিন কি ভাবে হইয়াছে তাহা নিয়ে বলিতেছি।

১৯০৯ খ্রীঃ জার্ম্মাণ সরকারের নৌ-বিভাগ মাসিন ফেব্রিক আউসবুর্গ কোম্পানীর সহিত এক চুক্তি করিলেন যে, তাহারা (কোম্পানী) একটি বার হাজার হর্স পাওয়ারের (প্রত্যেক সিলিণ্ডারে ২ হাজার হর্স পাওয়ার) ইঞ্জিন তৈয়ারী* করিয়া দিবেন। তার আগে প্রত্যেক সিলিণ্ডারে ২ শত হর্স পাওয়ারের উপর উৎপন্ন হইত না। তাহারা একবারেই বলিলেন ২ হাজার হর্স পাওয়ার হইবে। তাহারাই ডিজেল ইঞ্জিনের জন্মদাতা, সেই জন্য সাহস করিয়া উহা বলিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু করিতে গিয়া দেখিলেন যত সহজে করিবেন মনে করিয়াছিলেন তত সহজে হইল না। ১৯১৪-১৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত তাঁহারা যথেষ্ট চেষ্টা এবং প্রচুর অর্থ-ব্যয় করিয়া অবশেষে কৃতকার্য্য হইলেন। যাহা বলিয়াছিলেন ঠিক তাহাই তৈয়ারী করিলেন। ইহা ভিন্ন এক সিলিণ্ডারে এখন পর্য্যন্ত ২ হাজার হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন আর তৈয়ারী হয় নাই। অনেক খরচ করিয়া, অনেক মডেল ভাঙ্গিয়া তাঁহারা এই শিক্ষা করিলেন যে, হাই টেম্পারেচার এবং হাই প্রেশারের জন্য যত কিছু বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হয়। সব গোলমাল এই ২টী কারণে ঘটে। তাঁহারা বহু আয়াসে এই বিষয়ের সমাধান করিয়াছিলেন। নৌ-বিভাগ কিন্তু বেশী দিন এই ইঞ্জিন ব্যবহার করিতে পারেন নাই। যুদ্ধের সন্ধি অনুসারে ইঞ্জিন ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহা হইতে যে অভিজ্ঞতা তাঁহারা সঞ্চয় করিলেন তাহার সাহায্যে তাহারা বড় বড় ডিজেল ইঞ্জিন তৈয়ারী করিতেছেন। তাহাতে জাহাজের জন্য ডিজেল ইঞ্জিনের ব্যবহারের ক্ষেত্র প্রশস্ত হইয়াছে। এই জাহাজ যে কেবল যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় তাহা নয়, বাণিজ্যক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। এখন ডিজেল ইঞ্জিনে সকলে জাহাজ চালাইতেছেন। কোন কোন জায়গায় ষ্টীম টারবাইন আছে।

খবরের কাগজে দেখিলাম নেল্‌সন নামক একখানি জাহাজ তৈয়ারী হইতেছে, তাহা ডিজেল ইঞ্জিনে চালান হইবে। ষ্টেটসম্যান কাগজ একটা খস্‌ড়া দিয়াছে। তাহাদের রিপোর্ট কতদূর বিশ্বাসযোগ্য জানি না। নির্ম্মাতারা নিজেরা বলিয়াছেন ইঞ্জিনের হর্স পাওয়ার এখনও ঠিক করা হয় নাই।

এতদ্ব্যতীত বড় বড় ডিজেল ইঞ্জিনের আরও মস্ত ক্ষেত্র আছে। বড় বড় পাওয়ার প্ল্যান্টের মোটা মোটা দৈনিক কাজগুলা ডিজেল ইঞ্জিন ২।৩ ঘণ্টার ভিতর সারিয়া দিতে পারে। জার্ম্মাণিতে হাঁমবুর্গের নিকট একটা বড় পাওয়ার প্ল্যান্টে একটী বড় ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার হর্স পাওয়ার ১৫ হাজার। এখন পর্য্যন্ত যত ইঞ্জিন হইয়াছে তাহার মধ্যে ইহাই বড়। এতদ্ব্যতীত রেলওয়েতে বড় ডিজেল ইঞ্জিন যথেষ্ট ব্যবহৃত হইতেছে। এরূপ ইঞ্জিন জার্ম্মাণি রুশিয়াকে অনেকগুলি বিক্রয় করিয়াছে। সেখানে ইহা বেশ ভাল ভাবে কাজ করিতেছে। কারণ সেখানে কয়লা অপেক্ষা তেল সুলভ। ই, বি, রেলওয়ে বজবজ হইতে শিয়ালদহ পর্য্যন্ত একখানি ডিজেল ইঞ্জিন পরীক্ষার জন্য চালাইতেছেন।

যুদ্ধের পর ডিজেল ইঞ্জিনে এয়ারলেস ইন্‌জেক্‌শন প্রথম ব্যবহৃত হয়। ইহাতে ছোট ডিজেল ইঞ্জিন প্রস্তুতের অনেক সুবিধা হইয়াছে এবং উহার ব্যবহার-ক্ষেত্র বহুল বিস্তৃত হইয়াছে। আগে হাই প্রেশার বাতাস দিয়া ইঞ্জিনের ভিতর তৈল ছড়াইয়া দিতে হইত। নূতন যাহা হইয়াছে তাহাতে তেল হাই প্রেশার দিয়া জোর করিয়া ইঞ্জিনের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহাতে অধিক উপকার পাওয়া যায়। ছোট ছোট ডিজেল ইঞ্জিন তৈরী হইলে এদেশে খুব কাজে লাগিবে। ডিজেল এয়ারলেস অয়েল ইঞ্জিনে তেল খরচ খুব কম হয়।

ডিজেল ইঞ্জিন আমাদের দেশেও পাওয়ার প্ল্যান্টে চলিতে পারে। ইউ, পি'র কয়েকটা সহরে মার্টিন কোম্পানী ডিজেল ইঞ্জিন ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার প্ল্যান্টে ব্যবহার করিয়াছেন। শুনিয়াছি তাঁহারা কৃতকার্য্যও হইতেছেন। ভারতের যে কোন জায়গায় ছোট বড় প্ল্যান্টে ইহা চলিতে পারে। তাহার সুবিধাও আছে। ষ্টীম ইঞ্জিন অনেক পিছিয়ে গিয়াছে। তাহার উন্নতি বেশী হয় নাই। ডিজেল ইঞ্জিনে খরচ কম। গোলমাল হইলে ৫।৭ মিনিটে চালান যাইতে পারে।

মফঃস্বল টাউনের ইলেক্‌ট্রিফিকেশনের জন্য ডিজেল ইঞ্জিন বেশ সুবিধাজনক। অনেকে মনে করেন ইলেক্‌ট্রিফিকেশন একটা ফ্যাশান, কিন্তু তাহা নহে। আমরা দেখিতে পাই, যে টাউনে ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই আছে তাহার ইণ্ডাষ্ট্রী শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া যায়, কারণ তাহাকে নানা কাজে লাগান যায়।

ছোট ছোট ইউনিটের জন্য অনেক ক্ষেত্র আছে। কোন জমিদার বা বড় গৃহস্থ যদি নিজ বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক লাইট করিতে চাহেন, সেখানে ছোট ডিজেল ইঞ্জিনের ব্যবহার চলিতে পারে। মফঃস্বলের অনেক জায়গায় ওয়াটারওয়ার্কস্ হইয়াছে, ভবিষ্যতেও হইবে। সে সকল স্থানে ডিজেল ইঞ্জিনের ক্ষেত্র রহিয়াছে। মেদিনীপুর ওয়াটারওয়ার্কস্ ডিজেল ইঞ্জিনে চলিতেছে—ষ্টীম ইঞ্জিনে নহে। গরম দেশে (যেখানে বরফের দরকার,—খাদ্য দ্রব্য ঠিক রাখিবার জন্য অনেক সময় বরফের দরকার হয়, মাছ তাজা রাখিবার জন্য অনবরত বরফের দরকার) বরফ তৈয়ারী করিতে ডিজেল ইঞ্জিনের আবশ্যক। ইহা সস্তায় হয়, অন্যান্য সুবিধাও আছে। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে ফেরী বোট আছে। নৌকায় যাতায়াত করিতে দেরী হয়। এই সকল বোট কোন কোন স্থানে অয়েল ইঞ্জিনে চলিতেছে। প্লেশার ট্রিপের জন্য বড় লোকেরা কখন কখন ছোট ছোট বোট রাখেন। শুনিয়াছি তাহাদের কোন কোনটা ডিজেল ইঞ্জিনে চলে।

আমাদের দেশে ইণ্ডাষ্ট্রী যেমন ক্রমশঃ বাড়িতেছে, ভবিষ্যতেও বাড়িবে, তাহাতে ফ্যাক্টরী বা ওয়ার্কশপের জন্য "পাওয়ার" দরকার। ডিজেল ইঞ্জিন হইলে কম খরচে চলিবে। যখন ইঞ্জিন চলিবে না তখন খরচ নাই। ষ্টীম ইঞ্জিন না চলিলেও ঘণ্টা খানেক খরচ করিতে হয়।

টেক্‌স্‌টাইল ইণ্ডাষ্ট্রী লুম, হোসিয়ারী ইত্যাদি যত জায়গায় আছে ছোট ডিজেল ইঞ্জিন দিয়া সে সব অনায়াসে

চালান যায়। অনেক জায়গায় ওয়ার্কশপে কম্‌প্রেস্‌ড্‌ এয়ার দরকার। এই কাজ ষ্টেশনারী (স্থাবর) অথবা পোর্টেবল (বহন-যোগ্য) ডিজেল ইঞ্জিন কম্‌প্রেশার দ্বারা বেশ চলে। দরকার হইলে আজ হাওড়া নিয়া গেলাম, কাল শিয়ালদহে সে কাজ চলিতে পারে, পরশু এস্‌প্লানেডে একই কাজে লাগান যাইতে পারে। অন্য ইঞ্জিন এই ভাবে নেওয়া সম্ভব নহে। হাওড়া যাঁহারা যান তাঁহারা দেখিয়াছেন কম্‌প্রেশার দিয়া কংক্রিট ভাঙ্গিয়া লওয়া হইতেছে।

তারপর কেমিক্যাল ও টেক্‌নলজিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রী—যেমন তেল কল, চিনির কল, চামড়ার কল, উড্‌ ডিষ্টিলেশন প্রভৃতি কাজ চালাইবার জন্য "পাওয়ার" দরকার। ডিজেল ইঞ্জিন দিয়া তাহা সমাধান হইতে পারে।

অ্যাগ্রিকালচার সম্বন্ধে অনেক মেশিনারী চালাইবার দরকার হয়। সেখানেও ডিজেল ইঞ্জিন দিয়া চালান যাইতে পারে। উহার দ্বারা লাঙ্গল চলিতে পারে। কেহ কেহ বলেন ৫।৭ শত কিংবা হাজার বিঘা জমি না হইলে ডিজেল ইঞ্জিন ট্রাক্টর (কলের লাঙ্গল) চলিতে পারে না। বিশ্ব ভারতীর একটা ইন্‌ষ্টিটিউট আছে, সেখানে একশত বিঘা জায়গায় ট্রাক্টর চালাইয়া যথেষ্ট লাভ করা হইয়াছে। বৎসরের অধিকাংশ সময় তাহা কাজ করে নাই। সে সময় ভাড়া দিলে হয়ত আরো বেশী লাভ হইত।

ইরিগেশন পাম্প, ও রাইস্‌ মিল অয়েল ইঞ্জিন দিয়া বেশ চালান যাইতে পারে। কলিকাতা ভিন্ন অন্য স্থানে গ্যাস প্রায় নাই। যে সকল জায়গায় ইলেক্‌ট্রিসিটি নাই সে সব জায়গায় অয়েল ইঞ্জিন ছাড়া উপায় নাই। কলিকাতার রাস্তায় দেখিতে পাই ছোট একখানি ইঞ্জিন বড় একখানা ট্রাক নিয়া চলিয়াছে। একটা জার্ম্মাণ কোম্পানী উহা তৈয়ারী করিয়াছে। লরী পর্য্যন্ত ডিজেল ইঞ্জিনে চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে তাহা সফল হইয়াছে।

এগুলি ছোট ও মাঝারি রকমের ডিজেল ইঞ্জিনের ক্ষেত্র। বড় ডিজেল ইঞ্জিনের ক্ষেত্র কোথায়? ভারত মহাসাগরে যত জাহাজ আছে সেগুলি বড় ডিজেল ইঞ্জিনে চলিতে পারে। অন্য দেশে যা চলে আমাদের দেশে তা চলিবে না কেন? মোটরকার, মোটর বাস্‌, এরোপ্লেন ইত্যাদি লাইট অয়েল ইঞ্জিনে চলিতেছে, হেভী অয়েল দিয়া চালান যাইতে পারে; কিন্তু সেটা ভালভাবে পরীক্ষা করা হয় নাই। একটা ছোট পাড়ার ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই লাইট অয়েল ইঞ্জিনে চলে।

এতগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যত ইঞ্জিন লাগে সে সবের জন্য কি আমরা বিদেশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিব? অথবা কিছু কিছু এখানে তৈয়ারী করিতে চেষ্টা করিব? যাহাদের ওয়ার্কশপ আছে, যাঁহারা এদিকে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের এ সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখা উচিত। আমরা দেখিয়াছি, অনেক জিনিষ আমরা করিতে পারিয়াছি। কেহ কেহ বলেন আমাদের গরম দেশে তাহা সম্ভব নহে, অন্য ক্লাইমেট (আবহাওয়া) দরকার। ইহার উপর আবহাওয়ার কোন বিশেষ অধিকার আছে আমি মনে করি না। প্রধান অসুবিধা হাইপ্রেশার ও হাই টেম্পারেচার। অসুবিধা থাকিলেই যে কাজ হইবে না ইহা মনে করা ঠিক নহে। এ বিষয়ে পরিশ্রম ও চেষ্টা দরকার। ডিজেল ইঞ্জিন প্রথম যখন তৈয়ারী হয় তখন ইয়োরোপের যে অবস্থা ছিল আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থা অনেকটা সেই রকম এবং সেই ভাবেই আমাদের সমস্যা সমাধান করিতে হইবে।

অতঃপর বক্তা ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বিভিন্ন রকমের মেশিন ও তাহাদের অংশগুলির ছায়াচিত্র দেখান এবং বিশেষ বিশেষ অংশের প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যপ্রণালী পরিস্ফুট রূপে বুঝাইয়া দেন।

সর্ব্বশেষ চিত্র দেখাইয়া বলেন, কেমন করিয়া ইঞ্জিন বসাইতে হয় ঐ চিত্রে তাহা দেখান হইয়াছে। ৩০ হর্স পাওয়ার ইঞ্জিন যদি উপরে বসান হয় তবে অতটা হর্স পাওয়ার পাওয়া যাইতে পারে না। দার্জ্জিলিং বা সিমলায় বসাইলে আরও কম পাওয়ার পাওয়া যায়। যত উঁচুতে উঠিবে ততই কম পাওয়ার উৎপন্ন করিতে পারিবে। চিত্রে দেখান হইয়াছে—ক্রমশঃ উঁচুতে উঠাতে ১০০-৬০-৩০ হর্স পাওয়ার পাওয়া গিয়াছে।

কয়েকটি ব্যবসায়ের ইঙ্গিত

শ্রীসুকুমার মিত্র, যশোহর

তেঁতুল

বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় তেঁতুল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন কোন জেলার কোন কোন অঞ্চলে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। অনেক স্থানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত তেঁতুল থাকায় অনেক গাছের তেঁতুল গাছে পাকিয়া গাছেই শুকাইয়া যায়। তাহাতে পরবর্ত্তী বৎসরে তেঁতুল খুব কম ফলে। তেঁতুল স্থানে স্থানে সুলভ মূল্যে হাট-বাজারে বিক্রয় হয়। বিদেশে রপ্তানির কোনও সুবন্দোবস্ত নাই। কলিকাতায় প্রচুর পরিমাণে তেঁতুলের কাটতি হয়; অবশ্য মফঃস্বলের অনেক জেলা হইতে তেঁতুল কলিকাতায় আমদানি হইয়া বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ইটালীতে প্রভূত পরিমাণে তেঁতুল রপ্তানি হইত। যে যে জেলায় বেশী পরিমাণে তেঁতুল আছে, এবং যেখানে উহা অযত্নে নষ্ট হয়, সেই সকল স্থান হইতে তেঁতুল সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় চালান দিলে বেশ লাভবান্ হওয়া যায়। মণ প্রতি কম পক্ষে ১টি টাকা লাভ হইলেও কম কথা নহে; ১০০/ মণ তেঁতুল চালান দিয়া খরচ-খরচা বাদে ১০০৲টাকা লাভ পাইলে কম সুবিধা কি? যে যে জেলায় প্রচুর তেঁতুল গাছ আছে, সেই সেই জেলায় গিয়া গাছগুলি ঠিকা চুক্তিতে ক্রয় করিলে বোধ হয় ২।৩ টাকাতেই প্রতিটা গাছ পাওয়া যাইবে। নিজের লোকের দ্বারা পাড়াইয়া খোসা ছাড়াইয়া একটু শুকাইয়া চালান দিলেই হইল। সে অবস্থায় গড়ে প্রত্যেক মণের মূল্য ১৲-১৷৷০ বা ২৲ টাকার বেশী পড়িবার সম্ভাবনা নাই। এ সুযোগ ছাড়া উচিত নহে।

শিমুল

বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই শিমুল তুলার ব্যবহার হয়; কিন্তু ইহার ব্যবসা কিরূপ লাভজনক তাহা অনেকেই অবগত নহে। শিমুল গাছ যেখানে সেখানে পতিত অনুর্ব্বর জমিতে বিনা চেষ্টায় জন্মে। কাঁটা থাকায় গরু-ছাগলে গাছ নষ্ট করিতে পারে না। শিমুল দুই রকমের দেখিতে পাওয়া যায়—লাল ও শাদা। জাভার শিমুল ভারতীয় শিমুল হইতে অধিক শাদা হইলেও ভারতীয় শিমুলের গুণ বেশী। কিন্তু এখানকার ব্যবসায়িগণের অসাধুতার জন্য বিদেশীয়েরা ভারতীয় শিমুল বেশী দামে কিনিতে চাহে না। শিমুলের অনেক গুণ। গাছের ছাল হইতে এক প্রকার আঠা পাওয়া যায়, তাহা ঔষধে এবং কাঠ ও চামড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। শিমুলের বীজ হইতে তৈল পাওয়া যায়, তাহা কার্পাস তৈল অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। সাবান প্রস্তুত করিতে এ তৈল ব্যবহৃত হয়। ইহার খইল কার্পাস খইল অপেক্ষা বেশী পুষ্টিকর এবং গরু ইত্যাদিকে খাওয়াইতে পারা যায়। শিমুল তুলা যে কেবল বালিশ-তোষকেই ব্যবহৃত হয় তাহা নহে; ইহা হইতে সুতা প্রস্তুত করিয়া কাপড় তৈয়ারী হইতেছে। পশম ও রেশমে মিশাল দিবার জন্যও ইহার ব্যবহার আছে। ত্রিপুরাতে এই তুলা হইতে তোয়ালে, গলাবন্ধ ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। ফ্রান্সে ইহার দ্বারা একরূপ ফেল্ট্ প্রস্তুত হইতেছে। রবার এবং অ্যাজবেষ্টোজের সহিত বয়লার প্যাকিং ও ইলেক্‌ট্রিক তারের খোলাও তৈয়ারী হয়। শোলা হইতে হাল্‌কা, নরম ও সস্তা বলিয়া ইহার দ্বারা লাইফ-বেল্ট ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহা সহজে জলে ভিজে না, ইহার উপর জল গড়াইয়া যায়। ইহা সহজে পোকার দ্বারা নষ্ট হয় না এবং বাষ্পে দুই তিনবার ষ্টেরিলাইজ (বিশুদ্ধ) করিলেও নষ্ট হয় না। রোগীর বিছানার পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ ব্যবহার্য্য। ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক হাঁসপাতালের বিছানায় শিমুল তুলা দেখিতে পাওয়া যায়। সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূম জেলায়, মোকামা, দ্বারভাঙ্গা, ভাগলপুর

ও গোরক্ষপুর ইত্যাদি স্থান হইতে এই তুলার আমদানি হয়। চারি আনা আট আনায় খুচরা গাছ বন্দোবস্ত পাওয়া যায়। ২০০৲।৩০০৲ টাকা খরচ করিলে ছোট জঙ্গল ঠিকা পাওয়া যায়। প্রত্যেক গাছে দশ হইতে কুড়ি সের পর্য্যন্ত বীজ সমেত তুলা পাওয়া যায়। বাজারে ৬৲ হইতে ৯৲ পর্য্যন্ত, মোকামে ৯৲ হইতে ১২৲ পর্য্যন্ত এবং কলিকাতায় ১৮।২০ টাকা দরে মণ বিক্রয় হইয়া থাকে। চালানী কারবার করিতে গেলে তুলা পরিষ্কার করিবার ও বীচি ছাড়াইবার জন্য শালিখার কলে পাঠাইতে হয়। সওয়া দুই মণ সবীজ তুলায় ১ মণ পরিষ্কার তুলা, ১ মণ বীজ ও দশ সের ময়লা থাকে। সাফাই কার্য্যের জন্য প্রতি সওয়া দুই মণ তুলায় ৫৲ টাকা খরচ পড়ে। গাঁট বাঁধিতে দুই মণে ২৲ খরচা। এখনকার গাঁটের দর ৫৫৲ টাকা মণ। বিলাতে পাঠাইবার জন্য জাহাজ-মাশুল, দালালী, বীমা, এজেণ্টের কমিশন ইত্যাদিতে মোট ৫৲ টাকা আন্দাজ পড়ে। বিলাতে দর এখন প্রতি পাউণ্ড ১১ পেনি হইতে ১ শিলিং। যদি শিমুলের চাষ করা যায় তবে আরও অধিক লাভ হইবে। গাছ পুঁতিবার ৩ বৎসরের মধ্যেই ফল ধরে। গাছের পরমায়ু ৪০ বৎসরের কম নয়। ১ বিঘা জমিতে ৪০টী গাছ অতি সুন্দররূপে পুঁতিতে পারা যায়। ফসলের প্রথম বৎসর গাছ প্রতি ২ সের তুলা, আধসের তেল ও দেড় সের খইল পাওয়া যায়। শিমুল বীচি ২॥০ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয়।

গাছ হইতে তুলা পাড়িবার পর যত শীঘ্র সম্ভব তাহা শুকাইয়া পাতা আলাদা করিয়া ও বীজ ছাড়াইয়া লওয়া উচিত, কেন না দেরী করিলে তুলায় এক রকম গন্ধ হয় এবং সে জন্য দর কম হইয়া যায়।

কাঠ

ত্রিপুরা রাজ্যের বন হইতে আজকাল জ্বালানী কাঠের চালান খুব বাড়িয়া যাইতেছে; কিন্তু উহা অশিক্ষিত লোকের হাতে পড়ায় সেরূপ উন্নত প্রণালীতেও হইতেছে না এবং বিশেষ লাভজনকও হইতেছে না। এই ব্যবসায় বিশেষ কষ্ট করিতে হয় না। কারণ এখানকার কোন সহরে থাকিয়া পাহাড়িয়া প্রজাদের কিছু কিছু অগ্রিম মূল্য দিয়া চুক্তি করিলে তাহারা নির্দ্ধারিত সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে কাঠগুলি পৌছাইয়া দেয়। তথা হইতে কলিকাতা, ঢাকা ইত্যাদি স্থানে চালান করিয়া দিলে বেশ লাভ পাওয়া যায়। আজকাল ঐ প্রকার কাঠ জাহাজে চালান হইয়া বহু দূরদেশেও যাইতেছে। এখানে সহরে যে পরিমাণ কাঠ ১॥০ কিংবা ২৲ টাকায় পাওয়া যায় তাহা কলিকাতায় ১০৲ টাকার নীচে কিছুতেই পাওয়া যায় না। এখান হইতে নৌকা ও রেলে মাল চালাইবার বেশ সুবিধা আছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য প্রকার ভাল ভাল কাঠও খুব সস্তায় প্রচুর পরিমাণে এখানকার পাহাড়ে পাওয়া যায়। তবে ঐ সকল কাঠের কারবারে মূলধন কিছু বেশী আবশ্যক। এ রাজ্যের বনকর-বিভাগের সঙ্গে পত্র-ব্যবহার করিলে এই সম্বন্ধে সকল প্রকার সংবাদ পাওয়া যাইবে।

সমবায়ে দোকানদারি

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম, এ, বি, এল

সমবায় ভাণ্ডারের অর্থ ও উদ্দেশ্য

উনবিংশ শতাব্দীতে সমবায়-প্রণালীর উদ্ভব হয়েছিল আর্থিক বিষয়ে দুর্ব্বল মানুষকে সবল ক'রে তোলবার জন্যে। যারা টাকার অভাবে চাষ করতে বা পণ্য উৎপাদন করতে পারছে না, তারা সমবেত হ'য়ে পরস্পরের দায়িত্ব পরস্পরের ঘাড়ে নিয়ে আবশ্যক টাকা সহজেই সংগ্রহ করতে পারে। যারা শস্য উৎপন্ন করছে বা বস্ত্র বা অন্য কোন জিনিষ প্রস্তুত

করছে তারা পরস্পর হ'তে বিচ্ছিন্ন বলে হয়ত উৎপন্ন জিনিষের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। তারা যদি পরস্পর মিলিত হ'য়ে একটী বিক্রয়-সমিতি স্থাপন ক'রে তার সাহায্যে বাজারে জিনিষ চালে তবে সহজেই উপযুক্ত দাম আদায় করতে পারে। যারা বিশেষ কোন আর্থিক অসুবিধা ভোগ করছে তারা এই রকম ভাবে সমবায়-প্রণালীর সাহায্য নিয়ে সমবেত হ'য়ে নিজেদের শক্তি কেন্দ্রীভূত ক'রে সেই আর্থিক অসুবিধা সহজেই দূর করতে পারে।

সমবায় ভাণ্ডার এই সমবায় প্রণালীরই একটী বিশেষ প্রয়োগ। ব্যবসাদার ও উৎপাদকের হাত থেকে অসঙ্ঘবদ্ধ খাদকদের বাঁচানো এবং তাদের বাঁচাবার জন্যে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করবার উপায়রূপেই সমবায় ভাণ্ডারের সৃষ্টি। ধরা যাক্ একটী গ্রামে একটী ছোট মুদির দোকান আছে। এই দোকানের দোকানদার হয়ত জিনিষপত্র তেমন খাঁটি দেয় না, ওজনেও হয়ত কিছু কম দেয়; কিন্তু খাদকরা তার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে না, কারণ তারা একতাবদ্ধ নয়। কিন্তু যদি তারা সকলে মিলে প্রত্যেকে কিছু কিছু শেয়ার ক্যাপিট্যাল্ দিয়ে এবং শেয়ার ক্যাপিট্যাল যথেষ্ট না হ'লে তার উপর কিছু ধারও নিয়ে একটী সমবায় ভাণ্ডার সমিতি খোলে, তা হ'লে ঐ ভাণ্ডার সমিতি কর্তৃক স্থাপিত ভাণ্ডারটীর রীতিমত দেখা শুনা করা হ'লে জিনিষপত্র খাঁটি পাওয়া যাবে, ওজনেও কোন জুয়াচুরি থাকবে না। তা ছাড়া দোকানদার দোকান চালিয়ে যে লাভটুকু করছিল সে লাভটুকু খাদকেরাই ভোগ করতে পারবে। যদি মুদিটী সাধুও হয় অর্থাৎ যদি সে জিনিষ ওজনে ঠিক দেয় এবং তাতে নিজে কোন রকম ভেজাল না মেশায় তা হ'লেও ভাণ্ডার খুলে খাদকদের লাভ আছে। মুদি নিজে যে লাভটুকু পাচ্ছিল খাদকদের সকলে মিলে সেই লাভটুকুই ভোগ করতে পারবে। তারপর একটী জেলার প্রত্যেক বা বেশীর ভাগ গ্রামে ও সহরে যদি এই রকম সমবায় ভাণ্ডার স্থাপিত হয়, তখন এই ছোট ভাণ্ডারগুলি জেলার প্রধান সহরে একটী পাইকারী ভাণ্ডার খুলতে পারে। এই পাইকারী ভাণ্ডার সোজাসুজি সেই প্রদেশের সব চেয়ে প্রধান ব্যবসাদারদের কাছে অর্ডার দিতে পারবে। সেই-জন্যে লাভের পরিমাণ বাড়বে, আর মাঝের অনেক ব্যবসাদারদের হাত এড়ানোর জন্যে জিনিষ আরও খাঁটি পাবার সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে। আবার একটী প্রদেশের প্রত্যেক বা বেশীর ভাগ জেলায় যদি একটী পাইকারী ভাণ্ডার থাকে আর তারা যদি একটী প্রাদেশিক পাইকারী ভাণ্ডার স্থাপন করে, আর প্রদেশে প্রদেশে একটী ক'রে বড় পাইকারী ভাণ্ডার স্থাপিত হ'লে তাদের চেষ্টায় যদি সমগ্র ভারতের জন্যে একটী বিরাট পাইকারী ভাণ্ডার খোলা হয়, তখন আবশ্যক জিনিষগুলি আরও বেশী পরিমাণে একসঙ্গে নেওয়া যাবে। এজন্যে সোজাসুজি বড় বড় উৎপাদকদের (ভারতের বা ভারতের বাইরের) কাছ থেকে কেনা সম্ভব হ'য়ে উঠবে কিংবা পাইকারী ভাণ্ডার তখন নিজেই বড় বড় কারখানা খুলে অনেক জিনিষের উৎপাদনে হাত দিতে পারবে। এই রকমে, খুচরা ভাণ্ডারগুলি যত সঙ্ঘবদ্ধ হবে, এক একটী পাইকারী ভাণ্ডার যত বেশী ছোট পাইকারী ভাণ্ডার বা খুচরা ভাণ্ডারকে মেম্বাররূপে পাবে, খাদকদের ও উৎপাদকদের মাঝে যে সারি সারি বড়'র পর ছোট, তার পর আরও ছোট ব্যবসাদার রয়েছে—যাদের হাত দিয়ে জিনিষগুলি উৎপাদকদের হাত থেকে খাদকদের কাছে পৌছায়—তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। তারা সাধুভাবে যে লাভটুকু করছিল সেটুকু খাদকেরাই ভোগ করবে, তারা জিনিষপত্রের সঙ্গে ভেজাল মিশিয়ে যে লাভটুকু করছিল সেটুকুও বন্ধ করা হবে। অধিকন্তু খাদকরা নিজেদের সর্তে উৎপাদকদের রাজী হ'তে বাধ্য করতে পারবে। সুতরাং অল্প কথায় বলতে গেলে সমবায় ভাণ্ডারের মানে হচ্ছে উৎপাদক ও ব্যবসাদারদের অত্যাচার হ'তে বাঁচবার জন্যে খাদকদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অল্প দরে খাঁটি জিনিষ পাবার বন্দোবস্ত করা।

বেশী লাভ পাবার কারণ

এ পর্য্যন্ত আমরা ধ'রে নিয়েছি যে একটী সাধারণ দোকান যত লাভ অর্জ্জন করতে পারে একই সাইজের একটী ভাণ্ডার প্রায় তত লাভই অর্জ্জন করতে পারবে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে একটী একই সাইজের ভাণ্ডারেরও

একটী সাধারণ দোকানের চেয়ে বেশী লাভ অর্জ্জন করবারই সম্ভাবনা। খাদকদের আবশ্যক দ্রব্যাদি একসঙ্গে কেনার জন্য যে সুবিধা সেটী সমবায় ভাঁণ্ডারের যেমন আয়ত্তের মধ্যে তেমনই সাধারণ দোকানগুলিরও আয়ত্তের মধ্যে। কিন্তু এ ছাড়া এমন কতকগুলি সুবিধা সমবায় ভাণ্ডারের আছে, যার জন্য সমবায় ভাণ্ডার সাধারণ দোকানের চেয়ে ঢের বেশী লাভ করতে পারে। সেই সুবিধাগুলি হচ্ছে এই :—

প্রথমতঃ, সাধারণ দোকানদারদের কোনও বাঁধা খদ্দের নেই; অনেক সময়ে দোকানদারেরা ধারের উপর ধার দিয়ে খদ্দের হাতে রাখে বটে, কিন্তু এর জন্য দোকানদারের যেমন সুবিধা হয় তেমন ক্ষতিও হয়ে থাকে। অনেক সময় হয়ত টাকা আদায়ই হয় না। কাজেই সাধারণ দোকানগুলি ক্রেতা সম্বন্ধে যে বেশ অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে তা' ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সমবায় ভাণ্ডারগুলিকে ক্রেতা সম্বন্ধে কোন অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হয় না। কারণ সমবায় ভাণ্ডার চালাতে হলেই ভাণ্ডারের মেম্বারদের নিম্নলিখিত দুটা নিয়ম পালন করতেই হবে। (১) তাদের কি কি জিনিষ কি পরিমাণে দরকার তা পূর্ব্ব হতে ভাণ্ডারকে জানানো, (২) তাদের যা কিছু আবশ্যক হবে সব ভাণ্ডার থেকেই ক্রয় করা। মেম্বাররা এ দুটী নিয়ম মেনে চল্‌লে ভাণ্ডারকে বিক্রী সম্বন্ধে ভাবতেই হবে না; আর এ দুটী নিয়ম যদি মানা না হয় তা হলে ভাণ্ডার চল্‌বেই না।

দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ দোকানগুলিকে ক্রেতা আকর্ষণ করবার জন্যে বিজ্ঞাপনে অনেক খরচ করতে হয়; তার উপর অনেক সময় জিনিষ বিক্রী হয় না ব'লে অথবা বাধ্য হ'য়ে কম দামে বিক্রী ক'রতে হয় ব'লে লোকসানও দিতে হয়। কিন্তু সমবায় ভাণ্ডারে ঐ ধরণের খরচ বা লোকসান হবার সম্ভাবনাই নেই; কারণ যেখানে খদ্দের একেবারে বাঁধা বল্‌লেও চলে সেখানে ক্রেতা আকর্ষণ করবার জন্যে বিজ্ঞাপনে রাশি রাশি টাকা ঢালবার দরকার হয় না; আর খদ্দেরদের কোন্ জিনিষগুলি প্রয়োজনীয় এবং প্রত্যেক জিনিষটী কত পরিমাণে দরকার তা আগে থাকতে জানা থাকায় কোনো জিনিষ অবিক্রীত হ'য়ে প'ড়েও থাকে না কিংবা লোকসানে বেচতেও হয় না।

তৃতীয়তঃ, দোকানদারদের দোকান চালাতে হ'লে অনেক ভেবে চিন্তে কাজ করতে হয়, অনেক মাথা ঘামাতে হয়। কি কি জিনিষ কেনা দরকার, কোথা থেকে সেইগুলি কিন্‌তে হবে, কোন কোন স্থানে দোকান খুললে সুবিধা হবে—এই সমস্ত সমস্যার সমাধান নিজেকেই করতে হয়। কাজেই সে বিক্রীর সময় দোকানে ব'সে জিনিষ বেচা বা বেচার তদারক করার জন্য যেমন একটা পারিশ্রমিক আদায় করে, তেমন তার ঐ মাথা খাটানোর জন্যেও একটা দর ঠিক ক'রে প্রত্যেক জিনিষ বেচবার সঙ্গে তা' কিছু কিছু ক'রে আদায় ক'রে নেয়। কিন্তু সমবায় ভাণ্ডারগুলিতে ঐ সমস্ত সমস্যার সমাধান ভাণ্ডারের সাধারণ মেম্বারদের অথবা সাধারণ মেম্বারদের দ্বারা নির্ব্বাচিত কমিটীর মেম্বারদেরই করতে হয়। অবশ্য ভাণ্ডারের ম্যানেজার থাকে, কিন্তু তার কাজ ভাণ্ডারের কেনা-বেচার তদারক করা ও কমিটির উপদেশ মত ভাণ্ডার চালানো। কাজেই দেখা যাচ্ছে দোকানদার তার বুদ্ধি চালনার জন্য যে দাম আদায় করে সমবায় ভাণ্ডারে সেই খরচটুকু বেঁচে যায়।

যে সব কারণের উল্লেখ করা হ'ল ঐ সব কারণেই কতকগুলি খুচরা ভাণ্ডার মিলিত হ'য়ে একটী পাইকারী ভাণ্ডার খুল্‌লে লাভ আরও বেশী পরিমাণ পাওয়া যায়। পাইকারী ভাণ্ডারের বাঁধা খদ্দের হল খুচরা ভাণ্ডারগুলি। কাজেই ক্রেতা সম্বন্ধে কোন উৎকণ্ঠা থাকে না। বিজ্ঞাপনেও কোন খরচ থাকে না; কোন্ জিনিষ কত পরিমাণে খুচরা ভাণ্ডারগুলির দরকার তা' আগে থাকতে জানা থাকার দরুণ কোনও জিনিষ প'ড়ে থাকে না বা লোকসানে বেচ্‌তে হয় না। পাইকারী ভাণ্ডারটী চালাবার কাজ খুচরা ভাণ্ডারগুলির দ্বারা নির্ব্বাচিত ডিরেক্টাররা ক'রে থাকেন ব'লে মস্তিষ্ক চালনার জন্যও কোন খরচ প'ড়ে না। তবে যেখানে ডিরেক্টারদের মাইনে দিয়ে রাখা হয় সেখানে কিছু খরচ প'ড়ে বটে। একদিকে এতগুলি সুবিধা, অপর দিকে খুচরা ভাণ্ডারগুলির প্রত্যেকটী যত পরিমাণে জিনিষ কেনে পাইকারী ভাণ্ডারটী তার চেয়ে ঢের বেশী জিনিষ একসঙ্গে

কিন্‌বে ব'লে কেনবার সময় আরও লাভ হবে। সুতরাং একটী খুচরা ভাণ্ডার একটী প্রতিদ্বন্দ্বী সাধারণ দোকানের চেয়ে বেশী লাভ করবেই, আর সেই খুচরা ভাণ্ডারটী আরও বেশী লাভ কর্‌বে যখন সেটী আরও কতকগুলি খুচরা ভাণ্ডারের সঙ্গে মিলে একটী পাইকারী ভাণ্ডার স্থাপন কর্‌বে।

রক্‌ডেল প্রণালী

ইংল্যাণ্ডের উত্তরে রক্‌ডেল নামে একটী নগর আছে। ১৮৪৩ সনে ঐ সহরের একটী ফ্ল্যানেল মিলের মজুররা মাহিয়ানা বাড়াবার জন্যে ও অন্যান্য কারণে ধর্ম্মঘট করে। পরে কর্ত্তৃপক্ষরা কারখানাটী বন্ধ ক'রে দেন। ফলে মজুররা বেকার অবস্থায় ব'সে থাকে। এই সব বেকার মজুরদের মধ্যে জন কয়েক স্থির কর্‌ল যে যদি তারা চেষ্টা ক'রে একটী দোকান খুলে সেই দোকান থেকে নিজেদের আবশ্যক জিনিষপত্র কেনে, তবে তাদের মাহিয়ানা না বাড়ালেও তাদের জীবন-ধারণের খরচটা কিছু কমবে। সুতরাং এতে কিছু মাহিয়ানা বাড়ানোর ফলই পাওয়া যাবে। ক্রমে ক্রমে ২৮ জন মজুর এই প্রস্তাবে রাজী হ'ল। তারা স্থির কর্‌ল প্রত্যেককে এক পাউণ্ড ক'রে মূলধন দিতে হবে। কিন্তু এক পাউণ্ড এক সঙ্গে দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয় ব'লে প্রতি হপ্তায় প্রত্যেককে গুটিকয়েক ক'রে পেনি দিতে হবে যে পর্য্যন্ত না এক পাউণ্ড দেওয়া হয়। এই রকম ভাবে ১৮৪৩ সনের কল্পনা জল্পনার ফলে ১৮৪৪ সনে ভাণ্ডারটী প্রথম খোলা হ'ল রক্‌ডেল সহরের একটী সামান্য গলি টোড্‌ লেনে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় দোকানটী খোলা হ'ত এবং মেম্বারদের মধ্যেই এক এক জন পালা ক'রে দোকান চালাবার ভার নিত। ক্রমে এই ভাণ্ডারের সভ্যের সংখ্যা ও মূলধনের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে এটী ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ সমবায় ভাণ্ডারে পরিণত হ'ল। যে কয়টী বিশেষ নিয়ম পালন করার জন্যে রকডেল পাইওনিয়ার্সদের এই উন্নতি, সমবায় ভাণ্ডার সফল করতে হ'লে সেই নিয়ম কয়টী মেনে চলা বিশেষ দরকার। ইংলণ্ডের বাইরের সমবায় ভাণ্ডারগুলি সাধারণতঃ ঐ নিয়মগুলি পালন ক'রে থাকে। নিম্নে সেই নিয়মগুলির উল্লেখ করা যাচ্ছে :—

প্রথম—বাজার দরে বেচা (বাজার দরের চেয়ে সস্তা দরে নয়)।

এই নিয়মের সুবিধা অনেক। (১) যদি উৎপাদনের দরে (জিনিষগুলি সংগ্রহ করবার এবং ভাণ্ডার চালাবার খরচও তার সঙ্গে যোগ দিয়ে) বেচ্‌তে হয় তা হ'লে উৎপাদনের দর হিসাবের সময় অল্প-বিস্তর এদিক্ ওদিক্ হওয়া অসম্ভব নয়। আর যদি উৎপাদনের দরের চেয়ে অল্প দরে ভুলক্রমে বিক্রী হ'য়ে যায় তখন ক্ষতি সাম্‌লাবার জন্যে খদ্দেরদের কাছে থেকে বিক্রী হবার পরে কিছু আদায় করা শক্ত হবে। (২) বাজার দরে বেচ্‌লে যে লাভ হবে সে লাভটুকু বছরের শেষে ক্রেতাদের মধ্যে বণ্টন ক'রে দিলে লাভের পরিমাণটা বেশ লোভনীয় হয়েই দেখা দেবে; কিন্তু প্রত্যেক জিনিষই যদি বাজার-দরের চেয়ে কিছু অল্প দরে দেওয়া যায় তা হলে প্রত্যেক ক্রয়ের উপর লাভের পরিমাণ এত সামান্য হবে যে, লাভের পরিমাণটা মেম্বারদের বিশেষভাবে উপলব্ধি করানো শক্ত হবে। (৩) বাজার দরের চেয়ে অল্প দরে বেচলে স্থানীয় দোকানদারদের তার চেয়ে অল্প দরে বেচতে হবে। এই রকমে দুই দলের রেষা-রেষি চল্‌তে থাকলে একটি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত পুরাণো দোকান অপেক্ষা একটি নতুন ভাণ্ডারের ক্ষতি হবার সম্ভাবনাই বেশী। সুতরাং বাজার দরে বেচে দোকানদারদের সঙ্গে রেষারেষি এড়ানোই ভাল।

দ্বিতীয়—নগদ বেচা (ধারে নয়)।

এই নিয়মের সুবিধা হচ্ছে এই যে, ভাণ্ডারের টাকা আট্‌কে থাকে না। শিগ্‌গির হাতে ফিরে আসে। ধারে কিন্‌লে ধারে দেবার জন্য যেটুকু দর বেশী ক'রতে হয় সেই খরচটুকুও বাঁচে। ভাণ্ডার থেকে ধারে কেনার অসুবিধা এই যে, ধারে দিতে হলেই ভাণ্ডারের হিসাব রাখা আরও জটিল হ'য়ে পড়ে এবং তার জন্যে ভাণ্ডার চালাবার খরচও বেড়ে যায়; অনেক সময়ে টাকা একেবারে আদায়ই হয় না কিংবা মোকদ্দমা ক'রে আদায় করতে হয়; ধারে বেচ্‌তে হ'লে ভাণ্ডারকে ধারে কিন্‌তেও হ'তে পারে। কিন্তু ধারে কিন্‌তে হ'লে নগদ কিন্‌লে যেমন সুবিধা দরে পেতে পারা যায় তেমন দরে মিলে না। আরও

একটি অসুবিধা এই যে, ব্যবসাদারদের কাছে ঋণী থাকার জন্যে ভাণ্ডার যেখানে ইচ্ছা স্বাধীনভাবে কিন্‌তে পারে না।

তৃতীয়—মেম্বারদের মধ্যে জিনিষ ক্রয়ের পরিমাণ অনুসারে (মূলধনের পরিমাণ অনুসারে নয়) লাভ বণ্টন ক'রে দেওয়া।

সমবায় ভাণ্ডার চালানোর খরচ সাধারণ দোকান হ'তে কম। অথচ সাধারণ দোকানগুলি যে দরে জিনিষ বেচে সমবায় ভাণ্ডারও সেই দরে বেচে। কাজেই হাতে মোটা লাভ থাকে। 'ডিপ্রিসিয়েশান্' ও 'রিজার্ভ ফাণ্ডের' জন্যে টাকা রেখে সেই লাভ মেম্বারদের মধ্যে ভাগ ক'রে দিতে হবে। কিন্তু কি নিয়মে? ভাণ্ডারের জন্যে যে যেমন পুঁজি দিয়েছে সেই অনুযায়ী লাভ ভাগ করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে অসুবিধা হচ্ছে এই যে, যারা বেশী পুঁজি খাটাচ্ছে তারা নতুন মেম্বার করতে চাইবে না। কারণ তা হলে লাভ আরও বেশী মেম্বারদের মধ্যে ভাগ কর্‌তে হবে। সুতরাং ভাণ্ডারটী কয়েকজন বড়লোকের স্বার্থেই চালিত হ'তে থাকবে, এর উপর সকল মেম্বারের সমান কর্ত্তৃত্ব থাকবে না। এ কথাটীও মনে রাখা দরকার যে, যারা কয়েকটি বিশেষ আর্থিক (ইকনমিক্) অসুবিধার জন্য ভুগছে তারা পরস্পরের সহযোগিতাদ্বারা সেই অসুবিধা দূর করবার জন্যই সমবায় ভাণ্ডারে মিলিত হয়। সুতরাং যারা মেম্বার নয় তারা মেম্বারদের সঙ্গে একই অসুবিধা ভোগ করলেও যদি ভাণ্ডার-সমিতিতে তাদের প্রবেশ বন্ধ করা হয়, অর্থাৎ ভাণ্ডারটাকে জনকয়েকের টাকা রোজগারের যন্ত্ররূপেই যদি পরিণত করা হয়, তা হ'লে যে উদ্দেশ্য নিয়ে ভাণ্ডারের সৃষ্টি সেই উদ্দেশ্য একেবারেই ব্যর্থ হবে। মূলধন অনুযায়ী লাভ ভাগ করার আরও একটি কুফল এই যে, বিক্রী ক'মে যাবে—কারণ যারা কিন্‌বে তারা যদি সাধারণ দোকানে যে দর সেই দরেই কিন্‌তে বাধ্য হয় অথচ অন্য কিছু আনুষঙ্গিক সুবিধা না পায়, তা হ'লে ভাণ্ডার থেকে কেন্‌বার জন্যে তারা কোন আকর্ষণই বোধ করবে না। কেবল যার মূলধন ভাণ্ডারে বেশী খাটছে সেই বেশী কিন্‌তে প্রলুব্ধ হ'তে পারে। অপরদিকে, লাভ যদি ক্রয়ের অনুসারে ভাগ করা যায় তা হ'লে বেশী বিক্রী করা—যার উপর ভাণ্ডারের সাফল্য নির্ভর করে—সহজ হয়ে আসে, মেম্বাররাও সকলেই (যারা ভাণ্ডারে বেশী মূলধন দিয়েছে কেবল তারাই নয়) ভাণ্ডার হতে কেনার-দ্বারা ভাণ্ডারের প্রতি যে অনুরাগ ও বিশ্বস্ততা দেখায় সেই অনুসারে পুরস্কৃত হয়। এর আরও একটি সুফল এই যে, 'জয়েণ্ট ষ্টক' কোম্পানীতে মূলধনের যে প্রভুত্বের স্থান আছে ইহাতে মূলধনকে সেই স্থান থেকে নামিয়ে জিনিষ-সরবরাহ বা উৎপাদনের কাজে সেবকরূপে পরিণত করা হয় ও কেবল সুদ পেয়েই সন্তুষ্ট হতে বাধ্য করা হয়।

চতুর্থ—ধর্ম্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা।

ধর্ম্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে রক্‌ডেল পাইওনিয়ার্সদের এটি একটি বিশেষ নিয়ম এবং এই নিয়ম সাধারণতঃ সকল সমবায় ভাণ্ডারই মেনে থাকে। এই নিয়ম সম্বন্ধে দুটী নীতি উল্লেখযোগ্য—(১) কোন লোককে সভ্য করবার সময় ধর্ম্ম বা রাজনীতি সম্বন্ধে তার মতামত জিজ্ঞাসা করা হবে না; (২) ধর্ম্ম বা রাজনীতি সম্বন্ধীয় মতামতের জন্য কেহ কোন বিশেষ সুবিধা ভোগ কর্‌তে পারবে না।

পঞ্চম—যারা মেম্বার নয় তাদেরও ভাণ্ডার থেকে জিনিষ-পত্র ক্রয় করবার অধিকার দেওয়া এবং লাভের অর্দ্ধাংশ দেওয়া।

শুধু মেম্বারদেরই বেচা হবে আর কারুকে ভাণ্ডার থেকে বেচা হবে না এই ধরণের নিয়ম করা খুবই স্বাভাবিক; কারণ মেম্বাররা নিজেদের স্বার্থের জন্যই ভাণ্ডার স্থাপন করেছে। কিন্তু যারা মেম্বার নয় তাদেরও ভাণ্ডার থেকে কেনবার অধিকার দিলে ভাণ্ডারের লাভ বই লোকসান নেই। কারণ, তাতে ভাণ্ডারের জিনিষপত্র শিগ্‌গির বিক্রী হবার সম্ভাবনা। সুতরাং যে টাকা ভাণ্ডারে খাটছে যে টাকা শিগ্‌গির হাতে ফিরে আস্‌তে পারে। তার উপর তাদের যদি লাভেরও কিছু অংশ দেওয়া যায় তবে তাদের ভাণ্ডার থেকে কেনবার লোভ বেড়ে যাবে, সুতরাং নতুন মেম্বার পাওয়া সহজ হবে, ভাণ্ডার সম্বন্ধে বেশ সুন্দর একটি বিজ্ঞাপন দেওয়ারও ফল পাওয়া যাবে।

আর্থিক সুবিধা ছাড়া অন্যান্য উপকার

সমবায় ভাণ্ডার হতে আর্থিক সুবিধাই একমাত্র লাভ

নয়, তা ছাড়া আরও অনেক উপকার পাওয়া যেতে পারে। সেগুলি নিম্নরূপ।

(১) স্বায়ত্তশাসনে অভ্যস্ত হওয়া। ভাণ্ডার চালাবার জন্য প্রথমতঃ থাকে মেম্বারদের সাধারণ সভা এবং দ্বিতীয়তঃ থাকে সাধারণ সভায় নির্ব্বাচিত একটি কমিটি। ভাণ্ডার প্রত্যক্ষ ভাবে চালাবার জন্যে যা কিছু স্থির করা দরকার তা কমিটিই করে থাকে। কিন্তু কমিটিকে নিজের বিবেচনার উপর নির্ভর করতে হলেও সাধারণ মেম্বাররা সাধারণ সভায় কার্য্যপ্রণালীর যে ধারা স্থির করে দেয় কমিটী তার ব্যতিক্রম করতে সাহস পায় না। কাজেই সাধারণ সভাই হচ্ছে ভাণ্ডারের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা। এই সাধারণ সভাই ভাণ্ডারের মূলনীতিগুলি ঠিক করে দেয় আর সেই অনুসারে কমিটিকে ম্যানেজার ও তাঁর সহকারীদের সাহায্যে ভাণ্ডার চালাতে হয়। এই সাধারণ সভায় কোন ব্যক্তি-বিশেষের কোন আধিপত্য নেই। প্রত্যেকেরই একটি ভোট আছে। কারুরই একটার বেশী ভোট নেই। আর প্রত্যেকেই নিজ মত অসঙ্কোচে অবাধে প্রকাশ করতে পারে। ভাণ্ডার চালানো ও এমন একটা জটিল ও বিরাট ব্যাপার নয় বা তাতে এমন কিছু বিদ্যা বা কৃতিত্বের দরকার হয় না যে সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে নিজেকে সাধারণ সভায় জাহির করা অসম্ভব করে তুলতে পারে। কাজেই ভাণ্ডারের দ্বারা স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে বেশ একটু হাতে খড়ি হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

(২) ধারে দেওয়া বন্ধ থাকাতে মেম্বারদের একটি মন্দ অভ্যাসের হাত হতে বাঁচানো হয়।

তবে, ধার কখনও দেওয়া হবেনা এমন নিয়ম কার্য্যতঃ পালন করা সম্ভব হ'য়ে উঠে না। অনেক সময়ে অবস্থা-বিশেষে বাধ্য হ'য়ে ধারে দিতেও হয়। সাধারণ দোকানের ক্রেতারা তিনটি কারণে ধার নিয়ে থাকে:—(ক) খুচরা জিনিষ কেনা—যেমন রুটি। ইহা প্রত্যেক বার কেনবার সময় দাম দেওয়া অসুবিধা হয় ব'লে একটি বিশেষ দিনে সমস্ত পাওনা চুকিয়ে দেওয়া হয়; (খ) হাতে পয়সা থাকলেও এবং খুচরা জিনিষ না হলেও অনেক সময়ে কুড়েমির জন্য নগদ দাম দেওয়া হয়ে উঠে না; (গ) দারিদ্র্যের জন্যে বা সাময়িক অভাবের জন্যে (যেমন অসুখ বিসুখ, বেকার অবস্থা ইত্যাদি) নগদ দাম দেওয়া অসম্ভব হয়। প্রথম প্রকার ঋণ সম্বন্ধে সমবায় ভাণ্ডারগুলিতে এই রকম ব্যবস্থা করা হয়। একবার একটু বেশী টাকা নিয়ে তারপর সেই টাকার বদলে খুচরা জিনিষ দেওয়া যে পর্য্যন্ত না সেই জিনিসগুলির দাম পূর্ব্বে দেওয়া টাকার সমান হয়। এই নিয়ম কার্য্যকর করবার জন্য ইংল্যাণ্ডে ট্রেড টিকিট বিক্রী করা হয়। একবার থোক টাকা দিয়ে একটি টিকিট বই কিনতে হয়। তারপর তার থেকে একটি একটি করে টিকিট ছিঁড়ে দিয়ে টিকিটের দাম অনুযায়ী রুটি পাওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকারের ঋণ সম্বন্ধে ভাণ্ডারের নিয়ম হচ্ছে এই যে, এই প্রকারের ঋণ আদবে দেওয়াই হবে না—আর যদি দেওয়া হয় তা হলে যে মেম্বারটী ধারে নিচ্ছে তার ধারের পরিমাণ যে যতটুকু সেয়ার ক্যাপিটাল দিয়াছে তার চেয়ে যেন বেশী না হয়। তৃতীয় প্রকার ঋণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা এইরূপ—নিছক গরিব বলে কোন মেম্বারকে কখনও ধারে দেওয়া হয় না। কারণ সে যদি এতই গরিব হয় যে, তার দ্বারা ঐ ধার শোধ একেবারেই অসম্ভব তা হলে তাকে ধার দিলে ভাণ্ডারের লোকসান—এমন লোকের ভাণ্ডারের মেম্বার না হওয়াই উচিত। কিন্তু যে মেম্বার ধারে চাচ্ছে তার অবস্থা সত্য সত্যই যদি খারাপ না হয়, যদি সে অসুখ বিসুখের জন্য বা কাজ কর্ম্ম না থাকায় জন্য ধারের প্রার্থী হয়, তা হলে তাকে ধারে দেওয়াই শ্রেয়—কারণ এখানে টাকা একেবারে মারা যাবার ভয় নেই, অথচ ধারে না দিলে একজন নিয়মিত ক্রেতাকে হাতছাড়া করা হয়।

(৩) মেম্বারদের সঞ্চয়ের অভ্যাস বাড়ে।* ইংল্যাণ্ডে মেম্বাররা প্রথমে যে পুঁজিতে (১ শিলিং) ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা করে, সেই পুঁজি ভাণ্ডারের লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে এবং যে পর্য্যন্ত ঐ লাভ মেম্বারদের দেয় শেয়ারের দাম (১ পাউণ্ড) পর্য্যন্ত পৌঁছায় সে পর্য্যন্ত লাভের টাকা

* ১৯০৬ সালে বিলাতের ভাণ্ডারগুলির শেয়ার ক্যাপিট্যাল ছিল ২৭ মিলিয়ন পাউণ্ড। এর অর্দ্ধেকেরও বেশীটা লাভকে বার বার খাটানো থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল।

নেবার ক্ষমতা থাকে না। তারপর যে লাভ জমে তা মেম্বারেরা নিজেরা খরচ করতে পারেন। ঐ লাভ ইংল্যণ্ডে সাধারণতঃ তিন উপায়ে খরচ হয়ে থাকে। (ক) তার সাহায্যে ভাণ্ডার থেকে আরো জিনিষ কেনা। এতে ভাণ্ডারের আরও পরিপুষ্টি হয়। (খ) কোন বিল্ডিং সোসাইটী হতে টাকা ধার নিয়ে বাড়ী কিনে পরে ঐ লাভের সাহায্যে অল্পে অল্পে ধার শোধ দেওয়া। এই স্বভাবটি মেম্বারদের মধ্যে এত বেশী যে ভাণ্ডারগুলিই বিল্ডিং ফাণ্ড খুলে ঐ ফাণ্ড হতে মেম্বারদের বাড়ী করবার টাকা দেয়। এবং পরে তাদের যেমন যেমন প্রাপ্য হয়, সেই লাভ দিয়ে বিল্ডিং ফাণ্ডের ধার ক্রমে ক্রমে শুধে নেয়। (গ) মেম্বাররা কখনও কখনও লাভের টাকা ভাণ্ডারকে ধার (লোন ক্যাপিটাল) হিসেবে দেয় অথবা ভাণ্ডারের আরও শেয়ার কেনে। ভাণ্ডারের শেয়ার কেনার একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দেওয়া থাকে যার বেশী শেয়ার কেউ কিন্‌তে পারে না, কারণ এই নিয়ম না থাক্‌লে কয়েকটি লোক ভাণ্ডারটিকে নিজেদের ব্যক্তিগত লাভের প্রতিষ্ঠান করে তুলতে পারে। ইংল্যণ্ডে কোন মেম্বার ২০০ পাউণ্ডের বেশী শেয়ার কিন্‌তে পারে না।

(৪) ইয়োরোপের সকল দেশেই সমবায় ভাণ্ডারগুলি সাধারণতঃ মেম্বারদের শিক্ষার জন্য কিছু না কিছু বন্দোবস্ত করে এবং তার জন্য লাভ হতে একটি বিশেষ অংশ আলাদা ফাণ্ডে জমা দেওয়া হয়।

কিন্তু এই শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য সকল দেশেই এক নয়। বেলজিয়ামে সমবায় ভাণ্ডার শিক্ষা দেয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। জার্ম্মাণি, ইতালি ও সুইজারল্যাণ্ডে শিক্ষা কেবল সমবায় আন্দোলনের প্রসারের উদ্দেশ্যে। ইংল্যণ্ডের ভাণ্ডার গুলির শিক্ষা দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক উন্নতি-সাধন।

(৫) ট্রাষ্ট, কার্টেল প্রভৃতি উৎপাদনের বড় বড় প্রতিষ্ঠান-সমূহ আধুনিক আর্থিক জগতে নানা শিল্পে দেখা দিয়াছে এবং তাদের সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়ছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির লক্ষ্য হচ্ছে উৎপাদকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা কমিয়ে, হয় সমবেতভাবে উৎপাদন করা এবং উৎপাদনের হার ও জিনিষের দাম ঠিক করা, অথবা উৎপাদনের কাজে পরস্পরের স্বাধীনতা বজায় রেখে কেবল উৎপাদনের হার ও জিনিষের দাম সমবেতভাবে ঠিক করা। এই ধরণের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির ফল এই হয় যে, খাদকেরা সম্পূর্ণভাবে ট্রাষ্ট ও কার্টেলগুলির দয়ার উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। উৎপাদকেরা দলবদ্ধ হয়ে খাদকদের শোষণ করতে আরম্ভ করে। অথচ খাদকেরা পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন থাকায় দর সম্বন্ধে বা জিনিষের 'কোয়ালিটি' সম্বন্ধে উৎপাদকদের বাধ্য করে কিছু করাতে পারে না। খাদকদের এই দুরবস্থা থেকে ত্রাণ পাবার একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সমবায় ভাণ্ডার স্থাপন করা। সমবায় ভাণ্ডারের সংখ্যা যত বেশী হবে আর সেগুলি যত বেশী সঙ্ঘবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত হবে ততই প্রতিযোগিতায় বাধ্য হয়ে ট্রাষ্ট ও কার্টেলগুলি খাদক-শোষণকারী নীতি ছাড়তে বাধ্য হবে। এমন কি উৎপাদনের কাজও ছাড়তে বাধ্য হতে পারে।

সমবায় ভাণ্ডারের মন্দ দিক্

সমবায় ভাণ্ডার হতে কি কি সুবিধা ভোগ করা যায় তা দেখা হয়েছে। এখন এর থেকে কি কি অপকার হতে পারে সেগুলির আলোচনা করা দরকার। প্রধানতঃ তিনটী কুফলের কথাই মনে আসে ঃ—

(১) সমবায় ভাণ্ডার স্থাপিত হওয়ার ফলে ছোট ছোট দোকানদার ব্যবসাদারদের লোকসান হতে থাক্‌বে এবং পরে তাদের একেবারে কাজ ছাড়তে হতেও পারে। পাইকারী সমবায় ভাণ্ডার স্থাপনের ফলে বড় বড় ব্যবসায়ী নিজ নিজ কাজ ক্রমে ছাড়তে বাধ্য হয়। কাজেই সমবায় ভাণ্ডার খোলার ফল হচ্ছে কতকগুলি লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করা। কিন্তু এতে দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই। অধিকতর উন্নত আর্থিক প্রণালী অবলম্বন করতে গেলেই যারা পুরাণো প্রণালী অবলম্বন করে উপার্জ্জন করছিল তাদের ক্ষতি অনিবার্য্য। কিন্তু এই কারণে উন্নততর প্রণালীটিকে অবহেলা করা নিতান্ত মূঢ়তা।

(২) বড় বড় পাইকারী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হলে সাধারণ ব্যবসাদারদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা একেবারে উঠে যেতেও

পারে। সেই রকম অবস্থায় ভাণ্ডারের কাজ একেবারে একঘেঁয়ে হয়ে দাঁড়ায়। তাতে একটি খারাপ ফল হতে পারে। প্রতিযোগিতার অভাবে ভাণ্ডারটিকে অপেক্ষাকৃত কম খরচে সুন্দরভাবে চালাবার চেষ্টা ও যত্নের অভাব হতে পারে। যদি সমবায় ভাণ্ডার উৎপাদনেও হাত দেয় এবং উৎপাদকদের প্রতিযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়, তবে ভাণ্ডার কর্ত্তৃক উৎপন্ন জিনিষ প্রতিযোগিতার চাপে যত ভাল হত হয়ত তত ভাল হবে না। এই কুফল একেবারে নিবারণ করা অসম্ভব। অনেকটা নিবারণ করা যেতে পারে যদি খাদকরা যথাসম্ভব ভাণ্ডারটির তদ্বির করে, কমিটির মেম্বারদের কড়া শাসনে রাখে ও ভাণ্ডারের কর্ম্মচারীদিগকে গুণানুসারে পুরস্কৃত করে।

(৩) সমবায় ভাণ্ডারের কর্ম্মচারীরা ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষদের কাছে কেমন ব্যবহার পাবে তাও একটা আশঙ্কার কথা। কর্ম্মচারীদের দিক্ থেকে দেখলে সাধারণ ব্যবসাতে ধনিকে ও মজুরে যে সম্বন্ধ সমবায় ভাণ্ডারের প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ অনেকটা সেই রকমই। প্রতিযোগিতা-মূলক ব্যবসাতে যেমন লোক মাইনে নিয়ে খাটে, আদত ব্যবসাটির সঙ্গে তার স্বার্থের কোন নিবিড় যোগ থাকে না, তেমনি সমবায় ভাণ্ডারে যারা চাকুরী করবে তারা মাইনে নিয়েই খাটবে আর তাদের স্বার্থের সঙ্গে ভাণ্ডারের স্বার্থের কোন নিবিড় যোগ যে থাকবেই তা বলা যায় না বরং না থাকাই সম্ভব। কারণ ভাণ্ডার স্থাপিত হয় খাদকদের স্বার্থের জন্য—কর্ম্মচারীদের স্বার্থের জন্য নয়। একজন বা জন কয়েক লাভ ভোগ করবে এই আশায় সাধারণ ব্যবসাগুলি চালানো হয়, সমবায় ভাণ্ডারগুলি স্থাপিত হয় এই উদ্দেশ্যে যে লাভ একজন বা জন কয়েকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সকল খাদক সভ্যদের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়বে। লাভ একজন বা কয়েকজনের বদলে অনেকে ভোগ করছে বলে যারা লাভ পাচ্ছে তারা যে কম স্বার্থপর হবে তা আশা করা যায় না।

সমবায় ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য হচ্ছে খাদকদের স্বার্থের পুষ্টি-সাধন। কাজেই খাদকদের স্বার্থের পুষ্টি করতে পারলেই সমবায় ভাণ্ডারের স্থাপন সার্থক হয়েছে মেনে নিতে হবে। তার সঙ্গে উৎপাদকেরও সকল আশা আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ তৃপ্তিসাধন হবে এমন আশা করা সুসঙ্গত নয়। তবে উৎপাদকেরা অর্থাৎ মজুররা অন্যান্য শিল্পে যেসকল সুবিধা ভোগ বা যেমন রোজগার করছে, খাদকরাও স্ব স্ব উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে মজুর-হিসাবে যে সকল সুবিধা ভোগ করছে বা যেমন রোজগার করছে, ভাণ্ডারের মজুররা তেমন সুবিধা ভোগ করতে ও তেমন রোজগার করতে পেলেই ভাণ্ডারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার কিছু থাকে না।

কার্য্যতঃ দেখা যাচ্ছে যে, বিলাতের সমবায় ভাণ্ডারগুলি মজুরের মালিক হিসাবে যে নিতান্ত স্বার্থপর ও হৃদয়হীনের মত ব্যবহার করছে তা মোটেই নয়। মজুরদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভাণ্ডারেও ম্যানেজার ও তাঁহাদের সহকারীদের উপযুক্ত মাইনে দেওয়া হয়। কর্ম্মচারীদের একটি পৃথক ট্রেড ইউনিয়নে সঙ্ঘবদ্ধ হবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ান হারেই তাদের মাইনে দেওয়া হয়। হপ্তায় ৫৫½ ঘণ্টার বেশী কাজ করানো হয় না।

মজুরদের কাজে উৎসাহ দেবার জন্য অথবা তাদের স্বার্থের সঙ্গে ভাণ্ডারের স্বার্থের একটি নিবিড় যোগ স্থাপনের জন্য কোন কোন ভাণ্ডারে (যেমন স্কটল্যাণ্ডের পাইকারী ভাণ্ডার) তাদের লাভের কিছু অংশ দেওয়া হয়। লাভের একটু অংশ পেলেই যে মজুররা খুব উৎসাহিত হবে বা ভাণ্ডারটিকে খুব আপনার জিনিষ বলে মনে করবে তা জোর করে বলা যায় না। পাইকারী ভাণ্ডারের মালিকরা একটি ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ স্থানের বাসিন্দা জন কয়েক ব্যক্তি মাত্র নয়, সুতরাং মজুররা তাদের অভাব অভিযোগ সহজে জানাতে পারে না; কিন্তু পাইকারী ভাণ্ডারে মজুরদের লাভের অংশ দেওয়া হবে এই নিয়ম করলে লাভ ভাগ করবার প্রণালী স্থির করবার জন্য মজুরদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে, সেই সুযোগে তারা তাদের অভাব অভিযোগ তাদের মনিবদের জানাতে পারবে। কেবল এই দিক্ থেকেই পাইকারী ভাণ্ডারে লাভ ভাগ করার সার্থকতা আছে। আর ঐ একই দিক্ থেকে খুচরা ভাণ্ডারে লাভ ভাগ করবার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ মজুররা মেম্বারদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পায়।

উৎপাদন-কার্য্যে সমবায় ভাণ্ডার

সমবায় ভাণ্ডার যদি ব্যবসাদারদের হাত এড়িয়ে উৎপাদকদের কাছে সোজাসুজি গিয়ে যেমন যেমন জিনিষের দরকার তাই কিনে আনে তা হলেই সমবায় ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য পূর্ণ হল। কিন্তু কার্য্যতঃ ভাণ্ডারগুলি কেবল এইরূপ যোগানের কাজেই রত থাকে নি, তারা উৎপাদনের কাজেও নেমেছে। তার কারণ হচ্ছে যথেষ্ট অর্থলাভ। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, লাভের টাকা মেম্বাররা সাধারণতঃ ভাণ্ডারেই খাটিয়ে থাকে। কাজেই যখন 'যোগানের' কাজের দিক্ থেকে আর কিছুই করবার থাকে না, অথচ লাভের টাকা জমে, তখন হয় টাকা ফিরিয়ে দিতে হয়, না হয় অন্য কাজে লাগাতে হয়। সাধারণতঃ টাকা ফিরিয়ে না দিয়ে উৎপাদনের কাজেই লাগানো হয়।

ভাণ্ডারের উৎপাদনে হাত দেবার সম্বন্ধে দুটি আপত্তির কথা উঠে থাকে। প্রথম ডিরেক্টররা কেনাবেচার কাজে পারদর্শী হতে পারেন, কিন্তু উৎপাদনের ব্যাপারে কেনাবেচা হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতার দরকার। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, উৎপাদন যাঁরা নিজের হাতে করেন না, কেবল দেখাশুনাই করেন, তাঁদের উৎপাদন সম্বন্ধে খুব গভীর জ্ঞান থাকবার বিশেষ আবশ্যকতা নেই; একটু সাধারণ অভিজ্ঞতা থাকলেই হ'ল। ডিরেক্টররা যদি বুদ্ধিমান লোক হন উৎপাদন সম্বন্ধে মোটামুটি একটু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে বেশী দিন লাগবে না। দ্বিতীয় আপত্তিটা এই যে, খাদকদের নানা জিনিষের দরকার হয়। প্রত্যেক জিনিষের নানান্ রকমারি আছে, ছোট ছোট উৎপাদকরাও যদি এক একটি জিনিষের এক একটা বিশেষ রকম প্রস্তুত করায় নিজেদের নিযুক্ত রাখে, তারা যত সস্তায় যত ভাল জিনিষ তৈয়ারী করতে পারবে, একটা বড় পাইকারী ভাণ্ডারের পক্ষেও তা সম্ভব হ'য়ে উঠবে না। কারণ ভাণ্ডারের মেম্বারদের সংখ্যা এত বেশী হওয়া সম্ভব নয় যে, প্রত্যেক জিনিষের প্রত্যেক রকমটী অনেক পরিমাণে উৎপন্ন করলেও সবই বিক্রী হবার নিশ্চয়তা থাকবে। তবে যদি ভাণ্ডারের সভ্যের সংখ্যা এত বেশী হয় যে, প্রত্যেক জিনিষের প্রত্যেক রকম বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন করলেও ক্রেতার অভাব হবে না, তা হলে এই দ্বিতীয় আপত্তিটিও খাটে না।

ভাণ্ডারের কার্য্যক্ষেত্রের সীমা-নির্দ্দেশ

সমবায় ভাণ্ডারের পক্ষপাতী অনেকের বিশ্বাস যে, ভাণ্ডার-প্রণালীর সাহায্যে একটি নতুন আর্থিক ভিত্তির উপর সমাজকে গড়ে তুলতে পারা যেতে পারে। তাঁদের ধারণা যে, একটি রাষ্ট্রের সকলেই যদি একটি না একটি ভাণ্ডারের মেম্বার হয়, তখন এমন অবস্থা হওয়া অসম্ভব নয় যে প্রত্যেক লোকই একদিকে খাদক হিসাবে ভাণ্ডারের প্রভু আর একদিকে উৎপাদক হিসাবে ভাণ্ডারের মজুর হবে। এইরূপ ধরণের একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে বলা যেতে পারে 'খাদক সমবায়ের রাষ্ট্র' (কনজিয়ুমার্স কো-অপারেটিভ কমন্‌ওয়েল্‌থ্)।

এই ধরণের রাষ্ট্র গড়ে তুললেই যে খুব সুবিধা হবে তা মনে করবার কারণ নেই। এইরূপ রাষ্ট্রের সঙ্গে 'কালেক্‌টিভিষ্ট ষ্টেট'এর বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই। 'কালেক্‌টিভিষ্ট ষ্টেটের' বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে যে, একটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের দ্বারা ২।৪টী শিল্প চালানো অসম্ভব নয়; কিন্তু যত শিল্পের ভার রাষ্ট্রের উপর চাপানো হবে রাষ্ট্র ততই উন্নতি-বিমুখ ও শৃঙ্খলাহীন হয়ে পড়বে। এই অভিযোগটি 'খাদক সমবায়ের রাষ্ট্র" সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে।

ভাণ্ডারগুলি সমস্ত শিল্পের ভার আদবে নিতে পারবে কিনা এ বিষয়েও সন্দেহ আছে। শ্রীযুক্ত সি, আর, ফে তাঁর 'কো-অপারেশন অ্যাট হোম অ্যাণ্ড অ্যাব্রড' গ্রন্থে বলেছেন যে, ভাণ্ডারগুলি কেবল নিম্নলিখিত কাজে হাত দিতে পারে—(ক) মজুরদের আবশ্যক জিনিষ যোগানো ও (খ) উৎপাদন করা; (গ) মধ্যবিত্তদের আবশ্যক জিনিষ যোগানো। কিন্তু নিম্নলিখিত কাজগুলি ভাণ্ডারের দ্বারা হয়ে উঠা সম্ভবপর নয়:—(ক) উৎপাদনের কাজের আবশ্যক যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করা। মজুর খাদকদের এ বিষয়ে কৃতিত্ব বা শিক্ষা নেই। (খ) মধ্যবিত্তদের আবশ্যক জিনিষ উৎপন্ন

করা। এ কাজে এ পর্য্যন্ত কোন মধ্যবিত্তদের ভাণ্ডার হাত দেয় নাই। মধ্যবিত্তদের আদৌ এ দিকে আগ্রহ বা উৎসাহ আছে কি না সন্দেহ। (গ) মজুর ও মধ্যবিত্ত ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর জন্য জিনিষ যোগানো। এ দিকে কোন চেষ্টা হয়ওনি, হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। (ঘ) আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসার জন্য উৎপাদন। কারণ দেশের খাদকদের মধ্যে যারা সভ্য হয়েছে, ভাণ্ডার কেবল তাদেরই জন্য উৎপাদন করে। বিলাতের পাইকারী ভাণ্ডার উৎপাদনের খরচ কমাবার জন্য অনেক জিনিষ বেশী পরিমাণে উৎপন্ন করে, আর যেটুকু দেশে বিক্রী না হয় সেটুকু 'কনটিনেন্টে' বিক্রীর জন্য পাঠায় বটে, কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসার জন্য উৎপাদনই এখানে মূল উদ্দেশ্য নয়। (ঙ) জিনিষপত্রের বিনিময়-সাধন (এক্সচেঞ্জ) বা এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া (ট্রান্সপোর্ট)। কাজেই উল্লিখিত কাজগুলি সমবায় ভাণ্ডারের আয়ত্তের বাইরে এবং প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা ও উৎপাদনের হাতেই থাকবে বলে মনে হয়।

কৃষির সকল কাজও ভাণ্ডারের দ্বারা হতে পারে এমন মনে হয় না। প্রথমতঃ যেখানেই ভাণ্ডার চাষের চেষ্টা করেছে প্রায়ই অকৃতকার্য্য হয়েছে (এটা শ্রীযুক্ত সি, আর, ফে'র মত। এই মত কিন্তু নির্ব্বিচারে মেনে নেওয়া শক্ত। বিলাতে ভাণ্ডারের দ্বারা কৃষিকার্য্য অনেক স্থলে বিফল হলেও অনেক স্থানে সফলও যে হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না)। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে কৃষির জিনিষপত্র সস্তায় কেনবার জন্য বা কৃষিজাত দ্রব্য বেশী দরে বেচবার জন্য পৃথক সমবায় সমিতি আছে, সেখানে ঐরূপ সমিতির সঙ্গেই কৃষকদের গৃহস্থালীর আবশ্যক দ্রব্যাদি সস্তায় কেনবার জন্য একটি ভাণ্ডার-বিভাগ খুললে কৃষকদের যত সুবিধা হয়, একটি পৃথক সমবায় ভাণ্ডার খুললে তত সুবিধা হয় না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সকল প্রকার ব্যবসা ও উৎপাদনের কাজ ভাণ্ডার-আন্দোলনের কুক্ষিগত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

মিউনিসিপ্যাল ট্রেডিং ও সমবায় ভাণ্ডার

মিউনিসিপ্যালিটিকেই সাধারণতঃ সহরের আলো যোগানো, ট্রাম চালানো, জল সরবরাহ করা প্রভৃতি কাজের ভার নিতে হয়। মিউনিসিপ্যালিটির এইরূপ কাজের সঙ্গে সমবায় ভাণ্ডারের কাজের একটা মিল আছে এই যে, যেমন মিউনিসিপ্যালিটির ঐ ধরণের কাজে তেমনি সমবায় ভাণ্ডারে খাদকরাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তাদেরই নির্ব্বাচিত লোকদের দ্বারা তাদের বিশেষ বিশেষ অভাব মিটাচ্ছে, আর তাদের অভাব মিটাবার জন্য যে প্রতিষ্ঠানগুলি খাড়া করা হচ্ছে তা কেবল তাদেরই স্বার্থে চালিত হচ্ছে।

কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে এইখানে—

(১) মিউনিসিপ্যালিটি যখন দেখে যে একটু দাম কমালে নাগরিকদের সুবিধা বা আরাম খুব বেশী বাড়ে, তখন খরচের চেয়েও কম দামে যোগানো চলে। ভাণ্ডারগুলির কিন্তু অন্ততঃ খরচ পোষাবার মত দাম ওঠা চাই-ই। লোকসানের টাকা মিউনিসিপ্যালিটি অন্য ট্যাক্স হতে পুষিয়ে নিতে পারে, কিন্তু ভাণ্ডারের সে রকম কোন আয় নেই।

(২) মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তাদের সাধারণতঃ ব্যবসা-বুদ্ধি তেমন থাকে না। কারণ কেবল ব্যবসা-বুদ্ধির উপরই দৃষ্টি রেখে তাঁদের নির্ব্বাচন করা হয় না। সেই জন্য কর্ম্মচারীদের উপর তাঁদের অত্যন্ত নির্ভর করতে হয়। কিন্তু ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষদের ব্যবসা-বুদ্ধি বেশী। তাঁদের নির্ব্বাচনের সময় এই গুণটির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। সুতরাং ভাণ্ডারের কর্ম্মচারীদের কড়া শাসনে রাখা সহজ হয়।

(৩) যেগুলি স্বাভাবিক 'একচেটে' ব্যবসা মিউনিসিপ্যালিটি সেগুলিতেই কেবল হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু ভাণ্ডারকে সাধারণতঃ প্রতিযোগিতা-মূলক ব্যবসাতেই নামতে হয়।

(৪) মিউনিসিপ্যালিটির সীমা নির্দ্দিষ্ট, তাকে ইচ্ছামত বাড়ানো চলে না। কিন্তু ভাণ্ডারের সীমা ইচ্ছামত বাড়ানো চলে। একটি কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার ও তার অধীনে অনেকগুলি শাখা ভাণ্ডার খুলে একটি খুচরা ভাণ্ডারের কর্ম্মক্ষেত্রও বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু দুয়েরই খাদকদল একটি বিশেষ সীমানার মধ্যে বসবাস করে।

ভাণ্ডার আন্দোলন—'ইউনাইটেড্ কিংডম'

জগতে প্রথম ইংল্যাণ্ডেই 'শিল্প-বিপ্লব' অর্থাৎ হাতের সাহায্যে উৎপাদনের স্থানে কলের সাহায্যে উৎপাদন দেখা দেয়। শিল্প-বিপ্লবের পূর্ব্বে রাষ্ট্রই জিনিষপত্রের দর ঠিক ক'রে দিত। কিন্তু ঐ বিপ্লবের পর ফ্যাক্টরী-অধিকারীদের আন্দোলনে বাধ্য হয়ে রাষ্ট্রকে শাসনের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করতে হয়। রাষ্ট্রকর্ত্তৃক জিনিষপত্রের মূল্য নির্দ্দেশও বন্ধ হয়ে যায়। অপরদিকে কারখানার অধিকারীরা ইচ্ছামত দরে নিজেদের ভাণ্ডার হতে জিনিষপত্র কিনতে মজুরদের বাধ্য করত। এর ফলে মজুররা জিনিষপত্রের দর কমাবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হতে বাধ্য হ'ল। এই রকম ক'রে অবস্থার চাপে ইংল্যাণ্ডে সমবায় ভাণ্ডারের জন্ম হয়েছিল।

ইংল্যাণ্ডে সমবায় ভাণ্ডারের কেবল যে জন্মই হয়েছিল তা নয়, ইংল্যাণ্ডের ভাণ্ডারগুলিই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। অন্য সকল দেশই ইংল্যাণ্ডের সমবায় ভাণ্ডারকে আদর্শ বলে মেনে নেয় এবং ঐ মাপকাঠি দিয়েই নিজেদের সাফল্যের বিচার ক'রে থাকে।

ইংল্যাণ্ডের ভাণ্ডারগুলির যে সকল আইনগত অধিকার আছে, তাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য:—(১) যারা মেম্বার নয় তাদের কাছেও জিনিষ বিক্রয় করবার অধিকার; (২) দেনার জন্য ভাণ্ডারের সসীম দায়িত্ব ('লিমিটেড্ লায়েবিলিটি'); (৩) আইনের চক্ষে ভাণ্ডারের ব্যক্তিত্বলাভ। এর ফলে ভাণ্ডার জুয়াচোর কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনতে পারে; (৪) অন্য সমিতিতে যত ইচ্ছা টাকা খাটাইতে পারার অধিকার।

১৯২০ সালে বিলাতে ভাণ্ডার আন্দোলনের অবস্থা কেমন ছিল তা নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি হতে অনুমান করা যাবে।

সভ্যের সংখ্যা প্রায় ৪৫ লক্ষ।

মূলধনের পরিমাণ ২৫ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড।

ভাণ্ডারের সংখ্যা ১৩৭৯।

খুচরা ভাণ্ডারগুলি মিলিত হ'য়ে ২টি পাইকারী ভাণ্ডার স্থাপিত করেছে। ইংল্যাণ্ডের খুচরা ভাণ্ডারগুলির দ্বারা স্থাপিত হয়েছে 'কনজিয়ুমার্স হোলসেল সোসাইটি'। স্কটল্যাণ্ডের খুচরা ভাণ্ডারগুলির চেষ্টায় স্থাপিত হয়েছে 'স্কটিশ হোলসেল সোসাইটি'। খুচরা ভাণ্ডারই কেবল এদের মেম্বার হতে পারে। ১৯১৭ সালে প্রথমটির মেম্বারের সংখ্যা ছিল ১১৯২, দ্বিতীয়টীর ছিল ২৬৩। প্রথমটীর কেন্দ্র হচ্ছে ম্যাঞ্চেষ্টারে, দ্বিতীয়টীর গ্ল্যাসগোতে। এ দুটী সহর ছাড়া অন্যান্য সহরে এ দুটী ভাণ্ডারেরই ডিপো আছে। ভাণ্ডার দুটী চালাবার জন্য একটী ক'রে ম্যানেজমেণ্ট কমিটি আছে। এই ম্যানেজমেণ্ট কমিটির অধীনে ডিরেক্টরেরা ভাণ্ডার চালিয়ে থাকেন। ম্যাঞ্চেষ্টারের ভাণ্ডার চালাবার জন্য ৩২টী মাইনে করা ডিরেক্টার আছেন। তাঁদের প্রত্যেকের মাইনে বছরে ৯০ পাউণ্ড।

পাইকারী ভাণ্ডার দুটীর কাজ হচ্ছে—(১) খুচরা ভাণ্ডারগুলি জিনিষপত্র পাইকারী ভাণ্ডার ভিন্ন অন্যত্র কোথাও যেন না কেনে সে বিষয়ে নজর রাখা; (২) পাইকারী হিসাবে জিনিষপত্র কেনা; (৩) কয়েকটী জিনিষ তাহাদের তত্ত্বাবধানেই উৎপাদনের বন্দোবস্ত করা; (৪) ক্রীত বা উৎপন্ন জিনিষগুলি খুচরা ভাণ্ডারসমূহকে যোগানো।

জিনিষপত্র কেনবার জন্য ম্যাঞ্চেষ্টারের ভাণ্ডারটী ইংল্যাণ্ডের প্রধান প্রধান স্থানে, ইয়োরোপে ও আমেরিকায় এজেণ্ট রেখে থাকে। এই ভাণ্ডারটী সাধারণতঃ নিম্নলিখিত জিনিষ উৎপন্ন করে:—জামা, কাপড়, ধাতুদ্রব্য, বুট ও জুতা, সাবান, তামাক, বিস্কুট ও কেক, ব্রুশ, আসবাবপত্র। ছাপার কাজ, বই বাঁধাই ইত্যাদিও ক'রে থাকে। এতদ্ব্যতীত ইংল্যাণ্ডের ভাণ্ডারটী ইংল্যাণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে বড় ময়দার কলওয়ালা, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের চা-ব্যবসায়ের ⅓ অংশ এর হাতে, ইংল্যাণ্ডে এর ৩০,০০০ একরের উপর জমি আছে। ক্যানাডাতে শস্যক্ষেত্র ও সিলোনে (দুটী ভাণ্ডারেরই) চায়ের বাগান আছে। ম্যাঞ্চেষ্টারের ভাণ্ডারটী নিজের খুচরা ভাণ্ডারগুলির ব্যাঙ্কিং ও ইন্‌শিওরেন্সের কাজও ক'রে থাকে। ইংল্যাণ্ডের পাইকারী ভাণ্ডারটী যে কত বড় তা এবার বোঝা বোধ হয় শক্ত হবে না।

বিলাতের খুচরা ভাণ্ডারগুলিও উৎপাদনে যোগ দিয়েছে।

তাদের সমবেত উৎপাদনের পরিমাণ পাইকারী ভাণ্ডার-সমূহের উৎপাদনের তুলনায় নগণ্য ত নয়ই, বরং ১৯১৬ সালে বেশীই ছিল।

কৃষিজাত দ্রব্যাদি সস্তায় পাওয়ার উদ্দেশ্যে কৃষির কাজে কেবল যে পাইকারী ভাণ্ডারগুলি যোগ দেয় তা নয়, খুচরা ভাণ্ডারগুলিও চাষবাস ক'রে থাকে। ১৯১৮ সালে ১১৬টী ভাণ্ডার সমিতি (খুচরা ও পাইকারী) ১,১৮৩,১৮৫ পাউণ্ড চাষের কাজে লাগায় এবং তাতে লাভ হয় ২৪,৩০৯ পাউণ্ড।

সমবায় ভাণ্ডারগুলি হয় নিজেরাই চাষ করতে চায়, না হয় মোটেই সঙ্ঘবদ্ধ হয় নি এমন চাষীদের কাছে থেকে সস্তায় শস্যাদি কিনে নিতে চায়। অপরদিকে চাষীরা নিজেদের কৃষিসমিতি খুলে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে এবং যথাসম্ভব উচ্চ দামে শস্যাদি বিক্রী করতে চেষ্টা করছে। সুতরাং উৎপাদন সমিতি ও খাদক সমিতি এই দুই প্রকারের সমবায় সমিতির মধ্যে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে। সকল প্রকার সমবায়ের মধ্যে শৃঙ্খলা ও একতা আনবার জন্য ও সমবায় আন্দোলনের প্রসার সাধনের জন্য যে কো-অপারেটিভ ইউনিয়নটী ইংলণ্ডে আছে, তার অন্যতম কাজ হচ্ছে কোন উপায়ে এই ঘরোয়া যুদ্ধ নিবারণ করা। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যেগুলি উপায় অবলম্বিত হয়েছে সবগুলিই ব্যর্থ হয়েছে।

শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ভাণ্ডারগুলির চেষ্টা নিতান্ত নগণ্য নয়। কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের সেণ্ট্রাল এডুকেশন কমিটি নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছে যে, প্রত্যেক ভাণ্ডারকে লাভের শতকরা আড়াই ভাগ শিক্ষার জন্য খরচ করতে হবে। এ ছাড়া এই কমিটিটী শিক্ষা-বিস্তারের জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করছে—যেমন বুক-কিপিং ও 'ম্যানেজমেণ্ট' শেখাবার জন্য এবং উপযুক্ত সেক্রেটারী ও হিসাব-পরীক্ষক তৈরী করবার জন্য টেক্‌নিক্যাল ক্লাস করা; সমবায় সম্বন্ধে ও সাধারণ ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা; ভাণ্ডার সমিতির স্কুলগুলির জন্য শিক্ষক তৈরী করা; সাধারণ লেখা-পড়ার জন্য ক্লাস করা। ১৯১৮ সালে ২০ হাজারেরও উপর ছেলের লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। স্থানীয় শিক্ষা কমিটিগুলিকে উপদেশ দেওয়া, বই ও একটী মাসিক ('কো-অপারেটিভ এডুকেটর') প্রকাশিত করা; একটী সমবায় কলেজ চালানো ইত্যাদি। স্থানীয় ভাণ্ডারগুলি কিন্তু শিক্ষার যতদূর বন্দোবস্ত করতে পারে তা করে নি—অধিকন্তু, তাদের স্কুলে সাধারণ লেখাপড়ার উপরই জোর দেওয়া হয়, সমবায়-প্রণালী শিখাবার উপর তেমন জোর দেওয়া হয় না।

ইংলণ্ডে মেয়েদের একটী প্রতিষ্ঠান আছে। তার নাম হচ্ছে 'উইমেন্‌স গিল্ড'। এর কাজ হচ্ছে প্রধানতঃ সমবায় আন্দোলনের বিস্তার করা এবং গৌণতঃ এমন সব সামাজিক ও শিল্পবিষয়ক উন্নতির জন্য চেষ্টা, করা যাতে মেয়েদের সুবিধা হতে পারে। এই 'গিল্ডে'র সভ্যারা সমবায় ভাণ্ডার-গুলি শিক্ষাবিস্তারের জন্য যে সব কমিটি করেছে তাদের মেম্বার হয়ে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে থাকেন।

মহাযুদ্ধের সময় বিলাতের সমবায় ভাণ্ডারগুলি কয়েকটী উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিল :—(১) জিনিষপত্র তৈরী করতে বা পাইকারী কিনতে ঠিক কত খরচ পড়ে তা গবর্মেণ্টকে জানিয়ে জিনিষপত্রের দাম শাসনে সহায়তা করেছিল, (২) ভাণ্ডারের প্রতিযোগিতায় বাধ্য হয়ে অনেক স্থানে ব্যবসাদার ও উৎপাদকেরা ইচ্ছামত দাম বাড়াতে পারে নি, (৩) গবর্মেণ্ট ভাণ্ডারগুলির উৎপাদন-বিভাগ হতে অনেক জিনিষের নিয়মিত সরবরাহ পেয়েছিল।

এ পর্য্যন্ত আমরা ইংলণ্ডের যে সমস্ত ভাণ্ডারের কথা বলেছি সেগুলি খাঁটি সমবায়-প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইংলণ্ডের বড় বড় সহরে এক প্রকারের সমবায় ভাণ্ডার আছে, যেমন, 'আর্ম্মি নেভি ষ্টোরস্', 'সিভিল সার্ভিস্ ষ্টোরস্' প্রভৃতি, সেগুলিকে ঠিক সমবায় ভাণ্ডার বলা চলে না। এগুলি সাধারণতঃ গবর্মেণ্টের চাকরোদের দ্বারা স্থাপিত। যাঁরা মেম্বার নন্ এরূপ লোকই এই সকল ভাণ্ডারে বেশী কিনে থাকেন। এই সব ভাণ্ডারের লাভ ক্রয়ের পরিমাণ অনুসারে ভাগ করা হয় না। যাদের মূলধন দিয়ে এগুলি স্থাপিত তাদের ও তাদের বংশধরদের মধ্যেই লাভটা ভাগ হয়।

ইয়োরোপের অন্যান্য দেশেও ভাণ্ডার আন্দোলনের বিস্তার যথেষ্ট হয়েছে। ১৯২০ সালে রুশিয়াতে ২৫,০০০, ইতালিতে ৪০০০, ফ্রান্সে ৪০০০, ডেন্মার্ক প্রায় ২০০০, হাঙ্গারীতেও

প্রায় ২০০০ এবং জার্ম্মাণিতে ১২৯১টা ভাণ্ডার ছিল। ডেন্মার্ক, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, পোল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও রুশিয়াতে বড় বড় পাইকারী ভাণ্ডারও আছে।

ভারতে ভাণ্ডার-আন্দোলন

১৯২০ সালে ইংল্যাণ্ডে ১৩৭৯টা সমবায় ভাণ্ডার ছিল। ভারতে ঐ সালে ৪৭৫টা ভাণ্ডার ছিল। এখন ভারতে ৫৬৮টা ভাণ্ডার আছে।

সংখ্যা দেখলে সহজেই বুঝা যায় ইংল্যাণ্ডের তুলনায় ভারতের ভাণ্ডার-আন্দোলনের স্থান কোথায়। ভারতের কৃষকদের ধারের পরিমাণ কমাবার জন্য প্রথম হতেই ঋণদান সমিতির দিকে বেশী করে নজর দেওয়া হয়েছে। ফলে সমবায়ের এই দিকটাতে একেবারেই মনোযোগ দেওয়া হয় নি।

১৯১৮-১৯ সালের পূর্ব্বে 'সমবায় ভাণ্ডার ভারতে ছিল না বল্লেই হয়। মহাযুদ্ধের ঠিক পরেই দৈনিক ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের দাম বাড়ার জন্য ও ব্যবসাদারদের অত্যন্ত লাভ করবার চেষ্টার ফলে ভাণ্ডারের সংখ্যা বেশ বাড়ে। কিন্তু ঐ কারণগুলি অন্তর্হিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভাণ্ডার স্থাপনের উৎসাহ কমতে থাকে এবং এর সংখ্যারও হ্রাস হতে থাকে।

ভারতে যে কয়টী ভাণ্ডার স্থাপিত হয়েছে সেগুলি হয় গবর্মেণ্ট বা মার্চেণ্ট আফিসের কর্ম্মচারীদের দ্বারা, না হয় কলেজের ছাত্র বা বোর্ডিং হাউসের অধিবাসীদের দ্বারা। মাদ্রাজের 'ট্রিপ্লিকেন আর্ব্যান কো-অপারেটিভ্ ষ্টোর', অমৃতসরের 'খালসা কলেজ কো-অপারেটিভ্ ষ্টোর' প্রভৃতি বিশেষ সফল সমবায় ভাণ্ডারের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ভারতে যে সমবায় ভাণ্ডার সাধারণতঃ ভাল ভাবে চলে না তার অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে গুটিকয়েকের উল্লেখ করছি—(১) কমিটির মেম্বারদের ও সেক্রেটারি ম্যানেজারের ব্যবসা সম্বন্ধে শিক্ষার অভাব; (২) ভাণ্ডার হয় অতিরিক্ত সাবধানতার সঙ্গে না হয় অতিরিক্ত বিপজ্জনক-ভাবে চালানো হয়; (৩) ভাণ্ডারের ভার নেবার উপযুক্ত লোকের অভাব; (৪) এরূপভাবে হিসাব রাখা হয় যে সন্তোষজনক হিসাব—পরীক্ষা শক্ত হয়ে উঠে; (৫) সাধারণ সভ্যদের মধ্যে, বিশেষ ক'রে কমিটির সভ্যদের মধ্যে উৎসাহ ও ভাণ্ডার থেকেই কেনার বিষয়ে বিশ্বস্ততার অভাব; (৬) সাধারণ সভার অধিবেশন ও হিসাব মিলানো অনেক দিন পরে পরে হয়; (৭) ভাণ্ডারের জিনিষ-পত্রের হিসাব মিলাবার জন্য শ্রেষ্ঠ প্রণালী অবলম্বন না করা—এতে চুরি বাড়ে; (৮) শেয়ার ক্যাপিটালের জন্য শুধু সুদ না দিয়ে লাভের শতকরা ১২½ ভাগ দিয়ে তার পর ক্রেতাদের মধ্যে লাভ ভাগ করা হবে, সাধারণতঃ এইরূপ 'বাই-ল' প্রচলিত থাকা।

পাশ্চাত্য দেশে ভাণ্ডার-আন্দোলন প্রসার লাভ করেছে প্রধানতঃ মজুরদের মধ্যে। ভারতে মজুরদের দ্বারা স্থাপিত ভাণ্ডার নেই বল্লেই চলে। মজুরদের মধ্যে ভাণ্ডার-আন্দোলন বিস্তারের পথে যে সব বাধা রয়েছে—যেমন মজুরদের ব্যবসা-বুদ্ধির অভাব শিক্ষার অভাব, তাদের জীবন-ধারণের মাপকাঠি অত্যন্ত নীচু ইত্যাদি—এই বাধাগুলি একে একে সরাতে চেষ্টা করতে হবে। মধ্যবিত্ত ও ছাত্র-দের দ্বারাও যতগুলি ভাণ্ডার স্থাপিত হওয়া উচিত এখনও তার কিছুই হয় নি। মধ্যবিত্তেরা ও ছাত্রেরা সমবায় ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য ও চালাবার নিয়মগুলি শিখে হাতে-কলমে ভাণ্ডার চালিয়ে জনসাধারণের মধ্যে ভাণ্ডার-আন্দোলনের বিস্তারের চেষ্টা করলে আমরা যে আমাদের বিষম দারিদ্র্য সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করতে পারবো তার সম্ভাবনা নেই বটে; কিন্তু আমরা আমাদের আর্থিক সমস্যার যে কিছু পরিমাণেও সমাধান করতে পারবো, আমাদের স্থূল ব্যবসাবুদ্ধি যে কিছু পরিমাণেও সূক্ষ্ম হ'য়ে উঠবে, স্বাবলম্বনের ভাব ও স্বায়ত্তশাসনের অভ্যাস কিছু পরিমাণেও যে আমরা লাভ করতে পারবো সে বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। সুতরাং ভবিষ্যতে আমাদের দেশের শিক্ষিতেরা সমবায় ভাণ্ডার সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ ও চেষ্টা দেখাবেন এই আশা করাটা মনে হয় নিতান্ত অন্যায় হবে না।

চাষবাসের কয়েকটি কথা

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস, দক্ষিণ গোবিন্দপুর

এ যুগটাকে চাষের উন্নতির যুগ বলা যাইতে পারে। দেশের কৃষির শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য আজকাল যত কথা শুনিতে পাওয়া যায়, এত কথা বোধ হয় অন্য কোন বিষয়ে শুনিতে পাওয়া যায় না। কোন্ রাস্তায় চলিলে, কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে, দেশের সাধারণ কৃষকদের মতিগতি চাষের উন্নতির দিকে ফিরিবে, বা চাকুরীহীন শিক্ষিতের দল কেমন করিয়া কৃষি অবলম্বন করিয়া সসম্মানে জীবিকার্জ্জন করিতে পারিবে; তাহাদের পক্ষে সেকেলে ধরণের হালে আধমরা গরু জুড়িয়া চাষার মত চালান যুক্তি-সঙ্গত বা বিলাতের অনুকরণে বিলাতী কারখানার মূল্যবান ট্রাক্টর চাঁদা করিয়া কিনিয়া সাহেবের মত কর্ষণ করা কর্ত্তব্য, সেকেলে দুর্গন্ধময় পচা গোবরের সার নির্ব্বিকার চিত্তে ছোটলোকের মত দুই হাতে ছড়াইতে হইবে বা ভদ্রসন্তানের মত মণদরে চিলিয়ান নাইট্রেট কিনিয়া জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে হইবে,—এই সব দিকেই বেশী জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। অবশ্য জলের অভাবের কথা যে না উঠিয়াছে এমন নয় এবং পাম্প মেশিন বসাইয়া সে সমস্যার মীমাংসা করিবার উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে। মোট কথা এমন রাস্তা ধরিবার ব্যবস্থা হইবে, যেন সেখানে আর কাহারো মুখ চাহিয়া থাকিতে না হয়—এইরূপ সকলের ইচ্ছা।

সে কালের কৃষকদের এত ঝঞ্ঝাট ছিল না। তাহারা বরুণ দেবের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়াইত। খনার ন্যায় কৃষিদক্ষেরা যে সব "ফরমুলা" বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, কৃষকদের কাজ ছিল কেবল সেইগুলির আবৃত্তি করা। কিন্তু এখন বরুণ দেব বিরূপ হইয়াছেন, কাজে কাজেই কৃষি "ফরমুলাগুলিও" অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের মধ্যে যেমন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা চলিতেছে, বোধ হয় দেবতাদের মধ্যেও সেইরূপ কোন গণ্ডগোল বাধিয়া থাকিবে। মনে হয় দেবতারা এখন আর পরস্পরের প্রতি তাদৃশ সহানুভূতি-সম্পন্ন নহেন। এখন দশহরা গঙ্গাপূজা বা জগন্নাথ দেবের স্নান-যাত্রায় এক ফোঁটা জল পড়িতে দেখা যায় না, কিন্তু আফিস বসিবার সময় দুই এক পশলা কেরাণী ভিজান জলের অভাব নাই। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় কৃষিকাজে বরুণ দেবের অনুগ্রহ পাইবার আশা নাই। সুতরাং বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের মতই বরুণ দেবকে বয়কট করা যুক্তিসঙ্গত। কথা হইতেছে যখন অন্য দেশের কৃষকেরা কোন দেবতার ধার ধারেনা, অথচ ধরিত্রীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া কুবেরের ধন-ভাণ্ডার সদর্পে লুটিয়া লইতেছে, তখন বাংলার কৃষকই বা কেন সেরূপ পারিবে না?

এইখানে বলিতে হইবে যে, কেবল সার, কর্ষণ এবং জলের উপর বাঙ্গালার কৃষি নির্ভর করিতেছে না। যাহারা আকাশের জলের মুখ চাহিয়া থাকে না, তাহাদের দেশের সহিত আমাদের দেশের তুলনা করিলে অনেক কিছু ভিন্ন-ভাব পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালায় শীতগ্রীষ্মাদি ঋতু-নির্ব্বিশেষে বারমাস চাষের কাজ চলিয়া থাকে। দেখিতে গেলে বর্ষা এবং শীতের ফসলই অধিকতর মূল্যবান। জলের অভাব পূরণ করিতে পারিলে বর্ষার ফসল পাওয়া যাইবে। কিন্তু সুকর্ষণ, সার বা জল কোনটাই শীতের ফসল রক্ষা করিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। শীতের ফসলের মধ্যে ডাল কড়াই এবং তৈলবীজ ও সব্জী সর্ব্বপ্রধান এবং ইহাদের সহিত তামাকের উল্লেখও অপ্রাসঙ্গিক নয়। যদি কখনও ধান পাট ইত্যাদি বর্ষার ফসল নষ্ট হয়, তথাপি কৃষকেরা শীতের রবিখন্দের আশায় বুক বাঁধিয়া থাকে। সকলেই জানেন সূর্য্যের কিরণ এবং রাত্রের শিশির, এই সকল ফসলের প্রাণস্বরূপ। এইজন্যই ইহাদের নাম রবিখন্দ। এখন বর্ষাকাল মাত্র আষাঢ় এবং শ্রাবণ মাসেই সীমাবদ্ধ

নয়। বারমাসে এবং সকল ঋতুতে আকাশ কমবেশী মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং শীতগ্রীষ্ম-নির্ব্বিশেষে যখন তখন দুই এক পশলা বৃষ্টিও নামিয়া থাকে। পৌষ মাঘ মাসে যখন রয়্যাল' টাইগারগুলিরও কম্পমান হইবার কথা, তখন দেখা যায় মলয় হাওয়া বহিতেছে বা বৃষ্টি-বাদল নামিতেছে। বৃষ্টি হউক বা না হউক আকাশে মেঘ সঞ্চার হইলেই রবিশস্যের পুষ্পগুলির ফলোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। সরিষা, তিসি, মটর, মসুর, অড়হর, সীম, বরবটি ইত্যাদি ফসলের চাষে কৃষকদের তাই সমূহ ক্ষতি হইতেছে। এমন কি তাহাদের শাকান্নের সহিত ডালের ছিঁটারও অভাব পড়িয়েছে। বাঙ্গালা দেশে মাছ মাংস দধি দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য। গরিব বাঙ্গালীর পুষ্টিকর খাদ্য এখন ডাল এবং ভাত। কিন্তু দেশের আবহাওয়া ডালের মহাশত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাহির হইতে ডাল কড়াইয়ের আমদানি না হইলে দরিদ্র গৃহস্থ ভাতের সহিত ডালের 'ছিঁটা দিতে পারে না। পেট ভরিয়া বাটি বাটি ডাল খাইবার দিন এখন নাই। এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি কত ইঞ্চি গভীর করিয়া চাষ দিলে, হপ্তায় কতবার জল সেচ করিলে বা বিঘা প্রতি কতমণ কেমিক্যাল সার দিলে, দেশের মুগ, মটর, মসুর, অড়হর ইত্যাদি ডালকড়াই বা বড়বটী সীম ইত্যাদি সব্জী ফসল রক্ষা পাইতে পারে? আগে দেশের নানাস্থানে তামাক চাষ হইত। এখনও অনেক জমিকে লোকে "তামাক বাড়ী" বলিয়া থাকে। সকল কৃষকই চাষের তামাক কাটিয়া গুড় মাখাইয়া হুকায় টানিত বা বর্ম্মার চুরুটের ন্যায় পাকাইয়া তাহার ধূম পান করিত। তাহাদের চাষের তামাক দেশের বাহিরে রপ্তানি হইত কিনা জানি না, তবে বাঙ্গালার কৃষকেরা ধূমপানের জন্য যে বিদেশের মুখ চাহিয়া থাকিত না তা সুনিশ্চিত। তামাকের জন্য কত কোটি টাকা আজ বাঙ্গালার বাহিরে ভাগীরথীর স্রোতের ন্যায় চলিয়া যাইতেছে। তাহার জন্য দায়ী কে? বাঙ্গালায় তামাক চাষটী কেন লোপ পাইয়াছে কেহ তাহার সন্ধান করিতেছেন কি? অনেকে বলিবেন, উৎকৃষ্ট তামাক চাষের জন্য মাটীতে যে যে উপাদানের প্রয়োজন, বাঙ্গালার মাটীতে তাহা না থাকায় আজকালকার প্রতিযোগিতার বাজারে বাঙ্গালী হার মানিয়া যাইতেছে,—কাজেই তামাক চাষে কেহ যত্ন লইতেছে না। এই প্রকার সাধারণ মন্তব্যের কোন ভিত্তি নাই। সকলেই জানেন শীতকাল তামাক চাষের জন্য প্রশস্ত। শীতের শিশির ও সূর্য্যের কিরণ তামাককে পরিপূর্ণতা প্রদান করিয়া থাকে। ভুটিয়া, মতিহার, হিংলি, সব তামাকেরই এই দুই উপাদান। শিশির ও রবিকর ব্যতীত তামাক ভাল হইতে পারে না। এই সময় জল পাইলে তামাকের পাতা ধুইয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে তামাকের ঝাঁঝ বা "তলব"ও নষ্ট হইয়া যায়। বাঙ্গালার মাটীর কোন দোষ নাই। শীতের বৃষ্টি বাদলই তামাক চাষের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। এখনও যাহা কিছু বৃষ্টি-পরিধৌত নিগুর্ণ তামাক কৃষকেরা পাইতেছে, তাহা অন্য ঝাঁঝাল তামাকের সহিত ভেজাল দিয়া ব্যবহার করে। দেশের বৃষ্টি-বাদল যদি বশীভূত করা যায় তবেই বাঙ্গালার তামাক ছাড়িয়া কেহ বিদেশী তামাক ব্যবহার করিবে না। এখন আবার জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি,—কর্ষণ, সেচন বা সার, তামাক চাষী ইহাদের মধ্যে কাহার শরণাপন্ন হইবে?

দেখা যাইতেছে মাত্র আবহাওয়ার সহিত সংগ্রামে দেশের অধিকাংশ মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় ফসল নষ্ট হইয়াছে। এইরূপ অসম্ভব আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের কারণ বিজ্ঞানবিদ্গণের নির্ণয় করা প্রয়োজন। শীতাতপের ভেদাভেদ যেমন ছিল সেইরূপ রাখিতে না পারিলে দেশের কৃষি সম্পূর্ণ বিকল থাকিতে বাধ্য, অথবা দেশের অসংখ্য ফসলের চাষ নষ্ট হইয়া মাত্র কয়েকটী ফসলের চাষ থাকিবে। উদ্ধত প্রকৃতিকে বশে রাখিয়া মেঘ বাদল বা বারি-বর্ষণকে ইচ্ছানুরূপ আজ্ঞানুবর্ত্তী করা যায় কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু যদিও তাহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে তামাক, সরিষা বা মুগ, মসুর বিক্রয় করিয়া কৃষকের পারিশ্রমিক ও জমিদারের খাজানাদির সহিত ঐ সমুদয় নৈসর্গিক শাসনযন্ত্রের খরচা জুটিবে ত? বিশেষজ্ঞগণ এবিষয়ে কি বলিতে চাহেন?

ঋতুপ্রভাবে উদ্ভিদগণ অভিভূত হইয়া থাকে। সার দিয়া বা জল সেচ করিয়া ঋতুর প্রভাব হইতে উদ্ভিদকে রক্ষা করা যায় না। একবার কোন কৃষি-পুস্তকে পড়িয়া-

ছিলাম কোন দ্বীপের কৃষকেরা ছয় মাসের মধ্যে কলাগাছে কলা ফলাইয়া লয়। আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, কলাগাছে ১২০টা পাতা ছাড়িবার পর তবে মোচা বাহির হয়। ঐ দ্বীপের কৃষকেরা কোন বিশেষ প্রক্রিয়ার বলে বারমাস কলাগাছকে সতেজে পাতা ফেলিতে সাহায্য করে। আমরা কিন্তু দেখিতে পাই বর্ষাকালে যেমন শীঘ্র পাতা পড়ে, শীতকালে সেরূপ পড়ে না, সেকারণ কলাগাছ এক বৎসর দেড় বৎসর পরে ফল দান করে। ঐ সময়ের মধ্যে উক্ত কৃষকেরা দুই তিন কাঁদি কলা গ্রহণ করিয়া থাকে। কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরাও ঐরূপ তিনগুণ লাভ করিতে পারি? আমি কিন্তু একটী কলাঝাড়ে শীতকালে মাসাবধি নিত্য জলদান করিয়াও নূতন পাতা বাহির করিতে পারি নাই। ইহার অর্থ এই বুঝিয়াছি যে, জলদান করিয়া মৃত্তিকাতে রস সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, কিন্তু যতটা উত্তাপ বৃক্ষকে নবপত্রাদিতে সুশোভিত করিয়া থাকে সে উত্তাপটুকু দিতে পারি নাই। অর্থাৎ শীতের প্রকোপ হইতে কলাঝাড়টীকে রক্ষা করিতে না পারায় আমি জলসেক সত্ত্বেও ঈপ্সিত ফল লাভ করিতে পারি নাই। এখন এই ঋতুর প্রভাব হইতে উদ্ভিদকে রক্ষা করিবার উপায় কি? এমন কোন্ ফসলের চাষ করা যাইতে পারে যাহারা ষড় ঋতুর পঞ্চবাণ উপেক্ষা করিয়া মাত্র কর্ষণ, সেচন এবং সার পাইলেই প্রচুর ফল দান করিবে? এই রকম ফসলের নাম বা বীজের সন্ধান কেহ বলিয়া দিতে পারেন কি?

এই সব মূল সমস্যার মীমাংসা করিয়া কৃষি-উন্নতির ভিত্তিস্থাপন করিলেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে। অন্যথা মাত্র চাষ বা জল বা সার প্রয়োগ করিলে তালি দিয়া কাজ-করা হইবে।

যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে সম্মুখে মাত্র দুইটী রাস্তা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটী প্রকৃতির মুখে শক্ত লাগাম লাগাইয়া লওয়া এবং দ্বিতীয়টী বিদেশীভাবের বাহন সংগ্রহ করা। যখন প্রকৃতিকে দমন করা অসম্ভব তখন হয়ত দ্বিতীয় রাস্তা ভিন্ন উপায় নাই অর্থাৎ আমাদের দেখিতে হইবে জগতের মধ্যে কোন্ দেশের আবহাওয়া বাঙ্গালা দেশের ন্যায় এবং সে দেশের কৃষকেরা বিরুদ্ধ জলহাওয়ার মধ্যে কোন্ কোন্ ফসল কৃতিত্বের সহিত চাষ করিয়া থাকে। সেই চাষের স্বরূপ আমাদের জানিতে হইবে এবং বাঙ্গালা দেশে তাহারই হুবহু নকল করিতে হইবে। এমন দেশের সংবাদ কেহ রাখেন কি? বাঙ্গালার কৃষক যে আজ ডুবুডুবু। একগাছি তৃণ পাইলেও প্রাণপণে আকড়াইয়া ধরিবে। আপনারা তাহাকে কোন্ উপায়ে বাঁচাইতে চাহেন?

তুরস্কে মার্কিণ পুঁজি

মার্কিণের পুঁজিতে তুরস্কে ব্যবসায়ের সূত্রপাত স্বরূপ তুর্কী গভর্ণমেণ্ট মার্কিণের কাছে ২৫ লক্ষ ডলারের কলকব্জার কণ্ট্রাক্ট্ দিয়াছেন। মাল চলাচলের সুবিধার জন্য রেলপথ খুলিতে কতকগুলি মার্কিণ কোম্পানীর নিকট অনেকগুলি ইঞ্জিন এবং রেলসংক্রান্ত সমস্ত মালপত্রের দর চাহিয়া পাঠান হইয়াছে।

তুরস্কের 'কাইজারিয়াতে' রেলগাড়ী এবং ইঞ্জিন মেরামতের জন্য আমদানি রপ্তানি ব্যবসায়ী "ফক্স ব্রাদার্স ইণ্টার ন্যাশনাল কর্পোরেশন"কে সাজ সরঞ্জাম সুদ্ধ একটি কারখানা নির্ম্মাণের ভার দেওয়া হইয়াছে। ইহার একটি রেলপথ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই রেলপথ তুরস্কের রাজধানী অ্যাংগোরার সহিত কাইজারিয়া, সিবাস্ ও সাম্সান্‌কে সংযুক্ত করিয়া দিবে। ফক্স কর্পোরেশনের সহিত বার্লিনের পারা কর্পোরেশন একত্রে এবিষয়ে দরকারমত ধার দিয়া যাহাতে অবিলম্বে মাল সরবরাহ ও নির্ম্মাণ কার্য্যের পাকা বন্দোবস্ত হইয়া যায় তাহাই করিবেন স্থির হইয়াছে।

ফক্স কর্পোরেশনের সহকারী সভাপতি মিঃ টীল্ বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের কন্ট্রাক্ট্ অনুযায়ী কাজ বাদেও তাঁহারা মার্কিণের অন্যান্য কলকব্জা প্রস্তুতকারী কোম্পানীর প্রতিনিধিদের নিকট রেলসংক্রান্ত সমস্ত মাল মসলার দর চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। পূর্ব্বে জার্ম্মাণ কোম্পানীরা এসব জিনিষ সরবরাহ করিত। সুতরাং মার্কিণ কোম্পানীরা যখন এবিষয়ে বেশ প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছেন।

মিঃ টীল্ আরও বলিয়াছেন যে, এই রেলপথ খোলায় যে সুধু কৃষি ও শিল্পসংক্রান্ত ব্যবসা খুব বাড়িয়া যাইবে তাহা নয়, ইহাতে শেষে পারশ্য ও বাগ্দাদ্ রেলওয়ের সঙ্গে তুরস্ক সংযুক্ত হইয়া যাইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তাহাদের কোম্পানীর অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, অধমর্ণ হিসাবে তুরস্কের স্থান খুব উচ্চে। ইহার আর্থিক অবস্থাও খুব ভাল এবং উত্তমর্ণ জাতিদের সহিত ইহারা সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। মার্কিণ ব্যবসায়ে ইঁহারা বেশ সাহায্য করিতেছেন।

তুরস্কের সাধারণ-তন্ত্রের বাণিজ্যের প্রতিনিধি মজাফ্ফর আমেদ্ তুরস্কে মার্কিণের বাণিজ্যবিষয়ে ধার দেওয়াতে খুব কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন নব্য তুর্কী এবিষয়ে মার্কিণের সহানুভূতি গ্রহণ করিবে। দেশের প্রভূত ধনরাশি এইরূপে কাজে লাগান হউক।

খনির খাজনা

(ডেভিড্ রিকার্ডো)

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম, এ, বি, এল্

অন্য পাঁচটা জিনিষের মত ধাতুগুলাকেও শ্রমের সাহায্যে পাইতে হয়। সত্য বটে প্রকৃতি ইহাদিগকে উৎপাদন করে; কিন্তু মানুষের শ্রমই ইহাদিগকে ধরণীর গর্ভ হইতে টানিয়া বাহির করে ও ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলে।

জমির মত খনিগুলার মালিকদেরকেও সাধারণতঃ খাজনা দিতে হয়। আর এই খাজনা ঠিক জমির খাজনার মত। ইহা কখনো খনির উৎপন্ন দ্রব্যের চড়া দামের হেতু নহে, ফল।

সমান উর্ব্বর খনির যদি প্রাচুর্য্য থাকিত ও সেগুলি যদি যে ইচ্ছা সেই দখল করিয়া লইতে পারিত, তবে কোন খাজনা পাওয়া যাইত না। খনি হইতে ধাতুটাকে তুলিয়া বাজারে ফেলিতে যে পরিমাণ শ্রম দরকার হয়, তারই উপর নির্ভর করিত খনিজ উৎপন্ন দ্রব্যের দাম।

কিন্তু খনি নানা রকমের হয়। সমান শ্রম করিলেও ফল ভিন্ন ভিন্ন পাওয়া যায়। খুব খারাপ খনিতে কাজ হইলে তাহাতে যে ধাতু উৎপন্ন হয়, তারও একটা বিনিময় দাম অন্ততঃ থাকা চাই। এই দাম, যারা ঐ খনিতে কাজ করিতে নিযুক্ত হইয়াছে ও উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে আনিতেছে, তাদের অন্ন-বস্ত্র ও অন্যান্য "প্রয়োজনাদি"[১] মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট হইলেই চলিবে না, যে ব্যক্তি কাজটা চালাইয়া লইবার জন্য দরকার-মাফিক পুঁজি আগাম দিয়াছে, তার অন্ততঃ অতি সাধারণ ও প্রচলিত হারে মুনাফাটা উহা হইতে পাওয়া চাই। সব চেয়ে নিকৃষ্ট অতএব খাজনাশূন্য খনিতে পুঁজিপাটা খাটাইয়া যা আদায় হয় তদ্দারাই অন্য সমস্ত অধিকতর উৎপাদক বা সফল খনির খাজনা স্থিরীকৃত হয়। ধরিয়া লইতে হইবে যে, ঐ খনি হইতে পুঁজির চলিত মুনাফা পাওয়া যাইতেছে। অন্য খনিগুলি এর চেয়ে বেশী যা কিছু উৎপাদন করে, তার সবটাই অবশ্য মালিকদের হাতে খাজনা হিসাবে তুলিয়া দিতে হইবে। জমি সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে যে নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছি, খনির

১ অর্থশাস্ত্রের "নেসেসারীস্" কথার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ জানিতে চাই। আমি চালাইতেছি "প্রয়োজন"।—অনুবাদক।

বেলায়ও তাই প্রযোজ্য। সুতরাং উহার আর বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই।

এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে নিয়মে কাঁচা মাল ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির দাম নির্ণীত হয়, সেই নিয়ম ধাতুর পক্ষেও প্রযোজ্য। ধাতুসমূহের দাম মুনাফার হারের উপর নির্ভর করে না, মজুরির হারের উপরও না, খনির জন্য প্রদত্ত খাজনার উপরেও না। উহা নির্ভর করে ধাতুকে পাইতে হইলে ও বাজারে আনিতে হইলে যে শ্রমের দরকার হয় তার মোট পরিমাণের উপর।

অন্য প্রত্যেক দ্রব্যের মত ধাতুসমূহের দাম তারতম্যের অধীন হয়। খননের জন্য যে সব যন্ত্রপাতি ও কল[1] ব্যবহৃত হয়। তাদের উন্নতি হইতে পারে। তাতে শ্রম বহুল পরিমাণে সংক্ষেপ হইতে পারে। নূতন ও অধিকতর উৎপাদক খনি আবিষ্কৃত হইতে পারে। তাহা হইতে আগের সমান শ্রমে বেশী ধাতু পাওয়া যাইতে পারে। অথবা উহাকে বাজারে আনিবার সুবিধা বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই কারণগুলির যে কোনটার দরুণ ধাতুর দাম কমিবে। ফলে, বিনিময়-স্বরূপ অন্যান্য জিনিষপত্র কম পরিমাণে পাওয়া যাইবে। অন্য দিকে খনি-বেশী বেশী করিয়া খুঁড়িতে হয় বলিয়া এবং জল জমে বলিয়া বা অন্য কোন আপৎপাতে ধাতু তুলিবার কৃচ্ছ্রতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হওয়ায় অন্যান্য জিনিষপত্রের তুলনায় ইহার দাম ঢের বাড়িয়া যাইতে পারে।

সুতরাং এই উক্তি যথার্থ বটে যে, কোন দেশের ধাতু-মুদ্রা যত না কেন যথাযথভাবে উহার প্রমাণানুযায়ী হোক্, তথাপি সোণারূপার মুদ্রা ঠিক অন্য দশটা দ্রব্যের মত সর্ব্বদা ইতর-বিশেষের বশবর্ত্তী হয়। এই ইতর-বিশেষ শুধু যে আকস্মিক ও অস্থায়ী হয় তা নয় স্থায়ী ও স্বাভাবিকও হইতে পারে।

আমেরিকায় অসংখ্য সমৃদ্ধ খনি রহিয়াছে। সেজন্য আমেরিকা আবিষ্কারে দামী ধাতুসমূহের স্বাভাবিক দরের গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। অনেকের ধারণা সেই পরিবর্ত্তন এখনও শেষ হয় নাই। কিন্তু মনে হয় আমেরিকা আবিষ্কারের দরুণ ধাতুর দামের পরিবর্ত্তনটা অনেক কাল থামিয়া গিয়াছে। গত কয়েক বৎসরের ভিতর যদি তাদের দামে হ্রাস ঘটিয়া থাকে ত তার কারণ খুঁজিতে হইবে খনি খুঁড়িবার উন্নত প্রণালীর মধ্যে।

যে কারণ হইতেই ঘটিয়া থাক্, ফলটা এরূপ আস্তে আস্তে ও ধাপে ধাপে দেখা দিয়াছে যে, সোণারূপাকে সাধারণ মধ্যস্থ মানিয়া অন্য সমস্ত জিনিষের দাম নির্ণয় করায় সত্যকার অসুবিধা বিশেষ কিছু হয় নাই। সোণারূপা যে দামের পরিবর্ত্তনশীল মান তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এদের চেয়ে কম তারতম্যের অধীন কোন বস্তুই বোধ হয় নাই। এই ধাতুগুলির এটা একটা সুবিধা আছে। আরো অনেক সুবিধা আছে, যেমন, কাঠিন্য, ঘাত-সহনশীলতা, বিভাজ্যতা ইত্যাদি। এসকল গুণের জন্যই সভ্যদেশসমূহে মুদ্রার প্রমাণ-রূপে সর্ব্বত্র ইহারা যে সমাদৃত হইয়াছে তা ঠিকই হইয়াছে।

যদি সমান স্থির পুঁজিপাটার সাহায্যে সমান শ্রমে খাজনা-হীন খনি হইতে সর্ব্বদা এক পরিমাণ সোণা পাওয়া যাইত, তবে সোণাকে দামের প্রায় এক অপরিবর্ত্তনীয় মানরূপে পাইয়াছি মনে করা চলিত। টান হইলে পরিমাণটা অবশ্য বাড়িত, কিন্তু দামটা অপরিবর্ত্তনীয়ই থাকিয়া যাইত ও অন্য সব জিনিষের চির-পরিবর্ত্তনশীল দাম কষিবার পক্ষে খুব উপযোগী হইত। আমি এই গ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী এক স্থানে ধরিয়া লইয়াছি যে, সোণা এইরূপ ক্ষমতাপন্ন বস্তু। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদেও আমি এইরূপই ধরিয়া লইব। সুতরাং নানাপ্রকার দরের কথা যখনই বলিব, বুঝিতে হইবে যে, জিনিষের তারতম্যের কথাই বলিয়াছি, যে মধ্যস্থ দ্বারা তা স্থিরীকৃত হয় তার তারতম্যের কথা বলা কখনো অভিপ্রেত নহে।

১ ইম্প্লিমেন্টস্ ও মেশিনারীর ভিতর পার্থক্যটা বাঙ্গালায় প্রকাশ করিবার উপায় কি?—অনুবাদক।

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শীল বি-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

আর্থিক উন্নতি

শ্রাবণ—১৩৩৫ | ৩য় বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

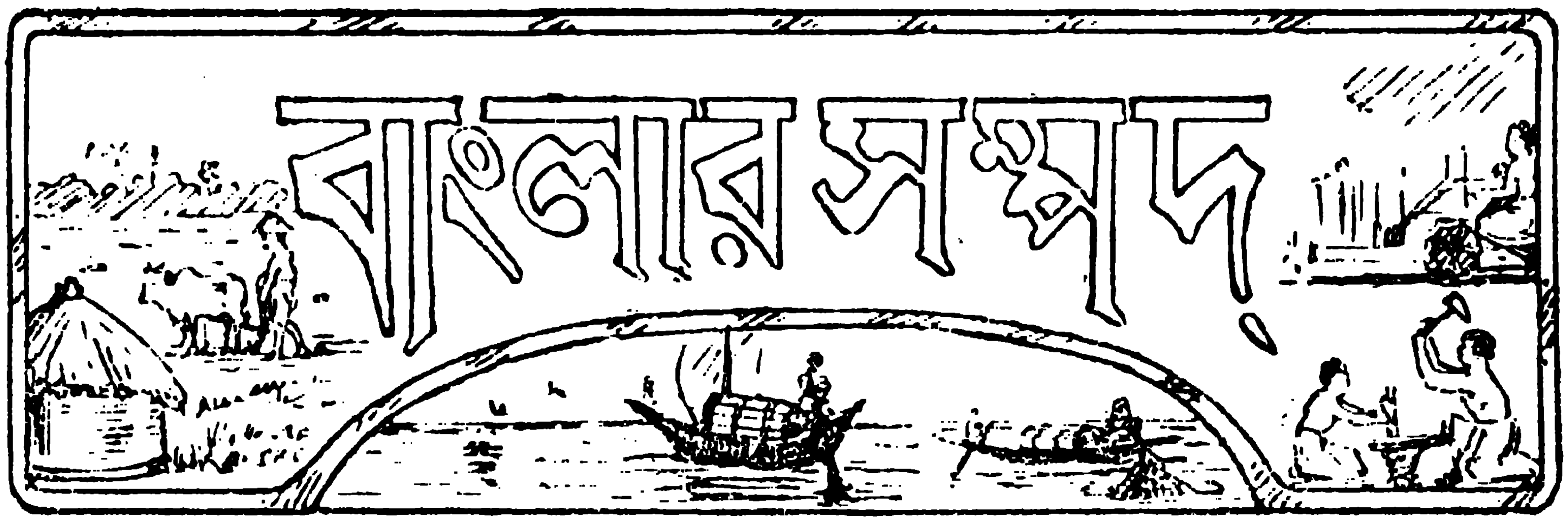

চটকলের আর্থিক কথা

প্রত্যেক চটকলে গড়ে ৩০০০ হইতে ৪০০০ শ্রমিক কাজ করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে নারীও আছে। সকল দেশের কলের মালিকরা নিজেদের সুবিধার জন্য কারখানার অতি নিকটেই নিজব্যয়ে শ্রমজীবীদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। ইয়োরোপ প্রভৃতি দেশে অধিকাংশ কারখানার মালিকরাই এজন্য শ্রমিকদের নিকট হইতে "ভাড়া" অথবা "খাজনা" আদায় করে না। কারণ শ্রমিকদিগকে কারখানার যত নিকটে রাখা যায় কারখানার কাজের এবং মালিকদের স্বার্থের পক্ষে উহা ততই সুবিধাজনক। সুতরাং ভাড়া না পাওয়ার জন্য মালিকদিগকে প্রকৃতপক্ষে কোন ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না। ভাড়া আদায় না হওয়ার আরও একটা কারণ আছে। ইয়োরোপের প্রায় সকল কারখানার শ্রমিকদেরই কোন না কোন ইউনিয়ন থাকায় এবং ঐ ইউনিয়নগুলি বিলক্ষণ শক্তিশালী হওয়ায় কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের নিকট হইতে ভাড়া বা খাজনা আদায় করার জন্য অধিক জিদ করিতেও সাহস করে না। এ দেশের শ্রমিকরা তেমন সঙ্ঘবদ্ধ বা শক্তিশালী নহে। কাজেই ইয়োরোপের চটের কলগুলি অপেক্ষা এ দেশের চটের কলগুলিতে বহুগুণ অধিক লাভ হইলেও এদেশের কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের নিকট হইতে অতি জঘন্য ঘরগুলিরও ভাড়া আদায় না করিয়া ছাড়ে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাঙ্গালার চটকলের শ্রমিকদের অধিকাংশই বাঙ্গালার বাহিরের লোক। সুতরাং এখানে তাহাদের বাসোপযোগী নিজেদের ঘরদুয়ার থাকা সম্ভব নহে। এমন অবস্থায় ভাড়া কিছু অধিক হইলে বা অন্য কোন অসুবিধা থাকিলেও কলের খুব নিকটে যে ঘর পাওয়া যায়, সেই সব ঘরে থাকিবার জন্য সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করে। কারণ যখন ভাড়া দিতে হইবে তখন কারখানার যত নিকটে থাকা যায় ততই তাহাদের

সুবিধা। অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশের চটকলের মালিকরাও শ্রমিকদের জন্য তাঁহাদের কারখানার নিকটেই ঘর না হইলেও কতকগুলি "খোপ" প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। শ্রমিকদের অনেকেই ইহাতে "বাসা" করিয়া থাকে। একটী খোপের পরিমাণ সাধারণতঃ উচ্চে নয় ফুট, প্রস্থে আট ফুট ও দৈর্ঘ্যে দশ ফুট মাত্র। খোপ হইলেও ইহাতে ৪ ফুট আন্দাজ একটী দরজা এবং ২ ফুট আন্দাজ একটী জানালাও আছে। কিন্তু কোন কলের লাইনেই এই খোপগুলির সংখ্যা সেই কলের শ্রমিকদের সংখ্যার তুলনায় এক-চতুর্থাংশের অধিক হইবে না। অথচ কলের নিকট থাকার একটী স্বাভাবিক আগ্রহ শ্রমিকদের ভিতর থাকায় প্রতিযোগিতা উপস্থিত হয়। ফলে কোম্পানীর পক্ষ হইতে কলের যে জমাদার সাধারণতঃ এই খোপগুলি "বিলি" করিয়া থাকে, সে এই অবসরে শ্রমিকদের নিকট হইতে বেশ দু পয়সা উপায় করিয়া লয়। শ্রমিকদের ভিতর যাহারা স্ত্রী-পুত্র লইয়া থাকে না, তাহারা ৪।৫ জনে একটী খোপেই বাস করে। ইহাতে তাহাদের আর্থিক সুবিধা কিছু কিছু হয় বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া যে সর্ব্বনাশ হয় তাহার কথা ভাবে না। সকলেই জানে যে, এই সকল খোপের প্রত্যেকটীর জন্য মিল কোম্পানী শ্রমিকদের নিকট মাসিক আট আনা হইতে একটাকা পর্য্যন্ত "ভাড়া" আদায় করিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইয়োরোপের শ্রমিকদলের প্রতিনিধিরা এ দেশে আসিয়া যখন এই সব "খোপগুলি" পরিদর্শন করেন, তখন এ দেশের চটকলের মালিকরা তাঁহাদিগকে বলিয়া থাকেন যে, এই সব "খোপে" বাসা করিয়া থাকার জন্য শ্রমিকদের নিকট হইতে কোম্পানী এক পয়সাও ভাড়া আদায় করে না। আর এই জাহাজ-প্রমাণ মিথ্যা কথাটা সত্যের মোড়ক দিয়া জাহির করার জন্য এ দেশের কোন কোন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রও আদাজল খাইয়া লাগিয়া যায়। সে যাহা হউক ডাণ্ডীর শ্রমিক-প্রতিনিধি মেসার্স জনষ্টন ও সাইম তাঁহাদের বিবরণীতে এই সকল খোপের অবস্থা দেখিয়া লিখিয়াছিলেন, "এইরূপ একটী ঘরে ৪।৫ জন লোক যে কি করিয়া বসবাস করে আমরা ত তাহা ভাবিয়াই স্থির করিতে পারি না।" যে দেশের শ্রমিকদল নিজেদের অসাধারণ ক্ষমতা ও যোগ্যতার বলে অন্য সকল দলকে পরাভূত করিয়া রাজ্যের কর্ণধার হইতে পারেন, সে দেশের শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা ইহা "ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিলেও" ইহা সত্য। কেবল বর্ষার সময় ব্যতীত অন্য সকল সময়েই দেখা যায় যে, শ্রমিকরা "খোপের" বাহিরে একখানি খাটিয়া, কেহ বা একখানি কাপড় বিছাইয়া পড়িয়া থাকে। বর্ষার জলে ভিজিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই সে সময় ঘরে ঢুকিতে বাধ্য হয়। অন্যান্য দেশে কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের জন্য যে সমস্ত গৃহ প্রস্তুত করিয়া দেয়, সে সকলের সহিত এ দেশের এই সব ঘরের তুলনায় এগুলিকে "খোপ" ভিন্ন আর কি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে? বাঙ্গালার চটকলের কুলিলাইনের কোম্পানীর এই সব ঘরগুলির কোন একটীর ভিতরেও আলো কিংবা জলের ব্যবস্থা নাই। অথচ কলিকাতার কোন অ্যাংলোইণ্ডিয়ান পত্র একবার নিতান্ত নির্লজ্জ ভাবে লিখিয়া বসেন, "লাইনের প্রত্যেক ঘরের ভিতরেই যথেষ্ট পরিমাণে জল এবং আলো সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।" সে যাহা হউক ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের দেশের লোক, যাহারা জমিদারের জমি ঠিকা লইয়া কুলি লাইন প্রস্তুত করিয়া ভাড়া দেয়, তাহাদের সেই নরকের তুলনায় চটকলওয়ালাদের লাইনের খোপগুলি যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত। পরোক্ষে শ্রমজীবিগণ সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া উঠিলে মিল কোম্পানীরাও সম্ভবতঃ তাহাদের ঘরগুলির জন্য ভাড়ার তাগাদাও আর করিবে না।

চটকলে কার্য্যকাল

এ দেশের কারখানা-আইনের ব্যবস্থানুসারে সাধারণতঃ কাহাকেও কোন কারখানায় একদিনে ১১ ঘণ্টা বা এক সপ্তাহে মোট ৬০ ঘণ্টার অধিক খাটান নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে। চটকলের মালিকরা কিন্তু অনেক সময়ই এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া কল চালাইয়া ও লোকজনকে অধিক খাটাইয়া আদালতে অভিযুক্ত হইয়া থাকে। বলা

বাহুল্য যে, হতভাগ্য শ্রমিকদিগকে ইহার জন্য যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতে হইলেও কলওয়ালাদের এই সব ছ্যাঁচড়ামী সহজে বন্ধ করা যায় না। এজন্য প্রথমতঃ প্রত্যেক কলের প্রত্যেক বিভাগে ঘড়ি রাখার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। নচেৎ ১০।১৫ মিনিটের ফাঁকিবাজী কোন কালেই বন্ধ করা সম্ভব হইবে না। অথচ প্রত্যেক সিফ্‌টে ১০।১৫ মিনিট অধিক চালানোর অর্থ শ্রমজীবীদিগকে ফাঁকি দিয়া দৈনিক এক ঘণ্টা অধিক খাটাইয়া লওয়া। কোন কোন ম্যানেজার আবার কলের সদর দরজা বন্ধ করিয়া ছাদের ও পাঁচিলের উপর পাহারা রাখিয়া গোপনে কল চালায়। নৈহাটীর কোন মিলের ম্যানেজার একবার এইরূপ করিলে আমরা তাহা কারখানার ইন্‌স্পেক্টরকে জানাই। ইন্‌স্পেক্টর কিন্তু সেবার আমাদের কথা কেবল ঐ কলের ম্যানেজারকে জানাইয়া এবং উক্ত ম্যানেজারের ঠাট্টাপূর্ণ প্রতিবাদ পত্রের নকল আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করেন। কিছুদিন পরে সেই কলের সেই ম্যানেজারই আবার ঐরূপ গোপনে কল চালাইতেছিল। আমরা জানিতে পারিয়া এবার আর ফ্যাক্টরী ইন্‌স্পেক্টরকে কোন সংবাদ না দিয়া কিরূপে ইহা ধরিয়া ফেলা যায় তাহারই চেষ্টা করিতে থাকি। এমন সময় আমরা জানিতে পারি যে, ডাণ্ডীর চটকলের কর্ম্মচারীদের সমিতির সেক্রেটারী মিঃ জে, এফ, সাইম এবং পার্ল্যামেণ্টের অন্যতম শ্রমিক-সদস্য মিঃ টমাস জনষ্টন কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন। সংবাদ পাইয়াই আমরা তথায় যাইয়া উপস্থিত হই। পরে মিঃ সাইমকে গোপনে আনিয়া খিড়কির পথে একেবারে মিলের তাঁতঘরে প্রবেশ করাইয়া দিই। তখনও কল চলিতেছিল। মিঃ সাইম ব্যাপার দেখিয়া অবাক হইয়া যান ও ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরে সেবার প্রধানতঃ মিঃ সাইমের চেষ্টাতেই ঐ ধূর্ত্ত ম্যানেজারের ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা জরিমানা হয়। এবার আর প্রতিবাদ করিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। সে যাহা হউক আজ পৃথিবীর অধিকাংশ কারখানাতেই যখন আট ঘণ্টার অধিক কাহাকেও খাটান হইতেছে না, বাঙ্গলার চটকলের শ্রমিকদিগকে তখন আইনানুসারেই এগার ঘণ্টা খাটান হইতেছে। তাহার উপর ফাউ হিসাবে কলওয়ালারাও যতটা পারে অধিক খাটাইয়া লয়। চটকলের প্রত্যেক শ্রমিককে দৈনিক অন্ততঃ ১১ ঘণ্টা করিয়া খাটান হয়। অথচ আমরা এই কলের মধ্যেই দেখিতে পাই যে, সাহেব কর্ম্মচারীরা পুরা ৭ ঘণ্টাও কাজ করে না। বেতনও তাহাদের অন্য সকল কর্ম্মচারী অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। দেশীয় শ্রমিকরা দলে দলে আসিয়া এসোসিয়েশনে যোগ দিয়া একটু সঙ্ঘবদ্ধ এবং শক্তিশালী হইয়া না উঠিলে ইহার প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই। কতকটা সঙ্ঘবদ্ধ হইলেই আমরা তাহাদের পরিশ্রমের সময় কমাইবার ও বেতন বৃদ্ধি করিবার দাবী উপস্থিত করিতে পারি। তাঁহারা কি তাহা করিবেন? তাঁহারা যেন ভুলিয়া না যান যে, রীতিমত দলবদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া সমবেত দাবী করিতে না পারিলে কস্মিনকালেও কিছু মিলিবে না।

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য (আত্মশক্তি)

পাবনা সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

ঘোষিত মূলধন	...	৩০০০০০৲
অংশমূলক আদায়ী মূলধন	...	১২১৮৭০৲
বিক্রীত অংশের রিজার্ভ মূল্য	...	১২১৮৭০৲
সর্ব্বপ্রকার আমানত	...	১০,০০৪৯৲
রিজার্ভ ফণ্ড	...	৬৮২৪৬৲
ক্ষতিপরিপূরক অপরাপর ফণ্ড	...	৮১০৪৫৲

এই মূলধনের টাকা ব্যাঙ্কের সহিত সংযুক্ত ৪টী অসীম দায়িত্ব-বিশিষ্ট কো-অপারেটিভ সমিতি ও ব্যাঙ্কের তহবিলের ৩,২৭২২৩ টাকা সমর ঋণে ও প্রাদেশিক ব্যাঙ্কে খাটিতেছে। কলিকাতায় অবস্থিত বেঙ্গল প্রাদেশিক ব্যাঙ্কে এই ব্যাঙ্ককে ৬৬০০০ টাকার ক্যাশ ক্রেডিট ও ২২৫০০০ টাকা পর্য্যন্ত আবশ্যকানুসারে কর্জ্জ গ্রহণের অধিকার দিয়া রাখিয়াছেন। ইহার পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে সুসম্বদ্ধ নিয়মাধীনে হইয়া থাকে।

আপাততঃ আমানতের উপর নিম্নলিখিত হারে সুদ দেওয়া হইয়া থাকে :—

৪ বৎসর মিয়াদে শতকরা বার্ষিক ৭॥০
৩ বৎসর মিয়াদে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০
২ বৎসর মিয়াদে শতকরা বার্ষিক ৬৲
১ বৎসর মিয়াদে শতকরা বার্ষিক ৫।০

অস্থির আমানতের শতকরা বার্ষিক সুদ ৩৲ টাকা। বিস্তারিত নিয়মাবলী ব্যাঙ্কের সেক্রেটারীর নিকট প্রাপ্তব্য।

কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্

এতদ্বারা খুলনা কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্ লিমিটেডের অংশীদারগণকে জানান যায় যে, উক্ত ষ্টোরস্ ২৩।৭।২৬ তারিখে লিকুইডেশনে গিয়াছে। উক্ত ষ্টোরের দেনা মিটাইবার জন্য উহার অংশীদারগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদের নিজ নিজ অংশ অনুসারে দায়িত্বের টাকা আগামী ১৫ই এপ্রিল (১৯২৮ সন) মধ্যে অত্র অফিসে দাখিল করিবেন। অন্যথায় সার্টিফিকেট দ্বারা খরচা সহ টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করা হইবে। প্রকাশ থাকে যে, যিনি যত টাকার অংশ খরিদ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তত টাকা ষ্টোরের ৩১ (ক) উপবিধি অনুসারে দায়িত্বের বাবদ দিতে হইবে। ইতি সন ১৯২৮, ১৬ই মার্চ্চ।

শ্রীভূপেশচন্দ্র শীল
সমবায় সমিতিসমূহের ইনস্পেক্টর ও লিকুইডেটর, খুলনা।

কলিকাতা লোন্ অফিস লিঃ

হেড অফিস ২৪বি, রসারোড, কলিকাতা।
পোঃ বক্স নং ১০৪০৫
টেলি "রিগেইন" ফোন ১০৩৯
কালীঘাটের প্রথম প্রতিষ্ঠিত লোন অফিস

যথারীতি ব্যাঙ্কিং ট্রানজ্যাক্সন আরম্ভ হইয়াছে। স্থায়ী ও অস্থায়ী আমানতের বর্দ্ধিত হারে সুদ দেওয়া হয়। সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্টও খোলা হইয়াছে। শেয়ার, অলঙ্কার ও গভর্ণমেণ্ট পেপার দায়াবদ্ধ রাখিয়া কর্জ্জ দেওয়া হয়। এখনও কতক শেয়ার বিক্রয়ার্থ আছে। বিশিষ্ট নিয়মগুলির জন্য নিম্নে আবেদন করুন।

এ, সি, সমাদ্দার অ্যাণ্ড কোং, ম্যানেজিং এজেণ্টস্।

মেয়েদের শিল্পকর্ম্ম

দু'তিন বৎসর থেকে কলিকাতা সহরে দু' একটা নারী-শিল্প প্রদর্শনী দেখা যাচ্ছে। ঐগুলি অধিকাংশই পৃথক পৃথক একটি একটি নারী-প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অনুষ্ঠান। এই সকল কার্য্যে মেয়েদের উৎসাহ ও পরিশ্রমের বিশেষ পরিচয় পেয়ে বড়ই আনন্দ লাভ করছি। কিন্তু এর ভিতরে ব্যবসায়-বুদ্ধির অভাব, বিলাতী উপকরণের ব্যবহার, বিলাস শিল্পের আধিক্য প্রভৃতি অনেক ত্রুটি আমরা লক্ষ্য করে আসছি। মেয়ে প্রতিষ্ঠানের জিনিষের এরূপ ত্রুটির জন্য দায়ী মেয়ে শিল্পীরা নহেন। পরিচালকগণই এর জন্য দায়ী।

প্রদর্শনীগুলির মধ্যেও আমাদের দেশের বড় ভুল ধারণা দেখতে পাওয়া যায়। প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য হবে ঐগুলির দ্বারা দেশের অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করা। কৃষি প্রদর্শনী, শিল্প-প্রদর্শনীগুলিতে দেখতে পাওয়া যায় শিল্পের বৈচিত্র্য মাত্র। অমুক গ্রামের অমুকের মার কাঁথা। পঁচিশ বৎসরের মধ্যে সেখানি সাতবার বিভিন্ন প্রদর্শনীতে উপস্থিত হয়ে সার্টি-ফিকেট লাভ করেছে। কাঁথাখানি তৈরী শেষ করতে তিন পুরুষের হাত পড়েছিল। মাছের আঁইশ দিয়ে একটা ফুলের সাজি তৈরী হয়েছে। দাম লেখা রয়েছে ৫০০৲ টাকা। কিন্তু "বিক্রয়ার্থ নহে" লেবেল দিয়ে তার মান রক্ষা করা হয়েছে। ঐ লেবেল না দিলেও কেউ অমন জিনিষ অত দাম দিয়ে কিনতো না। নোটের অনুকরণ, ডাক টিকিটের অনুকরণ, পোষ্টকার্ডের অনুকরণ একেবারে চমৎকার! ডেটিং ষ্টাম্প মারা পর্য্যন্ত অনুকরণ। দর্শকে দেখে খুব প্রশংসা দিচ্ছে। একখানা কার্পেটের আসন বোনা হয়েছে, তাতে সূতা লেগেছে তিন টাকার আর সময় লেগেছে তিন মাস, দাম লেখা হয়েছে পাঁচ টাকা। হয়ত তাতে একখানি ফার্ষ্টক্লাস সার্টিফিকেট্ মিলবে; কিন্তু দামের গুরুত্ব দেখে তার খরিদ্দার হবে না। এইত আমাদের প্রদর্শনীর শিল্পের ধারা। কিন্তু আমরা বলি—কি হবে এমন শিল্পে, কি হবে এমন শিল্প প্রদর্শনীতে, যাতে অর্থোপার্জ্জনের পথ মুক্ত না হয়? বর্ত্তমানে যে সকল নারীশিল্প-প্রদর্শনী খোলা হয়ে থাকে তাতে এই ধরণের অকেজো শিল্পই বেশী থাকে।

নারী-প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষরা এত অর্থ ব্যয় করে, এত কষ্ট স্বীকার করে এক একটা নারীশিল্প প্রদর্শনী করছেন। তার ফল যদি হয় এইরকম তবে তাঁরাই বা কি করছেন, আর শিক্ষার্থিনীরাই বা এত পরিশ্রম করে সময় কাটিয়ে কি করছেন? শিল্পশিক্ষার কার্য্যে অভিজ্ঞ শিল্পী শিক্ষক চাই। এবং তাঁর ব্যবসায়-বুদ্ধিও থাকা চাই।

এইরূপে আমরা বহুদিন থেকে লক্ষ্য করে আসছি, বাংলার নারীশিল্প কোন প্রকারেই একটা সুধারায় উপনীত হয়ে উঠছে না। মহাত্মা গান্ধি প্রদর্শিত চরকায় সুতা-কাটাতে বর্ত্তমানে অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধে আশানুরূপ ফল লাভ না হলেও উহা সর্ব্ববাদিসম্মত নারীশিল্প। দেশের আবশ্যক সুতাগুলি যদি সেকালের মেয়েদের মত একালের মেয়েরা যোগাতে পারতেন তবে আর ভাবনা ছিল না। মেয়েরা শিল্পকর্ম্মের নানা পথে ঘুরে ঘুরে যত দিন পথ পাচ্ছেন না, ততদিন তাঁরা এই চরকা নিয়েই থাকুন না কেন। আর তার সঙ্গে যুক্ত রাখুন ধান ভানা, চিড়ে মুড়ি লাড়ু বড়ী তৈরী, ডাল ভাঙ্গা, আটা তৈরী করা। তারপর ডালা কুলো পাখা পাটী মাদুর তৈরী, এই সবই ত আমাদের দেশের শিল্প। এই সকল তৈরী করাই দেশের অর্থ দেশে রক্ষা করা। এইরূপে একই সঙ্গে জাতীয় শিল্পে আর দেশের কাজে হাত দিলে তারপর আবশ্যকমত আর আর কাজের নির্দ্দেশ আপনি হয়ে আসবে।

(মাতৃমন্দির)

কলিকাতায় গঙ্গাজল

গঙ্গার অপরিস্কৃত জল পাম্পদ্বারা সহরে প্রবাহিত করা হয়। ঐ জল সহরের রাস্তা ধুইবার জন্য, ধুলি নিবারণ জন্য ও জনসাধারণের গৃহের পায়খানা পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই জলে নানাপ্রকার জীবাণু থাকে যাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর এবং কলিকাতা সহরে যে এত শ্বাসযন্ত্রের রোগের প্রাদুর্ভাব, তাহার এক কারণ এই অপরিস্কৃত গঙ্গাজল। রাস্তা সকল ধুইবার জন্য এই অপরিস্কৃত জল ব্যবহৃত হয় এবং জলের যত কাদা প্রভৃতি রাস্তার শুকাইয়া গিয়া ধুলি উৎপন্ন করে। গঙ্গার অপরিস্কৃত জলে কত পরিমাণ বিষ্ঠা বা বিষ্ঠা-উৎপন্ন জীবাণু আছে তৎসম্বন্ধে সঞ্জীবনীতে দুইবৎসর পূর্ব্বে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ ও বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং সে সম্বন্ধে পুনরুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন। নৈহাটীর কিছু উত্তর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত দুইধারের মিউনিসিপ্যালিটির আবর্জ্জনা এবং গঙ্গা নদীর দুইধারের যত পাটের ও নানাবিধ কলের নিযুক্ত কুলিগণদ্বারা ব্যবহৃত সেপটিক ট্যাঙ্কের সমস্ত জল এই গঙ্গা নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। গঙ্গার এই অবস্থা দুর করিবার জন্য অনেকবার কমিটি গঠিত হইয়াছে, অনুসন্ধান হইয়াছে। শেষবারে গঙ্গার এই অবস্থা দূর করিবার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রভৃতি কয়েকজনকে লইয়া এক কমিটি গঠিত হয়। এ পর্য্যন্ত এই কমিটি কিছুই করেন নাই এবং গঙ্গার জল দিন দিন জীবাণু ও বিষ্ঠাপূর্ণ পয়ঃপ্রণালীর জলের অবস্থা ধারণ করিতেছে।

এই কাঁচা বিষ্ঠা মিশ্রিত জল দ্বারা কলিকাতায় রাস্তার ধূলি নিবারিত হয়। ঐ জল শুকাইয়া গেলে যাহা পড়িয়া থাকে তাহা বাতাসে ও মোটর গাড়ীর চাকার গতির দ্বারা বাহিত হইয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং কলিকাতাবাসীর নাসারন্ধ্রে ও সর্ব্বগাত্রে এই বিষ্ঠার ধূলি লাগে। ইহাতে কলিকাতাবাসীর মধ্যে রোগ বৃদ্ধি পাইবে না কেন?

কলিকাতা সহরে প্রত্যহ ৪ কোটি গ্যালন অপরিস্কৃত জল পাম্প করা হয়। প্রতি ঘনফুট গঙ্গার জলে বর্ষাকালে ১২০০ গ্রেণ কর্দ্দম থাকে। তৎস্থানে কমাইয়া সমস্ত বৎসর যদি প্রতি ঘনফুটে ৭০০ গ্রেণ কর্দ্দম আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলেও প্রত্যহ কলিকাতা সহরে ৫৬০০ মণ কর্দ্দম ছড়ান হইয়া থাকে। ইহা হইতেই কলিকাতার এস্‌ফ্যালট-মণ্ডিত রাস্তাতেও এত ধুলা কেন তাহা বুঝিতে পারা যাইবে এবং সহরে যক্ষ্মা, আমাশয়, টাইফয়েড, কলেরা ও শ্বাসযন্ত্রের রোগ কেন এত বেশী বুঝিতে পারা যাইবে। পরিস্কৃত জল দান করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশন যেমন একদিকে উদরাময়, আমাশয়, কলেরা প্রভৃতি রোগ কমাইতে পারিয়াছেন, তেমনি অপরদিকে বিষ্ঠা জীবাণুময় অপরিস্কৃত জল ছিটাইয়া সকল রোগ ছড়াইবার ব্যবস্থা

করিয়া দিয়াছেন। বঙ্গদেশে পাট জন্মাইয়া কৃষক যাহা লাভ করে তাহার দ্বিগুণ লাভ করে মধ্যবিত্ত ব্যবসায়িগণ; তাহার বারগুণ লাভ করে পাটের কলের অংশীদারগণ। কিন্তু পাট জন্মাইয়া ও তাহা পচাইয়া কৃষকগণসহ নিরীহ গ্রামবাসী ম্যালেরিয়ায় কষ্ট পায়। সেই পাট হইতে চট নির্ম্মাণকালে পাটকলের কুলীর পুরীষ সেপটিক ট্যাঙ্ক হইতে গঙ্গায় বহিয়া গিয়া দুকূলবাসী ও কলিকাতার অধিবাসিগণকে নানা রোগ প্রদান করে। অপর দিকে পাট রপ্তানি শুল্ক ভারত গভর্ণমেণ্ট "হস্তগত" করিতেছেন।

(সঞ্জীবনী)

১৯২৬-২৭ সনে বাংলার সমবায়

পূর্ব্ব বৎসরে সমিতির সংখ্যা শতকরা ১৫·৬ ভাগ বাড়িয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে শতকরা ২০·৪ ভাগ বাড়িয়াছিল (১২,৮১৯ হইতে ১৫,৪৩৯)। ১৯২৫-২৬ সনে মেম্বারের সংখ্যা শতকরা ১৭·৪ ভাগ বাড়িয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে শতকরা ২০·৭ ভাগ (৪৫৩,০৩১ হইতে ৫৪৭,৩২৫) বাড়িয়াছিল। খাটাইবার টাকার (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরে শতকরা ২১·৭ ভাগ ও আলোচ্য বর্ষে ২৫·৩ ভাগ (৭ কোটি ৫২ লক্ষ ৭৭ হাজার ১৮ টাকা হইতে ৯ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪২ হাজার ২ শত ১৮ টাকা) বাড়িয়াছিল।

প্রায় সর্ব্বত্রই সমবায় সমিতিগুলার টাকার অভাব ঘটিয়াছিল। ঋণের চাহিদা মিটাইতে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ককে বেগ পাইতে হইয়াছিল।

পাট বিক্রয় সমিতিগুলার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা অত্যন্ত সঙ্ঘবদ্ধ। তাহাদের অর্থবলও যথেষ্ট। সুতরাং ইহাদের খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে সময় লাগিবে। কৃষি-ক্ষেত্র হইতে পাটকলে পাট সরবরাহ করিবার জন্য যাহাতে বাহিরের সাহায্যের উপর একেবারেই নির্ভর করিতে না হয় সেই জন্য কলিকাতায় একটী "পাইকারী বিক্রয় সমিতি" স্থাপন করা হইয়াছে।

বিক্রয়সমিতির সংখ্যা ৫৩ হইতে ৭৮ দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই পাট বিক্রয়ের জন্য।

দুগ্ধ সমিতির সংখ্যা ৬৭ হইতে ৯৭ দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৮২টী কলিকাতায়। এই ৮২টী 'ক্যালকাটা মিল্ক ইউনিয়ানে' সঙ্ঘবদ্ধ। ১৯২৬-২৭ সনে এই ইউনিয়ানটীর লাভ দাঁড়ায় ২২ হাজার ১ শত ৬৮ টাকা। ইহার সফলতা দেখিয়া ঢাকা ও দার্জ্জিলিঙে এই ধরণের ইউনিয়ান স্থাপিত হইয়াছে।

শিল্প-সমিতিগুলার কোন রকম উন্নতি দেখা যায় নাই।

১৮১টী নূতন ম্যালেরিয়া-নিবারণী সমিতি স্থাপিত হয়। ১৯২৫-২৬ সনে ছিল ২৬৯টী।

কেন্দ্র-ব্যাঙ্কগুলার সংখ্যা ৯৮ হইতে ১০৩ দাঁড়াইয়াছে।

পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক ৫ কোটি টাকার কারবার করিয়াছিল (টার্ণ ওভার)। যাহারা সভ্য নহে এরূপ লোকের নিকট প্রাপ্ত আমানতের পরিমাণ ৪৪ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়।

'বেঙ্গল কো-অপারেটিভ্ অর্গ্যানাইজেশান সোসাইটি প্রতি বৎসর গভর্ণমেণ্টের নিকট ১০ হাজার টাকা করিয়া পাইতেছে। ইহার অবস্থা ভাল।

কচুরী পানা

বরিশাল অক্সফোর্ড মিশনের পাদ্রী রেভারেণ্ড সি, ই প্রায়র সম্প্রতি কলিকাতা ডায়ওসিস্তান রেকর্ডে কচুরী পানা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—

প্রকাশ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে নারায়ণগঞ্জের একজন ধনীলোক বিবাহের পড় মধু পূর্ণিমা (হানিমুন) যাপনের জন্য অষ্ট্রেলিয়ায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি আসিবার সময় দুইটি ফুলের টবে করিয়া নীল ফুলবিশিষ্ট এক প্রকার জল-গাছড়া আনয়ন করেন। ইহাই কচুরী পানা।

১৯১৫ সনে আমি ঢাকা জেলায় বেড়াইতে গিয়া কচুরীর দৌরাত্ম্য স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। একবার ইহা যেখানে যায় সেখানে এত দ্রুতবেগে প্রসার লাভ করে যে তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। আজকাল বাংলার সর্ব্বত্র এই পানার অত্যাচার পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহা শস্যাদির যে ক্ষতি করিতেছে, জলপথে যাতায়াতের যে বাধা উৎপাদন করিতেছে তাহা অপরিমেয়। গত ১৩ বৎসরের

মধ্যে এই আপদটা যে ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে আর ১৩ বৎসর-কাল সেইভাবে বাড়িলে ওদেশের অধিকাংশ স্থান জনশূন্য ও দুর্গম হইয়া পড়িবে একথা বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

আজ বাংলার সহস্র সহস্র বিঘা জমির শস্য কচুরী পানায় নষ্ট হইতেছে। কোন কারণে যদি কচুরী পানা অঞ্চলের কোন জমি এক বৎসর চাষ করা না হয়, তাহা হইলে সেই জমিতে এই আপদ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া বসবাস সুরু করিয়া দেয়। ঐ জমি চাষ করা পরে কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

এই কচুরী পানার কল্যাণে জলপথে যাতায়াত করা দিন দিনই কঠিন হইয়া পড়িতেছে। গোপালগঞ্জে আমি একবার পনর কুড়ি হাত প্রশস্ত এক নালা পুল দিয়া পার না হইয়া পুরু কচুরীর উপর দিয়া হাঁটিয়া পার হইয়াছিলাম। বানারিপাড়া নদীতে এত ঘন ও পুরু হইয়া পানা ভাসিয়া বেড়ায় যে, তাহাতে নৌকা চালান দূরের কথা, ষ্টিমার চালানও সম্ভবপর নহে। ঘাঘর নদীতে চিরদিনই নৌকা চলাচল করিয়া আসিতেছে; কিন্তু আজকাল উহা নৌকার পক্ষে একেবারে দুর্গম। এই নদীটী পঞ্চাশ গজ বা তদপেক্ষা কিছু অধিক প্রশস্ত হইবে। ইহা পানায় এত ভরিয়া গিয়াছে যে, ইহার জল দেখিবার উপায় নাই। এখন প্রায় সর্ব্বত্রই এই দুরবস্থা।

শম্পা চৌম্বিক 'উড' হাল

ভারত গভর্ণমেণ্টের 'পুসা কৃষিপরীক্ষা ক্ষেত্র' হইতে, অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভাই অর্জ্জুন সিং বাহাদুর লিখিতেছেন, "শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র লস্কর মহাশয় বর্ত্তমান বড় লাট বাহাদুরকে যে হাল উপহার প্রদান করিয়াছিলেন আমরা সম্রাট প্রতিনিধি মহাশয়ের আদেশ অনুসারে উহা পরীক্ষা করিতেছি। লস্কর মহাশয় স্বয়ং আসিয়া উহা সংযোজনা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই হাল দেশোপযোগী, হালকা, ইহার ফলক সকল,—'শম্পা চৌম্বিক' শক্তি সম্পন্ন; ইহা দ্বারা চারা বৃক্ষের শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে চাষ করিলে, ঐ চারা ও শিকড়াদিতে শম্পা চৌম্বিক শক্তি প্রবিষ্ট হইয়া উহার বৃদ্ধির সহায়তা করে।'"

লস্কর মহাশয় বলেন, "বৃক্ষের ফলেও এই শক্তি প্রবিষ্ট হওয়ায় ঐরূপ 'সত্তঃ সুপক ফল' ভক্ষণ করিলে দীর্ঘায়ু লাভ হইবে।

পল্লীগ্রামে জল-সরবরাহের জন্য ঋণের প্রস্তাব

বাংলার স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী জেলাবোর্ডের ঋণ দিয়া পল্লীগ্রাম-সমূহের জল-সরবরাহের উন্নতিসাধন সম্বন্ধে বিভাগীয় কমিশনারদের নিকট চিঠি পাঠাইয়াছেন। এই চিঠিতে ঋণ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ এইরূপ :—

প্রত্যেক জেলাবোর্ড জল-সরবরাহের উন্নতির জন্য ঋণ পাইতে পারিবে। প্রত্যেক জেলাবোর্ডের স্কীম কার্য্যে পরিণত করিতে মোট যাহা খরচ পড়িবে, তাহার অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ স্থানীয় চাঁদার দ্বারা সংগ্রহ করিতে হইবে। ঋণের টাকা ২৫ বৎসরের মধ্যে শোধ দিতে হইবে। সুতরাং মাঝে মাঝে সংস্কার করিয়াও অন্ততঃ ২৫।৩০ বৎসর পর্য্যন্ত জল পাওয়া যায় এইরূপ কার্য্যে—যেমন পুষ্করিণী খনন বা পাকা কূপ নির্ম্মাণ, পানীয় জলের চৌবাচ্ছা প্রস্তুতের জন্য বাঁধ নির্ম্মাণ, শুষ্কপ্রায় নদী বা খাল কাটান প্রভৃতিতে—টাকা খরচ করা চলিবে। ছোট ছোট নলকূপ ২৫।৩০ বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হওয়া অসম্ভব, সুতরাং ছোট ছোট নলকূপ বসাইবার জন্য ঐ টাকা ব্যয় করা চলিবে না। 'সিঙ্কিং ফাণ্ড' ও সুদের জন্য শতকরা ৭½ হারে দিতে হইবে। জেলাবোর্ডগুলি দিবে শতকরা ৪¾ হারে। গভর্ণমেণ্ট ইহার অর্দ্ধেক হারে অর্থাৎ শতকরা ২৭/৮ হারে টাকা দিবেন; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট মোট ২½ লাখ টাকার অধিক দিতে পারিবেন না। জেলাবোর্ডের প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করিয়া গভর্ণমেণ্ট ঋণের টাকা খাটাইবার যে নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া দিবেন, জেলাবোর্ডগুলিকে তাহা মানিয়া চলিতে হইবে।

ট্রাম কোম্পানীর চেয়ারম্যানের বক্তৃতা

গত ৫ই জুন তারিখে লণ্ডনের কুইন ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীটে কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডারদের

বার্ষিক সাধারণ সভায় অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় কোম্পানীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জন, জি, বি, ষ্টোন ১৯২৭ সনে কোম্পানীর অবস্থা সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই :—

সোনাপুকুরস্থ কোম্পানীর সম্পত্তির পূর্ব্বদিকে নূতন গ্যারেজ নির্ম্মাণের জন্য জমি কিনিতে ৩৫,৯১৬ পাউণ্ড খরচ হইয়াছে।

যাত্রীদের নিকট হইতে আয় বাড়িয়াছে ৪২,৩৩৮ পাউণ্ড। এই আয়-বৃদ্ধির কারণ:—(১) হিন্দু-মুসলমান মারামারি বন্ধ হইয়াছে, (২) ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি, (৩) ভাড়ার হ্রাস, (৪) মাসিক টিকিটের চলন।

১৯২৭ সনে যে কয়টী নূতন বাস্ চালানো হইয়াছিল তাহাদের জন্য ভারতীয় খরচ ২৪,৩৮২ পাউণ্ড বাড়িয়াছিল।

ডিভিডেণ্ড ৫ পারসেণ্ট

প্রথম ও দ্বিতীয় ডিবেঞ্চারের সুদ এবং 'দ্বিতীয়' ডিবেঞ্চারের 'সিঙ্কিং ফাণ্ডে' যাহা দেয় তাহা দিবার পর হাতে রহিয়াছে ১২৪,৯০৭ পাউণ্ড। এই টাকা নিম্নরূপ ভাবে ভাগ করা হইয়াছে—ডিপ্রিসিয়েশান ফাণ্ডে ৮০,০০০ পাউণ্ড; কর্ম্মচারীদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে ২,১৫০ পাউণ্ড, সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের শতকরা ৫ হাজার আয়কর-মুক্ত ডিভিডেণ্ড দিবার জন্য ৩৫,০০০ পাউণ্ড; আগামী বৎসরের জন্য রাখা হইয়াছে ৭,৭৫৮ পাউণ্ড।

ডিপ্রিসিয়েশান ফাণ্ডে এখন ১৫৫,৩৯৩ পাউণ্ড আছে।

বিদ্যুৎ-সরবরাহের ভার কলিকাতা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশান লইয়াছেন। কাজেই বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি আর রাখিবার দরকার নাই।

যাত্রী বাড়িয়াছে শতকরা ৬০ ভাগ

জনসাধারণকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার পক্ষে ট্রামই যে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা যান এই অভিমত গত বৎসর প্রকাশ করা হইয়াছিল। ১৯২৭ সনের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, এই মতই সত্য। মোট আয় ৪ লক্ষ পাউণ্ডের শতকরা ৮০ ভাগ কেবল ট্রাম হইতেই পাওয়া গিয়াছিল। ট্রামের যাত্রীদের সংখ্যা শতকরা ৩০ ভাগ বাড়িয়াছে। এই যাত্রি-বৃদ্ধির কারণ—(১) মাসিক টিকিট বিক্রয় প্রথা, (২) গাড়ীগুলিকে অধিকতর আরামজনক করা ও ইহাদের চেহারার উন্নতি-সাধন, (৩) যাত্রীদের অভাব-অভিযোগের প্রতি বেশী মনোযোগ দেওয়া।

সহরের উত্তর দিকে আরও অধিক যাত্রী পাইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং ঐ দিকে গাড়ীর গতির বেগ বাড়াইতে চেষ্টা করা হইতেছে।

রসা রোড হইতে বালিগঞ্জ (১$\frac{1}{8}$ মাইল) ট্রাম চালাইবার বন্দোবস্ত খুব সম্ভব এই মাসের (জুন) মধ্যেই শেষ হইবে।

বাস্এ লোকসান

বাস্ চালাইয়া নিরাশ হইতে হইয়াছে। বাস্এর জন্য যথেষ্ট লোকসান হইতেছে।

এখন কলিকাতায় যেরূপ কম ভাড়ায় বাস্ চালানো হইতেছে, ঐরূপ কম ভাড়ায় বাস্ চালানো অসম্ভব। উহাতে 'চল্‌তি' খরচই কেবল আদায় হয়, ইহার অধিক কিছু থাকে না। সুতরাং যে মূলধন লাগানো হয় তাহার কোন আয় থাকে না।

বাংলার মিউনিসিপ্যালিটি

বাংলাদেশের মিউনিসিপ্যালিটিগুলি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কিছু কিছু ব্যয় করিয়া থাকেন। মিউনিসিপ্যালিটিগুলি আয়ের একটা বড় অংশ স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য ব্যয় করিলে দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকটা মিউনিসিপ্যালিটির এবিষয়ক ব্যয়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল। মোট আয়ের প্রতি ১০০৲ টাকার মধ্যে যতটাকা এই বাবদে ব্যয় হয় তাহাও দেখান হইল।

মিউনিসিপ্যালিটির নাম	ব্যয়ের পরিমাণ	মোট আয়ের শতকরা অংশ
ঢাকা	২১২৮৩৲	৭।৹
ময়মনসিংহ	১৩৩৮৲	১৲

মিউনিসিপ্যালিটীর নাম	ব্যয়ের পরিমাণ	মোট আয়ের শতকরা অংশ
জামালপুর	১১৫৯৲	৬॥০
নারায়ণগঞ্জ	২০৮৬৲	২॥০
কিশোরগঞ্জ	৫৭১৲	৫॥/১২
ফরিদপুর	১৩৩৭৲	৬/১০
মাদারীপুর	৯০৪২৲	৩৩৮৵৮
বরিশাল	১৬০১৲	৪/২॥০
ঝালকাঠি	১২০৬৲	১২৵৫
চট্টগ্রাম	১২৩৪৭৲	১০।/০
কুমিল্লা	৪৬২৯৲	৪॥০
চাঁদপুর	২১৬৭৲	৬৸০
নোয়াখালী	৭৮১৲	৫৸০

অধিকাংশ মিউনিসিপ্যালিটি আয়ের তুলনায় কম ব্যয় করেন। এবিষয়ে মাদারীপুর প্রশংসনীয়। মাদারীপুর আয়ের শতকরা ৩৩৮৵৮ ব্যয় করে। ময়মনসিংহ সর্ব্বাপেক্ষা কম ব্যয় করে।

সিরাজগঞ্জের উপর যমুনা নদীর আক্রমণ

সিরাজগঞ্জ সহর বাংলার পাট ব্যবসার একটী প্রধান কেন্দ্র। ইহা যমুনানদীর তীরে অবস্থিত। ১৮৪৮ সনের আগে এই সহর যমুনানদীর পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বদিকে নদীর আক্রমণ হওয়ায় ১৮৪৮ সনে সহরটীকে নদীর পশ্চিম তীরে লইয়া যাওয়া হয়। সম্প্রতি নদীটি পশ্চিমদিকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। হয় বাঁধ বাঁধিতে হইবে, না হয় সহরটীকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। সহরটীকে নদীর গ্রাস হইতে বাঁচাইতে হইলে ১½ মাইল দীর্ঘ বাঁধ বাঁধার প্রয়োজন। ইহাতে প্রথমে খরচ পড়িবে ১২ লাখ টাকা। পরে আরও খরচ পড়িবে। বাংলা গবর্মেণ্ট এত টাকা খরচ করিতে অনিচ্ছুক। পশ্চিম তীরটী পলিমাটী ও সূক্ষ্ম বালিদ্বারা গঠিত। এইরূপ মাটীর উপর বাঁধ বাঁধিলে উহার টিঁকিবার সম্ভাবনাও খুব অল্প। সুতরাং সহরটীকে অন্যত্র নেওয়া ব্যতীত অন্য উপায় নাই বলিয়াই মনে হইতেছে।

বন্য জন্তু রপ্তানি

জগতের মধ্যে আমেরিকার ক্রোড়পতিরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বন্যজন্তুর সংগ্রাহক। আমেরিকার সর্ব্বত্র ব্যক্তিগত পশুশালায় যে সকল পশু দেখা যায় সেগুলি কলিকাতা হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। ভারতের মধ্যে কলিকাতাই এই ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র। এমন কি সুদূর প্রাচীর দ্বীপ-সমূহ হইতে সংগৃহীত হাতী, বাঘ, সাপ, বানর প্রভৃতি আমেরিকার জাহাজে উঠাইবার নিমিত্ত কলিকাতায় আনীত হয়। উত্তর ভারতের রাজা মহারাজাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ হইতেও অনেক বন্য জন্তু আমেরিকায় পাঠাইবার জন্য যোগাড় করা হয়।

আমেরিকার ধনী ও বিলাসীরা বাঘ অত্যন্ত পছন্দ করেন। একটী বাঘের জন্য ২৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাম উঠিয়া থাকে। বাঘের পর বানরের কাট্‌তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই ব্যবসার মরশুমের সময় হপ্তায় এমন কি ২০০টী পর্য্যন্ত বানর কলিকাতা হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ইয়োরোপই প্রধান ক্রেতা ছিল। যুদ্ধের সময় ইয়োরোপের চিড়িয়াখানাগুলি প্রায় খালি হইয়া যায়। সুতরাং যুদ্ধের পর ইয়োরোপ হইতে ভারতে অর্ডারের স্রোত আসিতে থাকে। ফলে দাম অত্যন্ত চড়িয়া যায় এবং এই ব্যবসায় একটী 'বুম্' আসিয়া উপস্থিত হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে বাঘের দাম ছিল ১০০০৲, যুদ্ধের পর দাঁড়াইল ২৫০০৲। অন্যান্য জন্তুদের দামও বাড়িল। কিন্তু ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল শীঘ্রই দেখা দিল। ইয়োরোপের যত জন্তু আবশ্যক তাহা লওয়া হইয়া যাইবার পরই ব্যবসার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ দাঁড়াইল। কিন্তু দুরবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। কারণ আমেরিকা ক্রেতা হইয়া বাজারে দেখা দিল। তাহার ফলে আমেরিকার সর্ব্বত্র ব্যক্তিগত পশুশালা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। ধনীদের মধ্যে ইহা লইয়া রেষারেষির ফলে বাড়ীতে বাড়ীতে পশুশালা রাখিবার অভ্যাস যেমন বাড়িতে লাগিল পশুর দামও তেমন বাড়িতে লাগিল।

আমেরিকার চাহিদা একটুও কমে নাই এবং শীঘ্র যে কমিবে তাহারও সম্ভাবনা নাই। কারণ শুধু বাড়ীতে

বাড়ীতে পশুশালা রাখার নয়, প্রতি মাসে পশুর সংখ্যা বাড়ানোর অভ্যাসও আমেরিকাতে জন্মিয়াছে। ইয়োরোপেও চাহিদা একেবারে নাই তাহা নহে। ব্যবচ্ছেদের জন্য বানর ইয়োরোপে রপ্তানি হইয়া থাকে। জার্ম্মাণিই প্রধান ক্রেতা। পরীক্ষার জন্য অনেক পাখীও ইয়োরোপে রপ্তানি হইয়া থাকে।

আসানসোলে জল-সরবরাহের নূতন স্কীম

আসানসোল সহরে জলসরবরাহের একটি নূতন স্কীম গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। দুই মাসের মধ্যে এই স্কীমটী গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইবে আশা করা যায়। অনুমোদিত হইলেই নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইবে।

ঘণ্টায় ২২ হাজার গ্যালন অথবা দৈনিক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ৫ লাখ ২৮ হাজার গ্যালন পর্য্যন্ত জলসরবরাহের বন্দোবস্ত হইবে। মেন পাইপের ব্যাস হইবে ৯ ইঞ্চি। ২টী চৌবাচ্চা থাকিবে। একটীতে ধরিবে ২ লাখ গ্যালন, অপরটীতে ২৫,০০০ গ্যালন। দ্বিতীয়টী অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে থাকিবে। ৪০০ বাড়ীতে জল সরবরাহ করা হইবে।

নির্ম্মাণের জন্য খরচ পড়িবে মোট ৪½ লাখ টাকা। চালাইবার জন্য বার্ষিক খরচ পড়িবে ১৩ হাজার ৮ শত টাকা।

নির্ম্মাণের খরচ এইরূপ ভাবে সংগ্রহ করা হইবে স্থির করা হইয়াছে:—স্থানীয় চাঁদা ১,৮০,০০০টাকা; গবর্ণমেণ্ট ১,৫০,০০০ টাকা; গবর্ণমেণ্টের নিকট ধার ১,২০,০০০৲।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের পথ চারিটি:—(১) পরীক্ষার ফি, (২) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ, (৩) এম্, এ, আইন ও আণ্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্রদের প্রদত্ত মাসিক মাহিনা, (৪) গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক ৩ লাখ টাকা। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বিশেষ বিশেষ দান আছে। এই দানগুলির বার্ষিক আয়ের পরিমাণ প্রায় ২২ লাখ টাকা। এইগুলি সাধারণ আয়ের মধ্যে ধরা হয় নাই। জন কয়েক অধ্যাপকের জন্য যে বিশেষ টাকা দেওয়া আছে বা কলেজের জন্য ছোট খাট যে কয়েকটী দান আছে, সেগুলিও ধরা হয় নাই।

ব্যয়ের দিকে প্রধান হইতেছে পরীক্ষার খরচ বার্ষিক প্রায় ৩ লাখ ৬৫ হাজার টাকা। ইহা ব্যতীত আছে ছাপাখানার খরচ ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা ও আফিস চালানোর খরচ ২ লাখ ১৭ হাজার টাকা।

বর্ত্তমান বৎসরের (১৯২৮-২৯) বাজেটে দেখা যাইতেছে যে, আগেকার খাটানো টাকা ভাঙ্গিয়া তবে ব্যয় সংকুলান সম্ভব হইবে। কারণ প্রত্যেকটী প্রকার আয়ের পরিমাণ কম হইবে বুঝা যাইতেছে। ১৯২৪ সনে পুস্তক বিক্রয়ের দ্বারা ২ লাখ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। আগামী বৎসরে মাত্র ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা পাওয়া যাইবে অনুমান করা হইয়াছে। পরীক্ষার্থী ছাত্র কমিয়া যাওয়ার ফলে পরীক্ষার ফি ৪ বৎসরে প্রায় ৫০ হাজার টাকা কমিয়াছে। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট (আর্ট ও সায়েন্স) বিভাগের ছাত্র শতকরা ৪০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে, যদিও ঐ বিভাগের জন্য ৪ বৎসরে ২ লাখ ২৩ হাজার টাকা খরচ বাড়িয়াছে। আইন কলেজের ছাত্র এক সময়ে ৩০০০ পর্য্যন্ত ছিল। এই বৎসর ২০৫০ জন দাঁড়াইয়াছে। অথচ অন্ততঃ ২৭০০জন ছাত্র পড়িবে এই হিসাবে ৫ বৎসরের চুক্তিতে অধ্যাপক রাখা হইয়াছে। অধিকন্তু গত ৪ বৎসরে আইন কলেজের বার্ষিক খরচ প্রায় ৪৪ হাজার টাকা বাড়িয়াছে।

কয়েকটী ঋণ মিটাইবার জন্য আগামী বৎসরের বাজেটে কোন প্রকার বন্দোবস্তই নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীগুলির 'ডিপ্রিসিয়েশানের' জন্য কোন প্রকার 'সিঙ্কিং ফাণ্ড' নাই। আশুতোষ বিল্ডিং হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক আয় প্রায় ৩৬০০০৲। কিন্তু এই আয় হইতে বাড়ীটির 'ডিপ্রিসিয়েশানের' জন্য কিছুই রাখা হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকটী অধ্যাপক ও কর্ম্মচারীকে 'গ্রাটুয়িটি' দিতে আইনতঃ বাধ্য। কিন্তু ইহার জন্য কোনও বন্দোবস্ত নাই।

নারীগণের জীবিকার্জ্জনের নূতন উপায়

প্রায় এক বৎসর হইল ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে নারী যাত্রীদের নিকট টিকেট বিক্রয় করিবার নিমিত্ত শিক্ষিতা নারীদিগকে টিকেট বিক্রয়ের কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছেন। প্রথমে নারীগণ এই কর্ম্ম গ্রহণ করিতে ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন। শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বহু চেষ্টা করিয়া প্রথমতঃ ৯ জন শিক্ষিতা নারীকে এই কর্ম্ম গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করেন। তাঁহারা ৭০৲ টাকা বেতনে কর্ম্ম আরম্ভ করেন। ক্রমে তাঁহাদের বেতন ১২৫৲ টাকা হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা বিনা ভাড়ায় রেলে যাতায়াত করিতে পারেন। রেলওয়ে নারীদের জন্য বাসস্থানও নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি আবার গভর্ণমেণ্ট নার্সিং শিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন।

নার্সিং বিদ্যালয়ে দুই শ্রেণীর নার্স প্রস্তুত করা হইবে,—উচ্চ ও নিম্ন। যে সকল ছাত্রী জুনিয়ার কেম্ব্রিজ অথবা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর নার্সিং ক্লাশে ভর্ত্তি হইতে পারিবেন। যাঁহারা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন বা তদনুরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে নিম্ন শ্রেণীর নার্সিং ক্লাশে ভর্ত্তি করা হইবে। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে নার্সের কর্ম্ম করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক হইবেন তাঁহাদের অধ্যয়ন-কালে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের আহার, বাসস্থান ও ধোপার খরচ বহন করিবেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে মাসে ৬০ টাকা হইতে ৯০ টাকা বেতন ও বাসস্থান দিবেন। যাঁহাদের বয়স ১৮ বৎসরের কম তাঁহারা নিম্নশ্রেণীতে এবং যাঁহাদের ১৯ বৎসরের কম তাঁহারা উচ্চ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে পারিবেন। নারীদের অর্থোপার্জ্জনের একটী নূতন সুযোগ উপস্থিত। শ্রীমতী কুমুদিনী বসু ছাত্রীদের নাম সংগ্রহ করিতেছেন। যাঁহারা ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ৬নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা এই ঠিকানায় শ্রীমতী কুমুদিনী বসুর নিকট তাহাদিগের নাম ধাম, বয়স ও কতদূর পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন তাহার বিবরণ-সম্বলিত পত্র লিখিতে পারেন। (শান্তিবার্ত্তা)

কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের জমিদারী

গত ৩২শে মার্চ্চ তারিখের কলিকাতা গেজেটে বাংলা প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের শাসনাধীন জমিদারীগুলির এডমিনিষ্ট্রেশন রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, সমগ্র বঙ্গদেশে ১৩৩৩ সনে ৭৯টী জমিদারী কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীন ছিল। এই বৎসরে আরও ৬টী জমিদারী কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং একটি মুক্তিলাভ করিয়াছে। মোটের উপর ৮৪টী জমিদারী কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে।

এইসকল ক্ষুদ্র বৃহৎ জমিদারীর গড়ে মায় সেস বার্ষিক স্থিত ৬১১৮০০০৲। ৮৪১৭০০০৲ ছিল বকেয়া বাকী। তন্মধ্যে ৩৯৪০০০৲ টাকা আদায়ের অযোগ্য বিবেচিত হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট হাল বকেয়া মধ্যে উক্ত বৎসরে হালের ৩৮১৯০০০৲ টাকা এবং বকেয়া ২৫০৪০০০৲ টাকা আদায় হইয়াছে।

এই বৎসরে জমিদারীসমূহের ঋণ মধ্যে সুদে আসলে ১১০০০০০৲ টাকা আদায় হইয়াছে এবং ৯০৭৫০০০৲ টাকা অনাদায়ী রহিয়াছে।

এই সকল জমিদারী শাসনের জন্য স্থিতের উপর প্রায় শতকরা ১৩৷৷০ টাকা হিসাবে খরচ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মামলা-মোকদ্দমার অতিরিক্ত ব্যয় (যাহা আদায়-যোগ্য নহে) শতকরা প্রায় ৮৷৶০ আনা হারে বেশী লাগিয়াছে। সুতরাং তহশীল খরচ শতকরা ২১৲ টাকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। (শান্তিবার্ত্তা)

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য

গত ১৯২৬ সালে বঙ্গদেশে ১২ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩৮০টি শিশু জন্মিয়াছিল। ১৯২৫ সালে উহার সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯৭। ১৯২৬ সালে প্রাদেশিক জন্মের হার প্রতি মাইলে ২৯·৬। প্রতি মাইলে উহার পঞ্চ বার্ষিক গড় ২৮·৯। বাঙ্গালা দেশের নগরসমূহে ১৯২৬ সালে উহার সংখ্যা ছিল প্রতি মাইলে ১৮·৫, তাহার পূর্ব্ব বৎসর

ছিল প্রতি মাইলে ১৯·৮। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, বাঙ্গালা দেশে ১৯২৫ সাল অপেক্ষা ১৯২৬ সালের জন্ম-সংখ্যা শতকরা ৬·৬ পরিমাণে কমিয়াছে।

বাঙ্গালা দেশের সাধারণ স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টর এই প্রসঙ্গে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বাঙ্গালা দেশের নগরসমূহে জন্মমৃত্যু রেজিষ্ট্রী করিবার প্রণালী অত্যন্ত ত্রুটীপূর্ণ। ২১১টি নগর ভিন্ন অন্য কোন নগরে এ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য সম্বন্ধে কোন উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না।

ডিরেক্টর সাহেব বলেন যে, টিকাদার কর্ম্মচারীরা জন্মমৃত্যুর রেজিষ্ট্রী পরীক্ষা করিয়া ১৩৭৭২টি জন্ম এবং ৯৪৫১টি মৃত্যুর ভিতর যথাক্রমে ৩৩১ এবং ১০৯টি ছাড় বাহির করিয়াছে। অর্থাৎ ঐ দুই বিষয়ে যথাক্রমে শতকরা ২৪ এবং ১৯ ছাড় হইয়াছে।

শিশুমৃত্যুর কথা

গত ১৯২৬ সালে বঙ্গদেশে ১ বৎসরের ন্যূন বয়সের শিশুর মৃত্যুসংখ্যা ২ লক্ষ ৫১ হাজার ১ শত ৮৪। ১৯২৫ সালে ঐ সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫ শত ৮২। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, ১৯২৫ সাল অপেক্ষা ১৯২৬ সালে উক্ত প্রকার শিশুর মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৮·৬ পরিমাণ বাড়িয়ছে। ১৯২৬ সালে ৩২২৮টি প্রসূতি সন্তান প্রসব করিতে গিয়া মারা পড়িয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসর উহার সংখ্যা ছিল ২৭৪০ এবং ১৯২৪ সালে ১৯৭২। কলিকাতায় জন্মমৃত্যু রেজিষ্ট্রী করিবার প্রণালী যেরূপ উন্নত, পল্লীগ্রাম অঞ্চলে সেরূপ নহে। তাহাতেই অনুমান হয় পল্লীগ্রামসমূহ হইতে যে সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে উহার সংখ্যা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী।

কলিকাতা সহরে গত ১৯২৬ সালে কর্পোরেশন কর্ত্তৃক নিযুক্ত ধাত্রীরা ৬২৭৬টী প্রসূতির প্রসব করাইয়াছিল এবং কঠিন বলিয়া ২২৬টী প্রসূতিকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়াছিল। তাহাদের কর্ত্তৃক প্রসূত শিশুদের ভিতর জন্মের ১০ দিনের ভিতর হাজার করা মাত্র ২৫টী শিশু মারা পড়িয়াছিল; কিন্তু মফঃস্বলে ঐ সালে সেখানকার ধাত্রীদের দ্বারা প্রসূত শিশুদের জন্মের এক সপ্তাহের ভিতর হাজার করা ১১৬টি শিশু মরিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, সুপ্রসবের জন্য শিক্ষিতা ধাত্রীর প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। সেজন্য মফঃস্বলের অনেক সহরে ধাত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। সরকার হইতে সেজন্য সাহায্যদানেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কলেরা

১৯২৬ সালে বঙ্গদেশে কলেরা রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ৩৯ হাজার ১ শত ৬৬। তৎপূর্ব্ব বৎসর উক্ত রোগে বঙ্গদেশে ৩৪ হাজার ২ শত ৭৬ জন মারা পড়িয়াছে। ১৯২৬ সালে বঙ্গদেশে যত লোক মরিয়াছে তাহার শতকরা ৭ অংশ লোক এক কলেরা রোগেই মারা পড়িয়াছে। ১৯২৫ সালে যে পরিমাণ কলেরা প্রতিষেধক টীকা-বীজ বাঙ্গালায় বিতরণ করা হইয়াছিল, ১৯২৬ সালে তাহা অপেক্ষা ৫ গুণ অধিক টীকা-বীজ যোগান দেওয়া হইয়াছে। ১৯২৫ সালে বঙ্গদেশে ১৬টি জেলায় কলেরা বীজের টীকা দেওয়া হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে দার্জ্জিলিং ছাড়া অন্য সকল জিলাতেই টীকা দেওয়া হইয়াছে। দার্জ্জিলিং জিলায় ঐ রোগ প্রায় হয় না। প্রতিষেধক টীকা লওয়া ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। টীকাই যে উক্ত ব্যাধির একমাত্র প্রতিষেধক, ইহা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

বসন্ত

আলোচ্য বর্ষে বসন্ত রোগে মৃত্যুসংখ্যা ২৫ হাজার ৫৪৮। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা উক্ত রোগে মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়াছে। ঐ রোগে বর্ত্তমান বর্ষের মৃত্যুসংখ্যা দশ বার্ষিক গড় মৃত্যুসংখ্যা অপেক্ষা শতকরা ৬৬ পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে নূতন টীকা লওয়ার সংখ্যা কমিয়াছে।

জ্বর

আলোচ্য বর্ষে জ্বর রোগে মৃত্যু সংখ্যা ৮ লক্ষ ২২ হাজার ৭৭৪ জন। তৎপূর্ব্ব বৎসর উহার সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ৭৪ হাজার ২২৮ জন।

কালাজ্বর

১৯২৬ সালে কালাজ্বরে মৃত্যুসংখ্যা ১৪ হাজার ২৭৫ জন। ১৯২৫ সালে উহার সংখ্যা ১৬ হাজার ১৬৬ জন। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উক্ত রোগে মৃত্যুসংখ্যা কমিতেছে।

নারায়ণগঞ্জ ষ্টীমার ঘাট

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের নারায়ণগঞ্জ, চাষাঢ়া দোলাইগঞ্জ নামক ৩টী প্রসিদ্ধ ষ্টেশনে রেল-কর্ত্তৃপক্ষ কতকগুলি নূতন অসুবিধার সৃষ্টি করায় তাহার প্রতীকারকল্পে গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে "আনন্দ বাজার" প্রভৃতি সংবাদপত্রের মারফতে আমি "রেল-কর্ত্তৃপক্ষের খামখেয়ালী" এবং "নারায়ণগঞ্জ রেল ও জাহাজ ষ্টেসনে কুলীর অত্যাচার" শীর্ষক পত্রে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলাম। "আনন্দবাজার" পত্রিকাও ১০।১২।২৭ তারিখে সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমার পত্রসমূহের প্রতি ষ্টীমার কোম্পানী ও রেল-কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং এ ব্যাপারে পুনরায় যাহাতে অপ্রিয় আলোচনা করিতে না হয়, তাহার জন্যও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ এই সুদীর্ঘ চারি মাস মধ্যেও অভিযোগের প্রতীকারের কোনই ব্যবস্থা না করিয়া এ দেশবাসীকে যে তাঁহারা মানুষ বলিয়া জ্ঞান করেন না তাহারই প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতেছেন। আমি নিম্নলিখিত অভিযোগ গবর্ণমেণ্টের গোচরীভূত করিতেছি। আশা করি, গবর্ণমেণ্ট সত্বর জাহাজ কোম্পানী ও রেল-কর্ত্তৃপক্ষের চৈতন্য সম্পাদনে আমার অভিযোগের প্রতীকারের নিমিত্ত যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইবেন।

চাষাঢ়া ষ্টেশনে নূতন দুইটী "সাইড" লাইন খোলার পর হইতেই ৭।৮ মাস যাবৎ রেলগাড়ী ষ্টেশন হইতে বহুদূরে উত্তরে দাঁড়াইয়া থাকে। যাত্রিগণের, বিশেষতঃ স্ত্রী-যাত্রীদের শিশুসহ গাড়ীতে উঠানামা করিতে যে কষ্ট হয় তাহা বর্ণনাতীত। রাত্রিতে সেখানে আলোরও কোন বন্দোবস্ত নাই। গাড়ীর সিঁড়ি হইতে প্রায় দুইহাত নীচে রেলের লাইনের পার্শ্বস্থিত ঝামার (খাম্বিরা বা খোয়া) উপর লাফাইয়া পড়িতে হয়। এই স্থানের ধার দিয়াই রেলওয়ে সিগ-ন্যালের দুইটী তার পাশাপাশি গিয়াছে। প্রত্যহই বহু যাত্রী পূর্ব্বোক্ত ঝামা ও তারে আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে। এই ষ্টেশনে স্ত্রী-যাত্রিগণের কোন ভাল বিশ্রামাগার নাই। বারমাসই তাঁহাদিগকে রৌদ্র বৃষ্টিতে অনাবৃত স্থানে অপেক্ষা করিতে হয়। ইহার প্রতীকারের জন্যও বহুবার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। তাঁহারা জনসাধারণের প্রার্থনায় কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, পরন্তু উপরোক্ত নূতন অসুবিধাই সৃষ্টি করিয়াছেন।

নারায়ণগঞ্জ ষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর স্ত্রী-যাত্রিগণের বিশ্রামকক্ষের দক্ষিণ ধারে একটি দ্বার ছিল। জাহাজ কিংবা নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া কয়েকপদ অগ্রসর হইয়াই স্ত্রী-যাত্রিগণ বিশ্রামাগারে যাতায়াত করিতে পারিতেন এবং তাঁহাদের সঙ্গী পুরুষগণও সেই কক্ষের দক্ষিণ ধারেই তৃতীয় শ্রেণীর পুরুষ যাত্রিগণের বিশ্রামাগারে রাত্রিতে ও অন্য সময়ে নিশ্চিন্তমনে অবস্থান করিতে পারিতেন। বৎসরাধিক কাল যাবৎ দক্ষিণের দ্বারটি একবারে বন্ধ করিয়া দেওয়ায় পুরুষ যাত্রীদিগের দ্বার দিয়াই বাধ্য হইয়া স্ত্রীলোকদিগকে ষ্টেশনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিশ্রামাগারে যাইতে ও রেলগাড়ীতে উঠিতে হয়। এ জন্য পর্দ্দানশীন স্ত্রী-যাত্রিগণের কিরূপ সঙ্কোচ ও অসুবিধা হয় তাহা বলাই বাহুল্য। স্ত্রী-যাত্রীদিগকে অরক্ষিত অবস্থায় কেবল ষ্টেশনের কর্ম্মচারীদের দয়া ও সাধুতার উপর নির্ভর করিয়া বিশ্রামাগারে রাখা সঙ্গত বিবেচনা না করিয়া অনেকেই তাহাদিগকে পুরুষের বিশ্রামাগারেই তাহাদের নিকটে রাখিতে বাধ্য হয়। ষ্টেশনস্থিত পুলটির পশ্চিমধারে পূর্ব্ব-পশ্চিমে অনুমান ৩০০ হাত দৈর্ঘ্যে রেলওয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে একটি রাস্তা আছে। যানযোগে ষ্টেশনে যাইবার এই একমাত্র রাস্তা দিয়াই ঘোড়ার গাড়ী পুল পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে পারিত। ৬।৭ মাস যাবৎ এখানে গাড়ী যাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু সাহেবদের মোটরগাড়ী যাইবার কোন

বাধা দেখা যায় না। যাত্রিগণকে এই রাস্তা অতিক্রম করিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর রোডে যাইয়া ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিতে হয়। পুলটীর পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত মোট আনিতে কুলীরা যে পয়সা আদায় করিত এখন সদর রাস্তা পর্য্যন্ত আনিতে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী আদায় করে।

দোলাইগঞ্জ ষ্টেশনে স্ত্রীলোকের বিশ্রাম কক্ষের পূর্ব্বধারে একটি ও পশ্চিমধারে একটি দ্বার বিদ্যমান ছিল। স্ত্রীলোকগণ পশ্চিমের রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াই সরাসরি কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিত। বৎসরাধিক কাল যাবৎ পশ্চিমের দ্বারটী একেবারে বন্ধ করিয়া রাখায় স্ত্রী-যাত্রিগণকে পুরুষ যাত্রিগণের বিশ্রাম স্থানের মধ্য দিয়া সসঙ্কোচে অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বধারের দ্বার দিয়া কক্ষে প্রবেশ করিতে হয়।

নারায়ণগঞ্জ জাহাজ ঘাটে ও রেলওয়ে ষ্টেশনে কুলিগণ কিরূপ জুলুম করিয়া অতিরিক্ত হারে মজুরী আদায় করে তাহা সকলেই অবগত আছেন। ষ্টেশনে ষ্টীমার পৌছিলেই কুলীর দল যাত্রীদের অসুবিধা জন্মাইয়া অসংযত ভাবে দৌড়া-দৌড়ি করিয়া মোট হস্তগত করার চেষ্টা করে। ষ্টেশনের মার্কামারা কুলী ব্যতীত বাহিরের কোন কুলীকে মোট আনিতে ষ্টেশনে যাইতে দেওয়া হয় না। মার্কামারা কুলীর দলও প্রতিযোগিতা রহিত করিয়া কৃত্রিম উপায়ে নির্দ্ধারিত হারের অতিরিক্ত মজুরী আদায় করিয়া থাকে। কোন একটী কুলী কোন মোটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নির্দ্ধারিত হারের বহুগুণ মজুরী দাবী করিলেও অন্য কোন কুলী সেই মোট আনিবার জন্য অগ্রসর হয় না। কাজেই বাধ্য হইয়া অতিরিক্ত মজুরী দিয়াই সেই কুলীকেই নিতে হয়। কেহ নির্দ্ধারিত মজুরী দিয়া বেশী দিতে না চাহিলে তাহাকে অনেক সময় অশ্লীল গালিগালাজ করে এবং অন্যান্য কুলীরাও দল বাঁধিয়া অগ্রসর হয়। যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই বিদেশাগত বিধায় এবং স্থানীয় লোকেরাও এই সমস্ত বিষয় নিয়া সময় ও অর্থ ব্যয়ে কোর্টে যাওয়ার বিড়ম্বনা স্বীকার করিয়া ইহার প্রতীকারে অবহিত হয়েন না। এবম্বিধ অত্যাচার নিয়ত স্থানীয় ষ্টীমার ও রেল কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষের সামনেই অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই কুলীদের অত্যাচারের মাত্রা দিনদিনই বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহার প্রতিবিধানে অগ্রসর হওয়া কি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়?

শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সোম, মোক্তার, নারায়ণগঞ্জ।

জন-সংখ্যায় বাঙালী

বাংলা দেশের জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার ক্রমশঃই কমিয়া চলিয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার জনসংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত তালিকায় প্রমাণিত হইতেছে।

প্রদেশ	প্রতি হাজারে বৃদ্ধির হার
মধ্য প্রদেশ	১১.৭
বিহার ও উড়িষ্যা	১১.৬
মাদ্রাজ	১০.৫
যুক্ত প্রদেশ	৯.১
বোম্বাই	৮.৫
আসাম	৭.৮
ব্রহ্ম	৬.৭
পাঞ্জাব	৫.১
বঙ্গদেশ	২.১

বাংলার জন্মহার

প্রদেশ	প্রতি হাজারে জন্মের হার
মধ্য প্রদেশ	৪৬
পাঞ্জাব	৪১.৬
বিহার উড়িষ্যা	৩৭.৩
মাদ্রাজ	৩৬.১
যুক্ত প্রদেশ	৩৪.২
আসাম	৩০.৮
ব্রহ্ম	২৭.৬
বঙ্গদেশ	২৭.৪

মৃত্যুহার বঙ্গদেশে প্রতি হাজারে ২৪.৭। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বঙ্গদেশের স্থান এই বিষয়ে সপ্তম।

জন্মহার ১৯২৫ সাল অপেক্ষা ১৯২৬ সালে শতকরা ৭.৪ কম ও গত পাঁচ বৎসরের গড়ের শতকরা ৫.২ কম।

শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা ১৯২৫ সাল অপেক্ষা ১৯২৬ সালে শতকরা ৮.৬ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯২৫ সালে বাঙ্গালার ৪টী জেলায় মৃত্যুহার জন্মহার অপেক্ষা বেশী হইয়াছিল। ১৯২৬ সালে ৯টী জেলায় মৃত্যুহার বেশী হইয়াছে।

বাল্য বিবাহ

বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে বিশেষ আন্দোলন সত্ত্বেও দেশে বাল্য বিবাহের হার ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে। নিম্নলিখিত তালিকা তাহার উদাহরণ।

প্রতি সহস্রে বিবাহিত পুরুষ

সাল	১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের	১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়সের
১৮৮১	৮৪৩	৬১৭
১৮৯১	৮৪১	৬২১
১৯০১	৮৬০	৬৫০
১৯১১	৮৬৬	৬৬৫
১৯২১	৮৭৯	৬৮৭

প্রতি সহস্রে বিবাহিতা বালিকা

সাল	৫-১০ বৎসর বয়সের	১০-১৫ বৎসর বয়সের
১৮৮১	+	৪৮১
১৮৯১	৮৭৪	৪৯১
১৯০১	৮৯৩	৫৫৯
১৯১১	৮৯১	৫৫৫
১৯২১	৯০৭	৬০১

সমগ্র ভারতে হিন্দু বিধবার সংখ্যা ২০২১৮৭৮০।

শিশু বিধবার তালিকা

১ বৎসরের কম বয়সের	...	৫৯৭ জন
১ হইতে ২ বৎসর „	...	৪৯৫ „
২ „ ৩ „ „	...	১২৫৭ „
৩ হইতে ৪ বৎসর বয়সের		২৮৩৭ জন
৪ „ ৫ „ „		৬৭০৭ „

মূক বধিরের সংখ্যা

সমগ্র বঙ্গদেশে ৩ লক্ষ ২০ হাজার মূক বধির রহিয়াছে তন্মধ্যে শিক্ষা লাভ করিতেছে মাত্র ১৭২ জন। এক কলিকাতা ছাড়া পশ্চিম, মধ্য, উত্তর বঙ্গে একটীও মূক বধির বিদ্যালয় নাই। পূর্ব্ব বঙ্গে কয়েকটী আছে।

উন্মাদ রোগীর সংখ্যা

সমগ্র ভারতে এখন প্রায় ৮৮৩০৫ জন উন্মাদ বা মানসিক রোগগ্রস্ত নরনারী বিদ্যমান। তাহাদের মধ্যে মাত্র ৯৭১২ জনের চিকিৎসিত হইবার সুবিধা আছে। অবশিষ্ট নরনারী বিনা চিকিৎসায় জেলে আছে অথবা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অনেকের ধারণা, এই রোগ দুরারোগ্য। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে। যত্নে ও চিকিৎসায় ইহা আরাম হইতে পারে।

কলিকাতায় আবার মেথর ধর্ম্মঘট

গত ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে কলিকাতা কর্পোরেশনের ধাঙ্গড়-মেথর সকলে ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয় মেথরদিগের অভিযোগ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে সেই ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; কিন্তু এতাবৎকাল কর্পোরেশনে কর্ত্তৃপক্ষ মেথরদিগের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে কোন প্রতিকার করেন নাই। উপরন্তু মেথর-ধাঙ্গড় সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দাশগুপ্তা বহু আবেদন করিয়া কোনও উত্তর পান নাই। সেই হেতু গত ২৪শে জুন হইতে মেথরগণ পুনরায় ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছে। গত ২৫শে তারিখ বৈকালে কালীঘাটে এক সভায় সভানেত্রী শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দাশগুপ্তা এবং সহঃ সভাপতি মিঃ মুজফ্‌ফর আহম্মদ বক্তৃতা করিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে সেই সময়ে ৩৫৩ ধারা অনুসারে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। রাত্রি নয় ঘটিকার পরে ইউনিয়ন আফিসে সংবাদ পৌছিলে মিঃ

মুজফ্ফর আহাম্মদের জন্য মিঃ আই, বি, সেন এবং শ্রীযুক্তা দাশগুপ্তার জন্য তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ দাশ জামিনে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করেন। কিন্তু জামিন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাত্রি ১১ টার সময় বটতলার পুলিশ আবার তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। মিঃ সেন এবং খগেন-বাবু পুনরায় জামিন দাঁড়াইতে গেলে পুলিশ নূতন লোক আনিতে বলে এবং নূতন লোক আনিবার জন্য যে সময়ের দরকার ততক্ষণ পুলিশ অপেক্ষা করিতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহাদিগকে সে রাত্রি হাজতেই থাকিতে হয়। তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে ৬টি করিয়া অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষে ঢাকার ঠাঁই

বাংলার নানাজিলায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। বাংলার গবর্ণমেণ্ট ঐ সব অঞ্চল পরিদর্শনে যাইতেছেন। দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেশের শাসনপতি দেখিয়া আসিলে আশু প্রতিকারের ব্যবস্থা হইবে এরূপ আশা করা যায়। দুর্ভিক্ষ কিসের? খাদ্যদ্রব্যের অভাব না খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার অর্থের অভাব? বর্ত্তমানে যাতায়াতের সুবিধার দিনে কোন এক জিলায় খাদ্য দ্রব্যের অজন্মা হেতু অভাব ঘটিলে অপর দশ জেলা হইতে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ হইয়া চাহিদা মিটাইবে; কিন্তু যদি জেলার লোকগণের আর্থিক দারিদ্র্য এমন অবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে যে, দ্রব্য-মূল্য সামান্য বাড়িলেই উপবাস করিতে হয় তবে সাময়িক সাহায্য করিয়াই নিরস্ত হইলে চলিবে না। যাহাতে ক্রমশঃ ক্রয়শক্তি বাড়ে সে চেষ্টা করা প্রয়োজন।

(ঢাকা প্রকাশ)

শ্রমিক হাঙ্গামা

১৯২৬-২৭ সনে ৫৮টী ধর্ম্মঘট হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল ৪০টি। মোটমাট ১৩৩৯৫৩ জন লোক কাজ বন্ধ করিয়াছিল। পূর্ব্ববৎসর করিয়াছিল ৬১২৭৯ জন। এই কাজ বন্ধ করার ফলে ১২৮৩১৫৩ দিনের কাজ নষ্ট হইয়াছে। শতকরা ৫৩টি কলহ হইয়াছে পাটকলে এবং ৪৭টি হইয়াছে অন্যান্য কারখানায়। বেতন-বৃদ্ধির জন্য ৩২টি, বোনাস সম্পর্কে ২ টি, কর্ম্মচ্যুত করার ৫ টি, ছুটিছাটা সম্পর্কে ৯ টি এবং অন্যান্য কারণে অবশিষ্ট ধর্ম্মঘট হইয়াছে। পাটকলে কাজের সময় সম্বন্ধে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়ায় শতকরা ৩৩টি ধর্ম্মঘট হইয়াছে। ৮ টি ধর্ম্মঘট শ্রমিকদের স্বপক্ষে মিটিয়াছে, ৪১ টি তাহাদের বিপক্ষে মীমাংসিত হইয়াছে এবং ৯টী মিটমাট হইয়া গিয়াছে।

পাবনায় জোতদার ও রায়ত

পাবনার জোতদার ও রায়তগণের মাথার উপর সেস রিভ্যালুয়েশনের তীক্ষ্ণ তরবারি ঝুলিতেছে। রায়তগণের নামে উপযুক্তভাবে নোটীশ না দিয়াই সেস ধার্য্য করা হইতেছে। জোতদারদের জমির উপর প্রতি একরে ১৮৵০ মূল্য ধার্য্য করা হইয়াছে। আমরা গত কয়েক সপ্তাহ হইল এই কার্য্য-প্রণালীর প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছি। রায়ত জোতদারদের মধ্যে চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা অবগত হইলাম এ পর্য্যন্ত চারিশতের উপর দরখাস্ত সেস রিভ্যালুয়েশন অফিসে পড়িয়াছে। ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটও নাকি এ সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছেন। এখনই এই কার্য্য-প্রণালীর সংশোধন না হইলে জোতদার ও রায়তগণের যে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে ভবিষ্যতে তাহার পরিণাম অতি ভীষণ হইবে। জোতদারের সংখ্যা চারি লক্ষের উপর হইবে। এই চারি লক্ষ জোতদার কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মামলা করিবে ইহা আদৌ সম্ভবপর নহে। যাহারা মামলা করিবে তাহাদেরই হয়ত কিছু প্রতিকার হইতে পারে; কিন্তু দরিদ্র জোতদারের সংখ্যাই ত অধিক। তাহারা এই দুর্ব্বৎসরে কিছুতেই মামলার ব্যয়ভার বহন করিতে পারিবে না। তবে কি তাহাদের এই উপস্থিত বিপদের কোন প্রতিকার নাই?

অতি সাধারণ ভাবেও বিষয়টীর প্রতি দৃষ্টি করিলে এই ১৮৵ মূল্য যে অত্যধিক হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। সরকারী কৃষি বিভাগ হইতে বৎসর বৎসর যে বিবরণী প্রকাশিত হইতেছে তাহাতেও দেখা যায়, এই বাঙ্গলা দেশে গড়ে কোন স্থানেই প্রতি একরে ৩৬৲ টাকার অতিরিক্ত শস্য হইতে পারে না। বর্গাদারের অর্দ্ধাংশ, জমিদারের

খাজনা সেস আবওয়াব মাথট ইত্যাদি, বীজের মূল্য ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় বাদ দিলে জোতদারের জমির প্রতি একরে ১৮৸৹ মূল্য কিরূপে ধার্য্য হইতে পারে ইহা একেবারেই বুঝিতে পারা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, এই জেলায় অজন্মা হইয়া গিয়াছে। জোতদার রায়ত নিরন্ন ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। চাটমোহর, সারা, পাবনা সাঁথিয়া বেড়া, সুজানগর, আটঘরিয়া থানায় কয়েক বৎসর হইল বন্যা একেবারেই না হওয়ায় সমগ্র ভূভাগ ঊষর মরুভূমিতে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। গবর্ণেমন্ট সারা-সিরাজগঞ্জ রেল লাইন প্রস্তুত করিয়া জেলার সর্ব্বোৎকৃষ্ট শস্যশালী ভূভাগ কৃষিকার্য্যের অনুপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। নদীমাতৃক জেলার যাবতীয় নদী মজিয়া যাওয়ায় বন্যার লাল জল কূল প্লাবিত করিয়া এই জেলার ভূমিকে আর উর্ব্বরা করিতেছে না। জেলার বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভূমির উৎপাদিকা শক্তির সামান্য পরিচয় গ্রহণ করিলেও কখনই এই ১৮৸৹ আনা মূল্য ধার্য্য করা যাইতে পারিত না। জনসাধারণ নিরক্ষর ও নিরন্ন। তাহরা অবস্থা বুঝিতে পারিলেও অর্থাভাবে প্রতিকারের চেষ্টা করার শক্তি তাহাদের নাই। গবর্ণেমন্ট যে এই নিঃসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিবেন আমরা এরূপ মনে করিতে পারিতেছি না। (সুরাজ)

জাহাজীদের কথা

কলিকাতায় জাহাজীদের দুইটি ইউনিয়ন আছে। একটি নদীতে গমনাগমনকারী ষ্টীমার ও ফ্ল্যাটসমূহের কর্ম্মচারীদের ইউনিয়ন। ইহার নাম "বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়ন।" দ্বিতীয় ইউনিয়নটি হইতেছে সমুদ্রগামী জাহাজের ভারতীয় নাবিকগণের। ইহার নাম "ইণ্ডিয়ান সি-মেন্স ইউনিয়ন"। সমুদ্রগামী জাহাজের তিনটি বিভাগ আছে—ডেক, ইঞ্জিন ও স্যালুন। স্যালুনের লোকেরাই প্রথমে ইউনিয়ন করিয়াছিল। কিন্তু, তাহারা এখন আর ইউনিয়নে নাই। ইঞ্জিন বিভাগের লোকেরাও বড় একটা ইউনিয়নের ধার ধারে না। বাকী থাকিল ডেক্। এই ডেকেরও আবার সব লোক ইউনিয়নের মেম্বার নয়। কেবলমাত্র সুকানীগণই মেম্বার ছিল। তাহাও আবার সোজাসুজি নয়। সুকানীরা নিজেরাই একটা ইউনিয়ন করিয়া পৃথক হইয়া যায়। এই ইউনিয়নের নাম হয় "ইণ্ডিয়ান কোয়ার্টার মাষ্টার্স ইউনিয়ন"। ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহিত ইহার পৃথক সংযোগও হইয়া যায়। কাজেই "ইণ্ডিয়ান কোয়ার্টার মাষ্টার্স ইউনিয়নটিকে" স্বাধীন ইউনিয়ন বলিয়া ধরিয়া লইলে "ইণ্ডিয়ান সি-মেন্স ইউনিয়ন" যে কি জিনিষ তাহা খুব সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমান সময়ে আবার সুকানীদের ইউনিয়নেও ভাঙন ধরিয়াছে। এক কথায় আজকাল জাহাজীদের খুবই দুঃসময় যাইতেছে। সি-মেনদিগকে শোষণ করাই যাহাদের ব্যবসায়, তাহারা ইউনিয়নের ভিতরকার দুর্ব্বলতার কথা জানিতে পারিয়া এখন বেশ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। এ দিকে সে দিকে নূতন ইউনিয়নও শোষণকারীদেরই চেষ্টায় গজাইয়া উঠিয়াছে। কাজেই এরূপ ইউনিয়নের উদ্দেশ্য যাহা তাহাতো সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। বাহিরের লোকেরা জানিত "ইণ্ডিয়ান সি-মেন্স ইউনিয়ন" একটা বড় ব্যাপার। কিন্তু এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, মিঃ দাউদ এতকাল বালির উপরেই ঘরের ভিত্তি স্থাপন করিয়া বসিয়াছিলেন। নাবিক-আন্দোলন মোটেই অবহেলার বস্তু নয়। জাহাজের শ্রমিকেরা শুধু যে জাতীয় জীবনে খুব বড় স্থান অধিকার করিয়া থাকে তাহা নয়, দেশ-বিদেশের সহিত সাক্ষাৎ যোগও তাহাদেরই দ্বারা স্থাপিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এতকাল জাহাজী শ্রমিকদিগকে কোনো প্রকারে সচেতন করিয়া তোলার চেষ্টা করা হয় নাই। বিদেশের শ্রমিক-আন্দোলন ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত। জাহাজীরা সেই সব দেখিয়া শুনিয়া অনেক-কিছু প্রেরণা লাভ করিতে পারিত। এ দেশের শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব জাহাজী শ্রমিকদিগেরই গ্রহণ করার ষোল আনা সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কিছুই হইয়া উঠে নাই। আর না হওয়ার একমাত্র কারণ এই বলিব যে, যাঁহারা নাবিকদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্মুখে কোনো বড় আদর্শই ছিল না। বড় আদর্শের উপরে ভিত্তি স্থাপিত না হইলে কোনো আন্দোলনেরই বনিয়াদ শক্ত হয় না। কাজেকাজেই আন্দোলন বেশী দিন স্থায়ী হইতেও পারে না।

নাবিকদিগকে এমনি ভাবে দুরবস্থার ভিতরে ফেলিয়া রাখিয়া দিলে কিছুতেই কাজ চলিবে না। এত বড় দায়িত্ব-সম্পন্ন শ্রমিকগণকে ভালভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিতে না পারিলে শ্রমিক আন্দোলনের ভীষণ ক্ষতি হইবে। ইউ-নিয়নের বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তৃগণ কি বলিতে চাহেন তাহা আমরা জানিতে চাই। ব্যাপার যদি তাঁহাদের সাধ্যের অতীত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহারা অনায়াসেই সরিয়া দাঁড়াইতে পারেন। আর তাহা না হইলে তাঁহারা ইউনিয়নকে ভালরূপে গড়িয়া তুলুন। বর্ত্তমান অবস্থা কেহই সহিতে পারিবে না, জাহাজীরা ত নয়ই, যাঁহারা জাহাজীদিগের সংগ্রামের অনুমোদন করেন তাঁহারাও নয়।

(গণবাণী)

যশোহরে কৃষক-জাগরণ

যশোহর জেলায় নড়াইল মহকুমাতে এবং নাভারণ, আগুরহাট প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন হইতে কৃষকদিগের মধ্যে বিশেষ ভাবে আত্ম-স্বার্থচেতনা এবং সঙ্ঘবদ্ধতার শুভ লক্ষণ দেখা দিয়াছে। গত দুই বৎসর কালের মধ্যে তাহারা আত্মস্বার্থরক্ষা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিপুল শক্তির সহিত জমীদার, মহাজন, উকিল, মোক্তার প্রভৃতি সমাজের সকল প্রকার শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছে। যশোহর জেলার লোক-সংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ। তন্মধ্যে ১২ লক্ষ মুসলমান ও ৬ লক্ষ হিন্দু। ছয় লক্ষ হিন্দুর মধ্যে তিন লক্ষেরও বেশী নমঃশূদ্র এবং প্রায় তিন লক্ষ অপরাপর জাতি। বার লক্ষ মুসলমানের মধ্যে এগার লক্ষেরও অধিক কৃষক। তিন লক্ষ নমঃশূদ্রের সকলেই কৃষক এবং অপর প্রায় তিন লক্ষ হিন্দুর মধ্যেও অনেকে কৃষক। এক্ষণে মুসলমান ও নমঃশূদ্রগণ অর্থাৎ কৃষক সম্প্রদায় একতাবদ্ধ হইয়া কৃষক আন্দোলন চালাইতেছে। কৃষক-দিগের এই একতা নষ্ট করিবার জন্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর জমীদার, মহাজন ও উকিল মোক্তারগণ বিস্তর চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সফল হন নাই। ইঁহারা কৃষকদিগের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও আত্ম-কলহ সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের একতা ও সঙ্ঘশক্তিকে নির্ম্মূল করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও সফলমনোরথ হইতে পারেন নাই।

কৃষকগণ সর্ব্বপ্রথমে দাবী করিয়াছে ভাগের জমির ফসলের অর্দ্ধেক ভাগের পরিবর্ত্তে তিন ভাগের দুই ভাগ। জমির মালিকেরা অবশ্য সহজে কৃষকদের এ দাবী স্বীকার করিয়া লইতেছে না; কিন্তু কৃষকেরা ধৈর্য্যের সহিত তাহাদের এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এজন্য বহু স্থানে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ভাগের জমি বয়কট করিয়াছে। বেগার খাটা, আবওয়াব ও সেলামী, পেয়াদা-আনা প্রভৃতি নানাপ্রকার জমীদারি জুলুমের কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যও তাহারা উদ্যমের সহিত চেষ্টা করিতেছে।

নড়াইল মহকুমার কৃষকগণ সালিশী আদালত স্থাপন করিয়া আদালতে মামলা মোকদ্দমা করা বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং ফলে উকিল মোক্তারদের অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। এবার যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ডগুলির নির্ব্বাচনেও বিরাট ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। আগে যাঁহারা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ডগুলির উপরে আধিপত্য করিতেন, এবার নির্ব্বাচনে তাঁহাদের আধিপত্য একেবারেই লোপ পাইয়াছে।

শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় (গণবাণী)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ভারতে কি কি নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে ?

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের জনৈক ব্যবসাদার "ষ্টেটস্‌ম্যান"এর এক প্রতিনিধির নিকট বলেন (ষ্টেটস্‌ম্যান—৫ই জুন, ১৯২৮) যে, ভারতে কত প্রকার নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে তাহার সীমাসংখ্যা নাই। তিনি কয়েকটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। সে কয়েকটী এই :—

(১) ভারতে প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকার ভেজিটেবল্‌ ঘি আমদানি করা হইতেছে ; অথচ ভারতে তৈলবীজ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। তৈলবীজ হইতে ভেজিটেবল্‌ ঘি প্রস্তুতের জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানা খুলিলে শতকরা ১৫০ হারে লাভ থাকিতে পারে।

(২) ভারতে চামড়া যথেষ্ট পাওয়া যায়; সুতরাং অসংখ্য ট্যানারী স্থাপনের সুযোগ আছে। কয়েকটী বড় বড় ইংরেজ কোম্পানী ১৯২০-২১ সনে অনেকগুলা ট্যানারী খুলিয়াছিল এবং তাহার জন্য বিলাত হইতে পারদর্শী লোকও আনাইয়াছিল ; কিন্তু তাহাদের ভারতের জলবায়ু সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে সময় লাগিয়াছিল বলিয়া ট্যানারীগুলা ফেল মারে।

(৩) ভারতে লোহা ব্যতীত সকল প্রকার ধাতুই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অথচ এই সকল ধাতু বিদেশে প্রেরিত হয় এবং সেখানে নানা প্রকার দ্রব্যে পরিণত হইয়া ভারতে আসে।

(৪) কলম, নিব, পেন্সিল প্রভৃতি দৈনিক ব্যবহারের ছোট ছোট জিনিষও ভারতে প্রস্তুত হয় না।

(৫) কলিকাতায় প্রায় ১৬ কোটি টাকার মোটর ব্যবহৃত হইতেছে। সমগ্র ভারতে খুব কম করিয়া ধরিলেও অন্ততঃ ইহার ৪ গুণ অর্থাৎ প্রায় ৬৪ কোটি টাকার মোটর ব্যবহৃত হইতেছে। যদি প্রত্যেক মোটর গড়ে ৫ বৎসর টিঁকে তাহা হইলে বৎসরে ১২।১৩ কোটি টাকার মোটর আবশ্যক হয়। অথচ ভারতে একটিও মোটর ফ্যাক্টরী নাই।

(৬) পাট ও কাপড়ের কলের জন্য নানাপ্রকার খুচরা জিনিষের দরকার হয় ; এ সকলই বিদেশ হইতে আমদানি করা হয় ; অথচ এই সকল জিনিষের অন্ততঃ শতকরা ৯০ ভাগ ভারতে প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

রেলওয়ের ছায়াচিত্র প্রদর্শনী

ভারতে এখন ছায়াচিত্রের সাহায্যে গাড়ী করিয়া নানা জায়গায় শিক্ষামূলক ছবি দেখান হইতেছে। জি, আই, পি রেলওয়ে প্রথম এ বিষয়ে পথ দেখান। তার পর এখন ভারতের সমস্ত রেলওয়েতেই এ ভাবের ছবি দেখান হইতেছে। এ সব ছবির মধ্যে বেশীর ভাগ কৃষি সম্বন্ধেই দেখান হয়। আকের চাষ, মুর্গি চরান, গরুর উন্নতি, তুলার চাষ বৃদ্ধি, এবং বোম্বাইয়ে ও দাক্ষিণাত্যে জল সেচন প্রভৃতি বিষয়ের ছবি দেখান হইয়া থাকে। তা ছাড়া নানা জায়গায় ঘুরিয়া নানা রকম ছবি ছায়াচিত্রে দেখান হয়। এ সমস্ত ছবি সাধারণতঃ ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা ভাল দৃশ্য-বিষয়ক। আর কতকগুলি ছবি ভারতের তীর্থ-যাত্রীদের আনন্দ-বর্দ্ধনের জন্য দেখান হইয়া থাকে।

ইহার প্রথম সূচনা হইতে প্রায় ১৫ মাস যাবৎ জি, আই,

পি, রেলওয়ে বরাবরই এই চিত্র-প্রদর্শনী-গাড়ী নানা স্থানে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন। এ পর্য্যন্ত প্রায় ১০০টী বড় বড় ব্যবসাপ্রধান ও বসতিপ্রধান সহরে এই গাড়ী ঘুরান হইয়াছে এবং এইরূপে জি, আই, পি রেলওয়ের প্রায় ৩৫০০ মাইল পথ ঘোরা হইয়াছে।

মহীশূরে জঙ্গলের উন্নতি

মহীশূর গবর্ণমেণ্ট তাহার অধিকৃত জঙ্গলগুলির যাতে উন্নতি হয় সেদিকে মন দিয়াছেন। ভদ্রাবতীতে একটা "ক্রিয়োজোটিং প্ল্যাণ্ট" বসান হইবে। যে সমস্ত গাছ গাছড়া প্রাকৃতিক কারণে অথবা ঘুণ কিংবা অন্য কোন রকম কাঠ-নষ্টকারী পোকাদ্বারা সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য হইয়া যায়, এই যন্ত্রের সাহায্যে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া সে সমস্ত গাছ গাছড়াকে রক্ষা ও বিক্রীর উপযুক্ত করাই হইতেছে উদ্দেশ্য। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এই রকম জঙ্গল-রক্ষার কাজ হাতে নিয়াছে তাহাদের কাজ যাতে আরও বাড়িয়া উঠে সে বিষয়ে গবর্মেণ্ট সাহায্য করিবেন।

কৃষি ও ইঞ্জিনিয়ারিং

বৃটিশ ভারতের অধীনে ২২৫,০০০,০০০ একর চাষের উপযুক্ত জমির মধ্যে প্রায় ৪৮ লক্ষ একর জমিতে গবর্মেণ্ট খাল এবং অন্যান্য খাল হইতে জলসেচ হইয়া থাকে। বাকী জমির সেচ কূয়া অথবা পুকুরের জলেই হয়। ভারতের, বিশেষতঃ পাঞ্জাব এবং সিন্ধু প্রদেশের জমিতে জলসেচ বিষয়ে খুব উন্নতি হইতেছে। এ কাজ শেষ হইয়া গেলে আরও কয়েক লক্ষ একর জমিতে জল-সেচের ব্যবস্থা হইবে। "ইরিগেশন্ কমিশনের" খসড়া অনুযায়ী সমস্ত স্থানেই জলসেচের ব্যবস্থা হইলেও এদেশে এমন অনেক জমি পড়িয়া থাকিবে যেখানে উপযুক্ত পরিমাণে জলসেচের ব্যবস্থা না হইলে ভাল শস্য জন্মান অসম্ভব। এই সব জমিতে কূয়া থেকে যদি স্বাভাবিক উপায়ে জল-সেচের ব্যবস্থা করা যায় তবেই এসব জমি উঠিতে পারে।

কৃষিবিভাগের "ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্‌শন", ছোট খাট রকমে হইলেও, এই কাজের ভার নিয়াছেন এবং এ পর্য্যন্ত হাজার হাজার কূয়ার জল-সরবরাহ-শক্তি বাড়াইয়া দিয়াছেন ও অনেকগুলি নূতন কূয়া খুঁড়িয়াছেন। কূয়া খুঁড়িবার সুবিধার জন্য বোম্বাইয়ে মাটীখোঁড়া কলের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই কলে যে খোঁড়ার কাজ খুব ভাল চলিবে তার কোন স্থিরতা নাই। এ বৎসরে বোম্বাইয়ে ২০৬টী কূয়ার মধ্যে ১১৬টী ঠিক মত খোঁড়া হইয়াছে। পাঞ্জাবে ২৮৪টীর মধ্যে প্রায় ৫ ভাগের ৪ ভাগ সফল হইয়াছে। এই খোঁড়ায় ব্যবহৃত ৯৬টী কলের মধ্যে কৃষি ইঞ্জিনিয়ারের ব্যবস্থামত ৭০টী পাথরনির্ম্মিত এবং ২০টী পুরাণ তামার নির্ম্মিত প্যাটার্ণে প্রস্তুত ছিল। পাথরের কল তামার কলের মত সমান কাজ দিলেও দাম ইহার অর্দ্ধেকেরও কম। ১৯১৯ সনের বোর্ড অব্ অ্যাগ্রিকালচারের অনু-মোদিত নিয়মিত ভূমধ্যবর্ত্তী জল সরবরাহের ব্যবস্থার বর্ত্তমানে বিশেষ দরকার।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের আর একটি প্রধান কাজ হইতেছে কৃষি-উপযোগী সমস্ত যন্ত্রপাতির খসড়া করিয়া সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা। অনেক ভাল ভাল লাঙ্গলের খসড়া হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কম খরচায় বেশী শক্তি-সম্পন্ন লাঙ্গলগুলি কাজে লাগাবার মতলব চলিতেছে।

বোম্বাইয়ের কৃষি-ইঞ্জিনিয়ার স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী ৪টী যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সেগুলির নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইতেছে। মধ্য-প্রদেশের কৃষি-ইঞ্জিনিয়ার কৃষির জন্য একটা কলের লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়াছেন। বেরারে সেটীর পরীক্ষা চলিতেছে। তিনি জল তুলিবার জন্য বল বেয়ারিংযুক্ত এক রকম চাকাও প্রস্তুত করিয়াছেন। সেটীরও পরীক্ষা চলিতেছে। কৃষির উন্নতির জন্য চীনা বাদাম তুলিবার যন্ত্র, শণ ছাটিবার যন্ত্র এবং আগাছা কাটিবার যন্ত্রেরও পরীক্ষা চলিতেছে।

মাদ্রাজে চন্দন কাঠের ব্যবসা

নীচের হিসাব থেকে বেশ বুঝা যায় যে, মাদ্রাজে চন্দন কাঠের ব্যবসা বেশ বাড়িয়া উঠিতেছে:—

বৎসর	চন্দনের উৎপাদন (টন)	মূল্য
১৯১৩-১৪	২৭৩	১,৫২,৩৭৫ টাকা
১৯১৯-২০	৪৯৭	৭,১৬,৫৮২ „
১৯২০-২১	৪১৮	৬,৬৭,৪৭১ „
১৯২১-২২	৫২১	৬,০৫,৩৩৮ „
১৯২২-২৩	৪৬৮	৫,৫৪,৩৫৮ „
১৯২৩-২৪	৭১০	৭,৮৬,১১৮ „
১৯২৪-২৫	৭০৩	৮,৮৮,০৮৫ „
১৯২৫-২৬	৬৪১	৭,৫২,৮০৪ „
১৯২৬-২৭	৭২৪	৯,২৭,৭৭১ „
মোট	৪,৯৫৫ টন	৬০,৫০,৯০২ টাকা

১৯২৬-২৭ সনের উৎপাদনের মধ্যে ৪৩০ টন তিরুপাট্টার হইতে, ১৭৪ টন সত্যমঙ্গলম হইতে এবং ১২০ টন ভেলোর হইতে উৎপন্ন। দাম গত বৎসর গড়ে টন প্রতি ১১৪৮৲ টাকা ছিল এবং এবৎসর ১২৮৬৲ টাকা। গত বৎসর উত্তর সালেম ও কোলেগাল বিভাগের চন্দন তুলিতে দেওয়া হয় নাই। এবার সেগুলি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া গত বৎসর হইতে এবৎসর চন্দনের কাটতি বেশী দেখা গিয়াছে।

১৯১৩-১৪ সনে ২৭৩ টন মাত্র উৎপন্ন দেখিয়া মনে হয় সে সময় জঙ্গল থেকে চন্দন কাটিবার তেমন সুবিধা ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমানে এবিষয়ে খুবই উন্নতি হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ইহার কারণ এই যে, যখন কোন গাছ রোগে মারা পড়ে তখন তাহাকে তুলিয়া ফেলা হয়। এই ভাবে এই গাছগুলি তুলিয়া ফেলাতে যখন এরকম রোগা গাছের সংখ্যা কমিয়া আসে তখন আর বেশী গাছ তুলিবার দরকার হয় না। কাজেই আয় কমিয়া যায়। কিন্তু রোগ সারিয়া গেলে চন্দন কালে ভাল দাঁড়াইতে পারে। বড়ই সুখের বিষয় যে, বর্ত্তমানে অনেকগুলি জেলায় এই চন্দনের চাষ চলিতেছে। ইহার চাষ যাহাতে শৃঙ্খলার সহিত আরও বাড়িয়া যায় সে দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

মাদ্রাজে শামুকের ব্যবসা

মাদ্রাজে যে সমস্ত শামুক সমুদ্র হইতে তোলা হয়, তাহাতে দুইটী বড় ব্যবসা চলে। একটী বড় শামুক অথবা শাঁখের ব্যবসা। তিনাভেলি ও রামনাদ জেলা এ ব্যবসার প্রধান স্থান। আর একটী চূনের জন্য ছোট শাঁমুকের ব্যবসা। ইহার প্রধান স্থান মাদ্রাজের নিকটস্থিত পালিকাট সহর। হিন্দুদিগের ক্রিয়া-কর্ম্মে ও সাজগোজের কাজে শাঁখের আদরটা বেশী।

সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী সমস্ত জেলাতে চূনের পাথর তেমন পাওয়া যায় না বলিয়া তীরবর্ত্তী সমস্ত চূনের কলে শামুক এবং প্রবাল প্রভৃতি দিয়াই চূন প্রস্তুত হইয়া থাকে। শামুকের চূন দিয়া সাধারণতঃ সিমেণ্ট ও প্লাষ্টার প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং চূনকাম করিতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পালিকাটে সমুদ্র-গর্ভের কয়েক ফুট মাটির নীচে জাত এক রকম শামুক খুব বেশী পাওয়া যায়। মাদ্রাজ সমুদ্রের তীরে অবস্থিত বলিয়া এবং বাকিংহাম খালে সহরের মাল চলাচলের সুবিধা থাকায়, এখানে শামুকের ব্যবসাটা খুব জোর চলে। এই সমস্ত সুবিধা থাকার দরুণ এখানে একটি বড় সিমেণ্টের কারখানা ও একটি চূনের কল বেশ চলিতেছে।

মাদ্রাজে শামুক ওজনে বিক্রী না হইয়া মাপে বিক্রী হয়। ইহার সাধারণ মাপের নাম "গ্রেস"। এক গ্রেস =৫০০ কিউবিক ফুট। শামুকের চূনও মাপে বিক্রী হইয়া থাকে। ইহার সাধারণ মাপের নাম "পারাম"। ইহা ২১ কিউবিক্ ফুটের সমান। শামুকের সরবরাহ ও চাহিদা অনুসারে ইহার দাম কমবেশী হইয়া থাকে। যে সমস্ত জায়গা থেকে শামুক তোলা হয় বর্ষাকালে সে সব জায়গা বন্যায় ভাসিয়া যাওয়ায় মাঝে মাঝে সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায়।

যুক্তপ্রদেশে নূতন আকের ব্যবসা

যুক্তপ্রদেশের ১৯২৭ সনের ৩০শে জুনের বাৎসরিক বিবরণী হইতে বোঝা যায়, এ প্রদেশে আকের চাষটা ভালই চলে ও ইহাতে লাভেরও বেশ আশা আছে। ১৯২৭ সনে এ প্রদেশের পশ্চিমাংশে কোইম্বাটোর আক ৪৪,০০০ একর জমিতে এবং রোহিলখণ্ড, খেরি ও হারদোই প্রভৃতি স্থানে ৪৩,০০০ একর জমিতে জাভা আক জন্মিয়াছে

বলিয়া জানা যায়। পাওয়ায়ান্ ও মম্ভি এই দুইটী তলীলেই আক জন্মে। পাওয়ায়ানে ১৩,২১৩ একর ও মম্ভিতে ১৫,৫২৮ একর জমিতে বর্ত্তমান বৎসরে জাভা আকের চাষ হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এবার পাওয়ায়ানে ৪৯০৮ একর ও মম্ভিতে ৪১৫৯ একর জমিতে জাভা আকের চাষ বেশী হইয়াছে। সমস্ত জমিতে শতকরা ৭০ ভাগ জাভা আক আছে। এবারকার বেশী ফসল চালাবার জন্য নানা স্থানে আকের আড়ৎ খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। অল্প সময়ের মধ্যে কতকগুলি শক্তি-চালিত ছোট ছোট আকের কল ও কারখানা বসান হইয়াছে। ১৯২৭ সনে মুদ্ধ খেরি ও হারদোই সহরে ২৬ লক্ষ মণ জাভা আক এই সব শক্তি-চালিত কলে পেষা হয়। আকের উৎপাদন যেমন বেশী হইতেছে তাহাতে শীঘ্রই হউক আর দেরীতেই হউক বড় কল বসাবার ব্যবস্থা না করিলে চলিবে না। কোইম্বাটোর হইতে এক রকম নতুন আক আমদানি হইয়াছে (কোঃ ২৯০ নং)। এই আক প্রদেশের সমস্ত জমির পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হইতেছে। কোঃ ২১৩ নং হইতেও ইহা ভাল। ইহার চাষে যে ফলাফল পাওয়া গিয়াছে তাহা নীচে দেওয়া গেল :—

	কোঃ নং ২৯০	কোঃ নং ২১৩
প্রতি একর জমিতে আকের চাষ	৯৬৩ মণ	৯৪৯ মণ
প্রতি একার জমির আকে চিনির পরিমাণ	১১৪ মণ	৮১ মণ
প্রতি ১০০ আকের সুক্রোজের পরিমাণ	১৩·৮	১০·৭
প্রতি ১০০ আকের শাঁসের পরিমাণ	১৩·৯	১৪·৪.

কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টরের মতে কোঃ নং ২৯০ আকই কোইম্বাটোরের সব চেয়ে সেরা আক। প্রদেশের সর্ব্বত্র যাহাতে এই আকের চাষ হয় সেই রকম বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই আকের চাষে প্রদেশে চিনির উৎপাদন খুব বাড়িয়া যাইবে। এই আকের মোসাইক নামক এক প্রকার রোগ হইতে দেখা যায়। সুতরাং বীজ বুনিবার সময় এই রোগের বীজাণু যে সব বীজে নাই, সেই সমস্ত বাছিয়া বুনিবার ব্যবস্থা হইতেছে। এ প্রদেশের সব রকম আকের মধ্যেই প্রায় এই রোগ দেখা যায়, এবং এই জন্যই আকের ফলন খুব কমিয়া যায়। পাউণ্ডা নামক এক প্রকার আক এ প্রদেশে জন্মে। এগুলি সাধারণতঃ খাবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর অনেক ভাল ভাল আকে এই রোগ ধরাতে ফলন প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া যায়। দেশের কোন প্রদেশেই বোধ হয় এমন কোন শ্রেণীর আক নাই যাহাতে এ রোগের বীজাণু না ঢুকিয়াছে। এ সমস্ত প্রদেশে আকের চাষীদের আকে যাহাতে এ রোগ না ধরিতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার।

নাসিকে গবর্মেণ্টের ছাপা বিভাগ

গত দুই বৎসর হইতে গবর্মেণ্টের ডাক বিভাগের সমস্ত ষ্ট্যাম্প, পোষ্টকার্ড ও ষ্ট্যাম্পযুক্ত খাম নাসিকে ভারত গবর্মেণ্ট যে নতুন ছাপা বিভাগ খুলিয়াছেন সেইখানেই ছাপা হইতেছে। সেখানে কারেন্সি নোটও ছাপা হইতেছে। স্যর বি, এন্, মিত্র গত এপ্রিল মাসে এই বিভাগটী সরকারী ভাবে খুলিয়াছেন।

টাটার মজুরদের মধ্যে কারখানার মুনাফার অংশ বিতরণ

সম্প্রতি জামসেদপুরে টাটার কারখানায় মজুরদের ভাল কাজের দরুণ কারখানার যে মুনাফা হইয়াছে তাহা হইতে ১০ লাখ টাকা তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। মজুরেরা এখন হইতে কারখানার মুনাফার অংশ বেশী করিয়া পাবার আশায় মুনাফা যাহাতে বেশী হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মনোযোগের সহিত কাজ করিবে। ফলে কারখানার কাজও খুব বাড়িয়া যাইবে। বস্তুতঃ, এখন হইতে প্রত্যেক মজুর প্রকৃতপক্ষে কারখানার অংশীদার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মালিকের মত প্রত্যেক মজুরও এখন হইতে ব্যবসায়ের সহিত অল্প-বিস্তর স্বার্থ-জড়িত থাকিবে। এই ভাবে যখন তাহারা নিজেদের স্বার্থ বুঝিতে পারিবে তখন আর সামান্য মনোমালিন্যে

তাহারা সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিবে না। আমাদের মনে হয়, এই নিয়মে কাজ করিলে মজুরদের মান সম্ভ্রম ও সৎ প্রবৃত্তি খুব বাড়িয়া যাইবে। এবং অন্যান্য ব্যবসায় মালিকরাও ক্রমে ক্রমে টাটার কারখানার এই নিয়ম অনুকরণ করিবেন।

পেট্রল ব্যবসা হইতে কাহার কিরূপ লাভ হয় ?

১৯২৮ সনের মার্চ্চ মাসে যে বৎসর শেষ হয় ঐ বৎসরে প্রায় ১১ কোটি টাকার পেট্রল বার্ম্মা হইতে রপ্তানি হইয়াছিল। পেট্রলের এই বিরাট ব্যবসা হইতে কাহার কিরূপ উপার্জ্জন হয় নিম্নে তাহা বলা যাইতেছে :—

(১) যে সকল কোম্পানী মাল চালানের ব্যবস্থা করিয়া থাকে তাহারা পেট্রল কোম্পানীগুলির নিকট প্রতি বৎসর প্রায় ৩৩ লাখ টাকা পাইয়া থাকে।

(২) পেট্রল কোম্পানীগুলি স্থানীয় বাজার হইতে প্রতি বৎসর ৪৪ লাখ টাকার জিনিষপত্র কিনিয়া থাকে।

(৩) ৪৩ হাজার ব্রহ্মবাসী ও ভারতবাসী পেট্রল কোম্পানীগুলির অধীনে চাকরী করিয়া থাকে এবং এই চাকরী করিতে পারার জন্য বৎসরে ২ কোটি টাকা ব্যয় করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করে।

(৪) ১৯২৬ সনে পেট্রল কোম্পানীগুলি ৩ কোটি টাকা রাজস্ব দিয়াছিল। ইহার বেশীর ভাগ কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট পাইয়াছিল। ১৯২৭ সনে এই রাজস্বের পরিমাণ আরও বাড়িয়াছিল।

ভারতের সামরিক ব্যয়

১৯২৭-২৮ সনের বাজেটে ভারতের সামরিক ব্যয় ধরা হইয়াছিল ৫৬ কোটি ৭২ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা (আকাশ বাহিনীর খরচ ইহার ভিতর ধরা হইয়াছিল)। এতদ্ব্যতীত সামরিক রেলপথগুলির নিট লোকসান ধরা হইয়াছিল ৪৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা।

১৯২৮-২৯ সনের বাজেটে সামরিক ব্যয় (আকাশ বাহিনীর খরচ লইয়া) ধরা হইয়াছে ৫৮ কোটি ৪ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। ইহা ১৯২৭-২৮ সনের ব্যয় অপেক্ষা ১ কোটি ৩১ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা বেশী। ১৯২৮-২৯ সনে সামরিক রেলপথগুলির নিট্ লোকসান অনুমান করা হইয়াছে ২৭ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। ইহা ১৯২৭-২৮ সনের লোকসান অপেক্ষা ১৮ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা কম।

ভারতে সেতুনির্ম্মাণ

হাওড়ার কিছু উত্তরে বরাহনগরের নিকট গঙ্গার উপর দিয়া যে নূতন সেতুটী (বালি ব্রিজ) নির্ম্মিত হইবে তাহা ভারতের বৃহত্তম সেতুগুলির অন্যতম হইবে। এই সেতুর গার্ডারগুলি ব্রেথওয়েট কোম্পানী কর্ত্তৃক তাঁহাদের খিদিরপুরের কারখানায় প্রস্তুত হইবে। এই কোম্পানীকে ইস্পাত সরবরাহ করিবে টাটা কোম্পানী। গার্ডারগুলির মোট ওজন হইবে ১৭,২৬৬ টন। প্রত্যেকটী ওজনে হইবে ২৩৩০ টন এবং দৈর্ঘ্যে হইবে ৩৫০ ফুট। ব্রেথওয়েট কোম্পানী ইহার জন্য মোট পাইবেন ৪৬ লক্ষ ৩০ হাজার ৪ শত ২৫ টাকা। গার্ডারগুলি এইরূপ ভাবে প্রস্তুত হইবে যে, আধুনিকতম ইঞ্জিন ও ভারি ট্রেনও প্রধান গার্ডারগুলির মধ্যে স্থাপিত দুইটী রেল লাইন দিয়া চলিতে পারিবে। রেলপথ দুইটীর দুই পাশে ১৫ ফুট চওড়া দুইটী রাস্তা থাকিবে এবং ৮ ফুট চওড়া দুইটী পায়ে হাঁটিবার পথ দুই ধারের রাস্তা দুইটির উপর ব্র্যাকেটের সাহায্যে স্থাপিত হইবে।

নর্ম্মদা নদীর উপর যে সেতুটী সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার ৬টি গার্ডারের প্রত্যেকটী ১৬৫ ফুট দীর্ঘ ও ওজনে ২৬০ টন এবং ৪টী গার্ডারের প্রত্যেকটী দৈর্ঘ্যে ৪০ ফুট। এই গার্ডারগুলিকে ১০০ ফুট উচ্চ ইস্পাতের থামের উপর বসানো হইয়াছে। এই সেতুটীর ইস্পাতও টাটা কোম্পানী যোগাইয়াছিল। সেতুটী ব্রেথওয়েট কোম্পানী কর্ত্তৃক তাহাদের বোম্বাইয়ের নিকটস্থ কারখানায় নির্ম্মিত হইয়াছে।

খিদিরপুরে আদিগঙ্গার উপর যে নূতন সেতুটী প্রস্তুত হইয়াছে তাহা বার্ণ কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

শোণ সেতুর গার্ডার নির্ম্মাণের অর্ডার কুমারটুলি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী পাইয়াছে।

ভারতবাসীরা কি না খাইয়া মরিবে ?

ইণ্ডিয়া মেডিকেল গেজেটের সম্পাদক উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত "ভারতের লোক-সমস্যা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধে বলিতেছেন যে, ভারতের লোকসংখ্যার উপযুক্ত খাদ্যসংস্থান ভারতবর্ষে নাই। বর্ত্তমান লোকসংখ্যার মাত্র অর্দ্ধেকের উপযুক্ত খাদ্যের সংস্থান আছে। খাদ্যসংস্থানের তুলনায় লোক-সংখ্যা অধিক হওয়ায় জনসাধারণের রোগের সহিত যুঝিবার ক্ষমতা কমিয়া যাইতেছে, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইতেছে এবং দুর্ভিক্ষও ঘন ঘন হইতেছে। প্রকৃতি ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির সাহায্যে লোকসংখ্যা কমাইয়া খাদ্য সংস্থানের তুলনায় লোকসংখ্যাকে সমান করিবার চেষ্টা করিতেছে। খাদ্য সংস্থান ও লোক-সংখ্যার মিল আনিবার চেষ্টা প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া না দিয়া আমাদেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা উচিত :—

প্রথম—বাল্য বিবাহ উঠাইয়া দিয়া উপযুক্ত গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত হইবার পূর্ব্বে দুর্ব্বল-দেহ সন্তানোৎপাদন বন্ধ করা।

দ্বিতীয়—বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষের প্রবর্ত্তন করা ও শিল্পোন্নতির চেষ্টা করা।

তৃতীয়—লক্ষ লক্ষ অকেজো গবাদি পশু পোষার জন্য যাহা লোকসান হইতেছে তাহা বন্ধ করা।

চতুর্থ—আর্থিক ক্ষতিকর সামাজিক প্রথাগুলির উচ্ছেদ করা।

প্রথম উপায়টির দ্বারা লোকসংখ্যা কমিবে, অপর তিনটী উপায়ের দ্বারা খাদ্য-সংস্থান বাড়িবে।

খনির খাদে স্ত্রী-মজুর নিয়োগ নিষেধ—
পার্ল্যামেণ্টে প্রশ্ন

পার্ল্যামেণ্টের জনৈক মজুর-প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত এইচ, ডে ভারতের আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্সকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ভারতের বিভিন্ন প্রকার খনির খাদে স্ত্রী-মজুর নিয়োগ নিষেধ সম্বন্ধে নিয়ম করার বিষয়ে ভারত গবর্মেণ্ট কোন প্রকার সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন কি না।

আর্ল উইণ্টারটন্ তদুত্তরে বলেন যে, ভারত গবর্মেণ্ট প্রাদেশিক গবর্মেণ্টগুলির সহিত পরামর্শ করিয়া নিয়মাবলীর খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রস্তাবিত নিয়মাবলী সম্বন্ধে বিভিন্ন মাইনিং বোর্ডগুলার মত লওয়াও হইয়াছে। চীফ্ ইন্স্পেক্টরের সহিত কয়েকটী খুঁটিনাটি ব্যাপারের আলোচনা হইয়া যাইবার পরে উহা সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত করা হইবে। প্রকাশিত হইবার তিন মাসের পর নিয়মগুলি শেষবার ভারত গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক আলোচিত হইবে। তখন সেগুলি কার্য্যকর হইবে।

পাটের চাষ

বাঙ্গালায় আবাদ হ্রাস

বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যা ও আসামে মোট ৩,১৬৬,২০০০ একর (১ একর = তিন বিঘা) জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। ১৯২৭ সালের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরে ২০৭,৯০০ একর কম জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে। পাটের চাষের সরকারী যে প্রাথমিক ফোরকাষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় :—

বাঙ্গালা

বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গালাদেশে ২,৭১২,২০০ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে, গত বৎসরের অপেক্ষা প্রায় ২৫০,৯০০ একর কম জমিতে চাষ হইয়াছে অর্থাৎ ১৯২৭ সালের অপেক্ষা শতকরা ৪ একর জমিতে এবার চাষ কমিয়াছে।

চাষের অবস্থা

মোটের উপর আবহাওয়া আবাদের অনুকূলই ছিল। এপ্রিল মাসে বৃষ্টি না হওয়ার দরুণ কোন কোন অঞ্চলে বীজ-বপনে বিলম্ব ঘটিয়াছিল এবং কোথাও কোথাও চারাগুলি বৃষ্টির অভাবে তেমন বাড়িতে পারে নাই। এইজন্য বর্ত্তমান বৎসরের আবাদ কিছু কম হইয়াছে। নোয়াখালি এবং ময়মনসিংহের কোন কোন অঞ্চলে অতিরিক্ত বৃষ্টি হইয়াছে।

পাটের বর্ত্তমান অবস্থা

পোকা লাগিয়া পাটের কিছু কিছু ক্ষতি হইয়াছে। তাহা ছাড়া চাষের অবস্থা মোটামুটি ভালই বলা যায়।

গুদামজাত মাল

গত বৎসরের গুদামজাত মালের পরিমাণ নাকি তেমন বেশী নহে, অন্যান্য বৎসরের অপেক্ষা কম।

বিহার এবং উড়িষ্যা

১৯২৭ সালে বিহার ও উড়িষ্যার ২৪১,০০০ একর জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে ২৪৭০০০ একর জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে। সুতরাং আবাদ কিছু বাড়িয়াছে।

আবাদের অবস্থা

আবাদের অবস্থা বেশ ভাল।

গুদামজাত মাল

১৯২৭ সালের গুদামজাত মালের পরিমাণ খুব কম।

আসাম

বৎসরের আরম্ভে খরা হয়। শুধু সুরমাভেলীতে মার্চ্চ মাসে পাটের চাষের অনুকূল আবহাওয়া দেখা দিয়াছিল। এপ্রিল মাসে অন্যান্য অঞ্চলে বৃষ্টি হইয়াছিল বটে, কিন্তু সুরমাভেলীতে বিষম অনাবৃষ্টি ঘটে। মে মাসে বাদলা আরম্ভ হয়। সুরমাভেলীতে বন্যার জন্য কোন কোন অঞ্চলে ফসলের কিছু ক্ষতি ঘটে। কিন্তু জুন মাসে অবস্থার উন্নতি হয়। মোটের উপর চাষের অবস্থা ভাল।

জমির পরিমাণ

ডেপুটি কমিশনারদের প্রদত্ত হিসাব দৃষ্টে জানা যায়, এবৎসর আসামে মোট ২০৭,৬০০ একর জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে। গত বৎসর ১৭১০০০ একর জমিতে আবাদ হইয়াছিল। সুতরাং ৩৬,৬০০ একর জমিতে আবাদ অধিক হইয়াছে।

গুদামজাত মাল

শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দরাং এবং নওগাঁ মহকুমাতে গত বৎসরের গুদামজাত মাল খুব সামান্যই আছে।

ভারতে ৩ মাসে কতগুলি শ্রমিক বিবাদ হইয়াছে ?

১০ লক্ষ দিন নষ্ট

জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ এই ৩ মাসে সমগ্র ভারতে ৫৮টি শ্রমিক বিবাদ হইয়াছে। এই বিবাদগুলিতে ৮৩৫৭০ জন শ্রমিক লিপ্ত হইয়াছিল এবং ১০০৫০০০ দিন নষ্ট হইয়াছে।

বোম্বাইতে ২৩টি, বাঙ্গালাতে ২১টি, ব্রহ্মদেশে ৬টি, আসামে ২টি, মাদ্রাজে ২টি, বিহারে ৩টি এবং পাঞ্জাবে ১টি বিবাদ হইয়াছিল।

বোম্বাইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দিন নষ্ট হইয়াছে। এই নষ্ট দিনের পরিমাণ ৭ লক্ষ। তৎপরে বাঙ্গলা। বাঙ্গালাতে নষ্টদিনের পরিমাণ ১৫৯০০০। পাঞ্জাবে যদিও মাত্র একটি বিবাদ হইয়াছে তথাপি এই প্রদেশ তৃতীয় স্থান লাভ করিয়াছে। প্রায় ১০৭০০০ দিন এই প্রদেশে নষ্ট হইয়াছে। তুলা ও পশমী বস্ত্রের মিলে ৪০৬০০ লোক, রেলওয়েতে ১৫০০০ লোক, পাটের মিলে ১৯০০০ লোক এবং ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানায় ৪০০০ হাজারের অধিক লোক ধর্ম্মঘটে লিপ্ত হইয়াছিল।

৫৮টি বিবাদের ৩৩টি ব্যর্থ, ৩টি সফল ও ১০টি আংশিক সফল হইয়াছে। ১২টি বিবাদ মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

৩৩টি বিবাদ বেতনের দাবী সম্পর্কে, ১২টি ব্যক্তিগত কারণে, ৪টি ছুটী ও কার্য্যকাল সম্পর্কে এবং ১টী বিবাদ বোনাস্ লইয়া বাধিয়াছিল। ১০টী বিবাদের কারণ বিবিধ।

জীবনবীমা

ওরিয়েণ্টাল লাইফ এশিওরেন্স

আ-জীবন বীমার তুলনায় এণ্ডাউমেণ্ট (থোকদান) বীমা এত জনপ্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আ-জীবন বীমার প্রতি লোকের লক্ষ্য কমিয়া যাইতেছে এবং তাহার ফলে বীমাকারীর যদি হঠাৎ মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে তাহার স্ত্রীপুত্র পরিবারবর্গকে অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়িতে হয়। ঐ সকল বীমাকারী নিজের জীবনের মধ্যেই অপেক্ষাকৃত কম টাকা পাইবার জন্যও প্রিমিয়াম দেওয়া পছন্দ করেন। আ-জীবন বীমার প্রতি লোককে আরও আকৃষ্ট করিবার জন্য ইংলণ্ডে কোম্পানীসমূহ নানা উপায় অবলম্বন

করিয়াছেন, যথা—বীমাকারীর মৃত্যু হইলে যে টাকা দিবার ব্যবস্থা থাকিবে, তাহা ছাড়াও বীমাকারীর চুক্তি অনুসারে তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সে অতিরিক্ত লভ্যাংশের (বোনাস) জমা টাকা এককালীন দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন; ফলে খুব কম প্রিমিয়ামে বৃদ্ধ বয়সের পক্ষে এবং পরিবারবর্গেরও রক্ষা-বিধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ওরিয়েণ্টাল অফিস কিন্তু এইরূপ উপায় হইতে একটু পৃথক নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। জীবন বীমার একটা দোষ এই যে, যে, ব্যক্তি অধিক বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকেন, তাঁহাকে কোন কোন স্থলে প্রিমিয়াম হিসাবে প্রাপ্য টাকার অতিরিক্তও দিতে হইতে পারে। নূতন ওরিয়েণ্টাল স্কীমে পলিসি অনুসারে প্রাপ্য টাকার পরিমাণে প্রিমিয়াম দেওয়া হইয়া গেলে পর আর প্রিমিয়াম দিতে হয় না। লাভবিহীন সাধারণ জীবন-বীমার জন্য প্রথম বয়সের পক্ষে পূর্ব্বে যে প্রকার চার্জ্জ করা হইত নূতন স্কীমের রেট তাহা অপেক্ষা কম। এইরূপে বর্ত্তমান স্কীমে বীমাকারীর ২০ বৎসর বয়সে যে পলিসি সুরু হইয়া বীমাকারীর মৃত্যুতে এক হাজার টাকা দান করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে বাৎসরিক ১৯৷৶০ করিয়া অনধিক ৫২ বার প্রিমিয়াম দিতে হয়। কিন্তু পুরাতন প্রথায় সারা জীবন ব্যাপিয়া বাৎসরিক ২১৷৷৶০ করিয়া প্রিমিয়াম দিতে হইত। বর্ত্তমান প্রথায় বীমাকারীর ৩৮ বৎসর বয়সে যে পলিসি আরম্ভ হয়, তাহাতে ২৮ বৎসরের জন্য বাৎসরিক ৩৫৷৷৶০ করিয়া প্রিমিয়াম দিতে হয়। পূর্ব্বেকার প্রথায় ঐরূপ পলিসিতে সারা জীবন ধরিয়া বাৎসরিক ৩৬৷৷৶০ করিয়া প্রিমিয়াম দিতে হইত।

সামরিক ব্যয়

ব্রুসেলস সহরের আন্তর্জ্জাতিক সমিতির নির্দ্ধারণানুসারে প্রত্যেক জাতির সামরিক খরচা তাহার আয়ের এক পঞ্চমাংশের কম হওয়া উচিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তাহার আয়ের এক-তৃতীয়াংশ এই বাবদে ব্যয় করিয়া থাকে। জাপান তাহার আয়ের একাদশ অংশ মাত্র ব্যয় করিয়া থাকে। এত অধিক ব্যয় সত্বেও ভারতের সামরিক শক্তি অতি অল্প বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর অন্য কোন জাতিই তাহার আয়ের এক-তৃতীয়াংশ সামরিক ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ করে না।

ভারতীয় সৈন্যের ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে যেসকল ইংরেজ কর্ম্মচারী আছে তাহাদের প্রত্যেকের জন্য গড়পড়তা ২৬৩৫ টাকা ব্যয় করা হয়। আর ঐ বিভাগে যে সকল ভারতীয় আছে তাহাদের জন্য গড়পড়তা মাত্র ৩৬৫ টাকা ব্যয় করা হইয়া থাকে। উক্ত বিভাগে কমিশন-প্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণের মধ্যে একজনও ভারতীয় নাই।

ভারতের সামরিক বিভাগে ইংরেজ সৈনিকের সংখ্যা ৬১০০০ হাজার এবং ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৮০০০। কিন্তু পেনশন বাবদ ইংরেজ সৈনিকদের দিতে হয় ৫ কোটি ২৪ লক্ষ টাকার উপর, আর ভারতীয় সৈন্যের পেনশন বাবদ ব্যয় হয় মাত্র ৩ কোটি ২ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা।

পোষ্ট আফিসের হিসাব

সমগ্র ভারতে গত ১৯২৬-২৭ সালে

ডাকঘরের সংখ্যা	...	২০৭৩৭ টী
পোষ্ট আফিসের মারফৎ প্রেরিত দ্রব্যের সংখ্যা	...	১২৯৩৫ লক্ষ
তন্মধ্যে রেজিষ্টারী করা	...	৫১০ লক্ষ
পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প বিক্রয়	...	৬ কোটি টাকা
মনিঅর্ডারের টাকার পরিমাণ	...	৮৯ কোটি ৩০ লক্ষ „
ভিঃ পিঃর টাকার পরিমাণ	...	২৭ কোটি ৩০ লক্ষ „
ইন্‌শিওর করা চিঠি	...	১৬৩২০ লক্ষ
বিদেশাগত দ্রব্য	...	৮০ লক্ষ
পেন্‌শন্ খরচ	...	১৫৮০ লক্ষ টাকা
কুইনাইন বিক্রয়	...	১৩৪৯৫ পাউণ্ড
সেভিংসব্যাঙ্কে জমা টাকা	...	২২৷৷০ কোটি
ডাকঘরের জীবন-বীমার পরিমাণ		১০ কোটি ১০ লক্ষ টাকা
ডেড্‌লেটার আফিসের জমা চিঠি	...	১০৪১১০৪৭ খানা

এই চিঠির শতকরা ৪২ খানা গন্তব্য স্থানে পাঠান হইয়াছে, অবশিষ্ট প্রেরকের নিকট ফেরৎ গিয়াছে।

ডেড্‌লেটার আফিসে চেক মুদ্রা প্রভৃতি জমা		৮৷০ লক্ষ টাকা
এই বৎসর ডাক লুট হইয়াছে	...	১৮ বার
ডাক পিয়ন আহত হইয়াছে	...	৬ স্থানে
ডাক পিয়ন নিহত হইয়াছে	...	২ „
ডাক লুটে ক্ষতির পরিমাণ	...	১২৪৭৮ টাকা
রাণার (ডাকবাহক) ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত		২ জন।

(সত্যবাদী)

ভারতে কত সূতা ও কাপড় প্রস্তুত হয় ?

ভারতীয় কলগুলিতে সূতা উৎপাদনের পরিমাণ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। এখানে যুদ্ধের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী অবস্থার সরকারী ষ্টাটিষ্টিকস্ উদ্ধৃত করা হইল।

গড়ে উৎপাদন হার

যুদ্ধের পূর্ব্ব	...	৬৪৬,৭৫৭,০০০ পাউণ্ড
যুদ্ধের সময়ে	...	৬৬৬,২২৭,০০০ „
যুদ্ধের পরে	...	৬৬২,৫১০,০০০ „
১৯২৫-২৬	...	৬৮৬,৫১০,০০০ „
১৯২৬-২৭	...	৮০৭,১১৬,০০০ „

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গত পাঁচ বৎসর ভারতে প্রতি সন গড়ে ৭২৫০ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া সূতা প্রস্তুত হইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশেই ভারতের অধিকাংশ মিল এবং ঐ অঞ্চলেই বেশী পরিমাণ সূতা প্রস্তুত হয়। বোম্বাই ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সূতা ও বস্ত্র উৎপাদনের হার এখানে দেওয়া হইল।

স্থান	সূতা (পাউণ্ড)	বস্ত্র (পাউণ্ড)
বোম্বাই	৩২৫০ লক্ষ	৯৫ কোটি
আহমদাবাদ	৯ কোটি	৪৫ কোটি
পশ্চিম ভারতের অবশিষ্ট স্থান	১২ কোটি	৩০ কোটি
উত্তর ভারত	৬ কোটি	১০ কোটি
দক্ষিণ ভারত	১০ কোটি	১০ কোটি

বিদেশী সূতা ও কাপড় কত আমদানি হয় ?

ভারতে যে পরিমাণ সূতা ও বস্ত্র প্রস্তুত হয় তাহা ভারতের চাহিদা মিটাইবার জন্য একেবারেই অপ্রচুর।

যুদ্ধের পূর্ব্ব, পরবর্ত্তী ও সমসাময়িক আমদানির হিসাব এখানে দেওয়া হইল।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে ৪১,৭৯৪,০০০ পাউণ্ড সূতা আমদানি হইত। যুদ্ধের সময় ঐ আমদানি হ্রাস পাইয়া ৩৪,০৬৩,০০০ পাউণ্ড দাঁড়ায়। লড়াইএর পর আমদানির হার আবার বৃদ্ধি পাইয়া ৪৪,৬৮১.০০০ পাউণ্ড হয় অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী আমদানিকে ছাড়াইয়া যায়। ভারতে ১৯২৫-২৬ সনে ৫১,৬৮৮,০০০ পাউণ্ড ও ১৯২৬-২৭ সনে ৪৯,৪২৫,০০০ পাউণ্ড সূতা আমদানি হয়। এই সকল অঙ্ক হইতে দেখা যায় যে, প্রতি সন কমসে কম ভারতের মাটীতে ৪৫০ লক্ষ পাউণ্ড বিদেশী সূতা আমদানি করা হয়।

ভারতে কোন্ কোন্ নম্বর সূতা কত পাউণ্ড আমদানি হয় তাহা এখানে দেখান হইল। অঙ্কগুলিকে লক্ষগুণ করিয়া বুঝিতে হইবে।

সূতার নম্বর	যুদ্ধের পূর্ব্বে	যুদ্ধের সময়ে	যুদ্ধের পরে	১৯২৫-২৬ সনে	১৯২৬-২৭ সনে
১—২০	১০	২০	৭০	৫০	১০
২১—৩০	৪০	৩০	৪০	১০	১০
৩১—৪০	২৩০	১৮০	২১০	২৬০	২৪০
৪০এর উপর	৮০	৬০	৬০	৬০	৮০
রঙ্গিন সূতা	...	...	৪০	৬০	৭০

উপরের অঙ্কগুলি দেখিয়া সহজেই বুঝা যায় যে, ভারতে ৩১ হইতে ৪০ নম্বরের সূতাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আমদানি হয়। ১৯২৬-২৭ সনে ঐ নম্বরের সূতা মোট আমদানি সূতার প্রায় অর্দ্ধেক বা শতকরা ৪৯·৪ ভাগ ছিল। ৪০ নম্বরের উপরের সূতা মোট আমদানির শতকরা ১৫·৩ ভাগ এবং রঙ্গিন সূতা মোট আমদানির শতকরা ১৪·৪ ভাগ।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ৩০ হইতে উপরের নম্বরের সূতা ভারতে ৪ কোটি পাউণ্ড জন্মে এবং ঐ নম্বরের সূতা বিদেশ হইতে ৩২০ লক্ষ পাউণ্ড আমদানি হয়। এই

সূতার ব্যাপারে ভারতকে স্বাবলম্বী হইতে হইলে সূক্ষ্ম নম্বরী সূতা উৎপাদনের হার শতকরা ৮০ ভাগ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

কোন্ কোন্ দেশ ভারতের সূতা যোগায়?

ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের নিকট বৎসরে প্রায় ৬১ কোটি টাকার বস্ত্র ক্রয় করে। বস্ত্র-সরবরাহে ইংলণ্ডের স্থানই প্রথম। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ড ভারতের প্রয়োজনীয় সূতার বেশীর ভাগ সরবরাহ করিত। কিন্তু বর্ত্তমানে এবিষয়ে জাপান ইংলণ্ডকে হটাইয়া দিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে একদিন হয়ত ইংলণ্ডকে প্রাচ্যের বস্ত্রশিল্প ও ব্যবসা জাপানের হাতে তুলিয়া দিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। জাপানে বস্ত্র-শিল্পের যেরূপ দ্রুত উন্নতি সাধিত হইতেছে তাহাতে এরূপ হওয়া আশ্চর্য্য নয়। বর্ত্তমানে জাপান কেবল ভারতের ইয়ার্ণ মার্কেট বা সূতার বাজারে মাতব্বরি করে না, পরন্তু গোটা প্রাচ্যের সূতার বাজার তার তাঁবে। ভারতের নিকট যে সকল দেশ সূতা বিক্রয় করে তাহাদের তালিকায় জাপানের হিস্যা দেখিলে এই উক্তি প্রমাণিত হইয়া যাইবে। নিম্নের অঙ্কগুলিকে হাজার গুণ করিয়া তত পাউণ্ড বুঝিতে হইবে।

দেশের নাম	যুদ্ধের পূর্ব্বে	যুদ্ধের সময়ে	যুদ্ধের পরে	১৯২৫-২৬ সনে	১৯২৬-২৭ সনে
ইংলণ্ড	৩৭,০৫০	২৪,৬৭৪	২৫,৭০২	১৫,৯৮০	২০,১০৬
হংকং	২৫	১৯	১৯৩		১৫
নেদারল্যাণ্ড	১৩৬০	৬২৭	২৭৯	৩১৩	৪৮৬
সুইজ্যার্ল্যাণ্ড	১,১৩২	৩৩৯	৬০৪	৮৯৮	৬৯১
চীন	১৫	২১৪	৫৩৭	৫৬	৯৩০
জাপান	৪৫৮	৭৪২৪	১৬,৭৮৬	৩৩,৫২৫	২৬,৬১৯
অন্যান্য দেশ	১,৭৫৪	৭০৬	৫৮০	৭৫৬	৫৭৮
মোট	৪১,৭৯৪	৩৪,০৬৩	৪৪,৬৮১	৫১,৬৮৮	৪৯৪২৫

ভারত কত সূতা রপ্তানি করে?

ভারতবর্ষ এক সময় বিস্তর সূতা ও বস্ত্র বিদেশে পাঠাইত। বর্ত্তমানে দিন দিন তাহার রপ্তানির হার কমিয়া আসিতেছে। ইহাদ্বারা মনে হয় আন্তর্জ্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করিবার মত হাল-হাতিয়ার ও ব্যবসা-বুদ্ধি ভারতের এখনও আয়ত্ত হয় নাই।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ১৯২,৮৪৪ হাজার পাউণ্ড সূতা বিদেশে চালান দিত। যুদ্ধের সময় ঐ সংখ্যা কমিয়া ১২৯,৬৮৫ হাজার পাউণ্ড দাঁড়ায়। যুদ্ধের পর রপ্তানির হার হ্রাস পাইয়া একেবারে ৮২,৬৬৬ হাজার পাউণ্ড দাঁড়ায়। তার পর ১৯২৫-২৬ ও ১৯২৬-২৭ সনে ভারতের রপ্তানির অঙ্কগুলি আরও কমিয়া গিয়াছে। ঐ দুই সনে যথাক্রমে ৩১,৮৭৪ হাজার ও ৪১,৫১৪ হাজার পাউণ্ড সূতা ভারতবর্ষ বিদেশে পাঠাইয়াছে।

বিদেশী বস্ত্র বয়কটের সাফল্য

ভারতে যত বিদেশী সূতা আমদানি হয় তাহা হইতে ভারতের রপ্তানি সূতা বাদ দিলে দেখা যায় যে, আরও ৮০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ভারতে উৎপাদন করা হইলে তাহার বর্ত্তমান ঘাটতি পূরণ করিতে পারে। ভারতের বস্ত্র-উৎপাদনের হার বাড়াইতে হইলে তাহার সূতা উৎপাদনের হার সর্ব্বাগ্রে বৃদ্ধি করা দরকার।

ভারত-সন্তানের জন্য বৎসরে অন্যূন ৪৫০ কোটি গজ কাপড়ের দরকার। এক পাউণ্ড সূতায় ৪ গজ কাপড় তৈয়ারী হইলে ৪৫০ কোটি গজ কাপড়ের জন্য ১১২ ½ কোটি পাউণ্ড সূতার দরকার। ভারতীয় মিলগুলিতে বর্ত্তমানে ৮০ কোটি পাউণ্ড সূতা প্রস্তুত করা হয়। অবশিষ্ট সূতা প্রস্তুতের জন্য ভারতীয় মিলগুলি শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ বেশী উৎপাদন করিতে সমর্থ। ইহাদ্বারা আর ২০ কোটি পাউণ্ড সূতা প্রস্তুত হওয়া সম্ভব। তাহা হইলে আরও ১২½ কোটি পাউণ্ড সূতা ঘাটতি থাকিয়া যায়। এই ঘাটতি পূরণের ভার মহাত্মা গান্ধির চরখা ও খদ্দর আন্দোলনকারিগণ লইতে পারেন। বিদেশী বস্ত্র বয়কট আন্দোলন যে ভারতে সম্ভব তাহা ইহাদ্বারা প্রমাণ হইয়া যায়।

চামড়া রপ্তানি

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতি মাসে কি পরিমাণ

গো-চামড়া (কাঁচা মাল) বিদেশে রপ্তানি হয তাহা এখানে টন হিসাবে দেখান হইল।

দেশ	ফেব্রুয়ারী ১৯২৮	মার্চ্চ ১৯২৮	এপ্রিল ১৯২৮	জুন-এপ্রিল ১৯২৮
ইংলণ্ড	৩৮১	১৬৮	২১১	১,৩০৭
কন্টিনেণ্ট	২,৩৪৪	১,৬৬২	২,৩৪০	৮,৮০০
অন্যান্য দেশ	৬৪৩	৪০০	২৯৯	১,৩০৯
১৯২৮ সনে মোট	৩,০৬৮	২,২৩০	২,৮৫০	১১,৪১৬
১৯২৭ „	২,০৭৪	২,০৬৭	২,৭২৩	৮,৪১২
১৯২৬ „	১,৪৫২	২,০০৪	১,৮৮২	৬,৮৪৮

চামড়ার বাজার-দর (জুন)

আগরা (উঃ পঃ)	১৮৲ হইতে ২৪৲	প্রতি ২০ পাউণ্ড
দ্বারভাঙ্গা	১৪৲ হইতে ১৬৲	„ „ „
পাটনা	১০৲ „ ১৩৲	„ „ „
লবণাক্ত	১০৷৷০ „ ১২৲	„ „ „

মহিষ চামড়া রপ্তানি (টন হিসাবে)

	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	জুন-এপ্রিল
১৯২৮	১,৪৩৭	১,০৬৬	৯৪৪	৪,৬১৪
১৯২৭	৫১৭	৭৫৩	৭৭১	২,৬০২
১৯২৬	৪০২	৪২৭	৪৩৪	১,৬৫১

কলিকাতায় জুন মাসে প্রতি বিশ পাউণ্ড মহিষ চামড়া ৯৲ টাকা হইতে ১৩৷৷০ টাকা পর্যান্ত দরে বিকাইয়াছে।

ছাগলের চামড়া

গত তিন বৎসরে ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রতিমাসে কত টন ছাগ চামড়া বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে তাহা এখানে দেখান হইল।

১৯২৮—	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	জানু-এপ্রিল
উঃ আমেরিকা	১,৩৯৯	১,৮১৩	১,৯২০	৬৪২৩
অন্যান্য দেশ	৩১৯	৪৬৯	৩৯২	১,৬৪৩
১৯২৮ সনে মোট	১,৭১৮	২,২৮২	২,৩১২	৮,০৬৬
১৯২৭ সনে মোট	১,৭৭৮	১,৮৭৭	১,৫০১	৬,৭৭৩
১৯২৬ „ „	১,২২১	২,৪৮৪	১,৬২৪	৭,৩০৯

কলিকাতায় গত জুন মাসে ভাল এক শত ছাগ-চামড়া ১৭০৲ টাকা হইতে ২০০৲ টাকা মূল্যে বিক্রী হইয়াছে। সাধারণ কোয়ালিটির মাল ১২০৲ টাকা হইতে ১৭০৲ টাকায় বিকাইয়াছে।

ট্যান করা চামড়া

ট্যান করা মহিষের চামড়া যত রপ্তানি হইয়াছে তাহার হিসাব টনে দেওয়া হইল।

১৯২৮—	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	জানু-এপ্রিল
ইংলণ্ড	৯২	১০৪	৬৪	৩৬৫
অন্যান্য দেশ	৬	১৪	৪	২৭
১৯২৮ সনে মোট	৯৮	১১৮	৬৮	৩৯২
১৯২৭ „ „	৪৩	৪৯	২৫	১৬১
১৯২৬ „ „	২৯	৪৬	৩৪	১৩৫

ট্যান করা গো চামড়া

১৯২৮—	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	জানু-এপ্রিল
ইংলণ্ড	৮৯৭	১,০১৭	৮৮১	৪,৪৬৭
উঃ আমেরিকা	৪৭	১১৪	১৮৯	৪৮১
অন্যান্য দেশ	৩	১৭	২০	৬৪
১৯২৮ সনে মোট	৯৪৭	১,৪৪৮	১,০৯০	৫,০১২
১৯২৭ „ „	৮২৮	৮৫৯	৯০৩	৩,২৯৪
১৯২৬ „ „	৬৭৫	৮৩৬	৯৯০	৩,৩৯৫

ট্যান করা ছাগ-চামড়া

১৯২৮—	ফেব্রুযারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	জানু-এপ্রিল
ইংলণ্ড	২০৩	৩০০	২৩৯	১,০৯৫
উঃ আমেরিকা	২৮	২৬	২৭	১০৭
অন্যান্য দেশ	৬	৯	৪	৩৬
১৯২৮ সনে মোট	২৩৭	৩৩৫	২৭০	১,২৩৮

১৯২৭ সনে মোট	২৬৭	৩২৩	৩০৪	১,২১৩
১৯২৬ „ „	১৬১	২৯০	২১৯	৯৫০

ভেড়ার চামড়া

১৯২৮—	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	জানু-এপ্রিল
ইংলণ্ড	১৬৬	২৩০	১৪৬	৮৮০
সুদূর প্রাচ্য	৬০	১০৪	৬৫	৩০৩
উঃ আমেরিকা	৫	৫	—	১৬
অন্যান্য দেশ	৩	৭	৩	১৭
১৯২৮সনে মোট	২৩৪	৩৪৬	২১৪	১,২১৬
১৯২৭ „ „	৩৬০	৩৮২	২৮৪	১,২৩৬

ট্যানকরা চামড়ার বাজার-দর

মাদ্রাজ ২৫শে মে

গো-চামড়া	১৲টাকা হইতে ১৷০ এক পাউণ্ড	
মহিষ-চামড়া	৸০আনা „ ১৲	„
ভেড়ার চামড়া	২৲টাকা „ ৩৲	„
ছাগ-চামড়া	২৲টাকা „ ৩৷০	„

লণ্ডন ১২ই মে

গো-চামড়া	১৲টাকা হইতে ১৷০ এক পাউণ্ড	
বোম্বাইএর ছাগ-চামড়া	৪৷৴০	„
ঐ ভেড়ার চামড়া	৪৲ টাকা	„

স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাজার

গত ২রা জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে নিম্নলিখিত ভাবে বিদেশ হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য আমদানি হয়। হিসাবটা হাজার টাকায় দেওয়া হইল।

	১৯২৮		১৯২৭	
	সোনা—	রূপা	সোনা—	রূপা
কলিকাতা		৫৯		৪৭,২৫
বোম্বাই	২৩০৯	১৫৫৩	২২৫১—	৩০৮২
করাচী				৩৮
মাদ্রাজ	১৮১৪	৭০		৯
বিদেশে রপ্তানি		১,২৪		·৫,২৩

১৯২৮ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ২রা জুন পর্য্যন্ত ও ১৯২৭ সনের ঐ সময়কার আমদানি-রপ্তানির হিসাব নিম্নরূপ। মূল্য হাজার টাকায় দেওয়া হইল।

	১৯২৮		১৯২৭	
আমদানি	সোনা	রূপা	সোনা	রূপা
কলিকাতা	৬,৭৫	৩৩,০৯	—	১,৪০,৭৮
বোম্বাই	৩,৯৮,৩৬	২,১৪,৫৮	২,৮৭,৪১	৩,৩৩,৩৬
করাচী	২,৪৩	৯১	১,০৫	২,৪২
মাদ্রাজ	৭৮,০৭	১,০৯	—	৮৫
রেঙ্গুন	৩৬	—	৬,১৩	২
বিদেশে রপ্তানি	৭১	৯,১৪	৩০	২৭,৫৯

তিন মাসের আমদানি রপ্তানি

স্বর্ণ

	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	এপ্রিল ১৯২৭–মার্চ্চ ১৯২৮
মোট রপ্তানি	২৫	৮০	৮২	৩,৪৪
„ আমদানি	১,৯৩,৩৫	২,৬৫,৯১	২,৩০,০০	১৮,১৩,৪৬
আমদানি—				
১৯২৮	১,৯৩,১০	২,৬৫,১১	২,২৯,১৮	১৮,১০,০০
১৯২৭	১,৮১,৭৬	২,৭৮,৯০	১,৩৭,২৬	১৯,৪০,০৫
১৯২৬	১,৯৬,১৮	৪,৭৮,৬৮	১,৮৯,৯২	৩৪,৮৫,৪৬

রৌপ্য

	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	এপ্রিল ১৯২৭–মার্চ্চ ১৯২৮
মোট রপ্তানি	১,০৩	১৮,৬৩	৩,২০	২৫৯০২
„ আমদানি	১,৯৯,১৫	১,১৪,৯২	৪,৪০,৭৯	১৬,৪৪,১৩
আমদানি—				
১৯২৮	১,৯৮,১২	৯৫,৮৯	১,৩৭,৫৯	১৩,৮৫,২১
১৯২৭	২,০৬,৭৮	১,৪৮,১২	২,৫৬,৫৮	১৯,৭৬,৬৫
১৯২৬	১,৮৮,৩১	১,০১,১৯	১,৮৭,৮৮	১৭,১৫,২১

(উপরিউক্ত অঙ্কগুলাকে হাজার গুণ করিয়া যত হয় তত টাকা বুঝিতে হইবে)।

গম আমদানি ও রপ্তানি (টন হিসাবে)

গত ২রা জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে নিম্নলিখিত পরিমাণ গম আমদানি ও রপ্তানি হয়।

আমদানি

	১৯২৮	১৯২৭
কলিকাতা	৪২২০	২,৮৭৯
বোম্বাই	৩,৮৯৯	৪,৮৫২
করাচী	৩২,৫৭৪	৩১,৩১৬

রপ্তানি

কলিকাতা হইতে	৪	—
বোম্বাই "	৩০	২২
করাচী "	৫৬১	১,০৮৭

১৯২৮ ও ১৯২৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ২রা জুন পর্য্যন্তের আমদানি রপ্তানির তালিকা নিম্নরূপ।

আমদানি

	১৯২৮	১৯২৭
কলিকাতা	২৪,৮২২	২৩,৩৮৩
বোম্বাই	৩৪,০৩৩	৩৯,৪৯১
করাচী	১২২,৮৩৩	৭৫,৫৯৩

তিন মাসের হিসাব

	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	এপ্রিল ১৯২৭—মার্চ্চ ১৯২৮
মোট আমদানি—	২৪,০১৫	২,৪৭০	—	৬৯,২০৮
মোট রপ্তানি—	৯৫৩	১,০১২	৫,৮৯১	২৯৯,৭৩৩

মোট রপ্তানি	১৯২৮	২৩,০৬২	১,৪৫৮	৫৮৯১	২৩০,৫২৫
	১৯২৭	১০,৩৭৯	২৭,৯৪৭	৯০৬০	১৭৫,৪৭৩
	১৯২৬	১০,৯১৬	৫,৬৬৪	৬৭৮	১১৬,২১৭

চা-বাগনের কুলি

ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস উহার জনৈক প্রতিনিধি মিষ্টার এইচ, কে, সাহুকে আসামের চা-বাগান-গুলির কুলি-মজুরদের অবস্থা তদারক করিবার জন্ত নিযুক্ত করেন। সাহু সাহেব চা-বাগানগুলি পরিদর্শন করিয়া সংবাদপত্রের মারফতে এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন।

আসাম প্রদেশের চা বাগানস্থ কুলি-মজুরের সংখ্যা প্রায় সওয়া এগার লাখ। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ আসাম উপত্যকার শ্রমজীবীদের সংখ্যা ৬৯০,৭৪১ এবং সুরমা উপত্যকার শ্রমজীবীদের সংখ্যা ৩১৯,৭২৯।

আসাম উপত্যকা অঞ্চলের চা-বাগানগুলিতে গড়ে পুরুষ মজুরদের মাসিক ১২॥/৯ পাই ও স্ত্রী-মজুরদের ১০৷৵৭ পাই মজুরী দেওয়া হয়। ১২ হইতে ১৬ বৎসর বয়স্ক ছেলে মেয়ে মজুররা ৬।৵৮ পাই করিয়া পায়।

সুরমা উপত্যকা অঞ্চলে পুরুষ মজুর গড়ে মাসিক ৯৸৵৯ পাই ও স্ত্রী-মজুর ৮৵১ পাই ও বালক বালিকা ৫/৭ পাই রোজগার করে। উভয় উপত্যকাতেই বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন মজুরীর ব্যবস্থা আছে।

সাহু সাহেব কয়েক হাজার চা-বাগানের কুলির অবস্থা তদন্ত করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, কোন মাসেই পুরা কাজ করিয়া তাহারা ৭॥০ টাকার বেশী পায় না।

চা-বাগানের কুলিদের বাসপল্লী স্বাস্থ্যের অনুপযুক্ত। ইহা যতদূর কদর্য্য হওয়া সম্ভব তাহাই। কুলিদের তথা-কথিত গৃহে লোকে গরু-ছাগল রাখিতেও মমতা বোধ করে। কুলিদের ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার কোন উৎসাহ দেওয়া হয় না। তাহাদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারেরও তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নাই। কুলিদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নাই বলিলেই হয়। তাহারা চা-কর সাহেবদের কেনা গোলাম। ইচ্ছা হইলেই তাহারা চা বাগানগুলি পরিত্যাগ করিবার অধিকারী নয়। এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও আলোকের যুগেও তাহাদের সঙ্গে মধ্য যুগের বর্ব্বরের মত ব্যবহার করা হয়। মোটের উপর বলিতে গেলে চা বাগানের কুলিদের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই। তাহারা জড় পদার্থ বিশেষ।

ভারতে সুগন্ধি দ্রব্য

সুগন্ধি দ্রব্যের সব চাইতে বড় ভাঁটি ফরাসী দেশে। সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতের জন্ত ফ্রান্সের নিস প্রভৃতি সহরে

বিস্তর ফুলের চাষ-আবাদ করা হয়। ফরাসী আতর এসেন্স, তেল প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য যেরূপ দুনিয়ার বাজারে বিকায় সেরূপ আর কোন দেশের সুগন্ধি দ্রব্যেই বিকায় না। সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য ফরাসীর নাম ডাক অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। আর ফরাসী মালও খুব সাচ্চা। ভারতের মাটীতে জোর বিদেশী বয়কট আন্দোলন চলিলেও ফরাসী এসেন্স ও তেল বয়কটের দ্বারা মোটেই ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই। ভারতের সুগন্ধি দ্রব্য সরবরাহের কাজে ফরাসীই প্রধান স্থান দখল করিয়া আছে। জার্ম্মাণ ও জাপানী সুগন্ধিরও বাজারে কাটতি হয়, কিন্তু সেগুলি নেহাৎ তৃতীয় শ্রেণীর। আমেরিকা আজকাল ভারতবাসীর টুথ পেষ্ট ও পাউডার সরবরাহ করে। ইংরেজের এ ব্যবসায় তেমন নাম নাই। তবে ইংরেজও ফরাসীর মত সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতের কাজে আজকাল অধিক মনোনিবেশ করিতেছে।

এপ্রিল মাসে ভারতে কাপড়ের আমদানি

গত বৎসরের এপ্রিল মাসের তুলনায় এই বৎসরের এপ্রিল মাসে বিলাত হইতে কোরা সুতার, রঙ্গিন ও ছাপান এবং সুতা ও কৃত্রিম রেশমের মিশ্রণে প্রস্তুত কাপড়ের আমদানি বাড়িয়াছে। কোরা কাপড় ও কৃত্রিম রেশমী সুতার আমদানি কমিয়াছে। কোরা কাপড়ের আমদানির শতকরা ৭৫ ভাগেরও উপর, ধোয়া কাপড়ের আমদানির শতকরা ৯০ ভাগ এবং রঙ্গিন ও ছাপান কাপড়ের আমদানির শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ বিলাত হইতে আসিয়াছিল।

জাপান হইতে রঙ্গিন ও ছাপান কাপড়ের আমদানি কিছু বাড়িয়াছে; কিন্তু কোরা কাপড়ের আমদানি অনেক কমিয়াছে।

ইতালি ও সুইজারল্যাণ্ড হইতে সুতা ও রেশমের মিশ্রণে প্রস্তুত কাপড়ের রপ্তানি প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। ইতালির রপ্তানি বিলাতের রপ্তানির কাছাকাছি দাঁড়াইয়াছে। অষ্ট্রিয়ার রপ্তানি ৬ গুণেরও উপর বাড়িয়াছে—যদিও ইহা এখনও বিলাতের রপ্তানির ৩ ভাগের এক ভাগেরও কম।

মোট সুতার কাপড়ের আমদানির অর্দ্ধেকের কিছু বেশী বাংলা লইয়াছে; বাংলা যত লইয়াছে তাহার অর্দ্ধেকের কিছু কম বম্বে লইয়াছে; মাদ্রাজের আমদানি বম্বের আমদানির প্রায় ১৫ ভাগের এক ভাগ; সিন্ধুদেশ ও বার্ম্মার আমদানি মাদ্রাজের আমদানির যথাক্রমে ৯ গুণ ও ৩ গুণের উপর। গত বৎসরের এপ্রিল মাসের তুলনায় বাংলা, সিন্ধুদেশ, মাদ্রাজ ও বার্ম্মার আমদানি কমিয়াছে, বম্বের আমদানি বাড়িয়াছে। মোটের উপর সুতার কাপড়ের আমদানি ৫৮ লক্ষ ৩১ হাজার গজ কমিয়াছে।

মদ্যপান নিবারণের বাধা—গবর্মেণ্টের আয় হ্রাস

ভারতে মদ্যপান সম্পূর্ণ নিবারণের পথে একটি বিষম বাধা এই যে, মদ্যপান নিবারণ করিলেই গবর্মেণ্টের একটি প্রধান আয়ের পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। প্রতি বৎসর আবগারী বিভাগ হইতে গবর্মেণ্টের প্রায় ১½ কোটি পাউণ্ড আয় হইয়া থাকে। প্রাদেশিক গবর্মেণ্টগুলির মোট আয়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এই বিভাগ হইতে আদায় হয়। মাদ্রাজ গবর্মেণ্ট আবকারী বিভাগ হইতে ইহার মোট আয়ের শতকরা ৩৩·৩ ভাগ পাইয়া থাকে। বিহার উড়িষ্যা গবর্মেণ্ট মোট আয়ের শতকরা ৩৪·৪ ভাগ পাইয়া থাকে। কোন কোন প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট মদ্যপান নিবারণই ইহার লক্ষ্য মানিয়া লইলেও আয় কমিয়া যাইবার ভয়ে কিছু করিতে পারিতেছে না। বম্বে গবর্মেণ্ট ১৯২৬ সনে মদ্যপান নিবারণই যে ইহার লক্ষ্য তাহা ঘোষণা করিয়াছিল; কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, ঐ আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার ফলে গত বৎসর ৬ কোটি টাকা (অর্থাৎ বার্ষিক আয়ের শতকরা ৪০ ভাগ) লোকসান হইয়াছে।

১৯২৭-২৮ সনে ভারতীয় রেলপথের অর্ডারসমূহ

গত ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে ঐ বৎসরে ভারতীয় রেলপথসমূহের যতগুলি অর্ডার ভারতের বাহিরে দেওয়া হইয়াছিল তাহার মোট দামের শতকরা ৭৯ ভাগ বিলাতী কারখানাওয়ালারা পাইয়াছে।

বিমান বিভাগ

ভারতের বিমান বিভাগে ২২৪ জন অধ্যক্ষ সৈনিক ও ১৭০৫ জন সাধারণ সৈনিক রহিয়াছে। ইহারা সকলেই ইংরেজ। বিভাগের জন্য বাৎসরিক ১২৫॥ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়।

ইংলণ্ডের বিমান বিভাগের বাৎসরিক ব্যয় ১ কোটি ৯৯ হাজার টাকা।

১৯২৬-২৭ সনে ভারতে কৃষির জন্য খরচ—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের খরচের ১/৪২ ভাগ

১৯২৬-২৭ সনে ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট-গুলি মিলিয়া নেট ১ কোটি ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ১ শত ৭৩ টাকা কৃষির জন্য খরচ করে। এই খরচ কর্ষিত জমির একর প্রতি ৯ পাই, ও ব্রিটিশ ভারতে জন প্রতি ৮ পাই দাঁড়ায়। প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের মোট আয় প্রায় ৯০ কোটি টাকা। এই টাকার শতকরা ১ ভাগের কিছু বেশী ভারতের প্রধান শিল্প কৃষির জন্য খরচ করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট মোট আয়ের শতকরা ·০৭ ভাগ কৃষির জন্য খরচ করিয়াছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৩০ জন লোক কৃষিতে নিযুক্ত। ভারতে শতকরা ৭০ জনেরও উপর লোক কৃষিতে নিযুক্ত। অথচ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র একর প্রতি ৬ আনা খরচ করিয়া থাকে, অর্থাৎ ভারতে একর প্রতি যাহা খরচ করা হয় তাহার ৮ গুণ। যুক্তরাষ্ট্রে কৃষির জন্য মোট খরচ করা হইয়াছে ৫ কোটি ১৫ লক্ষ ডলার। ইহার শতকরা ৪০ ভাগ ফেডারল্ গবর্ণমেণ্ট দিয়া থাকে। ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট কৃষির জন্য যত খরচ করে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারল গবর্ণমেণ্ট তাহার ৪২ গুণ খরচ করে। ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্মেণ্টগুলি মোট যত টাকা খরচ করে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টেট ও ফেডারল গবর্মেণ্টগুলি মিলিয়া তাহার ১১ গুণ খরচ করে। জাপান গবর্মেণ্ট কৃষির জন্য ১৯২৭-২৮ সনে ৪ কোটি ৯১ লক্ষ ৫০ হাজার ইয়েন খরচ করিয়াছে। ইহা গত বৎসরের ভারতীয় খরচের ৫ গুণ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

চীনদেশের ব্যবসাতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বিলাত

১৯০৮ হইতে ১৯২৬ সনের মধ্যে চীনদেশে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা (রপ্তানি ও আমদানি) ৫ গুণ বাড়িয়াছে। ১৯১৬ হইতে ১৯২৬ সনের মধ্যে ৩ গুণ বাড়িয়াছে। ১৯০৮ হইতে ১৯২৬ সনের মধ্যে চীনদেশে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি বাড়িয়াছে ৪ গুণ, চীনদেশ হইতে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি বাড়িয়াছে প্রায় ৭ গুণ। ১৯০৮ সনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চীন হইতে যত কিনিয়াছিল তাহার চেয়ে ১ কোটি ৭৪ লক্ষ টেল বেশী বেচিয়াছিল। ১৯২৬ সনে যত কিনিয়াছিল তাহার চেয়ে ৩ কোটি ৭৪লক্ষ টেল বেশী বেচিয়াছিল। ১৯০৮ হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরই যুক্তরাষ্ট্র যত কিনিয়াছিল তাহা অপেক্ষা বেশী বেচিয়াছিল। কেবল ১৯১৬ ও ১৯২৫ সনে কিনিয়াছিল বেশী বেচিয়াছিল কম।

১৯০৮ হইতে ১৯২৫ সনের মধ্যে চীনদেশে বিলাতের ব্যবসা বাড়িয়াছে মাত্র ২ গুণ। ১৯১৬ হইতে ১৯২৭ সনের মধ্যে বাড়িয়াছে দেড় গুণের বেশী। ১৯০৮ হইতে ১৯২৬ সনের মধ্যে চীনে বিলাতী জিনিষের আমদানি বাড়িয়াছে দেড় গুণের কিছু বেশী। চীনদেশ হইতে বিলাতে রপ্তানি বাড়িয়াছে প্রায় ৬ গুণ। ১৯০৮ সনে বিলাত যত কিনিয়াছিল তাহার চেয়ে ৬ কোটি টেল দামের জিনিষ বেশী বেচিয়াছিল। ১৯২৬ সনে ৬ কোটি ৪ লাখ টেল বেশী বেচিয়াছিল। ১৯০৮ হইতে ১৯২৬ সনের মধ্যে কোন বৎসরই বিলাত চীনদেশে যত বেচিয়াছিল তাহা অপেক্ষা বেশী কিনে নাই।

১৯০৮ সনে যুক্তরাষ্ট্র হইতে চীনদেশে আমদানির দাম ৪ কোটি ১২ লক্ষ টেল, বিলাত হইতে আমদানির দাম ৭ কোটি ২৫ লক্ষ টেল। ১৯২৬ সনে যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানির দাম ১৮ কোটি ৭৬ লক্ষ টেল, বিলাত হইতে আমদানির দাম ১১ কোটি ৬২ লক্ষ টেল।

১৯০৯ সনে চীনের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টেলের এবং বিলাতের ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টেলের ব্যবসা হইয়াছিল। ১৯২৬ সনে চীনের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসার পরিমাণ ৩৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টেল, বিলাতের ব্যবসার পরিমাণ ১৭ কোটি ২০ লক্ষ টেল।

১৯২৫ ও ১৯২৬ সনে চীনদেশে ধর্ম্মঘট

	১৯২৫	১৯২৬
ধর্ম্মঘটের মোট সংখ্যা … …	১৮৩ (৩১৮)	৫৩৫
যতগুলি ধর্ম্মঘটের ধর্ম্মঘটকারীদের সংখ্যা জানা গিয়াছে …	১০৩ (১৯৮)	৩১৩
ধর্ম্মঘটকারীদের সংখ্যা … …	৪০৩,৩৩৪ (৭৮৪,৮২১)	৫৩৯,৫৮৫
প্রত্যেক ধর্ম্মঘটে গড়ে ধর্ম্মঘটকারীর সংখ্যা …	৩৯১৬ (৩৯৬৪)	১৭২৩,৯১
যতগুলি ধর্ম্মঘটের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে …	৯৫ (১২০)	৩৪০
নষ্ট দিনের সংখ্যা … …	৫০৫ (২২৬৬)	২,৩৩৫
প্রত্যেক ধর্ম্মঘট গড়ে যত দিন স্থায়ী হইয়াছিল …	৫'৩২ (১৮'৮৮)	৬'৮৭

ব্র্যাকেটের মধ্যস্থিত অঙ্কগুলিতে ১৯২৫ সনের ৩০শে মে তারিখে সাংহাইয়ে যে ঘটনা সংঘটিত হয় তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট ধর্ম্মঘটগুলিকে ধরা হইয়াছে।

১৯১৮ হইতে ১৯২৫ সনের মধ্যে অর্থাৎ ৮ বৎসরে চীনদেশে ৬৯৮টী ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। কিন্তু কেবল ১৯২৬ সনেই ৫৩৫টী ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। চীনা শ্রমিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য কিরূপ বাড়িতেছে তাহা এই অঙ্ক হইতে অনেকটা ধারণা করা যায়।

নূতন চীনের সংস্কার-প্রচেষ্টা

নানকিং ১১ই জুলাইর সংবাদে প্রকাশ যে, চীন সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত ন্যাশন্যাল ফিনান্স্যাল কনফারেন্সের (জাতীয় অর্থ-সম্মিলন) অধিবেশন এইমাত্র শেষ হইয়াছে। এই সম্মিলন নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি সরকার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তনের জন্য গ্রহণ করিয়াছেন:—

(১) সৈন্যসংখ্যা ৫ লক্ষের মধ্যে রাখা (২) ব্যাঙ্কনোট বাহির করিবার পূর্ণ ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যাঙ্ক, কৃষি, শ্রমশিল্প ও এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কসমূহ স্থাপন (৩) ১ শিলিং মূল্যের চীনমুদ্রা তুলিয়া দিয়া যাবৎ স্বর্ণমান প্রবর্ত্তিত না হয় তাবৎ ডলার মুদ্রাকে চল্‌তি স্বরূপ গ্রহণ করা (৪) ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে মাল-চলাচলের কর রহিত করা (৫) আয়কর এবং বংশানুক্রমিক সম্পত্তি অধিকারের কর প্রবর্ত্তন।

আধুনিকতম নীতিসমূহের উপর এই সংস্কার-প্রস্তাবগুলি স্থাপিত হইয়াছে। শুল্ক-স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে একটি নূতন জাতীয় শুল্ক প্রবর্ত্তিত হইবে। যেখানে দেশীয় জিনিষের উপর কর আছে সেখানে বিদেশী জিনিষের উপর কর বসান হইবে।

মিশরে বিলাতী টাইপ রাইটারের অভাব

মিশরের ব্রিটিশ বাণিজ্য-ভবন তাহাদের একটি মাসিক পত্রে প্রচার করিয়াছেন যে, ভবনের নিজের ব্যবহারের জন্য ও সমস্ত কাইরো ও আলেক্‌জেন্দ্রিয়া সহর খুঁজিয়া একটী বিলাতী টাইপরাইটার কিনিতে পান নাই। উভয় সহর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কোন ফল হয় নাই। উক্ত ভবনের মতে এখানে বিলাতী ফিল্‌ম্‌ ও টাইপরাইটারের ব্যবসা বেশ চলে।

পারশ্যে শড়ক ও রেল

চীনের মত পারশ্য দেশেও শিল্প বাণিজ্য ও পুঁজি বিষয়ে আর্থিক উন্নতির সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সকল প্রাচ্য দেশের মত এখানেও সমস্ত ব্যবসাতেই বিদেশী পুঁজির ভাগ বেশী। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখান যাইতে পারে রিজা খানের গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ তত্ত্বাবধানে দেশে বহু রাস্তা-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ সব রাস্তা এক দিকে তেহারাণের ভিতর দিয়া তাব্রিজে মেসপটেমিয়ার সমস্ত রাস্তার সহিত যুক্ত হইবে, অন্য দিকে ভারতের সহিত পারশ্যের যোগাযোগ করিবে।

এই সমস্ত রাস্তা তৈয়ারী হইলে যে সমস্ত রেল লাইন বসানোর কথা চলিতেছে, তাহার পরিমাণও অনেকটা কমাইয়া দেওয়া হইবে। বিশেষতঃ ট্রান্স-পারসিয়ান লাইন, মোহামেরা-তেহেরাণ বেনার গঞ্জ এবং বাগদাদের শাখা লাইন খানিকিন-হামাদান একেবারে তুলিয়া দেওয়া হইবে। এই সব রাস্তায় দেশ-বিদেশের সহিত যোগাযোগ হইলে দেশে মোটর সার্ভিসের সংখ্যা খুব বাড়িয়া যাইবে। এ সব রাস্তায় দেশের আর একটা বিশেষ উপকার হইবে। দেশ-বিদেশের সহিত যোগাযোগের ফলে সে সব দেশের সহিত একটা বড় রকমের বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে ও দেশের শিল্প-বাণিজ্য যথেষ্ট বাড়িয়া যাইবে। এই রাস্তায় সোভিয়েৎ রুশিয়ার সহিত উত্তর পারশ্যের যোগাযোগ হওয়াতে উত্তর অঞ্চলের সমস্ত উৎপন্ন সামগ্রী ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী সমস্ত বন্দরে চালান দিবার সুবিধা হইবে। এই রাস্তা-নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ও ইরাক্‌দেশীয় রেলপথ-গুলি রুশিয়ার নিকটবর্ত্তী ককেসিয়া ও তুর্কিস্থানের সীমাঞ্চলের দিকে বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে দেশের শিল্প-বাণিজ্য আরও বাড়িয়া যাইবে।

এই ভাবে রাস্তার যোগাযোগ হওয়াতে যে কোন সময়ে ভারত ও মেসপটেমিয়া থেকে হাজার হাজার সসস্ত্র সৈন্য মোটরে চালান দেবার খুব সুবিধা হইবে।

ইরাক্

ফরাসী ওলন্দাজদের সহিত মিলিত হইয়া অ্যাংগ্লো আমেরিকানদের টাকায় মুসাল হইতে বৃটিশ প্যালেষ্টাইনের নিকটবর্ত্তী যে কোন স্থানে ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত ৫০০ মাইল লম্বা একটা তেলের নল বসান হইবে। এই নল ফরাসী অধিকৃত সিরিয়ার ভিতর দিয়া চালান হইবে। এই সঙ্গে একটা রেল লাইনও খোলা হইবে কথা হইতেছে।

প্যালেষ্টাইন

বৃটিশ গবর্ণমেন্ট দেশের উন্নতিকল্পে ৪৫ লাখ পাউণ্ড প্যালেষ্টাইনকে ধার দিয়াছেন। দেশের উন্নতির জন্য অন্যান্য কাজের মধ্যে ভূমধ্যসাগরের উপরে হাইকা সহরে একটা হারবার নির্ম্মিত হইবে। এই হারবারের উদ্দেশ্য হইবে সিরিয়ার বিরুট বন্দর ও স্মার্ণা বন্দরের সাথে টক্কর দেওয়া অথবা তাদের ছাড়াইয়া ওঠা। দেশের উন্নতির জন্য আর একটা মতলব হইতেছে মরু সাগরের ধনদৌলত উদ্ধার করা।

দেশে দেশে মাথা পিছু খাজনা

	১৯২৫-২৬ সনে	যুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসরে
বিলাতে	১৫ পা ২ শি ৮ পে	৩ পা ১১ শি ৪ পে
ফ্রান্সে	৮ „ ৫ „ ১০ „	৩ „ ৭ „
যুক্তরাষ্ট্রে	৬ „ ১ „ ১১ „	১ „ ৭ „ ১১ „
জার্ম্মাণিতে	৫ „ ৬ „ ৫ „	১ „ ১০ „ ৮ „
ইতালিতে	৩ „ ৮ „ ৯ „	১ „ ২ „ ৮ „
নিউজিল্যাণ্ডে	১৪ „ ০ „ ৯ „	১৯২৫-২৬ সনের অঙ্কগুলির এক-তৃতীয়াংশ হইতে অর্দ্ধেক।
দঃ আফ্রিকায়	১১ „ ১৭ „ ২ „	
অষ্ট্রেলিয়ায়	৯ „ ১ „ ৬ „	
কানাডায়	৬ „ ১৯ „ ৪ „	

মাথা পিছু খাজনা সর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে বিলাতে। সমর-ঋণ, যুদ্ধের জন্য দেয় পেনশন প্রভৃতিই এই বৃদ্ধির জন্য প্রধানতঃ দায়ী।

শ্রমিকদিগের ক্ষতিপূরণ

ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি ও রাশিয়া এই তিন দেশের কোথায় কি ভাবে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তার একটা বিবরণ আমরা নিয়ে দিতেছি :—

সাময়িক ভাবে কাজের অযোগ্যতার জন্য

রাশিয়াতে শ্রমিকরা পূর্ণ বেতন পেয়ে থাকে।

জার্ম্মাণিতে শতকরা ৫০ থেকে ৭৫ টাকা পর্য্যন্ত পেয়ে থাকে।

ইংল্যাণ্ডে শতকরা ১০ থেকে ৩০ টাকা পর্য্যন্ত পেয়ে থাকে। ইংল্যাণ্ডে এই ক্ষতিপূরণ চাকুরীর সময়ের উপরে নির্ভর করে থাকে। দীর্ঘকাল কাজ করলে বেশী এবং কম সময় কাজ করলে কম বেতন দেওয়া হয়। নারী শ্রমিকগণ কম ক্ষতিপূরণ পায়।

অকর্ম্মণ্যতার পেন্সন

রাশিয়াতে পুরা মজুরী পেন্সন হিসাবে দেওয়া হয়।

জার্ম্মাণিতে শতকরা ৬৫ টাকা দেওয়া হয়।

ইংল্যাণ্ডে শতকরা ৫০ টাকা থেকে ৭৫ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া হয়ে থাকে।

অক্ষমতার পেন্সন

রাশিয়াতে বেতনের শতকরা ৬৬ ভাগ।

জার্ম্মাণিতে বেতনের শতকরা ১০ থেকে ৩৫ ভাগ।

ইংল্যাণ্ডে বেতনের শতকরা ৭ থেকে ১৩ ভাগ।

বেকার থাকার পেন্সন

রাশিয়াতে শতকরা ১৩ টাকা থেকে ৪৫ টাকা পর্য্যন্ত।

জর্ম্মাণিতে শতকরা ৪৬ টাকা।

ইংল্যাণ্ডে শতকরা ২০ টাকা থেকে ৬০ টাকা।

গর্ভাবস্থার পেন্সন

রাশিয়াতে পূর্ণ বেতন দেওয়া হয়।

জার্ম্মাণিতে বেতনের শতকরা ৫০ থেকে ৭৫ ভাগ।

ইংল্যাণ্ডে এক কালীন দুই থেকে চার পাউণ্ড।

বেকারীর পেন্সন ব্যাপারে রাশিয়া এখনো পশ্চাদ্পদ। তবে নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন হলে রাশিয়ার হার বৃটিশ হারের চেয়েও বেশী হবে। (গণবাণী)

জগতের বৃহত্তম ভাসমান ডেকের ৮০০০ মাইল সমুদ্র-যাত্রা

সিঙ্গাপুরের জন্য যে নূতন ডেকটী নির্ম্মিত হইয়াছে ইহার মত প্রকাণ্ড ভাসমান ডেক পৃথিবীতে আর নাই। দৈর্ঘ্যে ইহা ৮৫৫ ফুট এবং গভীরতায় ৭৫ ফুট; ৫০ হাজার টন পর্য্যন্ত ইহার তুলিবার ক্ষমতা। এক সঙ্গে ৬০ হাজার লোক ইহার উপর দাঁড়াইতে পারে। ইহার নির্ম্মাণে ২০ হাজার টন ইস্পাত ও ৩৫ লক্ষ রিবেট লাগিয়াছে।

এই ডেকটী বিলাতের টাইন্ নদীর তীরস্থিত ওয়াল্‌সেণ্ড নামক স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে। এখন ইহাকে ৮০০০ মাইল দূরে অবস্থিত সিঙ্গাপুরে সমুদ্রে ভাসাইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। ডকটীকে ২ ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম ভাগটী ২১শে জুন যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে; দ্বিতীয়টী তাহার ১ সপ্তাহ পরে যাত্রা আরম্ভ করিবে। এই দুটী ভাগের প্রত্যেকটীকে টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য ৪টী করিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী জাহাজ (টাগ) লাগিবে। পোর্ট সৈয়দ পর্য্যন্ত পৌঁছিতেই ২ মাস লাগিবে। তাহার পর সুয়েজ খাল পার হইতে হইবে। সুয়েজখাল পার হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুহ ব্যাপার। অন্যান্য ষ্টীমারের যাতায়াতের অসুবিধা কমাইবার জন্য ২টী ভাগকে একই সঙ্গে খাল পার হইতে হইবে। পার হইবার সময় খালের ধারে ধারে যে আলো ও অন্যান্য বাধা আছে সেগুলি সব সরাইতে হইবে। পার হইতে অন্ততঃ ৪ দিন লাগিবে। অন্যান্য ষ্টীমারকে যাইবার পথ দিবার জন্য প্রত্যহ রাত্রিতে ইহাদের খালের প্রধান খাত হইতে সরাইয়া লওয়া হইবে।

সুয়েজ খালে মাল-চলাচলের পরিমাণ

সুয়েজ খালের ভিতর দিয়া কত জাহাজ ও মাল যাওয়া আসা করিয়া থাকে তাহা নীচের অঙ্কগুলি হইতে বুঝা যাইবে :—

	১৯২৮	১৯২৭	১৯২৬
	প্রথম তিন মাস		
যাতায়াতকারী জাহাজের সংখ্যা	১৫৯৯	১৩৮৩	১২৯৫
নিট্ টনেজ্	৭,৮৫৩,৪৭৯	৭,২৮৪,৬৭০	৬,৭৫৫,৫০৬
মালের পরিমাণ	৭,৯৭৭,০০০টন	৭,১৬৪,০০০টন	৬,৭৭৭,০০০টন

উদ্ধৃত অঙ্কগুলি হইতে ব্যবসা-বাণিজ্যের কি পরিমাণ উন্নতি হইতেছে তাহা বেশ বুঝা যায়।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কয়লার পুঁজি কমিতেছে

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার শিল্প কারবারগুলির হাতে কয়লার পুঁজির পরিমাণ :—

গত বৎসরের
১লা অক্টোবর ৬ কোটি ১ লক্ষ ৫৪ হাজার টন নিট
এই বৎসরের
১লা মার্চ্চ ৪ „ ৭৩ „ ৮৮ „ „ „
এই বৎসরের
১লা এপ্রিল ৪ „ ৫৭ „ ৪৪ „ „ „

শিল্প কারবারগুলির কয়লা খরচের পরিমাণ :—
গত ফেব্রুয়ারী মাসে ৩ কোটি ৬৩ লক্ষ ১ হাজার টন
„ মার্চ্চ „ ৩ „ ৮২ „ ৬৮ „ „

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আকাশপথে মাল, চিঠি ও যাত্রী চলাচল

যাত্রী যাইবার আকাশ পথের পরিমাণ					১২৬৫ মাইল
চিঠি	,,	,,	,,	,,	৭৭৬৩ ,,
মাল	,,	,,	,,	,,	১২,৬২৭ ,,

৩৫৮৪ জন লাইসেন্স-করা পাইলট ৩২৬৪টী এরোপ্লেন চালাইতেছে।

গত বৎসর ২০১১টী বাণিজ্যিক এবং ৩৯৫টী সামরিক এরোপ্লেন বাড়িয়াছিল। ১৯২৭ সনের তুলনায় এই বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৯৮·৪ ভাগ।

যে কোম্পানীটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এরোপ্লেন প্রস্তুত করিয়াছে সেটী তৈয়ারী করিয়াছে মোট ৪৫৪ খানি।

আগামী ৩০শে জুনের মধ্যে এরোপ্লেনগুলি দৈনিক ২৫০০০ মাইল ব্যাপিয়া ডাক বহিতে থাকিবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার আর্থিক সম্বন্ধ

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ৩২০ কোটি ডলার ক্যানাডায় খাটানো হইতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এত বেশী টাকা আর কোনও দেশে খাটানো হয় না। কিন্তু ক্যানাডাও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অনেক টাকা খাটাইয়া থাকে। ক্যানাডা সর্ব্বশুদ্ধ ১৫০ কোটি ডলার বিদেশে খাটাইতেছে। ইহার দুই-তৃতীয়াংশ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ও এক-তৃতীয়াংশ বিলাত, দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবীয় প্রদেশে। এতদ্ব্যতীত ৬০ কোটি ডলার স্থায়িভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে খাটানো হইতেছে। ক্যানাডার লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি; কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা ১১ কোটি ৭০ লক্ষ। ক্যানাডার লোকসংখ্যা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যার প্রায় ১১ ভাগের ১ ভাগ হইলেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ক্যানাডায় যত টাকা খাটাইতেছে (৩২০ কোটি ডলার) ক্যানাডা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে তাহার অর্দ্ধেক টাকা খাটাইতেছে (১৬০ কোটি ডলার)।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ক্যানাডার একটী প্রধান খরিদ্দার। ক্যানাডার মোট রপ্তানির শতকরা ৪০ ভাগ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র লইয়া থাকে। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যত দামের জিনিষ কিনিয়া থাকে তাহা অপেক্ষা মোট বেশী দামের জিনিষ ক্যানাডার নিকট বেচিয়া থাকে।

ছুটীর সময় বেড়াইবার স্থান হিসাবে ক্যানাডা পর্য্যটক-দিগের নিকট ক্রমেই প্রিয় হইয়া উঠিতেছে। প্রতি বৎসর অনেক আমেরিকান ক্যানাডায় বেড়াইতে যায় এবং সেখানে বৎসরে প্রায় ২২ কোটি ডলার খরচ করে।

একটা প্রকাণ্ড কপিকল

পূর্ব্বে বিলাতের সাউথ ওয়েলস্ প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ যে কপিকলটি ছিল তাহার ৭০ টন অর্থাৎ ১৮৯০ মণ পর্য্যন্ত উত্তোলন করিবার ক্ষমতা ছিল। সম্প্রতি 'সাউথ ওয়েলসে' একটি প্রকাণ্ড ভাসমান কপিকল নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা ১২০ টন অর্থাৎ ৩২৪০ মণ পর্য্যন্ত তুলিতে পারে। ইহার ডেকটী ৮৩ ফুট লম্বা ৪৭ ফুট চওড়া, ও ৯ ফুট গভীর। উচ্চতায় ইহা ৮৫ ফুট। ভাসমান বলিয়া 'সাউথ ওয়েলসে'র যে কোন বন্দরে যেমন দরকার হইবে ইহাকে লইয়া যাওয়া চলিবে। ইহা গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে কোম্পানীর সম্পত্তি।

অষ্ট্রেলিয়ায় বিদেশী পর্য্যটক

অষ্ট্রেলিয়ায় প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে ২০,০০০ পর্য্যটক (যাহারা অন্য দেশে যাইবার পথে অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান নগরগুলিতে থাকে তাহাদের সংখ্যা বাদ দেওয়া হইয়াছে) যাইয়া থাকে। পর্য্যটকের সংখ্যা যদি বৎসরে ১ লাখ করিয়া ৫ বৎসর কাল বাড়ানো যায় তাহা হইলে অষ্ট্রেলিয়ার ২ কোটি ১০ লাখ পাউণ্ডের ব্যবসা বাড়িয়া যাইবে। অতগুলি পর্য্যটক বাড়াইবার জন্য যাহা কিছু বন্দোবস্ত করিতে হইবে (যেমন আফিস খোলা, যে যেমন পর্য্যটক জোগাড় করিতে পারিবে তাকে সেই অনুযায়ী কমিশন দেওয়া ইত্যাদি) তাহার জন্য খরচ পড়িবে বৎসরে ১ লাখ পাউণ্ড। অর্থাৎ মোট ৫ লাখ পাউণ্ড খরচ করিয়া ২ কোটি ১০ লাখ পাউণ্ড রোজগারের ব্যবস্থা হইতে পারিবে। এই প্রস্তাবের একটী বিস্তারিত স্কীম অষ্ট্রেলিয়ার "ডেভেলপমেণ্ট অ্যাণ্ড মাইগ্রেশন কমিশন" কর্ত্তৃক বণিক সভা, রেল কোম্পানী, জাহাজ কোম্পানী, হোটেল ম্যানেজার ও কারখানাওয়ালাদের সভা প্রভৃতির নিকট পেশ করা হইয়াছে। চাঁদা চাহিয়া পাঠানোও হইয়াছে। উপযুক্ত সাহায্য পাইলে প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হইবে।

১৯২৭ সনে বিলাতের শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা

১৯২৭ সনে সমগ্র জগতের রপ্তানি ব্যবসার শতকরা ১১ ভাগ বিলাতের হাতে ছিল। ইহা ১৯২৩ সনের তুলনায় শতকরা ২ ভাগ কম। ১৯২৩ সনে সমগ্র জগতের রপ্তানি ব্যবসার শতকরা ৬২ ভাগ ইয়োরোপের হাতে ছিল। ১৯২৭ সনে ইহা কমিয়া শতকরা ৫২ ভাগ দাঁড়ায়।

১৯২৭ সনে বৃটিশ সাম্রাজ্যে বিলাতের রপ্তানি ক্রমে বাড়িতেছিল। দক্ষিণ আমেরিকায়ও, বিশেষতঃ আর্জেন্টি-

নাতে রপ্তানি বাড়িতেছিল। ১৯২৪ সনের প্রথম তিন মাসে আর্জেণ্টিনাতে যত রপ্তানি হইয়াছিল ১৯২৮ সনের প্রথম তিন মাসে তাহা অপেক্ষা শতকরা ৫০ ভাগ বেশী রপ্তানি হইয়াছে। অত্যন্ত উচ্চ হারের আমদানি-শুল্ক সত্বেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিলাতের রপ্তানি বাড়িয়াছিল।

১৯২৭ সনে পৃথিবীতে যত জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার শতকরা ৫৫½ ভাগ বিলাত নির্ম্মাণ করিয়াছে।

ঐ বৎসরে ২ লক্ষ ৯ হাজার মোটর গাড়ী বিলাতে প্রস্তুত হয়। ইহা ১৯২৪ সনের অঙ্ক অপেক্ষা ৭৭ হাজার বেশী।

যে পাঁচটী দেশ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির রপ্তানি হিসাবে প্রধান, বিলাতের স্থান তাহাদের শীর্ষে ছিল।

প্রাগ্‌যুদ্ধ যুগের তুলনায় ১৯২৭ সনে পৃথিবীতে ৫০ লক্ষ গাঁট তুলা বেশী খরচ হইয়াছিল। কিন্তু বিলাত ঐ সনে প্রাগ্‌যুদ্ধ যুগের তুলনায় ১০ লক্ষ গাঁট তুলা কম লইয়াছিল।

১৯২৭ সনে স্বেন্‌স্কা দিয়াশলাই কোম্পানীর প্রসার

১৯২৬ সনের তুলনায় ১৯২৭ সনে সুইডেনে দিয়াশলাই উৎপাদন কিছু বাড়িয়াছিল; বিদেশে কার্য্যের ক্ষেত্র ১৯২৭ সনে অনেক বাড়িয়াছিল।

জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রস্তুত দিয়াশলাই শিল্প সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী জার্ম্মাণ পার্ল্যামেণ্টে পাশ হইয়াছে। বিশেষ অধিকার না পাইলে কেহ আর জার্ম্মাণিতে দিয়াশলাই ফ্যাক্টরী খুলিতে পারিবে না।

স্বেন্‌স্কা কোং কর্তৃক বৃটিশ সম্রাজ্যে একটী নূতন দিয়াশলাই ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার নাম বৃটিশ ম্যাচ কর্পোরেশান লিমিটেড্‌। ইহার মূলধন ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। স্বেন্‌স্কা কোং-র বৃটিশ সাম্রাজ্যে যতগুলি দিয়াশলাই-য়ের ফ্যাক্টরী আছে সবগুলিই ইহার অধীন করা হইয়াছে। কেবল ভারতে বা এশিয়াতে যেগুলি সুইডেনের সহিত শাসনবিষয়ে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সেইগুলিকে বাহিরে রাখা হইয়াছে। "ব্রায়াণ্ট অ্যাণ্ড মে লিমিটেড" নামক একটী ইংরেজ কোম্পানীও ইহার ভিতর আসিয়াছে। ইহা "ব্রায়াণ্ট অ্যাণ্ড মে লিমিটেডের" সকল সাধারণ শেয়ার-গুলি লইয়াছে, "জে, জন্ মাষ্টার্স অ্যাণ্ড কোম্পানী লিমি-টেডের" ও স্বেনস্কার অনেকগুলি দিয়াশলাই তৈয়ারী ও বিক্রয় করিবার কোম্পানীর সকল শেয়ারই লইয়াছে। বৃটিশ ম্যাচ কর্পোরেশান লিমিটেড্‌কে স্বেন্‌স্কা যত সম্পত্তি দিয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে স্বেন্‌স্কা বৃটিশ ম্যাচ কর্পোরেশান লিমিটেডের ১৮ লক্ষ ১ পাউণ্ড দামের সাধারণ শেয়ার পাইয়াছে। ইহা বৃটিশ ম্যাচ কর্পোরেশানের সমস্ত শেয়ার ক্যাপিট্যালের শতকরা ৩০ ভাগ। বাকী শতকরা ৭০ ভাগ ব্রায়াণ্ট অ্যাণ্ড মে লিমিটেডের সাধারণ শেয়ার-হোল্ডারদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নূতন কোম্পানীটীর বিলাত, আয়ার্ল্যাণ্ড, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রেজিলে ফ্যাক্টরী থাকিবে।

দুইটী জাপানী দিয়াশলাই কোম্পানীতে ইতিপূর্ব্বেই স্বেন্‌স্কা কোংর স্বার্থ ছিল। সেই দুইটীর সহিত আর একটী জাপানী কোম্পানীর মিলনে "দাইদো ম্যাচ কোং" নামে একটি নূতন দিয়াশলাই কোং গত সেপ্টেম্বার মাসের চুক্তির ফলে আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহার মূলধন ৬০ লক্ষ ইয়েন।

ফরাসী গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া শাসন বিভাগের সহিত ২৯শে অক্টোবর নূতন চুক্তি হইয়াছে। এই চুক্তির ফলে স্বেন্‌স্কা কোং ফরাসী দিয়াশলাই শিল্পকে ২০ বৎসর যাবৎ সাহায্য করিতে এবং দিয়াশলাইয়ের কাঠি ও কল ও দেয়াশলাই যোগাইতে বাধ্য থাকিবে। স্বেন্‌স্কা কোং সোজাসুজি সাধারণের নিকট বিলাসিতার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত দিয়াশলাই বেচিতে পারিবে।

ইকোয়েডর সাধারণ তন্ত্রের সহিত গত নভেম্বর মাসে একটী চুক্তি হইয়াছে। ইহার ফলে স্বেন্‌স্কা কোং ২৫ বৎসর ধরিয়া ইকোয়েডরে দিয়াশলাই তৈয়ারী ও বিক্রয়ের অধিকার পাইয়াছে। এই অধিকার পাইবার জন্য স্বেন্‌স্কা উক্ত গবর্ণমেণ্টকে শতকরা ৮ ডলার সুদসহ ২৫ বৎসরের মধ্যে ফেরৎ পাইবে এই সর্ত্তে ২০ লক্ষ ডলার ধার দিয়াছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে জাপানী অর্ডার

জাপানীরা সরু রেলপথগুলি চওড়া করিতে আরম্ভ

করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে জাপানী গবর্মেণ্ট যুক্তরাষ্ট্রের "ইয়াওয়াটাষ্টীল ওয়ার্কসের" নিকট মোট ৬০ হাজার টন ওজনের রেললাইনের অর্ডার দিয়াছে। প্রত্যেকটী রেলের ওজন ১০০ পাউণ্ড করিয়া।

বিলাতে জাভাই চায়ের আমদানি বাড়িতেছে

শ্রীযুক্ত পিল্‌চার সম্প্রতি (মে মাসে) হাউস্ অব্ কমন্‌সে বিলাতে ভারতীয় ও জাভাই চায়ের আমদানি সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি দেখান যে, বিলাতে ভারতীয় চায়ের আমদানি যেমন কমিতেছে তেমন জাভাই চায়ের আমদানি বাড়িতেছে। নিম্নোদ্ধৃত অঙ্কগুলি হইতে ইহা বেশ বুঝা যায়:—

	১৯১৯	১৯২৪	১৯২৭
ভারতীয় চায়ের আমদানি	২৫ কোটি ৮০ লক্ষ পাঃ	২৩ কোটি ৫০ লক্ষ পাঃ	২৩ কোটি ৩০ লক্ষ পাঃ
জাভাই চায়ের আমদানি	১ কোটি ৮৮ লক্ষ পাঃ	৪ কোটি ৫০ লক্ষ পাঃ	৬ কোটি ১০ লক্ষ পাঃ

বিলাত ১৯১৯ সনে ৩৮ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড চা খাইয়াছিল।

১৯২৭ সনে বিলাতের মোট চা খাওয়ার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪১ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। অর্থাৎ এই কয় বৎসরে চা খাওয়ার পরিমাণ বাড়ে ২ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড; কিন্তু ঐ কয় বৎসরে জাভাই চায়ের আমদানি বাড়িয়াছে ৪ কোটি ২২ লক্ষ পাউণ্ড। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, বাড়্‌তি খাওয়ার পরিমাণটুকুই জাভা হইতে সংগৃহীত হয় নাই। জাভা সত্য সত্যই ভারতকে বিলাতের বাজার হইতে কিছু হটাইয়াছে।

চা বিলাতের বাহির হইতে আমদানি-শুল্ক দিয়া তবে বিলাতে ঢুকিতে পায়। সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলিকে এই শুল্ক কিছু কম দিতে হয়। সুতরাং জাভাই চাকে ভারতীয় চা অপেক্ষা বেশী শুল্ক দিয়া বিলাতে ঢুকিতে হয়। তবু ভারতীয় চা প্রতিযোগিতায় হারিতেছে কেন? শ্রীযুক্ত পিল্‌চার ইহার নিম্নলিখিত কারণ উল্লেখ করেন:—(১) ভারতীয় চা-করদের পক্ষে শ্রমিক সংগ্রহ করা পূর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ হইয়াছে। শ্রমিকদের মজুরির হারও বাড়িয়াছে; (২) ১৯২০ সনে দাম পড়িয়া যাওয়ার পর হইতে ভারতীয় চা-কররা উৎপাদন কম করিয়া দাম বাড়াইবার নীতি অবলম্বন করিয়াছে; (৩) জাভাই চা নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইলেও ইহার উৎপাদনের খরচ অল্প; (৪) জাভাই চায়ের গন্ধ অত্যন্ত তীব্র এবং সেই জন্য ইহা অন্যান্য প্রকার চায়ের সহিত মিশাইবার জন্য বিলাতে খুবই ব্যবহৃত হয়।

ইস্পাত রপ্তানিতে ফরাসী প্রাধান্য

১৯১৩ সনে ইস্পাত রপ্তানি:—

জার্ম্মাণি	হইতে	৬২ লক্ষ	৭ হাজার	৬ শত টন
বিলাত	„	৪৯ „	৬৯ „	২ „ „

১৯২৭:—

ফ্রান্স	হইতে	৫৬ লক্ষ	২ হাজার	৫ শত টন
বেলজিয়াম—				
লাক্সেমবার্গ	„	৪৬ „	৬ „	৯ „ „
জার্ম্মাণি	„	৪২ „	৩০ „	৩ „ „
বিলাত	„	৪১ „	৯৯ „	৭ „ „
যুক্তরাষ্ট্র	„	১৯ „	৪২ „	৭ „ „

যুদ্ধের পূর্ব্বে ফ্রান্সের স্থান জার্ম্মাণি ও বিলাতের নীচে ছিল। গত বৎসর ফ্রান্স উহাদের টপ্‌কাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

জার্ম্মাণি, বিলাত ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বাজার হইতেছে দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকা। ফ্রান্স এই সকল বাজার দখল করে নাই। ইহার রপ্তানি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাড়িয়াছে বিলাত, জার্ম্মাণি ও বেলজিয়ামে। এই কয়টী দেশ ফ্রান্সের মোট ইস্পাত-রপ্তানির শত করা ৬০ ভাগ লইতেছে। রপ্তানি ইস্পাতের বেশীর ভাগই অর্দ্ধ-সমাপ্ত অবস্থার।

শুল্ক পরিবর্ত্তন

আমেরিকার ১৯২২ সনের টারিফ অ্যাক্টের বলে

প্রেসিডেন্ট ট্যারিফ কমিশনের অনুসন্ধান মোতাবেক ধার্য্য শুল্ক শতকরা ৫০ ভাগ পর্য্যন্ত কমাইতে বা বাড়াইতে পারেন। বিগত ১৯২৩ সনের ২৭শে মার্চ্চ হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত ৭৩টি শুল্ক অনুসন্ধান চালানো হয়। ট্যারিফ কমিশন দুধ, ক্রিম, ম্যাঙ্গানিজ ওর, শার্সি কাঁচ প্রভৃতি দ্রব্যের উপর শুল্ক বৃদ্ধি করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আইনের ৩১৬ ধারা অনুযায়ী অন্যান্য প্রতিযোগিতা নিবারণের জন্য একটী অনুসন্ধান চালান হয়। ট্যারিফ অ্যাক্টে নিম্নলিখিত দ্রব্যের শুল্ক শতকরা এই হারে বৃদ্ধি ও হ্রাস করা হইয়াছে।

দ্রব্য		শতকরা বৃদ্ধি
গম	...	৪০·০
ময়দা, সেমেলিনা প্রভৃতি	...	৩৩·৩
সোডিয়াম নাইট্রেট	...	৫০·০
ব্যারিয়াম ডাইঅক্সাইড	...	৫০·০
অক্সেলিক অ্যাসিড	...	৫০·০
পটাসিয়াম ক্লোরেট	...	৫০·০
হ্যাট	...	৪৬·৭
মাখন	...	৫০·০
প্রিন্ট রোলার	...	২০·০
মেথানল্	...	৫০·০
গোল্ডলিফ	...	৫০·০
পিগ লোহা	...	৫০·০
সুইস চিজ	...	৫০·০
ক্রুড ম্যাগনেসাইট	...	৫০·০
কষ্টিক ক্যালসাইণ্ড ম্যাগনেসাইট	...	৫০·০
চেরিজ, সালফারড বা ব্রাইন্	...	৫০·০
ডি থাইল বার্ব্বি টিউরিক অ্যাসিড (ডেরোনাল)	...	আমেরিকার বিক্রয় দামে শুল্ক পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।
ট্যাক্সি মিটার	...	ঐ
বব-হোয়াইট কয়েল	...	৫০·০
পেণ্টব্রাস হ্যাণ্ডল	...	৫০·০
মিল ফিডস ব্রান	...	৫০·০
ক্রাইসেলিক অ্যাসিড	...	৫০·০
ফেনোল	...	৫০·০

১৯২৮ সনের মার্চ্চ মাসে এডেনের ব্যবসা

(এডেন পোর্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান কর্ত্তৃক প্রেরিত)

দ্রব্যের নাম		আমদানি		রপ্তানি	
		পরিমাণ	মূল্য (টাকা)	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)
কয়লা	...	৬,২১১ টন	১,৪৯,২৬১	...	...
কফি	...	৭,১১৯ হন্দর	৩,৭২,৬৩৮	১১,২৫৮ হন্দর	৮,৮০,৭৪৮
শস্য, কলাই ও ময়দা	...	৬৭,০৮২ „	৬,৬১,৫৩৬	৪৫,৯৬৪ „	৪,৩১,৫২০
গাম ও রেসিন	...	৫,৭৫৩ „	১,৩৩,৫৫৩	৪,২৬৬ „	১,২৭,৯৩৬
লোহা লক্কড়	...	...	৪৯,৫২৮	...	২৩,১৮০
হাইডস (কাঁচা)	...	১৪,৬৫৫ খানা	৪৫,২৮২	১৬,৩১৮ খানা	৮৩,২০৩
তেল, জ্বালানী	...	২৬,২০৪ টন	৭,৮৬,১২০	...	...
„ কেরোসিন	...	১,৫০,৩৮৪ গ্যালন	১,১৪,৩৭৯	৩২,৯৬০ গ্যালন	২৪,৬৮০
„ পেট্রোল	...	৪২,৮০৮ গ্যালন	৬৩,৬১২	১৬,৯৪৪ „	২৫,২১৪
লবণ	...	...	...	৬,৬০০ হন্দর	৮০,০০০

দ্রব্যের নাম		আমদানি		রপ্তানি	
		পরিমাণ	মূল্য (টাকা)	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)
বীজ	...	২,৯৮৭ হন্দর	৪৬,৮১০	১,৫৩০ হন্দর	২৫,৮৮২
স্কিন	...	৬৫৫,২১৯ খানা	৫,৭৬,৫৮৪	৫,৯২,৩৩৯ খানা	৮,৩৬,২৮৫
চিনি	...	১৭,৪০৮ হন্দর	১,৮৮.৫৫৪	১৮,৬১২ হন্দর	২,০২,৪৫১
বস্ত্র	...	৩,৯৭৫,১৬৮ গজ	৯,১৮,৭১০	৩,৪৫০,৯২৫ গজ	৮,০৮,৭৩৬
পিস্‌গুড্‌স্‌, কোরা	...	৫৮৪,৫৯৮ „	১,৭৭,৪৯৫	৫৫৪,৬১৬ „	১,৭০,৭৭৯
„ ধোলাই	...	৬৯৫,৭৬৩ „	২,৭৯,১৮৩	৬৭৮,৩৬০ „	২.৪২,৬৭০
„ রঙ্গিন	...	৩৯১,৩৯৫ পাউণ্ড	৩,২২,৯২৬	৩৬১,৬৭৬ পাউণ্ড	৩,৩০,২[illegible]
সূতা ও সূতা পেটি	...	১,২০২,৬২৮ „	৩,৩৪,০৭৫	৪৯৩,৫৮৪ „	১,৪৯,০৬১
তামাক পাতা .	...	৬২,৫২৪ „	৫৭,৬০৫	২৫,৫০৮ „	২৭,৩০২
তামাক	...	৫৪,৫৯৮ বস্তা	১২,২০,৭৬৩	২৩,৩২৪ বস্তা	৫,৯৭,৫৮৪
অন্যান্য দ্রব্য	...	...	৯,২৬,৫২৮	...	৬,১৭,৮৫০
		মোট	৭৪,২৫,২৭২	মোট	৫৬,৯৩,৩৭৭

জিব্রল্টার সুরঙ্গ

জিব্রল্টার প্রণালীর নীচে সুরঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া ইয়োরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে যোগ স্থাপনের জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। সম্প্রতি ফ্রান্সের অ্যাকাদেমী দে সায়েন্সেস নামক বিজ্ঞান-সমিতিতে মশিয়ে ল্যালোমাঁ স্পেনিশ পণ্ডিত সেনর পেদ্রো জেভেনয় কর্তৃক প্রস্তুত প্রস্তাবিত জিব্রল্টার টানেলের এক মোসাবিদা উপস্থাপিত করেন। আর্থিক দিক্ দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে উক্ত জিব্রল্টার টানেলটি নির্ম্মাণ করা কত প্রয়োজনীয় তাহা মশিয়ে ল্যালেমাঁ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন। তিনি বলেন এই সুরঙ্গ নির্ম্মাণের ফলে অদূর ভবিষ্যতে ইয়োরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে, এমন কি দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গেও সম্বন্ধ সুদৃঢ় হইবে। ঐ সকল দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের লেন দেনও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুদৃঢ় হইবে।

জার্ম্মাণিতে গ্রামোফোন শিল্প

জার্ম্মাণিতে গ্রামোফোন ও রেকর্ড বিক্রয় ব্যবসা জোর চলিতেছে। গ্রামোফোন ও রেকর্ডের কাট্‌তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। এত অর্ডার আসিতেছে যে গ্রামোফোন কোম্পানীগুলি মাল সরবরাহ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। লিণ্ডষ্ট্রোম এ, জি গ্রামোফোন কোম্পানী তাহাদের কাজের বহর এরূপ বাড়াইয়া দিয়াছে যে তাহাদের কারখানায় দৈনিক ৬০ হাজার করিয়া রেকর্ড তৈয়ারী হইতেছে। জার্ম্মাণির গ্রামোফোন ও রেকর্ডের প্রধান খরিদ্দার হলাণ্ড, চীন ও তুরস্ক। বাজারে কাহারও সহিত জার্ম্মাণিকে প্রতিযোগিতা করিতে হয় না।

প্রাচ্যের সঙ্গে রুশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য

রুশো-ওরিয়েণ্টাল চেম্বার অব্ কমার্সের নিকট প্রেরিত এক রিপোর্টে দেখা যায় যে, গত সনের তুলনায় বর্ত্তমান সনের প্রথম পাঁচ মাসে রুশিয়ার প্রাচ্য ব্যবসা-বাণিজ্য শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পারস্য, মিশর, আফগানিস্থান এবং মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে কারবার-বৃদ্ধিই ইহার কারণ। এই মাসে রুশিয়া মোট ১৩৪০ লক্ষ রুবল বা ১৩৪ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মালপত্র উৎপাদন করে। ১৯২৬ সনে রুশিয়া মা

৯৬ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মাল উৎপাদন করে। আলোচ্য সনে রুশিয়া ৫৯৬০০০০ পাউণ্ড মূল্যের মাল বিদেশে রপ্তানি করে ও ৭৪৪০০০০ পাউণ্ড মূল্যের মাল স্বদেশে আমদানি করে। ১৯২৬ সনে রপ্তানি ও আমদানির সংখ্যা যথাক্রমে ৪৮০০০০০ ও ৪৭৮০০০০ পাউণ্ড ছিল।

সোভিয়েট রুশিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্যের অঙ্ক-বৃদ্ধির প্রধানতম কারণ তুরস্ক, পারস্ত প্রভৃতি দেশের সঙ্গে তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য-সন্ধি স্থাপন। আফগানিস্থানের সঙ্গেও শীঘ্রই তাহার ব্যবসা-সন্ধি স্থাপিত হইবে। মিশরের সঙ্গেও রুশিয়ার ব্যবসা-সম্পর্কিত দোস্তি আছে। মিশরে পেট্রোলিয়াম বিক্রেতাগণের মধ্যে রুশিয়া সেরা। তুলার বাজারেও রুশিয়া অনেকখানি জায়গা দখল করিয়া বসিয়াছে।

রুশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য ফাঁপিয়া উঠিবার আর একটি কারণ রুশিয়া প্রাচ্যের মাল বেশী খরিদ করে। সে কেবল প্রাচ্য দেশগুলির নিকট শিল্পজাত মাল বেচিয়া তাহাদের সর্ব্বস্বান্ত করিতে চায়না, পরন্তু তাহাদের তৈরী মালপত্র কিনিয়া তাহাদের ট্যাঁকে টাকা তুলিয়া দিতেও কুণ্ঠিত নয়।

দক্ষিণ পারস্তে রুশিয়ান মালের কদর বাড়িয়াছে। অন্যান্য বিদেশী মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রুশিয়ান মাল বাজারে টিকিয়া যাইতেছে। অন্য দিকে রুশিয়া পারস্তের তুলা, পশম, চামড়া প্রভৃতি জিনিষ প্রভূত পরিমাণে ক্রয় করিতেছে। এবারকার নিজনী-নোভগোরদ মেলায় রুশিয়ার সঙ্গে প্রাচ্যদেশগুলির ব্যবসা-বাণিজ্য-সম্পর্কিত দোস্তি আরও পাকাপাকি হইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং ঐ সকল দেশের সঙ্গে রুশিয়ার কারবার আরও প্রসার লাভ করিবে।

আফগানিস্থানে রুশিয়ান মেলা

আফগানিস্থানে রুশিয়ার শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনীর জন্য দ্বিতীয়বার একটি মেলা খুলিবার আয়োজন চলিতেছে। রুশ-ওরিয়েণ্টাল চেম্বার অব্ কমার্স ইহার জন্য উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন।

পারস্যে নতুন তৈল কূপ

পারস্যের মধ্যে ন্যাফত খানেহ্ নামক স্থানে অ্যাংলো-পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানী একটা নতুন তৈল কূপ আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ কূপ হইতে প্রতি দিন সাড়ে চারি গ্যালন করিয়া তেল উঠিবে।

বৃটেনকে ভারতীয় মাল ক্রয়ের পরামর্শ

বিলাতে ভারতীয় হাই কমিশনার স্যর অতুল চাটার্জ্জি লণ্ডন রোটারি ক্লাবের এক বক্তৃতায় ইংরেজ সন্তানকে অধিক পরিমাণে ভারতীয় মাল কিনিবার পরামর্শ দিয়াছেন। ইন্দো-ব্রিটিশ ব্যবসা-সম্পর্ক পাকাপাকি ভাবে কায়েম করিতে হইলে উভয় দেশের মধ্যে লেন দেনের একটা সমতা থাকার দরকার। ইংরেজ যে পরিমাণ মাল ভারতের নিকট বেচে তাহার তুলনায় ভারতীয় মাল কম কেনে। এই বৈষম্য হ্রাস করিতে হইবে। ভারতীয় শুল্ক-দেওয়াল বিলাতী শিল্পের পরিপন্থী একথা তিনি অস্বীকার করেন। ভারতীয় জিনিষের কিম্মৎ বাড়াইবার জন্যই কোন কোন শিল্প সম্বন্ধে রক্ষা-নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে।

গত সনের চা-ব্যবসা

১৯২৭ সনের রুশিয়ার চা-বাজারে পুনঃ প্রবেশ চা-ব্যবসার একটা বড় বিশেষত্ব।

দুনিয়ার চা-উৎপাদনকারী দেশগুলির তালিকায় দেখা যায় যে, ১৯২৭ সনে ১৯০ লক্ষ পাউণ্ড চা বেশী উৎপাদন করা হইয়াছে। ১৯২৭ সনে উত্তর ভারতে ৩৩৬৭ লক্ষ পাউণ্ড চা জন্মে। ১৯২৬ ও ১৯২৫ সনের উৎপাদন যথাক্রমে ৩০৯৭ লক্ষ ও ৩১২৭ লক্ষ পাউণ্ড ছিল। দক্ষিণ ভারতে ১৯২৭ সনে ৪৭৫ লক্ষ পাউণ্ড চা জন্মে। ১৯২৬ ও ১৯২৫ সনে ঐ সংখ্যা যথাক্রমে ৪৪৫ লক্ষ এ ৪৪০ লক্ষ পাউণ্ড ছিল। ১৯২৭ সনে সিংহলে ২২৭০ লক্ষ পাউণ্ড চা জন্মে। ১৯২৬ ও ১৯২৫ সনে সিংহলের উৎপাদনের হার যথাক্রমে ২১৬০ ও ২০৯৫ লক্ষ পাউণ্ড ছিল। ১৯২৭ সনে জাভা ১২৬৫ লক্ষ পাউণ্ড চা জন্মায়। ১৯২৬ ও ১৯২৫

সনে তাহার উৎপাদনের হার যথাক্রমে ১১৮৭ ও ৯৪৫ লক্ষ পাউণ্ড ছিল। সুমাত্রা ১৯২৭ সনে ১৭৫ লক্ষ পাউণ্ড চা জন্মায়। ১৯২৬ সনেও তাহার উৎপাদনের হার উহাই ছিল। ১৯২৫ সনে জন্মায় ১৬৪৭ লক্ষ পাউণ্ড।

কোন দেশেই চা-খাদকের সংখ্যা কমিয়া যায় নাই এবং চায়ের পূর্ব্বের ন্যায় কাট্‌তি হইতেছে। গত বৎসরে যেমন চা বেশী জন্মিয়াছিল তেমনি রুশিয়ার মত একটী নতুন খরিদ্দারও মিলিয়াছিল।

বিদেশে চা কাট্‌তি

অষ্ট্রেলিয়াতে গত সন একটু কম চা বিক্রয় হইয়াছে; কিন্তু ১৯২৬ সনের মন্দা বাজার থাকায় অন্যান্য দেশে চায়ের খরিদ্দার বাড়িয়াছিল। আবার গত সনে চায়ের দাম একটু চড়িয়া যাওয়ায় ক্রেতার সংখ্যাও কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছে।

কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র পুরাদমে চা কিনিতে থাকে। আমেরিকাতেই বিক্রয় বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এক রুশিয়ার জন্য ব্লাডিভষ্টকে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড চা চালান দেওয়া হয় এবং মস্কোতে আর ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড প্রেরণ করা হয়। মিশর ও পারস্যোপসাগর অঞ্চলে আলোচ্য সনে কিঞ্চিৎ কম মাল রপ্তানি হইয়াছে। তবে কয়েক বৎসরের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ঐ সকল দেশে চা বেশ কাটিতেছে।

চায়ের দাম

বছরের গোড়ায় সাধারণ চায়ের পাউণ্ড বাজারে ৷৵৯ পাই করিয়া বিক্রয় হইতে থাকে। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই পাউণ্ড প্রতি ৵৹ হারে দাম চড়িয়া যায়। নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই রকম দাম থাকে। ইতিমধ্যে চা উৎপাদনের হার কমিয়া যাওয়ায় ও বিদেশে মালের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় নভেম্বর মাস হইতে চায়ের পাউণ্ড ৮৵৬ পাই দরে বিকাইতে থাকে। পরে বিলাতে বাজার মন্দা পড়ায় চায়ের দাম ৮৹ আনায় নামিয়া যায়। প্রথম প্রথম ডুয়ার্স অঞ্চলের ভাল চায়ের পাউণ্ড এমন কি ৷৵২ পাই পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়াছে।

ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাটালগ

বৃটিশ মেশিনারি প্ল্যাণ্ট, অ্যাকসেশরি প্রভৃতি যন্ত্রপাতির কাটতি দুনিয়ার বাজারে বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশ্যনের কাউন্সিল একখানি সুবৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইরেক্টরী নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ডাইরেক্টরীখানি শীঘ্রই বাজারে বাহির হইবে। ইহার নাম হইবে "দি ফরেণ বায়ার্স ডাইরেক্টরী অব্‌ দি ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড অ্যালায়েড ট্রেড্‌স"। ইহাতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের যন্ত্রপাতির বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য পরিচয় ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও স্পেনিশ ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকিবে। বিদেশের সর্ব্বত্র ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম্মগুলিতে কমসে কম দশ হাজার ডাইরেক্টরী বিতরণ করা হইবে। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম্মগুলি বিনা পয়সায় তাহাদের নামধাম ইহাতে লিপিবদ্ধ রাখিতে পারিবে। উক্ত অ্যাসোসিয়েশ্যনের আফিস ৩২ নং ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট, লণ্ডন।

কাচ ব্যবসায় বিদেশী প্রতিযোগিতা

ভারতের মধ্যে বোম্বাই কাচ শিল্পের সব চাইতে বড় বাজার। কাচ শিল্পের প্রতিযোগিতা প্রধানতঃ অষ্ট্রীয়া, জার্ম্মাণ, চেকোশ্লোভাকিয়া ও জাপানের মধ্যে নিবদ্ধ। ১৯১৪ সন হইতে এই সকল দেশের আমদানি মালের অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। কাচের বাসন-কোসনের দামও অনেকটা পড়িয়া যাওয়ায় কাচের দ্রব্যের কাট্‌তি খুব বাড়িয়াছে। যুদ্ধের সময় জাপান ভারতের মাটিতে তাহার কাচ-শিল্পের এক বড় বাজার প্রতিষ্ঠিত করে। বিলাতী কাচের ও চীনা মাটির তৈজসপত্রের মূল্য সাধারণতঃ কিছু বেশী এবং ভারতীয় ব্যবসায়িগণও ইহা বিক্রয়ের দ্বারা অধিক লাভ করিতে পারে না। তাই ক্রেতা ও বিক্রেতা মহলে বিলাতী দ্রব্যের চাইতে জার্ম্মাণ, চেকোশ্লোভাকিয়ান, অষ্ট্রীয়ান ও জাপানী চীজের আদর ও কাটতি বেশী। ঐ সকল দেশ ইংরেজের চাইতে শতকরা ২০৷৩০ ভাগ কম মূল্যে মাল বিক্রয় করিতে

সমর্থ। তাই ইহাদের পণ্য দ্রব্য সহজেই বাজারে বিকাইয়া যায়। চেকোশ্লোভাকিয়ায় মজুরীর দাম খুব অল্প। সেই জন্য সে অল্প খরচায় মাল উৎপাদন করিতে পারে।

নেস্‌লের দুধ

সুদূর ইয়োরোপের নেস্‌ল অ্যাণ্ড অ্যাংলো-সুইস কনডেন্সড্‌ মিল্ক কোং বাংলা তথা ভারতের দুধ জোগায়। নেদারল্যাণ্ডের গোয়ালিনী মার্কা দুধের টিন বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত। ফ্রান্স নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে নেস্‌লের স্বতন্ত্র কারখানা চলিতেছে। তুরস্কে সম্প্রতি চকোলেট প্রস্তুতের একটা কারখানা গড়িয়া তোলা হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও নেস্‌ল কোম্পানীর দুগ্ধ-প্রচলনের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

কম খাটুনিতে বেশী কাজ

ফরাসী লেবার মিনিষ্ট্রী ঘোষণা করিতেছেন যে, কয়েকটি শিল্পে শ্রমজীবীদের খাটুনীর সময় আট ঘণ্টায় পরিণত করা হইয়াছে। চায়না শিল্পে ১৯১৩ সনে মোট ২৮,৬৩৫,০০০ ঘণ্টা কাজ হয়। ১৯২৫ সনে ইহা ২০,১১২,০০০ ঘণ্টায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু কাজের ঘণ্টা কম হইয়া গেলেও মাল উৎপাদনের হার বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯১৩ সনে জন প্রতি ঘণ্টায় ৮·৬৩২ ডি এম উৎপন্ন হইত ১৯২৬ সনে হইতেছে ১১·৫৬৮ ডি এম। ১৯১৩ সনে এক কিউবিক মিটার চায়না প্রস্তুত করিতে ১১৫ ঘণ্টা পরিশ্রমের দরকার হইত। ১৯২৬ সনে কিন্তু এক কিউবিক মিটার চায়নার জন্য মাত্র ৮৭ ঘণ্টা পরিশ্রমের দরকার হয়।

১৯২৪ সন পর্য্যন্ত ফ্রান্সির এক বিস্কুট কারখানায় দৈনিক ১০ ঘণ্টা করিয়া খাটুনীর নিয়ম ছিল। কিন্তু ইহার পর ৫২ ঘণ্টায় কাজের সপ্তাহ ধার্য্য করা হয়। কাজের ঘণ্টা কমানোর ফলে কিন্তু মাল-উৎপাদনের হার কমিয়া যায় নাই, বরং বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯২৪ সনে শ্রমজীবী পিছু ২২২৯ কে জি বিস্কুট উৎপাদন করা হইত। ১৯২৬ সনে এই উৎপাদনের হার ৩৯১৯ কে জি দাঁড়াইয়াছে।

শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কল কারখানার প্রচলনের জন্যই মানুষের গতরের খাটুনি কমিয়া যাইতেছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে দুইটী ইস্পাত কোম্পানীর মিল

'ইউনাইটেড ষ্টেটস ষ্টীল কর্পোরেশান্‌' আর 'বেথলহেম ষ্টীল কর্পোরেশান্‌' মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দুইটী প্রধান ইস্পাত-উৎপাদক কোম্পানী। সম্প্রতি ইহারা যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে ইস্পাতের বাজারে আরও আধিপত্য বিস্তার করিতে সচেষ্ট। সেইজন্য ইহাদের রপ্তানি বিক্রয় বিভাগ দুইটীকে মিলাইয়া একটী প্রতিষ্ঠান খাড়া করা হইয়াছে। তাহার নাম "দি ষ্টীল এক্সপোর্ট এসোসিয়েশান্‌"। দুইটী কোম্পানীরই রপ্তানি ব্যবসা এই প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক চালানো হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রে মোটরগাড়ী শিল্প

আমেরিকায় মোটরগাড়ী ধারে বিক্রয় করিবার নিয়ম আছে। ক্রয় করিবার সময় কিছু টাকা দিয়া মাসিক নিয়মে অল্প অল্প টাকা পরিশোধ করিবার পদ্ধতি সেখানে আছে। শিকাগো জেলায় গত এপ্রিল মাসে শতকরা ৪১ খানা গাড়ী এই নিয়মে বিক্রয় হইয়াছে।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

আন্তর্জ্জাতিক শিপিং কনফারেন্স

লণ্ডন সহরে আন্তর্জ্জাতিক শিপিং কনফারেন্সেরও বৈঠক হইয়া গেল। শিপিং চেম্বারের জনৈক সভ্য স্যর উইলিয়াম সেগার, ট্যারিফ ও অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের হানিকর নীতির প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, যুদ্ধের ফলে বিভিন্ন দেশে যে সকল শুল্ক-দেওয়াল গাঁথা হইয়াছে সেগুলি শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য অবাধ গতিতে চলিতে থাকিবে। বিভিন্ন দেশের জাহাজ কোম্পানীগুলির মধ্যে ন্যায়-সঙ্গত প্রতিযোগিতা চলাতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই।

বিরাট আর্থিক জোট

অভাবগ্রস্ত শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য রুশিয়াকে বাদ দিয়া দুনিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে এক বিরাট আর্থিক জোট কায়েম হইতে চলিয়াছে। বিলাতের ইম্পিরিয়েল কেমিক্যাল শিল্পের অধিনায়ক স্যর এলফ্রেড মণ্ড এই বিপুল আর্থিক জোটের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার নাম হইবে "দি ফিনান্স কোম্পানী অব্ গ্রেট ব্রিটেন অ্যাণ্ড আমেরিকা লিমিটেড" এবং ইহার মূলধন হইবে ৫৭,০০০,০০০ পাউণ্ড।

আমেরিকার ও ইংল্যাণ্ডের বড় বড় ইণ্ডাষ্ট্রীয়ালিষ্ট ও পুঁজিপতিগণ ঐ কোম্পানী পরিচালনা করিবেন। আন্তর্জ্জাতিক শিল্পোন্নতি ও বিভিন্ন দেশের ট্রেড্ সম্বন্ধ স্থাপন করাও ঐ কোম্পানীর অন্যতম উদ্দেশ্য।

ঐ কোম্পানী গঠনের কথা ঘোষণা করিতে গিয়া স্যর আলফ্রেড মণ্ড এমন এক সুদিনের কল্পনা করেন যখন ব্রিটেন ও আমেরিকা তাহাদের ধন-সম্পদ্ যথাযথ শিল্প-ব্যবসায় লাগাইয়া এক নূতন যুগ আনয়ন করিবে। যে সকল শিল্প-ব্যবসা পুঁজির অভাবে উঠিয়া যাইতেছে ঐগুলিকে বিলাত ও আমেরিকার অসীম ধন-ভাণ্ডার সাহায্য পূর্ব্বক সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবে। তিনি বলেন, ইহার ফলে আন্তর্জ্জাতিক সুখশান্তি স্থাপিত হইবে ও শ্রমিকের কপাল ভাল হইবে এবং অনেক নূতন নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে। আমাদের কোন ভৌগলিক সীমানা যদিও থাকিবেনা তবুও আমি যতদিন এই কোম্পানীর চেয়ারম্যান থাকিব ততদিন আমাদের অর্থের এক কপর্দ্দকও রুশিয়াকে দিতে দিব না।

ডেয়ারী কংগ্রেস

লণ্ডন সহরে ২৭শে জুন হইতে ১২ই জুলাই পর্য্যন্ত ওয়ার্ল্ড ডেয়ারী কংগ্রেসের মেলা হইয়া গেল। এই মেলায় ৪২টী দেশের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। আইসক্রিম বা কুল্পী বরফ বিক্রেতাগণের ৮৭,০০০ সভ্য-সম্বলিত অ্যাসোসিয়েশনের তরফ হইতেও প্রতিনিধিগণ এই মেলা যোগদান করেন। গোয়ালা বা দুগ্ধশিল্প-ওয়ালাদের এত বড় কংগ্রেস দুনিয়ায় আর কোথাও নাই। এইবার কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশন হইল। ইহা কেবল গোয়ালা সম্মিলন নয়। এখানে অনেক বড় বড় ডাক্তার, চিত্তবিজ্ঞানবিদ এবং রসায়নবিদও উপস্থিত ছিলেন। এ মেলার সরকারী ভাষা ইংরেজী; তবে এখানে ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষায়ও ডেয়ারী অনুসন্ধান বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল। সমবেত প্রতিনিধিগণ বিশটি ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। দুগ্ধ-শিল্পের বিস্তার করাই কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য। দুগ্ধজাত দ্রব্যের কাটতি যাহাতে বৃদ্ধি পায় ও মালের যাহাতে উৎকর্ষ সাধিত হয় তাহাই ইহার প্রধান লক্ষ্য।

বিলাতে কৃষি-মন্ত্রী মিঃ ওয়াল্টার গিনেস্ সমবেত প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা করিতে যাইয়া এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, দেশের শিল্পের মধ্যে ডেয়ারী বা দুগ্ধ-শিল্প একটা সব চাইতে বড় শিল্পের আকার ধারণ করিয়াছে। ইংলণ্ড ও ওয়েলসের দুগ্ধজাত দ্রব্যের মূল্য বাৎসরিক ৫৮০ লক্ষ পাউণ্ড হইবে এবং ইহা সমগ্র কৃষিজাত দ্রব্যের চার ভাগের এক ভাগ। ডেয়ারী শিল্পে দ্রুত উন্নতি দেখা যাইতেছে। গত বৎসর ইংলণ্ডে যে সকল গরু ছিল তাহার দাম কমসে কম প্রায় তিন লক্ষ পাউণ্ড হইবে।

ফিজিতে প্রবাসী ভারত-সন্তান

গত ১৫ই মে ফিজি-প্রত্যাগত ৯৭২ জন ভারতবাসী কলিকাতা বন্দরে পদার্পণ করে। ইহাদের অনেকেই গত ৩৫ বৎসর ভারত-ছাড়া। অনেকে এদেশ হইতে কপর্দ্দক-হীন অবস্থায় ফিজি গমন করে এবং সেখানে অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিজেরা নারিকেল বাগান ও আক ক্ষেতের মালিক বনিয়া যায়। ফিজি হইতে এই সকল ভারত-সন্তানদের অনেকে মোটা টাকা ট্যাঁকে বাঁধিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনারেবল মিষ্টার বদরী মহারাজের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি ১৮৯০ সনে গারওয়াল হইতে ফিজি গমন করেন এবং ঐ দ্বীপের ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয়গণের প্রতিনিধিত্ব করেন। বহু বৎসর স্থানীয় একটী আক প্লানটেশানে কাজ করিয়া তিনি নিজেই একজন প্লান্টার বা আক ক্ষেতের মালিক বনিয়া যান। ইনি এখন সেখানে বিস্তর জমির মালিক।

বদরী মহারাজের মতে ফিজি একটা আদর্শ দেশ। এখানকার আবহাওয়া খুব ভাল। জমির উর্ব্বরতা শক্তি খুব বেশী। ভারত-সন্তানের বসতি-স্থাপনের উপযুক্ত স্থান ফিজি। বর্ত্তমানে ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয়গণের একজন প্রতিনিধি থাকিলেও ভবিষ্যতে তিন জন নেওয়া হইবে।

ফিজিতে ভারতীয়গণের একটা বিশেষত্ব আছে। অনেক ক্ষেত্রে তাহারাই সর্ব্বে সর্ব্বা। ফিজি দ্বীপে ভারতীয়গণের সংখ্যা কমসে কম ৬১,০০০। আর ইয়োরোপীয়গণের সংখ্যা মাত্র ৫,০০০। ফিজি দ্বীপের আদিম সন্তানগণের সংখ্যা এক লক্ষের নিকটে গিয়া পৌঁছিয়াছে। ফিজির অধিকাংশ আক শস্য ভারতীয় চাষীর দ্বারা উৎপাদিত হইয়া থাকে।

ত্রিনিদাদে ভারতবাসী

ত্রিনিদাদে মোট ১২১,৪২০ জন ভারতবাসী বাস করে। ঐ দ্বীপের কৃষিজীবিগণের মধ্যে ইহারাই দলে ভারি এবং ইহারা ১০৫,০০০ একর জমির মালিক। এই জমির দাম সাড়ে ছয় কোটি টাকা। ১৯২৫ হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত এই তিন বৎসরে ক্রাউন ল্যাণ্ডের অধিকাংশ ত্রিনিদাদ-প্রবাসী ভারতীয়গণ খরিদ করিয়াছে। ইহা দ্বারা সহজেই বুঝা যায় ইহাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল। ত্রিনিদাদে ভারতীয়গণের মধ্যে খুব ধনী ব্যবসায়ী এবং দোকানদারও আছে। ইহারা ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশ উন্নতি করিতেছে। ত্রিনিদাদের মোটর বাস্ প্রভৃতি যান বাহন ইহাদেরই দ্বারা পরিচালিত। ইহা ছাড়া ইঁহারা সেখানকার তৈয়ারী শিল্পেরও মালিক। ইহাদের বিস্তর ভূ-সম্পত্তিও আছে এবং ইহাদের অনেক টাকা সুদে লাগানো আছে।

ভারতের প্রাথমিক ঔপনিবেশিকদের সন্তান-সন্ততি-গণের অনেকেই বর্ত্তমানে ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, স্কুল মাষ্টার প্রভৃতি পেশাধারী। গভর্ণমেণ্ট ও মার্কেণ্টাইল ফার্ম্মেও অনেক ভারতবাসী কেরাণীগিরি করে।

ত্রিনিদাদের প্রবাসী ভারতীয়গণ অন্যান্য জাতির মত সমভাবে ভোটদানের অধিকার ভোগ করে। সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনে চারিজন ভারত-সন্তান প্রতি-যোগিতা করেন। ইঁহাদের তিন জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন জনৈক বড় সুগার এষ্টেটের ইয়োরোপীয়ান মালিককে পরাস্ত করেন। ত্রিনিদাদে বেকার-সমস্যা নাই। এখানে সকল সময়ই সব রকম কাজ-কর্ম্ম মিলে। কৃষি কাজের জন্য বার আনা হইতে একটাকা পাঁচ সিকা পর্য্যন্ত দিনের (ছয় সাত ঘণ্টা) মজুরী দেওয়া হয়; ইনডেনচার্ড লেবার বলিয়া কোন বাধ্যতামূলক "মজুর খাটানো" পদ্ধতি নাই। এখানে শ্রমজীবিগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ-

কর্ম্ম করে। ত্রিনিদাদ-প্রবাসী ভারতীয়গণের মধ্যে যাহারা মাতৃভূমি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চায়, তাহাদের রিপ্যাট্রিয়েশ্যানের যথাযথ সুবিধাজনক বন্দোবস্ত আছে।

গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ৮৭১ জন ভারতবাসী ত্রিনিদাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ত্রিনিদাদ হইতে প্রবাসী ভারত-সন্তানগণের মধ্যে শতকরা প্রায় ১২ জন নিঃসম্বল ও ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে। সরকার হইতেও ইহাদের আর্থিক ও ডাক্তারী সাহায্য দিবার ব্যবস্থা আছে।

জাপানের রপ্তানি-সঙ্ঘ

বর্ত্তমানে জাপানে ৫টী রপ্তানি-সঙ্ঘ আছে। তাহাদের বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

(১) রুশ বাণিজ্য-পরিষৎ (তোকিও)

এই সঙ্ঘের সভ্য মোট ১৭২ জন। তোকিও, ওসাকা, কিয়োতো, নাগোয়া, কোবে এবং ইয়োকোহামা—জাপানের এই ছয়টী বড় বড় সহরের প্রধান প্রধান বণিকেরা এই সঙ্ঘে যোগ দিয়াছেন। সোভিয়েট রুশিয়া, ইষ্টার্ণ চায়না রেলওয়ে জোন, ফিন্‌ল্যাণ্ড, এস্থোনিয়া, লাৎভিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং পোল্যাণ্ড—এই কয়টী প্রদেশের সহিত রপ্তানি ব্যবসায় ইহাদের পেশা। এই পরিষদের প্রত্যেকটী অংশের মূল্য ৫০০ ইয়েন। ইহা হইতে ১২৫ ইয়েন প্রথমে দিতে হয়। এ পর্য্যন্ত ৩০০টী অংশ বিক্রী হইয়াছে। এই পরিষদের প্রধান কাজ হইতেছে সভ্যদের মাল কমিশন নিয়মে বাজারে প্রেরণ করা, এ সমস্ত মালের বাজার তদারক করা, বাজারে মালের নমুনা ও ক্যাটালগের প্রদর্শনী খোলা, রুশিয়ার বাণিজ্য-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ও পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করা, এবং রুশিয়ার বাজারে ব্যবসা তদারক করিবার জন্য প্রতিনিধি পাঠানো এবং বসানো। সভ্যদের মাল রপ্তানি অথবা লেন দেন বিষয়ের সর্ত্তগুলিও এই পরিষৎ স্থির করিয়া দেয়।

(২) কম্বল বাণিজ্য পরিষৎ (ওসাকা)

এই পরিষদের সভ্যেরা কম্বল, রাগ, শাল, স্ত্রীলোকের পোষাক এবং এই জাতীয় সমস্ত মাল রপ্তানি করেন। সুতির কম্বলও এই পরিষদের একটী প্রধান পণ্য। এ সব প্রধানতঃ ওসাকা বিভাগের সেনহকু জেলায় প্রস্তুত হয়। এ সব মালের উৎপাদন খুব কম এবং রপ্তানিকারীরাও খুব অল্প পরিমাণে মাল চালান করে। এ ব্যবসা প্রধানতঃ কোবে ও ওসাকার চীনা ব্যবসায়ী দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। যাহারা সোজাসুজি মাল চালান করেন তাহাদের মধ্যে খুব প্রতিযোগিতা দেখা যায়। এ সমস্ত বিষয়ে সব দিক্ রক্ষা করিয়া বাণিজ্যের স্বার্থ বাড়াইবার জন্য এই পরিষদের গঠন।

এই পরিষদের মোট ৩৬ জন সভ্য আছেন। ইঁহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ওসাকা ও সেনহকু জেলার বণিক। এই পরিষদের প্রতি অংশের "ফেছ ভ্যালু" ১০০ ইয়েন। পরিষদ গঠনের সময় কাগজে কলমে প্রতি অংশের যে দাম প্রচারিত হয় তাহাকে 'ফেছ ভ্যালু' বলে। ইহা হইতে ২৫ ইয়েন প্রথমে নেওয়া হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত ২০০টী অংশ বিক্রী হইয়াছে। এই পরিষদের প্রধান কাজ হইতেছে :—

(ক) মাল রপ্তানির সর্ত্ত নির্ণয়ের জন্য একটী ভিন্ন সঙ্ঘ গঠন করা।

(খ) সোজাসুজি মাল রপ্তানি করিবার জন্য সভ্যদের সমস্ত পণ্যের উপর কমিশন ধার্য্য করা।

(গ) বাজার-দর দ্রুত উঠা নামাতে (ফ্লাকচুয়েশান) যাহাতে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের ক্ষতি না হয়, এবং বিদেশী ব্যবসা যাহাতে বাণিজ্যের কোন প্রকার ক্ষতি না করিতে পারে এজন্য কম্বলের একটী নীলাম বাজার গঠন করা।

বিদেশ হইতে কোন বড় অর্ডার আসিলে অল্প সময়ের মধ্যে যাহাতে মাল-সরবরাহের কোন বাধা না হয়, সেজন্য সভ্যেরা নিজেদের মধ্যে যাহাতে কম্বল লেন দেন করিতে পারেন পরিষৎ সে চেষ্টা করিতেছে। যে সমস্ত মালের নমুনা পাঠান হইবে, সে সব যাহাতে সাংহাইএর ওসাকা মিউনিসিপালিটি-চালিত নমুনা-প্রদর্শনীতে দেখান হয়, পরিষৎ সে মতলবও করিয়াছে। কম্বলের গোলাবাড়ী

স্থাপন, মাল-চালানের পরিমাণ ও সময় নির্ণয় করাও এ পরিষদের কাজের মধ্যে।

(৩) জাপানী কমলার উত্তর মার্কিণ বাণিজ্য-পরিষদ্

ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে জাপানের যে সব মাল রপ্তানি হয়, তাহাদের মধ্যে জাপানের ট্যাঙ্গারিণ কমলা একটা প্রধান। বড়দিনের উপহার দিবার জন্যই ইহার বেশী আদর। সুতরাং ইহার উৎপাদনের কালেই ইহার কাটতি বেশী। এই রপ্তানির সময় বাজার কমলায় ছাইয়া যায়। বিক্রেতাদের ভিতরও সে সময় খুব প্রতিযোগিতা দেখা যায়। এ সমস্ত কারণে বাজার-দর খুব উঠানামা করে জিনিষও খারাপ হইয়া পড়ে, এবং কমলাও বেশী পরিমাণে পচিতে আরম্ভ করে। ফলে কমলার ব্যবসা ভাল করিয়া বাড়িতে পারে না।

১৯২৪ সনে এ সমস্ত ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট কিছু ভীত হইয়া পড়েন, এবং এ সমস্ত অনিয়ম দূর হইয়া যাহাতে কমলার ব্যবসা সুচারুরূপে চলে তাহার জন্য একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম করেন। এই নিয়ম অনুসারে বাণিজ্য ও শিল্প-মন্ত্রী রপ্তানির সমস্ত কমলাকে একটা সাধারণ পর্দ্দায় ফেলিয়া দিবেন এবং এই পরিষদ্ কর্ত্তৃক তাহা পরীক্ষিত হইবে। এই নিয়ম অনুসারে পরিষদ্ আবার কমলার ব্যবসাকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন। এইরূপে কমলার পূর্ব্বের প্রতিপত্তি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সমস্ত রপ্তানিকারীরা যাহাতে এ পরিষদের অন্তর্গত হয়, সেজন্য ইয়োকোহামাতে রপ্তানি-সঙ্ঘ গড়া হইয়াছে। দেশের সমস্ত কমলা-ব্যবসায়ীদের লইয়া পরিষদের সভ্যসংখ্যা ২৯ জন।

পরিষদের প্রত্যেকটী অংশের মূল্য ৫০ ইয়েন, এবং ইহা সমস্তই দিতে হইয়াছে। প্রত্যেক সভ্য নিজ নিজ ব্যবসার পরিমাণ অনুসারে সর্ব্বসমেত ৬৭০টী অংশ কিনিয়াছেন। পরিষদ্ বৎসরের মোট রপ্তানির পরিমাণ ঠিক করিয়া সভ্যদের মধ্যে যে যতগুলি অংশ কিনিয়াছে সেই ভাবে মোট রপ্তানি সবার মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। প্রত্যেক সভ্য নিজ নিজ রপ্তানির অংশ পরিষদের নিকট জমা রাখেন। পরিষদ্ নিজের নামে পূর্ব্বের বাঁধা সর্ত্ত অনুসারে মাল চালান দেন। চালানী মালের দাম আদায় হইলে তাহা সভ্যদের মধ্যে তাহাদের নিজ নিজ অংশের পরিমাণ ও রকম অনুসারে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। এই পরিষদ্ একটী উৎকৃষ্ট ও আদর্শ পরিষদ্ বলিয়া পরিগণিত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য প্রত্যেক সভ্য পরিমিতরূপে মাল রপ্তানি করেন, তাহার জন্য সমস্ত রপ্তানি ব্যবসাটা নিজের নামে চালান এবং রপ্তানি বিষয়ে বাঁধা নিয়মগুলি মানিয়া চলেন। সমস্ত ব্যবসাটা যাহাতে মিতব্যয়ী হইয়া দিন দিন বাড়িয়া উঠে তাহার জন্য পরিষদ্ নতুন নতুন বাজার স্থাপন করেন এবং যাহাতে কমলার উন্নতি হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখেন। পরিষদের কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া এ ব্যবসায় বিদেশী বণিকের আস্থা আসিয়াছে। জাপানের কন্‌সাল ও "আতাশে" শ্রেণীর বাণিজ্য প্রতিনিধিরাও এই পরিষদ্‌কে জাপানের একটী আদর্শ রপ্তানি-সঙ্ঘ বলিয়া থাকেন।

(৪) কিওতোর মার্কিণ বাণিজ্য-পরিষদ্

পাখা, মাটির বাসন, পুতুল, খেলনা, তামার জিনিষপত্র, বার্ণিস্ এবং সূচের কাজ, এই সব কিওতোর প্রধান প্রধান উৎপন্ন জিনিষ মার্কিণে রপ্তানি করিবার জন্য এই পরিষদ্ গঠিত হইয়াছে। কিওতো সহরের এবং এ বিভাগের সমস্ত মার্কিণ ব্যবসায়ীদের লইয়া এই পরিষদ্ গঠিত। মোট সভ্য ৪১ জন। প্রত্যেক অংশের মূল্য ৩০০ ইয়েনের মধ্যে ৭৫ ইয়েন দেওয়া হইয়াছে। মোট ১১০টী অংশ বিক্রী হইয়াছে।

কিওতোর এই মার্কিণ বাণিজ্য-পরিষদ্‌টী এ যাবৎ নিজ বিভাগের সভ্যদের লইয়াই গঠিত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে এ পরিষদ্ ওৎসু এবং ইহার আশপাশের সূচীশিল্পী ও গিফু বিভাগের লণ্ঠন নির্ম্মাতাদের সভ্য করিয়া লইয়াছেন। ওসাকা ও কোবের বণিকদের মত কিওতোর বণিকেরাও বিশেষ সম্পন্ন নয়। এ ছাড়া এরা বিভিন্ন জাতীয় পণ্য লইয়া ব্যবসা করে। ইহারা ইহাদের পণ্য বন্দরে বন্দরে বিদেশী কমিশন বণিক নিকট অথবা যে সমস্ত মার্কিণ বণিক মাল কিনিতে তাহাদের নিকট যায় তাহাদের কাছে বিক্রী করে। সুতরাং তাহাদের অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

যাহাতে এ সমস্ত অসুবিধা দূর করিয়া ব্যবসায়ীরা একতাবদ্ধ হইয়া নিজেদের পণ্য বরাবর বিদেশে চালান দিতে পারে, সে জন্য এ পরিষদটী গঠিত হইয়াছে। এ পরিষদ্ সভ্যদের সমস্ত মাল এক জায়গায় গোলাজাত করিবার জন্য একটী গোলাবাড়ী তৈয়ারী করিবার মতলবে আছে। সমস্ত মালের একটা জয়েণ্ট ফ্রেট্ ও বীমার হিসাব খুলিবারও চেষ্টা করিতেছে। দেশ হইতে প্রতিনিধি পাঠাইয়া মার্কিণ বাজার যাহাতে দখল করা যায় সেরূপ ইচ্ছাও এ পরিষদের আছে।

জাপানী কমলার দক্ষিণ মার্কিণ বাণিজ্য-পরিষদ্

উত্তর মার্কিণে জাপানী কমলার ব্যবসা কেমন সফলতার সহিত চলিতেছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহা দেখিয়া দক্ষিণ মার্কিণের আরজেন্টিনায় জাপানী কমলার ব্যবসা খুলিবার জন্য অন্য একটা পরিষদ্ গঠিত হইয়াছে। এ পরিষদের ১০৪ জন সভ্য হইয়াছেন এবং ২১০টী অংশ বিক্রী হইয়াছে। প্রত্যেকটী অংশের মূল্য ২০ ইয়েন। সবই দিতে হয়। উত্তর মার্কিণের মত দক্ষিণ মার্কিণে অত সহজে কমলা চালান দিবার সুবিধা নাই। এখানে পৌঁছাইতে জাহাজের অনেক দেরী লাগে এবং বিষুব রেখার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। এই সমস্ত কারণেই এ যাবৎ কেহ দক্ষিণ মার্কিণে কমলা চালান দিতে সাহস করে নাই।

১৯২৫ সনে জাপানে প্রচুর পরিমাণে কমলা জন্মে। ফসল প্রচুর দেখিয়া ব্যবসায়ীরা ওসাকা ষ্টীমশিপ কোম্পানীর সহিত খুব দ্রুতগামী জাহাজের ভিতর ঠাণ্ডা গোলার ব্যবস্থা করিয়া কিরূপ ফল হয় দেখিবার জন্য দক্ষিণ মার্কিণে এক চালান কমলা পাঠাইলেন। ঠাণ্ডা গোলার উত্তাপ-শক্তি কিছু বেশী থাকায় নিয়মিত স্থানে জাহাজ পৌঁছিলে চালানের বেশীর ভাগই নষ্ট হইয়া গিয়াছে দেখা গেল। এ চালানের ফল ভাল হইল না। "বিউনোস্ আয়ার্স" এর জাপানের "আটাশে" বাণিজ্য-প্রতিনিধি প্রচার করিলেন যে, ঠাণ্ডা গোলার উত্তাপ-শক্তি যদি আরও কমাইয়া দেওয়া যায় এবং বেশ্ বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকে, আর যদি কমলার প্যাকিংএ আরও বেশী যত্ন নেওয়া হয়, তাহা হইলে বেশী নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সেখানে কমলার চাহিদা বেশী বলিয়া লাভও বেশী হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং ১৯২৬ সনে পরিষদের কর্তৃপক্ষ ঠাণ্ডা গোলার উন্নতি এবং বাতাস চলাচলের সুবন্দোবস্ত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে মাল যাহাতে নিয়মিতরূপে প্যাক্ হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া আর এক চালান কমলা পাঠাইলেন। তাহার বিস্তারিত খবর এ যাবৎ না পাওয়া গেলেও আগের বছরের চেয়ে মোটের উপর ফল ভালই দেখা গেল।

এখানকার বাজারে কমলার ব্যবসা যদি লাভজনক হয় তবে পরিষদ্ উত্তর মার্কিণের বাণিজ্যের নিয়মকানুন অনুসারে এখানকারও ব্যবসা চালাইবেন ইচ্ছা করেন।

সহবাস সম্মতি আইন

সহবাস সম্মতি আইনের সংশোধন প্রস্তাব সম্পর্কে যে কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে ৩০শে জুন তারিখ হইতে সেই কমিটির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কমিটি প্রশ্নাবলীর একখানি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রত্যেক প্রদেশের কয়েকজন করিয়া লোকের নিকট এই তালিকা প্রেরিত হইবে। স্থানীয় লোকের সাক্ষ্য লইবার জন্য ১লা সেপ্টেম্বর সিমলায় কমিটির একটি অধিবেশন হইবে। অতঃপর কমিটি ৩ মাস কাল বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া মতামত সংগ্রহ করিবেন। বোধ হয় তাঁহারা ব্রহ্মদেশে যাইবেন না।

প্রশ্নাবলী

(১) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ এবং ৩৭৬ ধারায় সহবাস সম্মতির বয়স সম্বন্ধে যে বিধান আছে তৎসম্বন্ধে কোন অসন্তুষ্টি দেখা যাইতেছে কি?

(২) আপনার মতে কি কারণে (ক) সহবাস সম্মতির বর্ত্তমান বয়স বাহাল রাখা অথবা (খ) বৃদ্ধি করা সঙ্গত?

(৩) দেশের যে অঞ্চলে আপনি বাস করেন সে অঞ্চলে নারীহরণ ও বলাৎকার কি খুব বেশী? ১৯২১ সালে আইনের যে সংশোধন করা হইয়াছিল তাহার ফলে পরনারীর উপর বলাৎকার বা অসদুদ্দেশ্যে নারীহরণের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে কি? যদি না পাইয়া থাকে তবে আইনের

উদ্দেশ্য সফল করার জন্য আপনি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পরামর্শ দেন ?

(৪) বিবাহিতা বালিকার পক্ষে সহবাস সম্মতির বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর করিয়া ১৯২৫ সালে আইনের যে সংশোধন করা হইয়াছিল সেই সংশোধনের ফলে বালিকারা স্বামি-সহবাসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে কি ? (ক) স্বামীরা অপ্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-সম্ভোগ স্থগিত রাখিয়াছে কি ? (খ) এ বিষয়ে জনমত সংগঠিত হইয়াছে কি ? (গ) ১৩ বছরের পূর্ব্বে বালিকাদের বিবাহ বন্ধ হইয়াছে কি ? যদি না হইয়া থাকে তবে বালিকাদিগকে অকাল-মৈথুনের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কি ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দেন ?

(৫) আপনার অঞ্চলে সাধারণতঃ কত বয়সে বালিকারা ঋতুমতী হয় ? বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায়, শ্রেণী বা সমাজের মধ্যে এই বয়সের তারতম্য হয় কি ?

(৬) আপনার অঞ্চলে কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে (ক) ঋতুর পূর্ব্বে (খ) ঋতুর অব্যবহিত পরেই বা (গ) বালিকার ১৩ বছর বয়স না হইতেই সহবাস করার রীতি প্রচলিত আছে কি ? এ সম্বন্ধে আদালতে কোন মামলা হয় কি ?

(৭) ঋতুর পূর্ব্বেই হউক আর পরেই হউক অল্প-বয়স্কা বালিকা সহবাসের প্রথা কি শাস্ত্রের আদেশ বলিয়া মনে করেন ? যদি তাহাই মনে করেন তবে কোন্ শাস্ত্রে কি আদেশ আছে ? সেই আদেশ অমান্য করিলে কোনও দণ্ডের বিধান আছে কি ? থাকিলে কিরূপ দণ্ড ?

(৮) আপনার অঞ্চলে সাধারণতঃ গর্ভাধান হয় কি ? হইলে সহবাসের পূর্ব্বে না পরে ? ঋতুর পরেই গর্ভাধান হয় কি ? কত পরে ?

(৯) আপনি কি মনে করেন যে, বালিকারা ঋতুমতী হইলেই বুঝিতে হইবে যে তাহারা উপযুক্ত দৈহিক শক্তি লাভ করিয়াছে ? যদি তাহা না হয়, তবে ঋতুকালের কতদিন পরে তাহাদের দেহ এরূপ পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে যাহাতে স্বামি-সহবাসে তাহাদের নিজেদের তথা তাহাদের গর্ভজাত সন্তানদের কোন অনিষ্ট হইবে না ?

(১০) কত বয়সে ভারতবর্ষের বালিকারা সহবাসের ফলাফল বুঝিয়া তাহাতে সম্মতি দিতে পারে ?

(১১) আপনার ব্যবসায়গত বা অন্য কোন প্রকার অভিজ্ঞতা হইতে এমন কোন ঘটনার কথা বলিতে পারেন কি যাহাতে ঋতুর পূর্ব্বেই হউক বা পরেই হউক পুংসহবাসের ফলে বালিকার বা বালিকার গর্ভজাত সন্তানের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছে ? যদি কোন ঘটনার কথা জানেন তবে বালিকার বয়স ও অনিষ্টের বিস্তৃত বিবরণ দিবেন।

(১২) আপনি কি মনে করেন যে, অকাল-মৈথুন এবং অকাল-গর্ভধারণের ফলেই প্রসূতি ও শিশুর মৃত্যু সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতেছে অথবা জাতির শারীরিক ও মানসিক শক্তি দিন দিন হ্রাস পাইতেছে ?

(১৩) ১৯২৫ সালে আইনের সংশোধনের পর আপনার অঞ্চলে বিবাহিতা বা অবিবাহিতা বালিকার পক্ষে সম্মতির বয়স আরো বৃদ্ধি করার জন্য জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ দেখা গিয়াছে কি ? যদি দেখা গিয়া থাকে তবে তাহা কি কোন সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ, না সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ?

(১৪) আপনার অঞ্চলে নারীরা সন্তানের জন্য অল্প বয়সে সহবাস পছন্দ করে কি ? (১৫) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ এবং ৩৭৬ ধারায় বর্ণিত বালিকাদের বয়স নির্ণয় সম্পর্কে কোন অসুবিধার কথা আপনি জানেন কি ? জানিলে সেই অসুবিধা দূর করার জন্য আপনি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলেন ? (১৬) যদি বয়স ১৪ বৎসর করিয়া দেওয়া যায় তবে সেই অসুবিধা কিছু দূর হইবে কি ? (১৭) বিবাহের পূর্ব্বের এবং পরের যৌন-সম্পর্ক পৃথক করিতে চাহেন কি ? যদি চাহেন তবে কোন ক্ষেত্রে আপনি কিরূপ দণ্ডের বিধান চাহেন ? (১৮) বিবাহিতা এবং অবিবাহিতার সম্বন্ধে আপনি বিচারে কোন পার্থক্য রাখিতে চান কি ? (১৯) আসামীকে ফরিয়াদীর চক্রান্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আপনি নূতন কোন বিধান করিতে চাহেন কি ? (২০) আপনি কি মনে করেন যে, বিবাহের নিম্নতম বয়স আইন দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া অপেক্ষা সহবাস সম্মতির বয়ঃক্রম আইন দ্বারা বর্দ্ধিত করিয়া দিলে অধিকতর সুফল ফলিবে ? (২১) অভীষ্ট লাভের জন্য দণ্ডবিধি কঠোরতর করা অথবা শিক্ষা এবং আন্দোলন দ্বারা সমাজ-সংস্কারের দিকে জনমত আকৃষ্ট করা, এই দুই পন্থার মধ্যে আপনি কোনটীকে উৎকৃষ্টতর বিবেচনা করেন ? —এ, পি

চা-ব্যবসায় বাঙ্গালী

[বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চা-ব্যবসা লইয়া মাথা ঘামাইয়া থাকেন। তিনি নিজে এককালে চা-বাগানে কাজ করিয়াছেন। গত ৪।৫ বছরে ৮।১০টা বাগান সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের সুযোগ ঘটিয়াছে। অনেক তথ্যও জুটিয়াছে। চা-ব্যবসাতে টাকার যোগান ও বাঙ্গালীর কৃতিত্ব বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহার মর্ম্ম নীচে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।—শ্রীসুধাকান্ত দে।]

প্রঃ—চা-ব্যবসা সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কিছু আলাপ করিতে চাই। এ বিষয়ে আপনার হাতে-কলমে অর্জ্জিত কোন জ্ঞান আছে কি? যদি থাকে তবে কতদিন যাবৎ ও কয়টা বাগান সম্বন্ধে আপনি বিশেষ অনুশীলন করিয়া আসিতেছেন বলিবেন কি?

উঃ—আমি ১৯১৪ সনে চা-বাগানে কাজ করিয়াছি। ডুয়ার্সের ৮।১০টা চা-বাগান সম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ঘটিয়াছে। তা ছাড়া, গত ৪।৫ বৎসর চা সম্বন্ধে আমি অনেক তথ্য-তালিকা ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছি।

প্রঃ—বাঙ্গালী চায়ের ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়াছে কবে?

উঃ—আজ ৩৫।৪০ বৎসর হইবে। অর্থাৎ এ দেশে চা-ব্যবসা আরম্ভ হইবার প্রায় ৩০ বৎসর পরে। জলপাইগুড়ি ও নর্থ বেঙ্গলকে সব চেয়ে পুরাণা চা-বাগান বলিতে পারি।

প্রঃ—চা-ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইতে গিয়া বাঙ্গালীকে কোন্ কোন্ অসুবিধা বিশেষ করিয়া ভোগ করিতে হইয়াছে?

উঃ—(১) চড়া দরে জমি কিনিতে হইয়াছে। যারা প্রথমে চা-ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিল তারা প্রায় বিনা পয়সায় জমি পাইতে সমর্থ হইয়াছিল। এমন দিন গিয়াছে যখন গবর্ণমেণ্ট চা-করদিগকে সম্পূর্ণ অথবা প্রায় বিনামূল্যে বিস্তীর্ণ জমি বিলাইয়া দিয়াছেন। বৎসর ত্রিশেকের আগের সঙ্গে তুলনা করিলেও বুঝিতে পারিবেন জমির দাম কেমন চড়িয়া গিয়াছে। ১৯০০ সনে ৫০ হাজার টাকায় হাজার একর জমি পাওয়া সম্ভব ছিল। তাহাতে একর প্রতি ৫০৲ টাকা পড়ে। আর ১৯২৭ সনে ১৪০০ একর জমি কিনিতে ২½ লাখ টাকার দরকার হইয়াছিল। (২) মুদ্রা-সচ্ছলতা ছিল না। দেশী ব্যাঙ্কের অভাবে বাঙ্গালী চা-করদিগকে গোড়ায় বিশেষ অর্থ-কৃচ্ছ্রতা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ওদিকে ইয়োরোপীয় ব্যাঙ্কের অভাব নাই বলিয়া ইয়োরোপীয়ানদের কোন দিন টাকার জন্য ভাবিতে হয় নাই।

প্রঃ—এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করি বর্ত্তমানে চায়ের বাগান করিতে সাধারণতঃ গড়ে কত খরচ পড়ে?

উঃ—একর প্রতি খরচের পরিমাণ সবশুদ্ধ ১৫০০৲ টাকা বলিয়া ধরিতে পারেন।

প্রঃ—এই দেড় হাজার টাকা কোন্ কোন্ দফা বাবদ্ দরকার তা একটু বিশদ্‌ভাবে বলিবেন কি?

উঃ—খরচের দফাগুলি এইরূপ:

(১) জমির দাম।

(২) চাষ-আবাদের খরচ। ইহার মধ্যে বীজের দামও ধরিতে হইবে। বীজের জন্যই সব চেয়ে বেশী

টাকা খরচ করিতে হয়। ধরুন, মণ প্রতি প্রায় ২০০৲ টাকা।

(৩) ফ্যাক্টরি (কোঠাবাড়ী, কল, এঞ্জিন ইত্যাদি)।

(৪) কুলী যোগাড় করিবার খরচ (প্রত্যেক কুলি জোগাড় করিয়া আনিবার জন্য ৬০।৭০ টাকা খরচ পড়ে)।

(৫) ওভারহেড্ চার্জ্জ, যথা আফিস্ কাছারির খরচ, ইত্যাদি।

প্রঃ—এই গেল খরচের দিক্। এবার লাভালাভের অঙ্কপাতিটা একটু বুঝাইয়া দিন।

উঃ—চায়ের বাগান করা মানে রাতারাতি ফললাভ করা এরূপ মনে করিবেন না। আপনাকে ধরিয়া লইতে হইবে যে, ৮ম বা ৯ম বৎসর পর্য্যন্ত আপনি কিছু পাইবেন না। আপনাকে অতদিন শুধু অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। চা-বাগানে ৭ বৎসরের আগে ফলন দেখা দেয় না। ফলন সুরু হইলে ২।১ বৎসর যায় বাগানের জন্য যে ঋণ ইত্যাদি লওয়া হইয়াছিল তা শোধ দিতে। যে দেড় হাজার টাকা খরচের কথা বলিয়াছি আপনাকে তারই মধ্যে আরও ২।১টা দফা জড়াইতে হইবে—যেমন, বাগানে কুলীদের জন্য বস্তি, বাড়ীঘর করিয়া দিতে হইবে। আগুনের ভয়ে তা বীমা করিয়া রাখা আবশ্যক। তারপর বাগানের ভিতর সর্ব্বত্র পরিষ্কার প্রশস্ত শড়ক থাকা চাই।

প্রঃ—আপনাদের চা-বাগানে সর্ব্বত্র শড়ক দেখিয়াছি বটে। কিন্তু এরূপ খরচ করিয়া প্রশস্ত রাস্তা রাখিবার সার্থকতা আছে কি? বাগানের মালিকরা এ খরচটা কেন করিতে যান?

উঃ—না করিয়া উপায় নাই। গবর্ণমেন্টের আইন বিধিবদ্ধ রহিয়াছে যে পথ চাই-ই চাই। যাই হোক্, আমি সকল প্রকার খরচ এষ্টিমেট্ করিয়াই দেড়-হাজার টাকার কথা বলিয়াছি। এখন আয়ের দিক্‌টা দেখুন। একটা চা-বাগানে প্রতি একরে গড়ে ৯ হইতে ১১ মণ অবধি চা উৎপন্ন হয়। আর চা বিক্রী হয় প্রতি পাউণ্ড ৸০ আনা হইতে ৸৶০ আনা দরে। ধরুন, হাজার একর একটা চা-বাগান আছে। হিসাব করিয়া দেখা যাইবে যে, চা বেচিয়া প্রতি পাউণ্ডে প্রায় ।০ লাভ থাকে। অর্থাৎ হাজার একরে ২ লাখ টাকা উঠিয়া আসিবে। ইতিমধ্যে ৮।৯ বৎসরের ভিতর বাগানটা নিজের পায়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ যে খরচের কথা বলিয়াছি তা শোধ হয়। সুতরাং বাগানের লাভটা সহজেই অনুমেয়।

প্রঃ—চা-বাগানের ব্যবসায় সফলতা লাভ করিতে হইলে কোন্ কোন্ জিনিষ সকলের আগে আবশ্যক আর আমরা বাঙ্গালীরা কোন্‌টা কতদূর লাভ করিয়াছি?

উঃ—চা-ব্যবসায় সফলতা লাভের প্রধান দুই উপায়ের কথা আপনাকে আগেই বলিয়াছি—(১) জমি-মনোনয়ন, (২) টাকার যোগাড়। প্রথমতঃ ভাল জমি বাছাইয়ের উপর সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। বাঙ্গালী এই ব্যবসায় বহু পশ্চাতে আসার দরুণ পদে পদে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিয়াছে ও করিতেছে। আমরা ব্যবসাক্ষেত্রে ঢুকিবার আগেই সমস্ত ভাল জমি অ-বাঙ্গালীদের হাতে চলিয়া গিয়াছে। এ ক্ষতি পূরণ হইবার নহে। ফিন্যান্-শ্যাল কণ্ট্রোল আমাদের কিরূপ, তা ত ব্যাঙ্কের অনাটন হইতেই বুঝা যাইবে।

প্রঃ—আচ্ছা, আপনি চায়ের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিককে ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োগকে যথেষ্ট ইজ্জৎ দিতেছেন না কেন? আপনি কি মনে করেন না বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাগানের গুণাগুণ সহজে বিবেচনা করা সম্ভবপর?

উঃ—দেখুন, চা'য়ের বিষয়ে আমার নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, এখানে বৈজ্ঞানিকের আসন তেমন উঁচু নয়। কোন্ জমিতে চা ভাল হইবে, তা শুধু অভিজ্ঞতা হইতেই যথেষ্ট পরিমাণে আন্দাজ করা যায়। বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের দরকার হয় না।

প্রঃ—চা-ব্যবসার সফলতার জন্য আর কোন্ কোন্ দিকে মনোযোগ দিতে হইবে?

উঃ—চায়ের ফলন বাড়াইবার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া দরকার। বাঙ্গালী এখনও সেই মান্ধাতার আমলের নিয়মাবলীই মানিয়া চলিতেছে। প্রচুর পরিমাণে সার দেওয়া অথবা বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করা আমাদের মাথায় এখনও ঢুকে নাই। অবশ্য গোপালপুর চা-বাগানকে এবিষয়ে ব্যতিক্রমরূপে গণ্য করিতে হইবে। দ্বিতীয় কথা এই যে, আমাদিগকে বেশ যত্নের সঙ্গে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস্ অর্থাৎ ভাল চা জন্মাইবার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। কিসে চা'র উৎকর্ষ হয় দেখিতে হইবে।

প্রঃ—চা লইয়া এ পর্য্যন্ত কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও পরীক্ষা ইত্যাদি হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে বাঙ্গালী তার কতখানি সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে?

উঃ—ইয়োরোপীয় চা-কর সমিতির উদ্যোগে আসামের টক্‌লাই নামক স্থানে এক পরীক্ষা-ক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে। এই পরীক্ষা-ক্ষেত্রে অন্ততঃ গত ৮।১০ বৎসর ধরিয়া খুব জোর সে নানাপ্রকার পরীক্ষা চলিতেছে। যেমন, কীটতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব, ফলনতত্ত্ব, সারতত্ত্ব ইত্যাদি লইয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় কি বলিব, বাঙ্গালী চা-বাগানগুলি এবিষয়ে এমন উদাসীন যে, পরীক্ষা-ক্ষেত্রে লব্ধ অভিজ্ঞতা কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা দূরে থাক্, বাঙ্গালী বাগান ইহার সভ্য পর্য্যন্ত হয় নাই। অবশ্য আপনাকে আগেই বলিয়াছি গোপালপুর একমাত্র বাঙ্গালী বাগান যেখানে একেবারে আধুনিক উপায়-সমূহ অনুসৃত হইয়া থাকে। সারদাকেও এক কোঠায় ফেলা যাইতে পারে। কিন্তু অন্য সব বাগান পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। অন্যদিকে, ইয়োরোপীয় বাগানগুলি ঐ পরীক্ষা-ক্ষেত্রের সুযোগ লইয়া উত্তরোত্তর ফলন বাড়াইতেছে ও উৎকৃষ্ট চা প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইতেছে।

প্রঃ—আপনি যে পরীক্ষা-ক্ষেত্রের কথা বলিলেন, তার ফলাফলগুলি কি সর্ব্বসাধারণের গোচর করা হয়, না উহা শুধু ইয়োরোপীয় বাগানগুলিই জানিতে পায়?

উঃ—না, লুকাচুরি কিছু নাই। রিপোর্টও সম্ভবতঃ প্রকাশিত হয়। কিন্তু আমাদের আলস্য আমাদের উন্নতির পথে অন্তরায় হইয়াছে। দ্বিতীয় শত্রু হইল আমাদের একতার অভাব। ধরুন, বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিতে আমরা প্রায় কোন সাহায্যই পাই না। এইদিকে আমরা একতাবদ্ধ হইলে অন্ততঃ এখনকার চেয়ে বেশী সুবিধা ভোগ করিব।

প্রঃ—আপনার কথায় বুঝিতেছি, আমরা চায়ের ব্যবসায় নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতেছি। তথাপি গত কয়েক বৎসরের ভিতর চায়ের মহল্লায় বাঙ্গালী বিশেষ নাম কিনিয়াছে। অংশীদারদের শতকরা ১০০।২০০।৩০০ টাকার মোটা মোটা লাভ দিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা কিরূপে সম্ভব হইল?

উঃ—চায়ের ব্যবসা সম্বন্ধে কোন প্রকার আলোচনার সময়ে একটা কথা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন। একমাত্র উৎপাদনের কতকটা ব্যতীত চায়ের বাজারটা সম্পূর্ণরূপে বিদেশীদের তাঁবে রহিয়াছে। চায়ের দর নির্দ্ধারণ করা, বিদেশে চা-পাঠান ইত্যাদি ব্যবসার সকল অঙ্গের জন্য আমরা পরমুখাপেক্ষী হইয়া আছি। বাহিরে টানের ও বেচা দরের যেমন সন্ধান পাই, মাত্র সেই অনুসারেই আমরা চায়ের ফলনের উপর লাভালাভের আশা করিতে পারি। কিন্তু তথাপি বাঙ্গালী বহু অসুবিধা সত্বেও অল্প কয়দিনের মধ্যে চা-ব্যবসায় যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, তাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। হাজার একর জমিতে চা বেচিয়া কেমন করিয়া ২ লাখ টাকা উঠিতে পারে, তা আমি আগেই বলিয়াছি। সুতরাং মোটা লভ্যাংশ বিতরণটা তেমন কঠিন কথা নয়। বিশেষ, বাঙ্গালী বাগানে ওভারহেড্ চার্জ্জ ইত্যাদি বাবদ্ খরচ খুব কম। অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন, ক্ষেতের দরের উপর লভ্যাংশ নির্ভর করে না; কারণ যে ক্ষেত আগে

৫০ হাজার টাকায় কিনা সম্ভব ছিল এখন তা কিনিতে তার চেয়ে ঢের বেশী টাকা লাগে। একটা কথা—হাজার একরে চা ফলানোর অর্থ দুই হাজার একরের জমি কিনা। কারণ, চায়ের বাগান ছাড়া আরও অনেক জমি থাকা আবশ্যক। কুলীদের ঘর তৈরী করিয়া দিতে হইবে, তাদের চাষবাসের জমি পর্য্যন্ত দিতে হইবে; কলকারখানা ইত্যাদি ও হাঁসপাতাল বাবদ্ জমি রাখিতে হইবে।

প্রঃ—আপনি কি মনে করেন চা-বাগানে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল? কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে যে, বাঙ্গালীর এই সমৃদ্ধি সত্য নয়, আর সত্য হইলেও বেশী দিন টিঁকিবে না। আপনার কি মনে হয়?

উঃ—আমি জানি যে, আমাদের বাগান সম্বন্ধে এই কথা রটানো হইয়াছে যে, আমাদের লাভগুলি কাগজের লাভ, সত্যকার লাভ নয়; এবং অল্প কয়েক বৎসরের ভিতরেই পতন আরম্ভ হইবে। কিন্তু আমি খুব জোরের সহিত বলিতে চাই এটা সত্য কথা নয়। শেয়ার মার্কেটে বাঙ্গালী চা-বাগানের স্থান নাই, তা লইয়া কেনা বেচা হয় না। কিন্তু তার কারণ অন্যত্র খুঁজিতে হইবে। কাগজের লাভ হইলে ২।১ বছর চড়া হারে লভ্যাংশ বিতরণ সম্ভবপর হইতে পারে; কিন্তু সে অবস্থায় বছরের পর বছর কেহ শতকরা ২০০।৩০০।৩৫০ টাকা দিতে পারে কি? চা-বাগানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই আমি মনে করি। তবে এজন্য চাই প্রধানতঃ দুইটা জিনিষ:

(১) বাঙ্গালী ধনীদিগকে দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর হইয়া টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। বাস্তবিক, বাঙ্গালী চা-বাগান টাকার অভাবের জন্য যে কিরূপ ভুগিতেছে বলা যায় না। দেখুন, ভারতীয় চা-বাগানের সংখ্যা ১৯%, ক্ষেত্রের আয়তন ৫%, আর ফলন তার চেয়ে ঢের কম। ইহা হইতেই আমাদের দুর্দ্দশাটা বুঝিতে পারিবেন। সংখ্যায় শুধু বাড়িলে কি হইবে? ফলনের যৎসামান্য অংশমাত্র আমাদের।

(২) সর্ব্বদা দেখিতে হইবে যেন কোনপ্রকার মিস্-ম্যানেজমেণ্ট না ঘটে। এ জন্য খর-দৃষ্টি চাই, নির্ম্মম হিসাব-পরীক্ষা চাই। যেমন টাকা খাটাইব, তেমনি দেখিতে হইবে যেন টাকার সদ্ব্যবহার হয়।

প্রঃ—ভারতীয় চায়ের বাহির হইতে প্রতিযোগিতার ভয় নাই কি?

উঃ—হাঁ, সম্প্রতি দুনিয়ার বাজারে ভারতের এক জবর প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়াছে জাভা। আমরা জাভাকে ভয় করি। চিনি জগতে জাভা খ্যাতি লাভ করিয়াছে, চায়ের জগতেও জাভা অবিলম্বে একটা বড় স্থান গ্রহণ করিবে। আমাদের বিশেষ বিশেষ উৎকৃষ্ট স্থানে অতি কষ্টে ও চেষ্টায় একর প্রতি ১৫ হইতে ১৮ মণ চা উৎপন্ন হইতে পারে। আর জাভায় একর প্রতি ঐ পরিমাণ পাওয়া যায় গড়ে। ফলন বিষয়ে জাভা খুব বেশী অগ্রসর হইয়াছে।

প্রঃ—তবে কি জাভা দুনিয়ার বাজার হইতে ভারতকে অপসারিত করিবে?

উঃ—আমার তা মনে হয় না। চায়ের গুণাগুণ নির্ভর করে:

(১) রঙের উপর,

(২) গন্ধের উপর,

(৩) স্বাদের উপর।

এই তিন জিনিষ যত উন্নত ও উৎকৃষ্ট হইবে, বাজারে চায়ের কাটতি তত বেশী হইবে। জাভা রং বিষয়ে ভারতের সমকক্ষ বটে, হয়ত ভারতকে ছাড়াইয়া যাইবে। কিন্তু অন্য দুই বিষয়ে জাভা ভারতের পশ্চাতে রহিয়াছে, শীঘ্র যে সমকক্ষ হইবে তার সম্ভাবনাও নাই। কারণ, দেখা গিয়াছে দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার উপর এগুলি নির্ভর করে। যেমন, উৎকৃষ্ট দার্জ্জিলিং চা গন্ধে ও স্বাদে অতুলনীয় (পাউণ্ড সেইজন্য ৩০ পর্য্যন্ত দরে বিকায়) আর আসামের চায়ের রং চমৎকার (দাম ।৵০ অথবা ৸০)।

উভয় মিলাইয়া তিনটার সমাবেশে উৎকৃষ্ট চা হয়। বস্তুতঃ স্বাদ ও গন্ধের শ্রেষ্ঠতা ভারতীয় চায়ের নিজস্ব। জাভা ত আর ভারতের জলবায়ু পাইবে না। সুতরাং এদিক্ দিয়া ভারতীয় চায়ের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা কম।

প্রঃ—চায়ের ব্যবসায় থাকিলে ব্যবসা-জগতের অন্য কোন্ কোন্ দিকে আমাদের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে করেন?

উঃ—কতকগুলি চা-সম্পর্কিত ব্যবসার নাম করিতেছি :—

(১) চায়ের জন্য বাক্স তৈরী। ১৯২৪ সনে ৩১ কোটি টাকার চা বিক্রী হইয়াছিল। আর গড়ে প্রতি বৎসর প্রায় ৭০ লক্ষ টাকার বাক্স কেনা হয়। অধিকাংশ বাক্স আসে ইংল্যাণ্ড হইতে। এই টাকাটা অনায়াসে দেশের মধ্যে থাকে, যদি বাক্স তৈরী করা যায়। এক বিলাতী কোম্পানী কুচবিহারের রাজাভাতখোয়ায় ১ কোটি টাকা মূলধন লইয়া বাক্স তৈরীর কারবার আরম্ভ করে। কিন্তু অ্যালায়েন্স ব্যাঙ্কের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই কারবার গুটাইতে হয়। কল, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি এখন মাটির দরে পাওয়া যাইতে পারে। কোন ধনী একবার অগ্রসর হইলেই হইল। যে বাঙ্গালী কোম্পানী ইহা কিনিয়াছিল তাহারা চালাইতে পারিতেছে না দুই কারণে, (ক) টাকার অভাবে, (খ) কলকব্জা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাবে।

(২) সার। ভারতের আমদানি সারের ⅓ অংশ বাঙ্গালা দেশ কিনে। বাঙ্গালা দেশে ৬০।৭০ লাখ টাকার যে সার আমদানি হয় তার প্রায় সবটা যায় চা-বাগানে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সার সাহেব কোম্পানীরা কিনে। বাঙ্গালী চা বাগান ৫০ হাজার টাকার সারও কিনে কিনা সন্দেহ।

(৩) সীসার পাত। চা বাক্স মুড়িবার জন্য ও ওয়াটার-প্রুফিং করিবার জন্য সীসার পাত আবশ্যক হয়। রাজাভাতখোয়ায় লেড অ্যাণ্ড টিম্বার মিলস্ বলিয়া একটি কোম্পানী এই অভাব পূরণের জন্য স্থাপিত হয়। বৎসরে দেড় লাখ টাকার সীসার পাত চা-বাগানের জন্য কিনা হয়। কলিকাতায় প্ল্যান্টার্স ষ্টোর্স্ এ জিনিষ যোগায়।

(৪) মেশিনারি ও হার্ডওয়েআরে বৎসরে গড়ে ৩৫ লাখ টাকা যায়। ইহা চা-বাগানের কাজে লাগে। দেশের লোকের হাতে এই সব তৈরী হইলে অতগুলি টাকা পাইতে পারি।

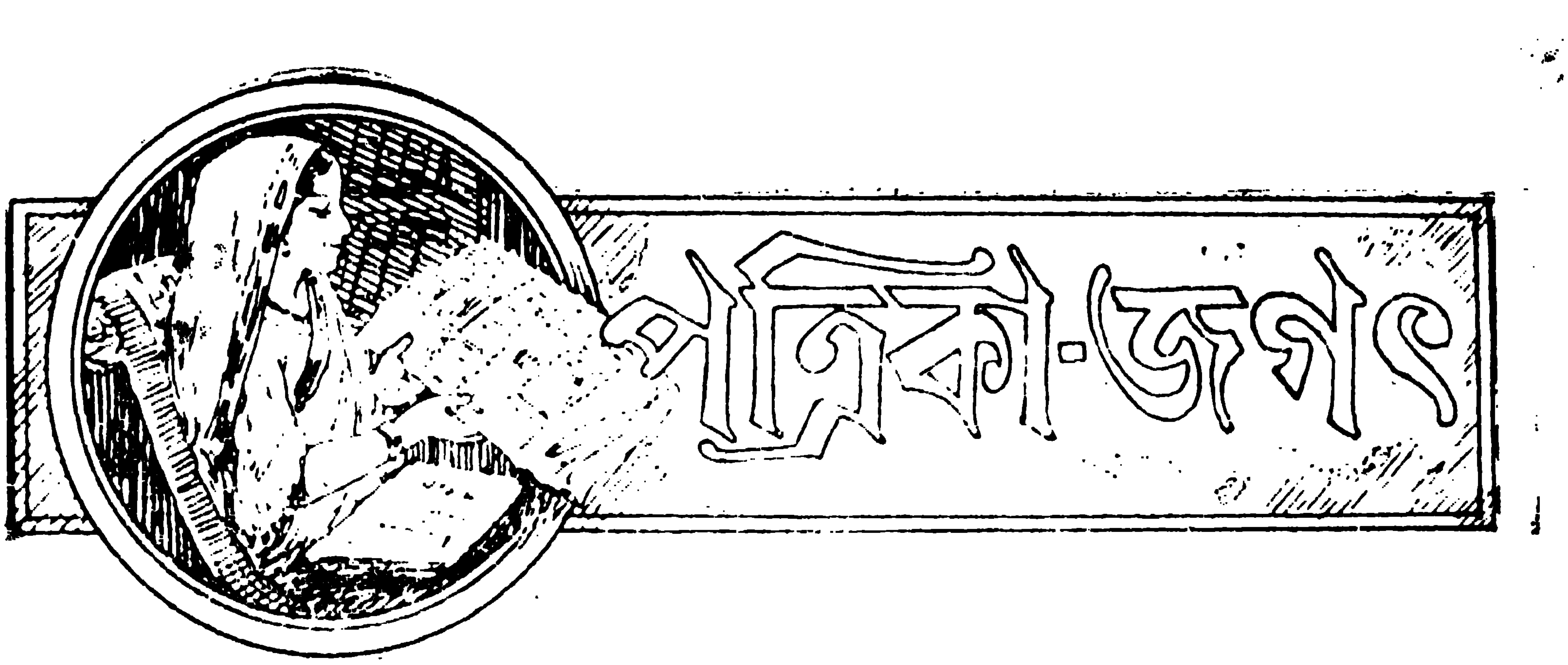

রেলপথ ও মাল-চলাচল

সি, এক্ষ্, "দি রেলরোড্স্ অ্যাট্ বে"; আমেরিকান্ মার্কারি, জানুয়ারী,১৯২৮—এই প্রবন্ধে মোটরের প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিবার জন্য রেলের নানা চেষ্টার কথা বিবৃত হইয়াছে।

সি, ডি, ক্যাম্প্‌বেল্, "রেলওয়ে ওনারশিপ্ অব্ ইন্‌ল্যাণ্ড ওয়াটারওয়েজ্", ইকনমিক্ জার্ণ্যাল, ডিসেম্বর, ১৯২৭—দেশের অভ্যন্তরস্থ জলপথসমূহ রেলের অধিকারে আসাতে বিলাতে কি ফল হইয়াছে তাহার বিবরণ।

এস্, ডাব্লিউ, ফস্, "রেলওয়ে ফিনান্সেস্ ইন্ নাইন্টিন্ টোয়েন্টি সেভ্‌ন্", রেলওয়ে এজ্ জানুয়ারী ৭, ১৯২৮—রেল কোম্পানীর শেয়ারের দাম, ডিভিডেণ্ডের পরিমাণ এবং নূতন বাহির করা শেয়ারসমূহের আলোচনা।

ডাব্লিউ, এচ্, ট্রেজার, "ব্রিটেন শ্লোলি রিকভারিং ফ্রম ষ্ট্রাইক্", রেলওয়ে এজ্, জানুয়ারী ৭, ১৯২৮। ১৯২৭ সনে বিলাতী রেলগুলার আয় ১৯২৫ সন অপেক্ষা কিছু বাড়িয়াছে। ১৯২৮ সনের জন্য ভাড়ার নূতন হার স্থির করা হইয়াছে।

এল্, জর্জ্জ, "লোকোমোটিভ্‌স্ অর্ডার্‌ড্ ইন্ নাইন্টিন্ টোয়েন্টি সেভন্", রেলওয়ে এজ, জানুয়ারী ৭, ১৯২৮। ১৯২৭ সনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৮৪৬টী ইঞ্জিনের অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল; গত ২৫ বৎসরের মধ্যে এত অল্পসংখ্যক ইঞ্জিন কেবল এক বৎসর ব্যতীত কোন বৎসরে অর্ডার দেওয়া হয় নাই।

ই, টি, হাউসন্, "কণ্টিনিউয়েশন্ অব্ লিবার‍্যাল্ ইম্প্রভ্‌মেণ্ট্ ফোরকাষ্ট্ ফর্ নাইন্টিন্ টোয়েন্টি এট্" রেলওয়ে এজ, জানুয়ারী ৭, ১৯২৮। ১৯২৭ সনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রেলের নূতন কার্য্যের জন্য ৭৫ কোটি ডলার খরচ করা হইবে অনুমান করা হইয়াছিল, ১৯২৮ সনেও ঠিক ঐ পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইবে অনুমান করা হইয়াছে।

এফ্, ডাব্লিউ, ক্রীগার, "ফ্রেট্ কার্ অর্ডার্স ইন্ নাইন্টিন্ টোয়েন্টি সেভ্‌ন্", রেলওয়ে এজ, জানুয়ারী ৭, ১৯২৮। ১৯২৭ সনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৭৪,৭৮৫টী মালগাড়ীর অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ১৯২৬ সনের অর্ডার অপেক্ষা কিছু বেশী।

"প্যাসেঞ্জার কার্ অর্ডার্স ইন্ নাইন্টিন্ টোয়েন্টি সেভ্‌ন্", রেলওয়ে এজ, জানুয়ারী ৭, ১৯২৮। ১৯২৭ সনে যুক্তরাষ্ট্রে ১৮০৩খানা যাত্রীগাড়ীর অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল। ১৯২১ সন হইতে কোন বৎসরে এত কম যাত্রীগাড়ীর অর্ডার দেওয়া হয় নাই।

জে, এচ্, পার্শেল, "এ রিভিউ অব্ রেলওয়ে অপারেশান্‌স্ ইন্ নাইন্টিন্ টোয়েন্টি সেভ্‌ন্, রেলওয়ে এজ, জানুয়ারী ৭, ১৯২৮। এই প্রবন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের রেল-কোম্পানীগুলার ১৯২৭ সনের কার্য্যাবলী আলোচিত হইয়াছে। ঐ বৎসর রেলগুলা যেরূপ দক্ষতার সহিত চালানো হইয়াছিল পূর্ব্বে কখনও তাহা সম্ভব হয় নাই। ১৯২৫-২৬ সনের তুলনায় আয়ের হ্রাস হইয়াছিল; মাল ও যাত্রী চলাচলও কমিয়াছিল।

এফ্, এম্, প্যাটার্সন্, "কনষ্ট্রাক্‌শান অ্যাক্টিভিটি কণ্টিনিউজ্", রেলওয়ে এজ্, জানুয়ারী ৭, ১৯২৮। ১৯২৭ সনে যুক্তরাষ্ট্রে ৭৭৯ মাইল নূতন রেলপথ খোলা হইয়াছে। ১৯২৬ সনে ১০০৫ মাইল নূতন রেলপথ খোলা হইয়াছিল।

এফ্, ডাব্লিউ সার্জেণ্ট, "আর উই ড্রিফ্‌টিং ব্যাক্ এগেন ? রেলওয়ে এজ্, নভেম্বর ১৯, ১৯২৭—এই প্রবন্ধে জনৈক রেলওয়ে প্রেসিডেণ্ট যুক্তরাষ্ট্রের রেল-শাসনপ্রণালীর সমালোচনা করিয়াছেন।

ডি, এ, ষ্টিল্, "রেলওয়ে মেটিরিয়্যাল অ্যাণ্ড সাপ্লাই কষ্ট্‌স্ ইন্ নাইণ্টিন্ টোয়েণ্টি সেভ্‌ন্" রেলওয়ে এজ্, জানুয়ারী ৭, ১৯২৮। ১৯২৭ সনে যুক্তরাষ্ট্রে রেলের মালপত্রের ও রেলগাড়ীর দর ১৯১৬ সন অপেক্ষা সাধারণতঃ অল্প ছিল ইহা এই প্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে।

আর্, টি, ওয়েলস, "ইকনমিকস্ অব্ মোটর ফ্রেট্ ট্রান্স-পোর্টেশান্", হার্ভার্ড বিজ্‌নেস্ রিভিউ, অক্টোবর ১৯২৭—মোটর মালগাড়ী ও রেল পরস্পর প্রতিযোগিতা না করিয়া সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলে কিরূপ লাভ হইতে পারে তাহার আলোচনা এই প্রবন্ধে স্থান পাইয়াছে।

এস্, কোজিমা, "দি এফেক্টস্ অব্ শিপিং কম্পিটিশান্ অন্ ফ্রেট্ রেট্‌স্", কিয়োটো ইউনিভার্সিটি ইকনমিক্ রিভিউ, জুলাই ১৯২৭—এই প্রবন্ধে রেলের ভাড়ার উপর জাহাজী প্রতিযোগিতার ফল দেখানো হইয়াছে; প্রসঙ্গতঃ "স্বাভাবিক দর-তত্ত্বের" আলোচনা করা হইয়াছে।

"ইণ্টার্ন্যাশন্যাল লেবার রিভিউ"

জেনেভার ইণ্টারন্যাশনাল লেবার আফিস হইতে প্রকাশিত মাসিক। জুন সংখ্যায় আছে (১) কয়লা-খনিগুলির কাজ-কারবারের অনুসন্ধান। কয়লা খনিগুলির শ্রম-অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য আন্তর্জ্জাতিক লেবার আফিস কর্ত্তৃক এক অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত হয়। ঐ কমিটি সম্প্রতি তাঁহাদের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে লেখক ঐ অনুসন্ধান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কয়লা-খনিগুলির বর্ত্তমান দুরবস্থা দূর করিবার জন্যই ঐ অনুসন্ধান চালান হয়। কয়লার খনিগুলিতে শ্রমজীবিগণের কার্য্য-ঘণ্টা ধার্য্য করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে কমিটি কতকগুলি মন্তব্য করিয়াছেন। কয়লা-শিল্পে যাহাতে অনিষ্টমূলক প্রতিযোগিতা দূর করা হয় সে সম্বন্ধেও ঐ কমিটি কতকগুলি দাওয়াই বাতলাইয়াছেন। (২) র‍্যাশনালিজম ও বেকার-সমস্যা। (৩) নব্য শিল্প ও গৃহ-শিল্প। (৪) রিপোর্ট ও অনুসন্ধান—শিল্পব্যাধি, আলকাতরা ও তৈল, কাচ-কারখানার শ্রমজীবিগণের সিফিলিস রোগ। (৫) ডেনমার্কের কৃষিকার্য্যে শ্রমহার। (৬) সামোয়ায় স্বায়ত্তশাসন ও জমিতে ব্যক্তিগত অধিকার। (৭) দক্ষিণ রোডেশিয়ার স্থানীয় শ্রম-অবস্থা, ইমিগ্রেশ্যান, ১৯২৭ সনের অবস্থা। (৮) কুইনস্‌ল্যাণ্ডে নেটিব লেবারের অবস্থা। মৎস্য-জাহাজগুলিতে শ্রমজীবী, শ্রমজীবিগণের ক্ষতিপূরণ, বালক ও স্ত্রী-মজুর। (৯) ডাচ ইণ্ডিজের শ্রম-অবস্থা। (১০) ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্, বিভিন্নদেশের পারিশ্রমিকের তালিকা পরিবর্ত্তন।

"দি আয়রণ অ্যাণ্ড কোল্ ট্রেড্‌স্ রিভিউ"

জুন ৮, ১৯২৮

বিলাতী কয়লার মজুর বনাম ইয়োরোপীয় কয়লার মজুর

ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার আফিস কর্ত্তৃক প্রস্তুত কয়লার ব্যবসা সম্বন্ধীয় একটী রিপোর্ট সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৯২৫ সনে বিলাতের কয়লার খনির মজুরের অবস্থা ইয়োরোপের অপর স্থানের কয়লার খনির মজুরের অবস্থা অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল।

বিলাতের ও ইয়োরোপের অন্যত্র কয়লার খনির মজুরেরা দৈনিক কত ঘণ্টা করিয়া খাদে কাজ করিত তাহার হিসাব এইরূপ :—

বিলাত—৬½ ঘণ্টা,
জার্ম্মাণি—৮ হইতে ৮½ ঘণ্টা,
ফ্রান্স—৭ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট,
পোল্যাণ্ড—৮ ঘণ্টা।

খনির উপরে দৈনিক কাজের ঘণ্টা বিলাতেই সর্ব্বাপেক্ষা কম ছিল। চেকোস্লোভাকিয়ার কাজের ঘণ্টা বিলাতের সমান ছিল।

যদি ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের কয়লার খনির মজুরদের উপার্জ্জনের ক্রয়-ক্ষমতা তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে ১৯২৫ সনে বিলাতের মজুর সর্ব্বাপেক্ষা

অধিক উপার্জ্জন করিত। বিলাতের মজুরের ক্রয়-ক্ষমতা ১০০ ধরিলে, অন্যান্য দেশের মজুরের ক্রয়-ক্ষমতা দাঁড়ায় এইরূপ :—

বেল্‌জিয়াম—৭৩,
রুষ্—৬৬,
ফ্রান্স—৬৬,
পোল্যাণ্ড—৫৪।

এই সকল অঙ্ক দেখিয়া মনে হয় যে, ১৯২৫ সনে যখন বিলাতের কয়লার খনিওয়ালারা ইয়োরোপের কম-মাহিয়ানায় বেশী-খাটানো মনিবদের সহিত প্রতি-যোগিতায় আঁটিয়া উঠিবার জন্য এবং বিদেশের বাজার বজায় রাখিবার জন্য মাহিয়ানা বাড়াইতে চাহিয়াছিল তখন (প্রবন্ধ লেখকের মতে) মজুরদের রাজী হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু মজুরেরা রাজী না হইয়া ধর্ম্মঘটের ভয় দেখাইল। গবর্মেণ্ট 'সাবসিডি'র বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের থামাইলেন। মোটের উপর ২ কোটি পাউণ্ড সাব্‌সিডি দিতে হইল। তাহার পর আসিল 'সার্ব্বজনীন' ধর্ম্মঘট ও সাতমাসব্যাপী কয়লার খনিসমূহে ধর্ম্মঘট; ইহাতে মোট লোকসান হইল ৫০ কোটি পাউণ্ডের উপর।

১৯২৬ সনের ধর্ম্মঘটের পর ইয়োরোপের কয়লার খনির মজুরদের দৈনিক কাজের ঘণ্টা ও মাহিয়ানার পরিমাণ অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার অফিস্ যে সময়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন তখন ২৫ সনের পরের অঙ্ক পাওয়া যায় নাই।

কয়লা-উৎপাদনে বিভিন্ন দেশের স্থান

উপরি উক্ত রিপোর্টে ১৯১৩ সনে ও বর্ত্তমানে কয়লা-উৎপাদনে জগতের বিভিন্ন দেশের স্থান সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ১৯১৩ সনের তুলনায় আজকাল জগতে কয়লা-উৎপাদন বাড়ে নাই বা কমে নাই। সেইরূপই আছে। তবে যে কয়টী দেশ পূর্ব্বে বেশী বেশী কয়লা উৎপাদন করিত তাহারা হটিতেছে, আর যাহারা পিছনে ছিল তাহারা অগ্রসর হইতেছে। বিলাত, জার্ম্মাণি ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের পূর্ব্বে জগতের মোট উৎপাদনের শতকরা ৮২ ভাগ যোগাইত। আজকাল মাত্র ৭৭ ভাগ যোগাইতেছে। কিন্তু ফ্রান্সের উৎপাদন যুদ্ধ-যুগের অপেক্ষা কমে নাই বরং বাড়িয়াছে। হল্যাণ্ড পূর্ব্বে কয়লা-উৎপাদক হিসাবে নগণ্য ছিল; এখন ইহার উৎপাদন বাড়িতেছে। অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, চীন অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিতেছে। ভবিষ্যতে ইহারা ইয়োরোপীয় দেশ সমূহের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইতে পারে এইরূপ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইষ্টার্ণ ইঞ্জিনিয়ার"

ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক বিলাতী মাসিক। জুলাই সংখ্যায় আছে:—(১) ইঞ্জিনিয়ার ও ম্যালেরিয়া। (২) টেক্‌নিক্যাল আইটেম। (৩) মেরিণের কথা, মিঃ এস্ এন হাজির কোষ্টাল রিজার্ভেশান বিল, "এথিন" মোটর জাহাজ জলে ভাসান, "এডেলা" তৈল ষ্টীমার জলে ভাসান, রেঙ্গুনে অগ্নিনিবারক মোটর ষ্টীমার। (৪) বোম্বাইয়ের জল সরবরাহের জন্য তানশান কন্ট্রিশান ওয়ার্কস। (৫) ইন্দো ইয়োরোপীয়ান টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্ট। (৬) হংকংএর চিঠি, সাংহাইতে নতুন বাস্ কোম্পানী, বাস্ কোম্পানী-গুলির আয়, সাংহাইএর যানবাহন, ইরিগেশানে বৈদ্যুতিক শক্তি, দুর্ভিক্ষ সাহায্য, চীন জাতীয় দলের মোসাবিদা। (৭) ভারতের তরুণ ইঞ্জিনিয়ারদের জ্ঞাতব্য বিষয়। (৮) মোটর দুনিয়া। (৯) ভারতীয় রেল-গাড়ীতে যাতায়াতের সুবিধা। (১০) ভারতের খানা-গাড়ী। (১১) বিভিন্ন রেলওয়েগুলির কথা। (১২) কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর আয়। (১৩) ইনল্যাণ্ড ষ্টীমার ভেসেল্‌স্ অ্যাক্ট। (১৪) রেল-দুর্ঘটনা নিবারণ। (১৫) চীনা রেলওয়ে। (১৬) পার্শিয়ান রেলওয়ে। (১৭) বল্কান রেলওয়ে। (১৮) ইস্পাত স্লিপারের দাম। (১৯) জার্ম্মাণ রেলওয়ে ও ন্যাশনালিজেশান। (২০) রেলওয়ে সিগ্‌ন্যালের উন্নতি, অটোমেটিক সিগন্যাল। (২১) বি, বি, সি, আই রেলওয়েতে বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহার। (২২) রেলওয়ে রেট ও ভারতীয় শিল্প। (২৩) ব্রিটিশ রেলওয়েতে রোমান্স। (২৪) রেলওয়ে সার্ভিসে প্রতিযোগিতা। (২৫) ভারতীয় রেল ও শিল্প-বাণিজ্য।

শিল্প-সঙ্ঘসমূহের শাসন

আধুনিক জগতে নানা শিল্পে যে নানা বিরাট সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতেছে এইগুলাকে ভাল করিয়া না বুঝিলে আধুনিক আর্থিক জীবনই বুঝা হয় না। অধ্যাপক ওয়াট্‌কিন্স প্রণীত "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কম্বিনেশান্‌স্‌ অ্যাণ্ড পাবলিক্‌ পলিসি—এ ষ্টাডি অব্‌ কম্বিনেশানস্‌, কম্পিটিশান অ্যাণ্ড পাবলিক ওয়েলফেয়ার" শীর্ষক একটী গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে (১৯২৭—বোষ্টনের হাউটন মিফ্‌লিন কোং, পৃঃ ১৯+৩৩১)।

এই গ্রন্থে শিল্পসঙ্ঘগুলির সকল দিক্‌ই আলোচনা করা হইয়াছে। শিল্প-সঙ্ঘগুলিকে বুঝিতে এই গ্রন্থ বিশেষ সাহায্য করিবে।

গ্রন্থের তিনটী ভাগ। প্রথম ভাগে আলোচনা করা হইয়াছে শিল্পগুলির সঙ্ঘবদ্ধ হইবার কারণ কি, কি উদ্দেশ্য লইয়া তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়, সঙ্ঘবদ্ধ হইলে যে সকল সুবিধা লাভের কথা ও ব্যয়হ্রাসের কথা বলা হয় তাহা কতদূর সত্য, শিল্পগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিলে বাজারদর ও সাধারণের ইষ্টানিষ্ট কিরূপ দাঁড়ায়। দ্বিতীয় ভাগে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটী শিল্পের সঙ্ঘস্থাপনের কি ফল দাঁড়াইয়াছে তাহার আলোচনা স্থান পাইয়াছে। তৃতীয় ভাগে শিল্প-সঙ্ঘ ও একচেটিয়া ব্যবসা-সম্বন্ধীয় আইন কিরূপভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে, বর্ত্তমান আইনই বা কিরূপ তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের শেষে শিল্প-শাসনের বিভিন্ন উপায়ের দোষগুণ আলোচনা করা হইয়াছে।

গ্রন্থকারের মতে শিল্প-শাসনের জন্য নিম্নলিখিত উপায় কয়টীমাত্র অবলম্বিত হইতে পারে:—

(১) সম্পূর্ণ স্বাধীনতা; (২) বাধ্যতামূলক প্রতিযোগিতা; (৩) বিধিবদ্ধ প্রতিযোগিতা; (৪) বিধিবদ্ধ একচেটিয়া; (৫) জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা। সাধারণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় শিল্পগুলির জন্য চতুর্থ বা পঞ্চম উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই নির্দ্দেশ যুক্তিসঙ্গত। মার্কিণযুক্তরাষ্ট্রে কৃষির দুরবস্থা দূর করিবার জন্য প্রথম বা দ্বিতীয় উপায়ের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই দুইটীর কোনটীর দ্বারা কৃষির উন্নতি হইবে কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অন্যান্য শিল্পের জন্য "বিধিবদ্ধ প্রতিযোগিতার" কথা বলা হইয়াছে; যুক্তরাষ্ট্রের তেল ও কয়লা-শিল্প প্রতিযোগিতার জন্য যথেষ্ট দুরবস্থা ভোগ করিতেছে। প্রতিযোগিতার স্থলে "বিধিবদ্ধ প্রতিযোগিতা" স্থাপিত হইলেই যে এই দুইটী শিল্পের উন্নতি হইবে সেরূপ মোটেই আশা করা যায় না।

যুক্তরাষ্ট্রে "ঘরোয়া" যুদ্ধের পর হইতে ব্যবসাদারদের দ্বারা শিল্পসমূহের উপর কর্ত্তৃত্ব' এবং 'সমাজ কর্ত্তৃক ব্যবসাদারদের শাসন' সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক বিবরণের একটী সুন্দর বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

আন্তর্জ্জাতিক মজুর-প্রতিষ্ঠান

মহাযুদ্ধের পর জগতে যে সকল নূতন নূতন আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান দেখা দিয়াছে তাহাদের মধ্যে "আন্তর্জ্জাতিক মজুর-প্রতিষ্ঠান"টী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত পল পেরিগর্ড "ইণ্টারন্যাশন্যাল্‌ লেবার্‌ অরগ্যানিজেশান্‌" (নিউইয়র্কস্থ ডি, অ্যাপ্‌ল্‌টন অ্যাণ্ড কোং কর্ত্তৃক ১৩২৬ সনে প্রকাশিত, পৃঃ ২৯+৩৩৯) শীর্ষক গ্রন্থখানি এই প্রতিষ্ঠানটীকে সকল দিক্‌ হইতে জানিতে ও বুঝিতে বিশেষ সাহায্য

করিবে। এই প্রতিষ্ঠান-সৃষ্টির মূল কারণসমূহ ইহার শাসন-প্রণালী, ইহা স্থাপনের ফল, ইহার বিরুদ্ধে যেসকল সমালোচনা হইয়াছে তাহাদের প্রত্যুত্তর, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত এই প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধের কথা, জগতের সর্ব্বত্র মজুরদের একই অভাব-বোধ ও একই আদর্শের প্রতি অনুরাগ, বিভিন্ন দেশের মজুরদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন ও দেশে দেশে ১৯১৯ সন পর্য্যন্ত তাহাদের রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি, মজুর-আইনের অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্ব এবং আন্তর্জ্জাতিক মজুর আইনের আরম্ভ—এই সকল বিষয়েরই আলোচনা অতি সুন্দর ও সন্তোষজনক হইয়াছে।

কিন্তু এই গ্রন্থের কয়েকটী বিশেষ দোষ রহিয়া গিয়াছে, সেগুলির উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। সংক্ষেপে সেই-গুলির উল্লেখ করা যাইতেছে—"আন্তর্জ্জাতিক মজুর প্রতিষ্ঠানে" কিরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থের একত্র সমাবেশ হইয়াছে তাহা এই গ্রন্থ পড়িয়া বুঝা যায় না; উহার 'সেক্রেটারিয়েটের' কার্য্যাবলীর বিবরণ নিতান্ত সংক্ষিপ্ত; "সভা" (কনফারেন্স) কর্তৃক কোন বিষয় আলোচিত হইবার পূর্ব্বে সেই বিষয়-সংক্রান্ত সকল ব্যাপারের অনুসন্ধানের জন্য 'সেক্রেটারিয়েট' কর্তৃক কিরূপ সুন্দর প্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে তাহার আলোচনা নাই; মজুরদের আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতা কমাইবার জন্য আন্তর্জ্জাতিক চুক্তির কথাও সম্যক্ বিশ্লেষিত হয় নাই। "আন্তর্জ্জাতিক মজুর-প্রতিষ্ঠান" ধনবিজ্ঞানের "তত্ত্বের" কিরূপ পরিবর্ত্তন নির্দ্দেশ করে তাহাও দেখান হয় নাই।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তৈল-নীতি

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তৈল ব্যবসার অবস্থা ভাল নহে। ইহার কারণ কি? অধ্যাপক জন্ আইজ একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন—ইহার নাম "দি ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ অয়েল পলিসি" (লণ্ডন, মিলফোর্ড; ১৯২৬; পৃঃ ৫৪৭; ৫ শি)। এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, তৈল ব্যবসার দুরবস্থার কারণ হইতেছে এই যে, ব্যবসাটী সরকারের তাঁবে নাই, ব্যক্তিগত লাভের জন্য চালানো হইয়া থাকে। তৈল ব্যবসাতে যে শক্তি, অর্থ ও তৈলের অপচয় হইতেছে ও যেসকল আনুষঙ্গিক সামাজিক কুফল দেখা যাইতেছে তাহার উপরি উক্ত কারণ ছাড়া অন্য কারণ নাই। গ্রন্থকারের মতে তৈল ব্যবসার উপর ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর প্রভাব মন্দ না হইলেও উহা আরও ভাল হইতে পারিত।

গ্রন্থখানিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান তৈলক্ষেত্রের ইতিহাস স্থান পাইয়াছে। তৈলক্ষেত্রগুলি আর কতদিন তৈল দিতে পারিবে তাহার আন্দাজ করা হইয়াছে। উপসংহারে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, গবর্মেণ্টের অধীনে যেসকল তৈলক্ষেত্র আছে সেগুলি সযত্নে রক্ষিত হওয়া উচিত।

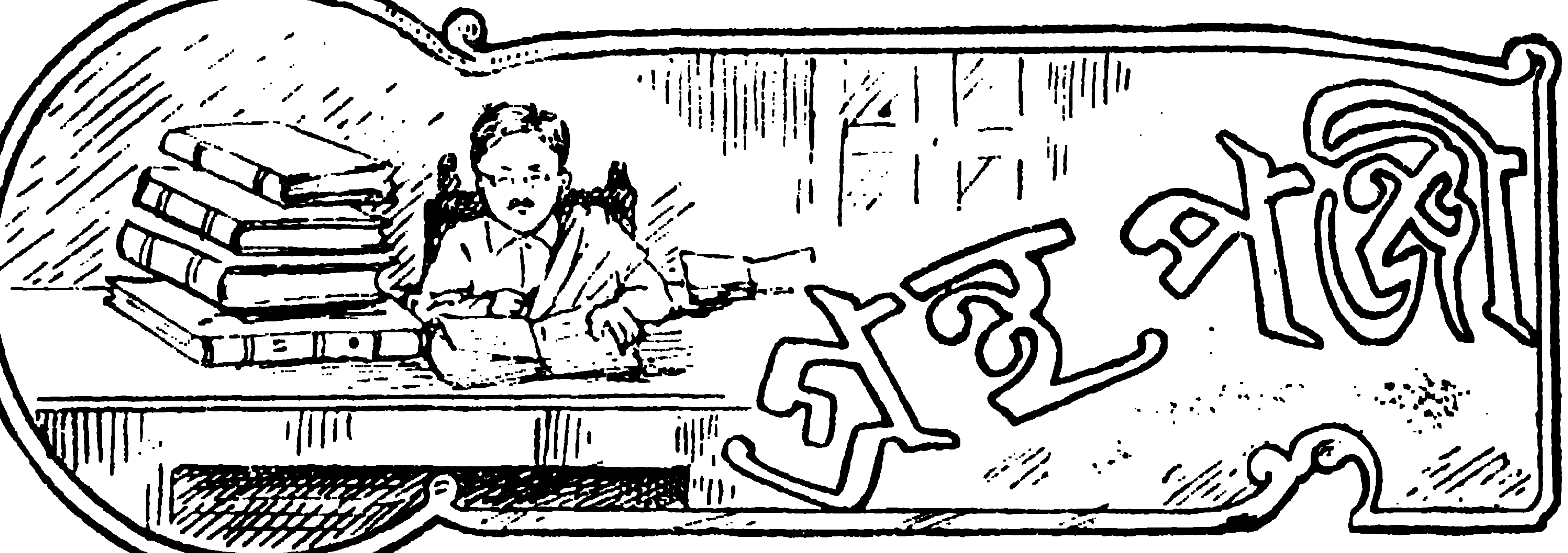

১। "দি বিহেভিয়ার অব্ প্রাইসেস" (দরের উঠা নামা)—ফ্রেডারিক সি, মিলস; ন্যাশনাল বিউরো অব্ ইকনমিক্ রিসার্চ্চ, নিউ ইয়র্ক সিটি; ৫৯৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ৭ ডলার।

২। "ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ট্র্যান্জিশান ইন জাপান" (জাপানের শিল্প-বিপ্লবের যুগ)—এম্, হল্যাণ্ড; ন্যাশনাল রিসার্চ্চ কাউন্সিল, নিউইয়র্ক; ৫১ পৃষ্ঠা; ১৯২৭।

৩। "চায়নাজ্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ অ্যাণ্ড ফিনান্স" (চীনের শিল্পসমূহ ও রাজস্বের কথা)—চাইনিজ গবর্মেণ্ট বিউরো অব্ ইকনমিক্ ইনফর্মেশান, পিকিন; ১৪+২৩৮ পৃষ্ঠা; ১৯২৭।

৪। "ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট অব্ দি ইউনাইটেড ষ্টেট্স" (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক উন্নতি)—আই, লিপিনকট; অ্যাপলটন নিউইয়র্ক; ২২+৭৭১ পৃঃ; ১৯২৭।

৫। "দি ইকনমিক্ অর্গ্যানিজেশান অব্ দি সোভিয়েট্ ইউনিয়ান" (সোভিয়েট ইউনিয়ানের আর্থিক গড়ন)—এস, নিয়ারিং ও জে, হার্ডি; ভ্যানগার্ড প্রেস, নিউইয়র্ক; ২২+২৪৫ পৃষ্ঠা; ৫০ সেণ্ট; ১৯২৭।

৬। "ষ্টাডিজ ইন দি ল্যাণ্ড রেভিনিউ হিষ্টরি অব্ বেঙ্গল, ফ্রম্ সেভ্নটিন সিক্সটি নাইন টু সেভনটিন এটি-নাইন" (১৭৬৯ হইতে ১৭৮৯ পর্য্যন্ত বাংলার ভূমিরাজস্বের ইতিহাসের আলোচনা)—আর, বি, র‍্যাম্স্বোথাম; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউইয়র্ক; ৩ ডলার ৫০ সেণ্ট ১৯২৭।

৭। "ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল প্রোগ্রেস অ্যাণ্ড রেগুলেটারি লেজিস-লেশান ইন নিউইয়র্ক ষ্টেট্" (নিউইয়র্ক রাষ্ট্রের শিল্প-বিষয়ক উন্নতি ও শিল্পসম্বন্ধীয় আইনকানুন)—ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কনফারেন্স বোর্ড, নিউইয়র্ক; ১৪+১৪৮ পৃষ্ঠা; ২ ডলার ৫০ সেণ্ট; ১৯২৭।

৮। "কার্ল মার্কসেস্ ইণ্টারপ্রিটেশান অব্ হিষ্টরি" (কার্ল মার্কসের মতে ইতিহাসের ব্যাখ্যা)—এম্, এম্ বোবার; হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কেম্ব্রিজ; ১০+৩৭০ পৃষ্ঠা; ৩ ডলার ৫০ সেণ্ট; ১৯২৭।

৯। "ইকনমিক অ্যাস্পেকটস অব কেন সুগার প্রোডাকশান" (আক হইতে চিনি উৎপাদনের আর্থিক দিক্)—এফ্, ম্যাক্সওয়েল; নরম্যান রজার, লণ্ডন; ৮+২০০ পৃষ্ঠা; ১২ শিলিং ৬ পেন্স; ১৯২৭।

১০। "এসেনশ্যালস অব্ ইণ্টারন্যাশন্যাল ট্রেড" (বহির্ব্বাণিজ্যের প্রধান কথাগুলার আলোচনা) দ্বিতীয় সংস্করণ—এস, লিটম্যান; উইলি, নিউইয়র্ক; ১২÷৩৮০ পৃষ্ঠা; ৩ ডলার ৫০ সেণ্ট; ১৯২৭।

১১। "সোশ্যাল অ্যাস্পেক্টস অব দি বিজ্নেস সাইকল" (বাণিজ্য-চক্রের সামাজিক প্রভাব)—ডি, এস, টমাস; নফ্, নিউ ইয়র্ক; ১৪+২১৭ পৃষ্ঠা ১৯২৭।

১২। "অ্যাংগ্লো সোভিয়েট ট্রেড্, নাইণ্টিন্ টোয়েণ্টি টু টোয়েণ্টি সেভ্ন" (১৯২০ হইতে ১৯২৭ পর্য্যন্ত ইঙ্গ-রুশ বাণিজ্য)—ট্রেড্ অ্যাণ্ড এঞ্জিনিয়ারিং রিভিউ, লণ্ডন; ৪৪ পৃষ্ঠা; ১৯২৭।

১৩। "মেন ষ্ট্রীট অ্যাণ্ড ওয়াল ষ্ট্রীট"—উইলিয়াম্ জেড্ রিপ্লি লিটল্ ব্রাউন, বোষ্টন; ৭+৩৫৯ পৃষ্ঠা; ২ ডলার ৫০ সেণ্ট; ১৯২৭।

১৪। "দি ইকনমিক সিষ্টেম" (বর্ত্তমান আর্থিক প্রণালীর আলোচনা)—জি, ডি, এচ, কোল; লংম্যানস্ গ্রীন; ১ শিলিং।

পরিষৎ-গ্রন্থাগার

ভারতীয় আর্থিক বৎসরের ঋতুভেদ

বর্ষার আর্থিক তত্ত্ব

বর্ষাই ভারতের প্রাণ। ইহার ভাল মন্দের উপরেই কৃষি-প্রধান ভারতের ভালমন্দ নির্ভর করে। উপযুক্ত পরিমাণে বর্ষা হইলে দেশের অবস্থা ফিরিয়া যায়। কাজেই এসময়ে দেশী কি বিদেশী সমস্ত বাণিজ্যও খুব জোরের সহিত চালান যায়। ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গবর্মেন্টের আয়ও রীতিমত বাড়িয়া যায়। সুতরাং গবর্মেন্টের আয়ও বর্ষার উপর নির্ভর করে। দেশের ব্যবসায়ীরাও ইহার ফলে ব্যবসায় বেশ লাভ করিয়া থাকে। মোট কথা দেশের সব রকমের অবস্থাই বর্ষার ফলে ফিরিয়া যায়।

মে মাসের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত সাধারণতঃ বর্ষা থাকে। এসময়ে অতিরিক্ত বর্ষার জন্য সব কাজকর্ম্ম এক রকম বন্ধ হইয়া যায়। ব্যবসায় মন্দা পড়ার জন্য এসময়ে দেশের আর্থিক অবস্থাও একটু মন্দার দিকে আসে। এ জন্য বর্ষার এই কয় মাসকে "শ্লাক সিজন্" বাণিজ্যের প্রতিকূল সময় বলা হইয়া থাকে। বৎসরের প্রথম দিকে পাট খরিদের তেমন সুবিধা না থাকায়, মফঃস্বল থেকে সমস্ত টাকা সহরে চলিয়া আসে।

ফালতো টাকা

মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত কখনও কখনও বা এপ্রিলের শেষ পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে তূলার ব্যবসায়, পাঞ্জাবে গমের ব্যবসায় এবং বর্ম্মায় চাউলের ব্যবসায় খুব টাকা খাটে। মে মাসের প্রথম থেকেই বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসাও মন্দা পড়িয়া যাওয়ায় টাকা আর কোন বিষয়ে খাটিতে পারে না। ফলে এ সময় থেকে অক্টোবর-নভেম্বর পর্য্যন্ত ব্যবসায়ীদের হাতে প্রচুর পরিমাণ ফালতো টাকা জমিয়া যায়। ভাল বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে পাট বেশী জন্মিলে অক্টোবর মাসে এই ফাল্‌তো টাকাটা কাজে আসিয়া যায়। পাট যদি সকাল সকাল হইয়া পড়ে, তবে টাকার টান অক্টোবর মাসের গোড়া থেকেই আরম্ভ হয়।

ব্যবসায় মন্দা

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বর্ষার চার মাস সমস্ত ব্যবসা মন্দার দিকে থাকে। বস্তুতঃ, এই সময় ব্যবসার অবস্থা মন্দ থাকিলেও, ব্যবসার ভাল মন্দ এই বর্ষার উপরেই নির্ভর করে। কোন রকমে দিন আনা দিন খাওয়া যোগাইতে যৎটুকু দরকার তার বেশী কাজ-কর্ম্ম এ সময়ে হইয়া উঠে না। বর্ষাটা খুব ভাল ভাবে হইলেই পরে ব্যবসার অবস্থা বেশ ফিরিয়া যায়।

ব্যবসার মন্দা এবং টাকার টান বেশী না থাকায় "এক্সচেঞ্জ"ও এ সময় কাহিল হইয়া পড়ে।

কোম্পানীর কাগজ

অন্য কোন দিকে টাকা খাটানোর সুবিধা না পাইয়া লোকে তখন কোম্পানীর কাগজেই টাকা ঢালিতে আরম্ভ করে। এ সময়ে কোম্পানীর কাগজের খুব কাটতি দেখা যায় এবং দামও এ সময় যথাসম্ভব বাড়িয়া যায়। সুযোগ বুঝিয়া এই সময় গবর্মেন্ট ও অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি টাকা লাগানোর আর কোন পথ না পাইয়া খুব ধার ছাড়িতে আরম্ভ করে। কোম্পানীর কাগজের দাম তখন বাড়িতে আরম্ভ করে। ব্যাঙ্ক এবং পুঁজিপতিরাও তখন তাদের ফালতো টাকা ফেলিয়া রাখার চেয়ে সে সমস্ত কোম্পানীর কাগজে লাগানো ভাল মনে করে।

শীতের বাজার

বর্ষার পরে যখন শীতের বাজার আসে তখন ব্যবসা আবার ফাঁপিতে আরম্ভ করে, এক্সচেঞ্জের নতুন জীবন ফিরিয়া আসে, টাকার বাজার তখন আবার গরম হইয়া

পড়ে, সমস্ত ব্যবসায়ীরাই তখন আবার ব্যস্ত হইয়া পড়ে। সাধারণ কথায় শীতের নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্য্যন্ত ব্যবসার বাজার খুব "কালু" আর টাকার বাজার খুব "কষা" হইয়া পড়ে। মোট কথা শীতের বাজারে যেন একটা চঞ্চলতার সাড়া পড়িয়া যায়। সমস্ত বাজার বর্ষাকালের জড়তা ভাঙ্গিয়া এ সময়ে যেন নতুন উদ্যমে কাজে মাতিয়া যায়।

ঋতু-পরিবর্ত্তন ও টাকার বাজার

বিগত তিন বৎসরের প্রতি মাসে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার হাতে সমস্ত খরচ খরচা বাদ দিয়া কত টাকা বাঁচিয়াছিল তাহা নীচের হিসাব থেকে বুঝা যাইবে :—

	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮
এপ্রিল	২০,১৬ লক্ষ	২৫,৩১ লক্ষ	১৫,৩১ লক্ষ
মে	২১,৬৪ "	৩২,৮৫ "	১৪,৯৪ "
জুন	৩৩,৯৮ "	৪১,৪৪ "	১৮,৯৫ "
জুলাই	৪৬,৮৬ "	৫৬,৫৭ "	৩২,৪৬ "
আগষ্ট	৪২,৭৩ "	৫৯,০৬ "	৩২,২২ "
সেপ্টেম্বর	৩১,৯৩ "	৫০,৩৯ "	৩০,৩৭ "
অক্টোবর	২৪,৯৬ "	৪৩,৪০ "	২৮,০৯ "
নভেম্বর	২১,৬০ "	৩৭,৩৯ "	২৪,৭০ "
ডিসেম্বর	১৬,৮২ "	২০,৯২ "	১০,৯৬ "
জানুয়ারী	১৭,৬৭ "	১৭,০০ "	১৩,৬০ "
ফেব্রুয়ারী	১৭,৯৯ "	১৬,২২ "	১৪,০৩ "
মার্চ্চ	২৫,২৩ "	১৮,৮০ "	১১,৬৭ "

১৯২৭ সনের মার্চ্চ মাসে ব্যাঙ্কের সুদের হার ছিল শতকরা ৭ টাকা। এই সময় হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ঘর থেকে টাকা বাহির হওয়ার পরিমাণ ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে হাতের টাকাও বাড়িতে সুরু হয়। এই এপ্রিল মাসে গবর্মেণ্টের কারেন্সি থেকে ব্যাঙ্কে ১০,৩৩ লক্ষ টাকা তুলিয়া লওয়া হয়। এই সময় বোম্বাইয়ে তুলার চাষের কারবারে টাকার চাহিদা বেশী থাকায় ব্যাঙ্কের অল্প মিয়াদে ধারের টাকার সুদের হার ছিল শতকরা ৬ থেকে ৬॥ টাকা। কিন্তু মাসের শেষের দিকে কলিকাতায় এ সুদের হার অনেক কমিয়া গিয়াছিল। মে মাসে বিশেষতঃ কলিকাতায় টাকার চাহিদা কতকটা কমিয়া গিয়াছিল। ২রা জুন পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের সুদের হার শতকরা ৭ টাকা পর্য্যন্ত ছিল, তার পর শতকরা ৬ টাকা হইয়া যায়। গোটা জুন মাসটাতেই সমস্ত টাকা আবার অর্থকেন্দ্রে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। ফলে মাসের ২৩ তারিখের পর থেকে সুদের হার কমিয়া শতকরা ৫ টাকা হইল এবং মাসের শেষে ব্যাঙ্কের হাতে অনেক টাকা জমিয়া গেল।

জুলাই মাসে টাকার বাজার খুবই সহজ হইয়া পড়িল, এবং ব্যাঙ্কের সুদের হার শতকরা ৪ টাকায় নামিয়া অসিল। এমন কি মাসের ২৮ তারিখের পর থেকে টাকার বাজার এত নামিয়া গেল যে, অল্প মিয়াদী ধারের সুদ শতকরা ১॥০ টাকায় নামিয়া গিয়াছিল। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে অল্প কিছু দিনের জন্য পাটের বাজার হঠাৎ বাড়িয়া যাওয়ায়, টাকার কিছু টান পড়ে। ফলে ব্যাঙ্কের সুদের হার শতকরা ৪ টাকা থেকে ৫ টাকায় উঠিয়া যায়। কিন্তু পাটের বাজার আবার শীঘ্রই নামিয়া পড়ায় টাকার চাহিদাও অনেক কমিয়া যায়। ফলে টাকা আবার পূর্ব্বের মত সহজ হইয়া পড়ে ও ব্যাঙ্কের অল্প মিয়াদী ধারের সুদের হার শতকরা ১॥০ থেকে ২৲ টাকা হয়। সমস্ত অক্টোবর ও নভেম্বর মাস ভরিয়া এ অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।

নভেম্বর মাসে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের হাতে সঞ্চিত টাকা কমের দিকে আসিতে থাকায় ডিসেম্বরে যে ব্যবসা আবার জোর চলিবে, ফলে টাকারও টান ধরিবে এটা স্পষ্টই বোঝা গেল। ডিসেম্বর মাসের ৮ তারিখে ব্যাঙ্কের সুদের হার শতকরা ৫ টাকা থেকে ৬ টাকায় উঠিল এবং ২২ তারিখে একেবারে ৭ টাকায় উঠিয়া গেল। জানুয়ারী মাসে অল্প মিয়াদী ধারের সুদ শতকরা ৬ টাকা ছিল। বৎসরের বাকী কয় মাস (অর্থাৎ মার্চ্চ পর্য্যন্ত) টাকার বাজার খুবই কষা ছিল। এ সময়ে বোম্বাইয়ে অল্প মিয়াদী ধারের সুদ ছিল শতকরা ৬ টাকা থেকে ৬॥০ টাকা পর্য্যন্ত। মার্চ্চের শেষের দিকে টাকার চাহিদা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে এ সময়ে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের হাতে মাত্র ১১,৬৭ লাখ টাকা উদ্বৃত্ত ছিল।

রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

ক্যাপিট্যাল লেভি (সম্পত্তির উপর চড়া হারে এককালীন কর)

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম, এ, বি, এল

মহাযুদ্ধের সময়ে বিলাতে মজুরদের উপর খাজনার হার ক্রমাগতই বাড়িতেছিল। সমর-ঋণও বাড়িতেছিল। ইহা দেখিয়া ১৯১৬ সনে সিড্‌নি ওয়েব্ তাঁহার "এ রেভোলিউশান্ ইন্ ইন্‌কাম্ ট্যাক্স" নামক গ্রন্থে প্রস্তাব করেন যে, এক সঙ্গে এমন মোটা টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য যাহার সাহায্যে সমর-ঋণ একেবারে মিটান যাইতে পারে বা অনেকটা কমান যাইতে পারে; নতুবা সমর-ঋণের সুদের বোঝা বহুবর্ষ যাবৎ জাতিকে বহিতে হইবে। এই জন্য তিনি প্রস্তাব করেন যে, সকলপ্রকার ব্যক্তিগত মূলধন হইতে শতকরা ১০ ভাগ হিসাবে রাজস্ব লওয়া কর্ত্তব্য। ১৯১৯ সনে মজুরদল এই নূতন করের সমর্থন করে। ১৯১৯ সনে বিলাতের রাজস্ব-সচিব (অষ্টেন চেম্বারলেন) পার্ল্যামেণ্টে বাজেট পেশ করিবার সময় এই প্রকার করের বিরুদ্ধে বলেন যে, উহাতে 'ধন সঞ্চয়' কমিয়া যাইবে, ধন-সঞ্চয় না হইলে শিল্প-কারবারের সমূহ ক্ষতি হইবে। ঐ বৎসরই 'ফিনান্স বিল' পার্ল্যামেণ্টে দ্বিতীয়বার পঠিত হইবার সময় 'ক্যাপিট্যাল লেভি'সংক্রান্ত একটি সংশোধিত প্রস্তাব আনা হয়; কিন্তু ইহা ভোটে হারিয়া যায়।

১৯২০ সনে হাউস অব্ কমন্স্ একটি 'সিলেক্ট কমিটি' গঠন করেন। এই কমিটির কর্ত্তব্য ছিল যুদ্ধের সময়ে যাহারা লাভ করিয়াছে কেবল তাহাদের উপর বিশেষ উচ্চ হারে কর আদায় করা যায় কিনা বিবেচনা করা। এই প্রস্তাব "ক্যাপিট্যাল লেভি"র প্রস্তাব হইতে কিছু বিভিন্ন। এই প্রস্তাবে "ক্যাপিট্যাল লেভি"র মত সম্পত্তির কিছু অংশ লইবার কথা থাকিলেও, ইহা কেবল যুদ্ধের জন্য যাঁহারা ধনী হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহাদেরই উপর বলবৎ হইবার কথা হয়। কিন্তু "ক্যাপিট্যাল লেভি"তে কে যুদ্ধের জন্য ধনসঞ্চয় করিয়াছে আর কে তাহা করে নাই তাহা বিবেচনা করিবার আদৌ দরকার নাই। যাহা হউক, কমিটি মত দেন যে, এইরূপ ধরণের কর আদায়ের পথে যে সকল বাধা আছে সেগুলি একেবারে দুর্লঙ্ঘ্য নহে। তবে এই ধরণের খাজনা আদায় করা সঙ্গত হইবে কিনা সে বিষয়ে তাহাদের সন্দেহ আছে। এই কমিটির সিদ্ধান্তগুলা শেষ পর্য্যন্ত কোন কাজেই লাগিল না। রাজস্ব-সচিব মহাশয় কমিটির মন্তব্য-অনুসারে একটি বিল প্রস্তুতের অনুমতি দেন; কিন্তু পার্ল্যামেণ্টে এই কর সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের সময় তিনি অসম্মতি জানাইলেন।

প্রথম হইতেই বিলাতের ধনী সম্প্রদায় 'ক্যাপিট্যাল লেভির' বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে এই প্রকার কর-আদায়ের ফলে শিল্প-বাণিজ্যের জন্য মূলধন পাওয়া শক্ত হইবে। তাঁহারা বলিলেন যে, শীঘ্র ঋণ মিটাইবার উপায় হইতেছে 'আয়ের' উপর বা 'লাভের' উপর ('মূলধন'—যাহা হইতে 'আয়' বা লাভ পাওয়া যায় তাহার উপর নহে) অধিকতর উর্দ্ধহারে করস্থাপন করা কর্ত্তব্য।

১৯২৪ সনে মজুরদল বিলাতের শাসন-যন্ত্র নিজেদের দখলে আনিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহারা যে করের জন্য এতদিন আন্দোলন করিয়া আসিতেছিলেন সেই কর স্থাপন করিতে পারিলেন না। ইহার কারণ দুইটী :—(১) অধিকতর জটিল নানা সমস্যায় মজুর-দলকে মন দিতে হয়; (২) যে 'উদার নৈতিক' দলের সাহায্য ব্যতীত মজুরদলের প্রাধান্য বজায় রাখা অসম্ভব ছিল, সেই 'উদার নৈতিক' দল এই করের বিরুদ্ধে ছিলেন।

১৯২৭ সনের প্রারম্ভে 'জাতীয় ঋণ ও রাজস্ব' সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য একটী কমিটি (কেল্‌উইন্ কমিটি) গঠন করা হইয়াছিল। এই কমিটির অধিকাংশ সভ্য 'ক্যাপিট্যাল লেভি'র বিপক্ষে মত দেন। 'ক্যাপিট্যাল লেভি'র ফলে বাজার-দর, শেয়ারের দাম, গবর্মেণ্টের ঋণের সুদের হার ও বিদেশে ঋণ-বিষয়ে 'পসার' কিরূপ দাঁড়াইবে তাহার

আলোচনা করিয়া তাঁহারা বলেন যে, শিল্প-কারবারের উপর কর স্থাপনই জাতীয় ঋণ মিটাইবার একমাত্র উপায়। যুদ্ধের পরে মজুরদের জীবন-যাত্রার মাপকাঠি নামে নাই। সুতরাং তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের সাধ্যের অতীত কর আদায় করা হয় নাই এবং আরও আদায় করিলে অন্যায় হইবে না।

কমিটির জন কয়েক মেম্বার কিন্তু অধিকাংশের মতে মত দেন নাই। তাঁহারা নিজেদের মত জাহির করিয়া একটি 'মাইনরিটি রিপোর্ট' লিখেন। তাঁহারা বলেন যে 'ক্যাপিট্যাল লেভি' আদায় করা ন্যায়সঙ্গত। আদায় করা অত্যন্ত দুরূহ হইলেও অসম্ভব নহে। যদি জনসাধারণের অধিকাংশ, যাহারা কর দিবে তাহারা এবং ব্যাঙ্কগুলি (কর আদায়ের জন্য যাহাদের সাহায্য একান্ত আবশ্যক) এই করের সমর্থন করে, তাহা হইলে ইহা আদায় করা শক্ত হইবে না। ঠিক যুদ্ধের পরে এই কর-আদায়ের সুবিধা আরও বেশী ছিল। কারণ জাতির জীবন যত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিতে থাকে ততই এই ধরণের বিরক্তিজনক কর আদায় শক্ত হইয়া উঠে। যাহা হউক সাধারণের আপত্তি না থাকিলে ১৯২৭ সনেও এই কর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

তবে যদি 'ক্যাপিট্যাল লেভি' স্থাপন করা নিতান্তই অসম্ভব হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের মতে নিম্নলিখিত একটী নূতন কর স্থাপন করা যাইতে পারে:—(১) যাহাদের বার্ষিক আয় ৫০০ পাউণ্ডের উপর তাহাদের নিকট এই কর আদায় করা হইবে; (২) এই কর 'খাটানো টাকার' আয় ও 'সম্পত্তির' আয় উভয় প্রকার আয়ের উপরই স্থাপিত হইবে; (৩) করের 'হার' আয়ের পরিমাণ-বৃদ্ধির সহিত বাড়িতে থাকিবে; (৪) নূতন করের 'হার' বর্ত্তমান আয়-কর ও 'সুপার ট্যাক্স' উভয়ের হার যে পরিমাণে বাড়ে অন্ততঃ সেই পরিমাণে বাড়িবে। মোটের উপর এই কর হইতে বার্ষিক ১০ কোটি পাউণ্ড আয় হইবে অনুমান করা হয়।

'ক্যাপিট্যাল লেভির' সহিত প্রস্তাবিত নূতন করের পার্থক্য অনেক। ইহা মোটের উপর আর একটী উচ্চতর হারের আয়-কর ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু ক্যাপিট্যাল লেভি' আয়ের উপর কর নহে, যে মূলধনের সাহায্যে 'আয়' লাভ হয় ইহা সেই মূলধনের একটু মোটা অংশ লাভ করিবার চেষ্টা।

১৯২৭ সনের অক্টোবর মাসে 'ব্ল্যাক্‌পুলে' মজুরদলের বার্ষিক সভায় উপরি উক্ত নূতন করের সমর্থন করা হয়। যিনি প্রস্তাবটী তুলেন তিনি দেখান যে, এই নূতন করের সুবিধাগুলি এইরূপ:—

(১) জাতীয় ঋণ শীঘ্র শোধ করা সম্ভব হইবে; (২) দরিদ্রের খাদ্যের উপর উচ্চ হারে যে কর বসিয়াছে তাহা তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে; (৩) বিলাতের সমর-ঋণের বেশীর ভাগ বিলাতেরই ধনীদের প্রাপ্য; যদি 'ক্যাপিট্যাল লেভি'র সাহায্যে তাহাদের সকল প্রাপ্য এখন চুকাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে টাকার দিক্ হইতে তাহারা ঠিক প্রাপ্যটী পাইলেও, বাজারদর ইতিমধ্যে কমার দরুণ টাকার ক্রয়-ক্ষমতা বাড়িয়া যাওয়াতে তাহারা তাহাদের প্রাপ্যের দ্বিগুণ পাইয়া যাইবে; 'ক্যাপিট্যাল লেভি'র পরিবর্ত্তে এই নূতন কর স্থাপন করিলে তাহারা এই অতিরিক্ত লাভটী করিতে পারিবে না; (৪) ৫০০০ পাউণ্ড বা তদতিরিক্ত মূলধনওয়ালা যে আড়াই লাখ লোকের নিকট হইতে ক্যাপিট্যাল লেভি আদায়ের প্রস্তাব হইয়াছিল তাহাদেরই নিকট হইতে এই নূতন কর আদায় হইবে; (৫) এই কর আদায়ের জন্য নূতন কোন প্রতিষ্ঠান খাড়া করিবার দরকার নাই; আয়করের বর্ত্তমান অফিসের সাহায্যেই ইহা আদায় করা চলিবে; (৬) টাকাওয়ালা লোকদের বা ব্যাঙ্কগুলার এই ধরণের করের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার সম্ভাবনা নাই; (৭) মজুরদল এইবার শাসন-যন্ত্রে অধিকার পাইলেই প্রথম বৎসরেই এই ধরণের কর স্থাপন করিতে পারিবে; (৮) গত ৭ বৎসরের মধ্যে বাজার-দর কমিয়া যাওয়ার দরুণ যাহাদের ধনসম্পত্তির দাম অত্যন্ত বাড়িয়াছে সেই সকল লোকের টাকা আরও অধিক পরিমাণে জনসাধারণের হাতে আসিবে।

অতি অল্পসংখ্যক মজুরই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়; ইহা দেখিয়া মনে হয় যে, আগামী "সাধারণ নির্ব্বাচনে" মজুরদলের প্রোগ্রামে এই করের প্রস্তাব বিশেষ স্থান পাইবে।

যাহা হউক মজুরদল এইবার 'ক্যাপিট্যাল লেভি'কে আপাততঃ মুলতুবি রাখিল। ভবিষ্যতে আর কখনও 'ক্যাপিট্যাল লেভির প্রস্তাব উঠিবে কিনা তাহা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

ইয়োরোপে ফ্রান্স ব্যতীত প্রায় সকল দেশেই মূলধন ও ধনসম্পত্তির উপর উচ্চহারে কর বসাইয়া স্ব স্ব জাতীয় ঋণ কমাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। ইংল্যাণ্ডে ইহা লইয়া বাদ-বিতণ্ডা হইয়াছে বিস্তর; 'তাত্ত্বিক' বিশ্লেষণও বড় কম] হয় নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হয় নাই। যে টুকু সম্ভাবনা ছিল তাহাও আপাততঃ লুপ্ত হইল।

মার্ক্যাণ্টিলিজম্ বা বাণিজ্যবাদ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্, এ, বি, এল, হাজারিবাগ

মধ্য যুগের পর দুই তিন শতাব্দী অর্থাৎ যোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রনেতারা ধন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল ধারণা পোষণ করিতেন তাহাকে "মার্ক্যাণ্টিলিজম্" আখ্যা দেওয়া হয়। তাঁহাদের সকল উক্তি মূলতঃ বাণিজ্য সম্বন্ধেই। বংলা পরিভাষায় এ সময়টাকে "বাণিজ্যবাদের" যুগ বলা যায়।

ইতালীয় পণ্ডিত সেরা ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম এই মত বাণিজ্যবাদ) তাঁহার পুস্তকে সন্নিবেশিত করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতেই বাণিজ্যবাদ সম্বন্ধে বিশেষ লেখা জোখা হইয়াছিল। পরে শিল্প বিপ্লব ও রাষ্ট্রীয়-স্বাধীনতার উন্মেষের সহিত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাণিজ্যবাদ বর্জ্জিত হইয়াছিল।

বাণিজ্য-বাদ প্রচলনের কারণ

প্রাচীন কালে ও মধ্যযুগে বিনিময়ের যথেষ্ট প্রচলন ছিল না। দেশের অভাব দেশই মিটাইত। সুতরাং শিল্প অপেক্ষা কৃষির প্রচলনই ছিল বেশী। যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করিতেছি সে সময়ে ধীরে ধীরে এই সবের পরিবর্ত্তন হইতেছিল। এই সময়ে অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য অত্যন্ত প্রসার লাভ করে। তাই রাণী এলিজাবেথের সময়েই ইংলণ্ড পশমের পরিবর্ত্তে পশম-নির্ম্মিত দ্রব্য-সম্ভার বিদেশে রপ্তানি আরম্ভ করে। কৃষির আকার ও তখন বদলাইতেছিল। স্বাধীন মজুরশ্রেণী ও মজুর-সমস্যা এবং প্রতিযোগিতাও দেখা দিতেছিল। বিতরণ-সমস্যার বীজ এইরূপে উপ্ত হয়। মধ্যযুগের কর্ত্তা ছিল রীতি ও আচার, বাণিজ্যবাদের যুগে এই রীতি ও আচার বজায় রাখিবার জন্য আইন বিধিবদ্ধ হইলেও চতুর্দ্দিকে ইহার বিরুদ্ধবাণীই শুনা যাইত। আসলে প্রতিযোগিতাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল।

মুদ্রা ব্যতিরেকে ব্যবসা বা বিনিময় প্রসার লাভ করে না। আমেরিকার রৌপ্যখনি (১৫৪০-১৬০০) এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। এ যুগের শেষাশেষি ব্যাঙ্ক কারবার এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল যে, ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যণ্ড প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব হইয়াছিল। স্বর্ণরৌপ্যের আমদানি ও মুদ্রা-পতনের জন্য পণ্যের দর চড়িয়া যায়। রাজ দরবারের খরচেরও অন্ত ছিল না। এবং সরকারের অভাব-বৃদ্ধির সহিত রাজস্ব হইতেই সরকারী খরচ নির্ব্বাহ করা সম্ভব হইতেছিল না; সুতরাং কর বসাইতে হইয়াছিল।

দেশের ধন বাড়ানোই মার্ক্যাণ্টিলিষ্টদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশের শক্তি বাড়ানো। তাঁহারা বলিতেন যে মৎস্য-শিল্প সংরক্ষণ হওয়া চাই এবং জাহাজের মাশুলও উচ্চ হওয়া চাই। জাহাজই দেশের মান রাখিবে ও দেশকে নিরাপদ করিবে।

অর্থনীতির দিক্ হইতে রাষ্ট্রের মূলকথা হইতেছে রাষ্ট্র-গঠন। এই রাষ্ট্র-গঠনে দুইটী সমস্যা দেখা দেয়—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য। আভ্যন্তরীণ হইতেছে দেশের

আর্থিক সমস্যা আর বাহ্য হইতেছে বিদেশী উদীয়মান জাতিদের সহিত দ্বন্দ্ব। যদিও দেশের উন্নতিসাধনই বাণিজ্য-বাদীদের উদ্দেশ্য, তথাপি বাহ্য দিক্‌টার প্রতিই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল বেশী।

স্থায়ী সৈন্যবৃদ্ধি ও বাজারদর উঠার সহিত রাষ্ট্রের অভাবও বৃদ্ধি পায়। সপ্তদশ শতাব্দী লাগায়েৎ যুদ্ধের রূপ পরিবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বে হস্তযুদ্ধই বেশী হইত এবং সাহসী বীরের দলই জয়ী হইত। কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে বীরের দল জয়ী না হইয়া যে দলের খাদ্য, বস্ত্র, ও বেতন দিবার উপযুক্ত অর্থ-সামর্থ্য বেশী ছিল সেই দলই জয়লাভ করিত। স্যর জস্যুয়া চাইল্ড্ প্রশ্ন করিলেন "আমরা কি করিয়া দেশের বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিতে পারি যাহা-দ্বারা প্রতিবেশী জাতিদিগের সমান বা অধিক লাভ করিতে পারি?" এ কথা হইতে আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধটার মূল্য বুঝা যায়।

তত্ত্ব ও কার্য্যপ্রণালী

বাণিজ্যবাদের প্রথম এবং প্রধান কথা হইতেছে দেশকে শক্তিমান করা এবং শক্তির অর্থই ধন এবং সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকারী ধন হইতেছে মূল্যবান ধাতুগুলি; তাই সোণা-রূপা আহরণের প্রতি তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। আবার সকল প্রকার ব্যবসার মধ্যে বহির্ব্বাণিজ্যের দ্বারাই এই প্রকারের ধন-প্রাপ্তি সহজ বলিয়া বহির্ব্বাণিজ্যের স্থান সকল শিল্পের উপরে। "ব্যাল্যান্স অব্ ট্রেড্ বা "বাণিজ্য-নিক্তি" দ্বারা এই কার্য্য-প্রণালী বা "পলিসি" কতদূর সুফল দান করে তাহা নির্ণীত হইত।

মূল্যবান ধাতু

সোণারূপাই যে একমাত্র ধন একথা বাণিজ্যবাদীরা বলিতেন না; তাঁহারা শুধু বলিতেন যে, সকল প্রকার ধনের মধ্যে সোণারূপাই বেশী বাঞ্ছনীয়। সে যুগের লেখকদের লেখায় এটা ধরা পড়ে। স্যর উইলিয়াম্ পেট্টি তাঁর "এসেস্ ইন্ পলিটিক্যাল অ্যারিথ্‌মেটিক্" কেতাবে লিখিয়াছেন "সোণারূপা এবং অলঙ্কার অপর পণ্যদ্রব্যের মত নষ্ট হইয়া যায় না বা পরিবর্ত্তিত হয় না, সকল সময়েই এক থাকে; সেই হেতু যে বাণিজ্যের দ্বারা দেশে সোণারূপা প্রভৃতি জমিতে থাকে সেই ব্যবসাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট" (পৃঃ ১১৩)। চাইল্ড্এর মতে সোণারূপার দ্বারাই ধন-দৌলতের পরিমাণ করিতে হইবে।

বাণিজ্যবাদের প্রসার হইতেই যে মুদ্রা-অর্থনীতির সূত্রপাত একথা খাঁটি সত্য না হইলেও বাণিজ্যবিস্তার, যুদ্ধ-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন এবং মজুরীর প্রচলন মুদ্রার কদর বাড়াইয়া দিয়াছিল। মুদ্রার সহজ বিনিময়-সাধ্যতা এবং মূল্যের স্থিরতাও সকলপ্রকার মূল্যবান পণ্য হইতে মুদ্রাকে পৃথক স্থান দিয়াছিল। এবং শিল্প ষ্টক্ ও বণ্ডের চলন আদৌ ছিল না বলিয়া টাকাকড়ি খাটানোর বিশেষ সুবিধা ছিল না। এই সকল কারণে তাঁহারা মুদ্রা এত পছন্দ করিতেন।

বহির্ব্বাণিজ্য

আমরা বুঝিলাম যে সোণারূপা চাই। কিন্তু পাইবার সহজ উপায় কি? উপায়, বহির্ব্বাণিজ্য। টমাস্ মান্ লিখিয়াছেন যে, ধনদৌলৎ বাড়াইবার সহজ উপায় হইতেছে বহির্ব্বাণিজ্য। পেট্টি বলিয়াছেন যে, শিল্পে কৃষি অপেক্ষা অধিক লাভ হয় এবং বাণিজ্যে শিল্প অপেক্ষা অধিক লাভবান হওয়া যায়। চাইল্ডের মতে যে সব বাণিজ্যে অধিকসংখ্যক জাহাজ ব্যবহৃত হয় সেই সব বাণিজ্যকেই সাহায্য করা উচিত। যেহেতু দ্রব্য বিক্রয়ের দ্বারা লাভ ত হইবেই, অধিকন্তু মাশুলটাও পাওয়া যাইবে।

আবার যে দেশে সোণারূপার খনি নাই সে দেশে এক মাত্র বহির্ব্বাণিজ্যের দ্বারাই সোণারূপা আমদানি করিতে পারা যায়। অবশ্য রপ্তানি করিতে হইলে দেশে পণ্য উৎপন্ন করা প্রয়োজনীয়। একমাত্র মূল্যবান পণ্যই যান-বাহনের খরচা সহ্য করিতে পারে। সেই জন্য বহির্ব্বাণিজ্যের পরেই শিল্পের স্থান।

বাণিজ্য-নিক্তি

তাঁহারা বলিতেন যে, বাণিজ্যের বহর যতই বড় হউক না কেন, যদি রপ্তানি আমদানি অপেক্ষা বেশী না হয়

তবে কিছুই হইল না। "বাণিজ্য-নিক্তি" বলিতে তাঁহারা ইহাই বুঝিতেন।

চাইল্ডের লেখায় আছে যে, দেশ হইতে কিরূপ মূল্যের পণ্য রপ্তানি হইয়াছে তাহা খুঁটিয়া দেখিয়া "নিক্তি" স্থির করিতে হইবে; এবং রপ্তানি যদি আমদানি অপেক্ষা অধিক হয় তবে বাণিজ্য হইতে দেশ লাভবান হইবে। কারণ দেশে সোণারূপার তাল আসিবে ও দেশের ধন বৃদ্ধি করিবে। সোণারূপাই ধন-দৌলতের মান-দণ্ড। মান্ ও ডেভেন্যান্টের মত চাইল্ডও "নিক্তি" নির্দ্ধারণের মুস্কিল জানিতেন।

বাণিজ্য-নিক্তি সম্বন্ধে সকলের ধারণা এক ছিল না। কেহ কেহ ভাবিতেন যে, অনুকূল বাণিজ্য-নিক্তি থাকিলে দেশের সোণারূপার পরিমাণ বাড়িবে। আবার কেহ কেহ ভাবিতেন যে, এক দেশের লাভ হইলে অপর দেশের ক্ষতি হইবেই। কেহ কেহ বলিতেন যে ইহা দ্বারা সমস্ত বৎসরে দেশের ব্যবসায় কি লাভ হইল বুঝা যাইবে। আবার একদল ভাবিতেন যে ইহা কেবল বাণিজ্য-সূচী নির্দ্দেশ করে মাত্র।

বিবিধ অনুশাসন

উপরের পলিসিগুলি কার্য্যকর করিবার জন্য অনেকগুলি অনুশাসনের প্রয়োজন হইয়াছিল। বিদেশ হইতে শ্রমিককুলকে স্বদেশে আনিবার জন্য সহন-শীলতা ও বিবেকের স্বাধীনতা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। দরিদ্র কর্ম্মহীনদের জন্য বিশেষ সাহায্যের বন্দোবস্ত ছিল। মিতব্যয়ী হইতে শিক্ষা দেওয়া হইত—যাহাতে বৈদেশিক পণ্য কমিয়া গিয়া লাভের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। পণ্ডিতেরা বলিতেন যে, পতিত জমি যদি কর্ষিত হয় তাহা হইলে আমদানি একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। "কর্ণ্ ল" বা "শস্য বিধি" দ্বারা নির্দ্দিষ্ট শস্যের মূল্য অপেক্ষা বিদেশী শস্যের মূল্য কম হইলে আমদানি করা নিষিদ্ধ ছিল। দেশের কৃষিকে স্বাধীন এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠ করিবার জন্য এই সকল চেষ্টা হইয়াছিল।

এ বিষয়ে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠা, বিনিময়-পত্রীর প্রচলন, অবাধ কাঁচা মাল আমদানিও কম সাহায্য করে নাই। উপনিবেশগুলিও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। উপনিবেশগুলি কেবলমাত্র কাঁচা মাল উৎপন্ন করিয়া পাঠাইত এবং তাহার পরিবর্ত্তে "মাদার কাণ্ট্রি" বা মাতৃস্থানীয় দেশ" "তৈয়ারী মাল" উপনিবেশসমূহে চালান দিত। ফলে লাভের মাত্রাটা বাড়িয়াই যাইত।

মূল্য-তত্ত্ব

ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সকল পণ্ডিতেরা মাথা খেলাইয়াছেন তাঁহাদের মতে মূল্য হইতেছে বস্তুগত অর্থাৎ ইহা পণ্যের আভ্যন্তরীণ বা "ইন্‌ট্রীনসিক" গুণ-বিশেষ। মানুষের অভাবের সহিত মূল্যের যে সম্বন্ধ আছে, এ কথা কোন পণ্ডিতই যে বলেন নাই এমন নহে। তথাপি ইহা যে বস্তুগত (অর্থাৎ ইন্‌হেরেণ্ট ইন্ থিংস) সে কথার উপরেই জোর দিয়াছেন। যেমন অ্যারিষ্টটল দুই প্রকার জুতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন—এক ব্যবহারের জন্য, দ্বিতীয় বিনিময়ের জন্য। মধ্যযুগের "উচিত মূল্য" বস্তুগত, ও দাম হইতে বিভিন্ন। বস্তুর গুণাবলীর উপরেই যে তাহার অভাব মিটাইবার ক্ষমতা নির্ভর করে এ কথা সম্যকরূপে তাঁহারা জানিতেন না।

বিনিময় ও মুদ্রা-অর্থনীতির প্রচলনের সহিত মূল্য সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্ত্তন হয়। বাজার-দরের পরিবর্ত্তনই যখন মূল্য হইয়া দাঁড়াইল তখন মূল্য যে শুধু বস্তুগত, একথা স্বীকার করা শক্ত হইল। বাণিজ্য-বাদ যুগের শেষাশেষি বাজার এবং বিনিময়ের উপর মূল্য নির্ভর করে বলিয়া স্বীকৃত হইল।

শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত্তনের সহিত চিন্তাও নূতন আকার ধারণ করে। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের মূল্য-তত্ত্বও আর হজম করা গেল না। পণ্ডিতেরা নীতি এবং অর্থনীতিকে পৃথক করিয়া ধন-বিজ্ঞান-বিকাশের পথ খুলিয়া দিলেন। বাণিজ্যবাদীদের লেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে একথা স্পষ্ট বোঝা যায়।

ওলন্দাজ পণ্ডিত হুগো গ্রোতিয়াস্ অ্যারিষ্টটল্ খৃষ্টীয় দর্শন ও রোমান্ বিধি হইতেই তাঁহার রসদ যোগাড় করিয়াছেন। তাঁহার মূল্য-তত্ত্ব প্রধানতঃ গ্রীক্ দার্শনিক-

-দের প্রভাবের ফল। জার্ম্মাণ ঐতিহাসিক পণ্ডিত স্যামুয়েল পুফেনডর্ফ গ্রোতিয়াস ও ইংরেজ দার্শনিক হব্‌সের নিকট ঋণী। উভয় পণ্ডিতের মতেই অভাব ও আকাঙ্ক্ষা মূল্যের বিশেষ উপাদান; উভয়েই, বিনিময় মূল্য ও প্রয়োজন-মূল্যের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। হব্‌সের মতে ক্রেতাই মূল্য নির্দ্ধারণ করে; তিনি বলেন "চুক্তি বস্তুর মূল্য চুক্তিকারীর আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিমাণ করা হয় এবং যাহা তাহারা দিতে প্রস্তুত হয় তাহাই উচিত মূল্য।" হব্‌সের পদানুসরণ করিয়া পুফেন্‌ডর্‌ফ বলিয়াছেন "মনুষ্য জীবনের আবশ্যক দ্রব্য, সুযোগ, সুখ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে পাইবার উপযোগিতাই পণ্য বা কার্য্যের দর বা মূল্য নিরূপণের ভিত্তি।

ব্যবসায়ী এবং রাষ্ট্রনেতারা মূল্যের সাব্‌জেকটিভ" দিক্‌টার প্রতি ততখানি নজর না দিয়া "অব্‌জেক্‌টিভ" বা বাহিরের দিক্‌টার প্রতিই জোর দিয়াছেন। পেটি এবং লকেই ইহাদের মধ্যে প্রধান। স্যর উইলিয়াম্‌ পেটির মতে মূল্য মাল-সৃষ্টির খরচার (বিশেষতঃ জমি ও শ্রমের) উপর নির্ভর করে। "ধনের পিতা হইতেছে শ্রম ও মাতা হইতেছে জমি।" বাজার মূল্য টান-যোগানের সহিত উঠা-নামা করে। লকের মতে শ্রমই মূল্য-নিয়ামক। তিনি বলিয়াছেন যে, যদি যে সব বস্তু আমাদের প্রয়োজনে লাগে তাহাদের কতটা খরচ স্বাভাবিক ও কতটা শ্রমের জন্ম লক্ষ্য করি তাহা হইলে দেখিব যে শতকরা নিরানব্বই ভাগ শ্রমের দিকেই পড়ে। এই দুই পণ্ডিতকে পরবর্ত্তী যুগের মূল্যের শ্রম-তত্ত্বের অগ্রগামী দূত বলা যায়।

ইতালীয় পণ্ডিত ডাভান্‌জাতি ও মন্‌তেনারী এবং ইংরেজ পণ্ডিত নিকোলস্‌ বারবন্‌ মূল্য-তত্ত্বে প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়াছেন। বারবন লিখিয়াছেন "সকল দ্রব্যের মূল্যের জন্ম প্রয়োজন হইতে; যে দ্রব্যের প্রয়োজনই নাই তাহার মূল্যও নাই।"

সুদ

সুদ সম্বন্ধে সকল বাণিজ্যবাদী একমত নহেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি টমাস্‌ মান্‌ সুদ গ্রহণ ন্যায়সঙ্গত এই রায় দিয়াছেন, যেহেতু, দরিদ্র বণিক্‌ বিধবা বা ভদ্রলোকের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া স্বীয় অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারে। একথাও বলিয়াছেন যে, টাকাকড়ির বাড়তির সহিত যে ব্যবসার ঘাটতি হয় এ ধারণা ভুল; কারণ উভয়েই একসঙ্গে উঠে নামে; অর্থাৎ তাঁহার মতে শিল্প সুদের উপর নির্ভর না করিয়া সুদের হারই শিল্পের অবস্থার উপর নির্ভর করে। (ইংল্যাণ্ডস্‌ ট্রেসার বাই ফরেন্‌ ট্রেড, ১২১ পৃঃ)।

পক্ষান্তরে স্যর টমাস কালপেপার, স্যর জোসিয়া চাইল্ড, ড্যাভন্যাণ্ট প্রভৃতি এ মতের বিরোধী ছিলেন। চাইল্ড বলেন যে, সুদের হার নামমাত্র হইলে পুঁজি সস্তা হওয়ার দরুণ নূতন নূতন ব্যবসায়ী আকর্ষিত হইবে এবং মুনাফা যৎকিঞ্চিৎ হওয়ার জন্য মিতব্যয়িতাও শিক্ষা করা হইবে। কিন্তু সুদের হার চড়া হইলে পুঁজি বিরল হইবে; কারণ লোকে সঞ্চয় করিলেই তাহা স্বর্ণকারের নিকট গচ্ছিত রাখিবে। এরূপ মত জারি করার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে ওলন্দাজদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় সমান স্থান রক্ষা করা; কারণ তিনি ভাবিতেন যে সুদের হার ওলন্দাজদিগের সমান না হইলে প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতে হইবে।

টমাস ম্যানলী লিখিয়াছেন "যেহেতু মুদ্রার বিরলতাই সুদের হার চড়াইয়া দেয় সেই হেতু মুদ্রার প্রাচুর্য্য এবং ঋণগ্রহণের স্বল্পতা সুদের হার কমাইয়া আনে।" স্যর ডাডলী নর্থও এই যুক্তির প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তাঁহার মতে ষ্টক ও প্রতিভূর প্রাচুর্য্যই হল্যাণ্ডের সুদের হার নামমাত্র করিয়াছে।

এই পণ্ডিতদের সকলেরই প্রায় পুঁজি ও সুদের উৎপাদিকা-শক্তি সম্বন্ধে ধারণা বড়ই অস্পষ্ট। শুধু নিকোলাস্‌ বারবন্‌ই বলিয়াছেন যে সুদকে মুদ্রা বলা ভুল; কারণ ষ্টকের জন্যই সুদ দেওয়া হয়। যে কেহ সুদে মুদ্রা কর্জ্জ লয় সে ফেলিয়া রাখিয়া সুদ নষ্ট করিবার জন্য লয় না (ডিস্‌কোর্স অব্‌ ট্রেড, পৃঃ ৩১-৩২)।

জন-বল

যুদ্ধ এবং মাল-সৃষ্টির সুবিধার জন্য বাণিজ্য-বাদীরা প্রচুর জনবলের পক্ষপাতী ছিলেন। বহুসংখ্যক লোক

কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে রাজার রাজস্বও স্বতই বৃদ্ধি পাইবে। দেশজ মালকে বিদেশী পণ্যের সহিত টক্কর দিতে হইলে সস্তায় প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন। এই হেতু তাঁহারা জনবল-বৃদ্ধির বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ড্যাভেন্যাণ্ট বলেন যে, দেশের শক্তি জন-বলের উপরেই নির্ভর করে। স্যামুয়েল ফোর্ট্রে বলেন যে, দেশকে মহৎ ও শক্তিমান করিতে হইলে দুইটী জিনিষ চাই—ধনবল এবং জন-বল। জনবল বৃদ্ধির জন্য তিনি বিদেশীর অবাধ আগমনের ও তাহাদিগকে সমান অধিকার দিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। যেহেতু তাহারা সাথে করিয়া ধন আনিয়া দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিবে এবং তাহার ফলে সকল দেশবাসীরই উপকার হইবে।

দার্শনিক পণ্ডিত হব্‌সের মতে জনবল অধিক বৃদ্ধি পাইলে ফাজিল সংখ্যার পক্ষে উপনিবেশে গমনই বিধেয়; এবং সমস্ত দুনিয়াব্যাপী জনবল-আধিক্য হইলে যুদ্ধের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া আবার সমতা ফিরিয়া আসে।

বিভিন্ন উপজীবিকার উৎপাদিকা-শক্তি

বণিককুলই রাষ্ট্রের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা হিতকারী, এই ছিল বাণিজ্যবাদীদের বিশ্বাস। বণিকের পরেই শিল্পীর স্থান। চাইল্ডের মতে শিক্ষা ও শ্রমের দ্বারা প্রধানতঃ বণিক, শিল্পী ও চাষী এই তিন শ্রেণীর লোকই দেশ বিদেশ হইতে ধন আনয়ন করে; এবং কুলীন-সম্প্রদায় ভদ্রকুল, আইনজীবী, ডাক্তার, পণ্ডিত এবং দোকানদার প্রভৃতি কেবলমাত্র এই সব পণ্য হাত-ফেরা করেন।

আর্থিক চিন্তার ইতিহাসে দুই কারণে ইহার মূল্য আছে—(১) মধ্য যুগ পর্য্যন্ত কৃষির স্থানই প্রথম। এ যুগে ইহার পরিবর্ত্তন হয়; (২) অ্যাডাম্‌স্মিথ্‌ ও ফিসিওক্র্যাটরা বলেন কোন্ কোন্ শ্রেণী অনুৎপাদক। বাণিজ্য-বাদীদের নিকটই তাঁহারা এই কথা পান।

যে শ্রেণীর লোক যে যুগে আধিপত্য করিয়াছে, সেই শ্রেণীই স্থির করিয়াছে কোন্ শ্রেণী অনুৎপাদক। অই মধ্য যুগে কৃষির স্থান প্রথম; সপ্তদশ শতাব্দীতে বাণিজ্যের স্থান প্রথম; অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পুনরায় কৃষি প্রধান স্থান পায়; এবং শিল্প-বিপ্লবের যুগে কারখানা-জাত দ্রব্য প্রধান স্থান অধিকার করে। সেই জন্যই বাণিজ্যবাদীরা ভদ্রলোক, দোকানদার প্রভৃতিকে অনুৎপাদক আখ্যা দিয়াছেন; কারণ তাঁহারা দেশে ধন আনয়ন করিতেন না। অ্যাডাম্‌স্মিথও তাঁহাদের অনুৎপাদক বলিয়াছেন, কারণ তাঁহারা বিক্রয় করিবার মত পণ্য বাজারে ফেলেন না।

কর

বাণিজ্যবাদীদের মতে রাষ্ট্র হইতে যে পরিমাণ উপকার পাওয়া যাইবে, সেই অনুপাতে প্রত্যেককে কর দিতে হইবে। হব্‌সের মতে খরচাই হইবে উপকারের মাপকাঠি; সঞ্চয়কারীকে কর দিতে হইবে না; যেসকল পণ্য লোকে ভোগ করে, তাহাদের উপর যদি কর ধার্য্য হয়, তা হইলে সকলকেই সমান মাত্রায় দণ্ড দিতে হয় এবং রাষ্ট্রও ধনীদের বিলাসিতার অপব্যয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। (লেভিয়া-থান্, পৃঃ ২১১)।

স্যর উইলিয়াম পেটিকে কর সম্বন্ধে প্রথম ইংরেজী বৈজ্ঞানিক লেখক বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইনিও খরচার অনুপাতে করের পক্ষপাতী ছিলেন। বাণিজ্য-বাদীদের মতে শুল্কের হার কম এবং আব্‌কারী করের হার অধিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যাহাতে সকলকে সমান পরিমাণে কর দিতে হয় সেজন্য সুদের উপর কর গ্রহণ বিধেয় ছিল। যে সকল বস্তু সহজেই চক্ষুর অন্তরালে সরান সম্ভব সে সকল বস্তুর উপর কর ধার্য্য করা কতখানি শক্ত তাহাও তাঁহারা জানিতেন। (ড্যাভ্‌ন্যাণ্ট—"এসে অন্ ওয়েস্ অ্যাণ্ড মিন্স")

জেমস্ ষ্টুয়ার্ট (১৭১২—১৭৮০)

ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরেজ লেখক। ১৭৪৫ সনে ষ্টুয়ার্টদের নির্ব্বাসনের সময় তিনি ফ্রান্স, জার্ম্মাণি হল্যাণ্ড, ইতালী প্রভৃতি দেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ফলে তিনি একখানা কেতাব লিখেন; তার নাম "অ্যান্ ইনকোয়ারী ইণ্টু দি প্রিন্সিপল্‌স্ অব্

পলিটিক্যাল্ ইকনমি, বিইং অ্যান্ এসে অন্ দি সায়েন্স অব্ ডোমেসটিক পলিসি ইন ফ্রি নেশানস ইন্ হুইচ্ আর পার্টিকুলারলি কন্সিডার্ড পপুলেশন্, অ্যাগ্রিকাল্চার ট্রেড্ ইন্ডাষ্ট্রী, মানি, কয়েন, ইন্টারেষ্ট, সারকুলেশন, ব্যাঙ্কস, এক্সচেঞ্জ, পাব্লিক ক্রেডিট্ অ্যাণ্ড ট্যাক্সেস্" (রাষ্ট্রীয় অর্থ-নীতির মূল-তত্ত্বসমূহের অন্বেষণ। স্বাধীন জাতির গার্হস্থ্য কার্য্যপ্রণালীর বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রবন্ধ। ইহাতে বিশেষ ভাবে জনবল, কৃষি, ব্যবসায়, শিল্প, টাকাকড়ি, মুদ্রা, সুদ, গতিবেগ, ব্যাঙ্ক, বিনিময়, পাব্লিক্ ক্রেডিট্ ও কর সম্বন্ধে আলোচনা আছে)। এই কেতাবখানিতেই প্রথম ইংরেজীতে "রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তিনি লিখিয়াছেন যে, অর্থনীতি সেই কথা বলে যাহাদ্বারা মিতব্যয়িতা ও বুদ্ধির সাহায্যে একটা সংসারের সকল অভাব পূরণ করা যায়। অর্থনীতির সহিত একটা সংসারের যে সম্বন্ধ, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সহিত রাষ্ট্রেরও সেই সম্বন্ধ।

টাকাকড়ি ও ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা এই বই-খানিতে পাওয়া যায়। সুদ বিধেয় বলিয়া অভিহিত হইলেও, পুঁজি সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান পাওয়া যায় না। টান-যোগানের উপর মূল্য নির্ভর করে, একথা ষ্টুয়ার্ট জানিতেন।

ষ্টুয়ার্টের উপর ফরাসী চিন্তার প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ফ্রান্সে সে সময় ফিসিওক্র্যাটিক্ মতগুলি বিশিষ্ট আকার ধারণ করিতেছিল। সেইজন্য কৃষি উদ্বৃত্ত হইলে জনবল ও শিল্প বিস্তার লাভ করিবে ষ্টুয়ার্টের লেখায় এ কথা পাই।

বাণিজ্যবাদীদের দর্শন

তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দার্শনিক পণ্ডিত। এই দর্শন বাস্তবতা-পূর্ণ। হব্স্ তাঁহার "লেভিয়াথান্" কেতাবে লিখিয়াছেন যে, প্রকৃতি শারীরিক ও মানসিক গুণে সকল মানুষকে এমন সমান ভাবে বিভূষিত করিয়াছেন যে, বিশেষ কোন পার্থক্য খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না। সেই জন্য কেহই তাহার গুণের জন্য এরূপ কোন বিশেষ উপকার দাবী করিতে পারে না, যাহা অপরে পাইতে পারে না। লকে পারিপার্শিক অবস্থা প্রভাবকেই প্রধান স্থান দিয়াছেন, মনকে নহে।

স্বার্থই মানবের প্রধান প্রেরণা। যে পথে সর্ব্বাপেক্ষা কম স্বার্থত্যাগ তাহাই মানব অনুসরণ করে। এই ছিল তাঁহাদের মত। তাই হব্স্ বলিয়াছেন যে, মানব স্বীয় উপকারের জন্যই সকল কিছু করে।

ব্যক্তিগত স্বার্থ হইতে যে রাষ্ট্রের সহিত সংঘর্ষ হয়, এ কথাও তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন। হব্স্ বলেন যে, মানব ও পিপীলিকায় তফাৎ এই যে, পিপীলিকার মধ্যে সাধারণ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ এক, কিন্তু মানব-সমাজে মান ও সম্ভ্রমের জন্য সদাই প্রতিযোগিতা চলিতেছে।

উপসংহার

উপরের আলোচনা হইতে সংক্ষেপে এই বলা যায় যে, বাণিজ্য-বাদীরা সকল প্রকার পণ্যের মধ্যে সোণা-রূপার স্থানই উচ্চে দিয়াছিলেন, বাণিজ্যকে অত্যধিক সম্মান করিয়াছিলেন, কৃষি ও অপরাপর শিল্পের প্রতি ন্যায্য সম্মান দেখান নাই, এবং এই ভুল ধারণা পোষণ করিতেন যে, অনুকূল বাণিজ্য-নিক্তি হইলে দেশ অবশেষে লাভবান হইবেই। এটুকু ভুলও তাঁহারা করিয়াছিলেন যে, এক জাতির যাহা লাভ, অপর জাতির তাহা ক্ষতি। শিল্প-বিকাশের সহিত "উচিত মূল্য" সম্বন্ধে ধারণাও বর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সুদের অনুকূলেই রায় দিয়াছিলেন।

জীবন বীমা এবং বর্ত্তমান ভারত

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম, এ, বি, এল, কুচবিহার

বীমা কোম্পানী ব্যাঙ্কের মত জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ কেন্দ্রীভূত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহার উৎপাদিকা-শক্তি বাড়াইয়া থাকে। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইলে ধনবিজ্ঞানের কয়েকটি স্থূলতত্ত্ব আলোচনা করা আবশ্যক। মানব-সভ্যতার আদি যুগে, যখন সমাজ-জীবন খুব ব্যাপক ভাবে গড়িয়া উঠে নাই তখন মানুষ স্ব স্ব প্রয়োজন মত সকল প্রকার জিনিষপত্র নিজেই কিংবা পরিবারস্থ আর দশজনের সাহায্যে সংগ্রহ করিয়া লইত। ইহার পর সমাজ-জীবন কথঞ্চিৎ প্রসার লাভ করিলে "দ্রব্য বিনিময়ে"র প্রচলন হয়। মানুষের অভাব অনন্ত কিন্তু তাহার বস্তুনির্ম্মাণশক্তি সীমাবদ্ধ। এই জন্যই দ্রব্যবিনিময়ের প্রথা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কারণ ইহার সহায়তায় এক ব্যক্তি প্রয়োজন অনুসারে স্বীয় দ্রব্যসামগ্রীর অতিরিক্ত অংশ অন্য এক ব্যক্তির বস্তু-বিশেষের অতিরিক্ত অংশের সহিত বিনিময় করিয়া লইতে সমর্থ হয়। কিন্তু সামান্য অভিজ্ঞতার ফলেই ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, এরূপ ব্যবস্থারও কতকগুলি বিঘ্ন আছে। তাঁতী তাহার কাপড়ের বিনিময়ে যখন চাউল চাহে তখন চাষীর কাপড়ের প্রয়োজন নাও থাকিতে পারে। এমত ক্ষেত্রে দ্রব্য-বিনিময় সম্ভব নহে। এই অসুবিধা মিটাইবার জন্য অর্থের উদ্ভব হইয়াছে। অর্থের সহিত যে-কোন জিনিষ সময়-নির্ব্বিশেষে বিনিময় করা হইয়া থাকে এবং ইহার সাহায্যে সকল প্রকার দ্রব্যই সংগ্রহ করা চলে। কেবল দ্রব্য-বিনিময় নহে, অর্থের সাহায্যে মানুষের সঞ্চয়-কার্য্যও সহজ হইয়াছে। অধিকাংশ বস্তুই দীর্ঘকাল রাখিয়া দিলে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তাহা সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি স্থায়ী হইতে পারে না। এই কারণে দ্রব্যবিনিময়ের যুগে সঞ্চয়ের আয়তন সামান্য মাত্র ছিল এবং বর্ত্তমান যুগের তুলনায় তেমন প্রাধান্য লাভ করে নাই। কিন্তু খনিজ অর্থের উদ্ভব হইবার ফলে এই বিঘ্ন অপসারিত হইয়াছে। মানুষ এখন কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তু সঞ্চয় না করিয়া তাহারই বিনিময়লব্ধ অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে। কারণ ইহার বিনিময়ে সকলপ্রকার জিনিষই যে-কোন সময় সংগ্রহ করা যায়। ব্যক্তি-মাত্রেই নিরাপত্তিতে স্ব স্ব জিনিষের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করে। ইহার পরিমাণ দ্বারাই বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ করা হইয়া থাকে। ইহা প্রায় সকল প্রকার সম্পদেরই প্রতীক।

ধনবিজ্ঞানে যাহা কিছু মানুষের প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে তাহার পরিমাণ অপ্রতুল হইলেই তাহাকে "সম্পদ্" আখ্যা দেওয়া হয়। সম্পদের মধ্যে কতকগুলি আপাত-ভোগ্য কতকগুলি সৃজন-সহায়ক। যে ঘোড়া ভ্রমণসুখের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহাকে আপাতভোগ্য সম্পদ্ বলা যাইতে পারে। কিন্তু যে ঘোড়া কোন দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য মাল টানিয়া থাকে তাহা সৃজন-সহায়ক সম্পদ্। মানুষের যে ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্য এই ভিন্ন ব্যবহারের জন্য দায়ী তাহারই উপর এই পার্থক্য নির্ভর করিয়া থাকে। সম্পদ্ যতই সৃজনকার্য্যে অধিকতর ব্যবহৃত হইবে দেশের সম্পদের সমষ্টি-পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অর্থ সকলপ্রকার সম্পদেরই প্রতীক। যখন কোন ব্যক্তি ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখে তখন বুঝিতে হইবে যে, সে সম্পদের আপাতঃভোগ হইতে নিজেকে নিবৃত্ত করিতেছে। ইহার কারণ তাহার সঞ্চয় করিবার উদ্দেশ্য এবং অধিকতর সম্পদ্ লাভ করিবার আকাজ্ক্ষাও বটে, যেহেতু টাকা গচ্ছিত রাখিবার সময় ব্যাঙ্ক এই সর্ত্তে চুক্তিবদ্ধ হইয়া থাকে যে, নির্দ্দিষ্ট কালের পর আমানতকারী গচ্ছিত টাকার কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণ অর্থ ফিরাইয়া পাইবে। শতকরা হারে এই অতিরিক্ত পরিমাণ টাকাকে সুদ বলা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, অধিক পরিমাণ অর্থ ফিরাইয়া দেওয়ার মর্ম্ম অধিকতর সম্পদ্ ফিরাইয়া দেওয়া

ছাড়া আর কিছুই নহে।* ব্যাঙ্ক গচ্ছিত টাকার অধিক পরিমাণ ফিরাইয়া দিতে সমর্থ হয় এইজন্য যে ঐ টাকাই উচ্চতর সুদে নিয়োজিত হইয়া থাকে। যাহাদের নিকট উহা নিয়োজিত হয় তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্পবাণিজ্য-ব্যবসায়ী। এই সকল সম্প্রদায় ব্যাঙ্ক প্রভৃতির নিকট টাকা ধার লইয়া তাহার দ্বারা সৃজন-সহায়ক সম্পদ্ সংগ্রহ করে ও তাহাদের তৈয়ারী জিনিষের মূল্য হইতে সুদের দাবী মিটাইয়াও যথেষ্ট লাভ অর্জ্জন করিয়া থাকে। এইরূপ করিবার ফলে দেশের ভোগ্য সম্পদ্ও বাড়িয়া যায়। ব্যাঙ্ক অপরের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা সৃজন-শক্তিকে পুষ্ট করিয়া দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিতেছে। ব্যাঙ্কের মত সমবায়-সমিতি শেয়ার মার্কেট ইত্যাদি আরও কতকগুলি প্রতিষ্ঠান এইরূপে দেশবাসীর অর্থসঞ্চয়কে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ধনসম্পদ্ বাড়াইতেছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বীমাকোম্পানী অন্যতম এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বীমাকোম্পানীগুলিকে আমরা প্রথমতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। কতকগুলি কেবল মানুষের জীবন এবং বয়সকাল হিসাব করিয়া ব্যবসা করে। ইহাদের জীবন-বীমা কোম্পানী বলা হয়। আরও কতকগুলি কোম্পানী আছে, যাহারা জাহাজডুবি, গৃহদাহ ইত্যাদি আকস্মিক বিপত্তির সম্ভাবনায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিবার জন্য বাধ্যতামূলক স্বীকারপত্র দেয়। বর্ত্তমানে কেবল জীবন-বীমা সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইবে।

আজকাল আমাদের দেশে অনেকেই জীবনবীমা সম্বন্ধে অল্পাধিক খবর রাখিয়া থাকেন। এজন্য বীমা কোম্পানীর এজেণ্ট-সম্প্রদায়কে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর লোক। ইঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টায় বীমা কোম্পানীর পসার এখন মফঃস্বল সহরে, গ্রামে এমন কি চা বাগিচায় পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। কমিশন উপার্জ্জন ইঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইঁহারা পরোক্ষ-ভাবে দেশের বিশেষ হিতসাধন করিতেছেন। অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে মক্কেল সংগ্রহ করিতে তাঁহারা আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে যে সকল ধারণা জন্মাইয়া দিতেছেন তাহার ফলে দেশে ধনশক্তি পুষ্ট হইতেছে।

যাহা হউক, গোড়াপত্তনে তবু কয়েকটি কথা পরিষ্কার বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। জীবনবীমা কোম্পানীগুলিকে আমরা দুইটি পৃথক শ্রেণীভুক্ত করিতে পারি। কতকগুলি কোম্পানী "প্রোপ্রাইটরি"। ইহারা ঠিক অন্যান্য যৌথ কারবারের মত অংশ মূলধন লইয়া কাজ আরম্ভ করে। ব্যবসা দাঁড় করাইয়া ইহারা 'পলিসি' ছাড়িতে আরম্ভ করে। 'পলিসি' বস্তুটির মধ্যে অভিনবত্ব কিছুই নাই। আইনের চোখে ইহা একটি সাধারণ চুক্তিপত্র মাত্র। ইহাতে এই সর্ত্ত লিপিবদ্ধ থাকে যে, পলিসি-গ্রাহক কোম্পানীকে চুক্তিমত টাকা (ইহাকে 'প্রিমিয়াম' বলে) নিয়মিতভাবে দিতে থাকিলে কোম্পানী তাহার পরিবর্ত্তে একটা স্থূল পরিমাণ টাকা পলিসি-গ্রাহক কিংবা তাহার ওয়ারীশকে দিতে বাধ্য থাকিবে। ইহা ছাড়া আর এক প্রকার জীবনবীমা কোম্পানী আছে,—সেগুলি মিউচুয়্যাল বা সমবায় কোম্পানী। ইহার কোন অংশ মূলধন নাই। পলিসি-গ্রাহকের নিকট হইতে যে টাকা আদায় হয় তাহা দিয়াই ইহারা ব্যবসা করিয়া থাকে। খরচ বাদে ইহাদের যে লাভ দাঁড়ায় তাহা বোনাস বা ফাওলাভ বাবদ পলিসি গ্রাহকদের মধ্যেই বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রোপ্রাইটরি কোম্পানীগুলিও বোনাস দিয়া থাকে। সেখানে বুঝিতে হইবে যে সম্পূর্ণ উদ্বৃত্ত লাভ অংশীদার দিগের মধ্যে ভাগ না করিয়া দিয়া তাহারই কিয়দংশ-মক্কেল ভিড়াইবার জন্য পলিসি-গ্রাহকবর্গের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক এবং বীমাকোম্পানীর মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এই দুই প্রতিষ্ঠানই কিরূপে দেশের ধনশক্তি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তবে উভয়ের কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। বীমাকোম্পানীকে নিয়মিতভাবে টাকা দিলে আদায়ী

* বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা 'বাড়তি টাকা'র (ইংরেজীতে যাহাকে "ইন্‌ফ্লেশন্" বলে) সমস্যা এড়াইয়া গেলাম। যেহেতু এস্থলে তাহা মুখ্য আলোচ্য বিষয় নহে।

প্রিমিয়ামের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, কোম্পানী চুক্তিমত টাকা পলিসিগ্রাহক কিংবা তাহার ওয়ারীশকে দিতে বাধ্য থাকে; কিন্তু যদি ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখা হয়, তাহা হইলে গচ্ছিতকারী কেবলমাত্র গচ্ছিত পরিমাণ টাকাই সুদসহ উদ্ধার করিয়া লইতে পারে। তা'ছাড়া এই দুই প্রকার প্রতিষ্ঠানে টাকা জমা দিবার উদ্দেশ্যও এক নহে। ব্যাঙ্কে টাকা রাখিবার প্রধান কারণ যে উপার্জ্জন করা ছাড়া আর কিছুই নহে তাহা নিঃসন্দেহে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু উপার্জ্জন করাই জীবনবীমা সম্পাদনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। যেহেতু অনেক স্থলেই সম্পাদিত বীমার টাকা পলিসি গ্রাহকের মৃত্যুর পর আদায় হইয়া থাকে। এমত ক্ষেত্রে পারিবারিক দায়িত্ব-বোধ ইত্যাদি জীবনবীমা সম্পাদনের মূল কারণ বুঝিতে হইবে।

"আর্থিক উন্নতি"র বৈশাখ সংখ্যায় ভারতবর্ষে জীবন-বীমার প্রসার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে। ১৯২৭ সনে ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীর সমষ্টি-সংখ্যা হইয়াছে ৬০। বিদেশী ২৩টা কোম্পানীর মধ্যে ৩টা গতবৎসর হইতে এদেশে কাজ বন্ধ করিয়াছে। ৬০টা ভারতীয় কোম্পানীর মধ্যে ২১টা মিউচুয়্যাল ৩৯টা প্রোপ্রাইটরি। মিউচুয়্যাল কোম্পানীর মধ্যে ২টা সর্ব্বসাধারণের জন্য, অন্য-গুলি বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবসা করিতেছে।

প্রোপ্রাইটরি কোম্পানীগুলির আদায়ী মূলধনের পরিমাণ গতবৎসর প্রায় ২$\frac{1}{2}$ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া এখন ৫৯ লক্ষ টাকা হইয়াছে। ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানী সকল যে টাকার বীমা সম্পাদন করে তাহার মোট পরিমাণ ১৯২৫ সনে ৫৫ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। ১৯২৬ সনে এই কোম্পানীগুলিতে নূতন বীমার পরিমাণ হইয়াছে ১০,৩৪,৯১,৬৯৮। মোট সংখ্যা ৬৫ কোটি অতিক্রম করিয়াছে। ভারতীয় কোম্পানীগুলির মোট প্রিমিয়ামের আয় ১৯২৬ সনে হইয়াছে ৩ কোটি ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার।

জীবনবীমা কোম্পানী বাদে আরও কতকগুলি অনুরূপ প্রতিষ্ঠান আছে। ইহাদের ব্যবসার আয়তনও কম নহে। ইহাদের মধ্যে প্রভিডেণ্ড ইনশিওর্যান্স সোসাইটি এবং পোষ্ট-অফিস ইনশিওর্যান্স ফণ্ডের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯২৭ সনে প্রভিডেণ্ড সোসাইটিগুলির সংখ্যা ছিল ৪৬। তন্মধ্যে ১১টি প্রোপ্রাইটরি, বাকীগুলি মিউচুয়্যাল। এই সোসাইটিগুলির আয় প্রায় ২ লক্ষ টাকা এবং ইহাদের ফাণ্ডের পরিমাণও প্রায় ৬ লক্ষ টাকা হইবে। জীবনবীমা কোম্পানী এবং প্রভিডেণ্ড সমিতিগুলির মধ্যে পার্থক্য এই যে, শেষোক্ত সমিতিগুলি ১৯১২ সনের ইনশিওর্যান্স আইনের অধীন নহে।

পোষ্ট অফিস ইনশিওর্যান্স ফণ্ড ভারতগবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক ১৮৮৩ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে ভারতগবর্মেণ্টের সিভিল বিভাগের যে কোন কর্ম্মচারী ইহাতে বীমা সম্পাদন করিতে পারে। ১৯২৬ সনের মার্চ্চ মাসে এই ফণ্ডের মোট পলিসির সংখ্যা ছিল ৪৯,৪১৭। সম্পাদিত বীমার পরিমাণ এবং আয় ঐ সনে যথাক্রমে ৯ কোটি ৫৪ লক্ষ এবং ২ কোটি ৬৫ লক্ষ হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত ১৯১২ সনে অ্যাক্টের দ্বারা অনুশাসিত নহে বর্ত্তমানে এমন আরও ১৩টি সমিতি কাজ করিতেছে। তাহার মধ্যে ৯টি ভারতীয় গবর্মেণ্ট কর্ম্মচারিবৃন্দের হিতার্থে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। একটির নাম জি, আই, পি, রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ডেথ বেনিফিট্ ফাণ্ড্। ইহা কেবল উক্ত রেলওয়ের কর্ম্মচারীদিগের জন্য। আর তিনটির নাম যথাক্রমে (১) বেঙ্গল ক্রীশ্চান ফ্যামিলি পেন্সন ফণ্ড (২) জেনারেল ফ্যামিলি পেন্সন ফণ্ড এবং (১) হিন্দু ফ্যামিলি এনুইটি ফণ্ড।

উপরি উক্ত ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীর সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠ করিলে স্বভাবতই এই প্রশ্ন মনে উঠিবে যে, ভারতবর্ষে জীবনীমার প্রসার যথেষ্ট হইয়াছে কিনা। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য সভ্য দেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা করিলে হতাশ হইতে হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বীমা-সম্বন্ধীয় ব্যাপার ভারতবাসীর পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। তথায় ১৯২৬ সনে কেবল জীবনবীমা কোম্পানীরই মোট সংখ্যা ৩০০ অতিক্রম করিয়াছে;—পলিসি-গ্রাহকের সংখ্যা হইয়াছে প্রায় ৬ কোটি, অর্থাৎ সমগ্র দেশবাসীর শতকরা প্রায় ৫০ জনই জীবনবীমা সম্পাদন করিয়াছে। একমাত্র

নিউইয়র্ক সহরের "মেট্রোপলিট্যান" কোম্পানীর সম্পত্তির মূল্যই ৬ কোটি টাকা, এবং তাহার বীমার পরিমাণ ৪,৮০০ কোটি টাকারও অধিক। এই কোম্পানীর বাৎসরিক আয় প্রায় ১৫০ কোটি টাকা হইবে। প্রতি বৎসর ইহাতে প্রায় ৪৫০০ কোটি টাকার নূতন বীমা হইতেছে।

ক্যানাডারও জীবনবীমার বহর দ্রুতগতি বাড়িয়া চলিয়াছে। এই দেশের কোম্পানীগুলি খুব উদ্যমশীল। ইহারা দেশবিদেশে শাখা বিস্তার করিয়া ব্যবসা দখল করিয়া লইতেছে। ১৯২৬ সনের শেষে ইহাদের সম্পাদিত বীমার পরিমাণ হইয়াছিল ১,৩০০ কোটি টাকা।

তার পর জাপানের জীবনবীমার প্রসারও উল্লেখযোগ্য। তথায় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও জীবনবীমার অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু এই কয়বৎসরের মধ্যেই জাপানবাসী যে প্রকার অগ্রসর হইয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়জনক। ১৯২৪ সনের শেষভাগে জাপানী জীবনবীমার মোট পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকারও অধিক হইয়াছিল। তদবধি প্রতি বৎসর ১৫০ কোটি টাকার নূতন বীমা সম্পাদিত হইতেছে।

এই সকল দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের জীবনবীমার প্রসার তুচ্ছ বলিলেই চলে। যে দেশের লোকসংখ্যা ৩২ কোটির বেশী, সেখানে দেশীয় কোম্পানীর সম্পাদিত বীমার পরিমাণ ৬৫ কোটি টাকা যে অতি সামান্য ইহা নিঃসন্দেহ মানিয়া লইতে হইবে। ভারতীয় জীবনবীমা প্রসারের বর্ত্তমান অবস্থা তুলনামূলকভাবে নিম্নের তালিকা হইতে ঠিক বুঝা যাইবে।

দেশের নাম		সম্পাদিত বীমার পরিমাণ
যুক্তরাষ্ট্র	...	২৪,০০০ কোটি টাকা
ক্যানাডা	...	১৩,০০০ " "
ইংলণ্ড	...	৩,০০০ " "
অষ্ট্রেলিয়া	...	৫০০ " "
জাপান	...	৯০০ " "
ভারতবর্ষ (ভারতীয় কোম্পানী)		৬৫ " "

উপরের তালিকা দেখিলে ইহাই মনে হইবে যে, জীবনবীমার প্রসারে আমাদের দেশ এখনও অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষের এই হীনাবস্থা আরও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যদি আমরা প্রত্যেক দেশের সম্পাদিত বীমার পরিমাণ জনপ্রতি গড়পড়্‌তা হিসাব করিয়া দেখি। নিম্নের তালিকায় তাহাই করা হইয়াছে।

দেশের নাম		জন প্রতি জীবনবীমার পরিমাণ
যুক্তরাষ্ট্র	...	২,০০০৲
ক্যানাডা	...	১,৩০০৲
নিউজিল্যাণ্ড	...	৯০০৲
যুক্তরাজ্য	...	৬০০৲
অষ্ট্রিয়া	...	৬০০৲
নরওয়ে	...	৪৫০৲
সুইডেন	...	৪২০৲
নেদারল্যাণ্ডস	...	৩৯০৲
ডেনমার্ক	...	৩৩০৲
ভারতবর্ষ	...	২৲

ভারতবর্ষে যে এখনও জীবনবীমা প্রসারের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র রহিয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। এই স্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যে দেশ দরিদ্র তাহার পক্ষে ইহার অধিক কিছু আশা করা বৃথা। কিন্তু একথাও সত্য যে, দারিদ্র্য নিবারণ করিবার জন্যই ইনশিওর্যান্স কোম্পানীর যথেষ্ট প্রসার হওয়া উচিত। বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায়ও এ দেশে ইহার যে পরিমাণ প্রসার হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই, এবং যে পরিমাণ টাকার জীবনবীমা সম্পাদিত হয় তাহার প্রায় অর্দ্ধেকই বিদেশী কোম্পানীর হাতে গিয়া পড়িতেছে। দেশবাসী এই দিকে চোখ না খুলিলে জীবনবীমা কোম্পানীর লভ্যাংশের অর্দ্ধভাগ এইরূপে বেহাত হইতে থাকিবে।

এই প্রসঙ্গে জীবনবীমা কোম্পানীর সামাজিক মূল্য যাচাই করিয়া লওয়া দরকার। এই সকল প্রতিষ্ঠান কিরূপে সমগ্রদেশের ধনবলের উৎপাদিকা-শক্তি বাড়াইয়া দেয় তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। প্রিমিয়াম বাবদ যে পরিমাণ টাকা আদায় হয় তাহার প্রায় সমস্তই ইহারা নানাবিধ ফ্যাক্টরী, রেলওয়ে, মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদিতে নির্দ্দিষ্ট সুদে ধার দিয়া থাকে। এই টাকার দৌলতে দেশে শিল্প-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও সেইসঙ্গে দেশবাসীর ধনসম্পদ্ বাড়িয়া যায়। বীমা কোম্পানীর কণ্ডের

সাহায্যে ক্যানাডার শিল্প, রেলওয়ে-নির্ম্মাণ ইত্যাদি চলিতেছে। সে দেশের রেলকোম্পানীগুলির অর্দ্ধেক শেয়ারই বীমাকোম্পানী কিনিয়া লইয়াছে। আরও যে সকল শিল্প অনুষ্ঠান আছে তাহাও এই ফণ্ডের উপর ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

তারপর ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক ভাবে দেখিলেও বীমাকোম্পানীর তুল্য প্রতিষ্ঠান নাই বলিতে হইবে। এই প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কত নিরাশ্রয় বিধবার অন্নসংস্থান হইতেছে। কন্যাদায়, ছেলে "মানুষ করা" ইত্যাদির খরচ মিটাইবার পক্ষেও বীমাকোম্পানীর তুলনা নাই। ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, সকলেই বীমাকোম্পানীর সাহায্যে নানাপ্রকার ধাক্কা সামলাইতেছে। ইহাদের জন্যই অগ্নিবীমা, নৌ-বীমা ইত্যাদির উদ্ভব হইয়াছে। তারপর বীমাকোম্পানীর সাহায্যে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য দেশগুলিতে শ্রমিক-সম্প্রদায়ের অনেক সমস্যার সমাধান করা সহজ হইয়া আসিতেছে। অনেক দেশেই শ্রমিকবৃন্দ বণিক এবং গভর্ণমেণ্টের সহিত একযোগে "সোশ্যাল ইনশিওর‍্যান্স" সম্পাদন করিয়া বেকার-সমস্যাজাত নানাপ্রকার বিপত্তি হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে। ভারতবর্ষেও এই প্রকার ইনশিওর‍্যান্স প্রচলনের জন্য কেহ কেহ মত প্রকাশ করিতেছেন। যে দেশে শ্রমিক-রক্ষণের জন্য কোন "নিঃস্ব আইন" নাই সেখানে কেবলমাত্র ব্যক্তি বা সঙ্ঘ-বিশেষের দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর না করিয়া স্থায়ী রকমের একটা অনুষ্ঠান গড়িয়া তোলা আবশ্যক। ভারত গভর্ণমেণ্ট "ওয়ার্কম্যান কম্পেনসেশান অ্যাক্ট" পাশ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাহাতে শ্রমিকবর্গের মাত্র আংশিক ভাবে উপকার সাধিত হইতেছে।

এইসকল কারণে ভারতবর্ষে জীবনবীমার বহুল প্রসার হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে দেশে মানুষ গড়পড়তা মাত্র ২৯ বৎসর বাঁচে, যে দেশে প্রতি বৎসর অসংখ্য নরনারীর নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধিতে অকালমৃত্যু ঘটিতেছে, সে দেশে কেবল মাত্র বীমাকোম্পানীই দারিদ্র্য নিবারণ করিতে পারে।

ভারতবর্ষে মূলধনের অভাবে শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদির যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে না। ইনশিওর‍্যান্স কোম্পানীর সংখ্যা-বৃদ্ধির সহিত এই সমস্যা কথঞ্চিৎ মিটান সম্ভব হইতে পারে। "কথঞ্চিৎ" বলা হইতেছে এই কারণে যে, বীমা-কোম্পানীর ফণ্ডের টাকার সবটা শিল্প-বাণিজ্যে নিয়োগ করা নিরাপদ নহে। শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা কোন কারণে আশঙ্কাজনক হইয়া দাঁড়াইলে ফণ্ডের টাকা উদ্ধার করা কঠিন হইয়া উঠিতে পারে। বীমাকোম্পানীগুলি নষ্ট হইলে দেশবাসীর অশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এজন্য অনেকস্থলেই গভর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক অপেক্ষা বীমা কোম্পানীর উপর কড়া নজর রাখেন। ভারতবর্ষে এই কারণে বীমা কোম্পানীগুলি ব্যবসা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই একযোগে কিংবা কয়েক দফায় দুইলক্ষ টাকার গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি গচ্ছিত রাখিতে বাধ্য হয়। তা'ছাড়া ভারতীয় কোম্পানীগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেরাই এরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকে যাহার ফলে প্রিমিয়াম-লব্ধ টাকার অনেক পরিমাণ অংশ কেবল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি খরিদ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং সামান্য পরিমাণ বন্ধকাদিতে ধার দেওয়া হইয়া থাকে। পলিসি-গ্রাহকের স্বার্থ-রক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু যে দেশে শিল্প-বাণিজ্য পাকা বনিয়াদে গড়িয়া উঠিয়াছে সেখানে এরূপ নিয়ম করিবার প্রয়োজন হয় না। এই প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা করিলে পার্থক্য বুঝা যাইবে।

যুক্তরাষ্ট্র—		জীবন-বীমা ফণ্ডের টাকা নিয়োগ করিবার শতকরা হিসাব
রেলওয়ে	...	৩৫%
স্থাবর সম্পত্তি	...	৩০%
ফার্ম্ম বন্ধক	...	১৬%
গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি	...	৯%
বিবিধ জাতীয় শিল্পানুষ্ঠান	...	১০%

ভারতবর্ষ—		১৯২৭ সনের ভারতীয় জীবন-বীমা কোম্পানীর সম্পত্তির হিসাব
গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি	...	১১ কোটি ২৯ লক্ষ
মিউনিসিপ্যাল এবং পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার	...	৩ " ১৩ "

রেলওয়ে এবং অন্যান্য কোম্পানীর		
শেয়ার	...	৫৭ লক্ষ
সম্পত্তি বন্ধক	...	৭৩ „
পলিসির বর্জ্জনমূল্যের উপর ধার		১ কোটি ২৩ „
ব্যক্তিগত প্রতিজ্ঞামূলক ধার	...	১৩ „
জমি এবং ঘর বাড়ীর বন্ধক	...	৮৯ „
এজেন্টের নিকট রক্ষিত, প্রাপ্য		
প্রিমিয়াম এবং সুদ বাবদ	...	৪৫ „
অনাদায়ী সুদ	...	১০ „
জমা, নগদ তহবিল, ষ্ট্যাম্প	...	৩৬ „
আসবাবপত্র	...	৫ „
বিবিধ সম্পত্তি	...	৬ „
	মোট	১৮ কোটি ৯৯ লক্ষ

ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীগুলি শতকরা ৭৮ টাকার উপর কেবল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে নিয়োগ করিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রে গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে লাগান হয় শতকরা মাত্র ৯ টাকা। ভারতীয় কোম্পানীগুলির যে পরিমাণ টাকা দিয়া গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি খরিদ করা হয় তাহার কিয়দংশ দেশের শিল্প-বাণিজ্যে নিয়োগ করা যাইতে পারিত বটে; কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সেরূপ করিতে গেলে অনেক বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে। কারণ আমাদের দেশের শিল্প-বাণিজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা নানাকারণে আশঙ্কা-জনক হইয়া আছে। এই জন্য এখনও কিছুকাল বীমা কোম্পানী-গুলির অর্থনিয়োগের ব্যবস্থায় কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি দিয়া বীমাকোম্পানীর নিকট হইতে যে অর্থ গ্রহণ করেন, তাহাতেও দেশের কল্যাণ সাধিত হইতেছে। কারণ এই সকল টাকার সহায়তায় গভর্ণমেণ্ট রেল, খাল ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া পরোক্ষভাবে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের সাহায্য করিতেছেন। এই সকল অনুষ্ঠানের জন্য গভর্ণমেণ্ট যদি বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে সুদের টাকা প্রতিবৎসর বিদেশী ব্যাঙ্কের তহবিলে যাইত।

এই সকল কারণে এখন অনেকেই এই মত প্রকাশ করিতেছেন যে, বিদেশী কোম্পানীগুলিও যাহাতে ভারত গভর্ণমেণ্টের সিকিউরিটিতে টাকা গচ্ছিত রাখে সেইরূপ কোন ব্যবস্থা হওয়া উচিত। এই কোম্পানীগুলি-১৯১২ সনের অ্যাক্টের অধীন নহে। বিদেশী জীবনবীমা, নৌ-বীমা এবং অগ্নিবীমা কোম্পানী প্রতিবৎসর ন্যূনপক্ষে ৭ কোটি টাকার বীমা সম্পাদন করে। এই পরিমাণ টাকা তাহারা স্ব স্ব দেশে নিয়োগ করিবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। যদি বিদেশী কোম্পানীগুলি ঐ টাকা এই দেশেই নিয়োগ করিতে বাধ্য হয় তবে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে। অনেক দেশের গভর্ণমেণ্টই বিদেশী বীমা কোম্পানীর উপর এই মর্ম্মে আইন জারি করিয়াছেন। গত ডিসেম্বর মাসে "ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডাষ্ট্রীয়্যাল অ্যাণ্ড কমার্শ্যাল কংগ্রেসে" মাদ্রাজ সাদার্ণ ইণ্ডিয়া চেম্বার অব্‌ কমার্সের শ্রীযুত ডি, সি, রঙ্গস্বামী এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব আনয়ন করেন, যে অনতিবিলম্বে ভারত গভর্ণমেণ্টের এইরূপ আইন করা উচিত যাহাতে বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলি ভারতীয় ব্যবসায়লব্ধ প্রিমিয়ামের পরিমাণ টাকা জাতীয় স্বার্থ-রক্ষার জন্য এই দেশেই নিয়োগ করিতে বাধ্য হয়। উক্ত প্রস্তাবটি বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট এইরূপ কোন আইন করিলে বীমা-প্রতিষ্ঠানের প্রায় ষোলআনা উপকারই দেশবাসী ভোগ করিবে,—কেবল বিদেশী কোম্পানীর ভারতীয় ব্যবসার লভ্যাংশটুকুই দেশে রাখা চলিবে না।

কয়লার ব্যবসার বর্ত্তমান অবস্থা

আমাদের দেশে কিছু দিন হইল কয়লার ব্যবসা যে দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমরা বার বার আলোচনা করিয়া দেশবাসীকে এবিষয়ে সজাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে এবিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। তদুত্তরে আমরা বিভিন্ন স্থান হইতে নানা প্রকার প্রস্তাবসম্বলিত পত্র পাইয়াছি। নিম্নে তাহার কয়েকটী প্রকাশ করা হইল। বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া দেশবাসী এ সম্বন্ধে যতই অধিক আলোচনা করিবেন ততই মঙ্গল। (বাংলার কথা)

১। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্সের সেক্রেটারী ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় লিখিয়াছেন—

'বাংলার কথা' এদেশের কয়লার ব্যবসা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। যতদিন আমরা ব্যবসাক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করিতে না পারিব, ততদিন আমাদিগের দুর্দ্দশার অবসান হইবে না।

বর্ত্তমান সময়ে মজুরীর হার ও রেলের ভাড়া কমিয়াছে এবং মালগাড়ীর অভাবও নাই, তথাপি যে কয়লার ব্যবসা মন্দা, ইহা চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাজার মন্দার কারণ

আমার মনে হয়, প্রধানতঃ এই কয়টি কারণে কয়লার বাজার মন্দা হইয়াছে।

(ক) রেল কোম্পানীগুলি আপনারা খনি করায় বাজার হইতে আর পূর্ব্ববৎ কয়লা ক্রয় করে না। কাজেই অন্যান্য খনির কয়লার কাটতি কমিয়াছে। এদেশের খনিওয়ালারা বলিয়া আসিতেছেন, রেল কোম্পানী যদি আপনারা খনি না করিয়া বাজার হইতে কয়লা ক্রয় করেন, তবে তাহাদিগের খরচ কম হয় এবং কয়লার ব্যবসাও ভাল চলে। বিলাতে ভারত-সচিব পার্ল্যামেণ্টে বলিয়াছেন, রেলের খনি রাখা লাভজনক কিনা তাহা অনুসন্ধান করিয়া বলা হইবে। কিন্তু অনেকেরই বিশ্বাস, তাহাদিগের কয়লা তুলিবার খরচ তুলনায় অধিক। আর রেলের খনি হওয়ায় যে অন্য লোকের ব্যবসার ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

(খ) দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার সে দেশের কয়লার ব্যবসাকে সাহায্য দান করিতেছেন। কাজেই সে কয়লা বোম্বাইয়ে সস্তা দরে বিকায়। এক সময়ে (১৯২২ সনে) এ দেশে বৎসরে ১৬,৩৯,০০০ টন বিদেশী কয়লা আমদানি হইত। এখন বোম্বাইয়ের শতকরা ৭৫টি কল বিদ্যুৎবলে এবং তৈল-সাহায্যে চালিত হওয়ায় সেই আমদানি কমিয়াছে বটে; কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার আমদানি এখনও বন্ধ হয় নাই। যদি রেল কোম্পানী দীর্ঘ পথের জন্য কয়লার ভাড়া কমাইয়া দেয়, তবে বিদেশী কয়লা আর আমাদিগের কয়লার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিবে না। কোন কোন রেলে কয়লার পরিবর্ত্তে তৈলও ব্যবহৃত হইতেছে।

(গ) যুদ্ধের সময় ও তাহার পরে এ দেশ হইতে যে কয়লা রপ্তানি করা বন্ধ হয়, তাহাতে সিঙ্গাপুর, কলম্বো প্রভৃতি কয়লার বাজার আমাদের হাতছাড়া হয়। এখন সে সব বন্দরে আবার ভারতীয় কয়লা রপ্তানি হইতেছে বটে; কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে যে স্থানে বৎসরে প্রায় ৫০০,০০০ টন কয়লা রপ্তানি হইত, সে স্থানে গতপূর্ব্ব বৎসর মাত্র ২৫০,০০০ টন গিয়াছে। যাহাতে হাতছাড়া বাজার আবার আমরা হস্তগত করিতে পারি সেজন্য সরকারের আরও সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

প্রতিকারের উপায়

বাঙ্গালার মফঃস্বলে পারিবারিক ব্যবহারের জন্য কয়লা বাড়াইতে ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন হইতে যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা যাহাতে সফল হয়, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালায় জ্বালানি কাঠের অভাব হইতেছে। সুতরাং কয়লা সরবরাহ করিতে পারিলে তাহার কাটতি

হইবে। তাহাতে কয়লার চাহিদা বাড়িবে। রেলভাড়া অধিক হারে না কমাইলে এ চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে না। যাহাতে সত্বর লোকের জন্ত রেলভাড়া কমান হয় তাহা করা সরকারের কর্ত্তব্য। তাহাতে রেলের ক্ষতি হইবে বলিয়াও বোধ হয় না। কারণ কয়লার ভাড়া কমিলে রেলে অধিক কয়লা রপ্তানি হইবে। যদি চাহিদা আর না বাড়ে, তবে কয়লা কম তুলিবার ব্যবস্থা করিতেই হইবে, নহিলে চলিবে না।

২। কয়লা-ব্যবসায়ী ও কয়লার খনির স্বত্বাধিকারী, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতামত নিয়ে প্রকাশিত হইল :—

কয়লার বাজার নষ্ট হইবার কারণ

প্রথম শ্রেণীর কয়লার চাহিদা এখনও থাকিলেও উহা বিদেশী কারবারীদের হাতে আছে। বর্ত্তমান সময়ে বিদেশী কারবারীরা আর বাঙ্গালীর নিকট কয়লা খরিদ না করিয়া নিজেদের কলকারখানাতে স্বজাতি-পরিচালিত ভারতীয় খনির কয়লাই ব্যবহার করিতেছেন।

ভারতের রেলওয়েগুলি ভারতের অর্থ দ্বারা পরিচালিত হইলেও রেলওয়ে বোর্ডের কৃপায় রেলগাড়ীর জন্য যত কয়লা প্রয়োজন হয় তাহার মধ্যে আন্দাজ বার আনা ভাগ বিদেশীর নিকট খরিদ করেন, এবং আন্দাজ মাত্র চারি আনা ভারতীয় কারবারীদের নিকট হইতে কিনেন। বর্ত্তমানে সরকার বাহাদুরও তাঁহাদের প্রয়োজনীয় কয়লার বেশীর ভাগ বিদেশীর নিকট লইয়া থাকেন। এমন কি বড়ই দুঃখের বিষয় যে গত বৎসর কলিকাতা কর্পোরেশনও বেশী পরিমাণ কয়লা বামার লরি কোম্পানীর রাস্তাখোলা খনি হইতে খরিদ করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ইউরোপ প্রভৃতি স্থান হইতে কয়লা এত অল্পমূল্যে ভারতে আমদানি করিয়া বোম্বাই, করাচি প্রভৃতি স্থানে বিক্রয় করা হয় যে, তাহার তুলনায় বাঙ্গালার কয়লার পড়্তাতে দর বেশী হয়।

উন্নতির উপায়

কতদিনে, কি করিয়া বাজার উঠিবে কেহ বলিতে পারেন না। তবে এই উপায়গুলি অবলম্বন করিলে কষ্টের কতক লাঘব হইতে পারে।

প্রথমতঃ—ভারতবাসী ব্যবসায়ীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। বোম্বাই, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানের কলের মালিকদের সহিত এইরূপে সর্ত্তবদ্ধ হইতে হইবে যে, তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত কয়লা বাঙ্গালা হইতে লইবেন এবং বাঙ্গালার কয়লার খনির মালিকগণ এইরূপ সর্ত্তবদ্ধ হইবেন যে, ভবিষ্যতে যুদ্ধবিগ্রহ বা অন্য কোনও কারণে কয়লার দর যতই বৃদ্ধি পাউক না কেন, নির্দ্দিষ্ট দামের বেশী কখনই কোন সময়ে খনির মালিকগণ দাবী করিতে পারিবেন না। কারণ গত যুদ্ধের সময় ইহা দেখা গিয়াছে যে, পাঁচ ছয় টাকা টন মূল্যের কয়লা ২৫৲। ৩০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে এবং বোম্বাইয়ের কলের মালিকগণ ও অন্যান্য লোকেরা ঐ উচ্চ মূল্যেই কিনিতে বাধ্য হইয়াছেন। পরস্পর সাহায্য না করিলে এ স্থলে চলিবে না।

তাহা ছাড়া, পোড়া কয়লা যাহাতে ভারতবাসীরা বেশী পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারেন তাহার বিপুল চেষ্টা করিতে হইবে। হিসাব করিলে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি লোকের আহার্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে যে পরিমাণ কয়লার প্রয়োজন হইবে বাঙ্গালার সমস্ত খনি দিবারাত্র কার্য্য করিলেও তত পরিমাণ কয়লা তুলিতে পারিবে না। বর্ত্তমান সময়ে কাঠ, গোবর প্রভৃতি পোড়াইয়া খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। কাঠের অন্য প্রয়োজনও আছে। ভারতের জঙ্গল নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কাঠ আর নষ্ট করা উচিত নহে। জঙ্গল না থাকিলে মাটির উর্ব্বরতা শক্তি ও জল-আকর্ষণের শক্তি হ্রাস পায়। আর গোময় অতি উৎকৃষ্ট সার। এই সার পোড়াইয়া নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত নহে। চাষ ও আবাদের জন্য এই সার বহু মূল্যবান পদার্থ। পোড়া কয়লা এই কাঠ ও গোবরের স্থান সহজেই অধিকার করিতে পারে। ইহা ছাড়া আমাদিগকে খবরের কাগজের সাহায্যে, সাধারণ সভাসমিতির দ্বারাও তুমুল আন্দোলন করিয়া গবর্মেণ্টকে এবিষয়ে আমাদের হিতসাধক কার্য্য করিতে বাধ্য করিতে হইবে।

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শীল বি-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

আর্থিক উন্নতি

ভাদ্র—১৩৩৫ | ৩য় বর্ষ—৫ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি ॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

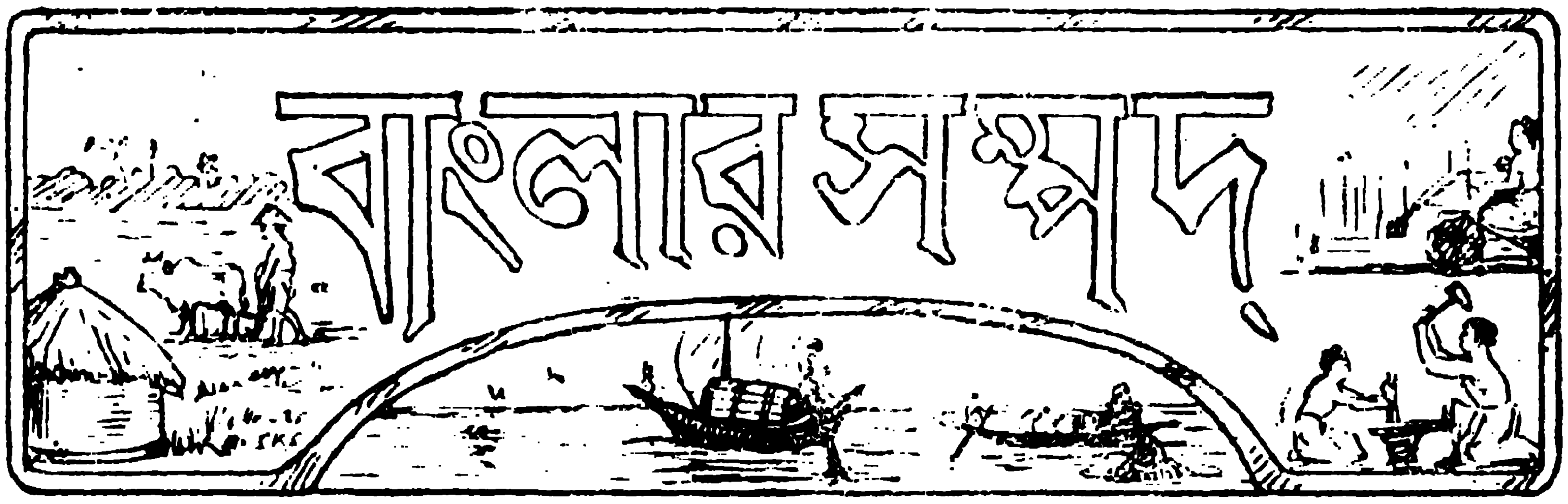

মালদহ ব্যাঙ্কিং কোম্পানী লিমিটেড্

মূলধন

ব্যাঙ্কের রেজেষ্টারীকৃত মূলধনের মধ্যে ৫০০০০৲ টাকার অংশ বিক্রয় হইয়া সম্পূর্ণ টাকা আদায় হইয়াছে।

আমানত

১৩৩৩ সালের ২০শে শ্রাবণ হইতে মাসিক শতকরা ৵০ আনা সুদে দ্বিবার্ষিক আমানত লওয়া বন্ধ হইয়াছে, এবং ১৩৩৪ সালের ১লা আশ্বিন হইতে দ্বিবার্ষিক আমানতের সুদ উক্ত ৵০ স্থলে ॥৵০ ধার্য্যে "নূতন দ্বিবার্ষিক" আমানত খোলা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৵০ আনা সুদের পুরাতন দ্বিবার্ষিক হেডের আমানতি ৩৫০৭০৵৫ আনা ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে। এবং বৎসরের শেষ মাসে ॥৵০ আনা সুদে নূতন দ্বিবার্ষিক আমানত খুলিবার পর ৫২৮০৲ টাকা আমানত পাওয়া গিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে প্রাপ্ত মোট আমানত ৩৪৩১৫৫৵০ এবং মোট আমানত ফেরৎ ২৮১৩৯৩৵১৫ আনা বাদে বাকী আমানত ৬১৭৬২॥৵৫ আনা বৃদ্ধি হইয়াছে। তৎসহ গত বৎসরের উদ্বৃত্ত আমানত ৩৯৪৭৫৮৵৫ আনা ধরিয়া আলোচ্য বৎসরে মোট আমানত ৪৫৬৫২১।৵১০ আনা দাঁড়াইয়াছে। স্থানীয় যদুনন্দন গিরি মহাকালী পাঠশালা ও মোহান্ত হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠাতার প্রার্থনানুযায়ী ডিরেক্টর সভায় ৯।৪।৩৩ তাং রিজলিউশান হইয়া স্থিরীকৃত হয় যে, বাৎসরিক ৭৬৫৲ টাকা সুদে ৬০০০৲ টাকা চিরস্থায়ী আমানত স্বরূপ উক্ত পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতার নিকট লওয়া হইবে। তিনি উক্ত টাকা কখনই উঠাইতে পারিবেন না। এবং উক্ত পাঠশালা ও চিকিৎসালয়ের অভাবে তদভাবে অন্য কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের ব্যয়কল্পে উক্ত আমানতের সুদ প্রতিষ্ঠাতা মহাশয় পাইবেন। উক্ত রিজলিউশান ১৮।৭।৩৩ তাং ডিরেক্টর সভায় দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। উক্ত রিজলিউশান সাধারণ সভায় মঞ্জুর করিবার জন্য ডিরেক্টর সভা সাধারণ সভাকে অনুরোধ করেন।

রিজার্ভ ফণ্ড

গত বৎসরের উদ্বর্ত্তপত্র-মূলে রিজার্ভ ফণ্ডে ১৩৯৪২৸৵৫ ছিল। তৎসহ গত সাধারণ সভায় স্থিরীকৃত রিজার্ভ ফণ্ড ৩৫৫৭৲১৫ ধরিয়া সর্ব্বমোট ১৭৫০০৲ টাকা নিম্নলিখিত ভাবে রাখা হইয়াছে।

পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট ...	২২৫০৲
৫৲ টাকা সুদী কোম্পানীর কাগজ ...	৩০০০৲
বার্ষিক শতকরা ৬৲ টাকা সুদে রংপুর লোন অফিসে বার্ষিক আমানত ...	১০২৫০৲
জামালপুর লোন অফিসে বার্ষিক শতকরা ৯৲ টাকা সুদে ৬ষ্ঠ বার্ষিক আমানত ...	২০০০৲

সিঙ্কিং ফণ্ড

গত বৎসরের উদ্বর্ত্তপত্রমূলে সিঙ্কিং ফণ্ডে ২০০৫৵০ আনা ছিল। তৎসহ গত সাধারণ সভায় ধার্য্য ৬৯৬।৵১০ আনা ধরিয়া মোট ২৭০১৷৷১০ আনা হইয়াছে। উক্ত টাকা এ পর্য্যন্ত অন্যত্র পৃথকভাবে রাখা হয় নাই। আদায়ের অনুপযোগী আসল ও সুদ অতঃপর আবশ্যক বোধে রেমিশান দেওয়া বিবেচিত হইলে যাহাতে ডিরেক্টর সভা সিঙ্কিং ফণ্ডের উক্ত টাকা হইতে ব্যয় করতঃ রেমিশান বাবদ টাকা জমা খরচ করিতে পারেন সেই মর্ম্মে ডিরেক্টর সভার উপর ভারার্পণ আবশ্যক।

বিল্ডিং ফণ্ড

অফিস গৃহের আয়তন-বৃদ্ধির আবশ্যকতা উপলব্ধি করতঃ গত সাধারণ সভা লভ্যাংশ হইতে ১০০০৲ টাকা বিল্ডিং ফণ্ডে রাখিয়াছেন। তাহা এ পর্য্যন্ত পৃথকভাবে অন্যত্র রাখা হয় নাই। ব্যাঙ্কের কার্য্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরাতন ছোট ঘরগুলিতে ব্যাঙ্কের কার্য্য সঙ্কুলান হয় না। সুতরাং অফিস বাড়ীর আয়তন-বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক।

দাদন

আলোচ্য বৎসরে মোট ১৭০৭০৭।৵০ কর্জ্জ দাদন এবং ১১৪৫৪৭৷৷৵৫ আসল মধ্যে আদায় হওয়ায় বাকী ৫৬৩৫৯৷৷৵১৫ দাদন-বৃদ্ধি লইয়া তৎসহ গত বৎসরের উদ্বর্ত্তপত্রমূলে দাদন ৩৫৪০৪৯৵১০ আনা ধরিয়া আলোচ্য বৎসরে মোট ৪১০,৪০৮৸৵৫ আনা দাদন দাঁড়াইয়াছে। তন্মধ্যে রেহিনী তমঃশুক মূলে ২৪৩০২৬৵০ আনা, তমঃশুক মূলে ৫৬৬৬৩৬৸৵১৫, হ্যাণ্ডনোটমূলে ১০৮৪৯৩।৵১৫ ও গহনা বন্ধকি ২২২৫।৵১৫ দাদন।

দাদনি সুদ

গত বৎসরের উদ্বর্ত্তপত্র-মূলে ৬০৫৬৪৷৷১৫ আনা সুদ বাকী ছিল। আলোচ্য বৎসরে ৫৭৪৪৯৷৷৵৫ আনা সুদ প্রাপ্য হইয়া মোট ১১৮০১৪।০ আনা সুদ আলোচ্য বৎসরে পাওনা হয়। তন্মধ্যে ৬৩৬৮৯।৵৫ আনা আদায় হইয়া ৫৪৩২৪৸৵১৫ আনা বাকী সুদ দাঁড়াইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে ২৫৩৩২।৵১৫ আনা বেশী সুদ আদায় হইয়া বাকী সুদের পরিমাণ গত বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে ৬২৩৯৷৷৵০ আনা কম বাকী দাঁড়াইয়াছে।

আমানতের সুদ

গত বৎসরে আমানতের দেয় সুদের পরিমাণ ২৫৮৭৫৲১৫ ছিল এবং ২১৯০৪৷৷৵১০ আনা সুদ দেওয়া হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে দেয় আমানতের সুদের পরিমাণ ৩২৭২৮।৵১০ এবং ২৪৭৭৪৸৫ আনা আমানতের সুদ দেওয়া গিয়াছে।

তহবিল ও ডিপজিট

আলোচ্য বৎসরের শেষে মোট তহবিল ৬১৬৬৩।৵১৫ আনা মধ্যে নগদ তহবিল ৩১৬৫৫৷৷৵৫ আনা বাদে ৩০০০৭৷৷৵১০ আনা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্কসমূহে ডিপজিট ছিল।

১। মালদহ কো-অপারেটিভ আরবান ব্যাঙ্কে অস্থায়ী হেডে ...	১৫০০৲
২। মালদহ কো-অপারেটিভ আরবান ব্যাঙ্কে ষাণ্মাসিক হেডে...	৫৫০০৲
৩। রংপুর লোন অফিস লিমিটেড্ অস্থায়ী হেডে ...	৭৷৷৵১০
৪। রংপুর লোন অফিস লিমিটেড্ বার্ষিক হেডে ...	১০০০০৲
৫। বাবু সরযূ প্রসাদ বিহানীর নিকট আমানত ...	১০০০০৲
৬। উলিপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড্ বার্ষিক হেডে ...	১০০০৲

৭। রায়গঞ্জ ধন-ভাণ্ডার লিমিটেড্
বার্ষিক হেডে ২০০০৲

মোট ৩০০০৭৷৵১০

ডিপজিটের সুদ

সর্ব্বপ্রকার ডিপজিটের সুদ বাবদ আলোচ্য বৎসরে মোট প্রাপ্য সুদ ২৩১৬৶১০। তন্মধ্যে ৭৪২৻৫ সুদ পাওয়া গিয়াছে।

ইনভেষ্টমেণ্ট

কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের অংশ খরিদ ৫০০৲ ও এশিয়াটিক কেমিক্যাল ওয়ার্কসের অংশ খরিদ ১০০০৲ টাকা। আলোচ্য বৎসরে উক্ত উভয় কোম্পানীর খরিদা অংশ বাবদ কোন ডিভিডেণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

হাওলাত

১৩২৯-৩০ সালের উদ্বর্ত্তপত্রমূলে হাওলাতের পরিমাণ ১৫৭৮০।৵১০ ছিল। উক্ত হাওলাত ক্রমশঃ কমিতে কমিতে গত বৎসরে ৬২৪০৶৫ আনা দাঁড়াইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরের ৭৫৮৭৶১৫ টাকা দিয়া মোট হাওলাত ১৩৮২৮৵০ আনা মধ্যে আলোচ্য বৎসরে ৮২১২৷৷১৫ আনা হাওলাত পরিশোধ হইয়া মোট ৫৬১৫৷৵৫ আনা হাওলাত দাঁড়াইয়াছে।

মোকদ্দমা

মোকদ্দমা সেরেস্তার খরচ হ্রাস ও অতঃপর যে নিয়মে মোকদ্দমা সেরেস্তার কার্য্যনির্ব্বাহ হইবে তৎসম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রস্তুত জন্য ডিরেক্টর সভা কর্ত্তৃক ভার-প্রাপ্ত হইয়া অন্যতম ডিরেক্টর বাবু তারিণীদাস রায় যে নিয়মাবলী ডিরেক্টর সভায় দাখিল করিয়াছেন, ১৩৩৪ সালের ৫ই চৈত্র তারিখের ডিরেক্টর সভার রিজলিউশান অনুযায়ী মোকদ্দমা সেরেস্তার উকীল ও মোহরের নিয়োগ জন্য সাধারণ সভার উপর তাহার ভার অর্পিত হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে ৮৮৭৯।৵১০ আনা দাবীতে ৪৩টী মূল মোকদ্দমা এবং ৯৭৬৪৶১০ আনা দাবীতে ৩৫টী ডিক্রীজারি করা হয়। পূর্ব্ব বৎসরের মুলতবী ও আলোচ্য বৎসরের দায়েরী সর্ব্বপ্রকার মোকদ্দমা বাবদ ৪০৪০৶১৫ মোকদ্দমা-খরচ হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে মোকদ্দমা-খরচ ৮৭৯৷৵১০ আনা। নালিশী আসল ২৭৭৫৵১৫ ও সুদ ১৫৭১৸৶ আনা আদায় হইয়াছে।

আউট্‌ডোর ওয়ার্ক

আলোচ্য বৎসরে সম্পত্তি তত্ত্বাবধান, ফসল আদায় এবং খাতকান হইতে টাকা আদায় ও সময়োচিত অন্যান্য আবশ্যক কার্য্যের জন্য সেক্রেটারী ২৬ দিন, হেড্ ক্লার্ক ৫২ দিন, সেকেণ্ড ক্লার্ক ৩২ দিন, থার্ড ক্লার্ক ৩৪ দিন, ফোর্থ ক্লার্ক ৩২ দিন ও ফিপ্‌থ্ ক্লার্ক ৩ দিন মফঃস্বলে কার্য্য করিয়াছেন।

বোনাস

গত ৩ বৎসর যাবৎ মালদহে অজন্মা হইতেছে, তদুপরি আলোচ্য বর্ষে অজন্মা ভীষণ দুর্ভিক্ষে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও কর্ম্মচারী ও পদাতিকগণ যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে আদায়-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে খুব বেশী পরিমাণে সুদ আদায় হইয়াছে। তাঁহাদের উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ তাঁহাদিগকে বোনাস দেওয়ার জন্য ডিরেক্টর সভা সাধারণ সভাকে অনুরোধ করিতেছেন।

সম্পত্তি

গত বৎসর পর্য্যন্ত ১৯৮৯২৶১০ মূল্যের সম্পত্তি ছিল। আলোচ্য বর্ষে ৫১২৩৷৶০ আনা মূল্যের সম্পত্তি খরিদ হইয়াছে ও ৬১৮৩৶০ আনা মূল্যের সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া ২৩৩৩২৻৫ মূল্যের সম্পত্তি দাঁড়াইয়াছে। দারুণ দুর্ভিক্ষহেতু গ্রাহক না থাকায় অতিশয় চেষ্টা সত্ত্বেও আশানুরূপ-ভাবে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারা যায় নাই। দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও যেরূপ মূল্যে জমি সাধারণতঃ বিক্রয় হইতেছে তাহাতে অতঃপর অবিক্রীত সম্পত্তি হইতে যে খরিদা মূল্যের টাকা আদায় হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে আশা করা যায়। ফসল ইত্যাদি হওয়ায় লোকের অবস্থা একটু সচ্ছল হইলে যাবতীয় সম্পত্তি যাহাতে বিক্রয় হয় ডিরেক্টর বোর্ড বিধিমতে সে চেষ্টা করিতেছেন। আলোচ্য বর্ষে উক্ত সম্পত্তির তদ্বির তদারক জন্য ১৬৷৵১০ ও বাকী বকেয়া খাজনা, জমিদারের নজর, সেলামী আদি সহ ১১৭২৻১৫ খরচ হইয়াছে। এবং উক্ত সম্পত্তি হইতে ফসল বিক্রয় মূল্য ৭৭৪৶৫, খাজনা

৬৬৪৮৶৫ আনা ও লভ্য ৯৭৮১৫ আনা পাওয়া গিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে অজন্মাহেতু আশানুরূপ ফসল না হওয়ায় সম্পত্তির আয় কম হইয়াছে।

লভ্য ও ডিভিডেণ্ড

মোট লভ্য ১৬৫৬৪৸১০ টাকা নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত হইবে :—

রিজার্ভ ফণ্ড	...	৫০০০৲
সিঙ্কিং ফণ্ড	...	১০০০৲
বিল্ডিং ফণ্ড	...	১৬০০৲
ডিভিডেণ্ড সমতা জন্য ফণ্ড		১০০০৲
ডিভিডেণ্ড	...	৭০০০৲ (শতকরা ১৪৲ হিঃ)
বোনাস ফণ্ড	...	৯৬৪৸১০
মোট		১৬৫৬৪৸১০

স্বাক্ষর শ্রীজ্ঞানদাপ্রসন্ন লাহিড়ী ম্যানেজিং ডিরেক্টর, শ্রীতারিণীদাস রায় ডিরেক্টর, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীনৃত্যগোপাল দাস, শ্রীসরযূপ্রসাদ বেহানী, শ্রীবলদেবানন্দ গিরি, শ্রীনলিনীমোহন চৌধুরী, শ্রীকালীপ্রসন্ন সাহা, শ্রীপঞ্চানন মজুমদার।

মালদহ ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর পাঁচ বৎসর

(১৩২৯-১৩৩৪)

সাল	১৩২৯-৩০ (১৷৷ বৎসর)	১৩৩০-৩১ (১ বৎসর)	১৩৩১-৩২ (১ বৎসর)	১৩৩২-৩৩ (১ বৎসর)	১৩৩৩-৩৪ (১ বৎসর)
দাদনের প্রাপ্য সুদ	৪১,১০১৷/১৫	৩৩,৭৯২৸৵১৫	৩৯,০৮৭৸/১০	৪৫,৬৬২৸৶৫	৫৭,২৬৭৷৷৵০
ডিপোজিটের দেয় সুদ	২৩,৩৬৯৸৶০	১৮,৯৩৩৷১০	২২,১২১৷৶৫	২৫,৮৭৬৲১৫	৩২,৭২৮৷৷/১০
আউটষ্ট্যাণ্ডিং আমানত	২১৬,৯৭০৷৷০	২৪৬,৯৪২/১৫	২৯৩,৬৩৫৷৷৵১০	৩৯৪,৭৫৮৸৫	৪৫৬,৫২১৷/১০
আউটষ্ট্যাণ্ডিং দাদন	২০৮,১৬৪৷৷১০	২২২,৭৫৭৸১০	২৫৬,৫১২৸৵১৫	৩৫৪,০৪৯৵১০	৪১০,৪০৮৸৶৫
রিজার্ভ ফণ্ড	১০,০৪২৸৶৫	১১,৫৪২৸৶৫	১৩,০৪২৸৶৫	১৩,৯৪২৸৶৫	১৭,৫০০৲
মোট লভ্য	১১,৯৩০৷৷৵১০	৪,৯৮৯৷৷/০	৯,২৪০৷৷৶১০	১২,৩৬০৸১০	১৬,৫৬৪৸১০
বাকী সুদ	৩৭,৫৩৮৷৷১৫	৪৮,৬৫৯৶৫	৪৯,৪৩৪৲	৬০,৫৬৪৷৷১৫	৫৪,৩২৪৸/১৫
আদায়ী সুদ	৩২,৩২০৶১৫	৩১,৭৮৪৷৶৫	৩৮,৩৫৭৲১০	৩৪,৫৪৫৷৷১০	৬৩,৬৮৯৷৵৫
আমানত জমা	১৫০,৯৯০৸১৫	১৫২,৪৫১৷৷০	২২৮,১৪৬৷/১৫	৩৯০,২০৮৷৵০	৩৪৩,১৫৫৸০
আমানত খরচ	১২৯,৪০০৸১০	১২২,৪৭৯৸৵৫	১৮১,৪৫২৸/০	২৮৯,০৮৫৷৷৫	২৮১,৩৯৩৵১৫
কর্জ্জ দাদন	১৩০,৪০৷১৫	৫৭,৮২৪৸০	১০৮,২৩১৸/৫	১৬৪,১৩৭৷৷০	১৭০,৭০৫৸/০
আসল আদায়	১০০,৫২৮৷/১০	৪৩,২৩১৷৷০	৭৪,৪৭৬৷৷৶০	৬৬,৬০৷১৫	১১৪,৩৪৭৷/৫
শতকরা ডিভিডেণ্ড	২০৲	১০৲	১০৲	১০৲	—

বাংলার জিলা বোর্ড

১৯২৬-২৭ সনে ২৬টী জিলাবোর্ডের মধ্যে ২টীতে মনোনীত চেয়ারম্যান ছিলেন; তন্মধ্যে এক জন সরকারী। মেদিনীপুর জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন সরকারের অনুমোদিত না হওয়ায় সেখানে বে-সরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। হুগলীর জিলাবোর্ড প্রতি মাসে একটি করিয়া সভা বসাইতে অসমর্থ হন। দলাদলির জন্য মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার জিলাবোর্ডে কার্য্যের অসুবিধা ঘটিয়াছিল।

৮২টি লোক্যালবোর্ডের মধ্যে ৪টিতে মনোনীত বে-সরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। অপর ৪টিতে নির্ব্বাচিত সরকারী কর্ম্মচারী সভাপতি হন। অবশিষ্টগুলিতে নির্ব্বাচিত বে-সরকারী চেয়ারম্যান ছিলেন। লোক্যাল বোর্ডগুলির ভবিষ্যৎ এখন বিবেচনাধীন।

আলোচ্য বর্ষে ২২৬০ ইউনিয়ন বোর্ড কার্য্য করে। পূর্ব্ব বৎসরে ছিল ২২১৭। রংপুরে ৩১৮টী বোর্ড গঠিত হয়, কিন্তু বৎসর শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেগুলি কার্য্য আরম্ভ করে নাই। ২৪ পরগণা জিলায় পল্লী-স্বায়ত্তশাসনের বিস্তৃতি-সম্বন্ধে আপত্তি এখনও সম্পূর্ণ থামে নাই। নোয়াখালী জিলার সদর মহকুমাতেও লোকজনের এইরূপ আপত্তি আছে বলিয়া প্রকাশ।

ইউনিয়ন বোর্ডের আয়

প্রচলিত ইউনিয়ন বোর্ডগুলি ৩২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা আদায় করিয়াছিল। তন্মধ্যে চৌকীদার প্রভৃতির মাহিয়ানায় ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। কাজেই পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও রাস্তাঘাট, চিকিৎসা, শিক্ষা, পানীয় জল-সরবরাহ ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। সাধারণতঃ ইউনিয়নবোর্ডগুলি ট্যাক্সের মাত্রা বাড়াইয়া উন্নতির ব্যবস্থা করিবার অভিলাষী নহেন।

বৰ্দ্ধমান জিলার পাঁচরা ইউনিয়ন বোর্ড পানীয় জলের জন্য ৫টী নলকূপ বসাইয়াছেন। মালিকদিগের সম্মতি অনুসারে অনেক পুকুর রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছেন, ৫ মাইল লম্বা একটী পয়ঃপ্রণালী বজায় রাখিয়াছেন এবং নূতন এক মাইল বাড়াইয়াছেন।

হুগলী জিলায় বাঁটকে-বৈঁচী ইউনিয়ন মেথরের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

হাওড়া জিলায় আমাদা বোর্ড ৩৬৮৮ টাকায় দুইটী খালের উদ্ধার করিয়াছেন। শকাটী বোর্ড ২৬৫৫ টাকায় একটা খালের সংস্কার করিয়াছেন।

জিলা-বোর্ডগুলির নিকট হইতে ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ এবার ৪ লক্ষ টাকা সাহায্য পাইয়াছেন। গত বৎসর ৩।০ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। ইউনিয়ন বোর্ডগুলি অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদিগের প্রয়োজনমত ট্যাক্স বসান না। এ জন্য আশঙ্কা হয়, পল্লীগ্রামগুলির স্বাস্থ্যোন্নতি বোর্ডগুলির মারফতে তেমন বেশী পরিমাণ হইতে পারিবে না।

জিলা-বোর্ডের আয়

আলোচ্য বর্ষে জিলাবোর্ডগুলির আয় ১৩৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা; পূর্ব্ব-বৎসর হইয়াছিল ১৩৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। আয় বাড়িবার কারণ ডাক্তারী সাহায্যের জন্য তাঁহারা বেশী টাকা পাইয়াছেন ও ঋণ বেশী করিয়াছেন। শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বিভাগে আয় কমিয়াছে।

ব্যয় ১৩৭ লক্ষ ৭ হাজার হইতে বাড়িয়া ১৪১ লক্ষ ২১ হাজার হইয়াছে। শিক্ষা, ডাক্তারী ব্যাপার প্রভৃতির জন্য ব্যয় বাড়িয়াছে। উদ্বৃত্ত ৩৪ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকার মধ্যে নগদ ১৭ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। গত বৎসর উদ্বৃত্ত হইয়াছিল ৩৭ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা।

কর

যে সেস্ আদায় হয় তাহার গড় হিসাব ধরিলে প্রত্যেক লোক প্রতি বৎসরে ২ আনা ১১ পাই হিসাবে দেয়।

শিক্ষা

শিক্ষা-ব্যয় ২ লক্ষ ৫৭ হাজার হইতে বাড়িয়া ৩২ লক্ষ ৮৪ হাজার হইয়াছে। তন্মধ্যে সরকার দিয়াছেন ১৮ লক্ষ ২৫ হাজার। জিলা বোর্ড নিজের ধন-ভাণ্ডার হইতে ১৩ লক্ষ ৮ হাজার টাকা দেন। পূর্ব্ব বৎসর দিয়াছিলেন ১১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা।

জিলা-বোর্ডের পরিচালিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ ও নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪১৯৯৮ হইতে ৪৩৭০১ হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩২,৫৭৪ বালকদিগের জন্য। ঐ সকল স্কুলে ১১,৫৪,৭৩৮ বালক ও ২,৬০,৬৬৮ বালিকা অধ্যয়ন করে।

শ্রমিকদিগের জন্য যে সব নৈশবিদ্যালয় খোলা হইতেছে, বীরভূম ও হুগলী জিলায় তাহার সংখ্যা ১৩৬ হইতে ১৪৯ হইয়াছে; উহার ছাত্র-সংখ্যা প্রায় ৩০০০ হাজার। দার্জ্জিলিংয়ের জিলাবোর্ড ঐরূপ ১০৯টি বিদ্যালয়ে অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন।

বাখরগঞ্জের একটি পর্য্যটনশীল বয়ন-বিদ্যালয়, দিনাজপুরের ২টি বয়ন-বিদ্যালয় ও পাবনার একটি কারিগরী বিদ্যালয় প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইয়াছে। খুলনায় একটি বয়ন-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। ইহাতে কার্পাস, রেশম, কাতা ও পাটের সুতার বয়ন শিখান হয়। কৃষ্ণনগরে একটি কারিগরী বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার কল্পনা কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে। হাওড়া জিলাবোর্ড মধ্য-বিদ্যালয়ে হাতে সূতা কাটার উৎসাহ দিতেছেন।

চিকিৎসা

সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ব্যয় হইয়াছে ২১ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা; পূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল ২০ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। আলোচ্য বর্ষে ২৩টি নূতন ডাক্তারখানা খোলা হয়, জিলাবোর্ড ৫০৮টা ডাক্তারখানার সমগ্র খরচ চালান এবং ৩৪৬টাকে সাহায্য করেন।

পশু-চিকিৎসা

পশুচিকিৎসার জন্য ব্যয় হইয়াছে ২ লক্ষ ৯ হাজার টাকা। পূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা।

পূর্ত্তকার্য্য

বাটী, রাস্তাঘাট প্রভৃতি নির্ম্মাণের ব্যয় ৬৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকা হইতে ৬৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা হইয়াছে। নূতন রাস্তাঘাট নির্ম্মাণে ১ লক্ষ ৭ হাজার টাকা খরচ বাড়িয়াছে, কিন্তু রাস্তার সংস্কারের খরচ ৪৭ হাজার টাকা কমিয়াছে। পাকা ও কাঁচা রাস্তার পরিমাণ পূর্ব্ববৎসরের তুলনায় ১৮ ও ১৪২ মাইল বাড়িয়াছে। মোটরবাস্ প্রভৃতির উপর কিছু কর স্থাপিত করিয়া রাস্তা, সেতু প্রভৃতির উন্নতির ব্যবস্থা হইতে পারে। সে জন্য মোটর চলাচলের জন্য কোথায় কোথায় কিরূপ সংস্কার আবশ্যক, সরকার স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট তাহা পূর্ব্বাহ্নে জানিতে পারিয়াছেন। রাস্তাঘাটের উন্নতি হইলে মোটরবাস্-গুলির সুবিধা হইবে, সে জন্য যদি সেগুলির আয়ের শতকরা ৫ ভাগও প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাতে মোটের উপর লাভই হইবে, বাসের কোন ক্ষতি করা হইবে না।

জল-সরবরাহ

জল-সরবরাহ বাবদ খরচ ৯ লক্ষ ১ হাজার হইতে কমিয়া ৮ লক্ষ ৬২ হাজার হইয়াছে। ১১টি জিলাবোর্ড পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বেশী খরচ করিয়াছেন। পল্লীগ্রামে পানীয় জল-সরবরাহের সমস্যা-সমাধানের জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী একটা নীতি স্থির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যে সব গ্রামে ২ হাজার হইতে ৫ হাজার করিয়া লোকের বাস, তাহাদিগের পক্ষে জল-সংস্থানের অধিকাংশ খরচ বহন করা, যে সব গ্রামে ১ হাজার হইতে ২ হাজার হিসাবে লোক বাস করে, সেখানে অপেক্ষাকৃত বেশী টাকা খরচ করা কষ্টকর হইবে বলিয়া মনে হয় না। যে সব গ্রামে লোক-সংখ্যা কম, সেইখানেই সমস্যা। ইউনিয়ন ও জিলা বোর্ডগুলি যদি গ্রামের লোকের অবস্থা-অনুসারে তাহাদিগের নিকট হইতে টাকা লওয়ার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলেই ভাল হয়। তাহা হইলেই হীনাবস্থার গ্রামগুলি বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা অধিক সাহায্য পাইবার আশা করিতে পারে।

প্রত্যেক গ্রামে পানীয় জল-সরবরাহ করিতে কি পরিমাণ খরচ পড়িতে পারে, মন্ত্রিপ্রবর জিলা বোর্ডগুলিকে তাহার হিসাব প্রস্তুত করিতে বলিতেছেন।

সেয়ার মার্কেট (কলিকাতা, ২৫শে জুলাই)

অদ্য পাট-কলের সেয়ারের প্রথম বেলা সামান্যই কাজ হইয়াছিল এবং দরেরও বিশেষ-কিছু তারতম্য ছিল না। কিন্তু শেষে কিছু বেশী মূলধনের সেয়ারের কাজ হইয়াছিল বটে; কিন্তু দর বিশেষ কিছু বাড়ে নাই, বরং কোন কোনটার দরমন্দা হইয়াছিল।

সূতার কলের অল্প কিছু কাজ হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহাতে উল্লেখযোগ্য বিশেষ-কিছু নাই।

কয়লার খনির সেয়ারের খুব সামান্যই কাজ হইয়াছে এবং তাহার দরও মন্দা।

চা-বাগানের সেয়ারের কিছু কাজ হইয়াছে বটে কিন্তু দর প্রায় স্থিরভাবেই রহিয়াছে।

নানাবিধ কোম্পানীর বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল প্রডাক্টস্ স্থির ভাবে আছে। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগণের ও বার্ণ কোং-এর দর বেশ তেজী হইয়াছে। বেঙ্গল আয়রণ, বার্ম্মা ফিনান্স এবং মার্শালের বেশ চাহিদা রহিয়াছে।

কমার্শ্যাল প্রোপার্টিসএর বহুদিন পরে কাজ হইয়াছে বটে, দর ডিস্কাউণ্টে রহিয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজের দর খুব মন্দা যাইতেছে। নিম্নে অদ্যকার বাজার-দর দেওয়া গেল—

৪৲ সুদের (১৯৬০-৭০ সনের) কর্জ্জ ... ৮৭।/০
৫৲ সুদের (১৯৩৩ সনের) বণ্ড ... ১০২৲,১০২।০
৬৲ সুদের (১৯৩০ সনের) বণ্ড ... ১০৩/০,১০৩।০

রেল কোম্পানী

হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ে ... ১৪৭৲
ময়মনসিংহ ভৈরববাজার রেলওয়ে (গ্যারাণ্টিড) ১০০॥০
ঐ (রিবেট) ... ১০২৲, ১০৩৲
সাদ্রা (দিল্লী) সাহারাণপুর রেলওয়ে ... ১৭৫৲, ১৭৪৲

সূতার কল

বেঙ্গল নাগপুর ... ৩০।৶০, ৩০৸০, ৩১৲
ডানবার ... ১৯৬৲, ১৯৭৲
এলগিন (প্রেফ) ... ১০৮৲, (এফ, ইউ, ডি)

কয়লার খনি

জয়ন্তী সেণ্ট্রাল ৸৵০
সেন্ত্রা ... ১৫।০, ১৫॥০ (এফ, ইউ, ডি)

পাটের কল

অকল্যাণ্ড ... ৬৯১৲, ৩৯৩৲, এস, এল, ৩৮৯৲
বালী ... ৩০৯৲, ৩০৬॥০, ৩১০॥০
বরানগর ৩০০৲, ৩০২৲, ৩০৩৲, এস, এল, ২৯৯৲
বেলভিডিয়ার ... ... ৭২৬৲
ক্লাইভ ৪৮৲, ৪৮।০, ৪৭৸৵০, ৪৮৲, ৪৭৸০
ক্রেগ ৬৵০
ড্যালহাউসী ... ... ৬০৮৲ এস, এল
ডেলটা ৬৪১॥০, এস, এল, ৬৪২৲ এস, এল,
এম্পায়ার ... ... ৬৪॥০ এস, এল
হাওড়া ... ৬৪৲, ৬৪।৵০, ৬৩৸৵০, ৬৩॥৵০
ল্যান্সডাউন ... ... ৩৩২৲, ৩৩৪৲
ন্যাশন্যাল ... ... ৩৪॥০, ৩৪।৵০
প্রেসিডেনসী ১২৸৵০
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৫৩০৲, ৫৩৩৲, ৫৩২৲, ৫৩৫৲ এস, এল

চা-বাগান

বাটেলী ৪৸০, ৩৸৵০
বর্ম্মাজান ... ... ৮৸০, ৯৲
হাসিমারা ... ... ৪৫৸০, ৪৮৲
হুটলীবাড়ী ... ... ২১।০, ২১॥০
ম্যানাবাড়ী ... ... ২০১॥০
রেড ব্যাঙ্ক ... ... ১০॥০
সাপই ... ২১৲, ২১৵০, ২১॥০

নানাবিধ কোম্পানী

আসাম "স" মিলস্ ... ... ১৲, ১৵০
বার্ম্মা ফিস্তান্স ... ৬॥০, ৬॥৵০, ৬৸৵০
বেঙ্গল আয়রণ ... ১৭৵০, ১৭।০, ১৭॥০
বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ... ৪০৫৲
বি, আই, কর্পো (অর্ডি) ... ৬৸/০
ঐ (প্রেফ) ... ... ১১২৲
কমার্শ্যাল প্রোপার্টিস ... ৪॥/০, (ডিস্কাউণ্ট)
ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টিল ১৮৷৵০, ১৮॥৵০, ১৮।৶০, ১৮।/
ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড
ওয়াগন (অর্ডি) ৫১॥০, এস, এল, ৫২৲, ৫২॥০
ঐ (প্রেফ) ... ৯১৲ (এফ, ইউ, ডি) ৯২৲
কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ... ২৸৵০, ৩৲, ৩৵০, ৩।০
পাটনা ইলেকট্রিক ... ... ১১।০, ১৫॥০
মার্শাল ... ... ৩।০
মেদিনীপুর জমিদারী ... ১৩০৲ (এফ, ইউ, ডি)
ষ্টীল প্রডাক্টস ... ৭৸/০, ৮/০ এস, এল

রবার কোম্পানী

জিমা ১ ডলার ২০ সেণ্ট, ১ ডলার সাড়ে ৩২ সেণ্ট

চা'র দর ৭নং নীলাম—১৭ জুলাই ১৯২৮

বাগান	যত বাক্স	গড়ে দর	গত বৎসরের ৭নং নীলামের গড়ে দর
আগবাড়ী	২০৪	॥৶১	৸৵৮
অমরাবতী	৮০	৸৫	
করোনেশান	৫০	॥৵৮	
করলা ভ্যালী	৪৯	৪৯/৬	
কোহিনুর	৭০	॥৶২	

কাটালগুড়ি	২২৯	৸৭	৸৶১
গোলপুর	১১৮	৸৵১	৸৵১১
গুরঝাংঝোরা	৫৭	৸০	
গুড উইল	৫৬	॥৶৩	
চামুর্চ্চি	৯৩	৸৴	॥৶৩
চুনিয়াঝোরা	৩৭	৸৫	৸৵৫
চাম্পাগুরি	৬১	॥৵৬	৸৫
জলপাইগুড়ি	৮৩	৸৪	
ডুয়ার্স ইউনিয়ন	৭৭	॥৵১১	৸৵১১
দেবপাড়া	১৩৯	৸৪	৸৵৫
নকশালবাড়ী	৫১	৸২	
নদীয়া	১০৩	॥৶৬	৸/৫
নর্দ্দার্ণ বেঙ্গল	৭৮	৸০	৸/৯
বেঙ্গল ডুয়ার্স	৫৩	॥৶২	
মনোমোহিনীপুর	৪৫	॥৵১০	
মেরিভিউ	৫৪	৷৵৭	
দার্জ্জিলিং ডুয়ার্স	৪১	৷৵৪	
রহিমাবাদ	৭৪	৸২	৸৵৪
লক্ষ্মী	৭২	॥৵৮	
সারদা	১৫৩	৸১	৸৵৫
সানিভ্যালী	৪৮	॥৵৭	
সুকনা	৭৯	॥৶০	৸৵২
সৈয়াদাবাদ	২৪	॥৶৯	

বঙ্গীয় গো-রক্ষা আইন

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রীযতীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গীয় গো-রক্ষা আইনের প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন। প্রধানতঃ ব্রাহ্মিণী ও খোদাই ষাঁড় রক্ষা ও পালনই এ আইনের উদ্দেশ্য হইবে। এ প্রদেশে গোবংশের উন্নতির জন্য ভাল ষাঁড়ের একান্ত প্রয়োজন। পূর্ব্বে এই সব ষাঁড়ের দ্বারা একার্য্য চলিত; কিন্তু এখন এই ষাঁড় নানা কারণে দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। বৃষের নাশ ও অন্যান্য কার্য্যে তাহাদের ব্যবহার নির্ব্বিবাদে চলিতেছে। গো-প্রজননের জন্য ভাল ষাঁড় রাখিবার বন্দোবস্ত করিবার কোন বাধ্যবাধকতা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে নাই। এই আইনে সে সমস্ত অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

(১) এই আইন সমস্ত বাঙ্গালা দেশে বলবৎ হইবে।

(২) স্থানীয় সরকার স্থানীয় সরকারী গেজেটে যেদিন ঠিক করিয়া জানাইবেন সেই দিন হইতে ইহার প্রয়োগ হইবে।

(৩) এই আইন দ্বারা স্ত্রীরোগগ্রস্ত গোমহিষাদি জানিয়া শুনিয়া বিক্রয় করিলে, বিক্রয়ার্থ রাখিলে বা বন্ধক দিলে আসামী দণ্ডনীয় হইবে। তাহাকে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা, বা একমাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড বা একসঙ্গে দুই শাস্তিই গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) ব্রাহ্মিণী বা খোদাই বৃষ হত্যা করিলে বা বিষ দিয়া মারিলে, খঞ্জ বা অকর্ম্মণ্য করিলে অথবা জনন ছাড়া অন্য কোন কার্য্যে ব্যবহার করিলে আসামীকে দুই বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ভোগ বা ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা প্রদান বা দুইই করিতে হইবে।

সাব-ইন্‌স্পেক্টারের উর্দ্ধতন পুলিশ কর্ম্মচারী ব্রাহ্মিণী বা খোদাই ষাঁড় কোন স্থানের ক্ষতি করিতেছে জানিতে পারিলে তাহাকে বিনষ্ট করিতে পারেন। তবে তাঁহাকে ঘটনার তিন দিনের মধ্যে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিত কারণ প্রদর্শন করিতে হইবে।

সকল জায়গায় স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহাদের এলাকার মধ্যে ন্যূনতম সংখ্যক বৃষ পালন করিতে বা করাইতে হইবে এবং সে সমস্ত বৃষ স্থানীয় ব্যবহারের জন্য নিয়ম মত দিতে হইবে।

আগে যে আইনই থাকুক, এখন হইতে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ এই বৃষ-পালনের জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করিতে পারিবেন এবং খোঁয়াড়ের আয়ের এক-চতুর্থাংশ এজন্য ব্যয় করিতে হইবে।

স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ব্রাহ্মিণী ও খোদাই ষাঁড় তাঁহাদের কার্য্যের জন্য লইতে পারিবেন; তবে তাহার রেজিষ্টার রাখিতে হইবে।

স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ কোন লোককে তাঁহাদের এলাকার মধ্যে বৃষ-পালনের জন্য অর্থ-সাহায্য করিতে পারিবেন।

স্থানীয় সরকার প্রত্যেক জায়গার স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের মতামত লইবার পরে অবশ্য-পালনীয় বৃষের নূনতম সংখ্যা ঠিক করিবেন।

পাট-চাষের প্রাথমিক অনুমান

সরকারী কৃষি-বিভাগের প্রাথমিক অনুমান এই যে, বঙ্গদেশে এ বৎসর ২৭১১২০০ একর, বিহার-উড়িষ্যায় ২৪৭০০০ একর এবং আসামে ২০৮০০০ একর জমিতে পাট-চাষ হইয়াছে। গত বৎসর বঙ্গদেশে ২৯৬২১০০ একর, বিহার-উড়িষ্যায় ২৪১০০০ একর এবং আসামে ১৭১০০০ একর জমিতে চাষ হইয়াছিল। এ বৎসর কর্ষিত জমির পরিমাণ মোট ৩১৬৬২০০ একর, গত বৎসর ৩৩৭৪১০০ একর ছিল। বঙ্গদেশের কোন্ জিলায় কত একর জমিতে পাট-চাষ হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

জিলার নাম	গত বৎসর	বর্ত্তমান বৎসর
২৪ পরগণা	৬২০০০	৬৪০০০
নদীয়া	৭৯০০০	৫৭০০০
মুর্শিদাবাদ	৩৩০০০	৩১০০০
যশোহর	১০৭০০০	৯৫০০০
খুলনা	৩৯০০০	৩১০০০
বর্দ্ধমান	৫০০০	৪০০০
মেদিনীপুর	৯০০০	৭০০০
হুগলী	৩১০০০	২৯০০০
হাওড়া	১২০০০	৯০০০
রাজসাহী	১০৫০০০	৮৫০০০
দিনাজপুর	৭৩০০০	৬৬০০০
জলপাইগুড়ি	৪৮০০০	৪৯০০০
দার্জ্জিলিং	৩৭০০	৪০০০
রংপুর	৩০৯০০০	২৭৩০০০
বগুড়া	১০৫০০০	৮৫০০০
পাবনা	১৫৬০০০	১৪২০০০
মালদহ	৪৩০০০	৪৫০০০
ঢাকা	৩৫০০০০	৩২১০০০
ময়মনসিংহ	৬৬২০০০	৬৫০০০০
ফরিদপুর	২৭২০০০	২৪৬০০০
বাখরগঞ্জ	৫০০০০	৪৫০০০
চট্টগ্রাম	২০০	২০০
ত্রিপুরা	৩১৯০০০	২৬৮০০০
নোয়াখালী	৫৬০০০	৫০০০০
কুচবিহার	২৯০০০	৩২০০০
ত্রিপুরা	৪২০০	৩০০০
মোট	২৯৬২১০০	২৭১১২০০

নারায়ণগঞ্জে পাটের দর

বর্ত্তমান বর্ষের পাট-চাষের আনুমানিক প্রাথমিক হিসাব বাহির হইয়াছে। উহাতে দেখা যায় গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর মোটের উপর /০ আনা বা শতকরা ৬ ভাগ কম বপন হইয়াছে। ইহার কারণ সময়মত বৃষ্টির অভাব ও কংগ্রেস-পক্ষ হইতে পাট-চাষ কমাইবার আন্দোলন। বর্ত্তমানে নারায়ণগঞ্জে পাটের দর ১২৲ হইতে ১২৷৷০। পাটের আমদানি বেশী নাই।

(পল্লীমঙ্গল)

গো-মড়ক

ডায়মণ্ডহারবার ও ফলতা থানার অন্তর্গত বহু গ্রামে গো-মড়কের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। প্রত্যহ অনেক গরু মরিতেছে। বর্ত্তমানে—চাষের সময়ে—এইরূপ গরু মরিলে চাষের বিশেষ ক্ষতি হইবে ইহা অবশ্যম্ভাবী। ডায়মণ্ড-হারবারের পশু-চিকিৎসক সমস্ত গ্রাম পরিদর্শন করিয়া গো-মড়ক নিবারণের জন্য চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু উপযুক্ত ঔষধাভাব ও অর্থাভাবের জন্য তাঁহার চেষ্টা বিশেষ সফল হইতেছে না।

আঠারবাড়ী পল্লী-শ্রী ব্যাঙ্ক (ময়মনসিংহ)

ব্যাঙ্কিং— ১। আমানত, দাদন, হুণ্ডী, বন্ধক প্রভৃতি সর্ব্ব-প্রকারের কার্য্য করা হয়।

২। কলিকাতা, ময়মনসিংহ, ভৈরব, করিমগঞ্জ

(শ্রীহট্ট) প্রভৃতি স্থানের হুণ্ডী দেওয়া ও লওয়া হয়।

দাদন— ১। প্রতি ৩ মাস অন্তর অগ্রিম সুদ দেওয়ার রীতি নাই।

২। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাস মধ্যে একবার মাত্র সুদ দেয়।

আমানত—১। আমানতি টাকার সুদ ষাণ্মাসিক হিসাবে যথাক্রমে আশ্বিন ও চৈত্র এই দুই মাসের শেষ তারিখে দেয়।

২। একশত বা তদূর্দ্ধ টাকা নিম্নলিখিত কালের জন্য নিম্ননির্দ্ধারিত বাৎসরিক সুদে আমানত গ্রহণ করা হয়:—

৬ মাসের আমানতে শতকরা ৫৲, ১ বৎসরের আমানতে শতকরা ৬৲, ২ বৎসরের আমানতে শতকরা ৭৲, ৩ বৎসরের আমানতে শতকরা ৮৲, ৪ বৎসরের আমানতে শতকরা ৯৲, ৫ বৎসরের আমানতে শতকরা ৯৲।

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক—১। প্রথমে ২০ টাকা বা তদূর্দ্ধ টাকার দ্বারা হিসাব খোলা চলে।

২। প্রতি হিসাবে ১০০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত রাখা যায়।

৩। সুদ শতকরা বার্ষিক ৪৲ হারে দেওয়া হয়।

৪। প্রতি ইংরেজী মাসের ৭ তারিখ হইতে শেষ তারিখ পর্য্যন্ত আমানতি টাকার উপর সুদ দেওয়া হয়।

ক্রমোন্নতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

	প্রথম বর্ষ (১৯২৬-২৭)	দ্বিতীয় বর্ষ (১৯২৭-২৮)
আমানত	১২৩৩৮৭৸৴৩	১৭৮৮৪৬৷৴৩
কর্জ্জ দাদন	৯৭১৭৫৲	১৫২৫৭৫৲
সুদ আদায়	৭৭১৩৷৶৯	২০৩৯৮৸৩
নিট্ লভ্য	৩৭৯০৴৬	১০১৮৪৷৶০
রিজার্ভ ফণ্ড	৩০০০৲	৮০০০৲

ডিরেক্টরগণের রিপোর্ট

মূলধন

গত বৎসরের ন্যায় ৮২৬ অংশের বাবদ আদায়ী মূলধন মবলগ ৪১৩০০৲ টাকাই রহিয়াছে। কোন প্রকার হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় নাই।

আমানত

পূর্ব্ব বৎসরের শেষ তারিখের এবং আলোচ্য বর্ষের শেষ তারিখের হিসাব দৃষ্টে মঃ ৫৪৪৫৮৷০ আনা আমানত বৃদ্ধি দেখা যায়। এই বৃদ্ধি ব্যাঙ্কের সুনাম এবং সফলতার পরিচায়ক।

দাদন

আলোচ্য বৎসরের শেষ তারিখে মোট মঃ ১৫২৫৭৫৲ টাকা দাদনে ছিল। অল্পকাল মধ্যে অধিক পরিমাণে দাদন হইয়াছে।

সুদ

পাটের দাম খুব কম হওয়ায় আলোচ্য বৎসর আসল বা সুদের টাকা পরিশোধ করা খাতকগণের পক্ষে কষ্টদায়ক ছিল; তথাপি প্রায় সকল খাতকই দেয় সুদ পরিশোধ করিয়াছেন।

লাভ ও ক্ষতি

সর্ব্বপ্রকার খরচ বাদে মঃ ১০১৮৪৷৶০ আনা আলোচ্য বৎসরে নিট্ লভ্য হইয়াছে। গত বৎসর নিট্ লভ্য হইয়াছিল মঃ ৩৭৯০৴৬ পাই। মূলধন মঃ ৪১৩০০ টাকার উপর শতকরা কিঞ্চিদধিক ২৪৲ টাকা হিসাবে নিট্ লভ্য হইয়াছে।

রিজার্ভ ফণ্ড

গত সাধারণ সভায় মঃ ৩০০০৲ টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে রাখা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের নিট্ লভ্য হইতে আরও ৫০০০৲ টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে রাখা সঙ্গত মনে হয়। রিজার্ভ ফণ্ড বৃদ্ধি করিয়া ব্যাঙ্কের স্থায়িত্ব সুদৃঢ় করা এবং ব্যাঙ্ককে সবল সমর্থ এবং কার্য্যোপযোগী রাখা আমরা আবশ্যক ও উচিত বোধ করি। ৫০০০৲ টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে রাখা হইবে এবং তাহা হইলে রিজার্ভ ফণ্ডে মোট ৮০০০৲ টাকা জমা দাঁড়াইবে।

বিল্ডিং ফণ্ড

গত সাধারণ সভার নির্দ্দেশানুসারে ৭৯০/৬ পাই বিল্ডিং ফণ্ডে জমা আছে। এ বৎসরের উদ্বৃত্ত লভ্য হইতে মঃ ১০৫৪৷৷৵০ আনা বিল্ডিং ফণ্ডে জমা করা উচিত মনে করি। উক্তরূপ জমা হইলে ঐ ফণ্ডে মোট মং ১৮৪৪৷৷৶৬ পাই জমা দাঁড়াইবে।

ডিভিডেণ্ড বা লভ্য-বিভাগ

আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বপ্রকার খরচ বাদে মঃ ১০১৮৪৷৷৵০ আনা লাভ হওয়ায় তন্মধ্য হইতে ৫০০০৲ টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে এবং মঃ ১০৫৪৷৷৵০ আনা বিল্ডিং ফণ্ডে মজুত রাখিয়া আদায়ী মূলধন ৪১৩০০৲ টাকার শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে মোট ৪১৩০৲ টাকা অংশীদারগণকে লভ্য বিতরণ করা আমরা সঙ্গত মনে করি।

বিভিন্ন জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানীর সহায়তা

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, পার্শ্ববর্ত্তী নামজাদা লোন্ আফিস বা ব্যাঙ্কগুলি এই ব্যাঙ্কে আমানত রাখিয়া সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিয়াছেন। ভবিষ্যতেও পরস্পর সহায়তার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। ম্যানেজিং এজেণ্টগণ দূরবর্ত্তী কতকগুলি কোম্পানীর প্রচুর সহায়তার ভরসা লাভেও সমর্থ হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ম্যানেজিং এজেণ্টগণের যত্নে ও চেষ্টায় কয়েকটী নূতন ও পুরাতন লোন আফিসের অংশ এই ব্যাঙ্কের জন্য খরিদ করা গিয়াছে। ইহাদ্বারাও বাৎসরিক লাভ নেহাৎ কম হইবে বলিয়া মনে করি না।

পোষণকারী ব্যাঙ্ক

বাঙ্গালা দেশের সমস্ত লোন্ আফিস বা ঐ জাতীয় ব্যাঙ্কগুলিকে আবশ্যক সময়ে অর্থদ্বারা সাহায্য করার জন্য বাঙ্গালা দেশের রাজধানী কলিকাতায় একটী ফেডারেশন ব্যাঙ্ক খুলিবার প্রস্তাব কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে; কিন্তু উহার উদ্যোক্তাগণ-মধ্যে এ জেলার ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাগণের নাম দেখা যাইতেছে না। এই কারণে এবং অন্যান্য কতিপয় কারণে প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক হইতে আবশ্যক সময়ে সম্পূর্ণ সহায়তা পাওয়া সম্বন্ধে বর্ত্তমানে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না। এই লাইনের ব্যবসায়িগণের সহিত আলোচনায় বুঝা যায় যে, এ জেলার কোম্পানীগুলির সহায়তার জন্য ময়মনসিংহ সহরে একটী ডিষ্ট্রীক্ট ফেডারেশন ব্যাঙ্ক খোলার আবশ্যকতা অনেকে বোধ করিতেছেন।

সঙ্ঘবদ্ধতা

নানা বিষয়ে এই জাতীয় কোম্পানীগুলিকে বর্ত্তমানে অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। এ জেলার সকল বা অধিকাংশ কোম্পানী মিলিয়া একটী সঙ্ঘ তৈরী করিয়া পরস্পরের সহায়তা ও বিরুদ্ধশক্তির প্রতিরোধ করা আবশ্যক। যে কোন নামজাদা কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাগণের মধ্যে প্রতিভাশালী কেহ এই কার্য্যের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলে অতি সহজেই এই জেলায় একটী এই জাতীয় কোম্পানীর সঙ্ঘ সৃষ্ট হইতে পারে।

নূতন ব্যবসা

অনুসন্ধানে জানা যায়, এই জাতীয় কোন কোন কোম্পানী একমাত্র লগ্নী ব্যবসা ব্যতীত ছাপাখানা, মোটর সার্ভিস, মৎস্যপালন, কাঠের গোলা প্রভৃতি নানাবিধ ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে হারে নিত্য নূতন কোম্পানী প্রসূত হইতেছে, তাহাতে সকলে একই ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইলে কঠোর প্রতিযোগিতায় লাভের হার অনেক কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা; কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনাদিগকে বিস্তার করিয়া টিঁকাইতে পারিলে আশানুরূপ লাভও হইবে এবং তাহা কার্য্যক্ষমতার পরিচায়কও বটে। বিশেষতঃ জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর মধ্যে লোন আফিস বা ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্য জাতীয় কোম্পানীর উপর সর্ব্বসাধারণের আস্থা বর্ত্তমানে কমিয়া যাওয়ায় এই জাতীয় কোম্পানী ব্যতীত দশজনের সমবেত টাকায় বড় কোনও ব্যবসার গোড়া-পত্তন অসম্ভব। কাজেই যে সব কোম্পানী নূতন আয়ের পথে ধাবিত হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাঁহাদের নূতন প্রচেষ্টার জন্য আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতে প্রস্তুত।

স্বাক্ষর—শ্রীপ্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীকেদারনাথ রায়, শ্রীঅশ্বিনীকুমার রায়, শ্রীকালীনাথ বাজপেয়ী, শ্রীসতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীমদনমোহন দত্ত—

ডিরেক্টরগণ।

টিউবওয়েল স্কুল

আজকাল নানা স্থানে গভীর ও অগভীর টিউবওয়েল ব্যবহৃত হইতেছে। টিউব ওয়েলের জল যে বিশেষ উপকারী তাহা গত কয়েক বৎসরের পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। অনেক ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ড গভীর টিউব ওয়েল বসাইয়াছেন। ২৪ পরগণায় অনেক ইউনিয়ন বোর্ড বিস্তর অগভীর টিউব ওয়েল বসাইয়াছেন। আমরা অবগত হইলাম যে, কালি ও রবার ষ্ট্যাম্প ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত মহাশয় ৮৯নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে একটী টিউব ওয়েল স্কুল খুলিয়াছেন। কিরূপে টিউব ওয়েল বসাইতে ও মেরামত করিতে হয়, তথায় তাহা শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিক্ষার্থীরা ১ মাসের মধ্যে উহা শিখিয়া লইতে পারিবেন এবং তজ্জন্য মাত্র ১০৲ টাকা দিতে হইবে। শিক্ষার্থীরা এখানে শিক্ষা লাভ করিয়া গ্রামে গিয়া অল্প ব্যয়ে টিউব ওয়েল বসাইলে গ্রামের জলাভাব দূর হইবে এবং স্বাস্থ্যোন্নতিও হইবে।

বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর ব্যবসা ক্ষেত্র

ব্যবসার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতির পরাজয় ও দুর্গতি নিতান্তই আধুনিক। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও এই বঙ্গদেশে এবং কলিকাতা সহরে বাঙ্গালী জাতি ব্যবসায় প্রবল ছিল। কলিকাতার বড় বড় সওদাগরী হৌসে বাঙ্গালীরা বেনিয়ান ও মুচ্ছুদ্দী ছিলেন। বাঙ্গালীদিগেরও ব্যবসায় বড় বড় আড়ৎ ও কারবার ছিল। বড় বাজারের ঘৃত ও চিনির কাজ বাঙ্গালীদিগের একচেটিয়া ছিল। রামগোপাল রক্ষিত, সৃষ্টিধর কোচ, দীননাথ রক্ষিত প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা খুব বড় না হইলেও নিতান্ত ছোট ছিলেন না। এখন বাঙ্গালীরা ক্রমশঃ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ব্যবসার ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িতেছে। পাটের কাজে বেলারীও বাঙ্গালী দিগের একচেটিয়া ছিল। হাটখোলার ভূষি মালের কাজে কুণ্ডু, মণ্ডল ও খাঁ-দিগের গদী প্রসিদ্ধ ছিল। এই সকল কাজই বাঙ্গালীদিগের হাতে ছিল। এখন বাঙ্গালীদিগের হাতের কাজ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। এখন দালাল পর্য্যন্ত মাড়োয়ারী হইয়াছে। কয়লার কাজে বাঙ্গালীর "একে একে নিভিছে দেউটি।" পাটের বেলারী এবং সিপারি কাজেও বাঙ্গালীর সংখ্যা অল্প হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্বে বড় বড় আমদানি রপ্তানির কাজে বাঙ্গালী অন্য কোন জাতি অপেক্ষা পশ্চাতে ছিল না। যে কার্য্যে রামগোপাল ঘোষ, মতিলাল শীল, দুর্গাচরণ লাহা, শ্যামাচরণ লাহা, জয়গোবিন্দ লাহা, নলিনবিহারী সরকার প্রভৃতি মহাত্মারা বাঙ্গালীর কীর্ত্তিভাতি দশদিকে বিকীর্ণ করিয়া ছিলেন,—আজ সেই ব্যবসা-ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর সেই অতুল প্রতিভা কোথায়? কর তারক কোম্পানীও ফেল হইয়াছিল, স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং লর্ড সিংহের ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের অর্থে উহা পুনর্গঠিত হইয়াছে, ইহা সুখের কথা। এখন প্রাণকৃষ্ণ লাহা, সুবলচন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি কয়েকটী কারবার বাঙ্গালীর মান রক্ষা করিতেছে।

ছোট ছোট ব্যবসায়ও বাঙ্গালীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দিন দিন পরাজিত হইতেছে। কলিকাতার সন্নিকটে রামকৃষ্ণপুরে চিটাগুড়ের ও চাউলের বিরাট গঞ্জ। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে এই গঞ্জের সকল আড়ৎদার ও ব্যবসায়ীই বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই পশ্চিম বঙ্গের লোক ছিলেন। এখন সেই রামকৃষ্ণপুর, বেলিয়াঘাটা ও শালিখায় পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন ব্যবসায়ী বাঙ্গালীর মান রাখিয়াছেন এবং বহু অ-বাঙ্গালী আসিয়া বাঙ্গালীর স্থান অধিকার করিয়াছে।

কলিকাতার রাজপথের উভয় পার্শ্বস্থ বিপণিশ্রেণীর প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, অধিকাংশ,—প্রায় বার আনারও অধিক—খাবারের ও মুদিখানার দোকান অ-বাঙ্গালীর। মনোহারীর দোকান এখনও অনেকটা বাঙ্গালীর হাতে আছে,—কিন্তু ক্রমে তাহাও থাকিবে না বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। বাজারে আলু-পটল ও তরিতরকারী বিক্রেতার মধ্যেও অ-বাঙ্গালীর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন (সুবর্ণবণিক্ সমাচার)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
গ্রন্থ সং
কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান জেনারেল্ ন্যাভিগেশান্ অ্যাণ্ড রেলওয়ে কোম্পানী (১৯২৭)

১৯২৭ সনে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় লাভ ৮০০০ পাউণ্ড কমিয়াছিল। কিন্তু ইহা কোম্পানীর কোন প্রকার দুরবস্থা নির্দ্দেশ করে না। পাটের ব্যবসার উঠা-নামার জন্যই এইরূপ হইয়াছিল। ১৯২৬ সনে অনেক পাট দেশের ভিতর জমা ছিল। সেই পাট কলিকাতায় আনিতে হইয়াছিল বলিয়া ১৯২৭ সনের প্রথম ৬ মাসে যথেষ্ট কাজ পাওয়া গিয়াছিল। শেষ ৬ মাসে কাজ অত্যন্ত কম ছিল। এই সময়ে পাট যথেষ্ট জন্মিলেও বাজারের অবস্থার জন্য কলিকাতায় আনিবার আবশ্যক হয় নাই, দেশের ভিতরই জমা ছিল। ১৯২৬ সনের তুলনায় চা কম জন্মিলেও রেল কোম্পানী পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় সামান্য পরিমাণ অল্প চা বহিয়াছিল।

শতকরা ১০৲ হারে আয়কর-মুক্ত ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।

কোম্পানীর ষ্টীমার, ফ্ল্যাট প্রভৃতির সংখ্যা-বৃদ্ধির হিসাব এইরূপ :—

	১৮৮০		১৮৯৯		ডিঃ ৩১,১৯২৭
ষ্টীমার	২০	১২,৩৫৬ টন	১০৪	৭৪,৮১৬ টন	১৫১— ৯১,৭০০ টন
ফ্ল্যাট	২৯		১২১		১৫৩—১০০,০০০ „
মালবাহী নৌকা	...		...		২২৭— ১৯,৭৬৫ „
বার্জ্জ	...		...		২৯ ...
রিসিভিং ফ্ল্যাট	...		...		৪৬ ...

১৯২৬ সনে ১৩টী ষ্টীমার এবং ২৫টী ফ্ল্যাট ও মালবাহী নৌকার অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল। বিলাতে কয়লার খনিতে ধর্ম্মঘটের জন্য ১৯২৭ সনের মধ্যে ১টী ষ্টীমার ও ও ১৯টী ফ্ল্যাট পাওয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে আরও ৩টী ষ্টীমার পাওয়া গিয়াছে। গোয়ালন্দ-চাঁদপুর-নারায়ণগঞ্জ সার্ভিসে যে সুন্দর মেল ষ্টীমারটী সম্প্রতি চালান হইতেছে সেটী ইহাদের অন্যতম।

বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম কয়েক মাসে কোম্পানীর অবস্থা নিম্নরূপ ছিল :—

১৯২৭ সনের প্রথমার্দ্ধের তুলনায় মাল অনেক কম (তবে, ১৯২৭ সনের প্রথম ৬ মাসে মাল অস্বাভাবিকভাবে বেশী ছিল)। ১৯২৬ সনের প্রথমার্দ্ধের তুলনায় মাল নিতান্ত কম নয়। রেলের প্রতিযোগিতা অত্যন্ত বাড়িতেছে, যে সকল জেলায় এ পর্য্যন্ত কেবল ষ্টীমারই চলিতেছিল, রেল আদৌ ছিল না, সেই সকল জেলায় ও অন্যান্য জেলাতেও রেলপথের বিস্তার হইতেছে। ভারতীয় নাবিকদের মাহিয়ানা অনেকটা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ভারতে লোহা, ইস্পাত এবং কল-কব্জার আমদানির পরিমাণ

(১) পিগ্ আয়রণ (টনে হিসাব)

	মার্চ্চ	এপ্রিল	মে	জানুয়ারী হইতে মে পর্য্যন্ত
	১৯২৮	১৯২৮	১৯২৮	১৯২৮
বিলাত	৫২০	৫১৩	১৪৫	১,৪৪৪
ইয়োরোপ	৩১৫	৯	১০৫	৭৫৮
১৯২৮ সনে মোট	৮৩৫	৫২২	২৫০	২,২০২
১৯২৭ সনে মোট	৬৬	৫৭২	১,০৫৩	১,৮০৬
১৯২৬ সনে মোট	৩৪৭	৩০৬	৬৩৯	১,৮৭০

(২) লোহা ও ইস্পাতে প্রস্তুত জিনিষপত্র (লাখ টাকায় হিসাব)

	মার্চ্চ	এপ্রিল	মে	জানুয়ারী হইতে মে পর্য্যন্ত
	১৯২৮	১৯২৮	১৯২৮	১৯২৮
বিলাত	১,১৮	১,২১	১,২৬	৬,০০
ইয়োরোপ	৬৮	৬৩	৫০	২,৮৭
যুক্তরাজ্য	৪	৮	১২	৩৮
অন্যান্য দেশ	৩	—	—	১৫
১৯২৮ সনে মোট	১,৯৩	১,৯২	১,৮৮	৯,৪০
১৯২৭ সনে মোট	১,৫৬	১,৬৪	২,০০	৮,০৪
১৯২৬ সনে মোট	২,২৩	১,৯৯	১,৮৪	৯,৯৪

(৩) লোহা ও ইস্পাতে প্রস্তুত জিনিষপত্র (টনে হিসাব)

	মার্চ্চ	এপ্রিল	মে	জানুয়ারী হইতে মে পর্য্যন্ত
	১৯২৮	১৯২৮	১৯২৮	১৯২৮
বিলাত	৫৫,৩৭৭	৫৯,১৬৭	৬১,৭৯৮	২৮৯,৮২৩
ইয়োরোপ	৫৩,৯৭৮	৪৯,৯১৪	৩৭,১৫৫	২২৫,০২০
যুক্তরাজ্য	১,০৮০	২,৪৩১	৩,৪৬২	১১,৩১৭
অন্যান্য দেশ	২০৬	১৯	২৭	৯,৩০৬
১৯২৮ সনে মোট	১১০,৬৪১	১১১,৫৩১	১০২,৪৪২	৫৩৬,৪৬৬
১৯২৭ সনে মোট	৭৭,১৫০	৮৪,৮৫২	১০৬,৬৭০	৪০৩,৫৩৪
১৯২৬ সনে মোট	১১৭,৬৩৮	১০১,৫০৪	৯২,৬৮১	৫০৮,২৮৫

(৪) কল-কব্জা (লাখ টাকায় হিসাব)

	মার্চ্চ	এপ্রিল	মে	জানুয়ারী হইতে মে পর্য্যন্ত
	(১৯২৮)	(১৯২৮)	(১৯২৮)	(১৯২৮)
বলাত	১,১১	১,৩৫	১,১১	৫,৭২

	মার্চ্চ	এপ্রিল	মে	জানুয়ারী হইতে মে পর্য্যন্ত
ইয়োরোপ	২২	১৩	১৬	৮৪
যুক্তরাজ্য	২২	১৭	১৪	৬৯
অন্যান্য দেশ	১	[illegible]	২	৬
১৯২৮ সনে মোট	১,৪৬	১,৬৬	১,৪৩	৭,৩১
১৯২৭ সনে মোট	১,২৬	১,২০	১,২১	৬,১৫
১৯২৬ সনে মোট	১,৩২	১,২৮	১,১৮	৬,৩৩

(৫) বিদেশ হইতে রপ্তানি পিগ্ আয়রণের পরিমাণ (টনে হিসাব)

	১৯২৮	১৯২৮	১৯২৮	১৯২৮
বিলাত	১,৪১৩	৬০৭	—	৪,৫৩৮
জার্ম্মাণি	১,৩০৪	২০০	১,০০৪	৪,৫২০
জাপান	২২,১৯৯	২১,৫৬৯	২৫,০৮৭	১১৭,৪২৫
যুক্তরাজ্য	৪,১২৭	৩,৮৭৪	৩,০৬৯	১৭,৪১৯
অন্যান্য দেশ	৪,৭৭১	৫,৪৮৪	৩,১৩৮	১৬,৩৮৪
১৯২৮ সনে মোট	৩৩,৮১৪	৩১,৭৩৪	৩২,২৯৮	১৬০,২৮৬
১৯২৭ সনে মোট	২৯,৯০১	২৪,২০৫	৩৭,৫৭৬	১৪৮,৭৪৬
১৯২৬ সনে মোট	৩০,১০৭	৩১,৯১৩	১৯,৩৭৮	১৪৩,৯৩১

গোসাপের চামড়ার ব্যবসা

কয়েক বৎসর হইল এদেশে গোসাপের চামড়া "ট্যান" অথবা পালিশ করা এবং ঐ চামড়া রপ্তানির ব্যবসা খুব বাড়িয়া পড়িয়াছে। গত বৎসর ৮০ লক্ষের উপর গোসাপের চামড়া বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। বৎসর বৎসর এই চামড়ার রপ্তানি বাড়িয়াই চলিয়াছে। জুতা তৈয়ারী করিবার জন্য এই চামড়ার চাহিদা বেশী দেখা যায়।

বেশীর ভাগ চামড়া দুই প্রকার বড় গোসাপ হইতে পাওয়া যায়। "ভারানাম্ সালভেটর" নামক এক প্রকার গোসাপ প্রায় ৭।৮ ফুট লম্বা। তার চেয়ে ছোট "ভারানাম বেঙ্গালেনসিন্" প্রায় ৪ ফুট লম্বা। ইহার বড় জাতীয় গোসাপগুলা সকল রকমের ডিমের পরম শত্রু। সমুদ্রের ধার দিয়া বালির মধ্যে যে সব জায়গায় কচ্ছপে ডিম পাড়িয়া রাখে সে সব স্থানে গিয়া ইহারা সব ডিম খাইয়া ফেলে। ইহারা মুরগীর ডিমেরও পরম শত্রু এবং গাছে উঠিয়া সমস্ত পাখীর ডিমও ইহারা খাইয়া ফেলে। সুতরাং সম্ভবতঃ ইহারা সাপের ডিমও অনেক খাইয়া ফেলে। ফলে সাপের সংখ্যা অনেক কমিয়া যায়। ছোট জাতীয় গোসাপগুলি বেশীর ভাগ ইঁদুর, চিংড়ি মাছ, ব্যাং ও ছোট ছোট মাছ খাইয়া থাকে।

গো সাপ ধরিতে খুব সাহসের দরকার হয়। শিকারীরা ইহাদের পিছন থেকে আসিয়া হঠাৎ ইহাদের লেজ ধরিয়া ফেলে। ইহারা নিঃসন্দিগ্ধ অবস্থায় এইরূপ ভাবে ধরা পড়াতে কোন প্রকার ক্ষতি করিবার চেষ্টা না করিয়া নখ দিয়া মাটি খুঁড়িতে থাকে। ইহাদের মধ্যে এক প্রকার গো-সাপ আছে, তাহারা গাছের গুঁড়ির গর্ত্তের মধ্যে লুকাইয়া থাকে। এদের ধরিবার প্রণালী অবশ্য আলাদা। প্রথমে যে গাছের গুঁড়িতে লুকাইয়া থাকে তাহাতে শিকারীরা কুঠার দিয়া আঘাত করে, তার পর যে জায়গায় লুকাইয়া থাকে তাহা জানিতে পারিলে, শিকারীরা ইহাদের লেজ

ধরিয়া ফেলে ও থলির মধ্যে ভরিয়া ফেলে। বাংলায় এক প্রকার বেদের দল দেখা যায়, ইহারা সুন্দরবনে নদীর ধারে বাস করে। ইহারা জীবিত সাপ এবং গোসাপ ধরিয়া সেগুলি বিক্রী করিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করে।

বাচ্চা গোসাপের চামড়া তিন ইঞ্চি চওড়া হইয়া থাকে। আর বড় গোসাপের চামড়া এমন কি ১১ ইঞ্চির উপরও চওড়া দেখা যায়। বাচ্চা গোসাপের চামড়ার জুতা তেমন ভাল না হইলেও ইহার ব্যবসাও বেশ চলিয়া থাকে।

এক জাতীয় খুব বড় গোসাপ আছে তাহারা জলে থাকে। চেহারা দেখিতে কাল। ইহারা দেখিতে অনেকটা কুমীরের মত। আর স্বভাবচরিত্র অনেকটা ঘড়িয়ালের মত। হল্‌দে' চামড়ার ও বাজারে বেশ কাট্‌তি দেখা যায়।

বর্ষাকালে জলের গোসাপ ধরা খুব কষ্টকর। ফলে জুন মাস হইতে অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত ইহাদের চামড়ার আমদানিও অনেক কমিয়া যায়। ছোট জাতীয় গোসাপের চামড়া জানুয়ারী মাস হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত গড়ে প্রায় মাসে ১০,০০০ আমদানি হয়, আর জুলাই হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত মাসে প্রায় ৪।৫ লক্ষ করিয়া আমদানি হয়।

এ ব্যবসার প্রথম উৎপত্তি উড়িষ্যা দেশে। কিন্তু বর্ত্তমানে এ ব্যবসা নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এদেশের ৪ প্রকার গোসাপের চামড়া বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে যথা পানি গোসাপ অথবা "রামগোদী", বাঙ্গালার কাল জাতীয় গোসাপ, রাইপুর ও যুক্ত প্রদেশের আর এক প্রকার কাল গোসাপ, এবং হল্‌দে রংএর গোসাপ। এই সকল জাতির সাধারণ হিন্দুস্থানী নাম "গোসাপ"।

সম্প্রতি বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট গোসাপ মারার বিরুদ্ধে এক আইন জারি করিয়াছেন।

সিন্ধু প্রদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্য

১৯২৭-২৮ সনে সিন্ধু প্রদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণ মোট ৭৬৪২ লক্ষ টাকা। গত ১৯২৬-২৭ সনের চাইতে আলোচ্য সনে ১০৫ লক্ষ টাকা বা শতকরা এক ভাগ বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৪-২৫ সনে সিন্ধু প্রদেশ মোট ১০,৯৭৬ লক্ষ টাকার কারবার করে এবং ১৯২৫-২৬ সনে তাহার সামুদ্রিক ব্যবসার পরিমাণ ছিল ৮৪০৪ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সনে সিন্ধু প্রদেশ যে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়াছে তাহার শতকরা ৭৬ ভাগ বিদেশীর সঙ্গে কারবার। অর্থাৎ ১৯২৭-২৮ সনে সিন্ধু প্রদেশ ৫,৯৩২ লক্ষ টাকার বৈদেশিক বাণিজ্য করে। ১৯২৬-২৭ সনের চাইতে এ সনে শতকরা ২ ভাগ বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে। আলোচ্য সনে সিন্ধুদেশ বিদেশ হইতে যে পরিমাণ জিনিষ আমদানি করিয়াছে তাহার চাইতে কিঞ্চিৎ অল্প মাল বিদেশে রপ্তানি করিয়াছে।

সরকারী রেলওয়ের খরচ

১৯২৮ সনের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত বড় বড় সরকারী রেলওয়ের খরচ আগের বৎসরের ঐ সময়ের খরচের সহিত তুলনা করিয়া নীচে দেখান হইয়াছে। নীচের হিসাবে "ডিপ্রিসিয়েসন ফণ্ড" অথবা ব্যবহার-জনিত ক্ষয়-প্রাপ্তির খরচের তহবিলে জমার টাকা এবং সমস্ত লাইনের মেরামতি ও বদলীর খরচও ঢুকান হইয়াছে :—

(লাখ টাকায় হিসাব)

রেলওয়ে	১৯২৭ সনের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত	১৯২৮ সনের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত	বেশী+ কম−
এ, বি	৯	১০	+১
বি, এন	৪৭	৫০	+৩
বি, বি, সি, আই	৬১	৬০	−১
বার্ম্মা	২১	২১	...
ই, বি	৩৭	৩৫	−২
ই, আই	৮২	৪৮	−৩৪
জি, আই, পি	৮৪	৮৫	+১
এম, এণ্ড এস্, এম্	৩৩	৩৪	+১
এন্, ডাবলিউ	৯৬	৯১	−৫
এস্, আই	২২	২৬	+৪

গবর্ণমেণ্ট-অধিকৃত রেলওয়ের আয়

১৯২৮ সনের ৭ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সে সপ্তাহে ভারতে সমস্ত গবর্ণমেণ্ট-অধিকৃত রেলওয়ের মোট আয় মোটামুটি ১৭৩ লক্ষ টাকা। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহ হইতে এ সপ্তাহে ৪ লক্ষ টাকা কম আয় হইয়াছে এবং গত বৎসরের ঠিক এই সপ্তাহের আয়ের তুলনায় এবার ৩ লক্ষ টাকা কম আয় হইয়াছে। ১৯২৮ সনের ৭ই জুলাই পর্য্যন্ত এই সমস্ত রেলওয়ের মোট আয় ২৮'৭১ কোটি টাকা। গত বৎসরের এই সময়ের আয়ের তুলনায় এবার ৩৫ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছে।

এ বৎসর এ পর্য্যন্ত বড় বড় সরকারী রেলওয়ের কত আয় হইয়াছে তাহা গত বৎসরের ঠিক ঐ সময়ের আয়ের সহিত তুলনা করিয়া নিম্নে দেখান গেল :—

রেলওয়ে	১৯২৭ সনের ৭ই জুলাই পর্য্যন্ত	১৯২৮ সনের ৭ই জুলাই পর্য্যন্ত	বেশী + কম—
	(লাখ টাকায় হিসাব	—— লাখ টাকায় হিসাব)	
এ, বি,	৫১	৫৪	+৩
বি, এন্	২৫৯	২৪০	—১৯
বি, বি, এণ্ড সি, আই	৩২৫	৩৩৫	+১০
বার্ম্মা	১৪০	১৩৬	—৪
ই, বি,	১৬৫	১৬৮	+৩
ই, আই	৫৮৮	৫৬৮	—২০
জি, আই, পি	৩৯৩	৪১৪	+২১
এম্ এণ্ড এস্, এম্	২৩৫	২৬৭	+৩২
এন, ডাবলিউ	৪৫৩	৪৩৪	—১৯
এস্, আই	১৫৭	১৬৫	+৮

ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের আয়ের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে বাদে অন্য সমস্ত রেলওয়ের আয়ই পূর্ব্ব সাপ্তহ অপেক্ষা এ সপ্তাহে কম হইয়াছে।

গত বৎসরের ঠিক এই সপ্তাহের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, বেঙ্গল নাগপুর, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এবং নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে বাদে অন্য সমস্ত রেলওয়েরই আয় এবার বেশী হইয়াছে।

সব চেয়ে বেশী আয় হইয়াছে বোম্বে, বড়োদা এণ্ড সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ের। শস্য, লবণ এবং বিবিধ জিনিষ খুব বেশী চলাচলের জন্য এ রেলওয়ের এ সপ্তাহে প্রায় ৪॥ লাখ টাকা বেশী আয় হইয়াছে।

সব চেয়ে কম আয় হইয়াছে :—

এন্, ডাব্‌লিউ রেলওয়ে—৪$\frac{1}{2}$ লাখ টাকা। কারণ এ সপ্তাহে যাত্রীর ভাড়ায় প্রায় ১$\frac{1}{2}$ লাখ টাকা কম আয় হইয়াছে এবং গম, চিনি ও অন্যান্য জিনিষপত্রের চালান কম হওয়ার জন্য ৩॥ লাখ টাকা কম আয় হইয়াছে।

বি, এন, রেলওয়ে—৩ লাখ টাকা। গাড়ীভাড়া দেওয়া, কয়লা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, কাঠ, লবণ এবং পাটের চালান কমিয়া যাওয়ার দরুণ আয় এবার এতটা কমিয়া গিয়াছে।

রেলে মাল-চলাচলের হিসাব

১৯২৮ সনের ১৪ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে সমস্ত বড় বড় রেলওয়েতে বড় লাইনে

৬৮,৯০৭ খানা গাড়ীতে মাল বোঝাই হইয়াছে। গত বৎসরের এ সপ্তাহের তুলনায় এবার ৩,৭৮৯ খানা গাড়ী বেশী বোঝাই হইয়াছে। ছোট লাইনে ৪২,৬৫৪ খানা গাড়ী মাল বোঝাই হইয়াছে। গত বৎসরের এ সপ্তাহের তুলনায় এবার ৩,৪৯৪ খানা গাড়ী বেশী বোঝাই হইয়াছে। এ বৎসরের ১লা এপ্রিল হইতে ১৪ই জুলাই পর্য্যন্ত গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় বড় লাইনে ২৩,১৩৭ খানা এবং ছোট লাইনে ৫২,৭৭৫ খানা গাড়ী বেশী বোঝাই হইয়াছে।

পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনায় ১৯২৮ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৪ই জুলাই পর্য্যন্ত যত গাড়ীতে মাল বোঝাই হইয়াছে তাহার একটা হিসাব নীচে দেওয়া গেল। নীচের সংখ্যাগুলি ১নং রেলওয়ের বড় ও ছোট লাইন হইতে লওয়া হইয়াছে।

কয়লা—১৯২৮ সনে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে মোট ৩১১,৮৯৩ গাড়ী কয়লা বোঝাই হইয়াছে। ১৯২৭ সনে ঐ সময়ে ৩৩৭,৪৭৭ গাড়ী মাল বোঝাই হয়। ইহাতে এ বৎসর ২৫,৫৮৪ গাড়ী কম মাল বোঝাই হইয়াছে দেখা যাইতেছে। এ ছাড়া বেঙ্গল-নাগপুর এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের নিজেদের কাজে ১৯২৮ সনে ৩১,৬০৩ গাড়ী এবং ১৯২৭ সনে ঐ সময়ে ৪১,২৫৮ গাড়ী মাল বোঝাই হইয়াছিল। তুলনায় এবৎসর ৯,৬৫৫ গাড়ী কয়লা কম বোঝাই হইয়াছে।

শস্য এবং ডাল—১৯২৮ সনে ঐ সময়ে মোট ৩০০,১৭৪ গাড়ী বোঝাই হয় এবং ১৯২৭ সনে ২৬৭,১০২ গাড়ী বোঝাই হয়। তুলনায় এবৎসর ৩৩,০৭২ গাড়ী বেশী বোঝাই হইয়াছে।

তৈলবীজ—১৯২৮ সনে ৯০,৮৮৫ গাড়ী এবং ১৯২৭ সনে ৭১,৪৭২ গাড়ী বোঝাই হয়। তুলনায় এ বৎসর ১৯৪১৩ গাড়ী বেশী বোঝাই হইয়াছে।

তুলা—১৯২৮ সনে ৪৫,২৭০ গাড়ী এবং ১৯২৭ সনে ৩৭,০৭১ গাড়ী বোঝাই হয়। তুলনায় এবৎসর ৮,১৯৯ গাড়ী বেশী বোঝাই হইয়াছে।

নানা রকমের ছোটখাট জিনিষ—১৯২৮ সনে ৩৮৯,০৩৯ গাড়ী এবং ১৯২৭ সনে ৩৭৩,৩৯৩ গাড়ী বোঝাই হয়। ১৯২৮ সনে ১২,৬৩৮ গাড়ী বেশী বোঝাই হয়।

নানা রকমের জিনিষে ভর্ত্তি গাড়ী—১৯২৮ সনে ৭৩১,২১০ গাড়ী এবং ১৯২৭ সনে ৬৯৮,৪৯৬ গাড়ী বোঝাই হয়। তুলনায় ১৯২৮ সনে ৩২,৭১৪ গাড়ী বেশী বোঝাই হয়।

ত্রিবাঙ্কুরের বৈদেশিক বাণিজ্য

১৯২৭-২৮ সনে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের বন্দরগুলিতে মোট ২৩৪'৭৭ লক্ষ টাকার বাণিজ্য কারবার হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ২৩০'৬৯ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত পণ্যসম্ভার ছিল ও ৪'০৮ লক্ষ টাকার সরকারী ষ্টোর বিভাগের রসদপত্র ছিল। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ১৫'৬৯ লক্ষ টাকার বাণিজ্যসম্ভার ঐ রাজ্যে আমদানি করা হয় ও ২১৫ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করা হয়। কোন কোন্ বন্দরে কিরূপ কারবার হইয়াছিল তাহার তালিকা এখানে দেওয়া হইল।

	আমদানি	রপ্তানি
	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
এলেপ্পি	১১'৭২	১৯৮'৪৬
কুইলন	৩'৯৬	'৬১
কোলাকেল	'০১	১৫'৯৩
মোট	১৫'৬৯	২১৫'০০

আলেপ্পি—ধাতব জিনিষপত্র ৩'৪৫ লক্ষ টাকা। ইহার কতক ইংল্যণ্ড, কতক বেলজিয়াম হইতে আনীত। সূতা ও মাদুরই এই বন্দর হইতে প্রধানতঃ রপ্তানি করা হয়। ইহাদের মূল্য ১০৯'৩০ লক্ষ টাকা। প্রধান খরিদ্দার ইংলণ্ড (৫৮'৪০ লক্ষ টাকা) আমেরিকা, (১৪'৫৮ লক্ষ টাকা), জার্ম্মাণি (১০'৬৬ লক্ষ টাকা) এবং অষ্ট্রেলিয়া (৬'৯৯ লক্ষ টাকা)। অন্যান্য রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে রবারই প্রধান। আলোচ্য সনে সিংহলে ২৫'০৪ লক্ষ টাকার রবার প্রেরিত হয়। ইংলণ্ডে ৪'৪৩ লক্ষ টাকার রবার পাঠান হয়। ইহা ছাড়া ইংলণ্ডে ও ইতালিতে যথাক্রমে ২'১০ ও ১'৪৪ লক্ষ টাকার কোপরা পাঠান হয়। আলোচ্য সনে ত্রিবাঙ্কুরের মরিচ আমেরিকায় যায় ৩১'৪৪ লক্ষ টাকার, ইংলণ্ডে

যায় ৯'৬৫ লক্ষ টাকার। স্ট্রেটস্‌ ও ইংলণ্ডে যথাক্রমে ২'৩৪ ও ১'৫৮ লক্ষ টাকার চা প্রেরিত হয়। ১'৬২ লক্ষ টাকার কেশুনাট কার্ণেল বিলাতে যায়।

কুইলন—আলোচ্য সনে সিংহল হইতে ৩'৯৫ লক্ষ টাকা মূল্যের তামাক পাতা এই বন্দরে আমদানি করা হয় এবং সিংহলে '৪২ লক্ষ টাকা মূল্যের ইট ও টালি পাঠান হয়।

কোলাকেল—কোলাকেল বন্দরে প্রকৃতপক্ষে কোন বিদেশী মালই আমদানি করা হয় নাই। প্রধান রপ্তানির মধ্যে আমেরিকায় ৯'৯৪ ও জার্ম্মাণিতে ১'২০ লক্ষ টাকার ইলেমেনাইট স্যাণ্ড পাঠান হয়। আলোচ্য সনে আমেরিকায় এখান হইতে '৪২ লক্ষ টাকার মোনাযাইট স্যাণ্ড পাঠান হয়। ইহা ছাড়া ইংলণ্ড, বেলজিয়াম ও আমেরিকায় যথাক্রমে '৮২, '৩৫ ও '৩২ লক্ষ টাকার পামিরা ফাইবার পাঠান হয়।

দি ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোম্পানী লিমিটেড্ (১৯২৭-২৮)

এই কোম্পানীটি সস্তায় প্রচুর পরিমাণে মালগাড়ী নির্ম্মাণের জন্য বছর দশেক পূর্ব্বে স্থাপিত হয়। আরম্ভের সময় গভর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, এই কোম্পানীটিকে সাহায্য করিবেন। গভর্ণমেণ্ট হইতে বরাবরই এই কোম্পানীটি সাহায্য পাইয়াও আসিতেছে। (১) মালগাড়ীর অর্ডার (২) 'বাউণ্টি' এবং (৩) রক্ষণ-শুল্কের সাহায্যে বিদেশীয় প্রতিযোগিতা কমান—এইরূপ নানা উপায়ে গভর্ণমেণ্ট এই শিল্পটিকে পায়ের উপর দাঁড় করাইতে সচেষ্ট ছিলেন। ১৯২৬ সনে (৮ বৎসরের মধ্যে) এই কোম্পানীটি বিদেশীয় প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবার মত অবস্থায় আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরে গভর্ণমেণ্টের নীতি হঠাৎ বদলাইয়াছে। অনেক টাকা খরচ করিয়া রেলের কারখানাগুলি বাড়ানো হইতেছে, রেলগুলি যাহাতে নিজেদের 'আণ্ডার ফ্রেম' প্রস্তুত করিতে পারে তাহার জন্য পেনিন্‌সুলার লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্‌টি ক্রয় করা হইয়াছে, এবং রেল কোম্পানীগুলির অনেক মালগাড়ী ষ্টকে মজুত আছে ইহাও হঠাৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গত আগষ্ট মাসে রেলওয়ে বোর্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোম্পানীকে জানাইয়াছেন যে, আগামী দুই বৎসর ভারতীয় মালগাড়ী কোম্পানীগুলা কোন ব্রড্ গেজ মালগাড়ীর অর্ডারের আশা যেন না করেন। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোম্পানীর যখন এমন অবস্থা হইয়াছে যে, মালগাড়ীর অর্ডার পাওয়া ছাড়া কোন রকম সরকারী সাহায্য না পাইলেও পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারে, তখন জানানো হইল—'আর অর্ডার পাইবে না'। ট্যারিফ বোর্ডের নিকট সাহায্যের প্রার্থনা করিলে বোর্ড ওয়াগন কোংর সাহায্যের জন্য যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাহার মধ্যে প্রধান এইটী যে, মালগাড়ীর কোন অর্ডার ভারতের বাহিরে দেওয়া উচিত নয়। গভর্ণমেণ্ট ট্যারিফ বোর্ডের প্রস্তাব অনুযায়ী একটি বিল প্রস্তুত করেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের ভারত ও ভারতের বাহির হইতে টেণ্ডার লইবার ক্ষমতা থাকিবে এইরূপ একটী ধারাও ঢুকাইয়া দেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সিলেক্ট কমিটি প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়া ঠিক ট্যারিফ বোর্ডের প্রধান সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিলটী সংশোধন করেন। এখন বিলটী ঐরূপ সংশোধিত অবস্থায় পাশ হইয়া আইনে পরিণত হইয়াছে বটে, কিন্তু আইনটী কি ভাবে কার্য্যে পরিণত করা হইবে তাহারই উপর উহার সফলতা নির্ভর করিতেছে।

এই বৎসরে কোম্পানীর যত অর্ডার পাইবার 'আশা' আছে তাহাতে এই কোংর কারখানার যত উৎপাদন-ক্ষমতা তাহার শতকরা ৩৫ ভাগ মাত্র কাজে লাগান হইবে। এ পর্য্যন্ত (১৬ই জুন) যত অর্ডার পাওয়া গিয়াছে তাহা মিটাইতে ৩ সপ্তাহ মাত্র লাগিবে। এই বৎসরের আড়াই মাস (এপ্রিল হইতে) কাটিয়া গেল, অথচ এই বৎসর মোট কত অর্ডার সরবরাহ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে কিছুই কোম্পানীকে জানান হয় নাই। ইঞ্জিনিয়ারীং কারখানায় পূর্ব্ব হইতে অনেক বন্দোবস্ত করিতে হয়, অর্ডার পাইবামাত্র অর্ডার সরবরাহ করা অসম্ভব। সুতরাং অর্ডার সম্বন্ধে এইরূপ অনিশ্চয়তা যে অত্যন্ত বিরক্তিজনক তাহা বলাই বাহুল্য।

বার্ম্মার বৈদেশিক বাণিজ্য

গত মে মাসে ব্রহ্মদেশে ৫৭২'৫০ লক্ষ টাকার আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য হইয়াছিল। গত ১৯২৭ সনের মে মাসে ঐ সংখ্যা ছিল ৮০৮'৩৬ লক্ষ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমান সনের মে মাসে বার্ম্মার ব্যবসা-বাণিজ্যে ২৩৫'৮৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে।

আলোচ্য মাসে বার্ম্মার আমদানি দ্রব্য ১১'৬২ লক্ষ হইতে ২২২'১০ লক্ষ টাকার হইয়াছে। বিদেশী মালের কোন্ কোন্ জিনিষ বার্ম্মায় ঐ মাসে বেশী বিক্রয় হইয়াছে তাহার হিসাব এখানে দেওয়া হইল।

	মূল্য (লক্ষ টাকা)	বৃদ্ধি (লক্ষ টাকা)
লৌহ ইস্পাত শিটস ও প্লেন্টস করগেটেড্ টিন	৭'১৪	২'৫৬
টিনে ভরা দুধ	৭'৮৬	২'৮০
গঞ্জি, মোজা ইত্যাদি	৩'৩৬	১'২০
ধোলাই বস্ত্র (পিস গুডস)	১২'২২	১'৭৯
রঙ্গিন বস্ত্র („)	৩০'৮৬	৬'১১
তামাক, সিগারেট	৪'৯১	১'৫৬
মোটরগাড়ী, বাস্, ভ্যান ইত্যাদি	২'৮৫	১'৫৪
এক্সপ্লোসিভস্	১'৬৯	১'৬৯
কেরোসিন তৈল (টিনে)	২'৯৬	২'৯৬

নিম্নলিখিত বিদেশী জিনিষগুলি আলোচ্য মাসে বার্ম্মায় কম বিক্রয় হয়।

	মূল্য লক্ষ টাকা	হ্রাস লক্ষ টাকা
যন্ত্রপাতি—বয়লার	'১৩	১'৩৪
খনির যন্ত্রপাতি	২'৮৩	৫'২৯
তৈল প্রস্তুতের ও পরিষ্কারের যন্ত্রপাতি	'২৭	১'৭৬
লৌহ ইস্পাত বিম, পিলার প্রভৃতি	'৬৫	২'৭৮
টিউব পাইপ ইত্যাদি	১'৪৯	৫'৬২
টিনে ভরা মাছ	২.২০	৩'৯০
মসলা	'৩১	১'২৮
চিনি	৩'০৩	৫'৭৯
রেশমী কাপড়	৩'০৩	১'৩২
পশমী কাপড়	১'৩৩	১'২৪

রপ্তানি—আলোচ্য মাসে ভারতে রপ্তানি পণ্য দ্রব্যের মোট মূল্য ছিল ৩৫০'৪০ লক্ষ টাকা। পূর্ব্বে ছিল ৫৯৭'৮৮ লক্ষ টাকা। তাহা হইলে এ মাসে রপ্তানি-শিল্পে মোট ২৪৭'৪৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে। নীচের অঙ্ক দেখিলে ব্যাপারটা ভাল বুঝা যাইবে।

	মূল্য লক্ষ টাকা	হ্রাস লক্ষ টাকা
মোমবাতি	'৭৪	১'০৯
ভূষি (চাউলের)	৬'৯৭	২'৫০
ধান	'৬৮	৩'৭৫
চাউল	২৫১'৯৫	২১৮'০৪
টিন-ওর	৩'৬৭	২'০১
দস্তা	৪'০০	২'৫০
খইল	১'২০	২'০৯
কাঁচা রবার	৫'০৬	৬'৯৯
তুলা	৩'৫৭	২'৯৭

আলোচ্য মাসে বার্ম্মা হইতে ১৬'৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের ১১৯,৯৬৬ হন্দর লেড পিগ বিদেশে রপ্তানি হয়। ১৯২৭ সনের মে মাসে ২১'২০ লক্ষ টাকার ১০১,৪২১ হন্দর লেড পিগ বিদেশে রপ্তানি হয়। নিম্নলিখিত কয়েক দফায় রপ্তানি বৃদ্ধি পায়।

	মূল্য লক্ষ টাকা	বৃদ্ধি লক্ষ টাকা
কলাই-বিনস	৪'৯০	২'৬৮
প্যারাফিন মোম	১৫'৬৯	৯'০৭
সেগুণ কাঠ	১৯'১৭	২'৪৬

আসামে নূতন রেললাইন

এড্ভাইসরি বোর্ডের প্রস্তাব

গত ১৯শে মে তারিখের সভায় আসামের রেলওয়ে ও

ষ্টীমার বিভাগ সম্পর্কীয় এড্‌ভাইসরি বোর্ড ভারত সরকারের রেলওয়ে বোর্ডের নিকট নিম্নলিখিত নূতন রেলওয়ে লাইন নির্ম্মাণ করিবার জন্য প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন। ভারতের রেলওয়ে বিভাগ ভারত সরকারের অধীন। সুতরাং পরামর্শ দেওয়া ছাড়া প্রাদেশিক সরকারের এ বিষয়ে আর কোন ক্ষমতাই নাই। প্রস্তাবিত লাইনসমূহ ক্রমিক নম্বর অনুসারে নির্ম্মিত হইবে। এই লাইনগুলির সার্ভের কাজ শেষ হইয়াছে।

১। গৌরীপুর-গৌহাটী রেলওয়ে ও তৎসহ বনগাঁও হইতে জামালপুর পর্য্যন্ত এক শাখা লাইন—২৪৪ মাইল। মোট ব্যয়ের এষ্টিমেট ২৩৪০৪৭৫৭ টাকা।

২। তেজপুর-বালিপাড়া রেলওয়ে রাঙ্গাপাড়া হইতে টাঙ্গলা পর্য্যন্ত শাখা লাইন—৪৩ মাইল। ব্যয়ের এষ্টিমেট ২৭ লক্ষ টাকা।

৩। শ্রীমঙ্গল-মৌলবীবাজার-কুলাউড়া লাইন ও তৎসহ মনুমুখ পর্য্যন্ত এক শাখা লাইন। কুলাউড়া হইতে ব্রাহ্মণ বাজার হইয়া মৌলবীবাজার লাইন নেওয়ার জন্য জনমত অতি প্রবল বলিয়া বোর্ড ঐরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন। শ্রীমঙ্গল হইতে মৌলবীবাজার পর্য্যন্ত লাইন সার্ভে করা হইয়াছে। সুতরাং ঐ অংশের কাজ প্রথম আরম্ভ করার জন্য বোর্ড প্রস্তাব করিয়াছেন। ব্যয়ের এষ্টিমেট ৬৭৬৪৪৮ টাকা।

৪। সিলেট—ছাতক রেলওয়ে। মধুপুর হইয়া লাইন যাইবে—৩৫ মাইল। সুরমা নদীতে পাকা পুল সহ ব্যয়ের এষ্টিমেট ৪৭৮৬৫৩৭ টাকা। যদি ষ্টীমার যাতায়াতের জন্য পুলে পথ খুলিয়া দিবার ব্যবস্থা রাখা হয় তবে ব্যয় পড়িবে ৪৮১৮৭৭৭ টাকা।

৫। বড়পেটা শাখা লাইন—১২ মাইল। ব্যয় ৬২২৫০০ টাকা।

৬। দারানসিরি রেলওয়ে—২১ মাইল। ব্যয় ৩১৮১০০০ টাকা।

৭। মনতলা—চাতলপার রেলওয়ে—২৮ মাইল। ব্যয় ২০০০০০০ টাকা। এই লাইনের মাত্র ৫ মাইল আসাম প্রদেশের ভিতর পড়ে।

৮। আশুগঞ্জ ও ভৈরবে মেঘনার উপর পুল।

নিম্নলিখিত লাইনগুলি নির্ম্মিত হইবার প্রস্তাবও প্রেরিত হইয়াছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার কোন সার্ভে হয় নাই। এই লাইনগুলিরও ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে প্রাধান্য দেওয়া হইবে।

১। লালাঘাট হইতে কুকিছড়া—১৫ মাইল।

২। বাহুলিপাড়া-বোকাঘাট—১৫ মাইল।

৩। সোনাইবাজার—দোয়ারবন্দ—২০ মাইল।

৪। সিলেট—জয়ন্তিয়াপুর—৪০ মাইল।

৫। হবিগঞ্জ হইতে বানিয়াচঙ্গ হইয়া আজমিরি।

নিম্নলিখিত লাইনগুলির নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিতেছে—

১। ফুরকাটিং—জোড়হাট—৪২ মাইল।

২। করিমগঞ্জ—লঙ্গাইভ্যালি লাইন—৪৭ মাইল।

৩। হবিগঞ্জ—সাইস্তাগঞ্জ লাইন—৯ মাইল।

৪। সেনচোয়া—মৈরাবারি—৩০ মাইল।

৫। সাইস্তাগঞ্জ—বাল্লা লাইন—১৭ মাইল।

খাদি উৎপাদন ও বিক্রয়

(মে মাসের হিসাব)

গত মে মাসে ভারতের বিভিন্ন খাদিকেন্দ্রে যে পরিমাণ খাদি উৎপন্ন ও বিক্রয় হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রদেশের নাম	উৎপন্ন	বিক্রয়
আজমীর	৬৫০২৲	৭১১৯৲
অন্ধ্র	৯২৬৭৲	১৮৮৪৫৲
বিহার	১৫৪২৬৲	২৫৩৩৯৲
বঙ্গদেশ (অভয় আশ্রম ও প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ বাদে)	২১৩০৬৲	২০০৩২৲
দিল্লী	১০০৮৲	১৪৯৩৲
কর্ণাট	৩৬০১৲	৭৭২০৲
মহারাষ্ট্র	৩২২৯৲	১৬৩৭৩৲
পাঞ্জাব	৩৬৮৪৲	১০৫১৫৲
তামিলনাডু	৫৭৭৫৬৲	৭৯৬৪৫৲
কেরল	১০৬৫৲	৩৭৫৯৲

যুক্তপ্রদেশ	২৪৩৪৲	১২৬১৩৲
মোট	১২৫২৭৬৲	২৪২০৪০৲

ব্রহ্মদেশের কাঠ

১৯২৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে বৎসর শেষ হইয়াছে এই সময় মধ্যে ব্রহ্মদেশের জঙ্গল হইতে ৩৫৪৮৪৫ টন সেগুণ কাঠ কাটা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষে মাত্র ৩১৯৫২৬ টন কাঠ কাটা হইয়াছিল। উক্ত কাঠের দরুণ যথাক্রমে ৯০১৪৮১২ ও ৭৮৬৯৭০২৲ টাকা রাজশুল্ক আদায় হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে আরও ৬১১৭৯ টন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষে ৬০৫৭৫ টন কাঠের কণ্ট্রাক্ট করা হইয়াছিল। তদ্দরুণও যথাক্রমে ৫০১০৫৬ ও ৫১১০২৫৲ টাকা শুল্ক আদায় হইয়াছে। ১৯২৫—২৬ সালে ব্রহ্মদেশ হইতে ৬২২২৯ টন সেগুণ কাঠ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল; তাহার মূল্য ১৬৬২১৮৮৫৲ টাকা। ১৯২৬—২৭ সালে ১৩৭০১৯০০ টাকা মূল্যের ৫২২৪২ টন কাঠ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ আশঙ্কা করিতেছেন যে, ক্রমশঃ কাঠের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। (বাণিজ্যবার্ত্তা)

১৯২৬-২৭ সনে ভারতে সমবায় আন্দোলনের বিস্তার

	সমগ্র ভারতে সমিতির সংখ্যা	মেম্বারের সংখ্যা	খাটাইবার মূলধন (ওয়ার্কিং ক্যাপিট্যাল)
১৯২৬-২৭ সনে	৮৯;০৭১	৩,৪২১,৯০৫	৬৭,৯৩,৬১,০০০ টাকা
১৯২৫-২৬ সনে	৮০,১৮২	৩,০৫৮,০২৫	৫৭,৬০,৬৯,০০০ টাকা
বৃদ্ধির পরিমাণ	৮৮৮৯	৩,৬৩,৮৮০	১০,৩৩,২২,০০০ টাকা

প্রাথমিক 'কৃষি' সমিতি বাড়িয়াছে ৭৮০৫টা। প্রাথমিক 'অ-কৃষি' সমিতি (বীমা সমিতি বাদ দিয়া) বাড়িয়াছে ১০৬৪টা। ইউনিয়ান ('দেখা শুনা করিবার' ও গ্যারাণ্টি দিবার ইউনিয়ান, ব্যাঙ্কিং ইউনিয়ান নহে) বাড়িয়াছে ১৫টা (১৪০৫ হইতে ১৪২০)। ইউনিয়ানগুলির খাটাইবার মূলধন বাড়িয়াছে ৩ কোটি টাকা (১৬ কোটি হইতে ১৯ কোটি)। গবাদি পশুর বীমা-সমিতি কমিয়াছে—৫টা (৪০৭ হইতে ৪০২)। সমগ্র ভারতের (বার্ম্মাস্থ) একটি মাত্র কেন্দ্রীয় পুনর্বীমা সমিতির মেম্বার সমিতিগুলার সংখ্যা কমিয়াছে ৫টা (৩৯৫ হইতে ৩৯০)।

সমবায় ব্যাঙ্কগুলার হিসাব এইরূপ

	সংখ্যা	মেম্বার	খাটাইবার মূলধন	নিট্ লাভ
১৯২৬-২৭ সনে	৫৭৭	২১৪,২০১	৩০,৮৫ লক্ষটাকা	৪৭,৮৮,৭৬৫ টাকা
১৯২৫-২৬ সনে	৫৬৭	১৯৭,৯৩০	২৫,৮২ "	৪৩,৩২,৯৮৩ "
বৃদ্ধির পরিমাণ	১০	১৬,২৭১	৫,০৩ "	৪,৫৫,৭৮২ "

প্রাথমিক সমিতিগুলার ১৯২৬-২৭ সনের হিসাব

	সংখ্যা	মেম্বার	খাটাইবার মূলধন (লক্ষ টাকায়)	নিট্ লাভ
'কৃষি' সমিতি	৭৮,৫৩৮	২,৬১৫,৭৯২	২৬,৯৬	৯৪,৭৩,১৪০ টাকা
'অ-কৃষি' সমিতি	৮,১৩৩	৭৯৯,৮৬৫	১০,১৩	৩৮,২৬,৩২৫ টাকা
মোট	৮৬,৬৭১	৩,৪১৫,৬৫৭	৩৭,০৯	১,৩২,৯৯,৪৬৫ টাকা

বৃটিশ ভারতের তুলনায় দেশীয় রাজ্যে সমবায় আন্দোলন

		সমিতির সংখ্যা		মেম্বার	খাটাইবার মূলধন
বৃটিশ ভারত	...	৭৬,৩৭১	..	২,৯৭০,৪০৭	৬২,৪৪,৮১,০০০ টাকা
দেশীয় রাজ্যসমূহ	...	১২,৭০০	...	৪৫১,৪৯৮	৫,৪৮,৮০,০০০ টাকা

দেখা যাইতেছে যে, সমগ্র ভারতের সমিতির সংখ্যার ১/৭ ভাগ, মেম্বারের ১/৭ ভাগ এবং খাটাইবার মূলধনের ১/১২ ভাগ দেশীয় রাজ্যগুলিতে আছে।

শস্য ফলনের ভবিষ্যদ্বাণী

১৯২৮-২৯ সনের পাটের ফলন কেমন হইবে তাহার একটা ভবিষ্যদ্বাণী নীচে দেওয়া গেল :—

শস্য এবং ভবিষ্যদ্বাণী	মোট জমি একর	পূর্ব্ব বৎসরের জমির শতকরা হিসাব (১০০=গত বৎসরের একই তারিখের সংখ্যা)	১৯২৭-২৮ সনের শেষ জমির সংখ্যা (একর)	মোট ফসল	পূর্ব্ব বৎসরের ফসলের শতকরা হিসাব (১০০ = গত বৎসরেরএকই তারিখের সংখ্যা)	১৯২৭-২৮ সনের ফসলের শেষ সংখ্যা (গাঁইট্)
পাট (প্রাথমিক)	৩,১৬৬,০০০	৯৪	৩,৩৭৪,০০০	এখনও পাওয়া যায় নাই	—	১০,২৩০,০০০

১৯২৭-২৮ সনের যে যে ফসলের ফলন সম্বন্ধে এযাবৎ কোন ভবিষ্যদ্বাণী হয় নাই, তাহাদের সম্বন্ধে সম্প্রতি যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া যাইতেছে :—

উৎপন্ন ফসল ও ভবিষ্যদ্বাণী	মোট জমি (একর)	পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এ বৎসরে জমির শতকরা হিসাব (১০০= গত বৎসরের একই তারিখের সংখ্যা)	১৯২৬-২৭ সনের জমির শেষ সংখ্যা (একর)	মোট ফসল	পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এ বৎসরের ফসলের শতকরা হিসাব (১০০ – গত বৎসরের একই তারিখের সংখ্যা)	১৯২৬-২৭ সনের ফসলের শেষ সংখ্যা
তুলা (অতিরিক্ত)	২৪,৭২২,০০০	৯৯·৬	২৪,৮২২,০০০	৫,৮৭১,০০০ গাঁইট	১১৭	৫,০২৫,০০০ গাঁইট
চীনা বাদাম (শেষ)	৫,২৪৪,০০০	১২১	৪,৩২১,০০০	২,৫৭১,০০০ টন	১২৬	২,০৪৬,০০০ টন
আক (শেষ)	২,৯৫৪,০০০	১০১	২,৯২৪,০০০	৩,২২১,০০০ টন	৯৯	৩,২৫৪,০০০ টন
সেসামাম্ (অতিরিক্ত)	৫,৪৪৫,০০০	১১৩	৪,৮৩৪,০০০	৫৪৪,০০০ টন	১৪১	৪১৪,০০০ টন
নীল (শেষ)	৬০,২০০	৫৭	১০৫,৮০০	১১,২০০ হন্দর	৫৩	২১,০০০ হন্দর
চাউল (শেষ)	৭৭,৭৯০,০০০	৯৮	৭৯,৭১৮,০০০	২৭,৯১২,০০০ টন	৯৪	২৭,৬৯০,০০০ টন
রেপ এবং সরিষা (শেষ)	৫,৯৩১,০০০	১০৭	৫,৫৪৬,০০০	৮৬৪,০০০ টন	৮৪	১০০৪,০০০ টন
তিসি (শেষ)	৩,৩৫২,০০০	১০১	৩,৩৩১,০০০	৩৫১,০০০ টন	৮৭	৪০৬,০০০ টন
গম (চতুর্থ)	৩২,০১৮,০০০	১০৩	৩১,২৭২,০০০	৭,৮৮৭,০০০ টন	৮৯	৮,৯৪১,০০০ টন
রেড়ী বীজ	১,৪৫৭,০০০	১০৪	১,৩৯৯,০০০	১৩৫,০০০ টন	১০৪	১২৯,০০০ টন

হাওয়ায় হাওয়ায় মাল-চলাচল

ইয়োরোপ ও আমেরিকায় ১৯২৭ সালে আকাশপথে কোথায় কত মাল বহন করা হয় তাহার সম্পূর্ণ তালিকা এখনও পাওয়া যায় নাই। যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, জার্ম্মাণি এখনও এদিকে অন্য সমস্ত জাতির অগ্রগামী। জার্ম্মাণি ভাল করিয়া বিমান পোতকে ব্যবসায় লাগাইয়াছে। এই কয় বৎসরে তথায় যে উন্নতি হইয়াছে তাহা বিস্ময়কর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নিম্নের তালিকা দেখিলেই তথাকার উন্নতির পরিমাণ বুঝা যাইবে।

জার্ম্মাণরা ১৪৫০০০ মাইল পথ বিমান পোতে মাল বহনের বন্দোবস্ত করিয়াছে। তাহাদের বিমানপোতগুলি এ পর্য্যন্ত ৬৮৯০০০ মাইল যাতায়াত করিয়াছে। তাহারা ১৫১০৯১ জন যাত্রী বিমানপোতে বহন করিয়াছে, মাল বহন করিয়াছে ২২৮৯ টন, ডাক বহন করিয়াছে ৮১৩ টন।

জার্ম্মাণির পরেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্থান। তাহারা বিমানপোতে ৫১০১০০০ মাইল মাল বহন করিয়া যাতায়াত করিয়াছে এবং ডাক বহন করিয়াছে ৪৫৯ টন। তবে যুক্তরাষ্ট্রে ইহা ব্যতীত অনেকে কোন কোম্পানীর সাহায্য না লইয়া নিজের জন্যই এরোপ্লেনে মাল বহন ইত্যাদি করিয়াছে। তাহা ধরিলে এদিকে যুক্তরাষ্ট্রেরও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। যুক্তরাষ্ট্র বিশাল দেশ। এরূপ বিশাল দেশের পক্ষেই বিমানপোত ব্যবসার জন্য ভাল করিয়া ব্যবহার করা সম্ভব।

ফ্রান্সে বিমানপোতের পথ ৮৮৭৫ মাইল। ১৯২৭ সালে সে পথে ফরাসীরা ৪২৭০০০ মাইল যাতায়াত করে এবং ২০১১০ যাত্রী লয়।

রাশিয়া ও ইটালীতে প্রায় ৮০০০০০০ মাইল বিমানপোতে যাতায়াত করা হয়। রাশিয়ায় ৩৭০০ ও ইটালীতে ১২১৮২ যাত্রী বহন করা হয়। রাশিয়ার বিস্তারিত ও সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

সুইডেন, পোল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ডেন্‌মার্ক সমস্ত দেশেরই বিমানপোত এইভাবে ব্যবহার করা হয়। সুইডেন ছোট দেশ এবং বিমানপোতের পথ তাহার মাত্র ৬৮৫ মাইল, কিন্তু সে দেশ গত বৎসর ১৩৫০০ যাত্রী লইয়াছে।

ইংলণ্ডের তালিকা প্রস্তুতের পদ্ধতি আলাদা বলিয়া অন্যান্য দেশের সহিত তাহার তুলনা করা একটু কঠিন। ইংলণ্ডে গত বৎসর যাত্রীরা বিমানপোতে ৪০২৭৮৬২ মাইল গিয়াছে। মাল বহন করা হইয়াছে ৪৯৫৫১২ মাইল।

অনেকে এখনও মনে করেন বিমানপোত আপনা হইতেই ব্যবসার কাজে ব্যবহার করা হইত। কিন্তু এ ধারণা ভুল। জার্ম্মাণির সরকার মালবাহী বিমানপোতের কোম্পানীগুলিকে অন্য সমস্ত দেশের সরকারের তুলনায় অনেক বেশী সাহায্য করিয়াছেন। তাই জার্ম্মাণি এ বিষয়ে এত উন্নতি করিয়াছে। জার্ম্মাণ সরকারের সাহায্যের পরিমাণ ১০৭৮৯৭০ পাউণ্ড, ফ্রান্সের ৬৩৪২৭৪ পাউণ্ড। আমেরিকা শুধু ডাক-বহনের জন্য ৪১১৫২০ পাউণ্ড, ইটালী ৩৭৫০০০ পাউণ্ড ও পোল্যাণ্ড ৪৫০০০ পাউণ্ড সাহায্য করিয়াছেন।

এ বিষয়ে ইংলণ্ডের সাহায্যের পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন। ১৯২৭ সালে ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ ইয়োরোপীয় ও প্রাচ্য দেশে মাল, ডাক ইত্যাদি বহনের জন্য ২২৬০০০ পাউণ্ড সাহায্য পায়। ১৯২৮ সালে এই সাহায্যের

পরিমাণ ২৫০০০০ পাউণ্ড দাঁড়াইবে আশা করা যায়। অষ্ট্রেলিয়ার সরকার কিন্তু সোজাসুজি ৬৮০০০ পাউণ্ড সাহায্য করিয়াছেন এবং এই বৎসরে আরো ১০০,০০০পাউণ্ড করিবেন ঠিক করিয়াছেন। কিন্তু ৩খানি বিমানপোতে মাল-বহনের ব্যবসায় ইংলণ্ডের স্থান পঞ্চমের উর্দ্ধে হইতে পারে না।

তবে ইংলণ্ড এরোপ্লেনের অপেক্ষা ব্যোমযান জাতীয় বিমানপোতের দিকে বেশী দৃষ্টি দিয়াছে। ১৯২৮ সালের শেষাশেষি এই জাতীয় দুইটি বৃহৎ বিমানপোত নির্ম্মাণ শেষ হইবে। এই সমস্ত বিমানপোতের দ্বারা মাল, ডাক ইত্যাদি বহন করিবার বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়। তবে এরোপ্লেন ও এয়ারশিপের ভিতর প্রতিযোগিতা হইবে না। এয়ারশিপ সমুদ্রের উপর দিয়া যাতায়াতের জন্য ও এরোপ্লেন স্থলপথের উপর দিয়া যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করা হইবে। এরোপ্লেনকে মোটর ও রেলের সহিত পাল্লা দিতে হইবে। এবং এয়ারশিপকে ষ্টীমার, জাহাজ ইত্যাদির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। জেপেলিন প্রভৃতি ব্যোমযান জাতীয় বিমানপোতগুলি এখনও নিখুঁত করিয়া নির্ম্মাণ করা যায় নাই। জেপেলিন প্রভৃতির অনেক দুর্ঘটনা ঘটার দরুণ এয়ারশিপের ভবিষ্যতে অনেকের সেরূপ আস্থা নাই। তবে বিজ্ঞানের দ্বারা এই জাতীয় বিমানপোতের ক্রমশঃ উন্নতি হইবে আশা করা যায়।

বিলাতে এরোপ্লেন ব্যবহারের প্রসার

১৯২৭ সনে জুলাই মাসের মাত্র এক সপ্তাহে বিলাতে ১৪০০ যাত্রী এরোপ্লেনে আসা যাওয়া করিয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে 'ইষ্টার' পক্ষে ১৬৩০ জন যাত্রী আসা যাওয়া করিয়াছে। গত বৎসরের 'ইষ্টার' পক্ষে করিয়াছে ১,১০০জন। গত বৎসর ১,২৫২,০০০ পাউণ্ড মূল্যের মাল আমদানি এবং ১,৪০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের মাল রপ্তানি ও পুনঃ রপ্তানি করা হইয়াছে। গত ৩ বৎসরে ২ কোটি ৬০ লাখ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি বহুমূল্য ধাতু এরোপ্লেন সাহায্যে আমদানি বা রপ্তানি করা হইয়াছে।

বিলাতের গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত স্যামুয়েল্ হোর্ "ইম্পিরিয়্যাল এয়ারওয়েজ কোম্পানীর সহিত একটী চুক্তিতে সম্প্রতি সহি করিয়াছেন। উক্ত চুক্তি অনুসারে ঐ কোম্পানীকে প্রতি সপ্তাহে বিলাত হইতে ভারতে নিয়মিত এরোপ্লেন চালাইতে হইবে। কয়েকটী রাজনৈতিক বাধা অপসারিত হইলেই এরোপ্লেন চালান আরম্ভ হইবে।

লাইপৎসিগের আন্তর্জ্জাতিক মেলা

জার্ম্মাণির লাইপৎসিগ সহরে বৎসরে দুইবার করিয়া (মার্চ্চের প্রথমে ও আগষ্টের শেষে) একটী বিরাট আন্তর্জ্জাতিক শিল্প-মেলা বসে। ৭০০ বৎসর ধরিয়া এই মেলাটী বসিয়া আসিতেছে। আগামী বারের মেলা ১৯২৯ সনের ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে খোলা হইবে। আধুনিক শিল্পের এমন কোন জিনিষ নাই যাহার নমুনা এই মেলায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কারখানাওয়ালারা তাহাদের নবোদ্ভাবিত জিনিষপত্রের নমুনা এই মেলায় পাঠাইয়া থাকে। খুচরা ও পাইকারী ক্রেতারা সেইগুলি পরীক্ষা করে এবং পছন্দ হইলে অর্ডার দিয়া থাকে। এই মেলাটী কেবল ব্যবসায়ীদের জন্যই খোলা হইয়া থাকে। জিনিষপত্র সাজাইবার জন্য ৫৫টি প্রাসাদ এবং ১৫টী হল আবশ্যক হয়। বৈদেশিক প্রদর্শক ও ক্রেতার সংখ্যা বাড়িতেছে। গতবারের বাসন্তী মেলায় ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিল। ইহাদের মধ্যে ২৩,১৩০ জন বিদেশ হইতে আসিয়াছিল। ১০,০০০ প্রদর্শকের মধ্যে ৬৫৫ জন ছিল বিদেশী। এই মেলার সাহায্যে স্থানীয় পণ্য কিনিবার এবং নানা দেশের লোকের নিকট পণ্য বেচিবার বেশ সুযোগ পাওয়া যায়।

জাভাই চিনি

পুসার সুগার বিউরোর সেক্রেটারী মহোদয় জাভাই চিনি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত খবর পাইয়াছেন।

মে মাসের প্রথমভাগ হইতে জাভায় বৃষ্টি হওয়া বন্ধ হয় ও গরম আবহাওয়া চলিতে থাকে। ইহা ইক্ষু ফসলের পক্ষে উপকারী।

ইক্ষু ফার্ম্মগুলির অনেকেই ইক্ষু রোপণের কাজ সকাল সকাল সারিয়া ফেলিয়াছে। বৃষ্টি না থাকায় এ সময় মাঠের কাজকর্ম্ম বেশ সুবিধামত হইতেছে।

৪৯টি চিনির মিল ইহার মধ্যেই তাহাদের আনুমানিক উৎপাদনের রিপোর্ট পাঠাইয়াছে। গত সন এ সময় মধ্যে ৩৬টী মিল রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছিল। ৪৯টী মিলের মধ্যে ২৩টির রিপোর্টে দেখা যায় ঐসকল মিলে গত সনের চাইতে চিনি খুব বেশী উৎপাদন করা হইবে। ৫টি মিলে উৎপাদন কিঞ্চিৎ কম হইবে। বাকী ২১টি মিলের উৎপাদন সমান সমান হইবে।

ভি, জে, পি ফ্যাক্টরী বর্ত্তমান সনে আরও এক লক্ষ টন চিনি বেশী উৎপাদন করিবে। তাহা হইলে ১৯২৮ সনে জাভায় মোট ২,১০৬,৬১৭ টন চিনি উৎপাদিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভি, জে, পি ফ্যাক্টরীর মে মাসে ১২০,০০০ টন, জুনে ৩ লক্ষ টন ও জুলাইতে ৩৬০,০০০ টন চিনি উৎপাদনের কথা। ঐ ফ্যাক্টরী ইতিমধ্যে ১০ লক্ষ টন চিনি বিক্রয় করিয়াছে। আর যাহা উৎপাদন করা হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ বিক্রয় হইয়া আগষ্ট মাসের শেষে আরও ১০ লক্ষ টন গুদামবন্দি থাকিবার কথা। অন্যান্য সনে জাভার চিনিওয়ালারা সঙ্গে সঙ্গেই চিনি বিক্রয় করিয়া ফেলিতে সমর্থ হইত।

কানাডা ১৯২৬–২৭

কানাডার সরকারী ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌ বিভাগে সংবাদ দিতেছেন যে, গত ৩১শে মার্চ্চ যে আর্থিক বৎসর শেষ হইয়াছে ঐ সনে কানাডা মোট ৪৭১,৮৮২,৫৫২ পাউণ্ডের কারবার করিয়াছে। এবং ইহাই তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য জীবনে সব চাইতে সচ্ছলতার বৎসর। এই সনে ১৯২৭ সনের চাইতে ১২,২০০,০০০ পাউণ্ডের কারবার বেশী হইয়াছে। ১৯২৬ সনের চাইতে এ সনে তাহার ২০,৬০০,০০০ পাউণ্ডের ব্যবসা বাণিজ্য বেশী হইয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কানাডার আমদানি-বাণিজ্য খুব বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯২৪-২৫ সনে কানাডা ১৫৯,৩৮৬,৫০৭ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য আমদানি করে। ১৯২৭-২৮ সনে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২২১,৭৯১,২৯৩ পাউণ্ডে পৌছে। ১৯২৬-২৭ সনের চাইতে ১৯২৭-২৮ সনে কানাডার আমদানি কারবারের মূল্য ১৫,৬০০,০০০ পাউণ্ড বৃদ্ধি পায়।

এইবার কানাডার রপ্তানি কারবার দেখুন। কানাডা ১৯২৭-২৮ সনে বিদেশীদের নিকট মোট ২৫০,০৯১,২৫৯ মূল্যের মাল বিক্রয় করিয়াছে। আর কিনিয়াছে ২২১,৭৯১,২৯৩ পাউণ্ড মূল্যের মাল। ১৯২৬-২৭ সনে কানাডা ১৯২৭-২৮ সনের তুলনায় বেশী টাকার মাল বিদেশে বিক্রয় করে। তাহার কৃষি-জাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাওয়ার জন্যই মোটের উপর টাকার পরিমাণটা কমিয়া যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবসা-বাণিজ্য

১৯২৭ সনে দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ানে ১৭০,৩৩৯,৬৫৭ পাউণ্ড মূল্যের ব্যবসা বাণিজ্য হইয়াছিল। ১৯২৬ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ১৫৯,৩৬০,৮৫০। আলোচ্য সনে ৭৪,০১৩,৮৩৬ পাউণ্ড মূল্যের পণ্যদ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি করা হয় ও ৯৬,৩২৫,৮২১ পাউণ্ড মূল্যের মাল বিদেশে পাঠান হয়।

১৯২৭ সনে ১০৬টি দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্য কারবার করে। ১৮টি দেশ মোট আমদানি ৭০,৬৫৮,৫৪৭ পাউণ্ডের মধ্যে ৬৬,৫১১,৩৩৮ পাউণ্ড মূল্যের মাল দক্ষিণ আফ্রিকার নিকট বিক্রয় করে। কোন্ কোন্ দেশ আফ্রিকার কাছে ১৯২৭ সনে কত মূল্যের মাল বেচিয়াছে তাহা এখানে পর পর দেখান হইল। ইংলণ্ড ৩১,৬৬৬,৯৮২ পাউণ্ড; আমেরিকা ১১,৩৩০,২১২ পাউণ্ড; জার্ম্মাণি ৪,৫৫২,১২৫ পাউণ্ড; ভারতবর্ষ ২,৪০৬,০৩৭ পাউণ্ড; দক্ষিণ রোডেশিয়া ২,৩৫৪,৪৫৬ পাউণ্ড; কানাডা ১,৯৬৮,৬৯০ পাউণ্ড; ফ্রান্স ১,৬৯৩,৭৪৪ পাউণ্ড; অষ্ট্রেলিয়া ১,৫৪১,৩৬৮ পাউণ্ড; সুইডেন ১,২৮৩,৬৪৮ পাউণ্ড; বেলজিয়াম ১,২৫৭,৭০২ পাউণ্ড; হল্যাণ্ড ১,০৫৮,৮২৯ পাউণ্ড; জাপান ১,০৪৬,৯৪৩ পাউণ্ড; ইতালী ৮৬৮,৩৪৬ পাউণ্ড; ব্রেজিল ৮৩৯,২০৯ পাউণ্ড; সিংহল ৭৯১,৮১৬ পাউণ্ড; দক্ষিণ পূর্ব্ব আফ্রিকা ৬৫৪,০৯২ পাউণ্ড; ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ ৬৩৩,৪৯৬ পাউণ্ড; সুইজার্ল্যাণ্ড ৫৬৩,৬৪৩ পাউণ্ড। পূর্ব্ব সনের তুলনায় ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ, কানাডা, হল্যাণ্ড, জাপান, সুইজার্ল্যাণ্ড ও ব্রেজিল ছাড়া অন্যান্য সকল দেশই আলোচ্য সনে দক্ষিণ আফ্রিকার নিকট বেশী মাল বিক্রয় করে। ১৯২৭ সনে ইংলণ্ড ১৯২৬ সনের চাইতে ৪০২,০৫৬

পাউণ্ড মূল্যের মাল কম বিক্রয় করিয়াছে। মোট পণ্য দ্রব্যের শতকরা ৪৭·২ ভাগ তাহার হিস্যায় ছিল ; উহা হ্রাস পাইয়া ৪৪·৮ ভাগ দাঁড়াইয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশের আমদানি ১৯২৬ সনে মোট আমদানির ১৪·৩ ভাগ ছিল, আলোচ্য সনে ইহা ১৪·৮ ভাগ হইয়াছে।

১৯২৬ সনে ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আফ্রিকার মোট আমদানি মালের মাত্র ৩·৭ ভাগ সরবরাহ করিত। এই সংখ্যাও আলোচ্য সনে ৩·৪ হইয়াছে। বৃটিশ সাউথ আফ্রিকার অন্যান্য দেশ হইতে আমদানির হার ৩॥ ভাগ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪॥ ভাগ দাঁড়াইয়াছে।

১৯২৬ সনের তুলনায় দক্ষিণ আফ্রিকায় অন্যান্য বিদেশী মালের কাটতি ২,৪১৫,৫৮৮ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৬ সনে এই দেশগুলি মোট আমদানির ৩৮॥ ভাগ মাল সরবরাহ করিত। ১৯২৭ সনে ইহারা ৪০৷৷০ ভাগ সরবরাহ করিয়াছে। ১৯২৭ সনে আমেরিকা দক্ষিণ আফ্রিকার চাহিদার শতকরা ১৬ ভাগ মিটাইয়াছে, ১৯২৬ সনে সে ১৬·৭ ভাগ মাল সরবরাহ করিয়াছিল। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশগুলি ১৯·১ ভাগ মাল সরবরাহ করে। ইহার মধ্যে জার্ম্মাণির হিস্যায় পড়ে ৬·৪ ভাগ, বেলজিয়ামের ১·৫ হইতে ১·৮ ও ফ্রান্সের ২·০ হইতে ২·৪ ভাগ।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত হইতে আমদানি

দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯২৭ সনে ভারতবর্ষের নিকট কি কি মাল কিনিয়াছিল তাহার হিসাব এখানে দেওয়া হইল।

খাদ্য দ্রব্য	৭৮১,৩৮৪ পাউণ্ড
ফাইবার, সূতা, টেক্সটাইল ইত্যাদি	১,২৩৩৩,৩৮৭ „
তেল, মোম, রেসিন, রং ও ভার্ণিস	২০৭,২০৮ „
কাঠ, বেত ইত্যাদি	১৩৭,৯০১ „

বৃটিশ কারেন্সি বিল

প্রস্তাবিত চার্চ্চিল কারেন্সি বিল ১৯২৯ সনের ১লা জানুয়ারীর পূর্ব্বে কার্য্যকর হইবে না। ঐ বিল অনুযায়ী একমাত্র বিলাতের ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড নোট তৈয়ারী করিতে ও তাহা বাজারে বাহির করিতে পারিবেন। বর্ত্তমানে ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্ট উভয়ের হাতে এই ক্ষমতা ন্যস্ত আছে। ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড এক পাউণ্ড ও ১০ শিলিংএর নোট প্রচলন করিবে। ব্যাঙ্ক যে পরিমাণ নোট বাজারে চালাইবে তাহার শতকরা ৯০ হইতে ৪০ ভাগ পর্য্যন্ত স্বর্ণ তাহাদিগকে মজুত রাখিতে হইবে। আপাততঃ ২৬ কোটি পাউণ্ড মূল্যের কাগজের টাকা বা নোট বাজারে চালান হইবে।

বিলাতের লৌহ ও ইস্পাত

গত এপ্রিল মাসে গ্রেট বৃটেনে ৫৫৫,০০০ টন পিগ লোহা উৎপাদন করা হয়। মার্চ্চ মাসে ঐ উৎপাদনের সংখ্যা ছিল ৫৯২,৬০০ টন এবং গত সনের এপ্রিল মাসে ঐ সংখ্যা ছিল ৬৮০,০০০ টন। গত এপ্রিল মাসে ইস্পাত ইনগটস ও কাষ্টিংস ৬৪৪,১০০ টন উৎপাদন করা হয়। গত মে মাসে ঐ সংখ্যা ছিল ৭৯৩,০০০ টন এবং গত সনের এপ্রিল মাসে ছিল ৮৫০,০০০ টন।

চীনে নকল রেশমের চাহিদা

দুনিয়ার সর্ব্বত্রই নকল রেশমের কিছু না কিছু আদর আছে। চীনের চাহিদাটা কিছু বেশী। দুনিয়ার বাজারের অবস্থা একটু ফিরিলেই এ ব্যবসাটা যে খুব বড় হইয়া দাঁড়াইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ ব্যবসায় ইয়োরোপবাসী ব্যবসায়ীদের মধ্যেই খুব প্রতিযোগিতা দেখা যায়। সম্প্রতি জাপান এ ব্যবসায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। চীনে সংবৎসরে ৮০ লক্ষ পাউণ্ডেরও বেশী মূল্যের নকল রেশমের তাঁত আমদানি হইয়া থাকে। অর্থাৎ বছর বছর এখানে ভারতের প্রায় সমান তাঁত বিদেশ থেকে আসে। এ ব্যবসায় ইতালির স্থান সব চেয়ে উঁচুতে, কিন্তু তৈয়ারী মালের ব্যবসায় বিলাত আরও উপরে। জাপান বিলাতের কাণ ঘেঁসিয়া চলিতেছে। চীনারা অধিক পরিমাণে মাল নিজেরাই প্রস্তুত করিতেছে। হোসিয়ারী ও অন্যান্য কাপড়ের মধ্যেও তাহারা নকল রেশমের চলন করিতেছে। খাঁটি রেশম ও তুলা একত্রে মিশাইয়া এক রকম নকল রেশম এখানে তৈয়ারী হয়। ইহাতে প্রস্তুত হোসিয়ারী ও

সেলাই-করা পোষাক এখানে খুব বিক্রী হয়। নকল রেশমের জিনিষের মধ্যে রেশমী ফিতা, ট্যাসেল, রেশমী ঝালর, সরু সূচের কাজ-বিশিষ্ট জামা কাপড় প্রভৃতি জিনিষের এখানে খুব কাটতি দেখা যায়।

দুনিয়ার বাজারে নকল রেশমের স্থান

বোম্বাইয়ে নকল রেশমের চাহিদা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায়ও এ ব্যবসা মন্দ চলিতেছে না। বার্ম্মায় নকল রেশমের আশাতিরিক্ত কাটতি হইতেছে।

ক্যানাডায় নকল রেশমের চল্‌তি খুব বাড়িয়া গিয়াছে। এখানে সমস্ত পোষাক-পরিচ্ছদে নকল রেশমের চল্‌তি খুব বেশী। বিলাতের চেয়েও অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশের লোক সমস্ত বিষয়ে পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া ইহাদের মধ্যেই নকল রেশমের চলনটা কিছু বেশী। এ কারণে এসব দেশে এ ব্যবসাও বিলাতের চেয়ে খুব জোর চলিয়া থাকে। সুমাত্রা, জাভা, বর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপেও এ ব্যবসার স্থান মন্দ নয়। সম্প্রতি জাপান এ সব স্থানে নকল রেশম ও তুলা মিশ্রিত রেশমী কাপড়ের ব্যবসা খুলিয়া দিয়াছে। ব্রেজিলেও নকল রেশমের ব্যবসা বেশ চলিতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় নকল রেশমের কাট্‌তি

নকল রেশমের ব্যবসা অষ্ট্রেলিয়ায়ও মোটের উপর মন্দ চলিতেছে না এবং পরে আরও ভাল হইবার আশা আছে। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম চারি মাসে এখানে ২২২,৯৪২ পাউণ্ডের নকল রেশমের তাঁত আমদানি হয়। গত বৎসর ঠিক এই সময়ে ১৪৯,০৮৪ পাউণ্ডের তাঁত আমদানি হইয়াছিল। এই ঘটনা থেকে এ দেশে নকল রেশম-শিল্পের দিন দিন কতদূর উন্নতি হইতেছে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। অষ্ট্রেলিয়াতে বিলাসিতা-সংক্রান্ত জিনিষপত্রের আমদানি আজকাল অনেক কমিয়া গিয়াছে। পয়সার বাজারও কিছু কষা হইয়া যাওয়ায় এখানে নকল রেশমের ব্যবসার উন্নতিতেও কিছু বাধা পড়িবে বলিয়া মনে হয়। মেলবোর্ণএ সম্প্রতি যে প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে তাহাতে কয়েকটী কোম্পানী এক নতুন রকমের রেশম দেখাইয়াছেন এবং ইহা সাধারণের প্রশংসা পাইয়াছে।

মিশরে নকল রেশমের চালান

মিশরে তুলা-মিশ্রিত রেশম ও নকল রেশমের চাহিদা বেশ আছে। জার্ম্মানি, ইতালী, ফ্রান্স, প্রভৃতি দেশ থেকে আমদানি নকল রেশমের মোজা প্রভৃতির এখানে বেশ চাহিদা আছে। আজকাল সিংহল থেকে আমদানি মালেরও বেশ কাটতি দেখা যাইতেছে। শতকরা ৪০ ভাগ নকল রেশম-যুক্ত জামা-কাপড়ের কাটতিটাই এখানে বেশী দেখা যায়। এখানে এশিয়ার অন্যান্য দেশ অপেক্ষা নকল রেশমী জিনিষের কাটতি বেশী। দক্ষিণ আফ্রিকায় এ ব্যবসা একটু মন্দা পড়িলেও, যে সমস্ত আপদ বিপদ দেশের উপর দিয়া গিয়াছে সে তুলনায় ব্যবসা নেহাৎ মন্দ হয় নাই। এ ব্যবসার সাধারণ অবস্থা এখানে বেশ সন্তোষ-জনক। পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলিতে নকল রেশমী কাপড়ের ব্যবসা ভালই চলিতেছে। তবে কোকোর সময় সমস্ত ব্যবসা একটু মন্দা থাকায়, এ ব্যবসাও তত ভাল চলিতে পারে না। তাকোরাদি বন্দর খোলা হইলে সমস্ত ব্যবসাই বেশ উন্নতি লাভ করিবে। "মার্ক" নৌকায় মাল চালানে সমুদ্রের জলে মালের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। ফলে মাল-বীমার হার অনেক কমিয়া যাইবে।

বেকার-সমস্যা ও জার্ম্মাণ সরকার

বেকার-সমস্যা জার্ম্মাণির শিল্প-উন্নতির কাজ অনেকটা পিছাইয়া দিতেছে। জার্ম্মাণির ইমারৎ শিল্প একটি প্রধান শিল্প। কিন্তু ইমারৎ শিল্পে আর নূতন গৃহ-নির্ম্মাণের অর্ডার বেশী পাওয়া যাইতেছে না। পুরাতন কাজ যাহা হাতে আছে তাহাই কোনরূপ টুকটাক করিয়া চলিতেছে। উচ্চ পারিশ্রমিকের জন্য বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন-খরচাও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রুর কয়লা-খনি প্রদেশে শ্রমজীবি-সমস্যা ভীষণভাবে দেখা দিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট শতকরা ৮ ভাগ মাহিয়ানা বৃদ্ধি

করিবার আদেশ জারি করিয়াছেন। ইহার ফলে রুরের আর্থিক জীবনে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ট্রেড ইউনিয়ন হইতে সরকারী ষ্ট্যাটিসটিকস্ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, রুর খনিগুলি উৎপাদনের চাইতে ১৯২৭ সনে ৬,০৯৪,০০০ টন কয়লা বেশী বিক্রয় করিয়াছে। সরকার শ্রমজীবীদের যে শতকরা ৮ ভাগ বেতন-বৃদ্ধির হুকুম দিয়াছেন ঐ বৃদ্ধি উল্লিখিত উপরি কয়লা বিক্রয়ের আয় হইতেই কুলাইয়া যাইবে। ও দিকে কয়লার খনির মালিকরা বলিতেছেন যে, এই উপরি কয়লা বিক্রয়ের খবর সত্য নহে।

সুইডেনে টেলিফোন

১৯২৭ সনে সুইডেনে টেলিফোন-গ্রাহকগণের সংখ্যা ১৫,০০০ হইতে ৪৫৩,৫০০তে পরিণত হয়; অর্থাৎ সুইডেনের প্রতি এক হাজার লোকের মধ্যে ৭৭ জনের একটি করিয়া টেলিফোন আছে। ১৯২৬ সনের শেষভাগে হাজার করা ৭৪ জনের ফোন ছিল। ১৯২৭ সনে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ামের সঙ্গে সুইডেনের টেলিফোন লাইন স্থাপিত হয়। ডেনমার্কের সঙ্গেই সুইডেনের সব চাইতে বেশী কথা-বার্ত্তা চলে। ১৯২৭ সনে সুইডেন ডেনমার্ককে ২৬০,০০০ বার ডাকে। ঐ সনে নরওয়েকে ডাকে ১৯৮,০০০ বার, জার্ম্মাণিকে ডাকে ১২৬,০০০ বার। দশ বৎসর পূর্ব্বে সুইডেনের টেলিফোন কোম্পানীগুলি মিলিত হইয়া গেলে উহা খাস সরকারের পরিচালনায় আনা হয়।

১৯২৭ সনে সুইডেনে ২,৭১৯,০০০টি আভ্যন্তরীণ তার করা হয় ও ২,৫৪৪,০০০টি বৈদেশিক তার করা হয়।

সুইডেনে অটোমেটিক পাওয়ার স্টেশন

সুইডেনে শীঘ্রই একটি সম্পূর্ণ নূতন অটোমেটিক পাওয়ার ষ্টেশন স্থাপিত হইতেছে। সুইডেনের বিখ্যাত সুর হ্যামার্স্ক্রক কোম্পানীর শিল্প-ভবনের জন্য ইহা কোলবেক নদীতীরে নির্ম্মিত হইতেছে। এই কোম্পানীর লৌহ ইস্পাত কারখানা, স-মিল ও পেপার এবং পাল্প মিল আছে। তাহাদের এই নতুন তড়িৎ শক্তি ষ্টেশনটি মানুষের বিনা সাহায্যে চলিবে। ইহার টারবাইন বা রোটারী মোটরগুলি জল-শক্তির সাহায্যে আপনা হইতেই চলিতে থাকিবে। ইহার কারখানায় কোন দুর্ঘটনা হইলে কোম্পানীর টেলিফোন ঘরে আপনা হইতেই খবর পৌছিবে। এই ষ্টেশনটা সম্পূর্ণরূপে সুইডিশ জাতির দ্বারা প্রস্তুত।

কোলবেক নদীর তীরে সুর হ্যামার্স্ক্রকদের আরও কতকগুলি তড়িৎ শক্তি ভবন চলিতেছে। এগুলি মানুষের দ্বারা পরিচালিত। উল্লিখিত অটোমেটিক পাওয়ার ষ্টেশনে আশানুরূপ কার্য্য পাইলে, ঐগুলিতেও ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করা হইবে।

কানাডায় মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ

গত মে মাসে কানাডাতে ৩৩,৯৪২ খানি মোটর গাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে। গত সনের মে মাসের তুলনায় এবার ৪,২৩৪ খানি গাড়ী বা শতকরা ৩২ ভাগ বেশী মোটর গাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে।

প্যারি সাবার্ব্বাণ রেলওয়ে

প্যারির সাবার্ব্বাণ আণ্ডার-গ্রাউণ্ড যাত্রিবাহী রেল-লাইনগুলির কর্ম্ম-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার জন্যই প্যারির নগর সভা ও সিনের নগর সভা প্রিফেক্টের উপর কথাবার্ত্তা চালাইবার ভার দিয়াছেন। এই রেলগুলি চালাইতে প্যারি ও সিন সহরের যথাক্রমে ২৩২৬ ও ১৭৫ লক্ষ ফ্রাঁ খরচ হইবে।

চেকো-শ্লোভাকিয়ায় মোটর-বীমা

চেকোশ্লোভাকিয়ার বিভিন্ন মোটর কোম্পানীগুলি নিজেদের গাড়ী বীমা করিবার উদ্দেশ্যে একটা স্বতন্ত্র বীমা কোম্পানী খুলিবার মতলব আটিতেছে। অনেকে এ প্রচেষ্টা বিপদজনক বলিয়া আশঙ্কা করিতেছে।

ভল্গার বাঁধ

সোভিয়েট সরকারের লেবার কাউন্সিল কোস্ত্রোমার নিকটে ভল্গা নদীর উপর একটা নূতন রেলওয়ে ব্রিজ

বাঁধিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করিবেন। এজন্য তাঁহারা মিনিষ্ট্রী অব কমিউনিকেশন ও সুপ্রিম ইকনমিক কাউন্সিলকে ১৯২৮-২৯ সনের বাজেটে টাকার বরাদ্দ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। কোস্ত্রোমা হইতে রুশিয়ার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে রেল সড়ক নির্ম্মাণ করিতে ও ঐ ব্রীজ বাঁধিতে কি পরিমাণ ব্যয় হইবে তাহার অনুসন্ধান চলিতেছে।

রুশ জুতা-ব্যবসায়ী সঙ্ঘ

সোভিয়েট রুশিয়ার সুপ্রিম ইকনমিক কাউন্সিলের মতে রুশিয়ার চামড়া ও জুতা-শিল্পের জন্য ৮,০৪০,০০০ রুবল বা ৮০৪,০০০ পাউণ্ড মূলধন দরকার। রুশিয়ার ট্যানার্স ও লেদার ম্যানুফ্যাকচারারগণের কেন্দ্রীয় সমিতির এক বৈঠকে সম্প্রতি এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সোভিয়েট রুশিয়ার প্রধান আর্থিক-উন্নতি-সঙ্ঘের সভাপতি বলেন, দেশের চামড়া-শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে কেবল মাত্র এই পুঁজিই যথেষ্ট নহে। এজন্য কাঁচা মাল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া দরকার। দেশের প্রত্যেক টুকরা চামড়া যাহাতে এই কাজে খাটান হয় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হইবে।

১৯২৮-২৯ সনে রুশিয়ায় বুট ও সু বর্ত্তমান সনের চাইতে বেশী উৎপাদন করা হইবে। জুতা-শিল্পে মূলধন শতকরা ৬৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রুশিয়ার লেদার সিণ্ডিকেটের মিষ্টার ফোমিন আশা করেন যে, কাঁচা মালের অভাব হইবে না। ট্যানকরা চামড়া ও রুশ কারখানায় তৈয়ারী জুতারও খরিদ্দার বিস্তর মিলিবে। প্রস্তাবিত মূলধন খাটাইবার জন্য রুশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে আরও চামড়া এবং জুতার কারখানা খুলিতে হইবে।

অষ্ট্রীয়ার আর্থিক উন্নতি

অষ্ট্রীয়ার আর্থিক অবস্থা বর্ত্তমানে সচ্ছল। বেকার লোক অষ্ট্রীয়াতে খুব কমই আছে। শিল্প কারখানাগুলির কাজ বেশ চলিতেছে। গত দুই বৎসরের চাইতে এ সনে অষ্ট্রীয়ার শিল্প-কারখানার অবস্থা সচ্ছল।

বর্ত্তমান সনের প্রথম ভাগে গত সনের ঐ সময়ের চাইতে অষ্ট্রীয়ান শিল্পজাত মাল বিদেশে বেশী রপ্তানি হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের অঙ্ক-বৃদ্ধিই অষ্ট্রীয়ার আর্থিক সচ্ছলতার কারণ।

ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের অবস্থা খুবই ভাল। অষ্ট্রীয়া যে পরিমাণ কাগজের নোট বাজারে চলন করিয়াছে তাহার শতকরা ৭২ ভাগ স্বর্ণ ঐ অষ্ট্রীয়ার ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে জমা আছে। এই রিজার্ভ ছাড়া ইয়োরোপের অন্যান্য সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের মত ইহার অনেকগুলি ডলার ও ষ্টার্লিং বিল আছে।

ইংরেজের বস্ত্রশিল্পের দুর্দ্দশা

আজকাল ল্যাঙ্কাশিয়ারের অবস্থা বড় কাহিল। ল্যাঙ্কাশিয়ারের কাপড়ের কলগুলিতে বেকার-সমস্যা প্রবল ভাবে দেখা দিয়াছে। অনেক কলওয়ালাকে কল-কারখানায় তালা-চাবি দিয়া ব্যবসা গুটাইতে হইয়াছে। অনেকে অল্প কয়েক ঘণ্টা মাত্র তাহাদের কলগুলি চালাইতে পারিতেছেন। শ্রমজীবী ও বেতনের হার কমাইবার জন্য চারিদিকেই চেষ্টা চলিতেছে। ইহা করিলে মজুরের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কায় অন্যান্য উপায়ে উৎপাদনের খরচা কমাইবারও চেষ্টাচরিত্র চলিতেছে। বিলাতের প্রধান মন্ত্রী এ সম্বন্ধে কলওয়ালাদের সঙ্গে তদ্বির করিতেছেন। তিনি বলেন কলওয়ালাদের অনেকটা স্বার্থ বলি দিতে হইবে। যে সকল ব্যাঙ্ক কাপড়ের কলগুলির পুঁজি যোগায় তাহারা কটন ইয়ার্ণ অ্যাসোসিয়াশনকে একটা টেক্সটাইল কর্পোরেশন কায়েম করিবার উপদেশ দিতেছেন।

দুনিয়ার ব্যবসা-মহলে বেশ জানাজানি হইয়া গিয়াছে যে, অন্যান্য দেশের মত সস্তা দামে মাল বেচিতে পারিতেছে না বলিয়াই বিলাতী কলগুলি এরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে। ব্যালফোর কমিটি সম্প্রতি বিলাতের শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে "সার্ভে অব্ টেকস্‌টাইল ইণ্ডাষ্ট্রী" নাম দিয়া এক পুস্তিকা বাহির করেন। এই পুস্তিকায় অনেক-কিছু কঠোর সত্য স্বীকার করা হইয়াছে।

ইংরেজরা বস্ত্র-শিল্পের আধুনিক যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন-কর্ত্তা হইলেও ইয়োরোপের অন্যান্য জাতিরা তাহাদের অনুকরণে বস্ত্র-শিল্পের বিস্তর বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিয়া

ফেলিয়াছে ও তাহাদ্বারা তাহারা বেশ লাভবানও হইয়াছে।

ইংরেজের বস্ত্র-শিল্পের সচ্ছলতা দেখিয়া প্রথমে কন্টিনেন্ট ও পরে আমেরিকা, ভারত ও জাপান দ্রুত গতিতে ইহার উন্নতি-সাধনে ব্রতী হইয়াছে। এই সকল দেশ আজকাল প্রভূত পরিমাণে বস্ত্রাদি উৎপাদন করিতেছে। এক কথায় ইংরেজের হাতে আর আজকাল বস্ত্র-শিল্পের চাবি নাই। ইহা আর তাহার একচেটিয়া সম্পত্তিও নয়।

এই সকল দেশে ইংলণ্ডের মত অত পাতলা ফিনফিনে কাপড় তৈয়ারী না হইলেও মোটা কাপড় যেরূপ প্রভূত পরিমাণে উৎপাদন করা হইতেছে তাহা দ্বারাই ইংরেজের বস্ত্রশিল্পের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে।

মধ্যম শ্রেণীর বস্ত্র বিভাগ অর্থাৎ আমেরিকান সেকশান ইংরেজের বস্ত্রশিল্পের প্রধান আশাস্থল। কিন্তু বস্ত্রশিল্পের বাজারে প্রবল প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য ঘরোয়া কারণে এই বিভাগের বস্ত্র-উৎপাদনের হার খুবই কমিয়া গিয়াছে। সূতা উৎপাদন এখনও পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। ইয়োরোপের বাজারে বিলাতী মালের কাটতি দিন দিন বাড়িলেও এশিয়া মহলে বিলাতী মাল বিক্রয় দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। ইংরেজের পিস্‌গুডস্‌ রপ্তানির হার খুব কমিয়া গিয়াছে। অথচ দুনিয়ার বস্ত্র-চাহিদা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ইংলণ্ডে দুনিয়ার ১/৬ ভাগ টাকু ও ১/৪ ভাগ তাঁত বর্ত্তমান।

ইংরেজ কোথায় বাজার হারাইয়াছে ?

ভারতবর্ষ ১৯১৪ সনের পূর্ব্বে ইংরেজের নিকট হইতে ৪,৬০০০ লক্ষ গজ বিলাতী কাপড় কিনিত। বর্ত্তমানে তাহার ঘরোয়া উৎপাদনের ১১০০০ লক্ষ গজ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা বিলাতী আমদানির স্থান অনেকখানি পূরণ করিয়াছে।

চীন ইংরেজের বস্ত্র কেনে না

ইংরেজ আজ চীনের ব্যবসাও হারাইয়াছে। ইহার অধিকাংশ আজ জাপানের হাতে। অনেক স্বদেশী বস্ত্রালয় যদিও স্বাধীন চীনে গজাইয়া উঠিতেছে, তাহা হইলেও ইহা দ্বারা চীনের ঘরোয়া চাহিদা মেটে না। জাপান চীনের অধিকাংশ বস্ত্র যোগায়।

বস্ত্রশিল্পে জাপান

জাপানের বস্ত্রশিল্প যুদ্ধের সময় হইতেই ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতে থাকে। যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আর্থিক সঙ্কটের পরীক্ষায় জাপান যেরূপ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে তাহার বস্ত্র-শিল্প-সৌধ খুব সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ভারতে জাপান

১৯১০ সনে জাপান ভারতের কোরা বস্ত্রের ৪০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র সরবরাহ করিত। আজ ১৯২৮ সনে জাপান ভারতের কোরা বস্ত্রের ৫ ভাগের ১ ভাগ নিজে সরবরাহ করে।

এই সময়ের মধ্যে চীনে জাপানের বস্ত্র রপ্তানির হিস্যা ১/৪ ভাগ হইতে ৩/৪ ভাগে পরিণত হইয়াছে। ইহা অবশ্য ল্যাঙ্কাশিয়ারের ভাত মারিয়া। বস্ত্র-শিল্পে আজ কেবল জাপান ইংরেজের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে না; পরন্তু ইতালী, যুক্তরাষ্ট্র, নিকট প্রাচ্যও আজ ম্যানচেষ্টার ল্যাঙ্কাশিয়ারের বিরুদ্ধে জোট পাকাইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বিজলীর রেওয়াজ

সমস্ত জিনিষ উৎপাদনে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক কলকব্জা বিষয়ে সমস্ত বড় বড় বাণিজ্য-প্রিয় দেশের মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। জার্ম্মাণির স্থান দ্বিতীয় এবং গ্রেট বৃটেন তৃতীয় স্থান অধিকার করে। দশ বৎসরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বৈদ্যুতিক কল-কব্জার পরিমাণ প্রায় তিন গুণ হইয়া গিয়াছে। ১৯২৫ সনে মোট ২৬,১২৩,৫৭৩ অশ্বশক্তি অথবা আগের কল কব্জার চেয়ে শতকরা ৭৩ ভাগ বাড়িয়াছে। নিউ ইয়র্কের

ন্যাশানাল ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল্‌ কনফারেন্সের বিশ্লেষণের ফলে এইরূপ জানা গিয়াছে।

জার্ম্মাণিতে ১৯২৫ সনের তুলনায় শতকরা ৬৬ ভাগ কল-কব্জা বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা হইয়াছে। এবং গ্রেট বৃটেনে শতকরা ৪৮ ভাগ অথবা অর্দ্ধেকেরও কিছু কম কলকব্জা বিদ্যুৎ-শক্তি-সম্পন্ন করা হইয়াছে।

১৯১৪-১৯১৯ সনে—যুদ্ধের কয়েক বৎসরে—যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন-ব্যবসায় সব চেয়ে বেশী বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত হইয়াছিল। এবং এই পাঁচ বৎসরে ইহা শতকরা ৮৩'৬ ভাগের চেয়ে বেশী হইয়াছিল এবং সাধারণ হিসাবে ইহা বৎসরে প্রায় শতকরা ১৩ বাড়িয়া গিয়াছিল। ১৯২৩ সন হইতে ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার শতকরা ১৮ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছিল।

বাষ্প ও জল-শক্তি

অপর পক্ষে দেখা গিয়াছে যে, বৈদ্যুতিক ছাড়া বাষ্প, জল ও অন্যান্য শক্তি-সম্পন্ন কলকব্জার ব্যবহারও ১৯১৪ হইতে ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত ১০ বৎসরের মধ্যে বেশ কমিয়া আসিয়াছে। ১৯১৪ সনে ব্যবসায় মোট ২২,৩০৭,১৮৯ অশ্বশক্তি ব্যবহৃত হইয়াছিল, ইহার মধ্যে ৮,৮৩৫,৯৭০ অশ্বশক্তি বিদ্যুৎ-সম্পন্ন এবং ১৩,৮৭১,২১৯ অশ্বশক্তি অন্য শক্তি-বিশিষ্ট ছিল। ১৯২৫ সনে মোট ২৬,১২৩,৫৭৩ অশ্বশক্তির মধ্যে ৩৫,৭৭২,৬২৮ বিদ্যুৎ-সম্পন্ন ও ৯,৬৮৯,০৫৫ অন্য শক্তি-বিশিষ্ট ছিল। অবৈদ্যুতিক শক্তি-বিশিষ্ট কলকব্জার ব্যবহার এইরূপে খুবই কমিয়া আসিতেছে। ১৯১৪—১৯১৯ সনের মধ্যে শতকরা প্রায় ½ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। ১৯১৯-১৯২৩ সনের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪.৪ ভাগ এবং ১৯২৩-১৯২৫ সনের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬ ভাগ কমিয়া গিয়াছে।

ব্যবসায় বিজলীর রেওয়াজ

ব্যবসার বিভিন্ন বিভাগে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার বোর্ডের মতে বেশ বাড়িয়া গিয়াছে। কল-কব্জা নির্ম্মাণ বিষয়ে ইহা শতকরা ১০০ ভাগ বাড়িয়াছে। বাতাসে, স্থলে ও জলে চলাচলের কলকব্জা প্রস্তুত বিষয়েও বিদ্যুতের প্রায় সম্পূর্ণ ব্যবহার হইতেছে। ইহাতে শতকরা ৯৯'৭ ভাগ বিদ্যুতের ব্যবহার হইতেছে। রবারের ব্যবসায় প্রায় ৯৪.২ ভাগ বৈদ্যুতিক শক্তি-সম্পন্ন কলকব্জা ব্যবহৃত হয়। সঙ্গীত-যন্ত্র, রেলরাস্তা মেরামতি এবং ধাতু-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির ব্যবসায় ৯০'৬ ভাগ থেকে ৮৩'১ ভাগের ভিতর বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার হইয়া থাকে।

অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যবসায়ের মধ্যে সমগ্র ব্যবসায়ে ব্যবহৃত মোট বৈদ্যুতিক শক্তির তুলনায় পাথর, কাদা ও কাঁকর নির্ম্মিত জিনিষের শতকরা ৮০.৬ ভাগ বিদ্যুৎ-সম্পন্ন হইয়াছে, চামড়া এবং চামড়া-নির্ম্মিত জিনিষে শতকরা ৭৮.৬ ভাগ, তামাক-সংক্রান্ত ব্যবসায় শতকরা ৭৫.২ ভাগ, লোহা, ইস্পাত ও উহাতে নির্ম্মিত জিনিষে শতকরা ৭১.৭ ভাগ, কাপড় চোপড় প্রভৃতি তুলা-সংক্রান্ত ব্যবসায় শতকরা ৬৭.৫ ভাগ, খাদ্যাদি বিষয়ে শতকরা ৬৬.১ ভাগ, রসায়ন ও তৎসংক্রান্ত বিষয়ে শতকরা ৬৩.৪ ভাগ, কাগজ ও ছাপা-সংক্রান্ত বিষয়ে শতকরা ৬২.২ ভাগ এবং কাঠ ও তৎসংক্রান্ত বিষয়ে শতকরা ৪৯.২ ভাগ বিদ্যুতের ব্যবহার হইতেছে।

কানাডায় ইংরেজ নারী ঔপনিবেশিক

গত বৎসর ৭২১৫ জন ইংরেজ নারীকে "এম্পায়ার সেট্‌ল্‌মেণ্ট অ্যাক্ট" অনুসারে কানাডায় পাঠানো হয়। পথ খরচার বেশীর ভাগ (৭০, ৯৩৯ পাউণ্ড) বিলাতের গভর্মেণ্ট বহন করেন; বাকী অংশটা (২১,০০০ পাউণ্ড) কানাডা গভর্মেণ্ট দিয়াছেন। উহাদের ৫ বৎসরের খাওয়াপরার বন্দোবস্তের সমস্ত ব্যয় কানাডা গভর্মেণ্টকেই দিতে হইয়াছে।

বিলাতে কয়লার ব্যবসা

গত বৎসর মোট ১১৩ কোটি ৪০ লক্ষ টন কয়লা জগতে উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে ২৫ কোটি ২০ লক্ষ টন অর্থাৎ শতকরা ২২ ভাগ ইংল্যাণ্ড যোগাইয়াছে।

প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিবার জন্য ইয়োরোপের সর্ব্বত্র লোকসান দিয়াও বিলাতী কয়লা বেচা হইতেছে। ইংল্যাণ্ডের ভিতরে চড়া দরে বিক্রয় করিয়া সেই লোকসান পূরণ করা

হইতেছে। বিলাতের ভিতর চড়া দরেও যখন বিক্রয় করা চলিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, অতিরিক্ত উৎপাদন কয়লার ব্যবসার প্রকৃত দুরবস্থার কারণ নহে; বস্তুতঃ, কয়লার ব্যবসার দুরবস্থার প্রকৃত কারণ হইতেছে কয়লা উৎপাদনে উন্নততর প্রণালীর প্রয়োগের অভাব। কিন্তু এই গলদ দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে না; বরং দেশের ভিতরে চড়া এবং বাহিরে সস্তা দরে বিক্রয় করিয়া ইহা চাপা দিবারই চেষ্টা করা হইতেছে। এইরূপ ব্যবস্থা নানা কারণে নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক :—(১) বিলাতের নানা শিল্পের জন্য কয়লা অত্যন্ত আবশ্যক, কিন্তু তাহা বিলাতের জন্য না রাখিয়া বিলাতের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে (জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতিকে) সস্তায় যোগানো হইতেছে; (২) দেশের ভিতরে ও বাহিরে দরের পার্থক্যের জন্য যে পরিমাণ টাকা লোকসান হইতেছে, কয়লার রপ্তানি কোন মতে বজায় রাখিবার জন্য সেই পরিমাণ টাকা জলাঞ্জলি দেওয়া হইতেছে; (৩) যাহাদের সহিত বিলাত প্রতিযোগিতা করিতেছে, তাহারা আরও অল্প ব্যয়ে কয়লা উৎপাদন করে। তাহাদের দেশে লোকসান দিয়া কয়লা পাঠাইয়া তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে যাওয়াই মূর্খতা।

কয়লার ব্যবসার অবস্থা খারাপ বলিয়া খনির মজুরেরা কম মাহিয়ানা পাইতেছে; দক্ষিণ ওয়েল্‌সের মজুরদের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। কোন কোন খনির মজুরেরা উৎপাদন কমিলেই কয়লার ব্যবসার অবস্থা ভাল হইবে, ইহা ভাবিয়া কাজে ফাঁকি দিয়া উৎপাদনের পরিমাণ কমাইতে আরম্ভ করিয়াছে। হর্ডেন কয়লার খনির (ডারহাম প্রদেশে) ৪০০০ মজুর ½ ভাগ উৎপাদন কমানোর জন্য বিতাড়িত হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার হীরাকাটা শিল্প

১৯২৮ সনের মার্চ্চ মাসের হিসাব এইরূপ :—

(১) হীরাকাটার চল্‌তি কারবারের সংখ্যা—৮টি

(২) মজুরের সংখ্যা—

লাইসেন্স-প্রাপ্ত 'কাটার'—৯

রেজিষ্টারী করা মজুর—৪৩

অ্যাপ্রেন্টিস্—৩০

অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ মজুর—৬

কাফ্রি মজুর—৮

(৩) মসৃণ-করা হীরার মোট ওজন—৬১৭.৩১ ক্যারেট্

" " মোট মূল্য—১৫৬১৬পা ১০শি

অষ্ট্রীয়াকে রেল-লাইন আমদানি করিতে হইবে

অষ্ট্রীয়াতে ২,২০০ কিলোমিটার রেলপথ নূতন করিয়া পাতা হইতেছে এবং ৪৩০ কিলোমিটার নূতন লাইন খোলা হইতেছে। ৮ মাসে মোট ১৮০,০০০ টন রেল-লাইন আবশ্যক। কিন্তু অষ্ট্রীয়ার কারখানাগুলার এত রেল-লাইন উৎপাদন করিবার সামর্থ্য নাই। সুতরাং যে পরিমাণ রেল-লাইন দেশের মধ্যে পাওয়া সম্ভব হইবে না, তাহা বাহির হইতে আমাদানি করিতে হইবে।

অষ্ট্রীয়ার 'নাট' ও 'বোল্ট' ব্যবসা

১৯২৬ সনে অষ্ট্রীয়ার নাট ও বোল্ট উৎপাদন-কারীরা ৩৭০০ টন ওজনের নাট ও বোল্ট প্রস্তুত করিয়াছিল। ১৯২৭ সনে ৮৪০০ টন ওজনের নাট ও বোল্ট প্রস্তুত করে। অষ্ট্রীয়ার মধ্যে নাট ও বোল্টের চাহিদার পরিমাণ অল্প। সুতরাং গত বৎসর মোট উৎপাদনের শতকরা ৭০ ভাগ রপ্তানি করিতে হইয়াছিল। ইয়োরোপের অন্যত্র প্রস্তুত নাট ও বোল্টের মূল্য অষ্ট্রীয়ায় প্রস্তুত নাট ও বোল্টের মূল্যের তুলনায় সস্তা; কিন্তু তাহা হইলেও অষ্ট্রীয়ায় প্রস্তুত নাট ও বোল্টের বেশ চাহিদা আছে। অষ্ট্রীয়ার নাট ও বোল্ট নির্ম্মাণের কারখানাগুলা পুরা দমে চলিতেছে।

১৯২৭ সনের শেষার্দ্ধে জাপানের ব্যবসা-বাণিজ্য

জাপানের ১৫০০ কারবারের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, ১৩১৭টী কারবার মোট ৪৫ কোটি ১৬ লক্ষ ৬০ হাজার ইয়েন লাভ করিয়াছে। বাকী ১৮৩টী কারবার মোট ৩ কোটি ৮১ লক্ষ ৯৭ হাজার ইয়েন লোকসান দিয়াছে। আদায়ী মূলধনের উপর লাভের পরিমাণ শতকরা ১০৭ হারে। আজকালকার দিনে শতকরা ১০৭ হারে

লাভ দেখিয়া অন্যান্য অনেক দেশেরই চোখ টাটাইবে, কিন্তু জাপানীরা বরাবর উচ্চ হারে লাভ পাইয়া আসিতেছে বলিয়া শতকরা ১০৭ হারে লাভও তাহাদের চোখে নিতান্ত কম ঠেকিতেছে।

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লোকসান ভোগ করিয়াছে রবারের কারবার। কিন্তু ইহাতে জাপানীদের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; কারণ এই কারবারে কেবল বিদেশী মূলধনই খাটিতেছে। জাপানী মূলধনে রবারচষা চলিতেছে মালয় ও বোর্ণিওতে। লোকসানের ফলে বিদেশী মূলধন এই কারবারে আরও কম আসিতে পারে, ইহাতে জাপানীদের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; তবে লোকসানের ফলে যদি অনেক লোক বেকার হইয়া পড়িত তাহা হইলে জাপানীদের স্বার্থে আঘাত লাগিত বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লোকসানের জন্য কেহই কর্ম্মচ্যুত হয় নাই।

রাসায়নিক কারবারগুলাও লোকসান দিয়াছে; তাহার কারণ কৃষির অবস্থা ভাল নহে বলিয়া রাসায়নিক সারের চাহিদা কমিয়াছে।

মদ তৈয়ারীর কারবারের হিসাব দেখিলে মনে হয় লাভ বাড়িয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্য নয়; কারবারগুলার সম্পত্তির দরের হিসাব নূতন করিয়া কষা হইয়াছিল বলিয়াই ঐরূপ বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। প্রকৃত পক্ষে আয় বাড়ে নাই, বরং একটু কমিয়াছে।

১৯২৭ সনে 'জামেকার' বহির্ব্বাণিজ্য

গত বৎসর (১৯২৭) ৪,৭৬৩,০০০ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি করা হয়; ১৯২৬ সনের তুলনায় ৬ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের রপ্তানি বাড়িয়াছে।

কয়েকটী প্রধান রপ্তানি-দ্রব্যের রপ্তানি কিরূপ বাড়িয়াছে তাহার একটা হিসাব দেওয়া গেল :—

	১৯২৭	১৯২৬ সনের তুলনায় বর্দ্ধিত অংশের মূল্য
কলা—	২১,১৫১,৮৮১ কাঁদি মূল্য—২,৩৬৫,৪৬৪ পাউণ্ড	৩ লক্ষ পাউণ্ড
অশোধিত চিনি—	৪২,১৯৯ টন মূল্য—১৯২,২২৭ পাউণ্ড	১ লক্ষ ৩৭ হাজার পাউণ্ড
পিমেণ্টো—	৯,৮৬৪,৪৪১ পাঃ ওজন মূল্য—২৬৫,৩০৮ পাউণ্ড	৭৫ হাজার ৩ শত পাউণ্ড

কোকো, কফি, নারিকেল, মধু এবং কাঠের নির্য্যাস প্রভৃতির রপ্তানি বিশেষ বাড়িয়াছে।

নারিকেলের শুষ্ক শাঁস, কমলালেবু, আদা, 'রাম্', এবং কাঠের রপ্তানি বিশেষ কমিয়াছে।

প্রেগের বিশ্ব-মেলা

সম্প্রতি প্রেগ সহরে ইণ্টারন্যাশনাল স্যাম্পেল ফেয়ার (আন্তর্জ্জাতিক নমুনা-প্রদর্শনী) নামক এক মেলা হইয়া গেল। ইহাতে ৪৬০,০০০ ক্রেতার ভিড় হইয়াছিল। ৩৯টি জাতির লোক ঐ মেলায় যোগদান করিয়াছিল। প্রত্যেক শিল্পের প্রদর্শনীই সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল। এই মেলায় দেখা গেল চেকো-শ্লোভাকিয়া যুদ্ধের ক্ষতি সামলাইয়া গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে। সে যুদ্ধের পূর্ব্বের মত সস্তা দামে শিল্পজাত মালপত্র বিক্রয় করিতেছে। দেশের চারিদিকে শিল্পোন্নতির সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। দেশটা ঐশ্বর্য্যের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। লোকের জীবন-যাত্রার মাপকাঠি অনেকটা উঁচু হইয়াছে। তাহারা আহার বিহার ও অন্যান্য সুখ-শান্তির জন্য বেশী টাকা পয়সা ব্যয় করিতেছে। ব্যাঙ্কেও তাহাদের পুঁজি কম নয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের খাতায় এদের বেশ মোটা রকমের ব্যালান্স আছে। এখানে বেকার-সমস্যা নাই বলিলেই চলে।

এবারের মেলার বিশেষত্ব এই যে, বিস্তর আমেরিকান এই মেলায় যোগদান করিয়াছিল। ইহারা প্রধানতঃ কাচ ও চীনা মাটির দ্রব্য, জুতা, লিনেন ও অন্যান্য রকমারি চিজ ক্রয় করিল। মধ্য ইয়োরোপে আবার সুদিন দেখা দিয়াছে। শিল্প আজ ঐ সকল দেশে নতুন নতুন রূপ গ্রহণ করিতেছে। প্রেগের মেলায় জার্ম্মাণি, অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গারী, জুগো-শ্লাভিয়া এবং রুমানিয়া হইতে অধিক-সংখ্যক ক্রেতা আসিয়াছিল। বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যে

ক্ষুদ্র চেকো-শ্লোভাকিয়ার স্থান কত বড়, ভারতবাসী তাহা অনুমান করিয়া দেখুন। চেকো-শ্লোভাকিয়ার পরবর্ত্তী বিশ্ব মেলার তারিখ পড়িয়াছে ২৩শে সেপ্টেম্বর হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর। ফ্রান্স, স্পেন, সোভিয়েট রুশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, রুমানিয়া, ব্রেজিল এবং কলম্বিয়া প্রভৃতি দেশ ঐ মেলায় সরকারীভাবে যোগদান করিবে ও নিজেদের শিল্পজাত মাল প্রদর্শন করিবে। ঐ মেলার সঙ্গে একটী স্থায়ী মেলা-গৃহ উদ্বোধনেরও উৎসব সম্পন্ন করা হইবে। দুনিয়ার স্যাম্পেল একজিবিশুনের মধ্যে এইটাই সব চাইতে বড় এবং ঐ মেলা-গৃহটি দুনিয়ার সেরা হইবে। ইহাতে স্থায়িভাবে মেলা প্রদর্শনীর ঘরগুলি প্রস্তুত করা হইবে। ইহা বিদেশীদের শিল্প-বাণিজ্যের এক সুবৃহৎ কেন্দ্রে পরিণত হইবে।

মোসাফিরের সুবিধা

ইয়োরামেরিকানদের মধ্যে দেশ-পর্য্যটনের বাতিক খুব বেশী। আমেরিকানরা তো ওয়ার্ল্ড টুরিষ্ট বলিয়া নাম কিনিয়া ফেলিয়াছে। ইয়োরোপের টাকা পয়সাওয়ালা লোক অন্ততঃ বৎসরে একবার করিয়া কণ্টিনেণ্টাল টুরে বাহির হন। ফরাসীরা টুরিষ্ট বা ভ্রমণকারীদের জন্য বার্লিনে সম্প্রতি এক "স্বাগতম" সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। ইহার নাম "মেস্ঁ দে ফ্রাঁস"। ইহার মূলধন জোগাইবে ফরাসী রেল ও জাহাজ কোম্পানী, ফরাসী হোটেল, স্যানাটোরিয়াম ও অন্যান্য স্বাস্থ্য-নিবাস। টুরিষ্টদের জন্য এই নয়া কোম্পানী রাস্তাঘাট, মানচিত্র, স্বাস্থ্যনিবাসগুলির পরিচয়, হোটেল, সরাই প্রভৃতির যাবতীয় খবর জোগাইবে। ভিয়েনা, লণ্ডন, কোপেনহেগেন মাদ্রিদ ও নিউইয়র্কে ঐ কোম্পানীর শাখা-কেন্দ্রগুলি শীঘ্রই খোলা হইবে। এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠায় ফরাসীর এক জবর মতলবও আছে। দলে দলে টুরিষ্টদিগকে ফরাসী দেশে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে পারিলে দেশের শিল্প-জাত মালপত্রের কাটুতি বাড়িবে, এবং টুরিষ্টরা ফরাসী শিল্পের নতুন নতুন ফ্যাশানের সঙ্গে পরিচিত হইবে।

বিলাতে চিনি প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্য-মিশ্রিত জিনিষের উপর কাষ্টম্‌সের শুল্ক-পরিবর্ত্তন

১৯২৮ সনের ২৪শে এপ্রিল তারিখে বিলাতে হাউস্ অব্ কমনস্ সভায় চিনি, গুড়, গ্লুকস্, স্যাকারিণ প্রভৃতির উপর কাষ্টম্‌সের শুল্কের হার-পরিবর্ত্তনের এক মন্তব্য পাস্ হইয়াছে। এই মন্তব্য অনুসারে লণ্ডনের কাষ্টমস্ হাউস্ হইতে চিনি অথবা যে কোন মিষ্টদ্রব্য-মিশ্রিত জিনিষের উপর এবং দুই একটা স্পিরিট ও কড়া জলের উপর শুল্কের হার বদলাইয়া এক বিজ্ঞাপন (১৯২৮ সনের জুন মাসের ১৭৪ নম্বর বিজ্ঞাপন) জারি করা হইয়াছে। এই সমস্ত জিনিষের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে বেশীর ভাগ চাটনী রপ্তানি হইয়া থাকে। শুধু এই জিনিষের জন্য প্রতি হন্দরে ২ শিলিং ৮ পেন্স করিয়া শুল্কের একটা বিশেষ হার ঠিক হইয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

(১) দেশী

পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দির

কলিকাতার বেলগাছিয়া অঞ্চলে ৫ এবং ৫।১ নং ওলাই-চণ্ডী রোডে এই বিদ্যালয়টী অবস্থিত। ইহাতে ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পড়িবার ব্যবস্থা আছে।

খ্যাতনামা ধনী ৺মতিলাল শীলের অন্যতম উত্তরাধিকারী ৺মাণিকলাল শীল মৃত্যুর পূর্ব্বে উইল করিয়া পাঁচ লক্ষ টাকা একটী অবৈতনিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্যয়-নির্ব্বাহকল্পে পৃথক করিয়া রাখিয়া যান। উইলের সর্ত্ত অনুসারে ঐ বিদ্যালয়ে টেক্‌নিক্যাল শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকিবে এবং বিদ্যালয়-সংলগ্ন একটী বোর্ডিংএ ১২টী দরিদ্র ছাত্রকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হইবে এবং তাহাদের অন্যান্য যাবতীয় ব্যয় বহন করা হইবে। ঐ টাকার সুদ হইতেই বিদ্যালয়ের ব্যয়-নির্ব্বাহ হইতেছে।

এই বিদ্যালয়টী সম্পূর্ণ অবৈতনিক। ইহার টেক্‌নিক্যাল বিভাগে নিম্নলিখিত ৮টী বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

(১) সীবন ও কর্ত্তন শিল্প বা দরজীগিরি
(২) পুস্তক বাঁধাই
(৩) বেত্র-শিল্প
(৪) লৌহ-শিল্প ও ইলেকট্রোপ্লেটিং
(৫) মৃৎশিল্প
(৬) দারুশিল্প বা ছুতারগিরি
(৭) চিত্র-বিদ্যা
(৮) বয়ন ও সুত্র-নির্ম্মাণ

বিদ্যালয়ের সাধারণ বিভাগের ছাত্রদিগকে এই ৮টী বিষয়ের মধ্যে যে কোন ২টী বিষয় লইতে হয়। শুধু টেক্‌নিক্যাল বিভাগেও ছাত্র লওয়া হইয়া থাকে। এই সব ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে সাধারণ বিভাগেও এক অথবা একাধিক বিষয় অধ্যয়ন করিতে পারে। সকল বিভাগেই ছেলেরা সুন্দর সুন্দর জিনিষ তৈরী করিতেছে।

এই বিদ্যালয়ে তৈরী বেতের সুটকেস, চেয়ার, বাস্কেট, বেতের কাজ করা ছড়ি, কাঠের চৌকী, কলমদানি বড় ছুরি ও চাকু, বাঁধানো পুস্তক, লিখিবার প্যাড, সার্ট, পাঞ্জাবী, জামার-ছিট, মশারির থান ও মশারি ডাষ্টার, ব্লাকবোর্ড ক্লিনার, মাটীর খেলনা, বাট, রিলিফ ম্যাপ ইত্যাদি বহুবিধ জিনিষ দেখিয়া বিশেষরূপে আশা করিতে পারা যায় যে, এই বিদ্যালয়টীদ্বারা বেকার-সমস্যা-পীড়িত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর খানিকটা উপকার হইবে।

ছাত্রদের তৈরী জিনিষগুলি বিক্রী হইলে মুনাফাটা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে। অনেকগুলি ছাত্র এই ভাবে বেশ কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেছে। বলা বাহুল্য এ ব্যবস্থায় তাহাদের উৎসাহ খুবই বাড়িবার কথা।

সঙ্গীত ও বাদ্যাদি শিক্ষা দিবার রীতিমত ব্যবস্থা আছে। এজন্য একজন পৃথক শিক্ষক আছেন।

বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য নিয়মিতভাবে ক্লাস হইয়া থাকে। তথায় পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া এবং এক্‌সপেরিমেণ্ট দেখান হয়। স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা আছে। এ বিষয় দুইটীই বাধ্যতামূলক।

ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে ছাত্রদিগের নিকটে নানারূপ অত্যাবশ্যক ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ে বক্তৃতা করা হয়। এজন্য বিদ্যালয়ের একটী নিজস্ব ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ এবং অনেকগুলি স্লাইড আছে।

সুপ্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন—যিনি বুকের উপরে হাতী রাখিতে পারেন, এক সঙ্গে দুইখানা মোটর গাড়ী ধরিয়া রাখিতে পারেন, মাংসপেশীর আকুঞ্চনাদিতে যাঁহার নৈপুণ্য অদ্ভুত—এই বিদ্যালয়ের ব্যায়াম শিক্ষক। ছেলেদের খেলিবার জন্য বিদ্যালয়ের নিকটবর্ত্তী সুবিস্তৃত টালা পার্কে স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। তথায় তাহারা শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ক্রীড়াদি করিয়া থাকে।

বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে ২০০০ পুস্তক আছে। জানা গেল তাহার মূল্য অন্যূন ১৫,০০০ হাজার টাকা হইবে। প্রতি মাসে লাইব্রেরীর কলেবর বর্দ্ধিত করা হইতেছে। লাইব্রেরীতে কয়েকখানা রেয়ার বুক (দুষ্প্রাপ্য বই) আছে।

প্রত্যহ শিক্ষক ও ছাত্রগণের সমবেত প্রার্থনার পর বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সর্ব্ববিধ মঙ্গলের দিকে যে কর্তৃপক্ষের সুতীক্ষ্ণ নজর আছে আর একটী ক্ষুদ্র ব্যাপারে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ছেলেদের মাসিক প্রোগ্রেস্ রিপোর্টে তাহাদের শরীরের ওজনটাও লিখিয়া অভিভাবকদের নিকটে পাঠান হয়। এজন্য ওজন করিবার একটী সুন্দর যন্ত্র আছে। উহার উপরে দাঁড়াইলে এক সেকেণ্ডের মধ্যে ওজনটা ঠিক পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকে মাসে একবার করিয়া এই যন্ত্র-সাহায্যে মাপা হয়।

বিদ্যালয়ের সংলগ্ন বোর্ডিংএ অল্পবয়স্ক এবং দরিদ্র বারটী ছেলের বিনা খরচে থাকিবার ও খাইবার ব্যবস্থা আছে। এই ছেলেরা খাওয়া ও থাকার খরচ ব্যতীত পুস্তক, কাপড়-চোপড়, বিছানা-পত্র, চিকিৎসা এবং গৃহ-শিক্ষকের খরচও বিদ্যালয়ের তহবিল হইতে পাইয়া থাকে। উহাদের এক্স্কার্শান ইত্যাদির ব্যয়ও ঐ তহবিল হইতেই দেওয়া হয়। বোর্ডিংএর ছেলেদের নৈতিক চরিত্র ও স্বাস্থ্যের প্রতি কর্তৃপক্ষের বিশেষ নজর আছে বুঝা গেল। সকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদি করা এবং বিকাল বেলা খেলা ও ব্যায়াম করা বাধ্যতামূলক। ছেলেদের আহারের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ মৎস্য ও দুগ্ধের ব্যবস্থা আছে।

বিদ্যালয়-সংক্রান্ত কোন বিষয় জানিতে হইলে উপরি উক্ত ঠিকানায় বিদ্যালয়ের রেক্টর শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার, বি, এল, অথবা হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করিতে হইবে। ফোন নং বড়বাজার ৩০১৮।

"নিম্ন-মধ্যশ্রেণী" ও মজুর

নিম্ন মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবস্থা শ্রমিকদের অবস্থার চেয়ে এতটুকুও ভাল নয়। কৃষকদের ন্যায় তাঁরাও শোষিত হয়ে থাকেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকের এই কৃষক ও শ্রমিক জাগরণের সময়ে তাঁদের জাগরণের কোনো সাড়াই পাওয়া যাচ্ছে না। যতই শোষিত, নির্য্যাতিত ও সর্ব্বস্বহারা তাঁরা হোন্ না কেন, সমাজের উচ্চতর অর্থাৎ শোষক শ্রেণীর সহিত তাঁদের অদ্ভুত নাড়ীর বন্ধন রয়েছে। শোষকদের দ্বারা পদ-দলিত হয়েও তাঁরা আপনাদিগকে শোষকদেরই নিকট-আত্মীয় ব'লে মনে ক'রে থাকেন। তাঁদের মানসিকতা কিছুতেই তাঁ'দিগকে কৃষক ও শ্রমিকদিগের সহিত একসূত্রে গ্রথিত হ'তে দিচ্ছে না। তাঁরা অনেক সময় জনগণের সংগ্রামের অন্তরায় হ'তেও ছাড়েন না। কলিকাতায় ও হাওড়ায় মেথর-ঝাড়ুদার ধর্ম্মঘটের সময় এ ব্যাপার আমরা ভালরূপে লক্ষ্য ক'রে দেখেছি। দু'জাগাতেই নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর যুবকগণ ধর্ম্মঘট ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছেন।

যা কিছু হোক্ না কেন, অর্থনৈতিক আর সামাজিক অত্যাচার আজ কৃষক ও শ্রমিকগণকে ক্রমশই সংগ্রামশীল ক'রে তুলছে। 'শ্রেণী-সংগ্রাম বিদেশের আমদানি জিনিষ, ভারতের পুণ্য-ভূমিতে তা কিছুতেই সইবে না' ব'লে যাঁরা ধনিকগণের হয়ে প্রচার-কার্য্য চালিয়েছেন বা চালাচ্ছেন আজ তাঁদেরি বুকের উপরে শ্রেণী-সংগ্রামের নৃত্য আরম্ভ হয়ে গেছে। সব ধর্ম্মঘটই যে কৃতকার্য্য হয়েছে বা হবে তা কেউই বলতে পারে না; কিন্তু, গণ-চৈতন্য ও সংগ্রামশীলতা যে অকৃতকার্য্য হবে না এটা ধ্রুব সত্য। যুগের পর যুগ যারা শোষিত ও পদ-দলিত হয়েছে তাদেরি দিন এখন আসছে। নির্য্যাতনকারী আর শোষকের দল বুঝতে

পেয়েছে যে, তাদের সময় ফুরিয়ে এসেছে। তাই, তারাও আজ "কান্ট্রি লীগ" আদি গঠন করে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু, যাঁরা সমাজের পরগাছা-স্বরূপ, কোনো কিছু উৎপন্ন করার ক্ষমতা যাদের এতটুকুও নেই, কেবল একমাত্র শোষণের উপরেই, যাদের সব-কিছু নির্ভর ক'রে থাকে, তারা ভাড়াটে লোকের সাহায্য সম্বল ক'রে অগণিত জনগণের আক্রমণ আর কতকাল সইতে পারবে?

আজ এই গণ-জাগরণের মুহূর্ত্তে যাঁরা জাতীয় আন্দোলনকারী ব'লে আপনাদের পরিচয় দিয়ে থাকেন, তাঁদেরও সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে। তাঁরা এতকাল ভাবতেই পারেন নি যে, তাঁদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরেও পৃথিবী আছে। তাঁরা কখনো চান নি যে, জনগণের উদ্বোধন হোক্, সংগ্রামের দ্বারা জনগণ সব ক্ষমতা করতলগত করুক। কংগ্রেসের বেদী থেকে তাঁরা বারে বারে জনগণের দাবী-দাওয়াকে উপেক্ষা ক'রেছেন। কিন্তু, তাঁদেরও আজ গোঁজামিল দিতে হচ্ছে—এখানে ওখানে জনগণের নামে দু' একটা কথা তাঁরাও আজ না বলে থাকতে পারছেন না, যদিও সে সব কথা মোটেই প্রাণের কথা নয় এবং অনেক সময়ে জনগণের অহিত করার জন্যেও সে সব কথার উচ্চারণ তাঁরা করেন। বোম্বের কাপড়ের কলের শ্রমিক-ধর্ম্মঘট, কলিকাতার মেথর ও ঝাড়ুদার ধর্ম্মঘট এবং সম্প্রতি কেশোরাম কটন মিলের ধর্ম্মঘট ব্যাপারে আমরা এই শ্রেণীর লোকের স্বরূপ অনেকটা চিনে নিয়েছি। এঁরা জনগণের উদ্বোধনকে ভালো চোখে ত দেখছেনই না, অধিকন্তু এটাকে একটা বিপদ ব'লেও মনে করছেন। কাজেই, এ উদ্বোধনের বিরুদ্ধাচরণ এঁরা করবেন। ধরতে গেলে তাঁহারা বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভইত করে দিয়েছেন। তবে নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর লোকেদের বিশেষ ক'রে যুবক-যুবতীদের জন্যে একটা ভাববার সময় উপস্থিত হয়েছে। তাঁরা যদি এখনো তাঁদের অভিজাত মানসিকতা পরিহার না করেন এবং জনগণের সংগ্রাম থেকে আপনাদিগকে এরূপ দূরে সরিয়ে রাখেন, তাহলে তাঁদের অবস্থা কত যে শোচনীয় হয়ে পড়বে, সে কথা আমরা ভাবতেও পারছি নে।

(গণবাণী)

সমাজ সংস্কার

হিন্দুদের অন্যতম মুখপত্র আনন্দ-বাজার বলিতেছেন,—

আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে যখন রাজা রামমোহন রায় "সতীদাহ" এবং "গঙ্গাসাগরে সন্তান-নিক্ষেপের" বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করিলেন এবং তথাকথিত রক্ষণশীল সমাজ এবং স্মৃতিরত্ন মহাশয়দিগের চীৎকার ও প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়াও তাহা রাজদ্বারে বিধিবদ্ধ করিলেন, তখন দূরদর্শী রাজা বুঝিয়াছিলেন যে, ইহা কেবল সদুপদেশের কার্য্য নহে। যদি আইন না হইত, তাহা হইলে কি হইত তাহা সহজেই অনুমেয়। আজ বাল্যবিবাহ আইন দ্বারা বন্ধ করিবার চেষ্টার বিরুদ্ধে যাঁহারা 'ধর্ম্ম গেল' বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা কেবল ইহাই বলি, ধর্ম্মকে অহিফেনের বটিকারূপে ব্যবহার করিয়া লোককে আর মোহাচ্ছন্ন করিবেন না। মায়ের নিকট সন্তান কি বস্তু, তাহা বলাই বাহুল্য। সন্তানের জন্য প্রাণ দিতে পারে যে মা—সেই মা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ধর্ম্মরূপ অহিফেনের বটিকা খাইয়া সংস্কৃত মন্ত্র পড়িতে পড়িতে কোলের সন্তানকে উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল সাগর-সঙ্গমে বিসর্জ্জন দিয়াছে—আচম্বিতে মাতৃক্রোড়চ্যুত শিশু যখন ক্ষুদ্র দুই হস্তে অসহায়ের মত আকাশে আশ্রয় খুঁজিয়াছে,—ভীতকাতর ক্ষীণ কণ্ঠের অন্তিম কাকুতি অর্দ্ধোচ্চারিত থাকিতেই জলতলে ডুবিয়াছে—সেই সময় অদ্যকার দ্রাবিড়ী শাস্ত্রী-তর্করত্নদের পূর্ব্ব-পিতৃগণ হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া পুণ্যকামী জননীর হস্ত হইতে দানের দক্ষিণা গ্রহণ করিয়াছেন! শতাব্দীর পর শতাব্দী এই পৈশাচিক ধর্ম্মানুষ্ঠান অবাধে চলিয়াছে—কেহ সন্দেহ করে নাই, প্রশ্ন করে নাই,—পাপ ও অন্যায় ভাবিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয় নাই।

সতীদাহে"ও সেই কথা—সদ্যঃ বিধবাকে 'সিদ্ধি ও ধুতুরা' খাওয়াইয়া 'হাসিতে হাসিতে পতির চিতায় আত্ম-সমর্পণের' সুবিধা করা হইত—সে পৈশাচিক কাণ্ডের বিস্তৃত বর্ণনা অনাবশ্যক। আইন দ্বারা এই দুই পৈশাচিক প্রথা রোধ না করিলে অদ্যাপি ধর্ম্মের নামে শিশুহত্যা, নারী-হত্যা অবাধে চলিত।

৪৬ বৎসর পূর্ব্বে সঞ্জীবনী যে কথা প্রচার করিয়াছিল, আজ হিন্দু-সমাজ তাহার সমর্থন করিতেছেন। আমরা সানন্দচিত্তে আমাদের সহযোগীকে ধন্যবাদ দিতেছি।

(সঞ্জীবনী)

মিঃ হাজীর উপকূল-বাণিজ্য-সংরক্ষণ বিল

ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহার পূর্ণ সমর্থন

মিঃ হাজির উপকূল-বাণিজ্য-সংরক্ষণ বিল সম্বন্ধে বঙ্গীয় ন্যাশন্যাল চেম্বার্স অব্ কমার্সের জয়েন্ট সেক্রেটারী ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় ফ্রী প্রেসের প্রতিনিধির নিকট নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :—

ভারতীয় উপকূল-বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর মধ্যে ক্রমশঃ সীমাবদ্ধ হইবে, মিঃ এস্. এন্ হাজির এই মর্ম্মের বিল আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। এই সংরক্ষণ-নীতি ব্যতিরেকে সুগঠিত বৈদেশিক জাহাজ কোম্পানীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া দেশীয় কোম্পানী গড়িয়া তোলা সুকঠিন। বিশেষতঃ বৈদেশিক কোম্পানী ভাড়া-হ্রাস প্রভৃতি কৌশল অবলম্বন করিয়া ঐ কার্য্য আরও সুকঠিন করিয়া তোলে।

অন্যান্য দেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসারের ইতিহাস আলোচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেক দেশেই দেশীয় জাহাজ কোম্পানীর উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট অনেক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। অনেকে আশঙ্কা করেন যে, উপকূল-বাণিজ্য দেশীয় কোম্পানীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইলে, ভাড়া অতিরিক্তরূপে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইবে। এ আশঙ্কা অমূলক। কারণ তখন একাধিক দেশীয় কোম্পানী গঠিত হইবে এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দিবে। যদিও তর্কের খাতিরে একথা স্বীকার করা যায় যে, এই সমস্ত কোম্পানী একতাবদ্ধ হইতে পারে, এবং প্রতিযোগিতা নাও চলিতে পারে; তথাপি বর্ত্তমান অবস্থায়ও তাহার সম্ভাবনা নাই, এমন কথা বলা চলেনা। বর্ত্তমান সময়েও জাহাজের ভাড়া যেরূপ কম হওয়া উচিত, সেরূপ কম নহে। দেশীয় কোম্পানী গঠিত হইলে এবং উপকূল-বাণিজ্য দেশীয় কোম্পানীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকিলে, যে মালের দর কমিয়া গিয়াছে, সে মালের ভাড়া সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা হইবে এবং এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে দেশীয় দ্রব্যাদির আমদানি-রপ্তানির অনেক সুবিধা বাড়িয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এতদ্ব্যতীত ভারতীয় যুবকগণ দেশীয় কোম্পানীর অধীনে নাবিকের কার্য্য শিক্ষা করিবার অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হইবে এবং অনেক উচ্চপদে ভারতীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা যাইতে পারিবে। ফলে ভারতীয় যুবকগণ নাবিকের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবে। ভবিষ্যতে যদি কখনো ভারতীয় নৌবল গঠিত হয়, তখন তাহাদের মধ্য হইতে লোক বাছাই করিয়া লওয়া চলিবে।

তবে আমার মতে সময় কিছু বেশী করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ৫ বৎসর সময় এই কার্য্যের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। উহা দশ বৎসর হওয়া সমীচীন। এই সময়ের মধ্যে অনেক দেশীয় জাহাজ কোম্পানী গঠিত ও পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপযোগী হইতে পারিবে; আর দেশীয় ধনীরাও তাঁহাদের অর্থ এই উপকূল-বাণিজ্যে খাটাইবার জন্য জাহাজ কোম্পানীর অংশ ক্রয় করিতে সমর্থ হইবেন।

বঙ্গীয় বৈশ্যতন্তুবায় সম্মিলন

সমগ্র বাঙ্গালা দেশের সমগ্র তন্তুবায় জাতিকে প্রীতি ও একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া যাহাতে এই জাতির মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প এবং শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে বঙ্গীয় বৈশ্য তন্তুবায় সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেদিন কলিকাতায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ, ডাক্তার শরতচন্দ্র বসাক, এম্, এ, ডি, এল প্রমুখ উৎসাহী ব্যক্তিগণের আন্তরিক চেষ্টায় প্রবীণ সমাজ-হিতৈষী শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। এই সম্মিলনে সমগ্র বঙ্গের তন্তুবায়-সমাজের সকল শ্রেণীর অন্যূন দুই সহস্র লোক যোগদান করিয়াছিলেন। কুমারী জ্যোৎস্না প্রভা বসাক কর্ত্তৃক সুন্দরভাবে উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে সভাপতি মহাশয় নানা হিতকর

বিষয়ের আলোচনা করিয়া বলেন যে, বাঙ্গালার তন্তুবায় জাতি আমরা যতই পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত হই না কেন, মূলে আমরা এক পিতামাতার সন্তান—একই বংশের বংশধর—এক তন্তুবায় জাতি। আমাদিগকে সত্বর একত্র হইতে হইবে। তন্তুবায় সমাজের সকলের প্রতি সকলের যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিতে হইবে। শ্রেণী-বিভাগরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীকে ধূলিসাৎ করিয়া যাহাতে আমরা সকলেই একযোগে সমাজের উন্নতি সাধন করিতে পারি, আমাদের সকলেরই মধ্যে যাহাতে বন্ধুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তদ্বিষয়ে তন্তুবায় সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিরই বিশেষ ভাবে যত্ন চেষ্টা করা একান্তই আবশ্যক।

একতা ও শিক্ষা না হইলে কোন জাতি উন্নতি-লাভ করিতে পারে না। আমাদের চারিদিকে যখন সকল জাতি মিলিত হইতেছে, তখন শক্তি-অর্জ্জনের জন্য তন্তুবায় জাতির মধ্যে মিলন, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। বাঙ্গালার অনেক পল্লীতে তন্তুবায় সমাজের মধ্যে শিক্ষার আলোক আদৌ প্রবেশ করিতে পারে নাই। পল্লীবাসী দীন দরিদ্র তন্তুবায় ভ্রাতাগণ একতার ও অর্থের অভাবে নিজেদের ছেলে মেয়েদিগকে আদৌ শিক্ষাদান করিতে পারিতেছেন না। এ অবস্থায় সমাজের বর্দ্ধিষ্ণু ধনবান মহোদয়গণের এদিকে দৃষ্টি পতিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা বাঙ্গালার বৃহত্তম তন্তুবায় সমাজকে এই শিক্ষা-বিস্তার-কার্য্যে অগ্রণী হইতে অনুরোধ করিতেছি।

সমগ্র তন্তুবায় জাতিকে একত্র করিয়া তন্তুবায় সমাজের সর্ব্ববিধ উৎকর্ষ-বিধান করাই এই সম্মিলনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যানুসারে আমাদের মেদিনীপুর জেলায়ও যাহাতে উক্তরূপ কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে তদ্বিষয়ে উদ্যোগী হইবার জন্য আমাদের মেদিনীপুর জেলার সকল শ্রেণীর তন্তুবায় ভ্রাতাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। তন্তু-শিল্পের অর্থাৎ বস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য একদিন তন্তুবায় সমাজ দেশের শীর্ষস্থানীয় ছিল। সমগ্র দেশবাসীকে বস্ত্র যোগাইয়া তাঁহারা দেশের একটা প্রধান অভাব দূর করিত। এই জাতীয় জাগরণের দিনে এখন যাহাতে সেই তন্তু-শিল্পের পুনরুদ্ধার ও ক্রমোন্নতি করিয়া জাতীয় দৈন্যদারিদ্র্য দূর করা যাইতে পারে তদ্বিষয়েও প্রত্যেক তন্তুবায় ভ্রাতারই বদ্ধপরিকর হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আমাদের তন্তুবায় সমাজ হইতে এখন "তন্তু ও তন্ত্রী" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়া সমাজের বিশেষ কল্যাণ-সাধন করিতেছে। ইহা জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয়।

শ্রীগোপীনাথ বসাক মণ্ডল, সম্পাদক,
মেদিনীপুর বৈশ্য তন্তুবায়-সমিতি (খেজুরী)।

ভারতে জীবনবীমা—সংখ্যা-পত্রের অভাব

ভারতীয় জীবনবীমা সম্বন্ধে কোন ভাল বিবরণী নাই। এই সম্বন্ধে যে সরকারী বিবরণী বাহির হয় তাহা শুধু ভারতীয় কোম্পানীগুলিরই সম্বন্ধে আলোচনা করে। যে সকল বিদেশী কোম্পানী এদেশে ব্যবসা চালাইতেছে তাহাদের সম্বন্ধে কোন প্রয়োজনীয় কথাই জানিবার উপায় নাই। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে ২৩টি বিলাতী (বৃটিশ) ও ঔপনিবেশিক বীমা-কোম্পানী জীবনবীমার কাজ করিতেছে। এই কোম্পানীগুলি ১৯১২ সালের ভারতীয় বীমা আইনের আমলে পড়ে নাই বলিয়া ইহারা ইহাদের হিসাবপত্র ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে বাধ্য নহে। এই হিসাবপত্র ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষে সুলভ না হওয়াতে তাহারা এই সকল কোম্পানীর অনুসৃত কার্য্য-নীতি সম্বন্ধে ক্রমাগত অন্ধই থাকিয়া যায়। যে-সকল ভারতীয় ব্যক্তি এই বিলাতী ও ঔপনিবেশিক কোম্পানীসমূহে জীবনবীমা করেন, এই সম্বন্ধে আইনের সংশোধন করান তাঁহাদের উচিত।

বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করায় জাতীয় ক্ষতি

বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করায় জাতীয় ক্ষতি বিদেশী পণ্য ক্রয় করার অপেক্ষাও বেশী। ইহার দুইটি প্রধান দোষের আলোচনা নিম্নে করিতেছি।

(১) বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করায় ব্যক্তিগত ঝুঁকি কম নহে। জার্ম্মাণ বা অষ্ট্রীয়ান কোম্পানীতে যে সকল ইংরেজ জীবনবীমা করিয়াছিল, মহাযুদ্ধের সময়

শত্রু-রাজ্যে টাকা পাঠান নিষিদ্ধ হওয়ায় তাহারা প্রিমিয়াম পাঠাইতে পারে নাই। ফলে তাহাদের পলিসি নষ্ট হয় ও টাকা মারা যায়। যে সব জার্ম্মাণ বৃটিশ কোম্পানীতে বীমা করিয়াছিল তাহাদেরও ঐ দশা হইয়াছিল। অচির-ভবিষ্যতে ভারতের পক্ষে এরূপ কোন মারাত্মক ব্যাপার হইবে কিনা বলা যায় না; তবে ভারতের বৈদেশিক নীতি যখন ভারতীয়দের হাতে নাই, তখন এসম্বন্ধে ঝুঁকি না নেওয়াই ভারতীয়দের পক্ষে অধিকতর নিরাপদ।

(২) বীমা কোম্পানীগুলি তাহাদের সংগৃহীত প্রিমিয়ামের টাকা বিবিধ লাভজনক কারবারে খাটাইয়া তাহা হইতে বীমাকারিগণকে দাবী, বোনাস্ ও অংশীদারগণকে লভ্যাদি প্রদান করে। যে দেশে টাকা ঐরূপ কারবারে খাটে সেই দেশের লোকই তদ্দ্বারা লাভবান্ হয় অর্থাৎ তথাকার শ্রমিকেরা ও সুদক্ষ লোকেরা উপার্জ্জনের সাহায্য পায় ও দেশের ধনবৃদ্ধির সহায়তা করিতে পারে। ভারতবর্ষ যে প্রতি বর্ষে বহু কোটি টাকা প্রিমিয়াম হিসাবে বিলাতে পাঠাইতেছে তাহার ফলে একদিকে বিলাতের মূলধনীরা ফাঁপিয়া উঠিতেছে এবং বিলাতী শ্রমশিল্প জোরালো হইয়া উঠিতেছে, আর এক দিকে মূলধনের অভাবে আমাদের ভারতের শিশু শ্রমশিল্প বাড়িতে পারিতেছে না। ভারতে যে সব জিনিষ তৈরী হইতে পারে, সে সব জিনিষ পর্য্যন্ত আমরা বিদেশ হইতে কিনিতে বাধ্য হইতেছি।

দেশীয় জীবনবীমার অবস্থা

যদিও বিদেশী প্রতিযোগিতা সম্মুখে লইয়াই ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীগুলি স্থাপিত, তথাপি উহাদের কয়েকটি ভালরূপেই কাজ চালাইতেছে। গত ১৯২৬ সালের বিবরণী অনুসারে ৩১টি ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানী ও ১৮টি মিউচুয়াল কোম্পানী আছে দেখা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে এই ৪৯টি কোম্পানী প্রচুর নহে। বিদেশী ২৩টি কোম্পানীকে এই সঙ্গে ধরিলে এই দেশে মোট ৭২টি কোম্পানী রহিয়াছে বলা যায়। এক গ্রেটবৃটেন ও আয়র্ল্যাণ্ডের ৪ কোটি ২৮ লক্ষ লোকের জন্যই ৭৩টি জীবন-বীমা কোম্পানী রহিয়াছে। ভারতের লোক-সংখ্যা ৩১ কোটি ৫৩ লক্ষ; কাজেই সেই অনুপাতে ভারতে বীমা-কোম্পানীর সংখ্যা উহার আটগুণ হওয়া উচিত। ভারতের লোক অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, কিন্তু তাহা হইলেও ভারতে যে জীবনবীমার ক্ষেত্র অন্ততঃ দ্বিগুণ প্রসারিত হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই।

জীবনবীমার নূতন ক্ষেত্র

বেশীর ভাগ জীবনবীমার কাজ বর্ত্তমানে সহর ও বন্দর-জাতীয় স্থানেই হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামে সহর হইতে দূরে যে সকল সঙ্গতিপন্ন লোক বাস করে, তাহারা এখনো জীবন-বীমার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারে নাই। ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি এ বিষয়ে দৃষ্টি দিতে পারে।

পল্লীগ্রামের অল্প-আয়-বিশিষ্ট লোকেরা যাহাতে বীমা করিতে পারে এরূপ নানা প্রকারের পলিসির বন্দোবস্ত করিলেই লোকে ধীরে ধীরে বীমার উপকারিতা সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিবে। ফলে জীবনবীমার ক্ষেত্র স্থায়িরূপে প্রসারিত হইবে।

বীমা-প্রচারে বাংলা ভাষা

আজকাল বীমা-কার্য্যে কেবল ইংরেজী ভাষাই ব্যবহৃত হয়। পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত লোকের মধ্যে কাজের পক্ষে তাহা একটু অসুবিধাজনক। প্রত্যেক পলিসি ও তাহার আনুষঙ্গিক সমস্ত বর্ণনার ফরমগুলি বাংলায় করা উচিত। এই কার্য্যে গোড়াতে কিছু অসুবিধা আছে; কিন্তু তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিলে বীমার কার্য্য সহজে অগ্রসর হইবে।

বীমা-সংগ্রাহকের শিক্ষা

লোককে জীবনবীমায় রাজী করাইবার জন্য উপযুক্ত বীমা-সংগ্রাহকের প্রয়োজন খুব বেশী। যতদূর জানা গিয়াছে, ভারতের কোন স্থানেই বীমা-সংগ্রাহকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার কোন বন্দোবস্ত নাই। ইংরেজী ভাষায় এসম্বন্ধে বিবিধ গ্রন্থাদি আছে। তাহার সাহায্যে যদি বীমার কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রতিবৎসর কিছু কিছু করিয়া দক্ষ

বীমা-সংগ্রাহক তৈরী করিতে পারেন, তবে ভারতীয় বীমার প্রসার অনেক বাড়িয়া যাইবে।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ (বাংলার বাণী, ঢাকা)

চাই বাঙ্গালায় অর্থকরী শিক্ষা

উচ্চ শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর উপর বাঙ্গালী ছাত্রদের যে একটা অতিরিক্ত মোহ ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এবং আর্ট বা সায়েন্সের ডিগ্রী লাভের জন্য বা আইন পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্য ছেলেরা এখন আর তত ব্যস্ত নহে। আইনের ব্যবসায় যে অধিকাংশ স্থলেই লোকের প্রতিভা ও বিদ্যাবুদ্ধির অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই হয় না, এ সত্য গত কয়েক বৎসর যাবৎ দেশের লোক বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। ঠেকিয়া শেখার মত অভিজ্ঞতা আর কিছুতেই হয় না। সেই জন্যই আইন কলেজে ছাত্রসংখ্যা এত দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। আর্ট বা সায়েন্সের ডিগ্রী সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রযোজ্য। ডিগ্রী-ধারী যুবকদের পথে পথে উমেদারী করিয়া বেড়াইতে হয়। সে বিষয়ে তাহাদের সঙ্গে ডিগ্রীহীন উমেদারদের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। দেশের যুবকেরা এসব কথা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে।

এই কেরাণীগিরি শিক্ষার ফলে জীবনের অন্য সব ক্ষেত্রেই বাঙ্গালী পরাস্ত হইতেছে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্তই বিদেশী ও অ-বাঙ্গালীদের হস্তে। ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙ্গালী তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিতেছে না। যে বাঙ্গালী একশত বৎসর পূর্ব্বেও একটা প্রধান ব্যবসায়ী জাতি বলিয়া গণ্য ছিল, তাহারাই এখন ব্যবসায় "আনাড়ি" বলিয়া অপবাদগ্রস্ত। অন্যদিকে কলকারখানার বিস্তার ও আধুনিক যুগের কার্য্যকরী বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় বাঙ্গালী বহু পশ্চাতে। একদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য, অন্য দিকে কল-কারখানা, এই সব বিষয়ে বাঙ্গালীকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারে এমন শিক্ষা চাই। বর্ত্তমান যুগোপযোগী বৈজ্ঞানিক কৃষি-শিক্ষারও একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়কে তাহার বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কেবল মাত্র সাহিত্যবিষয়ক (লিটারারী) শিক্ষার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিয়া, যাহাতে ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা, বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রভৃতি আধুনিক যুগোপযোগী কার্য্যকরী শিক্ষা পাইয়া যুবকেরা জীবন-সংগ্রামের যোগ্য হইয়া উঠে, তাহাই করিতে হইবে। স্কুল-কলেজে, পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে, আইন ক্লাসে ছাত্র কমিয়া যাইতেছে বলিয়া হা হুতাস করিয়া লাভ নাই, বরং উহাকে "যুগসঙ্কেত" মনে করিয়া নূতন পথে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতিকে পরিচালিত করিতে হইবে।

(আনন্দ বাজার)

মহীশূর ইকনমিক কনফারেন্স

সম্প্রতি মহীশূর ইকনমিক কনফারেন্সের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। দেওয়ান বাহাদুর ছিলেন সভাপতি। ঐ কমিটি তাঁতের উন্নতির জন্য ৬০০০ টাকা খরচ করিবেন বলিয়া ঠিক করিয়াছেন। শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্ম্ম ও অন্ন-সংস্থানের জন্য শীঘ্রই মহীশূর রাজ্যে একটি কৃষি-উপনিবেশ স্থাপন করা হইবে। ইহার জন্য ঐ কমিটি ৫,০০০ টাকা ব্যয় করিবেন। শিক্ষা, কৃষি ও শিল্প বোর্ডগুলির কার্য্যালোচনা করিয়া কমিটি কাঁচা মাল সরবরাহের জন্য ও বিরাট হারে ফলের চাষ আরম্ভের জন্য অল-ষ্টেট সেণ্ট্রাল এম্পোরিয়াম নামক একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মোসাবিদা করেন। পরবর্ত্তী সনের আর্থিক উন্নতির প্রোগ্রাম ধার্য্য করিয়া কমিটির অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

(২) বিদেশী

বিলাতী রমণী ও ন্যাশনালিটি

ইংরেজের আইন মোতাবেক স্ত্রীলোক বিবাহের পর স্বামীর জাতীয়তা গ্রহণ করে। অন্যান্য দেশেও সাধারণতঃ এইরূপ আইনই বর্ত্তমান। কোন ইংরেজ রমণী বিদেশীকে বিবাহ করিলে সে আর তাহার মাতৃভূমির অধিবাসী বলিয়া

দাবী করিতে পারে না। ইংলণ্ডে যে সকল রমণী জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারা বিদেশীকে স্বামিরূপে বরণ করিয়া যাহাতে তাহাদের বৃটিশ ন্যাশনালিটি বজায় রাখিতে পারে সেই সম্পর্কে পার্ল্যামেণ্টের সদস্য মিস্ এলেন্ উইলকিন্স শীঘ্রই হাউস অব্ কমন্সে প্রশ্ন করিবেন।

আমেরিকান্ আইন

আমেরিকান্ আইন অনুসারে স্বামী ও জাতীয়তা মনোনয়নে ইয়াঙ্কি রমণীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। ঐ আইনের বলে ইয়াঙ্কি রমণী বিদেশীকে বিবাহ করিয়া ইচ্ছা করিলে তাহার স্বামীর জাতীয়তা গ্রহণ করিতে পারে বা আমেরিকানই থাকিতে পারে। কিন্তু কোন বিদেশী রমণী আমেরিকান্ স্বামী গ্রহণ করিলেই আমেরিকান্ বনিয়া যাইতে অধিকারী নয়। তাহাকে ন্যাচারালাইজ্ড্ আমেরিকান্ হইতে হইলে কমসে কম একটি বছর ইয়াঙ্কি-স্থানে বসবাস করিতে হইবে।

ফরাসী আইন

১৯২২ সনে ফ্রান্স এক আইন পাশ করে। ইহাতে ফরাসী রমণী বিদেশীকে স্বামিরূপে বরণ করিয়া লইলেও সে ফরাসীই থাকিয়া যাইবে, যে পর্য্যন্ত সে তাহার স্বামীর জাতীয়তা প্রকাশ্যে গ্রহণ না করে।

ম্যানচেষ্টার গার্জ্জিয়ান ও বিলাতী আইন

ম্যানচেষ্টার গার্জ্জিয়ান বলেন যে, মিস উইলকিন্সন পার্ল্যামেণ্টে ঠিকই বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজ রমণী বিদেশী স্বামী গ্রহণ করিলেও সে যাহাতে বৃটিশই থাকিয়া যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। বর্ত্তমানে প্রচলিত আইন অতি প্রাচীন। যে সময় মেয়েদের কোনরূপ অধিকার স্বীকৃত হয় নাই ইহা তখনকার সৃষ্টি। আজকালকার দিনে যখন মেয়েদের সম্পত্তির উপরে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, যখন মেয়েরা আফিস-আদালতে পুরুষের মত চাকুরী দ্বারা নিজেদের অন্নসংস্থান করিতেছে এবং পুরুষের সমকক্ষ অধিকার ভোগ করিতেছে, তখন তাহাদিগের স্বতন্ত্রতা স্বীকার না করা ঘোর অন্যায় হইবে। বর্ত্তমান আইনের দ্বারা স্ত্রীলোকের জাতীয়তা-নির্ণয়ে খুব বিপদে পড়িতে হয়। ইংরেজ রমণী বিদেশী স্বামী গ্রহণ করার অপরাধে এদিকে বৃটিশ ন্যাশনালিটি হাড়াইয়া বসে। অনেক ক্ষেত্রে সে তাহার স্বামীর ন্যাশনালিটি হইতেও বঞ্চিত হয়। ফলে কোন গবর্মেণ্টই তাহাকে রক্ষা করে না, তাহার আইনতঃ অধিকার স্বীকার করে না বা সমাজে তাহার কোন ঠাঁই বা ষ্ট্যাটাস থাকে না। বৈদেশিক আইন কানুনের কড়াকড়িতে ইংরেজ রমণীর জীবন আরও কষ্টদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ দেখা গিয়াছে, বিনা কারণে কোন ইংরেজ রমণীকে তাহার মাতৃভূমি হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার একমাত্র অপরাধ যে, তাহার স্বামী জার্ম্মাণ বা তাহার রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে হোম সেক্রেটারী একমত নহেন। এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য ১৯২৬ সন হইতে এক কমিটি কর্ত্তৃক অনুসন্ধান চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত ঐ কমিটি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই।

বিলাতের ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ কোং

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ কোম্পানীর একটি বাৎসরিক সভায় সভাপতির আসনে বসিয়া স্যর আল্‌ফ্রেড্ মণ্ড বলিয়াছেন যে, বিলাতের বড় বড় রাসায়নিক কোম্পানী-গুলি অলডেস্, এ্যালায়েড্ কেমিক্যালস্ এবং ডু-পণ্টস্ প্রভৃতি বিদেশী কোম্পানীর সহিত চিরকাল পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিয়া আসিয়াছে। বাজারে গুজব রটিলেও জার্ম্মাণির কোন রাসায়নিক কোম্পানীর সহিত এ যাবৎ আমাদের কোন কারবার হয় নাই। সর্ব্বসম্মতিক্রমে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে সমস্ত বিদেশী কোম্পানীর দ্বারা জাতীয় অথবা সাম্রাজ্যিক স্বার্থের হানি হবার সম্ভাবনা আছে এবং যাহাদের দ্বারা বৃটেন অথবা বৃটিশ সাম্রাজ্যের কোন উপকার সাধিত হয় না, ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ তাহাদের সহিত কোন প্রকার বন্দোবস্ত অথবা সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে কখনও রাজী নয়। ইম্পিরিয়াল

কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ নিজেকে জাতীয় ও সাম্রাজ্যিক আপদ-বিপদের বিরুদ্ধে রক্ষক বলিয়া গণ্য করেন।

নকল রেশমের ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক দ্রব্যের চাহিদা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। এসব জিনিষের রপ্তানি বেশ ভালই হইয়াছে। সারের ব্যবসার প্রাধান্যের কথা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। রাসায়নিক মিশ্রিত সার দুনিয়ায় আর তেমন বেশী তৈয়ারী হয় না। বিলিংহামে সিন্থেটিক্ অ্যামোনিয়া ওয়ার্কসে নাইট্রোজেন্ মিশ্রিত সার ১৯২৮ সনে ১৯২৭ সনের চারি গুণ প্রস্তুত হইয়াছে, এবং ১৯২৪ সনের আট গুণ প্রস্তুত হইয়াছে। নতুন যে কল বসান হইয়াছে তাহাতে এখানে দুনিয়ার সব জায়গার চেয়ে বেশী প্রস্তুত হইবে আশা করা যায়। এ কোম্পানী নিজেদের জাতির ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য পাথুরে কয়লা হইতে যাহাতে তৈল বাহির করা যায়, সে বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে ছাড়েন নাই। তিনি শুনিয়া সুখী হইয়াছেন যে, এ বিষয়ে কিছু ফল পাওয়া গিয়াছে এবং ব্যবসার দিক্ দিয়াও ইহা অনেকটা উপকারে আসিয়াছে। কারণ এজন্য পেট্রোলের ট্যাক্স কমিয়া ৪ পেন্স হইয়াছে। নিজেদের দেশে এবং সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র যাহাতে সমস্ত সমস্যার মীমাংসা হয় তাহার জন্য কোম্পানী খুব তদন্ত চালাইতেছেন।

মজুরদের সঙ্গে এই ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ কোম্পানীর একটা নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে যে সমস্ত মজুর কোম্পানীতে অনেক দিন ধরিয়া কাজ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে ৪,৫০০ জনকে কোম্পানী হইতে বকসিস্ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই কোম্পানীর ৩৪১,৪৩৪টী অংশ প্রায় চারি মাসের মধ্যে ৫,২১৯ জন কর্ম্মচারী কিনিয়া লইয়াছে। বর্ত্তমানে ৬৫৩,০০০টী অংশের চেয়েও বেশী কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের অধিকারে আছে।

বিদেশে ইংরেজ-রপ্তানি

বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে বৃটেনের উপরি লোক-সংখ্যা সরাইয়া দিবার জন্য ১৯২২ সনে এম্পায়ার সেট্‌লমেণ্ট অ্যাক্ট পাশ করা হয়। ঐ আইনের বলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৫ বৎসর ধরিয়া প্রতি সন উপনিবেশসমূহে ইংরেজদের চাকুরী বাকুরী ও বসতি-স্থাপনের জন্য ৩০ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া খরচ করিতে অধিকারী। গত ছয় বৎসরে ১৮০ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে ইংরেজ সরকার এ বাবদে ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করেন।

কোন বিলাতী কাগজ দুঃখ করিয়া বলিতেছেন, বর্ত্তমান সময়ে বৃটেন্ যব চারণক, ক্লাইভ, ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রভৃতি উপনিবেশ-স্থাপনকারীর আদর্শ ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে ইংলণ্ডের বেকার-সমস্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের প্রতি বর্গমাইলে ১০০ শতের বেশী লোক বসবাস করে। কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় প্রতি বর্গমাইলে মাত্র দুইজনের কিঞ্চিৎ বেশী লোক বসবাস করে। কানাডার বর্ত্তমান লোক-সংখ্যা এক কোটি মাত্র এবং অষ্ট্রেলিয়ার লোক-সংখ্যা মাত্র ৬০ লক্ষ।

তিন বৎসর পূর্ব্বে কানাডা ও ইংলণ্ডের মধ্যে মাইগ্রেশান সম্বন্ধে এক চুক্তি হয়। ইহার দ্বারা ইংলণ্ড হইতে কানাডায় এক একটা গোটা পরিবারকে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রতি পরিবারকে ৩০০ পাউণ্ড করিয়া সাহায্য দিয়া তিন হাজার ইংরেজ পরিবারকে কানাডা পাঠাইয়া দেন। ইহাতে ফল খুবই ভাল হইয়াছে। ইংরেজ আরও দুই হাজার পরিবারকে কানাডা চালান করিবে।

স্যর রবার্ট হর্ণ সম্প্রতি বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আজ আমাদের ঘরে অনেক উপরি লোক জমিয়া গিয়াছে; কিন্তু ইহাদের অন্ন-সংস্থানের কোন ব্যবস্থাই বিলাতে নাই। ডমিনিয়নগুলিতে অফুরন্ত ভাণ্ডার ও সুযোগ-সুবিধা পড়িয়া রহিয়াছে; আর ঐ সকল দেশের লোক-সংখ্যাও কম। ইংরেজ তুমি যেখানে সুবিধা পাও সেখানে তল্পি-তল্পা লইয়া যাত্রা কর। অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী ব্রুস বলিয়াছিলেন 'বর্ত্তমানে সাম্রাজ্যের একমাত্র সমস্যা মানুষ, অর্থ ও বাজার।' আজ গ্রেট বৃটেন ও ডমিনিয়নসকে জাতীর মত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে লোক-সংখ্যা বণ্টন করিয়া দিতে হইবে।

মোলাকাৎ

বাঙ্গালী হিন্দুর মুরগীপোষা

[শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ঘোষ, বি, এস্-সি মহাশয়ের সহিত মুরগীপালন সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল।]

প্রঃ—আপনি নাকি মুরগীর* ব্যবসা করিতেছেন ?

উঃ—ব্যবসা ঠিক এখনো আরম্ভ করি নাই, তবে মুরগী পালন করিতেছি বটে।

প্রঃ—মতলবটা ত ব্যবসারই ?

উঃ—হাঁ, সেই মতলবেই আরম্ভ করিয়াছি।

প্রঃ—কতদিন আপনি মুরগী পালন করিতেছেন ?

উঃ—১৯২১ সনের নবেম্বর মাস হইতে, অর্থাৎ ৯ মাস ধরিয়া।

প্রঃ—যে কয় রকমের মুরগী পালন করিতেছেন তাদের নাম বলুন।

উঃ—তিন রকমের মুরগী পুষিতেছি (১) রোড্ আইল্যাণ্ড রেড্স্, (২) হোয়াইট লেগ্‌হর্ণস্, (৩) চিটাগাংস্।

প্রঃ—এই তিন রকম মুরগীর একটু সাধারণ পরিচয় দিন্। প্রথমে ১নং মুরগীর সম্বন্ধে বলুন।

উঃ—রোড্ আইল্যাণ্ড রেড্স্ বর্ত্তমানে গ্রেটবৃটেন ও আমেরিকায় সর্ব্বসাধারণের নিকট বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা দেখিতে সুন্দর, লাল্‌চে রংএর। ইহাদের ওজন বেশী—সাধারণতঃ ৩ সের হইতে ৪ সের। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইহাদের ডিম পাড়িবার শক্তি খুব বাড়ানো হইয়াছে। এক একটি মুরগী বৎসরে ২৫০ হইতে ৩০০ ডিম দিয়া থাকে। ডিমের রং বাদামী এবং আকারও বড়। ডিমগুলি ওজনে প্রায় এক ছটাক হইয়া থাকে।

প্রঃ—এগুলির ডিমই খায়, না মাংসের জন্যও এরা ব্যবহৃত হয় ?

উঃ—ইহারা উক্ত উভয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়। উহাই ইহাদের জনপ্রিয়তার কারণ।

প্রঃ—এখন ২নং মুরগীর সম্বন্ধে বলুন।

উঃ—ডিম দেওয়ার জন্যই অনেকদিন হইতে ইহাদের বিশেষ খ্যাতি আছে। এই মুরগীগুলি দেখিতে শাদা ও আকারে ছোট। ইহাদের ডিমও শাদা কিন্তু আকারে খুব বড়। ১নং মুরগীর ডিমের চাইতেও ইহাদের ডিম গড়পড়তায় আকারে বড় ও ওজনে ভারি। ইহাদের মধ্যে কোন কোন মুরগী বৎসরে ৩০০ অপেক্ষাও বেশী ডিম দিয়া থাকে। ইহারা আকারে ছোট বলিয়া মাংসের জন্য ব্যবহৃত হয় না। লেগ্‌হর্ণ জাতীয় মুরগীর ৩টা শ্রেণী আছে (ক) শাদা, (খ) কাল, (গ) বাদামী। শাদাটাই সবচেয়ে ভাল বলিয়া সকলের ধারণা। আমার শুধু এই সাদা লেগ্‌হর্ণই আছে।

প্রঃ—এই মুরগীগুলির উৎপত্তিস্থান কি আমেরিকা ও ইংলণ্ডই ?

উঃ—ইহাদিগকে (লেগ্‌হর্ণ জাতীয় মুরগী) মেডিটারেনিয়ান ব্রিড্ বলে। এই মুরগীগুলি ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী স্থানে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়াই ইহাদের

---

* যে স্থানে 'মোরগ' ও 'মুরগী' শব্দ পাশাপাশি ব্যবহৃত হইয়াছে সেরূপ স্থান ভিন্ন অন্য সর্ব্বত্র 'মুরগী' শব্দের দ্বারা কুক্কুট ও কুক্কুটী উভয়কেই বুঝান হইয়াছে।

এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় নানারূপ বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইহাদের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

প্রঃ—এখন চিটাগাংস মুরগী সম্বন্ধে বলুন।

উঃ—এইগুলি এদেশীয় মুরগী। রং শাদার উপরে ঈষৎ হল্‌দে। ইহাদের আকার লেগ্‌হর্ণ জাতির মতই ছোট। কিন্তু এগুলি ওজনে খুব ভারি। রোড় আইল্যাণ্ড মুরগীর মতই ইহাদের ওজন। ইহাদের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু। *ইহাদিগকে তা দেওয়ার কার্য্যে ব্যবহার না করিলে ইহারাও ন্যূনাধিক ২০০ ডিম দিতে পারে দেখা গিয়াছে। ইহাদের ডিম আকারে কিছু ছোট হইলেও আকার অনুপাতে বিদেশী মুরগীর ডিম অপেক্ষা ওজনে ভারি।

প্রঃ—চিটাগাংস ছাড়া দেশী মুরগীর অন্য কোন জাতি আছে কি?

উঃ—এদেশের মুরগীগুলির মধ্যে এমন কোন বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায় না যাহাতে তাহাদিগকে একটা জাতির অন্তর্গত মনে করা যাইতে পারে। একমাত্র চিটাগাংএর মুরগীগুলির মধ্যেই ঐরূপ সাদৃশ্য দেখা যায় বলিয়া উহারা একটা ব্রিড্ (জাতি) হিসাবে গণ্য হইয়াছে।

প্রঃ—ঐ তিন জাতীয় মুরগীর দামের তারতম্য কিরূপ?

উঃ—১ ও ২ নং মুরগীর দাম খুব বেশী। একটা ভাল পাখী ১৫৲ টাকার কমে পাওয়া যায় না। উর্দ্ধপক্ষে ৫০৲ টাকাও হইয়া থাকে। বিদেশ হইতে আনাইতে হইলে আনিবার খরচা সুদ্ধ আরও বেশী দাম পড়ে। এই দুই শ্রেণীর একটা সাধারণ পাখীও বর্ত্তমানে ৫৲।৬৲ টাকার কমে পাওয়া যায় না। আজকাল এদেশে ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়ায় দাম অনেকটা কমিয়াছে। ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে এত কম দাম কল্পনাও করা যাইত না। চিটাগাংস মুরগীর দাম কলিকাতায় সাধারণতঃ ২৲।২॥০ উৎকৃষ্ট হইলে ৫৲।৬৲ টাকাও হয়।

প্রঃ—পুরুষ ও স্ত্রীভেদে মুরগীর দামের পার্থক্য আছে কি?

উঃ—পুরুষ মুরগী (আমি মুরগী শব্দদ্বারা কুক্কুট কুক্কুটী উভয়কেই বুঝাইতেছি) দাম সব সময়েই বেশী। সাধারণতঃ ১/৪ হইতে ১/৩ অংশ বেশী।

প্রঃ—আপনার ফার্ম্ম কোথায় করিয়াছেন?

উঃ—দমদম (গোরাবাজার) পোঃ আফিসের অন্তর্গত নারায়ণপুর গ্রামে।

প্রঃ—কতকগুলি মুরগী নিয়া কাজ আরম্ভ করেন?

উঃ—রোড আইল্যাণ্ড বড় ২টা মুরগী ও একটা মোরগ এবং ৫টা বাচ্চা মুরগী। হোয়াইট লেগ্‌হর্ণ বড় ৩টা মুরগী ও ১টা মোরগ। চিটাগাংস্ প্রথমে নেওয়া হয় নাই; ২।৩ মাস হইল ৪টা মুরগী ও ১টা মোরগ নেওয়া হইয়াছে।

প্রঃ—তাহা হইলে মোরগ তিন জাতির ৩টা মাত্র। বড় মুরগী ২+৩+৪=৯টা এবং বাচ্চা মুরগী (রোড আইল্যাণ্ড) ৫টা, মোট এই ১৭টা। এইগুলি কিনিতে দাম কত লাগিয়াছিল?

উঃ—১ নং বড় ৩টা—৬০৲

ঐ বাচ্চা ৫টা— ৪৬৲

২ নং ৪টা— ৬০৲

চিটাগাংস্ ৫টা—১০৲

১৭৬৲

প্রঃ—সাজ-সরঞ্জাম কি লাগিয়াছে ও সেজন্য কত ব্যয় হইয়াছে?

উঃ—৩০০ মুরগী রাখিবার উপযোগী ১ খানা ঘর করিতে ৩৫০৲ টাকা ব্যয় পড়িয়াছে। প্রায় ১½ বিঘা জমি লোহার জাল দিয়া ঘিরিতে ১০০৲ টাকা লাগিয়াছে।

প্রঃ—এত কম ব্যয়ে কি রূপে করিলেন?

উঃ—আপনি ঠিক ধরিয়াছেন। এ কাজে ছুতার মিস্ত্রির খরচ আমার এক পয়সাও লাগে নাই। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বেঙ্গল টেকনিক্যাল কলেজের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান্ ধীরেশচন্দ্র ঘোষ নিজ হস্তে ও আমার সহায়তায় ছুতার মিস্ত্রির যাবতীয় কার্য্য করিয়াছে।

প্রঃ—অন্যান্য খরচ কি লাগিয়াছে?

উঃ—বাচ্চা রাখিবার জন্য ২টা স্থান জাল দিয়া ঘিরিতে ও তাহাদের বাসোপযোগী গৃহ ইত্যাদি করিতে প্রায় ৫০৲টাকা লাগিয়াছে। একটা ইনকিউবেটার (বাচ্চা ফুটাইবার যন্ত্র) ক্রয় করিতে ১০০৲টাকা লাগিয়াছে। জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া জায়গা সমতল করিতে ৫০৲ এবং একজন মজুরের ৪ মাসের বেতনের দরুণ ৬০৲ টাকা লাগিয়াছে।

প্রঃ—মোট তাহা হইলে আপনার প্রায় ৯০০৲টাকা লাগিয়াছে।

উঃ—হাঁ, মোটামুটি ঐরূপই লাগিয়াছে।

প্রঃ—জমির বাবদ যে খরচ পড়িয়াছে তাহা তো ধরেন নাই।

উঃ—সে বিষয়ে আমি ভাগ্যবান। হাইকোর্টের উকীল আমার অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার মহাশয় তাঁহার নারায়ণপুরস্থ নিজ বাগান-বাড়ীর একাংশ এই কার্য্যের জন্য ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। সমস্ত ব্যাপারটা তাঁহারই উৎসাহে ও অর্থানুকূল্যে সম্ভব হইয়াছে।

প্রঃ—বর্ত্তমানে আপনার কতগুলি পাখী হইয়াছে?

উঃ—রোড আইল্যাণ্ড রেড্‌স—৬০ টা
হোয়াইট লেগ্‌হর্ণ—২০ টা
চিটাগাংস্—২০ টা

প্রঃ—মোট ১০০। সংখ্যা তো খুব বেশী হয় নাই।

উঃ—তা ঠিক। স্থানটী সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া প্রথমেই সব রকম বিপদাপদের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি নাই। গত এপ্রিল মাসে আমার সাময়িক অনুপস্থিতিতে ২ রাত্রের মধ্যে বন-বিড়ালের দৌরাত্ম্যে প্রায় ৬০টা বাচ্চা নষ্ট হইয়াছে। শিক্‌রে পাখীরা কতকগুলি বাচ্চা নষ্ট হইয়াছে। খেঁকশিয়ালে একটা বড় হোয়াইট লেগহর্ণ মুরগী মারিয়াছে। এই মুরগী গোড়ায় মাত্র ৩টা ছিল বলিয়াছি। এবারকার অত্যধিক বৃষ্টিতে অন্নবিস্তর রোগও দেখা দিয়াছে। তাহাতে মাঝে মাঝে ২।১টা বাচ্চা হারাইতেছি। এই সব কারণে বর্ত্তমান সংখ্যাটা আশানুরূপ হয় নাই।

প্রঃ—ঐ সব অপ্রত্যাশিত উৎপাত না হইলে মুরগীর সংখ্যা বোধ হয় এখন ইহার দ্বিগুণ হইত।

উঃ—রোগে যেগুলি মরিয়াছে তাহা বাদেও নিশ্চয়ই দ্বিগুণেরও বেশী হইত। মনে রাখিবেন প্রথম বৎসর বলিয়াই এত কম হইবার কথা ছিল। যখন এ বছরের সব বাচ্চাগুলি বড় হইয়া ডিম দিতে থাকিবে, তখন সংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বাড়িয়া যাইবে।

প্রঃ—চল্‌তি খরচ কত পড়ে?

উঃ—পাখীর খোরাকী খরচ বর্ত্তমানে মাসিক অন্যূন ১৫৲ টাকা। ১ জন বালক চাকরের মাহিয়ানা মাসিক ৭৲ টাকা (আপখোরাকী)। মোট এই ২২৲ টাকা প্রতি মাসে লাগে।

প্রঃ—পাখীরা কি খায়?

উঃ—ধান, গম, ডাল, ঘাসপাতা, মাছ, মাংস ইত্যাদি ইহাদের খাদ্য।

প্রঃ—আহার ও আহার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিয়ম কানুন আছে কি?

উঃ—এ সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে। তাহা সম্ভব হইলে পরে সুযোগমত প্রবন্ধাকারে লিখিয়া পাঠাইব।

প্রঃ—পাখীগুলি রুগ্ন হইলে কি করেন?

উঃ—প্রথম হইতে বৈজ্ঞানিক মত অবলম্বনে পাখীদের তত্ত্বাবধান করিলে রোগ বড় একটা হয় না। রোগ হইলেও কলেরা এবং ঐরূপ ২।১টা সাংঘাতিক রোগ ছাড়া অন্য সব রোগেরই খুব ভাল চিকিৎসা আছে।

প্রঃ—উহাদেরও কলেরা হয়?

উঃ—হাঁ, কলেরা, সর্দ্দি (ইংরেজীতে রুপ্‌ বলে) পানিবসন্ত, ডিফ্‌থিরিয়া টিউবারকিউলোসিস (খুব কদাচিৎ), পাকস্থলীতে পোকা ইত্যাদি অনেক রোগেই হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কলেরা ও সর্দ্দিই বেশী মারাত্মক।

প্রঃ—আপনি এসব রোগের চিকিৎসা জানেন?

উঃ—তাহা না জানিলে এবারকার অত্যধিক বর্ষায় ও গরমে বোধ হয় প্রায় সবগুলিকেই হারাইতে হইত। এবৎসরটা পাখীদের পক্ষে দুর্ব্বৎসর বলিয়া

মনে হয়। অনেক স্থান হইতেই উহাদের বহুল পরিমাণে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রঃ—তবে দেখিতেছি ইচ্ছা করিলেই যে-কেহ একাজে হাত দিতে পারে না। এ বিষয়েও গোড়াতে শিক্ষার দরকার।

উঃ—শুধু শিক্ষা নহে, বৈজ্ঞানিকভাবে শিক্ষা লাভ করা আবশ্যক।

প্রঃ—আপনি কোথায় এসব শিখিলেন?

উঃ—লক্ষ্ণৌ গবর্ণমেণ্ট মডেল পোলট্রি ফার্মে শিক্ষা লাভ করিয়াছি।

প্রঃ—সেখানে কত দিন শিক্ষা করিতে হয়?

উঃ—অন্যূন তিন মাস না থাকিলে বিশেষ কিছুই শিক্ষা করা যায় না। ৬ মাস ও ১ বৎসরের কোর্স'ও আছে।

প্রঃ—যে-কেহ সেখানে ঢুকিতে পারে?

উঃ—ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা বুঝিবার ও বলিবার মত জ্ঞান থাকিলে ঢুকিতে পারা যায়। সেখানে ইংরেজীতে লেকচার দেওয়া হয়।

প্রঃ—সেখানে পড়িতে মাসে কত ব্যয় পড়ে?

উঃ—মাসে ২৫৲ টাকা ফী বাবদ দিতে হয়। তা ছাড়া থাকার ও খাওয়ার খরচ অন্যূন ২৫৲ টাকা লাগে।

প্রঃ—আপনি তো সেখানকার পাঠ সমাপ্ত করিয়া আসিয়াছেন। এখন আপনি এ বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন নাকি?

উঃ—হাঁ, আমিও সম্প্রতি ছাত্র নিতে আরম্ভ করিয়াছি।

প্রঃ—আপনি ফী কত নেন?

উঃ—প্রথমে আমার ফী লইবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ফী না লইলে ছাত্রগণের রীতিমত উপস্থিত হইয়া শিক্ষা করিবার আগ্রহ থাকে না দেখিয়া সম্পূর্ণ কোর্সের জন্য মাত্র ১০৲ লইবার নিয়ম করিয়াছি।

প্রঃ—আপনার ওখানে শিক্ষা পাইতেও কি ইংরেজী জানা আবশ্যক?

উঃ—আমি অবশ্য বাংলায়ও শিক্ষা দিতে পারি। কিন্তু এ সম্বন্ধীয় যাবতীয় পুস্তকাদিই ইংরেজীতে লিখিত। সুতরাং ভালরূপ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য ইংরেজী জানা আবশ্যক।

প্রঃ—আপনি শুধু মুরগী পালন করিতেছেন; ইহার ব্যবসা আরম্ভ করেন নাই কেন?

উঃ—আরও কিছু সংখ্যা-বৃদ্ধি করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিব মনে করিতেছি। কলিকাতায় হইলে অল্প সংখ্যা লইয়াও ব্যবসা আরম্ভ করা যাইত। আমার ফার্ম্ম কলিকাতা হইতে ৮১৯ মাইল দূরে। অল্প-সংখ্যক পাখীর কারবার ওখানে থাকিয়া চালান সুবিধাজনক হয় না। কারণ বিক্রয়ের জন্য কলিকাতায় আনিবার খরচ খুব বেশী পড়িয়া যায়।

প্রঃ—ডিমের ব্যবসা করেন না?

উঃ—এসম্বন্ধেও আমার উত্তর পূর্ব্বোক্তরূপ। অর্থাৎ এ ব্যবসাও পাখীর সংখ্যা বাড়াইয়া আরম্ভ করিব।

প্রঃ—এসম্বন্ধে সাধারণভাবে আপনার আর কিছু বক্তব্য থাকিলে বলুন।

উঃ—বলিবার কথা এত বেশী আছে যে তা নিয়া বই লেখা চলে। তবে আমি এখানে বলিতে চাই যে, মুরগী পালনে বিশেষ আনন্দ আছে। ইহাতে হৃদয়ের ভালবাসা-বৃত্তি বিশেষরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। পাখীগুলির প্রতি যার ভালবাসা নাই সে কিছুতেই একাজে সুবিধা পাইবে না। স্নেহশীল পালকের উপস্থিতিই পক্ষীদের মনে আনন্দ জন্মাইয়া থাকে এবং তাহার সস্নেহ যত্নে ইহাদের উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

প্রঃ—আরও একটা কথা জানিবার আছে। আপনি যে তিন জাতীয় পক্ষী পালিতেছেন তাহাদের স্বভাবের কোন পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছেন কি?

উঃ—আমি যতটা দেখিতেছি তাহাতে বলা যায়, রোড-আইল্যাণ্ড অতি সহজে পোষ মানে। এগুলি অতি ভদ্র স্বভাবের। ইহাদের মধ্যে শিষ্টতা, নিয়মানু-বর্ত্তিতা এমন কি শিভ্যাল্‌রির ভাবও বর্ত্তমান। ইহারা ঝগড়াঝাটি একরূপ করেনা বলিলেই হয়। এই জাতীয় মুরগীতে মুরগীতে কিংবা মোরগে

মুরগীতে ঝগড়া-বিবাদ বড় একটা দেখা যায় না। তবে মোরগে মোরগে লড়াই হইয়া থাকে। ইহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট সীমানার বাহিরে ইহারা বড় একটা যায় না। এই জাতীয় মোরগ ও মুরগীকে একত্র খাইতে দিলে মুরগীদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত মোরগগুলি স্থিরভাবে নিকটে দাঁড়াইয়া থাকে এবং অন্য জাতীয় মোরগ যদি ঐ মুরগীদের আহারে ব্যাঘাত জন্মায় তবে তাহাদিগকে তাড়া করে। মুরগীদের খাওয়া শেষ হইলে তখন মোরগরা খাইতে প্রবৃত্ত হয়। এই জাতীয় কোন মুরগী যদি কোন মোরগের ক্ষত স্থান হইতে রক্ত খুঁটিয়া খায়, মোরগ তাহাতে বাধা দেয় না। কিন্তু কোন মুরগী অপর মুরগীকে বা মোরগ অপর মোরগকে এরূপ রক্ত খুঁটিয়া খাইতে দেয় না।

পক্ষান্তরে চিটাগাংস মোরগ ও মুরগী অতি অশিষ্ট ও দুর্দ্দান্ত। ইহারা সর্ব্বদাই ঝগড়াঝাটি ও মারামারি করে। মুরগীদের প্রতি কোনরূপ শিষ্টতা কি খাতির দেখানো দূরে থাকুক মোরগেরা জোর জবরদস্তি করিয়া মুরগীদের খাদ্য কাড়িয়া খায়। বিদেশী মুরগীর ন্যায় ইহাদিগকে আটক রাখিয়া পালন করিলে ভাল ফল পাওয়া যায় না। ইহাদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে না রাখিয়া এখানে সেখানে চরিয়া বেড়াইতে দিলেই ইহারা ভাল থাকে। এক কথায় ইহারা সর্ব্ববিধ ডিসিপ্লিনের বাহিরে।

প্রঃ—আচ্ছা, চিটাগাংস্ মুরগীগুলিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্রিড হিসাবে উন্নত করিয়া তুলিবার কোন চেষ্টা হইতেছে কি?

উঃ—আমি যতদূর জানি হইতেছে না। এ কাজটা এখন পর্য্যন্তও সম্পূর্ণরূপে বিদেশীর হাতে। তাঁরা তাঁদের দেশী ব্রিড্‌কে উন্নত করিতেই বিশেষরূপে চেষ্টিত, সুতরাং এদিকে ততটা দৃষ্টি দেন না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনে বিশেষ চেষ্টা করিলে ব্রিড্ হিসাবে চিটাগাংস্ মুরগীকে খুবই উন্নত করা যায়। ইহার সুস্বাদু মাংসকে অধিকতর সুস্বাদু করা যায়, ডিম-প্রদানের শক্তি এবং ডিম ও মাংসের পুষ্টিকারিতা বাড়ানো যায়, মুরগীগুলির ও তাহাদের ডিমগুলির আকারও যথেষ্ট বর্দ্ধিত করা যায়। বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়াই ত ভূমধ্যসাগর-তীরে ও এশিয়ার জঙ্গলে স্বচ্ছন্দ-বিচরণকারী অতি সাধারণ ক্ষুদ্রকায় মুরগীকে আধুনিক উন্নতজাতীয় বিলাতী ও মার্কিণ মুরগীতে পরিণত করা হইয়াছে। চিটাগাংস্ মুরগী লইয়া চেষ্টা আরম্ভ করিলে ইহা কোন অংশে বিলাতী মুরগীর পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না এবং আন্তর্জ্জাতিক পণ্য হিসাবেও ইহা একটা বড় স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইবে।

"দি ষ্টেটিষ্ট" (২১শে জুলাই ১৯২৮)

ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চার বর্ত্তমান ঝোঁক্ কোন্ দিকে ?

ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিতেরা কখনও "তত্ত্বের" দিকে ঝোঁকেন, কখনও বা "ঘটনা ও তথ্যের" আলোচনার দিকেই ঝোঁকেন। যখন তাঁহারা একটির দিকে ঝোঁকেন তখন অপরটির দিকে তাঁহাদের প্রায়ই নজর থাকে না। গত দশ বৎসর হইতে তাঁহারা ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার বাস্তব দিক্‌টার আলোচনার উপরই খুব জোর দিতেছেন। "ঘটনা বা তথ্যের এবং "অঙ্কের" সংগ্রহ যে বিরাটভাবে চলিতেছে তাহার একটি বিশেষ প্রমাণ হইতেছে গভর্মেণ্টের রিপোর্টগুলা। রিপোর্টগুলাতে জাতির সকল প্রকার আর্থিক চেষ্টা সম্বন্ধেই অনেক তথ্য সংগৃহীত আছে। নানা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃকও অনেক "অঙ্ক" এবং "তথ্য" সংগৃহীত হইয়াছে। সত্য কথা বলিতে গেলে, ধনবিজ্ঞান বিদ্যার সৃষ্টি হইতে এ পর্য্যন্ত গবেষণা করিবার উপযুক্ত এত মাল পূর্ব্বে আর কখনও সংগৃহীত হয় নাই। এইগুলাকে ভালভাবে আলোচনা করিতে হইলে একটি প্রকাণ্ড গবেষক-দলের আমরণ পরিশ্রম আবশ্যক। জনকয়েকের বিচ্ছিন্ন চেষ্টায় হইবে না। কিন্তু সুশিক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত গবেষকের দল এখনও দেখা যাইতেছে না। এই অভাব পূরণ করিবার জন্য স্যর যোশিয়া ষ্ট্যাম্পের নেতৃত্বে একটি "সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ্চ ট্রেনিং কমিটি" স্থাপন করা হইয়াছে। যাহাতে ধনবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান-বিদ্যার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উন্নতি সাধিত হয়, তাহার চেষ্টা করিবার জন্যই এই কমিটির প্রতিষ্ঠা। আর্থিক ঘটনাগুলাকে বুঝিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে হইলে যে দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষার আবশ্যক তাহা পাইতে সাহায্য করিবার জন্য ইঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের অর্থ-সাহায্যও করিবেন। এতদ্ব্যতীত, সমাজ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলার মধ্যে যাহাতে পারিভাষিক ও প্রণালী-বিষয়ে ঐক্য রক্ষিত হয় সে দিকেও তাঁহারা লক্ষ্য রাখিবেন।

বিলাতের "লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্স অ্যাণ্ড পোলিটি-ক্যাল সায়েন্স" লণ্ডন সহরের সামাজিক জীবন সম্বন্ধীয় একটা অনুসন্ধান বা গবেষণা আরম্ভ করিবেন স্থির হইয়াছে। লণ্ডনে যতগুলা শিল্প কারবার আছে সেই সবগুলার প্রত্যেক বিভাগের আলোচনাও করা হইবে। বিলাতের জাতীয় স্বাস্থ্য-বীমা আইনগুলা, বার্দ্ধক্য পেনশান্ আইন এবং ফ্যাক্টরী আইনগুলা দারিদ্র্য কতদূর কমাইতে পারিয়াছে তাহারও অনুসন্ধান করা হইবে। অনুসন্ধানটী শেষ হইতে ৫ বৎসর লাগিবে। এই ধরণের অনুসন্ধান চালাইবার যে চেষ্টা হইতেছে, ইহা হইতেই বুঝা যায়, ধনবিজ্ঞানবিদ্‌দের বর্ত্তমান ঝোঁক কোন্ দিকে।

"ঘটনা" বা "তথ্যের" সংগ্রহ এবং সেগুলার বিশ্লেষণের ফলে ধনবিজ্ঞানের "তত্ত্বসমূহের" কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু নূতন নূতন "তত্ত্ব" অধিকার করিতে হইবে বা পুরাতন "তত্ত্ব"গুলাকে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে, এই উদ্দেশ্যে "ঘটনার" সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করিলে চলিবে না। জাতির আর্থিক জীবনের স্বাস্থ্য কিরূপে বজায় থাকে ? আর্থিক বিপদগুলা পূর্ব্ব হইতে সময় থাকিতে অনুমান করিয়া তাহাদের নিবারণের কি উপায় করা যায় ? এইগুলাই ধনবিজ্ঞানবিদ্যার বর্ত্তমান লক্ষ্য হওয়া উচিত। বর্ত্তমানে ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই

অগ্রসর হইতেছে। ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা যখন এইভাবে চলিতেছে তখন সহজেই বলা যাইতে পারে যে, জাতির কল্যাণের সহিত ধনবিজ্ঞানের একটা নিবিড়তর যোগ স্থাপিত হইয়াছে।

"দি ইণ্ডিয়ান টেক্স্‌টাইল জার্ণাল (মে ১৯২৮)"

চীনের বাজারে ল্যাঙ্কাসিয়ারের ব্যবসা নষ্ট হইল কেন ?

(ম্যাঞ্চেষ্টারের এক বিশিষ্ট সংবাদদাতার রিপোর্ট হইতে গৃহীত)। চীনদেশে ল্যাঙ্কাসিয়ারের বস্ত্রব্যবসার ক্রমিকহ্রাসের কারণ বহির্ব্বাণিজ্য বিভাগ হইতে প্রকাশিত একটি বিশেষ বিবরণীতে উল্লিখিত হইয়াছে। ব্যবসাবাণিজ্যের অস্থায়ী পরামর্শদাতা এই বিবরণী সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রকাশ, ল্যাঙ্কাসিয়ারের বস্ত্রশিল্পী অপেক্ষা জাপানী শিল্পীর বিশেষ সুবিধা এই যে, প্রথমোক্ত সম্প্রদায় কেবল ম্যাঞ্চেষ্টারের ব্যবসায়ীর নিকটই পণ্য বিক্রয় করিয়া থাকে। এই সকল বণিকের চীনদেশে স্ব স্ব প্রতিনিধি আছে। তাহারা বিদেশীয় আমদানিকারীর সহিত মাল খরিদ সম্বন্ধে চুক্তি করিয়া থাকে। উক্ত বিদেশীয় আমদানিকারিগণ আবার চীনা পাইকারের নিকট বিক্রয় করে। অতঃপর চীনা খুচরা দোকানীরা উঁহাদের নিকট পাইকারী মূল্যে খরিদ করিয়া খুচরা দরে জনসাধারণের নিকট সরবরাহ করিয়া থাকে। এইরূপ ব্যবসা করিবার ফলে ল্যাঙ্কাসিয়ারের মাল চীনের বাজারে দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়ে এবং জাপানী মালের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয় না।

নিম্নে উদ্ধৃত তালিকা হইতে এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে।

দুইশত বস্ত্রখণ্ডের মূল্যের হিসাব। প্রতি খণ্ড ১১ শিলিং হারে—

	বৃটিশ (শিলিং)	জাপানী (শিলিং)
(১) কারিগরের নির্ম্মাণ-খরচ	২,২০০	২,২০০
(২) ম্যাঞ্চেষ্টারের রপ্তানিকারীর মুনাফা (শতকরা ৪ শিঃ হিসাবে)	৮৮	...
(৩) জাহাজভাড়া, বীমা খরচ ইত্যাদি ৭০		১৬
(৪) জাপানী রপ্তানিকারীর মুনাফা (শতকরা ১শিঃ হিসাবে)	...	২২
(৫) সাংহাই বন্দরের আমদানিকারীর মুনাফা (শতকরা ৫ শিঃ হিসাবে)	১১৮	...
(৬) জাপানী দালালের মুনাফা (শতকরা ২॥ শিঃ হিসাবে)		৫৬
(৭) চীন পাইকারের মুনাফা (শতকরা ২ শিঃ হিসাবে)	৫০	...
মোট	২,৫২৬	২,২৯৪

উপরি উক্ত তালিকা অনুসারে দেখা যায়, জাপানী মাল শতকরা ১০ শিলিং সস্তা।

"দি ইণ্ডিয়ান ফরেষ্টার" (জুলাই, ১৯২৮)

আসামে লাক্ষার বাজার

(এ, কে অধিকারী)

লাক্ষার চাষিগণ পাহাড়ের নীচে সমতল ভূমিতে আপন আপন লাক্ষা বিক্রয় করিবার জন্য লইয়া যায়। তথায় বাজারদর ৪০৲টাকার কম হইলে লাক্ষার চাষ লাভজনক হয় না। মাড়োয়ারী এবং মির্জ্জাপুরী মহাজন আসাম হইতে কলিকাতায় লাক্ষা চালান দেয়। ইহারা যে দর ঠিক করিয়া দেয় তাহাই বাজার-দর হইয়া দাঁড়ায়।

বর্ত্তমানে এইসকল দালালের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিলেও ইহা নিশ্চিত যে, পূর্ব্বে অনেক সময়ই ইহারা শঠতা অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। বাজার মূল্যের উঠ্‌তি নাম্‌তি এই ব্যবসার মজা। এই উঠ্‌তি নাম্‌তির ফলে "কোন দালালের পৌষমাস, কোন দালালের সর্ব্বনাশ,"—কারণ সকলেই লাক্ষা কেনা-বেচার ব্যাপারে আগাম চুক্তিতে বাধ্য থাকে। পাহাড়তলির খরিদ্দার হইতে আরম্ভ করিয়া কলিকাতার রপ্তানিকারী পর্য্যন্ত সকলেই "ফটকা" কারবার করিয়া থাকে।

কিন্তু লাক্ষা ব্যবসায়ের উন্নতি-সাধনের জন্য এই সকল

দালালগণকে অনাবশ্যকবোধে একেবারে বাদ দিলে চলিবে না। বাজার-দরের উঠ্‌তি নাম্‌তির জন্য কেবল মাত্র ইহাদের কেনা-বেচাই দায়ী নহে। বিদেশী চাহিদার আকস্মিক হ্রাসবৃদ্ধির সহিত ঐ ফটকাবাজগণের সংযোগের ফলে বাজারদর নিয়মিত হইয়া থাকে। বাজারদরের এই আকস্মিক হ্রাসবৃদ্ধির ফলাফল বারো আনাই দালাল-সম্প্রদায় ভোগ করে এবং কলিকাতার বাজার-দর যাহাই হউক, লাক্ষার চাষিগণ মোটামুটি ভাল দরই পাইয়া থাকে।

মেসার্স মোরান কোম্পানীর ১৯২৮ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশিত বিবরণী পাঠে লাক্ষা-বাজারের মোটামুটি ধারণা হইবে। নিম্নে তাহারই চুম্বক দেওয়া গেল।

"গত দুই সপ্তাহে শোধিত লাক্ষার বাজারে খুব উঠ্‌তি পড়্‌তি হইয়া গিয়াছে। লাক্ষার চাষ-কেন্দ্রগুলিতে যথাসময়ে বৃষ্টিপাতের খবর পাওয়ায় দালালগণের মধ্যে যথেষ্ট আগাম বেচার চুক্তি হয়। ফলে বাজারদর দ্রুত নামিতে থাকে। চুক্তি মিটাইবার জন্য অতঃপর আগাম খরিদ করা হইয়াছে, এবং তাহার ফলে বাজার-দর কিছু চড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু রপ্তানিকারিগণ ইহার পোষকতা না করায় এই চড়া দর বেশী দিন টিঁকিতে পারিবে না এবং সাধারণ বাজার-দর ক্রমশই নামিতে থাকিবে।"

এই সকল ফটকাবাজগণের কবল হইতে ব্যবসা উদ্ধার করিয়া, বাজারদর স্থিতিশীল করিবার জন্য অনেকে এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সরকারী অন্যতম বিভাগের সাহায্যে অথবা সমবায়-ক্রয়-সমিতি কর্তৃক লাক্ষার ক্রয়-বিক্রয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। কলিকাতার ফার্ম্মগুলি যদি চাষীদিগের নিকট হইতে বরাবর মাল খরিদ করে তাহা হইলেও ফটকাবাজগণের প্রভাব নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু এই সকল উপায়ের প্রত্যেকটির মধ্যেই নিয়ন্ত্রণমূলক যথেষ্ট অসুবিধা আছে।

লাক্ষার চাষ বাড়াইতে হইবে এবং উহার চাষ নিশ্চিত রূপে লাভজনক করিবার জন্য দাম চড়া রাখিতে হইবে,—ইহা অবশ্য বাঞ্ছনীয় বটে; কিন্তু একথাও ভুলিলে চলিবে না যে, বিদেশী চাহিদা অথবা ফটকাবাজগণের কেনা-বেচার উপর কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করা সহজ ব্যাপার নহে।

"দি ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট ট্রেড্ ডেভেলপার"

ভারতবর্ষ এবং ইতালী

ব্যবসাক্ষেত্রে ইতালীর সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। ইতালীর খরিদ্দার হিসাবে ভারতবর্ষ ৭ম স্থান অধিকার করিতেছে। ভারতবর্ষের কাঁচামাল যে সকল দেশে যায় তাহার মধ্যেও ইতালীর ৬ষ্ঠ স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ১৯২৭ সনের জানুয়ারী মাস হইতে জুলাই মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ এবং ইতালীর মধ্যে যে পরিমাণ জিনিষ আমদানি রপ্তানি হইয়াছে তাহার সমষ্টিমূল্য প্রায় ১০৯ কোটি লিয়ার হইবে। ইতালী হইতে ভারতবর্ষে এই সকল জিনিষ আমদানি করা হয়, যথা—তুলা কার্পাস বস্ত্র, কৃত্রিম রেশম, মোটর যান, সৌখিন কাঁচদ্রব্য, বৈদ্যুতিক যন্ত্র, রক্ষিত শাক সব্‌জী ইত্যাদি।

ভারতবর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইতালীয় পশম-বস্ত্র খরিদ করিয়া থাকে। ইতালীর বোতাম বেশী রপ্তানি হয় ইংলণ্ড এবং জার্ম্মাণিতে, এবং তার পরেই অধিকতম পরিমাণ ভারতবর্ষে আসে। ইতালী হইতে ফরাসীদেশে এবং ভারতবর্ষে একই পরিমাণ বৈদ্যুতিক পাখা রপ্তানি হইয়া থাকে। ইতালীর মার্ব্বেল পাথর খরিদে ইংলণ্ড এবং আর্জ্জেটিনার পরেই ভারতবর্ষ তৃতীয় স্থান লাভ করিয়াছে। এতদ্দেশীয় টুপী রপ্তানিতে ভারতবর্ষের স্থান পঞ্চম এবং কাঁচা দ্রব্যের চালানে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে বলিলেই চলে। ইহা ছাড়া ইতালীর খরিদ্দার হিসাবে ভারতবর্ষের স্থান যথাক্রমে মোটর টায়ারে দ্বিতীয়, মোটর যানে ষষ্ঠ এবং কৃত্রিম রেশমে তৃতীয়,—এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

এই সকল অঙ্ক দেখিয়া মনে হয় যে, ইতালীর সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশই বাড়িতে থাকিবে।

"টেক্‌সটাইল জার্ণাল অব অষ্ট্রেলিয়া"

অষ্ট্রেলিয়ার বস্ত্র-শিল্পবিষয়ক পত্রিকা। এপ্রিল সংখ্যায়

আছে (১) বস্ত্রশিল্পে দ্রুত উৎপাদন (২) নিউজিলাণ্ডের বস্ত্রশিল্প (৩) অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইংরেজের কারবার (৪) টেক্‌স্‌টাইল ডিজাইন ও কলার (৫) অষ্ট্রেলিয়ার লিনেন শিল্প (৬) হোসিয়ারী শিল্প সম্বন্ধে কয়েকটি কথা (৭) বৃটিশ শিল্প-বাণিজ্য (৮) অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান প্রধান শিল্প দ্রব্য (৯) বৈঁয় রেশম। (১০) দুনিয়ার বস্ত্রশিল্পের কথা (১১) ১৯২৭ সনে ইংরেজের কৃত্রিম রেশম রপ্তানির বহর (১২) পশম মিলগুলির প্রসার (১৩) ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌।

"ট্রপিক্যাল এগ্রিকালচার"

ত্রিনিদাদের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব ট্রপিক্যাল এগ্রিকালচার ভবন কর্তৃক প্রকাশিত সচিত্র মাসিক। জুন সংখ্যায় আছে (১) কোকো সমস্যা, (২) সুপারি শস্য (৩) গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ডেয়ারী শিল্প। এই প্রবন্ধে লেখক কয়েকটি দেশের উন্নত ধরণের গো-জাতির কথা আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত কৃষি-ভবনের কয়েকটি বলিষ্ঠকায় ষণ্ড ও কতকগুলি গো-জাতির চিত্র দ্বারা এই প্রবন্ধ পরিশোভিত। (৪) ত্রিনিদাদে আকের গবেষণা, (৫) ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ার কৃষি—ত্রিনিদাদের কৃষি, (৬) কিউবার আক উৎপাদন হ্রাস করণ, (৭) ঔপনিবেশিক কৃষি সার্ভিস, (৮) সমবায়, (৯) ইজিপশ্যান তুলা গাছ, (১০) কুন্থুর পাস্তর ভবনে ডেফিশিয়েন্সি ডিজিজ এনকোয়ারী (১১) ফিজির চিনি শিল্প (১২) গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলির খবর—নিউ সাউথ ওয়েলস, বাঙলা, সুদান, হন্দুরাস, লিওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ রোডেসিয়া, গোল্ড কোষ্ট, ট্যাঙ্গানিয়াকা, (১৩) আক রসের পরীক্ষা, (১৪) ১৯২৭ সনের চিনি, (১৫) তুলার খবর, (১৬) রোডেশিয়ার ঔপনিবেশিকগণ, (১৭) রবার উৎপাদন ও হ্রাস করণ। (১৮) ১৯২৭ সনের রবার-দুনিয়া।

"টিম্বার ট্রেডস্‌ জার্ণাল"

কাঠের ব্যবসা-বিষয়ক লণ্ডন, ফ্রিটষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত একখানা সাপ্তাহিক। ২রা জুন ১৯২৮ সংখ্যায় আছে (১) কাঠের বাজারের অবস্থা—নরওয়ে, সুইডেন, পোলাণ্ড, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের আমদানি-রপ্তানির কথা, (২) সাম্রাজ্যের কাষ্ঠ-শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ খবর। (৩) নরওয়ের কাঠের বাজার (৪) রুশিয়ার ধন-সম্পদ্‌। (৫) সুইডেনের ধন-সম্পদ্‌। (৬) মেহেগনি কাঠ, (৭) কাঠের আমদানি-রপ্তানির খবর।

"টয়-ট্রেডার"

খেলনা-শিল্প সম্বন্ধীয় বিলাতী মাসিক। সচিত্র রঙ্গিন বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা ধরিয়া প্রায় দেড়শ পৃষ্ঠা লইয়া প্রতি মাসে বাজারে বাহির হয়। এদেশের খেলনা-ব্যবসায়ী ও শিল্পিগণের বিশেষ উপযোগী মাসিক। বিভিন্ন দেশের খেলনা কোম্পানীর বিভিন্ন শিল্পীর মস্তিষ্কপ্রসূত নতুন নতুন খেলনার খবর, খেলনার চিত্রদ্বারা ইহা পরিশোভিত। (১) সুইজার্লাণ্ড মেলা-রেলের বিখ্যাত শিল্প-প্রদর্শনী, (২) চক্র-খেলনা শিল্প, (৩) সখের জিনিষ ও মনোরম খেলনা অ্যাসোসিয়েশনের রিপোর্ট, ১৯২৭ (৪) চেকো-শ্লোভাকিয়ার খেলনা-শিল্প-প্রেগের মেলা (৫) আমেরিকার খেলনা শিল্প সম্বন্ধে মতামত (৬) মার্কিণ খেলনায় বৈচিত্র্য (৭) বিলাতের বেভিংটন লিমিটেড কোম্পানীর শিল্পপ্রসার (৮) খেলনার বিজ্ঞাপন দিবার কায়দা (৯) গ্রীষ্মকালের উপযোগী খেলনা, (১০) খেলনার বাজারে টক্কর (১১) রবারের খেলনা, (১২) মোটর গাড়ীর ঝুলানো খেলনা, (১৩) খেলনা শিল্পের শতবার্ষিকী, (১৪) সাম্রাজ্যের খেলনা-বাজার-সন্ধানে, (১৫) খেলনা পিস্তলের কাটতি, (১৬) খেলনা ব্যবসায়িগণের ডায়েরী।

"ইউবারসি পোষ্ট"

জার্ম্মাণির একখানি আর্থিক মাসিকের ইংরেজি সংস্করণ। মে সংখ্যায় আছে (১) ১৯২৬ ও ১৯২৭ সনে বিভিন্ন দেশে জার্ম্মাণির বৈদেশিক বাণিজ্য (২) জার্ম্মাণির জাহাজ-শিল্পের উন্নতি, (৩) প্রতি মাসে জার্ম্মাণির কত কাঁচা মাল চাই? (৪) জার্ম্মাণিতে কত তুলার কাটতি হয় (৫) জার্ম্মাণির আমদানি-রপ্তানির দাম (৬) ১৯২৭ সনে জার্ম্মাণি কত মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করে? (৭) রাস্তা নির্ম্মাণে আধুনিক যন্ত্রপাতি, (৮) কাষ্ঠ-শিল্পিগণের সাজ-সরঞ্জাম (৯) চিত্রে জার্ম্মাণি।

"এম্পায়ার রিভিউ"

জুলাই ১৯২৮ (১) সাম্রাজ্যের কথা, উপনিবেশসমূহের কৃষকগণের বিলাতী সফর, কানাডার বৈদেশিক নীতি, কানাডার আর্থিক সফলতা, অষ্ট্রেলিয়ায় শ্রম-আইন, (২) দেশান্তর-গমনে দোষ কি? (৩) রেশম শুল্ক, (৪) কৃষি ও ইংরেজ জাতি, (৫) প্রসূতি-মৃত্যু, (৬) অষ্ট্রেলিয়ায় ভাগে চাষ আবাদের কাজ, (৭) জেলখানায় শিক্ষা। (৮) স্পেনের অবস্থা, (৯) টাকা খাটানোর গতি, (১০) মন্টিল ব্যাঙ্ক। (১১) নিউজিল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক।

"আয়রণ এজ"

বর্ত্তমান যন্ত্ররাজের এলাকার সকল প্রকার খবর থাকে নিউইয়র্কের এই বিরাট সাপ্তাহিক পত্রিকায়। ২১শে জুন সংখ্যায় 'আয়রণ এজ' বা লৌহযুগে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি কল-কব্জা, এঞ্জিনিয়ারিং জিনিষপত্রের সচিত্র বিজ্ঞাপন আছে প্রায় দুইশত পৃষ্ঠা। আর ৬৫ পৃষ্ঠা আছে লৌহ ইস্পাত জগতের মগজওয়ালা লেখক ও বৈজ্ঞানিকের রচনা সম্ভারে পরিপূর্ণ। এই মাসিক খানায় যেসকল কঠিন কঠিন বিষয়ের আলোচনা করা হয় তাহার অধিকাংশই আমাদের অনেকেরই আয়ত্তের বাহিরে। তবে এ কাগজখানার পাতা দুই এক বার উল্টাইলে বর্ত্তমান শিল্প-দৈত্যের অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে।

আলোচ্য সংখ্যায় আছে (১) ফোর্ড মোটর গাড়ী নির্ম্মাণে ওয়েল্ডিং প্রথা, (২) রেল ইস্পাতের মহৎ ক্ষমতা, (৩) ইকনমিক ভ্যালু অব্ সেফটিওয়ার্ক, (৪) গ্রে আয়রণ কাষ্টিংএর উন্নতি, (৫) উচ্চতম আবহাওয়ায় ইস্পাত কারখানার কাজ, (৬) লৌহ ইস্পাতে আমেরিকার রেল সড়কগুলির কত ব্যয় হয়? (৭) ভালভস, (৮) পিগ লোহার উৎপত্তি, (৯) ফার্ম্মের, মেসিনারীর দ্রুত কাটতি, (১০) লৌহ ইস্পাত ব্যবসার বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যদ্বাণী, (১১) কিউবার লৌহ ইস্পাত, (১২) শিট ইস্পাত বিক্রয় (১৩) ইয়োরোপে লৌহ ইস্পাতের বাজার দর, (১৪) ভারতবর্ষ মার্কিণের নিকট হইতে মেশিনারি ক্রয় করিতেছে। (১৫) বৃটিশ লেডির গবেষণা, (১৬) ফার্ম্মের মেশিনারী উৎপাদন দিন দিন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে, (১৭) বৃটিশ রপ্তানি বেশী ও আমদানি কম, (১৮) ব্লাষ্টফারনেস ও কোক চুল্লী, (১৯) কানাডার ইস্পাত ও পাওয়ারের দ্বিতীয় প্রদর্শনী, (২০) গ্রে আয়রণের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, (২১) আমেরিকার ষ্টিল এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশান, (২২) লৌহ ও ইস্পাতের বাজারদর, (২৩) পিটস্বার্গ হইতে ৫০ হাজার টন পাইপের অর্ডার, (২৪) ইস্পাত কারখানাগুলির সাপ্তাহিক বাজারদর, (২৫) কাঁচা মাল, বোল্ট্ ও রিভেটের দর, (২৬) দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের লৌহ ইস্পাত উৎপাদনের হিসাব ও বাজার-দর।

"দি ইকনমিক জার্ণাল" (মার্চ্চ, ১৯২৮)

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের বেকার-সমস্যা—

মাদ্রাজের শিক্ষিতদের মধ্যে বেকার-সমস্যা বেশ জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিম্নলিখিত অঙ্কগুলা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে:—

(১) বেকার-সমস্যার অনুসন্ধানের নিমিত্ত মাদ্রাজ গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল, সেই কমিটি জনৈক সরকারী কর্ম্মচারীর সাহায্যে মাসিক ৩৫৲ টাকা মাহিনার একটি কেরাণীগিরির বিজ্ঞাপন কাগজে ছাপাইয়া ৬৬৬টি আবেদন পাইয়াছিলেন—আবেদনকারীদের মধ্যে গ্র্যাজুয়েট ৩০ জন, ইণ্টারমিডিয়েট্ পাশ ৬১ জন, হাই স্কুল পাশ ৬৯৪ জন, হাইস্কুলে পাশ নহে এরূপ ৩৮১ জন।

(২) একটি ব্যবসাদার কোম্পানী ঠিক ঐরূপ একটি বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া ৭৮৭টী আবেদন পাইয়াছিলেন।

(৩) মাদ্রাজে বৎসরে গড়ে প্রায় ১৪০০০ শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত যুবক স্কুল কলেজ হইতে বাহির হয়; কিন্তু কাজ খালি হয় গড়ে মাত্র ৭০০টী।

(৪) কেরাণীদের চাকুরীর সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছে অথচ শিক্ষিতদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ১৯১১ হইতে ১৯২১ সনে গভর্ণমেণ্টের চাকুরেদের সংখ্যা শতকরা ১১½ ভাগ, মিউনিসিপ্যাল ও লোক্যাল বোর্ডের চাকুরেদের সংখ্যা

শতকরা ২১ ভাগ এবং স্বাধীন ব্যবসায় রত শিক্ষিতদের সংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগ কমিয়াছে; অথচ ১৯১৫ হইতে ১৯২৫ সনের মধ্যে গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যা দ্বিগুণেরও অধিক, ইণ্টারমিডিয়েট পাশকরাদের সংখ্যা তিন গুণেরও অধিক এবং হাইস্কুল পাশকরাদের সংখ্যা আড়াই গুণেরও অধিক বাড়িয়াছে।

(৫) গত ৩ বৎসরের অঙ্ক হইতে দেখা যায় যে, গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে শতকরা ২৮ ভাগ, ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করাদের মধ্যে শতকরা ১৬ ভাগ, হাই স্কুল পাশ করাদের মধ্যে শতকরা ১২ ভাগ এবং হাইস্কুল পাশ না-করাদের মধ্যে শতকরা ৮ ভাগ মাত্র স্থায়ী কাজ পাইয়াছে।

যাহারা কোন 'বিশেষ ব্যবসার' জন্য শিক্ষিত তাহাদের অপেক্ষা যাহারা কেবল সাধারণ শিক্ষা পাইয়াছে তাহাদের মধ্যেই বেকার-সমস্যা প্রবলতর। মধ্যবিত্তদের মধ্যে যাহারা কৃষি বা শিল্পের শিক্ষা পাইয়াছে তাহাদের মধ্যে বেকার সমস্যা নাই বলিলেই চলে।

উকীল ও শিক্ষকদের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত বেশী। ইহাদের মধ্যে বেকার-সমস্যা খুবই প্রবল। ডাক্তারদের মধ্যে বেকার-সমস্যা আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা সহরে ভিড় না করিয়া প্রদেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িলে যথেষ্ট কাজ পাইতে পারেন। ইঞ্জিনিয়ারদের বেকার-সমস্যা দেশের আর্থিক উন্নতির সহিত দূরীভূত হইতে বাধ্য।

বেকার-সমস্যার কারণগুলা নিম্নরূপ :—

(১) যুদ্ধের সময় গভর্ণমেণ্টের অনেক কেরাণী আবশ্যক হইয়াছিল। যুদ্ধের পর তাহাদের ছাড়াইয়া দেওয়া হয়; এই সকল কর্ম্মচ্যুত কেরাণী শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা বাড়াইয়াছে।

(২) প্রতি বৎসর ভারত গভর্ণমেণ্টকে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের মোটা চাঁদা দিতে হয়। ইহার জন্য মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টকে অন্যান্য দিকে খরচ কমাইতে হইয়াছে। ফলে গভর্ণমেণ্ট হইতে যাহারা কাজ পাইত এরূপ অনেক কোম্পানী বা ব্যবসাদার কাজ কমাইতে ও পুরাতন কর্ম্মচারীদের ছাড়াইতে বাধ্য হইয়াছে।

(৩) মাদ্রাজের ব্যবসাদারদের অনেক বাজার হস্তচ্যুত হওয়াতে উৎপাদন কমাইতে হইয়াছে। সুতরাং কাজের অভাব আরও বাড়িয়াছে।

(৪) ঋণ-গ্রহণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়াতে বাজার-দর বাড়িয়াছে। ইহার ফলে বিনিময় হারের ওলট-পালট হওয়াতে ব্যবসার ক্ষতি ও তাহার ফলে বেকার-সমস্যার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

(৫) মাদ্রাজবাসীদের দুইটি ভ্রান্ত ধারণা বেকার-সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

প্রথমটী হইতেছে এই যে, লেখাপড়ার উদ্দেশ্যই হয় চাকুরী করা, না হয় ওকালতি করা। লেখাপড়া না শিখিলে চাকুরী পাওয়া যাইবে না বা উকীল হওয়া যাইবে না; সুতরাং লেখাপড়া শেখা আবশ্যক। এই ধারণার গোড়া পত্তন হয় ১০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রচুর পরিমাণে শিক্ষিত কেরাণী এবং বিচারকদের সাহায্যার্থ হিন্দু ও মুসলমান আইনজ্ঞ লোক পাইবার জন্য ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। সেই সময় হইতেই লোকের মন গভর্ণমেণ্টের চাকুরীর দিকে ঝুঁকিয়াছে—কারণ গভর্ণমেণ্টের চাকুরী পাইলে ভাল মাহিয়ানা ও বৃদ্ধ বয়সে পেন্‌শন্ পাওয়া যায় এবং শীঘ্র কাজ হারাইবারও সম্ভাবনা থাকে না। এখনও এই মনোভাব তিরোহিত হয় নাই। ওকালতিতে পূর্ব্বে সকলেই দুপয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিত; কিন্তু এখন উকীলদের মধ্যে অনেকেই গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থও অর্জ্জন করিতে পারেন না; তথাপি যে ওকালতির প্রতি যুবকদের আকর্ষণ ঘুচে না, তাহার কারণ এই যে, ওকালতিতে সুদূর ভবিষ্যতে প্রচুর উপার্জ্জনের আশা আছে, এবং উকীল গোষ্টির অন্তর্গত হইলেই সমাজে সম্মানের আসন পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ভ্রান্ত ধারণা এই যে, কৃষির কাজ ছোটলোকের কাজ—ভদ্রলোকের বা শিক্ষিতের যোগ্য কাজ নয়। কৃষির দ্বারা মোটামুটি খাওয়া-পরা চলিতে পারে; কিন্তু বড়লোক হওয়া সম্ভব নয়, এইরূপ ধারণাও আছে।

(৬) জাতিভেদ-প্রথার দরুণ মজুরের চাহিদা অনুযায়ী মজুরের যোগান নিয়মিত হওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ইহাতেও বেকারের সংখ্যা বাড়িয়াছে।

(৭) মাদ্রাজে এখন যে শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহা হয়ত ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এখন ইহার প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়াছে; এখন আবশ্যক নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষা-প্রণালী, যাহার সাহায্যে যুবকেরা বিবিধ টেক্‌নিক্যাল্ বিষয়ে শিক্ষা পাইতে পারে এবং চাকুরীর আশায় বসিয়া না থাকিয়া নানা প্রকার নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি করিতে পারে।

বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য :—

(১) লেখাপড়া যে কেবল চাকুরী বা ওকালতি করিবার জন্য নয় এবং চাষের কাজ যে ছোটলোকের কাজ নয়, তাহা ছাত্রদের ও অভিভাবকদের বুঝাইবার জন্য খবরেব কাগজে লেখালেখি এবং স্কুলে ও স্কুলের বাহিরে বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা।

(২) যুবকেরা যাহাতে কৃষির দিকে মনোযোগী হয় তজ্জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে :—

(ক) ভদ্র-কৃষকদের জন্য কৃষি-উপনিবেশ স্থাপন করা। নিম্নশ্রেণীর কৃষকদের সহিত না মিশিয়া থাকিবার সুবিধা পাইলে হয়ত ভদ্রলোকের কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে তত দ্বিধা থাকিবে না

(খ) ভারতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কৃষককে বাছিয়া ভারতের বাহিরে নানা দেশের কৃষিক্ষেত্র দেখাইতে পাঠানো।

(গ) অ-কর্ষিত ভূমি যুবকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া এবং ঋণদান ও অন্যান্য উপায়ে তাহাদের সাহায্য করা।

(ঘ) প্রাথমিক স্কুলসমূহের সংখ্যা বাড়ানো এবং এরূপ প্রাথমিক স্কুলের সৃষ্টি করা যাহার দ্বারা ছাত্রদের কৃষি-বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা হয় এবং কৃষির প্রতি আকর্ষণ বাড়ে।

বেকার-সমস্যা অত্যন্ত জটিল সমস্যা। আর্থিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জ্জাতিক নানাবিধ কারণের জন্য কর্ম্মাভাবের সৃষ্টি হয়। সুতরাং বেকার সমস্যার শীঘ্র সমাধান করিবার জন্য কোন বিশেষ একটী উপায় নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। কারণগুলি বুঝিয়া এবং কি উপায়ে-বেকার সমস্যা দূরীভূত হইতে পারে তাহা জানিয়া লইয়া দেশের লোকদিগকেই এ বিষয়ে প্রাণান্ত চেষ্টা করিতে হইবে।

"ইকনমিক জার্ণাল"

বিলাতের রয়্যাল ইকনমিক সোসাইটির মাসিক মুখপত্র। জুন ১৯২৮ সংখ্যায় আমেরিকার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ট্রেড এণ্ড সিকিউরিটি সার্ভিস পত্রিকার সম্পাদক মিষ্টার এল, এইচ, শ্লোন সাহেব মার্কিণের শিল্প-ব্যবসা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। লেখক এই প্রবন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছেন, যথা, ১৯২৩ হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত এই পাঁচ বৎসরে আমেরিকার অত্যধিক ঐশ্বর্য্যের কারণ কি? ১৯২৭ সনের শেষভাগ হইতে হঠাৎ এই ঐশ্বর্য্যের স্রোতে ভাঁটা পড়িয়া যাওনার কি কারণ হইতে পারে? ১৯২৭ সনের শেষভাগে আমেরিকায় যে পরিমাণ শিল্পদ্রব্য উৎপাদন ও বিতরণ করা হয় তাহা ১৯২৬ এমন কি ১৯২৩ সনের চাইতেও কম। আজ আমেরিকায় বেকার-সমস্যা এরূপ সর্ব্বগ্রাসী ভাবে দেখা দিয়াছে কেন, যাহার জন্য খবরের কাগজে বিস্তর কলমবাজি ও বক্তৃতা মঞ্চে গলাবাজি চলিতেছে? এক কথায় প্রাচুর্য্যের মধ্যে ক্ষুধা কেন? লেখক বিভিন্ন শিল্পের কথা আলোচনা করিয়া এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা-সাধনে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার মতে আমেরিকার ঐশ্বর্য্যের স্রোতে ভাঁটা সাময়িক ও কয়েক দিনের জন্য মাত্র।

উপসংহারে লেখক আমেরিকার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহাতে লেখক বলিতেছেন, আমরা এখন এক যুগসন্ধিস্থানে আসিয়া পড়িয়াছি, যখন চারিদিকে নূতন নূতন শিল্প জন্মলাভ করিতেছে ও দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। রেডিওর আবিষ্কার ও প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ট্রোলা ও পিয়ানোর চাহিদা কমিয়া যাইতে থাকে, যেমন বহু পূর্ব্বে ভিক্ট্রোলা গ্রামোফোন পিয়ানো আবিষ্কারের সময় পিয়ানো শিক্ষার কদর কমিয়া যায়। আমরা আজ অটোমোবিল শিল্পের জন্য অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ টাকা ঢালিতেছি। ইহাদ্বারা কয়েক লক্ষ

লোকের অন্ন-সংস্থান হইতেছে। এবং কয়েক হাজার কর্পোরেশনেরও বিস্তর লাভ হইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, আমরা যখন কোটি কোটি টাকা নূতন শিল্পে খরচ করি তখন আমাদের পুরাতন শিল্পে ঠিক ততটা পুঁজি ঘাটুতি পড়ে।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌ কোম্পানী অঙ্ক কষিয়া দেখাইয়াছেন যে, ১৯০০ সন হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত এই ২৮ বৎসরে আমেরিকার শিল্প-উৎপাদন গড়ে শতকরা তিন ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর এই তুলনায় জন-বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা মাত্র দেড় ভাগ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, আমেরিকায় জন-বৃদ্ধির চাইতে শিল্প-উৎপাদনের গতি বেশী দ্রুত। ইহা খুবই আশার কথা। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুখ-সুবিধার দিকেই দেশের গতি। কিন্তু আমাদের বিভিন্ন উৎপাদনে একটা সমতা থাকা চাই। শিল্পে একটা পুনর্গঠন চাই। এক শিল্পের পুঁজি সম্পূর্ণ কাড়িয়া লইয়া অন্য শিল্পের উন্নতি করিলে চলিবে না। আমার মনে হয়, শিল্প-উৎপাদনের এই বৈষম্যই আমাদের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার জন্য দায়ী।

আমেরিকা খুব ধনী। তাহার ধন-ঐশ্বর্য্য অন্যান্য দেশের লোকের কল্পনার সামগ্রী। এই ধনৈশ্বর্য্য বাড়িয়াই চলিয়াছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ, আর্থিক সঙ্কট বা ঐ রকমের কোন একটা ভয়ানক জাতীয় দুর্ঘটনা না আসিলে আমাদের আর্থিক উন্নতির গতি এইরূপ উর্দ্ধমুখীই চলিবে।

"ডিস্‌কাভারি" (আবিষ্কার)

বিলাতী ত্রৈমাসিক। মিঃ জে, এ, বেন্‌ "মার্কিণের শিক্ষা ও ধনদৌলত" বিষয়ক একটা প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, যুদ্ধের পর হইতে বৃটিশ অর্থতত্ত্ববিদেরা ও কয়েকটী ব্যবসা এবং শিল্পসমবায় মার্কিণ দেশের সমস্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং তথাকার সাধারণ ধন-দৌলত ও সচ্ছলতা দেখিয়া তাহারা উহাদের যন্ত্রপাতি-ঘটিত ব্যাপার এবং ইহাতে প্রচুর উৎপাদনকেই ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মার্কিণবাসীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-প্রণালী লক্ষ্য করিয়া তাহারা এখানকার শিক্ষা বিষয়ে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। মার্কিণের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকার একটী লেখক এ বিষয়ে আরও জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, "এখানকার শিল্প ও ব্যবসা যখন দিন দিন যন্ত্রপাতি ঘটিত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে, তখন প্রত্যেক ব্যবসা বিষয়ে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।" এখানকার মোটরকার, বেতার, এমন কি প্রত্যেক যন্ত্রপাতি বিষয়ে দেশের উন্নতি দেখিয়া তিনি বলিয়াছেন—যন্ত্রপাতি-সংক্রান্ত জ্ঞান মার্কিণবাসীর স্বভাবের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এ সমস্ত জ্ঞানের মূলে যে শিক্ষা কতখানি আছে তাহা ঠিক করা কঠিন। দেশের অনেক জায়গা এখনও অনেক বন জঙ্গলে পূর্ণ আছে। সে সব জায়গা পরিষ্কার করিয়া আবিষ্কার করিতে গেলে যন্ত্রপাতির সাহায্য না লইয়া পারা যায় না। মনে হয় এই সমস্ত ব্যাপারে যন্ত্রপাতি নাড়িবার ফলে দেশবাসীর যন্ত্রপাতি-সংক্রান্ত জ্ঞান এত বাড়িয়া গিয়াছে। এইরূপে সদাসর্ব্বদা যন্ত্রপাতি ব্যবহারে দেশের শিল্প-বাণিজ্যও অনেক বাড়িয়া উঠে। কোনও মার্কিণ মজুর যন্ত্রকে শত্রু মনে করেনা। কিন্তু একথা সাধারণ হিসাবে বৃটিশ মজুরের সম্বন্ধে বলা চলে না। এটা একটা নিন্দার বিষয় সন্দেহ নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ভারতের লোকসংখ্যা-সমস্যা

ভারতের লোকসংখ্যা সম্বন্ধে অনেক কথাই ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য। কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতেছে :—

(১) এখানে জন্মের হার অত্যন্ত বেশী, মৃত্যুর হারও অত্যন্ত বেশী ; ফলে লোকবৃদ্ধি হয় অত্যন্ত কম পরিমাণে ; ফ্রান্স ব্যতীত অন্য কোনও দেশে এত কম হারে লোক-বৃদ্ধি হয় না।

(২) অন্যান্য দেশের তুলনায় মোট লোকসংখ্যার অনুপাতে এখানে ১০ বৎসরের নিম্নবয়স্কদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। অথচ ৫০ বৎসরের অধিক বয়স্কদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। যাহারা উপার্জ্জনক্ষম নহে তাহাদের সংখ্যা অধিক, আর যাহারা অপেক্ষাকৃত বেশী উপার্জ্জনক্ষম তাহাদের সংখ্যা কম হওয়াতে দেশের যে সমূহ আর্থিক ক্ষতি তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৩) ২০ হইতে ৫০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিদের (যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপার্জ্জনক্ষম) সংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় মোট লোকসংখ্যার অনুপাতে নিতান্ত কম নহে। ইহা মন্দের ভাল।

(৪) এখানে জীবনের স্থায়িত্ব অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম।

(৫) জন্মমাত্র জীবনের আশা ভারতে ২২½ বৎসর ; ইয়োরোপীয় দেশগুলাতে ৪০ বৎসরের কম নহে ; তবে, শিশুমৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশী বলিয়া ভারতে ১০ বৎসর বয়সে জীবনের আশা শতকরা ৫০ ভাগ বাড়ে। ইয়োরোপে বাড়ে শতকরা ২৪ ভাগ মাত্র।

(৬) ইয়োরোপের দেশগুলাতে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক ; কিন্তু ভারতে ইহার বিপরীত। এখানে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় কম।

(৭) ১০ হইতে ২০ বৎসরের স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় কম। এই বয়সে স্ত্রীলোকদের প্রথম গর্ভধারণ করিতে হয় বলিয়াই বোধ হয় সংখ্যার এই অল্পতা।

(৮) ২০ হইতে ৩০ বৎসরের পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকের তুলনায় কম। এই বয়সে শক্তির তুলনায় পুরুষদের অত্যন্ত বেশী খাটিতে হয়। এই জন্যই বোধ হয় পুরুষদের সংখ্যা কম।

(৯) ৩০ হইতে ৬০ বৎসরের স্ত্রীলোকদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় কম। খুব সম্ভবতঃ ইহার কারণ এই দুইটী :—(ক) নিম্নশ্রেণীর পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকদের ঢের বেশী কঠোরতার সহিত যুঝিতে হয় ; (খ) মুসলমান ও উচ্চ জাতের হিন্দুনারীদের পর্দ্দা-প্রথা ইহার জন্য বিশেষ করিয়া দায়ী। ইহাতে নারীদের স্বাস্থ্য শীঘ্র ভাঙ্গিয়া পড়ে।

(১০) বিধবা-বিবাহ চলন না থাকায় দুইটী কুফল দেখা দিয়াছে :—(ক) জন্ম-হারের হ্রাস হইয়াছে; (খ) বিপত্নীকেরা অল্প-বয়স্ক কুমারীদের বিবাহ করিতে বাধ্য হইতেছে।

উপরি উক্ত কথাগুলা শ্রীযুক্ত ব্রিজনারায়ণ প্রণীত "দি পপুলেশান প্রব্লেম অব্ ইণ্ডিয়া" (২১৫ পৃষ্ঠা, চারি টাকা, ১৯২৫) নামক গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, ভারতীয় লোকসংখ্যা-সম্বন্ধীয় অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় কথাও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। লোক-সংখ্যার ঘনতা, লোকের বিভিন্ন প্রকারের পেশা, কারখানা-শিল্প ও সমাজতন্ত্রবাদ, ম্যালথাসের মত ও লোকসংখ্যার আধিক্য, জাতীয় আয়—এই কয়টি বিষয়ের অধ্যায়গুলা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

গ্রন্থের মধ্যে "অঙ্কের" প্রচুর উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু "অঙ্কগুলা" হইতে তাড়াতাড়ি "সাধারণ তত্ত্ব" বাহির করিবার প্রলোভন বেশীর ভাগ স্থানেই দমন করিয়া গ্রন্থকার ভালই করিয়াছেন। ভারতের লোকসংখ্যা সম্বন্ধীয় অঙ্কগুলা এরূপ জটিল যে, তাড়াতাড়ি কোন "সাধারণ তত্ত্ব" বাহির করিতে চেষ্টা করিলে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার ষোল আনা সম্ভাবনা আছে। যেমন, বিবাহ-সম্বন্ধীয় অঙ্কগুলা। বিবাহ-সম্বন্ধীয় অঙ্কের অভাব নাই; কিন্তু এমন কতকগুলি দরকারী তথ্যের অভাব আছে যেগুলি না জানিলে, কেবল অঙ্কের উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্তে পৌছাইলে, তাহা সন্দেহজনক বলিয়া গণ্য হইতে বাধ্য। গ্রন্থকার বিবাহসম্বন্ধীয় অঙ্কগুলার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোন "সাধারণ তত্ত্ব" বাহির করিতে চেষ্টা করেন নাই।

সেন্সাস রিপোর্টগুলাকে এবং ভারতের ও ভারতের বাহিরের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া গ্রন্থখানা লেখা হইয়াছে। ভারতীয় লোকসংখ্যা সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে সকলই এই দুইশত পৃষ্ঠার গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। সাধারণ পাঠকও যাহাতে আকৃষ্ট হয় সেইরূপ ভাবে ইহা লেখা হইয়াছে।

ধনোৎপাদনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র

উৎপাদন-হিসাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আজ সকল দেশের সেরা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ হইতে এই উন্নতি বিশেষ-ভাবে আরম্ভ হয়। ১৯১৪ সন হইতে ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত বেগে অগ্রসর হইতে থাকে। ১৯১৪ সনের সহিত ১৯২৫ সনের উৎপাদনের তুলনা করিলে ইহা বুঝা যাইবে। ১৯১৪ সনের তুলনায় ১৯২৫ সনে সমসংখ্যক মজুরকর্তৃক সম-সংখ্যক ঘণ্টায় শতকরা ৫৩ ভাগ অধিক ইস্পাত, শতকরা ৩১১ ভাগ অধিক রবার টায়ার এবং শতকরা ৩১০ ভাগ অধিক অটোমোবিল তৈয়ারী হইয়াছে। অন্যান্য সকল শিল্পেও উৎপাদনের শক্তি বাড়িয়াছে দেখা যায়।

উৎপাদন-বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিলেও এ পর্য্যন্ত মার্কিণ ধনবিজ্ঞানবিদ্‌গণ এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন নাই। সুতরাং এ বিষয়ে অধ্যাপক ট্যাগ্‌ওয়েল কর্তৃক একখানি গ্রন্থ (ইণ্ডাষ্ট্রিজ্‌ কামিং অব্‌ এজ্‌) রচিত হওয়া যে বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। গ্রন্থখানা নিউইয়র্ক হইতে ১৯২৭ সনে প্রকাশিত হইয়াছে। পৃষ্ঠা ৭+২৭৪। দাম—২ ডলার।

অধ্যাপক ট্যাগওয়েল উৎপাদনশক্তির বৃদ্ধির কারণগুলা খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কারণগুলা বুঝিবার জন্য ধনবিজ্ঞানবিদের চোখের পরিবর্ত্তে এঞ্জিনিয়ারী চোখেই শিল্পগুলাকে দেখা হইয়াছে। ৯টী সাধারণ এবং ২২টী বিশেষ 'টেকনিক্যাল' কারণের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেকটী কারণের বিশেষ আলোচনাও স্থান পাইয়াছে।

গ্রন্থকার দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যন্ত্রপাতির অভ্যুদয় প্রথম শিল্প-বিপ্লবের মূল কারণ ছিল বটে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে বর্ত্তমানে যে শিল্প-বিপ্লব চলিতেছে, ইহার মূল কারণ যন্ত্রপাতি নয়, ইহার মূল কারণ হইতেছে উৎপাদন ও কারখানা-শাসনের নব নব প্রণালীর আবিষ্কার।

কি কি জিনিষের সাহায্যে পণ্য উৎপন্ন হয়; অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদান কি কি? গ্রন্থকার এঞ্জিনিয়ারীংএর দিক্‌ হইতে বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন যে, উৎপাদনের উপাদান চারিটি:—পরিচালনা, যন্ত্রপাতি, মালমশলা এবং শক্তি।

যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন-বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব-লাভে দুইটী বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে:—প্রথম, 'প্রকৃত' মাহিয়ানার (কেবল টাকার দ্বারা নির্দ্ধারিত মাহিয়ানা নয়) বৃদ্ধি; দ্বিতীয়, জীবন ধারণের মাপকাঠি উঁচু হওয়া। মার্কিণরা এ দুইটী বিষয়ে এত উঁচুতে যে, গ্রন্থকারের মতে ইয়োরোপের কোন শ্রেষ্ঠ নগরের অধিবাসীদের সহিতও তাহারা বাসস্থান বদল করিতে রাজী নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-সমূহের নানা দোষের কথাও বাদ পড়ে নাই। কয়েকটার উল্লেখ করা যাইতে পারে:—

(১) সকল শিল্পের বা একই শিল্পের সকল কারবারেরই দ্রুত উন্নতির অভাব; (২) পূর্ব্ব হইতে চাহিদা আন্দাজ করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় করা; (৩) নানা দিকে অত্যন্ত বেশী অপচয়।

শিল্পোন্নতির পথে নিম্নলিখিত বাধাগুলির আলোচনাও

স্থান পাইয়াছে :—ব্যবসা-বাণিজ্যে পৌনঃপুনিক সঙ্কট, কয়েকটী শিল্পের স্থায়ী দুরবস্থা, উন্নত শিক্ষা-প্রণালীর অভাব, দারিদ্র্যের প্রভাব (ইহার জন্য শিল্পগুলা চালাইবার সামাজিক বন্দোবস্তই দায়ী), পরিবর্ত্তনের যুগের কয়েকটী অনিবার্য্য বাধা, ইত্যাদি।

শিল্পোন্নতি এখন কি ভাবে হইবে? অর্থাৎ কি লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া শিল্পোন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে? গ্রন্থকারের মতে তিনটী লক্ষ্যের দিকে নজর রাখিতে হইবে :—প্রথম যাহাতে শিল্পগুলা ব্যক্তির স্বার্থে চালিত না হইয়া সমাজের স্বার্থে চালিত হয়; দ্বিতীয়, এখন শিল্পগুলা যে ভাবে চলে তাহাতে মানুষের লোভ, অর্থ-পিপাসা প্রভৃতি নীচ বৃত্তিই পরিপুষ্ট হয়। শিল্পগুলার এরূপভাবে সংস্কার করা দরকার যাহাতে শিল্প-পরিচালনার ভিতর দিয়াই মানুষের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলা খেলিবার অবকাশ পায়। তৃতীয়, শিল্পের এরূপ উন্নতি করা, যাহাতে মানুষ আর্থিক উন্নতির জন্য সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে ও প্রফুল্ল মনে কাজ করিতে পারে।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্য কয়টা বাস্তব জীবনে পরিণত করিবার নানা উপায়েরও উল্লেখ করা হইয়াছে। কয়েকটা মাত্র বলা যাইতেছে :—(১) যন্ত্রগুলাকে আরও দ্রুতভাবে এবং আরও দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কাজ করাইতে চেষ্টা করা; (২) শিল্প-পণ্ডিতদের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করা; (৩) শিল্পগুলাকে অধিকতর সামাজিক শাসনে আনা; (৪) শিল্পগুলাকে কেন্দ্র করিয়া মজুরসঙ্ঘ (ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল্ ইউনিয়ান) কায়েম করা।

কাটিং শিক্ষা

শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ দত্ত প্রণীত। প্রথম ভাগ। ফুলস্কেপ ৮ পেজী সাইজ, ৮৮ পৃষ্ঠা। প্রাপ্তিস্থান টেলার্স এণ্ড কাটার্স একাডেমী, শ্রীমাণি মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা।

পুস্তকখানি ২৮ পাউণ্ড উৎকৃষ্ট কাগজে পাইকা অক্ষরে সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা চৌদ্দটী অধ্যায়ে বিভক্ত। ১২ খানি সুন্দর হাফটোন চিত্র এবং ২২ খানি লাইন চিত্রের সাহায্যে পুস্তকে লিখিত বিষয়গুলি বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে। অধ্যায়গুলি নিম্নরূপ :—

১ম—পাঞ্জাবী	২য়—সার্ট
৩য়—ফতুয়া	৪র্থ—সেমিজ
৫ম—চৌকো গলা সেমিজ	৬ষ্ঠ—টাইট সেমিজ
৭ম—জ্যাকেট	৮ম—বডি
৯ম—সায়া	১০ম—পেনি
১১শ—ব্লাউজ	১২শ—কেপ্ বা কলার
১৩শ—ইজার বডি	১৪শ—ফ্রক্

পাশ্চাত্য দেশসমূহে এ সম্বন্ধে অনেক পুস্তক থাকিলেও, আমাদের দেশে অন্যান্য অনেক বিদ্যার ন্যায় এতদিন এ বিদ্যারও স্থান ছিল কতকগুলি লোকের মগজে—ছাপানো কাগজে নহে। ঐ সমস্ত লোকের চেলাগিরি না করিয়া ইহা আয়ত্ত করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে এই দরজীগিরি বিদ্যাটী দরজী বা খলিফাদোকানের সীমা অতিক্রম করিয়া শিল্প-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে। অনেক শিক্ষিত যুবক, বিশেষতঃ মহিলাগণ এ বিদ্যার দিকে খুবই ঝুঁকিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, শিল্প-বিদ্যালয়সমূহের অন্যান্য বিভাগে ছাত্রছাত্রী বেশী না হইলেও দরজী বিভাগে কখনই ছাত্রাভাব হয় না। দরজীগিরি যখন শিল্পবিদ্যালয়সমূহে শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্গত হইয়াছে, তখন এ বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক থাকাও একান্ত আবশ্যক। সুতরাং এ জাতীয় পুস্তকের আবশ্যকতা যথেষ্ট।

ইহার সাহায্যে বাড়ী বসিয়াও দরজীগিরি শিক্ষা করা সম্ভব হইবে মনে করি। ইহার যথেষ্ট প্রচার বাঞ্ছনীয়।

ক্যানাডায় মজুর-আইন

ক্যানাডার মজুর-আইনের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। যেমন সাময়িক দরকার পড়িয়াছে তেমনই আইনগুলা বিধিবদ্ধ হইয়াছে, কোনো বিশেষ নীতিকে ভিত্তি করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে প্রণীত হয় নাই। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গভর্মেণ্টের ক্ষমতার সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকায় আইনগুলা আরও জটিল হইয়াছে। ক্যানাডার মজুর-আইনের দোষ অনেকগুলি। মজুরদের বাঁচাইবার আইনগুলা আধুনিক জগতের তুলনায় এখনও অনেক পিছাইয়া রহিয়াছে; মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা নিতান্ত অল্প। ট্রেড,

ইউনিয়নগুলির বিরুদ্ধে দেওয়ানী ও ফৌজদারী দুই প্রকার ষড়যন্ত্রেরই অভিযোগ আনা যাইতে পারে। ট্রেড ইউনিয়নের ভাণ্ডার হইতে ক্ষতিপূরণও আদায় করা যাইতে পারে। প্রশংসার কথা এই মাত্র যে, ধনিক-মজুরের বিবাদ-অনুসন্ধানের জন্য যে আইন ক্যানাডায় আছে, তাহা সত্যই অন্যান্য দেশে আদর্শ আইন বলিয়া স্বীকৃত।

শ্রীযুক্ত ব্রাইস্ এম্, ষ্টুয়ার্ট ক্যানাডার মজুর-আইন সম্বন্ধে একটী বই লিখিয়াছেন। "ক্যানেডিয়ান্ লেবার লজ্ অ্যাণ্ড দি ট্রিটি"—কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস—৬ ডলার। কানাডার মজুর-আইন সম্বন্ধে অনেক কথা এই গ্রন্থ হইতে জানা যাইবে। ক্যানাডায় যত মজুর আইন আছে সব গুলিরই সারমর্ম এই ৫০০ পৃষ্ঠার গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে; প্রত্যেকটীর আলোচনাও করা হইয়াছে। ভার্সাই সন্ধির মজুর-বিভাগে যে নয়টী নীতি ঢুকান হইয়াছে, গ্রন্থকার সেই নয়টী নীতিকেই মাপকাঠি করিয়া ক্যানাডার মজুর-আইনের আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রণালীটি নূতন। পূর্ব্বে কেহ এই ধরণে মজুর-আইনের আলোচনা করেন নাই। যদি কেবল এই নয়টী নীতিকেই আদর্শ ধরিয়া বিভিন্ন দেশের মজুর-আইনের আলোচনা হয়, তাহা হইলে মজুর-আইনের তুলনামূলক আলোচনা সহজ হইয়া আসিবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মদ্যপান-নিবারণের ফলাফল

আইন করিয়া মদ্যপান বন্ধ করিলে দেশের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায় তাহা জানিবার জন্য আমাদের মত মদ্যপান-বিরোধীর স্বতই তীব্র কৌতূহলের উদ্রেক হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আজ ধনসম্পদে জগতে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করে। সেই দেশে কয়েক বৎসর হইল আইন দ্বারা মদ্যপান নিবারিত হইয়াছে। সুতরাং মদ্যপান বন্ধ করিলে কি ফল হইতে পারে তাহা জানিবার জন্য আর কল্পনার আশ্রয় লইতে হইবে না। আর্থিক হিসাবে জগতের একটী শ্রেষ্ঠ দেশ মদ্যপান বন্ধ করিয়া কি সুফল লাভ করিয়াছে বা কুফল ভোগ করিতেছে, অঙ্ক ও তথ্যের সাহায্যে বস্তুনিষ্ঠভাবে তাহার ধারণা করা এখন সম্ভব।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মদ্যপান-নিবারণের ফলাফল সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত অনেক বই বাহির হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত এইচ্, ফেল্ডম্যান প্রণীত "প্রহিবিশান্, ইট্স্ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল্ অ্যাণ্ড ইকনমিক্ অ্যাস্পেক্ট্স্" (নিউ ইয়র্ক, অ্যাপ্লটন্; ১৯২৭ ; ১৫+৪১৫ ; ২ ডলার) একটী উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ। উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদনে দক্ষতা, কার্য্যে স্থৈর্য্য, শিল্প-সম্পর্কিত ও মোটর-দুর্ঘটনার সংখ্যা, আফিং, কোকেন ইত্যাদি নেশা করার অভ্যাস এবং দণ্ডনীয় অপরাধ প্রভৃতির উপর মদ্যপান বন্ধের প্রভাব সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। মদ্যপান বন্ধ হওয়াতে মদ্য প্রস্তুত করিবার ব্যবসা, আইসক্রীম ও চুরুট ব্যবহারের পরিমাণ প্রভৃতি কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাও দেখান হইয়াছে। মদ্যপান-নিবারণ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের কয়েকটা সিদ্ধান্ত এইরূপ :—(১) পূর্ব্বে মজুররা যে অর্থ মদে ব্যবহার করিত এখন তাহা নানা প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে লাগাইতেছে; (২) মদ্যপান-নিবারণে যতটুকু কুফল দেখা গিয়াছে তদপেক্ষা সুফল বেশী; (৩) উৎপাদন ও বাণিজ্যের উপর ইহার সুফল দেখিয়া যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-বাণিজ্য-নেতারা ইহার স্বপক্ষে দাঁড়াইয়াছেন।

তবে যুক্তরাষ্ট্রে মদ্যপান-নিবারণের সাফল্য সম্বন্ধে আনন্দে উৎফুল্ল হইবার সময় এখনও আসে নাই; বরং গত দুই বৎসরের অবস্থা দেখিয়া একটু নৈরাশ্য আসা স্বাভাবিক। মদ্যপান-নিবারণ এই দুই বৎসর অত্যন্ত সঙ্কটের ভিতর দিয়া গিয়াছে এবং এখনও সেই সঙ্কটের ভিতর দিয়াই যাইতেছে। এই সময়টী নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রান্ত হইলে তবে যুক্তরাষ্ট্রে মদ্যপান নিবারণ সফল হইয়াছে কি না বলা চলিবে।

সাধারণের ধারণা এই যে, "ভলষ্টেড্ আইন" পাশ হইবার পূর্ব্বেই যুক্তরাষ্ট্রে মদ্যপান কমিয়া আসিতেছিল। এই ধারণা যে ভ্রান্ত গ্রন্থকার তাহা দেখাইয়াছেন।

অঙ্ক ও তথ্যের ব্যবহারে গ্রন্থকার অত্যন্ত সাবধান এবং বিশেষ পারদর্শী। সামান্য প্রমাণের উপর কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রলোভন সংযত করিবার ক্ষমতা গ্রন্থকারের আছে। ব্যক্তিগত মনোভাব এবং হৃদয়োচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিবার ক্ষমতাও আছে। বস্তুতঃ, সকল দিক্ হইতেই গ্রন্থটী অপূর্ব্ব হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না।

১। "ল' মঁদ একোনোমিক" (১৯১৮-১৯২৭), (আর্থিক দুনিয়া, ১৯১৮-১৯২৭), ভ্যালাৎ, রিহ্বিয়্যার কোং, প্যারিস, ১৯২৮।

২। "ইল কারাত্তেরে সচালজিক দেল্লা সিয়েন্ৎসা দেল্লে ফিনান্ৎসে এ ল স্তদিঅ সিয়েন্তিফিক দেই ফাত্তি ফিনান্ৎস্যারি" (রাজস্ববিজ্ঞানের সমাজ-তত্ত্ব).—ললিনি, হ্বিতা ইতালিয়ানা কোং, রোম, ১৯২৮।

৩। "ই গ্রুপ্পি সচ্যালি,—ফন্দামেন্তি দি সিয়েন্ৎসা পলিতিকা" (সামাজিক শ্রেণী-ভেদ,—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বনিয়াদ), ফ্লুম্যানি,—ইস্তিতুত এদিতরিয়ালে সিয়েন্তিফিক, মিলান, ১৯২৮, ২০ লিয়ার।

৪। "সিট্‌লিথ্‌কাইট ইন্‌ৎসিফ্‌ফার্ণ" (রীতিনীতির সংখ্যাবিজ্ঞান),—মিথেল্‌স, ডুঙ্কার কোং মিউনিক্‌ ১৯২৮, ৭'৫০ মার্ক।

৫। "বাইঙ্‌ পাওয়ার অব্‌ লেবার অ্যাণ্ড পোষ্টওয়ার সাইক্‌ল্‌স্‌" (মজুরদের ক্রয়শক্তি ও লড়াইয়ের পরবর্ত্তী বাণিজ্য-চক্র),—আচিন্‌ষ্টাইন, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউইয়র্ক, ১৯২৭, ৩ ডলার।

৬। "একনম্যা ফাসিস্তা" (ফাসিষ্টদলের অর্থনীতি),—বেল্লুৎস, লিব্রেরিয়া দেল্‌ লিওরিও, রোম, ১৯২৮ ১৫ লিয়ার।

৭। "সার্ভে অব্‌ দি সোশ্যাল ষ্ট্রাক্‌চার অব্‌ ইংল্যা অ্যাণ্ড ওয়েল্‌স্‌ অ্যাজ্‌ ইলাষ্ট্রেটেড্‌ বাই ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্‌ (ইংল্যা এবং ওয়েল্‌সের সমাজ-বিন্যাস,—অঙ্ক ও সংখ্যাবিজ্ঞানে নজির),—কার—সণ্ডার্স। অক্‌স্‌ফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস লণ্ডন, ১৯২৭, ১০ শি।

৮। "লেদেবু দু কাপিতালিস্‌ম্‌" (পুঁজিনিষ্ঠার জন্ম কথা),—ওজেয়ার, আল্‌ফোঁ কোং, প্যারিস, ১৯২৭ ২৫ফ্রাঁ।

৯। "ডী ইন্টার্ণাট্‌সিওনালে শিফফার্টস্‌ ক্রিজে" (আন্তর্জ্জাতিক জাহাজ-সমস্যা)—হেলাণ্ডার, ফিশার কো য়েনা, ১৯২৮, ১৮ মার্ক।

১০। "দি প্রব্‌লেম অব পপিউলেশন অ্যাণ্ড ফু সাপ্লাই ইন জাপান" (জাপানের লোক ও খাদ্য-সমস্যা) —নসু, ইন্‌ষ্টিটিউট অব প্যাসিফিক রেলেশন্‌স্‌, হনলুলু ১৯২৭।

১১। "হেল্‌থ্‌-প্রব্‌লেম্‌স্‌ ইন্‌ অর্গ্যানাইজ্‌ড্‌ সোসাইটি" (সুসম্বদ্ধ সমাজের স্বাস্থ্য-সমস্যা)—নিউজহোল্‌ম,—কি কোং, লণ্ডন, ১৯২৭, ১২ শি।

১২। "দি ন্যাশন্যাল ডিভিডেণ্ড" (জাতীয় আয়),—সাটক্লিফ,—ইউনিভার্সিটি প্রেস, মেলবোর্ণ, ১৯২৬, ৩ শি ৬ পে।

কৃষিক ... শ্রেণী ...

সংরক্ষণশুল্কের কুফল—কৃষকের সর্ব্বনাশ*

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম, এ, বি, এল

যুদ্ধের পর জগতে যে আর্থিক বিশৃঙ্খলা লক্ষিত হইয়াছিল তাহা শুধরাইবার জন্য ১৯২০ সনের ব্রাসেলস্ ইকনমিক কনফারেন্স বলিলেন, 'যুদ্ধের সময় গভর্মেণ্টগুলার খরচ মিটাইবার জন্য অধিক পরিমাণে মুদ্রা বাহির করাই এই দুরবস্থার জন্য দায়ী।' একে একে ইয়োরোপের গভর্মেণ্টগুলা নিজ নিজ দেশে মুদ্রার পরিমাণ কমাইয়া আনিল, কিন্তু তথাপি এই আর্থিক দুরবস্থা দূর হইল না। তখন বুঝা গেল যে, যুদ্ধের পর আর্থিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টির মধ্যে মুদ্রাধিক্যই একমাত্র কারণ নহে। ১৯২৭ সনের জেনেহবার ইকনমিক কনফারেন্স আবার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন এবং কারণগুলা আলোচনা করিয়া ইয়োরোপের আর্থিক রোগ সারাইবার উপায়গুলাও বলিয়া দিলেন। এই সম্পর্কে জেনেহবা কনফারেন্স এই বিশেষ মূল্যবান নীতিটী লিপিবদ্ধ করেন—"জগতের এক দেশের আর্থিক স্বাস্থ্য-লাভ অন্যান্য সকল দেশের আর্থিক স্বাস্থ্যলাভের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ; যদি কোন দেশ অন্যান্য দেশের সমৃদ্ধির ক্ষতি করিয়া কোন বাণিজ্যনীতি চালাইতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে অন্যান্য দেশের সহিত তাহারও ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী।

শেষোক্ত নীতিটী কতদূর সত্য তাহা যুদ্ধের পরবর্ত্তী যুগের জগতের প্রায় সর্ব্বত্র কৃষির ও ইয়োরোপীয় কারখানা-শিল্পের দুরবস্থা হইতে বেশ বুঝা যাইবে।

কৃষি-প্রধান দেশগুলিতে (ও অন্যত্রও) কৃষির অবস্থা যে শোচনীয় তাহার প্রমাণ কি? প্রাগ্‌যুদ্ধযুগে কৃষিজাত ও কারখানাজাত দ্রব্যগুলার যে দর ছিল, তাহার সহিত এখনকার কৃষিজাত ও কারখানাজাত দ্রব্যের দরের তুলনা দ্বারাই কৃষির প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায়। বিলাতের আমদানির অর্দ্ধেকেরও অধিক কৃষিজাত দ্রব্য। রপ্তানির ⅘ ভাগ কারখানাজাত দ্রব্য; বিলাতের রপ্তানির ইন্‌ডেক্স নাম্বার (১৯১৩ সনের) যখন ১৯২০ হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত আমদানির ইণ্ডেক্স নাম্বারের তুলনায় যথেষ্ট কম দেখা যাইতেছে, তখন কৃষিজাত দ্রব্যের দর যে বিশেষ কমিয়াছে তাহা বুঝা শক্ত নহে। নিউজিল্যাণ্ডের রপ্তানির শতকরা ৯৪ ভাগ কৃষিজাত দ্রব্য, আমদানির ⅘ ভাগ কারখানাজাত দ্রব্য। ১৯১৩ সনের তুলনায় ১৯২০ হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত নিউজিল্যাণ্ডের আমদানির ইণ্ডেক্স নাম্বার রপ্তানির ইণ্ডেক্স নাম্বার অপেক্ষা যথেষ্ট কম; মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কৃষিজাত ও শিল্পজাত উভয় প্রকার দ্রব্যই প্রায় সমান পরিমাণে আমদানি ও রপ্তানি করিয়া থাকে। সুতরাং আমদানি ও রপ্তানির ইণ্ডেক্স নাম্বার দেখিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বহির্ব্বাণিজ্য হইতে যুক্তরাষ্ট্রের বা অন্যান্য দেশের পুঁজির অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বুঝা যাইবে না। যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরে ১৯১৯ হইতে ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত কৃষিজাত দ্রব্যের দরের ইণ্ডেক্স নাম্বার কারখানাজাত দ্রব্যের দরের তুলনায় বরাবর কম ছিল। ইহা হইতে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষির অবস্থা বুঝা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকের আয় কিরূপ কমিতেছে (১৯১৯ সন হইতে ১৯২১ সন পর্য্যন্ত কৃষকদের মাথা পিছু আয় শতকরা ৪৯ ভাগ কমিয়াছিল; কিন্তু অন্যান্য পেশার লোকের মাথা পিছু আয় শতকরা ৩ ভাগ মাত্র কমিয়াছিল; ১৯২৫ সনে অন্যান্য পেশার লোকের আয় তাহাদের ১৯১৯ সনের আয়কে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কৃষকের আয় তখনও ১৯১৯ সনের আয়ের শতকরা ২৮ ভাগ কম ছিল) এবং কৃষিতে কত পরিমাণ মূলধনের লোকসান হইতেছে (১৯২০ হইতে ১৯২৬ সন অবধি মোট লোকসানের পরিমাণ ২০,০০০,০০০,০০০ ডলার) ইহা হইতেও যুক্তরাষ্ট্রে কৃষির অবস্থা কিরূপ তাহা বুঝা যায়। কানাডা, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও ১৯১৩—১৪ সনের তুলনায় ১৯২০ সন হইতে

---

* বিলাতী জার্ণ্যাল অব্‌ দি টেক্সটাইল ইন্‌ষ্টিটিউট (জুন, ১৯২৮) অবলম্বনে।

৫।৬ বৎসর উক্ত দুই প্রকার দ্রব্যের দরের ইণ্ডেক্স নাম্বারে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। প্রায় ১৯২০ সন হইতে জগতের সর্ব্বত্রই যে কৃষির দুরবস্থা আরম্ভ হইয়াছে তাহা বোধ হয় এখন বুঝা শক্ত হইবে না।

অপরদিকে ইয়োরোপের কারখানাশিল্পের যে অংশ রপ্তানির উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে, তাহারও অবস্থা সুবিধার নহে। বিলাতে বেকারের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ইয়োরোপের অন্যত্র বেকারের সংখ্যা তত বেশী নহে বটে, মুদ্রাধিক্যের (ইন্‌ফ্লেশান) জন্য প্রায় সকল কারখানাই চলিতেছে বটে, কিন্তু মুদ্রাধিক্যের ফলে মজুরদের জীবন-যাত্রার মাপকাঠি নীচু করিতে হইয়াছে। বিলাত জীবন-যাত্রার মাপকাঠি ঠিক রাখিয়া বেকারের দল সৃষ্টি করিয়াছে। মোটের উপর বিলাতের (বেকারের সংখ্যা বাড়ার জন্য) ও ইয়োরোপের অন্যান্য স্থানের (জীবন-যাত্রার মাপকাঠি নীচু হওয়ার জন্য) ক্রয়-শক্তি কমিয়াছে।

একদিকে জগতের কৃষিপ্রধান দেশগুলা (এবং কারখানাশিল্প-বহুল দেশগুলাও কিছু কিছু) কৃষকের আয় হ্রাসের জন্য ভুগিতেছে, অপরদিকে ইয়োরোপের কারখানা-শিল্প কাজের অভাববশতঃ উৎপাদন-শক্তি অনুযায়ী উৎপাদন করিতে পারিতেছে না। ইহার কারণ কি?

কৃষির দুরবস্থার একটি কারণ এই যে, জগতের কৃষি-প্রধান দেশগুলা ইয়োরোপের বাজারের জন্যই কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন করে (প্রত্যেক কৃষিপ্রধান দেশই দেশের প্রয়োজনের জন্যও কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া থাকে, কিন্তু জগতের প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য যেমন, গম ও অন্যান্য শস্য, তুলা প্রভৃতির দর প্রধানতঃ বিদেশের চাহিদার উপরই নির্ভর করে, আর বিদেশের চাহিদা যে দর নিরূপিত করে উৎপাদনকারী দেশের মধ্যেও সেই দর ক্রমে ক্রমে অনেকটা চলিত হয়; যে সকল কৃষিজাত দ্রব্য লইয়া আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য চলেনা বিদেশের চাহিদা কমার জন্য সেই ধরণের কৃষিজাত দ্রব্যের দরের উঠানামা হওয়া সম্ভব নহে, কিন্তু এই ধরণের কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ খুব বেশী নহে)। ইয়োরোপের বাজারে চাহিদা কমাতে কৃষিতে মন্দা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আরও একটি কারণ এই যে, চাহিদা কমিলে কলকারখানার মত কৃষি-কাজের পরিমাণ ইচ্ছামত কমান বাড়ান চলে না। সুতরাং যত অল্প দামই দেওয়া হউক না কেন, তাহা লওয়া ব্যতীত উপায় থাকে না। এই অসুবিধার জন্যও কৃষিজাত দ্রব্যের দর কমিয়াছে। কিন্তু কৃষির দুরবস্থা বুঝিতে হইলে ইয়োরোপের শিল্পসমূহের দুরবস্থার কারণ-গুলাই বিশেষ করিয়া বুঝা দরকার। যুদ্ধের সময় ইয়োরোপের কারখানাগুলা সাধারণ আবশ্যক জিনিষের চেয়ে যুদ্ধের জিনিষপত্রই অধিক তৈয়ারী করিত। স্বাভাবিক বাণিজ্যের গতি সেই সময়ে বাধাপ্রাপ্ত ছিল, মুদ্রার পরিমাণ আবশ্যকের অতিরিক্ত বাড়ান হইয়াছিল। এই সকল কারণে যুদ্ধের পর শিল্পজগতে একটা বিপ্লব উপস্থিত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নহে। ক্রমে ক্রমে মুদ্রা-ব্যবস্থার গোলমাল মিটান হইল, যুদ্ধের পর যে সকল নূতন নির্ম্মাণ-কার্য্যে হাত দিতে হইল তাহার দরুণ এবং লোকসংখ্যার বৃদ্ধির দরুণ লোহা লক্কড়ের কারবারে যুদ্ধের সময়ে বর্দ্ধিত উৎপাদন-ক্ষমতার উপযুক্ত চাহিদাও দেখা দিল; তথাপি এই দুরবস্থা স্থায়ী হইল কেন? ইহার একমাত্র কারণ এই যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে এক দেশ হইতে অন্য দেশে মূলধন, মজুর ও মাল-চলাচলের যে স্বাধীনতা ছিল তাহার অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। জগতের কৃষিপ্রধান দেশগুলা, যাহারা প্রধানতঃ ইয়োরোপের বাজারে কৃষিজাত দ্রব্য পাঠাইয়া মোটা লাভ করে, তাহারা নিজেদের দেশে কলকারখানা গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিয়াছে। জগতের কতগুলি দেশ সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিয়াছে, আর কি পরিমাণেই বা করিয়াছে তাহা নিম্নের অঙ্কগুলা হইতে বুঝা যাইবে:—

আমদানির দর অনুযায়ী গড়ে শতকরা যে হারে শুল্ক স্থাপন করা হইয়াছে:—

	সকল প্রকার আমদানির উপর		কারখানা-জাত আমদানির উপর
	১৯১৩	১৯২৫	২৯২৫
স্পেন	৩৩	৪৪	৪১
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	১৬ (১৯১৪)	২৯	৩৭

আর্জ্জেন্টিনা	২৬	২৬	২৯
অষ্ট্রেলিয়া	১৭	২৫	২৭
হাঙ্গেরী	১৮	২৩	২৭
পোল্যাণ্ড	...	২৩	৩২
সার্ভিয়া	...	২৩	২৩
চেকো-শ্লোভাকিয়া	১৮	১৯	২৭
ইতালি	১৭	১৭	২২
কানাডা	১৮	১৬	২৩
ভারতবর্ষ	৪	১৪	১৬

এই সংরক্ষণনীতির ফলে এই সকল শিল্পগুলা হয়ত গড়িয়া উঠিতে পারে। কিন্তু তাহার সঙ্গে আজ ইয়োরোপের রপ্তানির উপর নির্ভরশীল কারখানাগুলাকেও আঘাত করা হইয়াছে। ফলে ইয়োরোপের ক্রয়শক্তি কমাতে ইহাদের কৃষিজাত দ্রব্যের দরও কমিয়াছে। সুতরাং এই কৃষিপ্রধান দেশগুলার নূতন কারখানা-শিল্প নিছক বিদেশকে আঘাত করিয়াই গড়িয়া উঠিতেছে না, এই আঘাত ঘুরিয়া আসিয়া তাহাদের কৃষকদের উপরও বেশ জোরেই পড়িতেছে। কৃষির এই দুরবস্থার জন্য ইয়োরোপের মালের চাহিদা আরও বেশী করিয়া কমিয়াছে।

এই কথার সত্যতা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা হইতে বেশ বুঝা যাইবে। যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রে কৃষির অবস্থা বেশ সমৃদ্ধ ছিল। তখন ইয়োরোপ যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া ঋণের সাহায্যে যথেষ্ট কিনিত। যুদ্ধের পর ঐ ঋণ বন্ধ করা হয়। ফলে ইয়োরোপের ক্রয়শক্তি যেরূপ কমিল কৃষিজাত দ্রব্যের দামও তদনুযায়ী কমিতে বাধ্য হইল। ১৯২২ সনে যুক্তরাষ্ট্র সংরক্ষণ-শুল্কের হার বাড়াইল। ইয়োরোপ এপর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের কাছে টাকা ধার লইয়া ঋণের সুদ শোধ দিতেছিল। এই সময়ে ধারের আসল টাকা শোধ করিতে আরম্ভ করে। যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ইয়োরোপের ধার এ পর্য্যন্ত ক্রমাগতই জমিতেছিল, ঠিক ধার শোধ দিবার সময় তাহার পথে শুল্কের জন্য বাধা পড়িল। ইয়োরোপ যে ধরণের মাল যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করিত সেই ধরণের মালের সাহায্যে ধার শোধ দেওয়া অসম্ভব হইল। অন্য কোন ধরণের মাল তৈরী করিয়া তাহার সাহায্যে ঋণ শোধ দিতে অথবা পূর্ব্ব ধরণের মালই তৈরী করিয়া যে সমস্ত দেশের জিনিষ অবাধে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকিতে পারে, সেই সকল দেশে বেচিয়া ঋণ শোধ করিবার বন্দোবস্ত করিতে সময় লাগে। এই দুই পথের কোন পথই শীঘ্র অবলম্বন করা সম্ভব নহে। সুতরাং, এক দিকে ইয়োরোপের ধার শোধ দিবার তীব্র ইচ্ছা অথচ ক্ষমতার অভাব, অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রের দাবী পর্ব্বত-প্রমাণ। ইহার ফল হইল এই যে, ইয়োরোপের রপ্তানির দর চড়িল আর যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানির দর নামিল। দরের উঠা-নামার দ্বারাই এই দাবী আর ঋণের একটা সাময়িক সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হইল। এইরূপে সংরক্ষণশুল্ক ইয়োরোপের ঋণ-শোধের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া একদিকে ইয়োরোপের মালের দর চড়াইয়াছে, অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিজাত দ্রব্যের দর কমাইয়াছে। সুতরাং সংরক্ষণশুল্কের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকেরা সংরক্ষণশুল্কের সুবিধাভোগকারী দেশের কারখানা-শিল্পজাত দ্রব্যগুলা বেশী দরে কিনিতেছে, ও অন্যদিকে স্ব স্ব পরিশ্রমোৎপন্ন দ্রব্য সস্তা দরে বেচিতে বাধ্য হইতেছে। কৃষিপ্রধান দেশগুলায় প্রেরিত হইবার জন্যই ইয়োরোপের শিল্পগুলা প্রধানতঃ গড়িয়া উঠিয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি ইয়োরোপের বাজারের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিল। এই জন্যই শুল্ক-প্রাচীররূপ বাণিজ্যের বাধা সৃষ্ট হওয়াতে ইয়োরোপের কারখানাশিল্প ও যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি ক্ষতিভোগ করিতেছে। এই ক্ষতি এড়াইবার নিমিত্ত এখন ইয়োরোপকে শিল্পের জন্য ও যুক্তরাষ্ট্রকে কৃষির জন্য নিজ নিজ সীমানার মধ্যেই বাজার খুঁজিতে হইতেছে। শিল্প ও কৃষি এই নূতন অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইতে ইতিমধ্যেই অনেকটা সমর্থ হইয়াছে বটে, কারখানাজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যের দরের ইনডেক্স নাম্বারের পার্থক্য কমিতেছে সত্য, কিন্তু এই ওলট-পালটের সময়ে ইয়োরোপের অনেক কারখানাওয়ালাকে ও যুক্তরাষ্ট্রের অনেক কৃষককে যে যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা ভুলিলে চলিবে না।

জগতের বিভিন্ন দেশগুলার মধ্যে আর্থিক সম্বন্ধ কিরূপ ঘনিষ্ঠ, এখন বোধ হয় তাহা বুঝা সম্ভব হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

কয়লার দুনিয়া

তাহেরউদ্দিন আহ্‌মদ

১৯২৫ সনে ইয়োরোপের কয়লার খনিগুলির দৈনিক কাজের হিসাব নিম্নরূপঃ—

দেশের নাম	খনির ভিতরে কাজ: হাজিরার সময়	খনির ভিতরে কাজ: খনির মুখে কাজের ঘণ্টা (অবসর নাই)	খনির বাহিরে কাজ: অবসরহীন প্রকৃত কাজ
	ঘণ্টা—মি	ঘঃ—মি	ঘঃ—মি
জার্ম্মাণি—			
রুর	৮—০	—	১০—০
আখেন	৮—৩০	—	১০—০
উত্তর সাইলেশিয়া	৮—৩০	—	১০—০
দক্ষিণ সাইলেশিয়া	৮—০	—	৯—৩০
স্তাক্সনি	৮—০	৬—১৫	৯—০
বেলজিয়াম	৭—৫০	৬—২০	৮—০
ফ্রান্স	৭—৪৪	৬—১৭	৭—৫৯
গ্রেট বৃটেন	৭—৩০	৫—৪৫	৭—৪৫
নেদারল্যাণ্ড	৮—০	৬—২০	৮—০
পোলাণ্ড—			
সাইলেশিয়া	৮—০	৬—১৬	৮—০
দোমব্রোয়া	৮—০	৬—১৬	৮—০
সার	৭—৩০	—	—
চোকো-শ্লোভাকিয়া	৭—২৫	৫—৫৫	৭—৪৫

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের খনির কাজের ঘণ্টার মধ্যে বেশ তফাৎ আছে। চেকো-শ্লোভাকিয়ার খনির মধ্যদেশে শ্রমজীবীকে প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা খাটিতে হয়।

অন্যদিকে জার্ম্মাণির আখেন ও উত্তর সাইলেশিয়া অঞ্চলের খনিগুলির তলদেশে জার্ম্মাণ শ্রমিককে কমসে কম সাড়ে আট ঘণ্টা কয়লা কাটা ও উঠানোর কাজে নিযুক্ত থাকিতে হয়। কয়লার খনিগুলির মুখে মজুরদের গ্রেট বৃটেনে ৫¾ ঘণ্টা ও স্তাক্সনি বেলজিয়ামে ৬¼ ঘণ্টা কাজ করিতে হয়।

খনির কাজের মজুরি

এখানে ইয়োরোপের কয়েকটি দেশের মজুরির হার দেওয়া হইল। ইহা হইতে দেখা যায় যে, গ্রেট বৃটেনেই কয়লার খনির মজুররা বেশী মজুরি পায়। শ্রমজীবিগণকে খনির মালিকগণ কর্ত্তৃক বীমা-তহবিলে দেয় টাকা এই হিসাবে ধরা হয় নাই। এখানে গ্রেট বৃটেনের মজুরির হার গড়ে জনপ্রতি বৎসরে ১০০ মোহর করিয়া ধরিয়া তদনুপাতে অন্যান্য দেশের পারিশ্রমিকের হার দেওয়া হইয়াছে। ইহা খনির তলদেশে নিযুক্ত শ্রমজীবিগণের পারিশ্রমিকের হিসাব।

গ্রেটবৃটেন	১০০
নেদারল্যাণ্ডস	৮৯
জার্ম্মাণি (রুর, স্তাক্সনি)	৭০
ফ্রান্স	৬৫
সার	৫৮
বেলজিয়াম	৫৮
জার্ম্মাণি—উত্তর সাইলেশিয়া	৫৫
চেকো-শ্লোভাকিয়া	৪৮
পোলাণ্ড	৪০

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, বিলাতে কয়লার খনির একজন মজুর বৎসরে যাহা আয় করে, নেদারল্যাণ্ডের শ্রমজীবী তাহার ১০ ভাগের ৯ ভাগ আয় করে, জার্ম্মাণির

শ্রমজীবী ৬/১০ হইতে ৭/১০ ভাগ, ফরাসী, সার ও বেলজিয়ামের শ্রমজীবি ৬/১০ ভাগেরও কম আয় করে। চেকো-শ্লোভাকিয়ার মজুর ইংরেজ মজুরের অর্দ্ধেকেরও কম আয় করে; আর পোলাণ্ডের মজুর ইংরেজ মজুরের তুলনায় মাত্র ৭/১০ ভাগ আয় করে।

শ্রমজীবিগণের ক্রয়-ক্ষমতা

গ্রেট বৃটেনের শ্রমজীবিগণের ক্রয়-ক্ষমতা ১০০ ধরিলে অন্যান্য দেশের কত হয় তাহা নিম্নে দেখান হইল।

গ্রেট বৃটেন	...	১০০
নেদারল্যাণ্ড	...	৯৯
বেলজিয়াম	...	৮২
ফ্রান্স	...	৭৭
সার	...	৭৬
জার্ম্মাণি (রুর)	...	৬৯
চেকো-শ্লোভাকিয়া—		
ওস্ত্রাভো	...	৬৯
ক্লাডনো	...	৬৬
জার্ম্মাণি—		
উত্তর সাইলেশিয়া	...	৫৯
পোলাণ্ড	...	৫২

উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখা যায় যে, ঐ সকল দেশের শ্রমজীবিগণের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে।

কয়লা উত্তোলনের খরচা

খনি হইতে এক টন কয়লা উত্তোলন করিতে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে কি হারে খরচা পড়ে তাহার হিসাব দেওয়া হইল।

গ্রেট বৃটেনে	১০০ (খরচ হইলে)
বেলজিয়ামে	৯৯
জার্ম্মাণির স্যাক্সনিতে	৯৬
নেদারল্যাণ্ডে	৯০
ফ্রান্সে	৮১
সারে	৭৩
জার্ম্মাণির রুরে	৬৩
চেকো-শ্লোভাকিয়ায়	৫৫
জার্ম্মাণির উত্তর সাইলেশিয়ায়	৩৯
পোলাণ্ডে	৩৮

জার্ম্মাণ আপার সাইলেশিয়ায় মজুরদের খনিগর্ভে দৈনিক ৫১০ মিনিট করিয়া কাজ করিতে হয়। রুর, স্যাক্সনি, নেদারল্যাণ্ড ও পোলাণ্ডের খনিগর্ভে দৈনিক ৪৮০ মিনিট কাজ করিতে হয়, বেলজিয়ামে ৪৭০, ফ্রান্সে ৪৬৪, গ্রেট বৃটেনে ও সারে ৪৫০ এবং চেকো-শ্লোভাকিয়ায় ৪৪৫ মিনিট খনিগর্ভে মজুরদের কাজ করিতে হয়।

বর্ত্তমানে কয়লা-উৎপাদনের হার কমাইবার চেষ্টা চলিতেছে। যদি ইউরোপের সকল দেশেই ইংলণ্ডের মত খনি-গর্ভের কাজ দৈনিক ৪৫০ মিনিট বা ৭½ ঘণ্টা ধার্য্য করা হয়, তাহা হইলে ইয়োরোপের কয়লার উৎপাদন বর্ত্তমান উৎপাদন হইতে ১৩০ লক্ষ টন হ্রাস করা সম্ভবপর হইবে। কিন্তু উৎপাদনের এই সামান্য কমতি দ্বারা ইয়োরোপের কয়লার বাজার চাঙ্গা করিয়া তোলা সম্ভবপর হইবে না। ইয়োরোপের পণ্ডিতগণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, বর্ত্তমান কয়লা-জগতে আর্থিক সচ্ছলতা আনিতে হইলে প্রতি সন কমসে কম ১০ কোটি টন কয়লা খনিতে মজুত রাখিতে হইবে।

দুনিয়ায় যত কয়লা উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে এক ইয়োরোপে হয় মোট উৎপাদনের শতকরা ৪৩ ভাগ। অতএব উল্লিখিত ১০ কোটি টন হারে জগতের কয়লা উৎপাদন কমাইতে হইলে ইয়োরোপকে কমসে কম ৪৩০ লক্ষ টন কয়লা-উৎপাদন কমাইতে হইবে। বর্ত্তমানে ইয়োরোপে ৪৯৩০ লক্ষ টন কয়লা জন্মে। ঐ সংখ্যা ৪৫০০ লক্ষ টনে আনিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের কয়লার খনিগুলির দৈনিক কাজের সময় সাত ঘণ্টা ধার্য্য করিতে হইবে। ইয়োরোপে এইরূপ হারে কয়লা-উৎপাদন কমাইতে হইলে কোন্ কোন্ দেশের কি হিস্যা পড়িবে তাহা এখানে অঙ্ক কষিয়া দেখান হইল।

দেশের নাম	১৯২৫ সনে কাজের ঘণ্টা হিঃ উৎপাদন (মিলিয়ন টন)	দৈনিক ৭ ঘণ্টা হিঃ উৎপাদন (মিলিয়ন টন)	শতকরা কতভাগ কমিবে
জার্ম্মাণি—			
রুর	১০৪,১২৪	৯১,১০০	১২·৪
উত্তর সাইলেশিয়া	১৪,২৭৩	১১,৬০০	১৮·৭
স্তাক্সনি	৩,৮৬৯	৩,৩৮৫	১২·৪
বেলজিয়াম	২৩,০৯১	২০,৬০০	১০·৮
ফ্রান্স	৪৭,৫৭২	৪৩,১০০	৯·৪
গ্রেটবৃটেন	২৩৮,৯২০	২২৩,২০০	৬·৬
নেদারল্যাণ্ড	৬,৮৪৯	৬,০০০	১২·৪
পোলাণ্ড	২৯,০৮১	২৫,৪৪০	১২·৪
সার	১২,৫৯৭	১১,৭৫০	৬·৬
চেকো-শ্লোভাকিয়া	১২,৫৫৯	১১,৮৫০	৫·৬

বয়নশিল্প

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী মজুমদার, তেলিয়াপাড়া চা-বাগান, শ্রীহট্ট

স্বদেশী, যুগ চলিয়াছে। গ্রামে গ্রামে তাঁত বসাইতে হইবে। প্রত্যেক তন্তুবায়কে ত তার জাতীয় ব্যবসা করিতে হইবেই, পরন্তু দেশবাসীর সমবেত চেষ্টার দ্বারা বস্ত্রশিল্পে স্বাধীনতা আনিতে হইবে। এই জন্য বয়ন-শিল্পের উন্নতি আবশ্যক। বাংলা দেশে বয়ন-শিল্পের কাজে প্রায় ৫২৫০০০ লোক নিযুক্ত আছে। এই কাজে আরও অধিক লোক নিযুক্ত থাকা একান্ত আবশ্যক।

অনেক তন্তুবায় তাদের জাতীয় ব্যবসা ছাড়িয়া চাকুরী করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে যে, বয়ন-শিল্পের উন্নতি একান্ত আবশ্যক। দেশের বস্ত্র তাহাদিগকে যোগাইতে হইবে। গ্রামে গ্রামে তাঁত খুলিয়া নিজের দেশের বস্ত্র সেই তাঁতে উৎপন্ন করিতে হইবে। তন্তুবায়গণ না জাগিলে উপায় নাই। আমাদের ভারতবর্ষে যদি মোট ৮০০টী কটন মিল স্থাপিত হয় তবে দেশের জন্য আবশ্যক বস্ত্র কটন মিলগুলিই যোগাইতে পারে। কিন্তু ভারতে মাত্র ২৫৬টী কটন মিল স্থাপিত হইয়াছে। এইজন্যই গ্রামে গ্রামে তাঁত বসানো একান্ত আবশ্যক। ভারতের বেকার-সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কারণ এই যে, সকলেই চাকুরী চায়। পরের দাসত্ব ছাড়িয়া ভারতবাসীকে নিজের দেশের কৃষি-শিল্পের উন্নতির দিকে মন দিতে হইবে।

বয়নশিল্পের উন্নতি হইলে সঙ্গে সঙ্গে বেকার-সমস্যার অনেকটা সমাধান হইবে।

ভারতের কটন মিলগুলির মূলধনের অর্দ্ধেক বিদেশে যায় কলকব্জার জন্য। তারপর কোন কল নষ্ট হইলে ত আরও যায়। এজন্য তাঁত ও চরকা ভারতের গ্রামে গ্রামে বসাইতে হইবে। ভারতে তাঁত হইতে ৬০ কোটি টাকার ও কটন মিল হইতে ৬০ কোটি টাকার বস্ত্র প্রস্তুত হয়, এবং বিদেশ হইতে ৬০ কোটি টাকার বস্ত্র আমদানি হয়। কখনও বা বিদেশ হইতে ২।৪ কোটি টাকার বস্ত্র বেশী আমদানি হয়, কখনও বা ভারতীয় মিল ও তাঁত হইতে ২।৪ কোটি টাকার বস্ত্র বেশী প্রস্তুত হয়।

আমাদের দেশে যতগুলি তাঁত আছে, তাহার দ্বিগুণ তাঁত বসাইতে হইবে। যদি ভারতীয় কৃষকগণ তাহাদের গৃহে চরকা বসাইতে পারিত, তবে অবস্থার উন্নতি করিতে পারিত। যদি কোন কৃষক-রমণী প্রত্যহ ৬।৭ ঘণ্টা করিয়া সূতা কাটে তবে সে মাসে ৪৲।৫৲ উপার্জ্জন করিতে পারিবেই।

অনেকে হয়ত বলিবেন, এই সামান্য আয়ের জন্য কে ৬।৭ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে যাইবে। আয় সামান্য বটে, কিন্তু এই বেকার-সমস্যার দিনে মাসিক ৪৲।৫৲ টাকা উপার্জ্জন

কি কম কথা? কৃষক-রমণীরা কি দিনে ৬।৭ ঘণ্টা করিয়া অবসর পান না? এই সময়টা গল্পগুজবে অপব্যয় না করিয়া, যদি তাহারা চরকায় সূতা কাটিতে আরম্ভ করেন, এবং যদি মাসিক ৪৲।৫৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন তাহা মন্দ কি?

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—কৃষক-রমণীরা সূতা কাটিবার জন্য তুলা পাইবে কোথায়? তুলা যদি কিনিতে হয় তবে বিশেষ লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

নিজ বাড়ীর চারিদিকে যদি ৭০।৮০টী কার্পাস বৃক্ষ রোপণ করা যায় তবে তুলার জন্য ভাবিতে হইবে না। ৭০।৮০টী বৃক্ষই পরে সহস্র বৃক্ষে পরিণত হইবে। অবশ্য প্রথম অবস্থায় তুলা কিনিতে হইবে।

বেশী শুষ্কও নয় বেশী ভিজাও নয় এরূপ স্থানে কার্পাস ভাল জন্মে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, বসত বাড়ীর চারিদিকে কার্পাস মন্দ জন্মিবে না। বয়নশিল্পের উন্নতি একান্ত আবশ্যক। বয়নশিল্পের জন্য বীরভূম প্রসিদ্ধ। সেখানকার তন্তুবায়গণ নানা রকম রেশম, পশম প্রভৃতির বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকগণ যদি এদিকে মন দেন, তবে বয়ন-শিল্পের সংগঠন ও পুষ্টিসাধন হইতে পারে।

আমদানি, রপ্তানি ও উৎপাদন

শ্রীসুকুমার মিত্র, যশোহর

১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসের 'আর্থিক উন্নতি' পত্রিকার 'আর্থিক ভারত' অধ্যায়ের দুইটা লেখা চোখে ঠেকিয়াছে,—একটা হইতেছে 'আমরা বেচি বেশী কিনি কম' এবং অন্যটা হইতেছে 'চাই আরও বেশী রপ্তানি।'

হিসাব-কিতাবে দেখা যাইতেছে যে, আমরা যেখানে কাঁচা মাল বিক্রয় করি বিদেশীদের কাছে ২৫ কোটি পাউণ্ডের, সেস্থলে আমরা মাল কিনিতেছি মাত্র ১৫ কোটি পাউণ্ডের। অবশ্য ইহা ১৯২৫-২৬ সালের হিসাব। শাদা চোখে দেখিতে গেলে লাভটা আমাদেরই বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এখন প্রকৃতপক্ষে লাভটা আমরা করি কিনা তাহাই বিবেচ্য। আমরা আমাদের জীবনী শক্তির উপাদান চাউল, গম, ডাল, কলাই, তিসি, সরিষা প্রভৃতি বিদেশে চালান দিয়া অর্থ পাইতেছি সন্দেহ নাই; কিন্তু সে অর্থের ব্যবহার আমরা কিভাবে করিতেছি তাহা জানিবার বিষয়। ১৯২৫-২৬ সনে ভারত ২৫ কোটি পাউণ্ড মূল্যের মাল বিদেশে রপ্তানি করিয়াছে এবং ১৫ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মাল আমদানি করিয়াছে। মোটের উপর ভারত লাভ করিয়াছে ৯ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড। এই লাভের অংশ ভাগ করিয়া দেখিলে ৩১ কোটি ৯০ লক্ষ লোক-সমন্বিত একটা বিরাট জাতির পক্ষে ইহা যে খুব বেশী কিছু সে কথা কোন ক্রমেই বলা চলে না। ১৯২৪-২৫ সনে বাংলা দেশ এক খেলনাই কিনিয়াছে ১৯৬২৪৮১৲ টাকার এবং অঙ্গরাগ ও প্রসাধন সামগ্রী কিনিয়াছে ১৪৪৬৩৬৯৲ টাকার। আধুনিক সভ্যতার অঙ্গ বিবেচনায় এই সমস্ত বস্তু ক্রয় করা আমাদের দেশের ন্যায় দরিদ্র দেশের পক্ষে অন্যায় হইলেও ইহা অবশ্যম্ভাবী। আমাদের দেশের জন-সাধারণ আধুনিক সভ্যতার আবহাওয়ায় কিছু বিলাসী হইয়াছে সন্দেহ নাই। দেশ-প্রেমিকগণ প্রাণপণে চীৎকার করিলেও এই বিলাসিতার মোহ দূর হইবে কিনা সন্দেহ। অতএব আমাদের অন্য পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। রপ্তানি যত টাকার হইতেছে তদপেক্ষা আরও বেশী টাকার করিলে অর্থনৈতিক দিক্ দিয়া এই বিলাসিতার বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইবে না বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এই রপ্তানি-বৃদ্ধি নীতির বিরুদ্ধেও একটি কথা আছে। কথাটা এই যে, আমরা ঘরে কিছু না রাখিয়া সমস্ত কাঁচা মাল রপ্তানি করিব কিনা এবং তাহা করা সঙ্গত কিনা? উত্তরটা 'না' হওয়াই

উচিত, বিশেষতঃ খাদ্য-শস্যের দিক্ দিয়া। সরকারী হিসাবে ৫৯ লাখ টন উৎপন্ন খাদ্য শস্যের মধ্যে মাত্র ৫ লক্ষ টন রপ্তানি হয় বলা হইয়াছে; কিন্তু এই বিপুল লোক-সংখ্যা-সমন্বিত দেশের পক্ষে অবশিষ্ট ৫৪ লাখ টন জিনিষ উপযুক্ত কিনা তাহাও ভাবিবার বিষয়। আর উপযুক্তই যদি হয় তবে সর্ব্বদা ক্ষুধা-পীড়িতদিগের ক্রন্দনে ভারতের গগন বিদীর্ণ হইতেছে কেন? এই প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর পাইবার নিমিত্ত বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ১৯২০ সালের ১লা জুলাই 'হাই প্রাইসেস্' কমিটি গঠন করেন। ২২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া কমিটি যে রিপোর্ট বাহির করেন তাহাতে দেখা যায় যে, নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণে চাউলের মূল্য-বৃদ্ধি হইয়া থাকে বলিয়া কমিটি মনে করেন:—

(১) যে পরিমাণ চাউল প্রয়োজনীয় সেই পরিমাণ চাউল সরবরাহ না হওয়া।

(২) বিদেশে চাউল রপ্তানি।

(৩) ব্যবসায়িগণের অতিরিক্ত লাভ।

(৪) কৃষক ও জনসাধারণের মধ্যে বহু মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীর সৃষ্টি।

এই প্রবন্ধে ৩য় ও ৪র্থ কারণ বাদ দিয়া ১ম ও ২য় কারণ গ্রহণ করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? ১ম কারণের অর্থ উপযুক্ত পরিমাণ উৎপাদন হইতেছে না। ২য় কারণও ইহার আনুষঙ্গিক। উৎপাদনই উপযুক্ত ভাবে হইতেছে না, তার উপর আবার রপ্তানি করিলে ফল ত মন্দ হইবেই এবং হইতেছেও। অবশ্য কমিটী এই হাহাকারের নিবারণার্থ যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই উৎপাদন-বৃদ্ধি করার কথা আছে। কমিটি বলিতেছেন—

যে পর্য্যন্ত উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া দেশের অভাব পরিপূরণের পর প্রকৃত প্রস্তাবে শস্য উদ্বৃত্ত না থাকে, সে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে অন্যত্র চাউল রপ্তানি রহিত করা হউক।

কয়েকটি আদর্শ কৃষিকেন্দ্র স্থাপন ও কৃষিশিক্ষার প্রসার করিতে হইবে। ইহার ফলে উৎপন্ন খাদ্য-শস্যের পরিমাণ-বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

অবশ্য এই সকল প্রমাণাদির দ্বারা আমি এ সিদ্ধান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি না যে, রপ্তানি করা অন্যায়। উদ্বৃত্ত কাঁচামালের রপ্তানির দ্বারা যদি আমাদের দেশ অপেক্ষাকৃত ধনী হইয়া উঠে, তাহাতে কাহারো আপত্তি থাকিতে পারে না। আসল কথা রপ্তানি যত বেশী করিতে পারা যায় করা উচিত, কিন্তু ঘরের ব্যবহারের উপযুক্ত অংশ রাখিয়া। অর্থাৎ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে পারিলেই সকল অসুবিধার মীমাংসা হয়। কিন্তু সেদিকে আমরা তেমনভাবে নজর দিয়াছি কি? অবশ্য অন্যান্য কথার সহিত 'আর্থিক উন্নতি'তে সে কথাও বলা হইয়াছে। সে কথাগুলি একটু পরিষ্কার ভাবে জানাইতেছি। আমাদের এত বড় দেশে আমরা যা মাল উৎপাদন করি তাহা এত সামান্য যে, তুলনামূলক আলোচনায় তাহা জগতের যে কোন দেশের উৎপন্ন মালের পরিমাণ অপেক্ষা কম বলিয়া বিবেচিত হইবে। কত কম তাহা একটা সোজা দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝা যাইবে। শর্করার দিক্ দিয়াই ধরা যাউক। সমস্ত পৃথিবীতে ৫৮ লক্ষ একর (১ একর বঙ্গের ৩ বিঘার কিছু বেশী) জমিতে আকের চাষ হয়। ইহার মধ্যে ভারতে চাষ হয় সাড়ে সাতাশ লক্ষ একর জমিতে*। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীতে কাঁচাগুড় জন্মে ৩৩ কোটি মণ, ভারতে জন্মে মাত্র ৮ কোটি মণ। তুলনায় ভারতে উৎপন্ন গুড় চিনির পরিমাণ জগতের যে কোন দেশের অপেক্ষা বেশী হইলেও আমাদের খরচের পঞ্চমাংশ চিনি বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। ১৯২৪-২৫ সনে এক বাংলা দেশেই বিদেশী চিনি আসিয়াছে ৭৸৹ কোটি টাকার। ইহার কারণ উৎপাদনের তুলনায় আমাদের দেশের লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশী। কাজে কাজেই এই প্রকার ঘটনা ঘটে। এখানেও সেই উৎপাদন-শক্তির বৃদ্ধির কথা আসে। পূর্ব্বোক্ত হিসাব অনুসারে আমাদের দেশে প্রতি একরে ৩৬ মণ গুড় চিনি হয়, এখন আমরা যদি আধুনিক উন্নত উপায়ে চাষকার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা

* এটা অবশ্য ১৯০৮—১৯১৩ সন অবধি ৫ বৎসরের গড়ে প্রতি বৎসরের হিসাব। এখন ইহা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

করিতে পারি এবং মোট ২৭৫০০০০ একর জমিতে চাষ না করিয়া ৩৪৩৭৫০০ একর জমিতে চাষ করি তাহা হইলে এজন্য আর বিদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না।

উৎপাদন-শক্তি কেন বাড়ে না ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখিতে পাই যে, আমাদের দেশের চাষীরা সেই মান্ধাতার আমলে যেভাবে চাষকার্য্য করিয়া আসিয়াছে এখনও ঠিক সেই ভাবেই করিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে সকল দিকেই ক্রমাগত উন্নতি হইতেছে এবং কৃষিকার্য্যও সেই ক্রমোন্নতি হইতে বাদ পড়ে নাই। আমাদের দেশের চাষীদের এই সকল উন্নতির কথা কিছুমাত্র জানানো হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যেটুকু চেষ্টা করা হয় তাহা সমুদ্রে বারিবিন্দুবৎ। তদ্ভিন্ন একশ্রেণীর লোকের মত এই যে, ঐ সব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি এদেশে চলিবে না, যা চলিতেছে উহাই চালাও। অবশ্য ইহা হইতে পারে যে, ইয়োরোপ আমেরিকার আবিস্কৃত কৃষিযন্ত্রাদি অনেক স্থলে ভারতের ভূমির উপযুক্ত নয়, কিন্তু তাই বলিয়া হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে চলে না। সেজন্য চেষ্টা করিতে হয়। কোন্ যন্ত্র কিরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হইলে আমাদের দেশের উপযুক্ত হয় সেসকল বিষয় মাথা খেলাইতে হয়। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র লস্কর মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। যাহাহউক এই দিক্‌টায় দেশ-সেবকদের মস্তিষ্কচালনা সুরু হওয়া আবশ্যক। তদ্ভিন্ন চাষোপযোগী প্রায় ১১ কোটি একর জমি অব্যবহৃতরূপে পড়িয়া রহিয়াছে, সেগুলিরও উদ্ধারসাধনে যত্নবান হইতে হইবে। কিন্তু এই প্রকার বৈজ্ঞানিক কৃষিকার্য্য চালাইবার পক্ষে আমাদের দেশে কতকগুলি গুরুতর বাধা বর্ত্তমান আছে। সেই সকল বাধা দূরীভূত করিতে না পারিলে বিশেষ কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই সকল বাধা দুর করিতে হইলে প্রথমতঃ সমবায় প্রথার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে এবং জমিজমা-সংক্রান্ত ও উত্তরাধিকারবিষয়ক আইনসকলের সংস্কার-সাধন করিতে হইবে। এই সকল করিতে হইলে কৃষকদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন করা কর্ত্তব্য।

বিলাতী ও মার্কিণ অর্থশাস্ত্র (১৯২৭)

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম, এ, বি এল

"দি ইকনমিক জার্ণাল" ও "দি আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ" এই উভয়ের ১৯২৭ সনের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে হিসাব লওয়া হইতেছে। এই খতিয়ানটা বৈশাখ মাসে "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত সালতামামির সঙ্গে মিলাইয়া পড়িতে হইবে। তবেই সম্পূর্ণ ছবিটা বুঝা সম্ভব হইবে।

আকার-প্রকারের কথা

পত্রিকাদ্বয় লম্বায় "আর্থিক উন্নতি"র সমান, আর পাশে আধ আঙ্গুল কম হইবে। অর্থাৎ তুলনার পক্ষে এই তিন পত্রিকার আকার তুল্য জ্ঞান করিলে বেশী ভুল হইবে না। কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে আঁটান হইয়াছে বিভিন্ন পরিমাণে লেখা।

গত বৎসর "আর্থিক উন্নতিতে" ছিল ৯৬০ পৃষ্ঠা। ইকঃ জাঃ দিয়াছে ৭০০ পৃষ্ঠা (১৯২৭), ইকঃ রিভিউ দিয়াছে ৭৯২ পৃষ্ঠা। সুতরাং এই দুই পত্রিকায় গড়ে প্রতি সংখ্যায় পাওয়া যায় ১৭৫ ও ১৯৮ পৃষ্ঠা।

মাসিক হিসাব লইলে তিনখানা পত্রিকার আকার গড়ে এইরূপ দাঁড়ায়:—

আর্থিক উন্নতি	...	৮০ পৃষ্ঠা
দি ইকনমিক জার্ণাল	...	৫৮·৩ „
দি আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ		৬৬ „

অর্থাৎ ইংরেজ ও আমেরিকান পত্রিকাদ্বয় গড়ে প্রতি মাসে গ্রাহকদিগকে যথাক্রমে ৫৮·৩ ও ৬৬ পৃষ্ঠার মাল বণ্টন করিয়া দিয়াছে। এই মালের শ্রেষ্ঠতা বা উৎকর্ষের বিষয়ে

কোনরূপ আলোচনা না করিয়া বলা চলে যে, পৃষ্ঠা-হিসাবে "আর্থিক উন্নতি" প্রথম, আমেরিকান্ পত্রিকা দ্বিতীয়, ইংরেজীখানা তৃতীয়।

কিন্তু উৎকর্ষের দিকে না চাহিলেও কেবলমাত্র পৃষ্ঠা ধরিয়াই বিচার করা চলে না। কোন্ পত্রিকা তার শরীরের ভিতর কতখানি লেখা পুরিয়া দিতে পরিতেছে, সেইটাই সকলের আগে দেখা কর্ত্তব্য এবং তদ্দ্বারাই শ্রেণী-নির্দ্দেশ হইবে।

লেখ-তৌল

ইংরেজী পত্রিকায় প্রতি পৃষ্ঠায় ৪৩ লাইন আছে ও প্রতি লাইনে অক্ষর-সংখ্যা ৫০ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আর আমেরিকান্ পত্রিকায় প্রতি পৃষ্ঠায় ৪৬ লাইন ও প্রতি লাইনে ৫২ অক্ষর গণা যাইতে পারে।

"আর্থিক উন্নতি"কে ইহাদের সহিত তুলনা করিতে যাওয়ায় মুস্কিল আছে। কারণ বাঙ্গালায় 'আ'কার 'ই'কার ইত্যাদি ও যুক্তাক্ষর ভিন্ন লেখা হয় না বলিয়া অক্ষরের সংখ্যা টাইপের চেয়ে কম হয়, অথচ ইংরেজীতে সাধারণতঃ যত অক্ষর তত টাইপ্। "আর্থিক উন্নতি" দুই কলমে ছাপা হয়। একটা গোটা পৃষ্ঠার দুই কলমকে এক কলম বিবেচনা করিলে, ৩৩ লাইন ও প্রতি লাইনে ৪৮টী অক্ষর আছে বলা চলে।

এইরূপে ৩টা পত্রিকারই প্রতি পত্রে ধৃত অক্ষরের সংখ্যা পাওয়া যাইতেছে—২১৫০ (ইং); ২৩৯২ (আ); ১৫৮৪ (আঃ উঃ)। অতএব গোটা বছরের ধৃত অক্ষরের তুলনা করিতে গেলে অবস্থাটা এইরূপ দাঁড়াইবে—

প্রথম (আঃ)	১৮,৯৪,৪৬৪ (বছরে),	১,৫৭,৮৭২ (মাসে)
দ্বিতীয় (আঃ উঃ)	১৫,২০,৬৪০ („)	১,২৬,৭২০ („)
তৃতীয় (ইং)	১৫,০৫,০০০ („)	১,২৫,৪১৭ („)

কোন্ পত্রিকা গ্রাহকদের কতখানি মাল যোগান দিতেছে তা মাপা চলে না, উপরের তুলনাটাকেই প্রমাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এই লেখ-তৌলের সবটাই মোটামুটি একটা গড়পড়তা হিসাব মাত্র।

চৌহদ্দি জরীপ

ইংরেজী ও আমেরিকান্ পত্রিকা দুইখানার স্তর-বিন্যাসের কথা অল্প-বিস্তর আলোচনা করা গিয়াছে। ইকনমিক জার্ণালের ৪টা মোটা বিভাগকে (প্রবন্ধ, সমালোচনা, নোটস ও মেমোর‍্যাণ্ডা, পত্রিকা-জগৎ ও নূতন পুস্তক) যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। এইগুলির কোন্‌টার জন্য কোন্ সংখ্যায় কত পৃষ্ঠা দেওয়া হইয়াছে তার হিসাব এইরূপ :—

	১	২	৩	৪	মোট
মার্চ্চ …	৭৫	৫৭	২৭	১৩	১৭২
জুন …	৮২	৫৭	২৭	১৫	১৮১
সেপ্টেম্বর …	৬৩	৪৭	৪৫	১১	১৬৬
ডিসেম্বর …	৭৬	[illegible]৯	২৩	১২	১৮০
	২৯৬	২৩০	১২২	৫১	৬৯৯
গড় (সংখ্যায়)	৭৪	৫৭·৫	৩০·৫	১২·৭৫	১৭৫
গড় (মাসে)	২৫	১৯·১	১০·১	৪·২৫	৫৮·৩

আমেরিকান্ ইকনমিক রিভিউর বিষয়গুলি হইতেছে প্রবন্ধ (১), প্রাপ্ত (২), সমালোচনা ও নূতন পুস্তকের নাম (৩) [অর্থাৎ জার্ণালের ২+৪ এর অংশবিশেষ], পত্রিকা-জগৎ (৪), দলিল, দস্তাবেজ, বিবরণী, আইন (৫), নোটস (৬)। হিসাব নিম্নরূপ :—

	১	২	৩	৪	৫	৬	মোট
মার্চ্চ	৪৯	৫	৯৫	২৭	১৬	৮	২০০
জুন	৭১	২	৮৩	৩৭	৬	৮	২০৮
সেপ্টেম্বর	৭১	০	৭৩	৪৮ *	৬	১০	২০৮
ডিসেম্বর	৫৮	৬	৬৩	২৯	৪	১৬	১৭৬
	২৪৯	১৩	৩১৪	১৪১	৩২	৪২	৭৯২
গড় (সংখ্যায়)	৬২·২৫	৩·২৫	৭৮·৫	৩৫·২৫	৮	১০·৫	১৯৮
গড় (মাসে)	২০·৭৫	১·৮	২৬·০	১১·৭৫	২·৬	৩·৫	৬৬

* ২৭ পৃষ্ঠা ডক্টরেল ডিসার্টেশন ছাপাইতে গিয়াছে।

ইহার সহিত "আর্থিক উন্নতি"র গত ১২ মাসের হিসাবটা জুড়িয়া দিলে তুলনার সুবিধা হইবে। ইহার বিষয়গুলি—বাংলার সম্পদ্ (১), আর্থিক ভারত (২), দুনিয়ার ধনদৌলত (৩), ব্যক্তি ও সঙ্ঘ (৪), মোলাকাৎ (৫), পত্রিকা-জগৎ (৬), সমালোচনা (৭), গ্রন্থপঞ্জী (৮), প্রবন্ধ (৯), তর্কপ্রশ্ন (১০)।

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	মোট
বৈশাখ	৭	৭	৬	৯	৬	১৩	৬	১	২৭	০	৮০
জ্যৈষ্ঠ	১১	৬	৬	২২	৯	৭	২	১	১৬	০	৮০
আষাঢ়	২২	১৩	৫	৯	৬	৮	৪	১	১১	১	৮০
শ্রাবণ	১০	১২	১১	১১	৪	৮	৫	১	১৭	১	৮০
ভাদ্র	৮	৬	৯	১৮	৩	৮	৩	১	২৪	০	৮০
আশ্বিন	৫	৭	৮	৪	৩	৫	২	১	৪৫	০	৮০
কার্ত্তিক	৯	৫	১২	৯	৮	৩	৮	১	২৫	০	৮০
অগ্রহায়ণ	১০	৬	২	৩	৪	১৩	৪	১	৩৭	০	৮০
পৌষ	৯	৯	৪	৪	৪	১১	৩	১	৩৫	০	৮০
মাঘ	৭	৯	৬	১৩	৩	৭	৪	১	৩০	০	৮০
ফাল্গুন	১১	৮	৭	৭	৪	৫	৪	১	৩৩	০	৮০
চৈত্র	৮	৬	৮	৯	৬	১০	৭	১	২৫	০	৮০
	১১৭	৯৪	৮৪	১১৮	৬০	৯৮	৫২	১২	৩২৫	২	৯৬০
গড়	৯'৭৫	৭'৮	৭	৯'৮	৫	৮'১	৪'৩	১	২৭		৮০

প্রবন্ধ-সম্ভার

উপরের আলোচনাটা পৃষ্ঠা ধরিয়া করা গিয়াছে। কিন্তু তাহা হইতে খৃত মালের পরিমাণটা বাহির করা শক্ত নয়। ইয়োরামেরিকায় যে সব বড় বড় আর্থিক পত্রিকা চলিতেছে, সেগুলির সম্পর্কে একটা কথা মনে রাখা দরকার। কোন পত্রিকায়ই গোটা দেহটাকে সাধারণতঃ প্রবন্ধ-সম্ভারে সাজাইয়া দেওয়া দস্তুর নয়। প্রবন্ধের অংশটা নানা আকারের হইয়া থাকে। ইংরেজী পত্রিকায় অর্দ্ধেকের কম আর আমেরিকান্ পত্রিকায় এক-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি।

এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা দরকার। গত বছরে "আর্থিক উন্নতি" প্রতি মাসে গড়ে ২৭ পৃষ্ঠা মাত্র প্রবন্ধের জন্য দিতে পারিয়াছে। সমগ্র অবয়বের ইহা মাত্র ৩৩%। ইহাতে কেহ কেহ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, আর্থিক প্রবন্ধ তথা সাহিত্য গড়া নির্ভর করিতেছে অনেকগুলি মালমসলার উপরে। সেই মালমসলাগুলি দফায় দফায় প্রতি মাসে বাঁটিয়া দেওয়া হইতেছে। এইগুলির উপরই অর্থশাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিদেশী কাগজগুলি সমালোচনা ও পত্রিকা-জগতের খবর ব্যতীত অন্যান্য দফার জন্য মাথা না ঘামাইয়াও পারে। কারণ, প্রথমতঃ তাদের অসংখ্য দৈনিক, সাপ্তাহিক ইত্যাদি ঐ জিনিষ সাজাইয়া সম্মুখে ধরিতেছে। দ্বিতীয়তঃ তারা এবিষয়ে বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, আর আমাদের সবে মাত্র হাতে খড়ি।

ইংরেজী ও আমেরিকান্ পত্র দুইটার প্রবন্ধগুলি লইয়া কিঞ্চিৎ নাড়াচাড়া করা যাক।

প্রথমতঃ প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য। ইংরেজ বা আমেরিকান্ লেখকেরা সাধারণতঃ এই দুই পত্রিকার জন্য কত বড় বড় প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন? প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য হইতেও উহা তৈরী করিবার জন্য কতটা সময় দেওয়া হয় বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। অবশ্য সময়টা প্রবন্ধের ভিতর নিহিত তত্ত্ব ও তথ্যের ইতর-বিশেষের উপরও নির্ভর করে।

১৯২৭ সালে ইকনমিক জার্ণালে ও আমেরিকান্ ইকনমিক রিভিউতে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর ও প্রবন্ধ-লেখকদের নাম বৈশাখ মাসের "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে দুই পত্রিকার মার্চ্চ হইতে ডিসেম্বর অবধি লেখকদের নাম ও প্রত্যেকে কতপৃষ্ঠা করিয়া লিখিয়াছেন তার একটা তালিকা দেওয়া যাইতেছে। প্রথমে ইকনমিক জার্ণ্যাল ধরা যাক্।

মার্চ্চ।	১।	অঃ এইচ, ক্লে, ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়	১৮ পৃষ্ঠা।
	২।	অঃ এল, ডি, বার্ড কোপেনহেগেন "	১৪ "
	৩।	অঃ জি, ডব্লিউ, ড্যানিয়েল্‌স }	১৪ "
	৪।	জে, জিউকেস্ }	
	৫।	এফ্, পি, রাম্‌সে ...	১৫ "
	* ৬।	উইলিয়াম্ হার্ব্বাট ডসন ...	৬ "
	* ৭।	জন, পি, ম্যাক্সটন, কৃষি-সম্বন্ধীয় আর্থিক গবেষণা মন্দির, অক্সফোর্ড	৮ "
			৭৫

জুন।	৮।	জে, ডব্লিউ, এফ্, রো ...	১৫ পৃঃ
	৯।	অঃ এ, সি, পিগু ...	১০ „
	* ১০।	জে, এম্, কেইন্‌স্ ...	১৫ „
	১১।	অঃ জর্জ ওয়ার্ড ষ্টকিং টেক্সাস্ বিশ্ববিঃ	১৩ „
	১২।	এন্, গুরস্কি ...	১১ „
	১৩।	অঃ জি, ফিণ্ডলে সিরাজ্, গুজরাট্ কলেজ, বোম্বে	১০ „
	* ১৪।	অঃ ডি, এইচ, ম্যাক্‌গ্রেগর ...	৮ „
			৮২
সেপ্।		অঃ এ, সি, পিগু ...	১৪ „
	১৫।	আর, এম্, ক্যাম্পবেল, ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ওয়েলিংটন, নিউজিল্যাণ্ড	১৫ „
	১৬।	জে, এ, বাউঈ, কলেজ অব্ টেক্‌নলজি, ম্যানচেষ্টার ...	১১ „
	১৭।	ই, ডব্লিউ, শান্‌হান্ ...	৯ „
	১৮।	জে, এ, হেবন্, স্কুল অব এগ্রিকাল্‌চার, কেম্ব্রিজ ...	৭ „
	* ১৯।	অঃ এইচ, এস্, ফক্স্‌সওয়েল ...	৭ „
			৬৩
ডিসেম্বর।		অঃ ডি, এইচ্, ম্যাক্‌গ্রেগার ...	৩০ „
		জে, এম্, কেইন্‌স ...	১৫ „
	২০।	ডি, এইচ্ রবার্টসন ...	১৬ „
	২১।	লর্ড আর্ণলে ...	৮ „
	২২।	অঃ ডি, বি, কপল্যাণ্ড, মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় ...	৭ „
			৬ „
			২৯৬

দেখা যাইতেছে ২২জন ব্যক্তি মিলিয়া ২৯৬ পৃষ্ঠার রসদ নাড়িয়া পিটিয়া খাড়া করিয়াছেন. অর্থাৎ প্রত্যেকে গড়ে মাত্র ১৩·৫ পৃষ্ঠা করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। এক অধ্যাপক পিগু ও সম্পাদকদ্বয় ব্যতীত প্রত্যেকে ১২ মাসের ভিতর মাত্র ১টি করিয়া প্রবন্ধ যোগাইয়াছেন।

২২ জনের লেখা ২৪টি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, অর্থাৎ প্রতি প্রবন্ধের জন্য গড়ে গিয়াছে প্রায় ১২·৩ পৃষ্ঠা। তন্মধ্যে কিন্তু তারকা-চিহ্নিত প্রবন্ধগুলিকে প্রবন্ধ না বলিয়া সমালোচনা বলিলে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হয়। এগুলিকে বাদ দিলে খাঁটি প্রবন্ধের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ১৭টি। অধিকন্তু ম্যাক্‌গ্রেগরের লিখিত ৩০ পৃষ্ঠার প্রবন্ধটী (ডিসেম্বরে প্রকাশিত) একটা অভিভাষণ। উহাকে জার্ণালের জন্য রচিত বলা চলে না। এই বিবরণ হইতে বিশদরূপে বুঝা যাইবে যে, গোটা বছরে এই ইংরেজী পত্রিকা কয়টা প্রবন্ধ বাহির করে ও তদ্দরুণ কত পৃষ্ঠা দেয়।

অধ্যাপক পিগু ও সম্পাদকদ্বয় প্রত্যেকে ২টী করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। পিগু দান করিয়াছেন ১০+১৪ পৃষ্ঠা (দুইটীই প্রবন্ধ); কেইন্‌স্ ১৫+১৫ পৃষ্ঠা (১টী সমালোচনা ও ১টী প্রবন্ধ; ম্যাক্‌গ্রেগর ৮+৩০ পৃষ্ঠা (১টি সমালোচনা ও ১টি অভিভাষণ)। এই তিনজনে ৯২ পৃষ্ঠার জন্য দায়ী হইয়াছেন। বাকী ২০৪ পৃষ্ঠার হিসাব কিরূপ? রয়াল ইকনমিক সোসাইটি নামক যে প্রতিষ্ঠানটি রহিয়াছে, তার সভ্যরা এই পত্রিকা চালাইতে কে কতখানি সাহায্য করিয়া থাকেন? পিগু ও সম্পাদকদ্বয় সভ্য। তাঁদের হিসাব লইয়াছি। অন্য সভ্যদের মধ্যে ক্লে ১৮ পৃষ্ঠা, ফক্সওয়েল (সমিতির অন্যতম সহঃ সভাপতি) ৭ পৃষ্ঠা (সমালোচনা), ও রবার্টসন ১৬ পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন। সুতরাং সমস্ত জড়াইয়া সমিতির সভ্যদের নিকট হইতে ১৩৩ পৃষ্ঠা। বাকী থাকে ১৬১ পৃষ্ঠা। এগুলি কোথা হইতে আসিল?

কোথায় কোপেনহেগেন আর কোথায় ম্যাঞ্চেষ্টার, কোথায় অক্সফোর্ড আর কোথায় বোম্বাই অথবা টেক্সাস অথবা ভিক্টোরিয়া ও মেলবোর্ণ! দূরদূরান্তর হইতে আমেরিকান্, অষ্ট্রেলিয়ান্, রুশ প্রভৃতি জাতিরা ইংরেজের আর্থিক সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে সহায়তা করিতেছে—শুধু প্রবন্ধের ব্যাপারেই নহে, অন্যান্য দফায়ও।

এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত কয়েকটা কথা প্রণিধানযোগ্য :—

১। ইংরেজের ইকনমিক জার্ণাল এরূপ লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্রিকা যে, ইহাতে প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশ করিবার জন্য বিদেশের সুধী ও বিশেষজ্ঞরাও লালায়িত।

২। ইংরেজের পত্রিকা হইলেও লেখকের দেশ বা জাতি বিচার করা হয় না।

৩। এই আর্থিক পত্রিকার পিছনে এক বড় সহায় রয়্যাল ইকনমিক সোসাইটি রহিয়াছে বটে, কিন্তু ইংরেজ জাতটা অথবা ইংরেজী-ভাষীরা সোসাইটির সাহায্য না

পাইলেও পত্রিকা চালাইবার শক্তি রাখে ; কারণ অধিকাংশ প্রবন্ধ সোসাইটির বাহির হইতে আসিয়াছে।

৪। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে পত্রিকার এতখানি শক্তির মূলে রহিয়াছে ঐ সোসাইটি। বস্তুতঃ, এই সোসাইটির কর্ম্ম-প্রচেষ্টা এক নয়, বহু। তারই একটা এই পত্রিকার আকারে রূপ ধরিয়া উঠিয়াছে।

এইবার আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ ধরা যাক্।

মাঃ।	১।	ই, ডব্লিউ, কেমেরার, প্রিন্সটন বিশ্ববিঃ	১২ পৃঃ
	২।	সি, ডব্লিউ, টাট্‌ল, ওয়েস্‌লিয়ান বিশ্ববিঃ	১৩ ,,
	৩।	এম্‌, সি, ওয়াল্টারস্‌ডর্ফ ওয়াশিংটন ও জেফারসন্‌ কলেজ …	১২ ,,
	৪।	গ্লেন ই, হুভার, গিল্‌স কলেজ	১২ ,,
			৪৯ ,,
জুঃ।	৫।	এইচ্‌, প্রেষ্টন ওয়াশিংটন বিশ্ববিঃ	১৮ ,,
	৬।	এইচ্‌ গর্ডন হেস্‌ ওহিও ষ্টেট্‌ বিশ্ববিঃ	১১ ,,
	৭।	মণ্টোগোমারি ডি, অ্যাণ্ডারসন ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়	৪২ ,,
			৭১ ,,
সেঃ।	৮।	ফ্রেডারিক বার্ণার্ড হলে নিউ ইয়র্ক সহর …	২০ ,,
	৯।	এইচ্‌ ফ্রেইন্‌ পেন্‌সিলভ্বেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় …	১৯ ,,
	১০।	ডব্লিউ, এল, ক্রাম, হার্ভার্ড বিশ্ববিঃ	১০ ,,
	১১।	এ, পি, ভ্বিনষ্টন, টেক্সাস্‌ বিশ্ববিদ্যালয়	২০ ,,
	১২।	এফ্‌ ডব্লিউ ফেটার, কুইটো, ইকোয়াডর …	২ ,,
			৭১ ,,
ডিঃ।	১৩।	উইলিয়াম্‌ ওর্‌টন, স্মিথ কলেজ	১৯ ,,
	১৪।	এইচ্‌, জে, ডাভ্বেন্‌পোর্ট কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় …	২১ ,,
	১৫।	বেন্‌ ডব্লিউ, লিউইস্‌ ওবার্লিন কলেজ	১২ ,,
	১৬।	ওস্‌কার মর্গেনষ্টার্ণ, রকাফেলার মেমোরিয়েল, নিউ ইয়র্ক …	৬ ,,
			৫৮ ,,
			২৪৯ ,,

এই তালিকার দিকে চোখ পড়িবামাত্র ধরা পড়িবে যে, আমেরিকান পত্রিকায় প্রতি ব্যক্তি ১টী মাত্র প্রবন্ধ সারা বছরে যোগাইয়াছেন। সারা বছরে অর্থাৎ ৪ সংখ্যায় মোট প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে ১৬টা। লিখিয়াছেন ১৬ জন ব্যক্তি। অতএব প্রতি প্রবন্ধের অথবা প্রতি ব্যক্তির দানের পরিমাণ গড়ে দাঁড়াইতেছে ১৫·৬ পৃষ্ঠা। এই ষোলটা প্রবন্ধের মধ্যে একটী জীবনচরিত (নং ১৬), আর একটীকে (৮নং) সমালোচনা বলিলেও চলে। বাস্তবিক পক্ষে এটি লেখকের পূর্ব্বলিখিত এক প্রস্তাবের নূতন সংস্করণ। বাকীগুলি খাঁটি প্রবন্ধ।

এই পত্রিকার পিছনে যে আমেরিকান্‌ ইকনমিক এসো-সিয়েশান বলিয়া জবর প্রতিষ্ঠানটি আছে, কাগজ চালাইবার ব্যাপারে প্রবন্ধের দিক্‌ হইতে সে কতখানি সাহায্য করিয়াছে ? বোর্ড অব্‌ এডিটর বা সম্পাদক-সঙ্ঘে ৬ জনের নাম আছে। আর আছে ম্যানেজিং এডিটর। এই ৭ জনের ১ জনও কোন প্রবন্ধ লেখেন নাই। সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যদের নিকট হইতেও কোন লেখা পাওয়া যায় নাই। ১৯২৬ সনে সমিতির সভাপতি ছিলেন কেমেরার। এ বছরের গোড়াতেই তাঁর একটা প্রবন্ধ (১নং) স্থান পাইয়াছে। রিভিউর বাকী প্রবন্ধগুলি তবে কাহারা লিখিল ?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমেরিকানরা সদর্পে বলিতে পারে, বেঁচে থাকুক্‌ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলা। এতগুলি অধ্যাপক-শিক্ষক দেশ জুড়িয়া রহিয়াছে, আমাদের ভাবনা কি ?" বস্তুতঃ এ পত্রিকার প্রবন্ধাংশ মূলতঃ অধ্যাপকদের পরিশ্রমের ফল। ৯টা প্রবন্ধ (১৬৬ পৃষ্ঠা) আসিয়াছে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে। তন্মধ্যে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় ২টাতে (৫ ও ৭ নং) ৬০ পৃষ্ঠা দান করিয়াছে। কলেজগুলি হইতে ৪টা প্রবন্ধের দরুণ ৫৫ পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়াছে। বাকী ৩টা প্রবন্ধ বাবদ ২৭ পৃষ্ঠা মাত্র বাহির হইতে আসিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

"ক্যামের‍্যালিজম"—খাজাঞ্চিখানা-নীতি, ভাণ্ডার-তত্ত্ব বা রাজস্বনিষ্ঠা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্, এ, বি, এল্, হাজারিবাগ

বিলাতী বাণিজ্যবাদের (ম্যার্ক্যান্টিলিজ্‌মের) দুই একটা তরঙ্গ জার্ম্মাণ উপকূলে আসিয়াও আঘাত করিয়াছিল। তাহার ফলে জার্ম্মাণিতে সে সময়ে যে মতবাদ প্রচলিত হইয়াছিল তাহাকে "জার্ম্মাণ মার্ক্যান্টিলিজ্‌ম্" বা "ক্যামের‍্যালিজ্‌ম্" আখ্যা দেওয়া হয়। জার্ম্মাণিতে ও অষ্ট্রীয়ায় প্রায় তিন শত বৎসর ধরিয়া আর্থিক চিন্তা এই মতবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। পঞ্চম চার্লসের রাজত্বকাল হইতে "ত্রিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধ" পর্য্যন্ত জার্ম্মাণির আর্থিক সমস্যা এত ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল যে, দেশে শান্তি ছিল না। জাতীয় শুল্ক-প্রাচীর (১৫২২-১৫২৩) এবং একবিধ সিক্কার প্রচলনদ্বারাও বিশেষ কিছু সুবিধা হইল না।

ওয়েষ্টফ্যালিয়ায় (১৬৪৮) শান্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যুদ্ধে জনবল প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিতেছিল এবং বৃহৎ বৃহৎ ঋণের ভার রাজন্যবর্গের স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়াছিল। দেশে অশান্তি থাকায়, তুরস্ক ও ফরাসীর কাছে অপমানিত হওয়ায় এবং হল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণির সহিত বাণিজ্যে হটিয়া যাওয়ায় সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। যুদ্ধের পর ইহা অধিকতর গভীরভাবে অনুভূত হইল।

এই সকল কারণে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর আর্থিক সমস্যা হইতে নিস্তার পাইবার জন্য জার্ম্মাণির মাতব্বরগণ "ক্যামের‍্যালিজ্‌ম্" সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করিলেন। জার্ম্মাণ মার্কেন্টিলিজ্‌মের উৎপত্তি এইখানেই লক্ষ্য করিতে হইবে।

ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি লুথার ও ওসার (১৫০৬-১৫৫৬) লেখায়ই প্রথম জার্ম্মাণ মার্ক্যান্টিলিজ্‌মের দেখা পাওয়া যায়; কিন্তু প্রথম "ক্যামের‍্যালিষ্ট" হিসাবে ষ্ট্রাসবুর্গের আইন-অধ্যাপক ওবরেখ্‌ট উল্লেখ-যোগ্য। বোর্ণিট্‌স্ এবং ক্লক্ (১৫৮৩-১৬৫৫) তাঁহার পরবর্ত্তী লেখক। এই লেখকেরা টাকাকড়ি এবং ধন-জন-বলের উপর জোর দিয়াছেন। সরকারী অনুশাসনে তাঁহাদের আস্থা যথেষ্ট। কিন্তু "জার্ম্মাণ নৃপতিদের রাজ্য" গ্রন্থের (১৬৫৫) লেখক সেকেন্‌ডোর্ফকে ক্যামের‍্যালিজ্‌মের জনক বলা চলে।

ক্যামের‍্যালিষ্ট লেখক ও গ্রন্থ

(ক) বেখার্স প্রণীত "রাষ্ট্রিক আলোচনা" (১৬৬৭)

এই কেতাবের প্রথমভাগে বেখার্স কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যাহাদ্বারা মেইন্‌স্ জনপদের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক—যেমন, বণিক্, শিল্পী, দরিদ্র, ইহুদি, ভিক্ষুক প্রভৃতি সকলেই—পরিচালিত হইবে। পণ্যের ধরণ ও মূল্য অনুশাসিত হওয়া প্রয়োজনীয়; সঙ্ঘের কর্ত্তামি কমান আবশ্যক; নিপুণ শিল্পীকে সঙ্ঘের নিয়ম লঙ্ঘন করিলেও স্বীয় শিল্পে লিপ্ত থাকিতে দেওয়াই উচিত। বণিক্, শিল্পী ও চাষী এক কর্ত্তার অধীনে থাকিয়া পরস্পরের সহায়তাদ্বারা সমাজের ব্যবসার উন্নতি-বিধান করিবে। পণ্যের উপর শুল্কের হার চড়া হইলে ব্যবসায় মন্দা পড়িবে এবং বণিকেরা মূল্যবৃদ্ধিদ্বারা সেই ক্ষতি পূরণ করিতে যত্নবান হইবে; অতএব এরূপ শুল্ক হানিকর। ফলে, হয় বিদেশী বণিক্ বাজার অধিকার করিবে, নতুবা ভোগের মাত্রা হ্রাস হইয়া ব্যবসার ক্ষতি করিবে। শিল্পক্ষেত্রেও এই কথা খাটে; উচ্চহারের ট্যাক্স শিল্পীকে অধিক মূল্য দাবী করিতে এবং বিদেশ হইতে সস্তার মাল আনিতে বাধ্য করে; ফলে, চাষী বাজার হারায়।

বণিক্, শিল্পী ও চাষী এই তিন শ্রেণীকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ভোগ (বিক্রয়) একান্ত প্রয়োজন। বাজারে মালের কাটতি যখন অধিক, তখন বণিক্ বিক্রয় করে, শিল্পী দিনরাত খাটিয়া বিক্রয়ের জন্য বণিককে মাল যোগায়, এবং চাষী কাঁচামাল উৎপন্ন করিতে রত থাকে। বণিক্‌ই দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ; তাহার বিক্রয়ের উপরই দেশের সমৃদ্ধি ও জনবল নির্ভর করে।

বাজার দুই শ্রেণীর—স্বদেশী ও বিদেশী। স্বদেশী বাজার

স্বদেশী বণিক্‌দের জন্য থাকা উচিত। মাল উৎকৃষ্ট ও সস্তা হইলে তবেই বিদেশী বাজার হইতে টাকাকড়ি স্বদেশে আনয়ন করা সম্ভব। এই জন্যই খাদ্যদ্রব্যের উপর আমদানি-শুল্ক লঘু করিয়া জীবনযাত্রার সুবিধা করিয়া দেওয়া এবং গুণী শিল্পী ও উৎকৃষ্ট মালকে উৎসাহ দেওয়া আবশ্যক।

বেখার্সের মতে রাষ্ট্রের পক্ষে শিল্পের স্থিরতা, নিক্ষর বাজার-গৃহ, জনবহুল কারখানা এবং ধনী ব্যাঙ্ক একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রথম তিনটী টাকাকড়ি যোগানের ও চতুর্থটী বিদেশ হইতে ধন-দৌলত আনয়নের সহায়তা করিবে।

বিদেশী বাণিজ্য সম্বন্ধে বেখার্স অনেক কথা লিখিয়াছেন। তিনি কোম্পানী কায়েম করিয়া বিদেশী বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

(খ) হর্ণিগ প্রণীত "ইচ্ছা করিলেই অষ্ট্রীয়া সকল দেশের সেরা হইতে পারে"

তিনি জাতিকে স্বাবলম্বী করিবার নিয়মাবলী (১৬৮৪) প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে সোণারূপা ও অপরাপর যাহা কিছু বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রয়োজনীয় তাহার বাড়্‌তির উপর দেশের শক্তি ও মাহাত্ম্য নির্ভর করে। অষ্ট্রীয়ার নিক্তি পরীক্ষা করিয়া তিনি একথা বুঝাইয়াছেন। প্রথমে সোণারূপার ত্রুট বা "ডেফিসিট্" কতখানি দেখিয়া পরে তাঁহার বাড়্‌তির প্রতি লক্ষ্য দেন এবং এই মীমাংসায় উপনীত হন যে, লবণ, রুটী, মৎস্য, মদ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাকৃতিক সম্পদ্ থাকার দরুণ অষ্ট্রীয়া উৎপাদনের হার বাড়াইয়া অনুকূল বাণিজ্য-নিক্তি কায়েম করিতে সমর্থ হইয়াছে।

হোর্ণিগের বাণিজ্য-নিক্তি সম্বন্ধে ধারণা সঙ্কীর্ণ নহে। কারণ তিনি বলিতেন যে, যে দেশে প্রচুর সোণারূপাই শুধু আছে সে দেশ ধনী একথা সত্য, কিন্তু আত্মনির্ভর অর্থাৎ আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ নহে, যেহেতু লোকে সোণারূপা খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে যে দেশে সোণারূপা ব্যতীত অপর সকল প্রকার বস্তু আছে, সে দেশ সাহায্য ব্যতিরেকে বহুকাল দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেও, অনেক বিষয়ে তাকে পরাধীন থাকিতে হয়। কারণ একথা আমাদের অবিদিত নাই যে, সোণারূপা অধিকাংশ লোকের পক্ষেই একান্ত আবশ্যক এবং বিদেশীরা যদি দয়া করিয়া এদেশের উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে সোণারূপা চালান দেয়, তবেই উহা পাওয়া যাইবে।

হোর্ণিগ জাতীয় অর্থনীতির জন্য নিম্নোক্ত নয়টী সূত্র প্রণয়ন করেন। এগুলির মধ্যে মার্ক্যান্টিলিজ্‌ম্ ও ক্যামেরালিজ্‌মের মূল সূত্রগুলি সুন্দররূপে মিশিয়াছে।

(১) পৃথিবী এবং পৃথিবীর উপর যাহা কিছু আছে তাহা সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, তাহা কি প্রকারে সমগ্র জাতির পক্ষে কল্যাণকর হয়; এবং যাহা কিছু সোণারূপার সহায়তা করিবে, তাহার জন্য সকল প্রকারের কষ্ট ও ব্যয় স্বীকার করিতে হইবে।

(২) দেশে যে কোন মাল পাওয়া যায় এবং যাহা কাঁচা অবস্থায় ব্যবহৃত হয় না, তাহাকে যতদূর সম্ভব পাকামাল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

(৩) এই নিয়মগুলি কার্য্যকর করিবার জন্য দেশবাসীকে কাঁচামাল উৎপন্ন করিয়া তাকে পাকামালে পরিণত করিবার কাজে লাগিতে হইবে। এইজন্য জন-বলের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য এবং তাহাদিগকে অর্থহীন উপজীবিকা হইতে নিরস্ত করা উচিত। শিল্পী ও কারিগরদিগকে বিদেশীর নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিতে উৎসাহ দেওয়াও আবশ্যক।

(৪) সোণারূপা একবার দেশে প্রবেশ করিলে সেখানেই আটক করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। তবে ভাণ্ডারে স্তূপাকার করিয়া না রাখিয়া যাহাতে তাহাদের গতিবেগ হয় তাহার প্রতি নজর দিতে হইবে। মুনাফাহীন কার্য্যে সেগুলিকে লগ্নী করিয়া রাখাও যুক্তিসঙ্গত নহে।

(৫) রাষ্ট্রের অধিবাসীদের দেশজ মালে সন্তুষ্ট থাকিয়া বিদেশী মাল যতদূর বর্জ্জন করা যায় তাহা করা উচিত।

(৬) যদি বিদেশী মাল আমদানি করা নেহাৎই আবশ্যক হয়, তবে তাহার পরিবর্ত্তে সোণারূপা রপ্তানি না করিয়া বিনিময়যোগ্য দেশজমাল পাঠাইয়া মূল্য শোধ দেওয়াই কর্ত্তব্য।

(৭) এইসকল আমদানি-মালের কাঁচামাল হওয়া আবশ্যক; দেশেই সেগুলিকে পাকামালে পরিণত করা উচিত।

(৮) সকল প্রকার শিল্পে এইটাই দেখা চাই যে, যে

মাল দেশে বাড়্তি হয় তাহাই পাকামালে পরিণত করিয়া রপ্তানি করা হয় এবং এই হেতু পৃথিবীর সীমান্তেও বাণিজ্য করিতে যাইতে দ্বিধা করা উচিত নয়।

(৯) দেশে যে মালের বাড়্তি রহিয়াছে, যদিও বিদেশে সেই মাল সস্তায় পাওয়া যায় তথাপি তাহা আর আমদানি করা উচিত নহে।

হোর্ণিগের বিশ্বাস ছিল যে, আমদানি রদ করা অতি সোজা। এই উপায়ে স্বদেশীয় মালস্রষ্টারা নিশ্চিন্ত-রূপে ঘরোয়া বাজার ভোগ করিতে পারিবে। "যখন টাকাকড়ি আর বিদেশীদের কাছে যাইবে না, তখন, অন্ততঃ এক কোটি টাকা স্বদেশে থাকিয়া বাণিজ্য-পুঁজির আকার ধারণ করিবে; এবং বাজার স্ববশে থাকায় ও মুনাফা অবশ্যম্ভাবী জানিয়া পুঁজিপতিরা টাকাকড়ি খাটাইতে উৎসাহিত হইবে। বিদেশী শিল্পীরা কর্ম্মহীন অবস্থায় থাকার দরুণ এবং খাদ্যাভাবের নিমিত্ত এই দুই সুখ অন্বেষণে এদেশে আসিতে বাধ্য হইবে।"

(গ) ডারিয়েস্ প্রণীত "ক্যামেরাল বিজ্ঞানের মূল সূত্র"

এই কেতাবখানি বেখাসের কেতাবের প্রায় ৯০ বৎসর পরে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে য়েনায় মুদ্রিত হয়। সূচনায় তিনি জানাইয়াছেন যে তিনি শ্রয়তার, সেকেন্‌ডোরফ্ ও ডিট্‌মারের নিকট কেতাবখানি লেখার জন্ম ঋণী।

তিনি বলেন যে, বাৎসরিক আয়কে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) নির্দ্দিষ্ট ও পরিমেয়, (২) দৈব। ইহার মধ্যে প্রথমটারই বৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্ভব।

তিনি পুঁজির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা বেশ সরস ও ইঙ্গিতপূর্ণ। সাধারণভাবে পুঁজি (ফণ্ড) বলিতে বুঝা যায়—উপার্জ্জিত সম্পত্তি যাহা আমাদের ব্যবহারের জন্ম বৎসর বৎসর কার্য্যকর হইবে বলিয়া স্থায়িরূপে ধরিয়া লই।

"রাজার আয়ের পুঁজি বা ভাণ্ডার হইতেছে রাষ্ট্র ও প্রজাবর্গের ধন-দৌলত।" কিন্তু আয়ের জন্ম প্রজার পুঁজিতে হস্তক্ষেপ করা রাজার কর্ত্তব্য নয়। রাজা এবং প্রজার সুখ-সমৃদ্ধি অভিন্ন।

ডারিয়েস নিম্নোক্তরূপে ক্যামেরালিজমের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। প্রথমেই কৃষি বা গ্রাম্য অর্থনীতি। ইহা প্রাকৃতিক শক্তি ও আবেষ্টন লইয়া নাড়াচাড়া করে। কর্ষণ ও পশুপালনই ইহার বিষয়। ইহার পরই সহুরে অর্থনীতির স্থান। কল কি প্রকারে কারখানা-ফ্যাক্টরীতে প্রকৃতিকে সাহায্য করে তাহা শিক্ষা করাই ইহার বিষয়। রাষ্ট্রতন্ত্রের বা শাসননীতির স্থান ইহার পরেই। জন-বল, শিক্ষা, দরিদ্র-সেবা, শিল্পোন্নতি প্রভৃতি অর্থাৎ সংক্ষেপে অধিবাসীদের বাৎসরিক আয়-বৃদ্ধির জন্ম রাষ্ট্রের সকল প্রকার প্রচেষ্টার কথাই ইহাতে আছে। পরিশেষে রাজার আয়ের কথা লইয়া রাজনীতির স্থান। তাহাই হইল আসল ক্যামেরালিজম্ বা ভাণ্ডার-নীতি।

ধর্ম্ম এবং আইন হইতে রাজতন্ত্র পৃথক। ধন-দৌলত সম্বন্ধে কথা ইহাতে থাকে। ন্যায় এবং ধর্ম্মের যত অংশ দারিদ্র্য-নিবারণ ও ধন-বৃদ্ধির সহায়তা করে ততটাই রাষ্ট্রতন্ত্রের অন্তর্গত। তথাপি, রাষ্ট্রতন্ত্রের নিয়ম নীতি-বিরুদ্ধ হওয়া উচিত নহে; নীতি-সঙ্গত উপায়ে কিরূপে ধন-বৃদ্ধি সম্ভব তাহাই দেখা আবশ্যক। প্রকৃতি মানুষকে স্বাধীনভাবে যুক্তি-চালনার উপযুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। রাষ্ট্রতন্ত্র কিন্তু এই স্বাধীন যুক্তিচালনার মধ্যে সীমা টানিয়া উহাকে সংযত করিয়া রাখে।

সহুরে অর্থনীতি অধ্যায়ে খরচার বিশ্লেষণ করিয়া ডারিয়েস দেখাইয়াছেন যে, মালস্রষ্টার পক্ষে (১) কাঁচামাল, (২) যতদিন না পাকামাল বিক্রয় হয় ততদিন পর্য্যন্ত কাঁচামালের সুদ, (৩) যন্ত্রপাতির মূল্য, (৪) তাহার সুদ এবং ব্যবহার-জনিত ক্ষয়-প্রাপ্তি, (৫) মজুরি, (৬) মজুরির উপর সুদ, (৭) গৃহ-আবাসের সুদ, (৮) বাজারে মাল ফেলা, খরচের হিসাব—এই সকল বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলা উচিত। যখন এই দফাগুলি পুঁজিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উৎপন্ন মালের জন্ম যে দর পাওয়া যায় তাহাতে সুদ সুদ্ধ এই পুঁজি উঠিয়া আসে, তখন ব্যবসায় মুনাফা হইতেছে বলিতে হইবে।

সোণারূপা কখনো রপ্তানি করা উচিত নয়, একথা ডারিয়েস্ মানিতেন না। তিনি বলিতেন "সোণারূপা রপ্তানির দ্বারা যখন দেশের মঙ্গল সাধিত না হয়, তখন রপ্তানি বন্ধ করাই আবশ্যক। পক্ষান্তরে সোণারূপা রপ্তানি

করিলে যদি দেশের সুখ-সমৃদ্ধি-বৃদ্ধির সহায়তা হয়, তবে তাহা করাই বিচক্ষণ রাজনীতির পরিচয়।" তিনি ব্যবসা বাণিজ্যকে সীমাবদ্ধ করিবার বিরোধী; বরং দেশের উৎপাদিকা-শক্তিকে লাভজনক শিল্পের দিকে চালানো বিশেষ বাঞ্ছনীয়। মাল রপ্তানি করিয়া সোণারূপা আমদানি করার পরিবর্ত্তে মালের বদলে মাল আমদানিই সময়ে সময়ে বিশেষ লাভজনক। প্রত্যেক দেশেরই একটা বিশেষ শিল্পের জন্য বিশেষ সুবিধা আছে; তাই উভয়ের এই বিশেষ শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ের দ্বারা উভয় দেশই লাভবান হইতে পারে।

"অধিকসংখ্যক জন-বলকে পালন করিবার ক্ষমতা যে সকল শিল্পের আছে তাহাই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর।" ঘন জন-বল দেশের ধনোৎপাদনের মূল। যদি শান্তি বিরাজ করে তবে জনবলের বাহুল্য খাদ্যদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি করে, সুতরাং দেশের বাণিজ্য এবং আয়ও বৃদ্ধি করে। দেশ-রক্ষার জন্যও জন-বল-বৃদ্ধি আবশ্যক।

(ঘ) য়ুষ্টির লেখা "রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি" ১৭৫৫

ক্যামেরালিষ্টদের মূল সূত্রগুলি এই কেতাবখানিতেই বিশেষ সুসঙ্গতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। য়ুষ্টি বলেন যে, ধনবিজ্ঞান জন-সাধারণের বৈভবের বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করে। ক্যামেরাল বিজ্ঞানও এই কথা আলোচনা করে; কিন্তু তাহা সরকার বা গভর্ণমেণ্টের জন্য। রাজাকে রাজনীতি ও অর্থনীতি এই দুইটীর প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হয়। ক্যামেরাল বিজ্ঞান এই দুইটী এমন সুচারু রূপে সম্পন্ন করে যাহাতে সাধারণের সুখ এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে পারে।

উদীয়মান জাতির লক্ষণ তিনটী। স্বাধীনতা, বিষয়-বৈভবের নিরাপদ অবস্থা এবং সমৃদ্ধিশালী শিল্প। রাষ্ট্রের ধনাগমের জন্য জন-বল-প্রাচুর্য্য, বিদেশী বাণিজ্য এবং খনি আবশ্যক। য়ুষ্টি যদ্যপি বাণিজ্যের উপরই জোর দিয়াছেন, তথাপি তিনি কৃষির প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেন নাই।

ধনোৎপাদন সম্বন্ধে য়ুষ্টি অনেক অসঙ্গত কথা বলিয়াছেন। যেমন, তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন যে, সোণারূপা না থাকিলেও একটা দেশ ধনী হইতে পারে। জীবন-ধারণের জন্য যাহা-কিছু প্রয়োজনীয় তাহার যোগানই ধন। কিন্তু আবার অন্যস্থানে বলিয়াছেন যে, সোণারূপা বিনিময়ের জন্য আবশ্যক এবং সেইজন্য উহা ব্যতিরেকে দেশকে ধনী বলা যায় না। একথাও বলিয়াছেন যে, ধন টাকা-কড়ি যোগানের সমান।

য়ুষ্টির কেতাবের বিশেষত্ব হইতেছে কর-নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে নিয়মাবলী। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) এরূপভাবে কর নির্দ্ধারণ করিতে হইবে যে, লোকে স্বেচ্ছায় তাহা দিবে।

(২) এরূপভাবে কর ধার্য্য করিবে না যাহাতে স্বাধীন কর্ম্ম, ক্রেডিট্ প্রভৃতির ক্ষতি হইয়া শিল্প-বাণিজ্য সীমাবদ্ধ হয়।

(৩) আপেক্ষিক সমতা রাখিয়া কর ধার্য্য করিবে।

(৪) কর সত্য এবং নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। অতএব এমন সকল বস্তুর উপর কর ধার্য্য করিবে যাহাতে তাহা আদায় করা সম্ভব হয়।

(৫) এমন বস্তুর উপর কর ধার্য্য করিতে হইবে যে অতিঅল্পসংখ্যক লোক দ্বারা তাহা আদায় হইতে পারে।

(৬) কর-দানের সময় এবং মাত্রা এরূপভাবে নির্দ্দেশ করিতে হইবে যে, তাহা দাতার পক্ষে সুবিধাজনক হয়।

রাজকীয় স্বত্ব

রাজস্বের দিক্ হইতেই ক্যামেরালিষ্টদের রাজকীয় স্বত্বের প্রতি দৃষ্টি ছিল। কর-প্রথা সেকালে বড়ই সঙ্কীর্ণ ছিল। রাজার নিজস্ব জমিজমা হইতে প্রাপ্ত আয় দ্বারা খরচ নির্ব্বাহ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং রাজস্ব-বৃদ্ধির একটা অভিনব পন্থা অবলম্বন আবশ্যক হয়। রাজস্ব-বৃদ্ধির উপায় হিসাবে রাজার বিশেষ অধিকারের সংখ্যা, বাড়াইয়া দেওয়া হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে জার্ম্মাণিতে রাজকীয় স্বত্বসম্বন্ধে ধারণা চরম আকার ধারণ করে।

উনবিংশ শতাব্দীর জার্ম্মাণ পণ্ডিত রোশো ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর রাজকীয় স্বত্বের চারিটী শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন। "ফিউড্যাল্ এড্‌স্ অ্যাণ্ড ডিউটীস্" বা জায়গীরি সাহায্য এবং কার্য্য হইতে যাহা আদায় হইত তাহা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। যেমন, টাকা দিয়া আমীর ওমরাহরা বাদশার

নকরী হইতে অব্যাহতি পাইত ; জমি বিক্রয় করিলে টাকা আদায় করা হইত ; এবং রাজার ভ্রমণকালে সকল প্রকারের খরচ প্রজাবর্গকেই নির্ব্বাহ করিতে হইত। যাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা কতকটা জমিদারী স্বত্বাধিকারের মত। যেমন, যে সকল স্বত্বের মালিক থাকিবে না, তাহা রাজার স্বত্বের অন্তর্গত হইবে। মাটীর নীচে যে সকল ধাতব পদার্থ আছে তাহাও রাজার। রাজার রাজনীতি-সংক্রান্ত যাহা কিছু তাহা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। যুদ্ধের সময় যে সকল বস্তু লুট করিয়া আনা হইত, রাজারও তাহাতে অংশ থাকিত। রাজ-পরিচালিত শিল্প-বাণিজ্য চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত। পোষ্ট আফিস, লটারি, খনি হইতে সোণারূপা উত্তোলন প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

যুষ্টিও চারিটী বিভাগ করিয়াছেন—রাজপথ, জল, বনানি, এবং ভূগর্ভস্থ ধন-দৌলত। সোনেন্‌ফেলস্ খনি, লবণ এবং তামাক করের অন্তর্গত এবং অপর যাহা-কিছু সকলই রাজশক্তির অন্তর্গত করিয়াছেন।

রাজার "প্রেরোগেটিভ্" বা বিশেষ অধিকার যতই সীমাবদ্ধ হইতে লাগিল এবং করও বিশিষ্ট আকার ধারণ করিতে লাগিল, রাজকীয় স্বত্বগুলি ততই অন্তর্হিত হইতে লাগিল। যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল তাহা হয় কর নয় শুল্কের অন্তর্গত হইয়া রহিল।

ক্যামেরাালিজ্‌ম্ ও মার্ক্যান্টিলিজ্‌ম্

ক্যামেরাালিজ্‌ম্‌কে জার্ম্মাণ মার্ক্যান্টিলিজ্‌ম্ আখ্যা দেওয়া যায়। মার্ক্যান্টিলিজ্‌মের মত ইহার একটা সংজ্ঞা দেওয়া দুরূহ নহে। তথাপি ইহা মার্ক্যান্টিলিজম্ হইতে বিশেষ একটু তফাৎ। এই দুই মতবাদই সরকারী অনুশাসনের বিশেষ পক্ষপাতী এবং আইনকানুনের উপর বিশেষ আস্থাবান। উভয়েই কর এবং শুল্কের উপর জোর দিয়াছে; সোণারূপাকে সকল বস্তু হইতে বিশেষ কাম্য বলিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক দ্বন্দ্বের দ্বারা উভয়েই উত্তেজিত হইয়া ঘন জন-বল, মিতাচার ও স্বাবলম্বন প্রচার করিয়াছে।

আবার দুইয়ের মধ্যে তফাৎটাও সমুজ্জ্বল। ইংরেজ বাণিজ্যবাদীরা ছোট ছোট পুস্তিকা লিখিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের লেখা ব্যাপক নহে। জার্ম্মাণ পণ্ডিতরা মোটা মোটা কেতাব লিখিয়াছেন এবং নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া বিশেষ সুচিন্তিত শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন। সমুদ্রকূলবাসী ফরাসী ও ইংরেজদের মত জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণ বিদেশী সম্বন্ধ, বাণিজ্য এবং বাণিজ্য-নিক্তি লইয়া ততটা মাথা ঘামান নাই; তাঁহারা দেশজ শিল্পের কথাই বিশদ-ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাই, কৃষি, গোচারণ, খনি, বন প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশিষ্ট লেখায় তাঁহাদের কেতাব পূর্ণ। ইংরেজ মার্ক্যান্টিলিষ্টগণ এ বিষয়ে কিছুই লেখেন নাই।

ক্যামেরাালিষ্টদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজার আয়ের বৃদ্ধি, রক্ষণ ও তাঁহার খরচ-নির্ব্বাহের প্রতি লক্ষ্য রাখা। সে সময়ে গ্রাম ও সহরের জন-বল কমিয়া যাইতেছিল বলিয়া তাঁহারা জন-বল বৃদ্ধির স্বপক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন। "কামেরাল্-ভিস্‌সেন্‌শাফ্‌ট্" বা খাজাঞ্চিখানা-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে জার্ম্মাণ অর্থনীতি বুঝা কঠিন; সেই জন্য ইহার সহিত জার্ম্মাণ অর্থনীতির সম্বন্ধটা জানিয়া রাখা ভাল। ক্যামেরাালিষ্ট পণ্ডিতরা ধন-বিজ্ঞানের সাধারণ অর্থ-নীতি, বিশেষ অর্থনীতি ও রাজস্বনীতি, এই তিন শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন এবং টেক্‌নিক্যাল ও রাজস্বের দিক্‌টার প্রতিই নজর দিয়াছেন অধিক। সার্ব্বজনিক বা সরকারী এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রভেদ, আইনসঙ্গত সুবিধা, বিশেষ অধিকার প্রভৃতিও এই ক্যামেরাালিজ্‌মের ফল। ক্যামেরাালিষ্ট ডারিয়েস এবং ধনবিজ্ঞানবিদ্ হারমানের পুঁজি সম্বন্ধে ধারণা এক প্রকার এটা লক্ষ্য করিবার বস্তু। এইরূপ নানা প্রকারে আধুনিক জার্ম্মাণ ধন-বিজ্ঞান সেকেলে ক্যামেরাালিজ্‌মের নিকট ঋণী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার ক্রমিক সং কলিকাতা।

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা, ... প্রেসে শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শীল দ্বি-এ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

আর্থিক উন্নতি

আশ্বিন—১৩৩৫ | ৩য় বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

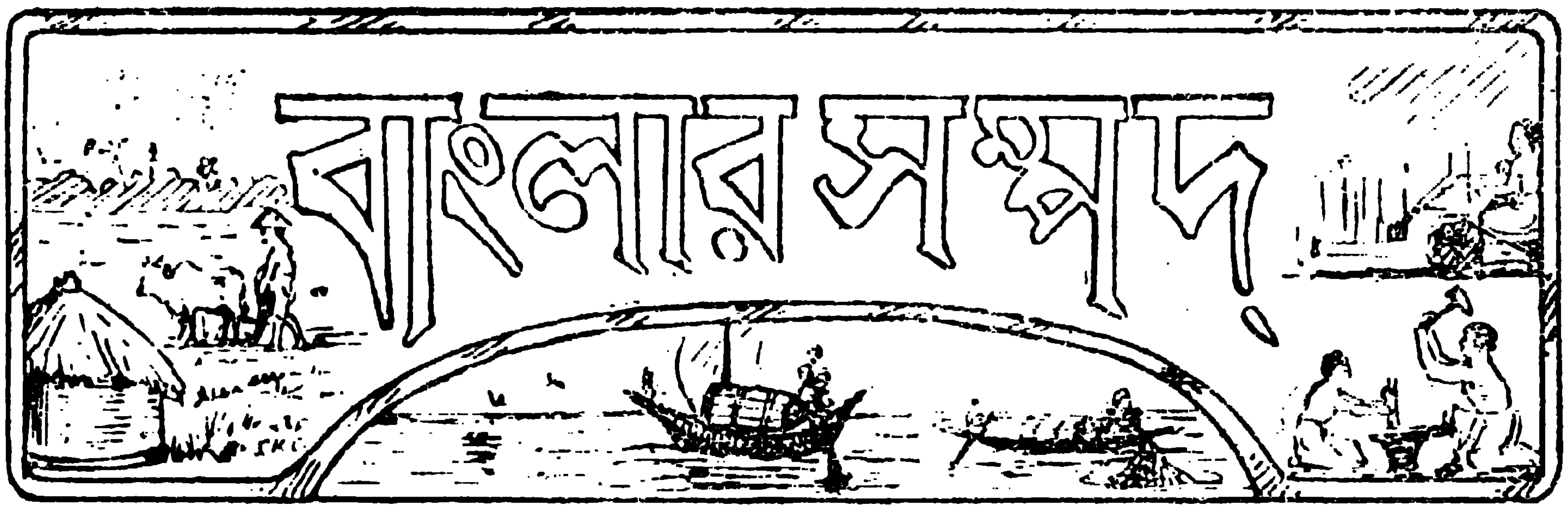

বাঙ্গালীর জাহাজ কোম্পানী

চট্টগ্রামের কতিপয় মুসলমান ব্যবসায়ী কিছুদিন যাবৎ "দি বেঙ্গল-বার্ম্মা-ষ্টীম নেভিগেশান কোম্পানী নাম দিয়া এক জাহাজ কোম্পানী খুলিয়াছেন। সম্প্রতি ইঁহারা দেশবাসীর কাছে আবেদন প্রচার করিয়া বলিয়াছেন যে, সমুদ্র-যাত্রিগণের প্রতি বিদেশী ষ্টীমার কোম্পানীগণের নানাবিধ অত্যাচার নিবারণের জন্যই সর্ব্বসাধারণের অনুরোধে তাঁহারা নিজ হইতে টাকা দিয়া রেঙ্গুন-আকিয়াব ও চট্টগ্রাম লাইনে দুইখানি জাহাজ নিয়মিতভাবে চালাইতেছেন। আরও একখানি খুব বড় ষ্টীমারের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে, উহাতে ২০০০ প্যাসেঞ্জারের লাইসেন্স আছে। ইঁহারা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, এযাবৎ নানা রকম মালে প্রায় ১০,০০০,০০৲ দশ লক্ষ টাকা, প্যাসেঞ্জারের ভাড়া বাবদ প্রায় ৮,০০০,০০৲ আট লক্ষ টাকা এবং চাউলের বন্যায় প্রায় ১৫,০০০,০০৲ পনর লক্ষ টাকা ভাড়া কম লাগিয়াছে। মোটের উপর এই নয় মাসে দেশের প্রায় ৩৩,০০০,০০৲ তেত্রিশ লক্ষ টাকা বাঁচিয়া গিয়াছে। অথচ দুঃখের বিষয় বহুলোক, বিশেষ করিয়া হিন্দুগণ, অন্যান্য ষ্টীমারে যাতায়াত করিতেছেন। দেশের সহানুভূতি না পাইলে ইঁহারা জাহাজ বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইবেন। যাহাতে এই দেশীয় জাহাজ কোম্পানী সহানুভূতির অভাবে ফেল না হয় সেদিকে বিশেষ করিয়া দৃষ্টি দেওয়া প্রত্যেক দেশহিতৈষীর প্রধান কর্ত্তব্য। (খাদেম)

১৯২৫ ও ১৯২৬ সনে চা-কুলী সংগ্রহ

১৯২৬ সনে ৯৪৪৩ জন কুলী বাংলা ও বাংলার বাহির হইতে সংগ্রহ করিয়া গোয়ালন্দে পাঠানো হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ৮ জন পলাইয়া যায়, অক্ষম বলিয়া ৩ জনকে ও যাইতে অনিচ্ছুক বলিয়া ৩ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং গোয়ালন্দে ৩ জন মারা যায়। সুতরাং মোট ৯৪২৬ জনকে চা-বাগানগুলাতে পাঠানো হয়। ইহাদের মধ্যে

৪,৮৩৯ জন আসামে, ১৪৩৩ জন কাছাড়ে ও ৩১৫৪ জন শ্রীহট্টে যায়।

১৯২৫ সনে গোয়ালন্দে পাঠান হয় ১২,৬৩৮ জনকে। মৃত্যু, অযোগ্যতা, পলায়ন ও যাইতে অনিচ্ছা প্রভৃতি কারণে ১৫ জন কমিয়া যায়। মোট ১২,৬২৩ জনকে চা-বাগানে পাঠান হয়। ইহাদের মধ্যে ৬,১৭১ জন আসামে, ১,৮৬৮ জন কাছাড়ে ও ৪,৫৮৫ জন শ্রীহট্টে যায়।

কন্‌ষ্টেব্‌ল্‌ ও সার্জ্জেণ্টদের মাহিয়ানা

বাংলায় এ পর্য্যন্ত কন্‌ষ্টেব্‌ল্‌ ও সার্জ্জেণ্টদের মাহিয়ানার নিম্নলিখিত হার বাহাল ছিল :—

সার্জ্জেণ্ট	(কলিকাতায়)	—১৫০৲—৫৲—২০০৲
কন্‌ষ্টেব্‌ল্‌	(„)	— ১৮৲—১৲— ২২৲
সার্জ্জেণ্ট	(কলিকাতার বাহিরে)	—১৩৫৲—৫৲—১৭৫৲
কন্‌ষ্টেব্‌ল্‌	(„)	— ১৬৲—১৲— ২০৲

বাংলা কাউন্সিলের বর্ত্তমান সেশনে গভর্ণমেণ্ট কন্‌ষ্টেব্‌ল্‌ ও সার্জ্জেণ্টদের মাহিয়ানা বাড়াইবার জন্য ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা চাহিয়াছিলেন। বাংলার নানা স্থানে দুর্ভিক্ষের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব বলিয়া কাউন্সিল এ সময়ে পুলিশের মাহিয়ানা বাড়াইবার জন্য ঐ টাকা দিতে অসম্মত হন। সম্প্রতি বাংলার লাটসাহেব তাঁহার অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োগে গভর্ণমেণ্টকে এই টাকা খরচ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। এই টাকা ব্যয়ে কন্‌ষ্টেব্‌ল্‌ ও সার্জ্জেণ্টদের মাহিয়ানা নিম্নলিখিত হারে বাড়িবে :—

সার্জ্জেণ্ট	(কলিকাতায়)	—২০০৲—৫৲—২৫০৲
কন্‌ষ্টেব্‌ল	(„)	— ২৫৲—১৲— ২৯৲
সার্জ্জেণ্ট	(কলিকাতার বাহিরে)	—১৭৫৲—৫৲—২২৫৲
কন্‌ষ্টেব্‌ল	(„)	— ২০৲—১৲— ২৪৲

কলিকাতার সার্জ্জেণ্টদের মাহিয়ানা বাড়িয়াছে ৫০৲ ও কন্‌ষ্টেব্‌লদের মাহিয়ানা বাড়িয়াছে ৭৲।

কলিকাতার একজন সার্জ্জেণ্টের মাহিয়ানা একজন কন্‌ষ্টেব্‌লের মাহিয়ানার ৮ গুণ; কলিকাতার বাহিরের একজন সার্জ্জেণ্টের মাহিয়ানা একজন কন্‌ষ্টেব্‌লের মাহিয়ানার ৯ গুণ।

প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে কলিকাতা কর্পোরেশান

গত ৩১শে মার্চ্চের অঙ্ক অনুসারে কলিকাতায় এখন মোট ১০০৫টী স্কুল আছে; গত বৎসরের ৩১শে মার্চ্চ ছিল ৯২১টী।

১০০৫টী স্কুলের মধ্যে উচ্চ ইংরেজী স্কুল আছে ৮৩টী, মধ্য ইংরেজী ৩১টী, মধ্য বাংলা ৫টী, বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্য ১৫৭টী, অননুমোদিত ১২৬টী ও প্রাথমিক ৬০৩টী। ৬০৩টী প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে কর্পোরেশান চালাইয়া থাকে ১৮৩টী (অবৈতনিক)।

কলিকাতায় ৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকার সংখ্যা ১,৬১,৫৯৩; ইহাদের মধ্যে ১,০১,২৪৫ জন (শতকরা ৬২·৬ ভাগ, পূর্ব্ব বৎসর ছিল শতকরা ৫৬ ভাগ) স্কুলে শিক্ষা পাইতেছে। কর্পোরেশানের অবৈতনিক স্কুলগুলাতে শিক্ষা পাইতেছে ২৩,০৬৩ জন (১৪,৯৪৬ জন বালক ও ৮,১১৭ বালিকা)।

১৯২৭-২৮ সনে কলিকাতা কর্পোরেশান ৬,২৫,৩৬০ টাকা শিক্ষার জন্য খরচ করিয়াছিল; প্রাথমিক স্কুলগুলা চালাইতে ও দেখাশুনা করিতে খরচ পড়িয়াছিল ৪,২৬, ৮৮৬ টাকা, এবং উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়গুলার প্রাথমিক বিভাগসমূহের জন্য দান করা হইয়াছিল ৫০,০০০ টাকা।

১৯২৮-২৯ সনে শিক্ষার জন্য ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা রাখা হইয়াছে। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রাইমারী বিভাগগুলায় দেওয়া হইবে ২ লক্ষ টাকা। ৫০টী নূতন প্রাথমিক স্কুল খোলা হইবে—ইহাদের ছাত্র হইবে প্রায় ৫ হাজার। এই বৎসরের শেষে কর্পোরেশানের স্কুলের সংখ্যা দাঁড়াইবে ২৩৩টী, এবং ছাত্রের সংখ্যা হইবে প্রায় ২৮ হাজার।

হাওড়া পুলের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী

১৯২৮-২৯ সনে হাওড়া পুলের আয় ৪,১৯,৮৮৮ টাকা হইবে অনুমান করা হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরে ৪,২৯,৩৮৮ টাকা আয় হইবে অনুমান করা হইয়াছিল—পুনঃ পরীক্ষার পর গত বৎসরের অনুমান দাঁড়ায়—৪,২৯,৮৭৩ টাকা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে হইতে বর্ত্তমান বৎসরে ৩,৫০,০০০ টাকা আয় হইবে অনুমান করা হইয়াছে। এই রেলওয়ে হইতে গত বৎসরের আয়ের অনুমান ৩,৩০,০০০ টাকা; পুনঃপরীক্ষিত অনুমান ৩,৫০,০০০ টাকা।

গত বৎসর বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে ২৬,০০০ টাকা দিয়াছিল; এই বৎসরেও তাহাই দিয়াছে।

এই বৎসরে মোট সাধারণ ব্যয় ৪,১০,৩১৯ টাকা দাঁড়াইবে অনুমান করা হইয়াছে; গত বৎসরের অনুমান ৪,১৭,০২৯ টাকা, পুনঃপরীক্ষিত অনুমান ৪,০৫,৯১৯ টাকা।

গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসরে আয় ও ব্যয় দুইই কমিবে অনুমান করা হইয়াছে।

এই বৎসরে আয় অপেক্ষা ব্যয় ৯,৫০৯ টাকা বেশী হইবে; পুনঃপরীক্ষিত অনুমান অনুসারে গত বৎসরে আয় অপেক্ষা ব্যয় ২৩,৮৯৪ টাকা বেশী ছিল।

পল্লীগ্রামের জল-সরবরাহ

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী শীঘ্রই বাঙ্গালার জেলা বোর্ডসমূহের প্রতি একটি ইস্তাহার জারি করিয়া গ্রামসমূহে জল-সরবরাহ সম্পর্কে কতকগুলি নির্দ্দেশ দিবেন; কিন্তু ইত্যবসরে তিনি ঐ বিষয়ে প্রত্যেক জেলা বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে উক্ত সমস্যা-সমাধানের জন্য তদন্ত করিতে ও অবহিত হইতে বলিতেছেন।

বাঙ্গালার জেলা বোর্ডসমূহের কার্য্যাবলীর বিবরণ সমালোচনা করিয়া স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-বিভাগের মন্ত্রী বিবেচনা করিয়াছেন যে, উন্নত ধরণে জল-সরবরাহ একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক গ্রামে যদি জল-সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হয় তাহা হইলে আরও উন্নত ধরণের ব্যবস্থা হওয়া দরকার এবং তজ্জন্য প্রত্যেক গ্রামের স্বাবলম্বী হওয়া আবশ্যক।

বাঙ্গালা দেশে ৪৮০০০ গ্রাম আছে; ৪ কোটিরও উপর লোক এই সকল গ্রামে বাস করে। ৮০ লক্ষ লোক ২৮৮৫টি গ্রামে বাস করে, ঐ সকল গ্রামের প্রত্যেকটিতে দুই হাজার হইতে পাঁচ হাজার পর্য্যন্ত লোক বাস করে।

৯০ লক্ষেরও উপর লোক ৭১৩৭ গ্রামে বাস করে। ঐ সকল গ্রামের প্রত্যেকটীতে এক হাজার হইতে দুই হাজার পর্য্যন্ত লোক বাস করে এবং এক কোটি বিশ লক্ষেরও উপর লোক ২৫০০০ গ্রামে বাস করে, ঐ সকল গ্রামের প্রত্যেকটিতে প্রায় ৫০০ করিয়া লোক বাস করে।

চৌদ্দ হাজারের উপর গ্রামে এক কোটির উপর লোক বাস করে, এই সকল গ্রামের প্রত্যেকটিতে ৫০০ হইতে ১০০০ হাজার পর্য্যন্ত লোকের বাস। সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে, যেখানে দুই হাজার হইতে পাঁচ হাজার পর্য্যন্ত লোকের বাস, সেখানে স্থানীয় জল-সরবরাহের ব্যবস্থার দ্বারাই তথাকার লোকের জলাভাব দূর করা কষ্টকর হইবে না। সাধারণভাবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, ৭০০০ গ্রামে যেখানে এক হাজার হইতে দুই হাজার পর্য্যন্ত লোকের বাস সেখানে স্থানীয় লোকেরাই তথাকার জল-সরবরাহের অধিকাংশ খরচ বহন করিতে সমর্থ।

যে সকল গ্রামে লোক-সংখ্যা কম, বস্তুতঃপক্ষে সেই সকল স্থানেই দারিদ্র্য প্রখর।

জেলাবোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের উচিত, স্থানীয় লোকের নিকট হইতে তাহাদের সামর্থ্য অনুসারে অর্থ-সংগ্রহ করা। ঐশ্বর্য্যশালী গ্রামসমূহ হইতে জল-সরবরাহের জন্য যাহাতে অধিক অর্থ সংগ্রহ করা যায়, তজ্জন্য জেলাবোর্ড-সমূহের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

ঐরূপভাবে সাহায্য পাওয়া গেলে জেলাবোর্ডসমূহ ও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে জল-সরবরাহ করা সহজ হইবে। কোন কোন স্থানে যাঁহাদের জল-সরবরাহের নিজস্ব ব্যবস্থা আছে, তাঁহারা জল সরবরাহ-সমস্যার সমাধান-ব্যাপারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন।

জল-সরবরাহ-ব্যাপারে জেলাবোর্ডসমূহ যদি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-বিভাগের মন্ত্রীকে আবশ্যক পরামর্শ দান করেন, তাহা হইলে তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন। মন্ত্রী চেষ্টা করিবেন যাহাদের নিজস্ব স্বাস্থ্যকর জল-সরবরাহের ব্যবস্থা আছে তাঁহারা যাহাতে এই ব্যাপারে সাহায্য করেন এবং এজন্য তিনি আইন করিতেও প্রস্তুত আছেন। তবে কাহারও ব্যক্তিগত অধিকারের উপর হাত দেওয়া হইবে না।

বাংলার পল্লীগ্রামসমূহের লোকসংখ্যা

বাংলার ৮৪,০০০ পল্লীগ্রামে ৪ কোটি ৩০ লক্ষ লোক বাস করে।

২৮৮৫টী গ্রামের	প্রত্যেকটীর	২০০০ হইতে	৫০০০	জন বাসিন্দা ;	ইহাদের মোট লোকসংখ্যা	৮০ লক্ষ ;
৭,১৩৭টী	„ „	১০০০ „	২০০০০	„ „ ;	„ „	„ ৯০ লক্ষের উপর ;
১৪,০০০এর উপর	„ „	৫০০ „	১০০০	„ „ ;	„ „	„ ১ কোটির উপর ;
৫৯,০০০টী	„ „	৫ শতের কম		„ „ ;	„ „	„ ১ কোটি ২০ লক্ষের উপর।

বাংলায় মোট যত গ্রাম আছে তাহার প্রায় ৫/৭ ভাগের প্রত্যেকের লোকসংখ্যা ৫ শতের কম।

বাংলায় ১৭,৯৬০ মাইল রাস্তা

১৯২৬-২৭ সনে বাংলায় ১৭,৯৬০ মাইল রাস্তা ছিল। ইহার মধ্যে ২৫১৩ মাইল কাঁচা ও ১৫৪৪৭ মাইল পাকা রাস্তা। ১৯২৫-২৬ সনে ২,৪৯৫ মাইল কাঁচা ও ১৫,৩০৫ মাইল পাকা রাস্তা ছিল। এক বৎসরে ১৮ মাইল কাঁচা ও ১৪২ মাইল পাকা রাস্তা বাড়িয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্টের আয়=ব্যয়ের ৩।৪ গুণ

১৯২৪, ১৯২৫ ও ১৯২৬ সনে কলিকাতা হাইকোর্টের আয়-ব্যয়ের হিসাব :—

	১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬
মোট আয়	২২,২৭,২৪৬৲	৩১,৯৫,৫১৯৲	২০,০১,৮০১৲
জজদের মাহিয়ানা লইয়া মোট ব্যয়	৭,৬০,৮৯২৲	৭,৬৬,৯০৬৲	৭,৪৪,৫৭৩৲

আলোচ্য ৩ বৎসরেই ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় সমানই আছে ; কিন্তু আয় ১৯২৫ সনে খুব বাড়ে ; ১৯২৬ সনে ১৯২৪ সন অপেক্ষা কমিয়া যায়।

১৯২৪ সনে আয়ের পরিমাণ—ব্যয়ের প্রায় ৩ গুণ
১৯২৫ „ „ „ = „ ৪ গুণের উপর
১৯২৬ „ „ „ = „ ৩ গুণের কিছু কম

জাহাজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে আন্দোলন

বঙ্গদেশের নদীসমূহে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশী ষ্টীমার কোম্পানী না থাকায় এবং গভর্ণমেণ্টও আইনের কড়াকড়ি না করায় ও নিরীহ যাত্রীরা তাহাদের অত্যাচার নীরবে সহ্য করায় আর, এস্, এন ও আই, জি, এস্, এন ষ্টীমার কোম্পানীদ্বয় বেপরোয়াভাবে আপন আপন ব্যবসা চালাইতেছেন। যে স্থানে আইনের বন্ধন নাই, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, যেখানে অব্যাহতভাবে আপন ইচ্ছামত কার্য্য করা যায়, সেখানে লুঠ করিবার প্রবৃত্তি হওয়াই স্বাভাবিক। গত বৎসর ষ্টীমারে অত্যাচার ও অসুবিধা সম্বন্ধে কয়েকটা প্রবন্ধ সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। দেশবাসী আপনাদের অভাব ও অভিযোগ লইয়া আন্দোলন করেন নাই। ঢাকা, নোয়াখালি, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহে ইহা লইয়া তীব্র প্রতিবাদ হয় নাই। দেশবাসী যখন শিশু-বুদ্ধি লইয়া আপন হিত যাহাতে হয় তাহা করিতে অনিচ্ছুক তখন তাহাদিগকে অত্যাচার অবিচার সহ্য করিতেই হইবে এবং যতদিন না তাহাদের নিজের সুবিধা ও দাবী আদায় করিবার শক্তিলাভ করিবে, ততদিন এই বিষয় লইয়া সংবাদ-পত্রে আন্দোলন করা আবশ্যক।

বরিশালের লাইনে আজকাল নূতন ও দ্রুতগামী ষ্টীমার দেওয়া হইয়াছে কেবলমাত্র বরিশালবাসীর আন্দোলনের ফলে। বরিশালবাসী তাহাদের স্বার্থ বজায় রাখিতে পারে, আপন দাবী আদায় করিতে জানে। সেই জন্য তাহাদের সুবিধা হইয়াছে, তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময়ে যাতায়ত করিতে পারিতেছে। অন্যান্য স্থানের ষ্টীমার-যাত্রিগণ কোনও প্রকার আন্দোলন করে নাই। তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় কষ্ট পাইতেছে। অন্যান্য স্থানের অধিবাসী ও যাত্রিগণকে আন্দোলন করিতে ও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে আমরা পুনরায় বলিতেছি।

অন্যান্য স্থানে ষ্টীমারের উন্নতি না হইয়া বরং অবনতি ঘটিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ কলিকাতা হইতে ময়মনসিংহ যাওয়ার কথা বলা যাইতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে রাত্রি ৯টায় ছাড়িয়া পরদিন বেলা ১১টার সময়ে ময়মনসিংহে পৌছান যাইত। ষ্টীমার কোম্পানী সিরাজগঞ্জ হইতে জগন্নাথগঞ্জ যাইবার জন্য একটা মন্থর-গতি ষ্টীমার রাখায় ও রেল কোম্পানীর ক্রটীতে রাত্রি ৮টার সময় কলিকাতা হইতে ছাড়িয়া পরদিন ৩টার সময় যদিও পৌছিবার কথা, কদাচিৎ ঐ সময়ে পৌছে; প্রায় প্রত্যহই এক বা দুই ঘণ্টা দেরীতে পৌছে। অন্যত্র উন্নতি হইতেছে, গতি দ্রুত হইতেছে, আর ময়মনসিংহের অধিবাসীদিগের অবসাদে তথাকার যাত্রীদিগকে কষ্ট পাইতে হয়। ইহাতে ষ্টীমারের লাভ, কারণ গতি যত কম হয় ব্যয় তত অল্প লাগে।

কেবল যাত্রিগণের নিকট হইতে অধিক ভাড়া আদায় করিয়া ষ্টীমার কোম্পানী লাভের মাত্রা বাড়াইয়াছে তাহা নহে; কিন্তু মালের ভাড়াও তেমনি অধিক। কলিকাতার জগন্নাথঘাট হইতে পোড়াবাড়ী পর্য্যন্ত মালের ভাড়া প্রতি মণ সাত আনা এক পয়সা। কিন্তু তাহা হইতে আর ১৬ মাইল দূরস্থিত সিরাজগঞ্জ পর্য্যন্ত ভাড়া চারি আনা। ইহার কারণ এই যে, কলিকাতা হইতে সিরাজগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলের ভাড়া চারি আনা তাহার সহিত ষ্টীমার কোম্পানী সমান ভাড়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যেহেতু পোড়াবাড়ীতে রেল নাই সেজন্য রেলে করিয়া মাল আনা সম্ভব নহে, তাহার জন্য ষ্টীমার কোম্পানী দূরত্ব ১৬ মাইল কম হইলেও প্রায় দ্বিগুণ ভাড়া আদায় করে। ইহার জন্য কলিকাতা হইতে সিরাজগঞ্জে অধিক মাল যায় এবং ব্যবসায়িগণ তথা হইতে নৌকায় পোড়াবাড়ীতে মাল লইয়া যান। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সুবিধা পাইয়া ষ্টীমার কোম্পানী যাহা ইচ্ছা ভাড়া আদায় করে এবং দেখা যাইতেছে যে, অধিক দূরে প্রায় অর্দ্ধেক দরে ষ্টীমার কোম্পানী মাল বহন করিলেও পারেন। এই জন্য মাল বহনের দর কমান উচিত। ব্যবসায়িগণ ষ্টীমার কোম্পানীর মালের দর কমাইবার জন্য আন্দোলন করিলে তাহা কমিয়া যাইবে। আমরা তাঁহাদিগকে তজ্জন্য ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদিগকে অনুরোধ করিতে বলিতেছি।

(সঞ্জীবনী)

জলপাইগুড়ি পোষ্টাল্ ডিভিশান কো-অপারেটিভ্ ক্রেডিট্ সোসাইটী লিমিটেড্

জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার অধিকাংশ এবং দার্জ্জিলিং, সিকিম ও তিব্বতের কোনো কোনো ডাককর্ম্মী এই সোসাইটীর মেম্বার। পরস্পরের দায়িত্বে ডাকঘরের কর্ম্মচারীদিগকে টাকা ধার দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে এই সোসাইটীর দশ বৎসর পূর্ণ হইল। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ, এই ২১ মাসের হিসাব-নিকাশ হইতে দেখিতে পাই ঐ সময় মধ্যে মেম্বার-সংখ্যা ছিল ২২৬ জন। তন্মধ্যে ১৫৭ জনকে ২০২৮০৲ টাকা ঋণ দেওয়া হয়? অর্থাৎ গড়ে প্রতিজনের ঋণের পরিমাণ ১২৯৷৵৯ পাই। শেয়ার বাবদ মেম্বারদিগের নিকট হইতে যে টাকাটা আদায় হইয়াছে, এবং তাঁহাদের আমানতি টাকা এই দুইই তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। মোট ঋণের পরিমাণ হইতে এই সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বাদ দিলে মেম্বারদিগের খাঁটি ঋণের পরিমাণ বুঝিতে পারা যাইতে পারে। কিন্তু মাসকাবারি নিকাশপত্রে বাহিরের লোকের ও মেম্বারদিগের আমানতি টাকার পরিমাণ একসঙ্গে দেখান হইয়াছে বলিয়া কর্ম্মচারী-দিগের খাঁটি ঋণটা বুঝিতে পারা গেল না। শেয়ারবাবদ আদায় হইয়াছে ৮৪৮৮৲, এবং আমানতি টাকার মোট পরিমাণ ৩৬২৩৷৴০ আনা।

কতজন মেম্বার কি বাবদ টাকা ধার নিয়াছেন তাহা নীচে দেখান হইল—

১।	পুরাণো ঋণ শোধের জন্য	...	৪৫ জন
২।	চিকিৎসা	...	৩৭ „
৩।	বাড়ী তৈয়ারী	...	৩৩ „
৪।	মেয়ের বিবাহ	...	২৩ „
৫।	শ্রাদ্ধ	...	৬ „
৬।	অন্যান্য পূজাপার্ব্বণ নির্ব্বাহের জন্য		৩ „

৭। ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য ৪ ,,

৮। যাতায়াত খরচ মিটাইবার জন্য ৩ ,,

এই হিসাব হইতে ঐ জিলাগুলির ডাককর্ম্মচারীদিগের আর্থিক অবস্থার একটা আঁচ পাওয়া যাইতেছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মাহিয়ানা বাড়িবার ৭ বৎসর পরেও কর্ম্মচারীদিগের আর্থিক অবস্থা এইরূপ।

দিনাজপুরে শফর

১৯২৬ খৃষ্টাব্দ। দিনাজপুর জিলার সীমান্তে—জলপাইগুড়ি ও পূর্ণিয়া জেলা একেবারে ঘেঁসিয়া চলিয়াছি। দিনাজপুর সহর হইতে ৫০।৬০ মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। পথ চলিতে হইতেছে হয় গরুর গাড়ীতে নয়তো পায়ে হাঁটিয়া। গরুর গাড়ী ছাড়া অপর কোন যানের চলন নাই। সড়ক ত নামেই সড়ক, কার্য্যতঃ মাঠেরই সহোদর ভাই! দেখিয়া শুনিয়া যাহা বুঝিতেছি তাহাতে বর্ষাকালে এই সকল পথ ঘাট জল-কাদায় বোঝাই থাকে। দেশটা জঙ্গলা—যেদিকে তাকাই কেবল ঝোপ ও জঙ্গল দেখিতেছি।

(২)

দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর এষ্টেটের জমিদারীর ভিতর দিয়া যাইতেছি। রাণীগঞ্জে এই এষ্টেটের কাছারী। টাঙ্গাই নদীর তীরেই কাছারী। তীর না বলিয়া চর বলিলেই ঠিক হয়। কারণ টাঙ্গাই নদী দুই ভাগ হইয়া দুই দিক্ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, রাণীগঞ্জ গ্রামটি মাঝে। গ্রামের নামের শেষে 'গঞ্জ' শব্দটী হইতে মনে হয় যে, এক কালে এই নদীতে নৌকা চলিতে পারিত, এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের এই গ্রামে একটা আড্ডা ছিল। আর বর্ত্তমানের জঙ্গলা চেহারা দেখিয়া মনে হয় যেন সবে মাত্র লোকের বসতি হইতেছে। নদীতে জল নাই; গ্রামের জঙ্গল বন্য-বরাহ ও বাঘে ভরপুর।

(৩)

এক কৃষক বন্ধু বলিতেছেন, "নদীতে জল না আসিলে আবাদ হয় না। তাই এত জমি অনাবাদী পড়িয়া আছে দেখিতেছেন। ১৩২৩ সনের পরে আর বান হয় নাই, তাই আমাদের আর্থিক দুর্দ্দশা। যদি একবার টাঙ্গাইএর বান ভাল হয় তাহলে আমাদের অবস্থা এক মাসেই ভাল হইবে। চাই তো খোদার মর্জ্জি হইলে টাকায় ১৫।১৬ সের (৬০ তোলার ওজন) চাউল ও খাইতে পারি।

অনাবাদী জমিগুলি সবই 'টান' জমি। জল-সেচনের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে আবাদের আশা বৃথা।

ঝোপ ও জঙ্গলে বেড়াইয়া দেখিলাম ছোট ছোট কুল গাছই বেশী। ইহাতে লাক্ষার চাষ সম্ভবপর হইলে বড় একটা ব্যবসার পত্তন এখানে হইতে পারে।

এদিকে সাঁওতালের বসতি নাই বলিলেই চলে। সাঁওতাল থাকিলে এই সব অনাবাদী জমিগুলিকে তাহারা যেন তেন প্রকারেণ আবাদ করিত। স্থানীয় চাষীরা আরামপ্রিয়। পশ্চিমা মজুর না আসিলে তাহাদের ক্ষেতের ধান কাটা হয় না। চাষীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কষ্ট করিয়া হাল দেওয়া, বর্ষায় ধান রোপণ করা প্রভৃতি কাজ নিজ হাতে করিয়া শুকনার দিনে ধান কাটিবার জন্য মাইনা দিয়া লোক নিযুক্ত কর কেন? যাহার অনেক জমি লোক কম, তাহার না হয় লোক নিযুক্ত করার প্রয়োজন আছে বুঝি। কিন্তু এক বিঘা, আধ বিঘার জন্যও পয়সা দিয়া ধান কাটাইতে হয় কেন?"

চাষী বলিল, "আমাদের দেশের লোক কাঠ বেচার টাকা হাতে পাইলেই আরামী হইয়া যায়, আর কাজ করিতে চায় না। তাই জন খাটাইয়া ধান কাটান।"

এই অঞ্চলের প্রায় প্রতি গ্রামেই দেখিতেছি সাধারণতঃ টাকায় ৩ 'জন' মজুর পাওয়া যায়, খোরাক অবশ্য তিন বার দিতে হয়; আপ-খোরাকী মজুরীর হার দৈনিক ॥০ আনা হইতে ৸০ আনা পর্য্যন্ত। পাট ও ধান কাটার সময় মজুরীর হার বাড়ে।

ধান ও পাটই এই অঞ্চলের প্রধান ফসল। পথ চলিতে চলিতে স্থানে স্থানে কিছু কিছু আলু, পিঁয়াজ, তামাক এবং আকের চাষও দেখিতেছি।

(৪)

ঘরের চাল খড়ের। পয়সা যার আছে সে বাঁশ দিয়া ছাওয়ায়। টিনের ঘরের চলন কম। ঘরগুলি প্রায়ই চৌচালা। চাল ছাইবার সুকৌশল এখনো আয়ত্ত হয় নাই দেখিতেছি। বাস্তু-সৌন্দর্য্যের জন্যও কোনো মাথা-ব্যথা

নাই। একটা বড় গ্রাম নজরে পড়িল। তথায় প্রত্যেকটী বাড়ীর সম্মুখে একটি করিয়া ডোবা আছে—পাট পচাইবার জন্য।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এদিক্‌টা ম্যালেরিয়ার ডিপো। এদিক্‌টা তরাইএর সামিল বলিলেও চলে। সোজাসুজিভাবে হিমালয়ের পাদমূল ৪০ মাইল দূরে। কাঞ্চনজঙ্ঘা পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি। শীতের পরিমাণও বেশী।

(৫)

গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান বলিতেছে টাঙ্গাই নদীর বানের অভাবে আজ আমাকে হাল ছাড়িয়া গাড়ী চালানো ধরিতে হইয়াছে। তাহা না হইলে আমার ছোট বেলাতেও টাকায় ২০।২২ সের চাল বিকাইয়াছে। আমার 'বুড়ার' (পিতা) নিকট শুনি এদেশে সের হিসাবে জিনিষ বিক্রয় হইত না। হাটে ধান বিক্রয় না হইলে হাটেই ফেলিয়া আসিত। আবার বাড়ী বহিয়া আনা লোকসান মনে করিত। সব জিনিষই ভাগা হিসাবে বিক্রয় হইত। ধান চাউল স্তূপ অথবা "ঘুচি" হিসাবে বিক্রয় হইত। তখনকার দিনটা ছিল সুখের। "তখন কড়ির চলন। আমার ছোট বেলায়ও কড়ির চলন দেখিয়াছি। আমার যতদূর মনে পড়ে তখন পয়সায় ৬গণ্ডা কড়ি ছিল। এখনো প্রায় সাত ক্রোশ দক্ষিণে গেলে একটা গ্রামে দেখিবেন কড়ির চলন আছে। তবে ক্রমেই উঠিয়া যাইতেছে। আজকাল পয়সা না হইলে কেহই কেনা বেচা করিতে চায় না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম "এখানকার ধান চাউল এখন চালান হয় কোথায়?"

কৃষক বলিল "প্রায়ই ডোমার প্রভৃতি স্থানের বেপারীরা কেনে। কিছু কিছু মাটিগারা হাটেও যায়। মাটিগারা হাট এখান হইতে ১৮ ক্রোশ দূরে, শিলিগুড়ির কাছে। গত বৎসর আমার গ্রামের একজন মাটিগারা হাটে চাউল বিক্রয় করিয়া ১৫০০৲ টাকা লাভ করিয়াছে। এবারও সে ঐ মতলবে ধানের 'রাখি' করিতেছে।

ধানের দর এখন (মাঘ মাসে) দেখিতেছি ২৲—৩৲ পর্য্যন্ত। ওজন ৬০ তোলার।

এ অঞ্চলের শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় কৃষক বলিল "এই অঞ্চলে ভাল চট তৈয়ারী হয়। এখান হইতে ৭।৮ ক্রোশ দূরে লাহিড়ীর হাটে খুব বেশী চট বিক্রয় হয়। এই সব চট সতরঞ্চির মতও পাইবেন।

"কোনও কোনও গ্রামে তাঁতী আছে; কিন্তু তাঁতের ব্যবসায়ে তাহাদের দিন চলে না। কম লোকেই তাঁতের কাপড় পরে। মুসলমান মেয়েদের শাড়ী ও লুঙ্গি প্রভৃতি তাহারা আজকাল তৈয়ার করে, কারণ তাহাই বেশী বিক্রয় হয়। আমরা বেটাছেলেরা মার্কিণ কাপড়ই পরি বেশী।"

দেখিতেছি এদেশে তাঁতীর বন্ধু মেয়েরা এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের সস্তা মার্কিণের পৃষ্ঠপোষক পুরুষেরা।

কৃষক, গাড়োয়ান, মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মেলামেশা ও আলাপ করিয়া যাহা বুঝিলাম তাহাতে দেখিতেছি দুনিয়ার আবহাওয়ার খবর এ অঞ্চলের লোক রাখে কম।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

১৯২৭-২৮ সনে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে ঐ বৎসরে ভারতের আমদানি, রপ্তানি ও পুনঃ রপ্তানির হিসাব :—

আমদানির ...	মোট মূল্য	২৫০ কোটি টাকা ;	পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধির পরিমাণ	শতকরা ৮ ভাগ
রপ্তানির (পুনঃ রপ্তানি লইয়া)	„ „	৩২৯ „ „ ;	„ „ „ „ „ „	৬ „
				[শুদ্ধ রপ্তানি-বৃদ্ধি শতকরা ৬ ভাগ "পুনঃ রপ্তানি" বৃদ্ধি শতকরা ১৯ ভাগ]
আমদানি রপ্তানি ও পুনঃ রপ্তানি	„ „	৫৭৯ „ „ ;	„ „ „ „ „	শতকরা ৭ ভাগ
				[পূর্ব্ব বৎসরে রপ্তানির মোট মূল্য ৫৪১ কোটি টাকা]

ভারতের আমদানি-বাণিজ্যে বিলাতের স্থান

১৯২৬-২৭ সনে বিলাত ভারতে মোট ১১০ কোটি টাকার মাল পাঠাইয়াছিল ; ইহা ১৯২৬-২৭ সনের ভারতীয় মোট আমদানির শতকরা ৪৭·৭ ভাগ।

১৯২৭-২৮ সনে বিলাত ভারতে মোট ১১৯ কোটি টাকার মাল পাঠাইয়াছিল ; ইহা ১৯২৭-২৮ সনের ভারতীয় মোট আমদানির শতকরা ৪৭·৭ ভাগ। ১৯১৭-২৮ সনে ভারতে বিলাতী জিনিষের আমদানি বাড়িলেও, অন্যান্য দেশ হইতে আমদানিও বাড়িয়াছিল ; সেইজন্য ১৯২৬-২৭ সনে ভারতের আমদানির শতকরা যত ভাগ বিলাত যোগাইয়াছিল, ১৯২৭-২৮ সনেও ঠিক তত ভাগই যোগাইয়াছিল।

মাদ্রাজ বন্দরে বাণিজ্যের প্রসার

১৯২৭-২৮ সনে মাদ্রাজ বন্দরে ব্যবসা কতদূর প্রসারতা লাভ করিয়াছে তাহা নীচের বিবরণী হইতে জানা যায়।

মাদ্রাজ পোর্টট্রাষ্ট্ এড্মিনিষ্ট্রেশন রিপোর্টে প্রকাশ যে, এ বৎসরে এবন্দরে অথবা এ বন্দর হইতে যত মাল আসা যাওয়া করিয়াছে, তাহাতে বন্দরের আয় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এ বন্দরে এবার যত জাহাজ আসিয়াছে এবং সে-গুলিতে যে পরিমাণ মাল আসিয়াছে, তাহাতে গত বৎসর নানান আপদ-বিপদ এবং কয়লার খনিতে ধর্ম্মঘটের দরুণ ব্যবসায় যে টুকু মন্দা পড়িয়া গিয়াছিল, এবার হইতে তাহা বেশ উন্নতির দিকে যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়। ভবিষ্যতেও ব্যবসা বেশ বাড়িয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। সময় মত জল হওয়ার দরুণ ভাল শস্য হওয়ায় পূর্ব্বের মন্দা কাটাইয়া ব্যবসা ভালর দিকে গিয়াছে। এ ব্যয়ের জন্য বন্দর অভিনন্দনের যোগ্য।

বাণিজ্যের বহর

এবৎসরে মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ৪,৭৭২৭ লক্ষ টাকা, অথবা গোটা প্রেসিডেন্সির সমস্ত বাণিজ্যের শতকরা ৪৬.১৮ ভাগ বাণিজ্য এবং গত বৎসর শতকরা ৪৬.৪১ ভাগ

ব্যবসা এ বন্দরে হয়। ইহার মধ্যে আমদানি ২,৫২৭.৪৩ লক্ষ টাকার এবং রপ্তানি ২,২৪৫.২৭ লক্ষ টাকার। গবর্ণমেন্টের সমস্ত কাজকর্ম্ম বাদ দিয়া এই সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে।

আদায়ের পরিমাণ

মাদ্রাজ পোর্ট ফণ্ড হইতে ৪০,০০০ টাকা চাঁদা ধরিয়া এবৎসর মোট ৪৫,০৪,৭১২ টাকা আদায় হয়। পূর্ব্বে কখনও এ বন্দরে এত টাকা আদায় হয় নাই। বন্দরের পূর্ব্বের ইতিহাসে ১৯২৬-২৭ সনে সব চেয়ে বেশী আদায় হইয়াছিল। এবৎসর তাহার চেয়েও ৭,৬৫,৩৪৯ টাকা অথবা শতকরা ২০'৫ ভাগ বেশী আদায় হইয়াছে। এবার এত বেশী টাকা ঘরে আসার কারণ এই যে, এবৎসর বন্দরে আমদানি রপ্তানি দুইই খুব বেশী পরিমাণে হইয়াছে।

বন্দরে জাহাজ এবং মালের টনেজ্

১৯২৬-২৭ সনে মাদ্রাজ বন্দরে মোট ৭৯৫ খানা জাহাজ ঢোকে। ১৯২৭-২৮ সনে এই সংখ্যা বাড়িয়া ৯৩৬ খানায় উঠিয়াছে। ১৯২৬-২৭ সনে মোট ২,৬০৯,৯৩৫ টন এবং ১৯২৭-২৮ সনে ৩,০১৩,১০৯ টন মাল রেজিষ্টারী হয়। বন্দরের ইতিহাসে জাহাজের সংখ্যা এবং মালের টনেজ্ বর্ত্তমান বৎসরেই সব চেয়ে বেশী হইয়াছে। গত চার বৎসরে এ বন্দরে যথাক্রমে ৬৭৪,৭১৭,৭৯৫ এবং ৯৩৬ খানা জাহাজ ঢুকিয়াছে এবং মাল উঠা-নামা করিবার জন্য ঐ চারি বৎসরে যথাক্রমে ৪৫৭,৫৪০,৫৯৯ এবং ৬৮০ খানা জাহাজ বন্দরে লাগান হইয়াছে।

মাল আমদানির পরিমাণ

ধাতু—এ বন্দরে ১৯২৬-২৭ সনে ৮২,৮৪২ টন ধাতু আমদানি হয়। ১৯২৭-২৮ সনে ইহা বাড়িয়া ৮৫,৭৩৪ টনে উঠে। গত বৎসরের তুলনায় এবার শতকরা ৩৫ ভাগ বেশী আমদানি হয়। বন্দরের জীবনে এইবারই বেশী ধাতুর আমদানি দেখা যায়।

মোটর গাড়ী—১৯২৭-২৮ সনে বন্দরে মোটর গাড়ী ও মোটর বাস্ সবচেয়ে বেশী আমদানি হইয়াছে। বন্দরের গত ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী আমদানি যে বার হয় এবার তাহা হইতেও ৮৭৮ খানা বেশী গাড়ী আমদানি হইয়াছে, অর্থাৎ শতকরা ৩৪ ভাগ বেশী আমদানি এবার দেখা গিয়াছে। এবৎসর মোট ৩,৪৭১খানা মোটর এ বন্দরে আমদানি হইয়াছে এবং ১৯২৬-২৭ সনে ২,৫৯৩ খানা গাড়ী আমদানি হয়। এই সমস্ত আমদানি মোটরের মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশী মার্কিণ দেশ হইতে আসে।

রেল-সংক্রান্ত কলকারখানা—এবিষয়ে আমদানি এবৎসর ২৭,০২৬ টন হইতে উঠিয়া ৯৬,৭২৮ টন দাঁড়াইয়াছে। বন্দরে এইবারেই সব চেয়ে বেশী আমদানি হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে ১৯২২-২৩ সনে এ সমস্ত কলকারখানার আমদানি খুব বেশী হইয়াছিল। এবৎসর তাহা হইতেও শতকরা ৪৪.৭ ভাগ বেশী আমদানি হইয়াছে।

লোহালক্কড়—শতকরা ৫৫ ভাগের মত বেশী লোহালক্কড় এবার এখানে আমদানি হইয়াছে। এবৎসর মোট ১৪,৫০২ টন লোহালক্কড় আমদানি হয়। বন্দরে এইবারেই সব চেয়ে বেশী আমদানি দেখা গিয়াছে। আগের বছরে ৯,৩৬০ টন আমদানি হইয়াছিল।

দিয়াশলাই—দিয়াশলাইয়ের আমদানিও এবার সবচেয়ে বেশী দেখা গিয়াছে। এবার মোট ৭,১১৩ টন (মাপে) দিয়াশলাই আমদানি হইয়াছে। এই সংখ্যা আগের বৎসরের তুলনায় শতকরা ১৯ ভাগ বেশী। বার্ম্মা হইতে এবার দিয়াশলাইয়ের চালান বেশী আসায় আমদানিটাও এবার খুব বেশী হইয়াছে।

কলকারখানা—এবন্দরে আগের বৎসরের তুলনায় এবৎসর শতকরা ১৪ ভাগ বেশী কলকারখানার আমদানি হইয়াছে। এবার মোট ১২,৪০৮ টন আমদানি হয়। এবারই সবচেয়ে বেশী আমদানি দেখা গিয়াছে। মোট আমদানির শতকরা ৯২ ভাগ ইয়োরোপ হইতে আসিয়াছে।

ট্যান করা জিনিষ—এবৎসর ট্যান করা জিনিষ মোট ১০,০৪৩ টন আমদানি হইয়াছে। এবার শতকরা ৬১'৪৪ ভাগ বেশী আমদানি হইয়াছে।

মদ—আগের বছরের তুলনায় এবার শতকরা

২৬'৫ ভাগ বেশী মদ আমদানি হইয়াছে। এবৎসরের মোট আমদানি ৫,৩৫০ টন। মদের মোট আমদানির মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ "এল" "বিয়ার" ও "পোর্টার" জাতীয় মদ আসিয়াছে।

এবৎসর মদের মত কোন একটি জিনিষ এ বন্দর হইতে বেশী চালান হয় নাই। বন্দরের মোট রপ্তানির শতকরা ৬৭.৯৬ ভাগই মদ চালান হইয়াছে। এবার মোট ২৬৬,৮৬৪ টন মদ রপ্তানি হয় এবং গত বৎসরের তুলনায় এবার শতকরা ৬৩.২ ভাগ বেশী চালান হয়। বন্দরের জীবনে এত বেশী মদের চালান কোন বার হয় নাই।

ভারতে আকের চাষ

১৯২৮-২৯ সনে মোট ২,৬৪৭,০০০ একরে আকের চাষ করা হইবে অনুমান করা হইয়াছে। ১৯২৭-২৮ সনে ২,৮৯৩,০০০ একরে চাষ করা হইবে অনুমান করা হইয়াছিল এবং ২,৯৫৪,০০০ একরে প্রকৃত পক্ষে চাষ করা হইয়াছিল। ১৯২৭-২৮ সনে যত জমিতে আকের চাষ হইয়াছিল, যুদ্ধের পর হইতে এ পর্য্যন্ত কোন বৎসরই তত অধিক জমিতে আকের চাষ হয় নাই।

বৃটিশ বেলুচিস্থানের খনিজ পদার্থ

উপযুক্ত খবরাখবরের অভাবে বৃটিশ বেলুচিস্থানের কোথায় কোন জিনিষের খনি আছে সে সংবাদ তেমন মেলে না। তবুও কোথায় কোন মূল্যবান ধাতুর খনি আছে সে সব স্থান-নির্দ্দেশের খুব চেষ্টা চলিতেছে। খুজদারের কাছাকাছি জায়গায় প্রচুর লোহা ও সীসা পাওয়া যায়। সিন্ধ-পিসিল রেলওয়ের পোস্ত নামক স্থানে কয়লার খনি যথেষ্ট আছে। এবং ব্রব্ নামক স্থানে অ্যাজবেষ্টজ ও ক্রোমাইট্ অনেক পাওয়া যায়। তা ছাড়া মারী প্রদেশ ও বোলান পাসে তেলকূপ যথেষ্ট আছে। ১৯২৬-২৭ সনের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, এ দেশের খনির অবস্থা তেমন ভাল না থাকায় এ বৎসর খনির ব্যবসা তেমন ভাল চলে নাই। ফলে কতকগুলি খনির কাজ ঐ সময়ে এক রকম বন্ধ থাকে। এ বৎসর মোটের উপর ১৫,৫৮৫ টন কয়লা তোলা হয়। আগের বছর ৩৪,১৮৫ টন কয়লা খনি হইতে উঠে। এ বৎসর ক্রোমাইট তোলা হয় ১৫,৮৩২ টন এবং ১৯২৫-২৬ সনে উঠে ১১,১৭০ টন। এ বৎসর মোট ৬,৭১১ একর জমি লইয়া মোটের উপর ৩৯টী কয়লার খনি এবং ৯৮টী ক্রোমাইট খনির ইজারা ছিল।

মাদ্রাজী তাঁতীদের অবস্থা

তাঁতীদের অবস্থার উন্নতির জন্য মাদ্রাজ প্রদেশ যত খরচ করিয়াছে ভারতের আর কোন প্রদেশ তাহা করে নাই। তথাপি এই প্রদেশের তাঁতীদের অবস্থার কোন উন্নতি দেখা যাইতেছে না। তাহারা সাধারণতঃ দৈনিক আট আনার বেশী রোজগার করিতে পারে না। জিনিষের কাট্তির জন্য জাতভাইদের উপর ইহাদের অত্যন্ত নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং তাহারাও সুবিধা বুঝিয়া ইহাদের যথাসম্ভব ক্ষতি করিতে ছাড়ে না। ইহাদের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী প্রস্তাব গত বৎসর মাদ্রাজ কাউন্সিলে গৃহীত হইয়াছিল। সেই প্রস্তাব অনুসারে মাদ্রাজের ডেভেলপ্‌মেন্ট মিনিষ্টারের কর্তৃত্বে সম্প্রতি মাদ্রাজে একটী সভা আহূত হইয়াছে।

রবারের চাষ

আসাম, ব্রহ্ম এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতেই বেশীর ভাগ রবার জন্মে। মাদ্রাজ ও ব্রহ্মের তুলনায় আসামে রবারের চাষ খুব কমই হইয়া থাকে এবং এখানে প্রতি একর জমিতে গাছের সংখ্যা মাদ্রাজ ও ব্রহ্মের চেয়ে অনেক কম। তিনটী প্রদেশের মধ্যে চাষের জমির পরিমাণ ও বৃক্ষ-সংখ্যা বার্ম্মায় যদিও খুব বেশী, এখানকার বেশীর ভাগ গাছই ৬ বৎসরের কম বয়সের বলিয়া বর্ত্তমানে রবারের উৎপাদন এখানে তেমন ভাল হয় না। সুতরাং মাদ্রাজের উৎপাদনের পরিমাণ (রপ্তানি-সংখ্যা অনুসারে) বার্ম্মার যে দ্বিগুণ হইবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। বর্ত্তমানে বার্ম্মায় ২৯৫৪৪ একর জমিতে রবারের চাষ হইতেছে এবং এই জমিতে গাছের সংখ্যা মোট ৪,৯১১,৩৯৯টী। মাদ্রাজে

আবাদী জমির পরিমাণ ১২,০২২ এবং বৃক্ষ-সংখ্যা মোট ১,৬৩৬,৪৭৬টী। আসামে ৪৬৮১ একর জমিতে ১৩৭,৪৩০টী রবারের গাছ আছে।

সিংহল ও মালয় রাজ্যের চেয়ে দক্ষিণ ভারতে রবারের ফসল অনেক বেশী হইতেছে। জিনিষের কোয়ালিটিও বেশ ভাল দাঁড়াইতেছে। তবে পূর্ব্ব বৎসর হইতে দাম এবার অনেকটা নামিয়া গিয়াছে। বার্ম্মায় রবারের চাষ যাহাতে কম খরচে চালান যায় এবং রবার বাজারে চালাইবার প্রণালীর যাহাতে আরও উন্নতি করা যায় সেই চেষ্টা চলিতেছে।

ফিকাস্ ইলাষ্টিকা নামক এক শ্রেণীর গাছে সব চেয়ে ভাল রবার জন্মে। এই শ্রেণীর গাছ আসামের দিকেই বেশী দেখা যায়। এই গাছের প্রথম উৎপত্তি দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় এবং প্রথমে আসামে এই গাছের চাষ হয়। প্রথমে হিমালয়ের সন্নিহিত নীচু জমি হইতে আরম্ভ করিয়া নেপালে এবং পূর্ব্ব দেশে ইহার চাষ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পরে দক্ষিণে আসাম ও বার্ম্মার ভিতর দিয়া মালয় উপদ্বীপ ও নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহে এই শ্রেণীর গাছের চাষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সব রকম মাটীতে এবং সকল রকম আবহাওয়াতেই এ গাছ জন্মিলেও, যে সমস্ত জমিতে ভাল জল-নিকাশের ব্যবস্থা আছে তথায় এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই এ গাছের চাষ ভাল চলে। আসামের ৩০০০ ফুট উচ্চ জমিতে, খাসিয়া পাহাড়ে এবং আপার বার্ম্মায় ৫০০০ ফুট উচ্চ জমিতে পাহাড়ের উপরেও এ গাছ জন্মিতে দেখা যায়। তবে আসামে ২৫০০ ফুট এবং বার্ম্মায় ২৫০০ হইতে ৩৫০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ জমিতে এ গাছের চাষ খুব ভাল হয়।

এই "ফিকাস্ ইলাষ্টিকা" শ্রেণীর সবুজ বর্ণের বড় বড় গাছ হয়। ইহার উচ্চতা ১২০ ফুট পর্য্যন্ত দেখা যায়। গাছের ডাল হইতে শিকড় বাহির হইয়া ক্রমে ক্রমে মাটীতে পড়িয়া পরে মোটা রবারে পরিণত হয়। গাছের পাতার কয়েকটী বিশেষত্ব আছে। পাতাগুলির রঙ গাঢ় সবুজ, আকারে খুব বড় এবং গাত্র খুব পালিশ হয়। আসামের চার্দ্দোয়ার নামক স্থানে এই শ্রেণীর দুই রকম গাছ দেখা যায়। ইহাদের এক রকম গাছের পাতা খুব বড় বড় হয়। ইহাদের ফল হয় খুব ছোট ছোট—ঠিক মটরের মত। এক একটী ফলের মধ্যে ৬০ হইতে ৮০টা পর্য্যন্ত ছোট বীচি থাকে।

"ফিকাস্ ইলাষ্টিকা" শ্রেণীর গাছ হইতে যত রবার পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই বন্য গাছ হইতে আহরণ করা হয়। তবে ভারতের অনেক জায়গায়, আসামের চার্দ্দোয়ার এবং কুলসিতে এবং অল্প পরিমাণে মাদ্রাজ ও মহীশূরে, মালয় উপদ্বীপ, জাভা এবং সুমাত্রাতে আজকাল এই শ্রেণীর গাছের বেশ চাষ হইতেছে।

ভারতে বীমা কোম্পানী

ভারতে এক্ষণে ৬০টী দেশী কোম্পানী ও ২৩টী বিদেশী কোম্পানী জীবনবীমার কার্য্যে নিযুক্ত আছে। বিদেশী কোম্পানীগুলির মধ্যে ১৮টীর প্রধান কার্য্যালয় গ্রেট ব্রিটেনে, ২টীর কানাডায়, ১টীর অষ্ট্রেলিয়ায়, ১টীর হংকঙে ও ১টীর সিঙাপুরে অবস্থিত। দেশী ৬০টী কোম্পানীর মধ্যে ৩৯টি মূলধন-ওয়ালাদের কোম্পানী, অবশিষ্ট ২২টী বীমাকারিগণের নিজস্ব কোম্পানী। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ অনুসারে এই কোম্পানীগুলিকে নিম্নলিখিত প্রকারে ভাগ করা যাইতে পারে :—

প্রদেশ	বীমাকারীদের কোম্পানী	মূলধনীদের কোম্পানী	মোট সংখ্যা
বোম্বাই	১০	১৪	২৪
বাঙ্গালা	১	১০	১১
মাদ্রাজ	৬	২	৮
পাঞ্জাব	৩	৫	৮
দিল্লী	...	৩	৩
মধ্য প্রদেশ	...	২	২
যুক্ত প্রদেশ	১	...	১
আসাম	...	১	১
আজমীর মারবাড়	...	১	১
মহীশূর	...	১	১

বীমাকারীদের কোম্পানী

বীমাকারিগণের নিজস্ব ২১টি কোম্পানীর মধ্যে মাত্র ২টীতে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকে গ্রহণ করা হয়। অবশিষ্টগুলির মধ্যে ৫টী খ্রীষ্টানদের, ৪টী রেলওয়ে বা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের, ১টী ইউরোপীয়দের, ১টী গোয়ানীজদের ও ১টী পানবিরোধী সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য। এই কোম্পানীগুলির মধ্যে বোম্বাইএর "বোম্বে মিউচুয়াল" সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন, বৃহৎ ও সুপরিচিত কোম্পানী। ১৮৭২ সালে বোম্বাই নগরে এই কোম্পানী স্থাপিত হয়। আর্থিক সংস্থানের পরিমাণ হিসাবে ইহার পরই "হিন্দু মিউচুয়ালের" নাম করা যাইতে পারে। ১৮৯১ সালে এই কোম্পানী স্থাপিত হয়। ইহা বাঙ্গালার প্রাচীনতম কোম্পানী এবং ইহার চাঁদার হার অত্যন্ত কম।

মূলধনীদের কোম্পানী

মূলধনীদের কোম্পানীর মধ্যে "ওরিয়েণ্টাল" সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। ১৮৭৪ সালে বোম্বাই সহরে শ্লেটার হেল নামক জনৈক দূরদর্শী ইংরেজ ভদ্রলোক ভারতবাসীদের অর্থে ও ভারতীয় ডাইরেক্টরগণের কর্ত্তৃত্বাধীনে এই কোম্পানী স্থাপন করেন। এক্ষণে এই কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ আট কোটি টাকারও অধিক। ইহার পর করাচী সহরে ১৮৯২ সালে "ইণ্ডিয়ান লাইফ" নামক কোম্পানী এবং বোম্বাই নগরে ১৮৯৬ সালে "এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া" নামক সুপ্রসিদ্ধ কোম্পানী স্থাপিত হয়। "এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়ার' সম্পত্তির পরিমাণ এক্ষণে তিন কোটি টাকারও অধিক। কলিকাতার মেসার্স ডি, এম, দাস এণ্ড সন্সের কৃতিত্বের ফলে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীদের মধ্যে এই কোম্পানী সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত। যে বৎসর "এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া" স্থাপিত হয় সেই বৎসরেই লাহোরে "ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানী" স্থাপিত হয়। তৎপরে ১৯০৬ সালে মাদ্রাজে "ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া" ও কলিকাতায় "ন্যাশন্যাল" ও "ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান্" কোম্পানীদ্বয় এবং ১৯০৭ সালে কলিকাতায় "হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ" স্থাপিত হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে বোম্বাই নগরে "বোম্বাই লাইফ", "এশিয়ান" "ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ও প্রুডেন্সিয়্যাল", "ইষ্ট ও ওয়েষ্ট", "জেনিথ" প্রভৃতি কোম্পানী, সাতারা সহরে "ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া", কলিকাতায় "ইণ্ডিয়া ইকুইটেব্‌ল", "ইউনিক" প্রভৃতি ও লাহোরে "লক্ষ্মী" প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। এই কোম্পানীগুলি সমধিক পরিচিত ও ইহাদের কার্য্যও যথেষ্ট প্রসার লাভ করিতেছে।

দেশী কোম্পানীগুলির আয়

সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ, গত ১৪ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীগুলির আয় দুই কোটি টাকারও অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই কোম্পানীগুলির গত ১৪ বৎসরের আয়ের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল:—

১৯১৩	সালে	১,২৬,৬৯,০০০	টাকা
১৯১৪	,,	১,৩৪,৮০,০০০	,,
১৯১৫	,,	১,৪০,৭২,০০০	,,
১৯১৬	,,	১,৩৭,১৩,০০০	,,
১৯১৭	,,	১,৪৪,২২,০০০	,,
১৯১৮	,,	১,৫৩,৯০,০০০	,,
১৯১৯	,,	১,৬৯,০১,০০০	,,
১৯২০	,,	১,৯০,৪১,০০০	,,
১৯২১	,,	২,১৮,৮৩,০০০	,,
১৯২২	,,	২,৩৬,৪৫,০০০	,,
১৯২৩	,,	২,৪৮,৯৭,০০০	,,
১৯২৪	,,	২,৯০,০৩,০০০	,,
১৯২৫	,,	২,৯৮,৪৭,০০০	,,
১৯২৬	,,	৩,৩২,৫০,০০০	,,

উক্ত বিবরণী হইতে দেখা যায়, গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীগুলির বার্ষিক আয় যাহা ছিল, এক্ষণে তাহার দ্বিগুণেরও অধিক হইয়াছে। এই কোম্পানীগুলির জীবনবীমার মোট তহবিলের পরিমাণ এই ১৪ বৎসরে শতকরা ৮০্ টাকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং ১৯১২ সালে ভারতীয় জীবনবীমা-বিষয়ক আইন

প্রবর্ত্তন করিবার কালে এই তহবিলের পরিমাণ যাহা ছিল এক্ষণে তাহার দ্বিগুণ দাঁড়াইয়াছে।

উপরি উক্ত ১৪ বৎসরে ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীগুলির বীমার তহবিলের পরিমাণ কিরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে নিম্নলিখিত বিবরণী হইতে তাহা জানা যায় :—

সন		কোম্পানীর মোট সংখ্যা		বৎসরান্তে বীমা-তহবিলের পরিমাণ	
১৯১৩	...	৩৬	...	৫,৮২,৮৫,৪১৫	টাকা
১৯১৪	...	৩৯	...	৬,৩৬,২১,৭০০	"
১৯১৫	...	৪০	...	৬,৭৭,১১,৫৩০	"
১৯১৬	...	৪৩	...	৬,৮৬,৯০,২৮০	"
১৯১৭	...	৪৩	...	৭,২০,০৮,০৪৯	"
১৯১৮	...	৪৩	...	৭,৩৬,০১,৪৬৬	"
১৯১৯	...	৪২	...	৭,৮৭,১১,০১১	"
১৯২০	...	৪৩	...	৮,৪৬,৫৪,৩৪৬	"
১৯২১	...	৪৫	...	৮,৬২,৪২,৫৭০	"
১৯২২	...	৪৮	...	৯,৩৬,৯২,৫৫০	"
১৯২৩	...	৪৫	...	১০,২৯,৬৫,২৬৯	"
১৯২৪	...	৪৮	...	১১,৪৫,৯৪,১৮৫	"
১৯২৫	...	৪৯	...	১২,৫৭,১০,৪৪৫	"
১৯২৬	...	৫১	...	১৩,৭৫,৯০,৮০৭	"

অংশীদারগণকে দেয় লভ্যাংশ

১৯১২ সালে ভারতীয় জীবন-বীমা কোম্পানী বিষয়ক আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ দেশীয় জীবন-বীমা কোম্পানীগুলি অংশীদারগণকে কতকটা ইচ্ছানুরূপ লভ্যাংশ প্রদান করিতেন। অভিজ্ঞ "অ্যাকচুয়ারী" দ্বারা বীমা-তহবিলের পরিমাণ কি হওয়া উচিত তাহার নির্দ্ধারণ করিয়া তদতিরিক্ত উদ্বৃত্ত অর্থ লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন করার বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী তখনও এদেশে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ১৯১২ সালের আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে পূর্ব্বেকার কাল্পনিক লভ্যাংশ বণ্টনের প্রথা রহিত হইয়া আধুনিক বীমাবিজ্ঞানসম্মত প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছে।

সুদের হার

আমাদের দেশের জীবন-বীমা কোম্পানীগুলির তহবিলের অধিকাংশ অর্থই কোম্পানীর কাগজ বা তদনুরূপ নিরাপদ "সিকিউরিটি"তে খাটান হয়। কানাডা প্রভৃতি অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশের বীমা কোম্পানীগুলির অর্থ দেশের শিল্প, কৃষি বা ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য নিয়োজিত হয় না। ফলে এদেশীয় কোম্পানীগুলির ন্যস্ত অর্থের সুদের পরিমাণ বহু পরিমাণে কোম্পানীর কাগজের অবস্থার উপর নির্ভর করে। ১৯১৩ সাল হইতে ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত ১৪ বৎসরে আমাদের দেশের জীবন-বীমা কোম্পানীগুলি ন্যস্ত তহবিলের বিনিময়ে কোন্ বৎসর কি হারে সুদ পাইয়াছেন সরকারী বিবরণী হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

সন		শতকরা সুদের হার
১৯১৩	...	৪·২৩
১৯১৪	...	৪·২১
১৯১৫	...	৪·২৯
১৯১৬	...	৪·৪৩
১৯১৭	...	৪·৭৮
১৯১৮	...	৫·০৭
১৯১৯	...	৫·২৭
১৯২০	...	৫·৪১
১৯২১	...	৫·৮৮
১৯২২	...	৫·৯৬
১৯২৩	...	৬·২৬
১৯২৪	...	৫·৯৩
১৯২৫	...	৫·৭০
১৯২৬	...	৫·৭০

মোট সম্পত্তি

দেশের ৬০টী জীবন-বীমা কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৮,৯৯ লক্ষ টাকা। কোথায় কি ভাবে এই অর্থ ন্যস্ত আছে নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল :—

নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে দেয় গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি...	২৮৩	লক্ষ
৪ টকা সুদের „ „ ...	৩৬	„
সাড়ে তিন টাকা সুদের „ „ ...	৭৩৩	„
৩ টাকা সুদের „ „ ...	৭৭	„
মিউনিসিপ্যালিটি ও পোর্ট ট্রাষ্টের ডিবেঞ্চার ...	৩১৩	„
রেলওয়ে ও অন্যান্য শেয়ার ...	৫৭	„
স্থাবর সম্পত্তির উপর কর্জ্জ ...	৭৩	„
বীমাকারিগণের পলিসির উপর ঋণ ...	১২৩	„
ব্যক্তিগত জামিনে কর্জ্জ ...	১৩	„
বাটী ও ভূসম্পত্তি ...	৮৯	„
বীমার চাঁদা, সুদ ও এজেণ্টগণের নিকট পাওনা ...	৪৫	„
প্রাপ্ত সুদ ...	১০	„
নগদ, জমা, ষ্ট্যাম্প প্রভৃতি ...	৩৬	„
ফার্ণিচার ...	৫	„
অন্যান্য বাবদ ...	৬	„
মোট ...	১৮,৯৯	লক্ষ

দেশী কোম্পানীর বার্ষিক বীমার পরিমাণ

গত ১৯২৬ সালে দেশী কোম্পানীগুলি এদেশে প্রায় ১০ কোটি টাকার জীবনবীমার কার্য্য করিয়াছিলেন। এত টাকার জীবনবীমার কাজ এদেশে ইতিপূর্ব্বে কোন বৎসরই হয় নাই। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ১৪ বৎসরে এই কাজ কিরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, সরকারী বিবরণী হইতে আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

১৯১৪	সালে	৩,১৯,৯৯,৯৫২	টাকা
১৯১৫	„	২,২৩,৩৪,৫৬৫	„
১৯১৬	„	১,৭৫,৪১,১৮৯	„
১৯১৭	„	২,২৩,৪৮,২৬২	„
১৯১৮	„	২,৮৫,৫৯,১৪৪	„
১৯১৯	„	৪,৬৯,০৬,১৭০	„
১৯২০	„	৫,১৬,৯০,৬২৩	„
১৯২১	„	৫,৪৬,৮১,৮৪৯	„
১৯২২	„	৫,৬৪,১০,২৭৯	„
১৯২৩	„	৫,৮৪,৯৩,৫৩৫	„
১৯২৪	„	৬,৮৮,৫৯,২৫৯	„
১৯২৫	„	৮,১৫,১৬,৪৪৭	„
১৯২৬	„	১০,৩৪,৯১,৬৯৮	„

মোট বীমার পরিমাণ

এ দেশবাসীর জীবনের উপর বর্ত্তমান বীমার মোট পরিমাণ প্রায় ১১০ কোটি টাকা এবং এজন্য দেয় বার্ষিক চাঁদার পরিমাণ ৫ কোটি টাকারও অধিক। এই বীমার ৭ ভাগের ৪ ভাগ পরিমাণ দেশীয় কোম্পানীতে ও অবশিষ্ট ৩ ভাগ বিদেশী কোম্পানীতে করা হইয়াছে। জীবনবীমার ব্যবসায় এককালে এদেশে বিদেশী কোম্পানীদের প্রায় একচেটিয়া ছিল। জ্ঞান-বিস্তারের সঙ্গে লোকে এখন ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছে যে, নানা কারণে বিদেশী অপেক্ষা দেশী কোম্পানীতে জীবনবীমা করা সমধিক নিরাপদ ও শ্রেয়ঃ। ফলে দেশীয় কোম্পানীগুলির কার্য্যের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ বিশ্বাস ('উপাসনা')

নীল ও রেশম চাষ

১৭৮০ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেখিলেন যদি নীল এবং রেশমের চাষ রীতিমত বাড়ান যায়, তবে দেশের এই দুইটি জিনিষের রপ্তানিও খুব বাড়িয়া যাইতে পারে। এবং এই মতলব কাজে পরিণত করিবার জন্য তাহারা নানা রকমের উপায় ঠাওরাইতে লাগিলেন। কোম্পানীর পশ্চিম ভারতীয় প্রতিনিধিরা নীল কিংবা তুঁতের চাষের কোন চেষ্টাই করিলেন না। তবে তাহারা নীল এবং তুঁত হইতে রেশম বাহির করিবার জন্য কতকগুলি কারখানা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। এবং সমস্ত চাষীদের টাকা আগাম দিয়া নীল ও তুঁত চাষে খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ১৮৩৩ সাল পর্য্যন্ত দেখা গেল যে কোম্পানীর দেশ-শাসনের দায়িত্বের সঙ্গে ব্যবসা ব্যাপারটা নিতান্ত বেখাপ্পা হইয়া

উঠিতেছে। এবং ঐ সময়ে পার্ল্যামেণ্ট হইতে কোম্পানীকে শিল্প ও ব্যবসার দিকে ঝোঁক দিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল। ফলে ইহাদের নীল ও রেশমের ব্যবসায় টাকা যোগানোর ভার অন্যের হাতে চলিয়া গেল। সাধারণতঃ ভূস্বামীর হাতে শাসন ভার থাকে বলিয়া, আবাদকারীরা নিজেদের হাতে শাসনভার আনিবার জন্য অনেক সময় নিজেরা আবাদী জমি কিনিয়া ফেলিত। এই সময় পূর্ব্ববঙ্গ নীল-চাষের প্রধান স্থান ছিল বলিয়া অনেক সাহেব ঐ সময় পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিত। কিন্তু নানা কারণে তাহারা পূর্ব্ব বঙ্গ ছাড়িতে বাধ্য হয়।

সাহেব নীল-আবাদকারীরা এই সময় বিহারে ব্যবসার পক্ষে আরও সুবিধাজনক স্থান বলিয়া মনে করিলেন। এখানে দামও খুব বেশী ছিল, লাভও হইত অনেক এবং এমন এক সময় ছিল যখন নীল চাষীদের বিহার সমাজে খুব মান প্রতিপত্তি ছিল। পরে রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত নীল আবিষ্কৃত হইলে নীলের চাষ একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

চায়ের চাষ ও ব্যবসা

চায়ের চাষ দিন দিন বেশ বাড়িয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। রুশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রে চায়ের কাট্‌তি যেমন দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ মজুরের যদি সংস্থান করা যায় তবে এ দেশের চায়ের ব্যবসার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল সন্দেহ নাই। আসাম, বার্ম্মা ও চীনের মাঝামাঝি জায়গায় সমস্ত পাহাড়ে চায়ের গাছ বন্য অবস্থা জন্মে। সত্তর বৎসর আগে এই কথা মানুষের অগোচর থাকায় ষ্টেটের খরচে চীন হইতে চায়ের গাছ আনিয়া ভারতের মাটিতে কেমন ফলে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইত।

প্রথম প্রথম হিমালয়ের পাদদেশ দিয়া চায়ের চাষ আরম্ভ হয়। তাহাতে চায়ের কোয়ালিটি বেশ ভালই হইল। তবে শুধু সিকিমের পূর্ব্ব ধার দিয়াই চায়ের ফলনটা খুব বেশী দেখা গেল। সিকিম হিমালয়ের পাদদেশে ডুয়ার্সে চায়ের চাষ হইতে বোঝা গেল ভারতের মাটিতে চায়ের চাষ বেশ বাড়িয়া উঠিতে পারে। উঁচু জমির চায়ের মত এখানকার চাতে তেমন সুবাস না থাকিলেও এ জায়গায় চা পরিমাণে খুব বেশী হইতে লাগিল। কিন্তু আসামের দুইটি উপত্যকার বাগানে চায়ের ফলন অতি আশ্চর্য্য রকমে বাড়িয়া উঠিল। ছড়ান মাথাওয়ালা চায়ের ঝোপের সারিতে দেশ ছাইয়া ফেলিল। এবং চায়ের চাষ দেশের অন্যান্য কৃষি বিভাগকে একেবারে চাপা দিয়া দিল।

যে সমস্ত প্রদেশে মানুষের বসতি খুব পাতলা, সেই সব দেশেই চায়ের চাষের উপযুক্ত 'পোড়ো' জমি মিলে। তবে ধারে কাছে তেমন মজুর পাওয়া যায় না বলিয়া দূর হইতে মজুরের আমদানি করিতে হয়। চায়ের ব্যবসার পূর্ব্ব অবস্থায় সাধারণতঃ চাষীদের নিজেদেরই বাগান থাকিত। এ বিষয়ে আজকাল অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আজকাল বেশীর ভাগ বাগান কোম্পানীর হাতে চলিয়া গিয়াছে। এই সব কোম্পানীর এজেণ্ট কলিকাতায় বাস করেন। আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে চাষীরা কোম্পানীর মাইনে করা চাকর।

কফির চাষ

চায়ের মত কফির চাষ অত বেশী দরকারী নয়। ইহার চাষ ভারত উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশ দিয়াই বেশী দেখা যায়। এ প্রদেশের কুর্গ এবং ত্রিবাঙ্কুরের পাহাড়ে জমিতে সমুদ্রের বাতাস বেশী পাওয়ায় এখানকার বাতাস কখনও আর্দ্রতা-শূন্য হয় না। চায়ের মত কফির চাষও ভাড়াটে মজুর দিয়া হইয়া থাকে এবং এ ব্যবসায় সাধারণতঃ বিদেশী টাকা খাটিয়া থাকে। ফাঙ্গয়েড্ নামক এক প্রকার বন আসিয়া এদেশী কফির চাষের অনেক ক্ষতি করিয়া দিয়াছে।

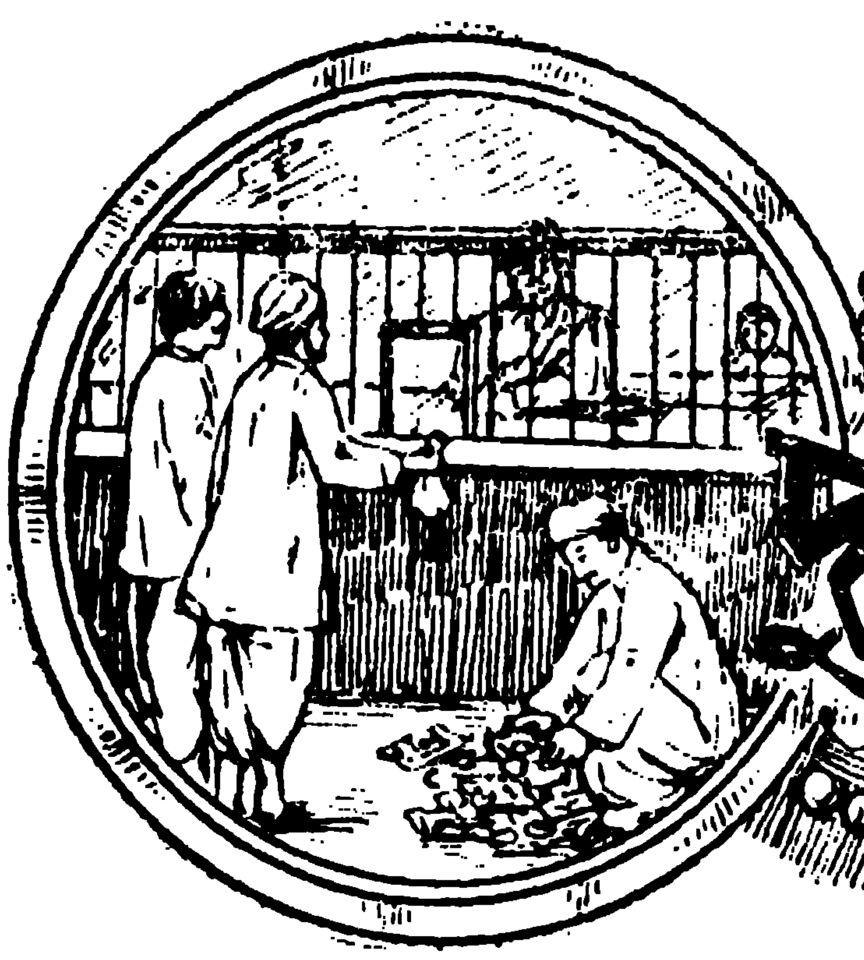

দুনিয়ার ধনদৌলত

১৯২৯ সনের ফরাসী বাজেট

মঁসিয়ে পঁয়কারে ১৯২৯ সনের বাজেটের খসড়া তৈরী করিয়া ফেলিয়াছেন। শীঘ্রই ইহা "শাঁবর দ্য দেপুতে"তে উপস্থাপিত করা হইবে। এই খসড়াতে আগামী বৎসরে কোন খাজনা বাড়াইবার বা কমাইবার প্রস্তাব নাই, কেবল আয়-কর কিছু কমানো হইবে। সামরিক ব্যয় আরও বাড়াইবার কথা আছে। গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগগুলা যত টাকা চাহিয়াছে, তাহা দিতে হইলে প্রায় ৪ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ডের ঘাটতি পড়িবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মূলধন খাটানো

১৯২৮ সনের প্রথম ৬ মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কত পরিমাণ মূলধন বিদেশে খাটাইয়াছে আর কত পরিমাণ মূলধন দেশের মধ্যেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খাটাইয়াছে এবং ১৯২৫, ১৯২৬ ও ১৯২৭ সনের প্রথম ৬ মাসে দেশে ও বিদেশে মূলধন খাটানোর পরিমাণ কিরূপ ছিল তাহা নীচের অঙ্কগুলা হইতে বুঝা যাইবে :—

	১৯২৫ (প্রথম ৬ মাস)	১৯২৬ (প্রথম ৬ মাস)	১৯২৭ (প্রথম ৬ মাস)	১৯২৮ (প্রথম ৬ মাস)
বৈদেশিক :—	(ডলার)	(ডলার)	(ডলার)	(ডলার)
গভর্ণমেণ্টে খাটানো	৩১৯,৮৬১,০০০	৩১১,০৫২,০০০	৩৮২,৯৯৭,১০০	৫৯০,১১৭,০০০
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে „	২৫৪,৬৯৫,০০০	৩১৩,৬৯৪,০৪০	১৪৩,৫৮৯,৩৭৫	৫৭৩,৯৭৩,৪৮২
দেশের মধ্যে :—				
মিউনিসিপ্যালিটিতে „	৭৫১,৮৩৮,৫৭৪	৭১১,৩২০,১৪৫	১,০৯০,১০৯,০৬৭	৫৬৪,৪৩৮,৯৩৫
রেল পথে „	২৯৩,৩২৭,২০০	২০৯,০০৭,০০০	৫৩৭,৬৫৪,০০০	৫১১,৩৫১,৫০০
পাবলিক ইউটিলিটিতে „	৮৭০,০৪৮,৩০০	১,০১৪,৪৩৭,৫০০	১,১৪২,৮৫২,৩০০	১,৪৩৫,৭৯০,৯৪১
শিল্পসমূহে „	৫৪৩,৬৫৮,৫০০	৬০৪,০৭৪,৮০০	১,০৯৫,১৩২,৪৪৫	১,২০২,৭৭০,৫৯৬
অন্যান্য দিকে „	২৭৬,১৯১,৫০০	৩৪৫,৪৭২,৭০০	৬৭৫,০৮১,৮১৪	৮০২,১১৬,৬৩৮
মোট	৩,৩০৯,৬২০,০৭৪	৩,৫০৯,০৫৬,১৮৫	৫,০৬৭,৪১৬,১০১	৫,৬৮০,৫৫৮.৯০২

এই অঙ্কগুলা হইতে আমরা বুঝিতে পারি :—

(১) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বিদেশ অপেক্ষা দেশেই অধিক টাকা খাটাইয়া থাকে।

(২) বিদেশে খাটানো টাকার পরিমাণ বাড়িতেছে :—

(ক) ১৯২৫ সনে বিদেশে খাটানো টাকা ঐ সনে দেশে খাটানো টাকার ১/৪ ভাগ, ১৯২৬ সনের ১/৪ ভাগ, ১৯২৭ সনে ১/৮ ভাগ এবং ১৯২৮ সনে ১/৬ ভাগ।

(খ) ১৯২৮ সনে বিদেশে খাটানো টাকা ১৯২৫, ১৯২৬ ও ১৯২৭ সনে বিদেশে খাটানো টাকার যথাক্রমে ২ গুণের বেশী, ২ গুণের কম ও ২ গুণের বেশী।

(৩) ১৯২৫ সনে বিদেশী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে খাটানো টাকা বিদেশী গভর্ণমেণ্টে খাটানো টাকার অনেক কম, ১৯২৬ সনে বেশী, ১৯২৭ সনে অর্দ্ধেকেরও কম এবং ১৯২৮ সনে প্রায় সমান।

(৪) মিউনিসিপ্যালিটি ও রেলপথে '২৭ সনে '২৫ ও '২৬ সন অপেক্ষা অধিক পরিমাণ টাকা খাটানো হইতেছিল। '২৮ সনে মিউনিসিপ্যালিটিতে খাটানো টাকা পূর্ব্ব ৩ বৎসর অপেক্ষা কমিয়াছে। '২৮ সনে রেলপথে খাটানো টাকা '২৭ সন অপেক্ষা কমিয়াছে বটে; কিন্তু ইহা '২৫ ও '২৬ সন অপেক্ষা বেশী। এই দুইটী ব্যতীত দেশের মধ্যে অন্যান্য দিকে খাটানো টাকা প্রতি বৎসরই বাড়িয়া চলিয়াছে।

(৫) দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী টাকা খাটানো হয় 'পাব্‌লিক ইউটিলিটিতে', তাহার পর শিল্পসমূহে। টাকা খাটানো হিসাবে মিউনিসিপ্যালিটি '২৫ ও '২৬ সনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত, '২৭ সনে তৃতীয় স্থানে ছিল, এইবার চতুর্থ স্থানে নামিয়াছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে সোণা কেন বাহিরে যাইতেছে, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সুদের হার কেন বাড়িতেছে, তাহা বিদেশে খাটানো মূলধনের বৃদ্ধি হইতেই বুঝা যায়। সুদের হার বাড়ার জন্য 'অ্যাক্সেপ্‌টেন্সের' কাজ কিছু কিছু নিউ-ইয়র্কের হাত-ছাড়া হইয়া লণ্ডন ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় সহরে চলিয়া যাইতেছে এবং সম্ভবতঃ বিদেশ হইতে মূলধনের প্রার্থনাও ইয়োরোপের দিকেই চালিত হইবে।

৪ বৎসরের প্রথম ৬ মাসের অঙ্ক হইতে যে সিদ্ধান্ত-সমূহে উপনীত হওয়া যায়, সেইগুলাই উপরে দেওয়া হইয়াছে। শেষ ৬ মাসের অঙ্কগুলা দৃষ্টে উপরের সিদ্ধান্ত-গুলা কিছু কিছু বদলান আবশ্যক হইলেও হইতে পারে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ময়দা রপ্তানি বাড়িতেছে

১৯২৫ সনের রপ্তানি	...	১১,১১৮,৮০৮ পিপা
১৯২৬ " "	...	১১,৮৫০,৩২২ "
১৯২৭ সনের তুলনায় বৃদ্ধির পরিমাণ		৭৩১,৫১৪ "
১৯২৭ সনের রপ্তানি	...	১২,৮২৬,০০৯ "
১৯২৬ সনের তুলনায় বৃদ্ধির পরিমাণ		৯৭৫,৬৮৭ পিপা
১৯২৮ সনের প্রথম ৩ মাসের রপ্তানি		৩,২০৩,০০০ "
১৯২৭ " " " " "		২,৭৫১,০০০ "
বৃদ্ধির পরিমাণ		৪৫২,০০০ পিপা

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির রপ্তানি

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রতি বৎসর মোট প্রায় ১০ কোটি ডলার দামের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি রপ্তানি করা হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর কেবল রেডিওর যন্ত্রপাতিই প্রায় ১ কোটি ডলার দামের রপ্তানি করা হয়।

এই বৎসরে এ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি রপ্তানি করা হইয়াছে, তাহা ১৯২৭ সন অপেক্ষা অনেক বেশী। ১৯২৭ সনের প্রথম ৩ মাসের তুলনায় এই বৎসরের প্রথম ৩ মাসে ফ্ল্যাশ লাইট ব্যাটারীর রপ্তানি শতকরা ৫০ ভাগ বাড়িয়াছে। ওয়াশিং মেশিনের রপ্তানিও যথেষ্ট বাড়িয়াছে। এই বৎসরের মার্চ্চের রপ্তানি গত বৎসরের মার্চ্চ মাসের রপ্তানির প্রায় দ্বিগুণ। গত বৎসরে বিলাত ওয়াশিং মেশিনের প্রধান খরিদ্দার ছিল। এই বৎসরের প্রধান খরিদ্দার অষ্ট্রেলিয়া। সহজে বহন করা যাইতে পারে সেই ধরণের যন্ত্রপাতিগুলার রপ্তানি গত বৎসরের তুলনায় এ পর্য্যন্ত শতকরা ৫২ ভাগ বেশী। সুইচ্‌ বোর্ড প্যানেল-গুলার রপ্তানিও এ পর্য্যন্ত গত বৎসরের দ্বিগুণ। ভারী যন্ত্রগুলার (যেমন ডিরেক্ট জেনারেটার, রেলওয়ে মোটর ও রোটারি কন্ভার্টার ডব্‌ল্‌ কারেণ্ট জেনারেটার, মোটর জেনারেটার ডাইনামো ইত্যাদি) রপ্তানিও গত বৎসরের প্রথম দিক্‌টার তুলনায় যথেষ্ট বাড়িয়াছে।

তুরস্কের নূতন রেলপথ ও বন্দর

৬ কোটি ডলার খরচে তুরস্ক ২টী বন্দর ও ৭৫০ মাইল রেলপথ নির্ম্মাণ করিতেছে। কণ্ট্রাক্ট পাইয়াছে নিউ ইয়র্কের ফক্স ব্রাদার্স ইণ্টারন্যাশন্যাল কর্পোরেশান। চুক্তি মতে উক্ত কোম্পানীকে ৬।৭ বৎসরের মধ্যে কাজ শেষ করিতে হইবে।

বন্দর দুইটীর একটি হইবে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে, অপরটি কৃষ্ণসাগরের উপকূলে। রেলপথগুলার মধ্যে কৈসারিয়া, সিভাস্ ও টুরহল সহরগুলি যোগ করিবার রেলপথটিই প্রথম নির্ম্মিত হইবে। তাহার পর কৈসারিয়াকে ম্যালেশিয়া ও এরজেরুমের সহিত যোগ করিবার জন্য ২টি রেলপথ নির্ম্মিত হইবে।

প্রথম রেলপথটি একটি বিস্তীর্ণ সমতল ভূমির উপর দিয়া যাইবে। বাকী ২টা যে স্থানের উপর দিয়া যাইবে সেই স্থানটি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ষণযোগ্য ভূমি বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই স্থানটী পর্ব্বতময় বটে। তৈল, কয়লা, তামা প্রভৃতি এই প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শেষোক্ত রেলপথ দুইটীর ফলে তুরস্কের যে যথেষ্ট অর্থাগম হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইতিমধ্যে ফক্স ব্রাদার্স ইণ্টারন্যাশন্যাল কর্পোরেশান কৈসারিয়াতে ২৫ লক্ষ ডলার ব্যয়ে একটি কারখানা খুলিয়াছে। কনষ্ট্যাণ্টিনোপ্‌ল্‌এ উক্ত কোম্পানীর একটি আফিসও খোলা হইয়াছে।

উপরি উক্ত ৭৫০ মাইল রেলপথ ছাড়া আরও দুইটী রেলপথ নির্ম্মিত হইতেছে। এক সুইডিশ কোম্পানী একটীর অর্ডার পাইয়াছে, অপরটীর অর্ডার পাইয়াছে এক জার্ম্মাণ কোম্পানী।

রাস্তা সম্বন্ধে ২৪টি দেশে অনুসন্ধান

আন্তর্জ্জাতিক বণিক্ সভার 'হাইওয়ে ট্রান্সপোর্ট কমিটি'র একটী অধিবেশনে সিত্রোয়ঁ একটী প্রস্তাব আনয়ন করেন। নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে রাস্তা সম্বন্ধীয় একটী জগদ্ব্যাপী অনুসন্ধানের প্রবর্তন করাই হইতেছে প্রস্তাবটীর উদ্দেশ্য :—

(১) যাত্রী ও ব্যবসাদারদের নিকট রাস্তা ব্যবহার করার জন্য কত খাজনা আদায় করা হয়; (২) মোটর গাড়ীর উপর সকল প্রকার খাজনার চাপের পরিমাণ কত; (৩) মোটর গাড়ী সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে রাস্তা-নির্ম্মাণ ও মেরামতের জন্য কত খরচ করা হইত, মোটরগাড়ী সৃষ্ট হইবার পরেই বা কত খরচ করা হয়; (৪) রাস্তা-নির্ম্মাণের কি কি বিভিন্ন প্রণালী আছে; (৫) নূতন রাস্তা নির্ম্মাণের কি কি প্ল্যান প্রস্তুত হইয়াছে। প্রস্তাবটী কমিটি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। একই সঙ্গে ২৪টি দেশে অনুসন্ধান চলিতে থাকিবে শুনা যাইতেছে। অনুসন্ধানের ফলে যে রিপোর্ট লেখা হইবে সেটী আগামীবারে অ্যামষ্টার্ডামে যে কংগ্রেস বসিবে সেই কংগ্রেসে পেশ করা হইবে।

বস্তুশিল্পের উৎসাহদাতারূপে বিলাতী ব্যাঙ্ক

যুদ্ধের পর হইতে বিলাতের বড় বড় সহরের, এমন কি পল্লীগ্রামেরও, ব্যাঙ্ক-বাড়ীগুলা প্রায় সমস্তই নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। বিভিন্ন সহর ও পল্লীতে অনেক নূতন ব্যাঙ্কও নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ৫টী প্রধান ব্যাঙ্কের ৩টীর হেড অফিসের বাড়ী পুনরায় সম্পূর্ণভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে, আর ২টি ব্যাঙ্কের হেড অফিসের বাড়ী অনেক বেশী বাড়ান হইয়াছে। এই সকল কার্য্যে বিলাতের শ্রেষ্ঠ বাস্ত-শিল্পীদের নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সুতরাং বিলাতে ব্যাঙ্কগুলাই বাস্তশিল্পের উন্নতির সর্ব্বপ্রধান পরিপোষক হইয়াছে এবং বাস্তশিল্প সম্বন্ধে আধুনিকতম পছন্দ কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে জনমতকে শিক্ষিত করিতেছে, এই কথা বলা চলে।

বিলাতের বেকার—১৩ লক্ষের উপর

গত ১৩ই আগষ্ট তারিখে বিলাতে মোট ১৩ লক্ষ ১৪ হাজার ২ শত লোক কর্ম্মহীন ছিল। এই সংখ্যা পূর্ব্ব পক্ষের তুলনায় ৯২২৯ বেশী এবং পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ২,৯০,০০০ বেশী। বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে।

বিলাতে সংরক্ষণনীতির প্রসারের চেষ্টা

বিলাতে আজকাল সংরক্ষণনীতি কিছু কিছু অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু কোন শিল্প সহজে সংরক্ষণ-শুল্কের সুবিধা ভোগ করিতে পারে না। কোন বিশেষ শিল্প যদি বিদেশীয় প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সংরক্ষণ শুল্কের প্রাচীর খাড়া করিতে গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করে, তাহাকে দেখাইতে হইবে যে :—(ক) আমদানি অস্বাভাবিক রকমে বাড়িয়াছে; (খ) বৈদেশিক মাল অন্যায় সুবিধার সুযোগে

প্রস্তুত হইয়াছে; (গ) শুল্ক-প্রার্থী শিল্পে বেকার-সমস্যার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে; (ঘ) শুল্ক-প্রার্থী শিল্পটী দক্ষতার সহিত উন্নত প্রণালীতে চালিত হইতেছে। উক্ত চারি বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে সংরক্ষণ-শুল্কের প্রার্থনা রক্ষিত হয় না। কিন্তু ঐ চারিটি বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে সন্তুষ্ট করা সহজ নহে। সেই জন্য অল্প কয়েকটি শিল্প মাত্র সংরক্ষণ-শুল্কের সুবিধা ভোগ করিতেছে। সম্প্রতি রক্ষণশীল দলের জন কয়েক সভ্য প্রধান মন্ত্রীর নিকট একটী প্রস্তাব পেশ করিবেন স্থির করিয়াছেন। প্রস্তাবটী এই যে, যদি কোন শিল্পে বেকার-সমস্যা আছে প্রমাণিত হয় তাহা হইলেই সেই শিল্প সংরক্ষণশুল্কের সুবিধা পাইবে।

রোম নগরীর আধুনিকতা

মুসোলিনি বর্ত্তমান ইতালির নানা দিকে অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। যাহাতে ইতালি সর্ব্ববিষয়ে একটী প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র-শক্তিতে পরিণত হয় ইহার জন্য তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা দেখা যাইতেছে। ইতালির রাজধানী রোম নগরীকেও সকল দিক্ হইতে আধুনিক করিয়া তোলা যে নিতান্ত আবশ্যক ইহা তিনি ভুলেন নাই। ১৯২২ সন হইতে তাঁহার চেষ্টার ফলে রোম নগরী এখন একটী আধুনিক সহরে পরিণত হইয়াছে। একজন লেফ্‌টেন্যাণ্টকে রোমের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হইয়াছে। মুসোলিনি তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, রোমের কোন অংশ যেন অপরিচ্ছন্ন বা কদাকার না থাকে এবং রাস্তাগুলা পাথরের পরিবর্ত্তে যেন অ্যাশফাণ্টে নির্ম্মিত হয়। বলা বাহুল্য তাঁহার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়াছে। যেন যাদুমন্ত্রবলে রোমের সর্ব্বত্র অসংখ্য বাড়ীঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। অরেলীয় প্রাচীরের বাহিরে দশটী নূতন উপ-নগরও নির্ম্মিত হইয়াছে। টাইবার নদীর তীরদ্বয় সুন্দর তরুবীথিকা দ্বারা সজ্জিত হইয়াছে। নদী-তীরবাহী ছায়াচ্ছন্ন পথ এখন প্যারী নগরীর রাজপথকেও লজ্জা দেয়। ট্রেন-গুলা এখন ঠিক সময়ে পৌছে ও ছাড়ে, সময়ের এতটুকু এদিক্ ওদিক্ হয় না। ষ্টেশনের কুলীদের ভাড়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহারা আর দর লইয়া কষাকষি করিতে পারে না; পূর্ব্বের তুলনায় এখন তাহারা অধিকতর ভদ্র ও শান্ত-শিষ্ট হইয়াছে। যুদ্ধের পরে কয়েক বৎসর ধর্ম্মঘটের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল, তাহার ফলে অনেক সময়ে যানাভাবে পায়ে হাঁটিয়া যাইতে হইত; এখন আর ধর্ম্মঘট হয় না বলিলেই চলে, সুতরাং পায়ে হাঁটিয়া চলিতে বাধ্য হইবার ভয় নাই। যেখানে খুসী ট্যাক্সি পাওয়া যাইতে পারে। ট্যাক্সি চালকদের স্বেচ্ছায় বক্‌শিস্ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহারা কোনরকম বক্‌শিস্ দাবী করিতে পারে না। নিয়ম মানিয়া চলিতে সহরবাসীরা এখন খুব অভ্যস্ত হইয়াছে। গভর্ণর মহাশয় বা কোন পুলিশের লোক যদি পথচারীদের রাস্তার বাম দিক্ দিয়া যাইতে হুকুম করেন তবে কেহই ডান দিক্ দিয়া যাইবে না। রুটি ও মাংসের দাম গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন দোকানদার নির্দ্দিষ্ট দামের বেশী লইতেছে কি না সে বিষয়ে গভর্ণর মহাশয় ও তাঁহার অনুচরবর্গ কড়া নজর রাখেন। প্রত্যেক জিনিষের উপর তাহার প্রকৃত দাম ছাপিতে দোকানদারদের বাধ্য করা হয়। যদি কেহ কোন প্যাকেটে প্রকৃত দাম না ছাপে, কিংবা পুলিশেকে দেখাইবার জন্য এক পিঠে প্রকৃত দাম ছাপিয়া ক্রেতাদের দেখাইবার জন্য অন্য পিঠে বেশী দাম ছাপে, তাহা হইলে ধরা পড়িলে পরদিন খবরের কাগজে জুয়াচোর বলিয়া তাহার নাম রটান হইয়া থাকে। এই ধরণের শাস্তির ভয় দোকানদারদের অনেকটা ঢিট্ রাখিয়াছে। ক্যাব, ট্যাক্সি ও প্রাইভেট মোটর-চালকরা কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাদের আদালতে টানিয়া লইয়া যাইবার দরকার নাই, পুলিশের লোক তখনি তাহার নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট জরিমানা আদায় করিয়া রসিদ দিয়া থাকে, ইহার ফলে রাস্তায় নিয়ম ভঙ্গ করা অনেক কমিয়াছে। নাগরিক-দের অভ্যাস, আচার-ব্যবহার এমন কি খেলাধুলারও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রোম যে এখন একটী আধুনিক সহরের পদগরিমার যোগ্য হইয়াছে সে বিষয়ে বোধ হয় আর সন্দেহ করা চলে না।

মোটর-জাহাজ বনাম ষ্টীমার

গত ৩০শে জুন তারিখে যে ৩ মাস শেষ হইয়াছে ঐ

৩ মাসে জগতে মোট ১৫ লক্ষ টনের মোটর জাহাজ এবং ১১ লক্ষ ৩৯ হাজার টনের ষ্টীমার তৈরী হইতেছিল। ৮০০০ টনের বেশী মোটর জাহাজের সংখ্যা ৬৫, কিন্তু ৮০০০ টনের বেশী ষ্টীমারের সংখ্যা মাত্র ২১।

বিলাতে জাহাজ-নির্ম্মাণ

গত ৩০শে জুন তারিখে যে ৩ মাস শেষ হইয়াছে ঐ ৩ মাসে বিলাতে মোট ১২ লক্ষ ৩ হাজার টনের জাহাজ নির্ম্মিত হইতেছিল। পূর্ব্ব ৩ মাসের তুলনায় ইহা ২ লক্ষ ৩৮ হাজার টন কম। যুদ্ধের পূর্ব্বে বিলাত জগতের নূতন জাহাজের শতকরা ৫৭ ভাগ প্রস্তুত করিত, এখন শতকরা ৪৫ ভাগ প্রস্তুত করিতেছে।

বিভিন্ন দেশের তূলার ক্ষেতের পরিমাণ

জগতের কোন্ দেশে কত পরিমাণ জমিতে তূলার চাষ হয় তাহা নীচের অঙ্কগুলা হইতে বুঝা যাইবে :—

(হাজার একর)

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	৪০,১৬৮	৪৭,০৮৭	৪৬,০৫৩	৪১,৩৬০	৩৭,১২৩	৩৩,০৩৬	৩০,৫০৯
ভারত	২৩,৮১১	২৪,৬৭৬	২৮,৪৯২	২৬,৮০১	২৩,৬৩১	২১,৮০৫	১৮,৪৫২
মিশর	১,৫৭৪	১,৮৫৩	১,৯৯৭	১,৮৫৬	১,৭৭৯	১,৮৬৮	১,৩৩৯
সোভিয়েট রুশিয়া	১,৯৮৪	১,৭৩২	১,৬১৪	১,২৪৩	৫২৬	১৭৩	২৯৭
অন্যান্য দেশ	১,২২৩	১,৫৩৭	১,৩১০	১,১৯১	৯১৪	৮৫০	৭৫৪
	৬৮,৭৬০	৭৬,৮৮৪	৭৯,৪৬৬	৭২,৩৯১	৬৩,৯৭৩	৫৭,৭৩২	৫১,৩৫১

জগতে মোট যত জমিতে তূলার চাষ হয় তাহার শতকরা ৯০ ভাগের হিসাব উপরে দেওয়া হইয়াছে; একই সঙ্গে জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ জানা যায় নাই বলিয়া শতকরা ১০ ভাগ বাদ দিতে হইয়াছে।

উপরের অঙ্কগুলা হইতে বুঝা যাইবে যে, ১৯২৭-২৮ সনের মোট তূলার জমির পরিমাণ

১৯২৬-২৭	সনের	তুলনায়	শতকরা	১০·৬	ভাগ	কমিয়াছে
১৯২৫-২৬	„	„	„	১৩·৫	„	„
১৯২৪-২৫	„	„	„	৫	„	„
১৯২৩-২৪	„	„	„	৭·৫	„	বাড়িয়াছে
১৯২২-২৩	„	„	„	১৯·১	„	„
১৯২১-২২	„	„	„	৩৩·৯	„	„

ভারতে তূলা চাষের মোট পরিমাণ ১৯২১-২২ সন হইতে ১৯২৬-২৭ সন পর্য্যন্ত বরাবর বাড়িতেছিল। ১৯২৭-২৮ সনে প্রায় ১৯২৩-২৪ সনের সমান কমিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রেও ১৯২১-২২ সন হইতে ১৯২৬-২৭ সন পর্য্যন্ত বরাবর বাড়িতেছিল, কিন্তু ১৯২৭-২৮ সনে প্রায় ১৯২৪-২৫ সনের সমান কমিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে মোট যত জমিতে তূলার চাষ হয় ভারতে তাহার অর্দ্ধেকের কিছু বেশী জমিতে চাষ হয়।

১৯২৭-২৮ সনে ভারতের তূলার জমি মিশরের তূলার জমির ১৫ গুণ এবং সোভিয়েট রুশিয়ার ১৪ গুণ।

১৯২১-২২ সনে সোভিয়েট রুশিয়ার তূলার ক্ষেতের পরিমাণ মিশরের প্রায় ⅕ ভাগ ছিল; কিন্তু ১৯২৭-২৮ সনে সোভিয়েট রুশিয়া মিশরকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

বিভিন্ন দেশে তুলা-উৎপাদনের পরিমাণ

(হাজার গাঁইট ; প্রত্যেক গাঁইটে ৪৭৮ পাউণ্ড তুলা)

	১৯২৭-২৮	১৯২৬-২৭	১৯২৫-২৬	১৯২৪-২৫	১৯২৩-২৪	১৯২২-২৩	১৯২১-২২
যুক্তরাষ্ট্র	১২,৭৮৯	১৭,৯৭৭	১৬,১০৪	১৩,৬২৮	১০,১৪০	৯,৭৬২	৭,৯৫৪
ভারত	৪,৫৮৬	৪,১৮৬	৫,২৩০	৫,০৯৫	৪,৩১৯	৪,২৪৫	৩,৭৫৩
মিশর	১,২৫২	১,৫৮৬	১,৬৫০	১,৫০৭	১,৩৫৩	১,৩৯১	৯০২
সোভিয়েট রুশিয়া	৯৮৩	৭৫৫	৭৩৩	৪৫৩	১৯৭	৪৮	৪৩
অন্যান্য দেশ	৪৬০	৬৬৫	৪৮৯	৩৯২	৩৪৮	৩৪৭	২৬২
	২০,০৭০	২৫,১৬৯	২৪,২০৬	২১,০৭৫	১৬,৩৫৭	১৫,৭৯৩	১২,৯১৪

জগতে মোট যত তুলা উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৯০ ভাগের হিসাব উপরে দেওয়া হইয়াছে ; একই সঙ্গে উৎপাদন ও জমির হিসাব পাওয়া যায় না বলিয়া শতকরা ১০ ভাগ উৎপাদনের হিসাব বাদ দিতে হইয়াছে।

উপরের অঙ্কগুলা হইতে বুঝা যাইবে যে, ১৯২৭-২৮ সনের মোট উৎপাদন

১৯২৬-২৭	সনের	তুলনায়	শতকরা	২০·৩	ভাগ	কম
১৯২৫-২৬	„	„	„	১৭·২	„	„
১৯২৪-২৫	„	„	„	৪·৮	„	„
১৯২৩-২৪	„	„	„	২২·৭	„	বেশী
১৯২২-২৩	„	„	„	২৭·১	„	„
১৯২১-২২	„	„	„	৫৫·৪	„	„

ভারতের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১৯২১-২২ সন হইতে বাড়িতেছিল, ১৯২৬-২৭ সন হইতে কমিতেছে। ১৯২৭-২৮ সনের উৎপাদন প্রায় ১৯২৩-২৪ সনের কাছাকাছি।

যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনও বরাবর বাড়িতেছিল, ১৯২৭-২৮ সনে কমিয়াছে ; ১৯২৭-২৮ সনের উৎপাদন ১৯২৪-২৫ সনের উৎপাদন অপেক্ষা কিছু কম।

১৯২৫-২৬ সনে ভারতের মোট তুলা উৎপাদনের পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রের মোট উৎপাদনের ১/৩ ভাগ। ১৯২৬-২৭ সনে ১/৪ ভাগ ও ১৯২৭-২৮ সনে পুনরায় প্রায় ১/৩ ভাগ। অথচ ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের তুলার জমির অর্দ্ধেকেরও কিছু বেশীতে তুলার চাষ হয়।

১৯২১-২২ সনে মিশরের উৎপাদন ভারতীয় উৎপাদনের ১/৪ ভাগ, ১৯২৬-২৭ ও ১৯২৭-২৮ সনে যথাক্রমে ১/৩ ও ১/৪ ভাগের কিছু বেশী। অথচ ১৯২৬-২৭ সনে মিশরের তুলার জমি ভারতীয় তুলার জমির ১/১৩ ভাগ ও ১৯২৭-২৮ সনে ১/১৫ ভাগ।

১৯২১-২২ সনে সোভিয়েট রুশিয়ার উৎপাদন মিশরের উৎপাদনের ১/২ ভাগ, ১৯২৪-২৫ সনে প্রায় ১/৩ ভাগ, ১৯২৬-২৭ সনে অর্দ্ধেক ও ১৯২৭-২৮ সনে ৩/৪ ভাগ।

১৯২৭ ও ১৯২৮ সনের প্রথম চারি মাসে মিশরের বহির্ব্বাণিজ্য

১৯২৭ ও ১৯২৮ সনের প্রথম চারি মাসে মিশর কত মূল্যের আমদানি রপ্তানি করিয়াছিল তাহা নিম্নের অঙ্কগুলা হইতে বুঝা যাইবে। অঙ্কগুলাকে হাজার গুণ করিয়া লইতে হইবে। মিশরীয় পাউণ্ডে মূল্য নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

	মোট		বিলাত		বৃটিশ সাম্রাজ্য	
	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৭	১৯২৮
আমদানি	১৩,৯৫৭	১৬,৫৩৪	৩,৬৭১	৩,৭৬৮	১,৬০৬	১,৫১৫
মোট আমদানির শতকরা ভাগ			২৬	২৩	১১	৯
রপ্তানি	১৬,১৭৮	১৮,৩২৭	৭,১৭০	৭,১১৬	৪৪০	৬৬১
মোট রপ্তানির শতকরা ভাগ			৪৪	৩৯	২	৩

আমদানি—১৯২৭ সনের প্রথম চারি মাসের তুলনায় মোট আমদানির মূল্য বাড়িয়াছে। বিলাত হইতে আমদানির মূল্য বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু ১৯২৭ সনে বিলাত হইতে আমদানি মোট আমদানির শতকরা যত ভাগ ছিল, ১৯২৮ সনে তাহা অপেক্ষা কম। ১৯২৮ সনে বৃটিশ সাম্রাজ্য (বিলাত বাদে) হইতে আমদানি কমিয়াছে; ১৯২৭ সনে বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে মোট আমদানির শতকরা যত ভাগ আসিয়াছিল, ১৯২৮ সনে তাহাও কমিয়াছে।

রপ্তানি—১৯২৮ সনে মোট রপ্তানির মূল্য বাড়িয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যে (বিলাত বাদে) রপ্তানি বাড়িয়াছে; ১৯২৭ সনে মোট রপ্তানির শতকরা যত ভাগ বৃটিশ সাম্রাজ্যে গিয়াছিল, ১৯২৮ সনে তাহা অপেক্ষা বাড়িয়াছে। বিলাতে রপ্তানির পরিমাণ কমিয়াছে, মোট রপ্তানির শতকরা ভাগও কমিয়াছে।

১৯২৮ সনের প্রথম চারি মাসের অঙ্ক হইতে বুঝা যায় যে মিশর বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশ হইতে যত আমদানি করে বিলাত হইতে তাহার ২॥ গুণ আমদানি করে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশে যত রপ্তানি করে বিলাতে তাহার ১৩ গুণ রপ্তানি করে। বহির্ব্বাণিজ্য-বিষয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য সব কয়টা দেশ অপেক্ষা বিলাতের সহিত মিশরের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর।

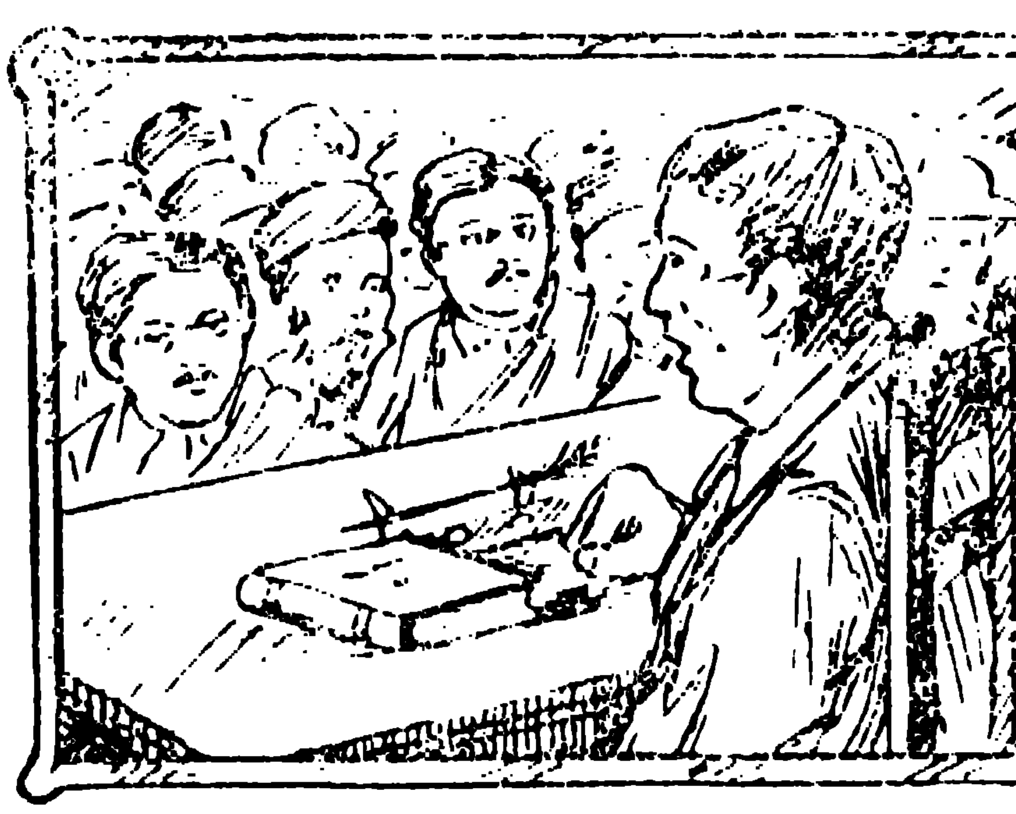

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের গতি

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের একজন সওদাগর "ষ্টেটস্‌ম্যানের" এক প্রতিনিধির কাছে বলিয়াছিলেন ভারতে বিবিধ শিল্প-বাণিজ্যে "বুম্‌" অথবা জোয়ার শীঘ্রই দেখা দিবে।

এ বিষয়ে সম্প্রতি কয়েকটা বড় বড় ব্যবসাদার তাঁহাদের মতামত "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকায় দিয়াছেন।

বিলাসিতা-সংক্রান্ত শিল্প-বাণিজ্যের জোয়ার

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কোন বড় গোছের "ম্যানেজিং এজেন্ট" বলিয়াছেন যে, "ক্লাইভ ষ্ট্রীটের সওদাগরটী" লণ্ডন ও মার্কিণের অধিকাংশ শিল্প-বাণিজ্যের জোয়ারের কথা বলিতে গিয়া ভুল বলিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে সেখানে এক বিলাসিতা-সংক্রান্ত শিল্প-বাণিজ্য বাদে আর বিশেষ কোন দিকে উন্নতি দেখা যায় না। বিলাসিতা-সংক্রান্ত জিনিষের মধ্যে গ্রামোফোন, নকল রেশমী কাপড়, তামাক, খবরের কাগজ, মোটর গাড়ী ও হোটেল প্রভৃতি সংক্রান্ত জিনিষের বেশ চল্‌তি দেখা যায়। এসব বাবুয়ানা-সংক্রান্ত জিনিষের চলন ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় এখনও তত বেশী হইতে পারে নাই।

লোহা ও ইস্পাত বিষয়ে ভারতের অবস্থা বেশ ভাল। ইহার কারণ ভারতবর্ষ কাঁচা মালের সাহায্য যথেষ্ট পাইয়া থাকে। এ বিষয়ে যখন একটা সুবিধা আছে তখন সময় থাকিতেই আরও ইস্পাতের কারখানা করা দরকার। কিন্তু লোহা এবং ইস্পাতকে "বিবিধ শিল্পে"র মধ্যে ফেলা যায় না।

তৈলের বীজ বিষয়ে বলিতে গেলে, নকল ঘীর ব্যবসায় প্রথমটা বেশ কিছু রাসায়নিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দরকার। কিন্তু পরে যাহারা তাহাদের প্রদর্শিত নিয়ম অনুসারে ব্যবসা চালাইবে, তাহাদের জ্ঞান অভিজ্ঞতা বেশী খরচ করিতে না হইলেও ইহাতে দু'পয়সা করিয়া লইতে পারিবে।

দেশের বিপুল খনিজ পদার্থের কথা ধরিলে, প্রতি তিনটা খনির মধ্যে খুব ভালভাবে পরিচালনা করিলেও একটা হয়ত খুব লাভবান হইতে পারে, একটা অমনি কোন মতে টিঁকিয়া থাকে, আর অন্যটীকে লোকসান দিতে হয়। এই হইতেছে খনি-বিষয়ে সাধারণ হিসাব। ভারতের বিবিধ শিল্প-বাণিজ্যকেও এই অনুপাতের মধ্যে ফেলা যাইতে পারে।

উন্নতি

অন্য দিকে তেমনি দেশের সমস্ত অনুষ্ঠান ও কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিলে সন্তোষজনকও অনেক কিছু পাওয়া যায়। গাড়ী নির্ম্মাণ, সিমেণ্ট, বিস্কুট, চীনে মাটির বাসন, দিয়াশলাই, গ্যালভানাইজিং, চায়ের বাক্স, বিজলী সরবরাহ, গ্রামোফোন রেকর্ড, বাঁশের কাজ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি (সাধারণ রসায়ন সংক্রান্ত এবং কয়লা হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি) এবং রঞ্জন প্রভৃতি বিষয়ে দেশ বেশ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এ সমস্ত উন্নতি একটা কম কথা নয়।

আর একটা খুব দরকারী বিষয় হইতেছে যে, যাহাতে দেশের ব্যবসাদারেরা গুপ্ত ধন আনিয়া ব্যবসায় খাটায় সে দিকে বিশেষ নজর রাখা। ইহাতে উন্নতি ধীরে ধীরে হইলেও নিশ্চিত। এ বিষয়ে তাড়াতাড়ি করিলে কোন ফল হইবে না। আর এই সব টাকা যাহাতে কোন নতুন

অনির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় না খাটাইয়া পুরাতন ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসার অংশ প্রভৃতি কিনিয়া খাটান হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, কারণ লাভ ইহাতেই বেশী হইবার সম্ভাবনা।

কোন বিষয়ের জোয়ার হঠাৎ আসা বাঞ্ছনীয় নয়। রাতারাতি বড় মানুষ হইতে চাহিলে কলিকাতার "রেস্" আছে। অনির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় টাকা না খাটাইয়া বড় বড় সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসার শেয়ারে টাকা লাগান ভাল। ১৯১৮ সনে ফিস্‌কাল্ কমিশন্ কলিকাতার ব্যবসাদারদের এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট বিষয়ে টাকা লাগানোর খুব নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ ব্যবসার পরিণাম শীঘ্রই দেখা গেল। ১৯২০-২১ সনে পোষ্ট-আর্মিষ্টিস্ আন্দোলনে একে একে সব ব্যবসাগুলি ফেল পড়িয়া গেল।

শেষ কালে তিনি বলিয়াছেন :—শিল্প-বাণিজ্যের জোয়ারের যেমন ভাঁটা আসিয়াছিল, সমস্ত দিক্ বুঝিয়া নতুন ব্যবসায় নামিলে জোয়ার আবার ফিরিয়া আসাও কিছু আশ্চর্য্য নয়।

ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের জোয়ারের কোন আশা নাই

ম্যাকিনন্ মেকেঞ্জির মিষ্টার জে, এইচ্, ফাইফ ভারতে নতুন শিল্প-বাণিজ্যের কয়েকটি বিশেষ অসুবিধার কথা বলিয়াছেন :—

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের সওদাগর শীঘ্রই বিবিধ শিল্প বাণিজ্যের জোয়ারের সম্ভাবনার কথা বলিয়াছেন, তাহা খুবই বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই। বৃটেন, ইউরোপ ও মার্কিণ দেশে আমরা যেমন শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি দেখিতেছি, তেমনি সে সব দেশের অবস্থা এদেশের অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ তফাৎ এটাও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। এ সমস্ত পাশ্চাত্য দেশের আবহাওয়া শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির খুবই অনুকূল বলিতে হইবে। সে সব দেশের সওদাগরেরা এমন কি খারাপ সময়েও তাহাদের লাগানো টাকার উপর একটা আস্থা রাখে। কিন্তু এ দেশে সাধারণতঃ টাকা কেউ ঘর থেকে বাহির করিতে চায় না, আর করিলেও একটুখানি লোকসানের সম্ভাবনা দেখিলেই আবার সব গুটাইয়া ফেলে।

আর একটা কারণেও পাশ্চাত্য দেশের শিল্প-বাণিজ্য বাড়িবার সুবিধা পায়। সেখানে শিক্ষিত ও কর্ম্ম-পটু মজুরের কখনও অভাব হয় না। মজুর-সমস্যাই এ দেশের শিল্প-বাণিজ্য বাড়িয়া উঠার একটা বিষম অন্তরায়।

এদেশ প্রকৃতির সাহায্য খুব বেশীই পায় এ কথা আমি মানি, তবে যে সমস্ত অসুবিধার কথা বলিলাম সেগুলি দূর করা সময়সাপেক্ষ। শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে এদেশে কোন বিশেষ উন্নতি করিতে হইলে ভিত্তি আগে পাকা করা দরকার।

শিল্প-বাণিজ্য-বৃদ্ধির সম্ভাবনা

বিড়্লা ব্রাদার্সের, মিঃ জি, ডি, বিড়্লা, ক্লাইভ ষ্ট্রীটের সওদাগরের মতে অনেকটা মত মিলাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এ দেশে বিবিধ শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির বেশ সম্ভাবনা আছে। সরু সূতার এবং সূক্ষ্ম বুনুনি প্রভৃতি তন্ত্র-শিল্পের উন্নতির বেশ আশা আছে। চিনির ব্যবসাও খুব বাড়িয়া যাইবে। তাছাড়া হোসিয়ারী, বাসন প্রস্তুত, যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ, মোটরগাড়ী প্রস্তুত, চামড়া ট্যান করা প্রভৃতি শিল্প-বাণিজ্য বাড়িবার সুবিধা এদেশে খুবই আছে। কিন্তু অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া আমাদের এসব ব্যবসায় নামা উচিত নয়। বস্তুতঃ ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের দিক্ দিয়া কোনই ঐক্য নাই। বর্ত্তমানে ইংলণ্ড ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য সমস্ত দেশই রক্ষণশীল হইয়াছে। এমন কি ইংলণ্ডেও শিল্প-বাণিজ্যের আইন-কানুন বজায় রাখিয়া উপযুক্ত ব্যবসায় রক্ষণ নিয়ম মানিয়া চলা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে এ সব বিষয়ে কতকটা ভিন্ন পথে চলা হয়। এই যেমন ধরুন কাপড়ের ব্যবসা। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এ ব্যবসায় বেশ মন্দা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্য কোনও দেশে ব্যবসার এমন অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হইতে দেওয়া হইত না। কিন্তু এদেশে "টারিফ বোর্ড" ভাল রকম অনুসন্ধানের পরও সমস্ত কাপড়ের মিলদের রক্ষণের জন্য অতি সামান্য কিছুই করিয়াছেন এবং সেটুকুও ভারত গভর্ণমেণ্ট অনুমোদন করেন নাই।

গবর্ণমেণ্টের পরীক্ষা

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলিয়াছেন :—

ভারতের বিবিধ শিল্প-বাণিজ্যে দ্রুত উন্নতির আশাটা খুবই মহৎ সন্দেহ নাই।

বিবিধ শিল্প-বাণিজ্যের মধ্যে চামড়া "ট্যানিং", সাবান প্রস্তত, ও এইরূপ ছোট ছোট শিল্প-বাণিজ্যের এদেশে ভবিষ্যতে উন্নতির আশা বেশ আছে। তবে প্রথমটা এসব ব্যবসার ফলাফল পরীক্ষা করিতে কোন ছোটখাট প্রতিষ্ঠানকে খুবই বেগ পাইতে হয়। এ কারণেই এসব ব্যবসা তেমন বাড়িয়া উঠিতে পারে না। গভর্ণমেণ্টের প্রাদেশিক শিল্প-বাণিজ্য-বিভাগের প্রথমটা এসব ব্যবসায় নামিয়া ইহাদের ফলাফল পরীক্ষা করিয়া তারপর উহা ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের হাতে দিয়া দেওয়া উচিত। এই ভাবের পরীক্ষা মাদ্রাজ ও যুক্ত প্রদেশে ২।১টি হইয়া গিয়াছে এবং অন্যান্য প্রদেশেও এই রকম হওয়া উচিত। সাধারণ পুঁজিপতিরা ছোটই হউক আর বড়ই হউক, যদি একবার বুঝিতে পারে যে, বর্ত্তমান সময়ে এই এই ব্যবসায় টাকা দিলে এত পরিমাণ লাভ হইতে পারে, তাহলে পুঁজি এবং উদ্যমের অভাব হইবে না।

এদেশে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি কতদূর হইবে একথা বলা বড় শক্ত। ইয়োরোপে ও মার্কিণ দেশে শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে জরীপ ও হিসাবপত্রের বেশ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এবং ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প, বন্যা, মড়ক, অসুখ-বিসুখ, এবং মৃত্যু-সংখ্যা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই "চক্র" অথবা উঠানামার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ এবং আবিষ্কার করা হইতেছে। কিন্তু এদেশে এ সব হিসাব নিকাশ অথবা পর্য্যবেক্ষণের কোনই ব্যবস্থা নাই। কেবল একমাত্র মিষ্টার বার্ডই পাটের বাজারের "চক্র" অথবা উঠানামা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির পক্ষে মনোবিজ্ঞানেরও একটা দিক্ আছে। মনের গতিবিধি এ পক্ষে বেশ কাজ করে।

চায়ের ব্যবসা স্বাবলম্বী হইয়াছে

ডানকান ব্রাদার্স এণ্ড কো: লি: এর মিষ্টার জে, ইঞ্চ ছোটখাট ব্যবসার কথা বলিতে গিয়া চায়ের ব্যবসা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, এ ব্যবসায় সমস্ত বিষয়ে না হইলেও কোন কোন বিষয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতেছে। ছোটখাট ব্যবসার মধ্যে অন্যান্য ব্যবসা অপেক্ষা চায়ের ব্যবসাটাই বেশ তাড়াতাড়ি উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে।

কোন কোন বিষয়ে আমরা এদেশের প্রস্তুত জিনিষপত্র বেশ ভালই পাই, আবার কোন কোন বিষয়ের জিনিষপত্র বিদেশী জিনিষের মত তত ভাল হয় না।

শেষকালে মিষ্টার ইঞ্চ্ বলিয়াছেন, অন্য একটা যুদ্ধ বাধিলে আমরা স্বাবলম্বী হইতে পারিব।

নকল রেশম

কেটল্ওয়েল বুলেন এণ্ড কো: এর মিষ্টার টি, এইচ্, ওয়াটসন্ নকল রেশমের ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিয়াছেন :—

নকল রেশমের শিল্পটা যদিও বেশী দিনের নয়, তবুও দুনিয়ার সমস্ত কাপড়ের ব্যবসার মধ্যে বেশ পাকা স্থান অধিকার করিয়াছে। এবং এদেশে শুধু এ মালের কাট্তি না হইয়া এ শিল্পটাও বেশ বাড়িয়া উঠিবে বলিয়া বোধ হইতেছে।

ল্যাঙ্কাশিয়ার হইতে যেসব কাপড় এদেশে আসিত তাহার মধ্যে সাধারণতঃ কম দামী জিনিষপত্রগুলিকে ইতালিয়ান মাল আসিয়া একটু চাপা দিয়াছিল। আবার এসব মালে জাপানীরাও প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় হইতেছে যে, ভারতীয় ব্যবসাদারেরাও এ ব্যবসাটা অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত যে উন্নতি হইয়াছে তাহা বেশই সন্তোষজনক। বোম্বাইয়ের প্রস্তুত নকল রেশমী পাড়ের ধুতি বিদেশী মালের চেয়ে ভালই হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্ব-বঙ্গের ঢাকায় এবং শান্তিপুরে যে পরিমাণ কাপড় প্রস্তুত হইতেছে, তাহা সমস্ত চাহিদা মিটানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়।

এদেশী কাপড় বেশী চওড়া হইতেছে না বলিয়া

কিছু অসুবিধা হইতেছে। এদেশে আরও চওড়া কাপড় প্রস্তুতের তাঁত না বসাইলে শাড়ী ও অন্যান্য চওড়া কাপড়ের ব্যবসা বিদেশীর একচেটিয়া হইয়া যাইবে।

বর্ত্তমানে যেসমস্ত বিদেশী নকল রেশমী মাল এদেশে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার দামের উপর শতকরা ৭॥০ টাকা আমদানি-শুল্ক দিয়াও ইহার প্রস্তুতকারীরা যে লাভ করিতেছে তাহা দেখিলে এ সমস্ত মাল এদেশে প্রস্তুত করিলে খুবই লাভ করা যাইতে পারে একথা বেশ বুঝা যায়।

এ শিল্প এদেশে বসাইলে বিদেশী ব্যবসাদারের চেয়ে আমরা অনেক বিষয়ে বেশ বড় বড় সুবিধা ভোগ করিতে পারি। দেশের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে মাল সরবরাহ করিবার বেশ সুযোগ পাই। বিদেশী মালের উপর যে শতকরা ৭॥০ টাকা আমদানি-শুল্ক দিতে হয়, তাহা বাঁচাইতে পারি। এ ছাড়া শতকরা ২০ ভাগের বেশী নকল রেশম আমদানি করিলে যে আরও শতকরা ১৫৲ টাকা বেশী দিতে হয়, সেটাও আমরা বাঁচাইতে পারি।

এ সমস্ত সুবিধা থাকাতে শুধু এদেশের কাটতি কেন, অন্যান্য বিদেশের চাহিদা অনুযায়ী মাল রপ্তানি করিবার উপযোগী নকল রেশমী কাপড় প্রস্তুত করাও এদেশের পক্ষে বিশেষ কিছুই কঠিন নয়।

বিলাতে অর্থকরী শিক্ষা

ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্যের বহর কি বিরাট তাহা ষ্টেটস্‌ম্যানের ইয়ারবুক, টাইম্‌সের ট্রেড এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সাপ্লিমেণ্ট (শিল্প-পত্রিকা) প্রভৃতির পাতা খুলিলে দেখা যায়। ইংরেজ কত টাকা রোজগার করে তাহার ইয়ত্তা নাই।

দুনিয়ার একটা মহাদেশের কাপড় যোগায় ইংরেজ, কয়লার মালিক ইংরেজ, পাটের দালাল ইংরেজ, তেলের রাজা ইংরেজ, চা-ব্যবসায়ী ইংরেজ, রবারের ব্যবসায় ইংরেজ পয়লা নম্বর, সমুদ্রের মালিক ইংরেজ, বার্ম্মার টিম্বারের মস্ত বড় ব্যবসা ইংরেজের তাঁবে। মোটের উপর ইংল্যণ্ডের ব্যবসা-প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী।

আজ এই ব্যবসায়ী ইংরেজের ব্যবসা-শিক্ষার বিবরণ এখানে দিতে চেষ্টা করিব। ইংরেজ খুব বড় ব্যবসায়ী জাতি। তা সত্ত্বেও আজকালকার প্রতিযোগিতার দিনে ব্যবসা জগতে টিকে থাকবার উপযোগী এফিশেন্সি অর্জ্জনের জন্য কতগুলি ব্যবসা-বাণিজ্য-বিষয়ক স্কুল দেশের মধ্যে কায়েম রাখিতে হইয়াছে তাহার পরিচয় দেওয়া হইবে।

আজকালকার দিনে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে হইলে 'যেন তেন প্রকারেণ' চলে না। ব্যবসা-বুদ্ধি অর্জ্জনের জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের উৎপন্ন জিনিষ ও হাটবাজারের সঙ্গে ভাল রকম পরিচিত হওয়া চাই। এই জন্য দেশের মধ্যে চাই নূতন ধরণের বিদ্যাপীঠ। সাধারণ শিক্ষালাভ ছাড়াও এই সমস্ত শিক্ষার জন্য বিশেষ স্কুল-কলেজে কিছু দিন কাটান আবশ্যক। বর্ত্তমানে ভারতের বেকার-সমস্যার দিনে ঐ ধরণের বিদ্যাপীঠের প্রয়োজনীয়তা কত বেশী তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

ইংলণ্ডের সাধারণ শিক্ষা

একশত বৎসর পূর্ব্বে ব্যবসা-বাণিজ্য-শিক্ষার উপযোগী কোন প্রতিষ্ঠানই ইংলণ্ডে ছিল না। মজুর-আন্দোলনের জন্মদাতা রবার্ট ওয়েনের পূর্ব্বে বিলাতের শ্রমজীবীদের শিক্ষার জন্য আর কোন চেষ্টাই ইংলণ্ডে হয় নাই। সর্ব্বপ্রথম রবার্ট ওয়েন শিক্ষাকে আপামর সাধারণের মধ্যে প্রচলিত করিবার জন্য প্রয়াস পান।

১৮৩২ সনে ইংলণ্ডে রিফর্ম্মস্ অ্যাক্ট (সংস্কার আইন) কর্ত্তৃক জনসাধারণের মধ্যে ভোট দিবার ক্ষমতা (ফ্রাঞ্চাইজ) বাড়াইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ১৮৭০ সনের পূর্ব্বে এমন কোন চেষ্টাই ইংলণ্ডে হয় নাই, এমন কোন শিক্ষা-কেন্দ্রই সেখানে গড়িয়া উঠে নাই, যাহার ফলে ইংলণ্ডের সকল লোক শিক্ষার সুবিধা লাভ করিতে পারে।

ইহারও দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৮০ সনে বিলাতের সকল স্থানে ১৩।১৪ বৎসর বয়স্ক ইংরেজ সন্তানের স্কুলে পড়া বাধ্যতা-মূলক করা হয়। ১৯০২ সনের শিক্ষা-আইনের

ফলে প্রাইমারী, সেকেণ্ডারী ও উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রগুলি সরকারের কর্তৃত্বাধীন করা হয়।

বিলাতের ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ১৮৭০ সনে ইংলণ্ডের কোন অঞ্চলের লোক বেশ লেখা পড়া শিখিতেছে আবার কোন অঞ্চলে কোন প্রকার বিদ্যালয়ই নাই, ফলে সেখানকার লোক গণ্ডমূর্খ রহিয়া গিয়াছে। বিলাতের মাস্ এডুকেশ্যান বা জন-শিক্ষা বিগত ২৫।৩০ বছরের জিনিষ মাত্র। ভারতবাসীর নিকট ইহা আশার সংবাদ। বিলাতের এলিমেণ্টারী বা প্রাথমিক এডুকেশ্যান কারিকুলামে সাধারণতঃ ইতিহাস, গণিত, ভূগোল, লেখন, ইংরেজী ভাষা, অঙ্ক, প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ, গান, স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চ্চা বিষয়ক শিক্ষারই স্থান আছে। মেয়েদের প্রাথমিক স্কুলে গৃহস্থালীর কাজও শিক্ষা দেওয়া হয়। ছেলেদের বাগানকরা বা ছোট ছোট শিল্প-কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা কতকটা খিচুরি ধরণের। সকল বিষয়েরই প্রাথমিক একটু আধটু সেখানে শিখানো হয়।

পাব্লিক স্কুল

এ ছাড়া বিলাতে পাবলিক স্কুল নামক এক রকম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে। এগুলিতে সাধারণতঃ কোন বিশেষ বিশেষ বিষয়ের অধ্যাপনা হয়। যেখানে ভাষা-শিক্ষা সেখানে কেবল ভাষা-শিক্ষাই দেওয়া হয়। কোন কোন স্কুলে কেবল আঁকই কষান হয় বা ইতিহাসের অধ্যাপনা চলে। ক্যাম্ব্রিজ অক্সফোর্ড এই ধরণের শিক্ষা-কেন্দ্র। এই ধরণের শিক্ষা-কেন্দ্রগুলিতে ২৫ হাজার পড়ুয়া আছে। গোটা দেশের পড়ুয়ার সংখ্যা ৬০ লক্ষ। বিলাতে ৭০০ গ্রামার স্কুল আছে।

গভর্ণমেণ্টের হাতে শিক্ষা আনিবার পূর্ব্বে স্কুলগুলি সাধারণতঃ ধর্ম্মযাজকগণ-কর্তৃক পরিচালিত হইত। ইঁহারা ধর্ম্মকে বিদ্যামন্দির হইতে বিতারিত করিবার মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। ধর্ম্মযাজকগণের হস্ত হইতে শিক্ষালয়গুলিকে একেবারে মুক্ত করা সম্ভবপর হয় নাই। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে বিলাতের প্রাথমিক শিক্ষা সাধারণতঃ লোকাল কাউন্সিল ও ধর্ম্মযাজকগণ-কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। বর্ত্তমানে বিলাতে ৭,৭৩৩টি স্থানীয় কাউন্সিল-পরিচালিত স্কুল আছে। ইহাদের ছাত্র-সংখ্যা ৩,৯৪৪,৬০৫ জন। এই ধরণের অন্যান্য প্রাথমিক স্কুলের মোট ছাত্র-সংখ্যা ৬,৪৯০,৫৩৩ জন।

সেকেণ্ডারী স্কুল

১৯২৫ সনের ৩১শে মে পর্য্যন্ত বিলাতের সেকেণ্ডারী স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১,১৪৫। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান পড়ুয়ার সংখ্যা ১৪ বৎসর আগের পড়ুয়া-সংখ্যার তিনগুণ।

১৯২৪-২৫ সনে পাবলিক এলিমেণ্টারী স্কুলের ৫,৬০০,০০০ জন ছাত্রের মধ্যে ৭১৪,৩১২ জন সার্টিফিকেট লইয়া অন্যত্র ভর্ত্তি হয় বা কাজের জন্য যায়।

১২ হইতে ১৭ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদের সেকেণ্ডারী স্কুলে কতকটা উন্নত ধরণের পড়াশুনা হয়। এইসকল স্কুলে ১১।১২ বছর বয়সে ভর্ত্তি হইতে হয়। ১৫।১৬ বছর পর্য্যন্ত এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের থাকিতে হয়। ৩½ বছর এখানকার শিক্ষার মিয়াদ। ১৯২৪ সনে ১,১৪৫টি স্কুলে ৪১৫,০০০ জন ছাত্র সরকারী শিক্ষা-বোর্ডের সাহায্য পাইত। বোর্ডের তরফ হইতে ইহাদের কাজ-কারবার তদারক করা হয়।

সেকেণ্ডারী স্কুলের ৩৫০,০০০ ছাত্রের ⅔ ভাগ পাবলিক এলিমেণ্টারী স্কুল হইতে আসে। এইসকল গ্রামার ও সেকেণ্ডারী স্কুল হইতে প্রতিসন ৭৫,০০০ ছেলে বাহির হয়। ইহাদের শতকরা ৪ জন মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রবেশ করে। আর যে সকল সেকেণ্ডারী স্কুল সরকারী সাহায্য পায় না, সেগুলি হইতে প্রতি বছর ১৩ হাজার করিয়া ছাত্র বাহির হয়। ১৯২৪-২৫ সনে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের বিশ্বিদ্যালয়সমূহে ৯,৭৫৬ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রবেশলাভ করে। এদের মধ্যে ৬,৭৫১ জন ছাত্র ও ৩০০৫ জন ছাত্রী। ১৯১৮ সনের বিখ্যাত এডুকেশ্যান্যাল অ্যাক্টের (শিক্ষা আইন) সকল দফা এখনও কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দাভাব, টাকার অভাব, ন্যাশনাল ইকনমি, মজুর-অসন্তোষ প্রভৃতি ইহার জন্য দায়ী।

গত ১৯২৬ সনের আর্থিক বৎসরে ইংলণ্ডের বোর্ড অব্ এডুকেশান শিক্ষা বাবদ ৩৬,৪৮৬,৮১৫ পাউণ্ড খরচ করেন। ইহা ছাড়া ঐ সনে স্থানীয় শিক্ষা কর উঠে ৩০,৯৩৪,২১৭ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৯২৬ সনে ইংরেজী শিক্ষা বাবদ মোট ৭৭,৪২১,০৩২ পাউণ্ড খরচ করে।

টেক্‌নিক্যাল স্কুল

এইবার বিলাতের টেক্‌নিক্যাল স্কুলগুলির কথা বলিব। প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী স্কুল হইতে কত ছাত্র ও ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য প্রবেশ করে এবং কত জন ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি লাইনে যাইবার প্রয়াসে এই সকল টেকনিক্যাল স্কুলে প্রবেশ করে তাহার পরিচয় এখানে দেওয়া হইবে। সরকারের তরফ হইতে টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার বিস্তারের চেষ্টা বড় বেশী দিন হয় নাই। এই পঁচিশ ত্রিশ বৎসর হইল মাত্র বিলাতী সরকার এ দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন।

১৮৮৯ সনে বিলাতে টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশ্যান অ্যাক্ট পাস হয়। ইহাদ্বারা স্থানীয় কাউন্সিলকে মাথা পিছু ১ পেনি করিয়া কর ধার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৮৯০ সনে পার্ল্যামেণ্ট টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার জন্য কিছু অর্থ-সাহায্য করেন। ইহা দ্বারা বিলাতে ইভ্‌নিং কমার্শ্যাল স্কুল বা ব্যবসা-বাণিজ্যের সান্ধ্য বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সায়েন্স টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট, আর্ট স্কুল ও ডে টেক্‌নিক্যাল স্কুল গড়িয়া উঠে। স্থানীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্য যেরূপ টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা দরকার তাহাই ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হইত। এই ধরণের সাধারণ শিক্ষালয় হইতে বাহির হইয়া যে সকল ছাত্র টেকনিক্যাল শিক্ষা পাইতে চায়, তাহারা অনেকে ডে কন্টিনিউয়েশ্যান স্কুল বা ইভ্‌নিং স্কুলে যোগদান করে। এই ধরণের ৪১৫৮টি কন্টিনিউয়েশ্যান স্কুলের ১৯২৪-২৫ সনের ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা এখানে দেওয়া হইল।

১৪ বৎসর বয়সের	৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী
১৬ বৎসর বয়সের	১২৯১২০ পুং, ১০৫৩৬০ স্ত্রী
১৬ ও ১৮ বছরের মধ্যে	৯২,৬৯৫ „ ৫৬,১৫৭ „
১৮ ও ২১ বছরের মধ্যে	৭২,২১৪ পুং ৪০,৫৮৯ স্ত্রী
২১ ও তদূর্দ্ধ	৯৪,৬৮০ „ ১১৪,২০৮ „
মোট	৩৮৮,৬৯১ পুং ৩১৬,৩১৪ স্ত্রী

এইসকল স্কুলে ৪ হইতে ৫ বৎসর কোর্স বা পাঠের সময়। প্রথম দুই বৎসর এলিমেণ্টারী ও সেকেণ্ডারী স্কুলের সাধারণ শিক্ষা ও পরের দুই বৎসর জুনিয়ার ও সিনিয়ার কমার্শ্যাল কোর্স পড়ান হয়। সরকারী পরিদর্শকগণ এই বিদ্যালয় তদারক করেন।

ডে কন্টিনিউয়েশ্যান স্কুল, কমার্শ্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রগণ এবং প্রাইভেট কমার্শাল ইনষ্টিটিউটের ছাত্রগণ সরকার-পরিচালিত পরীক্ষা দিতে পারেন। ঐ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে দস্তুরমত সরকারী ছাপমারা সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। ঐ সকল সার্টিফিকেটে পরীক্ষার্থীর গুণাগুণ বর্ণন করা থাকে এবং এইগুলির উপরই তাহাদের চাকুরী বাকুরী নির্ভর করে। কার কিরূপ দৌড়, কার বিদ্যা কতখানি তাহা ঐ সকল সার্টিফিকেট হইতে বেশ বুঝা যায়। জনসাধারণও লোকটার দর কতখানি তাহা বুঝিয়া লয়।

পরীক্ষাগৃহগুলির মধ্যে রয়াল সোসাইটি অব্ আর্টস প্রধান। ১৮৫১ সনের বিরাট প্রদর্শনীর পর হইতে ঐ প্রতিষ্ঠান-কর্ত্তৃক পরীক্ষা লওয়া হইতেছে। ১৮৫১ সন হইতে ইউনিয়ন মার্চ্চ্যাণ্টস ইন্‌ষ্টিটিউট কর্ত্তৃকও এই ধরণের পরীক্ষা লওয়া হয়। ১৮৫৬ সন হইতে লণ্ডন চেম্বার অব্ কমার্স এই ধরণের পরীক্ষা লইতেছে।

গত ১৯২৬ সনে রয়াল সোসাইটী অব্ আর্টস, লণ্ডন চেম্বার অব্ কমার্স ও ল্যাঙ্কাশিয়ার-চেশিয়ার ইউনিয়ন কর্ত্তৃক যথাক্রমে ৮৩২৬৫,২২১১৪ এবং ৩৩২২০ জন ছাত্রের পরীক্ষা নেওয়া হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিক্ষার পরীক্ষা

এইসকল পরীক্ষাভবনে ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত সকল প্রকার পরীক্ষা লওয়া হয়। তবে শর্টহ্যাণ্ড, টাইপরাইটিং, বুককিপিংএর পরীক্ষার্থীর সংখ্যাই বেশী। ইহাদের

সংখ্যা মোট পরীক্ষার্থীর অর্দ্ধেক। প্রতি সনে তিন প্রকার পরীক্ষা লওয়া হয়। প্রতি প্রশ্নপত্রের উত্তর করিবার সময় তিন ঘণ্টা মাত্র।

প্রথম বিভাগে এই সকল পরীক্ষা লওয়া হয়, যথা :—(১) গণিত, (২) ইংরেজী, (৩) বুক কিপিং, (৪) শর্টহ্যাণ্ড, (৫) প্রিসাইস রাইটিং, (৬) টাইপ রাইটিং, (৭) আর্থিক ভূগোল, (৮) আর্থিক ও সামাজিক ইতিহাস, (৯) ধনবিজ্ঞানের চিন্তাধারা (ইকনমিক থিয়োরী), (১০) কমার্শ্যাল ল বা বাণিজ্য-বিষয়ক আইনকানুন, (১১) কোম্পানী আইন, (১২) অ্যাকাউন্টিং বা হিসাবপত্র, (১৩) ব্যাঙ্কিং, (১৪) কমার্স বা বাণিজ্য, (১৫) রেলের আইন ও প্রথা, (১৬) জাহাজ আইন, (১৭) বীমা আইন, (১৮) রেলওয়ে ইকনমিকস্, (১৯) ফরেন এক্সচেঞ্জ বা বৈদেশিক বিনিময়, (২০) ষ্টক এক্সচেঞ্জ আইন, (২১) বিজ্ঞাপন বিদ্যা ও বেচাকেনার বুদ্ধি, (২২) মূল্য-নীতি, (২৩) ফরাসী (২৪) জার্ম্মাণ (২৫) ইটালিয়ান (২৬) স্পেনিশ (২৭) পর্ত্তুগীজ (২৮) রুশিয়ান (২৯) ডেনিশ ও নরওয়েজিয়ান (৩০) সুইডিশ এবং (৩১) ওলন্দাজ ভাষা।

দ্বিতীয় বিভাগে (ইণ্টার মিডিয়েট) নিম্নলিখিত পরীক্ষা লওয়া হয় :—(১) গণিত, (২) ইংরেজী, (৩) বুক কিপিং, (৪) শর্ট হ্যাণ্ড, (৫) লিখন, (৬) টাইপরাইটিং, (৭) আর্থিক ভূগোল, (৮) আর্থিক ও সামাজিক ইতিহাস, (৯) ইকনমিক থিয়োরী বা ধনবিজ্ঞানের চিন্তাধারা, (১০) কমার্স বা বাণিজ্য, (১১) বাণিজ্য-বিষয়ক আইন, (১২) কোম্পানী আইন, (১৩) ফরেন এক্সচেঞ্জ বা বৈদেশিক বিনিময়, (১৪) ষ্টক এক্সচেঞ্জ আইন। প্রথম বিভাগের মত ইয়োরোপের ভাষা পরীক্ষাও ইণ্টারমিডিয়েট কোর্সের সামিল।

তৃতীয় বিভাগে আছে—(১) কমার্শ্যাল গণিত, (২) ইংরেজী, (৩) বুক কিপিং, (৪) শর্টহ্যাণ্ড, (৫) টাইপ রাইটিং, (৬) আর্থিক ভূগোল, (৭) আর্থিক ও সামাজিক ইতিহাস, (৮) কমার্স, (৯) ফরাসী (১০) জার্ম্মাণ (১১) ইতালিয়ান (১২) স্পেনিশ এবং (১৩) রাশিয়ান ভাষা।

এই তিন পরীক্ষাতেই শতকরা ৫০ নম্বর রাখিলে পাশ এবং ৮০ নম্বর রাখিলে কৃতিত্বের সহিত পাশ হওয়া যায়।

অ্যাডভান্স্‌ট্ ষ্টেজ বা তৃতীয় বিভাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে বুক কিপিং, কমার্স, ইকনমিক থিয়োরী এবং শর্টহ্যাণ্ড টাইপ ছাড়া অবশিষ্ট বিষয়গুলির যে-কোন একটাতে পাশ করা চাই।

ইণ্টারমিডিয়েট ষ্টেজ বা দ্বিতীয় বিভাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে গণিত, বুক কিপিং, কমার্স ও অবশিষ্ট বিষয়গুলির ১টিতে পাশ করিতে হইবে। শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপ রাইটিং এক বিষয় বলিয়া ধরা হয়।

এলিমেণ্টারী ষ্টেজ বা প্রথম বিভাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে গণিত, ইংরেজী, এবং অবশিষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে দুইটি বিষয়ে উত্তীর্ণ হওয়া চাই। এই দুইটির মধ্যে একটি কমার্স বা বুককিপিং হওয়া চাই।

এই সকল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পরীক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বিলাতের বিভিন্ন কেন্দ্রে আরও অনেকগুলি পরীক্ষাগৃহ আছে, যথা—ইষ্ট মিড্‌ল্যাণ্ড এডুকেশ্যনাল ইনষ্টিটিউশ্যান, নটিংহ্যাম ইউনিয়ন অব্ এডুকেশ্যনাল ইনষ্টিটিউশ্যান, বার্ম্মিংহাম, ডার্লিংটন প্রভৃতি।

আফিসের কাজকর্ম্মে ওস্তাদ সৃষ্টি

আফিসের কাজে ওস্তাদ হইবার জন্য গণিত, শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং, বুককিপিং, কমার্শ্যাল করেস্‌পণ্ডেন্স, ব্যাঙ্কিং একাউণ্টেন্সি, ট্রান্সপোর্ট, কমার্স, সেক্রেটারিয়েটের কাজ, বর্ত্তমান বিদেশী ভাষা (যেগুলি ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ে বিশেষ প্রয়োজনীয়), কমার্স সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়, যথা ভূগোল, বাণিজ্য-ইতিহাস, বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান, ইকনমিক থিয়োরী, বিজ্‌নেস্ ইকনমিকস্। প্রধান প্রধান পণ্য-সম্ভারের সংবাদ—এগুলি কোথায় পাওয়া যায় ও এগুলির রকমারি, কি প্রকারে ঐ সকল মালের আদান প্রদান করা যায় প্রভৃতি যাবতীয় শিল্প-বাণিজ্য ও আফিস-সংক্রান্ত বিষয় ইংরেজ সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্যবসায়ী হইবার জন্য ব্যাঙ্কিং, বীমা, ফিনান্স ও ট্রান্সপোর্ট প্রভৃতিরও বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়।

এক লণ্ডনে এইসকল অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য কমসে কম ২৫টি বাণিজ্য-বিদ্যালয় বা কমার্শাল ইনষ্টিটিউট চলিতেছে। এই ধরণের সব চাইতে ছোটটির ছাত্র-সংখ্যা ৫০০ এবং সব চাইতে বড় বিদ্যালয়টির ছাত্র-সংখ্যা আড়াই হাজার। সিটি অব্ লণ্ডন কলেজ ও রিজেণ্ট ষ্ট্রীট পলিটেকনিকে লণ্ডনের অর্থকরী-শিক্ষা-প্রয়াসী ছাত্র-ছাত্রীর অভাব পূরণ হয়। ঐই সকল স্কুলে ১৬ হইতে ১৮ বৎসর বয়স্ক ছাত্রদের জন্য সপ্তাহে তিন সন্ধ্যা ক্লাস করা হয়। অনেক স্কুলে কেরাণী তৈরী করার চাইতে ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে ছাত্রগণের আকৃষ্ট করিবার ঝোঁক বেশী দৃষ্ট হয়। ঐ ধরণের স্কুলগুলিতে বিজ্নেস ইকনমিক্স্ কমার্শ্যাল গণিত, বুক কিপিং প্রভৃতি ও আধুনিক ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়।

ইহা ছাড়া বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ইনষ্টিটিউট অব্ চাটার্ড অ্যাকাউণ্টেণ্টস, সোসাইটি অব অ্যাকাউণ্টেণ্টস এণ্ড অডিটরস, ইনষ্টিটিউট অব ব্যাঙ্কার্স, চার্টার্ড ইনষ্টিটিউট অব সেক্রেটারিজ, ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশ্যান অব্ লোকাল গভর্ণমেণ্ট অফিসার্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইতে হইলে ঐ সকল বিশেষ বিভাগের বিশেষ শিক্ষা আয়ত্ত করিতে হয়।

প্রাইভেট টেকনিক্যাল স্কুল

বিলাতে সরকারী টেকনিক্যাল স্কুলের চাইতে বে-সরকারী স্কুলগুলিতে পড়াশুনা ভাল হয় এবং এগুলির ষ্ট্যাণ্ডার্ডও উঁচু। এইসকল প্রাইভেট স্কুলের বেতনও বেশী। অনেক পিতা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে ছেলে মেয়েকে না পাঠাইয়া ঐ সকল স্কুলে পাঠানো পছন্দ করেন।

১৯২৪ সনে ঐ সকল প্রাইভেট স্কুলে শর্টহ্যাণ্ড পড়িয়াছিল ৫৯১৮ জন, বুককিপিং পড়িয়াছিল ৪৭০৭, টাইপ ১৬৮৫, ভূগোল ১২৪৮, ব্যবসাসংক্রান্ত চিঠিপত্র লেখা ১৩৫৫, বিজ্নেস্ ইকনমিকস্ ১২৭২, পণ্য-সম্ভার ১২৭, কমার্শ্যাল আইন ৪৯৬, ব্যাঙ্কিং কারেন্সি ১৫৫, ইংরেজী ১০,৯১১, ফরাসী ২৩৫৯, জার্মাণ ৩৭৮, ইতালিয়ান ১৬৯, স্পেনিশ ৩৫। ইংলণ্ড ও ওয়েলসের স্কুলগুলিই ইংরেজের প্রধান বাণিজ্য ও অন্যান্য অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্র এখানে কতকগুলি বিদ্যালয়ের পরিচয় দেওয়া হইল।

ম্যানচেষ্টার উচ্চ বাণিজ্য-বিদ্যালয়

ম্যানচেষ্টার হাইয়ার স্কুল অব্ কমার্সে জুনিয়ার কোস ছাড়াও পুরা দুই বৎসর সময় পড়িতে হয়। এখানে ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির বিদেশী সংবাদদাতা পয়দা হয়। এদেরকে অন্যান্য ইয়োরোপীয় ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চীন ও আরবী ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হয়, কারণ সুদূর প্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ায় ইংরেজের যথেষ্ট স্বার্থ আছে। এই বিদ্যালয়ে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান সম্বন্ধে আর্থিক বক্তৃতা ও দুনিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশের ধনদৌলত ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের ঠিকানা ছাত্রদেরকে বলিয়া দেওয়া হয়। তুলা শিল্প, তুলার বাজার, পাট-শিল্প ও অন্যান্য বাণিজ্য-সম্ভারের বক্তৃতাও এখানে দেওয়া হয়।

শিল্প-পরিচালনা

মিউনিসিপাল কলেজ অব্ টেকনোলজিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান কি ভাবে পরিচালনা করিতে হয় সে বিষয়ে বিশদভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়।

লিভারপুল বাণিজ্য-বিদ্যালয়

ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা দিবার জন্য লিভারপুল সহরে ৩৩টি ইভ্নিং কণ্টিনিউয়েশ্যান স্কুল আছে। ১০টি ইভ্নিং ইনষ্টিটিউট আছে। এগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ের উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সকল স্কুলের এক একটিতে একটি বিশেষ বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়। যথা—কটন ট্রেডে বা বস্ত্র শিল্পে যাহারা নিযুক্ত তাহাদিগকে তুলা, বস্ত্র ও সূতা সম্বন্ধেই বিশেষজ্ঞ করিয়া তৈরী করা হয়। সামুদ্রিক জীবনের জন্য যাহারা প্রস্তুত হইতে চায়, তাহাদিগকে শিপিং প্রাকটিস্, জাহাজ এবং এগুলির ব্যবহার, পরিচালনা, যাত্রী ও দেশান্তরগামী (এমিগ্রাণ্টস) জাহাজ আফিস, জাহাজ শিল্প, জাহাজ আইন (শিপিং ল) প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়।

ব্রাড্ফোর্ড টেক্নিক্যাল কলেজ

এটা ডিপার্টমেন্ট অব্ টেকস্‌টাইল্‌সের অন্তর্ভুক্ত। সওদাগর আফিসে যে সকল কেরাণী কাজ করে তাহাদের দক্ষতা বাড়াইবার জন্য বা ঐ সকল মার্চেন্ট আফিসের সুদক্ষ কেরাণী তৈয়ারী করিবার নিমিত্ত এই কলেজে বস্ত্র-শিল্প, তুলা ও সূতা-বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সওদাগরী শিক্ষাও এখানে দেওয়া হয়। বার্মিংহামে কমার্সের একটি ইভ্নিং স্কুল আছে। ১৯২৬ সনে ট্রান্সপোর্ট ইন্‌ষ্টিটিউটের সঙ্গে সহযোগিতায় ইহার পাঠ্য-তালিকার ব্যবস্থা করা হয়।

লিচেষ্টারে চামড়া-শিল্প শিক্ষা

চামড়া-শিল্পের ব্যবসা-সংক্রান্ত শিক্ষার জন্য লিচেষ্টারে একটা মিউনিসিপ্যাল কলেজ আছে। ইহা সরকারের কমার্স ডিপার্টমেন্টের অন্তর্গত। এখানে বুট সু ও হোসিয়ারি-শিল্প শিক্ষার জন্য এক বৎসর পড়িবার ব্যবস্থা আছে।

রেলওয়ে কেরাণী

রেলওয়ে কেরাণীদের জন্য কার্ডিফ টেক্নিক্যাল কলেজে ইভ্নিং কোর্সের ব্যবস্থা আছে। ইহাও সরকারী কমার্স দপ্তরের অন্তর্গত।

সমুদ্র ও খনির কাজ

সমুদ্র ও খনির কাজে সুদক্ষ কেরাণী তৈয়ারীর জন্য লণ্ডন কলেজে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এখানে ১৪ বৎসর ও তদূর্দ্ধ বয়স্ক ছেলেমেয়েদের ৪ বৎসর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। গণিত, প্রাথমিক ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্, সাধারণ বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্য-বিষয়ক দ্রব্যের প্রতি বেশী দৃষ্টি রাখিয়া পড়ান হয়। ইহা হইল ডে কোর্স।

বৈকালিক ক্লাসের জন্য কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের অধ্যাপনার বন্দোবস্ত আছে।

লণ্ডনে যে সকল পণ্যদ্রব্যের কাট্‌তি হয়, সে সকল বিষয় ছাড়া শস্য, লোহা ইস্পাত, তেল, চর্ব্বি, ডিম, টিম্বার, টেকস্‌টাইল ও অন্যান্য দ্রব্যের সম্বন্ধে ছাত্রগণকে পড়ান হয়।

রিজেণ্ট ষ্ট্রীট পলিটেক্নিক্

এই পলিটেক্নিক্‌টিতে ব্যবসা-শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ইহার কোর্স দুই বৎসরের। দিবাভাগের ক্লাসে জুনিয়ারদের শিল্প-ব্যবসার নীতি-পদ্ধতি প্রভৃতি শিখান হয়। ইভ্নিং ক্লাসগুলিতে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশ্যান সম্বন্ধে পড়ান হয়।

ইহা ছাড়া বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ হইতে স্থানীয় বিশেষ বিশেষ শিল্প-ব্যবসার উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়।

স্যালফোর্ড কলেজ

ম্যানচেষ্টারের কটন ট্রেডের জন্য এই কলেজে উপযুক্ত লোক তৈয়ারী করা হয়।

বোল্টন টেক্নিক্যাল কলেজ

এখানে কটন ট্রেডের বিশেষজ্ঞ তৈরী করা হয়।

ল্যাঙ্কাশিয়ার ও চেশিয়ার ভবন

ইউনিয়ন অব্ ল্যাঙ্কাশিয়ার এণ্ড চেশিয়ার ইনষ্টিটিউটে কটন স্পিনিং ও কটন উইভিংএর কারিগর তৈয়ারী করা হয়। খুচরা ও পাইকারী ব্যবসাও এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়।

সার্টিফাএড ট্রেডার্স্ ও মিট ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশানের পক্ষ হইতে ঐ সকল ব্যবসার গূঢ় তত্ত্ব ছাত্রগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

স্মিথফিল্ড ভবন

এখানে মাংস-ব্যবসায়ী তৈয়ারী করা হয়। বিভিন্ন দেশের মাংস-শিল্পের সকল কথা তরুণ ব্যবসায়ীদিগকে জানান হয়।

চামড়া-শিল্প, কাচ-শিল্প ও অন্যান্য প্রত্যেকটি শিল্পের

এক একটি স্কুল বা কলেজ বিলাতে চলিতেছে। ছুরিকাঁচি শিল্পের জন্যও কলেজ আছে।

দোকান-পসারে বেচা-কেনা করাও একটা বিদ্যা। এ বিদ্যা শিক্ষার জন্যও স্কুল আছে। ব্যারেট ষ্ট্রীট ট্রেড স্কুল হইতে বিলাতের বড় বড় সেলস্‌ম্যান ও সেলস্‌উম্যান বাহির হয়।

বিলাতের যুবকগণ প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া মাত্র দুই বৎসর জুনিয়ার টেক্‌নিক্যাল স্কুলে কাটাইয়া ১৬ বৎসর বয়সেই উপার্জ্জনক্ষম হয় ও বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতে আরম্ভ করে। বিলাতের টেক্‌নিক্যাল ও শিল্প স্কুলগুলিতে খুব নিয়মানুবর্ত্তিতার সঙ্গে কাজ-কর্ম্ম করান হয়। যে সকল বিষয়ের অধ্যাপনা করা হয়, তাহা দ্বারা যাহাতে ছাত্র-ছাত্রী-গণের ব্যবসার প্রতি ঝোঁক জন্মে সেদিকে বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়। এই ধরণের শিক্ষার ফলে ইংরেজ সন্তানের যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে মন আকৃষ্ট হয় তেমনি আফিসের ও শিল্প-কারখানার কাজেরও তাহারা যোগ্যতা অর্জ্জন করে।

বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য-শিক্ষা

আজকাল আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিও অর্থকরী বিদ্যা সম্বন্ধে উদাসীন নহে। অল্প কিছুদিন হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কমার্সের ক্লাস খোলা হইয়াছে এবং বাংলার কতিপয় যুবক কমার্সের গ্রাজুয়েট হইয়া বা বি, কম ডিগ্রি লইয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে মনোনিবেশ করিতেছে। তবে বর্ত্তমানে বি, কম ডিগ্রি-ধারী অনেকেই বড় বড় চাকুরী লইয়াই সন্তুষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে বিলাতের কমার্শ্যাল গ্রাজুয়েটদের খানিকটা পরিচয় দেওয়া হইবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের শিক্ষার দৌড় তাহাদের কতখানি, ডিগ্রী পাইয়া তাহারা কোন কোন লাইনে জীবন পরিচালিত করে তাহা এখানে বলা হইবে।

বার্ম্মিংহাম

১৯০১ সনে বার্ম্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রথম বাণিজ্য-শিক্ষার জন্য ফ্যাকাল্‌টি অব্‌ কমার্সের প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিলাতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম-ভাগ হইতে কমার্স বা বাণিজ্য-শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এগুলির মধ্যে ডারহাম (আর্ম্মষ্ট্রং কলেজ), লিভারপুল, লণ্ডন, ম্যানচেষ্টার, এডিনবরা, অ্যাবারডিন, বেলফাষ্ট, রেডিং, নটিংহাম সাউথ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কমার্স গ্রাজুয়েট

ম্যাট্রিকুলেশানের পর সাধারণতঃ তিন বৎসরের কোর্স এইসকল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হয়। তিন বৎসরে কমার্স ক্লাসের পাঠ সমাপন করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ কমার্সে বি, কম ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হয়।

কমার্সের এম, এ

কমার্সের মাষ্টার বা এম, কম ডিগ্রির জন্য বার্ম্মিংহাম লিভারপুল ও ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও এম, কম ডিগ্রি দেওয়া হয়। যেসকল ছাত্র বি, কম পাশ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জ্জন করে, কেবল তাঁহারাই এম, কম ডিগ্রি পাইবার অধিকারী।

নিউক্যাসেল অন্‌ টাইনের আর্ম্মষ্ট্রং কলেজে বি, কম পাশ করিয়া দুই বৎসর পড়ার পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে এম, কম ডিপ্লোমা দেওয়া হয়।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়

ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতি শিক্ষা দিবার জন্য ১৮৯৫ সনে ইংলণ্ডের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম "লণ্ডন স্কুল অব্‌ ইকনমিক্‌স এণ্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স" নামক প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ১৯০০ সনে ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতির ফ্যাকালটি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যখন সংকল্প করেন তখন এই প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করিয়া ঐ ইকনমিক্‌স ও পলিটিক্যাল সায়েন্সের ফ্যাকালটি গড়িয়া উঠে। তারপর বাণিজ্য-শিক্ষার ব্যবস্থাও এখানে করা হয়। তখন হইতে বি, এস-সি (ইকনমিক্‌স) ডিগ্রি ঐ স্কুল কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে।

১৯১৯ সন হইতে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কমার্সের একটা স্বতন্ত্র ডিগ্রি উপাধির ক্লাস আরম্ভ করেন। লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্স এণ্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সের মধ্যেই ঐ কমার্স ক্লাস খোলা হয়। গত সেশনে ইহাতে ২৬১২ জন ছাত্র ভর্ত্তি হয়। এদের মধ্যে ৮১৬ জন নিয়মিতভাবে ডে ক্লাসে অধ্যয়ন করে এবং ২৬২ জন ছাত্র বি, কম এর জন্য তৈয়ারী হইতেছে। আর অধিকাংশ ছাত্র ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার জন্য বি, এস-সি (ইকনমিকস্) ডিগ্রির পাঠ পড়িতেছে। এদের মধ্যে অনেকেই ব্যবসাক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে। প্রায় এক হাজার ছাত্র যাহারা ইভ্নিং ক্লাসে যোগদান করিয়া থাকে তাহাদের অধিকাংশই ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এক এক জন হয়ত মস্ত বড় আমদানি রপ্তানি ব্যবসা চালাইতেছেন এবং তাঁহারাই অবসর করিয়া সন্ধ্যাবেলা ঐ স্কুলে ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত নূতন নূতন বিষয় শিখিতে আসেন। যাঁহারা ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন কিন্তু সেদিকে খুব ঝোঁক আছে তাহাদেরও বেশীর ভাগ লোক এই স্কুলের ছাত্র।

মোটের উপর বিলাতের বি, কম ডিগ্রির উদ্দেশ্য ব্যবসা-জীবন ও সাধারণ সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য উপযুক্ত লোক গড়িয়া তোলা এবং এই বিষয়ক শিক্ষা তাহাদের মধ্যে প্রচার করা।

লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস্এ প্রথম বর্ষের ছাত্রগণকে কমার্স (বাণিজ্য) ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল জিওগ্রাফি (শিল্প বিষয়ক ভূগোল), এলিমেণ্টারী অ্যাকাউন্টেন্সি, ইকনমিকস্, কারেন্সি, ব্যাঙ্কিং এবং এক বা ততোঽধিক আধুনিক ভাষাশিক্ষা দেওয়া হয়।

সেকণ্ড ও ফার্ষ্ট ইয়ারের ছাত্রগণকে প্রথমবর্ষের পাঠ্য বিষয়গুলিই উন্নতভাবে পড়ান হয়। ইহার সঙ্গে টান্সপোর্ট, কমার্শাল ও ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল আইনকানুন, পাব্লিক ফিনান্স প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাপনা হয়।

ইণ্টারমিডিয়েট্—প্রথম বর্ষ

(১) এলিমেণ্টস অব্ ইকনমিকস্ (ধনবিজ্ঞানের মূল কথা) (২) ভূগোল (৩) একটি আধুনিক বিদেশী ভাষা (৪) ইংরেজের আর্থিক ইতিহাস। (৫) অ্যাকাউণ্টিং।

দ্বিতীয় বর্ষ

দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রগণকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পড়ান হয়:—(১) শিল্প, ব্যবসা, টান্সপোর্ট ও ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান (২) সাম্রাজ্যের আধুনিক আর্থিক উন্নতি (৩) বাণিজ্য আইনকানুনের সার কথা (৪) ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের ধারা (৫) একটি আধুনিক বিদেশী ভাষা, ইতিহাস, ইংরেজী, কমার্স-সম্বন্ধীয় শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ের যে কোন একটি।

তৃতীয় বর্ষ

তৃতীয় বর্ষের ছাত্রগণ উল্লিখিত বিষয়গুলির যে কোন চারিটী বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। এই বিষয়গুলির মধ্যে অন্ততঃ ইংরেজী ও একটী বিদেশী ভাষা থাকা চাই। ইহা ছাড়া (ক) ব্যাঙ্কিং ও ফিনান্স, (খ) ট্রেড—কলোনিয়াল, জেনারেল বা ডিষ্ট্রীবিউটিং (গ) একটি বিশেষ জায়গার সঙ্গে ব্যবসা—যথা ব্রেজিল, ভারতবর্ষ প্রভৃতি (গ) শিল্প (ঙ) জেনারেল ট্রান্সপোর্ট (চ) শিপিং (ছ) আভ্যন্তরীণ ট্রান্সপোর্ট (জ) পাব্লিক ইউটিলিটিজ (ঝ) ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত কলা-বিজ্ঞান।

ফার্ষ্ট ইয়ার ও সেকণ্ড ইয়ার ইণ্টারমিডিয়েট কোর্স শেষ হইবার পর ফাইনাল।

ফার্ষ্ট ইয়ার

এলিমেণ্টস অব ইকনমিক্স, (২) ভূগোল, (৩) গণিত বা ফরাসী বা জার্ম্মাণ ভাষা (৪) ইংরেজের আর্থিক ইতিহাস, (৫) বৃটিশ কন্‌ষ্টিটিউশান বা ইংরেজের আইনকানুনের মূলকথা।

সেকণ্ড ও থার্ড ইয়ার

(১) ইকনমিকস্—ধনবিজ্ঞানের মূল-নীতি, কারেন্সি ও ব্যাঙ্কিং, ইংলণ্ডের আর্থিক ইতিহাস (১৮১৫), ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল

ও সায়েন্টিফিক মেথড (২) বড় বড় জাতির ইতিহাস (১৮১৫ সন হইতে) (৩) রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রীয় ও সমাজ-বিজ্ঞানের চিন্তাধারা, পাব্লিক অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেশান বা প্রতিদ্বন্দ্বী সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তুলনামূলক সামাজিক প্রতিষ্ঠান (৪) ধনবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান চিন্তাধারার ইতিহাস (মিডিভ্যাল) ইকনমিক হিষ্টরি, (মর্ডার্ণ), রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাস, পাব্লিক অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান; আধুনিক ব্যাঙ্কিং ও কারেন্সির ইতিহাস, ভূগোল, ইতিহাস, আধুনিক ট্রান্সপোর্ট, বীমার ইতিহাস, অ্যাকাউন্টেন্সি ও বিজ্‌নেস অর্গানিজেশান, ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের মূলনীতি, আন্তর্জ্জাতিক আইনকানুন, শিল্প-জগতের আইনকানুন, ব্যবসাবাণিজ্য-বিষয়ক আইন-কানুন প্রভৃতি বিষয়ের যে কোন একটি।

বি, কমএর ছাত্র যে শিল্প বা ব্যবসায় প্রবেশ করিতে চায় তাহাকে প্রথম বৎসর সেই বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়।

ব্যাঙ্কিং, ষ্টক-ব্রোকিং ফার্ম্ম বা রেল ও শিপিং কোম্পানীর কাজে যাহারা নিযুক্ত আছে তাহাদের ব্যাঙ্কিং ও ট্রান্সপোর্ট সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়। বিলাতের রেল-কর্ম্মচারিগণের জন্য বিশেষ বক্তৃতারও বন্দোবস্ত আছে।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাইভেট ছাত্রও বি, কম, এম, কম পরীক্ষা দিতে অধিকারী। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এখানকার হাজিরা বাধ্যতামূলক নয়।

বার্ম্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়

বার্ম্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯০১ সনে কমার্সের ফ্যাকাল্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং ১৯০২ সন হইতে বি, কম ডিগ্রির জন্য শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়। বিলাতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অধীনে ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা ইহাই প্রথম। বার্ম্মিংহামের এই ফ্যাকাল্টির সঙ্গে আশে পাশের শিল্প-ব্যবসায় নিযুক্ত ধুরন্ধরদের সম্বন্ধ আছে। এখানে তিন বৎসরের কোর্স। প্রত্যেক বছরের শেষে একটি করিয়া পরীক্ষা। ১০ মাসে বৎসর।

ফার্ষ্ট ইয়ার

(১) ধনবিজ্ঞানের ইতিহাস (সপ্তাহে দুই ঘণ্টা) (২) ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র (দুই ঘণ্টা) (৩) বৃটিশ শিল্প ও কাঁচা মালের রসদ (তিন ঘণ্টা) (৪) ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক আইন কানুন (দুই ঘণ্টা) (৫) অ্যাকাউন্টিং (এলিমেণ্টারী) (এক ঘণ্টা) (৬) জার্ম্মাণ, স্পেনিশ, ফ্রেন্স, ইতালীয়ান, রাশিয়ান কিংবা বিদেশী ছাত্রের বেলায় ইংরেজী (সপ্তাহে তিন ঘণ্টা) (৭) স্থানীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান-বিষয়ক শিক্ষা (তিন ঘণ্টা) (৮) কমার্স (দেড় ঘণ্টা)।

সেকণ্ড ইয়ার

(১) ব্যবসা ও শিল্পের ষ্ট্যাটিষ্টিক্স (এক ঘণ্টা) (২) ইক-নমিকস্ অব্ ট্রান্সপোর্ট (এক ঘণ্টা) (৩) ব্যাঙ্কিং ও টাকার বাজার (দুই ঘণ্টা) (৪) অ্যাকাউন্ট (সেকণ্ডারী)— কোম্পানী ও পার্টনার্শিপ অ্যাকাউন্টিং (এক ঘণ্টা) (৫) কমার্শ্যাল ল (দুই ঘণ্টা) (৬) বিদেশী ভাষা (যাহা ফার্ষ্ট ইয়ারে লওয়া হইয়াছিল (তিন ঘণ্টা) (৭) ফার্ষ্ট ইয়ারে গৃহীত একটি বিষয় (৮) কমার্স (দেড় ঘণ্টা)।

থার্ড ইয়ার

(১) বিজ্‌নেস্ অর্গানিজেশ্যান ও পলিসি—শিল্প কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের গড়ন ও সেগুলির পরিচালনা-পদ্ধতি (দুই ঘণ্টা) (২) বিজনেস অ্যাডমিনিষ্ট্রেশ্যান (এক ঘণ্টা) (৩) মার্কেটিং ও আন্তর্জ্জাতিক ট্রেড্ (এক ঘণ্টা) (৪) অ্যাকাউন্টিং (এক ঘণ্টা) (৫) বিদেশী ভাষা (প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে গৃহীত) (দুই হইতে তিন ঘণ্টা) (৬) ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল ল (এক ঘণ্টা) (৭) একটি মনোনীত বিষয়, (এক ঘণ্টা) (৮) কমার্স (দেড় ঘণ্টা)।

বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইনিং ও মেটালার্জ্জি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং ঐ সকল বিষয়ের গ্রাজুয়েটদের ডিপ্লোমা দেওয়া হয়।

ভাল অ্যাকাউন্টেণ্ট হইবার জন্য ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র এক বৎসরের কোর্স আছে। (১) এলিমেণ্টারী ইকনমিক্স (দুই ঘণ্টা) (২) ট্রান্সপোর্ট ইকনমিক্স (এক ঘণ্টা) (৩) ট্রেড্ ও ইণ্ডাষ্ট্রী ষ্ট্যাটিষ্টিক্স (এক ঘণ্টা) (৪) শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক আইনকানুন (দুই ঘণ্টা) (৫) বিজনেস্ অর্গানি-

জেশ্যান (এক ঘণ্টা) (৬) বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশ্যান (এক ঘণ্টা) (৭) মূল্য নির্দ্ধারণ ও অ্যাকাউণ্টসের বিশ্লেষণ, কমার্স (দেড় ঘণ্টা)। এম, কম এর জন্য আরও এক বৎসর পড়ান হয়।

পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স

(১) ইকনমিক থিয়োরি—ইতিহাস ও আধুনিক উন্নতি (২) বিদেশী শিল্প ও রসদ (৩) পাব্লিক ফিনান্স,—ন্যাশনাল ও মিউনিসিপ্যাল (৪) অ্যাকাউণ্টিং সমস্যা (৫) ষ্ট্যাটিষ্টিক্স (অ্যাড্‌ভান্সট্) (৬) মুদ্রানীতি ও ব্যাঙ্কিং ইতিহাস।

ক্যাম্ব্রিজ ট্রাইপস

ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কমার্স শিক্ষার কি আয়োজন উপকরণ আছে তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে।

১৯০৩ সনে ক্যাম্ব্রিজে ইকনমিক্স ও অ্যাসোসিয়েটেড্ ব্রাঞ্চেস্ অব পলিটিকাল সায়েন্সের ট্রাইপোস প্রতিষ্ঠিত হয়। ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের ব্যবহারিক দিক্ ভাল করিয়া শিক্ষা দিবার জন্য ও যে সমস্ত শিক্ষার্থী ব্যবসা-বাণিজ্য বা রাষ্ট্রনীতি লইয়া কালাতিপাত করিতে চায়, তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষার জন্যই মুখ্যতঃ ইহার সূচনা হয়। ক্যাম্ব্রিজে পলিটিক্যাল ইকনমির অধ্যাপনার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ও একজন অধ্যাপক আছেন। ধনবিজ্ঞান-শাস্ত্র ও ষ্ট্যাটিষ্টিক্স অধ্যাপনার জন্যও ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ জন অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন।

ইকনমিক্স ও পলিটিক্সের স্পেশাল বোর্ড কর্তৃক বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা হয়। ঐ বোর্ড ট্রাইপোসের জন্য পুস্তকাদিও নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন।

৪ বৎসরের ট্রাইপস

ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেকটি দুই বৎসরের কোর্স। প্রথম বারে নিম্নলিখিত বিষয়ের পরীক্ষা লওয়া হয়।

(১) রচনা—সাহিত্যের ভঙ্গী বা ষ্টাইল, চিন্তার বহর ও সাধারণ জ্ঞান (২) ইকনমিক থিয়োরি (মূল্য ও ডিষ্ট্রীবিউশান)—মার্শালের প্রিন্সিপল্ অব ইকনমিক্স। (৩) শিল্প ও শ্রমিক, শিল্পের কাঠাম ও ইহার গঠন-প্রণালী, শ্রম ও সামাজিক উন্নতি (৪) ব্যবসা ও পুঁজি, টাকার কথা, ব্যাঙ্কিং, বাজার, আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা, করনীতি ট্যাকসেশান ও পাব্লিক ফিনান্স (৫) ইংরেজের আর্থিক ইতিহাস—১৭০০ সন হইতে এবং তাহার পুর্ব্ব সময়ের কিঞ্চিৎ আভাষ, (৬) ইয়োরোপের আধুনিক আর্থিক ইতিহাস বা বৃটিশ সাম্রাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক আর্থিক ইতিহাস।

সাধারণতঃ যে সকল শিক্ষার্থী বিজ্‌নেস্ কেরিয়ারের জন্য প্রস্তুত হইতে চায় তাহারাই এই সকল বিষয় লয়।

পার্ট টু বা দ্বিতীয় ভাগে সাধারণতঃ রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয়। যে সমস্ত ছেলেরা ভবিষ্যতে পলিটিক্স বা রাজনীতি তাহাদের জীবনের অবলম্বন করিতে চায় তাহারাই এই বিভাগে শিক্ষালাভ করে। ইহার কারিকুলামে দেখিতেছি :—(১) রচনা—সাহিত্যের ভঙ্গী বা ষ্টাইল, চিন্তার বহর ও সাধারণ জ্ঞান (২) ইকনমিক প্রিন্সিপলস, —ধন বিজ্ঞানের মূলসূত্র। ধন-বিজ্ঞানের দৌড়, ওয়েজ থিয়োরি, লভ্যাংশ, খাজনা বা ট্যাক্সেশান। বৈদেশিক বাণিজ্য, মূল্য ও করের দিক্ হইতে চাহিদা ও যোগানের বিবেচনা করা (৩) শিল্পের কাঠাম ও ইহার বিভিন্ন সমস্যা, শিল্প-সম্বন্ধীয় আইনকানুন, প্রডাকশান ও মার্কেটিং (জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক ভাবে উৎপাদন ও কাটতির ব্যবস্থা)। টান্সপোর্ট, ষ্টক ও প্রডিউস এক্সচেঞ্জ, কোন নির্দ্দিষ্ট শিল্পে চাহিদার ওঠানামা (৫) ডিষ্ট্রীবিউশান ও লেবার—ধনিক ও শ্রমিকের সম্বন্ধ, কলকারখানার মালিক ও মজুরের সঙ্গে ভাব, এমপ্লয়মেণ্টে ওঠানামা, বেকার-সমস্যা ও দারিদ্র্য প্রভৃতিতে সরকারের দায়িত্ব (৬) পুঁজি, ঋণ ও মূল্যতত্ত্ব, কারেন্সি সিস্টেম, ক্রয়-ক্ষমতার পরিবর্ত্তন, ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান, টাকার বাজার ও ঋণের তারতম্য, বিদেশী বিনিময়, ট্রেড ব্যালান্স, আন্তর্জ্জাতিক মূল্যহার (৭) নয়া দুনিয়ায় গভর্ণমেণ্টের কাঠাম ও শাসন-পদ্ধতি (৮) পলিটিক্যাল থিয়োরি (৯) ইণ্টারন্যাশন্যাল থিয়োরি (১০) ক—ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থা (১৮২৩—

১৯২৮) এবং সমসাময়িক সামাজিক চিন্তা, খ—ষ্ট্যাটিসটিক্স থিয়োরি।

ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়

১৯০৩ সনে ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বা কমার্স শিক্ষার পূর্ব্বে বি, এ ক্লাসে ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র ও ইংলণ্ডের আর্থিক ইতিহাস পড়ান হইত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক কমার্স সার্টিফিকেটও দেওয়া হইত। যে সকল ছাত্র একটা বিদেশী ভাষা ও এক বা ততোধিক বাণিজ্য-বিদ্যার পরিচয় দিতে পারিত তাহাদিগকেই ঐ সার্টিফিকেট দেওয়া হইত। বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে কমার্স ফ্যাকালটি প্রবর্ত্তনের পর হইতে এ ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ছাত্রগণকে উচ্চ কমার্শ্যাল সার্টিফিকেট দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে একটা অ্যাডভাইসরি কমিটি আছে। ইহার মধ্যে স্থানীয় চেম্বার অব্ কমার্স, ব্যাঙ্কার্স ইনষ্টিটিউটের ম্যানচেষ্টার শাখা, চার্টাড্ অ্যাকাউন্টেন্টস, চার্টাড ইনষ্টিটিউট অব সেক্রেটারিজ, ইনকরপোরেটেড অ্যাকাউন্টেন্টস জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি প্রভৃতি শিল্প-ব্যবসা ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি আছেন। ইঁহাদের নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে ছাত্রগণকে বাণিজ্য-শিক্ষা দেওয়া হয়।

ল্যাঙ্কাশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়

এখানে বি, কম এর ডিগ্রির জন্য ছাত্রগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট কোর্স সপ্তাহে ৬ ঘণ্টা করিয়া পড়িতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাধ্যতামূলক পাঠ্য-তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। (১) এলিমেন্টস অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি, (২) ব্যবসা ও বাণিজ্য-বিষয়ক ভূগোল (৩) ১৮১৫ হইতে বর্ত্তমান কালের আধুনিক ইতিহাস (৪) ফ্রেন্স, জার্ম্মাণ, রুশ, ইতালীয়ান, স্পেনিশ, চীনা ও আরবী ভাষার যে কোন একটি (৫) শিল্পগঠন-প্রণালী ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজ-কারবার পরিচালনা-পদ্ধতি এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাস (৬) অ্যাকাউন্টিং (৭) কমার্শ্যাল ল্জ বা বাণিজ্য আইন।

বি, কম ও এম, কমের ডিগ্রি-প্রার্থীদের উল্লিখিত পাঠ্যতালিকা ছাড়াও নিম্নলিখিত গ্রুপগুলি হইতে এক বা ততোধিক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে হয়।

এ গ্রুপ

ব্যবহারিক গণিত, ফিজিক্স্, রসায়ন ও জুলোজি, বোটানি, ফিজিওলজি, জিওলজি, সাইকোলজি, দেহতত্ত্ব বা অ্যানাটমি, ফার্ম্মাসিউটিক্স, এঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, মেটালার্জ্জি বা ধাতুবিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়।

এই সমস্ত ক্লাসে অন্তত: সপ্তাহে ৪ ঘণ্টা করিয়া দুই বৎসর পড়া চাই। সাধারণত: ইহার চাইতে বেশী সময় পড়িতে হয়।

বি গ্রুপ

বিদেশী ভাষা, পাব্লিক ইকনমিক্স ও ফিনান্স, আর্থিক ইতিহাস প্রভৃতি।

সি গ্রুপ

তুলা-শিল্প, শিল্প মনোবিজ্ঞান, ষ্ট্যাটিসটিক্স, সোশ্যাল ইকনমিক্স্, রাজনৈতিক দর্শন, ব্যাঙ্কিং, আন্তর্জ্জাতিক আইন, অ্যাডভান্সড অ্যাকাউন্টস, গণিত, কারেন্সি ও বিদেশী বিনিময় প্রভৃতি বিষয়।

যাঁহারা বি, কম এ ডিষ্টিংশ্যান লইতে চান, তাঁহাদিগকে আবার কতকগুলি বিষয় স্বতন্ত্রভাবে বেশী পড়িতে হয়। প্রত্যেকটি বিষয় সপ্তাহে ৫ ঘণ্টা করিয়া পড়িতে হয়।

ধনবিজ্ঞান, আর্থিক ইতিহাস, ভূগোল, ফরাসী, জার্ম্মাণ, স্পেনিশ প্রভৃতি ভাষার উচ্চ শিক্ষা ইহারা লাভ করে। বিলাতের ফ্যাকালটি অব্ কমার্সের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে ব্যবসা জীবনের জন্য চৌকোস করিয়া তোলা। পাব্লিক লাইফের জন্য তাহারা যাহাতে উপযুক্ততা লাভ করে সেদিকেও ইহা দৃষ্টি আছে।

ম্যানচেষ্টার ও লিভারপুলে বিশেষ বিশেষ বিভাগের জন্য স্পেশ্যাল বক্তৃতারও ব্যবস্থা আছে। রেলওয়ে ও

ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের তিন বৎসর ধরিয়া সন্ধ্যা রাত্রে রেলওয়ে ও ইকনমিক্স সম্বন্ধে পড়ান হয়। ধনবিজ্ঞান, রেলওয়ে অর্গানিজেশ্যান, ট্রান্সপোর্ট প্রভৃতি বিষয়ে বৎসরে বিশটি করিয়া বক্তৃতা দেওয়া হয়। রেলওয়ে আইন, ভূগোল ও রেলওয়ে ট্রান্সপোর্ট বিষয়ে ১০টি বক্তৃতা ও রেলওয়ে প্রাকটিস-সম্বন্ধে ২০টি বক্তৃতা দেওয়া হয়।

ব্যাঙ্কার্স ইনষ্টিটিউটের যে সকল ছাত্র ঐ দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাঙ্কিং, কারেন্সি ও বিদেশী বিনিময় প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে যান তাঁহাদের সংখ্যা বৎসরে গড়ে ২০০।

লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়

লিভারপুলে ১৯১০ সনে বি, কম সায়েন্স ডিগ্রি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ১৯২০ সন হইতে ইহাকে বি, কম ডিগ্রি বলা হয়। ডিগ্রি ও ডিপ্লোমার জন্য তিন বৎসর পড়িতে হয়। ডিগ্রির উমেদারদের ম্যাট্রিকুলেশান পাশ থাকা চাই। ডিপ্লোমার জন্য ঐ পাশের দরকার হয় না। এম, কমও দুই বৎসর পড়িতে হয়।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯১৮ সনে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, কম ডিগ্রির জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এখানে তিন বৎসরের কোর্স।

অ্যাবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়

স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে অ্যাবারডিনই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে বাণিজ্য-শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। এখানে বি, কম শিক্ষা ১৯১৮ সনে প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার মধ্যেই ইহাতে অনেক ছাত্র জুটিয়াছে। ইতিমধ্যেই ১৫২ জন বাণিজ্যে গ্রাজুয়েট উপাধি লাভ করিয়াছে।

লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়

১৯০৪ সনে লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়। ঐ সময় হইতেই এখানে বাণিজ্য-শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এখানে বি, কম এর পাঠ্যতালিকায় তিন বৎসরের কোর্স। ব্যবসা-জগতে যাহারা প্রবেশলাভ করিতে চায় এখানে তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষার খুবই ভাল বন্দোবস্ত আছে। পাঠ্যতালিকায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সম্প্রতি প্রিণ্টিং বা মুদ্রণ-বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। তিনটি স্থানীয় টেকনিক্যাল স্কুলের প্রিণ্টিং ডিপার্টমেণ্ট এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

সাউদামটন ইউনিভার্সিটি কলেজ

এখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির জন্য ধনবিজ্ঞান ও বাণিজ্য শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯১৯-২০ সনে কমার্স ফ্যাকালটি প্রতিষ্ঠিত। ইহার পূর্ব্বেও আর্ট কোর্সের সঙ্গে ইকনমিক্স পড়ান হইত। এখানকার ছাত্রগণ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, কম ও বি, এস-সি (ইকনমিক্স) ডিগ্রি লাভ করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া ঐ কলেজের বাণিজ্য সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ডিপ্লোমাও আছে। এক বা দুই বৎসর শিক্ষালাভের পর ইহা দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে এই কলেজ হইতে ১৯ জন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

নটিংহাম ইউনিভার্সিটি কলেজ

এখানে বাণিজ্য-শিক্ষার জন্য তিন বৎসর ছাত্রদের পড়িতে হয়। ধনবিজ্ঞান, শিল্প ইতিহাস, বাণিজ্য আইন, বুক কিপিং, অ্যাকাউণ্টেন্সি, ব্যাঙ্কিং, ব্যবসা, বাণিজ্য বিষয়ক চিঠিপত্রের আদান প্রদান শর্টহ্যাণ্ড, ফরাসী, জার্ম্মাণ, স্পেনিশ প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। তিন বৎসর ধরিয়া সপ্তাহে ৪ ঘণ্টা করিয়া ছাত্রগণ বাণিজ্য ডিপ্লোমা পাইবার জন্য অধ্যয়ন করে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস-সি (ইকনমিক্‌স্) ও বি, কম এর জন্য কলেজের ছাত্রগণ যাহাতে প্রস্তুত হইতে পারে, সে জন্য ১৯১৩ সন হইতে কলেজে ইকনমিক থিয়োরি, ব্যাঙ্কিং, কারেন্সি বৈদেশিক বাণিজ্য, পাব্লিক ফিনান্স, শিল্প ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাপনা আরম্ভ করা হইয়াছে। এখানেও তিন বৎসরের কোর্স।

রেডিং ইউনিভার্সিটি কলেজ

১৯০২ সন হইতে ইহা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অল্প দিন হইল ইহা একটা স্বতন্ত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে এবং স্বাধীনভাবে নিজ পাঠ্য-তালিকা প্রবর্ত্তন করিয়াছে। এখানেও বি, কম, বি, এস-সি (ইকনমিক্স) ডিগ্রির জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

একসিটার ইউনিভার্সিটি কলেজ

১৯২০ সন হইতে এখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস-সি (ইকনমিক্স) কোর্স আরম্ভ করা হয়। ঐ সময় হইতে উচ্চ বাণিজ্য-শিক্ষার জন্য ইভ্‌নিং ক্লাসও খোলা হয়। এখানে দুই বৎসরের কোর্স।

আর্ম্‌ষ্ট্রং কলেজ

এটা ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। ইহা বাণিজ্য শিক্ষার জন্যই প্রসিদ্ধ। এখানে বি, কম এর জন্য ছেলেরা প্রস্তুত হয়। কমার্স ডিপ্লোমার জন্য দুই বৎসর পড়িতে হয়।

বেলফাষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়

এখানে ১৯১০ সনে ফ্যাকাল্‌টি অব্‌ কমার্স প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগে মিউনিসিপ্যাল কলেজ অব্‌ টেকনলজি কর্ত্তৃক ছাত্রদের বি, কম ও সায়েন্স ডিগ্রি দেওয়া হয়।

বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবসা-বাণিজ্য-শিক্ষার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হইল। বিলাতে আমেরিকার মত কোন একটা বিষয়ের বিশেষজ্ঞ তৈয়ারী করা হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত খুঁটিনাটি অনেক বিষয়ের উপরই ইংরেজ যুবকদের অল্পবিস্তর অধিকার জন্মে। কোন কোন বিষয়ে স্পেশালিজেশ্যন এখানেও আছে। মোটের উপর ইংরেজ যুবকদের ব্যবসা বাণিজ্যে এফিশেন্সির মূলে এই সকল বাণিজ্য-শিক্ষা-কেন্দ্র ও ধনোৎপাদনের বিদ্যালয়গুলি বর্ত্তমান।

তাহেরউদ্দিন আহ্‌মদ

মোলাকাৎ

কলিকাতায় খাবারের দোকান

[শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত খাবারের ব্যবসায় সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।]

প্রঃ—আপনি কি আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিক ?

উঃ—হাঁ, ঐ দোকানটী আমারই।

প্রঃ—ঐ দোকান কতদিন পূর্ব্বে করিয়াছেন ?

উঃ—১৫ বৎসর পূর্ব্বে।

প্রঃ—আগে কি এ ব্যবসায় সম্বন্ধে আপনার কোন অভিজ্ঞতা ছিল ?

উঃ—এর আগে আমি আমার জনৈক আত্মীয়ের সঙ্গে আর একটী খাবারের দোকান করিয়াছিলাম।

প্রঃ—সে দোকান কতদিন চালাইয়াছিলেন ?

উঃ—তিন বৎসর এজমালীতে ঐ দোকান চালাইয়া আমি উহা ছাড়িয়া দিয়া পৃথকভাবে বর্ত্তমান দোকান করিয়াছি।

প্রঃ—শিক্ষিত লোকদের মধ্যে এ ব্যবসায়ে কি আপনারাই অগ্রণী ?

উঃ—না। আমাদেরও পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ গোপাল মোদক এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। তিনি গ্রাজুয়েট। মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে তাঁহার দোকান এখনো আছে। তাঁহার ঐ দোকানেরই একটা ব্রাঞ্চ তাঁহার নিকট হইতে আমরা কিনিয়া লইয়াছিলাম।

প্রঃ—এই ব্রাঞ্চটীর নামই কি 'গ্রাজুয়েট ফ্রেণ্ডস্' ছিল ? শ্রীমাণি মার্কেটে ?

উঃ—হাঁ। আমার বর্ত্তমান দোকান শ্রীমাণি বাজারের দক্ষিণাংশে, আর ঐ দোকান উহার উত্তরাংশে ছিল। এখনো সে দোকান আছে।

প্রঃ—কৃষ্ণগোপাল বাবু তো তাঁর জাতীয় ব্যবসায়েই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মধ্যে কি আপনারাই এ ব্যবসায়ে প্রথম ?

উঃ—আমি যতটা জানি আমরাই প্রথম।

প্রঃ—আপনি কুলীন ব্রাহ্মণ ?

উঃ—আজ্ঞে হাঁ, আমি ফুলে সমাজের কীর্ত্তিবাস-বংশীয় লোক।

প্রঃ—আপনার এ ব্যবসায় করিবার ইচ্ছা কেন হইল ? স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশের আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনই কি এই প্রবৃত্তির মূলে ছিল ?

উঃ—স্বদেশী আন্দোলনের ফলেই ব্যবসায়ের দিকে আমার ঝোঁক জন্মে এবং মিউনিসিপ্যালিটীর চাকুরী ছাড়িয়া কয়লার ব্যবসায় ও বাছা সরিষার খাঁটি তৈলের ব্যবসায় করি। কিন্তু খাবারের ব্যবসায় আরম্ভ করিবার প্রবৃত্তির মূলে ছিল দুই দিনকার দুইটী ক্ষুদ্র ঘটনা।

প্রঃ—আপনার দেখিতেছি একাধিক ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা আছে। তবে তো আপনার সঙ্গে আরো দুই একটা "মোলাকাৎ" চলিতে পারিবে।

উঃ—আমার যেটুকু সামান্য অভিজ্ঞতা আছে তা আপনাদিগকে জানাইতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি।

প্রঃ—এইমাত্র যে দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিলেন তাহা বিস্তারিত ভাবে বলিবেন কি ?

উঃ—একদিন শিয়ালদহের নিকটে কোন খাবারের দোকানে খাবার কিনিয়া খাই। পরে জল খাইতে চাহিলে দোকানদার আমাকে একটা কল দেখাইয়া দিল। ঐ কলটী দোকানের ভিতরে পাইখানার অতি নিকটে ছিল। তার চারিদিকে রাশীকৃত আবর্জ্জনা। সে কল হইতে জল খাইতে গেলে বমি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তাই অত্যন্ত পিপাসা সত্ত্বেও জল না খাইয়াই দোকান ত্যাগ করিলাম। বিরক্তি যা হইয়াছিল তা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

প্রঃ—সে দোকানটা কি বাঙ্গালী ময়রার ছিল?

উঃ—না, অ-বাঙ্গালীর।

প্রঃ—দোকানটা অতি ছোট, না বেশ বড় রকমের ছিল?

উঃ—বেশ বড় দোকান; কিন্তু বড় হইলে কি হইবে, এই শ্রেণীর দোকানীরা শুধু পয়সা চায়, ক্রেতার সুখ-সুবিধা কি স্বাস্থ্যের দিকে এদের কোন নজর নাই। ক্রেতাকে এরা বিশ্বাস করে না, আগে বাঁ হাত বাড়াইয়া মূল্য আদায় করিয়া পরে ঠোঙ্গায় করিয়া জিনিষ দিয়া থাকে।

প্রঃ—ক্রেতার সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য না করিলে পয়সা হইবে কেন?

উঃ—সব দোকানই এক রকমের হইলে ক্রেতাকে দায়ে পড়িয়া ইহার কোন না কোন দোকানে যাইতেই হইবে।

প্রঃ—আর একটা ঘটনা কি?

উঃ—আর একদিন এক দোকানে খাবার খাইতে গিয়া শ্বশুরবাড়ী যাওয়াই বন্ধ হইল।

প্রঃ—কিরূপে?

উঃ—কলিকাতা হইতে শ্বশুরবাড়ী চলিয়াছি। ষ্টেশনের কাছে কিছু খাবার কিনি। আমার অলক্ষ্যে ঠোঙ্গার ভিতরকার সব ডাল আসিয়া আমার গায়ের জামার উপরে হাজির! জামাটী একেবারে নষ্ট হইল। ঐ রূপ পোষাকে অন্যত্র যাওয়া সম্ভব হইলেও শ্বশুরবাড়ী যাওয়া কিছুতেই সম্ভব হয় না, বিশেষতঃ সেই বয়সে। বাধ্য হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল।

প্রঃ—তার পরেই বুঝি এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইলেন?

উঃ—প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর না হইলেও প্রতীকার করিতে চেষ্টিত হইলাম একথা ঠিক। আমার মনে হইল খাবারের দোকানকে অনেক দিক্ দিয়া উন্নত করা সম্ভব এবং করা একান্ত আবশ্যকও। আমি দেখিলাম দোকানের খাবার খাইবার বিরুদ্ধে যে-ই যত লিখুন বা বলুন না কেন, তাহাতে ক্রেতার সংখ্যা কিছুমাত্র কমিতেছে না, বরং দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছে। সুতরাং সমাজের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া এই দোকানগুলির উন্নতিসাধনে মন না দিলে আর জাতির স্বাস্থ্য কিছুতেই টিঁকিবে না। এই মতলব লইয়া আমি একটী উন্নত ধরণের খাবারের দোকান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। আশা করিলাম যদি একটা দাঁড় করাইয়া তাহা টিঁকাইয়া রাখিতে পারি, তবে হয়ত অনেকে ভবিষ্যতে এই নূতন পথে চলিয়া এ ব্যবসায়ে একটা আমূল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারিবে।

প্রঃ—আপনার এই দোকানে আপনার আদর্শ অনুযায়ী কোন্ কোন্ দিকে কি কি উন্নতিসাধন করিতে কার্য্যতঃ সমর্থ হইয়াছেন?

উঃ—প্রথমতঃ ঠোঙ্গায় করিয়া খাবার খাইতে দিবার প্রথা বন্ধ করিয়াছি। আর কাহারো যাতে আমার মত শ্বশুরবাড়ী যাওয়া মাটী না হয় সেজন্য ঠোঙ্গার পরিবর্ত্তে এলুমিনিয়ামের পাত্রে করিয়া খাবার দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছি। আর পাইখানা-সংলগ্ন ও আবর্জ্জনারাশি-বেষ্টিত কল হইতে জল খাইবার বিড়ম্বনার ভয়ে কাহাকেও যাতে পিপাসাশুষ্ক কণ্ঠে ফিরিতে না হয়, সেজন্য গ্লাসে করিয়া জল দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। এই জল খুব সাবধানতার সহিত রাখা হয়। পাত্রগুলিও পরিষ্কার ভাবে ধুইয়া মাজিয়া দেওয়া হয়। কোনরূপ অপরিচ্ছন্নতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় না।

প্রঃ—তৈয়ারী মাল সম্বন্ধে কি কি উন্নতি করিয়াছেন?

উঃ—খাবার তৈয়ারী করিতে চারিটা জিনিষের দরকার (১) ঘী, (২) ময়দা, (৩) চিনি, (৪) ছানা। আমি এই চারিটার মধ্যে কোনটারই খারাপ কোয়ালিটী ব্যবহার করি না, অথবা উপযুক্ত পরিমাণের কম দিয়া কাজ সারি না।

প্রঃ—ঘী সম্বন্ধে আপনি কি সাবধানতা অবলম্বন করেন?

উঃ—আমি অতি উৎকৃষ্ট খুরজা ঘী ছাড়া কোন দিন অন্য কিছু ব্যবহার করি না। খুব বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ঘী কিনিয়া থাকি। তা ছাড়া এখন অভিজ্ঞতার ফলে এমন হইয়াছে যে, টীন কাটিলেই কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ ঘী তা বলিয়া দিতে পারি! এ ছাড়া আমি সম্প্রতি ডেয়ারি ফার্ম্ম করিবার মতলব করিয়াছি। এই মতলব কার্য্যে পরিণত হইলে আমার ফার্ম্মের ঘী ছাড়া অন্য ঘী ব্যবহার না করিয়াও পারিব।

প্রঃ—কোন্ ময়দা ব্যবহার করেন?

উঃ—বাজারে সাধারণতঃ ৩ কোয়ালিটির ময়দা আছে। গুণানুসারে তাহাদের নাম করিতেছি। (১) পেটেণ্ট। ইহাতে শুধু খাজা তৈয়ারী হয়। (২) সুপার ফাইন। ইহাতে ঘী বেশী টানে। (৩) হাউস-হোল্ড। এ ছাড়া চতুর্থ নিকৃষ্ট কোয়ালিটির ময়দাও আছে। অনেকে ৩য় ও ৪র্থ কোয়ালিটি ব্যবহার করে। আমি ২য় কোয়ালিটী ব্যবহার করিয়া থাকি।

প্রঃ—প্রথম কোয়ালিটী ব্যবহার করেন না কেন?

উঃ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উহাতে খাজা ছাড়া অন্য জিনিষ ভাল তৈয়ারী হয় না; কেমন ফাটা ফাটা হইয়া যায়।

প্রঃ—আপনি সাধারণতঃ কোন্ কলের কোন ব্রাণ্ডের ময়দা ব্যবহার করেন?

উঃ—শ ওয়ালেস্ কোম্পানীর হুগলী মিলের কাকাতুয়া মার্কা ময়দা এবং বামার লরী কোম্পানীর মিলের ময়ূর মার্কা ময়দাই বাজারে শ্রেষ্ঠ ও তুল্যমূল্য। আমি কাকাতুয়া ময়দা ব্যবহার করি।

প্রঃ—কোন্ চিনিতে জিনিষ তৈয়ারী করেন?

উঃ—আমি জাভা চিনির সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ (কোয়ালিটি) ব্যবহার করিয়া থাকি।

প্রঃ—স্বদেশী চিনি ব্যবহার করেন না?

উঃ—কাশীপুরের কল ফেল হওয়ার পরে ভাল দেশী চিনি অতি চড়া দরে ছাড়া পাওয়া যায় না। অপেক্ষাকৃত কম দরে যে দেশী চিনি পাওয়া যায় তাতে তৈয়ারী জিনিষ ক্রেতারা পছন্দ করে না। কিন্তু উৎকৃষ্ট দেশী চিনিতে তৈয়ারী জিনিষের পড়্‌তা এত বেশী পড়ে যে, ক্রেতাদের কাছে তার উপযুক্ত মূল্য পাওয়া অসম্ভব।

প্রঃ—"দেশী চিনিতে প্রস্তুত" বলিয়া কেহ কেহ বিজ্ঞাপন দেয় দেখিয়াছি।

উঃ—বিজ্ঞাপনের কথা কি সব সময়ে সত্য হয়?

প্রঃ—বাটা চিনিগুলি কোন দেশী?

উঃ—ওগুলি লাল জাভা চিনি বাটিয়া তৈয়ারী করা হয়। কখনো কখনো জাভা চিনির সঙ্গে কিছু গুড়ও মিশানো হয়। গ্রে ষ্ট্রীট, চিৎপুর, দর্ম্মাহাটা অঞ্চলে বাটা চিনি তৈয়ারীর কারবার আছে। তথায় অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারিবেন ওগুলি কোন দেশী চিনি। লাল দেখিয়াই দেশী মনে করিবেন না।

প্রঃ—জাভা চিনি ছাড়া আর কোন বিদেশী চিনি খাবার প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয় কি?

উঃ—ঠিক দোবরা চিনির মত একরূপ আমেরিকান চিনি এক সময়ে খাবারের দোকানে ব্যবহৃত হইতে-ছিল, কিন্তু ঐ চিনি বড় রসে' যায় এবং উহার তেজ কম হওয়ায় উহাতে তৈয়ারী জিনিষ ভাল হয় না। তাই উহা খাবারের দোকানে চলিল না।

প্রঃ—ছানা কোথাকার ভাল? আপনি ছানা কিরূপে সংগ্রহ করেন?

উঃ—ছানা ৫ রকমের। (১) ঘরে তৈয়ারী। বলা বাহুল্য ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কলিকাতার ১% দোকানেও এরূপ ছানায় খাবার তৈয়ারী হয় না। (২) ভদ্রেশ্বরের ছানা। ইহা বাসি দুধ হইতে প্রস্তুত নয়। (৩) তারকেশ্বর, বামুনগাছি প্রভৃতি স্থানের ছানা। ইহা বাসি ও টাট্‌কা মিশ্রিত দুধ হইতে তৈয়ারী।

(৪) মুর্শিদাবাদ লাইনের ধোঁয়া-গন্ধযুক্ত ছানা। দুধ যাতে নষ্ট না হয় সে জন্য ভাঁড়ে ধোঁয়া দেওয়া হয়। এই দুধ হইতে তৈয়ারী ছানাতেও ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। (৫) বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানের মাঠা-তোলা দুধের ছানা। এই ছানা রাস্তার পাশে কাটা ছানারূপে বিক্রয় করা হয়। ইহা জলে ভিজাইয়া রাখিলে টক রসটা নষ্ট হয়। কাজেই এই ছানা বাসি কি টাট্‌কা তাহা ধরা কঠিন। ইহাতে কোন খাবার তৈয়ারী হয় না।

প্রঃ—বিভিন্ন প্রকারের ছানার মূল্যের তারতম্য কিরূপ?

উঃ—ভদ্রেশ্বর ও তারকেশ্বরের ছানার মূল্য ওজন হিসাবে একই। কিন্তু ইহাদের ভজনের পার্থক্য আছে।

প্রঃ—"ভজন" আবার কাহাকে বলে?

উঃ—ওটা একটা টেক্‌নিক্যাল টার্ম্ম। ছানার ওজন হয় জলশুদ্ধ। ভদ্রেশ্বরের একমণ ওজনের ছানায় জল বাদে ১৫ সের খাঁটি ছানা পাওয়া যায়; কিন্তু তারকেশ্বরের ১ মণ ছানায় জল বাদে ১৬।১৭ সের খাঁটি ছানা পাওয়া যায়। সুতরাং ওজন হিসাবে দুই রকম ছানার দর এক হইলেও ভজনে ভদ্রেশ্বরের ছানার দর চড়া দাঁড়ায়।

প্রঃ—তাহা হইলে জল বাদে ওজনকে ভজন বলা হয়।

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—বাকী কয় রকমের ছানার দরের কিরূপ পার্থক্য?

উঃ—ইহাদের সহিত গন্ধযুক্ত ছানার দরের পার্থক্য ৷৷৴০ আনা ।৵০ আনা রকম। অর্থাৎ পূর্ব্ব দুই প্রকারের দর ৷৷৵০ আনা হইলে গন্ধযুক্ত ছানার দর ।৵০ হইবে এবং বিষ্ণুপুরের মাঠা-তোলা দুধের ছানার দাম অর্দ্ধেক অর্থাৎ ।/০ হইবে। ফেরীওয়ালাদের অনেকের জিনিষ ঐ গন্ধযুক্ত ছানায় তৈয়ারী।

প্রঃ—ইহাদের মধ্যে কোন্ ছানা আপনি ব্যবহার করেন?

উঃ—আমি আমার নিজের দেশে নিজের লোক দ্বারা ছানা কাটাইয়া আনিয়া থাকি। ১২টা পর্য্যন্ত গাই দোয়া হয়, ছানা কাটিতে ১টা বাজে, সন্ধ্যার সময় ঐ ছানা আমি পাই এবং রাত্রে জিনিষ তৈয়ারী হয়।

প্রঃ—আপনার জিনিষ তৈয়ারীর সম্বন্ধে কোনরূপ বিশেষত্ব আছে কি?

উঃ—ময়ান দেওয়ায় আমি কোনরূপ ফাঁকি দিই না। অর্থাৎ ময়ানে কম ঘী ব্যবহার করি না।

প্রঃ—ময়ান দেওয়া বলেন কাকে?

উঃ—খাবারকে খাস্তা (নরম) করিবার জন্য জিনিষের সঙ্গে ঘী মিশানোকে ময়ান দেওয়া বলে। এই ময়ান দিতে ময়দায় যত বেশী ঘী ব্যবহার করা হইবে ঐ ময়দা ভাজিতেও তত বেশী ঘী লাগিবে। অথচ জিনিষের স্বাদ ও কোমলতা ইহার উপরেই নির্ভর করে। বেশী ময়ান দিলে জিনিষের পড়্‌তাও বেশী হয়। কথাটা উদাহরণ-সাহায্যে বুঝাইয়া দিতেছি। যজ্ঞিবাড়ীর (নিমন্ত্রণ বাড়ীর) লুচির ময়দার ময়ানে সেরকে এক ছটাক ঘী দেওয়া হয়। উহা ভাজিতে সেরকরা নয় ছটাক ঘী লাগে। আমাদের ফুল খাস্তা লুচিতে সেরকে আধ পোয়া ময়ান দেওয়া হয়। উহা ভাজিতে সেরকরা ১১৷৷ কি ১২ ছটাক ঘী লাগে। ইহাতে মূল্য-হিসাবে মণকরা প্রায় ১০৲ টাকার পার্থক্য হয়।

প্রঃ—সব খাবারের ময়ানেই কি সেরকে আধ পোয়া ঘী আবশ্যক?

উঃ—গজাশ্রেণীর খাবার অর্থাৎ যাহা রসে ডুবাইয়া লইতে হয়, তাহা খাস্তা করিতে আমি সেরকে ১ পোয়া ঘী ময়ানে দিয়া থাকি। অনেকে আধ পোয়া কি তদপেক্ষাও কম দিয়া থাকে। অনেকে আবার এই শ্রেণীর জিনিষের ময়ানে ঘীয়ের পরিবর্ত্তে সোডাও দিয়া থাকে।

প্রঃ—ঘীয়ের পরিবর্ত্তে সোডা! এযে 'মধ্বভাবে গুড়ম্'কেও হার মানাইল!

উঃ—এর ফল কি হইল বুঝিলেন? ঘীয়ে আছে ফ্যাট, আর সোডায় আছে অ্যালক্যালি, তার সঙ্গে ময়দার ষ্টার্চ্চ হইল এজেণ্ট। সুতরাং ফলে তৈয়ারী হইল সাবান। গজার পরিবর্ত্তে সাবান খাওয়া হইল! এই সব কারণেই দোকানের খাবার বিষতুল্য হয়।

প্রঃ—ঘীয়ের বদলে বাদাম তেলও ব্যবহার করা হয় কি?

উঃ—হাঁ, অনেকে তাও করে। গরম অবস্থায় কোন জিনিষ বাদাম তেলে তৈরী বলিয়া ধরা যায় না। ঠাণ্ডা হইলে একরূপ গন্ধ পাওয়া যায়। বাদাম তেলে তৈরী খাবার খাইলে পেট নামে।

উঃ—আর কোন দিকে কোন উন্নতি করিয়াছেন কি?

প্রঃ—আর একটা বড় কথা বলা হয় নাই। আমি বাসি কচুরী, সিঙ্গারা, লুচি ইত্যাদি দোকানে রাখিনা। অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে তৈরী ঐ সব জিনিষ পর দিন বিক্রয় করি না।

প্রঃ—পূর্ব্ব রাত্রের তৈরী ঐ সব জিনিষ পরদিন সকালেও বিক্রয় করেন না।

উঃ—না তাও করিনা। উহাও বাসি বলিয়া গণ্য। তবে ছানার জিনিষ ৪৮ ঘণ্টা রাখি। কারণ ঐগুলি কিছু বেশী সময় ভাল থাকে।

প্রঃ—জিনিষগুলি যথাসময়ে না কাটিলে কি করেন?

উঃ—খুব হুসিয়ার হইয়া আবশ্যকানুযায়ী জিনিষ অল্প অল্প করিয়া বার বার প্রস্তুত করিলে খুব বেশী পরিমাণে উদ্বৃত্ত হইবার আশঙ্কা কমই থাকে। সাবধানতা সত্বেও যদি উদ্বৃত্ত হয়, তবে দোকান বন্ধ করিবার সময়ে নিকটবর্ত্তী কাঁসারী কারখানার লোকদিগের কাছে কি অন্য যাকে পাই তার কাছে খুব কমমূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলি, কতক বা বাড়ীতে আনিয়া নিজেরা খাই, দোকানের লোকজনে খায় এমনকি গরীব দুঃখী পাইলে তাহাদিগকেও বিলাইয়া দিয়া থাকি।

প্রঃ—যে সব দোকানী খরিদ্দারের স্বাস্থ্যের দিকে না চায়, তারা বাসি জিনিষ কি করে?

উঃ—যতদূর পারে এবং যতদিন রাখিয়া পারে চালাইতে চেষ্টা করে। যখন আর চালানো অসম্ভব হয় তখন লুচি এবং পুর-শূন্য অবস্থায় কচুরী সিঙ্গারা ইত্যাদি জলে ভিজানো হয়। পরে উহার সঙ্গে কিছু ময়দা মিশাইয়া গজা তৈয়ারী করা হয়। জিলেপী, মিহিদানা, দরবেশ ইত্যাদি হালুয়ার সঙ্গে মিশাইয়া চালানো হয়। বাসি ভাল সন্দেশের সঙ্গে চিনি মিশাইয়া রাশি সন্দেশ (ঠাকুর দেবতার সন্দেশ) তৈয়ারী করা হয়। কোন জিনিষই ফেলা যায় না।

প্রঃ—কত টাকা পুঁজি নিয়া এই দোকান করেন?

উঃ—৮০০৲ টাকা।

প্রঃ—বর্ত্তমানে কতজন লোক এই দোকানে কাজ করে?

উঃ—সর্ব্বসুদ্ধ ১৪ জন।

প্রঃ—এ দোকান কি গোড়াতেই এই ষ্টাইলে আরম্ভ করিয়াছিলেন?

উঃ—হাঁ, প্রায় এই ষ্টাইলেই।

প্রঃ—এষ্টাব্লিশমেণ্ট খরচ কত?

উঃ—ঘরভাড়াসহ মাসিক ৬০০৲ টাকারও বেশী।

প্রঃ—লোকজনদের বেতনের ঊর্দ্ধতম ও নিম্নতম হার কত?

উঃ—কারিগরদের ঊর্দ্ধে ৫০৲ টাকা ও নিম্নে ২৫৲ টাকা। চাকরদের ২০৲ টাকা।

প্রঃ—যারা কাজ করে তারা সব কোন শ্রেণীর লোক?

উঃ—বামুণ, কায়েত, নবশাক এই সব। জল অনাচরণীয় কেহই নাই।

প্রঃ—ইংরেজী স্কুলের উচ্চশ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছে এমন কোন লোক এই সব কাজের জন্য উমেদার হইয়া কখনো আপনার নিকটে আসিয়াছে?

উঃ—মুহুরীগিরির জন্য আসিয়া থাকে, ময়রাগিরির জন্য কখনো আসে নাই।

প্রঃ—কারিগরদের মধ্যে বিশ্বস্ত এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকের সংখ্যা কিরূপ?

উঃ—এই দুই প্রকার গুণই যার আছে এরূপ লোক খুব কমই পাওয়া যায়। কেহ পয়সা চুরি করে, কেহ কাজ চুরি করে, আবার কেহ কেহ বা দুই রকম চুরিতেই পটু। তবে খুব ভাল লোক যে মোটেই মিলে না তাও নয়, কিন্তু খুব কদাচিৎ মিলে। আমি এরূপ ২।১টী লোক যা পাইয়াছি ৬।৭ বৎসরের মধ্যে তাহাদের বেতন ১৫৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দিয়াছি।

প্রঃ—কাজের সময় কতক্ষণ ?

উঃ—সকাল ৬টা হইতে রাত্রি ১১টা। ইহার মধ্যে দুপুর বেলা ৪ ঘণ্টা ছুটী। কিন্তু এই সব সময়টাই যে সবাইকে খুব খাটিতে হয় তা নয়। তবে দোকানে থাকিতে হয়।

প্রঃ—ঐ ৪ ঘণ্টা কি দোকান বন্ধ থাকে ?

উঃ—না, বন্ধ থাকে না, উহারা পালাক্রমে ছুটী লয়।

প্রঃ—আপনার কারিগরদের মধ্যে কেহ স্বাধীনভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে কি ?

উঃ—আমার দোকানে কারিগর ছিল এমন ১১জন লোক স্বাধীনভাবে দোকান করিয়াছে।

প্রঃ—তারা ব্যবসায়ে কিরূপ উন্নতি করিতে পারিয়াছে ?

উঃ—কয়েকজন বেশ উন্নতি করিয়াছে। কেহ কেহ ১৫।২০ হাজার টাকা জমাইয়া ফেলিয়াছে। একেবারে খারাপ কেহই করিতেছে না।

প্রঃ—শুনিয়া থাকি এই সব ব্যবসায়ে ৫০% লাভ হয়, তা কি ঠিক ?

উঃ—সে কথা ঠিক নয়। গ্রোস প্রফিট (আয়) ২৫% কি ৩০% হইয়া থাকে। তার মধ্যে যার এষ্টাব্লিশমেণ্ট খরচ যত কম, তার নেট প্রফিট (মুনাফা) তত বেশী দাঁড়ায়।

প্রঃ—যারা কারিগর না রাখিয়া নিজেরাই সব কাজকর্ম্ম নিজেদের হাতে করে এবং বেতন বাবদে পৃথকভাবে কিছু নেয় না, তাদের নেট প্রফিট বোধ হয় ৫০% হওয়া অসম্ভব নয়।

উঃ—বেতন ছাড়াও ঘড়ভাড়া একটা প্রধান দফা আছে। তা ছাড়া অন্যবিধ ব্যয়ও আছে। সুতরাং ৫০% মুনাফা হওয়া সম্ভবপর নয়।

প্রঃ—দোকানের জন্য ঘী ময়দা ইত্যাদি কি নগদ কিনিতে হয় ?

উঃ—সদ্ব্যবহার দ্বারা ক্রেডিট্ (সাউকারী) জন্মাইতে পারিলে কলিকাতা সহরে ব্যবসা করিতে ঘরের পুঁজির গায়ে হাত না দিয়াও পারা যায়।

প্রঃ—আপনার তো ৮০০৲ টাকা পুঁজি গোড়ায় লাগিয়াছিল।

উঃ—হাঁ, গোড়ায় লাগিয়াছিল, কিন্তু সে পুঁজি বহুকাল পূর্ব্বে তুলিয়া নেওয়া হইয়াছে। এখন দোকান চলিতেছে লাভের উপর।

প্রঃ—আপনার লোকজনেরা দোকানের পয়সা যাতে চুরি করিতে না পারে সে জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন ?

উঃ—প্রত্যহ রাত্রে আমি দৈনিক লাভ-লোকসানের হিসাব করি। আমার নিজের উদ্ভাবিত নিয়মানুযায়ী আমি অতি সহজে এই হিসাব করিতে পারি। এবং চুরি হইয়াছে কি না তাহাও মোটামুটি বুঝিতে পারি।

প্রঃ—লেখাপড়া-জানা কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, সেজন্য লোকনিন্দা সহ্য করিতে হইয়াছে কি ?

উঃ—প্রথম প্রথম হইয়াছিল। দোকান বেশ জমিয়া উঠিবার পরে কেউ আর বড় একটা নিন্দা করে না।

প্রঃ—এ দোকানে আপনার কখনো লোকসান হইয়াছে ?

উঃ—হাঁ, প্রথম প্রথম বিশেষ অভিজ্ঞতার অভাবে ও যুদ্ধকালীন দুর্ম্মূল্যতার জন্য লোকসান দিতে হইয়াছে।

প্রঃ—এ দোকান আরম্ভের সময়েই ত আপনার পিছনে পূর্ব্ব দোকানের ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা ছিল।

উঃ—সেটা ছিল শরিকী কারবার। তাতে আমার যা অভিজ্ঞতা হইয়াছিল সেটাও ছিল অনেকটা অসম্পূর্ণ। সুতরাং প্রথমে প্রায় প্রত্যেক ব্যাপারে আমাকে কারিগরদের উপর নির্ভর করিতে হইত। এরূপ অবস্থায় লোকসান হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রঃ—কিরূপ অভিজ্ঞতা লইয়া একাজে হাত দিলে লোকসানের আশঙ্কা কম থাকে ?

উঃ—যেরূপ অভিজ্ঞতার বলে কারিগরদের পরামর্শের উপর নির্ভর না করিয়া কাজ চালাইতে পারা যায়।

প্রঃ—সেরূপ অভিজ্ঞতা আপনি তো লোকসান দিয়া ঘা খাইয়া অর্জ্জন করিয়াছেন। অন্য কি উপায়ে উহা অর্জ্জন করা যাইতে পারে ?

উঃ—এই ব্যবসায়ের কথাই বলুন আর অন্য ব্যবসায়ের

কথাই বলুন, কাজের পথই অভিজ্ঞতা-অর্জ্জনের একমাত্র রাজপথ। অর্থাৎ যে ব্যবসায় শিখিতে হইবে তাহার সংস্রবে কোন কাজ লইতে হইবে। কারিগররূপে, মুহুরীরূপে, এমন কি সাধারণ ভৃত্য-রূপে কাজ করিতে করিতেও যদি সবদিকে লক্ষ্য রাখা যায়, তবে গোটা ব্যবসায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা বিশেষ কঠিন হয় না।

প্রঃ—আপনি বলিতে চান, হাতে কলমে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন না করিয়া এই ব্যবসায় করিতে যাওয়া অনুচিত।

উঃ—সে কথা আমি খুব জোর দিয়াই বলিতেছি।

প্রঃ—এই ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ কিরূপ মনে করেন?

উঃ—পূর্ব্বে এ ব্যবসায়টী দেশী ময়রাদের একচেটিয়া ছিল। ময়রারা মোটের উপর ভাল লোকই ছিল। তাদের ধর্ম্মভয় ছিল। ক্রমে তারা অ-বাঙ্গালী কর্ত্তৃক কোণ-ঠেসা হইতে লাগিল।

প্রঃ—এরূপ কোণ ঠেসা হইবার কারণ কি?

উঃ—কারণ একাধিক। তবে মোটামুটি বলিতেছি। ময়রারা এ কাজের শিল্পের দিক্‌টা অর্থাৎ জিনিষ তৈয়ারীর দিক্‌টাই ভাল জানিত। কাজটা জাতিগত থাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেকটা কম ছিল। তাই ইহার ব্যবসায়ের দিকের ফিকির-ফন্দি সম্বন্ধে তাহাদিগকে বেশী মাথা ঘামাইতে হইত না। সুতরাং অধিকতর কষ্টসহিষ্ণু ও ব্যবসায়ের ফিকির-ফন্দিতে সুচতুর অ-বাঙ্গালীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে তাহারা হঠিতে বাধ্য। কিন্তু উহারা কষ্ট-সহিষ্ণু এবং সুচতুর ব্যবসায়ী হইলেও ক্রেতাদের সুখ-সুবিধা ও স্বাস্থ্য অপেক্ষা তাহাদের পকেটের দিকেই উহাদের লক্ষ্য বেশী। এই কারণে এবং দেশের সাধারণ আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন-হেতু শিক্ষিত লোকেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করিল। বর্ত্তমানে এই তে-মুখো প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। ভবিষ্যৎ কিরূপ তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। আমার ধারণা এই যে, ক্রেতারা ভালমন্দের পার্থক্য বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং এখনো এ ব্যবসায়ের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। চাই শুধু সৎসাহস, অভিজ্ঞতা অর্জ্জনোপযোগী কষ্ট-সহিষ্ণুতা, ক্ষণস্থায়ী লোকনিন্দা অগ্রাহ্য করিবার মত দৃঢ়তা এবং 'সাধুতাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফন্দি' এই মহা-বাক্যে অকৃত্রিম আস্থা। অবিলম্বে বহু উদ্যমশীল ও লেখাপড়া-জানা যুবকের এই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া উচিত। নতুবা ব্যবসায়ের অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের ন্যায় এক্ষেত্র হইতেও বাঙ্গালীকে অচিরেই তল্পিতল্পা গুটাইতে হইবে।

"ইণ্টারন্যাশনাল লেবার রিভিউ ; জুন, ১৯২৮"

"র‍্যাশনালিজেশান্" ও বেকার-সমস্যা

গত মহাযুদ্ধের সময় প্রয়োজনাতিরিক্ত কাগজী মুদ্রা বাহির করিয়া যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইয়াছিল। যুদ্ধের পর অতিরিক্ত মুদ্রা কমাইবার যুগ আসিল। কিন্তু এই মুদ্রা কমানোর ফলে যে-সকল কারবার অতিরিক্ত মুদ্রা-জনিত উচ্চ দরের কৃত্রিম সহায়তায় খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল তাহারা ফেল মারিতে লাগিল। ফলে চারিদিকে বেকার-সমস্যা দেখা দিল। তখন কথা উঠিল কি করিয়া কারবারগুলির উন্নতি করা যায়। ইহা হইতেই "র‍্যাশনালিজেশানের" উৎপত্তি। "র‍্যাশনালিজেশান" শব্দে বুঝায় শিল্পোন্নতির আধুনিক নানাবিধ প্রচেষ্টা। বেকার-সমস্যার উদ্ভব নানা কারণে হইয়া থাকে। র‍্যাশনালিজেশানের ফলে বেকার-সমস্যা বাড়ে কি না, যদি বাড়ে ত কতখানি বাড়ে ইহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

অপেক্ষাকৃত উন্নত কল-কব্জার সাহায্য লওয়া "র‍্যাশনালিজেশানের" একটী অর্থ। শিল্প-সম্বন্ধে "র‍্যাশনালিজেশান" কথাটি প্রযুক্ত হইবার পূর্ব্বেও কলকব্জা বা যন্ত্রপাতির উন্নতি সাধিত হইত। তাহা হইলেও "র‍্যাশনালিজেশান" কথাটী কলকব্জা বা যন্ত্রপাতির উন্নতিও বুঝাইয়া থাকে। এখন এই প্রকার "র‍্যাশনালিজেশানের" ফল কিরূপ তাহা দেখা যাউক। কাচ-শিল্পে যদি এমন একটি কল উদ্ভাবিত হয় যাহার সাহায্যে একজন মজুর ৪০ গুণ বেশী কাচ উৎপন্ন করে, তাহা হইলে সকল কাচ ফ্যাক্টরীতে একই সময়ে ঐ কল ব্যবহৃত হইতে থাকিলে একই সময়ে অনেক লোক কাজ হারাইবে বটে। কিন্তু কোন নূতন যন্ত্র বা কল একই সময়ে সকল ফ্যাক্টরী-কর্ত্তৃকই ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয় না। ক্রমে ক্রমে সকল ফ্যাক্টরীতে ছড়াইয়া পড়ে। সুতরাং কোন বিশেষ মুহূর্ত্তে যাহারা কর্ম্মশূন্য হয় তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী হয় না। দ্বিতীয়তঃ, যেমন এক দিকে অনেকে বেকার হয় তেমন অন্যদিকে ঐ নূতন ধরণের যন্ত্র বা কল নির্ম্মাণের জন্য লোক আবশ্যক হয়। সুতরাং নূতন উদ্ভাবিত যন্ত্র-নির্ম্মাণ ও মেরামতের কার্য্যে যোগ দিতে পারিলে বেকারদের অনেকেরই আর বেকার অবস্থা থাকে না। তবে যাহারা এই নূতন কাজে যোগ দিবে তাহাদের এই নূতন কাজ শিখিতে সময় লাগিবে। ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের বেকার অবস্থাতেই থাকিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, উন্নততর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলেই উৎপন্ন দ্রব্যের দর কমিবে, দর কমিলে চাহিদা যদি খুব বাড়ে তাহা হইলে অধিক পরিমাণে উৎপাদনের দরকার হইবে, সুতরাং যাহারা অন্যথা বেকার হইতে পারিত তাহারা যে স্থানে কাজ করিতেছিল সেই স্থানেই যথেষ্ট কাজ পাইয়া যাইবে। আর যদি উৎপন্ন দ্রব্যটী এই ধরণের হয় যে, দর কমিলেই চাহিদার পরিমাণ বিশেষ বাড়ে না, তাহা হইলে দর কমার ফলে ঐ জিনিষটীর জন্য খাদকদের ক্রয়-শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিমাণে নিয়োজিত হইতে থাকিবে। সুতরাং যে ক্রয়শক্তিটুকু বাচিবে তাহাদ্বারা খাদকরা অন্য যে সকল জিনিষ বেশী ক্রয় করিতে চাহিবে তাহাদের উৎপাদন বাড়ান আবশ্যক হইবে এবং ঐ সকল জিনিষের উৎপাদনে বেকার মজুররা নিযুক্ত হইতে পারিবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, উন্নততর কল বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে জন কয়েক

মজুর কেবল 'সাময়িক' ভাবে বেকার হইতে পারে এবং অনেক সময়ে তাহাদের বেকার হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নূতন কাজেরও সৃষ্টি হইতে পারে।

মজুরদের মধ্যে উন্নততর শ্রম-বিভাগ-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়া এবং তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনা বৈজ্ঞানিক ভাবে নিয়মিত করিয়াও মজুর-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো যাইতে পারে; ইহাও এক প্রকার "র‍্যাশনালিজেশান"। ইহার ফলে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প মজুরের আবশ্যক হইবে, সুতরাং জনকয়েক বেকার হইবেই; তবে নূতন যন্ত্রপাতির ব্যবহারে যতকগুলি লোকের বেকার হওয়া সম্ভব, ইহার জন্য তাহা অপেক্ষা ঢের কমসংখ্যক লোকের বেকার হইবার আশঙ্কা। অপর দিকে, নূতন যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের জন্য বেকারেরা ভবিষ্যতে কাজ পাইলেও পাইতে পারে, কিন্তু এই প্রকার "র‍্যাশনালিজেশনের" ফলে ঐ ধরণের নূতন কাজের আনুষঙ্গিকভাবে সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই।

কারবারের উন্নতি-সাধনের আর একটী উপায় আছে। ইঞ্জিনিয়ারী বিদ্যার সাহায্যে কারখানার গৃহগুলি এরূপভাবে নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে যাহাতে মজুরদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এবং তাহারা অধিকতর নিরাপদে এবং আরামে কাজ করিতে পারে। ইহার ফলেও মজুর-প্রতি উৎপাদন বাড়িবেই। কিন্তু এই ধরণের উন্নতি কখনও সহসা হওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং এই প্রকারের উন্নতিতে হঠাৎ অনেকগুলি মজুরের বেকার হওয়ার জন্য মজুর-জগতে কোন ওলট্ পালট্ হইবার মোটেই সম্ভাবনা নাই।

কারবারের আর্থিক ব্যাপারগুলি উন্নততর প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত করা র‍্যাশনালিজেশানের আর একটী ধাপ। প্রধানতঃ দুই প্রকারে আর্থিক ব্যাপারগুলি আরও উন্নত ভাবে চালান যাইতে পারে:—(১) বাজারের চাহিদা যেমন উঠিবে নামিবে উৎপাদনের পরিমাণ ঠিক সেইরূপ বাড়িবে ও কমিবে এই ধরণের বন্দোবস্ত করা; (২) যে সকল কারবারে কাজ সারা বৎসর ধরিয়া থাকেনা, সেই সকল কারবারে অর্ডার-সরবরাহ করিবার সময় যথাসম্ভব দীর্ঘ করিয়া, অথবা যে সময়ে কাজ থাকেনা সেই সময়ে অন্য কোন প্রকার স্থায়ী চহিদাযুক্ত কাজের বন্দোবস্ত করিয়া মজুরদের যথাসম্ভব স্থায়ী ভাবে কাজ দিবার ব্যবস্থা করা। এই দুইটী নীতির ফলেই বেকার-সমস্যা বাড়িবে না বরং কমিবে। চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন না হইলে, যখন দেখা যায় উৎপাদন চাহিদাকে অনেক ছাড়াইয়া গিয়াছে তখন কারখানা বন্ধ করিতে হয়, অথবা কাজের ঘণ্টা কমাইতে হয়। ইহার জন্য অনেক মজুর সম্পূর্ণ অথবা অংশতঃ বেকার অবস্থায় পতিত হয়। সুতরাং চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনের ব্যবস্থা করিলে হঠাৎ অনেকগুলা মজুরকে কাজ ছাড়াইবার প্রয়োজন দেখা দিবার সম্ভাবনা থাকে না। উপরি উক্ত দ্বিতীয় উপায়টী অবলম্বন করিলে, যে কারবারে অনেকগুলি মজুর বৎসরে কয়েক মাস কাজ করিয়া বাকী সময় বেকার হইত, সেই কারবারে পূর্ব্বাপেক্ষা মজুর আরও দীর্ঘকাল-স্থায়ী কাজ পাইতে পারিবে। সুতরাং উপরি উক্ত দুই উপায় অবলম্বনের জন্য বেকার-সমস্যা বাড়িবার সম্ভাবনা নাই, কমিবার সম্ভাবনাই আছে।

১৯২৭ সনের আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সভায় সার আর্থার বেলফোর বলেন যে, "র‍্যাশনালিজেশান" কথাটি দ্বারা কেবল কোন কোম্পানী বা কারবারের আভ্যন্তরীণ উন্নতি অর্থাৎ কলকব্জা যন্ত্রপাতির উন্নতি, শ্রেষ্ঠতর শ্রম-বিভাগের ব্যবস্থা ইত্যাদিই বুঝায় না। এই ধরণের উন্নতির ধারণা জগতে নূতন নয়, কিন্তু "র‍্যাশনালিজেশান" কথাটী অতীব আধুনিক। "র‍্যাশনালিজেশান" বিশেষ করিয়া সেই ধরণের উন্নতির অবস্থা বুঝায় যাহাতে এক একটী শিল্পে যত কারবার বা কোম্পানী আছে সবগুলি চুক্তিদ্বারা পরস্পরের প্রতিযোগিতা কমাইয়া সকলের মিলিত চেষ্টায় শ্রেষ্ঠতর প্রণালীতে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিতে পারে। পরস্পরে প্রতিযোগিতা থাকিলে উন্নতির দিকে নজর দিবার সময় থাকে না, কেবল প্রতিদ্বন্দীকে হঠাইবার জন্যই সকল চেষ্টা প্রয়োগ করিতে হয়। প্রতিযোগিতার ফলে যে কয়েকটী কারবার নিতান্ত পিছাইয়া আছে, তাহারা ক্রমে কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হয় এবং তাহাদের মজুরেরা বেকার হয়; পরে অধিকতর উন্নত কারবারগুলি যখন কাজ বাড়ায় তখন এই সকল বেকার মজুরদের ভর্ত্তি করিয়া

লইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা তৎক্ষণাৎ বা অল্প সময়ের মধ্যে হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং কিছু দিনের জন্য জন কয়েক মজুর বেকার হইয়া পড়ে। অপর দিকে, প্রতিদ্বন্দ্বী কারবারগুলির পরস্পরের মধ্যে রফা হইলে, সেই শিল্পের সকল কারবারগুলিই সমগ্র শিল্পটীকেই (কেবল প্রত্যেক কারবারটী মাত্র নয়) সকলের মিলিত চেষ্টায় আরও উন্নত অবস্থায় লইয়া যাইতে পারে। সুতরাং রেষারেষিতে হারিয়া কয়েকটী কারবারের কারখানা বন্ধ করিবার আবশ্যকতা থাকেনা বলিয়া মজুররা উক্ত কারণে আর বেকার হইতে পারে না। অতএব অনিষ্টকর প্রতিযোগিতা কমাইয়া শিল্প-বিশেষকে সকল কারবারের মিলিত চেষ্টায় চালানো রূপ "র‍্যাশনালিজেশনের" ফলে বেকারের সংখ্যা বাড়িবে না, বরং কমিবে। তবে, কোন শিল্পের বিভিন্ন কারবারগুলির চুক্তিতে সমগ্র শিল্পটীরই স্বার্থের জন্য যদি এমন কোন সর্ত্ত থাকে যে, যে সকল কোম্পানী বা কারবার নিতান্ত অনুন্নত বা অপটু তাহাদের কাজ বন্ধ করিতে হইবে, তখন এই ধরণের "র‍্যাশনালিজেশানের" ফলে অনেক মজুর বেকার হইবে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, উপরে যে কয়েক প্রকারের "র‍্যাশনালিজেশানের" কথা আলোচনা করা হইল তাহার ফলে বেকার-সমস্যা কিয়ৎপরিমাণে নিবারিত হইতে পারে, কিংবা অবস্থাবিশেষে জন কয়েক লোক 'সাময়িকভাবে' বেকার হইতে পারে (এবং "র‍্যাশনালিজেশানের চেষ্টা 'বরাবর' চলিতে থাকিলে 'বরাবরই' জন কয়েক লোক 'সাময়িকভাবে' বেকার হইতে পারে), কিন্তু একই সঙ্গে অনেক লোক বেকার হইয়া পড়িয়া একটী বিরাট ও দীর্ঘকালস্থায়ী বেকার-সমস্যার সৃষ্টি করিবে এরূপ কোন আশঙ্কা করা যায় না।

"র‍্যাশনালিজেশানের" ফলে বেকার-সমস্যা কিরূপ দাঁড়ায় সে সম্বন্ধে একটী সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি। এ পর্য্যন্ত "র‍্যাশনালিজেশান" মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও জার্ম্মাণিতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইয়াছে। আমাদের সিদ্ধান্ত ঠিক কি না তাহা বুঝিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও জার্ম্মাণির অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক।

১৯১৯ সনে যুক্তরাষ্ট্রের "ফ্যাক্টরীগুলাতে" নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা ১০০ ধরিলে ১৯২৭ সনে (ফ্যাক্টরীগুলাতে নিযুক্ত) মজুরের সংখ্যা সেই অনুপাতে দাঁড়াইবে ৯২; অথচ ১৯১৯ সনে মজুর-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণকে ১০০ ধরিলে ১৯২৭ সনে মজুর-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ ১৩৭ দাঁড়াইবে। দেখা যাইতেছে শতকরা ৮ ভাগ মজুর কমিলেও মজুর-প্রতি শতকরা ৩৭ ভাগ উৎপাদন বাড়িয়াছে অর্থাৎ অল্পসংখ্যক মজুর অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করিয়াছে। এই বৃদ্ধির বিশেষ কারণ হইতেছে এই যে, ১৯২৩ হইতে ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পগুলাকে পূরা দমে "র‍্যাশনালাইজ" করা চলিতেছিল। কিন্তু ১৯২৩ হইতে ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত "র‍্যাশনালিজেশানের" চেষ্টা গভীর ভাবে চলিলেও যুক্তরাষ্ট্রে বেকার-সমস্যা বাড়ে নাই। কারণ যাহারা র‍্যাশনালিজেশানের জন্য "ফ্যাক্টরীর" কাজ হারাইয়াছে তাহারা অন্যত্র (যেমন মোটর গ্যারেজ বা পেট্রল ষ্টেশনের কাজে, ফিল্ম তৈরী ব্যতীত সিনেমার অন্যান্য কাজে) অত্যন্ত বেশী সংখ্যায় ঢুকিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে বেকার-সমস্যা প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে মাত্র সেদিন—১৯২৭ সনের শেষ হইতে (১৯২৫ সনে বেকার-সংখ্যা ১০ লক্ষ; ১৯২৮ সনের জানুয়ারী মাসে ৫৮ লক্ষ)। সম্প্রতি যে বেকার-সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার কয়েকটী সমসাময়িক বিশেষ বিশেষ কারণও আছে; যেমন:—(১) প্রেসিডেন্ট ও ভাইস্ প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনের সময়ে যেরূপ আর্থিক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়া থাকে তাহার আবির্ভাব; (২) মিসিসিপি নদীর বন্যা; (৩) গত শীত ঋতুতে যথেষ্ট তুষার-পাতের অভাবে সহরে তুষার কাটিবার কাজের অভাব; (৪) বিনিময় কার্য্যের পরিমাণ অনুযায়ী মুদ্রা ও কর্জ্জ-বৃদ্ধি বিষয়ে নিশ্চেষ্টতা। কাজেই, যুক্তরাষ্ট্রের ইদানীন্তন বেকার-সমস্যার জন্য "র‍্যাশনালিজেশান"কে দায়ী করা শক্ত।

জার্ম্মাণিতে ১৯২৪ সন হইতে ১৯২৬ সনের জুন মাস পর্য্যন্ত অতিরিক্ত মুদ্রা কমানো এবং তাহার ফলে বাজে কারবারগুলা গুটানো ও বাকী কারবারগুলা উন্নতর প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত করা চলিতে থাকে। এই আড়াই

বৎসর "র‍্যাশনালিজেশান" প্রায় সমানভাবে চলিলেও বেকার-সমস্যা কখনও খুব বাড়িয়াছে কখনও খুব কমিয়াছে। ১৯২৪ হইতে ১৯২৫ সনের জুন অবধি বেকার-সংখ্যা খুব কমিয়া যায় (১৫ লক্ষ হইতে ১ লক্ষ ৯৫ হাজার)। তাহার পর ১ বৎসর ধরিয়া খুব বাড়িতে থাকে (১৯২৬ সনের জানুয়ারী মাসে ২০ লক্ষ)। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, "র‍্যাশনালিজেশানের" সহিত জার্ম্মাণির তদানীন্তন বেকার-সমস্যার কোন ঘনিষ্ঠ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ ছিল এমন কথা বলা চলে না।

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, "র‍্যাশনালিজেশানের" জন্য কোন ভীষণ সর্ব্বব্যাপী বেকার-সমস্যার সৃষ্টি হয় না। তবে উন্নততর প্রণালীসমূহ প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গেই বরাবর জনকয়েক মজুর যে সাময়িকভাবে বেকার হইবে ইহা নিশ্চিত। আর্থিক উন্নতির জন্য এই অসুবিধা ভোগ করিতে হইবেই। দেশের উন্নতির জন্য জনকয়েক লোক যখন এইরূপ বেকারের দুর্দ্দশা ভোগ করিতে থাকে, অর্থাৎ তাহাদের দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়াই যখন দেশ আর্থিক বিষয়ে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন যতদিন তাহারা বেকার থাকে ততদিন তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার দেশেরই লওয়া কর্ত্তব্য। ইহার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বেকার বীমা প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। অনেকে বলেন যে, যে কারবার হইতে লোক ছাড়ানো হইতেছে সেই কারবার কর্ম্মচ্যুত লোকদের কিছু কিছু ক্ষতিপূরণ দিলেই ত যথেষ্ট; ইহার জন্য বীমার বন্দোবস্ত করার আবশ্যকতা কি? কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সুপরিচালিত বীমা-ব্যবস্থার সহিত কারবারের ইচ্ছামত প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের কখনই তুলনা হইতে পারে না।

যদি বীমার ব্যবস্থা করিতেই হয়, তাহা হইলে কেবল "র‍্যাশনালিজেশানের" জন্য যাহারা কাজ হারাইয়াছে শুধু তাহাদের জন্য বীমার ব্যবস্থা করা অসম্ভব, কারণ কোন মজুর "র‍্যাশনালিজেশানের" জন্য অথবা অন্য কোন কারণে কাজ হারাইয়াছে কি না তাহা বিশ্লেষণ করিয়া ঠিক বলা অনেক সময়ে সম্ভব নহে। সুতরাং সকল প্রকার বেকারের জন্যই বীমার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

"র‍্যাশনালিজেশানের" উদ্দেশ্য হইতেছে মালের এবং মানুষের শক্তির সকল প্রকার অপচয় নিবারণ করিয়া অল্প ব্যয়ে বেশী উৎপাদন করা। মজুরেরা বেকার হইলে তাহাদের শক্তির যত অপব্যয় হয় আর কোন কারণে তত হয় না। সুতরাং বেকার অবস্থাতে যাহাতে মজুরদের আদৌ পড়িতে না হয় এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করাও "র‍্যাশনালিজেশানের" লক্ষ্যের অন্তর্গত হওয়া উচিত। কিন্তু বেকার-সমস্যা সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া দিতে হইলে কোন বীমা-প্রণালী অবলম্বন করিলেই চলিবে না, যেসকল কারণে বেকার-সমস্যার উদ্ভব হয়, সেইগুলি একে একে নির্ম্মূল করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহার জন্য ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, শিল্পে শিল্পে, জাতিতে জাতিতে এক্ষণে যে ধরণের আর্থিক সম্বন্ধ প্রচলিত আছে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে। ঐ উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত সংস্কারগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়:—(১) আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য উন্নততর প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত করা, (২) সমগ্র জগতের যেখানে যেরূপ প্রয়োজন তদনুযায়ী মূলধন ও শ্রমিক যোগানো; (৩) উৎপাদনের লাভ আরও বেশী পরিমাণে খাদকদের দেওয়া। ইহার ফলে অধিকাংশ লোক ক্রয়শক্তির অভাবে কিনিতে পারিতেছে না, অথচ জনকয়েক ব্যক্তি কারবারের সম্পত্তি যত মূল্যের শেয়ার নির্দ্দেশ করে তদপেক্ষা অধিক শেয়ার পাইয়া লাভের আশায় বসিয়া আছে, এই ধরণের সমস্যা দেখা দিবে না; (৪) বিভিন্ন শিল্প এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যেন শিল্পগুলার পরস্পরের তুলনায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন (রিলেটিভ ওভার-প্রডাক্‌শান) না হয়, (৫) আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে জগতের সর্ব্বত্র বিনিময়-কার্য্যের পরিমাণ অনুযায়ী মুদ্রা ও ঋণের বন্দোবস্ত করা। অর্থাৎ বেকার-সমস্যার উদ্ভব নিবারণ করিতে হইলে জগতের আর্থিক ভিত্তির আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। ইহাই "র‍্যাশনালিজেশানের" ভাবী চরম ধাপ।

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত

প্যানুন্‌জিওর নূতন বই ও তাঁহার সমালোচক

এমিগ্রেশান ক্রস্‌রোড্‌স্‌ (লোক-আমদানির চৌমাথায়)। কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইন্‌ প্যানুন্‌জিও। নিউ ইয়র্ক, ম্যাকমিলান কোম্পানী। ১৯২৭। ৮+৩০৭ পৃষ্ঠা। মূল্য ২·৫০ ডলার।

আমেরিকায় বিদেশীদের বসবাসের বিরুদ্ধে বিধিবদ্ধ আইন "এমিগ্রেশান ল" নামে পরিচিত। এই আইনের বলে বহু আমেরিকাবাসী ভারতীয়ের আমেরিকানত্ব লোপ পাইয়াছে। ইহা লইয়া বহু আন্দোলন, আলোচনা ও মোকদ্দমা হইতেছে, তা সকলেই জানেন। বলা বাহুল্য ভারতীয়েরাই একমাত্র বিদেশী নয় এবং আমেরিকান্‌রা চীনা, জাপানী ও ইতালীর নরনারীকেও বড় বেশী সুনজরে দেখে না।

সম্প্রতি "লোক-আমদানির চৌমাথায়" বলিয়া একখানা বই এই আইনের ভিতরকার তত্ত্বকথাটা ঘাঁটিয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছে। লেখক নিজে ইতালিয়ান্‌, কিন্তু কেতাব লিখিয়াছেন ইংরেজীতে—বেশ মনোরম ইংরেজীতে। এ বিষয়ে ইতালিয়ান্‌ ও ভারতীয়ের ব্যথা প্রায় এক প্রকারের। সুতরাং ভারত-সন্তানেরা এ বইখানা লইয়া নাড়াচাড়া করিলে নিজের মনের মত কথা অনেক পাইবেন সন্দেহ নাই। এই বৎসরের জুন মাসের আমেরিকান্‌ ইকনমিক রিভিউতে ওহিও রাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত এ, বি, উলফ্‌ এই কেতাবের এক সমালোচনা লিখিয়াছেন। কেতাব-খানার ঠিক পাশেই সমালোচনাটা সাজাইয়া দেখিবার যথেষ্ট সার্থকতা আছে। উলফের প্রায় ৩ পৃষ্ঠা সমালোচনার ভিতরেই জ্ঞানী ও গুণী বলিয়া পরিচিত সাধারণ আমেরিকান্‌রা সমস্যাটাকে সাধারণতঃ কি চোখে দেখে তার একটা আঁচ পাওয়া যাইবে।

এখানে উলফের বক্তব্যটা সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে। ইহাতে কেতাব ও কেতাবের সমালোচনা উভয়েরই মোট কথাটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

প্রথম পরিচ্ছেদের নাম "মজুরের নবীন দুনিয়া", আর সপ্তম পরিচ্ছেদের নাম "আমেরিকায় বাস উঠাইতে হইল" অথবা "আমেরিকার দুয়ার বন্ধ হইল"। এই ৭টা পরিচ্ছেদে আমেরিকার এমিগ্রেশান নীতিটা ইতিহাসের দিক্‌ হইতে আলোচিত হইয়াছে ও বিবর্ত্তনটা ধাপে ধাপে প্রকাশ করিয়া দেখান হইয়াছে।

ঝগড়াটা এই ৭টা পরিচ্ছেদ লইয়া নয়, ঝগড়া পরবর্ত্তী ৬টা পরিচ্ছেদ লইয়া। এই ৬টা পরিচ্ছেদে প্যানুন্‌জিও মাটী খুঁড়িয়া দেখিতে চাহিয়াছেন, বর্ত্তমানে অবলম্বিত বিদেশী-অপ্রীতি-নীতির কারণটা কি। তারপর কারণের সমালোচনা চলিয়াছে।

প্যানুন্‌জিও বলিতেছেন, বর্ত্তমানের বাধা-প্রদান নীতির মূলে রহিয়াছে দুইটা বিশ্বাস মাত্র (১) বাহির হইতে আর লোক আসিতে না দিলে যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত্তমানে যারা অধিবাসী তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য-বৃদ্ধির সহায়তা করা হইবে, (২) আমেরিকান্‌ সমাজকে দানা বাঁধিয়া শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে ইহার একজাতিত্ব ও জাতিত্বের আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে।

দ্বিতীয় বিশ্বাসটার ভিতর হিন্দুরা তাদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের একটা দিকের পুনঃ প্রবর্ত্তনের আভাষ পাইয়া সুখী হইবে। জাতিভেদ, জাতির একরাটত্ব, অবিভাজ্যতা, আভিজাত্য ইত্যাদি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, এইরূপ ধারণা

বর্ত্তমান আছে। পরীক্ষাটাকে সামাজিক পরীক্ষামাত্র বলিয়া মনে করা হয়। সমগ্র জাতির পক্ষে বিস্তৃতভাবে একেবারে অন্য সকলের" হুকাপানি বন্ধে"র ব্যবস্থা পূর্ব্বকালে কোথাও অনুষ্ঠিত হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। অত্যন্ত আধুনিক আমেরিকা এই বিংশ শতাব্দীতে পরীক্ষা করিতে যাইতেছে। এটা আরম্ভ মাত্র। সুতরাং ফলাফলের সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না, আন্দাজ করা যাইতে পারে মাত্র।

আমেরিকা বলিতেছে "রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় রাখিতে হইবে।" অর্থাৎ "আমরা আমেরিকান্, আমরা পৃথিবীর সেরা জাত, ধনে, মানে, কার্য্য-ক্ষমতায় ও পটুতায়, সভ্যতায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছি, আমরা কি এখন যার-তার সঙ্গে মিশিতে পারি? আমরা যদি এখন জাপানী, চীনা, ইতালীয়, ভারতীয় ইত্যাদি নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীবদিগকে আমাদের কুলে আসিতে দিই, তবে আমাদের অতি সাধের এত বড় সভ্যতাটার কি দশা হইবে ভাবিয়া দেখ দেখি। আমাদের ভাল রক্তের সহিত খারাপ রক্ত মিশিয়া আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে অধঃপাতের পথে টানিয়া লইয়া যাইবে। অতএব সাধু সাবধান!

উল্‌ফ স্বীকার করিয়াছেন যে, বিদেশীর নামে আঁতকাইয়া উঠে এমন আমেরিকানের যেমন অভাব নাই, অন্যদিকে মিশ্রণের গোঁড়া অর্থাৎ নানা জাতি না মিশিলে আমেরিকার উন্নতি বন্ধ হইবে এইরূপ ভাবনার ভাবুকও আছেন। জগতের সাহিত্য-ভাণ্ডারে আমেরিকার দান যে ঐশ্বর্য্যময় নয়, বড় নাট্যকার, কবি, ঔপন্যাসিক ইত্যাদি যে সেখানে দুর্ল্লভ, প্যান্নুন্‌জিওর এই অভিযোগের উত্তর উল্‌ফ দিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ, এই দিকে নূতন তথ্য ও তত্ত্ব-সংগ্রহে মন দিলে বাঙ্গালীর ছেলে একটা বড় রকম গবেষণার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিব।

উল্‌ফ নিজে আমেরিকান্‌দের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু সেই কথাটা চাপা দিয়া ভাণ করিয়া বলিতেছেন যে, বর্ণ-সঙ্করতার চেয়েও বড় ভয়ের জিনিষ হইল আর্থিক সঙ্করতা। আমেরিকার জীবনযাত্রার ধারা আজ যে খুব উঁচু একথা চারি মহাদেশের সকল লোকে জানে। যুক্তরাষ্ট্রের মজুররা এমন সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করে (যেমন বাড়ীতে থাকে ও খাওয়া-পরার জন্য যতটা ব্যয় করিতে সমর্থ হয়) যে, ইংল্যাণ্ড বা জার্ম্মাণির মত অগ্রসর দেশেও তা সম্ভব নহে, ইতালি-জাপান-ভারত ইত্যাদিতে তো দূরের কথা। কিন্তু এই উঁচু জীবন-যাত্রার ধারা অব্যাহত রাখা আমেরিকানরা কি পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিবে না? যদি করে, তবে কাজেকাজেই বাধ্য হইয়া তাদের নিকৃষ্ট দেশের লোকদের আসা বারণ করিতে হয়। ইতালি বা জাপানের লোক অল্প মজুরিতে সন্তুষ্ট থাকে, অনেক বেশী সময় ধরিয়া খাটিতে পারে। তাতে দুইটা বিষময় ফল দেখা যাইতে পারে (১) আমেরিকান্ মজুরের মজুরি নামিয়া যাইবে অর্থাৎ তার পূর্ব্বের মত ক্রয়-ক্ষমতা থাকিবে না, (২) কর্ম্ম-পটুতা হীন হইতে হীনতর হইতে থাকিবে।

প্যান্নুন্‌জিও এ সম্পর্কে দুইটা কথা বলিয়াছেন। তাঁর প্রথম কথা এই যে, আমেরিকান্‌রা অতি-বড় আর্থিক সমৃদ্ধির বড়াই করিতেছে বটে; কিন্তু এতটা সমৃদ্ধি ভাল নহে। সমাজের অতিশয় ধনবৃদ্ধি হইলে, তার তাল আর ঠিক থাকে না। এইরূপ অতিবৃদ্ধিতে জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী। প্রাচীন কালে এইরূপে কত জাতি রসাতলে চলিয়া গেল, ইত্যাদি। এটা যেন রাগের কথা। যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ইতালি দরিদ্র দেশ, সেইজন্যই কি প্যান্নুন্‌জিওর হিংসা হইতেছে? কিন্তু হিংসা দ্বারা একটা জাতের ঐহিক সুখভোগের মাত্রা কিছুমাত্র কমানো যায় না। আরও এক কথা। ঐহিক সুখভোগ অর্থাৎ বেশী জায়গা-জমি হাতে থাকা ও বেশী পরিমাণ অর্থের মালিক হওয়া সন্ন্যাসীর পক্ষে হয়ত নিন্দনীয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক লোক সন্ন্যাসী, তাদের অধিকাংশ অভাব মিটাইতে পারিলে তারা খুসী হয় না, এমন মনে করিবার কি কারণ আছে? বস্তুতঃ উল্‌ফও প্যান্নুন্‌জিওর যুক্তির দুর্ব্বলতা বুঝিয়া এইখানেই ঝোপ বুঝিয়া কোপ বসাইয়াছেন। জমির আয়তনের উপর যে লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি সুখদুঃখ নির্ভর করে একথা প্যান্নুন্‌জিওও অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

প্যানুন্‌জিওর দ্বিতীয় যুক্তি অন্য ধরণের। তিনি বলিতেছেন যে, যদিই ধরিয়া লওয়া যায় যে, আর্থিক সমৃদ্ধি ভাল জিনিষ, তথাপি লোককে আসিতে বাধা না দিলেও ঐ সমৃদ্ধির কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। উল্‌ফ কিন্তু তাঁর যুক্তিগুলি একে একে না কাটিয়া একেবারেই উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রে অ-চষা জমি এখনও ঢের পড়িয়া রহিয়াছে, অথচ স্থান-বিশেষ অত্যধিক লোকপূর্ণ, ইত্যাদিও তিনি বলিয়াছেন। জন্মের হার, লোকবৃদ্ধি ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর কোন জ্ঞান নাই—ইত্যাকার উল্‌ফের মন্তব্যগুলাকে কোন ক্রমেই যুক্তি বলা চলে না। অবশ্য একথাও বলিতে হইবে যে, তাঁর বক্তব্য যতখানি স্পষ্ট ও বিস্তৃত করিয়া বলা উচিত ছিল, প্যানুন্‌জিও তা বলেন নাই।

উল্‌ফের সমালোচনার ভিতর একস্থানে প্যানুন্‌জিওকে চাপ দিয়া ২।১টা কথা বলা হইয়াছে। তার ভাবার্থ এইরূপ :—ইতালির বিরুদ্ধে এমিগ্রেশান ল মোতায়েন আছে, এটাকে প্রত্যেক ইতালিয়ান্ অপমানজনক মনে করে। সুতরাং এই সমস্যা-সম্পর্কে কোন ইতালিয়ানের কাছে সুযুক্তির প্রত্যাশা করা বৃথা। অর্থাৎ প্যানুনজিওর বইটা কিছুই নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উল্‌ফ এ কথাও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "হামবড়া"ভাব যে লোক বা জাতের মনের মধ্যে বদ্ধমূল রহিয়াছে, তার নিকট সুযুক্তি প্রত্যাশা করা চলে না। তাই যদি হয়, উল্‌ফের এত পরিশ্রম করিয়া বই পড়িয়া এতটা সমালোচনা লিখিবার কি দরকার ছিল?

আসল কথা এই যে, প্যানুন্‌জিওর বইখানাকে বিশেষ সম্মান দিতেই হইবে। এমিগ্রেশান ল সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ বহু পণ্ডিতী আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু নিজে ইতালিয়ান্ হইয়াও যেরূপ সংযম ও ধৈর্য্যের সহিত তিনি সমগ্র সমস্যাটার তত্ত্বকথাকে আমেরিকার বাজারে একবার কষিয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তা নিশ্চয়ই প্রশংসার্হ। বলা বাহুল্য, আমেরিকান্ মনোভাবের আর একটি অভিজ্ঞানরূপে উল্‌ফের সমালোচনাও রক্ষিত হইবার মত পদার্থ বটে।

কর-তত্ত্বে ওস্তাদ স্পণ্ডিং ও সমালোচক প্লেন

"দি ইন্‌কাম ট্যাক্স ইন্ গ্রেট বৃটেন অ্যাণ্ড দি ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্" (গ্রেট বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে আয়-কর)। হ্যারিসন বি, স্পণ্ডিং। লণ্ডন পি, এস্, কিং। ১৯২৭। ৩২০ পৃষ্ঠা। ১২ শি।

কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত কার্ল সি, প্লেন এই পুস্তকের এক সমালোচনা আমেরিকান্ ইকনমিক রিভিউতে প্রকাশ করিয়াছেন। সমালোচনায় গিয়াছে ৯ পৃষ্ঠা। এই পত্রিকায় সাধারণতঃ এত বড় সমালোচনা হয় না। তাহাতেই বুঝা যাইবে যে, বহিখানার বিশেষ গুরুত্ব আছে।

সমালোচনার প্রসঙ্গে আরও একটা কথা লক্ষ্য করিবার মত। গ্রন্থকার ইংরেজ। তাঁর গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে দুই দেশের আয়কর লইয়া তুলনামূলক সমালোচনা লেখা। তিনি সম্পূর্ণরূপে ইংরেজী প্রথার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন ও নিজ দেশের স্বপক্ষে রায় দিয়াছেন। তথাপি তাঁর আমেরিকান্ সমালোচক কোন প্রকার উষ্মা প্রকাশ করা ত দূরের কথা সর্ব্বতোভাবে তাঁর কেতাবের জয়-ডঙ্কা বাজাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। বৈজ্ঞানিকের মাথা এইরূপই বটে।

আমেরিকান প্রথার বিরুদ্ধে নালিশ

স্পণ্ডিং আমেরিকান্ প্রথার বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া করিয়াছেন—উহার জটিলতা। একে ত ইংরেজী ট্যাক্স বহু কালের—এ বিষয়ে প্রবাদ বচন চলিয়া আসিতেছে যে, "পুরাণা ট্যাক্স মাত্রেই ভাল অর্থাৎ সঙ্গত ট্যাক্স" তার উপর আমেরিকান্‌রা ইহা আগাগোড়া এমন বিশৃঙ্খলার সহিত চালাইতেছে যে, সে দেশে কর হইতে কি করিয়া এত টাকা উঠে তাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

অন্যান্য ক্ষেত্রের মতন করাদায়েও ক্ষেত্রেও বয়স ও অভিজ্ঞতার মূল্য কম নয়। বৃটিশ ট্যাক্সের জন্মকাল ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ। অবশ্য ইহার কোন কোন রূপ ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দেও দেখা দিয়াছিল। আর ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহার কাজ একটানা হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ইংরেজের পিছনে রহিয়াছে কম বেশী এক শতাব্দীর ইতিহাস ও শক্তি। আর আমেরিকান্ ট্যাক্সের বর্ত্তমান রূপ দেখা দিয়াছে ১৯১৩ সন হইতে।

ইংরেজী ও আমেরিকান্ করাদায়ের কায়দার মূল কথাটা পাকড়াও করিতে হইলে দুইটাকে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া দেখা আবশ্যক। বৃটিশ ট্যাক্সের বিশেষত্ব এইরূপ :

১। আসলে ইহা ডবল ট্যাক্স—সম্পত্তির উপর ট্যাক্স ও অন্য সমস্ত প্রকার আয়ের উপর ট্যাক্স। সম্পত্তি-করটা প্রত্যেক পাঁচ পাঁচ বছর অন্তর নির্দ্দিষ্ট হয়।

২। করাদায়ের সুবিধার জন্য কর-দাতৃগণকে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় :—(ক) রিয়েল এষ্টেট্ বা স্থাবর সম্পত্তির মালিক—সম্পত্তির বাৎসরিক (বা খাজনাগত) মূল্য অনুযায়ী কর ধার্য্য হয়। (খ) স্থাবর সম্পত্তির চাষী বা রায়ত—মালিকদিগকে খাজনা দিবার পর সম্পত্তি হইতে যে মুনাফা চাষী যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইতে কর দিতে হয়। (গ) সুদ ও ডিভিডেণ্ড বা লভ্যাংশ যারা পায়। (ঘ) সরকারী চাকুরে—যারা সরকার হইতে আয় লাভ করে, বেতন, বার্ষিক, পেন্সন ইত্যাদি পায়। (ঙ) অন্যান্য, যেমন শিল্পী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি।

৩। যেখানেই সম্ভব সেখানেই ট্যাক্সটাকে একেবারে মূলে গিয়া পাকড়াও করা হয় অর্থাৎ উদ্ভবমাত্রই কর চাপান হয়। করটা যে উপার্জ্জন করিতেছে তার জন্য অপেক্ষা না করিয়া যে সেই আয়টা দিতেছে তার কাছে হাত পাতিয়া বসে। যেমন চাষী তার মালিক খাজনা পাইবার আগেই মালিকের করের জন্য দায়ী থাকে।

৪। টাকা খাটাবার আয় হইতে পারে, আবার নিজ পরিশ্রমের ফলেও আয় বাড়ে। টাকা খাটানোর বা সম্পত্তির আয়ের উপরেই প্রচলিত হারে কর বসে, পরিশ্রমলব্ধ আয় কিছু "ছাড়্" পায়।

৫। মাথার উপরে কেন্দ্র-শাসনের ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু শাসন-ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণরূপে স্থানীয়। কর-স্থাপন-যোগ্য প্রত্যেক দফার (কর-প্রদানের পূর্ব্বেই) সরকার হইতে অনুসন্ধান হয়।

৬। কর-দাতাদের যদি টাকা ফেরৎ বা সাহায্য পাইবার কথা থাকে ত তার ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করা হয়। আর্থিক বছর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সমস্ত করই স্থির হইয়া যায়।

৭। "ডিপ্রিসিয়েশন" ইত্যাদির জন্য বিশেষ-কিছু "বাদ" বলিয়া ধরা হয় না।

৮। সমস্ত করকে সাধারণ কর ও অতি-কর রূপে শ্রেণী-বিন্যস্ত করা হয়। আইন সহজ, সংক্ষিপ্ত ও লিপিবদ্ধ।

এইবার আমেরিকান্ ট্যাক্সের বিশেষত্ব বর্ণিত হইতেছে :—

১। টাকাকড়িতে ও মুনাফায় যা আদায় হয় তারই উপর কর স্থাপিত হয়। আয় বলিতে যা বুঝায় তার উপর কর ত বসেই, পুঁজিপাটা বৃদ্ধি পাইলে যে লাভ ও মুনাফা হয়, তার উপরও কর ধরিতে হইবে; কিন্তু একটা বাড়ী বা জিনিসপত্র ব্যবহারে যে লাভ হয় ইংরেজদের মত আমেরিকান্রা তাতে কর বসাইবে না।

২। কর-দাতৃগণের কোন প্রকার শ্রেণী-বিভাগ করা নাই। মাত্র ব্যক্তি ও কর্পোরেশ্যন এই প্রভেদটা করা হয়।

৩। করটা প্রায় আগাগোড়াই আপনি স্থিরীকৃত হয় অর্থাৎ কর-দাতা নিজেই নিজের পরিমাণ ঠিক করে, শেষ আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত সরকারী কর্ম্মচারী উহা স্থির করে না। আদায়ের পর কর্ম্মচারী দেখে ঠিক হইল কি না।

৪। শাসন-ব্যবস্থাটা ঘোরতর কেন্দ্রীকৃত।

৫। কর-ভারটা নির্দ্দেশ করিতে করিতে ঢের সময় অতিবাহিত হইয়া যায়।

৬। ডিপ্রিশিয়েশান, হ্রাস ইত্যাদির জন্য "বাদ" হয়।

৭। সব করই সাধারণ কররূপে শ্রেণী বিন্যস্ত; কিন্তু ইহার আবার কতকগুলি সাব-নর্ম্যাল সাব-ট্যাক্স (অনুকর) আছে। পরিশ্রম-লব্ধ আয়ের কোন পরিষ্কার সংজ্ঞা নাই, তজ্জন্য $\frac{1}{5}$ অংশ মাপ করিবার ব্যবস্থা আছে।

৮। আইন দীর্ঘ ও জটিল। যে সব সাধারণ কথা করদাতাদের জানা উচিত তা পরিমাণে অনেক ও অত্যন্ত কটমট।

আয়-কর কোন্ বস্তু ?

আয়-কর বলিয়া একটা জিনিষ ইংরেজরাও আদায় করিতেছে, আমেরিকান্রাও করিতেছে। কিন্তু দুইটা যে এক পদার্থ নয়, তা বুঝিতে বেগ পাইতে হইবে না।

আয় বলিতে একটা রাস্তার লোক কি বুঝে? আয়

হইল এমন পদার্থ যে, তা নিয়মিত আসিবে ও অনবরত (অর্থাৎ কখনও না থামিয়া) আসিবে, আর অনবরত ব্যয় করা চলিবে, ভবিষ্যতে আর হ্রাসের সম্ভাবনা থাকিবে না। বৃটিশ কর-গ্রহণের মূলে এই মনোভাব পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। গ্রেট বৃটেনে করটা বসে বাস্তবিক অথবা সম্ভাব্য আয়ের উপর। এই আয়ের পরিমাণ দ্বারাই কর-নির্দ্ধারণ হয়; স্থাবর সম্পত্তির বাৎসরিক মূল্য ৫ বছরের জন্য স্থির হইয়া থাকে। কোন বৃটিশ সম্পত্তির মালিক যদি তার সম্পত্তি বেচিয়া মুনাফা অর্জ্জন করে ত সেই লাভের উপর কর বসিবে না। অবশ্য, এমন একদল লোক আছে, যাদের সম্পত্তি লইয়া বেচাকেনাই হইল ব্যবসা, তাদের লাভের উপর কর বসাইতে কোন বাধা নাই। কিন্তু আমেরিকান্ সম্পত্তির মালিক এ বিষয়ে কোন রেহাই পায় নাই। যে বৎসরে তার সম্পত্তি হইতে মুনাফা ইত্যাদি আদায় হয় সেই বৎসরেই করটা দিতে হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে আমেরিকান্‌রা শুধু আয়ের উপর কর-ভার চাপাইয়াই সন্তুষ্ট থাকে না, সর্ব্বপ্রকার লাভ ও মুনাফা হইতেও করাদায় করা তাদের দস্তুর। বলা বাহুল্য, এরূপ নীতি যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা মিটাইবার জন্য তৈরী হইলে ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার থাকে না বটে। কারণ যুদ্ধের সময় কর-দাতাদের শ্রেণী-বিভাগ ইত্যাদির দিকে নজর দেওয়া চলে না। কিসে তাড়াতাড়ি সব চেয়ে বেশী আদায় হয়, সেদিকেই লক্ষ্য রাখা উচিত। কাজেই যার যত বেশী আছে, সে তত বেশী কর দিবে ইহা যুদ্ধকালের নীতি বলিয়া ক্ষমার্হ হইতে পারে। কিন্তু শান্তির সময়ে ইহাকে অন্যায় বলিয়া স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। আমেরিকান্‌রা সিভিল ওয়ারের আয়-কর আইনটাকেই ১৯১৩ সনে অনুকরণ করিয়া চলিতেছিল। গত মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর সেটাকে দৃঢ়ীকৃত করিয়াছে। পুঁজিপাটার লাভ বাস্তবিক আয়-হিসাবে গণ্য হইতে পারে না, এই যুক্তি কথঞ্চিৎমাত্র স্বীকৃত হইয়াছে উর্দ্ধতম কর-ভারকে ১২½% পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ করায়।

সমালোচক প্লেন বলিতেছেন, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ক্যাপিটাল লেভি জিনিষটা করাদায়ের দিক্ হইতে ক্ষতিকর। আমেরিকায় প্রকারান্তরে তা প্রমাণিত হইয়াছে। ইনভেষ্টমেণ্ট বেচিয়া যাহা লাভ হয় করদাতা তা হইতে কিছু কাড়িয়া লইলে পুনরায় ইনভেষ্টমেণ্টের সময় ততটা কম পড়ে, কাজেই ভবিষ্যতে ট্যাক্স-যোগ্য আয় কমিয়া যায়। কিন্তু আমেরিকান্ নীতির স্বপক্ষে বলিবার কিছু নাই, এমন নয়। সম্পত্তির স্বামিত্ব বিষয়ে দুই দেশের লোকের মনোভাব একরূপ নহে। ইংরেজের পক্ষে সম্পত্তিটা অনেকটা স্থায়ী জিনিষ অর্থাৎ ইংরেজ তার অর্জ্জিত সম্পত্তি রক্ষা করিতে প্রয়াসী, তাহা লইয়া বেচাকেনা করিয়া ক্রমাগত "লাভ করার" কথা তার মনে আসে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বহু স্থানেই, আমেরিকানের শুধু সম্পত্তি নয় অন্য সমস্ত জিনিষও ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রত্যেক আমেরিকান্ জানে যে, সুবিধাজনক দর (যা সে নিশ্চয়ই পাইবে) পাইলে সে তার জিনিষ বেচিয়া ফেলিবে। এই দুই প্রকার মনোভাবের ফলে আয়-করের ভিতর পার্থক্য হওয়া বিচিত্র নহে।

কর-আদায়ের খরচা

কর আদায় করিবার খরচা আছে। ডিপ্রিসিয়েশান ও তত্তুল্য ভারগুলিকে খরচার মধ্যে গণ্য করা হয়। দুই দেশে ডিপ্রিসিয়েশান ইত্যাদি সম্পর্কে দুই প্রকার ধারণা বর্ত্তমান আছে। আমেরিকান্‌রা পুঁজিপাটার লাভ-ক্ষতিকে খুব বড় করিয়া দেখে, ইংরেজরা তা দেখে না। কাজেই আমেরিকান্ ট্যাক্সে ডিপ্রিসিয়েশান ইত্যাদি বাবদ্ ইংরেজের চেয়ে অনেক বেশী ছাড়্ দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

ইংরেজী ট্যাক্সে আরও বেশী ছাড়্ দিবার জন্য, বিশেষতঃ খনির বেলায়, যুক্তি খাটান হয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের রয়েল কমিশন তার জবাব এই দিয়াছেন:—(১) তা হইলে উকীল, ডাক্তার কারিগরদের শিক্ষার জন্য যে টাকাটা খরচ হয় তারও কথা বাদ দিলে চলিবে না; (২) এই প্রথাতে হারটা বৃদ্ধি পাইবে, কমিবে না।

শাসন-ব্যবস্থার কথা

করাদায়ের তত্ত্ব ও প্রণালী এক জিনিষ, সেই তত্ত্ব ও

প্রণালীকে কাজে খাটানো অন্য এক জিনিষ। তত্ত্ব বা প্রণালীটা যত ভালই হোক্, শাসন-ব্যবস্থার দোষে সব গুণ পণ্ড হইয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ, কর-গ্রহণের দোষগুণ-বিচারের প্রধান কষ্টিপাথর হইতেছে যাদের উপর করাদায়ের ভারটা রহিয়াছে তারা কিরূপ কৃতকার্য্যতার সহিত, ভাল-ভাবে উহা যোগাড় করিতে সমর্থ হইতেছে।

এই কষ্টিপাথরে কষিলে ইংরেজী প্রথাটা অনেক শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। আয়-কর আদায়ের সুব্যবস্থার জন্য সমগ্র যুক্তরাজ্য ৭২৫ "ডিভিশন" বা জিলায় বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক জিলায় একদল ভদ্রলোক সভাপতির কাজ করেন। ইহারা কোন প্রকার বেতন পান না। এইরূপ কমিশনারের মোট সংখ্যা ৫,৬০০। এইরূপ ব্যবস্থার সুবিধা এই যে, ইহারা একদিকে যেমন যথাভাবে করাদায়ের জন্য দায়ী থাকেন, অন্যদিকে তেমনি সর্ব্বদা করদাতাদের নাকের ডগার কাছে থাকিয়া তাদের সকল প্রকার অভাব-অভিযোগের বিষয় জ্ঞাত হইতে পারেন, অত্যাচার অবিচার হইতে তাদের রক্ষা করিতে পারেন। ইঁহাদের কাজটা গুরুতর বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই। প্রতি বছর যত লোককে করভার চাপান যাইতে পারে তার সংখ্যা ২৫ লাখ বা ততোধিক, প্রত্যর্পণের দাবী হয় ২০ লাখ-আর ৭০,০০০ কর পুনরায় স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু আপীল হয় মাত্র ১,২০০ হইতে ১,৫০০ পর্য্যন্ত। প্রত্যেক বছরে এতগুলি আপীল শুনা কিছু কষ্টকর নয়।

অ্যাংলো-স্যাকসন প্রথা এইরূপ প্রচলিত আছে যে, আইনতঃ ট্যাক্স্ সংগ্রহ করিতে হইলে ওয়ারেণ্ট দরকার হয়। এসেসররা রোল বা রেকর্ড তৈয়ারী করিয়া এই কাজটা করে। এই এসেসররা প্রতি বছর ডিভিশনের কমিশনারগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকে। আর ইন্ল্যাণ্ড রেভিনিউ কর্ত্তৃক প্রেরিত ওস্তাদ সরকারী কর্ম্মচারীরা, ইন্স্পেকটার বা সার্ভেয়াররা ট্যাক্সের প্রকৃত পরিমাণ, আঁকজোক নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়।

ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে করাদায়-প্রথার সঙ্গে ইংরেজী প্রথার সাদৃশ্য আছে; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কর-শাসন-রীতি অন্য ধরণের। স্থানীয় এসেসর, বোর্ড অব্ রিভিউ ও এসেস্মেণ্ট রোল বা লিষ্ট নামে পরিচিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বহি হইল যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসমূহের বিশেষত্ব।

বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থার মাথায় রহিয়াছে বোর্ড অব্ ইন্ল্যাণ্ড রেভিনিউ, আইনতঃ আয়-করের সম্পূর্ণ সুপরি-চালনার ভার ইহারই উপর। যুক্তরাষ্ট্রে ইহার পাল্টা জিনিষ হইতেছে কমিশনার অব্ ইন্টার্ণাল রেভিনিউ ও তার আফিস কাছারি। ইংরেজের "অতিরিক্ত" ও "বিশেষ' কমিশনার নিজস্ব। সাধারণ কমিশনারগণের পক্ষে যে সব আপীল শুনা ও বুঝা বিশেষ শক্ত, সেগুলি বিশেষ কমিশনারগণ শুনিয়া থাকে। পূর্ব্বে ট্যাক্স-ইন্স্পেক্টারের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারা ইন্ল্যাণ্ড রেভিনিউর নিযুক্ত কর্ম্মচারী, মাহিয়ানা পায় ও নিযুক্ত হইবার আগে পরীক্ষায় পাশ করে। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ-শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। ইহার উপর গ্রেটবৃটেনে প্রত্যেক প্যারিসে আয়-কর কলেক্টারগণ মোতায়েন রহিয়াছে, কিন্তু সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে ৬৫ কলেকশন জিলার প্রত্যেকটিতে মাত্র ১টি করিয়া কলেক্শন আফিস রহিয়াছে।

আমেরিকান্ আয়-কর আদায়ের গলদ

ইংরেজের আয়কর ঠিক হয় সরকারী এসেসর দ্বারা। আর আমেরিকান্রা নিজেদের আয়-কর নিজেরা ঠিক করে। ভাবটা এই, আগে ত করটা শোধ করিয়া চুকাইয়া দাও, পরে দেখা যাইবে পরিমাণটা ঠিক দিয়াছ কি কম বেশী দিয়াছে। এই মনোভাবের দরুণই এসেসর দরকার হয় না। করদাতার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যে কর্ম্মচারীর সম্পর্ক সে হইল কলেক্টার। সমগ্র দেশে ইহাদের সংখ্যা ৬৫। কিন্তু ইহারা নিজ অভিজ্ঞতা বা দক্ষতার জন্য নিযুক্ত হয় না, নিযুক্ত হয় দলের লোক বলিয়া। বৃটিশ সার্ভেয়ার বা ইন্স্পেক্টারের তুল্য কোন কর্ম্মচরী যুক্তরাষ্ট্রে নাই। রেভিনিউ এজেণ্টগণকে কাছাকাছি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ইহাদের কাজ হইল ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হিসাব করিয়া দেখা আইন মানা হইয়াছে কি না।

ইহার ফলে বিস্তর অসুবিধা হয়। করদাতাদের কর

সম্বন্ধে নিষ্পত্তি আর সহজে হইতে চায় না, গবর্ণমেণ্ট বহুকাল ধরিয়া এই নিষ্পত্তির কাজ খোলা রাখিয়া বিচার করিতে থাকে। এইজন্য যুক্তরাষ্ট্রে বোর্ড অব্ ট্যাক্স আপীল আছে ও ইন্‌কাম ট্যাক্স ইউনিটের জন্য বহু কর্ম্মচারী পুষিতে হয়।

সেল্‌ফ-এসেস্‌মেণ্ট অর্থাৎ নিজে নিজে আয়-কর নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া যুদ্ধকালে কার্য্যকর হইতে পারে, কিন্তু শান্তির সময় ইহার গুণের চেয়ে দোষ বেশী। সস্তা বলিয়া ধরিয়া লইলেও ইহাতে ফাকি দিবার সুযোগ আছে। আর বস্তুতঃ সস্তাও নহে। ফাকি ধরিবার খরচ ত আছেই, তার উপর করদাতাদের অযথা বিরক্ত করিতে ও কষ্ট দিতে হয়, আপীল শুনিতে হয়, ইত্যাদি কারণে আরও ঢের খরচ হয়।

যুক্তরাষ্ট্র কি ইংল্যাণ্ডের অনুকরণ করিবে ?

সমালোচক প্লেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইংরেজের আয়কর ব্যবস্থার ভিতর যা-কিছু ভাল রহিয়াছে, আমেরিকান্‌রা তা নিজ দেশে নকল করিতে পারে কি ? কোন কোন বিষয়ে অনেক প্রকার বাধা সত্ত্বেও ইংরেজী আদব-কায়দা যে আমদানি করা যাইতে পারে ও করিলে আমেরিকান্ আয়-করের উন্নতি ঘটিবে তাতে সন্দেহ নাই। তবে একটা কথা আছে। গাছ যেমন দেশের মাটিতে ও জল-বাতাসে বাড়ে, দেশের আয়-কর ব্যবস্থাও সেইরূপ। পরিবেষ্টন এবং আচার-ব্যবহারও ইহার রূপ অনেকটা স্থির করে। সুতরাং গায়ের জোরে এক দেশের করাদায়-ব্যবস্থা অন্য দেশে আনিয়া লাগাইতে গেলে ফল ভাল নাও হইতে পারে। সুতরাং প্লেনের মত যা রয় সয় তাই করা ভাল অর্থাৎ ইংরেজ ও আমেরিকান্ স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া একে অন্যের নিকট হইতে যতদূর সম্ভব ধার করিতে পারে।

স্পওল্ডিংএর কেতাবের দর-যাচাই

আমাদের দেশে আয়-কর লইয়া ভাল করিয়া মাথা ঘামানো এখনও সুরু হয় নাই। নিজ দেশের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা-গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে দেশ-বিদেশের আয়-কর লইয়া গভীর বিশ্লেষণ ও বিচার-প্রণালীর সহিত পরিচিত হইবার সার্থকতা যথেষ্ট আছে। স্পওল্ডিংএর কেতাব সংক্ষেপে ইংরেজী-ভাষী দুই দেশের আয়কর সম্বন্ধে যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছে তাহাতে কর-তত্ত্ব-জগতে যথেষ্ট আলোকপাত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। এই কেতাব আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদের মহলে মহলে ঘুরিতে দেখিলে বুঝিব যে আয়-করে আমাদের হাতে খড়ি সুরু হইয়াছে। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই পুস্তক অবিলম্বে পাঠ্যপুস্তকরূপে পরিগণিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীসুধাকান্ত দে

সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

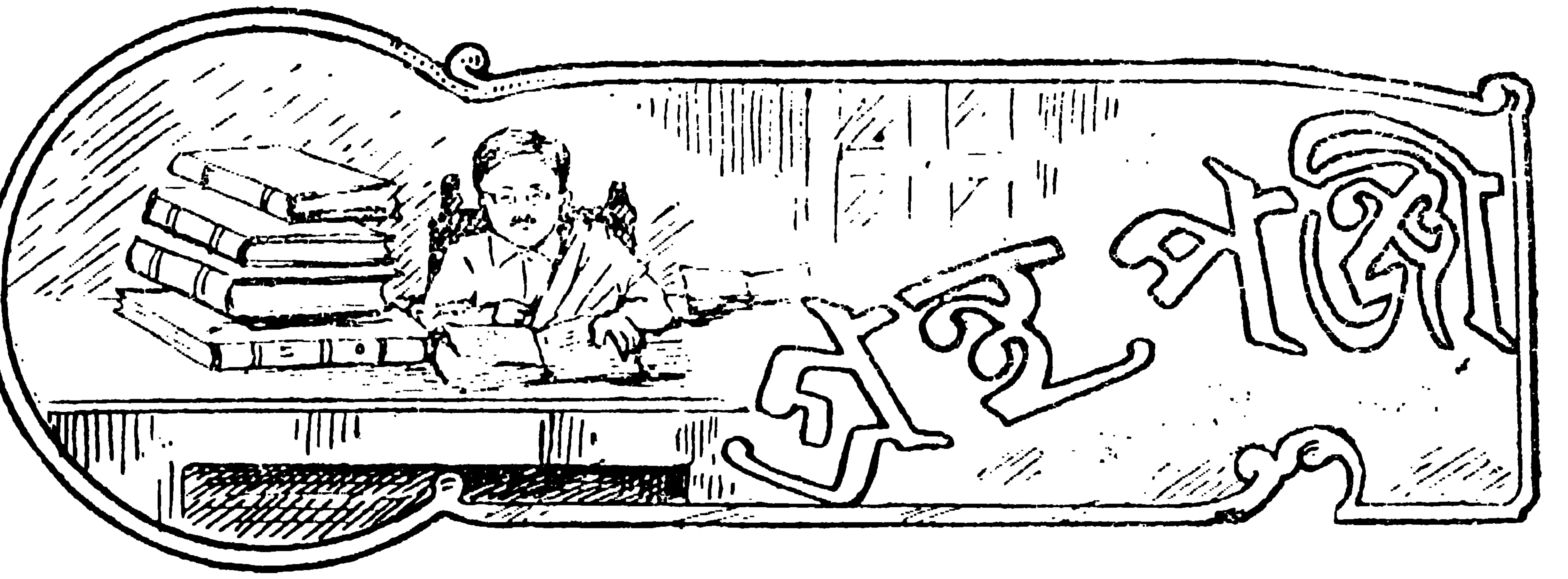

১। দিস্ ইকনমিক ওয়ার্লড অ্যাণ্ড হাউ ইট মে বি ইম্প্রুভ্ড্" (আধুনিক আর্থিক জগতের প্রকৃতি ও তাহাকে উন্নত করিবার উপায়)—টি, এল্, কার্ভার; শ, শিকাগো ও নিউইয়র্ক; ১৯২৮; ৬+৪৩২ পৃষ্ঠা; ৪ ডলার।

২। "মার্ক্স অ্যাণ্ড লেনিন; দি সায়েন্স অব্ রেভোলি-উশান" (মার্ক্স ও লেনিন—বিপ্লব-বিজ্ঞান) এম্, ইষ্টম্যান; অ্যালবার্ট ও চার্লস বনি, নিউইয়র্ক; ১৯২৭; ২৬৭ পৃষ্ঠা। ২ ডলার।

৩। "দি রোড টু প্লেন্টি" (প্রাচুর্য্য-লাভের উপায়)—ডাব্লিউ, টি, ফষ্টার ও ডাব্লিউ ক্যাটিংস; 'পোলাক ফাউণ্ডেশান ফর ইকনমিক রিসার্চ' কর্তৃক প্রকাশিত ১১ সংখ্যক গ্রন্থ; হাউটন মিফ্লিন, বোষ্টন; ১৯২৮; ৬+২৩১ পৃষ্ঠা; ২ ডলার।

৪। কন্টেম্পোরারি ইকনমিক থট" (সমসাময়িক আর্থিক চিন্তা)—পি, টি, হোমান্; নিউইয়র্ক; ১৯২৮; ১০+৪৭৫ পৃষ্ঠা; ২৫০ ডলার।

৫। "ইকনমিক ইন্ষ্টিটিউশান্" (আর্থিক প্রতিষ্ঠান) ডাব্লিউ, এল, থর্প; ম্যাকমিলান, নিউইয়র্ক; ১৯২৮; ৩০৬ পৃষ্ঠা।

৬। "হাউ দি সোভিয়েটস্ ওয়ার্ক" (সোভিয়েটদের কার্য্যপ্রণালী—এইচ্, এল্, ব্রেইলস্ফোর্ড; ভ্যানগার্ড প্রেস, নিউইয়র্ক; ১৯২৭; ১৫+১৬৯ পৃষ্ঠা; ৫০ সেণ্ট।

৭। "দি প্রস্প্যারিটি অব্ অষ্ট্রেলিয়া: অ্যান্ ইক-নমিক অ্যানালিসিস্" (অষ্ট্রেলিয়ার সমৃদ্ধি ও তাহার আর্থিক বিশ্লেষণ)—এফ, সি, বেনহাম; পি, এম, কিং লণ্ডন; ১৯২৮; ১০+২১৬ পৃষ্ঠা; ১২ শি, ৬ পে।

৮। "ইয়োরোপস্ ইকনমিকস সানরাইজ" (ইয়োরোপের আর্থিক উষা)—ই, পি, বিল; শিকাগো ডেলিনিউজ, শিকাগো; ১৯২৭; ২১৭ পৃষ্ঠা; ২·৫০ ডলার।

৯। "মডার্ণ ডেন্মার্ক: ইট্স্ সোশ্যাল, ইকনমিক অ্যাণ্ড এগ্রিকালচারাল লাইফ" (আধুনিক ডেন্মার্কের আর্থিক, সামাজিক ও কৃষি-বিষয়ক জীবন)—এইচ, জোনস; পি, এস, কিং; লণ্ডন; ৮৩ পৃষ্ঠা; ২ শি ৬ পে।

১০। "ইকনমিক হিষ্টরি অব্ ইয়োরোপ ইন্ মডার্ণ টাইমস" (আধুনিক যুগে ইয়োরোপের আর্থিক ইতিহাস)—এম্, এন্, নাইট, এইচ, ই, বার্ণেস ও এফ, ফ্লুগেল; হাউটন মিফ্লিন, বোষ্টন; ১৯২৮; ৮+৮০৮ পৃষ্ঠা; ৩·৭৫ ডলার।

১১। "ব্রিটেন্স্ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফিউচার" (শিল্প-বিষয়ে বিলাতের ভবিষ্যৎ)—ডাব্লিউ, টি, লিটন ও অন্যান্য কয়েক জন; বিলাতের উদারনৈতিক দল কর্তৃক বিলাতের শিল্প সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান চালান হইয়াছিল তাহার রিপোর্ট; বেল, লণ্ডন; ৫০৩ পৃষ্ঠা; ২ শি, ৬ পে।

১২। "আমেরিকা অ্যাজ্ এ ক্রেডিটার নেশান—এ সিরিজ অব্ অ্যাড্রেসেস্ অ্যাণ্ড পেপার্স প্রেজেণ্টেড্ অ্যাট্ দি অ্যানুয়্যাল মিটিং অব্ দি অ্যাকাডেমি অব্ পলিটিক্যাল সায়েন্স ইন্ দি সিটি অব্ নিউইয়র্ক" (উত্তমর্ণ জাতিরূপে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র—নিউইয়র্কস্থ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিষদের ১৯২৭ সনের বার্ষিক সভায় যেসকল বক্তৃতা দেওয়া ও প্রবন্ধ পাঠ করা হইয়াছিল সেইগুলার সংগ্রহ)—পি, টি, মুন (সম্পাদক); অ্যাকাডেমি অব্ পলিটিক্যাল্ সায়েন্স, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, নিউইয়র্ক; ১৯২৮; ১০+১৭৩ পৃষ্ঠা।

দুনিয়ায় সমাজ-বীমার সূত্রপাত*

ভারতবাসীর মাথার ঘী

আমার কথা অতি সামান্য, আর বলিবার জিনিষও মাত্র একটী। ডাইনে বাঁয়ে, ঝালে ঝোলে অম্বলে, যেদিকে যাই, ঘুরিতে ফিরিতে সামনে পিছনে সেই এক জায়গায় গিয়া পৌঁছি। যদি কেহ আমাকে গভীর দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে বলেন, আর সে বিষয়ে আমার যদি কোনো দখল থাকে, তাহা হইলেও ঠেকিতে ঠেকিতে সেইখানে গিয়াই পৌঁছিব।

কথাটা এই, আমরা আজকাল আছি কোথায়? আমাদের দেশটা ঠিক্ কোন্ অবস্থায় রহিয়াছে? এইটা জরিপ করা আমার ব্যবসা। এজন্য আমাদের দেশের লোকের মাথাটা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়টাও জরিপ করা আমার কাজ। মাথার বাহির দিক্‌টা মাপা যায়, আর ভিতরটাও মাপা যায়। মাথার বাহির লইয়া কারবার সাধারণতঃ আমি করি না। ভিতরটাতে-মগজের মধ্যে ঘী কতটা আছে, আমাদের মাথায় কতটা আছে, আর ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইংরেজ, মার্কিণ ইহাদের মাথায়ই বা কতটা আছে, এই সব মাপাজোপা আর তুলনা করা আমার পেশার অন্তর্গত।

মাঝে মাঝে অতীতের কথাও বলিয়া থাকি। সেকেলে গ্রীস, রোম, চীন, ভারত, পারস্য ইত্যাদি নানাদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকি। তাহাতেও প্রশ্ন একই। গ্রীকই হউক, হিন্দুই হউক, খৃষ্টানই হউক আর মুসলমানই হউক তাহাদের মাথায় ঘী কতটা ছিল? তাহা মাপিবার জন্য কতকগুলি বিশেষ্য বিশেষণ ব্যবহার করা আমার রেওয়াজ নয়, রেওয়াজ কতকগুলি বস্তু আবিষ্কার করা আর তাহার সাহায্যে মাথার ভিতরকার ঘী ও সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়টা পাকড়াও করিবার কৌশল উদ্ভাবন করা। এই হইতেছে আমার একমাত্র আলোচনার বিষয়।

অতীতই হউক আর বর্ত্তমানই হউক এই ঘী মাপামাপির কারবারে লক্ষ্য আমার বাঁধা। কি তত্ত্ব-হিসাবে, কি আলোচনা-প্রণালী-হিসাবে, সকল হিসাবেই আমার একমাত্র ধ্যেয়—ভারতবর্ষ।

বর্ত্তমান জগতের নানা স্তর

ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কথা বলিতে গিয়া বর্ত্তমান যুগটাকে আমি ৪ ভাগে ভাগ করিয়াছি (১) ১৮৪৮—৭৫ খ্রীঃ, (২) ১৮৭৫—৯৪ খ্রীঃ, (৩) ১৮৯৪—১৯০৫ খ্রীঃ (৪) ১৯০৫—২৫ খ্রীঃ। দেখিতে হইবে আমরা এখন ইহার কোন্ জায়গায় আছি। আপনারা বলিবেন "আমরা পূর্ব্বের লোক। আমাদের ল্যাটিচিউড অত, আমাদের লঙ্গিচিউড অত" ইত্যাদি। আমি বলিতেছি আমরা পূর্ব্বেরও নই, পশ্চিমেরও নই। আমরা আছি কোন একটা বিশ্বব্যাপী সিঁড়ির নির্দ্দিষ্ট ধাপে। আমরা ছুটিয়া চলিয়াছি, জগতের লোকও ক্রমাগত ছুটিয়া চলিয়াছে। চলিতে চলিতে দেখি কেহ সিড়ির ৪র্থ ধাপে, কেহ ৩য় ধাপে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমরা যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি সেটা ১৯২৫।২৬ সালের ধাপ নয়, এমন কি ১৮৭০ সালের ধাপও কি না সন্দেহ আছে। বোধ হয় কোন কোন দফায় আমরা ১৮৪৮ সালের ধাপেই আছি। কড়াক্রান্তিতে হিসাব করিয়া দেখিলে মনে হইবে যে, হয়ত আমরা ১৮৭০ সালের আগে কি পরে, ডাইনে কি বাঁয়ে কোন একটা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। এই হইল ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আমার কথা।

ব্যাধি, বার্দ্ধক্য ও দৈব বীমা (বীমা—বোমা নয়) এই তিনটী সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও আমরা বেশ জানিতে পারিব আমরা ঠিক্ কোথায় আছি। আপনারা প্রথমেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন, বীমা জিনিষ আমাদের দেশে নাই। ব্যাঙ্ক আছে। বীমা নাই। একথা বলিলে হয়ত মিথ্যা কথা

* শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের বক্তৃতার শর্টহ্যাণ্ড বিবরণ। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চৌধুরী শর্টহ্যাণ্ড লইয়াছিলেন।

বলা হয়, কেননা স্বদেশী আন্দোলনের সময় বীমা বস্তু কিছু কিছু হইয়াছিল। তাহার পর হইতে বীমা-প্রথা বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিন্তু আমি যে দরের বীমার কথা বলিতেছি, সেইটি ভারতের ত্রিসীমানায় নাই। এই দিক্ হইতে যদি আলোচনা করি তাহা হইলে আমরা কোথায় আছি তাহা সহজেই অনেকটা ধরা পড়িয়া যাইবে। আজ সে হিসাবে আলোচনা করিব না, অন্যান্য তরফ হইতে মাত্র কয়েকটী কথা বলিব।

ব্যাধি, বার্দ্ধক্য আর দৈব এই তিন বীমা তিন স্বতন্ত্র বস্তু। একটার সঙ্গে আর একটার যোগ নাই। এই জিনিষগুলা কি তাহাই বিশ্লেষণ করা আমার বিশেষ উদ্দেশ্য।

স্বদেশ-সেবা কাহাকে বলে ?

১৯০৫ সালে যখন লড়াই হয়, রুশ-জাপানী লড়াই, তখন আমরা "জন্মগ্রহণ" করিয়াছি বা করিতেছি। যুবক ভারত জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তখন অনেক কথা শুনিয়াছি ও শুনাইয়াছি শিখিয়াছি ও শিখাইয়াছি। তারপর আজ ২১ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। শুনিতে পাই জাপানীদের মতন স্বদেশ-সেবক জাতি পৃথিবীতে কম। স্বদেশী বক্তৃতা করিতে হইলে আমরা আগে জাপানের দৃষ্টান্ত দিই। বিদেশী জাতিকে সম্মান করা নিন্দনীয় নয়। কিন্তু বিষয়টা তলাইয়া দেখা দরকার। জাপানে গিয়াছি সেই লড়াইএর অনেকদিন পরে।

স্বদেশ-সেবা বস্তুটা কি আমরা বেশ জানি। অন্ততঃ পক্ষে ১৯০৫—১৪ সাল আমার বেশ জানা আছে। এই ১০ বৎসর পর্য্যন্ত আমাদের এই ধারণা ছিল যে, যে স্বদেশ-সেবক সে না খাইয়া মরিবে, তাহার ঘরে হাঁড়ি চড়িবে না, হয়ত চড়িবে একবেলা। দুবেলা আঁচানো তাহার কপালে লেখা নাই। তাহার রোজগার করিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু সে রোজগার করিবে না। ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে তবু সে কাজ করিতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি ধারণা আমাদের আছে এবং ছিল। এই কয় বৎসরের খবর যাঁহারা রাখেন তাঁহারা জানেন যে, বাংলায় হাজার হাজার না হউক অন্ততঃ শত শত লোক ছিল, যাহারা বাস্তবিকই এক, দুই বা আড়াই বৎসর ঐরূপভাবে চলিয়াছে। চিরকাল চলিয়াছে তাহা বলি না।

জাপানের স্বদেশ-সেবক রাষ্ট্র

তারপর জাপানে গেলাম। তার আগে বিলাতে গিয়াছি। ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে দেখাশুনা করিয়াছি, জাপানীদের সঙ্গে সেইরূপই করিয়াছি। পরে ফরাসীদেশে গিয়াছি, জার্ম্মাণিতে গিয়াছি ইত্যাদি। আমাদিগকে অতি অপদার্থ জাতি বলা হয়; আমরা স্বদেশ-সেবক জাতি নই, আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান নাই, যখন তখন আমাদিগকে এইরূপ তিরস্কার করা হইয়া থাকে। কিন্তু নিজ চক্ষে কি দেখিয়া আসিলাম ?

জাপানের প্রথম কথা—রাষ্ট্রশক্তি। ইংরেজ, ফরাসী ও মার্কিণের প্রধান কথা রাষ্ট্রশক্তি। স্বদেশ-সেবা কোথায় ? ওসকল দেশে স্বদেশ-সেবক কৈ ? জাপান, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি সর্ব্বত্র দেখিলাম,—স্বদেশ-সেবা বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে দরের স্বদেশ-সেবা সে সকল দেশে নাই। কাজ করিব আর না খাইয়া মরিব, ৫।৭।১০ বৎসর ধরিয়া এইভাবে জীবন সমর্পণ করিতে হইবে, —এ ধারণা, এ রকম কার্য্য-প্রণালী সেখানে দেখি নাই। তাহা হইলে ওসব দেশ কি করিয়া চলিতেছে ? আপনারা বলিবেন—"এত বড় লড়াই চলিল লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিল—তাহারা স্বদেশ-সেবক নয় !" আমি বলি—ঢাকের বাজনার সঙ্গে তালে তালে পা ফেলিয়া অসংখ্য লোক যখন এক সঙ্গে মাতোয়ারা হইয়া ছুটিয়া চলে, তখন এমন কেহ থাকেনা যে মৃত্যুর কথা ভাবিতে পারে। যাহা হয় হউক এই ভাবিয়া তাহারা হুজুগে ছুটিয়া চলে। তাহারা ভাবে "আমি গেলাম, না হয় লড়াইয়ে মরিতে। আমার স্ত্রীপুত্র পরিবার বাপদাদা, মাসীপিসী ইহাদের ভার ত একজন লইতেছে ?"

মহাভারতের আদর্শ

মহাভারতেও এ প্রশ্ন, এ সমস্যা উঠিয়াছিল। অমুক রাজাকে কোন ঋষি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "মহারাজ এই

যে লোকরা লড়াইয়ে যাইতেছে ইহারা মরিলে ইহাদের পরিবার-প্রতিপালনের দায়িত্ব লইয়াছ 'ত'?" এইখানে কথা এই, যাহারা যুদ্ধে যায় তাহাদের পরিবারের ভরণপোষণ করে রাষ্ট্র। যুদ্ধে এক লক্ষ কি বিশ পঁচিশ হাজার জাপানী শ্রেণীবদ্ধভাবে জুতো পায়ে, মদ খাইয়া সঙ্গীত গাহিয়া চলিল। কারণ তাহারা জানে যাহারা তাহাদের উপর নির্ভর করিতেছে, তাহাদিগকে যাহারা দেশে রহিল তাহারা প্রতিপালন করিবে। কাজেই তাহাদের ভাবনা নাই। জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা সর্ব্বত্রই তাই।

রাইনল্যাণ্ডের জার্ম্মাণ দৃষ্টান্ত

ধরুন জার্ম্মাণিতে এই রাইনল্যাণ্ড লইয়া কি বিপুল আন্দোলন হইয়াছে। তাহারা বলিতেছে "আমরা না খাইয়া মরিয়া যাইতেছি, জার্ম্মাণি রসাতলে গেল" ইত্যাদি। এই সময় কয়জন লোক, কয়জন উকিল, ডাক্তার নিজের গাঁট হইতে পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়া কোনো দুঃস্থ লোককে উদ্ধার করিয়াছে? অতি কম। এই জার্ম্মাণ জাতির যাহারা মরিয়া যাইতেছে, নিজের দেশের সেসব লোকের জন্য, তাহাদের পরিবারের লোকের জন্য দান-ধ্যান করিতেছে এমন লোক অতি অল্পই আছে। ভাবিবেন না, আমি অতি-রঞ্জিত করিয়া বলিতেছি। এই জিনিষের এই সব দেশে আদৌ প্রয়োজন নাই। কেন প্রয়োজন নাই? মনে করুন, একজন পণ্ডিত রসায়ন চর্চ্চা করিতে করিতে মরিয়া গেলেন। তাহার পরিবারের সংস্থানের জন্য একটা সরকারী ব্যবস্থা রহিয়াছে। কুলী মজুর কেরাণী প্রত্যেকের বেলায়ই এইরূপ। মহাভারতেও অন্ততঃ "আদর্শ" হিসাবে এ প্রশ্ন উঠিয়াছিল। রাজা সে ভার লইত। এখন রাষ্ট্র যাহা করে মান্ধাতার আমলে রাজা সেইটা করিত। তখন রাষ্ট্র ছিল রাজা। সেই জন্য মহাভারত বলিয়াছেন "রাজা কালস্য কারণম্"। এসব ব্যবস্থা করা ছিল রাজার "কর্ত্তব্য"। আজকাল জার্ম্মাণিতে, জাপানে রাষ্ট্র এই সব করিতেছে। ঐ সকল মুল্লুকে স্বদেশ-সেবা বলিয়া বস্তু আছে কিনা বুঝিতে হইলে মাথা ঘামানো আবশ্যক। মনে রাখিবেন, ব্যাধি-বার্দ্ধক্য দৈববীমা সম্বন্ধে আমি খেই হারাই নাই।

কর্ম্ম-দক্ষতার ভিত্তি

দ্বিতীয় কথা, এক একটা লোক কর্ম্মদক্ষ হয় কি করিয়া? কি ঐতিহাসিক, কি বৈজ্ঞানিক যে কাজটা লইয়া রহিয়াছে সেই কাজটা লইয়া চিরকাল থাকিবে কি করিয়া? এই হইতেছে প্রশ্ন। যে কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিনা কেন, যে লোক কাজ করিতেছে সে ৬ মাস, ১॥ বৎসর কি ২ বৎসর মাথা ঠিক রাখিয়া নিশ্চিন্তভাবে যদি করিতে না পারে, দর্শনই বলুন, বিজ্ঞানই বলুন, আর যাই বলুন কিছুই গড়িয়া উঠিতে পারে না। যে লোক কাজ করিতেছে যাহাতে সে বরাবর নির্ভাবনায় ধীর-স্থিরভাবে কোন একটা মত বা প্রণালী দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাস, বৎসর ধরিয়া প্রতিপালন করিতে পারে তাহা দেখিতে হইবে। বাঙালী আমরা একজনও তাহা পারিনা। আপনারা সকলেই জানেন ম্যালেরিয়া হয় নাই এমন বাঙালী একটিও আছে কিনা সন্দেহ। কাজ করিতে করিতে মাথা ধরে নাই এমন লোক কয়জন আছে জানি না। ১ দিন ২ দিন না হয় ৩ দিন, ৪র্থ দিন মাথা ধরিবেই। ব্যাধি একটা কিছু আছেই আছে।

এসব কথা গভীরভাবে ভাবা ও বুঝা দরকার। জাতি-হিসাবে আমাদের কর্ম্মদক্ষতা আছে কিনা বুঝা দরকার।

দুঃখ-নিবারণের সেকেলে দাওয়াই

মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে বুড়ো হইতেই হইবে। তেমনি মানুষ হইয়া জন্মিলে তাহার ব্যাধি হয়ই হয়। ফরাসী, জার্ম্মাণ ও আমেরিকান—তাহাদেরও হয়। মানুষ সকলেই, কেহ জানোয়ারও নয় দেবতাও নয়। তেমনি, মানুষ মরিলেই বুড়ো বাপ, বিধবা স্ত্রী, অনাথ শিশু মানুষের থাকিবেই থাকিবে। বিধবা-সমস্যা আছেই আছে।

এইসব কথা যদি গভীর দার্শনিক হিসাবে আলোচনা করিতে যান, তাহারও একটা দিক্ আছে। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, মানুষ হইলে দুঃখ থাকিবেই, দুঃখ থাকিলে তাহার কারণও আছে, সে কারণ নিবারণের উপায় সম্বন্ধেও

তিনি নানা কথা বলিয়া গিয়াছেন। "সত্যচতুষ্টয়" আর "অষ্ট পথ" অতি প্রসিদ্ধ কথা। মানুষ মাথা খাটাইয়া উপায় উদ্ভাবন করিয়া ব্যাধি, বার্দ্ধক্য, দৈব, মৃত্যু, বিধবা, অনাথ ইত্যাদি সমস্যার মীমাংসা করিয়া গিয়াছে। ইহাকে দুঃখবাদ বলিতে হয় বলুন, সুখবাদ বলিতে হয় বলুন। কথা হইতেছে রক্তমাংসের শরীরে এইসব জিনিষ আছেই। আমাদের প্রশ্ন হইতেছে, তাহা যদি থাকে ভারতবর্ষে সেটা নিবারণ করা যাইবে কি করিয়া? মান্ধাতার আমলের লোকেরা—যথা সেণ্টপল, জার্ম্মাণ দার্শনিক ব্যেমে ইত্যাদি সাধু ঋষিরা (খৃষ্টান মুল্লুকেও হাজার হাজার সাধু ঋষি আছেন) এবং আমাদের দেশের সাধুরাও কেহ কেহ এক রকম উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। বলিয়াছেন,—"কুছ পরোয়া নেই। না জন্মিলেই হইল। সংসারের কথা বেশী চিন্তা না করিয়া, সংযম টংযম করিয়া বনে যাইয়া ধ্যান-ধারণা তপস্যায় কাটাইয়া দিলেই হইল। জন্মিইবার দরকার নাই" ইত্যাদি। আমি এই ধরণের মতকে হাস্যাস্পদ মনে করি না। মানুষের মাথার পক্ষে ইহাও একটা বড় আবিষ্কার। এই ধরণের আবিষ্কার কেবল ভারতে হইয়াছে তাহা নয়, কেবল চীনে হইয়াছে তাহা নয়, মুসলমান খৃষ্টান সকল মুল্লুকেই হইয়াছে।

যুগ-প্রবর্ত্তক বিস্‌মার্ক

আজ-কালকার দিনেও আবার মানুষ এই দিকে মাথা খাটাইয়া দেখিয়াছে। যদি মানব-জীবনকে সুখময় করিতে হয়, কর্ম্মদক্ষ করিতে হয়, মানুষকে যদি মৃত্যু পর্য্যন্ত নির্ভাবনায় কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা হইলে তার জন্য আর কোনো প্রণালী অবলম্বন করা যায় কিনা মানুষের মাথা সেদিকেও খেলিয়াছে। যেমন ষ্টীম এঞ্জিন আগে পৃথিবীর কোন কারখানায় ব্যবহৃত হইত না, মানুষ মাথা খাটাইয়া সেইটা বাহির করিয়া তাহাকে কাজে লাগাইয়াছে, ঠিক তেমনি ১৮৮৩ সালে একটা জিনিষ মানুষের মাথা হইতে বাহির হইল—দেবতার মাথা হইতে নয়, জানোয়ারের মাথা হইতেও নয়, ঋষির কল্পনা হইতেও নয়—মানুষেরই চিন্তার ফলে আসিয়াছে। সে আবিষ্কার ৪০।৫০ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর সকল দেশে একটু একটু ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমাদের ভারতে এখনও তাহার নাম পর্য্যন্ত অনেকে জানে না। সেই ১৮৮৩ সালের জিনিষটার আবিষ্কর্ত্তা ঘটনাচক্রে একজন জার্ম্মাণ। যে সে জার্ম্মাণ নয়, তাঁহার নাম বিস্‌মার্ক। তাঁহাকে লোকে লড়াইয়ের বিস্‌মার্ক বলিয়া জানে। যিনি ফরাসীকে কুপোকথা করিয়া কূটনীতি দ্বারা সমস্ত ইয়োরোপকে ভেদ করিয়া জার্ম্মাণিকে বড় করিয়াছেন, সেই বিস্‌মার্ক।

আমি বলিতে চাই সেইটি তাঁহার বড় কাজ হইলেও হইতে পারে। কিন্তু আর একটা বড় জিনিষ তাঁহার মাথা হইতে বাহির হইয়াছে। সে জিনিষ জগতের এক অপূর্ব্ব অমৃত। সেইটা এই—মানুষের ব্যাধি, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু হয়। কিন্তু মানুষকে ব্যাধিজয়ী, বার্দ্ধক্যজয়ী, মৃত্যুঞ্জয়রূপেও গড়িয়া তোলা সম্ভব। এ সকল দুঃখের প্রতিকারের যে উপায় তাহাকে বিস্‌মার্ক আইনবদ্ধ, শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া খাড়া করিয়াছেন। আমরা মন্তর আওড়াইয়া থাকি:

"জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ"

তেমনি এই, যে বিংশ শতাব্দী চলিতেছে তাহার সূত্রপাতের যুগে মানবজাতির জন্য যে হিত-প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রবর্ত্তক সম্বন্ধেও বলা চলে—"জগদ্ধিতায় বিস্‌মার্কায় জার্ম্মাণায় নমোনমঃ।" ভারতবর্ষ বীমা শব্দ জানে না তা নয়। এখানে বীমা কোম্পানী রহিয়াছে। কিন্তু ইহা এক জিনিষ, আর জার্ম্মাণিতে এবং জার্ম্মাণির দেখাদেখি অন্যান্য দেশে যাহা রহিয়াছে সে আর এক জিনিষ। বিস্‌মার্ক বর্ত্তমান জগতের অন্যতম যুগ-প্রবর্ত্তক।

ইতালির দুরবস্থা

এই যে সামাজিক আইনকানুন ইহাতে হইতেছে কি? আজ যে গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠিত সমাজ গড়িয়া উঠিতেছে এইটা তাহার একটা ফল-বিশেষ। তাহার ভিত্তিও বটে। একজন ইতালিয়ান পণ্ডিত বলিতেছেন, "ব্যাধি-বার্দ্ধক্য-দৈব-বীমা ইত্যাদি সমাজ-ঘটিত আইন কানুন কোন ধনী, বদান্য ব্যক্তির দান নয়। দুনিয়ার সকল সভ্যদেশেই এ

জিনিষ গোটা দেশের সার্ব্বজনীন ভাররূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইতালীতে যখন এই রকম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল খবরের কাগজওয়ালারা বলিল এতবড় কঠিন, দুরাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ জিনিষ আমাদের দেশে হওয়া সম্ভব নয়। আর আজ যতটুকু বীমা-প্রথা ইতালিতে প্রচলিত আছে তাহার ভিতর দেখিতেছি কেবল ব্যভিচার আর দুর্নীতি।"

অন্য দেশ অপেক্ষা ইতালীর সঙ্গে বোধ হয় ভারতের তুলনা বেশী চলিতে পারে। এই রকম প্রস্তাব হইলে আমাদের দেশের লোকও বলিবে—"জিনিষটা এত কঠিন, এ দেশে হইবে না।" ইতালিয়ান পণ্ডিত আবার বলিতেছেন—ইহাতে বুঝিতে হইবে আমরা অনভিজ্ঞ। জিনিষটা আমরা বুঝিতে পারি না। সকল সভ্যদেশের মাপকাঠিতেই আমরা একেবারে জঘন্য জাতি। এই যে বার্দ্ধক্য, দৈব, মৃত্যু এবং ব্যাধি চার রকমের বীমা, আজ যাহা সমস্ত সভ্যজগতে অ আ হইয়া গিয়াছে সে জিনিষের একটা জিনিষ ইতালিতে সবে মাত্র সুরু হইয়াছে, সেইটা দৈব বীমা।" ইতালিয়ানরা কোন্ অবস্থায় রহিয়াছে তাহার তুলনায় আমরা কোথায় আছি, ঐতিহাসিক ভাবে সে আলোচনা সম্প্রতি করিব না। বিস্‌মার্কের মাথাটা লইয়া, মাথার ভিতরকার "ঘিলুটা" লইয়া কিছুক্ষণ কাটাইতে চাই।

দেড় কোটি জার্ম্মাণের ব্যাধি-বীমা

বিস্‌মার্ক দেখিল, মানুষ যখন জন্মিয়াছে তখন তাহার অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অসুখ যদি হয়, তাহার জন্য দায়ী থাকিবে কে? আমরা বলিব, "ব্যক্তি স্বয়ংই দায়ী।" উহারা বলিতেছে তাহা হইলে চলিবে না, গোটা দেশটাকে সেইজন্য দায়ী করিতে হইবে। পাঁচ কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে আমি একজন, আমার অসুখ হইয়া থাকে সেইটা আমার ব্যাপার, আমার পয়সা না থাকে আমি ভিন্ন আর কে সেজন্য দায়ী থাকিবে? উহারা বলিতেছে "দেশ সেজন্য দায়ী।" খালি বলিলে হইবে না, আমি কোন, না কোন জায়গায় চাকুরী করি, যে আমাকে অন্ন দিতেছে তাহার দায়িত্ব আমার জীবনের উপর রহিয়াছে। আমাকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য প্রথম দায়িত্ব অন্ন-দাতার, দ্বিতীয় দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কারণ রাষ্ট্র সকলকে মানুষ করিয়া বাঁচাইয়া রাখে।

রামচন্দ্র পোদ্দার ১০০৲ টাকার চাকুরী করে, কি ইস্কুল মাষ্টারী করে। আফিসে হউক, কারখানায় হউক, মজুর হউক, কুলী হউক, কেরাণী হউক, দুনিয়ার সকল দেশেই বহু লোক চাকুরী করে। ১০০৲ টাকা যদি এক জনের মাহিয়ানা হয় ১০৲ টাকা কারখানার মালিক দিল, ১০৲ টাকা নিজে দিল, ১০৲ টাকা গভর্ণমেণ্ট দিল, মোট ৩০৲ টাকা মাসে মাসে জমা হইতে লাগিল। এইভাবে যখন জমা হইতে থাকিবে, যখন তাহার অসুখ হইবে, তখন তাহার বাপ, স্ত্রী, ছেলের দায়িত্ব কিছু নাই, তাহার যে মনিব অন্নদাতা সে তাহাকে এম্বুল্যান্স গাড়ীতে করিয়া হাঁসপাতালে পাঠাইবে, হাসপাতালে যত শীঘ্র অসুখ সারে সে চেষ্টা হইবে, তাহা যদি সে করে, তবে বলিব তাহার দায়িত্ব পালন করা হইল।

যখন আমি চাকুরী করিতে ঢুকিয়াছি তখন আমার মনিব এই রকম ভাবে আমাকে বাঁচাইতে আইনতঃ বাধ্য। যদি না করে তাহার বিরুদ্ধে নালিশ চলিবে, গভর্ণমেণ্ট মোকদ্দমা চালাইবে, তাহার নানারকম আইনকানুন আছে, তাহার জন্য স্বতন্ত্র উকিলের দরকার, খবরের কাগজের দরকার, ব্যাখ্যার দরকার হয়। বিপুল কাণ্ড। তাহা আমাদের কল্পনা করাও কঠিন।

আমাদের দেশে যেমন ৫ কোটি লোক, জার্ম্মাণিতে ৫॥০ কোটি লোক। তাহার মধ্যে ১॥০ কোটি লোকের সম্বন্ধে এই রকম নিয়ম জারি আছে। এই দেড় কোটি লোকের যদি অসুখ হয় তাহার বাপ দাদা ভাই স্ত্রী দায়ী নয়। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য এমন একটা টাকা আছে, যে টাকা যথাসময়ে তাহার জন্য খরচ হইবে। এই ভাবে তাহারা ২৫ হাজার কর্ম্মকেন্দ্রে সঙ্ঘবদ্ধ। গভর্ণমেণ্টের কারখানায় হউক, পোষ্ট আফিসে হউক, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। ১৮৮৩ সালে ব্যাধি-বীমা-সমিতি দ্বারা এতগুলি লোক প্রতিপালিত হইয়াছে।

ধরুন, আমি কাজ করিতে গিয়াছি, অসুখ হইয়াছে,

৩ মাস থাকিতে হইবে দার্জ্জিলিংএ। আমার পয়সা কোথায়? দরকার হইলে দার্জ্জিলিং কি রাঁচি পাঠানো আমার মনিবের দায়িত্ব। ১॥০ কোটি লোকের সে দায়িত্ব নাই। জার্ম্মাণিতে এই রকম ব্যবস্থা রহিয়াছে। আমাদের দেশে যদি সে রকম ব্যবস্থা থাকিত তাহা হইলে যখন তখন যে-সে লোকের বানপ্রস্থে যাওয়ার প্রয়োজন হইত না। মাথা খাটাইয়া দেখা গিয়াছে, এই ১॥০ কোটি লোককে এমন করিয়া কর্ম্মদক্ষ করা যায়, ম্যালেরিয়া হউক, কালাজ্বর হউক যে কোন অসুখ হউক, দার্জ্জিলিং, দরকার হইলে মক্কা, কামস্কাট্‌কাও পাঠান যাইতে পারে। তাহা হইলে বুঝুন স্বদেশসেবার প্রয়োজন কোথায়? খাওয়া পরার ব্যবস্থা থাকিলে অসম-সাহসিক, দুঃসাধ্য কাজে কে না ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে?

আমরা কর্ম্মদক্ষ নই। দেখিতে হইবে আমরা কি করিয়া কর্ম্মদক্ষ হইব। যে কাজটা করিতেছি সে কাজটা ঠিক সমানভাবে ৭৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কেমন করিয়া চালান যায়? সম্ভব কিনা সেটা বুঝিবার জন্য অন্যান্য জাতি কি করে তাহা দেখা উচিত। তাহার প্রথম নম্বর ব্যাধি-বীমা।

দৈব-বীমা

দ্বিতীয় নম্বর দৈব-বীমা। এইটা আলাদা বস্তু। মনিবের কাজের জন্য রাস্তায় হাঁটিতে মোটর-চাপা পড়া সম্ভব। রেলে যাইতে যাইতে কলিশুন হইয়া মরিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ফ্যাক্টরীতে কাজ করিতে করিতে আঙ্গুলের একটুকু কাটিয়া গেল। কে প্রতিকার করিবে? তাহার জন্য আইন হইল ১৮৮৪ সালে। তাহার আগাগোড়া মজার। আমার কিছু পয়সা দিতে হইবে না। আমাকে বাঁচাইবার জন্য কাণাকড়ি পর্য্যন্ত যে খরচ সে সব কারখানার মালিক দিতে বাধ্য। ডাক্তারকে ডাকিতে সে বাধ্য, ওষুধ পত্রের জন্য সে দায়ী। পরিবার-প্রতিপালন করিতে মাসিক ভাতা দেওয়া দরকার, মনিব দিবে। হাঁসপাতালে পাঠান দরকার মনিব পাঠাইবে। আজকালকার কথা বলি না, আজ কাল এত সমিতি হইয়াছে, নাম করিতে গেলে হয়রাণ হইতে হইবে। ১৮৮৪ সালের কাছাকাছি ৫॥০ কোটি লোকের মধ্যে পৌনে দুই কোটি লোক জার্ম্মাণিতে দৈব-বীমা করিয়াছিল। তাহারা হাসিয়া খেলিয়া যাহা কিছু করিতে পারিত, এখনও পারে। আমরা পারি না। তাহাদের চিরজীবনের ভার লইয়াছে অন্য লোকে। সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া যাইতে অসুখ হইলে ডাক্তারকে ৪৲টাকা ফি দিতে হইবে। সে কথা বাঙ্গালী কয় জন লোক না ভাবিয়া পারে? কিন্তু এই সব লোকের এ প্রশ্ন উঠিতে পারে না। এমন একটা চিন্তা ইহাদের মগজে আসিয়াছিল যাহাতে দৈব নামক বস্তু চিন্তা করিবার তাহাদের আর প্রয়োজন হয় না। জন্ম হইতে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহারা নিশ্চিন্তভাবে, বেপরোয়া-ভাবে কাজ করিয়া যায়। এখানে বলিতে চাই, এ ধরণের চিন্তায় যাহাদের জীবনটা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের সঙ্গে আমাদের টক্কর দেওয়া সম্ভব কি? আমাদের কুলী,মজুর, তাহাদের কুলী মজুরের সঙ্গে, আমাদের ব্যবসাদার তাহাদের ব্যবসাদারের সঙ্গে টক্কর দিতে পারিবে কি করিয়া? পৌনে দুই কোটি লোক এই রকম স্বাধীন ও নিশ্চিন্তভাবে জীবন-যাপন করিতেছে।

বার্দ্ধক্য-বীমা

তারপর বিস্‌মার্কের মাথায় খেলিল—ইহা হইলেও চলিতেছে না, আরো কিছু আছে। মানুষ জন্মিয়াছে যখন বুড়ো হইবেই। বুড়ো হইলে অথর্ব্ব হইবেই হইবে। বুড়ো হওয়া আর অথর্ব্ব হওয়া সব ক্ষেত্রে এক নয়। কোন্ বয়সে কাকে বুড়ো বলে দেশ হিসাবে তাহা আলাদা। বিলাতে ৭০ বৎসর বয়সে, সুইট্‌সারল্যাণ্ডে ৬৫ বৎসর বয়সে, প্রুসিয়ায় ৭৫ বৎসর বয়সে বুড়ো হয়। আমরা না হয় ৪৫ বৎসর বয়সেই বুড়ো হই। আইন মতে বুড়ো। বিস্মার্ক দেখিল লোকগুলো বুড়ো হইবেই। "বুড়ো হইলে তো ফেলিতে পারি না, আমাদেরই দেশের লোক, এত দিন খাটিয়াছে, ৬০।৬৫।৭০ বৎসর ধরিয়া দেশকে বড় করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকে ফেলিয়া দিই কি করিয়া? এ খাটিতে পারিতেছে না তাহার জন্য কিছু করা দরকার।" আবার চালাইল বোমা, সে বোমা বার্দ্ধক্য-বীমা। পেন্‌শুন্‌লিষ্টি খাড়া হইল। ইহার জন্য টাকা আসিতেছে খানিকটা গভর্ণমেণ্টের কাছ

হইতে খানিকটা বুড়োর কাছ হইতে, খানিকটা যেখানে সে কাজ করে সেখান হইতে। ১৮৮৯ সালে সেটা হয়। ইহার মধ্যে পড়িয়াছে পুরুষ স্ত্রী লইয়া ২ কোটি লোক। ইহারা যখন বুড়ো হইবে, ৭০ বৎসর যখন ইহাদের বয়স হইবে তখন ইহারা পেনশুন-তালিকায় পড়িবে। নিয়ম হইল—বুড়ো হইবামাত্রই সরকার হইতে দেওয়া হইবে বৎসরে ৫০ মার্ক বা ৩৭ টাকা। বীমা কোম্পানীতে যে ফণ্ড হইল তাহা হইতে দেওয়া হইবে ২৩০ মার্ক বা ১৭০ টাকা। এই ২০৭ টাকা সে বৎসরে পাইবে। ইহা হইল পেন্সন-বীমা। কেবল তাহা নয়, অথর্ব্ব হওয়ার জন্য আরো কিছু আছে, তাহার সঙ্গে আরো কিছু টাকা জুড়িয়া দেওয়া হয়। ধরা যাক্ যেন হঠাৎ লোকটা পাগল হইয়া, গেল, কি তাহার হাত-পা কাটিয়া গেল। তখন তাহাকে প্রতিপালন করিতে হইবে। সেই জন্য বুড়োর চেয়ে সে কিছু বেশী পায়। গভর্ণমেণ্টের ভাতা ৫০ মার্ক ঠিকই আছে। কোম্পানীর থেকে আরো কিছু বেশী দিতে হইবে (৪৫০ মার্ক=৩২০ টাকা)।

মৃত্যু-বীমা

তারপর মানুষ মরিবে এইটিও বিস্‌মার্কের মাথায় আসিল। কেবল যে বুদ্ধদেবের মাথায় আসিয়াছিল, বা যীশুখৃষ্ট কি সেণ্টপলের মাথায় একথা আসিয়াছিল তাহা নয়। তবে বিস্‌মার্কের মাথার একটা বিশেষত্ব আছে। তিনি ভাবিলেন,—একটা উপায় বাহির করিতে হইবে, যেই মানুষ মরিল তখন তখনি কেওড়াতলায় পাঠাইবার খরচ আছে। সোজা কথা নয়, কেওড়াতলায় লোক পাঠাইতে দেড়শ, দুইশ, ২।০শ টাকা খরচ হইবে। এই সমস্তের জন্য কোম্পানী দায়ী। এই অবস্থায় হাসিয়া খেলিয়া মরিতে পারা যায়। আমি মরিলে যদি পয়সা খরচ না হয় আমি যখন-তখন মরিতে রাজি আছি। তারপর মরালোকের আত্মীয়স্বজনকে প্রতিপালন করিতে হইবে, ৪ কন্যা ৩ পুত্র, বিধবা স্ত্রী রহিয়াছে তাহাদের ভরণপোষণ করিতে হইবে। জার্ম্মাণিতে মা ষষ্ঠীর কৃপা যৎপরোনাস্তি। ২০।২১ বৎসর হয় নাই এমন অন্ততঃ ১০টী সন্তান অধিকাংশ পরিবারেরই গৌরব। ২০।২১ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কত করিয়া দেওয়া হইবে? কোনো লোকের একশ টাকার চাকুরী থাকিলে মাসে কুড়ি টাকা দিতে হইবে প্রত্যেক ছেলে-মেয়েকে, তারপর যে বিধবা স্ত্রী আছে তাহাকেও সেই ২০ টাকা হারে দেওয়া হইবে।

বিধবা-সমস্যা

একজন বিধবা ২টী মেয়ে লইয়া পথের ভিখারী হইল। আমাদের দেশে বিধবা-সমস্যা যেমন আছে উহাদের দেশেও তেমনই আছে। মাথা খাটাইয়া জীবনকে কত উপায়ে সুখময় করা যায় তাহার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ইয়োরোপের বিধবা-সমস্যার মীমাংসা। বিসমার্ক ব্যবস্থা করিলেন ৩ জনকে মাসে ৬০ টকা দেওয়া হইবে। ভাবিয়া দেখুন বিধবার সব আছে, আসবাবপত্র বাড়ীঘর সব রহিয়াছে, স্বামী মরিয়া গেলে কিছু খরচ হইল না। তাহার উপর ৬০ টাকা মাসে মাসে পাইতেছে। বিধবারা, অনাথ শিশুরা তাহা হইলে আর কাঁদিবে কেন? বাস্তবিক পক্ষে চখের জল ওসকল দেশে কমিয়া আসিয়াছে।

আর আমাদের দেশে কান্নাকাটির বিরাম নাই। আপনারা বলিবেন "স্বামীকে ভালবাসা আমাদের বিধবাদের একমাত্র ধর্ম্ম। আমাদের বিধবারা একেবারে সব সতীসাধ্বী এই জন্যই কাঁদে। যত অসতী সব ওদের দেশে।" প্রশ্ন করা যাউক—আমাদের দেশে বিধবারা যখন কাঁদে, কিসের জন্য কাঁদে? বাপ মরিলে আমরা যখন কাঁদি, কিসের জন্য কাঁদি, একবার আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন কি? আমরা বাস্তবের কিছু জানি না। আমরা জানি একটা বোল "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ"। কাজেই শাস্ত্র আওড়াইয়া আমরা তোতা পাখীর মত বলিয়া ফেলি যে, ঐ শ্লোক অনুসারেই আমরা কাঁদিয়া থাকি,—বাপকে ভালবাসি বলিয়া। কিন্তু এইটা মিথ্যা হইতেও পারে। সমস্যাটা যুবক ভারতের মনে জাগিয়াছে কি? বোধ হয় জাগে নাই, তাই তাহারা কল্পনারাজ্যে এখনও বিচরণ করিতেছে।

বিস্‌মার্কের মাথায় আসিল এই যে, স্বামী যখন মরিবে

বিধবারা কাঁদিবেই। এটা অতি স্বাভাবিক এবং প্রথম স্বীকার্য্য। কিন্তু বিধবার চোখের জল কমানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। অনেক বিধবা পশ্চিমা সমাজেও আছে, যাহারা মরা স্বামীর কথা ভাবিয়া কাঁদে। পুনর্ব্বিবাহের আইনতঃ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিবাহ করে না, এমন হাজার হাজার স্ত্রীলোক জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, ইংলণ্ডের সমাজে আছে। তাহা থাকা সত্ত্বেও স্বামী মরিলে স্ত্রী কাঁদে। বাপ মরিলে ওই সকল দেশেও ছেলে কাঁদে। ভালবাসার মুল্লুক, স্নেহ-মমতা ভক্তি-শ্রদ্ধার রাজ্য খৃষ্টিয়ান-দেশে কম বিস্তৃত নয়। কিন্তু আসল কথা, ক্রন্দন-তত্ত্বে আসল ভালবাসার বিজ্ঞান কতখানি আছে, অর্থ-চিন্তাই বা কতখানি আছে যুবক ভারত একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? বিস্মার্ক বলিল "মাথা মুড়াইয়া মরা স্বামীর চরণ বুকে করিয়া থাকাই অথবা ঐ রকম কিছু করাই বিধবার একমাত্র কর্ত্তব্য নয়। বর্ত্তমান জগতের বিধবাকে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ভুলাইয়া রাখা উচিত হইবে না। তাহাদের জন্যও সম্পূর্ণ মানবত্বের নতুন নতুন সুযোগ তৈয়ারী করিয়া দিতে হইবে।" তাহাই হইয়াছে।

বর্ত্তমান জগতের জন্ম

ভারতে বোধ হয় এমন কোনো পরিবার নাই যেখানে বিধবা নাই, এমন কোন পরিবার নাই যেখানে কাজ করিতে করিতে চাকুরে ৩৫।৩৮ বৎসর বয়সে মারা যায় নাই। তাহার ফলে এক একটা পরিবার হাহাকার করিতেছে, যেন আর কিছু করিবার নাই। হিন্দু-সমাজে আমাদের ঠাকুরদাদাদের আমলে আমরা হাহাকার করিয়াছি বিস্মার্কের ঠাকুরদাদাদের আমলেও জার্ম্মাণরা তাহাই করিয়াছে। গ্যেটের আমলে এমন কোন ক্ষমতাবান্ জার্ম্মাণ ছিল না যে চিন্তা করিতে পারিত যে, দেড় দু'কোটি লোকের ভার লইবে কোনো এক প্রতিষ্ঠান। সেকালের বিলাতেও কেহ এইরূপ বলিতে সাহস পায় নাই। চতুর্দ্দশ লুইয়ের সময় ফরাসীরাও বলিতে পারে নাই। বিস্মার্ক মাথা খাটাইয়া এক একটা প্রণালী, এক একটা কর্ম্ম-কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। মান্ধাতার আমলের কোন লোকের মাথায় তাহা আসে নাই। সোজাসুজি আমাদেরও বলা উচিত, হিন্দু-সমাজ এই লাইনে কিছুই আবিষ্কার করিতে পারে নাই। মামুলি যৌথপরিবারের ব্যবস্থায় অবশ্য সেকালের দুনিয়া এই দায়িত্ব কিছু কিছু সামলিয়া চলিয়াছে। আসল কথা, নবীন জগতের সূত্রপাত হইয়াছে ১৮৭০—৮৩ সালে; তাহার আগের কথা আলোচনা করিতে হয় কর, প্রত্নতত্ত্ব হিসাবে কর, বাসি মাল হিসাবে কর। কিন্তু যৌবনের কথা যদি শুনিতে চাও, ১৮৭৫, ১৮৮৩, ১৮৯৫ ইত্যাদি সালের কথাই ভাবিতে হইবে। এই সকল তারিখেই বর্ত্তমান জগতের জন্ম। আমি এখানে আগে বলিয়াছি, ইতালি আহা উহু করিয়া বলিতেছে "অন্য জাতি বড় হইয়াছে আমরা কিছু করিতে পারিতেছি না। আমরা শুধু দৈব বীমা করিয়াছি, তাহাতেও জুয়াচুরি বাটপাড়ি রহিয়াছে, কিছু উপকার হইতেছে না ইত্যাদি ইত্যাদি।" যেই এই জিনিষ আবিষ্কার হইল, অমনি নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িল। অষ্ট্রীয়া, ডেন্‌মার্ক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িল। জার্ম্মাণির শিষ্য বলিয়া লয়েড জর্জ্জের খ্যাতি আছে। সে থাক না থাক তাঁহার মাথায় আসিয়াছিল বিলাতে কিছু করার দরকার। তখন বিলাতে "ওল্ড এজ পেন্‌শ্যান" প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল।

সরকারী আইন বনাম স্বাধীন বীমা

এখন জিজ্ঞাস্য—বীমা সম্বন্ধে আইন করা উচিত কি? না উহা স্বাধীন রাখিয়া দেওয়া ভাল? ইহা লইয়া প্রবল আন্দোলন আছে। যেমন বাণিজ্যে সংরক্ষণ-নীতি চলিবে কি অবাধ নিয়ম চলিবে এই লইয়া ঘোরতর তর্ক চলিয়াছিল তেমনি বীমা-প্রথাটা গভর্ণমেণ্টের আইনের সাহায্যে চালানো উচিত, না লোকের স্বাধীন ইচ্ছার উপর ফেলিয়া রাখা উচিত, এই লইয়া লড়াই চলিতেছে। দুই রকম তর্ক আছে। একটা হইতেছে "তুমি যখন সেয়ানা মানুষ, নিজে বুঝিতেছ অসুখে পড়িবে মরিবে, তোমার বিধবা স্ত্রী থাকিবে, ছেলে পুলে না খাইয়া মরিবে, তাহাদের ব্যবস্থার ভার তোমার উপর।" এ অতি সঙ্গত কথা, বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই। উল্টা তর্ক নিম্নরূপ—"গভর্ণমেণ্ট এখন

বলিবে তুই যদি না করিস তোকে করাইতে বাধ্য করিব।”

এ আজগুবি চিন্তাপ্রণালী নয়। শিক্ষা-ক্ষেত্রে ইহার নজির আছে। আমরা স্কুলে পড়িব কিনা? ঝি চাকরের ছেলে পড়িতে চায় না, উপদ্রব মনে করে, ব্যয় করিতে পারে না—একথা আমরা বলিয়া থাকি। ঠিক তাহার উল্টোও আছে। বস্তুত আচ্ছা, বাধ্যতামূলক একটা শিক্ষার বিধি কর, তবেই হইবে। তেমনি বীমা বিষয় লইয়া ধনী ও বিজ্ঞ মহলে বিপুল তর্ক চলিতেছে। আইন করা উচিত কিনা, করিলে বাধ্যতামূলক করা হইবে কিনা, সার্ব্বজনিক করা হইবে কিনা ইত্যাদি। আর সেই আইনের প্রত্যেক শব্দ লইয়া তোলপাড় হইয়াছে, অনেক কাণ্ড হইয়াছে। এখানে খানিকটা দলিল দেখাইতে চাই—ফরাসীর দলিল।

ফরাসী পণ্ডিতদের তর্ক

ফরাসীদেশে এ লইয়া অনেক বিতণ্ডা চলিতেছে। ফরাসী ধন-বিজ্ঞান-পরিষদের হোমরা-চোমরা লোকেরা তাহার বিরুদ্ধে লাগিয়াছে। তাহার অনেক কারণ আছে, একটা কারণ এই। ফরাসী পণ্ডিতেরা বলিতেছেন “বিস্‌মার্ক এই কাজ করিয়াছিল কেন জান? অবশ্য তাহার কোন মতলব ছিল। সে সময় কার্ল মার্কস্ নামে একটা লোক এবং তাহার বন্ধু এঙ্গেলস্ দুই জনে মিলিয়া জার্ম্মাণিতে ভয়ানক আন্দোলন চালাইতেছিল। আরেক জন লোক তাহাদের তাঁবে আসিয়াছিল। নাম তার লাসাল। এই সময়ে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রীয় দল জার্ম্মাণিতে প্রবল ছিল। তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল সোশ্যালিজম বলিয়া একটা জিনিষ। তাহারা মুটে মজুরের দল। সাম্রাজ্যবাদী দল জর্ম্মাণদেরকে বলিত “জাতীয়তা বা সামরিকতা ১৮৭০ সালে ফরাসীর হাড় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়াছে। দরকার হইলে আবার লড়াই করিতে হইবে। সকলের মধ্যে একমাত্র কথা দেশ, তাহাকে বড় করিতে হইবে।”

জার্ম্মাণির মত বিলাতেও ইম্পীরিয়ালিজম আছে, ফ্রান্সেও তাহাই আছে। সেই সব চিজ আমাদের দেশেও আছে। তাহার তত্ত্বকথা এই “আগে এদেশের লোক স্বাধীন হউক তারপর চাষীদের বড় করিব, আগে স্বরাজ গড়িয়া উঠুক, তারপর আর সব হইবে, ইত্যাদি” সমস্ত পৃথিবীতে একই শাস্ত্র চলিতেছে।

কার্ল মার্কস্ বনাম বিস্‌মার্ক

যাক, ফরাসী পণ্ডিতদের জার্ম্মাণি সম্বন্ধে মতামত আলোচনা করিতেছি। ফরাসীরা বলিয়া থাকেন—তখন একটা মত চলিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে আর একটা মত দাঁড়াইল, সমাজ-সাম্যদল। তাহারা মজুরগুলিকে বলিতে শিখাইল—“মজুরদের স্বার্থ এমন কিছু যাহা বাস্তবিক রাষ্ট্রীয় স্বার্থদ্বারা পরিপূর্ণ হইতে পারে না। অভিজাত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক শাসিত যে দেশ তাহার সেবা করিলে মজুরদের স্বার্থ-রক্ষা হইতে পারে না।” ফরাসী পণ্ডিত-সঙ্ঘ—আমিও যাহার মেম্বর—তাহারা বলিয়াছে “বিস্‌মার্ক তেন্দর লোক। কার্ল মার্কসের মগজে ছিল মজুর-জগতকে করায়ত্ত করা। বিসমার্ক ভাবিল এমন একটা কিছু করা দরকার যাহাতে এই লোকগুলোর কথা আর শুনিবার প্রয়োজন না থাকে। মরিলে আমি সাহায্য করিব, ব্যাধি হইলে ওষুধপত্র দিব, যত রকম উপায় থাকিতে পারে সব দিক্ দিয়া যদি মজুর, গরীব, কেরাণী, ইস্কুল মাষ্টার ইত্যাদিকে সাহায্য করি তবে আন্দোলন চালাইবে কে? পেট যতক্ষণ ঠাণ্ডা থাকিবে ততক্ষণ কেহ কিছু করিবে না। অতএব দাও উহাদের রুটী, তাহার উপর দাও একটু মাখন, তারপর মাংস, তারপর আর একটু রুটী।”

ফরাসীরা একটু রুটী আর খুব জোর একটু কফি খায়। জার্ম্মাণরা খায় আগে রুটী, তারপর মাখন, তারপর মাংস। তাহারা খাইতে খাইতে চলে, কাজ কর্ম্ম করে, পাঁচ পাঁচ বার খায়, আর তাহাদের মজুর চাষীরা পর্য্যন্ত মোটা হইয়া উঠে। বিস্‌মার্ক বলিল—“সব লোককে পাঁচ বেলা খাওয়াও তাহা হইলে ‘স্বদেশী’ বক্তৃতা হইবে না। যাহারা আন্দোলন চালাইতেছে, তাদের মুখ বন্ধ করিতে হইবে। পেট ভর্ত্তি করিলে মুখ বন্ধ হয়। তাই বিস্‌মার্ক তাহাদের পেট ভর্ত্তি করিয়া রাখিয়াছে” ইত্যাদি ধরণের ব্যাখ্যা পাই ফরাসী পণ্ডিত-মহলে।

ফরাসীদের আত্ম-প্রশংসা

ফরাসীরা বলিতেছে "জার্ম্মাণদের সমাজ পচা, তাহাকে বাঁচাইবার জন্য তাহারা একটা কিছু করিতেছে। আমরা ফরাসী, সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টান্তস্থল, পৃথিবীর যত বড় বড় চিন্তা,—আদর্শ সব আমরা, এই ফরাসীজাতি আবিষ্কার করিয়াছি। আমাদের লোককে শিখাইবে উহারা! আমাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার যারপর নাই সংযমী, তাহাদিগকে সংযম শিখাইবার প্রয়োজন নাই।" আমি গল্প করিতেছি না। আমি সেই পণ্ডিত-সঙ্ঘের সভ্য। তাহারা আমাকে বলিয়াছে তুমি ভারতে গিয়া এই মত প্রচার করিবে।"

জার্ম্মাণির যেমন ক্রুপ ফ্যাক্টরী তেমনি ফরাসীদেরও একটা কোম্পানী আছে, তাহার যে বড় এঞ্জিনিয়ার, তাহার নাম পিনো। এক বইয়ে সে লিখিয়াছে "সরকারী বীমার কোন প্রয়োজন নাই, বীমা জিনিয এবং প্রত্যেক জিনিষই লোকেরা স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্রভাবে নিজ স্বার্থ অনুসরণ করিয়া গড়িয়া তুলিবে। আইন করিবার প্রয়োজন নাই।" ফরাসী পণ্ডিত-সঙ্ঘের হোমরা-চোমরা লোক আইন করিবার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। তাহারা আইন করিতে দিবে না। ১৯২৪ সালে এই সম্বন্ধে পিনোর বই বাহির হইয়াছে। তাহা হইতে দেখাইতে চাই তাহাদের যুক্তিটা কি। গভর্ণমেণ্টের সাহায্য না লইয়া কুলী মজুরদের জন্য ফরাসীরা কি করিয়াছে তাহার একটা বিবরণ সে বইয়ে আছে এবং আইন না থাকা সত্ত্বেও ফরাসীরা কি করিতে পারিয়াছে তাহারও কতকগুলি দৃষ্টান্ত আছে। যুক্তিটা কি এখানে আমি শুধু তাহাই দেখাইব।

ফ্রান্সের বিশেষত্ব

বইয়ে আছে—"জার্ম্মাণির অবস্থা আর ফ্রান্সের অবস্থা কি এক? জার্ম্মাণির যে নরনারী তাহারা স্বভাবতঃ শৃঙ্খলীকৃত ও সঙ্ঘবদ্ধ; সেখানকার নরনারী যখন তখন যে কোন সঙ্ঘের ভিতর ঢুকিতে পারে। বক্তৃতা দিয়া শিখাইতে হয় না, সঙ্ঘের ভিতর ঢুকা অতি সহজ, আর সেখানকার সুবিধাগুলা তাহারা সহজেই নিজস্ব করিতে পারে। সেখানে তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতেও জার্ম্মাণদের ভ্রূক্ষেপ নাই। স্বাধীনতার স্বাদ জার্ম্মাণি জানে না। ফরাসীও কি তাই? ফরাসীরা কেমন? যুগযুগান্তর ধরিয়া প্রত্যেক সমাজে, সমাজের প্রত্যেক স্তরে যে ফরাসীর প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থায় উঠিতে স্বাধীনভাবে চেষ্টা করিয়াছে, সেই ফরাসী-মহলে কি এই নিয়ম খাটিতে পারে? কি রকম ফরাসী? যে ফরাসী জমি-জমার আইন এমন করিয়া ফেলিয়াছে যাহার ফলে সব জমি ছোট ছোট টুকুরো টুকুরো। তাহাতে জমিদার নামক বস্তু নাই, যদি থাকে সে জমিদার কি রকম? ছোট ছোট জমির স্বাধীন মালিক। যেখানে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এত বেশী সেই ফরাসী দেশে কিনা আইন করিতে হইবে? এই যে ফরাসী কারখানা এই যে শিল্প, ইহাতে কি দেখিতে পাই? যেখানে সকলে ছোট-খাট শিল্পের মালিক, অল্প মূলধন-বিশিষ্ট কারখানার মালিক, সেই সমাজে আবার আইন? এ জিনিষ ফরাসীর বিশেষত্ব—

এমন দেশটী কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার ফরাসী ভূমি।

এ জিনিষটা না আছে বিলাতে, না আছে জার্ম্মাণিতে, না আছে আমেরিকায়।" এভাবের বক্তৃতা চলিয়াছে। বাঙালী চরিত্রও অনেকটা এইরূপই দেখা যায়। বক্তৃতা করিতে করিতে কেহ বলিতেছে—"বাংলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, যে আন্দোলনের ঢেউ জাপান পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, সেই জাপান হইতে ইত্যাদি।" সেইরূপ বুকনিই শুনিতেছি এই ফরাসী পণ্ডিতের মুখে। তিনি আবার বলিতেছেন—"স্বল্প মূলধন-বিশিষ্ট অল্পায়তন কারখানার মালিক, যাহা-দিগকে কোন দিন বিশাল-আয়তন কারখানার মালিকেরা ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে নাই, ছোট ছোট মালিক যাহারা তাহাদের হইতে কেহ কেহ বড় মালিক হইয়াছে কিন্তু তাহারা ছোটগুলাকে ধ্বংস করে নাই,—সেজন্য বড়দের নিকট ছোটদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত" ইত্যাদি।

বীমা আইন সম্বন্ধে ফরাসী মজুর

এখানে মালিক নিজকে নিজেই ধন্যবাদ দিতেছেন। বইখানি কে লিখিয়াছেন? ধরুন যেন টাটা কোম্পানীর মালিক লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন তিনি মজুরদের জন্য যাহা করিয়াছেন পৃথিবীতে আর কেহ তাহা করে নাই। কুলী-মজুর-কেরাণী তাহারা কি সেকথা বলিবে? তাহারা বলিবে—"তাহা ত আমরা জানি না।" সেইরূপ বড় একটা ফরাসী কারখানার মালিক বক্তৃতায় বলিয়াছেন "কেরাণী ও গরীবদের জন্য আমরা যাহা করিয়াছি, কেহ কখনও তাহা করে নাই, আমরা গরীবদের কখনো বাঁধিয়া রাখি নাই।" গরীবদের জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে—উহার মত জুয়াচোর, বাটপাড় কেহ নাই। যুক্তি দেখাইতেছেন জার্ম্মাণিতে যে রকম আইন,ফরাসী দেশে তাহার দরকার নাই। কারণ ছোট ছোট মালিক, ছোট ছোট জমিদার, ছোট ছোট কারিগর, ছোট ছোট কুটীর-শিল্পী এই হইতেছে আমাদের দেশের—ফরাসীদেশের বিপুল সমাজ-শক্তি ও সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপুল আর্থিক শক্তি। যেন ফরাসী পুঁজিপতি আর জার্ম্মাণ পুঁজিপতি জাতে ফারাক!

ঐরূপ লোক থাকা সত্ত্বেও ফরাসীরা এতদিনে আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছে। কাহারা করিয়াছে? মজুরদের প্রতিনিধিরা। উহাদের দেশে ৪ কোটি লোক। তাহার মধ্যে প্রায় এক কোটি লোক এই আইনে পড়িয়াছে। তাহাদের খরচ দেওয়া হইবে। অর্দ্ধেক দিতেছে মজুররা আর অর্দ্ধেক দিতেছে কারখানার মালিকরা।

যুবক ভারতের সমস্যা

কি ফ্রান্স, কি জার্ম্মাণি, কি ইংলণ্ড সকল সভ্য দেশেই জনসাধারণ ব্যাধি, বার্দ্ধক্য ও দৈব বীমা দ্বারা পেন্সন পাইতেছে। আমাদের পক্ষে সে রকম ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা জানিনা। ১৯২৬ সালে এ জিনিষ আমরা ধারণা করিতে পারি কি? অথচ এ ব্যবস্থা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না করিব, কর্ম্মদক্ষতা বলিয়া জিনিষ কাহাকে বলে বুঝিতে পারিব না। স্বদেশসেবা হিসাবে যদি কাজ করিতে চাই, পারিব না। ইয়োরোপের সঙ্গে যদি টক্কর দিতে হয়, পারিব না। যে কোন দেশের সঙ্গেই টক্কর দিতে হয়, পারিব না। আমাদের টক্কর দিতে হইবে কাহার সঙ্গে? একবার ভাবি কি? চোখের সামনে দেখি লড়াইয়ে জার্ম্মাণির হাড় একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বিস্‌মার্কের সাধের সাম্রাজ্য ঠুঁটা হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু উহাদের আর্থিক দৃঢ়তা অটুট আছে। বিস্‌মার্কের আধখানা কাজ ষোল কলায়ই খাড়া রহিয়াছে। তাহা যতক্ষণ ঠিক থাকিবে ঐ দেশকে কেহ নড়াইতে পারিবে না। জার্ম্মাণি ত জার্ম্মাণি, মনে হয় ইতালী আমাদের থেকে একটু কিছু বেশী বটে; কিন্তু আমরা ইতালীর কাছাকাছিও নহি। আমরা কারু সঙ্গেই টক্কর দিবার পথে আজ দাঁড়াইতে পারি না।

বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে এই সব করিয়া উঠা কঠিন হইলেও ইহারই কথা ভাবিতে হইবে। পাঁচ কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে দেড় কোটি বাঙ্গালী এই আইনকানুনে বদ্ধ হইবে, যাহার ফলে আমরা আর্থিক হিসাবে স্বাধীন ভাবে, নিশ্চিন্ত ভাবে এবং নিরুদ্বেগে যার যার কাজকর্ম্ম করিয়া যাইব। এইটা ১৯২৬ সনে চিন্তা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব মনে হইতেছে। কিন্তু এই সব প্রণালী অবলম্বিত না হইলে আমরা কোন কিছু করিতে পারিব না। আর ইহা যদি করিতে পারি তাহা হইলে অহরহ যে সব বুজরুকি ও আজগুবি কথা বলিতে আমরা অভ্যস্ত সে সব কথাও আওড়াইবার প্রয়োজন হইবে না।

আয়ের পথে পিপুল

শ্রীঅসিতরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

পূর্ব্বে আমরা হরীতকীর বিষয়ে দু'চার কথা বলিয়াছি; এবারে পিপুলের বিষয়ে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব।

যে সমস্ত লতা, গুল্ম এবং গাছ ফল পাকিলেই মরিয়া যায়, তাহাদিগকে ওষধি বলে। পিপুল গাছও ওষধি জাতীয় একপ্রকার গুল্ম-বিশেষ। বাংলাদেশ, আসাম, সিংহল, বোম্বাই, ত্রিবাঙ্কুর এবং মালাক্কাদেশ ইহার জন্মস্থান। কিন্তু কুমারীকা অন্তরীপ হইতে মালবারের তাবৎ ভূভাগে এবং বাংলাদেশেই ইহা সব চেয়ে বেশী পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। অনেক জিনিষই তো বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে, কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক জিনিষেই আবার বাঙ্গালী প্রচুর পরিমাণে দরিদ্র। ইহাকেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস।

ভাদ্রমাসের শেষ এবং আশ্বিন মাসের প্রথমে পিপুল গাছে ফুল ধরে এবং পৌষ মাসের প্রথমে ফলগুলি পাকে। প্রকৃতির কাজ প্রকৃতি যথানিয়মেই সম্পন্ন করিয়া দেয়, কিন্তু আমাদের কাজ আমরা করিয়া উঠিতে পারি কই? তাই যথানিয়মে ফল পাকে, ঝরিয়া পড়ে, আবার যথা নিয়মেই পচিয়া যায়।

পিপুল গাছের মূল হইতে যে চারা গজাইয়া উঠে উহা-দ্বারাই পিপুলের বংশ-বৃদ্ধি হয়। বর্ষা পড়িলে ঐ চারাগুলি সাবধানে তুলিয়া শুষ্ক, উচ্চ এবং উর্ব্বর জমিতে পাঁচ ছয় ফুট অন্তর লাগাইয়া দিতে হয়। এই হিসাবে এক বিঘা জমিতে প্রায় দুই শত চারা লাগান যাইতে পারে। পিপুল শুষ্ক, উচ্চ এবং উর্ব্বর জমিতেই প্রচুর পরিমাণে জন্মে। উর্ব্বর জমি হইলে প্রতি বিঘায় প্রথম বৎসর দুইমণ, দ্বিতীয় বৎসর চারিমণ এবং তৃতীয় বৎসর ছয়মণ পর্য্যন্ত পিপুল জন্মিতে দেখা গিয়াছে।

পুরাতন গাছগুলি জমি হইতে উঠাইয়া ফেলিয়া সেই সেই স্থানে নূতন চারাগুলি লাগাইতে হয়। চারাগাছগুলির গোড়ায় সামান্য সার এবং সূর্য্যের উত্তাপ হইতে কচি শিকড়গুলিকে রক্ষা করার জন্য তৃণাদি বিছাইয়া দিবে।

অনেক স্থানে পিপুল ক্ষেতে বেগুণ মূলা, লঙ্কা প্রভৃতি গাছ লাগাইয়া দিতে দেখা যায়। উহাতে পিপুলের কোন ক্ষতি হয় বলিয়া বোধ হয় না। কারণ দেখা গিয়াছে উহাতে ফসলের বিশেষ কোন কমবেশ হয় নাই।

ফল একেবারে সুপক্ক হইবার পূর্ব্বেই তুলিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। সুপক্ক ফল অপেক্ষা একটু কাঁচা ফল শুকাইয়া লইলে ব্যবসায়ের পক্ষে উহার মূল্য বেশী হয়। আয়ুর্ব্বেদেও এই শেষোক্ত প্রকারের পিপুলকে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। কেন তাহা ঠিক জানিনা। বোধ হয় সুপক্ক হইলে উহার তেজ কতকটা কমিয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি,—শুক্না সুপক্ক ফল অপেক্ষা শুক্না ঈষৎ কাঁচা ফলে ঝাল অনেক বেশী।

বাংলাদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে পিপুল প্রতি বৎসর বোম্বাই প্রদেশে চালান হইয়া যায়। পিপুলের ফল এবং মূল দুই-ই সমান দরকারী। বোম্বাইয়ের 'বাজার দরে' দেখিয়াছি,—সেখানে প্রতিমণ পিপুল নয় টাকা এবং প্রতিমণ মূল সাত টাকা হিসাবে বিক্রয় হয়। আবার মৃজাপুর এবং মালবারের পিপুল অপেক্ষা পিপুলের মূলই উৎকৃষ্টতর। বোম্বাইতে মালবারের পিপুলের মূল প্রতিমণ পনর টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা এবং মৃজাপুরের পিপুলের মূল প্রতিমণ দশ টাকা হইতে চল্লিশ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে পিপুলের নাম পিপ্পলী। বোধ হয় হরীতকীর পরই আয়ুর্ব্বেদে পিপুলের স্থান। বহু প্রাচীনকাল হইতে পিপুল আমাদের দেশে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। চরক বলেন :—"পিপুল তাপরক্ষক, মৃদু-বিরেচক, বায়ুনিঃসারক, উত্তেজক এবং কফ ও পিত্ত-নাশক। কাশি,

স্বরভঙ্গ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, হাঁপি ও পক্ষাঘাতে পিপুল মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে।” আমি নিজেই পিপুল ব্যবহার করিয়া কোষ্ঠ-কাঠিন্য, স্বরভঙ্গ ও কাশিতে যে উপকার পাইয়াছি, ছাপানো লেবেল মারা বিলাতী পেটেন্ট—যার উপর লেখা আছে,—“হস্তদ্বারা স্পৃষ্ট হয় নাই”—তার সত্তর টাকার ঔষধেও একশ ভাগের এক ভাগ উপকার পাই নাই। সে লেবেল-মারা শিশিতে পোরা ঔষধের মূল্য লাগিল সত্তর টাকা, আর পিপুলে আমার খরচ হইল আট পয়সা। তবু আমরা আত্মভোলা, তবু আমরা পরমুখাপেক্ষী।

পিপুলের গুঁড়া মধুর সহিত পুনঃ পুনঃ লেহন করিলে কাশি, হাঁপি, স্বরভঙ্গ ও অনিদ্রা আরোগ্য হয়। পিপুল, পিপুলের মূল, গোল মরিচ এবং আদা সমানভাগে চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে মস্তকস্থ গুপ্ত সর্দ্দি ও স্বরভঙ্গ আরোগ্য হয়।

চক্রদত্ত বলেন,—“প্রথমদিন তিনটি পিপুলের গুঁড়া মধুর সহিত লেহন করিবে। এইভাবে দশদিন পর্য্যন্ত পিপুলের মাত্রা দৈনিক তিনটী করিয়া বাড়াইয়া দশম দিন হইতে আবার দৈনিক তিনটী করিয়া কমাইয়া দশ দিন ব্যবহার করিলে পুরাতন কাশি, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগ নিরাময় হয়।” পিপুলের নস্য মাথা পরিষ্কার করিয়া অবসাদ এবং তন্দ্রা দূর করে। পিপুল তৈলের মধ্যে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই তৈল মাথায় ব্যবহার করিলে মাথার বিকৃতি দূরীভূত হয়।

পিপুল প্লীহা, যকৃৎ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের অত্যুৎকৃষ্ট টনিক। পিপুলে তৈয়ারী সুর্ম্মা ব্যবহার করিলে রাতকাণা দোষ সারিয়া যায়। পরিপাক-ক্রিয়া বৃদ্ধি করিতে পিপুল অদ্বিতীয়। বাত এবং চর্ম্মরোগে পিপুলের বাহ্য প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। পিপুলের দ্বারা মলম তৈয়ারী করিয়া সর্প-দষ্ট স্থানে তৎক্ষণাৎ দিতে পারিলে সুফল পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদে অম্লশূল রোগের পক্ষে এবং পাকস্থলী-সম্পর্কীয় রোগের পক্ষে পিপুল অদ্বিতীয় ঔষধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শিশুদের হৃৎপিণ্ড-সম্পর্কীয় রোগেও ইহার বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রসবের পর পিপুল ব্যবহার করিলে অতি শীঘ্র প্রসূতির রক্ত বন্ধ হয়।

আয়ুর্ব্বেদ-বর্ণিত পিপুলের সম্যক ইতিহাস এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রকাশ করা অসম্ভব, আজ আমরা এইখানেই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। এই অতি উপকারী জিনিষটা ব্যবসায়ের জন্য জন্মাইলে বিশেষ লাভবান হওয়া যায়।

কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ

কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম বেসরকারী মেডিকেল কলেজ। ইহা ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন কলিকাতা মেডিকেল স্কুলের ভিত্তির উপর গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের সাহায্যে স্থাপিত হইয়াছিল। সম্পূর্ণ বেসরকারী তত্ত্বাবধানে একটি প্রথম শ্রেণীর মেডিকেল কলেজ চলিতে পারিবে, একথা তখন অনেকেই ভাবিতে পারেন নাই। কিন্তু নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও জনসাধারণের মুক্তহস্ত সাহায্যের এবং বহুসংখ্যক খ্যাতনামা চিকিৎসকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই প্রতিষ্ঠান দেশের একটি মুখোজ্জ্বলকর কার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কলেজ-সংযুক্ত হাঁসপাতালসমূহও দেশের অভাব যথেষ্ট মোচন করিয়াছে। ১৯২৭ সালে সর্ব্বসমেত একলক্ষ বিশ হাজারেরও অধিক রোগী হাঁসপাতালে থাকিয়া (ইন-ডোর) ও বাহির হইতে (আউট-ডোর) চিকিৎসিত হইয়াছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, গুরুতর আর্থিক অভাব ইহার কার্য্য পরিচালনার ও আশানুরূপ অগ্রসরের পথে অন্তরায় হইয়াছে। ব্যয়সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাঁসপাতালের অনুপাতে

এখানে অর্দ্ধেকেরও অনেক কম খরচ হয়। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনার ব্যয় বার্ষিক ন্যূনাধিক ৩৷৷০ লক্ষ টাকা। এখানে মোটে ৭০,০০০ টাকা। ইহা সম্ভবপর হইবার একমাত্র কারণ এই যে, এখানকার অধিকাংশ শিক্ষকই কেবল নামমাত্র বেতন গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং কয়েকজন আদৌ বেতন গ্রহণ করেন না। কিন্তু এত ব্যয়-সংক্ষেপ সত্ত্বেও কিছুতেই ব্যয় সম্পূর্ণ সঙ্কুলান হইতেছে না; অথচ কলেজ ও হাঁসপাতালের নানাদিকে প্রসারেরও অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, যথা :—

১। অত্যাবশ্যক বৈজ্ঞানিক গবেষণা-কার্য্যের প্রসার।

২। প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসার হাঁসপাতালের আয়তন-বৃদ্ধি। (দ্রষ্টব্য :—এতদর্থে স্যর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জির স্মৃতিরক্ষা কমিটী তাঁহাদের সংগৃহীত ৩০,০০০ টাকা এই ফণ্ডে দান করিয়াছেন। ১,২৬,০০০ টাকা ব্যয়ে জমি খরিদ করা হইয়াছে। এতদর্থে আরও ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় আবশ্যক হইবে।)

৩। একটি পৃথক চক্ষু-চিকিৎসার হাঁসপাতাল।

৪। অস্ত্র-চিকিৎসা হাঁসপাতালের আয়তন-বৃদ্ধি,—ইত্যাদি—

এই সব উন্নতি-সাধনের ও সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য অন্যূন দশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

আমাদের বিশেষ নিবেদন এই যে, জনসাধারণের সহৃদয়তার ফলে যে বিরাট প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছে, তাহারই অত্যাবশ্যক উন্নতির জন্য এবং কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য আজ আমরা পুনরায় অর্থ-সাহায্য-প্রার্থী হইয়া তাঁহাদেরই নিকট আবেদন জানাইতেছি।

যে কোনও দান—"সেক্রেটারী মেডিকেল এডুকেশান সোসাইটী অব্ বেঙ্গল" ১নং বেলগাছিয়া রোড—এই ঠিকানায় পাঠাইলে ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে।

শ্রীকেদারনাথ দাস,
প্রিন্সিপাল কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ ও সেক্রেটারী
মেডিকেল এডুকেশান সোসাইটী অব্ বেঙ্গল।

সরকারী গৃহস্থালীর খরচ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, বি, এ, দিনাজপুর

গৃহস্থালী থাকিলেই খরচ আছে—সে সরকারী গৃহস্থালীই হউক, আর ব্যক্তিগত গৃহস্থালীই হউক। আর এই খরচ মিটাইবার জন্য সকল দেশে সকল সময়ে অর্থেরও প্রয়োজন হয়। তবে ব্যক্তির ও সরকারের খরচ যে একই রকম তাহা নয়। ব্যক্তির গৃহস্থালীতে খরচ যে যে খাতে হয় সরকারের খরচও যে ঠিক সেই সেই বাবদ হয় তাহা নয়। এই দুই ধরণের খরচের মধ্যে মিলও আছে, আবার গরমিলও ঢের। আর দুই গৃহস্থালীর ধরণ-ধারণেও প্রভেদ আছে। প্রথমতঃ, ব্যক্তি তার নিজের আয় বুঝিয়া খরচ করে। কিন্তু রাষ্ট্রের ব্যবস্থা ঠিক উল্টা। সরকার আগে ঠিক করে খরচ কি কি খাতে করিতে হইবে, তাই বুঝিয়া আয়ের ব্যবস্থা করে। দ্বিতীয়তঃ, গৃহস্থের লক্ষ্য থাকে নিজের আয় হইতে সংসার খরচ মিটাইয়া যাহাতে দুই পয়সা বাঁচাইতে পারে। ঋণের ধার সে ধারিতে চাহে না। কিন্তু সরকারের আয় ব্যয়ে মিল হওয়া চাই—সঞ্চয় যেন না হয়, ঋণও যেন না হয়। সরকারের খরচের টাকা জোগায় করদাতা জনসাধারণ। সরকারী গৃহস্থালীর খরচ মিটাইয়া যদি টাকা বাঁচে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে এই ফালতো টাকা করদাতাদের নিকট হইতে আদায় না করিলেও চলিত। তাহাদের করভার আরও কমানো যাইত। আবার বে-হিসাবী খরচ করিয়া সরকার যদি দুই হাতে অতিরিক্ত ঋণ করিতে থাকে, তাহা হইলেও উহা

নিন্দনীয়; কারণ সে ঋণ শোধ করিতে হইবে দেশবাসীকেই। তৃতীয়তঃ, গৃহস্থ খরচ করিবার সময় নজরে রাখে তাহার নিজের সংসারের লাভালাভ। আর সরকারের খরচের উদ্দেশ্য থাকে সমাজের কল্যাণ। কাজেই ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের খরচের ক্ষেত্রেও পার্থক্য যথেষ্ট।

সরকারের খরচ কি কি ?

রাষ্ট্রের খরচ যে সকল দেশে সকল সময়ে একই ছিল বা আছে তাহা নহে। যুগে যুগে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লোকের ধারণা যেমন বদলাইয়াছে, তেমনি উহার খরচের দফাগুলিরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অনুপাতও ঠিক থাকে নাই। একই রাষ্ট্রের প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালের খরচের মধ্যেই যে কেবল প্রভেদ তাহা নহে; বর্ত্তমান যুগেও মানুষের শিক্ষা ও চিন্তার গতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ধারণাও যেমন বদলাইতেছে, সরকারী খরচের খাতে এবং অনুপাতেও তেমনি পরিবর্ত্তন হইতেছে। কোনো কোনো রাষ্ট্রে বাহিরের শত্রুর হাত হইতে দেশরক্ষা, দেশের ভিতরে শান্তিরক্ষা, কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ও শিক্ষার বিস্তার এই সকল কাজই সরকারের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। আবার কোনো কোনো রাষ্ট্র মনে করে প্রজাদিগের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য কিছু করা তাহার কাজ নহে, শুধু দেশরক্ষা ও শান্তিরক্ষা করিলেই তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইল। কোনো রাষ্ট্রে হয়তো দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, দেশরক্ষা ও শান্তিরক্ষার খাতে যথেষ্ট টাকা ব্যয় হইতেছে, অথচ শিক্ষার বিস্তারের জন্য তাহার কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য খরচ নমো নমো করিয়া সারা হইতেছে। আবার হয়তো আর কোনো রাষ্ট্রে শেষের দফাগুলিতে টাকা ব্যয় হইতেছে জলের মত, দেশরক্ষা ও শান্তিরক্ষার প্রতি ততটা নজর নাই। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, সকল রাষ্ট্রে সরকারী খরচের তালিকায় অনেক বিষয়ে মিল থাকিলেও আগাগোড়া ঠিক একই রকম নহে। যে রাষ্ট্রের চেষ্টা যত ব্যাপক, তাহার খরচও তত বেশী। আবার এই খরচ মিটাইবার জন্য তাহাকে টাকাও সংগ্রহ করিতে হয় অনেক। কোন্ কাজের জন্য কত খরচ হয়, এবং খরচের টাকা প্রজাদিগের নিকট হইতে কি কি বাবদ কত হারে আদায় হয় ইহার উপরই সমাজের কল্যাণ অনেকটা নির্ভর করে। তাহা হইলেই মনে প্রশ্ন জাগে—তবে কি সরকারের কর্ত্তব্য ঠিক করিবার কোনো মাপকাঠি নাই ? এমন একটা মাপকাঠি নাই যাহা দিয়া বিচার করিয়া এক দুই তিন করিয়া বলা যায় যে, এইগুলি রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য কাজ। আজ যাহা রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করা হইতেছে ৫০ বৎসর আগে হয়তো তাহা সরকারের কাজ বলিয়া গণ্য হইত না। ব্যক্তি নিজের গরজেই উহা করিত। বর্ত্তমান যুগের রাষ্ট্রের কাজ কি কি তাহা জানিতে হইলে কোন্ কোন্ যুগে রাষ্ট্রের কি কি কাজ ছিল, রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা সম্বন্ধে তখনকার লোকের কি রকম ধারণা ছিল তাহা বুঝা দরকার। আজকাল কি পূবের কি পশ্চিমের, সকল দেশের রাষ্ট্রেরই গড়ন, ধরণধারণ, কম-বেশী পশ্চিমা রাষ্ট্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত। কাজেই আপাততঃ ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যের অভিব্যক্তি বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। আদিম যুগে ইয়োরোপে রাষ্ট্রই ছিল সর্ব্বেসর্ব্বা। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা বলিয়া কিছু ছিল না। সমস্ত সমাজের গড়ন ও চলন নির্ভর করিত সমাজের আইন-প্রণেতার মর্জ্জির উপর। তাহার পরের যুগে ব্যক্তির মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা একটু একটু করিয়া জাগিতে ছিল বটে, কিন্তু তাহার বাহ্য প্রকাশ বা সুফল তেমন কিছু লক্ষ্য করা যায় নাই। মধ্যযুগের পরে যখন কেন্দ্রীকৃত সম্রাটগণের উদ্ভব হইল, তখন তাঁহারাও চাহিলেন আগের মতই ব্যক্তির আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও আর্থিক জীবনের সব-দিকটাই শাসন করিতে। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যেও আজ-কালকার মত তখন স্বাধীনতা ছিল না। শ্রীযুক্ত জি, আর্মিটেজ্ স্মিথ তাঁহার "প্রিন্‌সিপ্যাল্ এণ্ড মেথডস্ অব্ ট্যাক্সেশান" নামক বহিতে লিখিয়াছেন "যুগে যুগে ইংলণ্ডে রাষ্ট্রশক্তি প্রথানুসারে ব্যক্তির উপরে যে শাসন চালাইয়া আসিয়াছে তাহাতে সামাজিক ও আর্থিক অধীনতার চেহারাই ফুটিয়া উঠিয়াছে বেশী করিয়া। শ্রম ও করের উপরে দেখিতে পাওয়া যায় জুলুমের প্রভাব; হরেক রকম বাঁধনে বাঁধা ছিল শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য ও

শ্রম। রাজনৈতিক স্বাধীনতা বেশীর ভাগ লোকের কাছে ছিল স্বপ্নের জিনিষ।" একদিকে ব্যক্তির জীবনের উপরে রাষ্ট্রশক্তির এই শাসন ক্রমশঃ কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছিল, অপরদিকে ব্যক্তির মনে এই বাঁধন হইতে মুক্তি পাইয়া নিজের জীবনকে নিজের ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে চালাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল। এই দুইয়ের সংঘর্ষের ফলে ষোড়শ শতাব্দী হইতে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক জীবনের উপরে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কমিয়া আসিতে লাগিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে লাভ হইল ব্যক্তির রাজনৈতিক স্বাধীনতা। এমনি করিয়া রাষ্ট্রের ক্ষমতা এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার কর্ত্তব্য কিছু কিছু করিয়া কমিতে লাগিল। কিন্তু তখনো সমাজের আর্থিক জীবন ছিল রাষ্ট্রের মুঠার মধ্যে। আর্থিক কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ভর করিত রাষ্ট্রশক্তির উপর। সপ্তদশ শতাব্দীতেও আর্থিক জীবনে, ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যক্তির স্বাধীনতা কিছু ছিল না, সরকারের হুকুম ছিল বড় কথা। এই আর্থিক স্বাধীনতা লাভ হইল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। তখনকার মানুষ ভাবিতে শিখিল যে, শিল্প-বাণিজ্যের উপর সরকারের কর্ত্তামি অনেকটা কমানো দরকার। মানুষ যদি তাহার স্বাভাবিক স্বার্থের দ্বারা চালিত হইয়া পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া চলিতে থাকে, তাহা হইলে সমাজের কল্যাণ বেশী হয়। ব্যক্তির জীবনের উপর সরকারের কর্ত্তামি কমাইয়া দিয়া প্রতি ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেও, সে তাহার স্বার্থের টানে স্বাধীনভাবে দশের সঙ্গে টক্কর দিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করুক। দেখিবে সমাজের আর্থিক জীবন আরও উন্নত হইয়া উঠিবে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আওতায় মানুষ স্বার্থের প্রেরণায় প্রতিযোগিতা করিয়া চলিলে তাহার শক্তির বিকাশ হয়, কাজের ক্ষমতা বাড়ে, এবং সে নূতন নূতন বিষয়ে মাথা খেলাইয়া নানারকম আবিষ্কার করিয়া দেশের সম্পদ্ বাড়াইতে পারে। তাহাতে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকিলেও সমাজে শান্তি ও জ্ঞানের বিস্তার না থাকিলে জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর নহে। কাজেই এই দুইটি কাজ আসিয়া পড়ে সরকারের ঘাড়ে। রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য কি হওয়া উচিত এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া তখনকার ইংল্যণ্ডের অর্থশাস্ত্রী অ্যাডাম্ স্মিথ্ তাঁহার "ওয়েল্থ্ অব্ নেশান্স্" (জাতীয় সম্পদ্) নামক বহিতে লিখিয়াছেন—"স্বাভাবিক স্বাধীনতার নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের কেবলমাত্র তিনটি কাজ করা দরকার:—(১) বাহিরের অন্যান্য স্বাধীন সমাজের অত্যাচার ও আক্রমণ হইতে সমাজকে রক্ষা করা (২) সমাজের ভিতরেই একজন যেন আর একজনের উপরে অত্যাচার বা অবিচার না করে তাহা দেখা এবং (৩) ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রেরণায় যে সকল কাজ কোনও ব্যক্তি করিতে চাহে না, সর্ব্বসাধারণের উপকারের জন্য সেই সকল কাজ করা অথবা তজ্জন্য প্রতিষ্ঠান রক্ষা করা। যেমন পথ-ঘাট যান-বাহন, খাল, বন্দর, স্কুল, মন্দির, মস্‌জিদ ইত্যাদি।" এক কথায় বলিতে গেলে তখনকার লোকের মত ছিল যে মানুষের জীবনকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে তাহার সুপ্ত শক্তির বিকাশ ও চর্চ্চার জন্য তাহাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে হইবে। সমাজের উন্নতির জন্য ব্যক্তির জীবনের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই মতবাদের প্রভাবেই রাষ্ট্রের কাজ কমিয়া আসিল, এবং ব্যক্তির কর্ত্তব্য বাড়িয়া চলিল। ইহার পর আর এক ধরণের চিন্তা মানুষের মাথায় খেলিল। সমাজতান্ত্রিকেরা বলিলেন "মানুষের মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য সমাজ-ভুক্ত অপরাপর লোকের সাহায্য পাওয়া একান্ত দরকার। এই সাহায্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে হইলে রাষ্ট্রের উপরেই নির্ভর করিতে হইবে।"* এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের কাজ ঠিক করিতে গেলে আর্থিক জীবনের সকল কাজকর্ম্মই সরকারের হাতের মুঠায় আসিয়া পড়ে। ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব্ব হয়। স্নেহপ্রবণ পিতা যেমন পুত্রের ভবিষ্যৎ-কল্যাণ-কামনায় তাহার স্বাধীনতায় বাধা দেয়, তেমনি সমাজতন্ত্র-প্রবণ রাষ্ট্রগুলিও ব্যক্তির কল্যাণের জন্য তাহার স্বাধীনতার ব্যাঘাত ঘটায়। কোনো কোনো রাষ্ট্র এই মতবাদের দ্বারাও প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িয়াছে।

* কার্ল্ সি, প্লেহন প্রণীত "ইন্‌ট্রোডাক্সন টু পাব্লিক ফিনান্স।"

এখনকার সকল রাষ্ট্রই এই সমাজতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তিতন্ত্রবাদের মাঝামাঝি থাকিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া লইতেছে। তবে সকলেরই মূল নীতি ব্যক্তির স্বাধীনতাকে মানিয়া চলা। সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের কর্ত্তব্যও বদলায়। কখনো উহার দুই একটা কাজ বাড়ে আবার কোনো সময়ে বা ব্যক্তিই নিজে গরজ করিয়া কোনো কোনো কাজ করে, সরকার রেহাই পায়। আজকাল রাষ্ট্র ব্যক্তির স্বাধীনতায় তখনই হস্তক্ষেপ করে যখন সে ব্যক্তির শক্তি-সামর্থ্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উন্নতির সুযোগ নষ্ট না করিয়া তাহার কল্যাণ করিতে পারে। কিন্তু গত ইয়োরোপীয় কুরুক্ষেত্রের পর হইতে বড় বড় দেশের রাষ্ট্রের ঝোঁক দেখিতেছি সমাজতন্ত্রবাদের দিকে।

বিলাতী ও মার্কিণ অর্থশাস্ত্র

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম, এ, বি, এল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সমালোচনার রকমফের

ইয়োরামেরিকার আর্থিক সাহিত্যে সমালোচনা একটা মস্তবড় জিনিষ। ইহা স্বাধীন প্রবন্ধের সম্মান পাইয়া থাকে। বস্তুতঃ, প্রবন্ধ ও সমালোচনা এই দুইটা জিনিষ দিয়াই এক একটা পত্রিকার প্রায় সমস্তটা অবয়ব পূরণ করা হয়। এ দুটি পত্রিকার দিকে তাকাইলেও সে কথা বুঝা যাইবে।

গোটা বছরে ইক: জা: তে প্রবন্ধ ও সমালোচনার জন্য যথাক্রমে ২৯৬ ও ২৩০ পৃষ্ঠা গিয়াছে ; আর আ: বি: তে ২৪৯ ও ৩১৫ পৃষ্ঠা গিয়াছে। অর্থাৎ আমেরিকান কাগজ সমালোচনার জন্য অনেক বেশী স্থান রাখিয়া দিয়াছে।

কিন্তু সমালোচনারও রকমফের আছে। ইক: জা: আধ পাতা বা তার চেয়েও কম পৃষ্ঠার সমালোচনাও বাহির করিয়া থাকে। কিন্তু সমালোচনার দফায় মাত্র পুস্তকের নাম ইত্যাদি বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়ার প্রথা নাই। সেটা শেষ অধ্যায়ে স্থান পায়। ইক: জা: সমালোচনাকে যে প্রবন্ধের তুল্যমূল্য জ্ঞান করে তার একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, প্রতি বছর কতকগুলি সমালোচনাকে প্রবন্ধের আসনে স্থান দেয়। আমেরিকান্ কাগজ সাধারণতঃ এরূপ করে না। তার নিকট সমালোচনা একটা আলাদা দরকারী বিভাগ।

"আর্থিক উন্নতি"র ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে দুই পত্রিকা সমালোচিত সমস্ত গ্রন্থ, গ্রন্থকারের নাম ধাম ইত্যাদি সবিস্তার উঠাইয়া দেওয়া সম্ভবপর হইবে না। এখানে ঐ বিষয়ে, বিশেষতঃ গ্রন্থকার ও সমালোচকদের সম্বন্ধে ২।১টা মাত্র কথা বলা যাইবে।

ইকনমিক জার্ণালে সমালোচকের সংখ্যা ৬৭ আর সমালোচিত কেতাবের পরিমাণ এইরূপ :—

মার্চ্চ	২৭	খানা
জুন	২৯	,,
সেপ্টেম্বর	২৫	,,
ডিসেম্বর	৪১	,,
মোট	১২২	,,

অর্থাৎ গড়ে প্রতি সংখ্যায় ৩০ খানা বই সমালোচিত হইয়াছে ও প্রতি ব্যক্তি প্রায় ২খানা বই সমালোচনা করিয়াছেন।

ইক: জার্ণালের সমালোচনা পদার্থটাকে এক নিশ্বাসে গণিয়া গাথিয়া বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমে

রিকান কাগজের সমালোচনাটা তৎক্ষণাৎ হাজির করিয়া দেওয়া যায় না। গত বছরের অগ্রহায়ণ মাসের "আর্থিক উন্নতি"তে দেখান হইয়াছে, এই সমালোচনার ভিতর কোন্ কোন্ দফা ঠাঁই পাইয়াছে। এখানে বিভিন্ন দফার আলাদা হিসাব না দিয়া একটা মোটামুটি হিসাব খাড়া করা যাইতেছে। সমালোচকদের মধ্যে ৮৭ জনের নাম আছে, আর প্রতি মাসে এক এক বিভাগে মোট কেতাবের সংখ্যা ও তদ্দরুণ পৃষ্ঠার সংখ্যা নিম্নরূপ :—

		মার্চ্চ		জুন		সেপ্টেম্বর		ডিসেম্বর			মোট	
১।	সাধারণ গ্রন্থাবলী, তত্ত্ব ও তার ইতিহাস	২৬	৮	৪১	১২॥	২৯	৯	৩৯	১১	=	১৩৫	৪০॥
২।	আর্থিক ইতিহাস ও ভূগোল	৬৩	১৮	৬১	১০॥	৫৭	১৩	৬৭	১২॥	=	২৪৮	৫৪
৩।	কৃষি, খনি-বিদ্যা, ধনবিজ্ঞান, মৎস্যপালন	৩৬	৯	৪৫	৬॥	২৯	৬	৩৮	৪॥	=	১৪৮	২৬
৪।	ম্যানুফ্যাক্চারিং ব্যবসা	১৩	১	১৩	১	১২	১	৪	॥	=	৪২	৩॥
৫।	যান-বাহন ও বার্ত্তা সন্দেশ	২৪	২	২১	৩॥	২৬	৩	১৯	১	=	৯০	৯॥
৬।	ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক চক্র	১২	২	১৯	২	৯	২	১২	১	=	৫২	৭
৭।	হিসাব, খতিয়ান, ব্যবসা-প্রণালী, টাকা খাটান ও বিনিময়-প্রথা	৯৭	১৪॥	৯১	১৭	৭৬	১১॥	৭৫	৯॥	=	৩৩৯	৫২॥
৮।	পুঁজিপাটা ও পুঁজিপাটামূলক প্রতিষ্ঠান	৮	১	৯	১	৯	১	১০	৶	=	৩৬	৩৶
৯।	মজুর ও মজুর-প্রতিষ্ঠান	৩৬	৬॥	৩৪	১২	২৮	১০॥	২০	১॥	=	১১৮	৩০॥
১০।	মুদ্রা, দর, ক্রেডিট্ ও ব্যাঙ্কিং	৪১	১০॥	৪৬	৩	৩৯	৩॥	৩৬	৩॥	=	১৬২	২০॥
১১।	সরকারী কোষ, করাদায় ও টারিফ্	২২	৫॥	৪১	৪	৩৩	৪॥	১৬	১॥	=	১১২	১২॥
১২।	লোকবল ও উপনিবেশ	১০	৬	১৫	৪	৯	২॥	১২	১॥	=	৪৬	১৪
১৩।	সমাজ-সমস্যা ও সংস্কার	৩৫	৩॥	২৯	২	৩৪	২॥	৪০	৩॥	=	১৩৮	১১॥
১৪।	বীমা ও পেন্সন	১১	॥	১৭	১	১৩	৶	২০	৬।	=	৬১	৫॥
১৫।	দারিদ্র্য, দান ও সাহায্য-ব্যবস্থা			৪	॥	৩	।	১	৶	=	৮৯	১॥
১৬।	সোশিয়েলিজ্ম ও সমবায়-আন্দোলন	১২	২॥	১১	১॥	৩	।	৭	১	=	৩৩	৫।
১৭।	ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ ও তার প্রণালী	২৬	৪॥	২০	২	২২	১৶	২১	৫।	=	৮৯	১৩॥
		৪৭২	৯৫	৫১৭	৮৩	৪৩১	৭৩	৪৩৭	৬১	=	১৮৫৭	৩১৪

উপরের দিকে তাকাইলে আমারিকান্ সমালোচনাকে এক বিরাট কাণ্ড বলিয়া মনে হইবে না কি? বলা বাহুল্য প্রায় হাজার দুই কেতাবকে ৩১৪ পৃষ্ঠার মধ্যে সমালোচনা করা সম্ভবপর নহে। ইহার মধ্যে সমালোচনা, অর্দ্ধ ও সিকি সমালোচনা অথবা শুধুমাত্র নাম-নির্দ্দেশ (অধিকাংশের) স্থান পাইয়াছে। প্রতি সংখ্যায় এরূপ বইয়ের সংখ্যা গড়ে দাঁড়াইতেছে ৪৬৪·২৫।

ইংরেজী পত্রিকায় শুধু বইয়ের নাম শেষ অধ্যায়ে দেশ-অনুসারে স্থান পায়। বিগত ৪ সংখ্যার হিসাবে পাই (হিসাবে ভারতীয় ও ঔপনিবেশিক গ্রন্থও রহিয়াছে):—

	ইংরেজী	আমেরিকান্	ফরাসী	জার্ম্মাণ	ইতালীয়	সুইডিশ	ওলন্দাজ
মার্চ্চ	২৩(১)	১৭	১৮	২২	৬	১	
জুন	৩৭(৩)	১৩	৭	১৪	৪	৮	

	ইংরেজী	আমেরিক-ন্	ফরাসী	জার্ম্মাণ	ইতালীয়	সুইডিশ	ওলন্দাজ
সেপ্টেম্বর	২০(৪)	৮	৫	১১	৮		
ডিসেম্বর	৩৭(৫)	৯	৬	৯	৯		১০
	১১৭(১৩)	৪৭	৩৬	৫৬	২৭	৯	১০ = ৩০২

এখানে মোট ৩০২খানা কেতাবের নাম পাই। বলা বাহুল্য এগুলির সহিত সমালোচিত পুস্তকগুলি যোগ দিয়া বলা চলে না যে, ইকনমিক জার্ণালে অতগুলা বই প্রতি সংখ্যায় ধরা হয়। কারণ, এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত বহু পুস্তকই পরে আবার সমালোচনা বিভাগে স্থান পাইয়াছে। এই শ্রেণী-বিভাগের ও নামকরণের কিন্তু এক বিশেষ সার্থকতা রহিয়াছে। ইংরেজী পত্রিকার সমালোচনা অধ্যায়ে যে দেশ-বিদেশের জ্ঞান-ভাণ্ডার লইয়াই আলোচনা করা হয়, তা সহজেই বুঝা যাইবে। আমেরিকান্ কাগজ সম্বন্ধেও ঐ কথা।

এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য যে, ইকনমিক জার্ণালে ১৩ টা ভারতীয় পুস্তকের নাম ও অধিকাংশের সমালোচনা করা হইয়াছে। আমরা এ বিদ্যা মোটে আরম্ভ করিয়াছি। সে হিসাবে ইংরেজী ভাষায় আমাদের এ প্রচেষ্টা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর নহে।

আমেরিকান্ কাগজে যত বইয়ের সমালোচনা ও নাম করা হইয়াছে, তা বিস্ময়জনক। ইহার সহিত ইকমমিক জার্ণালের তুলনা করা চলে না। কিন্তু যদি মনে করা হয় যে, ইংরেজী সমালোচনার তুল্যমূল্য সমালোচনা আমেরিকান্ কাগজে ঢের বেশী আছে, তবে ভুল করা হইবে। কিন্তু এইরূপ বহুলভাবে আর্থিক সাহিত্যের অন্ততঃ নামটার সঙ্গেও পরিচিত করিয়া দিবার সার্থকতা আছে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে দুনিয়ায় এই সাহিত্য দ্রুতবেগে কিরূপ প্রসার লাভ করিতেছে। অথচ ইহাও সব কেতাব নয়। সারা দুনিয়ায় এর চেয়েও বেশী কেতাব প্রকাশিত হইতেছে। বাঙ্গালীর ছেলের সেদিকে খোঁজ লইবার প্রবৃত্তি হইবে কি? হাজার কেতাবের মলাটের ধুলা ঝাড়িয়া সেগুলির অন্ততঃ পাতা উল্টাইবার অদম্য বাসনা আমাদের অধ্যাপকগণের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে কি? যদি উঠে, যেদিন উঠিবে সেদিনই আমাদের আর্থিক সাহিত্যে শুভদিনের সূচনা হইবে।

সমালোচকের কুলের খবর

"অধ্যাপক" "অধ্যাপক" বলিতেছি, এজন্য অধ্যাপকেরা অসন্তুষ্ট হইতে পাবেন। কিন্তু এই দুই পত্রিকায় অধ্যাপকদের দানের পরিমাণ কিরূপ তার কিছু আভাষ পাওয়া গিয়াছে প্রবন্ধ আলোচনার কালে। সমালোচনার আলোচনা করিলে উহা আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

ইংরেজী পত্রিকার ৪৮টা আর আমেরিকান পত্রিকার ৪১টা (অর্থাৎ সমালোচনার সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানের আসনে স্থিত প্রায় সবগুলি) অধ্যাপকদের লিখিত। ইঁহাদের মধ্যে কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ে, কেহ বা কলেজে অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। টেক্‌নোলজিকাল ও টেক্‌নিকাল ওস্তাদ ও নানা প্রকার আর্থিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের পাণ্ডাও আছেন।

এই গেল সমালোচকদের সম্বন্ধে সাধারণ কথা। এখানে আরও দুইটা বিষয় অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাক্—(১) প্রবন্ধ-লেখকেরা কে কতখানি সমালোচনা গোটা বছরে করিয়াছেন অর্থাৎ কজনে কত পাতার বই ঘাঁটা-ঘাঁটিতে আনন্দ পাইয়াছেন? (২) যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান দুটি কাগজ দুটার পিছনে আছে, তার সভ্যদের কার দানের পরিমাণ কিরূপ?

(১) অধ্যাপক ড্যানিয়েল্‌স ১৫+২৮৮ পৃষ্ঠার একখানা ইংরেজী বইয়ের ১১ লাইন সমালোচনা লিখিয়াছেন। বইয়ের নাম "দি রোমান্স অব্ কটন ইন্‌ডাষ্ট্রী ইন্ ইংল্যাণ্ড" (ইংল্যাণ্ডে তুলার ব্যবসার অপূর্ব্ব কাহিনী)। গ্রন্থকার এল্, এম্, উড্ ও এ, উইলমোর। ১৯২৭।

উইলিয়ম হার্ব্বার্ট ডসন—৩ খানা জার্ম্মাণ বইয়ের সমালোচনা করিয়াছেন—প্রথম দুইখানার সমালোচনা প্যান-ইয়োরোপীয় আন্দোলন নামে প্রবন্ধের সহিত স্থান পাইয়াছে। তৃতীয়খানা মধ্য-জার্ম্মাণির ব্যবসা সম্বন্ধে। পৃষ্ঠার সংখ্যা ২৭৮+১৮৬+৮৬।

জন পি, ম্যাক্সটন—"রুর‍্যাল স্কটল্যাণ্ড ডিউরিং দি ওয়ার" (যুদ্ধের সময়ে স্কটল্যাণ্ডের গ্রামদেশ) নামক গ্রন্থখানির (৪ জন লোকের রচিত) সমালোচনা করিতে গিয়া ৮ পৃষ্ঠা-ব্যাপী এক প্রবন্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃষ্ঠা দেওয়া নাই; কিন্তু বেশ বড় বই হইবে।

জে, ডব্লিউ, এফ্, রো—"দি লিমিটেড্ মার্কেট" (বাজারের সীমানা) ১॥০ পৃষ্ঠায় এবং "দি কমার্শ্যাল এডুকেশান" (ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি ও যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্য বা শিল্প-শিক্ষা) ও "বিজিনেস্ ইকনমিকস্" (ব্যবসার অর্থতত্ত্ব) ১॥০ পৃষ্ঠায় সমালোচনা। পৃষ্ঠার পরিমাণ—১২৩+(৯+১৬৪)+(৮+৭১)।

ডি, এইচ্, ম্যাক্‌গ্রেগর—অধুনা প্রকাশিত কার্টেল সম্বন্ধে প্রবন্ধাদির আলোচনা উপলক্ষ্যে এক পৃষ্ঠার প্রবন্ধ তৈরী হইয়া গিয়াছে। লীগ অব্‌নেশানের তাঁবে আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলনের ১১টি পুস্তিকা বা প্রবন্ধই আলোচিত হইয়াছে। কার্টেল সম্বন্ধে দু'খানা জার্ম্মাণ বই যথাক্রমে ২১ লাইনে ও ১॥০ পৃষ্ঠায় সমালোচিত হইয়াছে। আর "দি এথিক্‌স্ অ্যাণ্ড ইকনমিকস অব্ ফ্যামিলি এনডাওমেণ্ট" (পারিবারিক ভাতার নীতি ও অর্থতত্ত্ব) বইয়ের সমালোচনায় গিয়াছে প্রায় দুই পৃষ্ঠা। সমালোচিত বইগুলিতে (১ম দফা বাদে) ৩৬+৮৩+১১৮ পৃষ্ঠা।

জে, এ, বাউঈ—একখানা মাত্র বই সমালোচনা করিয়াছেন। ২ পৃষ্ঠায় "এম্প্লয়ি ষ্টক ওনারশিপ ইন্ দি ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্" (যুক্তরাষ্ট্রে চাকুরোদের পুঁজি-স্বামিত্ব)। বইয়ে আছে ১৭৪ পৃষ্ঠা।

জে, এ, হেবস্—দুইখানা বই সমালোচনা করিয়াছেন প্রায় ২ পৃষ্ঠায় ও ১ পৃষ্ঠায়। দুইখানা কেতাবই কৃষি-ঘটিত অর্থতত্ত্ব-সম্পর্কে। একখানার নাম "ডিমিনিশিং রিটার্ণস ইন অ্যাগ্রিকালচার" (কৃষিতে নিম্নগ আদায়) ১০০ পৃষ্ঠা। অন্যটার "দি ইকনমিকস অব্ স্মল হোল্ডিংস" (ছোট ছোট জোতের অর্থকথা) ৯+১৩২ পৃষ্ঠা।

লর্ড আর্ণলে—লর্ড আর্ণলের প্রবন্ধ বলিয়া যেটার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে সেটাই ৮ পৃষ্ঠাব্যাপী এক বইয়ের সমালোচনা। কেতাবের নাম "পলিটিক্‌স অ্যাণ্ড দি ল্যাণ্ড" (রাষ্ট্রনীতি ও জমি)। পৃষ্ঠার সংখ্যা জানা নাই।

ডব্লিউ, এল্, ক্রাম্—ইঁহার প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ (১০ পৃষ্ঠাব্যাপী) সেপ্টেম্বরের আমেরিকান্ পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। নাম "আর্থিক ও ব্যবসা-গত সংখ্যা-বিজ্ঞানে অঙ্কশাস্ত্রের প্রভাব।" ইহা সমালোচনা হইলেও গ্রন্থ-সমালোচনা নহে। ঐ পত্রিকায় পূর্ব্বে প্রকাশিত এক প্রবন্ধের সমালোচনা। সুতরাং ধর্ত্তব্য নহে।

ওসকার মার্গর্ণষ্টার্ণ—ইনি তিনখানি কেতাবের সমালোচনা লিখিয়াছেন। তিনখানাই জার্ম্মাণ ভাষায়। কেতাবগুলির প্রথমটা পুঁজিপাটা, ক্রেডিট্, চক্র ইত্যাদি সম্বন্ধে, দ্বিতীয়টা জার্ম্মাণরা যাকে বলে "সোৎসিয়াল পোলিটিক্" তৎসম্বন্ধে, তৃতীয়টায় বিংশ শতাব্দীর ২৫ বছরের মধ্যে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও ইতালিতে আর্থিক তত্ত্বের ক্রমবিকাশের ধারার সন্ধান লওয়া হইয়াছে। পুস্তকগুলির পৃষ্ঠার পরিমাণ এইরূপ:—(১৪+৩৬৯)+(৮+১৭০)+(১২+৩২০)। সমালোচনার জন্য দেওয়া হইয়াছে প্রায় ২ পৃষ্ঠা+১॥০ পৃষ্ঠা +১পৃষ্ঠা।

উপরের বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, ইংরেজী পত্রিকায় ২২ জন প্রবন্ধ-লেখকের মধ্যে ৮জন সমালোচকও বটেন। ইঁহারা গোটা বছরে ১৫।১৬খানা বইয়ের প্রায় হাজার দুই পাতা (১৭৮০ পৃষ্ঠার হিসাব পাওয়া গিয়াছে) সমালোচনা করিয়াছেন। আমেরিকান পত্রিকায় ১৬ জন লেখকের মধ্যে মাত্র ১জন সমালোচনাতেও ভিড়িয়াছেন। গোটা বছরে ৩খানা কেতাবের (৮৯৩ পৃষ্ঠা) সমালোচনা হইয়াছে।

(২) একাধারে সমালোচক ও লেখক ৮ জন জুটিয়াছে ইংরেজী পত্রিকার জন্য। তন্মধ্যে ড্যানিয়াল্‌স, ম্যাক্‌গ্রেগার ও ফক্সওয়েল এই তিন জন মাত্র রয়েল ইকনমিক সোসাইটির সভ্য, অন্যেরা নহেন। অন্যান্য সভ্যেরা সমালোচনার

খাতে কে কতখানি দান করিয়াছেন তার হিসাব লওয়া যাউক। সমস্ত সভ্যের নাম গত বছরের পৌষ মাসের আর্থিক উন্নতিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ডাক্তার জেম্‌স বোনার—১৯১৩ সনে যুদ্ধের পর যে দুর্যোগ দেখা গিয়াছিল তৎসম্বন্ধে জার্ম্মাণ বই। পৃষ্ঠার সংখ্যা ১১৬। সমালোচনার পরিমাণ ১॥০ পৃষ্ঠা। অন্য বইখানির নাম "আন্‌এমপ্লয়মেণ্ট অ্যাজ অ্যান ইণ্টারন্যাশনাল প্রব্লেম" (আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা—বেকার)। ১৫+১৮৮ পৃষ্ঠা। ২ পৃষ্ঠার সমালোচনা।

অধ্যাপক ডাক্তার এ, এল্‌ বাউলি ১৫৭ পৃষ্ঠার একখানা মাত্র বইয়ের ২ পৃষ্ঠা সমালোচনা লিখিয়াছেন। বইয়ের নাম ডাস্‌ ডয়চে ফোলমিল্‌কোমেন (জার্ম্মাণির জাতীয় আয়)।

অধ্যাপক এডউইন্‌ ক্যানান্‌—ইনি সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক। ইঁহার সমালোচিত বই দুইখানির নাম "দি ফার্ষ্ট ইয়ার অব্‌ দি গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড" (স্বর্ণ-প্রমাণের প্রথম বছর) "দি গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইন্‌ থিওরি অ্যাণ্ড প্র্যাক্‌টিস্‌"। বইয়ে আছে ১৪১+(৮+১২৪)। সমালোচনায় ২১/৪+২১/৪ পৃষ্ঠা।

অধ্যাপক এ, এম্‌, কার সৌণ্ডার্‌স্‌ ইঁহার সমালোচিত বইগুলির নাম (১) "প্র্যাক্‌টিকাল সোসিয়াল সায়েন্স' (বস্তুনিষ্ঠ সমাজ-বিজ্ঞান), কেতাবের পৃষ্ঠা ৩৭১, সমালোচনার ১॥। (২) "ইকনমিক্‌স্‌ অ্যাণ্ড হিউম্যান বিহেভিয়ার" (অর্থ-শাস্ত্র ও মনুষ্য-স্বভাব), কেতাবের ১১৭ পৃষ্ঠা, সমালোচনার ২॥। (৩) (৪) (৫) "মডার্ণ ডেভেলপমেণ্ট অব্‌ সিটি গবর্ণমেণ্ট ইন্‌ দি ইউনাইটেড কিংডম্‌ অ্যাণ্ড দি ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্‌" (যুক্তরাজ্যে ও যুক্তরাষ্ট্রে নগরশাসনের আধুনিক বিকাশ-ধারা); কেতাবে আছে (২ খণ্ডে) ৭৪৫ পৃষ্ঠা; "মিউনিসিপ্যাল ফিন্যানস্‌ (মিউনিসিপালিটির কোষ) ৫৬২ পৃষ্ঠা; "প্রব্লেমস ইন দি মিউনিসিপ্যাল গবর্ণমেণ্ট" (নগর-শাসন সমস্যা), ৪৫৭ পৃষ্ঠা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এই তিনখানা বই একত্র সমালোচিত হইয়াছে ২ পৃষ্ঠায়।

ডাক্তার জে, এইচ্‌ ক্ল্যাপহাম্‌—২॥ পৃষ্ঠায় "দি আমেরিকান উল ম্যানুফ্যাক্‌চার (আমেরিকান পশম-শিল্প) (২ ভাগ) নামে কেতাব সমালোচনা করিয়াছেন। পৃষ্ঠা দেওয়া নাই।

অধ্যাপক জি, ডব্লিউ ড্যানিয়েলস লেখক হিসাবে আগেই আলোচিত হইয়াছেন।

এ, ডব্লিউ, ফ্লাক্স ৫৯ পৃষ্ঠার বই "দি ন্যাশনাল ইন্‌কাম্‌", (১৯২৪ সনে জাতীয় আয়)। তারই সমালোচনায় গিয়াছে ২॥ পৃষ্ঠা।

আর, জি, হট্রে। ইঁহার সমালোচিত কেতাবগুলার নাম (১) "রেষ্টোরিং কারেন্সি ষ্ট্যাণ্ডার্ডস্‌" (সিক্কা প্রমাণের পুনঃ প্রবর্ত্তন) ১০৬ পৃষ্ঠা। সমালোচনা-প্রায় ২ পৃষ্ঠা। (২) "থিওরি অব্‌ ইণ্টারন্যাশনাল প্রাইসেজ্‌" (আন্তর্জ্জাতিক দরতত্ত্ব ৫৭১ পৃষ্ঠা। ২॥ পৃষ্ঠা। (৩) "মানি" (মুদ্রা) ১২০ পৃষ্ঠা। ২ পৃষ্ঠা। (৪) "মডার্ণ মনিটারি সীষ্টেম্‌স্‌" (আধুনিক মুদ্রা-রীতি) ২৩৮। ৩ পৃষ্ঠা। "কন্‌ট্রোলিং দি আউট্‌পুট অব্‌ দি গোল্ড (স্বর্ণোত্তোলন-শাসন) ৩১ পৃষ্ঠা। ১। পৃষ্ঠা। (৫) "এ মনিটারি হিষ্টরি অব্‌ আয়ার্‌ল্যাণ্ড" (আয়ার্‌ল্যাণ্ডের মুদ্রার ইতিহাস)—২১৯ পৃষ্ঠা। প্রায় ১ পৃষ্ঠা।

হেন্‌রি হিগ্‌স্‌—"দি ইন্‌ডাষ্ট্রী অ্যাণ্ড ট্রেড্‌ অব্‌ জাপান (জাপানের ব্যবসা-বাণিজ্য)। ১৫+৩২৬ পৃষ্ঠা। ২ পৃষ্ঠা।

ডব্লিউ, টি, লেটন—"ফ্যামিলি এলাউন্সেস্‌ ইন্‌ প্র্যাক্‌টিস্‌" (বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ও হল্যাণ্ডে পারিবারিক ভাতার প্রথা ও ক্ষতিপূরণ ফাণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা। পৃষ্ঠা দেওয়া নাই। "ফ্যামিলি ইন্‌কাম ইন্‌শিওরেন্স" (পারিবারিক আয়-বীমা) পৃষ্ঠা দেওয়া নাই। ৩ পৃষ্ঠা।

অধ্যাপক এল্‌, এল্‌, প্রাইস্‌। এই ভদ্রলোক সমিতির সহযোগী সম্পাদক। (১) "ষ্টাডিজ্‌ ইন্‌ পাব্‌লিক ফিনান্স" (সরকারী কোষ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা), পৃষ্ঠা ৯+৩০২। ৩ পৃষ্ঠা। (২) (৩) "দি ইকনমিক ব্যাক-গ্রাউণ্ড অব্‌ দি গস্‌পেল্‌স্‌" (খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলের আর্থিক ভিত্তি), ১৫২ পৃষ্ঠা; "দি ক্রিশ্চিয়ান্‌ এথিক অ্যাজ্‌ অ্যান্‌ ইকনমিক ফ্যাক্টর" (খৃষ্টান নীতিবাদের আর্থিক সার্থকতা), ১০৬ পৃষ্ঠা। উভয় পুস্তক একত্রে ৪॥ পৃষ্ঠায় সমালোচিত হইয়াছে। (৪) "দি টেব্‌ল্‌স্‌ টার্ণড্‌—এ লেক্‌চার অ্যাণ্ড ডায়েলগ্‌ অন্‌ অ্যাডাম স্মিথ অ্যাণ্ড দি ক্লাসিকাল ইকনমিষ্টস্‌" (মোড় পরিবর্ত্তন—অ্যাডাম্‌ স্মিথ ও

ক্লাসিক্যাল অর্থশাস্ত্রীদের সম্বন্ধে বক্তৃতা ও কথোপকথন বা মোলাকাৎ) ৬+৫২ পৃষ্ঠা; ১। পৃষ্ঠা। (৫) ১৫৪ পৃষ্ঠার একখানা ফরাসী কেতাব (দামের উঠা-পড়ার নিয়ম ও দরের সাধারণ গতি)। ৪ পৃষ্ঠা। (৬) "দি রোড্ টু প্রস্পারিটি" (সৌভাগ্যের সড়ক অর্থাৎ উপায়); ৭+১৫৪ পৃষ্ঠা। ২ পৃষ্ঠা।

স্যার জি, সি, ষ্ট্যাম্প—(১) "আমেরিকান ফরেন ইনভেষ্টমেণ্টস্" (আমেরিকার বিদেশে টাকা খাটান)—৪২১ পৃষ্ঠা; ১॥ পৃষ্ঠার উপর। (২) পিগুর "ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ফ্লাক্চুয়েশানস্ (ব্যবসার জোয়ার-ভাঁটা); ৩৯৭ পৃষ্ঠা। সমালোচনার জন্য প্রায় ৭ পৃষ্ঠা গিয়াছে।

অধ্যাপক আর, এইচ্, টনি—ক্যালেণ্ডার অব্ প্লী অ্যাণ্ড মেমোরেণ্ডাম রোল্স রেকর্ডেড্ এমং দি আর্চিহ্বস্ অব্ দি কর্পোরেশ্যন অব্ দি সিটি অব্ লণ্ডন অ্যাট্ দি গিল্ড্ হল্। রোল এ ১ এ—এ ৯ (১৩২৩-১৩৬৪ খৃঃ অঃ") (এটাকে লণ্ডন সহরের এক প্রাচীন "মজুর" শ্রেণীর কার্য্য-কলাপের মূল্যবান পত্রিকারূপে গণনা করা যাইতে পারে)। পৃষ্ঠা দেওয়া নাই। সমালোচনায় প্রায় ১ পৃষ্ঠা।

এই তালিকার সহিত বিভিন্ন দেশে অবস্থিত প্রতিনিধিদের সমালোচনা কার্য্যটাও জুড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। ১৫ জনের মধ্যে মাত্র ৪ জনের নিকট হইতে ৫ খানা বইয়ের সমালোচনা পাওয়া গিয়াছে।

কানাডা হইতে অধ্যাপক সি, আর, ফে সমালোচনা করিয়াছেন (১) "এ হিষ্টরি অব্ আমেরিকান ইমিগ্রেশন, ১৮২০-১৯২৪" (আমেরিকান উপনিবেশ ইতিহাস, ১৮২০-১৯২৪) ৩১৬ পৃষ্ঠা; (২) প্রিন্সিপল্স অ্যাণ্ড প্র্যাকটিস্ অব্ কো-অপারেটিহ্ব মার্কেটিং (সমবায় প্রণালীতে বাজারে ফেলার নীতিও তার প্রয়োগ) ৮+৫৮০ পৃষ্ঠা। উভয়ের একত্রে সমালোচনায় ৩ পৃষ্ঠার উপর ব্যয়িত হইয়াছে।

জার্ম্মাণি হইতে অধ্যাপক য়োসেফ্ আ শুম্পেটার কর্তৃক সমালোচিত পুস্তকের নাম "দি সোশিয়েল রিহ্বলিউশান ইন অষ্ট্রীয়া" (অষ্ট্রীয়ায় সামাজিক বিপ্লব), কেতাবের পৃষ্ঠা দেওয়া নাই, কিন্তু সমালোচনায় ১॥ পৃষ্ঠার উপর গিয়াছে।

ফ্রান্সের অধ্যাপক শার্লজিড্ "আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক জীবন" নামক ১৬+৪৯০ পৃষ্ঠার পুস্তকখানার সমালোচনা প্রায় ১ পৃষ্ঠা। ফরাসী ভাষায় করিয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক এডউইন আর এ সেলিগম্যান পৌনে দুই পৃষ্ঠায় ১৭+৪৭১ পৃষ্ঠার এক জার্ম্মাণ কেতাব সমালোচনা করিয়াছেন। ১৭৮৯ হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের কোষ আলোচনা করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

আমেরিকান ইকনমিক এসোসিয়েশানের সভ্যদের মধ্যে কে কতখানি সমালোচনার কাজ করিয়াছেন?

কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ল সি, প্লেন এক বৎসর সমিতির সভাপতিগিরি করিয়াছিলেন। তিনি দু'খানা কেতাবের সমালোচনা লিখিয়া দিয়াছেন। (১) দি বিজনেস লাইফ্ অব্ এনসিয়েণ্ট এথেনস্" (প্রাচীন এথেন্সের ব্যবসায়-জীবন), ১০+১৭৫ পৃষ্ঠা। সমালোচনায় ১¼ পৃষ্ঠা। (২) "ইনকাম ট্যাক্স প্রসিডিওর ১৯২৭" (আয়-কর আদায়ের রীতি, ১৯২৭)। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগের নাম 'নিট্ আয় ও কর-নির্দ্ধারণ। আদায় ও শোধের হিসাব।' ১৪+১৪৮৬ পৃষ্ঠা। অন্য ভাগের নাম 'ট্রেজারি বোর্ড অব্ ট্যাক্স, আপীল ও ফেডারেল কাছারিতে চলিত প্রথা'। ৪+৫৭৬ পৃষ্ঠা। সমালোচনার জন্য ১ পৃষ্ঠা।

ফ্রাঙ্ক এইচ, নাইট (আইওআ বিশ্ববিদ্যালয়)—ইনি সম্পাদক-সঙ্ঘের অন্যতম। (১) "প্রিমিটিহ্বি ট্রেড্, ইটস্ সাইকোলজি অ্যাণ্ড ইকনমিকস্" (আদিম যুগের বাণিজ্য, তার মনস্তত্ত্ব ও আর্থিক তত্ত্ব) ১৯১ পৃষ্ঠা; ১ পৃষ্ঠা। (২) "সোশ্যাল প্রগ্রেস্" (সামাজিক উন্নতি) ১৮+৩৮৮ পৃষ্ঠা; ¾ পৃষ্ঠা। (৩) চেকো-শ্লোভাকিয়ান ভাষায় লিখিত সামাজিক নীতির ভিত্তি নামক ৩৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিত গ্রন্থের ¾ পৃষ্ঠা সমালোচনা। (৪) মার্শ্যালের "সরকারী কাগজপত্র"; ৭+৪২৮ পৃষ্ঠা। ½পৃষ্ঠা।

জন আইস (কন্‌সাস্ বিশ্ববিদ্যালয়)—ইনিও সম্পাদক সঙ্ঘের একজন। (১) "এলিমেণ্টারি ইকনমিক্স্" (অর্থশাস্ত্রের প্রথম পাঠ)—দুইভাগে সমাপ্ত—১৮+৫৬৮ ও ৮+৬৬১ পৃষ্ঠা। সমালোচনা ৪।৹ পৃষ্ঠার উপর।

(২) "ইন্‌ট্রোডাকশান টু প্রডাক্‌শন ইকনমিক্‌স্‌" (উৎপাদক অর্থশাস্ত্রের সূচনা) —১৬+৯৫৭ পৃষ্ঠা। ১৷৷০ পৃষ্ঠার উপর। (৩) "এলিমেণ্টস্‌ অব্‌ ইকনমিক্‌স" (অর্থশাস্ত্রের কাঠখড়), —৬৮+৬৩১ পৃষ্ঠা ; ১/২ পৃষ্ঠার উপর।

(ক্রমশঃ)

তর্ক-প্রশ্ন

১। ভারতীয় জীবনবীমায় স্বদেশী কোম্পানীর প্রাধান্য

গত বৈশাখ মাসের "আর্থিক উন্নতি"র ১৯শ পৃষ্ঠায় ভারতের জীবনবীমার মোট কাজের যে বহর দেখান হইয়াছে তন্মধ্যে বিদেশী বা অ-ভারতীয় কোম্পানীগুলির হিস্যা ৪/৭ অংশ দেখান হইয়াছে, বাকী ৩/৭ অংশ ভারতীয় কোম্পানীর তাঁবে আছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু উণ্টা। বর্ত্তমানে যত টাকার জীবনবীমার চুক্তি চল্‌তি আছে তার ৪/৭ অংশের হিস্যাদার ভারতীয় কোম্পানী; অবশিষ্ট ৩/৭ অংশ বা শতকরা মাত্র ৪২·৪২ অংশ বিদেশী কোম্পানীর তাঁবে আছে। এমন এক সময় ছিল যখন ভারতীয় জীবনবীমার শতকরা ৮০ ভাগের উপর বিদেশী কোম্পানীর হাতে চলিয়া যাইত। কিন্তু জনসাধারণের ভিতর "জীবনবীমা কোম্পানী নির্ব্বাচনের" অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী কোম্পানীর কাজ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত চৌধুরী,
চীফ্‌ এজেণ্ট, হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ্‌ অ্যাসুর্যান্স, লিঃ।
৫২নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

২। ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা

শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে মহাশয় গত জ্যৈষ্ঠের "আর্থিক উন্নতি"র ১৫০ পৃষ্ঠার পাদটীকার উল্লেখ করিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার ও আমি 'ডিমিনিশিং রিটার্ণ' এবং 'ইন্‌ক্রিজিং রিটার্ণ'এর বাংলা "ক্রমিক লাভের হ্রাস, বৃদ্ধি" চালাইয়াছি। কোথায় কি লিখিয়াছি তাহা মনে পড়িতেছে না। হাতের সামনে "ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা"র পাণ্ডুলিপিখানা রহিয়াছে। তাহাতে দেখিতেছি আমি 'রিটার্ণে'এর বাংলা 'আয়' লিখিয়াছি। দে মহাশয়ের ব্যবহৃত "নিম্নগ—" ও "ঊর্দ্ধগ—" শব্দাংশ দুটী ভালই হইয়াছে; কিন্তু চল্‌তি শব্দের সাহায্যে ভাবটি প্রকাশ করিতে পারিলে সকলের নিকট বেশী দ্যোতক হইত বলিয়া মনে হয়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

৩। ব্যবসার ইঙ্গিত

গত আষাঢ় মাসের 'আর্থিক উন্নতি' পত্রিকায় মৎসঙ্কলিত 'কয়েকটি ব্যবসায়ের ইঙ্গিত' নামক-প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং ভুলক্রমে প্রবন্ধের নিম্নদেশে লিখিত "কয়েকটি সাময়িক পত্রিকা হইতে সঙ্কলিত" এই লাইনটী মুদ্রিত না হওয়াতে আমাকে বিব্রত হইতে হইয়াছে। প্রবন্ধটী আমার স্বকীয় রচনা মনে করিয়া এবং উক্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত ব্যবসায়সমূহে আমাকে অভিজ্ঞ মনে করিয়া সম্প্রতি রেঙ্গুন হইতে শ্রীযুক্ত হরিহর মজুমদার নামক এক ভদ্রলোক আমাকে সুদীর্ঘ প্রশ্নপূর্ণ এক পত্র লিখিয়াছেন। আমি বিনীতভাবে জানাইতেছি উক্ত ব্যবসাগুলিতে আমার ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা নাই এবং প্রবন্ধটী একটি সঙ্কলিত প্রবন্ধ।

শ্রীসুকুমার মিত্র

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শীল বি-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

...দ্বিজ্ঞা-পাঠাগার গ্রন্থ...

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

আর্থিক উন্নতি

কার্ত্তিক—১৩৩৫ | ৩য় বর্ষ—৭ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
. জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

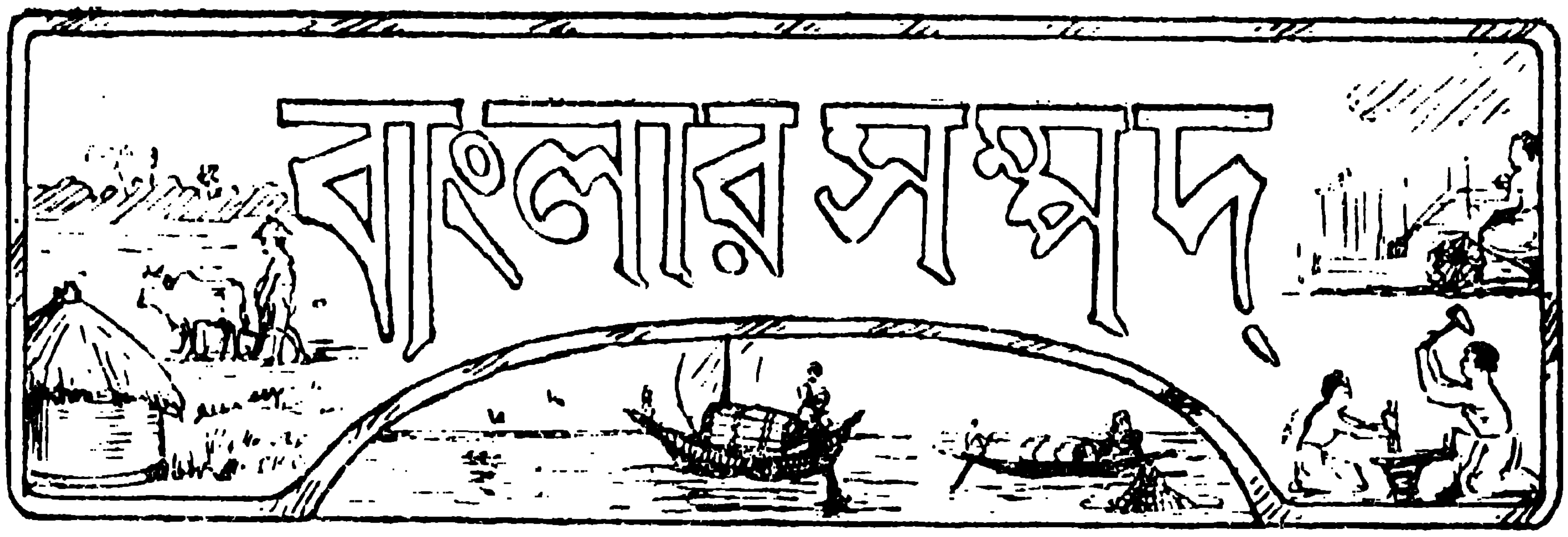

দি চিটাগং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড্

১৯২৪ সনের ২৩শে নবেম্বর তারিখে এই কোম্পানী গঠিত হয় এবং ১৯২৫ সনের মধ্যভাগে চট্টগ্রাম সহরে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করার জন্য স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রয়োজনীয় লাইসেন্সের দরখাস্ত করা হয়। লাইসেন্স-প্রাপ্তির সম্বন্ধে বহুপ্রকার বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও উদ্যোক্তাগণের বহু চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট ১৯২৬ সনের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে লাইসেন্স মঞ্জুর করেন এবং ১৯২৭ সনের ২৩শে মার্চ্চ তারিখে সহরের কয়েকটি রাস্তায় প্রথম বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ আরম্ভ করা হয়।

চট্টগ্রামে বিজলীর চাহিদা

১৯২৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯২৮ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাব নিম্নরূপঃ—

৪৩৯টী বাড়ীতে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা হইতেছে। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৬০১টী বাড়ীতে "কনেক্‌শান" ও মিউনিসিপ্যাল রাস্তায় ৩২৭টা বাতি দেওয়া হইয়াছে। গত বৎসরের প্রতিমাসে কত ইউনিট বিক্রয় হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত হিসাব হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে :—

১৯২৭ সনের এপ্রিল	...	...	১৪৪৮ ইউনিট
” মে	...	...	১৪৮৮ ”
” জুন	...	...	১৯৯২ ”

„	জুলাই	...	...	২৬১২	„
„	আগষ্ট	...	...	৩২২৬	„
„	সেপ্টেম্বর	...	...	৪৫৪২	„
„	অক্টোবর	...	...	৫১০৩	„
„	নবেম্বর	...	...	৪৭৯২	„
„	ডিসেম্বর	...	...	৫০৭২	„
১৯২৮ সনের	জানুয়ারী	...	...	৫১৪৪	„
„	ফেব্রুয়ারী	...	...	৫৭০৮	„
„	মার্চ্চ	...	...	১১৭৯০	„

অংশীদারদিগকে কর্ম্মকর্ত্তারা জানাইতেছেন :—

"উপরোক্ত হিসাব হইতে প্রতীয়মান হয় যে, চট্টগ্রাম সহরে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। এই প্রথম বৎসরেই কোম্পানীর ডাইরেক্টার-গণ সমস্ত হিসাব নিকাশ করিয়া আপনাদিগকে শতকরা ৩৵০ আনা হারে ডিভিডেণ্ড দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন। অধিকাংশ ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীতে প্রথমবর্ষে কোন লাভ হয় নাই। গত বৎসরের ১৫১৬০॥/১ লাভের অঙ্ক বাদ দিলেও কোম্পানীর আর এক দিকে বিশেষ লাভ হইয়াছে দেখা যায়। ইঞ্জিনিয়ার, কেরাণী, মিস্ত্রী ইত্যাদি প্রায় ৬০ জন কর্ম্মচারী এই কোম্পানীতে কার্য্য করিয়া তাহাদের স্ব স্ব পরিবারবর্গ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন।

কারখানায় কারখানায় বিজলী

চতুর্দ্দিকে বৈদ্যুতিক শক্তির যেরূপ আদর ও চাহিদা বাড়িতেছে তাহাতে কোম্পানীর ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল বলিয়া আমরা বিশেষ আশান্বিত হইয়াছি। ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতিসাধনও কোম্পানীর অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। বর্ত্তমানে চট্টগ্রামের দৈনিক পত্রিকা "জ্যোতিঃ" বৈদ্যুতিক শক্তি-পরিচালিত প্রেসে মুদ্রিত হয়। একটি সোডা লিমনেডের কল, একটী ইলেক্ট্রোপ্লেটিং মেশিন, একটি বায়স্কোপের কল ও একটী তুলার বীচি ছাড়াইবার বৃহৎ কল বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিচালিত হইতেছে। আর একটী বরফের কারখানা চট্টগ্রামে স্থাপিত হইতেছে। তজ্জন্য ৩০ ঘোড়ার বেগশালী একটি মোটর আনা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান সময়ে চট্টগ্রামে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে নিম্নলিখিত কল কারখানাগুলি লাভজনকভাবে পরিচালিত করা যাইতে পারে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিতেছেন। আমাদের অংশীদারগণের অবগতির জন্য এখানে উহার আলোচনা করা যাইতেছে :—

১। কাঠ চিরাইবার কল। চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে প্রচুর কাঠ প্রতি বৎসর আমদানি হয়। চট্টগ্রাম-নাজিরের হাট রেলওয়ে লাইনে গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে রামগড় পাহাড়ের কাঠও চট্টগ্রামে আসিবে। এই স্থানে লোকের সাহায্যে যেভাবে কাঠ চিরান হয়, বৈদ্যুতিক শক্তি-পরিচালিত কল বসাইলে অতি অল্পব্যয়ে ও কম সময়ের মধ্যে কাঠ চিরাইবার ব্যবস্থা করিতে পারা যাইবে।

২। পিতল ও এলুমিনিয়ামের পাতের কল। বর্ত্তমানে চট্টগ্রামে প্রচুর এলুমিনিয়ামের ও পিতলের বাসন বিক্রয় হইতেছে। ইহার অধিকাংশই কলিকাতায় প্রস্তুত। এইরূপ কল এখানে বসাইলে এলুমিনিয়াম, পিতল ও টিনের চাদর হইতে নানাপ্রকার বাসন খুব অল্প খরচে প্রস্তুত করিয়া সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম এবং আরাকানের বাজারে প্রচুর ব্যবসা করা যাইতে পারে।

৩। চট্টগ্রামে প্রতিমাসে পাটনা ও কলিকাতা হইতে হাজার হাজার মণ আটা ও ময়দা আমদানি হয়। বৈদ্যুতিক শক্তি-পরিচালিত ময়দা ও আটা-পেষা কল এখন কলিকাতার প্রতি রাস্তাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে খুব কম মূলধন ও স্থানের আবশ্যক হয়। এখানে ঐরূপ কল বসাইলে টাট্‌কা ময়দা ও আটা প্রস্তুত করিয়া বিদেশাগত পুরাতন ও ভেজাল জিনিষের সহিত প্রতি-যোগিতায় সস্তা দরে বিক্রয় করিতে পারা যাইবে।

৪। বর্ত্তমানে চট্টগ্রাম জেলায় ব্যবহৃত তৈলের শতকরা ৮০ ভাগেরও অধিক বিদেশ (প্রধানতঃ পাটনা, কলিকাতা) হইতে আসিয়া থাকে। বৈদ্যুতিক শক্তি-পরিচালিত আধুনিক এক্‌সপেলার যন্ত্রের সাহায্যে এখানে তৈল প্রস্তুত করিবার ব্যবসা বিশেষ লাভজনক হইবে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, আরাকান, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর সরিষা, তিল, তিসি প্রভৃতির আবাদ

হয়। সুতরাং কল চালাইবার কাঁচা মাল প্রচুর পাওয়া যাইবে। উৎপন্ন তৈল ব্যতীত পশুখাদ্য ও চা-বাগানের জন্য খৈলেরও প্রচুর চাহিদা রহিয়াছে।

৫। বর্ত্তমান সময়ে অপেক্ষাকৃত অল্পমূলধনে কলিকাতার নিকটে ও আলিগড় প্রভৃতি স্থানে তালা, চাবি, ট্রাঙ্ক, বালতী, ছুরী, কাঁচি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে এবং উহা গুণে ও মূল্যে বিলাতীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। চট্টগ্রামেও উপরোক্ত জিনিষগুলি বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে প্রস্তুত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের বাজারে সরবরাহ হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত কাপড় বোনা কল (বিশেষতঃ লুঙ্গি প্রস্তুতের জন্য), পাটের কল, ধানভানা কল প্রভৃতি আরও অনেক প্রকার লাভজনক কল, যাহা বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে সর্ব্বত্র চলিতেছে, তাহা এখানে চলিতে পারে। এ সম্বন্ধে আমরা আমাদের অংশীদারগণকে বিস্তারিত বিবরণী, এষ্টিমেট ও অন্যান্য বিষয়ে জানাইয়া সাহায্য করার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। কোম্পানীর আফিসে পত্র লিখিলে বা উপস্থিত হইলে বিস্তারিত জানিতে পারিবেন। চট্টগ্রামে একটি কটনমিল ও জুটমিল কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। এই সকল মিল কল-কারখানা চালাইবার জন্য আমাদের নিকট বৈদ্যুতিক শক্তি চাহিলে প্রতি মাসে বহু সহস্র ইউনিট বিক্রয় হওয়ার আশা করা যায়।

চট্টগ্রামে পাওয়ার হাউস তৈয়ারীর খরচ

আপনারা অবগত আছেন বর্ত্তমান সময়ে আমরা আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি খরিদ করিয়া সহরে সরবরাহ করিতেছি এবং তজ্জন্য তাহাদের সঙ্গে ৫ বৎসরের চুক্তি করা হইয়াছে। উক্ত চুক্তিমূলে স্থির হইয়াছে যে, এই ৫ বৎসর পরে যদি রেলওয়ে কোম্পানী বৈদ্যুতিক শক্তি বিক্রয় করিতে অনিচ্ছুক হন কিংবা আমরা যদি তাহাদের নিকট হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক না হই, তবে ৩ বৎসর অন্তে পরস্পর দুই বৎসরের নোটিশ দিতে হইবে। ১৯২৭ সনের ২৩শে মার্চ্চ তারিখ হইতে এই চুক্তিনামামূলে কাজ চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং যদি রেল কোম্পানীর সঙ্গে আমাদের সংস্রব ত্যাগ করিতে হয় তবে ১৯৩০ ইং ২৩শে মার্চ্চ তারিখে আমাদিগকে দুই বৎসরের জন্য এই মর্ম্মে নোটিশ দিতে হইবে যে, ১৯৩২ ইং ২৩শে মার্চ্চ তারিখ হইতে আমরা আর রেলওয়ে কোম্পানী হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি ক্রয় করিব না। রেলওয়ে কোম্পানী এই ৫ পাঁচ বৎসর পরে আমাদিগকে আর বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করিবেন কিনা তাহার কোনও মতামত জানা যায় নাই। কিন্তু আমাদের দিক্ দিয়া আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি যে, যদি উল্লিখিত ভাবে চট্টগ্রাম সহরে শিল্প-কারখানাদি বিস্তার লাভ করে এবং রেলওয়ে কোম্পানী তাহাদের বর্ত্তমান দর বিশেষরূপে কমাইয়া না দেন, তবে কোম্পানীর নিজের জেনারেটিং ষ্টেশন অর্থাৎ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনকারী কারখানা প্রস্তুত করার কার্য্য ১৯৩০ সন হইতেই আরম্ভ করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইবে। আমরা এই বিষয়ে ইতিমধ্যে অনেক বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের বিক্রয়ের পরিমাণ ও রেল কোম্পানীর বর্ত্তমান দর বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া তাহারা সকলেই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ৪০০ কিলো-ওয়াট্ অর্থাৎ ৬০০ ঘোড়ার শক্তি-বিশিষ্ট জেনারেটিং ষ্টেশন কোম্পানী নিজে পরিচালনা করিলে অনেক কম খরচে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিতে পারা যাইবে। এই জন্য কয়েক কোম্পানী হইতে উপরোক্ত জেনারেটিং ষ্টেশন প্রস্তুত করিবার ব্যয়ের যে এষ্টিমেট লওয়া হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, জমি, ইঞ্জিন, ডাইনামো ও অন্যান্য কল-কব্জা ইত্যাদির মূল্য বাবদ প্রায় দুই লক্ষ টাকা খরচ হইবে। উক্ত কল-কারখানার মূল্যাদিও বিশেষ সুবিধাজনক কিস্তিমতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। জেনারেটিং ষ্টেশনের কল-কব্জা ইত্যাদি প্রথমে সুচারুরূপে স্থাপন করিতে পারিলে তাহা পরিচালনা করা অত্যন্ত সহজসাধ্য।

১৬ মাইল লাইন

কোম্পানীর গত বৎসরের হিসাব-নিকাশ হইতে আপনারা দেখিতে পাইতেছেন যে, গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১০৬৩১ শেয়ার বিক্রয় হইয়াছে। তন্মধ্যে এলটমেণ্টের

টাকা না দেওয়াতে ৮৮২ শেয়ার বাজেয়াপ্ত হইয়া বাকী ৯৭৪৯ শেয়ার বাহাল রহিয়াছে। আরও ২২৫১ শেয়ার অবিক্রা আছে। সহরে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত প্রধান রাস্তাগুলিতে ১৬ মাইল ব্যাপী লাইন প্রস্তুত করা হইয়াছে। আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তাতে প্রায় ৬ মাইল লাইন করার একান্ত প্রয়োজন আছে। তজ্জন্য বাকী শেয়ার বিক্রয়ের একান্ত প্রয়োজন।

চট্টগ্রাম বন্দরের বাড়্তি

চট্টগ্রাম বন্দরকে সম্প্রতি একটী প্রথম শ্রেণীর বন্দরে পরিণত করা হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান বার্ষিক আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ ১৮ কোটি টাকারও অধিক। দ্রুত-গতিতে এই বন্দর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। শীঘ্রই এখানে একটী এরোপ্লেন ষ্টেশন ও বেতার বার্ত্তার অফিস স্থাপিত হইতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে বার্ম্মা রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে এই বন্দরের আকার দ্বিগুণ হইবে এবং কল-কারখানা ও আলোক, পাখা প্রভৃতির চাহিদা প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। এমতাবস্থায় এখানে বৈদ্যুতিক কারখানার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইসকল দিক্ বিবেচনা করিয়াই বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন সম্বন্ধে এখন হইতেই আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইতেছে। আমরা আশা করি কোম্পানীর জেনারেটিং ষ্টেশন স্থাপন কার্য্যও সুসম্পন্ন করিয়া আপনাদের এই জাতীয় অনুষ্ঠানকে সাফল্য-মণ্ডিত করিতে পারিব।

সরকারী বন-বিভাগ ও গোচারণ

বাঙলা সরকারের একটী বন-বিভাগ আছে। উহা সংরক্ষিত বিভাগ। অর্থাৎ উক্ত বিভাগ সম্বন্ধে সর্ব্ব-সাধারণের মত সরকার ইচ্ছা করিলে গ্রহণ করিতেও পারেন না করিতেও পারেন। বাঙ্গালাদেশে এক বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল ব্যতীত আর সকল জঙ্গলগুলি সরকারের খাস সম্পত্তি। ঐ বন-বিভাগ বিশেষ লাভজনক, বহু টাকা সরকারের আয় হয় এবং ঐ আয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমানে বন-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ সরকারী জঙ্গল মহলে গো-মহিষ চারণ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বহু গোয়ালা গো-মহিষ চারণ করিত এবং এখানে যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ গাওয়া ঘী ও মহিষা ঘী পাওয়া যাইত। লোকের স্বাস্থ্যও ভাল ছিল। এখন গো-মহিষ চারণ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় বিশুদ্ধ ঘৃত, মাখন দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ভেজাল ঘীতে দেশ ভরিয়া গিয়াছে, দেশের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে। স্থানীয় ডেপুটি কন্‌সারভেটার মিঃ ম্যাকালপীন্ সাহেবের সঙ্গে এ বিষয়ে আমাদের কথা হয়। তিনি গো-মহিষ চারণের পক্ষে এবং এ বিষয়ে কন্জারভেটর সাহেবের নিকট লিখিয়াছিলেন, কিন্তু ফল হয় নাই। কন্‌সারভেটার সাহেবের মত গো-মহিষ চারণ করিলে জঙ্গলে শাল শিশু প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষের চারা মরিয়া যায়, মাটি শক্ত হইয়া যায়, বনসম্পদ্ বৃদ্ধি পায় না, সরকারের আয় কমিয়া যায়। আমরা জিজ্ঞাসা করি সরকার কি ব্যবসা-সঙ্ঘ, যে কেবল লাভের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবেন? জন-সাধারণের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি করাও তাঁহাদের কাজ। সরকার মুখে জনসাধারণের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য অনেক কথা বলেন এবং অনেক টাকাও ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু গো-মহিষ চারণ জন্য কি সামান্য ক্ষতি স্বীকার করিতে পারেন না? প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জঙ্গল মহল সরকারের হাতে। তাহার এক-চতুর্থাংশ গো-মহিষ চারণের জন্য খুলিয়া দিলে সরকারের অতি সামান্য ক্ষতি হইবে। কিছু আয়ও হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ ঘৃত মাখন পাইবার ব্যবস্থা হইবে ও সাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে। সেদিন কলিকাতায় ছাত্র-মঙ্গল সমিতির রিপোর্টে প্রকাশ যে বাঙলায় কলিকাতার ছাত্র-সমাজের মধ্যে শতকরা ২৫ জন ক্ষীণ-দৃষ্টি এবং প্রত্যেক তিনটি ছাত্রের মধ্যে দুইটি স্বাস্থ্যহীনতার জন্য উচ্চশিক্ষা লাভের অনুপযুক্ত। কেন এমন হইল? কারণ পুষ্টিকর বিশুদ্ধ ঘৃত মাখনের অভাব ও ভেজাল খাবারের প্রাদুর্ভাব। দেশে ক্রমশঃ যক্ষ্মা রোগের বৃদ্ধি হইতেছে কেন? আমরা আশাকরি ডেপুটি কমিশনার সাহেব ও কমিশনার সাহেব বাহাদুর এবিষয়ে অবহিত হইবেন ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

(জনমত)

কলিকাতা কর্পোরেশানে নয়া পুরাণা

(১) আওয়াজ কমাইবার ব্যবস্থা—আজকাল কলিকাতার নানাস্থানে লোহার ফ্রেমের উপর আধুনিক প্রণালীতে বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে। যে স্থানে বাড়ী নির্ম্মিত হয় সাধারণতঃ সেই স্থানেই লোহার গার্ডারগুলিকে কাটিবার বন্দোবস্ত করা হয়; ইহাতে অত্যন্ত আওয়াজ হয় বলিয়া স্থানীয় বাসিন্দাদের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। ৫ই মে তারিখের কর্পোরেশান মিটিংএ চীফ্ এক্সিকিউটীভ অফিসার জানাইয়াছেন যে, যেস্থানে বাড়ী তৈয়ারী হইতেছে সেই স্থানেই গার্ডার কাটা বন্ধ করা যাইতে পারে। আবেদন করিলে, ম্যাজিষ্ট্রেট হুকুম জারী করিয়া ঐরূপ গার্ডার কাটা বন্ধ করিবেন। কর্পোরেশানের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ও হেল্‌থ অফিসারও (কেহ আবেদন করুক বা না করুক) ঐরূপ হুকুম জারি করিতে পারেন।

(২) নকল চা ধরিবার চেষ্টা—নকল চায়ের বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান টি সেস্ কমিটীর ভারতীয় কমিশনাররা কলিকাতার গুদামগুলাতে চায়ের যে সব ষ্টক আছে, তাঁহাদের সহকারীদের সেইগুলা পরিদর্শনের অধিকার দিবার জন্য, কর্পোরেশানকে অনুরোধ করিয়াছেন। পাবলিক হেল্‌থ ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী এখন এই ব্যাপারটীর আলোচনা করিতেছেন।

এই সঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, ইণ্ডিয়ান্ টি সেস্ কমিটির পরিদর্শকেরা স্থানীয় গুদামগুলার কোথায় অস্বাস্থ্যকর চা আছে তাহার খবর পাইতে কর্পোরেশানের স্বাস্থ্য-বিভাগকে কয়েক বৎসর যাবৎ বেসরকারীভাবে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন।

(৩) টালিগঞ্জে খৃষ্টানদের গোরস্থান—খৃষ্টানদের মৃতদেহ কবর দিবার জন্য টালিগঞ্জে, রসারোড হইতে ৭০০ ফুট দূরে, ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ১ শত টাকা ব্যয়ে, ৭৬ বিঘা জমি লইবার কথা হইতেছে। কর্পোরেশানের সাধারণ মিটিংএ আলোচিত হইবার পর ফিনান্স এষ্টেট্‌স্ অ্যাণ্ড জেনারেল পারপাজেস্ ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি ও পাবলিক হেল্‌থ ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি এই দুইটী কমিটির মিলিত মিটিংএ আলোচিত হইবার জন্য প্রস্তাবটী পাঠান হইয়াছে; কমিটির মেম্বারগণ ছাড়া শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু, সনৎ কুমার রায় চৌধুরী ও বি, সি, ঘোষও ঐ মিটিংএ উপস্থিত থাকিবেন। কমিটি দুইটির মত পাইলে আবার সাধারণ মিটিংএ আলোচনা চলিবে। এদিকে, খৃষ্টান বেরিয়াল বোর্ড একটি চিঠিতে কর্পোরেশানকে জানাইয়াছেন যে, নির্দ্দিষ্ট স্থানটী তাঁহাদের মোটেই পছন্দসই নহে।

(৪) মহিষে টানা ২ চাকার গাড়ীর ভার কমানো। গত বৎসরের নবেম্বর মাসে বাংলা গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশানের নিকট প্রস্তাব করেন যে, মহিষে টানা ২ চাকার গাড়ীতে ৬০ মণের স্থানে ৪৫ মণের বেশী মাল বহিতে দেওয়া হইবে না, এই নিয়ম করা আবশ্যক এবং তাহার জন্য ১৯২০ সনের বেঙ্গল ক্রুয়েল্টি টু অ্যানিম্যালস্ অ্যাক্টের ২৯ (২) ধারা অনুসারে যে নিয়মাবলী আছে সেগুলার পরিবর্ত্তন করা ও ঐ সম্বন্ধীয় কর্পোরেশানের বাই-ল পরিবর্ত্তন করা, অথবা তাহা তুলিয়া দেওয়া প্রয়োজনীয়। কর্পোরেশান তাঁহাদের জানান যে, তাঁহারা মহিষটানা গাড়ীর মালের ওজন কমাইবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। তখন বাংলা গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশানকে জানাইলেন যে, মহিষে টানা গাড়ীর মালের ওজন সম্বন্ধে যে আইন আছে তাহার পরিবর্ত্তন করা হইবেই, এ বিষয়ে তাঁহারা স্থিরসঙ্কল্প। আর কর্পোরেশান যদি আইনের পরিবর্ত্তন অনুসারে তাঁহাদের বাই-ল পরিবর্ত্তন করিতে রাজী না হন, তাহা হইলে ১ মাসের মধ্যে কোন উত্তর না পাইলে, তাঁহারা নিজেরাই কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ৪৮৭ ধারা অনুসারে ঐ বাই-ল উঠাইয়া দিবেন। গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত কার্য্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া কর্পোরেশান হইতে চিঠি পাঠানো হইয়াছে।

(৫) জল-সরবরাহ বাড়াইবার জন্য নলকূপ। কলিকাতার অনেক স্থানে অত্যন্ত জলাভাব অনুভূত হয়। সেই সকল স্থানে যাহাতে নলকূপ বসান হয় তাহার জন্য গত মে মাসের মিটিংএ অল্ডারম্যান শ্রীযুক্ত এম্, দায়ুদ ও কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত বি, সি, সরকার দুইটী প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। প্রস্তাব দুইটী "ওয়াটার সাপ্লাই ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে" পাঠান হয়। কমিটি বলেন যে, আগামী নবেম্বর মাসে

দৈনিক ১২ হইতে ১৮ মিলিয়ন গ্যালন জল সরবরাহ বাড়ান হইবে। সুতরাং যে কয়টী নলকূপের খনন চলিতেছে কিংবা যে কয়টীর খনন অনুমোদিত হইয়াছে, সেগুলা ব্যতীত নূতন নলকূপ-খননের ব্যবস্থা করিবার দরকার নাই। কর্পোরেশানের সাধারণ মিটিংএ উক্ত মত অনুমোদনের জন্য আনিত হইলে, শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী বলেন যে, আগামী নবেম্বর মাসে জল-সরবরাহের পরিমাণ বাড়িলেও যত দিন না নূতন মেন বসানো হইতেছে ততদিন কলিকাতার অনেক স্থানে জল পাঠান বা জলের প্রেসার বাড়ান সম্ভব হইবে না। আর নূতন মেন বসাইতেও ৩।৪ বৎসর লাগিবে। সুতরাং এই সকল স্থানে নলকূপ বসান ব্যতীত উপায় নাই। শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্ম্মণ ও আস্তনাথ চ্যাটার্জ্জি বলেন যে, যে স্থানগুলা ১৯২৩ সনের আইন অনুসারে কর্পোরেশানের অধীনে নূতন আসিয়াছে, জল-সরবরাহের নূতন স্কীম হইতে সেগুলার কোন উপকার পাইবার সম্ভাবনা নাই।

(৬) এণ্টালির বাজার পূর্ব্বদিকে বাড়ান হইবে। জন্য নূতন জমি কিনিতে হইবে। জমি কিনিবার জন্য কর্পোরেশান ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা খরচ করিবেন।

পঞ্চ-বার্ষিক শিক্ষা-বিবরণী

১৯২১-২২ হইতে ১৯২৬-২৭ খৃঃ পর্য্যন্ত ৫ বৎসরের বাংলা দেশের শিক্ষা-বিবরণী সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, এই বর্ষ-পঞ্চকে বঙ্গদেশ শিক্ষায় তেমন অগ্রসর হয় নাই। ইহার কারণ "আর্থিক অসচ্ছলতা।" এটা এখন একটা সাধারণ কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অভাবগ্রস্ত দেশে অর্থাভাব ত রহিয়াছেই; কিন্তু তাই বলিয়া দেশ যদি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া অবনত অবস্থায়ই রহিয়া যায়, তবে তাহা বাস্তবিকই বড় কলঙ্কের কথা।

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে এক সময়ে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, বাঙ্গালার বহু স্কুলের মহা-শ্বাস উপস্থিত হইয়াছিল। আলোচ্য পাঁচ বৎসরে সেই দুরবস্থা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। হাই স্কুলের সংখ্যা ৮৭৮টার স্থলে বাড়িয়া ৯৮৫টা হইয়াছে। ছাত্রসংখ্যা ১ লক্ষ ৯০ হাজারের স্থলে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার হইয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষা লাভের উপযুক্ত বয়স-বিশিষ্ট ছাত্রদিগের প্রতি ৫ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন লেখাপড়া শিখে এবং যাহারা স্কুলে যায় তাহাদের মধ্যেও আবার অনেকে বছর শেষ না হইতেই লেখাপড়া ছাড়িয়া দেয়। সরকার পক্ষ হইতে এই অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ছাত্রদিগকে বিদ্যালয়ে যাইতে বাধ্য না করিলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সাধিত হইবে না।

ইয়োরোপীয়ান ও এংলো-ইণ্ডিয়ানদের জন্য ৬২টী বিদ্যালয় আছে। এই দুই শ্রেণীর জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ছাত্র-সংখ্যা ১০৮২১। ইহাদের মোট শিক্ষা-ব্যয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১০ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা গবর্ণমেণ্ট প্রদান করেন। প্রত্যেক ইয়োরোপীয় ছাত্রের জন্য মোট খরচ হয় বছরে প্রায় ৩৮০্ টাকা, আর ভারতীয় ছাত্রের জন্য খরচ হয় ৩৫৷৷০ টাকা। ৩৮০্ টাকার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট ১০০্ টাকা দেন, আর ৩৫৷৷০ টাকার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট ৬্ টাকা প্রদান করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ণভেদে এত বৈষম্য কোন প্রকারেই অনুমোদনীয় নহে।

১৯২৪ খৃঃ অব্দে কয়েকটী ইয়োরোপীয় স্কুলকে সাহায্য করিবার জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট কাউন্সিলে ৯৯ হাজার টাকা চাহিয়াছিলেন। কাউন্সিল সে দাবী অগ্রাহ্য করেন। গবর্ণমেণ্ট কিন্তু অন্য স্থান হইতে সে টাকা দিয়াছেন।

(শিক্ষাসমাচার)

৪ হাজার ইউনিয়ন বোর্ড

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের স্বায়ত্তশাসন-বিভাগ অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়াছেন যে, বর্ত্তমানে বাঙ্গালা প্রদেশে যে সকল ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত আছে বা স্থাপিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে, তাহাদের সংখ্যা ৪ হাজার।

(পল্লীবাসী)

চীনামাটির বাসন আমদানি

বিদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার চীনামাটির নানাপ্রকার জিনিষ ভারতবর্ষে আমদানি হইতেছে। ১৯১৯—২০ অব্দ হইতে ১৯২৪—২৫ অব্দ পর্য্যন্ত ৬ বৎসরে চীনামাটির জিনিষের বাবদ ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ ১২ হাজার ৬ শত ৭৯ টাকা এদেশ হইতে বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। এইরূপে বৎসরে গড়ে আমরা প্রায় ১ কোটি টাকা বিদেশী বণিক্ ও মৃৎ-শিল্পীর হাতে তুলিয়া দিতেছি। চীনামাটির তৈয়ারী নানাপ্রকার জিনিষের চাহিদা দেশে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। চীনামাটির সকল প্রকার জিনিষ তৈয়ারী করিবার উৎকৃষ্ট উপাদান ভারতের মৃত্তিকাতেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং ভারতে চীনামাটির নানাবিধ দ্রব্যাদি তৈয়ারী করিবার কারখানা স্থাপন করিয়া দেশের ধন দেশে রক্ষা করিতে হইবে ও দেশের ধনাগম বৃদ্ধি করিতে হইবে।

চীনামাটির নানাপ্রকার জিনিষ সভ্যজগতের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়াছে। বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহারের দ্বারা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের অসংখ্য কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। কলকারখানা হইতে আরম্ভ করিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি এক্ষণে আমাদের গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। এই বৈদ্যুতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার নিমিত্ত চীনামাটির অপরিচালক ("ইন্সুলেটর") দ্রব্যসকলের আবশ্যক হয়। বর্ত্তমান প্রয়োজন নির্ব্বাহের নিমিত্ত জাপান, জার্ম্মাণি, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতবর্ষকে লক্ষ লক্ষ টাকার চীনামাটির বিদ্যুৎ অপরিচালক দ্রব্যসকল ক্রয় করিতে হয়। বৈজ্ঞানিক শিল্পের প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষকে যদি পরমুখাপেক্ষী না হইতে হয়, তাহা হইলে দেশেই এই সকল দ্রব্য তৈয়ারী করিতে হইবে।

ইষ্টক, অগ্নিসহ পোর্সলেন, গার্হস্থ্য ও শিল্প-বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন নির্ব্বাহার্থ নানাবিধ পাত্র ও যন্ত্রাদি চীনামাটির দ্বারা তৈয়ারী হয়। আবার উহা অত্যুৎকৃষ্ট কাগজ, সাবান, নানাবিধ মলম, টয়লেট বা বেশ-বিন্যাসের নানা দ্রব্যের মূল উপকরণের সঙ্গেও মিশ্রণার্থ ব্যবহৃত হয়। ফলতঃ নানা প্রয়োজনে সভ্যজগতের সর্ব্বত্র চীনামাটির দ্রব্যের চাহিদা বা টান রহিয়াছে। ক্রমেই উহা বৃদ্ধি পাইবে।

ভারতে চীনামাটির জোগান

গবর্ণমেণ্টের জিওলজিকাল সার্ভের ১৯০৯ অব্দের রিপোর্টে দেখা যায় যে, রাজমহলের পার্ব্বত্য অঞ্চলে, ভাগলপুর, মুঙ্গের ও সাঁওতাল পরগণায় প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট চীনামাটি রহিয়াছে। পোর্সলেন বা চীনমাটির শিল্পদ্রব্যাদি তৈয়ারী করিতে আরও দুইটী জিনিষের দরকার হয়—স্ফটিক প্রস্তর ও বালুকা প্রস্তর। এই দুই জিনিষও গয়া, হাজারিবাগ ও সাঁওতাল পরগণায় প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৯০৫ অব্দে চীনামাটির শিল্পের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ ও সেরামিক ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেব মিহিজামের নিকট এক উৎকৃষ্ট স্ফটিক প্রস্তরের স্তূপ আবিষ্কার করেন। সত্যসুন্দর বাবু বার্লিনের ডাঃ সেগারের সুবিখ্যাত পরীক্ষাগারে এই স্ফটিক প্রস্তরের নমুনা লইয়া যাইয়া পরীক্ষা করাইলে উহা উৎকর্ষে পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্ফটিক প্রস্তরের সমতুল্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তদবধি মিহিজামের উক্ত স্তূপ হইতে সহস্র সহস্র টন স্ফটিক প্রস্তর নানা স্থানে চালান হইয়া যাইতেছে।

বিহারের অন্তর্গত রাজমহল ও মিহিজাম প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত স্থানের চীনামাটির শিল্পের খনিজ উপাদানসকল যেমন প্রচুর তেমনি উৎকৃষ্ট। অপর আবশ্যক বস্তু সকলও এই সকল স্থানে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। শ্রমিকও তথায় অতি সুলভ, তাহা সকলেই অবগত আছেন। বিহার গবর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগ বিহারের এই সকল খনিজ ধনকে কার্য্যোপযোগী করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন এবং বিহার ও উড়িষ্যার শিল্পোন্নতিতে সহায্য-দান বিষয়ক আইন অনুযায়ী এই সকল শিল্পের প্রতিষ্ঠান-প্রয়াসে সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছেন।

মিহিজামে চীনাবাসনের কারখানা

এই সকল সুযোগ লক্ষ্য করিয়া সত্যসুন্দর বাবু মিহিজামে চীনামাটির এক কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। তিনি ৫ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া পাটনায় "বিহার পটারিস্ লিমিটেড্" নামে এক যৌথ কারবারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বিহারের কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ, বিচক্ষণ ব্যক্তি এই কারবারের পরিচালক হইয়াছেন। আমাওয়ানের রাজা হরিহর প্রসাদ নারায়ণ সিংহ বাহাদুর, ও, বি, ই, এম্, এল্, সি, বনালীর রাজা কীর্ত্যানন্দ সিংহ বাহাদুর, বি, এ, পাটনার ব্যারিষ্টার মহম্মদ ইয়ুনুস, সম্বলপুরের জমীদার ও ব্যবসায়ী শঙ্করপ্রসাদ মিশ্র বি, এ, এবং মিঃ এস, দেব কোম্পানীর ডিরেক্টার। এতদ্ব্যতীত গয়া মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত কেদারনাথ, খাঁ বাহাদুর খাজা মহম্মদ নুর (গয়া), সিন্ধিয়া ষ্টিম্ নেভিগেশান কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ ডেভিড্ এরুলকর, বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু প্রভৃতি প্রথম অংশীদার হইয়া কোম্পানী গঠন করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার সুযোগ লইয়া বিহারে এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করিয়া সত্যসুন্দর বাবু এক্ষণে তাঁহার স্বদেশবাসী বাঙ্গালীদিগের সহানুভূতি প্রর্থনা করিতেছেন।

সত্যসুন্দর দেবের কৃতিত্ব

শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেবের নাম 'স্বদেশী'ভক্ত বাঙ্গালার নিকট অপরিচিত নহে। 'স্বদেশী' যুগে দেশে শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য যে আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল, তাহারই ফলে সত্যসুন্দর বাবু চীনামাটির শিল্প শিক্ষার জন্য বিদেশে গমন করেন। জাপান জার্ম্মাণি, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের শিক্ষালয়ে ও কারখানায় হাতে-কলমে বিশেষভাবে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি সেরামিক ইঞ্জিনিয়ার উপাধি লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। তদবধি গত ২০ বৎসর কাল তিনি দেশে মৃৎ-শিল্পের প্রতিষ্ঠান পরিচালন ও উহার খনিজ উপাদান আবিষ্কার প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন, অনেকেই তাহা অবগত আছেন। এই দেশে চীনামাটির শিল্পে সত্যসুন্দর বাবু শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও বিশেষজ্ঞ। বার্লিনের ডাঃ সেগারের বিখ্যাত লেবরেটরিতে সহযোগিরূপে কার্য্য করিয়া তিনি সুনিপুণ শিক্ষালাভ করিয়াছেন। কলিকাতা পটারি ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠাতা ও বিশেষজ্ঞ শিল্পিরূপে তিনি ২০ বৎসর কাল উহার উন্নতিকল্পে যে কঠোর সাধনা করিয়াছেন, সজ্জনমাত্রেই তাহা স্বীকার করেন। তাঁহার তৈরী ইনসুলেটার প্রভৃতির কিরূপ আদর, নিম্নে প্রদত্ত তাঁহার কতিপয় গ্রাহকের নাম হইতেই পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন।

টাটা আয়রণ ও ষ্টীল কোং; ই, আই, আর; ই, বি, আর; জি, আই. পি; বি, বি, সি, আই, রেলওয়ে; ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের চীফ্ কন্‌ট্রোলার অব্ ষ্টোরস্; কাশ্মীর গবর্ণমেণ্ট; মহীশূর গবর্ণমেণ্ট; পাটনা, কলিকাতা, মাদ্রাজ, কানপুর, এলাহাবাদ, লাহোর, রেঙ্গুন, বোম্বাই ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই ও ট্রামওয়ে কোম্পানীসমূহ; ইংলিশ ইলেক্‌ট্রিক কোং লিঃ; জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক কোং লিঃ; মেট্রোপলিটান ভাইকারস্ লিঃ; ক্যালাণ্ডার্স কেব্‌ল্ এণ্ড কনষ্ট্রাক্‌সন কোং লিঃ প্রভৃতি।

এতদ্ব্যতীত নিউজিলাণ্ড, সাউথ আফ্রিকা, ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজ, সিংহল প্রভৃতি হইতেও সত্যসুন্দর বাবুর নিকট ইনসুলেটারের জন্য নানা কোম্পানী ও কারখানা খবর লইয়াছেন। মেট্রোপলিটান ভাইকারস্ কোং এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, মিঃ দেবের তৈয়ারী জিনিষ লণ্ডনে কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে ও উহা সর্ব্বতোভাবে সন্তোষজনক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

বিহার পটারিজ লিমিটেড্

সত্যসুন্দর বাবুর প্রতিষ্ঠিত বিহার পটারিজ বিহারের শিল্প-প্রতিষ্ঠায় বাঙ্গালীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবে ইহাই আমাদের আশা ও বিশ্বাস। আমাদের আশা এই, বাঙ্গালী ধনী ব্যবসায়ী ও 'স্বদেশী'ভক্ত ব্যক্তিগণ এই কার্য্যে সহযোগী হইয়া দেশের ধনরক্ষা ও ধনাগম-বৃদ্ধির সহায় হইবেন এবং অংশীদার হইয়া নিজেরাও বিশেষ লাভবান হইবেন।

"বিহার পটারিজ লিমিটেড্" বিহার ও উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের নিকট ৮৫০০০৲ টাকা মূল্যের কল ও যন্ত্রাদির জন্য আবেদন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে শীঘ্রই এই সাহায্য পাওয়া যাইবে, এরূপ আশা আছে। মিহিজাম বিহারের অন্তর্গত; কলিকাতা হইতে ১৫০ মাইল দূরে এবং ই, আই, রেলওয়ের উপরে অবস্থিত। সুতরাং কারখানার উৎপন্ন মাল সহজেই কলিকাতার বাজারে আসিতে পারিবে। সত্যসুন্দর বাবু তাঁহার সুনিপুণ শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও বিশুদ্ধ চরিত্র এবং দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া এই কারখানার সফলতা সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বতোভাবে "বিহার পটারি লিমিটেড্"এর সফলতা কামনা করি এবং দেশবাসীকে ইহার অংশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। (সঞ্জীবনী)

ভারতের খনিজ সম্পদ্

১৯২৬ সনের তুলনায় ১৯২৭ সনে ভারতের খনিগর্ভ হইতে খনিজ দ্রব্য বেশী আহরণ করা হইলেও এগুলির যাহা মূল্য পাওয়া গিয়াছে তাহা ১৯২৬ সনের চাইতে ৩০ লক্ষ পাউণ্ড কম। পেট্রোলিয়ামের দাম পড়িয়া যাওয়াই ইহার একমাত্র কারণ। কয়লা, সীসা এবং রৌপ্য অধিক পরিমাণে উত্তোলিত হইলেও ১৯২৬ সনের মূল্য পাওয়া যায় নাই। গত সনে এগুলির বাজার-দর খুব কমিয়া গিয়াছে।

কয়লা

জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার সদ্যঃপ্রকাশিত

১৯২৭ সনের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ সনে খনিগর্ভ হইতে মোট ১,০৮৩,০০০ টন কয়লা উত্তোলিত হয়। কিন্তু কয়লার দর পড়িয়া যাওয়ায় ১৯২৬ সনের তুলনায় আলোচ্য সনে ৫ লক্ষ পাউণ্ড কম মূল্য পাওয়া যায়।

বাংলা, বিহার-উড়িষ্যা ও হায়দ্রাবাদ, মধ্যপ্রদেশ এবং আসামের কোন কোন অঞ্চলে কয়লা-উৎপাদনের বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

কয়লা রপ্তানি

১৯২৭ সনে ৬১৭,৫৬৩ টন হইতে ৫৭৬,১৬৭ টনে কয়লা-রপ্তানি হ্রাস পায়। ১৯২৬ সনের তুলনায় এ সনে ৪৩ হাজার টন কয়লা কম রপ্তানি হয়। ভারতীয় কয়লার সব চাইতে বড় খরিদ্দার প্রতিবেশী সিংহল এবং সিংহলেই ভারতের অধিকাংশ কয়লা চালান হয়। ষ্ট্রেট্‌সেট্‌লমেণ্ট, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে বেশী পরিমাণ কয়লা রপ্তানি করা হয়। এ সনে এডেন, মিশর ও ইংলণ্ড প্রভৃতি পশ্চিম মুলুকে ভারতীয় কয়লা রপ্তানির হিসাব কমিয়া যায়। ১৯২৬ সনে ইংলণ্ডে বিরাট কয়লা ধর্ম্মঘটের সুযোগে ঐ বাজারগুলি ভারতীয় কয়লা-ব্যবসায়িগণ দখল করিয়া বসিয়াছিল; কিন্তু আস্তে আস্তে সেগুলি তাহাদের হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে।

কয়লা আমদানি

১৯২৭ সনে ভারতে কয়লা-আমদানির পরিমাণ ১৯৩,৯০৮ টন হইতে ২৪৩,৬০৩ টনে বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংলণ্ড হইতেই বেশী কয়লা এদেশে আসে। এ সনে পর্ত্তুগিজ পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে কম কয়লা আমদানি হয়।

জিওলজিক্যাল সার্ভে তাঁহাদের রিপোর্টে মন্তব্য করিয়াছেন যে, বিদেশী কয়লার সঙ্গে ভারতীয় কয়লা এখন বেশ প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ। ভবিষ্যতে বিদেশী কয়লা আমদানির জন্য আর ভারতীয় কয়লা-মহলে মন্দাভাব দেখা দিবার সম্ভাবনা নাই।

কয়লা-খনির শ্রমজীবী

১৯২৭ সনে কয়লা খনিগুলির উৎপাদন-বৃদ্ধি হইলেও

খনিতে নিযুক্ত শ্রমজীবীর সংখ্যা হ্রাস পায়। ১৯২৬ সনে জনপ্রতি ১১৩·১ টন কয়লা আহরিত হয়। ১৯২৭ সনে ঐ সংখ্যা ১২২·৩ টনে বৃদ্ধি পায়। আসাম, বাংলা, বিহার-উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও হায়দ্রাবাদের কয়লার খনিগুলিতেই এই বৃদ্ধি দেখা যায়।

১৯২৭ সনে কয়লা-খনিগুলিতে হাজার-করা মৃত্যুর হার ছিল ১·১ জন ও ১৯২৬ সনে ছিল ·৯৯ জন। ১৯১৯-১৯২৩ এই ৫ বৎসরে গড়ে হাজারকরা ১·৩৬ জন করিয়া মরিত।

গত সনের কয়লার অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট বলিতেছেন যে, আমদানি কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে; কিন্তু প্রাচ্য বন্দরগুলিতে ভারতীয় কয়লা যে পরিমাণে রপ্তানি হইয়াছে তাহার তুলনায় এ বৃদ্ধি যৎসামান্য বলিতে হইবে। আমদানির তুলনায় রপ্তানির বৃদ্ধি যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের অনুরূপ। জনপ্রতি উৎপাদন-বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং গত ৫ বৎসরের তুলনায় খনি-অঞ্চলে দৈব দুর্ঘটনা প্রসূত মৃত্যুর হার হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য সনে খনিগুলির পুঁজি মাল অনেকটা সাবার হইয়া গিয়াছে।

এইসকল বিষয় সম্যক আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ভারতীয় কয়লা-শিল্প শীঘ্রই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। চাহিদার তুলনায় যোগান সমভাবে চলিতেছে এবং ভারতীয় কয়লা-শিল্প এরূপ স্থানে আসিয়া পৌছিয়াছে যে, হঠাৎ দাম পড়িয়া শিল্পের সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। উন্নত ধরণের কোম্পানীগুলি কর্ত্তৃক পয়লা নম্বরের কয়লা উৎপাদন করা হইতেছে।

পেট্রোলিয়াম-সমস্যা

পেট্রোলিয়াম উৎপাদন সম্বন্ধে রিপোর্ট বলিতেছে যে, পেট্রোলিয়াম তৈল উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে ভারত একাদশ স্থান অধিকার করিয়া আছে। গত রিপোর্টে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভূত পরিমাণ পেট্রোলিয়াম উৎপাদন ও তাহার ফলে পেট্রোলিয়াম-দুনিয়ার বাজারদর পড়িয়া যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। ১৯২৭ সনে ভারতে পেট্রোলিয়ামের দর আরও পড়িয়া যায়। ঐ সনে জর্জ্জিয়া ও রুশিয়া অঞ্চল হইতে প্রভূত পরিমাণে কেরোসিন তৈল এদেশে আমদানি হয়।

গত কয়েক বৎসরের পেট্রোলিয়াম ষ্ট্যাটিস্টিক্স আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ১৯১৯ ও ১৯২১ সনে বার্ম্মাকে লইয়া গোটা ভারতে যে পরিমাণ তৈল উৎপন্ন হয় ভবিষ্যতে তাহা আর হইবার কোনই লক্ষণ নাই। ঐ সময় ৩০৫৫ লক্ষ গ্যালন তেল ভারত-ভূমি হইতে উত্তোলন করা হয়। আলোচ্য সনে ২৮১০ লক্ষ গ্যালনের কিঞ্চিৎ বেশী পেট্রোলিয়াম উৎপাদন করা হয়। ১৯২৬ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ২৮৫০ লক্ষ গ্যালনের কিছু কম এবং ১৯২৫ সনে ছিল ২৮৯৫ লক্ষ গ্যালনের কিছু বেশী। ১৯২৭ সনে উৎপাদন-হার বেশী হ্রাস না পাইলেও এখন হইতে ক্রমেই কম তৈল উৎপন্ন হইবারই বেশী সম্ভাবনা। নূতন কোন তৈল-ভাণ্ডার খনিগর্ভ হইতে বাহির না হইলে এই হ্রাস চলিতেই থাকিবে। উৎপাদনের অঙ্ক ১৯২৬ ও ১৯২৭ সনে একরূপ সমান সমান থাকিলেও মূল্যের পরিমাণ ১৯২৭ সনে খুবই কম। ১৯২৬ সনে ভারতীয় কয়লা হইতে ৭০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্য পাওয়া যায়। ১৯২৭ সনে পাওয়া যায় মাত্র ৪৫ লক্ষ পাউণ্ড।

কেরোসিন আমদানি

যুক্তরাষ্ট্র, ষ্ট্রেট্স সেট্‌লমেণ্ট, বোর্ণিও প্রভৃতি অঞ্চল হইতে এই সনে বেশী কেরোসিন আমদানি করা হয়। জর্জ্জিয়া ও রুশিয়া ১৯২৬ সনে এক সের কেরোসিনও এদেশে পাঠায় না। ১৯২৭ সনে ইহারা ১২৫ লক্ষ গ্যালন কেরোসিন ভারতে চালান দেয়। এই সকল কারণে ১৯২৭ সনে কেরোসিনের আমদানি কিছু বৃদ্ধি পায়।

১৯২৫ সনের তুলনায় ১৯২৬ সনে ৬০ লক্ষ গ্যালন জ্বালানি তেল ভারতে বেশী আমদানি হয়। ঐ সনে মোট ১০ কোটি গ্যালন তেল ভারতে আমদানি হয়। এই তেলের চারি ভাগের তিন ভাগ পারস্য হইতে আসে এবং অবশিষ্ট অংশের বেশীর ভাগ বোর্ণিও দ্বীপ হইতে আমদানি হয়।

১৯২৭ সনে প্যারাফিন মোমের রপ্তানি ৭,০০০ টনে বৃদ্ধি পায়।

লৌহ-উৎপাদন

গত সনে ১৮৭,৪৪০ টন লৌহ ওর উৎপন্ন হয়; ১৯২৬ সনের চাইতে এ সনের উৎপাদন শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পিগ লৌহ উৎপাদন ৯০২,৪৫৩ (১৯২৬) টন হইতে ১৯২৭ সনে ১,১৪০,০৫১ টনে বৃদ্ধি পায়। ১৯২৬২৭ সনে ৩০৯,৫০৫ টন লৌহ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। ১৯২৭-২৮ সনে ঐ রপ্তানি-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৯৩,২৪৯ টনে দাঁড়াইয়াছে। ভারতীয় পিগ লৌহের সব চাইতে মোটা খরিদ্দার জাপান। ১৯২৭-২৮ সনের রপ্তানির শতকরা ৬৯ ভাগ জাপান ক্রয় করে। ১৯২৭ সনে রপ্তানি লৌহের মূল্য সামান্য বৃদ্ধি পায়। ১৯২৬-২৭ সনে প্রতি টন রপ্তানি লৌহের মূল্য ছিল ৪৫·১ টাকা। ১৯২৭-২৮ সনে ইহা ৪৫·৪ টাকায় বিক্রয় হয়।

ম্যাঙ্গানেজ

১৯২৬ সনে ১,০১৪,৯২৮ টন ম্যাঙ্গানিজ ওর উৎপাদন করা হয়। ১৯২৭ সনে হইয়াছে ১,১২৯,৩৫৩ টন এবং ইহার মূল্য ২,৮৪৪,২৩৭ পাউণ্ড। ম্যাঙ্গানিজের সব চাইতে বড় ক্রেতা ইংলণ্ড। ১৯২৭ সনে ইংলণ্ড ১৯২৬ সনের আমদানির তিন গুণ বেশী ক্রয় করিয়াছে।

স্বর্ণ-উৎপাদন

গত সনে ১,৬২৬,৯১৩ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ উৎপাদন করা হয়। ১৯২৬ সনের তুলনায় এ সনে কিঞ্চিৎ বেশী উৎপাদন হয়। আলোচ্য সনে দুই লক্ষ টাকা মূল্যের ৫ হাজার টন তাম্র উত্তোলিত হয়।

বার্ম্মার চাউল-সমস্যা

বার্ম্মার চাউল-শিল্পকে আজকাল প্রবল ভাবে বিদেশী চাউল-শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে। ইহার ফলে গত ৫ মাসে তাহার চাউল রপ্তানির হিস্যা হইতে ৫৷৷০ কোটি টাকার কারবার কমিয়া গিয়াছে। ঐ সময় গোটা বাংলার চাউল রপ্তানি শিল্পে ক্ষতি হইয়াছে ৬৩ লক্ষ টাকা। জার্ম্মাণি, নেদারল্যাণ্ডস, ইংলণ্ড, আরব, এডেন, সিংহল, ষ্ট্রেটস সেটলমেণ্ট, সাউদার্ণ আইল্যাণ্ডস, চীন, জাপান, আফ্রিকা, কিউবা প্রভৃতি দেশ বার্ম্মার চাউল ক্রয় করে। ইজিপ্টও আজকাল প্রভূত পরিমাণে বার্ম্মা চাউল আমদানি করিতেছে।

ইয়োরোপে চাউল উৎপাদন

ইয়োরোপের দক্ষিণাঞ্চল যথা স্পেন, ইতালী গ্রীস এবং ফ্রান্সের গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ধান্য উৎপাদন আরম্ভ করায় বার্ম্মার চাউল-শিল্পকে এক জবর প্রতিযোগিতায় পড়িতে হইয়াছে। এদিকে প্রতিবেশী শ্যাম ও ইন্দোচীনেও প্রভূত পরিমাণ ধান্য জন্মিতেছে।

ইয়োরোপে ভারতীয় চাউলের কাটৃতি কমিয়াছে

অষ্ট্রীয়া, নেদারল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি এবং ইতালী প্রভৃতি দেশ ইয়োরোপে জাত ধান চাউল পাইতে আর সুদূর বার্ম্মা হইতে চাউল আমদানি করিবে না। এই সকল দেশে ইতিমধ্যেই ইয়োরোপীয় শস্য দ্বারা ঘরোয়া চাহিদা কতকটা পূরণ করা হইতেছে। "টেবল রাইস" বা সাহেবী খানার সরু চাউল সাধারণতঃ ইয়োরোপের জন্য বার্ম্মা হইতে চালান হইত। বর্ত্তমানে ইয়োরোপের দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলি এই "টেবল রাইস" উৎপাদনের কাজেই নিযুক্ত আছে।

শ্যাম ও ইন্দোচীন বনাম বার্ম্মা

শ্যাম ও ইন্দোচীনে ধান্যের চাষ প্রভূত পরিমাণে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। মালয় ষ্টেট ও অন্যান্য প্রাচ্য এশিয়া খণ্ড শ্যাম ও ইন্দোচীনের চাউল বেশী খরিদ করিতেছে। তা ছাড়া এই দুইটী দেশ জাপান ও অন্যান্য চাউল-ক্রয়কারী দেশের সংলগ্ন থাকার জন্য বার্ম্মার চাউলের চাইতে এই দুইটী দেশের চাউল তাহারা বেশী ক্রয় করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

জাপানের প্রতিশোধ

ভারতবর্ষ জাপানী সূতার উপর শুল্ক বসাইয়াছে। ইহার প্রতিবাদ উদ্দেশ্যে জাপান নাকি ভারতীয় তথা বার্ম্মার চাউল যত কম পারে খরিদ করিবে।

গত ১২ মাসে জাপান বার্ম্মা হইতে যে কম চাউল খরিদ করিয়াছে ইহা অনেকের মতে জাপানের ইয়ার্ণ-শুল্কের প্রত্যুত্তর।

সিংহল বার্ম্মার প্রতি বিরূপ

সিংহলও নাকি ইন্দোচীনের চাউলের বেশী ভক্ত। ইন্দোচীনের সায়গন নামক স্থানে মাদ্রাজের বিস্তর চেট্টিয়ার ব্যাঙ্কার আছে। বার্ম্মার চাইতে সায়গানে তাহাদের লগনী কারবার ভাল চলে এবং সেখানে তাহাদের ইন্‌কামট্যাক্স দিতে হয় না। এই চেট্টিয়ারদের কলম্বোর সঙ্গে যথেষ্ট আর্থিক সম্বন্ধ আছে। এই জন্য ইহাদের দ্বারা ইন্দোচীন ও সিংহলের মধ্যে চাউলের কারবার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভারতীয় চাউল রপ্তানিতে ৬ কোটি টাকা ক্ষতি

বর্ত্তমান ১৯২৮-২৯ সনের প্রথম ৫ মাসে ১২,০০,৬০,৭৯৯ টাকার চাউল ভারত হইতে রপ্তানি হয়। গত ১৯২৭-২৮ সনে ঐ সময় ১৮,০৯,৫৮,৮০০ টাকার চাউল রপ্তানি হয়। ইহা হইতে দেখা যায় যে, গত সনের তুলনায় এ সনে কমসে কম ৬ কোটি টাকার চাউল রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে। যে সকল ইয়োরোপীয় দেশ এই সনে কম চাউল ক্রয় করিয়াছে তাহাদের তালিকা এখানে দেওয়া হইল। জার্ম্মাণি ২,৭৫,৯৬,৭২৮ টাকার স্থলে এ সনে ১,১২,৮৯,২১৩ টাকার চাউল কিনিয়াছে। নেদারল্যাণ্ডস ৯২,৫৭,১৭১ টাকার স্থলে ৩৪,০৮, ৫৭৩ টাকার চাউল কিনিয়াছে। অষ্ট্রীয়া গত সনে ১৭,৬১,৬৪৮ টাকার চাউল ক্রয় করে। বর্ত্তমান সনে সে আধ পয়সার চাউলও কিনে নাই। ইতালী ৩৪,৮৭,৮২৭ টাকার স্থলে মাত্র ৪,৫৪,৮৬৮ টাকার চাউল কিনিয়াছে। গত সনের তুলনায় এবার আফ্রিকা ৪৫½ লক্ষ টাকার কম, কিউবা ৩৯½ লক্ষ টাকার কম, অষ্ট্রেলিয়া ১৬ লক্ষ টাকার কম এবং সিংহল ৭৩½ লক্ষ টাকার কম চাউল খরিদ করিয়াছে।

জাপান ও চীনে ভারতীয় চাউলের কাট্‌তি খুবই কমিয়া গিয়াছে। চীন গত সনে ১,৪৬,৯৫,৭৫৮ টাকার চাউল ক্রয় করে। এবার সেস্থলে মাত্র ৫৬,৫৩,৬৪৪ টাকার চাউল কিনিয়াছে। জাপান ১৯১,২৯,৯০১ টাকার স্থলে মাত্র ৭,৯৪,৯০২ টাকার চাউল কিনিয়াছে। অর্থাৎ ১৯২৭ সনের এপ্রিল হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত এই ৫ মাসে জাপান যত চাউল ক্রয় করে বর্ত্তমান সনে ঐ সময় জাপান তাহার ১৭ ভাগের এক ভাগ মাত্র ক্রয় করিয়াছে।

বিলাত ও মিশরে ভারতীয় চাউল আমদানি

কেবল মাত্র ইংলণ্ড ও মিশরে ভারতীয় চাউলের আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইংলণ্ড ৪৫,৭৪,২৫১ টাকার স্থলে বর্ত্তমান সনে ১,৩৩,৩৪,৪৫৮ টাকার চাউল ক্রয় করিয়াছে। মিশর ১,৩৩,৬২৪ টাকার স্থলে এবার ১,০৯,৬৩,৪৮৬ টাকার ভারতীয় চাউল স্বদেশে আমদানি করিয়াছে।

মোটের উপর গত সনের প্রথম ৫ মাসের তুলনায় ১৯২৮-২৯ সনের প্রথম ৫ মাসে বার্ম্মার চাউল রপ্তানি কারবারে কমসে কম সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে। বাংলার ক্ষতি ৬৩ লক্ষ।

বাংলা ও আসামের ফ্যাক্টরি

বাংলা ও আসামের ফ্যাক্টরিগুলির রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুইটি প্রদেশে ১৯২৬ সনে ১৮৮৮টী ফ্যাক্টরি ছিল। ১৯২৭ সনে মোট ফ্যাক্টরির সংখ্যা ১,৯৮৪ হইয়াছে। এই সনে ১৩৩টী নতুন ফ্যাক্টরি স্থাপিত হয় ও ৩৩টী উঠিয়া যায়। নতুন ফ্যাক্টরিগুলির মধ্যে একটী জুট মিল ও একটী কটন মিল উল্লেখযোগ্য। কার্ডবোর্ড তৈয়ারীর জন্য নবপ্রতিষ্ঠিত সিটি পেপার এণ্ড বোর্ড মিলস লিঃ নামক প্রতিষ্ঠানটীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দুইটী প্রদেশের ফ্যাক্টরিগুলিতে ১৯২৬ সনে দিন-মজুরের সংখ্যা ছিল ৫,৯৯,০৯২; ১৯২৭ সনে এই সংখ্যা

বৃদ্ধি পাইয়া ৬,০৮,৪৫৩ জনে দাড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে বাংলায় ৮,৮৩৬ ও আসামে ৫৭৫ জন। বাংলায় সাধারণতঃ লৌহ ইস্পাত কারখানায় মজুর খাটে ও আসামে চা ও ম্যাচ কারখানায় লোক খাটে।

আলোচ্য সনে বাংলা ও আসামের কারখানাগুলিতে ৭২,৯০৭ জন স্ত্রীলোক ও ২৬,৪৩৭ জন বালক কাজ করে। গত বৎসরের চাইতে এ সনে স্ত্রী শ্রমজীবী ১৭৮ জনে ও বালক শ্রমজীবী ১,৩৬৬ জনে হ্রাস পাইয়াছে।

আসামের কারখানাগুলিতে দৈনিক ১২,৬৭১ জন স্ত্রী মজুর ও ১১,২৬৩ জন বালক কাজ করে। গত সনের তুলনায় এ সনে ১৮২ জন স্ত্রী মজুর বৃদ্ধি পাইয়াছে ও ৮৭ জন বালক মজুর কমিয়াছে।

টাটা লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী

১৯২৭-২৮ সনের রিপোর্ট

টাটা লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানীর ১৯২৭-২৮ সনে খরচপত্র বাদে মোট আয় হইয়াছে ১,০৯,৮০,৫৪১৲ টাকা। ইহা ভিন্ন গত বৎসরের হিসাব নিকাশ হইতে ৪॥ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। এর মধ্যে ডিপ্রিসিয়েশান্ (ব্যবহার জনিত ক্ষয়) ও সিঙ্কিং ফাণ্ডের (শোধ করিবার জন্য সঞ্চিত অর্থ ভাণ্ডার) জন্য প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকা লাগিবে এবং অবশিষ্ট টাকার মধ্যে প্রথম প্রেফারেন্স শেয়ারের জন্য শতকরা ৬ টাকা লভ্যাংশ (ডিভিডেণ্ড) ও দ্বিতীয় প্রেফারেন্স শেয়ারের জন্য শতকরা ৭॥০ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইবে। বাকী ১,৬৮,৯২৮৲ টাকা পর বৎসরের আয়ের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখা হইবে।

সংরক্ষণ-প্রণালী

অত্যন্ত কম ব্যয়ে আরও অধিক পরিমাণে ইস্পাত তৈয়ারী হইবে সেই হেতু কারখানার পরিসর-বৃদ্ধির জন্য কোম্পানী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। সেইজন্য ১৯২৭ সালের সংরক্ষণনীতি মঞ্জুর হইয়াছে বলিয়া এই রিপোর্টে প্রকাশ। ডিরেক্টারগণের মঞ্জুর অনুযায়ী কার্য্য যখন সম্পাদিত হইবে তখন পিগ লোহার পরিমাণ ৮০০,০০০ টন ও ইস্পাত ৬০০,০০০ টনের উপর দাঁড়াইবে। এই জন্য মোট খরচের পরিমাণ ৩ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে এবং প্রায় ৫।৬ বৎসর সময় লাগিবে। ইহার ফলে প্রধানতঃ কারখানায় কোক, পিগ লোহা, ইস্পাত ইত্যাদি অধিকতর পরিমাণে উৎপন্ন হইবে এবং রোলিং ষ্টক্, ক্রেন্ সোকিং পিট্‌স্ (গাড়ী ইত্যাদি যন্ত্রপাতি) ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে আরও ভাল কাজ পাওয়া যাইবে। এই খসড়া অনুসারে গোটা গত বৎসর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মোট খরচ প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর নবেম্বর মাসে বোর্ডে (কার্য্য নির্ব্বাহসভা) যোগদান করিয়াছেন।

১৯২৯ সনের প্রথমার্দ্ধে ইম্পীরিয়্যাল ব্যাঙ্ক

১৯২৮ সনের প্রথম ৫ মাসে টাকার বাজার খুব "কষা" ছিল। গভর্ণমেণ্ট প্রতি সপ্তাহে 'ট্রেজারি বিল' বিক্রয় করিয়া অর্থ-সংগ্রহ করাতে টাকার টান আরও বাড়িয়া যায়। এই ৬ মাসে ইম্পীরিয়্যাল ব্যাঙ্কের গড়ে ব্যাঙ্ক রেট ছিল শতকরা ৬,৯৪৫; গত বৎসরে প্রথম ৬ মাসের ব্যাঙ্ক-রেট ছিল ৬,৫০৮। এই বৎসরের প্রথম ৬ মাসের লাভের পরিমাণ ৭১,৩৮,৫৫৭ টাকা; গত বৎসরের প্রথম ৬ মাসের লাভের পরিমাণ ৭৬,১৫,২২৯ টাকা। গত বৎসরের ৬ মাসের তুলনায় এই বৎসরের প্রথম ৬ মাসের লাভের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার ৬ শত ৭২ টাকা কম।

১৯২৭ সনে আসামে চায়ের অবস্থা

বৃষ্টির জন্য ভীষণ ক্ষতি

আসামের চা চাষ সম্বন্ধে ১৯২৭ সালের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ যে, ১৯২৭ সালের শেষ পর্য্যন্ত আসামে চা-বাগানের সংখ্যা ৯৫৭টী ছিল। পূর্ব্ব বৎসর ৯৪১টী ছিল। আলোচ্য বৎসরে লক্ষীপুর জেলায় ৮টী নূতন বাগান খোলা হইয়াছে। শিবসাগর জেলায় ৪টী, শ্রীহট্ট জেলায় ৩টী এবং দরং জেলায় ১টী খোলা হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসরের মত এ বৎসরেও কামরূপ জেলায় ৫টী বাগানে কাজ করা হয় নাই।

চা-আবাদের মোট পরিমাণ এই বৎসর ৪২৩,৮৯১ একর

আগের বৎসর ৪২০,৫৬৪ একর। এর মধ্যে নূতন আবাদ ৮,৩৬০ একর এবং ৫,৩৬০ একর জমিতে চাষ বন্ধ করা হইয়াছে। শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়া, নওগাঁ, শিবসাগর ও লক্ষ্মীপুর জেলায় আবাদ বাড়ান হইয়াছে। কাছাড়, কামরূপ ও দরং জেলায় কমিয়াছে। সদিয়া সীমান্ত প্রদেশে আবাদ বাড়েও নাই কমেও নাই। এর মধ্যে ৩৯৯,৯৩০ একর জমির চা তোলা হইয়াছিল। কিন্তু আগের বৎসর তোলা হইয়াছিল ৪০১,১৮৮ একর জমির। বাজারে পাছে মালের যোগান অতিরিক্ত হইয়া পড়ে এই ভয়ে এইরূপ কম করিয়া চা তোলা হইয়াছিল। সেই জন্য আগের বৎসরের শতকরা ৯৬ ভাগ জমির পরিবর্ত্তে আলোচ্য বৎসরে প্রায় ৯৪·৩ ভাগ জমির চা-তোলা হইয়াছিল।

আসামের চা এষ্টেটগুলির অধিকারে এই বৎসর মোট ১,৫৯৮,৪৪৯ একর জমি ছিল। আগের বছর ছিল ১,৫৭৭,০৪৮ একর জমি। তার মধ্যে শতকরা ২৬·৫ ভাগ জমিতে চায়ের আবাদ চলিয়াছিল।

অতি অধিক মাত্রায়, অনিয়মিতভাবে ও কোথাও বেশী কোথাও কম এইরূপ বৃষ্টি-পাতের জন্য আলোচ্য বৎসর চাষ-আবাদের পক্ষে তত সুবিধাজনক হয় নাই। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের অতিবৃষ্টি স্থানে স্থানে চায়ের অত্যন্ত ক্ষতি করিয়াছিল। শিবসাগর মহকুমায় প্রচণ্ড শিলা-বর্ষণের জন্য একটী বাগানের সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। অক্টোবরের শেষাশেষি লক্ষ্মীপুরে সকাল সকালই আবহাওয়া ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। সেই জন্য চায়ের পরিমাণ কম হইয়া যায়।

উৎপন্ন চায়ের কম্‌তি

আলোচ্য বৎসরের উৎপন্ন চায়ের মোট পরিমাণ, ২৩৪, ৮৪৮,০৭৪ পাউণ্ড কাল চা, ও ১,০৪৭,৭৫৭ পাউণ্ড সবুজ চা; ১৯২৬ সালের ২৪০,৪৪৯,৫০৭ পাউণ্ড কাল চা ও ১,৫৩২, ১৬৬ পাউণ্ড সবুজ চা, অর্থাৎ মোট চায়ের কমতি ৬,০৯১, ৮৪২ পাউণ্ড। শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়া, দরং এবং সদিয়া সীমান্ত জেলা বাদে প্রায় সব জেলাতেই চায়ের পরিমাণ কম হইয়াছে। ইচ্ছা করিয়াই চা কম তোলা হইয়াছে; কারণ ভয় ছিল বাজারে অধিক চায়ের যোগান হইয়া পড়ে, আর আবহাওয়ার অবস্থাও ভাল না থাকায় পাছে চা নষ্ট হইয়া যায়। সবুজ চা শ্রীহট্টের দুইটী বাগানে ও কাছাড়ের একটী বাগানে উৎপন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে চায়ের পরিমাণ একর-প্রতি গড়ে ৪৬ পাউণ্ড কম হইয়াছিল।

চায়ের বাজার মোটের উপর সন্তোষজনক ছিল, বরং পূর্ব্ব বৎসরের চেয়েও ভাল ছিল, যদিও বছরের শেষে অনেক নামিয়া যায়।

পূর্ব্ব বছরের মত এ বছরেও এই প্রদেশে চা-বীজের চাহিদা বেশ ভালরূপ চলিতে থাকে।

ভারতবর্ষীয় চা-সমিতির বৈজ্ঞানিক বিভাগ এই প্রদেশের নানা স্থানে বেশ জোরের সহিত অনুসন্ধান ও গবেষণা চালাইয়া তাদের ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ ছাড়া, পি, এইচ, কার্পেণ্টারের কৃত "দ ম্যানুফ্যাক্‌চার্ অব্ টি ইন নর্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া" (অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে চা প্রস্তুতকরণ) নামে একখানা পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়। পূর্ব্ব বৎসরের মত এ বৎসরও আসাম গভর্ণমেণ্ট এই সমিতিকে ১০,০০০৲টাকা সাহায্য করেন।

গোয়ালপাড়ার একটী ও লক্ষ্মীপুরের একটী এই দুইটী বাগান ছাড়া আসামের আর সমস্ত বাগানেরই আয়-ব্যয় ইত্যাদির তালিকা লওয়া হইয়াছে। ঐ দুইটী বাগান সম্বন্ধে তত্রত্য ডেপুটি কমিশনার মহাশয়গণের আন্দাজ-করা তথ্য গ্রহণ করা গিয়াছে।

চা-ব্যবসার মোটামুটি অবস্থা বেশ ভাল ও উন্নতিশীল; কিন্তু সেরূপভাবে কুলী সরবরাহ করা হইতেছে না। গোয়ালপাড়া ও শিবসাগর জেলায় ভারতীয় পুঁজিপতিগণ এখনও ব্যবসায় লিপ্ত আছেন। বর্ষার সময় দরং জেলায় চলাচলের রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় চা চালান দেওয়া ব্যাপারে ভীষণ বিঘ্ন ঘটিয়াছিল।

মার্কিণে ভারতীয় অভ্রের কাট্‌তি

মার্কিণের যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় অভ্রের কাট্‌তি খুবই আছে। তবে কয়েক বৎসর ধরিয়া কাট্‌তি একটু কমিয়া গিয়াছে। ১৯২৭-২৮ সনে যুক্তরাষ্ট্রে মোট ১৯,০০০ হন্দর এদেশী অভ্র চালান দেওয়া হয়। আগের বৎসরে সে জায়গায় ৩৭,০০০ হন্দর চালান হয়। তার আগের বৎসরের অর্থাৎ ১৯২৫-২৬ সনের চালানের পরিমাণ ৪৩,০০০ হন্দর।

মার্কিণে অভ্রের ব্যবহার

"জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া"র মিঃ হবসন্ নামক এক সাহেব যুক্তরাষ্ট্র ঘুরিয়া মার্কিণে অভ্রের ব্যবহার সম্বন্ধে একটী সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন। তাহার বিবরণে তিনি বলিয়াছেন যে, আজকাল মার্কিণে চাপ অভ্রের পরিবর্ত্তে মিকানাইটেরই বেশী চলন হইয়া গিয়াছে। দুইটী ব্যবহার তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন বলিয়া বলেন, একটী চুম্বক লোহায় কাজে এবং অপরটী বিজলী বাতির ছাউনি নির্ম্মাণে।

মিকানাইট নির্ম্মাণ-প্রণালী

অভ্রের এক একটী পর্দ্দা ছাড়াইয়া মিকানাইট তৈরী হয়। এ ব্যবসা ভারতেরই আজকাল একচেটিয়া। সেনেক্‌তাদী নামক স্থানে কলে মিকানাইট নির্ম্মাণ মিঃ হবসন স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। এই প্রস্তুত-প্রণালীর চলন বেশী দিন হয় নাই। তিনি আরও দেখিয়া আসিয়াছেন যে, এক রকম কৃত্রিক রজন দিয়া মাইকা প্লেট তৈরী হইতেছে। এই সমস্ত প্লেট আগে ভারতীয় গালা দিয়া তৈরী হইত। সুতরাং এই কৃত্রিম রজন গালার প্রবল প্রতিদ্বন্দী হইয়া দাঁড়ানতে এদেশী গালার ব্যবসা মারা পড়ার অনেকটা সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

অভ্র-উত্তোলনের নূতন যন্ত্র

লেখিতে দুনিয়ার সব চেয়ে বড় একটী খনি পরিদর্শনের সময় মিঃ হবসন দেখিয়াছেন আজকাল এক রকম যন্ত্র উঠিয়াছে তাহাতে ছিদ্র করিবার ও মাটি ধসাইবার বেশ সুবিধা। ভারতের সমস্ত খনিতে অভ্র ছড়ান অবস্থায় থাকে বলিয়া খুড়িয়া বাহির করিবার সময় লোকসানের আশঙ্কা কম। এ দেশে এইরূপ কলের চলন করিলে অনেক সুবিধা হইবে আশা করা যায়। তবে এই কল খাটাইতে অনেকটা দক্ষতার দরকার। এমনভাবে কল চালাইতে হইবে যে মাটী টুক্‌রা না করিয়া ঠিক দরকার মত মাটী ধসাইয়া দেওয়া যায়।

বিজলী-সংক্রান্ত কাজে অভ্রের ব্যবহার

দুনিয়ার সর্ব্বত্র বিজলী-সংক্রান্ত কাজে অভ্রের ব্যবহার আরও বাড়াইবার চেষ্টা চলিতেছে। অভ্র হইতে এক রকম মিকানাইট্ ফিতা তৈয়ারী হয়। কাজের সুবিধার জন্য দমাইয়া ভাঁজ করা যায় এমন জিনিষও তৈয়ারী হইতেছে। তা বাদে দরকার অনুযায়ী নানা রকম আকারের জিনিষ ও তাপ-রক্ষণশীল নানা যন্ত্র এই অভ্র হইতে আজকাল তৈয়ারী হইতেছে। বিজলী-সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত রকমের কাজেই অভ্রের ব্যবহার করা যায়। কেবল দরকার হইলে অভ্র ঢালিয়া দিবার মত গালান সম্ভব হয় না।

অভ্রের ব্যবসায় ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী

দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে অভ্রে প্রস্তুত জিনিষের আরও উন্নতি করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এই কাজের জন্য যদি সে সব দেশ সস্তায় পারদর্শী মজুর যোগাড় করিতে পারে তবে অভ্রের ব্যবসায় ভারতের অনেক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।

বৃটিশ বাণিজ্যেয় ওঠানামা

বোর্ড অব ট্রেড্ এর প্রেসিডেণ্ট স্যার পি, কান্‌লিফ্ লিষ্টার কমার্স এর একটী সভায়,—বোর্ড অব ট্রেড্ এর সমস্ত খরচ খরচা বাবদ ১০০,৭৭৫ পাউণ্ড মঞ্জুর হওয়ায় বলেন যে, গত বৎসর থেকে তাহার বিভাগ দেশের বিভিন্ন ব্যবসার প্রকৃত উৎপাদন কতখানি তাহা ঠিক করিবার জন্য একটী নিয়মিত সূচীসংখ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছে তিনি বলিয়াছেন ১৯২৭ সনের এবং ১৯২৮ সনের প্রথম তিন মাসের ব্যবসার সূচীসংখ্যা তিনি দিতে পারিবেন। ইহা হইতে দেখা যায় দেশের ⅘ ভাগ শিল্প-বাণিজ্য এই সময়ে হয়। তিনি দেশের সমস্ত শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা নির্ণয় করিয়া কখন কিরূপ অবস্থা ছিল তাহার একটা সূচীসংখ্যা দেখাইতে পারিবেন। বিলাতের মোট বহির্ব্বাণিজ্য বিভিন্ন বৎসরে নীচের হিসাবমত ছিল :—১৯১৩—১৩১'৪ ; ১৯২৪ সনে—১০০ ; ১৯২৫ সনে—৯৯'৩ ; ১৯২৭ সনে—১০২'৩ ; ১৯২৮ সনের প্রথম তিন মাসে—১০৭।

বিলাতের নির্ম্মিত জিনিষের বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল—

১৯১৩ সনে ১৩২.৮ ; ১৯২৪ সনে ১০০ ; ১৯২৫ সনে ১০১'৫ ; ১৯২৭ সনে ১০৪'৪ ; ১৯২৮ সনের প্রথম তিন মাসে ১১১'৪।

ইহা হইতে দেখা যায়, ১৯২৪ এবং ১৯২৭ সনের তুলনায় ১৯২৮ সনের প্রথম তিন মাসে রপ্তানির পরিমাণ অনেক পড়িয়া গিয়াছে। ১৯১৩ সনে গোটা দুনিয়ার রপ্তানি-ব্যবসার তুলনায় শতকরা ১৩ ভাগ মাল এদেশ থেকে রপ্তানি হইত। ১৯২৭ সনে তাহা নামিয়া শতকরা ১১ ভাগে ঠেকিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে গোটা ইয়োরোপের বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণও দুনিয়ার ব্যবসার তুলনায় অনেক নামিয়া গিয়াছে। ১৯১৩ সনে দুনিয়ার ব্যবসার তুলনায় ইয়োরোপের অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ শতকরা ৬২ ভাগ ছিল। ১৯২৭ সনে তাহা নামিয়া শতকরা ৫২ ভাগে ঠেকিয়াছে।

ব্রাজিলে কোকোর চাষ

ব্রাজিল দেশে কোকোর চাষ বছর বছর বাড়িয়াই চলিয়াছে। রপ্তানি জিনিষের মধ্যে এ দেশে মূল্য হিসাবে ইহা তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া কোকোর রপ্তানি নিম্নরূপ হইয়াছে।

সানসালভাডর, ইহিয়ো কোকোর রপ্তানির সর্ব্বপ্রধান বন্দর। এই দুই বন্দর হইতে মোট শতকরা ৯৫ ভাগ কোকো রপ্তানি হয়। অন্যান্য বন্দরের মধ্যে ম্যানায়ো ইতাকোতিয়ারা, রিওদ' জেনিরো হইতেও কোকো রপ্তানি হয়।

ব্রাজিল দেশের বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় তথ্য-সংগ্রহালয়ের নিকট ইহিয়ো বন্দরের কদর গত দুই বৎসর হইতে অত্যন্ত বেশী হইয়াছে। কারণ এই বন্দরের সংস্কারের পর বড় বড় জাহাজ এখানে আসিতে পারার জন্য নিউইয়র্ক হইতে সোজাসুজি মাল আমদানি রপ্তানি চলিতেছে। এখান থেকে ছোট জাহাজে মাল লইয়া গিয়া সানসালভাডার বা রিওদ, জেনিরোতে বড় জাহাজে বোঝাই করিবার আর দরকার হইতেছে না।

এই মালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রাহক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্র মোট রপ্তানির শতকরা ৬৪ ভাগ গ্রহণ করে। বাকী শতকরা ৩৬ ভাগের ৫ অংশ ফ্রান্স, ৫ অংশ নেদারল্যাণ্ডস্, ৬ হইতে ৩½ আর্জ্জেণ্টিনা দেশ গ্রহণ করে।

১৯২৭ সনে ব্রাজিল দেশে ৬৯,৪৮০ টন কোকো উৎপন্ন হয়, আর খুব বেশী মাত্রায় উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কোকো চতুর্দ্দশ স্থান অধিকার করে।

কোকো উৎপাদনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বাহিয়া প্রদেশ। এই প্রদেশের উপরই এই দেশের সমগ্র কোকো শস্যের ভাগ্য নির্ভর করে।

ফরাসী ফ্রাঁর স্থিতিকরণ

ইতিমধ্যে ইয়োরোপের ১৮টী দেশ স্বর্ণমানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল। এইবার ফ্রান্সও পুনরায় স্বর্ণমান অবলম্বন করিল। ১২৪·২১ ফ্রাঁ এক পাউণ্ড ষ্টার্লিংএর এবং ২৫·৫২ ফ্রাঁ এক ডলারের সমান। ফ্রাঁর এই দর ঠিক করা হইয়াছে। গত প্রায় ১ বৎসর ধরিয়া ফ্রাঁর দর বিশেষ উঠানামা করে নাই, তবে উঠানামার ভয় ছিল বটে। এখন যে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে তাহার ফলে ফ্রাঁর দরের কোন উঠানামা হইবার ভয় নাই।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও মোটরগাড়ী নির্ম্মাণ

১৯২৬, ১৯২৭ ও ১৯২৮ সনের প্রথম ৩ মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় কতগুলি মোটরগাড়ী ও মোটর লরী নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার হিসাব :—

১৯২৮ সনের প্রথম ৩ মাসে— ৯৯৮,৭৩২
১৯২৭ „ „ „ — ৯৯৫,৪১৪
১৯২৬ „ „ „ —১,১৬৪,৮৮৫

১৯২৮ সনের প্রথম ৩ মাসের উৎপাদন ১৯২৭ সনের প্রথম ৩ মাসের উৎপাদনের ৩৩১৮ বেশী, কিন্তু ১৯২৬ সনের প্রথম ৩ মাসের ১৬৬১৫৩ কম।

মিশরীয় সরকারী রেলওয়ের কয়লার অর্ডার

মিশরীয় সরকারী রেলওয়ের জন্য ১ লক্ষ ৪০ হাজার টন কয়লার টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। বিলাত এবং ইয়োরোপের অন্যান্য দেশও দর পাঠাইয়াছিল। বিলাতের দরই সর্ব্বাপেক্ষা কম, সুতরাং খুব সম্ভব বিলাতই অর্ডারটী পাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় বিলাতের জিতিবার সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু তাহার কারণ এই যে, এই ক্ষেত্রে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কয়লাই চাওয়া হইয়াছে। যদি সর্ব্বোৎকৃষ্ট কয়লা না চাওয়া হয়, তাহা হইলে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্ত্তী দেশগুলাতে বিলাত ইয়োরোপীয় দেশগুলার সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিবে বলিয়া মনে হয় না।

জাহাজী ব্যবসাতে আশার ক্ষীণালোক

সম্প্রতি জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই গমের উৎপাদন বাড়িয়াছে। যাহারা জাহাজে করিয়া মাল চালানের ব্যবসা করিয়া থাকে তাহারা ইহাতে আনন্দিত হইয়াছে। গমের উৎপাদন-বৃদ্ধির ফলে উৎপাদক দেশগুলা হইতে খাদক দেশগুলাতে মাল বহিবার জন্য জাহাজের চাহিদা আরও বাড়িবে; ইহাই তাহাদের আনন্দের কারণ। ইতিমধ্যে জাহাজের (মাল বহিবার) ভাড়াও বাড়িয়াছে। জুন মাসের ভাড়ার ইণ্ডেক্স নাম্বারের তুলনায় জুলাই মাসের ইণ্ডেক্স নাম্বার শতকরা ২·৬৬ ভাগ বাড়িয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, গমের উৎপাদন-বৃদ্ধির ফল ইতিমধ্যেই ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাড়া কিছু বাড়িলেও খুব বেশী বাড়ে নাই। এখনকার ভাড়ার ইণ্ডেক্স নাম্বার জানুয়ারীর ইণ্ডেক্স নাম্বারের তুলনায় কম। জাহাজী ব্যবসার শীঘ্র যে উন্নতি হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই; কারণ, ইহার বর্ত্তমান দুর্দ্দশার মূল কারণ এই যে, চাহিদার তুলনায় জাহাজের যোগান অত্যন্ত বেশী। আপাততঃ গমের উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য কিছু উন্নতি হইলেও, মাল চালানের স্থায়ী চাহিদা-বৃদ্ধি অথবা জাহাজের সংখ্যা-হ্রাস না হইলে জাহাজী ব্যবসার সাধারণ অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হইবার আশা নাই। তবে, জাহাজী ব্যবসার সাধারণ অবস্থা এখন মন্দ হইলেও, বিশেষ বিশেষ যোগ্যতর কোম্পানীগুলা সাধারণ কোম্পানীগুলা অপেক্ষা বেশী লাভ করিতেছে না এইরূপ ধারণা করিলে নিতান্ত ভুল করা হইবে।

বুলগেরিয়ায় আমদানি-শুল্কের হার-বৃদ্ধি

বুলগেরিয়ায় আমদানি-শুল্কের হার বাড়ান হইয়াছে। এই হার বাড়ানোর উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দুইটী :—(১) বুলগেরিয়া গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ের তুলনায় আয় কম বলিয়া আমদানি-শুল্ক বাড়াইয়া আয়ের পরিমাণ বাড়ানো;

(২) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্য ও স্থিরীকরণ ঋণের জন্য যে কয়টা কর গ্যারান্টি আছে সেইগুলার আয় বাড়ানো। সোফিয়াস্থ বৃটিশ, ফরাসী ও অন্যান্য বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতের আফিস হইতে এই কর-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পাঠানো হইয়াছে। আন্তর্জাতিক আর্থিক সভায় আমদানি-শুল্কের হার-বৃদ্ধি-নিবারণ সম্বন্ধে একটী মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল। বুলগেরিয়াও উক্ত মন্তব্যে সম্মতি দিয়াছিল। আমদানি-শুল্ক-বৃদ্ধির দ্বারা উক্ত মন্তব্যকে অমান্য করা হইয়াছে। ইহাই বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলার প্রতিবাদের প্রধান যুক্তি। অথচ, শুল্ক বৃদ্ধি না করিলে বুলগেরিয়া গভর্ণমেন্টের ব্যয়-সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব। সুতরাং, বুলগেরিয়া যে সহজে বৈদেশিক প্রতিবাদ গ্রাহ্য করিবে তাহা মনে হয় না। বর্ত্তমান জগতে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াইবার জন্য আমদানি-শুল্ক হ্রাস করা যে কত দুরূহ ও জটিল ব্যাপার, তাহা এই ঘটনা হইতেই বুঝা যাইবে।

শুল্কের হার বাড়াইবার সময়ে যে মাল বুলগেরিয়া অভিমুখে যাইতেছিল কিংবা বুলগেরিয়ার শুল্ক আফিস কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইতেছিল, সেইগুলাকে শুল্কের নূতন হার হইতে রেহাই দেওয়া হউক—বুলগেরিয়াকে এই ধরণের অনুরোধও করা হইয়াছে। বুলগেরিয়া এই অনুরোধটী রাখিতে বোধ হয় দ্বিধা করিবে না।

ফ্রান্সে কাগজের জুতা

সম্প্রতি প্যারিতে জুতার উপরের দিক্‌টার জন্য চামড়ার পরিবর্ত্তে কাগজে প্রস্তুত একপ্রকার 'কাপড়' ব্যবহৃত হইতেছে। এই ধরণের কাগজ-কাপড়ের জুতার গুণ অনেক:—(১) বুনানি সুন্দর হওয়াতে জুতা দেখিতে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়; (২) অনেকদিন টিঁকে; (৩) ঠিক গড়নটী তৈয়ারী করা অপেক্ষাকৃত সহজ; (৪) ইচ্ছামত ধোয়া চলে; (৫) দাম সস্তা। মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকদের মধ্যে যে ইহার যথেষ্ট কাট্‌তি হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই নূতন উপাদানটী প্রস্তুত করিবার একচেটিয়া অধিকার পাইবার জন্য প্যারীর অনেক বড় বড় জুতার দোকান যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল।

লোকসংখ্যার তুলনায় রাস্তা

বিলাতে এক একটী জনপদের মোট জনসংখ্যা কত আর সমস্ত রাস্তার মোট দৈর্ঘ্যই বা কত তাহা স্থির করিয়া প্রত্যেক জনপদের প্রতি ১ মাইল রাস্তায় লোকসংখ্যার হার কত দাঁড়ায় তাহা বাহির করা হইয়াছে। অঙ্কগুলা এইরূপ:—

অ্যাঙ্গল্‌সি—৭০; বেডফোর্ড—১৯৯; বার্কশিয়ার—১১৮; ব্রেকন—৫৪; বাকিংহাম—১৩০; কেম্ব্রিজ—১৫৩; কার্ডিগান—৪৪; কার্মার্থেন—৭৭; কার্ণারভন—১০১; চেশিয়ার—২২৩; কর্ণওয়াল—৭৩; কাম্বারল্যাণ্ড—৮৬; ডেনবিগ—৮১; ডার্বি—২০৯; ডেভন—৫৭; ডর্সেট—৯৮; ডার্হাম—৪২৪; আইল্ অব্ ইলি—১২০; এসেক্স—২৪১; ফ্লিন্ট—১০৭; গ্লামরগ্যান—৪৫০; গ্লাউসেষ্টার—৯৩; হিয়ারফোর্ড—৫৬; হার্টফোর্ড—১৯৪; হান্টিংডন—৯৭; কেণ্ট—২৩০; ল্যাঙ্কাশিয়ার—৩৮৪; লিসেষ্টার—১২৪; লিঙ্ক্‌স্ (হল্যাণ্ড)—৬৭; লিঙ্ক্‌স্ (কেষ্টিভেন)—৭১; লিঙ্ক্‌স্ (লিণ্ড্‌সে)—৭৮; মেরিয়নেথ—৪৮; নর্দ্দাম্পটন—১১৪; মিড্‌ল্‌সেক্স—৯৭২; মন্মাউথ—২১৭; মণ্টগমারি—৩২; নরফক্—৬০; নর্দ্দাম্বারল্যাণ্ড—১৩০; নটিংহাম—১৯৯; অক্সফোর্ড—৭৯; পেম্ব্রোক্—৬০; সোক্ অব্ পিটারবরো—২২৩; র‍্যাডনর—২৩; রাট্‌ল্যাণ্ড—৫৮; স্যালপ—৭০; সমারসেট—৮৫; সাউদাম্পটন—১০৫; ষ্ট্যাফর্ড—২০১; সাফক্ (ইষ্ট)—৮৭; সাফক্ (ওয়েষ্ট)—৮৩; সারে—৩২৪; সাসেক্স (ইষ্ট)—১৫১; সাসেক্স (ওয়েষ্ট)—১৪৩; ওয়ারউইক্—১৪৫; ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ড—৫৭; আইল্ অব্ ওয়াইট্—২৩০; উইল্‌টশিয়ার—৮৭; ওরসেষ্টার—১৩৯; ইয়র্কস্ (ই, আর)—৭৬; ইয়র্কস্ (এন্, আর)—৮৯; ইয়র্কস্ (ডব্লিউ, আর)—২৬০।

১ মাইল রাস্তা প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লোকসংখ্যা (৯৭২) মিড্‌ল্‌সেক্সে, আর সর্ব্বাপেক্ষা কম লোকসংখ্যা (২৩) র‍্যাডনরে।

১৯২৭ সনে যুগোশ্লাভিয়ার আর্থিক অবস্থা

১৯২৭ সনে যুগোশ্লাভিয়াতে ফসল ভাল হয় নাই।

যুগোশ্লাভিয়া কৃষিপ্রধান দেশ। সেইজন্য ফসল ভাল না হওয়াতে দেশের আর্থিক জীবনের সকল বিভাগই ক্ষতি সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কৃষকদের সহিত, ছোটখাট ব্যবসাদাররাও, লোকসান ভোগ করিয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণও কমিয়াছিল। সাধারণতঃ প্রতি বৎসর যুগোশ্লাভিয়ার মোট রপ্তানির মূল্য মোট আমদানির মূল্য অপেক্ষা অধিক থাকে, কিন্তু গত বৎসর যত মূল্যের মাল আমদানি করা হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা কম মূল্যের মাল রপ্তানি করা হইয়াছিল। রপ্তানি করিবার শস্যের পরিমাণ কমার ফলেই এই পরিবর্ত্তন। তবে ১৯২৭ সনটা যুগোশ্লাভিয়ার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ যায় নাই। কৃষিতে লোকসান হইলেও কয়েকটী শিল্পে উন্নতি দেখা গিয়াছে। এ বৎসর শস্যের ফলন ভালই হইয়াছে। ১৯২৭ সনের ক্ষতি এই বৎসরে পূরণ করা সম্ভব হইবে।

জার্ম্মাণ লৌহ-ইস্পাত-শিল্প

বর্ত্তমানে জার্ম্মাণির লৌহ-ইস্পাত-শিল্প কারখানায় ৩,৩০০,০০০ লোক নিযুক্ত আছে; এবং ঐ সকল কারখানায় ৬,৫০০,০০০ অশ্বশক্তির যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বর্ত্তমান জার্ম্মাণ রাষ্ট্রগড়নের কিছুদিন পরে পর্য্যন্ত জার্ম্মাণির লৌহইস্পাত-শিল্প কেবল-মাত্র প্রাথমিক অবস্থার মধ্যে চলিয়াছিল। ইণ্ডিয়ান ডেলিমেল নামক বিখ্যাত বোম্বাই ইংরেজী দৈনিকের জনৈক বার্লিনস্থ সংবাদদাতা গত ৫০ বৎসর পূর্ব্বের ও বর্ত্তমানের জার্ম্মাণ লৌহইস্পাত-শিল্পের এক বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাতে ঐ শিল্পে জার্ম্মাণি কি প্রভূত উন্নতি-সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

বিভাগ	কারখানা		কারখানায় নিযুক্ত লোক		বৈদ্যুতিক শক্তি	
	১৮৭৫	১৯২৫	১৮৭৫	১৯২৫	১৮৭৫	১৯২৫
কাঁচা লৌহ ও অন্যান্য নন ফেরাস মেটালের	২,৩৭৩	২,৪৩৫	১৭৩,৫৯৫	৬২০,১৮০	২০৮,১৫৫	৩,৮৭৭,১১১
লৌহ ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতব জিনিষ পত্রের	১৭০,৫৯৩	১৫১,০৪৩	৩৯২,৮০৪	৮৮৮,৮৮০	২১,১৬৫	৫৯৭,১০৩
যন্ত্রপাতি, মেক্যানিকাল হাল-হাতিয়ার ও যান-বাহনের	১২,৫৩৯	৪১,৩১৬	১৯৮,৪৭৭	১,২৩৫,৯৩৮	৩৫,১৩৩	১,৪৮০,৪৮২
ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং, ইনষ্ট্রুমেণ্ট অব প্রিসিশন ও অপ্‌টিক্যাল শিল্পের	১৭,৭০৭	৪৬,৪২২	৩৬,৪৮৭	৫৯৮,২৮২	৮৬১	৪৫৫,৮৯৯

এই অঙ্কগুলি দ্বারা জার্ম্মাণির লৌহ-শিল্পের দৌড় পরিমাপ করা যায় এবং ইহা কি দ্রুত ভাবে উন্নতির পথে চলিয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু এই অঙ্কগুলি সম্যক বুঝিতে হইলে ইহা জানা দরকার যে ১৮৭৫ সনে লৌহ-শিল্পের জন্য জার্ম্মাণির তাঁবে যতটা জমি ছিল ১৯২৫ সনে এবং বর্ত্তমান ১৯২৮ সনে আর ততটা নাই। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ লৌহ-ইস্পাতের জন্য বিখ্যাত আলসেস লোরেণ ও ইষ্টার্ণ আপার সাইলেশিয়া জার্ম্মাণির হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। এই দুইটি প্রদেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে জার্ম্মাণির লৌহইস্পাত-শিল্পের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

উপরের অঙ্কগুলি হইতে দেখা যায় যে, কারখানা-বৃদ্ধির চাইতে কারখানায় নিযুক্ত শ্রমজীবীর সংখ্যা খুব বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, জার্ম্মাণির লৌহ ইস্পাত কারখানাগুলিতে অধিকতর মূলধন খাটিতেছে ও ব্যাপকভাবে কারখানাগুলি পরিচালিত হইতেছে। তাই

আজকাল প্রায়ই "বিগ কন্‌সার্ণসে"র কথা শুনা যায়। আবার জনবলের চাইতে মেক্যানিক্যাল পাওয়ার বা যন্ত্রবল বেশী করা হইয়াছে। এই সকল কারখানায় ইঞ্জিন তৈয়ারী ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংএর কাজে সব চাইতে বেশী উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

শিল্প-বাণিজ্যে জাপানের উন্নতি

মাত্র ৬০ বৎসর পূর্ব্বে জাপান মধ্যযুগের আবহাওয়াতেই ছিল। জমিদারতন্ত্রের প্রভাব তখন দেশের মধ্যে প্রবল। চাষাদের উপর অত্যন্ত অত্যাচার হইত। পণ্যোৎপাদন গিলডগুলার দ্বারা সম্পাদিত হইত, কিন্তু এই গিলডগুলাতে প্রবেশাধিকার জমিদার প্রভুদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত। জমিজমার ক্রয়বিক্রয় হয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল, না হয় নানা নিয়মে শাসিত ছিল। দেশের একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাওয়া-আসার জন্য উপযুক্ত পথযানের অভাব ছিল। দেশের বাহিরে কাহারও যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। বিদেশীদেরও দেশের ভিতরে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ছিল। জাপানের সহিত বহির্জ্জগতের কোন প্রকার আর্থিক যোগাযোগ আদৌ ছিল না বলিলেই হয়।

১৮৬৮ সনের পূর্ব্বে জাপানী সম্রাট শোগুণের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র হইয়া থাকিতেন। ঐ সন হইতে সম্রাট নিজ ক্ষমতা জাহির করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জাপানে মধ্যযুগের অবসান হইল, জমিদারতন্ত্রের প্রভাব লুপ্ত হইল। আধুনিকতার যুগ জাপানে দেখা দিল। আগেকার যুগের আর্থিক উন্নতিতে বাধাদানকারী সকল প্রকার নিয়ম উঠাইয়া দেওয়া হইল। জমিজমার ক্রয় বিক্রয়ে স্বাধীনতা এবং ইচ্ছামত পেশা অবলম্বনের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। বিদেশীরা এদেশে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইল। কুটীর-শিল্পের স্থানে প্রধানতঃ কারখানা-শিল্পকে বরণ করিয়া জাপান মধ্য যুগের সহিত শেষ সম্পর্কও ছিন্ন করিল।

উক্ত পরিবর্ত্তনগুলার ফলে জাপান আর্থিক হিসাবে কিরূপ দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহা জাপানের বহির্বাণিজ্যের বৃদ্ধি হইতেই বুঝা যায়। ১৮৬৮ সনে জাপান ১ কোটি ৫৫ লক্ষ ৫৩ হাজার ইয়েন মূল্যের রপ্তানি ও ১ কোটি ৬ লক্ষ ৯৩ হাজার ইয়েন মূল্যের আমদানি করিয়াছিল; ১৯২৪ সনে ১৮০ কোটি ৭২ লক্ষ ৩৩ হাজার ইয়েন মূল্যের রপ্তানি ও ২৪৫ কোটি ৩৩ লক্ষ ৯০ হাজার ইয়েন মূল্যের আমদানি করিয়াছে।

কেবল আধুনিকতাকে বরণ করার জন্যই জাপানের এরূপ অদ্ভুত উন্নতি ঘটে নাই; এই দ্রুত উন্নতির তিনটী বিশেষ কারণ আছে:—(১) কারখানা-শিল্প দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তন করিবার জন্য প্রথম হইতেই জাপানী গভর্ণমেণ্ট প্রাণপণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নানা কারখানা খাড়া করিয়া দিন কতক সেগুলাকে চালাইয়া লোকদের কারখানা-শিল্পে অভ্যস্ত করিয়া, সেগুলাকে বেসরকারী হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। ইহা ছাড়া সংরক্ষণ-শুল্ক স্থাপন করিয়া ও সাবসিডি দিয়াও কারখানা-শিল্পের বিস্তারের জন্য জাপানী গভর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। (২) চীন-জাপান যুদ্ধ, রুষ-জাপান যুদ্ধ এবং বিশেষ করিরা গত মহাযুদ্ধের জন্য জাপানী শিল্পগুলা উন্নতি করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। গত মহা-যুদ্ধের সময় ইয়োরোপীয় প্রায় সকল জাতিই যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। সেই সুযোগে জাপান আধুনিকতম কলকব্জা ও উৎপাদন-প্রণালী অবলম্বন করিল। মহাযুদ্ধের সময়ও যে কয়টা দেশ জগতের প্রায় সর্ব্বত্র বাণিজ্য চালাইতেছিল জাপান তাহাদের মধ্যে অন্যতম। (৩) জাপানে অল্প মাহিয়ানায় অনেক মজুর পাওয়া যাইত; ইহার জন্য জাপানী শিল্পপতিদের অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছিল।

এ পর্য্যন্ত জাপানী শিল্প-বাণিজ্যের বিস্ময়কর উন্নতি হইয়াছে বটে; কিন্তু ভবিষ্যতে জাপান এরূপ দ্রুত উন্নতি করিতে পারিবে কিনা তিনটী কারণে যে বিষয়ে সন্দেহের উদয় হয়। এই তিনটি কারণ হইতেছে—(১) জাপানে কুদরতী মালের অভাব; (২) জিনিষ পত্রের দর বাড়ার জন্য মজুরির হারের বৃদ্ধি; (৩) ইয়োরামেরিকা এবং ভারত ও চীনের প্রতিযোগিতা।

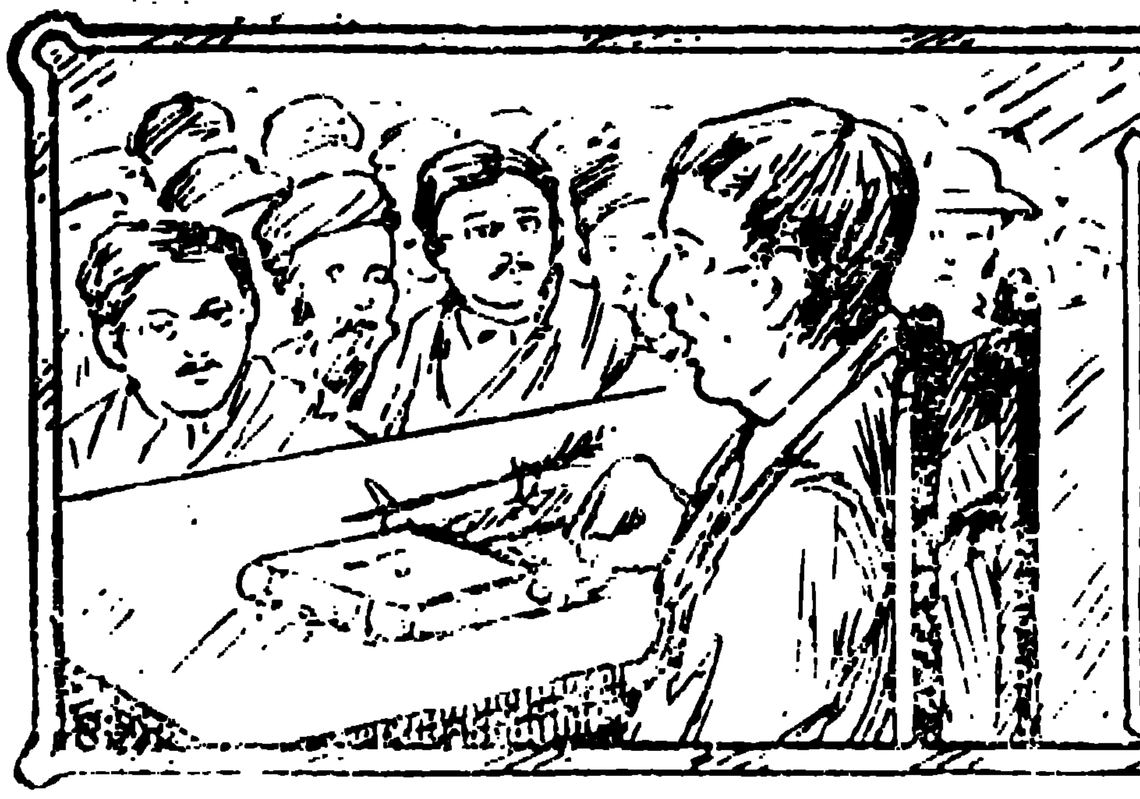

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

ভারতবর্ষীয় রেল-কর্ম্মচারিগণের দাবী

দি অল্ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে মেন্‌স্ ফেডারেশান্ (নিখিল ভারতবর্ষীর রেল-কর্ম্মচারি-সঙ্ঘ) সমস্ত রেলকর্ম্মচারিগণের অভাব-অভিযোগ ভারত গভর্ণমেণ্টের রেলওয়ে মেম্বারের নিকট জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে একখানি মেমর‍্যাণ্ডা অর্থাৎ স্মৃতিপত্র দাখিল করিবার জন্য লিপিবদ্ধ করিয়াছে। যাহাতে প্রত্যেক কর্ম্মচারী জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের উপযোগী মজুরি পায় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন বেতনের ও বার্ষিক বেতন-বৃদ্ধির হার নিরূপণ করিয়া সকল প্রকার কর্ম্মচারীর জন্য টাইম স্কেল অর্থাৎ কার্য্যকালের পরিমাণ-অনুযায়ী বেতন-বৃদ্ধির ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিবার জন্য এই মেমর‍্যাণ্ডায় বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। আনাড়ি কর্ম্মীদিগের সর্ব্বনিম্ন বেতন ৩৫৲ টাকা হওয়া উচিত; এছাড়া ছোট-বড় সহরের জন্য বিভিন্ন প্রকারের ভাতা থাকিবে। ফেডারেশানের মতে দৈনিক মজুরির ব্যবস্থা উঠিয়া যাওয়া উচিত, ও ঠিকা দরে কাজ চালাইবার ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করা আবশ্যক এবং পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্ট, পোষ্টাফিস বিভাগে যেমন বর্ষাবাদল বা অন্যান্য প্রকার দুর্দ্দিনের জন্য বিশেষ ভাতা দিবার ব্যবস্থা আছে, রেল বিভাগেও সেরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। জেনেভা কন্‌ভেনশান অনুসারে ছুটীর ব্যবস্থা করিতে হইবেই, এবং তার সঙ্গে দৈনিক পরিশ্রমের হার যাহাতে সবচেয়ে বেশী সময়ের বেশী না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্টে (ডাক বিভাগে) যেমন শতকরা ২০ জন লোককে ছুটী দেওয়া যায়, রেল বিভাগেও তাহা করিতে হইবে, এবং মাঝে মাঝে ছুটী না লইয়া একেবারে বেশী দিনের জন্য লম্বা ছুটী লওয়ার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও গ্র্যাটুইটীর নিয়মকানুন সম্বন্ধে ফেডারেশান বলিতেছে যে, ১৫ বৎসর চাকুরী না হইলে গ্র্যাটুইটী পাওয়া যায় না, এই নিয়ম রদ করিতে হইবে। চাকুরী করিতে করিতে মাঝে ছাড়িয়া দিলে আর পূর্ব্বের কার্য্যকাল সম্বন্ধে কোনই ব্যবস্থা না করিবার যে নিয়ম আছে তাহাও কিঞ্চিৎ শিথিল করিতে হইবে। কেবলমাত্র আদালতে দণ্ডিত ব্যক্তিরই গ্র্যাটুইটীও বোনাস খেলাপ হইবে। নিম্ন কর্ম্মচারী কোন উপরওয়ালার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিলে, যার নিকট অভিযোগ করা হয় তাহাকে সমস্ত বিষয় স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয়ে পরিবর্ত্তন-সাধনের উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা:—প্রকৃত অনুসন্ধান না করিয়া শাস্তি-দানের ব্যবস্থা, প্রকৃত বাসগৃহের অভাব, চাকুরী ব্যাপারে জাতি বিচার, রেল-মজুরদিগের অবস্থা। এবং নিম্নলিখিত কতকগুলি অভিযোগও আনা হইয়াছে, যথা—জরিমানা করা, অনেক ঘণ্টা ধরিয়া খাটাইবার ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থার কম্‌তি, সাময়িক স্বাস্থ্যপরীক্ষা, অসমান গ্র্যাটুইটির ব্যবস্থা, উপযুক্ত-সংখ্যক রেলওয়ে ইন্‌ষ্টিটিউটের অভাব, প্রমোশান দিবার বেলায় পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি।

ট্রেড্ ডিস্পিউট বিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ

সাবকমিটির তৈয়ারী মেমরাণ্ডাম্ জেনারেল কাউন্সিল অনুমোদন করিয়াছেন এবং সমস্ত রেল কর্ম্মচারিগণকে অনুরোধ করিয়া কতকগুলি রিজলিউশান পাশ করিয়াছেন যে, রেল কর্ম্মচারিগণের একটী ডেপুটেশান নির্দ্ধারণ করিয়া কতকগুলি দাবী জানানোর জন্য রেলওয়ে মেম্বারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কাউন্সিল

ভারতের ট্রেড্‌ডিস্পিউট্‌ বিল, ও পাবলিক সেফটি বিলের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছে। কারণ, এই সকল আইনে, কর্ম্মচারিগণের স্বার্থ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

বৈকুণ্ঠপুর অবৈতনিক কৃষি-শিল্প-বিদ্যালয়

জেলা ২৪ পরগণার বারুইপুর ষ্টেশন হইতে ২ মাইলের মধ্যে বৈকুণ্ঠপুর নামক দরিদ্র শ্রমিক এবং কৃষক-প্রধান গ্রামে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। "আর্থিক উন্নতি"র ১৩৩৩ সালের শ্রাবণ মাসের "কৃষকদের আর্থিক শিক্ষা" নামক প্রবন্ধে যেরূপ শিক্ষা-প্রণালী আলোচিত হইয়াছিল, এই বিদ্যালয় তাহাই অনুসরণ করিতেছে। বর্ত্তমানে ৩৫টী ছাত্র এখানে প্রাথমিক শিক্ষার সহিত সহজ উপায়ে পাটের দড়ি পাকান এবং চরকায় সুতা কাটা অভ্যাস করিতেছে। শীঘ্রই তাঁত বসাইয়া ঝাড়ন, গামছা, মশারির থান, গায়ের চাদর ইত্যাদি বুনিবার ব্যবস্থা হইবে। আবশ্যকীয় অর্থের অভাবে জমি সংগ্রহ, গৃহাদি নির্ম্মাণ এবং অন্যান্য শিল্প যন্ত্রাদি ক্রয় করা সম্ভব হয় নাই। একারণ কৃষিশিক্ষারও কোন ব্যবস্থা করিতে পারা যাইতেছে না। সম্প্রতি "খাদি প্রতিষ্ঠান" তিনটী চরকা দান করিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। ছাত্রেরা উৎসাহের সহিত সুতা কাটিতেছে। দেশের অন্যান্য দানশীল ব্যক্তিগণ যদি "খাদি প্রতিষ্ঠানের" দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করেন, তাহা হইলে এই দরিদ্র শিশু-বিদ্যালয়ের প্রভূত কল্যাণ হইবে।

নিবেদন ইতি
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস
সেক্রেটারী, দক্ষিণ গোবিন্দপুর, ২৪ পরগণা

হাজির বিল বনাম ফিনান্‌শ্যাল টাইম্‌স্‌

ভারতবর্ষের "ফ্রি প্রেসের" লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা বলিতেছেন, বিলাতের "ফিনান্‌শ্যাল্‌ টাইমস" পত্রিকা এই মর্ম্মে অনেকবার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে যে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাবিত ভারতের উপকূল-বাণিজ্য কেবলমাত্র ভারতীয় জাহাজের জন্যই নির্দ্ধারিত রাখা সম্বন্ধে মিষ্টার হাজির বিল ভারতীয় রাজনীতি-বিশারদগণের বৃটেনের প্রতি বিদ্বেষভাবই জ্ঞাপন করিতেছে এবং ইহাতে বৃটেনের স্বার্থের বহুৎ ক্ষতি হইবে। ভারতবর্ষস্থ বৃটিশ-সমাজের রাজনৈতিক মতানুসারে মিষ্টার হাজির বিল অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই কথা প্রথম প্রচারিত হয় লণ্ডন চেম্বার অব্‌ কমার্সের ইষ্ট ইণ্ডিয়া সেক্সনের সভায়। এই সভায় মিষ্টার সি, বি, চার্টারস, সি ক্রফোর্ড, মিষ্টার এলেন্‌ ইত্যাদি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

এই উপলক্ষ্যে "ফিনান্‌শ্যাল টাইম্‌স্‌" পত্রিকা উহার মতগুলি ঝালিয়া লইবার অবসর পাইয়াছে। অ্যাসোসিয়েটেড্‌ চেম্বারের মেমর‍্যাণ্ডামে দাবী করা হইয়াছে যে, ভারতের কন্‌ষ্টিটিউশানে (দেশ-শাসনের গোড়ায় লিখিত বিধি সকল) এমন একটি আইন বিধিবদ্ধ করিতে হইবে যাহাতে বৃটিশদিগের জন্য অর্থনৈতিক ক্যাপিচুলেশান্‌ (বিশেষ সুবিধাভোগের জন্য চুক্তি) পাওয়া যাইতে পারে। এই মেমর‍্যাণ্ডামের সমালোচনা করিয়া উক্ত পত্রিকায় বর্ত্তমান সপ্তাহে একটী সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। "ফিনান্‌শ্যাল্‌ টাইম্‌স্‌" পত্রিকার মতে ইকনমিক্‌ ক্যাপিচুলেশান সম্বন্ধে নূতন আইন বৃটিশের স্বার্থ-সাধন ও ভারতের উন্নতিবিধান এই দুইয়ের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু বৃটিশের বিশেষ বিশেষ অধিকার ও দাবীগুলি পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়া ভারতের উন্নতি যে কিরূপে সাধিত হইতে পারে সে সম্বন্ধে কিছুই বুঝাইবার চেষ্টা করা হয় নাই।

এই পত্রিকা বলিতেছে:—যে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইতে যাইতেছে তাহার পাণ্ডুলিপিতে ভারত গভর্ণমেণ্টের একটী নূতন ধারা সন্নিবেশিত করিতে হইবে যাহাতে শিল্পবাণিজ্য-স্বার্থ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় বা মিউনিসিপ্যাল আইন প্রণয়ন বা ট্যাক্স নির্দ্ধারণে কোনরূপ ভেদনীতি অবলম্বিত না হয়। এ বিষয়ে সকলেরই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত। অনেক ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিক নেতাগণের ভাবভঙ্গীতে বেশ বুঝা যায় কোন কোন স্থানে স্বার্থ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, এবং এ সম্বন্ধে ৬ মাস পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি। ভারতের আর্থিক উন্নতির ও শ্রীবৃদ্ধির পথে যে সমস্ত অন্তরায় উপস্থিত হইতেছিল

তাহার বিরুদ্ধে যথাসময়ে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য প্রচেষ্টাকে আমরা অন্তরের সহিত অনুমোদন করিতেছি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতের বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ

ইণ্ডিয়ান ট্রেড্ মিশনের মাতব্বর ডাঃ ডি, বি, মীক্ বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতের বাণিজ্য বাড়িবার খুব সুবিধা আছে। ডাঃ মীকের এক রিপোর্ট শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, দক্ষিণ অফ্রিকায় ভারতীয় ট্রেড কমিশনার নিযুক্ত করা বিশেষ দরকার।

ডারবানে তাঁহার এক বিদায়-সভায় তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ ব্যবসা সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

দুনিয়ার কোন বাজারে ভারতের মাল বেশী আছে, বিশেষতঃ ভারতের জিনিষপত্রের কোথায় চাহিদা বেশী ইহাই লক্ষ্য করা আমাদের মিশনের উদ্দেশ্য। আমরা যে যে দেশ ঘুরিয়াছি সেই সেই দেশেই ভারতের কোন জিনিষ কাটিতে পারে কিনা, এবং সে দেশের কোন মাল, অন্যান্য দেশ হইতে বর্ত্তমানে যে দামে ভারতে আমদানি হইতেছে, তাহা হইতে কম দামে ভারতে আমদানি করা যায় কিনা তাহাই লক্ষ্য করিয়াছি। আমরা যে যে দেশ ঘুরিয়াছি তাহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ দেশে ভারতের ট্রেড্ কমিশনার নিযুক্ত করা দরকার সে মন্তব্য প্রকাশ করাও আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। আমাদের মাত্র পাঁচটী দেশ ভ্রমণ করিবার কথা ছিল, তাহাদের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা একটী। এ দেশ ঘুরিয়া আমাদের ইহাই ধারণা হইয়াছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতের একজন ট্রেড কমিশনার নিযুক্ত করা খুবই আবশ্যক।"

মাল বদলাবদলি

ডাঃ মীক্ এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, পারশ্য, ইরাক্, সীরিয়া, সুদান, এদেশ এবং পূর্ব্ব আফ্রিকার সমস্ত দেশ, এমন কি দক্ষিণ আফ্রিকা পর্য্যন্ত তাহারা ঘুরিয়াছেন। প্রত্যেক দেশেই তাহারা দেখিয়াছেন যে, এ সমস্ত দেশ হইতে ভারত যে পরিমাণে মাল আমদানি করিয়াছে, তাহার অনেক বেশী মাল সে সব দেশে ভারত রপ্তানি করিয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার কথা স্বতন্ত্র।

দক্ষিণ আফ্রিকার বেলায় অবস্থা ঠিক উল্টা। কারণ এখান হইতে সোনা এবং হীরকই বেশী ভারতে আসে। আর ভারত হইতে এখানে যায় চা, পাট, চাউল, কাঠ, কাপড় চোপড়, ছড়ী এবং অন্যান্য ভারতীয় ছোট খাট মাল। শুধু পাটই ভারত হইতে এদেশে আসে ১,০০০,০০০ পাউণ্ডের। ভারত হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় তিন লক্ষ পাউণ্ডের চাউল আসে, তবে চাউলের "কোয়ালিটী" এবং বেশী ভাড়া সম্বন্ধে তাঁহারা অনেক নালিশ শুনিয়াছেন, এবং তাহাতে চাউলের ব্যবসাটাও বাড়িবার তত সুবিধা পাইয়া উঠিতেছে না। ব্রহ্ম হইতে যে সমস্ত কাঠ দক্ষিণ আফ্রিকায় আসে, তাহার ব্যবসা বাড়াইতে হইলেও কতকগুলি অসুবিধা নিবারণ করার দরকার, এটাও তাহারা লক্ষ্য করিয়াছেন।

ডাঃ মীক্ আরও বলিয়াছেন যে, তাহারা যে উদ্দেশ্য লইয়া কাজে নামিয়াছেন, তাহার মধ্যে, বোম্বাই এবং ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে যে সমস্ত সুতির কাপড় চোপড়, বিদেশে রপ্তানি হয়, তাহার ব্যবসার অবস্থা লক্ষ্য করা একটী। এই সমস্ত জিনিষ দক্ষিণ আফ্রিকায় বৎসর মাত্র ৪১,০০০ পাউণ্ড মূল্যের ভারত হইতে আসে।

অপর দিকে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে যে সমস্ত মাল ভারতে রপ্তানি হয়, তাহার মূল্য অনেক বেশী। পাঁচ বৎসর আগে এদেশ ভারতে মাত্র ৬,০০০ পাউণ্ড মূল্যের জিনিষ পাঠাইত। গত বৎসর এই সংখ্যা ৮১,০০০ পাউণ্ড উঠিয়াছে। ভারতের সহিত এদেশের যে ব্যবসাই করা যায়, সেই ব্যবসাই দ্রুত বাড়তির দিকে যায় এইরূপ দেখা গিয়াছে।

ডাঃ মীক্ আরও বলিয়াছেন যে, ভারতে সোনা আমদানি দেশের রপ্তানির পরিমাণের উপব নির্ভর করে। গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া ভারত বেশ বড় রকমের খরিদ্দার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের ব্যবসা দিন দিন বেশ বাড়িয়া চলিয়াছে। এই দুই দেশের মধ্যে ব্যবসার কোঠা বাড়িয়া দুই কোটি পাউণ্ডে ঠেকিয়াছে।

শেষকালে ডাঃ মীক বলিয়াছেন যে, ভারতে সোনার কাট্‌তি কি পরিমাণে হয় এ বিষয় লইয়া তিনি অনেক

মাথা ঘামাইয়াছেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারটা ভারতের ব্যবসার পক্ষে খুব দরকারী হইলেও সাধারণতঃ এ দিকে কেহই তেমন মন দেন না। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে কতক পরিমাণে সোনা সোজা ভারতে পাঠান হয়, এবং দিন দিন ভারতে এই ভাবে সোনার আমদানি বাড়িয়া যাইতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় একটা টাকশাল খোলার কথা হইতেছে। তাহা হইলে এই ভাবের সোনার ব্যবসা খুব বাড়িয়া যাইবে। যতদূর খবর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দক্ষিণ আফ্রিকার এই টাকশাল হইতে বৎসরে চার কোটি গিনি বাহির হয়। সাধারণতঃ এই টাকাতেই ভারতের সব দরকার মিটিয়া যায়।

আফগানিস্থানের রেলওয়ে

আফগানিস্থানের পক্ষে রেলওয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া "আনিস্" নামক কাবুলের একটী সংবাদপত্র বলিয়াছে যে, দেশে চলাচলের সুবিধা যত বেশী হইবে দেশের উন্নতিও তত বাড়িবে।

এই বিষয়ে কতকগুলি উপায় বাত্‌লাইতে গিয়া সংবাদপত্রটী বলিতেছে যে, এই উদ্দেশ্যে রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিতে হইলে বেশী রকম সাহায্য, পুঁজি ও সুদক্ষ কারিকর আবশ্যক এবং এই সমস্ত কারিকর এমন দেশ হইতে আনিতে হইবে, যে দেশ রাজনৈতিক অথবা আর্থিক উন্নতি বিষয়ে আফ্‌গানিস্থানের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। সে কাগজে ইহাও বলা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ, কিংবা কোন ইংরেজ অথবা রুষ রাজ্য হইতে কোন রকম সাহায্য গ্রহণ করা উচিত নয়।

এ কাগজে আরও বলা হইয়াছে যে, কাবুল হইতে কান্দাহার পর্য্যন্ত, কান্দাহার হইতে কামান ও হিরাত পর্য্যন্ত এবং হিরাত হইতে রুষ এবং পারস্য সীমান্ত পর্য্যন্ত এই রেল লাইন খুলিলে ভাল হয়। এই পথে রেল লাইন চালাইলে, বাণিজ্যের দিক্ দিয়াও সুবিধা হইবে আর খরচও খুব সস্তা পড়িবে; কারণ এ পথে কোন পাহাড়-পর্ব্বত নাই অথবা কোন বড় সুড়ঙ্গ কাটিবারও দরকার হইবে না।

আমেরিকার কেরোসিন তেল কি শুকাইয়া যাইতেছে?

বিখ্যাত সোভিয়েট্ ভূতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ষ্ট্রাইজেভ্ অল্পদিনমাত্র আমেরিকার তেলের ব্যবসার সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পাঁচ বৎসর ধরিয়া সোভিয়েট রুশিয়া যুক্তরাষ্ট্রকে কেরোসিন তেল যোগাইবে; আমেরিকা তার পরিবর্ত্তে রুশিয়ার পুনর্গঠনে সাহায্য করিতে বাধ্য হইয়াছে।

তিনি বলিতেছেন যে, বর্ত্তমানে পেট্রোলিয়াম যেরূপ অতিরিক্তমাত্রায় খরচ করা হইতেছে তাতে আগামী পাঁচ বৎরের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের তেলের ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। তেল কোম্পানীগুলির মধ্যে উন্মত্তের মত প্রতিযোগিতা ও যাহাতে তেল অযথা নষ্ট না হয় তদুদ্দেশ্যে তেলকূপ খননের উপযুক্ত মত ব্যবস্থা না থাকার জন্য এই সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে।

অধ্যাপক ষ্ট্রাইজেভ্ বলেন যে, আমেরিকার তেল-শিল্প সম্বন্ধে যে আশ্চর্য্য যান্ত্রিক উন্নতির কথা শুনিয়াছিলেন তাহা নিতান্ত মিথ্যা বলিয়া মনে হয় নাই। তিনি বলেন যে, কেবল মাত্র একটা নীতি এই শিল্প সম্বন্ধে আমেরিকা মানিয়া চলিতেছে। তাহা হইতেছে সব চেয়ে অল্প সময়ের মধ্যে সব চেয়ে অধিক পরিমাণে মাল তৈয়ারীর ব্যবস্থা। এ হিসাবে আমেরিকার নিকট রুশিয়ার অনেক শিখিবার আছে। কিন্তু আমেরিকাও আমাদের নিকট অনেক বিষয় শিখিতে পারে।

তবুও বাকু হইতে কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্ত্তী কেরোসিন তেল জাহাজ বোঝাই করিবার বন্দর বাতুম পর্য্যন্ত ২০০ মাইল লম্বা নলের লাইন গঠন-কার্য্যে বিদেশী ইঞ্জিনিয়ারগণের সাহায্য সত্ত্বেও সোভিয়েটগণ একটার পর একটা ক্রমাগত ভুল করিয়া যাইতেছে। "দি ইণ্টার ন্যাশানাল অক্সিজেন্ কোম্পানি অব্ নেবার্ক, এন, জে" তাহার রাশিয়ান কন্‌সেশান্ "রাগাজ"এর সাহায্যে নল বসাইতেছে। ইঞ্জিনিয়ারগণ, ডিসেল পাম্প নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, কিন্তু সোভিয়েটগণ বিদেশে ক্রয় না করিয়া চারি মাস পূর্ব্বে

লেনিন্‌গ্র্যাডের "দি সোভিয়েট মেরিন্‌ ওয়ার্কস"এর নিকট অর্ডার দিয়াছে। এ পর্য্যন্ত একটী পাম্পও প্রেরিত হয় নাই। ১লা জানুয়ারি হইতে বাতুম বন্দরে সোভিয়েটদের নিউ-ইয়র্কের দি ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর তেল বেচিবার কথা; কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে নলের লাইন সম্পূর্ণ হইবার আশা নাই। এই বিলম্বের জন্ত লোকসান দিয়া রেলের সাহায্যে বাতুম বন্দরে তেল চালান দিতে হইবে।

প্রাচ্য জাতি-সঙ্ঘ

আফগানিস্থানের রাজা আমানুল্লার চাচাত-ভাই জেনারেল আলী আহ্‌মদ খাঁ কায়রোতে মিশরের মন্ত্রিবর্গ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে এক ভোজে আপ্যায়িত করেন। উক্ত ভোজ-সভায় তিনি একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। এই আলী আহ্‌মদ খাঁর হাতেই আফগানিস্থান ও মিশরের মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব চালাইবার ভার অর্পিত হইয়াছে।

জেনারেল আলী আহ্‌মদ খাঁ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আফগান যুদ্ধের পর আফগান দূতরূপে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধির সর্ত্ত সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চালাইয়াছিলেন। উল্লিখিত বক্তৃতা-প্রসঙ্গে জেনারেল মহোদয় বলেন:—'সমগ্র প্রাচ্য ব্যাপিয়া এই যে জাগরণ, এই যে পরস্পরের মধ্যে একটা সম্পর্ক ও মিত্রতা-বোধ—ইহা কোন আকস্মিক ব্যাপারের ফল নহে। তৌরাস পর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া লেবাননের দেবদারু বন, পামিরের শৈল-শিখর-মালা, আফগানিস্থানের সমতল ক্ষেত্র, আরবের মরুভূমি এবং মেসোপটেমিয়া, পারস্য, ভারতবর্ষ, চীন, সাইবেরিয়া ও জাপানের প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে আজ এই নবজাগরণ বিরাজিত। যাহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিলিয়া বিশ্বমানবের কল্যাণ, সুখ ও শান্তি আনয়ন করিতে পারে—একমাত্র সেই উদ্দেশ্যে প্রাচ্যের নূতন স্বাধীন ও মিত্র সাম্রাজ্যগুলি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জাতির সহিত ঘনিষ্ঠতর ও নিকটতর সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক হইয়াছে।

এশিয়ার জাতি-সঙ্ঘ

পৃথিবীব্যাপী শান্তি-প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে জাতিসঙ্ঘের সদস্যগণ মোটেই সংযত এবং স্থিরনিশ্চয় নহেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া আমি বাস্তবিকই অত্যন্ত ব্যথা এবং দুঃখ পাইয়াছি। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা এখনও তাঁহাদের মহান্ মানবব্রত কিছুমাত্র পালন করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, আমি আশা করি যে, এই মহান্ ব্রত উৎযাপন-কল্পে এশিয়ার জাতিসঙ্ঘ ইয়োরোপের জাতি-সঙ্ঘকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। আমি বিশ্বাস করি, অচিরেই আমি উক্ত এশিয়ার জাতিসঙ্ঘ হইতে এই বাণী ঘোষণা করিতে পারিব যে, এই ব্রত নিশ্চয়ই পালিত হইবে।

আফগানরাজের ভ্রমণ-ফল

আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, সম্প্রতি মহামান্য আফগান-রাজের ভ্রমণের ফলে আমাদের সহিত বেলজিয়ান গবর্ণমেণ্ট, পোলিশ গবর্ণমেণ্ট এবং সুইজার-ল্যাণ্ডের গণতন্ত্রের বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছে।

বিভিন্ন জাতির সহিত সন্ধি-স্থাপন

ইতিপূর্ব্বেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট, ইটালীয় গবর্ণমেণ্ট, ফরাসী গণতন্ত্র, জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট, তুর্কী গণতন্ত্র এবং পারস্য গবর্ণমেণ্টের সহিত আমাদের বন্ধুত্বের সন্ধি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। আফ্রিকার সহিত আমাদের কোন বন্ধুত্বের সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু আমার উপর মিশর গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি-স্থাপনের ভার অর্পিত হইয়াছে। এই সন্ধির কথাবার্ত্তা এক্ষণে মীমাংসিত হইয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া গিয়াছে। আমি আশা করি, এইরূপে অতঃপর আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের সহিতও অনুরূপ সন্ধি স্থাপিত হইবে। আমি এখানে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। আশা করি তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বিষয়টি এই,—মিশর গবর্ণমেণ্টের সহিত আমাদের সন্ধির অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে

আফ্রিকা এবং এশিয়ার জাতি-সমূহের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত করা।

প্রাচ্য দেশ-সমূহের গর্ব্ব ও আনন্দ

স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন কোন প্রাচ্যবাসীর নিকট যদি একবার জাপানের উন্নতি, তুরস্কের উন্নতি, আফগানিস্থানের জাগরণ ও উত্থান, পারস্যের পুনর্জ্জীবন, মিশরের উন্নতি ও ঐশ্বর্য্য এবং সিরিয়ার বিপ্লবের কথা উল্লেখ করা যায়, তবে সে যুগপৎ আনন্দ এবং গর্ব্ব অনুভব না করিয়া থাকিতে পারে না। এই আনন্দ এবং গর্ব্বের কারণ এই যে, প্রাচ্যের জাতি-সমূহ আজ অজ্ঞতা এবং গোঁড়ামির অবগুণ্ঠন ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে এবং পরস্পরের গলায় ছুরিকাঘাত করা হইতে বিরত হইয়াছে। কারণ তাহারা স্বদেশ এবং অন্যান্য দেশের প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্য কি তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। ভাষার পার্থক্য এবং ধর্ম্মের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাহারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি এবং ভ্রাতৃভাব-সম্পন্ন।

শান্তি ও ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা

আফগানিস্থান পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহা দ্বারা সে তাহার সাধ্যমত সমগ্র মানব-জাতির মধ্যে শান্তি এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টিত হইবে।

আমি বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের প্রিয় রাজা মহামান্য আমানুল্লাহ্ খাঁ আমার স্বদেশবাসিগণ এবং আমি স্বয়ং কোন ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের অনুকূলে বা প্রতিকূলে কখনও পক্ষপাতযুক্ত নহি। সমস্ত জাতি এবং মানবের প্রতি আমরা বন্ধুভাবসম্পন্ন, যে-কোন শক্তি বা জাতি আমাদের দিকে তাহার সরল বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করিবে আমরা তাহারই মিত্র।

(খাদেম)

রবার-গবেষণা আইন

প্রথমবারকার মত এবারও রবার-শিল্প বিল নামঞ্জুর হইয়া গেল (মিষ্টার ই, টি, ক্যাম্পবেল, এম্, পি কর্ত্তৃক ১৯২৭ সালে এই বিল উত্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু সময়াভাবে ইহা পাশ হইল না। এই সম্বন্ধে দি ফিনান্স্যাল নিউজ পত্রিকার প্রতিনিধির সাক্ষাতে তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন :—

দুর্ভাগ্যক্রমে এই দেশে রবার-শিল্প বিশেষতঃ রবার তৈরীর কারখানার মালিকগণ মোটেই সঙ্ঘবদ্ধ নয়। এটী একটী দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। কারণ তাহাদের নিজের সুবিধার জন্য যদি তাহারা মিলিত না হয় তাহা হইলে রবার-নির্ম্মিত দ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে নূতন নূতন উপায় খুঁজিয়া বাহির করা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইবে।

রবার ইণ্ডাষ্ট্রী বিলের উদ্দেশ্য ছিল সামান্য অর্থ সংগ্রহ করা। এই অর্থের পরিমাণ মাত্র ১৫,০০০ পাউণ্ড। এই টাকা দিয়া বর্ত্তমান রবার রিসার্চ্চ অ্যাসোসিয়েশান্ অর্থাৎ রবার গবেষণা সমিতিটিকে বাঁচাইয়া রাখিবার ইচ্ছা ছিল। এই গবেষণা-সমিতি এতদিন প্রকৃতপক্ষে কেবল গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত অর্থে জীবিত আছে। অবশ্য পরে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া অনেকে অর্থ-সাহায্য করিয়াও ইহার পুষ্টিসাধন করিয়াছে। ১৯২০ সালে যখন এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত করা হয় তখন গবর্ণমেণ্ট ইহার খরচের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন। ১৯২৫ সালে এই সমিতি গবর্ণমেণ্টের নিকট জমিজমা, ঘরবাড়ী, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ২০০০ পাউণ্ড অর্থ-সাহায্য পায়। এই অর্থের পরিমাণ প্রতি বৎসর ৪০০ পাউণ্ড করিয়া কমিয়া আসিতেছে। সুতরাং ১৯২৯ সালে এই গবেষণা সমিতি গভর্ণমেণ্টের নিকট আর কোন অর্থ-সাহায্যই পাইবে না।

রবার গবেষণা সমিতি প্রধানতঃ কি কি কার্য্য করিয়াছে এই কথা জিজ্ঞাসা করায় মিষ্টার ক্যাম্প্বেল বলেন, "১৯২০ সনে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এপর্য্যন্ত ইহার দ্বারা বিভিন্ন প্রকার গবেষণা সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় কাজ সাধিত হইয়াছে। এই সমিতি কতকগুলি গবেষণা-বিষয়ক বিবরণী বাহির করিয়াছে। এই বিবরণীগুলি রবার-শিল্পের উন্নতিসাধনের জন্যই করা হইয়াছে। এই সমিতি কতকগুলি লেবরেটরি সার্কুলার বাহির করিয়াছে

এবং এই শিল্পের প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে তিনটী দরকারী বিবরণী প্রকাশ করিয়াছে। এই শিল্পে সচরাচর যে সকল যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, সে সম্বন্ধেও কতকগুলি কাগজ বাহির করিয়াছে। আরও একটী প্রয়োজনীয় কাজ সমিতি করিয়াছে। রবার-শিল্প সম্বন্ধে আজকালকার প্রচলিত বই, কাগজ ইত্যাদি সম্বন্ধে একখানি মাসিক সার্কুলার বাহির করা হইয়াছে। ইহাতে অনেক উদ্ধৃত অংশ ও অন্যান্য পুস্তক-পরিচয় লিখিত আছে।

এই সমিতি প্রশংসাযোগ্য কাজ করিতেছিল, এবং রবার-শিল্পের উন্নতি-বিধান করিতে হইলে যেরূপ গবেষণা-কার্য্যের প্রয়োজন তাহাও চালাইতেছিল। গভর্ণমেণ্ট ও বেসরকারী ব্যক্তিগণ এই সমিতির জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছে। এখন যদি রবার-শিল্প-ব্যবসায়িগণ আপন ইচ্ছাতেই হউক কি বাধ্য হইয়াই হউক, কোন অর্থ-সাহায্য না করে তাহা হইলে এই সমিতি টিকিবে না। অথচ এই বিনাশ-সাধন হইতে যাইতেছে এমন সময় যখন অন্য যে কোন শিল্পের চেয়ে রবারশিল্প খুব বেশী পরিমাণে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

যে সমস্ত দেশে রবার জন্মায় সে সমস্ত দেশে যথেষ্ট গবেষণা চলিতেছে, রবার-ব্যবসায়িগণ এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তীও তো হইতে পারেন, এই কথা বলায় মিষ্টার ক্যাম্পবেল নিম্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। রবার যে যে দেশে জন্মায় সেই সেই দেশে গবেষণা চলিলেই যথেষ্ট হইল না। এই দেশের জনসাধারণকে রবার-সম্বন্ধে শিক্ষা-লাভ করিতে হইবে। তবে মালয়ে গবেষণা সম্বন্ধে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইতেছে সেটী নিশ্চয়ই সুখের বিষয়।

রবারের দাম কমিয়া গিয়াছে। এখন সস্তায় রবার মিলার জন্য রবার-শিল্প চালাইবার সব চেয়ে সুবিধাজনক সময়। রবার-শিল্পিগণ যদি জনসাধারণের বিশ্বাস লাভ করিয়া নিজেদের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাদের বাজারে রবারের জিনিষের চাহিদা বাড়াইতে হইবে। এই জন্য তাহাদের বাজারে সদাসর্ব্বদা নূতন ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরবরাহ করিতে হইবে। অথচ এই সময় রবার-শিল্প বিলের মত কমন্স সভায় উত্থাপিত একটী বিল নামঞ্জুর হইয়াছে কেবলমাত্র রবার-শিল্পিগণের পরস্পর মিলিত হইয়া কাজ করিতে অস্বীকৃত হওয়ার ফলে।

মোলাকাৎ

[বাহাদুরাবাদ ঘাটে একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ যুবক মুদীর সহিত আমার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্তের কিয়দংশ নিম্নরূপ।—শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় দিনাজপুর]

প্রঃ—আপনি কতদিন হয় এখানে দোকান, খুলিয়াছেন ?

উঃ—প্রায় এক বৎসরের কিছু বেশী হইল।

প্রঃ—দেখিতেছি আপনি ব্রাহ্মণের ছেলে, লেখাপড়াও জানেন বুঝিতেছি, আপনার এখানে আসিয়া মুদী দোকান খোলার ইতিহাসটা জানিতে পারি কি ?

উঃ—আমার বিদ্যা ম্যাট্রিকুলেশান্ পর্য্যন্ত। এই বিদ্যায় আজকাল চাকুরী পাওয়া শক্ত। আমার এক বন্ধু যখন এই সামান্য লেখাপড়ার জোরে কোথাও চাকুরী পাইল না, তখন এক যাত্রার দলে ঢোকে। সেই দলের সঙ্গে সে এখানে আসিয়া কয়েক পালা গান গাহিয়া গিয়াই আমাকে চিঠি দিল যে এস্থানটা তাহার ভাল লাগিয়াছে। আমি যোগ-দিলে সে এখানে একটা দোকান খুলিতে চায়। তখন দুইজনে মিলিয়া এই দোকান খুলি।

উঃ—কার জমিতে দোকানঘর তুলিয়াছেন? জমি বন্দোবস্ত করিতে কোনও কষ্ট পাইতে হয় নাই কি ?

উঃ—রেলের জমিতে ঘর তুলিয়াছি। বোধ হয় ভদ্র লোকের ছেলে বলিয়াই খুব বেশী বেগ পাইতে হয় নাই। জাহাজ-ঘাট যখন সরিয়া যায়, তখন আমাকেও এই ঘর ভাঙ্গিয়া নূতন ঘাটে গিয়া দোকান খুলিতে হয়। সেই ঘাটে জোতদারের সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত করিতে হয়।

প্রঃ—কত টাকা লইয়া দোকান খুলেন ?

উঃ—আমরা দুইজনে মিলিয়া ৫০০৲ পুঁজি লইয়া এই দোকান খুলি। এখনি প্রায় ৮০০।৯০০৲ খাটিতেছে।

প্রঃ—আপনারা কি ধারে জিনিষ ক্রয় করেন ?

উঃ—না, আমরা ধারে জিনিষ কিনি না। মহাজনেরা আমাদিগকে ধারে জিনিষ দিতে চায়, কিন্তু আমরা তাহা পছন্দ করি না। এক এক চালানে মাল কম আনি; কিন্তু নগদ দামেই সব আনি।

প্রঃ—কি কি জিনিষের কেনাবেচা করেন ?

উঃ—ডাল, চাল, চিনি, সিগারেট, দিয়াশলাই, তামাক প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদিই বেশী রাখি। সখের জিনিষও দুই একটা যে না রাখি তাহা নয়। বর্ষার সময় চিড়া, ছাতু ইত্যাদি নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া রাখিতে সাহস পাই না।

প্রঃ—জাহাজের নিকটে কাচের বাক্সে করিয়া যে একজন ব্রাহ্মণ যুবক রসগোল্লা ও সিঙ্গারা বিক্রয় করিতেছেন উহাও কি আপনার দোকানের ?

উঃ—হাঁ, খাবারের দোকানও খুলিয়াছি। প্রথমে একজন কারিগর রাখিয়াছিলাম। এখন আমরা শিখিয়া লইয়া নিজেরাই বানাই। তবে পরিমাণে অল্প রাখি; কারণ এখানে সব সময় বেশী বিক্রয় হয় না। ভদ্রলোক যাত্রী থাকিলে কিছু বেশী বিক্রয় হয়।

প্রঃ—বৎসরের সকল সময়েই কি আপনাদের বিক্রয় একই রকম হয় ?

উঃ—স্কুল কলেজ কাছারী ছুটী হইবার ও খুলিবার সময় কিছু বেশী বিক্রয় হয়। অন্য সময় প্রায় এক রকম।

প্রঃ—গড়ে দৈনিক বিক্রয় কত ?

উঃ—গড়ে দৈনিক ৫৲।৭৲ টাকার জিনিষ বিক্রয় হয়। কলেজ কাছারী ছুটীর মুকে কিছু বেশী বিক্রয় হয়।

প্রঃ—আপনারা ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া অপর মুদীরা আপনাদিগকে কি রকম চোখে দেখে ?

উঃ—আর যে কয় ঘর মুদী আছে তাহারা বেহারী। এখন পর্য্যন্ত কোনওরূপ অসদ্ভাবের পরিচয় পাই নাই।

প্রঃ—প্রতি টাকায় আপনাদের লাভ কত হয় ?

উঃ—সব রকম জিনিষের বিক্রয় মিলাইয়া হিসাব করিলে গড়ে টাকায় চারি আনা লাভ হয় বলা যাইতে পারে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

পত্রিকা-জগৎ

ব্যাঙ্কার্স ম্যাগাজিন

১৯২৮ সেপ্টেম্বর সংখ্যা। (১) রাজনীতি ও অর্থনীতি। (২) ব্যাঙ্কার্স ও ক্রেদিত সমস্যা (৩) ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের পুনর্গঠন (সচিত্র) (৪) শুল্ক ও ব্যবসা। (৫) কমনওয়েলথ ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলিয়া ও ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক অব সাউথ আফ্রিকা (তুলনা) (৬) ঔপনিবেশিক ও বৈদেশিক ব্যাঙ্কিং। (৭) ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কসমূহের সার্কুলেশন (৮) বীমা ও অ্যাকচুয়ারী রিপোর্ট।

লেবার গেজেট

কানাডা সরকারের লেবার দপ্তর হইতে প্রকাশিত রাষ্ট্রের আর্থিক, কৃষি ও শিল্পোন্নতি-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। জুলাই ১৯২৮। (১) কানাডার ষ্ট্রাইক ও লকআউটস, (২) গ্রেট ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশের শ্রম ধর্ম্মঘট (৩) গ্রেট ব্রিটেন অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল কনফারেন্স। (৪) কানাডা সরকারের ভাতা দিবার নিয়ম (৫) কানাডার বার্দ্ধক্য ভাতা ভোগকারিগণের সংখ্যা (৬) আটলান্টিক উপকূলে মৎস্য-শিল্প অনুসন্ধান কমিশন (৭) স্ত্রী শ্রমজীবিগণের সর্ব্বনিম্ন মাসহারা (৮) আলবার্টা প্রদেশের শ্রম-অবস্থা (৯) আলবার্টা ও ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা (১০) কানাডার সমবায় (১৯২৭) (১১) ব্রিটিশ সমবায় কংগ্রেস (১২) গ্রেটব্রিটেনে লাভের বখরা (১৯২৭) (১৩) আন্তর্জ্জাতিক লেবার কনফারেন্সের একাদশ অধিবেশন।

ইণ্টারন্যাশনাল লেবার রিভিউ

লিগ অব নেশানস বা বিশ্ব-জাতিসঙ্ঘের জেনেভাস্থ ইণ্টারন্যাশনাল লেবার অফিস হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। আগষ্ট ১৯২৮ সংখ্যায় আছে (১) আন্তর্জ্জাতিক লেবার কনফারেন্সের একাদশ অধিবেশন। গত ৩০শে মে হইতে ১৬ই জুন পর্য্যন্ত জেনেভা সহরে ঐ কনফারেন্সের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে শ্রম-বিষয়ক অনেকগুলি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। জাপানী শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি ওনেকুবো এক প্রস্তাবে প্রতি বৎসর বিভিন্ন দেশ কর্ত্তৃক এই কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত কি ভাবে প্রতিপালিত হয় তাহা রিপোর্ট করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আর্জ্জেন্টিনার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত আকেভেদো তাঁহার প্রস্তাবে ইণ্টারন্যাশনাল লেবার-সঙ্ঘের অধীন কতকগুলি সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা জানিতে চান। কিউবার শ্রমজীবিগণের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত আবেভালো বিভিন্ন দেশের সরকারী লেবার দপ্তরের তালিকা চান।

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রস্তাবগুলিতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির সংবাদ চাওয়া হয়। কানাডার পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত চ্যাম্প কিভাবে উৎপাদন-ক্ষয়-নিবারণ করা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে বলেন। ফরাসী প্রতিনিধি জুহো ও ওলন্দাজ প্রতিনিধি সেয়ারেন্স শ্রমজীবিগণের জীবনযাত্রার অবস্থা অনুসন্ধান করিতে বলেন। ভারতীয় শ্রমজীবিগণের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত চমনলাল পরবর্ত্তী কনফারেন্সের সম্মুখে শিল্পকারখানার শ্রমজীবিগণের বাসগৃহ ও

তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে ঠিক সংবাদ পেশ করিতে বলেন। নেদারল্যাণ্ড প্রতিনিধি অক্ষম লোকদের লেবার মার্কেটে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিতে বলেন।

ইণ্টারন্যাশনাল লেবার কনফারেন্সের গভর্ণিং বডি বা কার্য্যকারী সংসদে বেলজিয়াম, কানাডা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, গ্রেটব্রিটেন, ভারতবর্ষ ইতালী প্রভৃতি ৮টি শিল্পপ্রধান দেশের স্থায়ী সভ্যপদ আছে। ইহা ছাড়া আর্জেন্টিনা, পোলাণ্ড, স্পেন ও সুইডেনকে এবৎসর গভর্ণিং বডিতে একজন করিয়া সভ্য প্রেরণের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কনফারেন্সের এমপ্লয়ার্স ডেলিগেট কর্ত্তৃক মিঃ জাম্মিল (দক্ষিণ আফ্রিকা), মিঃ হোডাক (চেকোস্লোভাকিয়া), মিঃ ল্যাম্বার্ট রিবট (ফ্রান্স), মিঃ ওলিভেটি, (ইতালী), মিঃ ভোগেল (জার্ম্মাণি), মিঃ ফরবেন ওয়াটসন (গ্রেট ব্রিটেন) গভর্ণিং বডিতে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ওয়ার্কার্স ডেলিগেটদের তরফ হইতে মিঃ মুর (কানাডা) মিঃ পুলটন (গ্রেট ব্রিটেন), মিঃ মার্টেনস (বেলজিয়াম), মিঃ জোহাক্স (ফ্রান্স) মিঃ মুল্লার (জার্ম্মাণি) এবং মিঃ থরবার্গ (সুইডেন) গভর্নিং বডিতে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

(২) বস্ত্র-শিল্পে বেকার অবস্থা—দ্বিতীয় রচনা। গত সংখ্যার রিভিউতে প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। তাহাতে বিভিন্ন দেশের বস্ত্র-শিল্পে শ্রমজীবিগণের অবস্থা ও গত ৪।৫ বৎসরে ইংলণ্ড ও আমেরিকার ষ্ট্যাটিসটিকস বিশদভাবে দেখান হয়। এই প্রবন্ধে শ্রমজীবিগণের চাহিদা ও সেই পরিমাণ জোগান, খরিদ্দারগণের শিক্ষাদান ও পুঁজি-পতিগণের কর্ত্তব্য ও শ্রম-সমস্যার সমাধান প্রভৃতির আলোচনা করা হইয়াছে।

(৩) ইয়োরোপীয় দেশ-সমূহে দোকান পশার বন্ধের আইন কানুন—দ্বিতীয় প্রবন্ধ। প্রথমটিতে বিভিন্নদেশের দোকান পশার বন্ধ করিবার সময় তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। কোন্ দেশের আইন উৎকৃষ্টতর তাহাও দেখান হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দোকান পশার বন্ধ করা সম্বন্ধে কোন্ দেশে কি ব্যবস্থা চলিতেছে তাহাই দেখান হইয়াছে।

(৪) রিপোর্ট ও অনুসন্ধান: (ক) ইয়োরোপীয় শিল্প-ভবনে কাজের ঘণ্টার হিসাব। (খ) রুশিয়ায় ধনোৎপাদন বিদ্যা (ভোকেশন্যাল এডুকেশ্যান) ১৯২৪ হইতে ১৯২৭ সন। সোভিয়েট রুশিয়ার আর্থিক সম্পদ্—আর্থিক সন ১৯২৭-১৯২৮ নামক সরকারী বিবরণীতে বর্ত্তমান বলশেভিক রুশিয়ার শিক্ষা প্রদান সম্বন্ধে বিস্তৃত খবর পাওয়া যায়। ইহাতে দেখা যায় ১৯২৬-২৭ সনে সোভিয়েট রুশিয়ার মোট পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ১২,৬৭৭,০০০। ইহাদের মধ্যে ৪টী শ্রেণী। নিম্ন বা প্রাথমিক শ্রেণীতে ১০,৮২৫,০০০। মধ্যম শ্রেণীর পড়ুয়াদের সংখ্যা ১,৪৪০,০০০। উচ্চ শিক্ষায় নিযুক্ত রুশ ছাত্রগণের সংখ্যা ২৪৪,০০০। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীগুলিতে ১৬৮,০০০।

প্রাথমিক শিক্ষার কথা বাদ দিয়া অন্যান্য শিক্ষার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় এখানে দেওয়া হইল।

সোভিয়েট রুশিয়ার সেকেণ্ড গ্রেড স্কুলগুলিতে দুইটী কোর্স। প্রথমটি তিন বৎসরের ও দ্বিতীয়টি দুই বৎসরের এখানকার তালিকা হইতে সোভিয়েট রুশিয়ার এই ধরণের স্কুলগুলির ক্রমোন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সেকাণ্ড গ্রেড স্কুল ১৯২৪-১৯২৭

	১৯২৪—১৯২৫		১৯২৫—১৯২৬		১৯২৬—১৯২৭	
প্রথম কোর্স	স্কুলের সংখ্যা	ছাত্র-সংখ্যা	স্কুল-সংখ্যা	ছাত্র-সংখ্যা	স্কুল-সংখ্যা	ছাত্র-সংখ্যা
সহর	১,৬১৮	৬৩০,০০০	১,৯৯৪	৭৩১,০০০	১,৯১৭	৬৪৯,০০০
গ্রাম	২,২৪৬	২৩৯,০০০	২,৩৬২	২৭৬,০০০	২,৯১৭	৩৫৪-০০০
মোট	৩,৮৬৪	৮৬৯,০০০	৪,৩৫৬	১,০০৭,০০০	৪,৮৩৪	১,০০৩,০০০
দ্বিতীয় কোর্স-সহর	১,২৭৬	১২৬,০০০	১,২১৬	১২৪,০০০	১,১৯৫	১১৫,০০০
গ্রাম	৪৩৮	২১,০০০	৪২৪	১৯,০০০	৪১৬	২১,০০০
মোট	১,৭১৪	১৪৭,০০০	১,৬৪০	১৪৩,০০০	১,৬১১	১৩৬,০০০

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, প্রথম কোর্সের গ্রাম্য স্কুল ও ছাত্রগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু সহরে ১৯২৫-২৬ সনে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯২৬-২৭ সনে আবার ঢের কমিয়া গিয়াছে। সেকাণ্ড কোর্সে গ্রাম্য ও সহুরে উভয় স্থানের স্কুল ও ছাত্র সংখ্যা প্রথম বৎসরের তুলনায় পরবর্ত্তী বৎসর হ্রাস পাইয়াছে। সোভিয়েট সরকারের শিক্ষা-দপ্তর ইহার কৈফিয়তে বলিতেছেন যে, এই শিক্ষা কমিশেরিয়েট অব এডুকেশ্যানের অন্তর্গত না করাই ইহার জন্য দায়ী। বর্ত্তমানে এই হ্রাস বন্ধ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

সেকাণ্ড গ্রেড স্কুলসমূহে অধ্যয়নকারিগণের মধ্যে অষ্টাদশ বর্ষীয় ছাত্রগণ ওয়ার্কার্স ফ্যাকাল্‌টি নামক এক ডিগ্রি উত্তীর্ণ হইবার অধিকারী। এই ফ্যাকাল্‌টি ৩ বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়। বর্ত্তমানে ইহার গুরুত্ব অনুভব করিয়া ইহার মেয়াদ ৪ বৎসরে বাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব চলিতেছে। ওয়ার্কার্স ফ্যাকাল্‌টির পড়ুয়া ও অধ্যাপকগণের তালিকা এখানে দেওয়া হইল।

	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
ফ্যাকাল্‌টির সংখ্যা	১১৩	১০৮	১০৯
অধ্যাপক-সংখ্যা	৪,৫০০	৪,১৮০	৪,২০০
ছাত্র-সংখ্যা	৪৩,৩০০	৪৬,১০০	৪৪,৬০০

এইগুলি ভোকেশ্যানাল স্কুলের প্রথম ধাপ।

স্পেশালাইজড ভোকেশনাল এডুকেশন সাধারণতঃ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুলগুলিতে আরম্ভ হয়। এগুলির পরিচয় এখানে দেওয়া হইল।

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল ও অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ওয়ার্কশপ ১৯২৪-১৯২৭

	১৯২৪—	—১৯২৫		১৯২৫—	—১৯২৬		১৯২৬—	—১৯২৭	
শিল্প :	বিদ্যাভবন	শিক্ষক	ছাত্র	বিদ্যাভবন	শিক্ষক	ছাত্র	বিদ্যাভবন	শিক্ষক	ছাত্র
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল	৭৮২	৯,২০০	৬৯,৭০০	৭১৯	৯,৮০০	৭৬,৪০০	৭৯৯	১০,০০০	৮৫,১০০
ভোকেশনাল কোর্স	৩৬৮	৪,৪০০	৩৮,৫০০	৪১১	৪,৪০০	৩৯,৮০০	৩৯৬	৪,৪০১	৪০,২০০
অ্যাপ্রেন্টীসশিপ ওয়ার্কশপ	১৭৭	৯৮০	১০,৭০০	২৩০	১,৩৩০	১৭,৭০০	২০৭	৯৯০	১১,৩০০
মোট	১,৩২৭	১৪,৫৮০	১১৮,৯০০	১,৩৬০	১৫,৫০০	১৩৩,৯০০	১,৪০২	১৫,৩৯০	১৩৬,৬০০
ট্রান্সপোর্ট :									
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল	৯৪	১,২০০	৯,৯০০	১৫৫	২,০০০	১,৪৬০০	১৮১	১,৯০০	১৭,৪০০
ভোকেশনাল কোর্স	৩১	৫০০	৩,৩০০	৩৩	৬৬০	৪,৪০০	২৬	৪৭০	২,৭০০
মোট	১২৫	১,৭০০	১৩,২০০	১৮৮	২,৬৬০	১৯,০০০	২০৭	২,৩৭০	২০,১০০
কৃষি :									
ভোকেশনাল কোর্স	১৩৭	১,০০০	১০,০০০	১৩৫	৯৫০	১০,২০০	১৪৫	৯০০	১১,১৪৯
অন্যান্য ব্রাঞ্চ	১৩৯	১,৭০০	১৪,৬০০	১৩১	১,৫০০	১৪,৫০০	১৫৩	১,৪০০	১৩,৭০০

তরুণ কৃষক-সন্তানদের জন্য আবার স্বতন্ত্র কৃষি-বিদ্যালয় আছে। সেগুলিতে কমসে কম ৫০ হাজার কিষাণ ছেলে পড়ে। এছাড়া ছোট খাট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল আছে। এতেও ৬ হাজার পড়ুয়া।

১৯২৪-২৫ সনে সোভিয়েট রুশিয়ায় মোট ১,৯৫০টি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল ছিল এবং এগুলিতে ১৭৫,০০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিত। ১৯২৬-২৭ সনে এই ধরণের স্কুল বৃদ্ধি পাইয়া ২,৭০০ হয় এবং ইহাতে ২৪০,০০০ ছাত্র অধ্যয়ন করে।

শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির উচ্চতর কার্য্যের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার জন্য সোভিয়েট রুশিয়ায় এই ধরণের বিদ্যালয় বর্ত্তমান আছে।

ভোকেশনাল কোর্স—টেকনিকাল ও পেডাগজিক স্কুল

	১৯২৪—১৯২৫			১৯২৫—১৯২৬			১৯২৬—১৯২৭		
	স্কুল	শিক্ষক	ছাত্র	স্কুল	শিক্ষক	ছাত্র	স্কুল	শিক্ষক	ছাত্র
ভোকেশনাল কোর্স	১১৭	১,৭২০	১৪,৬০০	১২৮	১,৬৮০	১৫,৯০০	১৭০	১,৬১০	১৮,৮০০
টেক্‌নিকামস্	১৫১	৪,১০০	৩৩,৬০০	১৫৫	৪,০০০	৩৭,৮০০	১৬৮	৪,৬০০	৩৯,০০০
মোট	২৬৮	৫,৮২০	৪৮,২০০	২৮৩	৫,৬৮০	৫৩,৭০০	৩৩৮	৬,২১০	৫৭,৮০০
ট্রান্সপোর্ট :									
ভোকেশনাল কোর্স	৩	৪৯	২১৪	১১	২২১	১,৫৩৫	১৮	২২৩	১,৭৩০
টেক্‌নিকামস্	৪৭	১,৩৫০	৮,৫৬০	৪৩	১,২৩০	৮,৩২০	৪৮	১,২৮০	৮,৭৭১
মোট	৫০	১,৩৯৯	৮,৭৮৪	৫৮	১,৪৫১	৯,৮৫৫	৬৬	১,৫০৩	১০,৫০০
কৃষি :									
ভোকেশনাল কোর্স	১৫০	১,২৪০	১০,৭২০	১৭৩	১,২৫০	১২ ৫৮০	২০৪	১,০৩০	১৪,৭৮০
টেক্‌নিকামস্	১৭৩	২,৭৭০	২১,৮৩০	১৮২	২,৬১০	২৩ ৯৭০	১৮৬	২.৮৪০	২৩,৯২০
মোট	৩২৩	৪,০১০	৩২,৫৫০	৩৫৫	৩,৮৬০	৩৬,৫৫০	৩৯০	৩,৮৭০	৩৮,৭০০
অন্যান্য ব্রাঞ্চ :									
ভোকেশনাল কোর্স	৮০	১,১১০	১২,১৭০	৯২	১,৪৩০	১৬,২৬০	১২৮	১,৭৮০	২১,১৫০
টেক্‌নিকামস্	২২৯	৫,৪৫০	৫০,১৩০	২৪৩	৫,৭০০	৫৪,২৭০	২৪৭	৬,৩০০	৫০,৯০০
পেডাগজিক স্কুল	৩১৯	৫,৬৮০	৬০,১৫০	৩৫৪	৫,৬২০	৫৫,৯৩০	৩৭৩	৫,৯৮০	৫১,০০০
মোট	৬২৮	১২,২৪০	১২২,৪৫০	৬৮৯	১২,৭৫০	১২৬,৪৬০	৭৪৮	১৪,০৬০	১২৩,০৫০

উচ্চ বিদ্যালয়সমূহ ও টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার ব্যবস্থা

বিভাগ	১৯২৪—১৯২৫			১৯২৫—১৯২৬			১৯২৬—১৯২৭		
	স্কুল সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্র	স্কুল-সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্র	স্কুল সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্র
শিল্প	২৪	৩,৭০০	৩১,০০০	২৫	৩,৫০০	৩৪,৫০০	২৬	৩,৭০০	৩৭,৪০০
ট্রান্সপোর্ট	৫	৪০০	৪,৭০০	৬	৫০০	৪,৫০০	৬	৫০০	৪,৪০০
কৃষি	৩৮	২,০০০	২৪,৪০০	৩৫	২,২০০	২৭,২০০	৩৬	২,৪০০	২৭,৩০০
ধর্মবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান	১৭	৯০০	১৭,২০০	১৮	১,০০০	১৭,৬০০	১৮	১,০০০	১৭,৬০০
পেডাগজি	৪১	১৭,০০	২৭,০০০	৪১	২,০০০	২৮,২০০	৪১	২,০০০	২৮,২০০
ডাক্তারী	২৮	৩৪,০০	৩৬,৬০০	২৮	৩,৭০০	২৯,৬০০	২৮	৩,৭০০	২৯,৬০০
অন্যান্য	৪০	২,২০০	২১,৬০০	৪২	২,৪০০	২৪,১০০	৪২	২,৪০০	২৪,১০০
	১০৩	১৪,৩০০	১৬৩,৫০০	১৯৫	১৫,৩০০	১৬৫,৭০০	১৯৭	১৫,৭০০	১৬৮,৬০০

আধুনিক পুঁজি-তন্ত্রের স্বরূপ

আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের স্বরূপটা কি? ইহা বুঝিতে জার্ম্মাণ অধ্যাপক সম্বার্টের 'ডার মডার্ণে ক্যাপিটালিস্‌মুস্‌' গ্রন্থখানা বিশেষ সাহায্য করিবে। এই গ্রন্থের তিনটী ভলিয়ুম। প্রথম ভলিয়ুম প্রকাশিত হয় ১৯০২ সনে। বাহির হইবামাত্রই জার্ম্মাণ পণ্ডিত-সমাজে একটা সাড়া পড়িয়া যায়। এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় লইয়া ১৪ বৎসর ধরিয়া জার্ম্মাণ ধনবিজ্ঞানবিদ্‌দের আলোচনা চলিতে থাকে। সম্প্রতি তৃতীয় ভলিয়ুমখানি প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম ভলিয়ুমে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মধ্যযুগে সমাজের আর্থিক গড়ন কিরূপ ছিল এবং সেই সময়ে কিরূপে অল্পে অল্পে ধনবৃদ্ধি হইয়া আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের ভিত্তি গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার আলোচনা স্থান পাইয়াছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পুঁজিতন্ত্রের প্রাথমিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার কথা দ্বিতীয় ভলিয়ুমে স্থান পাইয়াছে। তৃতীয় ভলিয়ুমে পুঁজিতন্ত্রের পরিণত অবস্থার বাস্তব দিক্‌ ও তৎসম্বন্ধীয় মতবাদ আলোচিত হইয়াছে।

গ্রন্থকারের মতে বর্ত্তমান আর্থিক প্রণালীর ভিত্তি তিনটী জিনিষ:—(১) মানুষের শক্তি, (২) রাষ্ট্র এবং (৩) যন্ত্রপাতি-সম্বন্ধীয় উন্নতি। এই ভিত্তির উপর নানা প্রকারের পুঁজি, শ্রমশক্তি এবং চাহিদা এইগুলার আধুনিক আর্থিক ইমারতখানা গড়িয়া উঠিয়াছে।

গ্রন্থকারের কয়েকটী বিশেষ মত নিম্নরূপ:—

(১) ১৯১৪ সনে পূর্ণতা-প্রাপ্ত পুঁজিতন্ত্রের শেষ হইয়াছে; এখন যাহাকে আমরা পুঁজিতন্ত্র বলিয়া থাকি তাহা সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ। ইহার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা আরও কিছু দিন না গেলে বলা শক্ত।

(২) ভবিষ্যতে কোন বিশেষ আর্থিক প্রণালী জয়ী হইবে এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক; খুব সম্ভব পুঁজিতন্ত্র, সমবায়, 'কমিয়ুনিজম,' কুটীর-শিল্প এবং সেকেলে কৃষি-সরকারই একসঙ্গে চলিতে থাকিবে।

(৩) আধুনিক আর্থিক প্রণালী কখনও রক্তারক্তি দ্বারা ওলটপালট হইবে না।

(৪) আধুনিক আর্থিক প্রণালীর স্থানে প্রাক্‌-পুঁজি-তন্ত্রযুগের প্রণালী স্থাপিত হইবে এরূপ কোনও সম্ভাবনা নাই

গ্রন্থকারের মতাবলী সকলের গ্রহণীয় না হইতে পারে, কিন্তু ২৫ বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক সম্বার্ট যে মতাবলী প্রচার করিতেছিলেন এখনও তাহাই প্রবলতর যুক্তির সহায়ে এবং গভীরতর পাণ্ডিত্যের সহিত প্রচার করিতেছেন।

পুঁজিতন্ত্রকে নূতনভাবে দেখা, নূতন নূতন নামের ব্যবহার করা, নূতন প্রণালীতে আলোচনা করা, সতেজ ভঙ্গীতে লেখা এবং চিন্তার যথেষ্ট মৌলিকত্ব দেখানো—এই কয়টী গুণ গ্রন্থকারের বিশেষত্ব।

ফ্যাক্টরী সংক্রান্ত ভারতীয় আইনসমূহ

ভারতীয় ফ্যাক্টরী আইনসমূহ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। গ্রন্থখানির নাম "দি ইণ্ডিয়ান ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট, নাইণ্টিন হাণ্ড্রেড ইলেভ্‌ন্‌"। গ্রন্থকার—শ্রীযুক্ত টি, সি, রায়। (প্রকাশক—এ, এম্‌, রায়, শালকিয়া; ১৯২৮; ৫৩৭ পৃষ্ঠা, সাত টাকা)।

গ্রন্থখানিতে নিম্নলিখিত ৩টী আইন স্থান পাইয়াছে:—(১) ১৯১১ সনের ভারতীয় ফ্যাক্টরী আইন (১৯২২, ১৯২৩ ও ১৯২৬ সনের সংশোধনসহ, (২) ১৯২৫ সনের কটন জিনিং ও প্রেসিং ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট, (৩) ১৯২৩ সনের মজুরদের ক্ষতিপূরণ আইন। প্রথম আইনটী অনুযায়ী ভারতের নয়টী প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রস্তুত পৃথক

পৃথক নিয়মাবলীও দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় আইনানুসারে বাংলা গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রস্তুত নিয়মাবলী স্থান পাইয়াছে।

প্রথম আইনটী বুঝাইবার জন্য অনেক নোট দেওয়া হইয়াছে। অনেক স্থানেই ভারতীয় ও বিলাতী আইনের নজির স্থান পাইয়াছে। ভারতীয় ও বিলাতী ফাক্টরী আইনের পার্থক্যও দফায় দফায় দেখান হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক নিয়মাবলীর সার মর্ম্ম ফ্যাক্টরী আইনের নোটের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই দেওয়া হইয়াছে। তবে সারমর্ম্মগুলা সকল প্রদেশের সাধারণ নিয়মগুলার সার মর্ম্ম বা কোন বিশেষ-প্রদেশের নিয়মাবলীর সারমর্ম্ম হইলে আরও বেশী কাজের হইতে পারিত। গ্রন্থকার সকল প্রদেশের সাধারণ নিয়মগুলার সারমর্ম্মই দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মধ্যে এমন কয়েকটী নিয়ম ঢুকাইয়াছেন যাহা সকল প্রদেশের সাধারণ নিয়ম মোটেই নয়।

মজুরদের ক্ষতিপূরণ আইনটী একটী দরকারী আইন। অথচ ইহা বুঝাইবার জন্য কোন নোট দেওয়া হয় নাই। ভারতীয় ও বিলাতী ক্ষতিপূরণ আইনের মিল বা পার্থক্য কিরূপ তাহা বুঝাইবার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। উদ্ধৃত নজিরগুলার কোন তালিকা দেওয়া হয় নাই। পরিশিষ্টে প্রদত্ত ইন্‌ডেক্সটী বিশেষ কাজে লাগিবে।

কয়েকটী ত্রুটি থাকিলেও গ্রন্থখানি ভারতের সর্ব্বত্রই ফ্যাক্টরীপতি, আইনজ্ঞ ও ধনবিজ্ঞানের ছাত্রদের যে বিশেষ কাজে লাগিবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

আন্তর্জ্জাতিক জাহাজ চলাচলের দুরবস্থা

জার্ম্মাণির কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেলাণ্ডার প্রায় শ' চারেক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ একখানা বই লিখিয়াছেন। প্রকাশক য়েনার ফিশার কোম্পানী।

গ্রন্থকার আন্তর্জ্জাতিক জাহাজের দুরবস্থার কথা লিখিতে যাইয়া প্রথমে গোটা দুনিয়ার জাহাজের মাল-বহনের পরিমাণ ও তার অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং এই দুরবস্থার চিহ্নস্বরূপ অনেক মাল বোঝাই না হইয়া পড়িয়া থাকা, জাহাজের তলদেশে মালের অভাবে বালি-বোঝাই বস্তা স্থাপন করা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি যে সমস্ত ব্যাপারের উপর জাহাজের পরিমাণের (টনেজ্) চাহিদা ও যোগান নির্ভর করে, সেইগুলি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া জাহাজে চালান দিবার উপযুক্ত মালের বাজারের সমতা নষ্ট হওয়া ব্যাপারটি বুঝাইয়াছেন। জাহাজ চালান ব্যবসার একটী মস্ত বিশেষত্ব দাঁড়াইয়াছে যে, জাহাজের সংখ্যা ও মাল বোঝাই লওয়ার পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্য পক্ষে গোটা দুনিয়ার বাণিজ্য মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে। অথচ, এই বাণিজ্যের উপরই জাহাজের চাহিদা নির্ভর করে। লেখকের মতে এইরূপ ঘটিবার কারণ এই। পৃথিবীর বাণিজ্যের পন্থাগুলি বাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মহাযুদ্ধের পরে কাঁচা-মাল আর সেরূপ জাহাজে বোঝাই করিয়া চালান দেওয়া হইতেছেনা। জাহাজ-ব্যবসার সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের নীতি বিশেষতঃ লোকসানী সরকারী জাহাজী কোম্পানীগুলিকে অর্থ-সাহায্য করা ও ডকগুলির জন্য টাকা ঢালা, এইগুলিই জাহাজের সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রধান কারণ।

জাহাজ ব্যবসার দুরবস্থার কারণ সম্বন্ধে যথাযথ আলোচনা করিবার পর গ্রন্থকার তার ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি জাহাজের ভাড়া কমান লইয়া বিভিন্ন জাহাজী কোম্পানীগুলির ভিতর প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং এজন্য যাহাতে বিভিন্ন জাহাজী কোম্পানীগুলির মধ্যে, ভাড়া লওয়া সম্বন্ধে একটা নির্দ্দিষ্ট হার হয় সে জন্য সিণ্ডিকেট স্থাপন করিতে গেলে কি কি করার দরকার সে সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন এবং জাহাজের ভাড়ার হ্রাস-বৃদ্ধির উপর আন্তর্জ্জাতিক মূল্যও যে নির্ভর করে তাহাও বলিয়াছেন। এই বিভ্রাট বা দুরবস্থার ফলভোগী, ইহার সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার আর্থিক অনুষ্ঠানের অবস্থাও আলোচনা করিয়াছেন। নাবিকদিগের অবস্থার সামাজিক মূল্য কি এবং দিনে আট ঘণ্টা করিয়া খাটিবার ব্যবস্থা সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করিয়াছেন।

স্বাভাবিক অবস্থা যে শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে গ্রন্থকার এরূপ বিশ্বাস করেন না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার

১। "দি ইকনমিক সিষ্টেম, অ্যান এলিমেণ্টারি আউট-লাইন" (আধুনিক আর্থিক প্রণালীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়)—জি, ডি, এইচ, কোল; লংম্যানস্, লণ্ডন; ৯০ পৃষ্ঠা; ১ শিলিং।

২। "কার্ল মার্ক্স: ম্যান, থিঙ্কার অ্যাণ্ড রেভোলিউশানিষ্ট" (মানুষ, চিন্তাবীর ও বিপ্লবী হিসাবে কার্ল মার্ক্সের আলোচনা)—ডি, রিয়াজেনভ্ (সম্পাদক); মার্টিন লরেন্স, লণ্ডন; ২৮২ পৃষ্ঠা; ৬ শিলিং।

৩। "এ সার্ভে অব্ দি সোশ্যাল ষ্ট্রাকচার অব্ ইংল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ওয়েল্‌স্ অ্যাজ ইলাষ্ট্রেটেড বাই ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্" (সংখ্যা-তথ্যের সাহায্যে ইংলণ্ড ও ওয়েলসের সমাজের গড়ন আলোচনা)—এ, এম, কারসণ্ডার্স ও ডি, সি, জোন্স; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস; লণ্ডন ও নিউইয়র্ক; ১৯২৭; ১৭+২৪৬ পৃষ্ঠা; ১০ শিলিং. ৩.৫০ ডলার।

৪। "দি ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ ইন্ ইণ্ডিয়া, সিক্সটিন সিক্সটি এইট টু সিক্সটিন সিক্সটি নাইন" (১৬৬৮-১৬৬৯ সনে ভারতে বিলাতী ফ্যাক্টরীসমূহ)—ডব্লিউ, ফষ্টার; অক্সফোর্ড, নিউইয়র্ক, ১৯২৭; ৩৫৬ পৃষ্ঠা; ৬ ডলার।

৫। "প্রেজেণ্ট-ডে রুশিয়া" (বর্ত্তমান রুশিয়া)—আই, পী; ম্যাকমিলান, নিউইয়র্ক; ১৯২৮; ৭+২০৬ পৃষ্ঠা; ২.৫০ ডলার।

৬। "দি এভোলিউশান অব্ দি ইংলিশ ফার্ম্ম" (বিলাতী জোতের ক্রমবিকাশ)—এম্, ই, সীবম্; হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, কেম্ব্রিজ; অ্যালেন ও আনউইন, লণ্ডন, ১৯২৭; ৩৭৬ পৃষ্ঠা; ১৬ শিলিং।

৭। "জার্ম্মাণ কমার্স ইয়ারবুক, নাইণ্টিন টোয়েণ্টী এইট" (জার্ম্মাণদের বাণিজ্য সংক্রান্ত ১৯২৮ সনের বার্ষিক গ্রন্থ)—এইচ, কুনার্ট (সম্পাদক); বি, ওয়েষ্টারম্যান, নিউইয়র্ক; ৩৭৫ পৃষ্ঠা; ৬ ডলার।

৮। "এ শর্ট হিষ্টরি অব দি ব্রিটিশ ওয়ার্কিং ক্লাস মুভমেণ্ট" (বিলাতী মজুর-আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস)—৩ ভলিয়ুম—জি, ডি, এইচ, কোল; ম্যাকমিলান, নিউ-ইয়র্ক; ১৯২৭; ৭+২১১পৃষ্ঠা; ৮+২৩৭ পৃষ্ঠা।

৯। "দি ওয়ার্কমেন্‌স্ কম্পেনসেশান প্রব্‌লেম ইন নিউইয়র্ক ষ্টেট" (নিউইয়র্ক রাষ্ট্রে মজুর ক্ষতিপূরণ সমস্যা)—ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কনফারেন্স বোর্ড, নিউইয়র্ক; ১৯২৭; ২০+৩৭৫ পৃষ্ঠা; ৩.৫০ ডলার।

১০। "হিউম্যান নেচার ইন বিজ্‌নেস্" (ব্যবসাতে মানুষের স্বভাব)—এফ, ক্রিডি; বেন, লণ্ডন; ৩৪৫ পৃষ্ঠা; ১২ শিলিং ৬ পেন্স।

১১। "প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌স্ অব্ ইন্‌ল্যাণ্ড ট্র্যানসপোর্টেশান" (দেশের আভ্যন্তরীণ যানবাহন-তত্ত্ব),—ডাগেট হার্পার কোং নিউইয়র্ক, ১৯২৮, ১৭+৭০৫ পৃষ্ঠা, ৪ ডলার।

১২। "হাউপট্‌-ফ্রাগেন ডার রাইখ্‌স্-বান পোলিটিক" (জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যিক রেল-নীতির মোটা কথা),—গীজে, স্প্রিঙ্গার কোং, বার্লিন, ৯+১৮৬ পৃষ্ঠা, ১৯২৮।

১৯১১ সনের ভারতীয় ফাক্টর আইন

(১৯২২, ১৯২৩ ও ১৯২৬ সনের সংশোধন ও ১৯২৮ সনের বঙ্গীয় নিয়মাবলীসহ)

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম, এ, বি, এল

ভারতীয় ফ্যাক্টরী আইন পাশ হয় ১৯১১ সনে। ১৯২২ ১৯২৩ ও ১৯২৬ সনে ইহার সংশোধন হয়। বর্ত্তমান আইনের ৯টী অধ্যায় (মোট ৫৮টি ধারা) ও ২টি শেডিউল আছে। ৯টি অধ্যায়ের বিষয়গুলা এইরূপ:—সূচনা, ইন্‌স্পেক্টার ও সার্টিফাইং সার্জ্জন, স্বাস্থ্যরক্ষা ও দুর্ঘটনা নিবারণ, খাটিবার সময় ও ছুটী, নিয়ম পালন হইতে অব্যাহতি, নোটিশ ও রেজিষ্ট্রি, প্রাদেশিক গভর্মেণ্টগুলা কর্ত্তৃক নিয়মাবলী প্রস্তুতের কথা, দণ্ড ও কার্য্যবিধি, কয়েকটি অতিরিক্ত নিয়ম।

ফাক্টরী আইন নানা বিষয়ে প্রাদেশিক গভর্মেণ্টগুলাকে নিয়মাবলী প্রস্তুতের ক্ষমতা দিয়াছে। তদনুযায়ী পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বার্ম্মা, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহার-উড়িষ্যা ও বাংলা—এই সকল প্রদেশের গভর্মেণ্টগুলা ভিন্ন ভিন্ন তারিখে স্ব স্ব প্রদেশের জন্য পৃথক নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের নিয়মাবলীর মধ্যে অনেক বিষয় প্রভেদ আছে। একই প্রবন্ধে সকল প্রদেশের নিয়মগুলা আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ অত্যন্ত জটিল ও দীর্ঘ হইবে। অধিকন্তু, আমরা বাঙালী বলিয়া অন্যান্য প্রদেশের নিয়মাবলী অপেক্ষা ১৯২৮ সনের বঙ্গীয় নিয়মাবলীর সহিতই আমাদের বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া অধিকতর আবশ্যক। সেইজন্য এই প্রবন্ধে প্রাদেশিক নিয়মাবলীর মধ্যে বাংলা গভর্মেণ্টের প্রস্তুত নিয়মাবলীই স্থান পাইবে।

১৯২৮ সনের বঙ্গীয় নিয়মাবলী প্রায় ৪১ পৃষ্ঠাব্যাপী। মোট ১০০টী নিয়ম দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ২৩ পৃষ্ঠা লাগিয়াছে। নিয়মগুলা ৯টী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, এই ৯ ভাগের বিষয়গুলা এইরূপ:—কয়েকটী কথার অর্থ-নির্দ্দেশ, ফ্যাক্টরী স্থাপন, ফ্যাক্টরী রেজিষ্ট্রী করা, দুর্ঘটনা নিবারণ, স্বাস্থ্যরক্ষা, চিকিৎসক, কর্ম্মচারী ও স্বাস্থ্য-পরীক্ষা, খাটিবার সময় ও ছুটী, নোটিশ রিটার্ণ ও রেজিষ্ট্রী, ইন্‌স্পেক্টার ও পরিদর্শন। নিয়মগুলার পর ১৩টী ফর্ম্মের নমুনা দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বশেষে স্থান পাইয়াছে—ফ্যাক্টরী আইন ও বঙ্গীয় নিয়মাবলীর ৬½ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি সারসংগ্রহ।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতীয় ফ্যাক্টরী আইন ও বঙ্গীয় নিয়মাবলীর নিয়মগুলা শৃঙ্খলার সহিত সাজাইয়া সরলভাবে বিবৃত করা। প্রায় সকল নিয়মগুলাই এই প্রবন্ধে ঢুকান হইয়াছে। নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়গুলাই বাদ দেওয়া হইয়াছে।

স্বার্থান্ধ ফ্যাক্টরীপতিদের হাত হইতে মজুরদের রক্ষা করা—ইহাই ফ্যাক্টরী আইনের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রধানতঃ তিনটী বিষয়ে মজুরদের রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে:—(১) মজুরদের যাহাতে স্বাস্থ্যহানি না হয়, (২) তাহারা যাহাতে কোন অনিবার্য্য দুর্ঘটনার জন্য মৃত্যুমুখে পতিত না হয় অথবা কোনরূপ আঘাত না পায়, (৩) মজুরদের যাহাতে অত্যন্ত খাটানো না হয় এবং তাহাদের বিশ্রামের জন্য উপযুক্ত অবসর ও ছুটী দেওয়া হয়। ফ্যাক্টরী আইন ও বঙ্গীয় নিয়মাবলীতে অন্যান্য যে সকল বিষয়ের কথা আছে সেগুলা প্রধানতঃ উক্ত কয়টা বিষয়ের নিয়মগুলা যাহাতে অমান্য করা না হয় তাহার বন্দোবস্তের জন্যই রচিত হইয়াছে। সেইজন্য ঐ কয়টী বিষয়ের নিয়মগুলিই প্রথমে বিবৃত করা হইবে।

স্বাস্থ্য-রক্ষা

মজুরদের [১] স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অনেকগুলা নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। মজুররা যে ঘরে কাজ করে সেই ঘরে হাওয়া না খেলিলে বা অত্যন্ত ভিড় জমিলে, ঘরের আবহাওয়া খারাপ হইলে, তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ আলো না থাকিলে, ঘরগুলার দেয়াল বা ফ্যাক্টরীর কম্পাউণ্ড অপরিচ্ছন্ন থাকিলে, পরিষ্কার ও প্রচুর পানীয় জলের এবং মজুরদের সংখ্যা অনুযায়ী পরিষ্কার পাইখানার বন্দোবস্ত না থাকিলে, মজুরদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে পারে। প্রধানতঃ এই সকল কথা মনে রাখিয়াই নিয়মগুলা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

ফ্যাক্টরী আইনে যে নিয়মগুলা লিপিবদ্ধ হইয়াছে সেগুলা এইরূপ:—ফ্যাক্টরী [২] পরিষ্কার রাখিতে হইবে। পাইখানা বা নর্দ্দমা হইতে যেন কোন প্রকার দুর্গন্ধ না বাহির হয়। ফ্যাক্টরীতে যেন এরূপ ভিড় না হয় যাহাতে মজুরদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে পারে। এরূপ হাওয়া খেলা দরকার যে কাজ করিবার সময় ধুলা, বাষ্প, গ্যাস প্রভৃতি উঠিলেও ইহারা যেন মজুরদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি না করিতে পারে। মজুরদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে পারে কৃত্রিম উপায়ে এরূপ আর্দ্রতা সৃষ্টি করা চলিবে না (৯ ধারা)। ফ্যাক্টরীতে প্রচুর আলো থাকা দরকার (১১ ধারা)। কৃত্রিম উপায়ে অর্দ্রতার সৃষ্টি করা হইলে তাহার জন্য পানীয় জল বা শোধিত জল ব্যবহার করিতে হইবে (১২ ধারা)। আবশ্যকমত ও উপযুক্ত পাইখানার বন্দোবস্ত এবং (প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট বলিলে) পৃথক প্রস্রাবের স্থানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে; প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট যে সর্ত্ত বলিয়া দিবেন সেই সর্ত্ত অনুসারে ইনস্পেক্টার যে কোন ফ্যাক্টরীকে এই নিয়ম হইতে রেহাই দিতে পারেন (১৩ ধারা)। ফ্যাক্টরীর মজুরদের জন্য আবশ্যক পরিমাণ ও উপযুক্ত পানীয় জলের বন্দোবস্ত করিতে হইবে (১৪ ধারা)। ফ্যাক্টরী আইনের প্রথম শেডিউলে যে ৬টী কাজের নাম আছে সেই ৬টী কাজে নারী বা ১৮ বৎসর অপেক্ষা নিম্ন-বয়স্ক পুরুষকে লেড্ সম্পর্কিত কাজ করিতে দিলে তাহাদের সম্বন্ধে ফ্যাক্টরীর কর্ত্তৃপক্ষদের নিম্নের কয়েকটী নিয়ম মানিতে হইবে (১৯ খ ধারা):—যদি লেড্ কম্পাউণ্ড হইতে ধুলা বা ধোঁয়া উঠে, তাহা হইলে তাহা যাহাতে মজুরদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায় তাহার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে হইবে; যে ঘরে কাজ হইতেছে সেই ঘরে খাদ্য, পানীয় বা তামাক আনিতে দেওয়া হইবে না—খাইবার সময়ে সেই ঘরে কাহাকেও থাকিতে দেওয়া হইবে না, মজুরদের উপযুক্ত রক্ষাপ্রদ কাপড় চোপড় দিতে হইবে। কাজ করিবার সময় তাহারা ঐগুলা পরিতে বাধ্য। জামা কাপড় রাখিবার, খাইবার ও গা ধুইবার যে ধরণের ঘর রাখিতে বলা হইবে সেই ধরণের ঘর রাখিতে হইবে; যে ঘরে মজুররা কাজ করে সেই ঘরটী, আর যে যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাহারা কাজ করে সেই যন্ত্রপাতিগুলা পরিষ্কার রাখিতে হইবে।

স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে বাংলা গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক প্রণীত নিয়মগুলা এইরূপ:—একই ঘরে নিযুক্ত মজুরদের প্রত্যেকের জন্য ৫০০ ঘন ফুট হিসাবে স্থান (স্পেস) থাকা চাই; স্থানের পরিমাণ হিসাব করিবার জন্য ঘরের ১৫ ফুটের অধিক উচ্চতা গণ্য করা হইবে না। ফ্যাক্টরীর প্রত্যেক অংশে যথেষ্ট হাওয়া খেলা দরকার। যথেষ্ট হাওয়া খেলিতেছে কি না সে বিষয়ে বিচারের ভার ইন্স্পেক্টারের উপর। বিষাক্ত গ্যাস, ধুলা, বাষ্প প্রভৃতি যাহাতে নিঃশ্বাসের সহিত মজুরেরা গ্রহণ না করে তাহার জন্য যতগুলি উপায় অবলম্বন করা সম্ভব তাহা করিতে হইবে। ফ্যাক্টরীর মজুরদের

---

১ ফ্যাক্টরী আইনে 'মজুর' এই কথাটী আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই। তাহার পরিবর্ত্তে 'এম্প্লয়েড' এই কথাটী ব্যবহৃত হইয়াছে। 'এম্প্লয়েড' কথাটার মোটামুটি অর্থ এইরূপ:—ফ্যাক্টরীতে উৎপাদন বা শিল্পকর্ম্ম করা (বা তৎসম্বন্ধীয় কোন কাজ করা), যে ফ্যাক্টরীতে উৎপাদন বা শিল্পকর্ম্ম চলে তাহার কোন অংশ পরিষ্কার রাখা, কোন কলকব্জা পরিষ্কার রাখা বা তাহাতে তৈল দেওয়া—কোন ফ্যাক্টরীতে (মাহিয়ানা পাইয়াই হউক বা না পাইয়াই হউক) কেহ উল্লিখিত যে কোন একটী কাজ করিলেই 'এম্প্লয়েড' বলিয়া গণ্য হইবে। মজুর কথাটা 'এম্প্লয়েডের' অর্থেই ব্যবহার করা হইতেছে।

২ ফ্যাক্টরীর অর্থ নিম্নরূপ:—

প্রত্যেকের জন্য ১ গ্যালন হিসাবে পানীয় জল প্রত্যহ বিনা মূল্যে যোগাইতে হইবে। কোন সাধারণ বা ব্যক্তিগত জল-সরবরাহের কেন্দ্র হইতে, অথবা কূয়া বা বিশেষ রিজার্ভ করা পুষ্করিণী হইতে পানীয় জল লওয়া চলিতে পারে। কূয়া বা পুষ্করিণী হইতে জল লইলে উহাদের অবস্থান এরূপ স্থানে হওয়া দরকার যে, উহাদের মধ্যে প্রাণিজ বা দূষিত দ্রব্য না পড়িতে পারে। পানীয় জল বিতরণের স্থানটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার এবং সেখানে যাহাতে জল না জমে তাহার জন্য নর্দ্দমার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। পানীয় জল পরিষ্কার কি না তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার জন্য ইন্‌স্পেক্টার জলের নমুনা লইতে পারেন; বিশ্লেষণের খরচ অকুপায়ারকেই[৩] দিতে হইবে। ফ্যাক্টরীর যে সকল ঘরে মজুররা কাজ করে সেই সকল ঘরের ভিতরকার দেয়াল, ভিতরকার ছাদ এবং যাওয়া আসার পথ ও সিঁড়িগুলা ১৪ মাস অন্তর সম্পূর্ণরূপে চুনকাম করিতে হইবে। এই নিয়ম 'অনাবশ্যক' বা 'মানা অসম্ভব' বুঝিলে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কোন ফ্যাক্টরীকে বা কোন বিশেষ শ্রেণীর ফ্যাক্টরীকে এই নিয়ম হইতে রেহাই দিতে পারেন। কড়ি, বরগা ও ফ্যাক্টরীর ভিতর যাহা কিছু কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সবই হয় ১৪ মাস অন্তর চুনকাম, না হয় ৫ বৎসর অন্তর পেণ্ট বা বার্ণিস করিতে হইবে ও পরিষ্কার রাখিতে হইবে। ম্যানেজার ফ্যাক্টরীর কোনও স্থানে, (যাহা হইতে দুর্গন্ধ উঠিতে পারে এরূপ) ময়লা, রাবিশ বা জঞ্জাল, জমাইবেন না বা জমাইতে অনুমতি দিতে পারিবেন না। ফ্যাক্টরী আইনের ১৩ ধারা অনুসারে রেহাই না পাইলে প্রত্যেক ফ্যাক্টরীতেই পাইখানা রাখিতে হইবে। পাইখানার ডিজাইন বা নির্ম্মাণ চীফ ইনস্পেক্টার বা স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই; যে স্থানে পাইখানা নির্ম্মিত হইবে সেই স্থানটী ইন্‌স্পেক্টার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। মেথরখাটা পাইখানা ও সেপ্‌টীক ট্যাঙ্ক পাইখানা সম্বন্ধে আরও কয়েকটী বিস্তারিত নিয়ম দেওয়া হইয়াছে (৩৪, ৩৫ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন ফ্যাক্টরীর কেবল সেপ্‌টিক ট্যাঙ্ক পাইখানাগুলা পরিদর্শন করিবার জন্য বাংলা গভর্ণমেণ্ট একজন বিশেষ ইন্‌স্পেক্টার নিযুক্ত করিতে পারেন। যদি কোন ফ্যাক্টরীতে কৃত্রিম উপায়ে আর্দ্রতা সৃষ্টি করা হয়, তাহা হইলে আর্দ্রতা এতদূর বাড়ানো চলিবে না যাহাতে মজুরদের স্বাস্থ্য খারাপ হইতে পারে। যদি কাপড়ের কলের কোন বিভাগের ড্রাই বাল্‌ব্‌ টেম্পারেচার ৮৫ ডিগ্রির (ফারেনহিট) বেশী হয়, তাহা হইলে আর্দ্রতা-সৃষ্টির জন্য বাষ্পের সাহায্য লওয়া চলিবে না। আর্দ্রতা-সৃষ্টির জন্য বাষ্পের সাহায্য লওয়া হইলে, বাষ্প আনিবার পাইপ (যেটুকু কোন বিভাগের ভিতরে থাকে) যত ছোট ও সরু হয় ততই ভাল; পাইপ-গুলা এরূপ উপাদানে আবৃত হওয়া দরকার যাহাতে পাইপের ভিতরকার উত্তাপ খুব কমই বাহিরে আসিতে পারে। কাপড়ের কলের যে সকল বিভাগে কৃত্রিম আর্দ্রতা ব্যবহৃত হয় সেই সকল বিভাগে (এবং অন্যত্রও যদি ইন্‌স্পেক্টার আদেশ করেন) বাষ্পমান যন্ত্র রাখিতে হইবে; বাষ্পমান যন্ত্রগুলার প্যাটার্ণ ও অবস্থান-বিষয়ে ইন্‌স্পেক্টার যাহা বলিবেন তাহা করিতে হইবে। যে সকল কাজে 'লেড্‌ কম্পাউণ্ড' লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয় সেই সকল কাজে শিশু[৪] ও নারীরা যোগ দিতে চাহিলে তাহাদের

---

(১) যে কোন বাড়ীর সীমানার মধ্যে উৎপাদনের কাজে কোন প্রকারে শক্তি নিয়োজিত হয় এবং বৎসরের যে কোন একটী দিনে একই সঙ্গে অন্ততঃ ২০ জন লোক মজুরি করে।

অথবা (২) যে কোন বাড়ী বা বাড়ীর সীমানার মধ্যে (উৎপাদনের কাজে কোন প্রকার শক্তির সাহায্য না লওয়া হইলেও) বৎসরের যে কোনও একটী দিনে একই সঙ্গে অন্ততঃ ১০ জন লোক খাটে, এবং যাহা ফ্যাক্টরী বলিয়া প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক ঘোষিত হইয়াছে।

৩ ফ্যাক্টরী আইনে 'অকুপায়ার' কথাটার ভাল অর্থ দেওয়া হয় নাই। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, ফ্যাক্টরী যে ব্যক্তির শাসনাধীন, ফ্যাক্টরীকে নিজের অধিকারে রাখিতে ও ব্যবহার করিতে যাঁহার অধিকার আছে, (ফ্যাক্টরীর লাভ তিনিই পান বা অপরেই পান তিনি ফ্যাক্টরীর সম্পূর্ণ অধিকারী হউন অথবা মাত্র ইজারাদার বা বন্ধকগৃহীতা হউন) তিনিই 'অকুপায়ার'।

৪ ১৫ বৎসরের নিম্নবয়স্ক হইলেই 'শিশু' (চাইল্ড) বলা হইবে। কোন শিশু মজুরি করিতে চাহিলে তাহার এমন একটী সার্টিফিকেট থাকা দরকার যাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, তাহার বয়স ১২ বৎসরের কম নহে ও তাহার মজুরি করিবার মত স্বাস্থ্য বা সামর্থ্য আছে। এই সার্টিফিকেট খাটিবার সময় সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে থাকা চাই।

বিশেষ সার্টিফিকেট থাকা দরকার; এই সার্টিফিকেট (বা তাহার প্রমাণস্বরূপ কোন চিহ্ন) সকল সময়েই তাহাদের নিকট রাখিতে হইবে; ৩ মাস অন্তর তাহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হইবে এবং এই পরীক্ষার রেকর্ড রাখিতে হইবে।

দুর্ঘটনা-নিবারণ

দুর্ঘটনা-নিবারণের জন্ম ফ্যাক্টরী আইন্ ও বঙ্গীয় নিয়মাবলীতে যে নিয়মগুলা দেওয়া হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :—

প্রত্যেক ফ্যাক্টরীর বাড়ী, দেয়াল, চিমনি, সেতু, সুরঙ্গ রাস্তা, গ্যালারী, প্ল্যাটফর্ম্ম, ষ্টেজিং প্রভৃতি (স্থায়ীই হউক বা অস্থায়ীই হউক) এরূপ ভাবে ডিজাইন করা, প্রস্তুত ও মেরামত হওয়া চাই যে কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই বলিয়া ইন্‌স্পেক্টার সন্তুষ্ট হইতে পারেন। কোন ফ্যাক্টরীর প্রাইম্ মুভার ও অন্যান্য কল, ষ্টীম বয়লার ও সমস্ত ট্যাঙ্ক ও মেনগুলার গঠন সম্বন্ধীয় কোন বিপজ্জনক দোষ থাকিলে চলিবে না এবং ওগুলার বেশী ক্ষইয়া যাওয়া নিবারণ করিবার জন্ম যেরূপ মেরামত করা দরকার তাহা করিতে হইবে। যদি চীফ ইন্‌স্পেক্টার মনে করেন যে, ফ্যাক্টরীর বাড়ীর বা কলকব্জার বিপজ্জনক দোষ আছে, তাহা হইলে তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত হইবার জন্য আবশ্যক মত সংবাদ পাইতে ও পরীক্ষা চালাইতে পারিবেন। কল-গুলা এরূপ অভিজ্ঞ লোকের দ্বারা চালাইতে হইবে যে কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া ইন্‌স্পেক্টার সন্তুষ্ট হইতে পারেন।

বাষ্প বা যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত প্রত্যেক এঞ্জিন, ঐরূপ এঞ্জিন বা ওয়াটার হুইল দ্বারা চালিত প্রত্যেক ফ্লাই হুইল এবং প্রত্যেক জয়েষ্ট ওয়েল ট্র্যাপ-ডোর বা ঐ ধরণের অন্য কোন গর্ত্ত (যাহার নিকট কাজ করা বা নিকট দিয়া যাওয়া আবশ্যক হইতে পারে, এবং কলের প্রত্যেক অংশ ও বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম (যতটুকু প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট নির্দ্দেশ করিবেন)—এইগুলাকে ভাল করিয়া বেড়া দিতে হইবে*; [১৮(১) ধারা]। বৈদ্যুতিক সার্কুটগুলা, তাহাদের অংশসমূহ এবং তাহাদের সহিত বৈদ্যুতিকভাবে যুক্ত যে কোন জিনিষ হইতে যদি কোন ব্যক্তির আঘাত পাইবার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে তাহাতেও—এরূপ বেড়া দিবার (বা ইন্‌সুলেশানের বা উভয়েরই) বন্দোবস্ত করিতে হইবে যেন কোন বিপদের আশঙ্কা নাই দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টার সন্তুষ্ট হইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত, ইন্‌স্পেক্টার অন্য যে কোন কলে বেড়া দিবার আদেশ দিতে পারেন, পুনর্ব্বার পরিদর্শনের সময় যদি তিনি দেখেন যে তাঁহার আদেশ মান্য করা হয় নাই, তাহা হইলে যতদিন না তাঁহার আদেশ মান্য করা হয় ততদিন ঐ কলের ব্যবহার বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। যে স্থানেই কোন ভারি জিনিষ উঠানামা করে তাহার চতুর্দ্দিকে বেড়া দেওয়া দরকার।

কলকব্জা বা যন্ত্রপাতি ঘিরিবার বেড়া কিরূপ হওয়া কর্ত্তব্য? ইহা এইরূপ হওয়া দরকার যে (১) কেহ বেড়া এবং কলের চলন্ত স্থানের মাঝে যাইতে পারিবে না, (২) যাহারা কলে তেল দিবে বা উহা পরিষ্কার করিবে বা কল চালাইবে তাহাদের কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকিবে না (৩) এবং যাহারা কলের চলন্ত অংশের নিকটে থাকিবে তাহাদেরও কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকিবে না। বেড়া সকল সময়েই মজবুত অবস্থায় রাখিতে হইবে [১৮(৩) ধারা।]

অনেকস্থলে কলকব্জা যন্ত্রপাতির বেড়া না রাখিলেও চলিতে পারে, যেমন (ক) যদি কলের চলন্ত অংশগুলা হইতে কোন অনিষ্টের ভয় না থাকে, (খ) যদি মেরামতের কাজ চলিতে থাকে, অথবা বেড়া না সরাইলে তেল দেওয়া, পরিষ্কার করা বা অংশ বদ্‌লান অসম্ভব হয়, (গ) বৈদ্যুতিক সার্কুট প্রভৃতিতে কোন দোষ হইলে, যদি আপনা-আপনি বৈদ্যুতিক প্রবাহ বন্ধ হইবার কোন বন্দোবস্ত থাকে, (ঘ) যদি বেড়া দিলে উৎপাদনের কাজে অত্যন্ত

* মানুষের জীবন বিপদাপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিলে বেড়া 'ভাল করিয়া' দেওয়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

বাধা পড়ে, অথবা যদি বেড়া দেওয়া একেবারেই অসম্ভব হয়, তাহা হইলে ইন্‌স্পেক্টারের মত লইয়া বেড়ার পরিবর্ত্তে অন্য কিছুর বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে ; (ঙ) যদি এমন কোন বন্দোবস্ত থাকে যাহা চালকের হাত যন্ত্রের বিপজ্জনক অংশ হইতে সরাইয়া দেয় বা বিপজ্জনক অংশের ভিতর যাইতে বাধা দেয়, তাহা হইলে তাহা বেড়ারই সামিল বলিয়া ধরা হইবে ; (চ) যদি এমন বন্দোবস্ত থাকে যাহাতে যন্ত্রপাতির বিপজ্জনক অংশ একেবারেই অনাবৃত হয় না, অথবা কোন বিপদ ঘটিলে বিপজ্জনক অংশটা তৎক্ষণাৎ থামিয়া যায়, তাহা হইলে পৃথক বেড়ার আবশ্যক হইবে না ; ঐরূপ বন্দোবস্তকেই বেড়ার সামিল ধরা হইবে।

চলন্ত কলের বেল্ট বদলাইবার সময় এই কয়টী নিয়ম মানিতে হইবে :—(১) যাহারা বদলাইবে তাহাদের ঢিলা পোষাক পরিলে চলিবে না, আঁটা ইজার বা মাত্র কোমরে জড়ানো কাপড় পরিতে হইবে ; (২) এই কাজে বিশেষ ভাবে শিক্ষিত ও অত্যন্ত অভিজ্ঞ লোককেই কেবল নিযুক্ত করা চলিবে ; (৩) বেল্ট বদলাইবার হুক ও স্পারযুক্ত পৃথক মই রাখিতে হইবে। কোন কলের প্রধান বেল্টগুলা বদলাইবার সময় কলটী থামাইতে হইবে।

ট্রানস্‌মিশান মেশিনারির পুলিতে লাগানো ষ্ট্র্যাপ চালাইবার জন্য ভাল যন্ত্র রাখিতে হইবে ; যন্ত্র এরূপ হওয়া দরকার যে হঠাৎ কল যেন আপনিই চলিতে আরম্ভ না করে ; 'অনাবশ্যক' বা 'অসম্ভব' বুঝিলে চীফ ইন্‌স্পেক্টার উক্ত যন্ত্র রাখিবার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন।

কোন নারী বা শিশু চলন্ত কল পরিষ্কার করিতে পারিবে না ; পুরুষরা চলন্ত কল পরিষ্কার করিতে পারে, তবে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের তাহা বন্ধ করিবার ক্ষমতা আছে।

অত্যন্ত দাহ্য পদার্থের নিকটে কেহ তামাক খাইতে পারিবে না বা খোলা আলো লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করিতে বা সম্মতি দিতে পারিবে না। উক্ত নিষেধ একটী নোটিশে (ইংরাজীতে ও দেশীয় ভাষায়) লিখিয়া দাহ্য পদার্থের নিকট (এবং অন্যত্র যেখানে ইন্‌স্পেক্টার বলিবেন) ম্যানেজার টাঙ্গাইয়া রাখিবেন, এবং নিয়মটী যাহাতে মানা হয় তাহার জন্য আর যাহা কিছু উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে করিবেন।

উৎপাদনের জন্য দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করিতে হইলে আগুন নিবাইবার বন্দোবস্ত সকল সময়ে প্রস্তুত রাখিতে হইবে। ফ্যাক্টরীতে আগুন ধরিলে (অবস্থানুযায়ী যেরূপ সম্ভব সেরূপ) পলাইবার উপায় করিতে হইবে (১৬ ধারা)।

যদি কোন ঘরে ৩০ জনের বেশী কাজ করে তাহা হইলে সেই ঘরের দরজাগুলা যেন ভিতর হইতে ঠেলিয়া খোলা যায় (১৫ ধারা)।

ফ্যাক্টরীর যে সকল অংশে মজুররা কাজ করে বা যাতায়াত করে সেই সকল অংশে, ইন্‌স্পেক্টার সন্তুষ্ট হইতে পারেন এরূপ প্রচুর আলোর বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

কটন প্রেসিং ফ্যাক্টরীর যেখানে 'কটন-ওপ্‌নারে'র কাজ চলিতেছে, সেখানে শিশু বা নারী কাজ করিতে পারিবে না ; তবে যদি 'কটন-ওপ্‌নারের 'ফিড-এণ্ড' ভাগটী 'ডেলিভারি-এণ্ড' ভাগটী হইতে ছাদ পর্য্যন্ত উঁচু একটী পার্টিশান দ্বারা পৃথক করা যায় তাহা হইলে যে ঘরে 'ফিড-এণ্ড'টী থাকিবে সেই ঘরে নারী বা শিশু কাজ করিতে পারিবে।

খাটিবার সময় ও ছুটী

খাটিবার সময় সম্বন্ধীয় নিয়মসমূহ :—

কোনও মজুরকে হপ্তায় ৬০ ঘণ্টা (২৭ ধারা) ও দিনে ১১ ঘণ্টার (২৮ ধারা) বেশী খাটানো চলিবে না। নারীদের সকাল ৫॥ ঘণ্টার পূর্ব্বে ও রাত্রি ৭টার পর [১] এবং দৈনিক ১১ ঘণ্টার বেশী খাটানো চলিবে না (২৪ ধারা)। শিশুদের সকাল ৫॥টার পূর্ব্বে ও রাত্রি ৭টার পর[১] এবং দৈনিক ৬ ঘণ্টার বেশী খাটানো চলিবে না (২৩ ধারা)। যদি আধ ঘণ্টার বেশী ছুটী দেওয়া হয় তবেই কাজের ঘণ্টা হিসাব করিবার সময় ছুটীর সময়টুকু বাদ দেওয়া চলিবে (৫২ ধারা)।

১ এইসম্পর্কে ফ্যাক্টরী আইনের ৫১ ধারা দ্রষ্টব্য।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি একই দিনে ২টী ফ্যাক্টরীতে কাজ করিতে পারে, তবে তাহার মোট কাজের ঘণ্টা যেন দশের বেশী না হয়, এ বিষয়ে ম্যানেজারকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে ; কোন শিশু একই দিনে ২টী ফ্যাক্টরীতে কাজ করিতে পাইবে না (২৫ ধারা)।

ছুটীর নিয়ম

প্রত্যেক মজুর ৬ ঘণ্টা বা তাহার কম কাজ করিয়া অন্ততঃ ১ ঘণ্টা বিশ্রাম করিতে পারিবে ; মজুররা স্বেচ্ছায় ৫ ঘণ্টা বা তাহার কম কাজ করিয়া অন্ততঃ ১ ঘণ্টা ছুটীর বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারে। তবে প্রতি ৬ ঘণ্টা কাজের জন্য অন্ততঃ ১ ঘণ্টা বিশ্রামের বন্দোবস্ত থাকাই চাই; উক্ত দুইটা নিয়মের পরিবর্ত্তে পুরুষ মজুররা সমস্ত দিনে মোট ৮॥ ঘণ্টা বা তাহার কম কাজ করিয়া ½ ঘণ্টা ছুটীর বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারে। তবে এই নিয়মটী চালাইতে হইলে কেবল পুরুষ মজুরদের অনুরোধ নয়, প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের অনুমতিও থাকা দরকার এবং ৫ ঘণ্টার বেশী 'একটানা' (½ ঘণ্টার কম ছুটী থাকিলে, খাটুনি 'একটানা' বলিয়া গণ্য হইবে) খাটানো চলিবে না ; বালকরা ৫॥ ঘণ্টার বেশী খাটিলে অন্ততঃ ½ ঘণ্টা ছুটী পাইতে পারিবে—এই ½ ঘণ্টার ছুটী এরূপ ভাবে দিতে হইবে যে, তাহাদের ৪ ঘণ্টার বেশী 'একটানা' খাটিতে না হয় (২১ ধারা)।

রবিবারে কাজ করাইতে হইলে এই কয়টী নিয়ম মানিতে হইবে। রবিবারের আগের বা পরের তিন দিনের এক দিন পুরা ছুটী দিতে হইবে, ইন্‌স্পেক্টারকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নোটিশ দ্বারা জানাইতে হইবে, ফ্যাক্টরীর সদর ফটকের নিকট ইংরাজীতে ও অধিকাংশ মজুরের ভাষায় ঐ বিষয়ে একটী নোটিশ দিতে হইবে; রবিবারে ছুটী না দেওয়ার অর্থ যদি এই দাঁড়ায় যে পুরা এক দিনের ছুটী না পাইয়া পর পর ১০ দিন কাজ করিতে হইবে, তাহা হইলে রবিবারে ছুটী না দেওয়া চলিবে না ; যে রবিবারে কাজ হইতেছে তাহার আগের তিন দিনের যে কোন দিন যদি ছুটী দেওয়া হয় তাহা হইলে সাপ্তাহিক কাজের হিসাব করিবার সময় রবিবারটীকে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের মধ্যেই ধরা হইবে (২২ ধারা)।

প্রত্যেক মজুর কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত কাজ করিবে এবং কতক্ষণ ছুটী পাইবে, ইহা ম্যানেজার ঠিক করিয়া দিবেন ; কোন মজুরকে তাহার নির্দ্দিষ্ট সময়ের বাহিরে খাটানো চলিবে না (২৬ ধারা)।

উক্ত নিয়মসমূহ হইতে অব্যাহতি

খাটিবার সময় ও ছুটী সম্বন্ধীয় উক্ত নিয়মগুলাকে যে সকল ক্ষেত্রেই এবং ফ্যাক্টরীতে যে কেহ কাজ করে তাহাদের সকলের সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা হইবে তাহা নহে। অনেক সময়েই ঐগুলা মানা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে।

কারখানার 'কর্ত্তৃত্বের' ভার যে সকল লোকের উপর থাকে বা যাহারা ফ্যাক্টরীতে কোন 'দায়িত্বপূর্ণ' কাজ করে তাহারা ২১, ২২, ২৪, ২৬, ২৭ ও ২৮ ধারার সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে না। কাহাদের উপর কারখানার কর্ত্তৃত্বের ভার আছে বা কাহারা দায়িত্বপূর্ণ কাজ করে, তাহা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়া দিবেন। বাংলা গভর্ণমেণ্টের মতে নিম্নলিখিত লোকগুলার উপর 'কর্ত্তৃত্বের' বা 'দায়িত্বপূর্ণ কাজের' ভার আছে :—(ক) ম্যানেজার, (খ) সহকারী ম্যানেজার, (গ) টেক্‌নিক্যাল বিভাগগুলার কর্ত্তা ও তাঁহাদের সহকারী, (ঘ) এঞ্জিনিয়ার ও তাঁহার সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত সহকারী, (ঙ) ফোরম্যান, (চ) যে সকল ওভারশিয়ারকে মিল বা ফ্যাক্টরীর কোন বিভাগের তত্ত্বাবধান করিতে হয়, (ছ) প্রধান ভাণ্ডারী ও তাহার সহকারী, (জ) অন্য যাহার উপর 'কর্ত্তৃত্বের' বা 'দায়িত্বপূর্ণ কাজের' ভার আছে বলিয়া ইন্‌স্পেক্টার বিবেচনা করিবেন।

যদি কোন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয় বুঝেন যে—

(১) কোন ফ্যাক্টরীতে ফ্যাক্টরীর সাধারণ কার্য্য ব্যতীত তাহার "উদ্যোগাত্মক" (প্রিপারেটারি) বা "পূরণাত্মক" (কম্‌প্লিমেণ্টারি) কাজ চলিতেছে, তাহা হইলে ঐ উদ্যোগাত্মক বা পূরণাত্মক কাজকে ২১,২৭ ও ২৮ ধারার সকলগুলা বা যে কোন একটা হইতে রেহাই দিতে পারেন।

(২) কোন ফ্যাক্টরীতে এরূপ কাজ চলিতেছে যাহা "মাঝে মাঝে স্থগিত রাখা ছাড়া উপায় নাই," তাহা হইলে

ঐ কাজকে ২১, ২২, ২৬, ২৭ ও ২৮ ধারার সকলগুলা বা যে কোন একটা হইতে রেহাই দিতে পারেন;

(৩) কোন ফ্যাক্টরীতে এরূপ কাজ চলিতেছে যাহা "নানা টেক্‌নিক্যাল কারণে বিনা বিরামে চালাইতে হইবে," তাহা হইলে ঐ কাজকে ২১, ২২ ও ২৮ ধারার সকলগুলা বা যে কোন একটা হইতে রেহাই দিতে পারেন;

(৪) কোন ফ্যাক্টরীতে এরূপ জিনিষ উৎপন্ন হইতেছে যাহা "সাধারণের একান্ত ও প্রত্যহ দরকার", বা এরূপ কাজ চলিতেছে যাহা "কাজের ধরণের জন্য" বা "ব্যবসায়ের প্রয়োজন অনুসারে" বৎসরের কেবল বিশেষ বিশেষ ঋতুতেই চলিতে পারে অথবা যাহা প্রাকৃতিক শক্তির অনিয়মিত কার্য্যের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে ঐরূপ উৎপাদন বা কাজকে ২২ ধারা হইতে রেহাই দিতে পারেন।

(৫) কোন ফ্যাক্টরীতে এরূপ কাজ চলিতেছে যাহা "প্রাকৃতিক শক্তির অনিয়মিত কার্য্যের উপর নির্ভর করে।" তাহা হইলে এই ধরণের কাজকে ২৬ ধারা হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন।

(৬) কোন ফ্যাক্টরীতে "কাজের চাপ অত্যন্ত বেশী," তাহা হইলে সেই ফ্যাক্টরীকে (ফ্যাক্টরীর কোন বিশেষ প্রকার কাজই শুধু নহে) ২১, ২২, ২৭ ও ২৮ ধারা মানিবার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন।

(উক্ত ৬টার যে কোন একটা নিয়মমতে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কোন ফ্যাক্টরীকে রেহাই দিলে, এবং তদনুসারে কোন মজুরকে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টার বেশী খাটান হইলে, সে তাহার অতিরিক্ত খাটার সময়টুকুর জন্য সাধারণ মাহিয়ানার সিকি ভাগ বেশী হিসাবে মাহিয়ানা পাইবে)।

খাটিবার সময় ও ছুটী সম্বন্ধীয় নিয়মগুলা হইতে আর কখন রেহাই পাওয়া যাইতে পারে তাহা বলা যাইতেছে:—

(৭) "অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মেরামতের কাজ" সম্বন্ধে ২১, ২২, ২৭ ও ২৮ ধারা খাটিবে না, তবে কোন্ অবস্থায় আর কি সর্ত্তে খাটিবে না, তাহা প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট বলিয়া দিবেন;

(৮) "নীলের ফ্যাক্টরী" এবং "চা বা কফির আবাদে অবস্থিত ও আবাদের উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত ফ্যাক্টরীকে প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট ২১ ও ২২ ধারা হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন;

(৯) যাহারা "ফ্যাক্টরীর ইঞ্জিন ঘরে বা কয়লার ঘরে" কাজ করে তাহাদের সম্বন্ধে কোন ফ্যাক্টরী বা কোন বিশেষ শ্রেণীর ফ্যাক্টরীকে প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট ২২ ধারা হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন;

(১০) যদি কোন ফ্যাক্টরীতে "মাছ তাজা রাখিবার কাজ" চলে, আর যদি "কাঁচা মাল নষ্ট হওয়া নিবারণ করিবার জন্য স্ত্রী-মজুরদের সকালে ৫½ টার আগে বা রাত্রি ৭ টার পর খাটানো আবশ্যক হয়; তাহা হইলে প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট উক্ত ফ্যাক্টরীকে স্ত্রী-মজুরদের ঐ সময়ের মধ্যে খাটাইবার অনুমতি দিতে পারেন।

নিয়মগুলা হইতে রেহাই দেওয়া সম্বন্ধে প্রাদেশিক গভর্মেণ্টগুলা ভারত-গভর্মেণ্টের শাসনাধীন। কেবল কাজের চাপ অত্যন্ত বেশী হওয়ার জন্য ২১, ২২, ২৭ ও ২৮ ধারা হইতে রেহাই দেওয়া সম্বন্ধে ভারত-গভর্মেণ্টের শাসনাধীন নহে।

কোন ফ্যাক্টরীকে কোন নিয়ম হইতে অব্যাহতি দিবার সময়ে, 'কি কি সর্ত্তে' সেই অব্যাহতি ভোগ করা চলিবে তাহা প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। বাংলা গভর্মেণ্ট এই ক্ষমতানুসারে এপর্য্যন্ত এই দুইটা নিয়ম তৈরী করিয়াছেন:—(১) উপরের প্রথম ৭টা নিয়মানুসারে স্ত্রী-মজুর সম্বন্ধে ২৭ ধারা হইতে অব্যাহতি পাইলেও, স্ত্রী-মজুরদের সপ্তাহে মোট ৬ ঘণ্টার বেশী ওভারটাইম' খাটানো চলিবে না; (খ) উপরের ৬টা নিয়মানুসারে যে কোন মজুর সম্বন্ধে ২৭ ও ২৮ ধারা হইতে অব্যাহতি পাইলেও, প্রতি মাসে মোট ৪০ ঘণ্টার বেশী 'ওভারটাইম' খাটানো চলিবে না। বাংলা গভর্মেণ্ট আরও সর্ত্ত নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা হাতে রাখিয়াছেন।

নোটিশ, রেজেষ্ট্রি ও রিটার্ণ

একটা নূতন ফ্যাক্টরী যে দিন প্রথম কাজ আরম্ভ করিবে সেই দিন বা তাহার পূর্ব্বে ইন্‌স্পেক্টারকে একটী

লিখিত নোটিশ পাঠাইতে হইবে; এই নোটিশে এই কয়টী বিষয়ের উল্লেখ থাকিবে:—ফ্যাক্টরীর নাম ও অবস্থিতি; কোন্ ঠিকানায় ফ্যাক্টরীর চিঠিপত্রাদি পাঠাইতে হইবে, ফ্যাক্টরীতে কি ধরণের কাজ হয়; কি ধরণের ও কত পরিমাণের 'শক্তি' ফ্যাক্টরীতে নিয়োজিত হয়; ফ্যাক্টরীর ম্যানেজারের নাম। বঙ্গীয় নিয়মাবলীতে প্রদত্ত "এ" ফর্ম্‌টী পুরণ করিয়া পাঠাইলেই এই সংবাদগুলা (বরং কিছু বেশী) জানান হইবে। যদি ফ্যাক্টরীটিতে সারা বৎসরই কাজ না হইয়া বৎসরের বিশেষ বিশেষ সময়ে (সীজনে) কাজ হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক সীজনে কাজ আরম্ভ করিবার দিনে বা তাহার পূর্ব্বে নোটিশ পাঠাইতে হইবে। নোটিশ পাইলে ফ্যাক্টরীর রেজেষ্ট্রীতে ইনস্পেক্টার ফ্যাক্টরীটী রেজিষ্ট্রী করিয়া লইবেন। যদি ইনস্পেক্টার মনে করেন যে, তাঁহার এলাকার মধ্যে কোন বাড়ী ফ্যাক্টরীরূপে ব্যবহৃত হইতেছে অথচ তাহা রেজেষ্ট্রী করা হয় নাই, তাহা হইলে তিনি তাহা রেজিষ্ট্রী করিয়া লইবেন এই মর্ম্মে অকুপায়ারকে জানাইবেন ও একটী "এ" ফর্ম্ম পাঠাইয়া দিবেন; ১৫ দিনের মধ্যে অকুপায়ার ফর্ম্‌টী পুরণ করিয়া পাঠাইবেন। রেজিষ্ট্রী করা বিষয়ে আপত্তি থাকিলে ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তির কারণগুলা ও "এ" ফর্ম্মে যে খবরগুলা চাওয়া হয় সেই খবরগুলা জানাইবেন; আপত্তির কারণগুলা বিবেচনা করিয়া রেজিষ্ট্রী করা হইবে কি না তাহা ইন্‌স্পেক্টার স্থির করিবেন।

কোন বাড়ী আর ফ্যাক্টরীরূপে ব্যবহৃত হইতেছে না এরূপ নোটিশ পাইলে (ম্যানেজার বা অকুপায়ার এইরূপ নোটিশ দিতে বাধ্য) ইনস্পেক্টার সেই বাড়ীটিকে ফ্যাক্টরীর রেজিষ্ট্রী হইতে বাদ দিবেন। কোন বাড়ীকে আইন অনুযায়ী ফ্যাক্টরীরূপে আর গণ্য করা চলে না এরূপ বুঝিলে (নোটিশ আসুক বা নাই আসুক), বাড়ীটিকে ফ্যাক্টরীর রেজিষ্ট্রী হইতে বাদ দেওয়া চলিবে। তবে ফ্যাক্টরীটিতে যদি বিশেষ বিশেষ সীজনে কাজ চলে, এবং যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে উহাতে যদি কাজ আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে উক্ত নিয়মানুসারে ফ্যাক্টরীটিকে রেজিষ্ট্রী হইতে বাদ দিলে চলিবে না।

ম্যানেজার বদলান হইলে ৭ দিনের মধ্যে অকুপায়ার ইনস্পেক্টারের নিকট লিখিত নোটিশ পাঠাইবেন। যদি কোন সময়ে ম্যানেজাররূপে কেহ নির্ব্বাচিত না হইয়া থাকেন, বা কেহ নির্ব্বাচিত হইলেও তিনি যদি ম্যানেজারের কাজ না করেন, তাহা হইলে যিনি প্রকৃতপক্ষে ফ্যাক্টরীর তত্ত্বাবধান করিবেন তাঁহাকে অথবা সেরূপ কেহ না থাকিলে অকুপায়ারকে, 'ম্যানেজার' বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।

যদি এমন কোন দুর্ঘটনা ঘটে যাহার জন্য কাহারও মৃত্যু হইয়াছে অথবা এমন শারীরিক আঘাত ঘটিয়াছে যাহার দরুণ ৪৮ ঘণ্টার বেশী অনুপস্থিত হইতে হইয়াছে, অথবা যে সকল 'কারণ' প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন সেই সকল কারণের কোন একটীর জন্য যদি দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে (যাহাকে ও যে সময়ের মধ্যে বলা হইবে তাহাকে ও সেই সময়ের মধ্যে) ম্যানেজার নোটিশ পাঠাইবেন।

ফ্যাক্টরী আইনের এই নিয়মানুযায়ী বঙ্গীয় নিয়মাবলী:—

নিম্নলিখিত দুর্ঘটনাগুলিকে সাঙ্ঘাতিক বলিয়া গণ্য করা হইবে (ক) যদি মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে, (খ) যদি ২০ দিনের মধ্যে সারিয়া উঠিবার সম্ভাবনা না থাকে, (গ) যদি চিরকালের জন্য কোন অঙ্গহানি ঘটে, (ঘ) যদি চিরকালের জন্য দৃষ্টি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়। কোন দুর্ঘটনার জন্য মৃত্যু হইলে বা কোন 'সাঙ্ঘাতিক' দুর্ঘটনা ঘটিলে, ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ ইনস্পেক্টার ও ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের (ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ করিলে, ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের পরিবর্ত্তে সাবডিভিশনাল অফিসারের) নিকট টেলিগ্রাফ্ টেলিফোন বা বিশেষ সংবাদ-বাহক দ্বারা খবর পাঠাইবেন। মৃত্যু হইলে, তৎক্ষণাৎ স্থানীয় থানার কর্ত্তার নিকটও সংবাদ পাঠাইতে হইবে। উক্ত দুর্ঘটনাগুলা অপেক্ষা কম সাঙ্ঘাতিক দুর্ঘটনাকে 'সামান্য' দুর্ঘটনা বলিয়া গণ্য করা হইবে। যদি দুর্ঘটনা সামান্য হয়, অথচ তাহার জন্য অন্ততঃ ৪৮ ঘণ্টা কাজে অনুপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে উহার কথা লিখিয়া রাখিতে হইবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব (কিন্তু অন্ততঃ ৬০ ঘণ্টার মধ্যে) উল্লিখিত ব্যক্তিদের নিকট সংবাদ পাঠাইতে হইবে। 'সামান্য' দুর্ঘটনাকে পরে

সাঙ্ঘাতিক বলিয়া বুঝিতে পারিলে, তৎক্ষণাৎ ভুল শোধরাইয়া একটী অতিরিক্ত রিপোর্ট পাঠাইতে হইবে। দুর্ঘটনার জন্য তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইলে যেখানে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে সেই স্থানটি দুর্ঘটনার সময় যেমন ছিল, ইনস্পেক্টার না আসা পর্য্যন্ত (অথবা ৩ দিনের মধ্যে ইনস্পেক্টার না আসিলে অন্ততঃ ৩ দিন পর্য্যন্ত) ঠিক তেমনই রাখিতে হইবে। তবে এই নিয়মটী মানিতে হইলে যদি বিপদ বাড়িবার বা স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা থাকে, অথবা যদি ইহার জন্য ফ্যাক্টরীর কাজে অত্যন্ত বাধা পড়ে, তাহা হইলে ইহা না মানিলে চলিবে। যে যে স্থানে এই নিয়মটী প্রবল হইবে বলিয়া বাংলা গভর্মেণ্ট গেজেটে নোটিশ দিবেন, কেবল সেই সেই স্থানেই এই নিয়মটী খাটিবে।

ফ্যাক্টরীতে কোন বিদারণ, অগ্নিকাণ্ড ঘটিলে গৃহপতন অথবা যাহার জন্য শারীরিক আঘাত ঘটিয়াছে বা ঘটিতে পারে কলকব্জার এরূপ কোন গুরুতর দোষ হইলে ম্যানেজার ৫ ঘণ্টার মধ্যে ইনস্পেক্টার ও ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের (বা সাবডিভিসনাল অফিসারের) নিকট রিপোর্ট পাঠাইবেন।

ফ্যাক্টরীর সদর ফটকের নিকট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এরূপ স্থানে একটী নোটিশ ঝুলাইতে হইবে।* ফ্যাক্টরী আইন ও তদনুযায়ী প্রাদেশিক নিয়মাবলীর সার মর্ম্ম এবং প্রত্যেক দিন ফ্যাক্টরীতে কাজ আরম্ভ ও বন্ধ করিবার সময়, প্রত্যেক মজুরের খাটিবার সময়, সাপ্তাহিক ছুটী প্রভৃতি সম্বন্ধীয় ফ্যাক্টরীর নিয়মগুলা ঐ নোটিশে উল্লেখ করিতে হইবে।* ইংরাজী ও অধিকাংশ মজুরের মাতৃভাষা এই দুই ভাষায় নোটিশটি রাখিতে হইবে।* নোটিশের লেখাগুলা যেন সকল সময়েই পড়িতে পারা যায়। ঝড়-বৃষ্টির প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য উহাকে হয় কাচের ফ্রেমে পুরিতে হইবে, না হয় অন্য কোন ব্যবস্থা করিতে হইবে। ফ্যাক্টরীর কাজ আরম্ভ হইবার ১ মাসের মধ্যেই এই নোটিশের একটী কপি ইনস্পেক্টারের নিকট পাঠাইতে হইবে। *নোটিশটিতে কোন ভুল থাকা, ফ্যাক্টরীর নিয়ম বা অন্য কোন নিয়ম বদলাইলেও নোটিশটীকে না বদলান, বা নোটিশ বদলান হইলে ইনস্পেক্টারকে না জানান—আইন-বিরুদ্ধ।* খাটিবার সময় ছুটী প্রভৃতি সম্বন্ধে ফ্যাক্টরীর নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইলে, সেই নিয়ম অনুযায়ী মজুরদের খাটাইবার পূর্ব্বে নোটিশটীকে বদলান আবশ্যক; যে সময় হইতে নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইবে তাহার ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে ইনস্পেক্টারের নিকট পরিবর্ত্তিত নোটিশের দুইটী কপি পাঠাইতে হইবে।*

প্রত্যেক ফ্যাক্টরীতে কত জন কাজ করে, তাহারা কত ঘণ্টা ও কি ধরণের কাজ করে, তাহা 'এমপ্লয়মেণ্ট রেজিষ্টার'[১] নামে একটী রেজিষ্ট্রীতে লিখিয়া রাখিতে হইবে (৩৫ ধারা)। রেজিষ্ট্রীটি যে ধরণে[২] বলা হইবে ঠিক সেই ধরণে (বাংলায়—বঙ্গীয় নিয়মাবলীর শেষে প্রদত্ত ফরম্ অনুযায়ী) রাখিতে হইবে। রেজিষ্ট্রীর ৩টী ভাগ থাকিবে। প্রথমভাগে পূর্ণবয়স্কদের, দ্বিতীয়ভাগে শিশুদের এবং তৃতীয়ভাগে শেডিউল্‌ড্ ওয়ার্কারদের (অর্থাৎ যে সকল নারী বা শিশু বিশেষ সার্টিফিকেট পাইয়া লেড কম্পাউণ্ড-সম্পর্কিত কোন কাজে নিযুক্ত) বিবরণ থাকিবে। যখন যেমন পরিবর্ত্তন হইবে রেজিষ্ট্রীতে তাহা লিখিতে হইবে। 'এমপ্লয়মেণ্ট রেজিষ্টার' ব্যতীত ফ্যাক্টরীতে আরও ৩টী রেজিষ্ট্রী রাখিতে হইবে:—(১) শিশুদের রেজেষ্ট্রী (চিলড্রেন্‌স্ রেজিষ্টার); বঙ্গীয় নিয়মাবলীর "কে" ফরমে এই রেজেষ্ট্রী রাখিতে হইবে; প্রত্যেক বৎসরের ১লা জানুয়ারী হইতে এই রেজেষ্ট্রী নূতন করিয়া লিখিতে হইবে; (২) ফ্যাক্টরীর প্রত্যেক ঘরের কালি ও ঘন মাপ, যে ঘরগুলার কলকব্জা আছে সেই ঘরগুলার প্রত্যেকের কতখানি স্থান জুড়িয়া কলকব্জা আছে তাহার মাপ, প্রত্যেক ঘরের জানালা দরজা প্রভৃতি হাওয়া ঢুকিবার

* ৩৬ ধারা।

১ খাটিবার সময় ও ছুটী সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী লঙ্ঘন করিবার সম্ভাবনা নাই বুঝিলে, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট শিশু ব্যতীত আর সকল মজুরদের সম্বন্ধে এই রেজিষ্ট্রী রাখার দায় হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন।

২ রেজিষ্ট্রীটি যে নির্দ্দিষ্ট ধরণে রাখিতে হইবেই এমন নহে; ইন্‌স্পেক্টারের অনুমতি পাইলে অন্য কোন ধরণেও রাখা যাইতে পারে।

স্থানগুলার মাপ—এইগুলা একটী রেজিষ্ট্রীতে (স্পেস্ রেজিষ্টার) লিখিয়া রাখিতে হইবে; (৩) কোন্ কোন্ তারিখে ফ্যাক্টরীর বিভিন্ন অংশগুলা চুনকাম, পেন্টিং ও বার্ণিশ করা হয়, তাহাও একটী রেজিষ্ট্রীতে (লাইমওয়াশিং অ্যাণ্ড পেন্টিং রেজিষ্টার) লিখিয়া রাখিতে হইবে। চুনকামকরা প্রভৃতি বিষয়ে যদি ফ্যাক্টরীকে রেহাই দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে অবশ্য শেষোক্ত রেজিষ্ট্রীটী রাখিতে হইবে না।

ফ্যাক্টরী আইন মানিতে বাধ্য করিবার জন্ম কি কি বিষয়ে ম্যানেজার বা অকুপায়ারের নিকট রিটার্ণ চাওয়া হইবে সে বিষয়ে সকৌন্সিল বড়লাট নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে পারেন। বঙ্গীয় নিয়মাবলীর শেষে উদ্ধৃত (কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রস্তুত) "এইচ" ফরমে ২ কপি করিয়া রিটার্ণ প্রত্যেক বৎসর ১৫ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে ইন্‌স্পেক্টারের নিকট পাঠাইতে হইবে। যদি রিটার্ণ ভুল থাকে, বা তাহা যদি ঠিক সময়ে পাঠান না হয়, বা সমস্ত ফরমটী যদি পূরণ না করা হয়, তাহা হইলে রিটার্ণটী রিটার্ণ বলিয়াই গণ্য করা হইবে না এবং ম্যানেজার বা অকুপায়ার আদবেই রিটার্ণ না পাঠানোর শাস্তিভোগ (৫০০ টাকা জরিমানা) করিতে বাধ্য থাকিবেন।

ইন্‌স্পেক্টার

প্রত্যেক প্রদেশে বিশেষ বিশেষ সীমানার (এরিয়া) জন্ম একজন করিয়া ইন্‌স্পেক্টার প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন; একই সীমানার মধ্যে একজনের বেশী ইন্‌স্পেক্টার থাকিলে কোন্ ইন্‌স্পেক্টারের কিরূপ ক্ষমতা এবং কোর ইন্‌স্পেক্টারের নিকট কোন্ নোটিশ পাঠাইতে হইবে তাহা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টই ঠিক করিয়া দিবেন। ফ্যাক্টরীর সহিত, ফ্যাক্টরীতে চালিত কাজের সহিত বা ফ্যাক্টরীর কোন পেটেণ্ট বা কলকজার সহিত যাঁহার কোন স্বার্থ জড়িত আছে, তিনি ইন্‌স্পেক্টার হইতে বা থাকিতে পারিবেন না। ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার এলাকার ফ্যাক্টরীগুলা সম্বন্ধে একজন ইন্‌স্পেক্টার বলিয়া গণ্য হইবেন। গভর্ণমেণ্টের অন্যান্য কর্ম্মচারীদেরও অতিরিক্ত ইন্‌স্পেক্টাররূপে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন অনুসারে ইন্‌স্পেক্টারকে "সরকারী কর্ম্মচারী" বলিয়া ধরা হইবে।

ইন্‌স্পেক্টারের কর্ত্তব্যসমূহ

ফ্যাক্টরী আইন ও প্রাদেশিক নিয়মাবলী অনুযায়ী কারখানাগুলাকে শাসন করিবার জন্ম চীফ ইন্‌স্পেক্টারই প্রধানতঃ দায়ী এবং যেরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইবে তদনুযায়ী অন্যান্য ইন্‌স্পেক্টারও দায়ী।

নিজে যতবার আবশ্যক বুঝিবেন অথবা কর্ত্তৃপক্ষ যতবার বলিবেন ততবার নিজ এলাকার ফ্যাক্টরীগুলা পরিদর্শন করা—ইহাই প্রত্যেক ইন্‌স্পেক্টারের কাজ। স্বাস্থ্যরক্ষা ও দুর্ঘটনা-নিবারণের নিয়ম এবং খাটিবার সময় ও ছুটী সম্বন্ধীয় নিয়মগুলা ঠিক মানা হইতেছে কি না, শিশুদের প্রত্যেকের সার্টিফিকেট আছে কি না, খাটিবার সময় ও ছুটীর ঠিক ঠিক রেকর্ড রাখা হইতেছে কি না, পূর্ব্বে ফ্যাক্টরীর যে সকল দোষ দেখান হইয়াছিল সেগুলা শোধরানো হইয়াছে কি না এবং যে সকল হুকুম জারি করা হইয়াছিল সেগুলা মানা হইয়াছে কি না—এইগুলা দেখাই তাঁহার কর্ত্তব্য। পরিদর্শনে যাইবার পূর্ব্বে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্ম দায়ী কে, এ সম্বন্ধে তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং একটী রিপোর্ট লিখিয়া এক কপি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ও এক কপি ম্যানেজারের নিকট পাঠাইতে হইবে। আইন ও নিজের হুকুমগুলা মানা হইয়াছে কি না, বা কোন্ কলকজা কত বৎসরের পুরাতন বা তাহার অবস্থা ও ইতিহাস কিরূপ তাহা জানিবার জন্ম তিনি যে তথ্য চাহিবেন ম্যানেজার বা অকুপায়ার তাহা তৎক্ষণাৎ (চিঠিতে চাহিলে ৭ দিনের মধ্যে) জানাইতে বাধ্য। ফ্যাক্টরীর বাড়ী, কলকজা, মজুরদের কাজ করিবার সামর্থ্য সম্বন্ধে যাহা কিছু চিঠি, সার্টিফিকেট, রিপোর্ট প্রভৃতি দলিল আছে তাহা চাহিলে ম্যানেজার যোগাইতে বাধ্য। ইন্‌স্পেক্টার পরিদর্শনে আসিলে ম্যানেজার বা অকুপায়ার তাঁহাকে কোন বাধা দিবেন না বা আর কাহাকেও বাধা দিতে দিবেন না,

এবং কোন সাক্ষীকে লুকাইবেন না বা তাঁহার নিকট আসিতে বাধা দিবেন না। পরিদর্শন শেষ হইলে ইন্‌স্পেক্টার একটী রিপোর্ট লিখিবেন এবং তাহার এক কপি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট, এক কপি ম্যানেজার বা অকুপায়ারের নিকট এবং তাহার যতটুকু ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের আবশ্যক হইতে পারে ততটুকু তাঁহার নিকট পাঠাইবেন। পরিদর্শনে যাইয়া তিনি যাহা কিছু হুকুম জারি করিবেন তাহার একটি রেকর্ড রাখিবেন। মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কোন আইন অমান্য করা হইতেছে বুঝিলে তিনি তাহা মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষের নজরে আনিতে পারেন এবং ফ্যাক্টরী আইন অনুযায়ী নিজের যাহা করিবার আছে তাহাও করিতে পারেন। ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট বা অতিরিক্ত (এডিশান্যাল) ইন্‌স্পেক্টার পরিদর্শনে যাইয়া যাহা কিছু নোট করিবেন তাহা ইন্‌স্পেক্টারের নিকটই পাঠাইয়া দিবেন। আইন ভঙ্গ করার জন্য যাহা করিবার ইন্‌স্পেক্টারই করিবেন।

কোন নূতন ফ্যাক্টরী নির্ম্মিত হইবে এরূপ নোটিশ পাইবার পর, ঐ ফ্যাক্টরীর অকুপায়ার বা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ আবেদন করিলে স্বাস্থ্য ও দুর্ঘটনা নিবারণের দিক্ হইতে ফ্যাক্টরীর ডিজাইন সম্বন্ধে ইন্‌স্পেক্টার পরামর্শ দিতে পারেন। ঐরূপ পরামর্শ অনুসারে কাজ করার ওজরে, পরে ফ্যাক্টরীর কোন দোষ দেখা গেলে তাহা শোধরাইবার দায়িত্ব হইতে অকুপায়ার মুক্তি পাইবেন না।

ফ্যাক্টরী রেজিষ্ট্রী (ফ্যাক্টরী আরম্ভের সময় প্রেরিত নোটিশগুলা হইতে সঙ্কলিত) হইতে প্রত্যেক জেলার ফ্যাক্টরী সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, তাহা প্রতি বৎসর ১৫ই ফেব্রুয়ারীর পূর্ব্বে ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইতে হইবে।

ইন্‌স্পেক্টারের ক্ষমতাগুলা এইবার বলা হইতেছে :—

(১) প্রত্যেক ফ্যাক্টরীতে (অথবা ফ্যাক্টরী বলিয়া ইন্‌স্পেক্টার কর্ত্তৃক অনুমিত স্থানে) ইন্‌স্পেক্টারের প্রবেশের ক্ষমতা আছে;

(২) তিনি ফ্যাক্টরীর বাড়ী, যন্ত্রপাতি ও রেজিষ্ট্রীগুলা পরীক্ষা করিতে পারেন এবং এই আইনের উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য যাহার ইচ্ছা (ফ্যাক্টরীতে বা অন্যত্র) তাহার সাক্ষ্য লইতে পারেন; তবে কাহাকেও এমন কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য করিতে পারিবেন না, যাহার উত্তর দিলে দণ্ডনীয় অপরাধে পড়িতে হয়;

(৩) ফ্যাক্টরী আইনের উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য তিনি আর যাহা কিছু করা আবশ্যক বুঝেন তাহা করিবেন, তবে, এ বিষয়ে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলা নিয়মসমূহ তৈরী করিতে পারেন।

(৪) যদি কোন শিশুকে তিনি মজুরি করিতে অসমর্থ বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে যতদিন না সে সার্টিফাইং সার্জ্জনকর্ত্তৃক পরীক্ষিত হয়, ততদিন তাহার কাজ করা বন্ধ করিতে পারেন;

(৫) ফ্যাক্টরী আইন ভঙ্গ করার অপরাধে কাহাকেও শাস্তি দিতে হইলে, ইন্‌স্পেক্টারই কেবল মোকদ্দমা করিতে বা মোকদ্দমা করিবার অনুমতি দিতে পারেন। ইন্‌স্পেক্টার ম্যানেজারের উপর কয়েকটী হুকুমজারি করিতে পারেন, যেমন—

(১) নিঃশ্বাসের সহিত ধূলা প্রভৃতি অপরিষ্কার দ্রব্যের গ্রহণ নিবারণ করিবার জন্য একটী বিশেষ তারিখের মধ্যে 'ফ্যান' বা অন্য কোন যন্ত্র পাড়া করিতে (১০ ধারা);

(২) যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে আলো আসিতে পারে; একটী বিশেষ তারিখের মধ্যে তাহা করিতে (১১ ধারা);

(৩) যে জল হইতে আর্দ্রতা প্রস্তুত করা হয় তাহা শোধিত করিবার জন্য তাঁহার মতে যাহা করা আবশ্যক, একটী বিশেষ তারিখের মধ্যে তাহা করিতে (১২ ধারা);

(৪) একটী বিশেষ তারিখের মধ্যে অগ্নিকাণ্ডের সময় পলাইবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে (১৬ ধারা);

(৫) বেড়া-না-দেওয়া যন্ত্রপাতি হইতে বিপদের ভয় থাকিলে, বিপদ নিবারণ করিবার জন্য তিনি যাহা কিছু করা প্রয়োজন মনে করিবেন, তাহা একটী বিশেষ তারিখের মধ্যে করিতে [১৮ (২) ধারা];

(৬) বয়স কম বলিয়া নিযুক্ত করা যাইতে পারে না এরূপ কোন শিশু ফ্যাক্টরীর মধ্যে উপস্থিত থাকিলে যদি

তাহার স্বাস্থ্যহানির ভয় থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রবেশ নিষেধ করিতে (১৯ক ধারা) ;

(৭) বিপজ্জনক মনে হইলে, কোন ফ্যাক্টরী, বা তাহার কোন অংশ বা যন্ত্রপাতি মেরামত করিতে ;—অথবা আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা দেখিলে, উহা ব্যবহার বন্ধ করিতে, (১৮ক ধারা)।

৪র্থ ও ৬ষ্ঠ আদেশ দুইটী বঙ্গীয় নিয়মাবলীতে আর উদ্ধৃত করা হয় নাই ; অপর কয়টী আদেশের কথা বঙ্গীয় নিয়মাবলীতে আরও সবিস্তারে দেওয়া হইয়াছে (বঙ্গীয় নিয়মাবলীর ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৬ ও ২৮ সংখ্যক নিয়মগুলা দ্রষ্টব্য)।

ইন্‌স্পেক্টারের আদেশ যে মানিতেই হইবে তাহা নহে। আদেশগুলার যে কোনটার বিরুদ্ধে আদেশ পাইবার দিন হইতে ১৪ দিনের মধ্যে কমিশনারের নিকট আপীল চলিতে পারে (এই সম্বন্ধে ফ্যাক্টরী আইনের ৫০ ধারা ও বঙ্গীয় নিয়মাবলীর ৯৬ হইতে ১০০ সংখ্যক নিয়মগুলা দ্রষ্টব্য)।

সার্টিফাইং সার্জ্জন (স্বাস্থ্য ও বয়স পরীক্ষক)

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত ডাক্তারদের সার্টিফাইং সার্জ্জনরূপে নিযুক্ত করিতে পারেন। বিশেষ বিশেষ সীমানার মধ্যে অবস্থিত ফ্যাক্টরীগুলার মজুরদের বয়স ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার ভার সার্টিফাইং সার্জ্জনের উপর। সার্টিফাইং সার্জ্জনদ্বারা পরীক্ষিত হইয়া বয়স ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সার্টিফিকেট না পাইলে কেহ ফ্যাক্টরীতে মজুরি করিতে পারিবে না। মজুরদের কোথায় ও কখন পরীক্ষা করা হইবে তাহা সার্টিফাইং সার্জ্জন ম্যানেজারকে জানাইবেন। যে মজুর হইতে চাহে তাহার অনুরোধে, অথবা তাহার পিতা বা মাতা বা অন্য কোন অভিভাবকের অনুরোধে, অথবা যে ফ্যাক্টরীতে কাজ করিতে চাহে সেই ফ্যাক্টরীর ম্যানেজারের অনুরোধে পরীক্ষা চলিতে পারে। পরীক্ষার জন্য কোন ফী দেওয়া বা লওয়া আইন-বিরুদ্ধ। ফী দেওয়ার বা লওয়ার কথা জানিতে পারিলে, সার্টিফিকেট অন্যায়ভাবে দেওয়া না হইলেও, ইন্‌স্পেক্টার ব্যাপারটী কর্ত্তৃপক্ষের নজরে আনিতে পারেন।

সার্টিফিকেট দুই প্রকারের—"শেডিউলড্ ওয়ার্কার্স মেডিক্যাল সার্টিফিকেট" ও "জেনারেল মেডিক্যাল সার্টিফিকেট।" যে কাজে লেড কম্পাউণ্ড লইয়া নাড়া চাড়া করিতে হয় এরূপ কোন কাজে নারী বা শিশু নিযুক্ত হইতে চাহিলে তাহার প্রথম প্রকারের সার্টিফিকেট থাকা চাই ; নারী বা শিশু লেড কম্পাউণ্ড সম্পর্কিত কাজ ব্যতীত অন্য যে কোন কাজ করিতে চাহিলে, তাহার "জেনারেল্ মেডিক্যাল সার্টিফিকেট" থাকা দরকার।

সার্টিফাইং সার্জ্জন যে কোন যোগ্য ডাক্তারকে উক্ত দুই প্রকারের সার্টিফিকেটই দেবার ক্ষমতা দিতে এবং তাহা কাড়িয়া লইতে পারেন। সার্টিফাইং সার্জ্জনের নিকট ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডাক্তারের নাম—"এক্‌জামিনিং সার্জ্জন" তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটকে বলে "প্রভিশ্যনাল (অস্থায়ী) সার্টিফিকেট"। সার্টিফাইং সার্জ্জন অস্থায়ী সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ৩ মাসের মধ্যে নিজে পরীক্ষা করিয়া তাহার সার্টিফিকেট অসমর্থন করিলে, তাহা নাকচ হইবে।

ফ্যাক্টরী পরিদর্শন করাও সার্টিফাইং সার্জ্জনের কর্ত্তব্যের মধ্যে। যে সকল টেক্সটাইল ফ্যাক্টরীতে দেড়শত বা দেড়শতের কম শিশু মজুর নিযুক্ত, সেগুলা বৎসরে ৬ বার এবং যেগুলাতে দেড়শতের অধিক শিশু মজুর নিযুক্ত, সেগুলা বৎসরে ১২ বার পরিদর্শন করিতে হইবে। টেক্সটাইল ফ্যাক্টরী ব্যতীত অন্য যে কোন প্রকার ফ্যাক্টরীতে দেড়শত বা দেড়শতের কম শিশু মজুর থাকিলে চীফ্ ইন্‌স্পেক্টার যতবার বলিবেন ততবার এবং দেড়শতের অধিক থাকিলে বৎসরে ৬ বার পরিদর্শন করিতে হইবে।

সার্টিফাইং সার্জ্জন যখনই পরিদর্শনে আসিবেন, তখনই ম্যানেজার সেই ফ্যাক্টরীতে যতগুলি অস্থায়ী সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত শিশু ও শেডিউলড্ ওয়ার্কার আছে, তাহাদের পরীক্ষা করাইবার জন্য তাঁহার নিকট আনিবেন। অস্থায়ী সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত কোন শিশুকে তাঁহার সম্মুখে না আনিলে, সেই শিশুর নাম, তাহার সার্টিফিকেটের সংখ্যা এবং সার্টিফাইং সার্জ্জন নিজে কি শাস্তির বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহা ইন্‌স্পেক্টারকে জানাইবেন ; সার্টিফাইং সার্জ্জন সেই শিশুর সার্টিফিকেট রদ করিতে পারেন বা তাহাকে আরও ৩ মাস

কাজ করিতে দিতে পারেন। অস্থায়ী সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত শিশুদের বয়স ১২ হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে এবং তাহাদের মজুরি করিবার সামর্থ্য আছে বুঝিলে, তাহাদের সার্টিফিকেট সমর্থন করা হইবে—নতুবা সেগুলি রদ করা হইবে। অস্থায়ী সার্টিফিকেট প্রাপ্ত শেডিউল্ড ওয়ার্কারদের পরীক্ষার পর তাহাদের সার্টিফিকেট সমর্থন বা রদ করা হইবে। অন্যান্য শেডিউলড্ ওয়ার্কারদের সার্টিফিকেট সমর্থন, রদ বা স্থগিত করা হইবে। যদি কেহ শেডিউলড্ ওয়ার্কার হইতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে সার্টিফাইং সার্জ্জন তাহার পরীক্ষা করিবেন এবং উপযুক্ত বুঝিলে তাহাকে সার্টিফিকেট দিবেন। মজুরি করিতে অসমর্থ বুঝিলে তিনি যে কোন শিশুর সার্টিফিকেট রদ করিতে পারেন। যদি সার্টিফিকেট না দেওয়া হয় বা রদ করা হয় তাহা হইলে যাহাকে সার্টিফিকেট দেওয়া হইল না বা যাহার সার্টিফিকেট রদ করা হইল সে অনুরোধ করিলে, অথবা তাহার পিতা বা মাতা বা অন্য কোন অভিভাবক কিংবা যে ফ্যাক্টরীতে সে ঢুকিতে চাহে বা ঢুকিয়াছিল সেই ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার বা অকুপায়ার অনুরোধ করিলে, সার্টিফাইং সার্জ্জন সার্টিফিকেট না দিবার বা রদ করিবার কারণ লিখিয়া জানাইবেন। যাহার সার্টিফিকেট রদ কিংবা স্থগিত করা হইয়াছে ম্যানেজার তাহাকে খাটাইতে পারিবেন না।

কোন শিশু পূর্ণবয়স্ক (১৫ বৎসরের উপর) বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য কিনা সে বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে চাহিলে ম্যানেজার বা ইন্‌স্পেক্টার সার্টিফাইং সার্জ্জন দ্বারা তাহার পরীক্ষা করাইতে পারেন ; তিনি পরীক্ষা করিয়া শিশুটীকে পূর্ণবয়স্ক ও কাজে সমর্থ বলিয়া বুঝিলে তদনুযায়ী সার্টিফিকেট দিবেন।

দণ্ড ও কার্য্যবিধি

যদি কোন ফ্যাক্টরীতে (ক) ফ্যাক্টরী আইনের ৯, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮ (১), ১৮ (৩) ১৮ (৪) বা ৩৬ ধারার যে কোনটী অমান্য করা হয় বা ৩৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট রেজিষ্ট্রাটী পরিবর্ত্তনানুযায়ী, না বদলান হয়, অথবা (খ) ফ্যাক্টরী আইনের ১০, ১১, ১২, ১৬, ১৮, ১৮ (ক) ও ১৯ (ক) ধারা অনুযায়ী ইনস্পেক্টারের আদেশ অমান্য করা হয়, অথবা (গ) ফ্যাক্টরী আইন বা প্রাদেশিক নিয়মাবলী অনুযায়ী কোন নোটিশ বা রিটার্ণ না পাঠানো হয়,—তাহা হইলে ম্যানেজার ও অকুপায়ারের (প্রত্যেকের ও উভয়ের) ৫ শত টাকা অবধি জরিমানা হইতে পারে।

আইন ভঙ্গকরার অপরাধে অভিযুক্ত ম্যানেজার (বা অকুপায়ার) যদি প্রমাণ করিতে পারেন যে তিনি নিজে আইন মানিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু অপর এক ব্যক্তি তাঁহার অজ্ঞাতে ও অসম্মতিতে আইন ভঙ্গ করিয়াছে, তাহা হইলে ম্যানেজারকে (বা অকুপায়ারকে) খালাস দিয়া সেই লোকটীকে শাস্তি দেওয়া হইবে।

ইন্‌স্পেক্টারকে তাঁহার আইন-সঙ্গত ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা দিলে, তাঁহাকে কোন রেজিষ্ট্রী বা দলিল দেখিতে না দিলে, তাঁহার নিকট কোন ব্যক্তিকে (যাহাকে তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন) আসিতে না দিলে বা লুকাইয়া রাখিলে, দাহ্য পদার্থের নিকট আগুন না আনা সম্বন্ধীয় নিয়ম অগ্রাহ্য করিলে, ফ্যাক্টরী আইনের অন্য কোন ধারা বা ফ্যাক্টরী আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক নিয়ম না মানিলে,—৫ শত[১] টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারে।

আপীল করিবার সময় যত দিন না উত্তীর্ণ হয়, অথবা আপীল ফাইল করা হইলে যত দিন না আপীলের শুনানি শেষ হয়, ততদিন জরিমানা আদায় করা চলিবে না।

আইন-ভঙ্গের জন্য কেহ আহত হইলে আহত ব্যক্তিকে, আর যদি কাহারও প্রাণহানি ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির আইন-অনুযায়ী প্রতিনিধিকে, জরিমানার

১ এইটী লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যে সকল অপরাধে ৫ শত টাকা অবধি জরিমানা হইতে পারে, সেগুলাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে ; এক শ্রেণীর অপরাধে ম্যানেজার ও অকুপায়ারকে প্রথমে দোষী করা হইবেই, পরে তাঁহারা অপরের উপর দোষ চাপাইতে পারেন। অপর শ্রেণীর অপরাধে যে লোকটীকে (ম্যানেজার বা অকুপায়ার বা অন্য কেহ) দোষী বলিয়া অনুমান করা হইবে তাহাকেই অভিযুক্ত করা হইবে।

সমস্তটা বা কিছু অংশ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া যাইতে পারে।

যদি কেহ অপর কাহারও ডাক্তারি সার্টিফিকেট ব্যবহার করে, বা নিজ সার্টিফিকেট আর কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেয়, তাহা হইলে তাহার কুড়ি টাকা অবধি জরিমানা হইতে পারে।

যদি কোন শিশু একই দিনে দুইটী ফ্যাক্টরীতে কাজ করে, তাহা হইলে তাহার পিতা, মাতা বা অন্য কোন অভিভাবক বা যে ব্যক্তি তাহার উপার্জ্জন হইতে উপকৃত হয় তাহার কুড়ি টাকা অবধি জরিমানা হইতে পারে। শিশুটী অভিযুক্ত ব্যক্তির অজ্ঞাতে বা তাহার অসাবধানতা না থাকা সত্ত্বেও ঐরূপ করিয়াছে প্রমাণ করিতে পারিলে জরিমানা হইবে না।

বার বার একই অপরাধ করিতে থাকিলেও একবারের অপরাধের জন্য স্থিরীকৃত উর্দ্ধতম জরিমানার অধিক আদায় করা হইবে না। তবে, (ক) যে অপরাধের জন্য অভিযোগ আনা হইয়াছে, অভিযুক্ত হইবার পর সেই অপরাধ আবার করিলে, অথবা (খ) ফ্যাক্টরী আইন বা প্রাদেশিক নিয়মাবলী ভঙ্গ করিয়া কাহাকেও খাটাইলে উক্ত নিয়মটী খাটিবে না।

যদি কোন ফ্যাক্টরীর কোন অংশে বা ঘরে উৎপাদনের কাজ চলিতে থাকে ও শিশুরা নিযুক্ত থাকে, অপর অংশে বা ঘরে ৬ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন শিশু উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে ৬ বৎসরের অধিক বয়স্ক শিশুটীকে 'খাটানো হইতেছে' বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। যে বলিবে তাহাকে খাটানো হয় নাই, তাহাকেই তাহা প্রমাণ করিতে হইবে।

কোন ব্যক্তির বয়স একটী বিশেষ বয়সের নীচে বা উপরে প্রমাণ করিতে পারিলে যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি আইন-ভঙ্গের অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির বয়স একটী বিশেষ বয়সের উপরে বা নীচে এ কথা প্রমাণ করার ভার অভিযুক্ত ব্যক্তিরই উপর।

ফ্যাক্টরী আইন ভঙ্গ করার জন্য ইন্‌স্পেক্টারই কেবল মোকদ্দমা আনিতে বা আনিবার অনুমতি দিতে পারেন (ইন্‌স্পেক্টারের ক্ষমতা-হিসাবে এই কথাটী পূর্ব্বেই একবার উল্লেখ করা হইয়াছে)।

ফ্যাক্টরী আইন ভঙ্গ করার অপরাধের বিচার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটই কেবল করিতে পারেন। অত্যন্ত দাহ্য পদার্থের নিকট আগুন লইয়া যাওয়া বা অপরের সার্টিফিকেট ব্যবহার করা বা অপরকে নিজ সার্টিফিকেট ব্যবহার করিতে দেওয়া—এই কয়টী অপরাধ সম্বন্ধে এই নিয়মটী খাটিবে না।

অপরাধের ৬ মাসের মধ্যে অভিযোগ না আনিলে বিচার চলিবে না। কিন্তু ফ্যাক্টরী আরম্ভ করিবার সময় নোটিশ না পাঠানোর অপরাধের অভিযোগ ৬ মাস পরেও আনা চলিবে।

কয়েকটি অতিরিক্ত নিয়ম

ফ্যাক্টরী আইনের কয়েকটী প্রয়োজনীয় নিয়ম এ পর্য্যন্ত উল্লেখ করা হয় নাই। সেগুলা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে:—

(১) কোন ফ্যাক্টরীর 'অংশকে' একটী 'বিভিন্ন ফ্যাক্টরী' বলিয়া প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট ঘোষণা করিতে পারেন; (২) সাধারণের সঙ্কটের সময় প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট যে কোন ফ্যাক্টরীকে ফ্যাক্টরী আইন হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন। (৩) ফ্যাক্টরী আইনে প্রাদেশিক গভর্মেণ্টকে যে ক্ষমতাগুলা দেওয়া হইয়াছে সকাউন্সিল বড়লাট সেই ক্ষমতাগুলার ব্যবহার করিতে পারেন; (৪) ফ্যাক্টরীতে ব্যবহৃত 'অ্যান থ্রাক্স' বীজাণুযুক্ত ('অ্যানথ্রাক্স' জন্তুদের একপ্রকার সাঙ্ঘাতিক রোগ; যে সকল জন্তু এই রোগে মরে, তাহাদের লোম, চর্ম্ম প্রভৃতি নাড়া চাড়া করিলেই মানুষের মধ্যে ঐ রোগ সংক্রামিত হইতে পারে) পশম উত্তমরূপে শোধিত করা সম্বন্ধে সকাউন্সিল বড়লাট নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে পারেন; (৫) গভর্মেণ্টের অধীন ফ্যাক্টরীগুলাও ফ্যাক্টরী আইন মানিতে বাধ্য; (৬) 'ফ্যাক্টরী আইন অনুযায়ী' অথবা 'ফ্যাক্টরী আইন অনুযায়ী করা হইতেছে এই বিশ্বাসে যদি কেহ কিছু করে, এবং তাহা যদি 'সমুচিত সাবধানতা ও যত্নের সহিত' করা হয় তাহা হইলে উক্ত কৃত কর্ম্মের জন্য তাহার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা চলিবে না। প্রধানতঃ ইনস্পেক্টারদের বাঁচাইবার জন্য এই নিয়মটী করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে বীজতৈল কারখানার ভবিষ্যৎ

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম, এ, বি, এল, কুচবিহার

ভারতবর্ষে বীজতৈল নিষ্কাশনের জন্য বিস্তৃতভাবে কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব নূতন নহে। ১৯১৮ সন হইতে আজ দশ বৎসরকাল এই বিষয় লইয়া গবেষণা চলিতেছে, কিন্তু এই দেশে বীজতৈল নিষ্কাশন ঠিক একটী জাতীয় শিল্পরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে কিনা তাহা এখনও মীমাংসিত হয় নাই। দুই চারিবার ভারতগভর্ণমেণ্টের মনোযোগ এইদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে; কয়েকটি কমিশন এবং কমিটি এই সমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টাও করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের মতামতের মধ্যে যথেষ্ট অনৈক্য থাকায় বিশেষ কোন লাভ হয় নাই। এই সকল কমিশন এবং কমিটি কতকগুলি পরস্পর-বিরোধী যুক্তি দিবার ফলে উক্ত বিষয়ে চিন্তাক্ষেত্র প্রসার লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে সমস্যার জটিলত্বও বাড়িয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় ইহাদের যুক্তিগুলির সারবত্তা পরখ করিয়া দেশীয় তৈলশিল্প সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা উচিত তাহা ভাবিয়া দেখা একান্ত আবশ্যক।

প্রথমতঃ, ভারতীয় তৈলশিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা কি তাহাই নির্দ্ধারণ করা দরকার। এই প্রসঙ্গে ১৯২৫ সনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কতগুলি তৈল কারখানা ছিল, এবং সেই সকল কারখানায় প্রত্যহ কত মজুর খাটিত সেই সম্বন্ধে একটী তালিকা উদ্ধৃত করা হইল।

(ক)

প্রদেশ	মোট কারখানা	দৈনিক মজুর-সংখ্যা
ব্রহ্মদেশ	১৭	১৩৫৭
আসাম	৫	১৩৪
বঙ্গদেশ	৬২	২৭২৬
বিহার ও উড়িষ্যা	২৫	১৪৮২
যুক্তপ্রদেশ	১৭	১৯৩১
বোম্বাই	২২	১০৭৩
মধ্যপ্রদেশ	১০	৩২০
পঞ্জাব	৪	১৭৯
দিল্লী	১	৬০
মাদ্রাজ	৬	১৮৩
ঐ ভুক্ত সমষ্টিরাজ্য	২১	১৪২৯
বোম্বাই ভুক্ত ঐ	৬	২০৬
বড়োদা রাজ্য	৩	১৫৪
রাজপুতানা	১	৫০
মহীশূর রাজ্য	৭	৫১৫
হায়দ্রাবাদ	২৬	৬৮৫
কাশ্মীর	১	২৫
মোট	২৩৪	১২,৫০৯

উদ্ধৃত তালিকার উপর নির্ভর করিয়াই দেশীয় তৈল-শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক অনুমান করা যাইবে না, কারণ কারখানার সংখ্যা দেখিয়া তাহার আয়তন নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে। এই জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের ধনশক্তি যাচাই করা দরকার। নিম্নের তালিকার যৌথ কারবার গুলির মূলধনের পরিমাণ অনুধাবন করিলে এই সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

(খ)

১৯২৫-২৬ সন

	কোম্পানীর সংখ্যা	আদায়ী মূলধন
সমগ্র বৃটিশভারত	৪৯	১,৯৩,১৯,৪২১
দেশীয় রাজ্যসমষ্টি	৪	১,৪৩,৪৫৯
মোট	৫৩	১,৯৪,৬২,৮৮০

যৌথ কারবার ব্যতীত অন্যান্য কারখানাগুলি অধিকাংশ স্থলেই যে সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান নহে এরূপ অনুমান করিলে

বিশেষ ভুল হইবে না। ভারতীয় তৈল কারখানার আয়তন নির্দ্ধারণ করিবার পক্ষে আপাততঃ ইহাই যথেষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ, দেখিতে হইবে যে, বর্ত্তমানে এই দেশে তৈল-শিল্পের যথেষ্ট প্রসার হইয়াছে কিনা। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ তৈলবীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, দেশীয় কারখানাগুলির এখনও যথেষ্ট উন্নতি করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাহার অকাট্য প্রমাণ এই যে, প্রতি বৎসর এই দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে তৈলবীজ বিদেশে চালান হইয়া যাইতেছে। দেশী কারখানা-গুলি যদি তেমন সুপরিচালিত হইত, তাহা হইলে এই সকল বীজের পরিবর্ত্তে সেই স্থলে তৈল রপ্তানি হইত। নিম্নে ১৯২৬ সনের বাণিজ্য-বিবরণী হইতে ভারতবর্ষের বীজ-রপ্তানির পরিমাণ উল্লেখ করা হইল।

(গ)

১৯২৫-২৬ সন

বীজের পরিমাণ	সমষ্টি মূল্য
১,২৩৮,৪৪৯ টন	২৯,৩১,০৬,৫২০৲

উদ্ধৃত পরিমাণ বীজ প্রতি বৎসর বিদেশে চালান হইতেছে। এই অবাধ রপ্তানি বন্ধ করিলে দেশীয় তৈল-কারখানার সংখ্যা এবং সৃজনশক্তি বাড়িতে পারে কিনা সেই দিকে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশে শিল্পের ক্রমোন্নতি না হইলে দুরবস্থা কেবল বাড়িতে থাকিবে, কারণ কোন সময়ে ফসল উৎপাদনে ব্যতিক্রম ঘটিলেই বিপত্তি-নিবারণের উপায় থাকিবে না। আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ে রক্ষণ-নীতির একটী স্থূল তত্ত্ব এই যে, কোন জাতিরই একমাত্র শিল্পে আত্মনির্ভর করা নিরাপদ নহে। যেহেতু কোন কারণে সেই শিল্পের অবস্থান্তর ঘটিলে সেই জাতির পক্ষে আত্মরক্ষা করা সমস্যামূলক হইয়া উঠিতে পারে। ভারতবর্ষে অনেক বৎসর অনাবৃষ্টি বন্যা প্রভৃতি কারণে উৎপন্ন ফসলের সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। এই অবস্থায় বিবিধ শিল্পের যথোচিত প্রসার হইলে তল্লব্ধ জিনিষের বিনিময়ে সময়বিশেষে বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করা যাইতে পারে। তা' ছাড়া লাভলোকসান খতিয়া দেখিলে ইহাই প্রমাণ হয় যে, কৃষিপ্রধান দেশগুলি আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ে ক্রমশই হীনশক্তি হইয়া পড়ে। শিল্প-কারখানায় নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ বাড়াইলে উৎপন্ন দ্রব্যের গড়পড়তা ব্যয় ক্রমশই হ্রাস পাইতে থাকে। এই কারণে মোটর সাইকেল প্রভৃতি কলকব্জা ক্রমশঃ কম মূল্যে বিক্রয় করা সম্ভব হইতেছে। কিন্তু কৃষিশিল্পে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। কোন বিশেষ ভূমিখণ্ডে অধিক পরিমাণ অর্থনিয়োগ করিলে কিছুকালের জন্য তাহার উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানো সম্ভব হইলেও অনতিকাল পরেই উৎপন্ন ফসলের পরিমাণে গড়পড়তা খরচ বাড়িতে থাকিবে। ইহার কারণ এই যে, কর্ষিত ভূমির সৃজনশক্তির একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, এবং সেই সীমায় পৌঁছাইতেও বিশেষ বিলম্ব হয় না।

এই সকল চিন্তা করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, ভারতবর্ষে বিবিধ শিল্পের বিস্তার এবং উন্নতি করা একান্ত আবশ্যক। তবে এইসঙ্গে ইহাও বিচার করিয়া দেখা দরকার যে, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা শিল্প-প্রতিষ্ঠার পক্ষে অনুকূল কিনা, এবং তাহার প্রসারক্ষেত্র কতখানি; কারণ প্রতিকূল অবস্থায় জোর করিয়া কোন শিল্প রক্ষা করিতে গেলে, হয় তাহা অল্পকালমধ্যেই বিদেশী পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় পিছু হঠিয়া যায়, নতুবা বিদেশী মালের উপর শুল্ক বসাইয়া আমদানি বন্ধ করিতে হয়। শুল্ক বসাইবার ফলে দর চড়া থাকিবার জন্য শিল্পগুলি প্রাণে বাঁচিয়া থাকে বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে খরিদ্দারের সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। বিদেশী মাল আমদানি বন্ধ করিবার ফলে তাহারা চড়া দরেই জিনিষ কিনিতে বাধ্য হয়। শিল্প-বিশেষের ভবিষ্যৎ উন্নতির নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকিলে খরিদ্দারের ঘাড়ে এই ক্ষতি চাপাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে, এবং সেইক্ষেত্রে তাহাদেরও কোন আপত্তির কারণ থাকে না, যেহেতু দেশীয় শিল্পের উন্নতির সঙ্গে জিনিষের দাম স্থায়িভাবে কমিয়া যায়, এবং তখন বিদেশী পণ্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকিবার কারণও থাকে না। কিন্তু অবস্থা অনুকূল না হইলে এইরূপ দাম কমিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না, এবং খরিদ্দারের লোকসান শেষে অত্যাচারে পরিণত হয়। এই কারণে যদি কেহ বলেন যে, প্রতিরোধক শুল্কের জোরে বিদেশী কুইনাইন

প্রস্তুত করিবার জন্য কারখানা গড়িয়া উঠুক তবে সে প্রস্তাব কোনমতেই গ্রাহ্য হইবে না।

ইহার পরেই এই প্রশ্ন উঠিবে যে, ভারতবর্ষে তৈলশিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং প্রসার যুক্তিসঙ্গত হইবে কিনা। সংক্ষেপে ইহার এই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, তৈলশিল্প প্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষে সমগ্র পৃথিবীতে ভারতবর্ষের ন্যায় আর কোন দেশ নাই। আমদানি তৈল অপেক্ষা ভারতীয় কারখানার তৈল কোনমতেই নিকৃষ্ট নহে। বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশনের পক্ষে এই দেশের জলবায়ু, মজুর কিংবা মূলধন সমস্যা কিছুই প্রতিকূল নহে। অন্যান্য শিল্পের তুলনায় তেলকারখানার কাজ অপেক্ষাকৃত কম মূলধনেই চলিতে পারে,—এবং বহুসংখ্যক সুনিপুণ মজুরেরও প্রয়োজন হয় না; এই সকল বিষয়ে ভারতবর্ষে কোনপ্রকার অসুবিধা হইবার কারণ নাই।

তারপর এইদেশেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচামাল পাইবার সম্ভাবনা আছে কিনা সে সম্বন্ধে পুনরুক্তি অনাবশ্যক। ভারতবর্ষে যে বীজ উৎপন্ন হয় তাহাতে আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়াও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বীজ বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বীজ রপ্তানির সমষ্টির পরিমাণের তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে কি পরিমাণ বীজ রপ্তানি হইয়া থাকে নিম্নের তালিকা হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

(ঘ)

বীজ	পৃথিবীর সমষ্টি রপ্তানির তুলনায় ভারতীয় রপ্তানির শতকরা হিসাব
নারিকেল	৭%
মহুয়া	১০০ „
তুলা	৩১ „
সিসেম	৪২ „
রেড়ী	৯৮ „
রাই ও সরিষা	৬৫ „
বাদাম	৪৫ „
তিসি	২০ „
পোস্ত	৭৬ „
নাইজার	১০০ „

উপরের তালিকা অনুধাবন করিলে ইহাই বলিতে হয় যে, বীজের বাজারে ভারতবর্ষের প্রায় একচেটিয়া দখল আছে।

এখন ভারতবর্ষে কি উপায়ে তৈলশিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতি করা যাইতে পারে তাহা উদ্ভাবন করিতে হইবে। ১৯১৮ সনে ভারতীয় শিল্প কমিশন উক্ত সমস্যা অনুধাবন করিতে গিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক নিষ্কাশন-প্রণালীর প্রচলন অভাবেই ভারতীয় তৈলশিল্প হীনাবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেও উক্ত কমিশন এই মত প্রকাশ করেন যে, তৈলশিল্পের বহুল উন্নতি ভারত গভর্ণমেণ্টের শুল্কনীতির উপরেও আংশিকভাবে নির্ভর করে। এই শুল্কনীতি যে ঠিক কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে শিল্প-কমিশন স্পষ্টতঃ কিছু উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু অন্যান্য দেশের ব্যাপার লক্ষ্য করিলে সে সম্বন্ধে অনুমান করা সহজ হইয়া পড়ে। ইয়োরোপীয় দেশগুলি তৈলবীজের অবাধ আমদানির পথ খোলা রাখিয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে তৈল-বীজের আমদানির উপর প্রতিরোধক শুল্ক বসাইয়াছে। ফলে তদ্দেশীয় তৈলশিল্প ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে। ভারতবর্ষে আমদানি তৈলের উপর শুল্ক থাকিলেও তাহা প্রতিরোধক হয় নাই; এখনও যথেষ্ট তৈল আমদানি হইতেছে। এমতাবস্থায় ভারতীয় তৈলবীজ রপ্তানির উপর প্রতিরোধক শুল্ক বসাইলে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নতি লাভ করিতে পারে, এবং বীজের পরিবর্ত্তে তৈল-রপ্তানির সম্ভাবনা থাকে। এই রপ্তানি-শুল্ক লইয়া সম্যক আলোচনা করা দরকার, কারণ এই সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

ভারতীয় ফিস্‌ক্যাল কমিশন এইরূপ শুল্কের বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি প্রকাশ করেন। উক্ত কমিশন এই বিরুদ্ধ-বাদের সমর্থন করিবার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণ দর্শান :—

(১) ভারতবর্ষের বীজ-রপ্তানি ব্যাপারে ঠিক একচেটিয়া দখল নাই, এমতক্ষেত্রে শুল্ক বসাইলে বিদেশী বাজার ক্রমাগত বেহাত হইতে থাকিবে।

(২) বিদেশী বাণিজ্য নষ্ট হইলে দেশীয় বাজারের দর নরম হইয়া যাইবে, এবং তাহার ফলে চাষিবর্গের বিস্তর লোকসান হইবে।

(৩) বীজ সস্তা হইবার ফলে তাহার সঙ্গে খইলের দরও কমিয়া যাইবে বটে, কিন্তু তাহাতেও কৃষকদিগের বিশেষ কোন সুবিধা হইবে না। কারণ এই দেশে এখনও সার হিসাবে খইলের প্রচলন হয় নাই, এবং ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনা নাই। যেহেতু খইল কিনিয়া আবাদী জমিতে সার দিবার মত চাষীদের শিক্ষা নাই। তা'ছাড়া তাহাদের আর্থিক অবস্থাও এবিষয়ের অন্তরায় হইয়া আছে। বর্ত্তমান সময় ইহাদের সার কিনিবার ক্ষমতা নাই। ইহার পর যদি বীজের দর নামিয়া যায়, তবে কেনা সারের ব্যবহার আরও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে।

উপরোক্ত যুক্তিগুলি খুটিনাটি করিয়া দেখা দরকার। প্রথমতঃ, দেখিতে হইবে যে শুল্ক বসাইবার ফলে সত্যই বিদেশী বাজার বেহাত হইবার আশঙ্কা আছে কিনা। এই প্রসঙ্গে (ঘ) চিহ্নিত তালিকা দেখিলে বিপরীত ধারণা হইবে। সকল প্রকার বীজ রপ্তানিতে সমান প্রভাব না থাকিলেও, কোন কোন বীজে যে ভারতবর্ষের একচেটিয়া দখল আছে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহুয়া, রেড়ী ইত্যাদি বীজের নাম করা যাইতে পারে। এই সকল বীজের রপ্তানির উপর শুল্ক বসাইলে বাজার নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। বিদেশী খরিদ্দার অনন্যোপায় হইয়া অধিক মূল্যেই কিনিতে বাধ্য থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, চাষীদিগের লোকসান সম্বন্ধেও বিশেষ ভয়ের কারণ নাই। দেশীয় তৈলশিল্প প্রসারের জন্যই শুল্ক বসাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়া থাকে। যদি এতদ্দেশীয় শিল্পের যথেষ্ট প্রসার হয় তবে বীজের আভ্যন্তরীণ চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িবে ও তাহার ফলে বীজের দাম একেবারে নামিয়া যাইবে না। তবে দেশীয় শিল্প গড়িয়া উঠিতে যে সময় লাগিবে সে পর্য্যন্ত বীজের দাম পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু গরম হইবে, ইহা ঠিক। এই সময় উত্তীর্ণ হইলেই বাজার-দর যে আকার ধারণ করিবে তাহার আর সহসা নড়চড় হইবার কারণ থাকিবে না।

তৃতীয়তঃ, সস্তা খইল পাইলেও মাটীর সার হিসাবে ইহার ব্যবহার বাড়িবে না ইহা স্থির নিশ্চয়ভাবে গ্রহণ করা চলে না। চাষীদের শিক্ষার অভাব থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া চিরকালই তাহাদের অজ্ঞানতা সমান থাকিবে এরূপ ভাবিয়া লইবার কোন কারণ নাই। তা'ছাড়া এই অজ্ঞানতা নষ্ট করা গভর্ণমেণ্টেরই অন্যতম কর্ত্তব্য। দেশের আবাদী মাটীর উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাইতেছে। এরূপাবস্থায় যাহাতে এই শক্তি রক্ষা করা সম্ভব হয় সে বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের যত্নবান হওয়া উচিত। নতুবা দেশের দুরবস্থা উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকিবে।

তারপর চাষীদের আর্থিক অবস্থা দৃষ্টেও একেবারে নিরাশ হইবার কারণ নাই। যদি সারের ব্যবহারে সত্যই জমির ফসল বাড়ে তবে চাষীদের লোকসান হইবার কি হেতু থাকিতে পারে? তারপর সার কিনিবার জন্য অর্থ-সংগ্রহ করিতেও তাহাদেব খুব বেশী বেগ পাইতে হইবে বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমানে যে পরিমাণ বীজ গো-খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা বিক্রয় করিয়াও অনেক পরিমাণে খইল সংগ্রহ করা চলিবে। দেশে তৈলশিল্প বাড়িলে খইলের দর নামিয়া যাইবে ইহা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে। তারপর গভর্মেণ্ট যদি আদায়ী রপ্তানি-শুল্কের কিয়দংশ চাষীদের হিতসাধনের জন্য খরচ করেন, তবে এই শুল্কের বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার থাকিবে না।

ফিস্‌কাল কমিশনের পর ভারতীয় ট্যাক্স অনুসন্ধান কমিটি এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এই কমিটির অধিকাংশ মেম্বারই স্পষ্টতঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতীয় শিল্পী এবং কৃষক সম্প্রদায়ের হিত-কল্পে বীজ রপ্তানির উপর শুল্ক বসাইতে হইবে।

তারপর গত বৎসর ভারতীয় কৃষিকমিশন এই দিকে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ফিস্‌ক্যাল কমিশনের যুক্তির সমর্থন করিয়া এই কমিশনও বলিয়াছেন যে, শুল্ক বসাইলে চাষীদের ক্ষতির পরিসীমা থাকিবে না। তা' ছাড়া এই কমিশনের মতে রপ্তানি-শুল্ক জাতীয় শিল্পেরও কোন সাহায্য করিবে না, এইরূপ বিবেচিত হইয়াছে। কমিশনার-গণ সেজন্য এই যুক্তি দেখান যে, বিদেশী বাজার হাত না

করিতে পারিলে ভারতীয় শিল্পের বহুল উন্নতি করা সম্ভব হইতে পারে না, এবং বিদেশী বাজার দখল করা বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। তুলনামূলকভাবে ইয়োরোপীয় তৈল-শিল্পের একটী বিশেষ সুবিধা আছে যে তথায় তৈল চালান দিবার সুব্যবস্থা আছে এবং মাশুলের হারও অপেক্ষাকৃত কম। তা' ছাড়া বিদেশী কারখানার তৈলও নাকি ভারতীয় তৈল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাল হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে।

কৃষিকমিশনের এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া কঠিন। ভারতীয় রপ্তানি বীজ লইয়া পাশ্চাত্য দেশে তৈল তৈয়ারী হইতেছে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তৈলের জন্য তাহার প্রায় তিনগুণ বীজ দরকার হয়। এমতক্ষেত্রে ভাতবর্ষ হইতে তৈল চালান দিবার পক্ষে কোন অসুবিধা থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। বিদেশী বাজারে ভারতবর্ষ যে তৈল চালান দিবে তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় বিদেশী কারখানাকে অনেক বেশী পরিমাণ বীজ কিনিয়া লইয়া যাইতে হইবে। এই অবস্থায় মাশুল, ভাড়া ইত্যাদিতে ভারতবর্ষের বরং সুবিধাই হওয়া স্বাভাবিক। তারপর মাল হিসাবে ইহা প্রায় স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে যে, ভারতীয় অনেক তৈল বিদেশী তৈল অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। ভারতবর্ষ হইতে এখনও তৈল রপ্তানি হইতেছে, যদিও প্রতিরোধক কোন শুল্ক না থাকায় তৈল অপেক্ষা বীজ অনেক বেশী চালান হইতেছে। নিম্নের তালিকায় ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

(ঙ) রপ্তানি তৈলের হিসাব

		১৯২২-২৩	১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
পরিমাণ		(গ্যালন)	(গ্যালন)	(গ্যালন)	(গ্যালন)	(গ্যালন)
সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে যায়		১৫,২০,৭৬৮	১২,৬৫,৪৪১	১১,০৯,৯৮১	১৩,৬৭,০৩৩	১০,৯৫,৮০০
মূল্য	=	৩৮,৯৫,১৬৪৲	৩৩,৯৩,৭৭০৲	৩১,০৫,৬০১৲	৩৭,৬৯,৬৫৫৲	২৬,৩৪,৭০০৲
অন্যান্য বিদেশে রপ্তানি		৫,৩৩,১০৯	২,০১,২৩৮	২,২২,১৪০	২,৫৫,৭৪৬	২,১[illegible],৪৭৪
মূল্য	=	১২,৯৮,৭৩৮৲	৫,২২,৬৩১৲	৬,৫৫,৫১৬৲	৬,৮৩,৪৮৬৲	৪,৯০,৪৬৭৲

উপরোক্ত তালিকা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, ভারতীয় তৈল রপ্তানি যথেষ্ট প্রসার লাভ করিতে পারিতেছে না। এইজন্যই প্রতিরোধক শুল্ক বসানো একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু দেশীয় তৈল শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে কেবল প্রতিরোধক শুল্কের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেই চলিবে না; ঐ সঙ্গে নিষ্কাশন-প্রণালীরও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ভারতবর্ষে বহুস্থানে এখনও বলদের সাহায্যে ঘানি টানাইয়া তৈল নিষ্কাশন করা হইয়া থাকে, কেবল কারখানাগুলিতে যন্ত্রের ব্যবহার হইতেছে। ১৯১৮ সনে শিল্পকমিশন এই অবস্থা দেখিয়া মত প্রকাশ করেন যে, ভারতীয় তৈলশিল্পের হীনাবস্থা দূর করিতে হইলে প্রচলিত নিষ্কাশন-প্রণালী ত্যাগ করিয়া আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে, নতুবা তৈলশিল্প একটি স্থায়ী জাতীয় শিল্পরূপে গড়িয়া উঠিতে পারিবে না। শিল্প কমিশনের এই উক্তি যে কতখানি অর্থপূর্ণ তাহা একটী ব্যাপার হইতে বুঝা যাইবে। ভারতবর্ষ হইতে যে খইল ইয়োরোপে চালান হয় তাহা পুনবার আধুনিক নিষ্কাশন-যন্ত্রে ফেলিয়া ইয়োরোপীয় আমদানিকারীরা অবশিষ্টাংশ তৈল বাহির করিয়া লয়। এই তৈলের দামেই তাহারা খইলের দাম মিটাইতে পারে এবং তাহাতে খইলগুলিও অধিকতর ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষ করিয়া বুঝিয়া রাখা দরকার। অনেকের এইরূপ ধারণা আছে যে, খইলের মধ্যে তৈলাংশ বেশী থাকিলে তাহা ভাল মাল হিসাবে ধার্য্য হইয়া থাকে। কিন্তু এইপ্রকার ধারণা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। খইল হয় মাটীর সার নতুবা গো-খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই দুই ব্যবহারেই খইলের মধ্যে অধিক তৈল থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। বেশী তৈল থাকিলে

খইল পচিতে বিলম্ব হয় এবং তাহার ফলে সার হিসাবে ইহার গুণ নষ্ট হইয়া থাকে। তা' ছাড়া এই প্রকার খইল গোখাদ্য হিসাবেও অপকারী বিবেচিত হইয়া থাকে। সুতরাং বীজ হইতে প্রায় সম্পূর্ণ পরিমাণ তৈল নিষ্কাশন করিয়া লওয়া উচিত। সাধারণ ঘানিতে ইহা সম্ভব হয় না এবং সেই কারণে অযথা বিস্তর তেল নষ্ট হইতেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রগুলি এই অসুবিধা দূর করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে "এক্স্পেলার" মেশিন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এই, অন্যান্য যন্ত্রের মত ইহাতে ঘূর্ণায়মান চক্রের ঘর্ষণে তৈল নিষ্কাশন করিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই; পেষণকারী অংশের উপরিভাগ "স্ক্রু" মত প্যাঁচ করিয়া কাটা। ঐ প্যাঁচের সাহায্যে পেশন বেশ নিয়ন্ত্রণ করা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এই যন্ত্রের বহুল প্রচার আবশ্যক।

আধুনিক যন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরেও আর একটি ব্যাপার বিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে। ভারতবর্ষে তৈলশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি করিতে বিদেশী বাজারের উপর প্রভাব রক্ষা করিতে হইবে—কৃষি কমিশনের এই উক্তি মিথ্যা নহে। এই প্রকার বহির্ব্বাণিজ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকা ভারতীয় তৈল শিল্পের পক্ষে নিরাপদ হইবে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যান্য দেশেও কোন কালে যথেষ্ট বীজ উৎপন্ন হইতে পারে এরূপ অসম্ভব নহে। বর্ত্তমানেও চীন, আর্জ্জেনটিনা প্রভৃতি দেশে বীজ চাষের আয়তন বাড়িতেছে। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষেই বৃহত্তর তৈলের বাজার গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতবর্ষে কয়েক-বৎসর যাবৎ লক্ষ লক্ষ টাকার উদ্ভিজ্জ ঘী আমদানি হইতেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই পরিমাণ ঘী অনায়াসে ভারতবর্ষেই তৈয়ারী করা যাইতে পারে। তা' ছাড়া এখনও যে পরিমাণ তেল এই দেশে আমদানি করা হয় তাহাও দেশী কারখানাগুলি দখল করিয়া লইতে পারে। ভারতবর্ষে কি পরিমাণ তৈল আমদানি করা হয় তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

(চ) ভারতবর্ষে তৈল আমদানির হিসাব

পরিমাণ		১৯২২-২৩	১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬
		(গ্যালন)	(গ্যালন)	(গ্যালন)	(গ্যালন)
সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে		৩,০০,২৭৯	৪,২১,৬০৬	৮,২৩,৭২২	১৪,৩৫,১৩১
মূল্য	=	১১,৫১,৩৯৫ৼ	১৪,৭৭,৪০০ৼ	২৩,২৯,৬৮৬ৼ	৪১,২০,৭৪০ৼ
অন্যান্য বিদেশ হইতে আমদানি		১৭,১০৯	১৬,১১৫	২৫,২০৫	৮৯,২৮৭
মূল্য	=	৫৬,৬৫৯ৼ	৫৯,৩৫২ৼ	১,১৮,৮৪৬ৼ	২,৫২,৫৫৬ৼ

ইহা ছাড়া আর এক উপায়ে এই দেশেই তৈলের বাজার বাড়াইয়া লওয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে তুলার বীজ উৎপন্ন হয়। এই বীজ হইতে যে তৈল বাহির হয় তাহা কেবলমাত্র কলকব্জা পরিষ্কার করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্যান্য দেশে এই তৈল প্রধানতঃ রন্ধন-কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, অন্যান্য তৈল অপেক্ষা তুলার বীজের তৈল অধিক পুষ্টিকর।

এরূপাবস্থায় ভারতবর্ষে এই তৈলের অপব্যবহার হইতেছে বলিতে হইবে। কি উপায়ে এই দেশে তুলার বীজের তৈল আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহা উদ্ভাবন করিতে হইবে। এই সকল প্রচেষ্টার ফলে যদি এই দেশেই তৈলের বাজার বাড়াইয়া তোলা যায় তবে ভারতীয় তৈলকারখানা পাকা বনিয়াদের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া লইবে; বিদেশী প্রতিযোগিতায় তাহার আর কোন আশঙ্কাই থাকিবে না।

"ফিজিঅক্রেসি" বা প্রকৃতি-নিষ্ঠার অর্থশাস্ত্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ, বি, এল, হাজারিবাগ

অর্থশাস্ত্রের "মার্ক্যান্টিলিষ্ট" (বাণিজ্যনিষ্ঠ) ও "ক্যামের‍্যালিষ্ট" (রাজস্বনিষ্ঠ) যুগ পর্য্যন্ত ধনবিজ্ঞান এলোমেলো ভাবে আলোচিত হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অর্থশাস্ত্রের বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা সুরু হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এক দল ফরাসী পণ্ডিত আর্থিক চিন্তা সম্বন্ধে এক নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত করেন। ইহাকে ফরাসী ভাষায় "ফিজিঅক্রেসি" নামে অভিহিত করা হয়। পরবর্ত্তী কালে ইংরেজ পণ্ডিত আডাম্ স্মিথ এই প্রণালীকে "আবাদী প্রণালী" বা "অ্যাগ্রিকালচারাল্ সিষ্টেম্" বলেন। ফ্রান্সের এই নূতন মতাবলম্বীদিগকে ইংরেজীতে "ফিজিঅক্র্যাট্" (ফরাসী উচ্চারণ "ফিজিঅক্রাৎ" বলা হইত।

"ফিজিঅক্র্যাট্‌গণ মনে করিতেন যে, সকল বস্তুই এক কারণে উদ্ভূত হয়। এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহারা জীবন এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্বন্ধে এমন কতকগুলি সুসংলগ্ন বিধি প্রণয়ন করেন যে, তাহাদিগকেই রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির প্রথম পথপ্রদর্শক বলা হইয়া থাকে। তাঁহাদের রচনাসমূহ সবিশেষ ব্যাপক ; "মার্ক্যান্টিলিষ্ট"দিগের মত সঙ্কীর্ণ নহে। মজুর, শিল্পী, বণিক্, কিষাণ, জমিদার, রাজা প্রভৃতি কাহারো সম্বন্ধেই তাঁহারা লিখিতে ভুলেন নাই। ফ্রান্সের তৎকালীন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কৃষির উপর তাঁহারা জোর দিয়াছেন। তাঁহারা কর-সমস্যাটাকেই বিশেষ জটিল মনে করিতেন।

"ফিজিঅক্রেসি"র অগ্রদূত

অষ্টাদশ শতাব্দীর পুরোভাগ পর্য্যন্ত "মার্ক্যান্টিলিজ্‌মে"র জের চলিলেও সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তে (এমন কি ইংল্যাণ্ডে পর্য্যন্ত) এই মতবাদের সম্বন্ধে দু-একটা বিদ্রোহবাণী শুনা যাইত। ভাব-প্রবণ ফরাসী জাতিও নিস্তব্ধ ছিল না। তবু অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝির পূর্ব্বে এই বিদ্রোহ ভীষণ আকার ধারণ করে নাই। এক হিসাবে "ফিজিঅক্রেসি"কে "মার্ক্যান্টিলিজ্‌মে"র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলা চলে। এই মাঝামাঝি কালের লেখকদের লেখা আলোচনা না করিলে "ফিজিঅক্রেসি"র মূল সূত্রগুলি ধরা শক্ত। তাঁহারাই "ফিজিঅক্রেসি"র অগ্রগামী দূতবিশেষ।

মেলঁ ("এসে পোলিতিকি স্যুর্‌ল্য কম্যার্স ১৭৩৪)। ইঁহার বিশ্বাস যে সোণা অপেক্ষা জীবন-ধারণোপযোগী বস্তুর কদর বেশী। ইনি একচেটিয়া অধিকার ও পৈত্রিকতার বিরোধী। তাঁহার বইয়ের নাম "বাণিজ্যবিষয়ক রাষ্ট্রচিন্তা।"

বোআগিয়েলবেয়ার (ফাক্‌তুম্ দ'ল ফ্রঁাস, ১৭০৭)—ইনি কলবেয়ারের সমসাময়িক। কর-সংস্কার সম্বন্ধেই ইঁহার অধিকাংশ রচনা লিখিত। দুইটী প্রবন্ধে ("শস্য সম্বন্ধে রচনা" এবং "ধন-দৌলতের প্রকৃতি সম্বন্ধে রচনা") বিতরণে সাম্য প্রবর্ত্তন ও রপ্তানি-শুল্ক রদ করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, জমিই ধনাগমের মূল। প্রবন্ধ দুইটী জমিদারকুলের অনুকূলেই লেখা। শস্যের মূল্য আক্রা করার পক্ষে ইহাতে যুক্তি আছে। ধন বলিতে তিনি মূল্যবান ধাতু মাত্র বুঝিতেন না ; মানুষের অভাব অভিযোগ যাহাতে পূরণ করে তাহাই তাঁহার মতে ধন।

মার্শ্যাল্ ভোবাঁ বলিয়াছেন যে, করের অসাম্যের জন্যই চাষিকুলের দুরবস্থা। প্রত্যক্ষ কর কৃষিজ দ্রব্যের দশভাগের একভাগ হওয়া কর্ত্তব্য, এই ছিল তাঁর মত। মজুরই ধন-দৌলতের ভিত্তি ; এবং সকল শ্রেণীর মজুরের মধ্যে কৃষি-নিরত মজুরই শ্রেষ্ঠ।

ফেনেলঁ ("তেলেমাক্", ১৬৯৯) এবং মঁতাস্কিয়ো (এস্প্রি দে লোআ ১৭৪৮) উল্লেখযোগ্য। ফেনেলঁ অবাধ বাণিজ্য অনুমোদন করিয়াছেন ; এবং বলিয়াছেন যে,

সংখ্যা-বৃদ্ধি অপেক্ষা জনবলের উৎকর্ষসাধন অধিক বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু সকলের মধ্যে রিচার্ড ক্যাণ্টিলিনের "এসে আপন্ দি নেচার অব্ কমার্স ইন্ জেনারেল", (বাণিজ্য-বিষয়ক প্রবন্ধ ১৭৫৫) নামই সর্ব্বোচ্চে। তাঁহার মতে জীবনের সুখ ও সুযোগের সমষ্টিই ধন; পৃথিবী হইতেছে এই ধন-আহরণের উৎস এবং মজুর হইতেছে সৃষ্টিকারিণী শক্তি। তিনি সহর এবং গ্রামের মধ্যে অন্তর্ব্বাণিজ্যের কথাটা আলোচনা করিয়াছেন, বহির্ব্বাণিজ্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই। ইঁহার মতে যেস্থানে অর্দ্ধাধিক জন-বল সহরবাসী, সেস্থানে কৃষিজ দ্রব্যের অধিকাংশই সহরে ভুক্ত হয়; উৎপন্ন মালের কতখানি কৃষক এবং জমিদারের অংশে পড়ে তাহারও আলোচনা করিয়াছেন। কিষাণের খরচা বিশ্লেষণও তিনি করিয়াছেন। মাল-সৃষ্টি করিতে যে পরিমাণ মজুরি ও জমি লাগে তাহার উপরই মূল্য এবং দর নির্ভর করে, এই ছিল ইঁহার মত। তাঁহার পাণ্ডুলিপির ফরাসী অনুবাদ ফ্রান্সে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া "ফিজিঅক্র্যাট্"দিগের উপর ইঁহার প্রভাব বর্ত্তমান।

ফিজিঅক্রেসির উৎপত্তি

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের প্রতি দৃষ্টি দিলেই "ফিজিঅক্রেসি', মতবাদ প্রচলনের কারণ বুঝা যাইবে। "ফরাসী বিপ্লবে"র পূর্ব্বে (পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুইদিগের সময়ে) ফ্রান্সের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। পঞ্চদশ লুই অপ্রতিহতভাবে শক্তির অপব্যবহার করিতেন। "আমিই রাষ্ট্র" ("লেতা সে মোআ") আমা ছাড়া কোন রাষ্ট্র নাই এই বাণীটা চতুর্দ্দশ লুইয়ের। কিন্তু পরবর্ত্তী কালেও এই বাণী অনুসারে একচ্ছত্র অধিকারের কাজ চলিত। পঞ্চদশ লুইয়ের কার্য্যাবলী দেশের পক্ষে অধিক ক্ষতিকর হইয়াছিল। রাজ-সভাসদ্দিগের চরিত্রও ঘৃণ্য ছিল। তাঁহারা বিলাসিতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও অসংযমে নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহারা স্বদেশের জন্য দেহপাত করা অপেক্ষা বিলাসিনী নারীর প্রেমভিক্ষা করাই অধিক কাম্য মনে করিতেন। এইরূপ বিলাসিতা ও অপব্যয়ের ফলে রাজকোষ শূন্য হইতে থাকে এবং ঋণের বহরও বাড়িতে থাকে। শূন্য রাজকোষ পূরণের জন্য উত্তমর্ণকে অন্যায় সর্ত্তে আবদ্ধ করা হয় এবং কিষাণ ও অতি সাধারণ ব্যক্তিবর্গের উপর গুরুভার কর ধার্য্য করা হয়। কিন্তু পুরোহিতকুল এবং ভদ্রবংশীয়দের কোন প্রকার প্রত্যক্ষ কর দিতে হইত না, যদিও তাঁহারাই ⅔ অংশ জমির মালিক ছিলেন। কর আদায়ের উপায়ও অতি ঘৃণ্য ছিল। একদল লোক সরকারের সহিত নির্দ্দিষ্ট-মূল্যে চুক্তি করিয়া করের মাত্রা স্থির করিয়া লইত; এই নির্দ্দিষ্ট মাত্রার অতিরিক্ত আদায় চুক্তি-কারীর নিজস্ব সম্পত্তি। সুতরাং নানারূপ কৌশল করিয়া তাহারা সাধ্যমত শোষণ করিতে ক্রটী করিত না; ফলে নিরীহ দেশবাসী অন্নসংস্থান-রহিত হইলেও, চুক্তিকারিগণ অল্প কয়েক বৎসরেই প্রচুর ধনের মালিক হইয়া পড়িত।

অপর দিকে, জমির দর খাটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং বাড়িতেও দেওয়া হইতেছিল না। দরিদ্র কৃষককে উৎপন্নের সার অংশ জমিদারকে দিতে হইত; এবং অবশিষ্ট অংশের জন্য শুল্ক কর দিতে হইত। আরো এমন সব কর ছিল যে তাহার জন্য স্বদেশে বা বিদেশে মালের কাটতি হওয়া অসম্ভব ছিল; সুতরাং দর চড়িতেও পাইত না। এরূপ করিবার হেতু এই যে, তাহা হইলে মজুরি ও অন্যান্য ম্যানুফ্যাক্চারিং খরচা খাটিয়া গিয়া তৈরী মাল বিদেশে রপ্তানি করার সুবিধা হইবে।

ফল হইয়াছিল এই ফ্রান্সের উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাইয়াছিল ও বাজার-সম্ভ্রম নষ্ট হইয়াছিল।

পক্ষান্তরে, যদিও সে সময়ে ইংলণ্ড "মার্ক্যাণ্টিলিষ্ট" কবল হইতে মুক্ত হইয়া কৃষিবিপ্লবের পানে অগ্রসর হইতে-ছিল, তথাপি ফরাসী মনীষিগণ গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করিয়া কৃষিকে অবহেলা করিয়া কারখানা-জাত মালের পূজা করিতে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু "ফিজিঅক্র্যাট"গণ বৃহৎ ভূমি চাষের মূল্য বুঝিতেন এবং অধিক পুঁজি ও ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া শস্যবপনের মর্ম্ম জানিতেন। তাই, ফরাসীদিগের মনে ক্রমশঃ কৃষিসম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধার উদয় হইতেছিল।

এরূপ দুরবস্থা, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

শুনাই স্বাভাবিক। চতুর্দ্দশ লুই কিন্তু তাঁহার বিরাট সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এ প্রতিবাদ উঠিতেই দেন নাই এবং পঞ্চদশ লুই বিরুদ্ধমত প্রচারক লেখাগুলির ধ্বংস-সাধন করিয়া প্রতিবাদ রদ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময়ে ফরাসী মনীষীরা ধর্ম্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাসের হাত হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টায় রত ছিলেন; অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তাঁহারা এই মুক্তির স্বাদ পান।

চতুর্দ্দশ লুইয়ের সময় ফরাসীগণ ইংরেজী চিন্তা-জগতের খোঁজ রাখিতেন না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর এমন কোন ফরাসী পণ্ডিত ছিলেন না যিনি এখবর না রাখিতেন। এই পণ্ডিতগণের মধ্যে মঁতাস্কিয়ো, গুর্ণে ও মিরাবোর নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুতরাং নিউটন্, লক, শ্যাফ্‌-ট্স্‌ব্যারী, ও হিউমের লেখা ফরাসীদিগের অবিদিত রহিল না। গি, চাইল্ড, কাল্‌পেপার, ও কিংএরও ধন-বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাবলী অনুদিত হইয়া ফ্রান্সে ছড়াইয়া পড়িল।

প্রকৃতি-তত্ত্ব

ফিজিঅক্র্যাটদের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে তাঁহাদের দর্শনের সহিত পরিচিত হওয়া চাই। রুসোর মত তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, ভগবানের ইচ্ছাই সকল বস্তুকে সুন্দর ভাবে বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইহাকে "প্রকৃতি-সম্মত ব্যবস্থা" ("অর্দর নাতুরেল") বলা হয়। এই ব্যবস্থা "অর্দ্‌র্ পোজিতিফ" (মানব-প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা) হইতে বিভিন্ন। "মানব-প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার" বিধিসমূহ মানব-প্রবর্ত্তিত বলিয়া অনেক বিষয়ে অসম্পূর্ণ। তাঁহারা বলিতেন যে, সেই দেশই সুন্দরভাবে শাসিত হইতেছে, যাহার মানব-প্রতিষ্ঠিত বিধিগুলি "প্রকৃতি-সম্মত ব্যবস্থার" বিধানসমূহের অনুরূপ।

আবার "প্রকৃতি-সম্মত ব্যবস্থার সহিত নৈসর্গিক প্রভাবের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। মার্সিয়ে দ' লা রিভিয়্যার বলিয়াছেন "সমাজ-ব্যবস্থা মানব-প্রবর্ত্তিত নহে; সমস্ত প্রকৃতির যিনি কর্ত্তা, ইহা তাঁহারই কীর্ত্তি"। তুর্গো বলেন যে, যে সকল শক্তিপুঞ্জ স্থানীয় ঘটনাবলীর সহিত যুক্ত হইয়া বাণিজ্যের কার্য্য-প্রণালী নির্দ্দেশ করে যদি তাহা জানিতে হয় বা যেসকল নিয়মাবলী প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়া বাণিজ্যের সকল প্রকার মূল্যের মধ্যে সমতা স্থাপন করিয়া অবশেষে একমাত্র মূল্য স্থির করে, যদি তাহা জানিতে হয়, তবে দার্শনিক এবং রাজনীতিজ্ঞের মত বাণিজ্য বিষয়টা লইয়া মাথা খেলাইতে হইবে। "ফিজিঅক্র্যাট"রা বলিতেন যে, যেমন ভাবে "জড়-বিষয়কবিধি"দ্বারা প্রকৃতিতে সমতা রাখা হয় সামাজিক মানুষ তেম্‌নি ভাবে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। এই প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর উপরই সমাজের সুখ-সমৃদ্ধি নির্ভর করে। দুপোঁ দ' নেমুর বলেন যে, প্রাকৃতিক নিয়মের যে অংশটা মানুষ সম্বন্ধে খাটে, তাহা "প্রকৃতি-সম্মত ব্যবস্থার অন্তর্গত সকল সুখ বা সুযোগ নিয়ন্ত্রিত করে। তাঁহার মতে আমরা ধীশক্তি কিরূপ ভাবে ব্যবহার করিলে আমাদের অভাব মিটাইয়া প্রাকৃতিক অধিকারগুলি সম্পূর্ণ ভাবে উপভোগ করিতে পারিব তাহাও এই ব্যবস্থারই অন্তর্গত।

"লোআ নাতুরেল" আর "অর্দ্‌র্ সোশিয়াল্" সম্বন্ধে "ফিজিঅক্র্যাট্"রা কোন পরিষ্কার সংজ্ঞা দেন নাই। ফরাসী দার্শনিক কেনে "দ্রোআ নাতুরেল" সম্বন্ধে লিখিবার সময় বলিয়াছেন যে, যুক্তির আলোকে (যাহা নাকি স্থির করে কোন্‌টা নিজের সম্বন্ধে এবং কোনটা পরের সম্বন্ধে) স্থির করিতে হয় ন্যায়-সঙ্গত কেন্‌টা। দুপোঁ দ'নেমুর্ বলেন যে মানুষের সহিত মানুষের যেসকল সম্বন্ধ হইতে পারে তাহার সকলগুলিই সমাজ-ব্যবস্থার বিধিবিধানের অন্তর্গত। প্রত্যেকের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরস্পরের মধ্যে কিরূপ আচরণ হওয়া উচিত তাহা স্থির করা হয়। "ফিজিঅ-ক্র্যাট্"রা তাঁহাদের সকল "থিওরি" বা তত্ত্ব বস্তুর প্রকৃতিগত বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন, তাই কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে কোন যুক্তিই দেন নাই।

ইংরেজ দার্শনিক লকের পদানুসরণ করিয়া "ফিজিঅ-ক্র্যাট্রা" ব্যাক্তিত্ব ও ব্যাক্তিগত অধিকারের উপর জোর দিয়াছেন। তাঁহারা "প্রাইভেট্ প্রপার্টী" (ব্যক্তিগত সম্পত্তি) থাকা ন্যায়সঙ্গত মনে করিতেন। তাঁহাদের মতে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ স্বত্ব বিলাইয়া দিবার সম্পূর্ণ অধিকার থাকা উচিত। তাহা বলিয়া অবাধ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের

পক্ষপাতী তাঁহারা ছিলেন না ; কারণ জানিতেন যে, একের অধিকার অন্যের অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে। নির্বোধের স্বাধীনতা রাষ্ট্রকর্তৃক কিছু কিছু সীমাবদ্ধ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এইরূপ ছিল তাঁহাদের চিন্তাপ্রণালী।

তাঁহারা ভাবিতেন যে, নিজ স্বার্থটী সকলেই বুঝে ; সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়ার প্রেরণা সরকার অপেক্ষা তাহাদেরই অধিক। সংক্ষেপে বলা যায় যে, তাঁহাদের ধন-বিজ্ঞান-প্রণালীটী স্বার্থের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা মানিয়া লইয়াছিলেন যে, প্রত্যেকে নিজ সুবিধা-অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখে ও প্রতিবেশীর সহিত মিলিয়া-মিশিয়া সকল কর্ম্ম করে। এই অনুমানের উপরই তাঁহাদের সমাজ-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত।

ইহা হইতেই "লেস্‌সে ফেয়ার" "লেস্‌সে পাস্‌সে" (অর্থাৎ সকল বস্তুকেই এম্‌নি থাকিতে দাও, স্বীয় পন্থা অবলম্বন করিতে দাও) বাক্যটীর উৎপত্তি। এই সূত্র অনুসারে জীবন, স্বাধীনতা, এবং স্বত্ব রক্ষা করাই সরকারের একমাত্র কর্ত্তব্য। স্বাধীনতা ও স্বত্ব মানব-প্রকৃতি হইতেই উদ্ভূত বলিয়া এবং তাহার স্বাতন্ত্র্যের জন্য আবশ্যক বলিয়া মানব-প্রবর্ত্তিত বিধানগুলি মানিয়া লইয়াই রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

এবংবিধ সমাজ-দর্শনের উপর ভিত্তি বাঁধিয়া "ফিজিঅক্র্যাট্"রা ফ্রান্সের আর্থিক অভিযোগগুলির কারণ নির্ণয় করিতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষরা কর এবং টাকাকড়ি লইয়া পরীক্ষা করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু ফিজিঅক্র্যাটরা সকল ত্রুটীর মূল-অন্বেষণেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন এবং অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, জন-গণের দারিদ্র্যই ইহার মূল কারণ ; তাই তাঁহারা ব্যথাভরা সুরে গাহিয়াছিলেন, "কিষাণ দরিদ্র হইলে দেশ দরিদ্র হয়, আর দেশ দরিদ্র হইলে রাজা দরিদ্র হইতে বাধ্য।"

প্রোদুইনে বা উদ্বৃত্তি

কৃষকের দারিদ্র্য, "প্রকৃতি দর্শনে"র প্রভাব, ক্যান্টিলনের লেখা বাণিজ্যনিষ্ঠার প্রতি বিদ্বেষ প্রভৃতির ফলে "ফিজিঅক্র্যাট্‌রা" কৃষির উপর জোর দেন। তাঁহারা বলিতেন যে একমাত্র কৃষিই (খনি-খনন, মৎস্যধরা ও অন্যান্য কৃষিকৃষ্ট ব্যবসা) দেশের ধনবৃদ্ধি করিতে পারে। প্রকৃতি কৃষিকর্ম্মে মানুষের সহিত যুক্ত হইয়া শ্রম করে এবং কিষাণ যাহা ভোগ করে স্বীয় বদান্যতায় শুধু তাহাই দান না করিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণ উদ্বৃত্তি রাখিয়া দেয়, যাহাদ্বারা সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর লোকের পুষ্টি-সাধন হইতে পারে। কৃষি-নিরত শ্রমিকদের সন্তুষ্টির জন্য যতখানি প্রয়োজন, ভূমি তাহার অধিক উৎপন্ন করে। এই উদ্বৃত্তি ব্যবসা বাণিজ্যের সহায়তা করে, জনবল বৃদ্ধি করে এবং শিল্পকে উৎসাহ দান করে। ধরিয়া লওয়া হইত যে, প্রত্যেক কিষাণ ৮ জনের ভোগের অনুরূপ উৎপন্ন করে—৪ জন তাহার নিজ সংসারের এবং আর ৪ জন শিল্পী, বণিক বা জমিদার-শ্রেণীর অন্তর্গত। এইরূপে "উদ্বৃত্তি"র ভাব দেশে ছড়াইয়া পড়িল।

প্রকৃতির বদান্যতায় এইযে উদ্বৃত্তি, ইহাকে "প্রোদুই নে" বলা হইত ; প্রকৃতি-কৃষ্ট শিল্পে মোট উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হইতে শ্রমিকের মজুরি ও পুঁজির সুদ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই "প্রোদুইনে" (নিট্ উৎপন্ন মাল)। "ফিজিঅক্র্যাট্"রা এইরূপে আর্থিক চিন্তা বিশ্লেষণের পরিণতির দুইটী সূত্রদান করিলেন (১) জমি হইতে আদায় অন্যান্য উৎস হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের আদায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক (২) জমি হইতে আদায় তাহার খরচা হইতে অধিক (অবশ্য মুনাফা ধরিয়া)।

বাণিজ্য ও কারিগরি-শিল্প অনুৎপাদক বলিয়াই ধরা হইত। বাণিজ্য ও ম্যানুফ্যাক্‌চার শুধু কাঁচামালের দর বাড়ায় এবং ততটুকুই বাড়ায় যতটুকু মজুর ও পুঁজি-নিয়োগের জন্য খরচা হয়। যেমন, যদি একটী ছুতার মিস্ত্রি এক টুকরা কাঠ হইতে একটী চেয়ার প্রস্তুত করে তবে চেয়ারের মূল্য এবং কাঠ টুকরাটীর মূল্যের মধ্যে যাহা তফাৎ তাহাই ছুতারের উপার্জ্জন ; তৃতীয় ব্যক্তির জন্য কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না। বাণিজ্যে ব্যয় করা যদিও একান্ত আবশ্যক, তথাপি ইহা জমিদারবর্গের রাজস্বের উপর গুরুভার খরচার সামিল ধরা হইত। যে দেশ বাণিজ্য ও ম্যানুফ্যাক্‌চারের উপর নির্ভর করে, তাহাকে পুঁজি ভাঙ্গিয়া খাইতে হয়, এই ছিল "ফিজিঅক্র্যাটিক্" মত।

তাঁহারা মাল-সৃষ্টি বলিতে "উদ্বৃত্তি" সৃষ্টি বুঝিতেন। যে শিল্প, প্রস্তুতির ধারার মধ্যে যাহা ভোগ করা হয় তাহার অধিক উৎপন্ন করিয়া জাতির ধন-দৌলৎ বৃদ্ধি করে, সেই শিল্পই উৎপাদক।

অধিকন্তু, তাঁহারা মাল সৃষ্টি অর্থে বস্তু উৎপন্ন ও উদ্বৃত্তি অর্থে যথার্থ উদ্বৃত্তি বুঝিতেন। মনে করিতেন যে, যে ব্যক্তি গম উৎপন্ন করে সে, যে ব্যক্তি গম হইতে রুটী প্রস্তুত করে তাহার অপেক্ষা অধিক জাতীয় ধন বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র ফলাইয়া বা ধরিয়া বা খনন করিয়াই পৃথিবীর "প্রকৃত" ধনের মাত্রা বাড়ান সম্ভব। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে টাকাকড়িই মুখ্য নহে।

তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, কিছু অধিক পুঁজি কৃষিতে খরচ করিয়া ও শিল্পকে অবাধভাবে প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অনুবর্ত্তন করিতে দিয়া দরিদ্র জাতির দুঃখ দূর করিবেন এবং "পাব্‌লিক্ ফিনান্সের" শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন এবং তাহা হইলেই দেশ অনুৎপাদকভাবে পুঁজি ব্যবহার হইতে বিরত হইবে।

মূল্য

মূল্য সম্বন্ধে "ফিজিঅক্র্যাট"দিগের আলোচনা নাই বলিলেই হয়; তথাপি, তাঁহাদের লেখাজোখা হইতে ইহার কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায়। মূল্যকে বস্তুর নিজস্ব কোন গুণ বলিয়া তাঁহারা জানিতেন না; প্রয়োজনীয়তা ও মূল্যের মধ্যে তাঁহারা পার্থক্য দেখিতেন। মাল ধন হইতে বিভিন্ন (কেনে) এবং "প্রয়োজন-মূল্য" ও "বিনিময় মূল্য" এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। তবে মূল্য ও দরের মধ্যে পার্থক্য করেন নাই। "যাহাকে মূল্য বলা হয় তাহাই দর" (কেনে)। তাঁহারা বলিতেন যে, ধন সেই বস্তু যাহার বিনিময় মূল্য আছে (মিরাবো)। সুতরাং তাঁহারা "ব্যক্তিগত যোগ্যতা" সম্বন্ধে মাথা না ঘামাইয়া এবং বিভিন্ন চিত্তগত জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া বিনিময়-মূল্যের গুরুত্ব বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে যে যে বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জ বিনিময় মূল্য নির্দ্ধারণ করে তাহাদের প্রতি নজর দেন নাই। বিনিময়ের দ্বারা লব্ধ সকল মালেরই সমান মূল্য, একটি অপরটীর মূল্যের সমান, এই ছিল তাঁহাদের মত। মিরাবো বলেন, "দর বা দাম জানিলেই মালে মালে তুলনার সব কিছুই বুঝা যায়" (ল প্রিফেঁতু)।

বিনিময় মূল্য বা দর কিরূপে স্থির হয় সে কথাও পরিষ্কার ভাবে বলেন নাই। সাধারণতঃ "মূল্য" বলিতে বিনিময়ের বাজার-অনুপাত বুঝিতেন। ইহা মালসৃষ্টির খরচার অধিক হওয়া সম্ভব। কেনে একটা "প্রিফঁদামেঁতাল" (স্বাভাবিক মৌলিক দাম) স্বীকার করিতেন। ইহা তাঁহার মতে প্রতিযোগিতা এবং মালসৃষ্টির গড়-খরচার দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়। এই সব পণ্ডিত "প্রি-কুর়ঁা (বাজার দর) লইয়া বেশী নাড়া-চাড়া করেন নাই। মাল-সৃষ্টির দুর্ল্লভতা বা প্রাচুর্য্য বা ক্রেতা-বিক্রেতার কম বেশী প্রতিযোগিতার উপরই "প্রিকুর়ঁা নির্ভর করে। ইহাকে টান-যোগানের তত্ত্ব বলা যায় (কেনে)। কেনে বলেন যে, বিনিময়-সাধ্য মালের মূল্য উৎপাদন করিবার খরচার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে বাজার-আয়তন ও গ্রাহকের সংখ্যার উপর। চল্‌তি দর যে প্রতিযোগিতার দ্বারা ক্রমশঃ স্বাভাবিক দরের পানে অগ্রসর হইতে থাকে তাহারও কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায়। এই স্বাভাবিক মূল্য যে কিরূপে স্থির হয় তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না।

তুর্গো একটী অসমাপ্ত প্রবন্ধে "ভাল্যয়রএ মনে" (মূল্য ও মুদ্রা) বলেন যে, লোকে মালের প্রয়োজন-সাধন-ক্ষমতার প্রতি নজর রাখিয়াই মূল্য স্থির করে; কিন্তু বিভিন্ন পণ্যের প্রয়োজনীয়তা সমান হইলে উৎপন্ন করিবার শক্তি ব্যয়ের অনুপাতের দ্বারাই মূল্য স্থির করে। তবে বিনিময়ের বেলায় দুই তরফের মূল্য-নির্দ্ধারণ বিভিন্ন হইতে পারে। এরূপ স্থলে ক্রেতা-বিক্রেতার মূল্য-নির্দ্ধারণের মাঝামাঝিই দর থাকিবে এবং অবাধ প্রতিযোগিতা থাকিলে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই কিছু উদ্বৃত্তি থাকিবে।

"ফিজি অক্র্যাট"দের চিন্তাগুলি হইতে আমরা এই বিশ্লেষণে উপনীত হই যে, মালের মূল্য তাহার প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে; কারখানা-জাত মালের দুইটী দিক্ আছে। একটী মূলবস্তু, অন্যটী বহন করিবার

ও প্রস্তুতি মাল করিবার জন্য শক্তি-ব্যয়; প্রথমটীর মূল্য আংশিকভাবে প্রকৃতির দান হইলেও টান-যোগানের অনুপাতের উপরই নির্ভর করে; যাহারা পরিশ্রম করিয়া ইহাকে প্রস্তুতি মালে পরিণত করিয়াছে ও বাজারে ফেলিয়াছে তাহাদের খরচও ইহার সহিত যোগ করিতে হয়। তাঁহাদের মূল্য-বিষয়ক দর্শন প্রয়োজনীয়তার একান্ত পক্ষপাতী এবং তাঁহারা তাহার কারণও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু "প্রোদুইনে" খরচার দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতে পারে না, কারণ ইহা প্রকৃতির দান এবং খরচার উপর উদ্বৃত্তি। কৃষি এবং কারখানা-প্রসূত দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্যটা মনে রাখিলে "ফিজিঅক্র্যাটিক্" দর্শন বুঝা সহজ।

কেবলমাত্র খরচার উপরই মূল্য নির্ভর করে "ফিজিঅক্র্যাট"দের এই ধারণা ছিল, ইহা মনে করা ভুল। তাঁহারা জানিতেন যে, আনুষঙ্গিক খরচা দরের মধ্যেই থাকিবে, কিন্তু এপেকে বলা যায় না যে, তাঁহারা মূল্য সম্বন্ধে "খরচাতত্ত্ব" বা "কষ্ট্ থিওরি" প্রচার করিয়াছেন।

সামাজিক শ্রেণীবিভাগ—বিতরণ ব্যবস্থা তাব্লো একোনোমিক

তাঁহারা বলিতেন যে, কেবলমাত্র প্রকৃতি-কৃষ্ট শিল্পই উৎপাদক, তাই তাঁহারা জন-বলের তিনটী শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন। (১) "উৎপাদক" শ্রেণী—যাঁহারা প্রকৃতি-কৃষ্ট শিল্পে লিপ্ত থাকেন, বিশেষতঃ চাষ-আবাদে। (২) স্বত্বাধিকারী বা জমিদারকুল; এই সকল লোককে "নিষ্কর্ম্মা" বলা তাঁহাদের দস্তুর। ইহারা আংশিকভাবে উৎপাদক। (৩) "অনুৎপাদক" শ্রেণী। এই শ্রেণীর লোকেরা "স্তেরিল" বা বন্ধ্যা। বণিক্ কারিগর, শিল্পী ও সওদাগর তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কখন কখন ইঁহাদের "বেতনভুক্ত শ্রেণী"র অন্তর্গতও বলা হইত, কারণ এক হিসাবে ইঁহাদের আয় "উৎপাদক" শ্রেণীর নিকট হইতে প্রাপ্ত মজুরি বলা চলে। স্বত্বাধিকারিগণ কিষাণকুলের অধীন বলিয়াই বিবেচিত হইত; তাঁহাদের খরচার অধিকাংশ শুধু ভোগের জন্য বলিয়া তাঁহারা প্রায় "স্তেরিল্"। কিন্তু "প্রাকৃতিক নিয়ম" অনুসারে তাঁহারা পৈতৃক সম্পত্তির পর্য্যবেক্ষণ ও সংস্কারের জন্যই নিয়োজিত; সম্পত্তির রক্ষণ ও উৎকর্ষ-সাধনের জন্য যাহা খরচা হইত, তাহা উৎপাদক বলিয়াই অভিহিত হইত। অতএব স্বত্বাধিকারীকে পুরাপুরি "স্তেরিল" শ্রেণীর সহিত ভুল করিবার কারণ নাই (কেনে)।

জমিই সকল ধনের আদিমূল এবং সকল উৎপন্ন পরিশেষে উৎপাদক-শ্রেণীর হাতে ফিরিয়া আসিবেই; অতএব বিতরণ বিশ্লেষণ বা বহিষ্করণ শিল্পের বাৎসরিক উৎপন্নের গতিবেগ জানিতে হইলে চাষিকুলের খরচার বিশদ বিশ্লেষণ করা চাই। একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, "ফিজিঅক্র্যাট"রা সেই সকল "প্রাকৃতিক নিয়ম"গুলির অন্বেষণ করিতেছিলেন যাহার অনুবর্ত্তনে ফ্রান্স পুনরায় ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারে।

এই বিশ্লেষণ নীচে দেওয়া হইল। মনে করা যাউক কৃষি হইতে আদায় হয় ১০০% এবং উৎপাদক ও অনুৎপাদক খরচা সমান এবং এই ফসলের মূল্য ২৫০,০০০,০০০ টাকা। দুইটী শ্রেণীর স্বার্থ ইহাতে জড়িত রহিল। জমিদার ও কিষাণ শ্রেণী। সাধারণ অবস্থায় বিতরণের অনুযায়ী ১০০০,০০০,০০০ টাকা কিষাণের স্বার্থের জন্য থাকিবে; এই টাকা ঘূর্ণমান আবাদী পুঁজির (বীজ, সার, যন্ত্রপাতির ব্যবহারজনিত ক্ষয়, মজুরি প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত) বাৎসরিক খরচা পূরণ করিবে। বীজ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে প্রথম লগ্নীকরা টাকাকড়িও ইহা হইতে পূরণ করিতে হইবে। বাকী ১৫০,০০০,০০০ টাকা বাজারে ফেলা হয়। ইহার মধ্যে ৫০,০০০,০০০ টাকা কল-কব্জা ও কাপড়-চোপড়ের জন্য অনুৎপাদক শ্রেণীর নিকট যায় এবং ১০০০,০০০,০০০ টাকা জমিদার পান। বেড়া, নালা এবং বাড়ীঘর প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধনের জন্য যাহা লগ্নীকরা হয় তাহা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই উদ্বৃত্তি বা "প্রোদুই নে"। এই উদ্বৃত্তির উপরই দেশের শিল্পোন্নতি নির্ভর করে। স্বত্বাধিকারীরা এই টাকা কিষাণ, শিল্পী ও সওদাগর শ্রেণীর মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয় এবং প্রতি শ্রেণীর অংশে মোট ৫০,০০০,০০০ টাকা পড়ে অর্থাৎ জমিদার একদিকে শিল্পদ্রব্য, বেতন ইত্যাদির জন্য অপর দিকে কাঁচামালের (খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতির মধ্যে) জন্য নিজ খরচাটা ভাগাভাগি

করিয়া দেন। শিল্পী ও তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সকলে প্রথম শ্রেণীর নিকট হইতে কাঁচামাল পান; এবং প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কিষাণ ও অন্যান্য সকলে কল-কব্জা ও কারখানা-জাত দ্রব্য তৃতীয় শ্রেণীর নিকট পান; ফলে দাঁড়ায় যে, তৃতীয় শ্রেণীর লোকে কেবল মাত্র খরচা ও পুঁজি পূরণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন শুধু সেইটুকুই পান, এবং প্রথম শ্রেণীর লোকের আগামী বৎসরের জন্য কিছু উদ্বৃত্তি থাকিয়া যায়।

এই আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্ত আমরা করিতে পারি যে, শিল্পী ও বণিক্ আবাদী পুঁজি পূরণের অধীন; এবং যদি বিলাসিতা-বৃদ্ধির জন্য কিছু টাকাকড়ি প্রথম শ্রেণীর কবল হইতে তৃতীয় শ্রেণীর কবলে যায়, তাহা হইলে আবাদী পুঁজি ঘটিয়া গিয়া "প্রোডুই নে" হ্রাস করিবে।

মজুরি ও সুদ—জন-বল

প্রাক্-পুঁজিনিষ্ঠ যুগের ধনবিজ্ঞান পণ্ডিতদিগের মত "ফিজিঅক্র্যাট্"দেরও মজুরী সম্বন্ধে দান অতি অল্প। কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যেটুকু প্রয়োজন, মজুরের সেইটুকুই প্রাপ্য, এই ছিল তাঁহাদের মত। কিন্তু বাঁচিয়া থাকার অর্থ কি, সে ব্যাখ্যা করেন নাই। তুর্গো যুক্তি দেখাইয়াছেন যে নিয়োগকর্ত্তা যতদূর কম দিতে হয় দিবেন এবং তাঁহার বহু মজুরের মধ্য হইতে বাছিয়া লইবার সুবিধা আছে বলিয়া উপজীবিকার জন্য মাত্র যেটুকু আবশ্যক তাহা দিবেন। এই যৎকিঞ্চিৎ উপজীবিকার মধ্যে সামান্য বিলাসিতা ও সঞ্চয়ের স্থানও আছে বলিয়া বোধ হয়। জনবল সম্বন্ধে কোন সাধারণ তত্ত্ব নাই বা পুঁজি ও মজুরী সম্বন্ধ লইয়া কোন সমালোচনাও নাই। ফ্রান্সের তৎকালীন অবস্থার সহিত "জীবন ধারণোপযোগী মজুরি" বেশ খাপ খাইয়াছিল। ইহাকেই "প্রাকৃতিক" বা "স্বাভাবিক" মজুরী বলা হইত। সুতরাং নৈতিক দায়িত্বের কোন কথাই উঠে নাই এবং মজুরের অংশ লইয়া কোন সমস্যার উদয় হয় নাই।

মিরাবো বলেন যে, ব্যবসার সুবিধা হইলে বহুসংখ্যক লোক উপজীবিকা পায়। যন্ত্রপাতির উন্নতিতে ভয়ের কোন কারণ নাই, যেহেতু, মজুর-সংখ্যা অপেক্ষা শ্রমে মাত্রা চিরকালই অধিক থাকিবে। অনেকে জনবলে আধিক্যও কল্পনা করিতেন; কিন্তু সে জন্য তাঁহাদে ভয় ছিল না; কারণ, বলিতেন যে, স্বভাবতই যেমন মানুষ সমাজে মিলিত হইলেই জনবৃদ্ধি পাইতে থাকে, তেমনি যদি সাথে সাথে স্বভাবতই কৃষির উন্নতি না হয় তবে উপজীবিকার উপায় হ্রাস হইয়া আসে।

টাকাকড়ি ও পুঁজির মধ্যে তাঁহারা পার্থক্য দেখিয়া ছিলেন; সঞ্চয় হইতেই যে পুঁজির উৎপত্তি তাহা জানা ছিল; এবং দাদন, ভোগ ও মাল-সৃষ্টির যে প্রয়োজন আছে তাহাও স্বীকার করিতেন। পুঁজির উৎপাদিকা শক্তি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। জনৈক লেখক বলিয়াছেন যে, আবাদী পুঁজির বেলায় "খাঁটি মুনাফা" (নেট্‌ট প্রডাক্ট হওয়া চাই, না হইলে পুঁজি অনুরূপে ব্যবহৃত হইবে (মার্সিয়ে)। একথাও বলা হইত যে, জমি হইতে "উদ্বৃত্তি" পাওয়া যায় বলিয়াই সুদ সম্ভব হয় এবং শস্যের মূল্য যত চড়া হইবে ও "উদ্বৃত্তি" অধিক হইবে, সুদের হারও ততই বাড়িয়া যাইবে। কেস্‌নে "টান-যোগানের" তত্ত্ব বা "ঝুঁকি" তত্ত্ব না মানিয়া যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, জমি হইতে প্রাপ্য মালগুজারীর মত সুদও প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন; জমি ক্রয় করিয়া যে মালগুজারী আদায় হইবে তাহাই যেমন ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট 'বিধি' বা 'ল', সুদের হার সম্বন্ধেও তেমনি সেই নিয়মই হওয়া উচিত। তুর্গো বলেন যে, পুঁজি-পতির পুঁজি কর্জ্জ না লইলে, তিনি কর্জ্জ দেওয়ার বদলে জমিতে তাহা লগ্নী করিতে পারেন। তাঁহার এই ক্ষমতা আছে বলিয়াই সুদ দেওয়া হয়; কিন্তু তুর্গো এই "উৎপাদিকা তত্ত্ব"টী বিকশিত করেন নি। প্রকৃতপক্ষে মালসৃষ্টি ও বিনিময় লইয়াই "ফিজিঅক্র্যাটরা" মাথা খেলাইয়াছেন। তাই সুদকে বিতরণের অংশরূপে না দেখিয়া মালসৃষ্টির খরচা বা কৃষি হইতে প্রাপ্ত মালগুজারীর রূপেই দেখিয়াছেন। সেইজন্য, প্রতিযোগিতা দ্বারা সুদের হার খরচা পূরণের মাফিক্ হয়; কিন্তু "প্রাকৃতিক" সুদের হার সামান্য মাত্র। তাঁহারা "পরিপূরণ সংস্থান" বা "রিপ্লেসমেণ্ট ফাণ্ড" রূপেই

সুদকে দেখিয়াছিলেন, "খাঁটি আয়" বা "নেট্ ইন্‌কাম্" রূপে নহে।

"অদ্বিতীয় (বা একমাত্র) কর

জমির "খাঁটি আয়ের" উপর "অদ্বিতীয় কর" ("সিংগল্ ট্যাক্স") গ্রহণ "ফিজিঅক্র্যাটিক্" মতে বিধেয়। মজুরি ও মুনাফা প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্রতম আকার ধারণ করে; শুধু জমি হইতেই খরচার অধিক আয় হয়। এই অনুমান তাঁহারা করিয়াছিলেন বলিয়া লক প্রভৃতির ন্যায় যুক্তি দেখাইয়াছিলেন যে, সকল কর পরিশেষে জমির স্কন্ধেই পড়ে। তাই, পরিশেষে করটা যাঁহাদের স্কন্ধে গিয়া পড়িবে তাঁহাদের নিকট হইতেই প্রত্যক্ষভাবে আদায় করা সুবিবেচনার কাজ; কর যতই স্কন্ধ হইতে স্কন্ধান্তরে যায়, ততই তাহার মাত্রা বাড়িয়া যায়। সওদাগরের ভাণ্ডারে যে পরিমাণ চা থাকে যদি তাহার উপর কর ধার্য্য করা হয়, তবে সে যে শুধু করের মাত্রাটা চায়ের দরের সহিত যোগ করিয়া দেয় তাহাই নয়, সে কর দিবার জন্য সুদে যে টাকাকড়ি দাদন লইয়াছে, সেই সুদ এবং ক্লেশ ও বিরক্তি স্বীকার করিবার মূল্যস্বরূপ কিছু তাহার সহিত যোগ করিয়া দেয়। যে এই চা খরিদ করে সে অপরের স্কন্ধে এই কর এবং আর কিছু যোগ করিয়া চালান দেয়। এইরূপে বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে তাহা জমির মালিকের স্কন্ধে আসিয়া পড়ে।

উৎপাদিকা-শক্তির ভুল ধারণার উপর, "অদ্বিতীয় কর" বোধ প্রতিষ্ঠিত হইলেও, ইহা অনেক বিষয়ে সহায়তা করিয়াছে। ইহারই ফলে গুরুভার, অপচায়ী করসমূহের সমালোচনা সম্ভব হইয়াছে এবং এই সমালোচনার ফলে কর সম্বন্ধে মূল সূত্রগুলি পাক্‌ড়াও করিবার সুবিধা হইয়াছে।

নানা মতের প্রকৃতি-বাদী

সকল বিষয়ে "ফিজিঅক্র্যাট" পণ্ডিতগণ একমত ছিলেন না; সুদতত্ত্ব ও সরকারের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। তাঁহাদের একদল ছিলেন উদারপন্থী, অপর দল অনুদারপন্থী। উদার অর্থে "ফিজিঅক্রেসি"কে কলবার্টিজমের বিরুদ্ধে বিপ্লব ও "লেস্‌সে ফেয়ার" আন্দোলনের দর্শন বলা যায়। গুর্নে, কেনে, তুর্গো কঁদর্সে ও কঁদিলাক্ এই অর্থে উদারপন্থী। অনুদারপন্থীদের মধ্যে (প্রচুইনে ও "অর্দর নাতুরেল্" সম্বন্ধে আর্থিক তত্ত্ববিদ্ হিসাবে) কেনেই প্রধান; মেসিয়ে দ'লা রিভিয়্যার্, মিরাবো, ল ত্রোণে, দুপঁ দ' নেমুর ও বোদো তাঁহার শিষ্য।

উদারপন্থী ও অনুদারপন্থীর মধ্যে পার্থক্য না করিয়া যদি কেবল মাত্র "ফিজিঅক্র্যাট" বলিয়াই সকলকে গণ্য করা যায় তাহা হইলে কেনে (১৬৯৪—১৭৭৪) ও তুর্গোকে (১৭২৭—১৭৮১) এই মতবাদের প্রতিনিধি বলিয়া ধরা যায়; গুর্নে, মিরাবো, রিভিয়্যার, নেমুর, বোদো ও ত্রোণের নাম উল্লেখযোগ্য; তবে প্রথম দুইজনই মৌলিক গবেষক হিসাবে শ্রেষ্ঠ।

যাঁহারা নিজেদের "একোনোমিস্ত" (ধনবিজ্ঞানবিদ্) বলিয়া প্রচার করিতেন, কেনে তাঁহাদের নেতা। তাঁহার প্রধান লেখাগুলির নাম (১) দিদের ও দালে ম্যার সম্পাদিত "বিশ্বকোষে" মুদ্রিত চাষী (১৭৫৬) ও শস্য (১৭৫৭) সম্বন্ধে প্রবন্ধ (২) "তাব্লো একোনোমিক" (আর্থিক চিত্র) ১৭৫৮-৫৮ সনে প্রকাশিত (৩) মিরাবো সম্পাদিত পল্লী-দর্শন (১৭৬৩) গ্রন্থে প্রকাশিত কৃষি-প্রধান রাজ্যের আর্থিক শাসন ব্যবস্থা (৪) "দ্রোয়া নাতুরেল" (প্রকৃতির নিয়ম) (১৭৬৮)।

ধন-বিতরণ সম্বন্ধে তাঁহার মত "তাব্লো একোনোমিক" গ্রন্থে চিত্র তালিকার সাহায্যে বুঝাইয়াছেন। কৃষির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণে কেনেই প্রধান উদ্যোক্তা। "দরিদ্র কিষাণ, দরিদ্র রাজ্য; দরিদ্র রাজা—এই মূল বাক্যটী তাঁহারই মুখ-নিঃসৃত বলিয়া বিবেচনা করা হয়। কৃষি-বিস্তারের সুবিধার জন্য অবাধ শিল্প-বাণিজ্যের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন।

স্পেনের কাদিজ সহরে গুর্নে ১৫ বৎসর ধরিয়া ব্যবসা করেন; পরে ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও জর্ম্মাণি ঘুরিয়া সওদাগর হইবার ইচ্ছা লইয়া ১৭৫১ সালে স্থির হইয়া বসেন। তাঁহার মৌলিক কোন লেখা নাই; স্যর জোসিয়া চাইল্ড ও কাল্‌পেপারের লেখার কতক কতক অনুবাদ করিয়াছিলেন

মাত্র। তাঁহার লেখাগুলি প্রধানতঃ শাসন-বিষয়ক; এবং সেগুলি উপদেশাবলীতে পূর্ণ। তাঁহার মতে মালসৃষ্টি সংরক্ষণের জন্য ও পণ্যের দর ঘটাইবার জন্য সরকারের সকল শ্রেণীর ব্যবসার স্বাধীনতা ফিরাইয়া দিবার প্রতি এবং প্রতিযোগিতাকে উৎসাহ দান করার প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। তিনি কিন্তু বাণিজ্য ও ম্যানুফ্যাক্চারকে উৎপাদক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানিতেন। তিনি একটী দল কায়েম করিয়া আর্থিক বিশ্লেষণের সহায়তা করিয়াছিলেন। লেস্‌সে ফেয়ার লেস্‌সে পাসে এই মূল বাক্যটী তাঁহারই মুখ-নিঃসৃত বলিয়া ধরা হয়।

তুর্গো গুর্নেকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি "অনুৎপাদক" শ্রেণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ আপত্তি প্রকাশ করেন নাই; তাহাদের প্রয়োজনীয়তা আছে একথা স্বীকার করিয়াছেন। কেস্‌নে ও গুর্নের সহিত অনেক বিষয়ে তাঁহার মতের মিল নাই। পুঁজিগঠনের সহিত সঞ্চয়ের নৈকট্য সম্বন্ধে তাঁহার সম্যক জ্ঞান ছিল; তিনি সুদ লইয়া কর্জ্জদান এবং কর্জ্জ-গ্রহণ বিষয়ে স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন; কেস্‌নে যে রাষ্ট্রিক প্রভুর পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি তাহার বিরুদ্ধেই রায় দিয়াছেন। তাঁহার প্রধান লেখাগুলি নিম্নরূপ (১)—রেফ্লেকশিয় স্যুর লা ফরমাশিয় এদিষ্ট্রীবিসিয় দেরিশেস (ধনদৌলতে সৃষ্টি ও বিতরণ বিষয়ক চিন্তা ১৭৬৬। (২) সিরলে প্রেদার্জাঁ (১৭৬৯); (টাকা ধার দেওয়া) (৩) "লা লবার্ত্তে দ' কম্যার্স দে গ্রাঁ" (১৭৭০) শস্য ব্যবসায় স্বাধীনতা সম্বন্ধে চিঠি। আব্বে সিসেকে কাগজী টাকা-কড়ি ও ধাতু-মুদ্রা সম্বন্ধে লেখা চিঠি হইতে তাঁহার টাকা-কড়ির সঙ্গে দরের সম্বন্ধ বিষয়ে পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

তুর্গোর "রেফ্লেক্সিয়" ("চিন্তা") একশত প্যারাগ্রাফে সম্পূর্ণ; প্রথম সাত প্যারাগ্রাফে দেশের ধনদৌলৎ বৃদ্ধির মূলে কৃষি, এই কথাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; শেষের কয়েক প্যারাগ্রাফে করের মূলাধার জমি হইতে প্রাপ্য মাল-গুজারী, একথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; বাকী অংশে টাকাকড়ি ও পুঁজি লইয়াই প্রধানতঃ আলোচনা আছে।

অতি সংক্ষেপে "ফিজিওক্র্যাটিক্" মূল-সূত্রগুলির সহিত পরিচিত হইতে হইলে রিভিয়্যার, বোদো, ত্রোণে ও মিরাবোর কেতাবগুলির নাম জানিয়া রাখা ভাল। দুপঁ দ' নেমুর একটী কেতাব লিখিয়াছেন তাহার নাম, "প্রকৃতিনিষ্ঠা অর্থাৎ মানবজাতির পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসন-প্রণালীর স্বাভাবিক গড়ন) (১৭৬৭)। এই কেতাবের নাম হইতেই এই দলের নাম হইয়াছে।

প্রকৃতিনিষ্ঠার দর্শন

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিতগণ কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। নানা বিষয়ে তাহারা এক সঙ্গে আলোচনা করিতেন। গ্রোতিয়ুস্, পুফেন্‌ডরফ্, হব্‌স্, লক, হিউম্, এবং মঁতাস্কিয়্যো ইত্যাদি দার্শনিকগণ আর্থিক চিন্তা-বিকাশে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। আর "ফিজিঅক্র্যাট"রা নিজেরাও "বিশ্বকোষপন্থী" পণ্ডিতদের সঙ্গে একযোগে কাজ করিতেন। সুতরাং দর্শন ও ধনবিজ্ঞানের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ অন্তরঙ্গতা ছিল। ধনবিজ্ঞান তখন মাত্র গড়িয়া উঠিতে সুরু করিয়াছে; তাই ইহা নীতি-দর্শন ইত্যাদির শাখারূপেই অস্তিত্ব রক্ষা করিত।

জন লক্ (১৬৩২-১৭০৪)

ইনি ফিজিঅক্র্যাট্‌দের দর্শনের জনক ছিলেন। "ফিজিঅক্র্যাটিক্" জ্ঞানবাদ ও প্রকৃতি-দর্শন লকের প্রভাবের ফল। ফরাসী দার্শনিক দেকার্ত্তের প্রভাবও কোন অংশে কম ছিল না (১৫৯৬-১৬৫০)। লক ও দেকার্ত্ত উভয়েই দ্বৈতবাদী। তাঁহারা জড় এবং মনকে এক করেন নাই; এই দুইটীকে অশেষ বলিয়াই জানিতেন। লক জড়নিষ্ঠার প্রতি ঝোঁক দিয়াছেন; তিনি মনে করিতেন যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য হইতে নিষ্ক্রিয় মন যে অনুভূতি লাভ করে জ্ঞানের ভিত্তি তাহার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মানসিক আলোচনা দ্বারাও মন ক্রিয়াশীলভাবে জ্ঞান লাভের সহায়তা করে। দেকার্ত্ত অন্তর্জ্জাত ভাবরাশিকে অখণ্ড সত্য ভাবিয়া আত্মজ্ঞানকে জ্ঞানের ভিত্তি করিয়াছিলেন; তবে একথাও বলিয়াছিলেন যে, বিকাশই শেষ সত্য। ইন্দ্রিয় যেসকল

বস্তু দেয় শন তাহা অন্তর্জ্জাত ভাবের আলোকে ব্যাখ্যা করে। দেকার্ত্ত এইরূপে দ্বৈতবাদী হইয়াও আদর্শবাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল ভগবানই জগৎ-স্রষ্টা এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলীই সুশৃঙ্খলভাবে জগৎ চালায়।

ভগবৎ-প্রেরিত প্রকৃতি-সম্মত ব্যবস্থা স্বীকার করিয়াও "ফিজিঅক্র্যাট"রা লকের অনুবর্ত্তিত বস্তুনিষ্ঠার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। কল্‌ভেতিউস্ (১৭১৫-১৭৭১) মনে করিতেন যে বহির্জ্জগতের ছায়া-পাতের ফলে চিন্তার উদ্ভব; সুতরাং মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য তাহার কারণ অবস্থা-বিপর্য্যয় এবং শিক্ষা; স্বার্থই মানুষের মনে উদ্যম আনয়ন করে; সুখ-দুঃখ ইচ্ছানিয়ন্ত্রী শক্তি মাত্র। কঁদিলাকেরও এই মত।

ফরাসী দার্শনিক পণ্ডিত মাল ব্রাঁশ' (১৬৩৮-১৭১৫), কল্‌ভেতিউসের প্রভাব অপসারিত করিয়া "ফিজিঅক্র্যাটিক্" চিন্তাধারার মধ্যে আদর্শবাদ প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করাইয়াছিলেন; মাল ব্রাঁশ পৌরহিত্য ছাড়িয়া দেকার্ত্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অধ্যাত্মজগতের ব্যাখ্যা করিয়া জড় ও মনের মধ্যে সেতুবন্ধন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন জড় ও মন এবং জড়-জগতের সকল লীলায় আদিতে ভগবান। চিন্তাও দৈহিক কার্য্যাবলীর একটী অপরটীকে সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু সকল কারণের মূলে ভগবৎ-মন বর্ত্তমান।

পরস্পর বিরোধীভাব-মূলক চিন্তা প্রকৃতিনিষ্ঠার অর্থশাস্ত্রে প্রবেশ করিয়াছে। প্রকৃতিনিষ্ঠা দ্বৈতবাদী দর্শন। তাঁহারা জ্ঞানবাদী, যুক্তিযোগী হইয়াও, যুক্তিহীন গতানুগতিক মতগুলা পরিহার করিবার চেষ্টা করিয়াও, এবং যুক্তির আলোকে সকল কথা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও ভগবৎ-সৃষ্ট প্রকৃতি-সম্মত ব্যবস্থা সম্বন্ধে অধ্যাত্ম তত্ত্ব কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন। অবাধ স্বার্থ-অন্বেষণের অনুকূলে যুক্তি দেখাইয়াও প্রাকৃতিক অসাম্য হইতে উদ্ভূত দুঃখ-নিরোধের জন্য কঠোর কেন্দ্রীভূত সরকারের স্বপ্ন দেখিয়াছেন। প্রকৃতিনিষ্ঠার অর্থশাস্ত্রে যেসব পরস্পর-বিরোধী চিন্তা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পরস্পর বিরোধী চিন্তা

(১) জড়-নিষ্ঠা	**আদর্শ নিষ্ঠা**
"সমাজ-প্রতিষ্ঠান জড়-প্রয়োজনের ফল" ইত্যাদি।	"আমাদের মধ্যে যাহা স্বাভাবিক" তাহা আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে "সমাজে মানুষের মিলন সৃষ্টির সাধারণ মতলবেরই অন্তর্গত।"
(২) জ্ঞান (যুক্তি)-নিষ্ঠা	**ধর্ম্ম-নিষ্ঠা**
যুক্তি প্রমাণ করে যে জড়-জগতের নিয়মাবলী দ্বারাই জড়-জগতের কারণসমূহ ফলাফলের সহিত যুক্ত।	"প্রকৃতি-সম্মত ব্যবস্থা" "ভগবৎ-উদ্দেশ্য" মনুষ্যজাতির বৃদ্ধি বিশ্বস্রষ্টার ইচ্ছা।
(৩) সুখ-নিষ্ঠা	**যুক্তি ও স্নেহ আবশ্যক**
"যতদূর সম্ভব খরচ কম করিয়া যতদূর সম্ভব অধিক আনন্দ পাওয়ায়ই আর্থিক আচরণের সম্পূর্ণতা"।	যুক্তির আলোকেই প্রকৃতি-সম্মত ব্যবস্থা আপনাকে জাহির করে। মানুষ অনুকম্পা, দয়া, সৌহার্দ্দ্য, দাক্ষিণ্য, যশ, মান প্রভৃতিরদ্বারা বিচলিত হয়। মানুষ সমাজে বাস করিবার জন্যই জন্মিয়াছে।

(৪) ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য

স্বার্থই পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিবে।

(৫) "লেস্‌সে ফেয়ার

(৬) ধন-দৌলৎ সর্ব্বপ্রধান

বাজার-দরই একমাত্র মাপকাঠি যাহা দ্বারা কোন্ উৎপন্ন দ্রব্য হইতে রাষ্ট্র কি উপকার পাইতেছে তাহা বিচার করা সম্ভব।

রাজ-তন্ত্র

প্রকৃতির অনুজ্ঞাপালন ও স্বত্বরক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট আবশ্যক।

কৃষি-সংরক্ষণ

সমৃদ্ধিই ধন নহে

ভোগ্য বস্তুর "প্রাচুর্য্যের" উপরই সমৃদ্ধি নির্ভর করে।

এই দ্বৈতভাবের মধ্যে তাঁহারা একটা সমন্বয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তত্ত্বমূলক ক্ষেত্রে কেহ কেহ মালব্রাঁশের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা জড় ও মনের মধ্যে ঈশ্বরকে সেতুরূপে জানিতেন; সেই হেতু তাঁহাদের লেখার মধ্যে আদর্শবাদের আমেজ পাওয়া যায়। "অর্দ্র ফিসিক্" ও "অর্দ্র নাতুরেল" এই দুইটাই ভগবানের সৃষ্ট বলিয়া একটা যোগ আছে, এই ছিল তাঁহাদের বিশ্বাস। বস্তু-নিষ্ঠার প্রতি যাঁহাদের ঝোঁক ছিল। তাঁহাদের এই সমন্বয় স্থাপন প্রচেষ্টার কলকাটী খুঁজিয়া পাই "যুক্তি"র মধ্যে। যুক্তি একদিকে যেমন পারিপার্শ্বিক বেষ্টনকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ভাবের সহিত মিলাইতে পারে, তেমনি, অপর দিকে ভাবকে (হৃদয়াবেগ ও অনুপ্রেরণাকে) পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত মিলাইয়া লইতে পারে। এইরূপে জড় ও মনের মধ্যে যোগ-স্থাপনা হয়। "প্রোদুই নে" মাত্রার উপর প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ-সমৃদ্ধি নির্ভর করে; সুতরাং প্রত্যেকের এরূপভাবে কর্ম্মে নিরত থাকা স্বাভাবিক যাহাতে "প্রোদুই নে"র উদ্বৃত্তির মাত্রা বৃদ্ধি পায়। রিভিয়্যার বলেন, যাহাকে রাষ্ট্র বলা হয়, তাহা সাধারণ স্বার্থ দ্বারা যুক্ত বিভিন্ন অংশের সমষ্টী-ভূত রাষ্ট্রীয় শরীর-বিশেষ। ইহাতে ক্ষতি স্বীকার না করিয়া বাস করা অসম্ভব। সংক্ষেপে বলা যায় যে, তত্ত্বগুলি কার্য্যকারী করিবার জন্য শেষ বিশ্লেষণের সময় তাঁহারা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিবেশীর সহিত সম্বন্ধ ও তাহাদের উপর-নির্ভরশীলতার ধারণা-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উপরই নির্ভর করিয়াছেন।

প্রকৃতিনিষ্ঠার অর্থশাস্ত্র আলোচনা করিলে তাহার ভিতরকার কটমট তত্ত্বকথাগুলা সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু জনসাধারণের ভিতর অজ্ঞতা ও স্বার্থান্বেষণ বহুবিস্তৃত ছিল বলিয়া এই প্রণালী বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই।

প্রকৃতি-নিষ্ঠার ইংরেজী ধারা

আমেরিকায় বেন্‌জামিন ফ্র্যাঙ্কলীন্ ফিজিঅক্র্যাটিক্ মতের সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহার উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে ধারণা ইহাদের অনুরূপ। ইংরেজ শিষ্য যে ইহাদের না ছিল এমন নহে। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে কোন অজ্ঞাত ইংরেজ লেখক প্রকৃতি-নিষ্ঠার তরফ হইতে অ্যাডাম্ স্মিথের লেখার সমালোচনা করিয়াছিলেন। এই অজ্ঞাত লেখকটীর মতে উচ্চ হারের করের উপরই সমৃদ্ধি নির্ভর করে (ইহাই ফরাসী একনমিস্তদের প্রোদুই নে)। ব্রীজেস্‌এর লেখা "পপিউলেশন অ্যাণ্ড রিচেস" লোকসংখ্যা ও ধনদৌলত, (১৮১৯) নামক কেতাবখানিতে "ফিজিঅক্রেসি'র রেশ পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যই ধন-দৌলতের ভিত্তি; কৃষি-নিরত মানব-শ্রম জীবন-ধারণোপযোগীর অধিক সৃষ্টি করে; এই উদ্বৃত্তি প্রথমতঃ শিল্প-কর্ত্তা এবং পরে "অনুৎপাদক" শ্রেণীর মধ্যে বিতরিত হয়। এই কেতাবটী পড়িয়া মনে হয় যে, জমিদারকুলের স্বার্থ-রক্ষার জন্যই এখানি লেখা। "ফিজিঅক্র্যাটিক্" মতাবলম্বীদের মধ্যে উইলিয়াম্ স্পেন্সের নামও উল্লেখ-যোগ্য।

প্রকৃতি-নিষ্ঠার সমালোচক

সমালোচকদিগের মধ্যে গালিয়ানি ও কঁদিলাক্‌ই প্রধান। ইতালিয়ান্ গালিয়ানি ২৭৫০ সনে টাকা-কড়ি সম্বন্ধে একটা কেতাব লেখেন এবং ১৭৭০ সনে "গোধুমের ব্যবসা সম্বন্ধে কথোপকথন" মুদ্রিত করেন। ইনি প্রকৃতি-সম্মত ব্যবস্থার বিরোধী। কঁদিলাক "ল্য কম্যার্সে এ এলে গুভর্নেমঁ" "বাণিজ্য ও রাষ্ট্রশাসন" (১৭৭৬) কেতাবে শিল্পি-শ্রেণীকে "অনুৎপাদক" বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ইনি মূল্য-তত্ত্ব সম্বন্ধেও কিছু লিখিয়াছেন।

প্রকৃতি-নিষ্ঠার প্রভাব

রুশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথেরিণ, অষ্ট্রীয়ার দ্বিতীয় জোসেফ, টাস্‌ক্যানির আর্কডিউক্ লিওপোল্ড এবং বাডেনের কার্ল ফ্রেড্‌রিশ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের অধিপতিগণ "ফিজিঅ-ক্র্যাটিক্" মতগুলিকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। কার্ল ফ্রেডরিশ "আব্রেজে দে প্রিন্সিপে দেকোনমি পলিতিকি (১৭৭৫—রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির মূল-সূত্রগুলির সমষ্টি) নামে একটী কেতাব লেখেন। তিনি ডিট্টালঙ্গেন্, ঠেনিঙ্গেন্ ও বালিঙ্গেন নামক বাডেনের তিনটী পল্লীতে এই প্রণালী প্রবর্ত্তনের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, কারণ এক প্রণালীর অর্থনীতি অকস্মাৎ ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালীর নূতন এক অর্থনীতি গ্রহণ করার কুফল প্রচুর; অধিকন্তু একই গ্রামে দুইটী বিভিন্ন প্রণালী পাশাপাশি চলা দুষ্কর; সুতরাং ১৭৭৬ সনে ঠেনিঙ্গেন ও বালিঙ্গেন পল্লী দুটীতে এবং ১৭৯২ সালে ডিট্‌লিঙ্গেন পল্লিটীতে এই পরীক্ষা তুলিয়া দেওয়া হয়।

ফ্রান্সে প্রধানতঃ তুর্গোই এই মতগুলি পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যে সময়ে লিমজের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন সেই সময়ে কর-সংস্কার করিতে জমিদারতন্ত্রের বাধা দূরীকরণে ও শিক্ষা-বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজস্ব-সচিব থাকার সময়ে স্বাধীনতা ও সাম্যের সূত্রগুলি প্রবর্ত্তনে তিনি বিশেষ যত্নবান হইলেও তেমন ফল পান নাই। রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে মদ্য ও শস্য সম্বন্ধে যেটুকু বাণিজ্যিক্ সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা অপসারিত করিয়াছিলেন। বহির্ব্বাণিজ্য (বিশেষতঃ উপনিবেশগুলির সহিত) উৎসাহিত হইয়াছিল। সর্ব্বশুদ্ধ তেইশটী বাধা (যাহা জন-বল, বাণিজ্য, শিল্প এবং কৃষিকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল) তিনি দূর করিয়াছিলেন। পুরোহিত এবং অভিজাত-বংশীয়দের স্বার্থের বিরুদ্ধে তিনি বীরের মত লড়াই করিলেও তাঁহার উদ্যম ফলবতী হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে হইয়াছিল।

উপসংহার

ফিজিঅক্র্যাটিক্ অর্থনীতির বিশিষ্ট লক্ষণ হইতেছে নেতিবাদ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতিনিষ্ঠাকে বাণিজ্যনিষ্ঠার বিরুদ্ধে বিপ্লব-প্রচেষ্টা আখ্যা দেওয়া যায়। বাণিজ্যবাদীরা ধনের মুদ্রারূপটার সহিতই বিশেষ পরিচিত; কিন্তু প্রকৃতিবাদীরা প্রকৃত ধনের কাঁচামাল-সৃষ্টির ক্ষমতার উপরই জোর দিয়াছেন। অনুকূল বাণিজ্য-নিক্তি-সম্বলিত বৃহৎ বহির্ব্বাণিজ্য বাণিজ্যবাদীদের লক্ষ্য ছিল; কিন্তু, তুর্গো ব্যতীত প্রায় সকলেই বহির্ব্বাণিজ্য ও বাণিজ্য-নিক্তি অবহেলা করিয়াছেন। একদল কাঁচামাল আমদানির পক্ষপাতী, অপরদল কারখানা-জাত দ্রব্য-সম্ভার আমদানি করিতে চাহিয়াছেন। বাণিজ্য-বাদীরা নানাপ্রকার অনুশাসনের দ্বারা তাঁহাদের চিন্তাগুলি সফল করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যের স্বাধীনতা-রক্ষাই প্রকৃতিবাদীদের মূলমন্ত্র। এক কথায়, ইঁহারা ছলা-কলা, কৃত্রিম ধন, রাষ্ট্রিক চাতুরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া, প্রকৃতি, প্রকৃতি-জাত ধন ও স্বভাবজ স্বাধীনতার সমর্থন করেন।

এই অর্থনীতির মধ্যে একটু ভুল ছিল। মাল-সৃষ্টি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব ছিল; মাল-সৃষ্টি বলিতে যে প্রয়োজন সাধন-ক্ষমতার সৃষ্টি, একথা জানা ছিল না। তাই, কারিগরি বা কারখানা-শিল্প তাঁহাদের মতে "অনুৎপাদক"। নেতিবাদ-সম্বলিত ব্যক্তি-নিষ্ঠার দর্শন সামাজিক কর্ত্তব্যের প্রতি সমাজ-নিষ্ঠারপ্রতি লক্ষ্য করে নাই। প্রকৃতি-দর্শনের প্রভাবে তাঁহারা দেশ-কাল-পাত্রের ধার ধারিতেন না। তাঁহারা সর্ব্বত্র সকল ক্ষেত্রেই "সনাতন" ও সার্ব্বজনিক

অবশ্যম্ভাবীকার্য্য ঐক্যনিষ্ঠার অধীনে আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহাদের দানও সামান্য নহে। ভুলভাঙার কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা পুরাতন ভ্রান্তিময় ধারণাগুলির প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশের সাহায্যে চিন্তারাজ্যকে ভুল পথ হইতে টানিয়া আনিয়াছেন। বায়ু-চালিত জাহাজ যেরূপ দুলিতে দুলিতে অগ্রসর হয়, ঠিক তেমনি ভাবে একটা জাতিও চিন্তাস্রোতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। তাঁহাদের মূল দানগুলি নিম্নরূপ—

(১) তাঁহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রচলনের দ্বারা ধন-বিজ্ঞানকে অন্যান্য বিজ্ঞান হইতে, বিশেষতঃ আইন-তত্ত্ব হইতে, পৃথক করিয়া একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

(২) "প্রোদুই নে" (উদ্বৃত্তি) ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরবর্ত্তী যুগের খাজনা-তত্ত্ব বিকাশের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে।

(৩) তাঁহাদের পুঁজি-বিশ্লেষণ যদিও অসম্পূর্ণ, তথাপি ইহাতে পুঁজির প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(৪) কর-তত্ত্বেও তাঁহারা অনেক-কিছু দান করিয়াছেন।

(৫) তাঁহারা জীবন-ধারণোপযোগী মাল-সৃষ্টি ও মাল চলাচলের চর্চ্চায় মন দিয়াছিলেন। তাঁহাদের চিন্তায় ব্যক্তি-মাত্রকেই অপরাপর ব্যক্তির উপর নির্ভর করিতে হয়; ইহা হইতে সামাজিক দৃষ্টিটার পরিচয় পাওয়া যায়।

(৬) তাহাদের আলোচনায় কৃষির প্রতি শ্রদ্ধা প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার ফলে পরবর্ত্তী যুগে মাল-সৃষ্টির উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ক্ষেত্রে তিন প্রকার উপাদানের কথা উঠিতে পারিয়াছে।

আর্থিক চিন্তার ক্রম-বিকাশে প্রকৃতি-নিষ্ঠার স্থান অতি উঁচু। জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষা করাই সরকারের একমাত্র কর্ত্তব্য—এই মতবাদ প্রচারের ফলে অনেক-কিছু সাধিত হইয়াছে। কৃষি অবশ্য একমাত্র ধন নয়। কিন্তু কৃষিকে শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা দেওয়ার মূল্যও খুব বেশী। তাঁহারা জমির খাজনাকেই একমাত্র সত্য উদ্বৃত্তি বলিয়া মনে করিতেন। কেনের আমলে প্রধানতঃ জমির খাজনা হইতেই দেশ সমৃদ্ধিলাভ করিত। মাত্র অল্পদিন হইল, নব পুঁজি গঠনে পুঁজির মুনাফাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। ইংরেজ পণ্ডিত মার্শ্যাল বলেন, দুনিয়ার ইতিহাসে অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় যে, সঞ্চয়ের আদি হইতেছে জমির খাজনা। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডে খাজনা হইতে প্রচুর সঞ্চয় হইতেছে এবং পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশেও বোধ হয় পুঁজির মুনাফা হইতে যাহা সঞ্চয় হয়, তাহার অধিক হয় খাজনা হইতে। জমির খাজনা হইতে প্রাপ্য আয় এবং অন্যান্য উপায়ে প্রাপ্য আয়ের মধ্যে অবশ্য একটা পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের উপর ভিত্তি করিয়া ইংরেজ রিকার্ডো তাঁহার খাজনা-তত্ত্ব প্রণয়ন করেন এবং জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার ভূমি-করের সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ করেন।

আলোচনা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি ছাড়া অন্যান্য সকল কিছুকেই "অনুৎপাদক" বলা কিরূপ ভুল তাহা স্পষ্ট হইতে থাকিল। বুঝা যাইতে লাগিল যে, যে-কোন-উপায়ে সঞ্চয় হইয়াছে, সেখানে উদ্বৃত্তি আছেই; এবং যদি শিল্পী বা বণিক্ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়াও কিছু সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে, আবাদী মজুর যেরূপভাবে জাতীয় ধনভাণ্ডার বৃদ্ধি করে সেইরূপে শিল্পী আর বণিক্ও জাতীয় ধনভাণ্ডার বৃদ্ধি করিবে। কেন না তাহারা ইহা সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং এরূপ একটী চিন্তা-প্রণালীর প্রয়োজন হইয়াছিল যাহা শিল্পী ও বণিক্‌কুলকে উৎপাদক শ্রেণীর কদর দিতে পারে। তাই অ্যাডাম্ স্মিথের উদার মত প্রকৃতিনিষ্ঠদের সঙ্কীর্ণ মতকে স্থানচ্যুত করিয়াছিল।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত

"জীবামি শতবর্ষং তু নন্দামি চ ধনেন বৈ।"

(আমি একশ' বৎসর বাঁচিয়া থাকিব আর ধনসম্পদের সাহায্যে জীবন সুখময় করিব) শুক্রনীতি ৩।১৭৬।

অর্থস্ত পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।

অতোঽর্থায় যতেতৈব সর্ব্বদা যত্নমাস্থিতঃ।

অর্থাদ্ধর্ম্মশ্চ কামশ্চ মোক্ষশ্চাপি ভবেন্নৃণাম্॥

(মানুষই অর্থের গোলাম, অর্থ কাহারও গোলাম নয়। অতএব অর্থের জন্য সর্ব্বদা সযত্নে চেষ্টা করিবে। অর্থ হইতেই ধর্ম্ম-পালন আর জীবনের সুখভোগ সম্ভবপর হয়। নরনারীর মোক্ষলাভও অর্থের উপরই নির্ভর করে) শুক্রনীতি ৫।৩৮।

পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা

১। বাঙ্গলা ভাষায় (ক) ধনবিজ্ঞান বিদ্যার চর্চ্চা আর (খ) দুনিয়ার নানাদেশের সম্পদ্-বৃদ্ধির উপায় এবং কর্ম্ম-কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা, এই দুই উদ্দেশ্য লইয়া বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ গঠিত হইল (আশ্বিন ১৩৩৫, অক্টোবর ১৯২৮)।

২। ধনবিজ্ঞান বিদ্যাকে প্রধানতঃ পাঁচ বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা হইতেছে :—

(১) কৃষি-বিষয়ক (২) শিল্প-বিষয়ক (৩) বাণিজ্য-বিষয়ক (আমদানি-রপ্তানি, যানবাহন, ব্যাঙ্ক, বীমা ইত্যাদি বিষয় এই বিভাগের অন্তর্গত) (৪) সমাজ-বিষয়ক (লোক-বল, জনগণের স্বাস্থ্য ও কর্ম্মদক্ষতা, বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর জীবনযাত্রা-প্রণালী, নগর শাসন, পল্লী-সংস্কার ইত্যাদি বিষয় এই সামাজিক ধনবিজ্ঞানের অন্তর্গত) (৫) রাষ্ট্র-বিষয়ক (জমি, মুদ্রা, শুল্ক, মজুরি ইত্যাদি সংক্রান্ত আর্থিক আইন কানুন আর রাজস্ব-নীতি ইত্যাদি বিষয় এই বিভাগের অন্তর্গত)।

৩। প্রত্যেক বিভাগেই আলোচনার ভৌগোলিক ক্ষেত্র দ্বিবিধ :—(ক) দুনিয়া, (খ) ভারতবর্ষ,—বিশেষতঃ বঙ্গদেশ। ভারতীয় তথ্যসমূহকে সকল বিষয়েই দুনিয়ার আবেষ্টনে বিশ্লেষণ করা হইবে আর দুনিয়ার মাপে বিচার করা হইবে। দেশ ও দুনিয়ার যুগপৎ আলোচনা এই পরিষদের অন্যতম বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে।

৪। এঞ্জিনিয়ারিং, রসায়ন আর স্বাস্থ্য-তত্ত্ব ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে আর্থিক জীবন এবং ধনবিজ্ঞানের বনিয়াদ ও সহযোগী বিবেচনা করা এই পরিষদের দস্তুর থাকিবে।

৫। স্থায়ী গবেষক ও লেখক নিযুক্ত করা এই পরিষদের অন্যতম মুখ্য কর্ম্ম-প্রণালী।

৬। "আর্থিক উন্নতি" মাসিক পত্রিকার নিম্নলিখিত লেখকগণ সম্পাদকের সাহচর্য্যে কিছুকাল ধরিয়া নিয়মিত-রূপে গবেষণা করিতেছেন :—

(১) শ্রীসুধাকান্ত দে, এম-এ, বি-এল (মরিয়ানি, আসাম)

(২) শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, বি-এ, "টাকার কথা"-প্রণেতা (দিনাজপুর)

(৩) শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল, (কলিকাতা)

(৪) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল (হাজারিবাগ)

(৫) শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম-এ, বি-এল (কুচবিহার)

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ভিত্তি-স্বরূপ তাঁহারা পরিষদের অবৈতনিক গবেষকরূপে ভবিষ্যতেও ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতে রাজি আছেন।

ধন্যবাদসহ তাঁহাদিগকে গবেষক নিযুক্ত করা হইল।

পরিষদের জন্ম-কথা

১। পরিষদের উদ্দেশ্য ও কার্য্যতালিকা বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে "বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ" নামক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত এক প্রবন্ধে। সেই প্রবন্ধ

১৩৩১ সনের ফাল্গুন মাসে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ্চ, ১৯২৫) "প্রবাসী"তে বাহির হইয়াছিল। লেখক তখন ইতালিতে ছিলেন—বোল্‌ৎসানোয়। পরে এই রচনা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে ইহা তাঁহার "নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন" নামক যন্ত্রস্থ গ্রন্থের অন্যতম অধ্যায়।

২। ধনবিজ্ঞানের আলোচনা-প্রণালীতে "বস্তু-নিষ্ঠা" ও "দুনিয়া-নিষ্ঠা"র সদ্ব্যবহার করার দিকে এই পরিষদের বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে। এই দুই "নিষ্ঠা" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার-প্রণীত "মেথডলজি অব্ রীসার্চ্চ ইন্ ইকনমিকস্" (ধনবিজ্ঞানের গবেষণা-প্রণালী) নামক ইংরেজি প্রবন্ধ আর "আর্থিক উন্নতির গবেষণা-প্রণালী" নামক বাংলা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ইংরেজী প্রবন্ধটা লেখকের জার্ম্মাণি, অষ্ট্রিয়া ও সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে ভ্রমণকালে ১৯২৪ সনের "মডার্ণ রিভিউ"তে বাহির হইয়াছিল। এক্ষণে ইহা মান্দ্রাজ হইতে ১৯২৬ সনে প্রকাশিত "ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট" (আর্থিক ক্রমবিকাশ) নামক ইংরেজি গ্রন্থের অন্যতম অধ্যায়। বাঙ্গলা প্রবন্ধটা "আর্থিক উন্নতি"র তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (১৩৩৫ বৈশাখ, ১৯২৮ এপ্রিল) বাহির হইয়াছে। এক্ষণে ইহা লেখকের "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" নামক যন্ত্রস্থ গ্রন্থের এক অধ্যায়।

৩। দেশবিদেশের সম্পদ্-বৃদ্ধির উপায় ও কর্ম্ম-কৌশল আলোচনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-দৌলতের আবহাওয়ায় ভারতীয় আর্থিক উন্নতির পথসমূহ বিশ্লেষণ করা অতি প্রাসঙ্গিক। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎকে এইসকল উপায়, কর্ম্মকৌশল ও পথ ঢুঁড়িয়া বাহির করিতে হইবে। এই কর্ম্মক্ষেত্রের আলোচনায় শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত "এ স্কীম অব ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট ফর্ ইয়ং ইণ্ডিয়া" (যুবক ভারতের জন্য আর্থিক ক্রমোন্নতির মোসাবিদা) প্রবন্ধ দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাইতে পারে। লেখকের ইতালিতে অবস্থান কালে এই প্রবন্ধ ১৯২৫ সনের জুলাই মাসে "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। পরে এই রচনা কলিকাতায় স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত এবং মান্দ্রাজে প্রকাশিত "ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট" (১৯২৬) গ্রন্থের অন্যতম অধ্যায়রূপে বাহির হইয়াছে। এই প্রবন্ধের বাংলা সংস্করণ (সম্পদ্-বৃদ্ধির কর্ম্মকৌশল) লেখকের "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" নামক যন্ত্রস্থ গ্রন্থের অন্যতম অধ্যায়। বিশ্ব-দৌলতের আবহাওয়ায় ভারতীয় সম্পদ্‌বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স-ভবনে বিনয়বাবুর এক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয় (মার্চ্চ, ১৯২৭) পরে এই বক্তৃতার ইংরেজি সারাংশ তাঁহার সম্পাদিত চেম্বার-প্রকাশিত ত্রৈমাসিক "জার্ণ্যালে" এবং বাঙ্গলা শর্টহ্যাণ্ড বৃত্তান্ত 'আর্থিক উন্নতি' পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। 'আর্থিক জীবনে পরের ধাপ" নামে সেই বক্তৃতা এক্ষণে "নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন" গ্রন্থের অন্তর্গত।

৪। ১৩৩৩ সনের বৈশাখে (১৯২৬, এপ্রিল) "আর্থিক উন্নতি" নামক মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম্,এ, বি,এল, পি,আর,এস, পি-এইচ, ডি (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত নলিনী মোহন রায় চৌধুরী, বি, এ (রঙ্গপুর), শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, এম, এ, বার-অ্যাট-ল (শ্রীরামপুর), শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী, এম, এ, বি, এল, (ময়মনসিংহ), শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা, এম, এ, বি, এল, পি-এইচ, ডি, (কলিকাতা), এবং শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, (উত্তরপাড়া) পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। সম্পাদক হন শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের কার্য্যপ্রণালী ও কর্ম্মক্ষেত্র কিরূপ হইবে বিগত আড়াই বৎসরের "আর্থিক উন্নতি" হইতে তাহার কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে।

৫। "আর্থিক উন্নতি" সম্পাদনের জন্য জার্ম্মাণির "ৎসেণ্ট্রালব্লাট্ ফ্যুর্ ভির্টশাফ্‌ট্‌লিখেস্ আর্খিহ্ব", ফ্রান্সের "জুর্ণাল দেজ্. একোনোমিস্ত্" ও "রেহ্বিয়ু দেকোনোমী পোলিটিক", ইতালির "জ্যর্ণালে দেলি একনমিস্তি এ রিহ্বিস্তা দি স্তাতিস্তিকা", বিলাতের "ইকনমিক জার্ণ্যাল" ও "একনমিকা" এবং আমেরিকার "আমেরিকান্ ইকনমিক্ রিহ্বিউ", "জার্ণ্যাল অব্ পোলিটিক্যাল ইকনমি" (শিকাগো), "আনাল্‌স্ অব্ দি আমেরিকান অ্যাক্যাডেমি অব্ পলিটিক্যাল অ্যাণ্ড সোশ্যাল সায়েন্স", "কোআর্টার্লি জার্ণ্যাল

অব্ ইকনমিক্‌স্" (হার্ভার্ড), "পোলিটিক্যাল সায়েন্স কোয়ার্টার্লি", "আমেরিকান্ পোলিটিক্যাল সায়েন্স রিভিউ", "আমেরিকান্ জার্ণ্যাল অব্ সোসিঅল্‌জি" "সোসিঅলজি অ্যাণ্ড সোশ্যাল রীসার্চ্চ" ইত্যাদি ত্রৈমাসিক ও মাসিক পত্রিকা সর্ব্বদা দৃষ্টান্তস্বরূপ এবং তথ্য ও তত্ত্বের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "আর্থিক উন্নতি"র অধ্যায়-বিভাগে এক সম্পূর্ণ নূতন প্রণালী কায়েম করা হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বিদেশী পত্রিকার বিশেষত্বগুলা যথাসম্ভব একত্র করিয়া ভারতীয় অবস্থার উপযোগিরূপে ব্যবহার করিবার প্রয়াস লক্ষিত হইবে।

তাহা ছাড়া ফরাসী "জুর্ণে আঁ্যাত্মস্ত্রিয়েল্" (দৈনিক), জার্ম্মাণ "ডায়চে আলগেমাইনে ৎসাইটুঙ্" (দৈনিক), ইতালিয়ান্ "করিয়েরে দেল্লা সেরা (দৈনিক), লণ্ডন "টাইম্‌সের" "এঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড ট্রেড্ সাপ্লিমেণ্ট" (সাপ্তাহিক), "ফারাইন ডায়চার ইঞ্জেনিয়রে" নামক বার্লিনের জার্ম্মাণ এঞ্জিনিয়ার-পরিষদের সাপ্তাহিক, "নাথ্-রিথ্‌টেন্", মার্কিণ "ব্যাঙ্কার্স্ ট্রাষ্ট কোম্পানীর" সাপ্তাহিক "পত্র", বিলাতী "ষ্টেটিষ্ট" (সাপ্তাহিক) ও "নেশুন্" (সাপ্তাহিক), জার্ম্মাণ মহিলা-পত্রিকা "ফির্স্ হাউস" (সাপ্তাহিক), বার্লিনের "ডাস বাঙ্ক-আর্থিভ" (পাক্ষিক), লণ্ডনের "ব্যাঙ্কার্স্ ম্যাগাজিন" (মাসিক) জার্ম্মাণ মাসিক "ৎসাইট্‌শাফ্‌ট উণ্ড টেথ্‌নিক", জেনেভার "ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল লেবার রিভিউ" (মাসিক), ওয়াশিংটনের "মান্থ্‌লি বুলেটিন অব্ লেবার" (মাসিক), জার্ম্মাণ মাসিক "ডায়চে রুণ্ডশাও", বিলাতী মাসিক এক্‌স্‌পোর্ট ওয়ার্ল্ড্", মার্কিণ মাসিক "গ্যারাণ্টি সার্ভে", "মিড্‌মান্থ রিভিউ অব্ বিজ্‌নেস্", নিউইয়র্কের ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক-প্রকাশিত মাসিক "চিঠি", ফরাসী ধনবিজ্ঞান-পরিষদের মাসিক "বুল্তাঁ", বিভিন্ন দেশের "চেম্বার অব্ কমার্স" পত্রিকা, রোমের "আন্তর্জ্জাতিক কৃষি-পরিষদে"র বার্ষিক পঞ্জিকা ইত্যাদি পত্রিকাসমূহ "আর্থিক উন্নতি"র ল্যাবরেটরি বা গবেষণালয়ে নিয়মিতরূপে রসদ জোগাইয়া থাকে।

জাপান গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত শাসন-সংক্রান্ত ও অন্যান্য তথ্যমূলক পুস্তকাবলী, ওসাকার "অসোহি" দৈনিক আফিস হইতে প্রচারিত বর্ত্তমান জাপান বিষয়ক গ্রন্থ, জাপান ইয়ার-বুক "ইত্যাদি বই ব্যবহার করিয়া জাপান সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাহা ছাড়া তুর্কী ও বল্কান অঞ্চলের জন্য "দি নিয়ার ঈষ্ট ইয়ার-বুক" (লণ্ডন), দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য "ওফিশিয়্যাল ইয়ার-বুক অব্ দি ইউনিয়ন অব্ সাউথ আফ্রিকা" চীনের জন্য "চায়না ইয়ার-বুক", এবং মার্কিণ মুল্লুকের জন্য "আমেরিকান্ ইয়ার-বুক" আর আন্যান্য দেশের জন্য "ষ্টেট্‌সম্যান্‌স ইয়ারবুক" ও "লণ্ডন অ্যাণ্ড কেম্ব্রিজ ইকনমিক সার্ভিস বুলেটিন্‌স্" ইত্যাদি গ্রন্থ জনপদ-গত অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা দেশের জেলায় জেলায় যেসকল সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হয় তাহার প্রায় সব কয়টাই "আর্থিক উন্নতি"র জন্য নিয়মিতরূপে পঠিত ও যথাসম্ভব ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় পত্রিকাবলী হইতে বঙ্গদেশের বহির্ভূত ভারতবর্ষের সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। প্রাদেশিক আর সমগ্র-ভারতীয় গবর্মেণ্টের প্রকাশিত অঙ্ক ও তথ্যমূলক গ্রন্থাদি এবং শাসনসংক্রান্ত কার্য্যবিবরণীও আর্থিক অনুসন্ধানের কাজে লাগানো হয়। তাহা ছাড়া, ভ্রমণ, কথোপকথন, মোলাকাৎ ইত্যাদির সাহায্যে গবেষণার ব্যবস্থা করা "আর্থিক উন্নতি"র অন্যতম কর্ম্ম-প্রণালী।

৬। প্রস্তাবিত পরিষৎ সম্বন্ধে "বঙ্গীয় অর্থশাস্ত্র পরিষৎ" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে, এম, এ, বি, এল, "আর্থিক উন্নতির" ১৩৩৪ সনের শ্রাবণ সংখ্যায় আলোচনা করেন। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় বি, এ, "আর্থিক উন্নতির" সম্পাদক ও লেখকদের সঙ্গে নানা উপলক্ষ্যে পত্র ব্যবহার করিয়া পরিষৎ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছেন।

পরিষৎ পরিচালনার অস্থায়ী ব্যবস্থা

১। পরিষদের সভ্য হইতে হইলে একজন পুরাতন সভ্য কর্ত্তৃক নির্ব্বাচন ও আর একজন সভ্য কর্ত্তৃক অনুমোদন আবশ্যক। বার্ষিক চাঁদা সভ্যমাত্রের পক্ষে ৬৲।

২। প্রতি মাসে প্রত্যেক সভ্য বিনা মূল্যে এক কপি

করিয়া "আর্থিক উন্নতি" (বার্ষিক দাম ৪৷৷৹৲) পত্রিকা পাইবেন। অধিকন্তু পরিষদের আলোচনায় যোগদান আর পরিষৎ-সংক্রান্ত সকল প্রকার সংবাদ-প্রাপ্তি তাঁহাদের অধিকারের অন্তর্গত।

৩। বর্ত্তমানে যাঁহারা "আর্থিক উন্নতি"র গ্রাহক আছেন তাঁহাদিগকে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদের সভ্য হইবার জন্ম আমন্ত্রণ করা হইতেছে। প্রদত্ত চাঁদার অতিরিক্ত ১৷৹ টাকা দিলেই তাঁহারা সভ্য-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেন।

৪। প্রয়োজনমত পরিষদের জন্ম কার্য্যনির্ব্বাহের বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ও নূতন সংগঠন করা যাইবে। কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার যে কোনো চারি জনের মত হইলেই পরিষদের শাসন-সংক্রান্ত নিয়মকানুন পরিশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও শৃঙ্খলীকৃত হইতে পারিবে।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা

১। শ্রীঅমূল্যচন্দ্র উকিল, এম, বি, প্যারিসের "বিদেশী রোগতত্ত্ব পরিষদে"র সভ্য, প্যাণ্ডয়র ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি কলিকাতা, অধ্যাপক ন্তাশনাল মেডিক্যাল স্কুল, কলিকাতা।

২। শ্রীবাণেশ্বর দাস, বি, এস্ (ইলিনয়), রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা।

৩। শ্রীসিদ্ধেশ্বর মল্লিক, অধ্যাপক, কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্র ও কৃষি-বিদ্যালয়, চুঁচুড়া।

৪। শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা এম্,এ, বি,এল, পি, আর, এস্, পি-এইচ, ডি, সম্পাদক, বেঙ্গল ন্তাশন্তাল চেম্বার অব্ কমার্স, কলিকাতা।

৫। শ্রীনলিনী মোহন রায় চৌধুরী, বি, এ, কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেড, কলিকাতা।

৬—১০। কর্ম্মাধ্যক্ষগণ।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সম্পাদক :—শ্রীসত্যচরণ লাহা, এম, এ, বি, এল, পি-এইচ, ডি, "প্রকৃতি"র সম্পাদক।

সহযোগী সম্পাদক :—

(১) শ্রীসুধাকান্ত দে, এম্, এ, বি, এল।

(২) শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম্, এ, বি, এল।

(৩) শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম্, এ, বি, এল।

কোষাধ্যক্ষ :—শ্রীসত্যচরণ লাহা।

গবেষণাধ্যক্ষ :—শ্রীবিনয়কুমার সরকার, "আর্থিক উন্নতি"র ও "জার্ণ্যাল অব্ দি বেঙ্গল ন্তাশন্তাল চেম্বার অব্ কমার্স"-পত্রিকার সম্পাদক, প্যারিসের "সোসিয়েতে দেকোনমী পোলিটিক" (ফরাসী ধনবিজ্ঞান পরিষৎ)-সভার সভ্য।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষকগণ

১। শ্রীসুধাকান্ত দে, এম্, এ, বি, এল।

২। শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, বি, এ।

৩। শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম্, এ, বি, এল।

৪। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ, বি, এল।

৫। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম্, এ, বি, এল।

পরিষদের কার্য্যালয়

১০৭, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন নং বড়বাজার ২৩০।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

মার্কিণ ও বিলাতী অর্থশাস্ত্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম, এ, বি, এল

সমালোচনার সমালোচনা

এতক্ষণ যাবৎ সমালোচনার পিছন পিছন দৌড়াইয়া আমরা এসোসিয়েশন দুইটার মুরদ কত বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সমালোচনার মূল্যটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে কি? লেখক ও সমালোচকের সম্পর্কটা কিছু কিছু ধরা পড়িয়াছে; কিন্তু তাতে প্রত্যেকের মর্য্যাদা কতখানি প্রাপ্য তা বিষয়ের দিক্ হইতে বিচার করা সহজ-সাধ্য নহে।

সমালোচিত কেতাবগুলির শুধু নামের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে ইয়োরামেরিকার আর্থিক সাহিত্য রচনাটা কিরূপ একটা বিপুল কাণ্ড। আমেরিকান্ শ্রম বা শ্রেণী-বিভাগটা এই সাহিত্যের গুরুত্ব উপলব্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক বটে।

দ্বিতীয়তঃ, সমালোচনার পরিমাণ সমালোচিত পুস্তকের পৃষ্ঠার উপরে নির্ভর করে না। পুস্তকের উৎকর্ষ বা অপকর্ষের উপর নির্ভর করে, এমন কথাও সর্ব্বদা নির্ভয়ে বলা চলে না। বস্তুতঃ, সমালোচকের ব্যক্তিত্বের, খেয়াল-খুসীর অনেকখানি ক্রিয়াও দেখা যাইবে।

তৃতীয়তঃ, সমালোচকের মুন্সীয়ানা বা গুণপনা সর্ব্বত্র কষিয়া বলিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু যাহা সম্ভব তাহা এই, যে যে বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াছে অথবা হইতে চায় সে সেই বিষয়ের পুস্তক লইয়া সাধারণতঃ আলোচনা করিতেছে। অন্যদিকে এই সব গ্রন্থাদি নিরন্তর ঘাঁটাঘাঁটির ফলে এই সমালোচকদের অভিজ্ঞতা প্রতিদিন বাড়িয়া যাইতেছে।

চতুর্থতঃ, বহু লোকের হাতে সমালোচনার কাজ সুসম্পন্ন করিবার ভার থাকায় আর্থিক সমালোচনা-সাহিত্য নানা জনের বিচিত্র দান-সম্ভারে সতেজ হইয়া উঠিতেছে।

আমাদের দেশে সমালোচনার যথোচিত মূল্য ও ইজ্জৎ দিতে লোকে সাধারণতঃ পরাঙ্মুখ। আর্থিক উন্নতির সমালোচনা সম্বন্ধে (ও গোড়ার দিকের বিভাগগুলি সম্বন্ধেও বটে) প্রায়ই এইরূপ অভিযোগ শুনা যায় যে, এগুলি নিরর্থক, তার চেয়ে সমগ্র আর্থিক উন্নতিকে প্রবন্ধ দ্বারা শোভিত করিলে ভাল হইত ও পত্রিকা সম্যক আদর লাভ করিত।

৮০ পৃষ্ঠার কলেবরকে প্রতি মাসে মৌলিক অথবা সুচিন্তিত প্রবন্ধের দ্বারা অলঙ্কৃত করিবার জন্য কত জন লোকের প্রতিদিন কত ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করা দরকার, তা এই সমালোচকদের ধারণায় আসে কি? বোধ হয় আসে না। তারপর সমালোচনার হিসাবটা একবার লওয়া যাউক। গত বছরে মোট ৬০ পৃষ্ঠা সমালোচনার জন্য ব্যয়িত হইয়াছে। ইংরেজী ও আমেরিকান্ পত্রিকায় সমালোচনা এর চেয়ে কি ঢের বেশী স্থান জুড়িয়া আছে?

কিন্তু সমালোচনা-সাহিত্যকে হেয় মনে করিবার কোন কারণ নাই। ইয়োরামেরিকার পত্রিকার লেখক ও পরিচালকবর্গ আর্থিক সাহিত্যে বহুদিন হাত পাকাইয়াছেন। তাঁদের সমালোচনা-প্রীতিটাকে অহৈতুক মনে করিবার কোন কারণ নাই।

বস্তুতঃ, সমালোচনার শুধুমাত্র সমালোচনা হিসাবে কোন মূল্য নাই। যারা সমালোচনার ক্ষেত্রে আছেন তাঁদের কেহ কোনকালে একটা বইও না পড়িয়া সমালোচনা করেন না, এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু সাধারণতঃ অর্থশাস্ত্রীরা যে বিশেষ ধৈর্য্য, পরিশ্রম ও অভিনিবেশ-সহকারে নিজ নিজ বিষয়-বিশেষের কেতাব বা কেতাবসমূহ পড়িয়া থাকেন, তার প্রমাণ আছে। এই মেহন্নতের ফলেই ইয়োরামেরিকার আর্থিক সাহিত্য এরূপ দ্রুতবেগে পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে,

প্রতি বছর অসংখ্য গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে, নব নব বিষয়ে নব নব আলোক-পাত সম্ভব হইতেছে।

গ্রন্থাদি রচনাই আর্থিক সাহিত্য-সাধনার লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে সিদ্ধ হইতে হইলে অন্য বহুলোকে যাহা লিখিয়াছে ও লিখিতেছে তার সহিত পরিচিত হওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। সেই পরিচয়ের সূত্রেই সমালোচনার জন্ম। এই চোখে দেখিলে সমালোচনার মহীয়সী মূর্ত্তি অনেকটা প্রকট হইয়া উঠে না কি?

আরও একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। সমগ্র আর্থিক সাহিত্য এক বিপুল বস্তু। কোন এক ব্যক্তির পক্ষে কোন বিশেষ বিভাগ সম্বন্ধেও পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ লওয়া সম্ভবপর নহে, সকল বিভাগ আয়ত্ত করা ত দূরের কথা। অথচ অন্যান্য বিভাগের কার্য্য ও চিন্তা-প্রণালীর সহিত পরিচিত থাকা অত্যন্ত দরকার। তার উপায় কি? ইয়োরামেরিকার আর্থিক সমালোচনী সেই অভাবটা দূর করিবার ভার লইয়াছে। ইহা নানাদিকে নানাজনের মতবাদ, তত্ত্ব ও তথ্যের খবরটা বহন করিয়া আনিয়া দিতেছে। তাহাতে শুধু যে বহু সময়-সংক্ষেপ হইতেছে তা নয়, অধ্যয়ন-রত গবেষকদেরও প্রভূত উপকার সাধন করিতেছে। বলা বাহুল্য, গবেষক বা গ্রন্থকার তাঁর নির্ব্বাচিত বিষয়ের জন্য শুধুমাত্র এই সমালোচনা বা চুম্বক পড়িয়া কখনো কোন কিছু সৃষ্টি করিতে পারেন না। অন্যান্য সকল বিষয়ের জ্ঞান তিনি এই সমালোচনা ইত্যাদি হইতে আহরণ করিতে পারেন, কিন্তু নিজ বিষয়ের জন্য তাঁকে বহু তত্ত্ব ও তথ্যের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইতে হইবেই, ফাঁকি চলিবে না। পাশ্চাত্য দেশে প্রকাশিত রাশি রাশি গ্রন্থ এই কথার সত্যতা প্রমাণ করিয়া দিবে।

গ্রন্থকারের দৌড়ধাপ

গ্রন্থরচনার পক্ষে সমালোচনা কিছু কিছু উপকরণ যোগায় বটে, কিন্তু সমালোচনার চেয়ে গ্রন্থ-রচনা ঢের বেশী আয়াস-সাধ্য কাজ। পাশ্চাত্য আর্থিক সাধনাকে ওজন করিতে হইলে গ্রন্থপ্রকাশের হিসাব লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

রচনার একটা গতি আছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই গতি বিশেষ বিশেষ আকার লাভ করে। রচনার গতি দেখিয়া একটা সমগ্র জাতির বা রাষ্ট্রের আর্থিক উন্নতির ও অবনতির সমস্যার মাপজোক চলিতে পারে। এই গতির সাক্ষাৎ আমরা পাশ্চাত্য পত্রিকাগুলির প্রবন্ধ-রাজ্যে পাই। সাধরণতঃ ওগুলির পশ্চাতে রহিয়াছে বহু জনের বহু বিনিদ্র রজনী-যাপন ও প্রভূত পরিশ্রম। সেজন্য ইহাদের প্রত্যেকটির এক বিশেষ মর্য্যাদা আছে।

এই প্রবন্ধ বা প্রবন্ধগুলিই কালে লেখকের গ্রন্থ-বিশেষের অংশস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এ সম্পর্কে প্রবন্ধ ও কেতাবের ভিতরে একটা পার্থক্যও নজরে পড়িবে। আজ অবশ্য মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতির দিনে আমার মনে যে ভাব বা চিন্তার উৎপত্তি হইতেছে কাল তা লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছি আর পরশু ছাপার অক্ষরে বাহির হইতেছে। কিন্তু ছাপার অক্ষর যদি বইয়ের অক্ষর হয় তবে সকল সময়ে খুব তাড়াতাড়ি কাজ নাও হইতে পারে। বই লেখা ও বই ছাপার ভিতরে অনেকখানি সময় অতিবাহিত হইয়া যাওয়া অনিবার্য্য। তাছাড়া টাকাকড়ির ব্যাপার ইহার মধ্যে থাকায় ব্যবধানটা দীর্ঘতর দাঁড়াইতে পারে। পত্রিকা-মাত্রেই এই ব্যবধানকে হ্রস্ব করিয়া আনে। গ্রন্থ পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসে। আর পত্রিকার মারফৎ আমরা নবতম তত্ত্ব ও তথ্যের সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হই। অর্থাৎ এমন হইতে পারে গ্রন্থ যখন নূতন প্রকাশিত হইল, তখন তন্মধ্যে নিবদ্ধ তত্ত্ব ইত্যাদি পুরাণা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং শুধুমাত্র গ্রন্থের বা কেতাবের জ্ঞান সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ জ্ঞান। বাঙ্গালীর ছেলেকে আর্থিক সাহিত্য আলোচনার সময় এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। নব-জগতের সম্মুখীন হইতে হইলে, নবীন চিন্তারাশির সহিত সর্ব্বদা সম্যকরূপে পরিচিত হইতে হইলে, পত্রিকা-সাগর সাঁতরাইয়া পার হইতে হইবেই। যে অর্থশাস্ত্রী শুধুমাত্র কেতাবের পাতা উল্টাইয়া কাল কাটাইতেছে, পত্রিকা-জগতের কোন খোঁজ রাখিতেছে না, তাকে কৃপাপাত্র মনে করিব। তার "সেকেলে"ত্ব সহজে ঘুচিবার নহে।

গ্রন্থকারদের সহিত পথিমধ্যে কোলাকুলি

ইকনমিক জার্ণালে সমালোচনার প্রসঙ্গে ১২৫ জন গ্রন্থকারের নাম ঠাঁই পাইয়াছে। আর যে সকল গ্রন্থের নাম ও সমালোচনা রহিয়াছে সেগুলির মোট পৃষ্ঠা-সংখ্যা নিম্নরূপ :

মার্চ্চ	৯,৬৪৯	(৫ খানা বইয়ের পৃষ্ঠা দেওয়া না থাকায় মোটামুটি হিসাব ধরা হইয়াছে)
জুন	৮,৭১৯	(১৩ খানার বেশী কেতাবের পৃষ্ঠা দেওয়া নাই)
সেপ্টেম্বর	৬,১০৬	(৪ খানার পৃষ্ঠা নাই)
ডিসেম্বর	৯,৯৫৪	(৪ খানার পৃষ্ঠা নাই)
মোট	৩৪,৪২৮	
গড়	৮,৬০৭	

গোটা বছরে সমালোচিত কেতাব সবসুদ্ধ প্রায় ১৩০ খানা, তাদের পত্র-সংখ্যা ৩৪,৪২৮ অর্থাৎ প্রতি কেতাবের পৃষ্ঠার পরিমাণ গড়ে ২৬৪.৮। বাঙ্গালা দেশে গোটা বছরে ২৬৪ পাতার ক'খানা আর্থিক গ্রন্থ বাহির হয়? অন্যদিকে প্রতি সমালোচক ৫১৪০টা করিয়া পাতা গড়ে উন্টাইয়াছে। আমাদের দেশের লেখক, সংবাদপত্র সেবক, আর্থিক বিদ্যাধুরন্ধরের মহলে বইয়ের পাতা উল্টাইবার রেওয়াজটা কিরূপ?

আমেরিকান ইকনমিক রিভিউয়ের খেলায় দেখি ১৯২ বা ততোঽধিক ব্যক্তি রহিয়াছেন। আর তাঁদের দ্বারা যে সব পুস্তকের নাম ডাকা, চুটকী সমালোচনা বা সমালোচনা হইয়াছে, সেগুলির পৃষ্ঠার বিবরণ নিম্নরূপ (আন্দাজে ধৃত পুস্তকের সংখ্যা ব্র্যাকেটে রহিয়াছে):—

১। সাধারণ গ্রন্থাবলী, তত্ত্ব ও তার ইতিহাস	৮,৩৫৬ (১)	১২,৩৯৬ (১)	৭,৯০০ (৮)	[illegible] (১)	[illegible]
২। আর্থিক ইতিহাস ও ভূগোল ...	১৮,৭৮৫ (৭)	১৭,৫৯০ (৩)	১৯,৪১৪ (১১)	২৭,৮৪৮ (৮)	[illegible]
৩। কৃষি, খনি-বিদ্যা, ধন-বিজ্ঞান, মৎস্যপালন	৯,৩৪৭ (৩)	৮,৮৯৮ (৫)	৬,৭৮৭ (৬)	৮,৬২৭ (৩)	৩৩,৬৫৯
৪। ম্যানুফ্যাক্চারিং ব্যবসা	৩,২৩৯ (১)	১,৩৬৯	৯৪৮ (১)	১,০৮৭	৬,৬৪৩
৫। যান-বাহন ও বার্ত্তা-সন্দেশ ...	৬,৯৭৪ (২)	৫,০৩৭ (৩)	৭,৫৬৯ (২)	৪,২৩৪ (৩)	২৩,৮১৪
৬। ব্যবসা, বাণিজ্য, বাণিজ্যিক চক্র ...	২,৫৯৩	৩,৭১০ (৩)	১,৬৩৯ (১)	৩,২৭২	১১,২১৪
৭। হিসাব, খতিয়ান, ব্যবসা-প্রণালী, টাকা খাটান ও বিনিময়-প্রথা ...	২৯,৪৮৩ (৪)	২৩,৪৭৮ (৩)	২০,৪৭০ (১),	২৩,৮৯২ (৪)	৯৭,৩২৩
৮। পুঁজিপাটা ও পুঁজি-পাটামূলক প্রতিষ্ঠান ...	৩,২২৩ (১)	৪,৮৮৯ (১)	৩,৬২০ (১)	৩,৯৯৭ (১)	১৫,৭২৯
৯। মজুর ও মজুর-প্রতিষ্ঠান ...	৮,৯৮৭ (৪)	১০,২০৯	৬,৪০০ (৪)	৪,১৮৯ (১)	২৯,৭৮৫
১০। মুদ্রা, দর, ক্রেডিট্ ও ব্যাঙ্কিং ...	৯,৫৮৫ (৩)	১৯,৭৬৬ (৬)	৬,৪১২ (৫)	৯,৫৩৮	৪৫,৩০১

১১। সরকারী কোষ, করাদায় ও টারিফ্	৫,৮৮৮ (৩)	১২,৯৪৮ (৪)	৯,২১৬ (৬)	৩,৩৫০	৩১,৪০২
১২। লোকবল ও উপনিবেশ ...	১,৫২৬	৪,২৩৭ (২)	১,৭৭৪	২,৮৭৫	১০,৪১২
১৩। সমাজ-সমস্যা ও সংস্কার ...	১০,৩২৯ (১)	৫,৮১২ (১)	১০,৫৩৮	১১,০৪৬	৩৭,৭২৫
১৪। বীমা ও পেন্‌শন	২,২০০ (১)	৪,০৫৫	১,৮০৩	৫,০৩৩	১৩,০৯১
১৫। সোশিয়ালিজম ও সমবায় আন্দোলন	২,৬৯৫ (১)	৩,৬০৭ (১)	১,১৬২	২,৩১০	৯,৭৭৪
১৬। ষ্ট্যাটিষ্টিক ও তার প্রণালী ...	৭,৮৮২ (২)	৭,৩৩৫ (৩)	৩,৭৩৪ (২)	৪,৫৭১ (২)	২৩,৫২২
১৭। দারিদ্র্য, দান ও সাহায্য ব্যবস্থা ...		১,২৬৩ (১)	৯৬০ (১)	৬১৯	২,৮১২
	১৩১,০৯২	১৪৬,৫৬৯	১১০,৩৪৬	১২৯,২৬৭	৫৩৭,২৭৪

আমেরিকান রিহ্বিউ হুনিয়ার আর্থিক কেতাবের মধ্যে সওয়া পাঁচ লাখের উপর পৃষ্ঠার কথা গোটা বছরে গোচরীভূত করিতেছে। ব্যাপারটার অর্থ বাঙ্গালীর ছেলের মস্তিষ্কে প্রবেশলাভ করিবে কি? কড়াক্রান্তি পর্য্যন্ত হিসাবটা কষা সম্ভব হয় নাই, কিন্তু আমাদের সাধারণ কাজ চালাইবার পক্ষে হিসাবটাকে যথেষ্ট নির্ভুল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সকল কেতাবের আকারটাকে জানা নাই, সুতবাং এতগুলি কেতাবে ধৃত মালের পরিমাণটা ফস্ করিয়া গণিয়া বলিযা দেওয়া চলে না। অধিকন্তু সকল কেতাবকে পৃষ্ঠার দিক হইতেও তুল্যমূল্য জ্ঞান করিবার দরকার নাই। ইহার মধ্যে ৪ পৃষ্ঠার গ্রন্থপঞ্জী হইতে হাজার দুই পৃষ্ঠার তথ্যমূলক গ্রন্থের নামও সন্নিবেশিত আছে। কিন্তু তথাপি, এই সত্য কথাটা কিছুতেই ভুলিবার নয় যে, সওয়া পাঁচ লাখ পাতার মাল প্রতি বছরে আর্থিক সাহিত্যকে অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দিতেছে এবং এই অগ্রসরের খবরটা আমেরিকান আর্থিক বেপারীরা রাখিবার চেষ্টা করায় নিজেরা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। বলা বাহুল্য, আমেরিকান্ রিহ্বিউতে পত্রিকা-জগতের অধ্যায়টা নিতান্ত পুরু। দুনিয়ার পত্রিকাগুলার (আমেরিকার মারফৎ) পৃষ্ঠার হিসাব লইলে গোটা বছরের মোট পৃষ্ঠাব সংখ্যা অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে।

মোট ১৮৫৭টা পুস্তকের জন্য পাওয়া যাইতেছে ৫,৩৭,২৭৪পৃষ্ঠা। অর্থাৎ প্রতি পুস্তকে গড়ে রহিয়াছে ২৮৯·৩ পৃষ্ঠা। আর প্রতি সমালোচক পৃষ্ঠা উল্টাইয়াছে ২৭৯৮। বাঙ্গালা দেশের কথা দূরে থাক্, ইকনমিক জার্ণালেও এতগুলা পৃষ্ঠা উল্টাইবার খবর পাই না।

কেতাবের রাজ্যে অবতরণ

ইংরেজী ও আমেরিকান্ সমিতি দুইটার কোন্ কোন্ ব্যক্তি লেখক ও সমালোচক তার বৃত্তান্ত আগেই বলা হইয়াছে। দুই পত্রিকার লেখক ও সমালোচকদিগের মধ্যে যাঁদের নাম করা হইয়াছে তাদের কে কত পৃষ্ঠার কোন্ গ্রন্থ লিখিয়াছেন তার একটা ছোটখাট হিসাব নীচে দেওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত দুই হিসাবের সহিত মিলাইয়া পড়িলে প্রত্যেকের কৃতিত্ব ও পরিশ্রমের পরিমাণ অর্থাৎ পত্রিকার জন্য দানের পরিমাণ নির্ণীত হইতে পারে।

নাম	কেতাবের নাম ও পৃষ্ঠা	
ইকনমিক জার্ণাল—		
১। উইলিয়াম হার্ব্বার্ট ডসন	"রিচার্ড কবডেন অ্যাণ্ড ফরেন্ পলিসি," (কব্‌ডেন ও পররাষ্ট্র-নীতি)।	পৃষ্ঠা দেওয়া নাই (শ' তিনেক হইবে)
২। এ সি পিগু	"ইন্‌ডাষ্ট্রীয়েল ফ্লাকচুয়েশন্‌স্" (ব্যবসার জোয়ার ভাঁটা)	৩৯৭ পৃষ্ঠা
৩। জেম্‌স বোনার	"টেব্‌লস্ বার্ণড় ইত্যাদি" (মোড় পরিবর্ত্তন)	৫৮ "
৪। এ এল্ বাওলি ৫। স্যার জে ষ্টাম্প	"জাতীয়" আয় ১৯২৪"	৫৯ "
৬। ক্যানান	"মানি" বা মুদ্রা	১২০ "
৭। জে এইচ্ ক্ল্যাপ্‌হাম	আধুনিক বৃটেনের আর্থিক ইতিহাস— প্রথম রেলওয়ে যুগ, ১৮২০-১৮৫০	৬৪১ "
৮। আর জি হট্রে	স্বর্ণপ্রমাণের পুঁথিগত ও কার্য্যগত বিচার	১৩২ "
৯। স্যার জে ষ্ট্যাম্প	খৃষ্টান নীতিবাদের আর্থিক সার্থকতা	১০৬ "
১০। টি ই গ্রিগরি	স্বর্ণপ্রমাণের প্রথম বছর	১৪১ "
১১। জি ডব্লিউ ড্যানিয়েল্‌স্ ১২। ডি সি জোন্‌স্	অর্থশাস্ত্রের ভিত্তি	পৃষ্ঠা জানা নাই (শ দুই হইবে)
১৩। জে এইচ্ জোন্‌স্	ফেডারেল রিজার্ভ প্রথা	৫৪ পৃষ্ঠা
১৪। ডব্লিউ আর স্কট ১৫। ১৬। অন্যান্যেরা	যুদ্ধকালে স্কটল্যাণ্ডের গ্রামদেশ	পৃষ্ঠা নাই, অন্যূন ৩০০ হইবে
১৭। সীড্‌নি ও বিয়েট্রীস্ ১৮। ওয়েব্	ইংরেজের লোকাল গবর্ণমেণ্ট "ইংরেজের পুওর ল"র ইতিহাস	১৯০ পৃষ্ঠা
আমেরিকান্ ইকনমিক রিভিউ—		
১। ডব্লিউ এল্ ক্রাম ২। এ সি প্যাটন	আর্থিক সংখ্যা-বিজ্ঞানের তর্ক-প্রণালীর গোড়ার কথা	৫০৪ "
৩। জে আর কমন্‌স্ ৪। জে বি এণ্ড্রুজ্	মজুর আইনের মূলতত্ত্ব	৬২৬ "
৫। ই ডব্লিউ কেমেরার ৬। জি ডিসেরিও্	দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণ শোধে প্রত্যা-বর্ত্তনের বিবরণী, সাক্ষ্য ইত্যাদি সহ	৬৫৫ "
৭। এম্ এ লিউয়িস্তেন্	ব্যবসায়ে নব কর্ত্তৃত্বের ধারা	২৪৪ "
৮। ই ই ডে	সংখ্যা-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ	৪৮৬ "

৯।	এফ্‌ আর ফেয়ার চাইল্ড	প্রাথমিক অর্থশাস্ত্র	৫৮৩ পৃষ্ঠা
১০। ১১।	অন্যান্যেরা		
১২।	জে এম্‌ ক্লার্ক	ব্যবসার সামাজিক শাসন	৫০১ „
১৩।	জন আইস্‌	যুক্তরাষ্ট্রের তৈল-নীতি	৫৫৭ „

গ্রন্থরচনায় ইংরেজ ও আমেরিকান্‌

সকল গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের খোঁজ লওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ইংরেজী পত্রিকার ৫ জন ব্যতীত বাকী ১৩ জন রয়েল ইকনমিক সোসাইটির সভ্য। এই ৫ জন ইঁহাদের সহিত যুক্ত থাকায় নাম করিতে হইয়াছে। মোট ৩৮ জন সভ্যের মধ্যে এই বৎসরে ১৩ জন গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। শুধুমাত্র গ্রন্থ লিখিয়া খালাস পাইয়াছেন (১) গ্রিগরি, (২) জোন্‌স, (৩) স্কট ও (৪) ওয়েব্‌। গ্রন্থ ও সমালোচনা একত্রে চালাইয়াছেন (১) বোনার (২) বাউলি, (৩) ষ্ট্যাম্প, (৪) ক্যানান্‌, (৫) ক্ল্যাপ্‌হাম ও (৬) হট্রে আর একসঙ্গে প্রবন্ধলেখক, সমালোচক ও গ্রন্থকার হিসাবে দেখা দিয়াছেন (১) ডসন (২) পিগু ও (৩) ড্যানিয়েল্‌স্‌।

অন্যদিকে আমেরিকান্‌ ইকনমিক এসোসিয়েশনে ১৯২৭ সন অবধি ২৪ জন ব্যক্তি সভাপতি হইয়াছেন। তন্মধ্যে এই বৎসরে মাত্র (১) কমন্‌স্‌ ও (২) কেমেরার গ্রন্থকাররূপে দেখা দিয়াছেন। কেমেরার প্রবন্ধ লেখক ও সমালোচকও বটেন; কমন্‌স সমালোচনাও করিয়াছেন।

এই দুইজন বাদে বাকী ১১ জনের মধ্যে ৫ জন মাত্র সমিতির সভ্য। তন্মধ্যে ১৯২৭ সনের সহকারী সভাপতি লিউয়িস্তেনে শুধু মাত্র গ্রন্থকার হিসাবে আছেন। সম্পাদক-সঙ্ঘের ৭ জনের ভিতরে (১) ক্লার্ক শুধু মাত্র গ্রন্থকার, আর (২) আইস্‌ গ্রন্থকার ও সমালোচক। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির (১) ডে ও (২) ফেয়ার চাইল্ড (অন্যান্যদের সঙ্গে) উভয়েই গ্রন্থকার মাত্র। ক্রাম সমিতির বাহিরের লোক।

আমেরিকান্‌ ইকনমিক সোসাইটীর কর্ত্তাব্যক্তির সংখ্যা ২১। তন্মধ্যে ৮ জন গ্রন্থকাররূপে আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

হাউস্‌ অব্‌ লেবারার্স লিমিটেড্‌, কুমিল্লা

শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, এম, এ, বি, টি

বাংলার মধ্যবিত্ত গৃহস্থের শিক্ষিত ছেলে চাকুরীকেই একমাত্র জীবনের চরম লক্ষ্য করিয়া এতদিন চলিয়া আসিতেছিল। চাকুরী যে ভিক্ষাবৃত্তি এবং সেই পুরাণ সংস্কৃত প্রবাদে 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ' বলিয়া যে এক সাধারণ ইঙ্গিত আছে তাহা মজ্জাগত চাকুরীর মোহে বাঙ্গালী এক প্রকার ভুলিয়াই বসিয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক্‌টা এতদিন এভাবে উপেক্ষিত হওয়ার ইহা ভিন্ন অন্য কোন কারণ কিংবা কৈফিয়ৎ নাই। নন্‌ কো-অপারেশনের পুণ্যযোগে দেশের সে মোহ ভাঙ্গিয়াছে। শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায় বেকার-সমস্যার মীমাংসার চাকুরী ভিন্ন অন্য উপায় আছে কিনা তাহা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমান সর্ব্বগ্রাসী ব্যবসার দিনে ভারতের স্থান কোথায়? আমাদের প্রয়োজন সঙ্কুলানে আমরা কতটুকু সমর্থ? সর্ব্বভাবে আমরা পরমুখাপেক্ষী। শস্যশ্যামলা ভারতভুমি আজ দুর্ভিক্ষের লীলাস্থলী!

ব্যবসা ও বাণিজ্যবিষয়ক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা নাই

বলিয়া কি বাঙ্গালীকে চিরকাল কেবল কৃষক কিংবা ভৃত্যের জীবনই যাপন করিতে হইবে? বুদ্ধিমত্তার মস্তিষ্কের জোরে বাঙ্গালী অন্য কোন সভ্য জাতি অপেক্ষা ন্যূন নহে কিন্তু তবু তাহারা নিজ কর্ম্মফলে এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত।

হাউস্ অব্ লেবারার্স দেশময় নূতন জাগরণেরই ফল। ১৯২২ সনে ক্ষুদ্র কুমিল্লা নগরীর এক অবিখ্যাত প্রান্তে একদিন মুক্ত রাজবন্দী ও অসহযোগী শিক্ষিত যুবক কি এক শুভ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এই অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করে। আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধবের উৎসাহ কিংবা অর্থসাহায্য পাইবার সৌভাগ্য তাহাদের ছিল না। প্রবীণের ভৎর্সনা ও নিরুৎসাহবাক্য, চিরনিন্দুকের ব্যঙ্গ ও গঞ্জনা এবং বন্ধুদের নিষেধ সত্ত্বেও এই দুঃসাহসী যুবকসঙ্ঘ ২১০৲ টাকা মাত্র সম্বল লইয়া এক কারখানা প্রতিষ্ঠিত করে। নিতান্ত নিরাশার মধ্যে তাহাদের ছিল শুধু একটা সৃষ্টির ঐকান্তিক আকুল প্রেরণা ও আত্মত্যাগের একটা দৃঢ় উন্মাদনা।

এই শ্রমিক কারখানার তৎসাময়িক অবস্থার বর্ণনায় হাস্য সম্বরণ করা দুষ্কর। একটা অতি সাধারণ কামার দোকানেও বোধ হয় এর চেয়ে বেশী যন্ত্রপাতি থাকে। না ছিল তাহাদের যথেষ্ট মূলধন, না ছিল ব্যবসায়-সংক্রান্ত শিক্ষা কিংবা অভিজ্ঞতা; কিন্তু তাহাদের দুইটী জিনিষ ছিল, আশা ও অক্লান্ত প্রেরণা। সাধু চেষ্টা একদিন না একদিন সফল হইতে বাধ্য, এই মাত্র বিশ্বাসে ভর করিয়া তাহারা একটা কিছু নিয়া লাগিয়া পড়িল। ভগবান বোধ হয় দৃঢ় সঙ্কল্প দেখিয়া গোপনে তাহাদের প্রতিষ্ঠানকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোকের ছেলেরা চিরপ্রচলিত চাকুরী প্রবৃত্তিকে অবহেলা করিয়া নিতান্ত নূতন একটা কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। সর্ব্বসাধারণের চোখে প্রথম প্রথম তাহাদের কারখানাটা একটা বিদ্রূপের জিনিষ মাত্র ছিল। ক্রমে তাহারা সকলেই একমাত্র আত্মনির্ভরের জোরে বেশ ভাল কামাররূপে সকলের কাছে পরিচিত হইতে লাগিল। কারখানার খন্তা, দা প্রভৃতির কাটতি বাজারে বাড়িয়া চলিল।

এই নাছোড়বন্দা কর্ম্মীদের কার্য্যকলাপ প্রথম হইতেই কুমিল্লার সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় লক্ষ্য করিতেছিলেন। একটা কিছু করিবার অটুট জিদ তাহাদের বরাবরই ছিল। তাহাদের দৃঢ় সঙ্কল্পে সন্তুষ্ট হইয়া নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে তিনি তাহাদের নিতান্ত দুরবস্থার দিনে ২২০০০৲ টাকা তাহাদিগকে দেন। সর্ব্বদা সুপরামর্শ ও উৎসাহ দিয়া তিনি তাহাদিগকে ব্যবসা-সম্বন্ধীয় শিক্ষায় যথেষ্ট সহায়তা করিতে থাকেন। এইভাবে হাউস অব লেবারার্সের অন্ধকারে হাতড়ান্ বেশ কিছু দিন চলিতে থাকে। কোন দিন যে করার মত কিছু একটা করিতে পারিবে সে ভরসা তখন তাহাদের বড় একটা ছিল না। দীর্ঘ আট বৎসরের চেষ্টার ফলে সমস্ত বাধাবিঘ্ন ও প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বর্ত্তমানে শ্রমিক কারখানা কুমিল্লার এক গৌরবের বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছে। সফলতার আস্বাদ পাইয়া ক্রমশঃ তাহাদের আশা ও উৎসাহ বাড়িয়া চলিয়াছে।

একটা নগণ্য প্রারম্ভ হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুগঠিত একটা কারখানায় পরিণতির পশ্চাতে একমাত্র জন কয়েক শিক্ষিত যুবকের একনিষ্ঠ চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নাই। যাহারা ইহাদিগকে প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন কেবল তাহারাই এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে হাউসের সম্পত্তির মূল্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

তুচ্ছ নিত্যব্যবহার্য্য লোহার দা, কোদালি প্রভৃতি প্রস্তুত করা তাহাদের বহুদিন যাবতই শেষ হইয়া গিয়াছে। চা-বাগানের কনট্রাক্ট চালুনি ও প্রুনিং ছুরি তৈরী, গৃহ ও সেতু নির্ম্মাণ, কলকব্জা মেরামতি ও ফিট করা বর্ত্তমানে ইহাদের প্রধান কাজ।

প্রতিদিন প্রায় ৯৫ জন কারখানায় খাটে। প্রতি বৎসর নূতন করিয়া ১০।১৫ জন শিক্ষিত যুবককে শিক্ষা-নবীশরূপে নেওয়া হয়। শিক্ষা-সমাপ্তির পর কারখানায়ই তাহাদের কাজ হয়। চল্‌তি বছরে চা বাগানের কনট্রাক্টে প্রায় লক্ষ টাকার কাজ হইবে। আসামের বহু চা বাগানে হাউস অব্ লেবারার্সের বিশেষ খ্যাতি ও

সুনাম হইয়াছে। আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে হইতেও সম্প্রতি তাহারা অর্ডার পাইতেছে। একদিন বাঙ্গালীর যাহা ধারণারও অতীত ছিল হাউস অব লেবারার্স অতি কৃতিত্বের সহিত তাহাই সুসম্পন্ন করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছে।

কারখানাগৃহ বর্ত্তমানে কুমিল্লা ষ্টেশনের পশ্চিমে অবস্থিত। কারখানা ঘর তাহাদের নিজেদের প্রস্তুত। অল্পদিন হইল কাজের সুবিধার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবস্থা হইয়াছে। অর্থাভাবে তাহারা এখনো ঠিক ইচ্ছামত ব্যবসা চালাইতে পারিতেছে না। বহু অর্ডার ফেরৎ দিতে বাধ্য হইতেছে। ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির মূলে অর্থ। প্রসারতা ও বিস্তৃতিই ব্যবসার প্রাণ। হাউস অব লেবারার্সের ঐ এক অন্তরায়। কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের সহানুভূতিতেই তাহাদের কাজ কোন রকমে চলিয়াছে বটে; কিন্তু প্রয়োজনানুযায়ী অর্থ-সংস্থানের ব্যবস্থা নাই বলিয়া বড় বড় কন্‌ট্রাক্টে এখনো তাহারা হাত দিতে সাহস পাইতেছে না। কিন্তু বিস্তৃতির দিক্‌টা তাহাদের ক্রমে বাদ পড়ে নাই। অর্থাভাবকে তাহারা সর্ব্বদাই উপেক্ষা করিয়া আসিতেছে। বৎসরাধিক হইল তাহারা পিয়ারলেস টি কোং নামে একটা চা কোম্পানী খুলিয়াছে এবং উহা ভালই চলিয়াছে।

হাউস অব লেবারার্সের দুইটী বিশেষত্বের কথা নিতান্তই উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, লাভ কখনো প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে বণ্টন হয় না। ব্যবসার উন্নতিকল্পে উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যবসাতে খাটানোই তাহাদের উদ্দেশ্য। ব্যবসার লাভের টাকার উপর কেবল ব্যবসায়ীরই পূর্ণ অধিকার নয়। ক্রেতারও তাহাতে দাবী আছে। লাভের টাকাকে ব্যবসায় খাটাইয়া অল্প মূল্যে ভাল জিনিষ সরবরাহ করাই প্রকৃত ব্যবসায়ীর কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় বিশেষত্ব—জনসমাজের সেবা। ইহাই তাহাদের মূল মন্ত্র। কর্ম্মই তাহাদের একমাত্র সাধনা। বাঙ্গালীর চির অপবাদ কর্ম্মবিমুখতা। বক্তৃতায় পঞ্চমুখ বাঙ্গালী আজ কাজের মত কাজ করিতে পরাঙ্মুখ নয়, ইচ্ছা করিলে বাঙ্গালীও সবই করিতে পারে, ইহা প্রমাণ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য।

কোন কাজই ঘৃণ্য কিংবা হেয় নয়। সনাতন আভিজাত্যের দোহাই দিয়া বাঙ্গালী মরিতে বসিয়াছে। কিন্তু হাউস্ অব্ লেবারার্স কর্ম্মের মহিমা প্রচারের দৃষ্টান্ত স্বরূপ আজ দেশের কাছে দাঁড়াইয়াছে। তাহারা যেমন কোদাল মারিতে জানে, লোহা পিটিতে মজবুত, রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে ঘরের ছাউনি দিতে সিদ্ধহস্ত, অন্যান্য মজুরের কাজে দড়, তেমনি চেয়ারে বসিয়া ডজন ডজন চিঠি লিখিতেও পটু। কোন কর্ম্মকেই তাহারা লজ্জাজনক মনে করে না। সুযোগ এবং সুবিধা পাইলে ভদ্রলোকের ছেলে কখনই কায়িক পরিশ্রমে বিমুখ নহে, সকলের কাছে ইহা প্রমাণ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য।

লাভের জন্য তাহাদের ব্যবসা নয়। দেশের উপকার করা তাহাদের ব্রত। এই স্বার্থত্যাগী যুবকের দল দেশে একটী অনুকরণীয় উদাহরণ প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসুক। যথেষ্ট অর্থ না থাকায় অনেক কিছুই তাহাদের অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে সর্ব্বসাধারণের নিকট তাহারা এক আবেদন করিয়াছে। দান-গ্রহণে তাহারা ঘৃণা বোধ করে। শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টাকা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ সহ ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দেশের সচ্ছল ও ধনী ব্যক্তিদের কাছে তাহারা ঋণপ্রার্থী। আশা করি এই ঋণ দিয়া দেশবাসী তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন।

ভগবান শুভ চেষ্টাকে সর্ব্বদাই জয়যুক্ত করেন এবং ইহাকেও করিবেন এই আমাদের ভরসা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল, বি এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

আর্থিক উন্নতি

অগ্রহায়ণ—১৩৩৪ ৩য় বর্ষ—৮ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

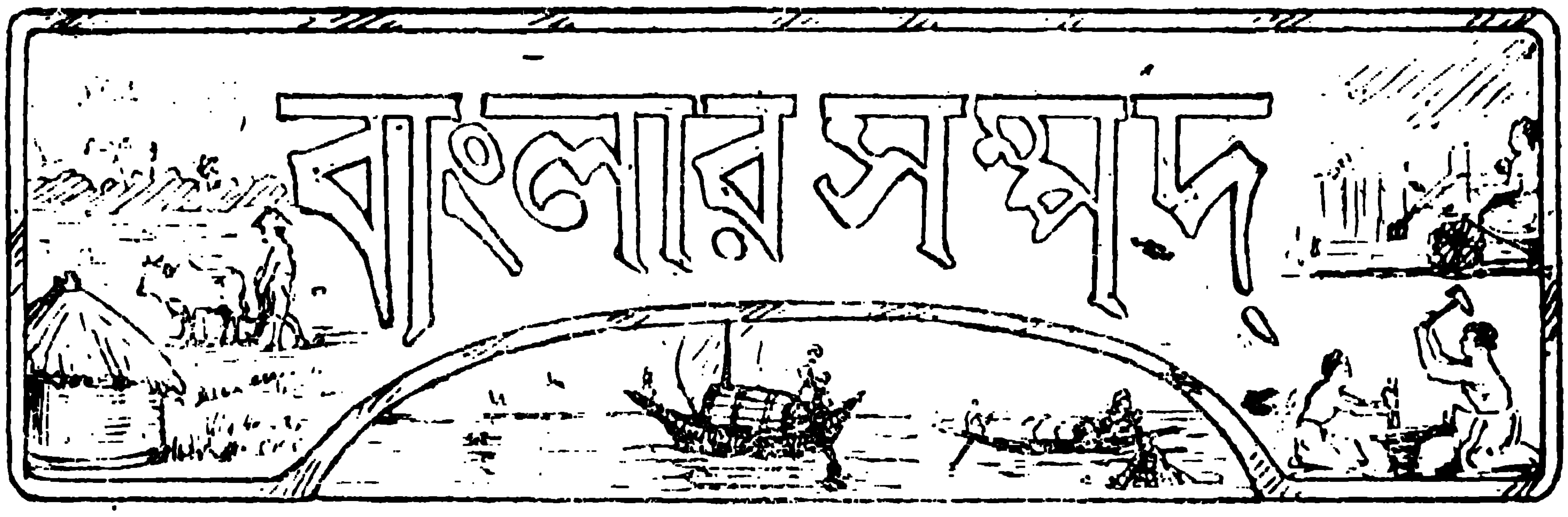

কংগ্রেস শিল্প-প্রদর্শনী

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন যেমন নানা দিক্ দিয়া অভূতপূর্ব্ব হইবে, তেমনি অভূতপূর্ব্ব হইবে কংগ্রেস শিল্প-প্রদর্শনী। উদ্যোক্তৃরা যে আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের কর্ম্মকুশলতারই কেবল পরিচয় পাওয়া যাইবে না, তাঁহাদের আয়োজনে জাতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠার আগ্রহের এবং সূক্ষ্ম রসানুভূতিরও পরিচয় পাওয়া যাইবে; শিল্প-প্রদর্শনী বলিতে আমাদের দেশে এতদিন বিশেষ করিয়া শ্রম-শিল্পের প্রদর্শনীই বুঝা যাইত; কিন্তু এবারকার প্রদর্শনী চারু-শিল্পকেও নিজস্ব করিয়া লইবে। দেশের যেখানে যত রকম সুকুমার শিল্প ধ্বংসের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আজিও বাঁচিয়া রহিয়া জাতিকে রসের যোগান দিতেছে, তাহা সবই প্রদর্শনীতে স্থান পাইবে। ভারতীয় চিত্র, ভারতীয় সঙ্গীত, ভারতীয় নৃত্য, ভারতীয় ভাস্কর্য্য—নিজের বলিতে যাহাকিছু আছে সকলের সঙ্গেই ভারত-বাসীর যাহাতে পরিচয় হইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া আমরা শুনিতে পাইতেছি। পণ্য-শিল্প যে ইহার জন্য কিছুমাত্র উপেক্ষিত হইতেছে, এমন কথা কেহ যেন মনে না করেন। পণ্য-শিল্পের প্রতিষ্ঠার উপর যে জাতির প্রতিষ্ঠা অনেকখানি নির্ভর করে এ কথা উদ্যোক্তৃরা অবগত আছেন বলিয়া আয়োজনের কোন ত্রুটিই এদিকে রাখিতে চাহেন না।

তারপর আরো একটা নূতন বিষয় এই যে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে দেশে যে কর্ম্মপ্রচেষ্টা চলিতেছে, জীবনকে সকল রকমে শ্রেষ্ঠ করিতে হইলে যে নিপুণতার প্রয়োজন, তাহাও এই প্রদর্শনীতে দেখান হইবে। দেশের লোকদের অনুরোধ করিতেছি, এই শিল্প-প্রদর্শনী যাহাতে দেশের সর্ব্বপ্রকার শিল্পের পরিচয়ক্ষেত্র হইয়া উঠিতে পারে সকল দিক্ দিয়া তাঁহারা তাহার সহায়তা করুন। (আত্মশক্তি)

পাটকলে মজুর-লড়াই

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির শ্রমিক-বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ এইরূপ লিখিতেছেন—

বাউড়িয়ার পাটকলসমূহ ১২১ দিন হইল বন্ধ রহিয়াছে। হেড আফিস হইতে মীমাংসার জন্য মিঃ ক্যামেরণ বাউড়িয়ায় আসিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া যাইবার পর পাটকল তিনটির ম্যানেজার হেড্ আফিসকে আশ্বাস দেন যে, নূতন পশ্চিমা লোক আমদানি করিয়া তাঁহারা এক সপ্তাহের মধ্যে কলসমূহে কাজ আরম্ভ করিবেন। তদনুসারে ৭ই নবেম্বর নূতন ও পুরাতন কলসমূহে আবার ভোঁ বাজিয়া উঠিল। ঐ দিন শ্রমিকদের এক ডেপুটেশন মিঃ ক্যামেরণের সহিত সাক্ষাৎ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। তদবধি আলমবাজারের তুলসীবাবু নামে জনৈক ব্যক্তির সাহায্যে আলমবাজার হইতে পশ্চিমা লোক সংগ্রহের জন্য প্রবলভাবে চেষ্টা চলিতে থাকে।

কিন্তু পর্য্যাপ্ত সংখ্যক পশ্চিমা লোক মিলিল না। মাত্র কয়েক শত শ্রমিককে ভুল বুঝাইয়া ও উচ্চ বেতনের স্তোক দিয়া আনা হইল। কিন্তু তাহারা আসিয়া প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিল। এবং ফলে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মাহিয়ানা লইয়া গত শুক্র ও শনিবার বাউড়িয়া হইতে চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ প্রত্যহই দলে দলে নূতন সংগৃহীত শ্রমিকগণ চলিয়া যাইতেছে। বুধবার রাত্রে বিরাট শ্রমিক সভা হয়। তাহাতে শ্রীযুত ভবেন্দ্রনাথ দে, শ্রীযুত কালিদাস ভট্টাচার্য্য, মিঃ সামসুল হুদা, শ্রীযুত হেমন্তকুমার বসু, শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত গোপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত রাধারমণ মিত্র বক্তৃতা করেন। নূতন পশ্চিমা শ্রমিকদিগকে হিন্দী ভাষায় প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়া হয়। এবং আলমবাজার, শিবপুর, টিটাগড় ও জগদ্দল মিলসমূহের শ্রমিকদের মধ্যেও বহু হিন্দী পুস্তিকা বিতরণ করা হইয়াছে। ফলে সোমবার প্রাতে বাউড়িয়া নর্থ মিলে একেবারে কাজ হয় নাই;—অন্যান্য মিলেও কাজ ঐরূপ। রবিবার রাত্রে যে সব শ্রমিক আনীত হইয়াছিল, সোমবার প্রাতেই তাহারা কাজ করিতে অসম্মত হয়।

আবার এদিকে কুলী লাইনে কলেরা দেখা দিয়াছে এবং এপর্য্যন্ত দুই জনের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ফলে যে কয়জন শ্রমিক আছে তাহারাও আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।

স্থানীয় শ্রমিকদের সাহায্য ব্যতীত কাজ চলা অসম্ভব দেখিয়া কলের কর্ত্তৃপক্ষগণ কলের নিকট যেসব শ্রমিক বাস করে তাহাদিগকে নানারূপ ভয় দেখাইতেছে। যে সব শ্রমিক বাউড়িয়া হইতে ২।১ মাইল দূরে বাস করে তাহাদের নিকট কতকগুলি আড়কাটি গিয়া বলিয়া বেড়াইতেছে যে, আপোষ হইয়া গিয়াছে এবং ধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে। ঐ সব শ্রমিক দূরে থাকার জন্য দৈনন্দিন অবস্থা জানে না। সেই হেতু মূলগাছি, বাগনান, হীরাপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়া শ্রমিক-নেতাগণ সভা করিতেছেন এবং সেই সব স্থানের শ্রমিকদিগকে বাউড়িয়ার প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দিতেছেন। কলের আড়কাটিদের কথায় শ্রমিকগণ যাহাতে প্রতারিত না হয়, তজ্জন্য বিভিন্ন গ্রামে কর্ম্মিদল প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহার ফলে সোমবার প্রাতে কোন গ্রাম হইতেই কোন বাঙ্গালী শ্রমিক বাউড়িয়ায় আসে নাই।

সকল চাতুরী ব্যর্থ দেখিয়া মিলের কর্ত্তৃপক্ষগণ ও জমিদার ষড়যন্ত্র করিয়া স্থানীয় শ্রমিকদের, এমন কি স্থানীয় ভদ্রলোকদের জন্য বাজার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন,—স্থানীয় শ্রমিক ও ভদ্রলোকগণ বাজারে কোন জিনিষ কিনিতে পাইতেছে না। ইহাতে তাহাদের অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছে। এই জন্য বাউড়িয়ার অধিবাসিবৃন্দ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একখানি আবেদন করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে।

শ্রীযুত কালিদাস ভট্টাচার্য্য, যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, হেমন্ত বসু, বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রাধারমণ মিত্র কি অবস্থা দাঁড়ায় দেখিবার ও তাহার প্রতীকার করিবার জন্য বাউড়িয়ায় অবস্থান করিতেছেন।

সরকারী শিল্প-বিভাগ

সরকারী শিল্প-বিভাগ বাঙ্গালা দেশে ১৯২৭ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯২৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে কাজ করিয়াছেন তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। মিঃ জি,

পি, হগ ১৯২৭ সালের ২৩শে মে পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সরকারী শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টার ছিলেন; তাহার পর হইতে মিঃ এ, টি, ওয়েষ্টন ঐ পদে নিযুক্ত আছেন। ডাক্তার রসিকলাল দত্ত শিল্প-বিভাগের রাসায়নিক, এ, এন, সেন শিল্প ও কারিগরী বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক, এস, সি, মিত্র শিল্প বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ার। বি, এম, দাস বাঙ্গালার চামড়া শিল্প বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ও সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বাঙ্গালার বস্ত্র-শিল্প-প্রদর্শন বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিয়াছেন।

কলিকাতার নিকটে গঙ্গানদীর উভয় পারে যে সকল পাটকল আছে তাহাতে আড়াই লক্ষ শ্রমিক কাজ করে; বাঙ্গালার নানাস্থানে যে সকল তাঁতি কাজ করে তাহাদের সংখ্যাও প্রায় আড়াই লক্ষ হইবে।

শিল্পে সাহায্য

মোজা, গেঞ্জী, দেশলাই, কালি, খাম, গঁদ, শীল করিবার মোম, জুতার পালিস, কসমেটিক, লৌহদ্রব্য প্রভৃতি তৈয়ার করিয়াও এদেশে বহু যুবক জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। শণের দড়ি, গরুর গাড়ীর চাকা, প্রভৃতির মত জিনিষ এখনও বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে বহু পরিমাণে তৈয়ারী হইয়া থাকে; ঐ শিল্প রক্ষার জন্য এখন পর্য্যন্তও কোনরূপ সরকারী সাহায্য প্রয়োজন হয় নাই। কুটীর-শিল্প হিসাবে সাবান প্রস্তুত, গালা পরিষ্কার, মোজা গেঞ্জির রং করা, কাচের উপাদান সংগ্রহ, কাচের উপর রূপালি কাজ প্রভৃতি বিষয়ে রাসায়নিক মহাশয় গবেষণা দ্বারা অনেক শিল্পীর উপকার করিয়াছেন।

সাহায্য-প্রাপ্তগণের তালিকা

শিল্প বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার বহু শিল্পীকে নানাভাবে সাহায্যদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি উল্লেখ-যোগ্য—

(১) বর্দ্ধমানে ২ শত অশ্বশক্তির এঞ্জিনদ্বারা ৯০ জোড়া ঘানি-যুক্ত একটি তেলের কল চালাইবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

(২) কলিকাতায় একটি কার্ড-বোর্ড প্রস্তুতের কারখানার কল সম্বন্ধে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

(৩) ৫ হন্দর আলকাতরা প্রস্তুত করিবার যন্ত্রপাতি একটি কলিকাতার কারখানায় বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৪) চট্টগ্রামে একজনকে বরফ তৈয়ারীর একটি ছোট কল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৫) কুষ্টিয়ার একটি বরফের কলকে অধিক কার্য্যক্ষম ও উন্নত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৬) পাবনায় একজনের মোজাগেঞ্জির কল সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া একটি নূতন কারখানা তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তাহা ছাড়া পাবনার সুর্কী মিল, জনৈক জিলাবোর্ড চেয়ারম্যানের ষ্টীল ট্রাঙ্কের কারখানা, মাদারীপুরের দুধের কারখানা, জলপাইগুড়ি লোহার কারখানা, বাগেরহাট তেলের কল ও খোল পেষাই কল, রং ও মুদ্রণ যন্ত্র, কাচের কারখানার চিমনি বসান প্রভৃতি কার্য্যেও সাহায্য দান করা হইয়াছে।

লিমিটেড্ কোম্পানী

কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত লিমিটেড্ কোম্পানীগুলির সুখ্যাতি অধিক কি কুখ্যাতি অধিক সে বিষয়ে বিভিন্ন লোকের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু মফঃস্বলে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত অধিকাংশ লিমিটেড্ কোম্পানীর প্রতি যে অংশীদার ও স্থানীয় অধিবাসীদের শ্রদ্ধা অত্যধিক, তাহা কোম্পানীগুলির ক্রমোন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই বুঝা যায়। উত্তর ও পূর্ব্ব-বঙ্গের অধিকাংশ মহকুমা ও সদরে একাধিক লোন আফিস ও ব্যাঙ্ক বহুদিন ধরিয়া সুপরিচালিত হইতেছে। এগুলির লাভের অঙ্ক নিত্যই বাড়িতেছে। শতকরা পনর টাকা হইতে তিন শত টাকা পর্য্যন্ত ইহারা লভ্যাংশ দিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত জলপাই-গুড়ির চা-বাগান, পাবনার গেঞ্জির কল, মুর্শিদাবাদের সিল্ক ব্যবসায়, ঘাটাল ও বিষ্ণুপুরের পিতলের বাসন পত্র—এসকলেও লিমিটেড্ কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে উচ্চ লাভে ক্রয় বিক্রয় ও মাল প্রস্তুত হইতেছে। বস্তুতঃ

সাধারণভাবে বলা যায় মফঃস্বলে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত লিমিটেড কোম্পানীগুলি বাঙ্গালীর ব্যবসার দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক। বাঙ্গালার মফঃস্বলে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়গুলির মধ্যে শতকরা দশটিও লোপ পাইয়াছে কিনা সন্দেহ। বরং বলা চলে যে, এগুলি প্রতিষ্ঠার অতি অল্পকাল মধ্যেই শতকরা পঁচিশ টাকা ও তদূর্দ্ধ হিসাবে লভ্যাংশ প্রদান করিতে পারিয়াছে।

(বাঙ্গলার কথা)

ঢাকা রায়ত কনফারেন্স

ঢাকা জেলার ধামরাই থানার অন্তর্গত কুশুরা মধ্য ইংরেজী স্কুল-প্রাঙ্গণে ঢাকা রায়ত কনফারেন্সের ১ম বার্ষিক অধিবেশন গত ৭ই অক্টোবর সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গের প্রসিদ্ধ জননায়ক প্রজা-বন্ধু জনাব মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক, এম, এল, সি, সাহেব অনিবার্য্য কারণে আসিতে না পারায় মাণিকগঞ্জের প্রসিদ্ধ মোক্তার মৌলবী আওলাদ হোসেন খাঁ সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় হিন্দু-মুসলিম প্রায় পাঁচ হাজার লোক সমাগত হইয়াছিলেন।

(১) নূতন প্রজাস্বত্ব আইনের জমি-হস্তান্তর সম্পর্কে শতকরা ২০৲ টাকা নজরের প্রতিবাদ (২) অগ্র-ক্রয় বিধানের প্রতিবাদ (৩) ওয়াক্ফ, হেবা প্রভৃতি ধর্ম্মার্থে উৎসর্গীকৃত জমির হস্তান্তর কালেও জমিদারকে নজর দেওয়ার যে বিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ; (৪) ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতা এলবার্ট হল সভায় গৃহীত প্রস্তাবসমূহ সমর্থন (৫) যাহাতে আগামী সংস্কার ব্যবস্থায় কাউন্সিলে প্রজাপক্ষের যথেষ্ট প্রতিনিধি যাইতে পারেন, তজ্জন্য সাইমন কমিশনের সদস্যগণকে অনুরোধ (৬) প্রজাপক্ষ-সমর্থনকারী কাউন্সিল-সদস্যগণকে ধন্যবাদ প্রদান (৭) স্বরাজ্যদল ও প্রজাদ্রোহী কাউন্সিল-সদস্যদের নিন্দা (৮) প্রাথমিক শিক্ষা-বিল সমর্থন, কিন্তু তাহার ট্যাক্স সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(সওগাত)

কলিকাতা বন্দর

কলিকাতা বন্দরের ১৯২৭-২৮ সনের শাসন-বিবরণীতে প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে যতগুলি জাহাজ মাল আমদানি রপ্তানি করিবার জন্য বন্দরে প্রবেশ করিয়াছে এবং যে পরিমাণ মাল জেটি ও ডকে উঠান নামান হইয়াছে এমন আর কোন বৎসর হয় নাই। অর্থোপার্জ্জনের দিক্ দিয়া এই বৎসর ভাল। লাভ দাঁড়াইয়াছে ৩,৩৮,৮২,১২৪ টাকা, খরচ ৩,০২,৪৬,৪০৯ টাকা এবং বৎসরের কাজের শেষে উদ্বৃত্ত ৩৬,৩৫,৭১৫ টাকা।

কিন্তু যদিও অন্যান্য জিনিষের রপ্তানি বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু পাটের চালান ৪০,০৭৩ টন কম হইয়াছিল। বার্ম্মা হইতে ১,২০,০০,০০০ গ্যালন কেরোসিন আমদানি হইয়াছে এবং আসাম হইতে আদৌ কেরোসিন আনা হয় নাই। অন্যপক্ষে আমেরিকা হইতে ১ কোটি গ্যালন বেশী, বোর্ণিও হইতে ৪০ লক্ষ গ্যালন বেশী, রুশিয়া হইতে ৬০ লক্ষ গ্যালন, এবং পারস্য হইতে ১০ লক্ষ গ্যালন বেশী কেরোসিন আমদানি করা হইয়াছে। বন্দরে আগত জাহাজের সংখ্যা হইয়াছিল ১৪১৮ খানি, এবং উহারা মোট মাল বহন করিয়াছিল ৭,৬৮০,০৪০ টন। নদীবক্ষে জাহাজের উপর এসিষ্ট্যাণ্ট হার্ব্বার মাষ্টারের অধীন ১৭ জন লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং খিদিরপুর ডকে ১৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে কিংজর্জ্জ ডক্ স্কিমের জন্য ১৪১ লক্ষ টাকা, ও খিদিরপুর ডকে ৮০ ফুট লম্বা নূতন লক্ এণ্ট্রান্স তৈয়ার করিবার জন্য আরও ১৮½ লক্ষ টাকা খরচ করা হইয়াছে। ১৯২৯ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষে এই সমস্ত কার্য্য শেষ হইবে বলিয়া আশা আছে।

১৯২৭ সনের ১লা এপ্রিল তারিখে পাকা হিসাবের খাতায় ব্যালান্সের পরিমাণ ছিল ৭২,৮৭,৭৭০ টাকা, এবং এই বৎসর শতকরা ৫৲ টাকা হারে সুদ দিয়া ১৫০লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সমস্ত টাকা হইতে সমস্ত খরচপত্র বাদে মোট উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ ১,৪৫,৮৭,৫৭,৫০ টাকা দাঁড়াইয়াছে। ১৯২৮ সনের ৩১শে

মার্চ্চ তারিখে ক্লোজিং ব্যালান্সের পরিমাণ ছিল ৩৬,৭১,৯৭২ টাকা।

ধর্ম্মঘটের দিক্ দিয়া আলোচ্য বৎসর অত্যন্ত দুর্ব্বৎসর বলিতে হইবে। এসিষ্ট্যাণ্ট হার্ব্বার মাষ্টারগণ, জেটির মাসিক কুলি, ডক-লস্কর, ডকটাগ্ ইত্যাদির খালাসীগণের মধ্যে ধর্ম্মঘট হইয়াছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত পোর্ট ড্রেজার ও টাগ রেস্কিউএর খালাসীগণও ধর্ম্মঘট করিয়াছিল।

দেশীয় পাটকলওয়ালাগণের সঙ্কট

গত পুজার বন্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্লাইভ ষ্ট্রীট অঞ্চলে রীতিমত ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমানে বাঙ্গলার পাটকলগুলিতে সপ্তাহে মোট ৫৪ ঘণ্টা কাজ চলিয়া থাকে। মহাযুদ্ধের পর চটকল ও থলিয়ার চাহিদা কমিয়া গিয়াছিল, সুতরাং চাহিদার চেয়ে বেশী মাল আমদানির ফলে বাজার মন্দা হইয়া পড়িবার আশঙ্কা নিবারণের উদ্দেশ্যে সাত বৎসর পূর্ব্বে জুটমিল এসোসিয়েশন উৎপন্ন মালের পরিমাণ কমাইয়া বাজারে বেশ লাভজনক হারে চটের দর স্থিরতর রাখার জন্য তাঁহারা সমস্ত পাটের কলে সপ্তাহে মোট ৫৪ ঘণ্টা কাজ চালাইবার ব্যবস্থা নিজেদের মধ্যে বিধিবদ্ধ করেন। সেই অবধি এই ব্যবস্থা বাহাল আছে এবং ইহার ফল কলওয়ালাগণের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক হইয়াছে ও জুটমিল কোম্পানীর অংশীদারগণও ইহাতে বেশ সন্তুষ্ট আছেন। উঁহারা সকল পক্ষই ইহাতে যথেষ্ট লাভবান হইয়াছেন। অবশ্য চটকলের মজুরদের ও পাটচাষীদের কথা স্বতন্ত্র। তাহাদের অবস্থার জন্য কলের মালিকগণের মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন নাই; দিবা ও রাত্রি তাহাদের পক্ষে সমান।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

কিন্তু এতদিন পরে যেন কালের প্রতিশোধ আসিয়া দেখা দিয়াছে বোধ হইতেছে। বাঙ্গালাদেশ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও রত্নসদৃশ পাটের ফসল জন্মে না। সুতরাং বাঙ্গালার পাটকলের দুয়ারে বসিয়া কলওয়ালা কাঁচামাল পাট নিজেদের ইচ্ছামত সস্তাদরে, অর্থাৎ নামমাত্র মূল্যে কিনিতেছে আর কলে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবস্থানুসারে চট ও থলিয়া তৈরি করিয়া আমেরিকাতে ও অন্যান্য দেশে বিক্রয় করিয়া বেশ মোটা লাভ করিতেছে,—এই সুন্দর দৃশ্য এদেশের ব্যবসায়ী, মহাজন সকলে দেখিতেছিল। কিন্তু এমন লোভনীয় ব্যাপার রক্তমাংসের মানুষ আর কতদিন শুধু বসিয়া দেখিতে পারে? দুনিয়ার বাণিজ্যক্ষেত্রে এখনকার এই দারুণ প্রতিযোগিতার যুগে এমনধারা প্রায় একচেটিয়া ব্যবসা বহুকাল ধরিয়া চালানো অবশেষে আর সম্ভব হইল না। জার্ম্মাণি বিদেশীয় জাতিদের মধ্যে বাঙ্গালার পাটের এক বড় খরিদ্দার। জার্ম্মাণিতে পাটের কল আছে। বিলাতে ডাণ্ডী সহরেও পাটের কল আছে। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশেও কয়েকটি কল আছে।

বিদেশীর প্রতিযোগিতা

এখন বিশেষভাবে জার্ম্মাণিতে ও ডাণ্ডীতে বাঙ্গালার চটকলের প্রচুর লাভ দেখিয়া সেখানকার কলওয়ালারা তাহাদের কলে যাহাতে বর্ত্তমানের চেয়ে আরও ঢের বেশী মাল উৎপন্ন হয় সেইমত ব্যবস্থা করিয়া চট ও থলিয়া বুনিবার তাঁতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। বাঙ্গালাদেশেও গত ৮।১০ মাসের মধ্যে ৫।৬টী নূতন চটকল স্থাপনের যোগাড় চলিতেছে। এই নূতন কলের মধ্যে ইলারাস্ কোম্পানীর পরিচালিত আগড়পাড়া মিলে ইতিমধ্যেই মাল তৈয়ারী আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালায় এই নূতন পাটের কলের প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, মুসলমান ও ইহুদি, এই কয় সম্প্রদায়ের লোক আছে। এদেশে ও বিদেশে চট ও থলিয়া তৈয়ারী করিয়া চটকলের অধুনাপ্রসিদ্ধ মোটা লাভের ভাগীদার হইবার জন্য এই সব নূতন আয়োজন ও প্রতিষ্ঠানের বহর দেখিয়া বাঙ্গালার পুরাণা কলওয়ালাগণ প্রমাদ গণিল। তাহারা ভাবিয়া দেখিল যে উদ্দেশ্যে ৭ বৎসর আগে তাহারা মালের আমদানি কমাইয়া বাজার-দর স্থির রাখার জন্য কল-চালানোর সময় কমাইয়াছিল, এখন তাহাদের খাসমহলে কতকগুলি অনাহুত আগন্তুকের দৌরাত্ম্যে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে চলিল। এখন এই

সব নবাগত প্রতিযোগীদের উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়া জব্দ করার উপায় কি ?

৬০ ঘণ্টা কল চালাও

বাঙ্গলার চটকলগুলি প্রায় সমস্তই বিদেশীদের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়। এই সব কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষীয় বড় সাহেবদের মধ্যে অনেকে বিলাতে থাকেন এবং সেখানেও এখানকার কোম্পানীদের আফিস আছে। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি বিলাতের আফিসের অধিকাংশ কর্ত্তাগণ সেখানে সভায় মিলিত হইয়া এখানকার কলে ৫৪ ঘণ্টার চেয়ে বেশী সময় কাজ চালাইয়া আরও বেশী মাল তৈয়ারী করার ব্যবস্থা করিবার জন্য কলিকাতার আফিসের কর্ত্তাদের অনুরোধ করেন। তদনুসারে স্থানীয় জুট মিল এসোসিয়েশন এই বিষয় স্থির করার জন্য তাঁহাদের সভার একটী বিশেষ অধিবেশন ৬ই নবেম্বর তারিখে ধার্য্য করেন। এই কল চালানোর সময় বৃদ্ধি করার সংবাদ ১৭ই অক্টোবর বাজারে প্রচার হওয়ামাত্র চট থলিয়ার বাজার ও জুট শেয়ারের দর কমিয়া যায়। পাটের চাহিদা বেশী হইবে বলিয়া পাটের দর তখন কিছু বাড়িয়া ছিল বটে, কিন্তু পরে তাহা স্থায়ী হয় নাই। সেই দিন হইতে পাট, চট, থলিয়া, ও জুট মিল শেয়ারের ব্যবসায়ী, দালাল, ফড়িয়া ও অংশীদারগণ সকলেই বিষম দুশ্চিন্তা ভোগ করিয়াছেন। বাঙ্গালার এই বিশাল ব্যবসায়ী সম্প্রদায়-ভুক্ত কেহই এবারে আরাম করিয়া পূজার ছুটি উপভোগ করিতে পারেন নাই। সকলেই মহা উদ্বিগ্ন।

মিল কর্ত্তৃপক্ষের সভা

সংপ্রতি বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্সের প্রাসাদে জুট মিলের কর্ত্তাদের সভার এক বিশেষ বৈঠক বসিয়াছিল। মহাজন, ব্যাপারী ও দালালের উৎকণ্ঠা চরমে উঠিয়াছিল। ক্লাইভষ্ট্রীটে ফুটপাথে, সভাগৃহের বারান্দায়, আশেপাশে মাড়োয়ারীর, শ্বেতাঙ্গদের ও অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক বাঙ্গালীর খুব ভিড় হইয়াছিল। সকলেই বাঙ্গালার পাট, ও বিশাল চটের ব্যবসায়ের বিদেশীয় কর্ত্তাগণ সভায় কি স্থির করেন, বাঙ্গালার ভাগ্য কোন দিকে নিয়ন্ত্রিত করেন, ইহা জানিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। পুরা দুই ঘণ্টা সভায় আলোচনা চলিয়াছিল। বেলা ৫টার পরেই সভা শেষ হইলে জানা গেল যে, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আগামী বৎসরে ১লা জুলাই হইতে তাঁহাদের সমিতির অধীন কলগুলিতে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাজ চালানো হইবে। কলওয়ালাদের মধ্যে ইঞ্চকেপ ও বার্কমায়ার কোম্পানীদ্বয়ের বড় কর্ত্তা "হোমে" (বিলাতে) থাকেন, এই সময়বৃদ্ধির নূতন সিদ্ধান্ত তাঁহাদের অনুমোদনসাপেক্ষ।

বলা বাহুল্য, সভার এই সিদ্ধান্ত ঐদিনই পৃথিবীময় সকল দেশে তারের খবরে প্রচারিত হইয়াছিল। প্রায় সকল দেশই বাঙ্গালার চট ও থলিয়ার খরিদ্দার। এই নূতন ব্যবস্থায় পাটের ও চটের বাজার কিরূপ দাঁড়ায় তাহা শীঘ্রই দেখা ও বুঝা যাইবে। তবে পরে এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথার আলোচনা করা যাইবে। আগামী বৎসর ১লা জুলাই হইতে অর্থাৎ আগামী সনের নূতন পাট আমদানির মুখে এই পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হইলে বর্ত্তমান সনের পাটের দর তেমন চড়িবে না বলিয়াই মনে হয়।

মোটের উপর, ভবিষ্যতে চটকলে বেশী মাল তৈয়ারী করিয়া বাজারে মালের দর কমাইয়া কলওয়ালাগণ নবীন প্রতিযোগীদের লাভের পথে কণ্টক রোপণের যে যোগাড় করিলেন, ইহা আপন নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করার ব্যবস্থা। কিন্তু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে লড়াই করিতে হইলে অনেক সময়ে বাধ্য হইয়া এমন কার্য্যও করিতে হয়, না করিলে হঠিয়া গিয়া পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। ইংরাজ ও স্কচ ব্যবসায়ী সহজে হঠিবার পাত্র নয়। বিশেষতঃ বর্ত্তমান স্থলে এখানকার জুট মিল কোম্পানীদের মধ্যে সকলেরই তহবিলে মূলধনের চেয়ে ঢের বেশী টাকা মজুত থাকায় তাহারা মজুত-তহবিলশূন্য নবীন প্রতিযোগীদের গলা টিপিয়া মারিবার জন্য যে মহাসংগ্রামের আয়োজন করিতেছে, সে সংগ্রামের রসদ পূর্ব্ব হইতে তাহাদের ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে। এখন নূতন প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে যে যে কোম্পানী প্রথম কিছুকাল ক্ষতি স্বীকার করিয়াও

সংগ্রাম-ক্ষেত্রে খাড়া থাকিয়া লড়িতে পারিবে, তাহাদের টিঁকিবার আশা করা যায়। আর এক কথা এই যে, মালের আমদানি যে পরিমাণে বাড়িবে সে অনুপাতে চাহিদা ঐ সময়ের মধ্যে না বাড়িলে সকলকেই লোকসান দিতে হইবে। অনেক মাল অবিক্রীত হইয়া মজুত থাকিয়া গুদামে পচিবে। তখন দর খুব কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। নূতন কোম্পানীদের খরচা পোষাইয়া লওয়া সুকঠিন হইবে। এইরূপে ক্রমাগত লোকসানের প্রচণ্ড আঘাতে যাহাতে নবীন প্রতিযোগিবৃন্দ আঁতুড় ঘরেই পঞ্চত্ব পায় কল-ওয়ালাদের এই নূতন ব্যবস্থার তাহাই একমাত্র অভিসন্ধি।

শ্রীহাটুরিয়া (বাঙ্গলার কথা)

বরিশালে ট্যাক্স-বন্ধের আন্দোলন

পটুয়াখালির অন্তর্গত মীর্জ্জাগঞ্জ থানার এলাকাধীন দেউলী ইউনিয়নের লোকেরা উক্ত ইউনিয়ন বোর্ডের বর্দ্ধিত ট্যাক্স দিবে না বলিয়া সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছে। অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। ইহারা শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে তাহাদের নেতৃত্ব করিতে অনুরোধ করে।

পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন কয়েকটি ইউনিয়নে ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। বরিশালের তৎকালীন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্লাণ্ডি অবশেষে লোকমতের বিরুদ্ধে ঐ সব স্থানে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন।

দেউলীর লোকদিগকে বলা হইয়াছিল যে, ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইলে তথায় নূতন নূতন স্কুল এবং রাস্তা করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু তেমন কোন কিছু না হইতে দেখিয়া তাহারা স্থির করিয়াছে যে তাহারা বর্দ্ধিত ট্যাক্স দিবে না।

সতীন বাবু দেউলীর লোকদিগকে অহিংস থাকিয়া বিধিবিহিতভাবে আন্দোলন চালাইতে বলেন। হিন্দু-মুসলমানে এমন প্রীতির ভাবের পরিচয় পাইয়া সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছে; মুসলমানেরা আবশ্যক হইলে সতীন বাবু এবং অপরাপর হিন্দু নেতাদের সাহায্য ভিক্ষা করিতে ইতস্তত করিতেছে না। (ফ্রী প্রেস)

৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা দান

শ্রীরামপুরের সুবর্ণবণিক্ সমাজের বাবু মাণিকলাল দত্ত সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা মূল্যের তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি নিম্নলিখিত সৎকার্য্যে দানের জন্য উইল করিয়া গিয়াছেন :—

কলিকাতা,হুগলী এবং চুঁচুড়ার দুঃস্থ সুবর্ণবণিক্ পরিবারসমূহকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার পত্নী প্রেমবতী দাসীর নামে ১,১০,০০০ টাকার এণ্ডাউমেণ্ট ফণ্ড করিবার জন্য। কলিকাতার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে বিশ্বেশ্বর দত্ত ওয়ার্ড নামে শিশুদের বিনা পয়সায় শুশ্রূষার নিমিত্ত একটি ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠার জন্য ৪৫০০০৲। শ্রীরামপুর হাঁসপাতালে একটি দাতব্য চক্ষু-চিকিৎসা বিভাগ খুলিবার জন্য ৫০০০০৲। এই বিভাগটি দাতার নামে হইবে। কার-মাইকেল কলেজে শিক্ষা-লাভের নিমিত্ত সুবর্ণবণিক্ সমাজের ছাত্রদের ফ্রীশিপের জন্য ২০০০০ টাকা। এই বিভাগটি দাতার মাতার নামে হইবে। সুবর্ণবণিক্ ছাত্রদের ফ্রী ষ্টুডেণ্টসীপের জন্য আশুতোষ দে স্মৃতি ফণ্ড নামে একটি ফণ্ড প্রতিষ্ঠার জন্য ৫০০০০। হুগলী জেলায় নলকূপ খননের জন্য ১০,০০০ টাকা। কলিকাতার চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে কয়েকটী রোগীর বিনা পয়সায় শুশ্রূষার 'বেড' করিবার জন্য ১০,০০০ টাকা। ২৪ পরগণার অন্তর্গত যাদবপুরে চন্দ্রমোহন ঘোষ মেমোরিয়াল স্যানাটোরিয়ামে যক্ষ্মারোগীর শুশ্রূষার জন্য ১০,০০০ টাকা। শ্রীরামপুর বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ২০০০ টাকা। ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয়ের জন্য ২,২০,০০০ টাকা। এবং শ্রীরামপুর মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের জন্য ৫০০০ টাকা। বাঙ্গালা সরকারের এড্‌মিনিষ্ট্রেটর জেনারেলকে এই সব এণ্ডাউমেণ্টের ট্রাষ্টি বা অছি করা হইয়াছে। হুগলী জেলায় এত বড় দান আর নাই। (এ, পি)

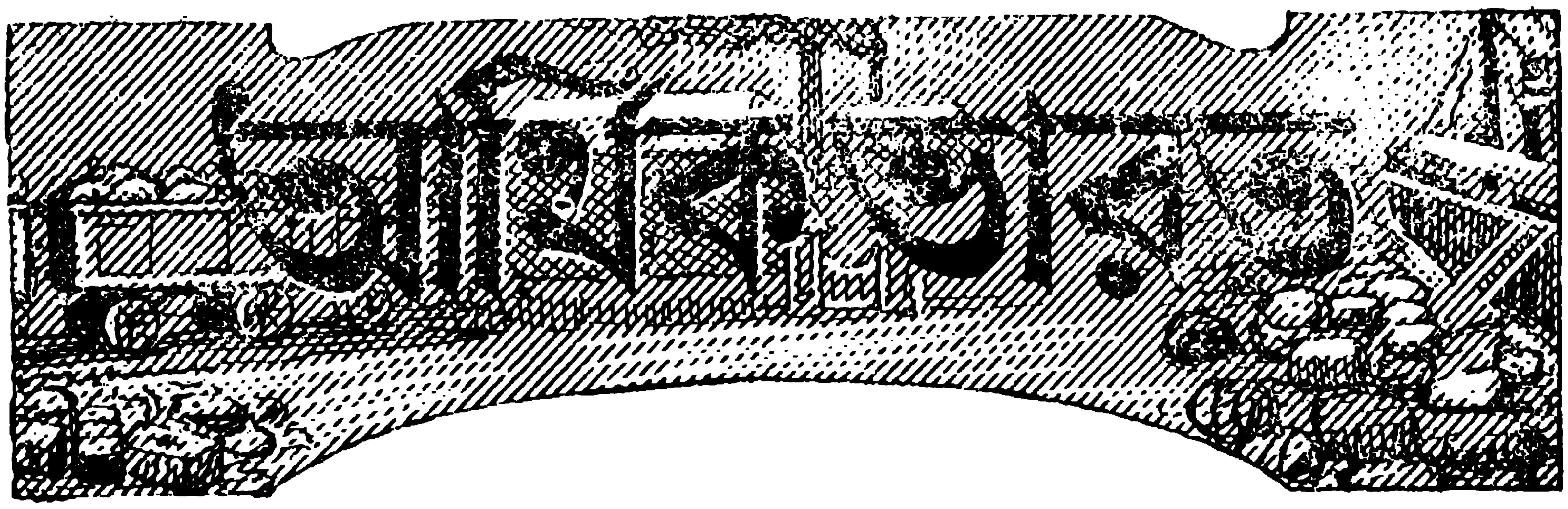

ভারতে কয়লা উৎপাদন

শ্রীযুক্ত এম, আর, আর সিমসন, ভারতের খনিসমূহের চিফ ইনস্পেক্টর মহোদয় ১৯২৬ ও ১৯২৭ সনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কি পরিমাণ কয়লা উৎপাদন করা হইয়াছে তাহার এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। এখানে ঐ তালিকা দেওয়া হইল :—

উৎপাদন-হার

প্রদেশ	১৯২৭	১৯২৬
আসাম	৩২২,৫১৭ টন	৩০০,৫০৬ টন
বেলুচিস্থান	৮,৯৪৫ ,,	৯,১৩১ ,,
বাংলা	৫৫৪,৯৯০ ,,	৫,১৩৭,৬৮৮ ,,
বিহার-উড়িষ্যা	১৪,৪৯৩,০৬২ ,,	১৩,৯৪২,৪০৪ ,,
মধ্যপ্রদেশ	৬৬৬,৭৫৮ ,,	৬৩৫,২৫২ ,,
পাঞ্জাব	৬২,৭০৪ ,,	৬৮,০৪৩ ,,
মোট	২১,১০৮,৯৭৬ ,,	২০,০৯৩,০৪২ ,,

ওপ্‌নিং ষ্টক বা মজুত

প্রদেশ	১৯২৭	১৯২৬
আসাম	৪৩ টন	— টন
বেলুচিস্থান	২,০৫৭ ,,	২,৩১১ ,,
বাংলা	৪৫২,০৭৮ ,,	৪৬৯,৯৩২ ,,
বিহার-উড়িষ্যা	১৬৭৩,০৪০ ,,	২,১৫৪,৮৮০ ,,
মধ্যপ্রদেশ	৩০,৬৪৭ ,,	৩০,৮৩৯ ,,
পাঞ্জাব	৩'৯৪১ ,,	২,১০০ ,,
মোট	২১৬১,৮০৬ ,,	২,৬৬০,০৬২ ,,

ক্লোজিং ষ্টক

প্রদেশ	১৯২৭	১৯২৬
আসাম	১২৫ টন	৪৩ টন
বেলুচিস্থান	১৫৪৫ ,,	২০৫৭ ,,
বাংলা	৩৭৮,১৫৭ ,,	৪৫৩,২৪৯ ,,
বিহার-উড়িষ্যা	১৩৭৮,৭২৮ ,,	১,৭১৪,১৩৮ ,,
মধ্যপ্রদেশ	১৮,৫৮৭ ,,	২৭,২৫০ ,,
পাঞ্জাব	১,৭৮৮ ,,	৩,৯৬১ ,,
মোট	১,৭৭৮,৯৩০ ,,	২.২০০,৬৯৮ ,,

প্রধান প্রধান কয়লা-খনিসমূহের উৎপাদন-হার

	১৯২৭	১৯২৬
ঝরিয়া	১০,৫৮৩,৪৮৭ টন	১০,৩৭৩,৭৩৬ টন
রাণীগঞ্জ	৬,৪৭২,০৩৬ ,,	৬,১২৪,৮৮৪ ,,
বোকারো	১,৭৯০,৫৯৪ ,,	১,৫১৪,০১৮ ,,
কারণপুর	২৬২,০১৪ ,,	১২৩,৮৬৭ ,,
পেঞ্চভ্যালি	৫০৫,৯১৩ ,,	৪১৬,৭০৮ ,,

লয়েড বাঁধ

গত ২৭শে অক্টোবর অপরাহ্নে ভাটগড়ে বোম্বাই লাট নূতন লয়েড বাঁধের উদ্বোধন করিয়াছেন। স্যর জন সাইমন, কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ এবং পুণা, আমেদনগর শোলাপুর প্রভৃতি বহু স্থানের বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। এত বড় বাঁধ পৃথিবীর আর কোথাও নাই। এই বাঁধের কালি ২ কোটি ১৫ লক্ষ ঘন ফুট;—দৈর্ঘ্য ৫৩৩৩ ফুট, উচ্চতা ১৯০ ফুট; জলের গভীরতা ১৪৩ ফুট; হ্রদটি ১৭ মাইল, কালি ১৪·৭ বর্গমাইল, জল ধরে ১৫০০০০০ লক্ষ

গালন। বাঁধ নির্ম্মাণে মোট খরচ হইয়াছে ১৭২ লক্ষ টাকা।

লয়েড বাঁধের জল-সেচন ব্যবস্থার ফলে বৎসরে নিম্নলিখিত পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইতে পারে,—আখ ৭,৮০,০০০টন, দাম ১,৯৫ লক্ষ টাকা; অন্যান্য শস্য ৭৬,০০০ টন, দাম ৬০,৮০,০০০ টাকা, তুলা ৪৫০০ গাঁট, দাম ১০,৫০,০০০ টাকা; গুড় ৯১৮৬৩ টন, দাম ৫,৬৪,৯৫,৭৪৫ টাকা; সুপারি প্রভৃতি ২০,৯০০ টন, দাম ৫৬,৪৩,০০০ টাকা; এবং ফলমূল ১১০০ একর পরিমাণ জমিতে হইবে, দাম ৫৫০০০ টাকা। মোট উৎপন্ন ফসলের আনুমানিক মূল্য ৩,২০,২৮,০০০ টাকা।

বাঁধ নির্ম্মাণে ১৫ বৎসর লাগিল। স্যর জন ও লেডী সাইমন, কমিশন এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কমিটির সদস্যগণ যথেষ্ট উৎসাহের সহিত বাঁধ পরিদর্শন করেন।

বাঁধ যেমন বড় সে অনুপাতে খরচ খুব কমই হইয়াছে। আসুয়ান বাঁধে ইহার চেয়ে ৩০ লক্ষ ঘনফুট মিস্ত্রির কাজ কম আছে, অথচ ইহার চেয়ে কয়েক লক্ষ টাকা বেশী খরচ পড়িয়াছে। হ্রদ হইতে মাঠের উপর দিয়া জল-নিকাশের জন্য ১০০ ও ১০৬ মাইল দীর্ঘ দুইটি খাল কাটা হইয়াছে। ইহাতে ৮৩৪০০০ একর জমির উপকার হইবে।

এই উপলক্ষ্যে ইঞ্জিনিয়ার মিঃ সি, বি, পুলিকে সি, আই, ই, উপাধি দেওয়া হইয়াছে।

মার্কিণের সহিত ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য

বিদেশের সহিত বাণিজ্যের পরিমাণ লক্ষ্য না করিলে দুনিয়ার ব্যবসার বাজারে ভারতের প্রাধান্য কতখানি তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। বিদেশী ব্যবসার একটা মোট হিসাব করিলে দুনিয়ার বাণিজ্যপ্রধান প্রথম সাতটী দেশের মধ্যে ভারতের স্থান পাওয়া যায়। বিদেশী বাণিজ্যে বিলাত, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণি সব সময়ে উপরে থাকিলেও কানাডা, জাপান এ ব্যাপারে সব সময়ে ভারতের উপরে যাইতে পারে না। বহির্ব্বাণিজ্যে ভারত দুনিয়ার বড় বড় চারিটী দেশের নীচে থাকে। কানাডা ও জাপানের সহিত প্রতিযোগিতায় কখনও কখনও পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম স্থানে পড়িয়া যায়। অন্তর্ব্বাণিজ্যে দশম স্থান অধিকার করিতে ভারতের বেলজিয়ামের সহিত খুব প্রতিযোগিতা দেখা যায়।

ভারতের ৩২ কোটি লোকের সাধারণ দরিদ্রতার হিসাবে দুনিয়ার ব্যবসার বাজারে এদেশ যে এত উঁচু স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে।

দেশের কাঁচা মাল দিয়া বিদেশের প্রস্তুত মালের আমদানি

ভারতের এই রকম ব্যবসার কতকগুলি কারণ আছে। এদেশের কৃষির প্রাধান্য ইহার মধ্যে সব চেয়ে বড় কারণ বলিয়া মনে হয়। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি-বিষয়ে আজকাল অনেক কথাই শুনা যায়। এখনও দেশের $\frac{3}{4}$ ভাগ লোকের উপজীবিকা কৃষি ও গোচারণ, এবং যাহারা পরোক্ষভাবে জমির উৎপন্ন শস্যের উপর নির্ভরশীল, তাহাদের ধরিলে সম্ভবতঃ দেশের $\frac{9}{10}$ ভাগ লোককে এদের মধ্যে ফেলা যাইতে পারে।

এ দেশ কৃষিপ্রধান বলিয়া সম্ভবতই তৈয়ারী মালের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। এবং এ সব তৈয়ারী মাল পাইতে হইলে দেশের উৎপন্ন শস্য বিদেশে পাঠান বিশেষ দরকার হইয়া পড়ে, এবং একারণে দেশের দরকারের অতিরিক্ত শস্য উৎপাদন করিতে হয়। এই রূপে দেশের বহির্ব্বাণিজ্য খুব বাড়িয়া যায়।

ভারতের বাণিজ্য-বৃদ্ধিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরের দেশের স্থান

বাজার সম্বন্ধে দেশবাসীর উঁচুদরের জ্ঞান থাকার দরুণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় ইহাদের বিশেষ দক্ষতা থাকায়, বিলাতের ব্যবসা-বাণিজ্যে, বিশেষতঃ অন্তর্ব্বাণিজ্যে এদেশের স্থান চিরকালই বড় হইয়া আসিতেছে। গত কয়েক বৎসর হইতে জাপান, জার্ম্মাণি, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশগুলির ব্যবসা-সম্বন্ধে ভারতের দিকে নজর পড়িয়াছে। তাহাদের চেষ্টার কিছু কিছু ফলও দেখা যাইতেছে।

১৯১৩-১৪ সনে ভারতে ১,৮৩০,০০০,০০০ কোটি টাকার মাল বিদেশ থেকে আমদানি হয়। ইহার মধ্যে শতকরা ৬৪'১ ভাগ মাল বিলাত হইতে এদেশে আসে। এ সনে ভারতের রপ্তানি মালের মূল্য ২,৪৯০,০০০,০০০ কোটি টাকা। এই মালের মধ্যে বিলাতে যায় শতকরা ২৩'৪ ভাগ। ১৯২৬-২৭ সনে ভারতে বিলাতী মালের আমদানির পরিমাণ কমিয়া শতকরা ৪৭'৮ ভাগ দাঁড়ায়, এবং বিলাতে রপ্তানি মালের পরিমাণ শতকরা ২১'৫ ভাগে কমিয়া আসে। ঠিক এই দুই সনের তুলনায় ভারতে জার্ম্মাণ মালের আমদানি শতকরা ৬'৯ ভাগ হইতে ৭'৩ ভাগে উঠে। জাপানী মাল শতকরা ২'৬ ভাগ হইতে ৭'১ ভাগে উঠে এবং যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানি মালের পরিমাণ শতকরা ২'৬ ভাগ হইতে ৭'৯ ভাগে উঠিয়া যায়।

যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের বিশিষ্ট জিনিষগুলি ভারতে পাঠায়

ভারতে জাপানের "পিস্‌গুড্‌স্"এর ব্যবসা বেশী চলে। জার্ম্মাণি সস্তা লোহা লক্কড়, ও নিজেদের বিশিষ্ট জিনিষের মধ্যে ঘড়ি এবং বিজলী-সংক্রান্ত জিনিষপত্র এদেশে বেশী চালায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায় এদেশে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তাহারা নিজেদের স্থান নিজেরাই করিয়া লইয়াছে। তাহারা সাধারণতঃ মোটরগাড়ী, তৈল, টাইপরাইটার এবং আফিস-সংক্রান্ত নানা রকমের ভাল ভাল জিনিষ এদেশে পাঠায়। তাহাদের এ সব জিনিষের ব্যবসা এদেশে বাড়িবার প্রধান কারণ মার্কিণ ব্যবসায়ীদের বিশেষ চেষ্টা। তা বাদে ভারত দিন দিন পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইয়া পড়াতে, এবং দিন দিন দেশের সাধারণ জীবিকার স্তর বাড়িয়া যাওয়াতে যুক্তরাষ্ট্রের মাল এদেশে এত বেশী কাটিতেছে।

ভারতের সহিত মার্কিণের পরস্পর বিনিময়ে ব্যবসা

মার্কিণের জিনিষপত্র ভারতে খুব জোর চলে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক দেশে অপরাপর দেশের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র পাওয়া যায়। ইহাতে দেশে দেশে বিনিময়ে ব্যবসা চালাইবার অনেক সুবিধা ঘটে। ভারতের পাট গালা, চা, কাঁচা চামড়া, তৈয়ারী চামড়া, বীজ, আঠা, প্রভৃতি কাঁচা মাল যুক্তরাষ্ট্রে খুব বেশী পরিমাণে আমদানি হয়। ১৯২৬-২৭ সনে ভারতের এই সমস্ত মাল ৩৪০,০০০,০০০ টাকার যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি হয়। ইহাতে সে বৎসর ভারতের মোট রপ্তানির ১১'১ ভাগ মাল যুক্তরাষ্ট্রে যায়। কেবলমাত্র বিলাতে ও জাপানে সে বৎসর ভারতের বেশী মাল রপ্তানি হয়। ভারতের যে যে জিনিষ মার্কিণে রপ্তানি হয়, তাহার বেশীর ভাগ জিনিষই মার্কিণে পাওয়া যায় না এবং সে সমস্ত জিনিষই মার্কিণের ব্যবসার পক্ষে বিশেষ দরকারী। সুতরাং মার্কিণের প্রস্তুত মালের কাজ যত বাড়িবে, ভারতের জিনিষ তত বেশী এদেশে আমদানি করা আবশ্যক হইবে।

ভারতে মার্কিণ মালের চাহিদা-বৃদ্ধি

যুক্তরাষ্ট্র হইতে সাধারণতঃ মোটর গাড়ী, খনিজ তেল টাইপ রাইটার, যোগ দিবার কল, সৌখিন জিনিষপত্র এবং তূলা এদেশে আমদানি হয়। ১৮২৬-২৭ সনে এই সমস্ত জিনিষ মোট ১৮০,০০০,০০০ টাকার এদেশে আমদানি হয়। ভারতে বিদেশী মালের মোট আমদানির তুলনায় ইহা শতকরা ৭'৯ ভাগ। মার্কিণের যে সমস্ত মাল এদেশে আমদানি হয়, তাহার বেশীর ভাগ মূল্যবান ও সৌখিন জিনিষ বলিয়া আরামপ্রিয় ও অবস্থাপন্ন লোকদের মধ্যেই এ সব মালের চাহিদা বেশী। এই সমস্ত লোকের মার্কিণ জিনিষের উপর যত ঝোঁক পড়িবে, এবং এই সমস্ত লোকের সংখ্যা দেশে যত বাড়িবে, এদেশে মার্কিণ জিনিষের তত বেশী কাটতি হইবে।

মার্কিণের বড় বড় ব্যবসাদারেরা, ভারতে কোন্ কোন্ জিনিষের বেশী কাটতি হইতে পারে, এদেশের চাল চলন দেখিয়া সেই সব পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং সেইমত জিনিষ এদেশে চালান দিতেছেন। এইরূপে তাঁহারা ব্যবসার অনেকটা উন্নতিও করিয়াছেন। গত দুই বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রের দাঁতের মাজন, গোলাপ জল প্রভৃতি সুগন্ধি

দ্রব্য, ক্ষুরের ফলা ও ক্ষুর, বেতের প্রস্তুত আসবাবপত্র, চশমা, বিজলী-সংক্রান্ত জিনিষ-পত্র প্রভৃতি বিবিধ মাল এদেশে রপ্তানি হইয়াছে। এই সমস্ত জিনিষের মোট দাম এখনও খুব বেশী উঠিতে পারে নাই। এদেশের লোক যত শিক্ষিত হইতেছে ও অবস্থার যত উন্নতি হইতেছে, তাহাদের জীবিকার স্তরও তত উপরে উঠিয়া যাইতেছে।

দেশের ক্রয়-শক্তি বৃদ্ধি

দেশের বড় লোকদের অবস্থা আরও ভাল হইয়া যাইতেছে। আমদানির বেশীর ভাগ জিনিষই গরীবেরা খরিদ করিয়া থাকে, এইবার প্রথম দেশের সেই সব গরীবেরা ঋণমুক্ত হইতেছে। দেশের বড় লোকেরা মোটর গাড়ী প্রভৃতি দামী দামী জিনিষ কিনিয়া থাকেন। আর গরীবেরা ভাল ভাল ঘড়ি, যন্ত্রপাতি, কাপড় চোপড় (বিশেষতঃ মেয়েদের পোষাকের জন্য) এই সব কিনিতেছেন। দেশের চাষীদের আগেকার দিনের মত দুর্দ্দিনের ভয় আর তত নেই, অথবা মাত্র জীবন-ধারণের নিতান্ত উপযোগী কয়েকটী জিনিষ কিনিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হওয়ার দরকার অনুভব করে না।

এইভাবে দেশের চাল বাড়িয়া যাওয়ায় গবর্ণমেণ্টও আজকাল বাজেট বাড়াইয়া দিতেছেন। এবং দেশের বড় বড় কাজে ব্যয় করিবার মত পুঁজি গবর্ণমেণ্ট সহজেই পাইতেছেন। এইরূপে পুঁজি সংগ্রহ করিয়া গবর্ণমেণ্ট "লয়েড্ ব্যারেজ" নামক দেশের মধ্যে সব চেয়ে বড় একটী খাল-খননের কাজে হাত দিয়াছেন। এই সমস্ত কাজে খুব বেশী পরিমাণে ইস্পাত, মাটীখোড়া কল প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ও কলকব্জার দরকার হয়। বিলাতী কোম্পানীই এই সব মালের বেশীর ভাগের অর্ডার পাইলেও এসব অর্ডারের কিছু কিছু মার্কিণেও গিয়াছে। এবং ভবিষ্যতে আরও বেশী অর্ডার মার্কিণে যাইবে এইরূপ আশা করা যায়।

এদেশে দেশী ব্যবসাদারের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাওয়াতে ভারতে মার্কিণ ব্যবসার অনেক সুবিধা হইয়া যাইতেছে। আমদানি ব্যবসাটা যদিও এখন সমস্ত বিলাতী কোম্পানীর হাতে আছে অনেক দেশী কোম্পানীও এ ব্যবসার মধ্যে ঢুকিতেছে এবং ইহাদের সংখ্যা দিন দিন বেশ বাড়িয়া যাইতেছে।

সমস্ত বিলাতী মালের আমদানি সাধারণঃ বিলাতী কোম্পানীর হাতে থাকাতে এই সব দেশী ব্যবসাদারেরা স্বভাবতঃ অন্যান্য দেশের মাল আমদানি করিবার দিকে ঝোঁক দিতেছেন, ফলে মার্কিণ বণিক্‌দেরও ইহাদের কাছে মাল চালান দিবার খুব সুবিধা হইয়া যাইতেছে।

ভারতে রুশিয়ার কাপড়

"মর্ণিং পোষ্ট" পত্রে প্রকাশ যে, রুশিয়ার কার্পাস বস্ত্র ভারতের বাজারে এরূপ দরে বিক্রয় হইতেছে যে, ল্যাঙ্কাশিয়ার তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় সম্পূর্ণ অসমর্থ। এ কারণ ম্যাঞ্চেষ্টারের তন্তুবায়দিগের বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে।

জনৈক প্রধান ব্যবসায়ী বলেন যে, ব্যবসায়ীরা অন্য দেশে খরিদ বন্ধ করিতেছে। এরূপ অবস্থা যদি কিছু দিন স্থায়ী হয়, তাহা হইলে রুশিয়া ক্রমে ম্যাঞ্চেষ্টারের ধোয়া লংক্লথ সিটিং এবং ছিটের কাপড়ের ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিবে।

শুনা যাইতেছে, ম্যাঞ্চেষ্টারের ভিক্টর রে নামক কাপড়ের কলটি গত দুই বৎসর হইতে বিক্রয় করিবার চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু বিক্রয় হইতেছে না। ইহার মূল্য ৪ লক্ষ হইতে ৫ লক্ষ পাউণ্ড ধার্য্য হইলেও এবং নীলামে চড়াইলেও খরিদ্দার হয় নাই।

আসামে কুলী চালান

যে সমস্ত কুলী-সর্দ্দারগণ বাংলার বাহির ও ভিতর কুলী-সংগ্রহ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তারা ১৯২৬ সালে গোয়ালন্দ ঘাটে মোট ৯,৪৪২ জন কুলী আমদানি করিয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর এই কুলী-সংখ্যা ছিল ১২,৬৩৮ জন। কাছাড়, সিলেট ও আসামের অন্যান্য কুলী-খাটান জেলাগুলির কুলী চালান সম্বন্ধে বার্ষিক বিবরণীতে ঐরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংখ্যার মধ্যে ৮ জন

পলাইয়া গিয়াছিল, ৩ জন বাগানে যাইতে নারাজ ছিল এবং গোয়ালন্দ আগমনের অল্পকালের মধ্যেই আর তিন জনের মৃত্যু হয়।

সুতরাং মোট ১৭ জন কুলী হস্তচ্যুত হইয়াছিল, পূর্ব্ব-বৎসর হস্তচ্যুত হইয়াছিল ১৫ জন। এর মধ্যে ৫ জন সরিয়া পড়িয়াছিল, ৭ জনকে মুক্তি দান করা হইয়াছিল, ১ জন আটকাইয়া রাখা হইয়াছিল এবং ২ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। শতকরা হিসাব করিলে গতবৎসর হস্তচ্যুত হইয়াছিল শতকরা ·১৮ জন এবং পূর্ব্ববৎসর হইয়াছিল শতকরা ·১১ জন। মোট ৯,৪২৬ জন কুলীকে কুলীখাটান জেলাগুলিতে পাঠান হইয়াছিল। এর মধ্যে আসামে চালান দেওয়া হইয়াছিল ৪,৮৩৯ জন, কাছাড়ে ১,৪৩৩ জন ও সিলেটে ৩,১৫৪ জন, পূর্ব্ববৎসর গিয়াছিল আসামে, ৬,১৭২ জন, কাছাড়ে ১,৮৬৮ জন ও সিলেটে ৪,৫৮৫ জন।

মাদ্রাজে নকল চা

বাঙ্গালোরে দক্ষিণ ভারতবর্ষের প্লান্টারগণের যে কন্‌ফারেন্স বসিয়াছিল তাহাতে তাহারা বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অনুরূপ আইন পাশ করিতে মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টকে সবিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছেন। যাহাতে চায়ে ভেজাল মিশ্রিত না হয়, দেশের উৎপন্ন চা-ই হউক আর আমদানি করা চা-ই হউক ও নকল চায়ের বিক্রয় যাহাতে বন্ধ হয় সেজন্য গভর্ণমেণ্টের বিহিত ব্যবস্থা করা উচিত।

দেশীয় রাজ্যে চা

দেশীয় রাজ্যে উৎপন্ন চা পক্ষপাতমূলক সংরক্ষণ-শুল্কের জন্য কানাডায় আমদানি হইতে পারিতেছে না। সেইজন্য বাঙ্গালোরের সাউথ ইণ্ডিয়ান প্ল্যাণ্টার্স কন্‌ফারেন্স যাহাতে এই অন্যায়টী দূর হয় সেইজন্য একটী প্রতিনিধিমূলক সমিতি কানাডা গভর্ণমেণ্টের নিকট পাঠানোর জন্য ভারতগভর্ণ-মেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছে।

আহাম্মদাবাদে ধর্ম্মঘটের আশঙ্কা

কিছুদিন যাবৎ স্থানীয় মিলসমূহের মালিকদের সহিত শ্রমিকদের নানা বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। উহার মীমাংসার জন্য উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি সম্মিলিত কমিটি গঠনের প্রস্তাব হইয়াছিল। সম্প্রতি মিলওয়ালারা ঐ প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। মিলের মালিকদের এই সিদ্ধান্তের কথা অবগত হইয়া শ্রমিক-সঙ্ঘের প্রতিনিধিবর্গ ঠিক করিয়াছেন যে, নির্দ্দিষ্ট একটী সময়ের মধ্যে যদি প্রত্যেকটী বিষয়ের সুমীমাংসা না হয় তবে শ্রমিকদিগকে ধর্ম্মঘট করিতে হইবে। যে সমস্ত মিলের মজুরদিগকে প্রহার করা হইয়াছে, তাহা হইতে সকলের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য আর একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য পূর্ব্বে ঐ অভিযোগের সত্যতা নিরূপণ করিয়া লইতে হইবে। মিলওয়ালাদের সমিতি হইতে ঠিক করা হইয়াছে যে, মিলের প্রাঙ্গণে শ্রমিক-সঙ্ঘের কোনও কর্ম্মচারী কাহারও নিকট হইতে চাঁদা অথবা আর কিছু আদায় করিতে পারিবে না। সঙ্ঘের প্রতিনিধিবর্গ এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া একখানি পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, এই ঘোষণায় সঙ্ঘের ক্ষমতাই অস্বীকার করা হইয়াছে। যে মিলে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা হইবে, সেখান হইতে যেন মজুরেরা মাহিয়ানা গ্রহণ না করে এবং দরকার হইলে যেন ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিতেও তাহারা বিরত না হয়, সঙ্ঘের পক্ষ হইতে এই উপদেশ সর্ব্বত্র বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

কাশ্মীরের রেশমশিল্প

সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, কাশ্মীর রাজ্য কর্ত্তৃক পরিচালিত শ্রীনগর সিল্ক ফ্যাক্টরী দুনিয়ার মধ্যে সব চাইতে বড়। ইহার ইজ্জত বজায় রাখিবার জন্য সরকার হইতে মাঝে মাঝে বিদেশে রেশম-ওস্তাদগণকে পাঠান হয়। তাঁহারা রেশম-জগতের নয়া নয়া উদ্ভাবন ও আবিষ্কার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সেগুলি ঐ রেশম ফ্যাক্টরীতে প্রচলন করেন। শ্রীনগরের রেশম ফ্যাক্টরীটি এইজন্য আধুনিক সব যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামে পরিপুষ্ট।

সেরিকালচার বা রেশমই কাশ্মীর রাজ্যের প্রধান

শিল্প। ১৮৬৯ সনের পূর্ব্বে রেশমশিল্পকে ব্যবসার আকারে দাঁড় করাইবার কোন চেষ্টাই হয় না। ঐ সন হইতে সরকার শিল্পটি নিজেদের হাতে লইয়া ইহার সর্ব্বপ্রকার উন্নতি-সাধনে মনোযোগ দেন। পাস্তুর পদ্ধতিতে বৃহদাকারে রেশম পোকার ডিম উৎপাদনের জন্য ঐ সময় সরকার হইতে চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তখন উহা ফলবতী হয় না। ১৮৭৮ সনে রেশমপোকা সমূলে ধ্বংস হয়। ১৮৮৯ সনে পুনরায় ঐ পদ্ধতি অনুসারে রেশম পোকার চাষ আরম্ভ হয়। ১৮৯৬ সনে শিল্পটাকে ব্যবসার অকারে দাঁড় করাইবার মতলব করা হয়। তখন হইতে কাশ্মীর রাজ্যে রেশম শিল্প পাকা পোক্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বড় বড় রেশম-ওস্তাদের তত্ত্বাবধানে শিল্পটী দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ১৯০৪ সনে রেশম শিল্প-কারখানাগুলিতে দুইটি ফিলেচার ছিল এবং এগুলির ১৮৬৪টি রিলিং বেসিনে দৈনিক ৪ হাজার লোক খাটিত। ১৯১৩ সনে ফ্যাক্টরীটি অগ্নিদগ্ধ হইয়া যায় এবং যুদ্ধের পর ইহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়।

কাশ্মীরের আবহাওয়া রেশম-চাষের পক্ষে সব চাইতে উত্তম। এখানে প্রচুর পরিমাণে মালবেরী গাছ পাওয়া যায়। মালবেরী গাছ কাশ্মীর রাজ্যের সম্পত্তি। রাজাজ্ঞা না পাইলে ইহা কর্ত্তন করা যায় না। ১৯১৪ সন হইতে হাজার হাজার মালবেরীর চারা কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চলে রোপণ করা হয়।

১৮৯৮ সন হইতে গুটিপোকা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জন্মান হয়। ঐ সনে ৪১৫ আউন্স ডিম ৪০০ রেশম-চাষীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। ইহারা ৪৬৯ মণ কোকুন উৎপাদন করে। এই সংখ্যা প্রতি সন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯০৪ সনে ১১ হাজার রেশম-চাষীর মধ্যে ২৬ হাজার আউন্স ডিম বিতরণ করা হয়। ইহা হইতে ১৬ হাজার মণ কোকুন উৎপাদন করা হয়। ১৯১৪ সন হইতে বর্ত্তমান সন পর্য্যন্ত গড়ে প্রতি সন ৩৩,২০০ আউন্স ডিমে ৩৩,৩০০ মণ কোকুন উৎপাদন করা হইয়াছে।

১৮৯৮ সন হইতে কোকুন হইতে রেশম সূতা আহরণের কাজও বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে আরম্ভ করা হয়। ঐ সময় ২১২টি রিলিং বেসিন সমেত দুইটি ফিলেচার স্থাপন করা হয়। ১৯০৩ সনে ১৮৬৪ বেসিন সমেত ১০টি ফিলেচার করা হয়। এই সময় গড়ে প্রতি সন ৪০ হাজার পাউণ্ড উত্তম সিল্ক ও ১৭ হাজার পাউণ্ড খারাপ সিল্ক উৎপাদন করা হয়। ১৯০৫ হইতে ১৯১৩ পর্য্যন্ত প্রতি সন গড়ে ১,৪৫,০০০ পাউণ্ড পয়লা নম্বর সিল্ক ও ৮৮ হাজার পাউণ্ড অপেক্ষাকৃত খারাপ শিল্প উৎপাদন হইত। এই সময় কারখানা আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যায়। এই অগ্নিকাণ্ডের পর ৩০৪টি রিলিং ও ১৫২টি কুকিং বেসিন লইয়া ৫টি ফিলেচার স্থাপন করা হয়। বর্ত্তমানে ইহাতে ৩৫০০ লোক কাজ করিতেছে। গত ছয় বৎসরে গড়ে প্রতি সন ১,৭৫,০০০ পাউণ্ড করিয়া পয়লা নম্বর সিল্ক ও লক্ষ পাউণ্ড করিয়া দোসরা নম্বর সিল্ক প্রস্তুত হইয়াছে। কাশ্মীরের সিল্ক কারখানার যন্ত্রপাতি ইতালিয়ান ও ফরাসী সিল্ক কারখানারই অনুরূপ।

পশম ও নকল রেশম আমদানি

দি ডিপার্টমেণ্ট অব্ কমার্শ্যাল ইণ্টেলিজেন্স অ্যাণ্ড ষ্ট্যাটিষ্টিক্স (বাণিজ্য সংবাদ ও বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় তথ্যাবলী নির্ণয় বিভাগ) হইতে প্রকাশিত নিম্নলিখিত তালিকাতে বৃটিশ ভারতবর্ষে সমুদ্রপথে আমদানি পশমের ও নকল রেশমজাত দ্রব্যের বিবরণ দেওয়া হইতেছে :—

	১৯২৭	১৯২৮
	হাজার গজ	হাজার গজ
পশমের জিনিষ—		
কোন দেশ হইতে আমদানি		
যুক্তরাজ্য	১১৭৫	১২৫৬
ফ্রান্স	১৮১৭	১৩৫২
অন্যান্য দেশ	১০৩৭	৮৮৮
মোট	৪০২৯	৩৪৯৬
	হাজার টাকা	হাজার টাকা
কোন কোন প্রদেশ গ্রহণ করে	১৯২৭	১৯২৮
বাংলা	১১৩৩	১০১৯

বোম্বাই	২৯৯১	৩৯৪৭
সিন্ধু	৩৪১০	২৭৮৮
মাদ্রাজ	১৪৮	২০৪
বার্ম্মা	১৫৯৩	৮১৪
মোট	৯২৭৫	৮৭৬৭

নকল রেশমের সূতা কোন দেশ হইতে	১৯২৭ (হাজার পাউণ্ড)	১৯২৮ (হাজার পাউণ্ড)
যুক্তরাজ্য	৮২৫	৭২১
কণ্টিনেণ্ট	২৩৬০	২৩৪৩
অন্যান্য দেশ	৮৩	১৩৭
মোট	৩২৬৮	৩২০১

তূলা এবং নকল রেশমজাত কাপড়

দেশের নাম	১৯২৭ হাজার গজ	১৯২৮ হাজার গজ
যুক্তরাজ্য	৩৪০৫	৫৮১০
ইতালি	৩৪৫৩	৬০৯৪
সুইজারল্যাণ্ড	২৮২১	২৭৪৯
জার্ম্মাণি	১২১৪	১১৪৩
অষ্ট্রীয়া	৪৮১	১৬২৩
অন্যান্য দেশ	৬১১	৯০৩
মোট	১১৯৮৫	১৮৩০২

পশমের তালিকা দেখিয়া বুঝা যায় যে, বোম্বাই ও করাচী (সিন্ধু) আমদানি মালের মোটা অংশ গ্রহণ করে। কলিকাতার (বেঙ্গল) স্থান তৃতীয়; রেঙ্গুন (বার্ম্মা) চতুর্থ এবং মাদ্রাজ সর্ব্বনিম্ন। কলিকাতা বন্দর হিসাবে কেবল বাংলারই অভাব মোচন করে না। কলিকাতা, আসাম, বিহার উড়িষ্যা ও নেপাল, ভুটান, সিকিম, তির্ব্বত প্রভৃতির নিকটবর্ত্তী সীমান্তস্থিত আড্ডাগুলিতেও মাল যোগাইয়া থাকে। মাদ্রাজ মাল যোগায় দক্ষিণাপথের। দাক্ষিণাত্যের আবহাওয়া সারা বৎসর ধরিয়াই গরম থাকে। অবশ্য পাহাড়-অঞ্চলের উচ্চভূমিতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম রহিয়াছে।

নকল রেশমের সূতা বিভাগে ১৯২৮ সনের মোট আমদানি গত বৎসর এই সময় পর্য্যন্ত মোট আমদানির চেয়ে কিছু কম। কণ্টিনেণ্ট এই বিষয়ে অত্যধিক মাল যোগাইয়াছে। ১৯২৭ সনে ইতালির অংশ শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী। ইতালির প্রেরিত মাল গত বৎসর ছিল ১৭,৩৫,০০০ পাউণ্ড; কিন্তু এ বৎসর কমিয়া গিয়া ১৪,০৯,০০০ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের ভিতর প্রতিবারই যুক্তরাজ্য দ্বিতীয় স্থান বজায় রাখিয়াছে।

নকল রেশমের সহিত মিশ্রিত তূলাজাত কাপড়চোপড়ের আমদানি ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। এ বিষয়ে ইতালী অগ্রণী, যুক্তরাজ্যের স্থান ইতালীর পরেই। সম্ভবতঃ মালের পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ কলিকাতা, বোম্বাই, করাচী, এবং দেশের অন্তবর্ত্তী অমৃতসর, দিল্লী, কানপুরের মত বড় বড় বিক্রয়-কেন্দ্রসমূহে প্রকাশ যে, অনেক মাল জমা হইয়া পড়িয়া আছে। মাল-পত্র যারা গুদামজাত করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা চাহিদা কম বলিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে শুনা যাইতেছে। চাহিদা কমতির কারণ উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৃষ্টির অভাব।

কলিকাতার তূলাজাত, পশম ও রেশমজাত দ্রব্যের পাইকারী বিক্রয়ের ইণ্ডেক্স নাম্বার ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্ণাল হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে দেওয়া হইল :—

১৮১৪ সালের জুলাইয়ের শেষভাগ } ———→১০০

		তূলা	পশম ও রেশম
১৯২০	বাৎসরিক গড়	৩২৫	১৬২
১৯২৫	„ „	২১০	১৩২
১৯২৬	„ „	১৭৩	১১৯
১৯২৭	„ „	১৫৯	১২৬
১৯২৬	ডিসেম্বর	১৫৩	১২৪
১৯২৮	জানুয়ারি	১৫৮	১৩১
১৯২৮	জুন	১৬১	১৪৭
১৯২৮	জুলাই	১৬২	১৪৪

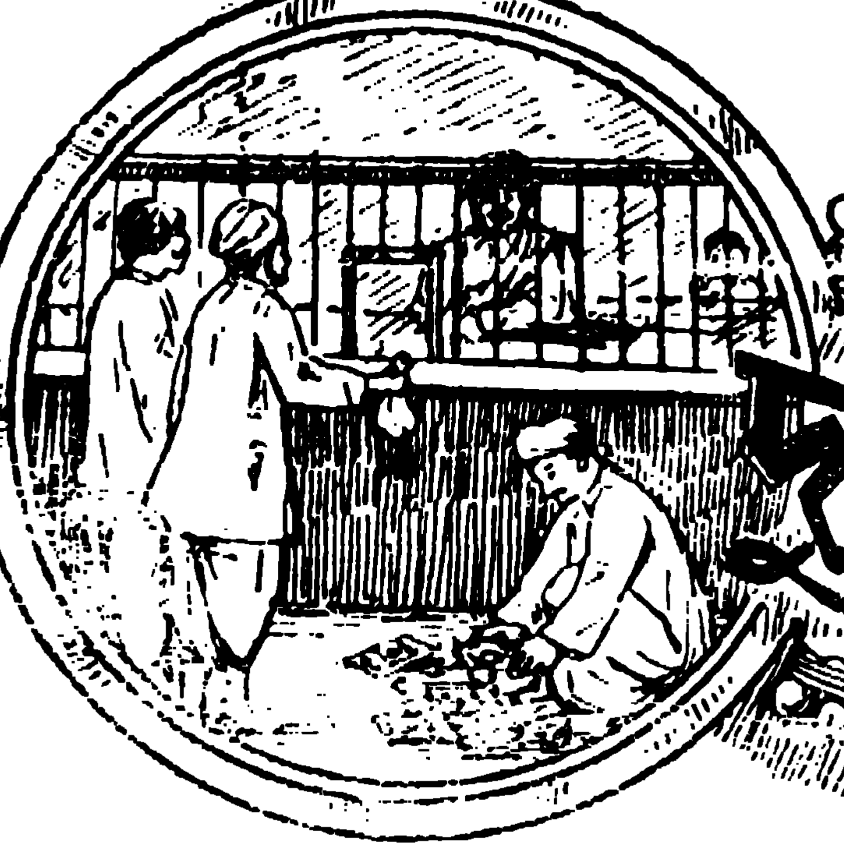

দুনিয়ার ধনদৌলত

জাপানে স্বদেশী আন্দোলন

আমেরিকান ইমিগ্রেশান্ ল পাশ হইবার পর জাপানে স্বদেশ-প্রেমের খাতিরে "জাপানে প্রস্তুত" জিনিষ ক্রয় করিবার হুজুগ পড়িয়া যায়। এখন ইহার প্রাথমিক উদ্দীপনাময় অবস্থা কাটিয়া গিয়া যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, ইহার দ্বারা শেষ পর্য্যন্ত জাপানী কারখানার মালিকগণের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। প্রথম প্রথম জাপানে প্রস্তুত এই একমাত্র কারণেও ইহাদ্বারা জাপানের উন্নতি হইবে এই ধারণায় জাপানী জিনিষ ক্রয় করা হইত।

তৎকালীন শিল্প-বাণিজ্য-সচিবের নিকট এই স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনের জন্য আবেদন করা হয়। ইহার উত্তরে তিনি বিজ্ঞভাবে বলিয়াছেন, জাপানী কারখানার মালিকগণের কারখানার অবস্থার উন্নতি করার দরকার। এইরূপ করিলে তাহারা কেবলমাত্র জাপানবাসীর স্বদেশ-প্রীতির উপর নির্ভর না করিয়া আপন কৃতিত্বের জোরেই বৈদেশিক প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, পুরাতন পশমী কাপড়ের সুতা দ্বারা তৈরি পশমের কাপড় অল্প দামেই মিলে; কিন্তু এরূপ কাপড় বিদেশী পশমী কাপড় জীর্ণ দশায় পৌছিবার বহু পুর্ব্বেই ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া যায়। সুতরাং এইরূপ সস্তায় মাল কেনা কি জাপানী প্রজা, কি জাপান সাম্রাজ্য কাহারও পক্ষেই অর্থ-নৈতিক হিসাবে মঙ্গলজনক নয়।

এই জাপানী স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে। ইতিমধ্যে জাপানের জন-সাধারণ ও শিল্প নায়কগণ জাপানী সচিবের এই মতবাদের সত্যতা নিরূপণে সমর্থ হইয়াছে। ইহার ফলে এই আন্দোলন শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হইয়াছে। এখন সকলের মুখে এই বাণী উচ্চারিত হইতেছে—জাপানে প্রস্তুত জিনিষের উন্নতিসাধন কর। কার্য্যের গতিও ঐ পথে চলিতেছে।

বিলাত হইতে কৃত্রিম রেশমের মিশ্রণে প্রস্তুত বস্ত্রের রপ্তানি

এই বৎসরের মে মাসে ১ কোটি ১৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮ শত ৩০ বর্গ গজ (মূল্য ৭৫০, ৫৮৭ পাউণ্ড) কৃত্রিম রেশম ও সূতার মিশ্রণে প্রস্তুত বস্ত্রের রপ্তানি হয়। ইহা গত বৎসরের মে মাসের তুলনায় প্রায় ২½ গুণ বেশী এবং এই বৎসরের এপ্রিল মাসের তুলনায় প্রায় ২ গুণ বেশী। এই বৎসরের প্রথম ৫ মাসে ৪ কোটি ৩৪ লক্ষ ৯৯ হাজার ১ শত ৯৫ বর্গ গজ (মূল্য—২, ৭৪৫, ৬২৩ পাউণ্ড) রপ্তানি হয়; ইহা ১৯২৬ ও ১৯২৭ সনের প্রথম ৫ মাসের রপ্তানির যথাক্রমে প্রায় ২ গুণ ও ১½ গুণ বেশী। এই বৎসরের মে মাসে ভারতে পাঠান হয় ২৮ লক্ষ ১৭ হাজার ৩ শত ৮৯ বর্গ গজ; ইহা গত বৎসরের মে মাসের রপ্তানির ৩ গুণের উপর এবং এই বৎসরের এপ্রিলের রপ্তানির ২ গুণের উপর।

এই বৎসরের মে মাসে ১ লক্ষ ৯০ হাজার ৮ শত ৪৩ বর্গ গজ (মুল্য—২৬, ৯২৬ পাউণ্ড) কৃত্রিম রেশম ও পশমের মিশ্রণে প্রস্তুত বস্ত্রের রপ্তানি হইয়াছে—ইহা গত বৎসরের মে মাসের তুলনায় ২½ গুণের কিছু অল্প এবং এই বৎসরের এপ্রিল মাসের রপ্তানির প্রায় ২ গুণ। এই বৎসরের প্রথম ৫ মাসের রপ্তানি (১৩ লক্ষ ৯২ হাজার

৪ শত ৭৪ বর্গগজ ; মূল্য—২১৫, ৫১৬ পাউণ্ড)। ১৯২৬ ও ১৯২৭ সনের প্রথম ৫ মাসের তুলনায় যথাক্রমে প্রায় ২½ গুণ ও ২ গুণ বেশী।

গত বৎসর মে মাসে কৃত্রিম রেশমের মিশ্রণে প্রস্তুত বস্ত্রের রপ্তানির ৬৫ গুণের উপর ছিল, এই বৎসরের মে মাসেও ৬৫ গুণের উপরই আছে।

গত বৎসরের প্রথম ৫ মাসে প্রথম প্রকার বস্ত্রের রপ্তানি দ্বিতীয় প্রকার বস্ত্রের রপ্তানির ৩৮ গুণের উপর ছিল, কিন্তু এই বৎসরের প্রথম ৫ মাসে ইহা ৩১ গুণের কিছু বেশী।

কোন্ দেশ কত চা খায় ?

১৯২৬ ও ১৯২৭ সনে ৪৬টী দেশের প্রত্যেকে কত পরিমাণে চা আমদানি করিয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। ভারত, জাভা ও সিংহল—জগতের এই তিন স্থানেই কেবল চা উৎপন্ন হয় এবং এই তিন স্থান হইতেই নিম্নলিখিত দেশগুলাতে রপ্তানি করা হয়। সুতরাং নিম্নলিখিত দেশগুলীর বার্ষিক চা খাওয়ার পরিমাণ তাহাদের বার্ষিক আমদানিরই প্রায় সমান মোটামুটি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

বার্ষিক আমদানির পরিমাণ

	১৯২৭ পাউণ্ড	১৯২৬ পাউণ্ড
গ্রেট বৃটেন ও উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড	৪১৬,১৫২,৫৫২	৪০৮,৮৩৬,৮৭১
আইরিশ ফ্রি ষ্টেট্	২৩,৭৬৭,০৪৫	২৩,৫৯৬,২৮১
অষ্ট্রেলিয়া	৪৯,৬৭২,০০০	৪৬,৯৫০,০০০
নিউজিল্যাণ্ড	১০,৮২৭,৩৮১	১০,৮৬৩,৫৫৬
দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ান	১১,৮১২,০৭২	১০,৩০৩,১৩২
দক্ষিণ রোডিশিয়া	৪৯৮,৩৫৫	৪৪৬,১৯৪
কানাডা	৩৮,১১৬,৮৯৭	৩৭,৬২৯,৬৫২
নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড	১,৩০০,০০০	১,২৯০,৪০১
নাইজিরিয়া	১৮৪,০০০	১৩৩,৫৫৩
গোল্ড কোষ্ট	৬১,২০০	৫৩,৮৭২
কেনিয়া	৮২৫,৬০০	৭৭২,৯১২
জাঞ্জিবার	২২২,৫০০	২২১,৪০৪
টাঙ্গানিকা	২৩৭,১০৪	১৬৯,৯০৪
সাইপ্রাস	২৬,২৯১	২৫,১৯৪
গ্যাম্বিয়া	৭১,৮৭৬	৩০,৬২০
ব্রিটিশ মালয়	৯,৫৪৮,৩৬৬	৯,৬৬৪,৮০৯
ইরাক্	৫,৬০০,০০০	৫,৩০০,০০০
ফ্রান্স	২,৯৭৪,৯১৮	৩,৪৬২,৩৫৯
জার্ম্মাণি	১১,৪০৯,৩৬১	১০,১১৫,৬৮৯
বেলজিয়াম	৫৬১,২৯৭	৫১২,৩৮১
ডেন্মার্ক	১,২৫৯,৭২১	১,৩০০,৪২৭
ফিন্ল্যাণ্ড	৩২৩,৩৭৪	৩২০,৫৯০
গ্রীস	৬৭০,৯০৬	৫৮২,৬৭১
হল্যাণ্ড	২২,৪৫৩,০০০	২১,১৫৩,০০০
ইতালি	৩৬০,৮৯৭	৪৮৭,৮৮৩
ল্যাটভিয়া	২৩৩,৬৯০	২৫৩,৩০০
এস্তোনিয়া	১৮২,৯৮৪	২০৭,০৪৩
নরওয়ে	৪০৪,৩৪৫	৩৬৭,৫৭৭
পোল্যাণ্ড	৪,৬২০,২২৭	৩,৯৩৭,০১৫
সুইডেন	৭৯৭,৫৪২	৭২৭,৫৯৪
স্পেন	৩৭২,১৪০	৩৪৯,২১২
সুইজারল্যাণ্ড	১,৪৩৩,৭২৩	১,৩৯৭,৩৪৩
চেকোশ্লোভাকিয়া	১,৪৫৫,০৫১	১,৪৩৯,৬১৮
অষ্ট্রীয়া	১,০৭১,০৩৩	১,২৩০,৬২০
হাঙ্গেরী	৮৮৩.৮৩৩	৬২৩,০২৬
রুশিয়া (ইয়োরোপীয়)	৩৫,৭৯৪,৪৫০	৩১,৭৬৮,৬০৭
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	৮৮,৫১৮,৬৯৬	৯৫,৯২৬,৩৭৭
ব্রেজিল	৫০০,০০০	৫১৫,০৪৮
আর্জ্জেন্টিনা	৪,১০১,০৯৬	২,৭৩৯,৫১৪
চিলি	৫,৪১০,০০০	৪,৪৩০,১৪৭
পেরু	১,৭০০,০০০	১,৬৪৫,২৪৯
আলজিরিয়া	১,৭০২,৪১০	২,১২১,০৬৭
টিউনিস্	২,৬৩৫,০০০	২,৭০৬,৯৫৪

মিশর	৮,৫৯৫,৫৬৭	৮,৪০৭,১৪৪
মরক্কো	১১,০০০,০০০	১১,১৮,৬৭২
পারস্য	১২,০০০,০০০	১২,৩৪১,৬১৭
	৭৯২,৩৪৮,৫০০	৭৭৮,৬৪০,৮৩৯

দেখা যাইতেছে, ১৯২৬ সনের তুলনায় ১৯২৭ সনে মোট ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৭ হাজার ৬ শত ৬১ পাউণ্ডের আমদানি বাড়িয়াছে। ১৪টী দেশের (নিউ জিল্যাণ্ড, ব্রিটিশ মালয়, ফ্রান্স, ডেন্মার্ক, ইতালি, ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়া, অষ্ট্রীয়া, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রেজিল, আলজিরিয়া, টিউনিস, মরক্কো, পারস্য) আমদানি ১৯২৬ সনের তুলনায় কমিয়াছে, বাকী ৩২টী দেশের আমদানি বাড়িয়াছে।

১৯২৬ সনের অঙ্কগুলা আলোচনা করিলে ১ কোটি পাউণ্ডের বেশী চা আমদানি করিয়াছে এইরূপ দেশগুলার স্থাননির্দ্দেশ নিম্নরূপ হইবে :—

১ম—গ্রেট বৃটেন ও উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড
২য়—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র
৩য়—অষ্ট্রেলিয়া
৪র্থ—কানাডা
৫ম—রুশিয়া
৬ষ্ঠ—আইরিশ ফ্রি ষ্টেট্
৭ম—হল্যাণ্ড
৮ম—পারস্য
৯ম—মরক্কো
১০ম—নিউজিল্যাণ্ড
১১শ—দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ান
১২শ—জার্ম্মাণি

১৯২৭ সনেও ঠিক এই ১২টী দেশই ১ কোটি পাউণ্ডের বেশী চা আমদানি করিয়াছে; প্রথম ৮টী দেশের স্থানও ১৯২৬ সনের মতই আছে। বাকী ৪টী দেশের স্থান বদলাইয়াছে—মরক্কো ও নিউজিল্যাণ্ড ৯ম ও ১০ম স্থান হইতে যথাক্রমে ১১শ ও ১২শ স্থানে নামিয়াছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ান ও জার্ম্মাণি ১১শ ও ১২শ স্থান হইতে যথাক্রমে ৯ম ও ১০ম স্থানে উঠিয়াছে।

দুই বৎসরই বিলাত (উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড সুদ্ধ) প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। ১৯২৭ সনে বিলাত (উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড সুদ্ধ) ফ্রান্সের ১৩৯, জার্ম্মাণির ৩৬ এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ৪ গুণ বেশী আমদানি করিয়াছে। জগতে ইংরেজই যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় চা-খোর ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

কানাডায় প্ল্যাটিনাম

প্ল্যাটিনাম ও প্ল্যাটিনাম জাতীয় অন্যান্য ধাতু উৎপাদনে রুশিয়া প্রথম, কলম্বিয়া সাধারণতন্ত্র দ্বিতীয় এবং কানাডা তৃতীয়। ১৯২৭ সনে কানাডা ৭১৫,৬৫৩ ডলার মূল্যের ১১,২১৭ ফাইন্ আউন্স প্ল্যাটিনাম উৎপন্ন করে; ১৯২৬ সনে ৯২৩,৬০৭ ডলার মূল্যের ৯৫২১ ফাইন আউন্স উৎপন্ন করিয়াছিল। ১৯২৭ সনে ৫৫৪,১৯০ ডলার মূল্যের ১১৫৪৫ ফাইন আউন্স প্যালডিয়াম্, রেডিয়াম্ প্রভৃতি ধাতু উৎপন্ন করে; ১৯২৬ সনে ৬৪০,১১৮ ডলার মূল্যের ১০,০২৪ ফাইন আউন্স উৎপন্ন করিয়াছিল।

বাণিজ্য বাড়াইবার জন্য মার্কিণ গভর্মেণ্টের প্রচেষ্টা

মার্কিণ গভর্মেণ্টের "বিউরো অব্ ফরেন্ অ্যাণ্ড ডোমেষ্টিক্ কমার্স" দেশের অন্তর্ব্বাণিজ্য বাড়াইবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে।

১৯২৭ সনে এই বিউরো যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসাদারদের ১০ কোটি পাউণ্ড বেশী লাভ করিতে সাহায্য করিয়াছিল। অথচ এইজন্য বিউরোর খরচ পড়িয়াছিল মাত্র ৩২ লক্ষ ৩৬ ডলার। মোট ২৫ লক্ষ অর্ডার যোগাড় করা হইয়াছিল; ১৯২৬ ও ১৯২২ সনের অর্ডারের সংখ্যার তুলনায় এই সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ২৫ ও ৫ ভাগ বেশী। যুক্তরাষ্ট্রের বাহির হইতে অর্ডার যোগাড় করিবার জন্য বার্লিন, বুনাস আয়ার্স, মেলবোর্ণ, ম্যাড্রিড প্রভৃতি প্রধান প্রধান সহরে বিউরোর স্থায়ী আফিস আছে। কয়েকটী বিশেষ বিশেষ পণ্যের (যেমন মোটরের জিনিষপত্র, জুতা প্রভৃতি) অর্ডার যোগাড় করিবার জন্য ২৭ জন বিশেষ প্রতিনিধিও বাহাল আছে। যুক্তরাষ্ট্রের নানাস্থানে ২৩টী বহির্ব্বাণিজ্যের

'সার্ভিস ষ্টেশনও খোলা হইয়াছে। বিউরো বহির্ব্বাণিজ্যের জন্য কি কাজ করিতেছে ও করিতে পারে তাহা ব্যবসাদার ও উৎপাদনকারীদের নজরে আনিবার জন্য প্রত্যেক সার্ভিস ষ্টেশান বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সভার আয়োজন করিয়া থাকে।

অন্তর্ব্বাণিজ্য-বিষয়ে বিউরোর প্রধান কাজ হইতেছে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ে অপচয় নিবারণ করা। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবৎসর ১৬০০ কোটি পাউণ্ডের অন্তর্ব্বাণিজ্য হইয়া থাকে; ক্রয়বিক্রয়ে শ্রেষ্ঠতর প্রণালী অবলম্বন করিলে ১৬০ কোটি পাউণ্ড মূল্যের (শতকরা ১০ ভাগ) অন্তর্ব্বাণিজ্য আরও বাড়িতে পারে। ক্রয়বিক্রয়ের অপচয়-নিবারণের উপায়গুলা বাহির করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে বিভিন্নভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগের সমস্ত বাজার লইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গবেষণা করা হইতেছে। ফিলাডেলফিয়া বিভাগের বাজার সম্বন্ধে গবেষণা ইতিমধ্যে বাহির হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকের রাষ্ট্রগুলার বাজার সম্বন্ধে গবেষণা শীঘ্র বাহির হইবে। দক্ষিণ পশ্চিম ভাগ ও মিসিসিপি উপত্যকাস্থ বাজারগুলা লইয়া এখন গবেষণা চলিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য স্থানেও যাহাতে এইরূপ বৈজ্ঞানিক আলোচনা আরম্ভ হয় তাহার জন্য বিউরোর নিকট অনুরোধ আসিতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ার মাখন পনিরের জাহাজভাড়া কমান

অষ্ট্রেলিয়ার গভর্মেণ্টের সহিত যে সকল বিলাতী জাহাজ কোম্পানী অষ্ট্রেলিয়া আর বিলাতের মধ্যে জাহাজ চালাইয়া থাকে তাহাদের একটা চুক্তি হইয়াছে। আগামী এক বৎসরের মধ্যে যে পরিমাণ মাখন ও পনির জাহাজ কোম্পানীদের বহিবার জন্য দেওয়া হইবে তাহা যদি ৩০,০০০ টনের কম না হয় তাহা হইলে ঐ চুক্তি অনুসারে মোট ভাড়া হইতে শতকরা ২½ ভাগ ভাড়া বাদ দেওয়া হইবে। আগামী বৎসরে খুব সম্ভব ৩১,০০০ টন পাঠাইবার আবশ্যক হইবে। সুতরাং অষ্ট্রেলিয়ার চাষীরা এই সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে এইরূপ আশা আছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় বিবিধ পেনশান ও তাহার সংখ্যা

অষ্ট্রেলিয়ার 'কমনওয়েল্‌থ গভর্মেণ্ট' কতগুলি পেনশান ও ভাতা দিয়া থাকে তাহা নিম্নের অঙ্কগুলা হইতে জানা যাইবে:—

সদর পেনশান—এই বৎসরের ২৭শে এপ্রিল পর্য্যন্ত মোট ২৬৪,৯৭০গুলা পেনশান দেওয়া হইয়াছিল এবং ঐ তারিখে ঠিক অতগুলা পেনশানই দেওয়া চলিতেছিল। ইহার জন্য মোট বার্ষিক খরচ পড়িবে ৭,৪৫৪,৮৬৩ পাউণ্ড।

১৯২৭ সনের ২৯শে এপ্রিল ২৫৮,৬০২ গুলা পেনশান দেওয়া চলিতেছিল; ইহার জন্য বার্ষিক খরচ হইয়াছিল—৭,০৫৩,৩৬৪ পাউণ্ড।

বার্দ্ধক্য পেনশান—২০শে এপ্রিল (১৯২৮) পাউণ্ড ৩০৯,৩৩৪গুলা বার্দ্ধক্য-পেনশান দেওয়া হইয়াছিল; পেনশান-প্রাপ্তদের মধ্যে ১৪১,১৪৩ জন মারা যায়, ৩০,৫৬৩ জনের পেনশান রদ করা হয়; ১৩৭,৬২৮ জনকে পেনশান দেওয়া চলিতে থাকে।

১৯২৭ সনের ২৯শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ২৯১,৪৪৫গুলা বার্দ্ধক্য পেনশান দেওয়া হইয়াছিল; তাহার মধ্যে ১৩২,১৩৭গুলা দেওয়া চলিতেছিল; বাকীগুলা পেনশান-প্রাপ্তের মৃত্যুর জন্য অথবা অন্য কোন কারণে রদ করার জন্য বন্ধ হইয়াছিল।

অকর্ম্মণ্যের পেনশান—১৯২৮ সনের ২০ এপ্রিল পর্য্যন্ত ১০৫,৮৯৩গুলা দেওয়া হইয়াছিল; মৃত্যুর জন্য বন্ধ করা হয় ৩৪,৯৮৩; অন্যান্য কারণে রদ করা হয় ১৬,১৪৭; চলিতেছিল ৫৪,৭৬৩টা।

গত বৎসর ২০শে এপ্রিল ৫২,৭৮১টা দেওয়া চলিতেছিল।

মাতৃত্বের ভাতা—বর্ত্তমান বৎসরের এপ্রিল মাসে ১০,১০০টা দাবী মঞ্জুর করা হয়; গত বৎসর এপ্রিলে ৯,২১২টা দাবী মঞ্জুর করা হইয়াছিল।

১৯২৭-২৮ সনের দশ মাসে মোট ১১১,২৫৫টা দাবীর টাকা দেওয়া হয়; ১৯২৬-২৭ সনে মোট ১০৭,৬২০টা দাবীর টাকা দেওয়া হইয়াছিল।

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, অষ্ট্রেলিয়ার 'কমন-ওয়েল্থ' গভর্ণমেণ্টকে আড়াই লক্ষের উপর সমর পেনশান দিতে হইতেছে। প্রায় দেড় লক্ষ বৃদ্ধ এবং অর্দ্ধ লক্ষেরও উপর অকর্ম্মণ্যকে পুষিতে হইতেছে এবং প্রতি মাসে প্রায় দশ হাজারটী করিয়া মাতৃত্বের ভাতা দিতে হইতেছে।

আমেরিকায় বায়স্কোপের "ফিল্ম্" ব্যবসা

১৯২৭ সনে মার্কিণ হইতে প্রায় ২৩০,০০০,০০০ ফুট বায়স্কোপের ফিল্ম্ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ১৯২৬ সনের তুলনায় এবার প্রায় ১১,০০০,০০০ ফুট ফিল্ম্ বেশী রপ্তানি হইয়াছে। ১৯১৩ সনে মার্কিণ হইতে প্রায় ৩২,০০০,০০০ ফুট ফিল্ম্ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। ইহার ১০ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯২৩ সনে ১৪৬,০০০,০০০ ফুট ও ১৯২৪ সনে ১৭৮,০০০,০০০ ফুট বায়স্কোপের ফিল্ম্ মার্কিণ হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়। একটা মোটামুটী হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ১৯২৭ সনে মার্কিণ হইতে প্রায় ৫০,০০০,০০০ ডলারের ফিল্ম্ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

১৯২৭ সনে লাটিন মার্কিণে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশী ফিল্ম্ বিক্রী হইয়াছে। প্রায় ৮০,০০০,০০০ ফুট এবার এখানে চালান দেওয়া হইয়াছে। এ বৎসর ইহার পরই ইয়োরোপে প্রায় ৭০,০০০,০০০ বিক্রী হইয়াছে। এশিয়ায়ও মার্কিণ ফিলমের কাটুতি খুব বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯২০ সনে এশিয়ায় প্রায় ৬০,০০০,০০০ ফুট ফিল্ম্ চালান হইয়াছে। ১৯২৭ সনে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ইয়োরোপ যে পরিমাণ বায়স্কোপের ফিলম কিনিয়াছিল, লাটিন মার্কিণ তার চেয়ে সে বৎসর ১০,০০০,০০০ ফুট বেশী কিনিয়াছে।

মার্কিণের যত ফিল্ম্ ইয়োরোপে বিক্রী হয়, তার অর্দ্ধেক বিলাত কেনে। সুতরাং বিলাতে এ ব্যবসায় মার্কিণ বেশ লাভ করে। বিলাতের পরেই জার্ম্মাণির স্থান। তবে বিলাত যে পরিমাণ মার্কিণ ফিল্ম্ কেনে জার্ম্মাণ তাহার অনেক কম কেনে। ফ্রান্স তৃতীয় স্থান অধিকার করিলেও জার্ম্মাণির খুব নিকটেই থাকে। তার পর চতুর্থ স্থান ইতালির। স্পেন ও পর্টুগাল একত্রে তার পরের স্থান অধিকার করে।

সমস্ত বিদেশী ফিল্মের ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা হিসাবে ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরী এবং ইতালিতে একটা আইন জারি হইয়াছে। এই আইন অনুসারে পরস্পরের মধ্যে যাহাতে নিজেদের, বিশেষতঃ বিলাতের ফিল্ম্ বেশী চলে তাহাই করা হইবে।

মার্কিণের ফিল্ম ব্যবসা এশিয়ায় দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। অষ্ট্রেলিয়াতে অনেক দিন ধরিয়া মার্কিণের ফিল্ম ব্যবসা বেশ চলিয়া আসিতেছে। অন্যান্য দেশেও মার্কিণ ফিল্মের আদর দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে।

আফ্রিকাতেও মার্কিণ ফিল্মের কাটুতি দেখা যায়। সীরিয়া, প্যালেষ্টাইন, আরব প্রভৃতি দেশে ফিল্ম বিক্রী হইলেও তত বেশী টাকার বিক্রী হয় না। মিশরে চার রকম ভাষায় বায়স্কোপের ফিল্ম চলে। সুতরাং এখানেও ফিল্মের কাটুতি মন্দ হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকার পরেই মিশরের স্থান দেওয়া চলে। তবে সমস্ত মিশরের মধ্যে ৫০টার বেশী বায়স্কোপ দেখাবার বাড়ী নাই।

কানাডায় বিট চিনি উৎপাদন

"কিউবা রিভিউ"এর বিবরণ অনুসারে ১৯২৭-২৮ সনে কানাডায় মোট ৫৯১,০৩৮ বস্তা অথবা ২৯,৫৫২ ছোট টন (২৬,৩৮৫ বড় টন) বিট চিনি জন্মে। ১৯২৬-২৭ সনে মোট ৩৩,১৮১ ছোট টন চিনি জন্মানোতে এ বৎসরের তুলনায় ১৯২৭-২৮ সনে শতকরা প্রায় ১১ ভাগ কম জন্মে। ১৯২৫-২৬ সনে কানাডায় মোট ৩৬,০০০ টন বিট চিনি প্রস্তুত হয়।

১৯২৭ সনে কানাডায় ২৯,৬৩১ একর জমিতে বিটের চাষ হয়; এবং ২৫,৮৯০ জমিতে ফসল ফসে। ১৯২৬ সনে ৩২,২২৭ একর জমিতে বিটের চাষ হয় এবং ৩০,০৭৩ একর জমিতে ফসল পাওয়া যায়। ইহাতে দেখা যায়, ১৯২৭ সনে মোট আবাদী জমির শতকরা ১২·৬ ভাগ জমিতে ফসল পাওয়া যায় নাই এবং ১৯২৬ সনে শতকরা ৬·৬৮ জমির ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

১৯২৭ সনে কানাডায় উৎপন্ন বিট হইতে তিনটী কারখানায় মোট ২০০,৪২৫ টন চিনি তৈয়ারী হয়।

ইহাতে প্রতি একর জমিতে মোট ৭·৭৫ টন বিট চিনি পাওয়া যায়। ১৯২৬ সনে ঐ তিনটী কারখানাতেই মোট ২৭৪,৭১৪ টন চিনি তৈরী হয় এবং ইহাতে প্রতি একর জমিতে ৯·১৩ টন চিনি পাওয়া যায়।

১৯২৭ সনে চিনি তৈরী করিবার সময় বিটে "সুক্রোজ" শতকরা ১৭·৪৮ ভাগ পাওয়া যায়। নির্ম্মলতা পাওয়া যায় শতকরা ৮৬.৪৮ ভাগ। এবং প্রতি টন বিট হইতে মোট ২৪৫ পাউণ্ড চিনি প্রস্তুত হয়। ইহার আগের বৎসরে অথবা ১৯২৬ সনে বিটে শতকরা ১৪·৮০ ভাগ সুক্রোজ, ৮৪·৯০ ভাগ নির্ম্মলতা এবং প্রতি টন বিটে ২৪১·৫ পাউণ্ড চিনি পাওয়া যায়।

বিলাতে কাঠ আমদানি

১৯২৬ সনে বিলাত ৪ কোটি পাউণ্ড মূল্যের কাঠ আমদানি করিয়াছিল। মাত্র ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের কাঠ সাম্রাজ্যের ভিতর হইতে আমদানি করা হইয়াছিল।

যুদ্ধের পূর্ব্বের ১৪ বৎসরের প্রতি বৎসর আমদানি করা কাঠের শতকরা ১৩·৭ ভাগ সাম্রাজ্যের ভিতর হইতে কেনা হইত। ১৯২৬ সনে শতকরা ১০·২৫ ভাগ মাত্র সাম্রাজ্যের ভিতর হইতে আমদানি করা হইয়াছিল।

১৯২০ সনে হণ্ডুরাস্ মেহাগ্নির অর্দ্ধেক ব্রিটিশ হণ্ডুরাস্ হইতে আমদানি করা হইয়াছিল; ১৯২৬ সনে ব্রিটিশ হণ্ডুরাস্ হইতে শতকরা ১৪ ভাগ কম আমদানি করা হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মেহাগ্নি কাঠ কয়েকটী বিশেষ গ্রেডের মাপ অনুযায়ী চৌকা করিয়া চেরা হয় বলিয়া ইহা বিলাতী ক্রেতাদের নিকট বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ইহার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে শুদ্ধ কাঠের দাম নয় কিন্তু কাঠ চেরার এবং করাতের কারখানায় কাঠ লইয়া যাইবার খরচও বিলাতকে দিতে হইতেছে।

১৯০০ হইতে ১৯১৪ সন পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর গড়ে ২২,১৬৫ পাউণ্ড মূল্যের কাঠ ভারত হইতে বিলাতে রপ্তানি হইত। সম্প্রতি ১ বৎসরে ১৮৩,০০০ পাউণ্ড মূল্যের ভারতীয় কাঠ বিলাত আমদানি করিয়াছে।

বিলাত বৎসরে প্রায় ২৮৫,০০০ পাউণ্ড মার্কিণ ওয়াল্‌নাট্ এবং প্রায় ২০ লক্ষ পাউণ্ড মার্কিণ ওকের জন্য অর্ডার দিতেছে।

বিলাতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

বিলাতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অবস্থা এখন বেশ সন্তোষজনক। অন্যান্য দেশের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প নানা বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া যাইতেছে বলিয়া প্রতিযোগিতা কম হওয়াতে বিলাতের কারবারওয়ালারা নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় পাইয়াছে, আবশ্যক মত উন্নতি করিবারও সুযোগ পাইয়াছে। কারবারগুলার অর্ডারবুকগুলি এখন ভর্ত্তি হইয়া উঠিয়াছে। এখন কিছুকালের জন্য কাজের ভাবনা আর নাই। ইঞ্জিনিয়ারি শিল্প লোহালক্কড়ের অনেকগুলা বড় বড় অর্ডার পাইয়াছে এবং সম্প্রতি যে দরে অর্ডার পাওয়া গিয়াছে তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ থাকিবে। জাহাজ তৈয়ারী কাজের অবস্থাও পূর্ব্বাপেক্ষা আশাজনক।

দর এখন উঠানামা করিতেছে না, বরং বেশ স্থির আছে। পুরাতন খরিদ্দারদের আগেকার অল্পদরেই জিনিষ দেওয়া হইতেছে। যাহারা কেবল বিলাতী লৌহ ও ইস্পাত লইয়া ব্যবসা করিবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিতেছে তাহাদিগকে রিবেট প্রথায় অপেক্ষাকৃত অল্প দরে লৌহ ও ইস্পাত দেওয়া হইতেছে।

লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের জন্য একটী নূতন কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে, এই কোম্পানীটী এরূপ নূতন প্রণালীতে লৌহ ও ইস্পাত উৎপন্ন করিবে যে, উৎপাদনের খরচ শতকরা ৩৩ ভাগ কমিয়া যাইবে। এই কোম্পানীটীর সহিত কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আছেন। সুতরাং এত অল্প খরচায় উৎপাদনের কথা একেবারে মিথ্যা না হইতেও পারে।

চিনির বাজার

লণ্ডনে এবং জাভাদ্বীপে যদিও জাভা চিনির দর চড়িবার উপক্রম হইতেছে তথাপি "ফরওয়ার্ড বিজ্‌নেস্" হিসাবে কলিকাতায় চিনির বাজার-দর এক কথায় বলিতে গেলে একঘেয়ে হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিতে হয়। ফরওয়ার্ড

বিজ্‌নেস্‌ একেবারে ঠাণ্ডা। গত সপ্তাহের প্রথম তিন দিন বিক্রেতাগণের নির্দ্দিষ্ট মূল্যের হারের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। শেষ দিকে যদিও কিছু বাড়িয়াছে তথাপি তাহা দেখিয়া বাজারে চাহিদা বাড়িয়াছে একথা বলা চলে না। লণ্ডন ও জাভার প্রতি সহানুভূতির জন্যই এরূপ ঘটিয়াছে।

এইরূপ মূল্য-বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল মাত্র অল্প দিনের জন্য। চাহিদা কম হওয়ার জন্য চড়া দাম টিঁকে নাই। সুতরাং অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে এবং জানুয়ারি-মার্চ্চ মাসে জাহাজ বোঝাই হওয়ার সময় চিনির যে দর নির্দ্দিষ্ট ছিল, আগষ্ট মাসের ১১ই তারিখে আবার সেই দরে নামিয়া আসিয়াছে। বাংলার বাহিরের প্রদেশগুলিতে "স্পট" চিনির অর্থাৎ হাতাহাতি খরিদের খুব কমই চাহিদা আছে। পাঞ্জাব বৃষ্টির অভাবে কষ্টভোগ করিতেছে। সুতরাং তথায় চিনির চেয়ে খাদ্য দ্রব্যের ক্রয়ের জন্যই বেশী অর্থ ঢালিতে হইতেছে। অন্যপক্ষে অন্যান্য প্রদেশগুলিতে এত বেশী বৃষ্টি হইয়াছে যাহা ধান ফসলের পক্ষে ক্ষতিকর। যাহা হউক বাংলা প্রদেশের চাহিদা নিতান্ত মন্দ নয়। ভবিষ্যতের যে মন্দা অবস্থার টের পাওয়া যাইতেছে তাহা কেবল এই বাংলার বেলায় একেবারে উল্টা দেখা যাইতেছে।

বাংলার পশ্চিমাংশস্থ গঞ্জসমূহ হইতে মাল নিষ্কাশন বেশ ভালভাবেই চলিতেছে এবং মজুত মাল পুনরায় ৯,০০০ টনেরও নীচে নামিয়া গিয়াছে। উৎকৃষ্ট জাভা চিনির বিক্রয়-দর নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

মণকরা দর

	১৮ই আগষ্ট			১১ই আগষ্ট		
	টাঃ	আঃ	পাঃ	টাঃ	আঃ	পাঃ
রেডি	৯	১০	০	৯	১০	৯
আগষ্ট-সেপ্টেম্বর	৯	৯	৯	৯	৯	৩
অক্টোবর-ডিসেম্বর	৯	১০	৩	৯	১০	৩
জানুয়ারি-মার্চ্চ	৯	১১	৩	৯	১১	৩

দি লণ্ডন সি, অ্যাণ্ড্‌ এফ্‌ ক্যালকাটা রেট্‌স্‌ আলোচ্য সপ্তাহে ফি হন্দরে ১½ পেন্স দর চড়াইয়াছে; কিন্তু জানুয়ারি-মার্চ্চ মাসের দর ফি হন্দরে ¾ পেন্স কমাইয়াছিল। শনিবারের শেষে নিম্নলিখিত রূপ দর ছিল :—

	১৮ই আগষ্ট		১১ই আগষ্ট	
	শিঃ	পেঃ	শিঃ	পেঃ
অক্টোবর-ডিসেম্বর	১২	১০½	১২	৯
জানুয়ারি-মার্চ্চ	১২	১১¾	১২	১০½

ইণ্ডিয়ান ট্রেড্‌ জার্ণ্যালে প্রকাশিত মজুত মালের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	১৯২৭ সনে	১৯২৮ সনে
	টন	টন
কলিকাতা (৯ই আগষ্ট)	১১,১০০	২৮,৫০০
বোম্বাই (১০ই আগষ্ট)	১০,৫০০	১৭,৬০০
করাচী (১০ই আগষ্ট)	৫,৮০০	১৫,৪০০
মাদ্রাজ (৬ই আগষ্ট)	২০০	৬০০
রেঙ্গুন (৬ই আগষ্ট)	৩,০০০	২,৫০০
মোট	৩০,৬০০	৬৪,৬০০

মজুত মালের পরিমাণ-হ্রাস

ভারতবর্ষের বড় বড় বন্দরগুলিতে মজুত মালের পরিমাণ গত সপ্তাহ অপেক্ষা ৬,৬০০ টন ও গত পক্ষ অপেক্ষা ১৯,০০০ টন হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় মালের পরিমাণ অর্দ্ধেকেরও কম। ১৮ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতায় মজুত মালের পরিমাণ প্রায় ৮,০০০ টন, গত সপ্তাহে প্রায় ১০,৫০০ টন, এবং ১৯২৭ সনে ১৮ই আগষ্ট তারিখে মালের পরিমাণ ছিল প্রায় ২০,৪০০ টন।

জুলাই মাসে জাভা হইতে সকল প্রকার চিনি রপ্তানি হইয়াছিল প্রায় ২৬২,০০০ টন, এবং জুন মাসে ২৭৯,০০০ টন। ইহার মধ্যে বৃটিশ ভারতে যথাক্রমে প্রায় ৮০,০০০ টন ও ১২৩,০০০ টন রপ্তানি হইয়াছিল।

১৯২৮ সালের ১লা জুলাই তারিখে জাভার মজুত চিনির পরিমাণ প্রায় ২৪৯,৮৬৮ টন। গত বৎসর ঐ তারিখে ছিল ২১৬,৬১৩ টন, এবং ১৯২৬ সালের ১লা জুলাই ১৩৭,১৬৫ টন।

কিউবার চিনি

কিউবা প্রকৃত পক্ষে চীনদেশের বাজারে জাভার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে চায়। ২৮ই আগষ্ট তারিখে রয়টার হাভানা হইতে এই মর্ম্মে তার করিয়াছে:—কিউবা চীনের ন্যাশানালিষ্ট গভর্মেণ্ট (জাতীয়দল-পরিচালিত গভর্মেণ্ট) স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, কেবলমাত্র কিউবার উদ্বৃত্ত চিনির জন্য চীনদেশে বাজার সংস্থাপন। এই মত সমর্থিত হইয়াছে ষ্টেট্ ডিপার্টমেণ্টের ঘোষণাবলীদ্বারা। উহাতে প্রকাশ যে, একটী বাণিজ্য-বিষয়ক সন্ধির শেষ সিদ্ধান্তস্বরূপ চীনের সহিত শীঘ্রই কথাবার্ত্তা সুরু হইবে।

রুশিয়া হইতে অষ্ট্রীয়ায় মালের অর্ডার

অষ্ট্রীয়ার কলকারখানাগুলি রুশিয়ান গভর্মেণ্টের নিকট হইতে নূতন নূতন দরকারী মালের অর্ডার পাইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ অষ্ট্রীয়ার হোফার ও স্ক্র্যান্স কোম্পানী পাঁচ লক্ষ ডলার মূল্যের অর্ডার, দি অষ্ট্রীয়ান ব্যামাগ বাট্লার ওয়ার্কস্ ১৮০,০০০ ডলার মূল্যের অর্ডার পাইয়াছে। অন্যান্য কতকগুলি কলকব্জা-নির্ম্মাণের কারখানার নিকট ২৫০,০০০ ডলার মূল্যের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

আমেরিকার বড় বড় ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানসকল কতকগুলি চেক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘকালের মিয়াদে ঋণ দান করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু ঋণ-গ্রহণের সর্ত্তগুলি খুব কড়া হওয়ায় চেক প্রতিষ্ঠানগুলি ঋণ গ্রহণ করে নাই। জার্ম্মাণিকে দেয় আমেরিকান ক্রেডিটের যে হারে সুদ আদায় করা হয় সেইরূপ সুদ দিবার জন্য চেক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বলা হইয়াছিল।

চেকোশ্লোভাক্ রিফাইনারি (সংশোধনালয়)গুলি প্রকাশ করিতেছে, এ বৎসরে উৎপাদিত চিনির পরিমাণ প্রায় ১২,৫০০,০০০ মিটার-জেণ্টনার, অর্থাৎ গত বৎসর অপেক্ষা ২,১০০,০০০ মিটার জেণ্টনার বেশী। জুলাইমাসে চিনির ক্রয়-বিক্রয় তত ভাল চলে নাই এবং নেষ্টৌউইজ্ রিফাইনারির দেনা-পাওনার সংক্ষিপ্ত হিসাবে বর্ত্তমান দুঃসময়েরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। লাভ শতকরা ৫০ টাকা কম হইয়া গিয়াছে। গত বৎসর যে স্থানে শতকরা ২৫ টাকা ডিভিডেণ্ড (লভ্যাংশ) দেওয়া হইয়াছিল। এবার সেই স্থানে শতকরা ১৫ টাকা ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে। রপ্তানি কম হওয়ায় এবার ৭৮০ লক্ষ ক্রোনেন্ মূল্যের মজুত মালের স্থানে এবার মাল মজুত রহিয়াছে ১০০০ লক্ষ ক্রোনেন্ মূল্যের। রুশিয়ান গভর্ণমেণ্ট সকল প্রকার মাল খরিদ করিবার জন্য অনেকগুলি চেকোশ্লোভাক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইতেছে। আশা করা যায় যে, রুশিয়া ১৫,০০০,০০০ ক্রোনেন্ মূল্যের অর্ডার দিবে।

লৌহ ও কয়লা শিল্প

চেকোশ্লোভাকিয়ার লৌহ ও কয়লার কারখানাগুলিতে কাজকর্ম্ম বেশ ভালই চলিতেছে। ইণ্টারন্যাশানাল র ষ্টীল্ কার্টেলের সঙ্গে যে বোঝাপড়া হইয়াছে তাহার জন্য রপ্তানি-কার্য্য বেশ জোরের সঙ্গেই চলিতেছে এবং ১৯২৮ সালের প্রথম ছয় মাসের উৎপন্ন মালের পরিমাণ গত বৎসরের এই সময়ের উৎপাদিত মালের পরিমাণকে খুব বেশী মাত্রায় ছাড়াইয়া গিয়াছে। কোক কয়লার উৎপাদন ১৯২৭ সনের চেয়ে শতকরা ১৩ ভাগ বেশী, এবং গত বৎসরের প্রথম ছয় মাসের তুলনায় এবার শক্ত কয়লা শতকরা ৩ ভাগ বেশী ও বাদামী কয়লা শতকরা ৪ ভাগ বেশী রপ্তানি হইয়াছে।

ফসল উৎপাদনে সহায়তা করিবার জন্য একটী বড় দরের ইতালিয়ান ব্যাঙ্ক রুমানিয়ান গভর্ণমেণ্টকে ১২,০০০,০০০ ডলার ধার দিয়াছে শুনিয়া রুমানিয়ায় কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তবে এই ঋণদান রুমানিয়ান গভর্ণমেণ্টকে শরৎকালে দিবার জন্য প্রতিশ্রুত ২০,০০০,০০০ ডলার ঋণের সহিত সংশ্লিষ্ট অথবা দুই গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অনুসারে মাত্র একটী বেসরকারী অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপার তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না।

বুলগেরিয়ান তামাক ও সিগারেটের কারখানাগুলির মধ্যে পরস্পর বোঝাপড়া চলিতেছে। তাহাদের অভিপ্রায় একটী কার্টেল গঠন করা। এই কার্টেলের প্রথম কার্য্য

হইবে দামের উঠানামা বন্ধ করা। জার্ম্মাণ তামাক-শিল্প-সেবকগণ বুলগেরিয়ার তামাক খুব বেশী পরিমাণে আমদানি করিয়া থাকে। তাহারা এই খবরে খুব খুসী হইয়াছে।

ইংরেজের রপ্তানি বৃদ্ধি

পূর্ব্বে ক্রমাগত ৫ মাস ধরিয়া বৃটেনের রপ্তানি বৃদ্ধি হইতেছে। আগষ্ট মাসের তালিকাতে বুঝা যাইতেছে ইহা রপ্তানি-বৃদ্ধির পঞ্চম মাস।

আগষ্ট মাসের রপ্তানির পরিমাণ ৬২,২০৭,০০০ পাউণ্ড। ইহা গত জুলাই মাসের রপ্তানি অপেক্ষা ১,৩৩১,০০০ পাউণ্ড বেশী ও গত বৎসর আগষ্ট মাসের রপ্তানির চেয়ে ২,৮০৬,০০০ পাউণ্ড বেশী।

এই সংখ্যা-তালিকার মূল্য আছে, কারণ তুলনামূলক গণনা দ্বারা দেখা যাইতেছে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

এই বৎসরের আট মাসে ১৯২৭ সনের এই সময়ের তুলনায় ২০,৪৬১,০০০ পাউণ্ড রপ্তানি বেশী হইয়াছে।

আগষ্ট মাসে মোট আমদানির পরিমাণ ৯৭,৭০০,০০০ পাউণ্ড। ইহা জুলাই মাসের রপ্তানির তুলনায় ২,২৩২,০০০ পাউণ্ড বেশী এবং গত বৎসর আগষ্ট মাসের রপ্তানির তুলনায় ৭,৫৮৪,০০০ পাউণ্ড বেশী। এই বৎসরের আট মাসের মোট আমদানি গত বৎসরের এই সময়ের মোট আমদানি অপেক্ষা ২,২৫৩,০০০ পাউণ্ড বেশী।

জাপানের বহির্ব্বাণিজ্য

জাপানের সরকারী খবরে প্রকাশ যে, গত এপ্রিল মাসে জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্যে অনেকটা উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। ঐ মাসে কাঁচা রেশমের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু তুলার আমদানি হ্রাস পাইয়াছে। ঐ সময়ে জাপান ১৫৭,০০০,০০০ ইয়েন মূল্যের জিনিষ বিদেশীদের নিকট বিক্রয় করে ও ১৭৩.০০০,০০০ ইয়েন মূল্যের বিদেশী মাল স্বদেশে আমদানি করে। তাহা হইলে জাপান বিদেশীর নিকট যত মাল বেচিয়াছে তাহার চাইতে ১৫,০০০,০০০ ইয়েন মূল্যের মাল বেশী কিনিয়াছে।

গত মে মাসে জাপান ১৬২,০০০,০০০ ইয়েন মূল্যের মাল রপ্তানি করিয়াছে ও ইহা অপেক্ষা ২৭,০০০,০০০ ইয়েন মূল্যের বিদেশী মাল বেশী আমদানি করিয়াছে।

এই সনের প্রথম পাঁচ মাসে জাপান বিদেশীর নিকট হইতে যত মাল কিনিয়াছে তাহার চাইতে ১৯৭,০০০,০০০ ইয়েন মূল্যের মাল তাহাদের নিকট বেশী বেচিয়াছে।

গত মে মাসে জাপান চীনের নিকট ৪৭,০০০,০০০ ইয়েন মূল্যের মালপত্র বেচিয়াছে। চীন দেশ হইতে সে যে পরিমাণ মাল বেচিয়াছে তাহার চাইতে ১১,০০০,০০০ ইয়েন বেশী মাল সে চীনের কাছে বেচিয়াছে। এই সনে জুন মাস পর্য্যন্ত জাপান চীনের নিকট ৪৯,০০০,০০০ ইয়েন মূল্যের মাল বেচিয়াছে। চীনা বাজারে জাপানকে আজকাল একটু বিব্রতই হইয়া পড়িতে হইয়াছে। কারণ স্বাধীন চীন জাপানকে আর্থিক বয়কট করিবার ভীতি প্রদর্শন করিয়াছে এবং জাপান-বয়কটের আন্দোলন সে দেশে প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে।

ইহা সত্ত্বেও চীনে জাপানী মালের কাটতি পূর্ব্ববৎই আছে। মোটের উপর জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্য সচ্ছল বলিতে হইবে।

ফরাসী ফ্রাঁ

বর্ত্তমানে ফরাসী ফ্রাঁ মুদ্রার মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় আট আনা, আমেরিকান মুদ্রায় ১৯.৩ সেণ্ট ও বিলাতী মুদ্রায় ৯॥ পেন্স। বিগত জুন মাসে ফ্রান্সের মন্ত্রি-সভা হইতে ফ্রাঁর মূল্য ⅘ ভাগ কমাইয়া যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের দরমাফিক করিবার এক মোসাবিদা হইয়াছে। ফ্রাঁর কিম্মত কমাইয়া দিতে অনেকেই রাজী নহেন, কিন্তু ইহা না করিলে নাকি ইয়োরোপের আর্থিক রিহ্যাবিলিটেশ্যান সম্ভবপর হইবে না।

গত জুলাই মাসে ফ্রান্সের ব্যবসা-বাণিজ্য-বিভাগে অনেকটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। খুচরা বিক্রয় ব্যবসা তেমন আশানুরূপ নহে।

গ্রেট ব্রিটেন ও জার্ম্মাণিতে লৌহ ইস্পাত শিল্পে মন্দাভাব চলিলেও ফরাসী কারখানাওয়ালারা বেশ দু' পয়সা আয়

করিতেছে। বাহিরে রপ্তানিও বৃদ্ধি পাইতেছে এবং লৌহ ইস্পাতের ঘরোয়া চাহিদাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। লৌহ ইস্পাতের বাজার-দর খুব চড়িয়া গেলেও ফরাসী কারখানা-ওয়ালারা এ দরকে যথেষ্ট লাভজনক মনে করেন না।

ফরাসীর বহির্ব্বাণিজ্য

বর্ত্তমান সনের প্রথম পাঁচ মাসে ফ্রান্স ১২,৬২৬,০২৩,০০০ ফ্রাঁ মূল্যের মাল আমদানি করে এবং ২১,০৩৫,৩৩৯,০০০ ফ্রাঁ মূল্যের মালপত্র বিদেশে রপ্তানি করে। তাহা হইলে দেখা যায় যে, ফ্রান্সের রপ্তানির চাইতে আমদানি ৫৯০,৬৮৪,০০০ ফ্রাঁ বেশী। গত মাসে ঐ সংখ্যা ছিল ১৩০,০০০,০০০ ফ্রাঁ।

এই বৎসর ফরাসী দেশ হইতে কাঁচা মাল ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি হ্রাস পাইয়া যায়। খাদ্য দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পায়।

জার্ম্মাণির বহির্ব্বাণিজ্য

গত এপ্রিল মাসে জার্ম্মাণির আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে মন্দাভাব পরিলক্ষিত হয়। এপ্রিল মাস হইতে ক্রমেই এই ভাব চলিতে থাকে। এপ্রিল মাস হইতে জার্ম্মাণি ১,১৭২,০০০,০০৮ মার্কস মূল্যের মাল আমদানি করে এবং ঐ মাসে জার্ম্মাণি ৯২৪০০০০০০ মার্কস মূল্যের মাল বিদেশে রপ্তানি করে।

জার্ম্মাণির ঘরবাড়ী

বর্ত্তমানে জার্ম্মাণিতে ৩০০০০০০ লোকের বসবাসের জন্য কম সে কম ৬০০০০০ ব্যক্তিগত বাড়ীর অভাব হইয়া পড়িয়াছে। গত সন ৫০০০০ অধিবাসি-যুক্ত সহরগুলিতে ১০৫৫৪০টি বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে। ১৯২৬ সনে ৭৫,৩৮৫ খানা বাড়ী করা হয়।

(১) দেশী

লাজপত রায়ের মৃত্যু

ভারতের জাতীয় নেতা লালা লাজপত রায়ের পরলোকগমনে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য কলিকাতা সহরের সর্ব্বত্র প্রার্থনা, মিছিল ও সভাসমূহের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। লালা লাজপত রায় তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে অনবসন্ন ও অবিচলিত উৎসাহের সহিত দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন, কলিকাতাবাসী তাহা স্মরণ করেন। মাতৃভূমির সেবার জন্য তাঁহাকে কিরূপ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা গতকল্য কলিকাতাবাসী আর একবার স্মরণ করেন। এই সকল স্মরণ করিয়া কলিকাতাবাসী যুবক ও বৃদ্ধ সকলে তাঁহাদের সকল প্রকার পার্থক্য ভুলিয়া একস্থানে মিলিত হইয়া পরলোকগত আত্মার শান্তির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন।

সকালে মিছিল

পূর্ব্ব রাত্রির বন্দোবস্ত অনুসারে গতকল্য সকালে হ্যারিসন রোডে হিন্দু রিলিফ কমিটির বাড়ীতে প্রকাণ্ড মিছিলের বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

উক্ত স্থান হইতে সাত ঘটিকার সময় মিছিল বাহির করিবার কথা ঘোষিত হইয়াছিল; কিন্তু ঘোষিত সময়ের বহুপূর্ব্বে বড়বাজারের বহুসংখ্যক অধিবাসী এবং কংগ্রেস কমিটীর স্বেচ্ছাসেবকগণ সমবেত হইতে থাকে এবং মিছিল যাত্রা করিবার প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে হিন্দু রিলিফ কমিটীর বাড়ীর সম্মুখে হ্যারিসন রোডের উপর প্রকাণ্ড জনতা হইয়াছিল। যথাসময়ে পদ্মরাজ জৈন, বসন্তলাল মুরারকা, পুরুষোত্তম রায়, অমরনাথ ঘোষ, লালমোহন ঘোষ এবং কংগ্রেস ও হিন্দুসভার প্রধান প্রধান নেতাগণ উক্ত বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়া রাস্তার উপরে মিছিলের আয়োজন করেন। মিছিলটি প্রায় অর্দ্ধ মাইল স্থান অধিকার করিয়াছিল।

মিছিলকারিগণ সকলেই কৃষ্ণ পতাকা বহন করিয়াছিল এবং পরলোকগত মহাত্মার পুণ্য-স্মৃতি স্মরণ করিয়া "লালা লাজপত রায়কী জয়" ধ্বনি করিতেছিল।

মিছিলকারিগণ একটী বড় খাট সুসজ্জিত করিয়া তাহার উপর লালাজীর ফটো রাখিয়া বহন করিয়া লইয়া যায়। খাটটি মিছিলের মাঝখানে রাখা হইয়াছিল এবং যখন তাহারা অগ্রসর হইতেছিল সেই সময়ে যাত্রিগণ স্বর্গীয় মহাত্মার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের জন্য খাটের উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছিল।

মিছিল অগ্রসর

সকাল প্রায় সাড়ে সাতটার সময় মিছিল যাত্রা করে এবং কাল পতাকা নাড়িয়া "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিতে থাকে। মিছিলটি তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট, চিৎপুর রোড, ক্রস্ ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের মধ্য দিয়া বেলা ৯ ঘটিকার সময় বড়বাজার ঘাটে উপনীত হয়।

কলেজষ্ট্রীটে দৃশ্য

মিছিলটি কলেজষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ের

নিকটে উপনীত হইলে পর উৎসাহময় দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছিল। এখানে বিরাট এক জনতা, যাহারা মিছিলের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা খাটের উপরে ফুল ও মালা অর্পণ করে এবং মিছিলের সহিত যোগদান করিয়া "লালা লাজপত রায়কী জয়" ধ্বনি করিতে থাকে। গঙ্গার ঘাট ও বড়বাজারের পথগুলিতেও ঐরূপ দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছিল।

ঘাটে দৃশ্য

মিছিলটি উপনীত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রায় তিন সহস্র লোক পুষ্প ও মাল্যসহ গঙ্গার ঘাটে সমবেত হইয়াছিল। মিছিলটি দূর হইতে দেখা গেলে পর গঙ্গার ঘাটে সমবেত লোকগণ পতাকাসমূহ দোলাইতে থাকে এবং "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিতে থাকে।

ঘাটে উপনীত হইয়া মিছিলকারিগণ একটী ধর্ম্মসঙ্গীত গান করে এবং নদীতীরের উপর খাটটী রাখে।

শীঘ্রই বিভিন্ন দিক্ হইতে বহু লোক আসিয়া জড় হয় এবং সমগ্র স্থানটি লোকে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছিল। মিছিলকারিগণ তারপর গঙ্গায় স্নান করিয়া পরলোকগত মহাপুরুষের আত্মার শান্তির জন্য ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করে।

প্রার্থনা

গঙ্গার তীরে অপূর্ব্ব দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছিল। মিছিলকারিগণ এবং দর্শকগণ একটি মিছিল করিয়া গঙ্গার তীরের উপরে দাঁড়াইয়াছিল এবং গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছিল;—নিকটবর্ত্তী মন্দিরসমূহের পুরোহিতগণ সেই সময় মাঝে মাঝে ঘণ্টাধ্বনি করিতেছিলেন।

প্রার্থনা শেষ হইবার পর লোকগণ ঘাটে সমবেত হয় এবং লালা লাজপত রায়ের প্রতিকৃতির উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিতে থাকে।

ঘাটে স্নান ও প্রার্থনার পরে মিছিলকারিগণ হিন্দু রিলিফ কমিটির অফিসে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়।

ব্যবসায় বন্ধ

কংগ্রেস কমিটি দোকানদার ও ব্যবসায়িগণকে বেলা ৪ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত সকল দোকানপাট বন্ধ রাখিতে নোটিশ দিয়াছিলেন, কিন্তু সমগ্র বড়বাজারে হিন্দু দোকানদারগণ ও ব্যবসায়িগণ সমস্ত দিন তাহাদের ব্যবসায় বন্ধ রাখিয়াছিল। ক্রস ষ্ট্রীট, কটন ষ্ট্রীট, রাণীচক এবং বড়বাজার মার্কেটেও সমস্ত দিন ধরিয়া দোকানগুলি বন্ধ ছিল এবং দোকানদারগণ সমস্ত দিন ধরিয়া কোন ব্যবসায় চালায় নাই।

মন্দিরসমূহে প্রার্থনা

সকালবেলা বড়বাজারে বিভিন্ন মন্দিরসমূহে বিশেষ প্রার্থনা হইয়াছিল এবং বড় বাজারের অধিবাসিগণ গঙ্গায় স্নানের পর মন্দিরসমূহে যোগদান করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

বিদ্যালয়ের বালকদিগের মিছিল

দ্বিপ্রহরের সময় একটি প্রকাণ্ড মিছিল বাহির হয়, ইহাতে প্রধানতঃ হিন্দুস্থানী বিদ্যালয়ের বালকসমূহই ছিল। এই মিছিলটি লালাজীর প্রতিকৃতি বহন করিয়া বড়বাজারের রাস্তাসমূহ দিয়া গমন করে এবং বড়বাজার কংগ্রেস কমিটীর স্বেচ্ছাসেবকগণ লোকদিগকে মহেশ্বরী ভবনের ও টাউন হলের সভায় যোগদান করিতে অনুরোধ করে।

পাঞ্জাবীদিগের সভা

কলিকাতার অধিবাসী প্রধান প্রধান পাঞ্জাবীগণ সকাল বেলা বড়বাজারে একটি সভার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং লালাজীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা সভার পর পরলোকগত নেতার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করেন।

যুক্তপ্রদেশে দান খয়রাত

সংযুক্ত প্রদেশের গেজেটে প্রকাশ, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ জনসেবার জন্য নানাবিধ দান করিয়াছেন:—

আজমগড়

রায় বাহাদুর মুকুন্দলাল (১) জৌনপুর-আজমগড় সড়কে 'লক্ষ্মী কূপ' নামে একটি কূপ এবং একটি বিশ্রামগৃহের জন্য ১০০০৲ (২) আজমগড়ের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে 'শান্তি সরোবর' নামে একটি পুকুরের জন্য ১০০০৲ (৩) আজম

গড়ের শ্রীরামকৃষ্ণ দাতব্য ঔষধালয়ের জন্য ৫০০০৲ (৪) আজমগড়ের শিল্পবিদ্যালয়ের জন্য ৫০০০৲ টাকা।

আলমোড়া

ব্রহ্মচারী সোমগিরি একটি দ্বিতল ধর্ম্মশালার জন্য ২০০০৲ টাকা।

গড়ওয়াল

হৃষীকেশের বাবা কালী কমলীওয়ালা হনুমান চট্টি ধর্ম্মশালার জন্য ৪০০০৲ (২) তুঙ্গনাথের ধর্ম্মশালা ৩০০০৲ (৩) মসু বিজুগী ধর্ম্মশালা ৩০০০৲ টাকা।

শ্রীযোগানন্দ দণ্ডী স্বামী—পনিয়া চৌমাসু দেবীস্থলের ধর্ম্মশালার জন্য ১৫০০৲ টাকা।

আলিগড়

পরলোকগত রাজা মানসিংহ জিলা বোর্ডের মেম্বর এবং লক্ষ্ণৌর জমীদার—কয়াসপুর ষ্টেশনে একটি চিকিৎসালয়ের জন্য ২৩০০০৲ টাকা।

কুমার লক্ষ্মীরাজ সিংহ গভানা টাউনে একটি স্কুল ও ছাত্রাবাসের জন্য ২২৮৯৩৲ টাকা।

শ্রীদ্বারকাপ্রসাদ সিংহ—সাসনী টাউন স্কুল ছাত্রাবাসের জন্য ৫০০০৲ টাকা।

শ্রীলাল সিংহ—সিকন্দ্রা রাও তহসিলে, বিজয়গড় গ্রামে একটি হাসপাতালের জন্য ১০০০০৲ টাকা।

শ্রীবুধ সেন, সাং বহলোলপুর, (বুলন্দ সহর) আলিগড়ের সহরতলী তেজপুরের পাকা সড়কে একটি ধর্ম্মশালা এবং একটি পাকা কূপের জন্য ৪০০০৲ টাকা।

শ্রীনদীলাল—হাথরাস-খাসগঞ্জ সড়কে একটি কূপ এবং ধর্ম্মশালার জন্য ৩০০০৲ টাকা।

সার্ব্বজনীন চাঁদায়—ভুলেশ্বর বাবার নামে নগোরুই নামক স্থানে একটি ধর্ম্মশালার জন্য ২০০০৲ টাকা।

শ্রীনন্দরাম—নাগলপার নিকটে একটি ধর্ম্মশালা এবং একটি কূপের জন্য ১৩৫০০৲ টাকা।

মাখনলাল বোহরা জমীদার কষ্টোলী—ব্যাস গ্রামে একটি ধর্ম্মশালার জন্য ১০০০৲ টাকা।

আলিগড়ের প্রথম তিনটী কার্য্যের জন্য অর্দ্ধেক টাকা গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন।

মথুরা

শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ বৈশ্য—মথুরা সায়দাবাদ ধর্ম্মশালার জন্য ৮০০০৲ টাকা।

কুমার মহম্মদ কেরামত আলী খাঁ—সায়দাবাদে একটী প্রসূতি-আগারের জন্য ৬০০০৲ টাকা।

আগ্রা

মুসাম্মত গরজ কুমারী, বাহ নামক স্থানের মুরারীলাল চৌবের বিধবা—একটী কূপের জন্য ১২০০০৲ টাকা।

শ্রীধনসিংহ—আগ্রার চিক হপ্তমে এতমা উদ্দৌলার নিকট একটী ধর্ম্মশালার জন্য ১২০০৲ টাকা।

এটা

শ্রীমুরলীধর এটায় একটী ধর্ম্মশালার জন্য ১১০০৲ টাকা।

মীরাট

মুসম্মত চন্দ্রাবতী—মীরাটের অন্তর্গত কুরালী গ্রামে একটী ধর্ম্মশালা ও বাগিচার জন্য ৪০০০৲ টাকা।

বুলন্দ সহর

শ্রীদিগম্বর সিংহ—দেবাই নামক স্থানে একটী ধর্ম্মশালার জন্য ১০০০৲ টাকা।

শ্রীগঙ্গা সহায় নেবাই নামক স্থানে ধর্ম্মশালার জন্য ৫০০০৲ টাকা।

মুসম্মত জানকী বাঈ বেহরা—রাজঘাটে একটী ধর্ম্মশালার জন্য ৮০০০৲ টাকা।

শ্রীজহুরীমল—জামালপুরে একটি ধর্ম্মশালার জন্য ২০০০৲ টাকা।

শ্রীচুন্নীলাল ও শ্রীগিরিধারীলাল—আহাম্মদপুর চৌরোলী ধর্ম্মশালার জন্য ২৪০০৲ টাকা।

শ্রীশিবচরণ—সবালপুরে একটি ধর্ম্মশালার জন্য ১৪৫০৲ টাকা।

সুলতানপুর

শ্রীকালুম—কচোরীর নিকট একটি ধর্ম্মশালার জন্য ৪০০০৲ টাকা।

বেরিলী

মুসম্মত গঙ্গা দেবী এবং শঙ্করী দেবী—ব্রজমোহনলালের

বিধবা পত্নীদ্বয় বেরিলী কলেজের বিজ্ঞানাগারের জন্য ২৪০০০৲ টাকা।

শাহজাহাপুর

শ্রীতেজসিংহ—জালালাবাদ তহসিলে একটি ধর্ম্মশালার জন্য ১০০০৲ টাকা।

কানপুর

শ্রীশ্যামগোপাল—ময়ঠা ষ্টেশনের নিকট মোনবরসা গ্রামে একটী ধর্ম্মশালার জন্য ১০০০৲ টাকা।

জৌনপুর

চৌধুরী মাধব রায়—শাহগঞ্জ হাঁসপাতালে রোগীদের বাসস্থানের জন্য ৩০০০৲ টাকা।

মরিয়াহুর জনসাধারণ—রোগীদের বাসস্থানের জন্য ২৭০০৲ টাকা।

এই দুইটী কার্য্যের জন্য জিলাবোর্ডও টাকা দিয়াছেন।

প্রতাপগড়

শ্রীশ্যামগোপাল—কানপুর কৈথুলায় একটী পাকা কুপের জন্য ১১০০৲ টাকা।

কৃষক ও শ্রমিকদল সম্মিলন

আগামী ডিসেম্বর মাসের ২১ শে, ২২ শে ও ২৩ শে তারিখ (পৌষ মাসের ৬ই, ৭ই ও ৮ই তারিখ) কলিকাতা সহরে "প্রথম নিখিল ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিকদল সম্মিলনের" অধিবেশন হইবে। বর্ত্তমান সময় একই নীতি, উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও 'কৃষক' ও 'শ্রমিকদল' বাংলা, বোম্বে, পাঞ্জাব ও ইউ, পি, এই চারিটি প্রদেশে বিভিন্নরূপে গঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রাদেশিক দল-সমূহের অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলি কৃষক ও শ্রমিক সঙ্ঘও রহিয়াছে। এই দল ও সঙ্ঘগুলিই সম্মিলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবে। অন্যান্য কৃষক, শ্রমিক, রাষ্ট্র-নৈতিক ও তরুণ প্রতিষ্ঠানগুলিকেও অনুরোধ করা যাইতেছে যে, সম্মিলনের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে তাঁহারাও আপন আপন প্রতিনিধি সম্মিলনে প্রেরণ করুন। "কৃষক ও শ্রমিকদল"কে ব্যাপকভাবে গড়িয়া তোলা অর্থাৎ "সমগ্র ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এ পরিণত করাই এই সম্মিলনের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য। দলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্ম্মপদ্ধতিও এই সম্মিলনে গৃহীত হইবে।

"কৃষক ও শ্রমিকদল" ভারতের শোষিত ও নির্য্যাতিত জন-সাধারণের দল। ধনী, জমীদার ও অপরাপর শোষক-শ্রেণীর লোকদের সহিত "কৃষক ও শ্রমিক দল"এর কোনো সম্বন্ধই নাই। ধনী রায়ত, জোতদার বা তালুকদারগণেরও দল "কৃষক ও শ্রমিকদল" নয়। নির্য্যাতিত, নিপীড়িত কৃষক, শ্রমিক ও নিম্নমধ্যবিত্ত-শ্রেণীর লোকদের সমবায়েই এই দল গঠিত হইয়াছে।

আলোচ্য সম্মিলন ভারতবর্ষে একটা অভিনব ব্যাপার হইবে। ফাঁকা কথায় বক্তৃতার খৈ ইহাতে ফুটিবে না। গভীর চিন্তা আর বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক পরীক্ষার দ্বারা ইহাতে স্থিরীকৃত হইবে যে কি করিয়া কৃতকার্য্যতার সহিত শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রাম পরিচালিত হইবে। বার্ষিক কম পক্ষে চারি আনা পয়সা চাঁদা প্রদান করিলেই যে-কোন কৃষক ও শ্রমিক "কৃষক ও শ্রমিক দল"এর সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরা দলের সভ্য হইতে চাহিলে তাঁহাদিগকে কম পক্ষে বার্ষিক এক টাকা চাঁদা প্রদান করিতে হইবে। তাঁহাদের বেলায় ইহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে যে, তাঁহারা সত্য সত্যই দলের নীতি, উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপদ্ধতি মানিয়া চলিতে প্রস্তুত আছেন কিনা। যাঁহারা অভিজাত মনোবৃত্তি পরিহার করিতে না পারিবেন তাঁহাদের পক্ষে দলে যোগদান না করাই উচিত হইবে।

সম্মিলনের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করার জন্য একটি অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। মিঃ পুলিনবিহারী দিন্দা ব্যারিষ্টার ও মিঃ ধরণীকান্ত গোস্বামী যথাক্রমে অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কলিকাতা ২১, ইয়োরোপিয়ান এসাইলাম লেনে (অর্থাৎ "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদলে"র কার্য্যালয়ে) অভ্যর্থনা সমিতির আফিস স্থাপিত হইয়াছে। সম্মিলন-সংক্রান্ত চিঠি-পত্র অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারীকেই লিখিতে হইবে। দলের মেম্বারগণ দুই টাকা চাঁদা দিলে অভ্যর্থনা সমিতিরও মেম্বার বলিয়া পরিগণিত হইবেন। যাঁহারা দলের সভ্য নহেন

তাঁহারা এক টাকা চাঁদা দিয়াই অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন। সম্মিলনের কার্য্য সমাধা করার জন্য বহু টাকার প্রয়োজন হইবে। গণ-আন্দোলনের বন্ধুগণ আমাদিগকে অর্থদ্বারা সাহায্য করুন। যাঁহারা বাহির হইতে সম্মিলনে যোগদান করিতে আসিবেন তাঁহাদিগের জন্য বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা হইবে। যাঁহারা দলের সভ্য হইতে চাহেন, তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে পত্র লিখুন।

মুজাফ্‌ফর আহ্‌মদ,

জেনারেল সেক্রেটরী,—বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল,

২।১, ইয়োরোপিয়ান এসাইলাম লেন, কলিকাতা।

উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ ও বিদেশী বেপারী

মিঃ হাজীর উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ বিল সম্বন্ধে ইয়োরোপীয়গণ যে সব মতামত প্রকাশ করিতেছেন তৎসম্পর্কে বোম্বাই ক্রনিকেল পত্র লিখিতেছেন, ইয়োরোপীয় ব্যবসায়িগণ পূর্ব্বে বলিতেন যে, জাহাজের ব্যবসায় ভারতীয়গণ টাকা খাটাইতে চাহে না। কিন্তু এখন তাঁহারা এই সুর বদলাইয়া বলিতেছেন যে, ভারতীয়গণ যদি জাহাজের ব্যবসায় অধিক টাকা খাটায় তবে কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্যের জন্য টাকার অভাব ঘটিবে এবং উহার ফলে দেশের সমূহ ক্ষতি হইবে। উক্ত পত্র বলেন যে, কোন ভারতীয় কোম্পানী যখন একটা নূতন ব্যবসা করিতে চাহেন তখন ইয়োরোপীয়গণ দেশের অর্থের অভাবের কথা বলিয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু যদি ভারতীয়দের দারিদ্র্যের কথা বলা হয়, তবে ইয়োরোপীয়গণ একথা বলেন যে, ভারতের বিপুল অর্থ মজুত আছে যাহা ভারতীয়গণ ব্যবসায় খাটাইতে চাহে না।

উক্ত পত্র বলেন, জাহাজের ব্যবসার সঙ্গে কৃষির যে স্বার্থসঙ্ঘাতের কথা বলা হইতেছে তাহা নিতান্তই কাল্পনিক। ভারতের উপকূলসমূহে যে সব বিদেশী কোম্পানী জাহাজ চালায় তাহাদের উদ্দেশ্য ভারতের কাঁচা মাল বিদেশে চালান দেওয়া এবং বিদেশী পণ্য ভারতে আমদানি করা। বিদেশীদের স্বার্থ দেখাই উহাদের উদ্দেশ্য; ফলে ভারতীয় শিল্পের অবনতি হইতেছে। অধিকন্তু কৃষি ও শিল্পের উন্নতি-অবনতি পরস্পর-সাপেক্ষ বলিয়া শিল্পের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় কৃষিরও অবনতি হইতেছে। মিঃ হাজির বিল কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের কৃষি এবং শিল্প উভয়েরই উন্নতি হইবে। তারপর ভারতবর্ষ যদি নিজের তাঁবে যুদ্ধ-জাহাজের বহর পাইতে চান তাহা হইলে তাহাকে অগ্রে উপকূলসমূহে নিজের জাহাজ চালাইবার অধিকার অর্জ্জন করিতেই হইবে। (ফ্রী প্রেস)

বাঙ্গালীর খাদ্য

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-বিভাগের ডাঃ বেণ্টলী বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, প্রাচীনকালে যে প্রকার সস্তা, সহজপ্রাপ্য ও শরীররক্ষার উপযোগী খাদ্যদ্রব্য বাঙ্গালীরা গ্রহণ করিত, এখন আবার তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য সেই প্রকার আহার্য্য-দ্রব্য গ্রহণ করা। ইয়োরোপীয় কেক ও বিস্কুট অপেক্ষা তিনি গুড় ও আদাসহ ছোলা, চিড়া, দই প্রভৃতি খাওয়ার প্রশংসা করিয়া বলেন, মূলা বিলাতী বেগুন প্রভৃতি কাঁচা ফলমূল খুব উপকারী। ইহাতে শরীরে ভিটামিন বৃদ্ধি করে। তারপর উপসংহারে তিনি বলেন, বেরী-বেরী রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সকলের ঢেঁকিছাটা চাউল খাওয়া কর্ত্তব্য।

মেথর ও ধাঙ্গড়

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর এক বিশেষ অধিবেশনে মেথর ও ধাঙ্গড়দের অবস্থার আলোচনা হয়। প্রথমেই মেথর-শিশুদের শিক্ষার কথা উঠে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার ইহাতে আপত্তি করেন, কারণ মেথর-শিশু শিক্ষিত হইলে তাহারা মেথরের কাজ করিবে না। বাবু মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র হইতে এরূপ যুক্তি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

মেথরদের জন্য উৎকৃষ্টতর আবাসের ব্যবস্থা, সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন, ৩টী প্রাথমিক পাঠশালা স্থাপন, তিন মাসের জন্য প্রসূতির ছুটি, বৎসরে এক মাসের ছুটি ও ব্যায়ামের বন্দোবস্ত সম্পর্কে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে।

(জাগরণ)

পাঞ্জাব চাষী সম্মিলন

পাঞ্জাবের অন্তর্গত লায়ালপুর সহরে কৃষক ও শ্রমিক সম্মিলন হইয়াছে। পাঞ্জাব প্রদেশের দূর দূরান্তর হইতে সমাগত প্রতিনিধি এবং দর্শকবৃন্দের দ্বারা সম্মিলনের মণ্ডপ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সম্মিলনের সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করিয়া এক তারের সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন।

অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান লালা রামচন্দ্র তাঁহার অভিভাষণে বলেন, আমাদিগকে এক্ষণে আমাদের বর্ত্তমান সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া নূতন সমাজের সৃষ্টি করিতে হইবে। সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক এবং শিক্ষা-বিষয়ক বিপ্লব সংঘটন এখন ভারতের—কেবল ভারতের নহে—সমগ্র জগতের কামনার বিষয় হইয়াছে। তিনি দেশের বর্ত্তমান সামাজিক প্রথা—বিশেষভাবে জনসাধারণের আলস্য-পরতন্ত্রতা, ধনীলোকদিগের প্রভুত্ব এবং বিদেশীয় সামরিক আধিপত্যের নিন্দা করিয়া বলেন যে, ঐগুলিই ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রধান কারণ। উপসংহারে তিনি সভাস্থ সকলকে রুশিয়ার সোভিয়েট গণতন্ত্রের অনুকরণে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, উক্ত গণতন্ত্রই জগতের দুর্দ্দশাগ্রস্ত দরিদ্র জনসাধারণকে আলোকস্তম্ভের ন্যায় গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

অনিবার্য্য কারণবশতঃ শ্রীযুত ডাঙ্গের অনুপস্থিতিনিবন্ধন অধ্যক্ষ ছবিলদাস সম্মিলনের সভাপতির কার্য্য করেন। গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের ভিতর জাতীয় অনুভূতির উন্মেষ অঙ্কুরে বিনষ্ট করিবার জন্য এবং সরকারী কর্ম্মচারিগণ সকলকে ভয় দেখাইয়া এই সম্মিলনে যোগদানে নিবৃত্ত করিবার জন্য যে সকল কার্য্য করিতেছেন, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া বলেন, সঙ্ঘবদ্ধতার উপরই জাতির সমৃদ্ধি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

প্রজাস্বত্ব আইন

বহু বাকবিতণ্ডা ও আলোচনার পর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধক বিলটী পরিগৃহীত হইয়াছে। ১৯২১ সন হইতে তিন বার এই আইনের খসড়া তৈয়ারী হইয়াছে; কিন্তু নানা কারণে এ পর্য্যন্ত তাহা আইনে পরিণত করা হইয়াছিল না। যে আকারে এবার বিলখানি গৃহীত হইয়াছে তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও দেশের সকল অবস্থা এবং এই বিষয়ে নানা স্বার্থের ঘাতপ্রতিঘাতের কথা বিবেচনা করিলে উহা যে মন্দের ভাল হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বহু পূর্ব্বেই যেসকল সংস্কার হওয়া উচিত ছিল তাহা এতদিনে যে সাধিত হইয়াছে তজ্জন্য আমরা আনন্দিত। অনেক কাল যাবৎ যে সকল স্বত্ব ও সুবিধা এক শ্রেণীর লোক ভোগ করিয়া আসিতেছে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন করা বিদ্রোহ বা বিপ্লবের মধ্য দিয়া ব্যতীত সম্ভবপর নহে। এ সকল বিষয়ে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন আনয়ন করাই যুক্তিসঙ্গত। ব্যবস্থাপক সভায় নানা স্বার্থবিশিষ্ট সদস্যই বর্ত্তমান আছে। কেহ কেহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাকচ করিয়া জমিদার-শ্রেণীর উচ্ছেদ করিয়া ভূসম্পত্তিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার পক্ষপাতী। অন্যদিকে কোন কোন জমিদার এতকাল যাবৎ যে সকল স্বার্থ স্বত্ব সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছে তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষপাতী। যদিও তাঁহারা অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া কোনরূপ অসম্ভব দাবী উত্থাপন করেন নাই। এই অবস্থায় পড়িয়া গভর্ণমেণ্টকে এবং কতক সদস্যকে মুখ্যতঃ কংগ্রেসসভ্যগণকে উভয় পক্ষের স্বত্ব ও স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বিলখানি বিবেচনা করিতে হইয়াছে।

যে ভাবে আইনখানি বিভিন্ন স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংশোধিত হইয়াছে, তাহাতে কোন কোন বিষয়ে জমিদারগণকে বহুদিনের অধিকার ছাড়িতে হইয়াছে এবং কোন কোন বিষয়ে প্রজাগণকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ফলকথা জমিদারগণ যাহাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রজাগণকে অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

প্রজাগণ যে সকল স্বত্ব পাইয়াছে তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইতেছে সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার। পূর্ব্বে

প্রজা স্বেচ্ছায় জমি বিক্রয় করিতে পারিত না, মালিকের খেয়াল অনুযায়ী সেলামি দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া ও তাঁহার অনুমতি লইয়া তবে জমি বিক্রয় করা চলিত। তদুপরি মালিক ইচ্ছা করিলে নূতন প্রজাকে স্বীকার নাও করিতে পারিত এবং ঐ জমি খাস দখলে লইতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে প্রজার জমি বিক্রয়ের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। উহার জন্য মালিকের অনুমতির কোন আবশ্যকতা নাই। তবে দেশের বর্ত্তমান আইনে যখন জমিদারই জমির মালিক তখন তাঁহাকে সেলামি দিতে হইবে। পূর্ব্বে এই সেলামির হার অনির্দ্দিষ্ট ছিল—যাঁহার যাহা খুসী দাবী করিতে পারিত। এক্ষণে উহা শতকরা ২০৲ টাকায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সেলামির হার স্থির করিয়া দেওয়ায় অনেকে জমি বিক্রয় করিয়া জমিদারকে ফাঁকি দিবার জন্য উহার মূল্য দলিলে কম লেখাইয়া লইতে পারে এবং তাহা লইয়া মামলা মোকদ্দমা হইয়া উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হইতে পারে। ইহার প্রতিকার করার জন্য জমিদারকে অগ্র-ক্রয়ের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ যদি দলিল লিখিত মূল্য সম্বন্ধে জমিদারের সন্দেহ হয় তাহা হইলে তিনি ঐ জমির যে মূল্য দলিলে লিখিত হইয়াছে তাহার উপর শত করা ১০৲ টাকা মূল্য বেশী দিয়া জমিটী নিজেই কিনিতে পারিবেন, এবং সম্যক টাকা তাঁহাকে ২ মাসের মধ্যে জমা দিতে হইবে। এই বিধান দ্বারা যেমন এক দিকে জমিদারকে প্রতারণার হাত হইতে রক্ষা করা হইয়াছে তেমনই আবার আপত্তিজনক ক্রেতাকে নিকটে ঘেঁসিতে দিতে বাধা দেওয়া হইয়াছে।

পূর্ব্বে প্রজাগণের বৃক্ষকর্ত্তন, জলাশয় ও অট্টালিকা নির্ম্মাণের কোন অধিকার ছিল না। এই আইনে রায়তদের ভূত ভবিষ্যৎ বৃক্ষাদি ছেদনের সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং আপন ভূমিতে জমিদারের অনুমতি ব্যতীত জলাশয়খনন ও অট্টালিকা নির্ম্মাণের ক্ষমতা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে জমির মূল্য-বৃদ্ধি হইবে এবং প্রজারও বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

জমিদার পূর্ব্বে সময়ে সময়ে ইচ্ছা করিয়াই খাজনা না লইয়া প্রজাগণকে নানা প্রকারে নির্য্যাতন করিত। উহার প্রতিকারার্থ খাজনা ডাকযোগে অথবা আদালতে জমা দিবার অধিকার প্রজাগণকে দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে প্রজা জমিদারের অন্যায় অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কোর্ফা প্রজাদের অবস্থাও এই আইনে উন্নত করা হইয়াছে এবং উচ্ছেদ ও খাজনা বৃদ্ধির হাত হইতে তাহারা যাহাতে রক্ষা পায় তাহার ব্যবস্থা আইনে করা হইয়াছে। কতকগুলি সর্ত্তে তাহাদিগকে রায়ত হইবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

এমতাবস্থায় যে ভাবে আইনখানা সংশোধিত ও পরিগৃহীত হইয়াছে তাহাতে দেশের মঙ্গল হইবে বলিয়া আশা করা যায়। উহাতে জমির মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং জমিদার ও প্রজার মধ্যে সৌহার্দ্দ্য দিন দিন বাড়িবে বলিয়া মনে হয়। যদিও ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া বলা যায় না, তথাপি সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে ইহা প্রজার পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

(পঞ্চায়েৎ)

জগদীশচন্দ্রের সত্তর বৎসর

১লা ডিসেম্বর (১৯২৮) শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু সত্তর বৎসরে পদার্পণ করিলেন। এই উপলক্ষ্যে দেশ ও দুনিয়ার নানা পণ্ডিত-পরিষৎ কলিকাতার বসু-ইন্‌ষ্টিটিউটে উপস্থিত হইয়া বিজ্ঞানবীরের শতায়ু কামনা করিয়াছেন।

সভায় বিপুল লোকসমাগম হইয়াছিল। কলিকাতার এবং মফঃস্বলের বহু গণ্যমান্য লোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কপিতয় শ্বেতাঙ্গ পুরুষ এবং মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, স্যর নীলরতন সরকার, ডাঃ চুনীলাল বসু, স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত ললিতমোহন দাস, বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষ, কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ডাঃ কালিদাস নাগ, ডাঃ জ্ঞান ঘোষ (ঢাকা), ডাঃ মৌলিশ

(ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর), ডাঃ আর্কার্ট, অধ্যাপক রামসবোথাম, কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুত বিজয় বসু, বিচারপতি বি, বি, ঘোষ, স্যর বি, এল, মিত্র, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার প্রভৃতি। উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীযুক্তা সরলা দেবী, শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, ঘন ঘন করতালি-ধ্বনির মধ্যে শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ উহা পাঠ করেন।

অতঃপর বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় নিম্ন-লিখিত বিশিষ্ট ভদ্র ব্যক্তিগণের প্রেরিত অভিনন্দনবাণী সভা-ক্ষেত্রে পাঠ করেন :—নেপালের মহারাজা, কলিকাতা, ঢাকা, নাগপুর এবং কার্ভে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারগণ, মাদ্রাজের গবর্ণর ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার লর্ড গসেন, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্-সেলার স্যর ম্যালকম হেইলী, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার স্যর জি, কে মণ্টমরথি, মিঃ জি, এন, বাজপেয়ী, স্যর সুব্রহ্মণ্য আয়ার, আমেরিকার নেচার পত্রের সম্পাদক, ইউনিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যোবেন, রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির দুই জন সদস্য, মনীষী বার্ণাড শ, জন ড্রিঙ্কওয়াটার, চীন গবর্ণমেণ্টের নানকিনস্থ শিক্ষামন্ত্রী, রমাঁ রলাঁ, মিশরের শাসনকর্ত্তা প্রভৃতি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জগদীশচন্দ্রের ভূতপূর্ব্ব গুণমুগ্ধ ছাত্রগণের পক্ষ হইতে একখানি মানপত্র পাঠ করেন। এই সঙ্গে তিনি বলেন, আজ এই আনন্দ উৎসবের দিনে আমার স্বতই পরলোকগতা ভগিনী নিবেদিতার কথা মনে পড়িতেছে। আজ তিনি জীবিত থাকিলে যত সুখী হইতেন, আর কেহই তত সুখী হইতেন না। স্বামী বিবেকানন্দ এবং আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আদর্শ ও কর্ম্মধারায় মুগ্ধ হইয়া ভগিনী নিবেদিতা ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অতি উজ্জল আশা পোষণ করিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, এই জগতকে দিবার জন্য ভারতের একটা বিশিষ্ট দান আছে। ভারতের অতীত গৌরবোজ্জ্বল ছিল। বর্ত্তমান অন্ধকারময় হইলেও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ইহা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন। রবীন্দ্রনাথ আজ যাহা লিখিয়াছেন, ৩০ বৎসর পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র কবিতায় তিনি তাহাই বলিয়াছেন। রামানন্দ বাবু এই কবিতাটি পাঠ করেন। অতঃপর তিনি বলেন ২৮ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশের আর এক মহাত্মা প্যারিস নগরীতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের জয়-ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। রামানন্দ বাবু স্বামীজির "পরিব্রাজক" নামক গ্রন্থ হইতে তাঁহার উল্লিখিত বাক্যগুলি পাঠ করেন। পরিশেষে তিনি আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলেন, আমরা আপনার ছাত্রগণ জীবন-যাত্রাপথে যে যেখানেই থাকি না কেন, আপনার গৌরবে গৌরবান্বিত। ভারত আজ আর ভিক্ষুক নহে। বিশ্বসমাজে আজ তাহার আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

রামানন্দ বাবুর পর প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থ-বিজ্ঞান সমিতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিজ্ঞান বিভাগ, রামমোহন লাইব্রেরীর সদস্যবৃন্দ, বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের স্কলারবৃন্দ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য পরিষৎ, সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজ প্রভৃতির পক্ষ হইতে মানপত্রসমূহ পঠিত হয়। সভাক্ষেত্রে যেসকল নরনারী উপস্থিত হইতে পারে নাই, আর তাহাদের ভিতর যাহারা একদম অজ্ঞাতকুলশীল সেই সকল লোকের তরফ হইতে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার জগদীশচন্দ্রের এক নগণ্য ছাত্র-হিসাবে পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় প্রকাশিত জগদীশ-সম্বর্দ্ধনা পাঠ করেন। মনীষী হীরেন্দ্র নাথ দত্ত আচার্য্য দেবের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, উহাও পঠিত হয়। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ মোলিশ আচার্য্য জগদীশের গুণাবলীর কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-মন্ত্রী নবাব মশারফ হোসেনও আচার্য্য দেবের প্রতি শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

জগদীশ-সম্বর্দ্ধনা

"হুবে দেবীমদিতিং শূরপুত্রাং
সজাতানাং মধ্যমেষ্ঠা যথাসানি।
হুবে সোমং সবিতারং নমোভি
র্বিশ্বানাদিত্যা অহমুত্তরত্বে।"

(বীরপুত্রের জননী অদিতি দেবীর নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যেন সহজাত লোকজনের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ আসন পাই।

চন্দ্র, সূর্য্য আর অন্যান্য আদিত্যগণকে নমস্কার সহকারে ডাকিতেছি, যেন আমি উত্তর বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হই।)—অথর্ব্ববেদ ২।৩

আমরা বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে পাশ্চাত্য জগতের অন্যতম গুরু-রূপেই ভারতবাসীর গৌরব, বাঙালীর গৌরব, হিন্দুর গৌরব মনে করি। * * * *

বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ,—সকলেই এক ভাবের ভাবুক, একই মন্ত্রের দ্রষ্টা, একই বাণীর প্রচারক। ভারতবাসীর ইয়োরোপ-বিজয়ের ইঁহারাই প্রথম সেনাপতি।

কলিকাতা, ১৯১৩

দিগ্‌বিজয়ী জগদীশ

দুনিয়ারে কোন্ তত্ত্ব শিখায়ে গেলে তুমি ?
গুরুদেব! বুঝিতে পারি না তাহা মূর্খ আমি।
জানি,—বাইরের আঘাত পেলে জীবন দেয় সাড়া,
সেই সাড়া কি তারাও দেয় চেতনা-হীন যারা ?
মানুষের মতই নাড়ী-স্নায়ু, ক্লান্তি, স্মৃতি, রোগ
দেখায় কি ধাতু-লতা-পত্রে তোমার যন্ত্রের যোগ ?
সাক্ষী তোমার "বন-চাঁড়াল" ঐ ঘুরছে তোমার সাথে সাথে ?
জাগা, ঘুমা, নেশা তাহার শিখায়েছ কি তারি হাতে ?
অচেতন দেশটা তোমার, তাই অচেতনের বেদনা
হয়েছে কি বাঙালীর একমাত্র বিজ্ঞান-সাধনা ?
যন্ত্রে ধরেছ, হে যন্ত্রবীর, অচেতনের স্পন্দন-সুর,
তোমার দেশের সাড়াও তাই বিশ্ববাসী পাচ্ছে দূর।
এক জগদীশ নও ভারতের তুমি সে সাড়ার ফলে,
হাজার জগদীশ আজ মায়ের কোলে আধ' আধ' কথা বলে।
নিউ ইয়র্কের পথে (জাহাজ-বক্ষে), নবেম্বর ১৯১৪

বিজ্ঞান-বীর জগদীশচন্দ্র

গম্ভীর বদন তোমার স্থিরনেত্র জগদীশ,
প্রশান্ত হাসিতে তোমার দেখিনা হরিষ।
বেদনার মূর্ত্তি তুমি ওহে সেনাপতি,
সৃষ্টিকর্ত্তার অহঙ্কারে ভরা তোমার মতি।
বাড়াতে চেয়েছ তুমি সীমানা এ দুনিয়ার,
ডেকেছ মল্লযুদ্ধে অন্ধকারে বসুধার।
ঘোর বিপদেরে তুমি বরিয়াছ সাথী,
নির্ভয়ে আকুল হিয়া রাখিয়াছ তায় গাঁথি।
জয়ের জন্য লালায়িত নও চাও পরাজয়,
বিফলতা-নৈরাশ্যেই শক্ত যে হৃদয়।
ধ্যানমগ্ন আঁখি তোমার, উদ্বিগ্ন অন্তর,
শোকে ভরা মহানন্দ প্রাণের সহচর।
ছড়াও স্বদেশে সংগ্রাম, শক্তিযোগ ধীর,
আর বেদনা বিরাট তোমার হে বিজ্ঞান-বীর।
প্যারিস, ১৯২১

কলিকাতা, ১ ডিসেম্বর ১৯২৮। শ্রীবিনয়কুমার সরকার

জগদীশচন্দ্রের বাণী

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সকলের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছার প্রত্যুত্তরে ঘন ঘন করতালির মধ্যে নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন:—

"শুধু ভারতবর্ষ নয়, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের অন্য সমস্ত দেশ হইতে যাঁহারা শুভেচ্ছা জানাইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা কি করিয়া প্রকাশ করিব বুঝিতে পারিতেছি না। আমি আমার গবেষণাগারের ভিতর তপস্বী হইয়াছিলাম। আমার কাছে সত্যের যে রূপ উদ্ভাসিত হইয়াছিল আমার জীবনকালের ভিতর তাহা হয়ত আর হইবে না বলিয়া আমি ভয় পাইয়াছিলাম। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ, এবং আমাদের জাতির ভাগ্য যে শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন তাঁহাকে প্রণাম করি।

গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া আমি একটি মাত্র উদ্দেশ্য লইয়া যুঝিয়াছি—ভারতবর্ষ তাহার নিজস্ব দানের দ্বারা জ্ঞানের সীমা বিস্তৃত করিয়া যাহাতে নিখিলের সভায় তাহার যোগ্যস্থান অধিকার করিয়া লইতে পারে ইহাই ছিল আমার সাধনা। পৃথিবী আজ সংগ্রামরত সৈন্যবাহিনীতে বিভক্ত হইয়াছে। তাহারা সভ্যতা পর্য্যন্ত ধ্বংস করিতে উদ্যত। এই বিশ্বব্যাপী ধ্বংস নিবারণের একটি মাত্র পথ আছে—সমস্ত মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য চিন্তাজগতে মানুষের মিলন ও পরস্পরের সাহায্য। অতীত আমাদের এই বাণীই দিয়াছে। বর্ত্তমানে এই বাণীই সম্প্রতি শুনিয়াছি চীন হইতে। চীন বিজ্ঞানকে আধ্যাত্মিক সত্যের জগতে তুলিতে চায়। তাহারা বলে মানবের সভ্যতাকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইতে গেলে, জীবনের সকল প্রকাশের অন্তরালে যেমন ঐক্য আছে, মানবের সমস্ত কামনারও তেমনি ঐক্য থাকা আবশ্যক।

কিন্তু আমি ঠিক একা সাধনা করিয়াছি বলা চলে না, খ্যাতি যখন আমরা কেহই লাভ করি নাই, সেই সময়ে আমার চিরন্তন বন্ধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার সঙ্গে ছিলেন। তখনও তাঁহার বিশ্বাস ছিল অটল।

আজ আমার বহু পুরাতন ছাত্র জীবনের নানা ক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ সম্মানের ও দায়িত্বের পদ পাইয়াছে দেখিতে পাইতেছি। তাঁহাদের সাফল্যে আমি গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি। শুধু যাঁহারা যশ ও সিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাঁহাদের কথাই বলিতেছি না, যাহারা বীরের মত জীবনের বোঝা স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া নিস্বার্থ পবিত্র জীবনের দ্বারা দুঃখীর মনে আনন্দের ও আশার আলোক আনিয়াছে তাঁহাদেরও স্মরণ করিতেছি।

যে সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানটির বহুদিন ধরিয়া আমি সভাপতিত্ব করিয়াছি, সে প্রতিষ্ঠান আমাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আমি রামমোহন পাঠাগারের সভাপতি; একদিন এই পাঠাগার সাধারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করিবার আশা রাখে।

৪০ বৎসর ধরিয়া আমি যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হইয়া আছি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আশীষবাণী আমার মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে। আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়কে জননী বলিয়া শ্রদ্ধা করি। পরলোকগত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিলেন। কোনরূপে আমার বিশ্ববিদ্যালয়কে জগৎ-সভায় বরেণ্য করিয়া তুলিতে পারিলে পরম সৌভাগ্য বলিয়া আমি মনে করিব।

জীব ও পদার্থতত্ত্বের গবেষণা সুরু হইয়াছে। তাহাতে যোগ দিবার জন্য আমার বিজ্ঞান-মন্দিরে ইয়োরোপের বিজ্ঞান-জগতের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি যে সমবেত হইয়াছেন, ইহা আমি পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রগণ আমার বিজ্ঞান-মন্দির হইতে যদি সত্যকার সাহায্য পান তাহা হইলে আমি সর্ব্বদা তাঁহাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

অতীতের সহিত আমরা যুক্ত। সে অতীতের কথা স্মরণ করিলে আমরা গৌরবান্বিত অনুভব করি। বৃহত্তর ভারত পরিষদের দ্বারা অতীতের সহিত আমাদের যোগ আমরা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি।

ভারতে জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক জোমারফেল্ড

অধ্যাপক জোমারফেল্ড মিউনিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও জড়বিজ্ঞানবিৎ। তিনি ভারতভ্রমণে বহির্গত হইয়া বর্ত্তমানে অল্প সময়ের জন্য এলাহাবাদে অবস্থান করিতেছেন।

ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করায় জানিতে পারা গিয়াছে যে, বিজ্ঞানের রাজ্যে, বিশেষতঃ অঙ্কশাস্ত্র ও অ্যাষ্ট্রো-ফিজিক্যাল শাস্ত্রে ভারতের দান সম্বন্ধে ইনি অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু। তাঁহার মতে বর্ত্তমানে ভারত-সন্তানের বৈজ্ঞানিক চিন্তা বেশ উচ্চ ধরণের। ভারতের অগ্রণী বৈজ্ঞানিকগণ আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। অল্পদিন হইল কতকগুলি অনন্যসাধারণ আবিষ্ক্রিয়া ভারতভূমি হইতেই সম্পাদিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রমণ আলোক-স্ফুরণ সম্বন্ধে আবিষ্কার করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এলাহাবাদের অধ্যাপক সাহা জড়-বিজ্ঞানের পরমাণু-তত্ত্বের বনিয়াদ সম্বন্ধে কতকগুলি মতবাদ জাহির করিয়াছেন। বার্লিন ও কেম্ব্রিজে অধ্যাপক সাহার মতবাদের উপর নির্ভর করিয়াই গবেষণাকার্য্য চলিতেছে।

আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবীরগণ যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের গতানুগতিক কার্য্য হইতে দূরে যাইয়া গবেষণাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন তবে গবেষণাক্ষেত্রে ভারতের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বলই হইবে।

সিন্থেটিক্ কয়লা

অল্পদিন আগে জার্ম্মাণি সিন্থেটিক্ কয়লা আবিষ্কার করিয়াছে। এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া অধ্যাপক জোমারফেল্ড বলিয়াছেন যে, পণ্য হিসাবে ইহা পূর্ব্ব হইতেই সাফল্যলাভ করিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে সিন্থেটিক নীল রং ও সিন্থেটিক নাইট্রেটের মত ইহার অভূতপূর্ব্ব সার্থকতার সম্ভাবনা।

অধ্যাপক মহাশয় ইতিপূর্ব্বেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছেন। মাদ্রাজ এবং অন্যান্য স্থানেও ইনি বক্তৃতা দান করিয়াছেন। ছুটীর জন্য বন্ধ না থাকিলে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়েও ইনি বক্তৃতা দান করিতেন।

এলাহাবাদ হইতে ইনি আগ্রা ও দিল্লীতে যাইবেন। শীঘ্রই তিনি জাপান যাত্রা করিবেন। তারপর যাইবেন আমেরিকায়।

(২) বিদেশী

জার্ম্মাণ-চাষে যন্ত্রপাতি

"কৃষিকার্য্যে কল ব্যবহারের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ" শীর্ষক একটী বক্তৃতায় ডানজিগের প্রোফেসার ডক্টর হুসার মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কৃষিক্ষেত্রে কলের ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতে বাধ্য। আজকাল স্বয়ং-চালিত যন্ত্রসমূহ ও মোটর লাঙ্গল আবাদের অযোগ্য পতিত জমি চষা সম্ভব করিয়া তুলিতেছে। গ্রীষ্মকালে যখন মজুরের অত্যন্ত টান পড়িয়াছিল তখন এই কল ব্যবহার করিবার রেওয়াজ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বেই কৃষিকার্য্যের উপযোগী যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে বেশ মোটা টাকা খাটান হইতেছে। অন্যান্য আরও অনেক প্রকার কলকব্জা ব্যবহারের দ্বারা কৃষিকার্য্যের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত হইবে। কৃষির জন্য সব জায়গায় সমান ভাবে কলের দরকার হয় না। ঘাসের জমিতে অতি অল্পই কলের দরকার হয়, অথচ ফসল উৎপাদনের জমিতে কলের দরকার হয় অত্যন্ত বেশী। কল চালাইবার জন্য কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের দরকার হয় না। এদিকে মজুরেরও অভাব, সেইজন্য জার্ম্মাণিতে খুব বেশী কল চালান হইতেছে।

কৃষিকার্য্যে কল ব্যবহারের খরচ নির্ভর করে কলের দামের উপর ও কতদিন ধরিয়া কল চালান হয়, ও কতটুকু সময় ধরিয়া প্রতিদিন চালান হয় ইত্যাদির উপর। কল চালানোর জন্যও খরচ আছে। ছোট ছোট লাঙ্গল অল্প সময় ধরিয়া কাজ করে সেইজন্য বেশী ক্ষয় হয় না বটে, কিন্তু ছোট ছোট লাঙ্গলেই ক্ষতি হয় অত্যন্ত বেশী। কলকব্জার দৌড় যে কতটুকু আর্থিক লাভ ক্ষতি তা বেশ বুঝাইয়া দিতেছে। উন্নত ধরণের যন্ত্র ও বিভিন্ন অংশ-গুলিকে মোটামুটি একটা কাজের উপযোগী করার উপরই

এ বিষয়ের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। জার্ম্মাণির কৃষি-উপযোগী জমির শতকরা ৮০ ভাগ কৃষকদের হাতে আছে; তাই বিচালিকাটা ও সার দেওয়ার জন্য কলের বেশ ভাল রূপ বাজার আছে বলিয়া বিশ্বাস।

ল্যাঙ্কাশিয়ার টেক্স্‌টাইল কর্পোরেশান

বিলাতের 'কটন ইয়ার্ণ অ্যাসোসিয়েশান' যে সকল মিল মার্কিণ তুলা হইতে সুতা কাটিয়া থাকে তাহাদের মিলনে 'ল্যাঙ্কাশিয়ার টেক্সটাইল কর্পোরেশন' নামে একটী সঙ্ঘ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। কি সর্ত্তে এই সঙ্ঘে প্রবেশ করা যাইতে পারে তাহা জানিবার জন্য ১৫৪টী মিল তাহাদের আয়ব্যয়ের হিসাব উক্ত অ্যাসোসিয়েশানের নিকট পেশ করিয়াছে। আরও আবেদন শীঘ্র পাওয়া যাইবে আশা করা যায়।

ল্যাঙ্কাশিয়ারস্থ সুতাকাটা শিল্পের মার্কিণ বিভাগের উন্নতির জন্য অন্যান্য চেষ্টাও চলিতেছে। যাহাতে উৎপাদকরা পরস্পরের অবস্থার তুলনা করিতে পারে তাহার জন্য অ্যাসোসিয়েশানের ২২০টী সভ্যের নিকট দর, উৎপাদন, বিক্রয়, গুদামজাত মালের পরিমাণ, অর্ডারের সংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে। ভারতীয় মিলগুলা কত খরচে সুতা উৎপাদন করে সেই সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবর জানিবার জন্য এখন চেষ্টা চলিতেছে।

দেশ-বিদেশের সংবাদপত্র

আন্তর্জ্জাতিক সংবাদ-পত্র-লেখক সমিতি জাতি-সঙ্ঘের (লিগ অব্ নেশান্‌স্) সহিত সংশ্লিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান। ইহার প্রার্থনানুসারে আন্তর্জ্জাতিক মজুর অফিস সংবাদ-পত্র-লিখন ব্যবসায়ের অবস্থা-বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া একটী বিবরণী প্রকাশ করিতেছে।

আধুনিক জীবনে সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা যে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা এই রিপোর্টে খোলসা করিয়া দেখান হইয়াছে। সংবাদপত্রের যে কি অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছে তাহা সংবাদপত্রের সংখ্যার বহর দেখিয়াই বেশ বুঝা যায়। ১৯২৬ সালে জার্ম্মাণিতে ৩১৮ খানি দৈনিক ও ৪,৩০৯ খানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, বেলজিয়ামে ১,১৬০ খানি সাময়িক পত্রিকা, কানাডায় ১,৫০০ এবং স্পেনে ২,০০০ খানিরও উপর খবরের কাগজ ছিল। দেন্মার্কে সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজের সংখ্যা ছিল ৭২০ খানি। ৩২০ খানি খবরের কাগজের ১,১০০,০০০ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল অর্থাৎ প্রত্যেক তিন জনের হিস্যায় একখানি করিয়া খবরের কাগজ পড়িয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০ সালে দৈনিকের সংখ্যা ছিল ২,৪০০ খানি এবং সাপ্তাহিক ১৪,৮০০ খানি। যুক্তরাষ্ট্রে দৈনিক কাগজগুলির মোট প্রকাশিত সংখ্যা ১৯১৪ সালে ২৮,৭০০,০০০ হইতে ১৯২৩ সালে ৩৫,৭৩০,০০০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ঐ বৎসর সংবাদপত্র "ব্যবসায়" প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ১০,২৬৭টি এবং ঐ সকলে ২২৮,৩৫০ জন মানুষ নিযুক্ত ছিল।

ফ্রান্স দেশেও সংবাদপত্র ব্যবসায়ের প্রসার ঘটিয়াছিল ঠিক ঐরূপ মাত্রায়। এক প্যারি সহরেই প্রায় ১০০খানি দৈনিক প্রকাশিত হয়। এই সকল কাগজের অধিকাংশেরই প্রকাশিত সংখ্যা ৫০,০০০ হাজারের উপর। গ্রেট ব্রিটেনে ২,৪০০ সংবাদপত্র রহিয়াছে। উহার ভিতর একখানি কাগজ ছাপান হয় দশ লক্ষের উপর। ১৯২৪ সালের শেষে ইতালি ও নেদারল্যাণ্ডের সাময়িক পত্রের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০০ খানি, জাপানে ৩০০ খানি এবং পোলাণ্ডে ৫,০০০ খানি। সুইজ্যারল্যাণ্ডে সংবাদপত্র ও সমালোচনীর সংখ্যা প্রায় ২,০০০, চেকোশ্লোভাকিয়ায়ও প্রায় অতগুলি সংবাদপত্র রহিয়াছে, তাহার মধ্যে এক প্রেগ সহরেই প্রকাশিত হয় ৭২০ খানি।

সংবাদপত্রের ব্যবসা

কারখানার বড় বড় শিল্পকার্য্য যেমন করিয়া চালান হয়, বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া সংবাদপত্র পরিচালনা ব্যবসার প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেরূপভাবে কাজ চালান হইতেছে। বড়দরের সাময়িকপত্র আজকাল রীতিমত বড় রকমের কারবার। সাময়িকপত্র প্রকাশ করাই এক বিরাট কাণ্ড। ১৯২৫ সালে আমেরিকার পত্রিকাগুলি বিজ্ঞা-

পনের মূল্যরূপে ৭৫ কোটি ডলার তুলিয়াছিল। একখানি ফরাসী কাগজের পৃষ্ঠাগুলি বিজ্ঞাপনের জন্য ৫০ লক্ষ ফ্রাঙ্কে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯২৬ সালে সমস্ত ইংরেজী খবরের কাগজগুলি প্রকাশ করিবার খরচ পড়িয়াছিল ১,৫৫০,০০০,০০০ সোনার ফ্রাঙ্ক। সর্ব্বত্রই যে খবরের কাগজ চালানো ব্যবসা এতদূর প্রসার লাভ করিয়াছে তাহা নহে। তবে এটা ঠিক যে বড় বড় শিল্প-ব্যবসা যে হালে চালান হয় সেই হালে খবরের কাগজ চালানোর জন্য সংবাদপত্র চালানো ব্যবসার অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

সংবাদপত্র-পরিচালকগণকে এক সঙ্গে দুইটি বিপদের সম্মুখে পড়িতে হইয়াছে। প্রথমটি সংবাদপত্র পরিচালনা ব্যাপারে একচেটিয়া অধিকার লাভের নানারূপ পন্থার আবির্ভাব হওয়ার জন্য এবং দ্বিতীয়টা মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী আর্থিক দুর্যোগ ঘটিবার জন্য। এই আর্থিক দুর্যোগের ফলভোগ করিতে সকল শ্রেণীর খাটুনে মানুষকে, এবং ইহার ভিতর সময়ে সময়ে বুদ্ধিজীবী মানুষকেই বেশী মাত্রায় ফলভোগ করিতে হয়। ইহার ফলে দুইটি বড় বড় বিপ্লব ঘটে—একটি আর্থিক আর একটি নৈতিক। আন্তর্জ্জাতিক মজুর অফিস অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত একযোগে ইহার মূল তথ্যানুসন্ধান ও প্রতিকার-বিধানের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য কার্য্যে ব্রতী হয়। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে লিগ্ অব্ নেশান্সের সহিত সংশ্লিষ্ট আন্তর্জ্জাতিক সংবাদপত্র-পরিচালক সমিতি একটি। আর একটি প্রতিষ্ঠান ইণ্টারন্যাশানাল ফেডারেশান অব্ জার্ণালিষ্টস্। ১৯২৬ সালে এই প্রতিষ্ঠানের যে মূর্ত্তি বা গঠন-প্রণালী দেখা গিয়াছিল তাহাতেই সংবাদপত্র-পরিচালন-ব্যবসার একটা নূতন রূপের সন্ধান পাওয়া যায়।

ইণ্টারন্যাশানাল লেবার অফিস সংবাদপত্র পরিচালনা ব্যবসার মোটামুটি সাধারণ অবস্থা বিষয়ে সমালোচনা করিয়াছে; যথা, সংবাদপত্র পরিচালনের নিয়মকানুন, ইহার কার্য্য-প্রণালী, সংবাদপত্র পরিচালকগণের অনুকূল মজুরের বাজার ও বীমা-প্রতিষ্ঠান। সংবাদপত্র-পরিচালনা সমস্যার কয়েকটি বিষয় কেবলমাত্র দূর ভবিষ্যতে আন্তর্জ্জাতিক সমস্যারূপে বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু সাপ্তাহিক বিশ্রাম, কর্ম্ম-বিরতি বা কর্ম্মে নিয়োগ এবং প্রত্যেক কার্য্যের গণ্ডীনির্দ্দেশ ইত্যাদি ব্যাপারগুলি এখন হইতেই আন্তর্জ্জাতিক সমস্যারূপে বিবেচিত ও মীমাংসিত হইবে।

ইণ্টারন্যাশানাল লেবার অফিসের অধীন বুদ্ধিজীবী কর্ম্মিগণের একটা পরামর্শ-সভা গঠন করা হইবে। ইহার ফলে সংবাদপত্র-পরিচালকগণের ও তাহাদের সহকর্ম্মী অন্যান্য বুদ্ধিজীবী মানুষের যথেষ্ট সুবিধা হইবে। কারণ এই সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষের দাবীদাওয়া, বা ইহাদের সম্বন্ধে যে সমস্ত সমস্যা আন্তর্জ্জাতিক রূপ ধারণ করিবে সে সমস্তই উপরি উক্ত সমিতির নিকট পেশ করিয়া সে সকল ব্যাপারের প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা হইবে।

মৃৎ-শিল্পের ব্যবসা

[বেঙ্গল পটার্সের প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেব মহাশয়ের সহিত আমাদের যে কথোপকথন হইয়াছিল তার সারমর্ম্ম নীচে দেওয়া যাইতেছে।]

প্রঃ—আপনি এই ব্যবসা লইয়া অনেক দিন মাথা ঘামাইতেছেন। এ বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা কি সমস্তই এদেশে লাভ করিয়াছেন, না বিদেশেও গিয়াছিলেন?

উঃ—বিদেশের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা আমি কাজে লাগাইয়াছি।

প্রঃ—আপনি কোন্ সময় কোথায় কি উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন জানিতে ইচ্ছা করি।

উঃ—১৯০৩ সনে বি, এ, পরীক্ষা দিবার পর আমি ৬০৲ টাকার এক মৃৎ-শিল্প স্কলারশিপ লইয়া জাপানে যাই। প্রথমে তোকিয়োর হাইয়ার পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে ২ বছর শিক্ষালাভ করি। তারপর কিয়োতোতে থাকিয়া ১ বছর হাতেকলমে কাজ করি।

প্রঃ—১৯০৩।৪, বিশেষতঃ ১৯০৬।৭ সনে আপনারা যারাই বিদেশে গিয়াছেন, তাঁদের ঝোঁকটা জাপানের উপরই বেশী ছিল। এর কারণ রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয় লাভ কি?

উঃ—রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয় লাভের পর হইতে বাঙ্গালীর ছেলের জাপানে যাইবার আগ্রহটা প্রকাশ পাইয়াছিল বটে, কিন্তু আমরা রুশ-জাপান যুদ্ধের আগেই জাপানে গিয়াছিলাম। আমাদের পক্ষে অন্য কারণ প্রবল ছিল। জাপান সব চেয়ে সস্তা দেশ ছিল, এত অল্প খরচে অন্য কোথাও থাকা ও লেখাপড়া শিখা সম্ভবপর ছিল না।

প্রঃ—আপনি জাপান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কি করিলেন?

উঃ—আপনারা কলিকাতার পটারি ওয়ার্কসের নাম শুনিয়াছেন, সেখানকার কাজকর্ম্ম দেখিয়া থাকিবেন। ১৯০৬ সনে জাপান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি এই কারখানার গোড়াপত্তন করি।

প্রঃ—এই কলিকাতা পটারি ওয়ার্কস কি করিয়া দাঁড় করাইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছা করি।

উঃ—কলিকাতা পটারি ওয়ার্কসের বিপুল আয়তন একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। মাণিকতলা খালের ধারে ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশনের নীচের তালার একটা ঘর প্রথমে ভাড়া লওয়া হইল। সেই প্রথম দিনের কথা আমার এখনও পরিষ্কার মনে আছে। প্রথম পোর্সেলিন যখন বাহির হইল তখন রাত ৩টা। তখন আবার বৃষ্টি হইতেছিল। নীচের তলায় হাঁটু পর্য্যন্ত জল জমিয়াছিল। হাপর চালানোর আর বিরাম ছিল না, পোড়ানও বন্ধ হয় নাই। সেই জলকাদায় ভিজিয়া আমাকে পরে জ্বরে শয্যাগত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু যখন জিনিষটা ঐ অত রাত্রে তৈরি হইয়া গেল, এবং বাজাইয়া দেখিলাম যে ঠিক আওয়াজ হইতেছে, তখনকার মানসিক আনন্দের কথা বর্ণনীয় নহে।

প্রঃ—পোর্সেলিন তৈরির উপকরণ যোগাড় করিলেন কোথা হইতে?

উঃ—আমাদের দেশে চীনামাটির বাসন তৈরির কি বৃহৎ ক্ষেত্র যে পড়িয়া আছে তাহা একবার দেশের ধনীরা বুঝিতে পারিলে একটা ভাল ব্যবসা এরূপ অনাদৃত ভাবে পড়িয়া থাকিত না। ভগবান এই দেশে যেখানে সেখানে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাঁচা মাল ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। দরকার শুধু সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া জিনিষ করিবার। রাজমহলের কেওলিন মাইন, মিহিজানের দেল্টসদার ও কোয়াটাজ ইত্যাদি আমাদের রসদ যোগাইয়াছে। বলিতে কি, কোন কোন দ্রব্য আমরা ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশে পরীক্ষার্থ পাঠাইয়া এই অভিমত পাইয়াছিলাম যে, পৃথিবীতে এরূপ উৎকৃষ্ট জিনিষ কম আছে। অথচ আমাদের দুর্দ্দশা দেখুন।

প্রঃ—আপনি কলিকাতা পটারি ওয়ার্কসের সঙ্গে কতদিন যুক্ত ছিলেন ও তখন ব্যবসার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল ?

উঃ—১৯২৬ সনে আমি ছাড়িবার কালে উহাতে ৩½ লাখ টাকার দ্রব্যাদি উৎপাদন করা হইতেছিল।

প্রঃ—আপনি এই কোম্পানীর সঙ্গে কাজ করার কালে আর বিদেশে গিয়াছিলেন কি ? গেলে কি উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন ও কোথায় কতদিন ছিলেন জানিতে ইচ্ছা করি।

উঃ—হাঁ, আমাকে আরও দুইবার বিদেশে যাইতে হয়। ১৯০৮ সনে আমি দ্বিতীয়বার জাপান যাত্রা করি। চীন হইয়া জাপানে যাই এবং সেখানে ৮।৯ মাস কাটাই। আমার যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল জাপান হইতে দু'জন ভাল কারিগর আনা। আমি দেখিতেছিলাম যে ভাল কারিগরের অভাবে আমাদের কারখানা আশানুরূপ উন্নতি করিতে পারিতেছে না। সেইজন্য এখানকার কারিগরদের পটু করিয়া তুলিবার সঙ্কল্প করি। তারপর ১৯১৩ সনে বার্লিন যাই। এ যাত্রার ইয়োরোপের বহুস্থান ঘুরিয়াছি বটে, কিন্তু প্রধানতঃ বার্লিনেই আমি সময় কাটাই। ইন্‌সুলেটর কি করিয়া তৈরি করিতে হয় তাই শিখিতে গিয়াছিলাম।

প্রঃ—তৃতীয়বার জাপানে না গিয়া আপনার ইয়োরোপে যাইবার মতি কেন হইয়াছিল।

উঃ—নানা কারণে আমাদের জাপান-প্রীতিটা কমিয়া আসিতেছিল। একটা কারণ এই যে, ভাল করিয়া কোন বিষয় আয়ত্ত করিতে হইলে জাপানের গুরু ইয়োরোপের কাছে শিক্ষালাভ করাই শ্রেয় এইরূপ একটা ধারণা জন্মিতেছিল।

প্রঃ—আপনার জার্ম্মাণি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিবেন কি ?

উঃ—আমি বার্লিনে প্রায় বৎসরেক কাল কাটাই। যুদ্ধ লাগিবার পূর্ব্বে চলিয়া আসিয়াছিলাম। আপনি ডর্ষ্ট্‌ কোম্পানীর নাম শুনিয়া থাকিবেন। আমি ইহাদের মৃৎ-শিল্পের কারখানায় শিক্ষানবিশি করিতেছিলাম। জার্ম্মাণির একটা জিনিষ আমাকে সব চেয়ে বেশী মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছিল। সেটা কি জানেন ? তাদের ঐকান্তিক বিজ্ঞান-প্রীতি ও বৈজ্ঞানিক সাধনা। আমি ওদের দেশের এই একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, সকল মানুষকে এক ছাঁচে গতানুগতিক ভাবে গড়িয়া তোলা ওরা অন্যায় বলিয়া মনে করে। ছেলেবেলা হইতে ওরা লক্ষ্য করে কার প্রবণতা কোন্ দিকে, কে কোন্ দিকে মাথা খেলাইয়া আনন্দ পায়, সেই অনুসারে তার শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেয়। আমি যখন ডর্ষ্টের বাড়ীতে একদিন বসিয়া আছি, তখন ডর্ষ্টের এক ৭।৮ বছরের ছেলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, দেব, অমুক বিষয়ের ভল্ট পাওয়ার কত বলত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ভল্ট পাওয়ার কাকে বলে ? ছেলেটি ত হাসিয়াই আকুল, দেব ভল্ট পাওয়ার কাকে বলে জানে না, অথচ এত বড় কারখানায় কাজ করিতেছে। ডর্ষ্টও বিস্মিত হইয়া বুঝাইয়া দিলেন ও পরে ছেলের

লেবরেটরীতে লইয়া গেলেন। দেখিলাম ছেলেকে একটী লেবরেটরী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সে সেইখানে ইচ্ছামত বোতাম ইত্যাদি টিপিয়া নানা রকম বৈদ্যুতিক শক্তির সৃষ্টি করিতেছে ও কল চালাইতেছে। আমি অতটুকু ছেলের এই কীর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম ও বুঝিতে পারিলাম কেন উহারা এইরূপ করিৎকর্ম্মা হইয়া উঠিতে সমর্থ হয়।

প্রঃ—আপনি জাপানে থাকিবার কালে প্রথমবারে কি কি বিষয় পড়িতে হইয়াছিল?

উঃ—বই পড়িয়া বিদ্যা লাভ করিতে হইয়াছিল ভূতত্ব, রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও সেরামিক টেক্‌নলজি সম্বন্ধে; আর কারখানায় হাতে কলমে কাজ ত করিতে হইয়াছিলই।

প্রঃ—ভারতবর্ষে মৃৎ-শিল্প ব্যবসায় লিপ্ত হইবার পর আপনাকে কি কি বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল জানিতে ইচ্ছা করি।

উঃ—মৃৎ-শিল্পের সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হইতেছে উপযুক্ত কারিগরের অভাব। আমাকে উপযুক্ত কারিগর গড়িয়া তুলিবার জন্য খুব বেশী বেগ পাইতে হইয়াছিল। কিসে সব চেয়ে বাধা পড়ে জানেন? সামাজিক রীতিনীতিতে। কুমারের কাজ করিলে আমরা জাতে ছোট হইয়া যাইব এই ভয়ে লোক আসিতে চাহিত না। তারপর জিনিষ ভাঙ্গার দরুণ আমাদের খুব ক্ষতি স্বীকার করিতে হইত। চীনা মাটির বাসন কিরূপ ঠুন্‌কো জিনিষের সাহায্যে তৈয়ারী হয় তা ত বুঝিতেই পারেন। ইহা অত্যন্ত যত্ন ও সাবধানতার সঙ্গে ধরিতে বা একস্থান হইতে অন্যস্থানে রাখিতে হয়। আমি যেখানে শত শত দ্রব্য ধরিয়া হয়ত একটাও ভাঙ্গিব না, আপনার হাতে সেখানে সবগুলি ভাঙ্গিয়া যাইবে। জিনিষ যাতে না ভাঙ্গে তার একটা বিজ্ঞান আছে, সেই বিজ্ঞান আয়ত্ত করা চাই।

প্রঃ—প্রথম জিনিষ তৈয়ারী করিয়া আপনারা দেশের লোকের নিকট কিরূপ উৎসাহ পাইয়াছিলেন?

উঃ—এ বিষয়ে আমরা বটকৃষ্ণ পালের দোকানের সাহায্যের কথা কোনদিন ভুলিতে পারিব না। বস্তুতঃ, তাঁরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বপ্রথম একবারে ৬ গ্রোস্ জিনিষের অর্ডার দিয়াছিলেন। তাঁদের নিকট হইতে এই উৎসাহ না পাইলে আমাদের অধিক দুর অগ্রসর হইতে ঢের বেশী কষ্টভোগ করিতে হইত।

প্রঃ—আপনারা কি কি দ্রব্য তৈয়ারী করিতেন?

উঃ—আমরা চীনামাটির সব জিনিষই করিতাম। পুতুল, ডাক্তারি জিনিষপত্র, ইনসুলেটর, টাইলস্ সবই আমরা তৈয়ারী করিতে সমর্থ হইয়াছি।

প্রঃ—আপনি আপনার দেশের যুবকদিগকে এবিষয়ে কিছু বলিতে চান কি?

উঃ—আমার কথা এই যে, যার সামর্থ্য আছে সে-ই বাহির হইয়া পড়, ইয়োরামেরিকা ঘুরিয়া কিছু না কিছু শিখিয়া আস। বস্তুতঃ, আজিকার দিনে দেশের জন্য স্থায়ী কিছু করিতে হইলে বিদেশে যাইতে হইবেই। বাঙ্গালীর ছেলেকে এই কথা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। আমি বহু দেশে ভ্রমণ করিয়া বহু প্রকার লোকের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছি। কিন্তু একথা আমি বলিতে পারি যে, বুদ্ধিবৃত্তিতে ও নৈপুণ্যে বাঙ্গালীর ছেলে কারও চেয়ে খাটো নয়। শুধু সব ছেলেকে এক ছাঁচে ঢালিতে গিয়া আমাদের দেশে মনুষ্য-শক্তির গুরুতর অপচয় ঘটিতেছে।

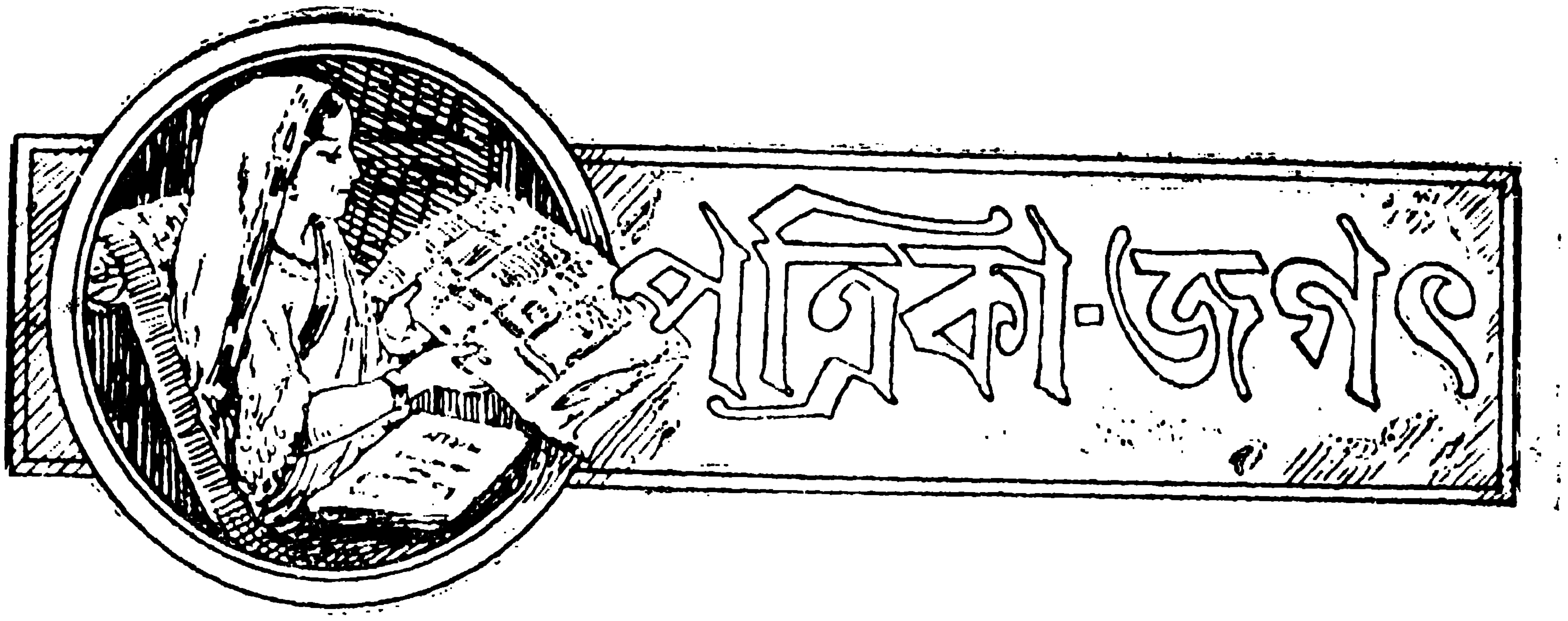

"বার্লিনার টাগেব্লাট" জার্ম্মাণ দৈনিক

চীন ও ভারতের বাণিজ্য

বার্লিনার টাগেব্লাট জার্ম্মাণির একখানি প্রসিদ্ধ দৈনিক সংবাদপত্র। গত আগষ্ট মাসে ভারত ও চীনের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে ঐ কাগজে কতকগুলি প্রবন্ধ বাহির হয়। এগুলিতে যেমন নূতন নূতন কতকগুলি সংবাদ পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি ঐ দুইটি দেশের আর্থিক ভবিষ্যতেরও একটা পরিচয় পাওয়া যায়। চীন ও ভারতের আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে যেসকল গবেষণাপূর্ণ মন্তব্য করা হইয়াছে সেগুলি বাস্তবিকই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রবন্ধগুলির সার মর্ম্ম বোম্বাইএর বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক ইণ্ডিয়ান ডেলিমেলের বার্লিনস্থ সংবাদাতা পত্রযোগে প্রেরণ করিয়াছেন।

চীন, জাপান ও ভারত

টাগেব্লাট জাপান, চীন ও ভারতের ষ্ট্যাটিসটিক্‌স্ ঘাঁটিয়া দেখাইয়াছেন যে, যুদ্ধের পরবর্ত্তী সময়ে জাপান তাহার বৈদেশিক বাণিজ্য ডবল করিয়া ফেলিয়াছে। চীনে হাজার ঘরোয়া বিবাদ থাকা সত্ত্বেও তাহার বর্ত্তমান বৈদেশিক বাণিজ্য যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের চাইতে শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ভারত যে তিমিরে সেই তিমিরেই।

ইংরেজ বনাম জাপান

যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে চীনে জাপানের যতটা রপ্তানি বাণিজ্য ছিল তাহার ডবল ছিল ইংরেজ ও হংকংএর হাতে। কিন্তু আজ ইংরেজ ও হংকং যে পরিমাণ মাল চীনে রপ্তানি করে তাহার ডবল রপ্তানি করে জাপান।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংরেজ চীনে যতটা মাল আমদানি করিত তাহার তিন ভাগের এক ভাগ করিত আমেরিকা। কিন্তু আজ ১৯২৮ সনে দুনিয়ার হালচাল বদলাইয়া গিয়াছে। আজ চীনে আমেরিকা যে বাণিজ্য ফাঁদিয়া বসিয়াছে তাহা ইংরেজের বাণিজ্যের শতকরা ৫০ ভাগ বেশী। চীনে জার্ম্মাণির বাণিজ্য কারবারও সামান্য কিছু কমিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের পরে অন্যান্য দেশে যেমন জার্ম্মাণির রপ্তানি-বাণিজ্য হ্রাস পাইয়াছে, চীনেও তেমনি হ্রাস পাইয়াছে। চীনের রপ্তানি-বাণিজ্যের অবস্থায় খুব বেশী উন্নতি দেখা যায় না। ইংলণ্ডে চীনা মালের কাটতি পড়িয়া গিয়াছে। জাপানে চীনা মাল বেশী চালান হইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্ব অবস্থার তুলনায় আমেরিকায় চীনা মালের কাটতি ডবল হইয়াছে। চীনের মোট রপ্তানি মালের চারি ভাগের তিন ভাগ যায় আমেরিকা ও জাপানে। অবশিষ্ট এক ভাগের খরিদ্দার গ্রেট ব্রিটেন ও হংকং। যুদ্ধের পূর্ব্বে একা ইংলণ্ডই চীনা মালের $\frac{1}{5}$ ভাগের খরিদ্দার ছিল। তখন আমেরিকা কিন্তু চীনের রপ্তানি মালের $\frac{1}{9}$ অংশ মাত্র ক্রয় করিত।

প্রাচ্যে ইংরেজের ব্যবসা কমিতেছে

ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, চীনা বাণিজ্যে ইংরেজের একচ্ছত্র আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। চীনে বর্ত্তমানে জাপান ও আমেরিকার কারবার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাই হইল বর্ত্তমান ১৯২৮ সনের অবস্থা।

ভবিষ্যৎ চীন

টাগেব্লাটের মতে চীনের ঘরোয়া বিবাদ মিটিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার আর্থিক জীবনে এক অতিরিক্ত পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। চারিদিক্ হইতে আর্থিক উন্নতির প্রচেষ্টা দ্রুত চলিতে থাকিবে। চীনের নিজস্ব পুঁজি নেহাৎ কম নয়। চীনের অধিকাংশ শিল্প-কারখানা চীন-সন্তানের পুঁজি দ্বারা পরিচালিত। ভারতের মত বিদেশী পুঁজি চীনে বেশী খাটিতেছেনা। ইহার ফলে চীনের বেশীর ভাগ কল-কারখানা, শিল্পসৌধ চীনবাসীর নিজস্ব সম্পত্তি ও তাহাদের কর্ত্তৃক পরিচালিত। কিন্তু বর্ত্তমান শিল্প-জগতের সমসাময়িক শিল্প-কারখানা গড়িয়া তুলিবার জন্য চীনের ঘরোয়া পুঁজি যথেষ্ট নহে। সকলের আগে চীনের সর্ব্বত্র রেল লাইন বিস্তার করিতে হইবে। ইহার জন্য বিদেশী পুঁজি ও বিদেশী মাথার দরকার আছে। চীনের লোক-সংখ্যা জার্ম্মাণির সাত গুণ হইলেও ইহার রেল লাইন জার্ম্মাণির ⅙ ভাগ মাত্র।

বিদেশী পুঁজি ও চীন

বিদেশী পুঁজি আমদানি ও খাটানোই বর্ত্তমান নবীন চীনের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক জীবনের একমাত্র ধান্দা হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে চীনে ইংরেজের পুঁজি সব চাইতে বেশী খাটিত; কিন্তু ইংরেজের সে সুদিন আর নাই; তাহার একচেটে কারবার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের ফলে বর্ত্তমানে ইংরেজের পুঁজির ক্ষমতা কতকটা খাট হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান জগতে আমেরিকাই সব চাইতে বড় পুঁজিপতি এবং বিদেশের মাটিতে আমেরিকাই বেশী পুঁজি ঢালিতে সমর্থ। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে চীনে আমেরিকার অর্থ বিস্তর প্রবেশলাভ করিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে চীনে ইংরেজের যত পুঁজি খাটিত আজকাল তার চাইতে বেশী খাটিতেছে আমেরিকার। আমেরিকা চীনের স্বাধীনতার জন্য আজকাল জোর প্রপাগাণ্ডা চালাইতেছে। আমেরিকা চীনের দোস্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। আমেরিকার আসল উদ্দেশ্য চীনের আর্থিক জীবনের মালিক হওয়া। চীনের মাটিতে জাপান ও ইংরেজের পরিবর্ত্তে মার্কিণ পুঁজি বেশী খাটুক ইহাই তাহার অভিলাষ।

মার্কিণের উপর চীনের সন্দেহ

ন্যানকিন স্বরাজী গভর্ণমেণ্ট মার্কিণের এই চীন-প্রীতি খুব সন্দেহের চক্ষেই দেখিতেছে। বর্ত্তমানে তাহারা কতকটা মুস্কিলে আছে। জাপান ও ইংরেজকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে হইলে আমেরিকার সহানুভূতির দরকার আছে, তাই তাহারা আমেরিকার বিরুদ্ধে কোন কিছু করিতে সাহস পাইতেছে না; তবে আমেরিকার প্রত্যেকটি কাজ তাহারা ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে এবং অদূরভবিষ্যতে কোমর বাঁধিয়া নিজের পায়ে খাড়া হইয়া উঠিলেই তাহারা ওয়াশিংটনের আর্থিক অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইবে।

ভারতের অবস্থা

চীন ও জাপানের তুলনায় ভারতের রপ্তানি-শিল্পের মোটা ব্যালান্স আছে। যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে তাহার রপ্তানি আমদানির চাইতে বেশী ছিল; যুদ্ধের পরে ইহা আরও বেশী হইয়াছে। জাপানের সঙ্গে ভারতের প্রভেদ এই যে, জাপান বেশীর ভাগ শিল্পজাত মাল বিদেশে পাঠায় আর ভারতবর্ষ বেশীর ভাগ কাঁচা মাল বিদেশে রপ্তানি করে। যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার তুলনায় বর্ত্তমানে ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যে এই কতকগুলি নূতন পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। ভারতের আমদানি-শিল্পে ইংলণ্ডের হিস্যা কমিয়া যাইতেছে এবং অন্যদিকে আমেরিকান ও জাপানী মালের আমদানি দিন দিন বাড়িতেছে। এখনও কিন্তু ভারতের আমদানি কারবারে ইংরেজই সকলের উপরে আছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ জাপান ও মার্কিণের নিকট হইতে যে মাল খরিদ করিত তাহার বার গুণ বেশী মাল কিনিত ইংরেজের নিকট হইতে। বর্ত্তমানে ঐ বার গুণ কমিয়া সাড়ে তিন গুণে দাঁড়াইয়াছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ তাহার মালের প্রায় এক-চতুর্থাংশ ইংরেজের নিকটে বেচিত, বর্ত্তমানেও ইংরেজ ভারতের রপ্তানি মালের পুরাপুরি চারি ভাগের এক ভাগ

খরিদ করে। জাপানের ক্রয়-ক্ষমতা কিন্তু ঢের বাড়িয়া গিয়াছে। মার্কিণ আগেও যাহা কিনিত আজকালও একরূপ সেই পরিমাণ মালই ভারতের নিকট হইতে কিনে।

বৈদেশিক প্রভুত্ব বনাম স্বদেশী আর্থিক উন্নতি

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতীয় আমদানির পাঁচভাগের চারিভাগ ছিল শিল্পজাত তৈয়ারী মাল। আর ঐ সময় ভারতবর্ষ যত মাল বিদেশে রপ্তানি করিত তাহার চারিভাগের তিনভাগ ছিল চাউল, গম প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য ও অন্যান্য কাঁচা রসদপত্র। আজকাল এই বিংশ শতাব্দীর শিল্পজগতেও ভারতে যত মাল আমদানি হয় তাহার চারিভাগের তিনভাগ তৈয়ারী শিল্পজাত মাল। রপ্তানি কারবারে ভারতীয় শিল্পজাত মাল সামান্য কিছু বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু গোটা ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসাব খতিয়ান করিলে দেখা যাইবে এই বৃদ্ধি খুবই নগণ্য এবং ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। টাগেব্লাট বলেন যে, ভারত বর্ত্তমান শিল্পজগতের অনুকরণে শিল্প-প্রধান হইয়া উঠুক ইংরেজ ইহা চায়না এবং ইহার ঘোর বিরোধী। চীনে ইংরেজ যাহা করিতে পারে নাই ভারতে তাহাই করিতে চায়। ভারতবর্ষ চিরদিন কাঁচা রসদ যোগাইয়া ইংরেজের বিরাট শিল্প-অভিযানে সহায়তা করুক ইহাই ইংরেজের একান্ত অভিলাষ। বিগত সনের সর্ব্বদল সম্মিলনীতে নেহরু কমিটীর যে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের খসরা গৃহীত হইয়াছে তাহাতে ইংরেজ ও অন্যান্য বৈদেশিক সম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার কতকগুলি ধারা আছে। এইজন্যই এদেশের-অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও অন্যান্য ইংরেজ বণিকের অনেকে এবং কতকগুলি ইংরেজী সংবাদপত্র নেহরু কমিটীর এই মোসাবিদা সমর্থন করিয়াছেন।

বার্লিনার টাগেব্লাট বলেন, যে পর্য্যন্ত ভারতে বিদেশীর প্রভুত্ব লোপ না পাইবে সে পর্য্যন্ত তাহার আর্থিক উন্নতি আশানুরূপভাবে হওয়া সম্ভবপর নয়।

"রবার বাজার"

মেসার্স সিমিংটন অ্যাণ্ড সিন্‌ক্লেয়ার কর্ত্তৃক প্রকাশিত, লণ্ডন, ২৬শে জুলাই তারিখের রবার বাজারের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ :—

গত সপ্তাহে রবার-বাজারে দরের হ্রাস-বৃদ্ধি মাত্র অল্প মাত্রায় দেখা দিয়াছিল। গত মঙ্গলবারের প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত দর একই ভাবে থাকার মত বোধ হয়। কিন্তু ঐ দিনই মালয়ের রেষ্ট্রীক্‌শান্ এরিয়া অর্থাৎ নিষিদ্ধ ভূমিস্থিত মজুত রবারের পরিমাণ প্রকাশিত হয়। এর ফলে প্রথমতঃ দর নামিয়া যায় এবং সর্ব্বোচ্চ দর হইতে প্রায় ১ পেনি কম মূল্য দাঁড়াইয়া যায়। এখন কিন্তু বাজারের অবস্থা ভাল এবং এই বিবরণী প্রকাশিত হইবার সময়ে বর্ত্তমান সপ্তাহে সেরূপ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

মালয়ের রেষ্ট্রীক্‌শান্ কর্ত্তারা গত জুনের শেষ ভাগে রেষ্ট্রীক্‌শান্ ভূমিতে উৎপন্ন মজুত রবারের হিসাব প্রকাশ করিয়াছে। উহাতে প্রকাশ :—১০০ একরের উপর আয়তন-বিশিষ্ট এষ্টেট্‌গুলির মোট মজুত মাল ৪৪,৭৯১ টন, কারবারী লোকজনের নিকট মজুত মাল ১৩,৫৩৬ টন; একুনে ৫৮,৩২৭ টন। ১০০ একরের নীচের এষ্টেটগুলির মজুত মালের কোন হিসাব লওয়া হয় নাই, ইহা স্মরণ রাখা উচিত। যে সময় পর্য্যন্ত রেষ্ট্রীক্‌শান্ নীতি পরিচালিত হয় তাহার মধ্যে ছোট খাটো রবার ক্ষেতের মালিকগণ আপন আপন মাল বেচিবার যথেষ্ট সুবিধা ভোগ করিয়াছে। সুতরাং এখন নিঃসন্দেহে ধরা যাইতে পারে যে, তাহাদের নিকট এখন রবার সেরূপ মজুত নাই। এখনও যদি ছোট খাটো মালিকগণের নিকট রবার মজুত থাকে তাহা বড় জোর ৭,০০০ টন হইবে। ইহা ধরা হইলে সর্ব্বসুদ্ধ রেষ্ট্রীক্‌শান্ এরিয়ার মালের পরিমাণ প্রায় ৬৫,০০০ টন হইবে।

উৎপন্ন মালের তালিকা দিবার সময় এষ্টেট্‌গুলিকে কেবলমাত্র জাহাজে রপ্তানি করিবার উপযুক্ত বিশুদ্ধ রবারের উল্লেখ করিতে বলা হইয়াছিল। সুতরাং ধরা হইতেছে যে, উহারা তাহাই করিয়াছে। সাধারণতঃ, এষ্টেটগুলির মোট মালের পরিমাণ ১৫,০০০ টনের অধিক হয় না। সেটেন্‌হাম্ বন্দরের মত রবার জাহাজ-বোঝাই করিবার স্থানের বা রেষ্ট্রীক্‌শান্‌ভূমিস্থ অন্যান্য স্থানের

ব্যবসায়িগণের নিকট মজুত মালের পরিমাণ ১০,০০০ টনের কাছাকাছি ধরা যাইতে পারে।

সাধারণতঃ এষ্টেট ও ব্যবসায়িগণের নিকট মোট মালের পরিমাণ ২৫,০০০ মত হইয়া থাকে। সুতরাং এবার বাড়তি মালের পরিমাণ হইয়াছে ৪০,০০০ টন। জুনের শেষ হইতে অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত ২৫,০০০ টন হইতে ৩০,০০০ পর্য্যন্ত আরও অধিক মাল জমা হইতে পারে।

নবেম্বর মাসে "রেষ্ট্রীক্‌শান্" বিদূরিত হইবে। উপরি উক্ত তালিকা দৃষ্টে বোধ হয় যে, তখন জাহাজ বোঝাই করিবার জন্য সর্ব্বোচ্চ পরিমাণে উদ্বৃত্ত মাল প্রায় ৬৫,০০০ টন হইতে ৭০,০০০ টন পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে। এই জাহাজ বোঝাই করা চলিবে কয়েকমাস ধরিয়া। অন্য পক্ষে, গত ২৮শে জুন তারিখের রিপোর্টে আমরা দেখিয়াছি, জানুয়ারি হইতে মে পর্য্যন্ত গত ৫ মাসে এ বৎসর ৩১,৬০০ টন মাল কম উৎপন্ন হইয়াছে। চাহিদা কিন্তু ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। সুতরাং জুন হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত মালের কমতি ঠিক সমপরিমাণেই ঘটিবে এইরূপ ধারণা করা নিতান্ত ভিত্তিহীন হইবে না। এখন দেখা যাইতেছে উদ্বৃত্ত মাল গ্রহণ করিবার জন্য একটী বিরাট বাজার স্থাপন করিতে হইবে, এবং এই মালের অধিকাংশ সরাসর ক্রেতা-গণের দুয়ারে গিয়া পৌঁছিবে। সরাসর যুক্তরাষ্ট্রে নবেম্বর জানুয়ারির মাল রপ্তানির জন্য মোটা মোটা সেল্ ইতিপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে।

দি মালয় ষ্টেট্‌স্ ইন্‌ফর্ম্মেশান্ এজেন্সি (মালয় ষ্টেটের সংবাদ-প্রতিষ্ঠান) ঘোষণা করিতেছে যে, জুন মাসে "রেষ্ট্রীক্‌শান্" ভূমি হইতে রপ্তানির পরিমাণ ১২,৯৩৫ টন। এই তুলনায় ১৯২৮ সনের মে মাসের রপ্তানি ১৭,০৪৫ টন। ১লা জুলাই রপ্তানি মাশুল কমিয়া যাইবে বলিয়া অনেক রবার বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। জুলাই মাসে "রেক্‌ষ্ট্রীশান্" ভূমি হইতে বহুল পরিমাণে রবার রপ্তানি হইবে। যাহা হউক ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তথাকথিত "অব্যবহৃত কুপন" অত্যন্ত অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। প্রায় ১০,০০০ টন মালের মূল্য পরিমাণ কুপন লহনা পড়িয়া থাকিবে বলিয়া বোধ হইতেছে, অথচ অক্টোবর মাসের পরে এ সমস্তের আর কোন দামই থাকিবে না।

নিউইয়র্ক সহরে গত কল্যকার বাজার-দর, "রিব্‌ড স্মোক্‌ড্ শিট" ১৯$\frac{1}{2}$ পেঃ (ঐ চ্যাপ্টা জাতিদের দর ৯$\frac{1}{2}$ পেঃ) অর্থাৎ এ সপ্তাহে $\frac{1}{2}$ পেঃ দর চড়া। নিউইয়র্কের রবার এক্সচেঞ্জ গত কল্যের সর্ব্বশেষ দর :—

জুলাই মাসে ১৯'৩০ (গত সপ্তাহ ১৯'২০), (সেপ্টেম্বরে ১৯'২০ (১৯'১০), ডিসেম্বরে ১৯'৩০ (১৯'১০); মার্চ্চে ১৯'১০ (১৯'০০) এবং মে মাসে ১৯'১০ (১৯'০০)।

"আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ," জুন ১৯২৮

মূলধনের যোগান

ধনসঞ্চয়ের কারণ কি? ধনসঞ্চয় বাড়িবার বা কমিবার কারণ কি? অনেক ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিত বলেন যে, সঞ্চয় করার অর্থই নিজকে ক্লিষ্ট করা—বর্ত্তমানে যে ভোগ সম্ভব হইত সেই ভোগ হইতে নিজকে বঞ্চিত করা, —সুতরাং সঞ্চয় করা রূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে কাহাকেও সম্মত করিতে হইলে তাহাকে ইহার জন্য 'কিছু' দেওয়া দরকার। এই 'কিছু'টা হইতেছে সুদ। ইঁহাদের মতে সুদই সঞ্চয়ের কারণ; শুধু তাহাই নহে, সুদই সবের সঞ্চয়ের পরিমাণ নিরূপিত করে, সুদ বাড়িলে সঞ্চয় বাড়ে, সুদ কমিলে সঞ্চয় কমে।

সঞ্চিত ধনের সাহায্যে উৎপাদন সম্ভব হয়। ধন যখন উৎপাদনে নিয়োজিত হয় তখন তাহাকে মূলধন বা পুঁজি বলা চলিতে পারে। ধনসঞ্চয় না হইলে মূলধন জন্মাইতে পারে না। উপরি উক্ত পণ্ডিতদের মতে সুদ ধনসঞ্চয় করায় ও ধনসঞ্চয়ের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং উঁহাদের মতে মূলধনের যোগান সুদের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়।

কিন্তু এ মত একেবারে ভ্রান্ত না হইলেও অন্ততঃ আংশিকভাবে ভ্রান্ত।

উক্ত পণ্ডিতরা ধরিয়া লইয়াছেন যে, ধনকে বর্ত্তমানে ভোগ করিয়া উড়াইয়া দিলেই কেবল ধন হইতে সুখ পাওয়া যায়—ধন জমাইয়া রাখাতে কোন সুখ নাই। কিন্তু ধন

সঞ্চয় করাতেও ত সুখ থাকিতে পারে। একজনের যদি প্রচুর সম্পত্তি থাকে, সেই সম্পত্তি হইতে তাহার কোন আর্থিক উপার্জ্জন না থাকিলেও কেবল তাহার সেই সম্পত্তি আছে বলিয়াই সে একটা সুখ বা আরাম অনুভব করিতে পারে?

ধনসম্পত্তির অধিকারী হওয়ার জন্যই (কোন সুদ বা সুদজাতীয় কোন আয় না থাকিলেও) কয়েকটা সুবিধা ভোগ করা যাইতে পারে:—নিজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে, পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না, অনেক জিনিষ ক্রয় করিবার ও অনেককে নিজ অধীনে পরিশ্রম করাইবার একটা ক্ষমতা মজুত থাকে; সমাজে বেশী সম্মান পাওয়া যায়, অনেকের উপর প্রভুত্ব খাটানো চলে;—উক্ত সুবিধাগুলার জন্যও লোকে ধনসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

ব্যবসার পড়তার সময় বেশী টাকা খাটাইবার জন্য ব্যবসাদার সেই সময়ে বেশী সঞ্চয় করে; ব্যবসার মন্দার সময়ে সে বেশী টাকা খাটাইতে অনিচ্ছুক হয় বলিয়া সেই সময়ে তাহার সঞ্চয়ের পরিমাণ কমিয়া যায়। সুতরাং ব্যবসাদারের ধনসঞ্চয়ের পরিমাণ তাহার লাভের আশার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু 'লাভের' অর্থ শুধু খাটানো টাকার সুদই ত নহে, সুদ ব্যতীত আরও কয়েকটি জিনিষ, যেমন—ব্যবসাদারের খাটুনির মজুরি, তাহার বাড়ী ও জমির ভাড়া এবং তাহার দূরদর্শিতা ও সৌভাগ্যের জন্য এগুলা ব্যতীত কিছু উপরি পাওনা।

লোকে যখন সন্তানসন্ততির জন্য সঞ্চয় করে তখন ত তাহারা সুদ পাওয়া যাইবে কিনা, অথবা কি পরিমাণে পাওয়া যাইবে, এই কথাই ভাবে না? তখন টাকা জমাইয়া রাখাই আসল উদ্দেশ্য। টাকা জমানোর জন্য সুদ পাওয়া যাইবে কিনা, অথবা কতটা পাওয়া যাইবে, এই হিসাবই প্রধান হইয়া মনে দেখা দেয় না। কিংবা ইহাও বলা চলে যে, এরূপ ক্ষেত্রে সুদ বাড়িলে সঞ্চয় না বাড়িয়া কমিয়া যায় (কারণ তখন অপেক্ষাকৃত অল্প অর্থ রাখিলেই সন্তানদের যত আয় পাওয়াইতে ইচ্ছা তাহা দেওয়া যাইতে পারে) এবং সুদ কমিলে সঞ্চয় না কমিয়া বাড়ে,—অর্থাৎ সুদের সহিত সঞ্চয়ের যে সম্বন্ধ উপরি উক্ত পণ্ডিতরা দেখাইয়াছেন, ঠিক তাহার বিপরীত সম্বন্ধই এখানে দেখা যায়।

অনেকে বলেন যে, সঞ্চয় একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি (ইন্‌ষ্টিঙক্‌ট্) ব্যতীত কিছু নয়। বনের জন্তুদের মধ্যেও সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি দেখা যায়, অসভ্য বর্ব্বর মানুষও সঞ্চয় করে। নিতান্ত সামান্য জিনিষগুলাও অতি সাবধানে ঘরের কোণে লুকাইয়া রাখিবার বা জমাইয়া রাখিবার অভ্যাস শিশুদের মধ্যেও দেখা যায়। মেয়েদের সঞ্চয়ের অভ্যাস সর্ব্বজনবিদিত। অনেক পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের মধ্যেও নানা জিনিষ জমাইয়া রাখিবার বাতিক দেখা যায়। সুতরাং সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইলেও হইতে পারে,—ধনসঞ্চয়ের প্রবৃত্তিও তাহা হইলে একটী স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ব্যতীত হয়ত আর কিছু নহে। কথাটার মধ্যে কতটা সত্য আছে তাহা মনস্তত্ত্ববিদেরাই বলিতে পারেন।

সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি 'স্বাভাবিক' হউক বা না হউক, ইহা যে অনেক পরিমাণে 'অভ্যাস' হইতে জন্মায় সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। যাহারা অল্প বয়সেই নিয়মিতভাবে কিছু কিছু করিয়া টাকা জমাইতে অভ্যস্ত হয়, পূর্ণবয়সে তাহাদের মধ্যেই মিতব্যয়িতা বেশী দেখা যায়। এমনও দৃষ্টান্তের অভাব নাই যে, একজন জীবনে অনেক যুঝিবার পর প্রচুর সম্পত্তি লাভ করিয়াও প্রথম বয়সের সঞ্চয় ও মিতব্যয়িতার অভ্যাস কিছুতেই ছাড়িতে পারে না।

অনেক সময়ে 'বাধ্য' হইয়াও ধনসঞ্চয় করিতে হয়, যেমন বীমার প্রিমিয়াম দিবার জন্য অথবা সরকারী খাজনা দিবার জন্য অর্থসঞ্চয়। এখানে সুদের কোনও নামগন্ধও নাই, অথচ (বাহিরের চাপের জন্য) ধনসঞ্চয় চলিতে থাকে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, লোকে ধনসঞ্চয় করে নানা কারণে।

সুদের প্রভাব তবে কতটুকু? সুদের প্রভাব-হিসাবে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে—(১) সমাজে ঋণ লওয়া ও দেওয়ার পরিমাণ সুদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। সুদ বাড়িলে

ধার দেওয়া বাড়ে, সুদ কমিলে ধার দেওয়া কমে। টাকা সঞ্চয় করা আর টাকা ধার দেওয়া এক কথা নয়—সুদের প্রভাব শেষেরটীরই উপর (এবং—পরে দেখান হইতেছে—শেষেরটীর উপর প্রভাব আছে বলিয়াই প্রথমটীর উপরও কিছু আছে)।

(২) মূলধন বিরাট বিরাট কলকারখানায় অথবা ছোটখাট শিল্পে নিয়োজিত হইবে, তাহা সুদ কর্ত্তৃকই অনেকটা নির্দ্ধারিত হয়। সুদের হার যত কমিবে সঞ্চয়কারীরা উৎপাদনের জন্য ঋণ দিতে ততই অনিচ্ছুক হইবে। হয় তাহারা টাকা জমাইয়া রাখিবে, না হয় সেই টাকার সাহায্যে নিজেরাই ছোটখাট শিল্প-কারবার চালাইতে প্রবৃত্ত হইবে। অপরদিকে, সুদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যে ঋণের চাহিদা কমিতে থাকে, মূলধনের স্রোত শিল্প-বাণিজ্যের দিক্ হইতে অন্য দিকে চলিয়া যাইতে থাকে। শিল্প-বাণিজ্য যতটা বাড়িতে পারিত ততটা পারে না।

(৩) সুদের হার বাড়িলে ঋণের জন্য দেয় মোট সুদের পরিমাণও বাড়িতে থাকে। সেইজন্য সুদের হার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঋণশোধ করিয়া দিবার প্রবৃত্তি ও চেষ্টা (সুতরাং ধনসঞ্চয়ও) বাড়িতে থাকে। (উপরে বলা হইয়াছে যে, ঋণ দেওয়া ও লওয়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়াই ধনসঞ্চয়ের উপরও গৌণভাবে সুদের একটা প্রভাব দেখা যায়, কিন্তু এখানে এই নিয়মের ব্যতিক্রম, এখানে সুদ ধনসঞ্চয়ের উপর নিজের প্রভাব সোজাসুজিই বিস্তার করিতেছে)।

ধনসঞ্চয় নানা কারণে হইয়া থাকে বটে, কিন্তু একথাও সত্য যে, সুদের হার বাড়িলে ঋণে টাকা খাটাইবার ইচ্ছা (সুতরাং ধনসঞ্চয়ও) বাড়ে, সুদের হার কমিলে ঋণে টাকা খাটাইবার ইচ্ছা (সুতরাং ধনসঞ্চয়ও) কমে। অতএব অসংখ্য প্রভাব ধনসঞ্চয়ের যোগান নিয়ন্ত্রিত করিলেও, সুদ তাহাদের মধ্যে একটী বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।

মূলধনের যোগান ধনসঞ্চয়ের উপরই নির্ভর করে, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অথচ ধনসঞ্চয়ের যোগান, সুদ এবং অন্যান্য অনেক প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং মূলধনের যোগানও অনেকগুলা প্রভাবদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাদের মধ্যে সুদ অন্যতম।

"টাইমস্", লণ্ডন

আন্তর্জ্জাতিক লোকতত্ত্ব পরিষৎ

স্যর বার্ণার্ড ম্যালেট "টাইমস্" পত্রিকায় একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। জনবল বিষয়ক তথ্য-সংগ্রহে (ষ্টাটিষ্টিক্স্) অগ্রণী ম্যাল্‌থাসের দেশে জন-সাধারণের সংখ্যার এবং শারীরিক বা মানসিক উৎকর্ষের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্বন্ধে আর যে সেরূপ দৃষ্টিপাত করা হইতেছে না সে সম্বন্ধে এই পত্রে তিনি কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সকলে বলে গ্রেট বৃটেনের লোক-সংখ্যা অতিরিক্তমাত্রায় বাড়িয়াছে অথচ বৃটিশ-সাম্রাজ্যে খাঁটি বৃটনের সংখ্যা ঠিক প্রয়োজন মত নাই। সুতরাং বৃটনদের পক্ষে প্রজা-সাধারণের জন্য মাথা ঘামান ঠিক যুক্তরাষ্ট্রেরই মত দরকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত একশ' বৎসর ধরিয়া যে অনুপাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, ভবিষ্যতেও যদি সেই অনুপাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে গোটা দুনিয়ার পক্ষেও এ সমস্যা বড় কম হইয়া দাঁড়াইবে না। কারণ লোক এইরূপ বৃদ্ধি পাইলে আহার্য্য বস্তু সংগ্রহের বেলায় বিষম চাপাচাপি আরম্ভ হইবে। ফলে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিবার সমূহ সম্ভাবনা।

ক্রমশঃ সকলের মতামত এইরূপ হইতেছে যে, জন-সাধারণ-সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা গবেষণা সঙ্ঘবদ্ধভাবে একযোগে করার দরকার। ইহার ফলে ১৯২৭ সালের আগষ্ট মাসে জেনেভা সহরে "আন্তর্জ্জাতিক লোক সমস্যা সভা" আহুত হয়। এই সভার সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ গত জুলাই মাসে পারিস সহরে পৃথিবীর অধিকাংশ বড় বড় দেশের বিজ্ঞান-প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়া একটী সভা করেন। সেই সভায় জন্মলাভ করে "আন্তর্জ্জাতিক লোক-তত্ত্ব পরিষৎ"। সুতরাং এই আন্তর্জ্জাতিক সমিতি বেশ দরকারী প্রতিষ্ঠান। লেখক টাইমস্ পত্রিকার পাঠক-

পাঠিকার দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। কারণ ইংরেজের ঘরোয়া ব্যাপার ও সাম্রাজ্যবাদের সমস্যা বা এই দুয়ের উপর এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষভাবে প্রভাব রহিয়াছে।

এই পারিষদের প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন জন হপকিন্স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রেমণ্ড পার্ল। ইনি বাল্টিমোর নগরের জীবতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণাগারের প্রসিদ্ধ ডিরেক্টার। আগামী বৎসর পারিস সহরে ইহার জন্য একটী কার্য্যালয় ও জেনারেল সেক্রেটারি নিযুক্ত করিয়া যথারীতি কাজ আরম্ভ করা হইবে বলিয়া সকলেই আশা করিতেছে। এই সমিতির মোটামুটি উদ্দেশ্য হইবে গবেষণা-কার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা করা। এই গবেষণা আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার দ্বারাও সম্পাদিত হইতে পারে কিংবা একা একটী জাতির দ্বারা পৃথকভাবেও সম্পাদিত হইতে পারে। এই গবেষণাসমূহ ধারাবাহিকভাবে তুলনামূলক বিচার দ্বারা আলোচনা করিয়া চরম সিদ্ধান্ত স্থির করার ব্যবস্থাও এই সমিতির কার্য্য হইবে এবং তিন বৎসর অন্তর অন্তর একটী করিয়া "সাধারণ সভা" আহূত হইবে। এই সমিতির কার্য্য নিবদ্ধ থাকিবে "কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের গণ্ডীর ভিতর"। ইহা কোনরূপ রাজনৈতিক বা ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনার ধার ধারিবে না।

সমিতিহিসাবে লোক সংখ্যা বাড়ান ভাল কি কমান ভাল, জনসাধারণ সম্বন্ধে এইরূপ বিশেষ কোন নীতিও ইহা অবলম্বন করিবে না। জীবতত্ত্ববিদ্যা বা দৃষ্টান্ত-সংগ্রহ বিদ্যায় (ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্) যাহারা অভিজ্ঞ তাহাদের নিকট এই বৈজ্ঞানিক রীতি বেশ ভাল লাগারই কথা। আর কোনরূপ পলিসি বা নীতি চালাইবার সম্যক দৃষ্টি ও জ্ঞান মিলিতে পারে এই জীবতত্ত্ব ও দৃষ্টান্ত-সংগ্রহ বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞানলাভের পরে।

ইতিমধ্যে এই ইউনিয়ন অধিবাসি-তত্ত্বের গোড়ার কয়েকটী দিক্ আলোচনা করিবার জন্য তিনটী কমিশন বসাইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছে। প্রথম কমিশনটী "লোক-সংখ্যা এবং আহার্য্য যোগান" সম্বন্ধে। প্রফেসর ই, এম, ইষ্ট (যুক্তরাষ্ট্র) ইহার চেয়ারম্যান ও স্যর হেন্‌রী রিউ একজন বৃটিশ মেম্বার। ইঁহারা উভয়ে কতকগুলি অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করিবেন। জেনেভা কন্‌ফারেন্সেও এই সম্বন্ধে অল্পবিস্তর আলোচনা হইয়াছে। জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এই দেশের (ইংলণ্ডের) পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যথা:—জন-বৃদ্ধির সম্বন্ধে জীবতত্ত্ব বিদ্যার অভিমত, লোক সংখ্যার "ডেন্সিটি"; পরিবারগত কৃত্রিম সীমাবদ্ধতার ফলাফল এবং ভবিষ্যতে পৃথিবীর আহার্য্য-সংস্থানের শক্তি। শেষোক্ত বিষয়টী সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। দ্বিতীয় কমিশনের সভাপতি হইয়াছেন এডিন্‌বার্গের ডক্টর এফ, এ, ই ক্রু এবং ইহার বৃটিশ মেম্বারগণের ভিতর রহিয়াছেন প্রফেসর কার সণ্ডারস্। এই কমিশনের কার্য্য "বন্ধ্যাত্ব, উর্ব্বরতা বা সন্তানোৎপাদন-শক্তির ক্রম-ভেদ নির্ণয় করা"। গ্রেট বৃটেনে জন-সাধারণের চরিত্রের উপর ভিন্ন ভিন্ন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সন্তানোৎপাদিকা শক্তির প্রভাব সম্বন্ধে ইউজেনিক্স্ সোসাইটি, সরকারী জন-সংখ্যা-সম্বন্ধীয় ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ দ্বারা বেশ সুন্দর রূপে নির্ণয় করিয়াছে বটে, তবুও প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে আরও অনেক কিছু করিবার দরকার। তৃতীয় কমিশনের চেয়ারম্যান্ রোমের প্রফেসর কোরেডো গিনি, এবং প্রোফেসার ম্যালিনোস্কি এবং ক্যাপ্টেন্ পিট্ রিভার্স্ বৃটিশ প্রতিনিধি। ইহাদের কার্য্য আদিম অধিবাসিগণের সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জসমূহের জন-শূন্যতার কারণ, আর কেমন করিয়াই বা ঔপনিবেশিক-গণের দ্বারা ঐ সমস্ত স্থানে বসতিস্থাপন করা না যায় সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। আদিম অধিবাসিগণের জীবনমরণ সম্বন্ধে গ্রেট বৃটেন এবং বৃটিশ ডমিনিয়নগুলি দায়ী। সেই জন্য উহাদের পক্ষে এই বিষয়টী রাজনৈতিক হিসাবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই নবীন আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানে আমাদের (লেখকের) দেশের পক্ষে কি কি করণীয় আছে সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে চাই। যে যে দেশের সহিত এই প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ আছে সেই সেই দেশে কাজ চালাইবার জন্য বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান কায়েম

করিতে হইবে। এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কমিটি আপন আপন দেশে বাসিন্দা মানুষের সম্বন্ধে, এবং বিশেষতঃ আপন আপন আন্তর্জ্জাতিক অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক তথ্যবিষয়ে অনুসন্ধান বা গবেষণার কার্য্যে সম্যক উন্নতিবিধানে ব্যাপৃত থাকিবে। আন্তর্জ্জাতিক ইউনিয়ানের মত এই বিভিন্ন জাতীয় কমিটিগুলিরও প্রাথমিক কর্ত্তব্য হইবে জন-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন কর্ম্মী ও কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য্যকলাপ কেন্দ্রস্থ করান। একইরূপ কার্য্য, যা অন্যত্র সাধিত হইয়াছে, তাহার পুনরভিনয় বা তাহার আংশিক অবতারণা যাহাতে না ঘটে সে সম্বন্ধে এই ইউনিয়ানের বিশেষ লক্ষ্য আছে এবং ইহার উদ্দেশ্য বর্ত্তমানের প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত কাজের সম্বন্ধস্থাপন। আন্তর্জ্জাতিক ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট, রোম-নগরের আন্তর্জ্জাতিক কৃষি ইন্‌ষ্টিটিউট এবং আন্তর্জ্জাতিক লেবার অফিস এইরূপ প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটী উপনিবেশ-স্থাপন বিষয়ে পুরাদমে স্বার্থসংশ্লিষ্ট এবং এ সম্বন্ধে ইহার দলিল দস্তাবেজও রহিয়াছে ঢের। এইরূপে বৃটিশ জনতত্ত্ব কমিটিকেও এমন সব প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে বা সহযোগিতা করিতে হইবে যেগুলি জন-সমস্যার ভিন্ন ভিন্ন দিক্ লইয়া কারবার চালাইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সু-প্রজনন-সমিতির (ইউজেনিকস সোসাইটি) কথা বলা যাইতে পারে। ইহার কার্য্য-ক্ষেত্র প্রধানতঃ শিক্ষা লইয়া। তবে এই প্রতিষ্ঠান পপুলেশান কমিটির সহিত স্বচ্ছন্দে সহযোগিতা করিতে পারে। কারণ এইরূপ কমিটি ইহার গবেষণাকার্য্যে উৎসাহদান বা সহায়তা করিতে পারে। আর একটী উদাহরণ "দি রয়াল অ্যান্‌থ্রপলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট। ঔপনিবেশিক বৈজ্ঞানিকগণের সহিত একযোগে আদিম অধিবাসীদের ভিতর গবেষণাকার্য্য বিস্তারের জন্য এই রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউট অর্থসাহায্য-প্রার্থী। আদিম অধিবাসী সম্বন্ধে গবেষণা উপরি উক্ত আন্তর্জ্জাতিক ইউনিয়নের তৃতীয় কমিশনের মুখ্য উদ্দেশ্য। আন্তর্জ্জাতিক ইউনিয়নের সহিত যোগাযোগ রাখিলে, অর্থসাহায্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন অধিকতর ফলপ্রসূ হইত। আর এই সংযোগ-সাধনের উপায় ইউনিয়নের বৃটিশ কমিটির সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন।

বৃটিশ কমিটি

ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, স্পেন্, সুইজারল্যাণ্ড স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, ইটালি ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান প্রধান ধন-বিজ্ঞানবিৎ ও বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা গঠিত জাতীয় কমিটি-সকল ইতিপূর্ব্বেই সংস্থাপিত হইয়াছে। আমেরিকান্ কমিটি গোড়া হইতেই অগ্রণী হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে; ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে আমেরিকার দুইটা বড় বড় গবেষণা-কাউন্সিল। ইটালিয়ান কমিটিরও পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে ইতালির ব্যাঙ্কারগণ, কারখানার মালিক ও মজুরদের দ্বারা গঠিত সমিতিগুলি ও কৃষি-ধুরন্ধরগণ। সুতরাং এই দুইটা দেশই আন্তর্জ্জাতিক ইউনিয়নকে প্রকৃতরূপে সাহায্য করিবার অধিকারী এবং আপন আপন এলাকায় গবেষণা-কার্য্যে সহায়তা করিতেও সমর্থ। এখন বৃটিশ কমিটির কথা। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া দি রয়াল ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল অ্যাণ্ড জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি, দি লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্‌স্, দি রয়াল অ্যান্‌থ্রপলজিক্যাল ইনষ্টি-টিউট্, দি রয়াল কলেজ অব্ ফিজিসিয়ানস্ অ্যাণ্ড সার্জ্জনস্ ইত্যাদি বিলাতী প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রধান সদস্যগণের ও জীবতত্ত্ববিদ্যা ও এই জাতীয় অন্যান্য বিদ্যায় পারদর্শী ধুরন্ধর-গণের নিকট হইতে আমি (লেখক) যথেষ্ট উৎসাহবাক্য শুনিয়া আসিতেছি। হেমন্তের প্রারম্ভে ব্রিটিশ ন্যাশানাল পপুলেশান কমিটি কাগজে কলমে প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা। এই কমিটি ভারতবর্ষে ও ডমিনিয়ানগুলিতে অনুরূপ গঠনে সহায়তা করিবে। সুতরাং উল্লিখিত বিষয়ে যাহাদের স্বার্থ আছে তাহাদের সকলের এই কাজে সহায়তা করা দরকার ও এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্বীকার করিয়া লওয়া দরকার। সদস্যগণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দৃষ্টি হিসাবে বৃটিশ কমিটি কাহারও অপেক্ষা ন্যূনতর হইবে না। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে অনেকেরই ইহার সদস্য হইয়া সহায়তা করা দরকার, নতুবা ইহা সেরূপ স্থায়ী উন্নতি করিতে পারিবেনা, এবং যথারীতি অর্থসাহায্য না পাইলে

ইউনিয়নের কার্য্যে যোগ্য আসন দখল করিতেও পারিবে না। সম্ভবতঃ আমেরিকার সহিত এ বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য। তবে এমন একটী ব্যাপার, যাহার সহিত জাতীয় স্বার্থ এতদূর জড়িত রহিয়াছে, সে বিষয়ে আমেরিকা বা ইতালি দেশের বুদ্ধিমান ও জনহিতসাধনকামী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি যে নিপতিত হইবে সেরূপ আশা পোষণ করা নিতান্ত নিরর্থক হইবে না বলিয়া বোধ হয়।

লেখক রয়্যাল ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল সোসাইটির ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট, ইউজেনিক্স্ সোসাইটির ভাইস্-চেয়ারম্যান্ এবং নতুন ইণ্টারন্যাশনাল পপুলেশান ইউনিয়নের ভাইস্-প্রেসিডেণ্টরূপে এইরূপ লিখিতেছেন।

"এম্পায়ার প্রডাক্‌শন অ্যাণ্ড এক্সপোর্ট"

চেষ্টা করিলে বিলাতেও দিন দিন কৃষির বেশ উন্নতি সম্ভব হইতে পারে।

বিলাতে যত কৃষির উপযুক্ত জমি আছে তাহাতে যদি সে সব জমির অধিকারী চাষীরা নিজেদের পরিবারের লোক-জন লইয়া চাষ করে এবং গবর্ণমেণ্ট যদি ঐ সব জমির ফসলের দর ঠিক করিয়া বিদেশে রপ্তানি করিবার সুবিধা করিয়া দেন, তবে মাত্র এই এক শ্রেণীর লোকেরই ভরণ পোষণ ইহাতে চলিতে পারে। তাহাতে আবার সহরের লোকের ঘন বসতির জন্য বিনা শুল্কে মাল আমদানি করিবার সুবিধা থাকাতে কৃষিকার্য্যে অনেকটা মন্দা পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং যাহারা দেশের লোকের খাদ্যোপযোগী ফসল বেশী পরিমাণে উৎপাদনের চেষ্টা করিবেন তাহাদের উপরের ব্যাপারটা ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিতে হইবে।

বিলাতের চাষীরা হাড়ে হাড়ে রক্ষণশীল এবং কোন বিষয়ে তাহারা পরস্পরের সাহায্য নিতে রাজী নয়। এই কৃষিবিষয়ে চাষীদের মধ্যে পরস্পরের সাহায্য লইয়া কাজ করাতে অনেক দেশ বিশেষতঃ ডেনমার্ক কৃষিতে এত বড় হইয়া গিয়াছে। এই বিলাতের চাষীরা নিজে নিজে যৎটুকু জমি তাহাদের পরিজনবর্গ লইয়া চাষ করিয়া উঠিতে পারে, সেইটুকু জমির বেশী যদি তাহাদের ঘাড়ে না চাপান হয়, তবেই তাহারা কৃষিতে ভাল ফল দেখাইতে পারে।

কৃষির উন্নতি করিতে হইলে কৃষিকার্য্যটাকে একটা অর্থকরী পেশায় দাঁড় করাইতে হইবে। যে সমস্ত চাষী বর্ত্তমানে জমি চাষ করিতেছে, তাহারা যাহাতে জমি ছাড়িয়া না যায় তাহা দেখিতে হইবে এবং চাষবাস জানে এমন লোক সহর থেকে জমি চাষ করিবার জন্য পাড়াগাঁয়ে আমদানি করিতে হইবে।

কৃষির উন্নতির জন্য সমস্ত চাষের উপযোগী জমির খাজনা একেবারে তুলিয়া দিলেই ভাল হয়। পল্লীগ্রামের অবস্থা বুঝিয়া যথাসম্ভব কম খাজানায় এই সমস্ত জমি বিলি করিতে হইবে। এমন কি যদি কোন চাষীর নিকট হইতে তাহার জমি সহর কিংবা খনির নিকটবর্ত্তী পড়িয়া যাওয়াতে কোন কালে বেশী খাজনা নেওয়া হইয়া থাকে, তবে তাহাকে সে বেশী অংশটা ফেরৎ দিতে হইবে।

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

অষ্ট্রেলিয়ার একটী শিল্প-প্রধান জেলার আর্থিক পরিচয়

অষ্ট্রেলিয়ার নিউসাউথ ওয়েলস্ প্রদেশে হান্টার নদীর উপত্যকা উক্ত দেশের প্রধান প্রধান শিল্প-কেন্দ্রগুলার মধ্যে অন্যতম। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত এফ্ আর্ ই মল্ডন্ এই জেলাটীর সহিত সম্যক পরিচিত হইয়া একটী বস্তুনিষ্ঠ আর্থিক গ্রন্থ বাহির করিয়াছেন। গ্রন্থখানার নাম "দি হাণ্টার রিভার ভ্যালি", প্রকাশক—রবার্টসন অ্যাণ্ড মুলেন্স্; মূল্য—১২ শিলিং ৬ পেন্স। গ্রন্থখানিতে আলোচ্য স্থানের ভূতত্ত্ব, ভৌগোলিক তত্ত্ব ও অন্যান্য সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বিবরণ স্থান পাইয়াছে। এই উপত্যকার অধিবাসীদের অবস্থা, জীবনযাত্রার ধরণধারণ ও পেশা এবং এই স্থানে কি কি শিল্প কারবার চালানো হইয়া থাকে ও তাহাদের অবস্থাই বা কিরূপ—এই সকল কথাও আলোচিত হইয়াছে। স্থানটীর প্রাকৃতিক সম্পদের কথা এবং সেই প্রাকৃতিক সম্পদের উপযোগী কি কি শিল্পবাণিজ্য গড়িয়া উঠিতে পারে তাহার কথাও বাদ পড়ে নাই। এই জেলার উন্নতির পথে কি কি বাধা আছে এবং সেগুলি সরাইবার উপায়ই বা কি তাহারও আলোচনা করা হইয়াছে। একটী বিশেষ স্থানের আর্থিক পরিচয় জানিতে হইলে সেই স্থানের শিল্প-বাণিজ্যের দিক্ হইতে সুবিধা অসুবিধা ও অন্যান্য যাহা কিছু জানা দরকার, সকল কথাই এই গ্রন্থের অন্তর্ভূত হইয়াছে।

গ্রন্থের দুইটী প্রধান বিশেষত্ব:—(১) একটী বিশেষ স্থানের ভৌগোলিক সংস্থান সেই স্থানের আর্থিক জীবনকে কিরূপ প্রভাবান্বিত করে তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা আছে; (২) স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধান করিবার জন্য ঠিক কাজে লাগিতে পারে এমন সব উপায়ের কথাই কেবল বলা হইয়াছে।

ধনবিজ্ঞান বিদ্যাকে কেবল তত্ত্ব বা থিওরির গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া বাস্তব জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আনিবার জন্য বিশেষ বিশেষ স্থান লইয়া গভীরভাবে গবেষণা করিবার যে চেষ্টা কিছু কিছু দেখা যাইতেছে গ্রন্থখানি তাহারই একটী নিদর্শন।

হাণ্টার নদীর উপত্যকার অধিবাসীদেরই অবশ্য গ্রন্থখানা বিশেষ কাজে লাগিবে। কিন্তু আমাদেরও ইহা কম কাজে লাগিবে না। কারণ এই ধরণের গ্রন্থ পাঠ করিয়াই আমাদের দেশের বিশেষ বিশেষ স্থানের আর্থিক পরিচয় বিষয়ক গ্রন্থ বাহির করিবার চেষ্টা হইবে।

কানাডার শিল্পোন্নতির কারণ

মিঃ এইচ মিচেল টরেণ্টোর ম্যাক মাষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নামজাদা অধ্যাপক। ইনি কিছুদিন হইতে কানাডার শিল্প-অবস্থা ও তাহার ঐশ্বর্য্যের কারণ সম্বন্ধে গবেষণা চালাইতেছেন। অধ্যাপক মিচেল বলেন যে, কানাডার শিল্পোন্নতি ও ঐশ্বর্য্যের জন্য সাধারণতঃ এই কারণগুলি দায়ী যথা:—(১) যন্ত্রপাতির উপযুক্ত ব্যবহার; (২) আগেকার তুলনায় বর্ত্তমান শ্রমজীবীর উন্নত শিক্ষা; (৩) কলকারখানায় কাজের উন্নত ব্যবস্থা,—ইহা দ্বারা দৈব দুর্ঘটনা কমিয়াছে, খারাপ মাল কম উৎপাদন করা হইতেছে ও স্বাস্থ্যপ্রদ কারখানায় শ্রমজীবীরা অধিকতর পরিশ্রম করিতে সমর্থ হইতেছে।

অধ্যাপক মহাশয় বলেন যে:—(১) ১৮৯০ হইতে

১৯০০ সন পর্য্যন্ত এক একজন শ্রমজীবীর উৎপাদনের হার শতকরা ১৫'৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে ও প্রতি সনে ১'৫৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। (২) ১৯০০ সন হইতে ১৯১০ সন পর্য্যন্ত জনপ্রতি উৎপাদন-হার শতকরা ৫৮'৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাৎসরিক বৃদ্ধি ৫'৮৫ ভাগ। (৩) ১৯১০ হইতে ১৯২০ সন পর্য্যন্ত জনপ্রতি উৎপাদন-হার শতকরা ৭'৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাৎসরিক বৃদ্ধি '৭৩ ভাগ।

(৪) ১৯২০ হইতে ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত জনপ্রতি উৎপাদন হার শতকরা ৫২'৮ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গড়ে প্রতি সন ৮'৮ ভাগ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে মেয়ে চাকুরে

যুক্তরাষ্ট্রের লেবার দপ্তরের উইমেন বিউরো সম্প্রতি স্ত্রী শ্রমজীবিগণের শ্রমসম্বন্ধে এক বিস্তৃত তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ভবিষ্যতে এই তালিকার নিয়ম মোতাবেক স্ত্রী শ্রমজীবিগণকে খাটান চলিবে।

মিস মেরি এণ্ডারসন ঐ বিউরোর ডিরেক্টর (পরিচালক)। ইনি বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক পাঁচজন রোজগারী লোকের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক এবং এদের মধ্যে প্রায় বিশ লক্ষ বিবাহিতা। এদের সুখ সুবিধা অভাব অভিযোগ দেখিবার জন্য কল-কারখানাওয়ালা, শ্রম-প্রতিনিধি ও সরকারী বিশেষজ্ঞদের লইয়া এক কমিটি নিযুক্ত করা হয়। এই কমিটিই প্রধানতঃ নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করেন।

(১) জাতি ও স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে সকলেই সম কাজের জন্য সমভাবে মজুরি পাইবে।

(২) দৈনিক কাজের সময় আট ঘণ্টা নির্দ্ধারিত হইবে এবং শনিবার অর্দ্ধ ছুটি ও রবিবার পুর্ণ ছুটি দিতে হইবে।

(৩) প্রত্যহ দুপুরে খাবারের জন্য অন্ততঃ আধ ঘণ্টা করিয়া অবকাশ দিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক দিন ৪ ঘণ্টা কাজের পর দশ মিনিট করিয়া বিশ্রাম দিতে হইবে। ইহা ঐ আট ঘণ্টা কাজের সময়ের মধ্যেই গণ্য হইবে।

(৫) রাত্রি ১২টা হইতে ভোর ৬টা পর্য্যন্ত কোনরূপ কাজ চলিতে পারিবে না।

(৬) কর্ম্মস্থানের ঘরবাড়ীগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যপ্রদ হওয়া চাই।

(৭) এগুলিতে উপযুক্ত পরিমাণ আলো বাতাস চাই।

(৮) ধূম, ধূলা, উত্তাপ প্রভৃতি হইতে সুরক্ষিত হওয়া চাই।

(৯) কল-কারখানার যন্ত্রপাতি সাবধানভাবে রাখিতে হইবে। অগ্নি বা অন্য কোন দাহ্য পদার্থ হইতে এগুলি দূরে থাকা চাই।

(১০) প্রত্যেক মেয়ে শ্রমজীবীর জন্য আরামপ্রদ এক-খানি করিয়া চেয়ার থাকিবে।

(১১) উৎকৃষ্ট পানীয় জলের ব্যবস্থা চাই।

(১২) হস্ত মুখ প্রক্ষালনের সরঞ্জাম, যথা উত্তপ্ত ও ঠাণ্ডা জল, সাবান, টাওয়েল প্রভৃতি থাকা চাই।

(১৩) প্রত্যেক ১৫জন মেয়েলোকের জন্য স্বাস্থ্যপ্রদ টয়লেটের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(১৪) কাপড় ছাড়িবার জন্য স্বতন্ত্র ড্রেসিংরুম ও বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(১৫) গরম গরম টাটকা খাবারসমেত স্বতন্ত্র লাঞ্চরুম বা ভোজনাগার চাই।

(১৬) যে সকল কাজে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী সেগুলি ব্যতীত অন্য সকল প্রকার কাজেই স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিতে হইবে। কোন কাজে তাহাদিগকে অক্ষম বা অপারগ স্থির করা যাইতে পারিবে না।

(১৭) আফিস বা কারখানায় নির্দ্দিষ্ট সময়ের কাজ ছাড়া গৃহে প্রাইভেট কাজ করান চলিবেনা।

কানাডার মৎস্য-শিল্প

কিছুদিন পুর্ব্বে কানাডার উপকূলস্থ সামুদ্রিক প্রদেশে মৎস্য-শিল্পের অবস্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য এক ফেডারেল কমিশন বসান হয়। এই কমিশনের সমক্ষে ধীবর ও অন্যান মৎস্য-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ৮২৩ জন সাক্ষ্য প্রদান করেন।

এই কমিশনের রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্ট বলিতেছে :—

দুনিয়ার মধ্যে কানাডাস্থ আটলান্টিক সমুদ্র-প্রদেশই মৎস্য-শিল্পের সব চাইতে শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া মনে হয়। এখানে ৭০,০০০ বর্গ মাইল পরিমাণ স্থানে মৎস্যের চাষ চলিতেছে। বিগত ত্রিশ বৎসরে এই স্থানে একমাত্র কড মাছই এগার হাজার মিলিয়ন পাউণ্ড ধরা হইয়াছে। ইহা বাস্তবিক কড ফিসারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। নোভাস্কোশিয়া, নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, স্পেন, পর্ত্তুগাল সকল দেশের ধীবর-জাহাজ এখানে মৎস্য-শিল্পের কাজে লিপ্ত আছে। ১৯২১ সন হইতে ১৯২৬ সনে এই অঞ্চলে যে পরিমাণ মৎস্য ধরা হইয়াছে তাহার এক বৎসরের ধৃত মৎস্যের মূল্য গড়ে ১৬০ লক্ষ ডলার হইবে। এক ১৯২৬ সনেই ২ কোটি ডলার মূল্যের মৎস্য ধরা পড়ে। এই অঞ্চলে প্রায় ৪০ হাজার লোক মৎস্য ধরার কাজে নিযুক্ত আছে।

মুদ্রা, দর, ঋণ ও ব্যাঙ্কিং

ব্লাজট্, এইচ, এ "দি ডাইলেমা অব ডিমিনিশিং ব্যাঙ্ক প্রফিটস অ্যাণ্ড দি ওয়ে আউট", ব্যাঙ্কার্স ম্যাগাজিন, ডিসেম্বর, ১৯২৭ ; ৫ পৃষ্ঠা। এরূপ অনেক লোক আছে যাহারা ব্যাঙ্কের নিকট টাকা ধার লইলে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিতে পারে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের লাভও যথেষ্ট বাড়িতে পারে। এই ধরণের লোকেরা যাহাতে ব্যাঙ্কের নিকট ধার লয় তাহার চেষ্টা করা দরকার। বিজ্ঞাপনের সাহায্যে তাহাদের শিক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে ব্যাঙ্কের খরিদ্দারে পরিণত করিবার কথা এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

বোয়েটেল্‌স্, এইচ, এফ "ব্যাঙ্ক ক্রেডিট ইন্‌ক্রেশান অ্যাণ্ড দি পসিবিলিটিজ ইন হেভি এক্সপোর্ট অব্ গোল্ড"; অ্যানালিষ্ট. ৯ই ডিসেম্বর, ১৯২৭ ; ২ পৃষ্ঠা—অনেকের ধারণা যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কিং প্রণালী অবলম্বন করার ফলে সোণার আমদানি বন্ধ হইয়াছে। এই ধারণা যে ভ্রান্ত তাহা এই প্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে। লেখকের মতে সোণা আমদানির ফলে ব্যাঙ্ক-গুলা ঋণের পরিমাণ বাড়াইতে পারিয়াছে। নানা 'অঙ্ক' উদ্ধৃত করিয়া লেখক দেখাইতেছেন যে, বেশী ঋণ দেওয়ার ফলে মোট ব্যক্তিগত আমানতের অনুপাতে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কগুলার সোণার পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। লেখক স্থায়ী ও অস্থায়ী আমানতের পার্থক্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ক্রুগিয়ের, জি ; "এক্সপেরিয়েন্সে মনেতাবিয়ে চেকো-শ্লোভাক্যা" ; জ্যর্ণালে দেলি একনমিস্তি, ডিসেম্বর, ১৯২৭ ; ৪৪ পৃষ্ঠা—১৯১৯ সন হইতে চেকোশ্লোভাকিয়া মুদ্রা বিষয়ে যে নীতি অবলম্বন করিয়া আসিতেছে তাহার বিশদ বিবরণ।

ক্রুম্মিল্‌স, জি, ডব্লিউ, জে ; "দি নেদারল্যাণ্ডস ব্যাঙ্ক, নাইন্টিন টোয়েন্টি সিক্স টু টোয়েন্টি সেভন্" ; ইকনমিক জার্ণ্যাল, ডিসেম্বর, ১৯২৭ ; ৪ পৃষ্ঠা—১৯২৭ সনের জুন মাসে উক্ত ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট ও কমিসারিগণ যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম।

কোলব্যাচ্, এইচ্; "অষ্ট্রেলিয়ান ক্রেডিট অ্যাজ ভিউড ফ্রম লণ্ডন" ; ইকনমিক রেকর্ড, নবেম্বর, ১৯২৭ ; ১১ পৃষ্ঠা, —অষ্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় গভর্মেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্মেণ্টগুলা অষ্ট্রেলিয়ার বাহিরে প্রচুর ঋণ তুলিতেছে। এই সম্বন্ধে সম্প্রতি লণ্ডন হইতে অনেক সমালোচনা বাহির হইয়াছে। এই প্রবন্ধটীতে সেই সমালোচনাগুলার কয়েকটা প্রত্যুত্তর দেওয়া হইয়াছে।

'রিভিস্তা ইন্তারনাৎসিওনালে দি সিয়েনৎসে মোচ্যালে' নামক ইতালিয়ান পত্রিকার ১৯২৭ সনের নবেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় একটী প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত এ ক্রজারা ইতালীর মুদ্রা লিয়ার স্থিতীকরণকে সমর্থন করিতেছেন।

ডাঙ্কান, জি, এ ; "দি কারেন্সি সিষ্টেম অব্ দি আইরিশ ফ্রি ষ্টেট"; কোয়ার্টার্লি জ্যর্ণ্যাল অব ইকনমিক্‌স, ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮ ; ১৫ পৃষ্ঠা—আইরিশ ফ্রিষ্টেটের ১৯২৭ সনের মুদ্রা-বিষয়ক আইনটা এই প্রবন্ধে বুঝান হইয়াছে। এই আইন অনুসারে আইরিশ ফ্রি ষ্টেটে 'স্বর্ণ-বিনিময় মানে'র প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। উক্ত আইনের ফলে একটী 'কারেন্সি কমিশান'ও স্থাপিত হইয়াছে। একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের যাহা কিছু

দায়িত্ব থাকিতে পারে তাহা এই কমিশনটীর ঘাড়ে চাপান হইয়াছে; কিন্তু একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাধারণতঃ যেসকল ক্ষমতা থাকে এই কমিশনটীকে তাহার কিছুই দেওয়া হয় নাই।

হার্ড, ডব্লিউ, বি; "দি গ্রেন গ্রোয়ার অ্যাজ এ ব্যাঙ্কিং রিস্ক"; জার্ণ্যাল অব দি ক্যানেডিয়ান ব্যাঙ্কার্স অ্যাসোসিয়েশান, অক্টোবর, ১৯২৭; ৪ পৃষ্ঠা—অন্যান্য শস্য অপেক্ষা গমের উৎপাদন ও দর বেশী উঠানামা করে। সেইজন্য গম বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিতে হইলে অন্যান্য শস্যের তুলনায় অধিক পরিমাণ গম বন্ধক রাখা দরকার, নতুবা দেনদার ঋণ শোধ না করিলে বন্ধকী গম বেচিয়া সমস্ত টাকা আদায় করা সম্ভব হইবে না।

'রিভিস্তা দি পোলিটিকা একনমিকা' নামক পত্রিকার ১৯২৭ সনের ডিসেম্বর সংখ্যায় একটী প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত জি, এরেদিয়া ইতালির ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত আইনের সম্প্রতি যে-সকল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহাদের আলোচনা করিয়াছেন।

কিং, ডব্লিউ, আই, "দি মুভমেণ্ট ফর সাউণ্ড মানি"; বারোজ ক্লিয়ারিং হাউস, অক্টোবর, ১৯২৭; ৯ পৃষ্ঠা—দর উঠানামার কুফল কি কি তাহা দেখানো হইয়াছে। দরের উঠানামা বন্ধ করিবার অর্থাৎ মুদ্রার দর স্থির রাখিবার নানা উপায়ের আলোচনা করা হইয়াছে। লেখকের মতে সকল উপায়ের মধ্যে অধ্যাপক ফিশারের প্রস্তাবিত উপায়টিই (কম্পেনসেটেড ডলার) শ্রেষ্ঠ।

প্যালিয়াই, এম্; "দি মেকানিজম্ অব্ ইণ্টারন্যাশন্যাল ক্যাপিটাল ট্রানস্ফার আণ্ডার দি গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড"; ইকনমিক রেকর্ড, নভেম্বর ১৯২৭; ৭ পৃষ্ঠা—জেকব্ ভিনার নামক জনৈক লেখক ১৯০০ হইতে ১৯১৩ সন পর্য্যন্ত কানাডার আন্তর্জ্জাতিক লেনদেন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। কানাডার অত্যধিক বৈদেশিক ঋণের সহিত আমদানি-রপ্তানির সামঞ্জস্যের সম্বন্ধ এই প্রবন্ধে বুঝান হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত এম্, প্যালিয়াই এই প্রবন্ধটিরই সমর্থন করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

প্যারি, জি "ফায়ার ইনশিওরেন্স অ্যাজ এ ব্যাঙ্কিং সিকিউরিটি"; জ্যার্ণ্যাল অব্ দি ক্যানাডিয়ান ব্যাঙ্কার্স অ্যাসোসিয়েশান, অক্টোবর, ১৯২৭; ৯ পৃষ্ঠা—বীমার পলিসি বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক ঋণদান সম্বন্ধে এই প্রবন্ধটী একটী বৈজ্ঞানিক আলোচনা।

'রিভিস্তা ইন্তারনাৎসিওনালে দি সিয়েনৎসে সোচ্যালে' নামক পত্রিকার ১৯২৮ সনের জানুয়ারী সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত এ, রডিগাডি ইতালির পল্লী-ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত আইনের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধীয় আলোচনা করিয়াছেন।

স্মিথ, জে, এম্ "দি কোয়েশ্চেন অব্ ক্রেডিট"; জ্যার্ণ্যাল অব্ দি ক্যানেডিয়ান্ ব্যাঙ্কার্স অ্যাসোসিয়েশান, অক্টোবর, ১৯২৭; ৮ পৃষ্ঠা দক্ষিণ আলবার্টা প্রদেশে কৃষক-দিগকে যে ঋণ দেওয়া হয় সেই ঋণগুলাকে কিরূপে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে? লেখক এই সম্বন্ধে অনেকগুলা উপায় দেখাইয়াছেন। একটি সমবায় ঋণ-দান সমিতির সভ্যরূপে কাজ করিয়াছিলেন বলিয়াই এই উপায়গুলা লেখকের মাথা হইতে বাহির হওয়া সম্ভব হইয়াছে।

'লেকোনোমিস্ত ফ্রাঁসে' নামক ফরাসী সাপ্তাহিকের ১৯২৮ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্সের ১৯২৭ সনের বার্ষিক রিপোর্ট স্থান পাইয়াছে। ফ্রান্সের মুদ্রা-ঘটিত অবস্থার উন্নতিসাধনে ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্স কি করিয়াছে উক্ত রিপোর্টে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

"সাম্ রিজনস্ ফর্ ডিক্লাইনিং প্রাইসেস্"; কমার্স মান্থলি, জানুয়ারী ১৯২৮; ৪ পৃষ্ঠা—১৯২৬ ও ১৯২৭ সনে জিনিষপত্রের দর কমিতেছিল, অথচ সমৃদ্ধি বাড়িতেছিল—এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ কি? চারিদিকে ধনোৎপাদনের যে বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে ইহাই যে উহার একটী প্রধান কারণ তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

'লেকোনোমিস্ত ফ্রাঁসে' নামক ফরাসী সাপ্তাহিক পত্রিকার ১৯২৭ সনের ৩১শে ডিসেম্বরের সংখ্যায় একটী প্রবন্ধে লিয়ার স্থিতীকরণ ও স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য যেসকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে সেইগুলি বুঝান হইয়াছে।

যন্ত্রবীর জগদীশচন্দ্র

[জগদীশচন্দ্রের অন্যান্য কীর্ত্তির ভিতর যন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধি-লাভ অন্যতম। এই হিসাবে বাঙ্গালার ধনবিজ্ঞানসেবীরা সকলেই মুখ্যতঃ অথবা গৌণরূপে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অনেক প্রেরণা লাভ করিয়াছে। আমরা অনেকবার বলিয়াছি যে, যন্ত্রপাতির সালসা আর "কল কব্জার পাঁচন" "আর্থিক উন্নতির" ব্যবস্থায় বাঙালীর পক্ষে বিশেষ জরুরি। নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞানপরিষদের নিয়মাবলীর ভিতর এই কারণেই নিম্নলিখিত বাক্যটি স্থান পাইয়াছে :—

"এঞ্জিনিয়ারিং, রসায়ন আর স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে আর্থিক জীবন এবং ধনবিজ্ঞানের বনিয়াদ ও সহযোগী বিবেচনা করা এই পরিষদের দস্তুর থাকিবে।" কাজেই ধনবিজ্ঞানসেবকগণের চিন্তায় যন্ত্রবীর জগদীশচন্দ্র নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তনে অনেক বিশেষত্বপূর্ণ রসদ জোগাইয়াছেন ও জোগাইতেছেন। এই রসদগুলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা "বাঙ্গলার কথা"য় প্রকাশিত অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের রচনা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। রচনাটা কয়েকদিন হইল কলিকাতায় বেতার যন্ত্রের সাহায্যে বাঙ্গালাদেশে ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।]

বেতারের নূতন যুগ

জগতে বেতার এক নূতন যুগ এনেছে; বিনা তারে সংবাদ পাঠনোর ইতিহাসে এই দেশেরই একজন অধিবাসীর স্থান কত উচ্চে তাহা কাহারো অজানা নেই। বিজ্ঞানাচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসু এই বেতার সম্বন্ধে কি কি আবিষ্কার করেছেন সে কথা আজ বলব না—বর্ত্তমান সময়ে উদ্ভিদ নিয়ে তিনি যেসকল আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন তাহারই কিছু কিছু আভাস দিব।

বেতার ও উদ্ভিদ-জীবন

বেতার নিয়ে অনুশীলন করতে করতে জগদীশচন্দ্র যখন পাশ্চাত্য দেশের বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট হইতে যশ ও খ্যাতি আহরণ করছিলেন, যখন তাহারা বলল যে বহু যুগ পরে ভারতবর্ষে আবার জ্ঞানের আলো জ্বলে উঠল, তখন হঠাৎ তিনি কেন এ বিষয়ে আলোচনা ত্যাগ করে উদ্ভিদের জীবন-প্রবাহ লক্ষ্য করতে গেলেন সেটা একটা হেঁয়ালী বলেই মনে হয়।

বেতার কলের সাড়া

ব্যাপারটা ঘটল এই রকমে। তারহীন যন্ত্র নিয়ে যখন তিনি পরীক্ষা করছিলেন—দেখতে পেলেন কলের সাড়া প্রথম প্রথম বেশ বড় হয়, তারপর ক্ষীণ হতে হতে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়; দেখলেন সকাল বেলাতেই পরীক্ষার ফল ভাল হয়, সারাদিন পরীক্ষার পর কল যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কল ক্লান্ত হয়! কল কি মানুষ যে ক্লান্ত হবে? এ প্রশ্নটা তিনি কিছুতেই এড়াতে পারলেন না। বেতার সম্বন্ধে অনেকগুলি আবিষ্কার তখন কেবল লেখবার অপেক্ষায় ছিল—কিন্তু সে সব ছেড়ে তিনি এই নূতন প্রশ্নের অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

জীব, উদ্ভিদ ও ধাতু

পরীক্ষার ফলে তিনি দেখলেন যে একটা ব্যাঙের পেশী যেরূপ উত্তেজিত হয়, অবসাদগ্রস্ত হয় এক খণ্ড জীবনহীন ধাতুও ঠিক সেইরূপই হয় এবং উত্তেজনা স্থগিত রাখলে কিছুকাল পরে আবার তার এই ক্লান্তি দূর হয়। বিলাতের সুবিখ্যাত রয়াল সোসাইটীর এক অধিবেশনে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদিগের সমক্ষে তিনি দেখালেন যে, একটি ব্যাঙের মাংসপেশী, একটা গাছের ডগা এবং একখণ্ড টীন এই তিনের সাড়ালিপি হুবহু এক; মিশিয়ে দিলে চেনাই যায় না যে একটা ব্যাঙের আর একটা টীনের। রাসায়নিক উত্তেজক প্রয়োগে তারা একই ভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, ক্লোরোফরমের ন্যায় দ্রব্য দ্বারা তারা একই ভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে

পড়ে। তাই ঐ বক্তৃতার উপসংহারে দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বল্লেন—

বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব

"যখন আমি দেখলাম আকাশে ভাসমান একটী ধূলিকণা পৃথিবীর এই অগণিত জীবন এবং নভস্থিত সূর্য্যচন্দ্রগ্রহতারকা ইহাদের মধ্যে এক বিরাট ঐক্য আছে তখন আমার পূর্ব্বপুরুষগণ ভাগীরথীতীরে তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সত্য উচ্চারণ করেছিলেন সেই সত্যের কিয়দংশ আমি উপলব্ধি করলাম। ব্রহ্মাণ্ডের এই পরিবর্ত্তনশীল বৈচিত্র্যের মধ্যে যাহারা শুধু এককেই দেখতে পায়, সত্য শুধু তাহারাই পায়, আর কেহ নয়, আর কেহ নয়।"

জীবতত্ত্ব ও পদার্থবিদ্যা

বাহিরের আঘাতে এই যে অবসাদক্লান্তি, উদ্ভিদে এই সব প্রক্রিয়া অধিকতররূপে পরিস্ফুট হয়। জীবতত্ত্ববিদ্দিগের হাতে এই সব নূতন তত্ত্ব দিয়ে পদার্থবিদ্যা-বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্য ফিরে আসবেন মনে করছিলেন, কিন্তু তা আর হল না। রয়াল সোসাইটীতে পরীক্ষা দেখাবার পর সর্ব্বপ্রধান জীবতত্ত্ববিদ স্যাণ্ডারসন জগদীশচন্দ্রকে বললেন "জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি যে পরীক্ষা করেছেন সে সম্বন্ধে আমাদের চেষ্টা পূর্ব্বে নিষ্ফল হয়েছে; সুতরাং আপনার কথা অসম্ভব ও অগ্রাহ্য; এ শাস্ত্রে আপনার অনধিকার চর্চ্চা হয়েছে। আপনি পদার্থবিদ্যায় যশস্বী হয়েছেন। আপনার সম্মুখে সেই প্রশস্ত পথে বহু কৃতিত্ব রয়েছে। আপনি আপনার অজ্ঞাত এই পথ থেকে নিবৃত্ত হউন।" জগদীশচন্দ্র বললেন "এই দুর্গম পথই আমার—আজ হতে সোজা পথ ছাড়লাম। আজ যাহা প্রত্যাখ্যাত হল তাহাই সত্য, একদিন সত্যই জয়ী হবে! সত্যই অবশেষে জয়ী হয়েছে। আজ জগদীশচন্দ্রের সিদ্ধান্ত পৃথিবীর সর্ব্বত্রই গৃহীত হয়েছে।

উদ্ভিদ-জীবনের ইতিহাস

আমাদের সম্মুখে চিরসহিষ্ণু এই উদ্ভিদরাজ্য নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাপ ঠাণ্ডা আলো, অন্ধকার মৃদু বাতাস ঝড় জীবন মৃত্যু এদের নিয়ে খেলা করছে। বাহিরের আঘাত এরা পাচ্ছে, কিন্তু এদের কাছ থেকে কোন ক্রন্দন-ধ্বনি আসছে না। এই যে সংযত ধীর মূক জীবন-এ জীবনের মর্ম্মভেদী ইতিহাস আচার্য্য লিপিবদ্ধ করলেন।

আঘাতের ব্যথা

মানুষকে আঘাত করলে সে চেঁচায়, আমরা মনে করি যে ব্যথা পেল, কিন্তু বোবাকে আঘাত করলে সে তো চেঁচায় না; তবে যে সে বেদনা পেয়েছে এ কথা কি করে জানবো?—তার হাত-পা নাড়া দেখে। ব্যাঙও আঘাত পেয়ে ছটফট করে। সুতরাং মেনে নিতে হবে যে সে একটা কিছু অনুভব করে এবং সাড়া দেয়। তারপর জীবিত ও মৃত এদের প্রভেদ আমরা কি করে ধরি? না, যে জীবিত নাড়া দিলে সে সাড়া দেয়, আর যে মৃত সে সাড়া দেয় না; শুধু তাই নয়, এই সাড়ার পরিমাণ দিয়ে ধরতে পারি যে এই জীবন্ত ভাবের পরিমাণটা কি? যে তেজস্বী অল্প আঘাতেই সে বড় সাড়া দেয়, আর যে মৃত-প্রায় সে অনেক তাড়া খেয়ে ক্ষুদ্র একটী সাড়া দিবে। সুতরাং সাড়ালিপির বহর দেখে উদ্ভিদের প্রকৃতি ও তার ইতিহাস ব্যক্ত করা যেতে পারে। গাছকে নিয়ে পরীক্ষা করতে গেলে গাছকে নির্দ্দিষ্ট রকমে আঘাত করতে হবে, এবং তার চেয়েও শক্ত ব্যাপার—এই আঘাতের ফলে সে যে সাড়া দেবে ঐ গাছকে দিয়ে সেই সাড়া লিখিয়ে নিতে হবে, এবং তার পর এই লিখনভঙ্গী থেকে তার বর্ত্তমান ইতিহাস উদ্ধার করতে হবে।

বৃক্ষের বৃদ্ধি নির্ণয়

এই যে তিল তিল করে বৃক্ষশিশুটী বাড়ছে—যে বৃদ্ধি চোখে দেখা যায় না—যন্ত্র-সাহায্যে কি সেই বৃদ্ধি ধরা যায়? সেই বৃদ্ধি বাহিরের আঘাতে কি নিয়মে পরিবর্ত্তিত হয়? আহার দিলে কিংবা আহার বন্ধ করলে কি পরিবর্ত্তন হয়—এবং সেই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হতে কত সময় লাগে? ঔষধসেবনে কিংবা বিষপ্রয়োগে কি পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়? এক বিষ দ্বারা অন্য বিষের প্রতিকার করা যেতে

পারে কি? বিষের মাত্রা-ভেদে কি ফলের পার্থক্য ঘটে?

গাছের অনুভবশক্তি

তারপর গাছ বাহিরের আঘাতে যদি কোনরূপ সাড়া দেয়, তবে সেই আঘাত অনুভব করতে কত সময় লাগে? সেই অনুভবকাল ভিন্ন অবস্থায় কি পরিবর্ত্তিত হয়? সে সময়টা কি গাছকে দিয়া লিখিয়ে নিতে পারা যায়? বাহিরের আঘাত ভিতরে কি করে পৌঁছে? জীবদেহের ন্যায় উদ্ভিদে কি স্নায়ুসূত্র আছে? যদি থাকে তবে স্নায়ুর উত্তেজনা-প্রবাহ কিরূপ বেগে ধাবিত হয়? কোন্ অনুকূল ঘটনায় সেই প্রবাহের গতি বৃদ্ধি হয়, কোন্ প্রতিকূল অবস্থায় উহা নিরস্ত হয়? আমাদের স্নায়বিক ক্রিয়ার সঙ্গে বৃক্ষের ক্রিয়ার কি কোন সাদৃশ্য আছে? সেই গতির পরিবর্ত্তন কোন প্রকারে কি স্বতঃ লিখিত হতে পারে? জীবে হৃৎপিণ্ডের যেরূপ স্পন্দনশীল পেশী আছে উদ্ভিদে কি তাহা আছে? স্বতঃ স্পন্দনের অর্থ কি? পরিশেষে মৃত্যুর প্রবল আঘাতে যখন বৃক্ষের জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয় সেই নির্ব্বাণ-মুহূর্ত্ত কি ধরতে পারা যায়? সেই মুহূর্ত্তে কি গাছ কোন একটা প্রকাণ্ড সাড়া দিয়ে চিরকালের জন্য নিদ্রিত হয়?

নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন

আচার্য্য এরূপ সব যন্ত্র উদ্ভাবন করতে লাগলেন যাতে গাছ তার নিজের এইসব বিবিধ অধ্যায়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে লাগল।

গাছের পেশী সঞ্চালন

পূর্ব্বকার উদ্ভিদতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ গাছকে লাজুক ও অলাজুক, সসাড় ও অসাড় এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করতেন; জগদীশচন্দ্র দেখলেন এ বিভাগ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। গাছ মাত্রেই সাড়া দেয়। তা যদি হয় ত লজ্জাবতী লতা কেন ঘা খাইলে পাতা মোড়ে, অন্য গাছ তা করে না? জগদীশচন্দ্র তার কারণ নির্দ্দেশ করলেন। আমাদের হাতে চিমটি কাটলে আমরা যে হাত নেড়ে সাড়া দি, তার কারণ এই যে, চিমটী কাটলে আমাদের হাতের পেশী সঙ্কুচিত হয়, ফলে হাত নড়ে। এই পেশী হাতের একধারে না থেকে যদি সব দিকে সমানভাবে থাকতো তবে চারিদিকে সমান সঙ্কোচ হ'ত, হাত নড়তো না। লজ্জাবতী লতায় এই পেশী আছে একদিকে, তাই ও নড়ে। অন্য গাছে পেশী চারিদিক্ ঘিরিয়া আছে, তাই ও সব গাছ নড়ে না। তিনি দেখালেন ও সব গাছের এক দিক্‌টা ক্লোরোফরম করে যদি অসাড় করে দেওয়া যায় তবে তারাও নড়ে।

অনুভূতি সময়সাপেক্ষ

তারপর জীব যখন আহত হয় ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সাড়া দেয় না। ব্যাঙকে চিমটি কাটলে তার সাড়া পৌঁছিতে সেকেণ্ডের একশ ভাগের প্রায় এক ভাগ লাগে। বাহিরের অবস্থা অনুসারে এই অনুভূতি-সময়ের কমবেশী হয়। শীতে যখন জীব আড়ষ্ট হয়ে থাকে, তখন এই অনুভূতি পৌঁছিতে অনেক দেরী হয়ে পড়ে। জগদীশচন্দ্র তাঁহার সূক্ষ্ম যন্ত্রদ্বারা গাছেরও অনুভূতিকাল নির্দ্ধারণ করলেন—তিনি দেখলেন জীবের ও গাছের অনুভূতি-প্রথা ঠিক একই। তিনি আরও দেখলেন যে, সময়ভেদে সাড়ার পরিমাণের তারতম্য ঘটে। সকালবেলা বেশ একটু জড়তা থাকে, ঘা খেতে খেতে সে জড়তা চলে যায়—এবং সাড়ার মাত্রা ক্রমে বাড়ে, সেটা যেন জাগরণের অবস্থা। গরমজলে স্নান করে নিলে জড়তা শীঘ্রই দূর হয়। বিকেল বেলা এ সব উল্টা হয়ে যায়; ক্লান্তিবশতঃ সাড়া ক্রমে ক্রমে হ্রাস হয়ে আসে; কিন্তু বিশ্রামের সময় দিলে সে ক্লান্তি চলে যায়। এ সব বিষয়ে মানুষের সঙ্গে গাছের আশ্চর্য্য মিল। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শীতকালে ঘা খেলে সারতে আমাদের যেমন অনেকটা সময় লাগে, শীতকালে গাছেরও আঘাত খেয়ে প্রকৃতিস্থ হতে অনেক বিলম্ব ঘটে।

উদ্ভিদের স্নায়ুসূত্র

তারপর উদ্ভিদের স্নায়ুসূত্র। ফেফর, হাবরল্যাণ্ড প্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, প্রাণি-

গণের ন্যায় উদ্ভিদের কোন স্নায়ুসূত্র নেই। তা যদি হয় তো লজ্জাবতী লতার একস্থানে চিমটি কাটলে দূরের পাতা কেন পড়ে? এর উত্তরে তাঁরা বলেন যে, চিমটি কাটলে উদ্ভিদে একটা জলের প্রবাহ হয় তার ফলে পাতা পড়ে। জগদীশচন্দ্র এমনভাবে পরীক্ষা করেন যাতে করে জল-প্রবাহ হয় না, কিন্তু পাতা পড়ে। তিনি দেখালেন জীবদেহের স্নায়ুতে যেসব বিশেষত্ব আছে, উদ্ভিদের স্নায়ুতে হুবহু তাহাই বিদ্যমান। উদ্ভিদে যে স্নায়ুসূত্র আছে জগদীশ চন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত এখন সর্ব্বত্রই গৃহীত হয়েছে।

গাছের বৃদ্ধি

এইবার গাছের বৃদ্ধি। একটা শামুকের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় এগুতে যে সময় লাগে গাছের ততটা বাড়তে ছ'হাজার গুণের বেশী সময় লাগে। জগদীশচন্দ্র এক কল নির্ম্মাণ করলেন যাতে করে এই বৃদ্ধিমাত্রা কোটিগুণ বাড়িয়ে লিপিবদ্ধ হয়। যেখানে অনুবীক্ষণ হার মেনে গেছে তার পরেও গাছের এই বৃদ্ধি মাপবার যন্ত্রের কৃতিত্ব। একটা বাড়ন্ত গাছ সেকেণ্ডে কতটুকু বাড়ে তা পর্য্যন্ত এই কল লিখে দেয়।

জীবন-স্পন্দনের কারণ

জীবদেহের অংশবিশেষে একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। মানুষ এবং অন্যান্য জীবের এমন পেশী আছে যাহা আপনা-আপনি স্পন্দিত হয়। যতকাল জীবন থাকে ততকাল হৃদয় স্পন্দিত হয়। কোন ঘটনা বিনা কারণে ঘটে না; কিন্তু জীবন-স্পন্দন কি করে স্বতঃসিদ্ধ হল? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদেও স্বতঃস্পন্দন লক্ষ্য করলেন, এবং এই অনুসন্ধানের ফলে জীবদেহেও স্বতঃস্পন্দনের রহস্য প্রকাশিত হল।

মৃত্যুর লক্ষণ

পরিশেষে উদ্ভিদের জীবনে এরূপ সময় আসে, যখন একটা প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে তার সাড়া দেবার সমস্ত ক্ষমতা চলে যায়। সেই আঘাত তার মৃত্যুর আঘাত। কি করে আমরা তখন বুঝি যে এর মৃত্যু উপস্থিত হ'ল—হেলে পড়া, শুকিয়ে যাওয়া এ সব তো ঢের পরের অবস্থা। তখনও তো তার চেহারা ঠিক থাকে, স্থির স্নিগ্ধ শ্যামল মূর্ত্তি ম্লান হয় না। তিনি দেখালেন মানুষের মৃত্যুকালে যেমন একটা দারুণ আক্ষেপ তার শরীরের মধ্য দিয়া বয়ে যায়, তেমনি অন্তিমকালে বৃক্ষদেহেও একটা বিপুল কুঞ্চনের আক্ষেপ প্রকাশ পায়। লিপিযন্ত্রে এই লেখা অঙ্কিত হ'ল।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মাছের ব্যবসা

শ্রীশরৎচন্দ্র ব্রহ্ম

মৎস্যপ্রিয় বাঙালীর সম্মুখে মৎস্যের যে কি মস্ত বড় ব্যবসায়ের ক্ষেত্র পড়িয়া আছে তাহা অনেকেই তলাইয়া দেখেন না। এই যে নিত্যপ্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্যের কিম্মৎ রোজ রোজ বাড়িয়া যাইতেছে, ইহার কারণ তাহারা একবার সমঝিয়া দেখিয়াছেন কি? দুর্ভাগা বাঙালীর আয় মোটেই বাড়িতেছে না, কিন্তু নিত্য-প্রয়োজনীয় আহার্য্য দিন দিন যেন শনির দৃষ্টিতে দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। কাজেই আজ যা-তা দিয়া পেট পুরিয়া দিন গুজরান্ হইতেছে এবং ইহার ফলে বাঙালী উদ্যমহীন, হীনস্বাস্থ্য ও অল্পায়ু। কায়িক কর্ম্মে ও শ্রম-সহিষ্ণুতায় বাঙালী যুবক এত শীঘ্র কেন নুইয়া পড়ে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতে সুরু করা মনীষীদের কর্ত্তব্য।

সুজলা সুফলা বাংলায় ৫০ বছর আগে লোকদের কিন্তু এ আধমরা অবস্থা ছিল না; তখন ফী গৃহস্থের গোয়াল-ভরা গরু,

পুকুর-ভরা মাছ আর ক্ষেত-ভরা ধান ছিল। ভাত-কাপড়ের অভাব লোকে বড় একটা জানতো না। দুধ, ঘি, মাছ খাইয়া লোকে ৮০ বছর বয়সেও পুরাদস্তুর মেহন্নৎ করিয়া জীবনকে উৎসবময় করিতে পারিত। শরীর-পোষণের প্রধান উপাদান ভিটামিন ও প্রোটিন্ অভাবে বেরিবেরি, রিকেটস্, স্বায়ভী রোগ তখনও দেশে দেখা দেয় নাই। আজ বাঙালী আশীর কোটায় তো পা দেয় না, যাহারা দেয় তাহারাও করিৎকর্ম্মা নয়, চেষ্টা-পটুতা হীন—জড়পিণ্ডবৎ—সমাজে ঠাঁই পাবার যোগ্য নয়। আনুষঙ্গিক আরও নানা কারণে দেশের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু পুষ্টিকর ও বলকর খাদ্যের অভাব ইহার অন্যতম প্রধান কারণ।

বাংলা দেশে মৎস্যের কারবার জাতিগত। কোন ব্যবসায়ই জাতি-বিশেষের একচেটিয়া থাকিলে তার উন্নতি হইতে পারে না। জানিয়া শুনিয়া গোটা দেশকে কোন স্বার্থপর দলের জাঁতে নিষ্পেষিত হইতে দেওয়া নেহাৎ আহাম্মুকি। বাঙালীর দুঃখের অবধি নাই। দারিদ্র্য ত তাহাদের নিত্যসহচর। আলস্য-কুসংস্কার ছাড়িয়া মেহন্নতের ইজ্জৎ করিতে পারিলে দেশের আবহাওয়া অনেক বদলাইয়া যাইবে। বাংলার প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ-বাড়ীর সীমানার মধ্যে ছোট বড় দুই একটা পুকুর ডোবা আছে। নিজ নিজ অবস্থা, সামর্থ্য ও অবসর অনুসারে ভদ্র-ইতর সবাই উহাতে মৎস্য-পালন করিলে প্রাত্যাহিক খাই-খরচের একটা দফার রফা-মীমাংসা হয়। পুকুর ডোবা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে পল্লীতে পানীয় জল সহজপ্রাপ্য হইয়া থাকে এবং মশক ও ম্যালেরিয়াও বিস্তৃতি-লাভ করিতে পারে না।

অল্প পুঁজি লইয়া যে-সব ছোট খাট ব্যবসায় ফাঁদা যায় তার মধ্যে মাছের ব্যবসায় খুব লাভজনক। মৎস্য-পালন ও মৎস্যের ব্যবসায় করা জেলে মালো প্রভৃতি ইতর লোকের কাজ এ বিশ্বাস যারা করে, তাহাদের কথা অবশ্য আলাদা। নিম্নে একটা হিসাব দিলাম। ইহা হইতে বুঝা যাইবে কলিকাতা সহরে মাছের ব্যবসায়ের কি বিরাট ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। রেল-পথের সরকারী ও নিম-সরকারী রিপোর্ট হইতে গত ১৯১৯ এবং ১৯২৪ সনের আমদানির হিসাব দেওয়া গেল।

১। রেলপথ	১৯১৯ সন	১৯২৪ সন
	মণ—সের	মণ—সের
আসাম-বেঙ্গল	৫৬৩০—১০	১৭৬৭৫— ০
বারাসত-বসিরহাট	১০১১৬— ০	৩০৪২৬— ০
বেঙ্গল প্রোভিন্শ্যাল	৪০৮— ০	অজ্ঞাত
বেঙ্গল নাগপুর	২০৮০২—২২	৩৪৬৬৯—১১
বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টার্ণ	৫২১০—৩৯	২৫৬— ২
ইষ্ট বেঙ্গল	১৬১৯৪৮—৩৯	২৫৯৬৮৩—৪½
ইষ্ট ইণ্ডিয়া	৬১১২—৩৪	৪৯২৬— ২
হাওড়া-আমতা	১০৫৫— ০	১৯০৮— ০
হাওড়া-শিয়াখোলা	অজ্ঞাত	১— ০
কালীঘাট-ফলতা	২৬৯— ০	২৫২০— ০
	২১৩৫৫৪—১০	৩৫২০৫৪—১৯½
২। ষ্টীমার	৩২২—১০	১১২—২০
৩। খালপথে দেশীয় নৌকা	২২৩৭০— ০	১৫৯০১— ০
৪। সহরতলীর বিল খাল	১৩১৭— ০	১০৫০৭—১১
৫। রাস্তা	৬৮৪৭৩—৩৭	৫৬৬১৯—১১
একুনে	৩০৬০৩৭—১৭	৪৩৫১৯৪—২১½

বর্ত্তমানে যে সব স্থান হইতে মাছ সহরে আসে, তার মধ্যে নদী-বহুল পূর্ব্ব-বঙ্গই প্রথম, উড়িষ্যা তারপর। কলিকাতার সমগ্র আমদানিতে ইষ্ট-বেঙ্গল রেলপথের হিস্যা আছে শতকরা ৫৯½ অংশ, বেঙ্গল-নাগপুর ৮ অংশ, বারাসত ৭ অংশ, আসাম-বেঙ্গল ৪ অংশ এবং আর আর সকল রেলের ২½ অংশ। ফরিদপুর, যশোহর, বরিশাল ও খুলনা জেলা হইতেই জাওলা মাছের অধিকাংশ যোগান হয়। আগে খালে দেশী নৌকায় এই মাছ আসিত। এখন রেলের সুবন্দোবস্তে দেশীয় নৌকার যোগান অনেক কমিয়া গিয়াছে। ১৯১৯ সনের তুলনায় দেশী নৌকায় জাওলা মাছের যোগান কমিয়াছে আধাআধি। ১৯১৯ সনের

আমদানি ২৯৮৬৯ মণ, আর ১৯২৪ সনে মাত্র ১৫৯০১ মণ হইয়াছে। ১৯২২ সনে চিল্কা হ্রদ হইতে উড়িষ্যা পাঠায় ৩২৮২৯ মণ আর ১৯২৪ সনে উহা গিয়া ঠেকিয়াছে ২৪১৯৮ মণে। এই কমতির কারণ, যাহাদের দৌলতে চিল্কা হইতে মৎস্য ধরা হইত, সেই উড়িয়াদের খাই-খরচ আগের চেয়ে অতিমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে। মাছ ধরার কাজে ন্যায্য মজুরি পাইতেছে না। কাজেই অন্যান্য কাজে লাগিয়া যাওয়া তাহাদের ভাত-কাপড়ের উপায়। চালানদারও মজুরদিগকে চড়্‌তি-মাফিক মজুরি দিতে নারাজ। সুতরাং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চালান দেওয়া ব্যাপারে তাহারা হাত-পা গুটাইতে লাগিয়া গিয়াছে। সঙ্কীর্ণ উৎপাদন ও চড়া দামে বিক্রয়ের দিকে ইহাদের ঝোঁক। তাছাড়া বাংলা দেশে নদী খাল বিল হইতেই মান্ধাতার আমলের প্রথায় মৎস্য ধরিয়া আনয়ন করা হয়। কাট্‌তির আধিক্যবশতঃ এবং মৎস্য পালন সংরক্ষণ সম্বন্ধে সরকারী কোন কড়াকড় আইন-কানুন না থাকায় ক্রমে মৎস্যোৎপাদনশীল নদী বিলের মৎস্য-পরিমাণ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। মৎস্য-পরিপূর্ণ সমুদ্র হইতে মৎস্য ধরার কোন ব্যবস্থা আমাদের নাই। সামুদ্রিক মৎস্যের হাবভাব, ধরণ-ধারণ, আনাগোনা, থাকিবার স্থান ও প্রাপ্তির সময় দরিদ্র জেলেদের সম্যকরূপে জানা নাই এবং আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত বাষ্প-পোত, জেলেডিঙ্গি, যন্ত্রহাতিয়ারের প্রচলন না থাকায় সুযোগ-দুর্যোগে মৎস্য ধরা হয় না।

কলিকাতার হিসাবই দেখি, এ-দিকে চাহিদা ফী বছরই বাড়িয়া চলিয়াছে। স্যর কে, জি গুপ্তের রিপোর্টে জানা যায়, ইউরোপের প্রায় যাবতীয় দেশে সাধারণতঃ মাছের দাম ছয় আনা সেরের বেশী নহে। কলিকাতায় কিন্তু কম আমদানি ও বেশী কাট্‌তির দরুণ গড়পড়তা দাম সের বার আনারও বেশী। গুপ্তসাহেব অনুসন্ধানে দেখিয়াছেন, বাংলায় শতকরা ৮০ জন লোক মৎস্য-প্রিয় এবং ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩২০ দিন মৎস্য ব্যবহার করিয়া থাকে। তাঁহার হিসাবে প্রত্যেকের আহার্য্যে রোজ আধ-পোয়া মাছ দরকার। সেই হিসাবে কলিকাতায় হিন্দুস্থানী ও বিধবা ছাড়া কমপক্ষে ১২ লাখ লোক ধরিয়া নিলেও বছরে ১২ লাখ মণ মাছের আমদানি হওয়া উচিত। ৪ লাখ মণ মাছ আমদানি ধরিলেও ১০০ মণের জায়গায় কলিকাতা-বাসী ৩৩ মণ মাছ ব্যবহার করে অর্থাৎ গড়ে মৎস্য-প্রিয় ব্যক্তি প্রত্যহ তিন তোলার কিছু বেশী মাছ ব্যবহার করিয়া থাকে। মোদ্দাকথা, যা আমদানি হওয়া উচিত, তার বারো আনা এখানে যোগায় না, কাজেই কলিকাতায় মাছ এত দুর্ম্মূল্য। গুপ্তসাহেবের গোটা রিপোর্টটা বাস্তব তথ্যে ভরপুর, আবোল-তাবোল বকাবকি নাই। উহা বাঙ্গলায় তর্জ্জমা হইয়া রায়ত ও কিষাণের মধ্যে প্রচারিত হইলে পাড়াগাঁয়ের নেহাৎ আনাড়ি লোকেরও উহা পাঠে অনেক উপকার হইবে। এই অনুসন্ধান-কার্য্যে সমগ্র পৃথিবীর উন্নত দেশের জেলেদের, মৎস্য-ব্যবসায়ের ধুরন্ধরদিগের, সরকারী মৎস্য-বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যে সকল সুযোগ-সুবিধাগুলি পাইয়াছেন তাহা, এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় মৎস্য-জনন, পালন ও সংরক্ষণ, কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটান, দূরদেশে অবিলম্বে চালান দিবার সহজ ও সুগম নিয়ম-কানুন, বরফ-সংযোগে ও লবণাদি সাহায্যে তাজা রাখিবার কায়দা এবং মৎস্য-বিদ্যায় ওস্তাদদিগের নানা গবেষণা ও মন্তব্য সোজাসুজি ভাবে এই রিপোর্টে বিবৃত হইয়াছে এবং নয়া বাংলা উহার কতটুকু নিজ কাজে বর্ত্তমানে লাগাইতে পারেন তাহারও তিনি একটা ইঙ্গিত করিয়াছেন। মৎস্য-পালন সম্বন্ধে এতগুলি শিক্ষণীয় বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান এক ঠাঁইয়ে বাঙালীর পক্ষে দুষ্প্রাপ্য। কাজেই আর্থিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য-সংগ্রহের তরফ হইতে এই রিপোর্ট-টা যার পর নাই মূল্যবান।

সকল দিক্ হইতে মৎস্য-জনন ও মৎস্যের ব্যবসায়ের উপর সরকারী তদবির ও শাসন কায়েম করা এক্ষণে সময়োচিত এবং সমীচীন বোধ হইতেছে। মৎস্য-জনন, পালন, সংরক্ষণ এবং সরবরাহ আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে শিখিতে হইবে; চিরপ্রচলিত আচার-বিচার ও কুসংস্কারকে তোয়াক্কা না করিয়া শিক্ষিত বাঙালী এই ব্যবসায় হাতে নিলেই সমগ্র সমাজের উপযোগী প্রচুর পরিমাণে মাছ যথোচিত সস্তায় বাজারে হাজির করা সম্ভব হইবে। অন্য উপায় বর্ত্তমানে দেখা যায়

না। এ বিষয়ে গোঁজামিল দিতে গেলে বেজায় বেয়াকুবি করিয়া বসা হইবে।

ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোক মাংস-প্রিয় এবং তাহা সত্ত্বেও তাহারা মৎস্যের যেরূপ বিস্তৃত চাষ ও ব্যবসা করিয়া থাকে তাহা আমরা আন্দাজ করিতে পারি না। মাংসপ্রিয় ইংরেজ ও মৎস্য-প্রিয় বাঙালী কে কতখানি মৎস্য ভোজ্যে খরচ করে তাহা দেখিলে আমাদের মুরদ দস্তুরমত বুঝা যাইবে।

	জন-সংখ্যা	বছরে আমদানি	দাম	জনপ্রতি খরচ
ইংলণ্ড-ওয়েল্‌স্	৪ কোটি	৩৩৭৭২০০০ মণ	২৩ কোটি টাকা	৩৩ সের
কলিকাতা	১২ লাখ	৪৩৫১৯৫ মণ	৪৫ লাখ টাকা	১৩ "

স্বর্ণ-জগৎ

সকল দেশেই মুদ্রাবিষয়ে স্বর্ণমান প্রচলিত হইয়াছে। যে দেশ যে পরিমাণ কাগজের নোট বাজারে বাহির করিবে তত মূল্যের স্বর্ণ তাহাকে খাজাঞ্চিখানায় জমা রাখিতে হইবে। ভারতেও সেদিন ইয়ং কমিশন মুদ্রাকে স্বর্ণমানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

আজকাল সকলদেশে এজন্য স্বর্ণ-উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। হিসাবপত্রে প্রকাশ যে, ১৯২৬ সনের তুলনায় ১৯২৭ সনে স্বর্ণ-উৎপাদন কিছুই বৃদ্ধি পায় নাই। দুনিয়ার নয়া স্বর্ণ-চাহিদার অর্দ্ধেক ট্রান্সভাল খনি হইতে আহরণ করা হয়। খবর আসিয়াছে যে, ট্রান্সভালের খনিতে প্রচুর স্বর্ণের সন্ধান মিলিয়াছে এবং রেকর্ড কোয়ালিটি স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়াছে। কানাডার সোনার খনিগুলিতে উৎপাদন পূর্ব্ববৎই আছে।

নীচের তালিকায় দুনিয়ার প্রধান প্রধান স্বর্ণ-উৎপাদনকারী দেশের উৎপাদন-হিসাব দেওয়া হইল। ১৯১৫, ১৯২৬ ও ১৯২৭ সনে বিভিন্ন দেশে কি পরিমাণ স্বর্ণ উৎপাদন করা হইয়াছিল পাঠক তাহার তুলনামূলক আলোচনা এখানে পাইবেন।

দুনিয়ার স্বর্ণ-উৎপাদন

	১৯১৫ (ডলার)	১৯২৬ (ডলার)	১৯২৭ (ডলার)
যুক্তরাষ্ট্র	১০১,০৩৬,০০০	৪৬,২১৬,০০০	৪৫,০২৭,০০০
কানাডা	১৮,৯৭৮,০০০	৩৬,২৬৩,০০০	৩৭,৭৩১,০০০
মেক্সিকো	৬,৫৫৯,০০০	১৫,৯১২,০০০	১৪,৯৮৮,০০০
দক্ষিণ আমেরিকা	১৫,০৮৮,০০০	৯,৯১৫,০০০	হিসাব পাওয়া যায় নাই
রুশিয়া	২৬,৩২৩,০০০	২০,৫১০,০০০	"
অষ্ট্রেলিয়া	৪৮,৯৮৮,০০০	১৩,৫০৯,০০০	১৩,১৪০,০০০
ব্রিটিশ ভারত	১১,৫২২,০০০	৭,৯৩৭,০০০	৭,৯৮৫,০০০
ট্রান্সভাল	১৮৮,০৩৩,০০০	২০৫,৭৮৩,০০০	২০৯,২৫১,০০০
রোডেশিয়া	১৮,৯১৫,০০০	১২,২৮৩,০০০	১২,০১৯,০০০
অন্যান্য দেশ	৩৩,২৮৩,০০০	৩০,০৪৯,০০০	হিসাব পাওয়া যায় নাই
মোট—	৪৬৮,৭২৫,০০০	৩৯৮,৫৫৭,০০০	৩৯৯,০৫৩,০০০

মার্কিণ খাজাঞ্চিখানার বিউরো অব্ মিন্ট কর্ত্তৃক উল্লিখিত অঙ্কগুলি সংগৃহীত।

১৯২৭ সনে দক্ষিণ আফ্রিকা কর্ত্তৃক উৎপাদিত স্বর্ণের মধ্যে প্রায় ১৩ কোটি ডলার স্বর্ণ লণ্ডনে চালান হয়। ৩ কোটি আর্জ্জেন্টিনাতে সরাসরি পাঠান হয় এবং ৫০ লক্ষ ব্রাজিলে ও আরও অল্পপরিমাণ স্বর্ণ অন্যান্য দেশে প্রেরিত হয়।

নিম্নলিখিত দেশে ১৯২৬ সনের তুলনায় ১৯২৭ সনে মজুত স্বর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

	১৯২৬	১৯২৭	বৃদ্ধি
ব্রাজিল	৫৬	১০১	৪৫
পোল্যাণ্ড	২৭	৫৮	৩১
আর্জ্জেন্টিনা	৪৩৬	৪৬১	২৫
ইতালী	২২১	২৩৯	১৮
বেলজিয়াম	৮৬	১০০	১৪
রুশিয়া	৮৫	৯৭	১২
ভারতবর্ষ	১০৯	১১৯	১০
সুইজার্ল্যাণ্ড	৯১	১০০	৯
স্পেন	৪৯৩	৫০২	৯
জার্ম্মাণি	৪৩৬	৪৪৪	৮
ইংলণ্ড	৭৩৫	৭৪২	৭
অষ্ট্রীয়া	৭	১২	৫
২৮টি অন্যান্য দেশ	৩৭৪	৩৯৬	২২
মোট বৃদ্ধির পরিমাণ	...	...	২১৪

এই তালিকায় দেখা যায় মোট ৫৫,০০০,০০০ ডলার স্বর্ণের মজুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ফেডারেল রিজার্ভ বুলেটিন হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই রিজার্ভ ছাড়াও আর্জ্জেন্টিনার ব্যাঙ্কে ৭৯,০০০,০০০, কানাডার ব্যাঙ্কে ৭৫,০০০ অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাঙ্কে ১২৫,০০০,০০০, এবং যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কে ১৭,০০০,০০০ ডলার রিজার্ভ জমা আছে।

১৯২৭ সনে ব্রিটন মোট ১৫৮,০০০,০০০ ডলার স্বর্ণ আমদানি করে ও ১৩৮,০০০,০০০ ডলার স্বর্ণ রপ্তানি করে। ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের স্বর্ণের রিজার্ভ ৬০ লক্ষ ডলারে বৃদ্ধি পায়। এবং লণ্ডনে ভারতীয় রিজার্ভের জন্য কোটি ডলার রাখা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ বুলেটিনে প্রকাশ যে, গত ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৭ সনে ৪০টি দেশের ৯,২০৩,৫৯৭,০০০ ডলার স্বর্ণ-রিজার্ভ ছিল। ১৯২৬ সনে ঐ সময় ছিল ৯,১৪৮,৪৩২,০০০ ডলার। এখানে ১৯২৬এর সঙ্গে ১৯২৭ সনের পরিবর্ত্তন দেখান হইল।

কোন্ কোন্ দেশে ১৯২৬সনের তুলনায় রিজার্ভ কমিয়াছে ও কত কমিয়াছে?

	১৯২৬	১৯২৭	হ্রাস
যুক্তরাষ্ট্র	৪,০৮৩	৩,৯৭৭	১০৬
জাপান	৫৬২	৫৪২	২০
জাভা	৭৯	৭২	৭
ডেন্মার্ক	৫৬	৪৯	৭
কানাডা	১৫৮	১৫২	৬
নেদারল্যাণ্ডস	১৬৬	১৬১	৫
৬টি অন্যান্য দেশ	৮৮৭	৮৭৯	৮
মোট হ্রাসের পরিমাণ	...	...	১৫৯

এই সকল ধরিয়া ১৯২৭ সনে দুনিয়ায় মোট ৩০ কোটি ডলার স্বর্ণ মজুত বৃদ্ধি পায়। ইহার মধ্যে ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্স কর্ত্তৃক ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের ধারশোধ বাবদ ৯০,০০০,০০০ ডলার মজুত স্বর্ণ ভাঙ্গিতে হয়। আর্জ্জেন্টিনা যত স্বর্ণ আমদানি করে তাহার মাত্র ২৫,০০০,০০০ গভর্ণমেণ্ট কনভারশ্যান ফণ্ডের কাজে ব্যবহৃত হয়। আর্জ্জেন্টিনার বাঙ্কা দে লা নেশানের মজুত স্বর্ণের পরিমাণ ৫৪,০০০,০০০ ডলারে বৃদ্ধি পায়। ১৯২৮ সনের প্রথম হইতে আর্জ্জে-ন্টিনার ষ্টকে ৮৬,০০০,০০০ ডলার স্বর্ণ বৃদ্ধি হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ও ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মজুত স্বর্ণ ১০৬,০০০,০০০ ডলারে হ্রাস পাইলেও উল্লিখিত ৪০টি দেশের মোট মজুত স্বর্ণের শতকরা ৪৩ ভাগ একা যুক্তরাষ্ট্রে মজুত আছে।

জন হেজ হ্যামণ্ড একজন বিখ্যাত মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। তিনি দুনিয়ার স্বর্ণ-উৎপাদন সম্বন্ধে "নেশানস্ বিজনেস"

নামক পত্রিকার ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহার সারমর্ম্ম নিম্নে দেওয়া হইল।

আমেরিকা

১৯১৫ সনে যুক্তরাষ্ট্রে স্বর্ণ-উৎপাদন চরমসীমায় গিয়া পৌঁছে। ঐ সনে ১০১,০০০,০০০ ডলার মূল্যের স্বর্ণ উৎপাদন করা হয়। ১০ বৎসর মধ্যে ঐ উৎপাদন কমিয়া একেবারে অর্দ্ধেক হইয়া যায়। ১৯২৫ সনে যুক্তরাষ্ট্র মাত্র ৫২,০০০,০০০ ডলার মূল্যের স্বর্ণ উৎপাদন করে। আজ-কাল সকলেই বিশ্বাস করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের মাটির নীচে আর ১৯১৫ সনের মতন সোনার পাহাড় মিলিবে না। ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র আরও কম স্বর্ণ উৎপাদন করিবে।

মেক্সিকো

স্বর্ণ-উৎপাদনে মেক্সিকোর উপর ভরসা করিয়া থাকা অনেকের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, অতীতে মেক্সিকো খুব কম স্বর্ণই উৎপাদন করিয়াছে। রৌপ্য ও অন্যান্য ধাতু উৎপাদনই মেক্সিকোর বিশেষত্ব। ভবিষ্যতেও তাহার অবস্থা সেইরূপই থাকিবে।

দক্ষিণ আমেরিকা

দক্ষিণ আমেরিকার অবস্থাও সেরূপ সুবিধাজনক নয়। এ পর্য্যন্ত খুব অল্প সোনাই ইহার মাটীতে মিলিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকায় সোণার খনির পুঁজি আছে বলিয়া কেহ মনে করেন না।

অষ্ট্রেলিয়া

যুক্তরাষ্ট্রের মত অষ্ট্রেলিয়ারও ভাণ্ডার শেষ হইয়া আসিয়াছে। অতীতের মত সোনার তাল আর এখানে মিলিবে না। ভবিষ্যতে উৎপাদন ক্রমেই কমিয়া আসিবে।

র‍্যাণ্ড খনি বহুদিন ধরিয়া দুনিয়ার অর্দ্ধেক স্বর্ণ উৎপাদন করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু র‍্যাণ্ডের চৌহদ্দি সঙ্কীর্ণ। ইহার পুঁজি শেষ হইয়া আসিল আর কি।

কানাডা

স্বর্ণ-জগতের মানচিত্রে কানাডার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নমুনা পাওয়া যায়। সামান্য ছয় বৎসরের মধ্যে (১৯২০ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯২৬ পর্য্যন্ত) কানাডার স্বর্ণ-উৎপাদন ১৫,০০০,০০০ ডলার হইতে ৩৫,০০০,০০০ ডলারে উন্নীত হইয়াছে। এ অঙ্কগুলি দুনিয়ার চাহিদার অনুপাতে যদিও খুব সামান্য, কিন্তু এই বৃদ্ধি ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনার পরিচয় দেয়।

সাইবেরিয়া

বর্ত্তমানে সোনার খনির মধ্যে সাইবেরিয়ার খনিগুলিই আশাস্থল। অনেক দিন ধরিয়া রুশ-বিপ্লবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাইবেরিয়ার খনিতে প্রতি সন ২০,০০০,০০০ ডলার হইতে ৩০,০০০,০০০ ডলার পর্য্যন্ত স্বর্ণ উৎপাদিত হইয়াছে। লেনা ও সাইবেরিয়ার আশে পাশের ভূমিতে স্বর্ণের বড় বড় ভাঁটি আছে। বর্ত্তমান সোভিয়েট সরকারের আমলে এই অঞ্চল হইতে প্রভূতপরিমাণ স্বর্ণ উৎপাদিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ভবিষ্যৎ

মোটের উপর দেখা যায় যে, নূতন নূতন খনিতে প্রথম প্রথম প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ উত্তোলন করা যায়। পূর্ব্বের মত আজকাল স্বর্ণখনি খুব সহজেই মিলে না। মনে হয় ভবিষ্যতে স্বর্ণ আহরণ করিতে হইলে খুব পরিশ্রম করিতে হইবে।

স্বাভাবিক দর ও বাজার-দর

(ডেভিড্ রিকার্ডো)

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম-এ, বি-এল্

বুঝা গেল যে, দ্রব্যাদির দামের মূলে রহিয়াছে শ্রম আর উৎপাদন করিতে যে পরিমাণ শ্রম লাগে তদ্দ্বারাই নির্ণীত হয় কোন্‌টার কতখানি অন্য কোন্‌টার কতখানির বদলে পাওয়া যাইবে। কিন্তু দ্রব্যাদির এই প্রাথমিক ও স্বাভাবিক দর ছাড়া আকস্মিক ও অস্থায়ী হইলেও পৃথক একটা প্রকৃত অথবা বাজার-দর আছে, সে কথা আমরা অস্বীকার করিতেছি, এমন যেন মনে করা না হয়।

জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপারে, এমন কোন জিনিষ নাই যার যোগান মানবের আশা ও আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে মিটাইয়া অনেক কাল ধরিয়া চলিতে পারে। সুতরাং এমন কোন জিনিষও নাই যা আকস্মিক ও অস্থায়ী দর-তারতম্যের বশবর্ত্তী হয় না।

এইরূপ তারতম্যের ফলে ভিন্ন ভিন্ন যে সব দ্রব্যের টান জন্মে সেগুলির উৎপাদনের জন্য ঠিক ততখানি স্বচ্ছন্দভাবে পুঁজিপাটা খাটে যতখানি দরকার, তার চেয়ে বেশী নয়। দরের উঠানামার সঙ্গে সঙ্গে মুনাফা প্রচলিত "সমতা" বা "নাভি"র উপরে উঠে বা নীচে নামে; এবং যে বিশেষ বিনিয়োগে এই তারতম্য ঘটে তাহাতে পুঁজিপাটা প্রবেশ করিতে উৎসাহ পায় বা অপসৃত হইতে পরোয়ানা পায়।

প্রত্যেক ব্যক্তির যেখানে খুসী পুঁজিপাটা খাটাইবার স্বাধীনতা থাকিলেও, সে স্বভাবতই সেই বিনিয়োগ খুঁজিয়া লইবে যা সব চেয়ে সুবিধাজনক। যদি তার পুঁজিপাটা অন্যত্র সরাইয়া লইলে সে ১৫% মুনাফা পায়, তবে তার পক্ষে ১০% মুনাফায় সন্তুষ্ট না থাকা স্বাভাবিক হইবে। পুঁজির নিয়োগ-কর্ত্তা তাবৎ লোকের ভিতর কম লাভজনক ব্যবসা ত্যাগ করিয়া বেশী সুবিধাজনক ব্যবসা অবলম্বন করিবার অবিশ্রান্ত আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষার প্রবলতার ফল হইতেছে সকলের মুনাফার হারে সমতা আনা, অথবা সেগুলিকে এমন অনুপাতে বাঁটিয়া দেওয়া যে, যদি একে অন্যের উপর কোন সুবিধা ভোগ করে অথবা ভোগ করে বলিয়া মনে করে, তবে তাহা এই বণ্টনের বেলায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে পূরণ হইয়া যায়। কোন্ কোন্ ধাপের মধ্য দিয়া এই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তা খুঁজিয়া বাহির করা হয়ত খুব শক্ত। এমন হইতে পারে যে, কোন শিল্পীকে হয়ত তার হাত একদম বদলাইতে হয় না, সে মাত্র নিজ ব্যবসায় নিযুক্ত পুঁজিপাটার পরিমাণ কমাইয়া দেয়, তাতেই এই পরিবর্ত্তন ঘটে। সকল সমৃদ্ধ দেশে এক শ্রেণীর কতকগুলি লোক থাকে যাদের বলে পয়সা-ওয়ালা লোক। ইহারা কোন বাণিজ্যে লিপ্ত হয় না, সুদ ভাঙ্গিয়া খায়। সুদের টাকা খাটে পত্রীর[১] ব্যাজ পচনে[২] অথবা সমাজের শ্রমে লিপ্ত অংশকে ঋণদানে। কুঠিয়ালরা[৩] এই উদ্দেশ্যে অনেক পুঁজিপাটা খাটায়। এইরূপে খাটানো পুঁজিপাটা বেশ খানিকটা বড় পৌনঃপুনিক পুঁজিপাটা হইয়া দাঁড়ায় ও দেশের বিভিন্ন বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্ত্তৃক অল্প বা বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বোধ হয় এমন কোন শিল্পী নাই, যে শুধু তার মূলধনে যতদূর কুলায় ততদূর পর্য্যন্ত ব্যবসা প্রসারিত করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে, তা সে যতই ধনী হোক্ না।

---

১ ব্যাঙ্ক নোট=হুণ্ডি, সন্দেহ নাই। কিন্তু পত্রী আমি ব্যাপকতর অর্থে চালাইতে চাহিতেছি। হুণ্ডি এক প্রকারের পত্রী মাত্র, অন্যান্য পত্রীও আছে। বিল্ অব্ এক্সচেঞ্জ=বিনিময়-পত্রী।—অনুবাদক।

২ ডিস্কাউন্ট ও প্রিমিয়াম্ প্রতিদিনকার দরকারী কথা। ইহাদের বাঙ্গালা প্রতিশব্দের জন্য মাথা ঘামান আবশ্যক। দুইটাই ম্যাচিউরিটি বা পচন। একটাকে বলিতে চাই ব্যাজ পচন, অন্যটাকে বাট্টা পচন।—অনুবাদক।

৩ ব্যাঙ্কার বঙ্গভাষায় চালাইলে মহাভারত অশুদ্ধ হইবেনা বটে। কিন্তু বাঙ্গালা প্রতিশব্দ আবিষ্কারের চেষ্টায় দোষ কি? ব্যাঙ্ক=কুঠি। ব্যাঙ্কার=কুঠিয়াল, কুঠিদার, মহাজন।—অনুবাদক।

এই "ভাসমান" পুঁজিপাটার কতকটা অংশ সর্ব্বদা তার হাতে রহিয়াছে ও তাহা তার দ্রব্যাদির জন্য টানের তৎপরতা অনুযায়ী কখনো বাড়িতেছে কখনো বা কমিতেছে। যখন রেশমের টান বাড়িয়া যায় ও পশমের টান কমে, কাপড়ওয়ালা তার পুঁজিপাটা লইয়া রেশমের ব্যবসাতে সরিয়া পড়ে না; কিন্তু সে কতক কতক কারিগরদের বিদায় দেয়, কুঠিয়াল ও পয়সাওয়ালা লোকদের কাছ হইতে ঋণ লইবার জন্য তাগাদা করা বন্ধ করিয়া দেয়। অন্যদিকে রেশম-শিল্পীর অবস্থা ঠিক উল্টা। তার আরও কারিগর নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা জন্মে। তাহাতে তার ধার করিবার প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হয়। সে ধার লয়। ফলে পুঁজিপাটা এক নিয়োগ হইতে অন্য নিয়োগে স্থানান্তরিত হয়। কোন শিল্পীকে তার স্বাভাবিক বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিবার আবশ্যক হয় না। যখন আমরা দেখি যে রুচি-বৈগুণ্যের জন্যই হোক্ বা লোক-বলের পরিমাণে ইতরবিশেষ ঘটার দরুণই হোক্ পরিবর্তনময় টানের সকল রকম অবস্থাতে কোন বড় সহরের বাজারগুলিতে কিরূপ নিয়মিতভাবে দেশী ও বিলাতী উভয় প্রকার দ্রব্যের যোগান দরকারমত পরিমাণে উপস্থিত হইতেছে, অথচ যোগান অত্যধিক হইলে নরম বাজারের[১] যে ফলাফলসমূহ দেখা যায়, অথবা যোগান টানের সমান হইলে যে বিসদৃশ চড়া দর দেখা যায়, তার কোনটাই প্রায়শঃ উৎপন্ন হইতেছে না, তখন আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, একটা মূলনীতি পুঁজিপাটাকে প্রতি ব্যবসায়ে ঠিক যতটুকু দরকার ততটুকু পরিমাণে বাঁটিয়া দিতেছে ও তার কার্য্যকরী ক্ষমতা সাধারণতঃ যেরূপ বিবেচনা করা যায় তার চেয়ে ঢের বেশী।

কোন পুঁজিদার[২] তার মূলধনের জন্য লাভজনক নিয়োগ খুঁজিবার কালে এক বৃত্তির অন্য বৃত্তির উপর যে যে সুবিধা আছে, স্বভাবতঃ তার সবগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবে। কোন এক নিয়োগের অন্য নিয়োগের চেয়ে স্থায়িত্ব পরিচ্ছন্নতা, স্বাচ্ছন্দ্য অথবা অন্য কোন প্রকৃত কিংবা কল্পিত সুবিধা বেশী থাকিতে পারে। এগুলির কথা বিবেচনা করিয়া সে তার মুদ্রা-মুনাফার কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতে রাজী থাকিতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত বিবেচনার দরুণ পুঁজির মুনাফাগুলি যদি এমনভাবে স্থিরীকৃত হয় যে, এক ব্যবসায়ে তাহা ২০% দ্বিতীয়টায় ২৫% ও তৃতীয়টায় ৩০%, তবে সম্ভবতঃ এই আপেক্ষিক পার্থক্যটা এবং মাত্র এই আপেক্ষিক পার্থক্যই, স্থায়িভাবে বর্ত্তমান থাকিবে। কারণ কোন হেতুতে যদি কোন একটা ব্যবসার মুনাফা ১০% বাড়ে, তবে হয় এই মুনাফা অস্থায়ী হইবে ও সত্বর পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে, নয় ত অন্যগুলার মুনাফাসমূহও ঐ অনুপাতে উন্নীত হইবে।

এই মন্তব্যের সমীচীনতা প্রমাণের পক্ষে বর্ত্তমান সময়কে ব্যতিক্রমবিশেষ বলিয়া মনে করিতে হইবে। পূর্ব্বে ইয়োরোপে যে কর্ম্ম-বিভাগ বর্ত্তমান ছিল, যুদ্ধ-নিবৃত্তির পর তা এমনভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, বর্ত্তমান কালের নব বিভাগে সকল পুঁজিদার তাদের নিজ নিজ স্থান ঢুঁড়িয়া বাহির করিতে সমর্থ হয় নাই।

মনে করা যাক্ যেন সমস্ত দ্রব্যাদির স্বাভাবিক দর রহিয়াছে ও ফলে সকল নিয়োগে পুঁজিপাটার মুনাফাসমূহের এক হার হইয়াছে অথবা যদি পার্থক্য হয়, তবে পার্থক্য হইতেছে মাত্র ততটুকু যতটুকু প্রকৃত অথবা কল্পিত সুবিধা সকলের মতে পাওয়া যাইতেছে বা যাইতেছে না। তারপর মনে কর যেন ফ্যাসনের পরিবর্ত্তনে রেশমের টান বাড়িয়াছে ও পশমের টান কমিয়াছে। ইহাদের স্বাভাবিক দর, ইহাদিগকে উৎপাদন করিতে যে শ্রম দরকার হয় তার পরিমাণ অবিকৃত থাকিবে; কিন্তু রেশমের বাজার-দর চড়িবে আর পশমের বাজার-দর নামিবে। ফলে রেশম-শিল্পীর মুনাফাসমূহ সামান্য ও স্থিরীকৃত মুনাফার হারের উপরে উঠিবে, আর পশম-শিল্পীর মুনাফাসমূহ নীচে নামিবে। শুধু মুনাফা নয়, এই সব নিয়োগের কারিগরদের মজুরিতেও পার্থক্য দেখা দিবে। কিন্তু পশমের কারবার হইতে রেশমের কারবারে পুঁজিপাটা ও শ্রম বদলি করিয়া, পশমের বর্দ্ধিত টানের যোগানটা মিটানো সত্বর সম্ভব হইবে; তখন

১ গ্লাট্—নরম বাজার।—অনুবাদক।

২ ক্যাপিট্যালিষ্ট=পুঁজিদার, পুঁজিপতি।—অনুবাদক।

রেশম ও পশমের বাজার-দর আবার স্বাভাবিক দরের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিবে ও ঐ দ্রব্যসমূহের শিল্পীর প্রচলিত স্ব স্ব মুনাফাসমূহ লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

প্রত্যেক পুঁজিদারের ইচ্ছা এই যে, সে তার মূলধন কম লাভজনক নিয়োগ হইতে উঠাইয়া লয়। তাহাতে দ্রব্যাদির বাজার-দর অনেক কাল ধরিয়া স্বাভাবিক দরের খুব বেশী উপরে বা নীচে থাকিতে বাধা পায়। এই প্রতি-যোগিতার বলে দ্রব্যাদির পরিবর্ত্তনশীল দাম এরূপভাবে স্থিরীকৃত হইয়া যায় যে, ওগুলিকে উৎপাদন করিতে যে শ্রম দরকার হয়, তার মজুরি খরচ ও নিযুক্ত পুঁজিপাটাকে তার আদিম শক্তিশালী অবস্থায় রাখিবার পক্ষে অন্য যে সব খরচ দরকার হয় তাহা মিটাইয়া দিয়া প্রতি ব্যবসার অবশিষ্ট দাম বা "উদ্বৃত্ত" নিযুক্ত পুঁজিপাটার দামের অনুপাতে হইবে।

"বিভিন্ন জাতির ধন-সম্পদে"র সপ্তম অধ্যায়ে এই প্রশ্ন-সম্পর্কে সকল কথা খুব বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। পুঁজি-পাটার বিশেষ বিশেষ নিয়োগে আকস্মিক কারণসমূহের দ্বারা দ্রব্যাদির সাধারণ দর, মজুরি অথবা মুনাফার কোন রকম পরিবর্ত্তন না ঘটাইয়া উহাদের দরে, শ্রমের মজুরিতে ও পুঁজির মুনাফায় যে অস্থায়ী ফলাফলসমূহ উৎপন্ন হয়, সে সমস্ত সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিতেছি। এই ফলাফল-সমূহ সমাজের সকল অবস্থায় তুল্যরূপ কার্য্যকর বলিয়া, যে সমস্ত বিধি দ্বারা স্বাভাবিক দর, স্বাভাবিক মজুরি ও স্বাভাবিক মুনাফা পূর্ব্বোক্ত আকস্মিক কারণসমূহের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ফলাফলসমূহ নিয়ন্ত্রিত হয়, সেগুলি বিবেচনার সময় আমরা ইহাদিগকে বিবেচনার বাহিরে রাখিব। সুতরাং যখন দ্রব্যাদির বিনিময়ে প্রাপ্য দাম অথবা যে কোন দ্রব্যের অন্তর্নিহিত ক্রয়-ক্ষমতার কথা বলিব, তখন সর্ব্বদা এই বুঝিতে হইবে যে, আমি দ্রব্যের সেই ক্ষমতার কথা বলিতেছি যা কোন অস্থায়ী বা আকস্মিক কারণ দ্বারা বিচলিত না হইলে উহাতে বর্ত্তমান থাকে এবং যা হইতেছে উহার স্বাভাবিক দর।

বঙ্গের অন্যতম ক্ষয়িষ্ণু জেলা—যশোহর

শ্রীসুকুমার মিত্র

১৯২১ সালের লোকগণনানুসারে দেখা যায়, বঙ্গের দশটি জেলার লোক-সংখ্যা কমিয়াছিল। শ্রদ্ধেয় রামানন্দ বাবু ইহাদিগকে 'ক্ষয়িষ্ণু জেলা' আখ্যা দিয়াছেন। যশোহর এই দশটি ক্ষয়িষ্ণু জেলার মধ্যে নবম স্থান অধিকার করিয়াছিল। ১৯১১—১৯২১ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে যশোহরে লোক কমিয়াছিল হাজারকরা ১২। বাঁকুড়া উক্ত দশটির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 'বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতম জেলা' আখ্যা পাইয়াছিল এবং বীরভূম দ্বিতীয় ক্ষয়িষ্ণুতম জেলা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। এক্ষণে এই প্রবন্ধে উক্ত ক্ষয়িষ্ণুতম জেলাগুলির সহিত তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, যশোহরের অবস্থা আরও কত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

যশোহরের পরিমাণফল ১৮,৭১,৭৬০ একর। ১৮৭২ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত লোক-গণনা হইয়াছে এ পর্য্যন্ত ছয়বার। কোন্ সালে এ জেলায় কত লোক ছিল তাহা দেখাইতেছি।

সাল	লোক-সংখ্যা
১৮৭২	১৪,৩৯,২৪৯
১৮৮১	১৯,২২,৯১৬
১৮৯১	১৮,৮৮,৮২৭
১৯০১	১৮,১৩,১৫৫
১৯১১	১৭,৪৩,৩৭১
১৯২১	১৭,২২,২১৯

উক্ত তালিকা দৃষ্টে ইহা বুঝা যায় যে, ১৮৭২ হইতে ১৮৮১ সালের মধ্যে এ জেলার জন-সংখ্যা বেশ বাড়িয়া

গিয়াছিল। কিন্তু ১৮৮১ হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত ক্রমাগত কমিয়া চলিয়াছে। ১৯২৩ সালেও মোটামুটি যে জনসংখ্যা দৃষ্ট হয় তাহা ১৯২১ অপেক্ষা আরও কম। ১৯২৩ সালের মোটামুটি জন-সংখ্যা হইতেছে ১৭,২১,৮৯৮। এ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত বাঁকুড়া ও বীরভূমের অবস্থার তেমন কিছু পরিবর্ত্তন না ঘটিয়া যেমন ক্ষয় পাইতেছিল তেমনই ক্ষয় পাইতে থাকে। কিন্তু ১৯২৫ সালের যে সরকারী স্বাস্থ্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতম জেলাদ্বয় ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে এবং যশোহরের অবস্থা ক্রমাগত শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। ১৯২৪ ও ১৯২৫ সালের জন্ম ও মৃত্যুর হাজার করা সংখ্যা দেখিলেই ব্যাপারটি বোধগম্য হইবে।

জেলা-হিসাবে জন্ম-সংখ্যা

জেলার নাম	১৯২৪ সালের হাজার করা জন্ম-সংখ্যা	১৯২৫ সালের হাজার করা জন্ম-সংখ্যা	গত বৎসরের তুলনায় হাজার করা কত কম বা বেশী
বাঁকুড়া	৩৩·৫	৩৭·৫	৪·০ বেশী
বীরভূম	৩৭·৫	৪৩·৭	৬·২ "
যশোহর	২৮·২	২৬·৪	১·৮ কম

জেলা-হিসাবে মৃত্যু-সংখ্যা

জেলার নাম	১৯২৪ সালের হাজার করা মৃত্যু-সংখ্যা	১৯২৫ সালের হাজার করা মৃত্যু-সংখ্যা	গত বৎসরের তুলনায় হাজার করা কত কম বা বেশী
বাঁকুড়া	২৭·৮	২৩·৭	৪·১ কম
বীরভূম	২৮·৬	২৪·৯	৩·৭ "
যশোহর	২৭·২	২৯·২	২·০ বেশী

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু মহাশয় 'স্বাস্থ্য-সমাচারে' ১৯২৫ সালের সরকারী স্বাস্থ্য-বিবরণী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লিখিতেছেন, "আলোচ্য বর্ষে একমাত্র যশোহর জেলায় জন্মহার কম ও মৃত্যুহার বেশী যুগপৎ দেখা যাইতেছে; ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।" স্বাস্থ্যনৈতিক বিষয়ে যশোহরের অবস্থা অন্যান্য জেলার তুলনায় বিশেষ মন্দ নহে।

যশোহরে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ১০,২৮,৫০০ একর অর্থাৎ মাথা পিছু ½ একর (১৯২৪ সালের হিসাবানুসারে)। এ স্থানের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৬২·৩৭ ইঞ্চি। গাই গরু ও স্ত্রী মহিষাদির সংখ্যা ৩,২২,৩৫২ এবং ষাঁড়, এঁড়ে গরু ও পুং মহিষাদির সংখ্যা ৪,৪৪,২১৫। লাঙ্গলের সংখ্যা ১,৭৭,০২৮। ১৯১৩-১৪ সালের উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৪৪,৪১,৭৪৫ মণ এবং ১৯২৩-২৪ সালের উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়া দাঁড়াইয়াছে ৭০,০৫,২৩২ মণ। শিক্ষায় অন্যান্য অনেক জেলা অপেক্ষা উন্নত হইলেও তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা অলসতা ও মূর্খতার লক্ষণ। ১৯২১ সালের হিসাবানুসারে হিন্দু পুরুষদিগের শতকরা ২১·৭ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শতকরা ২·৬ ও মুসলমান সম্প্রদায়ের পুরুষদিগের মধ্যে শতকরা ৮·১ এবং রমণীদিগের মধ্যে শতকরা ·৫ জন মাত্র লেখাপড়া জানে। হিন্দু নেতাদিগের হিন্দু রমণীগণের শিক্ষার প্রতি এবং মুসলমান নেতাদিগের পুরুষ রমণী উভয়ের শিক্ষার প্রতিই নজর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। ১৯২৫ সালের হিসাবানুসারে যশোহরে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৪,৭৯৪ এবং ১৯২১ সালের হিসাবানুসারে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬২,২৫৯ এবং বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সের (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) বালক-বালিকার সংখ্যা ৪,৩২,০৭০। কিন্তু ১৯২৫ সালের হিসাবে দেখিতে পাই যে, বাস্তবিকপক্ষে বিদ্যালয়ে যাইয়া থাকে এমন বালক-বালিকার সংখ্যা ৬৫,৬৪৬ এবং বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত অথচ যায় না এমন বালকবালিকার সংখ্যা ৩,৬৬,৪২৪। ইহাদের শিক্ষার কি কোন ব্যবস্থা হইবে না? তৎপরে সমাজের গলগ্রহস্বরূপ (সমগ্রভাবে না হউক আংশিকভাবে) ৯৬,২১৬ জন হিন্দু বিধবা ও ১,০৩,৮৮৬ জন মুসলমান বিধবা বর্ত্তমান। যশোহরে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর প্রায় দ্বিগুণ। কাজেই মুসলমান বিধবার সংখ্যা বেশী ঠেকিতেছে। নচেৎ হিন্দুদিগের সংখ্যা-বিবেচনায় হিন্দু বিধবার সংখ্যা মুসলমানদিগের তুলনায় অনেক বেশী। অবশ্য মুসলমান সম্প্রদায়ে 'নিকা'

প্রথার চলন থাকায় মুসলমান বিধবার সংখ্যাল্পতা ঘটে। অন্যান্য জিলার তুলনায় যশোহরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবাবিবাহের চলন নাই বলিলেই চলে। তদ্ভিন্ন কালা-বোবার সংখ্যা ১৬২৮। অন্ধের সংখ্যা ১২৮৭ এবং কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা ২২৯। যশোহরের অবস্থা যে এত শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে তাহার নানা কারণ আছে। যথা— ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য লোক-ক্ষয়কর পীড়ার প্রকোপ, জন সাধারণের দারিদ্র্য এবং জলাভাব ও অন্যান্য নানা কারণে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস। তদ্ভিন্ন ভৈরব নদ মজিয়া যাওয়ায় নদী থাকায় যে সকল সুবিধা ভোগ করা যাইত তাহার লোপ সাধিত হইয়াছে এবং স্থানীয় আব-হাওয়া ক্রমাগত দুষিত হইয়া উঠিতেছে।

অ্যাডাম স্মিথ ও শিল্প-বিপ্লব

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল, হাজারীবাগ

১৭২৩ খৃষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের কার্কক্যালডি গ্রামে অ্যাডাম্ স্মিথ জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে "ওয়েলথ অব্ নেশানস্" নামে একটী পুস্তক প্রকাশ করেন। শুধু এই একখানি পুস্তকের জন্য তিনি যত সম্মান পাইয়াছেন, পৃথিবীর আর কোন ধন-বিজ্ঞান-পণ্ডিত সে রকম সম্মান পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। আজ পর্য্যন্ত সে সম্মানের লাঘব হয় নাই; এখনও অ্যাডাম স্মিথ "রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির জনক" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

স্মিথের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক

মার্ক্যান্টিলিষ্ট পণ্ডিত সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক এবং ফিজিঅক্র্যাটিক মনীষীদের লেখার সহিত অ্যাডাম্ স্মিথের বিশেষ পরিচয় ছিল, এবং তদ্দ্বারা তিনি যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। পেটি, নর্থ চাইল্ড, ষ্টুয়ার্ট, লক, বার্কলে, ম্যান্ডাভিলে, হাচিসন্, হিউম, টাকার, ফার্গুশন, ক্যান্টিলন্, হ্যারিস্ প্রভৃতির লেখা তাঁহার অবিদিত ছিল না। হাচিসন্, হিউম্, টাকার ও ফার্গুশন্ তাঁহার ঠিক অগ্রগামী লেখক।

ম্যান্ডাভিলের সুপরিচিত "ফেবল্ অব দি বিস্" কেতাবখানি হইতেই "আত্ম-স্বার্থ" সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ম্যান্ডাভিলের ধারণা ছিল যে, অভাবের বাহুল্যের জন্যই সমাজের সভ্যরা পরস্পরকে সাহায্য করে। সুতরাং অভাবের যত বিভিন্ন প্রকার থাকিবে, ততই অধিকসংখ্যক ব্যক্তি পরের সুবিধার জন্য শ্রম করা নিজের বিশেষ স্বার্থ বলিয়া ভাবিবে এবং তাহার ফলে সমাজ-জীবন ক্রমশঃ পুষ্ট হইবে। স্মিথ ঘড়ির দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রম-বিভাগ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। "বিভাগ" কথাটী তাঁহার লেখাতেই প্রথম পাই।

কিন্তু অ্যাডাম স্মিথের উপর হাচিসনের প্রভাব অধিকতর গভীর ও ব্যাপক। গ্লাসগো নগরে (১৭৩৭-১৭৪০) হাচিসন স্মিথের শিক্ষকতা করেন। তাঁহার "সিষ্টেম্ অব্ ময়্যাল্ ফিলসফি" কেতাবে বাণিজ্য-নিষ্ক্তি, সরকারী অনুশাসন, জনবল প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায়; এই আলোচনায় বাণিজ্য-বাদের আমেজ আছে। তথাপি তাঁহার ভাবরাশির ছায়াপাত স্মিথের চিন্তাধারার মধ্যে আছে। তাঁহার কল্যাণেই পুফেন্ডরফ্, গ্রোশিয়ুস, লক্ প্রভৃতির দর্শনে আস্থা জন্মে। অনেকে বলেন যে, "ওয়েল্থ্ অব্ নেশানসের বিষয় সাজাইবার প্রণালী হাচিসন অধ্যাপনা কালে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহারই অনুরূপ (ডাব্লিউ, আর্, স্কট—"ফ্রান্সিস্ হাচিসন্)। স্মিথের চিন্তায় সার্ব্বজনীন সুখ অন্বেষণের সুর পাওয়া যায়, তাই, তিনি 'অধিকতম সংখ্যার অধিকতম সুখ'কেই মান-দণ্ড করিয়াছিলেন। শ্রম-বিভাগ, মূল্য, টাকাকড়ি ও কর সম্বন্ধে আর্থিক ভাবরাশির জন্য স্মিথ হাচিসনের নিকট

ঋণী। মূল্য এবং প্রয়োজন-সাধন-ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে সর্ব্ববিধ দর বা মূল্যের স্বাভাবিক ভিত্তি হইতেছে যে কোন প্রকারের প্রয়োজন"; শ্রমনিয়োগ দ্বারাই ধনকে প্রয়োজন-সাধন-ক্ষমতা হইতে পৃথক করা হয়; কোন বস্তুর পরিমাণ সীমাবদ্ধ হইলেই অভাব-মূল্য সৃষ্ট হয় (সিষ্টেম্—প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫৩)। হাচিসন সুদের সমর্থন করিয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনি এই কারণ দর্শাইয়াছেন যে, টাকাপয়সা কোন স্বভাবতঃ উৎপাদনশীল বস্তুতে নিয়োজিত হইতে পারে।

তবে হিউমের প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গ্লাসগোয়ে অবস্থিতিকালে স্মিথ হিউমের লেখা "ট্রিটিস্ অব হিউম্যান্ নেচার" কেতাবের এক খসড়া প্রস্তুত করেন; তাহা দেখিয়া হিউম আনন্দ প্রকাশ করেন। এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে প্রীতি জন্মে। হিউম্ বিজ্ঞ প্রবন্ধলেখক। তাঁহার লেখায় দার্শনিকতার অন্তর্দৃষ্টি থাকিলেও তিনি সম্পূর্ণভাবে ধন-বিজ্ঞানের আলোচনা করেন নাই। তাঁহার লেখায় আর্থিক আলোচনার অধিক আধ্যাত্মিক আলোচনা আছে। শ্রমকে উচ্চস্থান দান, পরিবর্ত্তন লইয়া আলোচনা, ঐতিহাসিক দৃষ্টি, এবং আর্থিক ও অন্যান্য সামাজিক শক্তির পরস্পর সম্বন্ধ-নির্দ্দেশ—এই সকল হিউমের লেখার বিশেষত্ব। বাণিজ্যবাদী মতামত তাঁহার লেখায় থাকিলেও বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে তিনি পণ্ডিত ছিলেন। "শুধু মানুষ হিসাবে নয়, ব্রিটিশ প্রজা হিসাবেও আমি চাই যে জার্ম্মাণি, স্পেন্, ইটালী, এমন কি ফ্রান্সও বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হউক।" মানুষের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বস্তু জমি হইতেই উৎপন্ন হয়; কিন্তু অধিকাংশ স্বভাবজ বস্তুকে "তৈয়ারী মাল" করিবার জন্য শ্রম দরকার হয়, আর এই শ্রমিক-সংখ্যার উপরই সকল শক্তি ও ধন-দৌলত নির্ভর করে ("অব মানি")। দুনিয়ায় শ্রম দিয়াই সব কিছু খরিদ করা হয়; রিপুই (প্যাশান্) শ্রমের মূল কারণ ("অব কমার্স")। মুদ্রা হইতেছে শ্রম ও পণ্যের প্রতিনিধিস্বরূপ; কোন একটী বিশেষ দেশের জন্য ইহার অল্পতা কিংবা প্রাচুর্য্য অবান্তর। কিন্তু মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে, দর চড়িতে যে সময় লাগে তাহার মধ্যে শিল্প সাহায্য পাইতে পারে। শিল্পের মুনাফা ও কর্জ্জের টান-যোগানের উপর সুদ নির্ভর করে ("অব ইন্‌টারেষ্ট")।

জোসিয়া টাকার (১৭১২-১৭৯৯) ছিলেন গ্লোশেষ্টার সহরের আচার্য্য। ইনি ১৭৫০ খৃঃ হইতে ১৭৭৬ খৃঃ মধ্যে বাণিজ্য ও কর বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন; তুর্গো একটী প্রবন্ধের অনুবাদ করেন। টাকারও শ্রমের উপর জোর দিয়াছেন। তাঁহার মতে, জন-বল-বৃদ্ধি প্রয়োজনীয় ও অবিবাহিতদের উপর কর ধার্য্য করা উচিত। তাঁহাকে "মানচেষ্টার মণ্ডলী"র অগ্রগামী দূত বলা চলে। টাকার স্বার্থ-সামঞ্জস্যকে ভিত্তি করিয়া অবাধ বাণিজ্য প্রণালী প্রণয়ন করেন। তাঁহার মতে স্বার্থই প্রধান প্রেরণা। এই প্রেরণাকে স্বাধীনতা দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ স্বার্থের সহিত মিলিয়া যায়।

বাণিজ্য-বিষয়ক কার্য্যপ্রণালীতে হিউম ও টাকারই সর্ব্বপ্রথম সার্ব্বজনীন ভাব প্রবর্ত্তন করেন।

অ্যাডাম ফার্গুশন ধন-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতির আলোচনা পৃথকভাবে করেন নাই। স্মিথের সমসাময়িক ও বন্ধু বলিয়া তাঁহার প্রভাব কিছু থাকাই স্বাভাবিক। তাঁহার ও স্মিথের মতামত একেবারে না মিলিলেও স্মিথের কর-সম্বন্ধীয় সূত্রগুলি তাঁহার মতবাদের দ্বারা কিছু কিছু নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল এইরূপ মনে করা অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

হ্যারিসের লেখা "অন্ কয়েন্‌স্" (১৭৫৭) স্মিথের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা তত্ত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কারণ এই পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন "সাধারণ বস্তুর মূল্য ঠিক তাহা মানুষের অভাব মিটাইবার পক্ষে কতখানি দরকার তাহার উপর নির্ভর করে না; বরং দ্রব্যবিশেষের উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ ভূমি, শ্রম ও দক্ষতার প্রয়োজন হয় তাহার দ্বারাই ঐ দ্রব্যের মূল্য নিরূপিত হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ তিনি জল ও হীরকের তুলনা করিয়াছেন (পৃঃ ৫)।

এই সব মনীষীরা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আলোচিত হইবার পথ খুলিয়া দেন এবং শ্রমই ধনের মূল এইরূপ শিক্ষা দেন।

স্মিথের জীবনী ও ফিজিঅক্রেসির সহিত সম্বন্ধ

চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে স্মিথ গ্লাসগো নগরে হাচিসনের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। "ন্যাচারাল জুরিসপ্রুডেন্স" অধ্যাপনা কালে হাচিসন আর্থিক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন; স্মিথ উৎকর্ণ হইয়া সে সকল শুনিতেন। পরে তিনি বৃত্তি লইয়া অক্সফোর্ডে যাইয়া প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করেন। অতঃপর গ্লাসগো নগরে ন্যায় এবং নীতি দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। গ্লাসগোয় বাস কালে (১৭৫৪ খৃঃ) স্মিথ শস্যের উপর সরকারী রপ্তানি সহায়ক দানের (বাউন্টি) ফলাফল আলোচনা করেন এবং ব্যবসায়ীদের সহিত আলাপ আলোচনায় অবাধ বাণিজ্যের সুবিধা বুঝাইয়া দেন।

১৭৫৯ খৃঃ তাঁহার "থিওরি অব্ মর্যাল সেন্টিমেন্টস" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

পাঁচ বৎসর পরে স্মিথ সুইজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্স ভ্রমণে বহির্গত হন। পথে দিদে, ফ্যালে ম্যা দালেঁবো, কেসনে তুর্গো প্রভৃতির সহিত আলাপ হয়। আর্থিক সমস্যা লইয়া তুর্গোর সহিত বহু বাদানুবাদ হয়। সে সময়ে স্মিথ "ওয়েল্থ অব্ নেশানস" এবং তুর্গো "রিফ্লেক্সিয়" প্রণয়নে ব্যস্ত। লেয়ঁসে বলেন যে, তুর্গোর দর্শন ও স্মিথের ধন-বিজ্ঞান উভয়ই এই আলাপ-আলোচলনায় প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। একথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। উভয়েরই পরস্পরের মনে রেখাপাত করা স্বাভাবিক।

ক্লিফ লেসলি বলেন যে অ্যাডামস্মিথ ও ফিজিঅক্র্যাট-দিগের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি "ব্যক্তিমাত্রের প্রাকৃতিক অধিকার" "মঙ্গলময় ভগবৎ বিধান" ও "অবাধ শিল্প-বাণিজ্য" এই তিনটি মূলভাবের উপর ভিত্তি গাড়িয়াছে। এই তিন ভাব যথাক্রমে গ্রীকো-রোমান চিন্তাধারা, খৃষ্টীয় দর্শন, সমসাময়িক যদৃচ্ছ শিল্পনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধবাদের ফল। ইহার কোনটীকেই ব্যক্তি-বিশেষের আবিষ্কার বা সম্পত্তি বলা চলে না; হাচিসন, হিউম ও টাকারের লেখায় সবগুলিই পাওয়া যায়।

নিজ স্বার্থই সমাজের মূল-শক্তি—এই সূত্রটীকে চতুর্থ স্থান দেওয়া যাইতে পারে। বলভেতিউস বলেন যে, আত্মপ্রেমই (সেল্ফ-লাভ) জীবন ও শক্তি। নিঃস্বার্থ উপকার বলিয়া কিছু নাই (দেলেসপ্রি ১৭৫৮)। ফ্রান্সে এই কথার ফলে বিষম চাঞ্চল্য দেখা দেয়। হয়ত ইহারই ফলে স্মিথ সহানুভূতির বদলে আত্ম-স্বার্থকে মানবের প্রধান প্রেরণা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১৭৬৬ খৃঃ স্মিথ ইংল্যণ্ডে ফিরিয়া আসেন; এবং দশ বৎসর পরে "ওয়েলথ অব্ নেশান্স" প্রকাশ করেন।

সে সময়ে যাহা কিছু পুরাতন সকলের মধ্যেই ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। নূতন কিছুর উদয় কোথাও হয় নাই। ইংল্যণ্ডে প্রবন্ধ এবং পুস্তিকা প্রকাশিত হইতেছিল বটে, ফ্রান্সেও "তাব্লো" বাহির হইতেছিল সত্য, কিন্তু কোনটাই সেরূপ ব্যাপক বা সুসঙ্গত ছিল না। শিল্প-দর্শন ও রাষ্ট্র-নীতিক্ষেত্রে বিপ্লবের বাতাস বহিতেছিল। এমন সময়ে নূতনের বাণী লইয়া "ওয়েলথ অব্ নেশানস" উপস্থিত হইল; সুতরাং সমাদরের ত্রুটি হইল না।

বইখানির পুরা নাম "অ্যান এন্‌কোয়ারী ইন্টু দি নেচার অ্যাণ্ড কসেস অব্ দি ওয়েলথ অব্ নেশানস"। বইটার আলোচ্য বিষয় সাজাইবার প্রণালী নিম্নলিখিতরূপ। শ্রমিক সমস্যা লইয়া সুরু করিয়া শ্রম-বিভাগ বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে দেখান হইয়াছে যে, শ্রম-বিভাগে শ্রমিকের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়; সুতরাং দেশের ধন-দৌলতও বাড়ে। শ্রম-বিভাগ হইলে বিনিময় আবশ্যক। তাই শ্রমের পরে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে। বিনিময়ের মধ্যবর্ত্তী হইতেছে মুদ্রা, তাই মূল্য ও মুদ্রার আলোচনা ইহার পর। তারপর দর লইয়া কথাবার্ত্তা। দরের উপাদান—মজুরী মুনাফা ও খাজনা; তাই দরের পরে ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। অতঃপর বাণিজ্য-বাদ ও ফিজিঅক্রেসির সমালোচনা ও শেষে রাজস্ব-বিষয়ক কথা নিবদ্ধ করা হইয়াছে।

স্মিথ ফিজিঅক্র্যাটদের নিকট "সাংবৎসরিক ধন" ও সাংবৎসরিক শ্রম ভাব দুইটী পাইয়াছেন।

শ্রম ও শ্রম-বিভাগ

জমি বা প্রকৃতির বদান্যতাকে কেন্দ্র করিয়া ফিজিঅক্র্যাটীক মতবাদটী গড়িয়া উঠিয়াছে। মতাবলম্বীদের প্রামাণ্য

বিষয় এই যে, জমিই একমাত্র "উৎপাদক।" বাণিজ্য-বাদীরা বাণিজ্যকে (অন্তর ও বহিঃ) শীর্ষস্থান দিলেও, কেহ কেহ শ্রমকেই ধনের জনক বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। অ্যাডাম্ স্মিথও শ্রমকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার কেতাবের গোড়াতেই আছে "প্রত্যেক দেশের বাৎসরিক শ্রম হইতেছে সেই সংস্থান যাহা মূলতঃ জীবনের সকল রকম সুখ সুবিধার যোগান দেয়।" তাঁহার মতে শ্রমই মূল্যের হেতু ও পরিমাণ-নির্দ্ধারক।

কিন্তু স্মিথ সকল প্রকার শ্রমের কথা বলেন নাই; তিনি "উৎপাদিকা-শক্তি-সম্পন্ন" শ্রমের কথাই বিশেষভাবে বলিয়াছেন। ইহা হইতে স্বতই ফিজিঅক্রেসির সঙ্গে এই মতের তুলনা করিবার ইচ্ছা হইবে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ফিজিঅক্র্যাটীক্ মতে উৎপাদিকা শক্তি বস্তু-সৃষ্টির ব্যয়ের উদ্বৃত্তির সমান, আর স্মিথের মতে বিনিময়মূল্যের যে কোন প্রকার বৃদ্ধিই উৎপাদিকা শক্তির অন্তর্গত। তাঁহার মতে মাত্র বিক্রয়-সাধ্য পণ্যেরই বিনিময়মূল্য আছে। তাই স্মিথের মতে নীচ ভৃত্য, সরকারী কর্ম্মচারী, ব্যবহারাজীব প্রভৃতি অনুৎপাদক। ইহাদের সম্পাদিত কার্য্য সৃষ্টির সাথে সাথেই লোপ পাইয়া থাকে ("ওয়েলথ"—বু ২, পরি ৩)। চাইল্ডের মতের সহিত এইখানে মিল দেখিতে পাওয়া যায়—"আর্থিক উন্নতি", ১৩৩৫, পৃঃ ৩১১)।

গ্রীকদের লেখায় শ্রম-বিভাগের সূচনা থাকিলেও, স্মিথ ইহার এতখানি উৎকর্ষ-সাধন করেন যে, ধনবিজ্ঞান-শাস্ত্রে স্মিথের শ্রম-বিভাগ সম্বন্ধে গবেষণা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। স্মিথের মতে মানবের আপন দ্রব্য পরস্পর বিনিময় করিবার (টু ট্রাক্ অ্যাণ্ড বার্টার) স্বাভাবিক বৃত্তিই শ্রম-বিভাগের মূল। বাজারের আয়তনের উপরই শ্রম-বিভাগের সীমা নির্ভর করে। স্মিথ বলেন যে, শ্রমের উৎপাদিকা-শক্তির উৎকর্ষ, এবং যে নৈপুণ্য, দক্ষতা ও বিচারের সহিত এই শক্তি পরিচালিত ও অভ্যাস করা হয় তাহা, সকলই শ্রম-বিভাগের ফল (বু ১, পরি ৫)। যেমন আলপিন নির্ম্মাণ একটি বিশেষ চাতুর্য্য-পরিচায়ক শিল্প, কিন্তু ইহার অনেকগুলি শাখা আছে, এবং প্রত্যেক শাখাই এক একটি শিল্পবিশেষ। এই শ্রম-বিভাগের ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি একাকী শ্রম করিয়া যতগুলি আলপিন "তৈরী" করিতে পারিত, তাহার ২৪০ গুণ অধিক উৎপন্ন করে। তিনটি কারণে উৎপন্নদ্রব্যের এই প্রকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রথমতঃ প্রত্যেক কারিগরের তৎপরতা এবং নৈপুণ্য বাড়ে, দ্বিতীয়তঃ উৎপাদ্য বস্তুর এক অবস্থা ছাড়িয়া অবস্থান্তরে হস্তক্ষেপ করিতে যে সময় নষ্ট হয় শ্রম-বিভাগের জন্য সে বিষয়ে অসুবিধা থাকে না। তৃতীয়তঃ বস্তু-নির্ম্মাণ-প্রণালী সহজ করিয়া দিবার ফলে যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হয় ও তৎসাহায্যে শ্রম সংক্ষিপ্ত ও অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে।

শ্রম-বিভাগের এইরূপ বিশ্লেষণ ধনবিজ্ঞান-সাহিত্যে একটি বিশেষ দান। পূর্ব্বে লোকে শ্রম-বিভাগকে এই দৃষ্টি লইয়া দেখেন নাই; তাঁহারা জানিতেন যে, ব্যক্তিগত ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার বৈষম্যই শ্রম-বিভাগের জন্য দায়ী।

মূল্য

স্মিথ প্রয়োজন-মূল্য এবং বিনিময়-মূল্যের ভিতর তফাৎ করিয়া মূল্য সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; প্রয়োজন-মূল্য আধুনিককালের আর্থিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন-সাধন-ক্ষমতার সামিল, যেমন জল ও বাতাসের প্রয়োজন-সাধন-ক্ষমতা আছে; আর বিনিময়-মূল্য বলিলে পণ্য ক্রয় করিবার ক্ষমতা বুঝায়—যেমন হীরকের আছে। যে সকল বস্তুর সমধিক প্রয়োজন-মূল্য আছে প্রায়ই তাহাদের বিনিময়-মূল্য থাকে না বা অতি অল্পই থাকে, পক্ষান্তরে যাহাদের সমধিক বিনিময় মূল্য আছে, তাহাদের প্রায়ই প্রয়োজন-মূল্য থাকে না বা অতি অল্পই থাকে।" কেস্‌লেও ফিজিঅক্র্যাটদের "ভালার ইসিল" ও "ভালার ভেনাল" ধারণার সহিত স্মিথের এইখানে মিল। স্মিথ "প্রয়োজনের" সহিত নৈতিকভাবও যুক্ত করিয়াছেন। তাই, যাহা কিছু মানুষের অভাবপূরণ করে, তাহার প্রয়োজন-সাধন-ক্ষমতা আছে, একথা স্মিথ অস্বীকার করেন বলিয়া জনষ্টুয়ার্ট মিল পরবর্ত্তী যুগে অভিযোগ করিয়াছেন। প্রয়োজন-মূল্য ও প্রয়োজন-

সাধন-ক্ষমতার মধ্যে তফাৎ করেন বলিয়াও স্মিথের বিরুদ্ধে কোন কোন পণ্ডিতের অভিযোগ আছে (যেমন, ব্রেণ্টানো—"ডাই এণ্টুইকেলাঙ্গ ড্যর্ ওয়ার্থলের")।

যাহা হউক, স্মিথ বিনিময়-মূল্য লইয়াই বেশী মাথা ঘামাইয়াছেন। তাঁহার মতে পণ্যের পণ্য ক্রয় করিবার ক্ষমতাই বিনিময়-মূল্য। সুতরাং তাঁহার মূল্য সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ বৈষয়িক বা "অব্‌জেকটিভ।" বিনিময়-মূল্য ও প্রয়োজন-মূল্যের স্থান সম্পূর্ণ বিভিন্ন কোঠায়।

তিনি বলেন যে, প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃত দর তাহা আহরণ করিবার শ্রম ও ক্লেশের সমান (বু, ১, পরি, ৫)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, স্বাভাবিক অপ্রতুলতা স্মিথের মন অধিকার না করিয়া খরচা-তত্ত্বটাই সেস্থান জুড়িয়া বসিয়াছিল। খরচা বলিতে শ্রমের খরচ অর্থাৎ সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত শ্রম ও ক্লেশের খরচই তিনি বুঝিতেন। "সকল বস্তুর জন্য শ্রমই প্রথম মূল্য, বা মূল খরিদ-দর হিসাবে প্রদত্ত হইত। সর্ব্বপ্রথম শ্রম দিয়াই দুনিয়ার ধনদৌলত ক্রয় করা হয়।"

স্মিথ বলেন যে, পুঁজি-প্রাধান্যের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী সমাজে "বিভিন্ন দ্রব্য আহরণের জন্য আবশ্যক শ্রমের অনুপাতই কেবলমাত্র দ্রব্য বিনিময় সম্ভব করে।" কিন্তু সঞ্চয় বস্তুর উদ্ভব হইলে মুনাফার কথাটাও ভাবিতে হয়; কোন পণ্য আহরণ বা উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ শ্রম নিয়োগ আবশ্যক হয় কেবল মাত্র তাহাই উক্ত পণ্যের দ্বারা ক্রয়যোগ্য বস্তুর পরিমাণ অনুশাসন করে না......"ষ্টক" বা সঞ্চয়ের উপর ধার্য্য মুনাফার জন্য কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণ পাওয়া যায়।" অতএব গোড়ায় শ্রমের খরচাই মূল্য নিয়মিত করিলেও পুঁজি-প্রচলনের সাথে সাথে মুনাফার সংস্থানটাও করিতে হইত। সভ্যদেশসমূহে জমি ও পুঁজিই পণ্যকে "বিনিময়-মূল্য দান" করে; সুতরাং দেশবিশেষের উৎপন্ন দ্রব্যের সমষ্টি মূল্য তাহা প্রস্তুত করিতে যে পরিমাণ শ্রম লাগে তাহার অধিক শ্রমের সামিল হইবে (বু, ১, পরি, ৬, পৃঃ ৪৯-৫৬)।

মূল্য-তত্ত্বে শ্রমের স্থান লইয়া আরো একটি কথা আছে। যে পরিমাণ শ্রমের দ্বারা ক্রয় করা সম্ভব তাহা পণ্যের বিনিময়-মূল্যের সমান। তাই, শ্রমই সকল পণ্যের বিনিময়-মূল্যের মান-দণ্ড (বু ১, পরি ৫)। এইখানে শ্রমই মূল্যের মান-দণ্ড কথাটা পাই। বিনিময়ে কত শ্রম আদায় করিবে দেখিলেই জিনিষের মূল্য কতখানি জানা যাইবে।

শ্রমই হেতু বা নিয়ামক এবং শ্রমই মান-দণ্ড, এই দুটী ভাব স্মিথের পুস্তকে বহুস্থানে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ভূমিকাতেই এই দ্বৈতভাবের আভাষ আছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে, দেশের ধন-দৌলতের সংস্থান হইতেছে (১) "শ্রমের অব্যবহিত সৃষ্টি বা (২) সেই উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে অপর দেশের নিকট হইতে যাহা খরিদ করা যায়, সেই পরিমাণ বস্তু"। আবার ১ম খণ্ডেই বিবৃত হইয়াছে যে, (১) পণ্য আহরণ বা সৃষ্টি করিতে সাধারণতঃ যে পরিমাণ শ্রম ব্যয় হয় তাহাই কেবলমাত্র নির্ণয় করে (২) যে সেই পণ্য কি পরিমাণ শ্রম খরিদ বা দাবী করিতে পারে, অথবা কি পরিমাণ শ্রমের সহিত তাহার বিনিময় হওয়া উচিত (বু ১, পরি ৬, পৃঃ ৪৯-৫০)।

অর্থাৎ স্মিথের মূল্য-তত্ত্ব বুঝিতে হইলে হেতু বা নিয়ামক এবং মান-দণ্ডের ভেদ মনে রাখা চাই। একদিকে শ্রমকে আহরণ-জনিত ক্লেশ বা ক্লান্তি বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ মাল-সৃষ্টির জন্য যে পরিমাণ শ্রম প্রয়োজন হয়, তাহাই বুঝিতে হইবে—এইগুলি মূল্য "অনুশাসন" করে। পক্ষান্তরে বুঝিতে হইবে যে, পণ্যলাভে যে পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন হয়, তাহাই বিনিময়-মূল্যের প্রকৃত মান-দণ্ড।

স্মিথ মনে করিতেন যে, একটা পণ্যের মধ্যে যে পরিমাণ শ্রম নিয়োজিত হইয়াছে সেই পরিমাণের শ্রম তাহা দাবী করিতে পারে। পুঁজি সঞ্চিত হইয়া উঠিবার পূর্ব্বে শ্রম-বিভাগ যদি থাকিত, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ শ্রম ব্যয় করিয়াই মাল সৃষ্টি করা সম্ভব হইত; এবং এমত-অবস্থায় সমান পরিশ্রমে তৈয়ারী বস্তুগুলি পরস্পরের বিনিময়ে পাওয়া সম্ভব হইত বলিয়া কম পরিমাণ শ্রম করিয়াই এই বিনিময়-কার্য্য সাধিত হইতে পারিত। মূল্যবান ধাতুগুলি সম্বন্ধে স্মিথ বলিয়াছেন যে, এইগুলিকে খনি হইতে বাজারে আনিতে কম পরিমাণ শ্রম ব্যয় হয় বলিয়া ইহারা কম পরিমাণ শ্রম দাবী করিতে পারে (বু ১, পরি ৫ ও ৮)।

এখন কথা হইতেছে যে, পণ্যের ক্রয়-ক্ষমতা বা মূল্যের পরিমাণ কি করিয়া ব্যক্ত করা যাইতে পারে। টাকা-কড়ি এবং শস্যের অন্যান্য পণ্য হুকুম করিবার ক্ষমতা এত অধিক বাড়ে কমে যে ইহাদের মান-দণ্ড করা সুবিধার নহে। স্মিথ, তাই শ্রমকেই মান-দণ্ড করিয়াছেন। শ্রমিক কম বেশী মাল পাইতে পারে, কিন্তু শ্রম-আকারে সে যে দর দেয় তাহার পরিমাণ সর্ব্বদাই সমান থাকে। পণ্যের মূল্য বাড়িতে কমিতে পারে, কিন্তু যে শ্রম তাহা ক্রয় করে তাহার মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি নাই। (বু ১, পরি ৫)।

আবার স্বাভাবিক দর ও বাজার-দরের মধ্যে তফাৎ আছে। দরটা যখন এরূপ হয় যে, উৎপাদন করিয়া বাজারে মাল ফেলিতে সাধারণতঃ যে খাজনা, মজুরী ও মুনাফা লাগে মাত্র তাহারই সমান হয়, তখন তাহা "স্বাভাবিক দর"। কিন্তু বাজার-দর ইহার অধিক বা কম হইতে পারে। যেহেতু তাহা একদিকে বাজারে মালের যোগান ও অপর দিকে স্বাভাবিক দরে ক্রয় করিতে প্রস্তুত এরূপ খরিদ্দার-বর্গের চাহিদার উপর নির্ভর করে। আবার স্বাভাবিক দর সৃজনসহায়ক উপাদানগুলির (যথা খাজনা, মজুরী ও শ্রমের) প্রত্যেকটীর স্বাভাবিক দর অনুযায়ী বাড়ে কমে; প্রত্যেক সমাজে এই দর তাহাদের অবস্থা ধন-দৌলত বা দারিদ্র্য, উন্নতিশীল, স্থিতিশীল বা অবনতিশীল অবস্থার অনুপাতে হ্রাসবৃদ্ধি পায়। (বু ১, পরি ৭)। স্মিথ এ কথাও বলেন যে, টানই যোগানের পরিমাণ নিরূপণ করে।

বিভিন্ন শ্রেণী ও তাহাদের স্বার্থ

স্মিথের মতে সমাজে মূলতঃ তিনটী শ্রেণী আছে (১) কোন শ্রেণী খাজনার উপর নির্ভর করে (২) কোনশ্রেণী মজুরীর উপর নির্ভর করে আবার (৩) কোন শ্রেণী মুনাফার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। অবশিষ্ট আর সকলে ইহাদের নিকট হইতেই আয়ের সংস্থান করিয়া লয়। এইসব বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ বিভিন্ন হইতে পারে এবং সমাজের স্বার্থের সহিতও মিল না থাকিতে পারে। তবে খাজনা-গ্রাহকদের স্বার্থ সামাজিক স্বার্থের সহিত জড়িত বলিয়া আইন প্রণয়নকালে ইহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কাজ করা উচিত; কিন্তু এই সম্প্রদায়ের উপার্জ্জনের জন্য শ্রম বা ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না, এবং সেই কারণে ইহারা অলস প্রকৃতির এবং সরকারী কাজ-কর্ম্মের পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়া থাকে। আবার শ্রম-জীবীদের স্বার্থও সামাজিক স্বার্থের সহিত জড়িত; কিন্তু ইহারা এত মূর্খ যে, নিজের বা সমাজের কল্যাণ কি তাহা জানে না। তাই ইহাদের কথার কোন গুরুত্ব আছে বলিয়া বিবেচিত হয় না। তৃতীয় শ্রেণীর স্বার্থ সমাজের স্বার্থের বিরোধী; ইহারা প্রতিযোগিতা দমন করিতেই ব্যস্ত; ইহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বটে, কিন্তু স্বার্থপর; তাই, ইহাদের প্রবর্ত্তিত বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিধানগুলি সন্দেহের চক্ষে দেখিতে হয় (বু ১, পরি ৯)।

মজুরী

মজুরী বিষয়ে স্পষ্টভাবে স্মিথ বিশেষ কিছু বলেন নাই। "ওয়েলথ অব্ নেশানস্" বইটীতে সর্ব্ববিধ মজুরী-তত্ত্বের কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায়। সাধারণভাবে বলিতে গেলে তাঁহার মতে শ্রমের টান-যোগানের উপরই মজুরী নির্ভর করে। যোগানের একটা সীমা আছে; জীবন-ধারণের সুবিধা ও প্রয়োজনগুলির মূল্যদ্বারাই যোগানের ক্ষুদ্রতম পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়। টান দেশের দ্রব্য-সম্ভারের উদ্বৃত্তি বা দেশের ধনদৌলতের উপর নির্ভর করে। সমাজ যদি উন্নতিশীল হয় তাহা হইলে টান বাড়ে এবং মজুরীও বৃদ্ধি পায়। যদি কোন ব্যবসা উন্নতি করে তবে মজুরীও বাড়িয়া যায় (বু ১, পরি ৮ ও ১০) স্মিথ "অবশ্য ব্যবহার্য্য বস্তু (নেশেসারিস্) বলিতে যাহা না হইলে দেশের রীতি-নীতি অনুসারে সম্ভ্রান্ত লোকের (নিম্নতম শ্রেণীরও) শীলতা বজায় থাকে না, এইরূপ বুঝিতেন।

তিনি বলেন যে, স্থিতিশীল সমাজে, চাকুরী (এমপ্লয়মেণ্ট) অপেক্ষা শ্রমজীবীর সংখ্যা স্বভাবতই অধিক থাকিবে; সুতরাং মজুরীও হ্রাস পাইয়া অল্পতর হইবে।

স্মিথের লেখায় ম্যালথাসের মতবাদের আভাষ অনেক

স্থানেই পাওয়া যায়। অনেক স্থলে "শ্রম-সংস্থান" ধারণাটীর আভাষ পাওয়া যায়। "মজুরীর উপর নির্ভর করিয়া যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহাদের টান মজুরী দিবার যে সংস্থান আছে তাহার অনুপাতেই হ্রাসবৃদ্ধি পায়।" নিয়োগ-কর্ত্তার উপজীবিকার অধিক যে আয় এবং অব্যবহৃত যে সঞ্চয় তাহাই এই সংস্থান।

বস্তুতঃ, স্মিথ শ্রমজীবীদের সহানুভূতির চক্ষেই দেখিয়াছেন। সমাজের অধিকাংশই শ্রমজীবী; তাই, তাহাদের পক্ষে যাহা মঙ্গলকর, তাহা সাধারণের পক্ষে হানিকর হওয়া সম্ভব নহে। কোন সমাজ সুখী এবং সমৃদ্ধি-শালী হইতেই পারে না, যদি নাকি তাহার শ্রমিককুল দরিদ্র হয়। "অধিকন্তু, ন্যায়-অন্যায়ের তরফ হইতেও, যাহারা সমাজের লোক-বলকে আহার, বসন ও আশ্রয় দেয় তাহাদের স্বীয় শ্রমের সৃষ্টি হইতে এরূপ অংশ পাওয়া উচিত, যাহাতে তাহারা মোটামুটী আহার, বসন ও আশ্রয় পাইতে পারে।" (বু ১, পরি ৮)।

মুনাফা ও সুদ

পুঁজির পরিমাণ-বৃদ্ধি পাইলে মজুরীর হার চড়া হয়, কিন্তু মুনাফা কমিয়া যায়। ধনবান ব্যবসায়ীর পুঁজি একই ব্যবসায়ে নিয়োগ করিলে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় মুনাফা কমিয়া আসে। স্মিথের মতে এই শক্তি-পুঞ্জের উপরই মুনাফা নির্ভর করে। তিনি আরও বলিয়াছেন, "মুনাফা নিযুক্ত করা সঞ্চয়ের মূল্যের দ্বারা অনুশাসিত হয় এবং এই ষ্টকের অনুপাতেই বাড়ে কমে।" পুঁজির মধ্যে প্রতিযোগিতা মুনাফা কমাইয়া রাখে; উন্নতিশীল রাষ্ট্রে (যেখানে ধন-দৌলত বৃদ্ধি পাইতে থাকে) এই মুনাফা হ্রাস পাইতে থাকে ও পরিশেষে ক্ষুদ্রতম হইয়া দাঁড়ায়। অতএব এই হিসাবে মজুরী ও মুনাফা বিভিন্নমুখী। ক্ষুদ্রতম মুনাফার কথা সুস্পষ্ট ভাবে বিবৃত হয় নাই। ইহার এরূপ অর্থ করা যাইতে পারে যে, যে ক্ষুদ্রতম প্রতিযোগিতা-মূল্যে ব্যবসায়ী কিছুকালের জন্য স্বীয় পণ্য বিক্রয় করিতে সমর্থ হয় সেই মূল্য হইতে মজুরী ও খাজনা মিটাইয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাই ক্ষুদ্রতম মুনাফা। যদি এই মুনাফা ব্যবসায়ী না পায় তবে বলা যায় যে, তাহার যথার্থ খরচটা আদায় হয় নাই। স্মিথ বিশেষভাবে বলেন যে, সাধারণতঃ মুনাফার হার এরূপ হওয়া চাই যে, মাঝে মাঝে পুঁজির যে ক্ষতি হয় তাহা পূরণ করিয়াও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। তাঁহার লেখা হইতে আমরা ইহাও অনুমান করিতে পারি যে, শ্রমজীবীদের মজুরী দাদন দিবার জন্য পুঁজি-পতিকে যে ক্ষতি বা খরচ বহন করিতে হয়, মুনাফা তাহাও পূরণ করিবে। স্মিথ পূর্ব্বাপর এই কথা বলিয়াছেন যে, পুঁজির ব্যবহার-জনিত আয়ই মুনাফা। সুদ মুনাফার অংশমাত্র। যে হারে অন্য ব্যক্তিকে ধার দেওয়া যায় তাহাই ইহার পরিমাণ-নির্দ্দেশক। স্মিথ মনে করেন যে, ক্ষুদ্রতম সুদ এরূপ হওয়া চাই, যাহাতে ঋণ দিলে যে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে তাহা পূরণ করিয়াও কিছু থাকে।

মুনাফা ও মজুরী বিভিন্ন-মুখী হইলেও দু'টী সময়ে ইহার ব্যত্যয় দেখা যায় (১) নূতন উপনিবেশে মুনাফা ও মজুরী দুই-ই চড়া হইতে পারে. এবং (২) স্থিতিশীল রাষ্ট্রের মজুরী ও মুনাফা দুই-ই ক্ষীণ হইতে পারে।

দরের পরিবর্ত্তন হইলে সাথে সাথে মুনাফার হারেরও এরূপ পরিবর্ত্তন হয় যে, গড়-পড়তা মুনাফা কত নির্দ্ধারণ করা কঠিন; তবে সুদের হারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া একটা সাধারণ ধারণা করা যাইতে পারে, কারণ ইহারা উভয়েই একমুখী। (বু ১, পরি ৪, ৬, ৭ ও ৯)।

খাজনা

জমি ও খাজনার আলোচনার প্রারম্ভেই স্মিথ্ বলিয়াছেন যে, যখন দেশের সকল জমিই ব্যবহারে লাগান হয়, তখন প্রকৃতি-দত্ত উৎপাদনের জন্যও মালিক খাজনা চাহিয়া বসে। তখন মাটি হইতে ফসল আহরণের জন্য শ্রমিক যে হুকুমনামা পায়, তাহার জন্য জমিদারকে খাজনা দিতে হয়। এই খাজনাই প্রজার সাধ্য-মাফিক জমিদারের প্রাপ্য অধিকতম মূল্য। ইহার স্বাভাবিক হার হইতে শ্রমিকের জন্য মাত্র মজুরী ও মুনাফাই থাকে। যদি

তাহার শ্রমে সৃষ্ট মালের দর হইতে শ্রমিক ইহার অধিক লাভ করে, তবে জমিদার তাহা আদায় করিতে পারে এবং আদায় করিয়াও লয়। "অতএব জমি ব্যবহারের জন্য মূল্য দেওয়া হিসাবে জমির খাজনা স্বভাবতই একচেটিয়া মূল্যের মত।" জমির উর্ব্বরতা ও অবস্থিতির সহিত এই খাজনার হার বাড়ে ও কমে। জমি বাজার হইতে দূরে হইলে জমিদারের অংশের উদ্বৃত্তি ঘাটিয়া আসে। তাই, সুগম পথ, খাল ও নদী খাজনার হার সমান করিয়া আনে।

জমিদারকে একচেটিয়া ব্যবসায়ী ও খাজনাকে একচেটিয়া আদায় বলা ছাড়াও স্মিথ্ জমিদারের আয়-হিসাবে খাজনার যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার সহিত আধুনিক কালের চিন্তার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। খাজনা ও দরের সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে অসঙ্গতি আছে। মূল্য-তত্ত্ব লইয়া আলোচনার সময় দেখিয়াছি যে, তিনি খাজনাকে খরচারূপেই দেখিয়াছেন। কিন্তু খাজনা লইয়া যে পরিচ্ছেদটি লিখিয়াছেন তাহাতে খাজনার পরিমাণ দরের উপর নির্ভর করে বলিয়াছেন; খাজনা কোনপ্রকারে দর নির্দ্ধারণ করে একথা বলেন নাই। "প্রান্ত" (মার্জ্জিন) সম্বন্ধে ধারণা ছিল না বলিয়াই বোধ হয় তিনি কৃষি-উৎপাদনের চড়া দরের হেতুর সহিত খাজনা-বৃদ্ধির ভুল করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, "এন্টার্‌প্রেণিওরে"র খরচা ও সাধারণ খরচার মধ্যে গোলমাল করাও ইহার একটা কারণ হইতে পারে। কোন কোন স্থলে স্মিথ বলিয়াছেন যে পণ্যের স্বাভাবিক দর খাজনা, মুনাফা ও মজুরীর ঠিক সমান ...এক্ষেত্রে তিনি বণিকের চক্ষু লইয়া দেখাইয়াছেন। আবার যখন বলেন যে, একটা দেশের মোট উৎপাদন বা তাহার দর তিন ভাগে বিভক্ত, তখনও তিনি মনে মনে ভাবিয়াছেন যে খাজনা, মুনাফা ও মজুরী এই মোট উৎপাদন হইতেই দেওয়া হইবে। কিন্তু কোন কোন স্থলে স্মিথ এমতভাবে লিখিয়াছেন যেন খাজনা মজুরী হইতে বাদ দিয়াই পাওয়া যায়, যেন এই খাজনা পণ্যের মূল-শ্রমের আংশিক খরচার স্থান অধিকার করে এবং সেই পরিমাণে মূল্যনির্দ্ধারক হইয়া থাকে।

মোটকথা, খাজনা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা বিশেষ অস্পষ্ট; কিন্তু খাজনা ও দরের সম্বন্ধ লইয়া এই দার্শনিক ধন-বিজ্ঞানবিদ্‌ই প্রথম মাথা খেলাইয়াছেন।

সরকারী রাজস্ব

স্মিথের মতে সরকারের মালগুজারী প্রাপ্তির দুটী উৎস আছে। প্রথমতঃ রাষ্ট্রের সংস্থান, জমি ও পুঁজি, দ্বিতীয়তঃ কর। স্মিথ করের একান্ত পক্ষপাতী। কর সম্বন্ধে তিনি চারিটী কানুন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (১) করদাতার করদানের ক্ষমতার অনুপাতেই কর ধার্য্য করিতে হইবে (২) করের মাত্রা নিশ্চিত হওয়া চাই এবং সাধারণের জানা থাকা চাই (৩) করদাতার পক্ষে যে প্রণালীটী সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক, সেই প্রণালী অনুসারেই কর ধার্য্য করিতে হইবে এবং (৪) এরূপ হওয়া চাই যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প-ব্যয়ে কর আদায় করা সম্ভব হয়।

স্মিথের এই কানুনগুলি মৌলিক হউক বা না হউক (আর্থিক উন্নতি, ১৩৩৫, পৃঃ ৩৯৯ দ্রষ্টব্য) ইহা বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

একথা ঠিক যে পরিশেষে খাজনা, মুনাফা বা মজুরী হইতেই সকল কর আদায় করিতে হইবে। এই মূল ধারাগুলি আলোচনা করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন্‌টী তাহা স্মিথ স্থির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, অন্ততপক্ষে প্রত্যক্ষভাবে পুঁজি ও মজুরীর উপর কর ধার্য্য করা বিধেয় নহে; ভূমির খাজনাই ইহার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভিত্তি। যদি ধরা যায় যে, প্রতি-যোগিতা দ্বারা সকল মুনাফাই সমান হয়, তবে তাহার উপর কর ধার্য্য হইলে সেই কর খরিদ্দার বা ভোক্তার স্কন্ধেই পড়িবে। তারপর মুনাফার উপর কর ধার্য্য করা এবং তাহা আদায় করা অত্যন্ত কঠিন। মজুরীর বেলায়ও কর অবশেষে ভোক্তার স্কন্ধেই পড়ে, কারণ যে হিসাবে কর ধার্য্য হয় তাহার অধিক পণ্যের দর চড়িয়া যায়।

অতএব খাজনার উপর কর ধার্য্য করাই সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় উপায়; ফিজিঅক্র্যাটদের সহিত অ্যাডাম্ স্মিথের

এইখানে মিল আছে। তবে স্মিথ বিলাস-দ্রব্যের উপর কর গ্রহণ ন্যায্য বলিয়া "ইম্পো ইনিকি" ধারণার বিরুদ্ধে গিয়াছেন। বিলাস-দ্রব্য করের অধীন হইলে পুঁজি-পতি ও জমিদারবর্গকে ভোক্তা হিসাবে রেহাই দিবে না।

জমির করবিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে স্মিথ "লেস্‌সে ফেয়ার" পলিসির বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন। তিনি এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে সকল জমিদার স্বীয় জমি আপনি চাষ করে তাহার করের হার কম হইবে বা যে সকল জমিদার প্রজার স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করে তাহাদিগকে বিশেষ উচ্চ হারে কর দিতে হইবে (বু ৯, পরি ৫)।

সরকারী হস্তক্ষেপ "লেস্‌সে ফেয়ার"

স্বাভাবিক স্বাধীনতার প্রণালী (সিষ্টেম্ অব্ ন্যাচার্যাল্ লিবার্টি) অনুবর্ত্তন করিয়া স্মিথ রাজার নিম্নলিখিত অবশ্য-কর্ত্তব্যগুলির উল্লেখ করিয়াছেন (১) সমাজকে অন্যান্য সমাজের বলপ্রয়োগ ও আক্রমণ হইতে রক্ষা করা; (২) সমাজের প্রত্যেক সভ্যকে, যতদূর সম্ভব, অপরাপর সভ্যের অন্যায় ও অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করা বা ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং (৩) এরূপ বস্তু বা প্রতিষ্ঠান গঠন বা পালন করা যাহা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির গঠন বা পালন করায় স্বার্থ নাই। সংক্ষেপে বলিতে গেলে রাজার কর্ত্তব্য তিনটী (১) বৈদেশিক রাষ্ট্রের হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করা (২) আইন ও ন্যায় পরিচালন করা এবং (৩) সাধারণের জন্য বিবিধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা ও তাহা রক্ষা করা। তৃতীয়টিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় যথা (ক) ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য প্রতিষ্ঠান যেমন, পথ, খাল, বন্দর, অসভ্য দেশে দুর্গ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি (খ) যুবকগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, অর্থাৎ স্কুল-কলেজ কায়েম করা (গ) জন-সাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা অর্থাৎ গির্জ্জা প্রতিষ্ঠা করা।

রাজার তাঁবে থাকিয়া একদল সৈন্য দেশকে রক্ষা করিবে। সরকারের কর্ত্তব্য লোককে উৎকৃষ্ট সৈন্য হইতে উৎসাহ দেওয়া; ব্যক্তিগত স্বার্থ এ বিষয়ে বিশেষ প্রেরণা দিতে পারে না।

যতদূর সম্ভব জনসাধারণকে শেষ দুইটী কর্ত্তব্য স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়াই করিতে দেওয়া উচিত; তবে সেগুলি সাধিত হইতেছে কিনা তাহা রাষ্ট্রের দেখা দরকার। বিচারককুল পর্য্যন্ত, স্মিথের মতে, বণিক্-শ্রেণীর মত পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিবে। বিচারকের উচিত যতদূর সম্ভব অধিকসংখ্যক মোকদ্দমা করা; এবং কোর্টফিস্ ও ষ্ট্যাম্প ডিউটী হইতেই নিজের আয়ের সংস্থান করা। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক মামলার বিচার করিবেন তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেতন পাইবেন। মামলার শেষ নিষ্পত্তির পূর্ব্বে বিচারক বেতন পাইবেন না। এইরূপ ব্যবস্থা হইলেই তাঁহারা সাধ্যমত পরিশ্রম করিবেন এবং শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য সমাপ্ত করিতে চেষ্টা করিবেন। রাস্তাগুলি মাশুল আদায় করিয়াই ব্যবহারোপযোগী রাখিতে হইবে; বন্দরগুলি বন্দর-কর দ্বারা ঠিক রাখিতে হইবে। স্মিথের মতে গির্জ্জা ও রাষ্ট্র কেহই কাহারও অধীন নহে।

গির্জ্জা, স্কুল, পথ, বন্দর ও অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলি সমগ্র সমাজের পক্ষেই কল্যাণকর; সুতরাং যদি সমাজকেই সে খরচা যোগাইতে হয়, তাহা হইলে সেটা অন্যায় হয় না। কিন্তু এইসকল নির্ম্মাণ করিবামাত্রই যাহাদের বিশেষ সুবিধা সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হয়, তাহাদের নিকট হইতেই পালন করিবার খরচাটা আদায় করা বাঞ্ছনীয়।

ব্যক্তিগত স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া স্বাভাবিক ভাবে কার্য্য করিলে সামাজিক ও আর্থিক সম্বন্ধগুলি সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয় এবং কল্যাণ-সাধিতও হয়। তাই স্মিথ যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, "দরিদ্র লোকের হাতের শক্তি ও নিপুণতাই পৈতৃক সম্পত্তি; প্রতিবেশীর অনিষ্ট না করিয়া যথেচ্ছভাবে এই শক্তিপুঞ্জ নিপুণতার সহিত প্রয়োগ করিতে না দেওয়ার অর্থ তাহার পবিত্র সম্পত্তির উপর বলাৎকার করা।" প্রত্যেকেই লাভে পুঁজি লগ্নী করিবার চেষ্টা করে; আত্ম-সুবিধার প্রতিই সকলের লক্ষ্য থাকে।

সমাজের কল্যাণের প্রতি নহে ; কিন্তু স্বভাবতঃ স্বীয় সুবিধা অন্বেষণ করিতে করিতে ব্যক্তিমাত্রেই সমাজের পক্ষে যাহা কল্যাণকর তাহাই নির্ব্বাচন করে।

স্মিথ এ কথাও বলেন যে, শ্রেণীগত স্বার্থ সামাজিক-স্বার্থের পরিপন্থী হইতে পারে; এবং "লেসেস্ ফেয়ার" সূত্রেরও যে কোন কোন স্থলে ব্যতিক্রম না হয় তাহা নহে।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ যুক্তিসঙ্গত :—

(১) বৈদেশিক বাণিজ্য—দেশকে আত্ম-প্রতিষ্ঠ করিবার জন্য আমদানির উপর কর ধার্য্য করা যুক্তিসঙ্গত, যথা সোরা ও নৌ-চালনার উপর কর ধার্য্য করা যাইতে পারে (ন্যাভিগেশান অ্যাক্টস্)। যদি দেশজ মালকে কর দিতে হয়, তবে সেই সব আমদানি মালের উপর কর ধার্য্য করা ন্যায়সঙ্গত। যদি ব্রিটিশ মালকে বিদেশে কর দিতে হয়, তবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, প্রতিশোধমূলক কর-দ্বারা ঐ বৈদেশিক কর রদ করা যায় কিনা। কোন কোন ক্ষেত্রে রপ্তানি পশমের উপর কর ধার্য্য করাও যুক্তিসঙ্গত বু ৪, পরি ৮)।

(২) ব্যাঙ্কিং—যথায় অল্পসংখ্যক লোকের স্বাধীনতা সমগ্র সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে বসিয়াছে, তথায় আইন দ্বারা তাহা সংযত করা উচিত।

(৩) সুদের হার—বাজার হারের প্রতি নজর রাখিয়া সুদের হার স্থির করিতে হইবে।

(৪) শিক্ষা—যাহারা নিজ ব্যয়ে শিক্ষালাভ করিতে অসমর্থ, তাহাদের জন্য সরকারের অবৈতনিক স্কুল কায়েম করা উচিত।

ইহা ছাড়া স্মিথ আরও দু'একটী বিষয়ে সরকারী হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় মনে করেন, যথা, শ্রমিক ও নিয়োগ-কর্ত্তার সম্বন্ধ লইয়া অনুশাসন।

দর্শন

অ্যাডাম্ স্মিথ আদর্শবাদী কি জড়বাদী বলা শক্ত। কোন বিশিষ্ট জার্ম্মাণ পণ্ডিত বলেন যে, স্মিথ ও ক্যাণ্ট একই মতাবলম্বী। এই হিসাবে তাঁহাকে আদর্শবাদী বলা চলে। আবার অনেকে বলেন যে, "ওয়েলথ্ অব্ নেশান্স্"এ বস্তু-নিষ্ঠাই প্রধান স্থান পাইয়াছে।

যাহা হউক, স্মিথ্ সম্বন্ধে একটা মতবাদ এত সহজেই দেওয়া চলে না। তিনি একজন "প্র্যাকটিক্যাল্ ম্যান" বা কর্ম্মনিষ্ঠ লোক। তিনি বাণিজ্য-জগৎ অবলোকন করিয়া নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; বিনিময়-সাধ্য পণ্যই তাঁহার কাছে উৎপাদক-শ্রেণীভুক্ত; প্রয়োজনীয়তার প্রতি ঝোঁক্ থাকায় তিনি জড় বস্তুরই গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন; এই স্মিথের কাছে মানবের উপজীবিকা পারিপার্শ্বিক বেষ্টনের উপর নির্ভর করে; শ্রম-বিভাগই মানবের চরিত্র নিয়ন্ত্রিত করে; এক কথায় মানুষ প্রকৃতির ক্রীড়নক-বিশেষ। পক্ষান্তরে "ওয়েল্থ্ অব্ নেশানসে"র আবরণের মধ্য হইতে আবার এমন একটী স্মিথের আভাষ পাওয়া যায় যিনি সর্ব্বমঙ্গলবাদী, যিনি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদকে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন, যিনি আদর্শ সত্যসমূহ (আইডিয়াল পসচুলেটস্) হইতে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, যিনি সামাজিক দিক্‌টার প্রতি বিশেষ নজর দিয়াছেন এবং কর্ত্তব্য ও নীতিকে "প্রাকৃতিকে"র সম্মুখীন করিয়াছেন। "থিওরি অব্ মর্যাল্ সেন্টিমেন্ট্স্", পুস্তক স্মিথেরই লেখা। এইখানেই তাহার আদর্শবাদের আমেজ পাওয়া যায়।

প্রয়োজন সম্বন্ধে তিনি ফিজিঅক্র্যাট্‌দের অপেক্ষা অধিক বলিলেও, তাঁহাকে প্রয়োজনবাদী দার্শনিক বলা চলে না। ফিজিঅক্র্যাটিকদের মত "প্রকৃতিসম্মত বিন্যাস" সম্বন্ধে তাহার একটা "মেটাফিজিক্যাল্" ধারণা ছিল না; তিনি নিরেট স্কচ্‌ম্যান্ ছিলেন বলিয়া সকল কিছুকেই এই বিন্যাসের অধীন করিতে পারেন নাই। যেখানেই প্রাকৃতিকের সহিত প্র্যাকৃটিক্যালের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে, সেখানেই স্মিথের মনে শেষেরটি জয়ী হইয়াছে। বেন্থাম্, রিকার্ডো ও মিলকে যে হিসাবে প্রয়োজন-বাদী বলা হয়, সে হিসাবে ইঁহাদের মত স্মিথ্ যুক্তিপ্রবণ ছিলেন না বা মানবের সুখ-দুঃখ ইঁহার মনে ইঁহাদের মত তরঙ্গ বিক্ষেপ করে নাই। প্রকৃতি দর্শনের আবরণের আড়ালে ইঁহার প্রয়োজনীয়তার ধারণা স্থান পাইয়াছিল।

প্রভাব

অ্যাডাম্ স্মিথের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির প্রভাব যে প্রচুর ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সভ্যজগতের প্রায় সকল ভাষাতেই "ওয়েলথ্ অব্ নেশানস্" বইটী অনুবাদ করা হইয়াছিল। প্রত্যেক দেশেই আইনপ্রণয়নে এই বইটী যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। এক ইংল্যাণ্ডেই স্মিথের জীবদ্দশায় বইটীর পঞ্চম সংস্করণ বাহির হইয়াছিল। ১৮৭৬ সালে বইটীর শতবার্ষিকী উৎসব হইয়াছিল; অপর কোন কেতাবের ভাগ্যে এ সম্মান জোটে নাই।

রাষ্ট্রনীতিতে পিট্ স্মিথের অনুবর্ত্তন করিয়া "ওয়েলথ্ অব্ নেশান্সে"র সূত্রগুলি কার্য্যে লাগাইতে চেষ্টা করেন; ফরাসীবিপ্লব না হইলে এবিষয়ে তিনি অধিক সফলতা লাভ করিতেন। পিট্ স্মিথের মত ভাবিতেন যে, কর-নীতির গণিতে ২ আর ২ মিলিয়া ৪ না হইয়া বহুস্থলে ১ই হয়; সেই হেতু তিনি বহু আমদানি রপ্তানি শুল্কের হার হ্রাস করেন; এইরূপে জুয়াচুরি (স্মাগ্লিং) রদ করিয়া রাজস্ব বাড়াইতে সমর্থ হয়েন। ইংরেজ জোৎদার-দিগকে রক্ষা করিবার জন্য স্মিথ্ বলেন যে, আইরিশ গো-মেষাদি আমদানি বন্ধ করা অন্যায়; পিট্ এই প্রতিবন্ধক দূর করিতে এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানির উপর গুরুভার কর উঠাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। মন্ত্রী হইয়া প্রতিবন্ধক দূর করিয়া ইংল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডের ব্যবসার মধ্যে সখ্যতা স্থাপন করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডকে ইংল্যাণ্ডের সহিত যুক্ত করিতে সমর্থ হয়েন। এইরূপে এই দুইটী দেশের মধ্যে স্বাধীনভাবে ব্যবসা চলিবার সুবিধা হয়।

ম্যানচেষ্টার মণ্ডলী

এই স্বাধীনতা কার্য্যটী "ম্যানচেষ্টার মণ্ডলী" আরও অগ্রসর করিয়া দেন। ১৮১৯ সালে পার্ল্যামেণ্ট ইংল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে কর লওয়া স্থির করিলেন, "ম্যানচেষ্টার চেম্বার অব্ কমার্স" এরূপ দৃঢ়তার সহিত ইহার প্রতিবাদ করেন যে, পার্ল্যামেণ্টকে সে প্রস্তাব উঠাইয়া লইতে হয়। ইহা উনবিংশ শতাব্দীতে ঘটিলেও এইখানে এই মণ্ডলীর বিষয়ে দু'একটী কথা বলিয়া রাখিব।

ম্যানচেষ্টারে একদল লোক ছিলেন যাঁহারা অবাধ বাণিজ্যের বিশেষ পক্ষপাতী। ইহারা বলিতেন যে, "লেসে ফেয়ার" পলিসির বিরোধীদিগের প্রমাণ করা উচিত যে তাঁহাদের কথাই ঠিক। এই মতাবলম্বী মণ্ডলীকে ম্যান্চেষ্টার স্কুল" বা ম্যান্চেষ্টারমণ্ডলী আখ্যা দেওয়া হয়। ১৮২০ খৃঃ হইতে ১৮৫০ খৃঃ পর্য্যন্ত ইহারা বিশেষ তৎপরতার সহিত কার্য্য করিয়াছেন। "কর্ণ ল"র বিরুদ্ধে ইহারা প্রচার করিতে থাকেন। ইহাদের অধিকাংশই বণিক্ শিল্পী; সেই হেতু "ম্যানচেষ্টার চেম্বার অব্ কমার্সে"র বাৎসরিক রিপোর্ট হইতেই ইহাদের মূল ভাবগুলির সহিত মোলাকাৎ হয়। রিচার্ড কবডেন্ ও জন্ ব্রাইট্ এই মণ্ডলীর নেতা ছিলেন; ইঁহারা অনুশাসনের বিরোধী; ইঁহারা স্মিথের সূত্রগুলি কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে ব্যক্তির স্বাধীনতাই স্বাভাবিক এবং সংরক্ষণ-প্রণালী অরক্ষিত শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকর। ইঁহাদের মতে বয়স্ক লোকের চুক্তি করিবার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজনীয় হইলেও শিশুদের মঙ্গলের জন্য অনুশাসন প্রয়োজন। ফরাসী ধনবিজ্ঞানবিদ্ বাস্তিয়াতের সাহায্যে এই মণ্ডলী ফ্রান্সে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়; এইভাবে স্মিথের প্রভাব চিরপ্রতিষ্ঠ হয়।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম "ওয়েলথ্ অব্ নেশান্সে"র কথা পার্ল্যামেণ্টে উত্থিত হয়। বাক্ল্ বলেন যে, শুধু এই একখানি বই লিখিয়া স্মিথ্ মানবের যে হিতসাধন করিয়াছেন কোন রাষ্ট্রনেতা বা ব্যবস্থাপক সেরূপ করিতে পারেন নাই। ব্যাজহট্ বলেন "ইহারই ফলে ইংল্যাণ্ডে প্রত্যেক ব্যক্তির (বোধ হয় সবাকারও বলা চলে) জীবন অন্যরূপ ও অধিকতর সুখের হইয়াছে। অন্য কোন প্রকারের রাষ্ট্রীয় দর্শনের প্রভাব ইহার সহস্রাংশের সমান হয় নাই।

ইংরেজেরা অ্যাডাম্ স্মিথ্‌কে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির জনক

বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু এই সম্মান তুর্গোর প্রাপ্য বলিয়াই বোধ হয়। যাহা হউক, "ওয়েলথ্ অব্ নেশানস্" এখন ধনবিজ্ঞান-সাহিত্যের ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্মিথের পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতেরা ইঁহার জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া দেন; পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা ইঁহার বাণী প্রচার করেন।

"ওয়েলথ্ অব্ নেশানস্"—সমালোচনা

এন্, ডব্লিউ, সিনিয়ার্ বলেন "কেস্‌নে যে সকল সমস্যা উত্থাপন করেন, স্মিথ্ সেগুলির সমাধানের চেষ্টা করেন। জ্ঞানের গভীরতা-হিসাবে স্মিথ্ কেস্‌নে অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বোধ হয় অ্যারিষ্টট্‌লের পর তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন না। কেস্‌নের মত মূল গবেষক হইলেও স্মিথ্ আপন তত্ত্বগুলিকে চরম কোঠায় ঠেলিয়া তুলেন নাই। ফ্রান্স অপেক্ষা গ্রেট্ ব্রিটেনে শিল্প-স্বাধীনতা অধিক ছিল বলিয়া এবং সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব সাধারণের অবগতির সুবিধা ছিল বলিয়া তাঁহার পক্ষে ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণের সুবিধা ছিল। তাঁহার লেখার ভঙ্গীটীও মনোরম। এইসব কারণে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী সকল লেখককেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন" (লেক্‌চার্‌স্ অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি")।

তাঁহার চিন্তা পরিমিত ও লেখনভঙ্গী মনোরম হইলেও, একটু মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে বইটীর স্থানে স্থানে অসঙ্গতি ও অসাবধানতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এক স্থলে যাহাকে কারণ বলিয়া প্রথমে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পরে তাহাকেই কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

এম্, কালোচ বলেন "অন্যের আবিষ্কার তিনি (স্মিথ্) নিজের মত করিয়া লইয়াছেন; যে সব সত্যে পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণ দৈবাৎ উপনীত হইয়াছিলেন, তিনি সেগুলি প্রমাণ করিয়াছেন; এই সত্য-সমষ্টির চারিদিকে যে ভ্রান্তির আবরণ ছিল, তিনি তাহা অপসারিত করেন; তাহাদের সুদূর ফলসম্ভাবনা নির্ণয় করিয়া তিনি সীমারেখা টানিয়াছেন; তাহাদিগের কার্য্যকারিতা ও প্রকৃত মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন; তাহাদিগকে সুন্দর সুসঙ্গত, সামঞ্জস্য-যুক্ত প্রণালীর অঙ্গীভূত করিয়াছেন ("ডিসকোর্সে'স অন্ দি সায়েন্স অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি")। "কালোচে"র এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে—যেমন মূল্য ও খাজনার বেলায়—তিনি সুদূর ফল সম্ভাবনার কথা বলেন নাই এবং পরস্পর সম্বন্ধের উল্লেখও করেন নাই। সামঞ্জস্য ও সঙ্গতিরও বিশেষ অভাব আছে।

সংক্ষেপে তাঁহার সম্বন্ধে এই বলা যায় যে—

(১) তাঁহার দর্শন অতিশয় ব্যক্তি-সাতন্ত্র্যবাদী। সরকারী ক্রিয়া-কলাপকে সীমাবদ্ধ করার এই দর্শনের এমন একটা ঝোঁক্ ছিল যে, বহু ক্ষতিকর সিদ্ধান্তের ইহা ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নেতি-বাদ ইহার জন্য কিয়ৎপরিমাণে দায়ী।

(২) তিনি প্রকৃতপক্ষে জড়বাদী ছিলেন। ইন্‌গ্রাম বলেন "তিনি আমাদিগের স্বজাতির নৈতিক লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখেন নাই বা তিনি ধন-দৌলতকে জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক বলিয়া মনে ভাবেন নাই—এই হিসাবে তাঁহাকে জড়বাদী বলা ভুল নহে"।

(৩) তাঁহার তত্ত্বগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থাবিষয়ে নিরপেক্ষ, ইহাই (অ্যাবসলিউটিস্‌ম্) তাঁহার শিক্ষাকে হানিকর করিয়া তুলিয়াছে। তিনি কোন কোন স্থলে ঐতিহাসিক প্রণালীতে আলোচনা করিলেও, আপেক্ষিকতার অভাব তাঁহার মধ্যে ছিল, তাই সিদ্ধান্তগুলি কিছু সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

বিভিন্নপ্রকারের শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি এবং খাজনা ও দরের সম্বন্ধ-বিষয়ে তিনি বিশেষ ভুল করিয়াছেন।

স্মিথ ফরাসী ও ইংরেজী চিন্তাজগৎ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির একটী সংজ্ঞা দিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপর্য্যন্ত এইটীর অভাব ছিল। ফিজিঅক্র্যাট্‌রা জমিকে শীর্ষস্থান দিয়াছিলেন; তিনি শ্রম ও পুঁজির ইজ্জৎ বাড়াইয়া দেন। তাঁহার মূল্যতত্ত্ব অসম্পূর্ণ হইলেও, পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের লেখকদের অপেক্ষা

তিনি অভিব্যক্তির পথে অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন।

স্মিথের পূর্ব্বে আর্থিক আলোচনা ধন-স্রষ্টা হইতেই আরম্ভ হইত। স্মিথ উৎপাদন সম্বন্ধে বেশী আলোচনা করিলেও ভোক্তার নজর লইয়া আলোচনা সুরু করিয়াছেন। উপভোগ উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য; ভোক্তার স্বার্থ-সাধনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততখানি এবং তাহার জন্যই উৎপাদকের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।" (বু ৪, পরি ৮)।

এমন অতি অল্পই আর্থিক চিন্তা আছে যাহার কোন প্রকার আভাষ "ওয়েলথ অব্ নেশান্স"এ পাওয়া যায় না। যেমন, জন-বল-তত্ত্বের কথা। স্মিথ্ এ বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু বিস্তৃত আলোচনা করেন নাই। তুর্গো এবং স্মিথ্ উভয়েই শ্রমিক-শ্রেণীর মজুরীর উপর জন-বল-আধিক্যের ফলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই সমস্যাটীর আলোচনা করেন নাই। ম্যালথাস আসিয়া বিস্তৃতভাবে এই আলোচনা সুরু করেন।

ইংল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে "ওয়েলথ্ অব্ নেশান্সের প্রভাবের কথা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। ক্রমশঃ জার্ম্মাণিতেও ইহা প্রবেশলাভ করে; তথায় এই চিন্তাধারার প্রতি ঝোঁককে "স্মিথিয়ানিশ্মাস্" নামে অভিহিত করা হইত।

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শীল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

পৌষ—১৩৩৫ ৩য় বর্ষ—৯ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি ॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে ;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

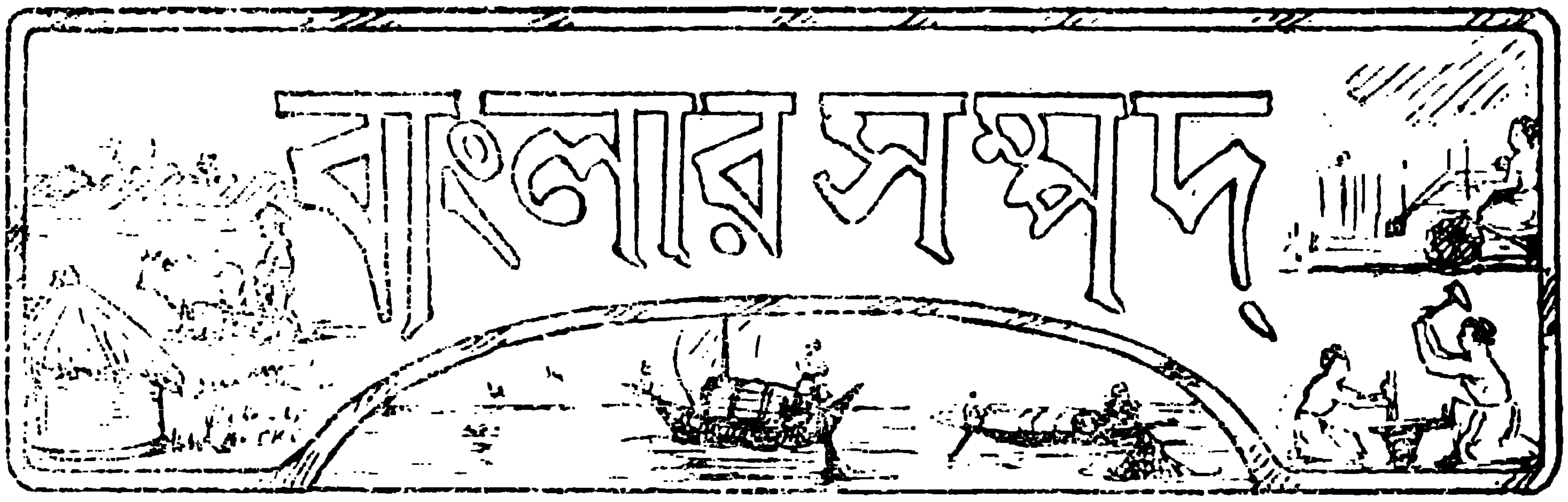

আবর্জ্জনার সদ্ব্যবহার

আমাদের দেশের কয়েকটী সাধারণ পরিত্যক্ত উদ্ভিদ্-জাত দ্রব্যের নাম করা যাইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে দু'একটী উৎপন্ন দ্রব্যেরও নাম করা গেল।—

(১) নারিকেল-ছোবড়া, খোলা ও পাতা—পাপোষ, বোতাম, ব্যাগ।

(২) তেঁতুল বীজ—কাই, রংএর উপর রসানের কাজ করে ও শাঁস হইতে নকুলদানা প্রস্তুত হইতে পারে।

(৩) কলার শুক্‌নো বাল্‌তো—আসন। এই আসন পবিত্র বলিয়া গণ্য। কোন বৃহৎ ভোজে আসনের দরকার হইলে ইহা অপেক্ষা সস্তায় আসন পাওয়া যাইবে না।

(৪) পরিত্যক্ত গরুতে-মাড়াই খড়—ডালা, কলসীর ন্যায় পাত্র রাখিবার বিঁড়া প্রভৃতি।

(৫) তালপাতা—পাখা, ব্যাগ, ঝুড়ি, আসন, সুটকেসের খোলস ইত্যাদি।

(৬) তুলসীগাছ—মালা, এই তুলসীর মালা খুব পবিত্র বলিয়া গণ্য, উচ্চ মূল্যেও বিক্রয় হয়। পল্লীগ্রামে শ্মশানের পাশে বহু তুলসী গাছ অনর্থক নষ্ট হয়।

(৭) মাঠের শুক্‌নো ঘাস—আসন, খেঁস, ঝুড়ি। পল্লীগ্রামে মাঠে মাঠে এক রকম বড় বড় ঘাস জন্মায় ; চাটাই বোনা ছাড়া তথাকার লোকে তাহার আর কোনরূপ ব্যবহার করিতে জানে না।

(৮) কুঁচ ফল।

(৯) পরিত্যক্ত পাট ও পাটকাঠি।

ইহা ছাড়া আরও কয়েকটী সাধারণ আবর্জ্জনা আছে—

(১) বড় মাছের আঁইস—উৎকৃষ্ট মুক্তার পাতের ন্যায় বনমালা প্রস্তুত হয়।

(২) ছেঁড়া কাপড়—ফুল ও বনমালা।

(৩) পুরাতন খবরের কাগজ—খেলনা, পাখা ইত্যাদি।

(৪) দর্জ্জির পরিত্যক্ত রং-বেরংএর কাপড়-টুক্‌রা ইত্যাদি।

ইচ্ছা থাকিলে ও একটু বুদ্ধি খাটাইলে নগণ্য খরচে আবর্জ্জনা হইতেও অনেক দরকারী জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে। সম্প্রতি জার্ম্মাণিতে রাস্তা পরিষ্কার করিবার একপ্রকার কল প্রস্তুত হইয়াছে। রাস্তার সমুদায় ধাতু-আবর্জ্জনা যেমন—লোহার কাঁটা, ভাঙ্গা নাল, ভাঙ্গা মাডগার্ডের টুক্‌রা ইত্যাদি সেই যন্ত্রের সাহায্যে সংগ্রহ হয়। এইরূপ আবর্জ্জনা পুনরায় অন্যান্য অনেক কাজে আসিতেছে। ইহা কেবল শিল্পের দৌলতেই হইতেছে।

সামান্য সামান্য বস্তুর শিল্প যে আমাদের দেশে নাই এমন নহে। পূজার প্রতিমা সাজাইবার জন্য আমাদের দেশের মালাকরগণ কাঠ-স্যাওলা ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ পল্লীগ্রামে ঐগুলি জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কলিকাতার বহুবাজারে একদিন সস্তায় সুন্দর সুন্দর মালা দেখিয়া একখানা কিনিয়াছিলাম। বাসায় আসিয়া খুলিয়া বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, তাহার প্রধান উপাদান ছেঁড়া কাপড়—সেগুলিকে এরারুটের আঠায় ডুবাইয়া শুক্‌না করা হইয়াছে। পরে লম্বা লম্বা করিয়া কাটিয়া, কুচাইয়া ও লাল নীল রং দিয়া বনমালা প্রস্তুত করা হইয়াছে। যে নকুলদানা আমরা এক পয়সায় এক মুঠো পাই সেগুলি সবই বাদামের বলিয়া আমাদের ধারণা আছে। কিন্তু পরীক্ষা করিলে দেখিবেন, সেগুলি অধিকাংশ স্থলে তেঁতুলের বীজ মাত্র। তেঁতুলের বীজকে প্রথম সিদ্ধ করা হয়, পরে বীজের শাঁসগুলিকে লম্বা লম্বা করিয়া কাটিয়া চিনির রসে পাক করা হয়। কাথও খুব কাজের জিনিষ। ইহা রং-ফলান কার্য্যে ডিমের শাদা অংশের বদলে ব্যবহার করা যায়।

শুধু খেলনাতেই বিদেশে অনেক অর্থ যায়। অশিক্ষিত হাতে পড়িয়াও তুচ্ছ বস্তু হইতে যেরূপ কাজের জিনিষ প্রস্তুত হয়, তাহাতে মনে হয় শিক্ষিত হাতে পড়িলে এ শিল্পের আরও উন্নতি হইতে পারে।

(স্বদেশী বাজার)

দি অল ইণ্ডিয়া টি অ্যাণ্ড ট্রেডিং কোং লিমিটেড্

১৯২৭ সনে কোম্পানীর বাগানগুলিতে মোট ৪৪৪২ মণ ৮॥০ সের চা উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ৪৭৫৫/ মণের এষ্টিমেট ছিল। প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুণই এষ্টিমেট অপেক্ষা কম উৎপন্ন হইয়াছিল। উক্ত চায়ের দরুণ মোট ২৭০৭৯৫/৬ পাই মূল্য পাওয়া গিয়াছে। আরও অন্যান্য বাবদ প্রাপ্য সহ ২৭৬৫৯৫।√৮ পাই পাওয়া গিয়াছে। যাবতীয় খরচ বাদে ২১০৪৭৯√৮ পাই বাদে মোট ৬৬১১৯॥ ও পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষের আগত ১৯৬৪১/৩ পাই সহ মোট ৮৫৭৬০॥/১ পাই লাভ দাঁড়াইয়াছে। উক্ত টাকা নিম্নলিখিত উপায়ে খরচ করিতে ডিরেক্টারগণ অনুমোদন করেন।

ডিভিডেণ্ড শতকরা ১২৲ টাকা হিসাবে	৭৮২৯৪৸৬
রিজার্ভ	৭০০০৲
পরবর্ত্তী হিসাবে জমা	৪৬৫৸৯
	৮৫৭৬০॥/৩

মদনপুরের অন্তর্গত রামপুরে এবৎসর ৩০ একর ভূমির আবাদ বাড়ান হইয়াছে এবং তিন বৎসরের মধ্যে আরও ৩০০ একর ভূমির আবাদ বৃদ্ধি করা স্থির করা হইয়াছে। আগামী ১৯২৮ সালের জন্য ৫৩৫৫/০ মণ চা'য়ের এষ্টিমেট ধরা হইয়াছে।

উদ্বর্ত্তপত্র

মূলধন ও দায় :—

মূলধন	২৬৯৪৯২৩৸√
রিজার্ভ	১০০০০৲
দায়	৮৬৯৯৯৸০
লাভ ও ক্ষতি	৮৫৭৬০॥/৩
মোট	৯৪৭৫৮৪।৩

সম্পত্তি ও স্থিতি :—

ব্লক একাউণ্ট	৬৬৬৬০৬॥√৯

অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি	৪৭৭০৩
মজুত চা	৬৩৫৯৮৶৩
"সাস্‌পেন্‌স্‌"	২২৮৵৩
দেনা	২৬৯৯৫৮৶১০
দাদন	৩৯৪৭৯৵৭
খাজনা	৬০০০৲
তহবিল	৯৭২৩০৴১
মোট	৯৪৭৬৮৪।৩

দি বেঙ্গল ডেয়ারী অ্যাণ্ড ক্যাট্‌ল্ ব্রিডিং লিমিটেড্

আমেরিকান্ ও ভারতীয় বিশেষজ্ঞ ডিরেক্টরগণ দ্বারা পরিচালিত :—

হেড্ অফিস্—২১৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বত্বাধিকারী—দি মাদ্‌রাল্ ক্যাটল ফার্ম্ম।

এখনও শেয়ার বিক্রয়ের জন্য উচ্চ কমিশনে কয়েকজন এজেন্ট আবশ্যক।

১৯২৯ খৃঃ আগষ্ট মাসে ডিভিডেণ্ড-বিতরণের সম্ভাবনা।

সত্বর উপরোক্ত ঠিকানায় ম্যানেজিং এজেন্টগণের নিকট আবেদন করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আমাদের কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আপনার দুগ্ধজাত যাবতীয় আবশ্যকীয়ের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার, মাদ্‌রাল ক্যাট্‌ল ফার্ম্ম,
ভায়া নৈহাটী, ই, বি, আর।

দি টিপারা টিম্বার কোম্পানী

নিম্নস্থ বিজ্ঞাপনে আর্থিক বাঙ্‌লার এক চিত্র পাওয়া যাইবে :—

"আমরা পার্ব্বত্য ত্রিপুরা এবং হিমালয়ের শাল গর্জ্জন বা পিমা এবং মৌলমিনের মেসিন-কাটা আসল লোহা, কাঠ জারৈল বহুদিন যাবৎ সুলভ মূল্যে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করিয়া আসিতেছি। এই সকল দ্বারা দালানের বীম বর্গা চৌকাঠ ইত্যাদি এবং ঘর, ও নৌকার যাবতীয় সরঞ্জাম বহুকাল যাবৎ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। বিদেশ হইতে আনীত অপরিহিত এবং অপরীক্ষিত নূতন কাঠ সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট। বর্ত্তমান সময় বাজারে লোহা কাঠ (ব্রহ্মদেশে পিং কাডো) বলিয়া খইর জাম প্রভৃতি নানা প্রকার অল্পদিনস্থায়ী জঙ্গলী কাঠ বিক্রীত হইতেছে। খরিদ্দারের নিকট বিনীত নিবেদন, তাহারা খরিদের পূর্ব্বে বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া খরিদ করিবেন।

শ্রীবিজয়লাল বন্দ্যোপাধ্যায়,
ম্যানেজার, দি টিপারা টিম্বার কোম্পানী, কুমিল্লা

পাটের বাজারে ফড়িয়া

কংগ্রেস কমিটিতে এরূপ এক প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে যে, এদেশে অত্যধিক পরিমাণে পাট উৎপন্ন হইয়া পাটের দর কমিয়া গিয়াছে এবং তদ্দরুণ কৃষকদিগের অনেক ক্ষতি হইতেছে। কাজেই ইহার প্রতীকার করিতে হইলে পাটের চাষ কমাইয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই। বাস্তবিক পক্ষে কংগ্রেস কমিটির এরূপ মত অভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, পাটের চাষ কমাইয়া দিলে পাটের মূল্য বাড়িতে পারে সত্য কিন্তু পাট উৎপাদনকারী ও পাট ক্রেতা এই উভয়ের মধ্যে এমন একজন আছে যে, বুদ্ধির কৌশলে বিনা পরিশ্রমে উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্য দিয়া কিছু টাকা নিজস্ব করিয়া লয়। তাহারা বীজ-বপনের সময় পাটের দাম এত বাড়াইয়া তোলে যে কৃষকগণ তাহাতে প্রলুব্ধ হইয়া তাহাদের প্রায় সমুদায় জমিতেই পাট বপন করে। কিন্তু যখনই আবার পাট কাটিয়া বাজারে আমদানি করে তখনই পাটের দর খুব কমাইয়া দেয়। তাহাদের মারফতেই কলওয়ালা কিংবা অন্য ক্রেতাগণ পাট খরিদ করে বলিয়া কৃষকগণ পাটের যে দর পায় সেই দর মধ্যবর্ত্তী লোক অর্থাৎ ফড়িয়াদের হাতে। সুতরাং পাটের দর বাড়িয়া যতই হউক না কেন, কৃষকগণের তাহাতে বিশেষ কোন লাভ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলেই তাহার আভাস পাওয়া যাইবে।

সন	বস্তা	বাজার দর প্রতিবস্তার মূল্য
১৯২২	৪,২৩৩,৮২৮	৯০ টাকা হইতে ৭৫ টাকা
১৯২৩	৬,৯৯৫,৮০৭	৭০৲ „ „ ৪৩৲ „
		৪৩৲ „ „ ৬০৲ „
১৯২৪	৮,০৪৪,৮৯২	৫৫৲ „ „ ৯০৲ „
১৯২৫	৭,৮৫১,৩৪৮	৭৫৲ „ „ ১৪০৲ „
১৯২৬	১০,৮৮৮,৯০০	৮০৲ „ „ ৯০৲ „
		৯০৲ „ „ ৫৫৲ „
১৯২৭	১০,২২৯,৭০০	৫৫৲ „ „ ৭০৲ „

উপরি উক্ত তালিকা দৃষ্টে দেখা যায় ১৯২২ সালে যখন স্বর্গীয় দেশবন্ধু দাস পাটের চাষ কমাইবার চেষ্টা করিতে-ছিলেন, তখন তাঁহার চেষ্টায় দেশে পাটের চাষ কমিয়াছিল বটে; কিন্তু সেই পরিমাণে মূল্য বৃদ্ধি পায় নাই। অধিকন্তু ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাটের দর কমিয়া ৯০৲ টাকা ৪৩৲ টাকা এবং ১৯২৫ সালে বাড়িয়া ৪৩৲ টাকা ১৪০৲ টাকা হইয়াছিল।

দরের অনিশ্চয়তার দরুণ কৃষকগণ আশায় প্রলুব্ধ হইয়া পাটের চাষ কমাইতে চায় না। ফলে লাভবান না হইয়া বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এদিকে কিন্তু জমিদারগণ ও মহাজনগণ আপন আপন প্রাপ্য আদায়ের জন্য এত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করে যে, কৃষকগণ বাধ্য হইয়া দরের দিকে না তাকাইয়া যাহা পায় তাহাতেই বিক্রয় করিয়া জমিদারের খাজনা ও মহাজনের পাওনা শোধ করে এবং ঋণ শোধের পর কপর্দ্দকশূন্য হইয়া পড়ে। শেষে আবার খাওয়া পড়ার খরচের জন্য ঋণ করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে ঋণের মাত্রা না কমিয়া বরং বাড়িয়াই চলিতে থাকে। ফড়িয়া ওজন সম্বন্ধেও গোলমাল করিয়া থাকে। ফড়িয়াগণ কৃষকগণের নিকট হইতে একমণের উপর আরও ৫।৬ সের বেশী আদায় করিয়া থাকে। ইহাতে যেই দরে খরিদ করে সেই দরে বিক্রয় করিলেও ফড়িয়াদের যথেষ্ট লাভ হয়। কিন্তু তাহারা মূল খরিদ্দারদিগকে প্রকৃত ওজন অপেক্ষাও কম দিয়া থাকে এবং যেই দরে তাহাদিগকে মাল দেওয়ার কথা থাকে উহা অপেক্ষা অনেক কম দরে মাল খরিদ করিয়া থাকে। ইহাতে ফড়িয়াগণ যথেষ্ট লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যায়, মূল খরিদ্দারগণ উপযুক্ত মূল্য দিয়া পাট খরিদ করে সত্য, কিন্তু কৃষকগণ প্রকৃত মূল্য হইতে অনেক কম পাইয়া থাকে। কাজেই যে পর্য্যন্ত কলওয়ালারা নিজে কৃষকগণের নিকট হইতে পাট খরিদ না করিবে, সে পর্য্যন্ত কৃষকগণের লাভের সম্ভাবনা মোটেই নাই।

(বাণিজ্যবার্ত্তা)

পল্লীমঙ্গল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

১৩৩৩ সনে কোম্পানীর সর্ব্বপ্রকার আয়ের পরিমাণ মোট মং ৬১৫৯৮৶০ আনা। কোম্পানী পরিচালনার খরচ ও সর্ব্বপ্রকার আমানতি টাকার সুদ ইত্যাদি বাদে মং ১৬৮১৸০ আনা নেট্ লভ্য হইয়াছে। উক্ত টাকা হইতে মং ৬৭৪৶০ আনা রিজার্ভ ফণ্ডে নিয়া মং ১৫৭।৴০ আনা আয় করের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে এবং প্রাথমিক ব্যয় বাবদ মং ১০০৲ টাকা কর্ত্তন করিয়া মং ৭৫০৲ টাকা লভ্যাংশ বিতরণের জন্য রাখা হইয়াছে।

গত বৎসর ব্যাঙ্কের সর্ব্বপ্রকার আমানতি টাকার পরিমাণ মং ১১৯৩৭৲ ছিল; আলোচ্য বর্ষে উহা মং ৪৫০১৫৲ টাকায় পরিণত হইয়াছে। কুমিল্লার স্থানীয় ব্যাঙ্কসমূহ আবশ্যকমত ও কর্জ্জ দিয়া আমাদের প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ঢাকা, কলিকাতা, আঠার-বাড়ী ও শান্তিনিকেতন হইতে আমানত পাওয়া গিয়াছে।

স্থানীয় অন্যান্য মহাজন হইতে অনেক অল্প সুদে টাকা লগ্নি করা হইতেছে। এইজন্য স্থানীয় লোকের মধ্যে ব্যাঙ্কের কার্য্য দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে।

সাধারণ রিজার্ভে ও আয়কর রিজার্ভ ফণ্ডে টাকা রাখিয়া আলোচ্য বর্ষে শতকরা মং ৭॥০ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়ার প্রস্তাব করা যাইতেছে।

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর ব্যক্ত মূলধন মং ৫০,০০০৲ টাকা হইতে বাড়াইয়া মং ২৫০০০০৲ করা হইয়াছে। মোট ৫০,০০০৲ টাকার অংশ বিক্রয় করা হইয়াছে।

মূলধন ও দায়

রেজিষ্ট্রীকৃত মূলধন		
২৫,০০০ অংশ, প্রতি অংশ		
১০৲ টাকা হিসাবে	২৫০,০০০৲	
বিলিকৃত ও গৃহীত মূলধন		
২৫০০ অংশ, প্রতি অংশ ১০৲		
টাকা হিসাবে	২৫০০০৲	
প্রাপ্ত মূলধন		
২৫০০ অংশ, প্রতি অংশ ৪৲		
টাকা হিসাবে প্রাপ্ত		১০,০০০৲
সাধারণ রিজার্ভ		১,৩৩৩৵৩
ইন্‌কাম ট্যাক্স রিজার্ভ		২৮৬৵০
ডিভিডেণ্ড—রিজার্ভ		৭৫১॥৶৯
আমানত ও কর্জ্জ		
স্থির আমানত	৪০,০৭৫৲	
প্রভিডেণ্ড	৩১৩৫৲	
চলতি হিসাব	২৯৯৲	
ওভার ড্রাফ্‌ট্‌	১৫০৬৲	৪৫০১৫৲
	———	৪৫০১৫৲
আমানতের সুদ বাকী	৩৮৯।৵০	
বেতন ও পারিশ্রমিক বাকী	৩০০৲	
বন্দুকের মূল্য দেনা	৭৫৲	
	———	৭৬৪।৵০
আয় ব্যয়ের হিসাব		
আলোচ্য বর্ষের নেট্‌ লভ্য ১৬৮১৸০		
বাদ প্রাথমিক ব্যয় কর্ত্তন ১০০৲		
„ ইন্‌কাম ট্যাক্স রিজার্ভ ১৫৭॥৴০		
„ সাধারণ রিজার্ভ ৬৭৮৶০		
„ ১৩৩৪ বাংলার ডিভিডেণ্ডের		
জন্য রক্ষিত— ৭৫০ ১৬৮৸০		

সম্পত্তি ও স্থিত

প্রাথমিক ব্যয় গত বৎসরের	১০০৲	
আলোচ্য বর্ষের	১৩২৸০	
	———	১৩২৸০
	২৩২৸০	
বাদ কর্ত্তন	১০০৲	
	———	১৩২৸০
আসবাব (খরিদ মূল্য)	৬৬।৵০	
বাদ ক্ষয়জনিত মূল্য হ্রাস	৬৲৬	৬০।৴৬
বন্দুক (খরিদ মূল্য)		৩০২৸৴০
লগ্নী		
যাহা পাইবার সম্ভাবনা আছে ও		
যাহার জন্য ব্যাঙ্কের নিকট		
প্রতিভূপত্র আছে—		
রেহাণ মূলে।	৭৯৩৫৲	
যাহা পাইবার সম্ভাবনা আছে		
কিন্তু দায়িকের নিজ দায়িত্ব		
ব্যতীত অন্য কোনও প্রতিভূ নাই		
খোলা খত ও হ্যাণ্ডনোট মূলে	৪০,২৩৩৸৶৬	
উপরি উক্ত লগ্নি মধ্যে ডিরেক্টার ও		
কর্ম্মচারিগণের নিকট প্রাপ্য		
আসল—৩০৫০৲, সুদ—১৩৮৶৩	———	৪৮,১৬৮৸৵৬
লগ্নীর প্রাপ্য সুদ (বাকী)		২৭৮॥৴০
নগদ তহবিল—		৬৭০৩।০
		———
		মোট—৫৮১৫০॥৵০

আয়

লগ্নির সুদ		
পাওয়া গিয়াছে	৪১৯২॥৵০	
৩১।১২।৩৪ পর্য্যন্ত বাকী	২৭৮২॥৴০	
	———	
	৬৯৭৫৶০	
বাদ ৩০।১২।৩৩ পর্য্যন্ত		
বাকী ছিল	৮১৫।০	৬১৫৯৸৶০
		———
		মোট—৬১৫৯৸৶০

এক বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব

ব্যয়

আমানত ও কর্জ্জের সুদ		
দেওয়া হইয়াছে	২৮৪৮।৵৩	

৩১।১২।৩৪ পর্য্যন্ত দিতে বাকী আছে	৩৮৯।৶০	
	৩২৩৭৸৩	
বাদ ৩০।১২।৩৩ পর্য্যন্ত বাকী ছিল	২১৷৷৵০	৩২১৬/৩
বেতন ও পারিশ্রমিক	৮৮৬৷৷৵০	
কাগজ ষ্টেশনারী ও ছাপা খরচ	১০৪৸৵৩	
ডাক খরচ	৬৮৵০	
যাতায়াত	১২২।/০	
বাজে খরচ	৭৩৸৵০	
আসবাবের ক্ষয়-জনিত মূল্য হ্রাস	১০% হারে ৬৩	১২৬২/৯
আলোচ্য বর্ষের নিট্ লভ্য		১৬৮১৸০
		মোট—৬১৫৯৸০

মাছের ব্যবসা

অধিকাংশ ধনী লোকেরাই চিংড়ি মাছকে ঘৃণা করে, ইহা মেরুদণ্ডহীন প্রাণী ও ইহার দেহের খোলা বহু খণ্ডে বিভক্ত। ইহার খোলা এমনভাবে জোড়া যে উহা ইচ্ছামত খোলা গুটাইতে ও প্রসারিত করিতে পারে। ইহা দেখিতে অনেকটা পোকার মত। কুঁচো, ঘুসো, বাগদা ও গলদা প্রভৃতি নানা জাতীয় চিংড়ি বঙ্গদেশের বিল, ঝিল, পুকুর, খাল, নদী ও সমুদ্রে পাওয়া যায়। এই দেশে ইহার ব্যবসা খুব লাভজনক। গলদা চিংড়ি ৪ ইঞ্চির উপর লম্বা হয়। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী খাল, বিল ও যেখানকার জল কিছু লবণাক্ত তাহাতে ও সমুদ্র খাড়িতে এক প্রকার চিংড়ি জন্মে। উহাই কলিকাতার বাজারে বেশী আমদানি হয় এবং বাগ্‌দা নামে পরিচিত। যমুনার মত নদীতে মে ও জুন মাসে দেখা যায় নদীর কুলের বালিতে চিংড়ি মাছ চলিতে থাকে। সুতরাং ঐ সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে চিংড়ি মাছ ধরা হয়।

কাঁকড়া সাধারণতঃ দুই জাতীয় দেখা যায়। বিল, খাল ইত্যাদিতে যে কাঁকড়া পাওয়া যায় সেগুলি ক্ষুদ্র-জাতীয় ও সমুদ্রে ও সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী নদীতে খুব বড় জাতীয় কাঁকড়া পাওয়া যায়। ঐ জাতীয় কাঁকড়া কলিকতার বাজারে প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয়।

চিংড়ি মাছের শরীরের রং ঈষৎ পীত ও নীলাভ এবং পাগুলি নীলাভ। কাঁকড়া সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই প্রাণী বড় নিরীহ নহে। তত্রত্য কৃষকেরা তাহাদের জমি সমুদ্রের লোণা জল হইতে রক্ষা করিবার জন্য উচু বাঁধ দিয়া থাকে। কিন্তু কাঁকড়াগুলি দলবদ্ধ হইয়া একরাত্রির মধ্যেই বাঁধের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেয়। সেই জন্য তাহাদিগকে বাঁধে পাহারা দিতে হয়। সুন্দরবন হইতেও শীতকালে প্রচুর পরিমাণে কাঁকড়া কলিকাতার বাজারে আমদানি করা হইয়া থাকে। এ দেশীয়েরা গুরুপাক বলিয়া ইহার আদর করে না। কাজেই ইহা প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয় না। কিন্তু সাহেবদের মধ্যেও অনেকে কাঁকড়া খাইয়া থাকে। বাংলার প্রায় প্রত্যেক জিলায়ই কিছু না কিছু চিংড়ি আছেই। খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, গোয়ালন্দ ও নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রচুর পরিমাণে চিংড়ি কলিকাতায় আমদানি হয়। যে যে স্থানে টাটকা চিংড়ি না পাওয়া যায় সেই সেই স্থানে শুট্‌কী চিংড়ি আমদানি হয়। সুন্দরবন অঞ্চলেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে চিংড়ি পাওয়া যায়। নদীর ৪।৫ হাত গভীর জলেই চিংড়ি মাছ থাকে। মাদারীপুরের সিলাই নদীতে খুব বড় চিংড়ি ধরা হয়। পদ্মা, শীতলক্ষা ও বুড়ি-গঙ্গায় খোয়া জাল এবং যশোহর, গোয়ালন্দ ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে চিংড়ি ধরার জন্য ডড্, সরিঙ্গা, ঝম্‌টি এবং বজাটি জাল প্রচলিত আছে। অনেক স্থানেই চিংড়ি বিকাল বেলায় ধরা হয়। কিন্তু ফরিদপুরে রাত্রি ১০টায় বাশল জাল দিয়া চিংড়ি মাছ ধরা হয়। ফরিদপুরের দক্ষিণে ২৫ মাইল ব্যাপী একটি বিল আছে। তাহাতে প্রচুর পরিমাণে চিংড়ি পাওয়া যায়। কুয়াসার দিনে প্রচুর পরিমাণে চিংড়ি জলের উপর ভাসে। তখন ধরা খুব সহজ হয়। যদিও সুন্দরবন হইতে কলিকাতায় প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয়, তথাপি ঐ অঞ্চলে আরও এত জায়গা আছে

য়, ইহা অপেক্ষা আরও অনেক বেশী পরিমাণ চিংড়ি আমদানি হইতে পারে। চিল্কা হ্রদেও প্রচুর পরিমাণে চিংড়ি মাছ জন্মে এবং ঐ স্থান হইতে বাংলা দেশেও কিছু কিছু আমদানি হইয়া থাকে। আবার কতক শুকাইয়া শুটকী করা হয়। সুন্দর বন হইতে বৎসরে প্রায় ৭৫০০০ মণ চিংড়ি ধরা হইয়া থাকে। বাংলায় যত চিংড়ি ধরা হয় তাহার পরিমাণ ১ লক্ষ মণের কম হইবে না। চিল্কা হ্রদেও প্রায় ১০০০০ মণ চিংড়ি ধরা হইয়া থাকে। দূরে পাঠাইবার অসুবিধার দরুণও সকল স্থান হইতে যে কোন স্থানে পাঠান যায় না। ইহা বরফ দিয়া ১০০০ মাইল দূর পর্য্যন্ত পাঠান যায়। কিন্তু যেখানে নৌকায় পাঠাইতে হয়, সেখানে বরফ দিয়া পাঠান অসুবিধাজনক। (বাণিজ্যবার্ত্তা)

আর্থিক বাঙলার সমাজ-কথা

বিগত সেন্সাস্ রিপোর্টে দেখা যায় বাংলার মোট জনসংখ্যা ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ ৯২ হাজার। ইহার মধ্যে হিন্দু-সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা নিম্নলিখিত রূপ—

১।	হিন্দু	(সনাতনী)	২ কোটি ৮ লক্ষ ৯ হাজার
২।	,,	ব্রাহ্ম	৩২৮৪
৩।	,,	শিখ	২৩৮০
৪।	,,	জৈন	১৩৩৬৯
৫।	,,	বৌদ্ধ	২ লক্ষ ৭৫ হাজার

ইহার মধ্যে সনাতনী হিন্দু সম্প্রদায় নানা জাতিতে বিভক্ত এবং এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ তাহাদের সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাইবে। বাঙ্গালী হিন্দুর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন-সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ (এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাম সংখ্যার গুরুত্ব অনুসারে দেওয়া হইল):—

১।	মাহিষ্য বা চাষী কৈবর্ত্ত	২২	লক্ষ	৬ হাজার
২।	নমঃশূদ্র	২০	লক্ষ	৪ হাজার
৩।	রাজবংশী	১৬	লক্ষ	৬৩ হাজার
৪।	ব্রাহ্মণ	১৩	,,	১৪ হাজার
৫।	কায়স্থ	১২	,,	৯৫ হাজার
৬।	বাগ্দী	৮	,,	৮৬ হাজার
৭।	গোয়ালা	৫	,,	৮২ হাজার
৮।	পোদ	৫	লক্ষ	৭৫ হাজার
৯।	সাঁওতাল (প্রেতোপাসক)	৫	লক্ষ	৫২ হাজার
১০।	সদ্গোপ	৫	,,	৩৩ হাজার
১১।	নাপিত	৪	,,	৪৪ হাজার
১২।	মুচী	৪	,,	১৭ হাজার
১৩।	তেলী	৩	,,	৯৫ হাজার
১৪।	জালিয়া কৈবর্ত্ত	৩	,,	৮৩ হাজার
১৫।	বৈষ্ণব	৩	,,	৭৭ হাজার
১৬।	যুগী	৩	,,	৬৫ হাজার
১৭।	সাহা	৩	,,	৫৮ হাজার
১৮।	তাঁতি	৩	,,	১৮ হাজার
১৯।	বাউরী	৩	,,	৩ হাজার
২০।	কুমার	২	,,	৮৪ হাজার
২১।	কামার	২	,,	৫৬ হাজার
২২।	ধোপা	২	,,	২৭ হাজার
২৩।	মালো	২	,,	২১ হাজার
২৪।	বারুই	১	,,	৮৫ হাজার
২৫।	কুর্ম্মী	১	,,	৭৯ হাজার
২৬।	তিয়ার	১	,,	৭৫ হাজার
২৭।	সূত্রধর	১	,,	৬৮ হাজার
২৮।	সাওতাল হিন্দু	১	,,	৫৮ হাজার
২৯।	কাপালী	১	,,	৫৮ হাজার
৩০।	ডোম	১	,,	৪৭ হাজার
৩১।	চামার	১	,,	৪৫ হাজার
৩২।	হাঁড়ী	১	,,	৪৩ হাজার
৩৩।	গন্ধ-বণিক	১	,,	৩৯ হাজার
৩৪।	কোচ	১	,,	৩১ হাজার
৩৫।	কাহার	১	,,	২০ হাজার
৩৬।	ময়রা	১	,,	২০ হাজার
৩৭।	ত্রিপুরা	১	,,	২০ হাজার
৩৮।	মাল	১	,,	১৭ হাজার
৩৯।	সুবর্ণবণিক্	১	,,	১৬ হাজার
৪০।	বৈদ্য	১	,,	২ হাজার

(হাজারের কম সংখ্যা দেখান হইল না)

উপরি উক্ত বিবরণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য :—

(১) বাংলার হিন্দু-সমাজের জলাচরণীয় জাতির (ব্রাহ্মণ বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি) সংখ্যার তুলনায় অস্পৃশ্য জাতির সংখ্যা অনেক বেশী, মাত্র ২৭ লক্ষ ১১ হাজার লোকে প্রায় দুই কোটি হিন্দুকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে। কি প্রকারে এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভব হইল তাহা বিশেষ করিয়া চিন্তা করিবার বিষয়। এই কারণের মধ্যেই অল্পসংখ্যক পাঠান ও মোগল সৈন্য কর্তৃক ভারত বিজয় ও বর্ত্তমান যুগে মুষ্টিমেয় ইংরেজ কর্তৃক ভারত অধিকার ও শাসনের প্রধান রহস্যও নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে।

(২) মাহিষ্য, রাজবংশী, নমঃশূদ্র প্রভৃতি সম্প্রদায় সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলেও অনুন্নত বিধায় বাংলার হিন্দু সমাজে তাহাদের কোন প্রতিপত্তি নাই। অনুন্নত সম্প্রদায়গুলিকে এই কারণগুলি খুব ভাল করিয়া তলাইয়া বুঝিতে হইবে।

(৩) উপরে যে ৪০টী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে তন্মধ্যে বৈদ্যদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম। বাংলা দেশের প্রতি ৫০০ শত হিন্দুর মধ্যে গড়ে মাত্র ১ জন বৈদ্য। অথচ বাংলার শিক্ষা, রাজনীতি ও সামাজিক আন্দোলনের ব্যাপারে তাহাদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। একমাত্র শিক্ষা-বহুলতার দ্বারাই ইহা সম্ভব হইয়াছে। মাহিষ্য, নমঃশূদ্র ও রাজবংশী প্রভৃতি অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে যে দিন কেশব সেন, চিত্তরঞ্জন, নবীন সেনের মত লোক বাহির হইবে সেদিন ঐ সকল সম্প্রদায়ও বাংলার হিন্দুসমাজে সম্মানজনক স্থান পাইবে, বাংলার হিন্দুসমাজের শক্তি শতগুণ বর্দ্ধিত হইবে।

তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়

বাংলার বিভিন্ন জেলায় মোট লোক-সংখ্যার অনুপাতে (প্রতি হাজারে) ভদ্রলোকের সংখ্যা কত তাহা নিম্নে দেখান হইল :—

(১) বর্দ্ধমান ৯৭, (২) বীরভূম ৫৯, (৩) বাঁকুড়া ১১৫, (৪) মেদিনীপুর ৫৭, (৫) হুগলী ৯২, (৬) হাবড়া ১০০, (৭) চব্বিশপরগণা ৬২, (৮) কলিকাতা ২৬৩, (৯) নদীয়া ৫৮, (১০) মুর্শিদাবাদ ৪০, (১১) যশোহর ৫২, (১২) খুলনা ৫৮, (১৩) রাজসাহী ১৮, (১৪) দিনাজপুর ১১, (১৫) জলপাইগুড়ি ১৪, (১৬) দার্জ্জিলিং ৩৪, (১৭) রংপুর ১২, (১৮) বগুড়া ২০, (১৯) পাবনা ৩৯, (২০) মালদহ ১৩, (২১) কুচবিহার ১৭, (২২) ঢাকা ৬৮, (২৩) মৈমনসিং ৬৬, (২৪) ফরিদপুর ৬২, (২৫) বাখরগঞ্জ ৭৪, (২৬) ত্রিপুরা ৫৫, (২৭) নোয়াখালি ৫৪, (২৮) চট্টগ্রাম ৯৫, (২৯) পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ৬৭, (৩১) পার্ব্বত্য-ত্রিপুরা ৩১।

এক্ষণে বাংলার বিভিন্ন জেলার প্রতি হাজার লোক-সংখ্যার অনুপাতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক-সংখ্যা কত এবং উহা প্রধানতঃ কোন কোন জাতির দ্বারা গঠিত তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে—

	জেলা	প্রতি হাজারে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সংখ্যা	সম্প্রদায়ের নাম
১।	বর্দ্ধমান	৪০৬	বাগ্দী, বাউরী।
২।	বীরভূম	৪০৭	বাগ্দী, সাঁওতাল, মুচী, বাউরী, মাল ও ডোম।
৩।	বাঁকুড়া	৪২৬	সাঁওতাল, বাউরী, বাগ্দী, লোহার।
৪।	মেদিনীপুর	৫৯৮	চাষী কৈবর্ত্ত, সাঁওতাল, বাগ্দী, কুর্ম্মী।
৫।	হুগলী	৪৪৮	চাষী কৈবর্ত্ত, বাগ্দী, সাঁওতাল।
৬।	হাবড়া	৪৬৯	চাষী কৈবর্ত্ত, বাগ্দী, পোদ, তিয়াল।
৭।	চব্বিশ পরগণা	৪১৯	পোদ, চাষী কৈবর্ত্ত, বাগ্দী, তিয়াল।
৮।	কলিকাতা	১১৩	চামার, মুচী, চাষী কৈবর্ত্ত।

জেলা	প্রতি হাজারে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সংখ্যা	সম্প্রদায়ের নাম
৯। নদীয়া	১৮৬	চাষী কৈবর্ত্ত, চামার, নমঃশূদ্র।
১০। মুর্শীদাবাদ	২১৮	চাষী কৈবর্ত্ত, চামার, মুচী।
১১। যশোহর	২০৮	নমঃশূদ্র, চামার, মুচী।
১২। খুলনা	৩৩৩	নমঃশূদ্র, পোদ।
১৩। রাজসাহী	১৩৭	চাষী কৈবর্ত্ত।
১৪। দিনাজপুর	৪১৯	রাজবংশী, সাওতাল, কোচ।
১৫। জলপাইগুড়ী	৫৫৯	রাজবংশী, ওরাওঁ, সাওতাল।
১৬। রংপুর	২৪১	রাজবংশী।
১৭। বগুড়া	৯৬	রাজবংশী, কোচ।
১৮। পাবনা	১০৫	নমঃশূদ্র, মালো।
১৯। মালদহ	১৯৮	সাওতাল, রাজবংশী।
২০। কুচবিহার	৫৮৬	রাজবংশী।
২১। ঢাকা	১৪৩	নমঃশূদ্র, জালিয়া কৈবর্ত্ত।
২২। ময়মনসিংহ	১১৯	নমঃশূদ্র, চাষী কৈবর্ত্ত, জালিয়া কৈবর্ত্ত।
২৩। ফরিদপুর	২২০	নমঃশূদ্র।
২৪। বাখরগঞ্জ	১৪২	নমঃশূদ্র।
২৫। ত্রিপুরা	৮৬	নমঃশূদ্র, জালিয়া কৈবর্ত্ত।
২৬। নোয়াখালী	৫৪	নমঃশূদ্র, চাষী কৈবর্ত্ত।
২৭। চট্টগ্রাম	২৯	নমঃশূদ্র।

উপরি উক্ত বিবরণ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গেই অনুন্নত সম্প্রদায়ের হিন্দু জাতির সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে বিশেষতঃ শেষোক্ত বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা কম। ঢাকায় মুসলমান রাজধানী বহুদিন পর্য্যন্ত ছিল। চট্টগ্রামেও মুসলমান রাজত্বের সময়ে আরব জলদস্যু ও আরব দেশীয় ব্যবসায়িগণের আগমন হয়। সে সময়ে হিন্দুর অনুন্নত সম্প্রদায়ের বহুলোক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ইংরেজ আমলেও বাংলা দেশের যে সকল লোক খৃষ্টান হইয়াছে তাহার শতকরা ৯০ জনের অধিক বোধ হয় অনুন্নত সম্প্রদায় হইতে। ইহাদের মধ্যে প্রখরভাবে শিক্ষা বিস্তার, কুটীর শিল্পের প্রচলন, মদ্যপান ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতে হইবে।

উত্তর বঙ্গের অনুন্নত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই রাজবংশী ও কোচ। আমাদের সামাজিক নির্য্যাতনের ফলে দলে দলে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া ইহারাই মুসলমান সমাজের পুষ্টি-সাধন করিয়াছে। চা বাগানের উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ীতে বহু ওরাওঁ ও সাওতালের আগমন হইয়াছে। আসামের চা বাগানে লক্ষ লক্ষ সাওতাল, মুণ্ডা, উড়িয়া গোরক্ষপুরী ও মাদ্রাজী জাতি মিলিয়া অদ্ভুত মিশ্র ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। বাংলাদেশেও প্রেতোপাসক ৫॥০ লক্ষ সাওতাল বাস করিতেছে। ইহাদের সহস্র সহস্র লোক প্রতি বৎসর খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে।

শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত
(হিন্দু মিশন)

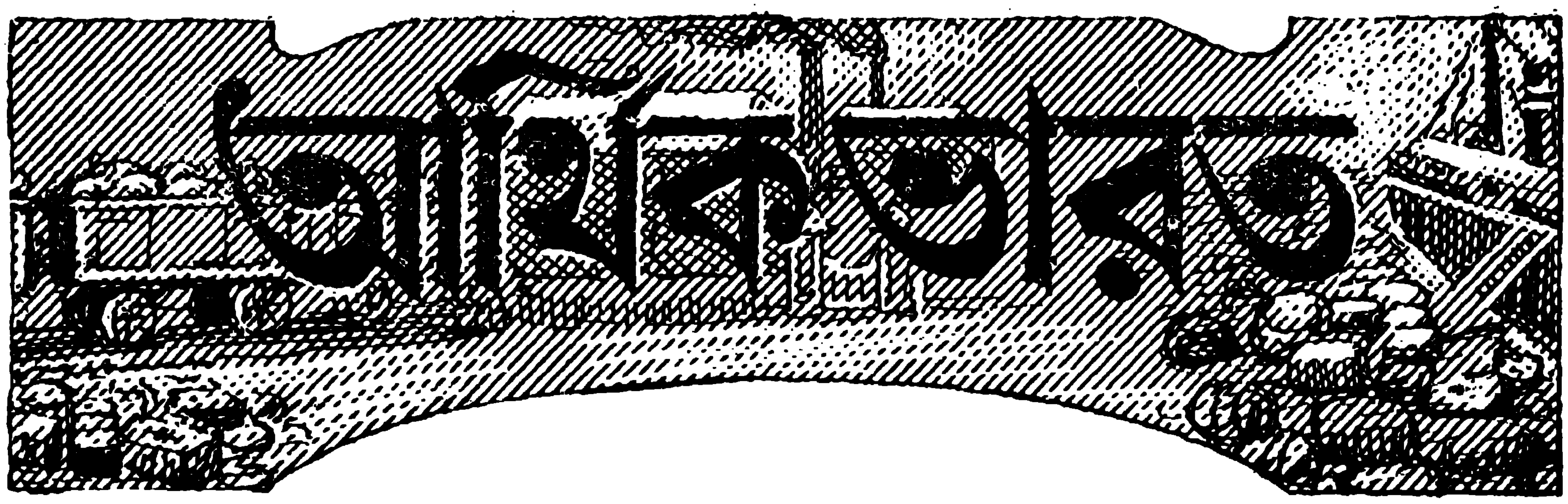

১৯২৬-২৭ সনে ভারতের সাধারণ স্বাস্থ্য

ভারতের সকল প্রকার সংক্রামক রোগের মধ্যে কলেরাই প্রধান। ১৯২৬ সনে কেবল বাংলা দেশেই ৫৯,০০০ জন লোক কলেরায় মারা পড়ে। কলেরা নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের বন্দোবস্ত করা। প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ একটি করিয়া পাকা কূপ খনন করা হইলে কলেরা অনেক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক গ্রামে একটী করিয়া কূপ খনন করার খরচ সামান্য নয়। জল-সরবরাহের জন্য প্রত্যেক প্রদেশের স্বাস্থ্য বোর্ড বর্ত্তমানে যত টাকা খরচ করিতেছেন, তাহাতে প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া কূপ খনন করিতে ৬০০ বৎসর লাগিবে।

১৯২৬ সনে বৃটিশ ভারতে ১ লক্ষ ৯৬ হাজার জন প্লেগে মরিয়াছিল। পাঞ্জাবে মরিয়াছিল ১ লক্ষ ৮ হাজার জন এবং যুক্ত প্রদেশে মরিয়াছিল ৫৭ হাজার জন। প্লেগ-দমনের জন্য দুইটি উপায়ের সাহায্য লওয়া হইয়াছিল—টিকা দেওয়া ও ইঁদুর ধ্বংস করা। প্লেগ-বহুল স্থানের সমস্ত বাড়ী ও মালগুদামগুলা 'র‍্যাট-প্রুফ' করিয়া প্রস্তুত করা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় হইলেও সম্ভব হয় নাই।

ভারতের সকল প্রকার রোগ ও মৃত্যুর প্রধান কারণ ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া দমনের প্রধান উপায় হইতেছে পুষ্টিকর খাদ্যের সাহায্যে রোগের সহিত যুঝিবার শক্তি অর্জ্জন করা। ভারতীয়েরা বাছিয়া বাছিয়া পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে না বলিয়াই তাহাদের শরীর এত দুর্ব্বল এবং রোগের সহিত যুঝিবার শক্তি এত অল্প।

ভারতের প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলা রোগের সহিত যুদ্ধ চালাইতেছে। এই যুদ্ধে চরের কাজ করিতেছে গবেষণা বিভাগটী। এই বিভাগটী রোগ-নিবারণের নানা তথ্য ইতি-মধ্যে বাহির করিয়াছে। গবেষণার সাহায্যে ভারতের প্রধান পাঁচটি রোগের (ম্যালেরিয়া, প্লেগ, বসন্ত, কলেরা, কালাজ্বর) প্রাকৃতিক ইতিহাস বাহির করা হইয়াছে। তাহাতে এই রোগগুলা নিবারণ করিতে যথেষ্ট সুবিধা হইবে। অর্থের অভাব বা ইচ্ছার অভাব—এই দুইটি কারণের কোন একটির জন্য এ পর্য্যন্ত যে জ্ঞান অর্জ্জিত হইয়াছে তাহা কাজে লাগানো যাইতেছে না। রোগ-নিবারণের উপায়গুলা যখন বাহির হইয়াছে তখন যেরূপেই হউক আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ করিতেই হইবে—দেশের লোকে যখন ইহা জোর করিয়া দাবী করিবেন তখনই রোগ-নিবারণ সম্ভব হইবে।

১৯২৬ সনে ভারতের মৃত্যুর হার ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের মৃত্যু-হারের ২⅓ গুণ ছিল। শিশু-মৃত্যুর হার ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের মৃত্যু-হারের ২⅔ গুণ ছিল। ভারতে ৫ ও ২০ বৎসরে জীবনের আশা যথাক্রমে ৩৫ ও ২৭ বৎসর—বিলাতে যথাক্রমে ৫৪ ও ৪১ বৎসর।

১৯২৬ সনে শিশু-মৃত্যুর হার ছিল হাজারে ১৮৯; কোন কোন সহরে এক বৎসর বা তন্নিম্ন বয়স্ক শিশুদের অর্দ্ধেকই মারা পড়িয়াছিল। জননীদের স্বাস্থ্যাভাব ও জনসাধারণের দুঃখময় গার্হস্থ্য জীবন শিশু-মৃত্যুর উচ্চ হারের জন্য দায়ী।

কোন্ দেশের সাধারণ স্বাস্থ্য কিরূপ তাহা শীঘ্র বিচার করিবার উপায় হইতেছে শিশু-মৃত্যুর হারের প্রতি লক্ষ্য করা। সুতরাং শিশু-মৃত্যুর হারের সাহায্যে বিচার করিলে ভারতীয় জনসাধারণের স্বাস্থ্য যে নিতান্ত শোচনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

স্কুলের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার বন্দোবস্ত নিতান্ত অসন্তোষজনক। যে কয়েকটি স্থানে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হইয়াছে তাহার রিপোর্ট দেখিলে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইতে হয়। ১৯২৬-২৭ সনে বম্বে মিউনিসিপ্যালিটির স্কুল কমিটী ২৫,৩৩২টি ছেলেমেয়ের (১৮,৭৮৬ জন ছেলে ও ৬৫৪৬ জন মেয়ে) স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করেন। ইহাদের মধ্যে ১৭,০৫৯ জন প্রথমবার পরীক্ষিত হয় এবং পূর্ব্ব বৎসরে রুগ্ন দেখা গিয়াছিল বলিয়া ৮,২৭৩ জন পুনঃপরীক্ষিত হয়। প্রথমবার পরীক্ষিতদের মধ্যে মাত্র শতকরা ৪০জন বালক ও ৩৪ জন বালিকা নীরোগ ও নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, অর্থাৎ, শতকরা ৬০ জন বালক ও শতকরা ৬৬ জন বালিকাকে রুগ্ন বা দোষযুক্ত দেখা যায়। শতকরা ২৭.৮ জন বালক ও ৩২.২ জন বালিকা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ভুগিতেছে দেখা গিয়াছিল; শতকরা ২৬ জন বালক ও ২৭.৫ জন বালিকার দন্তরোগ ছিল; গলা, নাক, চোক, প্লীহা প্রভৃতির রোগ, সংক্রামক চর্ম্মরোগ, ফুসফুসের রোগ ইত্যাদিও যথেষ্ট দেখা গিয়াছিল।

দৈহিক দুর্ব্বলতা, আকারের খর্ব্বতা ও দন্তরোগ ইত্যাদির প্রধান কারণই হইতেছে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ঘটিলেই দেহ দুর্ব্বল হয় ও নানা রোগ শরীরকে আক্রমণ করে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে যেসকল রোগের বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব সেই সকল রোগ ক্রমেই বাড়িতেছে।

অর্থাভাব, খাদ্যের অল্পতা এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব —এই কয়টির পরস্পরের গভীর কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ আছে, এবং ভারতবাসী যে নানা রোগে ভুগিতেছে তাহার কারণ হইতেছে যে, ঐ কয়টির প্রত্যেকটিই প্রবলভাবে ভারতের সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে।

ভারতের নানা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যেরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে তাহা দেখিয়া আনন্দিত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। কিন্তু এইসকল প্রতিষ্ঠানের চেষ্টা আরও কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য একটি সরকারী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা উচিত।

ভারতের সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ৩টী জিনিষ আবশ্যক:—(১) প্রত্যেক ভারতবাসীর স্বাস্থ্যবিষয়ক বিবেক জাগাইয়া তোলা; (২) অসুখ করিলে ঔষধ খাইয়া সারিয়া উঠা অপেক্ষা অসুখ যাহাতে আদৌ না করে তাহার বন্দোবস্ত অধিক বাঞ্ছনীয়, ইহা বুঝিয়া অসুখ যাহাতে না করে গভর্ণমেণ্টকে তাহার বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য করিবার জন্য প্রবল জনমতের সৃষ্টি করা; (৩) সাধারণ স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় শিক্ষার জন্য যুবকদের ইয়োরোপ আমেরিকায় যাইতে হয়, কিন্তু ইয়োরামেরিকার সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতবর্ষ হইতে অনেক পরিমাণে বিভিন্ন বলিয়া এই সকল যুবক ভারতবর্ষে নিজ অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করিতে পারে না; ভারতেই যাহাতে ভারতীয় অবস্থার উপযোগী সাধারণ স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় শিক্ষা পাওয়া যায় তাহার আয়োজন করা আবশ্যক।

আজ জগতের রাষ্ট্র-সভায় ভারত স্বীয় উপযুক্ত স্থান অধিকার করিতে উন্মুখ। কিন্তু রোগসম্বন্ধে যদি সে তাহার বর্ত্তমান ঔদাসিন্য ও আলস্য বজায় রাখে তাহা হইলে কি সে জগতের রাষ্ট্রসভার উপযুক্ত সভ্য হইতে পারিবে?

গোটা ভারতে ১৯২৮-২৯ সনের আউশ ও আমন ধানের আনুমানিক হিসাব

গোটা ভারতে এই সনে হেমন্ত ও শীত ঋতুতে কি পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হইবে সরকার সে সম্বন্ধে প্রথম কিস্তি এক হিসাব দাখিল করিয়াছেন। তাঁহাদের এই আনুমানিক হিসাবে দেখা যায় যে, গোটা ভারতে এই সনে ৭৫,০৬৭,০০০ একর জমিতে ধান্য বপন করা হইয়াছে। গত সনের চাইতে শতকরা ৪ ভাগ বেশী জমিতে ধান বোনা হইয়াছে। এবারকার আবহাওয়ার অবস্থা সাধারণতঃ ভালই বলিতে হইবে এবং ফসলের বর্ত্তমান অবস্থা বেশ আশাপ্রদ। এখানে নিখিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ধান্যবপনের এক ফিরিস্তি দেওয়া হইল।

প্রদেশ	১৯২৮-২৯	১৯২৭-২৮	বেশী (+) কম (—)
	হাজার একর	হাজার একর	হাজার একর
বাংলা (ক)	২০,১১৩	১৮,২৬৩	+ ২,৪৫০
বিহার উড়িষ্যা (ক)	১৪,১১৭	১৩,৪৪৯	+ ৬৬৮
ব্রহ্ম দেশ	১২,৪৮২	১২,১৭৩	+ ৩০৯
মান্দ্রাজ	৭,২৫৬	৭,৪৪৩	— ১৮৭
যুক্তপ্রদেশ (খ)	৬,৪৫০	৭,০১৮	— ৫৭৮
মধ্য প্রদেশ ও বেরার (খ)	৬,০৫১	৫,৯৬৮	+ ৮৩
আসাম (ক)	৪,২০৩	৪,২০৭	— ৪
বোম্বাই (খ)	৩,১৯৭	৩,১৩২	+ ৬৫
হায়দ্রাবাদ	৪৪৭	৫২৯	— ৮২
বড়োদা	১৫১	১১৮	+ ৩৩

(ক) আউশ ও আমন উভয় ফসল।

(খ) করদ মিত্র রাজ্য সমেত।

বাংলার ধান (২৪·৯ ভাগ)

এই সনে বাংলার ৫,৬,০০০,০০০ একর জমিতে আউশ ধান বোনা হয়। গত সনে ৫,০৬৯,০০০ একর জমিতে আউশ ধান হইয়াছিল। তাহা হইলে দেখা যায় গত সনের চাইতে এ সনে শতকরা দশ ভাগ বেশী জমিতে আউশ ধানের চাষ হইয়াছে। এবারকার মরশুমে জলবায়ুর অবস্থা ভালই ছিল। জিলা-কর্ত্তৃপক্ষগণের হিসাবমত এবার সাধারণ জন্মার শতকরা ৮০ ভাগ ফসল জন্মিবে। প্রদেশীয় কৃষি ডিরেক্টর মহোদয় কিন্তু আশ্বাস দিতেছেন যে, এবার সাধারণ উৎপাদনের শতকরা ৯৫ ভাগ ফসলই আদায় হইবে।

বাংলার আমন ধান

এবার বাংলায় ১৫,১১৩,০০০ একর জমিতে আমন ধানের চাষ হইয়াছে। গত সনে কিন্তু মাত্র ১৩,১৯৪,০০০ একর জমিতে আমন ধান ছিল। তাহা হইলে এবার গত বারের চাইতে শতকরা ১৪ ভাগ বেশী জমিতে আমন ধানের আবাদ হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় আমন শস্য যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে খুব বেশী ফসল হইবারই কথা। জিলা-কর্ত্তৃপক্ষগণ হিসাব করিয়া বলিতেছেন যে, এবার সাধারণ উৎপাদনের শতকরা ৯৩ ভাগ ফসল ফলিবে। কৃষি ডিরেক্টর মহোদয় কিন্তু জোরের সঙ্গে বলিতেছেন যে, এবার যেরূপ ফসলের চেহারা তাহাতে সাধারণ উৎপাদনের শতকরা একশ' ভাগই ফলিবে। পল্লীগ্রামের চাষীদিগকেও এবারকার ধানের ফসল সম্বন্ধে খুব আশান্বিত দেখা যাইতেছে।

মোটের উপর এবার গোটা ভারতের ধানের শতকরা ২৪·৯ ভাগ বাংলায় ফলিবে।

বিহার উড়িষ্যা (১৭·৩) ভাগ

বিহার-উড়িষ্যায় এই ৪,১৭১,০০০ একর জমিতে আউশ ও ৯,৯৪৬,০০০ একর জমিতে আমন ধানের আবাদ করা হইয়াছে। গত সনে আউশ ও আমন ধানের আবাদী জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩,৬১৮,০০০ ও ৯,৮৩১,০০০ একর। কৃষি-কর্ত্তৃপক্ষগণ বলিতেছেন যে, সাধারণ উৎপাদনের শতকরা ৮১ ভাগ আউশ ও ৯৫ আমন ফসল ফলিবে। ইহাদের অনুমান সত্য হইলে গত ১০ বৎসর বিহার উড়িষ্যায় যে হিসাবে ধান উৎপাদন হইয়াছে এবার সেই অনুপাতে শতকরা ১০৬ ভাগ ধান ফলিবে। এই প্রদেশে গোটা ভারতের উৎপাদনের শতকরা ১৭·৩ ভাগ ধান জন্মে।

ব্রহ্মদেশ (১৪·৩ ভাগ)

ব্রহ্মদেশে এবার ১২,৪৮২,০০০ একর জমিতে ধানের আবাদ করা হইয়াছে। গত সনের চাইতে শতকরা দুই ভাগ বেশী জমিতে ধান চাষ করা হইয়াছে। গোটা বার্ম্মায় ভাল ফসল হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

মান্দ্রাজ (১৩·১ ভাগ)

গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত মান্দ্রাজে ৭,২৫৬,০০০

একর জমিতে ধান বোনা হইয়াছে। গত সনের চাইতে শতকরা ২ একর কম জমিতে ধান বোনা হইয়াছে। তাঞ্জোরে মরশুমের সময় অনাবৃষ্টি থাকাই এই কম্‌তির কারণ। পশ্চিম উপকূলের ধান কাটা হইয়াছে, ফসল স্বাভাবিক। তাঞ্জোর, মাদুরা ও তিনেভেলিতে ধান কাটা আরম্ভ হইয়াছে। ফসল তেমন সুবিধাজনক নয়। সালেম ত্রিচিনপলি প্রভৃতি জেলায় অনাবৃষ্টির জন্য ধানের ক্ষতি হইয়াছে।

যুক্ত প্রদেশ (৮·৮ ভাগ)

যুক্ত প্রদেশের ৬,৪৫০,০০০ একর জমিতে ধান চাষ করা হইয়াছে। (ইহার মধ্যে রামপুর রাজ্যের ৭২,০০০ একর ধানের জমি ধরা হইয়াছে)। গত সনের চাইতে এবার শতকরা ৮ ভাগ কম জমিতে ধান আবাদ করা হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার (৭·২ ভাগ)

এই দুই প্রদেশে ৬,০৫১,০০০ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে (ইহার মধ্যে ফিউডেটরি ষ্টেটসমূহের ৫,৯৬৮,০০০ একর ধানের জমি ধরা হইয়াছে)। গত সনে ৫,৯৬৮০০০ একর জমিতে ধান চাষ হয়। ফসলের অবস্থা একরূপ ভালই বলা চলে, তবে সকল অঞ্চলের অবস্থা এরূপ নহে।

আসাম (৫·৫ ভাগ)

আসামে এবার ৭৮৫,০০০ একর জমিতে আউশ ও ৩,৪১৮,০০০ একর জমিতে আমন ধানের আবাদ হইয়াছে। গত সনে আউশ ও আমন ধানের আবাদ যথাক্রমে ৭,৯৫,০০০ ও ৩,৪১২,০০০ একর জমিতে হইয়াছিল। আউশ ও আমন স্বাভাবিক উৎপাদনের শতকরা ৯২ ও ৯০ ভাগ ফলিবে।

বোম্বাই (৩·৭ ভাগ)

বোম্বাইএর হিসাব এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। তবে গত সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ঐ প্রদেশে এবার ৩,১৯৭,০০০ (ইহার মধ্যে ৪২৪,০০০ একর নেটিভ ষ্টেটের অধীন) একর জমিতে ধানের আবাদ হইয়াছে। গত সনের তুলনায় শতকরা দুই ভাগ বেশী জমিতে ধান বোনা হইয়াছে। ফসলের অবস্থা একরূপ ভালই।

হায়দ্রাবাদ (১ ভাগ)

এবার হায়দ্রাবাদে ৪৪৭,০০০ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে। গত সনে ৫২৯,০০০ একর জমিতে ধানের আবাদ হয়। বপনের সময় চাষীদের উপযোগী ছিল না। কিছু দেরীতে বোনানী আরম্ভ হয়। ফসলের অবস্থা তত সুবিধাজনক নয়, তবে ততটা খারাপও নয়।

বড়োদা (০·২ ভাগ)

বড়োদা রাজ্যে ১৫১,০০০ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে। গত সনের তুলনায় এবার শতকরা ২৮ ভাগ বেশী জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে।

বিদেশী ধান

ফরমোজা দ্বীপপুঞ্জে ১৯২৮ সনে ৬৪৬,০০০ একর জমিতে ধানের চাষ হয় এবং ঐ জমিতে ৪৪৯,০০০ টন ফসল ফলে। গত সনের তুলনায় শতকরা এক ভাগ বেশী জমিতে ধান চাষ করা হয়; কিন্তু উৎপাদন গত সনের তুলনায় শতকরা দুইভাগ কম।

রোমের আন্তর্জ্জাতিক কৃষিভবনের ইস্তাহারে প্রকাশ যে, এই সনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৯২৩,০০০ একর জমিতে ধান চাষ করা হইয়াছে ও এই জমিতে মোটামুটি ৭৩৪,০০০ টন ধান ফলিবে বলিয়া অনুমান করা যায়। ১৯২৭ সনের তুলনায় এবার শতকরা ৬ ভাগ জমিতে ধানের চাষ কম হইয়াছে ও শতকরা ৯ ভাগ ফসল কম উৎপন্ন হইয়াছে।

সিংহলে এবার ৪৩৪,০০০ একর জমিতে ধান আছে। গত সনে সিংহলে মাত্র ৮৩০,০০০ একর ধানের জমি ছিল। গত সনের চাইতে এবার শতকরা ১৩ ভাগ বেশী অর্থাৎ ২৭২,০০০ টন ধান জন্মিবে বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতীয় কয়লার খনি

ভারতে কয়লার খনির কাজ কিরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, নিম্নের তালিকা দেখিলে তাহা কিছু কিছু বুঝিতে পারা যাইবে। এই তালিকায় কয়লার জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীগুলির সংখ্যা ও উহাদের প্রাপ্ত মূলধনের পরিমাণ দেওয়া হইল :—

	সংখ্যা	প্রাপ্ত মূলধন লক্ষ টাকা
১৯১৮-১৯	১৯২	৮৪৪
১৯১৯-২০	২৩৬	৮৬৮
১৯২০-২১	২৫৬	৯৩৭
১৯২১-২২	২৭৬	১০,১৩
১৯২২-২৩	২৭২	১০,৯৮
১৯২৩-২৪	২৫৯	১১,৯৪
১৯২৪-২৫	২৫৪	১২,৬৩
১৯২৫-২৬	২৪৩	১২,৬১
১৯২৬-২৭	২৩৪	১২,২৪
১৯২৭-২৮	২২১	১১,৫৮

কয়লাখনি-সংক্রান্ত শিল্পে যে কত টাকা খাটিতেছে তাহা ঠিক বলা কঠিন। কারণ প্রাইবেট ব্যবসায়ী বা ব্যবসায়ি-সম্প্রদায় চালিত কয়লার কারবারের মূলধন জানিতে পারা যায় না। ১৯২৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে বাংলার এবং বিহার-উড়িষ্যায় কয়লা-খনির জয়েণ্টষ্টক্ কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ২১০ টী। ১৯২৭ সনে বাংলা ও বিহার-উড়িষ্যার শতকরা ৭৩৭ অংশ খনির কাজ চালাইয়াছিল জয়েণ্টষ্টক্ কোম্পানীগুলি। এই সনে বাংলা ও উড়িষ্যার বাহিরে গোটা ভারতে মাত্র ১১টী জয়েণ্টষ্টক্ কোম্পানী কয়লাখনির কাজ চালাইয়াছিল। ১৯২৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখের হিসাবে ১৮টী কয়লা কোম্পানীর প্রত্যেকটীর ডিবেঞ্চার ছাড়া প্রাপ্ত মূলধনের পরিমাণ ১৫,০০,০০০ টাকা বা তারও বেশী। নিম্নে কোম্পানী-গুলির তালিকা দেওয়া হইল।

	প্রাপ্ত মূলধন (টাকা)
বরাকর কোল কোম্পানী	৬৮,৪৫,৯৪০
সিঙ্গারেনি কোলিয়ারিস্ কোম্পানী	৬৩,১৫,৯৫০
বার্ম্মার খনিসমূহ	৬২,৩২,৪৩০
বেঙ্গল কোল কোম্পানী	৪০,০০,০০০
টালচর কোল ফিল্ডস	৪০,০০,০০০
ভিলিয়ারস	৩৫,০০,০০০
লোদ্না কোলিয়ারি কোম্পানী (১৯২০)	২৯,০০,০০০
এম, কে, খান্না এণ্ড কোম্পানী	২৫,০০,০০০
টোরি	২৫,০০,০০০
ইকুইটেবল্ কোল কোম্পানী	২৪,০০,০০০
করানপুরা ডেভেলপ্মেণ্ট কোম্পানী	২০,০০,০০০
ভিলিয়ারস কোলিয়ারি কোম্পানী	২০,০০,০০০
বড়বনি কোল কন্সার্ণ	১৯,৯২,৫২০
নিউবীরভুম কোল কোম্পানী	১৭,৮০,০০০
সাউথ করানপুরা কোল কোম্পানী	১৭,৫০,০০০
ধেমো মেন্ কোলিয়ারিস	১৬,০০,০০০
ইষ্টইণ্ডিয়ান কোল কোম্পানী	১৬,০৫,৫৭৫
ভালগোরা কোল কোম্পানী	১৫,৯৭,০০০

এগুলি ছাড়া আর ১৮টী কোম্পানী আছে। এই সকল কোম্পানীর প্রাপ্ত মূলধনের পরিমাণ ৭,৫০,০০০ হইতে ১৫,০০,০০০ টাকার মধ্যে।

ক্যালকাটা ষ্টক্‌শেয়ার লিষ্টে ৮৩টী কয়লা কোম্পানীর উল্লেখ করা হইয়াছিল। ইহাদের মোট প্রাপ্ত মূলধনের পরিমাণ ৬,৯৫ লক্ষ টাকা। ৪৫টী কোন লভ্যাংশ বা ডিভিডেণ্ড দেয় নাই, ৬টী কোম্পানীর হিসাবপত্র জানিতে পারা যায় নাই, একটী কোম্পানী ডিভিডেণ্ড দিয়াছে শতকরা ৮০ টাকা, তিনটী কোম্পানী দিয়াছে শিতকরা ৬০ টাকা, দুইটা শতকরা ৪০ টাকা, আর একটী শতকরা ২৮½ টাকা এবং অবশিষ্ট কোম্পানীগুলির ডিভি-ডেণ্ডের হার শতকরা ২½ টাকা হইতে ২৫ টাকা পর্য্যন্ত।

ভারতে কয়লার ব্যবহার

ভারতের কয়লা কতক বিদেশে রপ্তানি করা হয়,

আবার বিদেশ থেকেও ভারতে কয়লা আসে। স্বদেশী বিদেশী এই উভয় প্রকার কয়লা মিলাইয়া ভারতে মোট কয়লা খরচ হইয়াছিল ১৯২৭ সনে ২১,৭০৬,০০০ টন, ১৯২৬ সনে ২০,৫৩১,০০০ টন এবং ৫ বৎসর পূর্ব্বে খরচ হইয়াছিল মোট ২০,৯৯৯,০০০ টন। সুতরাং আলোচ্য বৎসরে জনপ্রতি কয়লা খরচ হইয়াছে ·০৭ টন অর্থাৎ ১¼ হন্দর।

নিম্নের তালিকায় ১৯২৭ সনে ভারতীয় ও বৈদেশিক উভয় প্রকার কয়লা ভারতের বিভিন্ন প্রকার শিল্পকার্য্যে, কিরূপ ভাবে খরচ হইয়াছিল তাহার একটা মোটামুটি আন্দাজী হিসাব দেওয়া গেল।

	কয়লার খরচ টন	মোট কয়লার শতকরা হার
রেলওয়েসকল	*৭,২৫৯,০০০	৩৩·৫
অ্যাড্মিরালিটি অ্যাণ্ড রয়াল ইণ্ডিয়ান মেরিণ শিপিং অ্যাকাউণ্টস	২৭,০০০	০·১
ব্যাঙ্কার কোল	১,৩১৭,০০০	৬·১
তুলার কল	৮৩০,০০০	৩·৮
পাটের কল	৯৩৫,০০০	৪·৩
লোহালক্কড় ও কাঁসার কারখানা, (ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ সমেত)	৫,২৬০,০০০	২৪·২
পোর্ট ট্রাষ্ট	২০৫,০০০	·৯
ইন্ল্যাণ্ড ষ্টীমার	৬৩৬,০০০	২·৯
ইট ও টালির কারখানা (পটারি ও সিমেণ্টের কারখানা সমেত)	৫৬৫,০০০	২·৬
চা বাগান	২২৩,০০০	১·০
কাগজের কল	১৫৬,০০০	০·৭
কয়লার খনির জন্য ব্যবহৃত ও নষ্ট কয়লা	২,২০৮,০০০	১০·২
অন্যান্য শিল্পকার্য্যে ও গৃহস্থালীর কার্য্যে ব্যবহৃত	২,০৮৫,০০০	৯·৭
মোট	২১,৭০৬,০০০	১০০

রেলওয়ের কাজে কয়লা খরচ

গত ২৮ বৎসরের মধ্যে গোটা ভারতের রেলপথে কি পরিমাণ ভারতীয় ও বিদেশী কয়লা, কাঠ বা তেল খরচ হয় তাহার হিসাব রেলওয়ে বোর্ড বাহির করিয়াছে। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯১৪-১৫ সালে ৫০ লক্ষ টন কয়লা রেলপথে ব্যবহৃত হইয়াছিল, কিন্তু ১৯২৭-২৮ সালে কয়লা খরচ হইয়াছে ৭২৫০০০০ টন। অর্থাৎ ভারতে যত কয়লা উৎপন্ন হয় তার শতকরা ৩৩ ভাগ রেলওয়ের কাজে লাগে। আবার রেলপথে ব্যবহৃত কয়লার শতকরা ৯৯·৯ অংশ ভারতীয় কয়লা। ১৯০৪ সন হইতে ১৯১৪-১৫ সন পর্য্যন্ত রেলপথে কাঠের ব্যবহার ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া আসিতেছিল। কিন্তু তারপর ১৯১৯-২০ সন পর্য্যন্ত কাঠের ব্যবহার আবার বাড়িতে আরম্ভ করে। ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের জন্য কয়লা দুষ্প্রাপ্য ও আক্রা হওয়ার দরুণই ঐরূপ ঘটিয়াছিল। ১৯২৭-২৮ সালে কাঠের খরচ হয় ১০৯,০০০ টন, ১৯২৬-২৭ সালের খরচ ১০৮,০০০ টন। এই পরিমাণ কাঠ প্রায় ৪৪,০০০ টন কয়লার তুল্যমূল্য। কারণ ১টন কয়লা ২½ টন কাঠের সমান। কাঠ সাধারণতঃ বেশীর ভাগ ব্যবহৃত হয় বার্ম্মা ও বোম্বে বড়োদা অ্যাণ্ড সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলপথে। কয়লা ও কাঠ ছাড়া ১৯২৭-২৮ সালে ভারতীয় রেলপথে তেলের খরচ হইয়াছে ১৩১,০০০ টন। এই পরিমাণ তেল ২৩৮,০০০ টন কয়লার সমান, কারণ ৫৫৫ টন তেল প্রায় ১ টন কয়লার তুল্যমূল্য। সাধারণতঃ তেল খরচ হয় গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলার ও নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলপথের কোন কোন সেক্শনে।

* সরকারী ১৯২৭-২৮ সাল।

অ্যাড্‌মিরালিটি ও রয়াল ইণ্ডিয়ান মেরিণ্‌ শিপিংএ কয়লার খরচ

চিফ্‌ ইঞ্জিনিয়ার রেলওয়ে বোর্ড ও প্রিন্সিপাল স্থাভাল ট্রান্সপোর্ট অফিসার ইষ্টইণ্ডিজ্‌এর রিপোর্টে প্রকাশ যে ১৯২৭-২৮ সনে ২৭,০০০ টন কয়লা খরচ হইয়াছে।

বাঙ্কার কয়লা

ভারতের ভিন্ন ভিন্ন কাষ্টম হাউস হইতে বাঙ্কার কয়লা কি পরিমাণে জাহাজ বোঝাই হইয়াছে তাহার হিসাব পাওয়া গিয়াছে। ১৯২৭ সনে মোট জাহাজ বোঝাই হয় ১,৩১৭,০০০ টন। কোন বন্দর হইতে কি পরিমাণ চালান গিয়াছে তাহার হিসাবঃ—করাচী ১৩২,০০০ টন, বোম্বাই ১৪৩,০০০ টন, কলিকাতা ৮৭৩,০০০ টন, রেঙ্গুন ১৪০,০০০ টন এবং মাদ্রাজ ২৯,০০০ টন।

তুলার ও পাটের কল

৩০৬টী কলের মধ্যে কেবলমাত্র ৯৯টী হিসাব দাখিল করিয়াছে। যে সকল কলের হিসাব পাওয়া যায় নাই সে সমস্ত কলের কাজে নিযুক্ত তাঁত ও মাকুর সংখ্যা অনুযায়ী একটা হিসাব আন্দাজ করিয়া লওয়া হইয়াছে। পাটের কলের খবর পাওয়া গিয়াছে ইণ্ডিয়ান জুটমিলস্‌ অ্যাসোসিয়েশনের নিকট হইতে।

লোহা, ইস্পাত ও কাঁসার কারখানা (ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা সমেত)

মোট কয়লার খরচ ২,৪৬১,০০০ টন বলিয়া প্রকাশ। যে যে কারখানা থেকে কোন সংবাদ মিলে নাই, সে সকলের কামিলদারের সংখ্যা অনুযায়ী একটা হিসাব আন্দাজ করিয়া লওয়া হইয়াছে।

পোর্ট ট্রাষ্টস্‌

কারখানা, ফেরি ষ্টীমার ইত্যাদিতে মোট যে কি পরিমাণ কয়লা খরচ হইয়াছে তাহার খবর বিভিন্ন পোর্টের কর্ত্তাদের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে।

ইন্‌ল্যাণ্ড ষ্টীমারস্‌

মোট খরচ ৬৩২,০০০ টন। কতকগুলি ছোট ছোট কোম্পানীর হিসাব পাওয়া যায় নাই। ১৯২৭ সালের কোল সেন্সাস্‌ দেখিয়া সেগুলির হিসাব ঠিক করিয়া লওয়া হইয়াছে।

ইট ও টালির কারখানা

১৯১৬ ও ১৯১৭ সালের সেন্সাস্‌ অঙ্ক দেখিয়া আন্দাজ করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, ইট ও টালির কারখানায় ৫৬৪,০০০ টন কয়লা খরচ হয়।

চা-বাগিচা

বড় বড় চা-বাগানগুলি হইতে প্রাপ্ত হিসাবপত্র হইতে চা-বাগানে কয়লা খরচের পরিমাণ ঠিক করিয়া লওয়া হইয়াছে। অনেক চা-বাগানে কিন্তু কাঠই একমাত্র বা প্রধান ইন্ধনস্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

কাগজের কল

কারখানার মালিকগণের রিপোর্ট অনুসারে বোঝা যায় যে, ১৯২৭ সালে সমস্ত কাগজের কলে কয়লা খরচ হয় মোট ১৫৬,০০০ টন।

ওয়েষ্টেজ্‌ হিসাবে ও কোলিয়ারি সকলে কয়লার খরচ

উৎপন্ন কয়লার শতকরা দশভাগ কয়লার খনির কাজেই লাগিয়া যায়। পাওয়ার ষ্টেশন হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি লইয়া যাওয়ার জন্য তাড়িতের যন্ত্রপাতি কোলিয়ারির কাজে ব্যবহৃত হইতে থাকিলে খনির কাজের জন্য অনেক কম কয়লা খরচ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

অন্যান্য শিল্পকাজে ও গৃহস্থালীর কাজে কয়লার খরচ

এই সমস্ত শিল্পকার্য্যে কয়লা ব্যবহৃত হইয়াও প্রায় ২১ লক্ষ টন কয়লা উদ্বৃত্ত থাকে। এই উদ্বৃত্ত কয়লার

সমস্তই অন্যান্য শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। উপরোক্ত প্রধান প্রধান শিল্পগুলি ছাড়া আরও অনেক রকমের কল কারখানা বাষ্প-শক্তিদ্বারা চালিত হইয়া থাকে। এই নানা জাতীয় শিল্পের মধ্যে কয়েকটী প্রধান প্রধান শিল্পের নাম উল্লেখ করা হইল, যথা :—

কটন মিলস অ্যাণ্ড্ প্রেস, জুট প্রেস, চাল ও ময়দার কল, ডকইয়ার্ড, তেলের কল, জলের কল, তাড়িৎ উৎপাদনের কারখানা, ট্রামওয়ের কারখানা, সোণার খনি, চিনির কুঠি, গ্যাস উৎপাদনের কারখানা, চূণের কারখানা, চোঁয়াইবার ও শোধন করিবার ভাঁটি, পেট্রোলিয়াম পরিষ্কারের কল, সোডা বরফ লেমনেড ইত্যাদির কল কারখানা, টাকশাল, মিউনিসিপ্যাল কারখানা সকল, পাথর খোদাইয়ের কারখানা, পশমের কারখানা, খনির কার্য্য (কয়লা ছাড়া), রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা, রং করিবার কারখানা, নীল ও লাক্ষার কুঠি, কাচের কারখানা ও দড়ি তৈয়ারির কারখানা। নরম কোক কয়লার কিয়দংশ গৃহস্থালীর কাজেও ব্যবহৃত হয়। গৃহস্থালীর কাজে কয়লার ব্যবসায় দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। কারণ কাঠ ক্রমে ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িতেছে এবং কাঠের দামও চড়িয়া যাইতেছে বিস্তর।

কয়লার খাদে কাজে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা

ভারতের কয়লার খনিতে প্রতিদিন গড়পড়তা কত পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালকবালিকা খাটে তাহার তালিকা বাহির হইয়াছে। প্রত্যেক দিনের খাদে উপস্থিত মজুরের সংখ্যা ধরিয়া গোটা বৎসরের উপস্থিত মজুরের যে সংখ্যা পাওয়া যায়, সেই সংখ্যাকে বৎসরে যে কয়দিন কাজ চলে সেই কয় দিনের সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাহাই মজুরদিগের দৈনিক উপস্থিত সংখ্যার গড় সংখ্যা। ভারতে সমস্ত রকমের খনির মধ্যে সবচেয়ে কয়লার খাদেই বেশী লোক খাটে। ১৯২৭ সনে কয়লার খাদে ১৮০,৫৩২ জন মজুর খাটিয়াছিল। ১৯২৬ সালে খাটিয়াছিল ১৮৫,৭৪৯ জন। ১৯২৬ সনের তুলনায় ১৯২৭ সনে ৫,২১৭ জন মজুর কম খাটিয়াছিল, অর্থাৎ মজুর-সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে শতকরা ২·৮ জন করিয়া। প্রদেশ হিসাবে কোথায় কতজন খাটিয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

প্রদেশ	পুরুষ	স্ত্রীলোক	শিশু	মোট সংখ্যা	মোট কয়লার শতকরা হার	মজুর প্রতি উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ (টন)
বিহার ও উড়িষ্যা	৭৬,৬৫২	৩২,৫৪১	৩	১০৯,১৯৬	৬০·৫	১৩৩·০
বাংলা	৩১,৪৭৮	১২,৭৯৬	...	৪৪,২৭৪	২৪·৫	১২৫·৫
হায়দ্রাবাদ	জানা নাই	জানা নাই	জানা নাই	১১,৪৬৪	৬·৪	৬১·৭
মধ্য প্রদেশ	৪,৮৮০	১,৬৭৩	...	৬,৫৫৩	৩·৬	১০১·৮
আসাম	৩,৬১৩	৪১৬	৫	৪,০৩৪	২·২	৮০·২
মধ্য ভারত	২,১৭১	৮৮২	২০৬	৩,২৫৯	১·৮	৬৬·৮
পাঞ্জাব	১,২২১	৩৯	...	১,২৬০	০·৭	৪৯·৮
বেলুচিস্থান (খেলাত ষ্টেট্ সহিত)	৩২৩	...	...	৩২৩	০·২	৪৪·৭
রাজপুতানা (বিকানীর)	১৩৬	১১	২২	১৬৯	০·১	১০২·৭
মোট	১২০,৪৭৪	৪৮,৩৫৮	২৩৬	১৮০,৫৩২	১০০	১২২·৩

তালিকাটী নির্ভুল নহে। কারণ হায়দ্রাবাদের ঠিক হিসাব পাওয়া যায় নাই

ভারতের কার্পেট ও কম্বল শিল্প

কোটি টাকা মূল্যের কার্পেট ও কম্বল প্রতি সন এদেশ হইতে বিদেশে চালান হয়। দশ বৎসরের মধ্যে এই রপ্তানির পরিমাণ দুই কোটি হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কাঁচা পশম প্রতি সন ভারত হইতে ৫ কোটি পাউণ্ড চালান হয়। ইহার মূল্য সাড়ে চারি কোটি টাকা। ইহার অধিকাংশ বিলাতে যায় ও সেখান হইতে গেঞ্জি, সোয়েটার, মোজা, ও অন্যান্য দামী পশমী কাপড় তৈয়ারী হইয়া এদেশে ফিরিয়া আসে। যে পরিমাণ পশম বিদেশে যায় তাহার দ্বারা আরও দশ কোটি টাকা মূল্যের জিনিষ এই দেশেই তৈয়ারী হইতে পারে। আমরা প্রতি সন পাঁচ কোটি টাকার পশমী জিনিষ বিদেশ থেকে কিনি। ভারতে পশম-শিল্পের বিস্তার হইলে অন্ততঃ এই ৫ কোটি টাকার মাল এদেশেই বিক্রয় হইবে।

বিলাতী পশমী কাপড়

পিস গুডস, শাল, কার্পেট, র‍্যাগ কম্বল ও পশমী সূতাই সাধারণতঃ বিদেশ হইতে ভারতে আসে। ১৯২৭-২৮ সনে ১৯০ লক্ষ গজ পশমী কাপড় এদেশে আমদানি হয়। ইহার ৭০ লক্ষ আসে বিলাত হইতে ও ৪ লক্ষ ইতালী হইতে আসে। ইহার মোট দাম ৩২৮ লক্ষ টাকা।

জার্ম্মাণ শাল ও কার্পেট

ঐ সনে ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের শাল এদেশে আমদানি হয়। ইহার মধ্যে একা জার্ম্মাণিই ১৯২৭-২৮ সনে ২০ লক্ষ টাকার শাল ভারতবাসীর নিকট বিক্রয় করিয়াছে।

এই সনে ৫৭ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের বিদেশী কার্পেট ও র‍্যাগ এদেশে আমদানি হয়। ইহার অধিকাংশই জার্ম্মাণ মাল। জার্ম্মাণ জিনিষের কাটতি দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

ইহা ছাড়া ১৯২৭-২৮ সনে ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে বিশ লক্ষ টাকার হোসিয়ারী, ৩৪ লক্ষ টাকার নিটিং উল ও ৪৫ লক্ষ টাকার কাঁচা পশমও আমদানি করে।

ভারতে পশমী মিল

এদেশে সূতী কাপড়ের মিল দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু গোটা ভারতে পশমী কাপড় তৈয়ারীর জন্য মাত্র ৯টা মিল আছে। ১৯০২ সনে ভারতে মাত্র ৩টা উলেন মিল ছিল। ইহাতে ৩৮½ লক্ষ টাকা মূলধন খাটিত, ২৩,৮০০ মাকু চলিত, ও ৬২৪ খানা তাঁত খাটিত আর লোক খাটিত ২৬০০। এই তিনটী মিলে ঐ সময় প্রতিসন গড়ে বিশ লক্ষ পাউণ্ড পশমী কাপড় উৎপাদন করা হইত।

১৯২৭ সনে গোটা ভারতে ৫টা উলেন মিল চলে। ইহার মূলধন আড়াই কোটি, ৪০ হাজার মাকু, ১২ হাজার তাঁত, ৮ হাজার কাজের লোক, এক কোটি পাউণ্ড উৎপাদন।

বর্ত্তমানে এদেশে ৯টা উলেন মিল চলিতেছে এবং ইহাতে ৯ হাজার লোক কাজ করিতেছে।

এই নয়টি মিলের মাত্র তিনটীতে সকল রকম পশমী কাপড় তৈয়ারী হয়। বাকীগুলি কেবল কম্বল তৈয়ারীর কারখানা। সকলগুলিই সৈন্যদের পোষাক সরবরাহ করে, কিন্তু সৈন্যদের চাহিদাও এই ৬টা মিল মিটাইতে অক্ষম। এইসকল মিলে অধিকাংশই ভারতীয় পশম দ্বারা কাজ কারবার হয়। অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানিকৃত মেরিণো পশমও অনেকে ব্যবহার করে।

ভারতে মেষ

গোটা ভারতে তিন কোটি মেষ আছে। প্রত্যেকটি মেষের শরীর হইতে গড়ে এক সের পশম পাওয়া যায়। ভারতীয় মেষ হইতে গড়ে ছয় পাউণ্ড বা প্রায় তিন সের পর্য্যন্ত পশম পাওয়া সম্ভব। তাহা হইলে এদেশের তিন কোটি মেষ হইতে ১৮ কোটি পাউণ্ড উল পাওয়া যাইতে পারে। ভারতের মেষগুলির গায়ের লোম অনেকটা চুলের মত। এদের জাত ভাল নয়।

পাটনাই মেষ উৎকৃষ্ট

এদেশের মধ্যে পাটনাই মেষই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পশম দিয়া

থাকে। মাদ্রাজী মেষের পশম খুব হাল্কা, খাট এবং খসখসে। বাংলা ও বার্ম্মার মেষের লোমও ঐরূপ। বোম্বাই ও মধ্য প্রদেশের পশম অনেকটা উন্নত ধরণের। পাহাড়ি মেষের পশমই সব চাইতে উৎকৃষ্ট এবং হিমালয় অঞ্চলের মেষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

তাঁতের পশমী কাপড়

পট্টু ও পশমী কাপড় পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশেই বেশী ভাল তৈয়ারি হয়। কার্পেট মির্জ্জাপুর জেলায় ভাল হয়। কানপুর, এলাহাবাদ, কাশী, আগ্রা জেলায়ও কার্পেট প্রস্তুত হয়। ভাল কার্পেট বিদেশে চালান করা হয়। যুক্তপ্রদেশের কার্পেট-শিল্পে পনর হাজার লোক খাটে।

পাঞ্জাবে অমৃতসর কার্পেট-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। এক সময় এই স্থানে তিব্বতী ছাগের পশমদ্বারা উৎকৃষ্ট পশমী শালের বিরাট কারবার চলিত। বিগত যুদ্ধের পর হইতে এই শিল্প দ্রুত লোপ পাইতেছে। শাল উৎপাদন এখনও চলিতেছে। তবে বর্ত্তমানে কার্পেটই বেশী তৈয়ারী হয়। এই শিল্পে বেশী টাকা পাওয়া যায়।

মহীশূর রাজ্যে খুব কার্পেট তৈয়ারী হয়। সরকারী সাহায্যে এই শিল্প গত কয়েক বৎসরের মধ্যে খুব উন্নতি দেখাইয়াছে।

এদেশে পশমী সূতা সাধারণতঃ চরকায় কাটা হয়। এই চরকায় কাটা সূতা মসৃণ হয় না। এজন্য পশমী মিল স্থাপন করার খুবই প্রয়োজন আছে।

ভারতে সুপারীর চাষ

গোটা ভারতের মধ্যে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বার্ম্মাতেই সব চাইতে বেশী সুপারী জন্মে। গোটা ভারতের উৎপাদনের শতকরা ৮৬ ভাগই এই তিন প্রদেশ হইতে পাওয়া যায়। ১৯২৮-২৯ সনে এই তিন প্রদেশে ৪,৭৪৭,০০০ একর জমিতে সুপারী আছে। গত সনে ছিল মাত্র ৪,২৩৫,০০০ একর জমিতে। গত সনের চাইতে এবার শতকরা ১২ ভাগ বেশী জমিতে সুপারী হইয়াছে।

প্রদেশ	১৯২৮-২৯ হাজার একর	১৯২৭-২৮ হাজার একর	বেশী (+) কম (—) হাজার একর
মাদ্রাজ (৬১ ভাগ)	২,৯৩৫	২,৮১৪	+ ১২১
বোম্বাই (১২·৮ ভাগ)	১,২৬০	৯২৪	+ ৩৩৬
বার্ম্মা (১২·৫ ভাগ)	৫৫২	৪৯৭	+ ৫৫
	৪,৭৪৭	৪,২৩৫	+ ৫১২

ভারতে আকের চাষ

এবার গোটা ভারতের মোট আকের জমির শতকরা ৯৪ ভাগ জমিতে আকের চাষ করা হইয়াছে। এবার ২,৬৭১,০০০ একর জমিতে আক আছে, গত সনে ছিল ২,৯২৪,০০০ একর জমিতে। গতবারের তুলনায় এবার শতকরা ৯ ভাগ জমিতে আকের চাষ কম হইয়াছে।

প্রদেশ	১৯২৮-২৯ হাজার একর	১৯২৭-২৮ হাজার একর	বেশী+ কম— হাজার একর
যুক্তপ্রদেশ (৫০·৫ ভাগ)	১,৪৪৭	১,৬৫৯	—২১২
পাঞ্জাব (১৫·৩)	৪৫৯	৪৪৭	+ ১২
বিহার উড়িষ্যা (১০·২)	২৯১	২৮৮	+ ৩
বাংলা (৭·১)	১৯৫	২০৯	— ১৪
বোম্বাই (২·৪)	৮৩	১০১	— ১৮
মাদ্রাজ (৪·১)	৮৩	১০১	— ১৮
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (১·৫)	৪৩	৪৯	— ৬
আসাম (১·৪)	৩৭	৩৯	— ২
মধ্য প্রদেশ ও বেরার (·৭)	২৩	২৩	...
দিল্লী (·৩)	৫	৬	— ১
বড়োদা (·১)	২	২	...
মোট	২,৬৭১	২,৯২৪	—২৫৩

১৯২৭ সনে দুনিয়ার আমদানি ও রপ্তানি কারবার

	আমদানি		রপ্তানি	
	দশ লক্ষ ডলার	শতকরা হিস্যা	দশ লক্ষ ডলার	শতকরা হিস্যা
ইয়োরোপ	১৮,৬৫৩'৪	৫৫'১	১৪,৭৩৭'৬	৪৬'৯
উত্তর আমেরিকা	৬,১০৯'৮	১৮'০	৭,২৪'২	২২'৩
দক্ষিণ আমেরিকা	১,৭৮০'৫	৫'৩	২,২৮'৩	৬'৮
এশিয়া	৪,৭৫৪'৪	১৪'০	৫,১৯৭'৪	১৬'৪
আফ্রিকা	১,৪৫০'৩	৪'৩	১,৩২৪'২	৪'২
ওশেনিয়া	১,১০৬'৮	৩'৩	১,০৪৪'২	৩'৩
মোট	৩৩,৮৫২'২	১০০'০	৩১,৪৫৫'৯	১০০'০

বিগত ১৯২৭ সনের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য জরিপ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ৫০টি দেশে শতকরা ৯৪ ভাগ কারবার হইয়াছে। এখানে ফিলাডেলফিয়ার কমার্শ্যাল মিউজিয়ামের লাইব্রেরিয়ান জন জে, ম্যাকফারলিন মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ৫০টি দেশের বাণিজ্যের হিসাব প্রদত্ত হইল।

পঞ্চাশটি বড় বড় দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য ১৯২৭, ১৯২১, ১৯১৩

	আমদানি			রপ্তানি		
	১৯২৭	১৯২১	১৯১৩	১৯২৭	১৯২১	১৯১৩
	দশ লক্ষ ডলার			দশ লক্ষ ডলার		
অষ্ট্রীয়া	৪৪৮'২	৩৪৪'১	৭১১'০	২৯৫'৩	১৮৩'১	৫৬২'০
বেলজিয়াম	৮০৭'০	৭৫৯'১	৮৮৯'৩	৭৩৮'৯	৫৪০'৯	৬৯৭'১
চেকোশ্লোভাকিয়া	৫৩০'৭	২৮৩'৭	——	৫৯৫'৬	৩৪৫'৪	——
ডেন্মার্ক	৪৪৩'৩	৩০২'১	২২৯'২	৩৮৬'০	২৭৬'৫	১৯৩'৩
ফিনল্যাণ্ড	১৬০'২	৭০'০	৯৫'৬	১৫৮'১	৭২'৮	৭৮'১
ফ্রান্স	২,৭০৩'৬	১,৬৯৬'০	১,৬২০'০	২,১৬৬'৭	১,৪৭৪'০	১,৩২৬'০
জার্ম্মাণি	৩,৩৬২'৩	১,৩৬৫'৩	২,৫৫৬'৩	২,৫৬৬'৮	৭০৮'৯	২,৪০৫'১
গ্রীস	১৬৬'০	১০০'৮	৪২'৯	৭৯'৫	৫৫'৪	৩০'৮

	আমদানি			রপ্তানি		
	১৯২৭	১৯২১	১৯১৩	১৯২৭	১৯২১	১৯১৩
		দশ লক্ষ ডলার			দশ লক্ষ ডলার	
হাঙ্গারী	২০০'৩	১০৫'৪	——	১৩৯'৮	৫১'৪	——
আইরিশ গণতন্ত্র	২৯৫'৫	——	——	২০০'০		
ইতালী	১,০৫০'২	৭২৬'০	৬৯৩'০	৮০৫'০	৩৫৫'০	৪৭৭'০
নেদারল্যাণ্ড	১,০২২'০	৭৫৩'৮	১,৫৬৮'৯	৭৬১'৭	৪৬০'৮	১,২৩২'৩
নরওয়ে	২৫৫'৯	২১৮'১	১৪৮'০	১৭৫'৭	৯০'২	১০২'০
পোল্যাণ্ড	৩২৬'৪	১৬৩'১	——	২৮৩'৮	১২৬'৪	——
রুমানিয়া	২০১'৯	১৫২'০	১১৩'৮	২২৭'৮	১০৩'৪	১২৯'৪
রুশিয়া	৩৫৩'৫	১০৯'৩	৭০৭'০	২৪২'১	১০'৩	৭৮২'২
স্পেন	২৩৫'৫	৩৮৩'৬	২৩৬'০	১৩৭'০	২১৪'৫	১৯৪'৬
সুইডেন	৪২২'২	২৮৩'৭	২২৬'৮	৪৩১'৯	২৪৭'৩	২১৯'০
সুইজার্ল্যাণ্ড	৪৮২'৩	৩৯০'০	৩৫৮'৮	৩৮৫'৮	৩০৬'০	২৬৪'৬
তুরস্ক	১২২'৯*	৮৬'০	১৭৫'৪	৯৮'৫*	২১'৫	১০৪'২
ইউনাইটেড কিংডম	৫,৩২৮'১	৩,৭৬৭'০	৩,২০৮'০	৩,৪৪৬'২	২,৭০৭'০	২,৫৫৬'০
জুগোশ্লাভিয়া	১২৮'০	৯৮'৪	——	১১২'৭	৫৮'৭	——
মোট ইয়োরোপ	১৮,৩১৬'০	১২,১৬৪'৫	১৩,৫৯২'০	১৪,৪৯৪'৭	৮,৪১১'৫	১১,৩৫৩'৭
কানাডা	১,০৮৭'১	১,২৪০'১	৬৭১'২	১,২১৮'৩	১,১৮৯'১	৩৫৫'৭
কিউবা	২৫৭'০	৩৫৪'৪	১৪০'১	৩২১'১	২৭৮'০	১৬৪'০
মেক্সিকো	১৭৩'১	২৪১'২	৬৮'২	৩১৩'৬	৩৭০'১	১৩০'৩
পোর্টোরিকো	৯৮'৮	৬৮'৩	৩৭'৪	১০৮'০	৭৮'৭	৪৮'৫
যুক্তরাষ্ট্র	৪,১৮৪'৩	২,৫০৯'১	১,৭৯৩'০	৪,৭৫৮'৩	৪,৩৭৯'০	২,৪৪৮'০
মোট উঃ আমেরিকা	৫,৮০০০'৩	৪,৩১৩'১	২,৭০৯'৯	৬,৭১৯'৩	৬,২৯৪'৯	৩,১৪৬'৫
আর্জেন্টিণা	৮২৫'০	৫৪৭'১	৪৯২'৪	৯৭১'৯	৪৮৯'৯	৫১৫'২
ব্রেজিল	৩৮৬'২	২২১'৭	৩২৪'০	৪৩০'০	২২৪'৩	৩১৫'৭
চিলি	১৩০'৩	১০০'০	১২০'২	২০৫'২	১২৫'২	১৪২'৪
কলম্বিয়া	১১৮'৮	২৯'১	২৭'৫	১২১'৩	৫৫'৫	৩৩'১
পেরু	৬৯'১	৬০'০	২৯'০	১০৭'৭	৫৯'৯	৪৩'৫
উরুগুয়া	১০৪'২	৬৩'৫	৫২'৮	১০০'০	৪৭'৫	৭১'৯
মোট দঃ আমেরিকা	১,৬৩৩'৬	১,০৩১'৪	১,০৪৫'৯	১৯৬'১	১,০০২'৩	১,১২২'২

* ১৯২৬ সনের অঙ্ক

	আমদানি			রপ্তানি		
	১৯২৭	১৯২১	১৯১৩	১৯২৭	১৯২১	১৯১৩
	দশ লক্ষ ডলার	দশ লক্ষ ডলার		দশ লক্ষ ডলার	দশ লক্ষ ডলার	
সিংহল	১৪৭'৬	৬৮'৪	৬০'৬	১৫৭'২	৬৫'০	৭৩'০
চীন	৬৯৯'৩	৬৮৮'৬	৪১৬'২	৬৩৪'৩	৪৫৬'৯	২৯৪'৪
চোসেন (কোরিয়া)	১৭৫'৩*	১১২'১	৩৫'৬	১৭০'৯	১০৫'২	১৫'৩
ভারতবর্ষ	৯৩৭'৯	৬৯৯'১	৫৯৬'৮	১,১৫৭'৮	৬০৭'৩	৭৯৫'৩
ইন্দোচীন	১৩৪'১*	৮০'১	৫৯'১	১৫১'১	১০৯'৭	৬৬'৬
জাপান	১,০৩৫৬	৭৭০'৮	৩৬১'২	৯১০'৮	৫৯৭'৩	৩১১'৭
ব্রিঃ মালয়	৫৯৪'৪	৩৪৪'৫	৩২২'৮	৬০২'৪	৩৭২'৭	৩০৫'১
নেদারল্যাণ্ড ইষ্টইণ্ডিয়া	৩৪৬'১*	৩৬৩'০	১৭৫'৫	৬৩৭'৭	৪০০'০	২৪৬'৯
পারশু	৭৮'৬	৫২'১	৫১'০	১১০'৪	৪২'৯	৩৬'২
ফিলিপাইন	১১৫'৮	১১৫'৮	৫৩'৩	১৫৫'৬	৮৮'১	৪৭'৭
শ্যাম	৭২'৭	৫৯'০	৩৩'৯	৮৮'৫	৩৩'৪	৪৩'১
মোট এশিয়া	৪,৩১২'৬	৩,৩৫৩'৫	২,১৬৬'০	৪,৭৭৬'৭	২,৮৭৮'৫	১,২৩৫'৩
আলজিরিয়া	১৮৬'৮	১৩৩'৫	১২৮'৭	১৩৬'০	১০১'৮	৯৬'৭
মিশর	২৩৯'৮	২১৯'২	১৩৭'৭	২৩৭'৮	১৪৩'৫	১৫৬'৫
দক্ষিণ আফ্রিকা	৩৫৯'০	২২৪'৪	২০৩'৫	৩৫৯'০	২২৩'০	৩১১'৫
মোট আফ্রিকা	৭৮৫'৬	৫৭৫'১	৪৬৯'৯	৭২৩'৮	৪৭৮'৩	৫৬৪'৭
অষ্ট্রেলিয়া	৭৮২'১	৬০৯'০	৩৮৮'১	৬৮৩'০	৪৭০'০	৩৬৫'৬
হাওয়াই	৮৬'৫	৭৩'৯	৩৬'৮	১০০'০	৭৩'০	৪২'৩
নিউজিল্যাণ্ড	২১৭'৯	১৬৫'২	১০৮'৪	২৩৬'০	৪৬৭'৮	১০৯ ৮
মোট ওশেনিয়া	১,০৮৬'৫	৮৪৮'১	৫৩৩'৩	১,০১৯'১	৭১০'৮	৫১৭'৭
মোট দুনিয়া	৩১,৯৩৪'৬	২২,২৮৫'৭	২০,৫১৭'০	২৯,৬৬৯'৭	১৯,৭৬৬'৩	১৮,৯৪০'১

আমেরিকা ও রুশিয়ায় চায়ের কাট্‌তি

চায়ের ব্যবসাটাকে বড় করিতে হইলে দুনিয়ার কোন্ বাজারে চায়ের কাট্‌তি বেশী হইতে পারে সেইটা আগে লক্ষ্য করা দরকার।

রুশিয়াতে গত লড়াইয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের মত মাথা পিছু চায়ের কাট্‌তি বাড়িয়া গেলেও এ কাট্‌তির কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নাই। আমেরিকাও চায়ের পক্ষে বেশ বড় বাজার। এখানকার ১২ কোটি বাসিন্দার মধ্যে সবাই অল্প-বিস্তর চা, কফি ইত্যাদি ধরণের পানীয়ে অভ্যস্ত। তবুও এদেশে ১২ পাউণ্ড কফির জায়গায় মাত্র ১ পাউণ্ডের বেশী চায়ের কাট্‌তি দেখা যায় না।

উপযুক্ত বিজ্ঞাপনের অভাব

চায়ের এইরূপ কম কাট্‌তির অনেক কারণ থাকিলেও প্রধান কারণ হইতেছে উপযুক্ত বিজ্ঞাপনের অভাব। ছোট

* ১৯২৬ সনের অঙ্ক

খাট গোছের বিজ্ঞাপন হইলেও আমেরিকায় সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার মত বড় রকমের বিজ্ঞাপনের কোন ব্যবস্থা সেখানে হয় নাই। শুধু নমঃ নমঃ করিয়া কোন কাজ হইবে না। খরিদ্দারের মন আকর্ষণ করিতে হইলে জোরের সহিত বিজ্ঞাপন চালানো দরকার।

কয়েক বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন চা-উৎপন্নকারী দেশের মধ্যে একে অপর অপেক্ষা বেশী ব্যবসা পাইবার জন্য চায়ের উপযুক্ত প্রচার-কার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ভারতের ও সিংহলের চায়ের আমদানি আমেরিকায় বেশ বাড়িয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই, তবে চীন ও জাপানের সঙ্গে বেশ ঠকাঠকির পর ঐ সব বাজারে এ দেশী চা পাত্তা পাইয়াছে। আমেরিকায় অনেকগুলি নতুন চা-খোরও গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মাথাপিছু চায়ের কাট্‌তি বিশেষ বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

আগেকার দিনের মত আজকাল আর চায়ের বাজারে উপযুক্ত বিজ্ঞাপনের অভাব তত দেখা যায় না। গত বৎসর গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে দুনিয়ার চায়ের বাজার তদারকের জন্য মেজর নরম্যান ম্যাক্‌লিয়ড্‌কে পাঠান হয়। তিনি ফিরিয়া আসিয়া নতুন ভারতীয় টি-কমিশনারকে আমেরিকার চায়ের বাজারের দিকে বেশী করিয়া মনোযোগ দিতে বলিয়া দেন। এই মনোযোগের ফলে আমেরিকার বাজারে চায়ের ব্যবসা বেশ বাড়িয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

যাহারা চা পান করে তাহাদের চেয়ে যাহারা চায়ের ব্যবসা করে তাহাদেরই চায়ের বিষয় বেশী বলা দরকার। খুচরা ও পাইকারী উভয় দোকানদারেরই নতুন ইণ্ডিয়ান টি কমিশনার যে পথ দেখাইয়াছেন সেই পথ অবলম্বন করিয়া অনেক বিষয়ে শিক্ষার প্রয়োজন। মোটের উপর এই শিক্ষার মধ্যে বিশেষ তিনটী জিনিষ তাহাদের লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথম চায়ের কোয়ালিটি খুব ভাল করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ এই সব চা যাহাতে মোড়া হইবে তাহার মলাটের উপর এমন সমস্ত চিত্তাকর্ষক নক্সা ও ছবি দেওয়া দরকার যাহাতে খরিদ্দারের মন সহজেই তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ কেমন করিয়া খাঁটি উপায়ে চা প্রস্তুত করিতে হয় সেইটী শিখা দরকার। আমেরিকা-বাসীদের চায়ের সম্বন্ধে এ সব বিষয়ে জ্ঞান অতি সামান্যই আছে। এমন কি কেমন করিয়া চা তৈয়ার করিতে হয় সে বিষয়েও তাহাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে।

রুশিয়ায় চায়ের প্রচার

চা-উৎপাদনকারীদের রুশিয়ায়ও চায়ের উপযুক্ত প্রচার-কার্য্য চালান দরকার। দিন দিন রুশিয়ায় চায়ের কাট্‌তি বেশ বাড়িয়া চলিয়াছে। রুশিয়াকে একেবারে অবহেলা না করিয়া চা-ব্যবসায়ীদের এ দেশের বিপুল বাজারটীকে নিজেদের হাতের মুঠায় আনিবার চেষ্টা করা উচিত। আমেরিকা ও রুশিয়ার বাজারে চায়ের ভবিষ্যৎ এত উজ্জ্বল যে বেশী মাল আমদানির দরুণও সেখানে ব্যবসায় মন্দা পড়িবার কোন সম্ভাবনা নাই।

কেরোসিন তেলের শেয়ার বিক্রয়

আজকাল একটা বিষয় লইয়া খুব তোলপাড় আরম্ভ হইয়াছে। তৈল-শিল্পের ইতিহাসে শেয়ার বিক্রয়ের এত বড় ব্যাপার আর কখনও নাকি ঘটে নাই। এই শেয়ার বিক্রয় সম্বন্ধে যে বোঝাপড়া হইয়াছে তদনুসারে ডাচ্‌, শেল্‌, বার্ম্মা এবং অ্যাংগ্লো-পার্শিয়ান অয়েল্‌ কোম্পানীগুলি পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া কারবার চালাইবে।

এই মোসাবিদা অনুসারে বার্ম্মা অয়েল কোম্পানী শেয়ারপ্রতি ৫পাঃ ১শিঃ ৩ পেঃ দরে শেল্‌ ট্রান্স্‌পোর্ট অ্যাণ্ড্‌ ট্রেডিং কোম্পানীর ৮৩৩,০০০টী সাধারণ শেয়ার কিনিবে। নতুন শেয়ার-হোল্ডার পরবর্ত্তী জানুয়ারী মাসে আবার নতুন করিয়া শেয়ার ক্রয় করিবার অধিকারী হইবে। কারণ প্রত্যেক পাঁচটি শেয়ারের জন্য একটী নতুন শেয়ার ক্রয় করিবার ক্ষমতা জন্মিবে। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত বার্ম্মা অয়েল কোম্পানী ১০ লক্ষ শেল্‌ শেয়ারের অধিকারী হইবে।

দি বার্ম্মা অয়েল কোম্পানী এই নতুন কারবারের অর্থ-সংস্থানের জন্য অংশীদারগণের নিকট শতকরা ৫½ পাউণ্ড হারে ৪,০০০,০০০ পাউণ্ড ডিবেঞ্চার ষ্টক্‌ বাহির করিতেছে।

মূল্য-হ্রাসের দরুণ গ্রেটব্রিটেনে মোটর গাড়ীর সংখ্যাবৃদ্ধি

পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে এবার গ্রেট ব্রিটেনের রাস্তায় ১২০,০০০ খানি মোটর গাড়ী বেশী চলিতেছে। মোট সংখ্যা অনুমান ১,২৮৭,০০০ খানি। মোটর কারখানার মালিকগণ দ্রুতগতিতে মোটর গাড়ীর সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে ঝোঁক দিয়াছে। পূর্ব্ব থেকেই মূল্য-হ্রাসের কথা চলিতেছিল। এখন মূল্য-হ্রাস লইয়া মোটর-শিল্পিগণের মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা চলিবে বলিয়া বোধ হয়।

বৃটিশ মিডিয়াম পাওয়ারের ছয় সিলিণ্ডারের গাড়ীগুলি কলকব্জার ও সাজসজ্জার জন্য প্রসিদ্ধ। স্বদেশে ও বিদেশে যাহাতে এই গাড়ী বহু পরিমাণে কাটে এই ব্যবস্থার জন্য উলসলি, রোভার, আর্ম্‌ষ্ট্রং, সিড্‌লি, মরিস্ এবং অন্যান্য কোম্পানীসকল মূল্য হ্রাস করিয়াছে। ১২০ পাঃ এখন সর্ব্বনিম্ন মূল্য। বড় ধরণের গাড়ীগুলির মূল্য কমাইয়া দিয়া ৩০০ থেকে ৪০০ পাউণ্ডের মধ্যে ধার্য্য করা হইয়াছে। আট অশ্ব-শক্তি-বিশিষ্ট ছোট মোটর গাড়ীগুলি দ্রুতগতির জন্য প্রসিদ্ধ ও অত্যন্ত টেঁকসহি গাড়ী। এই গাড়ী এখন বাজারে ১২৫পাঃ মূল্যে পাওয়া যাইবে।

ওলিম্পিয়ার আগামী আন্তর্জ্জাতিক মোটর প্রদর্শনীতে এই মোটর-শিল্পের কোন কোন দিকে যে উন্নতি হইয়াছে সেটা বেশ ভাল করিয়া বোঝা যাইবে আশা করা যায়।

কার্টেল পুলের পথে নয়া দুনিয়া

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৫টী বিখ্যাত তৈল কোম্পানী সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। বেলজিয়ান কোক কারখানা আগামী ১লা হইতে একটা কোক কার্টেল কায়েম করিবার চেষ্টায় আছে। ইতালিতে লৌহ-ইস্পাত-উৎপাদনকারী সকল কারখানা ও কোম্পানীকে সম্মিলিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

স্পেনেও সিমেন্টের দর স্থিরীকরণের জন্য সিমেণ্ট কারখানাগুলি একতাবদ্ধ হইবার সঙ্কল্প করিয়াছে। ওয়ারস নগরীতে পোলিশ লৌহ-ভবনগুলিকে সিণ্ডিকেটভুক্ত করিবার আয়োজন চলিতেছে। এই পোলিশ আয়রণ ফাউণ্ড্রি সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক লৌহ ইস্পাতের দাম নির্ণয় করা হইবে। কানাডার আলবার্টা সরকারও ঐ প্রদেশের মেষপালকগণের মধ্যে পশম পুল স্থাপনের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। এই পশম পুল বা সঙ্ঘ কর্ত্তৃক দুনিয়ার পশম বাজার নিয়মিত হইবে।

মোটর-শিল্পে জোট

ওলিম্পিয়া মোটর প্রদর্শনীর পর হইতে মোটর নির্ম্মাণকারী বিলাতী কোম্পানীগুলির কাজ কারবার জোর চলিতেছে। যে সকল কারখানা ছোট ছোট গাড়ী নির্ম্মাণ করে তাহাদের ব্যস্ততাই বেশী। কারণ ছোট ছোট মোটর গাড়ীর চাহিদাই আজকাল বেশী। মোটর গাড়ী তৈয়ারীর খরচা কমাইবার উদ্দেশ্যে ও অল্পদামে যাহাতে মোটর গাড়ী ক্রয় করা সম্ভব হয় এই জন্য বার্ম্মিংহামের ৭টী মোটর গাড়ী-নির্ম্মাণকারী কোম্পানী সঙ্ঘবদ্ধ হইতে চলিয়াছে।

ল্যাটিন আমেরিকায় জার্ম্মাণ গাড়ী

ব্রেজিলিয়ান নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে বোর্সিংএর জার্ম্মাণ ফার্ম্মের নিকট ৯৯ টন করিয়া ওজনের মালবাহী দশখানি মালগাড়ীর অর্ডার দিয়াছে।

শিল্প মেলা

রয়টারের সাপ্তাহিক শিল্প-সংবাদ বিভাগ লিখিতেছেন, শিল্পমেলা ও প্রদর্শনীর উপকারিতা কত বেশী তাহা বিখ্যাত বৃটিশ ইণ্ডাষ্ট্রীজ ফেয়ার ও লাইপৎসিগ ফেয়ার হইতে সম্যক বুঝিতে পারা যায়। এইসকল বিশ্বমেলায় দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের শিল্পজাত দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ঐ সকল মেলায় যাহাতে ভারতীয় শিল্প-ব্যবসায়িগণ তাঁহাদের শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার লইয়া যোগদান করেন সে বিষয়ে ভারত সরকার এক বেসরকারী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। ইংরেজের এম্পায়ার মার্কেটিং বোর্ড বা সাম্রাজ্যজাত শিল্প-দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় সঙ্ঘের উদ্যোগে যে সকল মেলা বা প্রদর্শনীর অধিবেশন হইবে, তাহাতে ভারতবাসী যাহাতে যোগদান

করিতে পারে সরকার তাহার সুবিধা করিয়া দিবেন। সাম্রাজ্য-শিল্প-মেলায় যোগদান করিলে ভারতবাসীর ব্যবসা খুলিয়া যাইবে। বিদেশের বিভিন্ন বাজার ও শিল্প-দ্রব্যের সংস্পর্শে আসিলে ভারত-সন্তানও তাহার স্বদেশী শিল্পের বিবিধ উন্নতি-সাধনে যত্নবান হইবে।

জার্ম্মাণির সাইকেল শিল্প

গত কয়েক বৎসরের রপ্তানি ব্যবসার তালিকা হইতে বুঝা যায় যে, জার্ম্মাণির সাইকেল শিল্প খুব জোর চলিতেছে। জার্ম্মাণির তৈয়ারী বিভিন্ন ধরণের সাইকেল আজ ভারতের দোকান পশার ভর্ত্তি করিয়া ফেলিয়াছে। ওদিকে জার্ম্মাণি খুব সস্তা দরে ভাল ভাল জিনিষ দিতেছে। গত সনের প্রথম ৮ মাসের চাইতে বর্ত্তমান সনের প্রথব ৮ মাসে জার্ম্মাণি মূল্যের দিক্ দিয়া ঢের বেশী সাইকেল বিক্রয় করিয়াছে। গত সনের ৮ মাসে জার্ম্মাণি ১০,৮০০,০০০ মার্ক মূল্যের সাইকেল রপ্তানি করিয়াছিল। ১৯২৮ সনের প্রথম ৮ মাসে ঐ সংখ্যা ৪৫,৮০০,০০০ মার্কে উঠিয়াছে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার রেডিয়াম

যুদ্ধের পর হইতে এপর্য্যন্ত চেকোশ্লোভাকিয়ায় ১৪·৬ গ্রাম রেডিয়াম উত্তোলিত হইয়াছে। ইহার সাড়ে পাঁচ গ্রাম হাঁসপাতালসমূহে ও ডাক্তারদের কাজের জন্য দেওয়া হইয়াছে, ১·৩ গ্রাম বিক্রয় করা হইয়াছে এবং ৭·৮ গ্রাম মজুত আছে। আগামী বৎসর আরও ৩ গ্রাম রেডিয়াম উত্তোলিত হইবে।

সোভিয়েট সরকারের রাস্তা নির্ম্মাণে দেড়শ' কোটি রুবল

আগামী ৫ বৎসরে রুশিয়ায় রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য সোভিয়েট সরকার এক লম্বা ফর্দ্দ করিয়া ফেলিয়াছেন। এই ৫ বৎসরে রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য কমসে কম দেড়শ' কোটি রুবল বা ১৫ কোটি পাউণ্ড খরচ করা হইবে। ষ্টেট বাজেটে যেসকল রাস্তার হিসাব আছে সে সবগুলিকে পাকা পোক্ত করিতে হইবে। এই জন্য ৩ কোটি রুবল মূল্যের যন্ত্রপাতি ৭২ হাজার টন আলকাতরা, ১০ হাজার টন সিমেণ্ট দরকার হইবে। স্থানীয় রাস্তা ঘাটের জন্য ৮ কোটি পাউণ্ড খরচ করা হইবে।

সোভিয়েট রেশম কমিশন

কৃত্রিম রেশম-শিল্প সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইবার জন্য সম্প্রতি সোভিয়েট সরকারের সুপ্রিম ইকনমিক কাউন্সিল কর্তৃক এক বিশেষ কমিশন বার্লিন গমন করিয়াছে। এই কমিশন প্রায় ছয় মাস কাল জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, সুইজার্ল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ামে কাটাইয়া ঐ সকল দেশের কৃত্রিম রেশম শিল্পের কলকারখানা প্রভৃতি পরিদর্শন করিবে। রুশিয়ার সঙ্গে এইসকল দেশের রেশম কারবার সম্পর্কেও এই কমিশন আলোচনা করিবে। সোভিয়েট সরকারের তরফ হইতে এই কমিশন বৈদেশিক শিল্প এক্সপার্ট বা রেশম-বিশেষজ্ঞগণকে নিমন্ত্রণ করিবে। দেশে ফিরিয়া এই কমিশন কতকগুলি রুশ ইঞ্জিনিয়ারকে বিদেশে কৃত্রিম রেশম সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য ও ঐ সকল দেশের শিল্পকারখানা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য প্রেরণ করিবে।

কানাডার গম শস্য

দুনিয়ার গম-রপ্তানিকারী দেশগুলির মধ্যে কানাডার স্থান সকলের উপরে। গম-উৎপাদনে কিন্তু কানাডা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে; কারণ প্রতিবেশী যুক্তরাষ্ট্র গম উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম। কিন্তু আমেরিকা তাহার ১৩ কোটি লোকের ভরণপোষণ করিয়া খুব কম গমই বাহিরে রপ্তানি করিতে পারে। অন্য দিকে কানাডা তাহার মাত্র ৯০ লক্ষ লোকের অন্ন-সংস্থান করিয়া তাহার মোট গমের শতকরা ৮০ ভাগ বিদেশে রপ্তানি করিতে সমর্থ। আবার কানাডার জমিতে গমের ফলন আমেরিকার জমির চাইতে বেশী। কানাডার কিষাণ একর প্রতি সাধারণতঃ ১৯ বুশেল করিয়া গম জন্মায়। কানাডার কোন কোন অঞ্চলে একর প্রতি ২২ বুশেল পর্য্যন্ত জন্মে। আমেরিকান কিষাণ সেই তুলনায় একর

প্রতি মাত্র ১৩ বুশেল করিয়া জন্মায়। ১৯২৭ সন কানাডার কিষাণকুলের সব চাইতে সুফলা বছর। ঐ সনে কানাডায় ৪৫ কোটি বুশেল গম জন্মে এবং ইহা হইতে প্রায় এক অর্বুদ ডলার বা ৩০ কোটি টাকা পাওয়া যায়। এই প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া কানাডার একখানি সংবাদপত্র লিখিয়াছে "মাতা বসুন্ধরা তাহার সকল ধন-সম্পদ্ কানাডার কৃষকের পকেটে তুলিয়া দিতেছে। আলিবাবা যদি বিশটা রত্নগুহাও আবিষ্কার করিত তাহা হইলেও কানাডার এই কৃষি-সম্পদের তুল্য রত্নরাজির সন্ধান পাইত না।"

বিগত ৫ বৎসর ধরিয়া কানাডার কৃষিতে এমনিতর সচ্ছলতা দেখা যাইতেছে। ইহার ফলে কিষাণকুল সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত হইয়াছে। তাহারা এখন আরও উন্নত ধরণের কৃষি-যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতেছে। ফার্ম্মের কাজের জন্য মোটর গাড়ী, রেডিও প্রভৃতি সাজসরঞ্জাম যোগাড় করিতেছে।

গম ও অন্যান্য শস্যের দাম যাহাতে মহাজন ও ব্যবসায়িগণের ধাপ্পাবাজিতে পড়িয়া না যায় সেজন্য কানাডার কৃষকেরা জোট কায়েম করিয়াছে। এই জোটের নাম "হুইট পুল"। সকল দেশের বাজার-দর এদের জানা আছে। সকল স্থানের সঙ্গে এদের খবরাখবর চলে। মোটের উপর কানাডার কিষাণরা একদিকে যেমন শস্য উৎপাদন করিতেছে, অন্যদিকে আবার তাহারাই শস্যের বাজার-দর নিয়মিত করিতেছে। বাংলার নিরক্ষর অজ্ঞ কৃষকের মত এরা নয়। বাংলার কৃষক কেবল গাধার খাটুনিই খাটিতে পারে, পাট, ধান তারা ঢেরই জন্মায়, কিন্তু ন্যায্য মূল্য তারা পায় না। কারণ কানাডার কিষাণদের মত জোট তাদের মধ্যে নাই।

হুইট পুলের চেষ্টায় কানাডার কৃষকরা গত ৫ বৎসর হইতে গমের দর একরূপ তাহাদের ইচ্ছামত বাঁধিয়া দিয়াছে। আলবার্টা, স্যাচক্যাচেওয়ান ও ম্যানিটোবা এই তিনটি প্রদেশই কানাডার সব চাইতে সুজলা সুফলা স্বর্ণপ্রসূ।

১৯২৩ সনে আলবার্টার কৃষকরা এক হুইট পুল বা গম বিক্রয়ের জোট স্থাপন করে। ইহাতে এই অঞ্চলের গম উৎপাদনকারিগণের শতকরা ৪৬ ভাগ যোগদান করে। প্রত্যেক সভ্য ৫ বৎসরের জন্য একটা চুক্তিনামা সহি করে। ইহাদ্বারা সে ঐ পাঁচ বৎসরের উৎপাদিত সকল গম ঐ সঙ্ঘের নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকে। প্রথমতঃ তাহাকে তাহার শস্যের কতকটা মূল্য নগদ দেওয়া হয় ও বাকী মূল্যের জন্য একটা চিঠা দেওয়া হয়। পরে ঐ শস্য উপযুক্ত মরশুমে উপযুক্ত দামে বিক্রয় হইলে উক্ত কিষাণের সকল মূল্য প্রদান করা হয়। আলবার্টায় এই হুইট পুল আশ্চর্য্য রকমে সাফল্য-মণ্ডিত হয় এবং ইহার অনুকরণে স্যাচক্যাচেওয়ান ও ম্যানিটোবা প্রদেশেও ১৯২৫ সনে এই ধরণের জোট স্থাপিত হয়।

বর্ত্তমানে এই সকল পুলগুলির দেশের মধ্যে ৩০০টি কেন্দ্র আছে। ইহাতে গুদামঘর ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম আছে। ঐ সকল গুদাম ঘরে ৫ কোটি বুশেল শস্য জমা থাকিতে পারে। এই পুলগুলিতে বর্ত্তমানে ১৩৮,০০০ কিষাণ সভ্য আছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ১৩টি বিখ্যাত গম আমদানিকারী দেশে ইহাদের এজেণ্ট আছে। ১৯২৫-২৬ সনে এই তিনটি প্রদেশের শতকরা ৫৩ ভাগ গম এই সকল পুলের মধ্যবর্ত্তিতায় বিক্রয় হয়।

ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, এই পুলগুলির জন্যই কানাডার কিষাণরা তাহাদের উৎপাদিত শস্যের ন্যায্য মূল্য ভোগ করিতেছে এবং তাহারা দিন দিন ঐশ্বর্য্যের পথে চলিয়াছে। বাজার-দরের ওঠানামা লইয়া আর এদের মাথা ঘামাইতে হয় না—মহাজন ব্যবসাতে জুয়াচুরি করিতে ও ইহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। পুলই ইহাদের সকল প্রকার স্বার্থ সংরক্ষণ করিতেছে।

গত তিন বৎসরে এই পুলের হাত দিয়া কমসে কম ১৩ কোটি টাকার গম কেনা বেচা হইয়াছে। দুনিয়ার কো-অপারেটিভ মার্কেটিং বা সমবায় বিক্রয় সমিতির ইহা সব চাইতে বৃহৎ কারবার।

আমেরিকায় চা আমদানি

গত ৩০শে জুন (১৯২৮) যে আর্থিক বৎসর শেষ হইয়াছে ঐ সনে আমেরিকার বন্দরগুলিতে মোট

৯১,১০৫,৬১৩ পাউণ্ড চা আমদানি হইয়াছে। পূর্ব্ব সনের তুলনায় এই সনে ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড চা কম আমদানি হইয়াছে। জাপান ও ভারতবর্ষ প্রত্যেকে বিশ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া চা কম রপ্তানি করিয়াছে। আমেরিকায় এবার ব্লাক টি ১০ লক্ষ পাউণ্ড ও গ্রিন টি ২০ লক্ষ পাউণ্ড কম আমদানি হইয়াছে। ডাচ ইণ্ডিজও ১৫ লক্ষ পাউণ্ড চা কম পাঠাইয়াছে। মোট চা আমদানি খুব কমিয়া গেলেও সিংহলের চা এবার আমেরিকায় বেশী আমদানি হইয়াছে। সিংহল এবার ২০ লক্ষ পাউণ্ড চা বেশী পাঠাইয়াছে। আমেরিকায় এবার তাহার মোট রপ্তানি ২৭০ লক্ষ পাউণ্ডে পৌঁছিয়াছে। পূর্ব্ব সনের মোট চা আমদানির শতকরা ৯৩ ভাগ এই সনে আমদানি হইয়াছে।

চীনা সিল্ক

ন্যাশনালিষ্ট চায়নায় বিরাটভাবে সিল্ক-উৎপাদনের আয়োজন চলিতেছে। এ কাজে মার্কিণ পুঁজি চীনকে সাহায্য করিতেছে। আমেরিকান সিল্ক অ্যাসোসিয়েশানের সহযোগিতায় চীন ৫ বৎসরের মধ্যে তাহার রেশম-উৎপাদনের হার ডবল করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। চীনের বিভিন্নস্থানে রেশম-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। ঐ সকল স্থানে চীনা কিষাণদের উন্নত প্রণালীতে রেশম উৎপাদনের বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ১৯২৯ সনে চীনে যে পরিমাণ গুটি পোকার ডিম্ব উৎপাদন করা হইবে তাহা চাহিদার চাইতে ঢের বেশী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। চীনের বিভিন্ন প্রদেশে রেশম-শিল্পের বিউরো বা সংবাদ বিভাগ খোলা হইয়াছে। ঐ সকল স্থান হইতে চীনা কিষাণরা রেশম-শিল্পের সকল সংবাদ ও যন্ত্রপাতির খবর পাইতেছে। চীন শীঘ্রই তাহার রেশম রপ্তানি ডবল করিবে এরূপ মতলব আঁটিয়াছে।

তামাকখোর ইংরেজ

১৯২৬ সনের মে মাসে ইংরেজ ১ কোটি ১১ লক্ষ ১ হাজার ২ শত ৪৫ পাউণ্ড তামাক খাইয়াছে। ১৯২৭ সনের মে মাসে ১ কোটি ২২ লক্ষ ৬৩ হাজার পাউণ্ড তামাক খাইয়াছে এবং ১৯২৮ সনের মে মাসে ১ কোটি ২৯ লক্ষ ৭৩ হাজার ১ শত ৪২ পাউণ্ড তামাক খাইয়াছে। ইংরেজের তামাক খাওয়া বাড়িতেছে।

প্যারার (ব্রেজিল) আমদানি বাণিজ্যে বিলাতের স্থান

প্যারার (ব্রেজিল) আমদানি-করা মালগুলা প্রধানতঃ বিলাত, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও জার্ম্মাণি হইতে আসিয়া থাকে। ১৯২৬ সনে বিলাত ১৯০০০ টন মাল পাঠাইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্র পাঠাইয়াছিল ৬০০০০ টন। বিলাতের কয়লার খনি বন্ধ হওয়াতে যুক্তরাষ্ট্রই প্রধানতঃ প্যারাকে জাহাজে ব্যবহার্য্য কয়লা যোগাইয়াছিল। সেইজন্য ১৯২৬ সনে বিলাত হইতে আমদানি এত কমিয়া যায়। ১৯২৭ সনে বিলাত ৩৭০০০টন মাল পাঠাইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্র পাঠাইয়াছিল ৩১,০০০ টন, জার্ম্মাণি পাঠাইয়াছিল ৮০০০ টন। মালের ওজনের দিক্ হইতে বিলাতের স্থানই প্রথম।

কয়েকটা কারণে প্যারার বাজারে বিলাতী জিনিষের কাট্‌তি যতটা বাড়িতে পারে তাহা বাড়িতেছে না; সেই কারণ কয়টী এই :—

(১) জার্ম্মাণ, আমেরিকান, ফরাসী ও বেলজিয়ান মালের তুলনায় বিলাতী মালের দর বেশী।

(২) আমেরিকান ও জার্ম্মাণ শিল্পপতিরা প্যারার বাজার লইয়া ইংরেজ শিল্পপতিদের চেয়ে ঢের বেশী মাথা ঘামাইয়া থাকে।

(৩) আমেরিকান ও জার্ম্মাণ শিল্পপতিরা প্যারার বাজারে নিজেদের মালের রীতিমত 'প্রচার' করিতে চেষ্টা করে, ইংরেজ শিল্পপতিরা তাহা করে না।

(৪) যে সমস্ত মালের ওজন-হিসাবে আমদানি-শুল্ক আদায় করা হয়, সেই সমস্ত মালের ওজন কমাইতে চেষ্টার অভাব।

(৫) আমেরিকান ও জার্ম্মাণ শিল্পপতিরা সোজাসুজি প্যারার দালালদের নিকট হইতে অর্ডার পাইয়া থাকে, কিন্তু ইংরেজ শিল্পপতিরা সোজাসুজি প্যারার দালালদের

নিকট হইতে অর্ডার পায় না, বিলাতী দালালদের হাত দিয়া এই অর্ডার ঘুরিয়া আসে।

এনামেলের বাসনের উপর আমদানি-শুল্ক

বিলাতে বাহির হইতে আনীত গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার্য্য লৌহ বা ইস্পাতনির্ম্মিত এনামেল-করা বাসনের উপর আগামী ৫ বৎসর মালের মূল্যানুসারে ২৫% হারে আমদানি শুল্ক আদায় করা হইবে। তবে যদি এই ধরণের মাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোন স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ⅓ ভাগ কম লওয়া হইবে।

চিলিতে মোটর কাট্‌তি

চিলিতে মোটরের উপর আমদানি-শুল্ক হ্রাস করা হইয়াছে। ইহার ফলে আমদানিকারীরা মোটরের দাম কমানের জন্য মোটরগাড়ী, মোটরবাইক ও মোটরলরীর কাট্‌তি খুব বাড়িয়াছে। ব্যবসায়ীদের গুদামের মাল শীঘ্র ফুরাইয়া আসিতেছে।

মিশরে ১০০টী নূতন হাঁসপাতাল

এপর্য্যন্ত মিশরের সর্ব্বত্র উপযুক্ত হাঁসপাতাল ছিল না। হাঁসপাতালে চিকিৎসা করাইবার জন্য রোগীদের অনেক দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে হইত। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য মিশরের নানা সহর ও পল্লীতে ১৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে ১০০টী নূতন হাঁসপাতাল নির্ম্মাণের জন্য একটী স্কীম প্রস্তুত করা হইয়াছিল। সম্প্রতি রাজস্ব-সচিবের বিভাগ কর্ত্তৃক ইহা অনুমোদিত হইয়াছে।

আফগানিস্থানে নূতন রেলপথ নির্ম্মাণ

আফগানিস্থান জার্ম্মাণ ফ্যাক্টরীপতিদের নিকট একটা মোটা টাকার ঋণ লইয়াছে। কিন্তু এই ঋণ মুদ্রায় লওয়া হইবে না, তাহার পরিবর্ত্তে আফগানিস্থানের নূতন রেলপথ-সমূহ নির্ম্মাণের জন্য রেল, ইঞ্জিন প্রভৃতি যাহা কিছু দরকার হইবে তাহা লওয়া হইবে। জার্ম্মাণ কারখানাপতিদের মত অল্পদরে রাজী হইতে না পারায় কয়েকজন ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার চেষ্টা করিয়াও এই অর্ডার সংগ্রহ করিতে পারে নাই।

স্বর্ণ-মানের পুনঃ প্রতিষ্ঠা

যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পরেও ইয়োরোপের প্রায় সকল দেশেই নোটের সহিত স্বর্ণের প্রাগ্‌যুদ্ধ যুগের সম্বন্ধ বজায় থাকে নাই। গভর্ণমেণ্টের ব্যয় মিটাইবার জন্য রাজস্ব যথেষ্ট না হওয়াতে ইচ্ছামত নোট ছাপাইয়া সরকারী খরচ মিটাইবার বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। ইহার ফলে বিনিময়-যোগ্য দ্রব্যের তুলনায় মুদ্রার পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় মুদ্রার (সুতরাং নোটেরও) মূল্য কমিতে থাকিল। নোটের মূল্য-হ্রাস সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দেখা দিয়াছিল জার্ম্মাণি, অষ্ট্রীয়া ও রুশিয়াতে। ইংল্যণ্ডও এই দুর্দ্দশা হইতে রেহাই পায় নাই; গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাহির করা ট্রেজারি নোটের দাম প্রাগ্‌যুদ্ধ যুগের দামের তুলনায় কমিতেছিল। এই মূল্য-হ্রাস বন্ধ করিবার বন্দোবস্ত শীঘ্র না করিলে ইংল্যণ্ডের নোটের অবস্থা জার্ম্মাণি, অষ্ট্রীয়া ও রুশিয়ার নোটেরই সমান অবস্থায় পৌঁছান অসম্ভব হইত না। শ্রীযুক্ত ডি এম্, ম্যাসন নামে জনৈক ইংরেজই প্রথমে এ বিষয়ে উদ্যোগী হন। বিলাতের মুদ্রা-জগতে আরও অধিক বিশৃঙ্খলা নিবারণ করিবার জন্য স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্ত্তন যে একান্ত আবশ্যক তাহা তিনিই প্রথম বুঝিয়া জনমতকে শিক্ষিত করিতে চেষ্টা করেন। এই বিষয়ে রীতিমত আন্দোলন চালাইবার জন্য তাঁহার চেষ্টায় ১৯১৯ সনের ডিসেম্বর মাসে লণ্ডন সহরে বড় বড় ব্যাঙ্কার ও ব্যবসাদারদের একটী সভা আহূত হয় এবং সেই সভায় 'সাউণ্ড কারেন্সি অ্যাসোসিয়েশান' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। বিখ্যাত ব্যাঙ্কার, ব্যবসাদার ও ধনবিজ্ঞানবিদ্‌দের লইয়া উক্ত অ্যাসোসিয়েশানের কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটি গঠিত হয়। অ্যাসোসিয়েশানটীকে যথেষ্ট ঠাট্টাবিদ্রূপ ও অন্যান্য বাধা সহ্য করিতে হয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা জনসাধারণ ও গভর্ণমেণ্টকে স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে রীতিমত চেষ্টা করিতে থাকে। রাজস্ব-সচিবের পর রাজস্ব-সচিবের নিকট উক্ত বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ মেমোরেণ্ডাম

পাঠান হইতে থাকে। প্রথম মেমোরেণ্ডামটি পাঠান হয় শ্রীযুক্ত অষ্টেন চেম্বারলেনের নিকট। অবশেষে শ্রীযুক্ত চার্চ্চহিল বিলাতে স্বর্ণমানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। উক্ত সমিতির চেষ্টায় যে কেবল বিলাতেরই স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভব হইয়াছে তাহা নহে, অন্যান্য অনেক দেশও উক্ত সমিতির আন্দোলনের ফলে স্বর্ণমানের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া পুনরায় তাহাতে ফিরিয়াছে। এ পর্য্যন্ত মোট ১৯টী দেশ স্বর্ণমানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে। জগতের প্রধান প্রধান প্রায় সকল দেশেরই মুদ্রা-ব্যবস্থা এখন স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে বাণিজ্যিক লেনদেনের যে যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ম্যাসন "মনিটারি পলিসি, নাইন্টিন ফোর্‌টিন টু নাইন্টিন টোয়েন্টি এট্" (মার্টিন হপকিন্সন, লণ্ডন; ১১৩ পৃষ্ঠা) নামে একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে উপরোক্ত সমিতির কার্য্যাবলীই প্রধানতঃ স্থান পাইলেও, অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় কথাও বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা নির্দ্দোষ মুদ্রা-ব্যবস্থা ও আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-বৃদ্ধির পক্ষপাতী, এই গ্রন্থখানা তাঁহাদের বিশেষ ভাল লাগিবে।

ল্যাঙ্কাশিয়ারের দুরবস্থা

বিলাতের নিউ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান বলিতেছেন 'অতীতের এক বৃহৎ শিল্পে আজ বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। বিগত সাত বৎসর ধরিয়া ল্যাঙ্কাশিয়ারের বস্ত্র-শিল্পে মন্দা ভাব চলিয়াছে। বিদেশে মাল বিকাইতেছেনা—বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের উৎসাহ নাই রপ্তানিসংখ্যা ঢের কমিয়া গিয়াছে। কলওয়ালারা বেতন ও লোক কমাইবারও মতলব আঁটিতেছেন। ১৯২৬ সনে ইংলণ্ডের এই বিপুল ও সর্ব্ববৃহৎ রপ্তানি-শিল্পের দুরবস্থা প্রকাশ পায়। ইংরেজ দেখিতে পায় তাহার এক সুবিশাল শিল্প-সৌধ ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে।

দুনিয়ার অবস্থা একই ভাবে চলিতেছে

১৯০৯-১৯১৩ এই সময়ের তুলনায় দুনিয়ার বস্ত্র-চাহিদা বর্ত্তমানে একই রূপ রহিয়াছে। অন্যদিকে বস্ত্র-উৎপাদনের ক্ষমতা শতকরা ১৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে দুনিয়ার সূত্র-শিল্পে শতকরা ২৩ ভাগ ও পিসগুডস বা বস্ত্র-শিল্পে শতকরা ৫ ভাগ হ্রাস পরিলক্ষিত হয়। ল্যাঙ্কাশিয়ারে উৎপন্ন মালের পাঁচ ভাগের চারি ভাগই বিদেশে রপ্তানি হয়। এজন্য দুনিয়ার সূত্র ও বস্ত্র ব্যবসায়ের এই হ্রাস তাহাকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। অধ্যাপক জি, ডব্লিউ ডেনিয়েল ও মিঃ জন জিউকস্ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ওজনে ও গজ হিসাবে যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার তুলনায় বর্ত্তমান সময়ে ল্যাঙ্কাশিয়ারের রপ্তানির পরিমাণ তিন ভাগের একভাগ কমিয়াছে। ১৯০৯-১৯১৩ সনে ইংলণ্ড দুনিয়ার বস্ত্র রপ্তানি ব্যবসায় শতকরা ৬৯.৯ ভাগ মাল সরবরাহ করিয়াছিল, ১৯২৩—১৯২৫ সনে ইংলণ্ড মাত্র শতকরা ৫০.৫ ভাগ মাল রপ্তানি করিয়াছে। নিম্নে ১৯০৯-১৩ ও ১৯২৩-২৫ সনের বিভিন্ন দেশের বস্ত্র-রপ্তানি ব্যবসায়ের তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল।

দুনিয়ার বস্ত্র রপ্তানিতে বিভিন্ন দেশের স্থান

পিসগুডস রপ্তানি (মেট্রিক টন)

দেশের নাম	১৯০৯-১৩ গড়	১৯২৩-২৫ গড়	১৯০৯-১৩ শতকরা হার	১৯২৩-২৫ শতকরা হার
ইউনাইটেড কিংডম	৫৩৬,৮৩৭	৩৬৯,১১১	৬৯.৯	৫০.৫
যুক্তরাষ্ট্র	৩৩,৪৬৫	৪২,৫৮৮	৪.৪	৫.৮
ইতালী	৪২,৯১০	৫৮,৩৫০	৫.৬	৮.০
ফ্রান্স	৪৪,৩২৪	৪৫,৩৭৪	৫.৮	৬.২

দেশের নাম	১৯০৯-১৩ গড়	১৯২৩-২৫ গড়	১৯০৯-১৩ শতকরা হার	১৯২৩-২৫ শতকরা হার
জাপান	১০,৩৩৬	৮৪,১৮৮	১·৩	১১·৫
চেকোশ্লোভাকিয়া	———	৩১,০৮২	—	৪·২
ভারতবর্ষ	১২,৭২৮	১৮,৬৭৪	১·৭	২·৬
অন্যান্য দেশ	৮৭,১০৩	৮১,৩৪৮	১১·৩	১১·২

ইংলণ্ডের বস্ত্র-শিল্পের কাটতি কোথায় কমিয়াছে ?

বাজার	১৯১৩ হাজার গজ	১৯১৩ সনের তুলনায় ১৯২৫ সনে শতকরা কমতি
সুদূর প্রাচ্য (ফার ইষ্ট)	৪,৩৭৫,৭১১	৪৪
নিকট প্রাচ্য (নিয়ার ইষ্ট)	৭২১,৪২০	৯১
দক্ষিণ আমেরিকা	৬৭২,৮৬৪	৮৩
স্বায়ত্তশাসন-প্রাপ্ত উপনিবেশ	৩৯৩,২২০	৮১
ইয়োরোপ	২৬৯,৭৭৪	১৩০
আফ্রিকা	৩৩৩,২৪৩	১০৫
যুক্তরাষ্ট্র	৪৪,৪১৫	১৯৯

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে, সুদূর প্রাচ্যে অর্থাৎ চীন ভারতের বস্ত্র-শিল্প বাজারেই ইংরেজের সব চাইতে বেশী ক্ষতি হইয়াছে। ১৯১৩ সনের তুলনায় ১৯২৫ সনে ঐ সকল দেশে বিলাতী বস্ত্রের কাটতি শতকরা ৫৬ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। প্রথমে অনেকে ধারণা করেন যে, ভারত-বাসীর নিম্ন ক্রয়ক্ষমতা ও চীনের ঘরোয়া বিবাদই ইহার জন্য দায়ী, কিন্তু হিসাবপত্র ঘাঁটিয়া দেখা যায় ইহা সত্য নহে। ১৯২২-১৯২৬ সনে ১৯১৩ সনের তুলনায় ভারত-বাসীর বস্ত্র-ক্রয়ক্ষমতা শতকরা ৭ ভাগ মাত্র হ্রাস পায়, কিন্তু ঐ সময়ে দেখা যায় যে, বিলাতী বস্ত্রের ভারতে আগমন শতকরা ৪৪ ভাগ কমিয়া গিয়াছে এবং ভারত-সন্তান কর্তৃক স্বদেশী তাঁত বস্ত্র ও দেশী মিলের কাপড়ের ক্রয় ১৯১০-১৯১৪ সনের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ১৬ ও ৬৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯২২-২৪ সনে চীনে তুলা বস্ত্রের কাটতি ১৯০৯-১৯১৩ সনের চাইতে শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ঐ সময় বিদেশী বস্ত্রের আমদানি কিন্তু শতকরা ১৪ ভাগ কমিয়া যায়। লিগ অব নেশান্সের ইকনমিক ও ফিনান্স্যাল সেকশান হিসাব করিয়া বলিতেছেন যে, ১৯২২-২৪ সনে চীনে দেশী মিলের বস্ত্রউৎপাদন ১০,০০০,০০০ পাউণ্ড হইতে ২৭,০০০,০০০ পাউণ্ডে বৃদ্ধি পায় এবং হস্ত-চালিত তাঁত বস্ত্র উৎপাদন ৫৭০,০০০,০০০ হইতে ৪৭০,০০০,০০০তে বৃদ্ধি পায়।

জাপানের বস্ত্র-শিল্প শতকরা ১৩৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে

১৯১৩ সনের পর হইতে যুদ্ধের সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের মধ্যে জাপানের বস্ত্র-শিল্পের বহর শতকরা ১৩৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাও ল্যাঙ্কাশিয়ারের বর্তমান দুর্দ্দশার জন্য অনেকটা দায়ী। মিঃ ডব্লিউ বি, কানিংহাম, জাপানের ব্রিটিশ কনসাল বলেন যে, ১৯২১-১৯২৫ সনের মধ্যে ১৯১৬-১৯২০ সনের তুলনায় চীনে জাপানী রপ্তানি শতকরা ৩৩ ভাগ ও ভারতে শতকরা ২২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইংরেজ প্রতিযোগিতায় টিঁকিতেছে না

ইংল্যাণ্ডকে তাহার সুবৃহৎ বস্ত্র-শিল্প-সৌধের রসদের জন্য যুক্তরাষ্ট্র, ভারতবর্ষ, মিশর প্রভৃতি দেশের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। ঐ সকল দূর দেশ হইতে বস্ত্র-শিল্পের উপযোগী তুলা বহিয়া আনিবার খরচপত্র ঢেরই আছে। তাহা ছাড়া ইংলণ্ডে মজুরী ভারত ও চীন জাপানের মত অত সস্তা নয়।

জাপান ও ভারত একরূপ ঘরে বসিয়া তাহাদের প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের রসদ অল্প খরচায় পাইয়া থাকে।

এক কথায় কাপড়ের আধুনিক কল-কারখানা জাপান ও ভারতে যত সস্তায় চলিতে পারে অন্য কোন দেশে তাহা সম্ভবপর নয়।

জাপানের বস্ত্র-শিল্প কারখানায় দৈনিক বিশ ঘণ্টা করিয়া কল চালান হয়। জাপানের সকল মিলগুলিই জাপান কটন স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশ্যানের অন্তর্গত। ঐ দেশে বস্ত্র উৎপাদন যেরূপ সঙ্ঘবদ্ধ ও বিরাটভাবে অতি অল্প খরচায় হয় বিলাতে তাহা সম্ভবপর নয়। এজন্য জাপানের বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না। প্রতিযোগিতায় জাপানের উপর টেক্কা দিবার ক্ষমতা ইংরেজের নাই।

মিশরে বিলাতী কাপড়ের কাট্‌তি কমিয়াছে

মিশরে ইংরেজের বস্ত্র আমদানি বিস্তর কমিয়া গিয়াছে। ইতালী, জাপান, ফরাসী ও বেলজিয়াম দিন দিন মিশরের ব্যবসা মহলে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। মিশরের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই আশা করা যায় তাহার আর্থিক ও ব্যবসা-জীবনে বিলাতী প্রভুত্ব আর থাকিবেনা।

ইংরেজ দক্ষিণ আমেরিকায় বস্ত্র-ব্যবসা হারাইয়াছে। ব্রেজিলের মিলগুলিতে আজকাল বিস্তর কাপড় তৈয়ারী হইতেছে। তাহা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইংরেজ প্রতিযোগিতায় পারিতেছে না।

একমাত্র জার্ম্মাণি ও নেদারল্যাণ্ডস ইংরেজের নিকট হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী সুতা ক্রয় করিতেছে।

চীনের নতুন ঋণ

নানকিনের অর্থ-সচীবের আফিস হইতে প্রকাশ যে দুইটী সমান অংশে ৮,৩০০,০০০ পাউণ্ডের একটী সংস্কারক ঋণ তোলা হইবে।

কেরোসিন এবং পেট্রোলের যে সমস্ত বিশেষ শুল্ক আদায় হইবে তাহা এই ঋণ পরিশোধকল্পে ব্যয় হইবে। এই বিষয়ের সমস্ত ভার একটি স্পেশাল সিংকিং ফাণ্ড কমিটীর হাতে দেওয়া হইবে। এই কমিটি কাসটমস্ আর ট্যাক্স ও ট্রেজারী বণ্ড বাবদ শতকরা ২॥০ করিয়া একটি অতিরিক্ত শুল্ক আদায় করিবেন। কেরোসিন ও পেট্রোলের উপর বিশেষ শুল্ক বন্ধ হইয়া গেলে কিংবা নূতন ন্যাশানাল টারিফ সিডিউলের দরুণ যদি কাসটমস্‌এর শুল্ক বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে এই নূতন ঋণ পরিশোধের অন্যবিধ উপায় ঠাওরাইবার জন্য প্রথমে মনোযোগ দেওয়া হইবে। বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুসারে এই ঋণের আসল ও সুদের টাকার প্রথম অংশ আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে তোলা হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের মজুরের কয়লা তোলার শক্তি

নিম্নের তালিকায় কয়েকটী বিশিষ্ট দেশে একজন মজুর গড়ে কি পরিমাণ কয়লা (ক) খাদের উপরে ও ভিতরে, (খ) কিংবা শুধু খাদের ভিতরেই, তুলিতে সমর্থ হয় তাহার তালিকা দেওয়া হইল। দেশ-বিদেশের এই তুলনা ঠিক যে যুক্তিযুক্ত তাহা নহে। কারণ দেশগুলির ঠিক একই সালের হিসাব পাওয়া যায় নাই। তথাপি ইহার অনেকখানি দাম আছে ইহা স্বীকার্য্য। ইহা ছাড়া কোন দেশের মজুর যে কতখানি কার্য্যক্ষম তাহাও ঠিক বোঝা যাবে না। কারণ খাদের ভিতর কাজের অবস্থা এক এক দেশে এক এক রকম ত আছেই, আবার ভিন্ন ভিন্ন দেশের খাদের ভিতরে ও উপরের কাজের অবস্থাও ভিন্ন ধরণের। বিলাতে ১৯২৭ সালে খাদের মধ্যে কাজ করিয়াছিল মোট মজুরের শতকরা ৭৯ জন। ভারতে কয়লা বিলাত অপেক্ষা কম মাটির নীচে থাকে। এখানে শতকরা ৬৯ জন কুলি খাদের ভিতর কাজ করিয়াছে ১৯২৭ সালে। অন্যপক্ষে ভারতে শ্রম কমাইবার জন্য অন্যান্য দেশের মত সেরূপ কলকব্জার ব্যবহার এখনও আরম্ভ হয় নাই। তবে এসবের ব্যবহার আস্তে আস্তে আরম্ভ হইতেছে।

এই সমস্ত ব্যাপার ভারতীয় কুলির আপেক্ষিক অক্ষমতার একটী কারণ বটে।

	খাদের ভিতরে ও উপরে কার্য্যে নিযুক্ত কুলিপ্রতি কয়লার পরিমাণ (টন)	খাদের ভিতরে কুলিপ্রতি কয়লার পরিমাণ (টন)	সাল
মার্কিণ	৭৮০	৯৩০	১৯২৬
বিলাত	২৫২	৩১৬	১৯২৭
জার্ম্মাণি	২৭৮	জানা নাই	১৯২৭
ফ্রান্স	১৬০	২২৫	১৯২৭
বেলজিয়াম	১৫৪	২১৯	১৯২৭
জাপান	১৩২	জানা নাই	১৯২৬
ভারত	১১৩	১৬৬	১৯২৬
	১১২	১৭৬	১৯২৭

মজুরপ্রতি কয়লার পরিমাণ ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত গত ৫ বৎসরে কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

	খাদের উপরে ও ভিতরে (টন)	কেবলমাত্র খাদের মধ্যে (টন)
১৯২৩	৯৭·৪	১৬৩·৭
১৯২৪	১০৩·৬	১৬৬·৮
১৯২৫	১১০·৫	১৭৩·১
১৯২৬	১১৩·১	১৬৫·৯
১৯২৭	১২২·৩	১৭৬·৪

মাথাপিছু মজুরের কর্ম্মশক্তি ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। কয়লা কাটিবার যন্ত্র-সংখ্যাও বাড়িতেছে। ১৯২৭ সনে এইরূপ ১৪১টী যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, ১৯২৬ সনে হইয়াছিল ১২৬টী। এই সমস্ত যন্ত্রের অধিকাংশই বৈদ্যুতিক শক্তিদ্বারা চালিত হয়। ৫৫টি খনিতে এই সমস্ত যন্ত্রদ্বারা কাজ চলিয়াছিল। ১৯২৭ সনে যন্ত্রদ্বারা কর্ত্তিত ভূ-ভাগের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৭,৫৫৫,৭৪৮ বর্গ ফুট.এবং তার পূর্ব্ব বৎসর ৬,০৭৬,৩৫২ বর্গফুট। রাণীগঞ্জ কয়লা-ক্ষেত্রে কয়লা তুলিবার যন্ত্র ব্যবহার দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে।

১৯২৭ সনে খাদের ভিতর দৈব-দুর্ব্বিপাকে অপমৃত্যু ঘটিয়াছিল ১৯৬ জন কুলির। অর্থাৎ হাজার করা ১১ জন কুলির অপমৃত্যু হইয়াছিল। ১৯২৬ সনে ঐরূপে কুলি মরিয়াছিল হাজারকরা ·৯৯ জন। বড় বড় কয়লার খনি-গুলির প্রায় সমস্তই বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জামে সজ্জিত হইয়াছে।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

(ক) দেশী

কংগ্রেসে শ্রমিক অভিযান

কলিকাতা কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিবস দেশবন্ধু নগরে বিশ হাজার শ্রমিকের অভিযান কংগ্রেসের ইতিহাসে তথা ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটা যুগান্তরকারী ঘটনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশ হাজার শ্রমিক যখন পতাকা-হস্তে দলে দলে রাজপথ দিয়া দেশবন্ধু নগরের অভিমুখে শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছিল, তখন সে দৃশ্য দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিল। তাহারা দরিদ্র, অঙ্গে ভাল বেশভূষা নাই, অধিকাংশই নগ্নপদ। তাহাদের মুখে, বাহুতে, চক্ষে কঠোর দৈহিক শ্রমের চিহ্ন বর্ত্তমান; কিন্তু ইহারা যেরূপে শান্তভাবে, সুশৃঙ্খলার সহিত বিরাট বাহিনী সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া চলিয়াছিল, তাহাদের মুখে যেরূপ আগ্রহ ও দৃঢ়-সঙ্কল্পের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—তাহা মনে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। তারপর কংগ্রেস মণ্ডপে তাহারা যেরূপ শান্তভাবে নিয়মানুবর্ত্তিতার সঙ্গে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল সভা করিয়াছিল, তাহাও অনেক তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষে অনুকরণযোগ্য। মোট কথা, সেদিনকার শ্রমিক অভিযান দেখিয়া আমরা বুঝিয়াছি যে, এদেশের নির্য্যাতিত গণশক্তির মধ্যে এবার সত্যই নবজাগরণ আরম্ভ হইয়াছে, তাহারা সমস্ত অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে।

শ্রমিকগণ আসিয়াছিল জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের নিকট তাহাদের দুঃখ জানাইতে, দাবী পেশ করিতে। অপ্রিয় হইলেও বলিতে হইবে যে, এখন কংগ্রেস যেভাবে চলিতেছে, তাহাতে ইহা শিক্ষিত, ধনী বা মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদেরই করতলগত, তাহাদেরই স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহার কর্ম্ম-ধারা নির্দ্দিষ্ট হয়। দেশের যে জনসাধারণ, কৃষক-শ্রমিক সম্প্রদায়, দরিদ্র নিরক্ষরের দল, যাহারা দেশের চৌদ্দ আনা, তাহাদের স্থান কংগ্রেসে নাই, তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য ধনী ও অভিজাত নেতারা ব্যস্ত নহেন। অর্থাৎ যাহারা বলিতে গেলে দেশ, যাহাদের নাম করিয়া কংগ্রেস মুক্তি-সংগ্রাম চালাইতেছে, তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াই কংগ্রেস লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু এ চেষ্টা যে ব্যর্থ-প্রয়াস, তাহা দিন দিনই আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি। দেশের গণশক্তিকে এইভাবে উপেক্ষা করিয়া কোন পরাধীন জাতিই স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে নাই। আমরাও পারিব না। জনসাধারণের সম্মতি ও দৃঢ়সঙ্কল্প যদি কংগ্রেসের পশ্চাতে না থাকে, তবে কংগ্রেস কোথা হইতে শক্তি সংগ্রহ করিবে?

কিন্তু কংগ্রেস শ্রমিকদিগকে উপেক্ষা করিলেও, তাহাদিগকে না ডাকিলেও, শ্রমিকেরা নিজেই তাহাদের দাবী লইয়া কংগ্রেসের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা আর উপেক্ষিত অবজ্ঞাত হইতে চাহে না—জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নিকট তাহারা তাহাদের মনের কথা জানাইবেই। ইহার দ্বারা কংগ্রেসকে তাহারা সম্মানিতই করিয়াছে। কংগ্রেস যদি এইসব চির-উপেক্ষিত দেশের দরিদ্র অবজ্ঞাতদের আহ্বানে এখনও সাড়া না দেন, তবে বিষম ভুল করিবেন। অদূর ভবিষ্যতে এই প্রত্যাখ্যাত কৃষক-শ্রমিকরাই একদিন কংগ্রেস দখল করিয়া বসিবে এবং এই শিক্ষিত, ধনী, মধ্যবিত্তদিগকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে,—এ সম্ভাবনা আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি।

অতএব ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ দেখিয়া আজিকার কংগ্রেস-নেতারা সময় থাকিতে সাবধান হউন, রুদ্রকে আগে হইতেই বরণ করুন।

শ্রমিকেরা কি চায় তাহা তাহাদের সভায় গৃহীত প্রস্তাব হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। তাহারা বলিয়াছে যাবৎ ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতা স্থাপিত না হয় এবং সাম্রাজ্যবাদী ও ধনিকদের শোষণক্রিয়া বন্ধ না হয়, তাবৎ শ্রমিক ও কৃষকগণ সন্তুষ্ট হইবে না। তাহারা ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভা বা কংগ্রেসকে এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিবার জন্য, জাতির শক্তিকে সেই দিকে গঠিত করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

ইহাই ভারতের কৃষক-শ্রমিকদের অন্তরের কথা, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ধনসাম্যের আদর্শ। শিক্ষিত ধনী মধ্যবিত্ত নেতাদের প্রভাবে পড়িয়া কংগ্রেস আজ এই আদর্শ গ্রহণ করিতে না পারে, কিন্তু একদিন ইহার জন্য কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এই আদর্শই তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

(আনন্দবাজার)

কলিকাতা কংগ্রেস প্রদর্শনীর শিক্ষা বিভাগ

প্রদর্শনী শিক্ষা বিভাগে দেখান হয়েছে যে, গত একমাস কাল মাত্র ৩০৲ টাকা বেতনের একটা চাকুরী খালির বিজ্ঞাপন দেওয়ায় বাংলার নানাস্থান—বেশীরভাগ সহর থেকেই ১০৬৮টী দরখাস্ত এসে পড়েছে। তার মধ্যে ৩২খানি এম-এ, এম-এস, সি, বি-এ, বি-এল, দুইশতের উপর বি-এ, এবং বাকীগুলি তন্নিম্ন বৃত্তিধারীদের। তারের আলমারীর মধ্যে মূল দরখাস্তগুলি শিক্ষাবিভাগে সাধারণের দেখবার জন্য সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে। চাকরীর মোহ সরকারী ডিগ্রীর নাগপাশ কাটিয়ে উঠতে না পারলে, দেশীয় শিল্পের প্রতিষ্ঠা না হলে এই শোচনীয় দারিদ্র্য-দুঃখ ঘুচবে না।

বাংলার পল্লী-দৃশ্য

শিক্ষাবিভাগের অপর পার্শ্বে আর একটী দর্শনীয় বিভাগ-দেশবন্ধু পল্লী-সংস্কার সমিতির কর্তৃপক্ষগণ প্রচুর অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করে বাংলার প্রাচীন ও আধুনিক চিত্রকে সজীব করে জনসাধারণের সমক্ষে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। প্রাচীন ও আধুনিক বাংলার গৌরব ও আদর্শমণ্ডিত মনীষীদের প্রতিমূর্ত্তি সাজিয়ে বাংলার জ্ঞান, বিদ্যা ও ধর্ম্ম-কর্ম্মের আদর্শকে পরিস্ফুট করে তুলেছেন।

কৃষি ও স্বাস্থ্য

দিনের পর দিন স্বাস্থ্য হারিয়ে দৈন্যের তাড়নায়, চিকিৎসার অভাবে বাংলার লোকের গড় আয়ু কি হারে কমে যাচ্ছে, অনাথ আতুরের সংখ্যা কত বেশী বেড়ে চলেছে সে সকল বিষয়ে অসংখ্য চার্ট, নক্সা, ও কৃত্রিম গ্রাম তৈরী করে জনসাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

সামাজিক অবস্থা

বাংলার স্বেচ্ছাচারী সমাজের কাঠোর বিধান—নারী-হরণ, পণপ্রথা, বিধবা-সমস্যা, অস্পৃশ্যতা ও ছুঁৎমার্গের ফলে বাংলার ২ কোটি ১ লাখ হিন্দুর মধ্যে ১ কোটি ৫০ লাখকে জল অচল করে দিয়ে জাতি কি রকম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে—সেই সব পুরাতন সংস্কার ভেঙ্গে নতুন চিন্তা-ধারা জাগিয়ে সমাজের মধ্যে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করে তুলতে হবে—যার ফলে জাতি আবার নব সংস্কারে গড়ে উঠতে পারে। দর্শকদের মনে এই নব সংস্কারের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রত্যেক বিভাগে যথাসম্ভব সহজ ও সরল করে বুঝিয়ে দেবারও যথেষ্ট সুবন্দোবস্ত আছে।

ভারতীয় সামাজিক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ

২৬ শে ডিসেম্বর মিঃ এম, আর, জয়াকারের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত সামাজিক সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। অস্পৃশ্যতা দূর করা ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর বিবাহের প্রস্তাব সম্পর্কে সভায় বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়ঃ—

(১) স্যর পি, সি, রায় প্রস্তাব করেন, হিন্দু সমাজ হইতে জাতিভেদ প্রথা দূর করিতে হইবে, সর্ব্বজাতির সহিত আহারের স্বাধীনতা দিতে হইবে। আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ-প্রথা প্রচলিত করিতে হইবে এবং অস্পৃশ্যতা দূর করিতে হইবে।

(২) মিসেস কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে, জাতির ঐক্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে বিবাহ ও আহারের প্রচলন আবশ্যক।

(৩) মিসেস ব্রিজলাল নেহ্রু প্রস্তাব করেন যে, বাল্য-বিবাহ জাতির পক্ষে একটা অনিষ্টকর কুপ্রথা, সুতরাং আইন করিয়া এই প্রথা দূর করিতে হইবে। তিনি সার্দ্দার বাল্য-বিবাহ-নিরোধ বিল সমর্থন করিতে সভাকে অনুরোধ করেন।

(৪) রেভারেণ্ড হার্ব্বার্ট অ্যাণ্ডার্সন প্রস্তাব করেন যে, জনসাধারণকে সমস্ত প্রকার মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বর্জ্জন করিবার জন্য সভা অনুরোধ করিতেছেন। এই জন্য গবর্ণমেণ্টের আইন পরিষৎ ও আবকারি বিভাগকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলা হইবে।

(৫) বিধবাদিগকে স্বাধীনতা দিতে হইবে এবং তাহাদিগকে ও ঐ প্রকারের অসহায়া স্ত্রীলোকদিগকে সৎভাবে জীবিকা-অর্জ্জনের উপায় করিয়া দিতে হইবে।

(৬) হিন্দু আইন অনুসারে এই দেশের স্ত্রীলোকদিগকে সম্পত্তি প্রভৃতির উত্তরাধিকার দেওয়া হয় না। স্ত্রীলোক-দিগের সম্বন্ধে এই ব্যবহার-বৈষম্য ও আইনের অবিচার দূর করিতে পারা যায় কি না তৎসম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী কমিটি নিযুক্ত হইবে এবং তাঁহারা সম্মিলনের সেক্রেটারীর নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবেন—ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, মিঃ রামদাস পান্তলু, মিসেস ব্রিজলাল নেহ্রু, মিঃ কে, এল, নরসিং রাও, মিঃ কে, এল, মুন্সি, লালা দুনিচাঁদ, মিঃ ক্ষিতীশ চক্রবর্ত্তী এবং ডাঃ ডি, এন, মিত্র।

(৭) মধ্যশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বেকার-সমস্যা দূর করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

(৮) অজ্ঞতা ও অশিক্ষা দূর করিবার জন্য বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দেশব্যাপী প্রচারের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

ভারতীয় বণিক্-সভা-সঙ্ঘ

২৮ শে ডিসেম্বর কলিকাতা ডালহৌসি ইনিষ্টিটিউটে বড়লাট ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্সের বার্ষিক সভার উদ্বোধন করিয়াছেন। বহু লোক ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন, যথা বাঙ্গালার গভর্ণর, স্যর জর্জ্জ রেণী, স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্যর ভূপেন্দ্র নাথ মিত্র, নবাব নবাব আলী চৌধুরী, স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র, নশিপুরের রাজা, সন্তোষের রাজা, মৈমনসিংহের মহারাজা, ঘনশ্যামদাস বিড়্‌লা, স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, সারাভাই হাজি, ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, লালা হরকিষণলাল, ঠাননকুথাম চেটী, টি আর ইউলিষ্টন, বি, ই, জি, এডিস, ডবলিউ, ডি, আর, প্রেণ্টিস, পি, মুখোপাধ্যায়, ডবলিউ, সি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, দেবীপ্রসাদ খৈতান ও মিঃ মোবার্লী ইত্যাদি।

বেঙ্গল ন্যাশানেল চেম্বার অব্ কমার্সের তরফ হইতে উপস্থিত ছিলেন শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিনয়কুমার সরকার ইত্যাদি।

ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্সের সভাপতি স্যর পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস বড়লাটকে ঐ সভার উদ্বোধন করিতে অনুরোধ করিয়া বক্তৃতা করেন।

বোম্বায়ের মিঃ বি, এফ, ম্যাডেন প্রস্তাব করেন—ভারতীয় কাষ্টমস্ টারিফ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য একটি কমিটী নিয়োগ করা হউক—করাচীর মিঃ মেটা ও অধ্যাপক উকিল ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিলে তাহা গৃহীত হয়।

লাহোরের লালা হরকিষণলাল প্রস্তাব করেন—ভারতের উপকূল-বাণিজ্য বিল সরকার যেন সমর্থন করেন এবং বঙ্গোপসাগরে একখানি ট্রেনিং জাহাজ রাখার ব্যবস্থা করেন। শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়, হাভজী গোবিন্দজী শেঠ ও আর, এচ, গান্ধী উহা সমর্থন করিলে তাহা গৃহীত হয়।

কলিকাতার মিঃ ফজুলভাই গাংজী প্রস্তাব করেন—ভারতের লবণ ব্যবসা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটী সরকারী কমিটি নিযুক্ত করুন। মিঃ গোপাল মেণ ও মিঃ সিধবা সমর্থন করিলে তাহা গৃহীত হয়।

বোম্বাইয়ের মিঃ ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ প্রস্তাব করেন—তৈল ব্যবসায় সম্বন্ধে তদন্তের সময় টারিফ বোর্ডের সভাপতি যে প্রস্তাব করিয়াছেন সে সম্বন্ধে তদন্তের জন্য ভারত সরকার একটি তদন্তের ব্যবস্থা করুন। দিল্লীর লালা শ্রীরাম ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিলে উহা গৃহীত হয়।

ভারতীয় বণিক্‌সভা-সঙ্ঘে বড়লাটের বক্তৃতা

ভারতীয় বণিক্-সভা-সঙ্ঘের (ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব্ কমার্স) উদ্বোধন করিবার সময় বড়লাট বলেন :—

"ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে সুবিবেচিত মতামত প্রকাশ করার জন্য একটা সঙ্ঘ গঠিত হইতেছে দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট। এতবড় একটা দেশে অনেক সময়েই এরূপ ঘটে যে, যাহা একাংশের পক্ষে সুবিধাজনক তাহাই আবার অপরাংশের পক্ষে অসুবিধাজনক হইতে পারে। সুতরাং বিভিন্ন স্থান হইতে আগত প্রতিনিধিগণের একস্থানে সমবেত হওয়া আবশ্যক"।

বোম্বাই বস্ত্র-শিল্পের দুঃসময়

বোম্বাইয়ের বস্ত্র-শিল্পের সম্বন্ধে বড়লাট বলেন :—

"বহু মাস যাবৎ এই শিল্প বিপদে পড়িয়াছে। শ্রমিক হাঙ্গামার ফলে বোম্বাইতে কাপড় তৈরী হইতে পারিতেছে না। ফলে ভারতে উৎপন্ন কাপড়ের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু একটী বিষয় লক্ষ্য করিবেন যে, ভারতে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস পাইলেও আমদানি বৃদ্ধি পায় নাই। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, বিদেশীরা উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সমর্থ নহে। এতদ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় যে, সংরক্ষণ শুল্ক বসাইয়া ক্রেতার নিকট হইতে উচ্চ মূল্য আদায় করা বোম্বাই বস্ত্রশিল্পের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইবে না। প্রতীকারের উপায় অন্যত্র। শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে সহযোগিতা দ্বারা উৎপাদনের খরচা কমাইতে হইবে।

শ্রমিক হাঙ্গামা

"কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতে শ্রমিক হাঙ্গামার বিশেষ উপদ্রব দেখা যাইতেছে। ইহাতে যে অনেক অনিষ্ট হইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। ১৯২৮ সালের প্রথম নয় মাসে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকায় ৩ কোটি হাজিরা কাটা গিয়াছে। ফলে শ্রমিকদের সাড়ে চার কোটি টাকা মজুরী মারা গিয়াছে। কেবল শ্রমিকদেরই এত ক্ষতি হইয়াছে, মালিকদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বোম্বাই কাপড়ের কলে ধর্ম্মঘটের ফলে মালিকদের কম পক্ষে ১৫ কোটি টাকার ক্ষতি হইবে। এই টাকা দ্বারা যাহারা খাইয়া বাঁচিত সে সমস্ত নারী, শিশু প্রভৃতির কি দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা এই টাকার অঙ্ক হইতেই বুঝিতে পারা যায়। সদুদ্দেশ্যে শ্রমিক-সংগঠন ভাল কথা, কিন্তু সঙ্ঘগুলি যদি এমন লোকের হাতে পড়ে যাহারা শ্রমিকদের প্রকৃত কল্যাণকামী নহে, তাহা হইলে শ্রমিকদের পক্ষে তাহা শক্তির কেন্দ্র না হইয়া সমাজের পক্ষে উপদ্রবস্বরূপ হয়। ইহা নিবারণ করার জন্য আপনারাই বা কি করিতে পারেন, আর আমরাই বা কি করিতে পারি তাহা বিবেচনা করিবেন।"

শ্রমিকদিগের জন্য দরদ

শ্রমিকদের দুরবস্থা সম্বন্ধে বড়লাট বলেন :—

"ভারতীয় শ্রমিকরা যে অবস্থার মধ্যে জীবনযাপন করে, বাহিরের লোক আসিয়া তাহার তীব্র সমালোচনা করে। আমি একথা বলিতে চাহি না যে, তাহাদের সকল কথাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু শ্রমিকরা যাহাতে বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উন্নতি করিতে পারে তজ্জন্য আমাদের চেষ্টিত হওয়া কর্ত্তব্য।

"আমরা সকলেই স্বীকার করি যে, শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ বিদ্যমান আছে। কিন্তু পেশাদার আন্দোলন-কারীরা নিজেদের কুমতলবে সেই অসন্তোষ প্রয়োগ করিয়া

সমাজকে ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টায় আছে। কয়েক বৎসর যাবৎ এরূপ লোকের আবির্ভাব দেখা যাইতেছে। তাহারা যাহাতে তাহাদের দৌরাত্ম্য চালাইবার সুযোগ না পায়, সে বিষয়ে আপনারা আমাকে সহায়তা করিবেন বলিয়া ভরসা করি। নিরপেক্ষ পঞ্চায়েৎ দ্বারা শ্রমিক-কলহের তদন্তের জন্য আমরা দেশের নিকট একটা প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছি। কিন্তু ঐরূপ পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠা দ্বারাই কলহের অবসান হইবে না।"

নিখিল ভারতীয় চিকিৎসক-সম্মেলন

কংগ্রেস সপ্তাহে কলিকাতায় নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলনের যে অধিবেশন হয় তাহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যর নীলরতন সরকার তাঁহার অভিভাষণে বলেন—বর্ত্তমান যুগ সভাসমিতি ও সম্মেলনের যুগ। কিন্তু ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই ধরণের সভা-সমিতি হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এমন সব সম্মেলনের বর্ণনা আছে যাহাতে বলাখ হইতে কাশী এবং তক্ষশীলা হইতে কোশল পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানের চিকিৎসকগণ চরক শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান আত্রেয়র সভাপতিত্বে সমবেত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীনকালে এই সব সম্মেলন হইলেও বর্ত্তমান সময়ে চিকিৎসকদের এই সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। বর্ত্তমানে চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সরকারের কি সম্পর্ক বর্ত্তমান থাকিবে, কি ভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চিকিৎসা-বিষয়ে গবেষণা চলিবে ইত্যাদি অনেক সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। আমাদের দেশের বহুলোক রোগে জর্জ্জরিত হইতেছে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এইসবের প্রতিবিধানের সমীচীনতা সরকারকে বুঝাইতে হইবে। আমাদের দেশে এই সব ব্যাপারে যে অবস্থা বিদ্যমান তাহা যে-কোন সভ্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষে লজ্জার কথা। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ হইতে অনেক রোগ উৎপন্ন হইয়া উহা জগতে ছড়াইয়া পড়ে বলিয়া অন্যান্য দেশ অভিযোগ করিয়া থাকে। কিন্তু ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে উপদংশ হইতে আরম্ভ করিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাধি পাশ্চাত্য দেশসমূহ হইতেই উৎপন্ন হইয়া ভারতে বিস্তৃত হইয়াছে। কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধেও অনেক জাতি ভারতবর্ষের উপর অভিযোগ আরোপ করেন, কিন্তু ভারবর্ষে এই রোগের যে দেশীয় চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই আজ জগৎকে এই রোগের হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

যাহা হউক আমাদের দেশে বর্ত্তমানে নানাবিধ রোগের প্রকাশ দেখা দিলেও গবর্ণমেণ্ট যদি এই অবস্থার প্রতিকারে অগ্রসর হন, তাহা হইলেই এই সব রোগ সহজে বিদূরিত হইতে পারে। প্রাচীন ভারতে হিন্দু ও মুসলমান শাসনের আমলে দেশে এত রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল না। বিলাতের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াছেন যে,—"মহান আইনপ্রণয়নকারী মনু জগতের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত সবচেয়ে বড় সংস্কারক ছিলেন।"

স্যর নীলরতন বলেন যে, আমাদের বিদেশী অতিথিগণের জন্যই আমাদের দেশের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে। সরকারী কর্ম্মচারিগণ দেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটুও নজর দেন না। তারপর বিদেশী আমলাতন্ত্র উদাসীন থাকার দরুণ দেশে চিকিৎসাপত্র সম্বন্ধে কোন গবেষণাও হইতেছে না। প্রধানতঃ সামরিক বিভাগ হইতে ডাক্তার আনিয়া এদেশে আমদানি করা হইতেছে। উহার ফলে দেশের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। এই সব ব্যাপারের ফলে দেশে বর্ত্তমানে ২৩ হাজার মাত্র রেজেষ্ট্রী-কৃত চিকিৎসক আছে। আজ ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামের মধ্যে ৩২ কোটি অধিবাসী বিদ্যমান।

শ্রীযুত সরকার তাঁহার অভিভাষণে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, এই বিষয়ে আরও গবেষণা হওয়া দরকার।

ডক্টর দেশমুখ

নিখিল ভারতীয় চিকিৎসক সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ জি, ভি, দেশমুখ, এম্, ডি (লণ্ডন), এম্, আর, সি, এস (ইংলণ্ড), বলেন—

আমাদের দেশের চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষার্থিগণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মারফতে মোটেই উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে

পায় না। ফলে তাহারা অধ্যাপকের বদলে অ্যাসিষ্টান্ট হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্যই আমাদের দেশের অনেক ভাল ভাল ছাত্র শিক্ষালাভের জন্য বিদেশে গমন করেন এবং সেখানে উচ্চতর শিক্ষালাভ করিয়া যশঃ ও সম্মানের সহিত দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা পাইয়া তাঁহাদের উন্নতির পথ খুলিয়া যায়।

অতঃপর বক্তা কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্কীর্ণ নীতি ও ভারতীয়দিগকে চিকিৎসা-ক্ষেত্রে চাপিয়া রাখিবার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, লী কমিশন ইয়োরোপীয় ও ভারতীয়দিগের মধ্যে চিকিৎসা-ক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি করেন। ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সিভিল সার্জ্জনের পদগুলি ইয়োরোপীয়দিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। যেখানে একজন তৃতীয় শ্রেণীর ইয়োরোপীয় সিভিল সার্জ্জনের পদ লাভ করে, সেখানে একজন প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় পর্য্যন্ত ঐপদ পান না। মফঃস্বলে ইয়োরোপীয় অফিসারগণের পত্নীদিগের খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্যই এরূপ অবিচার করা হইতে থাকে।

অতঃপর সভাপতি ভারতীয় চিকিৎসকদিগের পক্ষ হইতে আমেরিকার রকাফেলার ট্রাষ্টকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে, তাঁহাদের দানের ফলেই কলিকাতা পাব্লিক হেলথ ইনষ্টিটিউট স্থাপন সম্ভব হইয়াছে।

বক্তৃতার উপসংহারে সভাপতি সরকারী শিক্ষা-নীতির অত্যন্ত নিন্দা করেন এবং বলেন যে, কর্ত্তৃপক্ষের কৃপায় এই পর্য্যন্ত মাত্র শতকরা ৮ জন লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছে। ভারতবর্ষ এক সময়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে উন্নত দেশ ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে ইহা সর্ব্ববিষয়েই দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে ধর্ম্মের সহিত স্বাস্থ্যের নীতি যুক্ত হইয়া নানা কুসংস্কার ও গোঁড়ামির প্রশ্রয় পাইয়াছে। চিকিৎসকদিগের উচিত এই সমস্ত গোঁড়ামি হইতে দেশকে উদ্ধার করা। এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে স্পষ্টরূপে জানাইয়া দেওয়া উচিত যে, জন সাধারণের মতামতকে সম্মান করিবার নামে তাঁহারা যেন এই দেশের স্বাস্থ্য ও সামাজি ব্যাপারে আর ভণ্ডামির অভিনয় না করেন।

বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস সম্মেলন

২৮শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক-সঙ্ঘের ১৫নং হেয়ার ষ্ট্রীটস্থ আফিসে নিখিল বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মাহিষ্য ট্রেডিং ও ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানের ৩৬টি ব্যাঙ্ক ও লোন অফিসের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। এতদ্ভিন্ন বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক-সঙ্ঘের অপর সভ্যগণের মধ্যেও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সহঃ সম্পাদক মহাশয় সঙ্ঘের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলে, ব্যাঙ্ক সঙ্ঘের উৎকর্ষ সাধন ও প্রস্তাবিত ফেডারেল ব্যাঙ্ক গঠনের জন্য সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি মন্তব্য গৃহীত হয়। এই জাতীয় সপ্তাহে সময়ের অল্পতাহেতু ব্যাঙ্কসঙ্ঘ ও প্রস্তাবিত ফেডারেল ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশন সম্বন্ধেও একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই অধিবেশন রংপুরে আগামী প্রাদেশিক কনফারেন্সের সময় করাই সকলের মতানুসারে স্থিরীকৃত হয়।

বৈশ্য সাহা মহাসভা

২৬শে ডিসেম্বর বেলা ২ ঘটিকার সময় দেশবন্ধু নগরে বিশেষ মণ্ডপে মহাসভার প্রথম দিনের অধিবেশন বসে। সভাধিবেশনের বহু পূর্ব্বেই বৈশ্য সাহা জাতীয় প্রতিনিধি, অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য ও দর্শকগণের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব উৎসাহের সঞ্চার দেখা যায় এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই প্রায় ৪ হাজার লোকের সমাবেশযোগ্য সুবিস্তীর্ণ মণ্ডপ পূর্ণ হইয়া যায়। প্রায় শতাধিক মহিলাও এই সভায় যোগদান করেন।

বৈশ্য সাহা জাতীয় একদল যুবককর্ত্তৃক জাতীয় উদ্দীপনাপূর্ণ প্রারম্ভ সঙ্গীত গীত হইবার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন পোদ্দার এম্, এল, সি মহাশয় তাঁহার স্বাগত অভিভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর মহাসভার নির্ব্বাচিত সভাপতি রায় রেবতীমোহন দাস বাহাদুর বিপুল আনন্দধ্বনির মধ্যে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতির অভিভাষণ কিয়দ্দূর পঠিত হইবার পর সহসা মণ্ডপদ্বারে বিশেষ চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় এবং যখন পর পর বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতি মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, ভারত বিখ্যাত নেতা হিন্দুমহাসভার সভাপতি ডাক্তার মুঞ্জে, হিন্দু মিশনের স্বামী সত্যানন্দ, শ্রীযুত পদ্মরাজ জৈন, আশুতোষ লাহিড়ী প্রভৃতি সভামণ্ডপে প্রবেশ করেন, তখন কিয়ৎকালের জন্য সভাস্থলে এক অপূর্ব্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। এতদ্ব্যতীত আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, কবি নজরুল ইসলাম, শ্রীযুত নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মাদারীপুরের শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাস প্রভৃতি সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহোদয়ের ইচ্ছানুসারে এক ঘণ্টাকাল অভিভাষণ পাঠ স্থগিত থাকে এবং তাঁহার অনুরোধে মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, ডাঃ মুঞ্জে প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যায় ইহাদের অনেকে সভাস্থান ত্যাগ করিলে, সভাপতি মহাশয় সংক্ষেপে তাঁহার অভিভাষণ শেষ করেন। প্রায় ৬॥ ঘটিকার সময় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সভাস্থলে আগমন করেন এবং বিপুল ভাবে অভ্যর্থিত হন। যদিও তিনি নিতান্ত অসুস্থ ও ক্লান্ত তথাপি এই মহাসভার ও এই "মহাজাতির" প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্নেহ ও সত্যকার প্রাণের টান বশতঃ প্রায় ১৫ মিনিট কাল মনোরম বক্তৃতা দেন।

পোর্টট্রাষ্ট কর্ত্তৃক দেড় কোটি টাকা ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব

গবর্ণমেণ্টের নিকট বর্ত্তমান বৎসরের জন্য কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট ১৫০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণের আদেশ পাইয়াছে। অতি সত্বর ডিবেঞ্চার বাহির করিবার জন্য বন্দোবস্তও করা হইয়াছে।

এই ডিবেঞ্চার হইতে বার্ষিক শতকরা ৫৲ টাকা হারে সুদ মিলিবে। ১৯৫৮ সালের পর হইতে টাকা শোধ করা হইবে, কিন্তু ১৯৮৮ সালের পর আর টাকা ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। টাকা তুলিয়া লইবার জন্য দুই মাস আগে নোটিশ দিতে হইবে।

আরও জানা গিয়াছে যে, শতকরা ৫ টাকা সুদ-বিশিষ্ট ১৯৫৮-৮৮ সাল পর্য্যন্ত স্থায়ী ইস্যু বাহির করিয়া যে দেড়-কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করা হইতেছে তাহার মধ্যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া এক কোটি টাকা বীমা করিয়াছে। এই এক কোটি টাকার ইস্যু-মূল্য শতকরা ৯৭ টাঃ ৮ আঃ অবশিষ্ট আধ কোটি টাকা জনসাধারণের নিকট হইতে আদায় করিবার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে না। উদ্দেশ্য ট্রাষ্ট শতকরা ৯৮ টাঃ ৮ আঃ দরে ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া এই আধ কোটি টাকা তুলিয়া লইবার জন্য নিজে নিজেই ব্যবস্থা করিবে।

পোর্ট ট্রাষ্ট প্রয়োজনীয় অর্থের দুই-তৃতীয়াংশ তুলিবার জন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সহিত যে সর্ত্ত স্থির করিয়াছে তাহা বেশ সন্তোষজনক। বাকী এক-তৃতীয়াংশ টাকা তুলিবার জন্য ট্রাষ্ট যে সর্ত্ত স্থির করিয়াছে তাহা আরও অধিকতর সন্তোষজনক।

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯২৬ সালে শতকরা ৫ টাকা সুদে ও ১৯৫৬-৮৬ সালের মধ্যে শোধ দেওয়া হইবে এই সর্ত্তে ১ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয়; ১৯২৭ সনেও শতকরা ৫ টাকা সুদ ও ১৯৫৭-৮৭ সালের মধ্যে শোধ দেওয়া হইবে এই সর্ত্তে আরও দেড় কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয়। এই দুইবারেই ঋণদাতা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক এবং বর্ত্তমান সন অপেক্ষা গত দুইবারই ট্রাষ্টকে অধিকতর অর্থদণ্ড স্বীকার করিতে হয়।

সুদের হ্রাস

বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া ক্রমাগতভাবে এবং ক্ষিপ্রতার সহিত কলিকাতা বন্দরের পরিসর বৃদ্ধি পাইতেছে এবং উন্নতি সাধিতও হইতেছে। পোর্টট্রাষ্টের পক্ষে ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। ১৯২৫ সালে পোর্টট্রাষ্টকে শতকরা ৬৲ টাকা সুদে ঋণ গ্রহণের জন্য ৯৮ টাঃ ৮ আঃ দরে টেণ্ডার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ১৯২৬ সনে বসন্তকালে শতকরা ৫॥ টাকা সুদে ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব করে ৯৭॥ টাকায়, এবং শীতকালে ৫ টাকা সুদের ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব করে ৯৭ টাকায়। ১৯২৭ সনে পুনরায়

শতকরা ৫ টাকা সুদে ৯৭ টাকায় ঋণ গ্রহণ করে। এ বৎসরে সুবিধা হইয়াছে। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভারত গবর্মেণ্টকে ১৯২৮ সালের ঋণ গ্রহণ বিষয়ে সুদের হার বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে।

১৯২৫ থেকে ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত ডিবেঞ্চারের উপর প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ সাড়ে ছয় কোটি টাকা।

অদূর ভবিষ্যতে কলিকাতা কর্পোরেশান ১০৩ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণের জন্য বাজারে শরণাপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই টাকার মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা কর্পোরেশানের ঘাটতি মূলধন ও অন্যান্য ফাণ্ডের জন্য লাগান হইবে।

এ বৎসর আরও যে কয়েকটী পাব্‌লিক প্রতিষ্ঠান ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব করিতেছে তাহার মধ্যে বোম্বাই সিটি ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্ট একটী। বোম্বাই ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্টের ২০ লক্ষ টাকার দরকার, এইজন্য এই ট্রাষ্ট শতকরা ৪½ টাকা হারে ইস্যু বাহির করিয়াছে।

গৃহস্থালীর জন্য নরম কোক কয়লা

ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশানের সেক্রেটারি মহাশয় কয়লাকে ঘরগৃহস্থালীর ইন্ধন রূপে জনসাধারণের প্রিয় সামগ্রী করিয়া তুলিবার জন্য উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া ভারত গভর্মেণ্টের সেক্রেটারীর নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন :—

ভারত গভর্মেণ্ট ইণ্ডিয়ান কোল গ্রেডিং বোর্ডের (ভারতবর্ষীয় কয়লার গুণাগুণ নিরূপণ সমিতি) উদ্বৃত্ত অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

কয়লার ব্যবসা হইতে দেয় অর্থ হইতেই ইণ্ডিয়ান কোল গ্রেডিং বোর্ডের উদ্বৃত্ত অর্থের উৎপত্তি। ফেডারেশান এই অর্থ যে অন্য কাজে লাগাইতেছে তাহা দেখিতে গেলে যারা অর্থ দিয়াছে অন্ততঃ পক্ষে তাহাদের মধ্যে একদলের মত সমর্থন করিয়াই যে এইরূপ করিতেছে এইরূপ স্পষ্ট বোঝা যায়।

এখন কোক ও কয়লা বহন করিবার জন্য পৃথক পৃথক ভাড়া লাগার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। ভারত গভর্মেণ্ট যখন তাহাদের মতবাদ সেরূপ যুক্তিতর্কের সহিত সমর্থন করেনাই, তখন তাহা খণ্ডন করা বড়ই শক্ত। এই প্রসঙ্গে কয়েকটী ব্যাপার বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখার দরকার। ১৯২৫ সালে এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে লোকোমোটিভে (স্বয়ং চালিত যন্ত্র) ব্যবহৃত কয়লার জন্য জনসাধারণের ব্যবহৃত কয়লার চেয়ে কম ভাড়া আদায় করা হইত। দ্বিতীয়তঃ খিদিরপুর ডকে যে সমস্ত কয়লা জাহাজ-বোঝাই করা হয় তাহার জন্য কিছু ভাড়া হ্রাসকরা ভারতবর্ষীয় কয়লার ভাড়া আদায় নীতির প্রধান বিশেষত্ব। এই নীতি বহু বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। কেবল মাত্র তিন বৎসর কাল এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল।

বাংলার কয়লাখনিসমূহের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের বাহিরে কোমল কোকের দাম যে প্রধানতঃ রেল মাশুলের উপর নির্ভর করে ইহা ভারত গভর্মেণ্টও স্বীকার করিবেন। নরম কোক গৃহস্থালীর কার্য্যে ব্যবহারের উপযোগী। গৃহস্থালীর ইন্ধন যাহাতে সস্তায় পাওয়া যায় সেইজন্য রেলমাশুল কমাইবার ব্যবস্থা করিলে নিম্নশ্রেণীর ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকের অনেক সুবিধা হয়। তুলনামূলক বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, শিল্পকারখানার মালিকগণের একজন সাধারণ গৃহস্থের চেয়ে ক্রয়ের ক্ষমতা অনেক বেশী। সুতরাং কারখানায় ব্যবহারের উপযোগী কয়লার ভাড়া কমানোর আগে নরম কোকের ভাড়া কমানো দরকার।

কলিকাতার পুলিশ

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার স্যর চার্লস্‌ টেগার্ট ১৯২৭ সনের কলিকাতার পুলিশের কার্য্য সম্বন্ধে যে বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ যে, সহরে দিন দিন রাষ্ট্রবিপ্লবকারী ও উত্তেজক পত্রিকার প্রাদুর্ভাব বাড়িতেছে। বৎসরের প্রত্যেক সপ্তাহে এই প্রকার নূতন নূতন পত্রিকা বাহির হইয়াছে। এছাড়া সি কাষ্টম্‌স্ অ্যাক্ট্‌এর নিষিদ্ধ অনেক প্রকার মালপত্র এদেশে আমদানি হইয়াছে। পুলিশের বিশেষ সতর্কতা এবং ক্রিমিনাল অ্যামেণ্ডমেণ্ট অ্যাক্ট অনুসারে কলিকাতায় ও বাঙলার সমস্ত জেলায় অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়াতে এইরূপ

বিপ্লব অনেক কমিয়া গেলেও দেশে এই প্রকার বিপ্লব-বাদীদের ষড়যন্ত্র একেবারে দূর হয় নাই।

বিবরণীতে আরও প্রকাশ যে, বৎসরের সব সময়ে দেশে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ লাগিয়াই ছিল এবং প্রায় সমস্ত হিন্দু অথবা মুসলমান উৎসবে যাহাতে লুট্‌পাট্ মারামারি না হয় সে জন্য উপযুক্ত পুলিশ পাহারা রাখিতে হইয়াছে।

বে-আইনী অস্ত্র আমদানি

বিদ্রোহসূচক বক্তৃতা এবং উত্তেজক পত্রিকা বিষয়ে বিবরণীতে "অ্যান এসে অন্ কন্‌সেণ্ট্রেটেড্ ভায়লেন্স" (সম্মিলিত জবরদস্তি বিষয়ে প্রবন্ধ) সম্বন্ধে বক্তৃতার কথা বলা হইয়াছে। বক্তাকে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

"সাকো ও ভ্যাঞ্জেটি" নামক বাঙ্‌লা বইয়ের মলাটের উপর নিম্নলিখিত ভাষা লিখিয়া ছাপা হইয়াছে:—

"সাম্যবাদীর বিদ্রোহে সকল শাসকশ্রেণী কাঁপিয়া উঠুক। মজুরদের আর কোন অধিকার হইতে বঞ্চিত করা উচিত নয়। দুনিয়াকে তাহাদের জয় করিতে হইবে। সকল দেশের মজুরগণের বন্ধন মোচন হইয়া যাক্।"

১৯২৭ সনের নভেম্বর মাসের শেষভাগ হইতে পুলিশের বে-আইনী অস্ত্রসম্বন্ধীয় আফিস্ ডিপুটি কমিশনার স্পেসাল ব্রাঞ্চ হইতে ডিপুটি কমিশনার পোর্ট পুলিশের অধীনে উঠিয়া গিয়াছে। এই আফিস্ হইতে কতকগুলি ঘটনা ধরা পড়িয়াছে এবং নানা দিক্ হইতে অনেক পাকা খবর এই আফিস যোগাড় করিতেছে। এই আফিস যে সমস্ত ঘটনা ধরিয়া দিয়াছে, তাহার মধ্যে বোম্বাইয়ে একটী প্রসিদ্ধ বে-আইনী অস্ত্র ব্যবসায়ীকে ধরাইয়া দেওয়ার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। এই আফিসের সতর্ক কার্য্যের জন্য বে-আইনী অস্ত্র আমদানি অনেক কমিয়া গিয়াছে। গত তিন বৎসরের ব্যাপার দেখিয়া ইহাই ধারণা হইয়াছে যে, এই বে-আইনী অস্ত্র আমদানি বিষয়ে দেশে রীতিমত গুপ্ত ষড়যন্ত্র পাকিয়া উঠিয়াছে।

যে সমস্ত বে-আইনী অস্ত্র এইরূপে ধরা পড়িয়াছে, তাহার অধিকাংশ যে সমস্ত জাহাজ এণ্টোয়ার্প, হামবুর্গ, এবং রটার্ডাম ধরিয়া আসে তাহাতেই আমদানি হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মজুর-বিভ্রাট

কলিকাতায় মজুর-বিভ্রাট দিন দিন খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে মোট ১৮টী মজুর ধর্ম্মঘট হইয়াছে এবং ছয়টী নূতন মজুর সমিতি গঠিত হইয়াছে। ডিসেম্বর মাসে পোর্ট কমিশনারের আফিসে কর্ম্মচারীদের মধ্যে একটা বড় রকমের ধর্ম্মঘট হইয়া গিয়াছে। এমন কি জেটী ও ডকের মজুরদের মধ্যেও এই ধর্ম্মঘটের জের পৌঁছিয়াছিল।

এই বিভ্রাটে বঙ্গীয় চাষী এবং মজুরদলের সভ্যগণ বৎসরের শেষ দিকে বেশ ভাল কাজ দেখাইয়াছেন। পোর্টের ধর্ম্মঘটের সময় প্রায় প্রত্যেক বড় সভায় ইহার দুই একজন সভ্য বক্তৃতা দিয়াছেন।

আলোচ্য বৎসরের শেষদিকে গোবিন্দ রাম বর্ম্মা নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটী নালিশ রুজু হয় যে, ঐ ব্যক্তি একটী বিশেষ উত্তেজক ছবি বাজারে প্রকাশ করে। এই ছবিতে লেখ্‌রামকে একটী মুসলমান ছোরা মারিতেছে দেখান হইয়াছে। এইরূপ ছবি এবং "রঙ্গিল রসুল" প্রকারের বইয়ের চাহিদা খুব অশান্তিজনক সন্দেহ নাই।

(খ) বিদেশী

তুলা ও পাটের প্রতিদ্বন্দ্বী

যে সমস্ত জিনিষ থেকে সূতা পাওয়া যায় তাহার মধ্যে তুলা, পাট ও পশম ব্যবহারের প্রকারভেদ হিসাবে সব চেয়ে প্রয়োজনীয়। ইহার ভিতর তুলা ও পাট ভারতের সম্পদের দুইটা মুখ্য কারণ। সুতরাং দুনিয়ার বাজারে এই দুইটা মালের যদি কোন অন্তরায় উপস্থিত হয় তবে তাহা তুচ্ছজ্ঞান করিবার বিষয় নয়। কয়েক দিন আগে

লণ্ডন থেকে তারের সংবাদ আসিয়াছে যে, তুলার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে এমন দ্রব্য বাহির হইয়াছে। এই জিনিষ তুলার চেয়ে কম খরচে পাওয়া যাইবে, অথচ গুণে ইহা ভাল ফ্ল্যাক্সের মত। এই সংবাদটী কিন্তু সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হয়; কারণ এই তন্তু পাওয়া গিয়াছে একপ্রকার পাখীর বাসার ভিতরে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে ইহাতে লৌহ-ঘটিত মিশ্র দ্রব্য বিরাজমান। এখন জিজ্ঞাস্য এই লৌহ-ঘটিত মিশ্র দ্রব্যের সহিত এই তন্তুর বয়ন-যোগ্যতার কি সম্বন্ধ রহিয়াছে। এর পর এসম্বন্ধে আরও বিশদভাবে খবর আসিয়াছে। ল্যাঙ্কাশিয়ারে এসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চলিতেছে। দক্ষিণ ইংলণ্ডে এই নূতন দ্রব্যের চাষ করা হইয়াছে। উহা হইতে তন্তু পাওয়া গিয়াছে প্রায় ৩০ কি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। মূল্য পাউণ্ড প্রতি ছয় পেনি, অর্থাৎ তুলার চেয়ে প্রতিপাউণ্ড চার পেনি সস্তা। এখন আমাদের সামনে এমন সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে যে সম্বন্ধে আমাদের মাথা ঘামাইতে হইবে যথেষ্ট।

এখন ধারণা করা যাক্ সত্য সত্যই এমন চিজ্ আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহার ভিতর তুলার গুণ সমস্তই রহিয়াছে আবার তাহার আবাদ করা বা তাহা গৃহজাত করাও চলিবে তুলার চেয়ে সস্তায়। সুতরাং এই নূতন চিজ্ সব জায়গায় তুলার স্থান অধিকার করিবে। আরও ধারণা করা যাক্, এই দ্রব্য যখন দক্ষিণ আমেরিকায় প্রথম পাওয়া যায়, আর যখন ইহার আবাদ চলিতেছে ইসেক্স জেলায় তখন ইহার আবাদ যে-কোন দেশে চলিতে পারে তাহার জলবায়ু যেমনি হউক। ইহার ফলে দুনিয়ার বাণিজ্য-সংক্রান্ত ভূতত্ত্ব সমস্তই ওলট পালট হইয়া যাইয়া মহাভীতির সঞ্চার হইবে। যুক্তরাষ্ট্র, মিশর বা ভারতবর্ষ থেকে তুলা আমদানি না করিয়া প্রত্যেক দেশ আপন আপন চৌহদ্দির ভিতরই কাঁচা মাল উৎপাদন করিয়া লইবে। তুলার বাজারে আমেরিকার আধিপত্য নষ্ট হইয়া যাইবে। ভারতবর্ষের বোধ হয় তেমন ক্ষতি হইবে না; কারণ ভারতভূমিতে এত বিভিন্ন প্রকারের আবহাওয়া আছে যে, এখানে যে কোন রকম জিনিষের আবাদ চলিতে পারে। তবে বৃটিশ সাম্রাজ্য মধ্যে তুলা-উৎপাদনের জন্য আফ্রিকায় যে অজস্র টাকা ঢালা হইয়াছে তাহা একেবারে নিরর্থক হইয়া যাইবে। গাদায় গাদায় নকল রেশম উৎপাদনের মত এই নূতন চিজ্ তৈয়ার করিয়া বিজ্ঞান আবার হয়ত ব্যবসাদারদের ধ্যান ধারণা সমস্ত নাকচ করিয়া দিবে, আবার হয়ত মানুষের পুঞ্জীভূত মেহনৎ ও খাটুনির এক বিরাট পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যাইবে। ল্যাঙ্কাশিয়ার নিতান্ত সরল মনে ধারণা করিতেছে, এই নূতন তন্তু তার শিল্পকে এক নবজীবন দান করিবে; কিন্তু ইহাও ঠিক যে তুলা বয়নে ল্যাঙ্কাশিয়ারের যে বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে, এই নূতন কাঁচা মাল লইয়া নাড়াচাড়া করিবার বেলায় তাহার আর তত দরকার হইবে না; আবার ল্যাঙ্কাশিয়ারের আবহাওয়া তুলা-শিল্পের পক্ষে যেরূপ অনুকূল, এই নূতন তন্তুর বেলায় সেরূপ নাও হইতে পারে।

চটের থলে বনাম কাগজের থলে

এই ধরণের জল্পনা কল্পনা চলিতে পারে অনেক। আমাদের পক্ষে এই যে নূতন পরীক্ষা চলিতেছে তার দৌড় কতদূর তাহাই দেখা দরকার। আর এইটা মনে রাখিতে হইয়াছে যে, দুনিয়ার অনেক অনেক স্থান হইতে এমন সব রিপোর্ট কতবার বাহির হইয়াছে যাহা শুনিয়া মনে হইত পাট বোধ হয় আর বাজারে চলিবে না; কিন্তু পাট সম্বন্ধে বাংলার যে একাধিপত্য তাহা এখনও অটুট রহিয়াছে। পাট সম্বন্ধে আবার একটা আশঙ্কার উদয় হইয়াছে। এসম্বন্ধে যথেষ্ট মাথা ঘামাইবার দরকার। কারণ এইবার অন্যস্থানে যে পাটের আবাদ সুরু হইয়াছে তাহা নয়, এবার ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে যে, যে কাজে পাট ব্যবহৃত হয় তাহার মধ্যে একটা বেশ প্রয়োজনীয় কাজে পাটের স্থানে অন্য জিনিষ ব্যবহারের প্রচলন। কিছুদিন আগে ইংলণ্ড হইতে একজন পর্য্যবেক্ষক সংবাদ দিয়াছেন যে, সিমেণ্ট ব্যবসায়ে পাটের থলের আর চলন নাই। পাটের থলের জায়গায় বিশেষভাবে নির্ম্মিত একপ্রকার কাগজের থলে ব্যবহৃত হইতেছে। এই কাগজের থলের সুবিধা আছে অনেক; বিশেষতঃ দামে ইহা অত্যন্ত সস্তা। চটের থলের ⅓ মূল্যে কাগজের থলে মিলে। আবার ফেরৎ চটের থলে মেরামত

করার জন্য নূতন চট ইত্যাদি রাখিতে হয়। কাগজের থলের এ বালাই নাই। কারণ এত সস্তা জিনিষ একবার ব্যবহৃত হইলেই যথেষ্ট। আজ সিমেণ্টের বেলায় এরূপ ঘটিল, কাল গমের বেলায় আবার নূতন এক প্রকার আধারের প্রচলন হইতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে শস্যাদি আজকাল গর্ত্তের ভিতরেই বেশীর ভাগ রাখা হইতেছে। সুতরাং গম রাখার জন্য থলের ব্যবহার অনেক কমিয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে, যেখানে যাহাই ঘটুক না কেন পাটের চাহিদা মোটেই কমে নাই। কিন্তু কাগজ জিনিষটার উপর বেশ নজর রাখিতে হইবে। মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণ জাতির অভাব দূর করণের জন্য জিনিষপত্রের আধারস্বরূপ কাগজ ব্যবহৃত হইতে থাকে। এইভাবে একটা নূতন শিল্প গজাইয়া উঠে ও বহু গবেষণা পরীক্ষা চলিতে থাকে। এখন ইহা রীতিমত সম্ভবপর হইতে পারে যে, পাটকে এমন এক নূতন প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে যাহা বিশ বৎসর পূর্ব্বে কেহ ভাবিতেই পারে নাই।

কিন্তু তাই বলিয়া আমেরিকারও তুলার জমি চাষ করা থেকে বিরত হওয়া উচিত নয়, বাংলারও পাট সম্বন্ধে বিশেষ ভীত হওয়ার কারণ নাই। দুনিয়ায় প্রতিনিয়তই নতুন নতুন কাঁচা মালের আবিষ্কার হইতেছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন জিনিষও নতুন নতুন কাজে লাগান হইতেছে। এক পুরুষ আগে রবার প্রধানতঃ কালির দাগ তুলিবার ইরেজাররূপে ব্যবহৃত হইত; কিন্তু এখন যানবাহনের পক্ষে এই জিনিষ না হইলেই চলে না। কেরোসিন তেল এতদূর প্রসার লাভ করিয়াছে যে, স্বয়ংচালিত যন্ত্রের ইন্ধন রূপে কয়লাকে একেবারে দুরীভূত করিবার উপক্রম করিয়াছে। চায়ের ব্যবহারের ক্রমবৃদ্ধি বাণিজ্যক্ষেত্রে একটা আশ্চর্য্যজনক ঘটনা। শিল্প-জগতের আর একটী আশ্চর্য্যজনক বস্তু বিজ্ঞানাগার হইতে নতুন বহির্গত নকল রেশম। এইরূপ আরও অনেক বস্তু আছে যা বলিতে গেলে বলিয়া শেষ করা যায় না। যদি থলিয়ার চাহিদা আর নাই থাকে, পাট এত বেশী প্রকার কাজে ব্যবহৃত হয় যে, দুনিয়ায় পাটের ব্যবহার থাকিয়াই যাইবে, আর তুলাকে নিজের স্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াই এই নতুন তন্তু দুনিয়ার বাজারে নিজের স্থান করিয়া লইবে।

লণ্ডনে সাম্রাজ্যিক কাষ্ঠ-প্রদর্শনী

দক্ষিণ কেন্‌সিংটনের ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউটে যে 'সাম্রাজ্যিক কাষ্ঠ-প্রদর্শনী হইতেছে, সেখানে নানা দেশের কাঠের খুব প্রচার হইতেছে। যাহারা বাড়ী তৈরী করে, জাহাজ গড়ে, মোটর গাড়ীর কাঠাম তৈরী করে, এইরূপ অনেক বড়বড় কোম্পানীর ও যাহারা কাঠের আসবাব ও নানা রকমের কাঠের ব্যবসা করে এমন অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানের এই প্রদর্শনীর ভিতর দিয়া দেশ বিদেশের কাঠের দিকে দৃষ্টি পড়িতেছে। যাহারা জাহাজ গড়ে, তাহারা দেখিতেছে এতদিন উত্তর ইয়োরোপ হইতে যে রকম নরম কাঠ আমদানি করিতে হইতেছিল সে রকম নরম কাঠ পূর্ব্ব কানাডা ও বৃটিশ কলম্বিয়ায়ও পাওয়া যায়। যাহারা কাঠের আসবাব ও পিয়ানোর বাক্স তৈরী করে তাহারা অষ্ট্রেলিয়ার এক প্রকার সিল্ক ওক্ এবং ওয়ালনাট্ কাঠেরই বেশী ব্যবহার করিতেছে। আর মোটর গাড়ীর কাঠাম গড়িবার জন্য টাস্‌মানিয়ান ওক্ এবং এক জাতীয় ইউকালিপ্‌টাস্ গাছের কাঠেরই বেশী চলন হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য দেশীয় কাঠের মধ্যে দরজা জানালা গড়িবার জন্য ভারতের লরেল কাঠ, আফিসের আস্‌বাব গড়িতে সিল্‌ভার গ্রে কাঠ, বিলিয়ার্ড টেবিল ও নানা রকমের আসবাব গড়িতে আন্দামানের প্যাডক্ কাঠের খুব চলন বাড়িয়া যাইতেছে। এ সমস্ত কাঠ পূর্ব্বে তেমন শিল্প-ব্যবসার দিক্ দিয়া নজরে পড়িত না, এবং জাহাজের কাপ্তেনরা শুধু এ সব কাঠ কিছু কিছু আনিয়া বিক্রী করিত। বর্ত্তমানে এই সমস্ত কাঠই শিল্প ব্যবসার দিক্ দিয়া বেশ কাজে আসিতেছে এবং চাহিদাও সেই মত বাড়িয়া গিয়াছে। প্রদর্শনীতে দক্ষিণ আফ্রিকার বাক্স গড়িবার মত কাঠেরই শুধু প্রচার হইতেছে। কিন্তু দক্ষিণ কেন্‌সিংটনের ভাল ভাল ছুতোর মিস্ত্রিরা এই কাঠের কোয়ালিটী খুব ভাল দেখিয়া, বিশেষতঃ সাটল্ প্রভৃতি যে সব জিনিষ তৈরী করিতে খুব শক্ত কাঠের দরকার হয়, সে সব কাজে এই

কাঠ বেশ চলিতে পারে দেখিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছে। বিলাত ও জার্ম্মাণিতে এ কাঠের চলন খুব বাড়িয়া যাইতেছে।

বিজ্ঞান ও নূতন শিল্প

পূর্ব্বে ব্যবসায়িগণ বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বৈজ্ঞানিক-গণকে বলিত যে, বৈজ্ঞানিকগণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে বসিয়া কেবল ছেলেখেলা করে। তাহাদের কার্য্যে কাহারও কোন অপকারও হয় না, উপকারও হয় হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্যের ধুরন্ধরগণকে শিখাইবার বা বলিবার মত ব্যবসায় বুদ্ধি ইহাদের একেবারে নাস্তি। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। দুনিয়ার শিল্পের মূল ভিত্তি এখন বিজ্ঞান। বিগত কয়েক বৎসরের ভিতর বিজ্ঞান একাধিক শিল্পের গোড়াপত্তন করিয়াছে। স্যর উইলিয়ম্ ব্রাগ্ বিজ্ঞান সম্বন্ধে এক মস্ত বড় সত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। কারণ তিনি গ্লাস্‌গো নগরে বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশান সভায় সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছেন, "বিজ্ঞান জাতির আত্মার বিনাশ সাধন করিতেছে না, বিজ্ঞানই দেহ ও আত্মাকে একত্রিত রাখিয়া জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে"। শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তিনি ঐ সভায় বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে সকলের উপর লক্ষ্য করিবার বস্তু হইতেছে এই যে, বর্ত্তমানের বড় বড় শিল্পগুলির ভিত্তি নিহিত রহিয়াছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর। উদাহরণ-স্বরূপ তিনি ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উল্লেখ করেন, এবং শ্রোতাদিগকে মার্কিণ মুলুকের কর্পোরেশান-গুলির বিষয় স্মরণ করাইয়া দেন। এই মার্কিণ কর্পো-রেশানগুলি গবেষণার জন্য বিজ্ঞানাগার চালাইয়া থাকে ও ইহার জন্য প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করিয়া থাকে। এই অর্থ-ব্যয়ের সুবিধা তারা ভোগ করে শিল্প-জাত দ্রব্য বিক্রয়দ্বারা অধিক অর্থ লাভ করিয়া। বিলাতের কয়েকটি আদি শিল্পে বিষম ভাঁটা পড়িয়া গিয়াছে। ইহার জন্য বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কি করিবার আছে? "যে কোন শিল্প সম্বন্ধেই একথা বলা চলে না যে, ইহার উন্নতি অবনতি সমস্তই নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক কল্পনার উপর। কল্পনার ব্যবসায়ের বিপর্য্যয় বৈদেশিক প্রতিযোগিতার অসুবিধা ভোগের একটী মস্ত বড় কারণ। এই বিপত্তি হইতে উদ্ধারের যে কোন আশা নাই তাহা নহে। তবে পূর্ব্বের অবস্থা কখনই ফিরিয়া আসিবে না। আংশিক সংশোধন সম্ভবপর ও বে-সরকারী বিভিন্ন গবেষক মণ্ডলী এই সমস্যা সম্বন্ধে মাথা ঘামাইতে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

গাদায় গাদায় মাল তৈরির দোষ

বিজ্ঞান ও শিল্পের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় প্রসঙ্গে স্যর উইলিয়াম্ ব্রাগ্ বলিয়াছেন যে, কারখানা হইতে গাদায় গাদায় মাল তৈয়ার এক পক্ষে ভাল; কারণ ইহার ফলে অনেক দরিদ্র লোক অনেক দরকারী জিনিষ কিনিয়া তাহার সুখ-সুবিধাবর্দ্ধনের উপায় করিয়া লয়। অন্যথা তাদের কষ্ট দূর হইবার কোনই উপায় থাকিত না। কিন্তু এই ভূরি ভূরি মাল প্রস্তুত যদি এরূপভাবে হইতে আরম্ভ হয় যে, কারখানায় মাল তৈয়ার করিতে আর তেমন বুদ্ধিবৃত্তি খাটাইবার দরকার হয় না, তখন দেখা যাইবে যে, কারখানায় রহিয়াছে কতকগুলি অল্পবুদ্ধির কারিগর। সুতরাং গাদায় গাদায় মাল তৈরির পক্ষে বিজ্ঞান এক হিসাবে জন্মদাতা বা গঠনকর্ত্তাও বটে। জ্ঞান ও কল্পনার রাজ্যে যখন ভাঁটা পড়িয়া যায়, তখনই কারখানায় গাদায় গাদায় মাল সৃজন করিবার ব্যবস্থা অনুসৃত হয়। এইরূপ ভাবে মাল প্রস্তুত হইতে থাকিলে বেশ দু'পয়সা রোজগার হয়, সময়টাও কাটে বেশ স্বচ্ছন্দগতিতে। তবে এই সুসময় আনিবার জন্য, অর্থাৎ কারখানা স্থাপন করিবার সময়, অনেক বুদ্ধি খাটাইতে হয় এবং যত্ন চেষ্টায় ত্রুটি করিলে চলে না। কিন্তু মেশিন স্থাপিত হইয়া গেলে আর বিশেষ চিন্তা করিতে হয় না। মেশিন আপন মনে কাজ করিয়া যায়। মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তিরও যেন সঙ্গে সঙ্গে ছুটী মিলে। কিন্তু এরূপ করিলে অবনতি অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে নব নব বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন এবং নতুন নতুন ধ্যান-ধারণার প্রক্রিয়া যাহাতে প্রতিনিয়তই চলিতে থাকে। তাহা না হইলে জাতির বুদ্ধিবৃত্তিতে মরিচা ধরিয়া যাইবে।

বিলাতে শিল্প-জগতে নবযুগ আনিবার চেষ্টা

প্রধান প্রধান শিল্পগুলির যাহাতে উন্নতি সাধিত হইতে পারে, সেই জন্য বিলাতে অনেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, যথা :—ইন্ধন গবেষণা সমিতি; তুলা, পশম ও রেশম গবেষণা সমিতি, ইস্পাত শিল্পের মালিকগণের শেফিল্ড নগরস্থ গবেষণাগারসমূহ। বিলাতের প্রধান শিল্পগুলির সহিত এই সমস্ত গবেষণা-সমিতির এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে শিল্পগুলির ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে এই সমিতিগুলির কার্য্যসফলতার উপর। কারিগরি বিদ্যা সম্বন্ধে স্যর উইলিয়াম ব্র্যাগের অভিমত এই যে, কারিগরগণের কর্ম্মকৌশলের উন্নতি সাধন নির্ভর করে জাতির উন্নত হইবার উপর, অর্থাৎ জাতি যদি সকল বিষয়ে উন্নত হইতে চায় এবং উন্নত হইবার সংস্থান উহার থাকে তবে কারিগরও নিজের কারিগরি বুদ্ধি জাহির করিবার জন্য চেষ্টিত হইবে। উন্নত হইবার সংস্থান ইংরাজ জাতির যথেষ্ট আছে। বিলাতের কারিগরগণেরও উন্নতিসাধন করিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি, বাহাদুরি ইত্যাদি সমস্তই আছে। তাহা না হইলে অতীতে শিল্প-জগতে বিলাত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল কেমন করিয়া? আর এইরূপ যোগ্যতা না থাকিলে বিলাতে নূতন নূতন শিল্প মাথা তুলিয়া সফলতা করিতেছে কেমন করিয়া? সুতরাং ইংরেজগণের পক্ষে দেশের কারিগরগণের এই নৈপুণ্য ও বুদ্ধির যাহাতে সদ্ব্যবহার হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহা হইলে বিলাতে নূতন নূতন শিল্পের আবির্ভাব, ও পুরাতন শিল্পগুলির সংস্কার সাধিত হইবে ও বিলাতের শিল্প-জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

অবৈধ প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বাণিজ্যের স্বার্থহানি

কতকগুলি বড় বড় আর্থিক ক্ষেত্রে ভারতবাসীর স্বার্থ নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা ও নিষ্পত্তি করিবার ব্যবস্থা শীঘ্রই করা হইবে। যদি ভবিষ্যতে বিপদ-গ্রস্ত হইবার ইচ্ছা না থাকে তবে ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একমনে একপ্রাণে কাজ করিতে হইবে।

মিষ্টার আর, জে, উদনী লণ্ডনের ভারতীয় সওদাগরী সভার অবৈতনিক সেক্রেটারী। গত শুক্রবারে তিনি নালদেরা জাহাজে ভারতে আসিয়াছেন। ফ্রি প্রেসের প্রতিনিধিকে তিনি বলিয়াছেন :—

"আজকাল সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার যে কিরূপ দরকার সেটা বলা বাহুল্যমাত্র। ইংলণ্ডে, ইয়োরোপে, ইংরাজের উপনিবেশসমূহে ভারতীয় বাণিজ্য যথেষ্ট বিস্তৃতিলাভ করিতে পারে। এখন আমাদের দরকার আমাদের সম্বন্ধে যাহাতে কোনরূপ পৃথক ব্যবস্থা না হয় বা অবৈধ প্রতিযোগিতা না চলিতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা। এজন্য শক্তিশালী সঙ্ঘ কায়েম করিয়া বাণিজ্য-স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রকৃত পথে চালাইবার ব্যবস্থা করা অবশ্যকর্ত্তব্য। ভারতীয় সওদাগরী সভাসমূহের ফেডারেশান ও লণ্ডনস্থ ভারতীয় সওদাগরী সভাকে শক্তিশালী করা একান্ত আবশ্যক।

লণ্ডনস্থ ভারতীয় সওদাগরী সভার কার্য্যকলাপ

লণ্ডনের ভারতীয় সওদাগরী সভার অবস্থা বেশ সন্তোষজনক। ইহার আর্থিক অবস্থাও ভাল। কারণ বিড়লা, টাটা, সিন্ধিয়া ইত্যাদি কোম্পানীগুলি প্রত্যেকে ১০০পাঃ করিয়া অর্থসাহায্য করিয়াছে এবং অন্যান্য কোম্পানীগুলিও অর্থসাহায্য করিয়াছে। এই সভার মধ্যবর্ত্তিতায় অনেক ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় গোলযোগের নিষ্পত্তি হইয়াছে, ছোট ছোট ভারতীয় মহাজনের অল্পস্বল্প প্রাপ্যও আদায় হইয়া গিয়াছে। এই সভা ভারতের স্বার্থের প্রতিকূলে আইনকানুনের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছে এবং সাগরপারের ভারতবাসীর বিশেষ অধিকারগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। সাগরপারের ডোমিনিয়নগুলি ভারতীয় বাণিজ্যের প্রসার লাভের এক মস্ত বড় ক্ষেত্র। এই সমস্ত স্থানের অধিবাসিগণ ভারতবাসিগণকে ঢুকিতে দিতে রাজী নয়। এই সমস্তও বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইষ্ট আফ্রিকান ফেডারেশান বাস্তবিকপক্ষে যদি সংস্থাপিত হয় তাহা হইলে ভারতের বাণিজ্যের এক মস্ত বড় ক্ষতি।

ইংলণ্ডে ভারত-বিদ্বেষ

ইংলণ্ডে ভারতবাসীর বিরুদ্ধে কুসংস্কার ক্রমাগত বাড়িয়া চলিতেছে। একজন পার্শী ব্যবসাদারকে একটী ইংলিশ হোটেলে ঢুকিতে দেওয়া হয় নাই। মিষ্টার পোলাক কিন্তু আগে থেকেই ঐ হোটেলের সহিত এসম্বন্ধে বন্দোবস্ত ঠিক করিয়াছিলেন। বাণিজ্যসভা ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতেছে। এই সভা ভারতীয় ছাত্রগণকে নানা বিষয়ে উপদেশ দান করিয়া ও নানা কাজে শিক্ষানবিশ নিযুক্ত করিয়া তাদের দাঁড়াইবার স্থান করিয়া দিয়া সাহায্য করিতেছে।

বিলাতী বাজারে ভারতের বাণিজ্য

খোদ ইংলণ্ডেও ভারতীয় বাণিজ্যের উপযুক্ত ক্ষেত্র আছে। এর জন্য কেবল সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান বাধাবিঘ্নগুলি দূর করিবার দরকার। এ সম্বন্ধে বিদেশী বাণিজ্য-সঙ্ঘগুলি ভারতের পক্ষে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। লণ্ডনে ইংলণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট ভারতীয় বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলির ভারতীয় এজেন্ট থাকার দরকার। আর ভারতীয় ব্যবসা ভারতবাসীর হাত দিয়া চলার দরকার। লণ্ডনস্থ ভারতীয় বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলি একটী ভারতীয় ব্যাঙ্কের অভাব অনুভব করিতেছে। ভারতীয়-বীমা কোম্পানীগুলির একটী মিলিত কার্য্যাগারও লণ্ডনে থাকার দরকার। নানাধরণের পাশ্চাত্য ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। সেইজন্য পাশ্চাত্য জগতের ব্যবসা সফলতা লাভ করিয়াছে এবং উহার প্রসারতাও ঘটিয়াছে। ভারতবাসিগণকে ব্যবসায়ের এই কৌশল শিখিয়া লইতে হইবে। পাশ্চাত্য ব্যবসা এমনভাবে সঙ্ঘবদ্ধ যে, যদি ইহার একটী বিভাগের ক্ষতি হইবার উপক্রম হয় তবে অন্য বিভাগগুলি স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া উহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হয়। সেই জন্য যাহাতে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারে এইভাবে প্রত্যেকটী বিভাগের তত্ত্বাবধান চলিয়া থাকে। সুদ সম্বন্ধে চুক্তি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। সকলের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ ও সকল বিষয়ে সহযোগিতা বর্ত্তমান। মাল চালানের ব্যবস্থা, মাশুলের হার নির্ণয়, ব্যাঙ্কিং, বীমা ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারই এরূপভাবে সম্পাদিত হয় যে, ঐ সকলের লক্ষ্য থাকে কিসে শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানির সুবিধা হইতে পারে। সুতরাং যে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন জাতির শিল্পজাত দ্রব্য লইয়া প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হয় সে সমগ্রজাতির বাণিজ্যগত স্বার্থের বিরুদ্ধেই প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে। ব্রিটিশ ব্যবসাসঙ্ঘের শক্তির ইহাই মূলীভূত কারণ। ব্রিটিশ জাতির এই ব্যবসানীতি যদি ভারতবাসী পরিশ্রম করিয়া শিখিয়া লইতে চেষ্টা করে ও সফলকাম হয়, তাহা হইলে ভারতীয় ব্যবসাসঙ্ঘও শক্তি লাভ করিবে।

বিলাতে ভারতীয় বার্ত্তাবহ কার্য্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন আছে। বিলাতে ভারতীয় বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিতে গেলে কথাটী বলা আবশ্যক। বিলাতে ভারতের স্বার্থ-সাধনের জন্য খবরাখবর আদান প্রদানের একটী আড্ডা স্থাপনের দরকার। সমস্ত কথা নিয়মিতরূপে প্রকাশিত না হইবার জন্য আমাদের যে কত কষ্ট সহ্য করিতে হয় ও আমাদের সম্বন্ধে কত মিথ্যা সংবাদ যে দেওয়া হইয়া থাকে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ভারতের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যগত স্বার্থসম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিবার জন্য ভারতের বাহিরে ভারতবাসীর কপালে কি কি ঘটিতেছে তাহা বিশ্বস্তভাবে জানাইবার জন্য এবং দেশে আমরা কিরূপভাবে চলাফেরা করিতেছি তাহা ঠিকমত প্রকাশ করিবার জন্য এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের নিতান্ত দরকার।

মিষ্টার উদনী ভারতবর্ষে দুই মাস কাল রহিবেন। ডিসেম্বর মাসে তিনি কলিকাতার (ফেডারেশান অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স) ভারতীয় বাণিজ্য সভাগুলির মিলিত সভায় যোগদান করিতেছেন। এই অবসরে তিনি এই মিলিত সভায় ভারতীয় বাণিজ্য সম্বন্ধে কয়েকটী অবশ্য-করণীয় কার্য্য বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন। তাঁহার মতে এজন্য সওদাগরী সভাগুলির কর্ত্তব্য, বিদেশে ভারতবাসীর কি দুর্দ্দশা ঘটিতেছে তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করা। অধিকন্তু এজন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকটও যাইতে হইবে। এবং ভারতবাসীর স্বার্থ সম্বন্ধে পৃথক আইন দ্বারাই হউক কিংবা অন্য উপায়েই হউক ভারতের স্বার্থের বাধাবিঘ্নগুলি দূর

করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতে হইবে। লণ্ডনের ভারতীয় সওদাগরী সভা যথাসাধ্য কার্য্য করিতেছে। এখন ভারতের মিলিত বাণিজ্যসভার কর্ত্তব্য উহার পৃষ্ঠ-পোষকতা ও পক্ষসমর্থন করা। যদি কোন সওদাগর বিলাতের সহিত সম্বন্ধস্থাপনে ইচ্ছুক হয়, বা এই সম্বন্ধে তথ্য অবগত হইবার ইচ্ছা করে তাহা মিষ্টার উদনী আনন্দের সহিত জানাইয়া দিবে। এই সম্বন্ধে পত্রাদি লিখিতে হইলে তাঁহার নামে, বাকুভাই আম্বালাল কোম্পানী, ৪৯ অ্যাপোলো ষ্ট্রীট, বোম্বাই, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

লাইপৎসিগের হেমন্ত মেলা

লাইপৎসিগের হেমন্ত মেলা অল্পদিন হইল শেষ হইয়া গিয়াছে। এই মেলায় ১০০,০০০ লোক যোগদান করিয়াছিল। ইহার ভিতর ১৩,০০০ লোক এসেছিল জার্ম্মাণির বাহিরের অন্যান্য দেশ হইতে। এই প্রদর্শনীতে জিনিষপত্র প্রদর্শকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৮,০৫০। ইহার মধ্যে বিদেশী কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ৫৬০টী। বিদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ভিতর চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে এসেছিল ২৬০টী, অষ্ট্রীয়া হইতে ১৬০, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালি, গ্রেটব্রিটেন হইতেও অনুরূপসংখ্যক শিল্প-প্রতিষ্ঠান যোগদান করিয়াছিল। এই সমস্ত দেশের প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণতঃ দেখাইয়াছিল বিদেশে রপ্তানি করার মত আপন আপন শিল্প-জাত দ্রব্য।

এই মেলায় কেনাবেচা ভালরূপ চলিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। কারণ সামনেই হেমন্ত ও শীত ঋতু। তার পর আগামী বড়দিনের জন্যও লোকের জিনিষপত্র কেনার দরকার পড়িয়াছিল। যদিও ইহা সত্য যে, বর্ত্তমানে জার্ম্মাণির ব্যবসার বাজার দিন দিন নরম হইয়া পড়িতেছে, তথাপি জার্ম্মাণির ৬ কোটি ৩০ লক্ষ অধিবাসীর পক্ষে এমন একটী মেলা চাঙ্গা করিয়া রাখার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে তথাকথিত "ডয়েস" বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং ক্রেতাকে মেলায় জিনিষপত্র খরিদ বেশ হুঁসিয়ার হইয়াই করিতে হইয়াছে। অর্থের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু ক্রেতাগণ জিনিষের গুণ কিরূপ, টেঁকসহি হইবে কিনা ইত্যাদি নানাদিক্ সমঝিয়া খরিদ করিয়াছে। জার্ম্মাণ শিল্প-জগতে গত কয়েক মাস যাবৎ "র‍্যাশনালিজেশান" বা "যুক্তিপ্রয়োগ" নীতি চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে। আর এই যুক্তি-প্রয়োগ নীতি কেবলমাত্র গাদায় গাদায় মাল প্রস্তুত করিবার জন্যই যে অবলম্বিত হইতেছে তাহা নহে, মালপত্রের গুণের উৎকর্ষ যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেদিকেও নজর রাখা হইয়াছে। মাল বিক্রয় বৃদ্ধি করিবার জন্য জার্ম্মাণি নূতন নূতন পন্থা বা কৌশল অবলম্বন ও যন্ত্রাদির অভূতপূর্ব্ব উৎকর্ষসাধন করিয়াছে এবং জার্ম্মাণি এবিষয়ে সফলকামও হইয়াছে। খেলনা-শিল্পের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে।

জার্ম্মাণিতে সৌখীন জিনিষ চেয়ে দরকারী জিনিষের আদর

মেলাতে লোকজন শীতের জিনিষপত্র ক্রয় করিতেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে:—নিম্নলিখিত শীতের জিনিষই বেশী কাটিয়াছে, যথা:—তারে জড়ান পাত্র, পশমী কম্বল, ওভার কোট, আলোর সাজসরঞ্জাম, জিনিষপত্র গরম করিবার ও রন্ধন করিবার যন্ত্রাদি, টেবিলের সরঞ্জাম, কাচের বাসন, ছুরি কাঁচি প্রভৃতি অস্ত্র, বই ও খেলিবার সরঞ্জাম্, বাদ্য যন্ত্র, গ্রামোফোন ও রেকর্ড, বেতারের সরঞ্জাম্, সূচী-শিল্পজাত দ্রব্য ইত্যাদি। ব্যায়াম-ক্রীড়ার সরঞ্জাম-বিক্রয়ের বাজারে শীতকালের ক্রীড়ার উপযোগী সরঞ্জামই বেশী বিক্রয় হইয়াছে এবং জুতাচামড়ার বাজারে শীতকালের উপযোগী বুটের জন্য ভারি চামড়াই বিক্রয় হইয়াছে বেশী। বিজ্ঞাপন ও প্যাক্ করিবার জিনিষপত্রের বাজারে বড়দিনের জন্য জিনিষপত্র বুক করা হইয়াছিল সুদৃশ্য কার্ড বোর্ডের আধারে। আজকাল ট্রেড্ মার্ক অর্থাৎ "ব্যবসায়ের চিহ্ন" দিয়া যারা ব্যবসা বাণিজ্য চালায় তাদের মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। লাইপৎসিগের মেলায় বিজ্ঞাপন বাহির করার ওস্তাদগণ নানা ধরণের নূতন ও চমকপ্রদ ট্রেডমার্কের বা বিজ্ঞাপনের নমুনা হাজির করিয়াছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়িগণের বেশ

ঝোঁক দেখা গিয়াছিল এই সমস্ত ট্রেড মার্কের ও বিজ্ঞাপনের নমুনা কিনিবার দিকে। এখানে চকোলেট ও অন্যান্য মিষ্টদ্রব্য কাটিয়াছিল বিস্তর। এছাড়া সকল রকমের সৌখীন জিনিষ, জহরতের গহনাপত্র, ঘড়ি, এবং আরও নানা প্রকার "ফলিত কলা" দ্রব্যও কম বিক্রয় হয় নাই। ঘরকন্নার আসবাবপত্র, চিনেমাটির জিনিষ, কাচের পাত্র বিক্রয় করিয়াও দু'পয়সা মিলিয়াছে। জার্মাণিতে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বড়দিনের উপহার উপলক্ষ্যে সখের জিনিষের স্থানে দরকারী জিনিষের উপহার দিবার রেওয়াজ পড়িয়া গিয়াছে। এইজন্য "বড়দিনের" ব্যবসা এমন কয়েক দিকে চলিতে অগ্রসর হইয়াছে যাহা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই।

মেলার আর একটী বাজারেও ক্রেতার ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। সেটী হইতেছে বাস্তশিল্পের উপযোগী জিনিষপত্রের স্থান। বর্ত্তমানের স্মরণযোগ্য একটী ঘটনা এই যে, জার্মাণিতে এখনও বসতবাটীর অভাব-পূরণের জন্য প্রায় ৬০০,০০০ বসতবাটীর দরকার। অর্থাভাববশতঃ গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর জার্মাণিতে কম ঘরবাড়ী তৈয়ার হইয়াছে। বিদেশী ঋণের সাহায্যে আগামী বৎসর খুব বেশী মাত্রায় গৃহনির্ম্মাণ চলিবে বলিয়া মতলব চলিতেছে। এছাড়া, সড়ক তৈয়ারী, খাল খনন, ড্যাম নির্ম্মাণ ইত্যাদিও চলিবে বেশ জোরের সহিত। যাতায়াতের সুবিধা করণ, বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন এবং সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টাও চলিবে বলিয়া প্রকাশ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যন্ত্রাদি ও বাস্তু-শিল্পের মেলাতেও বেশ লোকজনের গতায়াত হইয়াছিল। সড়ক তৈয়ারী কিরূপে করিতে হয়, গৃহ-নির্ম্মাণ-বিদ্যা সম্বন্ধে, গৃহনির্ম্মাণের যন্ত্রাদির ব্যবহার সম্বন্ধে, ও বসতবাটীর সম্বন্ধে উত্তম উত্তম বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহার জন্য জিনিষপত্রের ক্রয়বিক্রয়ও বেশ বাড়িয়াছিল।

বিলাতে বণিক্ সমিতি ও আর্থিক ভারত

"ফ্রী প্রেসের" লণ্ডনস্থ অর্থনৈতিক সংবাদদাতা জানাইতেছেন,—

"আমি বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাইয়াছি ভারতের ব্যাঙ্কে, নৌ-ব্যবসায়ে ও বীমা ব্যবসায়ে যাহাতে ইংরেজের স্বার্থই প্রধান থাকে সেজন্য চেষ্টা চলিতেছে। স্যর বেসিল ব্লাকেট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল উত্থাপন করিয়া সেই চেষ্টাই করিয়াছিলেন এ কথা সকলেই জানেন। তাঁহার রাজস্ব-সচিবগিরি ইহাতেই খতম হয়। জনসাধারণ জানেন না, লর্ড আরউইন কিছুতেই ইহা "সার্টিফিকেট" ক্ষমতা বলে পাশ করিতে চান নাই। সেজন্য দেশবাসী তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। নূতন রাজস্বসচিবও অনুরূপ চেষ্টা করিবেন। স্যর জর্জ্জ স্যুষ্টারকে ভারতযাত্রার পূর্ব্বে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ভারতীয় রাজনীতিকগণ অত্যন্ত কূটবুদ্ধিসম্পন্ন; সম্মুখ যুদ্ধে বৃটিশ রাজনীতিকগণ তাঁহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিবেন না।"

নৌবাণিজ্য

"নৌ-বাণিজ্যের দিক্ দিয়া বৃটিশ প্রাধান্য রক্ষার বিবিধ চেষ্টা চলিতেছে। প্রথম চেষ্টা একমাত্র দেশীয় প্রতিযোগী সিন্ধিয়া ষ্টীম ন্যাভিগেশান কোম্পানীর বিরুদ্ধে। কিভাবে চেষ্টা চলিতেছে সে কথা সিন্ধিয়ার কর্ত্তৃপক্ষই ভাল বলিতে পারেন। সিন্ধিয়া কোম্পানীর অস্থায়ী সভাপতি মিঃ বালচাঁদ হীরাচাঁদ এখানে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, বর্ম্মা হইতে রপ্তানি চাউলের মাশুল টন প্রতি ১৪৲ টাকা হইতে কমাইয়া টন প্রতি ১০ টাকা ২ আনা করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য, ইংরাজ নৌ-কোম্পানীগুলি অন্য দিক্ দিয়া এই লোকসান পোষাইয়া লইবে, মরিতে মরুক সিন্ধিয়া। তাহারা ইহাই চায়। লণ্ডনে ভারতীয় ব্যবসায়ী মহলে জনরব এই যে, সিন্ধিয়া কোম্পানীকে উঠাইবার জন্য গোপনে গোপনে খুব জোর উদ্যোগ চলিতেছে। ইহাও প্রকাশ যে, সিন্ধিয়ার ডিরেক্টারত্রয় মিঃ নরোত্তম মোরারজি, মিঃ বালচাঁদ হীরাচাঁদ এবং মিঃ এইচ, পি, মোদি এই জন্যই বিলাত আসিয়াছেন। সিন্ধিয়া কোম্পানী গুপ্ত রহস্য ফাঁক না করিলে সমস্ত ঘটনা জানিবার উপায় নাই।"

দ্বিতীয় চেষ্টা উপকূল-বাণিজ্য বিলকে বাধা দেওয়া। এবিষয়ে বৃটিশ শিল্প-প্রতিষ্ঠান-সঙ্ঘ এবং বৃটিশ বণিক্ সমিতির একজিকিউটিভ কাউন্সিল ইণ্ডিয়া অফিসে কায়দা

মাফিক আবেদনতো করিয়াছেনই, অন্য চেষ্টাও করিতেছেন। এই দলের পাণ্ডা লর্ড ইঞ্চকেপ। আমি বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাইয়াছি, তিনি নাকি যেন তেন প্রকারেণ উপকূল বাণিজ্যকে বাধা দিবার জন্য ৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইংরাজ বণিকগণের বিশ্বাস, স্যর চার্লস ইন্সের মত এ বিষয়ে লড়িবার উপযুক্ত সিভিলিয়ান আর নাই। এবং সার জর্জ্জ রেণীর বক্তৃতার পর ইহাদের ধারণা হইয়াছে, ইহার হাতে তাহাদের স্বার্থ নিরাপদ নয়। এমনও সংবাদ পাইয়াছি যে, শেষ পর্য্যন্ত বার্ম্মাকে এই আইনের সীমানার বাহিরে রাখিবার জন্য ভারত সরকারের উপর চাপ দেওয়া হইবে।

বীমা

ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির বিরুদ্ধে যে চেষ্টা চলিতেছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ এখনও পাওয়া যাইতেছে না। জীবন বীমার বিদেশীয় বীমা কোম্পানীগুলি দেশীয় কোম্পানীগুলির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু অগ্নি, নৌ ও অন্যান্য বীমায় এখন পর্য্যন্তও তাহাদেরই প্রাধান্য। মোট ৭টি প্রধান দেশীয় বীমা কোম্পানী আছে। সম্প্রতি ইহারা ভারতীয় বীমাকোম্পানী প্রতিনিধিদল গঠন করিয়া,—কোন একটি বিশেষ কোম্পানীর জন্য নয়,—সমস্ত দেশীয় কোম্পানীর জন্য প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। বিদেশী কোম্পানীগুলিও এইভাবে একটা প্রতিনিধিদল গঠন করিয়া প্রচারকার্য্য চালাইবার চেষ্টা করিবেন।

কৃষি বিষয়ে রুশিয়ার নতুন মতলব

সোভিয়েত রুশিয়ার পাড়াগাঁয়ের জমিগুলা কৃষিকার্য্যের উপযোগী করিবার জন্য লেনিন যে নতুন মতলব ঠাওরাইয়াছিলেন তাহা যাহাতে কাজে লাগান যাইতে পারে সে বিষয়ে রুশিয়ার গবর্ণমেণ্ট ও বিভিন্ন দলের ভিতর, এমন কি সমস্ত খবরের কাগজেও, একটা আন্দোলনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

কৃষি বিষয়ে এত বড় বিরাট স্কীম পূর্ব্বে কখনও হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। এই স্কীম অনুসারে দেশের ভিতর মোট ১২৫টি বাছা বাছা গোছের কৃষিক্ষেত্র তৈয়ারী হইবে এবং ইহার প্রত্যেকটী ক্ষেত্রের পরিমাণ হইবে লক্ষ একর। এই সব জমির উৎপাদন হইতে বৎসরে ২০ কোটি বুশেল শস্য বিদেশে রপ্তানি হইতে পারিবে। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট বৎসরের শস্য সংগ্রহের একটা মস্ত ভাবনার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবেন। কারণ আজকাল গবর্ণমেণ্টকে এই শস্যের জন্য সমস্ত বড় বড় ধনী চাষীর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। ইহারাও যো পাইয়া শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই উজুহাতে অনেক টাকা দাবী করিয়া বসে। এই স্কীম কাজে পরিণত করিতে গেলে তিন বৎসরের মধ্যে কলকারখানায় শস্য তোলা যন্ত্র, লাঙ্গল, চাষীদের বাসা এবং ক্লাব প্রভৃতি গড়িতে প্রায় ১০ কোটি পাউণ্ড খরচ করা দরকার।

গরীব চাষীদের উপায়

এই স্কীম কাজে পরিণত হইলে অনেক গরীব চাষীর এই সমস্ত কৃষিক্ষেত্রে বেতন হিসাবে কাজ করিয়া ভাতের সংস্থান হইবে। এই সমস্ত অধুনিকভাবের ক্ষেত্রে বাঁধা নিয়মে কাজ করিলে তাহারা অনেক ভাল কাজ শিখিতে পারিবে। ফলে ইহারা সহরের চাষীদের সঙ্গে মিলিবার বেশী সুযোগ পাইবে এবং ইহাদের আত্মসম্মান শিক্ষা ও রীতিমত বাড়িয়া যাইবে।

এই ধরণের কাজ চলিলে আগামী তিন বৎসরের মধ্যে চাষীরা সমাজে বেশ গণ্যমান্য এবং সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষিত হইতে পারিবে।

অষ্ট্রেলিয়ায় বিরাট পশমের ব্যবসা

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, অষ্ট্রেলিয়ার লোকেরা ভেড়ার পিঠে চড়িয়া ভ্রমণে বাহির হয়। সিড্‌নি সহরে গেলে এ ব্যাপারের অনেকটা প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে বৎসরে একবার করিয়া একটী ভেড়ার প্রদর্শনী খোলা হয়, এবং এখানে অনেক টাকার ভাল ভাল পশমওয়ালা ভেড়া বিক্রী হইয়া থাকে।

ভেড়ার পাল অষ্ট্রেলিয়ার একটা খুব বড় সম্পত্তি।

বছরে প্রায় ৬ কোটি পাউণ্ড মূল্যের পশম এখানকার ভেড়া হইতে পাওয়া যায়। আগামী বৎসরে এই সমস্ত পালের সংখ্যা ১০ কোটি পর্য্যন্ত হইবে এরূপ অনুমান করা হইয়াছে, এবং মোট ২,৪৬২,০০০ গাঁইট পশম পাওয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়। ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে বর্ত্তমান বৎসর হইতে ২৫০,০০০ গাঁইট বেশী পশম আগামী বৎসর পাওয়া যাইবে।

এত বড় একটা ব্যবসার গোড়া পত্তন ক্যাপ্টেন জন ম্যাক্‌আর্থারের জন্যই প্রথম হয়। তিনি প্রথমটায় নিউ সাউথ্‌ ওয়েলস্‌এ আসিয়া বসবাস করেন। তিনি কলিকাতা হইতে ৩০টি বাঙলার ভেড়া আনাইয়া পালিতে সুরু করেন।

এইরূপ শুনা যায় যে, কোন সময় স্পেনের রাজা ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টকে স্পেন দেশীয় মেরিণো জাতীয় কতকগুলি ভেড়া উপহার দেন। এবং এইগুলি ওলন্দাজ কেপ কলোনিতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এবং সেখান হইতে ১৭৯৬ সালে সেগুলি উত্তমাশা অন্তরীপে বিক্রী করিয়া দেওয়া হয়। দুই জন ক্যাপ্টেন এখান হইতে ২৬টী ভেড়া কিনিয়া সিড্‌নি লইয়া আসেন। এখানে আনিয়া সেগুলি কতকগুলি বাসিন্দার কাছে বিক্রী করেন। তখন ম্যাক্‌আর্থার তিনটী ভেড়া ও পাঁচটী ভেড়ী কিনিয়া রাখেন।

এই সমস্ত ভেড়ার বংশধরেরা দেশী ভেড়ার সহিত মিশিয়া পালে ভারি হইয়া উঠে এবং ইহাদের লোমও বেশ কোমল হইয়া যায়। প্রথম হইতেই ক্যাপ্টেন ম্যাকআর্থার কি করিয়া পশমের কোয়ালিটি ভাল করা যায় সে বিষয়ে পরীক্ষার উপর পরীক্ষা করিতে থাকেন। ম্যাক্‌আর্থারের পর এই পরীক্ষার ভার অন্য লোকে নেন। এইরূপ পরীক্ষার ফলে কালে কালে ব্যবসা বাড়িয়া বর্ত্তমানে এই বিরাট ব্যবসায় পরিণত হইয়াছে।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের কার্য্য-বিবরণী

১। প্রথম অধিবেশন, ১০ই অক্টোবর, বুধবার। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়, বি, এ, তত্ত্বনিধি মহাশয়ের উদ্যোগে, ৭ই অক্টোবর (১৯২৮) তারিখে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এম, এ, বি, এল এই সভা আহ্বান করেন। অধিবেশনের স্থান অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের গৃহ, ৪৫নং পুলিশ হস্‌পিটাল রোড। সময় সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা।

উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস, বি, এস, সি, এইচ, ই (ইলিনয়), বেঙ্গল টেক্‌নিকাল ইন্‌ষ্টিটিউট, যাদবপুর, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত, এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম, এ, বি, এল্‌, কুচবিহার, শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে, এম এ, বি, এল্‌।

ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম, এ, বি, এল, পি, আর, এস্‌, পি-এইচ্‌, ডি ও অধ্যাপক ডাক্তার অমূল্যচন্দ্র উকিল, এম্‌, বি, প্যারিসের বিদেশী রোগতত্ত্ব পরিষদের সভ্য—এই উভয়ে উপস্থিত থাকিতে না পারিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্তের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন গুপ্তের সমর্থনে অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস সভাপতি মনোনীত হন।

পরিষৎ প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক নানাপ্রকার আলোচনার পর স্থির হইল যে, পরিষদের এক অস্থায়ী নিয়মাবলী গঠন করা হইবে। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত তাঁহার তৈরি এক খসড়া পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয় তাঁহার আড়াই তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা বিবৃত করেন। তিনি বলেন, যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে এযাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাই অগ্রসর হইয়া আসুন। আর বর্ত্তমানে বিনা মজুরিতে এখনই যদি তাঁহারা কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে পারেন তবেই পরিষৎ খাড়া করা সম্ভব হইবে, নচেৎ নয়।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় :—

(ক) পরিষৎ স্থাপিত হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

সমর্থক—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত

(খ) পরিষদের কাজ চালাইবার জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত
সমর্থক—শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে

(গ) পরিষদের কাজ চালাইবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হউক।

১। শ্রীঅমূল্যচন্দ্র উকিল।

২। শ্রীবাণেশ্বর দাস।

৩। শ্রীসিদ্ধেশ্বর মল্লিক, অধ্যাপক, কৃষি-বিদ্যালয়, চুঁচুড়া।

৪। শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, এম, এ, বি, এল, পি, আর, এস্, পি-এইচ্, ডি, সম্পাদক, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্স, কলিকাতা।

৫। শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী, বি, এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কো-অপারেটিভ্ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেড, কলিকাতা।

৬। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, বি, এল (প্যাটু´), বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ার, ডিরেক্টর, ইণ্ডো-অয়রোপা ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড, হাম্বুর্গ (জার্ম্মাণি)।

৭। শ্রীসত্যচরণ লাহা, এম, এ, বি, এল, পি-এইচ্, ডি, "প্রকৃতির" সম্পাদক (পরিষদের সম্পাদক)।

৮। শ্রীসুধাকান্ত দে।
৯। শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত।
১০। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
} সহযোগী সম্পাদক

১১। শ্রীবিনয়কুমার সরকার—গবেষণাধ্যক্ষ।

১২। মেজর বামনদাস বসু, আই, এম, এস (অবসর প্রাপ্ত), এলাহাবাদ (কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভাপতি)।

প্রস্তাবক,—শ্রীবাণেশ্বর দাস
সমর্থক—শ্রীসুধাকান্ত দে

(ঘ) শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর দাসের সমর্থনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গবেষক নিযুক্ত করা হয়:—শ্রীসুধাকান্ত দে, শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ও শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

শ্রীযুক্ত সরকার বলিলেন "আর্থিক উন্নতি"কে পরিষদের মুখপত্র করিবার জন্য ডিরেক্টরদের নিকট অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। ধার্য্য হইল যে, তিনি "আর্থিক উন্নতি"র পরবর্ত্তী ডিরেক্টরদের সভায় (শুক্রবার, ১২ই অক্টোবর, ১৯২৮) এই উদ্দেশ্যে তাঁদের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন। পরিষৎ প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে বাংলায় ও ইংরেজিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁহার লিখিত "ভারতবর্ষে বীজ-তৈল কারখানার ভবিষ্যৎ" পাঠ করিবার পর সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানান্তর সভা ভঙ্গ করা হয়। এই প্রবন্ধ গত কার্ত্তিক মাসের "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত হইয়াছে।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, "আর্থিক উন্নতি"র ডিরেক্টরগণ তাঁহাদের ১২ই অক্টোবর ১৯২৮ সনের সভায় বিনয়বাবুর প্রস্তাব অনুসারে "আর্থিক উন্নতি"কে পরিষদের মুখপত্র বিবেচনা করিবার অনুমতি দিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

২। দ্বিতীয় অধিবেশনে, শনিবার, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৮। স্থান ৯৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় এই অধিবেশন আরম্ভ হয়। ডাক্তার অমূল্যচন্দ্র উকিল মহাশয় "সার্ব্বজনিক স্বাস্থ্যের অর্থকথা" সম্বন্ধে এক আলোচনা উপস্থিত করেন।

তিনি বলেন জাতির স্বাস্থ্য জাতির পবিত্র সম্পত্তি স্বরূপ। যাহাতে লোকের স্বাস্থ্য ভাল হয়, যাহা খাইলে লোকের কার্য্যক্ষমতা বাড়ে, তাহাই খাইতে হইবে, আচার-বিচারের দোহাই দিলে চলিবে না। খাদ্য সম্বন্ধে আমরা উদাসীন থাকার দরুণ আমাদের জাতীয় শক্তির গুরুতর অপচয় ঘটিতেছে। এই অপচয় অর্থশাস্ত্রীরা টাকা আনা পাইয়ে কষিয়া বাহির করিয়া দিতে পারেন। ভারতে প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ক্ষমতা খুব কম করিয়া ধরিয়া ৩০্ টাকা বলিয়া গ্রহণ করিলে, নানা দিক্ হইতে আমাদের স্বাস্থ্যের অর্থকথা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি যে সমস্ত রোগ নিবারিত হইতে পারে তাহাতে প্রতি বৎসর বহু লক্ষ লোক মারা যাইতেছে অর্থাৎ দেশ ইহাদের

উপার্জ্জন-শক্তি হইতে বঞ্চিত হইতেছে। কিন্তু বেয়ারাম-পীড়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের সুস্থ মানুষের কর্ম্ম ক্ষমতাও যতদুর হইতে পারিত ততদুর নয়। এ বিষয়ে শুধু প্রাকৃতিক অবস্থাকে দায়ী করিলে চলিবে না। কারণ সাহেবরা এদেশে আসিয়াও আমাদের চেয়ে বলিষ্ঠ থাকে। এমন কি, পাঞ্জাবীরাও আমাদের চেয়ে বেশী কর্ম্মক্ষম থাকে। পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, খাদ্যের উপর কর্ম্মশক্তি কম নির্ভর করে না। ইঁদুর লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তারা পাঞ্জাবের খাদ্যে সব চেয়ে সুস্থ ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে আর বাঙ্গালা ও মাদ্রাজের খাদ্যে সব চেয়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ, পাঞ্জাবীর দৈহিক শক্তি ও গঠন অনেকটা ইয়োরোপীয়ের ন্যায়। আমরা শুধু আমাদের খাদ্য পরিবর্ত্তন করিয়া আমাদের স্বাস্থ্যের অনেকখানি উন্নতি করিতে পারি। এই উন্নতির গোড়াকার কথা হইল, এক এক শ্রেণীর প্রতি ব্যক্তি তার আয়ের কতখানি খাদ্যের জন্য ব্যয় করে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা। অর্থশাস্ত্রীরা অবিলম্বে এই দিকে তথ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হউন। পারিবারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব জাতীয় উন্নতির মোসাবিদা খাড়া করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করা প্রয়োজন। সেইজন্য সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিয়া কোন্ ব্যক্তি কি খায় ও খাওয়ার জন্য কতখানি ব্যয় করে, পোষাক, আশ্রয়স্থান ইত্যাদির জন্যই বা কতখানি ব্যয় করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সে সন্ধান লইতে হইবে। খাদ্য পরিবর্ত্তনের ফলাফল পরীক্ষার সুযোগও ২।১ জায়গায় ঘটিয়াছে, যেমন বোলপুর শান্তিনিকেতনে ও কলিকাতার কোন কোন মেসে। "আর্থিক উন্নতি"তে মজুর সমাজের উপযোগী পুষ্টিকর অথচ সস্তা খাদ্যের একটা তালিকাও প্রকাশিত হইয়াছে।" বক্তৃতার পর কিঞ্চিৎ আলোচনা হয়।

অতঃপর কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভাপতি হন শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মল্লিক। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে:—

(ক) পরিষদের যাবজ্জীবন সভ্য হইতে হইলে এককালীন ১২৫৲ টাকা দিতে হইবে।

(খ) পরিষদের বৎসর কার্ত্তিকে সুরু হয়। কিন্তু "আর্থিক উন্নতি"র ও পরিষদের কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ চাঁদাটা বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত হিসাবে লওয়া হইবে। বর্ত্তমান সনের ৬ মাসের (কার্ত্তিক-চৈত্র) জন্য পরিষদের সভ্য হইলে "আর্থিক উন্নতির" পুরাতন গ্রাহকগণকে ৸৹ আনা মাত্র অতিরিক্ত দিতে হইবে এবং এই সময়ের জন্য পরিষদের নূতন সভ্যগণকে ৩৲ টাকা দিতে হয়।

৩। তৃতীয় অধিবেশন, সোমবার, ২৪ ডিসেম্বর। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের ভবনে, ৪৫ নং পুলিশ হস্পিটাল রোডে। এই অধিবেশন সন্ধ্যা ৫টায় আরম্ভ হয়। পরিষদের সভাপতি মেজর বামন দাস বসু, আই, এম, এস্ (অবসরপ্রাপ্ত) মহাশয়ের সহিত গবেষকদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় লাভ ও ভাবের আদান-প্রদান এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য। মেজর বসু মাত্র দু'এক দিনের জন্য এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। এইজন্য প্রত্যেক সভ্যকে যথারীতি ডাকে জানাইবার সুযোগ হয় নাই।

মেজর বসু মহাশয় সকলের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি স্বাস্থ্য দর্শন ইতিহাস, কৃষি দর্শন, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে বহুবিধ চর্চ্চা করিয়াছেন। তাঁহার রচনা নানা আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থনৈতিক চর্চ্চার জন্য তিনি যে সকল বই ও পত্রিকা পাঠ করিয়াছেন, তাহা হইতে মাঝে মাঝে সঙ্কেত ও ইঙ্গিত টুকিয়া রাখিয়াছেন। সেই সব কাজে লাগাইতে পারলে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি রচিত হইতে পারে। মেজর বসু তাঁহার নোট বহিগুলা পরিষৎকে দান করিলেন। স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় তথ্যগুলা শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র উকিল কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবে। হাজারিবাগের রসায়নাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় মেজর বসুর ধাতু-সম্বন্ধীয় তথ্যগুলা ব্যবহার করিতেছেন। পরিষৎ হইতেও তাঁহাকে ভারতীয় ধাতুশিল্প সম্বন্ধে রচনা তৈয়ারির জন্য অনুরোধ করা হইবে। এলাহাবাদে মেজর বসুর যে বিস্তৃত লাইব্রেরী আছে তাহা দেখিবার জন্য এলাহাবাদে সকলকে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। সরকার-পত্নী জলযোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মোলাকাৎ

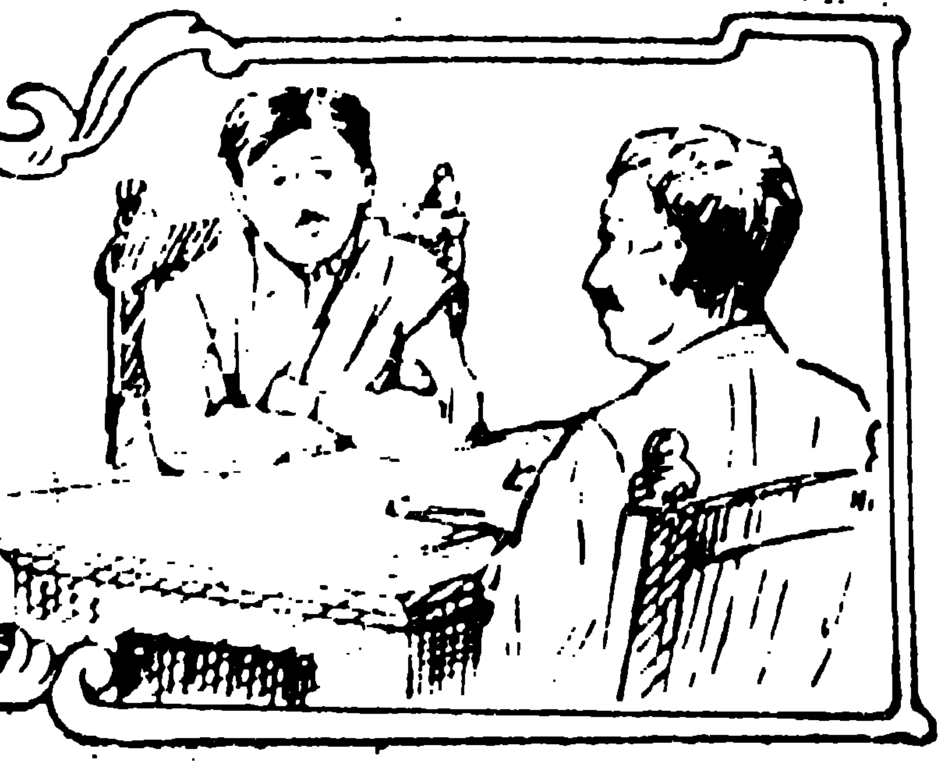

যন্ত্রপাতির কারখানায় নক্‌রি ঢুঁড়া

[কলিকাতায় ও হাওড়ায় যেসকল যন্ত্রপাতির কারখানা আছে তাহার কোনো কোনোটায় নক্‌রি ঢুঁড়িবার চেষ্টায় একজন বাঙ্গালী যুবক কারখানার কর্ত্তাদের সঙ্গে মোলাকাৎ করিয়াছিল। কথাবার্ত্তার ফলাফল বিবৃত হইতেছে।]

১। এলেন্‌বারি কোম্পানী (মোটর এন্‌জিনিয়ারস্‌), হাজরা রোড।

প্রধান এঞ্জিনিয়ারের বক্তব্য :—

"এখানে চাকুরি খালি নাই; সাধারণ মজুরের কাজ করিতে হইলে শিক্ষিত লোক যখন না লইলেও চলে তখন রাস্তাঘাটেই বহু লোক মিলে। আর কুলির কাজ করা মানে শিক্ষার ইজ্জৎ নষ্ট। সুতরাং ২০০টাকা জমা রাখিয়া এপ্রেন্টিস্‌ হইতে পার। অন্য উপায় নাই। তোমরা বাঙ্গালীরা, বিশেষতঃ শিক্ষিত হইয়া, মোটেই ছোট কাজ করিতে পারিবে না এবং কুলির খাটুনি খাটিতে পারিবে না।"

২। জেসপ্‌ কোম্পানী—হাওড়া।

বড় সাহেব বলিলেন :—

"কাজ খালি নাই। কুলি মজুরেরও বর্ত্তমানে আবশ্যক নাই। কারখানার অভিজ্ঞতা কিছু নাই, সুতরাং এখানে হইবে না।"

৩। লিলুয়া রেলওয়ে কারখানা।

ছোট সাহেবের বাণী :—

"কাজ খালি নাই। বড় সাহেবের সহিত দেখা করিতে হইলে তাঁকে চিঠি লিখিতে হইবে; তিনি দেখা করার তারিখ দিয়া চিঠি দিবেন। কিন্তু তাঁর সহিত দেখা করিয়া লাভ নাই। এখানে কুলিরও দরকার নাই।"

৪। ষ্টুয়ার্ট কোম্পানী—বালিগঞ্জ। (মোটর এঞ্জিনিয়ারস্‌)

বড় এঞ্জিনিয়ার সাহেব বলিলেন :—

"কাজ খালি নাই। মিস্ত্রির কাজ জানা থাকিলে দেখা যাইত। সাধারণ কাজ করার লোক আমার যা দরকার, তার বেশী আছে। সুতরাং উপায় নাই।"

৫। হুগ্‌লি ডকিং এণ্ড এনজিনিয়ারিং।

ছোট সাহেব :—

"জাহাজ তৈয়ারীর কাজে অথবা মিস্ত্রীর কাজে অভিজ্ঞতা না থাকিলে দরকার নাই। কেরাণীর কাজ খালি নাই।"

৬। ব্রিটেনিয়া কোম্পানী—হাওড়া।

বড় সাহেব :—

"কাজ খালি নাই। সাধারণ কাজ করার লোকের দরকার নাই।"

৭। গ্যালভ্যানাইজিং কোম্পানী—হাওড়া।

বড় সাহেব :—

"গ্যালভ্যানাইজিং কাজে দক্ষ লোক ছাড়া অন্য লোকের দরকার নাই। ছোট কাজ করার মত লোক অমনি ঢের পাওয়া যায়—তা ছাড়া এখন তারও আবশ্যক নাই।"

৮। ফোর্ড্‌ কোম্পানী—ভবানীপুর।

"কাজ খালি নাই। শিক্ষানবিশ এখানে লওয়া হয় না। সাধারণ কাজ করার লোকও ঢের আছে।"

৯। এম্‌টি কোম্পানী—বালিগঞ্জ।

বড় সাহেব :—

"কাজ খালি নাই। মজুরের কাজ তোমার দ্বারা হইবে না—তুমি তো বাঙ্গালী? কেরাণীগিরি খালি থাকিলে দেখা যাইত।"

১০। হুকুমচাঁদ ইলেক্‌ট্রিক্‌ কোম্পানী—বালিগঞ্জ।

কারখানার ছোট এঞ্জিনিয়ার বাবু :—

"এখানে আপনার করিবার মত কাজ কিছু নাই। কারখানায় ইলেক্‌ট্রিক্‌ ব্যাপারে কিছু হাত থাকিলে এখানে চেষ্টা চলে—নতুবা নহে। অন্য কোন কাজ নাই।"

১১। টালা জলের কল।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্‌ (বাঙ্গালী) :—

"শুধু মিস্ত্রি আর শিক্ষানবিশ রাখা হয়। বর্ত্তমানে কোনোটারই আবশ্যক নাই। শিক্ষানবিশ হইয়া ভর্ত্তি হওয়ার সময় এখনও দূরে। তখন চেষ্টা করিও—কিন্তু নিজকে ভরণপোষণ করার সুবিধা হইবে না।"

১২। ই, বি, রেলওয়ে কারখানা—বেলেঘাটা।

বড় সাহেব :—

"কাজ খালি নাই। কুলির কাজ তোমাকে দিয়া যতটুকু পাইব খোট্টা মূর্খ দ্বারা তার অনেক গুণ বেশী পাইব। অন্য চেষ্টা দেখ।"

১৩। ম্যাকিণ্টস্‌ কোম্পানী—বালিগঞ্জ।

প্রধান এঞ্জিনিয়ার :—

"কাজ খালি নাই। মজুরের কাজও খালি নাই। কলকব্জার কাজ জানা থাকিলে চেষ্টা চলিতে পারিত। টেক্‌নিক্যাল্‌ শিক্ষালয় হইতে এক আধ বছরের শিক্ষা লওয়া থাকিলেও কারখানায় কাজের চেষ্টা চলে। তোমার কিছুই নাই।"

১৪। খিদিরপুর ডক্‌।

বড় সাহেব :—

"ডকের কাজ জানা না থাকিলে এখানে চেষ্টা চলে না। কোন বড় আত্মীয় আছেন,—যিনি কলিকাতায় খুব নামজাদা? এখানে ভর্ত্তি হইবার উপায় এই দুইটা।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং:
শ্রেণী সং:

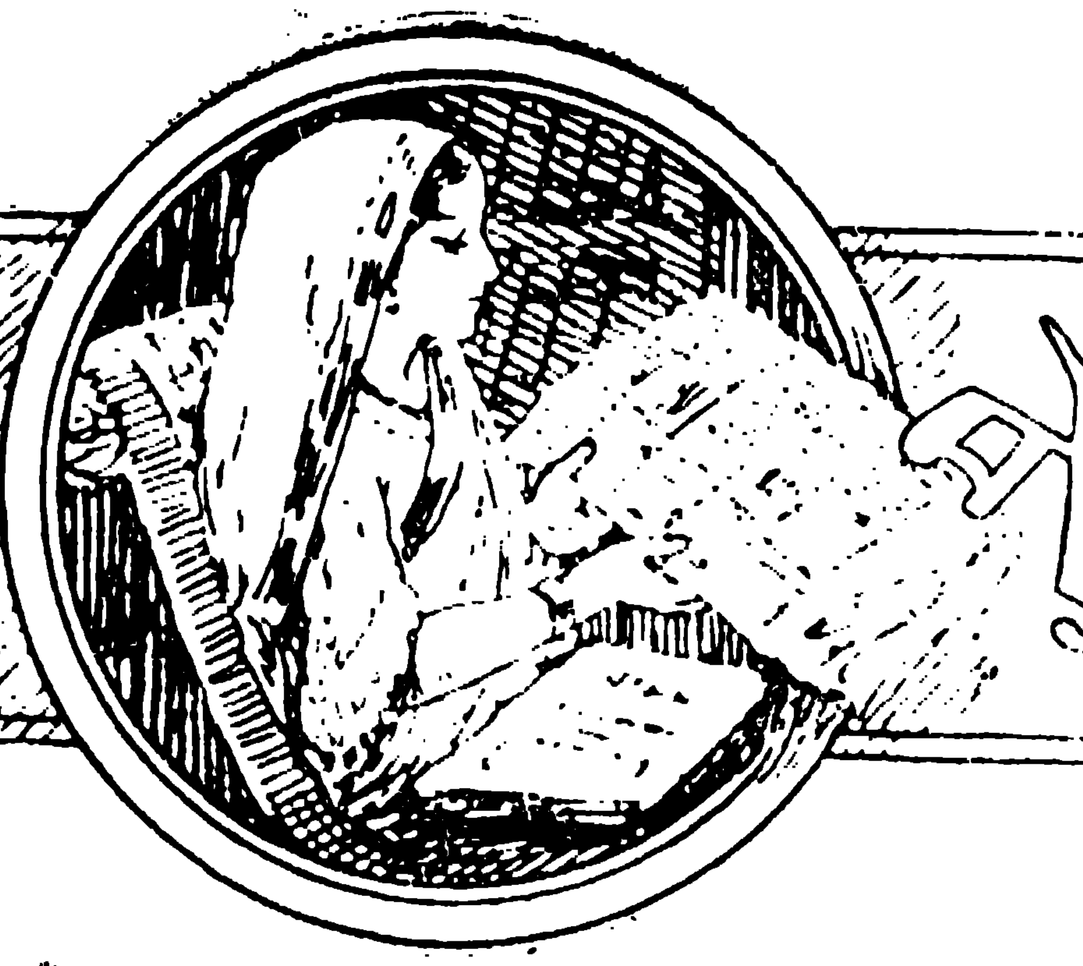

পত্রিকা-জগৎ

"দি টেক্‌স্‌টাইল রেকর্ডার"

১৫ই আগষ্ট, ১৯২৮

ফ্যাক্টরী-সঙ্ঘ লাভজনক হয় কখন ?

তুলা ও পশম শিল্পের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য আজকাল এই দুই শিল্পের ফ্যাক্টরীগুলাকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার কথা চারিদিকে শুনা যাইতেছে। অনেকের মত এই যে, তুলা ও পশমের ফ্যাক্টরীগুলাকে সঙ্ঘবদ্ধ করিলেই তুলা ও পশমের ব্যবসার উন্নতি দেখা দিবে।

এই মত নিতান্ত ভ্রান্ত। ফ্যাক্টরীগুলা বিচ্ছিন্নভাবে থাকিলেই অথবা তাহাদের আকার ছোট হইলেই তাহাদের ক্ষতি ভোগ করিতে হইবে। আর তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিলেই যে তাহাদের লাভ হইবে এ কথা মোটেই সত্য নয়। একতাবদ্ধ হইলে শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে বটে, কিন্তু যাহারা একতাবদ্ধ হইতেছে তাহারা যদি নিতান্ত দুর্ব্বল হয়, তাহাদের যদি আত্মনির্ভরের ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে তাহারা একতাবদ্ধ হইলেই যে তাহাদের সমবেত শক্তি বাড়িবে, তাহা সত্য নয়। যে ফ্যাক্টরীগুলাকে একতাবদ্ধ করা হইবে সেগুলা যদি অদক্ষ লোকের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাহাদের আর্থিক অবস্থা যদি শোচনীয় হয়, তাহা হইলে তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিলেই তাহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল হইবে, এরূপ আশা করা বাতুলতামাত্র। সঙ্ঘবদ্ধ না হইলেও এবং ছোট আকারের হইলেও অনেক ফ্যাক্টরী বেশ লাভে চলিতেছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অপরদিকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াও অনেক ফ্যাক্টরী লোকসান দিতেছে এইরূপ দৃশ্যও বিরল নয়। সুতরাং ফ্যাক্টরীগুলার লাভ হইতেছে না দেখিলেই তাহাদের দুরবস্থার মূল কারণগুলা আদৌ অনুসন্ধান না করিয়া তাহাদের একত্র হইবার অথবা ফ্যাক্টরীগুলার আকার আরও বড় করিয়া তুলিবার উপদেশ দিলে, নিতান্ত মূঢ়ের মত কাজ করা হইবে।

সঙ্ঘবদ্ধতা বা আকার বাড়ানো সকল ক্ষেত্রেই ফ্যাক্টরীগুলার উপকারে লাগিবে এই মত ভ্রান্ত বটে; কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধতা বা আকার বাড়ানো কখনও কখনও যে ফ্যাক্টরীগুলার উপকারে লাগিতে পারে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। প্রত্যেক শিল্পেই ফ্যাক্টরীগুলার এমন একটা আকার আছে, যাহার চেয়ে ছোট হইলে লাভ তেমন হয় না, অথবা বড় হইলেও লাভ কমিয়া যায়। উচ্চতম হারের উপযুক্ত মোটামুটি একটা আকার প্রত্যেক শিল্পেই দেখা যাইবে। শিল্প অনুসারে এই আকারের তারতম্য হইতে পারে (অর্থাৎ উচ্চতম লাভ পাইতে হইলে একটী বিশেষ শিল্পের ফ্যাক্টরীগুলাকে তাহা অপেক্ষা অনেক বড় বা ছোট করা আবশ্যক হইতে পারে); কিন্তু প্রত্যেক শিল্পেই উচ্চতম লাভের উপযুক্ত ফ্যাক্টরীগুলার যে একটি বিশেষ আকার আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদি কোন শিল্পে ফ্যাক্টরীগুলা উচ্চতম লাভের যোগ্য আকারের চেয়ে ছোট হয়, কেবল তাহা হইলেই, ফ্যাক্টরীগুলাকে একত্র করিলে নানা দিকে লাভের সুযোগ বাড়িতে পারে—পরিচালনার খরচ কমিতে পারে, উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ের খরচ এবং কাঁচা মাল কিনিবার খরচ কমিতে পারে, অন্যান্য অনেক সুবিধাও লাভ হইতে পারে।

তুলা ও পশমের ফ্যাক্টরীগুলাকে একত্র করিলেই লাভ বাড়িবে কি না, একথা বিবেচনা করিবার সময় প্রধানতঃ

এইটুকুই ভাবিতে হইবে যে, উচ্চতম হারে লাভ পাইতে হইলে তুলা ও পশমের ফ্যাক্টরীগুলার আকার যত বড় হওয়া উচিত, ইহাদের বর্ত্তমানের আকার তত বড় কি না। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া হঠাৎ কিছু বলা সম্ভব নয়।

"মান্থলি লেবার রিভিউ"

যুক্তরাষ্ট্রের ও জগতের আর্থিক বিবরণী-সম্বলিত, মার্কিণ সরকার প্রকাশিত মাসিক। মে (১৯২৮) সংখ্যায় আছে :—

(১) মধ্যবিত্ত লোকদের বর্ত্তমান চিকিৎসা-খরচ। আমেরিকার মধ্যবিত্ত লোক বর্ত্তমান সময়ে চিকিৎসার জন্য কত খরচ করে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য মার্কিণ সরকারের বিউরো অব্ লেবার ষ্ট্যাটিস্‌টিক্স বিভাগের তরফ হইতে সম্প্রতি এক অনুসন্ধান পরিচালনা করা হয়। ইহাতে দেখা যায় যে, প্রত্যেক শ্রমজীবী গড়ে বার্ষিক ১২২·১২ ডলার বা তাহার বার্ষিক বেতন ১,৯৯২·৬৩ ডলারের শতকরা ৬·২ ভাগ চিকিৎসা বাবদে খরচ করে। উক্ত শ্রমজীবী ও তাহার পরিবারের লোক লইয়া বার্ষিক জনপিছু ৬৪·৫৯ ডলার চিকিৎসার জন্য ব্যয় করে। যে সমস্ত চাকুরো তিন হাজার ডলার বা তার উপর বেতন পায় তাহারা তাহাদের পরিবারের লোকসমেত প্রত্যেকে বার্ষিক ৮৬·৬৫ ডলার চিকিৎসার জন্য খরচ করে। চারিজন লইয়া এক পরিবারকে এই হারে চিকিৎসার জন্য ৩৫০ ডলার বার্ষিক ব্যয় করা দরকার হয়। ৫ জনের পরিবার হইলে বার্ষিক ৪৩০ ডলার খরচা পড়ে।

(২) কটন গিনিং শিল্পে কাজের ঘণ্টা ও পারিশ্রমিক। মার্কিণ কটন গিনিং শিল্প কারখানায় সাধারণতঃ প্রতি সপ্তাহে ৬৪·৫ ঘণ্টা কাজ হয়। শ্রমজীবিগণকে সাপ্তাহিক বেতন বাবদ প্রকৃত পক্ষে ১৮·৯৪ ডলার করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। কাজের বেশী চাপ পড়িলে এইসকল কারখানায় রাত্রিকালেও কল চালাইবার রেওয়াজ বর্ত্তমান আছে।

(৩) জানালা পরিষ্কারকগণের মধ্যে দৈব দুর্ঘটনা। ইহাদের মধ্যে দুর্ঘটনা খুব কমই দেখা যায় এবং এগুলি বেশী সাংঘাতিকও নয়। যুক্তরাষ্ট্রের লেবার ষ্ট্যাটিস্‌টিক্সে দেখা যায় যে, জানালা পরিষ্কারকগণের মধ্যে দৈবাৎ যেসকল মৃত্যু সংঘটিত হয় তাহার সংখ্যা খুবই কম। ১৪টী রাষ্ট্র হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তিন বৎসরে মাত্র ১৪টী শ্রমজীবী মারা গিয়াছে।

(৪) ১২টী ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের চাকুরোদের অবসর লইবার নিয়ম পদ্ধতি। এই প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে, বেলজিয়াম, গ্রেটব্রিটেন, নেদারল্যাণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রের সকল চাকুরো ও জার্ম্মাণির বড় বড় সরকারি চাকুরোদের অবসর পেন্সন সরকার বহন করেন। ফরাসী, ইতালী, জার্ম্মাণি (বড় বড় চাকুরো ছাড়া), অষ্ট্রীয়া চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেন্মার্ক, সুইডেন এবং নরওয়ে প্রভৃতি দেশে মনিব ও সরকার উভয়েই পেন্সন বহন করেন। অষ্ট্রীয়া, গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্সে ৬০ বৎসর বয়সে চাকুরি হইতে অবসর লইবার সময়। ডেন্মার্ক, নরওয়ে, সুইজারল্যাণ্ডে ৭০ বৎসরে লোকে পেন্সান লয়। এই সময়ের পূর্ব্বেও উপযুক্ত কারণ দর্শাইয়া পেন্সান লওয়া যাইতে পারে। অবসর পেন্সন সকল দেশে সমান নয়। কোন দেশে পেন্সানভোগকারী এমন কি তাহার বেতনের শতকরা ৭৮·৩ ভাগ পাইয়া থাকেন। প্রায় সকল দেশেই বিধবা ও এতিমগণের ভাতা দিবার ব্যবস্থা আছে।

(৫) কৃষি ফার্ম্মের দৈনিক মজুরি। মার্কিণ কৃষি ফার্ম্মের শ্রমজীবীরা প্রত্যেকে গত জানুয়ারী মাসে ৪৬·৭৫ ডলার মাসিক বেতন পায়। গত ১৯২৭ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ৪৭·০৭ ডলার। কৃষিকাজের দৈনিক পারিশ্রমিক ১৯২৭ সনে ছিল ২·৩৬ ডলার, ১৯২৮ সনে হইয়াছে ২·৩৪ ডলার।

কৃষিকার্য্যে গতরের কাজ উঠিয়া যাইতেছে। আমেরিকা ও কানাডার কৃষিকাজে যথাসম্ভব কলকারখানা ও আধুনিক যন্ত্রপাতির সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করা হইতেছে। ফলে লোকের খাটুনি কমাইয়া ফেলা হইয়াছে। আমেরিকার তুলা শস্য কলদ্বারা সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। অন্যান্য শস্যও অল্প-বিস্তর হার্ভেষ্টার প্রেসার নামক কর্ত্তন-যন্ত্রসাহায্যে সংগৃহীত হয়।

"ওয়েষ্টিং হাউস ইণ্টার্ণ্যাশনাল"

আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯২৮

বৈদ্যুতিক রেলওয়ের বিস্তার অবশ্যম্ভাবী

বাষ্প-চালিত রেলওয়েতে যত খরচ পড়ে বৈদ্যুতিক রেলওয়েতে তাহা অপেক্ষা বেশী খরচ পড়ে। কিন্তু বৈদ্যুতিক রেলওয়ের সুবিধা অনেকগুলা :—

(১) বাষ্পীয় শক্তি অপেক্ষা বৈদ্যুতিক শক্তির উপর বেশী বিশ্বাসের সহিত নির্ভর করা যায়।

(২) বৈদ্যুতিক শক্তি দমনে রাখা ও ইচ্ছামত চালিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ।

(৩) কোন স্থানে বেশী প্রয়োজন হইলে সেই স্থানে শক্তি বেশী করিয়া সঞ্চয় করা, আবার প্রয়োজন শেষ হইলে অন্য কোনও স্থানে সরবরাহ করা বৈদ্যুতিক রেলওয়েতেই সম্ভব।

(৪) বৈদ্যুতিক রেলওয়ে নির্ম্মাণে খরচ বেশী পড়ে বটে, কিন্তু বাষ্পের তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ কম।

(৫) কোন রেলওয়ের লাইন ও ষ্টেশন না বাড়াইয়া কেবল বিদ্যুতের সাহায্যে ইঞ্জিনগুলা চালান হইলেই, রেলওয়ের কার্য্যক্ষমতা অন্ততঃ ৩ গুণ বাড়ে।

এপর্য্যন্ত নিম্নলিখিত দেশগুলাতে বৈদ্যুতিক রেলওয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে :—নরওয়ে, সুইডেন, জার্ম্মাণি, অষ্ট্রীয়া, ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন, জাপান, জাভা, কিউবা, মেক্সিকো, ব্রেজিল, আর্জ্জেন্টিনা ও চিলি। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও বৈদ্যুতিক রেলওয়ে চলিতেছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এখন কেবল সহরতলীর ট্রেণগুলাই বিদ্যুতের সাহায্যে চালানো হইতেছে। ভবিষ্যতে বড় বড় রেলপথগুলিতে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রেল না চালাইলে উপায় নাই। কারণ, প্রথমতঃ, আগামী ১৫ বৎসরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের যাত্রী ও মাল-চলাচল দ্বিগুণ হইবার সম্ভাবনা। বাষ্পীয় রেলপথকে ইহার ধাক্কা সামলাইতে হইলে অনেক পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইবে। কিন্তু বৈদ্যুতিক রেলওয়ে প্রবর্ত্তিত হইলে, বর্ত্তমানে যত লাইন ও ষ্টেশন আছে তাহাদের সাহায্যেই অনেকগুণ বেশী মাল ও যাত্রী বহা চলিবে; দ্বিতীয়তঃ যাত্রী ও মাল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের গতিবেগ আরও বাড়ানো আবশ্যক হইবে এবং ট্রেণগুলাকে ৩।৪ গুণ বেশী লম্বা করিতে হইবে। কিন্তু বাষ্পীয় ইঞ্জিনের শক্তি আর বাড়ানো সম্ভব নয়। অথচ ঐরূপ আবশ্যকমত শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত ইঞ্জিন পাওয়া সম্ভব।

"নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরি"

অক্টোবর সংখ্যায় মিঃ সিরিল এটকিনসন, এম, পি মহোদয় এক প্রবন্ধে ইংরেজের শিল্প-রক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতামতের খানিকটা এখানে উদ্ধৃত হইল। তিনি বলিতেছেন—আমাদের দেশে ৪৭,০০০,০০০ লোকের বাস। যদি দুনিয়ার সকল লোককে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের এলাকায় জমায়েৎ করা যায় তাহা হইলেও আমেরিকা ইংলণ্ড বা ওয়েলসের মত এত ঘনবসতি-সম্পন্ন হইবে না। আমাদের প্রধান সমস্যা এই বিপুল লোক-সংখ্যার অন্নসংস্থানের বন্দোবস্ত করা এবং এদের সুখ-সমৃদ্ধির মধ্যে প্রতিপালন করা। এদের ভরণপোষণের উপযোগী খাদ্যের ⅔ ভাগ বাহির হইতে আমদানি করিতে হয়। তা ছাড়া তুলা, পশম, কাঠ প্রভৃতি কাঁচা মাল বিস্তর পরিমাণে বিদেশ হইতে আনীত হয়। এই কাঁচা মালের রসদ আমাদের চাই-ই চাই। ইহাই আমাদের শিল্পের প্রাণ। এখন এই কাঁচা মাল ক্রয় করিবার অর্থ চাই। এজন্য বিদেশের মাটীতে প্রভূত পরিমাণে বিলাতী মূলধন খাটাইতে হইবে এবং বিদেশের হাটবাজার আমাদের পণ্যসম্ভারে ভরিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু দুনিয়ার লোককে সস্তা মাল দিতে না পারিলে আমাদের শিল্প-কাঠাম বজায় থাকিবে না। সস্তায় মাল সরবরাহ করিবার একমাত্র পন্থা অবাধ বাণিজ্য—ফ্রিট্রেড। সস্তায় কাঁচা মাল কেনা চাই এবং সস্তায় তৈরী মাল বিক্রয় করা চাই। তা ছাড়া সস্তা মজুরিতে শিল্প-কারখানায় লোক খাটান চাই। জীবনযাত্রা-প্রণালী খাট করিতে হইবে। জীবন-ধারণের খরচা বা জিনিষপত্রের মূল্য বাড়িয়া গেলেই মজুরী চড়া হইবে।

শুল্ক সকল অবস্থাতেই খারাপ। ইহার দ্বারা জিনিষের সরবরাহ কমিয়া যায়, ফলে জিনিষের মূল্য চড়িয়া যায় ও উৎপাদন-খরচা বৃদ্ধি পায়। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে বাঁচিতে হইলে প্রত্যেক শিল্পকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতে হইবে। এজন্য চাই ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বাধীনতা। দ্বিতীয় প্রবন্ধে কেম্ব্রিজ ও বাণিজ্য সম্বন্ধে জন এ, বেন মহোদয় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। সূর্য্যরশ্মির উপকারিতা, বেকারসমস্যা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধেও গবেষণামূলক প্রবন্ধ এই সংখ্যায় আছে।

"ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইল জার্ণাল"

বোম্বাই হইতে প্রকাশিত ব্যবসায়ীদের মাসিক পত্রিকা। ৩১শে অক্টোবরের সংখ্যায় আছে (১) বোম্বাই মিল ধর্ম্মঘটের অবসান। বোম্বাই সহরে এ পর্য্যন্ত ২১০ লক্ষ টাকা মূলধনের ৯টি কোম্পানী ফেল মারিয়াছে এবং ৮৪০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া ৮টি কোম্পানী পুনর্গঠিত হইয়াছে। (২) বোম্বাই মিলগুলির আর্থিক অবস্থা। ১৯২৬-২৭ সনে বোম্বাই সহরে ৪৬টী কোম্পানী কর্ত্তৃক ১৬,৩২,৫০,০০০ টাকা মূলধনে ৬৪টি মিল চলিত। ঐ মিলগুলিতে ৬১,৫০০ তাঁত খাটিত ও ২,৮০০,০০০ মাকু চলিত। ঐ মিলগুলিতে মোট ১২,৫৫,০০০৲ টাকা মুনাফা হয়। ১৯২৭-২৮ সনে ঐ মিলগুলির মুনাফা দাঁড়াইয়াছে ১,৭২,৭১,০০০ টাকা। (৩) মিল ধর্ম্মঘটের অবসান—তদন্ত আরম্ভ। সাড়ে পাঁচ মাস পরে বোম্বাইয়ের সাধারণ ধর্ম্মঘট গত ৪ঠা অক্টোবর উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। ৮ই অক্টোবর হইতে লোক-জন মিলের কাজে যোগদান করিয়াছে। বর্ত্তমানে ধর্ম্ম-ঘটকারিগণের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য এক তদন্ত-কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে। (৪) ধর্ম্মঘটের ক্ষতি (৫) কটন মিল এঞ্জিনিয়ারিং (৬) বৈজ্ঞানিক রিসার্চ্চ (৭) পাট ও বাংলার ঐশ্বর্য্য (৮) ভারতে পশম-শিল্পের ভবিষ্যৎ (৯) ভারতীয় টেকস্‌টাইল মিলগুলির আব-হাওয়া (১০) ভারতীয় মিলগুলির কর্ম্মিবৃন্দ (১১) ভাইকার্স ষ্ট্যাফর্ড অটোমেটিক লুমের পরিচয় (১২) হিনাম এণ্ড ফ্রাউড লিঃ কোম্পানীর পরিচয়—আকাশ চিত্র, (১৩) জাপানের বস্ত্রশিল্প (১৪) ভারতে ট্রেড মার্ক রেজিষ্ট্রেশ্যান (১৫) ব্রিটিশ ফ্লাক্স ও লিনেনের অবস্থা (১৬) ল্যাঙ্কাশিয়ার বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি (১৭) কটন ট্রেডে রিসার্চ্চ (১৮) ইং-রাজের ব্যবসা বাণিজ্য—কৃত্রিম রেশমের অবস্থা (১৯) বৈদে-শিক ব্যবসা লিপি,—জাপান, মিশরের তুলার বাজার (২০) ভারতের তুলা শিল্প, (২১) ক্যালিকো প্রিণ্টিং মেশিন ও ক্যালেণ্ডার।

"ইয়োরোপীয়ান ফিনান্স"

বিলাতী পত্রিকা। ৩১শে মে (১৯২৮) সংখ্যায় আছে (১) ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের আর্থিক জরীপ। প্রতি সংখ্যার প্রথমেই ইয়োরোপের সকল রাষ্ট্রের আর্থিক কিস্মৎ এই পত্রিকাকর্ত্তৃক ওজন করা হয়। (২) বৈদেশিক সম্পদ্। এই বিভাগে ব্রেজিল, কানাডা, চিলি, জাপান, পারস্য, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের আর্থিক সম্পদ্ আলোচিত হয়। (৩) বীমা (৪) ব্রেজিলের আর্থিক অবস্থা (৫) স্পেনের ভবিষ্যৎ বৈদেশিক নীতি।

"কমার্শ্যাল আমেরিকান"

ফিলাডেলফিয়ার কমার্শ্যাল মিউজিয়াম কর্ত্তৃক প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। বিগত অক্টোবর সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে উক্ত মিউজিয়ামের লাইব্রেরিয়ান জন জে, ম্যাকফারলেন মহোদয় পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যের এক ফিরিস্তি প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহার হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯২৭ সনে গোটা দুনিয়ায় মোট ৬৫,০০০,০০০,০০০ ডলারের ব্যবসা-বাণিজ্য হইয়াছিল। লেখকের মূল্যবান প্রবন্ধের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল। বাণিজ্যকে অনেক সময় সভ্যতার বাহন বলা হয়। কারণ বাণিজ্যদ্বারা বিভিন্ন দেশের মধ্যে আদান-প্রদান ভাব ও দ্রব্য বিনিময় হয়। বাণিজ্য অনেক সময় যুদ্ধবিগ্রহের কারণ হইয়া উঠে। দুনিয়ার হাটবাজারে প্রভুত্ব করিবার মানসে ইংরেজ ও জার্ম্মাণের মধ্যে প্রতি-দ্বন্দ্বিতার ফলেই বিগত মহাযুদ্ধের সৃষ্টি হয়। ইহাই জার্ম্মাণির বিরাট জলবাহিনী ও ইংরেজের বিপুল নৌবাহিনীর জন্য দায়ী। এক শিল্পপ্রধান দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদার

অবশিষ্ট শিল্প-দ্রব্যের জন্য শিল্পহীন দেশসমূহে বাজার অন্বেষণের দরকার হয়। যেসকল দেশ শিল্প-কারখানায় যন্ত্রপাতি বেশী ব্যবহার করে তাহাদিগকেই সারা দুনিয়ায় মাল কাটতির বাজার ঢুঁড়িয়া বেড়াইতে হয়। ইহার ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয় এবং তাহাতে কোটি কোটি টাকা ও লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিনষ্ট হয়। ফলে সভ্যতা পিছাইয়া যায়।

বিগত ১৯০০ খৃষ্টাব্দে দুনিয়ায় মোট ২০,০০০,০০০,০০০ ডলারের ব্যবসাবাণিজ্য হইয়াছিল। ১৮৫০ সনে দুনিয়ায় যত টাকার ব্যবসা হয় ৫০ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯০০ সনে তাহার ৫গুণ বেশী হয়। ১৯১৩ সনে ৪০,০০০,০০০,০০০ ডলারের ব্যবসাবাণিজ্য হয়। ১৯০০ সনের ডবল হয় ১৯১৩ সনে। যুদ্ধের ফলে জিনিষের দাম চড়িয়া যাওয়ায় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতি সকল জাতির উৎসাহসৃষ্টি হওয়ায় ১৯২০ সনে দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি পায়। ঐ সনে ৬৮,৮১১,০০০,০০০ ডলারের কারবার হয়। অর্থাৎ ১৯১৩ সনের শতকরা ৭০ ভাগ বেশী কারবার হয় ১৯২০ সনে। ১৯২১ সনে জিণিষপত্রের দাম পড়িয়া যায়, ব্যবসাবাণিজ্যও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। ফলে দুনিয়ার কারবার ঐ সনে ৪১,৮৯৮,০০০,০০০ ডলারে নামিয়া আসে। গত সন দুনিয়ায় ৬৫,০০০,০০০,০০০ ডলারের কারবার হয়। ইহার মধ্যে ৩৩,০০০,০০০,০০০ ডলারের রপ্তানি কারবার ও ৩১,৪০০,০০০ ডলারের আমদানি কারবার হয়।

"ইণ্ডিয়ান ফরেষ্টার"

দেরাদুনের ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে প্রকাশিত বন-সম্পদ্ বিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্রিকা। নভেম্বর সংখ্যায় আছে (১) পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশের শালের চারা—আর, এন, পার্কার আই, এফ, এস, ফরেষ্ট বোটানিষ্ট মহোদয় হোসিয়ার-পুর জেলার ও দেরাদুনের শাল বৃক্ষের বীজ ও চারা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বিগত ১৯২৫ সনে হোসিয়ারপুর (পাঞ্জাব) ও দেরাদুন উভয়স্থানের বীজই দেরাদুন বন-বিভাগ কর্ত্তৃক রোপিত হয়। বর্ত্তমানে এই দুই অঞ্চলের বীজে যে চারাগাছ জন্মিয়াছে তাহার মধ্যে দেরাদুনের চারাগুলি লম্বায় হোসিয়ারপুরের চারার চাইতে ৩গুণ বেশী ও প্রস্থে ৪ গুণ বেশী। বিহার উড়িষ্যা ও আসামের চারাও দেরাদুনে লাগান হয়; কিন্তু অত্যধিক শীতের প্রকোপে সেগুলির অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হোসিয়ারপুর ও দেরাদুনের শালের মধ্যে দেরাদুনের জাতই উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। (২) শাল ও ইহার অভ্যুত্থান নামক প্রবন্ধে বিহার উড়িষ্যার প্রাদেশিক রিসার্চ্চ অফিসার মহোদয় তাঁহার বিহারউড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ ও সাহারাণপুর দেরাদুন প্রভৃতি স্থানের বনভ্রমণের অভিজ্ঞতার বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন। ইনি বলেন, শাল সাধারণতঃ ৪৫ ও ৮০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতের স্থানে জন্মে; তবে অনেকসময় যে যে স্থানে নিম্নে ৩৫ ইঞ্চি বা উর্দ্ধে ১৫০ ইঞ্চি বারিপাত হয় ঐ সমস্ত স্থানেই ইহার আবাস। গিরি পর্ব্বত, পাহাড়তলী উপত্যকার উপর শাল বৃক্ষ জন্মে। (৩) তৃতীয় প্রবন্ধে নর্দার্ণ প্ল্যাণ্টেশন বিভাগের আল্লা বক্‌স্ সাহেব ইউক্যালিপটাস চাষের আলোচনা করিয়াছেন।

(৪) লৌহের দাম যেরূপ কমিয়া গিয়াছে কয়েক বৎসর এইভাবে থাকিলে ভারতে রেল কোম্পানীগুলিতে বিলকুল লোহার রেল শ্লিপার প্রবর্ত্তন করিবেন বলিয়া বন-বিভাগের কর্ত্তাগণ আশঙ্কা করিতেছেন। রেল কোম্পানী-গুলি রেল সড়কের শ্লিপারের জন্য বৎসর বৎসর ২০ লক্ষ কিউবিক ফুট শাল ও প্রায় ঐ পরিমাণ দেবদারু বৃক্ষ ক্রয় করিয়া থাকেন। বনজ সম্পদের প্রায় অর্দ্ধেকই রেল কোম্পানী কাজে লাগান। এখন রেল কোম্পানী-গুলিতে যদি কাটতি কমিয়া যায় অর্থাৎ যদি কাঠের শ্লিপারের স্থান লোহার শ্লিপার দখল করে, তাহা হইলেই দেশের মহা আর্থিক ক্ষতি হইবে। এবিষয়ে বন-গবেষকগণ চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। কাঠকেও লোহার মত মজবুত ও স্থায়ী করা যায় কি না তাহার গবেষণা চলিতেছে। এস, কামেসান বি, ই মহোদয় দেরাদুনে এ বিষয়ে গবেষণা চালাইয়া এই সংখ্যায় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। (৫) ১৯২৭-২৮ সনে শাল বনে পোকার উৎপাত। (৬) ইংলণ্ডের ফরেষ্ট্রী কমিশনের রিপোর্ট। (৭) মৃত্যুপথে ওকবৃক্ষ।

দরিদ্র বৃদ্ধদের সেবা

প্রত্যেক দেশেই এক শ্রেণীর বৃদ্ধ আছে, যাহারা নিতান্ত দরিদ্র এবং বিশেষ করিয়া অর্থাভাবের জন্যই নিতান্ত অসহায়। ইহাদের দারিদ্র্যের কারণ কি, ইহাদের দারিদ্র্যের জন্য মুখ্যতঃ ইহারাই দায়ী কি না সে বিষয়ে রীতিমত অনুসন্ধান করা উচিত। ইহাদের দুরবস্থার জন্য ইহারাই প্রধানতঃ দায়ী হউক বা না হউক, ইহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, সে বিষয়েও অনুসন্ধান করা উচিত।

সম্প্রতি কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক ধন-বিজ্ঞান বিদ্যার গবেষণায় নিযুক্ত হেলার কমিটি নামে একটী কমিটি এ বিষয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়া একখানা বই ("দি ডিপেণ্ডেণ্ট এজেড ইন সান্‌ফ্রানসিস্‌কো"; কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস, বার্কলে; ১৯২৮; ১৪+১২৭ পৃষ্ঠা) বাহির করিয়াছেন। অনুসন্ধানটী সানফ্রান্‌সিস্‌কো সহরের দরিদ্রের মধ্যেই আবদ্ধ। বইখানিতে সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোর মজুরের মধ্যে বৃদ্ধদের দারিদ্র্যের কারণগুলা খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য এ পর্য্যন্ত কি করা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে কি করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধেও কিছু বলা হইয়াছে।

সান্‌ফ্রানসিস্‌কো সহরের সকল বৃদ্ধই যে নিঃস্ব তাহা নহে। অধিকাংশেরই হয় নিজ পুঁজি আছে, বা তাহাদের প্রতিপালন করিবার কোন আত্মীয় আছে। ৬০ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্কদের শতকরা ৬ ভাগ মাত্র (২,১৫৬ জন) সাধারণের দানের সাহয্যে বাঁচিয়া আছে।

অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই ২,১৫৬ জনের কয়েকজন মাত্র নিজদোষে (যেমন, নির্ব্বোধের মত টাকা খাটানো, বিলাসিতায় অপব্যয় ইত্যাদি) দারিদ্র্যে পতিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ বৃদ্ধই তাহাদের দারিদ্র্যের জন্য নিজেরা দায়ী নয়। স্বীয় উপার্জ্জনের অল্পতা এবং সংসারের প্রধান প্রতিপালকের রোগ বা মৃত্যু—এই দুইটী কারণের জন্যই যে বেশীর ভাগ বৃদ্ধ নিঃস্ব হইয়া পড়ে ইহা জানা গিয়াছে।

গৃহহীন দরিদ্র বৃদ্ধদের কত কষ্ট তাহা একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সান্‌ফ্রান্‌সিসকোর দরিদ্র বৃদ্ধদের জন্য এ পর্য্যন্ত কি কি করা হইয়াছে গ্রন্থটীতে সেগুলার উল্লেখ বাদ পড়ে নাই। সেগুলা বলা যাইতেছে:—(১) সান্‌ফ্রানসিস্‌কো রিলিফ হোম। (২) ৬টি বেসরকারী আশ্রম—ইহারা বৃদ্ধদের স্থায়ী আশ্রয় দিয়া থাকে। (৩) বৃদ্ধদের সাহায্যের জন্য ১১টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান—এই ১১টি প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধদের থাকিবার স্থান দেয় না বটে, কিন্তু অন্যান্য নানা উপায়ে তাহাদের সাহায্য করিতে চেষ্টা করে। (৪) আলামেদা কাউন্টিতে বৃদ্ধদের অবস্থা ভাল করিবার জন্য নূতন নূতন প্রণালীর অবলম্বন।

সান্‌ফ্রানসিসকোর দরিদ্র বৃদ্ধদের ভরণপোষণের জন্য এখন কত খরচ পড়িতেছে, তাহা শেষের অধ্যায়টীতে হিসাব করিয়া দেখানো হইয়াছে। বৃদ্ধদের ভরণপোষণের ভার বেসরকারী সাহায্যের উপর না রাখিয়া, তাহাদের জন্য সরকারী পেনশানের বন্দোবস্ত করিলে মোট কত খরচ হইতে পারে উপসংহারে তাহার একটা আনুমানিক হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

দরিদ্র বৃদ্ধদের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য, তাহাদের ভাল করিয়া খাইতে পরিতে দিবার জন্য পাশ্চাত্যদেশীয়েরা কত সচেষ্ট। কিন্তু আমাদের দেশের দরিদ্র বৃদ্ধদের জন্য আমাদের যে অনুভব ও চিন্তা করা এবং কাজেও কিছু করা আবশ্যক, সে বিষয়ে আমাদের কি কোন খেয়াল আছে? দুঃখের বিষয় যে এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের জনমত এখনও সম্পূর্ণ উদাসীন। গ্রন্থখানা পড়িলে এবিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও জাগিতে পারে।

মার্কিণ অনাথ আশ্রম

নিউইয়র্কস্থ "ন্যাশনাল সিভিক ফেডারেশান" নামক প্রতিষ্ঠানের মহিলা-বিভাগ ৭৫টী অনাথ আশ্রম লইয়া একটি অনুসন্ধান চালাইয়াছে। কনেকটিকাট্, নিউ জার্সি, নিউ ইয়র্ক, ও পেনসিলভ্যানিয়া—এই ৪টি স্থানে ঐ ৭৫টি অনাথ আশ্রম অবস্থিত। অনুসন্ধানের ফলে "সাম্ আমেরিকান্ আম্‌স্ হাউসেস্—এ ষ্টাডি" (১৯২৭, ৯৫ পৃষ্ঠা) নামে একটা গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। অনুসন্ধানকারীদের সিদ্ধান্তগুলা দেওয়া যাইতেছে :—

(১) আশ্রমবাসীদের প্রায় অর্দ্ধেক ৬৫ বৎসরের নিম্ন-বয়স্ক।

(২) আশ্রমবাসীদের অধিকাংশই দুর্ব্বলচিত্ততা অথবা কোন না কোন পুরাতন রোগে ভুগিতেছে।

(৩) অনাথ আশ্রমের বাড়ীগুলাতে যথেষ্ট স্থানাভাব; বাড়ীগুলা আবার নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর।

(৪) যেরূপ খাদ্য আশ্রমবাসীদের সাধারণতঃ দেওয়া হয়, তাহা অস্বাস্থ্যকর নয়।

(৫) আশ্রমবাসীরা ভাল ব্যবহার পাইয়া থাকে। তাহাদিগকে গালাগালি বড় একটা সহিতে হয় না।

(৬) যাহারা পুরাতন রোগে ভুগিতেছে, তাহাদের পক্ষে অনাথ আশ্রমগুলা অন্য সকল আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও, উন্নততম প্রণালীতে তাহাদের যত্ন লওয়া হয় না।

(৭) অসহায় ব্যক্তিদের জন্য অন্যান্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করা হইতেছে বলিয়া আশ্রমবাসীদের সংখ্যা কমিতেছে।

আমাদের দেশে অনাথ আশ্রমের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। অনাথ আশ্রমের নাম করিয়া অনেকে অনেক টাকা তুলিয়া বেশীর ভাগ টাকা নিজ স্বার্থেই খরচ করিয়া থাকে, এই ধরণের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এই কারণে আশ্রমবাসীরা যে নিতান্ত দুর্দ্দশার মধ্যে থাকে এরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সুতরাং আমাদের দেশের অনাথ আশ্রমের অধিবাসীরা কিরকম খাইতে পায়, কি শ্রেণীর ঘরে থাকিতে পায়, কি রকম ব্যবহার পায় ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

সহুরে হওয়াতে ক্ষতি নাই

ইয়োরামেরিকার অধিকাংশ লোকের পল্লীগ্রামের পরিবর্ত্তে সহরে বাস আরম্ভ হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। যে-কোন দেশের অধিকাংশ লোকের 'পাড়াগেঁয়ে' হইতে 'সহুরেতে' পরিণত হওয়া যে একটা প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন সে বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না।

সহরের আয়তন ও সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 'সহুরে' হওয়া ভাল কি মন্দ, ইহা লইয়া অনেক জল্পনা কল্পনা চলিতে থাকে। সহরে বাস করার ফলে নৈতিক অবনতি হয় এবং স্বাস্থ্যের হানি হয়, সহরগুলা রাজনৈতিক অবনতির এক একটা জীবন্ত কেন্দ্র—এই ধরণের মত চলিত হয়। আমাদের দেশেও সহর সম্বন্ধে ঠিক এই ধরণের মতই এখনও চলিত দেখা যায়।

জনসাধারণের 'সহুরে' হওয়ার ফলে সমাজের ও শাসন-যন্ত্রের কোন ক্ষতি বা অবনতি হয় কিনা, এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত জন, গিফেন টমসন ৬৮৩ পৃষ্ঠা-ব্যাপী একখানা প্রকাণ্ড গ্রন্থ (আরব্যানিজেশান্; ইট্‌স্ এফেক্টস্ অন্ গভর্মেণ্ট অ্যাণ্ড সোসাইটি; ড্যালটন অ্যাণ্ড কোং, নিউ ইয়র্ক; ৬ ডলার) লিখিয়াছেন। গভীর ও সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে, সহর সামাজিক বা রাজনৈতিক অবনতি ঘটায় না, অথবা সামাজিক বা রাজনৈতিক উন্নতিতে বাধাও দেয় না।

শ্রীযুক্ত টমসনের মত যদি অভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে

আমাদের দেশের পল্লীজীবনের মোহে আচ্ছন্ন সহর-বিদ্বেষী-দের মত পরিবর্ত্তন করিবার যে সময় আসিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

একটী নিগ্রো ব্যাঙ্কের কাহিনী

১৮৬১-৬৫ সনের ঘরোয়া যুদ্ধের ফলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো ক্রীতদাসগণ স্বাধীন হয়। তাহাদের উন্নতির জন্য তখন নানা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে থাকে। টাকা জমাইতে ও খাটাইতে শিখাইবার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, তাহাদের মধ্যে "ফ্রীড্‌মেন্‌স্ সেভিংস্ ব্যাঙ্কটী" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৫ সনে ওয়াশিংটন সহরে ব্যাঙ্কটী স্থাপিত হয়। ওয়াশিংটন সহরেই ইহার কার্য্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকিবে ইহা প্রথমে স্থির করা হইলেও, কয়েক বৎসরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে অনেকগুলা শাখাব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্কটির সচ্ছলতার জন্য গ্যারাণ্টি থাকিবে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে নিগ্রোরা এই ব্যাঙ্কে যথেষ্ট টাকা গচ্ছিত রাখিতে থাকে। সদ্যঃস্বাধীনতা-প্রাপ্ত নিগ্রোরা এই ব্যাঙ্কটীকে তাহাদের আর্থিক জীবন উন্নত করিবার একটি প্রধান উপায়রূপে দেখিতে অভ্যস্ত হয় এবং খুবই আশাপূর্ণ হৃদয়ে ইহার বৃদ্ধি লক্ষ্য করিতে থাকে। কিন্তু তাহাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য—৯ বৎসরের মধ্যেই (১৮৭৪) ব্যাঙ্কটী উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়। সেই সময়ে ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ছিল—৫ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার এবং আমানতকারীদের সংখ্যা ছিল—৭২ হাজার।

ব্যাঙ্কটী ফেল মারিবার কারণ অনেক, যেমন,—অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি, ব্যয়সাপেক্ষ শাখা খোলা, অকেজো ও জুয়াচোর কর্ম্মচারী নিয়োগ, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, নির্ব্বোধের মত ধার দেওয়া, ব্যাঙ্কের অধিকার-ভুক্ত জমিজমার দাম কমিয়া যাওয়া, আমানতের জন্য অত্যন্ত অধিক হারে সুদ দেওয়া, ইত্যাদি। কিন্তু ফেল মারিবার প্রধান কারণ হইতেছে ব্যাঙ্ক-পরিচালকদের বিশ্বাসঘাতকতা ও জুয়াচুরি। ব্যাঙ্ক পরিচালকরা বিশ্বাসঘাতক না হইলে, ব্যাঙ্ক চালনাবিষয়ে অন্য সমস্ত গুরুতর দোষ সত্ত্বেও ব্যাঙ্কটী নিশ্চয়ই টিঁকিয়া যাইতে পারিত।

ব্যাঙ্কটী ফেল মারার ফলে নিগ্রোদের টাকা জমাইবার ও খাটাইবার অভ্যাস কমিয়া গিয়াছিল। গভর্মেণ্ট ব্যাঙ্কটীর জন্য গ্যারাণ্টি ছিল এই বিশ্বাসে তাহারা টাকা দিয়াছিল। সুতরাং গভর্মেণ্টের উপরও তাহারা কিছু রাগিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত ডাব্লিউ, এল্, ফ্লেসিং প্রণীত "দি ফ্রীডমেন্‌স্ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক, এ চ্যাপটার ইন্ দি ইকনমিক হিষ্টরি অব্ দি নিগ্রো রেস্" (চ্যাপেল হিল, ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলাইনা প্রেস ১৯২৭; ১০+১৭০ পৃষ্ঠা; ২ ডলার) শীর্ষক গ্রন্থে উক্ত ব্যাঙ্কটীর বিশদ বিবরণ পাওয়া যাইবে।

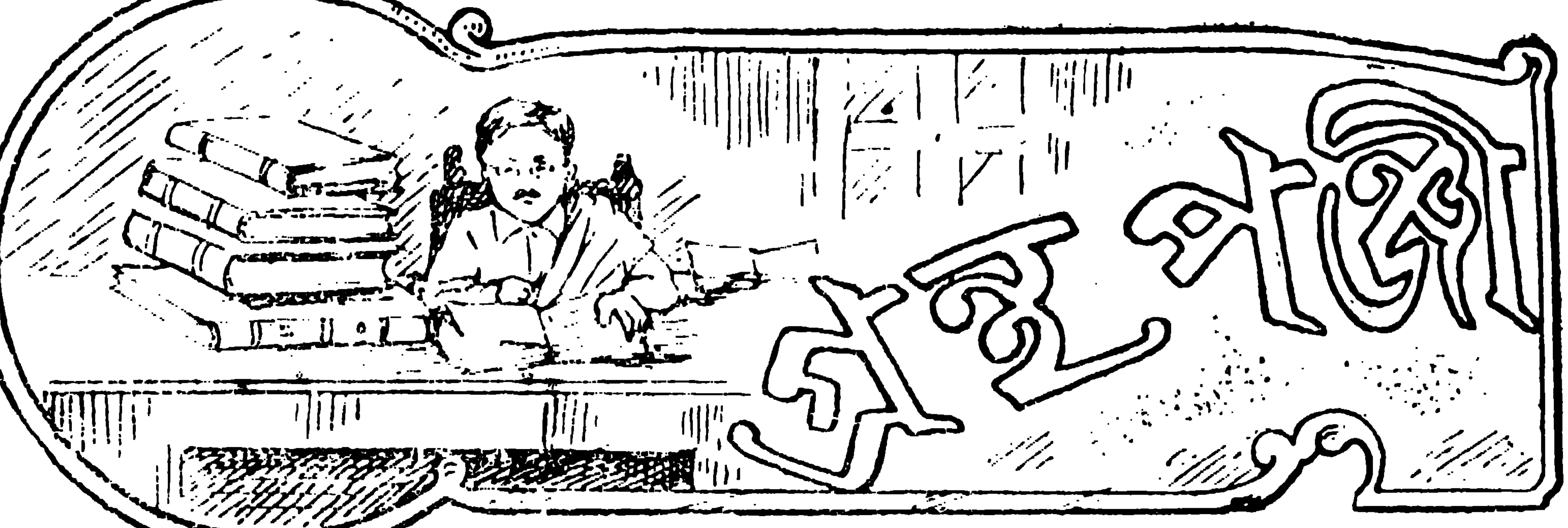

১। “ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল অ্যাণ্ড কমার্শ্যাল জার্ম্মাণি” (শিল্প-বাণিজ্যের জার্ম্মাণি), —হাম্বুর্গের হাম্বুর্গ-আমেরিকা লাইন নামক জাহাজ কোম্পানী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত; ১৯২৮, ৩১২ পৃষ্ঠা।

২। “রিপোর্ট অব্ দি ইণ্ডিয়ান রোড ডেভেলপমেণ্ট কমিটি ১৯২৭-২৮ (ভারতীয় সড়ক-গঠন কমিটির কার্য্য-বৃত্তান্ত),—প্রকাশক, গবর্মেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা, ১৯২৮, ৫+১১৫ পৃষ্ঠা, ২৸৶আনা।

৩। “দি টোয়েণ্টি ফিফ্‌থ্ ফিনান্শ্যাল অ্যাণ্ড ইকনমিক অ্যানুয়্যাল অব জাপান ১৯২৫” (জাপানের পঞ্চবিংশতিতম রাজস্ব ও আর্থিক পঞ্জিকা ১৯২৫), তোকিও, সরকারী প্রকাশ-ভবন, ৬+২১৫ পৃষ্ঠা।

৪। “ট্রেড মিশন টু দি নিয়ার ঈষ্ট অ্যাণ্ড আফ্রিকা—রিপোর্ট” (পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার ভারতীয় বাণিজ্য-কার্য্যবিবরণী), কলিকাতার সরকারী প্রকাশ-ভবন, ১৯২৮, ৪+২৫৭ পৃষ্ঠা, ১৶আনা।

৫। “অ্যানুয়্যাল রিপোর্ট অব্ দি ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স ১৯২৭” (ভারতীয় বণিকভবন সঙ্ঘের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী ১৯২৭)।

৬। “রিপোর্ট অব্ দি ডিপার্টমেণ্ট অব্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ, মান্দ্রাজ ১৯২৭” (মান্দ্রাজের সরকারী শিল্প-বিভাগের কার্য্য-বিবরণী ১৯২৭), মান্দ্রাজ, সরকারী প্রকাশভবন, ১৯২৮, ৬+৮৪ পৃষ্ঠা, ৷৹ আনা।

৭। সায়েণ্টিফিক রিপোর্টস্ অব দি অ্যাগ্রিকাল্‌চ্যার‍্যাল রীসার্চ-ইনষ্টিটিউট” পুসা ১৯২৬-২৭ (পুসার কৃষি গবেষণা-পরিষদের বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট ১৯২৬-২৭), কলিকাতা, সরকারী প্রকাশভবন, ১৯২৮, ১৪২+৪ পৃষ্ঠা, ১৸৶৹আনা।

৮। লা বাঁক আঁ ফ্রাঁস (ফ্রান্সের-ব্যাঙ্ক-সম্পদ্ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা),—কাউফমান (সাকে কর্ত্তৃক) মূল জার্ম্মাণি হইতে ফরাসীতে অনূদিত, প্যারিস, জিয়ার কোং, ৫০৩+৭ পৃষ্ঠা, ১৯১৪, ১৫ফ্রাঁ।

৯। “লেদ্ আলঁ্যাঁদুস্ত্রী” (শিল্প-কর্ম্মে সাহায্য, বিলাত, জার্ম্মাণি, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স এই চার দেশের বৃত্তান্ত),—কোলে, প্যারিস, কোমেঁতেয়ার কোং, ৫+৫৪ পৃঃ, ১৯২৮, ৩০ ফ্রাঁ।

১০। “আনুয়্যার জেনর‍্যাল ১৯২৮” (১৯২৮ সনের ফরাসী পঞ্জিকা),—প্যারিস, লিব্রেয়ারি লারুস কোং, ১২৩০ পৃষ্ঠা।

১১। বুজে জেন্‌র‍্যাল দ’ লেক্‌সেসিস ১৯২৯ (মিনি-স্তেয়ার দ’ ল্যাঁস্ত্রুক্. সিওঁ পিব্‌লিক),—১৯২৯ সনের জন্য ফ্রান্সের শিক্ষাবিষয়ক সরকারী আয়-ব্যয়ের মোসাবিদা। প্যারিস, শাঁবরদে দেপুতে নামক পার্ল্যামেণ্ট সভার প্রকাশ-ভবন, ৩৮০ পৃষ্ঠা; ১৯২৮।

১২। “দি ডেভেলপ্‌মেণ্ট অব্ একস্ট্রা-টেরিটোরিয়্যালিটি ইন্ চায়না” (চীনদেশে বহির্দ্দেশিক একতিয়ারের ক্রম-বিকাশ),—কীটন, লণ্ডন, লংম্যান্স গ্রীণ অ্যাণ্ড কোং, প্রথম খণ্ড, ১৬+৪০৫ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় খণ্ড, ৮+৪২২ পৃষ্ঠা, ১৯২৮, ৪২ শিলিঙ্।

সোভিয়েট রুশিয়ায় বয়ন-শিল্প

রুশিয়ার নূতন নূতন অর্থনৈতিক ও ব্যবসাসম্বন্ধীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দি টেক্স্‌টাইল সিণ্ডিকেট (বয়ন-শিল্পের সিণ্ডিকেট) বৃহত্তম। ইহার বাৎসরিক আয় ২১,৫০০ লক্ষ রুবলের উপর (২০০,০০০,০০০ পাউণ্ডের চেয়েও বেশী)। এই সিণ্ডিকেট তুলা, পশম, লিনেন, রেশম, শণ ইত্যাদির তিন শতের অধিক কারখানা চালাইয়া থাকে। এই সমস্ত কারখানায় ৮০ লক্ষ টাকু, ২৩৫,০০০ তাঁত এবং ৬০০,০০০ মজুর নিযুক্ত রহিয়াছে। গোটা দুনিয়ার বয়নশিল্পে ইউ, এস, এস, আর এর দি টেক্সটাইল সিণ্ডিকেটের তুলনাযোগ্য প্রতিষ্ঠান আর একটীও নাই।

যুদ্ধের পর অর্থনৈতিক অবনতির প্রথম কয়েক বৎসরের ভিতর বয়ন-শিল্পই প্রথমে তাল সামলাইয়া লয়। ইহার পুনরভ্যুদয় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। গত বৎসর সমগ্র বয়নশিল্পের উৎপন্ন মাল যুদ্ধের পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া পাইয়াছে। কতকগুলি বিভাগ যুদ্ধের পূর্ব্বের অবস্থাকে ছাড়াইয়াও গিয়াছে।

১৯২৬-২৭ সনের দেশের সমগ্র শিল্পদ্রব্যের মধ্যে বয়ন শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণ শতকরা ৩৪·৪ অংশ। (বর্ত্তমান বৎসরের অর্থনৈতিক অভিসন্ধি অনুসারে ৩৪·১ অংশ) তারপর ধাতুশিল্প। ইহার পরিমাণ শতকরা ১৮·৮ অংশ। (বর্ত্তমানে শতকরা ১৮·৬ ভাগ)। বয়নশিল্পের সহিত, মানুষের নিত্য-ব্যবহারোপযোগী অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, সমগ্র লঘুশিল্পজাত দ্রব্য-সমষ্টির ইহা শতকরা ৬১·৫ ভাগ। (বর্ত্তমানের ৬০·৬ ভাগ)।

সরকার-চালিত শিল্প

১৯১৮ সালের ৩০শে জুনের হুকুম অনুসারে সমস্ত শিল্প দেশের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিগণিত হয়। সেই অনুসারে সমগ্র বয়নশিল্প সরকারের তাঁবে চলিয়া আসে। ১৯২৬ সালে তুলাজাত দ্রব্যের মাত্র শতকরা ০·৮ ভাগ বে-সরকারী লোকজন দ্বারা উৎপন্ন হয়। ঐরূপ সমগ্র শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে পশমশিল্পে মাত্র শতকরা ৩·৩ ভাগ, লিনেন শিল্পে শতকরা ০·২ ভাগ, রেশম শিল্পে ৭·৫ ভাগ বে-সরকারী লোকজনের চেষ্টার ফল।

রাষ্ট্রবিপ্লবের পর প্রথম প্রথম সরকার-চালিত শিল্প নিম্নলিখিতরূপে পরিচালিত হইত। এক একটী শিল্প এক একটী কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলীর তাঁবে থাকিত। কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলীর অধীনে থাকিত জেলা সমিতি। এই সমস্ত জেলা সমিতি এক একটী কুঠির কার্য্য পরিদর্শন করিত। এইরূপে শিল্প-পরিচালনা-বিষয় যদিও কেন্দ্রানুগ করা হইয়াছিল, তথাপি এই প্রণায় কারখানাগুলি কেন্দ্রীয় শাসক-মণ্ডলীর অনেকটা সংস্পর্শের বাহিরে থাকিত। সুতরাং কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলীর দ্বারা কুঠি কারখানাগুলির পরিচালনা একরূপ অসম্ভবই ছিল।

ট্রাষ্ট সফল

নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হইবার পর বয়ন-শিল্পে প্রথম ট্রাষ্ট গঠন করা হয়। এই সমস্ত ট্রাষ্ট যে কোন একটী জেলার সমস্ত বয়ন-শিল্পকার্য্য সম্মিলিত করিত, এবং বয়নশিল্পের যে কোনো একটী বিভাগের কাঁচা মাল হইতে আরম্ভ করিয়া বাজারে বেচিবার উপযোগী মাল প্রস্তুত করা পর্য্যন্ত সকল প্রকার প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধান করিত। এই ট্রাষ্ট দ্বারা কার্য্যসম্পাদন-নীতি কেবলমাত্র বয়নশিল্পেই গৃহীত হয় নাই। এই নীতি গভর্ণমেণ্ট-চালিত শিল্প-ব্যবসায়ের দক্ষতার সহিত পরিচালনার সূত্রপাত করে, এবং বিভিন্ন প্রকার কারখানার কার্য্যোন্নতি সাধন করে ও বেশীমাত্রায় মাল উৎপাদন করিবার উপযুক্ত উপায় নির্দ্ধারণ করে।

বয়নশিল্পের সিণ্ডিকেট

১৯২২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে দি টেক্সটাইল সিণ্ডিকেটের মূল নীতি সরকার কর্ত্তৃক ধার্য্য হয়। সিণ্ডিকেটের প্রতিষ্ঠা বয়ন-শিল্পের অভ্যুদয়ে নবযুগের সৃষ্টি করে। এই কেন্দ্রীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান সর্ব্বোচ্চ গবর্ণমেন্টের হুকুম অনুসারে গঠিত হয় নাই। সরকারী ট্রাষ্টসকলের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনীয়তা হিসাবেই এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। যে যে বিষয়ের দরকার বোধ হইয়াছিল তাহা নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল। যথা, কারখানাজাত মাল বিক্রয়ের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া, গোড়ার ট্রাষ্টগুলির পরস্পরের মধ্যে ক্ষতিজনক প্রতিযোগিতা, কাঁচামাল সরবরাহ করণে র‍্যাশনালিজেশান নীতি অবলম্বন ও বয়নশিল্পকে কেন্দ্রানুগ করা ইত্যাদি। এই বিষয়ে বয়নশিল্পই প্রথমে পথ দেখায়। দি টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্রীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অন্যান্য শিল্পেও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে।

সিণ্ডিকেটের কার্য্যকলাপ

এই সিণ্ডিকেট শিল্পের সহিত ক্রেতার ও কাঁচামাল উৎপাদনকারীর মোলাকাৎ করাইতেছে। ইহা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসকল ও সমবায় সমিতিগুলির নিকট অর্ডার সংগ্রহ করিয়া ট্রাষ্টগুলির নিকট অর্পণ করে। দি টেক্সটাইল সিণ্ডিকেট তাহার প্রাথমিক অবস্থায় দেশের সর্ব্বত্র বয়নজাত দ্রব্যের জন্য মালগুদাম ও খুচরা বিক্রয়ের উপযোগী দোকান রাখিত। অনেক ফ্যাক্টরি ও ট্রাষ্ট সোভিয়েট ইউনিয়ন (রুশিয়া) কিংবা বিদেশে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির জন্য যে অর্ডার দেয় তাহার সমস্তই এই সিণ্ডিকেটের দ্বারা সম্পাদিত হয়।

দি টেক্‌সটাইল সিণ্ডিকেটের মেম্বার প্রথমতঃ ট্রাষ্ট সকল, বয়ন শিল্পের কতকগুলি স্বাধীন কারখানা, তারপর তূলা চাষের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান (চিফ কটন্ কমিটি), পশম শিল্পের ও ঐরূপ প্রতিষ্ঠান (শেৰ্ষ্ট) ফ্লাক্স ক্রয়ের সঙ্ঘ (ইনটর্গ) এবং এ ছাড়া বয়ন শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি নির্ম্মাণের কয়েকটী কারখানা ইহার সভ্যস্থানীয়। দি সুপ্রীম্ কাউন্সিল অব ন্যাশানাল একোনমিও দি টেক্‌ষ্টাইল সিণ্ডিকেটের সভ্য মধ্যে গণ্য।

মোট বিক্রয়

১৯২৭ সালে দি টেক্‌ষ্টাইল সিণ্ডিকেটের সহিত সাক্ষাৎভাবে কিংবা ৫৭টী ট্রাষ্টের দ্বারা পরোক্ষভাবে ৩০১টী কারখানা সংশ্লিষ্ট ছিল। এই কারখানাগুলির শ্রমিকের সংখ্যা ৬১৩,০০০।

গত চার বৎসরের মধ্যে দি টেক্‌ষ্টাইল সিণ্ডিকেটের লাভের অঙ্ক দেখিয়া উহার উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বৎসর	লাভ দশলক্ষ রুবল	সম্পূর্ণ লাভের শতাংশ
১৯২৩-২৪	২৫৪·৭	৩৪·৬
১৯২৪-২৫	৫৫০·৭	৩৯·৫
১৯২৫-২৬	১,১২৮·০	৬৪·৫
১৯২৬-২৭	১,৫৭৯·৩	৭৯·৬

এই হিসাব তালিকা হইতে বেশ দেখা যাইতেছে যে, এই সিণ্ডিকেট বয়ন ট্রাষ্টগুলির ও বয়নশিল্পের কারখানাগুলির মোট বিক্রয়ের কার্য্যে বৎসর বৎসর কিরূপ পসার করিয়া যাইতেছে। সিণ্ডিকেটের এই সন্তোষজনক কার্য্য দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট ১৯২৭ সালে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছে যে, এখন হইতে বয়ন-শিল্পের যাবতীয় বিক্রয়কার্য্য কেবলমাত্র দি টেক্‌ষ্টাইল সিণ্ডিকেটের দ্বারাই সাধিত হইবে।

সমবায় সমিতিসমূহ

এই সিণ্ডিকেটের প্রাথমিক অবস্থায়, খরিদ্দারগণের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য কতকগুলি গুদামঘর ও খুচরা বিক্রয়ের দোকান খোলা হয়। কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারা গেল, বয়ন-শিল্পজাত মালের জন্য বিশেষ দোকান চালান অপেক্ষা সমবায় সমিতি সকলের দ্বারা খুচরা ব্যবসা বেশ ভালরূপে চলিতে পারে। এই সমবায় সমিতিগুলি অতি অল্পকালের ভিতর গড়িয়া উঠে। ইহা ছাড়া সমবায় সমিতি দ্বারা বয়ন জাত মালের পাইকারী বিক্রয়ও চলিতে পারে। সুতরাং সিণ্ডিকেটের ব্যবসা

বিভাগগুলি ১৯২৫ সনের ১লা ডিসেম্বরে ১২০ টা হইতে ১৯২৭ সালের ১লা অক্টোবরে কমিয়া গিয়া ৩৮টায় পরিণত হয়। মালপত্রের কতকাংশ সমবায়-সমিতিগুলির নিকট, কতকাংশ অন্যান্য সরকারী বিক্রয়-প্রতিষ্ঠানসকলের ("টর্গি") নিকট হস্তান্তরিত হয়। টেক্‌স্টাইল সিণ্ডিকেটের যে কয়টী শাখা দোকান অবশিষ্ট আছে, সেগুলি কেবলমাত্র যে যে জেলায় অন্যান্য ব্যবসা কোম্পানীর মালগুদাম নাই সেই সকল জেলায় সমবায় সমিতিগুলিতে মাল যোগাইয়া থাকে এবং নতুন নতুন পণ্য দ্রব্য প্রচলিত করিতে চেষ্টা করে।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে ব্যবসা চালাইবার এক নতুন প্রণালীর আবির্ভাব হইয়াছে। সিণ্ডিকেট সমবায় সমিতিগুলিকে বহুকাল ধরিয়া মাল যোগাইবার জন্য কতকগুলি সর্ত্ত স্থির করে।

কাঁচা মাল সরবরাহ

কাঁচামাল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যোগান সিণ্ডিকেটের আর একটী প্রধান কার্য্য। যুদ্ধের পূর্ব্বে রুশিয়ার জন্য আমেরিকা যে তুলা চালান দিত তার মোটা অংশ আসিত ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণির ভিতর দিয়া। এখন প্রকৃতপক্ষে সমস্ত তুলাই সোজাসুজি যুক্তরাষ্ট্র হইতে কিনিয়া লওয়া হইতেছে (১৯২৬-২৭ সনে শতকরা ৯৩·৯ অংশ)। মিশরের তুলা সূক্ষ্ম উত্তম শ্রেণীর কাপড় প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। সে তুলাও এখন সাক্ষাৎ ভাবে তুলার দেশ হইতেই কিনিয়া লওয়া হইতেছে।

দি টেক্‌স্টাইল সিণ্ডিকেটের মোটা লাভ হয় সত্য; কিন্তু ইহার নিজের সেরূপ কার্য্যকারী মূলধন নাই। ১৯২৭ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে ইহার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫৬৬ লক্ষ রুবল অর্থাৎ যে মূলধন খাটিতেছিল তাহার শতকরা ১৩·৪ অংশ মাত্র। সিণ্ডিকেট, ট্রাষ্ট, ব্যাঙ্ক, কাঁচামাল যোগানোর প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির নিকট ক্রেডিট্ (সাউকারী) প্রাপ্ত হয়। ১৯২৭ সনের ১লা অক্টোবর এই সমস্ত ক্রেডিটের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৪,২৩৪ লক্ষ রুবল।

জার্ম্মাণির অবস্থা

শ্রীপ্রভাত কুমার ব্যানার্জী, সীতাবল্দী, নাগপুর

ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মাণির যে শোচনীয় অবস্থা হয়েছে তাহা পৃথিবীর বড় বড় লোকের ও অর্থনীতিবিদ্‌গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এখনও সমগ্র ইয়োরোপের অবস্থা শোচনীয়। তথাপি জার্ম্মাণির অবস্থা শোচনীয়তর। পৃথিবীতে সভ্যদেশগুলির ভিতর শুধু ভারতের অবস্থা চিরকালই শোচনীয়তম। উপস্থিত প্রবন্ধে জার্ম্মাণির অবস্থা আলোচনা করা হবে।

মহাযুদ্ধের পর, ইয়োরোপে সকল সভ্য দেশগুলির আর্থিক অবস্থা মন্দ ও তাদের ভিতর ঠিক একতা পরিদৃষ্ট হয় না। কেমন যেন একটা অমিল পরিলক্ষিত হয়। মিষ্টার গিল্‌বার্ট পার্কার (এজেণ্ট জেনারেল) বলেন যে, পৃথিবীব্যাপী যে একটা প্রভেদভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাতে পৃথিবীর আর্থিক অবস্থা-গঠনের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হবে। তিনি জার্ম্মাণি সম্বন্ধে বলেন যে, জার্ম্মাণির নিকট হ'তে 'রেপারেশন'—ক্ষতিপূরণরূপে যে অর্থটা লওয়া হবে তাহা একেবারে নির্দ্ধারিত করে দেওয়া হ'ক ও মহাযুদ্ধের দরুণ যে আর্থিক সমস্যা ঘটেছে তাহার একটা সমাধান করা হ'ক।

জার্ম্মাণি চিরকাল নিজের পেট ভরবার জন্য খাদ্য-সামগ্রী ও কাঁচা মাল বাহির দেশ হ'তে কিনেছে। মহাযুদ্ধ ঠিক আরম্ভ হবার সময়, জার্ম্মাণির ⅓ অংশ অথবা কুড়ি মিলিয়নের উপর লোকের অবস্থা ঠিক এইরূপ ছিল।

জার্ম্মাণির সন্তানবৃদ্ধি করবার ক্ষমতা নিতান্ত কম নয়। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ হ'তে জার্ম্মাণির এ ক্ষমতাটা বেশ সুন্দরভাবে পরিদৃষ্ট হচ্ছে। যদিও যুদ্ধের সময় অনেক সন্তান মাতৃভূমির জন্য রণক্ষেত্রে ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন ক'রবার জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করেছিলেন ও যদিও বা জার্ম্মাণি দেশের সীমাটাকে অপেক্ষাকৃত ছোট ক'রে দেওয়া হয়েছে, তথাপি জার্ম্মাণি প্রত্যেক বছর ৫,০০,০০০ পাঁচ লক্ষ সন্তান স্বচ্ছন্দে প্রসব করেছে। দেশ বাহির হ'তে শস্য কেনে, দেশের আকার ক্ষুদ্র ক'রে দেওয়া হ'য়েছে, সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, দেশকে 'রেপারেশন'—ক্ষতিপূরণের অর্থ যোগাড় করতে হচ্ছে—এমত অবস্থায় জার্ম্মাণির কি অবস্থা হ'তে পারে সহজেই বোধগম্য। উপস্থিত শতকরা ৪০ চল্লিশ জনকে বাহিরের খাদ্যসামগ্রীর উপর নির্ভর ক'রতে হচ্ছে। এ সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণির কি অবস্থা ছিল একবার দেখা যাক্। যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণির ব্যবসা-বাণিজ্য খুব ভাল ছিল। রপ্তানি ব্যবসায় প্রতি বছর ৫০০ পাঁচ শত মিলিয়ন পাউণ্ড, দেশের বাহিরে খাটান মূলধনের উপর সুদে প্রতি বছর ৭০ সত্তর মিলিয়ন পাউণ্ড, দেশের বাহিরে জাহাজ চালিয়ে ও অন্যান্য শিল্পকার্য্য করে ৫০ পঞ্চাশ মিলিয়ন পাউণ্ড—তা হ'লে মোটামুটি কিছু কম বেশী ৬২০ ছশ' কুড়ি মিলিয়ন পাউণ্ড তার আয় ছিল। দেশে আমদানি মালের জন্য তাকে প্রতি বছর মাত্র ৫০ পঞ্চাশ মিলিয়ন পাউণ্ড খরচ ক'রতে হ'ত। বাকী অর্থ দিয়ে সে অতিশয় অনায়াসে খুব সুখ-স্বচ্ছন্দে খুব পেট ভ'রে খেত। ইয়োরোপে জার্ম্মাণির বাহিরে সকল দেশেরও সুবিধা হ'ত। তারা ঐ ৫০ পঞ্চাশ মিলিয়ন পাউণ্ড হ'তে কিছু পেত ও জার্ম্মাণিকে শস্য দিয়ে যথেষ্ট পেত। ইহাতে তাদেরও সুখ-স্বচ্ছন্দ ছিল। তাদে আবার তাদের নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের লাভ হ'ত। যা হক, জার্ম্মাণির উন্নতি অবনতির সঙ্গে ঐ সকল দেশের যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। তাই আজ পৃথিবীর আর্থিক উন্নতি হওয়া উচিত—আর্থিক অবনতির চেষ্টা কোন মতে করা উচিত নয়। সকল দেশের মাল উৎপাদন ক'রবার ক্ষমতা ও মাল ক্রয় ক'রবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। কিন্তু রাজনীতিবিদের কূট ভেদ-নীতির সামনে তাদের অভিমত টি'ক্‌তে পারে না। তাই উপস্থিত জার্ম্মাণির অবস্থা অতিশয় সঙ্কটাপন্ন।

এদিকে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের অবস্থা যুদ্ধের পর মন্দ হ'য়ে গেছে। তারা জার্ম্মাণির রপ্তানি করা মাল কিন্‌তে পাচ্ছে না। ফলে জার্ম্মাণিও অর্থ না পেয়ে ঐ সকল দেশ হ'তে কাঁচা মাল ও খাদ্য-সামগ্রী কিন্‌তে পাচ্ছে না। এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা থেকে মার্কিণ দেশ (আমেরিকা) ও গ্রেট ব্রিটেন (আমাদের রাজার দেশ) জার্ম্মাণিকে কিছু উদ্ধার করেছে। সেটা অতিথি-সৎকারী, দয়ালু ও ধার্ম্মিক ভারতীয়দের মত নিজ কষ্ট থাকা সত্বেও বন্যা-পীড়িত, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ও বুভুক্ষুদের চাঁদা দিবার মত নহে; সেটা হচ্ছে সুদে অর্থ ধার দেওয়া বা কর্জ্জ দেওয়া। ইহাতে জার্ম্মাণির অবস্থা আরও সঙ্কটময় হয়েছে। সুদের ভার মাথার উপর বাড়ছে। 'রেপারেশন'—ক্ষতিপূরণের অর্থ দেওয়া আবার সুদ দেওয়া। ফোড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। এও নয় যে মার্কিণ ও গ্রেট ব্রিটেন যতকাল না জার্ম্মাণির অবস্থা ভাল হয় তত কাল অর্থ কর্জ্জ দিতে থাকবে। অর্থ কর্জ্জ দিবার ও তাহার কালের ত' একটা সীমা আছে। ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণিকে 'রেপারেশন'—ক্ষতিপূরণের ৮৬ ছিয়াশী মিলিয়ন পাউণ্ড দিতে হবে; ১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দে ও তার পরে তাকে প্রতি বছর ১২২½ একশ' সাড়ে বাইশ মিলিয়ন পাউণ্ড দিতে হবে। অন্যান্য দেশ আবার নিজেদের শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি করবার জন্য দেশের ভিতর আমদানি মালের উপর শুল্ক প্রথা (টারিফ্ পলিসি) চালিয়ে দিয়ে জার্ম্মাণিকে আরও ব্যস্ত করে তুলেছে। কোথায় যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণি অন্যান্য দেশকে অর্থ কর্জ্জ দিয়ে বছরে ৭০ সত্তর মিলিয়ন পাউণ্ড সুদ পেত, আর কোথায় আজ তাহাকে বছরে 'রেপারেশন'—ক্ষতিপূরণভাবে ১২২½ একশ' সাড়ে বাইশ মিলিয়ন পাউণ্ড দিতে হবে। পূর্ব্বে রুশিয়া জার্ম্মাণিকে অনেক খাদ্য-সামগ্রী ও কাঁচা মাল যোগাত; অধুনা সে দেশের আন্তরিক দুর্দ্দশা হওয়াতে, সে না মাল দিতে পারছে, না মাল কিন্‌তে পারছে। এই সব কারণে ইয়োরোপের সকল দেশ

জার্ম্মাণিকে কোণ-ঠেসা করে ফেলেছে। জার্ম্মাণিকে 'রেপারেশন'—ক্ষতিপূরণের মাল ছাড়া অন্যান্য মাল নিজের দেশের লোকদের খাওয়াবার জন্য, রপ্তানি করে বেচতে হবে; কিন্তু অন্যান্য দেশ তাহার মাল কিনছে না। যদিও বা যেটা না হলে নয় সেটা কিনছে, সেটাও আবার বেশীর ভাগ ধারে। এমন অবস্থায় জার্ম্মাণি খাদ্য-সামগ্রী জোটাবে কোথা হতে? তাই সেখানে হাহাকার পড়ে গিয়েছে।

বাংলার পাট কল

তাহের উদ্দিন আহ্‌মদ

হুগলীর পারে প্রায় ৬০ মাইল ব্যাপিয়া ৮৪টি পাট কল ইংরেজের ধনৈশ্বর্য্যের সাক্ষ্য দিতেছে। এই ৮৪টি পাটকলে এগার লক্ষ টাকু চলে, আর তাঁত খাটে পঞ্চাশ হাজার চারি শত খানা। সাড়ে চারিশত মোটা মাহিয়ানার সাহেব এখানে কাজ করে, আর সওয়া তিন লাখ কালা আদমি এখানে মজুরী বা কেরাণীগিরি করে। এইসকল কলে দৈনিক ৪,০০০ টন বা আট হাজার মাইল লম্বা চট বস্তা তৈয়ারী হয়। কমসে কম আটাশ কোটি টাকা মূলধন প্লাণ্ট যন্ত্রপাতি ও পাটকলের অন্যান্য সাজসরঞ্জামের কাজে খাটে। ইহার মধ্যে বিদেশীর টাকা পৌনে ষোল আনা। বাঙ্গালীর টাকা নাই বলিলেই হয়। স্বদেশীর ভাগ মাড়োয়ারীর হাতে। পাটকলগুলির মোট মূলধন ও রিজার্ভে ৪৩ কোটি টাকা। কর্ম্মচারী ও কুলি মজুর কারিগরের বেতন বাবদ বৎসরে প্রায় সাড়ে চারি কোটি টাকা ব্যয় হয়। পাটের রাজরাজরাগণ কলিকাতায় বাস করেন। দিন দিনই ইহারা ফুলিয়া চলিয়াছেন। পাটের ব্যবসায় থাকিয়া ইঁহাদের অনেকেই মৃত্যুকালে স্বর্ণসৌধ রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী সেই সৌধের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

ভারতের পশ্চিমে বস্ত্র-শিল্পে যে মূলধন খাটিতেছে তাহার অর্দ্ধেকের বেশী ভারতীয় পুঁজি—ভারতবাসীর সম্পত্তি। তাই স্বদেশী বস্ত্রশিল্পের উন্নতিতে ভারতবাসী গৌরব বোধ করিয়া থাকে। কিন্তু, ভারতের পূর্ব্ব দিকে কলিকাতা মহানগরীতে হুগলী নদীর তীরে যে বিরাট ব্যবসা ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে তাহাতে বাঙ্গালীর তথা ভারত-বাসীর গৌরব করিবার কিছুই নাই। জনৈক মান্দ্রাজী স্বত্বাধিকারী পরিচালিত "বেঙ্গলী" কাগজ বিদেশী বস্ত্র বয়কট পন্থী নেতাদের বলিতেছেন, "ওগো তোমাদের বয়কট আন্দোলন সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে এবার বাংলার বুকে আরও দুইটি পাটকল স্থাপিত হইবে।" আর দুইটা কেন আর বিশটা গড়িয়া উঠিলেও বাঙ্গালীর তাহাতে আস্ফালন করিবার কিছুই নাই। বাঙ্গালার পাট-শিল্প একরূপ পুরাপুরি বিদেশীর হাতে। তাহাদেরই টাকায় তাহাদেরই সাধনায় ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর টাকাও ইহাতে নাই, বাঙ্গালীর সুপ্রশংসিত মস্তিষ্কের ব্যবহারও এখানে হয় নাই।

এই বিরাট ব্যবসাটা কিরূপে গড়িয়া উঠিল তাহার পরিচয় পাইতেছি "রোমান্স অব জুট" নামক কেতাব-খানায়। (লেখক ডি, আর, ওয়ালেস, প্রাপ্তিস্থান থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানী, কলিকাতা)। পাট-শিল্পের বিরাটত্ব বুঝিবার জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালীকে এই বইখানা পড়িতে অনুরোধ করি।

গৃহশিল্প বা কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রীর মত এক সময় দেশবাসীর দ্বারা পাটশিল্পের কাজ চলিত। তবে সে আমলে এত কলকারখানার চলন হয় নাই। জর্জ্জ অকল্যাণ্ড নামক একজন সাহেব সর্ব্বপ্রথম এদেশে পাটকল খোলেন। ১৮৫৫ সনে সর্ব্বপ্রথম বাংলার বুকে পাটকল গড়িয়া উঠে। এই পাটকল স্থাপনের পুঁজি যোগাইয়াছিল কে? বিদেশী ইংরেজ একা এই অসমসাহসিকতার কাজে হাত দেয় নাই। বাবু বিশম্ভর সেন তখনকার দিনে একজন বড়

ব্যাঙ্কার ছিলেন। তাঁহারই আর্থিক সহায়তায় অকল্যাণ্ড সাহেব প্রথম পাটকল স্থাপনের কাজে অগ্রসর হন। ১৮৫৫ সনের আগে বাঙ্গালী যন্ত্রপাতির দ্বারা ফ্যাক্টরীতে পাটদ্বারা চট বা অন্যান্য দ্রব্য নির্ম্মাণের কথা কল্পনা করিতে পারে নাই। আজকালকার দিনে যেমন এখনও পল্লীগ্রামে জোলা তাঁতিরা তুলার সুতা দ্বারা খটাখট খটাখট করিয়া স্বদেশী তাঁতে বস্ত্র বয়ন করে, সেকালেও তেমনি পাটের জিনিষপত্র উৎপাদনের জন্য এক প্রকার পাট তাঁত ছিল। জর্জ্জ অকল্যাণ্ড ব্যাঙ্কার বিশ্বম্ভর বাবুর সহযোগিতায় সর্ব্ব-প্রথম ১৮৫৫ সনে এদেশে পাটের ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন। ঠিক ঐ সময়ে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে বোম্বাই সহরে কওয়াস্জি এন, দাভরের প্রচেষ্টায় প্রথম কটন মিল স্থাপন করা হয়।

চা কফির ব্যবসায় অকল্যাণ্ড সাহেব কিছু অর্থ জমাইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে পদার্পণ করিয়া তিনি ডাণ্ডির পাট ব্যবসাদারদের সঙ্গে পাট ক্লিনিংএর কাজে নিযুক্ত থাকেন। ডাণ্ডির অন্যতম ব্যবসায়ী জন কার সাহেবের পরামর্শে তিনি কলিকাতায় পাটকল স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হন। উক্ত পাটকল স্থাপনের জন্য কার সাহেব ডাণ্ডি হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেন এবং রবার্ট ফিনলে নামক এক ওস্তাদ ব্যক্তি ঐ পাটকল স্থাপনের কাজ তদারক করিবার জন্য এদেশে আগমন করেন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে পাটকল ভবনটি সম্পূর্ণ হয়। প্রথম প্রথম এই কলে দৈনিক আট টন করিয়া পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন করা হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অগ্নিসংযোগে এই পাটকলটি ভস্মীভূত হয়। ইহার চিতা ভস্মের উপর ইশেরা ইয়ার্ণ মিল গড়িয়া উঠে। পরে বিশরা জুট মিল কোম্পানী নামক একটি যৌথ কোম্পানীর দ্বারা ঐ মিলটী পরিচালিত হইতে থাকে। পরে ঐ যৌথ কারবার উঠিয়া যায় ও কোম্পানী ভাঙ্গিয়া যায়।

ইহার পরেই বোর্ণিও জুট কোম্পানী বাজারে বাহির হয়। জর্জ্জ হেণ্ডারসন ছিলেন ইহার ম্যানেজিং এজেন্ট এবং ডেভিড ওয়ালডি অ্যাডভাইসার ও টমাস ডফ ছিলেন ম্যানেজার। ১৮৫৯ সনে এই কোম্পানীই সর্ব্বপ্রথম বৈদ্যুতিক শক্তি পরিচালিত পাওয়ার লুম প্রবর্ত্তন করেন। এই মিলটি বেশ ভাল ভাবে দাঁড় করাইবার জন্য সকলেই উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। ফলে ১৮৬৮ সনের মধ্যে ৯৫০ খানা তাঁত সমেত ৫টি মিল গড়িয়া উঠে। ১৮৭২ সনে ইহা ১২৫০টি তাঁতে পরিণত হয়। এই কয়েক সনের মধ্যে কোম্পানী অংশীদারগণকে খুব বেশী হারে লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হন। তখন শতকরা ২৫ টাকা পর্য্যন্ত লভ্যাংশ দেওয়া হইত এবং ১০০ টাকার শেয়ার বিকাইত ১৬৮৲ টাকায়।

ইহা হইতে, সহজেই বুঝা যায় যে, কয়লা ও চা ব্যব-সায়ের চাইতে পাট ব্যবসা বেশী লাভজনক।

১৮৭৩ সন ও ১৮৭৫ সনের মধ্যে কম সে কম ১৩টি পাটকল স্থাপিত হয়। এই সকল পাটকলে সাড়ে তিন হাজার তাঁত চলিতে থাকে। তখনও বাংলার পাট শিল্পের জন্য বিদেশী বাজারের দুয়ার উন্মুক্ত হয় নাই। তা ছাড়া দশ বৎসর ধরিয়া পাটের বাজার নরম যাইতেছিল, এজন্য সাড়ে তিন হাজার তাঁত পুরাপুরি চলা সম্ভবপর হয় নাই।

এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও পাট-শিল্প দিন দিন উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতে থাকে। ১৮২২ সনে স্কটল্যাণ্ড হইতে পাট উৎপাদনের চেষ্টা চলে; কিন্তু ইহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না বলিয়া ইংরেজ সন্তান স্বদেশে ঐ কাজ হইতে বিরত থাকেন। ইংরেজ ইহার পর ফ্লাক্স শিল্পে মনো-নিবেশ করেন। ১৮৩৮ সন হইতে ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর পাটের কারবার চলিতে থাকে।

১৭৭৫ সনের পর হইতে ভারতের পাটকল জাত মাল পত্রের জন্য বৈদেশিক বাজার অন্বেষণ করা দরকার হইয়া পড়ে। প্রথমে ব্রহ্মদেশ ও ষ্ট্রেটসের প্রতি তাহাদের নজর পড়ে। তাহার পর অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সঙ্গে বাংলার পাট-শিল্পীদের কারবার ভাল রকম জাঁকিয়া উঠে।

১৮৮৫ সনে বাংলার পাটকলগুলির সংখ্যা ২১শে উঠে এবং তাঁতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৬,৭০০ দাঁড়ায়। ১৮৯৫ সনে তাঁত ও টাকুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৯,৭০০ ও ২০৩,৫০০তে পরিণত হয়। ঐ সময় ১৮০ জন ইয়োরোপীয়

সাহেব কাজ করিত ও ৫৭ হাজার ভারত-সন্তান কুলি মজুর ও কেরাণীরূপে ঐ পাটকলগুলিতে খাটিত। বেশী পাট জমিয়া যাওয়ায় ১৮৮৬ হইতে ১৮৯১ সন পর্য্যন্ত পাট কলগুলিতে পুরা সময় কাজ হইত না। ১৮৯৯ সনেও একদফা ঐরূপ চলিয়াছিল। পরের দশ বৎসরও পাট শিল্পে মন্দাভাব যাইতেছিল। সরকার আইন প্রণয়ন করিয়া শ্রমিকগণের সংখ্যা সিকি কমাইয়া ফেলেন এবং ইহার ফলে কতকগুলি কলকারখানা অকেজো হইয়া পড়িয়া থাকে।

১৯০৯ সনে আবার বেশী উৎপাদনের উৎপাত দেখা দেয়। ইহার ফলে ১৯১০ হইতে ১৯১২ সন পর্য্যন্ত পাটকল-গুলি অল্প সময় কাজকর্ম্ম চালাইতে বাধ্য হয়। ঐ সময় ৩৮টি কোম্পানীতে ৬৮০,০০০ টাকু ও ৩০,৭০০ তাঁত চালান হইত। তখন ৪৫০ জন সাহেব ও ১৮৪,০০০ ভারতবাসী ঐ ৬৮টি পাটকলে কাজ করিত। ঐ সময়ের মধ্যে ৬ হাজার তাঁত-সম্বলিত আরও তিনটি পাটকল স্থাপিত হয়। এইবার ইয়োরোপে মহাযুদ্ধ বাধিয়া যায়। পাট শিল্পে জয় জয়কার পড়িয়া গেল। যুদ্ধের জন্য রসদপত্র সরবরাহের জন্য লক্ষ লক্ষ পাটের বস্তা, লক্ষ লক্ষ গজ পাটের ছালা চট চাই। এই অত্যধিক চাহিদা মিটাইবার জন্য পাটকলগুলিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের চাইতে ঢের বেশী সময় কল চালাইতে হইত ও আরও বেশী লোকজন খাটাইতে হইত। অত্যধিক উৎপাদনের জন্য ফ্যাক্টরী আইন কানুন রদ বদল করিতে হইল। দিনরাত পাটকলগুলি কল চালাইয়া যুদ্ধের মাল সরবরাহ করিতে লাগিল। পাট শিল্প ফাঁপিয়া উঠিল। ওদিকে ইয়োরোপে সর্ব্বনাশ এদিকে বাংলায় পাট-ওয়ালাদের পৌষমাস। লভ্যাংশের হার সর্ব্বোচ্চ সীমানায় গিয়া ঠেকিল। অংশীদারগণ মোটা মোটা লাভের বখরা পাইতে লাগিলেন। কর্ম্মচারীদের বেতন বাড়িয়া গেল, বোনাসও অন্যান্য সুবিধা তাহারা পাইল। যুদ্ধের সময় আরও দুই হাজার তাঁত সমেত ছয়টি নতুন কোম্পানী খাড়া হইল।

যুদ্ধের পর পাট শিল্পের এই সচ্ছলতার জোয়ারে ভাটা পড়িল। ভারত সরকার এইবার জাত ভাই ইংরেজ পাট-কলওয়ালাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত সকল পাটজাত দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইলেন। বেচারারাও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। যুদ্ধ বিরতি বা আর্ম্মিষ্টিসের পরও আরও নয়টি নয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইল। আজ ১৯২৮ সনে ৫৯টী কোম্পানী এগার লক্ষ টাকু ও পঞ্চাশ হাজার তাঁত সম্বলিত ৮৪টি পাটকল চালাইতেছে। ১৮৮৪ সনে জুট মিল অ্যাসোসিয়েশান প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন পাট-কলের ম্যানেজারগণ প্রতি সপ্তাহে এক দিন করিয়া মিলিত হইয়া পাট-শিল্পের সুবিধা অসুবিধার কথা ঐ সভায় আলোচনা করিতেন। এই অ্যাসোসিয়েশ্যান কর্ত্তৃক ১৮৯০ হইতে ১৮৯২ সনের মধ্যে পাটের দর স্থিরীকরণের প্রচেষ্টা চালান হয়। কিন্তু ফড়িয়াগণের দৌরাত্ম্যে ঐ ব্যবস্থা সম্ভবপর হয় না। ১৯০১ সনে সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এ মোসাবিদাও ফলবতী হয় না। ১৯০৯ সনে সকল পাটকলের একটা জোট স্থাপনের চেষ্টা করা হয়; কিন্তু এ চেষ্টাও কোনই কাজে আসে না।

পাটকলগুলির শ্রমজীবীদের দৈহিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য কি কি কাজ হইয়াছে তাহাও এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৮৬৬ সনে বোর্ণিও কোম্পানী ইয়োরোপিয়ান কর্ম্মচারী ও মিলের দেশী কর্ম্মচারীদের জন্য স্কুল লাইব্রেরী ও রিক্রিয়েশ্যান হল প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন। তখনকার দিনে ইয়োরোপিয়ান কর্ম্মচারিগণ কেবল পদস্থ ভারতবাসী কেরাণী ও কুলি মজুর কারিগরের উপর ছাড়ি ঘুরাইতেন না, বা তদারক করাই একমাত্র কাজ ছিল না। তখনকার দিনে তাঁহাদেরও দস্তরমত গতর খাটাইতে হইত!

১৮৭২ সন পর্য্যন্ত সকাল ৬টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত পাটকলে কাজ করিতে হইত। মাঝে ১০টা ও ১টায় এক ঘণ্টা করিয়া ছুটী মিলিত। রিলিভিং লোক নিযুক্ত করার পর হইতে অনেক সময় পাটকলগুলিতে অনেক রাত পর্য্যন্ত প্রদীপ জ্বালাইয়া কাজ করা হইত। ১৮৯৫ সন হইতে পাটকলগুলিতে বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবহার সুরু হয়। সিফট থাকার দরুণ দৈনিক ১৫ ঘণ্টা করিয়া কল চালান হয়। ১৮৯৪ সনে ডাণ্ডি সহরের প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীগুলি ইহার

বিরুদ্ধে আন্দোলন চালায়। তাহাদের স্বাধীন দেশে পনর ঘণ্টা করিয়া মজুর খাটান সম্ভবপর নয় অথচ পরাধীন ভারতে তাহাদের জাত ভাইরা পনর ঘণ্টা পাট কলের ঘানিতে ভারতবাসীকে খাটাইয়া অল্প খরচায় বেশী উৎপাদন করুক ইহা তাহাদের সহ্য হইল না। তাই "দাসত্ব দাসত্ব" বলিয়া ডাণ্ডির কলওয়ালারা চিৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে ভারতীয় মজুরের ব্যথার ব্যথী ডাণ্ডির পাটকলওয়ালারা এদেশের শ্রমিকদের অবস্থার পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে সমর্থ নহেন। কমিশন কমিটি অনুসন্ধান করিয়া বলিল ওসব বাজে প্রতিবাদ।

পাটকলে আগে বাঙ্গালীই বেশী খাটিত। আজকাল বাঙ্গালী কেরাণীরা কাজ করে—কারিগর আর কুলি শ্রেণীর ভাগই অবাঙ্গালী।

ইতালির অলিভ তেল

জলপাই (অলিভ) ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী দেশ সমূহের একরূপ একচেটিয়া উৎপন্ন জিনিষ। এই দেশগুলির মধ্যে ইতালিও স্পেনদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জলপাই উৎপন্ন হয়। জলপাই তৈল ও উহার বাই প্রডাক্টগুলির (জলপাই তৈল প্রস্তুতের সময় উৎপন্ন অন্যান্য জিনিষ) বার্ষিক মূল্য ১৯২৫-২৬ সনে প্রায় ২০,০০০ লক্ষ লিয়ার হইয়াছিল। ইহা হইতেই ইতালির নিকট জলপাইয়ের অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা বোঝা যাইবে।

আধুনিক কলকব্জাযুক্ত যন্ত্র দ্বারা নিষ্কাষিত ও সংশোধিত জলপাই তৈল অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত। ফ্রান্স দেশর উত্তম জলপাই তৈলের মত ইতালির তৈলও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইতালি-জাত তৈল ফ্রান্স দেশের তৈলের সমকক্ষ, কিন্তু ফ্রান্স অপেক্ষা ইতালিতে অনেক অধিক পরিমাণে তৈল প্রস্তুত হয়। পরিস্কৃত জলপাই তৈল ভাজা কি অন্যান্য রন্ধন কার্য্যে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট জিনিষ। অন্যপক্ষে স্যালাড্ বা অন্যান্য চাট্‌নী জাতীয় দ্রব্য প্রস্তুতের মাল মশলারূপে জলপাই অতুলনীয় বলিয়াই সকলের ধারণা।

কুড়ি বৎসর আগে যেমন করিয়া ক্ষেত্রপতির তত্ত্বাবধানে জলপাইয়ের তেল নিষ্কাষন করা হইত এখন আর সেরূপ করা হয়না। পুরাতন হাতকল ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। এখন খোলা বাতাস পূর্ণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বড় বড় দালানে আধুনিকতম কল কব্জা-যুক্ত তেলকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ বিষয়ে যে কতদূর উন্নতি হইয়াছে তাহা একটী ঘটনা দেখিলেই বেশ টের পাওয়া যাইবে। একটি ফার্ম্মেই গত দুই বৎসরের মধ্যে ১৪৭ টী নতুন প্ল্যান্ট্ বসান হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে তেল-নিষ্কাষণ করিবার উপযোগী এমন অনেক ফার্ম্ম ইতালিতে আরও আছে। বাস্তবিক পক্ষে তেলকল চালান ও তেল সংশোধন ইতালির এখন একটী বড় রকমের শিল্প। এই ব্যবসায়ে ইতালির বেশ মোটা মূলধন খাটিতেছে। এ ক্ষেত্রে তথাকথিত "র‍্যাশনালিজেশান" নীতি বেশ জোরের সহিত চলিতেছে। ইহার ফলে উৎপন্ন মালের ধরণ, শ্রেণীনির্ব্বাচন প্যাকিং ইত্যাদি সমস্তই বর্ত্তমান কালোপযোগী হইতেছে। ইহার বিশুদ্ধতা ও অকৃত্রিমতা সমস্তই ১৯২৫সনের অক্টোবরের খাঁটি খাদ্যবিষয়ক কঠিন আইনের দ্বারা যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইতেছে।

শ্রেণী-নির্ব্বাচনে কঠোরতা

ঐ আইন অনুসারে কেবল মাত্র জলপাই চূর্ণ করিয়া যে ভক্ষণোপযোগী খাঁটি তেল পাওয়া যায় তাহাকেই অলিভ অয়েল অর্থাৎ জলপাই তেল বলা হইবে। এই তেলের সহিত কোন প্রকার তেল বা অন্য কোনরূপ ভেজাল মিশ্রিত

রহিবে না। জলপাই তেলের সহিত যদি শতকরা ৫০ভাগের অনধিক উদ্ভিদজাত চর্ব্বি মিশান থাকে তবে উাহাকে "মিক্সড্ অয়েলস্" অর্থাৎ "মিশ্রিত তেল" বলা হইবে এবং যদি শতকরা ৫০ভাগের অধিক ভেজাল মিশান থাকে তবে বলা হইবে "সিড্ অয়েলস্" অর্থাৎ "বীজের তেল"। এই সমস্ত শ্রেণী বিভাগ ইন্‌ভয়েস্‌' লেডিংএর বিল, শিপিং ডকুমেণ্ট ইত্যাদি সকল প্রকার মাল বিক্রয় কিংবা যোগান সম্বন্ধীয় দলীল দস্তাবেজের উপর লিখিত রহিবে। সমস্ত আধারে মাল পুরিয়া রাখা হয়, তাহার উপরেও শ্রেণী-ভেদের এই ছাপ রহিবে, তা মাল যে কোন স্থানে গুদামজাত করা হউক না কেন। এই সকল আইনকানুন যাহাতে যথাযথরূপে প্রতিপালিত হয়, সেই জন্য কড়া পরিদর্শনের ব্যবস্থা আছে। ফলে ভেজাল মিশান একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দেশের বাজারে (ইতালিতে) আহারোপযোগী জলপাই তেল মাথাপিছু ৫ লিটার করিয়া লাগে এইরূপ ধরা হইয়াছে। তাহাতে দেশর ব্যবহারের জন্য বার্ষিক প্রায় ২০০,০০০ মেট্রিক টন তেলের দরকার হয়। ইতালিতে উৎপন্ন তেলের পরিমাণ এই চাহিদা পূরণ করিতে পারিত না কিংবা বিদেশে রপ্তানির জন্য যে প্রভূত পরিমাণ তেলের দরকার হয় তাহাও সরবরাহ করিতে পারিত না, যদি না ইতালিতে তেল আমদানি হইত। ইতালী এই আমদানি তেল সংশোধিত করিয়া স্বদেশের বাজারে চালাইয়া তবে স্বদেশে উৎপন্ন তেল বিদেশের জন্য পাঠাইতে পারে। বিদেশী বাজারে ইতালিজাত তেলের চাহিদা খুব বেশী। কারণ ইতালির তেলের সদ্‌গুণ ইত্যাদির জন্য বিক্রয় বেশী হয়।

খাদ্যোপযোগী তেলের সম্বন্ধে যে ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, ইতালিতে প্রস্তুত অন্যান্য দ্রব্যের বেলায়ও ঠিক সেই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে ; অর্থাৎ ইতালিয়ান তৈল যেমন বহুল পরিমাণে বিদেশে চালান যায়, আর বিদেশ হইতে আমদানি করা তেল যেমন কতকাংশে ইতালির অভাব মোচন করিয়া থাকে, ইতালিতে প্রস্তুত অন্যান্য জিনিষপত্রের ভাগ্যও তদ্রূপ।

ধনবিজ্ঞানে পরিভাষার মামলা

[সম্প্রতি কতকগুলা ধনবিজ্ঞানবিষয়ক ইংরাজি পারিভাষিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ পাইবার জন্য এক ব্যক্তি পত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহাকে যেরূপ জবাব দেওয়া হইয়াছে তাহার এক নকল প্রকাশ করা যাইতেছে। আলোচনাটা হয়ত অন্যান্য লোকেরও কাজে লাগিতে পারে।—সম্পাদক]

প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই বিদেশী পারিভাষিক শব্দের জন্য "এক কথা"র বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া সহজ নয়। অনেক সময়ে এক কথায় প্রতিশব্দ জোগাইতে যাওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়।

আসল কথা,—বিদেশী সাহিত্যেও পারিভাষিক শব্দের জন্ম হয় অনেকখানি,—কয়েক প্যারাগ্রাফব্যাপী বা কয়েক পৃষ্ঠা-ব্যাপী,—লেখালেখির পর। সুবিস্তৃত ও সুদীর্ঘ আলোচনা সমালোচনা বাক্‌বিতণ্ডার আবহাওয়ায় পারিভাষিক শব্দগুলা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বাংলা ভাষায়ও সেইরূপ হইবে। অনেক কিছু লেখালেখি করিতে করিতে আলোচ্য বিষয়টা যখন খানিকটা সহজ-সরল হইয়া পড়ে তখন লেখকরা আলোচনার ভিতর হইতে নিজ নিজ মর্জ্জি-মাফিক কতকগুলা শব্দ বাছিয়া সাহিত্যের বাজারে সেইগুলাকে কোনো নির্দ্দিষ্ট অর্থে চালাইতে অধিকারী। তাহা না করিলে বিদেশী শব্দের আক্ষরিক তর্জ্জমার সাহায্যে বাংলা পারিভাষিক গজাইয়া

উঠিবে না। মনে রাখিতে হইবে যে, আলোচ্য বিষয়টার সম্বন্ধে জ্ঞান যাঁহাদের নাই তাঁহারা কি বিদেশী পারিভাষিক কি স্বদেশী পারিভাষিক কোনোটাই সহজে পাকড়াও করিতে পারিবেন না। বিদেশীরাও যে বিষয়ে অজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ সেই বিষয়ের বিদেশী পারিভাষিকে দন্তস্ফুট করিতে অসমর্থ।

আর এক কথা। কোনো কোনো শব্দ আমাদের দেশী বেপারী-মহলে হাটমাঠের শব্দরূপে চলিয়া গিয়াছে। সেইগুলার কোনো কোনোটাও আমরা গ্রহণ করিতে পারি। গ্রহণ করা উচিত ও।

বিদেশীরা নিজেদের সুপরিচিত মামুলি শব্দগুলাকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কয়েকটা মন-গড়া বাঁধাবাঁধি-নিয়ন্ত্রিত অর্থে চালাইয়া দিয়াছেন। আমাদের বেলায়ও এই নীতিই চলিবে।

যে সকল শব্দ গড়িয়া এই সঙ্গে পাঠাইতেছি সেইগুলার কোনো কোনোটা সহজে বুঝা যাইবে না বলা বাহুল্য। প্রবন্ধ বা গ্রন্থ লিখিবার সময় সুদীর্ঘ আলোচনা চালাইবার সুযোগে শব্দগুলা আনুষঙ্গিকরূপে দাঁড়াইয়া যাইতে পারে। কোনো কোনোটার অদল-বদলও দরকার হইবে।

ক্যাপিট্যাল,—পুঁজি।

কন্‌জাম্প্‌শ্যন ক্যাপিট্যাল,—ভোগ-পুঁজি।

ক্রেডিট,—ধার, কর্জ্জ, কর্জ্জ-ক্ষমতা, পশার, বাজার-সম্ভ্রম।

ইলাষ্টিসিটি অব্ ডিমাণ্ড—চাহিদার সঙ্কোচ-প্রসার-শক্তি।

জয়েণ্ট ডিমাণ্ড,—সংযুক্ত চাহিদা (বা সহ-চাহিদা)।

ডিরাইভ্‌ড্ ডিমাণ্ড,—পর-নির্ভর চাহিদা।

ম্যানিউফ্যাক্‌চার,—শিল্পজ দ্রব্য বা শিল্পোৎপন্ন মাল।

নেট প্রডাক্‌ট্ অব্ লেবার,—মেহনতের "নিট্" ফল।

রেপ্রেজেণ্টেটিভ্ ফার্ম্ম,—প্রতিনিধি-স্থানীয় কারবার বা কোম্পানী।

অ্যাক্‌সেপ্‌টিং হাউস,—হুণ্ডি ভাঙাইবার ব্যাঙ্ক।

আর্বিট্রাজ্,—পরোক্ষ বিনিময় (বা পরোক্ষ হুণ্ডি ভাঙান)।

স্পেকিউলেশ্যন,—ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধীয় ঝুঁকির কারবার।

ম্যানরিয়্যাল সিষ্টেম—"মানের"-জমিদারি প্রথা।

রেণ্ট্ অব্ এবিলিটি,—কর্ম্মদক্ষতার কর।

ক্রাইসিস,—সঙ্কট।

ক্লীয়ারিং হাউস,—চেক কাটাকাটির "ব্যাঙ্ক (চেক-শোধক ভবন)।

কলেক্‌টিভিজম্,—সমূহ-নিষ্ঠা বা সমূহ-তন্ত্র।

ট্রাষ্ট,—সঙ্ঘ, ট্রাষ্ট।

কমিউনিজম্,—সমাজ-তন্ত্র, রাষ্ট্র-নিষ্ঠা, ধন-সাম্য (অবস্থা-ভেদে)।

কমিউটেশ্যন অব্ সার্ভিস,—গতর খাটানো রেহাইয়ের মূল্যপ্রদান।

কন্‌সলিডেটেড ফাণ্ড,—একত্রীকৃত ভাণ্ডার, "থোক্"।

কন্‌ভার্শান অব্ লোন্‌স্,—কর্জ্জ-রূপান্তর।

গিল্ড্-সোশ্যালিজম্,—"শ্রেণী"-গত সমাজ-তন্ত্র।

স্পেশ্যালিজেশ্যন অব্ লেবার,—বিশেষত্বশীল মজুর, মেহনতের বিশেষত্ব বিধান।

ডাম্পিং,—বিদেশে অতি সস্তায় মাল ঢালা; "ডাম্পিং" শব্দটাই বাংলায় চালানো আবশ্যক।

ইম্পীরিয়্যাল প্রেফরেন্স,—সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত।

ষ্ট্যাণ্ডার্ডিজেশ্যন,—মাপ-মোতাবেক মালোৎপাদন, মাপ-মোতাবেক যন্ত্রসৃষ্টি ইত্যাদি।

রেসিপ্রসিটি,—পারম্পর্য্য।

ওয়েজেস-ফাণ্ড,—মজুরি-ভাণ্ডার (বা মজুরি-তহবিল)।

ডেফার্ড রিবেট্‌স্,—ভবিষ্যতে মূল্যের অংশ ফেরৎ (বা ভবিষ্যতে মাশুলের অংশ ফেরৎ)।

বাই-প্রডাক্ট,—আনুষঙ্গিক মাল (বা ফল)।

ফেয়ার ট্রেড,—"ন্যায্য" বাণিজ্য।

পেগিং—ঝুলানো, ঠেকানো, ঠেকা দেওয়া ইত্যাদি (অবস্থাভেদে বিভিন্ন শব্দ কায়েম করা দরকার)।

মার্ক্যান্টিলিজম্,—বাণিজ্য-নিষ্ঠা।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ কম্ফর্ট,—আরামভোগের মাপকাঠি।

ম্যানেজ্‌ড্ কারেন্সী,—রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত মুদ্রা-ব্যবস্থা।

মীডিয়াম অব্ এক্সচেঞ্জ,—বিনিময়ের বাহন।

মেতেয়ার সিষ্টেম,—"আধিয়ার" ব্যবস্থা।

সিঙ্কিং ফাণ্ড,—কর্জ্জশোধক ভাণ্ডার (বা তহবিল)।

মরাটরিয়াম,—দেনাপাওনার কারবার নিষেধ (টাকা-কড়ির লেনদেন সম্বন্ধে সরকারী নিষেধাজ্ঞা)।

শ্লাইডিং স্কেল,—ওঠানামা-সূচক মাপকাঠি। এই শব্দের অর্থ বুঝা অবশ্য কঠিন।

ক্যাপিট্যালিজম্,—পুঁজি-নিষ্ঠা, পুঁজি-তন্ত্র, পুঁজি-শাহী।

সেন্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক,—কেন্দ্র ব্যাঙ্ক।

রিডেম্পশ্যন অব ডেট,—কর্জ্জশোধ।

ম্যানি, কন্ভার্টিবল,—স্বর্ণ-প্রতিষ্ঠিত মুদ্রা।

কোপার্টনারশিপ,—সহ-মালিকানা।

ফরেণ এক্স্চেঞ্জ,—বিদেশী টাকাকড়ির বিনিময় কারবার, আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-বিনিময়।

প্রাইম কষ্ট্,—প্রত্যক্ষ খরচা।

ফ্রান্সে সমাজ-বীমা বিষয়ক আইন

সম্প্রতি ফরাসী পার্ল্যামেন্ট ব্যাপক ভাবে এক সমাজ বীমা আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। বিগত ১৯২১ সনের মার্চ্চ মাসে সমাজ বীমা বিলটি পার্ল্যামেন্টের সম্মুখে আলোচনার জন্য গভর্ণমেন্টের তরফ হইতে পেশ করা হয়। ঐ সময় হইতে এ পর্য্যন্ত ঐ বিলটির আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। ১৯২৪ সনে চেম্বার অব ডেপুটিজ ঐ বিলটি পাশ করেন। ১৯২৭ সনের ৭ই জুলাই সেনেট কর্ত্তৃক ঐ বিলটি সংশোধিত আকারে পাশ করা হয় এবং উহা চেম্বার অব ডেপুটিদের নিকট পুনর্ব্বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হয়। চেম্বার অব ডেপুটিজ সেনেটের সংশোধিত বিল গ্রহণ করেন ও বর্ত্তমান সনের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে বিলটি ৪৭৭ ভোটে গৃহীত হইয়া আইনে পরিণত হয়। কেবল মাত্র দুই জন ইহার বিপক্ষে ভোট দেন। এই আইন আলজেরিয়া বা অন্যান্য উপনিবেশে প্রযুজ্য নহে। এমন কি উত্তর ও দক্ষিণ রাইন প্রদেশে এবং মোসেলেও ইহা বর্ত্তমান সময়ে প্রয়োগ করা হইবে না।

ব্যাধি, বার্দ্ধক্য, দৈব দুর্ঘটনা প্রভৃতি প্রায় সকল অবস্থার জন্যই এই আইনে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যাধি, অক্ষমতা, বার্দ্ধক্য এবং মৃত্যুর জন্য ও অপারগ শ্রমিকের পারিবারিক খরচ বহনের জন্য এবং সন্তানবতী স্ত্রী মজুরদের খরচপত্র নির্ব্বাহের জন্য এই আইনে বাধ্যতামূলক বীমার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বেকার অবস্থার সময় বীমাকারিগণ যাহাতে উপযুক্ত ভাতা পায় সে দিকেও এই আইন-প্রণেতাগণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। শিল্প-দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা এই আইনে নাই; কিন্তু ১৮৯৮ সনের ৯ই এপ্রিল তারিখে প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণ দিবার যথাযথ ব্যবস্থা করা হইযাছে। গোড়ায় ঐ আইনে মাত্র শিল্প কারখানার শ্রমজীবিগণের ক্ষতিপূরণ দিবার কথাই উল্লেখ করা হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন সময়ে ঐ আইন সংশোধিত হওয়ায় বিভিন্ন ব্যবসাবাণিজ্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারী, শ্রমজীবী, বন-শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক এবং পারিবারিক শ্রমিক ও চাকর বাকর সকলের জন্যই এই আইনে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান সমাজ-বীমা আইনে শিল্প দুইটার ক্ষতিপূরণের উল্লেখ না থাকিলেও ইহাতে কিছু যায় আসে না। কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী আইনেই ইহার যথাযথ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। পারিবারিক ভাতা বাদে ১৮ হাজার ফ্রাঁর বেশী যাহাদের বার্ষিক বেতন নয়, তাহারা সকলেই এই আইনের সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবে। সরকারী চাকুরে, রেল কর্ম্মচারী ও অন্যান্য শ্রমজীবী, যাহারা পূর্ব্বেই বিশেষ আইন দ্বারা সমাজ-বীমার সুবিধা ভোগ করিতেছেন, তাঁহারাও এই বীমা আইনের মধ্যে আসিতে পারিবেন না।

ব্যাধি বীমা

এই আইনের বলে ব্যাধি বীমাকারিগণের চিকিৎসার ঔষধপত্র, হাঁসপাতালের সুশ্রুষা, স্বাস্থ্য-নিবাসের খরচ, ও অন্যান্য সকল প্রকার ব্যাধি-মুক্তির খরচপত্র পাইবেন। এগুলির সুবিধা কেবলমাত্র বীমাকারীই ভোগ করিবেন না, পরন্তু বীমাকারীর স্ত্রী বা বীমাকারিণীর স্বামী এবং ১৬ বৎসরের নিম্নবয়স্ক সন্তান-সন্ততিগণ সকলেই এই সকল সুবিধা ভোগের অধিকারী থাকিবেন। ইহা ছাড়া বীমাকারী স্ত্রী বা পুরুষ তাহার ব্যাধির সময় কাজ করিতে না পারিলে দৈনিক বেতনের অর্দ্ধেক পাইবেন।

প্রসূতি ভাতা

প্রসূতি সন্তান-প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে ছয় সপ্তাহ করিয়া মোট বার সপ্তাহ প্রসূতি ভাতা পাইবেন। ইহা ছাড়া তাঁহাদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার ঔষধপত্র, ডাক্তারের সুবিধা ও সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হইবে। সন্তান-পালনের জন্য মাসিক একটা ভাতা ও দুগ্ধ ভাতাও তাঁহারা পাইবেন।

অকর্ম্মণ্যের ভাতা

ব্যাধি বা দৈবদুর্ঘটনার জন্য কোন লোক অকর্ম্মা হইয়া গেলে তাহাকে একটা ভাতা দেওয়া হইবে। অকর্ম্মণ্য ভাতা (ডিসএবিলিটি পেন্সান) চাকুরীর সময়ানুরূপ হইবে। কিন্তু ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে যাহারা বীমা করিয়াছে তাহারা কোন কারণে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে তাহারা বাৎসরিক বেতনের শতকরা ৪০ ভাগ ভাতা পাইবে।

বার্দ্ধক্য পেন্সান

সাধারণতঃ ৬০ বৎসর বয়সে চাকুরী হইতে অবসর লইয়া বার্দ্ধক্য পেন্সান ভোগ করিবার নিয়ম। ৬৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্তও চাকুরী চালান যাইতে পারে। যে সকল চাকুরে ৩০ বৎসর বীমা ফণ্ডে বেতনের কতকটা নির্দ্দিষ্ট অংশ দিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে বার্ষিক বেতনের শতকরা ৪০ ভাগ পেন্সান অবসর গ্রহণের সময় হইতে দেওয়া হইবে।

মৃত্যু পেন্সান

মৃতব্যক্তির জন্য মৃত্যু ভাতা বার্ষিক বেতনের শতকরা ২০ ভাগ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ ভাতার পরিমাণ কোন ক্রমেই হাজার ফ্রাঁর কম হইতে পারিবে না। তবে কোন লোকের বাৎসরিক আয় হাজার ফ্রাঁর কম হইলে ঐ পেন্সান তাহার বার্ষিক বেতনের ⅓ ভাগ হইবে।

ব্যাধি, অকর্ম্মণ্যতা ও মৃত্যুর জন্য বীমাকারীর সন্তান সন্ততি (যাহাদের বয়স ৬ সপ্তাহের উপর ও ১৬ বৎসরের নীচে) প্রত্যেকে দৈনিক অর্দ্ধ ফ্রাঁ হিসাবে ভাতা পাইবে। সন্তান-সন্ততিগণের পীড়া বা মৃত্যু হইলেও মাতাপিতা বাৎসরিক প্রত্যেক সন্তানপিছু এক শত ফ্রাঁ মৃত্যু-ভাতা পাইবেন। বীমাকারী স্বেচ্ছায় কর্ম্মচ্যুত না হইলে যে-কোন বৎসরে ছয় মাস যে-কোন বীমার সুবিধা ভোগ করিবার অধিকারী থাকিবেন। কিন্তু বেকার হইবার ন্যূনপক্ষে এক বৎসর পূর্ব্বে তাহার বীমা করা চাই।

এই সমাজ-বীমা আইনের কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবে। হাজার কোটি ফ্রাঁ বীমা বিভাগে জমা হইলেই ইহার কাজ পুরাপুরি আরম্ভ হইবে। সাধারণতঃ সকলেই মনে করেন যে, এই আইনে সোশ্যালিষ্টরা মোটেই সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহারা বীমা তহবিলে সরকারের প্রদত্ত হিস্যা খুবই নগণ্য মনে করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার স্বার্থের সম্যক ব্যবস্থাও ইহাতে করা হয় নাই। এজন্য অদূর ভবিষ্যতে এই বীমা আইনের এদিক্ ওদিক্ কিঞ্চিৎ রদবদল হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আর্থিক এশিয়ার ভাঙন-গড়ন

(১) নতুন অ্যাংলো-পারশিয়ান সন্ধিপত্র

নতুন অ্যাংলো পারশিয়ান সন্ধিপত্র আট বৎসরের মেয়াদে সই হইয়াছে। পুরাতন সন্ধিপত্রের সমস্ত সর্ত্তে পারশ্যের স্বাধীনভাবে কাষ্টমসের সমস্ত শুল্ক ধার্য্য করিবার ব্যবস্থা ছিল। নতুনটায় তাহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। নতুন সন্ধিপত্রের সর্ত্ত অনুসারে বৃটিশ ও ভারতীয় যে সমস্ত পণ্য এদেশে আমদানি হইবে তাহার উপর অন্যান্য দেশের পণ্য অপেক্ষা বেশী শুল্ক ধরিতে পারা যাইবে না। ইংলণ্ডে এবং ভারতবর্ষে এদেশী পণ্যেরও এই ব্যবস্থা হইবে। ৩রা মে তারিখে গৃহীত নিয়ম অনুসারে পারশ্য গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ ও ভারতীয় পণ্যের উপর সব চেয়ে কম হারে শুল্ক ধার্য্য করিতে পারিবেন। সন্ধিপত্রের সর্ত্তের মধ্যে ইহাও গৃহীত হইয়াছে যে, যেকোন সময়ে পারশ্য দেশের যে কোন সীমান্ত প্রদেশে যদি শুল্কের হার কমাইয়া দেওয়া হয়, তবে তদনুসারে বৃটিশ ও ভারতীয় পণ্যের শুল্কের হারও কমিয়া যাইবে। তৈল বাদে, পারশ্য দেশীয় যে সমস্ত প্রধান প্রধান পণ্য দ্রব্য ইংলণ্ডে অথবা ভারতবর্ষে রপ্তানি হয়, তাহার উপর যদি ইংলণ্ড অথবা ভারত গভর্ণমেণ্ট শুল্কের হার বাড়াইয়া দেন, তবে সন্ধিপত্রের সর্ত্ত অনুযায়ী, তাহারাও বৃটিশ অথবা ভারতীয় পণ্যের শুল্কের হার বাড়াইতে পারিবেন। ব্যবসা বিষয়ে এবং অন্যান্য ব্যাপারে পরস্পরের প্রতি সর্ব্ব বিষয়ে সব চেয়ে ভাল ব্যবহার করা হইবে। মিশর ও ভারতবর্ষের মাঝে যে "এরোপ্লেন সার্ভিস" চলিবার কথা হইতেছে, পারশ্য দেশের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ লিঃ এর সঙ্গে সে সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চালাইবেন বলিয়াছেন।

(২) জাভা, মালয় প্রভৃতি রাজ্যে ফটোগ্রাফী ও বায়স্কোপের চলন

রবার এবং অন্যান্য ব্যবসায় মন্দা পড়িয়া যাওয়ায় প্রাচ্য দেশের সর্ব্বত্রই ক্রয়-শক্তি অনেক কমিয়া গেলেও জাভা এবং মালয় প্রদেশে গত ১২ মাসে ফটোগ্রাফ-সংক্রান্ত জিনিষপত্রের অনেক কাটতি দেখা যায়। সমস্ত ব্যবসায় মন্দার দরুণ ফাল্‌তো টাকাগুলা সাধারণ লোকে কি পরিমাণ সওদা কিনিয়া খরচ করিতেছে তাহা জানা কঠিন। তবে এটুকু বুঝা যায় যে, ফটোগ্রাফীর জিনিষপত্রের বাজার আরও বড় ভাবে না বাড়াইয়া তুলিলে ছয় মাসের মধ্যে ব্যবসায় অনেকটা ঢিলা পড়িয়া যাইবে। এই বাজার বাড়াইতে হইলে যে সমস্ত জায়গায় মাল যাতায়াতের তেমন সুবিধা নাই অথবা উহা খরচসাপেক্ষ, সে সমস্ত জায়গায় সহজে ও কম পয়সায় মাল-সরবরাহের সুবিধা করিতে হইবে। শুধু জাভায় কেন, এমন অনেক জায়গায় অনেক সাহেব কর্ম্মচারী বাস করেন, যেখানে মাল-সরবরাহের বিশেষ কোন সুবিধা নাই। এই সমস্ত কর্ম্মচারীরা "হোম সিনেমা প্রজেক্টর" কোম্পানীর কাছ থেকে সমস্ত বায়স্কোপের কল কিনিতেছেন। এসব কল চালাইতে বিজলীর দরকার হয় না। এ সমস্ত মফঃস্বল জায়গায় সাধারণ ও ছোট ছোট নাটকচিত্র ও ব্যঙ্গচিত্রের খুব চল্‌তি। সম্প্রতি বাটাভিয়া ও সোবেরাইয়া নামক স্থানে কয়েকটী ছোট ছোট বায়স্কোপের কল বসিয়াছে।

এ ব্যবসাটা নিতান্ত ছোট বলা যায় না। এ সমস্ত প্রাচ্য দেশের একটা বিশেষত্ব এই যে এখানে বেশীর ভাগ দামী ক্যামেরা ও বায়স্কোপের কলের কাটতি দেখা যায়। জাভাতে লোক-সংখ্যার তুলনায় বিলাতের চেয়েও এসব জিনিষের চাহিদা বেশী দেখা যায়। জাভা ও সিঙ্গাপুরবাসীদের মধ্যে জাতি ও শ্রেণীভেদ একটু গোলমেলে হইলেও তাহারা মিলিত হইয়া প্রাথমিক জিনিষপত্র কেনার চেয়ে একটু উঁচু দরের জিনিষের প্রতি বেশী ঝোঁক দিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

সব চেয়ে বেশী অসুবিধা হইয়াছে যে এখানে ফটোপ্রিণ্ট

ও ডেভেলপ্ করিবার ভাল কল কোন দোকানদারের কাছে নাই। কতকগুলি দোকানদারের কাছে কয়েকটা অল্পদামী কল আছে, তাহাতে ভাল ছাপা হয় না এবং এসমস্ত দোকানদারেরা সাধরণতঃ চীনেম্যান। এসমস্ত দোকানদারের দোকানগুলো পায়খানার চেয়ে কোন অংশে ভাল নয়। সুতরাং এখানকার সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত লোকেরা পাশ্চাত্য উপায়ে ফটো প্রিণ্ট ও ডেভেলপ্ করিবার প্রণালী প্রচলন করিবার জন্য খুব চেষ্টা করিতেছেন। এখানকার সমস্ত ফটো ব্যবসাটার উন্নতি করিতে হইলে এইভাবের নতুন প্রণালীর খুবই দরকার সন্দেহ নাই।

(৩) প্যালেস্টাইনে বাসিন্দা আমদানি

১৯২৬ সনে প্যালেষ্টাইনে ১৩,৯১০ জন লোক বিদেশ হইতে স্থায়িভাবে বাস করিবার জন্য আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৬,২৭৬ জন পুরুষ, ৪,৮৬৪ জন স্ত্রী এবং ২৭৭০ জন শিশু। এই মোট সংখ্যার মধ্যে ১৩,০৮১ জন ইহুদী। আবার ইহাদের মধ্যে ৫,৯৪৭ জন পুরুষ, ৪,৫৮৫ জন স্ত্রী, এবং ২,৫৪৯ জন শিশু।

এ বৎসর যত লোক আসিয়াছে তাহার মধ্যে ৩,৫৯৫ জন ইহুদী (১,৩৩৭ জন পুরুষ, ১,৪৫৩ জন স্ত্রী এবং ৮০৫ জন শিশু)। এবার ১,২২০ জন ভ্রমণকারী লোক প্যালেষ্টাইনে স্থায়িভাবে বাস করিবার অধিকার পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৭০৫ জন ইহুদী, ৪৩০ জন খৃষ্টান এবং ৮৫ জন মুসলমান। মোট ৩,৫৯৫ লোকের মধ্যে ১,৬১০ জন পরাধীন এবং ১,৩৫২ জন মজুর। ইহাদের মধ্যে ২,০২৯ জন পূর্ব্ব ইয়োরোপ হইতে, ৬৫২ জন উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়া হইতে, ২৭৫ জন মধ্য ইয়োরোপ হইতে, ১৪৫ জন যুক্তরাষ্ট্র হইতে এবং ২০০ জন বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে আসিয়াছে।

১৯২০ সনের ১লা জুলাইএর পূর্ব্বে যাহারা প্যালেষ্টাইনবাসী ছিল তাহাদের মধ্যে ২,২৭৪ জন (৬৪০ জন ইহুদী, ৫৮০ জন খৃষ্টান, এবং ১,০৫৪ জন মুসলমান) এবং ঐ তারিখের পর যাহারা আসিয়াছে "তাহাদের মধ্যে ৪,৭০৪ জনকে (৪,৪৩১ জন ইহুদী, ২৩৩ জন খৃষ্টান এবং ৪০ জন মুসলমান) প্যালেষ্টাইনে স্থায়িভাবে বাস করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ১৯২৬ সনে এইরূপ স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা ছিল ১,৬৯৪ জন (৪১৩ ইহুদী, ৮৭০ খৃষ্টান, এবং ৪১১ মুসলমান) এবং ৭,৭৩৫ জন (৬,৯৫২ ইহুদী, ৬৩৫ খৃষ্টান, এবং ১৪৮ মুসলমান)। ইহুদী বাসিন্দাদের মধ্যে ৪,৪৩১ জন যুদ্ধের জন্য প্যালেষ্টাইনে আসিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে প্রায় ২,৫০০ জন দুই বৎসর আগে এখানে আসিয়াছিল এবং ইহার বেশীর ভাগই তাহাদের পূর্ব্ব বাসস্থান রুশিয়া ও পোল্যাণ্ডে ফিরিয়া গিয়াছে। তবে নব্যদের মধ্যে অনেকে মার্কিণে এবং ইংরেজ-অধিকৃত নানা স্থানে চলিয়া গিয়াছে।

নয়া ঢঙের জমিদারি

চাষী আর পল্লী ভারতের একচেটিয়া নহে

খাওয়া-পরার সঙ্গে জমিজমার সম্বন্ধ অতি নিবিড়, এ কেবল আমাদের দেশে নহে,—সকল দেশেই চাষ-আবাদ আর আর্থিক উন্নতি খুব লাগালাগি চীজ্। কথাটা ভাল করিয়া জানিয়া রাখা উচিত, কেননা আমাদের দেশে একটা বুখ্নি চালানো হইয়া থাকে যে, ভারত হইতেছে কৃষি-প্রধান দেশ, আর দুনিয়ার অন্যান্য মুল্লুক হইল শিল্পপ্রধান জনপদ। ভারতের ধাতে নাকি শিল্প-কারখানা সহ্য হয়না, আর দুনিয়ায় আর কোথাও নাকি চাষ-আবাদ বরদাস্ত হয় না।

চাষ বনাম শিল্প মামলায় ভারতবর্ষকে একটা সৃষ্টিছাড়া মুল্লুক বিবেচনা করা আমাদের স্বদেশ-সেবকদের, "দার্শনিক" পণ্ডিতদের, ধনতাত্ত্বিক মহাশয়দের একটা প্রকাণ্ড বাতিকে দাঁড়াইয়া গিয়াছে; কিন্তু এই বাতিকটার আগাগোড়া সবই বুজরুকি। ইয়োরামেরিকার ধন-দৌলত-ঘটিত আর নর-নারী-ঘটিত ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সের অঙ্কগুলা দেখিলেই বুজরুকি হাতে হাতে ধরা পড়িতে বাধ্য। চাষের জন্য লাখ-লাখ, কোটি কোটি লোক ইয়োরামেরিকার দেশে দেশে আজও বাহাল আছে। হয় খোদ চাষী হিসাবে, না হয় চাষীদের নিয়োগ-কর্ত্তা মনিব হিসাবে এইসকল লোকেরা অন্ন-সংস্থান করিয়া থাকে। এই যে আজকাল দুনিয়ায় শিল্প-বিপ্লবের তুমুল প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, এই যুগেও আদম-সুমারিতে চাষীদের আর চাষী-মালিকদের সংখ্যা খুবই বেশী—কোথাও আধাআধি, কোথাও শতকরা ৬০।৭৫ পর্য্যন্ত, এমন কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও লোক-সংখ্যায় চাষীদের ওজন বেশ কিছু ভারি।

আর তার পর যদি খানিকটা উজাইয়া—অর্থাৎ "সেকালের" দিকে যাত্রা করি—যখন ইয়োরামেরিকার খ্রীষ্টিয়ান সমাজে যন্ত্রপাতির দৌড় বড় বেশী ছিলনা, শিল্প, কারখানা সবে দেখা দিতেছিল মাত্র, তখনকার অবস্থায় কি দেখিতে পাই? তখনকার "পশ্চিমা" সমাজে চাষীরাই ছিল লোক-সংখ্যার আসল অংশ। দেশের লোক বলিলে তারা বুঝিত প্রধানতঃ বা একমাত্র কিষাণ অথবা চাষী। ধন-দৌলতের মূর্ত্তিমাত্রই ছিল প্রধানভাবে আবাদের সন্তান। সমাজের মেরুদণ্ড, আর্থিক ব্যবস্থার কেন্দ্র ইত্যাদি যা কিছু চাও না কেন, সবই পাওয়া যাইত চাষ-আবাদে।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মোগল-মারাঠা আমলের ইয়োরোপীয়ানরা সবাই ছিল চাষীর জাত। ততদূর উজাইয়া যাইতে চাহি না, এই সেদিনকার উনবিংশ শতাব্দীর আর্থিক শ্রেণী-বিভাগ বা সামাজিক জাতি-ভেদটার কথা বলিতেছি। তাতেই দুনিয়ার গতি-স্থিতি বেশ বুঝা যাইবে। ১৮৪৬ সনের একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ফ্রান্সের কথা বলিতে চাই। তখনকার দিনে ফরাসীরা ছিল গুণতিতে প্রায় ৩॥ কোটি। এই ফ্রান্সে যদি কোনো ভারত-সন্তান শফর করিতে যাইত, তাহা হইলে তার চোখে ফরাসী সমাজ কেমন ঠেকিত? ফরাসীরা "অতিমাত্রায়" সহুরে লোক মালুম হইত কি? পাশ্চাত্য সভ্যতাকে একমাত্র নগর-জীবনের পৃষ্ঠপোষক বিবেচনা করা চলিত কি? ফ্রান্সে তখনকার আদম-সুমারিতে ছিল প্রায় ২ কোটি ৭০ লাখ পল্লীবাসী, অর্থাৎ শতকরা ৭৫।৮০ জন লোক ছিল ফ্রান্সে "পল্লী-জননীর সুসন্তান"; আর জমিজমার কল্যাণেই তাদের ভরণ-পোষণ চলিত। অর্থাৎ চাষ-বাস যদি একটা "আধ্যাত্মিক" কিছু হয়, তাহা হইলে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি গো-খাদক ফরাসী খ্রীষ্টিয়ানদের কম্‌সে-কম বার আনা লোকই ছিল আধ্যাত্মিক।

সেই সময়ে জার্ম্মাণরাও ছিল বিলকুল্ এইরূপ। ১৮৪৩ সনের আদমসুমারিতে দেখিতে পাই যে, প্রুশিয়া জনপদে শতকরা ৬১।৬২ জনের ভাত-কাপড় জুটিতেছে জমির চাষ-বাসে। প্রুশিয়ার জার্ম্মাণরা অতিমাত্রায় সহর-ঘেঁশা লোক ছিল না; শতকরা ২৮ জন মাত্র ছিল সহুরে নর-নারী। ৩০,০০০ নর-নারী অথবা তার চেয়ে বেশী লোক বাস করিত কটা সহরে? মাত্র ১৫টায়। কাজেই পল্লী সেবায় জার্ম্মাণরা এশিয়ার নরনারীকে কুর্ণিশ করিয়া চলিবে কেন?

ধাত হিসাবে, জাতিগত চরিত্র হিসাবে এশিয়ার আর ইয়োরামেরিকার তফাৎ আবিষ্কার করা অসম্ভব। অন্যান্য তরফেও দেখিয়াছি তাই। চাষ-আবাদ, জমিজমা আর পল্লী-বাস ইত্যাদি দফায়ও দেখিতে পাইতেছি তাই। এইসকল হিসাবে একটা একচেটিয়া কিছু বা অতিমাত্রায় বিশেষত্ব-পূর্ণ কোনো কথা ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থায় পাওয়া যাইবে না। যাহা পূর্ব্ব তাহা পশ্চিম—চাষবাসে আর পল্লীকথায়।

কৃষিকর্ম্মের নববিধান

আজ জমি-জমার কথা বলিতে আসিয়াছি বটে। কিন্তু চাষবাসের কথা বলিব না। জমির সার, কৃষি-রসায়ন ইত্যাদি বস্তু আজকার আলোচ্য নহে। হাল, বলদ, "ট্র্যাক্টর", বা অন্যান্য নবীন-প্রবীণ যন্ত্রপাতির খতিয়ানও আজ হইবে না। তা ছাড়া যান-বাহনের সাহায্যে বাজারে

ফসল চালান দিবার প্রণালী সম্বন্ধেও কিছু বলিতে আসি নাই। অপর দিকে কিষাণদের পুঁজিপাটা বাড়াইবার উপায় বাতলাইতে চাহি না। সমবায়-নিয়ন্ত্রিত কৃষি-ব্যবস্থাও এই আলোচনার বহির্ভূত। অধিকন্তু গো-বীমা কৃষিবীমা ইত্যাদি নতুন নতুন বীমার কথা শুনানোও আজ আমার মতলব নহে। কৃষি-রসায়ন, কৃষিএঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি-ব্যাঙ্ক ইত্যাদি কৃষি-বিজ্ঞানের নানা বিভাগ আজ ইয়োরামেরিকায় যারপর নাই বাড়্‌তির দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই সকল বিষয়ে—অন্যান্য বিষয়ের মতনই—নবীন দুনিয়ার নিকট যুবক-ভারতের অনেক কিছু শিখিবার আছে। কৃষিকর্ম্মের নব বিধানগুলা আমাদের খুবই কাজে লাগিবে, কিন্তু সে সব পথ আজ মাড়াইব না।

আজ আলোচনা করিতে চাই একমাত্র আইনের কথা। জমি-জমার আইন-কানুন ছাড়া অন্যান্য বিধি-বিধান এই সঙ্গে বিবৃত হইবে না। জমিজমার বিধানগুলাও আকারে-প্রকারে বিপুল। একটা বিশ্বকোষ আওড়ানো সম্ভব নহে; কয়েকটা মোটা মোটা কথা বলিয়া যাওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য।

"ভিলেজ কমিউনিটি"র প্রাচ্য-পাশ্চাত্য

মজার কথা এই, জমিজমার আইন-কানুন সম্বন্ধেও ভারতে আমরা একটা কিম্ভূত-কিমাকার মত পুষিয়া আসিতেছি। ভারতের ভূমি-ব্যবস্থাকে অন্যতম ভারতীয় "বিশেষত্ব" রূপে জাহির করা আমাদের দস্তর। এমন কি পাশ-করা উকীলেরাও অজ্ঞানে-সজ্ঞানে এই মতই চালাইয়া আসিতেছেন। ইয়োরামেরিকার ও ভারতের ভূমি-ব্যবস্থায় যে একটা আকৃতি-প্রকৃতি-গত সাদৃশ্য ও সাম্য আছে—এই কথা ভারতীয় আইন-ব্যবসায়ীদের জানা উচিত ছিল; কিন্তু তাঁরাও এই মহলে মাথা খেলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। তাঁরা মগজ খেলাইলে অন্ততঃ একটা বুজ্‌রুকি ভারতের দার্শনিক আখ্‌ড়ায় কল্কে পাইত না।

সেকেলে ভূমি-ব্যবস্থার সমাজ-তত্ত্ব বা ধনতত্ত্ব লইয়া সময় কাটানো আজকার এই আসরে সম্ভবপর নয়। শুধু বলিয়া যাইতেছি সিদ্ধান্তটা মাত্র। ভারতীয় পণ্ডিতেরা "ভিলেজ কমিউনিটি" অর্থাৎ পল্লী-সাম্য, যৌথভূমি বা পল্লী-স্বরাজ, পল্লী-সমবায় নামক কোনো একটা বস্তুকে ভারত-আত্মার প্রতিমূর্ত্তি সমঝিতে অভ্যস্ত। আসল কথা যুগের পর যুগ ধরিয়া এই পল্লী-স্বরাজ নামক আর্থিক সামাজিক রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান, পশ্চিমের খৃষ্টিয়ান সমাজে—মায় ইংল্যাণ্ডেও—জবরভাবে চলিয়াছে। নৃতত্ত্ব বা অ্যান্থ্রপলজি-বিস্তার কোটে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে—একটা মামুলি অ, আ, ক, খ মাত্র।

তার পর এই "ভিলেজ কমিউনিটি"র ভাঙন-লাগা ব্যাধিটাও আবার ভারতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একচেটিয়া বেয়ারাম নয়। দুনিয়ার অন্যান্য সমাজ-কলেবরেও এই ব্যামোটা দেখা গিয়াছে। এই ব্যাধির অর্থাৎ ভাঙনের ফলে সমাজে যেসকল নব নব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকাশ সাধিত হইয়াছে, অর্থাৎ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আইন,—সে সব চীজ দুনিয়ার অন্যান্য জনপদের মতন ভারতেও আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। সু কু সর্ব্বত্রই এক প্রকার। অর্থাৎ কি বৃটিশ-ভারতের আর্থিক ভাঙন-গড়নে, কি সেকেলে স্বাধীন ভারতের অনুষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানে, জমি-জমার ঠিকুজি, জমিজমার সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য একটা অসম্ভবরকমের প্রাচ্য কিছু নয়। অন্যান্য দেশের আর্থিক ইতিহাসে হাতে-খড়ি হইবামাত্র সকলেই ভূমি-ব্যবস্থায় মানবজাতির বিকাশ-ধারা একরূপই দেখিতে বাধ্য হইবে।

হিন্দু আইনে রোমাণ ব্যক্তিনিষ্ঠা

এইবার আরও কিছু রগড়ের কথা বলি। ভারতবর্ষের যে জিনিষটা হিন্দু-আইন, তাতে ভিলেজ কমিউনিটি বা যৌথ-পল্লীর বিধান বোধ হয় একদম নাই। আমাদের ঋষি-মহর্ষি-মহাপ্রভুরা সকলেই প্রায় পুরাপুরি অপল্লী-নিষ্ঠ, তাঁদের মাথায় পল্লী "সাম্য"পল্লী "স্বরাজ", "যৌথ"-সম্পত্তি ইত্যাদির তত্ত্ব কখনো খেলিয়াছে কি না সন্দেহ। কি যাজ্ঞবল্ক্য মহারাজ, কি প্রপিতামহ মনু,—কি সেকালের কৌটিল্য, আর কি একালের শুক্রাচার্য্য,—কি বাঙ্গালী জীমূতবাহন, আর কি অ-বাঙ্গালী বিজ্ঞানেশ্বর—এঁরা সকলেই কঠোর ব্যক্তিত্বের প্রচারক। এঁদের কানুনে কোনো জনপদের জমিজমার

উপর নরনারীর সমবেত স্বত্বাধিকার বিলকুল অজ্ঞাত। অর্থাৎ মধ্যযুগের ইয়োরোপে জমিজমার রোমাণ আইন যে চীজ আর আমাদের আধ্যাত্মিক ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্র, স্মৃতি-শাস্ত্র, মিতাক্ষরা, দায়ভাগও অবিকল সেই চীজ।

অথচ ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম অঞ্চলে যৌথপল্লী বা পল্লী-স্বরাজ কখনও ছিল না—একথা বলিতেছি না। ইয়োরোপের জনপদে যুগের পর যুগ ধরিয়া ভিলেজ কমিউনিটির অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব—রোমাণ আইনের ব্যক্তিত্ব-নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও। ঠিক সেইরূপেই ভারতীয় "লোকাচারের"—"চরিত্রের" ("কাষ্টমে") ভিতর নানা কালে নানা স্থানে পল্লী-স্বরাজ আর যৌথজমি দেখা গিয়াছে। বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতের চোলমণ্ডলে এই প্রথার বিশেষ চলন দেখিতে পাই। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় যেসকল পুঁথি-গ্রন্থ "ধর্ম্ম", "অর্থ" বা "নীতি" বিষয়ক "শাস্ত্র" নামে পরিচিত, তার ভিতর এই প্রথার টিকি পর্য্যন্ত নজরে আসে না।

কথাটা চরমভাবে জোরের সহিত বলিয়া যাইতেছি। কেন না প্রত্নতত্ত্বের হাবিজাবির ভিতর ঢুঁ মারার অভ্যাস আমার কিছু কিছু আছে। ভিলেজ কমিউনিটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ এই হিন্দু আইন সাহিত্যের ভিতর আজও ঢুঁড়িয়া পাই নাই। যদি কেহ পাইয়া থাকেন, জানাইবেন। আমার মত শুধ্‌রাইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু জানিয়া রাখিবেন যে, যেখানেই পল্লী শব্দ পাইতেছেন, সেখানেই পল্লী-স্বরাজ পাকড়াও করা চলিবে না। তবে বলিয়া রাখি যে, প্রমাণের কুচোকাচা কোথাও পাওয়া নেহাৎ অসম্ভব নয়। আগেই বলিয়া চুকাইয়াছি যে, যৌথপল্লী নামক প্রতিষ্ঠান ভারতে ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ভারতীয় "আধ্যাত্মিকতার" আসল প্রচারক যাঁরা—নীতি স্মৃতি-ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা, তাঁরা এই বস্তুটাকে লইয়া মাতামাতি করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। তাঁরা জমিজমাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমঝিয়াই কানুন কায়েম করিতে বসিয়াছিলেন। যৌথপল্লীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁরা নির্ব্বিকার।

যাক্‌। দেখা যাইতেছে যে, "ভিলেজ কমিউনিটি" "ভিলেজ কমিউনিটি" করিয়া ক্ষেপিয়া বেড়াইলেই তথাকথিত ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার অথবা ভারতীয় বিশেষত্বের পাওা হওয়া সম্ভব নয়। আবার ব্যক্তিনিষ্ঠা, ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি চীজ রোমাণ আইনে আছে বলিয়া, সে সবকে অ-হিন্দু, অ-ভারতীয় অথবা অনাধ্যাত্মিক কিছু রূপে নিন্দা করা চলিবে না। জমিজমার ব্যক্তিত্ব আর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যদি "পাশ্চাত্য", "খ্রীষ্টিয়ান", বা "ইয়োরোপীয়ান্" বলিয়া বর্জ্জনীয় হয়, তা হইলে আমাদের ঋষি-মহর্ষি মহাপ্রভুদের সকল পাঁতিই পাশ্চাত্যদোষ-দুষ্ট খ্রীষ্টিয়ানি গন্ধে ভরপুর, ইয়োরোপীয়ান রঙের মাল,—এক কথায় বর্জ্জনীয়। রাজি আছেন কি? আমি দেখিতেছি, যাঁহা পুব, তাঁহা পশ্চিম, তবে বর্জ্জন-টর্জ্জনের কথা আলাদা।

আমি দেখিতেছি, আর্থিক সভ্যতার গতি,—পুবেই হউক বা পশ্চিমেই হউক—এক দিকে। আমাদের বেলায় যেটা সু, সেটা যদি ওদের থাকে, তাহা হইলে সেটাও সুনিশ্চয়। ভাল মন্দ পুব পশ্চিম এক পথেরই পথিক। কাজেই সমস্যাগুলা সর্ব্বত্রই এক শ্রেণীর অন্তর্গত। সমস্যার মীমাংসা অর্থাৎ বেয়ারামের দাওয়াইও পূর্ব্বে-পশ্চিমে এক প্রকার হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
সংখ্যা সং
কলিকাতা

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শীল বি,এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

মাঘ—১৩৩৫ | ৩য় বর্ষ—১০ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি ॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

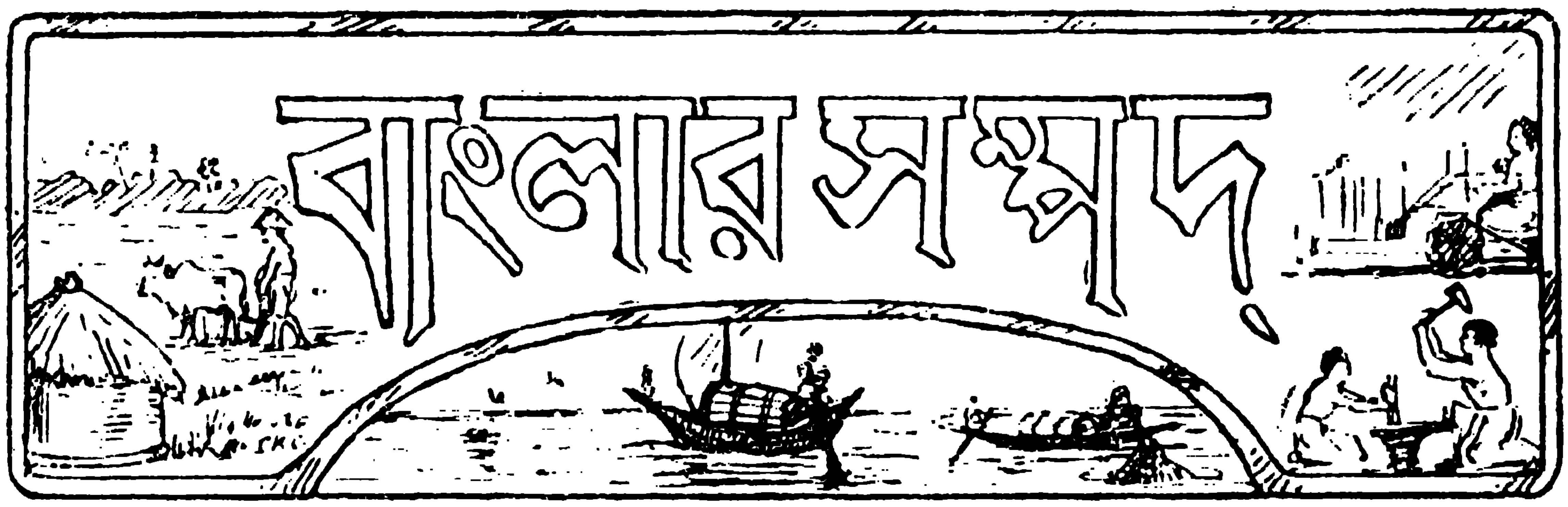

দি ইষ্ট বেঙ্গল জুট মিলস লিমিটেডের প্রস্পেক্টাস্

মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) বর্ত্তমানে ত্রিশ লক্ষ টাকার অংশ বিলি হইবে। প্রতি অংশ ৫০৲ টাকা হিসাবে ৬০,০০০ অংশে বিভক্ত এবং প্রতি অংশের টাকা নিম্নলিখিত ভাবে দেয়:—দরখাস্তের সহিত ৫৲ টাকা, এলটমেণ্টে (অংশের মঞ্জুর হইলে) ১৫৲ পনর টাকা; বাকী ৩০৲ টাকা ১৫৲ টাকা হিসাবে সমান দুই কিস্তিতে ন্যূন পক্ষে দুই দুই মাস অন্তর দেয়।

গত ১৯শে জুন ১৯২৮ তারিখ পর্য্যন্ত ৪৪৩০ অংশ বিক্রয় হইয়া তন্মধ্যে ৪২৫১ অংশ এলট হইয়াছে। মোট ৩২৯৬২৸৶৬ পাই আদায় হইয়াছে এবং প্রাথমিক ব্যয়, কমিশন, বিজ্ঞাপন, ও আফিস খরচা ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ খরচ বাবদ মোট ৯৪৯৭।৶৬ পাই ব্যয় হইয়াছে। সেয়ার কমিশন বাবদ ৩৩৩৬৸৹ আনা খরচ করা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক

এই কোম্পানীর নগদ টাকা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ঢাকা ব্রাঞ্চে জমা থাকিবে।

অডিটার

মিঃ এস, কে, মুখার্জ্জি, এফ, আই, পি, এস (লণ্ডন) এফ, সি, আই, (বার্ম্মিংহাম) গবর্ণমেণ্টের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত অডিটার, ঢাকা।

উদ্দেশ্য

পাট বাঙ্গালার একচেটিয়া সম্পত্তি। বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা এবং আসাম প্রদেশে যে পাট জন্মে তাহার প্রায় অর্দ্ধাংশই ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর ও ত্রিপুরা এই চারি জিলায় জন্মিয়া থাকে। ইহার অধিকাংশই পাটের প্রধান

বাণিজ্যস্থান নারায়ণগঞ্জস্থিত পাটের আফিস যোগে খরিদ হইয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী মিলসমূহে রপ্তানি হইয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গ পাটের প্রধান বাণিজ্যক্ষেত্র থাকা সত্বেও এ পর্য্যন্ত তথায় একটীও জুটমিল স্থাপিত হয় নাই। পূর্ব্ব বাঙ্গালার এই অভাব দূরীকরণার্থ বিগত ১৯২৭ সনের ২০শে জুন তারিখে এই কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হইয়া সেয়ার বিক্রয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। ১৯-৬-২৮ তারিখ পর্য্যন্ত ২,২১,৫০০৲ টাকার অংশ বিক্রয় হইয়া তন্মধ্যে ঐ তারিখ পর্য্যন্ত ২,১২,৫৫০৲ টাকার অংশ বিলি হইয়াছিল। তৎপর উক্ত কোম্পানীর পূর্ব্ব ডিরেক্টার ও ম্যানেজিং এজেন্টগণ এই কোম্পানীর ভাবী মঙ্গলকামনায় সুবন্দোবস্ত হইবে বিবেচনায় বর্ত্তমান ডিরেক্টারগণের তত্বাবধানে পরিচালিত হওয়ার জন্য স্বেচ্ছায় কার্য্যভার সমর্পণ করিয়াছেন। বিগত ১৫-৬-২৮ তারিখে অংশীদারগণের এক বিশেষ সভায় এই সম্পর্কীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়া গত ৩০-৭-২৮ তারিখে পুনরায় বিশেষ সভায় তাহা সমর্থিত হইয়াছে। দি ঢাকেশ্বরী কটনমিলের অধিকাংশ ডিরেক্টার এবং বহুদর্শী ও উপযুক্ত ব্যবসায়িগণ কর্ত্তৃক নূতন বোর্ড গঠিত হইয়াছে। ঢাকেশ্বরী মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত অখিলবন্ধু গুহ, শ্রীসূর্য্যকুমার বসু, শ্রীযুক্ত রজনীমোহন বসাক এই কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্ত্তী শীতলক্ষা নদীর তীরে গোদনাইলের নিকট জমি বন্দোবস্ত লওয়ার প্রস্তাব চলিয়াছে; আমরা আশা করি অতি সত্বরই জমি বন্দোবস্ত লইয়া আবশ্যকীয় কার্য্যাদি আরম্ভ হইবে। যদিও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরে প্রায় ৫৮টী পাটের কল চলিয়াছে এবং তাহার অধিকাংশই বিদেশীয়গণ দ্বারা পরিচালিত; এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীদের দ্বারা কোনও জুটমিল স্থাপিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। জুট মিলস যে কি প্রকার লাভজনক এবং বিদেশীয়েরা এই পাটের কলে কি প্রকার লাভবান হইয়াছেন তাহা নিম্নের তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। আমরা আশা করি সহৃদয় স্বদেশবাসিগণ যেরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী দি ঢাকেশ্বরী কটন মিলস নামক সূতা ও কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠানে সর্ব্বপ্রকার সহায়তা করিয়া দেশের একটা বিশেষ অভাব দূর করিয়াছেন, সেইরূপ এই বাঙ্গালী-পরিচালিত প্রথম পাটের কলের সম্বন্ধেও সহায়তা করিতে কেহ কুণ্ঠিত হইবেন না। ইহাতে যেমন দেশের লাভ আছে তেমনি নিজেরও প্রচুর লাভ হইবার আশা করা যাইতে পারে।

পাটের কলের শতকরা বার্ষিক লভ্যাংশ বিতরণ

মিলের নাম	১৯১৭	১৯১৮	১৯১৯	১৯২০	১৯২১	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬	১৯২৭
কামারহাটি	৫৫৲	৫০৲	২২৫৲	২৫০৲	৬৫৲	—	৬০৲	৯০৲	৯০৲	৫৫৲	১০০৲
কিনিসন	২০০৲	২৫০৲	২৫০৲	৪০০৲	১৩৫৲	১৬৲	১২০৲	১৬০৲	১১৫৲	৯০৲	১৪০৲
কেলভিন	১০০৲	৫০৲	২২৫৲	৩০০৲	১০২॥০	৭০৲	৮৫৲	১১০৲	১২০৲	৬০৲	৮৫৲
হুগলি	৩৭৲	১২৫৲	৪০০৲	২০০৲	৭৫৲	—	৪০৲	১০০৲	৮০৲	১০০৲	১২৫৲
নিউ সেন্ট্রাল	৮০৲	৩৩০৲	১২৫৲	১৯০৲	৮৫৲	৫৫৲	৬০৲	১০০৲	৯০৲	৪০৲	৮৫৲

শতকরা লভ্যাংশ

মিলের নাম	১৯২১	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬	১৯২৭
এলবিয়ন	৫০৲	৪০৲	৬৫৲	৬৫৲	৮৫৲	৪৫৲	৫৫৲
এলায়েন্স	৪০৲	৭৫৲	৬০৲	১০০৲	৬৫৲	২০৲	২৫১৲
ডেল্টা	৫০৲	৫০৲	৭৫৲	৮৫৲	৭০৲	৫০৲	৮৫৲
গৌরীপুর	২০৲	৭০৲	৮০৲	১২০৲	৬০৲	২০৲	৫০৲

মিলের নাম	১৯২১	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬	১৯২৭
লরেন্স	৪০৲	৭৫৲	৭০৲	১২০৲	৮০৲	৫০৲	১০০৲
নর্থব্রুক	৬০৲	৭০৲	৫০৲	৯০৲	৬০৲	৪৫৲	৮০৲
রিলায়েন্স	৫০৲	৮০৲	৭৫৲	১০০৲	৮০৲	৭৫৲	১১০৲
ইউনিয়ন	×	৫০৲	৬০৲	১১০৲	৪৫৲	৬৫৲	৬০৲
ফোর্টগ্লষ্টার	৬২॥০	১২০৲	১২০৲	১৬৫৲	৮০৲	৩০৲	×
কেলভিন	১০২॥০	৭০৲	৮৫৲	১১০৲	১২০৲	৬০৲	৮৫৲
কিনিসন	১৩৫৲	১৬৲	১২০৲	১৬০৲	১১৫৲	৯০৲	১৪০৲
নিউসেণ্ট্রাল	৮৫৲	৫৫৲	৬০৲	১০০৲	৯০৲	৪০৲	৮৫৲
হুকুমচাঁদ	×	×	১৩।৵০	১৩।৵০	১৩৶০	১৩।৵০	২০৲
বিড়লা	×	×	×	১০৲	৫৲	×	১০৲

শেষোক্ত দুইটী মিল অতি অল্পদিন হইল স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের রিজার্ভ ফণ্ড এবং সম্পত্তি দ্রষ্টব্য। হুকুমচাঁদ জুট মিলের মূলধন ২৯,০৫,৫০০ টাকা; কিন্তু তাহাদের ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত রিজার্ভ ফণ্ড ২৯,৪৮,৬২৫ টাকা এবং সম্পত্তি ১৩০,৪৯,৯৮৬ টাকা। গত সেপ্টেম্বর মাসে যে ছয় মাস শেষ হইয়াছে সেই ছয় মাসে হুকুমচাঁদ মিলে ৬,৫২,৪০৮ টাকা নয় আনা চারি পাই খরচ বাদে লাভ হইয়াছে এবং বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে ঐ মিলের মোট সম্পত্তির মূল্য ১৬৯,২৩,৩০৯ টাকা নয় আনা এক পাই ছিল। উপরোক্ত অধিকাংশ মিলসমূহের ১০০ টাকা অংশের মূল্য প্রায় ৫০০৲ টাকা হইতে ন্যূনাধিক ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

পাট কলের লাভ

১৮৫৫ খৃঃ এদেশে প্রথম চটকল স্থাপিত হয়। তৎপর বিগত ৭১ বৎসরের মধ্যে যতগুলি মিল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটীই যে অপ্রতিহতভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে, সরকারী রিপোর্টেই তাহা জানিতে পারা যায়। অদ্য পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় কোনও চটকল ফেল হয় নাই। ঐ সমস্ত চটকলে লোকসান হওয়া ত দূরের কথা, প্রতি বৎসরই তাহাতে প্রভূত লাভ হইতেছে। এমন কি, কখনও কখনও প্রতি অংশের মূল্যের সমান বা তাহার চতুর্গুণ পর্য্যন্ত বার্ষিক লভ্যাংশ বিতরিত হইয়াছে।

বঙ্গের সমস্ত চটকলে প্রতি বৎসর গড়ে ৮ কোটি টাকা হিসাবে মোট নিট লভ্যাংশ বিতরিত হইয়াছে এবং ইহা ব্যতীত প্রায় ১০ কোটি টাকা রিজার্ভ ফণ্ড এবং ব্লক একাউণ্ট (বাড়ী ও কলকজ্জা) ইত্যাদি বাবদ রক্ষিত হইতেছে। বাঙ্গালার বক্ষে স্থাপিত এই বিশাল একচেটিয়া বাণিজ্যে বাঙ্গালীর কোন প্রকার সংস্রব নাই ইহা বড়ই লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। প্রস্তাবিত ইষ্ট বেঙ্গল জুট মিল বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত প্রথম চটকল। এই জন্যই ইহা যে বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরবের বিষয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবীতে পাট হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবসায় বর্ত্তমানে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালার চটকলের হস্তগত হইয়াছে। পাট বাঙ্গালারই একচেটিয়া ফসল। সমগ্র বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় বার্ষিক প্রায় এক কোটি বেল বা ৫ কোটি মণ কাঁচা পাট প্রস্তুত হয় এবং তাহা বিক্রয় করিয়া দেশের কৃষকগণ বৎসরে ন্যূনাধিক প্রায় ৬০ কোটি টাকা বিদেশ হইতে পাইয়া থাকে। পাটের ব্যবসা বিদেশীয়দিগের একচেটিয়া বিধায় কৃষকগণ উপযুক্ত মূল্য পায় না। কিন্তু বিদেশীয়েরা দশ টাকায় একমণ পাট ক্রয় করিয়া কলিকাতার মিলে চট ইত্যাদি প্রস্তুত করতঃ কলিকাতা বসিয়াই খরচ বাদে প্রায় আড়াই গুণ মূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যায় কাঁচা মাল বিক্রয় না করিয়া যন্ত্রের সাহায্যে পণ্য প্রস্তুত করিতে পারিলে ৬০ কোটির স্থলে আড়াই গুণ অর্থাৎ

মোটামুটি প্রায় ১৫০ একশত পঞ্চাশ কোটি টাকা বিদেশ হইতে দেশে আসিতে পারে। ইহাতে একদিকে যেমন কৃষকদিগের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইবে, অপরদিকে বহুলোক মজুর ও কারিগরের কাজ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে পারিবে এবং পক্ষান্তরে অংশীদারগণও প্রভূত লাভবান হইবেন। কলকারখানা দ্বারা অন্য কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে বিদেশের উপর কোন প্রকারে নির্ভর করিতে হয় না। এবং বিদেশের সহিত কোন প্রতিযোগিতাও নাই। এই কারণে বাঙ্গালা দেশে চটকল স্থাপন করিবার সর্ব্ববিধ সুবিধাই বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্গালার জুট মিলের লাভ নিশ্চিত ও অনিবার্য্য।

নারায়ণগঞ্জে মিল স্থাপনের সুবিধা

কলিকাতার উপকণ্ঠে গঙ্গাতীরে জমির মূল্যের তুলনায় নারায়ণগঞ্জের নিকট শীতলক্ষা নদীতীরে স্বল্পমূল্যে মিল স্থাপনের উপযোগী প্রচুর পরিমাণে জমি পাওয়া যাইবে। ঐখানে ইট, চুন ইত্যাদি সুলভ থাকায় এবং মজুরী অল্প হওয়ায় দালান, গুদাম ইত্যাদি নির্ম্মাণের ব্যয় অনেক কম হইবে। এ স্থানে ম্যালেরিয়া নাই। এবং ইহা একটী স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। এই স্থান জাহাজ ও রেলযোগে কলিকাতা বন্দরের সহিত সংযুক্ত থাকায় এইস্থান হইতে একেবারে সমুদ্রগামী জাহাজে মাল পাঠাইবার এবং অপরদিকে নৌকাযোগে গ্রাম হইতে পাট সরবরাহ করিবার সুবিধা আছে। নারায়ণগঞ্জ পাট খরিদের প্রধান কেন্দ্র; এই কারণে সমস্ত বৎসরই যথেষ্ট পাট ক্রয় করিতে পারা যায়। পাট ব্যবসায়িগণ এই স্থান হইতে পাট ক্রয় করিয়া কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ মিলসমূহে মণ প্রতি এক টাকা বা ততোঽধিক মুনাফা রাখিয়া পাট সরবরাহ করেন। কিন্তু নারায়ণগঞ্জে এই মিল স্থাপিত হইলে পাট ব্যবসায়িগণ উক্ত মিলসমূহে পাট বিক্রয় করিয়া যে লাভ করেন তাহা মধ্যবর্ত্তী কাহাকেও দিতে হইবে না। ফলে প্রস্তাবিত মিলই এই সুবিধা ভোগ করিবে। নারায়ণগঞ্জ বা কলিকাতা হইতে কাঁচা মাল মিলে লইয়া যাইয়া এবং তদ্দ্বারা পাকা মাল প্রস্তুত করিয়া পুনরায় কলিকাতা বন্দরে সমুদ্রগামী জাহাজে পাঠাইতে উক্ত মিলসমূহ ভাড়া ইত্যাদি বাবদ যে খরচ করিয়া থাকেন, নারায়ণগঞ্জে পাট খরিদ করিয়া এবং তদ্দ্বারা পাকা মাল প্রস্তুত করিয়া উহা মিল হইতে একেবারে সমুদ্রগামী জাহাজে প্রেরণ করিবার সুবিধা থাকায় প্রস্তাবিত মিলের তাহার অর্দ্ধেক হইতেও কম খরচ পড়িবে। গঙ্গাতীরের মিলসমূহে ভিন্নদেশীয় মজুর মিলের কার্য্য পরিচালনা করিতে যে পারিশ্রমিক দিয়া থাকে পূর্ব্ববঙ্গে কুলীর বেতন তাহার অনেক কম থাকায় এবং নারায়ণগঞ্জে সুলভে স্থানীয় মজুরের অভাব না থাকায় প্রস্তাবিত মিল স্বল্পব্যয়ে যাবতীয় কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবে। বিশেষতঃ নারায়ণগঞ্জ একটী প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এই অঞ্চলে কোন চটকল না থামায় পাটচাষিগণ বহু পরিশ্রমে পাট জন্মাইয়া যৎকিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক পাইয়া কাঁচা মাল বিক্রয় করিয়া সন্তুষ্ট থাকে। প্রস্তাবিত মিল স্থাপিত হইলে ঐ অঞ্চলের লোক মিক্যানিকাল বা বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং হইতে আরম্ভ করিয়া মিলের কলকারখানার কর্ম্ম ও অন্যান্য প্রকারের যাবতীয় কার্য্যে শিক্ষানবিশ হইয়া শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইবে এবং অবস্থা অনুযায়ী অংশ ক্রয় করিয়া মিলের মালিক হইয়া একটা স্থায়ী আয় ভোগ করিতে পারিবে। পাটচাষিগণও তাহাদের অবস্থানুযায়ী ক্রমে ক্রমে টাকা দিয়া মিলের অংশ ক্রয় করিয়া পাকা মালের লভ্যাংশও স্থায়িভাবে ভোগ করিবার সুবিধা পাইবে।

বিবিধ

১। এই কোম্পানীর প্রাথমিক ব্যয় অদ্য পর্য্যন্ত মোট ৪৬৭৫/৩ পাই হইয়াছে।

২। এই কোম্পানীর কোন ম্যানেজিং এজেন্ট নাই। শ্রীযুক্ত অখিলবন্ধু গুহ, শ্রীযুক্ত রজনীমোহন বসাক ও শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার বসু এই তিনজন প্রথম ম্যানেজিং ডিরেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের পারিশ্রমিক ৫ লক্ষ টাকার অংশ বিক্রয় না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুই দেওয়া হইবে না। তৎপরে ৭৫০ টাকা হইতে ১৫০০ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক এলাউয়েন্স ধার্য্য হইবে এবং নিট লাভের উপর শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন বিশদরূপে আরটি

কেলস্ অব এসোসিয়েশনে বর্ণিত হইয়াছে। কোম্পানীর হেড আফিসে আসিলে ইহা সকলেই দেখিতে পাইবেন। নতুবা ॥৹ আনা মূল্যে উহা ক্রয় করা যাইতে পারে।

৩। কোন অংশীদার একশত অংশ অর্থাৎ পাঁচ হাজার টাকার সেয়ার গ্রহণ না করিলে ডিরেক্টার হইতে পারিবেন না। ডিরেক্টারগণ প্রত্যেকেই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

৪। ডিরেক্টারগণ প্রত্যেক মিটিংএ উপস্থিতির জন্য ১০৲ টাকা হারে ফি পাইবেন। কিন্তু পাঁচ লক্ষ টাকার অংশ বিক্রয় না হওয়া পর্য্যন্ত কোন ডিরেক্টার কোন ফি পাইবেন না।

৫। অংশ বিক্রয়ের কমিশন ও তাহার বন্দোবস্ত করার ব্যয় বাবদ শতকরা পাঁচ টাকার উপর খরচ হইতে পারিবে না।

৬। কাহাকেও কোন কমিশন ফি কিংবা কোন অরগানাইজিং ফি দেওয়া হয় নাই।

৭। নগদ টাকা লওয়া ভিন্ন অন্য কোনভাবে কাহাকেও কোন প্রকার শেয়ার দেওয়া হয় নাই। ম্যানেজিং ডিরেক্টারগণের পূর্ব্বের বর্ণিত স্বার্থ ভিন্ন অন্য স্বার্থ নাই।

৮। বিক্রয় করার যোগ্য অংশ অপেক্ষা অধিকসংখ্যক অংশের জন্য আবেদন পত্র পাইলে অল্পসংখ্যক সেয়ার এলটুমেন্ট হইবে ও বাকী টাকা এলটুমেন্ট ও কলের জন্য আমানত জমা থাকিবে।

ঘটক আয়রণ ওয়ার্কস্

কলিকাতা-প্রদর্শনীর অন্যান্য দ্রষ্টব্য দ্রব্যাদির মধ্যে ঘটক আয়রণ ওয়ার্কসের কলকব্জাগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ইঁহারা ধানভানা কল (হস্ত, গরু ও ইঞ্জিন দ্বারা চালিত), দাল কল, আটা-কল, পাম্প প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে চাউল-কল বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী বাবু উমাপতি ঘটক মহাশয়ের পিতা ৺জগদীশ্বর ঘটক মহাশয় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। সে আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। আজ প্রতি ঘরে ঘরে, প্রতি দেশে দেশে প্রায় সর্ব্বত্রই চাউলকল স্থাপিত হইয়াছে ও তদ্দ্বারা ভারতের বহুলোক প্রতিপালিত হইতেছে। তাঁহারই আবিষ্কৃত ধান-সিদ্ধ-কল ব্যবহার করিয়া সুদূর বর্ম্মা, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে বহু বিদেশী ব্যবসায়ী প্রভূত ধনশালী হইতেছেন।

উক্ত ঘটক আয়রণ ওয়ার্কস্ (ওরফে ঘটক এণ্ড কোম্পানী) ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় প্রথম দেশলাই প্রস্তুতের কলগুলি ব্যবসার উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করেন ও ভারতে যাহাতে অল্প মূলধনে ঐ ব্যবসা চলিতে পারে তাহার জন্য প্রভূত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁদের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া অনেকে দেশলাই প্রস্তুত এবং দেশলাইয়ের কল প্রস্তুত করিয়া বেশ লাভবান হইয়াছেন ও হইতেছেন।

১৯২৩-২৪ সালের কলিকাতা-প্রদর্শনীতে তাঁহাদের দেশলাই প্রস্তুত করার কলগুলি সকল লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং দেশলাই প্রস্তুত করা কলগুলির জন্য তাঁহারাই কেবল স্বর্ণপদক ও প্রথম শ্রেণীর প্রশংসা-পত্র পাইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানীর জলতোলা পাম্পগুলি বেশ সুন্দর হইয়াছে। ইহাতে চামড়া আদৌ নাই এবং এগুলি খুব মজবুত। প্রদর্শনীর কৃষিবিভাগের মাননীয় গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে কৃষিক্ষেত্র প্রদর্শন করিয়াছেন—তন্মধ্যে অন্যান্য পাম্পের ভিতর ঘটক আয়রণ ওয়ার্কসের একটি পাম্প স্থাপন করা হইয়াছে। উক্ত মূল্যের বিদেশী পাম্পের তুলনায় ইঁহাদের পাম্প সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ইহা বিশেষ গৌরবের কথা যে, ঘটক আয়রণ ওয়ার্কস তাঁহাদের প্রস্তুত অয়েল ইঞ্জিন প্রদর্শনীতে পরিচালনা করিয়া দেখাইতেছেন। তাঁহাদের উদ্ভাবনীশক্তি বিশেষ প্রশংসনীয়।

(স্বদেশী বাজার)

বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড্এর প্রস্পেক্টাস্

নির্দ্ধারিত মূলধন—১০,০০,০০০৲ (দশলক্ষ টাকা) ইশুড্ মূলধন—৬,০০,০০০৲ (ছয়লক্ষ টাকা) প্রত্যেক অংশ ১০৲ হিসাবে ৬০,০০০ অংশে বিভক্ত। নিম্নলিখিত-

ভাবে টাকা প্রদান করিতে হইবে:—দরখাস্তের সহিত ২৲, সেয়ার বিলি হইলে ৩৲, বক্রী টাকা ২॥০ হিসাবে দুইবারে দেয়। প্রথম তাগিদের পর অন্যূন ৩ মাসের মধ্যে দ্বিতীয় তাগিদ হইবে না।

উদ্দেশ্য

এই সঙ্ঘের মেমোর‍্যাণ্ডামে বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলির ব্যষ্টি বা সমষ্টিভাবে সিদ্ধিলাভের জন্য এবং বিশেষভাবে কলিকাতার সন্নিকটে একটি সূতা প্রস্তুত ও বস্ত্রবয়ন সংক্রান্ত তুলার কল প্রতিষ্ঠিত করাই এই কোম্পানীর মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রস্পেক্টাস

উপরিউক্ত কলে আপাততঃ ২০০৮ তাঁত এবং ৭২০০টী টেকো থাকিবে। যদ্যপি এই বর্ত্তমান প্রচেষ্টা বা উদ্যোগের প্রতি সাধারণ জনমণ্ডলী যথাসাধ্য সাহায্য, সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রদর্শন করেন তাহা হইলে এই কলটীর প্রসার ও বিস্তৃতিলাভের জন্য ভবিষ্যতে আরও বিশেষভাবে চেষ্টা করা যাইবে।

কলিকাতার সন্নিকটে উপরিউক্ত কোম্পানীর জন্য ৪৯/ বিঘা জমি গ্রহণের কথাবার্ত্তা চলিতেছে এবং এস্থানে কুলিমজুর আমদানি, মাল রপ্তানি ও ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক প্রকার সুবিধা আছে। অধুনা মালমসলা ও কলকব্জার মূল্য অপেক্ষাকৃত কম থাকায়—আপাততঃ ২০০ তাঁত ও ৭২০০ টেকোযুক্ত এই কলটী নির্ম্মাণ করিয়া চালাইবার জন্য ছয় লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় সম্ভবতঃ হইবে না, এবং আশা করা যায় এই টাকার উপর বেশ লাভ পাওয়া যাইতে পারিবে।

পরিচালনা

এই কোম্পানীর কার্য্য একটী বোর্ড অব্ ডাইরেক্টার ও একজন ম্যানেজিং ডাইরেক্টার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে। মিঃ এইচ, এন, মল্লিক, এল, টি, এম, ইহার প্রথম ম্যানেজিং ডাইরেক্টার নিযুক্ত হইবেন। বয়নবিষয়ে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে,—এবং তিনি ভারতে এবং ভারতে বাহিরে এ বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বাঙ্গালা ও বোম্বাই প্রদেশে কাপড়ের কলে দায়িত্বপূর্ণ চাকুরি করিয়া আসিয়াছেন এবং বিগত ২০ বৎসর যাবৎ তুলার কারবার ও স্পিনিং এবং উইভিং শিল্প ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন।

ন্যূনকল্প চাঁদা

ন্যূনকল্পে ৩০০০ সেয়ার বিক্রী হইলে তবে ডাইরেক্টারগণ অংশ বিলি করিবেন।

উন্নতিকর্ত্তা

এই কোম্পানীর যাঁহারা প্রমোটার তাঁহারা তজ্জন্য কোন প্রকার বৃত্তি বা পারিতোষিক পাইবেন না।

প্রাথমিক খরচ

এই কোম্পানীর গঠন ও বাজারে প্রচলনের জন্য সর্ব্বপ্রকার প্রাথমিক খরচা কোম্পানী বহন করিবেন এবং ঐ খরচা দালালি বাদে আনুমানিক হিসাবে ৫০০০৲ টাকার অধিক হইবে না।

সেয়ার বিক্রয়ের জন্য কমিশন

কেহ কোম্পানীর সেয়ার বা অংশ বিক্রয় করিলে বা বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইলে (বিনা সর্ত্তে বা কোন সর্ত্তের বশবর্ত্তী হইয়া) এবং কোম্পানী ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে কমিশন দিতে পারেন; কিন্তু তাহার পরিমাণ ক্ষেত্রে শতকরা ৫৲ টাকার অধিক হইবে না।

কে ডাইরেক্টার হইতে পারিবে ?

কোম্পানীর লিপিবদ্ধ কানুনমতে স্বীয় নামে অথবা অপর কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের তরফে বা কোন কোম্পানীর ট্রাষ্টিস্বরূপ অথবা অন্য যে কোন প্রকারে অন্যূন একশত সেয়ার গ্রহণ করিলে এই কোম্পানীর ডাইরেক্টার পদভুক্ত হইতে পারা যায়।

ডাইরেক্টারগণের পারিশ্রমিক

কোন ডাইরেক্টার বোর্ডসভায় উপস্থিত হইলে কোম্পানীর তহবিল হইতে ১৬৲ টাকা বা কোম্পানীর সাধারণ-সভায় স্থিরীকৃত তাহারও অধিক টাকা পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন এবং যাতায়াত, প্রত্যেক দিনের রাহা খরচ বাবদ প্রতি মাইলে ।৵০ হিসাবে পাইবেন, যদি তিনি সভাস্থল হইতে ৬ মাইলের অধিক দূরে বাস করেন। যদ্যপি কোন ডাইরেক্টার কোম্পানীর কার্য্য পরিদর্শন হেতু আফিস কিংবা কলে আসিয়া দুইঘণ্টা কার্য্য পরিদর্শন করেন, তাহা হইলে তিনিও উপরোক্ত রাহা খরচ পাইবেন ; কেবল এই পরিদর্শন কার্য্য সপ্তাহে একবারের অধিক হইতে পারিবে না। এতদ্ব্যতীত অংশীদারগণের মধ্যে বিভাজ্য কোম্পানীর নিট্ লাভের এক-দশমাংশ বোনাসরূপে ডিরেক্টারগণের প্রাপ্তব্য। যে সময়ের জন্য উক্ত নিট্ লাভ হিসাব করা হইবে, তাহার ভিতর বোর্ডের যতগুলি সভা আহুত হইবে তাহাদের শতকরা ৭৫টীতে যে সব ডাইরেক্টার উপস্থিত থাকিবেন, তাহাদের মধ্যেই উক্ত বোনাস্ সমান-ভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

চুক্তিপত্র

নিম্নলিখিত চুক্তিনামা কোম্পানীর তরফ হইতে কোম্পানী কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

মিঃ এইচ্, এন, মল্লিক এবং এই কোম্পানীর মধ্যে একখানি কণ্ট্রাক্ট সহি হওয়া চাই যদ্দারা প্রথমোক্ত মল্লিক মহাশয়কে অবধারিত ১০ বৎসরের জন্য ম্যানেজিং ডাইরেক্টার নিযুক্ত করা হইবে (কেবল যদি তিনি এসোসিয়েশনের মন্তব্যের ৯৪ ধারা ক হইতে চ পর্য্যন্ত বর্ণিত উপধারান্তর্গত কারণের বশবর্ত্তী হইয়া ডাইরেক্টার পদ রহিত হেতু উহা ত্যাগ করেন তবে স্বতন্ত্র কথা) উল্লিখিত ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের পারিশ্রমিক (ডাইরেক্টার স্বরূপে তাঁহার পারিশ্রমিক ব্যতীত) নিম্নলিখিত ভাবে ধার্য্য হইবে—

(১) মাসিক বেতন ৫০০৲ হইতে প্রতি বৎসর ১০০৲ হারে বৃদ্ধি হইয়া ১২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইবে।

(২) প্রতি বর্ষে খাঁটি মুনাফার উপর শতকরা ৫৲ টাকা হারে কমিশন। মুনাফার পরিমাণ এতটা হওয়া আবশ্যক যাহাতে আদায়ী টাকার উপর অনায়াসে শতকরা ৫৲ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড দেওয়া যাইতে পারিবে।

দলিল দস্তাবেজ পরিদর্শন

এই কোম্পানীর পাণ্ডুলিপি ও নিয়মাবলীর কপি বা উপরোক্ত চুক্তিপত্রের খসড়া আফিসকালীন যে কোন সময়ে কোম্পানীর রেজিষ্টারীকৃত আফিস-গৃহে পরীক্ষা করিতে পারিবেন। কোম্পানীর এসোসিয়েশনের পাণ্ডু-লিপির একখণ্ড ইংরাজী মুদ্রিত নকল এই অনুষ্ঠানপত্রের সহিত সংযুক্ত করা হইল।

সেয়ারের বা অংশের জন্য আবেদন

সেয়ারের জন্য দরখাস্ত করিতে হইলে কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ফরমে দেয় টাকা সহ ডাইরেক্টরগণের নিকট আবেদন করিতে হইবে। যদি সেয়ার বণ্টন না করা হয়, তাহা হইলে ডিপজিটের পুরা টাকা ফেরত দেওয়া হইবে এবং যদ্যপি প্রার্থিত অংশ-সংখ্যা অপেক্ষা অল্প-সংখ্যক সেয়ার বিলি করা হয়, তাহা হইলে ডিপজিটের বক্রী টাকা বাকী দেয় টাকার পরিশোধ-কার্য্যে নিয়োজিত হইবে। বিলীকৃত সেয়ারের দরুণ দেয় টাকা না দিতে পারিলে সেয়ার বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা মন্তব্যলিপিতে লিখিত আছে।

নানাবিধ

অন্যতম ডাইরেক্টার মিঃ এইচ, এন, মল্লিক ম্যানেজিং ডাইরেক্টাররূপে এই কোম্পানীর উন্নতিবিধান করিবেন।

অনুষ্ঠানপত্র ও অংশের আবেদন-পত্র কোম্পানীর রেজিষ্টারীকৃত আফিসে পাওয়া যাইবে।

যাঁহারা অংশের জন্য আবেদন করিবেন এবং অংশ প্রাপ্ত হইবেন তাঁহারা এই কোম্পানীর নিয়মাবলী ও পাণ্ডুলিপি

সম্যক অবগত আছেন বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। কোম্পানীর সমুদায় সেয়ারগুলি সাধারণ সেয়ার জানিবেন।

সভ্যগণের ভোট

হস্তোত্তলনকারী উপস্থিত প্রত্যেক সভ্যের এক ভোট লেখা হইবে। স্বয়ং অথবা প্রতিনিধির দ্বারা উপস্থিত প্রত্যেক সভ্যের এক হইতে দশ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রত্যেক সেয়ারের উপর এক ভোট। প্রথম দশ ছাড়িয়া দ্বিতীয় দশ হইতে একশত পর্য্যন্ত প্রতি দশ সেয়ারের উপর অধিকন্তু এক ভোট এবং প্রথম একশত অতীত হওয়ার পর প্রতি একশত সেয়ারের উপর আরও এক ভোট। যত্তপি কোন সভ্য-তালিকা-ভুক্ত সঙ্ঘসভ্য নহেন এরূপ কোন ব্যক্তিকে প্রতিনিধি স্বরূপে প্রেরণ করেন তাহা হইলে সেই প্রতিনিধি হস্তোত্তলন দ্বারা সঙ্ঘের পক্ষে ভোট দিবার অধিকারী হইতে পারিবেন।

এই সঙ্ঘের নিয়মাবলী-পুস্তকে ইহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, এই কোম্পানীর খাঁটি মুনাফার শতকরা এক টাকা হিসাবে লইয়া তাহা দ্বারা শ্রমজীবিগণের উন্নতি ভাণ্ডার নামে একটি ফণ্ড খোলা হইবে এবং তাহা সমস্তই এই কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের নানাবিধ উপকারে ও উন্নতিবিধানে ব্যয়িত হইবে।

কলিকাতায় কাপড়ের ব্যবসা

কলিকাতার মাড়োয়ারী বস্ত্র ব্যবসায়ীদের সহিত বাঙ্গালী বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের এক কলহ আরম্ভ হইয়াছে। মারোয়াড়ীরা পূর্ব্বে বাঙ্গালীদিগকে যে সমস্ত সুবিধা দিত এক্ষণে আর সে সমস্ত সুবিধা দিতে রাজী নহে। এজন্য বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা স্থির করিয়াছে যে, তাহারা মাড়োয়ারী-দের নিকট হইতে কাপড় কিনিবে না এবং বিলাতী কাপড়ের ব্যবসা একেবারে বন্ধ করিয়া দিবে।

কলিকাতার কাপড়ের বাজারের রিপোর্টে প্রকাশ যে, খুচরা মাল বেশ বিক্রয় হইতেছে বটে, কিন্তু পাইকারী বাজার নিতান্ত মন্দা। মাল মোটেই কাটিতেছে না। ধোয়া ছিট ও জামার কাপড় কিছু কিছু কাটিতেছে।

রেঙ্গুন হইতে কলিকাতায় ৪০০ গাঁইট ছাতার কাপড় আসিয়াছে।

সুতার বাজার অত্যন্ত মন্দা। বিলাতী সুতার দর অনেক নামিয়া গেলেও কাটতি তেমন হইতেছে না। ল্যাঙ্কা-শিয়ার যথেষ্ট সুতা বিক্রয় করিতে না পারিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। মহাযুদ্ধের পর ল্যাঙ্কাশিয়ারে ২০৭টি কোম্পানী গঠিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১৪৫টি গত তিন বৎসর কোন লাভ করিতে পারে নাই। অবশিষ্ট ৬২টির মধ্যে ১৯২৮ সনে মাত্র ২৮টি কোম্পানী কথঞ্চিৎ লভ্যাংশ দান করিয়াছে। মোটের উপর এই সমস্ত কোম্পানীতে যে পরিমাণে মূলধন খাটিতেছে তাহাতে প্রতি শত টাকায় আট আনারও কম লভ্যাংশ প্রদত্ত হইয়াছে।

শীতের প্রারম্ভে গরম কাপড় কিছু কিছু বিক্রয় হইয়া-ছিল, কিন্তু শীত অকস্মাৎ কমিয়া যাওয়ায় গরম কাপড় বিক্রয় একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

এ বৎসর বহু গরম কাপড় অবিক্রীত থাকিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

প্রতি বৎসরই কংগ্রেসের পর বিদেশী বস্ত্র বয়কটের জন্য একটা আন্দোলন আরম্ভ হয়। কিন্তু কিছুদিন পরেই সেই আন্দোলন থামিয়া যায়, সুতরাং কাপড়ের বাজারের উপর এই আন্দোলনের তেমন কোন প্রভাব পড়ে না। এবৎসরও আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সেই আন্দোলনের মধ্যে ঐকান্তিকতার নিতান্ত অভাব। সুতরাং ব্যবসায়ীরা আবশ্যকমত বিলাতী মালের অর্ডার দিতেছে।

এদিকে বোম্বাইতে অবিরত শ্রমিক হাঙ্গামার ফলে তথায় কাপড়ের কারখানাগুলি একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ফলে দেশী কাপড়ের বাজার চড়িয়া যাইতেছে। (হিন্দু)

ভারতীয় শস্যের রূপান্তর

দুনিয়ায় পরিবর্ত্তনের ঢেউ বহিয়া যাইতেছে। মানুষ প্রাণী সকলেরই চেহারা বদলাইয়া গিয়া নতুন আকার ধারণ করিতেছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে উদ্ভিদ-জগতেও কম রূপান্তর সাধিত হইতেছে না। আজ যে চিজটা বিস্বাদ বা বিষযুক্ত, কাল সেটা মানুষের উপাদেয় আহার্য্য সামগ্রীতে পরিণত হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ আলুর কথা বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য জগতে বিজ্ঞানের এই সাধনা বহু পূর্ব্ব হইতেই আরব্ধ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের কৃপায় আমাদের দেশেও সে সম্বন্ধে অল্পবিস্তর কাজ হইতেছে। আমাদের বাপ ঠাকুরদাদা যে যে জিনিষ খাইত, ভবিষ্যতে আমরা আর সেইসব পুরাণা চিজ খাইব না। এখনই হউক বা কিছুদিন পরেই হউক সম্পূর্ণরূপে নতুন নতুন চিজ আমাদের পাতে পড়িতে থাকিবে।

এই নতুন কাণ্ডের সূতিকাগার পুসার সরকারী কৃষিক্ষেত্র। পুসা এগ্রিকালচারাল ইনষ্টিটিউট্ শস্য জগতে এক অভিনব রূপান্তর আনয়নের প্রয়াসী। উদ্দেশ্য সমস্ত গবেষণার ফলাফল প্রাদেশিক এজেন্সিসমূহের ভিতর দিয়া গোটা দেশে প্রচার করা। নিম্নে এই গবেষণার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদর্শিত হইতেছে। আশা করি এ সম্বন্ধে কেহ অসহযোগ ব্রত অবলম্বন করিবেন না।

এই ইনষ্টিটিউটে একজন ইকনমিক বোটানিষ্ট নিযুক্ত আছেন। ইঁহার তাঁবে শস্যের রূপান্তর সম্বন্ধে গবেষণা চলিয়া থাকে। গবেষণার ফলে দেখা যাইতেছে যে, পুসার ৫২নং হুলযুক্ত দোআঁশলা গম ও হুলবিহীন ৮০-৫নং গমের সব চেয়ে বেশী ফলন হয়, ইহাদের বিচালী খুব শক্ত এবং এই সমস্ত গমে মশে পোকাও ধরে না। এই ৫২নং হুলযুক্ত গমের প্রথমে আবাদ করা হয় বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্য-প্রদেশে। পাঞ্জাবের মাটীতে এই গম বিহার বা যুক্তপ্রদেশের মতই সুফল প্রসব করিয়াছে। পুসা কৃষিক্ষেত্রের সকল প্রকার গমের মধ্যে ৮০-৫নং হুলবিহীন গমই ফলিয়াছে সব চেয়ে বেশী। একর প্রতি ফলন দাঁড়াইয়াছে ২,৫০০ পাউণ্ড।

আমেরিকার দুই জাতীয় তামাক সম্বন্ধেও গবেষণা করা হইয়াছে। ইহা দেশী তামাক অপেক্ষা সকাল সকাল ফলে। বার্লি তামাক অ্যাক্ নামক যন্ত্রে বাতাস শূন্য অবস্থায় তৈয়ার করিয়া লইলে উহার রং মেহগিনি কাঠের রংএর মত হয়। উচ্চশ্রেণীর পাইপে করিয়া সেবনের উপযুক্ত তামাকেরই রং মেহগিনির রংএর মত। বিশেষভাবে গঠিত তামাক-প্রস্তুতের ঘরে নিয়মমত তাপ দিয়া লইয়া দেখা গিয়াছে যে, তামাক সম্বন্ধে গবেষণার ফল বেশ সন্তোষজনকই দাঁড়াইবে। এখন এই সমস্ত তামাক কিরূপ পোড়ে, ইহা সেবন-উপযোগী কিনা এবং তামাক-প্রস্তুত-ঘরে কিভাবে তাপ দেওয়া যাইতে পারে এসম্বন্ধে গবেষণা করা হইতেছে।

মসিনা লইয়া একবার দো-আঁশলা মসিনা তৈয়ার করা হইয়াছিল। এই দো-আঁশলা মসিনার সঙ্গে নতুন মসিনার সংযোগে, আরও কয়েক প্রকার দো-আঁশলা মসিনার বীজ বেশ জোরালো ধরণের হইয়াছে অথচ ইহা গাঙ্গেয় প্রদেশের পলি মাটীর সম্পূর্ণরূপে উপযোগী। ইহাকে যে সমস্ত মসিনার আবাদ করা হইয়াছে তার মধ্যে পুসার ৪৬নং মসিনাই সব চেয়ে অধিক কাজের হইয়াছে। আরও অনেক শস্যের ক্রমোন্নতি সাধনের চেষ্টা করা হইতেছে; যথা—জই, যব, ভুট্টা, গ্রাম প্যাপ্রোয়ার, তিল, কলাই জাতীয় শস্য, মুগ, ইউরিড, মসুর ইত্যাদি। গবেষণা

সম্বন্ধে মোটামুটি কি করা হইতেছে তাহার আভাষ মাত্র দেওয়া হইল; এখন দেখিতে হইবে এক একটী বিশেষ বিশেষ শস্য সম্বন্ধে কিরূপ কার্য্য করা হইয়াছে।

গম

পুসা কৃষিক্ষেত্র হইতে নানা জাতীয় গমের বীজ বেসরকারী লোকের নিকট ও প্রাদেশিক কৃষি বিভাগগুলির নিকট দান করা হইয়াছিল। নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

			মণ
পুসা ৪নং	...	...	৬৬
„ ১২নং	...	...	৭৮
„ ৫২নং	...	...	৬০
„ ৮০-৫নং	...	...	১৫
„ ৯০নং	...	...	৯

গুরুদাসপুর কৃষিক্ষেত্রে পুসার ৮০-৫নং গমের ফলন একর প্রতি ২৭ মণ ১৪ সের দাঁড়াইয়াছে, এবং পুসা ৫২নং গম ঐ ক্ষেত্রে একর প্রতি ২৩ মণ, ৩৫ সের দাঁড়াইয়াছে।

দো-আঁশলা পুসা গমের সহিত ফেডারেশান-গমের সংযোগে আর একপ্রকার দোকর-দো-আঁশলা গমের পয়দা করা হইয়াছে। যে সকল গম বিলম্বে ফলে সেই সকল গম লইয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পরীক্ষা করা হইতেছে। বিহার অপেক্ষা এই প্রদেশে ঐরূপ গম ভাল ফলিবার সম্ভাবনা। পুসার নির্ব্বাচিত গমসকল মশে ধরার হাত থেকে কিরূপে রক্ষা করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে এই কৃষি-গবেষণা ভবনে গবেষণা চলিতেছে।

ওট বা জই

পুসার নির্ব্বাচিত নয় প্রকার জইয়ের সহিত মিরাটের এক প্রকার জই বোনা হইয়াছে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট আরও তিন প্রকার জই আগামী বারে বোনা হইবে। আমেরিকা হইতে ছয় প্রকার জই আমদানি করিয়া অল্পমাত্রায় বোনা হইয়াছে। আমেরিকান জই সময় মতই পাকিয়াছে, কিন্তু আমেরিকান জইয়ের বীজ হইয়াছে পাতলা ও ছোট। ছয়-রকম আমেরিকান জইয়ের একটীও বিহারী জইয়ের চেয়ে ভাল নয়। ইয়োরোপীয়ান জইয়ের দোষ এই যে, ইহা দেরীতে ফলে। কিন্তু ভারতীয় জইয়ের বিচালী অপেক্ষা এই সমস্ত জইয়ের বিচালী অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং এই ইয়োরোপীয় জইগুলির সহিত ভারতীয় জই সংযুক্ত করিয়া দো-আঁশলা জই তৈরির চেষ্টা করা হইতেছে। স্কচ্ পটেটো জাতীয় জইয়ের সহিত দুই প্রকার পুসা জই সংযুক্ত করা হইয়াছিল। এই সংযোগ কিন্তু বেশ সহজে সাধিত হয় নাই। দো-আঁশলা যে জই এই দুয়ের সংমিশ্রণে জন্মলাভ করিয়াছে তাহা বিচালী হিসাবে বিলাতী জইয়ের অনুরূপ; কিন্তু ফলিয়াছে ঠিক ভারতীয় জইয়ের মত অল্প সময়ের মধ্যে।

যব

যব সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণা করা হইয়াছে। ১৯২৬-২৭ সনে খোসাযুক্ত ও খোসাহীন এই দুই যবের সংযোগে নানা প্রকার দোআঁশলা যব তৈয়ার করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী বৎসরে এই দো-আঁশলা বীজ বপন করা হইয়াছে। এই সনে হেল্মিন্থস্পরিয়াম নামক রোগে যবের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, এবং বৃষ্টি ও প্রবল বাতাস ইত্যাদির জন্য পরীক্ষা-ক্ষেত্রসমূহের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে।

ভুট্টা

১৯২৫-২৬ সনের নির্ব্বাচনের ফলে মাত্র দুই জাতীয় ভুট্টা রাখার বন্দোবস্ত হয়। একটী শাদা দানা বিশিষ্ট ও আর একটী হলদে দানাবিশিষ্ট। একপ্রকার আমেরিকান ভুট্টাও আবাদ করা হইয়াছিল। কিন্তু বিহারের আব-হাওয়ায় তত সুফল ফলে না।

তামাক

পুসা ২৮নং তামাক আমেরিকা থেকে আমদানি অ্যাড্কক্ ও বার্লি নামক দুই প্রকারের তামাকের সহিত দুই দুই বার সংযোগ করা হয়, এই দোকর দো-আঁশলার প্রায় ৮,০০০ হাজার চারা লাগান হয়। বেশ শক্ত ধরণের তামাকের গাছ যাহাতে হয় ও ইহাতে আমদানি তামাকের

স্বাদ গন্ধ এবং দাহশক্তিও যাহাতে থাকে, এই ছিল এই গবেষণার উদ্দেশ্য। সমস্ত তামাক গাছের ফুল ফোটার তারিখ, পাতার ক্ষেত্র ফল, উচ্চতা ও পাতার সংখ্যা—এই সমস্ত রেকর্ড করিয়া রাখা হয়। আমেরিকান তামাক দুইটী পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, বিহারের মাটীতে বেশ সকাল সকাল এই তামাকের চারা পুতিলে বেশ সুফল ফলে। আলোচ্য বৎসরের পূর্ব্ব বৎসর জুলাইয়ের শেষে এই তামাকের বীজ বপন করা হয়। জুলাইয়ের শেষে এবং আগষ্টের শেষে রোপণ করা হয়। এইরূপ করার ফলে এই দুই জাতীয় তামাকের যথেষ্ট পরিমাণে ফলন হয়। বিহারী বার্লি তামাকের পাতার রং মেহগিনির সদৃশ এবং স্বাদ ও সুন্দর। ইহা পাইপে সেবনের উপযুক্ত। একর প্রতি ইহার ফলন হয় ১,৩০০ পাউণ্ড। অ্যাড্‌কফ্‌ তামাকের ফলন হয় একর প্রতি ৯০০ পাউণ্ড; আর এই তামাক তৈরি করা অপেক্ষাকৃত শক্ত।

বিহারের প্রতিকূল জলহাওয়ার দরুণ অ্যাড্‌কফ তামাক তৈয়ার করা মুস্কিল হইয়া পড়িয়াছে। ঠিক উজ্জ্বল রং করিতে পারা যায় নাই। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য পুসার উদ্ভিদ্‌ বিভাগে আমেরিকার তামাক উৎপাদনের জেলাগুলিতে চলতি একরূপ তামাক প্রস্তুত-গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। একটী ছোট ঘরের চারিদিক্‌ বন্ধ করিয়া ফেলা হইয়াছে। ইহার একদিক্‌কার দেয়ালে একটী আগুনের চুল্লী থাকে। এই চুল্লীর সহিত একটী ফাঁপা নল লাগান আছে। নলটী সমস্ত ঘর ব্যাপিয়া থাকে। নলের শেষভাগে থাকে ধূম-নির্গমের চিম্‌নী। ইন্ধনের পরিমাণ অনুসারে ঘরের তাপ ইচ্ছামত বাড়ান কমান যাইতে পারে। ইহার জন্য কয়েকটী ভেন্টিলেটারও দেয়ালের গায়ে লাগান আছে। এই ভেন্টিলেটার বা ছোট ছোট জানালাগুলি ইচ্ছামত খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারা যায়। এইরূপ তামাকের ভাঁটী কি প্রণালীতে ব্যবহার করিতে হয় দেখা যাউক। তামাক রীতিমত পাকিলে পর তামাক কাটিতে হইবে। পাতাগুলি এক-মাপের হওয়া চাই এবং কোন্‌ কোন্‌ সময় তাপ বাড়াইতে হইবে সেবিষয়ে অভিজ্ঞতা চাই। এইগুলি জানাই মোটামুটি দরকার। পুসায় সকাল সকাল যে তামাক লাগান হইয়াছিল তাহা জানুয়ারিতে পাকে। ভাঁটীতে প্রস্তুত করিয়া লওয়ার পর রং দাঁড়ায় উজ্জ্বল কমলালেবুর মত হল্‌দে। আমেরিকার তামাকের মধ্যে অ্যাড্‌কফ্‌ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার তিনটী বিশেষ গুণ। উজ্জ্বল হল্‌দে রং, বিশিষ্ট দাহ-শক্তি ও অপূর্ব্ব স্বাদ। বিহারে উৎপন্ন অ্যাড্‌কফ্‌ তামাকের রংটা উজ্জ্বল হইয়াছে, স্বাদ দাহশক্তি যাতে আমেরিকান তামাকের মত হয় সে জন্য গবেষণা চলিতেছে। বোটানিক্যাল বিভাগ আশা করে যে, তাহারা এই বিষয়েও কৃতকার্য্য হইবে।

তৈলবীজ

কয়েক প্রকার পুসা-মসিনার ভিতর দো-আঁশলা বীজ উৎপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছিল। এমন কয়েক প্রকার দোআঁশলা বীজ তৈয়ার হইয়াছে যাহা গাঙ্গেয় পলিমাটীর উপযোগী।

কয়েক জাতীয় পুসা দোআঁশলা মসিনা ইরাকরুস্তম সরকারী কৃষিক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছে। পুসা ১৫নং, ২৯নং, ৪৬নং, ৫০নং এবং ৫৫নং বীজ লইয়া সেখানে পরীক্ষা করা হয়। পুসার ৪৬নং বীজই সবচেয়ে অধিক কার্য্যকর হইয়াছে। অন্য জাতীয় বীজের তুলনায় পুসার বীজে কিরূপ ফলন হইয়াছে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

বিভিন্ন জাতীয় মসিনা		প্রতি একরের ফলন পাউণ্ড
ক্যাসাব্লাঙ্কা মরোক্কো	...	৬৭৮
যুক্তপ্রদেশ	...	৬৩১
মধ্যপ্রদেশ	...	৬৫৫
পুসা ৪৬নং	...	৯৩৯

ইরাকে এতদিন ধরিয়া ক্যাসাব্লাঙ্কা মরোক্কোরই যথেষ্ট আদর ছিল। আজ পুসার মসিনা সেই স্থান অধিকার করিয়া লইতেছে।

অরহর, নানা জাতীয় কলাই এবং আরও কয়েক প্রকার বিদেশী ফসলের সম্বন্ধেও গবেষণা করা হইতেছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য বিভিন্ন জাতীয় বীজের মধ্যে পরস্পর

মিশ্রণের ফলে কিরূপ দো-আঁশলা বীজ পাওয়া যায়, তার ফলনই বা কিরূপ হয়, আর তার খাদ্যশস্যরূপে গুণাগুণই বা কি দাঁড়ায় তা দেখা। আক সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কইম্বাটুরের আকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পুসার শিক্ষায় আজ ভারতের অনেক স্থানেই কইম্বাটুর ইক্ষুর আবাদ চলিতেছে।

আদ্‌লে

পুসা কৃষিক্ষেত্রে আর একটী নূতন ফসলের পরীক্ষা চলিতেছে, তাহার নাম আদ্‌লে। আদ্‌লের উপরের খোসা শক্ত ও আকারে ছোট ছোট গোল গুটিযুক্ত। পূর্ব্বে ইহা অলঙ্কারস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। ইহা দ্বারা মালা গাঁথিয়া গলায় পরা হইত। কিন্তু পরে পরীক্ষাদ্বারা দেখা যায় যে, ইহার ভিতরের শাঁস উৎকৃষ্ট খাদ্য। ফিলিপাইন দ্বীপে ইহা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে এবং সেখানে ইহার চাহিদা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ভারত গবর্মেণ্টও খাদ্যশস্যরূপে ইহা এ দেশে চালাইবার অভিলাষী।

খাদ্যশস্য হিসাবে জোয়ারের স্থান ইহা দখল করিতে পারে কিনা সেইটা দেখাই গবর্মেণ্টের উদ্দেশ্য। দুঃখের বিষয় পুসায় এ ফসল ভাল হয় না। গাছগুলি আকারে অত্যন্ত ছোট হইয়াছে। সুতরাং বিহারে এই শস্যের আবাদ চলিতে পারে না।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে বিদেশী জাহাজের টনেজ

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ২৫ বৎসরের প্রায় ১০ বৎসর অন্তর তিনটী বাণিজ্যপ্রধান বৎসর ধরিয়া কোন্ বৎসরে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে কোন্ দেশের জাহাজের টনেজ কত ছিল, তাহার একটা হিসাব লওয়া হইয়াছে। প্রথম ১৯০৩-০৪ সনের; তৎপর ১৯১৩-১৪ সনের অথবা যুদ্ধের সমসাময়িক বৎসরের এবং সর্ব্বশেষে ১৯২৪-২৫ সনের হিসাব দেখান হইয়াছে।

আলোচ্য কয়েক বৎসরেই ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে বিলাতী জাহাজের টনেজের পরিমাণ প্রায় ঠিকই ছিল।

জাপানী জাহাজের টনেজ ১৯০৩-০৪ সনে মোট টনেজের শতকরা ৪·৫ ভাগ, এবং ১৯২৪-২৫ সনে শতকরা ৬·৯ ভাগ ছিল। উভয় বৎসরেই জাপান টনেজে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৯১৩-১৪ সনে অথবা যুদ্ধের ঠিক পূর্ব্বে জাপানী জাহাজের টনেজ কমিয়া শতকরা ৩.৪ ভাগে ঠেকে। ঐ বৎসর জাপান চতুর্থ স্থানে নামিয়া আসে।

অষ্ট্রীয়া ও হাঙ্গেরি এই দুটী দেশ যুদ্ধের সময় হইতে পরস্পর সম্পূর্ণ আলাদা হইয়া যায় এবং এই যুদ্ধের পর হইতে ভারতের ব্যবসার সঙ্গে এক রকম ইহাদের সম্বন্ধ লোপ পাইয়া গিয়াছে। ১৯২৪-২৫ সনে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে মোট টনেজের শতকরা মাত্র ৩ ভাগ জার্ম্মাণ জাহাজ খাটিয়াছে, ইহাতে জার্ম্মাণি মাত্র ষষ্ঠ স্থান পাইয়াছে।

যুদ্ধকালীন মধ্য-ইয়োরোপীয় শক্তিপুঞ্জের বিস্তর ক্ষতি হইয়া পড়ায় ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে ইতালী বেশ দুপয়সা কামাইয়া লইয়াছে। যুদ্ধের পর অষ্ট্রীয়ার সমস্ত জাহাজগুলি নিজ করতলগত হওয়ায় ১৯২৪-২৫ সনে ইতালী ভারতের সমগ্র বহির্ব্বাণিজ্যের টনেজের শতকরা ৫·৬ ভাগ নিজেদের জাহাজে বহন করে। এইরূপে ইতালী তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে মার্কিণ জাহাজের টনেজও বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের পর সাগর পারের বাণিজ্য বিষয়ে আমেরিকা নিজেদের জাহাজ চলাচলের অনেক আইনসঙ্গত সুবিধা ও সুযোগ লাভ করে। সেই সমস্ত সুখসুবিধার জোরে মার্কিণ জাহাজের টনেজ ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যে আজ বেশ বড় স্থান অধিকার করিয়াছে। মোট বাণিজ্যের শতকরা ৩·৪ ভাগ মাল বহিয়া আমেরিকা আজ চতুর্থ স্থান পাইয়াছে।

যে যে দেশের নাম করা হইল তাহাদের প্রায় সকলেই ভারতের সহিত বহির্ব্বাণিজ্যে নিজ নিজ অংশের অধিকাংশ মাল নিজেদের জাহাজে বহন করে। ১৯০৩-০৪ সনে এমন কি ১৯১৩-১৪ সনেও যে সমস্ত বিদেশী বাণিজ্য পোত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে মাল আনা-নেওয়া করিত

তাহাদের মধ্যে পারস্ত, আরব, চীন, দক্ষিণ আমেরিকা, মিশর, শ্যাম ও তুরস্ক এইসব দেশের জাহাজই বেশী ছিল। যুদ্ধের পর এসব দেশীয় জাহাজ আর প্রায় দেখা যায় না।

এবিষয়ে ভারতের অবস্থা অবশ্য অতি শোচনীয়। নিজ বহির্ব্বাণিজ্যে ভারতের নিজের জাহাজের টনেজ শতকরা মাত্র ১.৬ ভাগের বেশী নয়।

ষ্টেট্ রেলওয়েগুলির আয়

১৯২৮ সালের ১লা ডিসেম্বর যে সপ্তাহ (৩৪শ সপ্তাহ) শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে গবর্ণমেণ্ট অধিকৃত ষ্টেট্ রেলওয়েগুলির মোট আয় দাঁড়াইয়াছে ২·৪ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের আয়ের চেয়ে এই আয় ৭ লক্ষ টাকা বেশী ; কিন্তু গত বৎসরের এই একই সপ্তাহের আয়ের চেয়ে ১ লক্ষ টাকা কম। ১৯২৮ সালের ১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আয় দাঁড়াইয়াছে ৬৫·৯৬ কোটি টাকা অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের ঠিক এই সময়ের আয়ের চেয়ে ৪৭ লক্ষ টাকা বেশী। আলোচ্য বৎসরে ষ্টেট্ রেলওয়েগুলির বা কত আয় হইয়াছে আর তার পূর্ব্বের বৎসরেই বা কত আয় হইয়াছিল তাহার চার্ট নিম্নে দেওয়া হইল।

রেলওয়ে	১৯২৭—১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত (লক্ষ টাকা)	১৯২৮—১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত (লক্ষ টাকা)	বেশী + কম— (লক্ষ টাঃ)
এ, বি,	১৩৪	১৩৬	+২
বি, এন,	৫৭৫	৫৬৪	—১১
বি, বি, অ্যাণ্ড্ সি, আই,	৭০৯	৭৪২	+৩৩
বার্ম্মা	৩১৫	৩১০	—৫
ই, বি,	৪৫৮	৪৬৮	+১০
ই, আই,	১,৩৩০	১,৩২১	—৯
জি, আই, পি,	৯০৩	৯২১	+১৮
এম্, অ্যাণ্ড, এস, এম,	৫৩১	৫৭৪	+৪৩
এন, ডব্লিউ	১,০৫৭	১,০২৮	—২৯
এস, আই	৩৮৫	৩৮০	—৫

পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ, বার্ম্মা এবং সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ছাড়া অন্য সমস্ত রেলপথেই বেশী লাভ হইয়াছে।

১৯২৭ সনের ঠিক একই সপ্তাহের আয়ের তুলনায় দেখা যায়, ১৯২৮ সনের আলোচ্য সপ্তাহে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলার, নর্থ ওয়েষ্টার্ণ এবং বার্ম্মা রেলপথ ছাড়া আর সমস্ত রেলপথেই আয় বেশী হইয়াছে। মোটামুটি বেঙ্গল নাগপুরে আয় হইয়াছিল বেশী। প্রায় ২ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছিল কয়লা, লৌহ, তেলবীজ, গম ইত্যাদি গাড়ী বোঝাই করিবার জন্য। নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলপথেও ঐরূপ ৪½ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছিল তুলা, তেলবীজ, ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য গাড়ী বোঝাই হওয়ার জন্য।

জগতের দীর্ঘতম খাল ভারতে

যুক্তপ্রদেশে সর্দ্দা নামে একটি নদী আছে। নদীটির উৎপত্তিস্থান হিমালয়ে। ইহার উৎপত্তির দিকটা যুক্তপ্রদেশ ও নেপালের সীমা বাহিয়া প্রবাহিত। এই নদীটিতে প্রতি সেকেণ্ডে সাধারণতঃ ৫ হাজার ঘনফুট এবং প্রবল বন্যার সময় ৫ লক্ষ ৫০ হাজার ঘনফুট জল প্রবাহিত হয়। এই নদীটি হইতে ৪ হাজার মাইল দীর্ঘ একটি খাল গত ৮ বৎসর ধরিয়া নির্ম্মিত হইতেছে। সম্প্রতি ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। খালটি তাহার শাখাগুলি সুদ্ধ মোট ১ কোটি ১০ লক্ষ একর জমির (অর্থাৎ মিশরে কর্ষণযোগ্য যত জমি আছে তাহার সমান জমি) উপর দিয়া প্রবাহিত হইবে ; অনাবৃষ্টি হইলেও ১৫ লক্ষ একর জমি খালটি হইতে জল পাইতে পারিবে।

খালটির প্রথম ২৭ মাইল এবং খালের একটি প্রধান শাখার আরও ৪০ মাইল উত্তর ভারতের একটি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বনভূমির মধ্যে অবস্থিত। খাল নির্ম্মাণের প্রথম কয়েক বৎসর স্থানীয় বনের বাসিন্দা অসভ্য জাতির লোকগুলা ব্যতীত আর কেহ এই স্থানের জলবায়ু সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে নাই। ম্যালেরিয়া, বন্যজন্তু (হাতী ও বাঘ) ও দস্যু তস্কর—এই তিনের উপদ্রব কর্ম্মচারী ও মজুরদের অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিত। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য যথেষ্ট খরচ করিতে হইয়াছিল এবং বিপদ-

আপদের ভয় কমাইবার জন্য একটি ছোট রেলপথ ও একদল সশস্ত্র পুলিসের বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। এই স্থানের জলবায়ু এখনও এত অস্বাস্থ্যকর যে বৎসরে ৪ মাস কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখিতে হয়।

উৎপত্তি-স্থানে খালটি চওড়ায় ৩৫০ ফুট এবং গভীরতায় (জলপূর্ণ থাকিলে) ৮·১১ ফুট। যে সমস্ত নীচু জমির উপর খালের জল সরবরাহ করা হইবে, সেই স্থানগুলি পাছে বেশী জলে ভাসিয়া যায়, তাহার জন্য অনাবশ্যক জল বাহির করিয়া দেওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে ১ হাজার ৮ শত মাইল ড্রেন নির্ম্মিত হইতেছে। খালের উপরের দিক্‌টা অত্যন্ত বেশী ঢালু। তাহার জন্য দেশটি বেশী ধুইয়া না যায়, সেই উদ্দেশ্য মাঝে মাঝে বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া খালের গতি-বেগ কমানো হইয়াছে। খালটির উপর দিয়া যাতায়াতের জন্য ৩ হাজার সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর স্থানটি জাগ্‌বুরা নদীর নিকট। এই স্থানে ২৮টি ৬৪ ফুট ব্যাসওয়ালা পাইপের ভিতর দিয়া খালটিকে নদীর তলা দিয়া লইয়া আসা হইয়াছে।

খালের সাহায্যে যে স্থানের জল সরবরাহ বাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে, সেই স্থানটিতে ইতিপূর্ব্বেই যথেষ্ট চাষের কাজ চলিতেছিল, তবে খাল হওয়ার ফলে আরও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ফসলের চাষ হইবে আশা করা যায়। এখন এই স্থানে ৪ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ চলিতেছে; জাভাই ইক্ষুর চাষ কিছু কিছু প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু স্বাভাবিক জল-সরবরাহের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় বলিয়া কৃষকদের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। খাল নির্ম্মাণ শেষ হইলে আরও নিয়মিতভাবে জল পাওয়া সম্ভব হইবে। সুতরাং উক্ত অসুবিধাও দূর হইবে। ভবিষ্যতে এই স্থানটি ইক্ষু-উৎপাদন বিষয়ে ভারতের সর্ব্বপ্রধান স্থান বলিয়া গণ্য হইবে ইহা আশা করা যায়।

খালটি শেষ হইলে ইহা জগতের দীর্ঘতম খাল (ক্যানাল সিষ্টেম) বলিয়া গণ্য হইবে।

নির্ম্মাণে মোট ৯½ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। খাল হইতে গবর্ণমেণ্টের শতকরা ৭৷৹ টাকা হারে আয় হইবে আন্দাজ করা হইয়াছে।

১৯২৭-২৮ সনে কানাডার বহির্ব্বাণিজ্য

গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে ঐ বৎসরের কানাডার বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাব :—

আমদানি ও রপ্তানির মোট মূল্য—২৩৫ কোটি ৯৪ লক্ষ ১২ হাজার ৭শত ৬৩ ডলার। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধির পরিমাণ ৬ কোটি ৯ লক্ষ ৪৭ হাজার ১ শত ১৬ ডলার।

আমদানির মোট মূল্য—১১০ কোটি ৮৯ লক্ষ ৫৬ হাজার ৪ শত ৬৬ ডলার। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধির পরিমাণ ৭ কোটি ৮০ লক্ষ ৬৩ হাজার ১ শত ৬১ ডলার।

রপ্তানির মোট মূল্য—১২৫ কোটি ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ২ শত ৯৭ ডলার। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় হ্রাসের পরিমাণ ১ কোটি ৭১ লক্ষ ১৬ হাজার ৮ শত ৪৫ ডলার।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত কানাডার বহির্ব্বাণিজ্য

১৯২৭-২৮ সনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানির মূল্য ৭১ কোটি ৯৪ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯ শত ৫৪ ডলার।

১৯২৭-২৮ সনে কানাডা হইতে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির মূল্য ৪৭ কোটি ৮০ লক্ষ ৬ হাজার ১ শত ১৪ ডলার।

দেখা যাইতেছে যে, কানাডা যুক্তরাষ্ট্রে যত দামের মাল বেচিয়া থাকে তাহার প্রায় দেড়গুণ বেশী দামের মাল যুক্তরাষ্ট্র হইতে কিনিয়া থাকে।

কানাডা যুক্তরাষ্ট্র হইতে যত আমদানি করে তাহার ১/৪ ভাগের কিছু কম (১৯২৭-২৮ সনে ২৪ কোটি ৯০ লক্ষ ৮০ হাজার ৫২ ডলার মূল্যের) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশগুলা হইতে আমদানি করে। যুক্তরাষ্ট্রে কানাডার যত রপ্তানি যায় তাহার মাত্র ১/২৪ ভাগ বেশী রপ্তানি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দেশগুলায় যায়। কানাডার মোট রপ্তানির প্রায় ২/৫ ভাগ যুক্তরাষ্ট্রে যায়, মোট আমদানির প্রায় ৩/৪ যুক্তরাষ্ট্র হইতে আসে। বহির্ব্বাণিজ্য বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সহিতই কানাডার সম্বন্ধ যে সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ তাহা উপরের অঙ্কগুলা হইতে বুঝা যাইবে।

বিলাতে বেকার কমাইবার চেষ্টা

বিলাতে বেকার-সমস্যা এখন অত্যন্ত প্রবল। তবে ইহা সকল শিল্পের মধ্যেই ব্যাপ্ত নহে। কয়লা ও কাপড়ের ব্যবসার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই জন্য বেকারদের মধ্যে কয়লার খনির ও কাপড়ের কলের মজুরদের সংখ্যাই বেশী। কেবল কয়লার খনিগুলাতেই প্রায় ২ লক্ষ মজুর স্থায়িভাবে বেকার হইয়া আছে। বিলাতের শিল্পগুলাকে উন্নততর প্রণালীর উপর পুনর্গঠিত করিবার চেষ্টা এখনও প্রধানতঃ ইংল্যণ্ডের দক্ষিণদিকে পুরাদমে চলিতেছে। এই পুনর্গঠনের জন্যও এক শ্রেণীর বেকারের সৃষ্টি হইয়াছে।

বেকারের সংখ্যা কমাইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত উপায়গুলা অবলম্বন করিবেন স্থির করিয়াছেন :—

(১) রেল কোম্পানীগুলাকে 'স্থানীয় করের' শতকরা ৭৫ ভাগ (মোট ৪০ লক্ষ পাউণ্ড) রেহাই দেওয়া হইবে। খরচ আরও কমাইবার চেষ্টা না করিলে রেল-

কোম্পানীগুলা এই সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে না। আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে এই সুবিধা বলবৎ হইবে। ইহার ফলে লোহা, কয়লা, ইস্পাত ও কৃষিজ দ্রব্যের ভাড়া কমিবে এবং যন্ত্রপাতি-নির্ম্মাণের কারবারগুলার অবস্থার উন্নতি হইবে। রপ্তানির জন্য ও জাহাজের ব্যবহারের জন্য কয়লার ভাড়া টন প্রতি ৭১/২ পেনি এবং ইস্পাত গালাইবার কয়লার ভাড়া টন প্রতি ১০১/২ পেনি কমিবে।

(২) বার্ষিক ৬ লাখ পাউণ্ড ব্যয়ে খনি-প্রধান জেলা-গুলা হইতে ২১/২ হাজার বালক, ৯ হাজার অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষ ও ২১/২ হাজার পরিবারকে স্থানান্তরিত করিবার একটি স্কীম প্রস্তুত হইয়াছে।

(৩) বেকারেরা যাহাতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্যত্র বসতিস্থাপন করে, তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিবার ও সাহায্য করিবার জন্য বার্ষিক প্রায় ২০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করা হইবে।

(৪) রপ্তানিকারকরা বৈদেশিক অর্ডার সরবরাহ করিবার জন্য অনেক সময় ঋণ করিতে বাধ্য হয় এবং ক্রেতারা মালের দাম না দিলে ঋণ শোধ করিতে অসমর্থ হয়। ইহার ফলে রপ্তানির সাহায্যের জন্য ঋণ দুর্ল্ভ হইয়া উঠে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বিলাতে একটি আইন পাশ হয়। এই আইন অনুসারে স্থির হয় যে, বৈদেশিক অর্ডার যোগাইবার জন্য রপ্তানিকারকরা যে ঋণ করিবে গভর্ণমেণ্ট সেই ঋণের জন্য জামিন থাকিবেন; তবে অর্ডারগুলা গভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হওয়া চাই, নতুবা গবর্ণমেণ্ট ঋণের দায়িত্ব লইবেন না। এই আইনের মিয়াদ আগামী বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে ফুরাইবে। যাহাতে উক্ত ব্যবস্থা আরও দুই বৎসর চলিত থাকে তাহার জন্য নূতন আইন পাশ করিবার বন্দোবস্ত করা হইবে।

আর্জ্জেন্টিনাতে কার্ডবোর্ডের আমদানি

প্রতি বৎসর মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ 'কিলো'রও বেশী কার্ডবোর্ড আর্জ্জেন্টিনাতে আমদানি করা হয়। জার্ম্মাণি, ফিনল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ও সুইডেন—প্রধানতঃ এই কয়টী দেশ হইতেই আমদানি করা হইয়া থাকে। আর্জ্জেন্টিনার মোট যত কার্ডবোর্ডের দরকার হয় তাহার শতকরা ৮০ ভাগেরও অধিক উক্ত ৪টা দেশ জোগাইয়া থাকে।

আর্জ্জেন্টিনাতে ছাপিবার কালির আমদানি

১৯২৭ সনের প্রথম ৬ মাসে আর্জ্জেন্টিনা ১,৩০১,৫৮০ পাউণ্ড ছাপিবার কালি আমদানি করিয়াছিল। ১৯২৬ সনের প্রথম ৬ মাসের তুলনায় ইহা ৫৮,১৭৬ পাউণ্ড বেশী।

চিলিতে কাপড়ের আমদানি

সকলপ্রকার কাপড়ের আমদানির হিসাব :—

১৯২১ সনে—৬,১০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের ; বিলাত হইতে আমদানির পরিমাণ শতকরা ৪৯ ভাগ
১৯২৫ সনে—৬,৯০০,০০০ „ „ ; „ „ „ „ „ ৪০ „
১৯২৬ সনে—৬,১৭৫,০০০ „ „ ; „ „ „ „ „ ৪০ „

সূতার ও পশমী কাপড়ের আমদানি :—

১৯২১ সনে—৩,৮২৫,০০০ পাউণ্ড মূল্যের ; বিলাত হইতে আমদানির পরিমাণ শতকরা ৫৫ ভাগ
১৯২৬ সনে—৪,০০০,০০০ „ „ ; „ „ „ „ „ ৪২ „

পশমী কাপড়ের আমদানি :—

১৯২৫ সনে—১,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের
১৯২৬ সনে— ঐ

পারস্থে সূতার কাপড়ের আমদানি

পারস্থে বৎসরে কত মূল্যের সূতার কাপড়ের আমদানি করা হয় তাহার হিসাব :—

১৯২৪-২৫—২২৩,৮৩৫ ক্র্যান

১৯২৫-২৬—২৫৭,২৩০ „

১৯২৬-২৭—২১৯,১৬৭ „

১৯২৫-২৬ সনে বিলাত হইতে আমদানির মূল্য—১৩৯,০৫৭ ক্র্যান; ইহা মোট সূতার কাপড়ের আমদানির শতকরা ৫৪ ভাগ। ১৯২৬-২৭ সনে বিলাত হইতে আমদানির মূল্য—৯২,৮২১ ক্র্যান; ইহা মোট সূতার কাপড়ের আমদানির শতকরা ৪৩ ভাগ।

১৯২৫-২৬ ও ১৯২৬-২৭ সনে ভারত হইতে আমদানির মূল্য ৭৩,০০০ ক্র্যান; ১৯২৫-২৬ ভারত হইতে আমদানি মোট সূতার কাপড়ের আমদানির শতকরা ২৮ ভাগ। ১৯২৬-২৭ সনে শতকরা ৩৪ ভাগ।

১৯২৫-২৬ সনে রুশিয়া হইতে আমদানির মূল্য ২৪,৯৪১ ক্র্যান; ইহা মোট সূতার কাপড়ের আমদানির শতকরা ১০ ভাগ। ১৯২৬-২৭ সনে রুশিয়া হইতে আমদানির মূল্য ২৯,৫৩৯ ক্র্যান; ইহা মোট সূতার কাপড়ের আমদানির শতকরা ১৩½ ভাগ।

১৯২৫-২৬ সনে ইতালি হইতে আমদানির মূল্য ৯,৮৮৭ ক্র্যান; ইহা মোট সূতার কাপড়ের আমদানির শতকরা ৪ ভাগ। ১৯২৬-২৭ সনে ইতালি হইতে আমদানির মূল্য ১৪,৪৮৭ ক্র্যান; ইহা মোট সূতার কাপড়ের আমদানির শতকরা ৬½ ভাগ।

সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজের রপ্তানি

১৯২৭ সনে জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে ৩০ লক্ষ টনের উপর সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ রপ্তানি করা হয়। ১৯২৭ সনে কানাডা হইতে ১৮ লক্ষ ৮২ হাজার টন রপ্তানি করা হয়। ইহা মোট রপ্তানির শতকরা ৬০ ভাগেরও অধিক। বাকী অংশটা অন্যান্য ১৫টী দেশ হইতে রপ্তানি হয়। তাহাদের মধ্যে সুইডেন, নরওয়ে,

নিউফ্যাউণ্ডল্যাণ্ড ও ফিনল্যাণ্ডই প্রধান। এই কয়েকটা দেশ ১৯২৭ সনে নিম্নলিখিত হারে রপ্তানি করিয়াছিল :—

সুইডেন—	১ লক্ষ	৯২ হাজার	টন
নরওয়ে—	১ „	৯০ „	„
নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড—	১ „	৮৯ „	„
ফিনল্যাণ্ড—	১ „	৭২ „	„

জার্ম্মাণি ও বিলাতের স্থান উক্ত ৫টী দেশের ঠিক পরেই।

তামাক উৎপাদন

১৯০৯ হইতে ১৯১৩ সন পর্য্যন্ত জগতে (ভারত ও চীনকে বাদ দিয়া) গড়ে প্রতি বৎসর ২৩০ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড তামাক-পাতা উৎপন্ন হইত। ১৯২০ হইতে ১৯২২ সন পর্য্যন্ত গড়ে বার্ষিক উৎপাদন ২৬৭ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯২৬ সনের উৎপাদন ৩৪১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড।

১৯২৬ সনে ভারত ও চীনে ১৪৮ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড উৎপন্ন হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরগুলার অঙ্ক পাওয়া যায় না।

সুতরাং ১৯২৬ সনে সমগ্র জগতের মোট উৎপাদন ৪৯০ কোটি পাউণ্ড।

এই উৎপাদনের প্রায় অর্দ্ধেক পাওয়া গিয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের যে দেশগুলাতে তামাক উৎপন্ন হয় উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে তাহাদের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতেছে :—

প্রথম—ভারত

দ্বিতীয়—কানাডা

তৃতীয়—দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ান

চতুর্থ—দক্ষিণ রোডেশিয়া

পঞ্চম—ন্যাসাল্যাণ্ড

ষষ্ঠ—উত্তর রোডেশিয়া

সপ্তম—অষ্ট্রেলিয়া

অষ্টম—সাইপ্রাস

তামাক উৎপাদনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জগতে যতটা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে, তামাকের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে ততটা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে না। কারণ যে কয়টী দেশ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অত্যন্ত অধিক পরিমাণ তামাক সেবনও করিয়া থাকে। ভারত ও চীন সম্বন্ধে এই কথা বিশেষ করিয়া বলা চলে। ১৯২৫ সনে জগতে মোট ৪৬০ কোটি পাউণ্ড তামাক-পাতা উৎপন্ন হয়। তাহার মাত্র সিকি ভাগের কিছু বেশী (১২৪ কোটি পাউণ্ড) লইয়াই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য চলিয়াছিল, বাকী অংশটা উৎপাদনকারী দেশগুলাতেই সেবিত হইয়াছিল।

চুরুট সেবন বাড়িতেছে

আধুনিক জগতে পাইপের সাহায্যে তামাক সেবনের অভ্যাস কমিতেছে, চুরুট সেবনের অভ্যাস খুব বাড়িতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে গড়ে প্রতি বৎসর ১০০ কোটিরও কম চুরুট ধ্বংস করা হইত, এখন ৬৫০ কোটি চুরুট সেবন করা হয়। মাথাপিছু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চুরুট সেবন চলে বিলাতে।

বিলাতী রেলের খরচ কমাইবার জন্য মাহিয়ানা হ্রাস

বিলাতী রেলকোম্পানীগুলার সহিত রেলের সঙ্ঘবদ্ধ মজুরদের একটা সাময়িক চুক্তি হইয়াছিল। সেই চুক্তি অনুসারে রেলের সকল প্রকার মজুর ও কর্ম্মচারীদের, এমন কি ডিরেক্টার ও ম্যানেজারদেরও শতকরা ২½ ভাগ মাহিয়ানা কমান হইবে ইহা স্থির হইয়াছিল। সকল মজুর-সঙ্ঘগুলাই এই চুক্তিতে সম্মত হওয়ায় ইহা এখনই বলবৎ হইবে এবং এক বৎসর পর্য্যন্ত ইহা বলবৎ থাকিবে। এক বৎসর পরে ৩ মাসের নোটিসে এই চুক্তি বাতিল করা চলিবে। এইরূপে মাহিয়ানা হ্রাস করাতে রেলকোম্পানীগুলার বৎসরে ৩০ লক্ষ পাউণ্ড বাঁচিবে।

৯০ বৎসরে ইংরেজের স্বাস্থ্যোন্নতি

১৮৩৮ সনের তুলনায় ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের মৃত্যুর হার এখন সমানই আছে, অথচ লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। লণ্ডন সহরের ৫ বৎসর অপেক্ষা অল্পবয়স্ক শিশুদের মৃত্যুর সংখ্যা ১৮৩৮ সনের অঙ্কের এক-তৃতীয়াংশ হইয়াছে। ১৮৩৮ সনে শতকরা ৭১ জন ৫০ বৎসরের নীচে মারা যাইত। এখন শতকরা ৩৮ জন মাত্র ৫০ বৎসরের নীচে মারা যায়। জন্ম হইবামাত্র জীবনের আশা ছেলেদের পক্ষে বাড়িয়াছে ১২ বৎসর এবং মেয়েদের পক্ষে বাড়িয়াছে ১৪ বৎসর।

১৯২৭ সনে দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ানের বহির্ব্বাণিজ্য

১৯২৭ সনে মোট আমদানি রপ্তানির পরিমাণ :—
১৭০,৩৩৯,৬৫৭ পাউণ্ড

১৯২৬ সনে মোট আমদানি রপ্তানির পরিমাণ :—
১৫৯,৩৬০,৮৫০ পাউণ্ড

বৃদ্ধির পরিমাণ ১০,৯৭৮,৮০৭ পাউণ্ড

১৯২৭ সনে মোট আমদানির পরিমাণ :—
৭৪,০১৩,৮৩৬ পাউণ্ড

১৯২৭ সনে মোট রপ্তানির পরিমাণ :—
৯৬,৩২৫,৮২১ পাউণ্ড

১৯২৭ সনে বিলাত হইতে আমদানির পরিমাণ :—
৩১,৬৬৬,৯৮২ পাউণ্ড

১৯২৭ সনে ভারত হইতে আমদানির পরিমাণ :—
২,৪০৬,০৩৭ পাউণ্ড

১৯২৭ সনে ভারত হইতে কত মূল্যের কি কি জিনিষ দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়নে আমদানি করা হইয়াছিল তাহার হিসাব :—

খাদ্যদ্রব্য ...	৭৮১,৫৮৪ পাউণ্ড মূল্যের
'ফাইবার', সূতা, বস্ত্র ও পরিচ্ছদ	১,২৩৩,৫৮৭ „ „
তৈল, মোম, রং, বার্ণিশ	২০৭,২০৮ „ „

কাঠ, বেত, কঞ্চি ও কাঠ, বেত প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি	১৩৭,৯০১ পাউণ্ড মূল্যের

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্বে ঘাটতি

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্বে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে প্রায় ৯ কোটি ৪২ লক্ষ ৭৮ হাজার ডলার ঘাটতি পড়িবে অনুমান করা হইয়াছে। যুদ্ধের পর হইতে এ পর্য্যন্ত কোন বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্বে ঘাটতি পড়িবে অনুমান করা হয় নাই।

'ক্যানবেরা' নির্ম্মাণে খরচ

অষ্ট্রেলিয়ার নূতন রাজধানী 'ক্যানবেরা' নির্ম্মাণে এ পর্য্যন্ত ১ কোটি ৫ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হইয়াছে।

বেলজিয়ামের বহির্ব্বাণিজ্য বাড়াইবার চেষ্টা

বেলজিয়ামের রপ্তানি-কারকগণ রপ্তানির জন্য যত ঋণ করে তাহার কিছু ভাগের জন্য (১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড পর্য্যন্ত) গভর্মেণ্ট জামিন থাকিবেন এই প্রস্তাবে বেলজিয়ামের মন্ত্রি-সভা সম্মত হইয়াছেন। গভর্মেণ্টের এই জামিন থাকিবার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্য হইতেছে বিদেশে বেলজিয়ান মালের কাটতি বাড়ানো। সম্প্রতি জামিন লইবার এই প্রস্তাবটী বেলজিয়ান রাজের সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

১৯২৭ সনে বিলাতে জন্ম-মৃত্যুর হার

১৯২৭ সনে ইংলাণ্ড ও ওয়েল্‌সে প্রতি হাজার ১৬·৬ জনের জন্ম হইয়াছিল; এ পর্য্যন্ত এত কম জন্ম কোন বৎসর হয় নাই।

হাজারে ১২.৩ জন মরিয়াছিল; ১৯২২ সন হইতে এ পর্য্যন্ত এত বেশী কোন বৎসর মরে নাই।

ইনফ্লুয়েঞ্জায় মরিয়াছিল—২২,২৬৩ জন; ১৯১৮-১৯ সনের মড়কের পর এ পর্য্যন্ত কোন বৎসরে ইনফ্লুয়েঞ্জায় এত বেশী মরে নাই।

ক্যান্সারে মরিয়াছিল প্রতি দশ লক্ষে ১,৩১৬ জন; এ পর্য্যন্ত ক্যান্সার রোগে এত মৃত্যু দেখা যায় নাই।

প্রতি দশ লক্ষে ১২৫ জন আত্মহত্যা করিয়াছিল; এত আত্মহত্যা পূর্ব্বে কোন বৎসর দেখা যায় নাই।

১৯২৭-২৮ সনে চিনি উৎপাদন

১৯২৭-২৮ সনে জগতে আক ও বীট হইতে প্রস্তুত দুই প্রকারের চিনি মোট ২ কোটি ৫০ লক্ষ ৫৫ হাজার টন উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯২৬-২৭ সনে ২ কোটি ৩৭ লক্ষ ৩৩ হাজার টন উৎপন্ন হইয়াছিল। চিনির উৎপাদন ১৩ লক্ষ ২২ হাজার টন বাড়িয়াছে।

১৯২৭-২৮ সনে কিউবায় ৪০ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে বর্ত্তমান বৎসরে ৫০ লক্ষ টন উৎপন্ন হইবে অনুমান করা হইয়াছে।

১৯২৭ সনে জাভায় ২৩ লক্ষ ৬০ হাজার টন উৎপন্ন হইয়াছে; বর্ত্তমান বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ ২৯ লক্ষ টন দাঁড়াইবে অনুমান করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরে ইয়োরোপে বীটের চাষ শতকরা ৭ ভাগ বাড়িয়াছে।

একর-প্রতি তুলা উৎপাদন

তুলা উৎপাদনে জগতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, মিশর ও সোভিয়েট রুশিয়াই প্রধান। ইহাদের প্রত্যেকে একর-প্রতি কত তুলা উৎপন্ন করে তাহার হিসাব :—

	১৯২৭-২৮	১৯২৬-২৭
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	১৫২.২ পাউণ্ড	১৮২.৫ পাউণ্ড
ভারত	৯২·১ "	৮১·১ "
মিশর	৩৮০·১ "	৪০৯·১ "
সোভিয়েট রুশিয়া	২৩৬·৮ "	২০৮·৫ "

একর-প্রতি উৎপাদন হিসাবে মিশর প্রথম, সোভিয়েট রুশিয়া দ্বিতীয়, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় এবং ভারত চতুর্থ। (অথচ, তুলা-চাষের জমি বা মোট উৎপাদনের পরিমাণ হিসাবে ভারতের স্থান দ্বিতীয়)।

১৯২৭-১৯২৮ সনে মিশরের একর প্রতি উৎপাদন ভারতের একর-প্রতি উৎপাদনের ৪ গুণের বেশী
„ সোভিয়েট রুশিয়ার „ „ „ „ „ „ „ ২½ „ „
„ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের „ „ „ „ „ „ „ ১½ „ „

১৯২৬-২৭ সনের তুলনায় ১৯২৭-২৮ সনে যুক্তরাষ্ট্রে ও মিশরে একর-প্রতি উৎপাদন কমিয়াছে কিন্তু ভারত ও সোভিয়েট রুশিয়ায় বাড়িয়াছে।

তুলার বাজারে বিভিন্ন দেশের স্থান

গত ৩১শে জানুয়ারী যে ৬ মাস শেষ হইয়াছে ঐ ৬ মাসে জগতে মোট যত তুলা খরচ হইয়াছিল তাহা কোন দেশ কত পরিমাণে যোগাইয়াছে ও পূর্ব্ব ৬ মাসেই বা কোন দেশ কত পরিমাণে যোগাইয়াছিল তাহার হিসাব :—

	১৯২৮ সনের ৩১শে জানুয়ারী যে ৬ মাস শেষ হইয়াছে	১৯২৭ সনের ৩১শে জুলাই যে ৬ মাস শেষ হইয়াছে	হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণ
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	৮,২২৬,০০০ গাঁইট	৭,৪২৩,০০০ গাঁইট	+৮০৩,০০০ গাঁইট
ভারত	২,৩০৩,০০০ „	২,৮১৮,০০০ „	—৫১৫,০০০ „
মিশর	৪৮৯,০০০ „	৪৮৭,০০০ „	+২,০০০ „
অন্যান্য দেশ	১,৯৬৯,৯০০ „	২,০০১,০০০ „	—৩২,০০০ „
মোট	১২,৯৮৭,০০০ „	১২,৭২৯,০০০ „	+২৫৮,০০০ „

দেখা যাইতেছে, তুলার বাজারে প্রথম স্থান অধিকার করে যুক্তরাষ্ট্র, তাহার পরই ভারতের স্থান। যুক্তরাষ্ট্র জগতের মোট চাহিদার অর্দ্ধেকেরও অধিক যোগাইয়া থাকে, ভারত যোগাইয়া থাকে ⅙ ভাগ। আলোচ্য শেষ ৬ মাসে চাহিদার পরিমাণ ২½ লক্ষ গাঁইট বাড়িয়াছে, অথচ ভারত হইতে মোটামুটি ৫ লক্ষ গাঁইট কম লওয়া হইয়াছে।

বিলাত হইতে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতির রপ্তানি

গত মে মাসে বিলাত হইতে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতির রপ্তানি ১৯২৭ সনের মে মাসের তুলনায় কমিয়াছে।

	১৯২৬ মে	১৯২৭ মে	১৯২৮ মে
রপ্তানি করা যন্ত্রপাতির ওজন	৫৭০৬ টন	১১,৩৫৭ টন	৯,৩৫৬ টন
রপ্তানি করা যন্ত্রপাতির মূল্য	৬০৬,৭৮৯ পাঃ	১,১৭৯,৮৩৫ পাঃ	৯২৫,৭৬১ পাঃ

রপ্তানি-হ্রাসের প্রধান কারণ এই যে, রুশিয়া অত্যন্ত কম কিনিয়াছে। রুশিয়া গত বৎসর মে মাসে ২,৪৩০ টন কিনিয়াছিল, এবার কিনিয়াছে মাত্র ৭৯ টন। গত দুই বৎসরের মে মাস অপেক্ষা এই বৎসরের মে মাসে জার্ম্মাণি বেশী কিনিয়াছে (১৯২৮ সনের মে—৮৩০ টন; ১৯২৬ ও ১৯২৭ সনের মে ৮১+৫৮৫ টন)। হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, চীন, অষ্ট্রেলিয়া এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গত বৎসরের মে মাসের তুলনায় কম কিনিয়াছে। জাপান, বৃটিশ ভারত এবং কয়েকটী ছোট বাজার বেশী আমদানি করিয়াছে।

বৃটিশ ভারত ১৯২৬, ১৯২৭ ও ১৯২৮ সনের মে মাসে বিলাত হইতে কি পরিমাণ কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতির আমদানি করিয়াছে তাহার হিসাব :—

	টন	পাউণ্ড
১৯২৬ মে	১,৬৩১	১৫০,৮৩৫
১৯২৭ মে	২,৪১০	২৩১,৮০৭
১৯২৮ মে	২,৬৫৭	২৪০,৩৬৪

বিলাতের রপ্তানি-বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস

গত জুলাই মাসে বিলাত ৬ কোটি ৮৮ লক্ষ ৫ হাজার পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি করিয়াছিল; গত জুন মাসের তুলনায় ইহা ১৪ লক্ষ ১২ হাজার পাউণ্ড বেশী;

গত বৎসরের জুলাই মাসের তুলনায় ইহা ৪৭ লক্ষ ৬৩ হাজার পাউণ্ড বেশী। ১৯২৭ সনের প্রথম ৭ মাস অপেক্ষা এই বৎসরের প্রথম ৭ মাসে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের রপ্তানি বাড়িয়াছে।

গত জুলাই মাসে আমদানির মোট মূল্য ছিল ৯ কোটি ৫৪ লক্ষ ৬৮ হাজার পাউণ্ড, জুন মাসের তুলনায় ইহা ৩৯ লক্ষ ১ হাজার পাউণ্ড কম। গত বৎসরের প্রথম ৭ মাসের তুলনায় এই বৎসরের প্রথম ৭ মাসে ১ কোটি পাউণ্ড মূল্যের আমদানি কমিয়াছে।

কানাডার বস্ত্র-শিল্প

অটাওয়ার ডমিনিয়ন বিউরো অব্ ষ্ট্যাটিষ্টিক্স হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত খবরে দেখা যায় যে, ১৯২৬ সনে কানাডা মোট ৮৭,১৩১,০২৯ ডলার (এক ডলার=৩৸০) মূল্যের তুলা বস্ত্র বা কটন টেক্স্টাইল্ উৎপাদন করে। ১৯২৫ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ৮২,৩২৬,২১০ ডলার। কুইবেক্ ওণ্টারিও ব্রুনসউইক ও নোভাস্কোশিয়া এই কয়েকটী বস্ত্র-শিল্প-কেন্দ্রে ৭৫টী কটন টেক্স্টাইল মিল বা কাপড়ের কল চলে। প্রথমোক্ত দুইটী সহরেই ৭০টী কল প্রতিষ্ঠিত। এই কলগুলিতে ১৯২৬ সনে ২৩৭,১৪২,৪৭৯ গজ বস্ত্র উৎপাদন করা হয়। ১৯২৫ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ২৩৯,০২৫,৪২৯ গজ। রঙ্গীণ ও ছাপান বস্ত্র-শিল্পের বেশী উন্নতি দেখা যায়। এই শিল্পে উৎপাদন হার প্রায় ডবল হইয়া গিয়াছে। ১৯২৫ সনে এই শ্রেণীর বস্ত্র ৬৮,৪৫৯,৬৩৯ গজ উৎপাদন করা হয়, ১৯২৬ সনে ঐ সংখ্যা প্রায় ডবল হইয়া ১২৬,৬৯২,৯৯১ গজে পৌঁছিয়াছে।

কানাডায় হোসিয়ারি শিল্প

কানাডিয়ান টেক্স্টাইল জার্ণাল বলিতেছে যে, কানাডার হোসিয়ারি শিল্প চরম উন্নতিতে পৌঁছিয়াছে। এখন বিশটি প্রধান প্রধান শিল্পের সঙ্গে ইহার স্থান দেওয়া যাইতে পারে। এক হোসিয়ারি-শিল্পেই কানাডার অধিবাসিগণের ৫ কোটি ডলার পুঁজি খাটিতেছে। আমাদের দেশের টাকায় হইলে ১৫ কোটি টাকার বেশী। ১৯২৬ সনে কানাডার হোসিয়ারি শিল্পে ৫১,৬০৯,১১৬ ডলার মূলধন ব্যবহৃত হয়। ১৯২৬ সনে ঐ শিল্পে ৫৩,৬৭৫,৭৫৯ ডলার মূলের মাল উৎপাদন করা হয়।

হোসিয়ারি মিলগুলিতে ২২৮ কার্ডসেট, ৬৯১ ৫৫৯ মিউল টাকু, ৪৪, ৫১৪ ফ্রেম টাকু, ৯,০৮৩ টুইষ্টিং টাকু ৪৫৫৮ সেলাইকল, ১৩,৪৪৯ পাওয়ার ও ৩৮৬ হ্যাণ্ডনিটিং মেশিন আছে। গোটা শিল্পে ১৭,২৮৪ অশ্বশক্তি খরচ হয় এবং ১৯২৬ সনে ৫০৭,৯৫৯ ডলারের কয়লা খরচ হইয়াছে।

বৃটনের মোটর গাড়ী উৎপাদন

যদিও যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ইংলণ্ডে অনেক কম মোটর গাড়ী প্রস্তুত হয় তথাপি ইংলণ্ডে মোটর গাড়ীর নির্ম্মাণ-কার্য্য ক্রমাগত বাড়িয়া চলিতেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের মোটর-যান-উৎপাদন ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী বাণিজ্য-বিবরণীতে নিম্নলিখিত তুলনামূলক সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে:—

	যুক্তরাষ্ট্র	ইংল্যাণ্ড
১৯২৫	৪,২৬৫,৭০৪	১৭৬,৮০০
১৯২৬	৪,২৯৮,৭৯৯	১৯৮,৬৯৯
১৯২৭	৩,৩৯৪,২৫৫	২৩১,৯২০

প্রদত্ত সংখ্যা হইতে বোঝা যায় মোটরগাড়ী-নির্ম্মাতা দেশগুলির মধ্যে ইংল্যাণ্ডের স্থান দ্বিতীয়। ১৯২৭ সালে ফ্রান্সের স্থান তৃতীয়, ক্যানাডা চতুর্থ, ইটালি পঞ্চম। অন্যান্য দেশগুলি এদের অনেক নিম্নে। আটটী বড় বড় বৃটিশ কোম্পানীর প্যাসেঞ্জার গাড়ী উৎপাদনের হার দেওয়া গেল। মোরিস্, ৬০,০০০; অষ্টিন্ ৩৫,০০০; সিঙ্গার ১১,০০০; ক্লাইনো, ৯,০০০; রোভার, ৬,০০০; ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ৩,০০০; হাম্বার, ৩,০০০; দেম্লার্, ৩,০০০। ব্যবসার উপযোগী গাড়ীর সংখ্যা:—মোরিস্, ১০,০০০; এ, ডি, সি, ৩,০০০; লেল্যাণ্ড ২,৫০০; দেনিস্, ২,৫০০; থর্ণিক্রপ্ট্ ২,৫০০; অ্যালবিয়ন্ ২,০০০।

ডেয়ারি জাত মাল

নিউজিল্যাণ্ডের ডেয়ারি কারখানাগুলি কাঠের বাক্সে মাখন ও কাঠের ক্রেটে পনির ভরিয়া রপ্তানি করিবার জন্য জাহাজ পাঠায়। মাখন বাক্সগুলির এমন পাতলা শক্ত কাঠ ও উহা এমনি মৃদু-রঞ্জিত যে মাখনের গায়ে কোনরূপ গন্ধ লাগে না। কোন কোন প্রকার কাঠে গন্ধ হয় বলিয়া, বিশেষ কয়েক প্রকার কাঠ বাছাই করিয়া লওয়া হইয়াছে। মাখন প্রস্তুতকারিগণ যে সমস্ত কাঠে অন্য কাজ চলিতে পারে কিন্তু যাহাতে মাখনে বদগন্ধ সৃজন করিতে পারে এমন কাঠ ব্যবহার করিতে নারাজ। পনির চালান দেওয়ার জন্য ক্রেট্ তৈয়ারি করিবার উদ্দেশ্যে কাঠ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে ততটা মনোযোগ দেওয়া হয় না।

রাসায়নিক দ্রব্য রপ্তানি করিবার উপযোগী ট্যাঙ্ক

কি উপায়ে সব চেয়ে সুবিধাজনক ভাবে জাহাজ প্রভৃতির মধ্যে মাল চালান দেওয়া যাইতে পারে সেটা এখন রপ্তানি কারবারের মস্ত বড় ধাঁধা। গোলাকার পিপার একটা বিশেষ অসুবিধা আছে, কারণ পিপাগুলির মধ্যে অনেক ফাঁক থাকিয়া যায়। সেইজন্য চৌকস (চারি-কোণা) ট্যাঙ্ক জাহাজে করিয়া মাল চালান দেওয়ার পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক। জি, এ, হার্ভি অ্যাণ্ড্ কোং (লণ্ডন) লিমিটেড্ লণ্ডনের উলউইচ রোডের একটী কোম্পানী। এই কোম্পানী নরম ইস্পাতে তৈয়ারি রপ্তানি করিবার উপযোগী এক বিশেষ প্রকারের ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণ করিতেছে। এই সমস্ত ট্যাঙ্ক লোহার পেরেক দ্বারা বন্ধ করা থাকে। ইহার ১৪ ইঞ্চি ওসার লোহার ঢাকনী থাকে। এই ঢাকনীতে অনেক সময় বোল্ট লাগান থাকে। এইরূপ ট্যাঙ্কে ৫০ গ্যালন হইতে ৬০০ গ্যালন পর্য্যন্ত মাল ধরে।

এই কোম্পানী আর এক প্রকার ট্যাঙ্ক প্রস্তুত করিয়াছে। ধাতুজাত পাতলা পাত-নির্ম্মিত জিনিষের মধ্যে ইহার পসার খুব বেশী। ইহা আন্তর্ভৌম গুদামে মাল রাখিবার উপযোগী, নরম ইস্পাতে প্রস্তুত ট্যাঙ্ক। ইহা আকারে গোল ও আগাগোড়া পিটান। তৈয়ার সারা হওয়ার পর ইহা গ্যালভানাইজ্ড্ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, বা মরিচা নিবারক রং দ্বারা রঞ্জিত করিয়া দেওয়া যাইতেও পারে। এই ফার্ম্মের আর একটা বিশেষ কার্য্য গ্যাস প্রস্তুতের নিউম্যাটিক্ পাত্র ও নানা মাপের, দামী কেমিক্যাল দ্রব্য স্থানান্তরিত করণোপযোগী তারের যন্ত্র প্রস্তুত করা।

বিলাতে রুশ পেট্রল

বিলাতে (আয়ার্লাণ্ড সুদ্ধ) রুশ পেট্রলের আমদানি বাড়িতেছে। গত বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসের ও এই বৎসরের আগষ্ট মাসের অঙ্কের সহিত এই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসের অঙ্কের তুলনা করিলে ইহা বুঝা সম্ভব হইবে। অঙ্কগুলা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে :—

	সেপ্টেম্বর, ১৯২৮	আগষ্ট, ১৯২৮	সেপ্টেম্বর, ১৯২৭
আমদানির পরিমাণ	৪,১৭৯,২৭৯ গ্যালন	২,৫৬৬,১৫০ গ্যালন	৩,০৬৯,৮০৩ গ্যালন
মূল্য	১০৭,৯০৯ পাউণ্ড	৭০,৪২০ পাউণ্ড	১০২,৮৯৩ পাউণ্ড

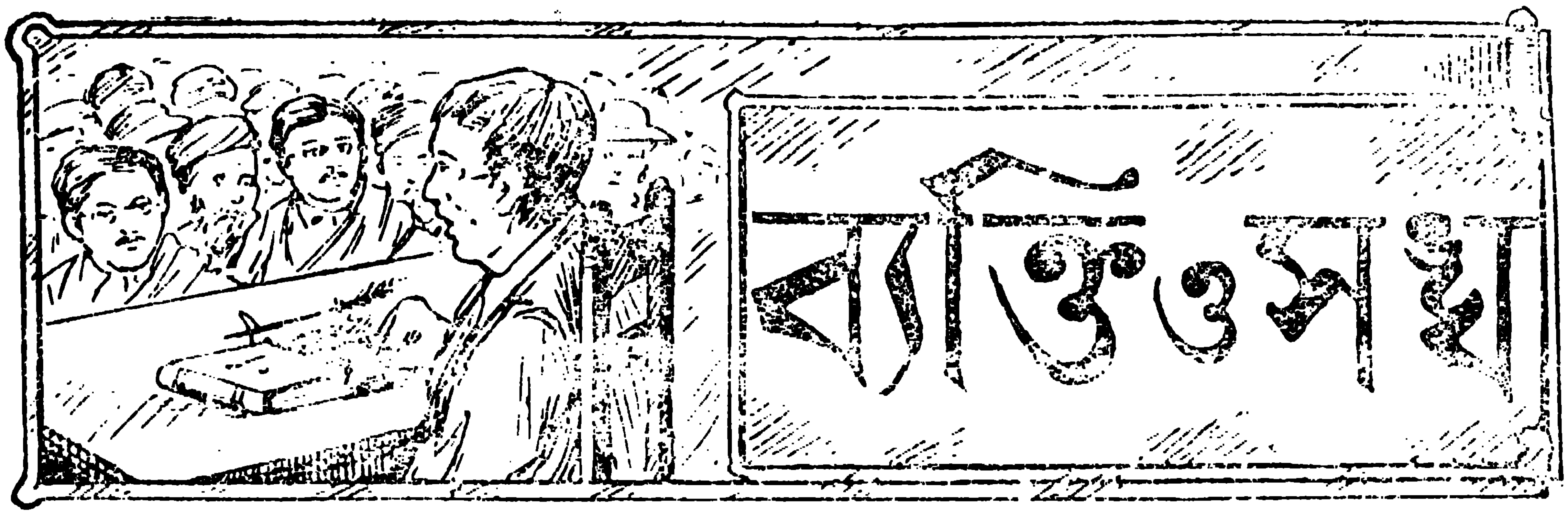

ভারতের কেন্দ্রীয় তুলা সমিতির অধিবেশন

বিগত ১১ই ও ১২ই ডিসেম্বর তারিখে বোম্বাই সহরে ভারতবর্ষীয় কেন্দ্রীয় তুলা-সমিতির অষ্টবিংশ অধিবেশন হইয়া গেল। ভারত গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিষয়ক পরামর্শদাতা (অর্থাৎ এগ্রিকালচারাল অ্যাডভাইসার) ডক্টর ক্লাউষ্টন্ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সাধারণ সভা ছাড়া কৃষি-গবেষণার সাব-কমিটি, ও যন্ত্র-শিল্প-গবেষণার সাব কমিটির (এগ্রিকালচারাল রিসার্চ্চ সাবকমিটি, টেক্‌নলজিক্যাল রিসার্চ্চ সাবকমিটি) অধিবেশনও হইয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ এইটাই দস্তুর। এই দুইটী অতিরিক্ত সভার উদ্দেশ্য কৃষি-যন্ত্র-সম্বন্ধীয় গবেষণায় কিরূপ টাকা ঢালার দরকার ও কি কি প্রণালী কায়েম করার দরকার তাহা কেন্দ্রীয় সমিতিকে বাতলাইয়া দেওয়া। এই কেন্দ্রীয় সমিতির অধিবেশনের পূর্ব্বে ভারতের তুলা-উৎপাদনকারী প্রদেশগুলিতে চাষীরা কি উপায়েই বা তুলা আবাদের মূলধন পায়, আর কি উপায়েই বা তুলা বাজারে বিক্রয় করে এ সম্বন্ধে আট আটবার সরকারী তদারক হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত সরকারী তদারকের বিবরণী লইয়া কেন্দ্রীয় সভার সুদীর্ঘ আলোচনা চলিতে থাকে। তদারকগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কৃষি-বিভাগগুলি দ্বারা সাধিত হয়। অর্থ-সাহায্য করিয়াছিল কেন্দ্রীয় তুলা সমিতি। অনুসন্ধানকার্য্য চলিয়াছিল খান্দেশ, বেরার, উত্তর-মধ্য গুজরাট, সিন্ধু-প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং মাদ্রাজের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। খান্দেশ, বেরার এবং গুজরাটের অনুসন্ধানের ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে; অন্যান্য স্থানের ফলাফলও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

এখন কথা হইতেছে, কি উপায়ে তদারক বা অনুসন্ধান চলিয়াছিল? প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেই অঞ্চলের অনুরূপ কয়েকটী বিশিষ্ট গ্রাম নির্ব্বাচিত করিয়া সেই সকল গ্রামে তদারক করা হইয়াছিল। প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক চাষীকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল কি উপায়ে তাহারা টাকা পায়। কত টাকা ধার করিতে হয়, কি পরিমাণ তুলা তাহারা পায়, আর কি উপায়েই বা বিক্রয় করে। স্থানীয় গঞ্জ বাজারগুলি পরিদর্শন করিয়া তুলার বাজারদর, বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য কিরূপ খাজনা, দালালী, দস্তুরী ইত্যাদি দিতে হয় তাহার সমস্ত খুটিনাটিও স্থির করা হইয়াছিল। মোট ৮,২১৮ জন কৃষককে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। অর্থাৎ প্রত্যেকবারে ১২৭টী গ্রামে ১,০২৭ জন কৃষককে লইয়া অনুসন্ধান চলিয়াছিল। ৭০টী বাজার এবং ৮৫৯২ জন ব্যবসায়ীকে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। এই সমস্ত অনুসন্ধান-কার্য্য চলিয়াছিল কেবলমাত্র তুলা সম্বন্ধে। সুতরাং ধন-বিজ্ঞানের দস্তুর-মাফিক যে কাজ করা হইয়াছে তাহা নয়। তবে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া গিয়াছে তুলার আবাদ সম্বন্ধে, এবং এ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রচলিত জনমতেরও খণ্ডন করা গিয়াছে। যেমন এতদিন লোকের ধারণা ছিল, যে চাষীকে তুলা আবাদ ও তুলা বিক্রয়ের জন্য ধার করিতেই হইবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দেখা গেল কেবলমাত্র তুলার বীজ বপন করিবার সময়েই তাহাকে টাকা ধার করিতে হয়। ইহা ছাড়া লোকের ধারণা ছিল তুলা গৃহজাত হইবামাত্র উত্তমর্ণের অত্যাচারে বা আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য চাষী তুলা বেচিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। প্রায় অধিকাংশ কৃষকই পরে বেশী দামে বিক্রয় করিবে বলিয়া তুলা ঘরে আটকাইয়া রাখিয়া অনেক-

দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। এবং যদিও কখনও কখনও সকাল সকাল বিক্রয় করিয়া ফেলে তাহার কারণও অসচ্ছলতা নয়। পরে আর দাম না চড়িয়া নামিয়া যাইতে পারে এই আশঙ্কাতেই চাষী অনেক সময় সকাল সকাল মাল বিক্রয় করিয়া ফেলে। এই সমস্ত সরকারী অনুসন্ধান-বিবরণীর আরও অভিমত এই যে, তুলা আবাদের জন্য অর্থ-সংগ্রহ এবং তুলা বিক্রয় সমস্তই সমবায় নীতিতে চালাইতে হইবে; ওজন করিবার দাঁড়িপাল্লা বা বাট্‌খারা সমস্তই সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত করিয়া লইতে হইবে এবং কোন কোন অঞ্চলে তুলার বাজারদরও সরকারদ্বারা নিরূপিত হওয়ার দরকার। ভারতে এমন অনুসন্ধান কার্য্য আর কখনও হয় নাই। সুতরাং এই উপায়ে লব্ধ জ্ঞান এই কেন্দ্রীয় সমিতি, ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির নিকট খুব মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। তুলা বিক্রয় সম্বন্ধে কৃষি-বিষয়ক রয়্যাল কমিশনের মতও এখানে উল্লেখযোগ্য। উক্ত কমিশনের মতে কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় যে কি উপায়ে সাধিত হয় এ সম্বন্ধে কোন প্রদেশেই অনুসন্ধান করা হয় না। কেবলমাত্র ভারতবর্ষীয় কেন্দ্রীয় তুলা সমিতি এসম্বন্ধে মাথা ঘামাইতেছে। কিন্তু বাজার সম্বন্ধে যেরূপ তথ্য ও বিশাল অভিজ্ঞতা থাকার দরকার তদনুযায়ী অনুসন্ধানাদি কিছুই করা হইতেছে না। এই তো গেল রয়্যাল কমিশনের মত। তুলা বাজারস্থ করিবার নীতি বিধিবদ্ধ করিবার আগে এই সমস্ত তথ্য নিরূপণ করার একান্ত প্রয়োজন। অনুমান বা গুজব দ্বারা কোন কাজ হয় না। এই অনুসন্ধানগুলি পথ দেখাইতেছে। যে সমস্ত বিবরণ এই সমস্ত অনুসন্ধানের ফলে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার অনেকাংশ বোধ হয় ছাঁটিয়া ফেলিবার দরকার; কিন্তু তথ্য ও সিদ্ধান্তগুলি মানিয়া চলিলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা।

তুলার বীজ ছাড়াইবার ও চাপ দিবার কলকারখানাগুলি সম্বন্ধে যে আইন বিধিবদ্ধ আছে, (কটন জিনিং অ্যাণ্ড প্রেসিং ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট) তাহা সংশোধন করার দরকার। কমিটিতে এসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়। আইন সংশোধন করিয়া কারখানার মালিকগণকে তুলার বেলে ছাপ দেওয়া ব্যাপারে অধিকতর সুবিধা দিবার প্রস্তাব করা হয়। এই আইন সংশোধন করিবার প্রস্তাব উত্থিত হয় বোম্বাই সহরের বণিক্‌দিগের তরফ হইতে। কারণ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে যে সমস্ত তুলার বেল আসে তাহাতে আইন অনুযায়ী ছাপ দেওয়া থাকেনা বলিয়া বোম্বাইয়ের সওদাগরগণকে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হয় এবং এমন কি তাহারা রাজদণ্ড পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া থাকে। পাঞ্জাবী তুলা যাহাতে বোম্বাই ও করাচী বন্দরে একই মাপে বা একই উপায়ে বিক্রী হইতে পারে সে সম্বন্ধেও এই কমিটিতে আলোচনা করা হয়। করাচী বন্দরে কি উপায়ে কেনা-বেচা চলে সে সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় আগামী মার্চ্চের শেষে পাওয়া যাইবে; এই সমস্ত তথ্য লইয়া কমিটির আগামী অধিবেশনে আলোচনা চলিবে।

গবেষণা সম্বন্ধে কমিটি টেকনলজিক্যাল লেবরেটরি ও মাদ্রাজের একটী গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের কার্য্য-বিবরণী লইয়া আলোচনা করে। গবেষণা চালাইবার অর্থসাহায্যের পরিমাণ বাড়ান হইয়াছে এবং কমিটি আপন তহবিল হইতে উদ্বৃত্ত অর্থও গবেষণা-সাহায্যার্থে দান করিবে। উদ্ভিদবিদ্যা ও যন্ত্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধে দুইটা গবেষণাবৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। বাজার-তত্ত্ব ও অর্থনীতি সম্বন্ধেও ভবিষ্যতে কমিটি হইতে বৃত্তি প্রদান করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। কমিটি আরও স্থির করিয়াছে যে, দরকার মত স্থানে স্থানে ছাত্রদিগকে কায়েমীভাবে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে কীটতত্ত্ব, বিষতত্ত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বাংলা গবমেণ্টের শিল্প বিভাগ

সম্প্রতি বাংলা গভর্ণমেণ্টের শিল্পবিভাগ হইতে প্রকাশিত একখানি বুলেটিনে বাংলার বণিক্ এবং যুবকগণের কারিগরী শিক্ষার নানা বিভাগের কথা অতি চমৎকার রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত বিভাগে শিক্ষা-লাভের জন্য শিল্প-বিভাগ হইতে বৃত্তি দেওয়া হয়।

কারিগরী শিক্ষার প্রধান বিভাগগুলি এই:—বয়ন বিদ্যালয়, জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল, সাধারণ টেকনিক্যাল স্কুল, সার্ভে স্কুল, সাব-ওভারসিয়ার এবং ওভারসিয়ার স্কুল,

মাইনিং স্কুল, বেঙ্গল ট্যানিং ইনষ্টিটিউট, শিল্প উইভিং এবং ডাইং ইনষ্টিটিউট, মেকানিক্যাল এবং ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ।

বয়ন শিক্ষা

যে সমস্ত বালক নিরক্ষর কিংবা অল্প বিস্তর লেখাপড়া জানে, যাহাদের কোন প্রকার কাজে কোন বিশেষ দক্ষতা নাই, তাহাদের জন্যই বয়ন শিক্ষার ব্যবস্থা।

গ্রামে সাধারণতঃ দুই মাসকাল বয়নশিক্ষা দেওয়া হয়। নিজের পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিয়াও একজন সুদক্ষ ব্যক্তি মাসিক ২০৲টাকা হইতে ৩০৲টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। একখানি তাঁত ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামে তাহার প্রাথমিক খরচ পড়িবে ৫০৲। এখানে বিনা পয়সায় এই শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া কিছু বৃত্তি দিবারও ব্যবস্থা আছে। জেলাস্থ বয়ন-বিদ্যালয়ে বালকগণ এক বৎসরকাল থাকিয়া উচ্চশ্রেণীর শিক্ষা লাভ করিতে পারে। শ্রীরামপুর বা বহরমপুরের উইভিং ইনষ্টিটিউটে যদি কৃষকের ছেলেরা এই শিক্ষা লাভ করে তবে অবসর সময়ে ইহা তাহাদের খুব উপকারে আসিবে।

কারিগরী শিক্ষা

যাহাদের আকাঙ্ক্ষা আরও উচ্চ, অথচ যাহারা কোন বিষয়ে ভালরূপে যোগ্যতা অর্জ্জন করে নাই, তাহারা টেকনিক্যাল স্কুলের শিল্পবিভাগে বেশ শিক্ষালাভ করিতে পারে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, পাবনা, রংপুর, বরিশাল এবং খুলনাতে এইরূপ বিদ্যালয় আছে। এই সব স্থানে পড়িতে কোন বেতন দিতে হয় না, বরং উপযুক্ত ছাত্রগণকে বৃত্তি দেওয়ার বাবস্থা আছে। তারপর পড়া শেষ হইলে যোগ্য ছাত্রগণকে পুরস্কার কিংবা লভ্যাংশও দেওয়া হয়।

যাহারা মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে পাশ করিয়াছে, অথবা যাহারা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম কিংবা তদুর্দ্ধ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছে তাহাদের জন্য জুনিয়ার টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। পাঠের সময় চারি বৎসর। জানুয়ারী হইতে বৎসর আরম্ভ। সম্ভবতঃ এখন হইতে ছাত্রগণের নিকট হইতে মাথা পিছু মাসিক ৩৲ টাকা করিয়া বেতন লওয়া হইবে। তবে কতগুলি বৃত্তিরও ব্যবস্থা আছে। কারিগরী শিক্ষায় অনেক অর্থের প্রয়োজন। এই জন্য ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন লইবার দরকার হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল ভদ্রলোক শ্রেণীর অনেক মেধাবী ছাত্র এই সব শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি হইতেছে—ইহা খুবই আশার কথা। ইহাদের চাকরীও সম্ভবতঃ জুটিতে পারে। আজকাল দেশে মোটর গাড়ী এবং কলকব্জার সংখ্যা যেরূপ দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে তাহাতে বহুসংখ্যক যন্ত্রবিদের দরকার হইয়া পড়িবে।

ধাতু এবং কাঠের কাজ

ইসাপুরে একটি টেকনিক্যাল স্কুল আছে। এখানে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ এবং তদূর্দ্ধ শ্রেণীর প্রায় ৬০ জন ছেলেকে ভর্ত্তি করা হয়। ভর্ত্তির পূর্ব্বে ছেলেদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয়। ছাত্রগণকে ধাতু এবং কাঠের কাজ সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া তাহারা গ্রামোফোন এবং লিঙ্গুয়াফোন সাহায্যে ভাল ইংরেজী শিক্ষা করিতে পারে। ভর্ত্তি হইতে ২৲টাকা লাগে এবং যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য জিনিষের বাবদ মাসিক ১৲ টাকা করিয়া চাঁদা দিতে হয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ রাইফেল ফ্যাক্টরী অথবা মোটর ও ষ্টীল ফ্যাক্টরীতে চাকরী পাইতে পারে।

জরীপ শিক্ষা

যাহারা ম্যাট্রিকুলেশনের কিছু নিম্ন পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, তাহারা সহজেই সার্ভে শিখিতে পারে। তবে বয়স ১৬ বৎসরের উপরে হওয়া চাই। আগষ্ট মাসের প্রথম হইতে এক বৎসর শিক্ষাকাল। কুমিল্লার নিকটে ময়নামতিতে এবং বর্দ্ধমান, রংপুর, পাবনা ও রাজসাহীতে সার্ভে স্কুল আছে। মাহিয়ানা ১॥০ টাকা হইতে ৩৲ টাকা। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে জমিদারি সেরেস্তা, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড,

পূর্ত্ত বিভাগ, গবর্ণমেন্ট ল্যাণ্ড সেটেলমেন্ট বিভাগ ইত্যাদি স্থানে চাকুরী মিলিতে পারে। চাকুরী পাওয়া মোটেই কষ্টকর নহে।

যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া সার্ভে (জরীপ) পড়ে তাহারা ময়নামতিতে (কুমিল্লা) সার্ভে ফাইনাল কোর্স আরও এক বৎসর শিক্ষালাভ করিতে পারে। বেতন মাসিক ৫৲ টাকা। এই কোর্সে পাশ করিয়া তাহারা কালেক্টরীর ল্যাণ্ড একুইজিশন, বাটোয়ারা সেটেলমেন্ট এবং খাসমহল বিভাগে, গবর্ণমেন্টের বন, পূর্ত্ত এবং সেচ বিভাগে, রেলওয়ে, চা বাগিচা, অথবা কয়লা, তেল ম্যাঙ্গানিজের খনিতে চাকুরী পাইতে পারে। এই সব স্থানে তাহারা মাসিক গড়ে ৫০ টাকা হইতে ১৫০ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের জন্য মাইন সার্ভে (খনির জরীপ) শিখিবারও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। সার্ভে ফাইন্যালে উত্তীর্ণ প্রায় ৮ জন ছাত্রকে ৬ মাসের জন্য বাংলার কয়লাখনিসমূহে পাঠান হয়।

সাব-ওভারসিয়ারী শিক্ষা

নন-ম্যাট্রিক ছাত্রগণ সাব-ওভারসিয়ারী পড়িতে পারে। ঢাকা, পাবনা, রাজসাহী এবং বর্দ্ধমানে সাব ওভারসিয়ারী শিখিবার স্কুল আছে। কিন্তু এই সব বিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ এবং ম্যাট্রিকুলেশনের উপরে পড়া ছাত্র এত অধিক পরিমাণে আসে যে ভর্ত্তি হওয়া দুরূহ হইয়া পড়ে। ছাত্রবেতন মাসিক ৩৷৹ টাকা হইতে ৫৲ টাকা। কতকগুলি বৃত্তিও দেওয়া হয়। দুই বৎসর শিক্ষার পর পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকগণ জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী এবং জমিদারি সেরেস্তায় চাকুরী পাইতে পারে। তাহারা কন্‌ট্রাক্টরদের অধীনে কাজ করিতে পারে কিংবা নিজেরাও কন্‌ট্রাক্টর হইতে পারে।

ওভারসিয়ারী শিক্ষা

সাব-ওভারসিয়ারীর উৎকৃষ্ট ছাত্রগণ ঢাকাতে আহ্‌সানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে আর দুই বৎসর ওভারসিয়ারীও পড়িতে পারে। বেতন মাসিক ৫৲টাকা। কতকগুলি বৃত্তিও দেওয়া হয়। পরীক্ষায় পাশ করিয়া তাহারা ওভারসিয়ার পরীক্ষা বোর্ড হইতে ওভারসিয়ারের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়। তাহারা জিলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, জমিদারি সেরেস্তা এবং অন্যান্য স্থানে ৫০৲ টাকা ও তাহার অধিক বেতনে চাকুরী পাইতে পারে।

মাইনিং শিক্ষা

রাণীগঞ্জ এবং সীতারামপুরে দুইটি মাইনিং স্কুল আছে। শিক্ষাকাল তিন বৎসর। ছাত্রগণকে খনিবিদ্যা, গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং খনি-সম্পর্কীয় মেকানিক্যাল ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভেয়িং ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক ছাত্রকে প্রথক নাম রেজিষ্টারীর সময় মাইনিং লেকচারারকে ১ম এবং ২য় বৎসরের জন্য ৫৲টাকা করিয়া ফী দিতে হয়। তৃতীয় বৎসরের ফী ১০৲ টাকা। ধানবাদ মাইনিং স্কুলে ৫০ টাকার একটি বৃত্তি আছে। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ খনিতে মোটা মাহিয়ানায় চাকুরী পায়।

ট্যানিং ইনষ্টিটিউট

বেঙ্গল ট্যানিং ইনষ্টিটিউটে এককালে ২৪ জন শিক্ষানবিশ লওয়া হয়। এই ২৪ জনের মধ্যে বিহার উড়িষ্যা হইতে ৮ জন এবং বাংলা হইতে ১৬ জন ছাত্র লইবার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষা-নবিশীর কাল ২ বৎসর—এক বৎসর কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীতে ব্যয়িত হয়। তাহাদিগকে ট্যানিংয়ের রাসায়নিক দ্রব্য বিশ্লেষণ এবং চামড়া প্রস্তুতের বিভিন্ন প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। বাংলায় ১৬ জন শিক্ষানবিশ ছাত্রের মধ্যে ২ জন প্রতি মাসে ৩০ টাকা করিয়া এবং ২ জন ২০ টাকা করিয়া বৃত্তি পায়। কেমিষ্ট্রী সহ যাহারা বি-এস-সি পাশ করিয়াছে তাহারাই শুধু প্রথমোক্ত বৃত্তি পাইতে অধিকারী। দ্বিতীয় বৃত্তির জন্য আণ্ডার গ্রাজুয়েট্, ম্যাট্রিকুলেট এবং নন-ম্যাট্রিকুলেটদের নিকট হইতে দরখাস্ত গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকগণ ১৫০ টাকা বা তাহার বেশী বেতনে চাকুরী পাইতে পারে, অথবা নিজেরাও ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারে।

রেশম শিল্প

বহরমপুরে একটি সিল্ক উইভিং এবং ডাইং ইনষ্টিটিউট আছে। এই বিদ্যালয়ে দুই শ্রেণীর শিক্ষা দেওয়া হয়:— (১) উন্নত বিভাগ এবং (২) কারিগরী বিভাগ। প্রথমোক্ত ছাত্রগণের শিক্ষাকাল দুই বৎসর; ১৬ হইতে ২৫ বৎসরের যুবকগণ, যাহারা স্কুল ফাইন্যাল, ম্যাট্রিকুলেশন কিংবা সিনিয়র মাদ্রাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, ভর্ত্তিকালে তাহাদের দাবী অগ্রগণ্য। ১ম এবং ২য় বাৎসরিক শ্রেণীতে ১০ টাকা মূল্যের ১০টি বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা আছে। মুসলমানদের জন্য ১ম বার্ষিক শ্রেণীতে ৪টী এবং ২য় বার্ষিক শ্রেণীতে ৪টী বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। ছাত্রদিগকে কোন বেতন দিতে হয় না। কারিগরী বিভাগে বয়স কিংবা গুণ সম্বন্ধে কোন বাধা নাই। এই বিভাগে অনেকগুলি বৃত্তি দেওয়া হয়। এখানে ছাত্রদিগকে রেশম-বয়ন, রঞ্জন এবং ছাপের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়।

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দিবারও ভালরূপ ব্যবস্থা আছে। যাহারা এপ্রেণ্টিস ট্রেনিংয়ের বোর্ড অব কন্‌ট্রোলের এডমিশন পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে, শুধু তাহারাই রেলওয়ে ওয়ার্কশপে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষানবিশীতে ভর্ত্তি হইতে পারে। এই পরীক্ষা বোর্ড অব কনট্রোলের অধীন বৎসরে দুইবার অর্থাৎ জানুয়ারী এবং জুন মাসে হয়। পরীক্ষার্থীদিগের বয়স ১৯ বৎসরের কম হওয়া চাই, এবং তাহাদিগকে পরীক্ষার ফী বাবদ ১২ টাকা দিতে হইবে। এই পরীক্ষার দুইটী বিভাগ আছে—(১) বাধ্যতামূলক বিভাগ—এখানে ইংরেজী, গণিত এবং ফ্রী হ্যাণ্ড ড্রইং পরীক্ষা দিতে হয়। (২) স্বেচ্ছামূলক বিভাগ; এখানে মেকানিক্স, ত্রিকোণমিতি, প্রাথমিক পদার্থ বিদ্যা, প্রাথমিক রসায়ন শাস্ত্র এবং ব্যবহারিক জ্যামিতি এই কয়টী বিষয়ের মধ্যে দুইটী গ্রহণ করিতে হয়।

এই সমস্ত ওয়ার্কশপে কাজ শিখিতে ৫ বৎসর সময় লাগে। এই সময় মধ্যে শিক্ষার্থীকে নিজ খরচ বাবদ কিছু কিছু বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যে সমস্ত শিক্ষানবিশ সন্তোষজনক কাজ দেখাইতে পারে, তাহাদিগকে ২ বৎসরের জন্য ১০০ টাকা বেতনে ইমপ্রুভার রূপে ওয়ার্কশপের কাজেই রাখা হয়। এই কাজ হইতে তাহারা ক্রমে চার্জ্জ হ্যাণ্ডস্, এসিষ্টাণ্ট ফোরম্যান এবং ফোরম্যানের পদে উন্নীত হয়।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ারের ব্যবসার পক্ষে যে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা একান্ত প্রয়োজন, সেই সব বিষয়ে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বেশ শৃঙ্খলামত শিক্ষা দেওয়া হয়। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রগণকে সাধারণতঃ বি, ই, উপাধির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান হয়।

(সাপ্তাহিক সওগাত)

ভারতে মার্কিণ ফিল্ম্

ভারতের চলচ্চিত্রের ব্যবসা আজ ধ্বংসোন্মুখ। আইন দ্বারা ইহা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই বিষয়ে ভারত গভর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ভারতীয় বণিক্-সমিতির সম্পাদক গভর্মেণ্টের নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছেন। নিম্নে উক্ত পত্রের সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল:—

গভর্মেণ্ট নিশ্চয় জানিয়া থাকিবেন যে, আমেরিকার চারিটি সিনেমা কোম্পানী ভারতবর্ষে অফিস খুলিয়াছে এবং তাঁহাদের প্রতিনিধি পাঠাইয়াছে। বৈদেশিক কোম্পানীর প্রতিযোগিতায় ভারতীয় সিনেমা ব্যবসার ধ্বংস যে অনিবার্য্য তাহার যথেষ্ট কারণ ভারতীয় সিনেমা কমিটি ব্যাপকভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং সে বিষয়ে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। চলচ্চিত্র তৈরী করার বিষয়ে আমেরিকাই পৃথিবীর মধ্যে প্রধান। সুতরাং আমেরিকার চিত্র যদি একবার ভারতের বাজারে প্রবেশ করিতে পারে তবে ভারতীয় সিনেমা ব্যবসার আর মাথা তুলিবার ক্ষমতা থাকিবে না। ভারতীয় সিনেমা ব্যবসার সম্পর্কে গভর্মেণ্টের সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করা উচিত। এবিষয়ে ভারতীয় সিনেমা ব্যবসার আইন-সঙ্গত দাবী আছে। কেননা ভারতীয় অর্থনীতি কমিশনের তিনটি সর্ত্তই পরিপূরণ

করা হইয়াছে। ভারতে চলচ্চিত্র প্রস্তুত এবং প্রদর্শন কার্য্যে উৎসাহ দিবার জন্যই ভারতীয় চলচ্চিত্র কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল। এখন যদি এই কমিটির রিপোর্টের ফলে ভারতীয় সিনেমা ব্যবসার সাহায্য হইবার পরিবর্ত্তে তাহার অনিষ্ট সাধিত হয় তবে তাহা অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং বণিক্ সমিতির মতে গভর্মেণ্টের আইন করিয়া এই ব্যবসাটিকে রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। পৃথিবীর সকল গভর্মেণ্টই বিদেশী ব্যবসার প্রবল প্রতিযোগিতার হাত হইতে দেশীয় ব্যবসাকে এইরূপ ভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। যদি জার্ম্মাণি এবং বৃটেনের মত দেশসমূহ এইরূপ সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিয়া থাকে তবে ভারত গভর্মেণ্ট তাহা করিবেন না কেন তাহা বণিক্ সমিতি বুঝিতে পারেন না।

(ফ্রী প্রেস)

পুসা সরকারী কৃষি-গবেষণাগার

পুসায় ভারত গবর্মেণ্টের কৃষি-গবেষণালয় আছে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য কৃষি বিষয়ে গবেষণা করিয়া দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করা। দুনিয়ার বিজ্ঞানোন্নত দেশগুলিতে কৃষি বিষয়ে কি কি প্রণালী অবলম্বিত হইতেছে, মাটির উৎপন্ন ফসল পরিমাণে ও গুণে কেমন করিয়া ঐ সকল দেশকে উন্নত করিয়া তুলিতেছে সেইসমস্ত বিষয় দেশবাসীর চোখের সাম্নে ধরাই এই সরকারী প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। এই সরকারী প্রতিষ্ঠান ১১টী বিভাগে বিভক্ত। নিম্নে এই ১১টী বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিবৃত হইল।

(১) প্রথম বিভাগ এই সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তাকে লইয়া গঠিত। এই কর্ত্তার সরকারী নাম ডিরেক্টার। ইহারই তাঁবে সমগ্র গবেষণাগারের কার্য্যকলাপ চালিত হয়।

(২) দ্বিতীয়তঃ ইম্পিরিয়াল ইকনমিক বোটানিষ্টের বিভাগ। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব বিভাগের কার্য্যকলাপ পরিচালনা করা এই বিভাগের কার্য্য। বিভিন্ন শস্য সম্বন্ধে গবেষণা করা হইতেছে। গম, ওট্, যব, ভুট্টা, তামাক, তেলবীজ, অরহর, গ্র্যাম্, কলাই, মুগ, সুগারকেন্, শণ, আদ্‌লে,—এই সমস্ত শস্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইয়া থাকে।

(৩) এই প্রতিষ্ঠানে এক জন কৃষি-রসায়নবিদ্ আছেন। এই বিভাগে নানাস্থানের মাটী, নানাপ্রকার সার, খাদ্যদ্রব্য, তেলবীজ, আক, বীট্, নানাপ্রকার গাভীর দুধ নানাস্থানের জল, তেল, নীল ও অন্যান্য অনেক প্রকার দ্রব্য বিশ্লেষণ করিয়া ঐ সমস্ত দ্রব্যের প্রকৃতি স্থির করা হইয়া থাকে।

(৪) কৃষি-গবেষণাগারের এগ্রিকাল্‌চারাল ব্যাক্‌টিরিয়োলজিষ্ট। মানুষের রোগের যেমন ডাক্তারি করার দরকার, মাটির তেমনি রোগ আছে, তাহারও চিকিৎসা-বিধান দরকার। কি কি উপায়ে মাটির রোগ সারিয়া তাহার উর্ব্বরতা বাড়ান যায়, ইহাই এই সরকারী কর্ম্মচারী এবং তাহার বিভাগের প্রধান ধান্ধা। ইহা ছাড়া দুধের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া তাহার প্রতিকারবিধান, গাছপালার রোগ-নিরাময়ের ব্যবস্থাও এই বিভাগ হইতে সম্পাদিত হয়।

(৫) ইম্পিরিয়াল মিকোলজিষ্ট—একজন বিষতত্ত্ববিৎও পুসায় আছেন। গাছগাছড়ার রোগ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ও প্রতিবিধান করা এই বিভাগের প্রধান কার্য্য। আক্, অরহর, মসিনা প্রভৃতি ফসলের যে রোগ হয় তাহার প্রতিবিধানের জন্য গবেষণা চলিতেছে।

(৬) ইম্পিরিয়াল এণ্টোমলজিষ্ট—অর্থাৎ, কীটতত্ত্ববিৎ। ইঁহার কার্য্য,—পতঙ্গ-উপদ্রব হইতে কিরূপে শস্যরক্ষা করা যায় সে সম্বন্ধে গবেষণা করা। নানারূপ প্রতিকারের উপায়ও স্থিরীকৃত হইয়াছে এই বিভাগ হইতে।

(৭) ইম্পিরিয়াল এগ্রিকাল্‌চারিষ্ট—সরকারী কৃষিবিৎ—এই সরকারী কর্ম্মচারী নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়া উপযুক্ত বীজ ও চাষবাস সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জনসাধারণকে বলিয়াছেন। পতিত জমি কিরূপে আবাদযোগ্য করিতে পারা যায়, কৃষিকার্য্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কিভাবে ব্যবহার করিতে হয়, কোন কোন বৈদেশিক ফসল কিরূপে আবাদ করিতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ে দেশবাসীর জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করিয়া থাকেন এই সরকারী কৃষিবিদ্। দেশী গরুর সহিত বিলাতী ষণ্ডের মিশ্রণ-জাত গরুর দুধ অনেক বেশী হইতেছে গো-প্রজনন সম্বন্ধে গবেষণা কার্য্যও এই বিভাগ হইতে চালিত হয়।

(৮) ইম্পিরিয়াল ডেয়ারি এক্সপার্ট। পুসার ডেয়ারি বিভাগে যে সমস্ত কাজ হইতেছে সে সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখা ভারতবাসীর অবশ্যকর্ত্তব্য। ভারতে বিশেষতঃ বাংলায় গোদুগ্ধ আস্তে আস্তে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। গোশালা কিরূপ করিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয় তাহার নিয়মাবলী জানিতে পারা যায় এই বিভাগের কার্য্যকলাপ দেখিলে।

(৯) ফিজিয়োলজিক্যাল কেমিষ্ট। গৃহপালিত জীব-জন্তুর পুষ্টিবিধান করিতে গেলে কি কি করার দরকার তাহা স্থির করা, নানাজাতীয় বিচালি, কাঁচা ঘাস ইত্যাদি গরুর খাদ্য গরুর পুষ্টিসাধন কিরূপ করে ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা-কার্য্য ইনি করিয়া থাকেন।

(১০) ইক্ষু-বিশেষজ্ঞ (সুগারকেন্ এক্সপার্ট) আক্ সম্বন্ধে গবেষণা পরিচালনা ইঁহার কার্য্য। ইক্ষুর অনেক প্রকার ব্যাধি আছে, কিরূপে সেগুলি দূর করা যায়, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ইক্ষু অপর স্থানে আবাদ করিলে তাহার ফলাফল কিরূপ হয় এই সমস্ত বিষয়ে ইনি মাথা ঘামাইয়া থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ কইম্বাটুরের ইক্ষু লইয়া গবেষণার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখন কইম্বাটুরের ইক্ষু ভারতের সর্ব্বত্র আবাদ করা হইতেছে। এই ইক্ষু হইতে চিনি পাওয়া যায় অতিরিক্ত মাত্রায়।

১১। সেক্রেটারি সুগার বিউরো। ইক্ষুর আবাদ, চিনি প্রস্তুত, চিনি বিদেশে চালান ইত্যাদি আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত ইক্ষু কাণ্ড দেখা শোনা ইঁহার একমাত্র ধান্ধা।

ভারতে জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

তোকিয়ো বাণিজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ উয়েদা পৃথিবী পরিভ্রমণ ব্যপদেশে সম্প্রতি কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, অতি প্রাচীন জাতি হইলেও ভারতের প্রাণশক্তি নবীনই রহিয়াছে। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ্ লইয়া ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি করিবার প্রচুর কার্য্য অসমাপ্ত রহিয়াছে। ভারতীয়গণ যদি বৈজ্ঞানিক উপায় গ্রহণ করিয়া কঠিন শ্রমে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল"। একজন পৃথিবী-ভ্রমণকারী প্রাচ্যদেশীয় অর্থনীতির অধ্যাপকের বর্ত্তমান ভারত সম্পর্কে এই উক্তি, জাতীয় উন্নতিকামী নরনারী মাত্রেরই অনুধাবন করিয়া দেখিবার বিষয়।

ডাক্তার উয়েদা আমাদিগকে বৈজ্ঞানিক কলকৌশল সহায়ে প্রাকৃতিক সম্পদ্ দ্বারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইবার উপদেশ দিয়াছেন। ভারতবাসীরা যে তাহা না বুঝে এমন নহে, এবং সেদিকে কিছু কিছু চেষ্টাও হইয়াছে, এবং অনেক-ক্ষেত্রেই বিদেশী বণিকের সহিত অসম প্রতিযোগিতায় তাহা পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারে নাই। বৈদেশিক শাসন-তন্ত্রের পরমাশ্রয়ে পরিপুষ্ট বৈদেশিক মূলধনে পরিচালিত কলকারখানার সহিত;—এবং বিদেশ হইতে আমদানী পণ্যের সহিত,—গবর্ণমেন্টের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া ভারত-বাসীর কল-কারখানা যে দাঁড়াইতেই পারে না—একথা ডাক্তার উয়েদা ভাবিতে পারেন নাই, কিংবা ভাবিলেও রাজনৈতিক কারণে তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কি দুঃখে, লবণাম্বু-পরিবেষ্টিত দেশের অধিবাসী হইয়াও, আমাদিগকে লিভারপুলের নিমক খাইতে হয়,—কি পাপে আফ্রিকা বা নিউক্যাসেলের কয়লা, ভারতের বাজারে, ভারতীয় কয়লা অপেক্ষাও সস্তায় বিক্রয় হয়, তাহা একজন অর্থনীতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের জানা থাকাই সম্ভব।

(আনন্দ বাজার)

কলিকাতায় অষ্ট্রিয়ান বিজ্ঞানবীর ডাঃ মোলিশ

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ মোলিশ সম্প্রতি বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আসিয়া তাঁহার গবেষণা-কার্য্য চালাইতেছেন। তিনি শুক্রবার সন্ধ্যায় জীবন্ত আলোক সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন।

অধ্যাপক মোলিশকে পরিচয় করাইয়া দিয়া স্যর জগদীশ বলেন, "মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য যাহাতে চিন্তাজগতের ভিতর দিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম মিলিত হইতে পারে এই আশাতেই আমি এই বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলাম। মনের জগতে ভেদ বা বাধা কোথাও থাকিতে পারে না। ডাঃ মোলিশ জীব-বিজ্ঞানের একজন বিখ্যাত

পণ্ডিত। তিনি এই বিজ্ঞান-মন্দিরে গবেষণা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে আমি সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেছি। এই সেদিন পর্য্যন্ত ডাঃ মোলিশ ভিয়েনা পিচ বিদ্যালয়ের রেক্টার ছিলেন। গত মাসে অষ্ট্রীয়ার গণতন্ত্র তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ সম্মানে বিভূষিত করিয়াছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবীণ পণ্ডিতদের একজন হইলেও ডাঃ মোলিশ মনে এখনও তরুণ। জড় জগতে আমার গবেষণাকে যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে সাদরে গ্রহন করেন ইনি তাঁহাদের একজন।"

ইহার পর ডাঃ মোলিশের বক্তৃতার বিষয় সম্বন্ধে স্যর জগদীশ বলেন, জীবন্ত প্রাণীর দেহ হইতে যে আলোক রশ্মি নির্গত হয় তাহার সম্বন্ধে ডাঃ মোলিশ বহু গবেষণা করিয়াছেন। সে গবেষণার ফল তিনি আজ জানাইবেন। তিনি এক প্রকার আলোক বিকীরণকারী জীবাণু ভারতেও আবিষ্কার করিয়াছেন। এই জীবন্ত প্রদীপ হইতে শীতল আলোক নির্গত হয়।

ভবিষ্যতে তাঁহার এই গবেষণার ফলে আলোক-উৎপাদনের ক্ষেত্রে যুগান্তর আসিবে।

ডাঃ মোলিশ তারপর তাঁহার জীবন্ত প্রদীপের গুণাবলী প্রদর্শন করিয়া সকলকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেন। তিনি বলেন যে, পচাপাতা ও কাষ্ঠ হইতে অনেক সময়ে এক প্রকার শ্যাওলার প্রভাবে আলোক বাহির হয়। অনেক মাছের গায়েও একপ্রকার জীবাণু বাস করিয়া আলোক বিকীরণ করে।

ডাক্তার মোলিশ বলেন যে, তিনি ভারতে এমন এক প্রচার জীবাণু সংগ্রহ করিয়াছেন যাহা হইতে প্রখর আলো বাহির হয়। সে আলোকে পুস্তকাদি অনায়াসে পড়া যায়।

ইহার পর ভাত, ডিম ও আলুর তরকারীতে এই জীবাণু সংযোগ করিয়া ডাঃ মোলিশ দেখান যে, সেগুলি সে আলোকে দৃশ্যমান হয়। ডাঃ মোলিশ তাঁহার দেহাভ্যন্তর দেখাইবার জন্য এই জীবাণু আহার পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। তবে জঠরের জারক রসে এ জীবাণুগুলি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি মরিয়া যায়, সে জন্য জঠরের ভিতর এ আলোকও ক্ষণস্থায়ী হয়।

এই জীবাণুগুলি অক্সিজেন ছাড়া বাড়িতে পারে না অক্সিজেন না পাইলেই আলোক নিবিয়া আসে। কিন্তু বিন্দুমাত্র অক্সিজেন পাইলে আবার তাহারা আলোক বিকীরণ করিতে আরম্ভ করে।

এই জীবাণু দ্বারা কণামাত্র অক্সিজেনের অস্তিত্বও ধরা পড়ে।

পরিশেষে ডাঃ মোলিশ বলেন যে, সমুদ্রের তলদেশে মৎস্য-দেহের আলোকই হউক বা জোনাকির গায়ের আলোকই হউক পৃথিবীর সমস্ত আলোকই সূর্য্য-রশ্মি হইতে জাত।

বাঙ্গালীর খাদ্য-সমস্যা

ডাঃ বেণ্টলী বাঙ্গালীর খাদ্য সম্পর্কে এক উপাদেয় বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, আজকাল যে সমস্ত রোগে বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বনাশ সাধন হইতেছে, সেই সমস্ত রোগই বাঙ্গালীর অপর্য্যাপ্ত খাদ্যের জন্য আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছে। অতঃপর তিনি এই সম্পর্কে আর দুই একটি কথা বলিয়া বলেন, আজকাল বাঙ্গালীদিগের গড়ে যে আয়, তাহাতেও যদি তাঁহারা একটু হিসাব করিয়া খাদ্যাদি গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহারা হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পরেন, ফলে কোন প্রকার রোগই সহজে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। তিনি ব্রাহ্মণদিগের এক পাক ও নিরামিষ আহারের প্রশংসা করিয়া বলেন, আজকাল সাদা চাউলের ভাত বিশেষতঃ ফেন ফেলান সাদা চাউলের ভাত খাওয়ার যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা খুবই অনিষ্টদায়ক। ইহাতে চাউলের সার ভাগ থাকে না।

সহজে পরিপাক হয় বলিয়া অনেকে পুরাতন চাউলের ভাত পছন্দ করেন। ডাঃ বেণ্টলী তাহারও নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন এই ধরণের চাউলের মধ্যেও সার ভাগ খুব কম। তিনি অসিদ্ধ ছোলা প্রভৃতি খাদ্যের খুবই প্রশংসা করিয়াছেন। আমাদের দেশের বালক-বালিকারা তেমন ভাবে দুগ্ধ পান করে না বলিয়াও তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিলে ম্যালেরিয়া, বেরিবেরি এমন কি কুষ্ঠব্যাধি পর্য্যন্ত হইতে পারে না।

আগরতলা ষ্টেট ব্যাঙ্ক

আগরতলায় সেন্ট্রাল ষ্টেট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা একরূপ সুনিশ্চিত হইয়াছে। ষ্টেটের ব্যবস্থাপক সভা কুমিল্লা ইউ-নিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্ত, কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের লীগাল এডভাই-সার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং চাতলা কর্ম্মচারী সমবায় ব্যাঙ্কের শ্রীযুক্ত প্রমদারঞ্জন ভট্টাচার্য্যকে উপযুক্ত আইন প্রণয়নের জন্য সভার সদস্য কো-অপ্ট করিয়াছেন।

বঙ্গের শিল্পোন্নতি-বিধায়ক আইনের খসড়া

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় "বঙ্গের শিল্পের উন্নতি-বিধায়ক বিল" বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট বিল ১৯২৮) নামে একটী আইনের খসড়া করিয়াছেন। ঐ বিল ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনেই উপস্থিত করা হইবে। বিলটীর উদ্দেশ্য বাঙ্গালার দেশীয় শিল্পের উন্নতি এবং সরকারী সাহায্যে কিরূপে ঐ কার্য্য সাধিত হইতে পারে, তাহার উপায়-নির্দ্দেশ।

প্রস্তাবিত আইনে নিম্নলিখিত শ্রেণীর দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা হইবে—(১) কোন নূতন বা নবজাত শিল্প; (২) যে শিল্প কোন বিশেষ অঞ্চলে একেবারে নাই অথবা অপরিণত অবস্থায় আছে; (৩) কোন পুরাতন শিল্প, যাহা সুযোগের অভাবে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু সাহায্য পাইলে সমধিক উন্নতিলাভ করিতে পারে; (৪) কুটির-শিল্প।

যাহাতে বাঙ্গালাদেশের জাতীয় শিল্প সাহায্য-লাভ করিতে পারে, এই বিলে প্রধানতঃ তাহারই ব্যবস্থা হইয়াছে। যে শিল্প বাঙ্গালা দেশবাসীদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত এবং পরিচালিত তাহাই সরকারী সাহায্য-লাভের সুযোগ পাইবে এবং প্রধানতঃ বিদেশী কর্ত্তৃক বা বিদেশী মূলধনে পরিচালিত শিল্পকে এই বিলের উদ্দেশ্য হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

যে যে উপায়ে দেশীয় শিল্পকে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিবেন—তাহাও বিলে নির্দ্দিষ্ট হইবে—যথা (১) ঋণদান; (২) গৃহীত ঋণের মূলধন বা সুদ পরিশোধের গ্যারাণ্টি দেওয়া (৩) অর্থসাহায্য; (৪) কোম্পানীতে নিযুক্ত মূলধনের উপর লভ্যাংশের জন্য গ্যারাণ্টি দেওয়া; (৫) সুবিধাজনক সর্ত্তে জমি, কাঁচামাল প্রভৃতি দেওয়া; (৬) জমি; কল প্রভৃতি ক্রয়ে সাহায্য; (৭) শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ে সাহায্য।

বিলে যেসব সর্ত্তে সরকারী সাহায্যদানের প্রস্তাব করা হইয়াছে, সেগুলিও খুব কঠোর নহে এবং এই সর্ত্তের দ্বারা কোন দেশীয় শিল্পের স্বাধীনভাবে উন্নতি লাভের পক্ষে বাধা থাকিবে না।

বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন

গত সপ্তাহের "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রে মহাত্মা গান্ধী বিদেশী বস্ত্র-বর্জ্জনের জন্য নিম্নলিখিতরূপ এক "স্কীম" প্রকাশ করিয়াছেন,—

১। যে সকল গ্রামে ও সহরে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান আছে, সেই সকল গ্রামে ও সহরে দ্বারে দ্বারে গিয়া গৃহস্থের বাটী হইতে বিদেশী বস্ত্র সংগ্রহ করিতে ও তাহাদের নিকট খাদি ফেরি করিবার জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন করিতে হইবে।

২। সকল খাদিরই উপরে নিখিল-ভারত কাটুনী সমিতির ছাপ থাকিবে এবং তাহাতে স্পষ্টভাবে মূল্য চিহ্নিত থাকিবে।

৩। খাদি জন-প্রিয় করিবার জন্য বহু প্রচারক গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বেচ্ছাসেবক ও প্রচারকগণের আসল ও নকল খাদি চিনিবার ক্ষমতা থাকা দরকার।

৪। সম্ভবপর হইলে সংগৃহীত বিদেশী বস্ত্রসমূহ প্রকাশ্য-স্থানে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিতে হইবে।

৫। বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ীদিগের সহিত ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করিয়া তাহারা যাহাতে আর বিদেশী বস্ত্র ক্রয় না করেন এবং রদযোগ্য অর্ডারসমূহ রদ করিয়া দেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে প্ররোচিত করিতে হইবে।

৬। যেখানে সম্ভবপর হইবে এবং যেখানে রক্তারক্তির আশঙ্কা নাই, সেখানে বিশ্বস্ত ও শিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকগণ

দ্বারা বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং চালাইতে হইবে।

৭। প্রত্যেক পল্লী ও নগর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান, এই সকল ব্যবস্থানুযায়ী কিরূপ কাজ করা হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ কেন্দ্রীয় অফিসে প্রেরণ করিবেন এবং কেন্দ্রীয় অফিস প্রতিদিনের কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ সপ্তাহের কার্য্য সংবাদপত্রে প্রচার করিবেন।

৮। এই বিষয়ে সমুদায় রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করা হইবে।

৯। বয়কট আন্দোলন চালাইবার জন্য স্বদেশ-হিতৈষিণী মহিলাদের সাহায্য গ্রহণ করা হইবে।

১০। নিখিল-ভারত কাটুনী সমিতি যে সকল স্থানে আসল খাদি পাওয়া যায় তাহার তালিকা কেন্দ্রীয় অফিসে পাঠাইবেন এবং যেখানে খাদির চাহিদা আছে সেখানে খাদি ভাণ্ডার খুলিবেন।

১১। বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন সমিতি নামে একটি ক্ষুদ্র কমিটি গঠিত হইবে। কমিটির নিকট প্রাথমিক কার্য্যোপযোগী তহবিল দেওয়া হইবে এবং আরও অর্থ-সংগ্রহের অধিকার কমিটির থাকিবে। কমিটি প্রতি ৩ মাস অন্তর আয়-ব্যয়ের হিসাব যথারীতি প্রকাশ করিবেন।

১২। উপরের লিখিত কমিটি চারিদিকে পুস্তিকা-সমূহ প্রচার করিয়া বর্জ্জনের উপযোগিতা ও সম্ভবপরতা দেখাইবেন এবং ব্যক্তিগতভাবে কি পদ্ধতিতে উহা সাফল্যমণ্ডিত করা যায় তাহাও পুস্তিকার দ্বারা বুঝান হইবে।

১৩। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় সমস্ত কাপড় তথাকথিত ব্যয় বাহুল্য সত্ত্বেও যাহাতে খাদিই খরিদ করা হয় তজ্জন্য দাবী করিয়া প্রস্তাব পেশ করিতে হইবে। বিদেশী বস্ত্রের আমদানি-শুল্ক যাহাতে বর্দ্ধিত করা হয় তজ্জন্যও প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে হইবে।

মন্তব্য :—ভারতের সর্ব্বত্র কংগ্রেস কমিটিসমূহ অবিলম্বে পুনর্গঠিত হইবে। বহুসংখ্যক লোক কংগ্রেসের সদস্যদলভুক্ত হইবেন এবং খাদির দ্বারা বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন চালাইবার জন্য সমুদায় কংগ্রেস কমিটি পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন ইহা ধরিয়া লইয়াই এই "স্কীম" রচিত হইল। এই সকল সর্ত্ত যদি পালিত হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান বৎসরেই বর্জ্জন সফল হইবে, অন্ততঃ বিদেশী বস্ত্রের আমদানি উল্লেখযোগ্যরূপে কমিয়া যাইবে।

ব্রাজিলে যুক্তরাষ্ট্র বনাম বিলাত

ব্রাজিল দেশের জমির উপর উত্তর আমেরিকা আপন অধিকার ক্রমে ক্রমে দৃঢ়রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছে, নানা-প্রকার সরকারী সুবিধাও লাভ করিতেছে। এই সকল ঘটনা লইয়া বিলাতের বেপারী-মহলে নানা প্রকার আন্দোলন চলিতেছে। কাগজে কাগজে আলোচিত হইতেছে যে,—বৃটিশ কারখানার মালিকগণ তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, এই বিষয়টী মাত্র সাময়িক ঘটনা নহে। ইহার ফলে ব্রাজিলে অন্যান্য জাতির বহির্ব্বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং যুক্তরাষ্ট্র আপন কারখানাজাত মাল বিক্রয় করিবার জন্য ব্রাজিলের প্রকাণ্ড বাজারে অদ্বিতীয় হইয়া সুবিধা ভোগ করিবে। সুতরাং দক্ষিণ আমেরিকার স্ব-শাসিত দেশগুলিতে বৃটিশ ব্যবসার সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। কতকগুলি কোম্পানী গঠিত হইতেছে। ইহাদের রেজেষ্টারি করা প্রধান কার্য্যালয় রহিবে লণ্ডন সহরে এবং লণ্ডন সহর থেকেই ইহাদের কার্য্য পরিচালনা করা হইবে। এই কোম্পানীগুলি মোটামুটি বৃটিশ কারখানাজাত মাল দক্ষিণ আমেরিকায় বেচিবার জন্য নিযুক্ত থাকিবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে কার্য্য করিতেছে তাহাতে এই কোম্পানীগুলিকে আর বৃটিশ কারখানার মাল বেচিতে হইবে না। বৃটিশ বাণিজ্য সভা, (বৃটিশ চেম্বার অব্ কমার্স) এই সমস্যাটী সম্বন্ধে বণিকমহলে সকলকে সজাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহই এদিকে সেরূপ দৃষ্টিনিক্ষেপ করে নাই। ব্রাজিল দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি যে কোন পথে চলিতেছে সে সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে দেখা যায় যে, গত আঠার মাসের ভিতর, প্রথমতঃ ইলেক্‌ট্রিক বণ্ড অ্যাণ্ড শেয়ার

কোম্পানী ছয়টি ট্রামগাড়ী, আলো বা বৈদ্যুতিক শক্তি-ঘটিত কোম্পানী চালাইবার ক্ষমতা ক্রয় করিয়া লইয়াছে বা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সাউথ-ব্রাজিলিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী বৃটিশ প্রতিষ্ঠান; আবার এই রেলওয়ে কোম্পানীর হাতে প্যারানা ষ্টেটের রাজধানীর আলো, বৈদ্যুতিকশক্তি ও ট্রামগাড়ী যোগাইবার ভারও ছিল। ইলেক্‌ট্রিকবণ্ড অ্যাণ্ড শেয়ার কোম্পানীর দেখাদেখি মার্কিণ মুল্লুকের আরও পাঁচটা পুঁজিপতি ট্রাষ্ট ব্রাজিলের বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানসকল হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে বলিয়া বোধ হয়। প্রকাশ যে শীঘ্রই শুনা যাইবে ব্রাজিলের এইরূপ প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলি মার্কিণের ট্রাষ্ট কিনিয়া ফেলিয়াছে। ইহা ছাড়া কিছুদিন পূর্ব্বে মার্কিণের পুঁজিপতিগণ স্যাণ্টোস্‌ ডক্‌স্‌ কোম্পানীর মোটা অংশ খরিদ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ব্রাজিল সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট এই কার্য্যে বাধা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যদি ব্রাজিলের জাতীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানটী বিদেশীর হাতে যায় তবে ইনি ফেডারেল গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা অনুসারে প্রতিষ্ঠানটী বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবেন। বিলাতের কারখানা-জাত বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম দক্ষিণ আমেরিকার বাজারে কখনই সেরূপ কাটে নাই। ব্রাজিলে আলো ও বৈদ্যুতিক শক্তি-সরবরাহের বিলাতী বা ব্রাজিলীয় সমস্ত কোম্পানীর আবশ্যকীয় সরঞ্জাম বিশেষতঃ টার্ব্বাইন্‌ কেনা হইয়াছে মার্কিণ মুল্লুক, সুইজ্যারল্যাণ্ড বা অন্যান্য দেশ হইতে, কিন্তু বিলাত হইতে এক রতি মাল কেনা হয় নাই। অন্য-পক্ষে বিলাতী বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দাম অন্যান্য দেশের মালের চেয়ে অনেক কম। একটী সুপরিচিত কোম্পানীর মত যে তাহারা ব্রাজিলে ৫০ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট পর্য্যন্ত ছোট মোটর প্রতিযোগী বিদেশী কোম্পানীগুলি অপেক্ষা শতকরা ২০ টাকা কমমূল্যে দিতে পারে। সুতরাং এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ব্রাজিলে ও দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশগুলিতে বিলাতী কারখানার মালিকগণের শিল্পজাত দ্রব্য বেশ বিক্রয় হইতে পারে, যদি মাল বেচিবার সেরূপ সুবন্দোবস্ত থাকে বা করা হয়।

নবীন তুরস্ক

"ফিনানশ্যাল টাইমস" পত্রের ভ্রমণকারী সংবাদদাতা কাপ্তেন ওয়েন টুইডি আঙ্গোরা ভ্রমণ করিয়া নবীন তুরস্ক সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা নিম্নলিখিত প্রবন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে নবীন তুরস্ক দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিতেছে। জাতি-সংগঠনে পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের কোনই ত্রুটি নাই। তবু এখনও ইংরেজ ছাড়া অন্যান্য ইয়োরোপীয় জাতির দোহন-কার্য্য বেশ চলিতেছে। কাপ্তেন টুইডির মতে নবীন তুরস্ক যে ইংরেজের চেয়ে ইংরেজের প্রতিযোগীদের সহিত ব্যবসা চালাইতে সমধিক ইচ্ছুক তাহা নহে, নবীন তুরস্কে ব্যবসা চালাইতে ইংরেজের ঔদাসীন্যই ইহার কারণ।

নবীন তুরস্ককে এত বেশী নূতন মনে হয় এই জন্য যে একেবারে মান্ধাতার আমলের পুরাতন তুরস্কের ভগ্নাবশেষের উপর ইহার উদ্ভব। আর সেই লাল তুর্কী টুপি নাই, সেই ঢিলা-ঢিলা হালছাড়া ভাবের সরকারী কর্ম্মচারী নাই। এক কথায় "সুমধুর পুরাতন দিনের" চিহ্ন মাত্র নাই।

আগে তুরস্কে আসিতে গেলে প্রথমে নামিতে হইত আদ্রিয়ানোপলে, সেখান থেকে ট্রেণে স্তাম্বুল। আদ্রিয়া-নোপল হইতে স্তাম্বুল বেশী পথ নয়। তবু পুরাতন তুরস্কের ওস্তাদ রেল কনট্রাক্টর অষ্ট্রীয়া-বাসী ব্যারণ হির্শের কল্যাণে "৬ দিনে উত্তরিল ৬ মাসের পথ;" ১৮৭০ সালের পরে তুরস্কের অবস্থা দাঁড়ায় "সরকারী ঢাকের" মত,—যে পাইত সেই এক কাঠি বাজাইয়া দিয়া যাইত। খনিই হউক, আর জঙ্গলই হউক যে পাইত সেই সুলতানের মাথায় হাত বুলাইয়া বাগাইয়া লইতে ত্রুটি করিত না। সরকারেরও আপত্তি ছিল না। যে কেহ বিদেশী আসিয়া এক কোম্পানী ফাঁদিয়া বসিত, শুধু সেয়ার সার্টিফিকেটের মাথার উপর এক ইস্তাম্বুলি গম্বুজের ছাপ থাকিলেই ব্যস্‌।

কিন্তু তেহি নো দিবসা গতা। যে ট্রেণে আমি হায়দার-পাশা হইতে আঙ্গোরা যাত্রা করি, তাহাতে ভ্রমণের সুব্যবস্থার কোনই ত্রুটি ছিল না,—ঘুমাইবার জায়গা হইতে রেষ্টুরেণ্ট-

কার পর্য্যন্ত সবই ছিল। গাড়ীও কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময় যাত্রা করিল। আমার কামরাটীতে সব জাতিরই প্রতিনিধি ছিল,—জার্ম্মাণ ছিল, দিনেমার ছিল, বেলজিয়ান, ফরাসী ছিল, দরজার কোণটীতে একজন ইটালিয়ান পর্য্যন্ত ছিল, ছিল না কেবল একটী ইংরেজ। গাড়ীখানি সন্ধ্যা ৭টার "বিজিনেস ম্যানস এক্সপ্রেস" অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য গাড়ী। তাহাতে আমাকে দেখিয়া এই সমস্ত সহযাত্রীদের যেন দুশ্চিন্তায় তালু শুষ্ক হইয়া উঠিল। কখনও অনুচ্চস্বরে, কখনও বা বেশ জোরেই পরস্পর পরস্পরকে প্রশ্ন করিতে লাগিল এই ইংরেজটি এখানে কেন? ব্যবসার মতলব নাই তো?

সহরে নামিতেই সবিস্ময়ে দেখিলাম পাথরে বাঁধান বিস্তৃত রাস্তার উপর বহু মোটর দাঁড়াইয়া,—সব কয়টিই আমেরিকান। হোটেলও আছে,—ইয়োরোপের হোটেলের মতই সুন্দর এবং সুসজ্জিত। কোন বন্দোবস্তেরই ত্রুটি নাই। মনে হইল, নবীন তুরস্কের উপযুক্ত রাজধানী তৈয়ারী করিবার জন্য মুস্তাফা কামাল আঙ্গোরার পিছনে কত অর্থই না ব্যয় করিতেছেন। ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত আঙ্গোরা ছিল একটি মফঃস্বল সহর মাত্র, জলা, নীচু জায়গার উপর অবস্থিত এবং ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ। তবু এই স্থানটিকেই তুরস্কের ভাবী রাজধানী নির্ব্বাচিত করিবার বিশেষ কারণ আছে। সে ইহার ভৌগোলিক অবস্থান। উত্তরে পর্ব্বতমালা এবং দক্ষিণে লবণের মরুভূমি ইহাকে একরূপ দুর্ভেদ্য করিয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তমান রেললাইনটি এখানেই শেষ হইয়াছে। তবে উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণে এখনও বাড়ান চলিবে।

পুরাতন আঙ্গোরায় যে ছোট রাস্তা ছিল তাহাকে চওড়া করা হইয়াছে। দু'পাশে বাজার এবং দোকান বসিয়াছে। এই রাস্তা দিয়া বরাবর পাহাড়ের নীচের দিকে গেলেই সম্মুখে পড়ে কামাল পাশার প্রস্তর মূর্ত্তি। সেই রাস্তার দক্ষিণ দিকে গেলেই নূতন আঙ্গোরা। মোড়ের উপরেই পুরাতন পার্ল্যামেণ্ট। আরও কিছুদূর গেলেই নূতন পার্ল্যামেণ্ট। ভিতরে সোনালি অক্ষরে বড় বড় করিয়া লেখা, "তুরস্কের শাসনভার তুর্কী জনসাধারণের উপর।" ইহার পরেই একটি তেমাথা রাস্তা। একটি গিয়াছে নূতন যাদুঘরের দিকে, একটি ষ্টেশনের দিকে। এই স্থানটি ছিল একেবারে ম্যালেরিয়া-পূর্ণ জলাভূমি। এখন "মে ফেয়ারে" পরিণত হইতে চলিয়াছে।

আর একটি রাস্তার চূড়ার উপর গাজী মুস্তাফা কামাল পাশার বাড়ী। সাধারণ বাংলা ধরণের বাড়ী। তাহারই চারিদিকে অনুরূপ ধরণের আরও কতকগুলি বাড়ী। সেগুলি মন্ত্রীদের ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত তুর্কীদের। তাহার নীচে বেশ ভাল জায়গায় ইংরেজের অস্থায়ী দূতাবাস। খুবই শীঘ্র ইংরেজের মর্য্যাদার উপযোগী বাড়ী নির্ম্মিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। একটু দূরে ধূসর রঙ্গের প্রকাণ্ড বড় সোভিয়েট দূতাবাস। ইহাদের দূতাবাস সব চেয়ে বড়।

ইংরেজকে নবীন তুর্কীরা বরাবরই অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিত। মোজাল সন্ধির পর সে ভাব অনেকটা গিয়াছে। তুরস্কে বাণিজ্য বিস্তারের এই সুবর্ণ সুযোগ। আঙ্গোরা লণ্ডনের কাছে যাইবে এমন আশা করিয়া ইংরেজ যদি বসিয়া থাকে তাহা হইলে নিজেরই সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিবে। (বাংলার কথা)

সাহারায় রেল পথ সম্বন্ধে ফরাসী পার্ল্যামেণ্ট

ফ্রান্সের সিনেটে (পার্ল্যামেণ্টে) ভোটে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আফ্রিকার বিশাল সাহারা মরুভূমির উপর দিয়া রেলপথ নির্ম্মাণ সম্ভবপর কি না তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি স্পেশাল কমিশন নিযুক্ত করা হইবে এবং অনুসন্ধানকার্য্যে প্রায় ১ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করা হইবে।

রেলপথে সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করিবার প্রস্তাব প্রথমে করেন মেজর হ্যাবোটিন ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে। তখন উহা স্বপ্ন বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তার পর ২০ বৎসর পরে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে আবার ঐ প্রস্তাব উঠে এবং একটি অনুসন্ধান কমিটিও নিযুক্ত হয়; কিন্তু সাহারার মরুপ্রান্তরে অনুসন্ধানকারীদল নিহত হওয়ায় ঐ 'স্কীম' একরূপ পরিত্যক্তই হইয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মোটরযোগে সাহারা অভিযান সাফল্য-মণ্ডিত হওয়ায় আবার এই 'স্কীম' উঠিয়াছে।

ফ্রান্স এই বিশাল সাহারা মরুর উপর দিয়া রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য যে চেষ্টা করিতেছে তাহার প্রধান কারণ আত্মরক্ষা। ১৯১৫ হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহাযুদ্ধে পুরুষগণ ব্যাপৃত থাকায় ফ্রান্সে জন্ম-সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে; সেই জন্য ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে দারুণ লোক-বলের অভাব হইবে। ফ্রান্স এক্ষণে যদি তাহার আফ্রিকা-স্থিত উপনিবেশসমূহ হইতে লোক লইতে পারে, তবে সে লোকবলের অভাব তখন ততটা অনুভব করিতে পারিবে না। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের ৬ দল কৃষ্ণকায় সৈন্য ছিল। এক্ষণে তাহা ৬০ হাজার হইয়াছে। প্রস্তাবিত রেলপথ নির্ম্মিত হইলে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণকায় সৈন্যের সংখ্যা ৫ লক্ষ পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই রেলপথ নির্ম্মিত হইলে নাইজার প্যারিস হইতে মাত্র ৫ দিনের এবং ওরান হইতে ভিগুেসি বন্দর ৩০ ঘণ্টার পথ হইবে।

রেলওয়ে সম্বন্ধে বিশেষতঃ জেনারেল অবিয়ার বিবেচনা করেন যে, ওরান হইতে ওয়াগডুগু পর্য্যন্ত সোজা রেল লাইন নির্ম্মাণ করিলে অনেক সুবিধা হইবে। উহা হইতে আবার তিনটি শাখা লাইন বাহির করিবার প্রস্তাবও তিনি করিয়াছেন। একটি ক্যাসাব্যাঙ্কা হইতে বিজেরটা এবং আর একটি ডাকার হইতে চাড্ হ্রদ পর্য্যন্ত। তিনি আরও বলেন চাড্ হ্রদ হইতে আবার একটী শাখা লাইন বাহির করিয়া ফরাসী মধ্য আফ্রিকার মধ্য দিয়া কঙ্গো উপকূলের লোয়েঙ্গো পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে হইবে।

বাণিজ্যের অসুবিধা

প্রস্তাবিত রেলপথ নির্ম্মিত হইলে সামরিক সুবিধা যথেষ্ট হইবে। এই রেলপথ নির্ম্মিত হইলে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট সুবিধা হইবে। নাইজার নদীর উপত্যকায় তুলা প্রভৃতি যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। ফ্রান্সের উপনিবেশসমূহ হইতে প্রতি বৎসর ১ লক্ষ হইতে ২ লক্ষ টন তুলা এবং যথেষ্ট পরিমাণ মাংস ও পশম পাওয়া যাইবে। ফ্রান্স এই সব ব্যবসা হইতে বৎসরে প্রায় ৩০ লক্ষ পাউণ্ড লাভবান হইতে পারিবে।

এক্ষণে যতদূর বুঝা গিয়াছে তাহাতে রেলপথ নির্ম্মাণ অসাধ্য ব্যাপার নহে এবং চোরা বালি সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে জনশ্রুতি ছিল, তাহাও অমূলক বলিয়া জানা গিয়াছে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে সুয়েজ খাল যেরূপ প্রয়োজনীয়, ফ্রান্সের পক্ষেও এই সাহারা রেলপথ সেইরূপ প্রয়োজনীয় হইবে। ইহাতে ফ্রান্সের ক্যালে হইতে আফ্রিকার কঙ্গো পর্য্যন্ত পথ সুগম হইবে এবং ফরাসী সাম্রাজ্যের ৭কোটি লোক মেলামেশা করিবার সুযোগ পাইবে। এই রেলপথ নির্ম্মাণে ১৫০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের কার্য্যবিবরণী

চতুর্থ অধিবেশন। স্থান ৯৬ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। সময় ২০শে জানুয়ারী ১৯২৯, রবিবার, সকাল ১০টা।

বহির্ব্বাণিজ্যে বাঙ্গালী

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বি, এস (প্যার্ডু), ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ার, ডিরেক্টর ইণ্ডো-অয়রোপা ট্রেডিং কোম্পানী (হামবুর্গ) "বহির্ব্বাণিজ্যে বাঙ্গালী বেপারী" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার সদস্য-দিগের নিকট বক্তার পরিচয় করাইয়া দিয়া বলেন যে, বাঙ্গালী কেবল কেরাণীগিরি মাষ্টারী এবং ওকালতী করিতেই জানে—একথা ষোলআনা সত্য নহে। আজকার আলোচক নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইবেন যে, শুধু বাণিজ্য নয়—এমন কি বহির্ব্বাণিজ্যেও বাঙ্গালী তাহার প্রতিভা দেখাইতে পারে।

বীরেন বাবু বলেন,—বাঙ্গালী এককালে বহির্ব্বাণিজ্যে হীন ছিল না, তার যথেষ্ট ঐতিহাসিক সাক্ষ্য রহিয়াছে।

কিন্তু তিনি আজ নিজ অভিজ্ঞতার কথাই বিশেষরূপে বলিবেন। আমেরিকার প্যাডু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইলেট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়া তিনিও আর দশজন বাঙ্গালীর ছেলের মত চাকুরীর পশ্চাতেই ছুটিতেন। কিন্তু তাঁহার মনে হইল বাঙ্গালী নূতন কোন জীবিকা অর্জ্জনের পথ বাহির করিতে পারে কিনা দেখা দরকার। সেই ঝোঁকে তিনি বহির্ব্বাণিজ্যে হাত দেন। আমাদের দেশে ইয়োরোপীয় নানা জাতি আসিয়া বাণিজ্য বাঁধিয়া বসিয়াছে। ইহা আমরা নিত্য চোখে দেখিতেছি। কিন্তু বহির্ব্বাণিজ্যে লিপ্ত ভারতীয়ের সংখ্যা ইয়োরোপে সামান্য। এই সম্পর্কে তিনি নানা দেশের সহিত আমাদের দেশের কারবার চালাইবার চেষ্টায় যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা বিবৃত করেন। বহির্ব্বাণিজ্যে লেটার অব্ ক্রেডিট্ না হইলে চলে না। বিলাতী কোন কোন ব্যাঙ্কের নিকট টাকা ধার লইতে গিয়া বীরেন বাবু বুঝিতে পারেন, ব্যবসায় বুদ্ধি না থাকার দরুণ বাঙ্গালী বা ভারতীয়ের পক্ষে ঐরূপ টাকা ধার লওয়া কিরূপ কঠিন। আজ অবশ্য তিনি হাজার হাজার পাউণ্ড ধার লইয়াও কাজ চালাইতেছেন। কিন্তু প্রথম তিনি অতি কষ্টে যে বিলাতী ব্যাঙ্কের নিকট ১০০ পাউণ্ড ধার লইয়াছিলেন তাহার কাছে ২০ পাউণ্ড রাখিতে হইয়াছিল। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ইনি ইতালীতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় ইতালীর বিভিন্ন চেম্বার অব্ কমার্স ও ব্যবসায়ি-সম্প্রদায় ইতালিয়ান গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় ভারতবর্ষের সহিত সোজাসুজি পাট এবং কাঠের ব্যবসা চলিতে পারে কিনা সে বিষয়ে উপায় উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এই সম্পর্কে বীরেন বাবুর নিকট পরামর্শ চাহিয়া পাঠান হয়। কিন্তু তিনি তখনও খাঁটি ব্যবসায়ী হইয়া পড়েন নাই। তাই শেষ পর্য্যন্ত এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ইহার কিছুকাল পরে তিনি সুইট্সারল্যাণ্ড গিয়া স্বীয় চেষ্টায় একেবারে বিনা মূলধনে ব্যবসা সুরু করেন। কিন্তু তৎকালে জার্ম্মাণির "মার্কের" বিনিময়-মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইবার জন্য তিনি জার্ম্মাণিতেই ব্যবসা করিবার সঙ্কল্প করেন। এই সময় তাঁহাকে নানা-প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হয়। শেষে ভারতীয় কয়েকজন বড় বড় খরিদ্দারের পরামর্শদাতারূপে কাজ করিয়া তিনি কিছু উন্নতিলাভ করেন। তখন সুইডেনের ষ্টকহল্ম হইতে এক মহাজন তাঁহার নিকট প্রস্তাব করেন যে, ভারতবর্ষের সহিত চামড়া ও কাঠের সোজা ব্যবসায়ের সুবিধা করিয়া লইতে পারিলে তিনি বীরেন বাবুকে বৎসরে বহু টাকার অর্ডার দিতে স্বীকৃত আছেন। কিন্তু এ বিষয়ে অনেক লেখাপড়া করিয়াও তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; কারণ এই ব্যবসা প্রধানতঃ মুসলমান বেপারীদের হাতে ছিল। সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা ইহা চালাইতে নারাজ ছিলেন।

পরিশেষে তিনি বলেন যে, বহির্ব্বাণিজ্য আমাদের দেশীয় ব্যাঙ্কের অভাবে বাধা পাইতেছে। সিঙ্গাপুরের সঙ্গে মাল চলাচল করা যত সহজ রংপুরের সহিত তত সহজ নয়। কারণ সিঙ্গাপুরে বিলাতী ব্যাঙ্ক আছে, রংপুরে নাই। ইয়োরোপীয়েরা প্রথম যখন এদেশে আসে তখন তাহারা মাল আমদানি করিবার জন্য আসে নাই, এখান হইতে জিনিষ রপ্তানি করিত। আমাদেরও এখন এখান হইতে ইয়োরোপে রপ্তানির ভার লইতে হইবে। কিন্তু সে রপ্তানিও চালাইতে হইবে তাদের ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার লইয়া।

অতঃপর কার্য্যনির্ব্বাচক সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়:—

(ক) ১। শ্রীমতী সুষমা সেন গুপ্ত এম, এ, ৪৯ জাষ্টিস চন্দ্রমাধব রোড ভবানীপুর, কলিকাতা।

২। ডাক্তার শ্রীযুক্ত ললিত মোহন বসু, এম, বি, পাণিণি আফিস, বাহাদুরগঞ্জ, এলাহাবাদ।

৩। শ্রীসুরেশ চন্দ্র মজুমদার, ২এ বেচু ডাক্তার লেন, ভবানীপুর।

৪। শ্রীমনোজ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম,এ, ৫৬, রসা রোড সাউথ, কলিকাতা।

ইঁহাদিগকে পরিষদের সদস্য করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীজিতেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত।

সমর্থক—শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত।

(খ) শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ঘোষকে (৭এ, বাদুড়বাগান লেন, কলিকাতা) সদস্য করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীসুধাকান্ত দে।

সমর্থক—শ্রীজিতেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত।

(গ) শ্রীযুক্ত অজিৎ কুমার প্রামাণিককে (পুটকি কোলিয়ারি, পোঃ কুসুন্দা, মানভুম) সদস্য করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত।

সমর্থক—শ্রীজিতেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত।

(ঘ) ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার শ্রীযুক্ত রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় পরিষদকে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

(ঙ) মেজর বামনদাস্ বসু মহাশয় পরিষদের হাতে যে পুঁথিপত্র দান করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনানন্তর সেগুলিতে লিখিত বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া কমিটি গঠিত হইয়াছে :—

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ রায়, শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে।

(চ) শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে কৃত রিকার্ডোর অনুবাদ "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত হইতেছে। উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

সমর্থক—শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত।

(ছ) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হউক :—

(১) মধ্যবিত্তের পারিবারিক আয়ব্যয়।

প্রস্তাবক—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার

সমর্থক—শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত।

(২) বাঙ্গালীর শিল্প ও বাণিজ্যের ইতিহাস।

প্রস্তাবক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সমর্থক—শ্রীবাণেশ্বর দাস।

গবেষকদের কার্য্য-প্রণালী

[বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য আর্থিক জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান-গবেষণা চালানো আর লেখাপড়া করা। এইজন্য কয়েক জন গবেষক নিযুক্ত হইয়াছেন। "আর্থিক উন্নতির গবেষণা-প্রণালী" প্রবন্ধে (১৩৩৫ বৈশাখ) যে সকল কথা আলোচিত হইয়াছে গবেষকগণ প্রত্যেকে তাহারই কোনো কোনোটা কার্য্যে পরিণত করিতেছেন। গবেষকগণ আজ পর্য্যন্ত কে কিরূপ অনুসন্ধান গবেষণা ও লেখাপড়া করিতে পারিয়াছেন নিম্নলিখিত বৃত্তান্তে তাহারই কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। গবেষকদের কার্য্যাবলীর বৃত্তান্ত পাঠ করিলে ধনবিজ্ঞান-পরিষদের গবেষণা-প্রণালীটা কথঞ্চিত বস্তুনিষ্ঠরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রত্যেক গবেষক সম্বন্ধে বৃত্তান্তটা দুই ভাগে বিভক্ত করা গেল :—

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষা হইতে ধনবিজ্ঞান-পরিষদের গবেষণাধ্যক্ষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় পর্য্যন্ত।

(২) তাহার পরবর্ত্তী কালের কার্য্যাবলী।

প্রত্যেকের সম্বন্ধে প্রধানতঃ তিন প্রকার তথ্য বিবৃত হইতেছে :—(ক) ভ্রমণ ও পর্য্যবেক্ষণ (খ) মোলাকাৎ, আলাপ-পরিচয় ও তর্ক-প্রশ্ন (গ) পঠন-পাঠন। প্রত্যেকের লিখিত রচনাবলীর পুরাপুরি উল্লেখ করা বর্ত্তমান বৃত্তান্তের উদ্দেশ্য নয়।]

শ্রীসুধাকান্ত দে

(১)

ইংরেজী ১৯২১ সনে অর্থশাস্ত্রে অনার্স লইয়া বি, এ ও ১৯২৩ সনে ঐ বিষয়ে এম, এ পাশ করেন। বি, এ'তে অন্যতম পাঠ্য বিষয় ছিল অঙ্ক আর এম, এ'র বিশেষ বিষয় সোসিওলজি বা সমাজ-তত্ত্ব। ১৯২৫ সনের জানুয়ারী মাসে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯২১ সনে বি, এ পাশের পর হইতে ১৯২৬ এপ্রিল

পর্য্যন্ত ইনি নানাপ্রকার অধ্যয়নে ও নানা দেশ ভ্রমণে অতিবাহিত করেন। অল্প বয়স হইতে ইনি সুকুমার সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেছিলেন এবং ঐ সময়ের মধ্যে তাঁর কয়েকটি গল্প ও প্রবন্ধ "প্রবাসী", "বঙ্গবাণী", "মহিলা", "জ্যোতি"তে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ এখনও মুদ্রিত হয় নাই। ছেলেবেলা হইতে নানাসূত্রে অনেক দেশ দেখিবার সুযোগ ইঁহার হইয়াছিল। কয়েকবার বোলপুর পৌষ উৎসবে যোগ দিবার, ময়মনসিংহ ও রিষড়া পরিদর্শন করিবার, ঢাকা-বিক্রমপুরের পল্লীতে কিছুকাল কাটাইবার, আসামের ডিব্রুগড়, শিবসাগর, গোলাঘাট, মরিয়াণী, জোরহাট ও নগাঁও সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার এবং দার্জ্জিলিঙে কয়েক মাস অবস্থান করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল।

(২)

১৯২৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় ভারতে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু কলিকাতায় পরবর্ত্তী ডিসেম্বর জানুয়ারিতে পৌছেন। সেই সময় তাঁহার সহিত ইঁহার পরিচয় হয়।

১৯২৬ সনে ইনি এক বন্ধুর সহিত (শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেন, এম, এ, বি, এল) রিকার্ডোর তর্জ্জমা করিতে সঙ্কল্প করেন। "ভারতীয় সংবাদপত্র-সেবী সঙ্ঘের" উদ্যোগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গৃহে এই সময়ে বিনয়বাবু ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাহাতে রিকার্ডোর ইজ্জৎ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ছিল। তাহা শুনিয়া সুধাকান্ত বাবু ও শচীন বাবুর সঙ্কল্প দৃঢ়তর হয়। "আর্থিক উন্নতি" মাত্র তখন বাহির করা হইতেছিল। উহাতেই রিকার্ডোর প্রথম পরিচ্ছেদ বাহির হয়। অন্যান্য পরিচ্ছেদও ধারাবাহিক-রূপে বাহির হইতেছে। বাঁকুড়ায় বেড়াইবার বৃত্তান্ত এবং তৎসংক্রান্ত আর্থিক পর্য্যবেক্ষণও ঐ কাগজের প্রথম সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল।

১৯২৬ সনের পরে নিম্নলিখিত স্থানগুলি বিশেষভাবে দেখা হইয়াছে—মাকুম জংসন, ডিগ্‌বই, কারসীয়াঙ্‌ ও কুচবিহার।

বিনয়বাবুর সহিত দেখা হইবার পর হইতেই ইনি বিশেষভাবে অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে অধ্যয়ন করিতেছেন। তার ফলস্বরূপ নানাপ্রকার লেখা "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য কয়েকজন সতীর্থ সুহৃদের মতন ইনিও গোড়া হইতেই বরাবর সম্পাদকের সঙ্গে একত্রে কাজ করিয়া আসিতেছেন।

এই সময়ের ভিতর ইনি নানাবিধ ব্যবসার লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইয়া নিজ জ্ঞানের সীমা বাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মেথর, রিক্সওয়ালা, ওয়েটিং রুমের বেয়ারা, আসামী চাষী গৃহস্থ, রেলওয়ে কর্ম্মচারী, বর্ষাতি ব্যবসায়ী বাঙ্গালী, কলিকাতার মুচি, ঘুটে-কুড়ানী, কাগজ-বিক্রেতা, ব্যবসানবীশ বাঙ্গালী, মৃৎশিল্পে লিপ্ত বাঙ্গালী, সার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক চাষ ও গোপালন বিষয়ে অভিজ্ঞ ইত্যাদি ব্যক্তির সঙ্গে মোলাকাৎ তাহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত। তাহা ছাড়া নানাপ্রকার বই ও পত্রিকা পাঠ জ্ঞানবৃদ্ধির অন্যতম সহায় ছিল। যে সকল পত্রিকার সঙ্গে এই সূত্রে আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার কয়েকটির নাম:—বিভিন্ন দেশের ইংরেজীতে প্রকাশিত চেম্বার জার্ণাল সমূহ (এগুলি সংখ্যায় অনেক), টাইম্‌সের সমস্ত সংস্করণগুলি (যথা (১) ইম্পীরিয়াল অ্যাণ্ড ফরেন্‌ ট্রেড অ্যাণ্ড এঞ্জিনিয়ারিং সাপ্লিমেণ্ট (২) এডুকেশন সাপ্লিমেণ্ট, (৩) লিটারেরি সাপ্লিমেণ্ট (৪) সাপ্তাহিক, দি বোর্ড অব্‌ ট্রেড্‌ জার্ণাল অ্যাণ্ড কমার্সিয়াল গেজেট, দি ষ্টেটিষ্ট, ইকনমিক রিভিউ, দি ইকনমিক জার্ণাল, দি জার্ণাল অব্‌ দি টেক্সটাইল ইন্‌ডাষ্ট্রী, এম্পায়ার কটন রিভিউ, দি ওয়ার্ল্ড এক্সপোর্ট, ইণ্ডিয়ান ফরেষ্টার, এডিনবরা রিভিউ, কোয়ার্টার্লি টেক্‌নিকাল বুলেটিন্‌ অব্‌ রেলওয়ে বোর্ড, ইণ্ডিয়ান এঞ্জিনিয়ারিং, দি ট্রপিকাল এগ্রিকালচারিষ্ট, এম্পায়ার ফরেষ্ট্রী জার্ণাল, সুগারকেন ব্রিডিং, দি এগ্রিকালচারাল জার্ণাল অব্‌ ইণ্ডিয়া, দি ক্যালকাটা মেডিকাল জার্ণাল, আমেরিকান্‌ ইকনমিক রিভিউ, একনমিকা, কোয়ার্টার্লি জার্ণাল অব্‌ ইকনমিক্স, ইণ্টারন্যাশনাল লেবার রিভিউ, ষ্ট্যানফোর্ড খাদ্য গবেষণাগারের পত্রিকাসমূহ, কন্‌টেম্পরারি রিভিউ। এইসকল পত্রিকার অধিকাংশ ইনি কলিকাতার কমার্সিয়াল লাব্রেরীতে পড়িতে পাইয়াছিলেন।

অধিকন্তু ইঁহার কয়েকটি বিষয়ে বিশেষরূপে পড়াশুনা করিবার সুযোগ জুটিয়াছে। তাহার ফলস্বরূপ কতকগুলা প্রবন্ধ "আর্থিক উন্নতি''তে প্রকাশিত হইয়াছে।

আসাম ও হিমালয় সম্বন্ধে আর্থিক বিবরণ তাঁহার অন্যতম প্রবন্ধ। ফুটপাথ সম্বন্ধে কতকগুলি আলোচনাও উল্লেখযোগ্য। আমেরিকা, রুশিয়া, ইতালি ও জাপানের লোকসমস্যা, ইংলণ্ডের শিক্ষা, ভারতীয় জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর বিশ্লেষণ, বিশ্বশান্তির আর্থিক ভিত্, জার্ম্মাণির পুনরুত্থান, মিত্রশক্তিবর্গের ঋণ, বিলাতী ও মার্কিণ অর্থ-শাস্ত্র, বিলাতে অর্থশাস্ত্রের পঠন-পাঠন ইত্যাদি বিষয় ও এই সকল পড়াশুনা ও আলোচনার অন্তর্গত।

বৎসরখানেক ধরিয়া বর্ত্তমান ভারতের কতকগুলা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ থাকায় তাঁহার অভিজ্ঞতা বাড়িতে পারিয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশন ইত্যাদি কোনো কোনো প্রতিষ্ঠাশীল কর্ম্মকেন্দ্রের কার্য্যপ্রণালী দেখিবার ও বুঝিবার সুযোগ তিনি পাইয়া আসিতেছেন। তাহা ছাড়া বাঙ্গালী হিন্দুর নানা শ্রেণীর নরনারীর ভিতর যে সকল সামাজিক ও আর্থিক আন্দোলন চলিতেছে সেই সবের সঙ্গেও তিনি খানিকটা ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত আছেন। ৪।৫টী বিভিন্ন ধরণের বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার সংস্পর্শে গোটা ভারতের নানাপ্রকার চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ তাঁহার আছে। শ্রীযুক্ত ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার গ্রন্থাগার নানা বিষয়ে তাঁহার প্রধান ল্যাবরেটরি বা কর্ম্মকেন্দ্র বিশেষ।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, তত্ত্বনিধি

(১)

বি, এ পড়িবার সময় (১৯১৪-১৯১৬) তিনি বিজ্ঞান, দর্শন ও ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা করেন। এই সময়ে তিনি বাংলাভাষার সাহায্যে ধনবিজ্ঞানের প্রচারে ব্রতী হয়েন। তাঁহার এই সময়কার লেখা নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি "পরিচারিকা" ও কোনও কোনও বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয় (১) অর্থতত্ত্ব (২) শিল্পবিপ্লব (৩) ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের অভিব্যক্তি (৪) ইংলণ্ডের শিল্পোন্নতি (৫) ভারতীয় নারীর আর্থিক জীবন।

ব্যাঙ্ক ও টাকাকড়ির বিজ্ঞানে উচ্চতর জ্ঞান লাভের জন্য তিনি এম, এ, পড়েন (১৯১৬-১৯১৮); কিন্তু পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে মরণাপন্ন কাতর হওয়াতে পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে "প্রবাসী"তে ধনবিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন; এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। অধ্যাপক সরকার তাঁহাকে ম্যাট্রিকুলেশন্ শ্রেণীর বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত ধনবিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ লিখিতে উপদেশ দেন। সেই উপদেশানুসারে তিনি টাকাকড়ির বিজ্ঞান সম্বন্ধে একখানা প্রাথমিক পাঠ লিখিতে সুরু করেন (১৯২২-২৩)। ইহাই পড়ে "টাকার কথা" রূপে প্রকাশিত হয়। লণ্ডনের বিলাতী ধনবিজ্ঞান-পরিষদের তিনি এক জন সভ্য নির্ব্বাচিত হন। এই সময়ে তিনি ডাঃ গ্রেহামের "কালীম্পং হোম্", (অনাথ আশ্রম) দেখিতে যাইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিল্প-শিক্ষালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই স্কুলে সুতার ও কামারের কাজ, শেলাই, গালিচা ও লেস বুনানো এবং কাপড়ের উপর বুটি তোলা ও নক্সা করা, তাঁতে টুইল্ ও টুইড্ বুনা, তিব্বতীয় প্রণালীতে দেশী উপাদানে সূতা রং করা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। এই স্থানে শিক্ষার্থীরা শিল্পশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শিক্ষাও পাইতে পারে, এবং সামান্য কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে। তিনি বাঙ্গালী মেয়েদেরকে গালিচা বোনা শিখাইবার জন্য নিজেই ডাঃ গ্রেহামের শিল্প-শিক্ষালয়ের গালিচা বিভাগে ছাত্র হইয়া ভর্ত্তি হন, এবং তিব্বতীয় শিক্ষকের নিকট গালিচা বোনা শিক্ষা করেন।

বিদেশ-প্রবাসী অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের "বর্ত্তমান জগৎ" ও অন্যান্য লেখা নরেনবাবুর চিন্তাকে কতকটা প্রভাবান্বিত করে। তিনি এই সময়ের মধ্যে তিব্বতী, নেপালী, হিন্দী ও আসামী ভাষা শিক্ষা করেন এবং আসাম-বঙ্গ নেপাল-সিকিম-বঙ্গ এবং বেহার-বঙ্গ সীমান্তের জেলাগুলিতে ভ্রমণ করেন। দেশ বেড়াইবার সময় তিনি প্রতি পল্লীতে জমীদার, ধনী, মধ্যবিত্ত,

মহাজন, বেপারী, গাড়োয়ান, হাটুয়া, দালাল, জেলে, মুটে, মজুর, চাকুরে প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের সহিত আলাপ করেন ও সামাজিক অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করেন। এই গবেষণার ফল কিছু কিছু প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার "দিনাজপুরে সাঁওতাল" "নেপালে নেওয়ারদিগের ভাইপূজা", "বাংলার সীমান্তে হিন্দুসমাজ", "দিনাজপুর জেলায় মজুরীর হার", "কোচবিহারে আসামের বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারক শঙ্করদেবের প্রভাব" ইত্যাদি প্রবন্ধে।

(২)

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমে তাঁহার প্রণীত "টাকার কথা" বই প্রকাশিত হয়। এই সময়ে স্বদেশে সদ্য-প্রত্যাগত অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের সহিত কলিকাতায় তাঁহার হঠাৎ পরিচয় হয়। অধ্যাপক সরকার তখন বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা চালাইবার জন্য "আর্থিক উন্নতি" পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত আলোচনার ফলে নরেনবাবু দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চার বর্ত্তমান প্রণালী বুঝিতে পারিয়া তুলনামূলক আলোচনার দিকে ঝোঁক দেন। বিনয়বাবুর পরামর্শে তিনি "সামাজিক বীমা" বিষয়টার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। "আর্থিক উন্নতি" প্রকাশের প্রথম হইতেই তিনি ঐ পত্রিকায় লিখিয়া আসিতেছেন। জেলায় জেলায় বেড়াইবার সময়ে বাঙ্গালী ডাককর্ম্মীদিগের আর্থিক জীবন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা তাঁহার এক কাজ। "সামাজিক বীমা" বিষয়ের চর্চ্চা তাঁহাকে এই গবেষণা-কার্য্যে সাহায্য করিতেছে। কাজেই ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি বিশেষভাবে ডাকঘরের বিভিন্ন স্তরের কর্ম্মচারীদিগের আয়-ব্যয় ঋণ, বিলাসিতা, আমোদ প্রমোদ, এবং কর্ম্মচারীদিগের আর্থিক জীবনের উপরে বিভাগীয় আইন কানুন, তলব, আফিসের বাড়ীঘর, আলোবাতাস প্রভৃতির প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। এই গবেষণার ফল কিছু কিছু প্রকাশ পাইয়াছে ইংরেজি ও বাংলা প্রবন্ধে :—

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত কয়েকটা প্রবন্ধের নাম :—

"ভারতীয় ডাককর্ম্মীদিগের ঋণ" "ভারতবর্ষীয় ডাক-বিভাগের আইনের দোষ ও চলতি প্রথা" "বঙ্গদেশের ডাকঘরের পায়খানা" "ভারতীয় ডাকঘরে অতিরিক্ত খাটুনি ও কর্ম্মচারীদিগের মনের ও স্বাস্থ্যের উপরে উহার প্রভাব" ইত্যাদি।

১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি 'ধনবিজ্ঞানের বাংলা পরিভাষা' তৈয়ারী করেন এবং তাঁহার লেখা "হাউ টু ডিটেক্ট কাউন্টার-ফীট্ কয়েন্ এণ্ড ফোর্জড্ নোট" (জাল টাকা ও নোট ধরিবার উপায়) নামক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয়ে তিনি 'টাকার জন্ম' বিষয়ে একটা বক্তৃতা দিয়াছেন।

বর্ত্তমানে তিনি বিনয়বাবুর নির্দ্দেশমত 'ভারতের রাজস্ব' সম্বন্ধে লেখাপড়া করিতেছেন এবং "বর্ত্তমান ভারতের আর্থিক অবস্থা ও ব্যবস্থা" সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত রিপোর্টগুলা সম্প্রতি তাঁহার সর্ব্বপ্রধান পাঠ্য-তালিকার অন্তর্গত।

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত

(১)

১৯২৩ সনে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন; বি, এ তে ইকনমিক্সের অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯২৫ সনে ইনি ইকনমিক্সে এম্, এ পরীক্ষা দেন এবং প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এই সময়ে "স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষার প্রভাব" ও "ভারতের জাগরণের উপায়" শীর্ষক তাঁহার দুইটি প্রবন্ধ "উদ্বোধনে" বাহির হইয়াছিল; "বঙ্গবাণীতে"ও তাঁহার দুই একটা লেখা বাহির হইয়াছিল। ১৯২৭ সনের আরম্ভে ইনি কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিয়া "ইউনিভারসিটি প্যার্ল্যামেণ্ট" নামে একটি তর্ক-সভা স্থাপন করেন এবং সেই তর্ক-সভার অধিবেশনে মাঝে মাঝে বক্তৃতাও দিয়াছিলেন। ১৯২৮ সনের জানুয়ারী মাসে শেষ (ফাইন্যাল) আইন পরীক্ষায় ইনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ইনি এ পর্য্যন্ত ৫ জন বি-এ পরীক্ষার্থী ছাত্রকে ইকনমিক্স, ১ জন শেষ (ফাইন্যাল) আইন পরীক্ষার্থী

ছাত্রকে আইন, এবং ১ জন এম্‌-এ পরীক্ষার্থীকে 'সমবায়' সম্বন্ধে পড়াইয়াছেন।

(২)

১৯২৭ সনের মধ্যভাগে জনৈক ছাত্র "আর্থিক উন্নতির" সম্পাদকের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। ১৯২৮ সনের যে মাসে "সমবায়ে দোকানদারি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ইনি "আর্থিক উন্নতি"তে পাঠাইয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে "আর্থিক উন্নতি"র জন্য অবসর সময়ে কাজ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে ইনি বিনয়বাবুর নির্দ্দেশানুযায়ী ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চায় রত হন।

১৯২৮ সনের জুন মাস হইতে ধনবিজ্ঞানের বিদ্যা বাড়াইবার জন্য ইনি যে যে কাজ করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :—

১। জুন হইতে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ তিন দিন কমার্শ্যাল লাইব্রেরীতে যাইয়া পড়াশুনা করিতেন এবং নানা পত্রিকা ঘাঁটিয়া আর্থিক সংবাদ বা প্রবন্ধ সম্বন্ধীয় 'নোট' লইতেন। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি ইঁহাকে ঘাঁটিতে হইত :—

আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ, ইকনমিক জার্ণ্যাল, ব্রিটিশ ট্রেড রিভিউ, জার্ণ্যাল অব্‌ দি ব্রিটিশ চেম্বার অব কমার্স ফর্‌ ইজিপ্ট, দি টেকসটাইল রেকর্ডার, দি ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট ট্রেড ডেভেলপার, দি ফার ইষ্টার্ণ রিভিউ, সু অ্যাণ্ড লেদার রিপোর্টার, ওয়েষ্টিং হাউস ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল, নিয়ার ইষ্ট অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া, মিড-মান্থ রিভিউ অব বিজনেস্‌, আমেরিকান এক্সপোর্টার, কমার্স, এম্পায়ার মেল, সিড্‌নি চেম্বার অব্‌ কমার্স জার্ণ্যাল, লণ্ডন চেম্বার অব্‌ কমার্স জার্ণ্যাল, ইম্পীরিয়্যাল ফুড্‌ জার্ণ্যাল, জার্ণ্যাল অব্‌ কমার্স (মেলবোর্ণ), ইণ্টারর্ণ্যাশন্যাল লেবার রিভিউ, দি সেক্রেটারী (কেমব্রিজ), কমার্শ্যাল অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল গেজেট (প্রিটোরিয়া), আয়রণ এজ, মান্থলি লেবার রিভিউ (ইউ, এস্‌, এ), অয়েল অ্যাণ্ড কালার ট্রেডস্‌ জার্ণ্যাল, লেবার গেজেট (ডিপার্টমেণ্ট অব্‌ লেবার, কানাডা), জার্ণ্যাল অব্‌ পোলিটিক্যাল ইকনমি (শিকাগো), ফিনান্সিয়াল ক্রনিকল্‌ (নিউইয়র্ক), কমার্সিয়াল ইণ্ডিয়া, আয়রণ অ্যাণ্ড কোল ট্রেডস্‌ রিভিউ, প্রপার্টি, জার্ণ্যাল অব্‌ দি টেক্সটাইল ইন্‌ষ্টিটিউট (ম্যানচেষ্টার), জার্ণ্যাল অব্‌ দি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, ইণ্টারর্ণ্যাশন্যাল কটন বুলেটিন, টী অ্যাণ্ড কফি ট্রেডস্‌ জার্ণ্যাল, টেক্সটাইল মার্কারি, ইণ্ডিয়ান জার্ণ্যাল অব্‌ ইকনমিক্‌স্‌, দি ষ্টেটিষ্ট।

২। অক্টোবরের প্রথমার্দ্ধে ইনি ভারতীয় ফাক্টরী আইন ও তদনুযায়ী প্রাদেশিক নিয়মগুলা ভাল করিয়া অধ্যয়ন করেন।

৩। নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে "আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদকের সহিত ইঁহার মাঝে মাঝে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল :—

(ক) ভারতের আর্থিক উন্নতির উপায়,—পাশ্চাত্যের আর্থিক শ্রেষ্ঠত্ব আয়ত্ত করা;

(খ) কারখানা-শিল্প বনাম কুটীর-শিল্প;

(গ) "আর্থিক উন্নতি" কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ধনবিজ্ঞানের গবেষণা-প্রণালী।

৪। "ষ্টেটস্‌ম্যানে" প্রকাশিত দৈনিক আর্থিক সংবাদগুলা ইনি নিয়মমত পাঠ করিয়া আসিতেছেন।

৫। ঝরিয়ার কয়লার খনিগুলার মজুরদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য অক্টোবরের মধ্যভাগে ইঁহাকে সেখানে পাঠান হয়। ধানবাদের নিকটে ১ মাস থাকিয়া নিম্নলিখিত উপায়ে ইনি মজুরদের অবস্থা-সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান চালাইয়াছেন :—

(ক) "ইণ্ডিয়ান কোলিয়ারী এম্প্লয়িজ্‌ অ্যাসোসিয়েশানে"র সেক্রেটারী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ এবং মজুরদের অবস্থা-সম্বন্ধীয় কথোপকথন;

(খ) একজন ফার্ষ্ট্‌ক্লাস ম্যানেজার, একজন রেইজিং কণ্ট্রাক্টার, একজন মাইনিং ছাত্র, একজন কোলিয়ারীর ডাক্তার ও একজন সর্দ্দারের সহিত উক্ত বিষয়ে কথাবার্ত্তা;

(গ) একটি প্রকাণ্ড খনির খাদ পরিদর্শন (ইহার পূর্ব্বে ইনি আরও ৪টী খনির খাদ পরিদর্শন করিয়াছেন);

(ঘ) মজুরদের কয়েকটী ঘর পরিদর্শন;

(ঙ) নিম্নলিখিত রিপোর্টগুলা অধ্যয়ন :—১৯২০ সনের

ইণ্ডিয়ান্ কোল্‌ফিল্ড্‌স্ কমিটির রিপোর্ট; খনি-বিভাগের চীফ্ ইনস্পেক্টারের ১৩ খানি বার্ষিক রিপোর্ট; ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশানের ২ খানি রিপোর্ট; ইণ্ডিয়ান মাইনিং অ্যাসোসিয়েশানের ২ খানি রিপোর্ট; অ্যাসোসিয়েশান অব্ কোলিয়ারী ম্যানেজার্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়ার ৬ খানি রিপোর্ট; ইণ্ডিয়ান্ কোলিয়ারী এম্প্লয়িজ্ আসোসিয়েশানের ২ খানি রিপোর্ট; ঝরিয়া মাইন্‌স্ বোর্ড অব্ হেল্‌থের ১ খানি রিপোর্ট; ভারত-গবর্মেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত খনিতে স্ত্রীমজুর নিয়োগ সম্বন্ধীয় পুস্তিকা।

৬। কয়লার খনিগুলাতে মদ্যপানের প্রসার কতদুর সে সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর জানিবার জন্য ইনি এখন সচেষ্ট আছেন।

৭। ধনবিজ্ঞান বিষয়ে ইঁহার কতকগুলা রচনা "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত হইয়াছে।

৮। কলিকাতার এক কলেজে শিববাবু এক্ষণে ধনবিজ্ঞান বিদ্যায় বি, এ পড়াইতেছেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

(১)

হাজারিবাগ সেণ্ট কলাম্বাস কলেজ হইতে ১৯২৩ সনে বি, এ, পাশ করেন। ঐ কলেজের অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু মহাশয় অধ্যাপনাকালে অর্থশাস্ত্রের তত্ত্বগুলি বাঙ্গালা ভাষায় বুঝাইতে বুঝাইতে আক্ষেপ করিয়া বলিতেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় ধনবিজ্ঞান চর্চ্চা হয় না বলিয়াই বাঙ্গালী ছাত্রবৃন্দ এই বিষয়টিকে ভালবাসিতে শিখে না এবং সেই হেতুই ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে বাঙ্গালীর মৌলিক গবেষণার অভাব রহিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইঁহারই অনুপ্রেরণায় বাঙ্গালা ভাষায় ধনবিজ্ঞানের সমস্যাগুলি আলোচনা করিবার জন্য সঙ্কল্প করেন। ১৯২৫ সনে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "কমার্সে" এম, এ, পাশ করেন ও ১৯২৬ সনে জুলাই মাসে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ইতিমধ্যে ইনি ৩ জন বি, এ, পরীক্ষার্থী ও ১ জন এম, এ, পরীক্ষার্থীকে ইকনমিক্‌সের তত্ত্বগুলি বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সহায়তা করেন।

১৯২৬ সনের পর ইনি বিভিন্ন পত্রিকায় কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

(২)

বাঙ্গালা ভাষায় আর্থিক চিন্তার ইতিহাস প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে ইনি ১৯২৬ সন হইতে বিভিন্ন পুস্তক পাঠ করিতে থাকেন এবং একটা পাণ্ডুলিপি "আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদককে প্রেরণ করেন। বিনয়বাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই; তথাপি চিঠিপত্রে বিনয়বাবু উঁহাকে যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তিনি সেই ভাবেই আলোচনা করিয়া চলিয়াছেন। এই আলোচনার জন্য তাঁহাকে নিম্নলিখিত পুস্তক ঘাঁটিতে হইয়াছে:—

মেন্‌স্ "আর্লি ল অ্যাণ্ড্ কাষ্টম্‌স্", ইন্‌গ্রাম "হিষ্টরি অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি", ম্যাক্সমুলার-সম্পাদিত সেক্রেড্ বুক্‌স্ অব্ দি ইষ্ট" গ্রন্থাবলী জুইশ্ এন্‌সাইক্লোপিডিয়া", ট্রেভার "হিষ্টরি অব্ গ্রিক্ ইকনমিক্ থট্" মেন্‌স্ "এন্‌সিয়েণ্ট্ ল", অ্যাশ্‌লি "ইংলিশ ইকনমিক্ হিষ্টরি", অলিভার "রোমান্ ইকনমিক্ কন্‌ডিশন্‌স্ টু দি ক্লোজ্ অব্ দি রিপাব্লিক্", হেনি "হিষ্টরি অব্ ইকনমিক্ থট্", মার্শ্যাল "দি ইকনমিক্‌স্ অব্ ইন্‌ডাষ্ট্রী", কানিংহাম্ "ওয়েষ্টার্ণ সিভিলাইজেশন্ ইন্ ইট্‌স্ ইকনমিক্ আস্‌পেক্‌ট্‌স্, সেলিগ্‌ম্যান্ "প্রোগ্রেসিভ ট্যাক্সেশন ইন্ থিওরি অ্যাণ্ড্ প্র্যাক্‌টিস্", স্মল "দি ক্যামারালিষ্ট", ব্যাজহট্ "বায়গ্র্যাফিকাল্ ষ্টাডিস্" স্মিথ্ "ওয়েলথ্ অব্ নেশান্‌স্", ম্যালথাস্ "এসে অন্ পপুলেশন্", বোনর্ "ম্যালথাস্ অ্যাণ্ড্ হিস্ ওয়ার্ক" প্রভৃতি।

বিদেশে থাকেন বলিয়া রবীন্দ্রবাবু ধনবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকসংখ্যক বিদেশী পত্রিকা পাঠ করিবার সুযোগ পান না; তথাপি নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলির সহিত তাঁহার যোগ আছে:—

ইকনমিক্ জার্ণ্যাল্, আমেরিকান্ ইকনমিক্ রিভিউ, ইণ্ডিয়ান্ জার্ণ্যাল অব্ ইকনমিক্‌স, কমার্শ্যাল এডুকেশন প্রভৃতি।

তিনি "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্" ও "ফরওয়ার্ডে"র অর্থনীতি-বিষয়ক সকল প্রবন্ধই পাঠ করিয়া থাকেন।

কাপড় কাচা সাবানের মালমশলা আহরণের জন্য তিনি

১৯২৭ সনে হাজারিবাগের বহু গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। তাঁহারই প্রেরণায় ও চেষ্টায় জনৈক বাঙ্গালী যুবক হাজারিবাগ সহরে "ঘোষেস্ সোপ" নামে কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি ১৯২৮ সনে গোলা গ্রামে (হাজারিবাগ জেলা) মুরগীর ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রবাবুর প্রণীত "আর্থিক চিন্তার ইতিহাস" বিষয়ক গ্রন্থ ধারাবাহিকরূপে "আর্থিক উন্নতি"তে বাহির হইতেছে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

(১)

ইনি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ হইতে দর্শনশাস্ত্রে অনার লইয়া বি, এ পাশ করেন। উক্ত পরীক্ষায় ধনবিজ্ঞান তাঁহার অন্যতম পাঠ্য বিষয় ছিল। পরে কলিকাতায় ইনি "কমার্সে" এম, এ পড়েন। পাঠ্যতালিকা নিম্নরূপ:—বস্তুনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান, ব্যবহারিক ব্যাঙ্কতত্ত্ব, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবসায়িক আইন, রেলওয়ের অর্থনীতি, হিসাব পরীক্ষা, বাণিজ্য-বিষয়ক ভূগোল ও অর্থতত্ত্ব।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রতিনিধি মারফৎ প্রশ্নপত্র আনাইয়া বার্মিংহাম ইনষ্টিটিউট্ অব্ কমার্সের উচ্চবিভাগের ব্যাঙ্কিং পরীক্ষা দেন ও তাহাতে উৎকৃষ্ট প্রশংসাপত্র লাভ করেন। সেই বৎসর তিনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর এম, এ পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ইনি দুইটা 'ল' পরীক্ষা দেন ও অল্পকাল পরেই একটা ব্যাঙ্কের শাখা অফিসের ম্যানেজারি পাইয়া দিল্লী গমন করেন। তথায় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত মতান্তর হওয়ায় সেই কাজ ছাড়িয়া দিয়া সিমলা চলিয়া যান। সিমলায় ৭।৮ দিন থাকিয়া ইনি রেলওয়ে বিভাগের কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিবার অনুমতি সংগ্রহ করেন। অতঃপর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইনি প্রতিযোগিতামূলক প্রাদেশিক আরও একটী পরীক্ষা দেন। এই সকল পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে কতকগুলি নূতন বিষয় শিক্ষা, বিশেষ করিয়া অনেক পল্লব-গ্রাহিতা করিতে হইয়াছে। ঘুসি লড়াইয়ে কে সবার সেরা, অ্যালান কব্‌হাম্ কোন কোন স্থানে দম লইয়া অষ্ট্রেলিয়া পৌছিয়াছে, কে প্রথম সাঁতরাইয়া ইংলিশ প্রণালী পার হইয়াছে ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া স্কোয়ার লেগ্ কাহাকে বলে, কান্টিলিভার ব্রিজ জিনিষটা কি, কিছুই বাদ যায় নাই। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ইনি শেষ আইন পরীক্ষা পাশ করেন ও তাহার কিছুকাল পরেই পুনরায় ইকনমিক্স বিদ্যায় এম, এ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন।

(২)

শেষের এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কুচবিহারে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তৎপূর্ব্বে একবার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের সহিত ইঁহার পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। বিনয় বাবুর সহিত সামান্য আলাপ হইলেও তাঁহার কথাবার্ত্তায় ও কার্য্য-প্রণালীতে ইনি বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। ওকালতী আরম্ভ করিয়াও ইনি একসঙ্গে চারিটী বি, এ পরীক্ষার্থী ছাত্রের টিউশানি গ্রহণ করেন ও সেজন্য আবার ছাত্রের ন্যায় নিত্য পড়াশুনা করিয়াছেন। এই সকল ছাত্র পড়াইতে তাঁহার নিজেরও অনেক উপকার হইয়াছে। নিজের ছাত্র-জীবনে যে সকল বিষয় মনের সহিত লুকোচুরি করিয়া আধ-বোঝা কিংবা না-বোঝা অবস্থায় মাথায় পুরিয়া রাখিতে হইয়াছিল,—অধিক বয়স্ক ছাত্রদের জেরার চোটে তাহাই পুনর্ব্বার রোমন্থন করিয়া পরিপাক করিতে হইয়াছে। দুইটী বিষয় ইঁহাদের বুঝাইতে তাঁহার যথেষ্ট উদ্বেগ পাইতে হইত,—একটী মূল্যতত্ত্ব আর একটী ভারতীয় অর্থনীতি। শেষোক্ত বিষয় পড়াইতে গিয়া তিনি বেশ বুঝিতে পারেন যে, প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকগুলি ঘটনাবাহুল্যে উক্ত বিষয় এমনি ভারাক্রান্ত এবং জটিল করিয়া তুলিয়াছে যে, ঘটনাগুলির দিকে মন নিবদ্ধ করিবার জন্য ছাত্রপাঠক ঘটনাবলীর অন্তরালস্থ প্রভাবনিচয়ের সন্ধান খুঁজিয়া পায় না। কোন ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ চাহিলে তাহারা অনর্গল বলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু কেন ঐ ঘটনা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা খেই হারাইয়া ফেলে। এইসকল দেখিয়া তিনি নিজ প্রণালীতে

পড়াইতে আরম্ভ করেন। বই বন্ধ করিয়া নিজ স্মরণ-শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই তিনি বলিয়া যাইতেন ও নোটের বদলে ছবি আঁকিয়া এবং অ্যালজেব্রার ইকোয়েশন দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। ইহাতে অনেক ঘটনা চাপা পড়িয়া যাইত, এমন কি ঘটনার আবৃত্তিতে কিছু কিছু ভ্রমপ্রমাদও থাকিয়া যাইত বটে; কিন্তু বিষয়টীর মূলসূত্রগুলি মনের মধ্যে গাঁথিয়া যাইত। এই টিউশানির অভিজ্ঞতার ফলে জিতেনবাবু ভারতীয় কারেন্সি সম্বন্ধে ইংরেজীতে ইতিহাস-বাহুল্যবর্জ্জিত একটী ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহা এখন কুচবিহার কলেজের পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে ছাপা হইতেছে।

কুচবিহারে ইকনমিক্স কিংবা কমার্সের আধুনিকতম পুস্তকাদি না থাকায় পড়াশুনার সুবিধা হইত না। সেই কারণে ইনি ইতিহাস পড়ায় মনোনিবেশ করেন এবং পুনরায় ইতিহাসে এম, এ পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প করেন। অবসর মত দুইটী প্রবন্ধ লিখিয়া "আর্থিক উন্নতি"তে পাঠাইয়াছিলেন, একটীর নাম "ব্যাঙ্কপ্রতিষ্ঠানের কার্য্যকৌশল", অপরটীর নাম "বীমা কোম্পানী ও ভারতীয় জীবনবীমা।"

ইহার পর হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাম পাইয়া ইনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন ও বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সের একটা চাকুরী পান। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ইনি চেম্বারের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই চেম্বারে নয়টি বিশিষ্ট কমিটি আছে—তদ্দারা বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে; চেম্বারের প্রচার ও অনুষ্ঠান; আয়ব্যয় ও আইন; পাট ও চট সংক্রান্ত বিষয়; চাউলতথ্য; তুলা ও কার্পাসবস্ত্রের খবর; চিনি, চা ও লবণ সম্বন্ধীয় কারবার; রাসায়নিক ঔষধাদির খবরাখবর; খনিজ দ্রব্যের কারবার; এঞ্জিনিয়ারিং ও কলকব্জা সংক্রান্ত বিষয়। এই সূত্রে জিতেনবাবু এক সঙ্গে নানা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতেছেন। ভারতীয় শিল্পগুলির অবস্থা সম্বন্ধে তিনি সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন। বঙ্গীয় এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে এই কয়মাস যেসকল আইনের খসড়া পেশ করা হইয়াছে সেইগুলি বিশেষতঃ ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প ও শ্রম-নিয়ন্ত্রণ-মূলক আইনগুলি তাঁহার গবেষণার বস্তু হইতে পারিয়াছে। বিশেষতঃ বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা-সম্বন্ধীয় আইন সম্বন্ধে তিনি লেখাপড়া করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। দেশী ও বিদেশী নানা পুস্তক ঘাঁটিয়াছেন। বাংলা গভর্ণমেণ্টের শিল্প-সহায়ক আইনের খসড়াটিও ইনি বিশেষ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন ও সেজন্য তাঁহাকে মাদ্রাজ এবং বেহার ও উড়িষ্যার আইনগুলি পড়িতে হইয়াছে।

ভারতীয় বীজতৈল নিষ্কাশনমূলক শিল্পের সহায়তা করিবার জন্য ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট কি করিতে পারেন সে সম্বন্ধে জিতেনবাবু নানা ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইবার সুযোগ পাইয়াছেন। তজ্জন্য যে যে বই বিশেষ করিয়া পড়েন তাহার নাম এই :—হ্যাণ্ডবুক অব্ কমার্শ্যাল ইনটেলিজেন্স, ইণ্ডিয়ান ইনডাষ্ট্রীয়াল কমিশন রিপোর্ট, ইণ্ডিয়ান ফিসক্যাল কমিশন রিপোর্ট, ইণ্ডিয়ান অ্যাগ্রিকাল-চারাল কমিশন রিপোর্ট, অ্যাগ্রিকালচারাল ষ্ট্যাটিস্‌টিক্স অব্ ইণ্ডিয়া, সি বোর্ণ ট্রেড অব্ বৃটিশ ইণ্ডিয়া, লার্জ ইনডাষ্ট্রীয়াল এসটাব্লিসমেণ্টস অব্ ইণ্ডিয়া, চেম্বারের পত্রিকায় প্রকাশিত বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর দাস কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধ ইত্যাদি। ইংরেজীতে "রেলওয়ের ধর্ম্মঘটে আর্থিক মর্ম্ম" নামক প্রবন্ধ মিষ্টার এডওয়ার্ড ডিকার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইষ্টার্ণ-রেলওয়েজ নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ইনি কলিকাতার বন্দর সম্বন্ধে নানা বিষয় জানিবার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। পঞ্চাশখানি কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিয়া ইনি এই বন্দর কর্ত্তৃক ভারতীয় শিল্পগুলি কতখানি পৃষ্ঠ-পোষিত হইতেছে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করেন ও তাহার ফলে দেখেন যে, বিদেশীয় কোম্পানীগুলি এই বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ হইতে যত মূল্যের অর্ডার পাইয়া থাকে তাহার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র এতদ্দেশীয় লোকের নিকট যায়। ক্যাপিট্যাল পত্রিকায় রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির লণ্ডন শাখায় মিঃ ষ্টুয়াট উইলিয়মস্ কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ পাঠ করিয়া ইনি কিং জর্জ্জেস ডক্ বিষয়টি বুঝিবার চেষ্টা করেন। ইহার জন্য ইনি ক্রমাগত একমাস ধরিয়া কলিকাতা বন্দরের

১৫ বৎসরের কার্য্য-বিবরণীগুলি উল্টাইয়া দেখিয়াছেন ও ১৫ বৎসরের আয়ব্যয়-সংক্রান্ত হিসাব-পত্রগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন।

ইনি সেয়ার এবং টাকাকড়ির বাজার সম্বন্ধেও কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। বিলাতী বাজারের টাকা লেনদেনের নানাবিধ হার সম্বন্ধে ইনি চেম্বারে কাজ লওয়া অবধি নোট টুকিয়া যাইতেছেন। সেয়ারের মধ্যে চা, রবার তামাক, সিল্ক ও কতকগুলি ব্যাঙ্কে সেয়ারের উঠানামাই বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। সবগুলির বিলাতী বাজারদর লক্ষ্য করা হইয়াছে। তা'ছাড়া বিলাতী বাজারে পাট, তুলা, রবার, চা প্রভৃতি কাঁচামালের দর কিরূপ উঠানামা করিতেছে তাহাও ইঁহার লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল। এক্সচেঞ্জের বাজারও ইনি বাদ দেন নাই। নানাপ্রকার বিজ্ঞাপন এবং রিপোর্ট হইতে ইনি গভর্ণমেণ্টের লেনদেন সম্বন্ধীয় খবরগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডের সাপ্তাহিক হিসাবপত্রগুলি ইনি সংক্ষিপ্তভাবে টুকিয়া লইয়াছেন। ভারতবর্ষের মাসিক বাণিজ্য-বিবরণীর চুম্বকগুলিও ইনি সংগ্রহ করিয়াছেন।

অবসর মত ইনি কমার্শ্যাল লাইব্রেরীতেও হাঁটাহাঁটি করিয়াছেন। সেখানে যে যে পত্রিকা ইনি ঘাঁটিয়াছেন তাহার নাম দেওয়া হইল:—"ইকনমিষ্ট", "আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ" "কোয়ার্টারলি জার্ণ্যাল অব্ ইকনমিক্স" "দি ইকনমিক জার্ণ্যাল"" দি ইষ্ট অ্যাণ্ড্ ওয়েষ্ট ট্রেড ডেভেলপার" "দি ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইল জার্ণাল" "ইণ্ডিয়ান ফরেষ্টার" "দি ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্ণ্যাল" "কমার্স" "ক্যাপিটাল" "কমার্শ্যাল গেজেট" "ইণ্ডিয়ান ফিনান্স্" "ইণ্ডিয়ান ইনাশওরেন্স জার্ণ্যাল", ইত্যাদি। গোপালন সম্বন্ধেও ইনি কিছু কিছু পড়িয়াছেন।

প্রাচ্যের দেশগুলির সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্বন্ধ কি প্রকার এবং তাহার বহর কতখানি তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা ইনি করিয়াছেন। সে জন্য ইনি যে যে বই ঘাঁটিয়াছেন তাহা এই: "সি বোর্ণ ট্রেড অব্ বৃটিশ ইণ্ডিয়া।" মুলক সাহেবের রিপোর্ট অন দি ইকনমিক ফিনানশিয়াল সিটুয়েশন অব্ ইজিপ্ট। টেম্পল সাহেবের "রিপোর্ট অন ট্রেড অ্যাণ্ড ট্রানস্পোর্ট কন্ডিশনস্ ইন পার্সিয়া।" মুনরো সাহেবের "রিপোর্ট অন দি ইকনমিক অ্যাণ্ড ফিনানসিয়াল কন্ডিশনস্ ইন টার্কি।" "চায়না ইয়ার বুক (১৯২৮)।" "জাপান ইয়ার বুক (১৯২৮)" ইত্যাদি। অধিকন্তু ইনি ভারতীয় ব্যবসা, শিল্প, পথঘাট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান ও বীমা কোম্পানী, ষ্টকএক্সচেঞ্জ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইহার জন্য তাঁহার পূর্ব্বপঠিত পুস্তকগুলিই যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের তত্ত্বাবধানে তিনি যে সকল কাজ করিতেছেন সেই সবই তাঁহার ধন-বিজ্ঞান-গবেষণার প্রধান মালমশলা। এই কর্ম্মক্ষেত্রই বর্ত্তমানে তাঁহার একমাত্র ল্যাবরেটরী স্বরূপ।

মোলাকাৎ

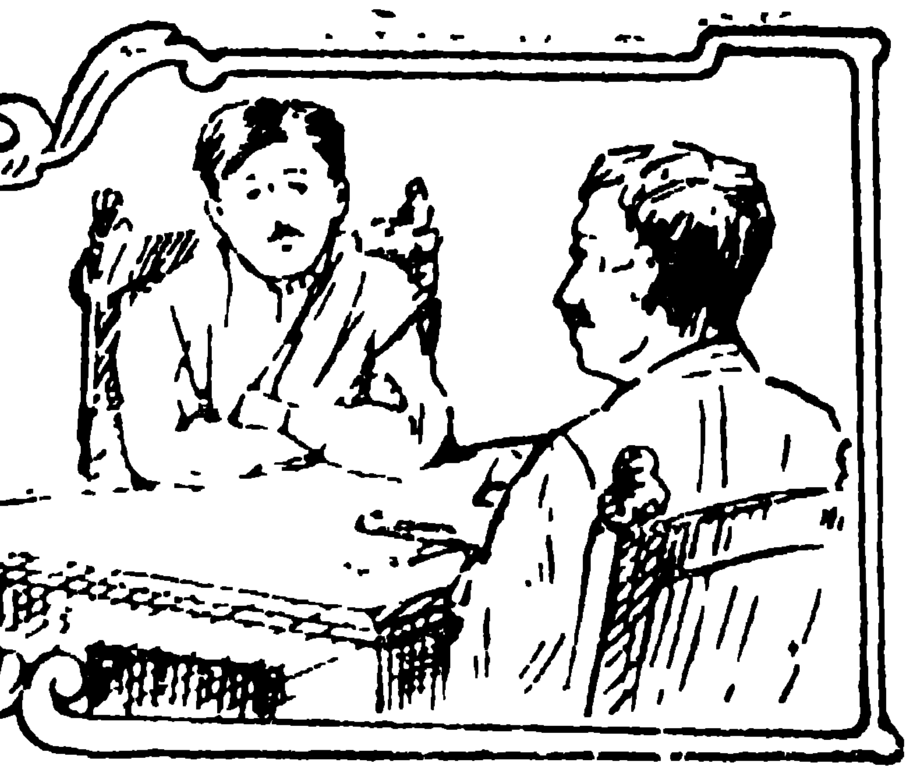

বোম্বাইয়ে বাঙ্গালী গহনাশিল্পী

[বোম্বেতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ কর্ম্মকারের সহিত জুয়েলারি ব্যবসায় সম্বন্ধে যে কথোপকথন হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। শ্রীহরিদাস সাহা]

প্রঃ—বোম্বেতে বাঙ্গালীদের প্রায় সত্তরখানি দোকান আছে, কিন্তু প্রত্যেক সাইন বোর্ডের নামের পিছনে আছে জুয়েলার; কিন্তু আপনাদের ও আরও দুই একজনের সাইন বোর্ডে কেবল "ডায়মণ্ড-সেটার" লিখা আছে। ব্যবসায়ের মধ্যে আপনাদের কোন পার্থক্য আছে কি?

উঃ—না। এখানে যে সত্তরখানা বা ততোঽধিক "জরুয়াই" গহনা তৈয়ারী করিবার দোকান বাঙ্গালীদের আছে, তাহাদের সকলেরই এক ব্যবসায় এবং তাহাদের ব্যবসায়টী হইতেছে জহরতের গহনা তৈয়ারী করা। আর এই যে জহরতের গহনা তৈয়ারী করা, ইহার এক কথায় কোন শব্দ বাংলায় আছে কিনা আমি পনর বৎসর যাবৎ অনুসন্ধান করিয়া জানিত পারি নাই।

প্রঃ—আপনি বোম্বেতে কত দিন আছেন?

উঃ—চব্বিশ বৎসর।

প্রঃ—এ ব্যবসায় কতদিন যাবৎ করিতেছেন?

উঃ—বার বৎসর। ইং ১৯১৫ সন হইতে আমি এই ব্যবসায় একলা চালাইতেছি।

প্রঃ—আপনার বয়স কত?

উঃ—৩৭ বৎসর।

প্রঃ—চব্বিশ বৎসর বয়সে আপনি এ ব্যবসায় আরম্ভ করেন?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—ইহার পূর্ব্বে কি করিতেন?

উঃ—ইহার পূর্ব্বে ৪ বৎসর আমার পিতা এবং কাকা নিকট কাজ শিক্ষা করিয়াছি।

প্রঃ—তাহা হইলে বিশ বৎসর বয়সে এ ব্যবসায় শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—ইহার পূর্ব্বে কি পড়াশুনা করিতেন?

উঃ—বার তের বৎসর বয়সে আমি পিতার সহিত বোম্বে আসি। বোম্বে আসিয়া অসুখ ইত্যাদিতে প্রায় তিন বৎসর কাটে। তারপর ২॥ বৎসর সেণ্ট জেভিয়ার স্কুলে পড়ি। সেখানে ৪র্থ মান অবধি পড়িয়াছি। ইং ১৯১২ সনে কাজে ভর্ত্তি হই। ঘর ঝাড়া, বাসনমাজা, রান্না, বাজার করা, দোকানের কারিগরদের ফরমায়েস যোগান দেওয়া ও সঙ্গে সঙ্গে একটু আধটু গহনা পালিশ করা শিক্ষা করি। তারপর কারিগরদের সঙ্গে গড়নের কাজ করা শিক্ষা করি। ১ বৎসর গড়নের কাজ করার পর পিতার হঠাৎ প্লেগে মৃত্যু হওয়ায় বছরখানেক কাজ কর্ম্মে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। তা ছাড়া ইং ১৯১৪ সনে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তাহাতে এ কাজের বিশেষ ক্ষতি হয়। ১৯১৪ সনের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত খুড়া মহাশয়ের সঙ্গে ভাগে কাজ করিয়াছিলাম। ১৯১৫ সনে খুড়া মহাশয় আলাদা হইয়া যান ও তখন হইতে আমার মাথায় এ কারবারের ভার পড়ে।

প্রঃ—আপনি বলিয়াছেন যে, আপনি স্বাধীনভাবে নিজের

নামে এ পর্য্যন্ত ব্যবসায় চালাইয়া আসিতেছেন। তবে সাইনবোর্ডে আপনার পিতার নাম আছে কেন? বিশেষতঃ আপনার নাম শ্রীযতীন্দ্রনাথ কর্ম্মকার; কিন্তু সাইন বোর্ডে আপনার পিতার নাম হারাধন দাস রহিয়াছে কেন?

উঃ—আমাদের "দাস" উপাধি নয়। আমার মাতামহদের "দাস" উপাধি এবং তিনি বোম্বাইয়ে এ ব্যবসায়ে প্রথম বাঙ্গালী। তিনিই এ ব্যবসায়ে আমার পিতা মহাশয়কে দিয়া যান। তারপর আমার ইচ্ছা নয় যে "দাস" উপাধি রাখি, অথচ সাইনবোর্ডে পিতার নাম অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকায়, হঠাৎ বদলাইলে ব্যবসায়ের ক্ষতি হইতে পারে তাই ঐ নামই রাখিয়াছি।

প্রঃ—অনুমান করিতে পারেন এ ব্যবসায়ে বাঙ্গালীরা কত বৎসর যাবৎ করিতেছেন?

উঃ—আন্দাজ ৬০।৬৫ বৎসর।

প্রঃ—ইহার মধ্যে কেহ কি কেবল জহরতের ব্যবসায় করিয়াছেন?

উঃ—না।

প্রঃ—তবে অনেকের সাইনবোর্ডে "জুয়েলার" লেখা আছে কেন?

উঃ—অনেকেই কারিগরি কাজের সঙ্গে জহরতের ব্যবসায় অর্থাৎ জহরত বেচাকেনা এক আধটু করিয়া থাকেন।

প্রঃ—তবে কি আপনি মোটেই করেন না?

উঃ—যৎসামান্য, তাহা উল্লেখযোগ্য নয়।

প্রঃ—আপনার এত পুরাতন দোকান—কেন আপনি এ ব্যবসায় বেশী করেন না?

উঃ—যেহেতু অনেক টাকার দরকার। দ্বিতীয়তঃ জহরৎ চেনায় খুব বেশী নজরের দরকার। তৃতীয়তঃ এ দেশীয় গুজরাটী, মাড়োয়ারী এবং ইউরোপীয়ানদের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠা যায় না।

প্রঃ—তবে কি কারিগরী হিসাবে আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কেউ নাই?

উঃ—১০।১২ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ছিল না। উপস্থিত মাদ্রাজী, মারাঠা ও অন্যান্য কারিগর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। বোধ হয় ৮।১০ বৎসর পরে বাঙ্গালীদের একপ্রকার এ ব্যবসায় হইতে তল্পী তল্পা উঠাইতে হইবে।

প্রঃ—এই অধঃপতনের কারণ কি?

উঃ—এই অধঃপতনের মূলকারণ তিনটি। (১) অশিক্ষিত বাঙ্গালীর হাতে এ ব্যবসায় রহিয়াছে। (২) অন্যান্য জাতিকে কাজ শেখান। (৩) কাজ সম্পূর্ণ না শিখিয়া ব্যবসায় করা।

"ইণ্টারন্যাশনাল লেবার রিভিউ"

বিগত অক্টোবর-নবেম্বর সংখ্যায় জি, ওলভেট্টি মহোদয় ইতালীর ধনিক সম্প্রদায়ের সঙ্ঘ বিষয়ে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। লেখক জেনারেল ফ্যাসিষ্ট কনফেডারেশ্যান অব ইতালীয়ান ইণ্ডাষ্ট্রির জেনারেল সেক্রেটারী। এই প্রবন্ধে ইতালীর শিল্প-জগতের খানিকটা ইতিহাস পাওয়া যায়। আমরা এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

১৮৮০ সনের পূর্ব্বে আধুনিক বিরাট শিল্প-কারখানার চিন্তা ইতালীয়ান পুঁজিপতিদের মাথায় প্রবেশ করে নাই। তখনকার দিনেও আধুনিক ধরণের কল-কারখানা সাজসরঞ্জাম অল্পবিস্তর ইতালীতে ছিল ইহা সত্য; কিন্তু ১৮৯৫ সনের ও দিকে বড় বড় শিল্প কারখানা ইতালীর বুকে গড়িয়া উঠে নাই। ঐ সময় থেকে ইতালীর আর্থিক ও সামাজিক জীবনে একটা ওলটপালট আরম্ভ হয়। উত্তর প্রদেশেই প্রথম শিল্প কারখানা স্থাপিত হইতে থাকে। ১৯০০ সন হইতে ইতালীর মজুরগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইতে থাকে। তখন হইতেই শিল্প-বিবাদ সুরু হয়; এবং এখানে সেখানে মজুরদের চরম অস্ত্র ষ্ট্রাইক বা ধর্ম্মঘটেরও আশ্রয় লওয়া হয়। মনিব, কলকারখানার মালিকরাও নিশ্চেষ্ট থাকেন না। তাঁহারাও পাল্টা ধনিক সঙ্ঘ গঠনের কাজে মনোনিবেশ করেন। টিউরিন, জোনোয়া ও মিলান প্রভৃতি সহরের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের এবং লম্বার্ডি, পিডমণ্টের বস্ত্র শিল্পের মালিকগণ কতকগুলি জোট কায়েম করেন। ১৯০৮ সনে এই ধরণের কতকগুলি সঙ্ঘ একতাবদ্ধ হইবার সঙ্কল্প করে। ইহার ফলে টিউরিন কেন্দ্রে পিঠমণ্ট ইণ্ডাষ্টিয়াল ফেডারেশান প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহাযুদ্ধের সময় শ্রমিক ও ধনিক উভয়ের আন্দোলন দ্রুত বিস্তার লাভ করিতে থাকে। যুদ্ধের সময় ইতালী উৎপাদন ও রপ্তানি নিয়মন করিবার জন্য ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল মবিলিজেশ্যান কমিটি নামক কতকগুলি দপ্তর সৃষ্টি করেন। মালিক ও মজুরের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করাও ঐ সকল কমিটির উদ্দেশ্য ছিল। ঐ সকল কমিটি ৪ বৎসর ইতালীর শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির উপর প্রভুত্ব চালায়। যুদ্ধের পর এগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে কিরূপ সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া কাজ করিতে হয় তাহা এই সকল কমিটি প্রমাণ করিয়া যায়। সুতরাং এগুলির অভাব ইতালিয়ান ধনিকগণ উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন। ১৯১৯ সনে টিউরিন ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল লিগের আহ্বানে ইতালীর বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পসঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ একত্র এক কনফারেন্সে মিলিত হন এবং ঐ সভায় জেনারেল কনফেডারেশান অব্ ইণ্ডাষ্ট্রী নামক বিরাট শিল্পসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটাকে সর্ব্বদল-শিল্প-সম্মিলন বলা চলে; কারণ সকল প্রকার শিল্প-স্বার্থের সমন্বয় ঘটাইয়া ব্যাপক ভাবে দেশের আর্থিক উন্নতি করাই এই সঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য। ইহার কর্ম্মপদ্ধতিতে ধনিক শ্রমিক উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষণেরই কথা আছে বটে; কিন্তু ইহার কর্ম্মকর্ত্তাগণের বেশীর ভাগ ইতালীর পুঁজিপতি।

সরকার ও গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্য

ডাক্তার কার্ল প্রিব্রাম দ্বিতীয় প্রবন্ধে ইয়োরোপের

গৃহনির্ম্মাণ ও ঘর ভাড়া বিষয়ক আইন কানুনের কড়াকড়ির বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। লেখক জেনেহ্বার ইণ্টার্ন্যাশনাল লেবার অফিসের ষ্ট্যাটিষ্টিক্স দপ্তরের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে ইয়োরোপে গৃহনির্ম্মাণের কাজ কিরূপভাবে চলিতেছে ও ইয়োরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে গৃহ-নির্ম্মাণে ও কর প্রভৃতি বিষয়ে কি ধরণের আইনকানুন পাশ হইয়াছে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তাঁহার নিজস্ব অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ সকল দেশে সরকারী সাহায্যে কিরূপ গৃহনির্ম্মাণের কাজ চলিতেছে তাহা এই প্রবন্ধপাঠে সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

যুদ্ধের সময় অন্যান্য দেশের মত বিলাতেও গৃহ-নির্ম্মাণ-কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। আইন প্রণয়ন দ্বারা বাড়ী ভাড়া এরূপ কম করা হয় যে, ব্যক্তি-বিশেষ আর গৃহ নির্ম্মাণের কাজে টাকা ঢালিতে প্রস্তুত হয় না। কারণ ইহা সেরূপ লাভজনক ব্যবসা নয়। যুদ্ধের পর ১৯১৯ সনে তদানীন্তন স্বাস্থ্য-মন্ত্রী ডাক্তার এডিশনের আমলে হাউসিং ও টাউন প্লানিং অ্যাক্ট পাশ হয়। এই আইনের বলে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি বা সাধারণ জনমঙ্গল-সমিতি প্রভৃতি সমিতি নগরোন্নতি বা গৃহনির্ম্মাণ মোসাবিদার ঘাট্‌তি টাকা সরকারের নিকট হইতে ধার লইবার অধিকারী হয়। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি বা নগরোন্নতি সমিতি কর্ত্তৃক গৃহনির্ম্মাণের কাজ সম্পাদিত হইতে থাকিলে সরকার ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত ঐসকল প্রতিষ্ঠানের ঘাট্‌তি অর্থ পূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। অর্থাৎ প্রত্যেক গৃহনির্ম্মাণের জন্য সরকার ৪০ হইতে ৪৫ পাউণ্ড বাৎসরিক সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত হন। এইভাবে বিলাতে ১৭৬ হাজার নূতন গৃহের জন্য সরকার ৬০ বৎসর ধরিয়া প্রতি সন ৭৮ লক্ষ পাউণ্ড হিসাবে ব্যয় করিতে সঙ্কল্প করেন। ব্যক্তি-বিশেষকে গৃহনির্ম্মাণের জন্য গৃহের আয়তন-মাফিক সাহায্য দিবার ব্যবস্থা হয়। প্রথম প্রথম গৃহ প্রতি ১৩০ হইতে ১৬০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত সাহায্য দেওয়া হইতে থাকে। পরে ১৯২০-২১ সনের শিল্প-সচ্ছলতা বা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল বুমের সময় ঐ সাহায্য ২৩০ হইতে ২৬০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত করা হয়। ঐ সময় গৃহ নির্ম্মাণের সাজ সরঞ্জাম মালমশলার দাম খুব চড়িয়া যায়; সরকারও অনির্দ্দিষ্টভাবে সাহায্য দিতে থাকেন। ফলে খাজাঞ্চিখানায় ঘাট্‌তি পড়া সুরু হয়।

১৯২১ সনের ২১শে জুলাই স্বাস্থ্য-মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। সরকার সকল প্রকার নূতন গৃহনির্ম্মাণের মোসাবিদায় অর্থ-সাহায্য বন্ধ করিয়া দেন। যে সকল গৃহনির্ম্মাণ মোসাবিদা সরকারের হাতে ইতিপূর্ব্বেই ছিল কেবল সেইগুলিকে সাহায্য করিতে থাকেন। ফলে গৃহ-নির্ম্মাণের কাজ সম্পূর্ণরূপে স্থগিত থাকে। ইহার মধ্যে গৃহনির্ম্মাণের মালমশলার দাম পড়িয়া যাওয়ায় ব্যক্তি-বিশেষ কর্ত্তৃক গৃহ নির্ম্মাণের কাজ পুনঃ আরম্ভ হয়। কিন্তু ইহাদের এই প্রচেষ্টা খুবই অপ্রচুর বলিতে হইবে; কারণ যুদ্ধের সময় গৃহনির্ম্মাণের কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় বিলাতে ৫০ লক্ষ গৃহ ঘাট্‌তি পড়িয়া যায়।

১৯২৩ সনে সরকার অন্য এক আইন দ্বারা স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক আরব্ধ গৃহ নির্ম্মাণের জন্য গৃহ প্রতি বাৎসরিক ৬ পাউণ্ড করিয়া সাহায্য দিবার সঙ্কল্প করেন। এই আইন প্রণয়নের ফলে গৃহ-নির্ম্মাণের কাজ পুনঃ আরম্ভ করা হইলেও গরীব লোকদের বাসস্থানের এ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থাই করা হয় না।

১৯২৪ সনে লেবার পার্টির হাতে মন্ত্রিত্ব আসে। লেবার পার্টির নূতন মোসাবিদায় সরকারী সাহায্যে নির্ম্মিত গৃহগুলি বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হয় এবং সেগুলি ভাড়া দিবার বন্দোবস্ত করা হয়। লেবার পার্টি সরকারী সাহায্যের পরিমাণ বার্ষিক ৯ পাউণ্ড করিয়া ধার্য্য করেন ও সরকারী সাহায্যের মিয়াদ ৪০ বৎসর নির্দ্ধারিত করেন। পল্লী অঞ্চলে বাৎসরিক সাহায্যের পরিমাণ সাড়ে বার পাউণ্ড করা হয়।

লেবার গভর্ণমেণ্ট গৃহ-নির্ম্মাণের এক বিস্তারিত মোসাবিদাও প্রস্তুত করেন। এই মোসাবিদায় উল্লেখ থাকে যে, সরকার পনর বৎসরের জন্য ২৫ লক্ষ গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত থাকিবেন। কতকগুলি সর্ত্তও মোসাবিদায় রাখা হয় যে, প্রয়োজন বোধ করিলে সরকার বাৎসরিক সাহায্যের পরিমাণ কম করিতে পারিবেন।

১৯২৩ সন হইতে ১৯২৭ সনের মধ্যে বিলাতে ৩৩২,৫৮৬গুলি নূতন গৃহ নির্ম্মিত হয়। ইহার জন্ত সরকারের বাৎসরিক ১৫ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া ব্যয় হয়। ইহা ছাড়া স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির তরফ হইতেও প্রায় ঐরূপ ব্যয় হয়। ১৯২৬ সনে আবার গৃহ নির্ম্মাণের মাল মশলার দাম চড়িয়া যায়। বর্ত্তমানে বলডুইন মন্ত্রীসভার হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা অর্পিত হয়। ইঁহারা গৃহ নির্ম্মাণের বাৎসরিক সাহায্য ১৯২৩ সনের আইন কর্ত্তৃক ধার্য্য ৬ পাউণ্ড হইতে ৪ পাউণ্ডে কমাইয়া ফেলেন এবং লেবার মিনিষ্ট্রির ১৯২৪ সনের আইন কর্ত্তৃক ধার্য্য ৯ পাউণ্ড হইতে ৭ পাউণ্ডে কমাইয়া ফেলেন।

১৯১৯ সন হইতে ১৯২৭ সনের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বিলাতে মোট ৯ লক্ষ গৃহ নির্ম্মিত হয়। এতগুলি গৃহ নির্ম্মিত হইলেও বাসস্থানের সমস্তা দূর হয় না। বাড়ী ভাড়া ক্রমেই চড়িতে থাকে ও এখনও চড়িতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বের অবস্থার তুলনায় বর্ত্তমানে বিলাতে ঘরভাড়ার হার শতকরা দেড়শ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্তদিকে খাদ্য, কাপড়-চোপড়, আলো, উত্তাপ প্রভৃতির খরচ যুদ্ধের পূর্ব্ব অবস্থার তুলনায় শতকরা ১৮০ ভাগে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে।

জার্ম্মাণির গৃহনির্ম্মাণ ব্যবস্থা

মুদ্রা যে পর্য্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত (ষ্টাবিলাইজড) না হয় সে পর্য্যন্ত জার্ম্মাণিতে ধারাবাহিকভাবে গৃহ-নির্ম্মাণের কাজ চলিতে পারে না। বিগত ১৯২৭ সনের অক্টোবর মাসে ফেডারেল মিনিষ্ট্রি অব লেবার বলিয়াছিলেন যে, মহাযুদ্ধ ও ইহার পরবর্ত্তী আর্থিক সংস্কারের ফলে জার্ম্মাণিতে ৬ লক্ষ গৃহ ঘাট্‌তি পড়িয়াছে। এগুলি পূরণ করা ছাড়া নূতন গৃহের চাহিদা মিটাইবার জন্ত প্রতিসন দুই লক্ষ করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক।

বিগত ১৯২৭ সনে যুদ্ধের পূর্ব্ব অবস্থার তুলনায় জার্ম্মাণিতে ঘরভাড়া শতকরা ১২৫ ভাগে চড়িয়া যায়। কিন্তু এই সংখ্যা সাধারণ জীবন যাপনের মাপকাঠির তুলনায় এখনও শতকরা ২৫ ভাগ কম আছে।

চেকোশ্লোভার গণতন্ত্রে গৃহ-নির্ম্মাণের কাজ খুব "কঠোর" ভাবে চালান হইতেছে। বিগত ১৯২০ সন হইতে ঐ গণতন্ত্রে রীতিমত আইনকানুন অনেকটা শিথিল করিয়া ফেলা হইয়াছে। এক দিকে উচ্ছেদের নোটিশ দিবার মিয়াদ কমান হইয়াছে ও অন্য দিকে কর বৃদ্ধিকরা হইয়াছে। বর্ত্তমানে প্রাগ সহরের একটি শ্রমজীবী পরিবারকে যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের ভাড়ায় আড়াইগুণ ভাড়া দিতে হয় এবং খাদ্য ও বস্ত্রের জন্য সওয়া সাতগুণ বেশী খরচ করিতে হয়। বর্ত্তমানে প্রাগের শ্রমজীবী পরিবারকে তাহাদের আয়ের শতকরা সাড়ে ছয় হইতে সাড়ে তের গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যয় করিতে হয়।

"নিয়ার ইষ্ট অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া"

নিকট প্রাচ্য ও ভারতবর্ষ বিষয়ক বিলাতী পত্রিকা। নবেম্বর প্রথম সংখ্যার আর্থিক বিভাগে আছে: (১) বুলগেরিয়ার ঋণ, (২) ব্যবসা বাণিজ্য ও রুমানিয়ার ঋণ, (৩) লতিফিয়া এষ্টেট (ইরাক), (৪) পি, এণ্ড ও কোম্পানীর লভ্যাংশ, (৫) অ্যাংলো পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানীর লভ্যাংশ—১৯২৭-২৮ সনে এই কোম্পানী ৩,১১২,৫২৯ পাউণ্ড লাভ করিয়াছে, পূর্ব্ব সনে লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল ৪,৬৩৫,৪৪৪ পাউণ্ড। (৬) আসাম রেল কোম্পানী, (৭) রুমানিয়ান রেলওয়ের পুনর্গঠন, (৮) গ্রীসের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা। (৯) স্মার্ণার ফলের বাজার।

"ইলেক্ট্রিশিয়ান"

ইলেক্ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং। শিল্প, বিজ্ঞান ও পুঁজি বিষয়ক সর্ব্বপুরাতন বিলাতী সাপ্তাহিক। ১৮৬১ সনে প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞাপন ও পঠনযোগ্য বিষয় সমেত প্রায় ৮০ পাতার মাল থাকে। বিগত ২৬শে অক্টোবর সংখ্যায় আছে (১) বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রণালী, (২) এডিসনের প্রদীপ, (৩) আমেরিকার ঐশ্বর্য্য, (৪) হাইস্পিড সার্কিট ব্রেকার, (৫) নর্থ ওয়েষ্ট ইংল্যণ্ড ও উত্তর ওয়েলসের বিদ্যুৎ যোগা-বিদা, (৬) ব্রুয়েনা মেলায় বিদ্যুৎ বিভাগের নূতনত্ব, (৭) অষ্ট্রেলিয়ার বিদ্যুৎ কমিশন, (৮) ঘরোয়া বিদ্যুৎ সাজসরঞ্জাম, (৯) পল্লীতে বিদ্যুৎ প্রচলন যোগাবিদা

(১০) বিভিন্ন দেশের বৈদ্যুতিক জিনিষ পত্র আবিষ্কারের সংবাদ।

"জার্ণ্যাল অব্ দি মিনিষ্টার অব্ এগ্রিকালচার"

বিলাতের কৃষি-মন্ত্রীর দপ্তর হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। নভেম্বর সংখ্যায় আছে :—(১) বিলাতের আপেল শিল্প, (২) ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের বাজার ও মেলা, (৩) জাতীয় ইন্দুর সপ্তাহ, (৪) ইয়োরোপ মহাদেশে টাটু ও মাদি ঘোড়া রপ্তানী, (৫) মেয়েদের জন্য পল্লীজীবন বিজ্ঞান, (৬) উত্তর ওয়েলসে কৃষি সমবায়, (৭) রুটি-ওয়ালা মিঠাইওয়ালাদের সম্মিলনী, (৮) ধান-খড়ের আর্থিক উপযোগিতা (সচিত্র), (৯) নিখুঁত ডিম্ব উৎপাদনের উপায় (সচিত্র), (১০) গম শস্যে খুব বেশী সার দিবার উপকারিতা, (১১) ডিম্ব-বাজারের মোসাবিদা, (১২) সার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, (১৩) অশ্ব-উৎপাদন ব্যবসা।

"জার্ণ্যাল অব্ পলিটিকাল ইকনমি"

শিকাগো বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক ধন-বিজ্ঞান পত্রিকা। অক্টোবর ১৯২৮ সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে ওহিও ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের এ, বি, উলফ মহোদয় ৩০ পৃষ্ঠা ধরিয়া মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী লোক-সংখ্যা সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের আলোচনা ও মন্তব্য এই সংখ্যাতেই খতম হয় নাই, পরবর্ত্তী সংখ্যায়ও চলিবে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এল, ডি, এডি মহোদয় যুক্তরাষ্ট্রের মজুত স্বর্ণের জরিপ করিয়াছেন। পেন-সিলভেনিয়ার পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রাইনজলফ জে, হভ্ডে পরবর্ত্তী প্রবন্ধে ১৮৯০ হইতে ১৯১৪ সন পর্য্যন্তের সোশ্যালিষ্ট চিন্তার পরিমাপ করিয়াছেন। কানাডায় হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার কি বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে তাহা ওহিওর ডিফারেন্স কলেজের জে, এস প্রেণ্টিস মহোদয় অঙ্ক কষিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। মোটের উপর এই সংখ্যা উন্নত আর্থিক চিন্তাধারা দ্বারা ভরপুর।

রেল মাশুলের হার

"দি ল অ্যাণ্ড থিয়োরি অব্ রেলওয়ে ফ্রেট্ রেট্স্" (রেলমাশুলের হার সম্বন্ধে তত্ত্ব ও আইন) শ্রীযুক্ত কল্যাণ সি, শ্রিনিবাসন্ এম, এ কৃত ও বি, জি, পাল এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত (মাদ্রাজ) একখানি ধনবিজ্ঞানের বই। বইখানির ভূমিকা লিখিয়াছেন স্বয়ং স্যর সি, এ, ইনেস, কে, সি, এস, আই মহোদয়।

গ্রন্থকার "দি রেলওয়ে রেট্স অ্যাডভাইসারি কমিটি" অর্থাৎ "রেলমাশুল সম্বন্ধে পরামর্শ সভা"র প্রথম সেক্রেটারি। এই হিসাবে তিনি যেসকল স্থান হইতে প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায় সেকল স্থান হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছেন। সুতরাং তিনি এই পুস্তকখানি বিশেষ যোগ্যতার সহিত লিখিবার জন্য এমন সুবিধা বা উপায় পাইয়াছেন যাহা অপরের পক্ষে সম্ভবপর নয়। পুস্তকখানিতে প্রধানতঃ রেলওয়ে বিভাগের "আর্থিক-নীতি"র স্বরূপটা সর্ব্বসাধারণের নিকট খোলসা করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এপর্য্যন্ত এই বিষয়ে কেহই সেরূপ মাথা ঘামাইতে চেষ্টা করে নাই। অল্পকথায় বলিতে গেলে বইখানিতে রেলওয়ের ইতিহাস, অর্থনীতি, আয় ব্যয়, তথ্য-সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে মাথা খেলান হইয়াছে এবং এই সমস্ত দরকারী বিষয়গুলি বিশদভাবে লিখিত রহিয়াছে। এই বইয়ের অন্তর্নিহিত যে গুণ আছে কেবলমাত্র তাহার জন্যই ইহার পড়ুয়ার সংখ্যা মিলিবে ঢের। এছাড়া গ্রন্থকারের রচনাপদ্ধতি ইহাকে প্রকৃতরূপেই জন-প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে।

'শক্ত টাকার' দেশ—কালিফোর্ণিয়া

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত কালিফোর্ণিয়া রাষ্ট্রের ব্যাঙ্ক ব্যবসা সম্বন্ধে একখানা প্রকাণ্ড গ্রন্থ ("ফিনান্সিং অ্যান এম্পায়ার : ব্যাঙ্কিং ইন্ কালিফোর্ণিয়া") প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ৪ ভলিয়ুমে সমাপ্ত। সর্ব্বসুদ্ধ ১৯৯৩ পৃষ্ঠা। প্রকাশক শিকাগো সহরের এস্, জে ক্লার্ক। গ্রন্থকার—অধ্যাপক ইরা, বি, ক্রস। গ্রন্থখানির মূল্য ৪০ ডলার।

আলোচ্য গ্রন্থের অধিকাংশই ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধীয় আলোচনাতেই ভরপূর। ১৮৪৯ সন (এই সনে কালিফোর্ণিয়াতে স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হয়) হইতে ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত নানা শ্রেণীর যত ব্যাঙ্ক কালিফোর্ণিয়াতে উঠিয়াছে তাহাদের সকলগুলিরই বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক, জয়েণ্টষ্টক ব্যাঙ্ক, ফেডার‍্যাল্ রিজার্ভ প্রণালীর আবির্ভাব, শ্রমিক ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা, শাখা ব্যাঙ্কের প্রসার, ব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় এইরূপ প্রচুর তথ্য ও মালমশলা এই গ্রন্থটীতে সংগৃহীত হইয়াছে।

ব্যাঙ্কিংএর আলোচনাতেই গ্রন্থখানির অধিকাংশ পূর্ণ হইলেও, কালিফোর্ণিয়ার মুদ্রার ইতিহাসটাই (অনেক স্থান অধিকার করিলেও) সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক অংশ। কাগজী মুদ্রার প্রতি কালিফোর্ণিয়াবাসীদের বিদ্বেষের কারণ কি, এই বিদ্বেষ কত দিন স্থায়ী ছিল এবং ইহা কিরূপে দূরীভূত হইল এই সকল কথা এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

১৮৪৬ সন পর্য্যন্ত কালিফোর্ণিয়াতে কোন প্রকার মুদ্রা ছিল না—জিনিষের সহিত জিনিষের অদলবদল করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। ১৮৪৬ হইতে ১৮৪৮ সন পর্য্যন্ত চর্ব্বি, চামড়া, ঘোড়া ও গৃহপালিত জন্তু মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। ১৮৪৮ সনে কালিফোর্ণিয়া যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয়। সেই সময় কালিফোর্ণিয়ার মুদ্রা-প্রণালী

অনেকটা উন্নত হয়। ১৮৪৯ সনে কালিফোর্ণিয়ায় সোনার খনি আবিষ্কৃত হয়। সেই সময় হইতে প্রধানতঃ গুঁড়া সোনাই মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। গুঁড়া সোনা ব্যতীত সোনার তাল, বে-সরকারী সোনার মুদ্রা, ন্যূন-মূল্য বিদেশী মুদ্রা—এইগুলাও মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। ১৮৫৪ সনে সান্‌ফ্রানসিস্‌কো সহরে টাকশাল প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কালিফোর্ণিয়ার মুদ্রা-রাজ্যের অরাজকতা অনেক পরিমাণে নিবারিত হয়।

কাগজী মুদ্রা বা নোটের প্রতি বিদ্বেষের জন্য কালিফোর্ণিয়া বিখ্যাত। এই বিদ্বেষের কারণ প্রধানতঃ দুইটী:—(১) কালিফোর্ণিয়াতে সোনা এত বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হইত যে মুদ্রারূপে ব্যবহার করিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ সোনার অভাব মোটেই ছিল না; কালিফোর্ণিয়াতে উৎপন্ন সোনা যদি আবশ্যক মত মুদ্রার চাহিদা যোগাইতে অসমর্থ হইত, তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব্বদিকস্থ রাষ্ট্রগুলার ন্যূন-মূল্য নোট যে কালিফোর্ণিয়াকে ছাইয়া ফেলিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। (২) যে সকল ব্যক্তি কালিফোর্ণিয়া রাষ্ট্রের প্রথম শাসন-নীতি প্রণয়ন করেন তাঁহারা কাগজী মুদ্রা ব্যবহার করিয়া যথেষ্ট লোকসান দিয়াছিলেন। এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকার জন্য তাঁহারা শাসন-নীতিতে এই নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন যে, কালিফোর্ণিয়া রাষ্ট্রে কোন প্রকার কাগজী মুদ্রা বাহির করা হইবে না বা বাজারে চলিত হইতে দেওয়া হইবে না। যুক্তরাষ্ট্রের "ঘরোয়া যুদ্ধে"র মত সঙ্গীন সময়েও কালিফোর্ণিয়াতে কাগজী মুদ্রা চলিত হইতে পারে নাই; যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টের নোট ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ব্যাঙ্কগুলার নোট—দুই প্রকার নোটই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। যাহারা নোট ব্যবহার করিয়াছিল প্রকাশ্যে তাহাদিগকে নিন্দা করা হইয়াছিল।

"ঘরোয়া যুদ্ধে"র সময় কালিফোর্ণিয়া নোটের ব্যবহার এড়াইয়াছিল, কিন্তু গত মহাযুদ্ধের সময় এড়ানো আর সম্ভব হইল না। যুদ্ধের চাপে বাধ্য হইয়া যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্ট যুক্তরাষ্ট্রের যেখানে যেখানে যত সোনা আছে তাহা জড় করিতে বাধ্য হইলেন। যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্ট কালিফোর্ণিয়া গভর্ণমেণ্টকে ঐ বন্দোবস্তে রাজী হইতে অনুরোধ করিলেন। কালিফোর্ণিয়া গভর্ণমেণ্টও সম্মত হইলেন। ফলে কালিফোর্ণিয়াতে ফেডার‍্যাল্ রিজার্ভ নোট ও ফেডার‍্যাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নোট চলিত হইল। গভর্ণমেণ্টের খাজনা দিবার সময় (সোনার টাকার পরিবর্ত্তে) নোটের সাহায্যে খাজনা দিবার অনুমতিও দেওয়া হইল। কয়েক বৎসর পরে যুক্তরাষ্ট্র-গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব-সচিব কালিফোর্ণিয়ার ব্যবহারের জন্য সোনার মুদ্রা লইবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু লোকে নোট ব্যবহারের সুবিধা বুঝিয়াছিল বলিয়া সোনার টাকা ব্যবহারে তাহাদের আর তেমন উৎসাহ দেখা গেল না।

ধাতুর টাকার প্রতি অত্যধিক টানের জন্য ও কাগজী মুদ্রার প্রতি অত্যধিক বিদ্বেষের জন্য কালিফোর্ণিয়ার নাম দেওয়া হইয়াছে "হার্ড মানি ষ্টেট্" (শক্ত টাকার দেশ) কাগজী মুদ্রার সুবিধাগুলা না বুঝা নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু কালিফোর্ণিয়ার ধাতু-মুদ্রার প্রতি অত্যধিক প্রীতির পক্ষেও ২।১টী কথা বলা চলে, যেমন (১) সোনার টাকা চলিত থাকায় কালিফোর্ণিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। সোনার টাকা চলিত থাকায় কাগজী মুদ্রার (চাহিদার তুলনায়) অত্যধিক বৃদ্ধি কালিফোর্ণিয়াতে কখন দেখা দিতে পারে নাই।

গ্রন্থখানি প্রস্তুত করিতে গ্রন্থকার যথেষ্ট শ্রম-স্বীকার করিয়াছেন। ব্যাঙ্কিং বিষয়ে গ্রন্থখানি যে একটী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইবে সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নাই।

পুসা সরকারী কৃষি-গবেষণালয়ের কার্য্য-বিবরণী (১৯২৬-২৭)

এই রিপোর্টে পুসা কৃষি-গবেষণালয়ের অধ্যক্ষের বার্ষিক কার্য্য বিবরণী, সরকারী উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞ কৃষি-রসায়নবিৎ কৃষি-ব্যাকটিরিয়োলজিষ্ট, মাইকোলজিষ্ট অর্থাৎ বিষতত্ত্বজ্ঞ, কীটতত্ত্বজ্ঞ, সরকারী ডেয়ারি বিশেষজ্ঞ প্রভৃতির এবং আরও অনেক সরকারী কর্ম্মচারীর কার্য্য-বিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এক একটী শস্য কিরূপ

উৎপন্ন হয় তাহা এই বিবরণী-পাঠে জানিতে পারা যায়। ইহা ছাড়া কোন এক প্রদেশের বা দেশের শস্যের বীজ অন্য প্রদেশে বা দেশে বপন করিলে কি ফল হয় তাহাও পরীক্ষা করা হইয়াছে। তারপর বৈজ্ঞানিক সারের উপকারিতা সম্বন্ধেও সম্যক জ্ঞান লাভ হয় এই বিবরণী পাঠে। পুসা কৃষিক্ষেত্রে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা চলিতেছে।

কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে ক্ষেত্র-প্রস্তুত-করণ বীজ-নির্ব্বাচন, সার-নির্ব্বাচন ও প্রদান করিলেই যে যথেষ্ট হইল তাহা নহে। নানাপ্রকার প্রাকৃতিক উপদ্রবের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্যও প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে নয়া যুগের চাষীকে। নানাপ্রকারের উদ্ভিদ্-রোগ ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে ও কীটপতঙ্গাদির হাত থেকে শস্যক্ষেত্রকে রক্ষা করিবার সম্বন্ধেও গবেষণা করা হইয়াছে এবং তাহার বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

পুসার এই বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশিত সরকারী ডেয়ারি-বিশেষজ্ঞের কার্য্য-বিবরণীও দেশের পক্ষে কম প্রয়োজনীয় জিনিষ নয়। কারণ গাছ গাছড়া ছাড়া পশু থেকেও আমরা খাবার সংগ্রহ করিয়া থাকি। পশুর মাংস, পশুর দুধ দুই আমাদের খাদ্য। দুধ বাংলায় একরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ডেয়ারি বিশেষজ্ঞ মহাশয় পুসা সরকারী গো-শালায় বিলাতী ষাঁড় ও মণ্টোগোমারি, সিন্ধু প্রভৃতি স্থানের গাভীর দ্বারা বাছুর উৎপাদন করাইয়াছেন। এই দো-আঁশ্লা গরুর দুধ দেশী গরুর চেয়ে পরিমাণে অনেক বেশী হইতেছে। বিলাতের আয়ারশায়ার নামক স্থান হইতে ষাঁড় আনা হইয়াছে। দো-আঁশলা আয়ার মণ্টোগোমারি গাভীর বাঁটও হয় অনেক বড় বড়; এই দো-আঁশলা গরু উৎপাদন ছাড়া সরকারী বিশেষজ্ঞগণ গরুর খাদ্য সম্বন্ধেও গবেষণা করিয়াছেন। ভারতীয় বিচালী গরুর কিরূপ পুষ্টি সাধন করে, বিচালী সহজে হজম হয় কি না, ধানের বিচালী ভাল কি অন্য বিচালী ভাল এ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যও স্থির করিয়াছেন।

সর্ব্বশেষে চিনি বা আক বিশেষজ্ঞ মহাশয়ের কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। চিনি সম্বন্ধে মাথা ঘামান ভারতবাসীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ, ভারতে এক সময়ে চিনি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইলেও আজ ভারতকে তাকাইয়া থাকিতে হয় জাভা, কিউবা প্রভৃতি দেশের দিকে। এক প্রদেশের বা স্থানের আকের বীজ ভিন্ন প্রদেশের বা স্থানের ক্ষেত্রে লাগাইলে ফল কিরূপ হয় তাহা দেখান হইয়াছে এই বিবরণীতে। আজকাল পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে কইম্বাটুর আকের আবাদের রেওয়াজ পড়িয়া গিয়াছে। ইয়োরোপীয় ক্ষেত্রপতিরা স্থির করিয়াছেন যে, কইম্বাটুরের আক ছাড়া অন্য আক তাহারা আর লাগাইবে না। কইম্বাটুরের আকের আবাদের ফলে পাঞ্জাব, ও উত্তর বিহারে শতকরা ৫০ টাকা ও যুক্ত প্রদেশে শতকরা ৮০ টাকা বেশী লাভ হইয়াছে।

সরকারী সুগার বিউরোর রিপোর্টে দেখা যায় যে, ভারতে চিনির উৎপাদন বৎসরের পর বৎসর ধীর গতিতে বাড়িয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে গুড় হইতে বেশী মাত্রায় চিনি হইত, এখন আক হইতেই বেশী হইতেছে, গুড়ের রেওয়াজ ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে, কারণ সরাসর আক হইতে চিনি উৎপাদনে খরচ হয় অল্প।

সহর-ভেদে খরচের প্রার্থক্য

একই দেশের নানা সহরে জীবনযাত্রার খরচ কিরূপ, সহর-ভেদে খাওয়া-পরার খরচ বাড়ে কমে অথবা সমানই থাকে, এই বিষয়ে অনুসন্ধান যে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক জিনিষ তাহা সহজেই বুঝা চলে। মার্কিণরা এই বিষয়ে একটা অনুসন্ধান চালাইয়াছে। ৪টী বড়, ৪টী মাঝারি ও ৪টী ছোট সহরে খাওয়া পরার খরচ কিরূপ পড়ে তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা হইয়াছে। খাওয়া পড়ার খরচের মধ্যে নিম্নলিখিত খরচগুলা ধরা হইয়াছে:—খাদ্যের দাম, বাড়ী ভাড়া জ্বালানি দ্রব্য ও তেলের খরচ, কাপড়চোপড়ের খরচ, এতদ্ব্যতীত খুচরা খরচ। অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে, এক জন মজুর তাহার স্ত্রী ও দুইটী সন্তান ইহাদের মার্কিণ মাপকাঠি বজায় রাখিয়া ভরণ-পোষণের জন্য গড়ে নিম্নতম খরচের হার এইরূপ:—

বড় সহরে—১,৫৫২ ডলার (ক্লিভল্যাণ্ডে) হইতে (১৬২৮

ডলার (নিউইয়র্কে)। মাঝারি সহরে—১,৫০৪ ডলার (ডেটনে) হইতে ১৬১৮ ডলার (রেডিংএ)। ছোট সহরে—১,৪৪২ ডলার (ম্যারিয়লে) হইতে ১,৫৬৭ ডলার (লকপোর্টে)।

দেখা যাইতেছে যে, বড় ও মাঝারি সহরগুলার খরচে বিশেষ তফাৎ নাই; তবে ছোট সহরগুলাতে খরচ সামান্য একটু কম।

অনুসন্ধানের ফলটা বাহির হইয়াছে "দি কষ্ট অব্ লিভিং ইন্ টুয়েলভ্ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সিটিজ্" (ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কন্‌ফারেন্স বোর্ড, নিউইয়র্ক, ১৯২৮, দেড় ডলার) নামক গ্রন্থে।

বুদ্ধিমানের মত টাকা খাটানো

অর্থ উপার্জ্জন করা এবং অর্জ্জিত অর্থ বুদ্ধিমানের মত ব্যয় করা এক জিনিষ নহে। অনেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জ্জন করে বটে, কিন্তু সেই অর্থ অপব্যয় করে, না হয় যে দিকে যে পরিমাণে খরচ করিলে ভাল হয়, তাহা করিতে পারে না। অর্থ উপার্জ্জন সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য অনেক গ্রন্থ দেখা যায়, কিন্তু অর্থ-ব্যয় সম্বন্ধে বইয়ের অত্যন্ত অভাব। সম্প্রতি এই বিষয়ে একখানা বই বাহির হইয়াছে। বই খানার নাম—"ম্যানেজ্‌মেণ্ট অব্ পার্শন্যাল ইন্‌কাম"। গ্রন্থকার—এল্, জে, চ্যাসী। প্রকাশক—'শ', শিকাগো ও নিউইয়র্ক। পৃষ্ঠা সংখ্যা—৩+১৪৭। মূল্য ১০৭৪ ডলার।

গ্রন্থকার নিজ আলোচ্য বিষয়টা ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন। নিজ নিজ আর্থিক জীবন উন্নত করিতে চেষ্টা ও যত্ন করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত। প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ আর্থিক জীবন উন্নত করিতে চেষ্টা করে, প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ আয়ব্যয় বুদ্ধিমানের মত চালাইতে সচেষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতির আর্থিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। গ্রন্থকারের কথাগুলা খুবই খাঁটি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, যে সম্বন্ধে গ্রন্থকারের সদুপদেশ বিশেষ দরকার, সেই বিষয়েই গ্রন্থকার একেবারে ফেল মারিয়াছেন। টাকা কিরূপে খাটাইলে ব্যক্তিগত আর্থিক উন্নতি সম্ভব সে সম্বন্ধে গ্রন্থকার মূল্যবান কিছুই বলিতে পারেন নাই। অর্থ-সঞ্চয় সম্বন্ধে গ্রন্থকার কিছু আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু অর্থসঞ্চয় সম্বন্ধে গ্রন্থকার "অর্থ সঞ্চয় কর, অর্থ সঞ্চয় কর" এই মামুলি কথারই উল্লেখ করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে তিনি কোন গভীর কথা বলিতে পারেন নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যাহাদিগের জন্য গ্রন্থটী লেখা হইয়াছে ইহা তাহাদিগের বিশেষ কাজে লাগিবে না। গ্রন্থকার সত্যই আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছেন।

১। ডাস এণ্ডে ড্যর গ্রেন্‌ৎস্‌ হ্নুট্‌সেন-ঠেয়োরী (সীমান্ত-স্তুখ বিষয়ক আর্থিক দর্শন কি আর চলিবে না),—ফ্লয় গেল্‌স্‌, পোশেলে কোং, ষ্টুটগার্ট, ৯৯ পৃষ্ঠা, ১৯২৫, ৪·২৫ মার্ক।

২। ডী রোষ্টোফ্‌-হ্বির্টশাফ্‌ট্‌ ড্যর এর্ডে” দুনিয়ার কুদ্‌রতি মালের অর্থকথা),—রাইখ্‌হ্বাইন,— ফিশার কোং, যেনা, ৬৪৮ পৃষ্ঠা, ১৯২৮, ২৪ মার্ক।

৩। “ইণ্ডাষ্ট্রী আ্যাণ্ড পলিটিক্‌স্‌” (শিল্পব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতি),—মণ্ড্‌, ম্যাকমিলান কোং, লণ্ডন, ৩৩৭ পৃষ্ঠা, ১৯২৭, ১২ শি ৬ পে।

৪। “লিবারালিস্‌ মুস উণ্ড প্রোটক্‌শ্যনিস্‌ মুস ইন ড্যর এংলিশেন হ্বির্টশাফ্‌ট্‌স পোলিটিক জাইট ডেম ক্রীগে” (যুদ্ধের পরবর্ত্তী বিলাতে অবাধ বাণিজ্য বনাম সংরক্ষণ-নীতি) ল্যয় বুশার, ফিশার কোং, য়েনা, ২৩০ পৃষ্ঠা, ১৯২৭, ১০ মার্ক।

৫। “লেকোনোমী মোঁদিয়াল এ লাঁপেঁরিয়ালিস্‌ম্‌” (অর্থনৈতিক বিশ্ব-ব্যবস্থা ও সাম্রাজ্য-নীতি),—বুখারিণ, এদিসিওঁ সোসিয়াল কোং, প্যারিস, ১৭৮ পৃষ্ঠা, ১৯২৮ ১২ ফ্রাঁ।

৬। “ফার্ম রিলীফ” (চাষ আবাদের উদ্ধার ব্যবস্থা),—বয়েল, ডাব্‌ল্‌ ডে কোং, ২৮১+৫ পৃষ্ঠা, ১৯২৮।

৭। দি ইকনমিক্‌স্‌ অব্‌ ল্যাণ্ড-রিক্ল্যামেশ্যন ইন দি ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্‌” (মার্কিণ-ভূমি-সংস্কারের অর্থকথা),—টীগ শ কোং, নিউইয়র্ক,—৩৩৭+১৫ পৃষ্ঠা, ১৯২৭, ৪ ডলার।

৮। “লে শেমেঁ গু ফেয়ার উর্বাঁ পারিজিয়াঁ” (প্যারিসের নগর-রেল-বিৎ), বাইয়ে কোং, প্যারিস ৫২৩+৮ পৃষ্ঠা, ১৯২৮, ১০ফ্রাঁ।

৯। “স্ত্রুতুরা এ ফুন্‌ৎস্যনা মেন্ত দি উনা বাঙ্কা দি ক্রেদিত অর্দিনারিঅ” (ব্যাঙ্কের গড়ন ও কর্ম্মকৌশল) —মাৎসান্তিনি, পানেও কোং, স্পলেত, ১৫+৩১৭ পৃষ্ঠা, ১৯২৭, ৪৫ লিয়ার।

১০। “লেৎস্যনি দি লেজিস্‌ লাৎস্যনি দেল লাভর” (মজুর-বিধি), বালেল্লা,রোম, ২৩+৫১৩ পৃষ্ঠা, ১৯২৭, ৪০ লিয়ার।

কাচ-কারখানায় সাপ্তাহিক বিরাম

শ্রীরামচন্দ্র বসাক, সম্পাদক, ভারত গ্লাসওয়ার্কস্, কলিকাতা

আইনের ব্যবস্থা

কারখানার মজুরদের হিতকামনায় তাদের সুখস্বাস্থ্য-শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আজ ১৭।১৮ বৎসর যাবৎ এদেশে একটি আইন জারি আছে যার ডাক নাম "ভারতবর্ষীয় কারখানা-বিষয়ক আইন।"

এই আইনের ২২ ধারার ব্যবস্থা এই যে, সকল কারখানাতেই সপ্তাহে একদিন—রবিবারে—কাজ বন্ধ রাখতে হবে। তা' না রাখলে অত্যধিক পরিশ্রমে মজুরদের স্বাস্থ্যহানি হবে, আর নিত্য একঘেয়ে কাজ করলে মানসিক বৈচিত্র্যের অবসর-অভাবে তাদের মন অবসাদক্লিষ্ট এবং জীবন দুর্ব্বিসহ হয়ে পড়বে।

ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবস্থার ব্যতিক্রম

কথাটা পাকা হলেও, এমন কতক শ্রেণীর কাজ আছে যা' তাদের প্রক্রিয়াগত অনিবার্য্য অন্তরায়হেতু আদৌ স্থগিত রাখা চলে না। একাদিক্রমে তাদের ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন সমাধান ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তাদৃশ ক্ষেত্রে সেরূপ কোনও দুর্নিবার বাধাবিঘ্নের নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পরিচয় পেলে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা উক্ত আইনের ৩০ ধারা মতে স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন জারি করে ২২ ধারার যথোচিত ব্যতিক্রমের বিধান দিতে পারেন।

কাচের কাজে ব্যতিক্রম সঙ্গত কি না?

কাচের কাজে তেমন কিছু বিশিষ্টতা আছে কিনা, এবং উহা এই ব্যতিক্রম-বিধানের আমলে আস্‌তে পারে কিনা, তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়।

আলোচনার আবশ্যকতা

আজ অবধি যে গুটিকতক কাচ-কারখানা বাঙ্গালাদেশে স্থাপিত হয়েছে তার সবগুলিই কলিকাতার আশেপাশে অবস্থিত। তাদের কোনটিতেই কস্মিন্‌কালেও আইনমত রবিবারে কাজ বন্ধ থাকে না। সেজন্য কারখানাপরিদর্শক মহাশয়রা সদাসর্ব্বদা বিলক্ষণ নাড়াচাড়া দিতে ত্রুটি করেন না এবং সম্প্রতি তৎপ্রতিবিধানের জন্য কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করেছেন। সুতরাং মীমাংসার একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে যে, কাচের কাজ ৩০ ধারার অন্তর্গত কি না।

কাচ-কারখানায় বিরামের অন্তরায়

বিশেষ কোনও নিগূঢ় কারণ না থাকলে যে এমন ব্যাপকভাবে আইনের অমর্য্যাদা করা হবে, তা মনে স্থান পায় না। বরং স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, কাচের কাজে বিরামের পক্ষে এমন অন্তরায় আছে যাহা কোনও রকমে অতিক্রম করা সম্ভবপর নয়।

কাচনির্ম্মাণ-প্রণালী

সে অন্তরায় যে কি তা বুঝতে গেলে গোড়ায় কাচ-নির্ম্মাণের প্রণালী কিরূপ তা হবে জেনে নেওয়া দরকার।

ছোট ছোট ছেলেরা খেলা করতে সাবান গুলে খড়ের ডগায় যে প্রণালীতে বুদ্বুদ উৎপাদন করে, গলিত কাচ লম্বা সরু লোহার ডগে ফুঁ দিয়ে ঠিক সেইভাবে কাচের সামগ্রী প্রস্তুত করার প্রথা অতি পুরা কাল থেকে প্রচলিত আছে।

কবে কোন্ দেশে প্রথম এই প্রথার প্রবর্ত্তন হয়, তার নিরাকরণ দুঃসাধ্য। তবে এই প্রথায় কার্য্যপরায়ণ একাধিক পাষাণখোদিত মূর্ত্তি মিশরদেশের প্রাচীন সমাধি-স্তূপে পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে যেটি উপস্থিত বিলাতের কৌতুকাগারে রক্ষিত আছে তদঙ্কিত লিপির সাহায্যে

পুরাবিদেরা স্থির করেন যে, উহা অন্যূন ৪ হাজার বৎসরের পুরাতন।

এ প্রথায় কাচ গড়্তে যে বিশেষ বিলম্ব হয়, তা বলে দিতে হয় না। অল্প সময়ে ভূরি উৎপাদন নব্য শিল্পতন্ত্রের বীজমন্ত্র। কাজেই পাশ্চাত্য দেশে কাচ ফুঁকিবার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তেমন দুটী যন্ত্র বহু অর্থব্যয়ে এদেশেও আনান হয়েছিল, কিন্তু চালাতে পারা যায় নি। সুতরাং বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সে সব কথার কোনই সার্থকতা নাই।

মুখে ফুঁ বজায় রেখেও উৎপাদন বাড়াবার অভিপ্রায়ে বড় বড় চৌবাচ্ছায় কাচ গালাবার প্রথাও প্রচলিত হয়েছে। অবিচ্ছেদে কাজ করবার উদ্দেশ্যেই যখন এ প্রথার সৃষ্টি তখন তৎসম্বন্ধে বিরামের কথা উঠতেই পারে না।

অতঃপর পাত্রবিশেষে কাচ গালিয়ে মামুলি প্রথায় কাজের কথা। এ ক্ষেত্রেও গালাবার ব্যবস্থা অনুযায়ী দু রকম প্রথার প্রচলন আছে। কয়লার পরিবর্ত্তে গ্যাস জ্বেলে অধুনা ইউরোপে কাচ গালার পন্থা বেরিয়েছে। এদেশে এখনও তার কোনই সূচনা নাই। সুতরাং সে কথাও অনায়াসে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

বাকী রহিল কয়লার আঁচে কাচ গালাবার কথা, যার এদেশে বিশেষ প্রাদুর্ভাব।

বালি, সোডা, সোরা চুন প্রভৃতি কতকগুলি উপাদান একত্রে গালাইলে কাচ পাওয়া যায়। উপাদানগুলি মেশাবার পূর্ব্বে প্রয়োজনমত গুঁড়িয়ে ছেঁকে নিতে হয়। মেশানোর গুণের উপর কাচের ভাল-মন্দ নির্ভর করে।

যে পাত্রে কাচ গালান হয় তাকে মুচি বলা চলে। বহু যত্নে অনেকদিনের পরিশ্রমে তৈরী হয় বলে উহা বহু মূল্যবান্ সামগ্রী। আকারে সাধারণ মুচির অবিকল অনুরূপ নয়—রং সাদা, বিলক্ষণ মোটা, আর মুখ একটু কাৎভাবে হেলান। আয়তনে খুব বৃহৎও হয়, কিন্তু ৬।৭ মণী জাপানী মুচিরই এদেশে সাধারণতঃ চলন।

এই রকম ৩টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত মুচিতে একসঙ্গে এক হাপরে গালানোর রীতি। ছোট অল্প সংখ্যক মুচিতে গালিয়ে পড়্তায় পোষায় না।

হাপর সাধারণ রাঁধিবার উনানের মত; আকারে প্রকাণ্ড। তলা থেকে ২।৩ হাত উঁচুতে মোটা মোটা শিক সাজান থাকে, তাতে কয়লা দেওয়া হয়। মধ্যভাগের গহ্বর আড়াই হাত বিস্তৃত। তারই চারিদিকে মুচি সাজিয়ে বসান থাকে। উপরিভাগ বন্ধ এবং মুচির আশ-পাশের ফাঁকও বোজান, যেন কোনও পথে আঁচ বাহির হতে না পারে।

মুচি কাচের উপাদানে পূর্ণ করিবার ৫।৬ ঘণ্টা পরে উপাদান বহু পরিমাণে গলিয়া আয়তনে হ্রাস পায় এবং সুতরাং মুচির উপরিভাগের কিয়দংশ খালি হয়। নূতন উপাদানে তখন সেটুকু পূর্ণ করে দেওয়া হয়। আরও তিন ঘণ্টা পরে আর একবার এই রকম করতে হয়। ইহার ১২।১৪ ঘণ্টা পরে কাজের উপযোগী টলটলে অবস্থায় কাচ পাওয়া যায়।

এতটা তরল অবস্থায় কিন্তু উহা নলের ডগে তোলা যায় না। বহিস্থ শীতল বায়ুর সংস্পর্শে উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত শীতল হইলে একটু একটু করে নলে তুলে কাঠের বা ছাঁচের মধ্যে রেখে নলের অপর প্রান্তে যথোচিতভাবে ফুঁ দিলেই ছাঁচের অনুযায়ী কাচের জিনিষ তৈরী হয়।

গঠিত জিনিষগুলিকে ১২।১৪ ঘণ্টা উত্তপ্ত স্থানে রাখতে হয়, নচেৎ আপনা আপনি ফেটে যায়।

কাচের কাজে বিরামের দ্বিবিধ অন্তরায়

যেসব কারণে কাচ-কারখানা রবিবারে বন্ধ রাখা চলে না, আলোচনার সুবিধা হিসাবে তাহাদিগকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—(১) ক্ষতিমূলক, আর (২) প্রক্রিয়াগত বা ব্যবহারিক।

(১) ক্ষতিমূলক অন্তরায়

শ্রেণীনির্ব্বিশেষে সকল কারখানারই কাজ কামাই গেলে অল্প বিস্তর আর্থিক ক্ষতি হয়, কেননা সেদিনকার লভ্যাংশ পাওয়া যায় না। এ ক্ষতির সঙ্গে বর্ত্তমান প্রসঙ্গের সংস্রব নাই।

অনেক কারখানায় দিনরাত রাবণের চিতা জ্বালিয়ে

রাখতে হয়—বাষ্প-শক্তির সাহায্যে কল চালাবার জন্য বা তাপসাপেক্ষ কোনও প্রক্রিয়া-বিশেষের সমাধান-জন্য। এইসব কারখানায় ছুটীর দিনে যে বৃথা কয়লা-ক্ষয় হয় তারই কথা হচ্ছে।

মামুলি তুলনা

কাচ-কারখানা ছাড়া আরও অনেক সাগ্নিক কারখানা আছে। তারা সব যখন অকাতরে এ ক্ষতি সহ্য করে, তখন কাচ কারখানা পারেনা কেন ?

কাচ কারখানায় ক্ষতির মাত্রা

পারে না, তার কারণ, রকমে এক হলেও কাচ-কারখানায় এই ক্ষতির মাত্রা অসাধারণ।

অসাধারণ কয়লা খরচ

উৎপাদনের অনুপাতে কাচকারখানায় অতিরিক্ত কয়লা পোড়ে। টারিফ বোর্ডের হিসাব অনুসারে

১ টন পিগ করতে ... ১·৬ টন কয়লা পোড়ে
১ „ সীট বা লোহার চাদর গড়তে ৮৲ টাকার „
১ „ চাদর গ্যালভ্যানাইজ করতে ৺৷৹ আনার „
১ „ টিন প্লেট করতে ... ৩৲ টাকার „

আর, ১ টন কাচ গালাতে ৩০৲ টাকা মূল্যের ৩ টন কয়লার কমে হয় না। সুতরাং নির্ব্বিবাদে মেনে নেওয়া যেতে পারে, কাচের কাজে কয়লা খরচ অসাধারণ।

কয়লা পোড়ানোর মজুরী খরচও তদনুযায়ী

দিন-রাত ঘণ্টায় ঘণ্টায় হাপরে কয়লা না যোগালে, হাপর, মুচি আর দ্রবমাণ কাচ তিনিই নষ্ট হয়ে যায়। তাপের স্বল্পমাত্র হ্রাস হলে মুচি ফেটে যায়। গলিত কাচ চুইয়ে হাপরে প্রবেশ করে তার সাদা ইটগুলি নষ্ট করে দেয়। আর দ্রবমাণ কাচও ডেলা বেঁধে ফেলা যায়। সুতরাং কেবল সংখ্যায় বেশী নয়, একাজে একটু নিপুণ লোকেরও প্রয়োজন। সুতরাং এই কাজে মজুরী খরচও অপেক্ষাকৃত অধিক।

কাজ কমাইলে কয়লা খরচ কমে না

এই রাঘববোয়াল খরচ কাজ বন্ধ থাকলেও বিন্দুমাত্র কমান যায় না, তার কারণ আঁচ কম্‌লেই সর্ব্বনাশ—যার কথা এই মাত্র বলা গেল। অন্য কোনও কাজে এই বিষম সর্ব্বনেশে অসুবিধার নামগন্ধ নাই।

দু'টা আনুষঙ্গিক কাজ ছুটীর দিন বন্ধ রাখা যায় না

একটা উপাদান মিশান আর মুচি পূর্ণ করা। এ কাজ রবিবারে বন্ধ রাখলে সোমবারে কাজ চলবেনা। আর একটা কাজ হচ্ছে উত্তাপাগার হতে নির্ম্মিত দ্রব্যসকল বাহির করা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় সেখানে থাকলে সেগুলিতে পুনর্ব্বার সেই পূর্ব্বের দোষ দাঁড়ায়—জুড়ালে আপনাআপনি ফেটে যায়। এ দুটো কাজেই যথাসম্ভব মজুরী খরচ আছে, ছুটীর দিন তা বাদ পড়ে না।

মোট অপচয় সাংঘাতিক

কাজ বন্ধের যে ক'টা অপচয়ের জায় দেওয়া হল, তার প্রত্যেকটাই গুরুতর, সুতরাং একুনে তারা মারাত্মক।

(২) ব্যবহারিক অন্তরায়

রবিবারে কাজ বন্ধ রাখার গোড়ার সমস্যা এই যে, শনিবার কাজ শেষ হলে মুচি খালি রাখা হবে কি পূর্ণ করা হবে। দুদিকেই মহা অনর্থ।

মুচি খালি রাখা যায় না কেন ?

সোমবারে কাজের অসুবিধার তুচ্ছ কথা ছেড়ে দিলেও, খালি না রাখার বলবৎ কারণ এই যে, তা হলে মুচিগুলা সব ফুটিফাটা হয়ে যাবে। পূর্ণাবস্থায় মুচির কুক্ষিগত দ্রবমাণ পদার্থ যে যথেষ্ট পরিমাণ তাপ আত্মসাৎ করে, শূন্য মুচির সে তাপ সহ্য করবার সামর্থ্য আদৌ নাই।

হাপরের আঁচ কমিয়ে এ দায় এড়ান যায় না। কেননা ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে প্রয়োজনমত আঁচ কমাবার কোনও কৌশল নাই। আন্দাজমত কয়লা টেনে

তা করতে গেলে সহসা তাপের হ্রাসে সেই একই বিপদের উৎপত্তি ঘটে।

মুচি পূর্ণ রাখা যায় না কেন ?

তার কারণ, প্রয়োজনাধিক অতি দীর্ঘকাল দ্রব অবস্থায় থাকলে কাচ ঘোলা হয়ে সম্পূর্ণ কাজের বার হয়ে যায়।

অগত্যা রবিবারে কাজ করতে হয়

এই সব নানা সঙ্কট হতে পরিত্রাণের উপায় না পেয়ে অগত্যা একান্ত বাধ্য হয়ে রবিবারেও কাজ করতে হয়।

আইনে অন্তরায় স্বীকার

এই দ্বিবিধ অন্তরায়ের দায়, "কারখানা আইন" আদিতে স্পষ্টাক্ষরে নাম ধরে স্বীকার করে নিয়েছিল।

যে আকারে কারখানা-আইন জন্মায়

১৯১১ খৃঃ অব্দে কারখানা আইন যখন জন্মায় তার কলেবরের প্রান্তভাগে তপশীলরূপে নিম্নোক্ত একটি ক্ষুদ্র পুচ্ছ সংযুক্ত ছিল।

"তপশীল"

"যে সকল কারখানায় ব্যবহারিক কারণে অবিরাম কাজ করা আবশ্যক তাহাদের জন্য, যথা * * *

** এই তপশীলের অন্তর্গত কয়েক শ্রেণীর কারখানার পক্ষে ২২ ধারার প্রয়োগ নিষিদ্ধ ছিল।

কারখানা-আইন অধুনা যে আকার ধরেছে

শৈশবান্তে পূর্ণ ১১ বৎসর বয়সে ১৯২২ খৃঃ অব্দে কারখানা আইন তপশীলপুচ্ছ ত্যাগ করেছে। তদ্বিনিময়ে অভিনব অঙ্গ ৩০ ধারার আবির্ভাব হয়েছে, যাতে ব্যতিক্রমের ভার প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তাদের হাতে হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে।

অন্তরায় সমভাবে বজায় আছে

সন্তোষজনক প্রমাণ না পেয়ে কিছু আর আইন-কর্ত্তারা কাচ-কাজের স্বপক্ষে কাজ চালাবার খোলা হুকুম আইনের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। কাজের পন্থা এখনও ঠিক পূর্ব্বের মতই আছে—সেই মুচি, সেই হাপর, সেই কয়লার আঁচ। অথচ অন্তরায়টুকু লোপ পেয়েছে তা বলা সঙ্গত হয় না। সুতরাং ব্যতিক্রম ব্যবস্থা এখনও অসঙ্কোচে বিহিত হতে পারে।

উপসংহার

বৈদেশিক প্রতিযোগিতার উৎপীড়নে স্ফটিকশিল্প এখন নিতান্ত মুহ্যমান। এই মারাত্মক অপচয় অকারণ ঘাড়ে চাপলে এই অত্যাবশ্যক শিল্পের অকালে ক্ষয় পাওয়া অবশ্যম্ভাবী। আইনে তৎপ্রতিবিধানের যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া আছে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট তৎপ্রতি একটু কৃপাদৃষ্টি করে যথোচিত বিধান করলেই আমাদের এই আয়াস সার্থক হবে।

ম্যালথাস্ ও জনবল-তত্ত্ব

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঘোষ, এম, এ, বি, এল, হাজারিবাগ

টমাস রবার্ট ম্যালথাস্ অ্যাডাম্ স্মিথের একজন বিশিষ্ট শিষ্য। ডুগ্যাণ্ড ষ্টুয়ার্ট ও এম্‌'কালচ্ ম্যালথাসের সমসাময়িক; ধনবিজ্ঞান-বিদ্ হিসাবে ইঁহাদের নাম আছে; কিন্তু ইঁহাদের লেখায় মৌলিকত্বের অভাব। স্মিথের পর ম্যালথাস্ই মৌলিক গবেষক হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

সংক্ষিপ্ত জীবনী ও দেশের অবস্থা

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডস্থ সারে কাউন্টির রকারি গ্রামে কোন সম্ভ্রান্ত বংশে ম্যালথাসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ধনী না হইলেও তাঁহার অবস্থা সচ্ছল ছিল। কেম্ব্রিজে ম্যালথাস্ দর্শন ও ভগবৎ-তত্ত্ব পাঠ করেন এবং ১৭৮৮ খৃঃ সম্মানের সহিত গ্র্যাজুয়েট হন। অনতিকাল পরেই জীসাস্ কলেজের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ১৭৯৯ খৃঃ পরিব্রাজক ড্যানিয়্যাল্ ক্লার্কের সহিত ভ্রমণে বাহির হন। ইউরোপ তখন যুদ্ধ-বিগ্রহের লীলাভূমি, তাই সকল দেশ দেখার সুবিধা হয় নাই, মাত্র সুইডেন, নরওয়ে, ফিন্‌ল্যাণ্ড ও রুশ দেশে গিয়াছিলেন। ১৮০২ খৃঃ আমিয়েন্‌স্ সন্ধি হইলে পর ফ্রান্স, সুইজার্ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ-ভ্রমণে সমর্থ হন। ১৮০৫ খৃঃ লণ্ডন সমীপস্থ হেলিবারি সহরের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলেজে ইতিহাস ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মৃত্যুপর্য্যন্ত (১৮৩৪) তিনি সেই আসন অধিকার করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পুরোভাগে ইংল্যাণ্ডের কৃষির অবস্থা আশাপ্রদ ছিল; কিন্তু ঐ শতাব্দীর শেষাশেষি কৃষির অবস্থা এতদূর খারাপ হইয়া আসিয়াছিল যে, মনে হইতেছিল খাদ্যদ্রব্যের তুলনায় জনবল বাড়িয়া গিয়াছে। থোরোল্ড রজার্স বলেন যে, "জনবল-বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল মনে করা যুক্তিসঙ্গত। পণ্যের দর চড়িয়া গিয়াছিল; দেশ সমগ্র সভ্যজাতির সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল আর দেশে দুর্ভিক্ষের হাহাকার শ্রুত হইতেছিল।"

আয়ার্ল্যাণ্ডের সেকালের অবস্থা দেখিয়া গ্রীণ বলেন "কুশাসনের অভিশাপের সহিত দারিদ্র্য যুক্ত হইয়াছিল ও দ্রুত জনবলবৃদ্ধির সহিত দারিদ্র্য গভীরতর আকার ধারণ করিতেছিল; অবশেষে অবস্থা এরূপ হইল যে, দুর্ভিক্ষ দেশকে নরকে পরিণত করিল।"

শিল্প-বিপ্লবের দোষগুলি অ্যাডাম্ স্মিথের সময়ে দেখা দেয় নাই; ম্যালথাসের পুস্তকের প্রথম সংস্করণ যে সময়ে বাহির হয় তখনও সেগুলি বিশিষ্টরূপ ধরে নাই। বেকার, দারিদ্র্য, পীড়া, দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রভৃতি ক্রমশঃ দেশময় বিভীষিকা ছড়াইয়াছিল।

এইসকল কারণে ফ্রান্সে ধনসাম্যসম্বন্ধীয় যে সকল স্কীমের সৃষ্টি হইতেছিল তাহার ২।১টী বিলাতেও শুনা যাইতে লাগিল।

গোদের উপর বিষফোড়া। ইহার উপর "ইংলিশ পুওর ল"'র (দারিদ্র্যবিধি) মধ্যে ত্রুটি যথেষ্ট ছিল। হারের ("রেটে"র) মাত্রা অধিক ছিল, শ্রমিকদের স্বাধীনতা ছিল না এবং আইনটী এইরূপভাবে প্রয়োগ করা হইত যে, অযোগ্য দরিদ্র হইবার লোভ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং জনবল-বৃদ্ধির কারণান্বেষণ একান্তই প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। দেশের সমসাময়িক অবস্থাই ম্যালথাসকে তাঁহার জীবনের প্রধান কাজ যোগাইয়াছিল। অন্যান্য অনেক বড়লোকের মতই ম্যালথাস্ "কাজের" লোক ছিলেন।

বাণিজ্যবাদীরা ঘন জনবলের পক্ষপাতী ছিলেন। ম্যালথাসের আমল পর্য্যন্ত লোকে জনবল-আধিক্যই সমৃদ্ধির কারণ বলিয়া মনে করিত; যে সব দেশে জনবল প্রচুর ছিল সেই সব দেশ প্রায়শই সমৃদ্ধিশালী হইত বলিয়া লোকের এরূপ ধারণা ছিল। জার্ম্মাণ ধনবিজ্ঞানবিৎ সস্‌মিল্ক "ডাই গট্‌লিফ্ অর্ডনাং ইন্ ডেন্ ভেরান্‌ডেরান্‌জেন্ ডেস্ মেন্‌স্‌ক্লিকেন্ গেস্‌ক্লেক্টস্" (১৭৪২) কেতাবে

এবিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন; ম্যালথাস এই কেতাবটী যত্নের সহিত পাঠ করেন। জার্ম্মাণির বহু প্রদেশে বিবাহিত না হইলে চাকুরী পাওয়া যাইত না। ইংল্যাণ্ডেও এই রীতি প্রচলনের চেষ্টা হইয়াছিল। ম্যালথাসের আমল পর্য্যন্ত সরকার সৈন্যবৃদ্ধির জন্য ও শিল্পকর্ত্তারা কারখানাদিতে সস্তায় মজুর নিযুক্ত করিবার জন্য জনবল-প্রাচুর্য্য চাহিয়াছিলেন।

অগ্রগামী দূত

ম্যালথাসের জনবলতত্ত্ব সম্পূর্ণ মৌলিক নহে। তিনি ওয়ালেস্, হিউম্, স্মিথ্, প্রাইস্, মণ্টেস্কুইও, ফ্র্যাঙ্কলিন্, ষ্টুয়ার্ট, ইয়াং, টাউন্‌সেণ্ড্ প্রভৃতির লেখার সাহায্য লইয়াছিলেন। ডক্টর রবার্ট ওয়ালেস্" ভেরিয়াস্ প্রস্পেক্টস্ অব্ ম্যান্‌কাইণ্ড্ নেচার অ্যাণ্ড প্রভিডেন্স" কেতাবে জনবল আধিক্য হইবে বলিয়া কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে বলিয়াছেন্। রেভারেণ্ড জোসেফ্ টাউন্‌সেণ্ড বলেন যে, জনবলবৃদ্ধি অভাবের ও মৃত্যুহারবৃদ্ধি প্রাচুর্য্যের অনুবর্ত্তন করে।

ম্যালথাস জিন্ জ্যাকো রুশো ও ডেভিড্ হিউম্ প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত ছিলেন; সুতরাং ম্যালথাসের উপর ইঁহাদের প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক।

"দি এসে অন্ দি পপুলেশান" প্রথম সংস্করণ

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম্ গডুইন্ "ইন্‌কোয়ারি কনসার্ণিং পলিটিক্যাল্ জাষ্টিস্ অ্যাণ্ড্ ইটস্ ইনফ্লুয়েনস্ অন্ ময়্যালস্ অ্যাণ্ড্ হ্যাপিনেস্" নামে একটী কেতাব লেখেন; ইহা সম্পূর্ণ একটী আন্দোলনের সৃষ্টি করে। এই কেতাবে গডুইন্ বলেন যে, মানবের দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের জন্য সরকার দায়ী। ইহা লইয়া বিশেষ আলোচনা হয়; অনেকে ইহার স্বপক্ষে ছিলেন, আবার অনেকে বিপক্ষে ছিলেন। ডেভিড্ ম্যালথাস্ (পিতা) এই কেতাবটীর স্বপক্ষে ও টমাস্ ম্যালথাস্ নিজে ইহার বিপক্ষে ছিলেন। ১৭৯৭ সালে গডুইন্ "এন্‌কোয়ারার" নামদিয়া কতকগুলি প্রবন্ধ মুদ্রিত করেন।

এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে "অ্যাভ্‌ভাইস্ অ্যাণ্ড প্রডিগ্যালিটি" প্রবন্ধটীর উত্তরস্বরূপ ম্যালথাস্ ১৭৯৮ সালে "এসে অন্ দি প্রিন্সিপল্‌স্ অব্ পপুলেশন; অর্ এ ভিউ অব্ ইট্‌স্ পাষ্ট অ্যাণ্ড্ প্রেসেণ্ট্ এফেক্টস্ অন্ হিউম্যান্ হ্যাপিনেস্; উইথ্ অ্যান্ এন্‌কোয়ারি ইণ্টু আওয়ার প্রস্পেক্টস্ রেস্পেক্‌টীং দি ফিউচার রিমুভাল অর্ মিটিগেশন্ অব্ দি ইভিলস্ হুইচ্ ইট্ অকেশান্‌স্" প্রকাশ করেন। ম্যালথাস্ দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, যদি গভর্মেণ্ট না থাকে তাহা হইলে কিছু আমরা স্বর্গসুখের অধিকারী হইব না; আমাদের দুর্ব্বল ও অসম্পূর্ণ প্রকৃতিই আমাদের দুঃখের কারণ। প্রথম সংস্করণটী বহুলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; তাই তিনি এবিষয়ে অনুশীলনে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। ফলে শেষ সংস্করণটী (ষষ্ঠ) সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত আকারে দেখা দেয়।

ম্যালথাস্ নাম গুপ্ত রাখিয়া তর্ক-ঘটিত পুস্তিকারূপে প্রথম সংস্করণটী প্রকাশ করেন। গডুইন্ লিখিয়াছিলেন "মনুষ্যসমাজে এমন একটী নিয়ম আছে যাহাদ্বারা জনবল উপজীবিকার ঠিক অনুরূপ থাকিয়া যায়। সেই হেতু আমেরিকা ও এশিয়ার যাযাবর জাতিদের মধ্যে যুগের পর যুগ ধরিয়া জনবল এরূপ কখনও বৃদ্ধি পায় নাই যাহাতে জমি-কর্ষণের প্রয়োজন হইয়াছে।" তিনি আরও বলেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তিসম্বন্ধীয় সমসাময়িক বিধিই দুঃখের নিদান। তিনি ভবিষ্যতের সম্পত্তিতে সাম্য-প্রতিষ্ঠার পক্ষে যুক্তি দেখাইয়াছেন। ম্যালথাস্ প্রত্যুত্তরে বলেন যে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মানুষের দুঃখের বোঝা না বাড়াইয়া হ্রাস করিয়াই আনিয়াছে, যদিও সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে সমর্থ হয় নাই।

তাঁহার এই সিদ্ধান্তটা দুইটা মূল সূত্রের উপর নির্ভর করিতেছে: (১) জীবন-ধারণের জন্য মানবের খাদ্য প্রয়োজন; (২) নরনারীর মধ্যে যৌন উত্তেজনা থাকা প্রয়োজন এবং এই যৌন উত্তেজনা চিরকালই প্রায় এখনকার মতই থাকিবে; এই দুই সূত্র হইতে তৃতীয় একটী সূত্র পাওয়া যায় (৩) জনবল বৃদ্ধির ক্ষমতা মাটীর খাদ্য উৎপাদনের ক্ষমতা হইতে অধিক। জনবল সংযত না করিলে তাহা

"জিওমেট্রিক রেশিও"তে (জ্যামিতিক ক্রমবৃদ্ধিতে) বৃদ্ধি পায়; কিন্তু উপজীবিকা বা খাদ্যসংস্থান "এরিথমেটিক রেশিও"তে বৃদ্ধি পায়। কেতাবের প্রথম সংস্করণে এইরূপ বলা আছে।

সুতরাং এই জনবলবৃদ্ধিকে কোনরূপে সংযত করা চাই। ইহার দুইটী উপায় আছে: (১) নিবারক ও (২) অনন্যসাপেক্ষ। (১) বৃহৎ পরিবার পালনের মুস্কিল সম্বন্ধে সচেতন থাকা এবং (২) দারিদ্র্য, পীড়া, যুদ্ধ, প্রভৃতির জন্য নির্ম্মূল হওয়া। তিনি জানিতেন যে দূরদর্শিতা থাকিলে বহু ক্ষেত্রে বিবাহ-বয়স পিছাইয়া দেওয়া সম্ভব হয়; এবং একথাও তাঁহার অবিদিত ছিলনা যে, পাপও সাথে সাথে বাড়ে; তাহার ফলে দুঃখের বোঝাও অধিক হয়। সুতরাং সুখী ও সমৃদ্ধিশালী সমাজের আশা করা যায় না।

ম্যালথাসের কেতাবের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা দুইটীর তুলনা করিলে, তাঁহার ভাবজগতে যে পরিবর্ত্তন হইতেছিল তাহা ধরা পড়ে। প্রথম সংস্করণে ভবিষ্যৎ সমাজের উন্নতির সম্ভাবনা কল্পনা করিলেও তাঁহার মত নৈরাশ্যের অন্ধকারপূর্ণ; দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের কঠোর সিদ্ধান্তগুলিকে মোলায়েম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম সংস্করণে জনবল কমাইবার দুইটী মাত্র উপায়ের কথা বলা হইয়াছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে জনবল সংযত করিবার আরো একটী উপায়ের কথা বলিয়াছেন—তাহা নৈতিক সংযম।

এইরূপে ১৮০৩ সালে যে নব সংস্করণ মুদ্রিত হয় তাহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক বিশুদ্ধতা লাভ করিবার চেষ্টার আরও অধিক আভাষ পাওয়া যায়। এই চেষ্টার ফলে তাঁহার ভাবরাশির নূতনত্ব অনেক অংশে নষ্ট হইলেও, তাঁহার লেখা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

"জনবল ও খাদ্য সংস্থানের ঝোঁক"-পরবর্ত্তী সংস্করণ

ম্যালথাসের কেতাবের মূলকথা এই যে, বিভিন্ন সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, খাদ্য সংস্থানের অধিক জনবলের বৃদ্ধি পাইবার একটা ঝোঁক আছে; নানাবিধ নিবারক ও অনন্যসাপেক্ষ প্রতিবন্ধকের দ্বারা (নীতি-সঙ্গত সংযম) এই দুটীকে সমরাশিতে রাখিতে হয়।

নিম্নলিখিত সূত্র তিনটী হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন:—

(১) যৌন প্রেরণাকে ভিত্তি করিয়াই জনবল-বৃদ্ধির হার: নিম্নতম—"জিওমেট্রিক্ রেশিও"

(২) খাদ্য সংস্থান বৃদ্ধির হার: অধিকতম="এরিথ-মেটিক্যাল্ রেশিও"

(৩) জনবলবৃদ্ধির প্রতিবন্ধক।

(১) এবং (২) কে যোগ করিলে জনবলবৃদ্ধি ও খাদ্য সংস্থান-বৃদ্ধির অনুপাত বলা যায়, অথবা কোন বিশেষ সময়ের এই দুটীর অনুপাত কি তাহা বলা যায়। (১) টীর বিষয়ে ম্যালথাস বলেন যে, "অতএব, নিরুদ্বেগে বলা যায় যে, জনবল সংযত না করিলে প্রতি পঁচিশ বৎসরে ইহা দ্বিগুণিত হয় অর্থাৎ "জিওমেট্রিক্ রেশিও"তে বৃদ্ধি পায়। আর খাদ্যদ্রব্য বৃদ্ধির হার সম্বন্ধে বলেন যে "অতএব ন্যায়তঃ বলা যায় যে, পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা গড় হিসাবে দেখিলে দেখা যায় যে, খাদ্য-সংস্থান (শিল্পের সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থাতেও)" এরিথ্‌মেটিক্যাল রেশিও "অপেক্ষা দ্রুততর ভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে না।" (১ম ভাগ ১ম পরিচ্ছেদ, ২য় সংস্করণ)

যৌন প্রেরণাকে ভিত্তি করিয়াই ম্যালথাসের তত্ত্বটী গড়িয়া উঠিয়াছে; তিনি বলেন যে, অবিচ্ছিন্ন ও সার্ব্বজনীন ভাবে এই যৌন আকর্ষণ কার্য্য করে; এই যে হেতুটীর কথা আমি বলিতেছি ইহা সকল জীবের মধ্যে আহার্য্যের অধিক বৃদ্ধি পাইবার জন্য একটা ঝোঁক দেয়।" তাঁহার মতে যৌন আকর্ষণ মানেই শিশুর জন্ম, সুতরাং জনবল বৃদ্ধি অথবা পাপ এবং দুঃখবৃদ্ধি। যৌন প্রেরণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়াই জনবল-বৃদ্ধি অবিচ্ছিন্ন ও সমভাবাপন্ন। সুতরাং যৌন প্রেরণার বাহিরে জনবলের অসীমভাবে বৃদ্ধির একটা ঝোঁক থাকে। খাদ্য-সংস্থানের প্রতি নজর রাখিয়াই ম্যালথাস্ আমাদের দৃষ্টি-সীমার প্রতি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে, খাদ্যই মানবের সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক জিনিষ। "কিন্তু যে প্রাকৃতিক নিয়মা-

নুসারে খাদ্য মনুষ্য-জীবনের পক্ষে আবশ্যক সেই নিয়মানুসারেই বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে অল্পতম আহার্য্যের আবশ্যক জনবল প্রকৃতপক্ষে তাহা অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পাইতে পারে না। খাদ্যদ্রব্য আহরণের ক্লেশই সর্ব্বদা জনবলকে সংযত করিতে থাকে।" যদি খাদ্য-সংস্থানের অত্যন্ত অনুকূল অবস্থার মধ্যে যথেচ্ছ ও স্বাভাবিক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় তবে খাদ্য সংস্থানকে অতিক্রম করিয়া যাইবার ঝোঁক জনবলের মধ্যে কত বেশী তাহা বুঝিতে পারা যায়।

সংক্ষেপে ম্যালথাসের সূত্রটী এই—"সকল জীবেরই আহার্য্য-পরিমাণের অধিক বৃদ্ধি পাইবার একটা অবিচলিত ঝোঁক আছে।" অনেকে ভুল করিয়া এই সূত্রটী নিম্নলিখিত রূপে বিবৃত করেন: জনবল "জিওমেট্রিক্যাল প্রগ্রেশনে" বাড়ে, আর খাদ্য সংস্থান বাড়ে "এরিথমেটিক্যাল প্রগ্রেশনে"। এই দুই অনুপাতের অসাম্য হইতে যুদ্ধবিগ্রহ, পাপ ও দুঃখের উদ্ভব।

ম্যালথাস্ কিন্তু এভাবে তত্ত্বটী কোথাও বিবৃত করেন নাই। তিনি বলেন যে, প্রতি জন-বৃদ্ধিতে বৃদ্ধি পাইবার শক্তি বাড়িয়া যায়, এবং বাড়িয়া যাইবার ইচ্ছাটা স্বীকার করিয়া লইলে এবং কোনরূপ বাধা না দিলে জনবল বাড়িয়াই যাইবে। ইহা যে সম্ভব তাহা জীব-বিজ্ঞান হইতে জানা যায়। যদি কোন বিষয়ে ব্যতিক্রম না হয়, তবে ৪ লক্ষ লোক বাড়িয়া পাঁচ লক্ষ হইবার যতখানি সুবিধা আছে, এক্ লক্ষ লোকের এক লক্ষ বাড়িয়া দুই লক্ষ হইবার ততখানি সুবিধা নাই। "জিওমেট্রিক্যাল প্রগ্রেশনে" জনবল বৃদ্ধির ঝোঁক বলিতে ম্যালথাস্ এই কথাই বুঝিতেন।

কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের বেলায় কি হয়? জনবলের বেলায় যেরূপ খাদ্যদ্রব্যের বেলায়ও কি তাহাই হয়? জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির সহিত কি জমির ফসল বাড়ানো ক্রমাগতই অধিকতর সহজ হইয়া উঠে? প্রত্যেক কিষাণই জানে যে তাহা অসম্ভব। এক বিঘা জমি হইতে যদি ৪০ মণ ধান পাওয়া যায় এবং জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া সেই জমি হইতে ৪০ স্থলে ৬০ মণ ধান পাওয়া যায়, তবে চাষী কখন আশা করিতে পারে না যে, ৪০ মণ হইতে ৬০ মণে পরিণত করিতে যে পরিমাণ শ্রম ও পুঁজি লাগিয়াছে, সেই পরিমাণ পুঁজি পুনরায় ঐ জমিতে লাগাইয়া ৬০ মণ স্থলে ৮০ মণ ধান ঐ জমি হইতে পাওয়া যাইবে। কথাটী যে সত্য তাহা সহজেই প্রমাণ করা যায়। যদি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম ও পুঁজি লাগাইয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ফসল পাওয়া যায় (ধরা যাক্ ধান) এবং ঐ শ্রম ও পুঁজি দ্বিগুণ করিয়া দ্বিগুণ ধান, এবং তিন গুণ করিয়া তিন গুণ ধান পাওয়া যায়, তবে জমির আয়তন বৃদ্ধি করিতে কেহই চাহিত না। যদি একথা মিথ্যা হইত তবে চাষী যে জমি হইতে ১৫০ মণ ধান পায় সেই জমিতেই দশ গুণ শ্রম ও পুঁজি লাগাইয়া ১৫০০ মণ ধান আদায় করিত। এবং এইটাই হইত সহজ উপায়, যে হেতু নতুন জমি খরিদ করিতে যে পুঁজি লাগে তাহা লাগিত না ও নতুন শ্রমিক নিযুক্ত করিতে হইত না।* খাদ্য-সংস্থান "এরিথমেটিক্যাল প্রগেশনের" অধিক ক্ষিপ্রতর বেগে বৃদ্ধি পাইতে পারে না বলিতে ম্যালথাস্ ইহাই বুঝিতেন।

নিম্নগ আদায়

ম্যালথাস বলেন "কৃষি বিষয়ে যাঁহার কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তিনি নিশ্চয় জানেন যে, যে অনুপাতে চাষের বহর বাড়িয়া যায় সেই অনুপাতে বৎসর বৎসর পূর্ব্বের গড়-উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ নিয়মিত ভাবে কমিয়া আসে।" কোনস্থলের জনবল দৈবক্রমে প্রায় নিঃশেষিত হওয়াতে তিনি বলেন যে, এই অল্পসংখ্যক লোক প্রধানতঃ যে সকল জমি উর্ব্বর সেইগুলিই চাষ করিবে, জনবহুল রাষ্ট্রের মত অনুর্ব্বর জমির প্রতি দৃষ্টি দিবে না। "যখন একরের সহিত একর যুক্ত হইয়া সকল উর্ব্বর জমিই চাষ করা হয় তখন বাৎসরিক খাদ্যবৃদ্ধির হার দখল-করা জমির উন্নতির উপর নির্ভর করে; ইহাকে "ফাণ্ড" বা সংস্থান বলে; এই সংস্থান

* কিন্তু, খাদ্যের পরিমাণ দ্বিগুণ করিতে যত পরিশ্রম লাগে, তিন গুণ করিতে পরিশ্রম সেই হার অপেক্ষা বেশী লাগে না এবং তিন গুণ করিতে যে হারে পরিশ্রম করিতে হয় চারগুণ করিতে সেই হার অপেক্ষা বেশী লাগে না, এই কথা ধরিয়া লইলেও উৎপাদনের হার "এরিথমেটিক্যাল প্রগেশান্" অপেক্ষা বেশী হারে বাড়ে না।

জমির স্বভাব অনুসারে ক্রমশঃ বৃদ্ধি না পাইয়া হ্রাসই পাইবে।"

ইহা হইতেই ম্যালথাসের "নিম্নগ আদায়ের নিয়ম" সম্বন্ধে ধারণার আভাষ পাই; কিন্তু তিনি ইহার কোনরূপ বিশদ ব্যাখ্যা দেন নাই।

জনবলের প্রতিবন্ধক

এখন প্রতিবন্ধক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক। পরিবারবর্গ (অর্থাৎ জনবল) বাড়াইবার মানুষের স্বাভাবিক যে একটা ঝোঁক আছে তাহা নব নব ভূমি-কর্ষণ ও কিয়দংশের দূরদেশে যাইয়া বসবাস করা সত্ত্বেও যদি সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রতিবন্ধক হয়, তবে কি উপায়ে জনবল-বাহুল্য নিরোধ করা যায়? সীমাবদ্ধ খাদ্যদ্রব্যই জনবল-বৃদ্ধির চরম প্রতিবন্ধক। অবশ্য দুর্ভিক্ষ ব্যতীত প্রত্যক্ষভাবে এই চরম প্রতিবন্ধকটী সোজাসুজি কার্য্যকর হয় না। খাদ্যদ্রব্যের অভাব-জনিত পীড়া এবং নানা কারণ-জনিত স্বাস্থ্যহানি—ইহারাই প্রত্যক্ষ প্রতিবন্ধক। সংক্ষেপে ম্যালথাস-কথিত প্রতিবন্ধকগুলাকে নিম্নলিখিত ভাবে বিবৃত করা যায়:—

(১) নিবারক; জন্মহার হ্রাস:—

(ক) নৈতিক সংযম—বিবাহ স্থগিত রাখা এবং গুপ্ত যৌন সহবাস হইতে বিরত হওয়া।

(খ) পাপ—অসংযত যৌন-সঙ্গম, অস্বাভাবিক উত্তেজনা, বিবাহিত জীবনে যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা, নানা নীতি-বিগর্হিত কার্য্য।

(২) অনন্যসাপেক্ষ; যাহার ফলে শীঘ্র মৃত্যু ঘটে।

(ক) দুঃখ

(খ) যুদ্ধ-বিগ্রহ

(গ) পীড়া, দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য দুঃখ। অনন্যসাপেক্ষ প্রতিবন্ধকের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর উপজীবিকা, নিদারুণ শ্রম, প্রচণ্ড দারিদ্র্য, শিশু প্রতিপালনের অক্ষমতা প্রভৃতিকেও গণনা করিয়াছেন।

খাদ্য-সংস্থান ও জনবলের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের যে কোন উপায়কেই ম্যালথাস "প্রতিবন্ধক" বা "চেক্" আখ্যা দিয়াছেন। সুতরাং যেকোন উপায়ই লোক-সংখ্যা কমাইলে "প্রতিবন্ধক" বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। কিন্তু এমন অনেক প্রতিবন্ধক আছে যেমন হঠাৎ যুদ্ধ, ধর্ম্মের শাসন ইত্যাদি, যেগুলা লোক-সংখ্যা কমায় বটে, অথচ খাদ্যের যোগান বা যৌন-প্রেরণা সংযত করার সহিত সেগুলার কোন সম্বন্ধই নাই। এই ধরণের প্রতিবন্ধকের অস্তিত্বের কথা ম্যালথাস স্বীকার করিলেও, সেগুলা ম্যালথাসের লোক-তত্ত্বের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করা চলে না।

সামাজিক ফল

অতএব ম্যালথাসের মত এই যে কোনদেশেই জনবল যথেচ্ছভাবে বাড়ে নাই; প্রত্যেক দেশেই কোনরূপ না কোনরূপ প্রতিবন্ধক বর্ত্তমান ছিল। তথাপি তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, নানা প্রতিবন্ধক কার্য্যকর হওয়া সত্ত্বেও অতি অল্প দেশই আছে যেখানে জনবল খাদ্য-সংস্থানকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চেষ্টা করে নাই। এই হেতুই সমাজে যাহাদের স্থান নিম্নে তাহাদের দুঃখের অবধি ছিল না এবং তাহাদের অবস্থা পরিবর্ত্তনেরও কোনরূপ চেষ্টা হয় নাই।

ম্যালথাসের মতে প্রাচীন দেশসমূহে সাধারণতঃ জনবল ও খাদ্যের অনুপাত স্থির থাকিত না, দোলায়মান হইত। যদি এমন অবস্থা কল্পনা করা যায় যে, জনবল ও খাদ্যর মধ্যে সমতা বর্ত্তমান, তবে দেখা যাইবে যে, পরিশেষে জনবল খাদ্যকে অতিক্রম করিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং খাদ্যও অধিকসংখ্যক অংশে বিভক্ত হইবে; সেই হেতু দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে ও দরিদ্র ব্যক্তি গভীরতর দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হইবে; বাজার টানের অপেক্ষা অধিকসংখ্যক শ্রমিক হওয়ায় শ্রমের মূল্যও কমিয়া যাইবে, খাদ্য দ্রব্যের মূল্যও বাড়িতে থাকিবে; তখন পরিবার পালনের দুঃখ বিবাহ স্থগিত রাখিতে বাধ্য করিবে ও জনবলও স্থির থাকিবে। কিষাণকুল কিন্তু অধিকসংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করিবার উৎসাহ পাইবে এবং খাদ্যও ক্রমশঃ সমতায় আসিবে। প্রাচীন সমাজে এই চক্রটী সর্ব্বদাই ঘটিত। অজন্মা, নবশিল্প, কৃষির উন্নতির জন্য চেষ্টা

বা দেশত্যাগ প্রভৃতি যে এই চক্রের কার্য্যে বাধা দিতে পারে তাহা ম্যালথাসের অজানা ছিল না।

তিনি বিশেষভাবে অনুভব করিতেন যে, তিনি যেসকল প্রতিবন্ধকের উল্লেখ করিয়াছেন সেগুলা যে অত্যন্ত দুঃখ যন্ত্রণা সৃষ্টি করিবেই তাহা বলা যায় না। "নিবারক প্রতিবন্ধক" সম্বন্ধে বলেন যে, যদি পাপ প্রবেশ না করে তবে জনবল সংহত করিবার এইটাই প্রকৃষ্ট উপায়; ইহার ফলে ক্ষণস্থায়ী দুঃখ দেখা দিতে পারে, কিন্তু অন্যান্য প্রতিবন্ধক হইতে যে পরিমাণ কুফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে ইহার তাহা নাই। লোক-রপ্তানি ও কৃষি-উন্নতির উপরও তিনি জোর দিয়াছেন। সুতরাং সামান্য দুঃখ হইলেও ইহা নৈরাশ্য আনয়ন না করিয়া উন্নতির চেষ্টা সৃষ্টি করিবে। "যখন ইহা স্বাভাবিক বিন্যাস অনুবর্ত্তন করে" তখন জনবল বৃদ্ধিকে সুখপ্রদ ও সমগ্র জাতির উৎপাদন বাড়াইবার জন্য আবশ্যক বলিয়া গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। ম্যালথাসের মতে তাঁহার এই "জনবল সূত্র"টী মানুষকে শিল্পোন্নতি করিবার উৎসাহ দান করিবে।

কিন্তু কি ধরণের চেষ্টার কথা তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন? গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক লোক-রপ্তানি, শিল্পোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ক চেষ্টার কথা তিনি বলেন নাই; নিছক ব্যক্তিগত চেষ্টার কথাই ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ চেষ্টায় জনবলহ্রাস-জনিত স্বীয় ও সামাজিক ক্ষতির সম্ভাবনা পরিহার করিতে পারে।" যতদিন পর্য্যন্ত পরিবার প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা না জন্মে ততদিন পর্য্যন্ত বিবাহ না করিলে বা যৌন সহবাস না করিলেই এইরূপ চেষ্টা করা হইবে। বিবাহ স্থগিত রাখিলে বিবাহের বয়স বাড়িয়া যাইবে ও বিবাহ-পিছু সন্তান-সংখ্যাও কমিয়া যাইবে। আদর্শ সমাজে দুইটী সন্তানের অধিক যাহার প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা নাই সে এরূপ অবস্থার মধ্যে কখনই যাইবে না যাহাতে ৪।৫টী সন্তান তাহাকে পালন করিতে হয়।

এই প্রকার দুরদর্শিতা, জ্ঞান ও সংযম থাকিলে সমাজ হইতে দারিদ্র্য বিতাড়িত হইবে অথবা অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই দারিদ্র্য-পীড়ন সহ্য করিবে।

অন্যান্য আর্থিক মতামত

খাজনা, সুদ, উৎপাদন, মূল্য প্রভৃতি সম্বন্ধে এইবার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। খাজনা সম্বন্ধে রিকার্ডো ও ম্যালথাস একমত নহেন—ম্যালথাসের মতে খাজনা প্রকৃতির বদান্যতার উদ্বৃত্তি। তাঁহার আর একটী বিশেষ মত এই যে, খাজনা ও 'একচেটে আদায়ে'র মধ্যে তফাৎ আছে। স্মিথ, সে প্রভৃতি ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিতগণ কোন কোন স্থলে বলিয়াছেন যে, জমিদার একচেটে অধীশ্বর বা "মনোপলিষ্ট্"—ক্লেশ স্বীকার না করিয়াই ফল ভোগ করেন। কিন্তু ম্যালথাস্ বলেন যে, পৃথিবী সসীম ও উৎকৃষ্ট জমি বিরল; সুতরাং জমিদারের স্বত্ব 'আংশিক' একচেটে বটে। কিন্তু তিনটী কারণে "সাধারণ একচেটে" জিনিষের চড়া দরের সহিত খাজনার তফাৎ আছে, প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ, জমির প্রকৃতি বা গুণ যাহা হইতে আবাদী খরচ আদায়ের পরও উদ্বৃত্তি পাওয়া যায়। জমি হইতে এইরূপ 'উদ্বৃত্তি' পাওয়া যায় বলিয়াই খাজনার উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু এইরূপ উদ্বৃত্তির শক্তি না থাকিলেও একচেটের অস্তিত্ব সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, জীবন-যাত্রার আবশ্যক দ্রব্যাদির এরূপ একটা ক্ষমতা আছে যে, ইহারা নিজ টান নিজেই সৃষ্টি করে, অথবা যে পরিমাণে ইহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি হয় সেই পরিমাণে খাদকও সৃষ্টি করে। উদ্বৃত্তির এরূপ একটা শক্তি আছে যে, এই উদ্বৃত্ত অংশ খাদনের জন্য জনবল সৃষ্টি করিতে পারে। এই হিসাবে জমি অপর সকল ধনোৎপাদক যন্ত্র হইতে বিভিন্ন। তৃতীয়তঃ, উর্ব্বর জমি চাহিদার তুলনায় বিরল।" "সাধারণ একচেটে"তে খরচার অধিক কত দর পাওয়া যায় তাহা নির্ভর করে একচেটের বহর ও বাহিরের টানের উপর; কিন্তু জমির বেলায় খরচটার অধিক কত দর পাওয়া যায় তাহা "(স্বভাবজ বা আহৃত) উর্ব্বরতার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে।"

সুতরাং ম্যালথাস্ বলিতেন যে, (আমদানি ব্যতিরেকে) জমিদারের স্বার্থ এবং সামাজিক স্বার্থের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। অন্যান্য উৎপাদক শ্রেণী হইতে জমিদারদিগকে

পৃথকভাবে দেখেন নাই। জমি ও জমির উৎপাদনের যে বিশেষ গুণ তিনি দেখাইয়াছেন তাহার জন্য জমিদার ও অন্যান্য শ্রেণীর উৎপাদকের স্বার্থের সম্পর্ক হইতে পারে তাহা তিনি ভুলিয়াই গিয়াছিলেন।

প্রথম সংস্করণে শস্য ও মজুরীর মাঝ বা "মিন্"কেই মূল্যের মানদণ্ড করিয়াছিলেন; পরে তিনি স্মিথ্ প্রবর্ত্তিত মজুর-বিনিময় মানই গ্রহণ করেন।

স্মিথের মত তিনি শ্রমকে দুই ভাগ করিয়াছেন—উৎপাদক ও অনুৎপাদক। তাঁহার আলোচনায় নীতির আমেজও পাওয়া যায়।

ম্যালথাস্ তত্ত্বের সমালোচনা

ম্যালথাসের সমসাময়িক পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে অবহেলার চক্ষেই দেখিতেন; পরে তিনি মৌলিক গবেষক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

ম্যালথাসের লেখা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নহে। জনবল-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে করিতে ম্যালথাস্ যে তিনটী উপাদানের কথা বলিয়াছেন, যদি তাহাদের পৃথক পৃথক ভাবে গ্রহণ করা যায় এবং যদি তাহাদের "ঝোঁক্" বা "টেন্‌ডেন্সী" হিসাবে ধরা যায় (অর্থাৎ কোনরূপ হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে যদি তাহারা সত্যরূপে পরিণত হয়) তবে ম্যালথাসের কথা খাঁটি বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। কিন্তু তিনি সময়ে সময়ে এগুলিকে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন এবং এরূপভাবে সেগুলাকে বিবৃত করিয়াছেন যে, তাহাদের আর কেবল মাত্র "ঝোঁক্" হিসাবে দেখা যায় না। যেমন, জনবল বৃদ্ধি পাইবার ঝোঁক্। তিনি দুঃখবাদী ছিলেন বলিয়া জ্ঞান ও শিক্ষার ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনাকে শ্রদ্ধা করেন নাই; জীবন-যাত্রার মাপকাঠির খাদ্য-সংস্থানের উপর সে অসীম ক্ষমতা আছে সে কথা ভাবিয়া দেখেন নাই; প্রতিবন্ধক ও বৃদ্ধির কথা একত্র আলোচনা করার জন্য এবং তাঁহার মতটী বেশী জোরের সঙ্গে বলার দরুণ তিনি তাঁহার মতের বাধাগুলার কথা ভুলিয়াই গিয়াছেন। কি হইয়াছে বা হইতেছে তাঁহার জানা ছিল; কিন্তু পরিবেষ্টনের প্রভাবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি প্রখর ছিল না।

ইহা হইতে তাঁহার শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা অবিবেচনার কাজ; শুধু এইটুকু বলাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ যে, পরে আহরিত তথ্যগুলা তাঁহার ছিল না বলিয়া আমরা যেরূপ নীতি-সঙ্গত সংযমের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে উত্তমরূপে বিচার করিতে পারি, তাঁহার পক্ষে তাহা সম্ভব ছিল না।

অনেক সমালোচক বলেন যে, সন্তান-কামনা ও যৌন-সহবাস-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে প্রভেদ তিনি দেখেন নাই। যদি যৌন-আবেগই যৌন-সহবাসের কারণ হয়, তবে যৌন-সহবাসকে সংযত না করিলেও বহুকাল জনবল না বাড়িতেও পারে; বর্ত্তমান ফ্রান্সের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই একথা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ফ্রান্সে যৌন-সহবাসের বাঁধন আল্‌গা হইলেও তথায় জন্মহার অল্প, পারিবারিক লোক-সংখ্যা অল্প ও দীর্ঘকাল জনবল একই আছে। কিন্তু এই সমালোচনাটী কতদূর প্রযোজ্য তাহা নিবারক প্রতিবন্ধকের অন্তর্গত "পাপ" কথাটীতে আমরা কি বুঝি তাহারই উপর নির্ভর করিতেছে। ম্যালথাস্ "পাপ" শব্দটী অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, "যদি আমরা নিবারক প্রতিবন্ধক" শব্দটী সাধারণভাবেই গ্রহণ করি অর্থাৎ নৈতিক ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া কেবল দুঃখ এড়াইবার জন্যই বিবাহ মিলন স্থগিত রাখি, তবে ইহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী "প্রতিবন্ধক" দেখিব। এই শক্তিই আধুনিক ইউরোপে জনবলকে খাদ্য-সংস্থানের পরিমাণ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতে বাধ্য করে।

কাহারো কাহারো মতে ম্যালথাসের দূরদর্শিতার অভাব ছিল, কারণ কৃষি-বিজ্ঞান ও যানবাহনের উন্নতিতে খাদ্যসংস্থান যে বাড়িতে পারে একথা তিনি জানিতেন না। অনেকে মনে করেন যে, কৃষির উন্নতি হইলে, খাদ্য-সংস্থান জনবলকেও অতিক্রম করিতে পারে। এই সমালোচকদল এই ভুল করেন যে, বিঘাপ্রতি উৎপাদন হার যদিও বাড়িতে পারে, খরচা-বৃদ্ধির হারও অধিকতর হইতে পারে; সুতরাং প্রতি "ইউনিটে"র উৎপাদন হার কমিয়া আসে। এই সকল সমালোচকের দল লোকসংখ্যা বাড়িলেও লোকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আহার্য্য পাইতেছে এই দৃষ্টান্ত দিয়া

ম্যালথাস্ তত্ত্ব ভুল প্রতিপন্ন করিতে চাহেন; কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, এরূপ দৃষ্টান্ত ম্যালথাসের মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করে না। ফলে অধিক পরিমাণ আহার্য্যের যোগাড় সম্ভব হওয়ার উপযুক্ত যানবাহনের উন্নতির জন্যই এরূপ উন্নতি সম্ভব হইয়াছে।

কেতাবের স্থানে স্থানে ম্যালথাস্ জনবল ও উৎপাদন-বৃদ্ধির হারকে একত্র আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনা হইতে মনে হয় যে, তাঁহার "নিয়ম আদায়ে"র ধারণা সঙ্কীর্ণ ছিল। যখন জনবল খরচা কমাইয়া আনে, শ্রমবিভাগের সুবিধা করিয়া দেয় ও বাজার এবং যানবাহনের উন্নতি বিধান করে ও এইরূপে উৎপাদন বাড়াইয়া দেয়। অতএব, দেখা যাইতেছে, যে জনবল এবং উৎপাদন উভয়েই উভয়কে কিঞ্চিৎ পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। তথাপি একথা সত্য যে কৃষি ও যানবাহনের যতই উন্নতি হউক না কেন, জনবল যদি অবিচলিতভাবে বাড়িতে থাকে তবে খাদ্য-সংস্থানের জন্য নূতন নূতন ভূমি কাজে লাগাইতে হয়। অতএব ম্যালথাসের বাণী মূলতঃ ঠিক। জনবল-বৃদ্ধিও যে উৎপাদন-বৃদ্ধি সম্ভব করিতে পারে এবিষয়ে তাঁহার সম্যক জ্ঞান ছিল না।

ম্যালথাসের মতটী সমগ্রভাবে আলোচনা করিলেই ইহার সত্যতা বুঝা যাইবে। ম্যালথাসের মতের প্রধান দুর্ব্বলতা এই যে (১) খাদ্য-সংস্থান আপেক্ষিক বা "রিলেটিভ"—জীবনযাত্রার মাপকাঠি অনুসারে বাড়ে কমে, এই কথা উহাতে স্বীকার করা হয় নাই। (২) জনবল এরূপ সব কারণে বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে যাহার সহিত খাদ্য-সংস্থানের কোনও যোগ নাই, এই কথাটী ম্যালথাস স্বীকার করিলেও ইহাকে তিনি সাধারণ নিয়মের "ব্যতিক্রম" বলিয়াই জানিতেন। যেমন তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, অবস্থাপন্ন লোকের খাদ্য-সংস্থান বাড়িলেও জনবল না বাড়িতে পারে। কিন্তু এই কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ম্যালথাসের মতের জোর কমিয়া যায়। তাহা হইলে ত' মতটাই উল্টাইয়া যায়—তাহা হইলে বলা চলে যে জনবল দারিদ্র্যের উপরই নির্ভর করে। জনবলের এক অংশ মাত্র দরিদ্র; সুতরাং এক অংশেরই খাদ্য-সংস্থানের অনুপাতকে অতিক্রম করিবার ঝোঁক্ থাকে।

তিনিই প্রথম জনবল লইয়া আলোচনা করেন, সুতরাং তিনি শ্রদ্ধা পাইবার যোগ্য। আর এক কারণে ইহার মূল্য আছে; ডারুইন্ এই তত্ত্বের অনুবর্ত্তন করিয়াই "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" তত্ত্ব প্রণয়ন করেন। ডারুইন নিজেই বলিয়াছেন যে, তাঁহার জীবন-সংগ্রাম তত্ত্বটী ম্যালথাস-তত্ত্বকে সমগ্র জীবজগতে প্রচণ্ড জোরের সহিত প্রয়োগ করা ছাড়া আর কিছুই নহে।

সমাজ-সংস্কারের জন্যও ম্যালথাস-তত্ত্ব জানা আবশ্যক। জন্ ষ্টুয়াট্ মিল এই তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই মজুরী বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপে প্রাণ খুলিয়া সমর্থন করিতে পারেন নাই।

আসামের চা-শিল্প

ভারতের সর্ব্বপ্রথম চা-বাগান খোলা হয় আসামে। ভারতের অন্যত্র নানা স্থানে (দার্জ্জিলিং, মহীশূর, চট্টগ্রামের ঢালু জমি ইত্যাদিতে) চা উৎপন্ন হইলেও, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে চা উৎপন্ন হয় ব্রহ্মপুত্র ও সুর্ম্মা এই দুই নদীর তীরবর্ত্তী আসামের সমতল ভূমিতে।

চীন হইতে চা আমদানির একচেটিয়া অধিকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে ছিল। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং তাহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া ভারতে চা পাওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে থাকে। অনেক বৎসর ধরিয়া অনুসন্ধান চলিতে থাকে। তাহার পর ১৮২৩ সনে আসাম দেশে (তখনও স্বাধীন) ব্রহ্মদেশীয় আক্রমণকারীদের বাধা দিবার জন্য মিঃ ব্রুস নামক জনৈক নেতার অধীনে একদল

নৌসেনা পাঠান হয়। ব্রুস ফিরিয়া আসিবার সময় কতকগুলা চা গাছ ও তাহার বীজ লইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই আবিষ্কারের দিকে তখন কেহ নজর দেয় নাই। ১৮৩২ সনে ইংরেজরা আসাম জয় করে। ইহার পর কোম্পানীর মুল্লুকে চা-চাষের প্রতিষ্ঠা করাইবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। ভারতের বাহির হইতে বীজ ও দক্ষ শ্রমিক আনিবার জন্য কমিটি কর্ত্তৃক বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। প্রথমে একটি ছোট সরকারী চা-বাগান খোলা হইয়াছিল। পরে "আসাম কোম্পানী" (শ্রেষ্ঠ চা-কোম্পানী-গুলির মধ্যে এখনও প্রধান) ইহা কিনিয়া লয়। প্রথমে আমদানি করা বীজ লইয়া বাগান খোলা হইয়াছিল, কিন্তু পরে আসামী চায়ের উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া গেল।

প্রথমে যখন আসামে চা বাগানগুলা প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে, তখন পদে পদে অসংখ্য বাধাবিঘ্নের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। জমি পাওয়া খুবই সহজ ছিল বটে, কিন্তু বাগানের উপযুক্ত জমি খুঁজিয়া বাহির করা বড় কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। জমি খোঁজা হইবার পর, বন-জঙ্গল ও গাছপালা কাটিয়া স্থানটি পরিষ্কার করাও বড় সহজ কাজ ছিল না। অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর জন্য অসুখেও যথেষ্ট ভুগিতে হইত। ইহার উপর পার্ব্বত্য জাতিদের উপদ্রবও নেহাৎ নগণ্য ছিল না; ১৮৮০ সন পর্য্যন্ত ইহাদের উপদ্রবে চা-করদের ভুগিতে হইয়াছিল।

এইসকল অসুবিধা সত্ত্বেও বৎসরের পর বৎসর নূতন নূতন জমিতে চা-বাগান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখন ব্রহ্মপুত্র ও সুর্ম্মা এই দুই নদীর উপত্যকায় মাইলের পর মাইল কেবল চা-বাগান, আর চা-বাগানগুলার মাঝে মাঝে কুলীদের লাইন, চা-ফ্যাক্টরী এবং ম্যানেজার ও তাঁহার সহকারীর বাংলো ইহাই দেখা যায়। যে সকল জমি চা-চাষের অনুপযুক্ত সেগুলা কুলীদেরই নামমাত্র খাজনায় দেওয়া হইয়াছে। অবসর সময়ে তাহারা এই সকল জমিতে নিজ নিজ অভাব-পূরণের জন্য ধান চাষ করে। একটু আধটু বনস্থলীও হয়ত এখানে ওখানে দেখা যায়। এই সকল বন হইতে জ্বালানি কাঠ এবং বাড়ী তৈয়ারী ও মেরামতের কাঠ আহরণ করা হইয়া থাকে।

আজকাল আসামে যাতায়াতে সুবিধা অসম্ভব রকমে বাড়িয়াছে। অনেক দিন হইতেই দুইটি নদী দিয়াই মাল ও যাত্রী বহিবার জন্য সুন্দর সুন্দর ষ্টীমার যাওয়া আসা করিত। এখন এই প্রদেশে দুইটি রেলপথ স্থাপিত হইয়াছে। রাস্তার দৈর্ঘ্যও ক্রমাগত বাড়িতেছে। তবে, রাস্তাগুলার অবস্থা ভাল নয়। অত্যন্ত বারিপাত এবং পাকা রাস্তা তৈয়ারী করিবার অসম্ভব রকম বেশী খরচই ইহার জন্য দায়ী। মোটরও খুবই ব্যবহৃত হয়। চা-করদের ও চা-বাগানের ডাক্তারদের নিজ নিজ মোটর আছে। বাগানের জিনিষপত্র আনিবার জন্য এবং রেল বা ষ্টীমার ষ্টেশনে চা পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ছোট ছোট মোটর লরী ব্যবহার করা হয়। গ্রাম্য লোকেরা আগেকার কালে পায়ে হাঁটিয়া হাটে যাইত, এখন তাহাদের এইটুকু উন্নতি হইয়াছে যে, তাহারা এক প্রকার সেকেলে গাড়ীতে চড়িয়া হাটে যায়।

চা-প্রস্তুতের প্রণালীটা এইবার সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে:—

অত্যন্ত যত্নের সহিত প্রস্তুত নার্শারিতে বীজগুলি বপন করা হয়। পরবর্ত্তী বর্ষাকাল পর্য্যন্ত ইহাদের খুব যত্ন লওয়া হয়। পরে অঙ্কুরগুলি তুলিয়া লইয়া দুই পাশে ঢাল-ওয়ালা খাড়া জমির উপর নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব অন্তরে সারি সারি রোপণ করা হয়। দুই বৎসর পরে চারাগুলি ঝোপে পরিণত হয়। এই ঝোপগুলিকে তখন নির্দ্দয়ভাবে ছাঁটিয়া ফেলা হয়। ঝোপগুলার সারির মাঝের স্থানগুলি অত্যন্ত সাবধানে নিড়াইয়া দেওয়া হয়।

এপ্রিল মাসের প্রথম বারিপাতের সঙ্গে সঙ্গে পরিপুষ্ট ঝোপগুলিতে কচি কচি কুঁড়ি ও পাতা দেখা দেয়। ইহাদের অতি সযত্নে হাতে করিয়া তুলিতে হয়। এই কুঁড়ি ও পাতাগুলিকেই 'লীফ্' বলা হয়, বাজারে যাহাকে 'চা' বলা হয় তাহা এইগুলি হইতেই প্রস্তুত। এপ্রিল হইতে নভেম্বর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যেমন কুঁড়ি ও পাতা তোলা চলিতে থাকে তেমন ইহারা ক্রমাগতই উদ্গত হইতে থাকে (ইহাকে 'ফ্লাশিং' বলে)। সুতরাং এই কয়মাস পাতা সংগ্রহের কাজে কুলীদের অবিশ্রান্ত খাটিতে হয়। সাধারণতঃ

কুঁড়ি ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী মাত্র দুইটী পাতাই তোলা হয়— ইহা অপেক্ষা বেশী পাতা তুলিলে চা নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইবে, এবং চাহিদা অপেক্ষা চায়ের যোগান বেশী হইবার ভয়ও আছে।

আগেকার কালের চা-প্রস্তুতের প্রণালীর সহিত আধুনিক প্রণালীর বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। তবে আগে যে সকল কাজ হাতে হইত এখন তাহার অধিকাংশই কলে হয়।

সংগৃহীত হইলে পর পাতাগুলি তখনই ঝুড়িতে করিয়া ওজন করা হয় এবং যে যেমন সংগ্রহ করিয়াছে তদনুযায়ী একটা নির্দ্দিষ্ট হার অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। তাহার পর পাতাগুলিকে ফ্যাক্টরীতে লইয়া গিয়া শুকাইবার জন্য লম্বা ট্রে বা র‍্যাকে পাতলা করিয়া ছড়াইয়া দেওয়া হয়। নরম হইলে পর, ঘূর্ণ্যমান ধাতুময় প্লেটের ভিতর ফেলিয়া ইহাদের পেষণ করা হয়। পেষণের ফলে প্রত্যেক পাতার কোষগুলার মুখ খুলিয়া যায় এবং পাতার ভিতরকার রস বাহির হইয়া আসে।

তাহার পর, পাতাগুলাকে গাঁজাইবার জন্য ছড়াইয়া দেওয়া হয়। পরে একটি কলের সাহায্যে ইহাদের উপর অত্যন্ত গরম হাওয়া প্রবাহিত করা হয়। ইহার ফলে পাতাগুলার অগ্রভাগ পাতাগুলা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। তখন কলের সাহায্যে বিভিন্ন অংশগুলাকে 'পিকো' 'অরেঞ্জ পিকো' প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া ফেলা হয়। তাহার পর আবার একবার উত্তাপ দেওয়া হইলে, গরম অবস্থাতেই সীসা-দিয়া-ভিতর-মোড়া বাক্সে সাবধানে প্যাক করা হয়। ইহাই চা-প্রস্তুত করিবার আধুনিক প্রণালী।

পরবর্ত্তী কাজ হইতেছে কলিকাতা বা লণ্ডনের বাজারে মাল পাঠানো। বেশীর ভাগ চা-ই দুইটি নদীর কোনটি দিয়া মালবাহী ষ্টীমারে চড়িয়া কলিকাতায় যায়। কিছু অংশ ট্রেণে চট্টগ্রামে গিয়া তথায় লণ্ডনের জাহাজে উঠে।

শীতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 'ফ্লাশিং' বন্ধ হয়। ফ্যাক্টরীও তখন বন্ধ হয়। এই সময়ে ফ্যাক্টরীতে যাহা কিছু মেরামত করা আবশ্যক তাহা করা হয়। আগাছা ধ্বংস করিবার জন্য বাগান নিড়ানোর কাজও চলিতে থাকে। পুরাণো ঝোপগুলিকে বেশী করিয়া ছাঁটিয়া ফেলা হয়। যে সকল পোকা মাকড় ঝোপের প্রধান শত্রু, সেগুলার ধ্বংসের জন্যও রীতিমত চেষ্টা চলিতে থাকে। বাগান বাড়ান আবশ্যক হইলে নূতন নার্শারি প্রস্তুত করা হয়। দরকার হইলে, ড্রেন খোঁড়াও চলিতে থাকে। কুলীদের বাড়ীগুলা মেরামত করা এবং তাহাদের বাড়ীর চালগুলা নূতন করিয়া ছাওয়া হয়। সুতরাং, শীতকালেও চা-বাগানে কাজের অভাব থাকে না, তবে চা-উৎপাদনের সময়ের মত কাজের তাড়া থাকে না, ধীরেসুস্থে কাজ চলিতে থাকে। যে সকল কুলী ছুটি চায় তাহারা এই সময়ে সহজেই ছুটি পাইতে পারে।

কুলী-সংগ্রহের কাজও এই সময়ে আরম্ভ হয়। বাগান ও ফ্যাক্টরী চালাইবার জন্য একটী বৃহৎ ও স্থায়ী কুলীর দল না হইলে চলে না। কুলীর দল সংগ্রহ করা ও তাহাদের বজায় রাখার জন্যই চা-করদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে হয়।

আসামে কোন কুলী পাওয়া যায় না। আসামের প্রায় প্রত্যেক বাসিন্দারই ছোট এক টুকরা জমি আছে। প্রায় সর্ব্বত্রই জমি সোজাসুজি গভর্মেণ্টের কাছ হইতে অতি অল্প খাজনায় লওয়া হয়। জমি অত্যন্ত উর্ব্বর বলিয়া বৎসরের একবারের শস্যই আসামীদের সামান্য অভাব মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট। ঘর তৈয়ারীর জন্য কাঠ ও বাঁশ গভর্মেণ্টের বন হইতে আসামীরা বিনা খরচায় ইচ্ছামত সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই সকল কারণে, চা-বাগানের নিয়মিত পরিশ্রম আসামীদের পক্ষে লোভনীয় নয়। আবার ইচ্ছা থাকিলেও চা-বাগানের কাজে যোগ দেওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ, যে সময়ে তাহাদের ধানের ক্ষেতে বেশী মন দিতে হয়, সেই সময়েই চা-বাগানে কুলীর বেশী আবশ্যক। অপর দিকে, বড় বড় চা-বাগানের কাজ এত নিয়মে বাঁধা যে স্থায়ী কুলী না থাকিলে তাহাদের কাজ চালান অসম্ভব। তবে, শীতকালে খুচরা কাজের জন্য বেশী কুলী আবশ্যক হয়, অনেক আসামীরাও এই সকল কাজ করিয়া কিছু রোজগার করিয়া থাকে।

কুলীদের সকলকেই মাহিয়ানা দেওয়া হয়। টাকার

হিসাবে তাহাদের মাহিয়ানা কম বটে, কিন্তু মাহিয়ানা ব্যতীতও তাহারা নানাবিষয়ে চা-করদের কাছে সাংসারিক সাহায্য পায়। ঘরের জন্য তাহাদের কোন ভাড়া দিতে হয় না। অসুখ হইলে ডাক্তারের ফি দিতে হয় না, বাজারে চালের দর বাড়িলে বাগানের ভাঁড়ার হইতে তাহারা একটা নির্দ্দিষ্ট দামে চাল কিনিতে পায়। অনেক পুরাণো কুলী বাগানের টুকরা টুকরা জমি লইয়া চাষী হইয়া উঠিয়াছে, অনেকে গভর্মেণ্টের কাছে জমি লইয়া স্বাধীন চাষীও হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে বাগানের সহিত সম্পর্কও কিছু বজায় রাখে—অল্পদিনের জন্য বেশী কুলী দরকার হইলে ইহারা নিজ নিজ পরিবারের লোকদের বাগানে খাটিবার জন্য পাঠায়।

সাময়িক দুঃসময়ের জন্য আসামের চা-শিল্পকে মাঝে মাঝে ভুগিতে হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহা হইলেও কোন সাময়িক দুঃসময়ই এই শিল্পের একটানা উন্নতির গতিরোধ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমানে এই শিল্পের অবস্থা অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন।

আসাম প্রদেশের যাহা কিছু আধুনিক উন্নতি ঘটিয়াছে তাহা এই চা-শিল্পেরই দৌলতে।

আসামী চা-শিল্পের ভিত্তি স্থাপিত হয় ইংরেজের চেষ্টায় ও ইংরেজের অর্থে। কয়েক বৎসর হইল ভারতীয় মূলধনও চা-বাগানে খাটানো হইতেছে। ইতিমধ্যে ভারতীয় মূলধনের পরিমাণ বেশ বাড়িয়াও উঠিয়াছে।

জীবন-বীমায় জার্ম্মাণি

আজকাল জার্ম্মাণির বীমা-সংক্রান্ত কোম্পানীগুলা ব্যবসায়ে বেশ লাভ করিতেছে। যুদ্ধের পর হইতে জার্ম্মাণ সমাজে জীবন-বীমা কি পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছে সে সম্বন্ধে গোথা লাইফ্‌ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর জেনারেল ডিরেক্টর ডক্টর কার্ল সামোনের বার্লিনে বড় বড় বীমা আফিসের একটী সভায় নিম্নলিখিত বিবরণ সহ সুন্দর একটী প্রবন্ধ দাখিল করিয়াছেন।

বীমার বহর

জার্ম্মাণ সমাজে বীমার ব্যবসা বড় জোর ১০০ বৎসরের পুরাণ হইবে না। ১৯১৩ সনের শেষভাগে জার্ম্মাণিতে মোট ২৭টী প্রোপ্রাইটরি (মালিকানা স্বত্বে গঠিত), ১৭টী মিউচুয়াল্‌ (সমবায়) বীমার আফিস গড়িয়া উঠিয়াছিল। এবং এই সব আফিস হইতে প্রতি বৎসর মোট ১৬,২০০,০০০,০০০ কোটি মার্কের (১মার্ক=১শিলিং) লাইফ্ (জীবনব্যাপী) বীমার পলিসি এবং ২৮,০০০,০০০ কোটি মার্কের এণ্ডুইট (নির্দ্দিষ্ট জীবন-বর্ষব্যাপী) বীমার পলিসির কার্য্য হয়। এই সমস্ত কোম্পানী প্রতি বৎসরে মোট প্রায় ৭০০,০০০,০০০ মার্ক বীমার চাঁদা আদায় করে এবং প্রায় ২৪০,০০০,০০০ মার্ক সুদ বাবদ পায়। এই সময়ে তাহাদের তহবিলে মোট প্রায় ৫½ মিলিয়ার্ড (১মিলিয়ার্ড=১০০ কোটি) মার্ক জমে।

যুদ্ধের প্রারম্ভে বীমার অবস্থা

সুতরাং যুদ্ধ বাধিয়া ওঠার সময় জার্ম্মাণ সমাজে জীবন-বীমা বেশ ভালই চলিত। ১৯০১ সনের ১২ই মে তারিখে প্রচারিত জার্ম্মাণির বীমা-আইন অনুসারে সমস্ত বীমা-কোম্পানীগুলা সুধু জার্ম্মাণ সিকিউরিটিতেই—বিশেষতঃ বন্ধকি মালে ও ট্রাষ্টী সিকিউরিটিতে—টাকা খাটাইতে পারিত। একারণে সে সময় বিলাতী সমাজের মত জার্ম্মাণ সমাজে বীমার ব্যবসার ভিত্তি তত পাকা ছিল না।

এ আইনেরও একটা ব্যতিক্রম ছিল। বিদেশের সঙ্গে বীমার ব্যবসা চালাইবার বেলায় কোন কোন দেশের

আইন অনুসারে বীমা সুধু সেই সেই দেশের সিক্কায় চালাইতে হইত। আবার কোনো কোনো দেশে এমন নিয়মও থাকিত যে, মোট বীমার অথবা চাঁদার সমস্ত অর্থ অথবা কিয়দংশ সেই সেই দেশেই খাটাইতে হইত। সেই সময় বিদেশের মধ্যে সুইটসারল্যাণ্ডেই জার্ম্মাণ বীমা বেশী চলিত। আর সে দেশে এমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম না থাকায় এ ব্যতিক্রমের কোন মূল্যই ছিল না।

তার পর জার্ম্মাণ মার্কের দাম চড়িয়া যাওয়ায় যে সমস্ত সিকিউরিটিতে জার্ম্মাণির বীমা আফিসগুলির টাকা খাটিতেছিল, সে সমস্তই বাজে হইয়া গেল। এ লোকসান কোম্পানীর দিক্ দিয়া তত বেশী না হইলেও বীমাকারীদের পক্ষেই এ ক্ষতিটা জবর ভাবে ঠেকিল। কারণ টাকার বাজার যে পরিমাণে নামিয়া গেল, বীমাকারীদেরও মোট বীমার মূল্য সেই অনুপাতে কমিয়া গেল। সুতরাং তখন এমন সময় আসিয়া পড়িল যখন আর কোম্পানীকে তাহাদের লগ্নির সুদ অথবা বীমার চাঁদা নিজেদের গিয়া আদায় করিতে হইত না, কারণ কোম্পানীর সঙ্গে লেখা-লেখি করা অথবা নিজেদের বীমার তখনকার মূল্যের বদলে পূর্ব্ব মূল্য দাবীকরা বীমাকারীদেরই স্বার্থের মধ্যে আসিল।

বিদেশে লাগান টাকা

জার্ম্মাণির বাহিরে লাগান টাকার অবস্থা আরও শোচনীয় হইল। ১৯২২ সন পর্য্যন্ত দেখা গেল যে, বিদেশের সিক্কায় যত টাকা খাটান হইয়াছিল তাহাতে প্রায় ৬,০০০,০০ পাউণ্ড লোকসান হইয়া গিয়াছে। এই টাকার ⅔ ভাগ সুইট্‌সারল্যাণ্ডে খাটান হইয়াছিল। জীবন বীমার এই দুর্দ্দিনের মধ্যে জার্ম্মাণির বীমা কোম্পানী-গুলির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। কোনো কোনো কোম্পানী ফেল মারিল, কোনটা অপরের সঙ্গে মিলিত হইয়া গেল, আবার কোনো কোনোটা এ ব্যবসা ছাড়িয়া অন্য ব্যবসায় মন দিল। মোট ফল এই দাঁড়াইল যে, ১৯১৩ সনে যে ১৭টী মিউচুয়াল সমবায় বীমার আফিস ছিল, ১৯২৪ সনে তাহার মধ্যে দুইটীর পূর্ব্বাবস্থা বজায় থাকিল, ১০টী প্রোপ্রাইটরি (মালিকানা স্বত্বে গঠিত) আফিস হইয়া গেল, আর তিনটী অন্য কোম্পানীর হাতে গিয়া পড়িল।

মোট বীমার আফিস

অন্যদিকে আবার ৪টী নতুন কোম্পানী গড়িয়া উঠিল। তার মধ্যেও একটা এর মাঝে ফেল পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং এ সমস্ত বাদ দিয়া মোট ২৮টী প্রোপ্রাইটরি (মালিকানা স্বত্বে গঠিত) কোম্পানী রহিল। এর সঙ্গে উপরোক্ত যে দশটী মিউচুয়াল আফিস প্রোপ্রাইটরি হইয়া গিয়াছিল, সেই দশটী এবং আরও ৩টী জুড়িয়া দিলে মোট ৪১টি প্রোপ্রাইটরি কোম্পানী জার্ম্মাণ সমাজে গড়িয়া উঠিয়াছিল। শেষোক্ত তিনটী ১৯১৩ সনে টিঁকিয়া থাকিলেও সে সময় ধিকিধিকি রকমে চলিতেছিল। ১৯২৪ সনের পর এই ৪১টী আফিসের ৩টী অ্যালায়েন্স লাইফ্ অ্যাশিওরেন্স কোম্পানীর সহিত মিশিয়া যায়। সুতরাং ১৯২৭ সনের শেষের দিকে জার্ম্মাণ সমাজে মোট ৩৮টী প্রোপ্রাইটরি ও ৬টী মিউচুয়াল আফিস বজায় থাকে।

১৯২২ সনের পূর্ব্বে লাগান টাকার অবস্থা

১৯২২ সনের পূর্ব্বে বীমার আফিস থেকে যত টাকা বাহিরে লাগান হইয়াছিল, জার্ম্মাণ মর্কের দাম চড়িয়া যাওয়াতে সে সমস্তই পচিয়া যাইবার কথা ছিল। কিন্তু ১৯২৫ সনের নবেম্বর মাসে হাইকোর্ট হইতেএক রায় বাহির হয় যে, কম দামী মার্কে যত টাকা লাগান হইয়াছে সদ্বিচার অনুসারে এবং খাতকের অবস্থা বুঝিয়া তাহার কিয়দংশ খাতকের কাছ হইতে আদায় করা যাইতে পারিবে। হাইকোর্টের এই রায়ের ফলে বীমা-আফিসগুলা খাতকদের কাছ হইতে তাহাদের মোট লাগান টাকার কিয়দংশ পাওনা হিসাবে আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তবে সে আদায়ী টাকা ১৯৩২ সনের পূর্ব্বে তাহাদের ভাঙ্গাইবার ক্ষমতা ছিল না। এই ভাবে আদায়ের সমস্ত টাকা বীমা-আফিসগুলি কোন ট্রাষ্টীর হাতে ধরিয়া দিত, তাঁহারা সমস্ত বীমাকারীদের মধ্যে তাহাদের বীমার মূল্য হিসাবে সেই টাকা ভাগ করিয়া দিত।

বীমাকারীদের পাওনা

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে এইরূপে মোট প্রায় ৮০০ মিলিয়ান (১ মিলিয়ান=১০ লক্ষ) মার্ক ট্রাষ্টীদের হাতে দেওয়া হইবে এবং বীমাকারীরা তাহাদের নিজ নিজ বীমার পলিসির মূল্যের শতকরা ১০ হইতে ১৫ মার্ক পাইবে আশা করা যায়।

জীবন-বীমায় জনসাধারণের আস্থা-বৃদ্ধি

এইরূপে বীমার টাকা কিছু উঠিয়া আসায় জার্ম্মাণ সমাজের জনসাধারণের বীমা কোম্পানীর উপর অনেক আস্থা বাড়িয়া গিয়াছে এবং মার্কের দাম চড়িয়া যাওয়ার পর এই কয় বৎসরে জার্ম্মাণ সমাজে নতুন বীমার কাজ যথেষ্ট পরিমাণে হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, জার্ম্মাণ জাতির মোট বাৎসরিক বাঁচান টাকার শতকরা ৫ অথবা ৬ ভাগ জীবন-বীমায় খাটিতেছে।

স্থাবর সম্পত্তিতে লাগানোর পরিমাণ

যুদ্ধ-সময়ের অবস্থা-বিপর্য্যয়ে জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষের জীবন-বীমার ব্যবসায় অনেক অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। বীমা কোম্পানীগুলি স্থাবর সম্পত্তিতে টাকা লাগাইতে পারিবেন, তবে সে টাকা মোট জমার মূল্যের সিকি পরিমাণের বেশী হইতে পারিবে না। জার্ম্মাণির স্থাবর সম্পত্তি এক সময় খুব সস্তা দরে বিকিয়া গিয়াছে। সেই সময়ে বীমা কোম্পানী-গুলি সস্তায় অনেক জমি কিনিয়া বেশ লাভ করিয়াছিল।

অন্যান্য বিষয়ে টাকা লাগাইবার সুবিধা

এ ছাড়া বীমা কোম্পানীগুলি লিমিটেড্ কোম্পানীর "সাধারণ" মালের উপর টাকা লাগাইতে পারিবেন; তবে ১৯২৫ সনের মে মাসের বিধি অনুসারে এই লাগান টাকা মোট "রিজার্ভ" তহবিলের $\frac{1}{10}$ ভাগের বেশী হইতে পারিবে না এবং সমস্ত ব্যবসাদার কোম্পানীদের উপযুক্ত সিকিউরিটি (বাঁধা) লইয়া অল্প মিয়াদে টাকা ধার দিতে পারিবেন। এইভাবে মোট শতকরা ১০ ভাগ, অথবা কোন বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া শতকরা ২০ ভাগ পর্য্যন্ত টাকা খাটাইতে পারিবেন। এইভাবে টাকা খাটানোর অনেক পথ জুটিয়া যাওয়ায় বন্ধকি মালের উপর টাকা লাগানোর পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে।

নয়া ঢঙের জমিদারি*

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভূমি-গোলামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

ইতালিয়ান আর ফরাসী সমাজের বিবরণ শুনিলে ভারত-সন্তানের অজানা কোনো ভূমি-ব্যবস্থার কথা মনে পড়ে কি? শুধু ফ্রান্স আর ইতালি কেন? জার্ম্মাণি রুশিয়া ইত্যাদি দেশেও ভূমি-সংক্রান্ত যে সকল আর্থিক গড়ন ছিল বা এখনো কথঞ্চিৎ আছে, তাতে ভারতের সুপরিচিত বিধি-ব্যবস্থারই এ-পীঠ ও-পীঠ দেখা যায়। একটা অদ্ভুত কিছু ইয়োরোপে আবিষ্কৃত হয় নাই। আর ভারত-সন্তানও একটা অদ্ভুত কিছু আবিষ্কার করে নাই।

এ পর্য্যন্ত যা-কিছু বলিয়া যাইতেছি, সবই এক কথায় রোমান আইনের আওতায় শাসিত ইয়োরোপের বৃত্তান্ত; তাকেই মোটের উপর জুড়িদার বলিতেছি হিন্দু-বৃটিশ আইনের আওতায় শাসিত ভারতীয় একাল-সেকালের।

* শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম্ম।

কিন্তু পৃথিবী চুপ করিয়া বসিয়া নাই। আর্থিক আইন কানুনও বেশ কিছু ছুটিয়া চলিয়াছে।

রোমান আইনের আবহাওয়ায় অথবা লোকাচারের আওতায় ইয়োরোপের নানা জনপদে ভূমি-দাসত্ব ("স্যর্ফডম্") সুপ্রচলিত ছিল। শেষে দাসখতের বিরুদ্ধে ইয়োরোপীয়ানরা বিদ্রোহ করে। ফরাসী-বিপ্লব এই বিদ্রোহের একটা বড় খুঁটা (১৭৮৯-৯৩)। ফ্রান্সের দেখাদেখি জার্ম্মাণরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৮০৭-১৮১২) দাসখত তুলিয়া দেয়। ষ্টাইন্ আর হার্ডেনবার্গ এই সংস্কারের জন্য বিখ্যাত। গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া রুশিয়ায় দাসখতের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিয়াছে তুমুলভাবে। বোলশেভিক বিপ্লবের দিগ্‌বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে "স্যর্ফ্"-প্রথার শেষ চিহ্ন রুশ মুল্লুক হইতে উড়িয়া গিয়াছে (১৯১৮-১৯)। বল্কান্ অঞ্চলের কোনো কোনো জনপদে, রুমেনিয়ায়, জুগোস্লোভিয়ায়—আজও স্যর্ফ্-প্রথাকে সমূলে উৎপাটন করিবার ব্যবস্থা চলিতেছে। আইনতঃ অবশ্য ভূমিগোলামী আর নাই—অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের আমলেই সংস্কার সাধিত হইয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে মহা লড়াইয়ের পরও অনেক গলদ রহিয়া গিয়াছে। ইয়োরোপে থাকিবার সময় নবগঠিত দেশগুলার স্বদেশ-সেবকদেরকে আইনের সাহায্যে জমি-জমার জঞ্জালগুলা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিবার কাজে মোতায়েন দেখিয়া আসিয়াছি।

ভারতে ভূমি-গোলামী আজও কোথায় কোথায় আছে জানি না। যদি কোথাও না থাকে, বুঝিতে হইবে যে ব্যক্তি-হিসাবে ভারতীয় চাষীরা ইয়োরোপের সকল দেশের চাষীর মতই স্বাধীন জীব। আবার পূর্ব্বে পশ্চিমে সাম্য।

স্বাধীনতা—(১) আইনগত (২) রাষ্ট্রগত (৩) অর্থগত

কিন্তু স্বাধীনতায় গুড়মাখানো নাই। "আইনগত" স্বাধীনতার জোরে চাষীরা কোনো লোকের গোলাম আর থাকিল না; কোনো জমির ভাগ্যের সঙ্গে কোন চাষীর ভাগ্য বাঁধাও রহিল না। এই স্বাধীনতা একটা বড় জিনিষ সন্দেহ নাই। আর সঙ্গে সঙ্গে যদি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাও থাকে, তা হইলে ত "সোনায় সোহাগ"!

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কাহাকে বলে? প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে, গোটা দেশটা অন্য কোন দেশের অধীন নয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ইত্যাদি দেশ অবশ্য মোটের উপর রাষ্ট্রীয় হিসাবে স্বাধীন। কিন্তু চাষীদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বলিলে একটা শ্রেণী-বিশেষের কথা বুঝিতে হইবে। চাষীরা যদি সরকারী প্রতিষ্ঠানে—পার্ল্যামেণ্ট, ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্ব্লি ইত্যাদি সভায়—ভোট দিবার অধিকার পায়, তা হইলে তারা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে বুঝিতে হইবে। এ হইতেছে "ডেমোক্রেসীর" অর্থাৎ আত্মকর্ত্তৃত্বের মামলা। ফরাসী-বিপ্লবের সময়ে ইয়োরোপে এই স্বরাজ অর্থাৎ জনগণের আত্ম-কর্ত্তৃত্ব খানিকটা মাথা তুলিয়াছে; তার পরবর্ত্তী ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের ভিতর নানা দেশে এই দিকে নানা আন্দোলন চলিয়াছে। আসল ফল যদিও বেশী দেখা যায় নাই, তবে মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, কিছু কিছু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা চাষীদের হাতেও আসিয়াছে।

দেখা যাইতেছে যে, আইনের চোখে এক প্রকার স্বাধীনতা আর রাষ্ট্রীয় জীব-হিসাবে দুই প্রকার স্বাধীনতা চাষীরা উনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপে কোথাও কোথাও ভোগ করিয়াছে। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর তিন প্রকার স্বাধীনতায় তাদের পেট ভরিয়াছে কি? ভরে নাই। তাই চলিয়াছে ও সব দেশে আবার আন্দোলন, আবার বিপ্লব। জমিজমার আইনকানুন কোথাও আসিয়া একটা স্বর্ণযুগে ঠেকে নাই; আবার তাকে ভাঙ্গিয়া নতুন গড়ন দিবার আয়োজন হইয়াছে। কথাটা ভারতের স্বদেশসেবকগণের পক্ষে ঢোক্ গিলিয়া গিলিয়া হজম করা উচিত।

সমস্যাটা কোথায়? ফরাসী বিপ্লব আর ষ্টাইন্-হার্ডেনবার্গের সংস্কার ফরাসী-জার্ম্মাণ চাষীকে স্বর্গে ঠেলিয়া তুলিতে পারে নাই; দুই শ্রেণীর স্বাধীনতা পাইয়াও তাদের "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" আর "সুখ-পিপাসা" মিটে নাই। এই দুই শ্রেণীর বাহিরেও আর এক শ্রেণীর স্বাধীনতা আছে। সেটা অর্থগত—আর্থিক। খাওয়া-পরার দুর্দ্দশা, ভাত-কাপড়ের

টান মানুষের যতদিন থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত আইনের চোকে স্বাধীন জীব আর পার্লামেণ্টের ভোটের-মেম্বার হইয়াও নর-নারীর আসল দুঃখ ঘুচে না। এই মামুলি তত্ত্বটা ইয়োরোপে আবিষ্কৃত হইল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় তৃতীয় পাদে। জার্ম্মাণদেরকে এই আবিষ্কারের পথপ্রদর্শক বলিতে পারি,—বিশেষতঃ চাষী-কিষাণদের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে।

১৮৫০ সনে দেখা গেল যে, জার্ম্মাণিতে "স্তর্ফ্" বা ভূমি-গোলাম আর কেহ নাই বটে, কিন্তু ৪০০,০০০ 'স্বাধীন' চাষীর অবস্থা বড়ই শোচনীয়। স্বাধীনতা তাদের আলবৎ আছে; আধ্যাত্মিক জীব হিসাবে তাদের কোন অভাব নাই, অভাব যা-কিছু অন্ন-বস্ত্রের। তাদের প্রত্যেকের হিস্যার জমির পরিমাণ এত কম যে, প্রাণপণে আবাদ চালাইলেও তাতে "দু'বেলা হাঁড়ি চড়ানো" অসম্ভব। সবই আছে,—নাই কেবল আর্থিক স্বাধীনতা—নিরুদ্বেগ জীবন-যাপনের ব্যবস্থা।

সমস্যাটা আবিষ্কৃত হইল নিম্নরূপ:—ফী চাষীপ্রতি যথেষ্ট জমির অভাব।

চাষী প্রতি ভূমির পরিমাণ

এই যে সমস্যা,—জার্ম্মাণ ও অনেকটা সার্ব্বজনীন ইয়োরোপীয়ান সমস্যা,—ইয়োরোপের বাহিরেও সনাতন সমস্যা। ভারতে এই সমস্যার কথা জানে না কে? ভারতে প্রথম দুই শ্রেণীর স্বাধীনতা চাষী-মজুর-গরীব-গুর্ব্বো ধনী মহাজন সকলেই অল্প-বিস্তর ভোগ করিতেছে। অবশ্য রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রথম দিকটা আজকাল এদেশে অজ্ঞাত; কিন্তু প্রধানতঃ আইনগত স্বাধীনতা আর কিছু কিছু আত্ম-কর্তৃত্ব-সংক্রান্ত স্বাধীনতা বর্ত্তমানের ভারত-সন্তান ভোগ করে। তা চরমপন্থী রাষ্ট্রিকদের পক্ষেও স্বীকার করা সম্ভব। এই দুই তরফে পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতীয়ের খানিকটা সাম্য দেখা যাইতেছে। এইবার বলা চলে, "তৎঃ ক্রিম্" নামক অবস্থা ইয়োরোপের পক্ষেও যেরূপ, আমাদের ভারতের পক্ষেও সেইরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে জমি-জমার কথা বলা হইতেছে। ভারতীয় চাষীদের আর্থিক স্বাধীনতা কোথায়? ১৮৫০ সনের জার্ম্মাণ অবস্থা, চলমান সনের ভারতীয় অবস্থারই সমান। ভারতে ফী চাষীপ্রতি "দু'বেলা হাঁড়ি চড়াবার" উপযুক্ত যথেষ্ট জমি আছে কি? এই হইতেছে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সনাতন সমস্যা।

শুধু বাঙ্গালা দেশের কথা বলিতেছি। আমাদের ২৭টা জেলার ১৫টার ইতিমধ্যে "সেটলমেণ্ট" বা জমি জমার দখল, অধিকার, চৌহদ্দি ইত্যাদির স্থিরীকরণ সাধিত হইয়াছে—সরকারী শাসন-বিভাগের আওতায়। তাতে চাষীদের জমির পরিমাণ কিরূপ দেখিতে পাই? বাঙ্গালার চাষীদের কপালে জন-পিছু গড়পড়তা বিঘা তিনেক করিয়া জমি পড়ে। তিন বিঘা জমির ফসলে এক এক চাষীর ভরণ-পোষণ সম্ভবপর কি? এই প্রশ্নটা আজও ভারতবাসীর মাথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে কি না জানি না। হয়ত বা কারু কারু মাথায় পৌঁছিতে সুরু করিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মাণরা আমাদের দুই তিন পুরুষ আগে ইহা লইয়া মগজ খেলাইয়াছে। আর জার্ম্মাণদের দেখাদেখি দুনিয়ার অন্যান্য দেশের লোকেরাও আর্থিক স্বাধীনতার এই 'চাষী-প্রতি ভূমির পরিমাণ" তরফটা আলোচনা করিতে শিখিয়াছে।

বাঙলা দেশে বেশী লোকের মাথায় যে "ভূমির পরিমাণ" সমস্যাটা প্রবেশ করে নাই, তার একটা বড় প্রমাণ আমরা যখন তখন পাই।

আজকাল দেশে যেখানে সেখানে শুনিতেছি,—ছেলে ছোকরা, যুবা, মাষ্টার, উকিল—সকল স্বদেশ-সেবকেরা পরামর্শ দিতেছেন,—"ছাড়িয়া দাও লেখা পড়ার কাজ,—লাগিয়া যাও চাষআবাদে।" "সহর ছাড়িয়া চলিয়া যাও পল্লীতে" নামে একটা বয়াৎ আছে আমাদের আবহাওয়ায়। ঠিক তারই মাসতুত ভাই হইতেছে—এই চাষবাসে লাগিয়া যাওয়ার প্রপাগাণ্ডা। যাঁরা "আর্থিক স্বাধীনতা"র কথা, চাষীদের নিরুদ্বেগ জীবন-যাপনের কথা, মাথা প্রতি ফী কিষাণের জমির পরিমাণের কথা বস্তুনিষ্ঠভাবে ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তাঁদের মুখে এরূপ পাঁতি, বাহির হইতে পারে না। দু'চার জন লোককে তাদের অবস্থা বুঝিয়া, হয় ত বা এরূপ পরামর্শ দেওয়া যুক্তিসঙ্গতই বটে। কিন্তু সমগ্র দেশের পক্ষে একটা কর্ত্তব্য-তালিকা নির্দ্ধারণের

বেলায় এই পাঁতি দিতে গেলে মগজের দেউলিয়া অবস্থাই প্রমাণিত হয়।

বিলাতের "ছোট্ট চাষী" বিষয়ক আইন

এইবার বিলাতের কথা কিছু বলি। ইংরেজদের সমস্যাও—"গোত্র"-হিসাবে বাঙালী আর জার্মাণ সমস্যারই অনুরূপ। ভাত-কাপড় জুটাইবার মতন জমি চাষীদের আছে কিনা ইংরেজরা এই ভাবনায় অনেক দিন কাটাইয়াছে। প্রত্যেক চাষীকে যথেষ্ট পরিমাণ জমি দিবার জন্ম তারা "প্রাণপাত" করিয়াছে, আজও করিতেছে। ১৯০৮ সনে এরা "স্মল হোল্ডিং অ্যাক্ট" জারি করিয়া ছোট কিষাণ কাকে বলে বুঝাইয়া দিয়াছে। এতটা জমি এক এক চাষী পরিবারের থাকা চাই যে, তাতে আবাদ চালাইয়া তারা স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করিতে পারে। যার চেয়ে কম পরিমাণে চলিবে না, তাকেই বলে 'ছোট্ট টুক্‌রা' বা "স্মল হোল্ডিং।" অবশ্য এই ছোট্ট টুক্‌রার মালিক স্বয়ং চাষী।

বিগত পনর, ষোল, সতর বৎসরের ভিতর ইংরেজরা এই লাইনে অনেক কিছু করিয়াছে। নতুন নতুন আইন কায়েম হইয়াছে। সরকারী তদন্ত বসিয়াছে। দেশ-বিদেশে তদন্তের অভিযান গিয়াছে। কন্সার্ভেটিভ্, লিবার‍্যাল, মজুর-পন্থী সকল রাষ্ট্রীয় দলই সরকারী আর বে-সরকারী-ভাবে "চাষী প্রতি জমির পরিমাণ"-সমস্যায় মাথা ঘামাইয়াছে। আর খোদ গবর্ণমেন্টের খাজাঞ্চি-খানা হইতে হাজার হাজার "ছোট্ট কিষাণ"কে সাহায্য করার জন্য ক্রোর ক্রোর টাকা ঢালা হইয়াছে। বিলাতের ১৯০৮ সনটায় যে মীমাংসা, পাঁতি, দাওয়াই বা দর্শন আছে, তার দিকে যুবক ভারতের মতিগতি চালানো আবশ্যক।

বুঝা যাইতেছে যে, যাদের জমি নাই অথবা খুব কম আছে, তাদেরকে ইংরেজ গবর্ণমেন্ট জমি দিয়াছে অথবা পাওয়াইয়া দিয়াছে। ব্যস্, বাঙালীকেও আজ তাই করিতে হইবে। জন-প্রতি ৩ বিঘা জমিতে যখন বাঙালী চাষীর "ধরে প্রাণ রাখা" অসম্ভব, তখন ইংরেজরা নিজেদের জন্য যে দাওয়াই আবিষ্কার করিয়াছে, সেই দাওয়াইটার ধরণ-ধারণ ভাল করিয়া রপ্ত করা আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। বিলাতে ১৯০৮ সন ভারতায় আর্থিক উন্নতির মোসাবিদায় একটা বড় আধ্যাত্মিক খুঁটা। ইংরেজের ভুঁড়ি অবশ্য বেশ পুরু। তাদের উদর-পূর্ত্তির জন্য ফী চাষী পরিবারকে ১৭৫ বিঘা জমি দিবার দস্তুর আছে। আজকাল আবার জীবন-যাত্রার মাপকাঠি বাড়িয়াছে। আন্দোলন চলিতেছে, প্রত্যেক "ছোট্ট কিষাণ পরিবার"কে কম-সে-কম ২২৫।২৫০ বিঘা জমি দিতে হইবে। বাঙালী চাষীর কপালে আজকাল জন প্রতি বিঘা তিনেক বরাদ্দ। বিলাতী হিসাবে প্রতি পরিবারে পাঁচজন করিয়া ধরিলে আজকাল বাঙলায় আছে, চাষী পরিবার প্রতি মাত্র ১৫ বিঘা। একে ঠেলিয়া ১৭৫ বিঘা পর্য্যন্ত তোলা আর্থিক ভারতের পক্ষে কোনো দিন সম্ভবপর হইবে কি না সম্প্রতি আলোচনা করিতেছি না। বলিতেছি শুধু এই যে, ইংরেজরা এমন প্রস্তাবও ১৯২৪-২৫ সনে করিয়াছে, যাতে গবর্ণমেন্টকে ফী বৎসর ৭০,০০,০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে খরচ করিতে হয়। আর তাতে চাষী পরিবার মাত্রেই কম-সে-কম ২২৫।২৫০ বিঘা জমির মালিক হইবে। দেখিতেই পাইতেছেন, জমিজমার আইন-কানুনের গতি কোন্ দিকে !

ভূমি-বিধানে ব্যক্তিনিষ্ঠা বনাম সমাজনিষ্ঠা

ছোট্ট কিষাণ-পরিবার সৃষ্টি করার অর্থ—প্রথমতঃ, যাদের অল্প পরিমাণ জমি আছে, তাদেরকে বেশী পরিমাণ জমি পাওয়াইয়া দেওয়া। আর দ্বিতীয় প্রণালী হইতেছে, একদম ভূমিহীন মজুরকে ভূমিপতিরূপে খাড়া করাইয়া দেওয়া। এ সব সম্ভব হয় কি করিয়া? আইনের জোরে অথবা লুটপাটের জোরে। ইংরেজরা আইনের জোরে এইরূপ অসাধ্যসাধন করিয়াছে। আইনটার ধরণ-ধারণ কিরূপ? যাদের বেশী পরিমাণ জমি আছে, তাদেরকে যাইয়া গবর্ণমেন্ট বলিতেছে,—"বাবু সাহেব, তুই লাখ লাখ বিঘা জমি নিজ কব্জায় রাখিয়া কি করিতেছিস? নিজের হাতে চাষ-আবাদ ত চালাইতে পারিস্ না। মজুর রাখিয়া আবাদের ব্যবসায় লাগিয়া যাওয়া দেখিতেছি তোর স্বভাব নয়। আর মজুর রাখিয়া চাষ চালাইলেও লাখ লাখ বিঘা

তুই কোনো দিনই আবাদ করিতে পারবি না। অতএব তোর জমিদারির খানিকটা দে বেচিয়া, আমরা কিনিয়া লইতেছি। কিনিয়া "ছোট্ট" "ছোট্ট" টুকরা তৈয়ারী করিয়া চাষীদের কাছে অথবা হবু-চাষীদের কাছে বেচিয়া দিতেছি।"

এ এক কিম্ভূতকিমাকার ব্যবস্থা নয় কি? না রোমাণ হিন্দু আইন না দেশাচারের ভিলেজ কমিউনিটি এই ব্যবস্থা হজম করিতে সমর্থ। গবর্ণমেণ্ট আসিয়া জমিদারকে বলিতেছে—"তোর এত জমির দরকার নাই। দে বেচিয়া আমার কাছে।" এই দৃশ্য ব্যক্তিনিষ্ঠার আবহাওয়ায় "স্বাধীনতার" আবহাওয়ায় দেখা যাইতে পারে না। কেন না, ব্যক্তিনিষ্ঠ আর স্বাধীন জীব যে, সে বলিবে,—"আমার লাখ লাখ বিঘা জমি রহিয়াছে; বাপ-দাদাদের নিকট হতে উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা নিজে খরিদ করিয়া জোৎ জমা বাড়াইয়াছি, আরও বাড়াইয়া চলিব। আমার স্বাধীন খেয়ালে আমার সম্পত্তি বাড়িয়া চলিবে। তোমার ইচ্ছায় আমি কেনা-বেচা করিতে যাইব কেন? আমি জমি চষি বা না চষি, চষাই বা না চষাই, সে ত আমার খুসী। রোমাণ আইন আর হিন্দু আইন দুই-ই আমার স্বপক্ষে। আর উনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরামেরিকান আইন আর বৃটিশ-ভারতীয় আইনও আমার স্বপেক্ষ। আমার নিজের পাঁঠা আমি মুড়োয়ই কাটি আর ল্যাজেই কাটি, তাতে অন্য কোনো লোকের মাথাব্যথা করিবে কেন বাপু?"

গবর্ণমেণ্ট জবাব দিতেছে :—"দেখিতে পাইতেছিস্ না ভাই, দেশের লোকেরা আর চাষ-আবাদ করিতে পাইতেছে না? দিনকাল যা পড়িয়াছে, তাতে প্রচুর পরিমাণ জমির মালিক না হইতে পাইলে চাষীরা গাঁ ছাড়িয়া সহরের ফ্যাক্টরীতে গিয়া ঢুকিবে। তখন চাষ ব্যবসাটাই একদম পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। সেই অবস্থা রাষ্ট্রনৈতিক তরফ থেকে, আর্থিক তরফ থেকে, সামাজিক তরফ থেকে সকল দিক্ হইতে যারপরনাই অমঙ্গলজনক। অতএব সমাজের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, দেশের জন্য তোকে তোর স্বাধীনতা কিছু কিছু বর্জ্জন করিতে হইবেই হইবে। আর যদি ভালয় ভালয় না বুঝিস্, তাহা হইলে তোর ঘাড় ভাঙ্গিয়া তোকে তোর জমিদারির কিয়দংশ আমাদের নিকট বেচাইব-ই বেচাইব।"

গবর্ণমেণ্টের এই নীতিই হইতেছে বিলাতী ১৯০৮ সনের আসল কথা। বিলাত এ বিষয়ে অগ্রণী নয়। বিলাতের আগে আগে গিয়াছে ডেন্মার্ক (১৮৯৯)। আর ডেন্মার্কেরও দীক্ষাগুরু হইল জার্ম্মাণি (১৮৯০-৯১)।

জমিজমার আইন-কানুনে এতদিন চল্ ছিল রোমান-হিন্দু ব্যক্তিনিষ্ঠার। তাকে ভাঙ্গিয়া সমাজ-নিষ্ঠার, দেশ-নিষ্ঠার ভূমিবিধান কায়েম করাই হইতেছে জার্ম্মাণ জাতির অন্যতম গৌরব। ১৮৯০-৯১ সনে জার্ম্মাণরা আর্থিক আইন কানুনে যে বিপ্লব ঘটাইয়াছে, সেই বিপ্লবের যুগে দুনিয়া আজও চলিতেছে এবং আরও অনেক দিন চলিতে থাকিবে। যুবক ভারতের সঙ্গে এই আইন-বিপ্লবের যোগা-যোগ কায়েম হওয়া আবশ্যক। সেকালের মারাঠা পণ্ডিত মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে ১৮০৭-১২ সনের জার্ম্মাণ আইন পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন। সে মাত্র ভূমি-গোলামী নিবারণের ব্যবস্থা। ১৮৯০-৯১ সনের জার্ম্মাণ আবিষ্কার ভারতে আজও বোধ হয় একদম অজানা।

(ক্রমশঃ)

দুনিয়ার আর্থিক সমৃদ্ধি ও শান্তি

১৯২৭ সনের ১৩ই ডিসেম্বর হইতে ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত লণ্ডনের গিল্ডহলে, ই সি ২, লীগ্ অব্ নেশন্‌স ইউনিয়ানের যে সম্মেলন হইয়াছিল তার বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। যে সকল দেশ লীগ্ অব্ নেশন্‌সের সভ্য, তাদের প্রত্যেকে এক একটা ইউনিয়ান্ বা শাখা খাড়া রাখিতে অনুরুদ্ধ। এই ইউনিয়ানের কাজ হইতেছে জনসাধারণকে মহাসভার

কার্য্যাবলীর সহিত পরিচিত করা ও কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ জনসাধারণের সহানুভূতি লাভ করা। ইংরেজদের ইউনিয়ান্ লণ্ডনে অবস্থিত।

লীগ্ অব্ নেশন্‌সের তিন বিভাগ—সেক্রেটারিয়েট্ (স্থায়ী কার্য্য-নির্ব্বাহক প্রতিষ্ঠান), কাউন্সিল (চালক সমিতি), অ্যাসেম্ব্লি (পরামর্শ সমিতি)। এই অ্যাসেম্ব্লির প্ররোচনায় গত ১৯২৭ সনের মে মাসে জেনেভাতে আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলনের এক বৈঠক বসিয়াছিল। ইহার সভাপতি হইয়াছিলেন বেলজিয়ামের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী টিউনিস্। ৫০টা বিভিন্ন রাষ্ট্র সর্ব্বসুদ্ধ ১৯৪ জন প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিল আর ওস্তাদ আসিয়াছিলেন ১৫৭জন জন। এই ধরণের সম্মেলন, আর্থিক বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইবার জন্য ও পরস্পরের ভিতর সম্ভব হইলে ঐক্য স্থাপন করিবার জন্য এই প্রকার বহু ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী দেশের একত্র সমাবেশ জগতের ইতিহাসে একটা অভিনব ঘটনা বটে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এতগুলি দেশ একমত হইতে পারিয়াছিল ও ফলে একটা সম্পূর্ণ বিবরণী বাহির করা সম্ভবপর হইয়াছিল। জেনেভায় বর্দ্ধিত এই মৈত্রী ও একতার হাওয়াতে ১৯২৭ সনের ১৭ই অক্টোবর হইতে ৮ই নবেম্বর পর্য্যন্ত এক সম্মেলন বসিয়াছিল—দেশ বিদেশের আমদানি রপ্তানির উপর যে টারিফ্ বা বাধা রহিয়াছে তাহা রদ্ করা যায় কিনা, এই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য। এখানেও ২০টা রাষ্ট্র একটা কন্‌ভেনশন বা সমঝৌতা একমত হইয়া খাড়া করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 'টারিফ আর বাড়ান হইবে না'—ইহাই কনভেনশনের মূল সূত্র। শ্রীযুক্ত ওয়াণ্টার ষ্টুকি বাণিজ্য-বিষয়ক বক্তৃতায় ইহার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন (পৃঃ ৭১)। পের জ্যাকৃশানও ইহা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলনটা অবশ্য ভুঁইফোড় নয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে লীগ্ অব্ নেশানসের অন্তর্গত ইকনমিক কমিটি বা আর্থিক সমিতি বিশেষ আর্থিক ব্যাপারের খবরদারি করিয়া আসিতেছিল (পৃঃ ৮৫)। গত বৎসর হইতে একটা কন্‌সাল্টেটিভ্ কমিটি বা পরামর্শ সমিতিও মোতায়েন হইয়াছে। ইহার সভাপতি টিউনিস্। সহকারী সভাপতিরূপে এই নামগুলি পাই—আর্থিক সম্মেলনের উদ্যোক্তা ফরাসী লুশার, ওলন্দাজ কলিজিন ও ভারতবর্ষের স্যর অতুল চট্টোপাধ্যায় (পৃঃ ৮৬)।

গত বছরের মে মাসে আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তার রিপোর্টও বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেই প্রত্যেক দেশের কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইয়া যায় নাই। লীগ্ অব্ নেশন্‌সের কার্য্যাবলীর সফলতা প্রত্যেক দেশের অনুকূল জনমতের উপর নির্ভর করে। এইজন্য যথেষ্ট প্রচার ও শিক্ষার সার্থকতা আছে। এই উদ্দেশ্যেই ইংরেজদের লীগ্ অব্ নেশন্‌স ইউনিয়ান নিজের এক সম্মেলন ডাকিয়াছিল। তাহাতে স্বদেশের ও বিদেশের অনেক গণ্যমান্য অভিজ্ঞ ব্যক্তি আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের বিবরণী লইয়া যে বক্তৃতা ও আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাই সম্প্রতি "ওয়ার্লড প্রস্পারিটি অ্যাণ্ড পীস্ (দুনিয়ার আর্থিক সমৃদ্ধি ও শান্তি) নামে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশক পি এস কিং অ্যাণ্ড সন, লিমিটেড, লণ্ডন; দাম ৫ শি, ১৯২৮। বার্কলেস্ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান এফ্ সি গুড্‌নো ইহার ভূমিকা (২ পৃষ্ঠা) লিখিয়া দিয়াছেন।

কেতাবের সূচীপত্র

সম্মেলনের মোট বৈঠক হইয়াছিল ৬টা। তন্মধ্যে শেষেরটা সর্ব্বসাধারণের জন্য আহূত সভা-বিশেষ। ৬টা বৈঠকে যে ৬টা বিষয় আলোচিত হইয়াছিল সেগুলার নাম:—

দুনিয়ার অবস্থা (১-৩৩ পৃঃ)

টারিফ্ (৩৪-৬২ পৃঃ)

বাণিজ্য (৬৩-১০১ পৃঃ)

ব্যবসা—র‍্যাশানালাইজেশন বা যুক্তি-প্রয়োগ (১০২-১৩৩ পৃঃ);

কৃষি (১৩৪-১৫৯ পৃঃ);

অর্থশাস্ত্র ও দুনিয়ার শান্তি (১৬০-১৭৮)।

ইহার পর দশ পৃষ্ঠায় আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলনের উদ্যোগে প্রকাশিত (১) সাধারণ (২) দুনিয়ার—আর্থিক অবস্থা; (৩) বাণিজ্য (৪) ব্যবসা (৫) কৃষি—বিষয়ে দলিল দস্তাবেজের বিবরণ রহিয়াছে।

প্রতিদিন দুইটা করিয়া বৈঠক হইয়াছে। সকালের বৈঠকগুলি প্রথম দিন ১০টা ১৫মি, দ্বিতীয় দিন ১০৷৷টায়, তৃতীয় দিন ১০টায় বসিয়াছিল। আর বৈকালের বৈঠকগুলি প্রতিদিন ২৷৷ টায় বসিয়াছিল।

প্রত্যেক দিনের (অবশ্য প্রথম ৫টা বৈঠকের) কার্য্যাবলীকে দুইভাগ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বক্তৃতা, দ্বিতীয়তঃ বক্তৃতার বিষয় লইয়া সাধারণ আলোচনা। নিম্নে প্রতিদিনের সভাপতি, বক্তা ও আলোচনাকারীদের নাম একে একে দেওয়া যাইতেছে।

প্রথম বৈঠক

সভাপতি—অধ্যাপক গিলবার্ট মারে, এল্‌, এল্‌, ডি, ডি,-লিট্‌ (লীগ্‌ অব্‌ নেশনস্‌ ইউনিয়ানের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির চেয়ারম্যান)।

লণ্ডনের লর্ড মেয়র (অল্ডারম্যান স্যর চার্লস ব্যাথো) ও বোর্ড অব্‌ ট্রেডের সভাপতি স্যর ফিলিপ কান্‌লিচ লিষ্টার এম্‌ বি সকলকে অভ্যর্থনা করিবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

প্রথম বক্তা—অধ্যাপক গিলবার্ট মারে, এল্‌ এল্‌ ডি, ডি-লিট্‌।

দ্বিতীয় বক্তা—জি টিউনিস্‌ (বেলজিয়ামের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ও আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলনের সভাপতি)।

তৃতীয় বক্তা—শ্রীমতী বার্ব্বারা উটন, এম এ, জে পি (আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলনের সভ্য)।

চতুর্থ বক্তা—স্যর আলান অ্যাণ্ডারসন, কে বি ই (আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য পরিষদের সহঃ সভাপতি)।

আলোচনা

১। স্যার হগ বেল, ব্যারোনেট্‌।
২। পি রীড (সাউথ ইসলিংটন লেবার পার্টি)।
৩। জন কট্‌লে (ব্রাইটন রোটারি ক্লাব)।
৪। কুমারী অ্যালেন (সমবায় আন্দোলন ও এল এম্‌ ইউ)।
৫। ইভান্‌স্‌ (বাণিজ্য-শিক্ষক ও টেক্‌নিক্যাল উপদেষ্টাদের সমিতি)।
৬। ওয়াটার হাউস গিবিনস্‌।
৭। অল্‌ডারম্যান মরিসন (স্মেথউইকের মেয়র)।
৮। জে ডব্লিউ বাউয়েন (পোষ্ট আফিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ান্‌।)
৯। এফ্‌ নলে।
১০। কোপ্‌ল্যাণ্ড (লীগ্‌ অব্‌ নেশন্‌স্‌ ইউনিয়ান্‌)।
১১। টি এ পার্থিক (বুট্‌ল)।
১২। হকেস্‌ (লীগ্‌ অব্‌ নেশন্‌স্‌ ইউনিয়ানের হেমেল হ্যাম্পষ্টেড্‌ শাখা)।
১৩। স্যর জর্জ্জ পেইশ।

দ্বিতীয় বৈঠক

সভাপতি—ফিলিপ স্নোডন্‌ এম্‌ পি।

বক্তাগণ

১। স্বয়ং সভাপতি।
২। ডাক্তার রিশার্ড শুলের (অষ্ট্রীয়া, দুনিয়ার আর্থিক সম্মেলনের সভ্য)।
৩। ওয়াল্টার রান্‌সিম্যান, এম্‌ পি (আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলনের সভ্য)।
৪। পি জে এইচ্‌ হ্যানন্‌, এম্‌ পি (অ্যাংলো-জার্ম্মাণ ট্রেড্‌ কমিটির অবৈতনিক সম্পাদক)।

আলোচনা

১। স্যর ক্লাইভ্‌ মরিসন্‌ বেল, এম্‌ পি।
২। রেনার (লণ্ডন সমবায় সমিতি)।
৩। ওয়েন ফ্লেসিং (রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক ক্লাব)।
৪। বেন টিলেট (ট্র্যান্‌সপোর্ট ও জেনারেল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ান্‌)।
৫। জে ক্যাসেল্‌স্‌ (ট্রিং লেবার পার্টি)।
৬। জে এইচ্‌ ওয়েগ্লার।

তৃতীয় বৈঠক

সভাপতি—পার্সি ম্যাকিন্নন্‌, লয়েডসের চ্যারম্যান।

বক্তা

১। সভাপতি স্বয়ং।
২। ছ্বাল্টার ষ্টুকি (সুইট্‌সারল্যাণ্ড, আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলনের সভ্য)।

৩। ডাক্তার পের জ্যাকবস্‌সন (লীগ্‌ অব্‌ নেশন্‌স্‌, আর্থিক ও হিসাব শাখা)।

৪। ডাব্লিউ টি লেটন, সি এইচ্‌, সি বি ই (আন্ত-র্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলনের সভ্য)।

৫। সীড্‌নী ডাব্লিউ পাস্‌ক্যাল।

আলোচনা

১। স্যর জর্জ্জ পেইস্‌।

২। রেনার (লণ্ডন সমবায় সমিতি)।

৩। লিপ্‌সন (এল্‌ এন্‌ ইউ)

চতুর্থ বৈঠক

সভাপতি—স্যর অর্থার বালফুর, কে বি ই, ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান)।

বক্তা

১। সভাপতি স্বয়ং।

২। স্যর আলফ্রেড্‌ মণ্ড, ব্যারনেট্‌, এম্‌ পি।

২। অর্থার পুগ্‌ (লৌহ ও ইস্পাত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সমূহের মিলন, সম্পাদক ও আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলনের সভ্য)।

৪। অধ্যাপক ডি এইচ্‌ ম্যাগ্রেগর, এম্‌ এ।

আলোচনা

১। মেজর এল্‌ আরউইক্‌।

২। এইচ্‌ এল সাইমণ্ডস্‌ (লণ্ডন চেম্বার অব্‌ কমার্স)।

৩। এইচ্‌ ডি হড্‌সন (লীগ্‌ অব্‌ নেশানস্‌ ইউনিয়ান, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় শাখা)।

৪। ওয়াটার হাউস্‌ গিবিন্‌স্‌।

৫। কাউন্সিলার ডাব্লিউ প্রাইড্‌ (এডমণ্টন নাগরিক জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান)।

৬। রেভাঃ জে এল চাউন (উল্‌হ্বারহ্বামটন)।

৭। ইশার উড্‌ (ম্যাঞ্চেষ্টার রোটারি ক্লাব)।

পঞ্চম বৈঠক

সভাপতি—স্যর অতুল চট্টোপাধ্যায়, কে সি আই ই।

বক্তা

১। সভাপতি স্বয়ং।

২। স্যর ড্যানিয়েল হল, কে সি বি, এফ্‌ আর এস্‌, এল্‌ এল্‌ ডি।

৩। এ ডি আলেক্‌জাণ্ডার, এম্‌ পি।

আলোচনা

১। আর বি ওয়ার্কার (ন্যাশানাল এগ্রিকাল্‌চার্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী)।

২। ওয়েন ফ্লেমিং (রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক ক্লাব)।

৩। রেনার (লণ্ডন সমবায় সমিতি)।

৪। কম্যাণ্ডার উইলিয়াম্‌স্‌।

৫। ডাব্লিউ আর লাইসেষ্টার (জমির দামে কর চাপাইবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত লীগ্‌)।

৬। ললে।

৭। শ্রীমতী নরিস্‌।

৮। হকেস্‌ (লীগ্‌ অব্‌ নেশন্‌স্‌ ইউনিয়ান্‌, হেমেল হেম্পষ্টেড্‌ শাখা)।

ষষ্ঠ বৈঠক

সভাপতি—লণ্ডনের লর্ড মেয়র, অল্ডারম্যান স্যর চার্লস্‌ ব্যাথো।

বক্তা

১। সভাপতি স্বয়ং।

২। স্যর হার্ব্বার্ট স্যামুয়েল, জি সি বি, জি বি ই।

৩। টম শ, সি বি ই, এম্‌ পি।

৪। স্যর এড্‌ওয়ার্ড হিল্টন ইয়ং, জি বি ই, ডি এস্‌ ও, ডি সি এস্‌, এম্‌ পি।

৫। আলবার্ট তমাস্‌ (আন্তর্জ্জাতিক মজুর আফিসের ডিরেক্টর)।

ইহার পর অধ্যাপক গিলবার্ট মেয়র অভ্যাগতদিগকে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ করেন।

(ক্রমশঃ)

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শীল, বি,এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

ফাল্গুন—১৩৩৫ | ৩য় বর্ষ—১১শ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে ;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে

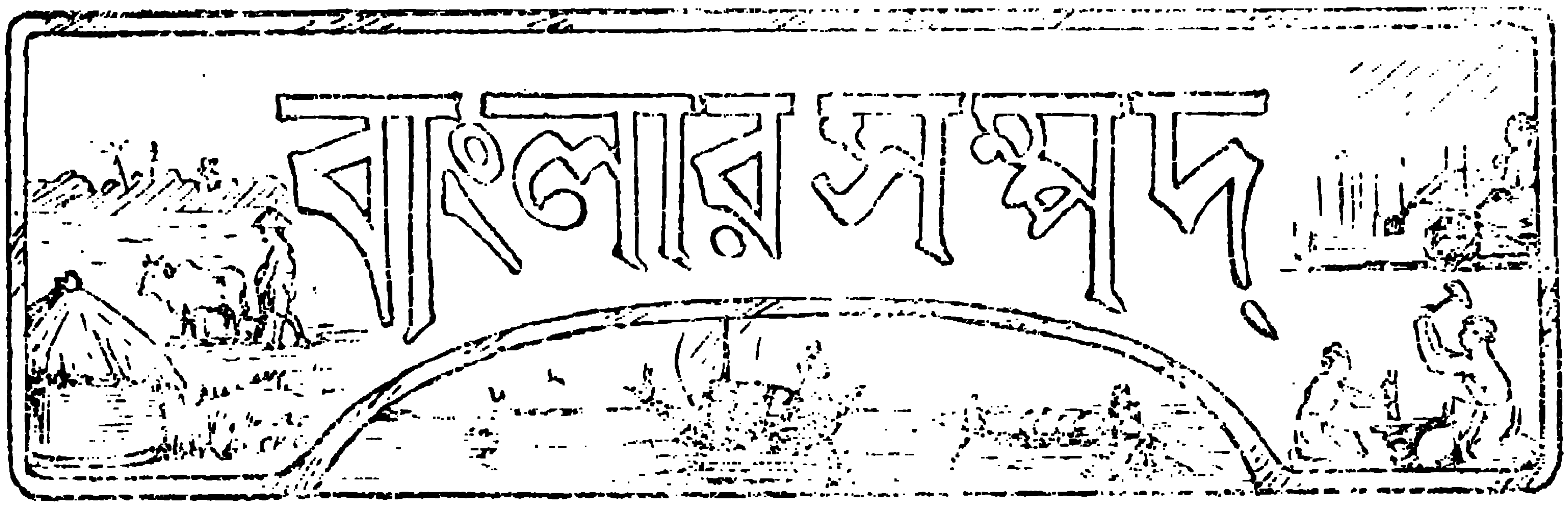

লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিল্‌স্ লিমিটেড্

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনে বাংলার সম্পদ্ বাড়াইবার উদ্যোগ দেখিতেছি।

লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশ্য ও বিশেষত্ব

এই মিলে সূতা কাটা, বস্ত্র বয়ন এবং রং করা এই তিনটী বিভাগ এক একজন বিশেষজ্ঞ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে। বয়ন বিভাগের এই একটী বিশেষত্ব থাকিবে যে, ব্যবহারোপযোগী সর্ব্বপ্রকারের ধুতি ও শাড়ী ব্যতীত সার্ট কোটের জন্য সুন্দর নমুনার আধুনিক রুচিসম্মত নানা প্রকারের সিট্ তৈয়ারী হইবে। এ পর্য্যন্ত বাংলা দেশে সার্টকোটের সিট্ তৈয়ার করিবার বিশেষ কোন ব্যবস্থা হয় নাই। কাজেই লক্ষ্মীনারায়ণের এই বিভাগটী দেশের একটা বিশেষ অভাব দূর করিবে।

মিল স্থাপনের আয়োজন

(ক) ফ্যাক্টরী নির্ম্মাণ

কোম্পানী ইতিপূর্ব্বেই ফ্যাক্টরীর জন্য নারায়ণগঞ্জ সহরের উত্তর সংলগ্ন জোয়াকিম নেহাপিট্ কোম্পানীর কায়েমী মৌরসী স্বত্ব বিশিষ্ট বিস্তৃত ভূমি খণ্ড ফ্যাক্টরীর উপযোগী ঘর বাড়ী ইমারত ইত্যাদি সহ ক্রয় করিয়াছে। জোয়াকিম নেহাপিট্ কোম্পানী পাটের ব্যবসায়ের জন্য দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই সম্পত্তি করিয়াছিল। নেহাপিট্ সাহেব ব্যবসায় বন্ধ করিয়া ফ্রান্স চলিয়া যাওয়ায় কোম্পানী মাত্র ৮০ হাজার টাকা মূল্যে ইহা খরিদ করিয়াছে। সমস্ত মূল্য ইতিপূর্ব্বেই চুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ফ্যাক্টরীভূমি মাল চলাচলের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক ; কারণ ইহা শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত এবং ইহার সংলগ্ন একটী রেলওয়ে সাইডিং আছে। একটী আধুনিক প্রথম শ্রেণীর

কটন মিলের ফ্যাক্টরীর জন্য যে বাড়ী ঘর ইত্যাদি দরকার এই ফ্যাক্টরী ভূমিতে তাহার অর্দ্ধেকই তৈয়ার আছে।

ইতিমধ্যেই ভূমির আরও উন্নতি সাধন করা হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্থানে মাটি ভরটের কাজ শেষ করিয়া এই অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা অবশিষ্ট বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি।

(খ) মেশিনারী

মেশিনারী ক্রয় করা হইয়াছে। কলকব্জা বসাইবার যোগ্য ইমারত ইত্যাদি প্রস্তুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেশিনারী আসিয়া পৌছিবে।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্

কটনমিল বিশেষজ্ঞ, মজুর-পরিচালনাকার্য্যে অভিজ্ঞ এবং যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনে সর্ব্বথা পারদর্শী কয়েকজন বিশিষ্ট অর্গানাইজার "ন্যাশনাল এজেন্সী" নাম গ্রহণ করিয়া কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সী গ্রহণ করিয়াছেন।

ম্যানেজিং এজেণ্টগণ 'নেট' লভ্যের মাত্র শতকরা ৫৲ টাকা 'বোনাস' পাইবেন। তাঁহাদের মাসিক ভাতা ১৫০৲ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া একটি 'স্কেল' অনুযায়ী ঊর্দ্ধে ১০০০৲ এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত উঠিবে। ম্যানেজিং এজেণ্টগণ প্রথমাবধি ১৯২৮ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত পারিশ্রমিকের দাবী ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রমোটার স্বরূপ কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই অথবা বিনা-মূল্যে কোন অংশও পান নাই। তাঁহারা এই কোম্পানীর ৩০ হাজার টাকার অংশ ক্রয় করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ম্যানেজিং এজেণ্টগণের আর কোন স্বার্থ নাই।

অংশীদারগণের সুবিধার জন্য প্রতি অংশের মূল্য মাত্র ১০৲ দশ টাকা করা হইয়াছে। দরখাস্ত করিবার কালে দরখাস্তপ্রতি ভর্ত্তি ফি ১৲ এক টাকা এবং প্রতি অংশ বাবদ ২৲ টাকা দিতে হয়। এলট্‌মেণ্ট হইলে পুনরায় অংশ প্রতি ২৲ টাকা লওয়া হয়। বাকী ৬৲ টাকা ২৲ টাকা করিয়া তিন সমান কিস্তিতে অন্যূন তিন মাস অন্তর দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন যে, ইতিমধ্যেই কোম্পানীর মূলধন ২০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৩ লক্ষ টাকা সাবস্ক্রাইবড্ ও আণ্ডাররিটেন হইয়াছে। আপনাদের সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা পাইলে অচিরেই মিল প্রতিষ্ঠা হইতে পারিবে। ইতি—২৩শে ডিসেম্বর, ১৯২৮ সন। ন্যাশনাল এজেন্সী—ম্যানেজিং এজেণ্টস্

জলপাইগুড়ি চা-বাগানের লভ্যাংশের হার (১৯২৭)

জলপাইগুড়ি টী কোং	২৫০৲	২৭০৲
নর্দ্দারণ বেঙ্গল	৫০৲	৫০৲
আঞ্জুমান	৫০৲	৬০৲
চামুর্চ্চি	৫০৲	২০০৲
গুর্জ্জাংঝোড়া	৫০৲	২০০৲
কাঁটালগুড়ি	৫০৲	৩৪০৲
চুনিয়াঝোড়া	৫০৲	১১৮৲
আটীয়াবাড়ী	৫০৲	৩৬৪৲
রামঝোড়া	৫০৲	১৮০৲
দেবপাড়া	৫০৲	১৬০৲
ডায়না	৫০৲	১৬০৲
গোপালপুর	২৫৲	১৪০৲
খয়েরবাড়ী	৫০৲	১০০৲
পলাশবাড়ী	৫০৲	৭০৲
শুকনা	৫০৲	৫০৲
ইষ্টার্ণ	২৫৲	১৬৲
সারদা	১৭৲	১১৭৲
জলপাইগুড়ি ডুয়ার্স	২৫৲	১২৲
কোহিনুর	২৫৲	৮৲
করোনেশন	৫০৲	১৫৲
মনোমোহিনী	৫০৲	১০৲

(জনমত)

মেঘনায় নূতন পুল

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৮ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, আশুগঞ্জ লাইনকে এ, বি, রেলওয়ের ভৈরব লাইনের সহিত সংযুক্ত

করিবার জন্য মেঘনা নদীর উপর দিয়া একটি পুল নির্ম্মাণের কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। পূর্ব্বদিকে কোন স্থান হইতে পুল আরম্ভ হইবে তাহা এখনও ঠিক হয় নাই। তবে ইহা স্থির হইয়াছে যে, পুলটির অবস্থান হইবে চরতলা ও কাকোরিয়ার মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে।

এই দুই স্থানের মধ্যে মেঘনার প্রস্থ প্রায় তিন মাইল। এই পুল নির্ম্মাণের জন্য কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত হইবেন এবং পুল নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইতে কয়েক বৎসর লাগিবে।

এই পুল-নির্ম্মাণ ব্যাপারটিকে ত্রিপুরার লোকেরা ভীতিহীন চক্ষে দেখিতেছে না। তাহারা মনে করিতেছে যে, আসাম ও ত্রিপুরা হইতে সহজ জলনিকাশের পক্ষে বাধার সৃষ্টি হইবে এবং প্রায়শই বন্যা হইয়া জেলার শস্যের হানি হইবে। (খাদেম)

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ

বঙ্গদেশে কৃষি-শিক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। ঢাকায় ১টী সেকেণ্ডারী স্কুল আছে। গত বৎসর উক্ত স্কুলের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ১২টী মাত্র ছাত্র ছিল। কিন্তু সেশনের মধ্যভাগেই তাহাদের চারি জন স্কুল পরিত্যাগ করে। রংপুরের বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে কৃষি বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রতি বৎসর ১৫টী শিক্ষককে গ্রহণ করা হইবে ও দুই বৎসরে তাহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইবে। অমৃতি, পিয়াস বাড়ী ও কুমারপুরে প্রাথমিক রেশম চাষের যে বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে তাহার কার্য্য ভালই চলিয়াছে। কৃষকদের ছেলেদের কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা করার তেমন ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে না; কিন্তু রেশমের চাষ শিক্ষার্থী ছাত্রদের শিক্ষা লাভের বেশ উৎসাহ দেখা যায়।

সমগ্র দেশের তুলনায় এই প্রকারের কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা যে কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে নিতান্ত অপ্রচুর তাহা বলাই বাহুল্য। কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে এদেশীয় কৃষক-বালকগণের উৎসাহ না থাকার প্রধান কারণ আমাদের যা মনে হয় তাহা এই যে, দরিদ্র কৃষকগণের পক্ষে আধুনিক উন্নত প্রণালীর কৃষি কার্য্যের উপকরণ সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে। তাই কৃষক বালকগণ কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করিতে পারিবে না মনে করিয়াই তাহাতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে না। আধুনিক কৃষি-যন্ত্রাদি ও উপকরণাদি কৃষকগণকে বিনা সুদে ধারে সরবরাহ করিয়া সাহায্য করিলে বোধ হয় তাহারা এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারে।

ঢাকার কেন্দ্রীয় রিসার্চ ষ্টেসনে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্রকে কৃষি গবেষণায় নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহাদিগকে কয়েকটি প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। ভিন্ন জাতীয় ধানের সংযোগে নূতন নূতন বহুফলপ্রসূ ধান্য উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে। ঢাকা সেণ্ট্রাল ফার্মে আলোচ্য বর্ষে ছয় হাজার মণ কৃত্রিম সার প্রস্তুত করা হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর মাত্র তিন হাজার মণ প্রস্তুত হইয়াছিল।

সেচের প্রসঙ্গে কৃষি-বিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয় বলেন যে, পঞ্জাবের ন্যায় বাঙ্গালায় ইহার তেমন আবশ্যকতা নাই। বাঙ্গালায় ঠিক উপযুক্ত সময়ে অল্প পরিমাণ জল সরবরাহের জন্য পাম্পের সাহায্যে খাল বিল নদী বা নলকূপ হইতে জল তুলিয়া ক্ষেত্রে সরবরাহ করিলেই যথেষ্ট হয়। তাহা হইলে বৃষ্টির অভাবেও বাংলার কৃষককে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। সেচের বিষয়ে কৃষি শিক্ষা বিভাগ অবহিত আছেন। কিন্তু কৃষি-বিভাগ এবিষয়ে অবহিত থাকিয়া কি কার্য্য করিতেছেন তাহা জনসাধারণ অবগত নহে। বাঙ্গালার নদী নালা খাল বিল প্রভৃতি স্বাভাবিক জল-নিকাশের পথসমূহ ক্রমান্বয় অবরুদ্ধ হওয়ায় দেশের কৃষির অবস্থা যে দিন দিন খারাপ হইতেছে তাহা দূর করার কোন উপায় সরকারী কৃষি-বিভাগ চিন্তা করিয়াছেন কিনা সরকারী রিপোর্টে তাহা প্রকাশ নাই।

কচুরী পানার উপদ্রবে কৃষি কর্ম্মের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। যে শ্রেণীর ধান্য গভীর জলে উৎপন্ন হয় কচুরী পানার উপদ্রবে তাহার চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেজন্য বাঙ্গালার কৃষকেরা প্রস্তাব করিয়াছে তাহারা বোড়ো ধান্যের

চাষ করিবে। তাহার ফলন অধিক ও বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়েও তাহার চাষ চলে; কেবল কিছু সেচের দরকার। কৃষি বিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয় আগামী শীত ঋতুতে ইহার পরীক্ষা করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। আমন ধান্যের পরিবর্ত্তে বোড়ো ধান্যের চাষে কৃষকগণকে অনেক বেশী পরিশ্রম করিতে হইবে। ভূমিকর্ষণ, জলসেচ, কচুরী পানা নাশ করা ইত্যাদির জন্য পরিশ্রম কৃষকগণকে করিতে হইবে। কিন্তু আমন ধান্যের চাষে খুব কম খাটিতে হয়।

সরকারী কৃষিক্ষেত্র

দিনাজপুর, মালদহ, ময়নাগুড়ি, ফার্মের কার্য্য বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ফরিদপুরেও বেশ কার্য্য হইতেছে। ফরিদপুর কৃষিক্ষেত্রের শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর ভদ্র-সন্তানগণ খাসমহলের জমিতে চাষ করিতে প্রবৃত্ত হইবে এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই শ্রেণীর উৎসাহ দ্বারা কৃষির প্রকৃত উন্নতি আশা করা যাইতে পারে। ফরিদপুরের দৃষ্টান্ত বাংলার অন্যান্য জিলাতেও অনুসৃত হওয়ার দরকার। সরকারী কৃষি ফার্মসমূহ হইতে আলোচ্য বর্ষেও পাট ও ধানের বীজ সরবরাহ করা হইয়াছে। এ বৎসরও দুই হাজার উনসত্তর মণ পাটের বীজ ও পাঁচ হাজার মণ বীজধান্য বিক্রয় করা হইয়াছে।

গবাদি পশুর খাদ্যোপযোগী শস্যের চাষ বৃদ্ধি ও কাঁচা ঘাস শুকাইয়া রাখার চেষ্টা হইতেছে। রংপুর ফার্মে এরূপ ঘাস শুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। তাহার ফলে অন্যান্য বারের ন্যায় কেবল যে খড় ক্রয় করা আবশ্যক তাহা নহে, পরন্তু উৎকৃষ্ট খড় বিক্রয়ও হইয়াছিল।

রয়েল কৃষি কমিশন তাহাদের রিপোর্টের সপ্তম পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছেন যে, গোচারণের ভূমি সংস্থান করা অপেক্ষা পশুখাদ্যের চাষ করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখা অধিকতর ফলপ্রদ। কিন্তু এস্থলে ইহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কি মানুষ কি পশু সকল প্রকার জীবদেহের পক্ষেই ভাইটামিন যথেষ্ট প্রয়োজন। টাটকা উদ্ভিজ্জ পদার্থে ভাইটামিন থাকে। শুষ্ক বা সংরক্ষিত খাদ্যে তাহার নিতান্ত অভাব।

গোচারণ ভূমিতে উৎপন্ন তাজা সরস ঘাস হইতে যে পরিমাণ ভাইটামিন পাওয়া যায় শুষ্ক ঘাস হইতে তাহা আশা করা যায় না। ইহাতে শুধু যে গোজাতির অবনতি হইবে তাহা নহে, তাহাদের দুগ্ধে ও দুগ্ধজাত সর্ব্বপ্রকার খাদ্যেই ভাইটামিনের অভাব ঘটিবে।

ঢাকা ফার্মে একটী ডেয়ারী কারবার খুলিবার প্রস্তাব সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন। বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাব যেরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে শুধু ঢাকায় কেন প্রত্যেক জিলার কৃষি ফার্মের সহিত ডেয়ারী ফার্ম প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। সুপরিচালিত হইলে ইহাদ্বারা গভর্ণমেণ্টের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ারও বিশেষ কারণ দেখা যায় না।

বাংলার স্বাস্থ্য

বঙ্গীয় স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ত্তা ডাঃ বেণ্টলী প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর বাংলায় ১৫ লক্ষ লোক মারা যায়। ১৫ বৎসরের নিম্নবয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যুসংখ্যা বৎসরে ৭॥ লক্ষ। ধনুষ্টঙ্কারে বৎসরে ৫৫ হাজার শিশু মারা যায়। গত বৎসর কলেরায় ১ লক্ষ ২০ হাজার লোক ও ম্যালেরিয়ায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার লোক ও যক্ষ্মায় ৫ লক্ষ লোক ভুগিয়াছিল। এই যে বৎসরে ১৫ লক্ষ লোক বাংলায় মারা যায় তাহার এক-চতুর্থাংশকে চেষ্টা করিলে বাঁচান যাইতে পারে বলিয়া তিনি বলেন।

বঙ্গে মৃত্যুহার বৃদ্ধি

গত ২০ বৎসরে বাঙ্গালার তিন চতুর্থাংশেরও অধিক স্থানে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু হার বেশী। কলিকাতা, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, বর্দ্ধমান, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর, পাবনা, নদীয়া, যশোহর, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থানে উত্তরোত্তর জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুহার বাড়িতেছে।

বঙ্গে মাদক দ্রব্য ব্যবহার হ্রাস

১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাস হইয়াছে। আবকারী পরামর্শ কমিটীর উপদেশানুসারে ২টী দেশী মদের দোকান, ৪টী তাড়ির দোকান, ৭টী

পচাইয়ের দোকান, ১টী গাঁজার দোকান ও ২টী অহিফেনের দোকান তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু গত ফেব্রুয়ারী মাসে কয়েকটি নূতন দোকান খোলা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে অহিফেনের কর হ্রাস হইয়াছে। ৭ খানি দেশী মদের দোকান কমিয়া গিয়াছে। ১৮টী জিলায় মদের ব্যবহার হ্রাস হইয়াছে, কিন্তু ৮টি জিলায় মদের ব্যবহার বৃদ্ধি হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ১ হাজার ৬ শত ৭০ মণ ২১ সের গাঁজা বিক্রী হইয়াছে; কিন্তু তৎপূর্ব্ব বৎসর ১ হাজার ৬ শত ৯১ মণ ৩৮ সের গাঁজা বিক্রী হইয়াছিল। আলোচ্য-বর্ষে ৯ শত ৯৪ মণ ১৮ সের অহিফেন বিক্রী হইয়াছে। কিন্তু তৎপূর্ব্ব বৎসরে ৯ শত ৯৪ মণ ৩২ সের অহিফেন বিক্রী হইয়াছিল।

(খাদেম)

বাংলার আয়-কর

১৯২৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ যে বর্ষ শেষ হইয়াছে এই সময়ের মধ্যে সমগ্র বঙ্গদেশে মোট ৩১৫৭৫২৫৭৲ আদায় হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্যবসায়ের আয়ের দরুণ ২১২৪৩১৯৩৲ টাকা, কোম্পানীগুলি কর্ম্মচারীদিগকে যে মাহিয়ানা দেয় তাহার দরুণ অন্য লোক এবং অন্য প্রাইভেট্ কোম্পানী হইতে ৩১৬১১১৬৲টাকা, সম্পত্তির আয় হইতে ১৬৫৭১২৯৬৲ টাকা এবং গভর্ণমেণ্ট মাহিয়ানা বাবদ যত টাকা দেন তাহার উপর ১৩৫৮৯৪৪৲ টাকা। আদায়ী টাকা হইতে ফেরৎ দেওয়া ও অন্যান্য বাবদ ৩৯৯১২৪৮৲টাকা বাদ গিয়া মোট ২৭১২৮৫৩৫৲ টাকা নেট আদায় হইয়াছে। যে আয়ের উপর উল্লিখিত পরিমাণ কর আদায় হইয়াছে তাহার পরিমাণ প্রায় ৪৬ কোটি টাকা। কোম্পানীসমূহের ম্যানেজিং এজেণ্টগণের আয়ের উপর ৪২॥ লক্ষ, ডিভিডেণ্ডের উপর ২৩ লক্ষ, বড় বড় বণিকদিগের লাভের উপর ১৩। লক্ষ, তামাকের উপর ১৮॥ লক্ষ, চা-কোম্পানীসমূহ হইতে ৫ লক্ষ এবং ঘোড়দৌড় খেলার উপর ১¾ লক্ষ টাকা আয়কর আদায় হইয়াছে। খবরের কাগজ হইতেও ৭৫৪৪০৲ টাকা আদায় হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান বর্ষে ১৯৮০৬৪৩৬৲ টাকা অতিরিক্ত কর (সুপার-ট্যাক্স) আদায় হইয়াছে। উহা হইতে বিবিধ খরচ বাদ গিয়া মোট ১৯১২৩৯৭৯৲ টাকা নেট আদায় হইয়াছে। তন্মধ্যে কোম্পানীগুলি হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অতিরিক্ত কর আদায় হইয়াছে। তাহার পরিমাণ মোট ১০৩॥ লক্ষ টাকা। অন্যান্য লোক হইতে মোট ৮২ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। আয়করদাতাগণের সংখ্যা মোট ১০৭৯ এবং উহাদিগের নিকট হইতে মোট ২৭৩৫৭৬৩৭৬৲ টাকা আয়কর আদায় হইয়াছে। চটকল-গুলি হইতে ২০½ লক্ষ, ব্যাঙ্ক হইতে ৮¾ লক্ষ, কয়লার উপর ৪¾ লক্ষ, খনিওয়ালাদের উপর ৮॥ লক্ষ, ষ্টীম নেভিগেশান কোম্পানীগুলি হইতে ৪¾ লক্ষ, রেলওয়ে কোম্পানী হইতে ২¾ লক্ষ, বিল্ডিং এবং জমির উপর ২ লক্ষ, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট হইতে ৪¾ লক্ষ এবং ইন্‌শিওরেন্স কোম্পানী হইতে ৩॥ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত কর আদায় হইয়াছে। ছাপাখানা হইতেও ৮২২৯৲টাকা অতিরিক্ত কর আদায় হইয়াছে।

ষ্টীল কনষ্ট্রাকসন কোম্পানী লিমিটেড্

মূলধন ১০,০০,০০০৲ দশলক্ষ টাকা, প্রতি অংশ ২৫৲ টাকা হিসাবে ৪০,০০০ অংশে বিভক্ত। আবেদনের সহিত ৫৲, এলটমেণ্ট ৫৲ এবং অবশিষ্ট ১৫৲ তিন সমান কিস্তিতে দেয়। ভর্ত্তি ফি ১৲।

ডিরেক্টার্‌স্

এন, সি, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টার, কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ। এস, সি, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টার অল ইণ্ডিয়া টি এণ্ড ট্রেডিং কোং লিঃ, সিলেট। পি, সি, চাটার্জ্জী, ডিরেক্টার, কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ। জি, সি, ভট্টাচার্য্য (এক্স অফিসিও) ডিরেক্টার, পিয়ারলেস টি কোং লিঃ। পি, সি, চক্রবর্ত্তী, (এক্স অফিসিও) ডিরেক্টার, হাউস অব লেবারার্স লিঃ, কুমিল্লা।

ডিরেক্টারকে অন্ততঃ ৪০টা সেয়ার কিনিতে হইবে। প্রত্যেক ডিরেক্টার ডিরেক্টার মিটিংএ উপস্থিতির জন্য ২৫৲ ভাতা পাইবে। দুইজন এক্স অফিসিও ডিরেক্টার ব্যতীত অপর কোন ডিরেক্টার কোম্পানী সংগঠনে কোনরূপ লাভবান

নহে। প্রাথমিক ব্যয় ১৫০০৲ টাকার অধিক হইবে না। কাহাকেও প্রমোশন মানি দেওয়া হয় নাই। সেয়ার বিক্রেতাকে শতকরা ১০৲ টাকার অধিক কমিশন দেওয়া হইবে না। অন্ততঃ ৫০০ সেয়ার বিক্রয় না হইলে এলট্‌মেণ্ট হইবে না।

উদ্দেশ্য

ইস্পাত, লৌহ ও অন্যান্য ধাতু দ্রব্যের জিনিষ, দালান, এমারত, লোহার পুল, গুদাম টি হাউস, রেলওয়ে এবং যন্ত্রাদি প্রস্তুত এই কোম্পানীর উদ্দেশ্য। শ্রমিকের কাজ হেয় বলিয়া জনসাধারণের মনে যে অলীক ধারণা আছে তাহা দূর করিয়া উহাকে সম্মানজনক কার্য্যে পরিণত করা এই কোম্পানীর অন্যতম উদ্দেশ্য।

কার্য্য-পরিচালনা

প্রাথমিক প্রতিষ্ঠাতা কার্য্যকুশল বিখ্যাত হাউস অব লেবারার্স লিমিটেডের উপরই এই কোম্পানীর কার্য্য-পরিচালনার ভার অর্পিত হইয়াছে। ইহারা প্রথমে ২১০৲ মাত্র মূলধনে একটি নগণ্য কামারশালা খুলিয়া ৭ বৎসরকাল মধ্যেই ইহাদের অধ্যবসায় ও সততাগুণে ইহাকে কয়েক লক্ষ টাকার এক বিরাট কারখানায় পরিণত করিয়াছে। পোলার ডিজেল ইঞ্জিন পরিচালিত ৫০ কে, ভি, এ শক্তির একটি প্ল্যাণ্ট এবং একদল ভদ্র সুদক্ষ এবং সুশিক্ষিত পরিচালক এই কারখানায় আছে। এই কোম্পানী হইতে কুমিল্লা সহরে ইলেক্‌ট্রিক কারেণ্ট সরবরাহের চেষ্টা চলিয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে লাইসেন্সও সাবমিট করা হইয়াছে। সুলভ মূল্য, উৎকৃষ্ট জিনিষ, যথাসময়ে সরবরাহ এবং সততায় আকৃষ্ট হইয়া বহু চা বাগান প্রতিষ্ঠান এবং রেলওয়ে এই কোম্পানীতে অর্ডার দিতেছে।

দ্রুত উন্নতি

আদায়কৃত মূলধনের উপর ১৯২৭ সনে এই কোম্পানী শতকরা ৫০৲ লাভ করিয়াছে। ১৯২৮ সনে পাঁচ লক্ষ টাকার কাজে শতকরা ৮০৲ হিসাবে লাভ অনুমিত হয়। কার্য্যবৃদ্ধির অনুপাতে মূলধন বৃদ্ধির প্রয়োজন বলিয়াই ইহাকে লিমিটেড্ কোম্পানীতে পরিণত করা হইয়াছে।

ভেণ্ডিজরূপে ষ্টীল কনষ্ট্রাকসন কোং লিঃ একখানা কনট্রাক্ট সম্পাদনে ভেণ্ডার হাউস অব লেবার্স লিমিটেডের সম্পত্তি অনুমানিক ৫০,০০০৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করিবে। যথার্থ মূল্য ১৯২৮ সনের ৩১শে ডিসেম্বরের অডিটেড্ ব্যালেন্স সিট অনুযায়ী নির্দ্ধারিত হইবে। কোম্পানীর উন্নতি-মানসে হাউস অব্ লেবার্স লিঃ উক্ত ব্যালেন্সসিটে প্রাপ্ত টাকা হইতে ২০,০০০৲ ছাড়িয়া দিবে। অবশিষ্ট টাকা কোম্পানীর সেয়ারে গ্রহণ করিবে। এতদ্ব্যতীত গুডউইল হিসাবে (যাহার মূল্য আনুমানিক ৫০,০০০৲) কিছুই নিবে না।

ডিভিডেণ্ড

১৯২৯ সনেই শতকরা ১০৲ হইতে ১৫৲ ডিভিডেণ্ড দেওয়ার খুবই আশা আছে।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—হাউস অব্ লেবারার্স লিঃ, কুমিল্লা।

পশ্চিম বাংলায় নদীসংস্কার—যমুনার অবস্থা

ত্রিবেণীতে ভাগীরথী ত্রিধারায় বিভক্ত হইয়াছেন। যে ধারাটি পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত তাহারই নাম যমুনা। এক সময়ে যে যমুনা খরস্রোত ছিল ও যাহার উপর দিয়া বড় বড় অর্ণবপোত গমনাগমন করিত দুর্ভাগ্যক্রমে আজ সামান্য একখানি নৌকাগমনের পথ দিতেও সে অসমর্থ। ত্রিবেণী হইতে বহির্গত হইয়া কাঁচড়াপাড়া, বিরহী, চৌবেড়িয়া, ইছাপুর, গোবরডাঙ্গা, চারঘাট প্রভৃতি গ্রামের পাদদেশ ধৌত করিতে করিতে ৪০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া এই নদী টিপি নামক স্থানে ইছামতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদীর অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার উভয় তীরবর্ত্তী জনপদ অতি দ্রুত জনশূন্য হইতেছে। ইহার তীরে গোবরডাঙ্গাই সর্ব্বাপেক্ষা জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী স্থান; কিন্তু যে ভয়াবহ হারে এখানকার লোকসংখ্যা হ্রাস পাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, অচিরে ইহাও জঙ্গলে পরিণত

হইবে। মাত্র ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইহার লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ১২ হাজার। আর আজ তাহা মাত্র ৫০০০ হাজারে দাঁড়াইয়াছে।

নদীসংস্কারের প্রথম চেষ্টা

ইছাপুরের জমিদার স্বর্গীয় সুরনাথ চৌধুরী মহাশয়ই প্রথমে এই নদীর সংস্কারচেষ্টা করেন। পরে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মল্লিকবাগ প্রভৃতি গ্রামের শতশত অধিবাসী, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ঐ গ্রামেরই বিহারীলাল পাল, পরে গৈপুর নিবাসী মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার ও, সি, লিজ, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, রায় বাহাদুর রামচরণ পরামাণিক, ২৪ পরগণার কলেক্টর, রাণাঘাটের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, রাজা হৃষীকেশ লাহা, রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, ডাক্তার সুরেশচন্দ্র মিত্র ও অন্যান্য বহু সহৃদয় ব্যক্তি যমুনার সংস্কারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৯১৩ খৃঃ লর্ড কারমাইকেলের নিকট স্যানিটারী ড্রেনেজ আইন অনুসারে এই নদীর সংস্কার করা হউক, এই মর্ম্মে দশ সহস্রাধিক পল্লীবাসীর এক আবেদন পাঠান হইল। নসীপুরের রাজা লাট সভায় এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। তারপর গবর্ণমেণ্ট ২৪ পরগণা, যশোহর ও নদীয়া জেলাবোর্ডের অভিমত চাহিয়া পাঠাইলেন। জনসাধারণ এই নদী-সংস্কারের জন্য ধার্য্য কর দিতেও স্বীকৃত হইল। ১৯২৮ খৃঃ স্বয়ং গভর্ণর সাঙ্গপাঙ্গ সহ নদীর অবস্থা দেখিয়া যাইলেন এবং সভা করিয়া স্থির করিলেন নদী কাটানই ঠিক। তখন মিঃ এডামস উইলিয়মসের উপর বিস্তৃত ব্যবস্থার ভার পড়িল। ২৪ পরগণা জেলাবোর্ড অফিসে ড্রেনেজ কমিটি নামে এক কমিটি গঠিত হইল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় হইলেন ইহার সভাপতি। সমস্ত যোগাড় যখন শেষ হইল তখন গবর্ণমেণ্ট কার্য্যারম্ভের আদেশ দিলেন।

আন্দাজে হিসাব করা গেল এই সংস্কার-কার্য্যে ব্যয় হইবে ১১০৭৭১৫ টাকা। বাকী টাকা গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপ্যালিটি ও উল্লিখিত জেলাবোর্ড তিনটী দিবেন ঠিক হইল।

সরকারের ব্যয় মঞ্জুর

সব ঠিক, গভর্ণমেণ্টের ১৫০০০০ টাকার উপর আরও ৩১৩৬৬ টাকা খরচ হইয়া গেল। এদিকে স্যানিটারী ড্রেনেজ একটু বদলাইয়া পাশ হইল ১৯২০ সালের কৃষি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক আইন। তাহাতে স্থির হইল এই যে, এই সমস্ত নদীর কাজ আর গভর্ণমেণ্ট করিবেন না— করিতে হইবে উপকৃত জেলাবোর্ডকে। তবে দরকার হইলে গভর্ণমেণ্ট কিছু টাকা ঐ জন্য ঋণ দিতে পারেন।

আমাদেরও ভাগ্য এমনি মন্দ যে সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্বে স্বীকৃত হইলেও যশোহর জেলাবোর্ড সর্ব্বপ্রথমে এই সংস্কারের কার্য্যভার গ্রহণে অসম্মত হইলেন, আর আরব্ধ কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল।

নদীর শোচনীয় অবস্থা

এ দিকে নদীর অবস্থা দিন দিন অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। একে জল নাই তাহার উপর নিবিড় কচুরী। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল কচুরীই দেখা যায়— এমন অবস্থাও মধ্যে মধ্যে হয়। গোবরডাঙ্গা পিপ্‌লস্‌ এসোসিয়েশন অর্থসংগ্রহ করিয়া কয়েকবার কয়েক মাইল পর্য্যন্ত কচুরী উঠাইয়া পোড়াইয়া দিয়াছিলেন এবং উক্ত এসোসিয়েশনের চেষ্টাতেই মৎস্য ধরিবার জন্য যে সমস্ত বাঁধ স্রোতবেগ রুদ্ধ করিত তাহা উঠিয়া গিয়াছে।

বাঁধ ভাঙ্গার ফল

বাঁধ উঠাইয়া দিবার পর গত কয়েক বৎসর যাবৎ বৎসরের মধ্যে ছয় মাস মরা যমুনায় নিয়মিতরূপে জোয়ার ভাঁটা হইতেছে। ইছামতীর সঙ্গমস্থল হইতে উর্দ্ধে ৬।৭ মাইল পর্য্যন্ত স্রোত খুব মৃদু হইলেও— জোয়ারের জল উঠিয়া থাকে। এজন্য জলের ভিতরের শৈবাল দাম হ্রাস পাইয়াছে; কিন্তু জলের গভীরতাও দিন দিন কমিতেছে। এই সুযোগে বড় বড় প্ল্যানের জন্য মাথা না ঘামাইয়া যদি কোনরূপে নদীর তলদেশ সামান্য গভীর

করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে নদীর অবস্থা বোধ হয় স্বভাবতই ভাল হইতে পারে।

দেশবাসীর কর্ত্তব্য

বাংলার জেলাবোর্ডগুলিতে আজকাল অনেক কংগ্রেস প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রপীড়িত, দরিদ্র দেশবাসী যাহার সহিত জীবনমরণ সম্বন্ধে আবদ্ধ, সেই নদী-সংস্কার-কার্য্যে তাঁহাদিগের উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি নিয়োজিত হইবে এমন আশা কি আমরা করিতে পারি না? দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা কি কেবল রাস্তার উন্নতি-কল্পেই ব্যয়িত হইবে? কি হইবে সে রাস্তায়, কে চলিবে সেই রাস্তায় যদি দেশের মানুষ মরিয়া উজাড় হইয়া যায়? নদীর অভাবে দেশের অন্তর্ব্বাণিজ্যের যত ক্ষতি হয়, যে কোন প্রকারের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ম্মিত রাস্তা তাহা পূরণ করিতে পারিবে কি? যদি দেশবাসীকে কংগ্রেসের বাণী শুনাইতে হয়, তবে কর্ম্মের তালে তালে সেই বাণী শুনাইতে হইবে, যাহা দেশবাসীর মরমে পশিয়া কংগ্রেসের আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য তাহাদিগের প্রাণ আকুল করিয়া তুলিবে।

নদীর অবস্থার সহিত উভয় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের আর্থিক অবস্থারও যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে। দিন যত যাইতেছে নদী ততই খারাপ হইতেছে। ফলে সংস্কার-সাধনে যত দেরী করা যাইবে কার্য্যোদ্ধার করিতে ততই ব্যয়-বাহুল্য ঘটিবে।

তাই আমরা এ বিষয়ে ২৪ পরগণা, যশোহর ও নদীয়া জেলাবোর্ডের কংগ্রেস প্রতিনিধিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলার পাট

বাংলায় ৩০ লক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ হয়। গত পাঁচ বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ হইতে দেখা যায় যে, বাংলায় গড়ে প্রতি সন ৯৫ লক্ষ বেল পাট জন্মে। ইহার মধ্যে ৮৫ লক্ষ বেলের কতক পাট কলগুলিতে চট বস্তা প্রভৃতি নির্ম্মাণে খরচ হয় ও কতকটা পরিমাণ বাছাই পাট সরাসর ডাণ্ডি, মার্কিণ বা অন্যান্য বিদেশী মুলুকে চালান হয়। অবশিষ্ট পাট বাংলার ঘরোয়া কাজে ব্যবহৃত হয়।

বাংলার পাট-সম্পদের বাৎসরিক মূল্য শত কোটী টাকা। বাংলার রাজস্বের প্রায় দশগুণ এক পাট হইতে পাওয়া যায়। এই একশ কোটী টাকার ত্রিশ কোটী মাত্র বাংলার কৃষকের হাতে পৌছে। এটা সরকারের হিসাব। আমাদের মনে হয়, বাংলার কৃষক পাট বেচিয়া ত্রিশ কোটী টাকা কিছুতেই পায় না। কাগজ কলমের হিসাব মত ইহাই হয়ত তাহার প্রাপ্য; কিন্তু আসলে ইহার ঢের কম সে পায়। সরকার বলিতেছেন যে, বাংলার কৃষক গড়ে মণকরা ৮৲ করিয়া পাটের দাম পায় এবং এই ৮৲ হিসাবে কৃষকরা প্রতি সন ত্রিশ কোটী টাকা পায়। ভারত সরকারের মতে কৃষকের অন্ততঃ মণকরা ১০৲ পাওয়া উচিত। অর্থাৎ সাড়ে সাত কোটী টাকা তাহার আরও বেশী পাওয়া চাই।

রপ্তানি শিল্পের দ্বারা ৭৫৲ কোটি টাকা লভ্যাংশ পাওয়া যায়। এই বিরাট রপ্তানি শিল্পের সমস্তই একরূপ ইংরেজের হাতে। এই রপ্তানি শিল্পের কল্যাণে রেল, জাহাজ, বীমা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি কোম্পানী মোটা হয়। ইহারা প্রায় ৮ কোটী টাকা পায়। ভারত সরকারের খাজাঞ্চিখানায় পাট-শুল্ক বাবদ কমসে কম পৌনে চার কোটী টাকা প্রতি সন জমা হয়। স্থানীয় ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ১৬ লক্ষ টাকা পায়।

বাংলার কৃষক গড়ে মণকরা ৮৲ টাকা দর পায়। রেল, জাহাজ ভাড়া ও কমিশন ইত্যাদি বাদে বিদেশে রপ্তানীকৃত কাঁচা পাটের মূল্য মণকরা ১৫৲ হিসাবে পড়ে (গত ৫ বৎসর এই হিসাব মত পাওয়া যাইতেছে)। তাহা হইলে দেখা যায়, বাংলার কৃষক আট টাকা পাইলে মহাজন, আরতদার পাট রপ্তানিকারিগণ মণকরা সাতটাকা লাভ করে অর্থাৎ কাঁচা পাটের যাহা ন্যায্য দাম তাহার অর্দ্ধেক যায় কৃষকের ঘরে আর অর্দ্ধেক যায় মহাজন আরতদার ও পাট ব্যবসায়ীর সিন্ধুকে। ইহা হইল কাঁচা পাটের কথা। আর মিলে

যে সকল পাট তৈরী হয়, ম্যানুফ্যাক্চার্ড জুট ও এই কাঁচা পাটের মূল্যের মধ্যে ঢের তফাৎ আছে।

ডাণ্ডির পাটকলওয়ালারা কাঁচা পাট পনর টাকা মণ দরে ক্রয় করে ও এ দেশের মিলের তৈরী পাট মণকরা তেইশ টাকা দরে ক্রয় করে। এখন বুঝুন পাটের টাকা যায় কোথায়।

বিগত পঁচিশ বৎসরের পাটের হিসাব এখানে দেখান হইল।

	মিলে খরচ	রপ্তানি	অন্যান্য কারখানায় খরচ	মোট
	লক্ষ বেল	লক্ষ বেল	লক্ষ বেল	লক্ষ বেল
১৮৯৯—১৯০৪	২৫'৭৭	২৪'৯৫	৫	৬৫'৭২
১৯০৪—১৯০৯	৩০'৪৩	৪২'১৫	৫	৮০'৫৮
১৯০৯—১৯১৪	৪২'০১	৪২'২১	৫	৮৯'২২
১৯১৪—১৯১৯	৫২'৪৬	২৩'৩১	৫	৮০'৭৭
১৯১৯—১৯২৪	৪৮'৮১	৩০'৬৯	৫	৮৪'৫০
১৯২৪—১৯২৫	৫৫'১৯	৩৮'২২	৫	৯৮'৪১
১৯২৫—১৯২৬	৫৩'৪৪	৩৫'১৭	৫	৯৩'৬১

বিগত ২৫ বৎসরে পাটের চাহিদা গড়ে ৮৫ লক্ষ বেল পরিমাণ হইয়াছে। ১৯২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮ সনে ৯০,১২০,১০০ ও ৯৯ লক্ষ বেল চাহিদার চাইতে বেশী জন্মিয়াছে। চাহিদা মাফিক উৎপাদন রাখিতে হইলে পাট চাষ শতকরা বিশ ভাগ কমাইতে হইবে। বেপারী, ফড়িয়া কৃষকদের নিকট হইতে ৮৪ তোলা সের ওজনে পাট ক্রয় করে। ইহা দ্বারা মণকরা দুই সের পাট তাহারা বেশী পায়। অনেক ক্ষেত্রে ৯৩ তোলা ওজনের সেরও ব্যবহৃত হয়।

বাংলার কৃষককে পাটের ন্যায্য মূল্য দিতে হইলে তাহাদের মধ্যে সঙ্ঘ বা জোট প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। মার্কিণ কানাডায় যেরূপ কৃষকদের দুইটি পুল আছে এখানে সেইরূপ জুট পুল প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কানাডার কৃষকরা তাহাদের দুইট পুল দ্বারা গমের দর নিয়মিত করে বা নিজেদের ইচ্ছা মাফিক রাখে। বাংলার কৃষকদের মধ্যে এরূপ জোট হওয়া চাই যে তাহারা অত মূল্যের কমে পাট বেচিবে না বা অতটা পরিমাণ জমির বেশীতে পাট চাষ করিবে না। ইহার জন্য বাংলার কৃষকদের মধ্যে পাটের বাজার দর, পাট চালানের কথা প্রভৃতি প্রচারিত হওয়া চাই।

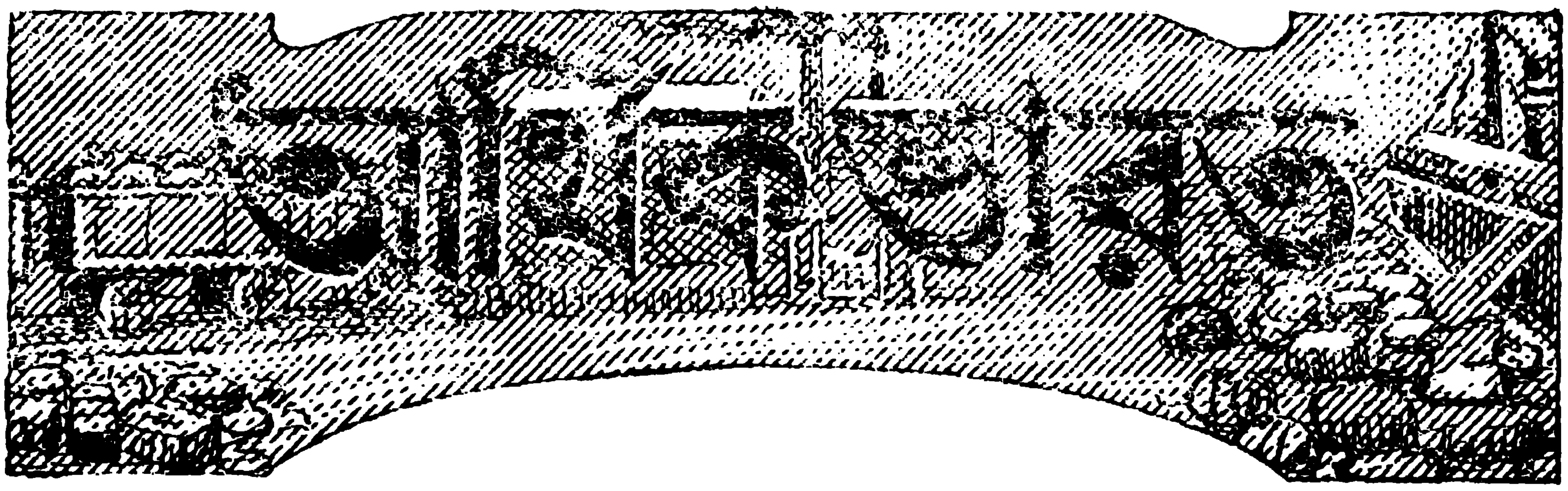

ভারতের খনিজ সম্পদ্

ভারতের খনিজ দ্রব্য সম্বন্ধে ১৯২৭ সনের যে সরকারী বিবরণ বাহির হইয়াছে নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

আলোচ্য বর্ষে মোট ৭১৪টী খনির জন্য 'কনসেশন' মঞ্জুর করা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ৭৫৯টি খনিকে 'কনসেশন' দেওয়া হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত 'কনসেশনের' মধ্যে দুইখানি খনি-খননের লাইসেন্স, ৩৬০৩ খানি ভবিষ্যৎ খননের লাইসেন্স এবং ১০৯ খানি খনির ইজারা পত্র।

এন্টিমনি

বার্ম্মা কর্পোরেশন লিমিটেড্ নামক ধাতু শোধক কারখানায় সীসা নিষ্কাশন কালে এন্টিমনি মিশ্রিত সীসা পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে শতকরা ৭৭ ভাগ সীসা, ২১ ভাগ এন্টিমনি এবং ৬ হইতে ৮ আউন্স পরিমাণ রূপা থাকে। ১৯২৬ সনে ১,০৫৭ টন এবং ১৯২৭ সনে ৫০৩ টন এন্টিমনি মিশ্রিত সীসা উৎপন্ন হইয়াছে। মূল্য যথাক্রমে ৩,২০৫০০ টাকা এবং ১,৬৩,০৬৫ টাকা।

তাম্র

১৯২৬ সনে সিংভূম জেলায় ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন লিমিটেডের মোসাবোনী খনির কাজ আরও কলকারখানা নির্ম্মাণের জন্য টাকা উঠাইবার অপেক্ষায় বন্ধ করিয়া রাখা হয়। ১৯২৭ সনে লণ্ডনের এংলো ওরিয়েন্টাল এণ্ড জেনারেল ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট লিমিটেড এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। ৫২,৫০,০০০ টাকা সংগৃহীত হয় এবং অবিলম্বে ঘাটশিলার অন্তর্গত মৌভাণ্ডারে কোম্পানীর নূতন স্থানে নূতন কারখানা নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে ৬২৪,৫৩৯ টন পরিমাণ তাম্র ওর মজুত আছে। ইহার মধ্যে আনুমানিক ২৪,২৩২ টন তাম্র আছে। ১৯২৭ সনে ৫,০০০ টন তাম্র ওর পাওয়া গিয়াছিল। মূল্য ২,০০,০০০ টাকা।

হীরক

আলোচ্য বর্ষে মধ্যভারতে ১১২,৭৪ ক্যারাট হীরক উৎপন্ন হইয়াছে, মূল্য ৪৪,৯৪৩ টাকা। পূর্ব্ববৎসর অর্থাৎ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে উৎপন্ন হইয়াছিল ৬৮,৬০, ক্যারাট—মূল্য ২৮,৫৬৯ টাকা।

স্বর্ণ

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে মোট ৩৮৪,২৭২,৫ আউন্স সোনা উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর উৎপন্ন সোনার পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল। আলোচ্য বর্ষে এই হ্রাস বন্ধ হইয়াছে। মহীশূরে ১,১৭৬ আউন্স সোনা কম উৎপন্ন হইলেও এবং সিংভূমে যে সোনা বেশী উৎপন্ন হইত তাহা বন্ধ হইয়া যাইলেও মাদ্রাজের অন্তর্গত দক্ষিণ অনন্তপুর গোল্ড মাইনস লিমিটেডের নূতন খনিতে অনেক বেশী পরিমাণ সোনা উৎপন্ন হইয়াছে।

কোলার গোল্ড ফিল্ডে ৫টী খনিতে সোনা উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে "চ্যাম্পীয়ন রীফ" এবং উরগাম খনির গভীরতা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯২৭ সনের শেষ দিকে যথাক্রমে ৬,৬১০'৫ ফুট এবং ৬৪৮৩'৫ ফুট দাঁড়ায়। কোলার খনিগুলিতে মোট ১৮৯১৮ জন লোক কাজ করে।

লৌহ

১৯২৭ সনে ভারতবর্ষে মোট ১,৮৪৬,৭৩৫ টন লৌহ উৎপন্ন হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা শতকরা ১১·৩ ভাগ অর্থাৎ মোট ১৮৭,৪৪০ টন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে ৬৯২,১৩৭ টন লৌহ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার উৎপাদক টাটা কোং। সিংভূমের উৎপাদিত ১,০০,০৩৭ টনের মধ্যে টাটা কোম্পানী তাঁহাদের নোয়াখুন্দি খনি হইতে ৫০৭,৫৮০ টন, বেঙ্গল আয়রণ কোম্পানী তাহাদের পানশরা, অজিতা এবং ম্যাকমিলান খনি হইতে ৩০২,২৫৮ টন এবং ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল কোং তাঁহাদের গুয়া নামক স্থানের খনিগুলি হইতে ১৯১,৭২৪ টন উৎপন্ন করিয়াছেন। অবশিষ্ট ৫,৪৭৫ টন অন্য দুইটি কারখানা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে "বার্ম্মা কর্পোরেশন লিমিটেড" কর্তৃক লৌহ উৎপাদিত হয়। আলোচ্য বর্ষে জামসেদপুর কারখানায় টাটা আয়রণ কোম্পানীর উৎপাদিত লৌহ এবং ইস্পাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ৯৪,৬৩৪ টাকা এবং ২,০২৭৭৪২ টাকা। বউডুইন খনির মিশ্রিত ধাতুসমূহ হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ৫৩,১০৩,৬৪৬ আউন্স রূপা বাহির হইয়াছে। মূল্য ৮৮,৪৯,৭২২ টাকা। আলোচ্য বর্ষে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৬,০০৪,৪৩৭ আউন্সে দাঁড়াইয়াছে। মূল্য ৯৪,৬৭,১৯৬ টাকা। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে সীসা এবং রূপা উভয়ের মূল্য যথাক্রমে টন প্রতি ৪১৫৮ টাকা এবং আউন্স প্রতি ১৷৶৯ পাই ছিল। আলোচ্যবর্ষে এই মূল্য হ্রাস পাইয়া যথাক্রমে টন প্রতি ৩৯৩০৯ টাকা এবং আউন্স প্রতি ১৷/৩ পাই দাঁড়াইয়াছে।

ম্যাঙ্গানিজ

আলোচ্য বর্ষে ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ছিল ১,০১৪,৯২৮ টন, ১৯২৭ সনে ১১২৯,৩৫ টন। মূল্য যথাক্রমে ২,৫৯০,৩৫৭ পাউণ্ড এবং ২,৮৪৪,২৩৭ পাউণ্ড। এ পর্য্যন্ত যত ম্যাঙ্গানিজ উৎপন্ন হইয়াছে তন্মধ্যে ১৯২৬ এবং ১৯২৭ সনের পরিমাণই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

মধ্য প্রদেশ ছাড়া ভারতের সকল প্রদেশেই ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবলমাত্র বিহার-উড়িষ্যার গঙ্গাপুর রাজ্যে, মধ্যপ্রদেশের ভাণ্ডারা এবং বালাঘাট জেলায় এবং মাদ্রাজের বেলারী জেলায় ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে।

বিহার উড়িষ্যার কেওনঝড় ও সিংভূম এবং বোম্বাই প্রদেশের পাঁচ মহালে খুব বেশী পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ উৎপন্ন হইয়াছে।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ম্যাঙ্গানিজের রপ্তানি ১২৫,৩০০ টন কমিয়া যায়। আলোচ্য বর্ষে রপ্তানির পরিমাণ ২৩০,০০০ টন বাড়িয়া ৮৪৩,৮২১ টন দাঁড়াইয়াছে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অর্থাৎ ৮৬২৭৭৭ টন রপ্তানি হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ভারতবর্ষ হইতে গ্রেট বৃটেনে ২১১৪০১ টন ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানি হইয়াছে। ১৯২৬ সনে যে পরিমাণ রপ্তানি হইয়াছিল আলোচ্য বর্ষের পরিমাণ তদপেক্ষা তিন গুণ বেশী। বেলজিয়ামে রপ্তানির পরিমাণ ১১,৫০০ টন হ্রাস পাইয়াছে। তথাপি বেলজিয়াম গ্রেট বৃটেনের বেশী পশ্চাতে নহে। ফ্রান্সের পরিমাণ প্রায় একরূপই আছে। হলাণ্ড ও ইটালীর আমদানির পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মাণি এবং জাপানে খুব বেশী পরিমাণ রপ্তানি হইয়াছে।

পেট্রোল তৈল

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীতে কিঞ্চিদধিক ১৫ কোটি ১৫ লক্ষ টন পেট্রোল উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে শতকরা ·৭৯ ভাগ ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে সমগ্র পৃথিবীতে পেট্রোলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৭ কোটি ১ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। তন্মধ্যে ভারতবর্ষের উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ·৭২ ভাগ। কাজেই পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা আলোচ্য-বর্ষে ভারতের পরিমাণ কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছে।

পৃথিবীর যে সব দেশে পেট্রোল উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে ১১শ স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারত-বর্ষে ও ব্রহ্মদেশে পেট্রোলের পরিমাণ বৃদ্ধির দিকে রাখা ক্রমেই কষ্টকর হইয়া পড়িতেছে। আলোচ্য বর্ষে কিঞ্চিদ-

থিক ২৮ কোটি ১০ লক্ষ গ্যালন উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব দুই বৎসর হইয়াছিল যথাক্রমে ২৮ কোটি ৯১ লক্ষ গ্যালন। সুতরাং এই তিন বৎসরের পরিমাণ বিচার করিয়া দেখিলে হ্রাসের গতি বন্ধ হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে।

আপার বার্ম্মার ইনাং ইয়ং খনিতে উৎপাদনের পরিমাণ নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই স্থানে যে কয়েকটি কোম্পানী আছে, তন্মধ্যে বার্ম্মা অয়েল কোম্পানীই ৫ ভাগের ৪ ভাগ পেট্রোল উৎপাদন করে।

ব্রহ্মদেশের অন্যান্য খনির মধ্যে থয়েটমাই এবং আপারা-চভউইন নামক স্থানেও পেট্রোলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মিনচু নামক স্থানে ৬৬৬,৫৩০ গ্যালন বেশী উৎপন্ন হইয়াছে।

আসামের সুরমা উপত্যকায় বদরপুর খনিতে পেট্রোলের পরিমাণ ১০ লক্ষ গ্যালন কমিয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে উত্তর আসামে দিগবোই খনিতে পেট্রোলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পাঞ্জাবে গত কয়েক বৎসরাপেক্ষা আলোচ্য বর্ষে পেট্রোলের অবস্থা সন্তোষজনক। খাউর খনিতে প্রায় ৪৫ লক্ষ গ্যালন বেশী উৎপন্ন হইয়াছে।

সৈন্ধব লবণের পরিমাণ ২৩,০৭৭ টন বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্রেট বৃটেন, স্পেন, মিশর এবং ইটালীর অধিকৃত দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রায় ১২১,৮৯৮ টন লবণ আমদানি হইয়াছে। জার্ম্মাণি হইতেও আমদানি লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এডেনের লবণের পরিমাণ সামান্য কমিয়া গিয়াছে। (হিন্দু)

সীসা রূপা

ব্রহ্মদেশের বউডুইন খনিসমূহে উৎপন্ন সীসামিশ্রিত ধাতুর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আলোচ্য বর্ষে সীসার মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৫৪,৩৩০ টন (১৯২৬) হইতে ৬৫,৯৬৭ টন দাঁড়াইয়াছে।

অভ্র

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ৪১,৯২৪ হন্দর অভ্র উৎপন্ন হইয়াছিল। উহার মূল্য ২২,১৯,৩৬৭৲। ১৯২৭ সনে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৪২,৬১৪ হন্দর দাঁড়ায়। মূল্য ২৪,৫২,০৫৫৲। যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট বৃটেনই ভারতের অভ্রের প্রধান আমদানিকারক। ১৯২৬ সনে ভারত হইতে যে অভ্র বিদেশে রপ্তানি হয়, তাহার শতকরা ৫২ ভাগই যুক্তরাষ্ট্র এবং ৩৫ ভাগ গ্রেট বৃটেন আমদানি করিয়াছে।

টিন

আলোচ্য বর্ষে ব্রহ্মদেশে টিনের পরিমাণ কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ৩,৫৪৮ টন (মূল্য ৬১,০১৮৫৮ টাকা) উৎপন্ন হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষের পরিমাণ ৪,৪৯৫ টন (মূল্য ৬৬,১৭,৭৭)। বিদেশ হইতে আমদানি টিনের পরিমাণ ১৯২৬ সনে ছিল ৫১,১০৩ হন্দর—মূল্য ৯৪,১২,৯২৭৲। আলোচ্য বর্ষে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ৬০,৫২৯ হন্দর হইয়াছে। মূল্য ১,১৬,৭২,৩৫২৲। (হিন্দু)

ইক্ষু গুড়

গত ১৯২৭-২৮ সালের গুড় উৎপাদনের সময়ে বর্ত্তমান কালের উন্নত প্রণালীর কলকারখানায় উৎপন্ন ভারতীয় ইক্ষু গুড়ের পরিমাণ ৪৮৭,৮৩১ মণ। তৎপূর্ব্ব বৎসরে উহার পরিমাণ ৮,৯২,০৪৭ মণ ছিল। ইহার কারণ এই যে, এই বৎসর গুড় হইতে বেশী পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। যদি ভবিষ্যতে ভাল ইক্ষু বেশী পরিমাণ উৎপাদন করা যায় এবং তাহা আবার কারখানার নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই ভারতীয় চিনি তাহাদের বে-দখলী স্থান পুনরায় দখল করিতে পারিবে আশা করা যায়। (বঙ্গরত্ন)

শ্রমিকদের বেতন-বৃদ্ধি

নিজাম রেল কর্ত্তৃপক্ষ শ্রমিকদিগকে নিম্নলিখিত সুবিধা দিয়াছেন:—(১) বৎসরে পনর দিন করিয়া পূর্ণ বেতনে সরকারী ছুটী থাকিবে। (২) বেতন কিছু বৃদ্ধি করা হইবে। (৩) শ্রমিকদিগের জন্য বিনামূল্যে পাশ। (৪) ছোটখাট কয়েকটী অসুবিধা দূর করা হইতেছে। ইউনিয়নের মারফতে আবেদন গ্রাহ্য হইবে। (খাদেম)

ভারতীয় শিল্প-মিশন

টেক্সটাইল টারিফ বোর্ডের নির্দ্দেশমত ভারত সরকার কর্ত্তৃক গত সনের ১৪ই জানুয়ারী ডাক্তার ডি, বি, মিক, মিঃ টি, ম্যালোনী ও মিঃ জীবনদাস দাতিয়াকে লইয়া এক ভারতীয় শিল্প মিশন গঠিত হয়। নিকট প্রাচ্য ও আফ্রিকা দেশে ভারতীয় মাল কাটতির কিরূপ সম্ভাবনা আছে ইহাই মিশনের অনুসন্ধান করিবার কথা। ভারতীয় শিল্প মিশন প্রায় ছয় মাস কাল ইরাক, পারস্য, সিরিয়া, মিশর, দক্ষিণ আফ্রিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ পর্য্যটন করিয়া ভারতে প্রত্যাগমন করেন। ভারতের বস্ত্র-শিল্পের যেরূপ মন্দা অবস্থা তাহাতে সকলেই মিশনের রিপোর্টের দিকে তাকাইয়াছিল। ভারতের বাহিরে ঐসকল দেশে ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের নয়া নয়া বাজার মিশন আবিষ্কার করিয়া ফেলিবেন ইহাই অনেকে ধারণা করিয়া বসিয়াছিল। সম্প্রতি ট্রেড মিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতীয় ট্রেড মিশন এ দেশের বস্ত্র-শিল্পের দুরবস্থার জন্য যে সকল দাওয়াই বাতলাইয়াছেন তাহা এখনই খাটান সম্ভবপর নয়। ধীরে ধীরে ভারতের বাহিরে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের বাজার কায়েম করিতে হইবে। ট্রেড মিশন ঐ সকল দেশ পর্য্যটন করিয়া যে সকল ষ্ট্যাটিস্‌টিকস্ তথ্য প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার কিম্মৎ ঢের বেশী।

ট্রেড্ মিশন বলিতেছেন যে, মেডিটারেনিয়ান সাগরোপকূলস্থিত দেশগুলি প্রতি সন গড়ে ২৫ কোটী গজ সূতি বস্ত্র ক্রয় করে। দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রয় করে ১৬ কোটী গজ। পারস্য ও ইরাক প্রতি সন কমসে কম ১৮ হইতে ১৯ কোটী গজ বস্ত্র আমদানি করে। এডেন ও সুদান আমদানি করে ১১ কোটী ৭০ লক্ষ গজ এবং পূর্ব্ব আফ্রিকা ৮ কোটী গজ বিদেশী বস্ত্র খরিদ করে। তাহা হইলে গোটা নিকট প্রাচ্য ও আফ্রিকা মুল্লুকে প্রতি সন কমসে কম ১১১ কোটী গজ বিদেশী বস্ত্র আমদানি হয়। ইহাতে ভারতের হিস্যা কত? একশত এগার কোটীর মধ্যে ভারতবর্ষ মাত্র এগার কোটী গজ বস্ত্র সরবরাহ করে। অর্থাৎ মোট চাহিদার শতকরা মাত্র ১০ ভাগ ভারতবর্ষের হিস্যায় পড়ে। এখন ভাবিয়া দেখুন ভারতের বস্ত্র-শিল্পের কি বিরাট সম্ভাবনা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত আছে। ভূমধ্যোপসাগরে উপকূলস্থ ও দক্ষিণ আফ্রিকা অঞ্চলের দেশগুলিতে ভারত এখনও তাহার বস্ত্রশিল্পের এক বিশাল উপনিবেশ গড়িতে পারে। তুরস্ক ও মিশরে ইতালী খুব সস্তা দরে মাল সরবরাহ করে। তাহার সঙ্গে বর্ত্তমানে ভারত-সন্তানের প্রতিযোগিতা করা সম্ভবপর নাও হইতে পারে। কিন্তু ভারতীয় রঙ্গীন বস্ত্র ও সূতির কম্বলের ব্যবসা ঐ দুই দেশে বেশ চলিতে পারে। পরাধীন ভারতের মজার কথা এই যে, ভারতীয় বস্ত্র চাহিদার ৩৮০ লক্ষ গজের ১৮০ লক্ষ গজই ভারতের ইংলণ্ড হইতে আমদানি করিতে হয়। এই আমদানি রোধ করিতে হইবে ও বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়া বিদেশী বাজার দখল করিতে হইবে।

ক্রয়ক্ষমতায় ভারত ও পশ্চিম এশিয়া

ভারতীয় ট্রেড মিশন অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রতি সন গড়ে (১) ভারতবর্ষ ১৯৬০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের বিদেশী মাল ক্রয় করে। ভারতের পরেই (২) দক্ষিণ আফ্রিকার স্থান। ইহার ক্রয়ক্ষমতা ৭৪০ লক্ষ পাউণ্ড। (৩) মিশর প্রতিসন ৫ কোটী পাউণ্ড মূল্যের বিদেশী মাল কেনে। (৪) তুরস্ক বৎসরে ২৪০ লক্ষ পাউণ্ডের বিদেশী জিনিষ আমদানি করে। (৫) পারস্য আমদানি করে ১৪০ লক্ষ পাউণ্ডের, (৬) সিরিয়া ১১০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের বিদেশী জিনিষ ক্রয় করে এবং (৭) কেনিয়া ইউগেণ্ডা একত্রে ৮০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের বিদেশী মাল আমদানি করে।

নিকট প্রাচ্যে ভারতীয় মাল

ভারতবর্ষ হইতে নিকট প্রাচ্যের কোন্ কোন্ দেশ কতটা পরিমাণ পণ্যসম্ভার ক্রয় করে তাহার তালিকা এখানে দেওয়া হইল।

(১) দক্ষিণ আফ্রিকা	...	২৪ লক্ষ পাউণ্ড
(২) পারস্য	...	২৪ " "
(৩) মিশর	...	১৭ " "
(৪) ইরাক	...	১৪ " "

(৫) এডেন	...	১৩ লক্ষ পাউণ্ড		
(৬) সুদান	...	৮	"	"
(৭) কেনিয়া, ইউগেণ্ডা	...	৭	"	"
(৮) ট্যাঙ্গানিয়াকা	...	৫	"	"

যাতায়াতের সুবিধার দিক্ হইতে বিবেচনা করিয়া এই দেশগুলিকে ক, খ, গ, ঘ, ঙ এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

ক শ্রেণী—পারস্য ও ইরাক।
খ শ্রেণী—সিরিয়া, তুর্কি ও মিশর।
গ শ্রেণী—এডেন, সুদান ও লোহিত সাগরের নিকটবর্ত্তী দেশগুলি।
ঘ শ্রেণী—কেনিয়া, ইউগেণ্ডা, ট্যাঙ্গানিয়াকা, ও জাঞ্জিবার
ঙ শ্রেণী—পোর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন এবং আফ্রিকার অন্যান্য আভ্যন্তরীণ অঞ্চল।

ক ও খ শ্রেণীর মধ্যে অনেকটা মিল আছে। ইহাদিগকে একত্রে ধরা যাইতে পারে। এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত দেশগুলির প্রত্যেকে গড়ে ভারত হইতে ৫৮ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের জিনিষ খরিদ করে। গ শ্রেণীর দেশ ভারত হইতে বাৎসরিক ২০ লক্ষ পাউণ্ড, ঘ শ্রেণী ১৬ লক্ষ পাউণ্ড ও ঙ শ্রেণী ৩৩ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মাল ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করে।

তুর্কি প্রতি সন ২৫ কোটি গজ বিদেশী বস্ত্র ক্রয় করে।

দক্ষিণ আফ্রিকা প্রতি সন গড়ে ১৫ কোটি টাকার বিদেশী বস্ত্র ক্রয় করে।

২২॥ কোটি গজ কোরা বস্ত্র

তুর্কি, পোর্ত্তুগিজ পূর্ব্ব আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার আমদানির পরিমাণ খাঁটি জানা যায় নাই। এগুলি ছাড়া আলোচ্য নিকট প্রাচ্য ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলিতে প্রতি সন ২২½ কোটী গজ কোরা বস্ত্র আমদানি হয়। ইহার মধ্যে ভারত সরবরাহ করে মাত্র ২ কোটি ৮০ লক্ষ গজ অর্থাৎ শতকরা ১২ ভাগ মাত্র।

দক্ষিণ আফ্রিকা, পোর্ত্তুগিজ পূর্ব্ব-আফ্রিকা ও তুর্কি বাদ দিলে আলোচ্য দেশগুলি প্রতি সন গড়ে ৩৫ কোটি ৭০ লক্ষ গজ রঙ্গীন ও ছাপান বস্ত্র ক্রয় করে। ইহার মধ্যে ভারতের হিস্যা মাত্র ৭ কোটি ৩০ লক্ষ গজ বা শতকরা ২০ ভাগ।

সুতি কম্বল

কেনিয়া, ইউগেণ্ডা, ট্যাঙ্গানিয়াকা ও দক্ষিণ আফ্রিকাই সাধারণতঃ সুতি কম্বল ক্রয় করে। পাউণ্ডে ১০ খানা কম্বল বিকাইলে ঐ সকল দেশে ৯০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের কম্বল বিক্রয় হইবার কথা। ইহার মধ্যে ভারত বর্ত্তমানে মাত্র ১৫½ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের কম্বল সরবরাহ করে। অর্থাৎ মোট ব্যবসার শতকরা মাত্র ১৭ ভাগ ভারত-সন্তানের হাতে।

ভারতীয় ট্রেড মিশন তাহাদের কর্ত্তৃক পরিদর্শিত দেশগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা:—

(ক) পারস্য এবং ইরাক।
(খ) লেভাণ্ট অর্থাৎ তুর্কি, সিরিয়া, মিশর।
(গ) এডেন ও সুদান।
(ঘ) পূর্ব্ব আফ্রিকা অর্থাৎ কেনিয়া এবং ইউগেণ্ডা, ট্যাঙ্গানিয়াকা ও জাঞ্জিবার।
(ঙ) পোর্ত্তুগিজ পূর্ব্ব আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা।

ইহাদের মধ্যে ক ও খ শ্রেণীর দেশগুলিতেই ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের উৎকৃষ্ট ও আশু বাজার মিলিবার খুব বেশী সম্ভাবনা আছে। পারস্য ও ইরাকে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের কাটতির জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করা দরকার।

পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভারতের সুযোগ

(ঘ) শ্রেণীর দেশগুলিতে প্রতি সন ৮ কোটি গজ বস্ত্র আমদানি হয়। ইহার মধ্যে ভারতবর্ষ ১৯২৭ সনে মাত্র ১ কোটি ৬ বা ৭ লক্ষ গজ সরবরাহ করে। অর্থাৎ ভারতের হিস্যায় পড়ে মোট আমদানির শতকরা ২০ ভাগ মাত্র।

সুতি বস্ত্র ছাড়া প্রতি সন পূর্ব্ব আফ্রিকা বিস্তর সুতির কম্বল খরিদ করে। ১৯২৭ সনে পূর্ব্ব আফ্রিকা ২,৩৭৫,০০০ সুতির কম্বল খরিদ করে। ইহার মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে

১৫৫,০০০ খানা প্রেরিত হয়। অর্থাৎ মোট আমদানির শতকরা মাত্র ৭ ভাগ ভারতবাসীর হিস্যায় পড়ে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বাণিজ্য

দক্ষিণ আফ্রিকা প্রতি সন ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ গজ সূতি বস্ত্র আমদানি করে। ইহার মধ্যে ভারতের হিস্যা মাত্র ১ কোটি ১৫ লক্ষ গজ অর্থাৎ শতকরা মাত্র ৭ ভাগ।

ইয়োরোপে ভারতীয় মাল

১৯২৫-২৬ সনে ভারতবর্ষ ইয়োরোপের নিকট ৯১ কোটি টাকার মাল বিক্রয় করে। ১৯২৬-২৭ সনে ঐ রপ্তানি কমিয়া মাত্র ৬৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু ১৯২৭-২৮ সনে ভারতবর্ষ আবার ৮২ কোটি টাকার মাল বিক্রয় করে। ইয়োরোপের আর্থিক সঙ্কট ও মুদ্রা-সমস্যা ১৯২৬-২৭ সনের ঘাটতির জন্য দায়ী।

বিগত তিন বৎসরে ভারতবর্ষ ইয়োরোপের কোন্ কোন্ দেশের নিকট মাল বিক্রয় করিয়াছে তাহার হিসাব এখানে লক্ষ টাকায় দেখান হইল।

দেশের নাম	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮
	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
জার্মাণি	২৫,৬৮	২১,৩৯	৩০,৬৮
ফ্রান্স	২০,৯৯	১৩,৮১	১৫,৭৬
ইতালী	১৮,৯৬	১১,৩৫	১২,৬৮
বেলজিয়াম	১২,৩৫	৮,৭৭	১০,৮৫
নেদারল্যাণ্ডস	৭,১৮	৬,২২	৭,৫০
স্পেন	৪,৮৫	২,৭৪	৩,২১
মোট ইয়োরোপ	৯১,০০	৬৫,৪৩	৮২,৩৮

ভারত কি কি জিনিষ বিদেশে পাঠায় ?

ভারতের রপ্তানি শিল্পের শতকরা ৮০ ভাগ কাঁচা মাল। অর্থাৎ ভারতবর্ষ বিদেশীদের নিকট যাহা বিক্রয় করে তাহার শতকরা ৮০ ভাগ তুলা, পাট, তৈলবীজ এবং খাদ্য শস্য। এখানকার ফর্দ্দ হইতে বিস্তৃত খবর পাওয়া যাইবে।

দ্রব্যে নাম	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮
	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
তুলা	২৭,৮৪	১৪,০৬	১৯,৪৯
পাট	২০,৮৯	১৫,৮৬	১৭,৭৮
বীজতৈল	১৯,৯৪	১৪,২৭	১৮,৩৮
খাদ্য শস্য	৯,২৬	৭,০৩	৮,০১

ইহাই হইল ভারতের পয়লা নম্বর রপ্তানি মাল।

দোসরা নম্বরে দেখিতেছি :—

	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮
	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
চামড়া	৩,২৪	২,৯৮	৩,৫৯
হেম্প	১,১২	৫৯	৫৫
ম্যাঙ্গানিজ	১,০০	১,০৭	১,০৪
লা (গালা)	৮৯	৬৭	১,১৮
কফি	৮২	৬০	১,৩০

তুলার দাম পড়িয়া যাওয়ায় ও আমেরিকা সস্তাদরে তুলা সরবরাহ করায় ভারতীয় তুলা প্রতিযোগিতায় সুবিধা করিতে পারিতেছে না। সেই জন্য তুলার হিস্যার রপ্তানি মালের কিম্মৎ কম হইয়া যাইতেছে।

১৯২৫-২৬ সনে ভারতীয় তুলা বেল প্রতি ২২৭ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। ১৯২৭-২৮ সনে মাত্র ১৭৭ টাকা করিয়া ভারতীয় তুলার গাঁইট বিক্রয় হইয়াছে। ইতালীই ভারতীয় তুলার বড় খরিদ্দার।

কোন্ কোন্ দেশ ভারতের তুলা ক্রয় করে ?

	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮
	হাজার বেল	হাজার বেল	হাজার বেল
ইতালী	৪৫৬	৩৩৪	৩৩০
বেলজিয়াম	২৪৩	১৫৯	২৩০
জার্মাণি	২১৮	১৪৫	২৩৭
ফ্রান্স	১৯৩	১২৩	১৮৫
স্পেন	৭৩	৫৪	৬২
নেদারল্যাণ্ডস্	৪৭	৩০	৬৩
মোট ইয়োরোপ	১,২৩২	৮১৬	১,০৯৮

পাটের দাম পড়িয়া গিয়াছে

পাটের দাম খুব বেশী রকম পড়িয়া গিয়াছে। ১৯২৫-২৬ সনে গড়ে এক বেল পাট ১০৪৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। ১৯২৭-২৮ সনে সেই স্থলে পাটের বেল মাত্র ৬১ টাকায় বিকাইয়াছে। ইহার ফলে ১৯২৫-২৬ সনে যেখানে ইয়োরোপে ২০ লক্ষ গাঁইট পাট ২১ কোটি টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়, ১৯২৭-২৮ সনে সেই স্থলে ৩০ লক্ষ পাট বিক্রয় করিয়া ১৮ লক্ষ টাকারও কম মূল্য পাওয়া যায়। গত তিন বৎসরের পাট রপ্তানির হিসাব এখানে দেওয়া হইল।

	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮
	হাজার বেল	হাজার বেল	হাজার বেল
জার্ম্মাণি	৮১০	১,০২৫	১,৪০০
ফ্রান্স	৪৯৬	৫০৩	৬১৩
ইতালি	২৭৫	২৫৩	২৭৪
বেলজিয়াম	১৮৪	২৪৮	২৭৩
স্পেন	১৬৭	১৮৭	২৫৩
নেদারল্যাণ্ডস	৭২	৬১	১১৭
মোট ইয়োরোপ	২,০০৪	২,২৭৮	২,৯৩০

তৈল-বীজ

গত তিন বৎসরে ইয়োরোপে কি পরিমাণ তৈলবীজ রপ্তানি হইয়াছে তাহা নিম্নে দেখান হইল।

	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮
	হাজার টন	হাজার টন	হাজার টন
রেপ সিড	৮২	৮৩	৬৩
সিসামাম	৬১	—	৬

মার্গারিণ ও অন্যান্য ভেজিটেবল বাটার ও লার্ড প্রস্তুতের জন্য ইয়োরোপে ভারতীয় গ্রাউণ্ডনাটের চাহিদা বেশ আছে। এখানে বিগত তিন বৎসরের চাহিদা দেখান হইল।

	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮
	হাজার টন	হাজার টন	হাজার টন
ফ্রান্স	২০৪	১২৫	১৪৩
জার্ম্মাণি	৯১	৮৭	১৮৯
নেদারল্যাণ্ডস	৭৫	৭৬	৯৮
ইতালী	৩৭	৫০	৮০
স্পেন	২৩	৪	৩
বেলজিয়াম	১২	৬	১৫
মোট ইয়োরোপ	৪৪২	৩৫০	৫২৯

সর্ষপ, তিসি

	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮
	হাজার টন	হাজার টন	হাজার টন
লিনসিড	১৭২	১২১	১৩৬
ক্যাষ্টরসিড	৩২	৩০	৩৪

চাউল

খাদ্য শস্যের মধ্যে ভারতীয় চাউলের চাহিদাই সব চাইতে বেশী। ইয়োরোপের মধ্যে জার্ম্মাণি ও নেদারল্যাণ্ড সকলের চেয়ে বেশী চাউল ভারত হইতে আমদানি করে। ইতালীয়ান ও স্পেনিশ চাউলের সঙ্গে ভারতীয় চাউলকে আজকাল অল্পবিস্তর প্রতিযোগিতা চালাইতে হইতেছে। এখানে জার্ম্মাণি, নেদারল্যাণ্ড ও গোটা ইয়োরোপে ভারতীয় চাউল রপ্তানির অঙ্ক দেখান হইল।

	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮
	হাজার টন	হাজার টন	হাজার টন
জার্ম্মাণি	৩৭৯	২৫৯	২৯৯
নেদারল্যাণ্ড	১০২	৮৯	৮০
গোটা ইয়োরোপ	৫৫৯	৪২৮	৪৬৯

গম

গত বৎসর হইতে বেলজিয়াম ও ফ্রান্স ভারতের নিকট হইতে বেশী গম ক্রয় করা সুরু করিয়াছে। তবে এই চাহিদার কোন স্থিরতা নাই। ইহা আমেরিকা কানাডা

ও ইয়োরোপের অন্যান্য অঞ্চলের গম উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও গোটা ইয়োরোপ বিগত তিন বৎসরে কি পরিমাণ ভারতীয় গম ক্রয় করিয়াছে তাহার পরিচয় এখানে দেওয়া হইল।

	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮
	হাজার টন	হাজার টন	হাজার টন
বেলজিয়াম	৯	৭	১৯
ফ্রান্স	৫	১৩	২০
গোটা ইয়োরোপ	২৭	২২	৪১

কাঁচা চামড়া

গো ও মহিষের চামড়া গত তিন বৎসরে ইয়োরোপে কি পরিমাণ রপ্তানি হইয়াছিল তাহা এখানে দেখান হইল।

	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮
মহিষ-চামড়া—	টন	টন	টন
জার্ম্মাণি	৫৮৭	১,৫৫১	২,৫২২
গোটা ইয়োরোপ	১,২১২	২,০৪৮	২,৭৯১
গো-চামড়া—			
জার্ম্মাণি	৮,৮৫৭	৯,৬৫০	১৬,৩৮৩
ইতালী	৫,২৯৯	৫,২৩৩	৪,১৬২
স্পেন	২,১৩৭	২,৫৮১	১,৫৫৫
গোটা ইয়োরোপ	২০,২৯৭	২০,০৮৩	২৫,৩২৩

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

বিগত তিন বৎসর ভারতবর্ষ কোন কোন দেশের নিকট কত টাকার মাল বেচিয়াছে তাহা এখানে দেখান হইল।

	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮
	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
ইউনাইটেড কিংডম	৭৮,৪৮	৬৩,৩৯	৭৮,৯০
জাপান	৫৬,৬৬	৪১,০০	২৯,০০
যুক্তরাষ্ট্র	৩৯,৪৭	৩৩,৬৮	৩৫,৯০
জার্ম্মাণি	২৫,৬৮	২১,৩৯	৩০,৬৮
ফরাসী	২০,৯৯	১৩,৮১	১৫,৭৬
ইতালী	১৮,৯৬	১১,৩৫	১২,৬৮
অন্যান্য দেশ	৩,৭৪,৮৪	৩,০১,৪৩	৩,১৯,১১

ইংলণ্ড ভারতের নিকট হইতে কি কি কেনে ?

ইংলণ্ড প্রধানতঃ ভারতবর্ষ হইতে চাউল, গম, পিজ, বিন প্রভৃতি খাদ্য-সম্ভার ক্রয় করে। এখানে ইউনাইটেড্ কিংডমের কাঁচা মাল আমদানির তালিকা দেওয়া হইল।

	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮ (৬ মাস)
চাউল	হাজার টন	হাজার টন	হাজার টন
ভারত হইতে	৪৩	৩৬	২১
যুক্তরাষ্ট্র হইতে	৭	১৬	১১
মোট ইংলণ্ডের আমদানি	১২০	১২৪	৭৪
গম			
ভারত হইতে	১৩৪	২৫০	১৫
যুক্তরাষ্ট্র হইতে	১,৫৫৯	১,৭৮০	৬৩০
কানাডা হইতে	১,৭৮৩	১,৬০৯	৯০২
মোট ইংলণ্ডের আমদানি	৪,৮১২	৫,৫২১	২,৬১২
পিজ			
ভারত হইতে	১০	১১	৭
জাপান হইতে	১৬	২৮	২৫
মোট ইংলণ্ডের আমদানি	৬৬	৭৩	৪৯
বিন			
ভারত হইতে	৩	৫	৭
মাদাগাসকার হইতে	৮	৮	৮
মোট ইংলণ্ডের আমদানি	২৮	৪১	২৮

বৃটিশ বাজারে ভারতীয় চাউলকে আমেরিকান, ইতালীয়ান ও স্পেনিশ চাউলের সঙ্গে জবর প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে।

সাবান ও রং শিল্পের মশলা

মার্গারিণ সাবান ও অন্যান্য রং শিল্পের জন্য ইংলণ্ড নিম্নলিখিত দেশের নিকট হইতে তৈল বীজ ক্রয় করে।

	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮ (৬ মাস)
তুলাবীজ	হাজার টন	হাজার টন	হাজার টন
ভারত	১০৮	৫৮	১৪৬
মিশর	২৬০	৩৪১	১০৩
মোট ইংলণ্ডের আমদানি	৫৩৯	৫৩৬	৩১৫
লিন্সিড			
ভারত	৪১	৫৬	১৯
আর্জেন্টিনা	২৬৯	২৭৮	১৭৫
মোট ইংলণ্ডের আমদানি	৩৬০	৩৫২	২০৬
রেপসিড			
ভারত	১০	৫	১৪
মোট ইংলণ্ডের আমদানি	১৬	৮	১৯

কফি, চা ও তামাক

বিগত তিন বৎসরে ইংলণ্ড কোন্ কোন্ দেশের নিকট হইতে কি পরিমাণ কফি, চা ও তামাক ক্রয় করিয়াছে তাহার তালিকা এখানে প্রদত্ত হইল। ভারতে প্রেফারেন্স্যাল টারিফ থাকায় ভারত হইতে চা, কফি ও তামাক আমদানি করিবার সময় ইংলণ্ডের ভারতকে শুল্ক দিতে হয়।

	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮ (৬ মাস)
কফি	১০ লক্ষ পাউণ্ড	১০ লক্ষ পাঃ	১০ লক্ষ পাঃ
ভারতবর্ষ	২	৮	৫
দক্ষিণ আফ্রিকা	১৬	২৬	১৯
মোট ইংলণ্ডের আমদানি	৫২	৭৬	৬২
চা			
ভারতবর্ষ	২৭০	৩০৪	৮১
ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ	৬৪	৭৫	৪০
মোট ইংলণ্ডের আমদানি	৪৯২	৫৩৯	১৯৫
তামাক			
ভারতবর্ষ	১১	৮	১
যুক্তরাষ্ট্র	১৬১	১৭৭	৬৮
মোট ইংলণ্ডের আমদানি	১৯৭	২২২	৮৩

বিলাতে জাভা চায়ের সঙ্গে ভারতীয় চাকে প্রতিযোগিতা চালাইতে হইতেছে।

ইংলণ্ডে ভারতীয় কাষ্ঠ আমদানি

ভারতীয় টিম্বারকে উত্তর ইউরোপ ও আমেরিকার টিম্বারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাইতে হইতেছে। এখানে ইহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে।

	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮ (৬ মাস)
		হাজার কিউবিক ফিট	
	মেহগিনি ছাড়া অন্যান্য আস্ত মজবুত কাঠ		
ভারতবর্ষ	৭৭	৭৯	৬৫
ফিনল্যাণ্ড	১৩০	১৩১	৬৩
যুক্তরাষ্ট্র	১,০৫১	৭০০	৫১০
কানাডা	৬৬৮	৩২১	৫১৫
মোট ইংলণ্ডের আমদানি	৩,৬২২	৩,৯৬৩	৭,৭৭৮

মেহগিনি ছাড়া অন্যান্য করাতে কাটা কাঠ

ভারতবর্ষ	১,৮৫৫	১,৬৬৩	৯৩২
ফিনল্যাণ্ড	৬৪৫	৮৩৯	৬৫
পোলাণ্ড	৬২৪	১,২৬১	৭৪৫
যুক্তরাষ্ট্র	১৩,৮০২	১৬,৪৩২	৯,৪৯৬
কানাডা	২,৯২৯	৩,৮২৪	১,৮৯৩
মোট ইংলণ্ডের			
আমদানি	২৩,০৮৪	২৮,১৪৯	১৫,০৯২

ইংলণ্ডের পাট, তুলা, পশম, রেশম যোগানে ভারতের ঠাঁই

তুলা	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
		হাজার বেল	(৬ মাস)
ভারতবর্ষ	১৬৭	১২০	১৪০
মিশর	৬২৭	৬৩২	২৯৬
যুক্তরাষ্ট্র	২,১৩৯	১,৮৩৫	৮৬৪
ইংলণ্ডের মোট			
আমদানি	৩,৪৮০	৩,০৯৫	১,৪৭০
হেম্প		হাজার টন	
ভারতবর্ষ	৬	৫	২
ফিলিপাইন	৪০	৫০	২৬
দক্ষিণ আফ্রিকা	৬	৭	৩
নিউজিল্যাণ্ড	৭	৭	৫
ইংলণ্ডের মোট আমদানি	৪৭	৯২	৪৭
পাট		হাজার টন	
ভারত (একচেটে)	১৩১	২৫১	১১৭
রেশম		হাজার পাউণ্ড	
ভারতবর্ষ	১৬	২২	৮
ইতালী	২১৮	১৮৪	৯৪
চীন	৩৬২	৩৫১	২১৫
জাপান	৩০২	৫১৮	২৮৮
মোট ইংলণ্ডের			
আমদানি	১,০২১	১,১৭৯	৬৭২
পশম		হাজার সেণ্টাল	
ভারতবর্ষ	৪১৪	৫৫২	৩১৪
অষ্ট্রেলিয়া	৩,০৪৪	২,৩৭৯	১,৬০১
নিউজিল্যাণ্ড	১,৮৪১	১,৯০৪	১,৫৯৮
দক্ষিণ আফ্রিকা	১,৪৭৭	১,৫৯০	১,২৪০
মোট ইংলণ্ডের			
আমদানি	৮,১১৪	৮,২২৫	৫,৯৯০

বিলাতের কাঁচা চামড়া

ভারত বনাম আর্জেন্টিনা ও দক্ষিণ আফ্রিকা

ইংলণ্ডের কাঁচা চামড়ার বাজারে ভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছে আর্জ্জেন্টিনা ও দক্ষিণ আফ্রিকা। আর্জ্জেন্টিনার চামড়া সাধারণতঃ ভিজা (ওয়েট)। সেইজন্য সেগুলি এখানে ধরা হইল না।

শুকনা কিপস্ (হাজার হন্দর)

	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
			(৬ মাস)
ভারত	২৯	৩৭	৪৪
দক্ষিণ আফ্রিকা	১১০	১৮৫	১২৩
মোট ইংলণ্ডের			
আমদানি	৫১৭	৭০৫	৪৯৮

ছাগ চামড়া

ভারত	৫০ লক্ষ	৪০ লক্ষ	৩০ লক্ষ
দক্ষিণ আফ্রিকা	১০ লক্ষ	১০ লক্ষ	৫ লক্ষ
মোট ইংলণ্ডের			
আমদানি	৮০ লক্ষ	৯০ লক্ষ	৬০ লক্ষ

ভারতীয় ট্যান করা ও কাঁচা চামড়ার পক্ষে ইংলণ্ডই সব চাইতে উৎকৃষ্ট বাজার। এখানে বিভিন্ন দেশের তুলনায় ইংলণ্ডে ভারতীয় ট্যান করা চামড়ার চাহিদা দেখান হইল।

ট্যানকরা গো-চামড়া

	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
			(৬ মাস)
	হাজার হন্দর	হাজার হন্দর	হাজার হন্দর
ভারতবর্ষ	২০১	২৮৫	১৫৯
যুক্তরাষ্ট্র	৬৮	৫৯	৩৯
জার্ম্মাণি	৯৮	৫৪	৪০
ফ্রান্স	২৫	৪৩	৪১
মোট ইংলণ্ডের আমদানি	৪৭৭	৫৪০	৩৮১

ট্যান করা ছাগ চামড়া

ভারতবর্ষ	৬৩	৮২	৩২
মোট ইংলণ্ডের আমদানি	৬৮	৮৮	৩৭

ট্যান করা মেষ চামড়া

ভারতবর্ষ	৪২	৫৩	২৫
অষ্ট্রেলিয়া	৯	১১	৩
মোট ইংলণ্ডের আমদানি	৭৫	৯২	৪৬

১৯২৭-২৮ সনে ভারতবর্ষ আসবাবপত্র (ফার্ণিচার), সৌখিন বস্ত্রাদি, কাঠের সৌখিন জিনিষ ও কার্পেট রাগ প্রভৃতি ৯৪ লক্ষ টাকার মাল বিদেশে বিক্রয় করে। ইহার অর্দ্ধেক ইংলণ্ড ও ⅙ অংশ আমেরিকা খরিদ করে।

উত্তর আমেরিকার সঙ্গে ভারতের কারবার

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় ভারতীয় মালের কাটুতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের নিকট হইতে গত তিন বৎসরে ঐ দুইটী রাষ্ট্র কি পরিমাণ মাল ক্রয় করিয়াছে তাহার হিসাব এখানে দেওয়া হইল।

	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮
	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
যুক্তরাষ্ট্র	৩,৯৪৯	৩,৩৬৮	৩,৫৭০
কানাডা	২১২	২০৫	২১৯

কানাডা গত ১৯২৭-২৮ সনে ভারতের নিকট হইতে ৬৯ লক্ষ টাকার চা ও ১৩৪ লক্ষ টাকার বস্তা ও চট খরিদ করিয়াছে।

আমেরিকা ১৯২৭-২৮ সনে ২২,৪৪ লক্ষ টাকার বস্তা ও চট, ৩৪৬ লক্ষ টাকার ছাগ চামড়া এবং ২,৩৬ লক্ষ টাকার শেলাক ভারতের নিকট হইতে ক্রয় করে।

ভারতে কাপড়ের কাটতি

১৯২৬-২৭ সালে ভারতবর্ষে নিম্নলিখিত মতে কাপড় বিক্রয় হইয়াছে।

বিদেশ হইতে আগত	১৮০ কোটি গজ
দেশীয় তাঁতে প্রস্তুত	১৩১ „
খদ্দর	১ „
দেশীয় কলে প্রস্তুত	২২৬ „
মোট	৫৩৮ কোটি গজ

যে সমস্ত কাপড় আমদানি হইয়াছে তাহার পরিমাণ ও মূল্য :—

বিদেশ হইতে	১৮০	কোটি গজ,	৫৫	কোটি টাকা
বিলাত „	১৫০	„ „	৪৫	„ „
জাপান „	২৪	„ „	৬·৫	„ „

রেশমী কাপড় আমদানি হইয়াছে নিম্নলিখিত পরিমাণ :—

বিলাত হইতে	৯ লক্ষ টাকা
চীন হইতে	১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা
জাপান হইতে	১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা

পশমী কাপড় আমদানি হইয়াছে নিম্নলিখিত পরিমাণ :—

বিলাত হইতে	২ কোটি টাকা
অন্যান্য দেশ হইতে	২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা

১৯২৬-২৭ সালে অন্যান্য পণ্য আমদানি হইয়াছিল নিম্নলিখিত পরিমাণ :—

বিভিন্ন দেশ হইতে	২৩১ কোটি টাকা
বিলাত হইতে	১১০ কোটি টাকা

(জনশক্তি)

ভারতে বিলাতী কাপড়

ম্যাঞ্চেষ্টারের একটি সংবাদে প্রকাশ, বিলাতী কাপড় এবং নকল রেশমের চাহিদা ক্রমেই বাড়িতেছে। বর্ত্তমান বৎসরে প্রথম ৯ মাসে বিলাত হইতে ১৬৯৭৫,৬৬৭ বর্গগজ অর্থাৎ ৭৫০৯৫৯৮৫ টাকার মাল বিদেশে চালান হইয়াছে, এই হিসাব অনুসারে ২৭,৩০৯,৯২৬ গজ কাপড় এবং ২৬৯৭০৪০৫ টাকার মাল ১৯২৭ সালের ঐ সময়ের অপেক্ষা বেশী কাটতি হইয়াছে। বৃটিশ ভারতই সর্ব্বপ্রধান খরিদ্দার এবং ব্রাজিল অন্য দেশের চেয়ে এবার ফরমায়েস বাড়াইয়াছে।

ভারতে রুশিয়ার কাপড়ের আমদানির ফলে বিলাতী কাপড়ওয়ালাদের আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সম্পর্কে একজন প্রধান ভারতীয় বস্ত্র-ব্যবসায়ী বলেন যে, খুব সম্ভবতঃ জাপানের সঙ্গে রুশিয়ার গোলমাল করা হইয়াছে। বস্ত্র-ব্যবসায়ের সম্পর্কে রুশিয়ার কথা এই প্রথম শুনিলাম। এই কারবার বহুদিন করিতেছি, কিন্তু রুশিয়ার এক টুকরা কাপড়ও এ পর্য্যন্ত আমার চোখে পড়ে নাই। রুশিয়া হইতে কলিকাতার বাজারে কোন কাপড় আমদানি হয় নাই। কাপড় আমদানি করিয়া ভারতের কাপড়ের বাজার মাৎ করিয়া দিতে পারে, এমন ক্ষমতা তাহার আছে বলিয়া জানি না। ভারতবাসীদের ব্যবসায়ের উপযোগী কাপড় তৈয়ার করিতে রুশিয়ার অনেক সময় লাগিবে।

অন্য দেশের মারফতে ভারতে আমদানি করা রুশিয়ার পক্ষে সম্ভব কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ইহার কোন অর্থ নাই। তাহাতে রুশিয়ার কোন লাভই নাই। নয়নশুক এবং ছিটের কাপড় জাপান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইতেছে। জাপানের কোন্ কোম্পানী ইংলণ্ডের কোন কোম্পানীর কাপড় নকল করিয়াছে। এই অভিযোগে আদালতে একটা মামলাও চলিতেছে। নয়নশুকের বাজারে বিলাতের প্রতিষ্ঠা এখনও অটুট রহিয়াছে।

(শান্তিবার্ত্তা)

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জন্মমৃত্যু-হার

প্রতি বৎসরের গড়

স্থান	জন্ম	মৃত্যু
বাঙ্গালা	৩০	২৯
যুক্তপ্রদেশ	৩৭	৩৭
বিহার	৩৫	৩১
পাঞ্জাব	৪২	৩৬
মাদ্রাজ	৩০	২৫
বোম্বাই	৩৩	৩৫
ব্রহ্মদেশ	৩১	২৭
আসাম	৩১	৩১

এই হিসাবে জানা যায়, বোম্বাই আসাম, যুক্তপ্রদেশের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। এই হারে বেশী দিন চলিলে ভারতের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। শিশুমৃত্যুর হার এত মারাত্মক যে, পৃথিবীর কোন দেশের সঙ্গে তুলনা হইতে পারে না। ভারতে প্রতি মিনিটে ৪টী শিশু মরে —শুধু বাঙ্গালায় প্রতি দিনে ৮০০টী শিশু মারা যায়।

তার উপর নানা রোগের কবলে অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় কেবল বৃটিশ ভারতে গত ১০ বৎসরে ৭৭ লক্ষ লোক মরিয়াছে। তার মধ্যে কলেরায় ২৮ লক্ষ, শ্বাসকৃচ্ছ্রে ৩ লক্ষ, বসন্তে ৭৫ হাজার, জ্বরে ৫০ লক্ষ। ১ কোটি লোক মরে বিনা চিকিৎসায়। কেবল জ্বরেই প্রতি বৎসর ৬৫ লক্ষ লোক মরে।

ফরাসী গ্রামে বিদ্যুৎ বিস্তারের জন্য ১৮ কোটি ফ্রাঁ

যুদ্ধের পর হইতে ফরাসী গ্রামগুলিতে বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে। ফ্রান্সের সকল গ্রাম-গুলি যাহাতে বিদ্যুতের সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে এজন্য ফরাসী সরকার খুব ব্যস্ত। ১৯২০ সনে ফরাসী গ্রামঅঞ্চলে বিদ্যুৎ বিস্তারের জন্য ফরাসী সরকার ৩৫ লক্ষ ফ্রাঁ বরাদ্দ করেন। এই টাকা প্রতি সন বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও ১৯২৭ সনে ১৫ কোটি ফ্রাঁ ও ১৯২৮ সনে ১৮ কোটি ফ্রাঁ দাঁড়ায়।

১৯২৩ সনের আগষ্ট মাসের আইন মোতাবেক ফরাসী সরকার গ্রাম অঞ্চলে বৈদ্যুতিক কারখানা বিস্তারকল্পে বেশী দিনের জন্য ১৭ কোটি ২০ লক্ষ ফ্রাঁ ধার দেন। সকল প্রকার ধার লইয়া ফরাসী সরকার এই ব্যাপারে কমসে কম ৭০ কোটি ফ্রাঁ ঋণ প্রদান করিয়াছেন। অবশিষ্ট ২০০ কোটি ফ্রাঁ দেপোর্তমা, কম্যুন, কৃষক, গ্রামবাসী, ফার্ম্মের মালিক ও অন্যান্য কারখানাদারগণ সরবরাহ করে। যুদ্ধের পর ১৯২৮ সনে ফ্রান্সের ৭ হাজার গ্রাম মাত্র বৈদ্যুতিক সুবিধা ভোগ করিত। ১৯২৭ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দেখা যায় ফ্রান্সের ৩৭,৯৮১ গ্রামের (কম্যুন) মধ্যে ২১,২৩৪ খানা গ্রামে বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম প্রচলিত হয়। অর্থাৎ ফ্রান্সের মোট কম্যুনগুলির শতকরা ৫৫ ভাগ বা ফ্রান্সের গোটা অধিবাসীর শতকরা ৮০ ভাগ বা ৩২,৭৮৪,৩৬৫ জন বর্ত্তমানে বিদ্যুৎ-শক্তির সকল প্রকার সুবিধা গ্রহণ করিয়া থাকে। ১৯২৭ সনে ৩ হাজার কম্যুনে বৈদ্যুতিক শক্তিকেন্দ্র স্থাপিত হয়।

সাধারণ পূর্ত্তকার্য্য-বিভাগ বা পাব্লিক ওয়ার্কসের মন্ত্রী মশিয়ে তার্দ্যেঁ বলেন, পুইভ্যালাদর ব্যারেজ স্থাপিত হইলে আগামী ছয় বৎসরের মধ্যে ফ্রান্সের প্রত্যেক গ্রাম বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত হইবে ও গ্রামবাসিগণ বৈদ্যুতিক শক্তি তাহাদের সকল প্রকার কাজে খাটাইতে পারিবে।

তুর্কির রেল সড়ক প্রচেষ্টা

ইস্‌মেত পাশার মন্ত্রিত্বের একটা প্রধান প্রোগ্রাম ছিল আনাতোলিয়ায় রেল সড়ক বিস্তার করা। এই বিরাট রেলওয়ে মোসাবিদা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ইস্‌মেত পাশা একদল কর্ম্মঠ কাজের লোকের সহানুভূতি ও সাহায্য পাইয়াছিলেন। পাব্লিক ওয়ার্কস বিভাগের কমিশনার বেজিত বে ইসমেত পাশার এই রেলওয়ে বিস্তারের প্রচেষ্টায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ব্যক্তিগত কয়েকটি কোম্পানী ও সরকার যে এই রেল লাইন গড়িবার কাজে হাত দিয়াছেন তাহা এই বেজিত বের অনুপ্রেরণার ফল।

তুর্কি বর্ত্তমানে ৪,৮৮২ কিলোমিটার রেল সড়ক স্থাপনের মোসাবিদা করিয়াছে ও ঐ পরিমাণ জমি সংগ্রহ করিয়াছে। ইহার মধ্যে ১,৩৭৫ কিলোমিটার রেল সড়ক তৈয়ারীর কাজ শুরু হইয়া গিয়াছে। ইহার ৪,৩৬৮ কিলোমিটার ব্রড গেজ রেল সড়ক হইবে ও বাকী ছোট রেল সড়ক বা মিটার গেজ লাইন হইবে। তুর্কি এই রেল সড়ক নির্ম্মাণের কাজে বিদেশী বিশ্বস্ত যে কোন কোম্পানীর সাহায্য লইতে রাজী আছে। দেশের অন্যান্য পাব্লিক ওয়ার্কস, ইমারত, রাস্তা ঘাট তৈয়ারীর জন্যও তুর্কি বিদেশী পুঁজিপতি ও কোম্পানীকে আহ্বান করিতেছে। তুর্কিতে

বর্ত্তমানে পুঁজি খাটাইবার যথেষ্ট সুবিধা আছে। কিন্তু তুর্কি জাতি অনেক ঠকিয়া শিখিয়াছে। তাহারা চায় কাজ, ধাপ্পাবাজি চায় না।

ইতালীতে সাতলক্ষ শিল্পকারখানা

ইতালীর সেণ্ট্রাল ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের এক রিপোর্টে প্রকাশ যে, বর্ত্তমানে ইতালীতে ৭৩১,৮৮৮টি শিল্প কারখানা আছে ও এগুলিতে ৪,০০২,৯৩১ জন শ্রমজীবী কাজ করে। অর্থাৎ ইতালীর মোট লোক-সংখ্যার প্রতি দশজনের মধ্যে একজন কারখানাতে কাজ করে। ২২৪টী ফার্ম্মের অধীনে হাজার লোকের উপর কাজ করে। ৪৭১টিতে ৫০১ হইতে ১০০০ লোক মজুরী করে, ১০২৭টিতে ২৫১ হইতে ৫০০ লোক ও ৩,১২০টি কারখানায় ১০১ হইতে ২৫০ জন লোক মজুরী খাটে। ৪,৫৮৫টি কারখানায় ৫১ হইতে ১০০ জন ও ৩০,৩৩০টি কারখানায় ১১ হইতে ৫০ জন লোক মাত্র চাকুরী করে। প্রায় ১৫ লক্ষ লোকের উপর বা ইতালীর মোট শিল্প-জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ এমন সমস্ত কারখানায় দিনমজুরি করে যেগুলিতে মাত্র শতখানেক লোক চাকুরী করে। ইতালীর শিল্পকারখানাগুলি কিভাবে পরিচালিত হয় ও ঐদেশে বেকার-সমস্যার কিরূপে সমাধান করা হইতেছে তাহা উপরোক্ত তালিকা হইতে বুঝা যায়।

তুর্কির যন্ত্রপাতি শিল্প

বাগ্দাদ রেলওয়ে ক্রয়ের সকল বন্দোবস্ত হইয়া গেলে তুর্কিতে প্লাণ্ট, ও রোলিং ষ্টক ও কনষ্টাণ্টিনোপল, স্মার্ণা, প্রভৃতি বন্দরের কারখানাগুলিকে আধুনিক করিবার চেষ্টা চলিবে।

নূতন ল্যাটিন বর্ণমালা প্রবর্ত্তিত করার ফলে নূতন টাইপ ও প্রিণ্টিং মেশিনারীর চাহিদা খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। টাইপ রাইটারের চাহিদাও খুব বাড়িয়াছে, এগুলিকে বিনাশুল্কে তুর্কিতে আমদানি করিতে দেওয়া হইবে। তুর্কি সরকার সরকারী দপ্তরের জন্য চারি হাজার টাইপ রাইটারের অর্ডার দিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য আফিস আদালত মার্চ্চেণ্ট আফিস, ব্যবসা পল্লী প্রভৃতির জন্য আরও অনেক বেশী সংখ্যায় টাইপ রাইটারের প্রয়োজন হইবে।

তুর্কিতে খনিজ সম্পদ্ আহরণের যেরূপ চেষ্টা চলিতেছে তাহাতে এই সম্পর্কিত যন্ত্রপাতিরও খুব দরকার হইবে বলিয়া মনে হয়। বস্ত্র-শিল্প-সম্বন্ধীয় যন্ত্রপাতির এখনও তেমন আদর হয় নাই, যদিও আদানা সহরে শীঘ্রই একটী কটন স্পিনিং ও উইভিং মিল গড়িয়া উঠিবে। পুঁজি কোথা হইতে আসিবে তাহা এখনও জানা যায় নাই। এগ্রিকালচারাল মেশিনারির আগে যেরূপ আদর ছিল এখন আর তাহা নাই। দেশটাতে দ্রুত ইলেক্ট্রিফিকেশন করার ফলে তড়িৎ সাজসরঞ্জামের কাটতি বেশী হইবে। বেতার সম্বন্ধেও সাধারণের বেশ উৎসাহ আছে। বেতার যন্ত্রপাতিও চলিবে। তুর্কির পুঁজির দৌড়ের উপরই এই সকল বিদেশী মাল কাটতির সম্ভাবনা নির্ভর করে।

ইন্দো-চীনে তুলার চাষ

১৯২৭ সনে ইন্দোচীনের ৪,৩২০ একর জমিতে তুলার চাষ হয়। এই তুলার জমিগুলির অধিকাংশই পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত ফুহে ও ল্যাং সন নামক স্থানে উৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদনের গবেষণা চলিতেছে।

ইন্দো-চীনের কৃষির ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল, বিশেষজ্ঞরা এরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন। খাল বিল কাটিয়া ইন্দো-চীনের চাষের জমিতে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

১৯২৭ সনে ইন্দো-চীন ২,৩০০ টন ব্লাক ও গ্রিন চা ক্রয় করে। বিদেশী চায়ের এই আমদানি হ্রাস করিবারও চেষ্টা ইন্দোচীনে চলিতেছে।

রোমের জল-সরবরাহ

গোটা রোম নগরীর জল-সরবরাহের জন্য পেচোরা নদীর মুখে একটী সুবৃহৎ একোয়াডাক্ট (জলের নল) প্রস্তুত হইতেছে। এখান হইতে প্রতি সেকেণ্ডে ৪ কিউবিক মিটার জল উঠিবে ও সমস্ত রোমনগরীর জলের পাইপ সমূহে বিস্তারিত হইবে। এগুলি সেকেণ্ডে ১৬ কিউবিক

মিটার পর্য্যন্ত জল উত্তোলন করিতে পারিবে। একোয়া-ডাক্টটি ৪৬·৬ মাইল লম্বা হইবে ও ইহা সম্পূর্ণ করিতে পাঁচ বৎসর লাগিবে।

তুরস্কের সিমেণ্ট ফ্যাক্টরী

আপাততঃ ২০ লক্ষ তুর্কি-পাউণ্ড মূলধন লইয়া তুর্কিতে এক কোম্পানী খাড়া হইয়াছে। ইহার টাকা জোগাইয়াছেন বেলজো-ডেনিশ আর্থিক যৌথ। এই কোম্পানী আনাতোলিয়া প্রদেশের কারতাল নামক স্থানে শীঘ্রই একটী আধুনিক ধরণের সুবৃহৎ সিমেণ্ট ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এতদিন তুরস্ক বিদেশ হইতে তাহার যাবতীয় সিমেণ্ট আমদানি করিত। এই ফ্যাক্টরী গড়িয়া উঠিলে তুর্কিকে আর পরদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না। যদিও আপাততঃ কয়েক বৎসর এই ফ্যাক্টরী তুর্কির সকল ঘরোয়া চাহিদা মিটাইতে সমর্থ হইবে না, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে ফ্যাক্টরী তাহার কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান আরও বিস্তার করিবে ও তুরস্কের সম্পূর্ণ সিমেণ্ট সরবরাহের ভার গ্রহণ করিবে।

লেনিনগ্রাডের বিদ্যুৎ সরবরাহ

এম, ক্রোসটালেভস্কীর অধিনায়কত্বে লেনিনগ্রাডের বৈদ্যুতিক সরবরাহ ও ঐ শিল্পের অনুসন্ধান করিবার জন্য গ্রাডেলেক্টো কমিশন নামক এক কমিশন নিযুক্ত হয়। সম্প্রতি ইহার রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। লেনিনগ্রাডের বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পর্কে কমিশন বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে যে সকল নূতন পাওয়ার হাউস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা দ্বারাও সমগ্র সহরে উপযুক্তভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতে পারে না। ইহার জন্য কমিশন এক লক্ষ বা দেড় লক্ষ কিলওয়াটের আর একটি ষ্টীম পাওয়ার হাউস স্থাপন করিবার এক মোসাবিদা করিয়াছেন। তাহাদের এই মোসাবিদা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। এই জন্য ২॥ কোটি ডলার বা সাড়ে সাত কোটি টাকার জিনিষ ধারে ক্রয় করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। খুব সম্ভব আমেরিকা এই কাজের জন্য সকল প্রকার বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ধারে বিক্রয় করিবে ও আমেরিকা নিজেই এই বিরাট বিদ্যুৎ-ভবন স্থাপনের কাজে আত্মনিয়োগ করিবে।

টিনপ্লেট শিল্প

যুদ্ধের পর হইতে টিনপ্লেট শিল্পের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর গোড়াতে ইংরেজই সব চাইতে বেশী টিনের বাসনকোসন প্রস্তুত করিত এবং আমেরিকার নিকট এগুলি খুব বেশী বিক্রয় করিত। যুদ্ধের পর হইতে কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আমেরিকাই আজকাল টিনপ্লেট উৎপাদনে দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। আমেরিকা আজকাল প্রতিসন ২৫ লক্ষ টন টিনের বাসনপত্র তৈয়ারী করে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণি তাহার ঘরোয়া চাহিদার সিকি টিনের প্রস্তুত পণ্যদ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি করিত। বর্ত্তমানে জার্ম্মাণি ঘরোয়া চাহিদা মিটাইয়াও তাহার মোট উৎপাদনের শতকরা ৩০।৪০ ভাগ মাল বিদেশে পাঠায়।

জাপানও টিনের বাসনপত্র বিস্তর বিদেশে রপ্তানি করে। ভারতের হাট বাজার তো আজকাল জাপানী মাল-পত্রে বোঝাই। জাপানী টিনের থালা, বাটি, ঘটি, গ্লাস আজকাল বাংলার তথা ভারতের প্রতি গৃহেই দেখিতে পাওয়া যায়।

তাম্র-জগৎ

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে আজ পর্য্যন্ত গোটা দুনিয়ার তাম্র উৎপাদনের শতকরা ৪৮ ভাগ যুক্তরাষ্ট্রের খনি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ১৮৪৫ সন হইতে ১৯১৭ সনের মধ্যে গোটা দুনিয়ায় যে পরিমাণ তাম্র উৎপাদন করা হইয়াছে এক আমেরিকায় ঐ সময় তাহার চাইতে বেশী তাম্র উৎপাদন করা হয়।

১৯২০ সন পর্য্যন্ত বিগত ৬০ বৎসরে গড়ে প্রতি ১২ বৎসরে তাম্র উৎপাদনের হার শতকরা ৬০·১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর ঐ সময়ে এক আমেরিকার তাম্র উৎপাদনের হারে শতকরা ১৪৫·৮ ভাগ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

১৮৫০ সনের পূর্ব্বে দুনিয়ার তাম্র-উৎপাদনের তালিকায় আমেরিকার হিস্যা শতকরা মাত্র ১ ভাগ ছিল। ১৮৫০ সন হইতে ১৯০০ সন পর্য্যন্ত আমেরিকার খনি হইতে দ্রুত গতিতে তাম্র উত্তোলিত হইতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জগতের মোট তাম্রের শতকরা ৫২ ভাগ ছিল আমেরিকান মাল।

১৮০০ সন হইতে ১৮৫০ সনের মধ্যে ইয়োরোপে মোট দুনিয়ার শতকরা ৬৩ ভাগ তাম্র উৎপাদিত হয়। ঐ সময় এশিয়ার হিস্যা ছিল শতকরা ১৩ ভাগ, দক্ষিণ আমেরিকার ১৭ ও উত্তর আমেরিকার ৫ ভাগ মাত্র। পরবর্ত্তী ৫০ বৎসরে তাম্র-উৎপাদনের ভৌগোলিক সীমানা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ঐ সময় উত্তর আমেরিকা গোটা দুনিয়ার ৩৭ ভাগ তাম্র সরবরাহ করে। ইয়োরোপের তাম্র উৎপাদনের হিস্যা শতকরা ৩০ ভাগেরও নীচে নামিয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকা ঐ সময় শতকরা ২১ ভাগ তাম্র সরবরাহ করে। অবশিষ্ট অষ্ট্রেলেশিয়া, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে উৎপাদিত হয়। ১৯২৬-২৭ সনের তাম্র-জগতের তালিকায় দেখা যায়, উত্তর আমেরিকা তাহার শতকরা ৬১ ভাগ উৎপাদনের অঙ্ক লইয়া তাম্র-উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে প্রথম স্থান দখল করিতেছে। তাম্র জগতে দক্ষিণ আমেরিকা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। তাহার হিস্যা শতকরা ১৮। ইহার পরেই ইয়োরোপের স্থান, উৎপাদনের অঙ্ক মাত্র ৮। আফ্রিকা চতুর্থ, তাহার হিস্যা ৭ এবং এশিয়া মহাদেশ শতকরা ৫ ভাগ তাম্র যোগাইয়া পঞ্চম বা সর্ব্বনিম্ন স্থান অধিকার করিয়া আছে।

কানাডায় ফরাসী রেশম ফ্যাক্টরী

লিঁওর ইউনাইটেড সিল্ক উইভিং কোম্পানী কুইবেকের ক্যাপ ম্যাডেলিন নামক স্থানে কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের এক ব্রাঞ্চ কারখানা খুলিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। ঐ কারখানায় কৃত্রিম রেশম সূতা উৎপাদন করা হইবে ও তদ্দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত করা হইবে। কারখানার গৃহ নির্ম্মাণ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির জন্য ৬০ লক্ষ টাকা খরচ করা হইবে।

বিলাতী রেশম

ম্যানচেষ্টার চেম্বার অব্ কমার্সে প্রকাশ, গত সনের প্রথম এগার মাসে ইংলণ্ড ৯২,৫০০,০০০ বর্গ গজ কৃত্রিম রেশম বস্ত্র রপ্তানি করে। ইহার মূল্য ৬,৪৯৩,৫২০ পাউণ্ড। ১৯২৭ সনের তুলনায় ১৯২৮ সনে ইংরেজ ১,৯৫৭,৮২৩ পাউণ্ড মূল্যের ২৮,৬৫১,৭৪৯ গজ রেশম বস্ত্র বেশী বিক্রয় করে।

ভারতবর্ষ ও ব্রাজিলই ইংরেজের রেশমের বড় খরিদ্দার। ব্রাজিল ইংরেজের তৈয়ারী রেশম বস্ত্রের শতকরা ২০ হইতে ৩০ ভাগ ক্রয় করে। গত সনের এগার মাসে প্রস্তুত রেশম বস্ত্রগুলির অর্দ্ধেক সূতি ও অর্দ্ধেক রেশম।

পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের অর্ডার

বিলাতের মেট্রোপলিটান ভাইকার্স ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানী সম্প্রতি ৫ লক্ষ পাউণ্ডের দুইটি মোটা অর্ডার পাইয়াছে। রটারডাম মিউনিসিপ্যালিটীর ৪২ হাজার কিলওয়াট টার্বো জেনারেটিং সেট সরবরাহের একটী ও অন্যটী ভারতের গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলার রেলওয়ের জন্য ২১ খানি ইলেক্‌ট্রিক প্যাসেঞ্জার লোকমটিভ্‌ (যাত্রীবাহী গাড়ী) সরবরাহের জন্য।

কানাডার রেলওয়েগুলির সচ্ছলতা

গত সনের প্রথম এগার মাসে কানাডিয়ান ন্যাশনাল রেলওয়েগুলি ২৫৩,০০০,০০০ ডলার আয় করে। ১৯২৭ সনে ঐ আয়ের পরিমাণ ছিল ২১৭,০০০,০০০ ডলার। গত সনে রেলগুলি চালাইবার জন্য ১৯৯,৫০০,০০০ ডলার ব্যয় হয়; ১৯২৭ সনে হইয়াছিল ৫৮৫,৫০০,০০০ ডলার। তাহা হইলে গত সনে কানাডার রেলগুলির নিট আয় হইয়াছিল ৫৩,৫০০,০০০ ডলার বা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৬ কোটি টাকা। ১৯২৭ সনে ৪৫,৫০০,০০০ ডলার নিট আয় হয়।

গ্রীসের বন্দর উন্নতি

সালোনিকা বন্দরে দিন দিন বাণিজ্য কারবার যেরূপ

বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে তাহাতে অনতিবিলম্বে বন্দরের বিস্তৃতি সাধন না করিলে সাধারণ ব্যবসা বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। গত সনের অক্টোবর মাসে ঐ বন্দরে ৯২,৫০০ টন ভারবাহী ১৭০ খানি জাহাজ পণ্যসম্ভার লইয়া আগমন করে। অক্টোবর মাসে ৫১,৯৫০ টন মালের কারবার হয়। বর্ত্তমানে বন্দরটী একটী ফরাসী কোম্পানীর তাঁবে। বন্দরটীর কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিবার জন্য আন্তর্জ্জাতিক ফ্রি জোনের কর্ম্মকর্ত্তাগণ ও গ্রীক সরকার ঐ কোম্পানীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন। সালোনিকার ষ্টেশনটী বাড়াইবার মোসাবিদাও গ্রীক সরকার ভাবিয়া দেখিতেছেন।

জার্ম্মাণিতে তের লক্ষ লোক বেকার

প্রুশিয়ান চেম্বার্স অব ইণ্ডাষ্ট্রী এণ্ড কমার্সের বিবরণে প্রকাশ জার্ম্মাণির শিল্প-কারখানার বড় দুঃসময় যাইতেছে। ১৯২৭ সনের চাইতে ১৯২৮ সনের অবস্থা আরও খারাপ। গত নবেম্বর মাস হইতে জার্ম্মাণিতে বেকার লোকের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমানে কমসে কম ১৩ লক্ষ জার্ম্মাণ বেকার বসিয়া আছে।

গবর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য কারখানাদারদের শত চেষ্টা সত্বেও জার্ম্মাণি গত সনের প্রথম ১১ মাসে বিদেশীদের নিকট যে পরিমাণ মাল বেচিয়াছে তাহার ২৫০ কোটি মার্ক মূল্যের মাল বেশী কিনিয়াছে।

সুইডেনের মোটরগাড়ী শিল্প

সুইডেন সাধারণতঃ বেশী মূল্যের মোটরগাড়ী তৈয়ারী করিত, সেই জন্য এতদিন সুইডেনের গাড়ী খুব কম বিক্রয় হইত। বর্ত্তমানে সুইডেন সাধারণের উপযোগী করিয়া গাড়ী ও লরি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছে। তাহার বিক্রয়ের অঙ্কও বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৯২৭ সনে সুইডেনের বিভিন্ন কারখানায় প্রস্তুত মাত্র ২৯৭ খানা যাত্রীবাহী মোটরগাড়ী ও মালবাহী লরি বিক্রী হয়। ১৯২৮ সনে ঐ বিক্রয়ের সংখ্যা ৯৮৭তে পৌছে। এ বৎসর সুইডেন ২,৫০০ খানা গাড়ী বিক্রয় করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রমজীবিগণের বাসস্থানোপযোগী গৃহনির্ম্মাণ

প্রত্যেক দেশেই শ্রমজীবিগণের জন্য স্বাস্থ্যপ্রদ বাসস্থান সরবরাহ করা একটা বড় সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। বড় বড় সহরেই এই সমস্যা প্রবলাকারে দেখা দিয়াছে। অস্বাস্থ্যকর বস্তিতে শ্রমজীবিগণকে বসবাস করিতে দিলে ইহা যে গোটা দেশের উন্নতির গতি বন্ধ করিয়া দেয় তাহা অনেক পুঁজিপতিও আজ বুঝিতে পারিয়াছেন। ইয়োরামেরিকার অনেক রাষ্ট্র এজন্য সরকারী অর্থে শ্রমজীবিগণের বাসস্থান নির্ম্মাণের কাজে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বিউরো অব লেবার ষ্ট্যাটিসটিকস্ দেখিতেছি আমেরিকায় এই ধরণের সরকারী বে-সরকারী অনেক প্রতিষ্ঠান শ্রমজীবীদের গৃহ-নির্ম্মাণের কাজে লাগিয়া গিয়াছে। ১৯২০ সনে মার্কিণ মুল্লুকে সর্ব্বপ্রথম এই ধরণের একটী গৃহ-নির্ম্মাণ-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পর্য্যন্ত ছয়টি নামজাদা বিল্ডিং ও লোন অ্যাসোসিয়েশ্যন আমেরিকার শ্রমজীবিগণের স্বাস্থ্যপ্রদ বাসস্থানোপযোগী ৪৪১টি ইমারত গড়নের কাজে টাকা যোগাইয়াছে।

ট্রেড্ ইউনিয়ন সমিতির মধ্যে এ পর্য্যন্ত মাত্র দুইটি প্রকৃতপক্ষে তাহাদের সভ্যগণের বাসস্থান নির্ম্মাণের কাজে হাত দিয়াছে। একটি ব্রাদারহুড অব্ লোকমটিভ এঞ্জিনিয়ার্স ও অন্যটি অ্যামালগ্যামেটেড্ ক্লোদিং ওয়ার্কার্স (ক্লথ, হ্যাট, ক্যাপ এণ্ড মিলিনারী ওয়ার্কার্স, ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিয়নও ইহার সভ্যদের জন্য গৃহ-নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছেন, কিন্তু আর্থিক অবস্থার সুবিধা না হওয়া পর্য্যন্ত ইউনিয়ন ঐ সঙ্কল্প বর্ত্তমানে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছেন না)। উপরোক্ত দুইটী সঙ্ঘের মধ্যে প্রথমটি ফ্লোরিডাতে পৃথক পৃথক অনেকগুলি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শেষোক্তটি নিউইয়র্ক সহরে কয়েকটি বড় বাড়ী করিয়া ফেলিয়াছেন। এই সকল বাড়ীগুলিতে কেবল মাত্র ঐ দুইটী প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ থাকিবেন না; পরন্ত অন্যান্য বাহিরের লোকের কাছেও এই বাড়ীগুলি ভাড়া দেওয়া যাইবে।

এগুলি ছাড়াও কতকগুলি বিভিন্ন ব্যবসায় নিযুক্ত

কর্ম্মচারিগণের ট্রেড্ ইউনিয়নের উদ্যোগে নিউ ইয়র্ক সহরে একটি ইমারত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এইরূপ সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারা ট্রেড ইউনিয়নকারিগণ প্রথমতঃ তাহাদের বাসস্থানের অসুবিধা দূর করিয়াছে। সুখে সচ্ছন্দে আরামপ্রদ বাড়ীতে থাকিবার বন্দোবস্ত তাহারা করিয়া লইয়াছে। নিউ ইয়র্ক সহরের ট্রেড ইউনিয়নকারিগণ আরও অনেক অসুবিধা দূর করিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা দুধ, বরফ, বিদ্যুৎ, মুদিখানার জিনিষ, চা'ল, ডা'ল, তরি তরকারী, মাছ, গোস্ত প্রভৃতি দৈনন্দিন আহারীয় দ্রব্যও সম্মিলিত ভাবে ক্রয় করিতেছে। ইহা ছাড়া লাইব্রেরী, বাগবাগিচা, ব্যায়ামগার, খেলার মাঠ প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত তাহারা করিয়া লইয়াছে।

অ্যামালগ্যামেটেড্ ক্লোদিং ওয়ার্কারদের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ১৯২৫ সনের এপ্রিল মাসে ৩ লক্ষ ১৫ হাজার ডলার মূল্যে কতকটা জমি খরিদ করা হয়। ১৯২৭ সনের ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে ঐ জমির উপর সম্মিলিত শ্রমজীবিগণের জন্য পাঁচটী প্রাসাদতুল্য ইমারত গড়িয়া উঠে। ১৯২৮ সনের মার্চ্চ মাসে ষষ্ঠ দালানটি সম্পূর্ণ হয়। বর্ত্তমানে সপ্তমটি নির্ম্মাণের কাজ চলিতেছে। অ্যামালগামেটেড ক্লোদিং ওয়ার্কারগণের ইউনিয়ন এইরূপ সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেখাইতে চান যে, সকলেই অল্প ভাড়ায় সুখে স্বচ্ছন্দে সহরে বাস করিতে পারে এবং শ্রমজীবীরাও সহরে ধনীদের মত আরাম ভোগ করিতে পারে। এই ইমারতগুলি নিউইয়র্ক সহরের ব্রংক্স অন মোশালু পার্ক-ওয়ের উপরে ও ভ্যান কোর্ট ল্যাণ্ড পার্কের অপরদিকে স্থাপিত। বাড়ীগুলি এমন কায়দায় নির্ম্মাণ করা হইয়াছে যে, একটি অন্যটি হইতে পৃথক ও ঠিক দুইটি রাস্তার মাঝামাঝি। এই দালানগুলির তিন দিকে পার্ক বা উদ্যান ও খোলা জায়গা। উপরের তালার বাসিন্দারা তাহাদের জানালা হইতে সম্মুখে গোটা ভ্যান কোর্টল্যাণ্ড পার্ক, সহরের ওয়াটার রিজারভয়ার ও হাডসন নদীর জলধারা উন্মুক্ত দেখিতে পাইবে। পার্কগুলি খুব নিকটে থাকার জন্য টেনিস, স্কেটিং প্রভৃতি ক্রীড়া করিবার সুবিধা ইহাদের আছে।

ছয়টি ইমারতের মোট ২৯টি সিঁড়ি আছে। রুমগুলি বেশ বড়, প্রত্যেকটি ১২ ফুট চওড়া ও ১৭ ফুট লম্বা। (বড় রুমগুলি ১১×১৫ ফুট ও রান্নাঘর ৮×১২ ফুট। প্রত্যেকটিতে গ্যাস, রেফ্রিজারেটার, শাওয়ার বাথ ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে। একটা কেন্দ্রীয় অয়েল বার্ণিং ফার্ণেস দ্বারা সকলগুলি দালান গরম রাখা হয়। উহা কয়লা দ্বারাও প্রজ্জ্বলিত রাখিবার ব্যবস্থা আছে।

জমি ক্রয় ও ইমারত নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিবার মধ্যে অনেক সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। ইহা অনুমান করা হইয়াছে যে, ছয়টি দালানে মোট ১,৮২৫,০০০ ডলার খরচ হইবে। ইহার মধ্যে জমির দাম ৩১৫,০০০ ডলার ও নির্ম্মাণ খরচা ১,৫১০,০০০ ডলার। অর্থাৎ প্রত্যেক রুম বা কুঠরি প্রতি দেড় হাজার ডলার খরচ হইবে। এই টাকা অনেক ব্যাঙ্ক হইতে ঋণস্বরূপ ও ইউনিয়নের তহবিল হইতে সংগৃহীত হয়। ইহা আশা করা যায় যে, প্রত্যেক কুঠরির মাসিক ভাড়া ১০৷৷ হইতে ১১ ডলার হইবে। এই বাড়ীগুলি নির্ম্মাণের দ্বারাও ইউনিয়নের সকল চাহিদা মিটিবে না। ইউনিয়ন আরও অনেক বৃহত্তর প্রচেষ্টায় মনোনিবেশ করিবে। এক নিউইয়র্ক সহরে ৪০ হাজার সভ্য এবং মেট্রোপলিটান জিলাগুলির প্রায় ৭ লক্ষ শ্রমজীবী ইহার সভ্য। ইহাদের সকলের বাসস্থানের সংস্থান করিতে হইলে ইউনিয়নকে আরও অনেকগুলি বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

ইউনাইটেড্ ওয়ার্কার্স কো-অপারেটিভ অ্যাসোসিয়েশন নিউইয়র্ক সহরের সব চাইতে বেশী করিৎকর্ম্মা সমবায় প্রতিষ্ঠান। ১৯২৫ সনের প্রথমভাগে এই সমবায় সঙ্ঘ ব্রংক্স পার্কের সম্মুখ ভাগের সবটুকু জমি ক্রয় করিয়া ফেলে। তাহার পরে ইহার সংলগ্ন আরও খানিকটা জমি ঐ সমিতি কর্ত্তৃক ক্রীত হয়। এ পর্য্যন্ত সমিতি ছয় ব্লক জমি ক্রয় করিয়াছে। প্রত্যেক ব্লকের উপর দুই দুইটি বাড়ী নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

প্রথম সারির ৪টি দালান একেবারে পার্কের ঠিক পার্শ্বেই অবস্থিত। এইগুলিতে ৩৩৯টি এপার্টমেণ্ট আছে। এগুলিতে মোট ৯৬৩টি কুঠরি আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয়

ব্লকের দালানগুলিতে ৩৫৪টি এপার্টমেণ্ট ও ১,০৫৪টি কুঠরি আছে। তৃতীয় ও চতুর্থ ব্লকের দালানগুলিতে ৪৯২টি এপার্টমেণ্ট ও ১,৪৫০টি কুঠরি আছে। এগুলিতে ইতি-মধ্যেই ১,১৮৫টি পরিবার বসবাস করিতেছে।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় গৃহ-নির্ম্মাণ

১৯১৯ সন হইতে চেকোশ্লোভাক সরকার মিউনিসি-প্যালিটি, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, কো-অপারেটিভ সোসাইটি ও অন্যান্য বিল্ডিং অ্যাসোসিয়েশনকে সরকারী সাহায্য দিতে থাকেন। ১৯১৯ হইতে ১৯২৬ সনের মধ্যে এইভাবে সরকারী সাহায্যে ৬৮,০০০ গৃহ নির্ম্মিত হয়। ব্যক্তি-বিশেষ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গৃহ ধরিয়া চেকোশ্লোভাকিয়ায় ১৯১৯-১৯২৬ সনে মোট ৬৫ হাজার গৃহ নির্ম্মিত হয়। ইহার মধ্যে কো-অপারেটিভ বিল্ডিং সোসাইটি ৩১,৫০০০ মিউনিসিপ্যালিটি ১৩,৫০০ এবং অন্যান্য লোক কর্ত্তৃক ২০ হাজার গৃহ প্রস্তুত হয়।

ফ্রান্স

১৯২৬ সনে ন্যাশনাল ইকনমিক কাউন্সিল হিসাব করিয়া দেখেন যে, ফ্রান্সে ৪ লক্ষ গৃহের ঘাটতি পড়িয়াছে। ইহা ছাড়া আড়াই লক্ষ গৃহ এরূপ জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে যে অবিলম্বে সেগুলি ভাঙ্গিয়া গড়া আবশ্যক।

১৯২২ সনের ডিসেম্বর মাসে রচিত আইন দ্বারা মিউনিসিপ্যালিটি ও অন্যান্য গৃহ নির্ম্মাণ সমিতিগুলিকে শতকরা আড়াই হইতে সাড়ে তিন ভাগ সুদে ৪০ বৎসরের মিয়াদে টাকা কর্জ্জ দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯২৬ সন হইতে ১৯২৮ সন পর্য্যন্ত ফরাসী সরকার এই ভাবে ১৬ হাজার লক্ষ ফ্রাঁ ধার দিয়াছেন। ১৯২৮ সনের বজেটে এজন্য ৪৮২ লক্ষ ফ্রাঁ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

বেলজিয়াম

মহাযুদ্ধের ফলে বেলজিয়ামে লক্ষ গৃহের অভাব হইয়াছে। ইহা ছাড়া প্রতি সন ২৫ হাজার নূতন গৃহ নির্ম্মাণের দরকার হইয়া পড়িয়াছে। ন্যাশনাল সোসাইটি অব্ চিপ হাউসেস এণ্ড ডোয়েলিংস নামক প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক বেলজিয়ামের গৃহনির্ম্মাণের কাজ চলিতেছে। সরকার ও মিউনিসিপ্যালিটি ঐ প্রতিষ্ঠানের হাতে শতকরা সামান্য ২ ভাগ সুদে কয়েক শত অযুত ফ্রাঁ অর্পণ করিয়াছেন। ব্যক্তি-বিশেষকেও সরকার উর্দ্ধতম তিন হাজার ফ্রাঁ পর্য্যন্ত সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯২৬ সনে ১৮ হাজার লোক এই সাহায্য গ্রহণ করে। বেলজিয়াম সরকার গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য তিন হাজার লক্ষ ফ্রাঁর এক সরকারী লোন খুলিতে মনস্থ করিয়াছেন।

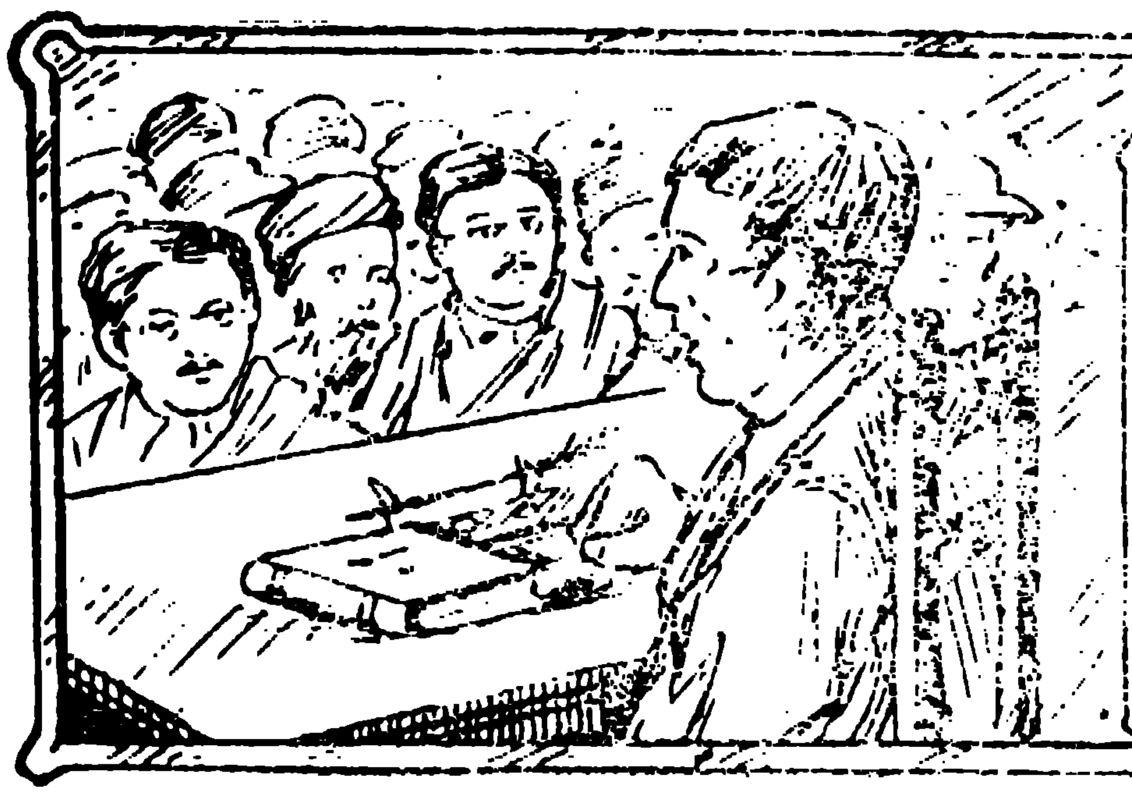

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

আমেরিকান্ ইকনমিক এসোসিয়েশন

আমেরিকার এই আর্থিক সঙ্ঘটার একটুখানি খোঁজ খবর লইলে উপকারের সম্ভাবনা আছে।

এই সঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত "দি আমেরিকান্ ইকনমিক রিভিউ"র পশ্চাতে একটা ইতিহাস আছে। কিন্তু সেই ইতিহাস জানিবার আগে সভাটা সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করা দরকার। প্রত্যেক বছরের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে একটা করিয়া বাৎসরিক সভা হয়। এই সভার বিবরণী পরবর্ত্তী মার্চ্চ মাসের ক্রোড়-পত্র রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। "হ্যাণ্ডবুক অব্ দি আমেরিকান্ ইকনমিক এসোসিয়েশন" নামে আরও একটা ক্রোড় পত্র বাহির হইয়া থাকে। ১৯২৮ সনের মার্চ্চ ও জুন এই দুই মাসে দুইটা ক্রোড়পত্র বাহির হইয়াছে। এই দুই ক্রোড়পত্র অবলম্বন করিয়া এসোসিয়েশন সম্বন্ধে তথ্যাবলী প্রকাশ করা যাইতেছে।

এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী

ইহার ১৯২৩ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারীর চার্টার নিম্নরূপ:—

১। সোসাইটি আমেরিকান্ ইকনমিক এসোসিয়েশন নামে পরিচিত হইবে।

২। ইহা চিরকালের জন্য খাড়া করা হইল।

৩। এই সোসাইটির বিশেষ কাজ ও উদ্দেশ্য এই:—

(১) আর্থিক গবেষণাতে, বিশেষতঃ, ব্যবসা জগতের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধান;

(২) আর্থিক বিষয়ে পুস্তক ইত্যাদি প্রকাশ করা;

(৩) আর্থিক আলোচনায় পূর্ণ স্বাধীনতা অবলম্বনে উৎসাহ দান। এসোসিয়েশন কোন বিশেষ মতের পক্ষপাতী হইবে না। ব্যবহারিক জগতে আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধে ইহার সভ্যদিগকে কোন বিশেষ মতাবলম্বনে বাধ্য করা হইবে না।

৪। প্রথম বছরে ট্রাষ্টির সংখ্যা ১৪ হইবে।

এই গেল এসোসিয়েশন। এই এসোসিয়েশনকে চালাইবার জন্য কতকগুলি বাই-ল করা হইয়াছে। সেগুলি সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

১। সভ্য

(১) আর্থিক অনুসন্ধানে রত কোন ব্যক্তি কোন সভ্য কর্ত্তৃক মনোনীত হইলে এসোসিয়েশনের সভ্য হইতে পারিবে।

(২) সভ্য ৪ রকমের: যারা বছরে ৫ ডলার দেয়, চাঁদা দেওয়া সভ্য বছরে ১০ ডলার দেয়, কনট্রিবিউটিং সভ্য বছরে ২৬ ডলার দেয়, যাবজ্জীবন সভ্য ২০০ বা ততোধিক ডলার দেয়।

(৩) প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিদেশী অর্থশাস্ত্রীদিগকে এসোসিএশনের অবৈতনিক সভ্য করা হইবে। ইহাদের সংখ্যা ২৫ এর অনধিক হইবে।

(৪) প্রত্যেক সভ্যকে রিপোর্ট ইত্যাদি দেওয়া হইবে।

২। ট্রাষ্টি

ট্রাষ্টিদের সংখ্যা ১৪র কম হইবে না এবং ১৫র বেশী হইবে না। বোর্ড অব্ ট্রাষ্টিস্ এক্সিকিউটিভ্ কমিটি নামে পরিচিত হইবে।

৩। কর্ম্মচারিগণ

কর্ম্মচারিগণ বাৎসরিক সভায় (কাউন্সেল পদে) নির্ব্বাচিত হইবে:—একজন সভাপতি, দুইজন সহকারী সভাপতি, একজন সেক্রেটারি, একজন কোষাধ্যক্ষ ও একজন কাউন্সেল, এক বৎসরের জন্য; একজন ম্যানেজিং এডিটর, তিন বৎসরের জন্য; এডিটরিয়েল বোর্ডের ৬ জন সভ্য, এক্সিকিউটিভ্ কমিটির ৬ জন নির্ব্বাচিত সভ্য, প্রোগ্রাম কমিটির ৩ জন সভ্য, ৩ বৎসরে জন্য, কিন্তু প্রত্যেকটার ⅓ অংশের মিয়াদ এক বৎসরে ফুরাইবে; সেক্রেটারি ও কোষাধ্যক্ষ ইতিমধ্যে বদল হইবে না। এক্সিকিউটিভ্ কমিটিতে থাকিবে, সভাপতি, সহকারী সভাপতিদ্বয়, সেক্রেটারি, কোষাধ্যক্ষ, ম্যানেজিং এডিটর, ভূতপূর্ব্ব শেষ তিনজন সভাপতি, ৬জন নির্ব্বাচিত সভ্য। এক্সিকিউটিভ্ কমিটি কাউন্সেল নির্ব্বাচন করিবে।

৪। কর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্য

(১) সভাপতি এসোসিয়েশন ও এক্সিকিউটিভ্ কমিটির সব সভায় সভাপতির কাজ করিবেন, প্রোগ্রাম কমিটির সহিত পরামর্শ করিয়া বাৎসরিক সভার কার্য্য করিবেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে যথাক্রমে সহঃ সভাপতিদ্বয় (নির্ব্বাচনের কাল অনুসারে), সেক্রেটারি ও কোষাধ্যক্ষের উপর ঐ কাজের ভার থাকিবে।

(২) রেকর্ড রাখা ও এক্সিকিউটিভ্ কমিটির নির্দ্দেশ মত অন্যান্য কাজ করা সেক্রেটারির কাজ।

(৩) এসোসিয়েশনের টাকা কোষাধ্যক্ষের হাতে গচ্ছিত থাকিবে (এক্সিকিউটিভ্ কমিটির আইনের অধীনে)।

(৪) ৫ জন সভ্যে কোরাম্ হইবে (এক্সিকিউটিভ্ কমিটির)। উহা টাকার হিসাব রাখিবে, কর্ম্মচারীর পদ খালি হইলে পূর্ণ করিবে, নিজের কাজ চালাইবার জন্য নিয়মাবলী তৈরী করিবে এবং এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবে।

(৫) এডিটরিয়েল বোর্ড এসোসিয়েশনের প্রকাশিত পুস্তকাবলী দেখিবে। ম্যানেজিং এডিটর এডিটরিয়েল বোর্ডের এক্স-অফিসিও সভ্য ও চেয়্যারম্যান হইবেন।

(৬) কলম্বিয়া জিলায় কাউন্সেলের আফিস্ সঙ্ঘের আফিসরূপে আইনের দিক্ হইতে গণ্য হইবে।

৫। বাৎসরিক সভা

এক্সিকিউটিভ্ কমিটি বাৎসরিক সভার সময় ও স্থান নির্দ্দেশ করিবে। আমেরিকান্ রিভিউতে সে খবর ১০ দিন আগে বাহির হইবে।

৬। আইন পরিবর্ত্তন

কোন আইন পরিবর্ত্তনে এক্সিকিউটিভ্ কমিটির অধিকাংশের যদি মত থাকে ও এসোসিয়েশনের উপস্থিত সভ্যদের (কোন সভায়) অধিকাংশ পরিবর্ত্তনের পক্ষে হয়, তবে পরিবর্ত্তন করা হইবে।

আয়-ব্যয়ের খতিয়ান

১৯২৬ সনের তুলনায় ১৯২৭ সনে এসোসিয়েশনের আর্থিক উন্নতি হইয়াছে। ১৯২৬ সনে আয়-ব্যয়ে কাটাকাটি গিয়া উদ্বৃত্ত ছিল ৮৫২১ ডলার, আর ১৯২৭ সনে রহিয়াছে ১,৬৬০,৯৮ ডলার। পরবর্ত্তী বছরে আয় যেমন বাড়িয়াছে, খরচও তেমনি কমিয়াছে। যথা:—

	১১ ডিসেম্বর ১৯২৬ ডলার	১০ ডিসেম্বর ১৯২৭ ডলার	হ্রাসবৃদ্ধি ডলার
চাঁদা ইত্যাদি বাবদ্ আয় …	১২,৯৩৪·৩০	১৩,৩২৪·৮২	+৩৯০·৫২
টাকা খাটাইয়া ও ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স …	১,৮৭০·০২	১,৭৮৩·৩১	− ৮৬·৭১
অন্যান্য আয় …	৩২·৩৫	৪·৩৮	− ২৭·৯৭
মোট আয়	১৪,৮৩৬·৬৭	১৫,১১২·৫১	২৭৫·৮৪

		১১ ডিসেম্বর ১৯২৬	১০ ডিসেম্বর ১৯২৭	হ্রাসবৃদ্ধি
		ডলার	ডলার	ডলার
কার্য্য-নির্ব্বাহের খরচ	...	৬,২৭২.৭৭	৫,৮৮৮.৯১	—৩৮৩.৮৬
ছাপাইবার খরচ	...	১৩,২১২.১৩	১২,২০৬.৮৯	—১,০০৫.২৪
ছাপার আয়	...	৪,৭৩৩.৪৪	৪,৯২৫.৫৯	+১৯২.১৫
		৮,৪৭৮.৬৯	৭,২৮১.৩০	—১,১৯৭.৩৯
"আর্থিক সন্দর্ভ"	...	—	২৮১.৩২	+২৮১.৩২
মোট খরচ		১৪,৭৫১.৪৬	১৩,৪৫১.৫৩	—১,২৯৯.৯৩
উদ্বৃত্ত নিট্ আয়	...	৮৫.২১	১,৬৬০.৯৮	১,৫৭৫.৭৭

১৯২৭ সনের আয়-ব্যয়ের হিসাবটা আরও একটু বিস্তৃত ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। প্রত্যেক দফার বিভিন্ন খরচগুলাকে ভাঙ্গিয়া দেখান যাইতেছে :—

	ডলার	ডলার
চাঁদা ইত্যাদি বাবদ্		
রীতিমত সভ্য	১২,৪৩২.৩২	
সাবস্ক্রাইবিং ও কনট্রিবিউটিং সভ্য	৮৯২.৫০	১৩,৩২৪.৮২
অন্যান্য আয় :—		
টাকা খাটাইয়া সুদ	১,৫২৪.৭০	
সিকিউরিটি বেচিয়া লাভ	১৩'১৫	
	১,৫৩৭'৮৫	
রক্ষকের ফী	৪০'২০	১,৪৯৭'৬৫
সঞ্চয় ও চেকিং একাউন্টসের সুদ		২৮৫'৬৬
বিবিধ আয়		৪'৩৮
		১,৭৮৭'৬৯
মোট আয়		১৫,১১২'৫১
কার্য্য-নির্ব্বাহের খরচ :—		
সেক্রেটারির বেতন		১,০০০'০০
আফিসের বেতনাদি		২,৭১২'৮০
ডাক খরচ		৩৪৯'৬২
ষ্টেশনারি ও ছাপা		১৬৪'৩৪
আফিসের তোড় জোড়		৫১'০৬
টেলিফোন ও টেলিগ্রাম		৯৫'৬৮
বীমা		৭৯'১০
ডিপ্রেসিয়েশন		৮৮'৫২
বাৎসরিক সভা		৩০১'৩৮
এক্সিকিউটিভ কমিটির খরচ		৪৮৭'৪২
অন্যান্য কমিটির খরচ		৩১৫'৬৭
আমেরিকান্ কাউন্সিল অব লার্ণেড্ সোসাইটিস (ধার)		১৩২'০০
অডিট্ বা হিসাব পরীক্ষার জন্য		৭৬'৯৫
অন্যান্য খরচ		৩৪'৩৭
		৫,৮৮৮'৯১
ছাপাইবার খরচ :—		
ছাপা		৫,৬১৯'২০
সম্পাদক		১,৫০০'০০
লেখা		১,০১৩'৭৫
সম্পাদকীয় খরচ ও তোড় জোড়		২,১০৩'৭৫
বাৎসরিক সভার বিবরণী		১,৫১৯'৪২
পত্রিকা ও বহি রাখার খরচ		৩০০'০০
বীমা		৫৬'০০
এটা সেটা ছাপানোর খরচ		৯৪'৭৮
মোট ছাপা খরচ		১২,২০৬'৮৯
ছাপা হইতে আয় :—		
সভ্য ছাড়া অন্তদের নিকট		৪,০১১'৫৭
বহি বেচিয়া	৯০৩'০২	৪,৯২৫.৫৯ — ৭,২৮১.৩০

চাঁদা ইত্যাদি বাবদ		ডলার	ডলার
"আর্থিক সন্দর্ভ" :—			
ছাপা		২,৪০০.০০	
অন্যান্য খরচ, জাহাজ ভাড়া সুদ্ধ		৩৬৯.৮১	
		২,৭৬৯.৮১	
বিক্রয়	১.০০৫,২৯		
ইনভেন্টরি	১,৪৮৩.২০	২,৪৮৮.৪৯	২৮১.৩২
মোট খরচ			১৩,৪৫১.৫৩
মোট উদ্বৃত্ত আয়			১,৬৬০.৯৮

এসোসিয়েশন ২৮,৬৮৮.৪৫ ডলার খরচ করিয়া গোটা ষোল বণ্ড কিনিয়া রাখিয়াছে। দাম ২৯,০০০ ডলার, সুদের পরিমাণ ১,৫৭০ ডলার।

আর কত দূর ?

উপরের বিবরণ হইতে আমেরিকান্ এসোসিয়েশনের আর্থিক বছরটা "আর্থিক উন্নতি"র পাঠকদের নিকট পরিস্ফুট হইবে কি? ৪০।৫০ হাজার টাকার খেলা। অর্থশাস্ত্রের মত নীরস বিষয়ের জন্য একটা এসোসিয়েশনেই অতটা টাকা ঢালা হয়। অন্যে পরে কা কথা! আমাদের দেশে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কয়েক বৎসর যাবৎ প্রতিষ্ঠিত (সুপ্রতিষ্ঠিত বলিব কি?) রহিয়াছে। আমেরিকার এই অর্থশাস্ত্র পরিষদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে কি?

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। আমেরিকান্ প্রতিষ্ঠানটা বহুকাল হইল শৈশব অবস্থা কাটাইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে ইহার অবস্থা বেশ সচ্ছল। অর্থাৎ ইহার তিষ্টিয়া থাকিবার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষায় বাহির হইবার দরকার নাই। ইহা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইয়াছে। এই সাদা কথাটা আমাদের দেশহিতৈষী ও স্বদেশসেবকগণের মাথায় ঢুকিবে কি? প্রতিষ্ঠানের অর্থবল মস্ত বল বটে, কিন্তু এই অর্থবলের পশ্চাতে একটা শক্তিশালী জাতির কতবড় শক্তিমদমত্ততা প্রকাশ পাইতেছে, তাঁর খোঁজ কেহ লইবে কি? "চরম পাশ্চাত্য," "পরম স্বার্থবাদী" আমেরিকায় কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ধনী লোকের অভাব নাই যারা এই প্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদা বুঝে, ইহার কাজকর্ম্মে নিজেদের জীবনে স্বাদ ও আনন্দ পায়, ইহার গৌরব-বর্দ্ধনে জাতীয় ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধিত হয় বলিয়া মনে করে। ইহাতে যদি একটা জাতির শ্রেষ্ঠত্ব, আর্য্যত্ব না প্রকাশ পায় ত কিসে পায় জানি না।

কথাটা সোজা নয়। বছরে একটা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য নিয়মিত ভাবে ২০।২৫।৩০।৩৫ হাজার টাকা আসা অর্থাৎ একসঙ্গে বহুলোকের অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে মাথাব্যথা দেশের পক্ষে শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নাই। ইহার উত্তরে এই কথা বলা হইবে যে, "আমাদের সঙ্গে আমেরিকান্‌দের তুলনা! ওরা হইল জগতের সব চেয়ে সেরা ধনী। পৃথিবীর ই সোনা গিয়া ওদের দেশে জমিয়াছে। ৪০।৫০ হাজার টাকার আয় ব্যয় ত ওদের কাছে ছেলেখেলা মাত্র। ৪০।৫০ হাজার টাকার এরূপ একটা প্রতিষ্ঠান ওদের পক্ষে বাঁচাইয়া রাখা যত সহজ আমাদের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে কি তত সহজ? টাকার দিক্ হইতে আমরা কেমন করিয়া ওদের সঙ্গে পাল্লা দিব? টাকার অভাবেই ত আমাদের সকল অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান পণ্ড হইয়া যায়।"

আমেরিকার ধনবত্তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ওদের ধনবত্তা ছাড়া বিত্তাবত্তা যে যথেষ্ট পরিমাণে আছে তার পরিচয় আমরা বহুবার বহুক্ষেত্রে পাইয়াছি। ধনবত্তা সম্বন্ধে বক্তব্য এই, শুধু ধনবান্ হইলেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় না, দেশের মঙ্গলকর কাজে ধন ব্যয় করিবার জন্য সর্ব্বদা মর্জ্জি থাকা চাই। কিন্তু সেটাও এখানে অবান্তর কথা। এখানে এই কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, আমেরিকা ধনী দেশ বটে, কিন্তু এই আমেরিকান্ ইকনমিক এসোসিয়েশন ওখানকার একমাত্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়। বিশ্বজনীন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহা অন্যতম প্রতিষ্ঠান মাত্র। এইরূপ ছোট বড় বহু প্রতিষ্ঠান দেশ ছাইয়া রহিয়াছে। সুতরাং ৪০।৫০ হাজার টাকা একবার মাত্র থোকে বাহির হইয়া যাইতেছে না, বহুবার বাহির হইয়া যাইতেছে। একটু কল্পনা করিলে বুঝা যাইবে, কত হাজার হাজার সেবক ঐ মহাদেশে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া অথবা ধনদান করিয়া অর্থশাস্ত্রের পুষ্টি করিতেছে। বস্তুতঃ, অর্থশাস্ত্রের

ক্ষেত্রে আমেরিকার ঠাঁই বেশ উঁচুতে। জগৎ-সভায় আমেরিকার দান সামান্য নহে, না পরিমাণে, না উৎকর্ষে। এখানে কোন পণ্ডিতের নাম করিবার দরকার নাই, কিন্তু ইংরেজীর ভিতর দিয়া যার অর্থশাস্ত্রের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয়ও আছে সেই বুঝিতে পারিবে। সাধনায় সিদ্ধি মিলে, সেটা নেহাৎ কথার কথা মাত্র নহে।

সভ্যের তালিকা পরীক্ষা

আমেরিকা বড় লোকের দেশ। সেইজন্য মনে হইতে পারে যে, বহু লোক খেয়াল মত প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইয়া টাকা যোগাইতেছে। কিন্তু সভ্য ও পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ও প্রধান প্রধান কলেজের অর্থশাস্ত্র ও আনুষঙ্গিক বিদ্যাসমূহের অধ্যাপক-শিক্ষকেরা ত আছেনই, তা ছাড়া বহু ব্যবসায়ী, পত্রিকা-চালক, উকীল, রাষ্ট্রনৈতিক নেতাও আছেন। এক কথায়, এইদিকে যার মাথা খেলে, সেই সভ্য হইয়াছে।

আগে বিভিন্ন প্রকার সভ্যের কথা বলিয়াছি। এখানে বিভিন্ন প্রকার সভ্যের সংখ্যা দেওয়া যাইতেছে :—

১।	অবৈতনিক সভ্য	...	১১ জন
২।	সাধারণ সভ্য	...	২,৫০৮ „
৩।	সাবস্ক্রাইবিং সভ্য	...	৫৭ „
৪।	কনট্রিবিউটিং সভ্য	...	৫ „
৫।	যাবজ্জীবন সভ্য	...	৮৪ „

এখানে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। উপরে যে সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তা হইল ১৯২৮ সনের জুন মাস পর্য্যন্ত। উপরোক্ত ৫ প্রকার সভ্য হইতে যত টাকা পাইবার কথা ১৯২৭ সনের তদ্দরুণ আয়ের সহিত মিলাইলে দেখা যাইবে ঐ আয়ের পরিমাণ কম। কিন্তু ইহাতে কোন স্ববিরোধিতা দোষ হয় নাই। কারণ ১৯২৭ সনের পর জুন মাস পর্য্যন্ত এসোসিয়েশনের সভ্য-সংখ্যা বাড়িয়াছে, এই মাত্র বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সঙ্ঘের প্রসার ও উন্নতি দিন দিন হইতেছে।

খোদ সভ্যদের সম্বন্ধে ২।১টা কথা দ্রষ্টব্য আছে। যাবজ্জীবন সভ্যদের টাকাটা পূর্ব্বেই আদায় হইয়া গিয়াছে। এবং বর্ত্তমান বৎসরে কেহ ঐরূপ সভ্য হয় নাই বলিয়া এই টাকা হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না। এই সভ্যদের এককালীন দানের পরিমাণ ২০০ ডলার অর্থাৎ ৭০০৲ টাকার উপর। এইরূপ দান করিবার জন্য ৮৪ জন লোক পাওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে ৫ জন মাত্র বাহিরের লোক, আর ৭৯ জন আমেরিকান্। ৭৯ জন আমেরিকান্ নিজের গাঁটের ৭০০৲ টাকা এই সঙ্ঘের উন্নতি ও কল্যাণকল্পে খরচ করিয়াছে। ১১ কোটি লোকের দেশ আমেরিকা একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৭৯ জন লোককে খুঁজিয়া পাইয়াছে।

অবৈতনিক সভ্য যাকে তাকে করা হয় না। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিদেশী অর্থশাস্ত্রীদের ডাকিয়া সভ্য করিয়া লওয়া হয়। ইঁহাদের উর্দ্ধতম সংখ্যা ২০। বর্ত্তমান এসোসিয়েশনে মাত্র ১১ জনের নাম আছে।

ইংল্যাণ্ড :

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিগু, ডক্টর জেম্‌স বোনার, অধ্যাপক এড্‌উইন্ ক্যানান } ইঁহারা ৩ জনই ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল ইক-নমিক সোসাইটির সভ্য

৩ জন

ইতালি :

লুইগি আইনাদি, টুরিন
অধ্যাপক এ গ্রাজিয়ানি, নেপ্‌লস
অধ্যাপক এ লরিআ, টুরিন
ম্যাদিও পান্তালিওনি, রোম — ৪ জন

ফ্রান্স :

অধ্যাপক গ্যাষ্টন জে জে, প্যারিস্
শার্ল রিষ্ট, ভার্সাই
অধ্যাপক শার্ল জিদ্, প্যারিস্ — ৩ জন

হাঙ্গারি :

বেলা ফোলডেস্, বুডাপেষ্ট — ১ জন

পরিষদের প্রকট মূর্ত্তি

ব্যয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, মোট খরচের অর্দ্ধেকেরও ঢের কম টাকা কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্ম যায়। কিন্তু ইহাও ঠিক হিসাব নয়। কার্য্যনির্ব্বাহ, ছাপা ও আর্থিক সন্দর্ভ মুদ্রণ, এই তিন খাতে মোট খরচের পরিমাণ ২০,৮৬৫·৬১ ডলার। তন্মধ্যে মাত্র ৫,৮৮৮.৯১ ডলার প্রথমোক্ত বাবদ্ যায়। এত বড় একটা এসোসিয়েশনের সংসার-খরচ এত অল্পে কি করিয়া সারা হয়? সংসার-খরচের মধ্যে দুইটা মাত্র বড় খরচ রহিয়াছে, সেক্রেটারির (ইনি কোষাধ্যক্ষও বটেন) ও তাঁর আফিসের বেতনাদি বাবদ্ ২০।২১ হাজার টাকার মধ্যে গোটা ১২ হাজার টাকা লাগে। এসোসিয়েশনের সমগ্র কর্ম্মচারীর মধ্যে এই সেক্রেটারি ও আমেরিকান ইকনমিক রিভিউর সম্পাদক মাত্র মাহিয়ানা পান; অন্য সবাই অবৈতনিক। এই দুই খাতে খরচের পরিমাণ ৯ হাজার হইবে। মোট ৭২।৭৩ হাজারের মধ্যে ৯ হাজার নগণ্য নয় ত কি?

পরিষদের মোটা খরচটা তবে কি? যে জন্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা সেই আর্থিক শাস্ত্রের প্রচার ও প্রকাশ উদ্দেশ্যে অনেক টাকা খরচ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, আমেরিকান ইকনমিক এসোসিয়েশনের প্রাণ বা কেন্দ্ররূপে পত্রিকা ও কেতাবগুলিকে গণনা করিতে পারি। ১৯২৭ সনে এজন্য ১৪,৯৭৬·৭০ ডলার ব্যয় হইয়াছে, অবশ্য ইহার মধ্যে পত্রিকা সম্পাদকের বেতন রহিয়াছে। সুতরাং আমেরিকান্‌রা বড় লোক হইলেও টাকার বাজে খরচ হইতেছে না একথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে। এক দিকে যেরূপ টাকা দানে কার্পণ্য নাই, অন্যদিকে সেইরূপ টাকার সদ্ব্যবহার হইতেছে।

পত্রিকার পিছনের ইতিহাস

আমেরিকার ইকনমিক এসোসিয়েশন স্থাপিত হইয়াছে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে। আর আমেরিকান ইকনমিক রিভিউর চলিতেছে অষ্টাদশ বছর। সুতরাং এসোসিয়েশনের সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকা জন্মলাভ করে নাই। পত্রিকা বাহির হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক বৎসর কতকগুলি করিয়া পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। সমস্ত পুস্তকাবলীকে ৪ শ্রেণী বা সিরিজে বিভক্ত করা হইয়াছে। ১৯১১ সন হইতে অর্থাৎ পত্রিকা-প্রকাশের বছর হইতে চতুর্থ শ্রেণী আরম্ভ হইয়াছে। এই শ্রেণীতে প্রতি বছর ৪ সংখ্যা পত্রিকা ও একটি করিয়া ক্রোড়পত্র (বাৎসরিক সভায় পঠিত প্রবন্ধাদি) থাকে। আর এক বছর অন্তর একটা হ্যাণ্ডবুকও ইহার অন্তর্গত হইয়া প্রকাশ পায়।

এ পর্য্যন্ত যতগুলি পুস্তক (১-৩ শ্রেণী পর্য্যন্ত) প্রকাশিত হইয়াছে, তার সংক্ষিপ্ত সূচী এইরূপঃ

শ্রেণী ১

১ম খণ্ড, ১৮৮৬	৬ খানা
২য় „ ১৮৮৭	৬ „
৩য় „ ১৮৮৮	৬ „
৪র্থ „ ১৮৮৯	৬ „
৫ম „ ১৮৯০	৬ „
৬ষ্ঠ „ ১৮৯১	৬ „
৭ম „ ১৮৯২	৬ „
৮ম „ ১৮৯৩	৬ „
৯ম „ ১৮৯৪	৬ „
	+ বাৎসরিক সভার বিবরণ
১০ম „ ১৮৯৫	৬ „
	+ বাৎসরিক সভার বিবরণ
১১শ „ ১৮৯৬	৪ „
	+১ হইতে ১১ খণ্ডের (১৮৮৬-১৮৯৬) সূচী

ইকনমিক ষ্টাডিজ (আর্থিক আলোচনা)

১ম খণ্ড, ১৮৯৬	৬ খানা
	+ বাৎসরিক বিবরণ
২য় খণ্ড, ১৮৯৭	৬ খানা
	+ বাৎসরিক বিবরণ
৩য় খণ্ড, ১৮৯৮	৬ খানা
	+ বাৎসরিক বিবরণ
৪র্থ খণ্ড, ১৮৯৯	৬ খানা
	+ বাৎসরিক বিবরণ

নিউ সিরিজ (নূতন শ্রেণী)

২ খানা

তৃতীয় শ্রেণী

১ম ভাগ, ১৯০০	৪ খানা
২য় ভাগ, ১৯০১	৪ খানা
৩য় ভাগ, ১৯০২	৪ খানা
৪র্থ ভাগ, ১৯০৩	৪ খানা
৫ম ভাগ, ১৯০৪	৪ খানা
৬ষ্ঠ ভাগ, ১৯০৫	৪ খানা
৭ম ভাগ, ১৯০৬	৪ খানা
৮ম ভাগ, ১৯০৭	৪ খানা
৯ম ভাগ, ১৯০৮	৪ খানা
১০ম ভাগ, ১৯০৯	৪ খানা
১১শ ভাগ, ১৯১০	৪ খানা

ইকনমিক বুলেটিন

১ম ভাগ, ৪ সংখ্যা	১৯০৯
২য় ভাগ, ৪ সংখ্যা	১৯০৯
৩য় ভাগ, ৪ সংখ্যা	১৯১০

ইকনমিক ষ্টাডিগুলির প্রত্যেক খণ্ডের দাম ২·৫০ ডলার আর তৃতীয় শ্রেণীর প্রত্যেক ভাগের ৪ ডলার। বুলেটিন প্রত্যেকটা ভাগ ২ ডলার। অর্থাৎ ১৯১০ সন পর্য্যন্ত এদিকে ক্রমাগত বিকাশ লাভ হইতেছিল। এই বিকাশের ধারাটাই অবশেষে পত্রিকার আকারে গিয়া পৌঁছিয়াছে। এখানে অল্প পরিসরের মধ্যে সমস্ত পুস্তকের নাম উঠাইয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে। কতকগুলির মাত্র নাম নির্দ্দেশ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে।

১। ১৮৮৭, ইংল্যাণ্ডের মধ্যযুগের গিল্ড,—ই আর এ সেলিগম্যান, ১১৩ পৃঃ।

২। ১৮৮৮, পুঁজিপাটা ও পুঁজিপাটার আয়,—জন বি ক্লার্ক, ৬৯ পৃঃ।

৩। ১৮৮৯, মজুরি-সমস্যা লইয়া আলোচনায়, জে বি ক্লার্কের মজুরিতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক নিয়ম আছে কিনা, ৬৯ পৃঃ।

৪। ১৮৯২, যুক্তরাষ্ট্রের রৌপ্যের অবস্থা,—এফ্ ডব্লিউ টৌসিগ, ১১ পৃঃ।

৫। ১৮৯৪, করতত্ত্বের "পতন" ও ঘাড়-বদ্‌লান,—ই আর এ সেলিগম্যান, ৪২৪ পৃঃ।

৬। ১৮৯৫, তত্ত্ব ও ব্যবহারের দিক হইতে ক্রমবর্দ্ধনশীল করভার,—ই আর এ সেলিগম্যান, ২২২ পৃঃ। এই পুস্তক ১৯০৮ সনে পরিবর্দ্ধিত আকারে এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। পৃঃ ছিল ৩৩৪।

৭। ১৮৯৫, ক্যানাডিয়ান্ ব্যাঙ্কিং প্রথা, ১৮১৭-১৮৯০,—আর এম ব্রেকেনরিজ, ৪৭৮ পৃঃ।

৮। ১৮৯৬, আমেরিকান নিগ্রোর জাতিসুলভ বিশেষত্ব ও প্রবণতা,—এফ্ এল হফ্‌ম্যান, পৃঃ ৩৩০।

৯। ১৮৯৬, আর্থিক উন্নতির তত্ত্ব,—জে বি ক্লার্ক; সিক্কা সমষ্টির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সমৃদ্ধির সম্বন্ধ,—এফ্ এ ওয়াকার, পৃঃ ৪৬।

১০। ১৮৯৮, ওহিও ট্যাক্স ইন্‌কুইজিটার আইন,—বি এন্ কার্ভার, পৃঃ ৫০।

১১। ১৮৯৯, তুলার ব্যবসায়,—এম্ বি হামণ্ড, পৃঃ ৩৮২।

১২। ১৯০০, লোকগণনার প্রণালী ও বহর। ২০ জনের উপর সূচী-সংখ্যাঙ্কের তুলনামূলক সমালোচনা, পৃঃ ৬২৫।

১৩। ১৯০১, সিক্কা ও ব্যাঙ্কিং, এ ম্যাকদি ডেভিস, ৩৪১+১৮ পৃঃ।

১৪। ১৯০২, আমেরিকা ও আফ্রিকার নিগ্রো,—জোসেফ এ টিলিঙ্গহাষ্ট, পৃঃ ২৪০।

১৫। ১৯০২, বর্ত্তমান আর্থিক তত্ত্বে খাজনা,—আলবিন এস্ জনষ্টন, পৃঃ ১৫৬।

১৬। ১৯০৪, জার্ম্মাণিতে কয়লা-ব্যবসায়ে এক্তিয়ারী মিলনাবলী,—ফ্রান্সিস্ ওয়াকার, পৃঃ ৩৪০।

১৭। ১৯০৫, জাহাজ কোম্পানীকে সাহায্যদানের তত্ত্ব ও ইতিহাস,—আর মিকার, পৃঃ ২৩০।

১৮। ১৯০৫, নিউ ইয়র্ক রাষ্ট্রে ফ্যাক্টরি আইন,—এফ্ আর ফেয়ার চাইল্ড, পৃঃ ২১৮।

১৯। ১৯০৬, রেলরোড শাসন,—এইচ এস, মেলে, পৃঃ ১৪৭।

২০। ১৯০৯, মুদ্রাকরেরা,—জর্জ্জ ই বার্ণেট, পৃঃ ৩৭৯।

২১। ১৯০৯ আমেরিকার রেশম ব্যবসায় ও টারিফ,—এফ্ আর মেশন, পৃঃ ১৭৮।

উপরের বইগুলি হইতে বুঝা যাইবে যে, কত বিভিন্ন প্রকার বিষয় লইয়া আলোচনা হইয়াছে। এই এসোসিয়েশনের দৌলতে অনেকে যে হাত মোক্স করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন ও সেই চর্চ্চার ফলে পরে বিখ্যাত হইয়াছিলেন তাহা আন্দাজ করা কঠিন হইবে না। ২৫ বৎসর ধরিয়া এসোসিয়েশন আর্থিক ভাবের ঘরে এই প্রকারে দান করিয়া গিয়াছে। তারপর বিগত ১৮ বৎসর যাবৎ এই দানের আকারটা বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। ইহা ত্রৈমাসিক পত্রিকা ও বাৎসরিক সভার রচনাবলী রূপে দেখা দিয়াছে।

দি আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ

বাঙ্গালার পাঠক সম্প্রদায় "আর্থিক উন্নতি"র মারফৎ এই পত্রিকা সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিচয় লাভ করিয়াছেন। এখানে আরও কিছু কিছু বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইতেছে।

১৯২১ সনে পত্রিকা বাবদ্ মোট খরচের পরিমাণ ৪৩ হাজার টাকা। পত্রিকা চালানো সহজ ব্যাপার নয়। গত বছরে প্রতি সংখ্যা পত্রিকা ৪,১০০ করিয়া ছাপান হইয়াছে। ১৯২১ সনে মোট পৃষ্ঠার সংখ্যা ৭৯২। আর বাৎসরিক সভার বিবরণী ছাপিতে ২১৮ পৃষ্ঠা গিয়াছে। এই ২১৮ পৃষ্ঠা ছাপাইতে দেড় হাজার ডলারের উপর গিয়াছে। ইহা হইতে নিম্নলিখিত হিসাবগুলি পাওয়া যায়:—

(ক) বাৎসরিক বিবরণী বাদে পত্রিকার প্রতি হাজার ফর্ম্মায় ১৩·১১ ডলার খরচ হইয়াছে। (১ ফর্ম্মা =১৬ পৃঃ)।

(খ) ঐ হিসাবে বাৎসরিক বিবরণী প্রায় ৯ হাজার ছাপা হইবার কথা। কিন্তু পরবর্ত্তী আলোচনায় বুঝা যাইবে প্রায় তার দ্বিগুণ মুদ্রিত হইয়াছে।

"ক" দফার ভিতর ছাপা ছাড়া অন্যান্য খরচ আছে। শুধু ছাপা অর্থাৎ কাগজের দাম, মুদ্রণ, পনর্মুদ্রণ (রিপ্রিন্ট), ডাকখরচ ইত্যাদি সব ধরিয়া ৫,৬১৯২০ ডলার বা অর্দ্ধেকের কিছু বেশী গিয়াছে। অতএব মোটামুটি বলা যায় যে, মুদ্রণের প্রকৃত ব্যয় হাজার ফর্ম্মায় ৭ ডলার বা ২৪।২৫ টাকার কাছাকাছি।

অন্যান্য খরচগুলি বুঝিয়া দেখিবার সার্থকতা আছে। পত্রিকা-সম্পাদক (ম্যানেজিং এডিটর) দেড় হাজার ডলারের মজুরি পাইয়া থাকেন। অতএব প্রতি সংখ্যায় তাঁর প্রাপ্য (বিবরণীটা সেক্রেটারির দ্বারা প্রকাশিত হয়) ৩৭৫ ডলার বা ১৩০০ টাকার উপর। বলা বাহুল্য এত টাকা তঙ্কা দিয়া (মাসে ৪২০৲ টাকার বেশী পড়ে—যদিও মাসিক হিসাব ঠিক হইবে না) রাখা আমাদের কোন প্রকার প্রতিষ্ঠানের সাধ্য হইবে না, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ত দূরের কথা। অথচ সম্পাদকের দায়িত্ব নিজে প্রবন্ধ লেখা বিষয়ে শূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বস্তুতঃ, পত্রিকার পাতাগুলি উল্‌টাইয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, কালেভদ্রে সম্পাদক আপনার লেখায় কলেবর-পুষ্টি করিয়া থাকেন। যদি বা লেখেন তার জন্য আলাদা মজুরির ব্যবস্থা আছে। পত্রিকা-সম্পাদককে সাহায্য করিবার জন্য যে সব লোকজন, কেরাণী ইত্যাদি থাকে ও তাঁর যা জিনিষপত্র দরকার (আফিস কাছারির খরচ আর কি!) তজ্জন্য ১,৮০৬·৫০ ডলার ব্যয়িত হইয়াছে।

পত্রিকা-সম্পাদনের সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হইতেছে এই যে, লেখক, সমালোচক ইত্যাদিকে তাঁদের লেখার জন্য টাকা দেওয়া হইয়া থাকে। গত বৎসর এই উপলক্ষ্যে ১১৮ জন লোকের সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল এবং তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল ১,০১৩·৭৫ ডলার। অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেক ব্যক্তি ৯ ডলার বা ২৭ টাকার কিছু কম পাইয়াছেন।

একটা আর্থিক পত্রিকার জন্য এক বছরে (৪ সংখ্যার জন্য) ১১৮ জন লোকের সাহায্য পাওয়া সহজ কথা নয়। ইহা দ্বারা আমেরিকান্‌দের মধ্যে অর্থশাস্ত্র চর্চ্চার পরিমাণ ও উন্নতি বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা কথাও মনে রাখিতে হইবে। ভাল অর্থশাস্ত্রী তৈয়ারী করিবার জন্য টাকা পয়সার হিসাবটা অকিঞ্চিৎকর নহে। মানুষ অধিকাংশ কাজে আর্থিক লাভালাভের দ্বারা প্রণোদিত হয়। লেখাটাও ব্যতিক্রম নহে।

এখানে পত্রিকার জন্মকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত (১) খরচের ও (২) বিভিন্ন অধ্যায়ের জন্য প্রদত্ত পৃষ্ঠার পরিমাণ দেখান হইতেছে।

(১) বৎসর	মুদ্রণ ডলার	সম্পাদকের তঙ্কা ডলার	লেখকগণ ডলার	কেরাণী ইত্যাদি ডলার	সাপ্লাই ডলার	মোট ডলার
১৯১১	২৪৯৫.১৮	১৫০০.০০	১৩২০.২৫	৮৬৫.৫০	৪১৩.৫১	৬৭৩০.৫৯*
১৯১২	৩২২০.৮৩	"	১১১৪.৫০	৭৯৪.৮৯	২৯২.৬৮	৬৯২২.৯০
১৯১৩	৩৩২৮.০১	"	১২৬৮.৩৫	৯৮৩.০৯	৩২৫.১০	৭৪০৪.৫৫
১৯১৪	৩০২৩.৬২	"	১৩১২.২৫	১২৩৬.২৯	৪৫৯.১৮	৭৫৩১.৩৪
১৯১৫	২৮৫৪.৯১	"	১২১০.০০	১১৭১.৮৭	২৮৬.৮৬	৭০০৩.৬৪
১৯১৬	৩২৫৭.২৭	"	১৪২৩.০০	১১৭৩.৯৩	৩৩৯.৮৬	৭৬৯৪.০৬
১৯১৭	৩৭৬২.৩৭	"	১২৬৭.০০	১১৫১.৩০	৩২৬.০১	৮০০৬.৬৮
১৯১৮	৩৪৯৭.৭৩	"	১২০৩.২৫	১২৬০.০৬	৩৩২.৭৩	৭৭৯৩.৭৭
১৯১৯	৫০৪৯.৫০	"	১২৩১.৫০	১৩২৫.৯৩	৩৪৭.৮৪	৯৪৫৪.৭৭
১৯২০	৬৬৫৬.৩১	"	১১২২.৭৫	১৫৯৫.৬৪	৩০৭.২০	১১১৮১.৯০
১৯২১	৫৬৪৬.৯৭	"	৬৪.৫০	১৪৭২.৫০	৩১৯.৯৭	৯০০৩.৯৪
১৯২২	৪৭৯৫.২৮	"	...	১৩৭০.০০	৩১৪.৭৭	৭৯৮০.০৫
১৯২৩	৫০৩২.৫৯	"	...	১৬৫০.০৯	৪০৭.৮৬	৮৬২০.৫৪
১৯২৪	৫৪২৩.২৮	"	১১১০.২৫	১৪৬৪.০১	৩০৫.৩২	৯৮০২.৮৬
১৯২৫	৫৭১৩.০১	"	১১৩৩.৫০	১৭৫৭.৩২	৪০৬.৩৬	১০৫১০.১৯
১৯২৬	৫৩৩২.২৪	"	১১২৮.০০	১৫৮৯.৮৬	৩২৩.৪৩	৯৮৭৩.৫৩
১৯২৭	৫৬১৯.২০	"	১০১৩.৭৫	১৮০৬.৫০	২৯৭.২৫	১০,২৩৬.৭০

(২) বৎসর	প্রবন্ধ	সমালোচনা	নূতন বই নাম উল্লেখ	দলিল দস্তাবেজ বিবরণী ইত্যাদি	পত্রিকা-চুম্বক	নোট্‌স্	গবেষণা	মোট
১৯১১	৩৪২	৩০৪	৬২	৮৯	১৩৩	৪০	৮	৯৭৮
১৯১২	২৯১	২৯৮	১০১	১১০	১৮৬	৪১	১১	১০৩৮
১৯১৩	৩৪৭	২৬৮	১০৪	১৪১	১৬৭	৪৩	৮	১০৭৮
১৯১৪	৩২৭	২৪৩	১৩৬	১১৩	১৬৬	৩৫	১০	১০৩০
১৯১৫	৩১৪	২৫৭	৯০	১৪২	১৪৪	৪২	১৪	১০০৩
১৯১৬	৫৮৮	২৫৬	৯১	৯০	১৪০	৪৬	১৩	১০২৪
১৯১৭	৩৭৮	১৯২	১১০	১২৭	১২০	৪২	১৫	৯৮৪
১৯১৮	৩৮৯	১৫৭	৯১	১১২	৯৯	৪১	১৭	৯০৬
১৯১৯	৩৭৪	১৬৩	১৫৪	১০৩	৯৫	৪৭	১২	৯৪৮

* ইহার মধ্যে সম্পাদকদের ভ্রমণ খরচ ১৩৬·১৫ ডলার ধরা হইয়াছে।

বৎসর	প্রবন্ধ	সমালোচনা	নূতন বই নাম উল্লেখ	দলিল দস্তাবেজ বিবরণী ইত্যাদি	পত্রিকা-চুম্বক	নোটস্	গবেষণা	মোট
১৯২০	৩৯৫	১০৯	১৫৫	৯৮	১২২	৪২	১৫	৯৩৬
১৯২১	৩৩১	১০৩	১৩৩	৩৯	১১৭	৩৮	১১	৭৭২
১৯২২	২৯৩	৯১	১৫৯	৩৫	১২৪	৩৭	১৩	৭৫২
২৯২৩	২৯৮	১২২	১৮৪	২৬	১১৩	৪৩	১৪	৮০০
১৯২৪	৩৩৯	১১০	১৯১	২৩	১১৩	৪২	১৮	৮৩৬
১৯২৫	৩২৫	১৩১	১৭৮	২৭	১১০	৪৮	২৩	৮৩২
১৯২৬	২৭০	১৩৭	১৮৪	১৫	১০৮	৪৩	২৭	৭৮৪
১৯২৭	২৬২	১২০	১৯৫	৩২	১১৪	৪২	২৭	৭৯২

গবেষণা ব্যাপারটা হইতেছে প্রতি বৎসর আমেরিকানরা যে সব ডক্টরেল ডিসার্টেশন দাখিল করে তার তালিকা, প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হয়। ইহার সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে।

বাৎসরিক সভা

প্রত্যেক বছর ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে দিন চারেক ধরিয়া এক বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এক এক বৎসর এক এক জায়গায় সভা ডাকা হয়। ১৯২৬ সনে সভা হইয়াছিল, সেন্ট লুইস, মিসৌরিতে; ১৯২৭ সনে ওয়াশিংটন, ডি সি'তে; এই বৎসর শিকাগো, ইলিনিয়সে বসিবে। আমেরিকার নানা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ হইতে নামজাদা অধ্যাপক, শিক্ষক ইত্যাদিরা সমবেত হইয়া দেশের নানাপ্রকার আর্থিক সমস্যা ও তত্ত্ব লইয়া মাথা ঘামাইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, বড়দিনের এই সম্মেলনটা একটুও ফাঁকা আওয়াজ নহে। ১৯২৭ সনের বাৎসারিক সভার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখান যাইবে যে, এটা কি জিনিষ এবং কেন দেড় হাজার ডলারের উপর ইহার বিবরণী মুদ্রণের জন্য ব্যয় করা হয়।

এসোসিয়েশনের বয়স ৪৩ বছর। সেই অনুসারে ৪৩টা অধিবেশন হইয়া যাইবার কথা। কিন্তু গত বৎসরের অধিবেশনকে ৪০শ অধিবেশন বলা হইয়াছে। অর্থাৎ মাঝে ২।১টা বৎসর নাই। প্রত্যেক বছরের অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণ অর্থাৎ যে সব কাগজ ইত্যাদি পড়া হয় তাহা ও যে প্রস্তাব ইত্যাদি হয় তাহা একত্রে পরবর্ত্তী সনের মার্চ্চ মাসের ক্রোড়পত্ররূপে বাহির হইয়া থাকে।

এই ক্রোড়পত্রের ইজ্জৎ ঢের। গত ৪০টা ক্রোড় পত্র বিশেষতঃ শেষের আঠারটা (১৯১১ সন হইতে) নাড়াচাড়া করিলে বাঙ্গালীর ছেলে শিখিবার ও ভাবিবার অনেক বিষয় পাইবে, শুধু এমন নয়; উপরন্তু তাহা হইতে যে মালমসলা জুটিবে তদ্দ্বারা স্বাধীনভাবে ২।৪ খানা বেশ বড় কেতাব সৃষ্টি করা যাইবে। আমেরিকান্ ইকনমিক রিভিউ অর্থশাস্ত্রের নিশ্চয় এক মূল্যবান্ পত্রিকা। কিন্তু এই ক্রোড়পত্রগুলির মূল্য তার চেয়ে এক কাণা কড়িও কম নয়। অর্থশাস্ত্রীদের সম্মেলনে ও পরস্পর আলোচনায় অর্থশাস্ত্রের অনেক অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত কোণায় এমন আলোকপাত হইতেছে যে, তার ফলে অর্থশাস্ত্রের দ্রুত প্রসার ও উন্নতি ছেলেখেলায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ৩০১.৩৮ ডলার মাত্র খরচ করিয়া এমনতর বাৎসরিক সভা ডাকিবার যথেষ্ট সার্থকতা আছে। হাজার টাকা না হোক্, বছরে অন্ততঃ ৩০০৲ টাকা খরচ করিয়া বছরে আমাদের অর্থশাস্ত্রীদের মধ্যে এমন একটা সম্মেলন কায়েম করা যায় না কি ?

এক্ষণে ক্রোড়পত্রের দিকে চাহিয়া ৪০শ বাৎসরিক সভার কিঞ্চিৎ আভাষ দিতেছি।

মঙ্গলবার, ২৭শে ডিসেম্বর, সকাল ১০ ঘটিকা। "টেবিলের চারিদিকে গোল হইয়া বসিয়া" আলোচনা।

১। ভূমির অর্থতত্ত্ব:

চেয়ারম্যান—রিচার্ড টি ইলি, নর্থওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়। ইনি ¾ পাতার এক বক্তৃতায় সূচনা করিলেন।

বক্তাগণ:

আর টি ইলি, ভূমি অর্থতত্ত্বের সীমানা সম্বন্ধে মন্তব্য, ॥ পৃষ্ঠা

রবার্ট এম্ হেগ, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভূমি প্ল্যানিং অর্থতত্ত্ব ঘটিত কতকগুলি অমীমাংসিত সমস্যা, ৪॥ পৃষ্ঠা

আলোচনা:

বি এইচ হিবার্ড উইস্কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়, ১। পৃষ্ঠা

জে ডি ভ্যান্ সিকল, মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়, ১ পৃষ্ঠা, কুমারী হারলীন জেম্স, আমেরিকান্ সিভিক্ এসোসিয়েশন, ৮ পৃষ্ঠা

এল্ সি গ্রে, যুক্তরাষ্ট্র কৃষি বিজ্ঞান: ভূমি অর্থতত্ত্ব ও স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক গবেষণার সীমানা ও উদ্দেশ্য, ২। পৃষ্ঠা

আলোচনা:

ই এম্ ফিশার, মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়, ১। পৃষ্ঠা

জি এস্ হিবহিন, নর্থওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়, ॥ পৃষ্ঠা, আর্থার জে মের্ত্তজকে, ৮ পৃষ্ঠা

২। মার্কেটিং বা বাজারে মাল ফেলা: বণ্টনের আধুনিক উন্নতি।

চেয়ারম্যান—সি ই গ্রিফিন, মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়, লিখিয়া আনিয়াছিলেন।

মেলভিন টি কোপল্যাণ্ড, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, পাইকারী ব্যবসার বর্ত্তমান অবস্থা, ৮ পৃষ্ঠা

ফ্রেড ই ক্লার্ক, নর্থওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয় ডিপার্টমেণ্ট ষ্টোরের চেনের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ, ১। পৃষ্ঠা

এডওয়ার্ড এ ফিলেনে, উইলিয়াম ফিলেনে অ্যাণ্ড সন্স কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট, বোষ্টন, "মাথার ঘাম পায়ে" ফেলার প্রথা, ৫। পৃষ্ঠা।

আলোচনা:

থিওডোর এন্ ব্যাক্‌ম্যান, ১॥ পৃষ্ঠা

হ্যারি আর টোসডল, ১ পৃষ্ঠা

কার্ল এন, শ্মালজ্, ১॥ পৃষ্ঠা

৩। "কোয়াণ্টিটেটিভ্ ইকনমিক্স" বা পরিমাণ (সংখ্যা) মূলক অর্থশাস্ত্রের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা, চেয়ারম্যান, ফ্রেডারিক সি মিল্‌স, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ১ পৃষ্ঠা

আলোচনা:

জ্যাকব এইচ হল্যাণ্ডার, জনস্ হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, ॥ পৃষ্ঠা

জ্যাকব হ্বিনার, শিকাগো „	৬।	„
ই বি উইলসন, হার্ভার্ড „	২৮	„
ওয়েস্‌লি সি, মিচেল কলম্বিয়া „	২।	„
এফ ডব্লিউ টৌসিগ, হার্ভার্ড „	১	„
টি এস্ অ্যাডাম্স, ইয়েল „	১।	„
জন ডি ব্ল্যাক, হার্ভার্ড „	২।	„

জন ক্যাণ্ডলার কব, বোষ্টন, ম্যাসাচুসেট্স বিশ্ববিদ্যালয় ॥ পৃষ্ঠা

হেনরি শুলটজ, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়

ই এম্ বার্ণস, লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স

র‍্যাগনার ফ্রিশ, অস্লো বিশ্ববিদ্যালয়

ইহারা কিছু কিছু বলেন।

২:৩০ মি। প্রথম সেশন বা অধিবেশন (আমেরিকান্ ষ্ট্যাটিষ্টিকাল এসোসিয়েশনের সহিত যোগে সভা)

সভাপতি: জর্জ্জ ই রবার্টস, নিউ ইয়র্ক সিটি

সাধারণ বিষয়—যুদ্ধের পরবর্ত্তী দরের গতি

লেখা: যুদ্ধের পরে পাইকারী দ্রব্যাদির দরে উঠানামা বা জোয়ার ভাঁটা

লায়োনেল ডি এডি শিকাগো বিশ্ব: ২১ পৃষ্ঠা

লেখা: যুদ্ধের পরবর্ত্তী দর ও পূর্ব্ববর্ত্তী ভাব বা গতি ফ্রেডারিক সি মিল্‌স, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রবন্ধ আমেরিকান্ ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে।

আলোচনা:

ই ডব্লিউ কেমেরার, প্রিন্সটন বিশ্ববি: ৩। পৃ

সি ও হার্ডি, রবার্ট ব্রুকিংস গ্রাজুয়েট স্কুল, ২। পৃ

এইচ পার্কার উইলিস্, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
কার্ল স্নাইডার, নিউ ইয়র্কের ফেডারেল ব্যাঙ্ক

রাত্রি ৮টা। দ্বিতীয় সেশন বা অধিবেশন (আমেরিকান্ ষ্ট্যাটিষ্টিকাল এসোসিয়েশন ও মজুর আইনের জন্য আমেরিকান্ এসোসিয়েশনের একযোগে)

প্রিসাইডিং অফিসার: ই ডব্লিউ কেমেরার, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়।

ভিন্ন ভিন্ন সভাপতির অভিভাষণ:

মজুর-আইন ও ব্যবসার মতি বা মন

এস এ লিউয়িজোহন, মজুর আইনের জন্য আমেরিকান্ এসোসিয়েশন, ঐ সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে

ব্যবসার ভবিষ্যৎ গণনাতে ষ্ট্যাটিষ্টিকসের স্থান

ই ই ডে, আমেরিকান্ ষ্ট্যাটিষ্টিকাল এসোসিয়েশন, ঐ এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে

করতত্ত্বের আদর্শ ও আদর্শবাদ

টি এস অ্যাডাম্‌স, আমেরিকান ইকনমিক এসোসিয়েশন, ৮ পৃষ্ঠা

বুধবার, ডিসেম্বর ২৮

৮-৩০ মি। এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং

৯ ঘটিকা। কার্য্যাবলীর সভা: কর্ম্মচারী ও কমিটি সমূহের বিবরণী ইত্যাদি

১০ ঘটিকা। "টেবিলের চারিদিকে গোল হইয়া বসিয়া আলোচনা।"

১। অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের সহিত ব্যবসা সংক্রান্ত কলেজিয়েট স্কুলগুলির সম্পর্ক (কলেজিয়েট ব্যবসা স্কুলের আমেরিকান এসোসিয়েশনের সহিত একযোগে অধিবেশন)

চেয়ারম্যান, রাল্‌ফ ই হীলম্যান, নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়, ১॥ পৃষ্ঠা

আলোচনা:

অর্থশাস্ত্র বিভাগের প্রতিনিধি

ই এল বোগার্ট, ইলিনিওস বিশ্ববিদ্যালয়, ৩ পৃষ্ঠা

উইলিয়াম এইচ কীকহোফার, উইসকন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪ পৃষ্ঠা।

ব্যবসা স্কুলের প্রতিনিধি

সি ও রাগ্‌লস, ওহিও রাষ্ট্র বিশ্ববিঃ ২৪ পৃ

জর্জ্জ ডব্লিউ ডাউরি, ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিঃ ৩ পৃ

২। কৃষির দরকারটা কি—পুনর্গঠন না আইন? (আমেরিকান্ চাষী সঙ্ঘের যোগে অধিবেশন)

চেয়ারম্যান, বি এইচ্ হিবার্ড, উইসকন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়।

আলোচনা:

জি এফ্ ওয়ারেন, কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়
জি এস হেহ্‌বহ্বিন্, নর্থওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়
এইচ জে ডাভেনপোর্ট, কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়
জে এস ডেভিস, ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়
সি এল ষ্টুয়ার্ট, ইলিনিওস্ বিশ্ববিদ্যালয়
জি ডি হ্যানকক্, ওয়াশিংটন ও লী বিশ্ব:
এগুলি আমেরিকান্ চাষী সঙ্ঘ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে।

৩। আর্থিক ইতিহাস

চেয়ারম্যান, এবট্ পি আশার

আলোচনা:

উইট বাওডেন, পেন্‌সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ২৮ পৃঃ
এম্ এম্ নাইট্, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ৩ পৃষ্ঠা
এন্ এস বি, গ্রাস, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ১॥ পৃষ্ঠা
আর্থার এইচ কোল, ঐ, ২৮ পৃষ্ঠা

২-৩০ মি। তৃতীয় অধিবেশন

প্রিসাইডিং অফিসার: টমাস ওয়াকার পেজ, ইনষ্টিটিউট অব্ ইকনমিকস্।

সাধারণ বিষয়: (আমেরিকার) ফেডারেল আয়-করের সহজীকরণ

লেখা: সহজীকরণ এবং অর্জ্জিত আয়ের উপর ফেডারেল কর, অনারেবল ডব্লিউ আর গ্রীণ, ওয়েস অ্যাণ্ড মিন্‌স কমিটির চেয়ারম্যান, হাউস অব রিপ্রেজেন্‌টেটিভ্‌স) ৭ পৃষ্ঠা

লেখা : ফেডারেল আয়-করের সহজীকরণ

রয় জি ব্লাকে, ইন্‌ষ্টিটিউট অব্‌ ইকনমিক্‌স, মিন্নেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮ পৃষ্ঠা

আলোচনা :

রবার্ট এম্‌ হেইগ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ২ পৃষ্ঠা

কর্ডেল হাল, হাউস্‌ অব রিপ্রেজেন্‌টেটিহ্বস্‌,

এ ডব্লিউ গ্রেগ, বিউরো অব ইনটার্ণাল রেহ্বে-নিউর ভূতপূর্ব্ব কাউন্সেল

মিডলটন বীম্যান, লেজিসলেটিহ্ব্‌ কাউন্সেল, হাউস অব রিপ্রেজেন্‌টেটিহ্বস্‌

রাত্রি ৮টা। ৪র্থ অধিবেশন

(মজুর আইনের জন্য আমেরিকান্‌ এসোসিঃ যোগে)

প্রিসাইডিং অফিসার : জন আর কমনস, উইসকন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়

সাধারণ বিষয় : বর্দ্ধিত উৎপাদন পটুতার আর্থিক ও সামাজিক ফলাফল

লেখা : আমেরিকান্‌ ব্যবসায়ে বর্দ্ধিত এফিসিয়েন্সি বা কার্য্যপটুতার আর্থিক সার্থকতা

উড লীফ্‌ টমাস, গবেষণা ও সূচী-সংখ্যা বিভাগ, ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড, ১৭ পৃঃ

লেখা : উৎপাদন নিয়ম বুঝিবার চেষ্টা ও মজুর মঙ্গলের সহিত সম্পর্ক নির্ণয়

পল এইচ ডাগলাস্‌, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়,

চার্লস ডব্লিউ কব, আমহার্ষ্ট কলেজ, ২৭ পৃঃ

আলোচনা :

সামনার এইচ্‌ স্লিখটের, কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়, ৫ পৃষ্ঠা

জন ডি ব্ল্যাক, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ২ পৃষ্ঠা

সিড্‌নি হিলম্যান, প্রেসিডেন্ট, অ্যামেলগ্যামেটেড্‌ ক্লোথিং ওয়ার্কার্স, আমেরিকা

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ২৯

সকাল ১০টা। পঞ্চম অধিবেশন

প্রিসাইডিং অফিসার : অনারেব্‌ল বি এইচ্‌ মেয়ার, চেয়ারম্যান, ইণ্টারষ্টেট কমার্স কমিশন

সাধারণ বিষয় : জনহিতকর প্রতিষ্ঠান (পাবলিক ইউ-টিলিটিস্‌) সমূহের মূল্য নির্ণয়

লেখা : মূল্য নির্ণয়ের অর্থ

আর্থার টি হ্যাডলি, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট, ৮ পৃষ্ঠা

লেখা : রেলরোডের মূল্য নির্ণয়, ও'ফ্যালন সিদ্ধান্তের সম্পর্কে

জেম্‌স সি বনব্রাইট, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ২৫ পৃষ্ঠা

আলোচনা :

আই এল সার্ফম্যান, মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়, ৫ পৃষ্ঠা

হ্যারি গানিসন ব্রাউন, মিসৌরি বিশ্ববিদ্যালয়, ৫ পৃষ্ঠা

জন এইচ, শারম্যান লেক ফরেষ্ট কলেজ

২-৩০ মি। ষষ্ঠ অধিবেশন

প্রিসাইডিং অফিসার : এফ এ ফেটার, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়

সাধারণ বিষয় : সুদ, দর ও মুনাফা

লেখা : সুদের হারের তথাকথিত নিম্নাভিমুখী গতি

য়োসেফ শুম্‌পেটের, বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়

লেখা : ব্যবসাচক্রের কারণরূপে সুদের হার

ওয়াল্ডো এফ মিচেল, ডি পউ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪ পৃষ্ঠা

আলোচনা :

জে ই ম্যাকডনো, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়, ৩ পৃষ্ঠা

ডেহ্বিড ফ্রাইডে, ওয়াশিংটন, ডি সি,

এফ আর মেকলে, ন্যাশনাল বিউরো অব ইকনমিক রিসার্চ

রাত্রি ৯টা। সপ্তম অধিবেশন

প্রিসাইডিং অফিসার : এইচ্‌ জি মোল্টন, ডিরেক্টার, ইনষ্টিটিউট অব ইকনমিকস

সাধারণ বিষয় :

ইয়োরোপীয় ঋণ স্থিরতার পুনর্ব্বিচার

লেখা : ঋণ স্থিরতার কি পুনর্ব্বিচার হওয়া উচিত?

অনারেবল এ পিয়াট্‌ এন্‌ড্রু, হাউস অব রিপ্রেজেন-টেটিহ্বস, ১০ পৃষ্ঠা

লেখা : ঋণস্থিরতার পুনর্ব্বিচারের কারণাবলী পরীক্ষা

আর্ণেষ্ট এল বোগার্ট, ইলিনিওস্‌ বিশ্ববিঃ, ১৫ পৃষ্ঠা

আলোচনা :

ই এম্ প্যাটারসন, পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ৪ পৃষ্ঠা

ফ্রেড আর ফেয়ারচাইল্ড, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়, ৫ পৃ:

শুক্রবার। ডিসেম্বর ৩০

সকাল ৯টা। কর্ম্মচারি-নির্ব্বাচন ইত্যাদি

সকাল ১০টা। অষ্টম অধিবেশন (মজুর আইনের জন্য আমেরিকান্ এসোসিয়েশন ও ষ্টেব্‌ল মানি বা স্থির মুদ্রা এসোসিয়েশনের যোগে)

প্রিসাইডিং অফিসার : ই আর এ সেলিগম্যান

সাধারণ বিষয় : দর হ্রাসের সাহিত সমৃদ্ধির কোন সম্বন্ধ আছে কি ?

লেখা : দর পতনে সৌভাগ্য

জর্জ্জ সোলে, লেবার বিউরো, ইনক,

লেখা : দর পতনের কুফল

রয়্যাল মিকার, নিউ হেভ্‌ন, কনেক্‌টিকাট

আলোচনা :

এইচ্ এ ই চ্যাণ্ডলার, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব্ কমার্স, নিউ ইয়র্ক সিটি

ডেভিড্ ফ্রাইডে, ওয়াশিংটন, ডি সি

এগুলি সমস্তই স্থির মুদ্রা এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত হইবে।

বেলা ১২টা। এক্সিকিউটিভ্ কমিটির মিটিং।

বিদ্যার আদান প্রদান

উপরে উদ্ধৃত ১৯২৭ সনের প্রবন্ধ ইত্যাদির সূচীর দিকে চাহিলে বাৎসরিক সভার কাজের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা জন্মিবে বলিয়া মনে হয়। এখানে কোন একটা অধিবেশনের একজন লেখকেরও লেখার চুম্বকের সহিত পরিচিত করাইয়া দিবার স্থান নাই। কিন্তু শুধু সূচীপত্রটা বার বার করিয়া পড়িলেও অনেক উপকার দর্শিবে বলিয়া মনে হয়। গত ৪০টা বাৎসরিক সভার সূচীপত্র লইয়াও যদি আমাদের অধ্যাপক ও ছাত্র মহলে ঘাঁটাঘাঁটি করিবার উৎসাহ দেখা দেয়, তবে বুঝিব বাতাস ফিরিতেছে, অর্থশাস্ত্রের পালে হাওয়া লাগিতেছে। কারণ শুধু সূচীপত্র ধরিয়াই আমরা বর্ত্তমানে প্রচুর শিক্ষালাভ করিতে পারি।

আমেরিকান্ এসোসিয়েশনের বাৎসরিক সভায় কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের দানের পরিমাণ কিরূপ, তাহা উপরের তালিকা হইতে গণনা করিয়া বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। কিন্তু এই গণনাটা আরও একটু অগ্রসর করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গত ৪০ বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ বিশেষ দিনে দানের পরিমাণটা মাপিতে চেষ্টা করিলে মন্দ হয় না। তারপর এসোসিয়েশনের জন্ম অবধি আজ পর্য্যন্ত কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় কত দান করিয়াছে, কোন্ অধ্যাপক কত পৃষ্ঠার কেতাব ইত্যাদি লিখিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইত্যাকার প্রশ্ন লইয়া আমাদের সুধীগণ মাথা ঘামাইতে সুরু করিয়া দিন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের বাহিরে কত লোকের কাছে কিরূপ দান পাওয়া গিয়াছে, ইত্যাদি। শিক্ষার সহিত ব্যবসার সম্পর্কটা আমেরিকার জটিল আর্থিক বিধান হইতে খুঁজিয়া বাহির করিবার ভার আমাদের অর্থশাস্ত্রের গবেষকদের উপরে ন্যস্ত রহিল।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। একা আমেরিকান্ এসোসিয়েশন শুধু নিজ পত্রিকার কলেবর-বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে এমন নয়, অন্যান্য এসোসিয়েশনের ও সাহিত্যেরও পুষ্টিসাধন করিয়াছে। বিদ্যার ক্ষেত্রে সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা ও আলোচনার সমান মূল্যবান্ পদার্থ আর কিছু নাই। তাহাতে বিদ্বজ্জনের সুপ্ত শক্তিকে ও স্মৃতিকে জাগাইয়া তোলে অথবা উৎসাহিত করিয়া তোলে। এই এসোসিয়েশনের বাৎসরিক সভা ঐ তিন কাজেই পটুতা দেখাইতেছে। ইংরেজীতে যাকে বলে "সাইকোলজিকাল এফেক্ট" বা "মানসিকতার সৃষ্টি" যার দাম কি ব্যবসা ক্ষেত্রে, কি অর্থশাস্ত্রের সাহিত্য ক্ষেত্রে লাখ টাকারও উপরে, তাহা এইরূপেই হইয়া থাকে। আর তার ফলে জাতীয় উন্নতির, সর্ব্বপ্রকার উন্নতির শত সহস্র পথ খুলিয়া যায়।

বিদ্যার আদান-প্রদানের একটা নমুনা দিয়াছি। এখানে আরও একটা নমুনা দিতেছি। এসোসিয়েশনের

মোট সঙ্ঘের সংখ্যা ২,৬৬৫। ইহার সহিত পত্রিকার ৮০০ গ্রাহক জুড়িয়া দিলে সংখ্যা দাঁড়ায় ৩,৪৬৫। এই প্রায় সাড়ে তিন হাজার লোকের বাসস্থান নির্ণয় হইতে বুঝা যাইবে এসোসিয়েশনের ভাব ও বাণী কতদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে সেই সব দেশে নূতন চিন্তার আমদানি করিয়া ক্ষান্ত হইতেছে না, সেই সব দেশ হইতেও নব নব ভাবের আমদানি করিতেছে।

ভৌগোলিক স্থান-নির্দ্দেশ

১। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহ :—

(১)	আলবামা	...	১০
(২)	আরিজোনা	...	৫
(৩)	আরকংসাস্	...	১০
(৪)	কালিফোর্ণিয়া	...	১১৪
	[লস্ এঞ্জেলোস্	৩৩	
	সান ফ্রান্সিস্‌কো	২৩	
	ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিত্তালয়	২১]	
(৫)	কোলারোডো	...	১৯
(৬)	কনেক্টিকাট	...	৮৩
	[তন্মধ্যে নিউ হেভ্‌ন	৪০]	
(৭)	ডেলাওয়ারে	...	৭
(৮)	কলম্বিয়া জিলা	...	২১০
	[ওয়াশিংটন	২১০]	
(৯)	ফ্লোরিডা	...	২০
(১০)	জর্জ্জিয়া	...	১৭
(১১)	হাওয়াই	...	৫
	[হনলুলু	৫]	
(১২)	ইডাহো	...	৬
(১৩)	ইলিনিওস্	...	২১৬
	[শিকাগো	১৬৪	
	ইভ্যান্‌ষ্টন	২৯	
	লেক ফরেষ্ট	৩	
	উর্ব্বানা	৩০]	
(১৪)	ইণ্ডিয়ানা	...	৪৩
(১৫)	আইয়োআ	...	৫৩
(১৬)	কংসাস্	...	৩১
(১৭)	কেণ্টাকি	...	২০
(১৮)	লুসিয়ানা	...	১৪
(১৯)	মেইন্	...	১৯
(২০)	মেরিল্যাণ্ড	...	৪৪
	[বাল্‌টিমোর	৩২]	
(২১)	ম্যাসাচুসেট্‌স্	...	২৬৩
	[বোষ্টন	৭৯	
	কেম্ব্রিজ	৭৬]	
(২২)	মিশিগান	...	৭৭
	[ডিট্রয়েট্	১৮]	
(২৩)	মিন্নেসোটা	...	৬২
(২৪)	মিসিসিপি	...	৫
(২৫)	মিসৌরি	...	৫৮
	[কলম্বিয়া	৮	
	সেণ্ট লুইস্	৩১]	
(২৬)	মোণ্টানা	...	১২
(২৭)	নেব্রাস্কা	...	২৮
	[লিন্‌কন	১৭]	
(২৮)	নেভ্বাডা	...	১০
(২৯)	নিউ হ্যাম্পশায়ার	...	২৪
(৩০)	নিউ জারসী	...	৮৫
	[প্রিন্সটন	২৮]	
(৩১)	নিউ মেক্সিকো	...	২
(৩২)	নিউইয়র্ক	...	৬৭১
	[ব্রুকলীন	২১	
	বাফেলো	১৭	
	ইথাকা	২০	
	মাউণ্ট ভার্ণন	৪	
	নিউইয়র্ক	৪৯০]	
(৩৩)	নর্থ ক্যারোলিনা	...	২৫
(৩৪)	নর্থ ডাকোটা	...	৭
(৩৫)	ওহিও	...	১৫৮

[সিনসিনাটী ২১
ক্লীভ্‌ল্যাণ্ড ২৫
কলম্বাস ৪১]

(৩৬) ওক্লাহোমা … ২১
(৩৭) ওরেগণ … ১৮
(৩৮) পেনসিল্‌ভেনিয়া … ১৮২
[ফিলাডেলফিয়া ৭৪]
(৩৯) রোড্‌ আয়ল্যাণ্ড … ১৫
(৪০) সাউথ ক্যারোলিনা … ২
(৪১) সাউথ ডাকোটা … ১২
(৪২) টেনেসি … ১৭
(৪৩) টেক্সাস্‌ … ৬৩
(৪৪) উটা … ৭
(৪৫) হ্বারমণ্ট … ৯
(৪৬) ভার্জ্জিনিয়া … ৩৩
(৪৭) ওয়াশিংটন … ৩৬
(৪৮) ওয়েষ্ট ভার্জ্জিনিয়া … ১৮
(৪৯) উইস্‌কন্‌সিন … ৬৩
[ম্যাডিসন ৩৮]
(৫০) ওয়াইওমিং … ৩

২। ইউনিয়ান অব্‌ সাউথ আফ্রিকা :—
কেপ্‌ টাউন ১
ডারবান্‌ ১
জোহান্‌সবার্গ ১
প্রিটোরিয়া ২
ষ্টেলেনবোশ্‌ ১
৬

৩। অষ্ট্রেলিয়া :—
আদেলেইদে ২
ক্যানবেরা ১
মেলবোর্ণ ৩
পার্থ ১
সীড্‌নি ৩
১০

৪। অষ্ট্রীয়া :—
হ্বিয়েনা ৩ ৩

৫। বেলজিয়াম :—
অ্যাণ্টওয়ার্প ১
ব্রুসেলস্‌ ১
লুভেইন্‌ ১
৩

৬। বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্‌ :—
ত্রিনিদাদ ১ ১

৭। কানাডা :—
আলবার্ত্তা ৬
বৃটিশ কলম্বিয়া ৫
[ভ্যান্‌কুভার ৩]
মণিটোবা ৯
নিউ ব্রান্সউইক ২
নোভা স্কোটিয়া ৩
ওণ্টারিও ২৯
[অটোয়া ৭
টোরোণ্টো ১৬]
কোয়েবাক্‌ ৯
[মণ্ট্রিল ৯]
সাস্‌কাচিউয়ান ৬
৬৯

৮। চীন :—
অ্যাময় ১
ক্যাণ্টন ১
ডেয়ারেন ৩
ম্যাকোয়া ১
নান্‌কিন ৩
পিকিং ৮
শাজ্ঞাই ৭
টিয়েণ্টসিন্‌ ৬
৩০

৯। কিউবা :—
- হাভানা ২ ২

১০। চেকোশ্লোভাকিয়া :—
- প্রাগ্ ২ ২

১১। ডেন্মার্ক :—
- কোপেনহেগেন ১ ১

১২। ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ্ ২ ২

১৩। ইংল্যাণ্ড :—
- বার্মিংহাম ১
- কেম্ব্রিজ ৫
- ইপ্সউইচ্ ১
- লিভারপুল ১
- লণ্ডন ৯
- ম্যাঞ্চেষ্টার ২
- নিউ কাস্ল অন্ টাইন্ ১
- নটিংহাম ১
- অক্সফোর্ড ২
- ওয়েম্বলি ১
- ইয়র্ক ১

—— ২৫

১৪। ফিন্ল্যাণ্ড :— ২ ২

১৫। ফ্রান্স :— ১৫
- [প্যারিস্ ১০]

১৬। জার্ম্মাণি :—
- বার্লিন ১০
- ব্রেস্লা ১
- ড্রেসডেন ১
- ফ্রাঙ্কফুর্ট ১
- হাম্বুর্গ ১
- য়েনা ১
- লাইপৎসিগ্ ৪
- মুনিখ ২

— ২১

১৭। হল্যাণ্ড :— ৬
- [আমষ্টারডাম্ ২
- রটারডাম্ ১]

১৮। হাঙ্গারি :—
- বুদাপেষ্ট ৪ ৪

১৯। ভারতবর্ষ :—
- কাশী (হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও শিবপ্রসাদ গুপ্ত)
- বোম্বাই (বিশ্ববিদ্যালয়)
- কলিকাতা (কমার্শিয়াল লাইব্রেরী ডিরেক্টার জেনারেল, ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী, ডক্টর নরেন্দ্র নাথ লাহা, প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল)
- ঢাকা (বিশ্ববিদ্যালয়)
- দিল্লী (বিশ্ববিদ্যালয়)
- লাহোর (হেইলী কলেজ অব্ কমার্স, মনোহর লাল, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী)
- লক্ষ্ণৌ (বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী)
- মান্দ্রাজ (বিশ্ববিঃ, শ্রী মীনাক্ষি কলেজ প্রিন্সিপাল)
- মহীশূর (বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী)
- রেঙ্গুন (জে জে বেনিসন, রেঙ্গুন বুক ক্লাব লিঃ
- সিম্লা (সেক্রেটারি ডিপার্টমেণ্ট অব্ ইণ্ডাষ্ট্রীস্)
- ত্রিবান্দ্রাম্ (মহারাজা কলেজের প্রিন্সিপাল)

—— ২০

২০। আয়ারল্যাণ্ড :—
- ডাব্লিন ১ ১

২১। ইতালি
- ক্যাতানিয়া ১
- জেনোআ ১
- মিলান ২
- নেপ্লস ২
- পাদোহ্বা ২
- রোম ৬
- তুরিন ৩
- ভেনিস ১

— ১৮

২২।	জাপান :—		
	ফুকুওকা	১	
	হাইয়োগোকেন	২	
	কানাজোয়া	১	
	কোবে	৬	
	কিয়োতো	৬	
	মৎসুয়ামা	১	
	নাগাসাকি	১	
	নাগোয়া	১	
	অয়ন্তা	১	
	ওসাকা	১৪	
	ওতারু	১	
	শিজুওকা	১	
	সাইতামা-কেন	১	
	সাপ্পোরো	১	
	সেন্দাই	১	
	তৈ-হোকু	৩	
	তাকমাৎসু	১	
	তাকাওকা	১	
	তোকিয়ো	৫৭	
	তোত্তোরি	১	
	ওয়াকিয়ামা	১	
	ইয়োকোহামা	১	
			——
			১০৪
২৩।	কোরিয়া :—		
	সেউল	২	২
২৪।	লাত্‌ভিয়া :—		
	রিগা	২	২
২৫।	লিথুনিয়া :—		১

২৬।	মেক্সিকো :—		
	মেক্সিকো	৩	৩
২৭।	নিউজীল্যাণ্ড		৮
২৮।	নরওয়ে :—		
	অস্‌লো	২	২
২৯।	ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ :—		
	মণিলা	২	২
৩০।	পোলাণ্ড		৩
৩১।	পোর্টোরিকো		২
৩২।	রুমানিয়া :—		
	বুকারেষ্ট	১	১
৩৩।	রুশিয়া :—		২০
	[লেনিনগ্রাড্‌ ৩		
	মস্কো ২২]		
৩৪।	স্কটল্যাণ্ড :—		২
৩৫।	শ্যামদেশ :—		
	ব্যাঙ্কক্‌	২	২
৩৬।	দক্ষিণ আমেরিকা :—		
	আর্জেন্টিনা	৪	
	ব্রাজিল	২	
	চিলি	২	
	কলম্বিয়া	১	
	ইকোয়াডোর	৪	
	পেরু	২	
	স্পেন	১	
			——
			১৬
৩৭।	সুইডেন		৭
৩৮।	সুইট্জারল্যাণ্ড		৬
৩৯।	টাসম্যানিয়া		১
৪০।	তুরস্ক (কনস্তান্তিনোপ্‌ল)		২

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ

পঞ্চম অধিবেশন। স্থান—৯৬ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। সময়—১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯, রবিবার, সকাল ১০টা।

উপস্থিত :—স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীমতী সুষমা দাসগুপ্ত এম, এ, শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র পাল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্যেরা।

আলোচনার বিষয় ছিল "কয়লার খনির মজুর"। স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল পরিষদের কার্য্যাবলী দেখিতে ও সভ্যদের উৎসাহিত করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার (গবেষণাধ্যক্ষ) সভার কার্য্য আরম্ভ করিবার সময় বলেন যে, ভারত-গৌরব স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ একজন প্রতিভাশালী দার্শনিক। বড় বড় দার্শনিকদের দস্তুর এই যে, তাঁহারা ছোট খাটো অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকেও খুব উঁচু আদর্শের মাপকাঠিতে যাচাই করিয়া থাকেন। একটা মস্ত বড় লক্ষ্য চোখের সম্মুখে রাখিয়া আটপৌরে নিত্যনৈমিত্তিক কাজগুলাকেও তাঁহারা গড়িয়া তুলিতে চাহেন। দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রেই এইরূপ দুরূহ ও উচ্চতম লক্ষ্যের পশ্চাতে তাঁহার চিন্তা চালাইয়াছেন। এই সূত্রে গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর পাণ্ডিত্য ও আকাঙ্ক্ষার কথা মনে পড়িতেছে। সাইরাকিউজের রাজা এই পণ্ডিতপ্রবরকে গুরুপদে বরিয়া রাজ্য চালাইতে চাহিয়াছিলেন। প্লেটোর মতে আদর্শ রাজা হইতে হইলে আগে হওয়া চাই দার্শনিক। আর দার্শনিক হইতে হইলে আগে হওয়া চাই অঙ্কে পণ্ডিত। আর অঙ্কের গোড়া হইল জ্যামিতি। কাজেই রাজা উজির সকলকেই প্লেটো জ্যামিতি শিখাইতে সুরু করেন। রাজ-দরবার অঙ্কের টোলে পরিণত হয়! ফলাফল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

প্লেটো যেমন গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে রাজ্যশাসন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন স্যর ব্রজেন্দ্রনাথও সেইরূপ এমন সব উচ্চাঙ্গের কথা বলিতে পারেন যাহা কার্য্যে পরিণত করা আদৌ হয়ত সম্ভব নহে। কাজেই তাঁহার কথা শুনিয়া এখানে যাঁহারা উপস্থিত আছেন তাঁহাদের কাহারও যে ঘাব্ড়াইবার দরকার নাই তাহা পূর্ব্ব হইতে জানিয়া রাখাই ভাল।

বিশেষতঃ, ব্রজেন্দ্রনাথ ছেলে-ছোকরা, নবীন-প্রবীণ সকলের সঙ্গেই সমানে সমানে তর্কাতর্কিতে যোগ দিতে অভ্যস্ত। যৌবন-নিষ্ঠায় ডক্টর শীল অদ্বিতীয়। তাঁহার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করিবার জন্য আমি এখানকার সকলকেই উৎসাহিত করিতেছি। ডক্টর শীলের নাম মাত্র যাঁহাদের শুনা আছে তাঁহাদের কাহারও তাঁহাকে নিজ দলের ভিতর পাইয়া ভয়ে জড়সড় হইবার দরকার নাই।

ধনবিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য

ধনবিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অধ্যাপক সরকার বলেন যে, এক এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈয়ার করাই পরিষদের উদ্দেশ্য নয়। যাহারা অন্ততঃ এম এ বি এল পাশ করিয়াছে তাহারা যাহাতে অন্ততঃ ৫ বৎসর ধরিয়া ধনবিজ্ঞানের নানা বিভাগে পড়াশুনা চালাইতে পারে ও পরস্পরের সঙ্গে চিন্তার আদান প্রদান করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই পরিষদের উদ্দেশ্য। প্রত্যেকে ধনবিজ্ঞানের সকল বিভাগে অধিকারী হইলে পরে কোন বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইবার সময় আসিবে।

কোন একটা মাত্র সমস্যাকে অথবা লক্ষ্যকে কেন্দ্র করিয়া পরিষদ্ খাড়া করা হয় নাই। খোলা মনে হাজারো প্রশ্ন, হাজারো সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে। সেইজন্য কোন প্রকার কর্ম্ম-বিভাগ বা কার্য্য-বিশেষত্ব বাছিয়া দেওয়া হয় নাই। যার যে বিষয়ে বা যতগুলি বিষয়ে খুসী গবেষণা চালাইবার অধিকার রহিয়াছে। পরিষদ্ একটা স্কুল—"সেমিনার" বিশেষ ; এখানে সবাই যথাসাধ্য লেখাপড়া করিতে ও শিখিতে আসিয়াছে। সুতরাং এখানে "সামাজিক

হাইজীন" বা সার্ব্বজনীন স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে খাজনার অঙ্কশাস্ত্রঘটিত তত্ত্ব কোনটার আলোচনা বা গবেষণাই বাদ পড়ে না। প্রত্যেকে রোজ রোজ যাহা কিছু লেখাপড়া করে তাহাই একত্রে পরে আলোচিত হয়।

কয়লার খনির মজুর

স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পরিষদের অন্যতম গবেষক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত এম-এ, বি-এল 'ভারতীয় কয়লার খনির মজুর" সম্বন্ধে আলোচনা করেন। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত খনি-সংক্রান্ত নানাবিধ বিবরণী এবং সেই সঙ্গে ইংলণ্ড, জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্রের খনির মজুর-বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া ইনি অনেক প্রকার তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন ও সম্প্রতি মানভূম জেলার অন্তর্গত কয়েকটি কয়লার খনি পরিদর্শন করিয়া বহুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। আলোচ্য বিষয় অনুধাবন করিতে ইনি এই মত প্রকাশ করেন যে, ভারতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়লার খনিগুলিতে অধিকাংশ স্থলে, "ফুরণ" অর্থাৎ পরিমাণ চুক্তিমত কাজ করিবার প্রথা প্রচলিত থাকায় শ্রমিকবর্গের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। এই প্রথার ফলে অনিয়মিত পরিশ্রম করিবার জন্য কুলীদিগের স্বাস্থ্যহানি হইয়া থাকে, এবং সমধিক পরিশ্রম করিয়া অধিকতর উপার্জ্জন করিবার চেষ্টায় নানাবিধ আকস্মিক বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। ইহার পরিবর্ত্তে মাসিক মাহিয়ানার সর্ত্তে কাজ করিলে উভয়প্রকার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনাই কমিয়া যাইতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে ইনি বলেন যে, গড়পড়তা হিসাবে ভারতীয় কুলী জাপানী শ্রামিক হইতে অধিকতর পরিমাণ কয়লা কাটিয়া থাকে। কিন্তু বৎসরকালের মধ্যেই চাষ-আবাদের জন্য একাধিকবার স্থানত্যাগ করে বলিয়া খনিগুলির কাজ সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। তা ছাড়া "ফুরণ" মত কাজ করিবার জন্য সামান্য সুবিধা পাইলেই কুলীরা এক খনি হইতে অন্য খনিতে কাজ লইবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় আলোচনার প্রধান বস্তু :—
(১) সমগ্র বৃটিশ ভারতের ও ঝরিয়ার নানা শ্রেণীর কয়লার খনির মজুরের সংখ্যা। (২) মজুরদের কোন্ কোন্ স্থান হইতে আনা হয়? (৩) বৎসরে তিনবার করিয়া তাহাদের যোগানের নিয়মিত হ্রাস। (৪) তাহাদের স্থায়ী মজুরে পরিণত করিবার উপায়। (৫) তাহাদের জোগাড় করিবার প্রণালী। (৬) সকল শ্রেণীর মজুরদের মাহিয়ানার হার। (৭) ফুরণে মাহিয়ানা দেওয়ার কুফল—দুর্ঘটনার সংখ্যা-বৃদ্ধি। (৮) মালিকদিগের মাসিক রোজগার। (৯) অন্যান্য দেশীয় কয়লার খনির মজুরের পটুতার তুলনায় ভারতীয় মজুরের পটুতা। (১০) ভারতীয় মজুরের পটুতা কম হইবার কারণ, ইত্যাদি।

শিববাবু কতকগুলি কয়লার খনি প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন করিবার জন্য প্রেরিত হন। তৎপর সরকারী ও অন্যান্য রিপোর্ট ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঘাঁটাঘাঁটি করেন। তার ফলে এই রচনা। ইহা তাঁর এবিষয়ে গবেষণার সমস্ত ফল নয়, আংশিক ফল মাত্র। খনিতে কত প্রকারের মজুর কাজ করিতেছে, তাদের মজুরের হার, কার্য্যকারিতা, আবাসস্থানের ব্যবস্থা, খাওয়াদাওয়ার কথা, স্বভাবচরিত্রের কথা ইত্যাদি বিষয় লইয়া ইনি আলোচনা করেন।

"এফিসিয়েন্সি" (কর্ম্মদক্ষতা) কাকে বলে?

ডক্টর শীল বক্তার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে অতি সুচিন্তিত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, "এফিসিয়েন্সি" জিনিষটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। শুধু মাত্র কাজের পরিমাণ দ্বারা এফিসিয়েন্সির বিচার করা উচিত নয়। মজুরের শ্রেণীভেদ (যেমন কুশলী ও অকুশলী), যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও মজুরির সহিত এফিসিয়েন্সির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রত্যেকটার পরিমাণও যাচাই করিয়া দেখিবার দরকার আছে।

এফিসিয়েন্সি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, মোট কতজন লোক কাজ করিতেছে আর কতখানি উৎপাদিত হইতেছে শুধু ইহার দ্বারা কখনো এফিসিয়েন্সি নির্ণীত হইতে পারে না। এফিসিয়েন্সির অর্থ নিম্নলিখিত দফাগুলির প্রকৃত বিশ্লেষণ।

(১) মজুরের ব্যক্তিগত গুণাবলী, যেমন তার গায়ের জোর ইত্যাদি,

(২) যন্ত্র ও কলের ব্যবহার,

(৩) স্থান—কৃষি (উর্ব্বরা শক্তি ইত্যাদি), খনিজ পদার্থ আছে কিনা,

(৪) স্বাস্থ্য,

(৫) খাদ্য।

সুতরাং আমরা যখন আমাদের দেশের মজুরদের সহিত অন্যান্য দেশের মজুরদের তুলনা করিয়া বলি যে, এরা কম এফিশেণ্ট (কর্ম্মদক্ষ) তখন কিছুই বলা হয় না। প্রথমতঃ, জানিতে হইবে, উপরি উক্ত দফাগুলির কোন্‌টা কি পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। বস্তুতঃ, শক্তির ব্যবহার, তা যে কোন আকারেই হোক্ না, অর্থশাস্ত্রীর পক্ষে বিশেষ গবেষণার বিষয় বটে। তারপর কারিগর বা মজুরদের যথাযথ প্রণালীতে শ্রেণী-বিভাগ করা চাই। নহিলে তাদের সম্বন্ধে কোন প্রকার সাধারণ সিদ্ধান্ত খাড়া করিলে ভুল হইবার সম্ভাবনা আছে।

ভারতীয় মজুরের বিচরণশীলতা

ডক্টর শীল বলিলেন যে, ভারতীয় মজুরেরা স্থান হইতে স্থানান্তরে বিচরণ করে, তাদের এই স্বভাবের কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। বিচরণশীলতাকে বন্ধ করিতে হইবে। কারণ ইহা এফিশেন্সির পরিপন্থী। মজুরকে পরিবার-সহ স্থিরভাবে বসাইয়া দেওয়া একটা মস্ত সমস্যা। তিনি মনে করেন এ বিষয়ে আসাম ও মহীশূরের চা-বাগানসমূহে যে প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহা ঠিক পথে চালিত হইতেছে। মজুরেরা যাতে পরিবারবদ্ধ হইয়া বাস করে তজ্জন্য নানা-প্রকার আয়োজন করা হইয়াছে। এ বিষয়ে অগ্রসর ও কল-কারখানাপ্রধান পশ্চিম দেশের সহিত আমাদের তুলনা করিলে চলিবে না। এখানে মজুরদের জন্য কিছু নিজস্ব জমির বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া চাই। তবেই তারা ঘর বাঁধিতে পারিবে ও পরিবার-প্রতিপালনে মনোযোগ দিবে। ডক্টর নরেশচন্দ্র সেন বলিলেন যে, ঢাকার শ্রমিক তাঁতীরা প্রধানতঃ কৃষি-প্রধান।

স্ত্রী-মজুর অনিষ্টকর নহে

ডক্টর শীল বলেন যে, অর্থশাস্ত্রীকে তার নিজ বিচারবুদ্ধি যথাযথভাবে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যবহার করিতে শিখিতে হইবে। সমাজ-হিতৈষিগণ স্ত্রী মজুর উঠাইয়া দিবার পক্ষপাতী। কিন্তু স্ত্রী মজুর উঠাইয়া দিলে ইষ্টের চেয়ে ঢের বেশী অনিষ্ট হইবে।

পারিবারিক জীবন এফিশেন্সি বাড়ায়

এইখানে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, স্ত্রী-মজুর থাকায় তাদের দৈনিক কর্ত্তব্য-পালনে বাধা পড়ে। তা ছাড়া তারা সরিয়া গেলে পুরুষদের মজুরি বাড়িতে পারে।

উত্তরে ডক্টর শীল বলেন যে, অবশ্যই স্ত্রীলোকদের কাজ করিবার সময় ও মাতৃমঙ্গল ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কিন্তু স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেই যদি কাজ করে তবে দৈনিক কর্ত্তব্য বাধা পায় না। পরন্তু, একটা স্বাস্থ্যকর পারিবারিক জীবন গড়িয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ, স্ত্রী-মজুর সরিয়া যাইবামাত্র পুরুষদের মজুরি বাড়িয়া যাইবে না, মজুরি বাড়িতে অনেক সময় লাগে। ইতিমধ্যে অন্য মজুরেরা আসিয়া তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবে। তাঁর মতে সম্ভব হইলেই এই পারিবারিক জীবনের আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে হইবে। তাহাতে এফিশেন্সি বৃদ্ধি পায়।

মজুরেরা কেন বিচরণশীল

মজুরদের বিচরণশীল চরিত্রের অবশ্য কতকগুলি কারণ আছে। ডক্টর শীলের মতে কয়েকটি কারণ এইরূপ :—

(১) মজুরেরা চাষবাস দ্বারা তাদের আয় বাড়াইয়া লইতে চায়, (২) খনির নীচে সর্ব্বদা কাজ করা অস্বাস্থ্য-কর, (৩) বাড়ীঘরের অবস্থা ভাল নয়, (৪) স্বামিত্ব বা অধিকারিত্ব নাই ; ছোট এক টুকরা জমি হোক্ বা বাগান হোক্, তাহার স্বামিত্বের আনন্দ লোকচরিত্র-গঠনের পক্ষে খুব কার্য্যকর।

মজুরি নির্ণয়ে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ চাই

ডক্টর শীল বলেন যে, প্রকৃত ও নামতঃ মজুরির মধ্যে ভেদরেখা টানিতে হইবে বটে। কিন্তু এ বিষয়েও শুধুমাত্র সমাজ-হিতৈষণার উপর ভর করিলে চলিবে না, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা চাই। সর্ব্বনিম্ন মজুরির সীমা রাষ্ট্র বাঁধিয়া দিবে। যে সব সুখ-সুবিধা মজুর ভোগ করিতে সমর্থ হইবে তাও আইনতঃ নির্ণীত হওয়া দরকার। খরচার কিছুটা মজুরেরা, কিছুটা খনির মালিকেরা, আর কিছুটা রাষ্ট্র দিবে। বীমা (ব্যাধি, দুর্ঘটনা ইত্যাদি, বিসমার্কের সামাজিক আইন-কানুন স্মর্ত্তব্য), স্থান ও কালের অবস্থা নির্ণয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিকে নজর দিতে হইতে। মজুরের কার্য্যে একটা শৃঙ্খলা ও নিয়ম আনিতে হইবে।

ঘরে ও বাহিরে লড়াই

উপসংহারে ডক্টর শীল বলেন যে, আন্তর্জ্জাতিক গোল-মালের মধ্যে আমাদের জড়াইয়া পড়িলে চলিবে না। পাশ্চাত্য দেশসমূহ অনেক অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। তাহাদের আদর্শ আমাদের পুরাপুরি গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। সেই জন্ম আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকগুলার বিধি আমাদের সর্ব্বদা শিরোধার্য্য করিয়া লইবার উপায় নাই। অন্যদিকে দেশের মধ্যে মজুরের স্বাস্থ্য ও দেহ-রক্ষার জন্য যা'কিছু দরকার তা দিবার জন্য লড়াই করিতে হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে, কত রকমের কয়লা আছে ও কোন্ কোন্ রকম কয়লার কি প্রকার টান তাহা গবেষণা করিয়া দেখা দরকার। ভারতীয় কয়লার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, অথচ ভারতীয় কয়লা কেন শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিতেছে না তাহা ভাবিয়া দেখিবার কথা। বাজারে ভারতীয় কয়লা কেন স্থান পাইতেছে না, তার অনুসন্ধান হওয়া চাই।

র‍্যাশন্যালিজেশ্যন

ডক্টর নরেশচন্দ্র সেন বলিলেন, তজ্জন্য দায়ী আমাদের অপচয়কারী প্রণালী। কিন্তু ডক্টর শীল মনে করেন না যে যুক্তি-প্রয়োগের বিশেষ ক্ষেত্র বর্ত্তমান আছে। অধ্যাপক সরকার বলেন যে, র‍্যাশন্যালিজেশন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। শিববাবুর বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে কয়লার কারবারে ভারতবর্ষেও জোট-বাঁধা, দল-বাঁধা, সঙ্ঘ-গঠন, অর্থাৎ ট্রাষ্ট বা কার্টেল জাতীয় প্রতিষ্ঠান দেখা দিয়াছে।

ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ফুরণে মাহিয়ানা দেওয়ার নিন্দা করেন। মজুরদের পারিবারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সংগ্রহ করার আবশ্যকতার দিকে সভ্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সভা ভঙ্গ করিবার সময়ে অধ্যাপক বিনয়কুমার বলেন যে, কয়লা ভোগ (কন্‌জাম্পশ্যন্) ও কয়লার খনির মজুরের সংখ্যা—আধুনিক সভ্যতায় কোন্ দেশ কতদূর অগ্রসর, তাই জানিবার একটা প্রকৃষ্ট উপায়। এই মাপকাঠি প্রয়োগ করিলে ভারত যে অনেক দেশেরই পশ্চাতে তাহা সহজেই বোঝা যায়।

ডক্টর শীল বলিলেন যে, যেহেতু কয়লার যুগ অবসানের মুখে আসিয়াছে সেইজন্য কয়লাকে মান ধরা উচিত হইবে না। অধ্যাপক সরকার বলিলেন, মান অবশ্য একটা নয়, হাজারো মান রহিয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে কয়লা একটা। আমাদের অবস্থাটা এই বলিলেই পরিষ্কার হইবে যে, ভারতের লোকসংখ্যা গ্রেটবৃটেনের প্রায় ৭ গুণ হইলেও আমাদের দেশের সমস্ত মজুর একত্রে = গ্রেটবৃটেনের কয়লার মজুর। আর আমাদের দেশে কয়লা খরচ হয় মাথা প্রতি গ্রেটবৃটেনের $\frac{১}{২৮}$ ভাগ মাত্র।

কমার্শ্যাল মিউজিয়াম

[বেঙ্গল ন্যাশানাল্ চেম্বার অব্ কমার্সে'র অনুমতিক্রমে কলিকাতা কমার্শ্যাল ইন্‌টেলিজেন্স বিভাগের লোকাল ট্রেড্ ইন্‌টেলিজেন্স অফিসার মহাশয়ের সহিত কমার্শ্যাল মিউজিয়াম সংক্রান্ত বিষয়ে লেখককে আলোচনা করিবার জন্য সাক্ষাৎ করিতে হয়। ইনি একজন অধীন বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিলে তাহার সহিত লেখকের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল নিম্নে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত হইল।—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত]

প্রঃ—আপনি এই বিভাগে কতদিন কাজ করিতেছেন ?

উঃ—বারো বৎসরের কিছু বেশী হইবে।

প্রঃ—এই বিভাগের পরিচালনায় যে কমার্শ্যাল মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে আপনার নিকট বিস্তারিত খবর পাইব এরূপ আশা করিতে পারি কি ?

উঃ—আমি সেই বিভাগেই অনেকদিন কাজ করিয়াছি।

প্রঃ—কোন্ তারিখে উহার প্রতিষ্ঠা হয় ?

উঃ—১৯১৬ খৃষ্টাব্দে।

প্রঃ—কখন উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় ?

উঃ—১৯২২ খৃষ্টাব্দে।

প্রঃ—তাহা হইলে এই মিউজিয়াম মাত্র ছয় বৎসর কাজ করিয়াছে ?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—এই মিউজিয়ামের কি উদ্দেশ্য ছিল ?

উঃ—ভারতে প্রস্তুত জিনিষগুলি দেশী কিংবা বিদেশী খরিদ্দারের চোখে ধরিয়া দেওয়াই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

প্রঃ—ইহার জন্য মিউজিয়ামকে কি কি করিতে হইত ?

উঃ—আমরা নানাপ্রকারের জিনিষের নমুনা আলমারীতে সাজাইয়া রাখিতাম।

প্রঃ—কি কি জিনিষের নমুনা রাখিতেন ?

উঃ—তাহার কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। নানাপ্রকার কার্পাস এবং রেশমের কাপড় হইতে আরম্ভ করিয়া কাচ কিংবা পিতলের জিনিষ, বুরুশ, চামড়ায় তৈয়ারী মাল, কার্পেট, পশমবস্ত্র, এমন কি মাদুর পর্য্যন্ত রাখা হইত।

প্রঃ—কাঁচামাল কিছু রাখিতেন কি ?

উঃ—না, তবে একবার যে সকল কাঁচামাল এদেশ হইতে রপ্তানি হইয়া আবার এদেশেই প্রস্তুতমালরূপে আমদানি করা হয়, তাহাও সংগ্রহ করিবার কথা হইয়াছিল বটে।

প্রঃ—মাল রাখিবার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য ছিল কি ?

উঃ—উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য মাত্র এই ছিল যে, যেসকল জিনিষ এদেশে তৈয়ারী হয় অথচ আমদানিও হইয়া থাকে, আমরা সেগুলি পাশাপাশি সাজাইয়া রাখিতাম।

প্রঃ—এরূপ করিবার কি কারণ ছিল ?

উঃ—ইহার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, দর্শকমাত্রই দেশী বিদেশী জিনিষগুলি পাশাপাশি দেখিয়া তুলনামূলকভাবে ভালমন্দ বিচার করিবার সুযোগ পাইত।

প্রঃ—মাল দেখাইবার মধ্যে আর কিছু লক্ষ্য করিবার মত ছিল কি ?

উঃ—হাঁ, প্রত্যেক জিনিষের নীচে একটা কাগজের লেবেল আঁটিয়া দেওয়া হইত। তাহাতে ঐ জিনিষ

দেশে কি পরিমাণ উৎপন্ন (তৈয়ারী) হইয়া থাকে, এবং উহার আভ্যন্তরীণ চাহিদা কত, এবং সে চাহিদা মিটাইবার জন্য কি পরিমাণ জিনিষ বিদেশ হইতে আমদানি হইয়া থাকে—এই সমস্তই বিস্তারিত লিখিয়া দেওয়া হইত।

প্রঃ—কাহার নিকট হইতে আপনারা দ্রষ্টব্য জিনিষ পাইতেন?

উঃ—ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের ফ্যাক্টরী হইতেই মাল আসিত।

প্রঃ—যে কোন কারিগর মাল পাঠাইতে পারিত কি?

উঃ—না, কেবল যেসকল জিনিষ বিস্তৃতভাবে উৎপন্ন হইত, অর্থাৎ ব্যবসাক্ষেত্রে যেগুলির যথেষ্ট উন্নতি করিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাই রাখা হইত।

প্রঃ—আপনারা কিরূপ মাল পাইয়াছিলেন?

উঃ—মন্দ নয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২০টি আলমারী লইয়া মিউজিয়ামের কাজ আরম্ভ হয়, কিন্তু ছয় বৎসরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আলমারীর সংখ্যা হইয়াছিল ৬০।

প্রঃ—কি রকম আলমারী রাখা হইত?

উঃ—আলমারীগুলি উচ্চে মাত্র ৭ ফুট ছিল, তবে জিনিষ বুঝিয়া 'তাক'এর সংখ্যা নির্ণয় করিতে হইত। কোন কোন আলমারীতে মোটেই তাক রাখা হইত না,—বিশেষতঃ যেগুলিতে রেশম কিংবা অন্যান্য বস্ত্র ঝুলাইয়া রাখা হইত।

প্রঃ—সকল জিনিষই আলমারীতে রাখা সম্ভব হইত কি?

উঃ—না, কতকগুলি জিনিষের জন্য আলাদা করিয়া কাচের আবরণ তৈয়ারী করা হইত;—তা'ছাড়া মাদুর এবং কার্পেটগুলি দোলায়মান দণ্ডের উপর ঝুলাইয়া রাখা হইত।

প্রঃ—রাখিবার আধারগুলি সবই মিউজিয়াম হইতে সরবরাহ করা হইত কি?

উঃ—না, ইচ্ছামত উৎপন্নকারীরাও আপন আপন আলমারী দিতে পারিত।

প্রঃ—ইহাতে ত গৃহের শোভা নষ্ট হইবার কথা। সবগুলি আলমারীই দেখিতে একরকম হওয়া উচিত বলিয়া মনে হয় না কি?

উঃ—হাঁ, আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন,—আমরাও তাই ভাবিয়াছিলাম এবং সেইজন্য যাহাতে উৎপাদন-কারীর দেওয়া আলমারীগুলি মিউজিয়ামের আলমারীর মাপ এবং নমুনামত হয় তাহা আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল।

প্রঃ—আচ্ছা, এই সকল জিনিষ রাখিবার জন্য কি কোনরূপ ভাড়া আদায় করা হইত?

উঃ—না।

প্রঃ—মিউজিয়ামের আর কি কাজ করিতে হইত?

উঃ—কোন দর্শক কিংবা খরিদ্দার মিউজিয়ামের মারফৎ মাল খরিদ করিতে পারিত। ইহার জন্য তথায় রীতিমত অর্ডার বুক রাখা হইত। অর্ডার পাইলেই তাহা উৎপাদনকারীর নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইত এবং অর্ডার অনুযায়ী মাল সোজা খরিদ্দারের নিকট পাঠাইয়া দিবার নিয়ম ছিল।

প্রঃ—ইহার জন্য মিউজিয়াম হইতে কোন কমিশন আদায় করা হইত কি?

উঃ—না।

প্রঃ—কেন, কমিশন আদায় করিবার পক্ষে কি বাধা ছিল?

উঃ—বাধা অবশ্য কিছু ছিল না। তবে এই মিউজিয়াম হইতে কোন রোজগারের ভরসা করেন নাই বলিয়াই গভর্ণমেন্ট সেরূপ ব্যবস্থা করেন নাই।

প্রঃ—গভর্ণমেন্টের পক্ষে এই মিউজিয়ামের ব্যয় বহন করা সহজসাধ্য ছিল বলিয়াই সেরূপ ব্যবস্থা করা হয় নাই; কিন্তু অন্য কোন অনুষ্ঠান এইরূপ করিলে অসঙ্গত হইবে কি?

উঃ—না, ইহাতে অসঙ্গত মনে করিবার কিছুই নাই; তবে এই সকল আদায়ের পরিমাণ যথাসম্ভব অল্প হওয়াই উচিত।

প্রঃ—আচ্ছা মিউজিয়াম পরিচালনায় এখানে কি কি বাবদ খরচ হইত?

উঃ—ইহার জন্য একজন সহকারী, একজন কার্য্যকারক তিনটি চাপরাসী ও একজন পরিষ্কারক নিযুক্ত করিতে হইয়াছে।

প্রঃ—তাহাদের কিরূপ মাহিয়ানা দিতে হইত?

উঃ—সহকারীর মাহিনা মাসিক ১৮০৲ দিতে হইত। পরে ইহা বাড়াইয়া দিবার কথা ছিল। কার্য্যকারক মাসিক ৫০৲ মাহিয়ানা পাইতেন। চাপরাসী এবং পরিষ্কারক প্রচলিত হারে বেতন পাইত।

প্রঃ—ইহা ছাড়া আর কোন খরচ ছিল না কি?

উঃ—হাঁ, সহকারী পরিভ্রমণের জন্য প্রায় হাজার টাকা বাৎসরিক ভাতা পাইতেন।

প্রঃ—তাঁহাকে কোথায় এবং কি জন্য ভ্রমণ করিতে হইত?

উঃ—ইনি ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে প্রদর্শনীর মেলায় যাইতেন এবং চিত্তাকর্ষক উন্নতিশীল কোন দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য দেখিলে তাহা মিউজিয়ামে আনাইবার জন্য সচেষ্ট থাকিতেন।

প্রঃ—আর কি খরচ করিতে হইত?

উঃ—আলমারী এবং কাচ-আবরণের কথা আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রয়োজনানুসারেই এই সকল ক্রয় করিতে হইত, সব সময় নয়। তবে এইসকল আসবাবপত্র নিয়মিতভাবে পরিষ্কার এবং রক্ষা করিবার জন্য ন্যাপথালিন, স্পিরিট, মেটেল পালিশ ইত্যাদি মধ্যে মধ্যে খরিদ করিতে হইত বটে।

প্রঃ—এই সকলের জন্য কত খরচ লাগিত?

উঃ—আলমারী এবং কাচ-আবরণের সংখ্যা যখন পঞ্চাশেরও বেশী হইয়াছিল তখন ইহার জন্য মাসিক গড়ে ১৫৲ খরচ করিতে হইত।

প্রঃ—দ্রষ্টব্য জিনিষগুলির জন্য মিউজিয়ামের কোন দায়িত্ব ছিল কি?

উঃ—না, দৈবক্রমে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেলে কিংবা স্বাভাবিক কারণে নষ্ট হইলে উৎপাদনকারীদের তাহা বদলাইয়া দিতে বলা হইত।

প্রঃ—আচ্ছা, উৎপাদনকারীরা ইচ্ছানুসারে আপন জিনিষগুলি মিউজিয়াম হইতে লইয়া যাইতে পারিতেন কি?

উঃ—সে বিষয়ে কোন বাঁধা নিয়ম ছিল না,—তবে মিউজিয়াম বন্ধ হইবার পূর্ব্বে সেগুলি স্থানান্তরিত করা যে বাঞ্ছনীয় ছিল না তাহা উৎপাদনকারীরা জানিতেন।

প্রঃ—মিউজিয়ামটা অবশেষে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল কেন?

উঃ—এই অনুষ্ঠানের উপকারিতার অনুপাতে ব্যয় অত্যন্ত বেশী হইতেছিল—ইহা একটি কারণ।

প্রঃ—বুঝিলাম, হয়ত কমিশন এবং ভাড়া আদায় করিলে এরূপ করিবার প্রয়োজন হইত না। আচ্ছা, মিউজিয়ামে অর্ডার মিলিত কেমন?

উঃ—অর্ডার যথেষ্টই মিলিত, কিন্তু তাহাতে মিউজিয়ামের খরচ বই কিছুই আয় হইত না।*

প্রঃ—বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্স একটি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা শুনিয়াছেন কি? এই চেম্বার আপনাদের প্রণালীমতই কাজ করিতে চান, তবে প্রয়োজন হইলে ভাড়া এবং কমিশন লইবার প্রস্তাব চলিতেছে, কারণ তাহা না হইলে ব্যয়-সঙ্কুলান করা হয়ত কঠিন হইবে। ইহার ভালমন্দ সম্বন্ধে আপনার কি মত?

উঃ—ইহার বিপক্ষে বলিবার কিছুই নাই, কারণ এই মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করিবার ফলে উৎপাদনকারীদের যে লাভ হইবে তাহার তুলনায় ভাড়া বা কমিশন আদায়ের পরিমাণ কিছুই নহে।

* ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত অর্ডারের সংখ্যা হইয়াছিল ১,৫৪১। বিদেশী অর্ডারের সংখ্যা যথেষ্ট হইয়াছিল (১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "দি কমার্শ্যাল মিউজিয়াম এণ্ড কমার্শ্যাল লাইব্রেরী নামক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য)।

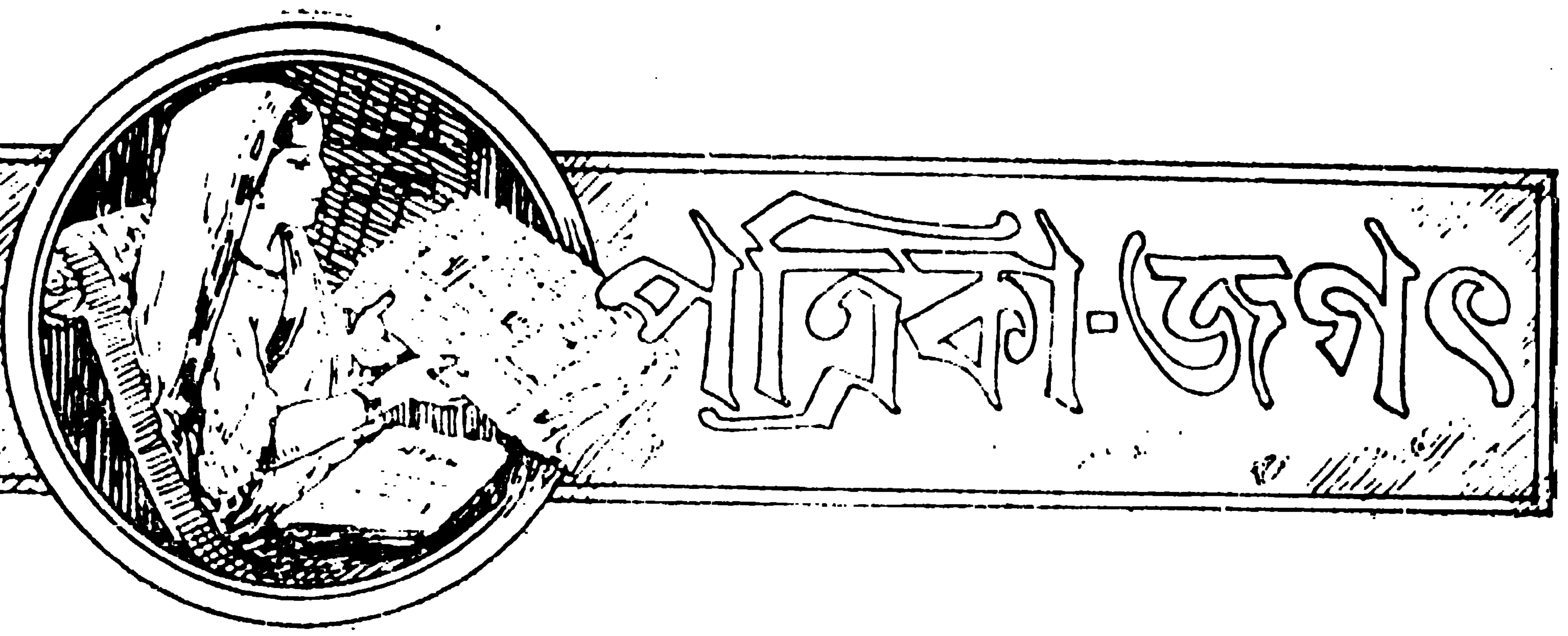

"বার্কলেজ্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্" (লণ্ডনে প্রকাশিত)

১ম সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯২৯

ইহা ব্যাঙ্ক-সম্বন্ধীয় বিলাতী পত্রিকা। এই সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে।

ব্যবসার অবস্থা, ফ্রান্সের অর্থ নৈতিক অবস্থা, ভারতবর্ষ, সিক্কার বাজার, ষ্টক এক্সচেঞ্জ, বৈদেশিক এক্সচেঞ্জ, পণ্য-দ্রব্যের বিবরণী, কোক্ ও কয়লা, তুলা, বীজ ও শস্য, লৌহ ও ইস্পাত, পাট, জাহাজ নির্ম্মাণ ও এঞ্জিনিয়ারিং, শিল্প, জাহাজ এবং জাহাজী মালের খবর, কাঠ, পশম, যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে, যথা :—ব্যাঙ্কের অকৃতকার্য্যতা, ভিন্ন ভিন্ন মানের মূল্য, তুলার জিনিষপত্র, পশম, রেয়ঁ-শিল্প, রবার, লৌহ ও ইস্পাত, নিউইয়র্ক নগরস্থ জাতীয় ধাতু-বিনিময় প্রতিষ্ঠান, ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ।

বার্কলেজ্ ব্যাঙ্কের (ডমিনিয়ান্, কলনিয়াল অ্যাণ্ড ওভারসিজ্) ত্রৈমাসিক বিবরণ।

নিম্নলিখিত দেশগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, দক্ষিণ রোডেশিয়া, উত্তর রোডেশিয়া, নিয়াসাল্যাণ্ড, পূর্ব্ব আফ্রিকা, বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অন্তর্গত বার্ব্বাডস্, ত্রিনিদাদ্, জ্যামেকা, লিওয়ার্ড আইল্যাণ্ডস্, উইণ্ডওয়ার্ড আইল্যাণ্ডস্ প্রভৃতি দ্বীপ ও বৃটিশ গায়েনা, বৃটিশ ওয়েষ্ট আফ্রিকার অন্তর্গত নাইজিরিয়া, গোল্ডকোষ্ট ও সিয়ারা লিয়ন, মিশর, সুদান, প্যালেষ্টাইন্।

বার্কলেজ্ ব্যাঙ্ক (ফ্রান্স) লিমিটেডের রিপোর্ট, হেড অফিস, প্যারিস্।

এই রিপোর্টে ফ্রান্সের বহির্ব্বাণিজ্য, ফ্রান্সের বাণিজ্য-দ্রব্যের উৎপাদন ও মূল্য, কয়লা, ভিন্ন ভিন্ন ধাতু-শিল্প, বয়ন-শিল্প, তুলা, পশম, রেশম, উৎপন্ন শস্য, কফি, ট্রান্সপোর্ট, (১৯২৮ সনে সাতটী বড় বড় রেলপথের আয় ১৩,৬৩১, ৮৫১,০০০ ফ্রাঁ, অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ১,৩৯০, ৬৫৩,০০০ ফ্রাঁ অর্থাৎ শতকরা ১১·২৯ বেশী); ১৯২৮ সনের অক্টোবরে ফ্রান্সের ৬৫০টী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ফেল্ মারিয়াছে, সেপ্টেম্বরে ফেল্ মারিয়াছিল ৪৩৩টী ও পূর্ব্ব বৎসর অক্টোবরে ফেল্ মারিয়াছিল ৭০৪টী।

ব্রার্কলেজ্ ব্যাঙ্ক, এস, এ, আই, ইতালির বিবরণ।

শস্য-সম্পদ্ (জেনোয়ার); কয়লা ও কফি।

ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডের আয়ব্যয় এবং সুদ ও ডিস্কাউণ্টের হারের তথ্যাবলীও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

"বার্কলেজ্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্"

২য় সংখ্যা ফেব্রুয়ারী ১৯২৯

পূর্ব্ব সংখ্যার মত এই সংখ্যাতেও একই প্রকার বিষয় লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। অতিরিক্ত বিষয়ের মধ্যে কেবলমাত্র এই ব্যাঙ্কের অংশীদারগণের সাধারণ বার্ষিক সভায় মিষ্টার এফ, সি, গুডেনফসের পঠিত অভিভাষণটী সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিলাতের ব্যবসা-বাণিজ্য যে মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে সে সম্বন্ধে ব্যবসায়িগণের দৃষ্টি আকর্ষণই শ্রীযুত গুডেনফসের উদ্দেশ্য। তবে তিনি ভবিষ্যতে বিলাতী ব্যবসা বাণিজ্যের সুদিন আসিবে বলিয়া মনে করেন।

"মিড্‌মান্থ রিভিউ অব্‌ বিজ্‌নেস্‌"

আমেরিকান্‌ এক্সচেঞ্জ, আর্ভিং ট্রাষ্ট কোম্পানী কর্তৃক নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত।

ইহা একখানি শিল্প-বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় পত্রিকা।

বিংশখণ্ড, ১ম সংখ্যা ১৭ই জানুয়ারি, ১৯২৯।

এই অর্দ্ধমাসিক অর্থাৎ পাক্ষিক পত্রিকায় মার্কিণ ব্যবসা-বাণিজ্যের অর্দ্ধমাসের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আলোচিত বিষয়সমূহ, যথা :—দুনিয়ার ইস্পাতের পরিমাণ, যোগ্যতার সহিত রেলপথ পরিচালনা ; গৃহনির্ম্মাণ-শিল্পে সব চেয়ে সুবৎসর ; অগ্নিঘটিত অপচয়ের হ্রাস ; খুচরা ব্যবসার গরম বাজার ; তুলা-শিল্পের দুর্ব্বৎসর ; পশম-মিল-গুলির 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা ; রেশম-চাহিদার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৎসর ; রেয়ঁ-শিল্পের ক্রমোন্নতি ; মোটর-শিল্পের অগ্রগতি ; রবারের দামের পরিবর্ত্তন ; পাইকারী দরের সামান্য হ্রাস ; পুঁজি চালানের শ্রেষ্ঠ বৎসর ; ষ্টক ব্যবসার সুবৎসর ; ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের গতি ; বৈদেশিক এক্সচেঞ্জের অবস্থার উন্নতি, ইত্যাদি।

"ইণ্ডাষ্ট্রী"

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, টেক্‌নলজি, হস্ত-শিল্প ও বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। উনবিংশ খণ্ড ও ২২৬ সংখ্যা ; (জানুয়ারি ১৯২৯)। এই পত্রিকার লিখিত বিষয় :—

বাঁচিতে হইলে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য ; কলিকাতা এক্‌জিবিশান, (কলিকাতা এক্‌জিবিশানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা :—জুয়েলারি, কার্পেট, শাল ও রেশমী কাপড় চোপড়, চিনেমাটির কারখানা ও এনামেলের কারখানার পরিচয়, দিয়াশলাই কারখানার পরিচয়, কাচের কারখানা, মনোহারী জিনিষ, গৃহস্থালীর জিনিষপত্র, চামড়ার কারখানা, হোসিয়ারি, সাবান, বিলাতী খাদ্যদ্রব্য, কুকার, ক্রীড়ার সামগ্রী ও বাদ্যযন্ত্র, চামড়ার জিনিষ, লোহার আলমারি ও তালা, গৃহনির্ম্মাণের উপযোগী লৌহলক্কড়, ইস্পাত ও চামড়ার বাক্স, মেডিক্যাল ও সার্জ্জিক্যাল দ্রব্য, সুগন্ধদ্রব্য, খদ্দর কাপড়, বিবিধ শিল্প, কমিটি হৈল, জল সরবরাহ, সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগ, কল, ইঞ্জিনিয়ারিং ষ্টোরস্‌ ইত্যাদি আরও অনেক জিনিষপত্রের পরিচয়)।

খুচরা ব্যবসা-বাণিজ্য, ভারতের শিল্পোন্নতি, সায়েন্টিফিক্‌ অ্যাণ্ড টেক্‌নিক্যাল টপিক্‌স্‌, নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক ফর্ম্মুলা নির্ম্মাণ প্রণালী ও প্রশ্নোত্তর ; সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধান ও তাহার উত্তরমালা, নোটিশ ও সমালোচনা, ব্যবসা অনুসন্ধান।

কুর্ণোর গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান

গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানের কথা আমরা পূর্ব্বে দু'একবার আলোচনা করিয়াছি। এই সূত্রে ফরাসী পণ্ডিত কুর্ণো আমাদের সুপরিচিত।

১৮৩৮ সনে তাঁহার এক বই প্রচারিত হয়—নাম "রেশের্শ স্যির লে প্র্যাঁসিপ মাৎমাতিক দ্যলা তেওরী দে রিশেস্" অর্থাৎ ধন-তত্ত্বের অঙ্ক-বিষয়ক গবেষণা। ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত বইটা ইংরেজি ভাষায় অজ্ঞাত ছিল। এক মার্কিণ পণ্ডিত নাথানিয়েল বেকন এইটার অনুবাদ প্রচার করেন ১৮৯৭ সনে। অনুবাদের সম্পাদক হন আর্ভিং-ফিশার। পূর্ব্বে একাধিক বার আমরা ফিশারের ধন-সাহিত্য আলোচনা করিয়াছি। গণিত-নিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে সাহিত্য "একালে" গড়িয়া উঠিতেছে বটে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই বিষয়ে চলনসই কেতাবের সংখ্যা আজও বড় বেশী নয়। এই বিভাগের নামজাদা লেখকদের সূচীপত্র ও অনেক সময়ে সহজ প্রচার করা কঠিন। তবে অনুবাদ-টার ভূমিকায় সম্পাদক ফিশারের একটা রচনা আছে। সেইটা আজ ত্রিশ বৎসর পরেও কাজে লাগিবে। বস্তুতঃ, সম্প্রতি অনুবাদটার এক নয়া সংস্করণ বাহির হইয়াছে। (১৯২৭)। নিউ ইয়র্কের ম্যাকমিলান কোং প্রকাশক। তাহার ভিতর কুর্ণো সম্বন্ধে আর গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধে ফিশারের লেখাটাও আছে।

গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানকে তখনকার দিনে চার যুগে ভাগ করা হইত যথা,—

(১) ইতালিয়ান পণ্ডিত চেবা হইতে ফরাসী কুর্ণো পর্য্যন্ত (১৭১১—১৮৩৭)

(২) কুর্ণো হইতে ইংরেজ জেভন্‌স্ পর্য্যন্ত (১৮৩৮-১৮৭০)। জেভন্‌স সম্বন্ধেও "আর্থিক উন্নতি"তে এই বিষয়ে কিছু আলোচনা বাহির হইয়া গিয়াছে।

(৩) জেভন্‌স হইতে মার্শ্যাল পর্য্যন্ত (১৮৭১-১৮৮৯)। এইখানে মার্শ্যালের লেখা "প্রিন্‌সিপল্‌স অব্ ইকনমিক্‌স" বইটার কথা বুঝিতে হইবে।

(৪) মার্শ্যাল হইতে কুর্ণোর ইংরেজি তর্জ্জমা প্রচার পর্য্যন্ত (১৮৯০-১৮৯৭)।

গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানে হাতে খড়ি দিতে হইলে এই বিদ্যার শৈশব যুগটা লইয়া সুরু করাই ভাল। কাজেই ম্যাকমিলান প্রকাশিত তর্জ্জমাটাকে আর সঙ্গে সঙ্গে ফিশারের ১৮৯৭ সন পর্য্যন্ত ইতিহাসটাকে বাংলা ভাষায় যথাসময়ে হাজির করা যাইবে। ইংরেজি তর্জ্জমায় বইটা বাজারে চলিতেছে "রিসার্চেজ্ ইন্টু দি ম্যাথম্যাটিক্যাল প্রিন্‌সিপলস্ অব্ দি থিয়োরী অব্ ওয়েল্‌থ" নামে।

ইয়োরোপে ভূমি-সংস্কার

ভারতে ভূমি-সংস্কারের আন্দোলন চলিতেছে অল্প-বিস্তর। কিন্তু ইয়োরোপের সর্ব্বত্রই ভূমি-সংস্কার সাধিত হইতেছে অহরহ। যুদ্ধের পূর্ব্বেও ভূমি-সংস্কার চলিতেছিল। যুদ্ধের পরে সংস্কার-কাণ্ডটা খুব জবরদরূপেই দেখা দিয়াছে। এই সংস্কারের তথ্য নানা আকারে আমরা নানা উপলক্ষ্যে দেখাইয়াছি। বেলজিয়ামের এক পণ্ডিত হ্বাওতের একখানা বই লিখিয়াছেন। মূল ফরাসীতে নাম "লা রেফোর্ম আগ্রেয়ার আন্ ওরোপ। ব্রুসেল্‌সের লেগ্‌লাণ্ডিন কোং প্রকাশক (১৯২৮)। শ' তিনেক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ভূমি-সংস্কারের কারণসমূহ। এই

সূত্রে একাল সেকাল দুইকালের পূর্ব্বাবস্থাই বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায় পুরাপুরি বস্তুনিষ্ঠ। ইহাতে আছে জার্ম্মাণি, অষ্ট্রীয়া, বুলগেরিয়া এসথোনিয়া, ফিনল্যাণ্ড, গ্রীস, হাঙ্গারি, লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া, পোল্যাণ্ড রুমেনিয়া, রুশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও জুগোশ্লাভিয়া এই ১৪ দেশের ভূমি-সংস্কার বিষয়ক আইন-কানুন। কোনো কোনো আইন "আর্থিক উন্নতি"তে অল্পবিস্তর বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ভূমি-সংস্কারের কয়েকটা তথ্য বিশেষরূপে বাছিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। "ছোট্ট বহরের জমি", বড় বহরের জমিদারি, যৌথ স্বত্ব ও যৌথ আবাদ, মজুরি, চাষের লাভালাভ ইত্যাদি বিষয় এই অধ্যায়ের প্রধান কথা। তাহা ছাড়া আছে রাষ্ট্র-নৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের বৃত্তান্ত।

সংরক্ষণ-শুল্ক

শ্রীযুক্ত জর্জ্জ ক্রম্পটন সংরক্ষণ-শুল্কের পক্ষ লইয়া একখানা বই ("দি টারিফ অ্যান ইণ্টারপ্রিটেশান অব্ এ বিউইল্ডারিং প্রব্লেম"; ম্যাকমিলান, নিউইয়র্ক; ১৯২৭; ৯+২২৬ পৃষ্ঠা; ২·৫০ ডলার) লিখিয়াছেন। সংরক্ষণ-শুল্ক অধুনা এত সমর্থিত হইতেছে কেন তাহার কারণগুলা প্রথমে দেখানো হইয়াছে। প্রথম কারণ এই দেখাইয়াছেন যে, জাতীয় ভাব জগতে আবার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; দ্বিতীয় কারণ এই—সেকেলে ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিতদের মতের উপরই অবাধ-বাণিজ্য-নীতি প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু সেকেলে ধনবিজ্ঞান পণ্ডিতদের মতের বিরুদ্ধে এখন প্রবল প্রতিক্রিয়া চলিতেছে।

গ্রন্থকার সংরক্ষণশুল্কের পক্ষের যুক্তিগুলা না আওড়াইয়া বিরুদ্ধ যুক্তিগুলা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—(১) সংরক্ষণশুল্কের সাহায্য লইলে যে সকল জিনিষের উপর শুল্ক-স্থাপন করা হয় সেগুলার দাম বাড়ে বলা হইয়া থাকে। এ কথা মিথ্যা না হইলেও, লোকে যতটা দাম বাড়ে মনে করিয়া থাকে সত্যসত্যই ততটা দাম বাড়ে না। (২) বলা হইয়া থাকে যে, সংরক্ষণ-শুল্কের জন্য কৃষিকে অত্যন্ত বোঝা বহিতে হয়; কিন্তু কৃষিকে যতটা বোঝা বহিতে হয় বলিয়া মনে করা হয় সত্যসত্যই কৃষিকে ততটা বোঝা বহিতে হয় না। (৩) সংরক্ষণ-শুল্কের ফলে প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলা দেশীয় বাজারে বেশী সুবিধা পায় না বলা হইয়া থাকে। কিন্তু অপ্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলা দেশীয় বাজারে অন্ততঃ কিছু সুযোগও যে পায় তাহা ত অস্বীকার করা যায় না। (৪) সেকেলে ধনবিজ্ঞান পণ্ডিতদের মত এই যে, যেখানে কোন শিল্পের গড়িয়া উঠিবার সুযোগ আছে, সেইদিকে মজুর ও ধনিক যাইবেই, সেইখানে শিল্পও সংরক্ষণশুল্কের সাহায্য না পাইয়াও গড়িয়া উঠিবেই, সংরক্ষণশুল্কের বিরুদ্ধে এই সত্য আওড়ানো হইয়া থাকে। এই মতটী সত্য বটে, কিন্তু ইহাতে একটু দোষ আছে। সাধারণতঃ অনুমান করা হয় যে, যেখানে কোন শিল্পের সুবিধা আছে সেইখানে শ্রমিক ও মূলধন 'তখনই' ছুটিবে; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে দেখা যায় যে, শ্রমিক ও মূলধনের নড়িতে চড়িতে সময় লাগে। লাভের আশা থাকিলেও লোকে নূতন শিল্পে চট করিয়া টাকা ঢালিতে চাহে না। নূতন শিল্পে টাকা আসে অতি ধীরে ধীরে। এইজন্য কোন শিল্পের স্বাভাবিক সুবিধা থাকিলেও সংরক্ষণশুল্কের দরকার হয়। আবার, শুল্ক-প্রাচীর সামান্য কয়েক বৎসর খাড়া করিলেই কোন শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে না। ইংলণ্ডের পশম-শিল্পের গড়িয়া উঠিতে ৩০০ বৎসর লাগিয়াছিল। সুতরাং (গ্রন্থকারের মতে) কোনও দেশে কোনও শিল্পের স্বাভাবিক সুবিধা থাকিলেও, শুল্ক-প্রাচীরের দীর্ঘকালব্যাপী রক্ষণাবেক্ষণ না পাইলে কোন শিল্পই শৈশবাবস্থায় বাঁচিতে পারে না।

সোভিয়েট রুশিয়ায় সরকার-নিয়ন্ত্রিত আর্থিক ব্যবস্থা

"গস্প্ল্যান" নামে সরকার-নিয়ন্ত্রিত দেশব্যাপী আর্থিক সংগঠন সোভিয়েট রুশিয়ার একটা প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান। দুনিয়ার লোকেরা এই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম্ম বিশেষ আগ্রহের সহিত আলোচনা করিতেছে। ভারতেও এই বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে। জার্ম্মাণ পণ্ডিত কৃশানোহ্বস্কি প্রণীত" ডী প্ল্যান-হ্বির্টশাফ্‌টস্‌-আর্ব্বাইট ইম

ভ্যর সোভিয়েট-উনিয়োন" (সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের গসপ্ল্যান মাফিক কাজকর্ম্মের বৃত্তান্ত)। ভিয়েনার ফার্লাগ ফির লিটারাটুর উণ্ড পোলিটিক কোং প্রকাশক। ইহাতে আছে দশ বৎসরের ইতিহাস। আগামী ভবিষ্যতের কৃষি-শিল্প বাণিজ্যকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রুশ গবর্মেণ্ট পূর্ব্ব হইতেই যেসকল কর্ম্মকৌশল অবলম্বন করিয়াছে তাহার কথাই এই বৃত্তান্তের আসল কথা। কর্ম্মকৌশল-গুলা কতদূর সুফল প্রদান করিয়াছে তাহাও আলোচনার অন্তর্গত। গসপ্ল্যানের আসল কথা এই যে, কোন দেশের আর্থিক ভবিষ্যৎ একটা অনিশ্চিত কিছু নয়। "আর্থিক জীবনের পরের ধাপ" পাঁচ সাত বৎসর পূর্ব্বেই আন্দাজ করিয়া লওয়া সম্ভব। আর সেই আন্দাজমাফিক কাজ চালাইতে পারিলে যথাসময়ে "কিস্তি মাত করা একটা অসম্ভব কাণ্ড নয়। এক কথায় ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া চলা ধনবিজ্ঞান-নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের পক্ষে খুবই সম্ভবপর চীজ। গসপ্ল্যান্ সম্বন্ধে "আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদক-প্রণীত "পোলিটিক্যাল ফিলজফীজ্ সিন্স ১৯০৫ (১৯০৫ সনের পরবর্ত্তী রাষ্ট্রদর্শন) গ্রন্থে কথঞ্চিৎ বিস্তৃত ভারতীয় আলোচনা পাওয়া যাইবে। হয়ত কখনো এই পত্রিকায় তাহার চুম্বক প্রকাশ করা চলিতে পারে।

ভারতীয় চিনির ভবিষ্যৎ

১৯১৯-২০ সনে পুষায় 'সুগার বিউরো' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার প্রধান কার্য্য চিনি-শিল্প সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া ভারতের চিনি-উৎপাদনের সহায়তা করা। ইহার কার্য্য কেবলমাত্র উপদেশমূলক ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত টাকাকড়ির মালিকগণ এই ব্যবসায় বেশী বেশী টাকা না ঢালিতেছে ততদিন পর্য্যন্ত এই শিল্পের উন্নতির আশা নাই। এই পুঁজি-সংগ্রহ ব্যাপারে সরকারের পদে পদে অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত উইনিসেয়ার এই সুগার বিউরোর সেক্রেটারি। তিনি গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, গোটা ভারতে এখন চিনি-সংশোধনাগার আছে ১৮টা (যুক্তপ্রদেশে ৯টা, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ৪টা, বিহার-উড়িষ্যায় ৩টা, বাংলায় ১টা এবং পঞ্জাবে ১টা); চিনির কুঠি আছে ১৩টা। এই কুঠিগুলিতে একেবারে ইক্ষু হইতেই চিনি প্রস্তুত হয়। এই কুঠিগুলির মধ্যে বিহার-উড়িষ্যায় ৬টা, যুক্তপ্রদেশে ৪টা, মাদ্রাজে ২টা ও আসামে ১টা কুঠি বর্ত্তমান। সুতরাং দেখা যাইতেছে ভারতে চিনি প্রস্তুতের কুঠি বা সংশোধনাগার আছে প্রায় ৩১টা।

১৯১৪-১৫ সনে গোটা দুনিয়ায় চিনি উৎপন্ন হয় ১৭,৫৭৪,৫০০ টন (১০,২৩৫,০০০ টন ইক্ষুচিনি এবং ৭,৩৩৯,৫০০ টন বীট-চিনি)। মহাযুদ্ধের সময় এই পরিমাণ কমিয়া যায় এবং ১৯২১-২২ সনে যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সনে মোট চিনির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭,৬৬২,০০০ টন। এই সময়ের পর হইতে চিনির পরিমাণ রীতিমত বাড়িয়াছে। ১৯২৪-২৫ সনে প্রায় ২২,৭৮০,০০০ টন চিনি উৎপন্ন হয় (১৪,৬০০,০০০ টন ইক্ষুচিনি ও ৮,১৮০,০০০ টন বীট-চিনি)। ১৯২৮ সনে প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। জাভা ও কিউবাতে প্রধানতঃ ইক্ষু চিনি বাড়িয়াছে এবং বীট চিনি বাড়িয়াছে মধ্য ইয়োরোপে। ইউরোপের বাজারে জাভা কিউবার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। বেগতিক দেখিয়া এই ১৯২৯ সনে কিউবা তার রেষ্ট্রীক্‌শান্ আইন উঠাইয়া দিবার মতলব করিতেছে। ভারতে এখন প্রায় ৩০ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হয়। দুনিয়ার কোথাও এত বেশী জমিতে এই চাষ হয় না। কিন্তু এ সত্ত্বেও ভারতকে বিদেশ হইতে অনেক চিনি আমদানি করিতে হইতেছে। কারণ ভারতের চিনি-শিল্প সমস্ত দিক্ দিয়াই অনুন্নত।

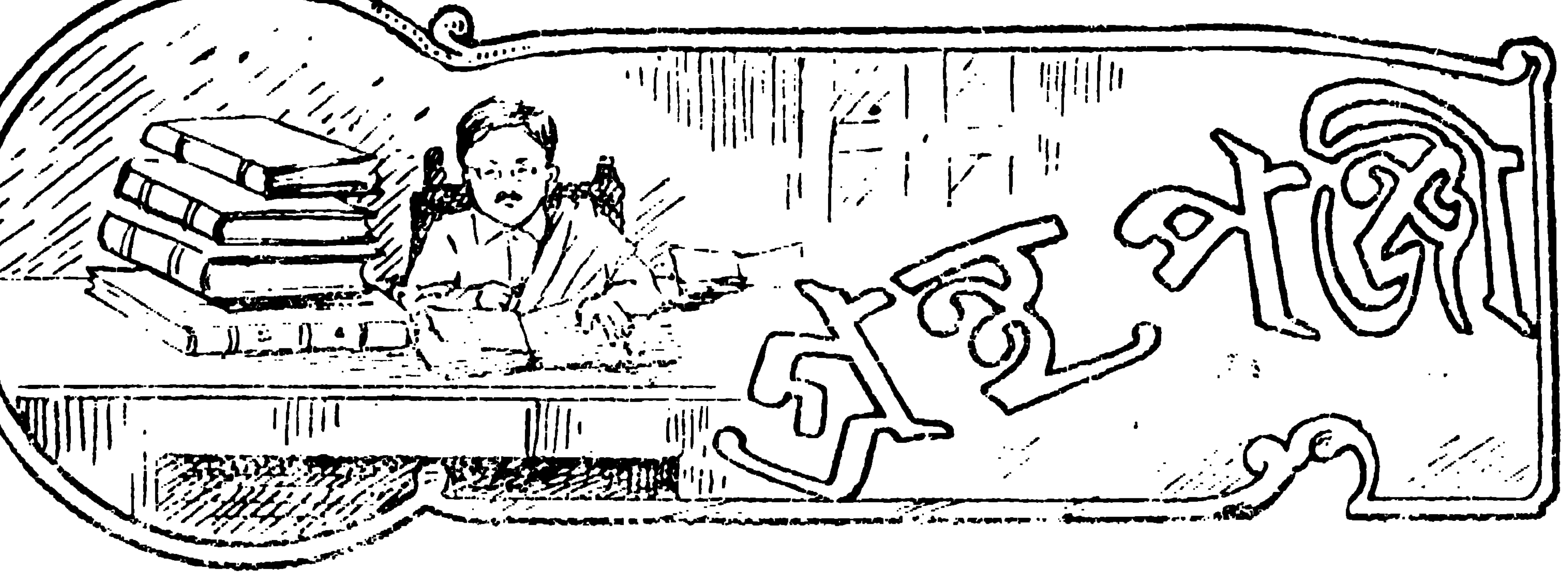

১। "ডাস নাট্যিলিখে সিসটেম ডার পোলিটিশেন-য়োকোনোমী" (ধনবিজ্ঞানের স্বাদেশিক বিধান),—ফ্রিডরিশ লিষ্ট। এই গ্রন্থের জার্ম্মাণ মূল এতদিন জানা ছিল। কিন্তু জার্ম্মাণ গ্রন্থকার বইটা প্রথমে লিখিয়াছিলেন ফরাসী ভাষায়। সেই মূল ফরাসী হইতে জার্ম্মাণ তর্জ্জমা বাহির হইল (১৯২৭)। প্রকাশক বার্লিনের হব্বিং কোং। ১৪+৬৪৯ পৃষ্ঠা। ১৫ মার্ক্‌।

২। "লো তেওরী দে প্রি দ্য' মনপল" (একচেটিয়া দ্রব্যের মূল্যতত্ত্ব),—লেদুক; সিরে কোম্পানী, প্যারিস। ১৯২৭, ১৫+৪২১ পৃষ্ঠা, ৪০ ফ্রাঁ।

৩। "ওপ্নেন হাইমার্স সিসটেম ডেস লিবারালেন সোৎসিয়ালিসমুস" (ওপ্নেন হাইমার-প্রবর্ত্তিত উদারপন্থী সমাজ-তন্ত্র), —হ্ব্যার্ণার; ফিশার কোং, যেনা, ১৯২৮, ১১৬.৬ মার্ক।

৪। "ওফিশ্যাল ষ্ট্যাটিষ্টিকস্—হোয়াট দে কনটেন অ্যাণ্ড হাউ টু ইউজ দেম" (সরকারী অঙ্করাশি ও তথ্য-তালিকা ব্যবহার করিবার কৌশল),—বাউলে, মিলফোর্ড কোং লণ্ডন, ১৯২৮,৭২ পৃষ্ঠা, ২ শি ৬ পেন্স।

৫। "দি ব্যাঙ্কার্স ইন বোলিভিয়া" (বোলিভিয়া দেশে মার্কিণ পুঁজিপতির আধিপত্য),—মার্শ; ভ্যানগার্ড প্রেস, নিউ ইয়র্ক, ১৯২৮, ১৬-২৩৩ পৃষ্ঠা, ১ ডলার।

৬। "ড্যর নয়ে ড্যয়চে ইম্‌পেরিয়ালিসমুস্" (নয়া জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যনীতি),—সোন্‌টার, হয়ম কোং হাম্বুর্গ, ১৯২৮, ১৯১ পৃষ্ঠা, ২ মার্ক ৫০ ফেনিগ।

৭। "এ-সার্ভে অব সোশ্যালিজম্" (সমাজ-তন্ত্রের খতিয়ান),—হার্ণশ, ম্যাক্‌মিলান কোং, লণ্ডন, ১৯২৮, ১২+৪৭৩ পৃষ্ঠা। ১৫ শিলিঙ।

৮। "আগ্রার পোলিটিক্" (ভূমি ও আবাদ বিষয়ক রাষ্ট্রনীতি)—এরেবো; বার্লিণ, পারে কোং; ১৯২৮, ১২+৬১৯ পৃষ্ঠা; ২৩ মার্ক।

৯। "এ প্রাইমার অব অ্যাগ্রিকালচার্যাল ইক-নমিকস্" (কৃষি-বিষয়ক ধনবিজ্ঞান);—রিউ; লণ্ডন, মারে কোং, ১৯২৭, ২২৯ পৃষ্ঠা। ৫ শিলিঙ্।

১০। "লা রেফোর্ম আগ্রোয়ার আন্ ওরোপ" (ইয়োরোপের কৃষি-সংস্কার),—হ্বাউটার্স; ব্রুসেলস্, এগলাস্তিন কোং, ১৯২৮, ২৯২ পৃষ্ঠা, ১৫ ফ্রাঁ।

১১। "লা গ্রোস অ্যাঁদুস্ত্রী আলমাঁদ্ এ ল্য' শার্ব" (জার্ম্মাণির বড় বড় শিল্প ও তাহার ভিতর কয়লার ঠাঁই),—বোমঁ, দোআঁ কোং, প্যারিস, ১৯২৮, ১৫+৭৫৪ পৃষ্ঠা, ৪৫ ফ্রাঁ।

১২। "দি ষ্টোরি অব আর্টিফিশ্যাল সিল্ক" (কৃত্রিম রেশম)—ক্যাসন, এফিশিয়েন্সি ম্যাগাজিন কোং, লণ্ডন, ১৩০ পৃষ্ঠা ৫ শিলিঙ্।

১৩। "দি অটোমোবিল ইণ্ডাষ্ট্রী" (মোটর কার বিষয়ক শিল্প ও বাণিজ্য),—এপ্‌ষ্টাইন; শ' কোং, নিউইয়র্ক, ১৯২৮, ১৮+৪১২ পৃষ্ঠা, ৪ ডলার।

১৪। "কার্বণে এদ এলেত্রিচিতা ইন ইতালিয়া" (ইতালির কয়লা ও বিজলী সমস্যা),—মেৎসা তেস্তা; সন্ধ কোং, চিত্তা দি কাস্তেল্ল; ২৩২ পৃষ্ঠা, ৬ লিয়ার।

নয়া ঢঙের জমিদারি*

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

একালের সমাজ-নিষ্ঠা বনাম সেকালের হ্বিলেজ কমিউনিটি

গবর্মেণ্ট বড় বড় ভূমিপতিদিগকে নিজেদের নিকট জমি বেচিতে বাধ্য করিতেছে। সমাজের বা দেশের সমবেত স্বার্থ হইতেছে এই ক্ষেত্রে সরকারের আসল লক্ষ্য। কথাটা শুনিবামাত্রই মনে হইবে,—বুঝিবা আবার সেই মান্ধাতার আমলের "হ্বিলেজ-কমিউনিটি" বর্ত্তমান জগতে ফিরিয়া আসিল। জিনিষটা অত সহজ নয়।

যে-যে দেশে, যে-যে যুগে "হ্বিলেজ কমিউনিটি" পল্লীসাম্য, পল্লী-স্বরাজ বা যৌথ-পল্লী নামক প্রতিষ্ঠান ছিল, সেই সকল দেশে আর সেই সকল কালে মাঝে মাঝে সব জমি অথবা কোনো কোনো জমি আগাগোড়া বিলি করা হইত। কোনো একজন লোককে বলা হইত না,—"তোর জমি আমাদেরকে বেচিতেই হইবে।" বিলি করা ছিল সার্ব্বজনিক দস্তুর। সেই ব্যবস্থায় কোনো জমিতে কোনো লোকের দাগ দেওয়া ব্যক্তিত্বসূচক অধিকার পয়দা হইত না। সম্পত্তিটা সর্ব্বদাই পল্লীর পক্ষে যৌথ ধন। আজ এর হাতে আছে কাল ওর হাতে যাইতেছে, এই পর্য্যন্ত। তাতে কেনা-বেচার কথা উঠিতেই পারে না।

১৮৯০-৯১ সনের সমাজ-নিষ্ঠা অন্য গোত্রের চীজ। এই ক্ষেত্রে বড় ভূমিপতি, ছোট ভূমিপতি ইত্যাদি প্রভেদ প্রথম স্বীকার্য্য। দ্বিতীয় স্বীকার্য্য হইতেছে, জমির কেনা-বেচা। তৃতীয় কথা, জমিজমার ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার। এই ব্যবস্থায় হ্বিলেজ-কমিউনিটির যুগের বিলি-প্রথা খাপই খায় না।

তবে এই সমাজ-নিষ্ঠাটা দেখা দিতেছে কোন্ কোন্ দিকে? প্রথমতঃ, কোন্ ব্যক্তি কত পরিমাণ জমির মালিক হইতে অধিকারী সেইটা বলিয়া দিবার এক্তিয়ার আসিতেছে গবর্মেণ্টের (অর্থাৎ সমাজের বা দেশের) হাতে।

দ্বিতীয়তঃ, এই সূত্রে বলা যাইতে পারে যে, ভূসম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার গবর্মেণ্টের শাসনে অনেক পরিমাণে খর্ব্ব হইতেছে। এই হিসাবে গবর্মেণ্টকে (অর্থাৎ দেশকে বা সমাজকে) জমিজমার নিম-মালিক বলিলেও বলা যাইতে পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করা চলিবে না, এতে সেকেলে "যৌথ-সম্পত্তি"র চিহ্ন কিছু নাই।

এর সঙ্গে আজকালকার সোশ্যালিজম্ বা সমাজ-তন্ত্র আর কমিউনিজম্ বা ধনসাম্য-বিষয়ক বস্তু বা দর্শনের যোগাযোগ আছে বটে; কিন্তু গবর্মেণ্টের এই যে নিম্-মালিকানা এক্তিয়ার অথবা লোকজনের ভূ-সম্পত্তিতে সরকারী শাসনের ব্যবস্থা,—তাকে হ্বিলেজ-কমিউনিটির পুনরাবর্ত্তন বলিলে ভুল করা হইবে। বুঝিয়া রাখা দরকার যে, বর্ত্তমান জগতের সোশ্যালিজম্ আর কমিউনিজম্ জিনিষটার সঙ্গে সেকেলে ধনসাম্যের কোন প্রকার আত্মিক সম্বন্ধ নাই। এ একদম কোরা নূতন চীজ।

আধুনিক সমাজ-নিষ্ঠার তৃতীয় কথা হইতেছে, গবর্মেণ্টের এক্তিয়ার বৃদ্ধি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইয়োরোপের লোকেরা গবর্মেণ্টকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিত, বলিত "হ্যাণ্ডস্ অফ্,—হস্তক্ষেপ করিস্ না, ব্যক্তিগত ভাবে লোকে যা করিতেছে করুক, তাতে গবর্মেণ্টের নাক গুঁজিবার দরকার নাই।"

১৮৯০-৯১ সালের সমাজ-নিষ্ঠা বলিতেছে :—"গবর্মেণ্টের সাহায্য সমাজের সকল কাজেই চাই। গবর্মেণ্ট উঠিয়া পড়িয়া না লাগিলে ভূমিহীনকে ভূমিপতি করিয়া তুলিবার কোনো উপায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।"

---

* শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম।

কাজেই সর্ব্বত্র সকল কর্ম্মক্ষেত্রে গবর্মেণ্টের কর্ম্ম-গণ্ডী বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারতবাসীরা যদি বর্ত্তমান যুগের আইন-কানুন পছন্দ করে, তবে তাদেরকেও গবর্মেণ্টের কর্ম্মগণ্ডী, গবর্মেণ্টের এক্তিয়ার গবর্মেণ্টের সমাজ-শাসন বাড়াইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

নবগঠিত চেকো-শ্লোহ্বাকিয়া, জুগো-শ্লাহ্বিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমেনিয়া ইত্যাদি দেশে আজকাল গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক জমিদারি-লুট-নীতি খুব জোরের সহিত চালানো হইতেছে। তবে এই লুট-কাণ্ডে জার্ম্মাণ-বিদ্বেষ খুব বেশী-রূপ আছে। কেন না বল্কানের এই নূতন দেশে অনেক জমিদারই জার্ম্মাণ-জাতীয় লোক। যেন-তেন প্রকারেণ জার্ম্মাণ নরনারীর "ভিটেমাটি উচ্ছন্ন" করা নূতন রাষ্ট্রগুলার প্রাণের সাধ। তবে আইনগুলার ভিতর জর্ম্মাণ আবিষ্কারই বিরাজ করিতেছে; জার্ম্মাণদের দাঁত ভাঙ্গা হইতেছে জার্ম্মাণ নোড়ার জোরেই।

১৮৯০-৯১ সনে জার্ম্মাণ আইন-বিপ্লব

১৮৯০-৯১ সনের জার্ম্মাণ আইন কতকগুলা কিষাণ মালিক (পেজাণ্ট-প্রোপ্রাইটর) সৃষ্টি করিবার জন্য কায়েম হইয়াছিল। কতটা জমি থাকিলে পরিবারের পক্ষে আর্থিক হিসাবে স্বাধীন জীবন যাপন করা সম্ভবপর হয়, বহুসংখ্যক চাষী পরিবারকে সেই পরিমাণ জমি দিবার ব্যবস্থা করা এই আইনের উদ্দেশ্য। "ছোট কিষাণ," "ফ্যামিলি ফার্ম" (পারিবারিক আবাদ) ইত্যাদি বস্তু আইনের গোড়ার কথা; ভূমিহীনকে ভূমিপতি করা অথবা নেহাৎ অল্প পরিমাণ জমির মালিককে সঙ্গতিপন্ন "ছোট্ট কিষাণে" পরিণত করা এই ব্যবস্থার অন্তর্গত।

আইনটাকে কার্য্যে পরিণত করার কৌশল কিরূপ? প্রথমতঃ, ধরা যাউক, যেন চাষীরা গবর্মেণ্টকে আসিয়া বলিল যে,—আমাদের "ছোট্ট কিষাণ" বানাইয়া দাও, আমরা "পারিবারিক আবাদ" চালাইয়া খাই। দ্বিতীয়তঃ, গবর্মেণ্ট গেল বড় বড় জমিদারের কাছে এবং বলিল— "অমুক অমুক অঞ্চলে তোমার যে সব জমি আছে, সেগুলা আমাদের নিকট বেচিয়া ফেল, ন্যায্য দাম দিয়া দিতেছি।"

তৃতীয়তঃ, চাষীরা ত একপ্রকার "অন্নভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ" অবস্থায় রহিয়াছে। তারা কপর্দ্দকহীন, বলিতেছে,— "সরকার বাহাদুর, পারিবারিক আবাদ যে কিনিতে চলিয়াছি দাম দিব কোথ্‌থেকে?" গবর্মেণ্ট বলিতেছে,—"কুছ্ পরোয়া নাই, আমি তোকে টাকা ধার দিতেছি। এই টাকা হইবে তোর মূলধন, তাই দিয়া তুই জমিদারের জমিও খরিদ করবি আর আবাদে হাল-বলদ বাস্তুভিটার ব্যবস্থাও করবি।" কিষাণ বলিতেছে,"—শুধিব কি করিয়া?" গবর্মেণ্ট বলিতেছে,—"আরে সবুর কর, আমিই ত মহাজন, শুধিবার ফিকির আমিই বাত্‌লাইয়া দিব।"

চতুর্থতঃ, জমিদারবাবুর সন্দেহ—পাছে তার জমিও যায় বিলি হইয়া, আর টাকাও না আসে ট্যাঁকে। বুঝি বা কেনা-বেচা সবই ফক্কিকার,—বর্ত্তমান জগতের একটা ধাপ্পাবাজি মাত্র। গবর্মেণ্ট বলিতেছে,—"পাগল, ব্যস্ত হইতেছিস্ কেন? জমি ত কিনিয়াছি আমি তোর কাছ থেকে; চাষীরা ত কিনে নাই। দাম সুদে আসলে আমার কাছ থেকেই পাইবি। ফী বৎসর কিছু কিছু করিয়া দিয়া যাইব। তোর টাকা মারা যাইবে না।"

দেখা যাইতেছে যে, কারবারটা আগাগোড়া গবর্মেণ্টের মাথাব্যথা ছাড়া আর কিছুই নয়, টাকাকড়ির সকল ঝুঁকি গবর্মেণ্টের ঘাড়ে। প্রশ্ন হইতেছে গবর্মেণ্ট এত টাকা পাইতেছে কোথায়?—সরকারী খাজাঞ্চিখানায়। আর খরচের জন্য আছে স্বতন্ত্র ব্যাঙ্ক, নাম "রেণ্ট ব্যাঙ্ক।" এই ব্যাঙ্কের মারফৎ দেদার টাকা ঢালিতে হয়।

প্রথম ত্রিশ-বত্রিশ বৎসরের ভিতর জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট প্রায় ২০,০০০ ছোট্ট কিষাণ গড়িয়া তুলিয়াছে। এই বাবদ প্রায় ১৮ কোটি টাকা ঢালিতে হইয়াছে; অর্থাৎ ফী বৎসর প্রায় ৫০ লাখ টাকার ঝুঁকি লইলে তবে গবর্মেণ্টের পক্ষে চাষীদেরকে আর্থিক স্বাধীনতা বাঁটিয়া দেওয়া সম্ভব। আইন-বিপ্লবের এই হইল অর্থ-কথা।

ডেন্মার্কের কর্ম্ম-প্রণালী (১৮৯৯)

কথাটা বুঝাইতেছি ডেন্মার্কের কর্ম্ম-কৌশল বিশ্লেষণ

করিয়া। জার্মাণির নয় দশ বৎসর পরে ডেন্মার্কে জার্মাণ আইনের এক জুড়িদার আইন কায়েম করা হয় ১৮৯৯ সনে।

কতকগুলা কোম্পানী খাড়া হইল, এগুলাকে ব্যাঙ্ক বলাই উচিত। গবর্মেণ্ট দাঁড়াইল এই সবের মুরুব্বি। এরা জমিদারি কিনিয়া লইতে লাগিল, আর "ছোট্ট টুকরার" ব্যবস্থা করিতে থাকিল। এই কোম্পানীগুলার পুঁজিই আমাদের সর্ব্বপ্রথমে লক্ষ্য করা উচিত।

তারপর হইতেছে "পারিবারিক আবাদ"গুলা বেচিবার পালা। চাষীরা আসিয়াছে, গবর্মেণ্ট দিতেছে তাদেরকে ধার। কত? জমির দামের শতকরা ৯০ অংশ, অর্থাৎ হাজার টাকার জমি কিনিতে যে চায়, তার যদি নিজের তহবিলে মাত্র ১০০৲ টাকাও থাকে, তাহা হইলে গবর্মেণ্ট তার অবশিষ্ট ৯০০৲টাকার জন্য ঝুঁকি লইতেছে। চাষীরা গবর্মেণ্টকে সুদ দিতেছে কত হারে? মাত্র শতকরা ৩৲ টাকা হিসাবে। প্রথম পাঁচ বৎসর ধরিয়া এই হার; পরে শতকরা ৪৲ টাকা দেওয়া হয়। তার ১৲টাকা আবার যায় ধার শুধিবার খাতে। জমিটা কিছুকাল পর্য্যন্ত গবর্মেণ্টের খাস সম্পত্তি বিবেচিত হয়। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে চাষীরা দামটা শোধ করিয়া দেয়, সেই মুহূর্ত্তে তারাই আসল মালিক।

ডেন্মার্কের লোকজন ৪৫ বিঘা জমিকে "ছোট্ট" বা "পারিবারিক" আবাদ সমঝিতে অভ্যস্ত। এই পরিমাণ জমিই গড়ে প্রায় প্রত্যেক টুকরার হিস্যায় পড়িয়াছে। ২৩।২৪ বৎসরের ভিতর ডেন্মার্কে প্রায় ১০,০০০ নূতন ছোট্ট কিষাণ গড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙ্‌লা দেশের দুই তিন জিলায় লাখ ত্রিশেক লোকের বাস। ডেন্মার্কের লোক-সংখ্যা ঐ পর্য্যন্ত। তাতে যদি বিশ পঁচিশ বৎসরের ভিতর হাজার দশেক কিষাণ-মালিক সৃষ্টি করা যায়, তার আর্থিক ও সামাজিক কিম্মৎ সহজেই অনুমেয়। খরচ পড়িয়াছে প্রায় ৪॥০ কোটি টাকা।

জমিদার-দলন নীতি (১৯১৯)

ভূমি-বিপ্লবটা সাধিত হইতেছে আইনের জোরে বটে, বোলশেভিকদের লুটপাট, মারপিট ইত্যাদি হাঙ্গামা দেখা যাইতেছে না সত্য; কিন্তু নেহাৎ গোলাপ জলের পিচ্‌কারী দিয়া জমিজমার ভাগ-বাঁটোয়ারা চালানো হইতেছে, এরূপ বুঝিবার কারণও নাই।

গবর্মেণ্ট জমিদারের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিতেছে, তাকে সোজা কথায় বলা উচিত অত্যাচার। প্রথম নম্বর,—জমিদারেরা যখন-তখন নিজ নিজ জমি বেচিতে বাধ্য হইতেছে। দ্বিতীয় নম্বর,—জমির আসল ন্যায্য দাম প্রায়ই তারা পায় না। তৃতীয় নম্বর,—যে দামটা তাদের প্রাপ্য তাও আবার হোমিওপ্যাথিক "ডোজে"; বার্ষিক "অ্যান্যুইটি"র বা সুদের আকারে টাকাটা গবর্মেণ্টের নিকট হইতে তাহাদের ট্যাঁকে আসিয়া পৌঁছে। বলা বাহুল্য, টাকাটা উসুল হইতে লাগে বহুকাল। চতুর্থ নম্বর,—কোন কোন ক্ষেত্রে,—জমিদারদের কোন কোন জমি এক প্রকার বে-দখলই করা হইয়াছে। এই দফাটা পুরাপুরি বোলশেভিক কাণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়; তবে দাম দেওয়া হয়—এই যা।

নয়া নয়া কিষাণ-মালিক বা ছোট্ট চাষীর নজরে "জমিদারি-কেনা-বেচা কোম্পানী" আর "রেণ্ট-ব্যাঙ্ক"গুলা লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান সন্দেহ নাই। কিন্তু জমিদারদের পক্ষে চক্ষুঃশূল।

ডেন্মার্কের এক প্রকার জমিদারি একদম তুলিয়াই দেওয়া হইয়াছে; তাতে বসানো হইয়াছে ২০০০ কিষাণ মালিক। প্রত্যেকে পাইয়াছে ৪৪।৪৫ বিঘা জমি।

আর এক প্রকার জমিদারির বিরুদ্ধে গবর্মেণ্টের নজর খুব কড়া। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইয়োরোপের সকল দেশেই এক এক শ্রেণীর নয়া ঢঙের জমিদার দেখা দেয়: এরা আসলে কারখানার মালিক, ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার, ব্যবসা-সঙ্ঘের সভাপতি ইত্যাদি জাতীয় লাখপতি বা ক্রোড়পতি। অন্যান্য নবাব-জমিদারদের মতন এদের বাতিক চাপিল যে, এরাও ভূমিপতি বনিয়া যাইবে; অমনি যোজন-যোজন বিস্তৃত জমিদারি কিনিয়া ঐ ধনী মহাজনেরা "বাগান বাড়ী" কায়েম করিতে লাগিল। সমাজের চোখে, দেশের চোখে, রাষ্ট্রের চোখে, এই জমিদারিগুলা আগাগোড়া বিলাস-সামগ্রী, ভূমিশক্তির অপব্যয় মাত্র। এইখানে একটা পারিভাষিক

শব্দ ব্যবহার করিতেছি। এই ধরণের জমিদারকে "ফিডাই-কোমিস" বলে।

ডেন্মার্কের গবর্মেণ্ট "ফিডাইকোমিস" ভাঙ্গিয়া ৪০০০ নতুন কিষাণ-মালিক গড়িয়া তুলিয়াছে। প্রত্যেক নয়া "পারিবারিক আবাদে"র হিস্যায়ই ৪৪।৪৫ বিঘার বরাদ্দ।

এই যে দু' রকম জমিদারি-লোপ করার কথা বলা হইল, তাতেও গবর্মেণ্ট জমিদারকে পয়সা দিয়াছে। একদম বিনা পয়সায় কোনো কারবার চলিতেছে না। তবে মনে রাখা আবশ্যক এই যে, অন্যান্য ক্ষেত্রে জমিদারির "কিয়দংশ মাত্র" গবর্মেণ্ট কিনিয়া লইয়াছে। আর এই দুই শ্রেণীর জমিদারি কিনিয়া লইয়া গবর্মেণ্ট বলিতেছে—"ব্যস্! এর পর এই ধরণের জমিদারি আমাদের দেশে আর থাকিবে না; এই ধরণের স্বত্বাধিকার এই খানেই খতম হইল।"

সকল তরফ থেকেই জমিদারদের স্বত্ব খর্ব্ব করা হইতেছে। প্রথমতঃ, কতটা জমি কার হাতে থাকিবে, তার বিচারক গবর্মেণ্ট। জমিদার নিজ খেয়াল অনুসারে জমিদারি বাড়াইতে কমাইতে পারিতেছে না। দ্বিতীয়তঃ, নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধেও জমিদারি বেচিতে বাধ্য। কাকে বেচিবে, কতটা বেচিবে, এই সব ব্যাপারে জমিদার আর "স্বরাজী" নয়। 'ট্রান্স্ফার অব্ প্রপার্টি" অর্থাৎ সম্পত্তি হস্তান্তর বিষয়ে জমিদারের স্বাধীনতা খাটো হইয়া যাইতেছে। তৃতীয়তঃ, বেচিবার জমির দাম-নির্দ্ধারণ ও দাম-উসুল সম্বন্ধেও জমিদার এক প্রকার এক্তিয়ার-হীন। বুঝিতে হইবে, কণ্ট্রাক্ট" বা চুক্তির বাজারে জমিদারের ক্ষমতা কমিয়া আসিতেছে। আর চতুর্থতঃ, কতকগুলা বিশিষ্ট রকমের স্বত্বাধিকার বিলকুল লোপাট হইতেছে। দেশের আইন তো আর মানিতেছেই না।

১৮৯০ সনের আবহাওয়ায়,—বিস্মার্কের আমলে এই জমিদার-দলন নীতি জার্ম্মাণিতে সুরু হয়। স্বত্ববিধানের ব্যক্তিনিষ্ঠা, ধনদৌলতের স্বাধীনতা, জমিজমার স্বেচ্ছাচার, এক কথায় রোমান-হিন্দু আইনের কতগুলা বড় বড় খুঁটার মুণ্ডপাত সাধিত হয়। তারপর হতে নয়া ঢঙের ভূমি-বিধান ইয়োরোপের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। ১৯১৯ সনে যখন লড়াইয়ের পর,—জার্ম্মাণ গণতন্ত্র (রিপাব্লিক) কায়েম হইল, তখন এই নববিধানের এক রকম মূর্ত্তি দেখা গিয়াছে।

প্রথম কথা,—"ফিডাইকোমিস্"-প্রথাকে সমূলে উৎপাটিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় কথা অতি ঘোরতর। শুনিলেই আঁৎকে উঠিতে হয়। ৮৭৫ বিঘার চেয়ে বেশী জমি যে-লোকের আছে, তাকে তার অতিরিক্ত জমির তিন ভাগের এক ভাগ গবর্মেণ্টের আশ্রয়-প্রাপ্ত জমি-কেনা-বেচা-কোম্পানীর নিকট বেচিতে বাধ্য করা হইয়াছে। আইনটা সম্প্রতি কোনো কোনো জেলার ভিতর গণ্ডীবদ্ধ। কিন্তু ব্যাপারটা কি গুরুতর বুঝুন। এই আইনই ডেন্মার্কের মারফৎ ইংরেজও নকল করিতে সুরু করিয়াছে।

১৯২৮ সনের যুবক-বাঙলা আজ ১৯১৯ সনের জার্ম্মাণ আইনটা বুঝিতে সমর্থ বা অধিকারী কি? আমরা যে এখনো ১৮৯০-৯১ সনের পরীক্ষাতেই পাশ হই নাই।

(ক্রমশঃ)

ভারতে মাছের চাষ

ভারতবর্ষের তিন দিক্ সাগর দ্বারা বেষ্টিত। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, মহানদী, কৃষ্ণা ও কাবেরী এবং ইহাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা দ্বারা সুজলা সুফলা ভারতভূমি বিধৌত। উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যের লক্ষ লক্ষ একর জমি এই সকল জল-ধারায় উর্ব্বরা। ১৯২৬-২৭ সনে ভারতে ২৪,৩১৮,০৫১ একর জমি জল-সিঞ্চিত (ইরিগেটেড) হয়। ইহার মধ্যে ৫,৮০৩,০০০ একর জমি পুষ্করিণীর জল দ্বারা পুষ্ট। সাধারণতঃ ভারতীয় পুষ্করিণীর গভীরতা চারি হাতের বেশী নয়। এক একর পুকুর-জল দ্বারা ১০ একর চাষের জমি সিঞ্চিত হইলে ভারতের চাষের জমি

সিঞ্চনের জন্য ৫,৮০,৯০০ একর পুষ্করিণীর জলের প্রয়োজন হয়। ইহা ছাড়া ভারতে আরও অনেক পুষ্করিণী আছে যাহার জল কেবলমাত্র পানীয় রূপে ও মৎস্য-উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। অনেক পুষ্করিণী কোন কাজেই ব্যবহৃত হয় না। ভারতে এই ধরণের অব্যবহৃত পুষ্করিণী, খাল, বিল, হ্রদ কমসে কম ৫ লক্ষ একর জমি জুড়িয়া আছে। তাহা হইলে গোটা ভারতের পুষ্করিণী-জলা অঞ্চল এগার লক্ষ একর হইবে।

১৯২৬-২৭ সনে ভারতে ৭৯,২২৩,০০০ একর জমিতে ধান জন্মে এবং ৩,১১৫,০০০ একর জমিতে পাট উৎপাদন করা হয়। মোট ৮২,৩৩৮,০০০ একর জমিতে ধান ও পাটের চাষ হয়। ইহা বলাই বাহুল্য যে, ঐ সকল জমিতে জল সিঞ্চনের খুবই দরকার। এজন্য পুকুর, খাল, বিল, নদী-নালার আবশ্যকতা আছে। আর যে খানেই এগুলি বর্ত্তমান সেখানেই মৎস্য-চাষ আরম্ভ করা যাইতে পারে। জাপানে অধিকাংশ পানশে তপশে তাজা জলের মাছ ধানের মাঠের খাল বিলে জন্মে।

১৯২৫ সনে বাংলার ১০,১৯০,৪৫১ একর জমি জলমগ্ন ছিল ও ৬,২০৬,৬০৯ একর জমি ডোবা, খাল বিল পূর্ণ ছিল। এই সকল জমিতে আবাদ সম্ভবপর নয়।

এই অব্যবহৃত জমির অন্ততঃ দশ লক্ষ একর জমিতে মৎস্য-চাষ চালান সম্ভবপর। জার্ম্মাণি অষ্ট্রীয়ায় এই ধরণের জমিতে ট্রাউট নামক এক প্রকার মৎস্যের চাষ করা হয়। বাংলাদেশে ট্রাউট মাছ জন্মাইবার মত আবহাওয়া না থাকিলেও এখানে রোহিত মৎস্যের লাভজনক চাষ চলিতে পারে। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে এই ধরণের অব্যবহৃত জমির পরিমাণ বাংলার ডবল।

১৮৭২ সনে বাংলাদেশে বন-বিভাগের অধীনে ৬৫ হাজার বর্গ মাইল বনজ সম্পদ্ ছিল। ১৯০৯ সনে ছিল ৩১ হাজার বর্গ মাইল। ১৯২৭-২৮ সনে ভারতের বনজ সম্পদ্ হইতে ২৭ লক্ষ ২১ হাজার টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হয় এবং সমগ্র ভারতের বন-বিভাগের জন্য সরকার ঐ সনে ৩৯ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা ব্যয় করেন। ইহা হইতে দেখা যায়, ভারত-সরকার বন-সম্পদ্ বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রতি সন বনজ আয়ের উপর ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। ইহা খুবই প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু খুব আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এদেশের বন-অঞ্চলে যে সকল নদী নালা প্রবাহিত হয় সরকার ঐ সমস্ত জল-ধারায় মৎস্য-উৎপাদনের এপর্য্যন্ত কোনই চেষ্টা করে নাই। জার্ম্মাণিতে ইহা বিস্তর হইয়া থাকে।

ভারতের ইম্পিরিয়াল ফরেষ্ট রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট ১৯০৭ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে একজন ফরেষ্ট ইকনমিষ্ট, ও ভূতত্ত্ববিদ্ আছেন। ইঁহারা প্রায় বিশ বৎসরের উপর গবেষণা চালাইতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এপর্য্যন্ত ইঁহাদের অন্যান্য বনজ সম্পদের গবেষণার মধ্যে মৎস্য-চাষের উল্লেখ একবারও করেন নাই। দেরাদুনের ইম্পিরিয়াল ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে যদি মৎস্যবিষয়ক গবেষণার জন্য বৎসরে মাত্র লক্ষ টাকা ব্যয় হয় তাহা হইলে অভাবনীয় ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস আছে।

উল্লিখিত কতিপয় দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই বোঝা যাইবে, এদেশে মৎস্য-চাষের আবশ্যকতা কত বেশী। মৎস্য-চাষের উন্নতির উপর দেশের আর্থিক উন্নতি অনেকটা নির্ভর করে।

সার এফ, এ, নিকোলসান হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইয়োরোপের হ্রদ ও বিলসমূহে প্রতি একর জলে গড়ে দুই মণের উপর মৎস্য জন্মে। ভারতে যদি গড়ে চারি আনা সের দরে মাছ বিক্রয় হয় তাহা হইলেও এক একর জলে ২১ টাকার মাছ উৎপন্ন হইবার কথা। ভারতের প্রায় সওয়া কোটি একর পুকুর জলে ২ কোটি ১১ লক্ষ টাকার মাছ উৎপন্ন হইতে পারে।

মাদ্রাজের পুষ্করিণীগুলিতে ইয়োরোপের হ্রদের চাইতে বেশী মৎস্য জন্মে। এটা সকলেই জানে যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতপ্রধান দেশের চাইতে বেশী মৎস্য জন্মে। প্রতি একর ধান পাটের জমিতে গড়ে ১০ টাকার জিনিষ উৎপন্ন হইলে এদেশের ধান পাটের জমিতে ৮২ কোটি ৩৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার শস্য জন্মিবার কথা। ১৮৭২ হইতে ১৯০৯ সন পর্য্যন্ত ৩৭ বৎসরে জরীপ করা জমির শতকরা ৫৮ ভাগ জমিতে চাষআবাদ করা হয়, অর্থাৎ গড়ে প্রতি

সন হাজার বর্গ মাইল জমি বা জরীপকৃত জমির শতকরা ২ ভাগ চাষের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এইরূপে যদি প্রতিসন জরীপকৃত জমির শতকরা দুই ভাগ জলপূর্ণ জমিতে মৎস্য-চাষ আরম্ভ করা হয় তাহা হইলে প্রতি সন সরকারের রাজস্বে ২ কোটি ১০ লক্ষ ৮৭ হাজার ৬ শত টাকা বাড়তি হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

মৎস্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা (১) সামুদ্রিক মৎস্য—জানিত মৎস্যের তিন ভাগের দুই-ভাগ সমুদ্রের জলে জন্মে। (২) ঈষৎ লবণাক্ত জলে উৎপন্ন মৎস্য, যথা ভেট্‌কি, ইলশা প্রভৃতি। (৩) তাজা জলের মৎস্য, যথা—রুই, কাত্‌লা, কৈ, মাগুর। এই জাতীয় মৎস্য সাধারণতঃ বাংলার নদী নালা, পুকুর বিলে জন্মে।

বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই সরকার আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্যের চাষ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করেন; কিন্তু উপযুক্ত মৎস্য-বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞ ও সাধারণের সহানুভূতির অভাবে তাঁহাদের এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না। বোম্বাই ও বাংলা সরকার অনেক দিন পূর্ব্বেই তাঁহাদের মৎস্য-বিভাগ তুলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু মাদ্রাজ সরকারের মৎস্য বিভাগ ১৯০৯ সন হইতে এ পর্য্যন্ত মৎস্য চাষের উন্নতিকল্পে বিস্তর কাজ করিয়াছেন।

আমাদের একরূপ প্রতিবেশী শ্যাম রাজ্যে মৎস্য বিভাগের বাৎসরিক উৎপাদনের মূল্য ১২ কোটি টাকার উপর। ফরাসী ইন্দোচীনে প্রতিসন প্রায় ৩ কোটি টাকার মৎস্য জন্মে।

ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের মৎস্য-উৎপাদনের তালিকা এখানে দেওয়া হইল। ইংলণ্ড ও ওয়েলস প্রতিসন ৮৩,৭৮৫,০০০ ডলার বা প্রায় ২৫ কোটি টাকার মৎস্য উৎপাদন করে। ফ্রান্স ৪২,০০০,০০০ ডলার, স্কটল্যাণ্ড ২৩,০০০,০০০ ডলার, নরওয়ে ৪২,০০০,০০০ ডলার, ডেন্মার্ক ২৯,০০০,০০০ ডলার, কানাডা ৫৬,০০০,০০০ ডলার এবং যুক্তরাষ্ট্র ও আলাস্কা ১০৮,০০০,০০০ ডলার মূল্যের মৎস্য উৎপাদন করে। এই সকল দেশের অধিকাংশ মৎস্য সামুদ্রিক। এই সকল দেশের তুলনায় সুবিশাল ভারতবর্ষ, যাহার তিন দিকে সাগর এবং যে দেশে বহু নদনদী প্রবাহিত, তাহার মৎস্য-উৎপাদনের পরিমাণ কিরূপ হওয়া উচিত? খুব কম করিয়া ধরিলেও ভারতবর্ষে প্রতিসন ১৩ কোটি টাকার মৎস্য অনায়াসেই উৎপাদন করা যাইতে পারে।

এদেশে মৎস্য-চাষের উন্নতিসাধন করিতে হইলে শত শত মৎস্য-বিজ্ঞান-বিশারদ চাই। বিদেশ হইতে এই ধরণের লোক আমদানি করা সম্ভবপর হইবে না এবং ভারতের প্রয়োজনও বিদেশী বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পূরণ হইবে না। এজন্য এই দেশেই লোক তৈয়ারী করিয়া লইতে হইবে। মৎস্য-বিজ্ঞানের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে গবেষণাগার খুলিতে হইবে। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে ভারত-সন্তানকে মৎস্য-চাষের বিদ্যাটা দখল করিয়া লইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে দেরাদুনের ফরেষ্ট-স্কুল প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতবাসীকে প্রাদেশিক বন-বিভাগের যোগ্য করিবার নিমিত্ত ১৮৭৮ সনে দেরাদুন ফরেষ্ট স্কুলটী প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় হইতে এ পর্য্যন্ত ভারতবাসী ৫০০ অফিসার ও ১১ হাজার অধীন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে। ১৯০৭ সনে দেরাদুনে বন-গবেষণার জন্য ইম্পিরিয়াল ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে ইহার কোন কোন গবেষণা-বিভাগ জার্ম্মাণি ইংলণ্ড প্রভৃতি বিদেশী বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতসন্তান দ্বারা খুব কৃতিত্বের সঙ্গে পরি-চালিত হয়।

অদূর ভবিষ্যতে দেরাদুনের এই ইম্পিরিয়াল ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট হইতে বনজ সম্পদ্ বিষয়ক বড় বড় বিশেষজ্ঞ বাহির হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপনার জন্যও এই ধরণের বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে স্থাপিত হওয়া উচিত।

আমেরিকা ও জাপানের অনুকরণে ভারতে মৎস্য-স্কুল স্থাপন করা উচিত। ঐ সকল স্কুলে এদেশে মৎস্য চাষের কি কি উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে তাহা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। ভারতে ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়, ২১৫টি আর্টস ও সায়েন্স কলেজ এবং ৭৫টি প্রফেশনাল কলেজ আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এইগুলির কোন একটিতেও মৎস্য-চাষ শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। মাদ্রাজ,

বোম্বাই ও চট্টগ্রামে এই ধরণের মৎস্য-বিজ্ঞান শিক্ষার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। ভারত সরকার ও এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে জাপান এবং আমেরিকায় মৎস্য-বিদ্যা শিক্ষার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

দুনিয়ার আর্থিক সমৃদ্ধি ও শান্তি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইয়োরোপের টারিফ্ দেওয়াল

গত মে মাসের বিশ্ব আর্থিক সম্মেলনের শান্তি ধুরন্ধরেরা জেনেভায় বসিয়া কোন্ বিষয় লইয়া বিশেষভাবে মাথা ঘামাইয়াছিলেন? স্বাভাবিক অবস্থায় এক দেশ যথা ইচ্ছা অন্য দেশের বাজারে নিজের মাল পাঠাইয়া বেচিতে পারে এবং অন্য দেশের মাল যথা ইচ্ছা নিজের দেশে ঢুকিতে দিয়া কিনিতে পারে অর্থাৎ কাহারও পক্ষে বেচাকেনার বা আমদানি রপ্তানির কোন প্রকার বাধা বর্ত্তমান নাই। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের উদ্দেশে সকলেই সকল দেশে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারে। ইহাকেই বলে অবাধ বাণিজ্য। আর আমদানি রপ্তানির বাধা যেখানে রহিয়াছে সেইখানেই সংরক্ষণ রীতি অবলম্বিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, জাতীয় মঙ্গলের পক্ষে বাণিজ্যের কোন্ রীতি ভাল? সংরক্ষণ ভাল, না অবাধ বাণিজ্য ভাল? মতান্তর চিরকালই দেখা দিয়াছে। কেহ এটাকে ভাল বলিয়াছে, কেহ ওটাকে। কিন্তু নিন্দা-প্রশংসা যেটার কপালে যেরূপই ঘটুক্ না, ইয়োরোপের প্রত্যেক রাষ্ট্র এবং আমেরিকাও ক্রমাগত সংরক্ষণের দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। শিল্প ও ব্যবসাসমূহ একটার পর একটা সংরক্ষণের কুক্ষিগত হইয়াছে। অমুক জিনিষ বিদেশ হইতে আনীত জিনিষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছে না? আচ্ছা, প্রতিযোগিতাপরায়ণ জিনিসটাকে হয় ঢুকিতে দেওয়া হইবে না, নয়ত উহার উপর করভার চাপাইয়া ঢুকিতে বাধা দিব। বিদেশী জিনিষের উপর ডিউটি বা টারিফ্ বা কর চাপাইবার অর্থ স্বদেশের বাজারে সস্তা দর বলিয়া তার প্রতিযোগিতায় যে জয়লাভের সামর্থ্য ছিল তাহা নষ্ট করিয়া দেওয়া। এক এক দেশ এক এক জিনিষ সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক অর্থাৎ সস্তা (মজুরি চড়া হারে দিয়াও, কারণ চড়া মজুরির অর্থ চড়া দর নয়) মজুর পটু হইলে তার অধিকতর কার্য্য-ক্ষমতার ফলে অধিকতর ও উৎকৃষ্টতর দ্রব্য উৎপন্ন হয় বলিয়া উৎপাদনের মোট খরচের বেশীটা অংশ মজুর বাবদ্ ব্যয়িত হইয়াও অন্যান্য খরচ কমিতে পারে এবং কমেও) করিয়া উৎপাদন করিতে পারে বলিয়া আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য দ্বারা প্রত্যেক দেশ লাভবান্ হয়। সংরক্ষণরীতি আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের এই মূলসূত্রকে এক কুঠারাঘাতে ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। একের অধিক বক্তা গোটা দুনিয়ার আর্থিক একত্বের কথা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন ও জোরের সহিত বলিয়াছেন যে, টারিফ্ দ্বারা কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি করা নয়, কিন্তু স্বদেশের মাল সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা ও ভাল করিয়া উৎপন্ন করিবার চেষ্টাই সর্ব্বথা বাণিজ্য-বিস্তৃতির সহায় (টিউনিস, পৃঃ ১২-১৩; মোডন পৃঃ ৩৬)। ইহাতে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এক রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের যে রেষারেষি ও বিদ্বেষ ইত্যাদি জন্মে, তার কথা ছাড়িয়া দিলাম। রাষ্ট্রিক চিন্তাবীরের প্রশ্ন এই যে, অর্থনৈতিক দিক্ হইতে বিচার করিলে কি দেখা যায়? জাতীয় মঙ্গল বাড়ে না কমে?

সংরক্ষণের মূলমন্ত্র হইতেছে "বিদেশী বাজার সর্ব্ব

প্রকারে রক্ষা করিতে হইবে।" বস্তুতঃ, "আপনি বাঁচিলে বাপের নাম।" সংরক্ষণবাদীর কথা এই :—"তুমি যদি দেশের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী হও, টারিফ্ বা ডিউটি বসাইতে তোমার কখনও আপত্তি থাকিতে পারে না। অবাধ বাণিজ্যের বুলি শুধু কপ্‌চাইয়া কি হইবে? যুদ্ধের সময়কার অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়াই আগে হইতে কাঁচা মাল যোগাইবার উপায় চিন্তা করা প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষী নরনারীর কর্ত্তব্য (পৃঃ ৩৯)। শান্তির সময়ে সে কথা না হয় না তুলিলাম। কিন্তু তুমি সহজেই দেশের মধ্যে এমন অনেক ব্যবসা খুঁজিয়া পাইবে যা বিদেশী প্রতিযোগিতার দরুণ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। অথচ রাষ্ট্র যদি এগুলিকে কিঞ্চিন্মাত্র সাহায্য করে, দেখিতে দেখিতে ইহারা প্রকাণ্ড ব্যবসারূপে খাড়া হইয়া উঠে। তখন হয়ত আর রাষ্ট্রের সাহায্য দরকার হয় না। তুমি কি বলিতে চাও, এই সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সাহায্য করিবে না?"

এই তর্কের জবাবে ডাক্তার রিশার্ড শূলের (বিশ্ব আর্থিক সম্মেলনের সভ্য) প্রথম দিনের দ্বিতীয় বৈঠক "টারিফ্ সমস্যা" সম্বন্ধে বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছিলেন তা বলা যাইতে পারে :—"এমন যদি হয় যে ৫% ডিউটি বসাইয়া কোন একটা জিনিষের উৎপাদনে যা বাড়্‌তি ঘটে তা ঐ জিনিষের আমদানির ৫০%এর সমান, তবে বলিতেই হইবে যে, ডিউটির ফলে জাতীয় ধন বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু যদি অন্যদিকে ৫০% ডিউটি বসাইয়া স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদন মাত্র ৫% বাড়ান যায়, তবে তা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর সন্দেহ নাই (পৃঃ ৩৯)। এই ভদ্রলোক নিজেই বলিতেছেন যে, তিনি ৩০ বৎসর ধরিয়া একটার পর একটা টারিফ্ সৃষ্টির ও বাণিজ্যিক সমঝৌতা কায়েমের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি টারিফের বিপক্ষে রায় দিতেছেন। তাঁর কথাকে বিশেষ মূল্য দিতে হইবে।

বস্তুতঃ, টারিফের বিপদ্ ৩টা। (১) অনুপযুক্ত জিনিষকে বাঁচাইয়া রাখিবার বা সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা। (২) একবার কোন একটা দ্রব্য টারিফ্ লাভ করিলে অন্য সকল দ্রব্যের বেপারীর তদ্রূপ টারিফ্ পাইবার জন্য প্রবল ইচ্ছা ও আন্দোলন এবং পরিশেষে রাষ্ট্র কর্ত্তৃক বহু ব্যবসাতে টারিফের প্রবর্ত্তন। "এই টারিফ্ ব্যবসা-বিশেষের শ্রীবৃদ্ধি করিলেও সমগ্র দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়। (রিশার্ড শুলেরের বক্তৃতা, পৃঃ ৪০)। (৩) টারিফের হারের উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি। যে ব্যবসা যখন টারিফ্ চায়, তখন তা অল্পকালের জন্য চাহে। কিন্তু মজা এই, সংরক্ষণ একবার আরম্ভ হইলে, কোন কালেই তা উঠান যায় না। বরং উত্তরোত্তর তার হার বাড়িতে থাকে।

ইয়োরোপের বিপুল ক্ষেত্রে এই ৩টা ফলই দেখা দিয়াছে। কিন্তু আমি যদি আমার টারিফের দেওয়াল ক্রমাগত উঁচু করিয়া দেই, বা যে সব জিনিষে টারিফ্ বসাইয়াছি তার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়াইয়া যাই, তবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে কি? কখনো না। তারাও আমাকে সাধ্যমত বাধা দিতে চেষ্টা করিবে। আমার ভাবটা এই :—"আমি অন্যদেশে যত খুসী মাল বেচিবার অধিকার চাই। কারণ এই সব মাল আমার দেশের প্রয়োজন মিটাইয়া যা ছিল তাই। এগুলিকে বিদেশের বাজারে বেচিতে না পারিলে আমার কিছুতেই চলিবে না। এগুলি বেচিয়া আমি যে পয়সা পাইব তদ্দ্বারা স্বদেশের ও বিদেশের বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্য খরিদ করিতে সমর্থ হইব, যা না হইলে আমার চলে না অথবা ভাল করিয়া চলে না। কিন্তু আমার দেশের বাজারে আমি বিদেশীদিগকে সব রকম মাল বেচিতে দিব না। কারণ আমার দেশের অনেক ব্যবসা দুর্ব্বল, মাল চড়া দরে বেচিতে হয়। বিদেশের সস্তা মাল ঢুকিতে পাইলে এই সব ব্যবসার সর্ব্বনাশ হইবে। তা নিবারণ করিবার জন্য আমাকে বাধ্য হইয়া নিজ ব্যবসা রক্ষা করিতে হইতেছে অর্থাৎ আমাকে বিদেশী মালের উপর টারিফ বসাইতে হইতেছে।"

স্যর ক্লাইড্ মরিসন বেলের টারিফ্ ম্যাপ

ইয়োরোপের প্রত্যেক দেশের উপরি উক্ত মনোভাবের দরুণ যে ক্রম-বর্দ্ধনশীল টারিফ্ দেখা দিয়াছে তার বিশদ অর্থ স্যর ক্লাইড্ মরিসন বেল এম্ পি সম্মেলনের

লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য এক অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক দেশের টারিফ্‌কে তিনি দেওয়ালরূপে দেখাইয়া এক মডেল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহাতে এক দেওয়ালের সহিত অন্য দেওয়ালের তুলনায় কোন্ দেশ অন্যান্য সমস্ত দেশের বাণিজ্যকে কতখানি বাধা দিতেছে তাহা জানিবার সুবিধা হইয়াছিল। এই মডেল গিল্ডহলের সাম্‌নে রাখা হইয়াছিল ও বহু বক্তা ইহার উল্লেখ করিয়াছিলেন। ম্যাপটা "আর্থিক উন্নতি"র পাতায় ধরিয়া দেখান সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু দেওয়ালগুলির কোন্‌টার উচ্চতা কিরূপ তাহা পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত খস্‌ড়া হইতে বেশ আন্দাজ করা যাইবে।

দ্বিতীয় বৈঠকে বক্তৃতার অবসানের পর টারিফ্‌-সমস্যা আলোচনার জন্য স্যর ক্লাইড মরিসন বেল প্রথম উঠিয়াছিলেন। এই ম্যাপের সার্থকতার কথা তাঁর মুখের কথায় বলা ভাল। তাঁর মোট কথাটা এইরূপ: বহু বক্তৃতায় যে কাজ না হইবে, এইরূপ একটা ম্যাপে তার বহুগুণ ফললাভ হইতে পারে। কারণ আজ বক্তৃতা দিলাম, কাল লোকে ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু এইরূপ একটা ম্যাপ চোখের সাম্‌নে থাকিলে লোকে চট্ করিয়া বুঝিতে পারিবে ইয়োরোপের অবস্থা কি ভয়ানক দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্য দরকার এইরূপ ব্যবস্থা করা যে, এই ম্যাপ দেশে দেশে অনেক লোকে একসঙ্গে দেখিতে পায় ও টারিফের কুফল বুঝিতে পারে। বলা বাহুল্য, ইহা বেশ যত্নের সহিত তৈরি করা হইয়াছে। ইহার উপকরণ নিম্নলিখিত স্থানগুলি হইতে আহরণ করা হইয়াছে: কন্‌সুলার বিবরণীসমূহ, বোর্ড অব্ ট্রেড্ ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স, বালফুর বিবরণী, লেটন-রিষ্ট বিবরণী, লীগ্ অব নৈশন্‌স টারিফ সূচী-সংখ্যা, রিশার্ড রীডল (অষ্ট্রীয়ান প্রতিনিধি) ও কোম্‌তে জীন হাডিক (হাঙ্গারিয়ান প্রতিনিধি) কর্ত্তৃক আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলনে ১৯২৭ সনে দাখিলী বিবরণীসমূহ।

এক হিসাবে স্যর ক্লাইড্ মরিসন বেলের ম্যাপটাকে সমস্ত আলোচনাবলীর পথ-প্রদর্শকরূপে গণনা করা যাইবে পারে। আজ গোটা ইয়োরোপের মনে যে শঙ্কা সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে তা হইতেছে এই টারিফের অত্যাচার। অথচ এই টারিফ্ কমা দূরে থাকুক দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। উপায় কি। মাথায় হাত দিয়া ইয়োরোপ ভাবিতেছে, উপায় কি? অন্যান্য দেশের সম্পর্কে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র টারিফ্ নীতি অবলম্বন করিলেও বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহ পরস্পর পরস্পরের বাণিজ্যকে কোন প্রকার বাধা দেয় না। যুক্তরাষ্ট্র আয়তনে একটা ইয়োরোপ-বিশেষ। ইয়োরোপের এক একটা দেশ যুক্তরাষ্ট্রের এক একটা রাষ্ট্রের সমান। একের সহিত অন্যের আর্থিক অবস্থার তুলনা করিলে টারিফের বিষময় ফলটা স্পষ্ট গোচরীভূত হইবে। গোটা ইয়োরোপকে একটা সাধারণ বাণিজ্য-নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যায় না কি? ইয়োরোপ অন্যান্য দেশের সম্পর্কে সংরক্ষণ-নীতি না হয় অবলম্বন করিল, তা কোন রকমে সহ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু নিজ সীমার মধ্যে একস্থান হইতে অন্যস্থানে সহজ মাল চলাচলের পথটা অবিকৃত রাখা চলে না কি? এইরূপ একটা সম্ভাবনা ও যুক্তরাষ্ট্রের অসাধারণ সমৃদ্ধি সম্মেলনকারিগণকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে (পের জ্যাকবসনের বক্তৃতা, পৃঃ ৭৯; স্যর হার্ব্বাট স্যামুয়েলের বক্তৃতা, পৃঃ ১৬৪, ওয়াল্টার রান্সিম্যানের বক্তৃতা, পৃঃ ৪৭-৪৮)। কেহ কেহ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, গত মহাযুদ্ধের ফলে যে নূতন নূতন দেশ বা রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে সেগুলার হাম্‌বড়াভাব অসহ্য। এগুলি নিজেদের বড় বড় রাষ্ট্রের সমান বিবেচনা করিয়া ক্রমাগত দেওয়ালের পর দেওয়াল আঁকিতেছে। টিউনিসের বক্তৃতা, পৃঃ ১১,১২; জে ডব্লিউ বাওয়েনের আলোচনা ২৯-৩১ পৃঃ; ফিলিপ স্নোডনের বক্তৃতা, পৃঃ ৩৬; ওয়ালটার রান্সিম্যানের বক্তৃতা, পৃঃ ৫১; ডাক্তার পের জ্যাকবস্‌সনের বক্তৃতা, পৃঃ ৮৭; টম শ'র বক্তৃতা, পৃঃ ১৬৮; স্যর এডওয়ার্ড হিলটন ইয়ঙ্গের বক্তৃতা, পৃঃ ১১৩; আলবার্ত্ত তমাসের বক্তৃতা, পৃঃ ১১৬। ইয়োরোপের এই নব জাগ্রত জাতীয়তা বা স্বাদেশিকতা যত অনিষ্টের মূল।

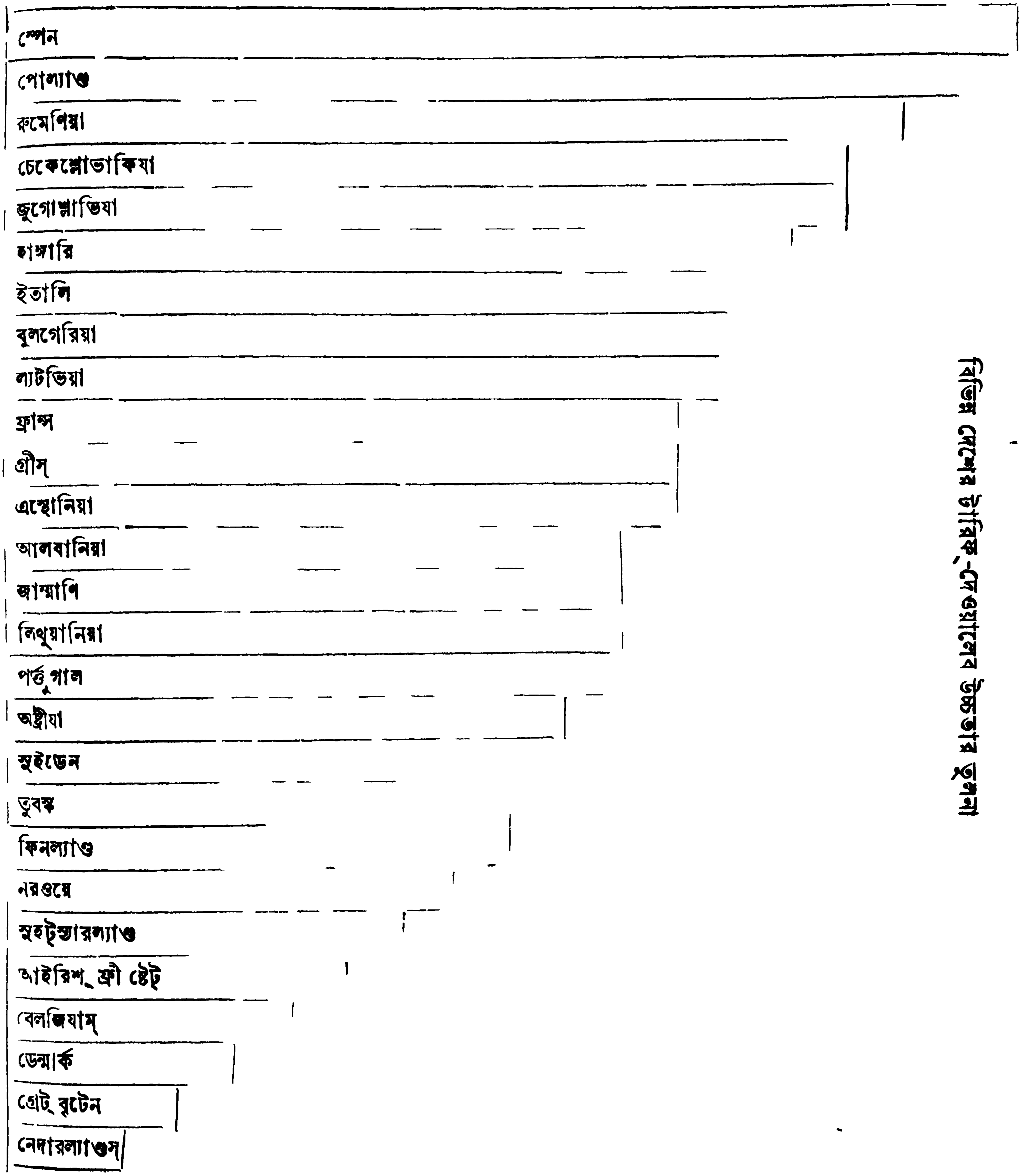

বিভিন্ন দেশের টারিফ্-দেওয়ালের উচ্চতার তুলনা

পাখার ব্যবসা

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস, দক্ষিণ গোবিন্দপুর

বাঙ্গলা গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। এখানে ৮ মাস গ্রীষ্ম বোধ হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম দূর করিয়া শরীর স্নিগ্ধ রাখিতে সকলকেই সচেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্ম দূর করিতে না পারিলে নানা অশান্তি বোধ হয়, শরীর আই-ঠাই করিতে থাকে, অবিরল ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া গাত্র-বস্ত্রাদি সিক্ত করিয়া দেয়, পিপাসা বৃদ্ধি করে, কোন কাজে মনোযোগ দেওয়া যায় না। দিনের পরিশ্রমের পর রাত্রেও নিস্তার নাই —বাতাস চলাচল বন্ধ হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায়। এখানে বায়ু প্রায়ই স্থিরভাব ধারণ করিয়া থাকে এবং বায়ুমণ্ডল বিতাড়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে হয়। সুতরাং গরমের সহিত লড়াই করিতে হইলে এমন অস্ত্রের প্রয়োজন যাহা সহজে বায়ুমণ্ডল আন্দোলিত করিয়া শরীরে হাওয়ার পরশ বুলাইয়া দিতে পারে। সেই অমোঘ অস্ত্রের নাম পাখা।

পাখা নানা উপাদানে নানা মূর্ত্তিতে নানাস্থানে বাঙ্গালার সহর গ্রামে ধনী দরিদ্রের গৃহে বিরাজমান থাকিয়া দেশের মস্তিষ্কে হাওয়া সঞ্চালন করিতেছে। শুনিতে পাওয়া যায়, রাবণ পুরাকালে পবনদেবকে দিয়া লঙ্কায় পাখা-কুলীর কাজ করাইয়া লইতেন। আর এখন দেখিতে পাওয়া যায় বিজলীদেবী এই কাজের জন্য আটক পড়িয়াছেন এবং দেশের সহরগুলিতে যে সমস্ত ধনবান ব্যক্তি বাস করেন, তাহাদের মনোরঞ্জন করিতেছেন। তাই যাঁহারা আমার মত গরীব এবং পেটের দায়ে ধনী অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম-কাতর, তাহারা সারাদিনের শ্রান্ত দেহখানিকে একটু আরাম দিবার জন্য ঐ ধনীর জানালা পথে ঈষদ্দৃষ্ট বিজলী পাখার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, আর কি উপায়ে বিনা পয়সায় বা অল্প পয়সায় ধনীর আরামটুকুর আস্বাদ পাওয়া যায়, সেই পথ আবিষ্কার করিবার জন্য তাহার শ্রান্তদেহ এবং ক্লান্ত মাথাটাকে অনর্থক ঘামাইয়া ফেলে।

পাখা জিনিষটা কি? যাহা আন্দোলন করিয়া স্থির বায়ুমণ্ডলে প্রবাহ সৃষ্টি করা যায় তাহাই পাখা। হাত পাখা, টানা পাখা, বৈদ্যুতিক পাখা সকলেরই এক কাজ। বৈদ্যুতিক পাখার শক্তি অধিক এবং ইহা চালাইতে মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, এজন্য সহরে ইহার দ্রুত প্রসার ঘটিতেছে। পল্লীগ্রামে বৈদ্যুতিক শক্তির একান্ত অভাব, এজন্য বিজলী পাখার অভাবে সেখানকার ধনিগণের আক্ষেপের সীমা নাই।

যাক, দেখা যাইতেছে এতাবৎকাল মানুষের শক্তি বা বৈদ্যুতিক শক্তিবলে পাখা চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্র বৈদ্যুতিক শক্তি সুলভ নহে বলিয়া বিজলীপাখায় সর্ব্বত্র প্রসার হয় নাই। এখন একবার ভাবিয়া দেখা দরকার, অন্য কোন সহজ উপায়ে পাখা চালান যায় কি না। আমরা দেখিতে পাই বৈদ্যুতিক শক্তি এবং বাষ্পীয় শক্তি ব্যতীত নানা কলকব্জা চালান হইয়া থাকে। ঘড়ি, গ্রামোফোন, খেলিবার মোটর গাড়ী, রেলগাড়ী প্রভৃতি এই শ্রেণীর যন্ত্র। সাধারণতঃ একটি স্প্রীং-এর উপর ইহাদের জীবনীশক্তি নিহিত।

মাত্র স্প্রাংএর জোরে একটী গ্রামোফোন রেকর্ড মাথায় করিয়া দুই মিনিট বা তাহার অধিক কাল ঘুরিয়া থাকে। একদমে একটী ঘড়ি এক সপ্তাহ নিয়মিতভাবে এবং আরও কয়েকদিন অনিয়মিতভাবে চলে। আবার কতক ঘড়ি আছে তাহাদের আদৌ স্প্রীং নাই—তথাপি ৮।১০ দিন বেশ কল কব্জাগুলিকে ঘুরাইতে পারে। ইহা হইতে যদি এই ধরিয়া লই যে, যে স্প্রীং একটি ক্লককে ১০ দিন চালাইতে পারে, তদপেক্ষা দশগুণ শক্তি সম্পন্ন একটি স্প্রীং ছয় ইঞ্চি লম্বা তিনখানি ব্লেড একদমে ছয় ঘণ্টা ঘুরাইবে—তাহ'লে কি নিতান্তই অসঙ্গত হইবে? এই থিওরি অবলম্বন করিয়া কেহ সঙ্কল্পপূর্ব্বক এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে সহজ অথচ মজবুত কল কব্জা দিয়া একখানি "গৃহ ব্যজনী" (ফ্যামিলি

ফ্যান) নির্ম্মাণ করিতে পারেন। বিদেশ-প্রত্যাগত অনেক মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার চাকুরীর অভাবে বসিয়া আছেন। তাঁহারা এবিষয়ে মাথা ঘামাইয়া দেখিবেন কি ?

পাশ্চাত্য দেশের ব্যবসায়ের মূল নীতি হইতেছে চাহিদার সৃষ্টি করিয়া পণ্য-সরবরাহ করা। ঘড়ি আজকাল যারতার কাছে—হাতে বাঁধা, পকেটে ঝুলান, ব্রাকেটে বসান। সাইকেল আজ ঘরে ঘরে—দেশ পঙ্গু হইবার উপক্রম। টিউবওয়েল গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে পানীয় জল-সরবরাহের ভার লইতেছে—উড়িয়া কুলীর সর্ব্বনাশ। বিদেশী ব্যবসাদার কতকগুলি পণ্য সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে তাহার ব্যবহারের আবশ্যকীয়তা শিক্ষা দিয়াছে। সেগুলি না হইলে আমাদের ঘরসংসারের কাজ অচল হইয়া পড়িবে, ইহাই ভাবিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়াছি। বাস্তবিক আমরা কি মনে করিতে পারি যে, হারিকেন লণ্ঠন, ছাতা, দেশলাই না থাকিলেও আমাদের বেশ দিন চলিতে পারে ? অথচ এগুলি আগে দেশে ছিল না।

যাহা হউক এইরূপ একটা "গৃহব্যজনী নির্ম্মাণে কৃতকার্য্য হইলে এবং তাহা একদমে অন্ততঃ ছয় ঘণ্টা কাল বাতাস করিবার যোগ্য হইলে ও তাহার দাম দশ টাকার অনধিক হইলে সহর পল্লী, দেশ বিদেশ সর্ব্বত্র ইহার প্রসার হইবে। এমন কি বাড়ীতে যে কয়খানি ঘর সে কয়খানির জন্ম এক একটী পাখার প্রয়োজন হইবে। একটী পাখা টানাইয়া বন্ধুবান্ধব লইয়া আমোদ করা যাইতে পারে। রাত্রে পাখাটা টানাইয়া আরামে নিদ্রা যাওয়া যায়।

আজকাল বেকার-সমস্যার দিনে মাত্র "গৃহব্যজনীর" সাহায্যে দশ হাজার লোকের অন্নের সংস্থান হইতে পারে। শনৈঃ শনৈঃ চেষ্টা করিলে ইহার মূলধনের কথা উঠিবেই না। পুরাতন স্প্রীং, লোহা, পুরাতন পাখার ছোট ব্লেড লইয়া অল্প পুঁজিতে পরীক্ষা চলিতে পারে। এই মতলবটি যদি কেহ কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন এবং তাহার ফলাফল বিদিত করেন তাহা হইলে প্রভূত আনন্দ লাভ করিব।

দারিদ্র্য-বিজ্ঞান

দারিদ্র্যের স্বরূপ

দারিদ্র্য যে কি বস্তু সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। দেখিতে গেলে "দারিদ্র্য" একটি আপেক্ষিক শব্দমাত্র। শিক্ষা-দীক্ষার প্রণালী, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অভাব অভিযোগ অনুসারে ব্যক্তিগত পার্থক্য ঘটিয়া থাকে ; আবার এই ব্যক্তিগত পার্থক্য অনুসারে "দারিদ্র্যে"রও পরিবর্ত্তন ঘটে। একজন ওস্তাদ কারিগরের যে আর্থিক আয় থাকিলে তাহাকে দরিদ্র বলা যাইতে পারে, সেই আয়ে একজন কৃষি-মজুরের হয়তো স্বচ্ছন্দ ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বা সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেও "দারিদ্র্যে"র পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এক সময় যাহা সচ্ছলতা পরবর্ত্তী যুগে হয় ত তাহাই দারিদ্র্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

কয়েকজন গ্রন্থকারের মতে কেবলমাত্র জীবন ধারণ, বা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যও যে আয় পর্য্যাপ্ত নহে তাহাই দারিদ্র্য। কিন্তু এই "জীবন ধারণ" বা "গ্রাসাচ্ছাদন" কথাটার অর্থও ততদূর পরিষ্কাররূপে বোধগম্য নয়, কারণ দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ইহা পরিবর্ত্তনশীল। তা'ছাড়া মাত্র জীবন ধারণের উপযোগী আয় স্থির করাও বড় শক্ত। কারণ অর্থ কিভাবে

ব্যয় করা আবশ্যক তাহার উপরই এই আয়ের স্বরূপ নির্ভর করে। সূক্ষ্ম বিচার করিয়া কোন্ কোন্ খাতে কত খরচ করিলে চলিতে পারে ইহা যদি সম্‌ঝিয়া চলা যায় তাহা হইলে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যে আয়ের দরকার বলিয়া সাধারণতঃ লোকের ধারণা তার চেয়ে অল্প আয়েও জীবন-ধারণের ব্যবস্থা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু মানুষ সাধারণতঃ অতটা হিসাব করিয়া চলে না। সুতরাং গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী আয় বলিলে বৈজ্ঞানিক হিসাবে যেরূপ হওয়ার দরকার তার চেয়ে বেশী বলিয়াই ধারণা করিতে হইবে।

কেবলমাত্র শরীরটাকে টি'কাইয়া রাখিতে হইলে সর্ব্বনিম্ন কিরূপ আয়ের দরকার সে সম্বন্ধে শ্রীযুত সিবোম্ রাউন ট্রি মহাশয়ের মত দেওয়া হইল। তাঁহার মতে ;—"এইরূপ সর্ব্বনিম্ন আয়ে যে পরিবারকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাহারা কখনও রেলগাড়ী বা মোটর বাসে ভ্রমণ করিতে পারিবে না। কোন স্থানে যাইতে হইলে হাঁটা ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকিবে না। তারা কখন আধ পেনি খরচ করিয়া একখানি খবরের কাগজ পড়িতে পারিবে না। গান বাজনা শুনার জন্য একখানি টিকিট কিনার ক্ষমতাও তাদের থাকিবে না। বিদেশস্থ সন্তান-সন্ততির নিকট চিঠি পত্র লেখা ও তাদের ভাগ্যে ঘটিবে না, কারণ টিকিট কিনার অর্থ তাদের জুটিবে না। যে ভজনালয়ে ইহারা উপাসনা করিবে সেখানে অর্থ সাহায্য করিবার সঙ্গতি ইহাদের থাকিবে না, কোন প্রতিবেশীকে অর্থ-সাহায্যও ইহারা করিতে পারিবে না। পয়সার অভাবে এরা কামাইতে পর্য্যন্ত পারিবে না। চাঁদার অভাবে ট্রেড্ ইউনিয়ান, বা রুগ্ন সমিতির সভ্য হওয়াও তাদের ভাগ্যে ঘটিবে না। ছেলে মেয়েকে মার্ব্বেল, মিষ্টান্ন, পুতুল প্রভৃতি কিনিয়া দিতে ইহারা অপারগ। গৃহস্বামী পয়সার অভাবে তামাক বা মদ পান করিতেও পারিবে না। মাতা নিজের ছেলেপিলের জন্য ভাল কাপড়-চোপড় কিনিতে পারিবে না। ইহারা যতদূর সম্ভব সস্তায় জিনিষপত্র ক্রয় করিবে; আর ক্রীত জিনিষপত্র মাত্র জীবন-ধারণের জন্য বা নিতান্ত দরকারী তা ছাড়া এক রত্তি এদিক ওদিক হইতে পারিবে না। যদি কোন ছেলের অসুখ হয়, তখন এদের দৌড়াইতে হইবে গ্রাম্য দাতব্য ডাক্তারখানার চিকিৎসকের কাছে। যদি কেহ মরে তাহার গোর দিবার ভার লইবে গ্রাম্য ভজনালয়, রোজগেরে গৃহস্বামীর একদিনও কাজে অনুপস্থিত হইবার উপায় নাই।

উপরে যে সমস্ত সর্ত্ত নির্দ্দেশ করা গেল তার একচুল ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই; যদি হয়, আর তার জন্য অতিরিক্ত অর্থব্যয় করিতে হয়, তাহা হইলে এই গরীব ব্যক্তিকে তাহা পেটের উপর বাণিজ্য করিয়া যোগাইতে হইবে।"

কতকগুলি গ্রন্থকার "জীবনযাত্রার প্রণালী" ও "জীবন-ধারণের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়" এই দুই বস্তুকে এক করিয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীযুত রাউনট্রি মহাশয়ের মতানুসারে "দারিদ্র্যের" যে কঠিন পরিচয় পাওয়া গেল তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত মোলায়েম "দারিদ্র্যের" কথা ইঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ স্যর লিয়ো শিয়োজা মানি মহাশয় ১৯১৪ সালে "জীবনযাত্রার যে সর্ব্বনিম্ন প্রণালী" স্থির করিয়াছেন তাহার মধ্যে অবসর, ভাড়া, মদ, তামাক, খবরের কাগজ, বই, হাত খরচ ইত্যাদি সমস্তই ঢুকাইয়াছেন। তাঁহার মতে এই সমস্ত জিনিষপত্র যে ভোগ করিতে না পারে সেই ব্যক্তিই গরীব। কিন্তু "জীবনযাত্রার প্রণালী" জিনিষটা "জীবনধারণের উপযোগী আয়", বা "গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান" জিনিষটার চেয়ে বেশী গোলমেলে। এই শেষের জিনিষটার একটা মোটামুটি হিসাব সহজেই করা যায় বটে, কিন্তু ঐ আগেকার শব্দটি এমনই আপেক্ষিক যে উহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা অত্যন্ত কঠিন। নিতান্ত দরকারী জিনিষ, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জিনিষ ও বিলাসের দ্রব্য, এই সমস্ত শব্দের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা যায় না; কারণ কখন যে কোন বস্তুটি কোন কোঠায় গিয়া পড়ে তার ঠিকানা নাই। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, "গ্রাসাচ্ছাদন" বলিলে আমরা জীবনধারণের উপযোগী নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুই বুঝিব, আর "জীবনযাত্রার প্রণালীর" মধ্যে কিছু সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জিনিষ ও বিলাসের উপকরণও রহিয়াছে এইরূপ বুঝিব।

দারিদ্র্যের স্বরূপ সম্বন্ধে একটী তৃতীয় মতবাদও চলিত আছে। এই মতবাদ অনুসারে সর্ব্বোচ্চ অর্থনৈতিক সাচ্ছল্য-বিধানের পক্ষে অপ্রচুর আর্থিক আয়ই দারিদ্র্য। কিন্তু এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ইহা যেসকল মানুষ দৈহিক পরিশ্রমের উপযুক্ত মাত্র তাদের প্রতিই প্রযোজ্য হইতে পারে। বয়োবৃদ্ধির জন্য বা শারীরিক বৈকল্যের জন্য যেসকল মানুষ দারিদ্র্য-গ্রস্ত তাদেরকে এই মতবাদ অনুসারে দরিদ্র বলা যাইতে পারে না। তা ছাড়া কিরূপ আর্থিক অবস্থা থাকিলে মানুষ কার্য্যক্ষম মানুষের মত জীবন-যাপন করিতে পারে তাহা নির্ণয় করাও কঠিন। মানুষের "কার্য্যক্ষমতা" কি তাহার উপার্জ্জিত অর্থের পরিমাণ দিয়া বিচার করিতে হইবে? তাহাই যদি করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার উপার্জ্জিত অর্থের পরিমাণ বহুদিন ব্যাপিয়া হিসাব করিয়া দেখিতে হইবে। কারণ মাঝে মাঝে উপার্জ্জনের বাড়তি বা কমতি হইতে তাহার রোজগারের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের "কার্য্যক্ষমতা" (এফিশেন্সি) অর্থ উপার্জ্জন আর অর্থব্যয়মাত্রই নহে। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া উপার্জ্জিত অর্থের প্রতি মানুষের মনোভাব কিরূপ সে সম্বন্ধে খোঁজ খবর লওয়া দস্তুর হইয়া পড়িয়াছে। তবে কি মানুষের "কার্য্যক্ষমতা" বলিলে উপার্জ্জিত অর্থ ছাড়াও মহত্তর ও উচ্চতর আরও কিছু বুঝাইবে? "কার্য্যক্ষমতা" বলিলে, কর্ম্মীর জীবনযাত্রার প্রণালী, নাগরিক হিসাবে তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, তাহার নৈতিক জীবনের আদর্শ—এক কথায় তাহার সমগ্র মনোভাব, এই সমস্তই বুঝিতে হইবে। কারণ এই সমস্তই অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের আর্থিক অবস্থাদ্বারা। তবে যে সমস্ত গ্রন্থকার দারিদ্র্য লইয়া মাথা ঘামাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা দারিদ্র্যের স্বরূপের সহিত এই সমস্তের যোগাযোগ স্বীকার করিয়া লইবেন কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়।

দারিদ্র্যের শ্রেণীবিভাগ

নিঃস্বতা ও অনাথত্ব

পাছে অর্থ লইয়া গোলযোগ হয় সেইজন্য দারিদ্র্যের

শ্রেণীবিভাগ করিয়া কয়প্রকারের দারিদ্র্য থাকিতে পারে তাহা স্থির করিয়া লওয়া ভাল। নিঃস্বতা বলিলে এমন অভাব-গ্রস্ততা বুঝিতে হইবে, যাহাতে স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা যাইতে পারে না। নিঃস্বতা বলিলে কেবল-মাত্র বস্তু-জগতের অভাব বুঝিলেই চলিবে না। "বর্ত্তমান নগর-জীবনে নিঃস্বতার এমন এক মূর্ত্তি পরিস্ফুট দেখা যাইতেছে যাহা দেখিয়া নিঃস্বতা বলিলে কেবলমাত্র খাওয়া, পরা বা বাসগৃহের অভাবমাত্রই বুঝায় না,—নিঃস্বতা বলিলে মানসিক অবনতিও বুঝিতে হইবে। মরুভূমির মত স্থানে নিঃস্বতার ভিতর দিয়া উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করা সম্ভবপর হইতে পারে; কিন্তু সকলপ্রকার অভিজ্ঞতার ফলে জানা যাইতেছে যে, আধুনিক জনবহুল নগরে নিঃস্ব জীবন যাপন করার অর্থ ক্রমাগত উপবাসের জন্য রোগ-ভোগ অকাল-মৃত্যু মাত্রই নহে, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নিঃস্বতার জন্য এইরূপ স্থানে মানুষের আত্মার অবনতিও ঘটিয়া থাকে।"

"অনাথত্ব" শব্দের অর্থ "নিঃস্বতা"র মত অতটা ব্যাপক নহে। অনাথ তাদেরকে বলা যাইতে পারে, জীবন-ধারণের জন্য যারা সরকারী দান খয়রাতের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। কার্য্যক্ষম হইবার ও জীবনধারণ করিবার পক্ষে যেরূপ আয়ের নিতান্ত দরকার এমন আয়ও যাহাদের নাই, তাহারাই নিঃস্ব। আবার এমন কতকগুলি মানুষ আছে যাহাদের জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট আয় নাই বটে, কিন্তু "দরিদ্র আইনের" সহায়তায় তাহাদের অভাব পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। ইহারাই অনাথ পদবাচ্য। আইনসঙ্গত অনাথত্বের প্রকৃতি-নির্ণয় অনেকটা সহজ ব্যাপার; কিন্তু নিঃস্বতা নির্ণয়ের কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নাই। সুতরাং নিঃস্ব মানুষের সংখ্যা স্থির করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। ইহার ফলে প্রকৃত অবস্থা যে কত ভীষণ তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকিয়া যায়, এবং অপেক্ষাকৃত আশাপ্রদ অবস্থার কাহিনীই লোক-সমাজে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী ৬০ বৎসর ধরিয়া অনাথের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল। ১৮৫০ সনে হাজার করা ৬২ হইতে ১৯১১ সনে হাজারকরা ১৬তে দাঁড়ায়। এই সমস্ত সরকারী

হিসাবের অঙ্ক দেখিয়া প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাইতে পারে না। কারণ এই সংখ্যা-হ্রাসের মূলে রহিয়াছে সম্প্রদায়ের কড়াকড়ি। ইহা ছাড়া স্বাস্থ্য-বিধায়ক, বাতুল আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা, বেকার সমস্যা-সমাধানকারী ও পেন্‌সন্ ব্যবস্থা-কারী প্রভৃতি বেসরকারী স্থানীয় কর্ত্তারাও গরীব-মানুষের অনেক সাহায্য করিয়াছে। এই সমস্ত কারণেও দরিদ্র আইনঘটিত সরকারী হিসাবের অঙ্কে কমতি ঘটিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যদিও শ্রমিক সম্প্রদায়ের নানাদিক্ হইতে অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে, তথাপি অনাথের সংখ্যা-হ্রাস দেখিয়া যে সুদিন আসিয়াছে ইহা বলা চলে না। সরকারী অনাথের হিসাব প্রকৃত অবস্থার অনেকটা গোপন করিয়া কেবল মাত্র ভাল দিক্‌টাই দেখাইয়াছে। দেশবাসী যে কতটা নিঃস্ব সে সম্বন্ধে উপযুক্ত তথ্য পাওয়া যায় না। সুতরাং সরকারী দরিদ্র-বিধি সম্বন্ধীয় হিসাবপত্রই ঘাঁটাঘাঁটি করিতে হয়। কিন্তু এই সমস্ত সরকারী তথ্য প্রকৃত অবস্থা অনেকটা গোপন করিয়া রাখিয়াছে।

দারিদ্র্য-রেখা

এখন এই দারিদ্র্য-রেখাটি যে কি বস্তু তাহা সমঝিয়া দেখার দরকার। মোটামুটি এমন একটা আয় ধরা হইয়াছে যাহার চেয়ে কম আয় হইলেই মানুষকে দরিদ্র সমঝিতে হইবে। এই আয়কেই দারিদ্র্য-রেখা বলা হইয়া থাকে। দারিদ্র্য-রেখা সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থকারের ভিন্ন ভিন্ন মত। কাহারও কাহারও মতে জীবনধারণের জন্য সর্ব্বনিম্ন আয়ের চেয়ে বেশী আয় হইলেই তাহা দারিদ্র্য-রেখার বাহিরে যাইয়া পড়িবে; কাহারও মতে আবার ইহার ভিতর আরামের উপকরণও কিছু থাকার দরকার। ভিন্ন ভিন্ন সহরে দারিদ্র্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানও চলিয়াছে। বুথ, রাউনট্রি, বাউলি, বার্ণেট হার্ষ্ট—ইঁহাদের অনুসন্ধানের ফলাফলই বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত তথ্য লইয়া শেষে আলোচনা করা যাইবে।

দারিদ্র্য-রেখা সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণী ইতিপূর্ব্বে বাহির হইয়াছে তাহা এখন ইতিহাসের ব্যাপারে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কারণ বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থার এত আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, ঐ সমস্ত মোসাবিদা বর্ত্তমান অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইতে হইলে অনেক পরিবর্ত্তন করার দরকার। কিন্তু ঐ সমস্ত মোসাবিদা বা রিপোর্টের এখনও দাম আছে, কারণ ভবিষ্যতের কার্য্য-প্রণালী স্থির করিতে হইলে ঐ সমস্ত বস্তু হইতে সাহায্য পাওয়া যাইবে যথেষ্ট। বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে যাঁহারা দারিদ্র্যতত্ত্ব বা অনাথতত্ত্ব সম্বন্ধে মাথা ঘামাইতে চান তাঁদের ঐরূপ বিবরণী পাঠ করার দরকার। কোন্ পথে চলিলে স্থায়ী ফললাভ হইবে, বা কার্য্যপথের বিঘ্ন ইত্যাদি এড়াইয়া যাইতে পারা যাইবে সে সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য মিলিবে ঐ সমস্ত ঘাঁটঘাঁটি করিলে।

দারিদ্র্য-সমস্যা সমাধানের পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী

দারিদ্র্য সম্বন্ধে আলোচনা বা অনুসন্ধান করিতে হইলে অনেক কিছু জানিবার দরকার। নিম্নে মোটামুটি কতকগুলির পরিচয় দেওয়া হইল:—

(ক) বেতন—সর্ব্বপ্রথমে এইটাই জানার দরকার। কিন্তু বেতনের আর্থিক মূল্য স্থির করিতে হইলে আরও কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে, যথা:—

(খ) মূল্য—মাত্র জীবনধারণের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রগুলির মূল্য স্থির করিতে হইবে। যতদূর সম্ভব খুচরা দরও স্থির করিতে হইবে; কেবল মোটামুটি দর ঠিক করিলেই চলিবে না। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য কিরূপ অর্থের দরকার তাহা এবং জিনিষপত্রের পাইকারী দরের সূচীপত্র ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে। বড় বড় সহরে কার্য্যস্থানে যাইবার জন্য যানবাহনের ভাড়াটাও ধরিতে হইবে।

(গ) খাজনা ও ভাড়া—মজুরি ও জিনিষপত্রের দামের যেমন একটা ধরাবাঁধা হিসাব মিলে, খাজানা সম্বন্ধে সেরূপ তথ্য পাওয়া যায় না। স্থানভেদে এই বস্তুটার পরিবর্ত্তন খুব বেশী ঘটে এবং সেরূপ কোন ধরাবাঁধা নিয়ম কানুনের বড় একটা ধার ইহা ধারে না। বিলাতের অন্যান্য সহরের তুলনায় লণ্ডন সহরের ভাড়া শতকরা ২৫ বেশী,

কিন্তু জিনিষপত্র অন্যান্য স্থানের তুলনায় লণ্ডনে অনেক সস্তা।

(ঘ) পোষ্যবর্গ—পোষ্যবর্গের সংখ্যা অনুসারে ব্যক্তির জীবনযাত্রার প্রণালী খুব বেশীরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়। যে আয়ে একজন মানুষের বেশ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভদ্রভাবে জীবন কাটিয়া যাইতে পারে, সেই আয়ে ছেলেপিলে লইয়া একজন বিবাহিত ব্যক্তিকে হয়তো দরিদ্রভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। বয়স্থ আত্মীয় ইত্যাদি পোষ্যবর্গেরও হিসাব ধরা উচিত। কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রে এইরূপ তথ্য স্থির করা অত্যন্ত শক্ত।

(ঙ) কাজ সকল সময় মিলে কিনা? এই তথ্যটা সর্ব্বপ্রথমে জানিবার দরকার, আর এইটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য। এমন অনেক কাজ আছে যাহা করিয়া সময় মত বেশ দু'পয়সা মিলে। এইরূপ আয়ের গড় পড়তা একটা হিসাব জানা থাকিলেও, নিয়মিতভাবে প্রত্যহ কাজ করিয়া লব্ধ ঐ সমান অর্থের সহিত তুলনা করা চলে না। আয় সম্বন্ধে এইরূপ অনিশ্চয়তার অসুবিধা অত্যন্ত বেশী। রোজগেরে মানুষের খরচপত্র করিবার পক্ষে এইরূপ আয় লইয়া অত্যন্ত গোলমাল উপস্থিত হয়, এমন কি তাহার চরিত্রের উপরও একটা ছাপ দিয়া যায় এইরূপ আয়। দুইজন মানুষের আয় যদি সমানও হয়, কিন্তু যার আয় নিয়মিত নয় তাহাকে দরিদ্র জীবনই কাটাইতে হয়, কিন্তু সমপরিমাণ অর্থ যে নিয়মমত ও নিরূপিত উপায়ে রোজগার করে সে হয়ত বেশ সচ্ছল ভাবে জীবন কাটাইয়া দেয়। অর্থব্যয়ের ও আয়ের ধরাবাঁধা নির্দ্দিষ্ট নিয়মই ইহার কারণ।

(চ) সরকারী সাহায্য কিরূপ হওয়ার দরকার? সরকারী সাহায্যের বহর আজকাল বাড়িয়াই চলিতেছে; কিন্তু সমস্ত পরিবারই যে সমানভাবে সাহায্য পায় তাহা নয়। বৃদ্ধ বয়সের পেন্‌সন, ইস্কুলের ছেলেদের আহার্য্যদান, মাতৃ-মঙ্গল সমিতিগুলিতে অর্থ-সাহায্য ইত্যাদি সরকারী অর্থ-সাহায্যের পরিমাণও ধরিয়া লইতে হইবে।

বুথের অনুসন্ধান

১৮৮৬-৮৮ সনে শ্রীযুক্ত বুথ লণ্ডন সহরে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। লণ্ডনের বর্ত্তমান অবস্থায় যদিও এই সন্ধান-রিপোর্টের বিশেষ কোন মূল্য নাই, তথাপি বুথের অনুসন্ধান-প্রণালী আলোচনা করিবার মত জিনিষ।

ইস্কুল বোর্ড পরিদর্শকগণের সাহায্যে বুথ হাজার ক্ষেত্রে অনুসন্ধান চালাইয়াছেন। এইরূপে পাঁচ সপ্তাহের উপর সময়ব্যাপী পারিবারিক আয়-ব্যয়ের তালিকা ও অন্যান্য অনেক তথ্য তিনি পাইয়াছেন, কিন্তু পারিবারিক মানুষের সম্বন্ধেই গবেষণা করিয়াছেন। সুতরাং যে সব মানুষ পারিবারিক গণ্ডীর বাহিরে ছিল তাদের সম্বন্ধে কোন তথ্য তাহার নিকট আশা করা যায় না। দারিদ্র্য-রেখা তিনি টানিয়াছেন ২১ শিলিং আয়ের উপর। লণ্ডন সহরের অধিবাসীর তিনি যে শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে মূল্যবান ত বটেই, তা' ছাড়াও ইহার দাম রহিয়াছে যথেষ্ট। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে তিনি যে অনুপাত স্থির করিয়াছেন সেইটাই বিশেষ করিয়া উল্লেখ-যোগ্য। গোটা লণ্ডনের অধিবাসীকে তিনি আট শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা:—

(ক) সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী, কালেভদ্রে যারা গতর খাটায়, দাগী, বদমায়েস শ্রেণীর কাছাকাছি মানব-সম্প্রদায়।

(খ) সাময়িক আয়ের মানুষ,—"অত্যন্ত দরিদ্র"।

(গ) সময়মত যারা কাজ করে, অন্য সময়ে বসিয়া থাকে;
(ঘ) নিয়মিত অল্প আয়-বিশিষ্ট মানুষ } —"দরিদ্র"

(ঙ) মধ্যম শ্রেণীর নিয়মিত আয়ের মানুষ।

(চ) উচ্চ শ্রেণীর মজুর।

(ছ) নিম্নশ্রেণীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়।

(জ) উচ্চশ্রেণীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও তদূর্দ্ধশ্রেণীর মানুষ।

"অত্যন্ত দরিদ্র" ও "দরিদ্র" বলিয়া শ্রেণীভেদ করা হইয়াছে তাহা যে খুব সঙ্গত হইয়াছে তাহা মনে হয় না। গবেষক "দরিদ্র" বলিতে ১৮ শিলিং থেকে ২১ শিলিংএর মধ্যে যাহাদের নিয়মিত আয় তাহাদিগকে বুঝিয়াছেন। "অত্যন্ত দরিদ্র" ব্যক্তির আয় ঐরূপ আয়ের নিম্নে। "দরিদ্র" ব্যক্তির আয় সাধারণ জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট

হইতে পারে; কিন্তু ভদ্রভাবে জীবনযাত্রার পক্ষে ঐ আয়ে অনেক টানাটানি করিতে হইবে। দেশের জীবনযাত্রার প্রণালী অনুসারে যেরূপ ব্যয় করার দরকার "অত্যন্ত দরিদ্র" সেরূপ ব্যয় করিতে অসমর্থ। সাদা কথায় বলিতে গেলে, জীবন-ধারণের আবশ্যকীয় উপকরণ যোগানোর জন্য "দরিদ্র" ব্যক্তিকে দিনরাত জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে হয়, অন্যপক্ষে "অত্যন্ত দরিদ্র" মানুষকে চিরন্তন অভাবের মধ্যেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়।

বুথ সাহেব লণ্ডনের অধিবাসিবর্গকে নিম্নলিখিত আট প্রকার শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন :—

ক। (সর্ব্বনিম্ন)	·৯%	দরিদ্র জীবন শতকরা ৩০·৭
খ। (অত্যন্ত দরিদ্র)	৭·৫%	
গ ও ঘ। (দরিদ্র)	২২·৩%	
ঙ ও চ। (শ্রমিক শ্রেণী) সচ্ছল অবস্থা	৫১·৫%	সচ্ছল অবস্থা শতকরা ৬৯·৩
ছ ও জ। (মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও তদূর্দ্ধ শ্রেণী	১৭·৮%	

ক ও খ শ্রেণীর শতকরা ৮·৪ জন মানুষ অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত। পরবর্ত্তী অনুসন্ধানের সময় এই সংখ্যা লইয়া তুলনা করা চলিবে। খ শ্রেণীর মানুষ সম্বন্ধে কি করা দরকার সামাজিক অর্থনীতি শাস্ত্রের সে একটা মস্ত বড় সমস্যা।

শ্রীযুত রাউনট্রির অনুসন্ধান

শ্রীযুত রাউনট্রি ১৮৯৯ সনে ইয়র্কের অবস্থা লইয়া অনুসন্ধান করেন। তিনি প্রত্যেক বাড়ী পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেন, পরিবারের আকার-প্রকার বিষয়েও তিনি নজর রাখিয়াছেন; কিন্তু শ্রীযুত বুথ ইহা করেন নাই। সুতরাং আয় অনুসারে কোন পরিবার উপরের শ্রেণীতে উঠিবার যোগ্য হইলেও পোষ্যবর্গের সংখ্যা অনুসারে রাউনট্রি তাহাকে নীচের শ্রেণীতে স্থান দিয়াছেন। রাউট্রির শ্রেণী-বিভাগ অনেকাংশে বুথেরই অনুরূপ।

ক। মাঝারি গোছের পরিবার, যার আয় ১৮ শিলিং-এর নীচে।

খ। ঐরূপ ১৮ শিলিং হইতে ২১ শিলিং পর্য্যন্ত আয়-বিশিষ্ট পরিবার।

গ। ২১ শিলিং হইতে ৩০ শিলিং পর্য্যন্ত আয়-বিশিষ্ট পরিবার।

ঘ। ৩০ শিলিং-এর উপরের আয়বিশিষ্ট পরিবার।

ঙ। গৃহস্থালীর চাকর।

চ। ভৃত্য রাখিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট শ্রেণী।

ছ। সরকারী চাকুরে, উকিল, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি।

এইরূপ শ্রেণীবিভাগ "মাঝারি গোছের" পরিবার ধরিয়া করা হইয়াছে। মাঝারি ধরণের পরিবার বলিলে, পিতা, মাতা, দুই হইতে চারজন পর্য্যন্ত ছেলেমেয়ে-বিশিষ্ট পরিবার বুঝিতে হইবে। ১৮৯১ সনের সেন্সাস অনুসারে ইংলণ্ড ওয়েলসে গড়ে ৫ জন মানুষ (৪·৭৩) লইয়া এক একটী পরিবার ধরা হইয়াছে। "মাঝারি গোছের" পরিবারে এই গড় সংখ্যার একজন কম বা বেশী মানুষ রহিয়াছে এইরূপ ধরিয়া লইতে হইবে। সুতরাং এই শ্রেণীবিভাগ করিবার সময় এইরূপ মাপের পরিবারের চেয়ে ছোট বা বড় পরিবারের জন্য ব্যবস্থা করিয়া লওয়া হইয়াছে। যদি একটী পরিবারের আয় হইয়া থাকে সপ্তাহে ২২ শিলিং এবং ঐ পরিবারে মাতা পিতা ও আরও চার জন ছেলে মেয়ে থাকে, তবে উহাকে গ শ্রেণীর ভিতর ধরা হইয়াছে। এবং একই প্রকার আয়-বিশিষ্ট পরিবারে যদি ছেলেমেয়ে ৫ জন বা তার চেয়েও বেশী থাকে তবে তাহাকে খ শ্রেণীর অন্তর্গত করা হইয়াছে। অন্য পক্ষে যদি একটী পরিবারের আয় দাঁড়াইয়া থাকে ২৭ শিলিং, এবং পিতা, মাতা ও দুইজন মাত্র ছেলে মেয়ে থাকে তাহা হইলে ঐ পরিবারকে গ শ্রেণীর বলিয়া ধরা হইয়াছে, আবার একটী মাত্র সন্তান-বিশিষ্ট ঐ একই প্রকার পরিবারকে ঘ শ্রেণীর পরিবাররূপে গণ্য করা হইয়াছে।

রাউনট্রি "প্রাথমিক" ও "মধ্য-শ্রেণীর" এই দুই শ্রেণীর দারিদ্র্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"যাহাদের মোট আয় কেবল মাত্র ভৌতিক দেহটাকে টিঁকাইয়া রাখিবার মত সর্ব্বনিম্ন দরকারী জিনিষপত্র সরবরাহের পক্ষেও যথেষ্ট নয়, তাহারা "প্রাথমিক" দারিদ্র্য-

দশা ভোগ করিতেছে বলিতে হইবে। আর যাহাদের আয় অন্য কোন প্রকার বাজে কাজেই হউক বা দরকারী কাজেই হউক, ব্যয় না করিয়া কেবল মাত্র শরীরটাকে বজায় রাখিবার জন্যই ব্যয় করিলে কোন রকমে চলিয়া যায়, তাহারা ভোগ করিতেছে "মধ্য-শ্রেণীর" দারিদ্র্য। স্বামী, স্ত্রী ও তিনটী ছেলেমেয়ের যাহাতে সর্ব্বনিম্ন প্রয়োজনীয় জিনিষের সঙ্কুলান হয়, এই ধরিয়া তিনি ২১ শিলিং ৮ পেনিতে "প্রাথমিক দারিদ্র্য-রেখা" টানিয়াছেন। ১৯১৩ সনে তাঁহার পরবর্ত্তী গ্রন্থে বর্দ্ধিত জীবিকা নির্ব্বাহের খরচ ধরিয়া এই অর্থের পরিমাণ বাড়াইয়া ২৩ শিলিং ৯ পেনি করিয়াছেন। ১৯১৪ সনের জুলাই মাসে রাউনট্রি মজুরদের অভাব পূরণের জন্য ন্যূনপক্ষে ৩৫ শিলিং ৩ পেনি ধরিয়াছেন; কিন্তু এই অঙ্ক "দারিদ্র্য-রেখার" অনেক উর্দ্ধে। তিনি মজুরদের বীমা, বিশ্রাম সুখভোগ, রাহা খরচ ইত্যাদির জন্য আরও ৫ শিলিং অতিরিক্ত ধরিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাউনট্রির মতে ইয়র্কের বেতনভোগী মানুষের শতকরা ১৫·৪৬ জন অর্থাৎ গোটা সহরের শতকরা ৯·৯১ জন "প্রাথমিক" দারিদ্র্য-দশা-গ্রস্ত। সহরবাসিগণ পান ভোজন, ইত্যাদি দরকারী কিংবা বাজে কাজে কিরূপ খরচ-পত্র করে সে সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বেতনভোগী দলের শতকরা ২৭·৯৪ জন অর্থাৎ সমগ্র সহরবাসীর শতকরা ১৭·৯৩ জন "মধ্যম-শ্রেণীর" দরিদ্র। সুতরাং তাঁহার শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, গোটা ইয়র্ক সহরের বেতনভোগী মানুষের শতকরা ৪৩·৪০ জন অর্থাৎ সমগ্র অধিবাসীর শতকরা ২৭·৮৪ জন দারিদ্র্য-পীড়িত।

দৈন্য সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত যদি নির্ভুল হয়, তবে বলা যাইতে পারে যে, পারিবারিক আয় বুঝিয়া খরচ করিতে জানিলে দারিদ্র্যের দুই-তৃতীয়াংশ লোপ পাইতে পারে। কিন্তু পারিবারিক যেরূপ আয়, তাহাতে ভাণ্ডার বুঝিয়া খরচ করিলেও এবং বাজে জিনিষপত্র সম্বন্ধে খরচপত্র যতদূর সম্ভব কম করিলেও দেশে দারিদ্র্য কমিবে কিনা সন্দেহের বিষয়।

দেখিতে গেলে বুথের ৩০·৭ অঙ্ক এবং রাউনট্রির ২৭·৮৪ অঙ্কের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে বলিয়াই প্রথম প্রথম মনে হইবে। কিন্তু এই দুই বস্তুর মধ্যে তুলনা করা চলে না, কারণ উভয়ের অনুসন্ধান-প্রণালী বিভিন্ন। রাউনট্রির মত "মধ্যম-শ্রেণীর" দারিদ্র্য সম্বন্ধে তদন্ত করিলে লণ্ডন সহর সম্বন্ধে কি যে অবস্থা ঘটিত সেটা ভাবিবার বিষয়। এই দুইটী তদন্তের মধ্যে কেবল যে অনুসন্ধান-প্রণালীরই পার্থক্য আছে তাহা নয়, লণ্ডন ও ইয়র্ক সহরের অবস্থার মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। তা ছাড়া এই দুইটী সহর হইতেই গোটা বিলাত দেশটির সম্যক পরিচয় মিলিতে পারে না। কারণ যে দুইটী জেলায় এই দুই সহর অবস্থিত, সেই দুই জেলায়, বাসগৃহের ভাড়ার সহিত অন্যান্য খরচপত্রের অনুপাত এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার আপেক্ষিক ব্যয় সমান নয়। কোন একটী সহর দেখিয়া গোটা দেশের অধিবাসীর পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে না।

শ্রীযুক্ত বাউলি ও বার্ণেট্‌হার্ষ্টে'র অনুসন্ধান

১৯১২ সালে রিডিং নগরের সামাজিক অবস্থার অনুসন্ধান করা হয়, এবং পরবর্ত্তী সালে নর্দ্দাম্প্‌টন্‌-ওয়ারিংটন্‌ এবং ষ্ট্যান্‌লি সহরেও ঐরূপ অনুসন্ধান করা হয়। ৪টী সহরের লোকসংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। ৪টী সহরের যেখান সেখান হইতে নমুনা স্বরূপ কয়েকটী পরিবার সম্বন্ধে তদন্ত করা হয়। সুতরাং রাউনট্রির প্রণালীর সহিত ইহার কোন মিল নাই। ৪টী সহর যে গোটা দেশের পরিচয়স্থল তাহাও নয়। তবে ৪০ হাজার হইতে দেড় লক্ষ অধিবাসি-বিশিষ্ট সহরগুলির প্রতিনিধি স্বরূপ এগুলিকে ধরা যাইতে পারে। শিল্পকেন্দ্রগুলির পরিচয় স্থূল হিসাবে এই সহরগুলির মূল্য রহিয়াছে যথেষ্ট। কোন সহরের অর্থনৈতিক অবস্থা বুঝিতে হইলে প্রধানতঃ জানিতে হইবে একটীমাত্র শিল্পই এই সহরের সম্বল কি নানা-শ্রেণীর শিল্প ইহাতে বর্ত্তমান। কতকগুলি সহরে প্রধান শিল্প থাকে মাত্র একটী, অন্যান্য দু'একটী যা থাকে তাহা ঐ প্রধান শিল্পের অধীন শিল্পরূপেই থাকে। কতকগুলি সহরে আবার কোন একটী বিশেষ ব্যবসা বা শিল্প নাই। কতকগুলি

ব্যবসা সমান তালে ঐ সকল স্থানে চলিয়া থাকে। এই দুই শ্রেণীর সহরই ঐ ৪টী সহরের মধ্যে আছে। নর্দ্দাম্পটন্ (জুতার কারখানা) ও ষ্ট্যান্‌লি (কয়লার খনি) ঐ প্রথম জাতীয় সহর। ওয়ারিংটন ও রিডিং দ্বিতীয় শ্রেণীর। এই ৪টী সহরের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈলক্ষণ্য এত বেশীমাত্রায় বিদ্যমান যে এই সহরগুলির মোট অধিবাসীর অবস্থা অনুসন্ধান করিলে বিলাতের শিল্পজগতের মোটামুটি একটা পরিচয় মিলিবে বলিয়াই মনে হয়।

জীবনযাত্রার সর্ব্বোচ্চ মাপকাঠি স্থির করিতে যাইয়া রাউলি বার্গেট হার্ষ্ট অন্য পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। রাউন্‌ট্রি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের পক্ষে যাহা ন্যূনতম তাহার পরিমাণ কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া ছেলেমেয়ের পক্ষে যাহা ন্যূনতম তাহার পরিমাণ ইঁহারা কমাইয়া দিয়াছেন। বয়স অনুসারে ছেলেদের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের মাপকাঠিও ইঁহারা স্থির করিয়াছেন। রাউনট্রি কিন্তু সমস্ত ছেলেমেয়ে একদলের মধ্যে ধরিয়াছেন। বাউলি, বার্গেটহার্ষ্ট তাঁহাদের তদন্তে কেবলমাত্র "প্রাথমিক দৈন্য" সম্বন্ধেই খোঁজ খবর লইয়াছেন। মোট কথা রাউনট্রির অবলম্বিত পন্থার সহিত এই দুই অর্থনীতিবিদের কর্ম্মপ্রণালীর বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং ইয়র্ক সহরের অনুসন্ধানের ফলাফল ইঁহারা নিজেদের অনুসন্ধান-ক্ষেত্র ৪টী সহরের তদন্তের ফলাফলের সহিত একত্র করিয়া দেখাইতেছেন যে, এই ৫টী সহরের মধ্যে ৪টী সহরের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শ্রমিকের এক-চতুর্থাংশ এবং দুইটী সহরের ঐরূপ শ্রমিকের এক তৃতীয়াংশ মজুর সপ্তাহে ২৪ শিলিংএরও কম রোজগার করিয়া থাকে। বেকার হওয়ার জন্য বা রোগের জন্য বাদ দেওয়া হয় নাই।

নিম্ন প্রদত্ত তালিকায় যথাক্রমে ৪টী সহরের গৃহস্থগুলির সহিত "দারিদ্র্য-রেখা"র কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহা দেখান হইয়াছে। শতকরা হিসাব রাউনট্রির মাপকাঠি অনুসারে না দিয়া "নূতন" মাপকাঠি অনুসারে দেওয়া হইয়াছে।

	নর্দ্দাম্পটন	ওয়ারিংটন	ষ্ট্যান্‌লি	রিডিং
মাপকাঠির উপর				
ধনী গৃহস্থ	২২.২	৫.৯	১০.৯	২৪.৮
শ্রমিক গৃহস্থ	৬৯.৮	৮১.৩	৮২.৫	৫৭.৭
মাপকাঠি অনুযায়ী	.৯	.৬	.৯	—
মাপকাঠির নীচে	৫.৭	১২.০	৪.৮	১৭.৫

এই তালিকা দেখিয়া বোঝা যায় যে, শ্রমিক শ্রেণীর ভিতর নর্দ্দাম্প্টন সহরের প্রতি ১১ জনের ভিতর ১ জন, ওয়ারিংটনে প্রতি ৭ জনে ১ জন, ষ্টান্‌লিতে প্রতি ১৬ জনে একজন এবং রিডিং নগরে প্রতি ৪ জনে ১ জন "প্রাথমিক দারিদ্র্য"-দশা-গ্রস্ত। দরিদ্র সম্প্রদায়ের ঘরে ছেলেমেয়ের সংখ্যাই বা কিরূপ তাহাও দেখান হইয়াছে। দেখা যায়, যে দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে মা ষষ্ঠীর কৃপা অপেক্ষাকৃত অধিক। নর্দ্দামপ্টন সহরের প্রায় এক ষষ্ঠাংশ, ওয়ারিংটনের এক চতুর্থাংশ, এবং রিডিংএর প্রায় অর্দ্ধেক ছেলেমেয়ে "প্রাথমিক দারিদ্র্য"গ্রস্ত জনগণের কুটীরেরই শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী তদন্তকারিগণ দারিদ্র্য জিনিষটার উপর চুনকাম করিয়া কিছু কিছু ঢাকিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু বাউলি, বার্গেট হার্ষ্ট দৈন্যের বিস্তার যে কতদূর গড়াইয়াছে তাহা একেবারে আলগা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে দারিদ্র্য স্থানে স্থানে ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। আলোচ্য ৪টী সহরে মজুর-শ্রেণীর ভিতর গৃহস্থালীর সংখ্যা ২,১৫০ এবং ঐ সকলের জনসংখ্যা, ৯,৭২০। উহার মধ্যে ২৯৩টী গৃহ, অর্থাৎ মোটগৃহের শতকরা ১৩½টী এবং ১,৫৬৭ মানুষ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৬ জন, "প্রাথমিক দারিদ্র্য"দশায় জীবন কাটাইতেছে। লোকে অনেক সময় বুলি আওড়ায় যে দারিদ্র্যের জন্য মানুষ নিজেই দায়ী। কিন্তু তা বাড়ান কথা মাত্র। অপ্রচুর মজুরিই প্রধানতঃ এই দারিদ্র্যের জন্য দায়ী। এই সমস্ত সহরের সিকি ছেলেমেয়ে এমন পরিবারে বাস করিতেছে যেখানে সুস্থ-সবলভাবে জীবন ধারণের উপযোগী সঙ্গতি আদৌ নাই।

দারিদ্র্যের কারণ

যে সমস্ত কারণে মানুষ দরিদ্র হয় তাহার মধ্যে কতক মানুষের স্বকৃত এবং কতকগুলি বহির্জ্জগতের। স্বকৃত বা ব্যক্তিগত কারণগুলির মধ্যে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ, বার্দ্ধক্য, বৃহৎ পরিবার, অসংযম, মূর্খতা, কর্ম্মত্যাগ প্রভৃতি অনেকগুলি

কারণ বিদ্যমান। বাইরের জগতের কারণগুলির মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের কমতি, বিকৃত বা দোষযুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শিল্প-জগতের পরিবর্ত্তিত অবস্থা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সিক্কার মূল্য-পরিবর্ত্তন ইত্যাদি কারণ রহিয়াছে। এই দুই শ্রেণীর কারণগুলির মধ্যে বহির্জ্জগতের কারণগুলিই প্রধান। প্রথম দৃষ্টিতে সেরূপ বোধ না হইলেও এইগুলিই কার্য্য করে বেশী; কারণ তথাকথিত ব্যক্তিগত কারণগুলি গৌণতঃ বাইরের জগতের কারণগুলির জন্যই ঘটিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, স্বাস্থ্য-ভঙ্গ ও অসংযম অর্থনৈতিক অবস্থার ফলেই ঘটে। সুতরাং এই দুইটী কারণ দারিদ্র্যের প্রধান কারণরূপে গণ্য হইতে পারে না। নিকৃষ্ট সামাজিক অবস্থা, প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা অপর্য্যাপ্ত শিক্ষা,—এই সমস্তের জন্য ও অন্যান্য আরও নানা কারণে দারিদ্র্যের অবস্থা ভীষণতর হইয়া উঠে। কিন্তু এইগুলিই মূল কারণ নয়। উন্নততর বাসগৃহের ব্যবস্থা বা নগর-নির্ম্মাণ-প্রণালী, উন্নত ধরণের শিক্ষা-সুবিধা প্রভৃতি নানারূপ সুব্যবস্থা করিলে অবস্থার অনেক সু-পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু ইহাতে দারিদ্র্য-সমস্যার ঠিক আঁতে ঘা পড়িবে না। দারিদ্র্য-সমস্যার মূল নিহিত আছে ধন-বণ্টন-ব্যবস্থার মধ্যে।

শ্রীযুত রাউনট্রি দেখাইয়াছেন, ইয়র্ক সহরে সকল সময় নিয়মমত কাজ না মিলার জন্য অনেকে দারিদ্র্য-গ্রস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা ছাড়া কেবল মাত্র মজুরির হার অত্যন্ত কম হওয়ার জন্যও অনেককে দরিদ্র হইতে হইয়াছে। "প্রাথমিক দারিদ্র্য"-গ্রস্ত অধিবাসিগণের অর্দ্ধেক সংখ্যক মানুষ দরিদ্র হইয়াছে কেবল মাত্র শেষোক্ত কারণে। ঐ সহরে সিকি ভাগ লোক দরিদ্র বৃহৎ পরিবার পালনের জন্য, সাত ভাগের এক ভাগ মানুষ প্রধান রোজগেরে ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য দরিদ্র, যোল ভাগের একভাগ বার্দ্ধক্য বা রোগের জন্য এবং মাত্র অল্পসংখ্যক মানুষ সময় সময় কাজ অমিল হওয়ার জন্য বা বেকার হওয়ার জন্য দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে (যথাক্রমে শতকরা ২'৮ ও ২'৩ জন)। ইয়র্কের এই সব অনুপাত যে দেশের (বিলাতের) সর্ব্বত্র খাটিবে তাহা নয়। রাউনট্রির তদন্তের পর দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছে। সুতরাং আবার নূতন করিয়া অনুসন্ধানের দরকার। শ্রীযুক্ত রাউনট্রির মতে "মধ্য-শ্রেণীর" দারিদ্র্যের প্রথম দফার কারণ পানদোষ, জুয়াখেলা ইত্যাদি, দ্বিতীয় দফায় কারণ গৃহস্থালী পরিচালনে অজ্ঞতা বা অযত্ন।

বাউলি, বার্ণেট হার্ষ্ট যে যে সহরগুলি পরিদর্শন করিয়াছেন সেই সহরগুলির দারিদ্র্যের কারণগুলি নিম্ন তালিকায়* তাঁহারা দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে নিম্নগুলি গৌণ কারণ মাত্র; মূল কারণ নিহিত রহিয়াছে আর্থিক ব্যবস্থার গভীরতম স্তরে। অপর্য্যাপ্ত মজুরিই "প্রাথমিক" দারিদ্র্যের প্রধান কারণ। "ওয়ারিংটন ও রিডিং নগরের অধিবাসিগণের মধ্যে যাদের আয় "দারিদ্র্য-রেখার" নিম্নে অবস্থিত সেইরূপ অধিবাসীর অর্দ্ধেকসংখ্যক মানুষের, ইয়র্ক সহরেরও ঐরূপ অধিবাসীর প্রায় অর্দ্ধেক লোকের, নর্দ্দাম্পটনের ঐরূপ অধিবাসীর তিনভাগের একভাগের দারিদ্র্যের কারণ এই যে, ঐসমস্ত পরিবারের কর্ত্তাদের আয় এত কম যে তাহা দিয়া তিনটী এবং তিনটীর চেয়েও কম ছেলেমেয়ে-বিশিষ্ট পরিবারের ভরণপোষণ চলে না।

* তালিকা পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দারিদ্র্যের প্রধান প্রধান কারণ

গৌণ কারণ	রাউন্ট্রির পরিমাপের নিম্নস্থ গৃহস্থালীগুলির শতকরা সংখ্যা				
	নর্দ্দাম্প্টন্	ওয়ারিংটন্	ষ্ট্যান্লি	রিডিং	ইয়র্ক
প্রধান রোজগেরের মৃত্যু	২১	৬	৩	১৪	২৭
প্রধান রোজগেরের রোগ বা বার্দ্ধক্য	১৪	১	৬	১১	১০
প্রধান রোজগেরে বেকার	—	৩	—	২	৩
প্রধান রোজগেরের সব সময় কাজ না মিলা	—	৩	—	৪	৩
প্রধান রোজগেরে নিয়মিতভাবে কাজে নিযুক্ত :—					
৩টী ছেলের পক্ষে অপর্য্যাপ্ত বেতন, কিন্তু					
৩ জন বা তার চেয়ে কম ছেলে	২৮	২২	১	৩৩	
৪টী বা তার চেয়েও বেশী ছেলে	৯	৩৮	১	১৫	৫৭
৩ জনের উপযোগী বেতন, কিন্তু পোষ্য-সংখ্যা ৩ জনেরও বেশী	৩৫	২৭	১	২১	
মোট	১০০	১০০	১২	১০০	১০০

(ক্রমশঃ)

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শীল, বি,এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

আর্থিক উন্নতি

চৈত্র—১৩৩৫ | ৩য় বর্ষ—১২শ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি ॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে ;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে

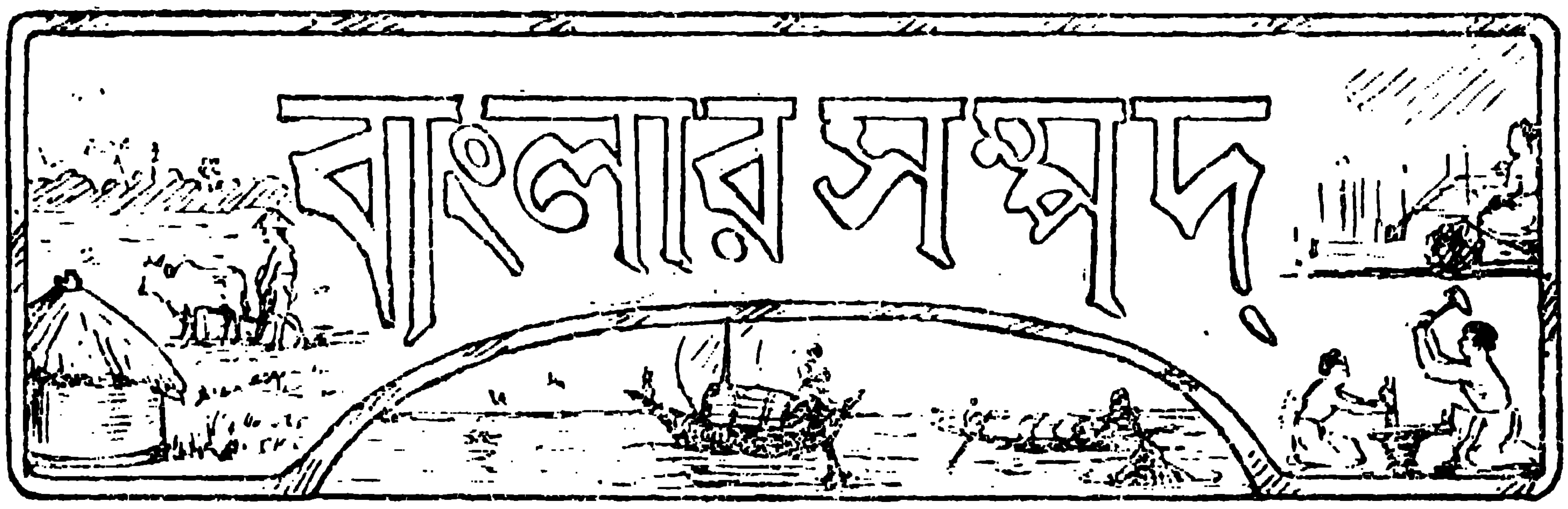

বাংলার হাটবাজার

বাংলা দেশের সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৬।৭ জন লোক ব্যবসায়ের দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থে জীবনধারণ করে। বৃটিশ-শাসিত বাংলায় ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ লোকের বাস। তন্মধ্যে কেবল মাত্র ২৪ লক্ষ ১১ হাজার লোক ব্যবসায়-লব্ধ অর্থদ্বারা জীবনধারণ করে। তন্মধ্যে যাহারা হাতে হাতিয়ারে ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের সংখ্যা ৯ লক্ষ ৬৯ হাজার। তন্মধ্যে ১ লক্ষ ৭৭½ হাজারের উপর স্ত্রীলোক ব্যবসায়ী আছে। ইহাদের অধিকাংশই সামান্য পণ্য মাথায় করিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরি করে। কেহ সামান্য পানের দোকান বা তরকারীর দোকানও করিয়া থাকে। অবশিষ্ট ৭ লক্ষ ৯১ হাজার পুরুষ ব্যবসায়ী। তন্মধ্যে ফিরিওয়ালা, হাটবাজারের হাটুরে প্রভৃতির সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক। ইহা ভিন্ন ইহাদের মধ্যে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ১ শত ১১ জন মহাজনী করিয়া থাকে। ইহাদিগকে বাদ দিলে প্রকৃত বড় ব্যবসায়ীর সংখ্যা অতি অল্পই দাঁড়ায়। তন্মধ্যে মাড়োয়ারী, ভাটিয়া প্রভৃতি যে ধরা হয় নাই তাহা মনে হয় না। সুতরাং প্রকৃত বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর সংখ্যা যে কত অল্প তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

হাটবাজারই ব্যবসায়ের স্থান। বাঙ্গালায় এই হাট বাজারের সংখ্যা অতি অল্প। বৃটিশ-শাসিত বাঙ্গালার বিস্তার দার্জ্জিলিং এবং চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশ ছাড়িয়া দিলে ৭০ হাজার ৫ শত ৩৭ বর্গ মাইল। এত বড় বিস্তীর্ণ দেশে কেবল মাত্র ৬ হাজার ৭ শত ৮৭টী হাট আছে। সুতরাং গড়ে প্রতি ১০½ বর্গ মাইলের মধ্যে একটী হাট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে হাবড়া এবং ঢাকা জিলায় হাটবাজারের সংখ্যা জিলার বিস্তারের অনুপাতে অত্যন্ত অধিক—গড়ে প্রতি ৬ বর্গ মাইলের মধ্যে একটী হাট বাজার পাওয়া যায়। অন্যান্য জিলার মধ্যে হুগলী,

রংপুর, পাবনা, ফরিদপুর এবং ত্রিপুরায় প্রতি ৭ বর্গ মাইলে এবং রাজসাহী, বাখরগঞ্জ এবং নোয়াখালী জিলায় প্রতি ৮ বর্গ মাইলে এক একটী হাট দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে বাকুড়ায় প্রতি ৪৪ বর্গ মাইলে, মালদহে প্রতি ১ শত ৪১ বর্গ মাইলে একটী করিয়া হাট মিলে। অনেক স্থলে মাইলের পর মাইল চলিয়া গেলেও একটী হাট পাওয়া যায় না। অনেক স্থলে ৭।৮ মাইলের মধ্যে একটী হাট বা বাজার দেখা যায় না। ইহার কারণ এদেশে মফঃস্বলের অধিকাংশ লোকই চাষী। তাহাদের মধ্যে অনেক লোকের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ, তাহাদের অধিক জিনিষের প্রয়োজন হয় না। হাট হইতে তাহারা কেরোসিন, কাপড়, লবণ আর ঔষধ ক্রয় করে। এই সকল আবশ্যক দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য কচিৎ দুই একখানি ক্ষুদ্র দোকান স্থানে স্থানে দেখা যায়। কতকগুলি হাটে হাটবারেই পণ্য বিক্রয় হয়, অন্য সময়ে স্থায়িভাবে দুই তিন খানি দোকান থাকে। কোন হাটে তাহাও থাকে না। এক এক হাটে দুই চারিখানি গোলদার দোকান প্রায় সকল সময়েই খোলা থাকে। যেখানে নিত্য বাজার হইয়া থাকে, সেখানে স্থায়ী দোকানও কতকগুলি থাকে। যে অঞ্চলে লোকের অবস্থা ভাল সেই অঞ্চলে নিত্য বাজার হইয়া থাকে। ঢাকা জিলায় নিত্যকার বাজারের সংখ্যা ২ শত ৪৪টী, ময়মনসিংহ জিলায় উহার সংখ্যা ১ শত ৫৬টী। পক্ষান্তরে সমগ্র বাকুড়া জিলায় ঐরূপ বাজারের সংখ্যা ১৮টী মাত্র, হাটের সংখ্যা সর্ব্বসমেত ৬০টী। তথায় প্রতি ৪৪ বর্গ মাইলের মধ্যে গড়ে একটী হাট পাওয়া যায়। তাহার কারণ এই জিলার লোক সাধারণতঃ অত্যন্ত দরিদ্র। দারিদ্র্য তথায় বিলাসিতাকে বারণ করিয়া রাখিয়াছে। কাজেই বিলাসদ্রব্য তথায় কিছু কম। কিন্তু তাহা হইলেও তথায় মনোহারী দোকানে বিলাস দ্রব্যের অভাব নাই। (বাণিজ্যবার্ত্তা)

মালদহ সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

দ্বাদশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী

[ইংরেজী ১৯২৭ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯২৮ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত]

আমানত গ্রহণ ও কর্জ্জ দাদন

গত বৎসর সর্ব্বপ্রকার আমানতের পরিমাণ মোট ১,৮৫,০০০৸৮ পাই ছিল। ৩০।৬।২৮ তারিখ পর্য্যন্ত আলোচ্য বর্ষের মোট ১,৯৬,৮০১, আমানত দাঁড়াইয়াছে,—

তিন বৎসর	১,০৭,১৯০।/৬
দুই বৎসর	১৬,৪৭৫৲
এক বৎসর	৩৩,৩২৫৲
ছয় মাস	১,০০০৲
প্রভিডেন্ট	৯,৭৫৩৸৬
কারেন্ট	২৬,৪৯৪৸৯
সেভিংস	১,৭২৬।/৬
সমিতির আর, এফ্,	৮৩৫।৶৯
মোট	১৯৬৮০১৲

আলোচ্য বর্ষে মোট ৯২টী হোম সেফ বিতরণ করা হইয়াছে। এই বাক্সের দরুণ মোট ১,৭২৬।/৬ পাই আমানত পাওয়া গিয়াছে। হোম সেফ দ্বারা সাধারণ লোকের কিছু কিছু সঞ্চয় করার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে সমিতিগুলিকে মোট ৭০,৩০৭৲ টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছে এবং উহারা ৫৪,৯৮৯৸/৩ টাকা পরিশোধ করিয়াছে। বৎসর শেষে ২,০৪,৫৪৯৲ টাকা সমিতিগুলির নিকট পাওনা দাঁড়াইয়াছে।

	আসল আদায়		সুদ আদায়	
সাল	মোট আদায়	দলিল পরিবর্ত্তন	মোট আদায়	দলিল পরিবর্ত্তন
১৯২৫	১,৭৫,৬৯৮৲	১,৪৩,৮৩৪৲	২৩,৬০১৶৯	৫৮০৪৲
১৯২৬	৩২,০১০৲	১৮,৪৩৯৲	১৬,০৪৫৷৷০	১০৪৬৲

	আসল আদায়		সুদ আদায়	
সাল	মোট আদায়	দলিল পরিবর্ত্তন	মোট আদায়	দলিল পরিবর্ত্তন
১৯২৭	৩০,০৯০/৩	৬,৪৫৬৲	১৩,৪৫৭॥৵৯	২৭০৲
১৯২৮	৫৪,৯৮৯৸/৩	৩৬,১৯৪৲	২০,১০৯।/৬	২,০০৪৲

	কর্জ্জ দাদন		বাকী	
সাল	মোট দাদন	দলিল পরিবর্ত্তন	আসল	সুদ
১৯২৫	১,৮১,৩৯০৲	১,৪৯,৩৮৮৲	১,৯৬,৭৩৪৲	৫,১০৭॥/৩
১৯২৬	৬১,৩৮১৲	১৯,৪৮৮৲	১,৮৫,৫০২৲	৬,৫২৭॥/৩
১৯২৭	৪২,৩০৮৲	৬,৭৪২৲	১,৮৯,২৩১৸/৩	১০,৭৭৪৵০
১৯২৮	৭০,৩০৭৲	৩৮,১৯৮৲	২,০৪,৫৪৯৲	১০,৫২০॥৯

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের মূলধন ও সংযুক্ত সমিতির অবস্থা

গত ৩০।৬।২৭ তারিখ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ২,৩০,৯৮৪৲১০॥০ পাই ছিল। আলোচ্য বর্ষে বর্দ্ধিত হইয়া উহা ২,৪৩,৫৯৪৸৵৫ পাই হইয়াছে।

অংশগত মূলধন	৩৬,০৯০৲
আমানত	১,৯৫,৯৬৫।৩
কর্ম্মচারিগণের প্রভিডেণ্ট ফণ্ড	৭৪৫৸৵১০
সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ফণ্ড	৯,৫৩২৸৪
সমিতির রিজার্ভ ফণ্ড	৮৩৫॥৵৯
সাস্‌পেন্স হিসাব	৪২৪৸/৩
আদায়ী অডিট ফি ফেরৎ দিতে হইবে	।০
	২,৪৩,৫৯৪৸৵৫

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে সমিতির সংখ্যা ৮৬টী ছিল। এই বর্ষে ১৬টী নূতন সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। বর্ষশেষে সংযুক্ত সমিতির সংখ্যা মোট ১০২টী দাঁড়াইয়াছে। গত অডিটে এই সব সমিতি নিম্নোক্ত শ্রেণীতে ভুক্ত হইয়াছে:—

ভাল	...	১
মধ্যম	...	৫৮
পুনঃ সংস্কারযোগ্য	...	১৪
অধম	...	৪
পরীক্ষাধীন	...	১৫
		৯২

৮টী সমিতির অডিট হয় নাই। বাকী ২টী সমিতির মধ্যে একটী অ্যান্টিম্যালেরিয়াল) অপরটী হরিশ্চন্দ্রপুরে অবস্থিত।

গয়েশবাড়ী সমিতি ৮।৪।২৭ তারিখে লিকুইডেশনে গিয়াছে এবং তদবধি উক্ত সমিতির নিকট প্রাপ্য টাকার সুদ বন্ধ হইয়াছে এবং তন্নিমিত্তই আলোচ্য বর্ষে লাভের পরিমাণ নিতান্ত কম হইয়াছে। উক্ত সমিতি হইতে আজ পর্য্যন্ত ৫১১৬৲ টাকা আদায় হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে ঐ সমিতির নিকট ১৬২৮০৲ টাকা পাওনা রহিয়াছে। লিকুইডেটর বাবু প্রমথনাথ মজুমদার মহাশয় বিশেষ আগ্রহ সহকারে ঐ সমিতির টাকা আদায়ের উদ্যোগ করিতেছেন। আলোচ্য বর্ষে অজন্মা হেতু আদায়ের কার্য্য আদৌ সন্তোষজনক হয় নাই। কোন ফসলই ভাল উৎপন্ন না হওয়ায় সমিতির মেম্বরগণের আর্থিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়াছে; তবুও বিশেষ কড়াকড়ি করায় অন্যান্য বৎসরের তুলনায় দুর্ভিক্ষ হইলেও এ বৎসর আসল মধ্যে মোট ৫৪,৯৮৯৸/৩ টাকা ও সুদ বাবদ মোট ২০,১০৯।/৬ টাকা আদায় হইয়াছে।

ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারিগণের কার্য্য সন্তোষজনক। সুপারভাইজারগণ আশা করি বিশেষ তৎপরতার সহিত কার্য্য করিয়া যাহাতে সমিতিগুলির অবস্থা ভাল হয় এবং সন্তোষজনক আদায় হয় তাহা করিবেন।

আলোচ্য বর্ষে সেক্রেটারী ৩০টী সমিতি ও অ্যাসিষ্টান্ট সেক্রেটারী ৩২টী সমিতি পরিদর্শন করিয়াছেন।

লভ্যাংশ

আলোচ্য বর্ষে লাভের পরিমাণ ৩,৪৭৫৮৬ টাকা। এই লভ্যাংশ হইতে ভর্ত্তির ফি ৮৮৲টাকা ও বক্রী লভ্যাংশের সিকি অংশ ৮৪৫৮৶২ টাকা একুনে ৯৩৪৮৶২ টাকা রিজার্ভ ফাণ্ডে রাখিতে হইবে। রিজার্ভ ফাণ্ড বাদে বক্রী ২৫৪০৮৶৪ টাকা ডিরেক্টরগণ নিম্নলিখিত ভাবে বণ্টনের প্রস্তাব করেন,—

ডিভিডেণ্ড ৫%	১৭৩৮৸৵০
ষ্টাফের বোনাস	১৭৭৲
সেক্রেটারীর বোনাস	৪০০৲
অ্যাসিষ্টান্ট সেক্রেঃ বোনাস	২০০৲
ব্যাড ডেট ফাণ্ড	১৪৸৶৪
দাতব্য	১০৲
মোট	২৫৪০৮৶৪

ব্যাঙ্ক এই দ্বাদশ বৎসর কার্য্যকালের মধ্যে ।৪ কাঠা জমির উপর তাহার একটী সুরম্য দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। উপরের তলায় আফিসের কাজ হয় এবং নীচের তলা ভাড়া দিবার উদ্দেশ্যে রাখা হইয়াছে।

পদ্মার ভাঙ্গন ও তাহার প্রতীকার

১। হিমালয়ের ঢলের জল পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদের নিকটস্থ গঙ্গা দিয়া সমুদ্রে পতিত হইত। এক্ষণ মুর্শিদাবাদের গঙ্গার মুখে চর পড়িয়া যাওয়ায় জল ঐ পথে নির্গত হইতে পারিতেছে না। উহা এখন প্রধানতঃ পদ্মা দিয়াই প্রবাহিত হয়।

২। আসামের ঢলের জল ব্রহ্মপুত্র নদ পথে সুবিশাল মেঘনা দিয়া সমুদ্রে পতিত হইত। এখন ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদে চর পড়িয়া যাওয়ায় জল ঐ পথে বহির্গত হইতে পারে না। উহা যমুনা নদী দিয়া পদ্মায় আসিয়া পড়ে।

৩। পদ্মার অনেক সমুদ্রগামী শাখা এখন চর পড়িয়া ভরিয়া যাওয়ার মত হওয়ায় এবং অনেক শাখা রেল লাইনের দ্বারা বন্ধ ও কতকগুলি শাখা রেলপুল দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় ঐ সকল পথে জল বহির্গত হইতে না পারায় পদ্মা দিয়াই বাহির হয়। এই সকল কারণে এখন পদ্মার জলস্রোত অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশঃ ভীষণ হইতে ভীষণতর আকার ধারণ করিয়া বিক্রমপুরকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতেছে।

ষ্টীমার কোম্পানী ভাঙ্গন কুলে ষ্টীমার চালাইয়া পদ্মার ভাঙ্গন বৃদ্ধিরও কম সহায়তা করিতেছে না।

প্রতিকারের উপায় :—

উল্লিখিত কারণ-চতুষ্টয়ের প্রতিকার অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের গঙ্গার মুখ, পদ্মার সমুদ্রামী শাখা সমূহের ও ময়মসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদের চড়া প্রভৃতি গভীর ও বিস্তৃত করিয়া কাটাইয়া দিলে এবং ঐ সকল পথে জল প্রবাহিত হইলে পদ্মা কখনই এইরূপ বেগবতী হইবে না। সুতরাং আপনা হইতে ভাঙ্গন কমিয়া বিক্রমপুর রক্ষার বিশেষ উপায় হইবে। পক্ষান্তরে জলনির্গমহেতু মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, খুলনা ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানও ম্যালেরিয়া-বিহীন হইবে।

গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ভিন্ন এইরূপ গুরুতর কার্য্য অন্য কাহারও দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে পারেনা; কেননা ষ্টীমার ও রেল কোম্পানীর উপর কাহারও কর্তৃত্ব বা অধিকার নাই। আইন দ্বারা এই বিষয়ের প্রতিকার না হইলে অন্যভাবে প্রতিকারের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। নদীর মধ্য ব্যতীত ষ্টীমার চালাইতে পারিবে না এইরূপ কঠোর আইনে বাধ্য না হইলে ষ্টীমার কোম্পানী কখনই সহজ পথ পরিত্যাগ করিয়া নদীর মধ্যদিয়া ষ্টীমার চালাইতে স্বীকার করিবে না।

(বাণিজ্যবার্ত্তা)

সাঁতরাগাছির ওল

সাঁতরাগাছির ওল হাওড়া জিলার একটী বিখ্যাত কৃষি-উৎপন্ন জিনিষ। ইহা কলিকাতা ও হাওড়ার বাজার-সকলে অতি আদরের সহিত বিক্রয় হয়। ইহা খাইতে বেশ ভাল এবং মোটেই কুটকুটে নহে। ইহার চাষও বেশ লাভজনক। কি প্রকারে ইহার চাষ করিতে হয় তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। সাঁতরাগাছি হাওড়া সহর হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে, বি, এন্ রেলওয়ের ষ্টেশন। হাওড়া ষ্টেশন হইতে মোটর বাসেও যাওয়া যায়। সাঁতরাগাছির নামে এই ওল বিখ্যাত হইলেও ইহা নিকটবর্ত্তী মৌড়ী, আন্দুল, রামচন্দ্রপুর, সাঁকরাইল প্রভৃতি গ্রামে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। যাঁহাদের সুবিধা আছে, তাঁহারা এই সকল স্থানে গিয়া ওলের চাষ দেখিয়া আসিতে পারেন।

মাঘ মাসের শেষাশেষি হইতে এই চাষের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। প্রথমে জমিতে লাঙ্গল দিয়া একটি চাষ দিতে হয়। কিছু দিন পরে ঐ মাটী শুকাইলে পুনরায় আর একটি চাষ দিতে হয়। এইরূপে মাটিকে খুব রোদ খাওয়াইয়া পরে চাষে লাগিতে হয়।

সাধারণতঃ এই সব অঞ্চলে যে ওল হয়, তাহার বীজ অন্য স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। মেদিনীপুর জিলার ময়না ও গেঁওখালা মোকামে ওলের ভাল বীজ পাওয়া যায়। অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে এই বীজ আনিতে হয়। বীজ আনিয়া শুকাইয়া ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিতে হয়। তবে যে জায়গায় রাখা হইবে সে জায়গাটী এমন হওয়া চাই যে যেন রোদ ও হাওয়া কিছু কিছু পায়। ওলের বীজের দর মণ প্রতি ৩।০ টাকা কি ৩৷৷০ টাকা। যে ওল-বীজ বড় তাহার শিরমুখ অর্থাৎ প্রধান মুখ খুঁটিয়া দিলে তাহার পাশে আরও মুখ বাহির হইবে। আর যে ওল-বীজ ছোট তাহার ছোট ছোট মুখগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া কেবল শিরমুখ রাখিতে হয়। এইরূপ করিলে ওলের যে মুখ বাহির হয়, তাহা বেশ সতেজ হয়। পুঁতিবার পূর্ব্বে বড় ওলবীজগুলির এক একটী মুখীর সহিত উহা খণ্ড খণ্ড করিতে হয়। ছোট-গুলি কাটিতে হয় না, গোটাই বসাইতে হয়। মেদিনীপুর জিলা হইতে যাহাদের ওলবীজ আনিবার সুবিধা নাই, তাঁহারা আন্দুল মৌড়ী প্রভৃতি অঞ্চলের কোন কৃষকের সহিত ব্যবস্থা করিলে চলিতে পারে। মেদিনীপুর জিলা হইতে চাষীরাও ওলবীজ আনিয়া এই সব অঞ্চলে বিক্রয় করে।

ওলের জমিতে অনায়াসে শশা জন্মাইতে পারা যায়। দুইটী চাষ দিবার কিছু পরে ফাল্গুন মাসে ওল বসাইবার পূর্ব্বে ওল যে দাঁড়ায় বসিবে তাহা বাদ দিয়া তাহার ধারে ধারে শশার বীজ বসাইতে হয়। দিন কতক পরে শশা-গাছ ফুটিলেই ওলের প্রকৃত চাষ আরম্ভ করিতে হয়। শশা গাছের চারিধারে সামান্য খোল দিয়া খুঁড়িয়া দিতে হয়।

ওলের জন্য যে দাঁড়া হইবে, তাহার দুইটির মধ্যে ২৷ হাত ব্যবধান থাকিবে। এবং প্রত্যেক দাঁড়ার মধ্যে ১ হাত অন্তর খুবী কাটিতে হয়। এই সকল খুবীতে একটি করিয়া ওলেব বীজ পুঁতিতে হয়। তার উপর ৩।৪ আঙ্গুল মাটি দিয়া তার উপর বেশী করিয়া সরিষার খইল দিতে হয়। ওলের বীজ পুঁতিবার পুর্ব্বে দেখিতে হইবে যে, বীজগুলি হইতে মুখ বাহির হইয়াছে কিনা। ফাল্গুন মাসের দক্ষিণে হাওয়ায় মুখ বাহির হয়। মুখ বাহির হইলেই বুঝিতে হইবে যে, ওল বসাইবার সময় হইয়াছে। ওল বসাইবার ১০।১৫ দিন পরে প্রথম সেচ দিতে হয়। তারপর আবশ্যক মত মাসে ২টি কিংবা ৩টি সেচ লাগে। ওলের গাছ বাহির হইলে দাঁড়া টানিয়া দিতে হয়। বর্ষার সময় আর সেচ আবশ্যক হইবে না। তবে সে সময় দেখিতে হইবে যে, ওলের জমিতে জল না বসে। জল বসিলেই ওল নষ্ট হইয়া যাইবে। এজন্য ঐ সময় জল যাহাতে সহজে সরিয়া যায়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

গ্রীষ্মকালে বেশী রোদেও ওলগাছ নষ্ট হইতে পারে, সুতরাং এ সময় সেচের দিকে বেশী ঝোঁক দিতে হইবে।

শ্রাবণ মাসে ওল তুলিতে হয়। যে যত শীঘ্র বাজারে ওল বাহির করিতে পারে, তাহার ওল তত বেশী দরে বিক্রয় হয়। পরে অনেক চাষীর ওল বাজারে বাহির হইলে ক্রমশঃ দর পড়িয়া যায়।

দোআঁশ জমিতেই ওল ভাল জন্মায়। যেখানে জল বসে বা যেখানে আওতা সেখানে ওল ভাল হয় না। আওতায় ওল কুট্‌কুটে হয়।

১ বিঘা জমিতে প্রায় ৩০।৪০ মণ ওলের বীজ লাগে, এবং চাষের খরচ প্রায় ৩০৲ টাকা। মোট ব্যয় প্রায় ১৫০৲ টাকা। কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে ৭০/ মণ ফসল পাওয়া যায়, যাহা বাজারে গড়ে ৭৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতে পারে। সুতরাং খরচা বাদে কেবলমাত্র ওলে লাভ প্রায় ৩৪০ টাকা। তদ্ব্যতীত ১/ বিঘা জমিতে যে শশা উঠিয়া থাকে, তাহারও মূল্য প্রায় ১০০৲ টাকা। ইহার জন্য পৃথক কোন ব্যয়ই করিতে হয় না। সুতরাং মাত্র এক বিঘা জমিতে ছয় মাসের মধ্যে ৪৪০৲ টাকা লাভ পাওয়া যায়।

বি-এন্ রেলের আন্দুল ষ্টেশনের ১ মাইল দূরে রামচন্দ্রপুর গ্রামে অনেক ভদ্রলোক প্রতি বৎসর এইরূপ ওলের চাষ করিয়া যথেষ্ট লাভ পাইয়া থাকেন। পল্লীগ্রামে অনেকেরই বাড়ীর সংলগ্ন জমি আছে; সেই সকল স্থানগুলিতে এইরূপ চাষ করিলে গৃহস্থের অনেক উপকার হয়।

(গ্রামের ডাক)

বাংলায় তুঁতের আবাদ

১৯২৭-২৮ সনের বাংলার সরকারী কৃষিবিভাগের বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ :—

এই বৎসর ক্রমাগত অনাবৃষ্টি হওয়ায় ও জানুয়ারি মাসে কুয়াসা হওয়ায় তুঁতের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। সুতরাং পলু বেচিয়া সেরূপ অর্থের সংস্থান হয় নাই। ১২টি সরকারী কৃষিক্ষেত্রের মালের পরিমাণ ২১,০৮৩ কাহন হইতে ২২,৫১২ কাহনে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তবুও দাম পাওয়া গিয়াছে মাত্র ৫৬,০৯৬ টাকা। গত বৎসর পাওয়া গিয়াছিল ৬২১৯২ টাকা। গত বৎসরের চেয়ে এবৎসর ৫০০০ হাজার মণ বেশী মাল অর্থাৎ শতকরা ৬০ ভাগ বেশী মাল পাওয়া গিয়াছে। দুই জাতীয় তুঁতগাছ আছে, বৃক্ষজাতীয় ও ঝোপজাতীয়। বাংলায় এত দিন এই ঝোপ জাতীয় তুঁত চল্‌তি ছিল। বৃক্ষজাতীয় অর্থাৎ বড় বড় গাছের মত তুঁত বাংলা দেশে কিরূপ ফলপ্রদ হয় সে সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইতেছে। শীঘ্রই ইহার ফলাফল বাহির হইবে। অনুমান করা যায় যে, বৃক্ষজাতীয় তুঁতের সুবিধা এই যে অনাবৃষ্টি ইহার তেমন ক্ষতি করিতে পারে না এবং বৎসরের সকল ঋতুতে ইহার পাতা সমানরূপে জন্মিয়া থাকে। এ বছর পলু বা রেশম-কীটের পরিমাণ ১৯,০০০ কাহন থেকে কমিয়া ১৫,০০০ কাহনে দাঁড়াইয়াছে। নানারূপ প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ইহার কারণ।

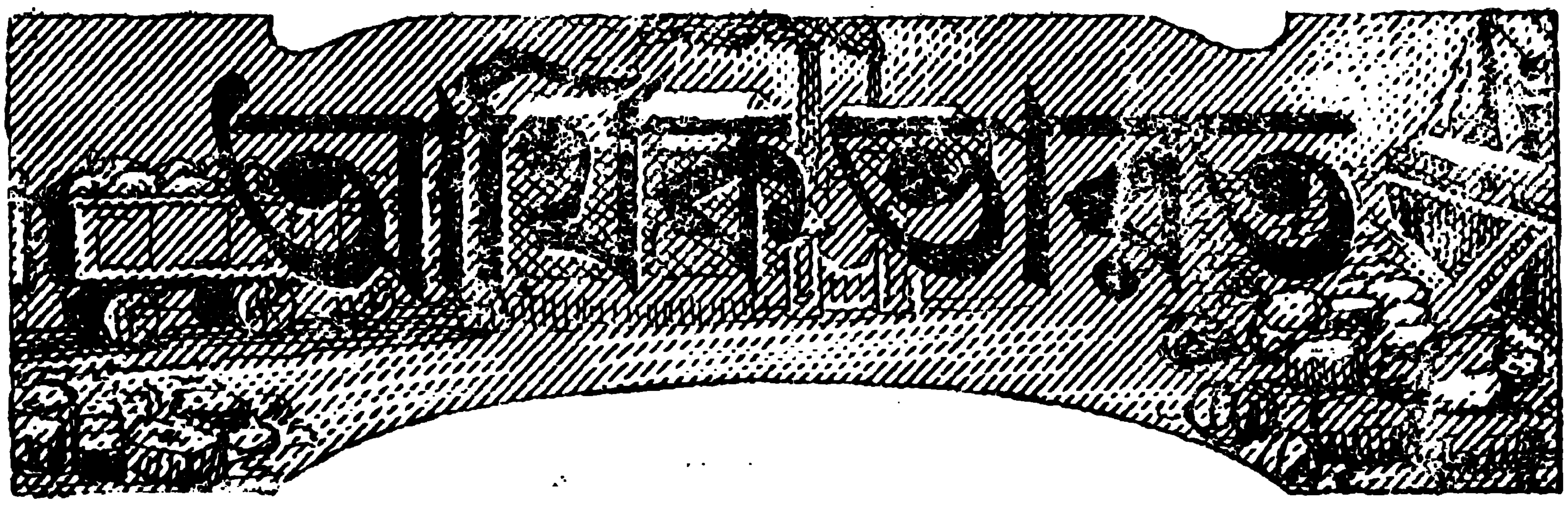

কয়লার খনির মজুর*

কয়লার খনিতে নানা শ্রেণীর স্ত্রী ও পুরুষ মজুর কাজ ক'রে থাকে। প্রত্যেক শ্রেণীর মজুরের সংখ্যা কত তা নীচে দেওয়া গেল ; ঝরিয়ার মজুরের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বৃটিশ ভারতের (কয়লার খনির) মজুরদেরও সংখ্যা দেওয়া হচ্ছে :—

	বৃটিশ ভারত	ঝরিয়া
যারা খাদের ভিতর কাজ করে—পুরুষ :—		
ওভারম্যান ও সর্দ্দার ...	২৯০১	১৩৮৯
মালকাটা ...	৩৬,৯৫২	১৬,৫৬২
বোঝাইকারী (লোডার) ...	৮,২১২	২৯৪৩
অন্যান্য দক্ষ শ্রমিক ...	৮,৭৬২	৩৯৫৪
অন্যান্য অদক্ষ (আন্‌স্কিল্‌ড্‌) শ্রমিক	১২,৪৮৮	৫,১৮২
নারী	২৮,০৪১	১৫,৪৪৯
যারা পুকুরখাদে কাজ করে—পুরুষ :—		
ওভারম্যান ও সর্দ্দার ...	১৫৫	৪২
মালকাটা ...	৪,৮৩৪	৫১৮
বোঝাইকারী ...	১,৭৪৮	১০৪
অন্যান্য দক্ষ (স্কিল্‌ড্‌) শ্রমিক ...	৪৬৮	৪৬
অন্যান্য অদক্ষ (আন্‌স্কিল্‌ড্‌) শ্রমিক	৩,৬০২	১৬০
নারী	৫,৮০০	৪৯৯
যারা খাদের উপর কাজ করে—পুরুষ :—		
কেরাণী ও কর্ত্তৃত্বের ভার-প্রাপ্ত ...	৪,৪০১	২,০০৯
দক্ষ (স্কিল্‌ড্‌) শ্রমিক ...	১০,৮২৬	৫,২৭০
অদক্ষ (আনস্কিল্‌ড্‌) শ্রমিক ...	২২,৪২১	১১,১৪৯
নারী	১৩,৬০২	৬,৯৬৪
মোট	১৬৫,২১৩	৭২,২৪০

---

* কয়লার খনি সম্বন্ধে তথ্য-সংগ্রহ করিবার জন্য বঙ্গীয় ধন-বিজ্ঞান পরিষদের গবেষক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত, এম, এ, বি, এল মহাশয়কে ধানবাদে পাঠানো হইয়াছিল। তাঁহার সংগৃহীত তথ্য এই অধ্যায়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

মজুরের যোগান

ঝরিয়া ক্ষেত্র মানভূম জিলার মধ্যে। ঝরিয়ার সীমানা ধানবাদ মহকুমার প্রায় সমান। এই ক্ষেত্রের অনেকগুলা মজুর পুরুলিয়া, টুণ্ডা প্রভৃতি মানভূম জিলার অন্তর্বর্ত্তী নানা স্থান থেকেই সংগৃহীত হ'য়ে থাকে। বাকী মজুর হাজারিবাগ, সাঁওতাল পরগণা, মুঙ্গের প্রভৃতি জেলা থেকে আনা হয়। মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ থেকেও মজুর সংগ্রহ করা হয়। মালকাটা (যারা গাঁথির সাহায্যে কয়লা কেটে থাকে) ও খাদের বোঝাইকারী (আণ্ডার-গ্রাউণ্ড লোডার—এর কাজ হচ্ছে মালকাটার কাটা কয়লা ঝুড়িতে তুলে কিছু দূরে যে টবগাড়ী আছে তাতে ফেলা) ছাড়া অন্য শ্রেণীর মজুর খনিগুলার কাছে কাছেই পাওয়া যায়।

আগে প্রতি বছরই শোনা যেত যে আবশ্যক মত মজুর পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু অনেকগুলা খনি বন্ধ হওয়াতে এখন চাহিদার তুলনায় যোগান বেড়েছে। অনেক স্থলেই এখন আর গাঁয়ে গিয়ে মজুর সংগ্রহ করতে হয় না। কোলিয়ারীতে বসেই পাওয়া যায়।

বছরের সমস্ত সময়টাই মালকাটার যোগান সমান থাকে না। বছরে তিনবার ক'রে মালকাটার যোগান কমে যায়। মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে মজুরদের বিয়ে থা হয়—সেইজন্য এই সময়ে কতকগুলা মালকাটা বাড়ী যায়। মালকাটাদের অনেকেই কৃষিজীবী। জুলাই আগষ্ট মাসে (যখন ধান রোপণ করা হয়) একবার এবং অক্টোবরের মাঝ থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত (যখন ধানকাটা হয়) আর একবার একটা মোটা দল (শতকরা ৬০।৭০ ভাগ) দেশে চলে যায়। চাষের কাজ শেষ হ'লে আবার ফিরে আসে।

মালকাটারা যাতে কয়লা-কাটাকেই তাদের স্থায়ী ও একমাত্র পেশা ক'রে নেয় এর জন্য কয়লার খনি-ওয়ালাদের মধ্যে মাঝে মাঝে আলোচনা হয়েছে—কাজে বিশেষ কিছু হয় নি। শ্রীযুক্ত ট্রেহার্ণ রীজ (কয়লা অপচয় নিবারণ করবার উপায় বাৎলাবার জন্যে ১৯২০ সনে ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন) এই উদ্দেশ্যে কতকগুলা প্রস্তাব করেছিলেন—(১) যেখানেই দুর্ভিক্ষ হবে সে স্থানের জনকয়েককে কয়লার খনিতে এনে দেখানো যে কয়লার খনিতে কেমন মাইনে পাওয়া যায়; (২) খনিতে স্থায়িভাবে থাকৃতে যাতে মজুরদের ভাল লাগে তার জন্য তাদের ভাল বাড়ীতে থাকৃতে দেওয়া এবং খনির পারি-পার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি করা; (৩) মজুরদের বাড়ীর কাছে চাষের জন্য টুকরা টুকরা জমি দেওয়া; (৪) খনিগুলার খানিকদূরে গ্রামের মধ্যে মজুর উপনিবেশ গড়ে তোলা। দ্বিতীয় উপায়টী বিশেষ কার্য্যকর হতে পারতো, তৃতীয়টীও হতে পারতো যদি চাষের জন্য জমি না দিয়ে বাগান করবার জন্য জমি দেওয়া হত; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন উপায়ই তেমন দৃঢ়তার সঙ্গে কাজে লাগানো হয় নি।

মালকাটাদের মধ্যে অন্ততঃ একটা ভাগ (শতকরা খুব সামান্য হলেও) কয়লার খনির কাজই তাদের একমাত্র পেশা করে নিয়েছে।

মজুর-সংগ্রহ

মালকাটা সংগ্রহ করবার জন্য কয়লার খনিওয়ালারা একজোট হয়ে কোন বন্দোবস্ত করেন নি। এতে মাল-কাটাদের সমূহ লাভ। এক জায়গায় কাজ হারালে আর এক জায়গায় সহজেই কাজ পাওয়া যায়।

মালকাটা সংগ্রহ করা হয় নিকটের বা দূরের কোন গাঁ থেকে। তার জন্য সর্দ্দার বা রেক্রুটিং কণ্ট্রাক্টার নিযুক্ত করা হয়। এরা একটা নির্দ্দিষ্ট হারে কমিশন পেয়ে থাকে।

যে সব মালকাটা কাজ করতে রাজী হয় তাদের দলে দলে খনিতে পাঠানো হয়। প্রত্যেক মালকাটাকে ৫৲টাকা থেকে ১০৲টাকা (এই টাকাটা মালকাটা এবং তার সঙ্গী বা সঙ্গিনী বোঝাইকারী উভয়ের জন্যই) অবধি দেওয়া হয়। মালকাটার রোজগার থেকে পরে এই টাকাটা কেটে নেওয়া হয়। আসবাব গাড়ী ভাড়া ও পথের খাই-খরচা খনিওয়ালাই বয়ে থাকে।

কতকগুলা মালকাটা আছে যারা কেবল এমন খনিতে কাজ করে যেখানে মেঝের কয়লা খুঁড়তে পারা যায় বা

যেখানে গ্যালারী খুব স্বাস্থ্যকর। অনেক সময়ে এই ভ্রাম্যমান দল থেকে মালকাটা জোগাড় করা হয়ে থাকে।

মালকাটা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর মজুর সাধারণতঃ কোলিয়ারীতে বসেই পাওয়া যায়।

স্বভাব-চরিত্র

ভুঁইয়া আর সাঁওতালরাই সর্ব্বাপেক্ষা চালাক। সাঁওতালরা সবচেয়ে সুস্থ সবল ও সবচেয়ে বেশী শাসন মানে। মালকাটাদের বেশীর ভাগই ভুঁইয়া, সাঁওতাল, কোরা, কোল ইত্যাদি অর্দ্ধসভ্য জাতির অন্তর্গত।

বিলাসপুরীরা (মধ্যপ্রদেশ হতে আগত) ব্লাষ্টিংএ বিশেষ পটু, মদ খুব কম খায় এবং যথেষ্ট সঞ্চয়ী।

কলকব্জা যন্ত্রপাতির কাজে আজকাল পূর্ব্ব বাঙ্গলার মুসলমানদের আধিপত্য দেখা যাচ্ছে।

মজুরদের মধ্যে কুড়েমি ও কাজে অনিচ্ছা অত্যন্ত বেশী; এর কারণ :—(ক) অত্যন্ত বেশী কাজের চাপ; (খ) মূর্খ ব'লে নিজেদের কাজে কোনও আনন্দ আহরণ করবার ক্ষমতার অভাব; (গ) উপার্জ্জনের অল্পতা।

সাঁওতালদের বাদ দিলে সব মজুরই অত্যন্ত অপরিষ্কার; অপরিষ্কার হবার নানা কারণ, যেমন—(ক) শিক্ষার অভাব, (খ) উপযুক্ত থাকার ঘরের অভাব; (গ) নারীরা—যারা ঘরদোর পরিষ্কার রাখাতে বেশী মন দিতে পারতো—তাদের খাটানো। সাঁওতালরা গাঁয়ে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু কোলিয়ারীর অপরিচ্ছন্ন আবহাওয়ার ছোঁয়াচ এদেরও লেগেছে।

মদ খায় না এবং জুয়া খেলে না এ রকম মজুর আছে কি না সন্দেহ।

চরিত্রহীনতাও মজুরদের মধ্যে কম নয়, তবে কতটা তা বলা শক্ত। ঝরিয়ার অধিকাংশ মালকাটা (শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ) তাদের স্ত্রীদের নিয়ে কোলিয়ারীতে থাকে। এর জন্য মজুরদের স্বভাব বিগড়াবার যতটা সম্ভাবনা ছিল তা হয় নি।

পটুতা

অন্যান্য দেশের কয়লার খনির মজুরের তুলনায় আমাদের দেশের মজুর বেশী দক্ষ না কম দক্ষ? ভারতের বিভিন্ন স্থানের কয়লার খনির মজুরের দক্ষতায় পার্থক্য কতটুকু? এ সব প্রশ্নের উত্তর নীচের অঙ্কগুলা থেকে পাওয়া যাবে :—

মজুর প্রতি কয়লা উৎপাদন

	কেবল খাদ ও পুকুরখাদের মজুরদের ধর্‌লে		খাদের উপরের ও ভিতরের সকল মজুর ধর্‌লে	
	১৯২৭	১৯২২-২৬	১৯২৭	১৯২২-২৬
বৃটিশ ভারত	১৮৫ টন	১৭৪ টন	১২৮ টন	১০৮ টন
বাংলা ও বিহার	১৯০ "	১৮১ "	১৩১ "	১১৩ "
আসাম	১১৩ "	১২৮ "	৮০ "	৭৯ "
বেলুচিস্থান	৪৯ "	৫৫ "	৩৬ "	৩২ "
মধ্যপ্রদেশ	১৪৬ "	১০৬ "	১০২ "	৬৬ "
পাঞ্জাব	৯০ "	৭৯ "	৫০ "	৪৬ "

১৯২৭ সনে ঝরিয়া ক্ষেত্রে মজুর প্রতি কয়লা উৎপাদন :—

কেবল খাদ ও পুকুরখাদে নিযুক্ত মজুরদের ধর্‌লে— ২১২ টন

খাদের উপরের ও ভিতরের সমস্ত মজুরদের ধর্‌লে—১৩১ "

অন্যান্য দেশে মজুর প্রতি কয়লা উৎপাদন :—

১৯২৫ সনে—

জাপানে	১২২ টন
বিলাতে	২২১ "
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে	৭৭৭ "

১৯২৪ সনে—

দক্ষিণ আফ্রিকায় :

ট্রান্সভালে	৪০২ টন
নেটালে	২২০ „

উপরে যে অঙ্কগুলা দেওয়া হয়েছে সেগুলা থেকে বোঝা যায় যে—

(ক) বৃটিশ ভারতের মধ্যে বাংলা ও বিহারের মজুরই সবচেয়ে পটু ;

(খ) বাংলা বিহারের (ঝরিয়া সুদ্ধ) ঝরিয়ার মজুরদের উৎপাদন-শক্তি বেশী ;

(গ) বাংলা বিহারের মজুর পটুতাতে জাপানের মজুরকে হারিয়েছে ;

(ঘ) বিলাত বা দক্ষিণ আফ্রিকার মজুরের চেয়ে ভারতীয় মজুর কম পটু এবং মার্কিণ মজুরের চেয়ে অত্যন্ত কম পটু।

ভারতীয় মজুরদের দক্ষতা কম হবার কয়েকটা কারণ :—

(১) শিক্ষার অভাবে ভারতীয় মজুরের বুদ্ধি মার্জ্জিত নয় ;

(২) উপযুক্ত খাদ্য ও বস্ত্রের অভাবে এবং জলবায়ুর প্রভাবে তার শরীর পাশ্চাত্য মজুরের তুলনায় দুর্ব্বল ;

(৩) কয়লা-কাটার কল বেশী ব্যবহৃত হয় না ; সম্প্রতি মজুর প্রতি কয়লা উৎপাদন বাড়্‌বার একটা প্রধান কারণ কয়লা-কাটা কলের বেশী ক'রে প্রচলন ;

(৪) কোলিয়ারীগুলার সাইজ অত্যন্ত ছোট, সেইজন্য বেশী মাইনে-ওয়ালা সুদক্ষ ম্যানেজার রাখা ও উন্নত শ্রেণীর কলকব্জা বসানো সম্ভব হয় না। সম্প্রতি কিন্তু ছোট কোলিয়ারীগুলা ক্রমেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, বড় সাইজের কোলিয়ারীও বেশী সংখ্যায় দেখা দিচ্ছে। "বাংলা বিহার আর উড়িষ্যার শতকরা ১৪ ভাগ কয়লা রেলওয়ে খনিথেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং শতকরা ৬০ ভাগ মাত্র ১৪ টী ম্যানেজিং ফার্ম্ম-কর্ত্তৃক চালিত খনি থেকে উঠেছে (১৯২৭ সনের চীফ্ ইন্‌স্পেক্টারের রিপোর্ট) ;

(৫) খাদের ভিতর কয়লা বইবার জন্য মেয়েদের নিযুক্ত করা হয় ; [১৯২৪ সনের জুলাই মাসের আগে ছোট ছেলেরাও (১৩ বছরের কম) খাদে কাজ করতো] ; মেয়েদের বদলে পুরুষরা কয়লা বইলে মজুর প্রতি উৎপাদন বাড়বার সম্ভাবনা।

ভাল যন্ত্রপাতি এবং উচ্চ শ্রেণীর ম্যানেজারের সাহায্য নিলে এবং মেয়েদের কাজ থেকে বাদ দিলে যে উৎপাদন বাড়ে তার জলন্ত প্রমাণ ঝামাডোবা কোলিয়ারী। এই কোলিয়ারীর মজুর প্রতি উৎপাদন ৩৮০ টন।

মাইনে

মাঝারি সাইজের কোলিয়ারীগুলা বিভিন্ন শ্রেণীর মজুরদের নিম্নোক্ত হারে মাইনে দিয়ে থাকে :—

ফুরণে—

মালকাটা ও বোঝাইকারী (বা বোঝাইকারিণী)— ১ টব গাড়ী (১ টনের প্রায় ⅔ ভাগ) কয়লা কাটা ও বোঝাই করার জন্যে।৵০।

কয়লাকাটা কলচালক—প্রত্যেক 'কাটের' জন্য ১॥০ থেকে ২৲।

ড্রিলার ও শটফায়ারার—প্রত্যেক টব-গাড়ী কয়লা ব্লাষ্ট করার জন্যে—॥৵০ (খাদের নীচে বোঝাইয়ের খরচা ও বারুদের দাম কেটে নেওয়া হয়) ; দৈনিক রোজগার প্রায় ॥৶০।

টব-গাড়ী চালক—প্রত্যেক টব-গাড়ী কয়লা ঠেলার জন্য ৩ পয়সা থেকে ৪ পয়সা (দৈনিক রোজগার ॥৵০ থেকে ৸০)।

মালগাড়ী বোঝাইকারী কুলী—টন প্রতি ৭ পয়সা থেকে ১০ পয়সা।

সময় হিসাবে :—

(ক) দৈনিক মজুরি—

পাথর ব্লাষ্ট করার জন্য	ড্রিলার—দৈনিক ৸০			
	শটফায়ারার—দৈনিক ১৲থেকে১॥০			
টিণ্ডার মিস্ত্রী	দৈনিক	৸০	থেকে	৸৶০
টিণ্ডার কুলী	„	৷৹	„	॥৵০
ট্রাম-লাইন কুলী	„	॥০	„	॥৵০
পিট-অনসেটার (পিটের নীচে ঘণ্টা নেড়ে থাকে)	„	॥০	„	॥৵০

পিট ব্যাঙ্কস্‌ম্যান
(পিটের মুখের কাছে ঘণ্টা
নেড়ে থাকে) „ ॥০ „ ৷৵০

কয়লা ঝাড়াইকারী { নারী দৈনিক ।৵০
পুরুষ „ ॥৵০

কয়লা থেকে যারা
পাথর বাছে দৈনিক ।৴০ থেকে ॥০

(খ) মাসিক মাইনে—

সর্দ্দার	১৮৲ থেকে ২৪৲ কচিৎ কখন ৪০৲
ট্রাম-লাইন মিস্ত্রী	২০৲ „ ৩০৲
হলেজ্‌ এঞ্জিনম্যান (টব-গাড়ী টানার এঞ্জিন চালক	১৬৲ „ ১৮৲
পাম্প খালাসী	১৬৲ „ ১৮৲
ফিটার মিস্ত্রী (যন্ত্রপাতি খারাপ হলে ঠিক করা এর কাজ)	৩০৲ „ ৮০৲ কচিৎ কখন ১০০৲
বয়লার ফায়ারম্যান	১৮৲ „ ২২৲
ওয়াইণ্ডিং এঞ্জিন ম্যান (যে এঞ্জিন সাহায্যে ডুলি নামানো-ওঠানো হয় তার চালক	১৭৲ „ ২২৲
কামার	৩০৲ „ ৪০৲

চীফ ইনস্পেক্টরের ১৯২৭ সনের রিপোর্টে মজুরদের গড়ে দৈনিক রোজগারের যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তা এই—

মালকাটা	৸৶০
খাদের নারী মজুর	॥৵১৫
খাদের উপরের পুরুষ মজুর	॥০
খাদের উপরের নারী মজুর	।৶০

মাইনে দেবার যে প্রণালীটা (ফুরণে অথবা সময় হিসাবে) অবলম্বন করলে খনি-ওয়ালার স্বার্থের অনুকূল হয় সেইটাই অবলম্বন করা হয়েছে।

মালকাটাকে (ও তার সঙ্গিনী বা সঙ্গীকে) ফুরণে মাইনে দেওয়া হয় তিনটী কারণে:—(১) কাজের পরিমাণ অনুসারে মাইনে হিসেব করার সুবিধে আছে; (২) ইচ্ছে ক'রে কাজে ঢিলে দিচ্ছে কিনা তা দেখার জন্যে লোক রাখবার দরকার হয় না; (৩) বেশীর ভাগ মালকাটাকেই স্থায়ী মজুর বিবেচনা করা চলে না (চাষের সময় তারা বাড়ী যাবেই; বেশী সুবিধে পেলে এক খনি ছেড়ে আর এক খনিতে যেতে একটুও দেরী করে না)।

মালকাটাদের সময় হিসেবে মাইনে দিলে তারা কয়লা কাটাকেই স্থায়ী পেশা ব'লে বরণ ক'রে নিতে আকৃষ্ট হ'তে পারতো। দুর্ঘটনার সংখ্যাও কম্‌তো—কারণ, দৈনিক রোজগারের গড় হারটা যাতে না কমে তার জন্য এখন মজুররা অনেক সময়ে অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল স্থানেও কাজ করতে এগিয়ে যায়। মালকাটাদের ফুরণে মাইনে দেওয়ার প্রথা এত সুবিস্তৃত আর খনিগুলার বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে এমন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ যে শীঘ্র এ প্রথা উঠে যাবে এমন আশা করা নিছক পাগ্‌লামি।

মালকাটা ছাড়া অন্যান্য দক্ষ (স্কিল্‌ড্‌) শ্রমিকদের মাস হিসাবে মাইনে দেওয়া হয় তার কারণ—তাদের শীঘ্র জোগাড় করা শক্ত। সুতরাং তাদের কাজের অন্ততঃ একটু স্থায়িত্ব আছে তা বোঝানো দরকার। অদক্ষ শ্রমিকদের (বোঝাইকারীদের বাদ দিয়ে) রোজ হিসাবে হপ্তার শেষে মাইনে দেওয়া হয়। মালকাটা ও বোঝাইকারীও হপ্তার শেষে মাইনে পেয়ে থাকে।

মালকাটারাই মজুরদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক। সুতরাং এদের মাসিক রোজগার সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা দরকার। সাধারণতঃ একজন মালকাটা প্রতিদিন ৩ টব-গাড়ী কয়লা কাটে, আর তার সঙ্গিনী (ঝরিয়াতে শতকরা ৮০ ভাগ—মালকাটাদেরই স্ত্রী) বা সঙ্গী ৩ টব-গাড়ী কয়লা ও ১ টব-গাড়ী স্ল্যাক (গুঁড়া কয়লা) বোঝাই করে। এর জন্য মালকাটা ও বোঝাইকারী এক সঙ্গে পায়—৩ × ।৶০ + ।০ = ৸৴০। হপ্তায় ৫ দিন কাজ করা হচ্ছে ধর্‌লে মোট দাঁড়ায়—৩৷১০। অসুখ বিসুখ, ঝগড়া মাতলামি প্রভৃতির জন্য এরা হপ্তায় ৫ দিনও কাজ করতে পারে না। জরিমানাতেও কিছু কাটা যায়। সেই জন্য একটী মাল-

কাটা ও তার স্ত্রীর মিলিত মাসিক আয় ২৪৲। ২৫৲ টাকার বেশী হবে না—কম হ'তে পারে।

সকল শ্রেণীর মজুরই খনিওয়ালাদের কাছ থেকে বিনা পয়সায় নানা সাহায্য পেয়ে থাকে, যেমন—(১) ডাক্তার দেখানো; (২) ঔষধপত্র; (৩) থাক্‌বার ঘর; (৪) পানীয় জল; (৫) রান্নার জন্য ও শীতকালে ঘর গরম রাখার জন্য কয়লা; (৬) কেরোসিন তেল।

মাইনে সম্বন্ধে মজুরদের নানা অভিযোগ; (১) অনেক সময়ে তারা আদবেই মাইনে পায় না অথবা নিয়মিতভাবে পায় না; (২) কোলিয়ারীর খরচ কমাবার দরকার হলেই মজুরদের মাইনে আগে কাটা হয়, কিন্তু পরে লাভ বাড়লেও মজুরদের মাইনে সহজে বাড়ানো হয় না; (৩) অসুখের সময় কোন মাইনে দেওয়া হয় না—গোটাকয়েক কোলিয়ারীতে নামমাত্র খোরাকী দেওয়া হয়; (৪) দিন মজুরেরা কোলিয়ারীর স্থায়ী মজুর হলেও, আইনানুসারে হপ্তায় ১ দিন ছুটী পায় ব'লে পুরা ৭ দিনের মাইনে না পেয়ে ৬ দিনের মাইনে পায়।

ঝরিয়া ক্ষেত্রে যে হারে মাইনে দেওয়া হয় তার সঙ্গে অন্যান্য বৃটিশ ভারতীয় কয়লা-ক্ষেত্রের তুলনা করলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলায় পৌঁছা যায়:—

(১) আসাম, বেলুচিস্থান ও পাঞ্জাবে সাধারণতঃ ঝরিয়া ক্ষেত্রের চেয়ে বেশী মাইনে দেওয়া হয়;

(২) গিরিডির কয়েক শ্রেণীর মজুর ঝরিয়া ক্ষেত্রের চেয়ে বেশী মাইনে পায়, ঝরিয়ার অন্য কয়েক শ্রেণীর মজুর গিরিডির চেয়ে বেশী মাইনে পায়;

(৩) রাণীগঞ্জ ও মধ্যপ্রদেশের চেয়ে ঝরিয়ার মজুররা বেশী রোজগার করে;

(৪) শুধু মালকাটাদের মাইনে দেখ্‌লে—আসাম প্রথম, মধ্যপ্রদেশ দ্বিতীয়, ঝরিয়া তৃতীয়।

খাটুনির সময় ও ছুটী

ভারতীয় খনি আইনে লেখা আছে যে, খাদের উপরে যারা কাজ করে তাদের হপ্তায় ৬০ ঘণ্টা, আর খাদের ভিতরে যারা কাজ করে তাদের হপ্তায় ৫৪ ঘণ্টা ও দৈনিক ১২ ঘণ্টার বেশী খাটানো চলবে না। যাদের উপর খনি চালানো বা কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার আছে তাদের সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটবে না। কোন বিপদ আপদ হইলে সেই বিপদ নিবারণের জন্য যারা খাটবে ঐ নিয়ম লঙ্ঘন করেও তাদের খাটানো চলবে।

মালকাটারা সাধারণতঃ ৯।১০ ঘণ্টার বেশী খাদে থাকে না—৪।৫ ঘণ্টা মাত্র কাজে যায়, বাকী সময়টা টব-গাড়ীর আশায় বসে থাকাতে কাটে। তিনটী কারণে মালকাটারা দরকারমত টব-গাড়ী পায় না—(১) টব-গাড়ী কিন্‌তে পয়সা লাগে। কোলিয়ারীগুলা যত কম টব-গাড়ীতে চালাতে পারে তার চেষ্টা করে; (২) হলেজ এঞ্জিন লাইন থেকে যেখানে কয়লা কাটা হয় সে জায়গাটা অনেক দূরে হওয়াতে গাড়ী ঠেলে নিয়ে যেতে দেরী হয়; (৩) মালকাটাদের তদারক করবার জন্য (কাজের সুবিধা বাড়িয়ে দেওয়া, গাড়ী যোগানো ইত্যাদির জন্য) উপযুক্তসংখ্যক দক্ষ লোক থাকে না। টব-গাড়ী ঠিক মত যোগাতে পারলে মালকাটারা এখন যত রোজগার করছে তা খুব অল্প সময়েই করতে পারতো। সুতরাং দৈনিক খাটুনির সময় ১২ ঘণ্টার জায়গায় যদি ৮ ঘণ্টা করা যেতো তা হলে উৎপাদন যে কমতই এ কথা বলা চলে না।

মালকাটারা সাধারণতঃ দু'দলে কাজ করে। এক দল সকালে নেমে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটে। আর এক দল সন্ধ্যার পর নেমে ভোর পর্য্যন্ত খাটে। যারা এক হপ্তায় দিনে কাজ করে, পরের হপ্তায় তারা রাত্রে কাজ করে। নাম্‌বার ওঠ্‌বার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নেই—খুসীমত নামা-ওঠা চলে। গোটা কয়েক বড় বড় কোলিয়ারীতে রীতিমত শিফট্‌ প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়েছে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ সকল খনিতেই ঐ অবস্থা। রীতিমত শিফ্‌ট্‌ প্রণালী প্রবর্ত্তিত হ'লে নানা সুবিধে—(১) শ্রমিকদলকে আরও শাসনে রাখা যাবে; (২) কে কতক্ষণ কাজ করছে তা ঠিক করা আরও সোজা হবে; (৩) শ্রমিকদের পটুতা, (এফিশেন্সি) বাড়বে। শিফট প্রণালী আইনের সাহায্যে প্রবর্ত্তিত হওয়া দরকার—নয়ত, কোন একটা কোলিয়ারী

স্বেচ্ছায় শিফ্‌ট প্রণালী অবলম্বন করলে শ্রমিকরা অন্য একটা কোলিয়ারীতে পালিয়ে যাবে।

মালকাটারা ছাড়া অন্য শ্রেণীর মজুরেরাও ৯।১০ ঘণ্টা খেটে থাকে। মালকাটারা ফুরণে কাজ করে—তাদের পক্ষে দৈনিক কাজের ঘণ্টা নির্দ্দিষ্ট হওয়া তত দরকার নয়। যারা কোলিয়ারীর দিন বা মাস মাইনের চাকর (আর খাদের উপর কাজ করে) কোলিয়ারী সহজেই তাদের বেশী খাটাতে পারে। দৈনিক কাজের ঘণ্টার উর্দ্ধতম সীমা নির্দ্দিষ্ট হওয়া এদের পক্ষে বেশী দরকার।

খনি আইনানুযায়ী প্রত্যেক মজুর হপ্তায় ১ দিন ছুটী দাবী করতে পারে। এ ছাড়া আর কোনও ছুটী মজুররা দাবী করতে পারে না। মনিবের মর্জ্জির উপর নির্ভর করতে হয়।

মালকাটারা হপ্তায় অন্ততঃ ২ দিন কাজ করে না। দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও দোলের সময়েও তারা কাজ করে না। পূজার সময়ে মালকাটারা কাজ বন্ধ করলেও কখনও কখনও অন্য শ্রেণীর মজুরদের উপর বেশী কাজের চাপ পড়ে।

ঘরদোর, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা ও জল-সরবরাহ

মজুররা থাকবার ঘর বিনা ভাড়ায় পেয়ে থাকে। সাধারণতঃ একটানা একটি লম্বা বাড়ী করা হয়, আর সেই বাড়ীটাকে অনেকগুলা পাশাপাশি ঘরে বিভক্ত করা হয়। সামনে একটা লম্বা বারাণ্ডা থাকে। বারাণ্ডাটাকে দেয়াল দিয়ে বিভক্ত ক'রে দেওয়া হয়। বারাণ্ডার সামনের দিকে কোন দেয়াল থাকে না। মজুরদের বাড়ীর নাম হচ্ছে—"ধাওড়া"।

ধাওড়ার দেয়াল সাধারণতঃ ইটের। মেঝে কংক্রিট বা পাথরের, ছাদ (সাধারণতঃ ইয়োরোপীয় খনিতে) পাকা, অথবা রানীগঞ্জ বা দেশী টাইলের। প্রত্যেক ঘরের একটী দরজা ও জানালা আছে। পাকা বাড়ীর ঘরগুলার উপরের দিক্‌টায় হাওয়া খেল্‌বার পথ থাকে। যেখানে মজুরদের ঘরগুলা পিঠেপিঠি সাজানো সেখানে ঘরের ভিতর হাওয়া সোজাসুজি খেলতে পায় না। ঘরের সামনে বারাণ্ডায় অথবা বারাণ্ডার ঠিক নীচে একটী ক'রে উনান থাকে। অনেক সময়ে উঠানে স্থাপিত এক একটী বড় উনানে অনেক পরিবার রান্না করছে তাও দেখা যায়।

ঝরিয়া মাইনস্‌ বোর্ড অব্‌ হেলথ্‌ বাড়ীর মাপজোক সম্বন্ধে নানা খুঁটিনাটি নিয়ম তৈরী করেছেন। সে নিয়মগুলি ঠিক মানা হচ্ছে কিনা সে দিকে চোখ রাখা হয়। পুরাণো ধাওড়াগুলাকে ভেঙ্গে ফেলান হয়। নিয়মমত ধাওড়া মেরামত ও চুণকাম করান হয় এবং যে ধাওড়ার মাপজোক ঠিক নয় সে ধাওড়াকে নির্দ্দিষ্ট মাপে পরিণত করাতে বাধ্য করা হয়।

১৯২৬-২৭ সনে বোর্ড অব্‌ হেলথ্‌ কর্ত্তৃক লাইসেন্স করা ৩৬,৬৫৪ টা ধাওড়ার মধ্যে ১১,৮৭০ টা ধাওড়ার নির্দ্দিষ্ট মাপ ছিল না। ১১,৮৭০ টার মধ্যে ৯৯৭টা বাসের অযোগ্য ছিল।

কয়লা ব্যবসার দুরবস্থার জন্য ১৯২৬ সন থেকে বোর্ড অব্‌ হেল্‌থ্‌ ধাওড়া সম্বন্ধীয় নিয়ম মানা থেকে খনিওয়ালাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অব্যাহতি দেওয়ার সুবিধে এইটুকু যে—(১) কোন ধাওড়া সত্যই বাসের অযোগ্য কিনা তা বোর্ড নিজে বিবেচনা করে দেখবেন, কেবল কর্ম্মচারীদের মতামতের উপর নির্ভর করবেন না, (২) কোন ধাওড়ার মাপজোক ঠিক না হ'লে বাড়ীটাকে বদ্‌লে ফেল্‌তে আপাততঃ বাধ্য করা হবে না।

মজুরদের অসুবিধের কথা বিবেচনা না করে খনিওয়ালাদের এ রকম অব্যাহতি দেওয়া নিতান্তই অন্যায়।

ধাওড়াগুলাকে আরও উন্নত শ্রেণীর করে তুল্‌তে চেষ্টা করা উচিত। তা ছাড়া, ধাওড়া সম্বন্ধে মজুরদের বিশেষ কতকগুলা অসুবিধে আছে, সেগুলা নিবারণ করারও চেষ্টা করা উচিত। অসুবিধেগুলা এই—

(১) ধাওড়ার ঘরের সামনের বারাণ্ডাটা একেবারে খোলা—বোর্ড অব্‌ হেলথের নিয়ম-মতে কিছু ঢাকা দেওয়া চল্‌বে না। যে সব মজুর সস্ত্রীক বাস করে, তাদের এতে পর্দ্দা বজায় রাখা শক্ত হয়।

(২) প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি ও শিশুর জন্য ঘরের ভিতর কতখানি জায়গা থাকা দরকার তা বোর্ড অব হেলথ নির্দ্দিষ্ট

করে দিয়েছেন। এ নিয়ম সাধারণতঃ পালন করা হয় না। মজুরদের সংখ্যার তুলনায় ঘরের সংখ্যা প্রায়ই কম।

অনেক সময়ে কিছু দূরে খালি ঘর থাকলেও, এক দেশের লোক এক জায়গায় থাকবে ব'লে কাছাকাছি ঘরে মজুররা গাদাগাদি করে।

(৩) প্রত্যেক পরিবারের জন্য একটী ক'রে পৃথক ঘরও দেওয়া হয় না। একই ঘর দিনের বেলা এক পরিবার কর্তৃক ব্যবহৃত হয় রাত্রে আর এক পরিবার কর্তৃক ব্যবহৃত হয়।

(৪) ঘরগুলার সংখ্যা যদি এমন হয় যে যারা দিনে অথবা রাত্রে বিশ্রাম করছে কেবল তাদেরই কুলোতে পারে, তা হ'লে ছুটীর দিনে অথবা রাত্রে যখন সকল মজুরই খাদের উপর থাকে, তখন সকলকে জায়গা দেওয়া সম্ভব হয় না। তখন পুরুষরা কতগুলা ঘরে গাদাগাদি করে, মেয়েরাও আর কতকগুলা ঘরে গাদাগাদি করে। অনেক কোলিয়ারীতেই এই অসুবিধে বর্ত্তমান।

(৫) মজুরদের ঘরগুলা পাশাপাশি, ধাওড়াগুলাও অনেক সময়েই কাছাকাছি থাকে—বসন্ত কলেরা প্রভৃতি শীঘ্র ছড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা এতে বেড়ে যায়।

কোলিয়ারীর মধ্যে যাতে ময়লা না জমে সে জন্য বোর্ড অব্ হেল্‌থের কয়েকটা নিয়ম আছে। প্রত্যেক কোলিয়ারীই খনি পরিষ্কার রাখ্‌বার জন্য মেথর রেখে থাকে। অপরিষ্কার হ'য়ে থাকাই বেশীর ভাগ মজুরের স্বভাব—সেইজন্য ধাওড়াগুলা প্রায়ই অত্যন্ত অপরিষ্কার।

খাদ পরিষ্কার রাখ্‌বার জন্য নানা নিয়ম আছে। সাধারণতঃ সেগুলা পালন করাই হয় না অথবা নামমাত্র পালন করা হয়।

মজুরদের কোন পাইখানা ও নাইবার ঘর নেই। পাইখানা ও নাইবার ঘর করাতে বাধ্য করবার ক্ষমতা বোর্ড অব্ হেল্‌থের আছে। এ ক্ষমতা এ পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা হয় নি। পাইখানা ও নাইবার ঘর সম্বন্ধে মেয়ে মজুরদেরই বিশেষ অসুবিধে।

পরেশনাথ পাহাড়ের তলায় একটা প্রকাণ্ড জলাশয় তৈরী হয়েছে। পাইপের সাহায্যে ঝরিয়া-ক্ষেত্রের প্রায় সর্ব্বত্রই সেই জল সরবরাহ করা হয়। প্রত্যহ ১২½ লাখ গ্যালন জল দেওয়া হয়। বাজারগুলাতে ১ লাখ গ্যালন বিনা পয়সায় দেওয়া হয়। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব অনেকটা নিবারিত হয়েছে।

কিন্তু জলসরবরাহ সম্বন্ধে এখনও কতকগুলা অসুবিধে বর্ত্তমান। মজুরেদের প্রত্যেক পরিবারের পৃথক কল নেই—২০১২৫টা পরিবার এক একটা সাধারণ কল ব্যবহার করে; (খ) কলের জল কেবল পানের জন্য—কাপড় কাচ্‌তে বা বাসন মাজ্‌তে দেওয়া হয় না; (গ) কতকগুলা ছোট ছোট কোলিয়ারী খরচ বাড়বার ভয়ে কলের জল নেয় না—সেই সব কোলিয়ারীতে আগেকার দুরবস্থাই আছে—তারা পাত্‌কো, পুকুর বা নদীর জল সংগ্রহ করে।

স্বাস্থ্য

মজুরদের জনকয়েক বর্ষাকালে ম্যালেরিয়াতে ভোগে। শীতকালে অনেকে সর্দ্দি, জ্বর ও নিউমোনিয়াতে ভোগে। প্রতি বৎসরই জনকয়েক (১৯২৭ সনে কলেরায় মৃত্যু ৮৩, বসন্তে ৫৮) কলেরা ও বসন্তে মারা যায়। বছর কয়েক অন্তর মড়কও দেখা যায়।

ঝরিয়ার মজুরদের সাধারণ স্বাস্থ্য বেশ ভাল।

রাণীগঞ্জের মজুররা হুকওয়ার্ম রোগে খুব ভোগে, কিন্তু ঝরিয়াতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব নেই। রাণীগঞ্জের মজুররা উপদংশ রোগে যত ভোগে, ঝরিয়ার মজুররা তত ভোগে না। ঝরিয়ার নৈতিক আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত ভাল।

ঝরিয়া ক্ষেত্রের গাঁয়ের লোকগুলার চেয়ে কোলিয়ারীর অধিবাসী মজুরদের স্বাস্থ্য ভাল। ঝরিয়ায় কয়লার খনি-গুলাতে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার মজুর আছে। গাঁগুলাতে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার লোক। কিন্তু কলেরা ও বসন্তে গাঁয়ের লোকই বেশী সংখ্যায় মরে।

ঝরিয়ার মজুরদের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল হলেও, আগেকার তুলনায় খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া, নিজ নিজ দেশে মজুরদের যেমন স্বাস্থ্য থাকে, খনিতে তেমন থাকে না।*

---

* জন্ম-মৃত্যু হার; ১৯২৮ সনে হাজার করা জন্ম—৩৩·১৪
" মৃত্যু—১৬·৭৩

আর্থিক অবস্থা

খনির মজুরদের আর্থিক অবস্থা সাধারণ ভারতীয় চাষীদের চেয়ে অনেকটা ভাল এই হিসেবে যে, তারা দুবেলা পেট ভ'রে ডাল ভাত খেতে পায়, মাঝে মাঝে মাছ মাংসও তাদের কাছে দুর্ল্লভ নয়, এবং তাদের ঋণের পরিমাণও খুবই সামান্য। মালকাটাদের মধ্যে বেশ দু'পয়সা জমিয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

কিন্তু তা হ'লেও মালকাটা বা অন্য সব সাধারণ মজুরদের অবস্থা এখন কিছু নয় যাতে আনন্দে উৎফুল্ল হওয়া যেতে পারে। তারা যা রোজগার করে তাতে খাওয়া পরার সব খরচ মিটিয়ে বিশেষ কিছু বাঁচে না, যা বাঁচে তা মদ ও জুয়াতেই অপব্যয় করা হয়। শীত নিবারণের জন্য গরম কাপড় এদের জোটে না, অনেকেই সর্দ্দি কাশি নিউমোনিয়াতে ভোগে। অস্থাবর সম্পত্তি এদের অতি সামান্য—একটা বাক্স, গোটা দুই পিতলের থালা বাটি, ২।৩ খানা কাপড় ইত্যাদি।

মালকাটাদের চেয়ে উঁচুদরের দক্ষ শ্রমিকদের (যেমন ফিটার মিস্ত্রী) রোজগার বেশী। এরা খায় পরে আরও ভাল এবং মদ আর জুয়াতে টাকা নষ্ট করে আরও বেশী।

দুর্ঘটনা

ভারতের রেলষ্টীমার ফ্যাক্টরী প্রভৃতির কয়লা যোগাবার জন্য প্রতি বছর প্রায় দু' শ লোককে প্রাণ দিতে হয় এবং পাঁচ শ লোককে আহত হতে হয়।

বিলাতের খনি ভারতীয় খনি অপেক্ষা গভীরতর ও বেশী গ্যাসে ভরা হলেও সেখানকার দুর্ঘটনার হার ভারতের খনির চেয়ে কম। ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত দশ বছরে প্রতি হাজার মজুরের মধ্যে বিলাতে গড়ে ০'৯৮ জন মজুর মরেছিল এবং প্রতি হাজারে ভারতে মরেছিল গড়ে ১'২২ জন মজুর।

সমগ্র বৃটিশ ভারতে এবং ঝরিয়াতে মৃত্যুর সংখ্যা কমছে কিন্তু সাঙ্ঘাতিক জখমের সংখ্যা বাড়ছে :—

বৃটিশ ভারত

	মৃত্যু		সাঙ্ঘাতিক আঘাত	
	সংখ্যা	হাজার প্রতিহার	সংখ্যা	হাজার প্রতিহার
১৯২৪	২৩০	১'২৩	২৯৯	১'৫
১৯২৫	১৮৬	১'০৭	৩৭৩	২'১৫
১৯২৬	১৭১	১'০০	৩৬৭	২'১৫
১৯২৭	১৮১	১.১০	৪৫৭	২'৭৭

ঝরিয়া

	মৃত্যু		সাঙ্ঘাতিক আঘাত	
	সংখ্যা	হাজার প্রতি হার	সংখ্যা	হাজার প্রতি হার
১৯২৪	১২৪	১'৪৩	১১৬	১'৩৪
১৯২৫	১১১	১'৩৮	১৬৫	২'০৫
১৯২৬	৭২	০'৯৫	১৫৩	২'০৩
১৯২৭	৯৭	১'৩৬	২২৩	৩'১২

উপরের সংখ্যাগুলার তুলনা করলে বোঝা যাবে যে, হাজার প্রতি বৃটিশ ভারতে যত লোক মরে বা সাঙ্ঘাতিক ভাবে আহত হয়, ঝরিয়াতে তার চেয়ে বেশী লোক মরে ও সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত হয়।

ঝরিয়াতে মোট মৃত্যুর শতকরা ৯৪ ভাগ এবং মোট সাঙ্ঘাতিক আঘাতের শতকরা ৮১ ভাগ খাদের ভিতর হয়েছিল (১৯২৭ সন)।

১৯২৭ সনে বৃটিশ ভারতের সকল প্রকার খনিতে (শুধু কয়লার খনিতে নয়) যত দুর্ঘটনা হয়েছিল তার ৬২'৬৮ ভাগ দুঃসাহসিকতার জন্য এবং ২১'৫৩ ভাগ আহত বা মৃত ব্যক্তির দোষে।

কোলিয়ারী এম্প্লয়িজ্‌ এসোসিয়েশানের মত এই যে, কয়লার খনির দুর্ঘটনার শতকরা ২০ ভাগ মজুরের দোষে, কিন্তু বাকী শতকর ৮০ ভাগের কারণ—(১) খনির দোষ, (২) উপযুক্ত তদারকের অভাব, (৩) দুর্ঘটনা নিবারণের যন্ত্রাদির সাহায্য না লওয়া।

মজুরদের দোষে যদিও বা বেশীর ভাগ দুর্ঘটনা হয়, তার জন্য তাদের দোষ দেওয়া যায় না ; তাদের অসাবধান হবার

ছুটী বিশেষ কারণ আছে—(১) ফুরণে মাইনে দেবার প্রথা; (২) টবগাড়ী ঠিকমত না যোগানো—টব গাড়ীর অভাবে বসে বসে মজুরদের মাথা গরম হয়ে উঠে, যখন টবগাড়ী পায় তখন তারা বিপদ-আপদ ভুলে মরিয়া হয়ে কাজ করতে থাকে।

দুর্ঘটনা নিবারণের নানা আইন কানুন আছে—ইণ্ডিয়ান মাইন্‌স্ অ্যাক্ট, ইণ্ডিয়ান কোল মাইনস রেগুলেশানস্, ইলেক্‌ট্রিসিটি রুলস ইত্যাদি। নিয়মগুলা ঠিক মানা হচ্ছে কি না সে বিষয়ে আরও কড়া নজর রাখা দরকার।

দুর্ঘটনা অনেক সময়ে চাপা দেওয়া হয়। এ বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের খনি বিভাগের আরও প্রখর দৃষ্টি থাকা দরকার।

আহতের সেবা

দুর্ঘটনা ঘটবামাত্রই যাতে আহত ব্যক্তি সুদক্ষ লোকের সাহায্য পায় তার জন্য নিয়ম করা হয়েছে যে, যদি খাদের ভিতর ১০০ জনের কম কাজ করে তা হলে অন্ততঃ ১ জন, যদি ১০০ থেকে ২০০ জন কাজ করে তা হলে অন্ততঃ ২ জন, যদি ২০০ থেকে ৩০০ জন কাজ করে তা হ'লে ৩ জন, যদি ৩০০ থেকে ৪০০ জন কাজ করে তা হলে অন্ততঃ ৪ জন, যদি ৪০০ থেকে ৫০০ জন কাজ করে তবে অন্ততঃ ৫ জন, যদি ৫০০ জনের বেশী কাজ করে তাহলে প্রতি পুরা ১০০ জনের জন্য ১জন লোক "ফার্ষ্ট এডে" দক্ষ হওয়া চাই।

প্রত্যেক খনিকে ঔষধ পত্র রাখিতে বাধ্য করা হয়। প্রত্যেক কোলিয়ারীতে একজন পাশ করা (সাধারণতঃ ক্যাম্বেলে) ডাক্তার নিযুক্ত করা হয়।

"ফার্ষ্ট এডে" অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিম্নতম সংখ্যা আরও বাড়ানো দরকার। কোলিয়ারীর ডাক্তারখানায় টাটকা ঔষধ ও যত রকমের ঔষধ দরকার হতে পারে তা থাকে কি না সে বিষয়ে আরও কড়া নজর আবশ্যক।

একই ডাক্তার এক সঙ্গে ৩।৪টী কোলিয়ারীতেই চাকরী করেন বলে অনেক সময়ে দুর্ঘটনার স্থলে শীঘ্র উপস্থিত হতে অসমর্থ হন।

মজুরদের ক্ষতি-পূরণ

১৯২৪ সনের ১লা জুলাই হতে মজুরদের ক্ষতিপূরণ আইন চলিত হয়েছে। কয়লার খনির মজুররা এই আইনের জোরে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বা আঘাতের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে। ক্ষতিপূরণ পেতে হলে—(ক) "মজুরের" ("এম্‌প্লয়েড") যে অর্থ খনি-আইনে দেওয়া আছে তার ভিতর পড়া চাই, (খ) শারীরিক শ্রম-সংক্রান্ত কাজ করা চাই, (গ) ৩০০৲টাকার বেশী মাইনে পেলে হবে না।

"কাজের জন্য বা কাজ করতে করতে" আঘাত পেলে বা মৃত্যু ঘটলেই ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে।

যদি—(ক) আঘাতের জন্য ১০ দিন বা তার কম সময়ের জন্য অকর্ম্মণ্যতা হয়, কিংবা (খ) আহত হবার সময়ে মদ, গাঁজা, আফিং প্রভৃতির নেশা থাকে, অথবা, (গ) দুর্ঘটনা নিবারণের কোন নিয়ম ভঙ্গ করা হয়, অথবা (ঘ) দুর্ঘটনা নিবারণের কোন যন্ত্রপাতি সরানো হয়,—তা হ'লে ক্ষতিপূরণের দাবী চলবে না।

পূর্ণবয়স্ক ও নাবালকের মৃত্যু ও নানা শ্রেণীর জখমের জন্য কি হারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে তা ক্ষতিপূরণ আইনের ৪ ধারায় দেওয়া আছে।

মৃত মজুরের কোন্ কোন্ আত্মীয় ক্ষতিপূরণের দাবী করতে পারে তা ক্ষতিপূরণ আইনের ২ (১) (দ) ধারায় পাওয়া যাবে।

ক্ষতিপূরণ আইন সম্বন্ধে মজুরদের দিক্ থেকে কয়েকটা বিশেষ কথা বলবার আছে:—

(১) ভারতীয় মজুরের জীবনের মূল্য অত্যন্ত অল্প ধরা হয়েছে (পূর্ণবয়স্কের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ—২৫০০৲, নাবালকের—২০০৲)।

(২) শতকরা ৬০ ভাগ দুর্ঘটনায় মজুররা ১০ দিনের কম ভোগে, সুতরাং এরা ক্ষতিপূরণের কোন দাবী করতে পারে না;

(৩) খাদে দুর্ঘটনা ঘটলে 'দুর্ঘটনার স্থানে মজুরদের যাওয়া নিষেধ ছিল' এটা প্রমাণ করবার জন্য তারের বেড়া লাগিয়ে দিতে বেশীক্ষণ লাগে না;

(৪) মজুরদের আত্মীয়দের কোন ঠিকানা রাখা হয় না; মজুররা মারা গেলে সে খবর অনেক সময়ে তাদের বাড়ীতে পৌঁছায়ই না;

(৫) আত্মীয়দের ঠিকানা থাকলেও তাদের অনেক সময়ে দেরী করে জানানো হয়, যাতে তারা আইন-কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাবীর আবেদন করতে না পারে।

ক্ষতিপূরণ আইন মজুরদের কি অধিকার দিয়েছে প্রায় সকল মজুরই তা জেনেছে। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধতার অভাবে ও দারিদ্র্যের জন্য তারা অনেক সময়ে তাদের ন্যায্য দাবী আদায় করতে পারে না। খনিওয়ালারাও দাবী সহজে মঞ্জুর করে না—মোকদ্দমা করে দেখে, যদি দাবী এড়ানো যায়। মোকদ্দমার সংখ্যা বাড়ছে।

বড় বড় কোলিয়ারীগুলা ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য বীমার বন্দোবস্ত করেছে; তা হলেও বড় ছোট সকল শ্রেণীর কোলিয়ারীই দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য আগেকার চেয়ে এখন বেশী সাবধান।

"কোলিয়ারী এম্প্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশান" মজুরদের হয়ে ৭টা মোকদ্দমা চালিয়ে ২টা জিতেছিলেন। ২ টা তখনও চলছিল (১৯২৭ সনের রিপোর্ট), খনি বিভাগের চীফ ইনস্পেক্টার বলেন যে, তাঁরা ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য মজুরদের সাহায্য করেন। কতবার কি রকম সাহায্য করেছেন তার কিছুই জানা যায় না।

মজুররা কেমন ব্যবহার পায়

খনির ইয়োরোপীয় কর্ম্মচারীরা মজুরদের সঙ্গে সাধারণতঃ অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করে থাকেন। অসহযোগ আন্দোলনের পর থেকে এবং সম্প্রতি মাঝে মাঝে মজুরদের হাতে প্রহৃত হওয়ার ফলে এঁদের ব্যবহার একটু ভাল হয়েছে।

ভারতীয় কর্ম্মচারীদের কাছ থেকে মজুররা অনেক সময়েই কর্কশ ব্যবহার পেলেও নিতান্ত নির্দ্দয় ও অমানুষিক ব্যবহার যে পায় না এটা নিশ্চয়।

খনির কর্ম্মচারীদের হুকুমগুলা মজুরদের দিয়ে মান্য করাবার জন্য জরিমানার সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু জরিমানা অনেক সময়েই অন্যায়ভাবে আদায় করা হয়। অন্যায়ভাবে আদায় করা না হলেও প্রায়ই অন্যায়ভাবে খরচ করা হয়।

উপর-ওয়ালাকে অসন্তুষ্ট করলেই যে-কোন মজুর তৎক্ষণাৎ কর্ম্মচ্যুত ও বিতাড়িত হতে পারে। এর কোন প্রতীকার নেই।

মজুরদের স্ত্রীলোকেরা বা নারী মজুররা কখনও কখনও উপরওয়ালাদের (ইয়োরোপীয় ও ভারতীয়) হাতে লাঞ্ছিত হয়। মজুররা দুর্ব্বল ব'লে অথবা কিছু টাকা পায় ব'লে চুপ ক'রে অত্যাচার সহ্য করে। কলেজে শিক্ষিত যুবকরা ম্যানেজার হতে আরম্ভ করার পর থেকে বাঙালী ম্যানেজারদের অনেকটা নৈতিক পরিবর্ত্তন এসেছে।

টেকনিক্যাল ও সাধারণ শিক্ষা

যারা এঞ্জিন চালায়, বয়লার দেখে, কলকব্জা যন্ত্রপাতি মেরামত করে—এ সব দক্ষ (স্কিল্‌ড) শ্রমিকদেরও কোন টেকনিক্যাল শিক্ষার বন্দোবস্ত নেই। এদের জন্য রীতিমত টেকনিক্যাল শিক্ষার বন্দোবস্ত হলে শ্রমিকদের পটুতা বাড়বে, দুর্ঘটনার সংখ্যাও কমবে।

শ্রমিকদের অধিকাংশই অর্দ্ধ-সভ্য বা অসভ্য আদিম জাতি। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যন্ত্রপাতি কলকারখানাওয়ালা কয়লার খনির সংস্পর্শে এসে তারা আধুনিক জীবনের ও সভ্যতার স্বাদ পেতে পেরেছে। তাদের যুগযুগান্তের মানসিক জড়তা অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও ধ্বংস হয়েছে।

পরোক্ষভাবে এই যে শিক্ষা আরম্ভ হয়েছে তাকে আরও অগ্রসর করা দরকার। মজুররা কোন কাজ ভেবে কর্ত্তে পারে না। ভবিষ্যতের কোন চিন্তা এদের মনে স্থান পায় না, জীবনটা কোন রকমে কাটিয়ে দেওয়াই যেন এদের ধর্ম্ম। এদের মনের জড়তা ভেঙ্গে দেবার জন্য এদের লেখাপড়া শেখানো দরকার। এদের লেখাপড়া শেখালে এদের পটুত্ব বাড়বে এবং তাতে খনি-ওয়ালাদেরই লাভ। অথচ তাঁরা এ বিষয়ে একেবারেই উদাসীন।

ঝরিয়া-ক্ষেত্রে এখন মোট ১৬টী কোলিয়ারী স্কুল আছে*।

* এ ছাড়া ৯৯টা সাধারণ স্কুল আছে।

ছাত্রের সংখ্যা ৬১৭ জন। কোলিয়ারীর বাবু এবং উচ্চ শ্রেণীর দক্ষ শ্রমিকদের ছেলেরাই এখানে পড়ে।

১৩ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের খাটানো বন্ধ করা হয়েছে। তারা অনেক সময়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। এদের বসিয়ে রাখবার জন্যও কতকগুলা স্কুল দরকার।

মজুরসঙ্ঘের গোড়াপত্তন

ইণ্ডিয়ান কোলিয়ারী এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশান কয়লার খনির মজুরদের প্রথম মজুর-সঙ্ঘ। এখন এটী নবম বর্ষে পদার্পণ করেছে। সকল শ্রেণীর মজুরই এর মেম্বার আছে। মেম্বারের সংখ্যা এখন ২০০০। নিখিল ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের সহিত ইহা সংযুক্ত। তিনটী স্থায়ী কর্ম্মচারী এর অধীনে কাজ করে। ১৯২৭ সনে এর আয় ছিল ২২৬৭৲। বেশীর ভাগ আয় মেম্বারদের চাঁদা থেকেই পাওয়া গিয়েছিল। অফিস চালাতেই বেশীর ভাগ টাকা খরচ হয়। অ্যাসোসিয়েশান মজুরদের ব্যক্তিগত অভিযোগগুলা (যেমন বিনা কারণে বিতাড়িত হওয়া) মিটাতে চেষ্টা করে, ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্যে মোকর্দ্দমা করে, স্বাস্থ্যতত্ত্ব শেখাবার জন্য বক্তৃতার বন্দোবস্ত করে এবং পেনশান, রোগীর ভাতা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতি প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করে।

অ্যাসোসিয়েশানটীকে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বাধাগুলার সঙ্গে যুঝতে হচ্ছে:—(১) মজুরদের শিক্ষার সুতরাং মার্জ্জিত বুদ্ধিরও অভাব; (২) কোলিয়ারীগুলা বহুসংখ্যক পৃথক স্বত্বাধিকারীর অধীন; (৩) কোলিয়ারীগুলা অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া আছে—চাঁদা সংগ্রহ একটা দুরূহ ব্যাপার; (৪) অ্যাসোসিয়েশানটীকে মজুরদের প্রতিনিধিরূপে স্বীকার ক'রে নিতে খনি-ওয়ালারা একান্ত নারাজ।

খনি-ওয়ালারা এখন উদাসীন ভাব ছেড়ে শত্রুতার ভাব অবলম্বন করছে। মজুরদের মধ্যে অনেকটা সাড়া এসেছে।

খাদের মজুররূপে নারী

ইয়োরামেরিকার কোন খনির খাদে মেয়ে শ্রমিকদের কাজ করতে দেওয়া হয় না।

সমগ্র বৃটিশ ভারতে কয়লার খনির খাদে ২৮,০৪১ জন নারী-মজুর কাজ করে; ঝরিয়াতে ১৫,৪৪৯ জন কাজ করে।

১৯০১ সনের খনি আইনে ভারত গভর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যে, যদি ভারত গভর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, খনিতে মেয়েদের কাজ তাদের জীবন বা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক. তা হলে খনিতে তাদের কাজ বন্ধ করতে পারেন। ১৯২৩ সনের আইনেও সেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট বলেন যে, আগে তাঁরা এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন নি, কারণ তখন খনিগুলা বিপজ্জনক ছিল না এবং এখন প্রয়োগ করতে চেষ্টা করছেন কেন না এখন খনিগুলা বিপজ্জক হয়ে উঠছে। ভারত গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান প্রস্তাব এই যে, ১৯২৬ সনে গড়ে যত মেয়ে শ্রমিক নিযুক্ত ছিল ১লা এপ্রিল থেকে ঠিক তত সংখ্যায় কমিয়ে আনতে হবে এবং পরে প্রতি বৎসর শতকরা ১০ ভাগ করে কমাতে হবে।

খাদের ভিতর নারীদের কাজ বন্ধ করার পক্ষে যুক্তিগুলা এইরূপ—

১। অনেকে বলেন যে, খাদে কাজ করার জন্য মেয়েদের স্বাস্থ্য কিছু খারাপ হয় না। কিন্তু কিছু খারাপ হয়ই;—কারণ—(ক) খাদের ভিতর হাওয়া ভাল করে খেলে না, (খ) খাদের ভিতর সকল স্থানের টেম্পারেচার সমান নয়, (গ) অনেক খাদে 'হিউমিডিটি' (শৈত্য) অত্যন্ত বেশী।

২। বলা হয়ে থাকে নারীদের কাজ (কয়লা বওয়া) খুব শ্রমসাধ্য হলেও বিপজ্জনক নয়। কিন্তু—(ক) ১৯২৭ সনে ঝরিয়া ক্ষেত্রে ১৫,৪৪৯ জন নারীর মধ্যে ১৬ জন মরেছিল এবং ৪০ জন সাজ্ঘাতিক আঘাত পেয়েছিল, (খ) খনিগুলা ক্রমেই গভীরতর হচ্ছে, বারুদ বেশী করে ব্যবহার হচ্ছে, বিপদের সম্ভাবনাও বাড়ছে, (গ) দুর্ঘটনা নিবারণ সম্বন্ধীয় নিয়মগুলা নারীদের দিয়ে মানানো অপেক্ষাকৃত শক্ত ব্যাপার।

৩। নারী-শ্রমিক বোঝা বইবার কাজ করার জন্য পুরুষদের মাইনের হার কমে গেছে; যে কয়লা কাটে সে,

তার স্ত্রী রোজগার না করলে, আরও বেশী মাইনে দাবী করতো; নারী বোঝাইকারী অল্প রোজগারে সন্তুষ্ট হতে পারে, কেন না তার আয় দিয়ে একটা পৃথক সংসার চালানো হয় না; পুরুষ বোঝাইকারীর সংখ্যা বেশী হলে তারা নারী বোঝাইকারীর মত অত অল্প রোজগারে সন্তুষ্ট থাকতে পারতো না। সুতরাং, দুদিক্ থেকে (সস্তায় কয়লা কাটা ও কয়লা বহান) খনি-ওয়লা সুবিধে ভোগ করছে।

৪। অনেকে বলেন স্ত্রী স্বামীর পাশে কাজ করে, এ প্রথা কি সুন্দর! কিন্তু এ প্রথা পারিবারিক সুখ শান্তি না বাড়িয়ে ধ্বংসই করে দেয়। স্ত্রী সংসারের আয় বাড়ায় বটে, কিন্তু গৃহস্থালীর কাজ দেখতে পারে না, সন্তানদেরও দেখাশুনা করতে পারে না। মালকাটারা গরীব বলেই স্ত্রী যতটুকু রোজগার করে তা ছাড়তে পারে না। অবস্থা ভাল হলে এরাও স্ত্রীকে দিয়ে রোজগার করানো পছন্দ করে না।

বিপক্ষের যুক্তি—

১। বলা হয়ে থাকে যে নারীদের খাদের কাজ বন্ধ করলে মালকাটাদের নৈতিক অবনতি হবে, কারণ তাদের স্ত্রীদের তারা তখন দেশে রেখে আসতে অথবা রোজগার বাড়াবার জন্যে অন্য কোথাও পাঠাতে বাধ্য হবে।

এর উত্তর এই যে, যদি খনি-ওয়ালারা মালকাটাদের স্ত্রীদের থাকৃতে জায়গা দিতে অসম্মত না হয়, মালকাটাদের রোজগার যদি কিছু বাড়ে, তাদের বাড়ীগুলাও যদি আর একটু আব্রু-ওয়ালা হয় তা হ'লে নৈতিক অবনতির ভয় নেই।

২। বলা হয়ে থাকে যে মজুররা নিজে এই পরিবর্ত্তনের বিপক্ষে।

কিন্তু এই বিরুদ্ধতার আর্থিক কারণ (রোজগার কমার ভয়) ছাড়া অন্য কোন কারণ নেই।

৩। খনি-ওয়ালাদের অবস্থা সঙ্গীন হতে পারে—(ক) ১৫,৪৪৯ জন নারী মজুরের স্থানে পুরুষ মজুর সংগ্রহ করতে হবে, (খ) অনেক পুরুষ মজুরও চলে যাবে—তার জন্যও আবার লোক জোগাড় করতে হবে, (গ) মালকাটা ও পুরুষ বোঝাইকারীরা বেশী মাইনে দাবী করবে। এতে খরচ বাড়বে। বেশীর ভাগ খনির যে রকম অবস্থা, পরিবর্ত্তনটা ১০ বছরে আস্তে আস্তে করলেও ধাক্কা সামলানো সোজা হবে না।

৪। মালকাটারা একা নয়, খনি-ওয়ালাদেরও অবস্থা খারাপ। সুতরাং মালকাটাদের মাইনে নাও বাড়তে পারে। মালকাটাদের মাইনে না বাড়লে তাদের স্ত্রীরা দেশে থাকৃতে পারে বা রোজগারের জন্য অন্য কোথাও থাকৃতে পারে—এতে নৈতিক অবনতির ভয় আছে।

তৃতীয় ও চতুর্থ যুক্তি দুটার উত্তর দেওয়া শক্ত। সেই জন্য মনে হয় যে খাদে নারী-নিয়োগ-প্রথা নিন্দনীয় হলেও, আপাততঃ বন্ধ না করাই ভাল।*

---

* লেখকের মনে হয় যে, সকল খনির খাদের ভিতর নারী শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করলে নারীদের যত উপকার হবে, নীচের প্রোগ্রামমত কাজ করতে পারলে তার চেয়ে বেশী উপকার হবার সম্ভাবনা:—(ক) আব্রু ওয়ালা বাড়ীর বন্দোবস্ত করা, (খ) দুর্ঘটনা নিবারণের নিয়মগুলা যাতে আরও ভাল ক'রে মানা হয় তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা, (গ) খনি পরিদর্শনের জন্য যাতে নারী ইন্স্পেক্টার নিযুক্ত করা হয় তার চেষ্টা করা, (ঘ) যে খনিগুলার খাদের ভিতর কাজ করা নারীদের পক্ষে সত্যই বিপজ্জনক সেই খনিগুলার খাদে নারীদের কাজ বন্ধ করান, (ঙ) কোলিয়ারীগুলা যাতে মেয়ে ডাক্তার ও নার্শ নিয়োগ করে তার চেষ্টা করা; (চ) সন্তান প্রসবের ৬ হপ্তা আগে ও পরে তাদের কাজ বন্ধ করে দেওয়া, (ছ) মাতৃত্বের ভাতার বন্দোবস্ত করা, (জ) নারী শ্রমিকদের শিশুদের দেখ্‌বার জন্য নার্শারির বন্দোবস্ত করা, (ঝ) আইনের দ্বারা নিম্নতম মজুরির হার নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া (ঞ) রোগীদের নির্দ্দিষ্ট হারে ভাতা দেওয়া (ট) খাদের ভিতর কেরোসিনের খোলা আলো উঠিয়ে দিয়ে তার বদলে লণ্ঠনের ব্যবহার চলিত করা, (ঠ) মেয়েদের জন্য পায়খানা ও নাইবার ঘর তৈরী করতে বাধ্য করা, (ড) ফুরণে মাইনে দেওয়ার প্রথা উঠিয়ে দেওয়া, (ঢ) বয়স্কা মেয়েদের জন্য নাইট স্কুল করা, (ণ) মাদের উদ্বেগ কমাবার জন্য ১৩ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের স্কুল বাড়ানো (ত) মেয়ে-মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ করা, (থ) মদের দোকানেগুলা আরও শাসনে আনা কিংবা সম্ভব হলে মদ্যপান সম্পূর্ণ নিবারণ করা।

ভদ্র ও শিক্ষিত মজুর

ওভারম্যান, কেরাণী, সার্ভেয়ার, ম্যানেজার, অ্যাপ্রেণ্টিস্—এরা ভদ্র ও শিক্ষিত মজুর ব'লে গণ্য হবার যোগ্য।

ম্যানেজারের স্বার্থের সঙ্গে মজুরের স্বার্থের অনেক বিরোধ—সুতরাং ম্যানেজারের কথা এখানে বাদ দেওয়া হ'ল।

ওভারম্যানদের মাইনে ৩০৲ থেকে ১২০৲; সার্ভেয়ারদের মাইনে ৩০৲ থেকে ১২৫; কেরাণীদের মাইনে ৩০৲ থেকে ১০০৲। মাইনের ঊর্দ্ধতম হারগুলা কচিৎ দেওয়া যায়। অ্যাপ্রেণ্টিসদের কোন মাইনে দেওয়া হয় না, এদের খুব খাটানো হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ জায়গার এরা অ্যালাউয়েন্সও পায় না।

এ সব ভদ্র মজুরদের প্রধান দুঃখ-দুর্দ্দশাগুলা এই :—(১) এদের চাকুরীর কোন স্থিরতা নেই; (২) সামান্য মাইনেতে আরম্ভ করতে হয় এবং তা নিয়মমত বাড়ে না; (৩) আর্থিক অবস্থা শোচনীয়—বিয়ের সময়ে বা গুরুতর অসুখ হলে ধার করা ছাড়া উপায় থাকে না; (৪) স্থানীয় জলবায়ু ভাল হলেও গুরুতর খাটুনির (দৈনিক ৮।১০ ঘণ্টা) জন্য স্বাস্থ্য ভাল নয়; (৫) সাধারণতঃ ইয়োরোপীয় খনিতেই এরা ভাল বাড়ী ও ভাল জল পায়; (৬) দুর্গা ও কালী পূজার সময় পালা ক'রে ১০।১২ দিন ছুটী ছাড়া সারা বছরে আর বড় একটা ছুটী পায় না।

ভারতে কৃষিজাত দ্রব্যের অপচয়

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, বীট চিনি জন্মলাভ করে। বীটচিনির সেই অতি শৈশব অবস্থায়, চিনি উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে ভারতের আসনই ছিল সকলের উপরে। তারপর মধ্য-ইউরোপের দেশগুলিতে সরকারী অর্থ-সাহায্যের কল্যাণে বীট-চিনির কারখানাগুলি ক্রমেই ফাঁপিয়া উঠিয়াছে, আখের চিনি উৎপাদনকারী দেশগুলাও (যেমন কিউবা ও জাভা) বিজ্ঞানের সাহায্যে বেশী মাত্রায় মাল উৎপাদন করিয়া আসিতেছে। ভারত কিন্তু এ ব্যাপারে শুধু ঘুমাইয়াই রহিয়াছে। ভারতের পল্লী অঞ্চলের মানুষের অসম্ভব গুড়-প্রীতিই ইহার কারণ। তা ছাড়া-গুড় বিক্রেতাগণ তামাকওয়ালা ও দেশী মদ প্রস্তুতকারীদিগের নিকটও মাল বিক্রয়ের সুবিধা পায়। ভারতের গ্রাম্য ধনবিজ্ঞানের যখন অবস্থা এই, তখন মনে হয় তেত্রিশ কোটি দেবতারও সাধ্য নাই যে গুড়কে আসনচ্যুত করিতে পারে।

গুড়-প্রস্তুতে অপচয়

আমাদের এই পাড়াগেঁয়ে মানুষগুলির ধারণায় গুড়ের অন্য কোনরূপ সদ্ব্যবহার হইতেই পারে না, এবং তাদের রসনায় সাদা চিনির চেয়ে গুড়ই মিষ্টি লাগে বেশী। এই গুড় প্রস্তুত ব্যাপারে অপচয় হয় অত্যন্ত বেশী। এই অপচয় নিবারণের জন্য যুক্তপ্রদেশে প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া উন্নত ধরণের ছোট ছোট কারখানা তৈয়ার করিয়া দেশবাসীকে শিক্ষা দেওয়াও হইতেছে; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল ফলিতেছে না। কলের লাঙ্গল চালাইতে গিয়া সরকারী কৃষি বিভাগ যেমন অপদস্থ হইয়াছে, চিনির কুঠির বেলাতেও সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। যন্ত্রপাতি কম দামের না হইলে এবং সেই সকল সারাইবার ব্যবস্থা পাড়াগাঁয়ে না থাকিলে কৃষকের নিকট এই সমস্ত যন্ত্রপাতির কোন আদর হইবে না।

দেশীয় গুড়প্রস্তুত-প্রণালীতে দুই উপায়ে অপচয় ঘটিয়া থাকে, (১) প্রথমতঃ আখমাড়ানোর দোষে শতকরা ২৫ভাগ রস ছোব্‌ড়ার মধ্যেই থাকিয়া যায়। এই রসযুক্ত ছোব্‌ড়া শুকাইয়া লইয়া শেষকালে রস জ্বাল দেওয়া হয়। সুতরাং শতকরা ২৫ভাগ রস পোড়াইয়া ফেলা হয়। (২) দ্বিতীয়তঃ, রস সিদ্ধ করিবার দোষে ও সিদ্ধ করিতে দেরী হওয়ার জন্য প্রায় শতকরা ৩৪ ভাগ রস নষ্ট হইয়া যায়। ভারতীয় শর্করা-কমিটি স্থির করিয়াছে যে, বৎসর বৎসর ১,০৬৮,৯৬০ টন সুক্রস্ হইতে ঝোলা গুড় তৈয়ার করা হয়। এই পরিমাণ সুক্রস হইতে প্রায় ১০ লক্ষ টন গুড় হইতে পারে। গুড়-প্রস্তুত-প্রণালীর দোষ ছাড়া আখের চাষেও যথেষ্ট ত্রুটি রহিয়াছে। ভারতীয় আখে সুক্রস অল্প, আবার তাহাতে এই আখ থেকে প্রধানতঃ গুড়ই প্রস্তুত হয়। সুতরাং দুনিয়ার বাজারে এই আখের যেরূপ দাম হওয়া উচিত তাহা হইতেছে না। ভারতের আখ থেকে যদি

কেবলমাত্র গুড়ই উৎপন্ন করা হইতে থাকে (শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ গুড়ই থাকে, অবশিষ্ট শতকরা ১ভাগ মাত্র চিনিতে পরিণত করা হয়), আর ভারতকে যদি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিনি উৎপাদনকারী দেশ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে আখের বেলায় ভারতে কি ভীষণ অপচয় ঘটিতেছে।

ভারতে সিমেণ্ট আমদানি

অল্পদিন হইল স্যর পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস একটী বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে ব্রহ্মদেশ লইয়া বৃটিশ ভারতে মোট সিমেণ্ট আমদানির পরিমাণ লিখিত হইয়াছে। ১৯২৮ সনের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত দশ মাসের ভিতর সিমেণ্ট আসিয়াছে ১,০০,৮০০ টন। ১৯২৭ সনে এই দশ মাসের মধ্যে আমদানি সিমেণ্টের পরিমাণ ছিল ৯৮,০০০ টন। এই দুই সংখ্যা দেখিয়া মনে হয় ১৯২৮ সনে সিমেণ্ট আমদানি সেরূপ বাড়ে নাই। ১,০০,৮০০ টন সিমেণ্টের মধ্যে এক বার্ম্মাতেই ৪৩,০০০ টন গিয়াছে। এই প্রদেশে ভারতীয় সিমেণ্ট কোম্পানীগুলি আদৌ মাল বিক্রয় করে না। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি বৈদেশিক সিমেণ্টের ২৭,০০০ টন গ্রহণ করিয়াছে। এই প্রদেশে ও এক সাহাবাদ সিমেণ্ট কোম্পানী ছাড়া অন্য কোন ভারতীয় কোম্পানী সিমেণ্ট বেচিতে পারে না। সুতরাং দেখা-যাইতেছে ১৯২৮ সনের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত দশ মাসের ভিতর ১,০০,৮০০ টন আমদানি সিমেণ্টের মধ্যে কেবলমাত্র ৩০,০০০ টন মালের সহিত ভারতীয় সিমেণ্ট কোম্পানীগুলি প্রতিযোগিতা করিবার অবসর পাইয়াছে। এই ৩০,০০০ টনের মধ্যে বাঙলা আমদানি করিয়াছে ২৪,০০০ টন, আর এই মালের অধিকাংশই চালান হইয়াছে আসামের চা-বাগান ও এমন কতকগুলি স্থানে, যেখানে ভারতীয় সিমেণ্টের প্রবেশাধিকার নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

বিলাতের পুঁজি রপ্তানি

১৯২০ সন হইতে ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত ছয় বৎসরে বিলাত অপেক্ষা মার্কিণ হইতে অনেক কম পুঁজি বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। বিলাত অপেক্ষা মার্কিণ মুল্লুকে বিদেশী পুঁজি আমদানি হইয়াছে অধিকতর মাত্রায়।

কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বিলাতী মার্কিণ বা অন্যান্য সকল প্রকার সিকিউরিটি সম্বন্ধে বিচার করিলে দেখা যায় যে, উত্তমর্ণ দেশ হিসাবে মার্কিণের চেয়ে বিলাতের লাভ হইয়াছে অনেক বেশী। মার্কিণের "ইকনমিষ্ট" পত্রিকার ২রা জুন, ১৮২৮, সংখ্যাতে কতকগুলি হিসাব পত্রের অঙ্ক বাহির হয়। ইহা ১৯২২ সন হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত ৭ বৎসরের হিসাব। এই তালিকাতেও দেখা যায় একই কথা। ঐ পত্রিকায় ইহার সমালোচনাও বাহির হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া হইল। বিলাতী অঙ্কগুলি সরকারী; কিন্তু মার্কিণ অঙ্কগুলি সিটি ব্যাঙ্ক অব্ নিউইয়র্কের বাণিজ্য-বিভাগ হইতে প্রকাশিত। ইকনমিষ্ট পত্রিকার মত :—

নিম্নে গত ছয় বৎসরের তালিকা দেওয়া হইতেছে। মিষ্টার হুভারের বুলেটিন হইতে ইহা উদ্ধৃত। হুভারের বুলেটিন নিভুঁল নহে। সেই জন্য আমরা পুঁজি রপ্তানি বিষয়ে যথোপযুক্ত অনুসন্ধান করিয়া তালিকা সংশোধিত করিয়াছি। সুতরাং হুভারের বুলেটিন অনুসারে রপ্তানি পুঁজির যে পরিমাণ জানা যায় তার চেয়ে বেশী পুঁজি রপ্তানি হইয়াছে। কিন্তু পুঁজি রপ্তানি বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ হিসাব করিয়াও দেখা যায় যে বিলাতী পুঁজি রপ্তানি হইয়াছে মার্কিণ পুঁজির চেয়ে অনেক বেশী।

বিলাত ও মার্কিণ হইতে মোট পুঁজি আমদানি (−) ও রপ্তানির (+) হিসাব :—

	মার্কিণ মুল্লুক		বিলাত	
	হুভারের তালিকা	সংশোধিত তালিকা		
	লক্ষ ষ্টার্লিং	লক্ষ ষ্টার্লিং	লক্ষ পাউণ্ড	লক্ষ ষ্টার্লিং
১৯২২	+১৩০০	+২৬৩০	+১৫৪০	+৬৮১০
১৯২৩	−২২৮০	−১১২০	+১৫৩০	+৬৯৯০
১৯২৪	+৩১০০	+৩০৬০	+ ৮৬০	+৩৯০০
১৯২৫	+৪২৯০	+৪৯৩০	+ ৫৪০	+২৬১০
১৯২৬	+ ১৩০	+১৬৩০	− ৭০	− ৩৪০
১৯২৭	+৬৭১০	+৬৭১০	+ ৯৬০	+৪৬৬০
	+১৩,২৫০	+১৭,৮৪০	+৫,৩৬০	+২৪,৬৩০

এই সমস্ত আঁক-জোক যে খাঁটি সত্য সেরূপ ধারণা করা যায় না, তবে নিতান্ত অসম্ভবও নয়। বিদেশ থেকে মার্কিণ দেশে পুঁজি আমদানি হয়, আবার মার্কিণ দেশ থেকেও বিদেশে পুঁজি রপ্তানি হয়। তবে মার্কিণে এখন পুঁজি আমদানির চেয়ে রপ্তানির পরিমাণ অনেক বেশী। কিন্তু মার্কিণ থেকে বিদেশে পুঁজি রপ্তানি আর মালের আকারে হয় না। মার্কিণ পুঁজি বিদেশে যায় একেবারে সিকার আকারে। কখনও কখনও জাহাজ বোঝাই হইয়া সোনাও চালান হয়।

উপরে যে তালিকা দেওয়া হইল তাহা মার্কিণ ও বিলাতী সরকারী হিসাব। উহা হইতে কোনরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করা সোজা ব্যাপার নয়। তবে এই তালিকা দেখিয়া

ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মার্কিণ হইতে খুব বেশী পুঁজি চালান হইতেছে। তবে আর্থিক জগতের প্রভুত্বে বিলাত এখনও মার্কিণের উপরেই রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

জার্ম্মাণির তুলা ও লিনেন শিল্প

জার্ম্মাণিতে তুলাশিল্প গোটা দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। এই দেশে প্রায় ৯,৪৬৪,০০০টা মাকু ও ২১০,০০০ খানা তাঁত চলিতেছে। এই সকল তাঁতের মধ্যে ৮০,০০০ খানা তাঁতে রঙ্গীন বস্ত্র প্রস্তুত হয়। সূতাকাটা ও কাপড় বুনাইবার কারখানাগুলি প্রধানতঃ স্যাক্সনি, সাইলেশিয়া, দক্ষিণ জার্ম্মাণি, রাইন প্রদেশ এবং ওয়েষ্ট ফ্যালিয়া অঞ্চলে। স্যাক্সনির মিলগুলিতে বেশীরভাগ ঋতু-বিশেষের চাহিদা অনুসারে বস্ত্র উৎপাদিত হয় এবং দক্ষিণ জার্ম্মাণিতে প্রধানতঃ দামী কাপড় চোপড় তৈরি হয়। ১৯২৩-২৪ সনে জার্ম্মাণির তুলা লাগিয়াছিল ১,২৭৫,০০০ বেল। জার্ম্মাণ কোম্পানীগুলির উপর গুরুব্যয়ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। মাল প্রস্তুতের খরচ পড়িতেছে অত্যন্ত অধিক। সুতরাং যুদ্ধের পূর্ব্বে দুনিয়ার বাজারে জার্ম্মাণি যেরূপ তুলাজাত মালপত্র যোগাইত, সে তুলনায় এখন কিছুই রপ্তানি করিতে পারিতেছে না বলিতে হয়।

নানা জাতীয় বয়ন-শিল্পের মধ্যে লিনেন-শিল্পও একটা বয়ন-শিল্প। বর্ত্তমানে জার্ম্মাণিতে এই শিল্পের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল। রাশিয়া হইতে ফ্ল্যাক্স বা মসিনা আদৌ আসিতেছে না। সুতরাং কাঁচামালের অভাবেই জার্ম্মাণির এই শিল্পটা মাটি হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এখন কষ্টে সৃষ্টে এই ফ্ল্যাক্স চিজ্‌টা জার্ম্মাণিতেই উৎপন্ন করিবার চেষ্টা চলিতেছে এবং চেষ্টা ফলবতীও হইয়াছে অনেকাংশে। সুতরাং আশা করা যায়, এই শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। জার্ম্মাণির অনেকগুলি বয়ন-শিল্পকে পূর্ব্বের মত মাথা তুলিতেই অনেক কাঠখড় পোড়াইতে হইবে। এইরূপ শিল্পের মধ্যে লিনেন শিল্পকেও ধরিতে হইবে। কাঁচামাল দুষ্প্রাপ্য হওয়ার জন্য উৎপন্ন বস্ত্রের খুব বেশী দাম পড়িতেছে। সুতরাং লিনেন কাপড়ের চাহিদা খুবই কম। কারখানাগুলিও বহুল পরিমাণে মাল উৎপাদন করিবার অবসর পাইতেছে না, সুতরাং অনেকটা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচা মাল যোগানোর ব্যবস্থা না করিতে পারিলে এই শিল্পের মাথা তুলিবার আর উপায় নাই।

১৯২৮ সনে কানাডার শ্রী-বৃদ্ধি

১৯২৩ সনে কানাডাতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গম উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯২৮ সনের উৎপাদন ১৯২৩ সনকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। ১৯২৮ সনের উৎপাদনের পরিমাণ ৫০ কোটি বুশেল; ১৯২৩ সনের তুলনায় ইহা ২½ কোটি বুশেল বেশী।

কানাডার প্রধান শিল্প কৃষিতেই যে কেবল উন্নতি দেখা দিয়াছে তাহা নহে। কৃষির পর খনিই কানাডার প্রধান শিল্প; খনিতেও যথেষ্ট উন্নতি দেখা গিয়াছে। ১৯২৭ সনে ২৪৭,৫৫৬,৬৯৫ ডলার মূল্যের খনিজ পদার্থ তোলা হইয়াছিল। ১৯২৮ সনে ২৬ কোটি ডলার মূল্যের খনিজ পদার্থ উঠিয়াছে।

গত বৎসরের কৃষি ও খনির অভূতপূর্ব্ব বৃদ্ধির ফল এই বৎসরের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিতে পাওয়া যাইতেছে এবং ভবিষ্যতেও কয়েক বৎসর ধরিয়া ভোগ করা যাইবে।

ক্যানেডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ে গত বৎসরে যত গম বহিয়াছিল পূর্ব্বে আর কোন বৎসর তাহা বহে নাই। ১৯২৭ সনে ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ বুশেল (৯৩,৫৮০ গাড়ী) বহিয়াছিল, ১৯২৮ সনে বহিয়াছে ২০ কোটি বুশেল (১৩৮,৬৪৩ গাড়ী)।

কানাডার বহির্ব্বাণিজ্যও গত বৎসরে খুব বাড়িয়াছিল। ১৯২৭ সনের আমদানি ও রপ্তানির মূল্য যথাক্রমে ৯১০,৩১৩,০০০ ও ৯৩৫,৯৪০,০০০ ডলার; ১৯২৮ সনের আমদানি ও রপ্তানির মূল্য যথাক্রমে ১,০২৪,৬৯৩,০০০ ও ১,০৫১,৮৯০,০০০ ডলার।

বহির্ব্বাণিজ্যের সাহায্য করিবার এবং বহির্ব্বাণিজ্য আরও বাড়াইবার জন্য ক্যানেডিয়ান প্যাসিফিক কোম্পানী ১০টা প্রকাণ্ড জাহাজ তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। জগতে এই শ্রেণীর যত জাহাজ আছে এই জাহাজগুলা

গতি-বেগ বা সাজসজ্জায় তাদের অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট হইবে না।

রুশ-জার্ম্মাণ বাণিজ্য-সন্ধি

গত ২১শে ডিসেম্বর মস্কো সহরে একটা রুশ-জার্ম্মাণ বাণিজ্য-সন্ধি সহি করা হইয়াছে। রুশ-জার্ম্মাণ বাণিজ্য আরও বাড়াইবার চেষ্টার ইহা প্রথম ধাপ। এই সন্ধির প্রধান কথাগুলা এইরূপ :—

(১) কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রুশিয়াকে যে ত্রিশ কোটি মার্ক ঋণ দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে রুশিয়া ও জার্ম্মাণির যে বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে তাহা স্বীকার করা হইয়াছে ;

(২) ভবিষ্যতে রুশিয়াকে ঐরূপ ঋণ দিবার কথাবার্ত্তা শীঘ্র আরম্ভ করা হইবে ;

(৩) বাণিজ্যিক গোয়েন্দাগিরি লইয়া রুশিয়া ও জার্ম্মাণিতে এ পর্য্যন্ত মন-কষাকষি চলিতেছিল ; রুশিয়া ঐ সম্বন্ধে আন্তর্জ্জাতিক বিধি মানিতে সম্মত হওয়াতে মনোমালিন্য দূর হইয়াছে ;

(৪) রুশ-শিল্প যাহাতে আরও বেশী করিয়া জার্ম্মাণ আইনের আশ্রয় পায় এবং জার্ম্মাণ শিল্প যাহাতে আরও বেশী করিয়া রুশ আইন কর্ত্তৃক রক্ষিত হয়, তাহার বন্দোবস্ত করা হইবে ;

(৫) কতকগুলা জিনিষের (বাসন কোসন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ঔষধপত্র, রাসায়নিক ও ফটোগ্রাফ-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি) আমদানি সম্বন্ধে শুল্ক-আফিসের অসুবিধাগুলা দূর করা হইবে ইহা প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে ;

(৬) বার্লিন ও মস্কোর মধ্যে যাহাতে টেলিফোন স্থাপিত হয় তাহার জন্য শীঘ্র কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইবে ;

(৭) দুই দেশের মধ্যে জাহাজ চলাচলা বাড়াইবার জন্য জার্ম্মাণ জাহাজ-কোম্পানী-সভার বোর্ড ও রুশ বাণিজ্য-পোতগুলার বোর্ডের সহিত কথাবার্ত্তা চলিবে ;

(৮) যে সকল জার্ম্মাণ, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে রুশিয়াতে বিশেষ অধিকার পাইয়াছে, তাহারা সুবিধা বাড়াইবার জন্য সোজাসুজি রুশ কর্ত্তৃপক্ষদের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে পারিবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার আমদানি-বাণিজ্য বিলাতের অবনতি

১৯২২ সনে বিলাত হইতে দক্ষিণ আফ্রিকা যত দামের (২ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড) মাল আমদানি করিয়াছিল ১৯২৭ সনে তাহা অপেক্ষা বেশী দামের (৩ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড) মাল আমদানি করিয়াছে বটে, কিন্তু ১৯২২ সনে দক্ষিণ আফ্রিকার মোট আমদানির শতকরা যত ভাগ (৫৬·৪) বিলাত হইতে আসিয়াছিল ১৯২৭ সনে তাহা অপেক্ষা অনেক কম (শতকরা ৪৪·৮ ভাগ) আসিয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার আমদানি-বাণিজ্যে হঠিতে বাধ্য হওয়াতে বিলাতের ব্যবসায়ীরা চিন্তিত হইয়াছে। এইরূপ হঠিবার কারণ কি তাহা তাহারা ভাবিয়া চিন্তিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহাদের আবিষ্কৃত কারণগুলা নিম্নে বলা যাইতেছে :—

(১) দক্ষিণ আফ্রিকাতে কারখানার সংখ্যা বাড়িতেছে। ইহার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা তৈরী মালের আমদানি কমাইয়া বেশী পরিমাণে কাঁচা মাল আমদানি করিতেছে ;

(২) ১৯২৫ সনের শুল্ক আইন অনুসারে অন্য দেশ হইতে আমদানি করা মালের তুলনায় বিলাত হইতে আমদানি করা মালকে কম শুল্ক দিতে হইত ; কিন্তু এই সুবিধা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে ;

(৩) দক্ষিণ আফ্রিকা গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত অন্যান্য দেশ হইতে এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী মাল সোজাসুজি আমদানি করিতেছে ;

(৪) বিলাতী জিনিষের দর বেশী হইলেও, গুণে অন্যান্য দেশের জিনিষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীরা সস্তা জিনিষের দিকেই ঝোঁকে বেশী, জিনিষের ভালমন্দ তত নিখুঁতভাবে বিচার করে না ;

(৫) এমনও শুনা গিয়াছে যে, বিলাতী জিনিষের চাহিদা থাকিলেও, ব্যবসাদারেরা সেগুলা আদবেই সংগ্রহ করিতে পারে না অথবা সহজে সংগ্রহ করিতে পারে না বলিয়া বিলাতী জিনিষের কাটতি কমিয়া যাইতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবসাদারেরা কোন্ কোন্ বিলাতী জিনিষ

কোথায় কি দরে পাওয়া যায় তাহা যাহাতে সহজে জানিতে পারেন তাহার জন্য অনেকগুলা বিলাতী ফার্ম্ম দক্ষিণ আফ্রিকায় অনেকগুলা উচ্চশ্রেণীর বিক্রয়-প্রতিষ্ঠান খুলিয়াছেন। বিলাতী ফার্ম্মগুলার ডিরেক্টার ও ম্যানেজাররা গত ৫ বৎসরের মধ্যে অনেকবার দক্ষিণ আফ্রিকায় বেড়াইয়াও গিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও ঐরূপ অভিযোগ শুনা যাইতেছে। উক্ত অসুবিধা দূর করিবার জন্য ভবিষ্যতে আরও কোন শ্রেষ্ঠতর উপায় অবলম্বন করা দরকার।

৪টী দেশের জাতীয় ঋণ

১৯২৮ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে বিলাত, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মাণি ও ফ্রান্স—এই কয়টি দেশের জাতীয় ঋণের পরিমাণ কত ছিল তাহার হিসাব—

	মোট ঋণ	মাথা পিছু	ষ্টার্লিংএ মাথা পিছু ঋণের হিসাব
	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
বিলাত	৭,৫২৭,৫৭০,০০০	১৬৫·৭	১৬৫·৭
ফ্রান্স (দশ লক্ষগুণ করিতে হইবে) :—			
দেশীয়	২৯১,৩০৬ ফ্রাঁ	৭১৪৯·৭ ফ্রাঁ	৫৭·৬
বৈদেশিক	১৭৮,৭৩৮ „	৪৩৮৬·৮ „	৩৫·৪
	৪৭০,০৪৪ „	১১,৫৩৬·৫ „	৯৩·০
জার্ম্মাণি (ক্ষতিপূরণের জন্য দেয় টাকা বাদ দিয়া)	(রাইখ্‌স্ মার্ক)	(রাইখ্‌স্ মাক)	
	৭,৮৯০,৬০০,০০০	১২৪·৮	৬·১
	(ডলার)	(ডলার)	
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	১৭,৬৩৩,১১৫,০০০	১৪৯·৪	৩০·৬

(ক) ফ্রান্সের বৈদেশিক ঋণের যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা ১৯২৮ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখের নহে, ১৯২৭ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখের। শেষোক্ত তারিখে বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রায় ফ্রান্সের যত ঋণ ছিল, তৎকালীন বিনিময় হার অনুসারে তাহাকে ফ্রাঁতে পরিণত করা হইয়াছে।

(খ) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্য জার্ম্মাণিকে প্রতি বৎসর ২৫০ কোটি সোণার মার্ক দিতে হইতেছে। জার্ম্মাণির জাতীয় ঋণের মধ্যে ইহা ধরা হয় নাই; জার্ম্মাণির অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলার ঋণও ধরা হয় নাই।

(গ) যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের ঋণ ধরা হইয়াছে; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলার ঋণ ধরা হয় নাই।

জার্ম্মাণিতে নকল রেশম উৎপাদন

বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া জার্ম্মাণ জাতি যেসকল শিল্প নবীন উৎসাহে চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে নকল রেশম তাহাদের অন্যতম। দুনিয়ার আরও পাঁচটা দেশে এই নয়া শিল্প যেরূপ ভাবে উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে জার্ম্মাণিতেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে না। নকল রেশমের সর্ব্ববৃহৎ ও সর্ব্বপুরাতন কারখানা বর্ত্তমান পশ্চিম জার্ম্মাণিতে (ওবেরবুর্ক, কেলষ্টার ব্যাক্-অন-মেন ও বার্মেণ)। পরে স্যাক্সনি, সাইলেসিয়া, বার্লিন ও দক্ষিণ জার্ম্মাণিতেও নকল রেশমের কারখানা খোলা হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বয়ন-শিল্পে নকল রেশম ব্যবহারের রেওয়াজ ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে। বৎসর বৎসর এই মাল উৎপাদনের বহরও বাড়িয়া যাইতেছে। নকল রেশম উৎপাদনের জন্য আরও কয়েকটী বড় বড় কারখানা খুলিবার কথা। তন্মধ্যে কলোন ও ব্রেস্‌ল সহরে ১৯২৮ সনের মধ্যেই মাল উৎপন্ন করিবার কথা ছিল। ১৯২৬ সনে জার্ম্মাণিতে প্রস্তুত নকল রেশমের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ কিলোগ্রাম অর্থাৎ গোটা দুনিয়ায় উৎপন্ন নকল রেশমের শতকরা ১৫ ভাগ। নকল রেশমজাত বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার জন্য জার্ম্মাণির নকল রেশমের দরকার বাৎসরিক অনুমান প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ গ্রাম, সুতরাং নকল রেশম তৈরি করিবার জন্য যেসকল নূতন নূতন কারখানা তৈয়ার করা হইতেছে মাল বিক্রয়ের জন্য সেই সকল কারখানাকে আর ভাবিতে হইবে না। নকল রেশমজাত কাপড়-চোপড় তৈরির কারখানাগুলি বয়ন-শিল্পের প্রধান আড্ডা স্যাক্সনি প্রদেশ, উপার উপত্যাকা, ক্রেফেল্ড, বার্লিন ও উটেমবার্গ

অঞ্চলে। শেমিজ সহরের হোসিয়ারি শিল্প, আপল্ডার নিট্‌ওয়ের শিল্প, প্লোয়েনের লেস-শিল্প, উপার ভ্যালির ফিঁতা-শিল্প, এবং ক্রেফেল্ড জেলার মখমল ও রেশম শিল্পেই বেশীর ভাগ নকল রেশম খরচ হইয়া থাকে।

৫টী দেশে মাথাপিছু খাজনা

	বিলাত (পাউণ্ড	শি	পে)	ফ্রান্স (ফ্রাঁ)	জার্ম্মাণি* (রাইখস্‌মার্ক)	ইতালি (লিয়ার)	মাঃ যুক্তরাষ্ট্র* (ডলার)
১৯১৩ (অথবা ১৯১৩-১৪)	৩	১১	৪	৮৪'৫	৩১'৩	৫৩.৮	৬.৮
১৯১৯ (অথবা ১৯১৯-২০)	২১	১৪	৫	২২১'১	‡	১৭৯.৩	৫৩.৮
১৯২০ (অথবা ১৯২০-২১)	২২	০	৮	৩৯৩'২	‡	২৪৮.৭	৪৫.২
১৯২১ (অথবা ১৯২১-২২)	১৮	১	১০	৪২৬'৯	‡	৩১৩.৯	৩২.৫
১৯২২ (অথবা ১৯২২-২৩)	১৭	৮	১	৪৬৭'৭	‡	৩২৭.৭	২৮.৬
১৯২৩ (অথবা ১৯২৩-২৪)	১৬	২	৫†	৫২২'৭	†	৩৭৩.২	২৯.৭
১৯২৪ (অথবা ১৯২৪-২৫)	১৫	৯	০†	৬৭৬'১	১১৭'০	৩৮০.৪	২৭.৫
১৯২৫ (অথবা ১৯২৫-২৬)	১৫	২	৮†	৭০২'৪	১০৮'৪	৪২৬.৮	২৯.৬
১৯২৬ (অথবা ১৯২৬-২৭)	১৪	১১	৮†	৯১০'২	১১৩'৪	৩৯৪.৪	৩০.০
১৯২৭ (অথবা ১৯২৭-২৮)	১৫	৬	৩†	১,১০৪'৭	১৩৪'২	৪০৯.৬	২৮.৫

মোশুল তৈলখনির খাজনা পাইবে ইরাক

মোশুল তৈলখনিগুলা হইতে উত্তোলিত তৈল লইয়া যখন ব্যবসা চলিতে আরম্ভ হইবে, তখন তৈল কোম্পানীকে নিম্নলিখিত হারে ইরাক গভর্ণমেণ্টকে খাজনা (রয়েলটি) দিতে হইবে—প্রতি টন অশোধিত তৈল বাহির করার জন্ত ৪ শিলিং হিসাবে এবং প্রতি হাজার ঘনফুট বিক্রীত গ্যাসের জন্ত ২ পেনি হিসাবে। বিলাতের গভর্ণমেণ্টকে কোন খাজনা দিতে হইবে না।

বৈদেশিক মূলধনের আমদানি বন্ধ করিবার চেষ্টা

বিলাতের জেনারেল ইলিক্‌ট্রিক কোম্পানী স্থির করিয়াছে যে, ভবিষ্যতে যে সকল নূতন শেয়ার বাহির করা হইবে সেগুলা কেবল ইংরেজ অংশীদাররাই কিনিতে পারিবে। উক্ত কোম্পানীর অংশীদারদের সাধারণ সভায় এই সিদ্ধান্তটী পেশ করা হইবে। সিদ্ধান্তটী মার্কিণ অংশীদারদের স্বার্থের বিরুদ্ধে। সেইজন্ত তাহারা ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়া সাধারণ সভায় উহার প্রতিবাদ করিবে স্থির করিয়াছে।

১৯২৮ সনে বিলাতী রেলের আয়

বিলাতের রেলগুলা ৪টী সঙ্ঘের অধীনে দলবদ্ধ। এই চারিটীর মধ্যে তিনটীর গত বৎসরের রিপোর্ট জানা গিয়াছে। গত বৎসরে তিনটীর মোট আয় ছিল—১৮ কোটি পাউণ্ড। ১৯২৭ সনের তুলনায় ইহাদের আয় কমিয়াছে ৯০ লক্ষ পাউণ্ড। লণ্ডন মিডল্যাণ্ড অ্যাণ্ড স্কটিশের কমিয়াছে ৪,৩০০,০০০ পাউণ্ড, গ্রেট ওয়েষ্টার্ণের কমিয়াছে ১,৩৮৭,০০০ পাউণ্ড এবং সাদার্ণের কমিয়াছে ৬৯৫,০০০ পাউণ্ড।

* অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলার খাজনা ধরা হয় নাই।

† আইরিশ ফ্রী ষ্টেটকে বাদ দিয়া হিসাব করা হইয়াছে।

‡ কাগজের মার্কের দাম পড়িয়া যাওয়ার জন্ত ১৯১৯ হইতে ১৯২৩ সনের বার্ষিক খাজনার হিসাব কোনও কাজে লাগিবে না বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই।

আয় কমিবার প্রধান কারণ রেলগুলার শ্রেষ্ঠ খরিদ্দার বিলাতের প্রধান প্রধান শিল্পগুলার মন্দা অবস্থা; দ্বিতীয় কারণ বাসের প্রতিযোগিতায় রেলের সাহায্যে লোক ও মাল চলাচলের হ্রাস।

. আয় কমিলেও লভ্যাংশ বিশেষ কমে নাই। সাদার্ণ সঙ্ঘ ডেফার্ড ষ্টকের উপর পূর্ব্ব হারেই (শতকরা ২) লভ্যাংশ দিয়াছে। লণ্ডন মিডল্যাণ্ড অ্যাণ্ড স্কটিশ অর্ডিনারি ষ্টকওয়ালাদের শতকরা ৪½ এর স্থানে ৩½ এবং গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ শতকরা ৭এর স্থানে ৫ হারে লাভ দিয়াছে। লভ্যাংশ আরও না কমিবার কারণ হইতেছে এই যে, রেলের কাজ কমিবার সঙ্গে সঙ্গে খরচও কমিয়া গিয়াছে—লোহা-লক্কড়ের ক্ষয় কম হইয়াছে। মেরামতের খরচ কমিয়াছে। কয়লার খরচও কম হইয়াছে (কয়লার খরচ কম হওয়াতে রেলের সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু কয়লাওয়ালাদের অসুবিধা হইয়াছে)। লণ্ডন মিডল্যাণ্ড অ্যাণ্ড স্কটিশ, গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ ও সাদার্ণের যথাক্রমে ৩,২০০,০০০,—১,৩৮৭,০০০ ও ৫০০,০০০ পাউণ্ড খরচ কমিয়াছে।

লভ্যাংশ বিতরণ সম্বন্ধে দুইটা আশার কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাইতে পারে—জমানো টাকা ভাঙ্গিয়া লাভ দেওয়া হয় নাই। চলতি আয় হইতেই দেওয়া হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ—লাভ বিতরণ করিয়াও গত বৎসরের আয় হইতে বেশ মোটা টাকাই বাঁচিয়াছে, তাহা এই বৎসরের হিসাবে জমা করা হইয়াছে। তবে, রেলগুলা সঙ্ঘবদ্ধ হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত কোন বৎসরে (সাধারণ ধর্ম্মঘটের বৎসর—১৯২৬ সন ব্যতীত) এত কম লাভ দেওয়া হয় নাই—ইহা ভাবিবার কথা বটে।

লণ্ডন সহরের মাটীর নীচের রেলগুলার অবস্থা কিন্তু মন্দ ছিল না। লোক ও মাল চলাচল, আদায়, বিতরিত লভ্যাংশ, বৎসরের উদ্বৃত্ত অর্থ—সবই বাড়িয়াছে। দেখা যাইতেছে, বিলাতের সমগ্র দেশটা প্রধান প্রধান রেলপথ-গুলাকে কাজ যোগাইতে অসমর্থ হইয়াছিল বটে। কিন্তু লণ্ডনবাসীরা তাহাদের রেলগুলাকে কাজ যোগাইতে অসমর্থ হয় নাই। বুঝা যাইতেছে, বাণিজ্যের মন্দা অবস্থা লণ্ডনের রেলগুলাকে আঘাত করে নাই। মোটরের প্রতিযোগিতার ফলে কাছাকাছি স্থানের যাত্রীর সংখ্যা কমিয়াছে বটে, কিন্তু দূরের যাত্রীর সংখ্যা বাড়িয়াছে—দূর সহরতলী হইতে বেশী সংখ্যায় যাত্রী রেলে চড়িয়া লণ্ডনে আসিতেছে সীজন্ টিকিটের আয়বৃদ্ধি হইতে ইহা বুঝা যায়।

মার্কিণ চাষের ফিরিস্তি

১৯২৮ সনের প্রথম নয় মাসের মধ্যে মার্কিণ মুল্লুকে ফসল উৎপন্ন হইয়াছে অত্যন্ত বেশী। তবে যে এত ফসল অন্য কোন বারেই হয় নাই এমন নয়। মার্কিণ কৃষি বিভাগের গত অক্টোবরের হিসাব হইতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ মোটামুটি বেশ জানিতে পারা গিয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এবার শতকরা ৫ ভাগ বেশী শস্য উৎপন্ন হইয়াছে। যব ও গম এই দুইটা শস্য এত বেশী পরিমাণে জন্মিয়াছে যে, মার্কিণের কপালে এমন আর কখনও ঘটে নাই। অন্যান্য প্রধান প্রধান শস্যও গড়ে যে পরিমাণ ফসল মার্কিণের মাটিতে ফলে তার চেয়ে বেশী মাত্রায় ফলিয়াছে। নিম্নে গত নয় মাসে কি কি ফসল কি পরিমাণে ফলিয়াছে তাহা এবং ঐ ঐ শস্যের গত পাঁচ বৎসরের গড়পড়তা ফলন দেওয়া হইল।

		১লা অক্টোবর, ১৯২৮ তারিখের হিসাব অনুসারে	১৯২৭	১৯২২—১৯২৬ সন পর্য্যন্ত ৫ বৎসরের গড় পরিমাণ
		লক্ষ	লক্ষ	লক্ষ
কর্ণ	বুশেল	২,৯০৩০	২৭,৭৪০	২৭,৭৬০
শীতের গম	"	৫৭৯০	৫,৫৩০	৫,৫৬০
বসন্তের গম, (মার্কিণ)	"	২৪০০	২৪০০	১৯০০

		১লা অক্টোবর, ১৯২৮ তারিখের হিসাব অনুসারে	১৯২৭	১৯২২—১৯২৬ সন পর্য্যন্ত ৫ বৎসরের গড় পরিমাণ
		লক্ষ	লক্ষ	লক্ষ
নানাজাতীয় গম	"	৯০৪০	৮৭৩০	৮০৭০
যই	"	১৪,৫৩০	১১৮৪০	১৩,৫২০
যব	"	৩৫১০	২৬৪০	১৯২০
রাই	"	৪৩৩	৫৮৮	৬৩৮
বাক্‌হুইট্‌	"	১৪৮	১৬০	১৩৭
ফ্ল্যাক্সের বীজ	"	২২৫	২৬৬	২০১
ধান, ৫টী ষ্টেটের	"	৩৮৮	৪৪৩	৩৬৩
শর্ঘাম শস্য	"	১২৫০	১৬৮০	১১৫০
চিনির বীট	টন	৬৭.৬	৭৭.৫	৭৩.৬
শাদা আলু	বুশেল	৪৬৪০	৪০৭০	৩৯৪০
মিষ্ট আলু	"	৭৮৫	৯৩৯	৮১১
তামাক	পাউণ্ড	১৩৫৩০	১২১১০	১৩৩৮০
বরবটী (খাদ্যোপযোগী)	বুশেল	১৫৯	১৬৯	১৬৩
বিচালী	টন	৯২৭	১০৬৫	৯১০

মূল্য হিসাবে বড় বড় ফসলের মধ্যে জই, যব, গম, প্রভৃতি খাদ্য শস্য, আলু এবং তামাক মার্কিণ কৃষকদিগকে নিরাশ করিয়াছে বটে কিন্তু মোট উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ধরিলে দেখা যায় মার্কিণ চাষী ১৯২৭ সনের মত ফসলের দাম পাইয়াছে। অবশ্য ১৯২৬ সন অপেক্ষা ১৯২৭ সনে ফসলের দাম মিলিয়াছিল অনেক বেশী। ১৯২৭ ও ১৯২৮ এই দুই বৎসরের প্রধান প্রধান শস্যের মূল্য তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। দুই বৎসরেই ১লা অক্টোবর তারিখের সরকারী হিসাব লওয়া হইয়াছে।

(লক্ষ ডলারে হিসাব দেওয়া হইল)

	১৯২৮	১৯২৭	পরিবর্ত্তন (কম বা বেশী)	পরিবর্ত্তন শতকরা হিসাব
গম	১০,৮৮০	১১,৫৪০	— ৬৬০	— ৫.৭
কর্ণ্‌	২৩,৪৩০	২৫,২২০	—১,৭৯০	— ৭.২
হে	২২,২৫০	১৮,২০০	+৪,০৫০	—২২.৩
জই	৬,৩৬০	৬,০৩০	+ ৩৩০	+ ৫.৫
যব	২,৩৬০	২,২০০	+ ১৬০	+ ৭.৩
ফ্ল্যাক্স বীজ	৪৮০	৫২০	— ৪০	— ৭.৭
রাই	৪৪০	৬০০	— ১৬০	—২৬.৭
ধান	৪২০	৪৮০	— ৬০	—১২.৫
মোট	৬৬,৬২০	৬৪,৭৯০	+১৮৩০	+ ২.৮
তুলা	১৩,৭৯০	১৩,৭৭০	+ ২০	+ ০.১
শাদা আলু	৩,৩৯০	৪,২৩০	— ৮৪০	+১৯.৯
তামাক	১,০৭০	১,৮২০	— ৭৫০	+৪১.২
মিষ্ট আলু	১,০০০	১,২৭০	— ২৭০	—২১.৩
চিনি	৯০০	১,০০০	— ১৮০	—১৬.৭
আপেল	৮৪০	৬১০	+ ২৩	+৩৭.৭
অন্যান্য শস্য	৪৭০	৫৯০	— ১২	—২২.৬
মোট	২১,৪৬০	২৩,৩৭০	—১৯১০	— ৮.২
শেষ হিসাব	৮৮,০৮০	৮৮,১৬০	— ৮০	— ০.১

স্পেনে বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী

"ইংরেজের কয়লা আর দেশে আমদানি করিব না, ইহাই স্পেনের প্রতিজ্ঞা। এই জন্য স্পেন তাহার রেল-গাড়ীগুলি বিদ্যুৎ দ্বারা চালাইবার মতলব আঁটিয়াছে। স্পেনের দুই হাজার কিলোমিটার রেলওয়ের বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য শীঘ্রই টেণ্ডার চাওয়া হইবে। রেলগাড়ীগুলি বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলিলে বৎসরে স্পেনের ৬ লক্ষ টন কয়লা বাঁচিবে ও বিলাত হইতে কয়লা আমদানি করিবার প্রয়োজন হইবে না।

বাকুতে নূতন তৈলখনি

বাকুর এক সংবাদে প্রকাশ যে, পুরাতন বালাখানস্কী এলাকায় একটা নূতন তৈল প্রস্রবণ বাহির হইয়াছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঐ প্রস্রবণ হইতে ২,০০০ টন তৈল উত্থিত হয়। এই তৈল-প্রস্রবণের ধারা আপাততঃ রোধ করা হইয়াছে। ঐ তৈল-বন্যা-ধারায় প্রায় ২৪ খানা বাড়ী ভাসিয়া যায়। অ্যাজেনেক্টের জিওলজিকাল মিউরো মনে করেন যে, এই নূতন তৈল-প্রস্রবণ ভূগর্ভের এক বিরাট ভাঁটির পরিচায়ক।

সাইবেরিয়ায় সার-ভূমি

চিলি, জার্ম্মাণি এবং ফরাসী এ পর্য্যন্ত দুনিয়ার প্রাকৃতিক সার যোগাইয়া আসিতেছিল। বর্ত্তমানে সাইবেরিয়া অঞ্চলে এক বৃহৎ "পটাস জোন" বা সার রাজ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং উহা হইতে সার সংগ্রহের কাজ যেরূপ দ্রুত চলিতেছে তাহাতে মনে হয় দুই এক বৎসরের মধ্যে সাইবেরিয়ান সার দুনিয়ার সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে।

ইংরেজের বস্ত্রশিল্পে সমবায়

ইষ্টার্ণ টেকস্‌টাইল অ্যাসোসিয়েশ্যান নামক একটী বিলাতী কাপড়ের কলওয়ালাদের এক প্রতিষ্ঠান ছয় মাস আগে গঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য প্রাচ্য জগতে ইংরেজের বস্ত্র ব্যবসায় পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। ল্যাঙ্কাশিয়ারের কাপড়ের কলগুলির সম্মিলিত প্রাচ্য বাজারগুলি আবার ইংরেজের সম্পূর্ণ করতলগত হইতে পারিবে অ্যাসোসিয়েশ্যান এরূপ মনে করেন। মধ্যবর্ত্তী ফড়িয়া বাদ দিয়া বরাবর ভারত ও চীনের বস্ত্রব্যবসায়ীদের সঙ্গে কারবার স্থাপন করিলে বিলাতী বস্ত্র আরও সস্তা হইবে ইহাই ইহাদের মত। বিগত ছয় মাসে ইহারা এই কার্য্যে অনেকটা সফল হইয়াছেন।

ব্রেজিলের বস্ত্র-শিল্প

ব্রেজিল সরকারের হিসাবে প্রকাশ ঐ রাষ্ট্রে ৩২৯টী কাপড়ের কল আছে। এইগুলিতে ১২৪,৬১৯ জন কারিগর কাজ করে, ২,৫২৮,৬১১টি টাকু চলে এবং ৯৫৬৩১ খানা তাঁত খাটে। এই কলগুলিতে বৎসরে গড়ে ৬৯০,৯০৩,৭৪৩ মিটার বস্ত্র উৎপাদন করা হয়।

ইন্দোচীনে মৎস্য-শিল্প

ইন্দোচীনের মৎস্য-শিল্পের উন্নতি-সাধনকল্পে সরকার হইতে ৫০ টন বা তদূর্দ্ধ রেজিষ্ট্রীকৃত মোটর চালিত মাছ ধরা জাহাজ ও মাছ ধরা লঞ্চগুলিকে সাহায্য করা হয়।

সুইট্‌স্যার্ল্যাণ্ড

সুইট্‌স্যার্ল্যাণ্ডের ১৯২৮ সনের রিপোর্টে দেখা যায়, ঐ সনে দেশের আর্থিক অবস্থা খুব ভালই গিয়াছে। শিল্প বাণিজ্যের দিক্ হইতে ১৯২৭ সনের তুলনায় ১৯২৮ সন বেশী আশাপ্রদ। শিল্প-কারখানাগুলি এবৎসর পুরা দমে চলিয়াছে। বেকার লোক হাজারকরা মাত্র দুই জন। প্রথম দশ মাসে সুইজ ঘড়ি খুব বেশী রপ্তানি হইয়াছে। বিগত তিন বৎসরের মধ্যে ঘড়ির এরূপ কাটতি দেখা যায় নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় নূতন ফ্যাক্টরি

জোহানসবুর্গের শিল্প-কারখানাগুলি পুরা দমে চলিতেছে। খনি বিস্তৃতির জন্য এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বেশ

জমিয়া উঠিতেছে। আরও কয়েকটা নূতন খনি আবিষ্কার করা হইয়াছে।

কেপ টাউনে সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হয় যে, ১৯২৮ সনে ৮০টী কারখানার পুনর্গঠন হয় ও ২৩টী নূতন ফ্যাক্টরী নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমানে আরও চারিটি ফ্যাক্টরী নির্ম্মাণ করা হইতেছে। ইহার একটী জামা কাপড়ের কারখানা এবং ইহাতে ৪০০ হইতে ৫০০ লোক খাটিবে।

সোভিয়েট রুশিয়ায় উৎপাদন খরচা

প্রধান আর্থিক সংসদের রিপোর্টে প্রকাশ ১৯২৭-২৮ সনে রুশিয়ার বস্ত্র-শিল্প কারখানাগুলিতে উৎপাদন খরচা শতকরা ৩॥ ভাগ কমিয়াছে। পশমের দাম চড়িয়া যাওয়ায় পশম শিল্পে উৎপাদন খরচা শতকরা ০·৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বেচ্ছাকৃত অনুপস্থিতির জন্য লেনিনগ্রাডের শিল্প-মহলে ১৫০০০০ কাজের দিন নষ্ট হইয়াছে।

ফ্রান্সের ব্যবসা বাণিজ্য

বৈদেশিক বাণিজ্য—উপনিবেশ ও অধীন দেশগুলি লইয়া গোটা ফ্রান্সের বৈদেশিক বাণিজ্য ১৯২৮ সনের মধ্যে কয়েকমাস ধরিয়া বেশ বাড়িয়া যাইতেছিল এবং গত ডিসেম্বরে একটু বেশী রকম বাড়িয়া উঠে। আমদানি বাণিজ্যেই এই বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়; বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৪৭ কোটি ৭০ লক্ষ ফ্রাঁ। গোটা ১৯২৮ সনে বর্দ্ধিত আমদানির মূল্য ৩৯ কোটি ৮০ লক্ষ ফ্রাঁ। রপ্তানি কিন্তু এই বৎসর ৩৫৭ কোটী ৮০ লক্ষ ফ্রাঁ কমিয়াছে। অর্থাৎ আমদানির পরিমাণ রপ্তানি অপেক্ষা ২,১০১,৪৬৬,০০০ ফ্রাঁ বেশী; ১৯২৭ সনে কিন্তু রপ্তানি আমদানি অপেক্ষা বেশী হইয়াছিল ১,৮৭৪,৮৮১,০০০ ফ্রাঁ।

	আমদানি		রপ্তানি	
	মূল্য ফ্রাঁ লক্ষ	পরিমাণ মেট্রিক টন লক্ষ	মূল্য ফ্রাঁ লক্ষ	পরিমাণ মেট্রিক টন লক্ষ
নভেম্বর ১৯২৮	৪৭,৩৫৯	৪২	৪৬,১৪০	৩৪
ডিসেম্বর, ১৯২৮	৫২,১২৯	৪৩	৪৭,৩৩০	৩২
ডিসেম্বর, ১৯২৭	৫৩,৭৭৬	৩৯	৫০,৭৫২	৩৪
১৯২৮ সনের ডিসেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত ১২ মাস	৫,৩৪,৪৮২	৪৯১	৫,১৩,৪৬৭	৪১০
১৯২৭ সনের ডিসেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত ১২ মাস	৫,৩০,৪৯৮	৪৯৮	৫,৪৯,২৪৭	৩৭৯

মাল উৎপাদন ও মালের দাম

১৯২৮ সন ডিসেম্বরের শেষে পাইকারী দরের মাসিক ইন্‌ডেকস্ সংখ্যা (জুলাই, ১৯১৪,—১০০) ছিল ৬৩৭, নভেম্বরের শেষে ৬৩৯ এবং ১৯২৭ ডিসেম্বরের শেষে ৬১৭। খুচরা দরের ইনডেক্স দাঁড়াইয়াছিল ৫৯৬, নভেম্বরের শেষে ৫৮৫, এবং ১৯২৭, ডিসেম্বরের শেষে ৫২৩। সুতরাং ১৯২৮ সনের ভিতর ৭৩ পয়েন্ট বৃদ্ধি ঘটিয়াছে; গোটা ১৯২৮ সনে খুচরা দরও ক্রমাগত বাড়িয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র গ্রীষ্মকালের মধ্যে অল্পদিনের জন্য দর নামিয়া যায়। ১৯২৮ নভেম্বরের শেষে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের ইন্‌ডেক্স সংখ্যা (১৯১৩=১০০) দাঁড়ায় ১৩২, অক্টোবরে ছিল ১৩১, এবং ১৯২৭ সনের নভেম্বরে ১১২। মেটালার্জিক্যাল, বয়ন, মাইনিং ও মোটরযান শিল্পগুলি বেশ বাড়িয়া চলিয়াছে।

কয়লা

মোটের উপর কয়লার বাজারের অবস্থা একটু ভাল। আবহাওয়ার অবস্থা খারাপ থাকায় গৃহস্থালির জন্য কয়লার চাহিদা বেশ সমানভাবে থাকে; মেটালার্জিক্যাল শিল্প দ্রুতগতিতে বাড়িবার জন্য কারখানায় ব্যবহৃত কয়লার চাহিদা বাড়িয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে বিদেশী কয়লার দর নামিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহা বন্ধ হওয়ায় বিদেশী কয়লার প্রতিযোগিতার ভয় আর বিশেষ নাই, সুতরাং ফ্রান্সের মজুত মালের পরিমাণও কিছু কমিয়া গিয়াছে। ১৯২৮, নভেম্বরের ২৫টা কাজের দিনের মধ্যে ফরাসী কয়লা খনিগুলির উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,৫৭৭,০৪৪ টন,

অক্টোবরে দাঁড়াইয়াছিল ৪,৭০১,৩৮১ টন এবং ১৯২৭, নভেম্বরে ৪,১৯০,০০০ টন। ১৯২৮ সনে খুব কাটতির সময় দৈনিক উৎপাদনের পরিমাণ গড়ে প্রায় ১৭৯,০৮১ টন বেশী দাঁড়াইয়াছে। অথচ এই সনের অক্টোবরের গড় বৃদ্ধির হার হইয়াছিল ১৭৪,১২৫ এবং ১৯২৭ সনের নভেম্বরের গড় বৃদ্ধির হার ১৭৪,৫৭৬ টন। কয়লা-শিল্পে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা ১৯২৮ সন নভেম্বরে ২৯৫,৩৬৯, অক্টোবরে ২৯৫,৩১৬ এবং ১৯২৭ সনের নভেম্বরে ৩১৯,৮৫৪। ১৯২৮ সনে মেটালার্জিক্যাল কোকের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭৯,৭০১ টন, অক্টোবরে ৩৮৬,২২৯ টন। নভেম্বরের উৎপাদনের এই পরিমাণ ১৯১৩ সনের গড় মাসিক উৎপাদন অপেক্ষা প্রায় ১৪০,০০০ টন বেশী।

ধাতু গালাই

১৯২৯ সনে এই ব্যবসা বেশ ভালই চলিবে বলিয়া আশা করা যায়; কারণ কারখানাগুলিতে যথেষ্ট মালের অর্ডার আসিয়াছে। ফ্রান্স দেশের মধ্যেও যথেষ্ট মাল কাটিবার সম্ভাবনা, কারণ সাধারণের হিতের জন্য অনেক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইতেছে; যথা, গৃহনির্ম্মাণ, জাহাজ নির্ম্মাণ এবং সামরিক এঞ্জিনিয়ারিং। এছাড়া বহির্ব্বাণিজ্যের প্রসার হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কারণ ইতিমধ্যে বিদেশ হইতে কতকগুলি দামী মালের অর্ডার আসিয়াছে। ১৯২৮, নভেম্বরে ফ্রান্সের উৎপাদিত পিগ লৌহের পরিমাণ ৮৫০,০০০ টন, অক্টোবরে ৮৫৭,০০০ টন এবং ১৯২৭, নভেম্বরে ৭৬৪,০০০ টন, অপরিষ্কৃত ইস্পাতের পরিমাণ যথাক্রমে ৮৩০,০০০ টন, ৮২৪,০০০ টন ও ৬৮৪,০০০ টন। ১৯২৮, নভেম্বরে ব্লাষ্ট ফার্ণেসের সংখ্যা, ১৫২, অক্টোবরে ১৫০, ও ১৯২৭, নভেম্বরে ১৪০। গোটা ১৯২৮ সনে ফ্রান্সের পিগ্ লৌহের পরিমাণ ১০,১০০,০০০ টন ও ইস্পাত ৯,৩০০,০০০ টন। ১৯২৭ সনের পরিমাণ যথাক্রমে ৯,২৯৩,০০০ টন ও ৮,২৭৫,০০০ টন।

বয়ন শিল্প

বয়ন-শিল্পের বাজার একরূপ ঠাণ্ডা। তবে পশম-শিল্পে কিছু উন্নতি দেখা গিয়াছে। তুলা—হ্যাভার ব্যবসায় মন্দা, বর্ত্তমানের চাহিদা উপযোগী যথেষ্ট মাল মজুত রহিয়াছে। ১৭ই জানুয়ারি হ্যাভারের বাজার-দর ছিল—প্রতি ৫০ কিলোগ্রাম ৬৫ ফ্রাঁ; অথচ ১৮ই ডিসেম্বরের দর ৬৪৪ ফ্রাঁ। ১৮ই জানুয়ারী, হ্যাভারের মজুত মালের পরিমাণ ২৫০,৩৮২ বেল, পূর্ব্ব বৎসর ঐ তারিখের মজুত মালের পরিমাণ ৩৩৩,০৯৭ বেল ছিল।

পশম

পশমের কারবার ঝাঁকিয়া উঠিয়াছে; চাহিদাও যথেষ্ট। তবে দর সম্বন্ধে সেরূপ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। দর চড়িবারই সম্ভাবনা। ১৭ই জানুয়ারি হ্যাভারের বাজার-দর, প্রতি ১০০ কিলোগ্রাম, ১,৭১৯ ফ্রাঁ।

রেশম

লিয়োঁ—বাজারের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন নাই, কেনা বেচাও খুব অল্প কারণ রেশম কারখানাসকল হইতে সেরূপ মালের অর্ডার আসে নাই, তবে দর সম্বন্ধে সেরূপ নড়চড় করিতে দেওয়া হয় নাই, কারণ সুদূর প্রাচ্যের বাজারে এখনও মালের চাহিদা আছে। কোন কোন লোকের ধারণা অদূর ভবিষ্যতে রেশমের চাহিদা বাড়িবার কোনই সম্ভাবনা নাই; কিছু দিন ধরিয়া এই প্রাণবাঁচান গোছের বেচা কেনাই চলিবে।

ফসল

মোটের উপর ফসলের অবস্থা সন্তোষজনক। ঠাণ্ডা জলহাওয়া ও তুষারে ফসল বেশ ভালই ফলিয়াছে। গমের দরে সেরূপ উঠানামা নাই, দর, প্রতি ১০০ কিলোগ্রাম, ১৫৪·৫০ হইতে ১৫৬ ফ্রাঁর মধ্যে। বিদেশ থেকে গম আমদানি কিছু কমিয়াছে, কারণ কলওয়ালাদের নিকট যথেষ্ট মাল মজুত আছে আর দেশীয় গমও অক্লেশে মিলিতেছে। মদের বাজার কিছু মন্দা যাইতেছিল কিন্তু আবার অবস্থা ফিরিয়াছে। মদওয়ালাগণ দর কমাইতেও নারাজ; কারণ মদ্য-পানের বহর বাড়িয়া যাইতেছে।

কফি

অনেক কফি আমদানি হইয়াছে। জাহাজ থেকেই সরাসর মাল বিক্রয় হইতেছে। পূর্ব্ব হইতে চুক্তি করিয়া বিক্রয় করার রেওয়াজ যেন সেরূপ আর নাই। ১৮ই জানুয়ারির দর প্রতি ৫০ কিলোগ্রাম ৫১৪ ফ্রাঁ এবং এই দরই বাহাল রাখবার চেষ্টা হইতেছে। ১৮ই জানুয়ারি হ্যাভার বন্দরে মজুত কফির পরিমাণ ৪০৯,০২৯ থলে; ১৯২৮ সনের ঐ তারিখে ৪৩৫,৫২১ থলে।

যানবাহন

১৯২৮ সনে ফ্রান্সে যথেষ্ট রেলপথের আয় হইয়াছে; নিট লাভ ১৪৫,৭১০ লক্ষ ফ্রাঁ। ১৯২৭ সনের আয় ১২৯,৯২০ লক্ষ ফ্রাঁ, অর্থাৎ আলোচ্য বৎসর পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শতকরা ১২'১ বেশী। মাল চালানি হইতেই বেশী লাভ হইয়াছে; তবে এটাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে, ১৯২৮, ১লা মার্চ্চ হইতে মালের মাশুলও বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ১১'৯। মাল-বোঝাই গাড়ীর সংখ্যা ১৯২৮ সনে, ২৩,১৭৪,৭০৭। ১৯২৭ সনে ২২,০৭০,১২২।

ফেল মারিয়াছে বা দেউলিয়া হইয়াছে, ফ্রান্সে এমন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৯২৮ নভেম্বরে ৬৮৮, অক্টোবরে ৬৫০ ও ১৯২৭ নভেম্বরে ৭৮৬।

সংখ্যা বিজ্ঞান সম্বন্ধে আন্তর্জ্জাতিক চেষ্টা

আধুনিক জগতে যে কোন দেশে যে কোন শিল্প চালাইতে হইলেই সেই শিল্প-সম্পর্কিত সংখ্যাগুলা সংগ্রহ করা একান্ত আবশ্যক। সেইজন্য নানা দেশেই সংখ্যা-তালিকা সংগ্রহের উপযুক্ত ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু নানা দেশে প্রচুর সংখ্যা-সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকিলেও তাহা শিল্প-বাণিজ্যের যতটা কাজে লাগিতে পারিত ততটা কাজে লাগে না। ইহার কারণ এই যে, আধুনিক শিল্পগুলার জন্য যে কেবল দেশীয় সংখ্যা-সংগ্রহ আবশ্যক তাহা নহে, অন্যান্য দেশের সংখ্যা-সংগ্রহও কম আবশ্যক নহে। আর এই সংখ্যা-সংগ্রহগুলার তুলনা করিতেও পারা চাই। এই জন্য জগতের প্রধান রাষ্ট্রগুলা যাহাতে সংখ্যা-সংগ্রহ বিষয়ে একযোগে একই প্রণালীতে কাজ করে তাহার প্রয়োজন অনেক দিন ধরিয়াই অনুভূত হইতেছিল। এ বিষয়ে কিছু কিছু কাজও যে পূর্ব্বে আদবেই হয় নাই তাহাও নহে। ইণ্টার্ণাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব ষ্ট্যাটিসটিক্স, ইম্পীরিয়াল মিনারল্ রিসোর্সেস বিউরো, ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল বিউরো ফর্ ট্রেড ষ্ট্যাটিষ্টিক্স,—এই সকল প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে যথেষ্ট কাজ করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও সংখ্যা-বিজ্ঞান বিষয়ে যতদূর একযোগে চেষ্টা করা দরকার, তাহা এইসকল প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্ভব হয় নাই।

গত বড়দিনের আগে জেনেভাতে সংখ্যা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে একটা আন্তর্জ্জাতিক সভা বসিয়াছিল তাহার দ্বারা ভবিষ্যতে উক্ত অভাব অনেকটা পূরণ হইবে বলিয়া আশা হয়। এই আন্তর্জ্জাতিক সভা আহ্বান করিবার প্রস্তাব করেন লীগ কাউন্সিলের ইকনমিক্ কমিটি। লীগ কাউন্সিল এই প্রস্তাবটী গ্রহণ করিয়া সভা আহ্বান করেন। প্রথমবারের সভাতেই ৪০টী বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন। বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

সভার অধিবেশনের ফলে একটী সন্ধি (কন্ভেন্শান) সহি করা হয়। সন্ধিটী এখনও সাধারণের নিকট প্রকাশ করা হয় নাই। তাহা হইলেও বহির্ব্বাণিজ্য, বিবিধ পেশা, কৃষি, বন, খনি, শিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধীয় নানা রাষ্ট্রের সংখ্যা-তালিকা যাহাতে সহজে তুলনা করা যায় তাহার ব্যবস্থা করাই যে সন্ধির উদ্দেশ্য তাহা জানা গিয়াছে।

অপেরা নাৎশ্যনালে দোপোলাভোরা বা ইতালীর জাতিগঠন প্রতিষ্ঠান

ইতালীতে অপেরা ন্যাৎশ্যনালে দোপোলাভোরা নামক এক প্রতিষ্ঠান আছে। দোপোলাভোরা দুইটি সংযুক্ত ইতালীয়ান শব্দ। ইহার মানে কাজের পর। দৈনন্দিন আফিস বা কারখানার কাজের পর জাতীয় উন্নতির বিভিন্ন কাজ এই প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে সম্পাদিত হয়। এ এক নূতন রকমের আন্দোলন। এটা বে-সরকারী ভাবে সুরু হয় ১৯১৯ সনে যুদ্ধ থেকে সৈন্যগণের ফিরিয়া আসার পর। বর্ত্তমানে ইহা খাস গভর্ণমেণ্টের মিনিষ্ট্রী অব ন্যাশনাল ইকনমি কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমানে ইতালীতে কি কি কাজ করিতেছে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হইল। এই অপেরা ন্যাৎশ্যনালে দোপোলাভোরার অধীনে কতকগুলি কমিশন আছে। এই কমিশনগুলির প্রত্যেকে এক একটা জাতি গঠনের কাজ হাতে লইয়াছে।

(১) সঙ্গীত সমিতি বিভিন্ন অঞ্চলে গান বাজনার আখড়া খুলিয়া দিয়াছে। ইহাদের তত্ত্বাবধানে অনেকগুলি সঙ্গীত বিদ্যালয় চলে। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে দেশের স্থানে স্থানে সঙ্গীত বৈঠক হয়। ঐ সকল বৈঠকে গায়কদের উৎসাহ প্রদান করা হয়। গত ১৯২৭ সনের জুলাই মাসে রোমে এক নিখিল ইতালীয়ান সঙ্গীত সঙ্ঘের অধিবেশন হয়। তাহাতে ইতালীর অতীত ও বর্ত্তমান সঙ্গীত চর্চ্চা হয়। দুইটী কষ্টসাধ্য অভিনয়ও ঐ অধিবেশনে সাফল্য-মণ্ডিত হয়।

(২) অভিনয় সমিতি দেশের মধ্যে থিয়েটার, যাত্রা প্রভৃতি নাট্য মন্দির স্থাপনের সহায়তা করে। চলন্ত চিত্র সমিতি বায়স্কোপের সাহায্যে দেশের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করে। ১৯২৭ সনে এই ধরণের ৩৭৩টী ফিল্ম বিভিন্ন অঞ্চলে প্রদর্শিত হয়।

(৩) রেডিও ব্রডকাষ্টিং সমিতি প্রত্যহ রোম, মিলান নেপলস প্রভৃতি বড় বড় সহরের রেডিও কেন্দ্র হইতে দশ মিনিট করিয়া আধুনিক সংবাদ, স্বাস্থ্য, ইতিহাস, কলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কৃষি বিষয়ক খবর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করে।

(৪) সাধারণ শিক্ষা সমিতি লাইব্রেরী স্থাপনে বা অল্প মূল্যে পুস্তক ও ম্যাগাজিন প্রভৃতি সংগ্রহ ব্যাপারে জনসাধারণকে সাহায্য করে। এই সমিতির উদ্যোগে ষ্টেনোগ্রাফি, ড্রইং, বিদেশী ভাষা ও ইতালীয়ান সাহিত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(৫) শিল্প সমিতির উদ্যোগে সন্ধ্যাবেলায় ও রবিবারে কতকগুলি ক্লাস করা হয়। তাহাতে শ্রমিকদিগকে তাহাদের নিজ নিজ শিল্পের টেকনিক্যাল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। সরকারী বেতনভোগী কতকগুলি শিক্ষক বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া লেকচার দিয়া আসেন। রোমে কাঠের মিস্ত্রিদের এক স্কুল খোলা হইয়াছে। এখানে কাঠের আসবাবপত্র প্রস্তুত, রং দিবার প্রণালী, গৃহ সাজান প্রভৃতি কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়।

(৬) স্ত্রী-শিক্ষা সমিতি মেয়েদের উপযোগী গৃহস্থালী, স্বাস্থ্য, ফাষ্ট এড, সেবা-শুশ্রূষা, সূচের কার্য্য এম্ব্রয়ডারি প্রভৃতি শিক্ষা-বিস্তারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। যে সমস্ত শিল্প-প্রধান সহরে মেয়েছেলে বেশী খাটান হয় ঐ সকল কেন্দ্রে এই ধরণের শিল্পশিক্ষা বিদ্যালয় চলিতেছে। ১৯২৭ সনের নভেম্বর মাসে রোমে মেয়েদের এক কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ইহার পেট্রন ছিলেন ইতালীর মহারাণী ও অবৈতনিক সভাপতি ছিলেন মুসোলিনী।

(৭) ফুলের বাগান, বাগবাগিচা, মুর্গী পালন, গো-পালন প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য ও ঐ সকল কাজে সাহায্য করিবার নিমিত্ত একটা শিল্পসমিতি আছে। এই সকল সমিতি ছাড়া ইতালীতে আরও কতকগুলি জনহিতকর সমিতি আছে। জাতিকে সবল করিবার জন্য ব্যায়ামাগার, কুচ-কাওয়াজের আখড়া প্রভৃতি স্থাপনের কাজে ঐ সকল সমিতি সাহায্য করে।

কাপড়ের কলের বিলাতী ট্রাষ্ট

ল্যাঙ্কাশিয়ারের কাপড়ের কলওয়ালাদের অবস্থা যে নিতান্ত মন্দ তাহা এখন সকলেই জানেন। পৃথিবীর কাপড়ের বাজারে নিজেদের স্থান বজায় রাখিবার জন্য তাহারা নানা দিকে নানা চেষ্টা করিতেছে। সকল চেষ্টারই মূলমন্ত্র হইতেছে—কাপড় তৈয়ারীর খরচ কমানো ও সস্তা দরে কাপড় বেচা। দিন কয়েক পূর্ব্বে জানা গিয়াছিল যে, যেসকল ষ্টীমার কোম্পানী বিলাতী কাপড় প্রাচীতে বহিয়া লইয়া যায় তাহারা ভাড়া কমাইয়াছে। যে সকল রেলওয়ে লিভারপুল ও ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে কাপড়ের কলগুলাতে তুলা পৌছাইয়া দেয় তাহারাও ভাড়া কমাইয়াছে ইহাও জানা গিয়াছিল। সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়াছে যে, বিলাতে অনেকগুলা কাপড়ের কল মিলিয়া একটা প্রকাণ্ড ফ্যাক্টরী-সঙ্ঘ (ট্রাষ্ট) কায়েম করিয়াছে।

কারখানা-শিল্প বাড়িলে কি তৈরী মালের আমদানি কমে?

কারখানা-শিল্পের বৃদ্ধি ঘটিলে তৈরী মালের আমদানি বাড়ে না কমে? অনেকেরই নিকট ইহা একটি মস্ত সমস্যা। জাপান এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিয়াছে।

জাপান কারখানা-শিল্প দ্রুত বাড়াইতেছে। সেই জন্য জাপান কাঁচা মালের আমদানিও খুব বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু কাঁচা মালের আমদানি বাড়িলেও তৈরী মাল মোট আমদানির পূর্ব্বে শতকরা যত ভাগ হইত এখন আর তাহা না হইলেও, জাপান আগে যত দামের তৈরী মাল কিনিত এখন তাহার চেয়ে বেশী দামের তৈরী মাল কিনিতেছে।

ইহার কারণ কি? যে দেশ উত্তরোত্তর বেশী সংখ্যায় কারখানা গড়িতেছে, সে দেশ আবার বেশী পরিমাণে তৈরী মাল কিনে কেন? তৈরী মালই যদি কিনিতে হইবে, তাহা হইল কারখানাগুলা গড়িবার কি দরকার ছিল? কারখানা গড়ার যে ফল আমরা জাপানে দেখিতেছি তাহার বিপরীত ফলটা দেখিতে পাইলেই যেন আমাদের পক্ষে ব্যাপারটা বুঝা আরও সহজ হইত।

কারখানা-শিল্পের বৃদ্ধি সত্ত্বেও তৈরী মালের আমদানি বাড়িবার কারণ প্রধানতঃ দুইটী:—(১) যদি কোন দেশ কলকারখানার শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে নব প্রতিষ্ঠিত কলকারখানায় যে সকল জিনিষ উৎপন্ন হয় সেগুলার আমদানি কমিতে পারে বা একেবারে বন্ধ হইতে পারে বটে; কিন্তু কারখানা গড়িবার ও চালাইবার জন্য নানা প্রকার যন্ত্রপাতি, সাজ সরঞ্জাম ও মালমশলা বিদেশ হইতে সংগ্রহ করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে—এই জন্য তৈরী মালের আমদানির বৃদ্ধি ঘটে; (২) কলকারখানা বৃদ্ধির সহিত দেশ ধনী হইলে। দেশের লোকের আরও ভাল ও দামী জিনিষ ভোগ করিবার ইচ্ছা বাড়ে। সুতরাং তাহাদের অভাব মিটাইবার জন্য বিদেশ হইতে বেশী দামের ভাল জিনিষ আরও অধিক পরিমাণে আমদানি করা হইতে থাকে।

এই আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, কোন দেশ যদি কলকারখানা গড়িতে উন্মুখ হয়, তাহা হইলে যে দেশগুলা কলকারখানায় ইতিমধ্যে ওস্তাদ হইয়াছে, তাহাদের তৈরী মালের বাজার যে সঙ্কুচিত হইবেই, এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না।

সংবাদপত্র জগৎ

বর্ত্তমান সংবাদপত্রের ব্যবসা অতি অল্পদিনের চিজ। ষোড়শ শতাব্দীতে ইয়োরোপে চোথা রকমের দুই পৃষ্ঠা গেজেট বা সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত। অষ্টম শতাব্দীতে আমাদের মফঃস্বলের ধরণের সংবাদপত্র ইয়োরোপে বাহির হইত। ১৮১০ সনে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। ১৮১৪ সনে ছাপার কালি ও কিছু পরবর্ত্তী কালে টাইপ ফাউণ্ডিং পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। ১৮৪৪ সনে টেলিগ্রাফের চলন হয় এবং ১৮৫০ সন হইতে কাঠের পাল্পে কাগজ তৈয়ারী হইতে থাকে। ১২ বৎসর পরে রোটারি প্রিণ্টিং মেশিন বাজারে বাহির হয়। তার পরেই লিনো টাইপ মনো টাইপ প্রভৃতির আগমন হয়। এই সকল আবিষ্কারের ফলে মুদ্রণ ব্যাপার খুব দ্রুত সম্পাদিত হইতে থাকে। ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ সন এই সময়ে বিজ্ঞাপন দিবার খুব রেওয়াজ প্রচলিত হয়। এই সকলগুলি সমবেতভাবে আজিকার এই বিশাল সংবাদপত্র-শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

এক শতাব্দী পূর্ব্বে দুনিয়ায় মাত্র কয়েক শত সংবাদপত্র ছিল। বর্ত্তমানে এক জার্ম্মাণিতে তিন হাজার দৈনিক ও চারি হাজার অন্যান্য (সাপ্তাহিক, মাসিক) পত্র চলিতেছে। বেলজিয়ামে বর্ত্তমানে এক হাজার সংবাদপত্র চলে, কানাডায় দেড় হাজার, চীনে কয়েক হাজার, স্পেনে দুই হাজারের উপর ও দেনমার্কে হাজারখানেক খবরের কাগজ চলে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ২৪ শত দৈনিক ও ১৪ হাজার ৮ শত সাপ্তাহিক চলে। ফ্রান্সের এক প্যারিতেই কয়েক শত দৈনিক সংবাদপত্র চলিতেছে। ইংলণ্ডে ২৪ শত খবরের কাগজ চলে। ইতালী নেদারল্যাণ্ড প্রত্যেকের হাজারখানেক সংবাদপত্র আছে। জাপানে দুই হাজার ও পোল্যাণ্ডে ৫ হাজারের উপর। সুইটসাল্যাণ্ডে ২ হাজার ও চেকো-শ্লোভাকিয়ায় ২ হাজার কাগজ চলে। এক প্রাগ সহরে ৭২০ খানা সংবাদপত্র বাহির হয়। দেনমার্কের ৩২০ খানা দৈনিক পত্রের দৈনিক সার্কুলেশ্যান ১১ লক্ষ। অর্থাৎ দেনমার্কের প্রতি তিন জন লোক এক খানা দৈনিক খবরের কাগজ পড়ে। ১৯২৩ সনেই দেখা গিয়াছে আমেরিকার

খবরের কাগজগুলির দৈনিক বিক্রয় ৩৫৭ লক্ষ ৩০ হাজার। কয়েকখানি ফরাসী কাগজের খরিদ্দার ৫ লক্ষের উপর। ১০ লক্ষের উপর লোকে বিলাতের "টাইমস্" পত্র পড়ে।

বিজ্ঞাপনের আয়

১৯২৫ সনে আমেরিকার সংবাদপত্রগুলি বিজ্ঞাপনের দরুণ ৭৫ কোটি ডলার পায়। ঐ সনে আমেরিকার সংবাদপত্রগুলি ২৯ লক্ষ ৮০ হাজার টন কাগজ ব্যবহার করে। ১৯২৬ সনে বিলাতে সংবাদপত্রগুলি ছাপিবার জন্য ৬ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হয়। ১৯২৭ সনে বিলাতের এক খানা দৈনিক কাগজই খরচা বাদে নিট ২২ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড লাভ করে।

সংবাদপত্র ট্রাষ্ট

নয়া দুনিয়ায় অন্যান্য শিল্পের ন্যায় সংবাদপত্র-শিল্পেও ট্রাষ্ট কায়েম হইয়াছে। আমেরিকায় এইরূপ একটী ট্রাষ্ট কর্তৃক ২৪ খানা দৈনিক, ১৪ সাপ্তাহিক ও ১১ খানা মাসিক পরিচালিত হয়। ইহাদের বিক্রয় ১ কোটি ৩০ লক্ষ এবং পড়ুয়ার সংখ্যা ৪ কোটি।

তাতার লোহার কারখানা

১৯২৭-২৮ সালে তাতার লোহার কারখানায় ১০৯৮০৫৪১ টাকা নিট লাভ হইয়াছে ও পূর্ব্ব বৎসরের হিসাব হইতে ৪৷৷০ লক্ষ টাকা জের লাভ টানা হইয়াছে। এই লাভ হইতে ঋণ পরিশোধ ও জীর্ণ-সংস্কার খাতে ৫৬ লক্ষ টাকা এবং ফার্ষ্ট প্রেফারেন্স শেয়ারে শতকরা ৬ টাকা ও সেকেণ্ড প্রেফারেন্স শেয়ারে শতকরা ৭৷৷০ টাকা করিয়া লভ্যাংশ দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে। বক্রী ১৬৮৯২৮ টাকা জের টানা হইবে।

বাৎসরিক রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, এবৎসর যদিও ভারতীয় লৌহ-শিল্পে সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল তথাপি বৎসরটি ভাল যায় নাই। ইয়োরোপে ইস্পাতের দর কমিয়া যাওয়ায় ভারতীয় ইস্পাতের জিনিষে পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা অনেক কম টাকা পাওয়া গিয়াছে। রেলওয়ে বোর্ডের সঙ্গে রেল-সরবরাহের জন্য যে সাত বছরের চুক্তি করা হইয়াছে এবৎসর তাহার প্রথম বর্ষ গেল। এই চুক্তি অনুসারে ১১০ টাকা টন দরে তাতানগরে রেল সরবরাহ করিতে হইবে। কোম্পানী এবৎসর ১৭০০০০ টন রেল সরবরাহ করিয়াছেন। ১৯২৬-২৭ সালে যে দর ছিল এবৎসর তদপেক্ষা টন প্রতি ১১৲ টাকা কম পাওয়া গিয়াছে। ডিরেক্টারগণ বলেন যে, উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া এবং উৎপাদনের খরচা হ্রাস করিয়া এই ক্ষতিপূরণ করা হইয়াছে, কয়লার দর হ্রাস পাওয়ায়ও ক্ষতিপূরণের কথঞ্চিৎ সাহায্য হইয়াছে।

কোম্পানী এই সর্ত্তে সংরক্ষণ সাহায্য পাইয়াছিলেন যে, কোম্পানী অল্পতর খরচার অধিকতর মাল উৎপাদনের জন্য কারখানার প্রসার বৃদ্ধি করিবেন। এই সম্প্রসারণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে বাৎসরিক ৮ লক্ষ টন কাঁচা লোহা এবং ৬ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপন্ন হইবে। এই সম্প্রসারণের জন্য আনুমানিক ৩ কোটি টাকা এবং ৬ বৎসর সময় লাগিবে। গত বৎসর হইতে কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে এবং এপর্য্যন্ত ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

রিপোর্টের শেষভাগে বলা হইয়াছে যে, ধর্ম্মঘটের ফলে কোম্পানীর বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। —এ, পি

ভারতীয় চা-সঙ্ঘ

ইংলণ্ডস্থিত ভারতীয় দক্ষিণ ভারতীয় এবং সিংহলী চা সঙ্ঘগুলি বাণিজ্য বিভাগের স্থায়ী কমিটির নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করিয়াছেন, যেন বিক্রেয় চায়ের মোড়কগুলির উপর কোথা হইতে আমদানি হইয়াছে তাহার 'মার্কা' আঁটিয়া দেওয়া হয়।

চা-ক্রেতা-সঙ্ঘ, ইংরেজ ও স্কচ দালালগণ, চা সরবরাহকারী সঙ্ঘ, স্কচ পাইকারী চা বণিক্ সঙ্ঘ, দোকানের স্বত্বাধিকারিগণ, নেদারল্যাণ্ড বণিক্ সভার পূর্ব্ব ভারতীয় বিভাগ এবং সমবায় মহাসভা কমিটি সকলেই উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। আবেদনকারী পক্ষের কৌসিলি বলেন যে, যুক্তরাজ্যে ক্রমশই ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় চায়ের আমদানি বৃদ্ধি পাইতেছে; এবং পক্ষান্তরে

বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহে উৎপাদিত চায়ের চাহিদা কমিয়া যাইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলেন, ১৯২৫ সালে যেস্থানে শতকরা ৮৭ ভাগ সাম্রাজ্যভুক্ত চায়ের বিক্রয় হয়, ১৯২৭ সালে সেস্থানে মাত্র ৮২ ভাগ বিক্রয় হইয়াছে। উপসংহারে তিনি বলেন, এখন হইতে ইহার প্রতিবিধান না করিলে অদূর ভবিষ্যতে অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং জনসাধারণ যাহাতে জানিয়া সতর্ক হইতে পারে, সেজন্য মোড়কের উপর কোথাকার চা তাহার উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

কংগ্রেস ভাণ্ডারে দান

কলিকাতা কংগ্রেসের প্রস্তাবানুযায়ী প্রত্যেক কংগ্রেস-কর্ম্মীকে তাঁহার আয়ের কিয়দংশ কংগ্রেস ভাণ্ডারে দান করিতে হইবে। পণ্ডিত মতিলাল, তাঁহার মাসিক আয়ের শতকরা দুইটাকা হারে ১১২২৲ টাকা কংগ্রেসে দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গুপ্ত তাঁহার আয়ের শতকরা ১৲ টাকা কংগ্রেস ভাণ্ডারে দিবেন। পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ শতকরা ৫৲ টাকা দিবেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু মাসিক ১০৲ টাকা দিবেন।

মালদহ জিলা যুবক সঙ্ঘ

মালদহ জিলা যুবক সঙ্ঘের আহ্বানে কলিকাতাস্থ বঙ্গীয় যুবক সমিতির গৃহে প্রফেসার শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে মালদহবাসীর এক সভা হইয়াছিল। সভায় মালদহের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মালদহের আর্থিক উন্নতি বিষয়ে বলিতে গিয়া প্রোফেসার সরকার বলিয়াছিলেন যে, জেলার উন্নতি বিধানের জন্য ও যুবকগণের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য মালদহবাসী অতি শীঘ্র একটী শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করুন। ঐ স্কুল পরিচালনার জন্য মাসিক অন্যূন ২০০০৲ টাকা ব্যয় হইবে; এ টাকা সর্ব্ব সাধারণের সাহায্য, ধনী ব্যক্তির দান ও পৃষ্ঠ-পোষকতায় সংকুলান করিতে হইবে। ঐ বিদ্যালয় বিদেশ-প্রত্যাগত ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং কর্ম্মদক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে। তাঁহারা জেলার যুবকগণকে উপযুক্ত শিল্প শিক্ষা প্রদান করিয়া বর্ত্তমান কালের উপযুক্ত করিবেন। ইহা ব্যতীত ঐ স্কুল হইতে শিক্ষা-প্রাপ্ত যুবকবৃন্দের আর্থিক উন্নতির জন্য ও দেশে শিল্প বিস্তার কল্পে সমস্ত জেলার স্থানে স্থানে প্রত্যেকটি আনুমানিক ২৫ হাজার টাকা মূলধনে কতগুলি কারখানা খুলিতে হইবে।

প্রোফেসার সরকার বলেন, দেশে শিল্প-কর্ম্মই দারিদ্র্য নিবারণের একমাত্র পন্থা; সর্ব্বসাধারণের উপার্জ্জন-শক্তি নানা উপায়ে ও নানাবিধ শিল্প কর্ম্মের মধ্যদিয়া জাগাইতে হইবে। দেশের আর্থিক উন্নতিই সকলের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রোফেসার সরকার পরে শিল্পোন্নতি বিষয়ে তাঁহার সুচিন্তিত মতামত প্রচার করিবেন। প্রোফেসার সরকারের উপদেশানুযায়ী দেশে কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা করিলে বাংলা দেশের বর্ত্তমান আর্থিক সমস্যার সমাধান হইবে। মালদহবাসী প্রোফেসার সরকারের নির্দ্দেশমত কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইয়া দেশের উন্নতি-বিষয়ে অগ্রগামী হউন ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

ভারতীয় বাণিজ্য-পোত

(জনৈক জাহাজাভিজ্ঞ কর্ত্তৃক লিখিত)

আমরা যখনই কোনও বিষয়ে ভারতবর্ষের সহিত অন্য কোনও দেশের তুলনা করিতে যাই, তখনই প্রাচীন ভারতের কীর্ত্তিকলাপের কথা অম্লান চিত্তে উত্থাপন করি; কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও বর্ত্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করি না অথবা স্থিরচিত্তে ভবিষ্যতের কথাও ভাবিবার চেষ্টা করি না। সম্প্রতি মিঃ সারাবাই হাজী নামক যে বোম্বাই দেশস্থ এসেম্‌ব্লী-সদস্য ভারতীয় উপকূলের বাণিজ্য সত্ত্বার ভারতীয় জাহাজের জন্যই আইন দ্বারা সংরক্ষিত করিতে চান, তাঁহারও বক্তব্য অনেকাংশেই উক্ত মন্তব্যেরই পরিপোষক। মিঃ হাজী তাঁহার লেখনী দ্বারা ইহা বহুবার দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতের নৌ-সত্ত্বার যথেষ্ট প্রতিপত্তি-শালী ছিল, এবং যেহেতু প্রাচীন ভারতে ইহা ছিল, অতএব বর্ত্তমাম ভারতেও বিদেশীয় বাণিজ্য-পোতসমূহকে ভারতের কূলবর্ত্তী সাগর হইতে ব্যবসা সম্বন্ধে বঞ্চিত করিতে হইবে

এবং ভারতীয় জাহাজদ্বারা সেই সকল কার্য্য চালাইতে হইবে।

কথাটি শুনিতে ভাল এবং প্রত্যেক ভারতবাসীই ভারতের কল্যাণমূলক যে কোনও কার্য্যেরই সমর্থন করিবে। মিঃ হাজীর এই সংরক্ষণমূলক বিলের দ্বারা যদি প্রকৃতই ভারতীয় বাণিজ্য-পোতের উন্নতি হয়, তবে এসেম্বলীর সদস্যগণ অবশ্যই এই বিল সমর্থন করিবেন এবং আশা করা যায় যে, এমন কি, এসেম্বলীর ইউরোপীয় সদস্যগণও, যাহারা ভারতবর্ষের দায়িত্বপূর্ণ শাসন ভার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিশ্রুত, তাঁহারাও ভারতের এই ব্যবসা-সংক্রান্ত প্রচেষ্টার সহায়তা করিবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মিঃ হাজীর এই বিল দ্বারা ভারতের কোনও উন্নতি হইবে কিনা তাহা যথেষ্ট চিন্তার বিষয়।

প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে জাহাজ-নির্ম্মাণের কোনও ভারতীয় কারখানা আজ পর্য্যন্তও স্থাপিত হয় নাই। যে কয়খানি জাহাজ ভারতীয় সমুদ্রে চলাচল করে এবং বাণিজ্য সম্ভার বহন করে, তাহার সকলগুলিই ব্রিটিশ নির্ম্মিত এবং সকলগুলিই যে ক্রীত তাহা নহে, অনেকগুলিই ভাড়া করা। যে সকল বিদেশীয় জাহাজ এখন ভারতের উপকূলে বাণিজ্য বিষয়ের সহায়তা করিতেছে আজ যদি তাহাদিগকে চলিয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হয়, তবে প্রকৃতই ভারতের বাণিজ্য লাভবান হইবে কি? কোনও একটি কোম্পানীর হয়ত সাহায্য হইতে পারে এবং তাহারা ইচ্ছামত মাশুল বৃদ্ধি করিয়া নিজেদের উদরপূর্ত্তির সহায়তা করিতে পারে, কিন্তু—ভারতবর্ষের বাণিজ্যের তাহাতে কি প্রকৃতই উন্নতি হইবে?

বোম্বের স্বদেশ-প্রেমিকতা আমরা একবার দেখিয়াছিলাম যখন দেশময় বিদেশী বর্জ্জনের ধুয়া উঠিবার ফলে তথাকার মিলওয়ালাগণ ইচ্ছামত কাপড়ের দাম চড়াইয়া দেশবাসীর প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছে। বোম্বের সেই স্বদেশ-প্রেমিকতা পুনর্ব্বার আবার প্রকট হইয়াছিল তখন যখন মহাত্মা গান্ধীর তূর্য্যনিনাদে ভারতবাসী খদ্দরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াতে বোম্বাই মিলওয়ালাগণ নানাভাবে খদ্দর ধ্বংসের সাহায্য করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সত্যের খাতিরে বলিতে হইতেছে, বোম্বের সেই স্বদেশ-প্রেমিকতাই আবার আমরা দেখিব, যখন ভারতবর্ষের উপকূলের বাণিজ্য বহনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বীয় অসমর্থ স্কন্ধে লইয়া ভারতীয় ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে ইচ্ছানুরূপ জিজিয়া আদায় করিবে।

এসেম্বলীর সদস্যগণ যে কেবলমাত্র এই দিক্ হইতেই বিষয়টি দেখিবেন তাহা নহে। ইহার অপর দিক্ও একটি আছে। আজ আমরা জাহাজ জাহাজ বলিয়া উতলা হইতেছি বটে, কিন্তু সেই জাহাজ ক্রয় করিবার উপযুক্ত মূলধন কি আমাদের আছে? আজ দেশের কোটি কোটি মুদ্রা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে অতি আবশ্যক দ্রব্য সমূহ ভারতে প্রস্তুত হয় না বলিয়া। তাহার জন্যই মূলধন পাওয়া যায় না। অন্য কোনও গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক দেশহিতকামী ভারতবাসীর উচিত যে, সাধারণ দ্রব্য সমূহের যাহাতে ভারতে নির্ম্মাণ হয় তাহার চেষ্টা করা। ভারতীয় মূলধন এত অনায়াসলব্ধ নহে যে, যে কার্য্যে যখন ইচ্ছা তখনই তাহা পাওয়া যাইতে পারে।

ভারতবর্ষ তাহার ন্যায্য রাজনৈতিক দাবীর সহিত অর্থনৈতিক বিষয়েও অবশ্যই স্বাধীনতার দাবী করিবে। কিন্তু যেমন যাহার মাথা নাই তার মাথাব্যথাও নাই সেই প্রকার জাহাজ নাই অথচ জাহাজ সংরক্ষণ ইহা আমাদের নিকট অতীব দুরূহ সমস্যা বলিয়া বোধ হইতেছে। "ধীরে রজনী ধীরে"—এত শীঘ্র সব করিতে গেলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ব্যক্তি-বিশেষ অথবা স্বার্থ বিশেষের জন্য দেশের ব্যবস্থাপক সভাগুলি যদি সর্ব্বদাই আইন প্রণয়নের জন্য সচেষ্ট হন, তবে বলিতে হইবে যে, আমাদের সুদিন আসিতে অনেক বিলম্ব।

মিঃ হাজীর বিল শীঘ্রই "সিলেক্ট কমিটি" হইতে বাহির হইয়া আসিবে এবং এ বিষয়ে আরও অনেক কিছু বলিবার আছে তাহা তখনই বলা যাইবে। (হিন্দু)

বীমার প্রিমিয়াম কমানো উচিত কি?

পঞ্চাশ বছর আগে মানুষের আয়ু যাহা ছিল এখন সে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বাঁচে। অবশ্য, এ দুর্ভিক্ষ-

পীড়িত দেশ এ নিয়মের ব্যতিক্রম। এই গড়পড়তা আয়ু বৃদ্ধির ফলে বহু বৎসর আগেকার হারে ধার্য্য প্রিমিয়ামের অদল বদল হইবে না কেন এরূপ একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে। এই সঙ্গে ইহাও প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, বহু বৎসর আগেকার মৃত্যুর হারের তালিকা (মর্টালিটী টেব্‌ল) পরিবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমান কালোপযোগী করা উচিত।

এই প্রশ্নগুলির সমাধান করিতে হইলে ভাবিয়া দেখা উচিত এই যে, মানুষর গড়পড়তা আয়ু বৃদ্ধি হইয়াছে ইহাতে সত্য সত্যই প্রাপ্তবয়স্ক লোকের আয়ু বৃদ্ধি হইয়াছে কি না। একথাটা স্বীকার করিতেই হইবে যে ক্রমাগত চেষ্টার ফলে শিশু-মৃত্যুর হার বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু জীবনবীমা কোম্পানীগুলিকে সাধারণতঃ ২০ হইতে ৭০ বৎসর বয়সের লোকদের নিয়াই কারবার করিতে হয়। শিশু-মৃত্যুর হার হ্রাসে তাহাদের লাভ লোকসান মোটেই হয় না। বিশেষতঃ বীমা কোম্পানীগুলি বাছা বাছা লোকের বীমা নেয়—উপযুক্ত ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করিয়া। গড়পড়তা আয়ু বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বাছা বাছা লোকের আয়ু বাড়িয়াছে কিনা দেখিবার বিষয়।

প্রিমিয়াম স্থিরীকরণ সাধারণতঃ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

(১) পুরাণো মৃত্যু-হারের তালিকা (২) প্রিমিয়ামে প্রাপ্ত সুদের হার (৩) অন্যান্য বাজে খরচ।

বিলাতী বীমা কোম্পানীগুলি বহু আগেকার মৃত্যু-হারের তালিকা দৃষ্টে এবং প্রিমিয়ামে প্রাপ্ত টাকার কম সুদ কষিয়া (বহু পূর্ব্বের হার) তবে প্রিমিয়াম ধার্য্য করিয়াছে বলিয়াই গত যুদ্ধ ও তৎপরবর্ত্তী ইনফ্লুয়েঞ্জা মড়কের সাংঘাতিক ফল হইতে ইহারা অব্যাহতি পাইয়াছে। তদুপরি আনুষঙ্গিক খরচা বরাদ্দও তাহার বেশী করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। দুনিয়ার এইরূপ যুদ্ধ, আকস্মিক ঘটনা মানুষের জীবন নিয়া লীলাখেলা অবিরতই চালাইতেছে। সুতরাং জীবনবীমা কোম্পানীগুলিকে এই সব সুবিধা সুযোগ কেন দেওয়া হইবে না ইহাও ভাবিবার বিষয়।

আরও একটা কথা, বীমা কোম্পানীগুলি উপরোক্ত তিনটী বিষয়ের পরিবর্ত্তনের ফলে যে সুবিধা করিয়া লইতেছে তাহা তাহারা নিজেরা হজম করে না। সমস্ত লাভ—অন্ততঃ পক্ষে একটা মোটা রকমের অংশ তাহারা বীমাকারীদেরই (যাহারা লভ্যাংশ পাইতে চাহেন তাহাদের) দিয়া থাকেন। মিউচুয়াল বীমা কোম্পানীগুলি সমস্ত লভ্যাংশই 'বোনাস'রূপে বীমাকারীদের ফিরাইয়া দেয়। অন্যান্য বীমা কোম্পানীরাও বড় অংশটাই এইভাবে বীমাকারীদের দেয়। বর্ত্তমান কালোপযোগী অপেক্ষা অধিক প্রিমিয়াম দিয়া বীমাকারিগণ এই যে দিন দিন বর্দ্ধিত হারে 'বোনাস' পাইতেছে তাহা কি অপেক্ষাকৃত কম প্রিমিয়াম দেওয়ার চেয়ে ভাল নয়—অন্ততঃ পক্ষে বীমা কোম্পানীর দিক্ দিয়া ইহা কি অধিকতর স্পৃহনীয় নয়?

এই ত গেল যাহারা লভ্যাংশ পাইবার অধিকার রাখিয়া বীমা করেন তাহাদের কথা। যাহারা লভ্যাংশের আশা ছাড়িয়া দিয়া বীমা করেন তাহার 'বোনাস' পান না বটে; কিন্তু তাহারা কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তির সময়ই কোনপ্রকার লাভ লোকসানের হাঙ্গামায় যাইতে চান না। সুতরাং যাহারা ব্যবসায়ের হাঙ্গামা হইতে দূরে থাকিতে চান তাহারা যাহারা হাঙ্গামায় লিপ্ত হন তাহাদের চেয়ে কম লাভবান। বিগত কয়েক বৎসর যাবত কয়েকটা বীমা কোম্পানী একটা নূতন ধরণের নীতি অনুসরণ করিতেছে। তাহারা নন-প্রফিট পলিসির দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং বীমাকারিগণকে এখন অপেক্ষাকৃত অল্প প্রিমিয়ামের নন-প্রফিট পলিসি এবং উইথ-প্রফিট পলিসি করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। বীমাকোম্পানীর দিক্ দিয়া এই উইথ প্রফিট পলিসির ভার কমানোর চেষ্টার মধ্যে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বীমা-কোম্পানী পুরাণো মৃত্যুহারের তালিকানুযায়ী প্রিমিয়মহার কমাইয়া ফেলিতেছে। ইহাপেক্ষা অধিক কমাইয়া বীমাকোম্পানীর অবস্থা অধিক বিপজ্জনক করা অভিপ্রেত কি?

জীবনবীমা হইতেছে কোম্পানীর সঙ্গে দীর্ঘকালের জন্য একটি চুক্তি-বিশেষ। সুতরাং পরিবর্ত্তিত অবস্থানুযায়ী নূতন করিয়া প্রিমিয়াম হার নির্দ্দিষ্ট করা বীমাকোম্পানীগুলির সম্মুখে এক সমস্যা সন্দেহ নাই।

শ্রীমেঘনাদ রায়,

("বাংলার বাণী", ঢাকা)

মোলাকাৎ

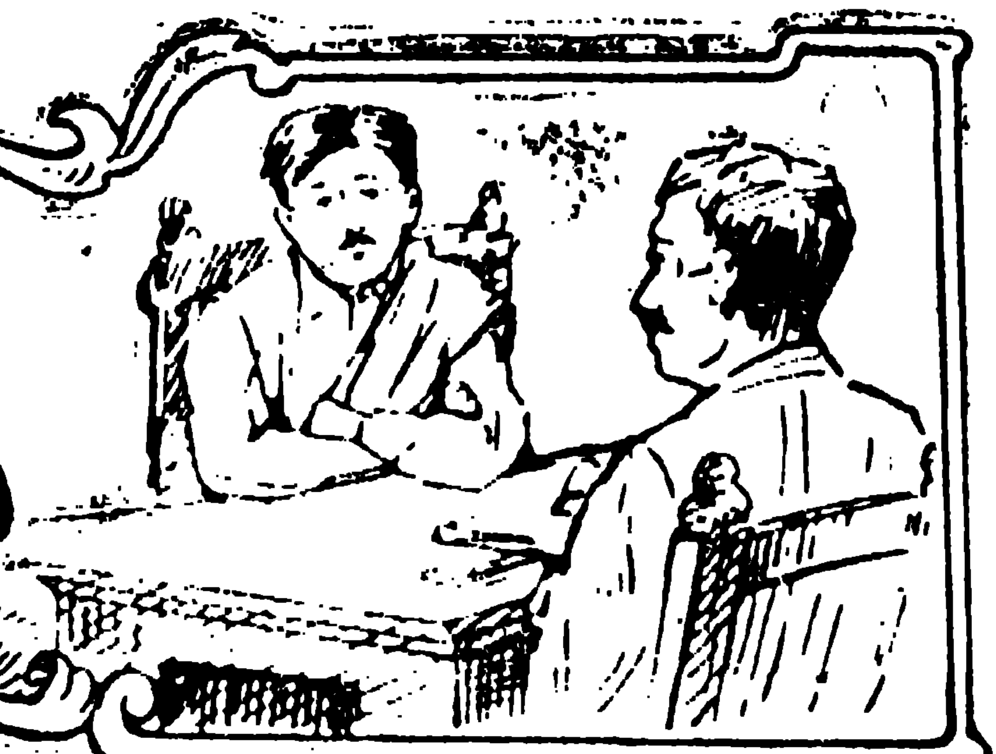

ধনবিজ্ঞানের গবেষণা-প্রণালী

(মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সহিত শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়ের কথোপকথন)।

স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ—আপনার "হাউ টু ডিটেক্ট কাউণ্টারফিট কয়েন্ এণ্ড ফোর্জড নোট" পুস্তিকাখানা বাংলায় লিখেছেন কি?

নরেন্দ্রনাথ—না, এখনো লিখি নাই, তবে ইচ্ছা আছে। পরিভাষার অভাব একটা প্রধান অন্তরায়। 'টাকার কথা' বই লিখবার বেলায় ও পরিভাষার জন্য অনেকটা মেহনৎ করতে হয়েছে।

ব্র—টাকার কথা আমি পড়েছি। পরিভাষা সম্বন্ধে আমার মত এই যে, সাহিত্য-পরিষদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলিত হয়ে পরিভাষা তৈরী করা দরকার। এইসব পরিভাষা চল্‌তি কারবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত লোক নিযুক্ত করে ক্রমহিসাবে পাঠ্যপুস্তক লেখানো, যা'তে ম্যাট্রিক হতে আরম্ভ করে, বিএ পর্য্যন্ত পড়তে গিয়ে পরিভাষাগুলির সহিত পরিচিত হওয়া যায়। একদম বি, এ ক্লাশের জন্য বাংলা বই লিখলে চলবে না,—নীচের ক্লাশ থেকে আরম্ভ করে বি, এ পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর জন্য পাঠ্য পুস্তক লিখতে হবে। পরিভাষা তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের নজর রাখতে হবে ঐগুলি চালাবার দিকে।

এমনি করে বি, এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে পঠনপাঠন হতে পারে। নিকট ভবিষ্যতে কিছু কাল এম, এ ক্লাশের পঠন পাঠন কোনও একটা য়ুরোপীয় ভাষায় (আমাদের বেলায় ইংরেজী) হবে এবং হওয়া উচিতও।

উর্দ্দু ও হিন্দিতে পরিভাষা সৃষ্টি ও গ্রন্থ-প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে, বাংলায়ও হওয়া উচিত। অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা তুলনা করে দেখা দরকার।

ন—আপনি তো বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের এক সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই পরিষদের গবেষকদিগের কার্য্যপ্রণালী আপনার মতে কিরূপ হওয়া উচিত?

ব্র—গবেষকগণ এখন যে ধনবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের বর্ত্তমান অবস্থা ও গতির সহিত পরিচিত হতে চেষ্টা কর্‌ছেন তাহা ভাল। কিন্তু ইহার পরে প্রত্যেক গবেষককে এক একটা বিষয় নিয়ে বিশেষ ভাবে গবেষণা করতেই হবে। কোনও একটি সমস্যা নিয়ে গবেষণা করতে হলে ঐ সমস্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশে কিরূপ আলোচনা হয়েছে তাহা জেনে, নানা জাতি ঐ সমস্যার কিরূপ সমাধান করেছে তাহা বুঝে, তবে গবেষণা সুরু করা উচিত। যেমন পপুলেশন প্রব্লেম, ম্যাল্‌থুসিয়ান্ ও নিও-ম্যাল্‌থুসিয়ান্ দলের সমাধান অনেক পুরাণো। বর্ত্তমান য়ুরোপ আমেরিকা এবং এশিয়াতে এই সমস্যাটা নিয়ে কি প্রণালীতে আলোচনা হচ্ছে তাহা জেনে তবে এই বিষয়ে আমাদের দেশী সমস্যার সমাধানে হাত দেওয়া উচিত। ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষক-গণ এখন যে কাজটা নিয়ে ব্যস্ত তাহা হওয়া উচিত

ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টগ্র্যাজুয়েট ক্লাসে। তাহা হয় নাই বলিয়াই এখন সে কাজটা করতে হচ্ছে। কয়েক বৎসর আগে দুইজন ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপক আমার কাছে এসেছিলেন গবেষণা বিষয়ে পরামর্শ করতে। দুই জনই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল্ডমেডালিষ্ট ও ফার্ষ্ট্‌ক্লাস ফার্ষ্ট। তাঁহাদিগকে গবেষণার বিষয় ও প্রণালী বলে দেওয়াতে তাঁহারা বললেন যে, তাঁহাদের তখনকার জ্ঞান এইরূপ গবেষণায় সাহায্য করে না। কাজেই দেখছি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে এসেও ধন-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত পরিচিত হবার জন্য কিছুকাল ব্যয় করা উচিত।

ন—গবেষকগণ এখন যে ভাবে পড়াশুনা করছেন সেরূপ ভাবে পড়াশুনা এম, এ ক্লাসে হয় নাই। আমার মনে হয় ধনবিজ্ঞান আরও নীচের ক্লাস থেকে পড়াতে আরম্ভ করে দেওয়া দরকার।

ব্র—আই, এ, থেকে পড়ানো উচিত।

ন—বাংলায় পড়ালে বোধ হয় ম্যাট্রিক্‌ থেকেও হতে পারে।

ব্র—তা হতে পারে।

*　　*　　*　　*　　*

আপনি এখন কি প্রণালীতে রাজস্ব বিষয়ে পড়াশুনা করছেন?

ন—আমি আপাততঃ দুনিয়ার বিভিন্ন উন্নতিশীল জাতির সরকারী রিপোর্টগুলা পাঠ করছি, এবং উহাদের আয়ব্যয়ের তুলনামূলক তালিকা তৈরী করছি। এই সব হয়ে গেলে ঐ সব তথ্য দিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করবার ইচ্ছা।

ব্র—এই তুলনা করতে যেয়ে সবাই যে ভাবে তুলনা করে দেখায় তা করবেন না; যেমন ব্যয়ের খাতে প্রত্যেক জাতিরই একটা 'নেসেসারি মিনিমাম্' ব্যয় আছে সে কথাটা মনে রাখতে হবে।

ন—কোন্ জাতির নেসেসারি মিনিমাম্ ব্যয়টা কি তাহা ঠিক করবার মাপকাঠি কি হবে?

৬

ব্র—একই বিষয়ে প্রত্যেক জাতির নেসেসারি মিনিমাম্ ব্যয় যে একই হবে তা নয়। উহা সভ্যতার স্তর, জনবল, ঘন বা বিরল বসতি, দেশের অবস্থান ও গড়ন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ভারতবর্ষ ও আয়ারল্যাণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ের তুলনা করতে গেলেই কথাটা পরিষ্কার হবে। এক দেশে জাতির বিশেষত্ব ও ঘন বসতির জন্য হয়তো সরঞ্জামি খরচ কম; অপর দেশে বিরল বসতি এবং দেশের গড়ন ও জাতির বিশেষত্বের জন্য শিক্ষাদানে কম খরচ করে সরঞ্জামি খরচই বেশী হচ্ছে। মানুষের স্বভাব একরকম হলেও দেশ ও জাতির বিশেষত্ব অবহেলা করা যায় না। *　*　*

আপনি আর কি পড়ছেন?

ন—সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতের রাজস্ব ব্যবস্থার সহিত পরিচিত হবার চেষ্টা করছি; কারণ প্রত্যেক জাতির রাজস্ব-ব্যবস্থায় তাহার অতীতের ছাপ কিছু না কিছু আছে। এই বিষয়ে কি কি বই সাহায্য করতে পারে?

ব্র—শুক্রনীতি, কামন্দক ও কৌটিল্যের বই সাহায্য করবে। এই সব বইতে রাজস্বের বিজ্ঞান সূত্রাকারে পাবেন না। ব্যবস্থাগুলি দেখে রাজস্ব-বিজ্ঞানের সূত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রাচীন রাজস্ব ব্যবস্থা দেখলে দেখা যায় যে, প্রায় সকল দেশেই করের অভিব্যক্তি প্রায় একই রকম ভাবে হয়েছে। যেমন জমির উপর ট্যাক্স;—প্রথম স্তর কম্যুন্যালিষ্টিক্, দ্বিতীয় স্তর ইণ্ডিভিজুয়ালিষ্টিক্, তৃতীয় স্তর বর্ত্তমানের কো-অপারেটিভ্। কো-অপারেশন্ বলতে আমি বুঝি যে উহা সোশ্যালিষ্টিক্ নয় অথচ ষ্টেটের কণ্ট্রোল্ থাকবে; অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে নয়। কিন্তু আমার মতে পূর্ব্ব গবেষকদিগের মতো প্রাচীন ভারতের রাজস্বের উপর ঝোঁক না দিয়ে বর্ত্তমান ভারত ও দুনিয়ার রাজস্বের উপর ঝোঁক দেওয়াই ভাল। অবশ্য আমার মুখ থেকে এই কথাটা কেমন কেমন শুনাবে। তা হলেও বর্ত্তমানের উপর নজর ফেলবার জন্যই আমি বলছি।

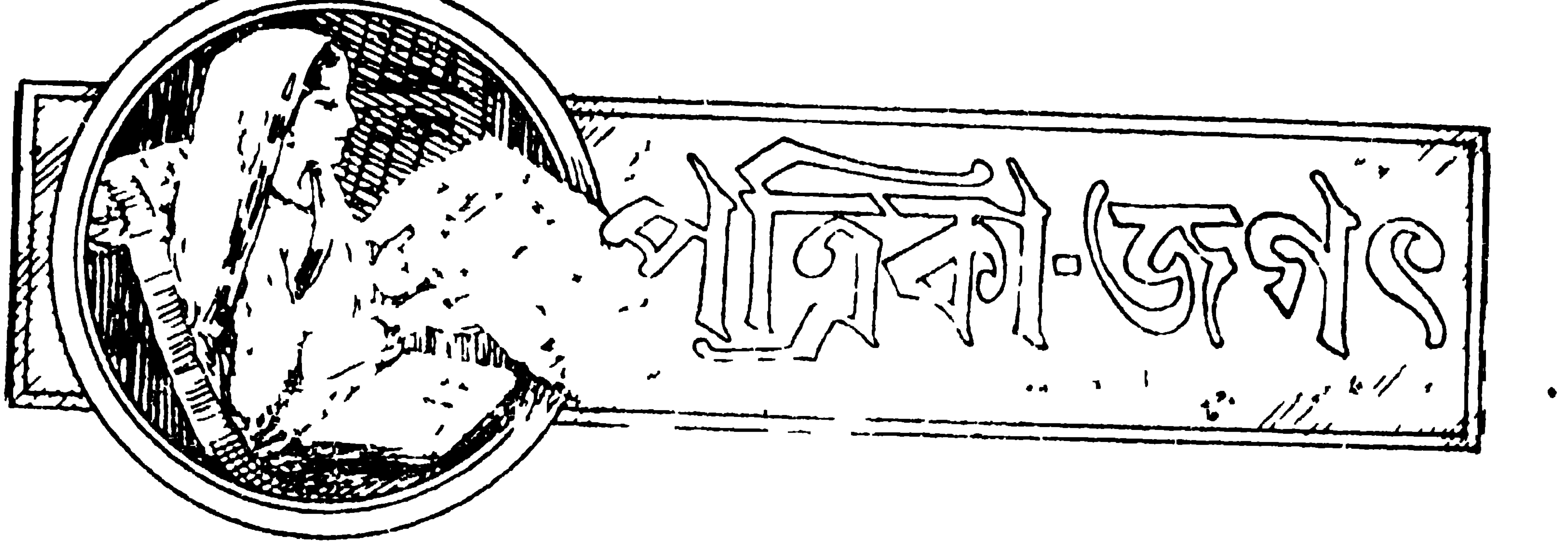

"মান্থ্‌লি লেবার রিভিউ"

১৯২৮ অক্টোবর সংখ্যা সম্প্রতি আমেরিকা হইতে ভারতে আসিয়াছে। প্রথম প্রবন্ধে আমেরিকার বিভিন্ন শ্রমিক-সঙ্ঘ ও পুঁজিপতি কলকারখানার মালিকদের মধ্যে একটা সৌহার্দ্দ স্থাপনের আলোচনা করা হইয়াছে। শিল্প কারখানার কর্ম্ম-ক্ষমতা বা এফিশেন্সি যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেই জন্য মনিব ও শ্রমিকের সহযোগের আবশ্যকতা দেখান হইয়াছে। বস্ত্র, হোসিয়ারি, কাচ, আপহোলষ্ট্রি, মুদ্রণ, টুপি, রেল সড়ক প্রভৃতি আমেরিকার বিখ্যাত বিখ্যাত সকল শিল্পের অবস্থাই এখানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

পুলিশ ও ফায়ারম্যানদের অবসর গ্রহণের সময় পেন্সন দিবার ব্যবস্থা আমেরিকার সকল প্রদেশেই বর্ত্তমান আছে। সম্প্রতি ৪লক্ষ লোকের বসতি কয়েকটি আমেরিকান সহরে এ বিষয়ের অনুসন্ধান হইয়া গিয়াছে। এই অনুসন্ধানের ফলাফল দ্বিতীয় প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

তৃতীয় প্রবন্ধে লেবুর ম্যাগনুসন মহোদয় আন্তর্জ্জাতিক লেবার কনফারেন্স সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে এক তদন্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে প্রকাশ ১৯২৬ সনে আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা ছিল ১৮৮,৩৯১ জন। শতকরা ১৩৮ জন আদিম অধিবাসী এরূপ স্থানে বাস করিত যেখানে মাথা-পিছু সম্পত্তির মূল্য ৫ শত ডলার, শতকরা ৪১·৯ জনের বসতিতে সম্পত্তির মূল্য মাথা-পিছু হাজার ডলার এবং শতকরা ৬৭ জন গড়ে প্রত্যেকে দুই হাজার মূল্যের সম্পত্তি ভোগ দখল করিত। ৭৮·৭ জন এমন স্থানে থাকিত যেখানে মাথা পিছু সম্পত্তির মূল্য ১০ হাজার ডলারের কম।

আদিম আমেরিকানরা শ্বেত জাতির মত সুখে বাস করিতে প্রয়াস পাইতেছে। আদিম প্রথা বর্জ্জন করিয়া তাহারা দ্রুত সুসভ্য হইতেছে। তবে এখনও তাহাদের অধিকাংশ লোক আদিম কালের ঘরবাড়ীতে বসবাস করে। তাহাদের মধ্যে স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় নিয়ম পালনের খুব অভাব। নানারূপ ব্যাধি তাহাদের মধ্যে আছে।

সম্প্রতি বিলাতের খনিসমূহের সেক্রেটারী ব্রিটিশ কয়লা শিল্পের (১৯২৭) রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে প্রকাশ যে ১৯২৭ সনে বিলাতে মোট ২৫১,২৫০,০০০ টন কয়লা উত্তোলিত হয়। ১৯২৫ চাইতে ১৯২৭ সনে ৮০ ... টন বেশী উৎপাদন করা হয়। ঐ সনে ৭২০ লক্ষ বিদেশে চালান দেওয়া হয়। ১৯২৫ সনের চাইতে আলোচ্য সনে ৫ লক্ষ টন কয়লা বেশী রপ্তানি হয়। লেখক বিলাতী কয়লা কারখানার মজুরদের শ্রম অবস্থা ও পারিশ্রমিক সম্বন্ধেও এই প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

পরিবর্ত্তী প্রবন্ধে কলোর আমেরিকান কনসাল জাপানের সুদক্ষ কারিগরের অভাব সম্বন্ধে এক রিপোর্ট আলোচনা করিয়াছেন।

আমেরিকার ওকলাহোমা ও টেক্সাস প্রদেশে কত তুলা উৎপাদন করা হয় তাহার এক বিস্তৃত বিবরণ এই সংখ্যায় আছে।

আমেরিকায় ফ্যাক্টরীগুলির উৎপাদন সম্বন্ধে এক অনুসন্ধান করা হয়, তাহারও বিবরণ এই সংখ্যায় আছে।

শিল্প দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্য নামক অধ্যায়ে আছে (১) ক'

মেটিক ফ্যাক্টরিসমূহে শ্রমিকদের অসুখ বিসুখ (২) নোংরা শিল্পসমূহে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য (৩) সিমেণ্ট শিল্পে ধূলার অত্যাচার (৪) বিলাতী ফ্যাক্টরীসমূহে বিষাক্ত ব্যাধির প্রভাব।

শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ অধ্যায়ে আছে—(১) নিউইয়র্ক ষ্টেট ইনশিওরেন্স ফণ্ডের উন্নতি (২) ওহিও ষ্টেট ইনশিওরেন্স ফণ্ডের অবস্থা (৩) পেনিসিলভেনিয়ায় শ্রমিক ক্ষতিপূরণের সুবিধা হইতে বালকগণের বহিস্করণ, (৪) টেক্সাসের এম্প্লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশ্যান সকল প্রকার ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী।

সমবায় অধ্যায়ে আছে (১) লক্ষ ডলার মূলধনে ইষ্টার্ণ কো-অপারেটিভ হোলসেল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা, (২) লেবার ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা (৩) সমবায় মার্কেটিং কণ্ট্রাক্টের সুবিধা (৪) মিন্নেসোটা অঞ্চলে কৃষি সমবায়ের উন্নতি (৫) বেলজিয়ামে সমবায় আন্দোলনের বিস্তার। ১৯২৭ সনের শেষে দেখা গিয়াছে যে, বেলজিয়ামে ১,২২৮টী সমবায় সমিতি আছে।

চীনা পরিবারের বাজেট

পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সমাজ-বিজ্ঞান অধ্যাপক এল, কে তাও মহোদয় সম্প্রতি কতকগুলি চীনা পরিবারের গৃহস্থালীর ব্যাপার অনুসন্ধান করিয়াছেন। পিকিংএর সামাজিক অনুসন্ধান দপ্তর তাঁহাকে এই কাজে যথেষ্ট সহায়তা করে।

চীনা পরিবারের গৃহস্থালীতে এই সর্ব্বপ্রথম অনুসন্ধান চালান হয়। ছয় মাস ধরিয়া অধ্যাপক মহাশয় চীনা পরিবার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি ৩০০ খানা চীনা পরিবারের জমাখরচের খাতা তদন্ত করেন। এইগুলির ২৮৮ খানা ৪৮টী চীনা শ্রমিক পরিবারের। অবশিষ্ট ১২ খানা প্রাথমিক শিক্ষকদের। অধ্যাপক মহোদয় তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, ৪৮টী চীনা শ্রমিক পরিবারের জমা খরচের খাতাগুলি ঘাঁটিয়া দেখিলাম তাহারা অতিকষ্টে জীবন ধারণ করে। কোনরূপে দারিদ্র্য ও কষ্টের মধ্যে তাঁহারা বাঁচিয়া আছে। ইহাদের অনেকেই সরকারী ভাতা বা অনুরূপ সাহায্য পাইবার অধিকারী।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পিকিংএর ৬০ হাজার পরিবার বা ২৭০ হাজার লোক এইরূপ দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করে। এক একটী চীনা পরিবারে গড়ে ৪ হইতে ৫টী লোক বাস করে।

চীনে লোকের বয়স তাহার প্রকৃত বয়সের চাইতে এক বৎসর বেশী। কারণ জন্মগ্রহণের সময়েই শিশুকে এক বৎসরের ধরা হয়। উল্লিখিত ৪৮টী পরিবারের ২২৩জন লোকের ১৬২ জনই সাবালক।

ইহাদের শতকরা ৫২জন চীনা। ২৫জন মাঞ্চু ও ২৩ জন মুসলমান। পল্লী অঞ্চলের চীনা পরিবারগুলিতে স্বামী স্ত্রী, পিতামাতা, সন্তান সন্ততি ছাড়াও অন্য আত্মীয় স্বজন থাকে। সহরগুলিতে কতকটা আধুনিক পরিবার দেখিতে পাওয়া যায়। এই ৪৮টী পরিবারের ৩৯ জন গৃহকর্ত্তার বয়স ৩০ হইতে ৬০এর মধ্যে, ২১ জনের ৩০ হইতে ৩৯এর মধ্যে। ৩৯টী স্ত্রীর বয়স ২০ হইতে ৫০ এবং সন্তান-সন্ততির শতকরা ৭৫ ভাগ ছেলে ৮৩ ভাগ মেয়ের বয়স পনর হইতে কম। পরিবারের লোকের ২২০ জনের ১১৪ জন পুরুষ ও ১০৬ জন নারী। এই ৪৮টী পরিবারের রোজগার-পটু ৭২ জনের অর্দ্ধেকের বেশী রিক্সওয়ালা এবং ৭৪ জন রোজগারী নারীর ৫ ভাগের ৪ ভাগ কৃত্রিম ফুল তৈয়ারী করে, আসবাবপত্র পলিশ করে ও চরকায় সূতা কাটে।

পিকিং সহরে ৪০ হাজার রিক্স কুলি আছে। সহরের লোক-সংখ্যা খুব বেশী বলিয়াই অন্যান্য কাজে সুবিধা করিতে না পারিয়া লোকে রিক্স টানিয়া পয়সা রোজগার করে।

পিকিংএ কাজের ঘণ্টা

পিকিং সহরে শ্রমজীবীদের কিভাবে খাটিতে হয় তাহার হিসাব এখানে দেওয়া হইল। এটা ছয় মাসের বা ১৮১ দিনের হিসাব।

	পুরুষ			মেয়ে		
বয়স	সংখ্যা	গড়ে দিনকার কাজের ঘণ্টা	গড়ে দিন	সংখ্যা	দিনকার কাজের ঘণ্টা	মোট কাজের দিন
৫ হইতে ৯	৩	৩'৭	৭	৩	৪'৩	১৪০
১০ „ ১৪	৭	৯'৯	১২৪	১৫	৫'৫	১৪৪
১৫ „ ১৯	৮	১০'১	১৭২	৮	৬'৮	১৪৯
২০ „ ২৯	১১	১০'০	১৬৯	১২	৬'৩	১২৫
৩০ „ ৩৯	২২	৯'৪	১৭২	১৯	৭'৪	১৪৬
৪০ „ ৪৯	১২	৮'৯	১৬৬	৯	৬'৯	১১৬
৫০ „ ৫৯	৬	৭'৭	১৩৮	৪	৬'০	১৪৬
৬০ ও উপর	৩	৮'০	১২৫	৪	৬'৩	১১১
সকল বয়সের	৭২	৯'১	১৫৪	৭৪	৬'৪	১৩৭

৪৮টী পরিবারের আয়

এখানে আমেরিকান ডলারে চীনের ৪৮টী শ্রমিক পরিবারের বাৎসরিক আয় দেখান হইল।

	আয়	জন প্রতি
স্বামী	২৫'৮১	৫৬'৮
স্ত্রী	৩'৯৮	৮'৮
সন্তান সন্ততি	৯'৭৬	২১'৫
অন্য	১'৫৭	৩'৪
মোট	৪১:১২	৯০'৫
বখশিষ	২'৭৫	৬'১
সাহায্য	'২৫	'৬
বাড়ীভাড়া	১'০৬	২'২
অন্যান্য উপায়	'২৬	'৬
মোট	৪'৩২	৯'৫
সর্ব্ব মোট আয়	৪৫'৪৩	১০০'০

চীনের শ্রমিক পরিবারের খরচ

এক একটী পরিবারের গড়ে সাড়ে চারি জন করিয়া লোক (ছেলে পিলে ধরিয়া)। ইহারা কি খায় ?

	গড়ে	জন প্রতি
খাদ্য	২১'৭৯	৭১'২
বাড়ীভাড়া	৩'৩৬	৭'৫
কাপড় চোপড়	৩'০৫	৬'৮
কাঠ কয়লা		
আলো জল	৫'০৫	১১'৩
অন্যান্য	১'৩১	৩'১
মোট	৪৪'৬৪ ডলার	১০০'০

আয়ব্যয়ের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ৪৮টী পরিবারের ৩৪টী পরিবার আয়ের চাইতে গড়ে সওয়া ছয় ডলার বা প্রায় ১৯৲ টাকা বেশী খরচ হয়। ১৪টী পরিবারে গড়ে ১০৲ টাকা করিয়া জমা হয়।

প্রত্যেক পরিবারকে গড়ে তিন জন করিয়া লোক প্রতিপালন করিতে হয়। চীনাদের খাদ্যের শতকরা ৮০ ভাগ চাউল বা আটা, ৯'১ ভাগ তরিতরকারী, ৬'৭ ভাগ শর্করা জাতীয় দ্রব্য। ইহারা শতকরা মাত্র ৩'২ ভাগ মাছ মাংস ক্রয়ে খরচ করে। ইহাদ্বারা বুঝা যায়, চীনারা স্বভাবতই নিরামিষ-ভোজী। অবশ্য হাতে পয়সা থাকিলে তাহারাও মাছ মাংস খাইতে পারে। অধ্যাপক মহাশয় বলিয়াছেন দায়ে পড়িয়া ইহারা নিরামিষে সন্তুষ্ট থাকে।

৪৮টী পরিবারের ২টী ছাড়া ৪৬টীর মাত্র একটী করিয়া থাকিবার ঘর। ইহার মধ্যে মাত্র ১১টী পরিবারের ঘরগুলি মেরামত করা আছে। প্রত্যেকটি ঘর গড়ে ৭০৬ কিউবিক ফুট।

কাপড়চোপড়ে এই ৪৮টী পরিবারের লোক গড়ে তিন ডলার খরচ করে।

দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবার

দক্ষিণ আফ্রিকার জীবনযাত্রার মাপকাঠি উঁচু করিবার জন্য সম্প্রতি একটা পারিবারিক অনুসন্ধান চলিতেছে। যে সমস্ত পরিবারের আয় ছয় শত পাউণ্ডের বেশী নয় এবং যাহারা পল্লী বা সহরে বাস করে কেবল সেই সমস্ত পরিবারগুলি এই অনুসন্ধানে ধরা হইবে। একটা পরিবারের যতপ্রকার আয়ব্যয় হইতে পারে সব কিছু এই অনুসন্ধানের মধ্যে আসিবে। প্রায় এক বৎসর এই অনুসন্ধান চলিবে।

"লেবার গেজেট" (কানাডা)

ডিসেম্বর ১৯২৮। (১) মাসপঞ্জী—(ক) কানাডার শ্রম অবস্থা, (খ) শিল্প-বিরোধ অনুসন্ধান আইন ১৯০৭, (গ) অক্ষম ভূতপূর্ব্ব সৈনিকদের ক্ষতিপূরণ ভাতা, (ঘ) শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ নীতি ও কল কারখানায় দুর্ঘটনা, (ঙ) কৃষি শিল্পে সমবায়, (চ) আর্জ্জেন্টিনা গণতন্ত্রে ৮ ঘণ্টা কাজের দিন (ছ) ওণ্টারিও ক্ষতিপূরণ আইন—ব্রিটিশের আদর্শ, (জ) ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্প কারখানার স্বাস্থ্য অনুসন্ধান, (ঝ) গ্রেট ব্রিটেনে বৃদ্ধ, বিধবা ও বাপ-মা-হারাদের ভাতার ব্যবস্থা, (ঞ) কানাডায় পাইকারী দরের অবস্থা, (ট) নারীদের পুরুষের সমান কাজ ও মাহিয়ানা সমস্যা, (ঠ) পেনসিলভেনিয়ায় শ্রম-বিরোধের মীমাংসা, (ড) শ্রম সম্বন্ধে ওঠানামা।

(২) শিল্প অবস্থার একটা সাধারণ খতিয়ান, (৩) কানাডায় ষ্ট্রাইক্‌স্ ও লকআউটস্, (৪) কুইনসল্যাণ্ডে সরকার কর্ত্তৃক জিনিষপত্রের মূল্য ধার্য্য করা, (৫) ওণ্টারিও ও আলবার্টা প্রদেশে মাতৃত্ব ভাতা। (৬) মেক্সিকোর প্রস্তাবিত শ্রম আইন। (৭) প্রস্তাবিত খনিজ আইন। (৮) নিখিল কানাডা শ্রমিক কংগ্রেস। (৯) শ্রমিক সঙ্ঘগুলির কর্ম্ম-প্রচেষ্টা। (১০) উত্তর আমেরিকার আন্তর্জ্জাতিক মোল্ডার সম্মিলন। (১১) কানাডার ট্রেড ইউনিয়ন সঙ্ঘের ইতিহাস। (১২) কানাডায় ইমারত নির্ম্মাণের অনুমতি। (১৩) অন্যান্য দেশের শ্রম অবস্থা। (১৪) কানাডায় কয়লা উৎপাদন।

"ইণ্ডিয়ান ফরেষ্টার"

দেরাদুন বন গবেষণা ভবন হইতে প্রকাশিত মাসিক। ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় আছে (১) ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বন কনফারেন্স। গত সনের আগষ্ট মাসে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে ব্রিটিশ এম্পায়ার ফরেষ্ট্রী কনফারেন্সের তৃতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই কনফারেন্স ৮,৫৮৭,০০০ বর্গ মাইল বনজ সম্পদ্ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে মোট ১,৯১০,০০০ বর্গ মাইল বন-সম্পদ্ আছে। ইহার মধ্যে মাত্র ৬২৪,০০০ বর্গ মাইল বা মোট বনানীর তিন ভাগের এক ভাগ বনসম্পদ্ ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যবহার করা হয়। (২) বনজ সম্পদের প্রধান খরিদ্দার রেলওয়ে। ১৯২৭-২৮ সনে ভারতের প্রধান রেলকোম্পানীগুলি ২৭৩·১ লক্ষ টাকার কাষ্ঠ-স্লিপার খরিদ করে। স্লিপার ছাড়া মোট ঐ সনে রেল কোম্পানীগুলি ১৩৮·৬ লক্ষ টাকার টিম্বার ক্রয় করে। ১৯১৯-২০ হইতে ১৯২৩-২৪ সনে বনবিভাগের আয় গড়ে বাৎসরিক ৫৫১·৭ লক্ষ টাকা হয়। ১৯২৬-২৭ সনে বনবিভাগ খাজনাস্বরূপ ৬১৯·৬ লক্ষ টাকা পায়। (৩) ভারতের কৃষি ও বনসম্পদ্। বনানী বিস্তারের ফলে ভারতের কৃষির কিরূপ প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতে পারে তাহা এই প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে। জমির উৎকৃষ্ট সারের জন্য কাষ্ঠ ও আগাছার প্রয়োজন। কৃষক যাহাতে পূর্ব্বের মত বিনা পয়সায় কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে পারে এজন্য সরকারের বনবিভাগের নীতি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া বনানী অঞ্চলে অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। এজন্য কৃষিকার্য্যে বনজঙ্গলের প্রয়োজন আছে।

(৪) সারই কৃষির জীবন। এই প্রবন্ধে লেখক দেখাইয়াছেন যে গ্রাম ও বস্তির সকল ময়লা, জঞ্জাল গোবর যদি মাঠে সাররূপে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে একদিকে যেমন গ্রামগুলি স্বাস্থ্যকর ও বাসোপযোগী হইয়া উঠিবে অন্যদিকে কৃষিক্ষেত্রগুলি উর্ব্বর হইবে ও অধিক পরিমাণ উৎকৃষ্ট শস্য প্রদান করিবে। (৫) বনবিস্তারের মোসাবিদা। (৬) কার্শিয়াংএর বনসম্পদ্। (৭) বোম্বাই প্রদেশে কলের সাহায্যে বৃক্ষ কর্ত্তন। (৮) ফর্ডসন করাত। (৯) আন্তর্জ্জাতিক ফরেষ্ট্রী কনফারেন্স, ষ্টকহলম (১৯২৯) (১০) আসামের বনসম্পদ্—আসাম সরকারের বনবিভাগের ১৯২৭-২৮ সনের রিপোর্টে দেখা যায় ঐ সনে বন বিভাগে ২২ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। আসামে মোট ১৪,৪৮৭ বর্গ মাইল বনানী আছে। ইহা রিজার্ভড্ ফরেষ্ট। ইহা-ছাড়া ১৪,৪৮৭ বর্গ মাইল আনক্লাসড ষ্টেট ফরেষ্ট আছে। (১১) আফ্রিকার ফ্লোরা। (১২) চিঠিপত্র—দেবদারু বন ও ইহার আবহাওয়া।

"ইণ্ডিয়ান পোল্‌ট্রি গেজেট"

ফেব্রুয়ারী ১৯২৯। (১) নিখিল ভারত পক্ষী প্রদর্শনীর রিপোর্ট (২) বোম্বাই প্রাদেশিক কৃষি প্রদর্শনী, আহমেদাবাদ। (৩) মুর্গী, হাঁস প্রভৃতির ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার (৪) ইংলণ্ডের পোলট্রি শিল্প।

"ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইষ্টার্ণ ড্রাগিষ্ট"

বিলাতী মাসিক। ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় আছে:— (১) কুইনাইন থেরাপির উন্নতি (২) ভারতবর্ষ ঔষধের ঘাঁটি, (৩) ভাইটামিন সম্বন্ধে গবেষণা, (৪) হাসি বড় ঔষধ (৫) সিনকোনার ইতিহাস।

"ইণ্ডিয়া রাবার জার্ণাল"

বিলাতী সাপ্তাহিক। ফেব্রুয়ারী ২য় সংখ্যায় আছে (১) এডিসনের নূতন রবার-দুনিয়া অনুসন্ধান। বিখ্যাত আবিষ্কারকর্ত্তা এডিসন সাহেব বলিয়াছেন "আমাদের রবার চাই-ই চাই। যন্ত্রজগৎ রবার ছাড়া বিকল। আমরা যদি কোন জাতির সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হই তাহা হইলে ঐ জাতি সর্ব্বপ্রথম আমাদের রবার সরবরাহের রাস্তা বন্ধ করিয়া দিবে। এইজন্য আমাদের দেশ যাহাতে আমাদের সমগ্র রবার-চাহিদার যোগান দিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। রবার সম্বন্ধে আমরা পুরা স্বাধীন হইতে চাই। (২) দুনিয়ার মোটর-টায়ার উৎপাদনের হিসাব।

"মিল্ক ইণ্ডাষ্ট্রি"

দুগ্ধ শিল্পের বিলাতী মাসিক। জানুয়ারী ১৯২৯। (১) বৃটিশ দুগ্ধ শিল্পের উন্নতি, (২) ন্যাশনাল ডেয়ারীমেনস বেনেভলেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যান (৩) আইন আদালত। এই অধ্যায়ে উল্লিখিত কয়েকটি মোকদ্দমা হইতে বিলাতী দুগ্ধ-শিল্পের উন্নতির কারণ বোঝা যাইবে।

সারা সালোম্যান সপ্তাহে ১৭ শিলিং করিয়া পেন্সন পায়। সে একদিন জনৈক গৃহস্থের দরজা হইতে এক বোতল দুধ চুরি করে (এই স্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে বিলাতের গোয়ালারা বাড়ী বাড়ী বোতলে দুগ্ধ পুরিয়া মুখ বাঁধিয়া সংবাদপত্রের মত বাড়ীর দরজায় রাখিয়া যায়)। পুলিশ কোর্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বেচারার সামান্য আয়ের কথা চিন্তা করিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

এডওয়ার্ডস রোডস নামক জনৈক বিলাতী গোয়ালা ডেয়ারী রেজিষ্টার্ড না করিয়া দুগ্ধের ব্যবসা চালাইতেছিল। তাহাকে ২০ পাউণ্ড জরিমানা করা হইয়াছে ও তিন পাউণ্ড মোকদ্দমা খরচা দিবার আদেশ করা হইয়াছে। অন্যথা দুই মাস সশ্রম কারাবাস। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন "এই গোয়ালাটা নেহাৎ খারাপ, জল মিশ্রিত দুগ্ধের সরবরাহ করিতেছিল। ইহার চাইতে কদর্য্য অপরাধ হইতে পারে না। লোকটা গরীব না হইলে তাহাকে ৫০ পাউণ্ড জরিমানা করা চলিত।"

পিকফোর্ড তাহার গোয়ালঘর অপরিষ্কার রাখিত, তাহাতে গোবর জমা হইয়া থাকিত এবং অনেকদিন ঘরখানিতে চুণ-কাম করা হয় না। এই অপরাধে তাহাকে এক পাউণ্ড

জরিমানা করা হয়। আর এক গোয়ালাকেও উল্লিখিত অপরাধে জরিমানা করা হয়। (২) দুগ্ধের উপকারিতা—রেডিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের গবেষণা ফল। (৩) দুগ্ধ উৎপাদনের অসুবিধা। (৪) ইষ্ট ডেভন মিল্ক রেকর্ডিং সোসাইটি। (৫) রেলওয়ে মিল্ক ট্যাঙ্ক। (৬) দুগ্ধ-শিল্প বিষয়ক নতুন আইন কানুন। (৭) গোয়ালা সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা। (৮) দুগ্ধ চিকিৎসা, ইম্পিরিয়াল রুশ ফিজিশিয়ান ডাক্তার ফিলিপ ক্যারেলের বক্তৃতা। (৯) কো-অপারেটিভ ডেয়ারী। (১০) খাদ্য ও পানীয়রূপে দুগ্ধের ব্যবহার। (১১) বৃটিশ মিল্ক-পুল। (১২) ডেয়ারীর ক্রমবিকাশ। (১৩) মোটর ও দুগ্ধ ব্যবসায়। (১৪) ন্যাশনাল মিল্ক পাব্লিসিটি ট্রান্সপোর্ট কাউন্সিল। (১৫) ডেন্মার্কের জাতীয় ডেয়ারী প্রদর্শনী।

"লেদার ম্যানুফ্যাকচারার"

বোষ্টনের চর্ম্মশিল্প বিষয়ক মাসিকপত্র। জানুয়ারী ১৯২৭ সংখ্যায় আছে, (১) চামড়ার অভাব, (২) চামড়া-শিল্পে প্রটেকশ্যান, (৩) চামড়ার শিল্প-অবস্থার উন্নতি, (৪) কাঁচা-মালের দাম, (৫) এসিডে চামড়ার অনিষ্ট, (৬) কুম্ভীর চামড়া, (৭) জুতা তৈরীর চামড়া, (৮) কিড চামড়া, (৯) ট্যান করিবার পদ্ধতি, (১০) পিগমেণ্ট ডাইজ।

"জার্ণাল অব দি মিনিষ্ট্রি অব এগ্রিকালচার"

জানুয়ারী ১৯২৯। (১) তরুণ কৃষক সঙ্ঘ। (২) ইংলণ্ড ও ওয়েলসে বিশুদ্ধ দুগ্ধ প্রতিযোগিতা। (৩) পশু রোগ রিপোর্ট ১৯২৭। (৪) বিশুদ্ধ দুগ্ধ উৎপাদন করিবার পদ্ধতি। (৫) ফল উৎপাদনের উন্নতি। (৬) ডিম্ব-বাজারের সংস্কার। (৭) নিরামিষ উৎপাদন। (৮) আন্তর্জ্জাতিক কৃষি ভবন। (৯) বীট চিনি উৎপাদন। (১০) স্কটল্যাণ্ডে আলুর চাষ। (১১) সরকারী বীজ পরীক্ষা ভবনের রিপোর্ট। (১২) ধান্য খড়ের আর্থিক সম্ভাবনা। (১৩) ডেনিশ ফার্ম্ম সম্বন্ধে জনৈক ছাত্রের বিবরণী। (১৪) মক্ষিকা-পালন। (১৫) মুর্গী পালন। (১৬) ইংলণ্ড ও ওয়েলসের কৃষি রিপোর্ট্ ১৯২৮। (১৭) এসেক্সের খাদ্য শস্য। (১৭) সার—কৃত্রিম সারের মূল্য।

"ইম্পিরিয়াল ফুড জার্ণাল"

বৃটিশ সাম্রাজ্যের খাদ্য-সম্ভার বিষয়ক বিলাতী মাসিক। জানুয়ারী ১৯২৯ সংখ্যায় আছে :—(১) নিউফাউণ্ড ল্যাণ্ডের চিলড্ স্যালমন মৎস্য। (২) দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষকদের সফর। (৩) ইম্পিরিয়াল ফল-প্রদর্শনী। (৪) নিউজিল্যাণ্ডের ফল রপ্তানি। (৫) রুশিয়ায় অষ্ট্রেলিয়ান মেরিণো। (৬) কানাডার বরফ দেওয়া গো-মাংস। (৭) ইয়োরোপীয় বাজারে অষ্ট্রেলিয়ার ফল। (৮) বিলাতী ডিম। (৯) দুনিয়ার মাংস-উৎপাদন—মাংসের মূল্য। (১০) বৃটিশ শিল্প মেলা। (১১) কানাডার গম শস্য।

অর্থশাস্ত্রীর প্রতিবাদ

অধ্যাপক ক্যানানের একখানি নূতন গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। গ্রন্থখানির নাম—অ্যান ইকনমিষ্টস্ প্রোটেষ্ট (পি, এস্, কিং অ্যাণ্ড সন্ লিমিটেড্ ১৯২৭; ২০+৪৩৮ পৃষ্ঠা; ১৬ শিলিং)। ১৯১৪ হইতে ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত অধ্যাপক ক্যানান যে সকল প্রবন্ধ বা পত্র লিখিয়াছেন তাহার সকলগুলিই এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

গ্রন্থখানি সত্যই অপূর্ব্ব। ইহার কয়েকটি বিশেষ গুণ উল্লেখ করা যাইতেছে:—(১) অর্থনৈতিক চিন্তাধারার উপর গ্রন্থকারের অদ্ভুত অধিকার; অর্থনীতিতে অধ্যাপক ক্যানানের যেরূপ গভীর ও ব্যাপক পড়াশুনা তাহা সত্যই বিরল; গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে; (২) গ্রন্থটিতে নানা গভর্মেণ্টের আর্থিক কার্য্যাবলীর প্রাণ খুলিয়া কঠোর সমালোচনা করা হইয়াছে; কিন্তু সমালোচনা তো অনেকেই করে, ক্যানান কেবল সমালোচনা করিয়াই থামেন নাই। ইঁহার আর একটী বিশেষত্ব আছে; যে কাজটী করা উচিত নয় তাহা করার জন্ত লোকে "বিশেষ অবস্থা", "অর্থনীতির বহির্ভূত কারণ", "রাজনৈতিক অবস্থা" প্রভৃতির দোহাই দিয়া থাকে; ক্যানান সে শ্রেণীর লোক নহেন; কোন কাজ করা ঠিক হইয়াছে কি না তাহা বিচার করিবার সময় ইনি "বিশেষ অবস্থার" দোহাই আদবেই পাড়েন না; অর্থশাস্ত্রের নীতিগুলা প্রয়োগ করিয়া দেখিয়া যদি কাজটী ভাল বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহা হইলে তাহার সমর্থন করিয়াছেন, নতুবা তাহার নিন্দা করিয়াছেন; (৩) অধ্যাপক ক্যানানের সকল লেখার মত এই লেখাও বেশ ঝরঝরে; যাহা তিনি বলিতে চাহেন তাহা বেশ সরলভাবে অথচ জোরের সঙ্গে বলিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে; ছাত্রকে চিঠিই লিখুন, মাসিকের জন্য প্রবন্ধই লিখুন অথবা সাধারণের সম্মুখে বক্তৃতাই করুন—তাঁহার লেখার উৎকর্ষ একটুও নষ্ট হয় না।

"আর্থিক জাতীয়তা" (ইকনমিক ন্যাশনালিজ্ম) বলিয়া আজকাল একটা কথা উঠিয়াছে। সাধারণতঃ, ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিতেরা এই বিষয়ের সমালোচনা করেন না। কিন্তু অধ্যাপক ক্যানান এই আলোচনা এড়ান নাই; বরং এই বিষয়ের আলোচনাটী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছে। মোটামুটি বলিতে গেলে ক্যানানের বক্তব্যটা এইরূপ:—জাতিতে জাতিতে যখন সঙ্ঘর্ষ বাধে তখন অনেক সময়ে বলা হয় যে, ইহার মূল কারণ আর্থিক ব্যাপার লইয়া। কিন্তু মূল কারণ তাহা নয়। মূল কারণটি হইতেছে সামরিক। কাহার কিরূপ শক্তি, কে কাহাকে দমন করিতে পারে, ইহার পরখ করিবার জন্যই সঙ্ঘর্ষ বাধে। আর্থিক ব্যাপারগুলা কোন লোক-দেখানো কারণ ছাড়া আর কিছু নয়। যেখানে সামরিক সঙ্ঘর্ষের সম্ভাবনা নাই সেখান আর্থিক স্বার্থ লইয়াও বিরোধ বাধে না।

ক্যানান নিজ মতটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিলেও তাহা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না সন্দেহ হয়—আমাদের তো মনে হয় যে, আর্থিক স্বার্থের বিরোধ থাকে বলিয়াই শেষে সামরিক সঙ্ঘর্ষে তাহার মীমাংসা হয়।

গত মহা যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডকে অনেক নূতন নূতন আর্থিক ব্যবস্থাতে হাত দিতে হইয়াছিল—যেমন বাজার-দর শাসন, উৎপাদকদের সাহায্যের জন্য টাকা দেওয়া, অত্যধিক আয়ের উপর উচ্চ হারে খাজনা আদায় ইত্যাদি। ক্যানান এইসকল বিষয় লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন;

তাঁহার যথেষ্ট যুক্তিবত্তা ও অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে। অর্থনীতি-ঘটিত সকল ব্যাপার সম্বন্ধে যে গ্রন্থকারের বেশ পরিষ্কার ধারণা আছে তাহা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মুদ্রার আলোচনা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী স্থান লইয়াছে। মুদ্রা-সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মতাবলী অনেক মতদ্বৈধ সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং এবিষয়ে বেশী স্থান দিয়া ভালই করিয়াছেন।

নানা দিক্ হইতে মুদ্রার চর্চ্চা চালানো সম্ভব; কিন্তু গ্রন্থকার কোন এক দিক্ হইতে আলোচনা চালাইয়াছেন; অন্য সকল দিক্‌গুলার কথা ভুলিয়াই গিয়াছেন।

এক স্থানে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, কর্জ্জের পরিমাণ শাসন অপেক্ষা মুদ্রার পরিমাণ শাসন অধিকতর প্রয়োজনীয়। এ কথা মিথ্যা নহে। কিন্তু কর্জ্জের পরিমাণ-শাসনও দরকার। অনেক সময়ে মুদ্রার তুলনায় কর্জ্জের কাগজ-গুলা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। কেবল মুদ্রার পরিমাণ শাসন করিয়া অত্যধিক কর্জ্জকে কমানো সম্ভব নয়।

গ্রন্থকার বলেন যে, যে নোট ভাঙ্গানো যায় না তাহার দর অত্যন্ত উঠানামা করিবার কারন এই যে, নোট-ধারীরা, নোটের পরিমাণ আরও বাড়ানো হইবে এই ভয় করিয়া থাকে। ইহা গ্রন্থকারের ভ্রম। নোটধারীরা নোটের পরিমাণ বাড়িবার ভয় তত করে না, নোটের দর কমিয়া যাইবে, এই ভয়ই করিয়া থাকে। নোটের দর অত্যন্ত উঠানামা করিবার প্রধান কারণ ইহাই।

ব্যাঙ্কে টাকা রাখিলে আমানতের সৃষ্টি হয়। ব্যাঙ্কের নিকট টাকা ধার করিয়া তাহা ব্যাঙ্কের নিকটই রাখিয়া ক্রমে ক্রমে তাহা তুলিয়া লইলেও আমানতের "সৃষ্টি" করা হইয়াছে বলা হয়। গ্রন্থকারের মতে শেষোক্ত ব্যাপারে আমানতের "সৃষ্টি" কথা প্রয়োগ করা ঠিক হয় না। ব্যাঙ্ক আমানত সৃষ্টি করে এই কথা না বলিয়া, ব্যাঙ্ক না থাকিলে কর্জ্জের পরিমাণ কমিবে, সুতরাং জিনিষপত্র ও কাজের চাহিদা কমিয়া যাইবে, এই কথা বলিলেই বোধ হয় ঠিক হয়।

গ্রন্থটীর খুঁটিনাটি ব্যাপার লইয়া মতভেদ হওয়া অসম্ভব নহে; তাহা হইলেও, একজন উচ্চশ্রেণীর ধন-তত্ত্ব-বিদের রচনাহিসাবে ইহা সকলেরই একবার পাঠ করা উচিত।

ফ্যাক্টরী-শাসনের ভিতরকার কথা

অর্থ-শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে কলকারখানা ফ্যাক্টরী স্থাপনের যুগ হইতে। ফ্যাক্টরীর সাহায্যে ধনোৎ-পাদন "একেলে" আর্থিক জীবনের প্রধান কথা। ফ্যাক্টরীর সাইজ ও জটিলতা ক্রমেই বাড়িতেছে। ফ্যাক্টরীর সাহায্যে ধনোৎপাদনও হু হু করিয়া বাড়িতেছে। ফ্যাক্টরী-চালনার ভিতরকার কথাগুলা না জানিলে আধুনিক অর্থ-শাস্ত্রের ভিতরকার কথাগুলা বুঝা অসম্ভব। সুতরাং যদি কোন গ্রন্থের সাহায্যে ফ্যাক্টরী-শাসনের নানা কথা সহজে বুঝা যায় অর্থশাস্ত্রীদের নিকট সেই গ্রন্থের যে বিশেষ মূল্য আছে তাহা বলা বাহুল্য। এইরূপ একটী গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির নাম—"দি প্রিন্‌সিপল্‌স্ অব ফ্যাক্টরী অর্গ্যানিজেশন অ্যাণ্ড ম্যানেজমেণ্ট" হার্পার, নিউইয়র্ক; ১৯২৮; ২১+৪৪৯ পৃষ্ঠা; ৫ ডলার)। গ্রন্থকারের নাম—আর সি ডেভিস্। গ্রন্থকার ওহিও সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ইঞ্জিনিয়ার।

গ্রন্থখানিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলা আলোচনা করা হইয়াছে—(১) যন্ত্রপাতি রাখিবার স্থান পছন্দ করা; (২) আলোর বন্দোবস্ত করা; (৩) উত্তাপের ও বায়ু চলাচলের বন্দোবস্ত করা; (৪) কারখানা পরিচালনা; (৫) উৎপাদন-শাসন; (৬) প্ল্যান তৈয়ার করা; (৭) সময় ও গতি-বেগ লইয়া গবেষণা; (৮) কাঁচামাল ক্রয় করা; (৯) মালপত্রের তালিকা ঠিক রাখা; (১০) ভাঁড়ার পরিচালনা; (১১) নির্দ্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী মাল উৎপাদন করা; (১২) কর্ম্মচারী সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা; (১৩) মজুরদের স্বাস্থ্যের দেখাশুনা (১৪) এক একটী অর্ডার সরবরাহের জন্য কত রকমের কাজ করিতে হইবে তাহা বিশ্লেষণ করা; (১৫) উৎপাদনের সহিত মজুরির হারের সম্বন্ধ-নির্ণয়; (১৬) মজুরদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা; (১৭) আফিস চালানো; (১৮) খরচা-শাসন।

তালিকাটা দেখিলেই বুঝা যাইবে যে ফ্যাক্টরী চালানো কাজটী নিতান্ত ছেলেখেলা নয়।

মজুর-সমস্যা

মজুর-সমস্যা সম্বন্ধে একখানা বই বাহির হইয়াছে। বইখানার নাম "দি লেবার প্রব্লেম"। গ্রন্থকার—জে, এ, এষ্টি। প্রকাশক—ম্যাকগ্র হিল, নিউ ইয়র্ক। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০+৩৭৮। মূল্য ৩ ডলার। বইখানা গত বৎসর প্রকাশিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থটীতে মজুর-সমস্যার প্রধান কথাগুলা বেশ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। যাঁহারা মজুর-সমস্যার আধুনিক ব্যাপারগুলা অল্প পরিশ্রমে দখলে আনিতে চাহেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ পড়িলে বেশ উপকৃত হইবেন।

মজুরদের অবস্থার উন্নতির উপায়গুলা কি কি? গ্রন্থকার বলিতেছেন:—(১) মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া; (২) মজুর আইনের সাহায্য লওয়া; (৩) সদয় মনিবের উপর নির্ভর করা। এই তিনটী উপায়ের কথা পূর্ব্ব হইতেই আমরা জানিতাম। গ্রন্থকার নূতন কিছু বলেন নাই।

আজকাল মজুরদের আশা আকাঙ্ক্ষা অনেক। গ্রন্থকার ইহাদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে বেশ সহানুভূতির সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন।

মজুরদের অবস্থার উন্নতির জন্য গ্রন্থকার নিজের কোন কার্য্য-প্রণালী দেন নাই।

ঐতিহাসিক কথা ও মজুর-সম্বন্ধীয় অঙ্ক গ্রন্থ হইতে একেবারে বাদ দেওয়া হইয়াছে। মনে হয় ওগুলা একেবারে বাদ দিয়া গ্রন্থকার ভাল করেন নাই।

ভারতের সঙ্ঘরাজস্ব

শ্রীযুক্ত জে, টি, সা তাঁহার অর্থতত্ত্ব এবং আয়ব্যয় শাস্ত্র বিষয়ক নানাবিধ চিন্তাপূর্ণ রচনার দ্বারা আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহার প্রত্যেক লেখাই বহুল তথ্যদ্বারা পরিপূর্ণ এবং গবেষণামূলক। বর্ত্তমান গ্রন্থে, ইনি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে পাটনা বানেইলি রিডারশিপের জন্য যে ছয়টী বক্তৃতা দেন তাহাই সন্নিবদ্ধ করা হইয়াছে। সাইমন কমিশন আসিবার অব্যবহিত পরেই এরূপ বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া কোনো গ্রন্থ প্রকাশ সর্ব্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসন-সংস্কারে ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের আয়ব্যয় কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। লেখক এ বিষয়ে চিন্তা করিবার জন্য অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং নানাবিধ সমস্যার অবতারণা করিয়া উক্ত বিষয়ে চিন্তাক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন।

প্রথম বক্তৃতায় লেখক সঙ্ঘ-শাসনমূলক আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণের (ফেডারেল ফিনান্স) মূলসূত্রগুলি আলোচনা করিয়াছেন। এজন্য যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা সুইটসারল্যাণ্ড এবং বর্ত্তমান জার্ম্মাণির আয়ব্যয় সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাগুলি তুলনামূলকভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় বক্তৃতায় লেখক ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোন প্রকার উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত না হইলেও ভারতগবর্ণমেণ্টের আয়ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলি সঙ্ঘশাসনমূলক ব্যবস্থার অনুরূপ হইয়াই ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে। ইহার মতে মণ্টফোর্ড সংস্কার ভারতবর্ষে কোনপ্রকার অভিনব ব্যবস্থা আমদানি করে নাই; পূর্ব্বের ব্যবস্থাগুলি এই সংস্কারে পরিণতি লাভ করিয়াছে মাত্র। শ্রীযুত সা তাঁহার "সিক্সটি ইয়ারস্ অব্ ইণ্ডিয়ান ফিনান্স" নামক গ্রন্থে এই বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন, এবং সেজন্য যথাযথ প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার এই চেষ্টা অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে।

পরবর্ত্তী বক্তৃতায় লেখক ভারত সরকারের এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান আয়ব্যয়-বিভাগ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, এবং এই বিভাগ কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। লেখকের মতে ভবিষ্যৎ আয়ব্যয়ের ব্যবস্থা এই বিভাগ নিয়মনের উপরেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে এবং কারণ যাহাই হউক, ভারতীয় আয়ব্যয় ব্যবস্থা এই সঙ্ঘ-শাসনের দিকেই অভিব্যক্তি লাভ করিবে।

পঞ্চম বক্তৃতায় লেখক এক সম্পূর্ণ নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। এযাবৎ ভারতীয় আয়ব্যয় সম্বন্ধে যেসকল বই লেখা হইয়াছে, তাহাতে কেবলমাত্র বৃটিশ ভারতের দিকেই লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থে লেখক ভারতীয় রাজ্যগুলি সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে আলোচ্য বিষয়ের জটিলতা বাড়িয়া গিয়াছে সত্য; কিন্তু সেই সঙ্গে এই অপরিহার্য্য সমস্যার একটা সমাধান করিবার চেষ্টাও করা হইয়াছে। বস্তুতঃ, এই সমস্যার একটা সমাধান করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ভারতীয় শাসন-সংস্কার যদি সঙ্ঘ-শাসনের দিকেই পরিণতি লাভ করে, তবে ভারতীয় রাজ্যগুলি সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হইবে তাহা এখনই ভাবিয়া দেখা দরকার। বৃটিশ ভারতের সহিত এই রাজ্যগুলি আর্থিক ব্যবস্থায় এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ যে, ইহাদের কোন কারণেই অগ্রাহ্য করা চলিবে না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কয়েকটি কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারত-গভর্ণমেণ্টের আমদানি রপ্তানি-শুল্কসমূহ দেশীয় রাজ্যগুলি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। সে কারণে এই রাজ্যগুলি আংশিক পরিমাণে ভারত সরকারের আয় যোগাইতেছে। আবকারী, আফিম এবং লবণের আদায়গুলি সম্বন্ধেও একথা বলা যাইতে পারে।

আয়কর আদায় সম্বন্ধেও বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, দেশীয় রাজ্যের প্রজাবৃন্দ বৃটিশ ভারতে উপার্জ্জিত আয়ের উপর কর দিয়া থাকে, কিন্তু দেশী রাজ্যে বৃটিশ প্রজার আয়ের উপর কোন কর ধার্য্য হয় না। তারপর ভারতীয় ব্যাঙ্ক এবং অর্থবিষয়ক ব্যবস্থাগুলিতে দেশীয় রাজ্যগুলির দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। কারণ এসকল বিষয়ে দেশীয় রাজ্যগুলি বৃটিশ ভারতের সহিত সমভাবে প্রভাবান্বিত হইতেছে।

এইসকল ব্যাপার অনুধাবন করিয়া শ্রীযুত কে, টি, সা মহাশয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতবর্ষে সঙ্ঘমূলক শাসন যথাযথভাবে স্থাপিত করিতে হইলে দেশীয় রাজ্যগুলিকেও শাসনব্যবস্থার অঙ্গীভূত করিয়া লইতে হইবে, এবং সেজন্য শাসন পরিষদে এইসকল রাজ্যের স্বার্থরক্ষার জন্য তাহাদের প্রতিনিধিবর্গের জন্য স্থান রাখিতে হইবে। কিরূপে এইরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হইতে পারে গ্রন্থের শেষভাগে তাহাই আলোচনা করা হইয়াছে।

গ্রন্থখানি তথ্য এবং গবেষণার দিক্ দিয়া বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়। তবে প্রথমাংশে যে স্থলে তুলনামূলকভাবে অন্যান্য দেশের সঙ্ঘশাসনমূলক আয়ব্যয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে, তথায় বিষয়টী আরও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিলে পুস্তকখানি মনোরম হইত।

কিস্তিবন্দিতে ক্রয়-বিক্রয়

কর্জ্জ দুই শ্রেণীর হইতে পারে—উৎপাদন-কর্জ্জ ও খাদন-কর্জ্জ। উৎপাদনের জন্য যদি কর্জ্জ লওয়া হয় তাহা হইলে তাহাকে বলে উৎপাদন-কর্জ্জ। আর কোন ভোগ্য বস্তু ক্রয় করিবার জন্য যদি কর্জ্জ লওয়া হয়, তাহাকে বলে খাদন-কর্জ্জ।

খাদন কর্জ্জ সম্বন্ধে অধ্যাপক সেলিগ্ম্যানের একটী গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির নাম—"দি ইকনমিক্স্ অব্ ইন্ষ্টল্মেণ্ট সেলিং; এ ষ্টাডি ইন্ কন্জিউমার্স ক্রেডিট উইথ্ স্পেশাল রেফারেন্স টু দি অটোমোবিল" (হার্পার, নিউ ইয়র্ক; ১৯২৭; ১২+৩৫৭ পৃষ্ঠা; ২য় ভাগ—৬২৩ পৃষ্ঠা; প্রত্যেক ভাগের মূল্য ৪ ডলার)। গ্রন্থখানি দুই ভাগে সমাপ্ত।

খাদন-কর্জ্জের ফলাফল সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে নানা আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু এবিষয়ে অধ্যাপক সেলিগ্ম্যানের দান সত্যই অত্যন্ত মূল্যবান্। পূর্ব্বে এই বিষয়ে যত আলোচনা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা সেলিগ্ম্যানের আলোচনা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। সেলিগ্ম্যানের আলোচনার আরও একটী বিশেষত্ব এই যে, তিনি বিষয়টি সকল দিক্ হইতে এবং তীক্ষ্ণ বিচার-শক্তি প্রয়োগ করিয়া আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থখানির প্রথম ভাগটী প্রধানতঃ ঐতিহাসিক ও বিবরণাত্মক। দ্বিতীয়টি কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধে পূর্ণ ও বিশ্লেষণাত্মক। প্রথম ভাগে যে সব সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গিয়াছে তাহার সমর্থনের জন্য নানা অঙ্ক ও তথ্য দ্বিতীয়টিতে

স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে যে সব মালমশলা ঢুকানো হইয়াছে ভবিষ্যতে তাহার সাহায্যে অনেক গবেষণা চলিতে পারিবে।

কেবল খাদন-কর্জ্জ সম্বন্ধে আলোচনা করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নয়। খাদন-কর্জ্জের একটা বিশেষ ভাগ কিস্তিবন্দি-কর্জ্জের আলোচনা করাই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রথমভাগের আরম্ভেই বুঝানো হইয়াছে কিস্তিবন্দি কর্জ্জ কাহাকে বলে। মাল হস্তান্তরিত করিবার সময় দাম না দেওয়া, দাম-দেওয়াটা অংশতঃ বা সম্পূর্ণতঃ ভবিষ্যতে পিছাইয়া দেওয়া এবং হস্তান্তরের সময়ে যেরূপ বন্দোবস্ত হয় তদনুযায়ী কিস্তিতে কিস্তিতে দাম দেওয়া—ইহারই নাম কিস্তিবন্দি প্রণালী। একসঙ্গে থোক্ টাকা ধার লওয়া ও তাহা একেবারে শোধ দেওয়া হইতে কিস্তিবন্দি কর্জ্জ পৃথক জিনিষ। কিস্তিবন্দি কর্জ্জে টাকা একসঙ্গে শোধ দেওয়া হয় না। অল্পে অল্পে কিস্তিতে কিস্তিতে শোধ দেওয়া হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে এ পর্য্যন্ত কিস্তিবন্দি প্রণালীতে ক্রয়-বিক্রয় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কি ভাবে জন্মিয়াছে ও ক্রমে বাড়িয়াছে অধ্যাপক সেলিগ্ম্যান তাহার আলোচনা করিয়াছেন।

কিস্তিবন্দি প্রণালীতে ক্রয়-বিক্রয় চালাইতে হইলে নানা শ্রেণীর লোকের পরস্পরের সহায়তার দরকার, যেমন, ক্রেতা, বিক্রেতা, কারখানাওয়ালা, ফিনান্স কোম্পানী, ব্যাঙ্ক ও পুঁজিওয়ালা জনসাধারণ। উক্ত নানা শ্রেণীর লোকের পরস্পরের সহায়তার জন্যই কিস্তিবন্দিতে ক্রয় বিক্রয় চলিতে পারে। ঐ সকল শ্রেণীর লোক বা প্রতিষ্ঠানের পরস্পরের সম্বন্ধটা কিরূপ? গ্রন্থে তাহা খুঁটাইয়া আলোচনা করা হইয়াছে।

কিস্তিবন্দি প্রণালীর সাহায্যে কত পরিমাণ মালের ক্রয় বিক্রয় চলিয়া থাকে সে আলোচনা চতুর্থ অধ্যায়ে স্থান পাইয়াছে। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে যে সকল গবেষণা হইয়াছে সেগুলা বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, সেলিগ্ম্যান নিজে এ বিষয়ে যে সব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন সেগুলাও কাজে লাগানো হইয়াছে।

কিস্তিবন্দি প্রণালীর প্রকৃত স্বরূপটা কি? ইহা বুঝাইবার জন্য গ্রন্থকার নানা সমস্যা তুলিয়া সেগুলা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন—যেমন (১) উৎপাদনের জন্যই কি কর্জ্জ সীমাবদ্ধ থাকা উচিত? খাদন-কর্জ্জ কি সকল সময়েই নিন্দনীয়? (২) কর্জ্জের ক্রম পরিণতিতে খাদন-কর্জ্জের স্থান কোথায়? খাদন-কর্জ্জ কি সাধারণ কর্জ্জেরই একটা স্বাভাবিক পরিণতি? (৩) যদি ইহা সাধারণ কর্জ্জেরই পরিণতি হয় তাহা হইলে ইহার বৃদ্ধির গতি কোন দিকে? ইহা বাড়িতেছে কি? যদি বাড়ে ত' কেন বাড়িতেছে? খাদন-কর্জ্জ আন্দোলনের মূল কারণগুলা কি? (৪) খাদন-কর্জ্জেরও ত' নানা রূপ আছে; খাদন-কর্জ্জ কি কেবল অত্যাবশ্যক জিনিষের জন্যই লওয়া যাইতে পারে। বিলাস-দ্রব্যের জন্য কি খাদন কর্জ্জ লওয়া যাইতে পারে না? (৫) খাদন-কর্জ্জ ও কিস্তিবন্দি কর্জ্জের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? কিস্তিবন্দি-কর্জ্জের এমন কোন বিশেষত্ব আছে কি যাহার জন্য খাদন-কর্জ্জ সম্বন্ধীয় যাবতীয় সিদ্ধান্তগুলা ইহাতে লাগানো যাইতে পারে না? সাধারণ খাদন-কর্জ্জের যে সকল বিপদ বা সুবিধা আছে, কিস্তিবন্দি কর্জ্জে কি তাহা ছাড়া অন্য কোন বিপদ বা সুবিধা আছে? (৬) শেষ সমস্যাটা অটোমোবিল লইয়া—অটোমোবিল বিলাসিতার জিনিষ, না অত্যাবশ্যক জিনিষ? ইহা কি উৎপাদনের সহায়ক, না কেবল ভোগের জন্য? ইহার উদ্ভাবন কি ভাল না মন্দ? আধুনিক আর্থিক প্রণালীতে ইহার স্থান কি? মোটর ব্যবহারের ইচ্ছা বাড়ানো সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক কিনা?

কিস্তিবন্দি কর্জ্জ সাধারণ খাদন-কর্জ্জ (যেমন, কোন ভোগের জিনিষ কিনিবার জন্য দোকানে দামী জিনিষ বন্ধক রাখিয়া ধার করা) হইতে দুই কারণে বিভিন্ন। প্রথমতঃ, ইহাতে ধার একসঙ্গে শোধ দেওয়া হয় না, অল্পে অল্পে শোধ দেওয়া হয়; দ্বিতীয়তঃ, ইহা ভোগ্য অথচ কিছুকাল স্থায়ী জিনিষের জন্যই কেবল দেওয়া হয়।

তারপর হইতেছে, কিস্তিবন্দি-কর্জ্জের ফলাফল সম্বন্ধীয় আলোচনা। (১) খাদক, (২) উৎপাদক (৩) কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠান-

সমূহ—ইহাদের উপর কিস্তিবন্দি কর্জ্জের ফলাফল আলোচনা করা হইয়াছে।

খাদকের উপর কিস্তিবন্দি কর্জ্জের ফল ভাল হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে। যে জিনিষ সত্যই দরকার নাই, যাহা কেবল সাময়িক খেয়াল সন্তুষ্ট করে, যাহার দাম এরূপ যে ভবিষ্যতের উপার্জ্জনের ক্ষমতার হিসাব লইলেও দাম শোধ দেওয়া অসম্ভব—এরূপ জিনিষ কিনিতে সাহায্য করিলে কিস্তিবন্দি প্রণালী খাদকদের খরচে করিয়া তুলিবে; সুতরাং ইহা নিন্দনীয় হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু যদি জিনিষটী বিশেষ বাঞ্ছনীয় ও প্রয়োজনীয় হয়। নগদ টাকা দিয়া কিনিতে না পারার জন্য যদি হবু ক্রেতাটীর উৎপাদনের ক্ষমতা কমিয়া যায় বা তাহার অত্যন্ত অসুবিধা হয়; তাহা হইলে কিস্তিবন্দি প্রণালী ক্রেতাকে খরচে না করিয়া তাহার সঞ্চয়ের ইচ্ছা বাড়াইবে এবং তাহাকে বেশী করিয়া উপার্জ্জন করিতেও বাধ্য করিবে।

উৎপাদকের উপর ইহার প্রভাবটা কিরূপ? ইহা ক্রেতাদের ক্রয়শক্তি বাড়ায়—টাকা দিবার সামর্থ্যের অভাবে যে সকল জিনিষ কেনা বন্ধ থাকিত, ইহার সাহায্যে সেসকল জিনিষ তাহাদের দ্বারা কেনা সম্ভব হয়। ক্রেতার সংখ্যা বাড়াবার জন্য উৎপাদনের পরিমাণও বাড়ানো আবশ্যক হয়; অর্থাৎ, কারখানা-ওয়ালারা আরও বেশী পরিমাণে কাজ পায়।

বাণিজ্যের অবস্থা কখনও মন্দা, কখনও পড়তা। সমৃদ্ধি ও লোকসান—একের পর অপরটী চক্রাকারে ঘুরিয়া থাকে। এই বাণিজ্য-চক্রের উপর কিস্তিবন্দি কর্জ্জের প্রভাব কিরূপ? গ্রন্থকার তাহা আলোচনা করেন নাই।

কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ইহার প্রভাব কিরূপ? সাধারণের ধারণা যে ব্যবসার মন্দার সময়ে কিস্তিবন্দি কর্জ্জ অত্যন্ত ক্ষতিকর। মন্দার সময় কেনাবেচা কমিয়া যায়। সুতরাং ব্যাঙ্কগুলা কর্জ্জের পরিমাণও কমাইয়া দেয়। এই সময়ে কিস্তিবন্দি প্রণালীতে বিক্রয় করা মানে কর্জ্জ বাড়ানো—সুতরাং ব্যাঙ্কগুলাকে বিব্রত করিয়া তোলা।

গ্রন্থকার নানা অঙ্কের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, কিস্তিবন্দি কর্জ্জের জন্য মার্কিণ ব্যাঙ্কগুলাকে কখনও বিব্রত করিয়া তোলা হয় নাই।

ইহাও বলা যাইতে পারে যে, মন্দার সময়ে ব্যবসার লাভ যত কমিয়া যায়, ব্যক্তিগত আয় তত কমিয়া যায় না; আর, কিস্তিবন্দি কর্জ্জ সাধারণতঃ শোধ দেওয়া হয় ব্যক্তিগত আয় হইতেই।

আরও বলা চলে যে, মন্দার সময়ে কিস্তিবন্দিতে ক্রয়-বিক্রয় বিশেষ বাঞ্ছনীয়। কারণ, কিস্তিবন্দি প্রণালী ক্রয়-বিক্রয় বাড়াইয়া ব্যবসার অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করে।

লোকে ভাবিয়া থাকে যে, কিস্তিবন্দি প্রণালীতে বিক্রয় করিলে ব্যবসাদারদের অত্যন্ত লোকসান সহিতে হয়। কিন্তু এই ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত। একটী উদাহরণ দিলেই বুঝা যাইবে। জেনারেল মোটর অ্যাকসেপ্টেন্স কর্পোরেশান কিস্তিবন্দি প্রণালীতে মোটর বেচে। ১৯২০ হইতে ১৯২৬ সনের মধ্যে ইহার বার্ষিক লোকসানের পরিমাণ—উর্দ্ধতম শতকরা ·১০৯ (১৯২২ সনে) এবং নিম্নতম শতকরা ·০৩৫ (১৯২৬ সনে)। দেখা যাইতেছে লোকসানটা নিতান্তই সামান্য।

উপরে সেলিগম্যানের গ্রন্থের ভিতরকার মালের সামান্য কিছু দেওয়া হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থের সব কথা ক্ষুদ্র সমালোচনায় দেওয়া সম্ভব নয়।

কিস্তিবন্দি প্রণালীর গভীর আলোচনা করিয়া অধ্যাপক সেলিগ্ম্যান যে প্রত্যেক ধনবিজ্ঞান-সেবীরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য।

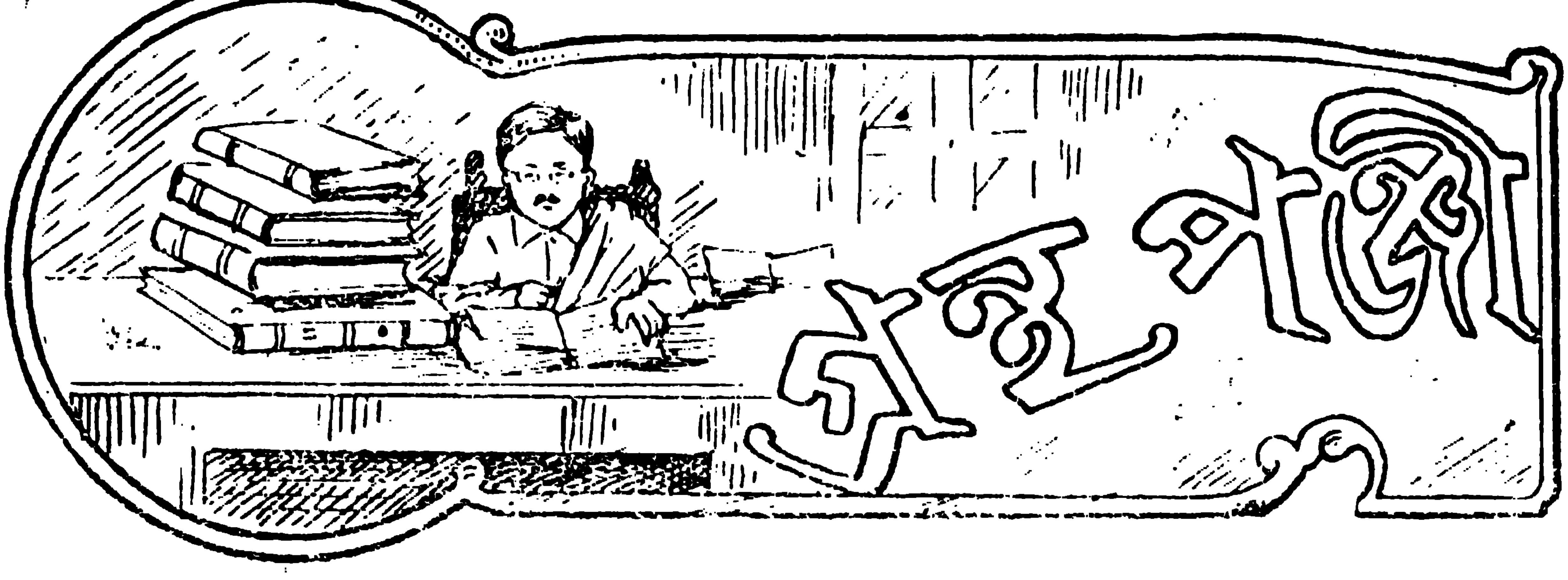

১। "টাউশহ্বের্ট ডেস্ গেল্ডেস্" (টাকাকড়ির বিনিময়-মূল্য),—নাইস্সার, ফিশার কোং। য়েনা, ৮+২০৪ পৃষ্ঠা, ৯ মার্ক, ১৯২৮।

২। "হ্বোক্রংস্ ইডেয়েন উণ্ড্ হ্বোক্রংস্ গেষ্টাল্টুঙ্ ইন্ ডার গেগেনহ্বার্ট" (টাকাকড়ি বিষয়ক মতামত আর টাকাকড়ির রকমারি রূপ),—গুটমান, ফিশার কোং। য়েনা, ২৯ পৃষ্ঠা, ১।১০ মার্ক, ১৯২৮।

৩। "অয়রোপেয়িশে বাঙ্কেন ১৯২৭" (১৯২৭ সনের ইয়োরোপীয় ব্যাঙ্ক-সম্পদ্),—চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাগ সহর হইতে হ্বির্টশাফট্ কোং কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ২৩৬ পৃষ্ঠা, ৫ মার্ক, ১৯২৮।

৪। "ইন্‌ট্রোডাকৃশন টু দি ম্যাথম্যাটিক্যাল থিয়োরি অব ফিনান্স্" (পুঁজি রাজস্ব ইত্যাদির অঙ্কশাস্ত্র),—ফরসাইথ, ওয়াইলি কোং, নিউ ইয়র্ক, ৫+২০৫ পৃষ্ঠা, ১৯২৮।

৫। "লা রেফর্ম মনেতেয়ার আংলেজ" (বিলাতী মুদ্রার সংস্কার),—গোসেল, লে প্রে য়ুনিভার্সিতেয়ার দা ফ্রাঁস কোং, প্যারিস, ১৬০ পৃষ্ঠা, ২০ ফ্রাঁ, ১৯২৮।

৬। "এন্‌সাইক্লোপীডিয়া অব ব্যাঙ্কিং অ্যাণ্ড ফিনান্স্" (টাকাকড়ি ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায় বিশ্বকোষ),—মান, ব্যাঙ্কার্স পাবলিশিং কোং, নিউ ইয়র্ক। ৮+৬৭৫ পৃষ্ঠা, ১০ ডলার, ১৯২৭।

৭। "ওয়ার্কিং অব দি বিল অব এক্সচেঞ্জ" (হুণ্ডির জীবন-কথা), স্যামুয়েল, উইল্‌সন কোং, লণ্ডন, ৩৫ পৃষ্ঠা, ১।৬ শি, ১৯২৮।

৮। "লা কোঅপরাসিয়ঁ দাঁ লে পেই ল্যাতাঁ" (ল্যাটিন আমেরিকা, ইতালি, স্পেন, ও রুমানিয়া এই চার দেশের সমবায় ব্যবস্থা, ১৯২৬-১৯২৭ সনের বৃত্তান্ত), জিদ, প্যারিস, ২৮৬ পৃষ্ঠা, ১২ ফ্রাঁ, ১৯২৮।

৯। "কার্টেল্‌স্, কম্বাইন্‌স্ অ্যাণ্ড ট্রাষ্ট্‌স্ ইন পোষ্ট-ওয়ার জার্ম্মাণি" (যুদ্ধের পরবর্ত্তী জার্ম্মাণির শিল্প ও ব্যবসা-সঙ্ঘ), মিকেল্‌স্, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউইয়র্ক, ১৮৩ পৃষ্ঠা, ৩।৫০ ডলার, ১৯২৮।

১০। "গ্রেইন্-গ্রোআর্স কো-অপারেশন ইন্ ওয়েষ্টার্ণ ক্যানাডা" (পশ্চিম ক্যানাডায় শস্য-চাষীর সমবায়),—প্যাটেন, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, কেম্ব্রিজ্, ১৯+৪৭১ পৃষ্ঠা, ৫ ডলার ১৯২৮।

১১। "ডী গেহ্বের্ক্‌শাফ্‌টস্-বেহ্বেগুঙ্ ইন্ ডেন্ ফারাইনিগ্‌টেন ষ্টাটেন" (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মজুর-ইউনিয়ন আন্দোলন),—পোলাক, ফিশার কোং, য়েনা ৭+৩৪২ পৃষ্ঠা, ১৫ মার্ক, ১৯২৭।

১২। এম্পায়ার সেট্‌ল্‌মেণ্ট" (বৃটিশ সাম্রাজ্যে বস্তি-স্থাপন),—ম্যারাইয়ট্, মিলফোর্ড কোং, লণ্ডন, ১৩৬ পৃষ্ঠা, ২।৬ শি ১৯২৭।

১৩। "মাইগ্রেশন অ্যাণ্ড বিজ্‌নেস্ সাইক্‌লস্ (লোক-চলাচল ও বাণিজ্য-চক্র),—জেরোম, ন্যাশন্যাল বিউরো অব্ ইকনমিক রীসার্চ, নিউইয়র্ক ২৫৬ পৃষ্ঠা, ৩।৫০ ডলার, ১৯২৬।

১৪। "রাট্‌সিওনালিসিরুং ডাস্ মেন্‌শেন্ ফার্মেরুঙ্" (লোক-বৃদ্ধির যুক্তিযোগ),—মোনহাইম্, ফিশার কোং, য়েনা, ১৪২+৬ পৃষ্ঠা, ৬ মার্ক, ১৯২৮।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ

ষষ্ঠ অধিবেশন। স্থান—৯৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। সময় মার্চ্চ, ১৯২৯, রবিবার সকাল ৯½টা।

উপস্থিত :—অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস, অধ্যাপক শিবচন্দ্র দত্ত, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত কুশকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ অধিকারী প্রভৃতি।

বাংলায় কাপড়ের কলের ভবিষ্যৎ

সভায় দুইটী বিষয় আলোচিত হয়। প্রথমতঃ বাংলায় কাপড়ের কলের ভবিষ্যৎ। বক্তা ছিলেন কেশবলাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সিণ্ডিকেট লিমিটেডের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ অধিকারী মহাশয়। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়, সমবেত গবেষক ও সভ্যগণের নিকট ইঁহাকে পরিচিত করিয়া দিবার পর ইনি বক্তৃতা দেন। শ্রীযুত অধিকারী মহাশয় বয়ন বিদ্যা শিক্ষা উপলক্ষ্যে বহুদিন আমেদাবাদে কাটাইয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ প্রদত্ত হইল :—

শ্রীযুত অধিকারী মহাশয় বলেন যে, ভারতে বর্ত্তমানে বয়নশিল্পে বোম্বাইয়ের দুই সহর অগ্রণী—বোম্বাই ও আমেদাবাদ। বোম্বাই সহরে কাপড়ের কল আছে প্রায় ৮০টী এবং আমেদাবাদে ৬০টী বোম্বাই সহরে যদিও কাপড়ের কল আরম্ভ হইয়াছে বহু পূর্ব্বে তবুও বোম্বাই এখন আমেদাবাদের নিকট ক্রমাগত হারিয়া যাইতেছে। বোম্বাইয়ের বয়ন শিল্পে এখন দুর্য্যোগ উপস্থিত। বোম্বাইয়ের এই হারিবার কারণ, বোম্বাই সহরে কুলী মজুরের মজুরীর হার অত্যন্ত চড়া; তারপর জলের ট্যাক্স ইত্যাদি মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সের হারও অত্যন্ত বেশী। আবার যে সমস্ত স্থান হইতে তুলা আসে, সে সকল স্থানের আপেক্ষিক দূরত্ব আমেদাবাদের চেয়ে বেশী হওয়ায় রেল মাশুলও বোম্বাইকে জোগাইতে হয় বেশী। সুতরাং খরচা পড়িয়া যায় অত্যন্ত বেশী। তা ছাড়া বোম্বাই সহরে কেবল মাত্র মোটা কাপড়ই বুনে। বোম্বাই সহরের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে যে তুলা হয় তাহা হইতে মোটা কাপড় বয়ন করাই সম্ভবপর। মোটা কাপড়ের বেলায় ক্রেতা দু' চার পয়সা চড়া দাম দিতে নারাজ; অথচ মিহি কাপড়ের বেলায় দু, চার আনা বেশী গেলেও তাহারা ইতস্ততঃ করে না। কিন্তু এই মিহি কাপড় বোম্বাই সহরে হইবার উপায় নাই। কারণ ভারতে একমাত্র মান্দ্রাজ ও পাঞ্জাবের তুলা হইতেই মিহি কাপড় বয়ন করা যাইতে পারে। আবার এই তুলা হইতে যে খুব মিহি কাপড় হয় তা নয়। এই তুলা ও ঠিক খাঁটি স্বদেশী মাল নয়। বিদেশী তুলার বীজ আনিয়া ঐ দুই অঞ্চলে নূতন তুলার আবাদ করা হইয়াছে। বোম্বাই হইতে এই দুই প্রদেশের দূরত্ব পড়ে অত্যন্ত বেশী; সুতরাং বোম্বাই সহরকে নির্ভর করিতে হয় বিদেশী তুলার উপর। মিশরের তুলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট কিন্তু দাম অত্যন্ত চড়া, আবার আমেরিকান তুলা সস্তা হইলেও 'ফিউমিগেশান' শুল্কের জন্য পড়তা পড়িয়া যায় বেশী। সুতরাং বোম্বাই এই সমস্ত অসুবিধার জন্য মিহিকাপড় আদৌ বয়ন করে না। পক্ষান্তরে আমেদাবাদের মিহিকাপড় বয়নের দিকেই ঝোঁক বেশী। যন্ত্রশিল্পে আমেদাবাদের মিল অত্যন্ত ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। ২০।২২ বৎসর পূর্ব্বে যে মূলধন লইয়া মিলগুলি আরম্ভ করা হইয়াছিল এখন তাহা প্রায় আটগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে আমেদাবাদের মিলগুলির লভ্যাংশের গড় হার শতকরা ১১ টাকার উপর।

সুতরাং দেখা যাইতেছে ভারতে বয়ন-শিল্পে আজ আমেদাবাদ সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বাংলায় কাপড়ের কল খুলিতে হইলে বিচার করিয়া দেখার

দরকার আমেদাবাদের চেয়ে বাংলার সুবিধা কোথায়। মিলকে ঠিক ভাবে দাঁড় করাইতে হইলে মোটা কাপড়ও বুনার দরকার মিহি, কাপড়ও বুনার দরকার। মোটা কাপড়ের জন্য বাংলাকে মধ্যভারতের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে যে কার্পাস জন্মে তাহাতেই আমাদের বাংলার অভাব পূর্ণ হইতে পারে। মিহি কাপড়ের জন্য অবশ্য মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব হইতে তুলা আনিতে হইবে। আমেদাবাদ হইতে এই দুই স্থানের দূরত্ব যাহা, বাংলা হইতেও ঐ দুই স্থানের দূরত্ব প্রায় তাই। তা ছাড়া মাদ্রাজ হইতে জলপথেও তুলা আমদানি করা চলিবে। ইহাতে রেলের চেয়ে মাশুল লাগিবে কম। দ্বিতীয়তঃ, কুলি মজুরের মজুরির হার বাংলায় আমেদাবাদের চেয়েও সস্তা। তৃতীয়তঃ, কল চালানোর জন্য আমেদাবাদ, বিহার-উড়িষ্যা ও বাংলা হইতে কয়লা নিয়া যায়; বাংলায় এই কয়লা আনয়নের জন্য অতি অল্প ভাড়াই দিতে হইবে। তা ছাড়া বাংলার কলের কাপড়ের কাটতি হইবে বাঙ্গালা দেশে। আমেদাবাদ হইতে কাপড় আনিতে রেলভাড়াও কম লাগে না। সুতরাং বাংলায় কাপড়ের কল স্থাপন করিলে আমেদাবাদের কাপড়কে শীঘ্রই বাংলাদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীযুত অধিকারী মহাশয়ের মতে, আমাদের বাংলার অভাব মোচনের জন্য প্রায় ২০০টী কাপড়ের কলের দরকার রহিয়াছে। তবে একটী কথা এই যে, সুদক্ষ মজুরের অভাব প্রথম প্রথম ঘটিবে নিশ্চয়ই। কিন্তু মিল স্থাপনের পর, তিন চার বৎসরের মধ্যেই বাংলায় সুদক্ষ মজুর গড়িয়া উঠিবে।

বাঙ্গালায় তুলার কল চলিবে কি না

অধিকারী মহাশয়ের মোট বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালা দেশে বঙ্গলক্ষ্মী, মোহিনী মিল, ঢাকেশ্বরী মিল প্রভৃতি যে সব মিল আছে সেগুলি বাঙ্গালা দেশের টান যথেষ্ট পরিমাণে যোগাইয়া উঠিতে পারে না। বাঙ্গালীর সন্তান বাঙ্গালার তৈরি কাপড় কিনিতে স্বভাবতই ইচ্ছুক। সুতরাং মিল স্থাপন করিলে বাঙ্গালাদেশে বেশ ভালভাবেই চলিবে। বাঙ্গালাদেশে তুলা অবশ্য জন্মে না। কিন্তু আমেদাবাদ বা বোম্বেতেও ভাল তুলা নাই। ভাল তুলার জন্মস্থান হইল পাঞ্জাব ও মাদ্রাজ। পাঞ্জাবে তুলার কমতি পড়িবার কোন সম্ভাবনা নাই। বিশেষ ইংরেজ পাঞ্জাবে এক বিস্তীর্ণ তুলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে। সুতরাং তুলার আমদানি যেমন বোম্বে আমেদাবাদকে করিতে হয়, আমাদেরও করিতে হইবে। ভাড়া তাতে বেশী লাগিবে না।

তুলার কারবারে বোম্বে বনাম বাংলা

কিন্তু কথা হইতেছে বাঙ্গালার বাজার আমেদাবাদ ও বোম্বাই করতলগত করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের এখন নূতন কল স্থাপন করার অর্থ তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা। এই প্রতিযোগিতায় আমরা জয়লাভে সমর্থ হইব কি? অধিকারী মহাশয়ের মতে, হইব। তিনি বলেন যে, সংরক্ষণনীতি, গুরুতর কর্ম্মভার ঘন ঘন ষ্ট্রাইক ইত্যাদি কারণে বোম্বে মিলগুলির খুব অধঃপতন হইয়াছে। তা'ছাড়া আমাদের ঘরের কাছে কয়লা, ওদের দূর হইতে আমদানি করিতে হয়, এটাতে প্রায় ৫% সুবিধা আমরা পাই। ভাল কাপড় সস্তায় দিতে পারা হইল আমাদের সমস্যা। তা আমরা পারিব। এই প্রসঙ্গে আমেরিকা, ইংলণ্ড ও আমেদাবাদের লোকের "এফিসিয়েন্সি" বা কর্ম্মদক্ষতার তুলনা করিয়া বলেন যে, আমেরিকায় প্রতি ৯ লুমে ১ জন ও আমেদাবাদে প্রতি ২,৩ বা ৭ লুমে ১ জন করিয়া খাটিতেছে। আমরাও প্রায় আমেদাবাদের কাছাকাছি যাই।

যান-বাহনের অর্থশাস্ত্র

অতঃপর অধ্যাপক সরকার মহাশয় বলেন যে, ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতেছিলেন সেই সময় এখানে অর্থ-শাস্ত্রের অন্যতম বিষয়রূপে যানবাহনের কোন প্রকার আলোচনা ছিল না। এ বিষয়ে যে কোন প্রকার গবেষণা হইতে পারে সে জ্ঞানও লোকের মাথায় তখন ঢুকে নাই। আজিকার আলোচ্য বিষয়—কিং জর্জ্জ ডকের আর্থিক মূল্য। এই কিং জর্জ্জ ডক নির্ম্মাণ-কাণ্ড

লইয়া বাঙ্গালী সাংবাদিক-মহলে ও রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে কত কথা-কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে, তা সকলেই জানেন। কিন্তু এক দিন যখন খিদিরপুর ডক তৈরী হইল, তখন দেশের কোথাও কোন প্রকার আলোচনা হইয়াছিল কি না তার প্রত্নতাত্ত্বিক অন্বেষণ দরকার। সেই অন্বেষণের ফলে খুব যে বেশী কিছু পাওয়া যাইবে, তা নয়।

যা হোক্, মনে রাখিতে হইবে যানবাহন অর্থশাস্ত্রের বেশ বড় একটা অধ্যায়। ইহার দৌলতে বহু হাজার হাজার নরনারী দুই বেলার অন্ন উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেছে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় ও খবরের কাগজে ইহার বহুল আলোচনা হওয়া দরকার সন্দেহ নাই।

ইংরেজীতে "ট্রান্সপোর্টেশন" বলিতে যা বুঝায় তারই জন্য আমরা বাঙ্গালায় "যানবাহন" বা "যাতায়াত" কথাটা ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। যাতায়াত বা যানবাহন তিন রকমের সম্ভব হইতে পারে—(১) স্থলে (২) জলে (৩) আকাশে। জলের যানবাহন বলিলেই সঙ্গে সঙ্গে নৌকা, ষ্টীমার, জাহাজ, ডক, বন্দর ইত্যাদির কথা মনে রাখিতে হইবে। এই বিষয়ে রীতিমত বৈজ্ঞানিক ও গভীর আলোচনা ভারতে বেশী কিছু হয় নাই। তবে সুখের বিষয় এই যে, আমরা অল্পে অল্পে ডক ইত্যাদি লইয়া মাথা ঘামাইতে আরম্ভ করিয়াছি।

এঞ্জিনিয়ারিং ও রসায়ন—আর্থিক কর্ম্মকাণ্ডের খুঁটী

এই সম্পর্কে অধ্যাপক সরকার মহাশয় দু' একটি আনুষঙ্গিক কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, এঞ্জিনিয়ারিং ও রসায়ন বিদ্যার সাহায্য ছাড়া ধনবিজ্ঞানসেবীরা এক পাও চলিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপে তিনি তুলা, কয়লা, ইস্পাত, পাট, গম ইত্যাদির নাম করেন। এই সকল বস্তুঘটিত ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে হইলে হয় এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার, নয় রসায়ন বিদ্যার, নয়ত উভয়ের প্রয়োগ চাই। কাপড় তৈরী করার অর্থ কলকারখানা, লোহা লক্কড়ের কাণ্ড, এক কথায় এঞ্জিনিয়ারিংয়ে পটুতা। অন্য দিকে ভাল কাপড় তৈরী করিতে হইলে চাই ভাল তুলা। ভাল তুলা বিজ্ঞানসম্মত চাষ, বীজের "সঙ্কর"-সাধন, ভূমির রাসায়নিক সংমিশ্রণ ও বিশ্লেষণ প্রণালীর জ্ঞান ব্যতীত সম্ভবপর নয়। তারপর দ্রব্যের গুণ ও শ্রেণী চিনিবার কাজে দক্ষ হইতে হইলেও রাসায়নিক অথবা এঞ্জিনিয়ার হওয়া চাই; কারণ রকম রকম তুলা, রকম রকম লোহা, রকম রকম কয়লা, রকম রকম কাঠ ইত্যাদি আছে। যুক্তিকল্পদ্রুম গ্রন্থে ব্রাহ্মণ কাঠ, ক্ষত্রিয় কাঠ ইত্যাদি শ্রেণী-বিভেদের কথা স্মর্ত্তব্য। সেকালের হিন্দুরা প্রায় সকল বস্তুর জন্যই চার প্রকার জাতিভেদ ধরিয়া লইত। আজকালকার বিজ্ঞান-সেবকেরা হয়ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে একশ 'দেড়শ' শ্রেণী-বিভাগ করিবেন। কিন্তু কি সেকালে কি একালে চাই বিদ্যা রসায়নের অথবা এঞ্জিনিয়ারিংয়ের। ডকের বেলায়ও এইসকল কথা প্রযোজ্য। ডকের কথা ভাল করিয়া ও সম্পূর্ণরূপে পাকড়াও করিতে হইলে সিভিল এঞ্জিনিয়ার বা জার্ম্মাণদের ভাষায় "টীফবাও" অর্থাৎ আণ্ডার গ্রাউণ্ড এঞ্জিনিয়ার হওয়া আবশ্যক। একই টেবিলের চারিদিকে এঞ্জিয়ার, রাসায়নিক, অর্থ-শাস্ত্রী ইত্যাদি শ্রেণীর লোক বসিলে তবেই অর্থশাস্ত্রান্তর্গত বহু বিষয়ের জটিলতা সরল হইয়া আসিবে ও আর্থিক মোসাবিদা করা সম্ভবপর হইবে।

কিং জর্জ্জ ডক

ডক সম্বন্ধে এই সভায় আলোচক ছিলেন পরিষদের অন্যতম গবেষক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম এ, বি এল।* তিনি বলেন যে, প্রায় ৮॥০ কোটি টাকা খরচ করিয়া এত বড় একটা ডক তৈয়ার করিবার কোন প্রয়োজন ছিল কিনা বলা কঠিন। তাঁহার যুক্তিগুলা এইরূপ—(১) ১৯১৩-১৪ সনের পূর্ব্ব ৫ বৎসরের প্রতি বৎসর গড়ে কলিকাতায় যত টনেজের জাহাজ আসিয়াছিল—১৯২৬-২৭ সনের পূর্ব্ব ৫ বৎসরের প্রতি বৎসর গড়ে

* এই আলোচনা বিস্তৃতরূপে "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত হইবে।

তাহা অপেক্ষা কম টনেজের জাহাজ আসিয়াছিল। সুতরাং কলিকাতার বাণিজ্য বাড়ে নাই; (২) ভবিষ্যতেও কলিকাতার বাণিজ্য বাড়িবার সম্ভাবনা নাই। চট্টগ্রাম ও ভিজাগাপট্টম বন্দরের বৃদ্ধি হইতেছে। ভবিষ্যতে ইহারা কলিকাতার উপর ভাগ বসাইবে। বাঙ্গালার পাট এবং চা ক্রমশঃ চট্টগ্রাম বন্দরেই আকৃষ্ট হইতে থাকিবে।

কিং জর্জ্জ ডক ধারের টাকায় তৈয়ার হইয়াছে। প্রতি বৎসর প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা সুদ হিসাবেই দিতে হইবে। পোর্ট কমিশনাররা এই টাকাটা কোথা হইতে দিবেন? এ পর্য্যন্ত সুদের টাকা হাওলাতি মূলধনের মধ্যে টানিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু ভবিষ্যতে আর এরূপ করা চলিবে না। এখন হইতে বাৎসরিক আয় হইতে এই টাকার দাবী মিটাইতে হইবে। নিকট ভবিষ্যতেই কলিকাতা বন্দরের আয় ৩৫ লক্ষ টাকা পরিমাণ বাড়িবার সম্ভাবনা নাই। সেজন্য বন্দরের রিজার্ভ ফণ্ডের টাকার উপর নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু ইহাও দীর্ঘকাল করা চলিবে না। বর্ত্তমানে কলিকাতা বন্দরের রিজার্ভ ফণ্ডের পরিমাণ প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা হইবে। নূতন ডক নির্ম্মাণ করিবার জন্য বন্দরের যে পরিমাণ আয় বাড়িবে তাহা যদি নূতন ডক পরিচালনার বাড়্‌তি খরচ মিটাইতেই ব্যয় করিতে হয়, তাহা হইলে বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ মাত্র ৩।৪ বৎসর এই রিজার্ভ ফণ্ডের উপর নির্ভর করিতে পারিবেন। বন্দরে আনীত মালের উপর ধার্য্য হারের পরিমাণও আর বাড়াইবার উপায় নাই, কারণ ইতিপূর্ব্বেই তাহা যথাসম্ভব বাড়ানো হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় কলিকাতা বন্দরে আনীত মালের টনেজ যখন অনেক পরিমাণে বাড়িবার সম্ভাবনা নাই, তখন ডকনির্ম্মাণের জন্য মূলধন খরচায় সুদের দাবী মিটাইবার একমাত্র পথ রহিয়াছে—সর্ব্বতোভাবে ব্যয়সংক্ষেপ। কলিকাতা বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষের এইদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করা উচিত।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা

ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা (পোর্টকমিশনারদিগের অন্যতম) বলেন যে, পোর্ট কমিশনারদের হিসাব এইরূপ ছিল—তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, বৎসরে অন্ততঃ শতকরা ৩ ভাগ হারে কলিকাতার বাণিজ্য বাড়িবে। এই হারে বাণিজ্য বাড়িলে আয় হইতে সুদের টাকা দেওয়া ও ৫০।৬০ বৎসরে আসল টাকা শোধ করা অসম্ভব হইবে না। যতটা আমদানি ও রপ্তানি বৃদ্ধির আশা তাঁহারা করিয়াছিলেন তাহা ঘটে নাই সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতেও যে তাহা ঘটিবে না তাহা বলা যায় না।

অধ্যাপক শিবচন্দ্র দত্ত, অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত কুশকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনিলকুমার সেন ও শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন ডক তৈরী করা ঠিক হয় নাই। বক্তার অঙ্ক ও তথ্যের দিকে দেখিলে মনে হয় ভবিষ্যতে বাণিজ্য-বৃদ্ধির কোন আশা নাই—অধ্যাপক শিবচন্দ্র দত্তের এই উক্তি সকলে সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয় বলেন যে, ১৯২৫-২৬ বা ১৯২৬-২৭ এই দুই সনকে স্বাভাবিক বলিয়া ধরিলে ভুল করা হইবে। নানা কারণে এই দুয়ের একটা বৎসরও স্বাভাবিক নয়। শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে সকলকে স্মরণ করাইয়া দেন যে যানবাহনের একটা মূল নীতি রহিয়াছে। তিনি বলেন যে ডক লইয়া তিনি আলোচনা করেন নাই। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে এই কথা বলিতে পারেন যে, প্রতিযোগিতার ফলে যানবাহন-বাণিজ্য বাধা পাওয়া দূরে থাকুক, বাড়িয়া যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ট্রাম ও বাসের প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাসের চলন হইবার পূর্ব্বে কেহ ভাবিতেও পারে নাই বাসে এত লক্ষ লক্ষ লোকের যাতায়াত সম্ভবপর হইবে। আজ বাসে ও ট্রামে ভীষণ প্রতিযোগিতা হইতেছে। অথচ আরোহীদের মোট সংখ্যা আগের চেয়ে বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, আসামের কোন কোন স্থানে রেলে ও ষ্টীমারে জবর প্রতিযোগিতা চলিতেছে। তথাপি মোট বাণিজ্যের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রীযুক্ত ষ্টুয়ার্ট উইলিয়ামসের মোট বাণিজ্য ৩% করিয়া বৃদ্ধি পাওয়ার আশাকে তিনি অযৌক্তিক মনে করেন না। তাঁর মতে কিং জর্জ্জ ডক তৈরী ঠিকই হইয়াছে।

বন্দরের আয়তন-বৃদ্ধি বনাম সংখ্যা-বৃদ্ধি

উপসংহারে অধ্যাপক সরকার মহাশয় বলেন যে, তাঁর মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, ভারতের বাণিজ্য দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। গত ৪০।৫০ বছরের অঙ্ক ও তথ্য-তালিকা যোগাড় করিলে এ বিষয় আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। বিশ পঁচিশ বৎসরে ভারতের আমদানি-রপ্তানি ডবল বাড়িয়াছে। অতএব কিং জর্জ্জ ডক এখনও আরো অনেকখানি বাড়ানোর স্থান রহিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে অনেকখানি বাড়াইতেও হইবে।

আর্থিক অবস্থা হিসাবে ইতালি ও জাপানের পরেই ভারতের স্থান। জাপানের আমদানি রপ্তানির বহর ভারতের সমান। ইতালিরও প্রায় তাই। ভারতে মাত্র ৬টী বন্দর। ইতালিতে রহিয়াছে ২১টী। আবার ইতালির প্রথম শ্রেণীর ২।৩টি বন্দরে ও জাপানের কোবে-ওসাকা বন্দরে যে পরিমাণ জাহাজ যাওয়াআসা করে, গোটা ভারতেও সেরূপ হয় না। সুতরাং ভারতেও ৬টী বন্দরের স্থানে অন্ততঃ পক্ষে ২০।২১টী বন্দর গড়িয়া উঠিলে অত্যধিক বৃদ্ধি সাধিত হইল বলা চলিবে না।

বর্ত্তমানে উপযুক্ত বন্দর বা ডক না থাকায় কম অসুবিধা হয় না। জাহাজ আসিয়া দুই তিন দিন আটক পড়িয়া থাকে। ইহাতে বেপারীদের কম আর্থিক ক্ষতি হয় না। সুতরাং ভিজাগাপট্টম ও চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য কলিকাতার কোনই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

কলিকাতা বন্দরে প্রায় ১০ কোটি লোকের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য চলিয়া থাকে। ফ্রান্স ও জার্ম্মাণির মিলিত জনসংখ্যা প্রায় ১০ কোটি। কিন্তু ফ্রান্স বা জার্ম্মাণির প্রথম শ্রেণীর বন্দরগুলির সহিত কি কলিকাতার তুলনা করা চলে? সুতরাং এই ১০ কোটি লোকের জন্য কলিকাতায় অথবা বাংলায় আরও গোটাকয়েক বন্দর গড়িয়া উঠা দরকার। কিন্তু নূতন বন্দর তৈরী হওয়া ভাল না পুরাণা বন্দর বাড়ানো ভাল। বলা বাহুল্য এই সমস্যার মীমাংসা একমাত্র আর্থিক নিয়ম দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতে পারে। যেটা লাভজনক সেইটা করিতে হইবে। যখন বন্দরের প্রসার ক্ষতিজনক বিবেচিত হইবে তখন নূতন বন্দর তৈরী করিতে হইবে। অবশ্য অন্যান্য দেশের মত অল্প কয়েকটি মাত্র বন্দর প্রথম শ্রেণীর হইবে।

এক একটী বন্দরের প্রসার লাভেরও সীমা আছে। বন্দর বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এমন সীমায় গিয়া পৌঁছে যখন আর তাকে বাড়ান যায় না। তখন দরকার হইয়া পড়ে নূতন নূতন বন্দর গঠন করিবার।

বিনয়বাবু "বেঙ্গল আর্ম্মি" ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, প্রত্যেকেই এককালে সারা ভারতের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এক প্রদেশের পর অন্য প্রদেশ প্রত্যেকের কুক্ষির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে ও নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান খাড়া করিয়াছে। খাড়া করিয়াছে শুধু নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতার সমান হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি এই উভয়ের কোনটাই ছাত্রসংখ্যায় হীন হইয়া পড়ে নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকালে যত না আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট ছিল আজ তার চেয়ে বেশী ছেলে পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট এম এ পাশ করিতেছে। সুতরাং একথা ভাবিবার কোন কারণ নাই যে, নূতন কোন বন্দর তৈরী হইলে কলিকাতা বন্দরের বাণিজ্য বাধা পাইবে।

ভারতের বাণিজ্যে ক্রমাগত বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করিলে মনে হয় বর্ত্তমান ডক অল্প কয়েক বছরের মধ্যে "সেকেলে" হইয়া যাইবে। এটা একটুও আগে তৈরী করা হয় নাই।

ভারতীয় আমদানি-রপ্তানির বাড়তি

বিনয়বাবুর মতে ভারতের আমদানি রপ্তানি এ পর্য্যন্ত যে ভাবে হু হু করিয়া বাড়িয়া আসিয়াছে, (বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ছিল—৩০০ কোটি টাকার, এখন ৬০০ কোটি টাকার) তাহাতে মনে হয় যে ভবিষ্যতেও এইরূপ ভাবে বাড়িতে থাকিবে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে খিদিরপুরের ডক যখন নির্ম্মিত হয় তখন খিদিরপুর ডকের উপযুক্ত ব্যবসা-বাণিজ্য কলিকাতার বন্দরে ছিল না। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে আমদানি রপ্তানি এরূপ বাড়িল যে, ১৯১২।১৩ সনে নূতন ডকের জন্য বন্দোবস্ত আরম্ভ করিতে হইল।

১৯২৬।২৭ সনের কলিকাতার টনেজ ১৯১৩-১৪ সনের অপেক্ষা সামান্যই অধিক বটে। অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয় নাই সত্য, কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে যুদ্ধের পর হইতে এ পর্য্যন্ত ব্যবসা বাণিজ্যের মন্দা চলিতেছে—আর এই মন্দা এখনও বৎসর কয়েক স্থায়ী হইবে বলিয়াই মনে হয়। ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম ও ভিজাগাপট্টম কলিকাতার বাণিজ্যের উপর ভাগ বসাইবে। কিন্তু অতীতের বৃদ্ধি দেখিয়া ভারতবর্ষের আমদানি রপ্তানির এতটা উন্নতি আশা করা যায় যে, প্রতিদ্বন্দ্বী বন্দর থাকা সত্ত্বেও কলিকাতার বন্দরের বহর বাড়াইবার আবশ্যকতা কম অনুভূত হইবে না। অধ্যাপক সরকার আশা করেন যে কিং জর্জ্জ ডকের এখন যতটুকু খোলা হইয়াছে কেবল যে সেটুকুই শীঘ্র ভরিয়া যাইবে তাহা নহে, ডককে আরও বাড়াইবার যে বন্দোবস্ত করিয়া রাখা হইয়াছে তাহাতেও শীঘ্র হাত দিতে হইবে।

পরে কার্য্যকরী সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে পরিষদের সদস্য করা হয়।

১। শ্রীযুক্ত মোহিতকুমার মৈত্র
সহঃ সম্পাদক, ফরওয়ার্ড।

২। „ শিশিরকুমার দাসগুপ্ত
১৯।বি ডকটরস্ লেন

৩। শ্রীমতী মীরা দত্তগুপ্ত
৪১, হাজরা রোড

৪। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বি এল
টাঙ্গু, ব্রহ্মদেশ

৫। „ নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী
৫৩, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট

প্রস্তাবক—শ্রীসুধাকান্ত দে
সমর্থক—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ঐ সভায়ই শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহার প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর দাসের সমর্থনে কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ইন্সিওর্যান্স কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এম, এল, সি মহাশয় সভ্য মনোনীত হন।

নয়া ঢঙের জমিদারি*

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ক্ষুদ্রীকরণে আর্থিক ক্ষতি

আইনের জোরে না-হয় "ছোট্ট কিষাণ", "পারিবারিক আবাদ" গড়িয়া দেওয়া গেল। আগেই বলিয়াছি, ইংরেজদের মাপে ১৭৫।২৫০ বিঘা হইতেছে "ছোট্ট" আবাদের বহর। জার্ম্মাণরা ১২০ বিঘা আন্দাজ দিয়া থাকে। আর ডেন্মার্কের নজর বেশ খাটো, বিঘা ৪৫এর বেশী এদেশের গবর্মেণ্ট কাউকে দেয় না। ভারতবর্ষে যদি কখনো হাজার হাজার "কিষাণ-মালিক" বা "ছোট্ট-কিষাণ" গড়িয়া তুলিবার মতিগতি দেখা দেয়, তা'হলে আমাদের কোন্ প্রদেশে কত বিঘা জমিকে "পারিবারিক আবাদের" ভিত্তি বিবেচনা করা উচিত, অঙ্ক কসিয়া খতাইয়া দেখিতে হইবে। সম্প্রতি সে কথা বলিতেছি না। জমি-জমার আইন কানুনের ধারা বিশ্লেষণ করা, আর তার ভিতরকার ভাবার্থটা নিঙড়াইয়া বাহির করা হইতেছে এবারকার মতলব।

৪৫, ১২০ অথবা ২৫০ বিঘা জমির মালিক বনিয়া যাওয়া বেশ সোজা কথা। গবর্মেণ্ট জমি কিনিতে টাকা ধার দিতেছে। আবাদ চালাইবার জন্যও গবর্মেণ্টের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাইতেছে। চাষীদের মা-বাপই যখন গবর্মেণ্ট, তখন আর ভাবনা কি? আমরা ভারতে

* শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম্ম।

বসিয়া ঠিক এইরূপ মনে করিতেছি। আর ইয়োরোপের নর-নারীও এইরূপই মনে করিত।

কিন্তু তবুও ভাবনা আছে। সমস্যা বেশ জটিল। বিপদটা কোথায়? আবার রোমাণ-হিন্দু ভূমি-বিধানের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। "আমার পাঁটা আমি ল্যাজেই কাটি আর মুড়োয়ই কাটি তাতে তোমার কি আসে-যায় বাবা?"—এই নীতি হইতেছে যুস্তিনিয়ানের সংহিতার আসল কথা। এই নীতি নেপোলিয়ানি আইনের আসল কথা। এই নীতি আবার মনু-মিতাক্ষরারও আসল কথা।

সম্প্রতি সমস্যাটা "উত্তরাধিকার"-ঘটিত। হাজার-দেড়-দুই বৎসর ধরিয়া, "সভ্য" দুনিয়ায়—যথা ইয়োরোপে, ভারতে আর অন্যান্য দেশে—যে আইনকানুন চলিতেছে, তাতে "ভিলেজ কমিউনিটি," যৌথ সম্পত্তি, যৌথ স্বত্ব, যৌথ উত্তরাধিকার নামক বস্তু দেখা যায় না, দেখা যায় সম্পত্তি বিভাগ সম্বন্ধে "মোটের উপর"—অর্থাৎ একাধিক ব্যতিরেক সত্ত্বেও "সাধারণতঃ"—মালিক মহাশয়ের স্বাধীনতা। আর এই স্বাধীনতাও অনেক জায়গায় এমন আকারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে—কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে—যে সন্তানেরা প্রত্যেকেই বাপের সম্পত্তির সমান সমান বখ্‌রা পায়। অর্থাৎ ৪৫ বিঘাই হউক, ১২৫ বিঘাই হউক, বা ১৭৫।২৫০ বিঘাই হউক,—এক পুরুষের পর এই "পারিবারিক আবাদ" টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যাইতে বাধ্য। রোমাণ আর হিন্দু আইন এই টুক্‌রা-টুক্‌রা হওয়া বা অংশীকরণ (ফ্রাগমেন্টেশ্যন) নিবারণ করিতে অসমর্থ।

আবার ইয়োরোপে ও ভারতে সাম্য, সাদৃশ্য বা ঐক্য। জমিজমা যে প্রত্যেক পুরুষেই "ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতরং" হইতেছে, এটা একমাত্র "ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা"রই সুগুণ বা দুর্গুণ নয়। ইয়োরোপের প্রত্যেক দেশই অল্প-বিস্তর, বিলাত বাদে—এই আধ্যাত্মিকতার—অতএব তার সুগুণ দুর্গুণের—অধিকারী। দুনিয়ার মুসলমান কানুনও এই অংশীকরণকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে।

খাঁটি আইনের হিসাবে কোনো সম্পত্তি যখন তখন যাকে তাকে দিয়া যাইবার ক্ষমতাটা বোধ হয় ভালই। তা ছাড়া সম্পত্তিটার কোন কোন অংশ বেচিবার অধিকার থাকাও খাঁটি আইনের হিসাবে নিন্দনীয় নয়। তার পর সকল পুত্রকন্যার কপালে সম্পত্তির উত্তরাধিকার সমান ভাবে ঘটিলেও আইনটাকে নেহাৎ খারাপ বিবেচনা করা উচিত কিনা সন্দেহ। ব্যক্তিনিষ্ঠ, স্বাধীনতা-প্রিয় নরনারীর চোখে এইসকল আইন মোটের উপর প্রশংসাযোগ্য বিবেচিত হইবার কথা।

কিন্তু উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে আইনের স্বাধীনতা আর রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ছাড়াও মানুষের জীবন-নিয়ন্তা আর একটা জবর শক্তি দেখা দিয়াছে। আর্থিক উন্নতির পক্ষে কোন্ ব্যবস্থাটা ভাল আর কোন ব্যবস্থাটা খারাপ, অতএব তার জন্য কিরূপ আইন, কিরূপ রাষ্ট্র থাকা উচিত, তার চিন্তা "শিল্প-বিপ্লবের" যুগে এক বড় ও গভীর চিন্তা। দেখিতে পাইতেছি যে, ডেন্মার্কে ৪৫ বিঘা জমি না থাকিলে কোনো "পাঁচমুখী" বা "পঞ্চানন" পরিবার ভাত-কাপড় জুটাইতে অসমর্থ। জার্ম্মাণিতে "পঞ্চাননের" জন্য জরুরি ১২০ বিঘা। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশে পঞ্চাননগুলার জন্য নানা পরিমাণের আবাদের বহর। অতএব যদি ডেন্মার্কে আইনগত স্বাধীনতা আর রাষ্ট্রগত স্বাধীনতার দোহাই দিয়া লোকেরা বলে, "আমার ৪৫ বিঘা জমি আমি আমার ৯ সন্তানকে সমানভাবে ভাগ করিয়া দিয়া যাইব; প্রত্যেকে পাইবে ৫ বিঘা করিয়া,"—তা হইলে এই ৯ সন্তানের আর্থিক অবস্থা দাঁড়াইবে কিরূপ? প্রত্যেকেই পাঁচ পাঁচ বিঘার দৌলতে এক একটি "পঞ্চানন পরিবার" পুষিতে পারিবে কি? পারিবে না যে তা তো প্রথমেই স্বীকার করিয়া লইয়াছি। কেন-না প্রত্যেক পঞ্চাননের জন্য চাই ৪৫ বিঘা। অতএব সুবুদ্ধির কথা হইতেছে,—আর্থিক স্বার্থের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ স্বাধীনতা খর্ব্ব করুক। এই স্বাধীনতা-হ্রাসের পরিচয় আবার একালের উত্তরাধিকার আইনে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে।

উত্তরাধিকারের আইনে যুগান্তর (১৮৮২)

আবার জার্ম্মাণরা আইন-সংস্কারে অগ্রণী। জার্ম্মাণির আইন-বিশেষজ্ঞেরা নয়া ঢঙের চিন্তা ও দর্শন—আইনের আখ্‌ড়ায় আনিয়া হাজির করিয়াছে। এরা বলিতেছে,

আইন দ্বিবিধ। এক রকম আইন হইতেছে ব্যক্তি-বিষয়ক। দ্বিতীয় রকম আইন হইতেছে—বস্তু-বিষয়ক। জমি-জমার আইনে এই দুই রকম আইনই আছে। জমির মালিক তার সম্পত্তি-সম্বন্ধে কি করিবে না করিবে, এ সব কথা হইতেছে ব্যক্তিবিষয়ক আইনের অন্তর্গত। কিন্তু যে জমিটা সম্বন্ধে মালিকের এক্তিয়ার, তারও একটা সত্তা, একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। জমির এই যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, তার সম্বন্ধে আইনের বিশ্লেষণ হওয়া আবশ্যক। ব্যক্তিগত আইন বলিতেছে,—'আমার জমি, আমি এটাকে টুকরা করিব।" কিন্তু সেই সময়ে বস্তুগত আইন বলিতেছে, "হাঁ, তুমি জমিটা টুকরা করিতে অধিকারী বটে। কিন্তু জমিটা নিজে এই টুকরা করা সহিবে না, টুকরা করিতে গেলে এই জমির জমিত্ব বা জমিশক্তি থাকিবে না। জমির ইজ্জৎ বাঁচানোও আইনের কর্ত্তব্য।"

এই ধরণের "জাখেন্ রেখ্‌ট্" (অর্থাৎ বস্তুগত আইন) বনাম "প্যার্জোনেন রেখ্‌ট্" (অর্থাৎ ব্যক্তিগত আইন) বিষয়ক তর্ক-বিতর্ক জার্ম্মাণিতে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝা-মাঝি বিস্তর হইয়াছে। ১৮৯০ সনের জমিদার-দলন-নীতি সুরু হইবার বহু পূর্ব্বেই জার্ম্মাণরা বস্তুগত আইনের—জমির ইজ্জৎ রক্ষার জন্য কানুনের—ব্যবস্থা করিয়াছিল। ১৮৮২ সালের কথা বলিতেছি। তখন আইনের দুনিয়ায় একটা বিপুল যুগান্তর হইয়া গিয়াছে। ভারতের হিন্দু-মুসলমান আজ ১৯২৮ সনে জমির ক্ষুদ্রীকরণ বা ফ্র্যাগমেনটেশ্যন কখনো নিবারণ করা সম্ভপর কি না ভাবিয়া দেখুন। ঠিক ৪৪ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণরা দুনিয়ার সকল দেশের দুর্দ্দশা নিবারণের জন্য যে দাওয়াইটা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছে, তার খবর হয়ত আমরা একদম রাখিই না।

আইনটার মতলব হইতেছে জমিকে সটান পুরাপুরি এক হাত হইতে আর এক হাতে বদলি করা। উত্তরাধিকার কোনো অংশে আসিতে পাইবে না। উত্তরাধিকারী পাইবে সম্পূর্ণ জমি। মামুলি প্রচলিত আইন বলিতেছে—বাপ তার চার ছেলেমেয়েকে ১২০ বিঘা জমি সমান চার অংশে বাঁটিয়া দিতে বাধ্য। ১৮৮২ সনের আইন বলিতেছে;—"সমান চার ভাগ হউক আপত্তি নাই। কিন্তু জমিটাকে চার টুক্‌রা করিতে পাইবে না, অর্থাৎ চার পুত্র কন্যার প্রত্যেককেই জমির উত্তরাধিকারী হইতে দিব না; জমি থাকিবে অখণ্ড। উত্তরাধিকারী হইবে একজন। সে জ্যেষ্ঠ পুত্রই হউক আর চতুর্থ কন্যাই হউক—তাতে কিছু যায় আসে না।"

ব্যবস্থাটা নিম্নরূপ, এক ছেলে বা মেয়ে উত্তরাধিকারী হইল। হইয়া সে গোটা সম্পত্তির দাম যাচাই করিয়া লয়। ধরা যাউক,—দাম হইল ১০০০৲। অতএব প্রত্যেকের হিস্যায় পড়িল ২৫০৲ টাকা করিয়া। উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারিণী বলিবে,—"আমি তোদের তিন জনকে ২৫০৲ করিয়া দিয়া দিতেছি। এখন হইতে হাজার টাকার সম্পত্তি ষোল আনা আমার।" তার পর থেকে ঐ তিন ভাই-বোন জমিহীন। প্রত্যেকে ২৫০৲ টাকা পুঁজি লইয়া "চরিয়া খায়।"

আইনটার নাম "আন্-এর্বেন্‌খ্-রেখ্‌ট্" (বাছাই-করা উত্তরাধিকারের আইন)। এক কথায় মহাভারত সারিতেছি। এসব বিষয়ে বাঙালীকে তন্ন তন্ন করিয়া অনেক কিছু ভবিষ্যতে আলোচনা করিতে হইবে। এখন শুধু এই টুকু বলিতে চাই যে, ১৮৮২ সনের জার্ম্মাণ আইনের ব্যবস্থাটা জমিহীন সন্তানদের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে একদম নির্ব্বিকার নয়। উত্তাধিকারী তার জমিহীন ভাইবোনকে "আপদ-বিপদের সময়" ঘর বাড়ী দিতে আইনতঃ বাধ্য। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া এই দিকে হামেশা আইন-সংস্কার চলিতেছে। কোনো একটা আইন খাড়া করিয়া জার্ম্মাণরা নাকে তেল দিয়া ঘুমায় না; সর্ব্বদাই সু-কু'র আলোচনা আর ওলট-পালটের ব্যবস্থা চলিতে থাকে।

যাউক। ১৯১০-৯১ সনের জমিদার-দলন-বিষয়ক আর কিষাণ-মালিক-সৃষ্টি বিষয়ক আইনটা যেই কায়েম হইল, তখন ১৮৮২ সনের বাছাই-করা উত্তরাধিকারের আইনটা চমৎকার কাজে লাগিয়া গেল। ১৮৯০-৯১ সনের আইনটা একদিকে বলিতেছে,—"জমিদার, তোকে ঠুঁটো করিয়া দিতেছি—জমি কেনা-বেচা ইত্যাদি সম্বন্ধে।" ঠিক এই সঙ্গে অপর দিকে এই আইনটা বলিতেছে, "কিষাণ, ১৮৮২

সনের উত্তরাধিকার আইন-বলে জমিটা কোনো দিনই টুক্‌রা করিতে পারিবে না।"

একটা কথা কিছু অবান্তর হইলেও, এখানে বলিয়া রাখা ভাল। যে লোকটা বাছাই-করা উত্তরাধিকারী হইতেছে, সে মূলধন পায় কোথায়? সে তার ভাই-বোনকে টাকা দিয়া গোটা সম্পত্তিটা কিনিয়া লইতেছে কি করিয়া? সাধারণতঃ তার পুঁজি জুটে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে। ব্যাঙ্ক তার জমি বন্ধক রাখিয়া টাকা দেয়। তাই দিয়া সে জীবন সুরু করে।

অপর দিকে জমিহীনেরা "চরিয়া খাইতেছে" গিয়া কোন মুল্লুকে? কারখানায়, ফ্যাক্টরীতে, রেলওয়েতে, অথবা কোনো বড় জমিওয়ালার ক্ষেতে। দেশের আর্থিক অবস্থা এইরূপ নানা দিকে পরিপুষ্ট বলিয়াই ভিটে-মাটী-ছাড়া লোকগুলার কোনো দুর্গতি ঘটে না।

চাষীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

জমিদারের স্বাধীনতা খর্ব্ব করা ১৮৯০-৯১ সনের আইনের এক বিশেষত্ব সন্দেহ নাই; কিন্তু চাষীদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপও এই আইনে কম হইতেছে না। কিষাণ-মালিক গড়িয়া তুলিবার জন্য গবর্মেণ্ট জমিদার-দেরকে অনেক বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করাইয়া ছাড়িয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া চাষীদেরকে স্বর্গে তোলাও আইনের মতলব নয়। নানা উপায়ে চাষীদের হাত-পা বাঁধিয়া রাখা এই আইনের প্রয়াস।

প্রথমেই বলিয়াছি যে, ১৮৮২ সনের উত্তরাধিকার-আইনটা মানিয়া চলিতে প্রত্যেক কিষাণ বাধ্য। দ্বিতীয়তঃ, চাষ-আবাদ সম্বন্ধে কতকগুলা নিয়ম মানিয়া চলিতে প্রত্যেক কিষাণ বাধ্য। তৃতীয়তঃ, জমি বিক্রয় করা সম্ভব বটে, কিন্তু কড়াকড়ি অনেক। চতুর্থতঃ, ভাগাভাগি ত নিষিদ্ধ বটেই, এমন কি অন্য কোনো জমির সঙ্গে নিজ জমি জুড়িয়া দেওয়াও নিষিদ্ধ; কোনো প্রকারেই আবাদের বহর-বৃদ্ধি চলিবে না। পঞ্চমতঃ, জমিটার কোনো অংশ কিষাণ কাহাকেও ভাড়া দিতে পারিবে না। ষষ্ঠতঃ, আবাদের উপর ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিয়া কোনো লোককে ভাড়া দেওয়া বিলকুল আইন-বিরুদ্ধ। এই ধরণে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা হইয়া নয়া নয়া কিষাণ-মালিক আর্থিক স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে।

বুঝিতে হইবে যে, বোলশেভ্বিকরা একালে রুশিয়ায় যা-কিছু করিতেছে, তার অনেক-কিছুই সোশ্যালিষ্ট-সূদন, কার্ল্‌মার্ক্‌সের শত্রু জবরদস্ত বিস্‌মার্ক স্বয়ং সুরু করিয়া গিয়াছেন। এই হিসাবে বোলশেভ্বিকরা আইনের চোখে হাতীঘোড়া কিছু করে নাই। তবে এদের জমিদারি লুটটা একদম নির্ল্লজ্জ বেহায়ার মতন—বিনা পয়সায় জমিদার খেদানো। এইখানেই যা-কিছু বাড়াবাড়ি। জার্ম্মাণ, ইংরেজরা জমিদারদেরকে "মূল্য" দিয়া কথা কয়, তবে মূল্যটা অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই জমিদারদের মন-মাফিক হয় না; কিন্তু আইনের "তত্ত্বে" বিসমার্ক আর লেনিন্ যে "অনেকটা এক গোত্রেরই লোক এ কথা মাঝে মাঝে মনে রাখা ভাল। দুয়েরই প্রাণের কথা হইতেছে, জমিটার উপর সরকারের তাঁব চালানো—যখন যেমন দরকার।

ভূমি-ভারত কোথায়?

নানা যুগে ভারতে আর ইয়োরোপে সাম্য দেখিতে পাইতেছি। উনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপ আমাদেরকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই জন্যই কি স্থিতিশীল ভারতকে "আধ্যাত্মিক" আর "জগদ্গুরু" বলিয়া পূজা করিব?

ইয়োরোপের ১৯১৯ সন, ১৯০৮ সন, ১৮৯৯ সন, ১৮৯০ সন, ১৮৮২ সন—সবই আমাদের অভিজ্ঞতায়, আমাদের কর্ম্মজীবনে ভূমি-ভারতের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে, হিন্দু-মুসল-মানের আইন-কানুনে অজ্ঞাত; অথচ এই সকল সনের বস্তুসমূহ ভারতের প্রদেশে-প্রদেশে যার-পর-নাই আবশ্যক। ইয়োরোপীয়ানরা ভারতীয় দুর্দ্দশায় পড়িয়াই এইসকল দাওয়াই কায়েম করিয়াছে। কিন্তু আহাম্মুকের মতন আমরা আজও আওড়াইয়া চলিয়াছি যে,—পাশ্চাত্য মুল্লুক জাহান্নমে চলিয়াছে, তাদের নরনারীকে বাঁচাইয়া তুলিবে ভারতের নরনারী, এশিয়ার আধ্যাত্মিকতা। ইহার নাম "ছোটমুখে বড় কথা" নয় কি? মুখ সামলাইয়া আমাদের কথা বলা উচিত নয় কি?

আজ ১৯২৮ সন; একশ' বছরেরও আগে,—১৮২১ সনে,—জার্ম্মাণিতে একটা ভূমি-কানুন জারি হইয়াছিল। এমন কি, এত পুরাণো আইনটাও এখন পর্য্যন্ত ভারতে আমরা আমদানি করিতে পারি নাই।

তখনকার দিনে পাঁচ সাত টুক্‌রা জমির কোনো মালিককে ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ সাত জায়গায় জমি তদ্‌বির ও আবাদ করিতে হইত। কোনো জায়গা পাঁচ সাত টুক্‌রা একত্রভাবে অনেক জার্ম্মাণ চাষীর ছিল না। বাঙ্গালা দেশে আজও এই সেকেলে দুরবস্থা চলিতেছে। ১৮২১ সনের আইনে জার্ম্মাণরা তা দূর করিয়া দিয়াছে। আমরা এখনো ভাবিতেছি, ইউরোপীয়ানদের উপর আমাদের গুরু-গিরি কায়েম হইতে কত দেরী!

বস্তুনিষ্ঠার যুক্তিশাস্ত্র বলিতেছে, ভারত দুনিয়ার মাপ-কাঠিতে, জমি-জমার আইন সম্বন্ধে,—আজ ৪০।৫০।১০০ বৎসর পশ্চাতে। এই যুগ-পরম্পরা তাড়াতাড়ি টপকাইতে —এই ক্রমবিকাশটা রাতারাতি গুলিয়া খাইয়া আত্মপুষ্টি সাধন করিতে যদি যুবক-ভারত সমর্থ হয় তবে দুনিয়ার লোক বলিবে "বাপকা বেটা।" ভারতীয় আর্থিক উন্নতির নানা ক্ষেত্রে চাই আজ বহুসংখ্যক চোক-কাণ-খোলা, তথ্যনিষ্ঠ, ইতিহাসদক্ষ বাপকা বেটা।

দারিদ্র্য-বিজ্ঞান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জাতীয় ধনদৌলতের অন্যায় বণ্টন ব্যবস্থাই দারিদ্র্যের প্রধান কারণ

জাতীয় ধনদৌলতের অন্যায় বণ্টন ব্যবস্থার জন্যই দেশে (বিলাতে) দারিদ্র্যের আবির্ভাব। যুদ্ধের পূর্ব্বে স্যর লিও সিওজামানি মহাশয় এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। তিনি গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, গোটা বিলাতে যত টাকা আয় হয় তার অর্দ্ধেক ভোগ করে মাত্র শতকরা ১২ জন লোক। তিনি সূক্ষ্ম হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জাতীয় আয়ের তৃতীয়াংশ মাত্র ত্রিশ ভাগের একভাগের চেয়েও কম লোকের পকেটে যায়।

অধ্যাপক বাউলি সেরূপ সোশ্যালিজম্‌ বাতিকগ্রস্ত লোক নহেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি যে অনুসন্ধান করিয়াছেন তাহাতে তিনি জোরের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন যে, বেতনভোগী দল ও সমাজের অন্যান্য লোকের মধ্যে জাতীয় আয় ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টন করা হয় না। তিনি দেখাইয়াছেন, ১৯১৩ সালে ১৫,২০০,০০০ জন বেতনভোগী সমস্ত আয়ের মাত্র শতকরা ৩৫॥০ ভাগ পাইয়াছে; অথচ ১,১৯০,০০০ জন অ-বেতনভোগী মানুষ ইনকমট্যাক্স দিয়া ৪৭॥ ভাগ দখল করিয়াছে; এবং এই দুই শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী ৪,৩১০,০০০ জন অ-বেতনভোগী ইনকামট্যাক্স না দিয়া শতকরা ১৭ ভাগের অধিকারী হইয়াছে। অর্থাৎ প্রায় তিন-চতুর্থাংশ অধিবাসী সমস্ত আয়ের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পাইয়াছে এবং মোটে সতের ভাগের এক ভাগ মানুষ দখল করিয়া বসিয়াছে গোটা আয়ের প্রায়-আধাআধি। বাউলির মতে, ১৮৮০ সনের পর ইনকাম ট্যাক্স দাতা অ-বেতনভোগী শ্রেণী তাহাদের আয়ের অংশ শতকরা ৫॥ বাড়াইয়াছে। ১৯১৩ সন পর্য্যন্ত ৩৩ বৎসরের মধ্যে জাতীয় আয় প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বেতন-ভোগী মানুষের আয় প্রায় তিন-ভাগের একভাগ পরিমাণ বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু গোটা জাতীয় আয়ের অংশ প্রাপ্তির পক্ষে ইহাদের আয় কমিয়াছে শতকরা ৬। এইরূপ শ্রেণী-বিভেদের ভুলচুক যথেষ্টই আছে, এবং যে সকল অনুপাত এইরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহার উপর নির্ভর করাও চলে না। কিন্তু সমাজের শ্রেণীর ভিতর জাতীয় সম্পদ্-ভাগের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাও চিন্তার বিষয় হইয়াছে।

বিলাতের জাতীয় আয়

১৮৮০ সন

	আয়ের সংখ্যা হাজার	আয়ের পরিমাণ	সমগ্র আয়ের শতকরা অংশ
		দশ লক্ষ পাউণ্ড	
বেতন	১২,৩০০	৪৬৫	৪১½
মধ্যবর্ত্তী আয় (ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স-বিহীন) ১৬০ পাউণ্ডের নীচে	১,৮৫০	১৩০	১১½
ইন্‌কাম্‌ট্যাক্সযুক্ত ১৬০পাউণ্ডের উপরের আয় (অবেতনভোগী দল)	৬২০	৫৩০	৪৭
মোট	১৪,৭৭০	১,১২৫	১০০

১৯১৩ সন

	আয়ের সংখ্যা হাজার	আয়ের পরিমাণ	সমগ্র আয়ের শতকরা অংশ
বেতন	১৫,২০০	৭৭০	৩৫½
মধ্যবর্ত্তী আয় (ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স ছাড়া) ১৬০ পাউণ্ডের নীচে	৪,৩১০	৩৬৫	১৭
ইন্‌কাম্‌ট্যাক্সযুক্ত ১৬০ পাউণ্ডের উপরের আয় বেতনভেগী দলবর্জ্জিত	১,৯৯০	১,০৩০	৪৭½
মোট	২০,৭০০	২,১৬৫	১০০

অধ্যাপক বাউলি আরও দেখাইয়াছেন যে, সম্পত্তিওয়ালা লোকজন এবং চাকুরেদের আয়ের মধ্যে যে অনুপাত ১৮৮০ সনে ছিল ১৯১৩ সনেও প্রায় তাহাই রহিয়াছে। জাতীয় আয়ের শতকরা ৩৭॥ অংশ সম্পত্তি-বিশিষ্ট মানুষের এবং ৬২॥ অংশ চাকুরেদের। কিন্তু এই চাকুরীজীবী দলের মধ্যে মজুর-শ্রেণীর চেয়ে প্রকৃত চাকুরের সংখ্যাই অনেক।

স্যর জোসিয়া ষ্ট্যাম্পের মতামত প্রায় একই ধরণের। তিনি বলেন যে, ১৯১৪ সনে সমগ্র আয়ের শতকরা ৮ ভাগ সমস্ত অধিবাসীর শতকরা ১ ভাগ লোকের ও দশভাগের এক ভাগ মানুষের পকেটেই গিয়াছে, আর শতকরা ১৫ ভাগ আয় শতকরা ৪॥ জন মানুষ ভোগ দখল করিয়াছে। সর্ব্বসুদ্ধ জাতীয় লাভের শতকরা ৪৫ ভাগ মাত্র শতকরা ৫॥ জন মানুষ ভোগ করিয়াছে। ১৯১৯ সনে, সমগ্র জাতীয় আয়ের বার ভাগের এক ভাগ দৌলত ৪৮০ ভাগের এক ভাগ মানুষ পাইয়াছে, এবং নয় ভাগ কি দশ ভাগের এক ভাগ মানুষ অর্দ্ধেক হিস্সা পাইয়াছে।

দারিদ্র্য সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হইয়াছে তাহাই ঘাঁটিয়া দারিদ্র্যের কতকগুলি কারণ দেখান হইল। ভিন্ন ভিন্ন গবেষকের নীরস বিবরণী হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই সমস্ত লিখিত হইল; কিন্তু দারিদ্র্য যে কি বস্তু সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হয় নাই। শব্দবহুল বিবরণী পাঠে দারিদ্র্যতত্ত্ব বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য মিলিতে পারে না। এই বস্তুটি বুঝিতে হইলে নোংরা বস্তি প্রভৃতি দরিদ্র লোকের আবাস-স্থানে ঘোরাফিরা করিতে হইবে। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া যতই কেন করুণ কাহিনী দরিদ্রদের সম্বন্ধে লিখা হউক না কেন তাহাতে বিশেষ ফল হইবে না। দারিদ্র্য সম্বন্ধে তথ্য-সংগ্রহ অজস্রভাবে করিলেও দারিদ্র্য-সমস্যা দূর হইবে না। দারিদ্র্যের বাহ্য ফলাফল লইয়া নাড়াচাড়া কেবলমাত্র প্রাথমিক অবস্থায় চলিতে পারে। কিন্তু ইহার কারণ সম্বন্ধে প্রতিবিধান করিতে হইলে আরও দূরে যাইতে হইবে। অসম বণ্টনব্যবস্থা দারিদ্র্যের কারণ এই বুলি আওড়াইলেই বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে না। যদি কেহ মহা অনর্থের মূল উৎপাটন করিতে চায় তবে তাহাকে সমাজের শিল্প-ব্যবস্থার সম্বন্ধে আরও অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া দেখিতে হইবে।

দুনিয়ার জাহাজ

নতুন জাহাজের চাহিদা

১৯২৬-২৭ সনের জাহাজের বাৎসরিক বিবরণীতে লয়েড কোম্পানী যে হিসাব দাখিল করিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় উক্ত বৎসরে মোট ৯৭৭,১৪৬ টনেজের ৩২৩ খানা নতুন জাহাজ তৈয়ারী হইয়াছে এবং ১৯২৮ সনের ৩০ শে জুন যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে ১,৮৮৫,৫৩৩ টনেজের মোট ৫৭৮ খানা নতুন জাহাজ তৈয়ারী হইয়াছে। ইহার মধ্যে কমপক্ষে ৭৭ খানা বিলাস-তরণীও তৈরী হইয়াছে। এ বৎসরে নতুন জাহাজের চাহিদা বেশী দেখা গেলেও তাহা ক্ষণস্থায়ী ছিল, এবং সে সময় চাহিদা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, চাহিদার পরিমাণ সরবরাহ করিয়া উঠা যায় নাই। তার পরেই সে চাহিদা খুবই কমিয়া এখন নতুন জাহাজের অর্ডার অতি সামান্যই পাওয়া যাইতেছে এবং তৈরীও সেই পরিমাণে খুব কমিয়া গিয়াছে।

এই চাহিদার কমতি অন্যান্য দেশ হইতে বিলাতেই বেশী দেখা যায়। গত ১২ মাসের মধ্যে লয়েডের হিসাব কমিটি ১,৪৫৪,০৫০ টনেজের মোট ৪৭৬ খানা নতুন জাহাজ তৈরী করিবার অনুমতি দেন। এ সংখ্যা গত বৎসর হইতে অনেক কমিয়া গিয়াছে দেখা যায়। ১৯২০ সনের পর হইতে গত বৎসরেই সব চেয়ে বেশী জাহাজ তৈরী হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

জাহাজ-নির্ম্মাতা দেশসমূহ

উপরোক্ত নতুন জাহাজের মধ্যে মোট টনেজের শতকরা ৬৯.৩ ভাগ (১,০০৭,৩৪০ টন) শক্তিসম্পন্ন জাহাজ বিলাতের জন্য ধার্য্য ছিল এবং বাকী ৩০.৭ ভাগ (৪৪৬,৭১০ টন) অন্যান্য দেশে প্রস্তুত হইবে বলিয়া ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। লয়েডের হিসাব অনুসারে দুনিয়ার যে যে দেশে আলোচ্য বৎসরে সবচেয়ে বেশী জাহাজ তৈয়ারী হইয়াছিল নীচে তাহার একটা তালিকা দেওয়া গেল—

বিলাত	৪১৮	খানা জাহাজ	১,০৪৮,০০৪	টন
ইতালী	২১	„ „	১৫৩,৪১৩	„
হল্যাণ্ড	২৪	„ „	৭৩,৭৮৮	„
ডেনমার্ক	১২	„ „	৬৬,৪৯৭	„
যুক্তরাষ্ট্র	২২	„ „	৬৩,৮৭৭	„
জার্ম্মাণি	৪০	„ „	৫৩,৮১৯	„
ফ্রান্স	৯	„ „	৪১,৭৭০	„

জাপান	৭	„ „	৩১,৮৮৫	„
সুইডেন	৭	„ „	১৬,৬৩০	„
স্পেন	৩	„ „	১৪,২৮১	„
রুশিয়া	৫	„ „	১২,১৭৬	„

জাহাজ-গ্রাহক দেশ

উপরোক্ত জাহাজগুলির মধ্যে বেশীর ভাগ কোন কোন দেশের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার একটা হিসাব দেওয়া গেল :—

বিলাত	৩২৩	খানা	১,১৩৪,৮৩৩	টন
ইতালী	১০	„	১২১,২১৬	„
নরওয়ে	১৮	„	৯৯,৫৮৩	„
ইংলণ্ডের উপনিবেশ-সমূহ	৪৯	„	৯৫,০৬৫	„
যুক্তরাষ্ট্র	৪৯	„	৮২,২৯৯	„
হল্যাণ্ড	২১	„	৭০,৬৮২	„
ব্রাজিল	৯	„	৩৯,৫৬৯	„
ডেনমার্ক	৬	„	৩৪,৬৮১	„
জাপান	৭	„	৩১,৮৮৫	„
ভেনেজুয়েলা	১০	„	২৮,০১৯	„
বেলজিয়াম	৪	„	২১,০৬১	„
সুইডেন	৭	„	১৭,৪১১	„
জার্ম্মাণি	৫	„	১৪,৪৩৯	„
স্পেন	৩	„	১৪,২৮১	„
আর্জ্জেন্টিনা	১৫	„	১২,৬৪৯	„
যুগো-শ্লাভিয়া	৩	„	১২,৩৯৭	„
রুশিয়া	৫	„	১২,১৭৬	„
ফ্রান্স	৭	„	১০,৬৮৭	„

বাণিজ্যপোতের সংখ্যা

লয়েডের হিসাবের খাতা অনুসারে ১৯২৮ সনের জুন মাসের শেষে দুনিয়ায় যতগুলি বাণিজ্যপোত ব্যবসায় খাটিতেছিল তাহাদের মোট টনেজ ছিল ৩০,৬৬১,২৫৭। এত বেশী টন আগে কখনও এ কোম্পানীর হিসাবে দেখা যায় নাই। তা' ছাড়া লয়েডের হিসাব অনুসারে এই আলোচ্য সময়ের শেষ ভাগে দুনিয়ায় ১,৭৭৯,৩৫৩ টনেজের আরও ৩৪২ খানা বাণিজ্য-জাহাজের গঠন চলিতেছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, লয়েডের হিসাবের মধ্যে যতগুলি জাহাজ পড়িয়াছে অথবা পড়িবার কথা হইতেছে, তাহাদের মোট সংখ্যা ১০,০২১ খানা এবং টনেজের পরিমাণ প্রায় ৩২॥ মিলিয়ান গ্রস্ টন।

বাণিজ্যপোত নির্ম্মাণে বিলাত

১৯২৮ সনের জুনের শেষে গড়তির মুখের উপরোক্ত ১,৭৭৯,৩৫৩ টনেজের জাহাজের মধ্যে লয়েডের হিসাবে দেখা যায় ১,০৪৭,২৭০ টনের গঠনকার্য্য বিলাতে চলিতেছিল। এবং এই সংখ্যা বিলাতে মোট যতগুলি জাহাজ গড়ার মুখে ছিল, তাহার শতকরা ৮৭ ভাগের উপর বলিয়া জানা যায়।

জাহাজ-নির্ম্মাণের নূতন প্রণালী

১৯২৭ সনের জুনের পর হইতে লয়েড কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে ৪৫৬,১৮৭ টনের মোট ৭৪ খানা জাহাজ তৈয়ারী হইয়াছে। এইসব জাহাজের ২,৬৯৪ টনের একখানি ছাড়া আর সবগুলিই তৈলবহন কার্য্যে খাটিতেছে। উপরোক্ত জাহাজগুলির মধ্যে ১২৬,৬৮৮ টনের ১৭ খানা জাহাজ এক নূতন উদ্ভাবিত প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়াছে। তা' ছাড়া আরও ১৩১,৪৭৬ টনের ২৫ খানা জাহাজ নূতন ও পুরাতন উভয় প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই ২৫ খানির মধ্যে ৮৫,১৩৮ টনের ১৯ খানা জাহাজ তৈল-বহনের কার্য্যে খাটিতেছে।

গত ১২ মাসের মধ্যে এই কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে যত রকমের যতগুলি জাহাজ তৈল বহন কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে—অবশ্য ১০০০ টনের নীচের জাহাজ বাদ দিয়া—তাহাদের মোট সংখ্যা ১০২ খানা এবং টনেজের পরিমাণ মোট ৫৮৭,৫৯১। এই সংখ্যা গত বৎসরের তুলনায় অনেক বেশী এবং প্রকৃত পক্ষে এবৎসরের মোট জাহাজের টনেজের তুলনায় এই সংখ্যা শতকরা ৩১ ভাগের বেশী ধরা যাইতে পারে।

জাহাজের শ্রেণী-বিভাগ

তৈলবহন কার্য্যোপযোগী জাহাজের চাহিদা দিন দিন কেমন বাড়িয়া যাইতেছে উপরের সংখ্যা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তা' ছাড়া আরও কতকগুলি জাহাজকে লয়েড কোম্পানী কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ১ম শ্রেণীতে ৫ খানি জাহাজ ফেলা হইয়াছে। ইহাদের মোট টনেজ ৩১,২৬১। এ জাহাজগুলি আমেরিকান্ লেক সার্ভিসের জন্য খাটিতেছে। ২য় শ্রেণীর একখানা ট্রেন-যাত্রীর খেয়ারূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ৩য় শ্রেণীর মধ্যে ৭৭ খানা বিলাস-তরণী পড়িয়াছে। ৪র্থ শ্রেণীতে ৩৫ খানা "টাগ"। ৫ম শ্রেণীতে ২৩ খানা "ট্রলার" জাহাজ এবং মাছধরা জাহাজ। এ ছাড়া আরও অনেকগুলি নদী ও বন্দরের বোট আছে। আরও কতকগুলি বোট ভাসমান ডকরূপে ব্যারানকুইলা, কলম্বিয়া প্রভৃতি স্থানে ব্যবহৃত হইতেছে। কোম্পানী ইহাদের নাম দিয়াছেন "+এ১ ফ্লোটিং ডক্"।

জাহাজ-নির্ম্মাণে বিভিন্ন শ্রেণীর কল-কব্জার প্রচলন

২০৯,০১৮ টনের ২১ খানা নূতন জাহাজে বাষ্পের সাহায্যে চালাইবার মত কল-কব্জা বসান হইয়াছে। ইহার মধ্যে একখানি জাহাজে বিদ্যুৎ সম্পর্কীয় কতকগুলি কল-কব্জাও বসান হইয়াছে। উপরোক্ত জাহাজের মধ্যে ১৭খানাতে একটু বিভিন্ন ধরণের কল-কব্জা বসান হইয়াছে। এ ছাড়া ৪৩১,৩৯১ টনের ৯১খানা জাহাজে এই সংখ্যা এ বৎসরের মোট নূতন জাহাজের টনেজের তুলনায় শতকরা ৪০·৬ ভাগ ধরা যাইতে পারে—তৈলে চলিবার মত কল-কব্জা বসান হইয়াছে।

জাহাজ চালাইতে গুড়া কয়লার ব্যবহার

আলোচ্য বৎসরে জাহাজ চালাইতে বয়লারে গুড়া কয়লার ব্যবহার খুব বাড়িয়া গিয়াছে। এই গুড়া কয়লার ব্যবহার কিরূপ লাভ-জনক তাহা কমিটি বেশ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং জাহাজে জাহাজে কয়লা গুড়া করিবার কল বসাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই কলদ্বারা কয়লা খুব সূক্ষ্ম গুড়া হইয়া কলের সাহায্যে আপনাআপনি বয়লারের মধ্যে চলিয়া যাইবে এইরূপ ব্যবস্থা আছে।

নূতন ধরণের ইঞ্জিন প্রচলন

আলোচ্য বৎসরে আর এক প্রকার নূতন ধরণের ইঞ্জিন জাহাজ চালাইতে খুব বেশী ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার নাম "ইণ্টার্ণ্যাল্ কমবাস্শন ইঞ্জিন"। এই বৎসরে এই ইঞ্জিন-যুক্ত নূতন জাহাজ, কমিটির হিসাব অনুসারে ৮১২,৪৩৭ টনের ১৬০ খানা তৈয়ারী হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৮১১,৯৮৩ টনের ১৫০ খানা জাহাজের ইঞ্জিনেই ভারি তৈল ব্যবহার হইতেছে। ইহার মধ্যে একটী বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার যোগ্য যে, এই নূতন ইঞ্জিন-সম্পন্ন মোট জাহাজের মধ্যে ৪৪৫,২৩৫ টনের ১০০খানা জাহাজই বিলাতে তৈয়ারী হইয়াছে।

মোটরযুক্ত জাহাজ

আলোচ্য বৎসরে ৩,৪৩০৯৩৩ গ্রস টনের মোট ৬৮৫ খানা মোটর-চালিত জাহাজ কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে তৈরী হইয়াছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি কোম্পানীর শ্রেণী বিভাগে পড়িয়াছে, আবার কতকগুলি কোম্পানীর তদারকে নির্ম্মিত হইতেছে।

মোটর-চালিত জাহাজের টনেজ

বৎসরের মোট ২৯৩৩ খানা মোটর-চালিত জাহাজের মধ্যে ৩৩৮ খানা ৬০০০ টনের উপর। ইহার মধ্যে কতগুলি জাহাজের টনেজ কতটা তাহা নীচে দেখান গেল:—

২০৪ খানা	৬,০০০	৭,৯৯৯ টন
৯৫ „	৮,০০০	৯,৯৯৯ „
২৫ „	১০,০০০	১৪,৯৯৯ „
১৪ „	১৫,০০০	ঊর্দ্ধসংখ্যা

নতুন ধরণের ইঞ্জিন প্রচলনে সুফল

কোম্পানীর হিসাবে ১০০ টনের উপরের যতগুলি জাহাজ—মোটর-চালিতই হউক অথবা তৈল ইঞ্জিনেরই হউক —তৈল দিয়া চালিত হইতেছে, সেগুলি মোট জাহাজের টনেজের শতকরা ৩৭·৬ ভাগ ধরা যাইতে পারে। জাহাজ চালনায় আর একপ্রকার সম্পূর্ণ নতুন ধরণের কলকব্জা-বিশিষ্ট ইঞ্জিনের প্রচলন হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী এই নতুন ধরণের ইঞ্জিন নির্ম্মাণের প্রস্তাবে মত দিয়াছেন। তা'ছাড়া আগেকার নিয়মেও অনেকগুলি জাহাজ প্রস্তুত হইতেছে। এই নতুন ধরণের ইঞ্জিন-বিশিষ্ট জাহাজ-নির্ম্মাণে সর্ব্ববিষয়ে সুফল দেখা গিয়াছে। ইহাতে জাহাজের কর্ম্মশক্তি ও চলচ্ছক্তি দুই-ই সমানে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এতটা সুফল পূর্ব্বের নিয়মে গড়া জাহাজে দেখা যায় নাই।

ডিজেল ইঞ্জিনের প্রচলন

৮,৯৪৭ টনের আর একখানা জাহাজে বিজলী-চালিত ডিজেল ইঞ্জিন ফিট করা হইয়াছে। এই ইঞ্জিনে ৪টী ডিজেল ইঞ্জিন লাগান হইয়াছে, এই সঙ্গে ৪টী বিজলী জেনারেটরও ফিট করা হইয়াছে। এই জেনারেটরের বিজলী শক্তি দ্বারা ইঞ্জিন চালিত হয়। এই ডিজেল ইঞ্জিনগুলি বেলজিয়ামের অন্তর্গত ঘেণ্ট সহরের ইউমাইন ক্যারেল কোম্পানীর দ্বারা নির্ম্মিত এবং বিজলী-সংক্রান্ত কলকব্জা বিলাতী টম্‌সন হাউস্টন লিমিটেড কোম্পানীর নির্ম্মিত। এই রকমের কলকব্জা-বিশিষ্ট আর একখানা খেয়া জাহাজ আরজেণ্টাইন্ গবর্ণমেণ্টের জন্য ইয়ারো এণ্ড কোং লিঃ দ্বারা তৈরী হইয়াছে। এই জাহাজের দুইটী প্রধান ডিজেল ইঞ্জিনে জার্ম্মাণির অন্তর্গত অগস্‌বুর্গে'র মেসিনেন ফেব্রিক্ অন্‌সবুর্গ-মুরেনবুর্গ কোম্পানীর তৈরী এবং বিজলী-সংক্রান্ত কলকব্জা মেট্রোপলিটান ভিকার্স ইলেট্রিকাল কোং লিঃএর দ্বারা নির্ম্মিত।

জাহাজে তিমির তৈলের ব্যবসা

জাহাজে তিমির তৈলের ব্যবসাটা আজকাল খুব বেশী দেখা যায় এবং এই জন্য অনেকগুলি জাহাজে তিমির তৈল শোধক কল লাগাইবার প্রস্তাবে কমিটী মত দিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৮০০০ গ্রস্‌টনের একখানা জাহাজে এই কল ফিট্ হইয়াছে। এ ছাড়া বেলফাষ্টে প্রায় ২১,০০০ টনের অনেকগুলি ষ্টীমারে এই কল বসাবার মতলব চলিতেছে।

দুনিয়ার আর্থিক সমৃদ্ধি ও শান্তি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইয়োরোপের হালচাল

বিশ্ব আর্থিক সম্মেলনের মূল স্বীকার্য্য কথা এই যে, ইয়োরোপের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। এই অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে। কিন্তু দুর্দ্দশার কারণটা কি? নানা মুনি নানা প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা প্রত্যক্ষভাবে গত মহাযুদ্ধকে খুব বেশী পরিমাণে দায়ী মনে করি। বস্তুতঃ, আমাদের বিবেচনায় যুদ্ধকে দুনিয়ার অশান্তির, আর্থিক উপদ্রবের কারণরূপে বিশেষ মর্য্যাদ দানের সময় আসিয়াছে।

কিন্তু বর্ত্তমান সম্মেলনের কোন কোন বক্তা অন্যরূপ মনে করেন। শ্রমিক দলের আর্থার পুগ ব্যবসা বিষয়ে বক্তৃতায় স্পষ্ট বলিয়াছেন "আজ ইয়োরোপের যে বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা যাইতেছে, তা কালক্রমে নিশ্চয় দেখা যাইত, ঠেকাইয়া রাখিতে পারা যাইত না। যুদ্ধ শুধু তাড়াতাড়ি ঘটাইয়াছে ও দিক্ পরিবর্ত্তন করাইয়াছে। (পৃঃ ১১৬)

অন্য কেহ কেহ বলিয়াছেন, "জার্মাণির সহিত যুদ্ধটা আকস্মিক ঘটনা নয়। জার্মাণির সহিত আর্থিক প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে না পারাই যুদ্ধ বাঁধিবার আসল হেতু। যুদ্ধের অজুহাতে জার্মাণিকে কাণা করা হইয়াছে।"

কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমান অবস্থা দেখা দিয়াছে অথবা যুদ্ধের জন্য দায়িত্ব জার্মাণির বা অন্য কাহারও, এ প্রশ্ন অনুসন্ধানের যোগ্য হইলেও, বর্ত্তমান ইয়োরোপের ও দুনিয়ার প্রকৃত অবস্থাটা কি এবং উহার ভিতরকার দোষ-গুলি কেমন করিয়া দূর করা যাইতে পারে, এটাই হইল চিন্তাবীরদের বিশেষ চিন্তার বিষয়।

অধ্যাপক মারে উপক্রমে বলিতেছেন, "যদি বলা যায়, আমরা যুদ্ধের ফলগুলি ভুগিতেছি, ঠিক বলা হইবে না। কারণ যুদ্ধে যা ক্ষতি হইয়াছিল তা তাড়াতাড়ি পূরণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন যা অপরিমেয় ক্ষতি হইতেছে তা বাণিজ্যের সমীকরণ বা তাল নষ্ট হওয়ার জন্য হইতেছে, উৎপাদক ও খাদকের মধ্যে কোন সাক্ষাৎ যোগ নাই বলিয়া হইতেছে। অর্থাৎ উৎপাদক সোজাসুজি খাদকের নিকট নিজ দ্রব্য পৌঁছাইয়া দিতে বাধা পাইতেছে। ইহার জন্য দায়ী মানুষের নিজ কার্য্যকলাপ। মানুষ নিজের কার্য্য দ্বারা নিজের দুর্গতি সৃষ্টি করিতেছে, যেমন, টারিফ্।"

ইয়োরোপের কুফলগুলির সংখ্যা এক নয়, বহু। বেকার (ইয়োরোপে বহু লক্ষ লোক আজ কর্ম্মহীন অবস্থায় বসিয়া আছে, এই বেকার স্থায়ী), দ্রব্যাদির, বিশেষতঃ চাষীর দ্রব্যের দর-হ্রাস, মজুরির পতন, রপ্তানি বাণিজ্যের সঙ্কোচ, বহু ব্যবসার পতন, দুনিয়ার বাজারে প্রতিযোগিতায় পরাজয় ইত্যাদি ইয়োরোপীয়দিগকে চিন্তাকুল করিয়া রাখিয়াছে। এগুলি স্পষ্ট ও নিশ্চিত ফলাফল, অবিলম্বে ইহাদের দাওয়াই বাৎলাইতে না পারিলে ইয়োরোপের আর উদ্ধারের কোন আশা থাকিবে না।

ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি

কিন্তু দাওয়াইটার প্রকৃতি বুঝিবার পূর্ব্বে দুনিয়ার তথা ইয়োরোপের ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি ও চাষবাসের ব্যাপারটা আরও একটু বিশেষ ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করা যাক।

বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের ফলে যে ক্ষতি হইয়াছিল তা পূরণ হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে মতভেদ আছে। অর্থাৎ কেহ কেহ বলিয়াছেন যদি যুদ্ধ না হইত তবে ইয়োরোপ আরও ঢের বেশী অগ্রসর হইতে পারিত। উনবিংশ শতাব্দীতে উৎপাদন ও জীবন-যাত্রার ধারা দ্রুতবেগে বাড়িতে থাকে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের পর দারুণ হ্রাস পাইয়াছে। প্রতি ১০ বছরে ৪০% বাড়িবার কথা। তা তো বাড়েই নাই। অতি কষ্টে ১৯১৩ সনের সীমায় মাত্র পৌঁছিয়াছে। (ডাব্লিউ টি লেটক)।

মতভেদ দ্বারা বুঝা যাইবে যে, কথাটা শুনিতে যত সোজা বাস্তবিক তত সোজা নয়। কারণ যুদ্ধে ক্ষতি হইতেছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধকালে কতকগুলি ব্যবসা বিশেষ ভাবে ফাঁপিয়া উঠিবার অবকাশ পাইয়াছিল। যুদ্ধকালে "বুমের" কথা মনে পড়ে না কি? টাটা লোহার কারখানা ও আমাদের দেশের লোহার কারবারীরা কিরূপ লাভ করিতেছিল তা অনেকের মনে থাকিতে পারে। পাটের কলের মালিকরা কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এমন কি বস্ত্র-বিক্রেতারা বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়া লইতেছিল। উদাহরণ বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু একটু চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, কোন কোন ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল বটে (কারণ পুঁজিপাটা ও শ্রমশক্তিকে অন্যত্র চালান করা হইয়াছিল), কিন্তু অন্য অনেক ব্যবসা, বিশেষতঃ যুদ্ধের আনুষঙ্গিক ব্যবসাগুলি প্রবল বেগে লাভ অর্জ্জন করিতেছিল। তা যদি হয়, কেমন করিয়া বলা চলে যে, যুদ্ধকালে শুধু ক্ষতিই হইয়াছে। বস্তুতঃ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত লাভ ও ক্ষতি উভয়ের তুলনা দ্বারা বুঝা না যায় গতিটা কোন দিকে, ততক্ষণ ঠিক করিয়া কিছু বলা চলে কি? সম্ভবতঃ যুদ্ধকালে লাভের পরিমাণটা বেশী দাঁড়াইয়া যাইবে। এ বিষয়ে বাঙ্গালীর ছেলের মগজ চালাইবার যথেষ্ট ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। আমাদের নিজদেশ ও দুনিয়ার বিভিন্ন

দেশ লইয়া তুলনামূলক আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলে অনেক বিষয়ে আমাদের মাথা পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

সুতরাং ইহা সত্য যে, অন্ততঃ যুদ্ধকালে নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না যে, লোকবল, অর্থবল ইত্যাদির হ্রাসে শুধু ক্ষতিটা বাড়িয়া চলিয়াছে। তা যেন হইল। কিন্তু যুদ্ধ অবসানের পর যখন বুম বা জোয়ার অন্তর্হিত হয় তখন দুনিয়ার অবস্থাটা আস্তে আস্তে কিরূপ শোচনীয় আকার ধারণ করে, সে বিষয়ে মতান্তর আছে কি ?

যুদ্ধের ক্ষতিটা কেহ অস্বীকার করিবে না। কিন্তু কথা এই যে, স্বাভাবিক অবস্থায় এই ক্ষতি সময়ে পূরিত হইয়া যায়। "স্বাভাবিক অবস্থায়" কথাটার উপর জোর দিতে হইবে। উহা লইয়াই যত গণ্ডগোল। স্বাভাবিক অবস্থা বর্ত্তমান না থাকিলে যত প্রকার সমস্যার উদয় হইতে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থার অর্থ দেশের মধ্যে অথবা দেশে দেশে ব্যাণিজ্যের অপ্রতিহত গতি। "দুনিয়ার সমস্যা লোকবলের অভাব নয়, কিন্তু খাদ্য ও কাঁচা মালের অভাব" (অধ্যাপক মারে), "অতি-উৎপাদন সত্য নয়, দুনিয়ার খাদ্য-সম্ভার কমিয়া গিয়াছে" (স্যর ডেনিয়েল হল)। অথচ অতি উৎপাদন আজ অনেক দেশে বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অর্থাৎ উৎপন্ন সমস্ত দ্রব্য বাজার খুঁজিয়া পাইতেছে না। এই পরস্পর-বিরোধী সামঞ্জস্যহীন অবস্থা কিরূপে সম্ভব হইল ? বিভিন্ন দেশের অস্বাভাবিক ব্যাণিজ্য-রীতির ফলে। এই অবস্থাকেই অস্বাভাবিক অবস্থা বলা হইতেছে।

ইয়োরোপের ক্ষতির পরিমাণ

"যুদ্ধে ১ কোটি লোক নিহত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি যুদ্ধের পূর্ব্বে ইয়োরোপে যত লোক ছিল, এখন তার চেয়ে ১% বেশী দেখা যাইবে। যারা জন খাটিয়া খায় তাদের সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে। সুতরাং লোকক্ষতি পূরণ হইয়া গিয়াছে।" কিন্তু সত্য সত্য পূরণ হইয়াছে কি ? দুনিয়ার লোকবল ১৯১৩ সনের তুলনায় ৫% বাড়িয়াছে। সুতরাং ইয়োরোপ এদিকে পরাজিত হইয়াছে বলিলে বেশী দোষ হইবে না।

দুনিয়ার উৎপাদন বাড়িয়াছে ১৬%-১৮%। ইয়োরোপের বাড়িয়াছে মাত্র ৫%, আর আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ৫%।

ইয়োরোপের ভিতর বিভিন্ন দেশের অবস্থাটা তুলনা করিয়া দেখা যাক্। মাঝে মাঝে আমেরিকার দিকে দৃক্‌পাত করা যাইবে।

১৯১৩ সনের তুলনায় আজ কোন্ দেশ উৎপাদন কতখানি বাড়াইতে পারিয়াছে তার হিসাব এই :—

ফ্রান্স	...	২৮%
জার্ম্মাণি	...	১০%
গ্রেট বৃটেন	...	১%
আমেরিকা	...	২০%

আমেরিকা স্বদেশজাত দ্রব্যের ৯৫% নিজে ভোগ করে, বাকীটা বাহিরে পাঠায়। আর গ্রেট বৃটেন ২৫%র জন্য রপ্তানির উপর নির্ভর করে।

জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য দেশের পুনর্গঠনের কাজে ২৫ কোটি পাউণ্ড খাটাইয়াছে। রূঢ়ের বৈদ্যুতিক শক্তির যোগান আসিতেছে আল্পসের জল-বিদ্যুৎ হইতে। ক্ষমতা ৭০ লক্ষ অশ্ব-শক্তি। ২ কোটি টন কয়লার কাজ করিয়া দিতেছে। ৪ কোটি পাউণ্ড বাঁচিয়া যাইতেছে ও ২ কোটি লোকের কার্য্যশক্তি পাওয়া যাইতেছে।

বিদ্যুতের ব্যবহারে আমেরিকা ৬৮% শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে সমর্থ, জার্ম্মাণি ৬৪%, ফ্রান্স প্রায় ৬১%। (কোন কোন স্থান ১০০%), জার্ম্মাণি রূঢ়ে ৭৮%, গ্রেট বৃটেন ৪০%, ইতালি উৎপাদনের জন্য ৮০%। লোহা ও ইস্পাতে, বেলজিয়াম ৮৭%, জার্ম্মাণি ৭৪%, গ্রেট বৃটেন ৪১% কাজে লাগায়। বয়ন শিল্পে আমেরিকা ৬৫%, জার্ম্মাণি ৫৪%, গ্রেট বৃটেন ১৯% ব্যবহার করে।

জার্ম্মাণি "ব্রাউন কোল" পর্য্যন্ত কাজে লাগাইতেছে; রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনে যায় ৩৩⅓%, বিদ্যুৎ উৎপাদনে ২০%, আর পটাশ তৈরিতে ১১%।

জার্ম্মাণির ব্যবসা পুনর্গঠনের প্রচেষ্টাও শিক্ষাপ্রদ। ১৯২৩ সনে জার্ম্মাণির ব্লাষ্ট ফারনেস্, ঢালাই, রোলিং মিল ও ইস্পাত এই কয় ব্যবসা-সংক্রান্ত কারখানায় মজুর ছিল

৩,৫৬,০০০ জন। ১৯২৪ সনে দাঁড়াইল ২,৯০,০০০ জন। ইহা উন্নতির ফল। অর্থাৎ উৎপাদনের পরিমাণ না কমিয় নিম্নরূপ বাড়িয়াছে—"পিগ্ আয়রণ" ৫০%, লোকহ্রাস ২০%; "ষ্টিল ইনগট্" ৫০%;

উপরের অঙ্কগুলি হইতে যুদ্ধহেতু লাভক্ষতি সম্বন্ধে একটুখানি আলোক লাভ করা সম্ভব হইবে। সে কথা আলোচনা না করিয়া, এখানে শুধু এই কথা বলা চলে যে, বর্ত্তমান আর্থিক বিপর্য্যয়ের মাত্রা ভোগটা সকলের পক্ষে সমান নহে, কেহ বেশী কাবু হইয়াছে, কেহ কম। কিন্তু ইংরেজকে যে তাল সাম্‌লাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইজন্ত চিন্তাশীল প্রত্যেক ইংরেজের মাথার টনক নড়িয়াছে। লীগ্ অব্ নেশানস্ ইউনিয়নের তাঁবে অনুষ্ঠিত সম্মেলনটা নেহাৎ আকস্মিক ঘটনা নয়। আজ প্রত্যেক ইংরেজ পুরুষ, স্ত্রী ও বালককে বছরে ১৮৮ পাউণ্ড করিয়া কর দিতে হয়!

দুনিয়ার উৎপাদন মোটের মাথায় বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু বৃদ্ধির ফলটা বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন হারে ভোগ করিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও সুদূর প্রাচীতে উৎপাদনের গতি বাড়িয়াছে, ইয়োরোপে কমিয়াছে। কিন্তু ১৯১৪ সনে ইয়োরোপের গতি উর্দ্ধদিকে ছিল। সুতরাং ১% বৃদ্ধির অর্থ ক্ষতি।

চাষবাসের মতিগতি

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে দুনিয়ার সমস্যা অতি-উৎপাদন নয়। অর্থাৎ লোকবলের তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ এত বেশী হইয়াছে যে, তাহা বেচিবার বাজার পাওয়া যাইতেছে না, একথা সত্য নয়। আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলনের রায় এই প্রকার। এই কথার সত্যতা চাষবাসের হিসাবনিকাশ হইতেও প্রমাণিত হয়।

১৯১৩ সনের তুলনায় দুনিয়ার লোকবল ১০,৯০,০০,০০০ (প্রায় ১১ কোটি) বাড়িয়াছে বা ৬% বাড়িয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের পক্ষে এসিয়া ও আফ্রিকার স্থান নগণ্য। ঐ দুই মহাদেশ বাদে বৃদ্ধির পরিমাণ ৭॥%। চাষবাসের জন্য জমির আয়তন বাড়িয়াছে ৩,৬০,০০০ (৩॥ কোটির উপর) হেক্টার। কিন্তু চাষীর সংখ্যা বাড়িয়াছে ৫ কোটি। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, এক এক চাষীর জন্য এক হেক্টার করিয়া লাগে, তবে চাষবৃদ্ধিটা লোকবৃদ্ধির পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে বুঝাইতে বেগ পাইতে হইবে না।

১৯১৩ সনের তুলনায় দুনিয়ায় ১৯২৩ সনে গমের উৎপাদন ১০% বেশী হইয়াছে। ইয়োরোপে ইহার ফলে রাই, বার্লি, ভুট্টা ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য কমিয়া গিয়াছে। সকল রকম রুটি খাদ্যের চাষের আয়তন বাড়িয়াছে ৪%, উৎপাদন ৫%।

সুতরাং উৎপাদন বেশী হয় নাই। অথচ দেশে দেশে অতি-উৎপাদনের কুফলসমূহ দেখা দিয়াছে। শুধু বিশেষ কোন দেশে নয়, সকল দেশে—যুক্তরাষ্ট্রে, যুক্তরাজ্যে, জার্ম্মাণিতে চাষীর সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। প্রথমতঃ, চাষী তার ফসলের যথেষ্ট মূল্য পাইতেছে না। ফসলের দর ক্রমাগত কমিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসা বাণিজ্যে যারা লিপ্ত আছে তারাও আগের চেয়ে কম ফসল চাহিতেছে। তৃতীয়তঃ, নানা দেশের সিক্কায় বিপ্লব ঘটিয়াছে।

ফসলের দর-হ্রাসের একটা কারণ বেকার। ইয়োরোপের ১ কোটি লোক আজ চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহাতে এতগুলি লোকের সৃষ্টির ফল—অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য—হইতেই যে মনুষ্য বঞ্চিত হইয়াছে তা নয়, লোকের ক্রয়-ক্ষমতাও ইহাদিগকে পালন করিতে হইতেছে বলিয়া থামিয়া গিয়াছে। অধিকন্তু বিভিন্ন দেশের সংরক্ষণ-নীতি বা টারিফ মড়ার উপর খাড়ার ঘা বসাইয়াছে। অন্য দেশে মাল পাঠাইয়া লাভবান হইবার পথ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজ দেশের দ্রব্যাদির দরও নীচু রহিয়া যাইতেছে।

ইয়োরোপের আধি ও ব্যাধি

এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহা হইতে ইয়োরোপের আধি ও ব্যাধির লক্ষণগুলি হৃদয়ঙ্গম হইবে।

প্রথমতঃ, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি আসিয়াছে। টারিফ্-দেওয়াল ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে

দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের সময় বিশেষ বিশেষ ব্যবসার ফাঁপিয়া উঠিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। যুদ্ধের পর সেগুলির কার্য্য-কারিতা হঠাৎ কমিয়া যাওয়ায় অশ্রুতপূর্ব্ব বেকারের উদ্ভব হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, লোকবল যতটা বাড়িয়াছে উৎপাদন ততটা বাড়ে নাই। তথাপি দ্রব্যের, বিশেষতঃ কৃষিজাত দ্রব্যের ক্রমাগত পতন ঘটিতেছে।

চতুর্থতঃ, ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। ইয়োরোপ পূর্ব্বে কাঁচা মাল আমদানি করিত আর তৈরি মাল বিদেশে পাঠাইত। এসিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের নব-জাগরণ দেখা দিয়াছে। সেখানেও মাল তৈরি হইতেছে।

পঞ্চমতঃ, ইয়োরোপের, বিশেষতঃ গ্রেট বৃটেনের শ্রমের গতিশীলতা ও পরিবর্ত্তন-সহিষ্ণুতা শক্তি হ্রাস পাইয়াছে। মজুরেরা ইচ্ছামাত্র এক ব্যবসা হইতে অন্য ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না, সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়াও চলিতে পারে না।

ষষ্ঠতঃ, ইয়োরোপের রপ্তানি-বাণিজ্য হ্রাস পাইয়াছে, অথচ বেকার সমস্যা সমাধানের উপায় রপ্তানি-বৃদ্ধি।

সপ্তমতঃ, দেশের ভিতর নির্দ্দিষ্ট ব্যবসা-রীতি না থাকায় নানা দিকে বহু অপচয় ঘটিতেছে।

অষ্টমতঃ, চাষের দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় অত্যন্ত মামুলি প্রথায় হইতেছে বলিয়া বহু ক্ষতি হইতেছে। উৎপাদকের সঙ্গে খদ্দেরের সাক্ষাৎ যোগ নাই বলিয়া উভয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই প্রকার আধিব্যাধিগুলির দাওয়াই আবিষ্কার আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনে মিলিত "ডাক্তার"গণের লক্ষ্য ছিল। তাঁরা যে সব প্রতীকারের পথ বলিয়াছেন, তাহার ২।১টির কথা মোটামুটি সংক্ষেপে নীচে দেওয়া হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহা লইয়া লণ্ডন-সভার সমালোচনা ইত্যাদির কথাও স্মরণ রাখা হইবে।

টারিফ্ উঠাইয়া দাও

টারিফ্ যত নষ্টের গোড়া। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের গতি সচল রাখিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে টারিফ্‌কে দূর করা চাই। ডক্টর গুলেরের মত লোক, যিনি জীবনের ৩০ বৎসর কাল শুধু টারিফ্ বসাইবার কথাই চিন্তা করিয়াছেন, তিনিও মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, অবাধ বাণিজ্যের মত বাণিজ্যের চরম নীতি আর নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইয়োরোপে টারিফের মাত্রা গড়ে ১০% হইতে ৩০% এ উঠিয়াছিল (রুশদেশে ১০০%)। কিন্তু কাগজে কলমে কোন নীতির গুণগান করা এক কথা, আর তাহা ব্যবহারিক জগতে লাগাইতে যাওয়া অন্য কথা। যেখানে যেখানে টারিফ্ আছে সেখানেই বিশেষ স্বার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। শক্তিশালী স্বার্থ টারিফ্ তুলিয়া দিতে রাজী হইবে কেন?

সুতরাং ইয়োরোপের বর্ত্তমান অবস্থায় একেবারে টারিফ তুলিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইবে না। জাতীয়তা, স্বার্থ বাধা দিবে। মন্দের ভাল একটা পথ আছে। তা হইতেছে টারিফ্ আর না বাড়ানো, অথবা কমাইয়া দেওয়া। জেনেভার ইকনমিক কনফারেন্স সেইজন্য সমস্ত দেশের লোকদের বলিতে বাধ্য হইয়াছে যে, "দেখ, জগতের ইতিহাসে এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যখন স্রোতটা উল্টা দিকে ফিরানো দরকার। টারিফ্ আর না বাড়াইবার জন্য সকলের একমত হইতে হইবে ও উহা কমাইতে হইবে।"

ঐ কনফারেন্সের দ্বারা দুইটি সুফল পাওয়া গিয়াছে। (১) আমদানি রপ্তানির বাধা সম্পূর্ণ উঠিয়া যায় নাই বটে, কিন্তু যেখানে শত বাধা ছিল এখন সেখানে ২০।৩০টা মাত্র রহিয়াছে। (২) বিশ্ব-মৈত্রীর হাওয়ায় অনেকগুলি বাণিজ্যিক সমঝৌতা কায়েম হইয়াছে, পরে আরও হইবে। বিভিন্ন রাষ্ট্র ঐ আদর্শ অনুসারে কাজ করিবার উৎসাহ পাইয়াছে। এটা হইল টারিফ্ আর না চড়াইবার পথ। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে আরও দুটি (টারিফের প্রণালীকে সহজ ও সরল করা, টারিফের হার নামাইয়া দিবার চেষ্টা করা) অবিলম্বে গ্রহণ করা দরকার।

টারিফ্ কমাইবার দুই পথ আছে। দুইটা দেশের মধ্যে পরস্পর চুক্তি যে "সব চেয়ে সুবিধা পাইবে আমাদের জাত" অথবা সকল বা অধিকাংশ দেশের মধ্যে টারিফ্ হ্রাসের চেষ্টা-বিষয়ে অঙ্গীকার। পণ্ডিতগণ উপায় সম্বন্ধে

বিভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন, কেহ একটাকে ভাল বলেন, অন্তেরা অন্তটাকে ভাল বলেন।

কিন্তু এক দেশের টারিফের সঙ্গে অন্য দেশের টারিফের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। গ্রেট বৃটেনে বর্ত্তমানে এক ডাইষ্টাফ্ বিষয়ক আইন জারি আছে, তাহাতে অন্য দেশের জিনিষ ঢুকিতে পায় না। আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলনে ইংরেজ বলিতে বাধ্য হইয়াছিল যে, তারা এই আইন রদ করিতে পারিবে না, ১৯৩০ সনে ইহার মেয়াদ্ ফুরাইবে, তখন বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে। অমনি জার্ম্মাণি বলিয়া বসিল, "তাহলে আমাকে কয়লা আমদানি রপ্তানির বাধাটা রাখিতেই হইবে।" ফরাসী বলিল, "তবে আমিও স্ক্র্যাপ আয়রণের উপর বাধা উঠাইয়া দিব না।" অন্যান্য দেশেরও ঐ প্রকার বুলি।

সুতরাং গোড়ার প্রশ্ন হইতেছে টারিফ্ কমাইতে কে অগ্রসর হইবে? সকলেই "আপ্ উঠিয়ে" করে। এদিকে ট্রেণ ছাড়িয়া যায়। তা ছাড়া দেশের ভিতরই দুই প্রকার মনোভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইংরেজের মত অবাধ-বাণিজ্য-পন্থী লোকেরাও সময় সময় তাদের বাণিজ্য নীতিকে নিন্দা করিতে ছাড়ে না। হ্যানন ত তাঁর বক্তৃতায় স্পষ্ট বলিয়াছেন "গত ২৫ বৎসর যাবৎ এই অবাধ বাণিজ্য নীতির ফলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। আমরা একটা আর্থিক তত্ত্বের নিকট গোটা দেশের স্বার্থ বলি দিয়াছি। গত বছর রিওডিজেনারাতে এক ভিন্ন ভিন্ন দেশের পার্ল্যামেন্টের সভ্যদের বৈঠক হয়। ৪৫টা দেশ প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিল। অবাধ বাণিজ্যের নামে খুব গলাবাজি হইতেছিল। আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে এমন একটি প্রতিনিধিও আছেন কি যিনি শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে, তিনি স্বদেশে ফিরিয়াই টারিফ্ রদ করিবার এক আইনের খসড়া উপস্থিত করিবেন? কেহ উত্তর দিল না। আমরা যে সময় অবাধ বাণিজ্যের বুলি আওড়াইতেছিলাম, সেই সময় যুক্তরাষ্ট্র ও জার্ম্মাণির বেপারীরা সংরক্ষণের ছায়ায় দক্ষিণ আমেরিকার বাজার দখল করিয়া ফেলিয়াছে। আজ আমাদের সেখানে দন্তস্ফুট করাও দুঃসাধ্য। সুতরাং ইংরেজের এখন দরকার সংরক্ষণের দিকে মুখ ফিরাইবার।"

আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের বিরুদ্ধে টারিফ্ দেওয়ালের সৃষ্টি করে নাই বটে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র সংরক্ষণ-নীতি ইয়োরোপকে কম বিব্রত করিতেছে না। আর্থিক উৎপাদনে বিভিন্ন দেশের স্থান এইরূপ :—

উত্তর আমেরিকা ৩০% (কানাডা ৩%)
ইয়োরোপ ৪০%
পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ৩০%

দুনিয়ার ৩০% অধিকারী আমেরিকা ইয়েরোপকে জব্দ করিবে তার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু কথা এই যে, আমেরিকাকে গণ্য না করিয়া ইয়োরোপ কোন কাজ করিতে পারে না। অন্য দিকে কে যে টারিফ্ হ্রাসের সূচনা করিবে তাও মীমাংসিত হইতে চায় না। লীগ অব্ নেশান্সের সাধ্য আছে কি কিনারা করিবার?

র‍্যাশানালাইজেশন বা যুক্তি-প্রয়োগ?

আজকালকার ব্যবসায়ী মহলে র‍্যাশানালাইজেশন কথাটা খুব বেশী শুনিতে পাওয়া যায়। কতক দিন আগে ইহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। এই কথার জন্মস্থান আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। ইহার পুরাণা নাম ট্রাষ্ট বা কার্টেল। আমেরিকা ব্যক্তি-স্বাধীনতার চূড়ান্ত দেশ। অথচ সেখানে কিরূপে একাণ্ড প্রকাণ্ড বাণিজ্য-সঙ্ঘ (মনোপলি বা একচেটিয়ার অন্তর্গত) খাড়া হইল তাহা লইয়া বাঙ্গালীর ছেলে অবিলম্বে মস্তিষ্ক চালনা সুরু করিয়া দিন। এখানে পদাঙ্ক রাখিয়া যাইবার স্থান রহিয়াছে। আমেরিকা অবশ্য ব্যবসার এই সঙ্ঘমূর্ত্তিকে সহজে বরদাস্ত করিতে পারে নাই। ইহার বিরুদ্ধে বহু আইন ঘোষিত হইয়াছে ও বহু লড়াই হইয়া গেছে। কিন্তু শেষে ট্রাষ্ট বা কার্টেল জয়লাভ করিয়াছে। দেশের আর্থিক কাঠামের ভিতর ইহার স্থান সু-নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণি যখন দেখিল যুক্তরাষ্ট্র এই নূতন অস্ত্রের বলে অদ্ভুত সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে, তখন তারও অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তি জন্মিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া নাম জার্ম্মাণের মনঃপূত হয় না, তাই নাম বদ্লাইয়া হইল "র‍্যাশানালাইজেশন"। তাহা হাত ফিরিয়া বৃটেনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ও সর্ব্বপশ্চাতে আমরা শুনিতে পাইয়াছি।

বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকেই "যুক্তি-প্রয়োগ" বা যুক্তি-যোগ বলা হইতেছে।

যুক্তি-প্রয়োগ বস্তুটা কি? সাধারণ ব্যবসায়ী তার বুদ্ধি খাটাইয়া দেখে লাভ কিসে হয়। কিন্তু কোন ব্যবসার অথবা ব্যবসার কোন কোন প্রকার উন্নতির জন্য সাধারণ বুদ্ধির চেয়েও অতিরিক্ত উপযুক্ততার নেতৃত্বের দরকার হয়। একটা গ্রামে ১০টা গোয়ালা গ্রামের লোকদের দুধ যোগায়। প্রত্যেকে চেষ্টা করে সব চেয়ে বেশী লাভ কি করিয়া হইবে অর্থাৎ ব্যবসায় বুদ্ধি খাটায়। কিন্তু তথাপি নানা রকমের শক্তির অপচয় ও ক্ষতি হয়। প্রত্যেককে আলাদা আলাদা গোপালন ও দুগ্ধ যোগানের খরচ বা কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। তারপর ভিন্ন ভিন্ন রাস্তার ভার যদি ভিন্ন ভিন্ন গোয়ালার হাতে না থাকে, তবে একই রাস্তায় একজনের বেশী গোয়ালাকে দুধ যোগাইতে হয় ইত্যাদি। অর্থাৎ শ্রম, সময়, অর্থ সব বেশী লাগে। প্রথম উন্নতি হইবে গোয়ালাদের একত্র হইয়া নিজেদের মধ্যে রাস্তা ভাগ করিয়া লওয়া। ইহা শুধু বুদ্ধি নয় যুক্তির কাজ। কিন্তু এই দশজন গোয়ালার কাজ যদি একটা প্রতিষ্ঠান হাতে তুলিয়া লয় তবে শ্রম, সময় ও অর্থের অপচয় আরও নিবারিত হইবে। লোকে পায়ে হাঁটিয়া দুধ দেওয়ার পরিবর্ত্তে একটা লোক দ্বারা গাড়ীর সাহায্যে সমস্ত গ্রামের অভাব মিটান সম্ভব হইবে। এখানে আরও বেশী যুক্তির প্রয়োগ দেখা যাইবে। তারপর একটা গ্রাম ছাড়িয়া বহুগ্রাম বা একটা দেশ, একদেশ ছাড়িয়া বহু দেশের অভাব মিটাইবার ব্যবসা ফাঁদিতে পারিলে অধিকতর যুক্তি প্রয়োগ হইবে। এইরূপে আন্তর্জ্জাতিক যুক্তি-প্রয়োগের কথাও চিন্তা করা যাইতে পারে।

মনে হইতে পারে এক ধরণের বহু ব্যবসাকে বা এক ব্যবসার বহু শাখাকে একত্র মিলাইয়া যে নূতন বস্তুর উদ্ভব হয়, তাহাই যুক্তি-প্রয়োগ। শুধু এক ব্যবসার বিভিন্ন শাখা নয়, বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসাও মিলান যাইতে পারে। যুক্তি-প্রয়োগের ইহাই প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা এই যে, এই মিলনের ফলটা এক নূতন মূর্ত্তিতে দেখা দেয়, ইহা চালাইবার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ, মাল মসলা, মজুর, সময় ইত্যাদির যথাযথ ব্যবহার ও অপচয় নিবারণ দরকার হয় তাহা দেখিবার মত দূরদৃষ্টি অর্থাৎ সমগ্র ব্যবসাটাকে একটা নির্দ্দিষ্ট রীতিতে চালাইবার বুদ্ধি ও স্বাধীনতা থাকিলে বলা চলে যে যুক্তি-প্রয়োগ হইতেছে।

অধ্যাপক ম্যাক গ্রেগর বলিতেছেন, "এখানে মজুরদের কথাটা ব্যবসা-নেতার মনে থাকিবে কি না বলা যায় না। মজুরদের শ্রীবৃদ্ধিতে নেতৃস্থানীয়েরা যত্নবান হইবেন এখন অগত্যা এইরূপ আশা করিলে লাভ আছে। এইরূপ ব্যবসায় নেতার কর্ত্তৃত্ব লইয়া সমালোচনা হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সমালোচনা সেই সব দিক্ হইতে আসে যেখানে কর্ত্তৃত্ব আরও বেশী প্রবল। জীবনের ৪টা বড় বিভাগ হইল, গির্জ্জা, জল ও স্থল সৈন্য, রাষ্ট্র ও অর্থ। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটাতে কর্ত্তৃত্ব অত্যন্ত প্রবলভাবে বর্ত্তমান। তথাপি ইহাদের লোকেরা আর্থিক কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে নালিশ করে।"

আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলন দেশের মধ্যে যুক্তি-প্রয়োগ বাড়াইবার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক যুক্তি-প্রয়োগ সম্বন্ধে লণ্ডনের উপস্থিত ধুরন্ধরেরা একমত নহেন। কেহ বলিয়াছেন ক্ষতিকর (যেমন, স্যর আর্থার বালফুর), অন্য কেহ কেহ ইহাকে আকাশে তুলিয়াছেন। তবে এই সম্পর্কে একটা কথা সকলের নজরে আসিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র আপন ব্যবসার পথে স্বাভাবিক নিয়ম-বলে যে যুক্তি-প্রয়োগে উপস্থিত হইয়াছে, সমগ্র ইয়োরোপ তাহা বৈঠক, সম্মেলন ডাকিয়া অবলম্বন করিতে ব্যাকুল হইয়াছে। কিন্তু ইহা কি সভাসমিতির কাজ?

আর্থিক জগতের একত্ব

লণ্ডনের বক্তৃতা-আলোচনার ফলে একটা বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের, আর দেশের মধ্যে মজুর ও মনিবের সম্পর্কই যে শুধু ঘনিষ্ঠ তা নয়। এক ব্যবসার সহিত অন্য ব্যবসার সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ। ব্যবসা বাণিজ্যের দুর্গতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত নরনারীর ক্রয়-ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে, ফলে চাষেরও অবনতি হইতেছে।

অর্থাৎ চাষীর সংখ্যা কমিতেছে, তাদের জীবন যাত্রার ধারা নীচু হইয়া যাইতেছে, ইত্যাদি।

ইহা ভাবনার কথা। ব্যবসা বাণিজ্যের জোয়ারের মুখে চাষের কথা লোকের বড় মনে পড়ে না। কিন্তু দুর্দ্দিনে চাষীকে বন্ধু বলিয়া মনে হয়; সেইজন্য এই লণ্ডন সম্মেলনেও দেখিতেছি চাষের উন্নতি, সময়ের ব্যবহার, চাষীর মজুরের মজুরি নির্দ্ধারণ ইত্যাদি লইয়া মাথা ঘামানো হইতেছে।

দুনিয়ার শান্তির দিকে

মাতব্বরেরা বলিতেছেন, শান্তির দিকে চল। শান্তি কিসে স্থাপিত হইবে? আর্থিক সমৃদ্ধি যে শান্তির একটা পথ-নির্দ্দেশ তাহা কেহ অস্বীকার করিবে না। অবাধ বাণিজ্য সম্ভব যদি না হয়, বাণিজ্যকে অবাধতর করিয়া দাও। মানুষ ব্যবধান কমাইবার জন্য পথঘাট, যানবাহনের কত না সংস্কার করিতেছে, সেঁতু বাধিতেছে, মাল চলিতেছে, হাওয়ায় হাওয়ায় জাহাজ উড়াইতেছে, ডিনামাইট্‌ লাগাইয়া পাহাড় ভাঙিতেছে। উদ্দেশ্য—বাণিজ্য, চলাচলের সুগমতা বাড়িবে। অন্যদিকে সেই মানুষ আবার টারিফ্‌ দেওয়াল তুলিতেছে। পথ-সুগমতার জন্য যে হাজার হাজার টাকা খরচ করিতেছে তা কি ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে না? তারপর টারিফের গতি কিরূপ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে বুঝা যাইবে যে বীমার মত জাতিনির্ব্বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠানেও এই দেওয়ালের বেড়া গাঁথা হইয়াছে।

এক দেশ অন্য দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না, একথা লোককে বুঝানো শক্ত নয়। কিন্তু সমস্ত দেশগুলি যদি পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করে, তবে প্রত্যেক দেশ যে লাভবান হইতে পারে, প্রত্যেক দেশ যে অন্য দেশে বেশী বেচাকেনা করিতে পারে; এই কথা কারও মাথায় সহজে ঢুকিতে চায় না।

আরো যুদ্ধ চাই

"দুনিয়ার আর্থিক সমৃদ্ধি ও শান্তি" কে তাবের সমালোচনা শেষ হইয়াছে। আমাদের শুধু একটী কথা বলিবার আছে। দুনিয়ায় যুদ্ধের শেষ ও শান্তিরাজ্য স্থাপিত কবে হইবে জানি না। কিন্তু ইয়োরোপ বর্ত্তমানে যে শান্তি চায় তার অর্থ এই, "হে দুনিয়ার দুর্ব্বল ও নিপীড়িত জাতিসমূহ, তোমরা ঘুমাইতে থাক, যেমন আছ তেমনি থাক। আমরা ইতিমধ্যে উত্তরোত্তর আর্থিক সমৃদ্ধি বাড়াইয়া তুলি। আর ইয়োরা-মেরিকাও জাপানের ভাইরা এস আমরা কোলাকুলি করি ও নিজ নিজ ঐশ্বর্য্য শান্তিতে উপভোগ করি।" বলা বাহুল্য এরূপ শান্তি কাম্য নহে। দুনিয়ার অধিকাংশ লোক যতদিন দুর্ব্বল ও আর্থিক সমৃদ্ধিহীন থাকিবে ততদিন এই শান্তি অন্যায়। তা ছাড়া প্রাকৃতিক নিয়মের বলে, হিংসার ফলে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে চুলাচুলি হইবেই। আমরা মনে করি যুদ্ধের একটা ফল বিভিন্ন জাতির উত্থানের সুযোগ লাভ। সেইজন্য আরও যুদ্ধ চাই।

জাপানের আর্থিক জাগরণ

মোট ৪৭৪০ লক্ষ পাউণ্ডের বৈদেশিক বাণিজ্যের শিরোপা লইয়া জাপান ১৯২৭ সনে দুনিয়ার ব্যবসায়ী জাতি-সমূহের মধ্যে পঞ্চম স্থান দখল করে। আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, জার্ম্মাণি ও ফরাসীর পরেই জাপানের স্থান। যুদ্ধের পূর্ব্বে জাপান ব্যবসা-জগতের চতুর্দ্দশ স্থানে ছিল। জাতি-সঙ্ঘের আর্থিক বিভাগের ইস্তাহারে দেখা যায় ১৯২৬ সনে আমেরিকা ১,৮৭৪০ লক্ষ, গ্রেটব্রিটেন ১,৭৬৫০ লক্ষ, জার্ম্মাণি ৯৬৬০ লক্ষ, ফরাসী ৯০৭০ লক্ষ, জাপান ৪৯২০ লক্ষ কানাডা ৪৭৩০ লক্ষ, ভারতবর্ষ ৪১৬০ লক্ষ এবং ইতালী ৩৬০০ লক্ষ পাউণ্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য করিয়াছিল।

জাপানের ভৌগোলিক অবস্থা ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের অপ্রাচুর্য্য এবং সভ্য-জগৎ হইতে ইহার বিচ্ছিন্ন অবস্থার

কথা স্মরণ করিলে ব্যবসা-বাণিজ্যে ইহার মোটা মোটা অঙ্কগুলি বাস্তবিকই অত্যাশ্চর্য্য বলিতে হইবে। সব চাইতে ইহার দ্রুত উন্নতির ধারাই বেশী আশ্চর্য্যজনক। উল্লিখিত লীগ অব নেশান্সের আর্থিক বিভাগের ইস্তাহারে প্রকাশ যে, ১৯১৩ সনের চাইতে ১৯২৬ সনে আমেরিকা, জাপান, কানাডা ও ভারতবর্ষ বৈদেশিক বাণিজ্যে খুব বেশী লাভ করিয়া লয়। ১৯১৩ সনের চাইতে ১৯২৬ সনে আমেরিকা ১,০০৮০ লক্ষ, জাপান, ২১৫০ লক্ষ, কানাডা ২৫৭০ লক্ষ ও ভারতবর্ষ ১৩৪০ লক্ষ পাউণ্ড বেশী বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা প্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধির অনুপাতে আপানের অঙ্কই সব চাইতে মোটা। জাপান ১৯১২ চাইতে ১৯২৬ সনে শতকরা ১৯৭ ভাগ বেশী বৈদেশিক বাণিজ্য করে। আমেরিকা কানাডা ও ভারতবর্ষ যথাক্রমে শতকরা ১১৬,১১৯ ও ৪৯ ভাগ বাণিজ্য করে।

লীগ অব নেশান্সের ইকনমিক কনসালটেটিভ কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ যে, ১৯২৬ সনে ইয়োরোপের ব্যবসা-বাণিজ্য যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার চাইতে শতকরা ৫ ভাগ কম পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল এবং ১৯২৭ সনে ইহা যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার সমান হইয়াছিল। ইয়োরোপের ব্যবসা মহলের "রিকভারি" খুব ধীরে ধীরে সম্পন্ন হইতেছে বলিতে হইবে। অন্যদিকে জাপানে বর্ত্তমান চড়াও বাজার দরের আনুপাতিক ষ্ট্যাটিসটিক্স লইয়াও দেখা যায় যে, যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার চাইতে ১৯২৭ সনে জাপান তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য শতকরা ৬৭ ভাগ বৃদ্ধি করিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহার বৈদেশিক বাণিজ্য জনপ্রতি ১৯১৩ সনের ২ পাউণ্ড ১৪ শিলিং হইতে ১৯২৬ সনে ৬ পাউণ্ড ১৮ শিলিংএ গিয়া পৌছিয়াছে। এই বৃদ্ধির অনুপাতে জাপানই সকল জাতির আগে আগে চলিয়াছে। উত্তর আমেরিকা ও এশিয়ার অন্যান্য ভূখণ্ডে জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্য ১৯১৩ সনের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মধ্য আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে শতকরা ৩৩% ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিগত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত প্রায় তিন শতাব্দীকাল জাপান বহির্জ্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। তাহার আর্থিক উন্নতি ধীর মন্থর গতিতে চলিয়াছিল। হঠাৎ বৈদেশিক প্রভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের দিকে জাপানের দৃষ্টি খুলিয়া যায়। জাপান সরকার ও দেশের লোক সমবেতভাবে ইহার উন্নতি বিধানের দিকে মনোনিবেশ করে। ইহা দ্বারা তাহারা জাতীয় সম্পদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করে। বণিকের জাতি ইংরেজ হইল ইহাদের আদর্শ। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারকল্পে শিল্প ও কৃষির যেরূপ উন্নতি সাধন আবশ্যক তাহা তাহারা কঠোর অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা সম্পন্ন করিতে থাকে। ১৮৭৩ সন হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্রমোন্নতির এক হিসাব এখানে দেওয়া হইল।

বৎসর	মোট আমদানি রপ্তানিকৃত পণ্যদ্রব্যের মূল্য	আনুপাতিক বৃদ্ধি
১৮৭৩	৪৯০ লক্ষ ইয়েন	—
১৮৮৩	৬৫০ ,, ,,	৩৩
১৮৯৩	১৭৭০ ,, ,,	১৭২
১৯০৩	৬০৩০ ,, ,,	২৪১
১৯১৩	১,৩৫৮০ ,, ,,	১২৫
১৯২২	৩.৪৮২০ ,, ,,	১৫৬
১৯২৭	৪,০৯১ ,, ,,	১৭

উপরের অঙ্কগুলি হইতে সহজেই প্রমাণিত হইবে যে, জাপানের ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত বৃদ্ধির প্রধানতম কারণ যুদ্ধ। ১৮৯৩ সন হইতে ১৯০৩ সনের অসাধারণ বৃদ্ধির একমাত্র কারণ জাপানের মুদ্রা স্থিরীকরণ।

গত মহাযুদ্ধের ফলে জাপান লাল হইয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধের ফলে জাপানী মাল যে কেবলমাত্র ইয়োরোপে প্রবেশ লাভের সুযোগ পাইতেছে তাহা নয় পরন্তু দুনিয়ার অন্যান্য অঞ্চলেও যুদ্ধের দৌলতে জাপানী পণ্যসম্ভারের বাজার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যুদ্ধে বিধ্বস্ত ইয়োরোপ যখন দুনিয়ার শিল্পজাত মালের যোগান দিতে অসমর্থ, জাপান তখন (১৯১৯) জগতের নিকট কমসে কম ২,০৬৬০ লক্ষ ইয়েন মূল্যের মাল বিক্রয় করে। আমদানির চাইতে অনেক বেশী রপ্তানিই জাপানের বিশেষত্ব। ১৯১৫-১৯১৮ এই ৪ বৎসরে জাপান আমদানির চাইতে ১.৪০৮০ লক্ষ ইয়েন মূল্যের মাল বেশী রপ্তানি করে।

১৯২০ সনে ব্যাঙ্ক অব্ জাপান ও গবর্ণমেণ্টের খাজাঞ্চিখানায় ২,১৭৯০ লক্ষ ইয়েন মূল্যের সোণারূপা মজুত ছিল। ১৯১৩ সনে ছিল মাত্র ৫৪১০ লক্ষ ইয়েন মূল্যের। ১৯১৩ সনে ব্যাঙ্ক ও ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কসমূহে জনসাধারণের ২,২৫৫০ লক্ষ ইয়েন মজুত ছিল। ১৯২২ সনে ঐ সংখ্যা ১০,২৮৭০ লক্ষ ইয়েনে পৌঁছে।

১৯১৩ সনে জাপানে মোট ১৫ লক্ষ টনেজের জাহাজ ছিল। ১৯২২ সনে জাহাজের টনেজের পরিমাণ ৩২½ লক্ষ দাঁড়ায়। পরবর্ত্তী বৃদ্ধিতে প্রকাশ বাণিজ্য-তরণীর মালিক হিসাবে জাপান দুনিয়ায় তৃতীয় স্থান দখল করিয়া আছে।

জাপানে জিনিষ-পত্রের দাম অত চড়িয়া না গেলে তাহার আর্থিক সচ্ছলতা আরও বর্দ্ধিত হইত। ১৯১৩ সনে জিনিষপত্রের দাম একশত ধরিলে ১৯২২ সনে তাহা ২০৬ বলিতে হইবে। ১৯১৯ সন হইতে জাপানে রপ্তানির চাইতে আমদানি বেশী হইতে থাকে। তাহার উপর ১৯২৩ সনে জাপানে ভূমিকম্প, ঝড়, বাত্যা প্রভৃতি আর্থিক বিপদ উপস্থিত হয়। ইহার ফলে জাপানের অনেক ব্যবসাকেন্দ্র ধূলিসাৎ হয়। এগুলির পুনর্গঠনের জন্য জাপানকে বিদেশ হইতে আরও বেশী মাল আমদানি করিতে হয়। ১৯২৩ ও ১৯২৪ এই দুই সনে জাপানকে তাহার রপ্তানির চাইতে ১১৮ কোটি ইয়েন মূল্যের মাল বেশী আমদানি করিতে হয়। অন্যদিকে ১৯১৮ সনে একশত ইয়েনের সমান ছিল ৪৯·৮৫ ডলার। ১৯২৫ সনে ইয়েনের মূল্য পড়িয়া যাওয়ার ফলে শতকরা ইয়েন ৩৮·৭৬ ডলারে স্থিরীকৃত হয়। ইহাও দেশের আর্থিক ক্ষতি।

তবে জাপানীরা খুব চালাক জাতি। আর্থিক দুর্যোগ হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করা যায় তাহার কল কৌশল সকলই তাহাদের জানা আছে। ১৯২৫ সনে ইয়েনের দাম কমতির সুযোগ লইয়া বিদেশীরা ঐ সনে জাপানের নিকট হইতে ২,২২২০ লক্ষ ইয়েন মূল্যের মাল ক্রয় করে। যাহা হউক ইয়েনের ইজ্জৎ আবার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯২৬ সনে শত ইয়েনের বিনিময় হার ৪৬·৯ ডলারে স্থিরীকৃত হয়, ১৯২৭ সনে হয় ৪৭·৪ ডলার। ইয়েন মূল্য কমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও জিনিষ পত্রের মূল্য কমিয়া যাইতেছে। ১৯২৭ সনে জিনিষপত্রের দাম ১৯১৩ সনের তুলনায় ১৮১তে নামিয়াছে। ১৯২৭ সনের ১,৯১৪০ লক্ষ ইয়েন মূল্যের মাল রপ্তানি ১৯২২ সনের চাইতে শতকরা ৩৩ ভাগ ও ১৯২১ সনের চাইতে শতকরা ৪ ভাগ বেশী।

গভর্ণমেণ্ট ও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের হাতে ১৯২৭ সনের শেষ পর্য্যন্ত ছিল ১,৬৫৩০ লক্ষ ইয়েন (হোল্ডিং অব্ স্পেসির্ জাপান বর্ত্তমানেও বাণিজ্য জাহাজ অধিকারী দেশগুলির মধ্যে তৃতীয় স্থান দখল করিয়া আছে। এইরূপ সময়েও আরও ৮ লক্ষ টনের বাণিজ্য-তরণী বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে দেশের লোকের পুঁজি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সাধারণতঃ, জাপানে বস্ত্র, পটারিজ, কাগজ, চা, ক্যান্ড মাছ প্রভৃতি শিল্প বৃহদাকারে চালান হয়। রেশম, তেল, কর্পূর, পিপারমেণ্ট প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ শিল্পও জাপানে বৃহদাকারে পরিচালিত হয়।

১৯২৬ সনে মোট আমদানির ৬২ ভাগ মাল বিনা শুল্কে জাপানে প্রবেশ লাভ করে। ১৯১৩ সনে ঐ সংখ্যা ছিল শতকরা ৪৯ ভাগ। রপ্তানি মালের মধ্যে ১৯১৩ সনে শতকরা ৩৫ ভাগ বিনা শুল্কে অন্য দেশে চালান দেওয়া হইত। ১৯২৬ সনে ঐ সংখ্যা শতকরা ৪৭ ভাগে উঠিয়াছে। জিনিষ পত্রের দাম চড়িয়া গেলেও এবং তরুণ জাপানী শিল্পগুলির সংরক্ষণের জন্য দাবী উপস্থাপিত হইলেও জাপান সরকার এখনও ১৯১০ সনের শুল্কনীতি মানিয়া চলিতেছেন। কেবলমাত্র কতকগুলি বিশেষ মালের বেলায় ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

জাপানের বাণিজ্যের ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে, এশিয়া ও উত্তর আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করার ফলেই আজ জাপান ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে এরূপ অভাবনীয় ব্যাপার সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ঐ সকল দেশে ১৯১৩ সনের চাইতে ১৯২৭ সনে জাপানের রপ্তানি শতকরা ৩০ হইতে ৪৫ ভাগে বৃদ্ধি পাইয়াছে ও ঐ সকল দেশ হইতে আমদানি মালের হিস্যা শতকরা ১৮ হইতে ৩৪ ভাগে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যদিকে ইয়োরোপ মহাদেশের আমদানি ৩০ ভাগ হইতে ১৮ ভাগে ও রপ্তানি ২৩ হইতে ৭ ভাগে নামিয়া গিয়াছে।

ইতালির ব্যবসা-বাণিজ্য

উন্নতির লক্ষণ

গত জানুয়ারী মাসে ইতালির ব্যবসার অবস্থা বেশ সন্তোষজনকই ছিল। ব্যবসা আরও বাড়িয়া উঠিবার অনেকগুলি লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া লোকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, যদিও বর্ত্তমান সময়ে উন্নতি খুব অল্পই দেখা যাইতেছে, তবুও নিকট ভবিষ্যতে ইতালির ব্যবসা-বাণিজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইবে।

বয়ন-শিল্পের বিভিন্ন বিভাগের অবস্থা

বাণিজ্যের সুলক্ষণগুলি সব সময়েই ভালভাবে না দেখা গেলেও ব্যবসার অবস্থা মোটের উপর মন্দ ছিল না। বয়ন-শিল্পের বিভিন্ন বিভাগের অবস্থা উন্নতির দিকেই দেখা গিয়াছিল, তবে দু'পয়সা লাভ রাখিয়া কি ভাবে মাল বিক্রী করা যায়, সে একটা চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমস্ত সুতার কলে কাজ খুব প্রচুরই ছিল। মন্দা সময়ের তুলনায় শতকরা প্রায় ৯২ ভাগ কাজ কলে পাওয়া গিয়াছে। অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য উভয়েই সুতার চাহিদা খুব দেখা যায়। এবং বহির্ব্বাণিজ্যে সুতার কাটতি বর্ত্তমানে খুব বেশী দেখা যাইতেছে। মাল উৎপাদন যাহাতে আরও কম খরচায় হয় সে বিষয়ে অনেক বিধি-ব্যবস্থার প্রচলন সত্ত্বেও তাঁতীরা প্রস্তুত মালের যে দাম পাইতেছে তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছে না। বয়ন-শিল্পের অবস্থাও বেশ ভাল দেখা যাইতেছে। সমস্ত কাপড়ের কলে তাহাদের পুরা বয়ন-শক্তির শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ কাজ পাইয়াছে। এবং গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া কাপড়ের কাটতি খুব বেশী দেখা যাইতেছে। ইহার মধ্যে ধূসর ও ছাপা কাপড়, সার্টের কাপড় এবং ভেল্‌ভেটের কাটতিই বেশী দেখা গিয়াছে। দুনিয়ার প্রায় সকল বাজারেই ইতালিয়ান কাপড়ের চাহিদা আছে। তবে উত্তর আমেরিকা ও নিকট প্রাচ্যদেশেই চাহিদা বেশী দেখা যায়। কাঁচা মালের দাম ঠিক থাকিলে ব্যবসার উন্নতি আরও বাড়িয়া যাইবে আশা হয়।

পশম শিল্প

পশম-শিল্পের অবস্থা প্রায় একই রকমের ধরা যাইতে পারে। অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে নতুন পশম আসিয়া পড়ায় জানুয়ারী মাস ভরিয়া সমস্ত কলেই প্রচুর কাজ ছিল। এই সময় আগামী বসন্ত ও গ্রীষ্মের সরবরাহ কুলাইতে সমস্ত কলেই কাজের ভিড় খুব বেশী দেখা গিয়াছে। বিশেষতঃ এবৎসর ইষ্টার শীঘ্র আসিয়া পড়ায় তাড়াতাড়ি কাজ সারিতে হওয়ায় কলের কাজ আরও বাড়িয়াছে। অন্যান্য দেশের প্রবল প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও এবার মাল রপ্তানি বেশ ভাল হইয়াছে; তবে উৎপাদনের খ'চার তুলনায় লাভের অাংশটা তত বেশী হয় নাই।

রেশম-শিল্পের অবস্থা

রেশম-শিল্পে তাঁতীদের অনেক বাধাবিঘ্ন সহ্য করিতে হইয়াছে। দুনিয়ার বাজারে এই শিল্পে জাপানের জোর প্রতিযোগিতায় এবং উৎপাদনের খরচা বেশী পড়িয়া যাওয়ায় এ ব্যবসা তেমন লাভজনক হয় নাই। ফলে অনেকগুলি কল কাজ বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। অন্যদিকে যে সব তাঁতীরা নকল শিল্পের কাজ বেশী করিতেছিল, তাহারা বেশ দু'পয়সা কামাইয়া লইয়াছে। কারণ মালের কাটতিও খুব বেশী ছিল, আর বাজার-দরও তাহাদের উৎপাদন খরচার তুলনায় বেশ লাভজনক ছিল। ইতালির এইসকল শিল্পের ব্যবসা আজকাল দুনিয়ার বাজারে বিশেষ প্রতিযোগিতার মাঝে পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং শীঘ্রই যে এ ব্যবসা ফাঁপিয়া উঠিবে সে আশা খুব কম।

শণ ও পাট

শণ এবং পাটের কলেও কাজ এবার মন্দ হয় নাই। স্থানীয় বাজারে কাঁচা মালের দাম একটু চড়া থাকায় শণের কলগুলাকে কতকটা গণ্ডীবদ্ধ করিয়া ফেলিলেও তাহাতে ব্যবসার বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই।

লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসা

লৌহ এবং ইস্পাতের ব্যবসাও বেশ জোরের সহিত বাড়িয়া উঠিয়াছে। বাইরের অর্ডারও যথেষ্ট মিলিতেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবসার অবস্থা অন্য দিকে তত সন্তোষজনক নহে। রেলওয়ে-সংক্রান্ত জিনিষপত্র, কৃষি-বিষয়ক কল-কব্জা প্রভৃতি মালের যে পরিমাণে অর্ডার পাওয়া যাইতেছে তাহাতে বর্ত্তমানে প্রস্তুত সমস্ত মালের কাটতি হইতেছে না।

মোটর গাড়ীর ব্যবসা

মোটর গাড়ীর ব্যবসার অবস্থা অনেক ফিরিয়া গিয়াছে। গত বৎসরের শেষের অর্দ্ধেকে এত মোটর গাড়ী রপ্তানি হইয়াছে যে, বৎসরের প্রথম ভাগে এ ব্যবসার যেটুকু মন্দা দেখা গিয়াছিল, বৎসরের শেষের দিকের চাহিদায় তাহার শোধ তুলিয়া লইয়াছে। তা ছাড়া দুনিয়ার বাজারে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইবার জন্য সকল গাড়ীর দামও যথা-সম্ভব কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আর উৎপাদনের খরচাও যথাসম্ভব গণ্ডীবদ্ধ করিয়া দেওয়ায় লাভের অংশটা বেশ বাড়িয়া গিয়াছে। ব্যবসার এমন বহর দেখিয়া আগামী সনে ইহার আরও উন্নতির আশা করা যায়।

চিনি ও অলিভ তৈলের ব্যবসা

চিনির কলগুলিতেও কাজ খুব ভাল চলিতেছে। এ বৎসর অলিভ বেশী হওয়ায় অলিভ তৈলও প্রচুর প্রস্তুত হইতেছে। বিট সম্বন্ধে শুনা যায় গবর্ণমেণ্ট এবং চাষীদের অ্যাসোসিয়েশ্যনের মধ্যে একটা চুক্তি হইয়াছে যে, দেশের মোটামুটি প্রয়োজনের মত চিনি যাহাতে প্রস্তুত হয় চাষীদের সেই পরিমাণে বিটের চাষ করিতে হইবে। যদি কখনও দেশের প্রয়োজনানুরূপ চিনি দেশে না জন্মে তথাপি বিদেশী চিনি আমদানি যথাসম্ভব রহিত করিতে হইবে। ফলে ২রা জানুয়ারী হইতে চিনির শুল্ক প্রতি ১০০ পাউণ্ডে ২৪·৭৫ হইতে ২৬ স্বর্ণলিয়ারে চড়িয়াছে।

হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক কলকারখানার উন্নতি

হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক কলকারখানা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। বেশীর ভাগ কলকারখানা অনেক বাড়ান হইয়াছে এবং দেশের ব্যবসাবাণিজ্য বর্ত্তমানে অনেক বাড়িয়া যাওয়ায় অনেক কলেই কাজের ভিড় ক্রমে ক্রমে বেশী হইতেছে। এই সব কলকারখানার উন্নতি দেখিয়া ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে জাতীয় ধনদৌলত বৃদ্ধির বেশ আশা করা যায়।

কৃষির ভবিষ্যৎ

কৃষিকার্য্য-পরিচালনায় দেশের মনোযোগ দেখিয়া নকল ও রাসায়নিক সারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের কৃষিকার্য্যও বেশ বাড়িয়া উঠিবে এ আশা খুবই করা যায়।

তর্কপ্রশ্ন

"বাঙ্গলার কথা"য় আর্থিক উন্নতি"র "ভারতে মাছের চাষ"।

৩০ মার্চ্চ, ১৯২৯।

সবিনয় নিবেদন,

শনিবার ১৬ই চৈত্র তারিখের "বাঙ্গলার কথা"য় "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত 'ভারতে মাছের চাষ' প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে। 'আর্থিক উন্নতি"র প্রবন্ধে লেখকের নাম ছিল না। কিন্তু 'বাঙ্গলার কথা"য় এই প্রবন্ধটা আমার লেখা হিসাবে ছাপা হইয়াছে। ভুলটার জন্য বোধ হয় 'ছাপাখানার সয়তান'ই দায়ী। আপনাদের আগামী সংখ্যায় যথাস্থানে ভুল শুধরাইবার ব্যবস্থা করিলে বাধিত হইব। এই চিঠিটা ছাপিয়া দিলেই চলিবে। ইতি

ভবদীয়

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

সম্পাদক, "বাঙ্গলার কথা"

কলিকাতা

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শীল, বি, এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Arthik Unnati

British Library of Political and Economic Science (London School of Economics. University of London)—May I appeal to you for a gift to the Library of this school of a copy of the undermentioned publicatien (*Arthik Unnati*) as being of special interest to its students and readers ? * * * I can assure you that any donation of documentary material you care to make will be much appreciated, readily acknowledged and carefully catalogued and preserved.

Professor Julius Jolly (Wuersburg, Germany, Late Tagore Law Lecturer Calcutta)—*Arthik Unnati* appears to be a very valuable new review like the previous works of Professor Benoy Kumar Sarkar which I value very highly. I hope it will soon have a wide circulation. Economics is such an important subject.

Professor Andre Varagnac, College de Vitre, France:—"I have read the program and contents of *Arthik Unnati*, which seem to me the most timely attempt towards modern science and information. You are known in France as one of the most qualified men to take this lead, and I trust that, under your able leadership, your review will cover the great field it intends to explore.

"I sincerely regret not to be in a position to read your articles. May I even ask you if you could introduce me by letter to some of your Indian friends in France, so that I may try to arrange for some sort of translation ?"

Prof. Gide, Editor, *Revue d' Economie Politique*, Paris : My journal will be sent to you regularly. I hope you will care to propagate the theory and practice of co-operation in your new Review. You can depend upon me for books and brochures on this subject.

Prof. Remme, Ministry of Education, Berlin : I have sent you publications of our Institute and hope that we shall maintain constant intercourse with each other in our allied fields.

Prof. Nicefore, University of Naples, Italy : I have read as much as I could, i. e. the indications written in English, and I congratulate you on your work. I hope to be able to send you some of my publications for reference.

Prof. Haepke, University of Marburg Germany : I am circularizing it among scholars interested in economics. From my side I have sent you some work likely to be of interest to the scholars in India.

Prof. Mortara, University of Milan, Italy, Editor, *Giornale degli Economisti* : I am sending you in exchange a copy of my work *Economic Prospects for 1927*, (Italian) in which you will find my frequent observation on India and its products.

Prof. Vogel, University of Berlin : The contents of your journal as given in English have appeared to me rich and interesting. I have already mailed you my recent book on the economic geography of France and shall not in future fail to invite your attention to those publications in which you are likely to be interested.

Calcutta Commercial Gazette—We welcome the publication because we fully believe that the Journal will do real good to the country. The issues so far to hand make an excellent beginning, just what one might expect from our illustrious countryman, Professor Benoy Kumar Sarkar, who is the editor. He is more than enough guarantee of the continued excellence of the journal and of the benefits people will derive from it. It is fortunate that he is applying his profound scholarship, unrivalled knowledge of the current of events and thought throughout the world and his sound experience to the production of a journal which is undoubtedly meant for public good.

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত

নূতন গ্রন্থাবলী

১। নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন,—প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা। (যন্ত্রস্থ)

২। একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র,—প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা। (যন্ত্রস্থ)

৩। **The Political Philosophies since 1905**—400 pages. Rs. 4/- (Messrs B. G. Paul & Co., 2, Francis Joseph Street, Madras)

৪। **Comparative Industrialism and Economic India**,—A Study in World-Economy. Nearly 400 pages (In the press).

THE INDIAN HISTORICAL QUARTERLY

A HIGH-CLASS ORIENTAL JOURNAL

Edited by Dr. Narendra Nath Law, M.A., B.L., P.R.S, PH.D

Each issue over 200 pages, Super-royal 8vo

(Annual subscription including postage Rs. 6/12/-*)*

Treating of Indian History, Literature, Religion, Philosophy, Folklore, Archæology, Numismatics, Epigraphy, Geography, Ethnology etc.

To be had of the Manager :

CALCUTTA ORIENTAL PRESS

107, Mechuabazar Street,

Phone No. Barabazar 230. CALCUTTA